শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

পরমহংস-সংহিতাখ্যং সাত্বতসংহিতেত্যপরনামধেয়ম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমস্কন্ধমাত্রম্

(পূর্ব্বার্দ্ধ)

শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্

শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যচিদ্বিলাস-
প্রভুপাদ-শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-গোস্বামী-ঠক্কুরেণ বিরচিতেন
বিবিধসূচীপত্র-কথাসার-সংস্কৃতান্বয়-গৌড়ীয়ভাষ্যানুবাদ-তথ্য-
বিবৃত্যাত্মক-গৌড়ীয়-ভাষ্যেণ, শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত-
তাৎপর্য্যেণ, শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর-কৃত-
সারার্থদর্শিন্যাখ্য-টীকয়া
তথা

শ্রীবৃন্দাবন-বাস্তব্যস্য শ্রীল বিনোদ-বিহারী-গোস্বামিনঃ কনিষ্ঠাত্মজেন শিষ্যেণ
শ্রীবিজন-বিহারী-গোস্বামি-এম্-এ-কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শন-বেদান্ততীর্থ-
ভাগবত-শাস্ত্রিণা কৃতেন সারার্থদর্শিনী-টীকায়াঃ বঙ্গানুবাদেন চ সহিতম্

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠ-প্রতিষ্ঠানস্য প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িতমাধব-গোস্বামি-মহারাজ
বিষ্ণুপাদস্য অধস্তনেন বর্ত্তমানাচার্য্যেণ
ত্রিদণ্ডিস্বামী-শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভতীর্থ-মহারাজেন সম্পাদিতম্

প্রথম-সংস্করণম্—৫১৪ শ্রীগৌরাব্দে

নদীয়া, শ্রীধামমায়াপুর, ঈশোদ্যানস্থিত "শ্রীচৈতন্যবাণী"-ইত্যাখ্য-মুদ্রাযন্ত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামি-
শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি-পরিব্রাজক-মহারাজেন মুদ্রিতং প্রকাশিতঞ্চ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-তিথি

৪ গোবিন্দ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ খৃষ্টাব্দ

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩
জেলা-নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড
কলিকাতা-৭০০০২৬

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১
জেলা-মথুরা (উত্তর প্রদেশ)

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (অসম)

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (অসম)

বিজ্ঞপ্তি

'শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
তত্র জ্ঞান-বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ ॥'

—ভাগবত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদসহ শ্রীমদ্ভাগবতের অভিনব সংস্করণের প্রথম স্কন্ধ, দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, চতুর্থ স্কন্ধ, পঞ্চম স্কন্ধ, ষষ্ঠ স্কন্ধ, সপ্তম স্কন্ধ, অষ্টম স্কন্ধ, নবম স্কন্ধ, বিভিন্ন শুভতিথিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ভক্তগণ জানিয়া উল্লসিত হইবেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবারিধি পরিব্রাজক মহারাজের নিষ্কপট সেবা-প্রচেষ্টায় পুনঃ স্বল্প সময়ের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের পূর্ব্বার্দ্ধ শ্রীশ্রীব্যাসপূজা শুভবাসরে প্রকটিত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পূর্ব্বার্দ্ধের পূর্ণানুকূল্য সংগ্রহে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়া বৈষ্ণবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। আশা করি শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের উত্তরার্দ্ধ এবং অন্যান্য স্কন্ধসমূহও ক্রমশঃ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-তিথি

৪ গোবিন্দ, ৫১৪ শ্রীগৌরাব্দ
২৯ মাঘ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ
১২ ফেব্রুয়ারী, ২০০১ খৃষ্টাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস
ভক্তিবল্লভ তীর্থ

সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত'।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য, ২১।১৫, ১৬

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণরঙ্গ॥
ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময়॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্য, ৩।৫১৬, ৫৩০-৫৩১

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ শ্রীভাগবত।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ২৫।১৪৩

দশম-স্কন্ধের অধ্যায়-বিবরণ

দশম-স্কন্ধের কথাসার

শ্রীশুকদেব নবম-স্কন্ধে চন্দ্রসূর্য্যবংশের বিস্তৃত বিবরণপ্রসঙ্গে যদুবংশপরম্পরা বর্ণন করিলে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে যদুকুলে অবতীর্ণ রামকৃষ্ণের ভৌমলীলা-কীর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন এবং বলদেব ও কৃষ্ণের জন্মরহস্য, কৃষ্ণের কংসবধ, দ্বারকায় বাসের কালপরিমাণ ও মহিষীগণের সংখ্যা কত, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করেন। শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতের প্রশ্নের প্রশংসা করিতে লাগিলেন যে, পৃথ্বী দৈত্যগণের ভারে কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে ব্রহ্মা দেবগণসহ ক্ষীর-সমুদ্রের তীরে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকেন। অতঃপর ব্রহ্মা সমাধিমধ্যে বিষ্ণুর আকাশবাণী শ্রবণপূর্ব্বক দেবগণকে মায়াসহ ভগবানের অবতরণের কথা জানাইলেন এবং দেবগণকে পত্নীগণসহ হরিতোষণার্থ যাদব ও পাণ্ডবকুলে অবতীর্ণ হইতে আদেশ করিলেন।

বসুদেবের দেবকী-বিবাহানন্তর প্রত্যাগমনকালে কংস ভগ্নী প্রীত্যর্থে বসুদেবের সারথ্য করিতেছিল। ইত্যবসরে আকাশ-বাণীতে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্রের দ্বারা নিজবিনাশের কথা অবগত হইয়া দেবকী হত্যায় উদ্যত হইলে বসুদেব কংসকে নানাবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে অসমর্থ হইয়া দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগণকে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কংস-করে অর্পণের প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবকীর প্রাণরক্ষা করেন। যথাকালে দেবকীর প্রথমপুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হওয়ায় কংস সমীপে ব্রজবাসী ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের স্বরূপ এবং কংসের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত-বর্ণন করিলে কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং ক্রমে ক্রমে দেবকীর ছয়টী পুত্রকে বিনাশ করিয়া পিতা উগ্রসেনকে কারাগারে আবদ্ধ করে ও যাদবগণের সহিত বিরোধ করিতে থাকে।

কংস জরাসন্ধ ও অঘ-বকাদি অসুরগণের সাহায্যে যাদবগণকে নির্য্যাতন করিতে থাকিলে তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্যে পলায়ন করিলেন। ভগবান্ শ্রীযোগমায়াকে যশোদাগর্ভে আবির্ভূত হইতে এবং দেবকীর সপ্তম গর্ভজাত বলদেবকে রোহিণী-গর্ভে স্থাপন করিতে আদেশ করিয়া স্বয়ং বসুদেবের চিত্ত হইতে দেবকীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। মায়াকর্ত্তৃক দেবকীর গর্ভাকৃষ্ট হইলেই দেবকীর গর্ভ ভ্রষ্ট হইল বলিয়া বিলাপ করিতে থাকেন। ভগবদবস্থানহেতু দেবকীর তেজোময় রূপদর্শনে কংস নিজ বিনাশকর্ত্তা শ্রীহরির আবির্ভাবের বিষয় নিশ্চয় করিয়া সকল সময়েই শত্রুভাবে ভগবচ্চিন্তায় সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিল। দেবগণ দেবকীগৃহে আগমন করিয়া বিবিধ জ্ঞানগর্ভবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীহরি দেবকী গর্ভ হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলে বসুদেব ও দেবকী ভগবানের স্তব করিয়া তাঁহার ঐশ্বরিক রূপ সম্বরণ করিতে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ নিজ স্বাভাবিক দ্বিভুজরূপ প্রকট করিয়া বসুদেব-দেবকীর পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। অতঃপর বসুদেব ভগবদিচ্ছাক্রমে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া কৃষ্ণকে নন্দব্রজে যশোদার শয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক যশোদার তনয়াকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবস্থান করিতে থাকিলে ভগবন্মায়া-প্রভাবে সুপ্ত প্রহরিগণ জাগ্রত হইল ও কন্যার ক্রন্দনধ্বনি-শ্রবণে দেবকীর প্রসব-বার্ত্তা কংস-সমীপে জ্ঞাপন করিল। কংস তৎক্ষণাৎ সূতিকাগৃহে আগমনপূর্ব্বক দেবকীর অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করিয়া কন্যাকে গ্রহণ ও শীলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলে কন্যা কংস-হস্তচ্যুতা হইয়া অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে প্রকাশিতা হইলেন এবং কংসান্তকের অন্যত্র জন্মের কথা জ্ঞাপন করিলেন। কংস দৈববাণীর অসত্যতায় বিস্মিত হইয়া বসুদেব-দেবকীর বন্ধন মোচন করিয়া দেবকীর সন্তান বিনাশের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সর্ব্বদেবমূল বিষ্ণুর বিরোধার্থ দেব, ঋষি, গো, বিপ্র ও সদ্যোজাত শিশুগণের বিনাশ-কার্য্যে অনুচরগণকে আদেশ করিল।

মহারাজ নন্দ পুত্র দর্শনে আনন্দিত হইয়া জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন এবং গোপদিগকে গোকুলরক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসকে বার্ষিক কর প্রদানার্থ

মথুরায় গমন করিলেন। বসুদেব নন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নন্দের সৌভাগ্যের প্রশংসা এবং ব্রজের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দ কুশল জ্ঞাপন করিয়া দেবকীর পুত্রগণের বিনাশে দুঃখপ্রকাশ ও বসুদেবকে শান্ত্বনা করিলেন। বসুদেব গোকুলে উৎপাতের সম্ভাবনা জানাইয়া নন্দকে গোকুলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলে নন্দমহারাজ বসুদেবের নিকট বিদায় লইয়া গোকুলে যাত্রা করিলেন।

কংস-প্রেরিতা পূতনা পুর-গ্রাম ব্রজাদিতে শিশু-হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল। একদিন পূতনা পরমা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভগবানের সমীপে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে স্থাপন করিল এবং বিষম্রক্ষিত স্তন্য পান করিতে দিল। ভগবান্ গাঢ়-রূপে স্তন নিপীড়নপূর্ব্বক পূতনার প্রাণের সহিত স্তন্য পান করিতে থাকিলে পূতনা নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণহীণ দেহে ভূপতিতা হইল। গোপীগণ মৃত রাক্ষসীর বক্ষ হইতে কৃষ্ণকে গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষা বন্ধন করিয়া যশোদাকে অর্পণ করিলে যশোদা তখন কৃষ্ণকে স্তন্য প্রদান করিয়া শয়ন করাইলেন। ইত্যবসরে নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পূতনা-নিধন ও শিশুর কুশল-সংবাদে আনন্দিত হইলেন।

কৃষ্ণের মাসত্রয় বয়-প্রাকট্য সময়ে যশোদা পুরস্ত্রী-গণ-সহ মিলিতা হইয়া বিবিধ মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পুত্রের অভিষেক করেন এবং শিশুকে নিদ্রাগত দর্শনে শকটের অধোদেশে শয়ান রাখিয়া উৎসব-কার্য্যে নিযুক্তা থাকিলে কৃষ্ণ রোদনছলে উর্দ্ধে পদ-নিক্ষেপ পূর্ব্বক শকট বিধ্বস্ত করেন। বালক-গণের নিকট শকটভঞ্জন-বার্ত্তাশ্রবণে যশোদা আস্তে আস্তে আসিয়া পুত্রকে স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন এবং গ্রহ শান্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা হোম-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করাইলেন।

কৃষ্ণের একবর্ষ বয়ঃক্রমকালে একদিন যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে ধারণ করিতে অত্যন্ত ভার বোধ করিয়া ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক 'নারায়ণ'-স্মরণ করিতে থাকিলে কংসানুচর তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে আসিয়া ধূলিরাশিতে গোকুলকে সমাচ্ছন্ন করিয়া শিশুকে হরণ করিল। কিন্তু অধিকদূর বহনে অসমর্থ হইয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেও কৃষ্ণ তাহার গলদেশ এরূপভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, যাহাতে ঐ মায়াবী অসুর ভূপতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। যশোদাদি ব্রজাঙ্গ-নাগণ কৃষ্ণকে দৈত্যবক্ষঃস্থলে অক্ষত-দর্শনে আনন্দিতা ও বিস্মিতা হইলেন।

একদা যশোদা কৃষ্ণকে স্তন্য দান করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ জৃম্ভণ করিলে যশোদা কৃষ্ণ-বদন-মধ্যে আকাশ, স্বর্গ প্রভৃতি স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত-সকলকে দর্শন করিয়া কম্পিত-কলেবরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিস্মিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

একদা বসুদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিত গর্গমুনি নন্দালয়ে আগমন করিয়া কংসভয়ে গোপনে রামকৃষ্ণের নাম-করণ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে বলদেব, সঙ্কর্ষণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি নামসমূহের তাৎপর্য্য ও কৃষ্ণের চতুর্যুগোচিত বর্ণ এবং গুণকর্ম্মানুসারে অনন্ত নামের উল্লেখপূর্ব্বক সাবধানে পুত্রকে পালন করিতে বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শুকদেব কৃষ্ণ-বলদেবের জানু-চংক্রমণ, গব্যাপহরণ, গব্যভাণ্ডভঞ্জন, গোপীগণের যশোদাসমীপে অভিযোগ, যশোদার শাসনচেষ্টা, কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণ, মুখব্যাদান ও মুখবিবরে যশো-দাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন, তদ্দর্শনে যশোদার ঐশ্বর্য্য-ভাবোদয়-হেতু সম্ভ্রম-বুদ্ধি এবং যোগমায়াবলে পুনর্বাৎসল্যভাব স্ফূর্ত্তি, নন্দ-যশোদার দ্রোণ ধরারূপে জন্ম ও ব্রহ্মবরে ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ প্রভৃতি বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

একদিন যশোদা দধিমন্থনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ স্তন্য পানার্থ আগমন করিয়া মাতৃকার্য্যে বাধা প্রদান করিতে থাকায় জননী যশোদা স্নেহভরে কৃষ্ণকে স্তন্য দান করিতে থাকেন; কিন্তু দুগ্ধ উথলিয়া পড়ি-বার উপক্রম হইলে কৃষ্ণকে ভূমিতে রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষার্থ গমন করেন। স্তন্যপানে অতৃপ্তিহেতু কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া দধিভাণ্ড ভঞ্জনপূর্ব্বক গৃহমধ্যস্থ সদ্যো-জাত নবনীত ভক্ষণ করিতে থাকেন। মাতা প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়া দধিভাণ্ড ভগ্ন দর্শনে তাহা পুত্রেরই কার্য্য অনুমান করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক কৃষ্ণকে উদূ-খলে দণ্ডায়মান হইয়া সচকিতনেত্রে বানরগণকে নব-নীত-বিতরণরত দেখিতে পাইলেন। মাতাকে দেখিবা-মাত্র কৃষ্ণ পলায়ন করিতে থাকিলে জননী তাঁহার

অনুসরণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং উদূখলে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে দুই অঙ্গুলি রজ্জু কম পড়িল। পুনর্বার রজ্জু আনয়ন করিয়া পূর্ব্ব রজ্জুতে যোগ করিলেও দুই অঙ্গুলি কম হইল। এইরূপ যতবার রজ্জু আনয়ন করেন, ততবার দুই অঙ্গুলি কম হইতে থাকে। অবশেষে মাতাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া কৃষ্ণ বন্ধনগ্রস্ত হইলেন। অতঃপর জননী গৃহকার্য্যে ব্যাপ্ত হইলে নারদশাপভ্রষ্ট, যমলার্জ্জুনরূপে পরিণত কুবেরপুত্রদ্বয়ের প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টি পতিত হইল।

ঐশ্বর্য্যমদমত্তকুবের পুত্রদ্বয় মন্দাকিনীতটে বিবস্ত্রা স্ত্রীগণসহ নগ্নাবস্থায় বিহার করিবার কালে তথায় দেবর্ষি নারদের আগমন হয়, কিন্তু কামাপহৃতচিত্ত তাঁহাদের নারদ দর্শনেও চৈতন্যোদয় হইল না। দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যাভিমান দূরীকরণার্থ তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবরদেহপ্রাপ্তির অভিসম্পাত করিলেন। তাঁহারা গোকুলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে অবস্থিত থাকিলেন। 'শতবর্ষ পরে তাঁহারা শাপমুক্ত হইবেন'—নারদের এই বাক্যের সত্যতাবিধানের জন্য নির্দ্দিষ্টকালান্তে ভক্তবাক্যসত্যকারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে তথায় আগমনপূর্ব্বক উদূখলদ্বারা বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিলে কুবেরপুত্রদ্বয় দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের স্তুতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

যমলার্জ্জুন-পতন-শব্দে বজ্রপতন আশঙ্কা করিয়া নন্দাদিগোপগণ তথায় আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে উদূখল বদ্ধাবস্থায় দর্শন করিলেন এবং গোপবালকগণের নিকট কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক যমলার্জ্জুনভঞ্জনের কথা শ্রবণ করিয়াও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানরাহিত্য-হেতু তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া কৃষ্ণের বন্ধন মোচন করিলেন।

একদিন এক ফলবিক্রেত্রী আগমন করিলে কৃষ্ণ ক্ষুদ্র হস্তে ধান্য লইয়া তাহার নিকট গমন-পূর্ব্বক ফল প্রার্থনা করিলেন। ফলবিক্রেত্রী কৃষ্ণহস্তদ্বয় ফলে পরিপূর্ণ করিয়া দিলে তাহার ভাণ্ড রত্নপরিপূর্ণ হইয়া গেল।

গোকুলে নানাপ্রকার উৎপাত দর্শনে নন্দাদি গোপগণ গোকুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রজে গমন করিলেন। একদিন রামকৃষ্ণ যমুনাতীরে গোচারণ-রত থাকিলে তাঁহাদিগের হিংসার্থ বৎসাসুর বৎসপাল-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কৃষ্ণ তাহার পাদদ্বয়সহ লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহার প্রাণ বিনাশ করেন। আর একদিন বৎসগণকে জলপান করাইবার নিমিত্ত জলাশয়ে গমন করিয়া বকরূপী অসুরকে দর্শন করেন। বকাসুর কৃষ্ণকে দর্শনমাত্র গিলিয়া ফেলিলে কৃষ্ণ তাহার উদরস্থ হইয়া তালুমূলে অগ্নিদাহ উৎপাদন করেন। বক তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে উদ্‌গীরণ করিয়া দিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উহার ওষ্ঠদ্বয় ধরিয়া চিরিয়া ফেলেন।

একদা কৃষ্ণ বন্যভোজনাশায় বালকগণসহ বনে গমনপূর্ব্বক বনবিহার-রত থাকিলে অঘাসুর তথায় উপস্থিত হইয়া অজগর দেহ ধারণপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া শায়িত থাকিল। কৃষ্ণসঙ্গী বালকগণ গোবৎসসহ অসুর-বদন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদের উদ্ধার-মানসে অজগরের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকিলে বায়ু নির্গমন-পথ রুদ্ধ হওয়ায় অসুরের মৃত্যু ঘটিল।

অঘাসুর বিনাশান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বালকগণ সহ পুলিনভোজনে রত হইলে বৎসগণ দূরদেশে গমন করিতে থাকে। কৃষ্ণ সহচরগণের চাঞ্চল্য দেখিয়া বৎসান্বেষণে গমন করিলে ব্রহ্মা ভগবদৈশ্বর্য্য দর্শন-মানসে বৎস ও বালকগণকে স্থানান্তরিত করেন। কৃষ্ণ ব্রহ্মার কার্য্য অবগত হইয়া স্বয়ং বৎস ও বালকরূপে যথাযথ লীলা করিতে লাগিলেন। প্রায় বৎসরান্তে বলদেব গোবৎস ও বালকগণকে কৃষ্ণ-রূপে দর্শন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে যাবতীয় রহস্য বর্ণন করিলেন। ব্রহ্মা নিজ পরিমাণের ত্রুটী কালান্তে (মানবপরিমাণে এক বৎসর গত হইল) পুনরায় আগমন করিয়া শ্রীহরিকে গোবৎস ও বালকগণসহ ক্রীড়ারত এবং নিজ অপহৃত বালকগণকে পূর্ব্বস্থানে অবস্থিত দর্শন করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হইলেন না। এমন সময়ে ব্রহ্মার সম্মুখে গোবৎস ও বালকগণ চতুর্ভুজ শ্যামসুন্দররূপে পরিদৃষ্ট হইলে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মায়া সংবরণ করিলে ব্রহ্মা বাহ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ ভোজনরত দর্শন

করিলেন এবং কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণত হইয়া স্তব করিতে করিতে কৃষ্ণানুমোদনক্রমে স্বধামে গমন করিলেন।

রামকৃষ্ণের পৌগণ্ডলীলাকালে একদিন শ্রীদামাদি গোপবালকগণ রামকৃষ্ণকে সুস্বাদু তালফলপূর্ণ তাল-বন এবং তথায় অবস্থিত কংসানুচর ধেনুকাসুরের কথা জানাইলে রামকৃষ্ণ তথায় গমন করিলেন ; বল-দেব তালবৃক্ষ কম্পিত করিয়া ফল পাড়িতে থাকিলে গর্দ্দভরূপী ধেনুক বলদেবকে আক্রমণ করিল। বল-দেব ধেনুকের পশ্চাদ্দেশস্থ চরণদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করায় ঐ অসুর প্রাণত্যাগ করিল। ধেনুকের জ্ঞাতিবর্গ ক্রোধে বল-দেবকে আক্রমণ করিলে বলদেব তাহাদিগকেও বিনাশ করিলেন। আর একদিন কৃষ্ণ বলদেব ব্যতীত সখাগণকে লইয়া কালিন্দী-তীরে গোচারণে গমন করিলে গো-সহ গোপালগণ কালিন্দীর বিষদূষিত জল পান করিয়া অচেতনাবস্থায় নদীতটে পতিত হইলেন। কৃষ্ণ অমৃত-বর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা সকলের জীবন দান করিলেন এবং কালিন্দীর বিষদুষ্ট জল শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত হ্রদ-মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া নির্ভয়ে বিহার করিতে থাকিলেন। কালিয় স্বভবন আক্রান্তদর্শনে কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে কৃষ্ণ কালিয়ের ফণার উপরে নৃত্য করিতে করিতে তাহার ফণাসকল নিপীড়িত করিতে থাকিলেন। তাহাতে কালিয় অচেতনপ্রায় হইলে নাগপত্নীগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া কালিয়ের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন এবং তাহাকে যমুনা হইতে রমণক-দ্বীপে গমনে আদেশ করিলেন।

রমণক-দ্বীপস্থ নাগগণ আত্মরক্ষার্থ গরুড়কে প্রতিমাসে অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বলি প্রদান করিত। কিন্তু কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া তাহা স্বয়ং ভোজন করিত। গরুড় তাহা অবগত হইয়া কালিয়কে আক্রমণ করিলে কালিয় গরুড়ের দ্বারা আহত হইয়া গরুড়ের অগম্য যমুনাতে প্রবেশ করিল। একদিন গরুড় যমুনাতে সৌভরিমুনির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া মৎস্যভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে সৌভরি অভিশাপ প্রদান করেন যে, গরুড় যমুনার জল স্পর্শ করিলে মৃত্যু লাভ করিবে। কালিয় তাহা জানিত বলিয়া নির্ভয়ে তথায় বাস করিত। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে যমুনা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্ষুৎপিপাসাকাতর ব্রজবাসিগণ সেই রাত্রি কালিন্দীতটে যাপন করিতে লাগিলেন। নিশীথে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে বেষ্টন করিলে কৃষ্ণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

একদিন রামকৃষ্ণ ও গোপগণ ক্রীড়াপ্রমত্ত থাকিলে প্রলম্বাসুর গোপবেশে তথায় প্রবেশ করে। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া যূথক্রীড়ার প্রস্তাব করেন। তাহাতে বিজিতগণ জিতব্যক্তিগণকে স্কন্ধে বহন করিবেন, এইরূপ পণ ছিল। প্রলম্বাসুর পরাজিত হইয়া বল-দেবকে স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক দূরদেশে গমন করিতে থাকিল এবং কৃষ্ণের অন্তরালে গমন করিয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিল। বলদেব তদ্দর্শনে মস্তকে মুষ্ট্যাঘাতদ্বারা প্রলম্বের বিনাশ সাধন করেন।

একদিন গোপবালকগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে গোধন-সমূহ দুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া ঈষিকাবনে প্রবেশ করে। গোপবালকগণ তাহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া শরবন হইতে গোধন-গণকে উদ্ধার করেন এবং দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে চক্ষু নিমী-লিত করিতে আদেশপূর্ব্বক মুহূর্ত্তমধ্যে দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণ-সহ গোচারণার্থ অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বংশীধ্বনি করিলে মদনোদ্ভব বেণুগীত-শ্রবণে গোপীগণ সখীসকাশে কৃষ্ণের লীলাসমূহ কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনাতে গমনপূর্ব্বক স্নানান্তে কৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির আশায় কাত্যায়নীর অর্চ্চন করিলেন। এবম্প্রকারে এক-মাসকাল ব্রত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক নদীতীরে বস্ত্র রক্ষা করিয়া যমুনাতে বিহার করিতে লাগিলেন। ইত্য-বসরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের বস্ত্র-সকল গ্রহণ করিয়া যমুনাতটস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরো-হণ করিলেন এবং কন্যাগণকে ব্রতশান্ত জানিয়া তীরে উঠিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। কুমারী-গণ কপট ক্রোধের ভাণ করিয়া রাজভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বস্ত্র প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তীরে উঠিবার আদেশ করিলেন। কুমারীগণ তখন আপ-নাদের লজ্জা সংরক্ষণপূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হই-

লেন। কৃষ্ণ তাঁহাদের ব্রতভঙ্গভীতি প্রদর্শনপূর্ব্বক তন্নিবারণার্থ করযোড়ে প্রণাম করিতে আদেশ করিলে গোপীগণ সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের বস্ত্রসকল প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা তথাপি তৎস্থান পরিত্যাগ না করায় তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধির বর প্রদান করিলেন। গোপীগণ প্রাপ্ত-মনোরথ হইয়া ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ সখাগণসহ গোচারণার্থ দূর দেশে গমন করিয়া গ্রীষ্ম-সন্তপ্ত হইলে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ছায়াফলাদি প্রদান-দ্বারা বৃক্ষগণের পরোপকার-বৃত্তির দৃষ্টান্তে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা দেহি-মাত্রেরই শ্রেয়-আচরণ কর্ত্তব্যতা শিক্ষা দিলেন।

গোচারণরত গোপালগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট অন্ন প্রার্থনার্থ প্রেরণ করেন, কিন্তু যাজ্ঞিক-বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় বিপ্রপত্নীগণের নিকট প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ-গুণাকৃষ্ট বিপ্রপত্নীগণ কৃষ্ণের ভোজ্য-প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণমাত্র চতুর্ব্বিধ অন্নসহ কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। কৃষ্ণাদেশে তাঁহারা পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিলে বিপ্রগণ অনুশোচনা করিয়া নিজ নিজ ত্রিবিধসংস্কার-যুক্ত বিপ্রজন্মাপেক্ষা সংস্কারবিহীন পত্নীগণের সমধিক শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করিলেন এবং কৃষ্ণোদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের ইন্দ্রযাগার্থ উদ্যম দেখিয়া ইন্দ্রপূজার নিষ্ফলতা ও ইন্দ্রের অসামর্থ্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনপূজার ব্যবস্থা করেন এবং ইন্দ্রযাগার্থ সংগৃহীত দ্রব্যদ্বারা গোবর্দ্ধনপূজা করাইয়া স্বয়ং অভিনব রূপ ধারণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধননিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিলেন।

যজ্ঞভঙ্গে ক্রুদ্ধ দেবরাজ বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি-দ্বারা ব্রজবাসিকে উৎপীড়িত করিতে থাকিলে কৃষ্ণ বামহস্তে গোবর্দ্ধনকে উত্তোলনপূর্ব্বক গিরিগর্ত্তে পশু-গণসহ গোপগণকে আশ্রয় প্রদান করেন। কৃষ্ণের সপ্তাহকাল গিরিধারণান্তে ইন্দ্র কৃষ্ণপ্রভাব বুঝিতে পারিয়া মেঘগণকে নিরস্ত করেন এবং গোপগণ গিরি-গর্ত্ত হইতে বহির্গত হন।

গোপগণ কৃষ্ণের অদ্ভুত কর্ম্মসকল এবং গোপ-গোপীগণের কৃষ্ণানুরাগ-দর্শনে কৃষ্ণকে 'সামান্য গোপ-বালক'-মাত্র পরিচয়ে সন্দেহযুক্ত হইয়া নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলে নন্দ গর্গ-কথিত যাবতীয় বৃত্তান্ত গোপগণ-সমীপে বর্ণন করিলেন। তাঁহারাও কৃষ্ণকে নারায়ণের শক্ত্যাবিষ্ট জ্ঞান করিয়া নন্দসহ কৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন।

গোবর্দ্ধনধারণে কৃষ্ণের পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্র কৃষ্ণসমীপে আগমন-পূর্ব্বক অপরাধ ক্ষালনার্থ প্রণাম ও স্তব করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে অভি-মান-রহিত হইয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিতে বলি-লেন। ইন্দ্র সুরভিসহ আকাশগঙ্গার জল ও সুরভি-দুগ্ধ-দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক করিয়া 'গোবিন্দ' নাম রাখিলেন।

গোপরাজ নন্দ একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিশেষে আসুরী বেলায় স্নানার্থ যমুনায় প্রবিষ্ট হইলে বরুণের ভৃত্য তাঁহাকে বরুণালয়ে লইয়া গেল। কৃষ্ণ বরুণের কার্য্য বুঝিতে পারিয়া তথায় গমন করিলে বরুণ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ভৃত্যকৃত অপ-রাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গোপরাজ নন্দ কৃষ্ণপ্রভাব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া জ্ঞাতিগণের নিকট সম্যক্ বর্ণন করিলে তাঁহারা কৃষ্ণকে 'স্বয়ং ভগবান্' জ্ঞান করিয়া পরমপদ দর্শনের অভিলাষ করিয়া-ছিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ব্রহ্মহ্রদে স্নান করাইয়া ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শারদীয়া রজনীতে রাসক্রীড়ার্থ ইচ্ছুক হইয়া বংশীধ্বনি করিলে গোপীগণ স্ব-স্ব-কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ রহস্যসহকারে তাঁহাদিগকে প্রত্যাবৃত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা প্রত্যাগমন না করিয়া তাঁহা-দের বিরহ-সন্তাপ দূরী-করণার্থ কাতরভাবে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণ বিবিধ ক্রীড়াদ্বারা তাঁহাদের আনন্দ বিধান করিলে তাঁহাদের গর্ব্বোদয় হইয়াছিল। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের গর্ব্বাপনোদন-জন্য রাসস্থলী হইতে অন্তর্দ্ধান করেন।

রাসস্থলী হইতে কৃষ্ণান্তর্দ্ধানে গোপীগণ তদ্গত-চিত্তে গান করিতে করিতে স্থাবরজঙ্গম সকলের নিকট কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং অব-

শেষে অন্বেষণকাতরা হইয়া কৃষ্ণলীলাসমূহের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বনপ্রদেশে ভ্রমণকালে ভূমিতে কৃষ্ণসহ শ্রীরাধার পদচিহ্নদর্শনে শ্রীরাধার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাধাও একাকী কৃষ্ণসঙ্গ-প্রাপ্তিতে আপনাকে অধিক সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া স্বীয় গমনাসামর্থ্য জ্ঞাপন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণস্কন্ধে আরোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তখন শ্রীরাধা কৃষ্ণান্বেষণ-রত সখীগণের সহিত মিলিতা হইয়া কৃষ্ণান্বেষণে অকৃতকার্য্য হওয়ায় যমুনাপুলিনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণগুণ গান করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ বিবিধ আর্ত্তিবাক্যে কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইলেন। কৃষ্ণদর্শনে বিহ্বলা গোপীগণ বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং গোপীগণের প্রশ্নোত্তরে নিজ ভক্তবশ্যতার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতীরে দুই দুই গোপীমধ্যে স্বীয় এক এক মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ নৃত্যগীতাদির দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে নিযুক্তা হইলেন। তাঁহারা নৃত্যাদিতে ক্লান্ত হইলে স্বপার্শ্বস্থিত কৃষ্ণাঙ্গ আলিঙ্গনাদি দ্বারা তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন। বালকের নিজ-প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়ার ন্যায় কৃষ্ণও তদ্রূপ নিজাভিন্না গোপীগণসহ ক্রীড়া করিয়াছিলেন। গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের লম্পটোচিত কামক্রীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিতের সন্দেহ উপস্থিত হইলে শুকদেব জানাইলেন যে, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশী ক্রীড়া দোষজনক নহে; কিন্তু অন্যে তাঁহার অনুকরণ করিতে গেলে তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। গোপীগণের কৃষ্ণানুরক্তির কথা শ্রবণ করিলে জীবের ভোগবাসনা বিনষ্ট হইয়া সেবাপ্রবৃত্তি উদিতা হইয়া থাকে।

নন্দ-প্রমুখ গোপবৃন্দ শিবপূজা-উপলক্ষে অম্বিকাবনে গমনপূর্ব্বক শিবপূজান্তে তথায় রাত্রি যাপন করিতে থাকিলে এক ক্ষুধাতুর সর্প আসিয়া নন্দকে গ্রাস করে। গোপগণ সর্পকে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে কৃষ্ণ পদদ্বারা উহাকে স্পর্শ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সে সর্পদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যাধর-পূজ্য নিজ দেহ লাভ করিয়া এবং কৃষ্ণ জিজ্ঞাসাক্রমে অঙ্গিরা-গোত্রজাত ঋষিগণের অবজ্ঞাফলে সর্প-যোনি-লাভের বিষয় বর্ণন করিয়া সুদর্শননামক বিদ্যাধররূপে নিজ পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক কৃষ্ণানুমতিক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

দোলপূর্ণিমা-দিবসে রামকৃষ্ণ ব্রজনারীগণের সহিত বনবিহারে প্রবৃত্ত হইলে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় গোপীগণকে উত্তরদিকে পরিচালিত করিতে থাকায় গোপীগণের কাতর বিলাপে রামকৃষ্ণ উহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শঙ্খচূড় প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুসরণপূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন এবং তদীয় শিরোরত্ন গ্রহণপূর্ব্বক বলদেবকে অর্পণ করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গমন করিলে তদ্‌গতচিত্তা গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া কৃষ্ণবিরহে অতিকষ্টে দিবস যাপন করিয়াছিলেন।

অরিষ্টাসুর রামকৃষ্ণের বিনাশার্থ বৃষরূপ ধারণ করিয়া গোষ্ঠে আগমন করিলে কৃষ্ণ উহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করেন। তৎপরে দেবর্ষি নারদ কংসসমীপে রামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলে কংস রামকৃষ্ণকে আনয়নার্থ অক্রূরকে প্রেরণ করিলেন।

কংস-প্রেরিত কেশীদানব অশ্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ উহার পদদ্বয় তাড়না করিয়া উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মুখবিবরে নিজহস্ত প্রবেশ করাইয়া উহার বায়ুগমনাগমন-পথ রোধ করিয়া কেশীর প্রাণ বিনাশ করিলেন। অতঃপর দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহার স্তব ও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। রামকৃষ্ণ গোপবালকগণ-সহ 'নিলায়ন'-নামক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কেহ মেষ, কেহ মেষপালক, কেহ বা চোর সাজিয়া মেষ-অপহরণাদি লীলায় প্রবৃত্ত হইলে ব্যোমাসুর গোপালবেশে চোরগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া গোপালগণকে অপহরণপূর্ব্বক গিরিগুহামধ্যে আবদ্ধ করিতে থাকিল। কৃষ্ণ ব্যোমাসুরের দুষ্টকর্ম্ম অবগত হইয়া পশুমারণবৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করেন।

রামকৃষ্ণকে আনয়নার্থ কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অক্রূর গোকুলে যাত্রা করিলেন এবং কৃষ্ণদর্শন হইবে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্তে গমন করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে গোষ্ঠে উপনীত হইয়া তথাকার রেণুতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পরে ব্রজে গমনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণ-চরণে প্রণত হইয়া রামকৃষ্ণ ও নন্দকর্ত্তৃক বিবিধ সৎকার লাভ করিলেন।

সান্ধ্যভোজনের পর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের কুশল প্রশ্ন করিয়া আত্মীয়গণের প্রতি কংসের আচরণ এবং অক্রূরের আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্রূর কংসের যাবতীয় দুরভিসন্ধি কৃষ্ণসমীপে জ্ঞাপন করিলে রামকৃষ্ণ সহাস্যে পিতৃসমীপে কংসের আদেশ জানাইলেন। গোপরাজ উপায়নসহ কংসসমীপে গমনের নিমিত্ত গোকুলবাসিগণকে ঘোষণা করিয়া দিলেন। গোপীগণ কৃষ্ণের মথুরা-গমন-বার্ত্তা-শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বিধাতা ও অক্রূরের নিন্দা এবং কৃষ্ণনামোচ্চারণপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অক্রূর তাঁহাদের রোদনসত্ত্বেও রথ পরিচালনা করিলেন। গোকুলবাসিগণ শকটারোহণে রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। গোপবধূগণ কিয়দ্দূর অনুগমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ সত্বর প্রত্যাগমনের কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। তাঁহারা রথের ধ্বজা দৃষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মানা থাকিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

অক্রূর কালিন্দীকূলে রথ থামাইলে রামকৃষ্ণ যমুনার জল পান ও আচমনাদি সম্পন্ন করিলেন। অক্রূর রামকৃষ্ণের অনুজ্ঞাসহকারে কালিন্দী হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক প্রণব জপিতে জপিতে জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাহাতে বিস্মিত হইয়া অক্রূর জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং রথোপরি রামকৃষ্ণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার জলমগ্ন হইলে অনন্তদেবের ক্রোড়ে পার্ষদগণবেষ্টিত বাসুদেবকে দর্শন করিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরকে স্বমূর্ত্তি দেখাইয়া তাহা অন্তর্হিত করিলে অক্রূর সবিস্ময়ে কৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন এবং কৃষ্ণ-দর্শন-বিষয়ে কৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে জানাইলেন যে স্থাবরজঙ্গম সমস্তই কৃষ্ণে বর্ত্তমান। অতঃপর রথচালনাপূর্ব্বক অপরাহ্নে মথুরায় প্রবিষ্ট হইয়া ইতঃপূর্ব্বেই তত্রাগত নন্দাদির সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীর শোভা দর্শনে গোপগণসহ গমন করিলে পুরস্ত্রীগণ স্ব-স্ব-কর্ম্ম ও বেশবিন্যাসাদি পরিত্যাগ করিয়াই কৃষ্ণদর্শনার্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ অথবা বহির্দ্বারে আগমনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং রামকৃষ্ণের নিরন্তর দর্শনসৌভাগ্য প্রাপ্তি হেতু গোপীগণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ কংসের রজকসমীপে বস্ত্র প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত ও ভর্ৎসিত হওয়ায় তাহাকে সংহার করিয়া নিজোপযোগী বস্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং কোন বায়কের দ্বারা অনুরূপ বেশ রচনা করাইয়া সেই বায়ককে বর প্রদান করিলেন। অতঃপর সুদামা-মালাকারের গৃহে গমনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া তাঁহাকেও তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী বর প্রদানপূর্ব্বক তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পথিমধ্যে কুব্জাকে দর্শন করিয়া উহার নিকট অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করিলে কুব্জা তাঁহার রূপে বিমুগ্ধা হইয়া রামকৃষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ভগবদ্দর্শনের সাক্ষাৎ ফলপ্রদানের নিমিত্ত তাঁহার ত্রিবক্রা অবস্থা হইতে উত্তম প্রমদারূপে পরিণত করিলে কুব্জা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ গৃহে লইবার প্রার্থনা জানাইলেন। কৃষ্ণ সময়ান্তরে তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বণিক্গণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্যজ্ঞ-স্থানে প্রবেশ করিলেন এবং ধনুতে জ্যা যোজনা করিয়া তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। রক্ষিগণ আক্রমণ-করিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ভগ্ন ধনুর্দ্বারাই বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং শকটমোচন-স্থানে গমনপূর্ব্বক তথায় রাত্রি যাপন করিলেন। রাত্রি-অবসানে মল্লক্রীড়ারম্ভ হইলে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। কংস নন্দাদি-গোপগণকে আহ্বান করিলে তাঁহারা উপায়ন প্রদানপূর্ব্বক রঙ্গমঞ্চে স্থান গ্রহণ করিলেন।

রামকৃষ্ণ উৎসব দর্শনার্থ গমন করিয়া পথাবরোধকারী কুবলয়পীড় হস্তীকে তৎপালকসহ বিনাশ করিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে গজরক্ত ম্রক্ষণ ও স্কন্ধে গজদন্তদ্বয় ধারণপূর্ব্বক রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট হইলে বিভিন্ন

প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে বিভিন্ন প্রকারে দর্শন করিতে লাগিল। অতঃপর চাণূর ও মুষ্টিক নামক মল্লদ্বয় রামকৃষ্ণকে মল্লক্রীড়ায় আহ্বান করিল।

রামকৃষ্ণের ন্যায় সুকুমারদ্বয় চাণূর ও মুষ্টিক-সহ মল্লক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে সমবেত মহিলাগণ রাজা ও সভাসদ্গণের নিন্দা ও ব্রজভূমির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্রস্নেহহেতু বসুদেব দেবকী শোকার্ত্ত হইলে রামকৃষ্ণ চাণূর, মুষ্টিক এবং অন্যান্য মল্ল-গণকে সংহার করিলেন। কংস রণবাদ্য নিরস্ত করিয়া বসুদেব নন্দ প্রভৃতিকে নির্য্যাতন ও রাম-কৃষ্ণকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ করিলে কৃষ্ণ উল্লম্ফনে মঞ্চোপরি উপস্থিত হইলেন এবং কংসের কেশাকর্ষণপূর্ব্বক ভূপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন, কংসের অষ্টভ্রাতা কৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে বলদেব তাহাদের বিনাশ সাধন করিলেন, অতঃপর রামকৃষ্ণ জনকজননীর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলে বসুদেব ও দেবকী রামকৃষ্ণকে 'ঈশ্বর'-জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

দশম-স্কন্ধের বিষয়-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

হ

দশম-স্কন্ধের শ্লোক-সূচী

(দশম-স্কন্ধের মাতৃকাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় চরণের শ্লোক-সূচী)

[পার্শ্বস্থিত অঙ্কদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটী অধ্যায় ও দ্বিতীয়টী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

আ

দ

দশম-স্কন্ধের পাত্র-সূচী

[প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক]

দশম-স্কন্ধের স্থান-সূচী

(প্রথম অঙ্কটী অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দশমস্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ ।
রাজ্ঞাঞ্চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

প্রথম অধ্যায়ে দেবকী-সুত হইতে স্বীয় মৃত্যুর সম্ভাবনা শ্রবণ করিয়া ভীতচিত্ত কংসকর্ত্তৃক দেবকীর শিশুষট্কের বিনাশ।

শ্রীশুকদেব চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের বিস্তৃত বিবরণ এবং যদুবংশ-পরম্পরা বর্ণন করিলে পরীক্ষিৎমহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বলদেবের সহিত যদুবংশে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের ভৌমলীলা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মুক্তকুলের উপাস্য; উহা সাধ্য ও সাধন। পশুঘাতী ব্যাধ ও আত্মঘাতী অপরাধী ব্যক্তি ব্যতীত আর কোনও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতে বিরত হন না। শ্রীকৃষ্ণই পাণ্ডুবংশের একমাত্র গতিস্বরূপ কুলদেবতা। তিনি উত্তরার গর্ভে অচিন্ত্য-শক্তিবলে প্রবিষ্ট হইয়া সুদর্শনচক্রদ্বারা অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে পরীক্ষিৎকে রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীপরীক্ষিৎ আরও জিজ্ঞাসা করিলেন—(১) রোহিণীর নিত্যপুত্র বলদেব আবার কিরূপে দেবকীর গর্ভে প্রকটিত হইলেন, (২) কৃষ্ণ কি জন্যই বা মথুরা হইতে ব্রজে গমন করিলেন, (৩) জ্ঞাতিগণের সহিত কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন, (৪) ব্রজে ও মথুরায় কি কি লীলা করিয়াছিলেন, (৫) কি কারণে কংসকে বধ করিলেন, (৬) দ্বারকায় কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন, (৭) শ্রীকৃষ্ণের কত সংখ্যক মহিষী ছিল? পরীক্ষিৎ এই সকল প্রশ্ন এবং এতদ্ভিন্ন-কৃষ্ণলীলা-বিষয়ে যদি অন্য কিছু জ্ঞাতব্য থাকে, সমস্তই বিস্তারিতভাবে শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে শ্রবণ করিবার ইচ্ছা জানাইয়া বলিলেন যে, শ্রীশুকমুখবিগলিত কৃষ্ণ-লীলামৃত পান করিয়া তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীশুকদেব শ্রদ্ধধান পরীক্ষিৎকে হরিকথা বলিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন যে, গঙ্গা যেরূপ ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, হরিকথাও তদ্রূপ বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করিয়া থাকেন। দৈত্যগণের সেনাভারে পৃথ্বী আক্রান্ত হইয়া গোরূপ ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। ব্রহ্মা পৃথ্বীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া মহাদেবপ্রমুখ দেবগণ ও গোরূপিণী পৃথ্বীকে লইয়া ক্ষীরসাগরের তীরে গমনপূর্ব্বক পুরুষসূক্তদ্বারা ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ মহাবিষ্ণুর আরাধনা করিলেন। ব্রহ্মা সমাধিমধ্যে মহাবিষ্ণুর আদেশ জানিতে পারিয়া সকলকে আহ্বানপূর্ব্বক জানাইলেন যে, শীঘ্রই ভগবান্ ভূভারহরণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইবেন। দেবতাগণ ভগবদংশভূত পার্ষদগণের সহিত যদু ও পাণ্ডবকুলে পুত্রপৌত্রাদিরূপে এবং দেবপত্নীগণ হরিতোষণের জন্য অবতীর্ণ হউন। শ্রীকৃষ্ণের সেবার ইচ্ছায় অনন্তদেব অগ্রেই আবির্ভূত

হইবেন। কৃষ্ণশক্তি যোগমায়া স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়ার সহিত কার্য্যার্থে প্রাদুর্ভূতা হইবেন। ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর এই সকল আদেশবাক্য জ্ঞাপন করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

একদা যদুরাজগণের রাজধানী মথুরায় বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক গৃহে গমন করিতেছিলেন। ভগ্নী দেবকীর সন্তোষার্থ কংস সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিল, এমন সময়ে পথি-মধ্যে কংসকে সম্বোধন করিয়া আকাশবাণী হইল যে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান হইতে কংসের বিনাশ ঘটিবে। এই কথা শুনিবামাত্র কংস দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব নানাবিধ সাম ও ভেদ-বাক্যে কংসকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন যে, তাহার ন্যায় গুণবানের স্ত্রীবধ শোভনীয় নহে। বিশেষতঃ দেহধারীর মৃত্যু অনিবার্য্য। জীব কর্ম্ম-বশে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে, দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে এবং দেহ ও চিদাভাস মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করে। পরদ্রোহিব্যক্তির ইহ ও পর উভয় লোকেই ভয় বর্ত্তমান। এই সকল সাম ও ভেদ-বাক্যেও যখন কংস তাহার পাপসঙ্কল্প হইতে নিরস্ত হইল না, বিচক্ষণ বসুদেব তখন মনে মনে বিচার করিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি দেবকীর গর্ভজাত সন্তানগুলিকে প্রসূত হইবামাত্রই কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া কংস সমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন। কংস ইহাতে শান্ত হইল। উপযুক্তকালে দেবকী পুত্র প্রসব করিলে বসুদেব নবজাত প্রথম পুত্রটীকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন দেখিয়া কংস বসুদেবের সমত্বদর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বসুদেবকে সেই পুত্রটী প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বলিল যে, যখন অষ্টমগর্ভজাত পুত্র হইতেই তাহার প্রাণভীতির সম্ভাবনা, তখন বসুদেব প্রথম পুত্রটীকে ফিরাইয়া লইতে পারেন। এদিকে নারদ কংসের নিকটে আসিয়া ব্রজবাসী ও বৃষ্ণিবংশীয়গণের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং কংসাদি দৈত্যগণের সংহারের জন্য যে বিধাতাকর্ত্তৃক উদ্‌যোগ হইতেছে তাহাও ব্যক্ত করিলেন। নারদের কথা শুনিয়া কংস যাদব-দিগ'ক দেবতা ও দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানমাত্রকেই স্বীয় মৃত্যু-কারণ বিষ্ণু ভাবিয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং দেবকীর এক একটী করিয়া পুত্র আবির্ভূত হইবামাত্রই কংস ছয় বৎসরে ছয়টী পুত্র বিনাশ করিল। নারদ কংসকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, জন্মান্তরে কংস এই পৃথিবীতে কালনেমি অসুর-নামে উৎপন্ন হইলে বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। এই কথা জানিতে পারিয়া কংস যাদবগণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল। এমন কি—যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি নিজ পিতা উগ্রসেনকে পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া একাকী রাজ্য ভোগ করিতে ব্রতী হইল।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রিবিধ লীলা—(১) ব্রজলীলা, (২) মাথুরলীলা এবং (৩) দ্বারকালীলা। দশম স্কন্ধে নবতি (৯০) অধ্যায়ে সমগ্র কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তিত হই-য়াছে। তন্মধ্যে প্রথম (১-৪) অধ্যায়ে ব্রহ্মার প্রার্থ-নায় ভূভারহরণার্থ শ্রীহরির জন্মলীলা, পঞ্চম অধ্যায় হইতে উনচত্বারিংশ (৫-৩৯) অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রজ-লীলা, চত্বারিংশ (৪০শ) অধ্যায়ে যমুনা-সলিল-মধ্যে অক্রূরকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব, একচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে এক পঞ্চাশত্তম (৪১-৫১) অধ্যায় পর্য্যন্ত একাদশ অধ্যায়ে মাথুর লীলা এবং দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় হইতে নবতিতম (৫২-৯০) অধ্যায় পর্য্যন্ত উনচত্বারিংশৎ (৩৯) অধ্যায়ে দ্বারকা-লীলা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

উনত্রিংশ অধ্যায় হইতে ত্রয়স্ত্রিংশ (২৯-৩৩) অধ্যায় পর্য্যন্ত পঞ্চ অধ্যায়ে শ্রীরাসলীলা কীর্ত্তিত হই-য়াছে। এইজন্য ইহাকে রাসপঞ্চাধ্যায় বলিয়া থাকে। সপ্তচত্বারিংশ (৪৭শ) অধ্যায় 'ভ্রমরগীতা'-নামে উক্ত হয়।

অন্বয়ঃ—রাজা (পরীক্ষিৎ) (শুকদেবম্) উবাচ (কথয়ামাস) ভবতা (শুকেন) সোমসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রভাস্করয়োঃ) বংশবিস্তারঃ (পুত্রাদ্যধস্তনক্রমঃ) কথিতঃ (বর্ণিতঃ) উভয়বংশ্যানাং (সোমসূর্য্যাধস্ত-নানাং) রাজ্ঞাং (পৃথ্বিপতীনাং) পরমাদ্ভুতং (অতীব-বিস্ময়াবহং) চরিতং (দিগ্বিজয়াদি চরিত্রং) চ (বর্ণিতম্)॥ ১॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে বলিলেন,—ভগবন্! আপনি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের পুত্রাদি অধস্তনক্রম এবং উভয়বংশীয় নৃপতিগণের অতীব বিস্ময়াবহ দিগ্বিজয়াদি চরিত্রও কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃত 'সারার্থদর্শিনী' টীকা।

নিত্যানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোহ
দ্বৈতঃপৃথ্ব্যামেধয়ন্ প্রেমসিন্ধুম্।
তপ্তস্তম্বং স্তেময়ংশ্চেতয়ন্মাং
ধিন্বন্ ভূয়াৎ স্বৈঃ কৃপারশ্মিলেশৈঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমদ্গদাধর নমো নৃহরে নমস্তে
শ্রীরামরায় নম এব নমঃ স্বরূপ।
শ্রীরূপ সানুগ নমোঽস্তু নমোঽস্তু তুভ্যং
শ্রীমৎসনাতন নমোঽস্তু নমো নমোঽস্তু ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতীয় দিব্যদশমস্কন্ধামৃতাম্ভোনিধৌ,
খেলন্ যঃ স্বকরোদ্ধৃতৈ রসকণৈ-রার্দ্রাংস্তটস্থানপি।
চক্রে যস্য মহত্ত্বমীলিতমহঃ শ্রীরূপবিখ্যাপিতৈঃ,
সর্ব্বৈ দৃশ্যত এব নাটকবরে সাশ্চর্য্যমেতদ্ যথা ॥৩॥

বক্তুং পারমহংস্য-পদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ,
সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা।
সাঙ্গং ভক্তিরসং রহস্যমধুনা ভক্তেষু সঞ্চারয়ন্নেকঃ,
সোঽবততার বিশ্বগুরবে শুদ্ধায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা বৈষ্ণবতোষণী প্রকটিতা যেনৈব রস্যা রসঃ,
প্রাপয্যাতিচমৎকৃতীঃ সহৃদয়ানাহলাদয়ন্ ভ্রাজতে।
তস্মাদ্দিত্রকণা-স্তদীয়-মুখতো যে নিঃসৃতাঃ স্বাদিতাস্তা-
নাচিত্য কৃতার্থয়ানি জনুরিত্যাশা বরীবর্ত্তি মে ॥ ৫ ॥

গোপালভট্ট-রঘুনাথ-পদাব্জরেণূন্,
শ্রীলোকনাথচরণানথ জীবপাদান্।
বন্দে যদীয়-করুণা-সুরদীর্ঘিকায়াং,
স্নাতো ধৃতাঘততি-রীহিতমাপ্তুমীশে ॥ ৬ ॥

তমশ্ছন্নদৃশাং যৈ র্নঃ কৃতে ভাবার্থদীপিকা।
কৃতা কৃপালবস্তেঽত্র শ্রীধরস্বামিনো গতিঃ ॥ ৭ ॥
ব্যাখ্যা লেখ্যা তদীয়া যা ভক্তচিত্ত-প্রমোদনী।
কাচিৎ প্রভূনাং কাচিত্তু শ্রীমদ্গুরু-কৃপোদিতা ॥৮॥
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবং।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥ ৯ ॥

গোপরামাজন-প্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভূষ্ণবে।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ॥ ১০ ॥
দশমেঽনুক্রমপ্রাপ্তং নিরোধং পরিহায় যৎ।
আশ্রয়ং ব্যক্তি মুনিরাট্ তেনেদং প্রতিপদ্যতে ॥১১॥
প্রথমঃ পীঠতাং স্কন্ধদ্বয়ং চরণযুগ্মতাং।
চতুর্থাদি কটী-নাভি-বক্ষোদোর্যুগ-কণ্ঠতাম্ ॥ ১২ ॥
দ্বাদশৈকাদশং শীর্ষভালাদিত্বমগাৎ ক্রমাৎ।
শ্রীমদ্ভাগবত-কৃষ্ণস্য দশমো মঞ্জু হাস্যতাম্ ॥ ১৩ ॥
ধ্যেয়সর্ব্বাঙ্গমুখ্যং যদ্ধাস্যং নান্তেঽস্য সংস্থিতিঃ।
যথা তথাশ্রয়ঃ স্কন্ধো নৈবান্তে স্থাতুমর্হতি ॥ ১৪ ॥
অতঃ শ্রীদশমে ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি-নামভাক্।
আশ্রয়ো বর্ণ্যতে কৃষ্ণো নবলক্ষণ-লক্ষিতঃ ॥ ১৫ ॥
ঈশানুবর্ত্তিনামম্বরীষাদীনাং কথোদিতা।
নবমে দশমে সাক্ষাদীশস্যৈব কথোচ্যতে ॥ ১৬ ॥
স চেশ্বরো গোপ এব কৃষ্ণঃ পূর্ণতমো ব্রজে।
পুরদ্বয়ে পূর্ণতরঃ পূর্ণঃ ক্ষত্রিয় উচ্যতে ॥ ১৭ ॥
এবং স্থলস্য ত্রৈবিধ্যাল্লীলাস্য ত্রিবিধোদিতা।
বাল্যাদি-তত্তদালম্বি-ভক্তভেদাৎ সহস্রধা ॥ ১৮ ॥
আদ্যৈঃ পঞ্চভিরধ্যায়ৈ র্জন্মপ্রাসঙ্গিকী কথা।
জন্ম চাস্য ততো বাল্যলীলা নবভিরীরিতা ॥ ১৯ ॥

ষড়্ভিঃ পৌগণ্ডলীলান্ত-কৈশোররস-চর্চ্চিতা।
ততঃ কৈশোরলীলোনবিংশত্যা ব্রজমণ্ডলে ॥ ২০ ॥

একেন স্তুতি-রক্রূরকৃতৈকাদশভিস্ততঃ।
লীলা স্যান্মাথুরী-শেষৈ র্দ্বারকায়াং নিরূপিতা ॥২১॥

তদেবং দশমেঽধ্যায়ৈ র্নবত্যা বর্ণিতা হরেঃ।
লীলা নিত্যকিশোরস্য নিখিলাকর্ষিণী ক্ষিতৌ ॥২২॥

তত্র তু প্রথমে শ্রোতৃ-বক্ত্রোরাগতিমাধুরী।
দেবাজ্ঞাকাশবাক্ কংসাদ্দেবক্যাঃ ষট্সুতাত্যয়ঃ ॥২৩

বাচয়িতব্যেঽর্থেষু বক্তুরুৎসাহং বর্দ্ধয়িতুং তদুক্তমভিনন্দতি কথিত ইতি। ব্রহ্মপ্রপৌত্রাৎ সূর্য্যাৎ ব্রহ্মপৌত্রত্বেন ব্রহ্মাংশত্বেন মনোঽধিষ্ঠাতৃত্বেন স্বয়ং ভগবদঙ্গীকৃতবংশ্যতাকত্বেন চ সোমস্যাভ্যহিতত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। স্বায়ম্ভুবমনো স্তদ্বংশ্যানাঞ্চ পরমাদ্ভুত-চরিত্রাণাং চতুর্থাদিষু কথিতত্বেঽপি তস্য বংশো ন পর্য্যবসানমধুরঃ। সোমসূর্য্যয়োর্বংশস্তু শ্রীকৃষ্ণ-রামচরিত্রান্তিমত্বাৎ পর্য্যবসানমধুর ইতি তয়োরুৎকর্ষেণোল্লেখঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—

নিত্যানন্দস্বরূপ অখণ্ডচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, পক্ষান্তরে যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতের সহিত পৃথিবীতে প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত করতঃ তপ্ত তৃণগুচ্ছকেও আর্দ্রীভূত করিয়াছেন, সেই তিনি নিজ কৃপা-কিরণচ্ছটায় আমার চৈতন্য সম্পাদনপূর্ব্বক আমাকে আনন্দিত করুন ॥ ১ ॥

হে শ্রীগদাধর! তোমাকে নমস্কার, হে শ্রীনৃসিংহদেব! তোমাকে নমস্কার, হে শ্রীরামরায়! তোমাকে নমস্কার, হে স্বরূপ দামোদর! তোমাকে নমস্কার, হে বল্লভসহ শ্রীরূপ! তোমাকে নমস্কার, হে শ্রীমৎ-সনাতন! তোমার প্রতি আমার পুনঃ পুনঃ প্রণতি রহুক ॥ ২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের দিব্য দশমস্কন্ধের অমৃতসমুদ্রে বিহার করতঃ যিনি (শ্রীল সনাতন গোস্বামী) নিজ করোদ্ধৃত রস-কণিকায় তটস্থ জনকেও সিক্ত করিয়াছেন, যাঁহার মহত্বমহিমা শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্বপ্রণীত প্রসিদ্ধ নাটকে (বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটকে) প্রখ্যাপন করিয়াছেন, যাহা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

পুরাকালে সিদ্ধ সনকাদির তৃতীয় যিনি এই জগতে পারমহংস্য পদ্ধতি প্রকাশের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি ভক্তজনে সাঙ্গ ভক্তিরসের রহস্য সঞ্চারণ করিবার নিমিত্ত একাকী অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নিরপেক্ষ বিশ্বগুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে আমি নমস্কার করি ॥ ৪ ॥

যিনি বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা প্রকট করিয়াছেন, যাহার রস অতিশয় চমৎকৃতি প্রাপনপূর্ব্বক সহৃদয় ভক্তজনকে আহলাদিত করিয়া বিরাজমান, তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আস্বাদনকালে যে দুই তিনটি কণা নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া আমার জন্ম সফল করিব—এই আমার চিরকালের আশা ॥ ৫ ॥

শ্রীল গোপালভট্ট ও রঘুনাথের পাদপদ্মরেণু এবং শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীজীবপাদকে বন্দনা করি, যাঁহাদের করুণারূপ গঙ্গায় স্নান করিয়া পাপ-ক্ষয়পূর্ব্বক আমার অভিলষিত লাভে সমর্থ হইব॥৬॥

অজ্ঞানাচ্ছন্নদৃষ্টি আমাদের নিমিত্ত যিনি ভাবার্থদীপিকা রচনা করিয়াছেন, সেই কৃপালু শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

ভক্তচিত্তের উল্লাসিনী তাহার যে ব্যাখ্যা, এবং কিছু প্রভুগণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপোদিতা ব্যাখ্যা (আমা কর্ত্তৃক) লিখিত হইবে ॥ ৮ ॥

শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ॥ ৯ ॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥১০॥

অনুক্রমপ্রাপ্ত (অর্থাৎ সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তরকথা, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের এই দশটি বিষয়ের মধ্যে ক্রমপ্রাপ্ত) নিরোধ পরিহার করিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীল শুকদেব এই দশম স্কন্ধে আশ্রয়তত্ত্ব বলিতেছেন, তাহাতে এরূপ প্রতিপন্ন হয়—শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ, তৃতীয়-চতুর্থ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের দুই উরু, পঞ্চম-ষষ্ঠ স্কন্ধ দুই পার্শ্বদেশ, সপ্তম-অষ্টমস্কন্ধ দুই বাহু, নবমস্কন্ধ তাঁহার হৃদয়, একাদশ স্কন্ধ কপাল ও দ্বাদশ স্কন্ধ তাঁহার মস্তক, আর দশম স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের অধরের মধুর হাসি। সর্ব্বাঙ্গশ্রেষ্ঠ বদনের সেই মধুর হাসিই সকলের ধ্যেয়, তাহা কিন্তু ইহাতেই যেমন শেষ হয় না, তদ্রূপ আশ্রয়রূপ দশম স্কন্ধই এই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি নহে (অর্থাৎ আরও দুইটি স্কন্ধ রহিয়াছে)। অতএব এই শ্রীদশম স্কন্ধে ব্রহ্ম, পরমাত্মাদি নামযুক্ত নবলক্ষণলক্ষিত আশ্রয়তত্ত্ব (অর্থাৎ নয়টি আশ্রিততত্ত্বের আশ্রয়) শ্রীকৃষ্ণই বর্ণিত হইতেছে। নবমস্কন্ধে ঈশানুবর্ত্তী মহারাজ অম্বরীষ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে, আর এই দশম স্কন্ধে সাক্ষাৎ ঈশ্বরেরই কথা বলা হইতেছে ॥ ১১-১৬ ॥

সেই ঈশ্বর গোপরূপী শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে পূর্ণতম, পুরদ্বয়ে অর্থাৎ মথুরায় পূর্ণতর এবং দ্বারকায় পূর্ণ ক্ষত্রিয়রূপে বিরাজমান। এই প্রকার স্থলের ত্রৈবিধ্যহেতু শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ত্রিবিধা বলা হয়

(ব্রজলীলা, মাথুর লীলা ও দ্বারকালীলা)। বস্তুতঃ বাল্যাদি এবং সেই সেই অবলম্বি ভক্তজনের ভেদে লীলা অনন্ত ॥ ১৫-১৮ ॥

প্রথম পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের প্রাসঙ্গিকী কথা ও জন্মলীলা ; তারপর নয়টি অধ্যায়ে বাল্যলীলা, ছয়টি অধ্যায়ে কৈশোর রস-মিশ্রিত পৌগণ্ডলীলা, তারপর ঊনবিংশতি অধ্যায়ে ব্রজমণ্ডলে কৈশোরলীলা (অর্থাৎ মোট ৩৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত ব্রজ-লীলা)। এক অধ্যায়ে (৪০ অধ্যায়ে) অক্রূরের স্তুতি, তারপর একাদশ অধ্যায়ে (৪১-৫১ অধ্যায় পর্য্যন্ত) মাথুরী লীলা, তারপর (৫২-৯০ অধ্যায় পর্য্যন্ত) দ্বারকালীলা নিরূপিত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীদশম স্কন্ধে নব্বই অধ্যায়ে নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণের এই পৃথিবীতে নিখিলাকর্ষিণী লীলা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১৯-২২ ॥

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে শ্রোতা ও বক্তার আস্বাদনমাধুরী, দেবগণের আকাশবাণী এবং কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টি পুত্রের নিধন বর্ণিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

বক্তব্যবিষয়ে বক্তার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত শ্রীল শুকদেবের বাক্যের অভিনন্দনপূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিতেছেন—'কথিতঃ' ইত্যাদি, আপনি সোম ও সূর্য্য বংশের কথা বলিয়াছেন। এখানে ব্রহ্মার প্রপৌত্র (ব্রহ্মা-মরীচি-কশ্যপ-বিবস্বান্) সূর্য্য হইতে ব্রহ্মার পৌত্র (ব্রহ্মা-অত্রি-চন্দ্র), ব্রহ্মাংশ মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র, বিশেষতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে বংশ অঙ্গীকার করিয়াছেন (অর্থাৎ যে বংশে প্রকট হইয়াছেন), সেই সোমবংশের অভ্যর্হিতত্ব (সমধিক পূজ্যত্ব) বলিয়া এখানে সোমশব্দের পূর্ব্বনিপাত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদির পরমাদ্ভুত চরিত্র চতুর্থাদি স্কন্ধে উক্ত হইলেও, সেই বংশ পর্য্যাবসান-মধুর হয় নাই। সোম ও সূর্য্য বংশ যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের কথাতেই পর্য্যাবসান-মধুর, এইহেতু উৎকর্ষবশতঃই উভয়ের এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—হে মুনিসত্তম (যতিরাট্ শুক) নিতরাং (অতিশয়েন) ধর্ম্মশীলস্য (সদ্ধর্ম্মপরস্য) যদোঃ (অন্বয়ঃ বর্ণিতঃ) তত্র (যদোর্বংশে) অংশেন (বল-দেবেন সহ) অবতীর্ণস্য (প্রপঞ্চে প্রকটিতস্য) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ হরেঃ) বীর্য্যাণি (বিক্রমপরাণি লীলাদীনি) নঃ (অস্মান্ শ্রোতৃন্) শংস (বর্ণয়) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে যতীশ্বর ! আপনি অতিশয় সদ্ধর্ম্ম-পরায়ণ যদুর বংশও বর্ণন করিয়াছেন ; এক্ষণে সেই যদুবংশে বলদেবের সহিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর বিক্রমপর লীলাদি আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—যদোশ্চরিতং কথিতং তস্য পিত্রাজ্ঞা-লঙ্ঘিত্বেঽপি শুদ্ধভক্তিমত্ত্বাৎ নিতরাং ধর্ম্মশীলত্বং নবমে ব্যাখ্যাতমেকাদশে ব্যাখ্যাস্যতে চ। মুনিসত্ত-মেতি মুনিত্বাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বং ভক্তমুখ্যত্বাৎ ভক্ত্যুৎকর্ষস্থা-পকত্বমিত্যুভয়ং ত্বয্যেব দৃষ্টমিতি ভাবঃ। তত্রাব তীর্ণস্য বীর্য্যাণি কথয়। কস্য অংশেন বিষ্ণোর্যঃ খল্বংশেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর্ভবতি যস্যৈকাংশো বিষ্ণুস্তস্য পূর্ণস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা। অংশেন শংস। সামস্ত্যেন বক্তুং ন কস্যাপি শক্তিরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদোশ্চ'—ধর্ম্মশীল যদুর বংশও বর্ণনা করিয়াছেন। যদু পিতা যযাতির জরা-গ্রহণরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেও শুদ্ধ ভক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার অতিশয় ধর্ম্মশীলত্ব—ইহা নবম স্কন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এবং একাদশ স্কন্ধেও বর্ণিত হইবে। 'মুনিসত্তম'—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! মুনি বলিয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তির উৎকর্ষ-স্থাপ-কত্ব—এই উভয় আপনাতেই পরিলক্ষিত হয়, এই ভাবার্থ। 'তত্র অংশেন অবতীর্ণস্য'—সেই যদুবংশে অংশের সহিত যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার লীলাসমূহ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। কাঁহার লীলাসমূহ ? তাহাতে বলিতেছেন —'অংশেন বিষ্ণোঃ', যিনি অংশ-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুরূপে বিরাজ করেন, অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার অংশ, সেই পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবানের লীলাসমূহ (বীর্য্যাণি)। অথবা 'শংস', এই কথাটীর সহিত অন্বয় করিয়া 'অংশেন শংস'—অর্থাৎ ভগবানের কথা সম্যক্রূপে বর্ণন করিতে কাহারও শক্তি নাই, অতএব আপনি

সেই ভগবানের কথা আংশিকভাবে বর্ণনা করুন—এই ভাব ॥ ২ ॥

অবতীর্য্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—ভূতভাবনঃ (প্রাণিপোষকঃ) বিশ্বাত্মা (অন্তর্য্যামী) ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) যদোর্বংশে (যাদবকুলে) অবতীর্য্য (স্বপ্রাকট্যং বিধায়) যানি (লীলাদীনি) কৃতবান্ (প্রকাশয়ামাস) তানি (লীলাচরিতানি) ন (অস্মান্ পরীক্ষিদাদীন্ শ্রোতৃন্) বিস্তরাৎ (অনুপূর্ব্বশঃ) বদ (কথয়) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—ভূতভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুলে অবতীর্ণ হইয়া যে যে লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তত্তল্লীলাচরিতাবলী আমাদিগের নিকট আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু 'জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্‌ব্রজমেধিতার্থ' ইত্যাদিনা অংশেনোক্তান্যেব, সত্যং সামস্ত্যেন তদ্বীর্য্যাণি সংক্ষিপ্তীকৃত্যাপি বক্তুমশক্যান্যেব । ত্বয়া ত্বংশেন যান্যুক্তানি তান্যপি সংক্ষিপ্তীকৃত্য শ্লোকাভ্যামুক্তান্যতো বহুভিঃ শ্লোকৈস্তান্যেব বিস্তৃতীকৃত্য ব্রূহীত্যাহ অবতীর্য্যেতি । ভূতানি ভাববন্তি প্রেমবন্তি করোতীতি প্রয়োজনমুক্তং, 'নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়ে'তি । 'অবিতৃপ্তদৃশাং নৃণামি'তি 'স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যে'ত্যাদিভ্যস্তথৈবাবগমাৎ । যতো বিশ্বাত্মা দেহজীবাভ্যাং সকাশাদপি পরমাত্মা প্রেমাস্পদী-ভবিতুমর্হত্যেবেতি ব্রহ্মস্তবান্তে ব্যক্তী-ভবিষ্যতি । বিস্তরাৎ অস্মদাদিমন্দবুদ্ধিসুগম্যার্থং বিস্তারং শব্দবাহুল্যং প্রাপয্যেত্যর্থঃ । 'বিস্তরো বিগ্রহো ব্যাসঃ স চ শব্দস্য বিস্তর' ইত্যমরঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থঃ" (৯।২৪।৬৬), অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ নিজচতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হইয়া পশ্চাৎ নরাকৃতি প্রকটপূর্ব্বক পিতা বসুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন—ইত্যাদি বাক্যে (নবম স্কন্ধে) আংশিকভাবে বলিয়াছেন । সত্যই সমগ্রভাবে তাঁহার লীলাসমূহ সংক্ষিপ্ত করিয়াও বলা অশক্য । আপনি আংশিকভাবে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সংক্ষেপ করিয়া মাত্র দুইটি শ্লোকে বলিয়াছেন, অতএব বহু শ্লোকের দ্বারা তাহাই বিস্তৃত করিয়া বলুন, ইহা বলিতেছেন—'অবতীর্য্য' ইত্যাদি । 'ভূতভাবনঃ'—আপনি প্রাণিগণকে প্রেমবান্ (প্রেমময়) করেন, ইহার দ্বারা প্রয়োজন বলা হইল । যেমন উক্ত হইয়াছে—"নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্ব্বাঙ্গরম্যয়া" (৯।২৪।৬৪), অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিজ বিগ্রহ দ্বারা নরলোকে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন । "অবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাং" (৩।২।১১), অর্থাৎ ভগবদ্ভিন্ন অন্য বস্তু দর্শনে অনিচ্ছুক মহাত্মাগণকে শ্রীকৃষ্ণ লোকসমূহের একমাত্র দর্শনীয় স্বীয় অসাধারণ অপ্রাকৃত মূর্ত্তি দেখাইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছেন । "স্বমূর্ত্ত্যা লোকলাবণ্য-নির্ম্মুক্ত্যা" (১১।১।৬), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অনুপম মদনমোহন মূর্ত্তি প্রকাশে জগতের লাবণ্য মলিন করিয়াছিলেন । যাঁহারা সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টি জগতের অন্য কোন দ্রষ্টব্য-পদার্থে নিয়োজিত না হইয়া তাঁহার প্রতিই আকৃষ্ট থাকিত, ইত্যাদির দ্বারা সেইরূপ প্রয়োজনই (সকলকে প্রেমময় করা) অবগত হওয়া যায় । যেহেতু তিনি 'বিশ্বাত্মা'—অর্থাৎ বিশ্বস্থ প্রাণিমাত্রের চেতনাদি-শক্তির প্রেরক হইয়া স্বভাবতঃই তাহাদিগের হিতকারী, দেহ ও জীবাত্মা হইতেও পরমাত্মা পরম প্রেমাস্পদ হইয়া থাকেন—ইহা ব্রহ্মস্তবে ব্যক্ত হইবে । 'বিস্তরাৎ'—মন্দমতি আমাদিগের সহজে বোধের জন্য বহুশ্লোকে বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করুন, এই অর্থ । অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—"বিস্তার, বিগ্রহ ও ব্যাস শব্দে বিস্তার বুঝায়, সমাস বাক্যও বুঝায় ; শব্দের বিস্তার বুঝাইলে বিস্তর হয় ।" ॥ ৩ ॥

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পশুঘ্নাৎ (ব্যাধাৎ, অপশুঘ্ন-পক্ষে অপগতা শুগ্ যস্মাৎ তমাত্মানং হন্তি ইতি তস্মাৎ) বিনা (ঋতে) কঃ পুমান্ (বুদ্ধিমান্) নিবৃত্ততর্ষৈঃ (কৃষ্ণেতর-

বিষয়পিপাসারহিতৈঃ) উপগীয়মানাৎ (সংকীর্ত্ত্যমানাৎ) ভবৌষধাৎ (সংসারনিবৃত্তিভেষজাৎ সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তকত্বং এব সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চ) শ্রোত্রমনোভিরামাৎ হৃৎকর্ণরসায়নাৎ) উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ (কীর্ত্ত্যমান-কেশব-মহিমাবর্ণনাৎ গুরোর্মুখাদাকর্ণ্য পশ্চাদনুকীর্ত্তনাৎ) বিরজ্যেত (উদাসীনো ভবেৎ, নিবর্ত্তেত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—উত্তম-শ্লোক শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তন শ্রৌতপারম্পর্য্যে সাধিত হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই শ্রীহরির গুণকীর্ত্তন কৃষ্ণেতর-বিষয়-তৃষ্ণারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তিত হয়। এই সঙ্কীর্ত্তন (মুমুক্ষুগণের) ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। ইহা (রুচিপর ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন। পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন ॥৪॥

বিশ্বনাথ—শ্রীধরস্বামিভিঃ শ্রীমৎপ্রভুভিশ্চ সনাতনৈঃ। ঋজুত্বাত্ত্যক্তমুচ্ছিষ্টং ভুজিষ্যোঽহমুপাদদে ॥ অস্মদাদয়স্তু সংসাররোগগ্রস্তাঃ পরমভাগ্যলব্ধৈর্ভিষক্‌শিরোমণিভিস্তত্র ভবদ্ভির্দীয়মানাৎ কৃষ্ণলীলামৃতমহৌষধাৎ কথং বিরতা ভবিতুমর্হন্তীত্যাহ নিবৃত্তেতি। ভবৌষধাৎ সংসারব্যাধেরৌষধরূপাৎ নিবৃত্ততর্ষৈর্যদেব নিষেব্য বিগততৃষ্ণাব্যাধিভিস্তৈরেব সংসারস্তস্মান্মুক্তৈর্জ্ঞানাদিভ্যোপি উপ আধিক্যেন গীয়মানাৎ ভো ভো বয়মিব এতন্নিষেব্যৈব নিরাময়া ভবতেত্যুচ্চৈরুপদিশ্যমানাৎ, অন্যৌষধবন্নাস্য কট্বাদিরসত্বমিত্যাহশ্রোত্রমনঃসুখপ্রদাৎ শ্রোত্রমনোভ্যামেবৈতদৌষধং পীয়ত ইতি ভাবঃ। পশুঘ্নঃ স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী, তস্মাদ্বিনা স এব বিরজ্যেত নান্যঃ। যদুক্তং "ত্রৈবর্গিকাস্তে পুরুষা বিমুখা হরিমেধসঃ। কথায়ামি"ত্যাদি। যদ্বা অত্র বক্তৃশ্রোত্রোরুভয়োরেবানন্দ ইত্যাহ নিবৃত্তেতি। উত্তমঃশ্লোকস্য গুণানামনুবাদাদ্‌গুরোর্ম্মুখাদাকর্ণ্য পশ্চাদনুকীর্ত্তনাৎ কঃ পুমান্ বক্তা বিরজ্যেত ? ন কোঽপি, যতো নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ। কৃষ্ণস্য গুণানামনুকীর্ত্তনমপি উপ সর্ব্বাধিক্যেন গীয়তে কিং পুনস্তেষামাস্বাদনমিতি ভবাদৃশো বক্তাস্তেষামাস্বাদকোঽপীতি ভাবঃ। অত্র বর্ত্তমান-প্রয়োগাদাধিক্যবাচকোপশব্দোপন্যাসাচ্চ নিবৃত্ততর্ষশব্দেন শুদ্ধভক্তা এব ব্যাখ্যেয়া, ন তু জ্ঞানিনঃ। তেষাং নিদিধ্যাসনস্যৈব শাশ্বতিক-স্তুতিদৃষ্টের্ন ত্বনুকীর্ত্তনস্য। তথৈব গুণানুবাদং প্রাপ্য কঃ খলু মাদৃশঃ সাংসারিকঃ শ্রোতা বিরজ্যেত যতো ভবৌষধাৎ দ্বয়োরেব বিরাগাভাবে হেতুঃ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ, কথঞ্চিদ্ধনাদিককামনয়া যদি কর্ম্মী বক্তা শ্রোতা বা স্যাত্তদা স বিরজ্যেদেবেত্যাহ পশুঘ্নাদ্বিনা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীমৎ সনাতন প্রভু সহজ বলিয়া যাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের দাস আমি সেই উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেছি ॥ আমরা সংসার-রোগগ্রস্ত হইয়া মহাসৌভাগ্যবশতঃ ভবাদৃশ সদ্‌বৈদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি ভবরোগ-নিবারক শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-মহৌষধ প্রদান করিতেছেন, তৎসেবনে ভবরোগাভিভূত আমরা কিপ্রকারে বিরত হইতে পারি, ইহা বলিতেছেন—'নিবৃত্ততর্ষৈঃ' ইত্যাদি। 'ভবৌষধাৎ'—যাহা সংসারব্যাধির ঔষধরূপ, তাহা হইতে, নিবৃত্ত হইয়াছে তৃষ্ণা যাঁহাদের, অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত মহৌষধ সেবন করিয়া তৃষ্ণারূপ ব্যাধি হইতে যাঁহারা মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তৃষ্ণাই সংসার, সেই সংসার হইতে যাঁহারা মুক্ত, তাঁহাদের দ্বারা 'উপগীয়মানাৎ' —জ্ঞানাদি হইতেও উপ আধিক্যরূপে গীয়মান, অর্থাৎ সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ ভবরোগগ্রস্ত মানবের প্রতি উপদেশ করিয়া থাকেন যে—হে ভবরোগাভিভূত মানবগণ! আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত মহৌষধ সেবন করিয়া ভবরোগমুক্ত হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও ইহা সেবন করিয়া নিরাময় হও। ইহা অন্য ঔষধের মত কটু তিক্তাদিযুক্ত রস নহে, ইহা বলিতেছেন—'শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ', শ্রোত্র ও মনের সুখপ্রদ, অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা এই ঔষধই পান কর—এই ভাব। 'বিনা পশুঘ্নাৎ'—পশুঘ্ন বলিতে স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী, তাহারা ব্যতিরেকে ভবরোগাক্রান্ত কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃশ্লোক ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে বিরত হইয়া থাকে ? অর্থাৎ তাহারাই বিরত হইতে পারে, অপরে নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ত্রৈবর্গিকাস্তে" (৩।৩২।১৮), অর্থাৎ যে সকল পুরুষ কেবল ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ

সাধনে তৎপর, তাহারাই সংসারনাশন (হরিমেধসঃ) ভগবান্ মধুসূদনের কথায় বিমুখ হইয়া থাকে।

অথবা—এখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই আনন্দ, ইহা বলিতেছেন—'নিবৃত্ততর্ষৈঃ', তৃষ্ণা অর্থাৎ সংসার-ভোগবাসনারূপ ব্যাধি, তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত পুরুষগণই নিবৃত্ততর্ষ। উত্তমঃশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহের অনুবাদ হইতে, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া পশ্চাৎ শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন হইতে কোন্ ব্যক্তি বিরত হইয়া থাকে ? অর্থাৎ কেহই নহে, যেহেতু নিবৃত্ততর্ষগণ কর্ত্তৃক উপগীয়মান। শ্রীকৃষ্ণের গুণসকলের পশ্চাৎ কীর্ত্তনও অধিকরূপে গীত হয়, তাহাতে আবার তাহার আস্বাদনের কথা কি বক্তব্য ? অর্থাৎ আপনাদের ন্যায় বক্তা তাহার আস্বাদকও—এই ভাব। 'উপগীয়মানাৎ'—এখানে বর্ত্তমান প্রয়োগ ও আধিক্যবাচক উপ-শব্দের উল্লেখ থাকায় 'নিবৃত্ততর্ষ' শব্দে ভগবদ্-ভক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জ্ঞানীদিগকে নহে, কেন না জ্ঞানিগণের নিধিধ্যাসন প্রভৃতিতেই আদর পরিলক্ষিত হয়, ভগবৎকথা কীর্ত্তনাদিতে তাহাদের আদর দেখা যায় না। সেইরূপ গুণানুবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের ন্যায় কোন্ সাংসারিক শ্রোতা বিরত হইতে পারে ? কারণ 'ভবৌষধাৎ'—উহা ভবরোগ-নিবারক মহৌষধ। মুক্ত ও বিষয়ী উভয়েরই বিরাগাভাবের হেতু—শ্রোত্র ও মনের আনন্দপ্রদ। কোনরূপ ধনাদি কামনায় যদি কর্ম্মী বক্তা বা শ্রোতা হন, তাহা হইলে তিনি বিরত হইতে পারেন, এইজন্য বলিলেন—'পশুঘ্নাৎ বিনা', পশুঘ্ন ব্যতীত ॥ ৪ ॥

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
র্দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরবসৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥ ৫ ॥

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥ ৬ ॥

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতঞ্চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মে পিতামহাঃ (মম পিতুঃ অভিমন্যোঃ পিতৃবর্গা অর্জ্জুনপ্রমুখাঃ) যৎপ্লবাঃ (যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্লবঃ উত্তরণনৌকাস্বরূপঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ সন্তঃ ভগবৎপদতরণিং সমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ) সমরে (কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে) অমরঞ্জয়ৈঃ (দেববিজেতৃভিঃ) তিমিঙ্গিলৈঃ (তিমিঙ্গিলাখ্য বৃহন্মৎস্যতুল্যৈঃ) দেবব্রতাদ্যতিরথৈঃ (ভীষ্মাদ্যৈঃ সেনাপৈঃ) দুরত্যয়ং (দুষ্পারং) কৌরবসৈন্যসাগরং (বিপুল-কুরুবাহিনী-রূপসমুদ্রং) বৎসপদং কৃত্বা (তুচ্ছীকৃত্য) অতরন্ স্ম (উত্তীর্ণবন্তঃ) যঃ (কৃষ্ণঃ) আত্তচক্রঃ (ধৃতচক্রঃ) শরণং গতায়াঃ (আশ্রয়ং প্রাপ্তায়াঃ) মে (মম) মাতুঃ (উত্তরায়াঃ) কুক্ষিং গতঃ (গর্ভং প্রাপ্তঃ সন্) কুরুপাণ্ডবানাং (কুরুবংশীয়ানাং) সন্তানবীজং (অধস্তনানাং নিদানং) দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টং (অশ্বত্থামায়ুধৈঃ জর্জ্জরিতং) ইদং মদঙ্গং (পরীক্ষিতঃ স্থূলশরীরং) জুগোপ (ররক্ষ) হে বিদ্বন্ (কৃতিন্ শুক) মায়ামনুষ্যস্য (মায়য়া ইচ্ছাশক্ত্যা মনুষ্যশরীরধারিণঃ নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ) অখিল-দেহভাজাং (স্থূল-সূক্ষ্মসর্ব্বশরীরধারিণাং) অন্তর্বহিঃ পুরুষকালরূপৈঃ (সূক্ষ্ম-স্থূলপরমাত্মবিরাড়্-রূপদ্বয়েন অখণ্ডকালরূপৈঃ) মৃত্যুং (সংসারং) উত (অপি) অমৃতং (অপবর্গং বৈকুণ্ঠং) (অপি) প্রযচ্ছতঃ (প্রদদতঃ) বীর্য্যাণি (লীলাচরিতানি) বদস্ব (ব্রূহি) ॥ ৫-৭ ॥

অনুবাদ—আমার পিতামহ—পাণ্ডবগণ যাঁহাকে উত্তরণ-নৌকার স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ যে ভগবানের পদতরণীকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে দেববিজয়ী অতিরথ ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিল-সঙ্কুল দুষ্পার বিপুল কুরুবাহিনীসমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন-চক্রধারণপূর্ব্বক শরণাপন্না মদীয়া জননীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া কুরুপাণ্ডুকুলের অধস্তন-বর্গের নিদানস্বরূপ, অশ্বত্থামার অস্ত্রে জর্জ্জরিত আমার এই শরীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, হে বিদ্বন্ শ্রীশুকদেব ! ইচ্ছাশক্তিদ্বারা স্বরূপভূত নরবপুপ্রকট-

কারী নিখিলদেহীর অন্তরে ও বাহ্যে পুরুষ এবং কালরূপে অবস্থিত হইয়া সংসার ও অপবর্গ-প্রদাতা সেই শ্রীহরির লীলাচরিতাবলী বর্ণন করুন ।। ৫-৭ ।।

বিশ্বনাথ—মৎকুলদৈবতত্বেনাপি কৃষ্ণস্য কথা মম শ্রোতব্যেত্যাশয়েনাহ পিতামহা ইতি অমরান্ জয়ন্তীতি তৈঃ। দেবব্রতো ভীষ্মঃ। তিমিঙ্গিল-তুল্যৈঃ। দুরত্যয়ং দুষ্পারমপি বৎসপদমিব কৃত্বা অতরন্, যতো যঃ শ্রীকৃষ্ণ এব প্লবো যেষাং তে যং সমাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। তথা হি সমাশ্রিতা যে পদ-পল্লবপ্লবমিত্যত্র ভবাম্বুধির্বৎসপদমিতি তস্য বীর্য্যাণি বদস্বেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। মদেকরক্ষকত্বেনাপি তৎকথা অবশ্য-শ্রোতব্যেত্যাহ দ্রৌণ্যস্ত্রেণ বিপ্লুষ্টং দগ্ধম্ ইদ-মিতি তর্জ্জন্যা স্ববক্ষঃ স্পৃশতি। আত্তচক্রশ্চক্রধারী। 'অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিরি'তি প্রথমো-ক্তের্গদয়ৈব জুগোপ। চকারান্মাতুরঙ্গঞ্চ জুগোপ। সর্ব্বগতিপ্রদত্বেনাপি শ্রোতব্যানীত্যাহ—বীর্য্যাণীতি। অখিলদেহভাজাং মধ্যে যে অন্তরঙ্গা ভক্তাঃ যে চ বহির্বহিরঙ্গাঃ ভক্তদ্রোহিণঃ তেভ্যোঽমৃতং মৃত্যুঞ্চ প্রযচ্ছতস্তস্য বীর্য্যাণি বদস্বেত্যন্বয়ঃ। তত্রান্তরঙ্গেভ্যো বসুদেবাদিভ্যঃ পুরুষরূপৈশ্চতুর্ভুজদ্বিভুজপুরুষাকারৈ-রমৃতং পরমানন্দং বহিরঙ্গেভ্যঃ কংসাদিভ্যঃ কাল-রূপৈঃ 'কালোঽয়মিতি বিহ্বল' ইতি 'মৃত্যুর্ভোজপতে'-রিত্যাদ্যুক্তরীত্যা মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডৈঃ পিত্তদূষিতরসনয়া তিক্তরসৈরিব সাক্ষান্মারকত্বেন ভাতৈর্মৃত্যুং উত অন-ন্তরং অমৃতং মোক্ষং চ প্রযচ্ছত ইতি বর্ত্তমান-সামীপ্যে বর্ত্তমানবত্বম্। কিম্বা লীলায়া নিত্যত্বজ্ঞাপনার্থং বর্ত্তমানপ্রয়োগঃ। মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুষ্যস্য। 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি মনীষিণ' ইতি মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিতশ্রুতেঃ ।। ৫-৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের কুলদেবতা, অর্থাৎ মদীয় কুলের একমাত্র গতিস্বরূপ বলিয়াও শ্রীকৃষ্ণের কথা আমার শ্রোতব্য, এই আশয়ে বলিতেছেন—'পিতামহাঃ মে', আমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবগণ, 'অমরঞ্জয়ৈঃ'—দেবগণকে যাঁহারা জয় করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম প্রভৃতি তিমিঙ্গিলতুল্য অতি-রথগণে পরিবৃত কুরুসৈন্যসাগর দুষ্পারণীয় হইলেও, 'বৎসপদং'—বৎসপদতুল্য জলাশয় মনে করিয়া [অর্থাৎ বৎসপদ-সদৃশ জলময় স্থল পার হইতে যেমন কেহ দুঃখ বিবেচনা করে না, তদ্রূপ] অনা-য়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার কারণ—'যৎ-প্লবাঃ', শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদের প্লব অর্থাৎ তরণসাধন ভেলারূপ, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করিয়া, এই অর্থ। যেমন পরে বলিবেন—"সমাশ্রিতা যে" (১০।১৪।৫৮), অর্থাৎ যাঁহারা মহাজনগণের আশ্রয়-স্বরূপ পবিত্রীকীর্ত্তি মুরারির পদপল্লবরূপ ভেলা সম্যক্ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ভব-সাগর গোষ্পদতুল্য হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাচরিতাবলী বর্ণন করুন—ইহা তৃতীয় (৭ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। বিশেষতঃ যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কথা শ্রবণই আমার কর্ত্তব্য, ইহা বলিতেছেন—'দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টম্', দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে দগ্ধপ্রায় আমার এই শরীরকে (তর্জ্জনীর দ্বারা নিজ বক্ষ স্পর্শ করতঃ বলিতেছেন) যিনি চক্রধারণপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এখানে "অস্ত্রতেজঃ স্বগদয়া নীহারমিব গোপতিঃ" (১।১২।১০), অর্থাৎ সূর্য্য যেমন নীহার নাশ করে, সেইরূপ স্বীয় গদাদ্বারা ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ যিনি নিবারণ করিয়াছিলেন—প্রথম স্কন্ধের এই উক্তি অনুসারে চক্রধারণপূর্ব্বক গর্ভে প্রবেশ করিয়া গদার দ্বারা মদীয় অঙ্গ, এবং 'চ'-কার প্রয়োগে আমার জননীর দেহও রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে।

সকলের গতিপ্রদাতা বলিয়াও তাঁহার কথা শ্রোতব্য, ইহা বলিতেছেন—'বীর্য্যাণি' ইত্যাদি ; অখিল দেহধারিগণের মধ্যে যাঁহারা অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং যাঁহারা বহিরঙ্গ ভক্তদ্রোহী, তাঁহাদিগকে যথা-ক্রমে অমৃত ও মৃত্যু যিনি প্রদান করেন, তাঁহার চরিতাবলী বলুন, এই অন্বয়। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ বসুদেব প্রভৃতি ভক্তগণকে চতুর্ভুজ কখন বা দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, এবং বহিরঙ্গ আপাততঃ শত্রুরূপী কংসাদি অসুরদিগকে 'কালরূপৈঃ'—কালরূপ দ্বারা নিধন ও মোক্ষ অর্পণ করেন। "কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ" (১০।৪।৩) এবং "মৃত্যু র্ভোজপতেঃ" (১০।৪৩।১৭), এই শিশু আমার কালস্বরূপ, ইহা মনে করিয়া বিহ্বল-

চিত্ত এবং ভোজরাজ কংসের নিকট মৃত্যুস্বরূপ—ইত্যাদি উক্তি অনুসারে যেমন সুমিষ্ট মিশ্রীখণ্ড পিত্ত-দূষিত ব্যক্তির নিকট তিক্তবোধ হয়, সেইরূপ আনন্দ-ময় শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে যাঁহারা দেখিতেছেন, সেই কংস প্রভৃতিকে প্রথমে মৃত্যু, অনন্তর মোক্ষও যিনি প্রদান করেন, তাঁহার রহস্য লীলাসমূহ (বীর্য্যাণি) আপনি কীর্ত্তন করুন। 'প্রযচ্ছতঃ'—এখানে বর্ত্তমান-সামীপ্যে বর্ত্তমানে শতৃ-প্রত্যয়ে ষষ্ঠীর একবচন হইয়াছে। কিম্বা লীলার নিত্যত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রয়োগ। 'মায়া-মনুষ্যস্য'—মায়া বলিতে স্বরূপেই যিনি নরাকৃতি, তাঁহার চরিতাবলী বলুন। মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা", অর্থাৎ সেই নরাকৃতি পুরুষ স্বরূপভূত মায়া নাম্নী নিত্যশক্তির (যোগমায়ার) দ্বারা যুক্ত, এইহেতু মনীষিগণ তাঁহাকে মায়াময় বিষ্ণু বলিয়া থাকেন, ইত্যাদি ॥ ৫-৭ ॥

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সঙ্কর্ষণঃ (দ্বিতীয়-ব্যূহাখ্যঃ-নারায়ণঃ) রামঃ (বলদেবঃ) রোহিণ্যাঃ (দেব্যাঃ) তনয়ঃ (পুত্রঃ) (ইতি) ত্বয়া (শুকদেবেন) প্রোক্তঃ (পূর্ব্বং বর্ণিতঃ) দেহান্তরং বিনা (অন্যদেহং ঋতে) দেবক্যাঃ (মাতুঃ) গর্ভসম্বন্ধঃ (কুক্ষ্যবস্থানং) কুতঃ (কথং ঘটতে ইত্যাক্ষেপঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(হে শুকদেব প্রভো!) আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে দ্বিতীয়-ব্যূহাদ্য নারায়ণ সঙ্কর্ষণ-দেব বলরাম রোহিণী-পুত্র। যদি দেহান্তর স্বীকার করা না যায় তাহা হইলে রোহিণীর গর্ভে প্রকাশিত বল-দেবই আবার দেবকীর গর্ভে প্রকটিত হইয়াছিলেন, ইহার সঙ্গতি কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র বিশেষং পৃচ্ছতি রোহিণ্যা ইতি চতুর্ভিঃ। প্রোক্তো নবমস্কন্ধে। সঙ্কর্ষণমহীশ্বরমিতি দেবকীপুত্রেষ্বপি তস্যৈব সঙ্কর্ষণস্য দেবক্যা গর্ভ-সম্বন্ধশ্চ উক্তঃ স কুতো ঘটত ইত্যাক্ষেপঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'রোহিণ্যাঃ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে, আপনি নবম স্কন্ধে (২৪ অধ্যায় ৪৬ শ্লোকে 'বলং গদং সারণং' ইত্যাদির দ্বারা) শ্রীবলরামকে রোহিণী-নন্দন বলিয়াছেন। পুনরায় তাঁহাকেই (৫৪ শ্লোকে) 'সঙ্কর্ষণমহীশ্বরং'—নগরাজ সঙ্কর্ষণ শ্রীদেবকীর গর্ভ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিলেন। এই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাস্য—দেহান্তর ব্যতিরেকে অর্থাৎ এক দেহে রোহিণীতনয় বলরামের আবার দেবকীগর্ভসম্বন্ধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? ৮ ॥

কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্‌ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৯

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মুকুন্দঃ (কৃষ্ণঃ) পিতুঃ (বসুদেবস্য) গেহাৎ (গৃহাৎ) কস্মাৎ (কথং) ব্রজং (নন্দালয়ং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) সাত্বতাং পতিঃ (যাদবে-শ্বরঃ) ক্ব (কুত্র) জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং (যাদবৈঃ সহ) বাসং কৃতবান্ (অবতস্থে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ কৃষ্ণ কি কারণেই বা পিতৃগৃহ হইতে (বসুদেবভবন মথুরা হইতে) ব্রজে (নন্দা-লয়ে) গমন করিয়াছিলেন ? যাদবেশ্বর জ্ঞাতিবর্গের সহিত কোথায়ই বা অবস্থান করিয়াছিলেন ? ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—পিতুর্বসুদেবস্য গেহাদ্‌ব্রজং মহাবনং গতঃ। ব্রজং গতোঽপি পিতুর্নন্দস্য গেহাৎ জ্ঞাতি-ভির্গোপৈঃ সাকং ক্ব বাসং কৃতবান্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পিতুর্গেহাৎ'—কিজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পিতা বসুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে অর্থাৎ মহাবনে (নন্দালয়ে) গিয়াছিলেন ? ব্রজে গমন করিয়াও পিতা নন্দের গৃহ হইতে জ্ঞাতিবর্গ গোপ-গণের সহিত কোথায় বাস করিয়াছিলেন ? ৯ ॥

ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাতদর্হণম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কেশবঃ (কৃষ্ণঃ) ব্রজে (নন্দগৃহে গোষ্ঠে) মধুপুর্য্যাং (মথুরায়াং) বসন্ (তিষ্ঠন্) কিং অকরোৎ (লীলাদিকং ব্যতনোৎ) অতদর্হণং (হননা-যোগ্যং) মাতুঃ ভ্রাতরং (মাতুলং কংসং) চ অদ্ধা (স্বয়মেব) কুতঃ হেতোঃ অবধীৎ (জঘান) ॥১০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ও মথুরায় অবস্থান করিয়া কি কি লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন, আর কি কারণেই বা অবধ্য মাতুল কংসকে স্বয়ংই বধ করিয়াছিলেন ? ১০ ॥

বিশ্বনাথ—মধূনাং পুর্য্যাং মথুরায়াং দ্বারকায়াঞ্চ। মাতুর্ভ্রাতরং কংসং কস্মাদবধীৎ, অতদর্হণং মাতুলত্বাৎ বধানর্হম্॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মধুপুর্য্যাং'—মধুবংশীয়গণের পুরী বলিতে মথুরা ও দ্বারকাতে বাস করিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? 'মাতুর্ভ্রাতরং'—স্বীয় জননীর ভ্রাতা, অর্থাৎ মাতুল বলিয়া বধের অযোগ্য কংসকে কেনই বা স্বয়ং বধ করিয়াছিলেন ? ১০ ॥

দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতিবর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥১১

অন্বয়ঃ—মানুষং দেহং (মনুষ্যাকারং পরমসুন্দরং দেহং সচ্চিদানন্দঘনত্বেন তস্য নিত্যত্বাৎ) আশ্রিত্য (প্রকটীকৃত্য) বৃষ্ণিভিঃ (বৃষ্ণিবংশোদ্ভবৈঃ) সহ (মিলিতঃ সন্) যদুপুর্য্যাং (দ্বারাবত্যাং) কতিবর্ষাণি আবাৎসীৎ (উবাস) প্রভোঃ (সমর্থস্য কৃষ্ণস্য) কতি (কতিসংখ্যকাঃ) পত্ন্যঃ (মহিষ্যঃ) অভবন্ (বভূবুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নিত্যস্বরূপ নরতনু প্রকটিত করিয়া বৃষ্ণিগণের সহিত দ্বারকাতে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন এবং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের কত সংখ্যকই বা মহিষী ছিল ? ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষ্ণিভিঃ সহ কতি বর্ষাণি অবাৎসীৎ ? বর্ষাণি কথম্ভূতানি ? মানুষং দেহমাশ্রিত্য বর্ত্তমানানীত্যর্থঃ। ততশ্চ মানুষমানেন কতি বর্ষাণীত্যর্থঃ ফলিতঃ। পরমাত্মা নরাকৃতিরিতি নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম ইতি গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিত্যাদিভির্মনুষ্যত্বস্যৈব স্বরূপলক্ষণত্বাৎ ব্যাখ্যান্তরং ন ঘটতে ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষ্ণিভিঃ সহ'—বৃষ্ণিগণের সহিত কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন ? কিরূপ বর্ষ ? তাহাতে বলিতেছেন—'মানুষং দেহম্ আশ্রিত্য,'—নিত্যস্বরূপ নরাকৃতি প্রকট করিয়া বর্ত্তমান বর্ষসমূহ, অর্থাৎ মনুষ্যপরিমাণে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন ? 'পরমাত্মা নরাকৃতি', 'নরাকৃতি পরং ব্রহ্ম', 'মনুষ্যরূপে পরব্রহ্ম নিজেকে লুকায়িত করিয়া লীলা করেন'—ইত্যাদি প্রমাণানুসারে সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নরাকৃতিই তাঁহার নিত্যস্বরূপ বলিয়া ব্যাখ্যান্তর (অর্থাৎ জীবের ন্যায় মনুষ্যদেহধারী ইত্যাদি নাস্তিক ব্যাখ্যা) সঙ্গত নহে ॥ ১১ ॥

এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—হে সর্ব্বজ্ঞ মুনে (সর্ব্ববিৎ যতে) এতৎ (যৎকথিতং) অন্যৎ (যদপৃষ্টং) চ সর্ব্বং (নিখিলং) কৃষ্ণবিচেষ্টিতং (হরিবিক্রমং) শ্রদ্দধানায় (বিশ্রব্ধায়) মে (মহ্যং) বিস্তৃতং (আনুপূর্ব্বিকং) বক্তুং অর্হসি (কথয়িতুং যোগ্যো ভবসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্ববিদ্ মুনিবর, এই সমস্ত প্রশ্ন এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপৃষ্ট বিষয় যাহা কিছু থাকে সেই সকল কৃষ্ণলীলা আমার নিকট কৃপা করিয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন। তাহা আমি শ্রবণ করিবার জন্য বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি ॥ ১২ ॥

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং (তব বদনকমলবিনির্গতং) হরিকথামৃতং (কৃষ্ণলীলাপীযূষং) পিবন্তং (পানোন্মত্তং) মাং (পরীক্ষিতং) ত্যক্তোদং (অপীতজলং) অপি অতিদুঃসহা (অত্যন্তাসহনীয়া) এষা ক্ষুৎ (ক্ষুধা) ন বাধতে (প্রতিবধ্নাতি শ্রবণাদৌ কিঞ্চিদ্বিঘ্নমপি কর্ত্তুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যদিও আমি (প্রায়োপবেশনার্থে) জলপান পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, তথাপি ভবদীয় মুখপদ্মনিঃসৃত কৃষ্ণলীলা পীযূষধারা পান করায় অত্যন্ত অসহনীয়া এই ক্ষুধা আমার শ্রবণের কোনও বিঘ্নোৎপাদন করিতে সমর্থ হইতেছে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষুধাতৃষাব্যাকুলস্ত্বং বিশ্রাম্যেতি মাবাদীরিত্যাহ নৈষেতি। যা ক্ষুৎ ব্রহ্মণ্যমপি মাং মুনি-

গলে সর্পং ন্যধাপয়দিতি ভাবঃ। ত্যক্তোদং সম্প্রতি তু ত্যক্তজলমপি তস্যা অপি বাধাভাবে হেতুঃ পিবন্ত-মিতি। বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন ক্ষণমপি পানবিগমে সৈব বিবেকহারিণী ক্ষুধা প্রাদুর্ভবিষ্যতীতি জ্ঞাপয়তি। অত্রাম্ভোজপদেন কথামৃতস্য মধুত্বমারোপিতম্। তেন চ তস্য মাদকত্বমভিব্যজ্য স্বস্য মত্তত্বাদেব বিপ্রশাপাদি সর্ব্বদুঃসহ-দুঃখবিস্মারকত্বং ধ্বনিতম্। যদ্বা। অমৃতপদেন মুখাম্ভোজস্য চন্দ্রত্বমারোপিতম্। তেন মুখস্যাম্ভোজত্বাৎ সৌরভ্যং চন্দ্রত্বাদাহলাদকত্বং সর্ব্ব-শ্রোতৃজনতমোহারিত্বং স্বস্য চ চকোরত্বং ব্যঞ্জিতম্। সর্ব্বথৈব কথায়াং গাঢ়াসক্তির্দ্যোতিতা ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রামাদি কর। তাহাতে বলিতেছেন—হে প্রভো! এইরূপ বাক্য আমাকে বলিবেন না, কারণ সকল অনর্থের মূল যে তৃষ্ণা, যাহার প্রভাবে ব্রাহ্মণসেবী আমিও মুনিগলে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছিলাম। 'ত্যক্তোদং'— সম্প্রতি জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও আমাকে আর পীড়া প্রদান করিতেছে না, যেহেতু আমি ভবদীয় মুখপদ্ম-বিগলিত সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরির কথামৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 'পিবন্তং'—এই বর্ত্তমান নির্দ্দেশের দ্বারা ক্ষণকালও যদি হরি-কথামৃত পানে বিরত হই, তাহা হইলে আবার সেই বিবেকহারিণী ক্ষুধা প্রাদুর্ভূত হইবে, ইহা জ্ঞাপন করিতেছেন। এখানে অম্ভোজ-পদের দ্বারা কথামৃতের মধুত্ব (মাদকত্ব) আরোপিত হইল। ইহাতে সেই মাদকত্বহেতু নিজের মত্ততাবশতঃই বিপ্রশাপাদি সমস্ত দুঃসহ দুঃখ ভুলা-ইয়া দিয়াছে, ধ্বনিত হইল। অথবা—অমৃত-পদের দ্বারা মুখপদ্মের চন্দ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে মুখের পদ্মত্বহেতু সৌরভ্য, চন্দ্রত্বহেতু আহলাদকত্ব, সকল শ্রোতৃবর্গের অজ্ঞানতমোহারিত্ব এবং নিজেরও চকোরত্ব ব্যঞ্জিত হইল। ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকারেই শ্রীহরিকথাতে গাঢ় আসক্তি দ্যোতিত হইয়াছে ॥১৩॥

সূত উবাচ—

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং
বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভৃগুনন্দন (হে শৌনক) অথ (পরীক্ষিতঃ বচনান্তরং) ভগবান্ (ভগবদভিন্নাচার্য্যঃ) ভাগবত-প্রধানঃ (বৈষ্ণবপ্রবরঃ) বৈয়াসকিঃ (শুকদেবঃ) এতৎ সাধুবাদং (সুষ্ঠু প্রশ্নং) নিশম্য (শ্রুত্বা) বিষ্ণু-রাতং (পরীক্ষিতং) প্রত্যর্চ্চ্য (বিবিধশ্লাঘয়া সম্মান্য) কলিকল্মষঘ্নং (যুগসুলভকলুষ-বিধ্বংসনং) কৃষ্ণ-চরিতং (হরিলীলাং) ব্যাহর্ত্তুং (বক্তুং) আরভত (প্রবৃত্তো বভূব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে ভৃগুনন্দন শৌনক! অনন্তর পরম-পূজ্য মহাভাগবত ব্যাসনন্দন শ্রীল শুকদেব এই সকল সাধুপ্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক সম্মান করিলেন এবং কলিকলুষ-নাশিনী হরিলীলা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে ভৃগুনন্দন শৌনক! কলৌ জনিষ্য-মাণানামপি কল্মষং সংসারদুঃখং হন্তীতি তৎ। যদ্বা কলিরূপং কল্মষং হন্তীতি বিষ্ণুরাত-বিশেষণমপি, ভাগবতেষু প্রধান ইতি পুংস্ত্বমার্ষম্। যদ্বা ভাগবতা এব মান্যত্বেন প্রধানানি যস্য সঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভৃগুনন্দন'—হে শৌনক! 'কলিকল্মষঘ্নং'—কলিকালে ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবেন যাহারা, তাহাদেরও 'কল্মষ' বলিতে সংসার-দুঃখ-নাশক (শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন)। অথবা—কলিরূপ পাপ যিনি পরাভূত করিয়াছেন, সেই বিষ্ণুরাত মহারাজ পরী-ক্ষিতের বিশেষণ। 'ভাগবত-প্রধানঃ'—ভাগবতগণের (ভক্তজনের) মধ্যে যিনি প্রধান, মুখ্য শ্রীল শুকদেব গোস্বামী। 'প্রধান'-শব্দ (অজহল্লিঙ্গ বলিয়া) এখানে পুংলিঙ্গ আর্ষ-প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা—যাঁহার নিকট ভাগবতজনই মান্যত্বরূপে প্রধান, তিনি ভাগ-বত-প্রধান ॥ ১৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—(হে) রাজর্ষিসত্তম

(হে নরবর) তব (পরীক্ষিতঃ) বুদ্ধিঃ (স্থিরবিবেকঃ) সম্যগ্ ব্যবসিতা (সম্যঙ্ নিশ্চয়া) যৎ (যতো বুদ্ধেঃ) বাসুদেবকথায়াং (হরিচরিতে) তে (তব) নৈষ্ঠিকী (অব্যভিচারিণী) রতিঃ (ভাবভক্তিঃ) জাতা (প্রাপ্তা) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে নৃপতি-শ্রেষ্ঠ ! আপনার বুদ্ধি সুষ্ঠুরূপেই স্থির হইয়াছে অর্থাৎ উপযুক্তবিষয়েই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কারণ আপনার শ্রীবাসুদেবের কথায় অব্যভিচারিণী রতির উদয় হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সম্যগ্ব্যবসিতা সম্যঙ্ নিশ্চয়া। যদ্‌যতো বুদ্ধেঃ, রাজর্ষিসত্তমেতি ভো মহামানদ মুনিসত্তমেতি ত্বয়া সম্বোধিতায়াত্তোঽপি ত্বয়ি রাজত্বমধিকমস্তীতি জ্ঞাপয়তি। শ্লেষেণ তু রাজদণ্ডাদিত্বাৎ ত্বং ঋষীণাং সত্তমানাং চ রাজা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমত্বাদেব যতো জন্মমরণকালয়োর্ব্রহ্মতেজোঽপি ব্যর্থীকরোষীত্যর্থমপ্যন্তরুপচিক্ষেপ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্যগ্ব্যবসিতা'—তোমার বুদ্ধি সম্যক্‌প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাতে স্থিরতা লাভ করা উচিত, তাহাতেই সম্যক্ স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। 'যদ্‌যতো বুদ্ধেঃ'—কেন না এই বুদ্ধি হইতেই তোমার বাসুদেবকথায় নৈষ্ঠিকী রতির উদয় হইয়াছে। 'রাজর্ষিসত্তম'—হে মহামানদ ! তুমি আমাকে 'মুনিসত্তম' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছ, আমা হইতেও তোমার রাজত্ব (প্রকাশকত্ব) অধিক রহিয়াছে, ইহা জানাইলেন। শ্লেষার্থে—রাজদণ্ডধর বলিয়া তুমি ঋষিগণের ও সত্তমগণের রাজা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমহেতুই, কারণ তুমি জন্ম ও মরণকালে ব্রহ্মতেজও ব্যর্থ করিতেছ—এরূপ অর্থ এখানে অন্তর্নিহিত রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—তৎপাদসলিলং (হরিচরণোদকং গাঙ্গনীরং শ্রীশালগ্রামাদিচরণামৃতন্বা) যথা ত্রীন্ (উর্দ্ধমধ্যাধঃ লোকান্) পুনাতি (পবিত্রং করোতি) তথা হি (নিশ্চিতং) বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ (হরিবর্ণনজিজ্ঞাসা) বক্তারং (প্রচারকং মাং শুকদেবমপি) প্রচ্ছকং (প্রশ্নকারকং ত্বাং) শ্রোতৄন্ (শ্রবণেচ্ছূন্) ত্রীন্ (ত্রিবিধান্ পুরুষান্) পুনাতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা অথবা শ্রীবিষ্ণুচরণোদক যেরূপ উর্দ্ধ, মধ্য ও অধঃ লোকসমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাসুদেব চরিত্র বিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপাদসলিলং শ্রীশালগ্রামাদিচরণামৃতং ত্রীন্ পুরুষান্ সেক্তারং সিচ্যমানং তদুভয়সঙ্গিনশ্চ পুরুষান্। যদ্বা গঙ্গা যথা ত্রীন্ উর্দ্ধমধ্যাধোলোকান্ পুনাতি তথৈব বক্ত্রাদীন্ ত্রীন্ পুরুষান্, যথাপূর্ব্বং শ্রৈষ্ঠ্যম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপাদসলিলং'—শ্রীশালগ্রামাদির চরণামৃত সেক্তা (যিনি সেচন করেন), সিচ্যমান (যাহাকে সেচন করা যায়) ও এতদুভয় সঙ্গী এই ত্রিবিধজনকে পবিত্র করিয়া থাকেন। কিংবা বাসুদেবের পদোদ্ভবা গঙ্গা যেমন উর্দ্ধলোক (স্বর্গ), মধ্যলোক (মর্ত্ত্যলোক), অধোলোক (পাতাল)—এই তিন লোক পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাসুদেবের কথাপ্রশ্নও বক্তা, প্রশ্নকর্ত্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন। এখানে যথাপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠতা দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

ভূমিদৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ (ধরণী) দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ (গর্ব্বিতভূপচ্ছলাসুরসৈন্যদশলক্ষমিতৈঃ অসংখ্যৈর্ব্বা) ভূরিভারেণ (প্রচুরগুরুত্বেন) আক্রান্তা (বিপন্না) ব্রহ্মাণং (চতুর্ম্মুখং) শরণং যযৌ (আশ্রয়ং লেভে) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দর্পিত ছলরাজ-রূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া ধরণীদেবী ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তাবদ্ভগবদবতারে প্রসিদ্ধং কারণমাহ—ভূমিরিতি। দৃপ্তনৃপব্যাজাঃ দিতিবংশত্বাভা-

বেঽপি কর্ম্মণৈব যে দৈত্যাস্তেষামনীকশতানামযুতৈর্যো ভূরিভারস্তেনাক্রান্তা ব্রহ্মাণং সুমেরুমূর্দ্ধস্থিতমেব ন তু সত্যলোকস্থং কৃষ্ণাবতারাদতিপূর্ব্বমেব ককুদ্মিনা রেবত্যাঃ কন্যায়াঃ সম্প্রদানপ্রশ্নার্থং তত্র গতবতা তেন সহিত এব ক্ষণানন্তরং ব্রহ্মা তং প্রত্যাহ সম্প্রত্যবতীর্ণায় বলদেবায় কন্যা দীয়তামিত্যতস্তস্য তন্মধ্যে ক্ষীরোদতীরাগমনং ন বৃত্তং। 'জগাম ধরণী মেরোঃ সমাজে ত্রিদিবৌকসামি'তি পরাশরেণাপ্যুক্তম্॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে ভগবদবতারের প্রসিদ্ধ কারণ বলিতেছেন—'ভূমিঃ' ইত্যাদি। 'দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্য'—গর্ব্বিত নরপতিচ্ছলে যে দৈত্যগণ, বস্তুতঃ দিতিবংশোৎপন্ন না হইলেও যাহারা কর্ম্মের দ্বারা দৈত্যসদৃশ, সেই রাজন্যবর্গের অনীক অর্থাৎ শত অযুত সৈন্যসকলের গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া ধরণীদেবী ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। সুমেরুর উর্দ্ধভাগে অবস্থিত ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যলোকে নহে, যেহেতু কৃষ্ণাবতারের অতিপূর্ব্বে ককুদ্মী স্বীয় কন্যা রেবতীকে কাহার হস্তে সম্প্রদান করিবেন, ইহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সত্যলোকে ব্রহ্মার নিকট গিয়াছিলেন। তৎকালে ব্রহ্মলোকে গন্ধর্ব্বাদি-কৃত গানবাদ্যে অনবসর দেখিয়া তিনি ক্ষণকাল সেখানে অবস্থান করেন। ইহাতে পৃথিবীলোকের ২৭ টি চতুর্যুগ গত হইল, তখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—সম্প্রতি বিষ্ণুর অংশী বলদেব দ্বারকায় আছেন—তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান কর। অতএব তন্মধ্যে ব্রহ্মার ক্ষীরোদতীরে আগমন সম্ভব হয় নাই। মহর্ষি পরাশরও বলিয়াছেন—'মেরুর উর্দ্ধদেশে দেবগণের সমাজে (ব্রহ্মার নিকট) ধরণী গিয়াছিলেন'॥১৭

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—খিন্না (কাতরা) করুণং ক্রন্দন্তী (বিহ্বলং রুদন্তী) অশ্রুমুখী (বিগলিত-নয়নজলা) গৌঃ (ধেনুঃ) ভূত্বা (তচ্ছরীরমাশ্রিত্য) বিভোঃ (বিরিঞ্চেঃ) অন্তিকে (সন্নিধৌ) উপস্থিতা (যাতা সতী) তস্মৈ (ব্রহ্মণে) স্বং ব্যসনং (নিজং দুর্ভাগ্যং) অবোচত (কথিতবতী)॥ ১৮॥

অনুবাদ—কাতরা পৃথ্বী গো-রূপ ধারণপূর্ব্বক করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুব্যাপ্তবদনে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিলেন॥ ১৮॥

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (ব্রহ্মসমীপপ্রাপ্ত্যনন্তরং) ব্রহ্মা (বিধাতা) তৎ (ক্লেশং) উপধার্য্য (জ্ঞাত্বা) সত্রিনয়নঃ (ত্রিনয়নেন রুদ্রেণ সহ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) তয়া (ধরণ্যা চ) সহ ক্ষীরপয়োনিধেঃ (দুগ্ধাব্ধেঃ) তীরং (তটভূমিং) জগাম (প্রাপ্তবান্)॥ ১৯॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা সেই পৃথ্বীর ক্লেশবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে লইয়া ত্রিলোচন ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ—তদুপধার্য্য অথ জগামেত্যথ-শব্দাধিক্যাদিদং লভ্যতে। বিশ্বসৃষ্টিরেব মৎকর্ম্ম, পালনং তু বিষ্ণোরেব কর্ম্ম। স চ বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিস্থ ইতি তত্রৈব গত্বেদং নিবেদনীয়মিতি পরামমর্শ। ততো জগামেতি। তত্র কার্য্যদ্বয়মুপস্থিতং পৃথ্বীপালনং দৈত্যসংহরণঞ্চ, তত্র প্রথমার্থং দেবেন্দ্রং বা আজ্ঞাপয়েৎ দ্বিতীয়ার্থং রুদ্রং বেতি দেবসাহিত্যং ত্রিনয়নসাহিত্যঞ্চ কৃতম্॥ ১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদুপধার্য্য'—সেইরূপ স্থির করিয়া, 'অথ জগাম'—অনন্তর গমন করিলেন। এই স্থলে 'অথ'-শব্দের আধিক্যবশতঃ এইরূপ বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা মনে মনে বিচার করিলেন—"বিশ্বের সৃষ্টি করাই আমার কার্য্য এবং বিশ্বপালন করা ভগবান্ বিষ্ণুর কার্য্য। সেই ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করিতেছেন, অতএব সেই স্থলে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করাই সঙ্গত।" অনন্তর সেখানে গমন করিলেন। এক্ষণে দুইটি কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে—পৃথিবীপালন এবং দৈত্যগণের সংহার, তন্মধ্যে প্রথমার্থে (পৃথিবীপালন ব্যাপারে) দেবেন্দ্রকে আজ্ঞা করিতে পারেন এবং দ্বিতীয়ার্থে অর্থাৎ দৈত্যবিনাশন বিষয়ে শ্রীরুদ্রকে বলিতে পারেন। এইজন্য

দেবগণের সাহচর্য্যে ত্রিলোচনকেও সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদসমুদ্রের তীরে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্ ।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (ক্ষীরোদতটে) গত্বা (উপসঙ্গম্য) সমাহিতঃ (অচঞ্চলচিত্তঃ সন্) দেবদেবং (পরমেশ্বরং বিষ্ণুং) বৃষাকপিং (বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশান্ তং) পুরুষং (অন্তর্য্যামিণং ক্ষীরোদকশায়িনং) জগন্নাথং (পরমাত্মানং) পুরুষসূক্তেন (সহস্রশীর্ষ-প্রমুখষোড়শঋঙ্মন্ত্রেণ) উপতস্থে (অর্চ্চয়ামাস) ॥২০

অনুবাদ—তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া অচঞ্চলচিত্তে বাঞ্ছাকল্পতরু বিঘ্নবিনাশন ক্ষীরোদ-কশায়ী পুরুষাবতার জগন্নাথকে পুরুষসূক্তদ্বারা উপাসনা করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—জগন্নাথমিতি তত্র গমনে ন্যায়ঃ। দেবদেবমিতি স্বেষাং বিজ্ঞাপনে চাধিকারঃ। বৃষাকপিমিতি বর্ষতি কামান্ আকম্পয়তি ক্লেশানিতি প্রয়োজনঞ্চোক্তম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জগন্নাথং'—তিনি নিখিল বিশ্বের রক্ষক, অতএব সেখানে গমনই যুক্তিযুক্ত। 'দেবদেবম্'—দেবতাগণের তিনি দেবতা, এইজন্য তাঁহাকে বিজ্ঞাপনে দেবতা আমাদের অধিকার। 'বৃষাকপিং'—তিনি সকল কামনা বর্ষণ করেন এবং সর্ব্বজনের সর্ব্বক্লেশ হরণ করেন, ইহাতে গমনের প্রয়োজনও বলা হইল ॥ ২০ ॥

গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বেধাঃ (চতুরাননঃ) গগনে (আকাশে) সমীরিতাং (সমুচ্চারিতাং) গিরং (বাচং) সমাধৌ (তন্ময়াবস্থায়াং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ত্রিদশান্ (দেবগণান্) উবাচ (কথিতবান্) হ (হে) অমরাঃ (ভো দেবাঃ) মে (মত্তঃ) পৌরুষীং (ক্ষীরোদশায়িনঃ পুরুষস্য ইয়ং পৌরুষী তাং) গাং (বাচং) আশু (শীঘ্রং) শৃণুতে (আকর্ণয়ত) মা চিরং (অনতিবিলম্বেন) এব তথা বিধীয়তাম্ (তাদৃশং কার্য্যঞ্চ ক্রিয়তাম্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা সমাধিমধ্যে সমুচ্চারিতা আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "হে অমরবৃন্দ তোমরা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শীঘ্র শ্রবণ কর এবং অনতিবিলম্বেই তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও ॥"২১

বিশ্বনাথ—সমাধৌ তত্রাপি গগনে সমীরিতামিতি ক্ষীরোদনাথস্যাপি ব্রহ্মণাপি দুর্ল্লভদর্শনত্বমভিব্যজ্য তদাদি-পরমাংশিনঃ সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্য কৃষ্ণস্যাগ্রে প্রাপঞ্চিকলোকমাত্র-দৃশ্যত্বে তদীয়-কৃপাতিশয় এব হেতুর্ব্যঞ্জিতঃ। পৌরুষীং পুরুষস্য ক্ষীরোদনাথস্য গাং বাচম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাধৌ'—সমাধিকালে, তাহাতে আবার গগনে সমুচ্চারিত বাক্য, অর্থাৎ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সহর্ষে দেবগণকে বলিলেন। ইহার দ্বারা ব্রহ্মার পক্ষেও ক্ষীরোদনাথেরও দর্শন দুর্ল্লভ, ইহা প্রকাশ পাইল। যিনি ক্ষীরোদনাথেরও আদি পরম অংশী (অর্থাৎ ক্ষীরোদশায়ী যাঁহার অংশ কলামাত্র), সেই সাক্ষাৎ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রাপঞ্চিক লোকমাত্রের দৃশ্যত্ব হইলে, তাঁহার কৃপাতিশয়ই হেতু—ইহা ব্যঞ্জিত হইল। 'পৌরুষীং'—পুরুষের বলিতে ক্ষীরোদনাথের বাক্য সমাধিকালে আকাশ-বাণীরূপে শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন ॥ ২১ ॥

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্ ।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পুংসা (ঈশ্বরেণ) ধরাজ্বরঃ (পৃথ্বীতাপঃ) পুরা এব (বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বং এব) অবধৃতঃ (নিশ্চিতঃ) স ঈশ্বরেশ্বরঃ (নিখিলেশ্বরপতিঃ) স্বকালশক্ত্যা (স্বস্য কালনামকশক্তিবিশেষেণ) উর্ব্ব্যাঃ (ধরণ্যাঃ) ভরং (ভারং) ক্ষপয়ন্ (হরন্) ভুবি চরেৎ (প্রকটো

বর্ত্তেত) তাবৎ ভবদ্ভিঃ অংশৈঃ (অংশভূতপার্ষদৈঃ উদ্ধবসাত্যক্যাদিভিঃ সহ) যদুষু (যদুষু ইতি উপলক্ষণং কুরুষু অপি) উপজন্যতাম্ (প্রাকট্যং লভ্যাতাম্ পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ জনিত্বা নিকটে স্থীয়তামিত্যর্থঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—আমাদের নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ ধরণীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন। সেই নিখিলেশ্বরপতি স্বীয় কালশক্তিদ্বারা যতদিন ভূভার হরণ পূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন অর্থাৎ প্রপঞ্চে প্রকটিত থাকিবেন, তাবৎকাল তোমরা ভগবদংশভূত-পার্ষদবর্গের (উদ্ধব, সাত্যকি প্রভৃতির) সহিত যদুদিগের (পাণ্ডবদিগেরও) কুলে পুত্র-পৌত্রাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান কর ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষস্য বাচমেবানুবদতি পুরৈবেতি চতুর্ভিঃ বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব। পুংসা 'কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ য' ইত্যানুসারাৎ স্বয়ং ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেনেত্যর্থঃ। অবধৃতঃ জ্ঞাতঃ। অংশৈস্তদংশভূতপার্ষদৈরুদ্ধবসাত্যক্যাদিভিঃ সহ মিলিতীভূয় যদুষ্বিত্যুপলক্ষণং কুরুষ্বপি। ক্ষীরোদনাথাদয়ো বয়মীশ্বরা অস্মাকমপীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ক্ষীরোদনাথের বাক্যই অনুবাদপূর্ব্বক চারিটি শ্লোকে ব্রহ্মা বলিতেছেন—'পুরা এব', আমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই পরম পুরুষ পৃথিবীর সন্তাপ বিদিত হইয়াছেন। 'পুংসা'—"যিনি পরম পুরুষ, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মিলিত হইলেন", ইত্যাদি বাক্য অনুসারে, এখানে পুরুষ বলিতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছিল—এই অর্থ। 'অংশৈঃ'—তোমরা ভগবদংশভূত পার্ষদবর্গ উদ্ধব, সাত্যকি প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া 'যদুষু'—যদুদিগের, উপলক্ষণে কুরুগণের বংশেও নিজ নিজ অংশে আবির্ভূত হও। 'ঈশ্বরেশ্বরঃ'—ক্ষীরোদনাথ প্রভৃতি আমরা ঈশ্বর, আমাদিগেরও তিনি ঈশ্বর (অর্থাৎ নিয়ামক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) ॥ ২২ ॥

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (প্রকটসর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্তঃ) পরঃ পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ বাসুদেবঃ) বসুদেবগৃহে (তন্নামুঃ পিতুর্ভবনে) সাক্ষাৎ (স্বয়ং) জনিষ্যতে (প্রাদুর্ভবিষ্যতি); সুরস্ত্রিয়ঃ (দেবপত্ন্যঃ) তৎপ্রিয়ার্থং (বাসুদেব-তোষণায়) ভুবি (ব্রজে) সম্ভবন্তু (অবতরন্তু)॥২৩

অনুবাদ—প্রকট-সর্বৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবাসুদেব বসুদেবগৃহে স্বয়ংই আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণ তত্তোষণার্থ ব্রজে অবতীর্ণ হউন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুরস্ত্রিয়স্তৎপ্রিয়াংশভূতায়া উপেন্দ্রাদি-মন্বন্তরাবতার-স্ত্রিয়স্তা এব তৎপ্রিয়াণাং সখ্যার্থং কৃতচরতদ্ভজনপ্রভাববশাৎ পৃথগ্‌ভূতাস্তৎপ্রিয়সখ্যো ভবন্তু। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ—"নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ। তা অংশিনীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে" ইতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুরস্ত্রিয়ঃ'—অমররমণীগণ তাঁহার (ও তদীয় প্রিয়াবর্গের) প্রীতিসম্পাদনের জন্য জন্মগ্রহণ করুন। এখানে দেবপত্নীগণ বলিতে তদীয় প্রিয়ার অংশভূত উপেন্দ্র প্রভৃতি মন্বন্তরাবতারগণের পত্নীগণ, তাঁহারাই তাঁহার প্রিয়াবর্গের সখী হইবার জন্য পূর্ব্বকৃত ভজনপ্রভাববশতঃ পৃথক্‌রূপে তাঁহার প্রিয়সখীরূপে আবির্ভূত হউন—এই অর্থ। যেমন উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু" (৩।৫২-৫৩), অর্থাৎ মন্বন্তরাবতাররূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন অংশতঃ দেবগণ-মধ্যে জন্মলাভ করেন, তখন তাঁহার সন্তোষার্থ নিত্যপ্রিয়াদের অংশও দেবদেহে দেবীরূপে প্রকট হন ; সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণাবতারে সেই অংশিনী নিত্যপ্রিয়াদের অংশরূপা দেবীগণ ব্রজে গোপকন্যারূপে জন্মিয়া ঐ নিত্যপ্রিয়া অংশিনীদের প্রিয়সখীত্ব প্রাপ্তি করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—বাসুদেবকলানন্তঃ (বাসুদেবস্য কলা প্রথমোঽংশঃ শ্রীসঙ্কর্ষণঃ অনন্তঃ—কাল-দেশ-পরিচ্ছেদ-রহিতঃ) সহস্রবদনঃ (য এব শেষাখ্যঃ সহস্রবদনোঽপি ভবতি) (যতো) দেবঃ (নানাকারণতয়া দীব্যতি) স্বরাট্ (স্বেনৈব রাজতে যঃ সঃ তস্য সঙ্কর্ষণত্বং স্বয়মেব ন তু সঙ্কর্ষণাবতারত্বেন) হরেঃ (ভগবতঃ

কৃষ্ণস্য) প্রিয়চিকীর্ষয়া (সেবৈষণয়া) অগ্রতঃ ভবিতা (প্রথমমাবির্ভবিষ্যতি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ - যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ (প্রকাশবিগ্রহ) শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশকাল ও সীমাদি রহিত বলিয়া যিনি,—'অনন্ত' নামে কীর্ত্তিত, নানা অবতার-সমূহের প্রকটকারী বলিয়া যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন ।।২৪।।

বিশ্বনাথ—স্বেন ভ্রাত্রা কৃষ্ণেন সহ রাজত ইতি স্বরাট্ দেবো বলদেবঃ। অগ্রতঃ প্রথমমাবির্ভবিষ্যতি। য এবাংশেন সহস্রবদনোঽনন্তঃ, "যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে" ইতি বক্ষ্যমাণাৎ যোঽনন্তো বাসুদেবস্য কলা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বরাট্'—নিজ ভ্রাতা কৃষ্ণের সহিত যিনি বিরাজ করেন, সেই বলদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত প্রথমেই আবির্ভূত হইবেন। 'বাসুদেব-কলানন্তঃ'— যিনি (শেষাখ্য) অংশের দ্বারা সহস্রবদন অনন্তদেব। 'যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে !" (১০।৬৫।২৮), অর্থাৎ হে জগৎ-পতে ! আপনার একাংশদ্বারা (শেষাখ্য অংশ দ্বারা) এই পৃথিবী ধৃত হইয়াছে—এই বক্ষ্যমাণ যমুনাদেবীর উক্তি অনুসারে যিনি অনন্তদেব, তিনি বাসুদেবের কলা (অর্থাৎ চতুর্ব্যূহ-প্রধান বাসুদেবের প্রথমাংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ) ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—যয়া (মায়য়া) জগৎ (অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ জগৎ) সম্মোহিতং (মুগ্ধং) সা ভগবতী (ভগবতঃ ইয়ং গোকুলেশ্বরী অখিলেশ্বরী চ অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা মায়া) বিষ্ণোর্মায়া (বিমুখমোহিনী জড়মায়া উন্মুখমোহিনী যোগমায়া চ) প্রভুনা (ভগবতা) আদিষ্টা (অনুজ্ঞাতা সতী) অংশেন (স্বাংশভূত বহিরঙ্গমায়া সহিতৈব) কার্য্যার্থে (দেবকী সপ্তমগর্ভাকর্ষণ যশোদা-স্বাপনাদি তথা দেবকীকন্যারূপেণ কংসবঞ্চনং ইতি মায়ায়াঃ কার্যদ্বয়ং তৎকার্য্যদ্বয়সাধনার্থং) সম্ভবিষ্যতি (প্রাদুর্ভবিষ্যতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—(অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের একই মায়া-শক্তির স্বরূপভেদে,—উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী অন্তরঙ্গাশক্তি যোগ-মায়া নামে খ্যাতা, আর বিমুখমোহিনীমায়া অখি-লেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া নামে কীর্ত্তিতা। একই মায়ার এই দ্বিবিধ স্বরূপদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত।) যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়া-স্বরূ-পের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রা-নয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়া-স্বরূপের দ্বারা কংসাদিবঞ্চনরূপ কার্য্যসাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ স্বলীলা-পরিকরাণাং ভক্তানাং ভক্তদ্বিষাং কংসাদীনাঞ্চ মোহনার্থং যোগমায়াং মায়া-ঞ্চাদিশদিত্যাহ বিষ্ণোর্মায়া যোগমায়াং সমাদিশদিত্য-গ্রিমোক্তেঃ, প্রভুণা কৃষ্ণেন আদিষ্টা সতী অংশেন সহ স্বাংশভূতবহিরঙ্গমায়াসহিতৈব কার্য্যার্থে প্রাদু-র্ভবিষ্যতি। যয়া জগৎ সংমোহিতং স্বাংশভূত-মায়-য়েত্যর্থঃ। যদ্বা জগৎ অপ্রাকৃতং প্রাকৃতঞ্চ স্বেন সাংশেন চ সংমোহিতং। মায়য়া যোগমায়াংশত্বং দৃষ্টং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে—"জানাত্যেকা পরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমা শক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥ যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরা-ণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদেব দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥ একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদিদেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥ অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়াখিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভিমানিনঃ ॥" ইতি। একা একবিধৈব একানংশাপরপর্য্যায়েত্যর্থঃ। কার্য্যার্থে ইতি। কার্য্যমত্র দ্বিবিধং প্রথমং দেবকী-সপ্তমগর্ভা-কর্ষণ-যশোদা-স্বাপনাদি। তদ্ধি যোগমায়য়া এব কার্য্যং নতু মায়য়াঃ। স্বনিয়ন্তুর্বলভদ্রস্যাকর্ষণে প্রভুত্বাভাবাৎ। যশোদাস্বাপনস্য রাজসত্বাভাবাচ্চ। যদুক্তম্—"ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং তাং পঞ্চমীং প্রেমময়ীমবস্থাম্। ন সম্ভবত্যেব হরিপ্রিয়াণাং স্বপ্নো রজোবৃত্তিবিজৃম্ভিতো যঃ ॥" ইতি। তাদৃশসিদ্ধ-

ভক্তেষু মায়ায়াঃ প্রভবিতুমশক্যত্বাচ্চ। দ্বিতীয়ং তু দেবকীকন্যারূপেণ যৎ কংসবঞ্চনং তন্মায়য়া এব কার্য্যং, নতু যোগমায়য়াস্তাদৃশ-দুষ্টলোকেষু তস্যা অনুপযোগাদেব সৈব কংসহস্তাদাকাশমুৎপ্লুত্য বিন্ধ্য-বাসিন্যাদিরূপেণ বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ। যদুক্তং স্বয়মেব মায়য়া। 'বৈবস্বতেহন্তরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে। নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা॥ ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী॥' ইতি। তথা রাসলীলাদি-সিদ্ধ্যর্থং ভগবৎপ্রেয়সীনাং পতি-শ্বশ্রাদিমোহনং যোগমায়য়া এব কার্য্যং, নতু মায়য়াঃ। তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যা-দর্শনাৎ। মায়ামোহিতত্বে তদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ 'যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ' ইতি তত্রোক্তেশ্চ। দুর্যোধনাদি-শাল্বাদ্যসুরেষু বিশ্বরূপ-গরুড়বাহনাদিত্ব-দর্শিষ্বপি নায়মীশ্বরঃ কিন্তু ধৃষ্টো যাদব ইতি মোহনং মায়য়ৈব নতু যোগমায়য়া তেষাং ভগবদ্বৈমুখ্যদর্শনাদিত্যেবং বিমুখমোহনং মায়য়া উন্মুখমোহনং যোগমায়য়েতি ব্যবস্থিতিঃ। যত্তু-বাৎসল্যাদিমহাপ্রেমবতাং শ্রীযশোদা-নন্দাদীনাং বিশ্বরূপ-বরুণলোকাদি-দর্শনান্তে বাৎ-সল্যাদি-ভাবাধিক্যত্বেনৈশ্বর্যাজ্ঞানেঽপ্যসংভ্রমাদেবৈশ্বর্য্যা-ননুসন্ধানলক্ষণং মোহনং তৎ ন যোগমায়য়া নাপি মায়য়া, কিন্তু প্রেম্ন এব স স্বভাবঃ যঃ খলু ভগবদৈ-শ্বর্য্যজ্ঞানমাবৃণ্বন্ চিন্ময়-মমতা-রসনয়া শ্রীকৃষ্ণং নিবধ্য প্রতিক্ষণং তস্মিন্ স্নেহাধিক্যমুৎপাদয়ন্ তন্মাধুর্য্যাস্বাদমহোদধৌ ভক্তজনং নিমজ্জয়তীত্য-সাধারণলক্ষণজ্ঞাপ্যো ভবত্যত এব তত্রোক্তং 'বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরি'তি পুত্রস্নেহময়ত্বং বাৎসল্যপ্রেম্নোঽসাধারণং লক্ষণম্। মোহনত্বেন মায়া-সাধর্ম্ম্যান্মায়ামিতি॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজ লীলাপরিকর ভক্তবৃন্দের এবং ভক্তদ্বেষী কংসাদির বিমোহনকার্য্যে শ্রীভগবান্ যোগমায়া ও মায়াকে আদেশ করিলেন, ইহা বলিতে-ছেন—'বিষ্ণোর্মায়া' ইত্যাদি। 'যোগমায়াং সমা-দিশৎ' (১০।২।৬)—অর্থাৎ ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন, ইহা পরে বলিবেন। 'প্রভুনা আদিষ্টা'—নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া যোগমায়া 'অংশেন'—নিজ অংশভূত বহিরঙ্গা মায়ার সহিত কার্য্যনিমিত্ত উৎপন্ন হইবেন। 'যয়া সম্মো-হিতং জগৎ'—যাহার দ্বারা অর্থাৎ যোগমায়ার অংশ-ভূতা বহিরঙ্গা জড়মায়ার দ্বারা এই জগৎ বিমোহিত হয়। অথবা—অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে জগৎ দুই প্রকার। যোগমায়া স্বয়ংই অপ্রাকৃত জগৎকে এবং নিজ অংশভূতা জড়মায়াদ্বারা প্রাকৃত জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে জড়মায়াকে যোগমায়ার অংশরূপে বলা হইয়াছে—"জানাত্যেকা পরা কান্তং" ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই পরম-পুরুষ ভগবানের একটীই পরাশক্তি আছে, তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরা-শক্তির বিজ্ঞান-মাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেম-সর্ব্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি গোকুলেশ্বরী, ইহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার 'মহামায়া' নামে একটি আবরণী শক্তি আছে, তাহার দ্বারা নিখিলজগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানী ব্যক্তি মুগ্ধ হই-তেছে। এখানে 'একা' বলিতে একবিধাই, ইঁহারই অপর নাম 'একানংশা' (একোঽনংশো যত্র, অর্থাৎ অখণ্ডস্বরূপা যোগমায়া। যশোদাগর্ভে ইঁহার আবির্ভাব হয়।)—এই অর্থ।

'কার্য্যার্থে'—কার্য্যের নিমিত্ত, কার্য্য এখানে দুই প্রকার, যোগমায়ার কার্য্য ও জড়মায়ার কার্য্য। প্রথমতঃ দেবকীর সপ্তমগর্ভের আকর্ষণ এবং মা যশোমতীকে নিদ্রাভিভূতা করা—ইহা যোগমায়ারই কার্য্য, কিন্তু জড়মায়ার কার্য্য নহে। যেহেতু নিজ নিয়ন্তা বলভদ্রকে আকর্ষণ করিবার কোন সামর্থ্য জড়মায়ার নাই। আবার যশোদাকে নিদ্রাভিভূতা করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার কোন প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। যশোদার নিদ্রাভিভূতত্ব প্রাকৃত রজোগুণের কার্য্য নহে। যেমন উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্যতীত্য তুর্য্যামপি সংশ্রিতানাং" (১৫।২১৯), অর্থাৎ তুরীয় (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির অতীত চতুর্থ) অবস্থা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থায় অবস্থিতা, সেই হরিপ্রিয়াগণের কখনই রজোবৃত্তি হইতে উদ্ভূত স্বপ্ন সম্ভব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ দেবকীর কন্যারূপে কংস-বঞ্চনাদি কার্য্য জড়মায়ার, যোগমায়ার নহে, কারণ তাদৃশ দুষ্ট

লোকদিগকে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। তিনিই কংস হস্ত হইতে আকাশে উত্থিতা হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি রূপে বহুস্থানে বহুনামে বিরাজ করিতেছেন। যেমন মায়া স্বয়ংই বলিয়াছেন—"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তে" (চণ্ডী ১১ অধ্যায়), অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে, আমি নন্দগোপের আলয়ে যশোদার গর্ভে সমুদ্ভূতা হইব এবং বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া সেই দুইজনকে নাশ করিব। সেইরূপ রাসলীলাদি সম্পাদনার্থে ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতি, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের মোহন যোগমায়ার কার্য্য, কিন্তু জড়মায়ার নহে। কারণ তাঁহাদের ভগবদ্বিমুখতা নাই, জড়মায়ার দ্বারা মোহিত হইতে হইলে ভগবানের বৈমুখ্যভাব প্রয়োজন (অর্থাৎ ভগবদ্বিমুখ জীবগণকেই জড়মায়া মুগ্ধ করিতে পারে)। বিশেষতঃ "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" (১০।২৯।১) —যোগমায়াকে অধিকরূপে আশ্রয় করিয়া শ্রীভগবান্‌ও রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীল শুকদেবের এই উক্তিই প্রমাণ। আবার শাল্বাদি অসুরগণ এবং দুর্য্যোধনাদি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ভগবানের গরুড়বাহন, বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও ইনি ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ধৃষ্ট যাদব —এইরূপ মোহনকার্য্য জড়মায়ারই, কিন্তু যোগমায়ার নহে, যেহেতু তাহাদের ভগবদ্‌বৈমুখ্য ভাবই ছিল। অতএব বিমুখ-মোহন-ক্রিয়া জড়মায়ার এবং উন্মুখ-মোহন-ক্রিয়া যোগমায়ার—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। আরও, বাৎসল্য পরমরসিক নন্দ-যশোদাদির বরুণ লোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-দর্শনান্তেও ভাবাধিক্য-প্রযুক্ত যে সম্ভ্রম-জ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা যায়, উহা যোগমায়া বা জড়মায়ার কার্য্য নহে, কিন্তু ইহা প্রেমেরই স্বভাব। কারণ প্রেমই ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আবৃত করতঃ চিন্ময় মমতারূপ রজ্জুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে নিবদ্ধ করিয়া প্রতিক্ষণ তাহাতে স্নেহাধিক্য উৎপাদনপূর্ব্বক তন্মাধুর্য্যাস্বাদনরূপ মহাসমুদ্রে ভক্তজনকে নিমজ্জিত করে —ইহাই প্রেমের অসাধারণ লক্ষণ। অতএব উক্ত হইয়াছে—"বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ" (১০।৮।৪৩), অর্থাৎ বিভু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যশোদার উপর পুত্র-স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। ইহার দ্বারা পুত্রস্নেহময়ত্বই বাৎসল্য প্রেমের অসাধারণ লক্ষণ, ইহা বুঝা গেল। এখানে মোহনত্বরূপ মায়ার কার্য্য-সাধর্ম্ম্যে মায়া বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—প্রজাপতিপতিঃ (দক্ষাদীনাং প্রজাপতীনাং পতিঃ ব্রহ্মা) বিভুঃ ইতি (প্রাগ্‌বচনেন) অমরগণান্ (দেবান্) আদিশ্য (অনুজ্ঞায়) মহীং (ধরণীং) গীর্ভিঃ (বাগ্‌ভিঃ) আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) পরমং (উত্তমং) স্বধাম (ব্রহ্মলোকং) যযৌ (জগাম) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পতি ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিলেন এবং ধরণীদেবীকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া নিজপরমধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি শ্রীবিষ্ণ্বাদেশানুবাদ-প্রকারেণ ॥২৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি'—শ্রীবিষ্ণুর আদেশের অনুবাদ-স্বরূপ আদেশ (প্রজাপতিপতি ব্রহ্মা দেবগণকে প্রদান করিয়া পৃথিবীকেও আশ্বস্ত করিলেন) ॥ ২৬ ॥

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (পূর্ব্বকালে) যদুপতিঃ (যাদবেন্দ্রঃ) শূরসেনঃ (তন্নামা রাজা) মথুরাং পুরীং (মধুপুরীম্) আবসন্ (তত্র বাসং কুর্ব্বন্) মাথুরান্ (মথুরাসম্বন্ধিনঃ) শূরসেনান্ (তন্নামকান্) বিষয়ান্ (দেশান্) বুভুজে (উপবুভুজে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—পুরাকালে যাদবেন্দ্র শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করিয়া মাথুর ও শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করিতেন (শাসন করিতেন) ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—বসুদেবগৃহে জন্ম বক্ষ্যংস্তদুপযোগিনীং কথামাহ শূর ইতি। বিষয়ান্ দেশান্ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বসুদেবগৃহে (মথুরাতে) শ্রীভগবদবতার বলিতে শ্রীশুকদেব প্রথমতঃ তদুপযোগিনী কথা বলিতেছেন—'শূরসেনঃ' ইত্যাদি। 'বিষয়ান্'—মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত শূরসেন নামক দেশসমূহ (তিনি উপভোগ করিতেন) ॥ ২৭ ॥

রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্ ।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (শূরসেননিবাসকালাদারভ্য) সা মথুরা (রাজধানী) সর্ব্বযাদবভূভুজাম্ (যদুবংশীয়ানাং রাজ্ঞাং) রাজধানী (নৃপস্থানং) অভূৎ (বভূব) যত্র (মধুপুর্য্যাং) ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নিত্যং (সর্ব্বদা) সন্নিহিতঃ (স্থিতঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তদবধি সেই মথুরানগরী যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী নামে প্রসিদ্ধ হইল। সেই মধুপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—নিত্যং সন্নিহিত ইত্যনেন স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণঃ কৃষ্ণস্তত্র স্বধামনি সদা বর্ত্তমান এবাবির্ভূয় প্রপঞ্চ-গোচরী ভবতি, নতু কুতশ্চিদ্বৈকুণ্ঠাদিভ্য আগত্যাবতরতীতি ব্যঞ্জিতম্। কিঞ্চ। তদাবির্ভাবসময়ে বৈকুণ্ঠ-শ্বেতদ্বীপাদিভ্যস্তদংশা আগত্য তত্র মিলিতী ভবন্তি, লীলান্তে তএব পুনস্তত্র তত যান্তীতি তেষামেব বৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽবতরণং বৈকুণ্ঠাদ্যারোহণং চেতি প্রসিদ্ধি র্জ্ঞেয়া। 'পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিরি'ত্যাদিষু তৃতীয়ে তথা ব্যাখ্যানাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিত্যং সন্নিহিতঃ'—ভগবান্ মথুরামণ্ডলে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন, এই বাক্যের দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেই স্বীয়ধামে সদা বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠাদি কোন স্থান হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপ নহে। আরও, ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপাদি স্থান হইতে তাঁহার অংশাবতারগণ আসিয়া তাঁহাতেই মিলিত হন এবং লীলান্তে তাঁহারাই নিজ নিজ ধামে গমন করিয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্য অবতারগণের বৈকুণ্ঠাদি হইতে অবতরণ এবং বৈকুণ্ঠাদিতে আরোহণ—এইরূপ প্রসিদ্ধি জানিতে হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে—'পরাবরেশো মহদংশযুক্তঃ" (৩।২।১৫), অর্থাৎ ভগবান্ পরমেশ্বর স্বয়ং দেহধারণরূপ জন্মশূন্য হইলেও (অজোঽপি), সঙ্কর্ষণ নামক অংশযুক্ত হইয়া নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেমন কাষ্ঠে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে (নিত্যমূর্ত্তিতেই) আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাং (মথুরায়াং) তু কর্হিচিৎ (কদাচিৎ কালে) কৃতোদ্বহঃ (কৃতবিবাহঃ) শৌরিঃ (শূরান্বয়ঃ) বসুদেবঃ সূর্য্যয়া (নবোঢ়য়া) দেবক্যা সার্দ্ধং (সহ) প্রয়াণে (বিবাহোত্তরদিনে নিজগৃহগমনার্থং) রথং আরুহৎ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—একদা সুরবংশীয় বসুদেব সেই মথুরানগরে বিবাহ করিয়া নবপরিণীতা ভার্য্যা দেবকীর সহিত স্বগৃহে গমনার্থ রথে আরোহণ করিলেন ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া প্রয়াণে বিবাহোত্তরদিবসে নিজগৃহং প্রযাতুম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূর্য্যয়া'—নবপরিণীতা ভার্য্যা দেবকীর সহিত, 'প্রয়াণে'—বিবাহের পরদিবস বসুদেব নিজগৃহে গমনের জন্য রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২৯ ॥

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—উগ্রসেনসুতঃ (তন্নামা রাজ্ঞঃ পুত্রঃ) কংসঃ রৌক্মৈঃ (স্বর্ণময়ৈঃ) রথশতৈঃ বৃতঃ (সন্) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) প্রিয়চিকীর্ষয়া হয়ানাং (অশ্বানাং) রশ্মীন্ (প্রগ্রহান্) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥৩০॥

অনুবাদ—উগ্রসেন-রাজনন্দন কংস শত শত স্বর্ণময় রথদ্বারা পরিবৃত হইয়া ভগিনী দেবকীর সুখোৎপাদনেচ্ছায় অশ্বগণের রশ্মি গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভগ্ন্যা ইত্যপি পাঠঃ। ভগ্নীং ভগিনীং চেতি দ্বিরূপকোষঃ। রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া'—এই স্থলে 'ভগ্ন্যাঃ', এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'ভগ্নী ও ভগিনী' দুই শব্দই দ্বিরূপকোষে উক্ত হইয়াছে। ভগিনীর প্রিয় কামনায় উগ্রসেন-তনয় কংস নিজেই 'রশ্মীন্'—অশ্বের প্রগ্রহ (লাগাম) ধারণপূর্ব্বক সারথ্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।
অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্‌শতম্ ॥ ৩১ ॥
দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—দুহিতৃবৎসলঃ (কন্যাকল্যাণকামঃ) দেবকঃ (দেবক্যাঃ পিতা) যানে (দেবক্যাঃ প্রয়াণ-সময়ে) দুহিত্রে (কন্যায়ৈ) হেমমালিনাং (সুবর্ণহার-ভূষিতানাং) গজানাং (মাতঙ্গানাং) চতুঃশতং অশ্বা-নামযুতং (হয়ানাং দশসহস্রং) রথানাং ত্রিষট্‌শতং (অষ্টাদশশতং) সমলঙ্কৃতে সুকুমারীণাং (কিশো-রীণাং) দাসীনাং (স্ত্রীভৃত্যানাং) দ্বে শতে সার্দ্ধং (সহ) পারিবর্হং (বিবাহে দেয়ং যৌতুকাখ্যং, উপস্করম্) প্রাদাৎ (প্রযচ্ছৎ) ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—দেবকীর পিতা দেবক কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি জামাতা ও কন্যার গৃহগমন-কালে কন্যাকে সুবর্ণমালায় বিভূষিত চারিশত হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, অষ্টাদশশত রথ এবং তৎসহ বিবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত দুইশত নবযৌবনা দাসী যৌতুক-স্বরূপ প্রদান করিলেন ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পারিবর্হং উপস্করং যানে প্রয়াণ-সময়ে ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পারিবর্হং'—বিবাহে দেয় যৌতুকাদি, 'যানে'—জামাতা ও কন্যার গৃহগমনকালে (দুহিতৃবৎসল দেবক বসনভূষণাদি বহু যৌতুক প্রদান করিয়াছিলেন) ॥ ৩১-৩২ ॥

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দ্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে তাত (হে বৎস পরীক্ষিৎ) বর-বধ্বোঃ প্রয়াণপ্রক্রমে (যাত্রাপ্রারম্ভে) শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাঃ দুন্দুভয়ঃ চ (বাদ্যযন্ত্রভেদাঃ) সমং (যুগপৎ) সুমঙ্গলং (শুভদং যথা স্যাৎ তথা) নেদুঃ (নিনাদিতাঃ) ॥৩৩

অনুবাদ—হে বৎস পরীক্ষিৎ, বরবধূর যাত্রা প্রারম্ভে শঙ্খ, তূর্য্য, মৃদঙ্গ ও দুন্দুভি সকলের যুগপৎ মাঙ্গল্যধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

[তাবৎ—এই স্থলে পাঠান্তর তাত।]

পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—পথি অশরীরবাক্ (দৈববাণী) প্রগ্র-হিণং (সারথিং) কংসং আভাষ্য (রে কংসেতি সম্বোধ্য) অবুধ (রে মূর্খ) যাং বহসে (ত্বং বাহনবৎ যাং ভর্ত্তৃ-গৃহং প্রাপয়সি তস্যাঃ) অস্যাঃ (দেবক্যাঃ) অষ্টমঃ গর্ভঃ (অষ্টমঃ তনয়ঃ) ত্বাং হন্তা (ত্বাং হনিষ্যতি ইতি) আহ (উবাচ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কংস অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়া রথ চালনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে দৈববাণী তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"রে মূর্খ, তুই যাহাকে বহন করিতেছিস্ তাহার অষ্টম গর্ভ তোর প্রাণ সংহার করিবে" ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বপাশম্। আভাষ্য অরে কংসেতি সংবোধ্য, পুত্র ইত্যনুক্ত্বা গর্ব্ভপদো-পন্যাসোঽষ্টম্যাং কন্যায়াং দৃষ্টায়ামপি কংসস্য সন্দেহাভাবায়। দেবক্যাং স্বজনন্যামতিস্নেহবন্তং কংসং কথং ভগবান্ হন্যাদিতি চিন্তাব্যগ্রাণাং দেবা-নাং তস্যাং কংসস্যাপরাধোৎপাদনার্থমিয়মাকাশেঽদৃষ্টশরীরাণাং তেষাং বাণী জ্ঞেয়া, স্বজন্মনি আনক-দুন্দুভিঘোষং স্বস্মাদ্ভাবি ভগবদবতার-সূচকং মাত্রাদি-মুখাৎ শ্রুতবতো বসুদেবস্য তদর্থ-নিশ্চয়া-র্থম্। বসুদেব-মুখাৎ শ্রোষ্যন্ত্যা দেবক্যাশ্চ হন্ত মৎকুক্ষৌ ভগবান্ জনিষ্যত ইত্যানন্দার্থং, মরীচি-সুতানাং ষণ্ণাং কংসহস্তবধেন শাপোদ্ধারার্থঞ্চ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রগ্রহিণং'—অশ্ববল্গাধারী কংসকে; 'আভাষ্য'—অরে কংস! এইরূপ সম্বোধন করিয়া অশরীর-বাক্ বলিল, তুমি যাঁহাকে বহন করিতেছ, তাঁহার অষ্টম গর্ভ তোমার প্রাণ-সংহার

করিবে। এখানে পুত্র না বলিয়া গর্ভ (অষ্টম গর্ভের সন্তান)—ইহার উল্লেখ দেবকীর অষ্টম গর্ভে কন্যা দর্শন করিয়াও কংসের মনে সন্দেহের অভাবের নিমিত্ত। 'অশরীর-বাক্'—নিজ জননী দেবকীর প্রতি স্নেহশীল কংসকে ভগবান্ কিপ্রকারে বধ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া দেবকীর প্রতি কংসের অপরাধ (নির্য্যাতন) উৎপাদনের নিমিত্ত দেবগণের আকাশে এইরূপ অশরীরী বাণী, ইহা বুঝিতে হইবে। আরও, নিজ জন্মকালে আকাশে আনকদুন্দুভি ধ্বনিত হইয়াছিল, উহা তাঁহা হইতে ভাবি ভগবদবতারের সূচক—ইহা জননী প্রভৃতির নিকট শ্রবণকারী বসুদেবের তদ্বিষয়ে নিশ্চয়ের নিমিত্ত, বসুদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া দেবকীদেবীরও 'হায়! আমার গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন', এরূপ আনন্দার্থ এবং ছয়টি মরীচিপুত্রগণের কংসের হস্তে বধের দ্বারা তাহাদের শাপোদ্ধারও আকাশবাণীর প্রয়োজন দ্যোতনা করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—ভোজানাং কুলপাংসনঃ (ভোজবংশদূষণঃ) পাপঃ (পাপাত্মা) খলঃ (ক্রূরমতিঃ) সঃ (কংসঃ) ইতি উক্তঃ (দৈববাণ্যা কথিতঃ সন্) ভগিনীং (দেবকীং) হন্তুং আরব্ধঃ (মারয়িতুং প্রবৃত্তঃ সন্) খড়্গপাণিঃ (খড়্গাম্ আদায়) কচে অগ্রহীৎ (কেশাবচ্ছেদে ভগিনীং জগ্রাহ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ভোজকুল-কলঙ্ক সেই পাপাত্মা ক্রূরমতি কংস এই দৈববাণী শ্রবণ করিবা মাত্রেই ভগিনী দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া খড়্গ উত্তোলনপূর্ব্বক দেবকীর কেশবন্ধে ধারণ করিলেন। ৩৫॥

বিশ্বনাথ—কুলং পাংসুং করোতীতি কুলপাংসনঃ কুলদূষণ ইত্যর্থঃ। আরব্ধ ইত্যাদি কর্ত্তরি কর্ম্মণি চেতি ক্তঃ। কচেঽগ্রহীদিতি যেনৈব বামহস্তেন ভগিন্যাঃ প্রীত্যতিশয়ার্থং রথবাহকাশ্বপাশং জগ্রাহ তেনৈব হস্তেন সহসা তদৈব ভগিন্যা বধার্থং তস্যাঃ কেশপাশং জগ্রাহ। এবং প্রতোদং ত্যক্ত্বা দক্ষিণপাণিনা খড়্গং জগ্রাহেত্যহো খলজনস্নেহস্য লোকলজ্জাধর্ম্মভয়নিরপেক্ষমেব ঘাতুকত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুল-পাংসনঃ'—কুলকে যিনি মলিন করেন, অর্থাৎ ভোজকুলের কলঙ্কস্বরূপ কংস। 'আরব্ধঃ'—হত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। এখানে 'কর্ত্তরি কর্ম্মণি চ', এই সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। 'কচে অগ্রহীৎ'—কংস ভগিনীর প্রতি প্রীতির আতিশয্যে যে বামহস্তে রথের সারথিরূপে অশ্বপাশ (ঘোড়ার লাগাম) ধারণ করিয়াছিলেন, সেই বামহস্তেই সহসা সেই (স্নেহাস্পদা) ভগিনীরই বধের নিমিত্ত তাঁহার কেশপাশ গ্রহণ করিলেন। এইপ্রকার প্রতোদ (অশ্বচালনার বেত্র) পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণহস্তে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। অহো! খলজনের স্নেহের লোকলজ্জা বা ধর্ম্মভয় কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই, সাক্ষাৎ যেন ঘাতুক (জাহলাদতুল্য)—এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং (স্ত্রীহননরূপনিন্দিতকর্ম্মপ্রবৃত্তং) নিরপত্রপং (নির্লজ্জং) নৃশংসং (ক্রূরং) তং (কংসং) পরিসান্ত্বয়ন্ (স্তুত্যাদিসামমার্গেন সম্বোধয়ন্) মহাভাগঃ (মহাত্মা) বসুদেবঃ উবাচ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তখন মহাত্মা বসুদেব সেই স্ত্রীহননরূপ নিন্দিতকর্ম্মে উদ্যত, নির্লজ্জ, ক্রূর কংসকে (স্তুত্যাদি সাম-মার্গের দ্বারা) সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নৃশংসং ক্রূরং। মহাভাগ ইতি স্বসাক্ষাদেব স্বভার্য্যাং হন্তুং প্রবৃত্তমপি তং প্রতি ক্রোধানুদয়াৎ ধৈর্য্য-গাম্ভীর্য্য-ক্ষমা-চাতুর্য্যাদিগুণসমুদ্রত্বাচ্চ। যদ্বা ননু তাদৃশো মহাক্রূরঃ কথং তস্য সান্ত্বনং শৃণুয়াত্তত্রাহ—মহাভাগ ইতি ভাগ্যবতো জনস্য প্রাতিকূল্যং ব্যাঘ্র-সর্পাদিরপি নৈব করোতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃশংসং'—ক্রূর নির্লজ্জ কংসকে বসুদেব প্রবোধ দিতে লাগিলেন, যেহেতু তিনি 'মহাভাগঃ'—এই অবস্থাতেও প্রশান্তচিত্ত। নিজের

সাক্ষাতেই স্বভার্য্যাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত কংসের প্রতি তাঁহার কোন ক্রোধের উদয় হয় নাই, তিনি যেন ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা ও চাতুর্য্যাদি গুণের এক মহান্ সমুদ্র। অথবা—যদি বলেন, দেখুন—তাদৃশ মহাক্রূর কংস কিজন্য তাঁহার সান্তনাবাক্য শ্রবণ করিবেন? তাহাতে বলিতেছেন —'মহাভাগঃ', অর্থাৎ ভাগ্যবান্ জনের প্রাতিকূল্য ব্যাঘ্র, সর্পাদিও কখন করিতে পারে না—এই ভাব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেব উবাচ—(কংসং প্রতি বসুদেবঃ কথয়ামাস) ভোজযশস্করঃ (ভোজনামরাজবংশভূষণস্বরূপঃ) ভবান্ (কংসঃ) শূরৈঃ (বীরজনৈঃ) শ্লাঘনীয়গুণঃ (প্রশংসনীয়গুণঃ অস্তি)। সঃ (তাদৃশগুণবান্ জনঃ) কথং (কেন প্রকারেণ) উদ্বাহপর্ব্বণি (বিবাহরূপমঙ্গলোৎসবে) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীজাতিং অবলামিত্যর্থঃ) ভগিনীং (অনুজাং) হন্যাৎ (কথঞ্চন ন ভগিনীবধো ভবদ্‌যোগ্য ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব কহিলেন,—হে কংস, তুমি ভোজরাজবংশের গৌরব-স্বরূপ। বীরগণ তোমার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি এতাদৃশ গুণবান ব্যক্তি তিনি বিবাহোৎসববাসরে কি করিয়া অবলা স্ত্রীজাতী অনুজা ভগিনীকে বধ করিতে পারেন? ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—সম্বন্ধলাভাবুপকৃত্যভেদৌ গুণকীর্ত্তনমিতি প্রথমং পঞ্চবিধং সামাহ শ্লাঘনীয়েতি গুণকীর্ত্তনং ভোজেতি সম্বন্ধঃ ভগিনীমিত্যভেদঃ। স্বহন্তৃজনন্যা অপি স্ত্রিয়া অবধেন ধাম্মিকত্ব-যশোলাভঃ মম স্বভার্য্যাপ্রাপ্ত্যা পরোপকারঃ স্ত্রিয়ং তত্রাপি ভগিনীং তত্রাপ্যুদ্বাহপর্ব্বণি তত্রাপি ভবান্ মহাযশস্বীতি হননে ঐহিকং দুর্যশঃ পারত্রিকং নরকঞ্চেতি দৃষ্টাদৃষ্টভয়লক্ষণো দ্বিবিধো ভেদশ্চ দর্শিতঃ। বাস্তবার্থস্তু বিপরীতলক্ষণয়া। যদ্বা শ্লাঘনীয়েষু মধ্যে গুণঃ ন্যূনঃ। ভোজাঃ কলহবত্ত্বেন প্রসিদ্ধা-স্তেষাং যশঃ কলহাধিক্যং, স কথমেকাং ভগিনীং হন্যাৎ অপিতু সর্ব্বমেব কুলম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কংস দেবকীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বসুদেব তাহাকে সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্ত্তন—প্রথমতঃ এই পঞ্চপ্রকার সাম এবং পরে ইহ ও পরকালে ভয়, এই যুক্তিসহ দ্বিবিধ ভেদ দেখাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে 'শ্লাঘনীয়গুণঃ', অর্থাৎ বীরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন—এই বাক্যে গুণকীর্ত্তন, 'ভোজযশস্করঃ'—ভোজবংশের যশোবর্দ্ধনকারী, এই বাক্যে সম্বন্ধ, 'ভগিনীং'—তোমার ভগিনী, এই বাক্যের দ্বারা অভেদ, 'স কথং ভগিনীং হন্যাৎ'—সেই তুমি কি প্রকারে তাহাকে হত্যা করিবে, এই বাক্যের দ্বারা নিজহন্তার জননী স্ত্রীলোকের অবধহেতু তোমার ধার্ম্মিকত্বরূপ যশোলাভ এবং আমার স্বভার্য্যা প্রাপ্তিতে পরোপকার। 'স্ত্রিয়ং'—একে স্ত্রীলোক, তাহাতে তোমার ভগিনী, তাহাতে আবার 'উদ্বাহপর্ব্বণি'—বিবাহ শোভাযাত্রায়, তাহাতে তোমার ন্যায় মহাযশস্বী এই অবস্থায় তুমি তোমার ভগিনীকে বিনাশ করিলে ইহকালে নিন্দা এবং পরকালে নরকভোগ—এই দুইপ্রকার দৃষ্ট ও অদৃষ্টলক্ষণ ভেদও দর্শিত হইল। কিন্তু বাস্তবার্থ ইহার বিপরীত বুঝিতে হইবে। যেমন—'শ্লাঘনীয়গুণঃ', শ্লাঘনীয় গুণ বলিতে যশস্বিগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট, অথবা শূরগণই তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ বা সাধুগণ তোমার গুণের প্রশংসা করেন না। 'ভোজযশস্করঃ'—ভোজ অর্থাৎ ভোগপর দুষ্ট, ইহা তোমার খ্যাতি, অথবা—ভোজশব্দে কলহ, তাহার আধিক্য তোমাতে দৃষ্ট হয় বলিয়া তুমি ভোজ-যশস্কর। তাদৃশ ব্যক্তি একমাত্র ভগিনীকে কিজন্য হত্যা করিবে, কিন্তু সমস্ত কুলকেই বিনাশ করিতে পারে ॥ ৩৭ ॥

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—(যদি ভবান্ মৃত্যুভয়েন ভগিনীবধে প্রবৃত্তঃ তথাপি নৈতদ্‌যুক্তমিত্যাহ) হে বীর, জন্মবতাং (উৎপত্তিশালীনাং জনানাং) দেহেন সহ (শরীরেণ

সহৈব) মৃত্যুঃ জায়তে (উৎপদ্যতে)। (যতঃ) অদ্য (উৎপত্তিকালে এব) বা (অথবা) অব্দশতান্তে (শতবর্ষকালাত্যয়ে) প্রাণিনাং (দেহিনাং) মৃত্যুঃ (মরণং) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত্য এব ভবতি) (সর্ব্বথা প্রাণিনাং মৃত্যুরনতিক্রমণীয়ঃ অতঃ মৃত্যুভয়েন নারী-হত্যা ন যুক্তা)॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—(যদি বল তুমি মৃত্যুর ভয়ে ভগ্নীবধে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তথাপি তাহাও যুক্ত নহে)। হে বীর, যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্যই হউক, অথবা শতবৎসর পরেই হউক, দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত —ইহা অন্যথা হইবার নহে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যনিবৃত্তং তং যুক্ত্যা প্রবোধয়ন্ ভো রাজন্ মৃত্যুভয়েনেমাং হংসি চেৎ স মৃত্যুরপরি-হার্য্য এবেত্যাহ মৃত্যুরিতি বস্তুতস্তাবজ্জীবানাং জন্ম-মৃত্যূ নৈব স্তঃ। তদপি দেহেন স্থূলদেহ-সম্বন্ধেনৈব হেতুনা জন্মবতাং স প্রসিদ্ধোঽস্পষ্টমেব মৃত্যুর্জায়তে। কদা অদ্য বা অব্দশতান্তে বা। বা-শব্দাভ্যাং সর্ব্ব-থৈব কালনিশ্চয়াভাবে অব্দ শতমধ্যে বেত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ মৃত্যুর্বৈ ইতি। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতু-মর্হসী"তি শাস্ত্রং স্মারয়তি। হে বীরেতি ত্বং তু তস্মা-দ্বিভেতুং নৈবার্হসীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতেও কংসকে ভগিনী-বধে অনিবৃত্ত দেখিয়া যুক্তির সহিত সান্ত্বনা দিতে বলিতেছেন—হে রাজন্! তুমি যদি মৃত্যুভয়ে ইহাকে বধ করিতে চাও, সে মৃত্যু অপরিহার্য্যই, কারণ 'মৃত্যু র্জন্মবতাং'—উৎপন্ন জীবগণের দেহের সঙ্গেই মৃত্যুও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ জীবের (জীবাত্মার) জন্ম বা মৃত্যু নাই, তথাপি 'দেহেন সহ' স্থূলদেহের সম্বন্ধবশতঃই জন্মপরিগ্রহণকারী জীব-গণের অলক্ষিতভাবেই মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহা অদ্যই হউক বা শত বৎসর পরেই হউক (প্রাণিগণের অবশ্যই মৃত্যু হইবে)। এখানে দুইটি 'বা'-শব্দের প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকারে কালনিশ্চয়ের অভাবহেতু অদ্য অথবা শতবৎসরের মধ্যেও মৃত্যু হইতে পারে—এরূপ অর্থ। সেই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—'মৃত্যু-র্বৈ', দেহধারীর মৃত্যু সুনিশ্চিত। শাস্ত্রপ্রমাণ স্মরণ করাইতেছেন—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" (শ্রীগীতা—২৷২৭), অর্থাৎ যখন জন্ম হই-লেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তখন এমত অপরিহার্য্য-বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে বীর! অর্থাৎ তুমি বীর, তোমার পক্ষে কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে ভীত হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে—এই ভাবার্থ ॥৩৮॥

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মানুগঃ (কর্ম্ম অনুগচ্ছতি অনুসর-তীতি কর্ম্মানুগঃ সর্ব্বতোভাবেন কর্ম্মবশীভূতঃ) অবশঃ (স্বাধীনতাহীনঃ) দেহী (জীবঃ) দেহে (একস্মিন্ শরীরে) পঞ্চত্বং (মৃত্যুং) আপন্নে (প্রাপ্তে সতি) দেহান্তরং (শুভাশুভকর্ম্মজন্যান্যশরীরং) অনুপ্রাপ্য (স্বীকৃত্য) প্রাক্তনং (পূর্ব্বং) বপুঃ (শরীরং) ত্যজতে (জহাতি)॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী কর্ম্মবশে বিনা যত্নেই দেহান্তর লাভ করিয়া পূর্ব্বশরীর পরি-ত্যাগ করে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—দেহপ্রাপ্তি-ত্যাগাবেব জীবস্য জন্মমৃত্যূ, তৌ ত্বাবশ্যকাবেবেত্যাহ—দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুং আপন্নে আপন্নপ্রায়ে দেহান্তরং প্রাপ্য অনু পশ্চাৎ প্রাক্তনং বপুস্ত্যজতি। ন চ বিষয়ভোগসাধনমেব দেহো মে নঙ্ক্ষতীতি বিষীদিতুমর্হসীত্যাহ—কর্ম্মানুগ ইতি। যদি তব সুখভোগাদৃষ্টমস্তি তর্হি তত্রৈব প্রাপ্তব্যে দেহ এব ভোগো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। তস্মাদিদং স্ত্রীবধ-লক্ষণং পাপং দুঃখভোগসাধনং মাকার্ষীরিতি দ্যোতি-তম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহ প্রাপ্তি ও ত্যাগ, ইহাই জীবের জন্ম ও মৃত্যু এই দুইটি অবশ্যম্ভাবী, ইহা বলিতেছেন—'দেহে পঞ্চত্বম্ আপন্নে'—দেহ মৃত্যু-দশায় উপনীত হইলে, 'দেহান্তরং প্রাপ্য'—অন্য একটি দেহ লাভ করিয়া, 'অনু'—পশ্চাৎ প্রাক্তন (পূর্ব্বের) দেহ পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ পূর্ব্বে একটি দেহ লাভ করিয়া, পরে বর্ত্তমান দেহ ত্যাগ করে)। যদি বল

—আমার বিষয় ভোগসাধন দেহ নষ্ট হইবে, ইহাতে বিষন্ন হইও না, কারণ 'কর্ম্মানুগঃ'—দেহী স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে একটি দেহ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বতন দেহ ত্যাগ করে। যদি তোমার সুখভোগের অদৃষ্ট থাকে, তবে সেই প্রাপ্তব্য দেহেও ভোগ হইবে—এই ভাবার্থ। অতএব এই স্ত্রীবধ-রূপ দুঃখভোগসাধন পাপ তুমি করিও না—ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ৩৯ ॥

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(শরীরান্তরগ্রহণে দৃষ্টান্তদ্বয়ং প্রদর্শয়তি) যথা ব্রজন্ (পথিগচ্ছন্ জনঃ) একেন পদা তিষ্ঠন্ (পূর্ব্বসংযুক্তদেশে শরীরভারং ধারয়ন্) একেন (পদান্তরেণ) গচ্ছতি (দেশান্তরং স্বীকরোতি) যথা তৃণজলৌকা (তৃণজলৌকা যথা তৃণান্তরং স্বীকৃত্য পশ্চাৎ পূর্ব্বতৃণং ত্যজতি) এবং (তাদৃশঃ) দেহী (জীবঃ অপি) কর্ম্মগতিং গতঃ (কর্ম্মানুরূপং শরীরং প্রাপ্তঃ সন্ ব্রজতি।) (জীবোঽপি কর্ম্মযোগ্যং শুভাশুভদেহং স্বীকৃত্য পূর্ব্বদেহং ত্যজতীতি ভাবঃ) ॥৪০॥

অনুবাদ—যেরূপ পুরুষ গমনকালে একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অপরপদে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেরূপ তৃণ-জলৌকা এক তৃণ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণত্যাগ করে, সেইরূপ দেহাভিমানী জীবও কর্ম্মযোগ্য শুভাশুভ দেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—উত্তরদেহ-প্রাপ্ত্যনন্তরমেব পূর্ব্বদেহ-ত্যাগে দৃষ্টান্তঃ। ব্রজন্ গন্তা পুরুষঃ যথা একেনাগ্রতো নিহিতেন পদা উত্তরপ্রদেশে তিষ্ঠন্নেব পূর্ব্বপ্রদেশাদুৎপাট্য পুরোনিহিতেনৈকেন গচ্ছতি নতু যুগপদ্দ্বাভ্যামেব পদ্ভ্যাং পূর্ব্বপ্রদেশং পরিত্যজ্যৈব উত্তরং প্রদেশং গচ্ছতীত্যর্থঃ। অত্র প্রাপ্তিত্যাগৌ বস্তুতঃ পৃথিব্যা একস্যা এবেত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ যথা তৃণজলৌকেতি। সা হি তৃণান্তরমবষ্টভ্যৈব পূর্ব্বং তৃণং ত্যজতি, জলুকেতি ষষ্ঠস্বরমধ্যোঽপি পাঠো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভবিষ্যৎ দেহ প্রাপ্তির পরই প্রাক্তন দেহত্যাগের দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'ব্রজন্' ইত্যাদি, অর্থাৎ পুরুষ গমনকালে একটি পদ অগ্রে ভূমিতে স্থাপন করিয়া উত্তরপ্রদেশে থাকিয়াই পরে পশ্চাতের পদ উত্তোলনপূর্ব্বক গমন করে, কিন্তু একসঙ্গে দুইটিপদের দ্বারাই পূর্ব্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ উত্তরপ্রদেশে গমন করে না—এই অর্থ। এখানে প্রাপ্তি ও ত্যাগ বস্তুতঃ এক পৃথিবীতেই, ইহাতে অপরিতুষ্ট হইয়া অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যথা 'জলৌকা', যেমন জলৌকা (জোঁক) একটি তৃণ অবলম্বন করিয়া পরে আশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে (সেইরূপ দেহীও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অন্যদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে)। এখানে 'জলুকা'—এরূপ পাঠান্তর আছে ॥ ৪০ ॥

স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(জীবত্যপি দেহে প্রত্যহং দেহ-প্রাপ্তি-ত্যাগৌ অনুভবেন দর্শয়তি)। যথা (যদ্বদ্ জীবঃ) মনোরথেন (বিষয়বাঞ্ছয়া হেতুভূতয়া) দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং (দৃষ্টং ইহলৌকিকং রাজাদি শ্রুতং পারলৌকিকং ইন্দ্রাদি তাভ্যাং) অভিনিবিষ্ট-চেতনঃ (অভিনিবিষ্টা অভিনিবেশবতী চেতনা যস্য তাদৃশঃ সন্) মনসা অনুচিন্তয়ন্ (রাজাদি রূপং ইন্দ্রাদিরূপঞ্চ ভাবয়ন্) অপস্মৃতিঃ (স্বরূপজ্ঞানশূন্যঃ সন্ জাগ্রৎকালে এব) কিমপি তৎ (তৎ রাজাদিরূপং) প্রপদ্যতে (মনসা প্রাপ্নোতি) স্বপ্নে চ ঈদৃশং (রাজাদিরূপং) দেহং (স্বশরীরং) পশ্যতি (প্রত্যক্ষীকরোতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—লোকে যেমন মনোরথের দ্বারা ইহলৌকিক রাজাদি দর্শন ও পারলৌকিক ইন্দ্রাদির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাহাতেই নিবিষ্টচিত্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ রাজাদি ও ইন্দ্রাদির রূপ মনের দ্বারা ভাবনা করিতে করিতে জাগ্রদ্দশাতেই মনে মনে দৃষ্ট বা শ্রুতদেহ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রদবস্থার স্বাভাবিক দেহ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং স্বপ্নেও ঈদৃশ রাজাদিরূপ স্বশরীর প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ জীবও কর্ম্মবশে দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—জীবত্যপি দেহে প্রতিদিনং দেহপ্রাপ্তি-ত্যাগাবনুভাবেন দর্শয়তি। স্বপ্নে যথা ঈদৃশং জাগ্রদ্দেহতুল্যং দেহং পশ্যতি। স্বপ্নং বিনাপি দর্শয়তি মনোরথেন মনোরথে চেত্যর্থঃ। কঃ পশ্যতীত্যত আহ—অভিনিবিষ্টা অভিনিবেশবতী চেতনা যস্য সঃ। যদ্বা মনোরথেন বিষয়বাঞ্ছয়া চিত্তাভিনিবেশাধিক্যবান্ পুরুষঃ স্বপ্নে ঈদৃশং দেহং পশ্যতি। অভিনিবেশ-প্রকারমাহ—দৃষ্টং রাজাদি শ্রুতং ইন্দ্রাদি তাভ্যামভ্যস্তাভ্যাং জনিত-সংস্কারবতা মনসা অনুচিন্তয়ন্ তৎ কিমপি রাজাদিরূপমেব প্রপদ্যতে রাজাদ্যুচিত-বিষয়ভোগবদ্দেহমাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ। অপস্মৃতিঃ বাস্তব-দেহ-স্মরণশূন্যঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবিত (প্রাণযুক্ত) দেহেও প্রতিদিন দেহ প্রাপ্তি ও ত্যাগ অনুভবের দ্বারা দেখাইতেছেন—'স্বপ্নে যথা', স্বপ্নকালে যেমন ঈদৃশ জাগ্রদ্দেহের ন্যায় দেহ দর্শন করে। স্বপ্ন ব্যতিরেকেও (জাগ্রদবস্থাতে) দেখাইতেছেন—'মনোরথেন', মনোরথের দ্বারা। কে দর্শন করে? তাহাতে বলিতেছেন—'অভিনিবিষ্টচেতনঃ', অভিনিবেশবশতঃ তন্ময়তাপ্রাপ্তা চেতনা যাহার, সেই ব্যক্তি। অথবা—'মনোরথে', মনোরথ বলিতে বিষয়বাঞ্ছা, তাহাতে চিত্তাভিনিবেশের আধিক্যযুক্ত পুরুষ স্বপ্নে এই প্রকার দেহ দর্শন করে। অভিনিবেশের প্রকার বলিতেছেন—'দৃষ্ট-শ্রুতাভ্যাং', দৃষ্ট রাজাদি দেহ এবং শ্রুত ইন্দ্রাদি দেহ, তাহা চিন্তার ফলে, অর্থাৎ তজ্জনিত সংস্কারযুক্ত মনের দ্বারা নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে নিজেকেই রাজাদি বলিয়া ভাবনা করতঃ রাজাদির উচিত বিষয়ভোগযুক্ত দেহবিশিষ্ট নিজেকে দর্শন করে। 'অপস্মৃতিঃ'—তৎকালে বাস্তব দেহের স্মরণ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় ॥ ৪১ ॥

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু শুভাশুভবিবিধকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কথং একরূপদেহ-প্রাপ্তিরিত্যাহ) (পঞ্চত্ব সময়ে) মায়া-রচিতেষু (মায়য়ানানাদেহরূপেণ রচিতেষু) পঞ্চসু গুণেষু (ভূতেষু মধ্যে) দৈবচোদিতং (দৈবেন ফলাভিমুখেন কর্ম্মণা চোদিতং প্রেরিতং) বিকারাত্মকং মনঃ (কর্ত্তৃ মৃত্যুকালেঽপ্যশান্তত্বমুক্তং) যতঃ যতঃ ধাবতি (যং যং দেহং দেবতির্য্যগাদিরূপং প্রতিধাবতি) আপ (ধাবৎ সৎ প্রাপ্নোতি চ) দেহী (জীবঃ অপি) প্রপদ্যমানঃ (মন এবাহং ইতি বুদ্ধিমাশ্রিতঃ) তেন (মনসা) সহ জায়তে (জন্মান্তরং গচ্ছতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পঞ্চত্ব প্রাপ্তিকালে, বিকারাত্মক চঞ্চল-মন ফলাভিমুখী কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়া-কর্ত্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে, যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশে যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, তদবস্থ মন (মনোধর্ম্মের বশীভূত জীব) সেই সেই দেহ ও মনকেই 'আমি' এইরূপ বুদ্ধি করিয়া মনের সহিত জন্মান্তর গ্রহণ করে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু দৃষ্টঃ শ্রুতশ্চ বিষয়ো দৈবপ্রেরিতেন মনসা স্মর্য্যমাণত্বান্মনস এবাস্তু। ততো ভিন্নেনাত্মনা স্ব-ভোগার্থং স কথং লভ্যতাম্? তত্রাহ যত ইতি। পঞ্চসু বিষয়েষু মধ্যে যতো যতো যত্র যত্র বিকারাত্মকং মনো ধাবতি ধাবচ্চ সৎ আপতন্তং বিষয়মেব প্রাপ্তং ভবতি। অসৌ দেহী জীবঃ তেন বিষয়াভিনিবিষ্টেন মনসা সহ সাহিত্যাদ্ধেতোস্তং বিষয়ং প্রপদ্যমানো জায়তে ভুঞ্জানো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয় দৈবপ্রেরিত মনের দ্বারা স্মর্য্যমাণ হওয়ায় তাহা মনেরই বিষয় হউক, কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন আত্মার (জীবাত্মার) নিজ ভোগের জন্য সেই বিষয় কি প্রকারে হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'যতঃ' ইত্যাদি। 'পঞ্চসু গুণেষু'—মায়াসৃষ্ট পঞ্চভূতের দেহের মধ্যে দৈব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, 'বিকারাত্মকং মনঃ'—বিকারাত্মক চঞ্চল মন যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয় এবং অভিনিবেশ হেতু যে যে রূপ প্রাপ্ত হয়, 'অসৌ দেহী'—ঐ অবিবেকী জীব সেই সেই দেহে 'প্রপদ্যমানঃ'—আমি আমার এইরূপ অভিমানবশতঃ সেই বিষয়াভিনিবিষ্ট মনের সহিতই জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪২ ॥

জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সত্যং ভবিষ্যত্যেব কিমপি দেহমাত্রং তথাপ্যস্য অতিপ্রিয়স্য রাজদেহস্য রক্ষার্থং অকার্য্যমপি ক্রিয়তে চেৎ ইত্যত্রাহ)। যথা (যদ্বৎ) অদঃ (প্রত্যক্ষীভূতং) জ্যোতিঃ (চন্দ্রাদিগতং তেজঃ) উদকপার্থিবেষু (উদকযুক্ত পার্থিব ঘটাদিষু যদ্বা উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষু চ প্রতিবিম্বিতং সৎ) সমীরবেগানুগতং (সমীরস্যবায়োর্বেগমনুগতং কম্পাদি যুক্তম্ ইব) বিভাব্যতে (প্রতীয়তে) এবং (তদ্বৎ) অসৌ পুমান্ (জীবঃ) স্বমায়ারচিতেষু (স্বস্যৈবাবিদ্যাকল্পিতেষু) গুণেষু (দেহাদিষু) রাগানুগতঃ (তত্তদাসক্তিযুক্ত সন্) বিমুহ্যতি (কৃশত্বাদিশরীরধর্ম্মান্ আত্মনি আরোপয়তি)। (অতঃ জন্মমরণাদয়ঃ সর্ব্বে দেহস্যৈব ভাব ন তু আত্মনঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যেরূপ এই চন্দ্রাদি জ্যোতিঃ পদার্থ জলপূর্ণ মৃণ্ময় ঘটাদিতে অথবা জল ও তৈলাদিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া বায়ুর বেগের অনুগত কম্পনাদি ধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ এই জীব নিজ অবিদ্যাকল্পিত দেহ ও মনাদিতে আসক্তিযুক্ত হইয়া বিমোহিত হয় অর্থাৎ দেহ ও চিদাভাস মনের ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মনঃ-সহিতস্য জীবস্য মনোধর্ম্মপ্রাপ্তিং সদৃষ্টান্তমাহ। জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিকিরণঃ উদকেষু পার্থিবেষু তৈলঘৃতাদিষু চ প্রতিবিম্বরূপেণ স্থিতং সমীরবেগানুগতং সৎ বিভাব্যতে বিবিধং কম্পবশাদ্দীর্ঘহ্রস্বাদি রূপং ভাব্যতে ভাবিতং ভবতি, এবমেব স্বে স্বীয়াশ্চ তে মায়া-রচিতাশ্চেতি স্বমায়ারচিতাস্তেষু গুণেষু দেহেষু পুমান্ জীবঃ রাগানুগতঃ রাগো বিষয়ভোগেচ্ছালক্ষণো মনোধর্ম্ম-স্তমনুগতো বিমুহ্যতি তদীয়-বিষয়ভোগেচ্ছাব্যাপ্যো ভবতি, তেন ত্বমপি তথাভূত এব জীবঃ স্বীয়-বিষয়সুখভোগসিদ্ধ্যর্থং যদেতাং হংসি তদ্ব্যর্থমেব। দেহ-নাশেঽপি তদীয়-শুভাদৃষ্টস্যানশ্বরত্বাদ্দেহান্তরস্য সুলভত্বাচ্চ তত্রৈব তে ভোগঃ সেৎস্যতি, স্ত্রীবধে তু প্রত্যুত দেহান্তরে দুঃখমেব ভোক্তব্যং স্যাৎ। কিঞ্চ কর্ম্মণঃ প্রবলত্বাদাকাশবাণ্যুদ্দিষ্টো মৃত্যুর্দেবকী-জন্মান্তর-পুত্রাদপ্যবশ্যংভাবীত্যতো বরং মৃত্যুপ্রতীকারার্থং মার্কণ্ডেয়েনেব সৎকর্ম্মৈব ক্রিয়তামিতি দ্যোতিতম্ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মনঃসহিত জীবের মনোধর্ম্ম-প্রাপ্তি দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'জ্যোতিঃ', চন্দ্র ও সূর্য্যাদির কিরণ যেমন 'উদকপার্থিবেষু'—জলে বা পার্থিব তৈল ঘৃতাদিতে প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত হইয়া বায়ুবেগে আলোড়িত জলের কম্পন অনুসারে দীর্ঘ ও হ্রস্বাদিরূপে কম্পিত বলিয়া প্রতীতি হয়. (বস্তুতঃ চন্দ্র প্রভৃতির কম্পনাদি কিছুই নাই) সেইরূপ জীবাত্মা 'স্বমায়ারচিতেষু'—স্বমায়ারচিত দেহাদিতে 'রাগানুগতঃ'—রাগ বলিতে বিষয়ভোগেচ্ছারূপ মনোধর্ম্ম, তাহার অনুগত হইয়া মুগ্ধ হয়, অর্থাৎ বিষয়ভোগের ইচ্ছায় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ তুমিও তাদৃশ জীব, স্বীয় বিষয়সুখভোগের সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু তাহা নিরর্থকই, যেহেতু তোমার শুভাদৃষ্টের অনশ্বরত্বহেতু এবং দেহান্তর-প্রাপ্তি সুলভ বলিয়া সেই দেহেই তোমার ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীবধে বস্তুতঃ দেহান্তরে তোমাকে দুঃখই ভোগ করিতে হইবে। আরও, কর্ম্মের প্রাবল্যহেতু আকাশবাণী কথিত (তোমার) মৃত্যু দেবকীর জন্মান্তরীয় পুত্র হইতেও অবশ্যম্ভাবী, অতএব বরং মৃত্যু-প্রতীকারের নিমিত্ত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের ন্যায় সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা উচিত—ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ৪৩ ॥

তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (যতঃ অসৎকর্ম্ম এব অশুভদেহ জনকং ততঃ) সঃ (জনঃ) তথাবিধঃ (শুভাশুভমতিমান্) আত্মনঃ ক্ষেমং (মঙ্গলং) অন্বিচ্ছন্ (অভিলষন্ ভবতি) স ন কস্যচিৎ (প্রাণিনঃ) দ্রোহং (হিংসাং) আচরেৎ (কুর্য্যাৎ) বৈ (নিশ্চিতং) দ্রোগ্ধুঃ (পরদ্রোহিণঃ) পরতঃ (যমাৎ) ভয়ং ইহামুত্র চ শাসন-ভীতিঃ বর্ত্ততে) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অতএব যখন অসৎকর্ম্মই অশুভ

দেহের জনক, তখন যে শুভাশুভ মতিমান্ পুরুষ নিজের মঙ্গলকামনা করেন, তিনি কাহারও হিংসা করিবেন না। কারণ পরদ্রোহী ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোকে অপরের নিকট হইতে নিশ্চয় ভীতি সম্ভাবনা রহিয়াছে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—স তথাবিধঃ অবিদ্যাবৃতঃ দ্রোগ্ধু র্দ্রোহ-কর্ত্তুঃ পুংসঃ পরতো যমাদিভ্যো যস্মাদ্ভয়ং তস্মাদিতি ভেদো দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তথাবিধঃ'—অবিদ্যাবৃত (নশ্বর-দেহধারী) জীব নিজের মঙ্গল কামনা করিলে কাহারও প্রতি দ্রোহ আচরণ করিবেন না। 'দোগ্ধুর্বৈ'—দ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির 'পরতঃ'—যমাদি হইতে ভয় উপস্থিত হয়। যেহেতু যমাদি হইতে ভয়, অতএব কাহারও প্রতি দ্রোহ করা উচিত নয়—ইহাতে ভেদ দর্শিত হইল ॥ ৪৪ ॥

———

এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—এষা কৃপণা (দীনা) বালা (দেবকী) তব পুত্রিকোপমা (কন্যাতুল্যা) অনুজা (কনিষ্ঠা ভগিনী ভবতি)। দীনবৎসলঃ (দীনেষু দুর্ব্বলেষু বৎসলঃ কৃপাবান্) ত্বং ইমাং কল্যাণীং (বৎসলাং) হন্তুং নার্হসি (ন যোগ্যঃ ভবসি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—এই দীনা বালিকা দেবকী তোমার কন্যাতুল্যা, স্নেহপাত্রী, কনিষ্ঠা ভগ্নী। তুমি দীনবৎসল, অতএব এই বৎসলাকে বিনাশ করা তোমার যোগ্য নহে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যনিবৃত্তং তমত্যুগ্রং স্তুতিভিরিতি ন্যায়েন পুনঃ সামাহ এষেতি। পুত্রিকোপমা অনুকম্পনীয়-পুত্রীতুল্যা পুত্তলিকাবদ্ভয়েনাচেতনা বা, বাস্তবার্থে তু শিরশ্চালনে নঞ্ দীনাদতিদরিদ্রাদপি বৎসমপি রাজকরত্বেন লাসি গৃহ্ণাসীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতেও কংসকে অনিবৃত্ত দেখিয়া 'দুর্জ্জনকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করা উচিত'—এই ন্যায়ানুসারে পুনরায় সাম উপায়ে বলিতেছেন—'এষা তবানুজা' ইত্যাদি, এই দেবকী তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, সুতরাং কন্যার ন্যায় স্নেহপাত্রী। তোমার ভয়ে কাতরা ও কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতনপ্রায়া হইয়াছে। 'দীনবৎসলঃ'—তুমি দীনবৎসল, অতএব এই কল্যাণীকে বধ করা তোমার উচিত নহে। বাস্তবার্থে—দীন বলিতে অতি দরিদ্র জনের নিকট হইতেও সামান্য বৎসও রাজকররূপে গ্রহণ করিয়া থাক—এই অর্থ ॥ ৪৫ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—হে কৌরব্য, (কুরুনন্দন,) পুরুষাদান্ অনুব্রতঃ (পুরুষাদান্ রাক্ষসান্ অনুব্রতঃ অনুসৃতঃ সর্ব্বদা তেষাং মতমাশ্রিতঃ) দারুণঃ (নৃশংসঃ) সঃ (কংসঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত ক্রমেণ) সামভিঃ (শ্লাঘনীয়গুণ ইত্যাদি শান্তবচনৈঃ) ভেদৈঃ (তস্মান্ন কস্যচিদ্দ্রোহমিত্যাদি পারলৌকিক-ভীতিজনকৈর্বচনৈশ্চ) বোধ্যমানোঽপি (বসুদেবেন স্ত্রীহননাৎ নিবার্য্যমানোঽপি) ন ন্যবর্ত্তত (ন নিবৃত্তঃ বভূব) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে কুরুকুল-ভূষণ, একে কংস অতিশয় নৃশংস, তাহাতে আবার সর্ব্বদা দৈত্যগণের পরামর্শের অনুবর্ত্তী, সুতরাং বসুদেব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শান্ত বচনাদি দ্বারা মিত্রতা প্রয়োগ ও পারলৌকিক ভীতিজনক বাক্যের দ্বারা ভয় প্রদর্শন করিয়া বুঝাইলে কংস ভগ্নীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল না ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—চোদ্যমান উপদিশ্যমানঃ। পুরুষাদান্ দৈত্যান্ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চোদ্যমানঃ'—এইরূপ সামাদি ভেদবাক্যে উপদিষ্ট হইলেও কংস ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল না। যেহেতু সে 'পুরুষদান্ অনুব্রতঃ'—নরখাদক দৈত্যগণের অনুবর্ত্তী ছিল (অর্থাৎ তাহাদের মত অনুসারে চলিত) ॥ ৪৬ ॥

———

নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তস্য (কংসস্য) তং (স্ত্রীহননবিষয়কং) নির্বন্ধং (আগ্রহাতিশয়ং) জ্ঞাত্বা (বুদ্ধ্বা) বিচিন্ত্য (বিশেষেণ চিন্তয়িত্বা) তত্র (উপস্থিত বিষয়ে) প্রাপ্তং কালং (মৃত্যুং) প্রতিবোঢ়ুং (প্রতিবর্ত্তুং) ইদং (বক্ষ্যমাণরূপং) অন্বপদ্যত (উপায়ত্বেন নিশ্চিতবান্) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—বসুদেব কংসের ভগ্নীহনন বিষয়ে আগ্রহাতিশয্য বুঝিতে পারিলেন এবং বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া উপস্থিত কালের প্রতীকারার্থ বক্ষ্যমাণ উপায় স্থির করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—আনকদুন্দুভিরিতি মজ্জন্মনি দেবৈর্দুন্দুভিবাদনাদিদমমঙ্গলং ন মে ভবিষ্যতীতি নিশ্চিন্বন্ প্রতিব্যোঢ়ুং যাপয়িতুং ইদং অন্বপদ্যত পরামমর্শ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আনকদুন্দুভিঃ'—আমার জন্মকালে স্বর্গে দেবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিয়াছিলেন, অতএব আমার অমঙ্গল হইতে পারে না, এরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক 'প্রতিবোঢ়ুং'—উপস্থিত মৃত্যু নিবারণ করিতে (মৃত্যুরূপী কংসকে বঞ্চনার্থে) 'অন্বপদ্যত' —মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্ ।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিমতা (প্রাজ্ঞজনেন) বুদ্ধিবলোদয়ং যাবৎ (বুদ্ধিবলয়োঃ উদয়ঃ আবির্ভাব যস্মিন্ কালে তৎকাল পর্য্যন্তং) মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ (প্রতিকার্য্যঃ) যদি (পূর্ব্বোক্তপ্রণাল্যা) অসৌ (মৃত্যুঃ) ন নিবর্ত্তেত (ন নিবারিতঃ ভবেৎ তদা) দেহিনঃ (প্রাণিনঃ) ন অপরাধঃ (পাপং) অস্তি (ভবতি)। মম তু কংসসমীপে বলং বিফলমেব, বুদ্ধিস্তু কথঞ্চিৎ সফলা ভবিতুমর্হতীতি তয়ৈব প্রতিকার চেষ্টা কর্ত্তব্যা ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার বুদ্ধি ও বলের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত যাহাতে মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে প্রতীকার করিবেন। যদি পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মৃত্যু নিবারণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে দেহীর কোনও অপরাধ নাই ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—আপোহ্যঃ প্রতিকার্য্যঃ। যাবান্ বুদ্ধিবলয়োরুদয়ো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। অস্মাৎ কংসহস্তান্মৃত্যুপ্রতীকারে মম তু বলস্যোদয়ো বিফল এব, বুদ্ধেরুদয়স্তু সফলো ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ। অসৌ মৃত্যুঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপোহ্যঃ'—মৃত্যু নিবারণের চেষ্টা করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও বলের উদয় থাকে। এখানে এই কংসের হস্ত হইতে দেবকীর মৃত্যু-প্রতিকার-বিষয়ে আমার বল বিফলই, কিন্তু কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে—এই ভাব। 'অসৌ'—সেই মৃত্যু (যদি তাহাতে নিবারিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তির কোন অপরাধ নাই) ॥ ৪৮ ॥

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্ ।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥৪৯॥
বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্‌গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া ।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—মৃত্যবে (মৃত্যুরূপিনে কংসায়) পুত্রান্ প্রদায় (পুত্রদানাঙ্গীকারেণ) কৃপণাং (অবলাং) ইমাং (দেবকীম্) মোচয়ে (সাম্প্রতং রক্ষামি) (যদি অস্যাঃ পুত্রোৎপত্তেঃ পূর্ব্বমেব কংসঃ ম্রিয়েত তদা সর্ব্বথা শ্রেয় এব ভবতি) যদি মে সুতাঃ (পুত্রাঃ) জায়েরন্ মৃত্যুঃ (কংসশ্চ) ন চেৎ ম্রিয়েত (স্বতঃ মৃত্যুং ন লভেত) তদা বিপর্য্যয়ঃ (মৎপুত্রৈনৈবাস্য বধঃ) কিং ন স্যাৎ (ন সম্ভবেৎ কিং ? অপি তু সম্ভবত্যেব যতঃ) ধাতুঃ (বিধাতৃপুরুষস্য) গতিঃ (প্রবৃত্তিঃ) দুরত্যয়া (দুরতিক্রমা ভবতি) সম্প্রতি তু পুত্রদানাঙ্গীকারে) উপস্থিতঃ (প্রাপ্তঃ মৃত্যুঃ) নিবর্ত্তেত (অবশ্যমেব নিবৃত্তো ভবেৎ) পুনঃ (কালান্তরে) আপতেৎ (প্রাদুর্ভবেৎ যদি তদা মম দোষঃ ন ভবিষ্যতি ইতি ॥ ৪৯-৫০ ॥

অনুবাদ—আমি মৃত্যুরূপী কংসকে পুত্র সকল সমর্পণ করিতে অঙ্গীকার করিয়া সম্প্রতি এই দীনা ভার্য্যাকে রক্ষা করি। (যদি আমার ভার্য্যার পুত্রোৎপত্তির পূর্ব্বেই কংসের মৃত্যু হয়, তাহা হইলেত সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গলই হইবে)। যদি আমার পুত্র জন্মে, আর কংস যদি স্বতঃ মৃত্যুর কবলে কবলিত

না-ই হয়, তাহা হইলে আমার পুত্র কি উহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না? বিধাতার ব্যবস্থা কাহারও খণ্ডন করিবার সাধ্য নাই। সম্প্রতি 'পুত্র দান করিব'—এইরূপ অঙ্গীকার করিলে উপস্থিত নিবৃত্ত হইতে পারে। কালান্তরে যদি পুনরায় মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহাতে আর আমার কোনও দোষই হইবে না ॥ ৪৯-৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রৈবং করিষ্যামীতি স্বগতমাহ মৃত্যবে কংসায় নন্বিদমপ্যনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ সুতা ইতি যদি ন জায়েরংস্তদা ন ক্বাপি চিন্তা যদি জায়েরন্নথচ মৃত্যুঃ কংসস্তাবতা কালেনাপি ন ম্রিয়েত তদা অনুচিতং স্যাদেব, দেবকী তু সম্প্রতি জীবেৎ যদি চ তাবতা-কালেন কংসো ম্রিয়তে তদা ন কাচিদপি চিন্তা বিপর্য্যয়ো বেতি। ময়া তদানীমস্মৈ পুত্রে সমর্প্যমাণে সতি স পুত্র এব সদ্যঃ প্রবলীভূয় কংসমিমং বধিষ্যতি বেত্যর্থঃ। ননু প্রৌঢ়স্য কংসস্য তব বালকাৎ কথং বধঃ সম্ভবেত্তত্রাহ গতিরিতি। অস্যাস্ত্বষ্টমো গর্ব্ভ-ইত্যুক্তবতো ধাতুঃ। এবঞ্চ সতি উপস্থিতঃ কংসস্য হস্তাদ্দেবকীমৃত্যুর্নিবর্ত্তেত। তথা মৎকর্ত্তৃক-পুত্রার্পণ-প্রতিজ্ঞয়া নিবৃত্তোঽপি কংসস্য মৃত্যুঃ পুনরাপতেৎ প্রাপ্তো ভবেৎ ॥ ৪৯-৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এইরূপ করিব, ইহা মনে মনে বসুদেব স্থির করিলেন—'মৃত্যবে', মৃত্যু-স্বরূপ কংসের হস্তে পুত্র সমর্পণ করিয়া সম্প্রতি দেবকীকে রক্ষা করি। যদি বলেন—ইহা অনুচিত, এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'সুতাঃ', যদি আমার পুত্র না জন্মে (কন্যা জন্মে), তাহা হইলে কোন চিন্তা নাই, আর যদি আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, অথচ মৃত্যুস্বরূপ কংস ততকালেও না মরে, তাহা হইলে অনুচিত হইবে। যাহা হউক, দেবকী তো সম্প্রতি প্রাণলাভ করুক, আর যদি তত কালে কংস মারা যায়, তাহা হইলে কোন চিন্তা নাই। 'বিপর্য্যয়ো বা'—কিংবা বিপরীতও তো হইতে পারে, আমি ইহাকে পুত্র সমর্পণ করিলে, সেই পুত্রই প্রবল হইয়া এই কংসকে বধ করিতে পারে। যদি বলেন—তোমার বালক পুত্র হইতে প্রৌঢ় কংসের বধ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'গতি ধ্যাতুর্দুরত্যয়া', 'ইহার অষ্টমগর্ভ তোমার হন্তা হইবে'—এরূপ বিধাতার নির্দ্দিষ্ট মার্গ কেহই অতি-ক্রম করিতে পারে না। এরূপ করিলে উপস্থিত কংসের হস্ত হইতে দেবকীর মৃত্যু নিবারিত হইতে পারে। সেইরূপ আমি পুত্র সমর্পণের প্রতিজ্ঞার দ্বারা নিবৃত্ত করিলেও, পুনরায় কংসের মৃত্যু হইতে পারে ॥ ৪৯-৫০ ॥

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-
রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্ব্বিভাব্যঃ
শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা অগ্নেঃ (বনে গ্রামে বা বৃক্ষাদিকং গৃহাদিকং বা দহতঃ অনলস্য) দারুবিয়োগযোগয়োঃ (সমীপস্থ-দাহ্য-কাষ্ঠাদিত্যাগ-দূরস্থ-কাষ্ঠাদ্যাক্রমণরূপয়োঃ বিষয়য়োঃ) অদৃষ্টতঃ (দৈবাৎ) অন্যৎ (ভিন্নং) নিমিত্তং (কারণং) নাস্তি (ন সম্ভবতি) হি (নিশ্চিতং) জন্তোঃ (প্রাণিনঃ অপি) শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ (জন্ম-মৃত্যু কারণং) দুর্ব্বিভাব্যঃ (দৈবাদন্যৎকারণং দুর্জ্ঞেয়ম্) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অদৃষ্ট ভিন্ন কাষ্ঠের অগ্নির সহিত সংযোগ ও বিয়োগের অন্য কোনও কারণ নাই (অর্থাৎ বন বা গ্রামে অগ্নিসংযোগ হইলে দহন করিতে করিতে সেই অগ্নি কখনও সমীপস্থ দাহ্য কাষ্ঠাদি বা গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থিত দাহ্য গৃহ বা কাষ্ঠাদি বস্তুকে দহন করে, তাহার হেতু যেরূপ দৈব ব্যতীত আর কিছুই নহে), তদ্রূপ দেহীরও দেহের সহিত সংযোগ ও বিয়োগের অদৃষ্ট ব্যতীত অন্য কোন কারণ স্থির করা দুঃসাধ্য ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—মচ্চিন্তিতমেতন্নাসম্ভবম্। যতঃ প্রাণি-নামদৃষ্টং দুর্ব্বিতর্ক্যমিতি সদৃষ্টান্তমাহ। অগ্নের্বনে বৃক্ষান্ প্রদহতো দারুণো যৌ বিয়োগযোগৌ কদাচিৎ সন্নিহিতস্যাপি বিয়োগঃ কদাচিদ্বিপ্রকৃষ্টস্যাপি যোগঃ তয়োরদৃষ্টতোঽন্যন্নেতি বৃক্ষাণাং দুঃখাদৃষ্টমেব কারণমিত্যর্থঃ। এবমেব শরীরাণাং সংযোগবিয়োগ-য়োর্জন্মমরণয়োর্হেতু দুর্ব্বিভাব্যোঽবিচিন্ত্যঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার চিন্তিত বিষয় একেবারে অসম্ভব নয়, যেহেতু প্রাণিগণের অদৃষ্ট দুর্ব্বি-

তর্ক্য, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'অগ্নের্যথা', বনমধ্যে অগ্নি (দাবানল) প্রজ্জ্বলিত হইয়া সম্মুখস্থ কোন বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়াও যে দূরবর্ত্তী বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহাতে অদৃষ্ট (কোন অনির্দ্দিষ্ট হেতু) ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ প্রতীত হয় না, অর্থাৎ এখানে বৃক্ষসমূহের দুঃখাদৃষ্টই কারণ বলিতে হয়। সেইরূপ প্রাণিসকলের সংযোগ ও বিয়োগের (জন্ম ও মৃত্যুর) কারণ অবিচিন্ত্য, অর্থাৎ অদৃষ্টবলেই ঘটিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্ ।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (বসুদেবঃ) যাবৎ (যৎপ্রমাণকং) আত্মনিদর্শনং (আত্মনা বুদ্ধ্যা নিদর্শনং জ্ঞানং যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা) বিমৃশ্য (বিচার্য্য) বহুমানপুরঃসরং (বিবিধ সম্মানপূর্ব্বকং) পাপং (পাপিনং) তং (কংসং) বৈ (নির্দ্ধারণে) পূজয়ামাস (স্তুত্যাদিনা সম্মানিতবান্) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—বসুদেব নিজের যতদূর জ্ঞান তদনুসারে এইরূপ বিচার করিলেন এবং বহু সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সেই পাপাত্মা কংসের সমাদর করিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—যাবৎ যৎ প্রমাণকং আত্মনা বুদ্ধ্যা নিদর্শনং জ্ঞানং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বিমৃষ্য তং পাপং কংসং পূজয়ামাস বহিস্তুষ্টাব ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবদাত্ম-নিদর্শনং'—বসুদেব এইরূপে নিজের যতদূর জ্ঞান তদনুসারে বিচার করতঃ বাহিরে বহু সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই পাপাত্মা কংসের স্তুতি করিলেন ॥ ৫২ ॥

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—(বসুদেবঃ) দূয়মানেন (খিদ্যমানেন) মনসা (বিশিষ্টোঽপি) (বিশ্বাসার্থং বহিঃ) প্রসন্নবদনাম্ভোজঃ (প্রফুল্লমুখকমলঃ) বিহসন্ (স্মিতং কুর্ব্বন্) নিরপত্রপং (নির্লজ্জং) নৃশংসং (ক্রূরং কংসং) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের হৃদয় বিষাদপূর্ণ থাকিলেও বাহ্যে কংসের বিশ্বাসের জন্য প্রফুল্ল বদন-কমলে হাসিতে হাসিতে সেই নির্লজ্জ ক্রূর কংসকে এই প্রকার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বান্তঃ-প্রসাদ-জ্ঞাপনার্থং প্রত্যগ্রং স্নিগ্ধীকৃতং বদনাম্ভোজং যেন সঃ, দূয়মানেন সন্তাপপীড্যমানেন মনসা যুক্তঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রসন্নবদনাম্ভোজঃ'—অন্তরের প্রসন্নতা জানাইবার জন্য, বাহিরে বিকসিত কমলের ন্যায় প্রফুল্ল বদন যাঁহার, সেই বসুদেব, কিন্তু তাঁহার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল (এই অবস্থায় তিনি নিষ্ঠুর নির্লজ্জ কংসকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন) ॥ ৫৩ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্বৈ সাহাশরীরবাক্ ।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেব উবাচ,—হে সৌম্য (সুশীল) সা (পূর্ব্বশ্রুতা) অশরীরবাক্ (দৈববাণী) যদ্ বৈ আহ (অস্যাস্ত্বামষ্টমোগর্ভ ইত্যাদ্যুবাচ) (ততঃ) অস্যাঃ (দৈবক্যাঃ সমীপাৎ) তে (তব) ন হি ভয়ং (ন মৃত্যু-ভীতির্বর্ত্ততে, অতঃ অস্যাঃ বধেন কিং ইত্যর্থঃ) যতঃ (যেভ্যঃ) তে (তব) ভয়ং উত্থিতং (দৈববাণ্যা কথিতং) অস্যাঃ (দেবক্যাঃ) (তান্) পুত্রান্ (ভবিষ্যতঃ তনয়ান্) সমর্পয়িষ্যে (বধার্থং ভবৎসমীপে দাস্যামি) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব কহিলেন, হে সৌম্য, পূর্ব্বশ্রুতা দৈববাণী যাহা বলিলেন, তাহাতে এই দেবকী হইতে নিশ্চয়ই তোমার কোনও ভয় নাই। যাহা হইতে তোমার ভয়ের উদয় হইয়াছে, সেই দেবকীর পুত্রসমূহকে আমি তোমার হস্তে অর্পণ করিব ॥ ৫৪॥

বিশ্বনাথ—অস্যাঃ সকাশাত্তে ভয়ং নাস্তি কিন্ত্বস্যা অষ্টমাৎ পুত্রাৎ যদ্‌যথা। অহন্তু পুত্রানষ্টাবেব সমর্পয়িষ্য যতঃ পুত্রাত্তে ভয়মুত্থিতং স বা বধ্যতামষ্টাবেব বা বধ্যন্তামিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন হ্যস্যাঃ'—এই দেবকীর নিকট হইতে তো তোমার কোন ভয় নাই, কিন্তু

ইহার অষ্টম পুত্র হইতে, 'যদ্'—যেরূপ আকাশ-বাণী বলিয়াছেন। আমি কিন্তু তোমাকে আটটি পুত্রই সমর্পণ করিব। 'যতঃ'—যে পুত্র হইতে তোমার ভয় উপস্থিত হইয়াছে তাহাকে, কিংবা আটটি পুত্রকেই তুমি বধ করিতে পার—এই ভাবার্থ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্গৃহম্ ॥৫৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(অথ) তদ্বাক্য-সারবিৎ (তস্য বসুদেবস্য বাক্যস্য সারং তত্ত্বং বেত্তি ইতি তদ্বাক্যসারবিৎ, যথার্থতাগ্রাহী) কংসঃ স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) বধাৎ নিববৃতে (নিবৃত্তো বভূব) বসুদেবঃ অপি প্রীতঃ (সন্তুষ্ট সন্) তং (কংসং) প্রশস্য (স্তবন্) গৃহং (স্বালয়ং) প্রাবিশৎ (জগাম) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—তখন কংস বসুদেবের বাক্যের সুযৌক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া সুহৃদ্বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। বসুদেবও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং কংসকে প্রশংসা করিয়া স্বভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—বাক্যস্য সারঃ সত্যত্বং বসুদেবো মিথ্যা ন ব্রূতে ইতি সর্ব্বথা জানাতীত্যর্থঃ। তবেদং ধর্ম্মশীলত্বং ভুবি প্রকটীভূতমিতি প্রশস্য ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— তদ্বাক্যসারবিৎ'—বাক্যের সার বলিতে সত্যত্ব, অর্থাৎ বসুদেব যে কখনও মিথ্যা বলেন না, ইহা কংস জানিতেন। (সুতরাং তাঁহার এই কথায় তিনি ভগিনীবধ হইতে বিরত হইলেন।) 'প্রশস্য'—তোমার এই ধর্ম্মশীলতা জগতে বিস্তৃত হইবে, এইরূপ কংসকে প্রশংসা করিয়া বসুদেব নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ—অথ কালে (প্রসবকালে) উপাবৃত্তে (সমাগতে সতি) সর্ব্বদেবতা (সর্ব্বঃ সর্ব্বাত্মা ভগবান্ দেবতা যস্যাঃ সা, ভগবদাশ্রয়ত্বাৎ সর্ব্বদেবতাময়ী ইতি বা) দেবকী অনুবৎসরং (প্রতিবৎসরং ক্রমেণ) অষ্টৌ পুত্রান্ (তনুজান্) কন্যাং চ (একাং সুভদ্রাং) প্রসুষুবে (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রসূতিকাল উপস্থিত হইলে, সর্ব্বদেবতাময়ী দেবকী প্রতিবৎসর এক একটী করিয়া ৮টী পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটী কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং দেবাদীনামপি দেবতা ভগ-বন্মাতৃত্বাৎ পূজ্যা। কন্যাং সুভদ্রাং অনুবৎসরমষ্টসু বৎসরেষ্বিত্যর্থঃ বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ। কন্যাঞ্চ কালে প্রতিবর্ষমিতি বীপ্সাতু ন ব্যাখ্যেয়া, একৈকস্মিন্ বর্ষ এবাষ্টপুত্রোৎপত্তিপ্রসক্তেঃ। অত্র কারণমগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বদেবতা'—দেবকী সমস্ত দেবগণেরও দেবতা, শ্রীভগবানের জননী বলিয়া সক-লের পূজ্যা, এই অর্থ। 'কন্যাং'—কন্যা সুভদ্রাকেও জন্ম দিয়াছিলেন। 'অনুবৎসরম্'—আট বৎসরে (অর্থাৎ প্রতি বৎসর একটি করিয়া আটটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করিলেন) এখানে বিভক্ত্যর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়াছে। 'কন্যাং চ কালে প্রতি-বর্ষম্'—এরূপ বীপ্সা এখানে সঙ্গত নহে, তাহাতে একেক বর্ষেই অষ্ট পুত্রের উৎপত্তির প্রসক্তি হয়। ইহার কারণ পরে ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ৫৬ ॥

কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনৃতাৎ (প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপাসত্যাৎ) অতিবিহ্বলঃ (ভীতঃ) স আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবো-ঽপি) কৃচ্ছ্রেণ (অতীবমনঃকষ্টেন যুক্তঃ) প্রথমজং (প্রথমজাতং) কীর্ত্তিমন্তং (তন্নামকপুত্রং) কংসায় অর্পয়ামাস (সমর্পিতবান্) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—প্রতিজ্ঞা ভঙ্গরূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া সেই বসুদেব সাতিশয় মনঃকষ্টে কীর্ত্তি-মান্ নামক প্রথম পুত্রটীকে কংসের করে সমর্পণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—কীর্ত্তিমন্তমিতি জন্মদিন এব কৃতনাম-করণমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কীর্ত্তিমন্তং'—জন্মদিনেই 'কীর্ত্তিমান্', এই নামকরণ করা হইয়াছিল, এই অর্থ। (প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ভয়ে বিহ্বল সেই বসুদেব অতিশয় কষ্টে কীর্ত্তিমান্ নামে প্রথম পুত্রকে কংসের হস্তে অর্পণ করিলেন।) ॥ ৫৭ ॥

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—(ননু দুঃসহঃ পুত্রবধঃ কথং বসুদেবেন অঙ্গীকৃতঃ ইত্যাহ) সাধূনাং (সত্যসন্ধানাং) কিং নু দুঃসহং (কিমপি ন ইত্যর্থঃ), বিদুষাং (ভগবানেব তত্ত্বং নান্যদিতি জানতাং) কিং অপেক্ষিতং (কুত্রাপি ন অপেক্ষা বর্ত্ততে) ননু বসুদেবেন স্বয়ং পুত্রে কংস-সমীপং নীতে সতি কংসঃ কথঞ্চিদ্ দয়াবশাৎ পুত্রং ন হনিষ্যতি ইতি বুদ্ধ্যা কিং বসুদেবঃ পুত্রং নীতবান্ ইত্যাহ) কদর্য্যাণাং (দুরাত্মনাং) অকার্য্যং (করণা-যোগ্যং) কিং (বর্ত্ততে, পিতৃসমীপে পুত্রবধোঽপি ন দুরাত্মনাং অসাধ্য ইতি ভাবঃ। ননু মাতা দেবকী কথং বধার্থে পুত্রং অর্পয়ামাস ইত্যাহ) ধৃতাত্মনাং (ধৃতঃ আত্মা ভগবান্ যৈঃ তাদৃশজনানাং) দুস্ত্যজং (অপরিত্যাজ্যং) কিং (ভগবদনুরক্তাঃ সর্ব্বত্যাগিনঃ ভবন্তি) ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—সত্যসন্ধ সাধুগণের নিকট কোন্ কার্য্যই বা দুঃসহ? যাঁহারা ভগবান্‌কেই একমাত্র বাস্তব বস্তু বলিয়া জানেন, তাঁহাদিগের আবার কোন্ বিষয়ের অপেক্ষা আছে? যাহাদিগের স্বভাব নিন্দিত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই, আর যাঁহারা ভগবানে *আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি না পরিত্যাগ করিতে পারেন?* ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বনৃতাদ্বিভেতুতমাং নাম স্বসাক্ষাদেব পুত্রবধঃ কথং সোঢ়ব্যস্তত্রাহ কিং দুঃসহমিতি। নন্বষ্টমমেকং পুত্রং স্বভার্য্যাপ্রাণরক্ষার্থং সমর্পয়তু-তমাং নাম পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা ইতি নিখিলপুত্রার্পণ-প্রতিজ্ঞাং তদা কংসস্যাজ্ঞাং বিনৈব কথমকরোৎ গৃহস্থস্য তস্য পুত্রমাত্রোপেক্ষা ন যুজ্যতে, তত্রাহ—বিদুষামিতি বসুদেবঃ খলু কর্ম্মিলোক ইব নাবিদ্বানতো ভক্তি-জ্ঞান-বৈরাগ্য-মহোদধেস্তস্য কিং পুত্রৈরিতি ভাবঃ। নন্বেতাদৃশস্য স্বয়মেব বধার্থমানীত-পুত্রস্য তস্য কংসঃ কথং পুত্রং হন্তুমর্হতু? কিমত্রাপ্যার্দ্র-চিত্তো ন ভবেৎ তত্রাহ কিমকার্য্যমিতি। ননু তর্হি সর্ব্বদোষপরিহারায় বসুদেবো গার্হস্থ্যমেব কিং ন তত্যাজ তত্রাহ—দুস্ত্যজমিতি। তেন তদ্গার্হস্থ্যমপি ত্যক্তুং শক্যমেব কেবলং মৎপুত্রত্বং প্রাপ্স্যতো হরে র্মুখং কদা দ্রক্ষ্যামীতি মনোরথেনৈব গৃহে স্থীয়তে। অতএব ধৃত আত্মা হরিঃ পুত্ররূপী যৈ স্তেষাং তেনৈব হেতুনা পুত্রান্তরেষ্বপি ন স্নিহ্যতে স্ম অষ্টমপুত্রস্য সময়ঃ শীঘ্রং ভবত্বিত্যুৎকণ্ঠয়ৈব প্রতিবর্ষমেকৈকো গর্ভ আধীয়তে স্ম বালবধে স্বস্যানুমন্তৃত্বলক্ষণপাপ-স্বীকারশ্চেত্যাদি তত্ত্বমবধেয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রতি-শ্রুতিভঙ্গরূপ মিথ্যাচারকে বসুদেব ভয় করিতে পারেন, কিন্তু সেই বলিয়া নিজের সাক্ষাতেই পুত্রবধ কি প্রকারে তিনি সহ্য করিবেন? তাহাতে বলিতে-ছেন—'কিং দুঃসহম্', অর্থাৎ প্রকৃত সাধুগণের নিকট দুঃসহ কিছুই থাকিতে পারে না। যদি বলেন—দেখুন, একটিমাত্র অষ্টম পুত্রকেই নিজ ভার্য্যার প্রাণ রক্ষার্থে সমর্পণ করিতে পারিতেন, তাহাতে 'পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যাঃ'—অর্থাৎ ইহার সকল পুত্রকেই সমর্পণ করিব, এইরূপে সমস্ত পুত্র অর্পণের প্রতিজ্ঞা তৎকালে কংসের আজ্ঞা বিনাই কিজন্য করিয়া-ছিলেন? তিনি গৃহস্থ, তাঁহার পুত্রমাত্রের উপেক্ষা যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'বিদুষাং কিম্ অপেক্ষিতম্'? অর্থাৎ যাঁহারা প্রকৃতই বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ), তাঁহাদের কোন্ বস্তুর অপেক্ষা থাকিতে পারে? বসুদেব কর্ম্মিজনের ন্যায় অবিদ্বান্ নহেন, *অতএব ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের মহাসমুদ্র তাঁহার* পুত্রাদির কি অপেক্ষা?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, এইপ্রকারে স্বয়ং স্বপুত্রকে বধের জন্য আনীত হইলে কংস কিরূপে বধ করিতে পারে? তাঁহার চিত্তও কি বিগলিত হইবে না? তাহাতে বলিতেছেন—'কিম্ অকার্য্যং কদর্য্যাণাং'—নীচ ব্যক্তির অক-রণীয় কি আছে? যদি বলেন—সকল দোষ পরি-হারের নিমিত্ত বসুদেব কিজন্য গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ

করিলেন না ? তাহাতে বলিতেছেন—'কিং দুস্ত্যজং ধৃতাত্মনাম্' ? অর্থাৎ শ্রীভগবানে সমর্পিত-চিত্তের অপরিত্যাজ্য কি আছে ? সত্যই বসুদেব সেই গার্হস্থ্যও পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু কেবল আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ শ্রীহরির মুখ কবে অবলোকন করিব—এই মনোরথেই গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব 'ধৃতাত্মা'—ধৃত হইয়াছে আত্মা বলিতে পুত্ররূপী শ্রীহরি যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহাদের দুস্ত্যজ কিছুই থাকিতে পারে না। এইহেতু অপর পুত্রদিগের প্রতিও কোন স্নেহ ছিল না। অষ্টম পুত্রের আবির্ভাবের সময় শীঘ্রই হউক, এই উৎকণ্ঠাবশতঃই প্রতিবর্ষে এক একটি গর্ভ আধান করিয়াছিলেন এবং বালকবধে নিজের অনুমন্তৃত্বরূপ পাপও স্বীকার করিয়াছিলেন—ইত্যাদি তত্ত্ব এখানে অনুধাবন করিতে হইবে ॥ ৫৮ ॥

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, (পরীক্ষিৎ,) কংসঃ শৌরেঃ (বসুদেবস্য) সমত্বং (পুত্রার্পণেন শত্রৌ মিত্রে চ তুল্যদৃষ্টিং) সত্যে (সত্যনিষ্ঠায়াং) ব্যবস্থিতিং (প্রতিষ্ঠাং চ) দৃষ্ট্বা (বীক্ষ্য) তুষ্টমনাঃ (প্রীতঃ সন্) প্রহসন্ (হাসং কুর্ব্বন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কংস বসুদেবের সমত্ব অর্থাৎ শত্রুমিত্রে তুল্যদৃষ্টি ও সত্যে এতাদৃশী আস্থা দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইল এবং হাসিতে হাসিতে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিল ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—সমত্বং পুত্রেঽপি মমত্বাভাবাৎ সর্ব্বত্র সাম্যম্ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমত্বং'—পুত্রের প্রতিও মমত্ববোধের অভাবহেতু সর্ব্বত্র সমতা (লক্ষ্য করিয়া কংস তুষ্ট হইলেন) ॥ ৫৯ ॥

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্‌যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বসুদেব) অয়ং কুমারঃ (তব নন্দনঃ) প্রতিযাতু (এনং গৃহীত্বা ত্বং গচ্ছ ইত্যর্থঃ) হি (যস্মাৎ) অস্মাৎ (প্রথমাৎ পুত্রাৎ) মে ভয়ং (মৃত্যুরূপং) নাস্তি (ন ভবতি) (যতঃ) যুবয়োঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ) অষ্টমাদ্ গর্ভাৎ (পুত্রাৎ) মে মৃত্যুঃ (মরণং) বিহিতঃ কিল (পুরা দৈববাণ্যা নির্দ্দিষ্টঃ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—হে বসুদেব, তোমার এই কুমারকে ফিরাইয়া লইয়া যাও ; যেহেতু তোমার এই প্রথম পুত্র হইতেই আমার ভয় নাই। তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই দৈববাণী কর্ত্তৃক আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) তথা ইতি (অষ্টমমেব পুত্রং ভবতে অর্পয়িষ্যামি ইত্যুক্ত্বা) সুতং আদায় (গৃহীত্বা) যযৌ (স্বগৃহং জগাম) (অপি তু) অবিজিতাত্মনঃ (অবিজিতঃ অনিগৃহীতঃ আত্মা চিত্তং যেন তস্য, অজিতেন্দ্রিয়স্য ইত্যর্থঃ) অসতঃ (ক্রূরস্য কংসস্য) তদ্ বাক্যং (এতং পুত্রং ন হনিষ্যামি ইতি বচনং) ন অভ্যনন্দত (ন প্রতীয়ায়) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—বসুদেব 'তথাস্তু' বলিয়া পুত্রকে গ্রহণপূর্ব্বক স্বভবনে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু বসুদেব সেই অজিতেন্দ্রিয় ক্রূর কংসের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না ॥ ৬১ ॥

নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ।
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥ ৬২ ॥
সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভারত (ভরতবংশনন্দন পরীক্ষিৎ) ব্রজে নন্দাদ্যাঃ যে গোপাঃ (নন্দপ্রভৃতয়ো যে গোপালকাঃ বর্ত্তন্তে) অমীষাং (নন্দাদীনাং) যাঃ যোষিতঃ (স্ত্রিয়ঃ যশোদাপ্রভৃতয়ঃ) বসুদেবাদ্যাঃ

বৃষ্ণয়ঃ (বসুদেবপ্রধানাঃ যে বৃষ্ণিবংশজাতাঃ বর্ত্তন্তে) দেবকাদ্যাঃ (দেবকীমুখ্যাঃ) যাঃ যদুস্ত্রিয়ঃ (যদু-কুলরমণ্যাঃ বর্ত্তন্তে) অপি চ উভয়োঃ (নন্দবসু-দেবয়োঃ) যে জ্ঞাতয়ঃ (কুলজাতাঃ) সুহৃদঃ (আত্মী-য়াশ্চ) কংসং অনুব্রতাঃ (বহিঃ কংসং অনুগতাঃ) সর্ব্বে (তে জনাঃ) দেবতাপ্রায়াঃ (শ্রীভগবৎ পার্ষদা ভবন্তি) ।। ৬২-৬৩ ।।

অনুবাদ — হে ভরতবংশাবতংশ পরীক্ষিৎ, ব্রজ-বাসী নন্দ প্রভৃতি গোপকুল, ঐ সকল গোপের পত্নী-সকল, বসুদেব-প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুল-ললনাগণ, নন্দ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্‌বর্গ এবং যাঁহারা বাহ্যে কংসের অনুগত জন —সকলেই দেবতাতুল্য ।। ৬২-৬৩ ।।

বিশ্বনাথ—নন্দাদ্যা ইতি শ্রীশুকোক্তিঃ। যদ্বা শ্রীনারদোক্তিস্তথাহি অবতরিষ্যতঃ স্বাভীষ্টদৈবস্য শীঘ্র-দর্শনেন স্বমানন্দয়িতুং শীঘ্রং তৎপ্রাদুর্ভাবকারণং কংসকর্ত্তৃক বৈষ্ণবদ্রোহং প্রবর্ত্তয়ন্ দেবানানন্দয়িতুং তেন ভক্তদ্রোহেণৈব কংসঞ্চ ঘাতয়িতুং কংসদাস্য-মানখেদানামপি তেষামভিজ্ঞভক্তানাং ভগবদাবির্ভাব-নিশ্চয়জ্ঞাপকায় স্বস্মৈ প্রীত্যাতিশয়মাশীঃ সহস্রঞ্চ দাস্যমানানাং ভগবদ্দিদৃক্ষানন্দঞ্চ প্রবর্দ্ধয়ন্ হরির্নৌ পুত্রৌ ভবিতা নবেতি সন্দিহানৌ দেবকীবসুদেবৌ সন্দেহোচ্ছেদনেনানন্দসিন্ধুষু মজ্জয়ন্ তেনৈব বন্ধন-ক্লেশোৎকর্ষমপি হর্ষবিশেষং মানয়ন্ সূচকেঽপি স্বস্মিন্ সন্তোষয়ন্ মিথ্যাসৌহার্দ্দাবিষ্কারেণ সানুগ-কংসমপি স্বানুকূলী-কুর্ব্বন্নারদো মুনিরাগত্য কংসং প্রতি রহস্যমাহ নন্দাদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। কেষাঞ্চি-দ্দৈত্যত্বাৎ প্রায়শব্দপ্রয়োগঃ। ভা তামসী কান্তিস্তস্যাং রতেতি কংস-সম্বোধনম্। উভয়োর্বসুদেবনন্দকুলয়োঃ ।। ৬২-৬৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নন্দাদ্যাঃ'—ইত্যাদি বাক্য শ্রীল শুকদেবের। অথবা —দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তি। (দেবর্ষির কংসের নিকট ভগবানের অবতার-বিষয় জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্লেষণ করিতেছেন—) শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইলে নিজ ইষ্টদেবকে শীঘ্র দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন। তাঁহার শীঘ্র আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে কংস কর্ত্তৃক বৈষ্ণবজনের দ্রোহ আচরণের দ্বারা দেবগণকে আনন্দিত করা এবং সেই ভক্তদ্রোহেই ভগবানের হস্তে কংসেরও বিনাশ করান। অপর, যাঁহারা কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, সেই অভিজ্ঞ ভক্তগণকে ভগবানের আবির্ভাব-বিষয়ে নিশ্চয়ত্ব জ্ঞাপন করিয়া, নিজের প্রতি তাঁহাদের প্রীত্যাতিশয় আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি ও তাঁহাদের ভগবদ্দর্শনানন্দ বর্দ্ধন। আর শ্রীহরি আমাদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইবেন কিনা—এই বিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত দেবকী ও বসুদেবের সন্দেহ ভঞ্জন-পূর্ব্বক আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করতঃ তাহাতেই প্রভূত বন্ধনক্লেশও হর্ষবিশেষরূপে মনে করাইয়া ইহার সূচনায় নিজের সন্তোষ-বিধান। অপরদিকে মিথ্যা সৌহার্দ্দ্য আবিষ্কারপূর্ব্বক সানুগ কংসকে নিজের অনুকূল করিতে নারদমুনি কংসের নিকট আসিয়া রহস্য বলিতেছেন—'নন্দাদ্যা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়াঃ'— ইহারা প্রায় সকলেই দেবতা, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দৈত্য থাকায় এখানে 'প্রায়'-শব্দের উল্লেখ বুঝিতে হইবে। 'ভারত'—'ভা'-শব্দে তামসী কান্তি, তাহাতে রত যিনি, ইহা কংসের সম্বোধন। 'উভয়োঃ'— বসুদেব ও নন্দের (জ্ঞাতিবর্গও দেবতার তুল্য) ।। ৬২-৬৩ ।।

এতৎ কংসায় ভগবান্ শশংসাভ্যেত্য নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ।। ৬৪ ।।

অন্বয়ঃ—ভগবান্ নারদঃ কদাচিৎ কংসসমীপং আগতঃ) এতৎ (পূর্ব্বোক্তং বাক্যং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারায়মাণানাং (ভারভূতানাং) দৈত্যানাং (কংসা-দীনাং) বধোদ্যমং (দেবৈঃ কৃতং উদ্‌যোগং চ) কংসায় শশংস (জ্ঞাপয়ামাস) ।। ৬৪ ।।

অনুবাদ—ভগবদভিন্নবিগ্রহ ভক্তবর নারদ (একদা কংসের সমীপে উপস্থিত হইয়া) এই সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। তিনি আরও প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণের সংহারের উদ্যোগ হইতেছে ।। ৬৪ ।।

বিশ্বনাথ—শংসয়ামাস শশংস ।। ৬৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শশংস'—শংসয়ামাস, ভগ-বান্ নারদ এই সমস্ত কথা কংসকে অবগত করাই-লেন ।। ৬৪ ।।

ঋষেৰ্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি ।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ।। ৬৫ ।।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে ।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ।। ৬৬ ।।

অন্বয়ঃ—ঋষেঃ নারদস্য বিনির্গমে (প্রস্থানানন্তরং) কংসঃ যদূন্ (যাদবান্) সুরান্ (দেবান্) দেবক্যাঃ গর্ভসম্ভূতং (পুত্রঞ্চ) স্ববধং প্রতি (নিজবধবিষয়ে) বিষ্ণুং মত্বা (বিদিত্বা) দেবকীং (ভগিনীং) বসুদেবঞ্চ গৃহে (কারাগারে) নিগড়ৈঃ (শৃঙ্খলৈঃ) নিগৃহ্য (আবদ্ধীকৃত্য) তয়োঃ (দেবকী-বসুদেবয়োঃ) জাতং জাতং (উৎপন্নানাং পুত্রানাং প্রত্যেকং) অজনশঙ্কয়া (জীববজ্জন্মরহিতস্যাপি প্রাকৃত জন্মশঙ্কয়া অথবা অজনঃ জন্মরহিতঃ বিষ্ণুঃ তস্মাদ্ যা শঙ্কা নিজমৃত্যুবিষয়িণী তয়া হেতুভূতয়া) অহন্ (জঘান) ।। ৬৫-৬৬ ।।

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিবার পর কংস যাদবদিগকে দেবকী এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত সন্তানমাত্রকে স্বীয় মৃত্যুকারণ বিষ্ণু মনে করিয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং জন্মরহিত বিষ্ণু হইতে নিজ মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া (অথবা জীবের ন্যায় প্রাকৃত জন্মরহিত বিষ্ণুর প্রাকৃত জন্ম আশঙ্কা করিয়া) যেমন তাঁহাদিগের (বসুদেব ও দেবকীর) এক একটী করিয়া সন্তান আবির্ভূত হইতে থাকিল, অমনি সেও এক একটী করিয়া তাহা সংহার করিতে আরম্ভ করিল ।। ৬৫-৬৬ ।।

বিশ্বনাথ—বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতীতি পূর্ব্বশত্রুর্বিষ্ণুর্দেবক্যামাবির্ভূয় ত্বাং বধিষ্যতীতি নারদেনোক্তং তত্তৎ সর্ব্বং এব শুশ্রুবুশ্চেত্যপি জ্ঞেয়ম্ । অজনো বিষ্ণুস্তচ্ছঙ্কয়া ।। ৬৫-৬৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি'—'তোমার পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণুই দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়া তোমাকে বধ করিবে'—এই নারদের উক্তি এবং দেবগণের উদ্যম প্রভৃতি সকল বিষয়ই কংস শ্রবণ করিলেন। 'অজন-শঙ্কয়া'—অজন বিষ্ণু, তাঁহার আশঙ্কায় (দেবকীর পুত্র জন্মিবামাত্র বধ করিতে লাগিলেন) ।। ৬৫-৬৬ ।।

মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা ।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ।। ৬৭ ।।

অন্বয়ঃ—(ননু শিশুবধে কথং ন লজ্জা জাতা ইত্যাহ) প্রায়শঃ (বাহুল্যেন) ভুবি (পৃথিব্যাং) লুব্ধাঃ (ভোগলোভগ্রস্তাঃ) অসুতৃপঃ (অসূন্ প্রাণান্ তর্পয়ন্তি ইতি অসুতৃপঃ, আত্মতৃপ্তিপরায়ণঃ ইত্যর্থঃ) রাজানঃ (নৃপাঃ) মাতরং (জননীং) পিতরং (জনকং) ভ্রাতৄন্ (সহোদরান্) সর্ব্বান্ সুহৃদঃ চ (আত্মীয়ান্ চ) ঘ্নন্তি (মারয়ন্তি ইতি দৃশ্যতে) ।। ৬৭ ।।

অনুবাদ—প্রায়ই এই পৃথিবীতে ভোগলোভগ্রস্ত, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর নৃপতি সকল, জননী, জনক, সহোদর ও সব সুহৃদ্বর্গকে বিনাশ করিয়া থাকে ।। ৬৭ ।।

বিশ্বনাথ—কংসাদীনাং দুর্জ্জনানামেতন্ন চিত্রমিত্যাহ মাতরমপি কিমুত পিতরমিত্যেবং যথাপূর্ব্বং গুরুত্বাধিক্যম্ ।। ৬৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কংস প্রভৃতি দুর্জ্জনদিগের পক্ষে এই কার্য্য কিছুই বিচিত্র নহে, ইহা বলিতেছেন—'মাতরং' ইত্যাদি। নিজ গর্ভধারিণী জননীকেই বধ করে, তাহাতে আবার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির কথা কি বক্তব্য ? এখানে যথাপূর্ব্ব গুরুত্বের আধিক্যরূপে উক্ত হইয়াছে ।। ৬৭ ।।

আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্‌বিষ্ণুনা হতম্ ।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ।। ৬৮ ।।

অন্বয়ঃ—(অপি চ) প্রাক্ (পূর্ব্বং) বিষ্ণুনা হতং (ভগবতা নিহতং) মহাসুরং (দুর্দ্দান্তদানবং) কালনেমিং (তন্নামকাসুরং) সঞ্জাতং (জন্মান্তরং প্রাপ্তং) আত্মানং (নিজং) জানন্ (জ্ঞাত্বা) সঃ (কংসঃ) যদুভিঃ (যাদবৈঃ সহ) ব্যরুধ্যত (বিরোধং চকার) ।। ৬৮ ।।

অনুবাদ—পূর্ব্বে (জন্মান্তরে) কংস যখন এই পৃথিবীতে কালনেমি নামক দুর্দান্ত অসুররূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। এই বিষয় (দেবর্ষি নারদ হইতে) কংস জানিতে পারিয়া যাদবগণের সহিত বিরোধাচরণ করিতে লাগিল ।। ৬৮ ।।

বিশ্বনাথ—জানন্ নারদবচনাৎ ॥ ৬৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জানন্'—কংস নিজেকে জন্মান্তরে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক নিহত মহাসুর কালনেমি বলিয়া নারদের নিকট জানিয়া (যাদবগণের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন।) ॥ ৬৮ ॥

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥৬৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যদুভোজান্ধকাধিপং (যদূনাং যদুকুলানাং ভোজানাং তদ্‌বংশীয়ানাং অন্ধকানাং অন্ধকরাজবংশীয়ানাং চ অধিপং পালকং) পিতরং (স্বজনকং) উগ্রসেনং নিগৃহ্য (কারায়াং নিক্ষিপ্য) মহাবলঃ (পরাক্রান্তঃ সঃ কংসঃ) স্বয়ং শূরসেনান্ (তন্নামকদেশান্) বুভুজে (উপবুভুজে) ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ—যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়া পরাক্রান্ত সেই কংস নিজে 'শূরসেন' নামক দেশসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বনাথ—শূরসেনান্তর্গতত্বান্মাথুরানপি ॥ ৬৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শূরসেনান্'—পিতা উগ্রসেনকে অবরুদ্ধ করিয়া মহাবলশালী কংস নিজেই শূরসেন নামক দেশের অন্তর্গত মথুরাপুরীও ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১ ॥

মধ্ব—

স্বপ্নে যথাদৃষ্টশ্রুতস্মৃত্যনুসারিদেহং প্রাপ্নোতি। অপস্মৃতির্মৃতঃ। পূর্ব্বদেহস্মরণাভাবাৎ। অনভিমানতঃ ॥ ৪১ ॥

যতো যতঃ যত্র যত্র মনো ধাবত্যাত্মপঞ্চানাং মধ্যে তত্র তত্র তেন দেবেন সহ জায়তে। গুণানুবদ্ধঃ সন্। দৈবগান্ধর্ব্বপিত্রেষু মানুষেষ্বসুরেষু চ। যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্রোপজায়তে। স্বগুণস্যানুসারেণ সত্ত্বাদিবিনিবন্ধনঃ ॥ ইতিগারুড়ে।

দেবাদিত্বং যোগ্যতয়া তৎসকাশস্ত্বনুস্মৃতেঃ। শ্বেতদ্বীপাদি তত্রাপি যোগ্যতামপ্যপেক্ষতে ॥ বিষ্ণোঃ স্থানং বিনান্যত্র বায়ুশক্রাদীনামপি। ত্রৈলোক্যদেশভেদেষু যোগ্যতা নত্বপেক্ষতে ॥ নারদীয়ে ॥ ৪২ ॥

বিভাব্যতে বিবিধং ভাব্যতে। স্বমায়ারচিতেষু বিষ্ণুমায়া রচিতেষু রাগানুগতঃ পুমান্ জীবো বিবিধং মুহ্যতি। যথৈবোদশরাবেষু সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্বিত। বায়ুনোচ্চলিতো ভাতি ছিন্নভিন্নাদি রূপবান্ ॥ এবং বিষ্ণিচ্ছয়া জাতগুণেষু প্রতিবিম্বিতঃ। ছিন্নো ভিন্নোমৃতোঽস্মীতি বহুধা প্রতিপদ্যতে। তদেব চ দৃঢ়ীভূত উদকে নিঃশরাবকে। ছেদভেদাদিনাপ্নোতি নিশ্চলং প্রতিবিম্বিতম্ ॥ এবং গুণৈর্বিমুক্তস্তু জীবো নাপ্নোতি দুঃখিতাম্। শরাববদ্ গুণাঃ প্রোক্তা অজ্ঞানস্তু দ্রবত্ববৎ। দৃঢ়ীভূতো দ্রবজ্জীবস্তজ্জ্ঞানং প্রতিবিম্ববৎ ॥ নিত্যান্তঃকরণং চৈব প্রতিবিম্বশ্চ তদ্‌গতঃ। দ্বয়মেব বিমুক্তস্য ন কিঞ্চিজ্জড়মিষ্যতে ॥ সূর্য্যকান্তাদিবত্তস্য স্বরূপং দ্বয়মপ্যতে। তস্মান্নহন্তং শক্যোঽসৌ কেনচিজ্জীব আত্মবান্। তস্মাৎ স্বজীবনার্থায় ন পরদ্রোহমাচরেৎ ॥ হন্যতে চাক্তভাবেন পরেষাং দ্রোহমাচরন্নিতি ॥ তন্ত্রভাগবতে।

পরস্মো হরিরুদ্দামা ইতি নাম চতুষ্টয়ম্। বিষ্ণোর্গুহ্যন্তু যো বেদ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমচ্যুতে ॥ ইতি প্রকাশিকায়াম্।

স্বতন্ত্রত্বাৎ সুখত্বাচ্চ স্বনামা বিষ্ণুরুচ্যতে। ইতি পাদ্মে ॥ ৪৩ ॥

কুণ্ডাদিস্থাগ্নের্দারুযোগাদৌ স্বতঃপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ। যথাকুণ্ডাস্থিতস্যাগ্নের্দৈবাদ্দারূপসংন্যসেৎ। দেহযোগো বিয়োগশ্চ তথাদৈবান্ন চান্যথা। ইতি বামনে ॥ ৫১॥

তথ্য—

১। **অংশেন**—প্রতীত্যভিপ্রায়েণোক্তং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ, কিন্তু সাধারণে তাঁহার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না, আংশিকভাবে করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে 'অংশেন' শব্দটীর

অবতারণা হইয়াছে। (শ্রীধর); ২। অংশের সহিত অবতীর্ণ ভগবৎ প্রকৃতি সর্ব্বসাধারণের সম্যক্ প্রতীতির বিষয় নহে বলিয়া 'অংশের সহিত অবতীর্ণ বলা হইয়াছে অথবা 'অংশ শ্রীবলদেবের সহিত'—এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। নতুবা অর্থান্তর করিলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" প্রভৃতি পূর্ব্ববাক্যের সহিত এবং দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং" প্রভৃতি পরবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। (তোষণী); ৩। অংশ অর্থাৎ বলদেবের সহিত। (শ্রীজীব); ৪। অংশেন বিষ্ণোঃ অর্থাৎ যিনি অংশ-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণু যাঁহার অংশ, সেই পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবানের অথবা 'শংস' এই কথাটীর সহিত অন্বয় করিয়া "অংশেন শংস"—অর্থাৎ ভগবানের কথা সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ হন না, অতএব আপনি সেই ভগবানের কথা আংশিকভাবে বর্ণন করুন,—এই-রূপ অর্থ করিতে হইবে। (চক্রবর্ত্তী)।

বিষ্ণোঃ—১। সর্ব্বব্যাপকত্বহেতু বিষ্ণুর পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়, অতএব 'বিষ্ণুর' এই বাক্যে 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের',—এই অর্থ বুঝিতে হইবে। (তোষণী); ২। 'অংশেন' শব্দের সহিত অন্বয় করিয়া 'যাঁহার অংশ বিষ্ণু সেই পরিপূর্ণ স্বরূপ ভগবানের'—এই অর্থ করিতে হইবে। (চক্রবর্ত্তী); ৩। 'শ্রীকৃষ্ণের' (বীররাঘব)।

ধর্ম্মশীলস্য—১। এস্থলে 'ধর্ম্ম' বলিতে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। অতএব 'ধর্ম্মশীলস্য' অর্থে ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মপরায়ণ জনের। (তোষণী); ২। ভগবানে সমাহিত চিত্তবিশিষ্ট-জনের। (শ্রীবিজয়ধ্বজ)॥ ২॥

নিবৃত্ততর্ষৈঃ—১। বিগত হইয়াছে তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয়-পিপাসা যাঁহাদের সেই মুক্তগণ-কর্ত্তৃক। (শ্রীধর); ২। মুক্তগণকর্ত্তৃক; মুক্ত বলিতে ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানীভক্ত এবং স্বভাবভক্ত এই দ্বিবিধ মুক্তকে জানিতে হইবে। আবার এই দ্বিবিধ মুক্তের মধ্যে জীবন্মুক্ত ও সালোক্যাদি পুরুষার্থপ্রাপ্ত মুক্ত এই দুই প্রকার ভেদ আছে। ইঁহারা সকলেই নিবৃত্ততর্ষ, তাঁহাদের দ্বারা। (তোষণী); ৩। তৃষ্ণা অর্থাৎ সংসার-ভোগ-বাসনা-রূপ ব্যাধি। তাহা হইতে নির্ম্মুক্ত-পুরুষগণই—নিবৃত্ততর্ষ। 'উপগীয়মানাৎ' কথাটীর উল্লেখ থাকায় 'নিবৃত্ততর্ষ' শব্দে ভগবদ্-ভক্তকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, জ্ঞানীদিগকে নহে; কেননা জ্ঞানিগণের নিদিধ্যাসন প্রভৃতিতেই আদর লক্ষিত হয়, ভগবৎকথা কীর্ত্তনাদিতে তঁাহাদের আদর দেখা যায় না। (চক্রবর্ত্তী ; ৪। বিষয়ে তুচ্ছ-বুদ্ধি যাঁহাদের সেই বিগত-বিষয়স্পৃহ যোগিগণ-কর্ত্তৃক। (বীররাঘব); ৫। বিষয়ে তুচ্ছ-বুদ্ধির সহিত। (বিজয়ধ্বজ); ৬। নিবৃত্ত হইয়াছে তৃষ্ণা যাঁহাদের এস্থলে 'তৃষ্ণা' বলিতে হৃদয়গত দোষ উপলক্ষিত হইতেছে, অতএব 'নিবৃত্ততর্ষৈ' অর্থে হৃদ্-গত দোষ যাঁহাদের বিগত হইয়াছে, সেই সকল সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য পুরুষগণ-কর্ত্তৃক। (বল্লভাচার্য্য)।

অপশুঘ্নাৎ—১। অপগত হইয়াছে শুক্ অর্থাৎ শোক বা ক্লেশ যাঁহা হইতে সেই আত্মাকে যিনি হনন করেন, তিনি অপশুঘ্ন অর্থাৎ আত্মঘাতী তদ্ব্যতীত। 'পশুঘ্ন' এই পাঠে পশুঘাতী বা ব্যাধ ব্যতীত। (শ্রীধর ও শ্রীসনাতন); ২। 'পশুঘ্নাৎ' এই পাঠে স্বর্গ-সুখাভিলাষী কর্ম্মীব্যতীত। (চক্রবর্ত্তী); ৩।'পশুঘ্ন' অর্থে গোঘাতী, তদ্ব্যতীত। (বীররাঘব)।

উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ—১। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যশঃ বা খ্যাতি যাঁহার সেই ভগবানের গুণসমূহ অর্থাৎ নিরতিশয় নিত্য সত্য স্বাভাবিক ও অনন্ত ঔদার্য্য (মহাবদান্যতা) বাৎসল্যাদি গুণসমূহের অনুবাদ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ কথন, তাহা হইতে। (তোষণী); ২। উত্তমশ্লোকের গুণ বলিতে ভগবানের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ অথবা উত্তমশ্লোক যুধিষ্ঠিরাদি ভগবদ্ভক্তগণের মহিমা, তাহার অনুবাদ অর্থাৎ কীর্ত্তন, তাহা হইতে। অনুবাদ অর্থে শ্রবণও বুঝাইয়া থাকে; কেননা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণে আগ্রহাতিশয্যই বক্তার কীর্ত্তনে উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অথবা অনুবাদ অর্থে কথা বা আখ্যায়িকা। (দিগ্‌দর্শিনী); ৩। উত্তমশ্লোকের গুণসমূহ গুরু-মুখে শ্রবণ করিয়া পরে শ্রুত বিষয়ের কীর্ত্তন, তাহা হইতে। (চক্রবর্ত্তী); ৪। ভগবানের গুণানুবাদ-রূপ অমৃত হইতে। (বীররাঘব)

ভবৌষধাৎ—অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের সর্ব্বদুঃখ-

নিবর্ত্তকত্বহেতু ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ, শব্দের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের এবং শব্দার্থের দ্বারা চিত্তের সর্ব্বতোভাবে আনন্দ-বিধান করেন বলিয়া ভগবদ্ গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর, পরে ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তন বিষয়-ভোগেচ্ছু দিগেরও সুখ-প্রদ। ভগবদ্‌গুণানুবাদ ভক্তীচ্ছুগণের নিকট শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকরত্বরূপে প্রতীত হয় এবং সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তকত্বরূপের প্রতীতি যথাসম্ভব হইয়া থাকে। অতএব ভগবদ্‌গুণানুবাদের সাধ্যত্ব, সাধনত্ব তথা সর্ব্বসেব্যত্ব কথিত হইল। (তোষণী)। ইহলোকে মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী এই তিন প্রকার লোক দেখা যায়। তন্মধ্যে (১) মুক্তগণও ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ গুণানুকীর্ত্তনই ভবরোগের ঔষধস্বরূপ; ইহা (২) মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। শ্রীহরির গুণানুবাদ, শ্রবণ ও মনের তৃপ্তি সাধন করে, সুতরাং ইহা (৩) বিষয়িগণেরও পরম বিষয়-স্বরূপ। উত্তম-শ্লোকের গুণ বলিতে ভগবানে ভক্তবাৎসল্যাদি-গুণ, অথবা উত্তমশ্লোক যুধিষ্ঠিরাদি ভগবদ্ভক্তগণের মহিমা সূচিত হয়। অনুবাদ-শব্দের অর্থ,—কীর্ত্তন, আখ্যায়িকা বা শ্রবণ। কেননা শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণে আগ্রহবশতঃই বক্তার কীর্ত্তনে উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভগবদ্‌গুণানু-কীর্ত্তন ভগবদ্ভক্তিযোগ-রূপ পরমপুরুষার্থ প্রদান করে বলিয়া মুক্তগণের;—সংসার-দুঃখনাশ ও আত্মানন্দলাভের পরম উপায় বলিয়া মুমুক্ষুগণের;—এবং ইন্দ্রিয়-সুখ প্রদান করে বলিয়া বিষয়িগণের সর্ব্বদা সেব্য। তজ্জন্য কাহারও তাহাতে বিরক্তি জন্মে না। যদিও বস্তুর স্বভাব-বশতঃ তাহা মুক্ত ও মুমুক্ষু—উভয়েরই শ্রবণ ও মনের সুখকর হয়, তথাপি মুক্তগণের বিশেষত্ব এই যে—তাঁহারা,—শ্রীমদ্ভাগবতের ৮।৩।২০ (অকিঞ্চন অথবা ভগবচ্ছ-রণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হইয়া ভগবানের মঙ্গলময় অতি অদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন) শ্লোকানুসারে, শ্রীনারদাদির এবং শ্বেতদ্বীপ-বাসী ভক্তগণের ন্যায় প্রায়ই কীর্ত্তনপর; সুতরাং কীর্ত্তন-প্রভাবে তাঁহাদের বাহ্যাভ্যন্তর আনন্দরসে নিমগ্ন থাকে। মুমুক্ষুগণ কেবল মুক্তি কামনা করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের বাহ্য কর্ণেন্দ্রিয়ের বা মনের আনন্দলাভের অপেক্ষা নাই। বিষয়ীদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের অপেক্ষা আছে; শ্রবণের দ্বারাই তাহাদের সেই ইন্দ্রিয়-সুখ লাভ হয়; বিষয়াসক্তি ও লজ্জাদি-বশতঃ তাহারা কীর্ত্তন করিতে পারে না। অথবা সম্যক্ কীর্ত্তনদ্বারা মুক্তগণের আপনা হইতেই শ্রবণ ও মনের তৃপ্তি সাধিত হয়। ভবরোগের একমাত্র ঔষধ-স্বরূপ বলিয়া মুমুক্ষুগণ ভগবানের কথা কীর্ত্তন, শ্রবণ ও স্মরণ করেন; তাহাতেই তাঁহাদের বাগিন্দ্রিয়, শ্রোত্রেন্দ্রিয় ও চিত্তেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয় এবং পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে বিষয়িগণ কেবল শ্রবণদ্বারাই কর্ণেন্দ্রিয় ও চিত্তেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভ করেন; যদ্যপি তাঁহারাও কখন কীর্ত্তন দ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করেন, তথাপি পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রবণ-প্রভাবেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি এস্থলে শ্রবণেরই গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তনের সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব প্রদর্শিত হইল; অতএব উহা সর্ব্বদা সর্ব্বজীবের সেব্য। কে উহা হইতে বিরত হইবে? "পুমান্" অর্থাৎ পুরুষ বলিতে সর্ব্বজন অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষ-ক্লীব-সাধারণ বুঝিতে হইবে। দেহে আত্মবুদ্ধি-জনিত শোক যাহা হইতে অপগত হইয়াছে, সেই আত্মাকে যে হনন করে, সে-ই আত্মঘাতী অথবা পশুঘ্ন অর্থাৎ পশুঘাতী ব্যাধ-ভিন্ন কেই বা ভগবদ্‌গুণকীর্ত্তনে বিরত হইবে? পশুঘ্ন ব্যাধ ও বিষয়ী, পশু হননের জন্য নিরন্তর বনে ভ্রমণ করে। তাহারা ইহলোকে ও পরলোকে কেবল মহাদুঃখই ভোগ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখভোগেচ্ছু সৎকর্ম্মী বিষয়ী নহে, অতএব এই শ্লোকে ইহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। (দিগ্‌দর্শিনী)। ক উত্তমঃশ্লোক-গুণানুবাদাৎ ইতি পাঠান্তরং ॥ ৪ ॥

অতিরথ লক্ষণং মহাভারতে একাদশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতিস্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তো-ঽতিরথস্তু স ইতি (তোষণী)॥ ৫ ॥

মায়ামনুষ্যস্য—১। মায়াবশতঃ মনুষ্যের নিকট প্রাকৃত মনুষ্যরূপে যাঁহার প্রতীতি, বস্তুতঃ স্বয়ং মনুষ্যের ন্যায় লীলাভিনয় করিলেও তিনি প্রকৃতিগত ধর্ম্মের অতীত। অথবা মনুষ্যরূপে প্রকাশকারিণী

মায়াশক্তিবিশিষ্ট হইয়াও মনুষ্যলোকের অতীত যিনি তাঁহার, কিম্বা 'মায়া'-শব্দে 'দয়া' ও 'দম্ভ' অর্থাৎ যিনি ছলক্রমে বা কৃপা-পূর্ব্বক মনুষ্য-শরীর নিত্য প্রকট করিয়াছেন তাঁহার অথবা 'মায়া'-শব্দে জ্ঞান, সেই জ্ঞানময় অবস্থাতেও যিনি নররূপেই প্রকাশ পান, তাঁহার। (তোষণী); ২। স্বরূপভূত মায়ানাম্নী নিত্যশক্তিযুক্ত নরাকৃতি পুরুষের (চক্রবর্ত্তী); ৩। প্রচ্ছন্ন নরাকৃতি-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের (বীররাঘব); ৪। জীবের বুদ্ধি-বৃত্তির আবরণ-কারিণী মায়াশক্তি-প্রভাবে যাঁহাতে পুরুষোত্তম-বুদ্ধি আবৃত হইয়া মনুষ্য-বুদ্ধির উদয় করায়, যিনি জ্ঞানের একমাত্র বিষয়, সেই মনুষ্যরূপী ভগবানের (বল্লভাচার্য্য)। ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, সেই সাধুগণকে ভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে অমৃত অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন, আবার যাঁহারা সেরূপ নহেন, তিনি তাদৃশ বহির্দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে কালরূপে মৃত্যু প্রদান করেন। অথবা শ্রবণাদিদ্বারা ভগবানের নিত্য রাম-নৃসিংহাদি রূপ ভক্তদিগের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। ভগবান্ সেই সাধুদিগের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে পরমানন্দ প্রদান করেন, আবার বাহিরে কালস্বরূপে যমাদিদ্বারা অসাধুগণকে নানাবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অথবা পুরুষ অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে 'অমৃত্যু' অর্থাৎ সংসার-নিবৃত্তি-লক্ষণ মুক্তি প্রদান করেন। 'কাল'-শব্দের অর্থ শ্যামবর্ণ (কৃষ্ণ, নীলাসিত-শ্যাম-কাল-শ্যামল-মেচকাঃ ইত্যমরঃ)। কাল অর্থাৎ স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ শ্রীরঘুনাথাদি মুখ্য অবতার-স্বরূপে অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দ প্রদান করেন। (তোষণী)। দেহধারী অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন সুতরাং এইরূপ পুরুষগণের মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ঘট। কিন্তু ভগবান্ কোন নিয়ম বা বিধির অধীন নহেন। তাঁহার ইচ্ছায় ভীষ্মাদি স্বেচ্ছা-প্রয়াণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও অনায়াসে প্রয়াণ সংঘটিত হইল। আবার কেহ বা ভগবদ্দ্বেষী সুতরাং তাহাদের মুক্তি সহজ নহে, কিন্তু ভগবদিচ্ছায় কংসাদি ভগবদ্দ্বেষিগণেরও মুক্তি লাভ হইল; এমন কি পূতনাও ধাত্রীগতি লাভ করিল। ভগবানের এতাদৃশ প্রভাব ও তাঁহার স্বচ্ছন্দ চরিত আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন। ভগবান্ অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে ও বাহিরে কালরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অন্তর্বাহ্য দ্বিবিধরূপ তাঁহার স্বেচ্ছানুসারেই সম্পাদিত হয়। সেই নরাকৃতি পরমব্রহ্মকে 'প্রাকৃত মনুষ্য' বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ 'মায়া'। এই জন্যই এই শ্লোকে তাঁহাকে 'মায়ামনুষ্য বলিয়াছেন। (শ্রীজীব) ॥ ৭ ॥ "মু"= মুক্তিসুখ, "কু"—কুৎসিত যাহা হইতে এইরূপ অর্থবশতঃ "মুকু" পদে 'প্রেমানন্দ'; তাহা দান করেন যিনি, তিনিই 'মুকুন্দ'। অতএব তাঁহার ব্রজে গমন সঙ্গত এ বিষয়ে তিনি কি হেতু ছল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহাই প্রশ্নের তাৎপর্য্য। (তোষণী) ॥ ৯ ॥

"কেশব"—এই স্থলে "ক"পদে ব্রহ্মা, "ঈশ"পদে মহাদেব। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা এই দুইজনকে ব্যাপ্ত করেন, তিনিই কেশব। অথবা ঐ দুইজন যাঁহার সেবকরূপে বর্ত্তমান এই অর্থে "অস্ত্যর্থ" "ব" প্রত্যয়দ্বারা 'কেশব' এই পদ নিষ্পন্ন হওয়ায় তাঁহার পরমেশ্বরত্ব কথিত হইল। (তোষণী) ॥ ১০ ॥ মতিরিতি পাঠান্তরং ॥ ১৫ ॥ দেবতাগণ ত্রিলোচনের সহিত ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করিয়া সমাহিত চিত্তে পুরুষসূক্তদ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন—এই বাক্যে দেবতাগণ ক্ষীরসমুদ্রের তীরে মাত্র গমন করিয়াছিলেন, শ্বেতদ্বীপ-সংজ্ঞক ভগবদ্ধামে গমন করিতে পারেন নাই, ইহাই সূচিত হইতেছে। কেননা, ভগবদ্ধামে দেবতাদিগেরও প্রবেশাধিকার নাই। এই সকল কথা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে স্থানে স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে, তজ্জন্যই এইরূপ ব্যাখ্যা জানিতে হইবে। প্রথমতঃ গোলোকাধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবাখ্য শ্রীকৃষ্ণ, ইনি চতুর্ব্যূহের অন্যতম প্রথম ব্যূহ। তাঁহার দ্বিতীয় ব্যূহ সঙ্কর্ষণ। সঙ্কর্ষণের অংশাংশ প্রথম পুরুষ মহত্তত্ত্বের স্রষ্টাকারণার্ণবশায়ী। চতুর্থ ব্যূহ অনিরুদ্ধের অংশ গর্ভোদকশায়ী পুরুষ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড কারণার্ণবশায়ী পুরুষের রোমকূপে গবাক্ষগত পরমাণুর ন্যায় অবস্থান করে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পুরুষও অনিরুদ্ধাখ্য গর্ভোদকশায়ী। এই গর্ভোদকশায়ী অনিরুদ্ধ তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্নের অংশ। প্রদ্যুম্নের অংশাংশ ক্ষীরোদশায়ী

পুরুষ। ইনি ব্যষ্টিজীব-অন্তর্য্যামী। পরমগোলোক-মধ্যবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন। এখানে পুরুষ শব্দের প্রয়োগ মহৎস্রষ্টা কারণার্ণব-শায়ী পুরুষ হইতে ভিন্ন তদীয় অংশাংশ ক্ষীরোদ-শায়ী ভগবানের উদ্দেশ্যে বুঝিতে হইবে। 'পুরুষ-সূক্তের দ্বারা উপাসনা করিলেন' অর্থে ভক্তি দ্বারা তুষ্ট করিয়াছিলেন।

বৃষাকপিম্—১। যিনি সর্ব্বপ্রকার কামনা পূরণ এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশকে সর্ব্বতোভাবে কম্পিত বা মর্দ্দিত করেন। (তোষণী ও চক্রবর্ত্তী); ২। শ্রীমহাবিষ্ণু (বীররাঘব); ৩। বৃষ অর্থে যজ্ঞাদি-রূপ ধর্ম্ম, তাহা অনুষ্ঠান না করিয়াও যিনি স্বর্গাদি সুখস্বরূপ যজ্ঞ-ফল ভোগ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্ব যজ্ঞাদির ফলভোক্তা যজ্ঞেশ্বর। (বল্লভাচার্য্য) ॥ ২০ ॥ "পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথ স্বয়ংই বসুদেব-গৃহে প্রাদুর্ভূত হইবেন"—এই বাক্যদ্বারা অন্যান্য জীবের ন্যায় ভগবান্ পিতার ঔরসজাত নহেন, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। "স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইবেন"—এই বাক্যে তাঁহার অংশ-অবতারত্ব নিরস্ত হইয়াছে। (তোষণী)।

প্রিয়ার্থং—১। পরিচর্য্যাদির দ্বারা (ভগবানের) প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত অথবা ভগবৎপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণী রাধিকাদির দাস্য লাভের নিমিত্ত। (তোষণী)। ২। তৎপ্রিয়গণের সহিত সখ্য-বিধানের জন্য। (চক্রবর্ত্তী)। ৩। সেবার্থ। (বল্লভাচার্য্য) ॥ ২৩ ॥ ১০।১।২৩ শ্লোকের পর শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্য এই শ্লোকটী অধিকরূপে স্বীকার করিয়াছেন,—

"ঋষয়োঽপি তদাদেশাৎ কল্প্যন্তাং পশুরূপিণঃ।
পয়োদানমুখেনাপি বিষ্ণুং তর্পয়িতুং সুরাঃ॥"

[**অন্বয়**—(হে) সুরাঃ, (হে দেবাঃ,) ঋষয়ঃ অপি (দেবর্ষয়শ্চ) তদাদেশাৎ (তস্য বিষ্ণোরাজ্ঞায়াঃ) পয়োদানমুখেন অপি (দুগ্ধপ্রদানদ্বারা) বিষ্ণুং (ভগবন্তং) তর্পয়িতুং (সুখয়িতুম্ ইত্যর্থঃ) পশুরূপিণঃ (গোরূপধারিণঃ সন্ত) কল্প্যন্তাং (জায়ন্তাম্)।

অনুবাদ—হে দেবগণ, ঋষিসকলও বিষ্ণুর আদেশ-অনুসারে দুগ্ধপ্রদানাদি কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎ-পাদনের জন্য গোরূপে জন্মগ্রহণ করুন] ॥ ১০।১।

—৬

২৪ শ্লোকের কৃষ্ণসন্দর্ভোদ্ধৃত ব্যাখ্যা—বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদাচার্য্যগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকে আবেশাবতার শেষের আবির্ভাব বলিয়াছেন। তাহার প্রতিপক্ষে শ্রীল জীবগোস্বামী কৃষ্ণসন্দর্ভে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রীবসুদেবনন্দনবাসুদেবের কলা—প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব স্বয়ংই অর্থাৎ অন্য-অপেক্ষা-রহিত। সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া তিনি 'সঙ্কর্ষণ' নহেন। এইজন্য 'স্বরাট্' শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ স্বরাট্ অর্থে যিনি নিজ-প্রভাবে বিরাজমান। অতএব স্বরাট্-হেতু তিনি অনন্ত অর্থাৎ দেশকালাদি সীমা-রহিত। অতএব মায়া-কর্ত্তৃক গর্ভসময়ে তাঁহার আকর্ষণ যুক্তিযুক্ত নহে; কেননা, পূর্ণ স্বরূপের আকর্ষণ সম্ভবপর নহে। ভগ-বানের অকুণ্ঠ-ইচ্ছাত্মিকা চিচ্ছক্তিদ্বারা আবিষ্ট হই-য়াই মায়া এই কার্য্য করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন। মায়া যে চিচ্ছক্তিতে আবিষ্টা হইয়াছিলেন, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে—বিষ্ণুমায়া ভগবতী শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া অংশ-সহ দেবকীর গর্ভাকর্ষণ প্রভৃ-তির জন্য মায়ার সহিত মিলিতা হইবেন। মায়ার সহিত যোগমায়া মিলিতা হইয়াছিলেন বলিয়া যোগ-মায়ার নাম 'একানংশা'। কেহ কেহ 'একানংশা' শব্দের অর্থে অখণ্ডস্বরূপা—এইরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি সঙ্কর্ষণ তিনিই শেষ নামক সহস্রবদন হইয়া-ছেন, যথা শ্রীযমুনাদেবীর বাক্য— হে রাম, হে মহা-বাহো, হে জগৎপতে, যাঁহার একাংশদ্বারা জগৎ বিধৃত আছে, আমি সেই তোমার বিক্রম জানি না। এই বাক্যের অর্থ এই প্রকার—'একাংশ—শেষ নামক অংশ'—শ্রীস্বামিটীকা। অন্যথা—'শ্রীবলদেব অবয়ব-বিশেষদ্বারা জগৎ ধারণ করেন',—এরূপ অর্থ সঙ্গত হইলে 'যস্য একাংশেন' অর্থাৎ যাঁহার একাংশের দ্বারা ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগের পরিবর্ত্তে 'যেনৈকাংশেন'—যিনি এক অংশের দ্বারা ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ-পূর্ব্বক 'যৎ' শব্দের কর্ত্তৃত্ব-নির্দ্দেশে ব্যাখ্যা সঙ্গত হইত। শ্রীবলদেব সঙ্কর্ষণের অবতার—এইরূপ অর্থান্তর-প্রতীতি নিরাস-কল্পে মহাবিজ্ঞ শ্রীধরস্বামী সম্বন্ধ-বোধক 'যস্য' পদের অর্থের সঙ্গতি রাখিয়া 'একাংশেন' পদের অর্থ করিয়াছেন। একাংশে—শেষ নামক অংশে; অতএব শ্রীশেষেরই জগদ্ধারণ

কার্য্যের মুখ্য-কর্ত্তৃত্ব প্রতীত হইতেছে। ঔপচারিক-ভাবে বা গৌণভাবে নহে। অতএব বলদেব পৃথ্বী-ধারী অনন্তের অবতার নহেন, কিন্তু শেষই বলদেবের স্বাংশাবতার—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল॥ ২৪॥ "যোগ-মায়া ভগবতী" ইতি বিজয়ধ্বজধৃত পাঠম্।

কার্য্যার্থে—১। দেবকীগর্ভাকর্ষণ, যশোদা-মোহনাদি কার্য্যের নিমিত্ত (শ্রীধর ও শ্রীশুকদেব); ২। যশোদা মোহনাদি কার্য্য অতিশয় সুগোপ্য, সুতরাং তাহা স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। "কার্য্যের নিমিত্ত" এই বাক্যে যশোদা-মোহনাদি-কার্য্যই সঙ্কেতে কথিত হইয়াছে। (তোষণী); ৩। প্রয়োজনার্থ। (বীররাঘব)। লীলাপরিকর ভগবদ্ভক্তগণের ও কংসাদি ভক্তদ্বেষিগণের মোহনার্থ ভগবান্ যোগমায়া এবং জড়মায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "যোগ-মায়াং সমাদিশৎ" অর্থাৎ ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের আদেশে কার্য্যনিমিত্ত যোগমায়া নিজ অংশভূত বহিরঙ্গা মায়ার সহিত উৎ-পন্ন হইবেন। "যয়া সম্মোহিতং জগৎ" অর্থাৎ "যাহার দ্বারা জগৎ মুগ্ধ হয়"—এই বাক্যে যোগ-মায়ার অংশভূতা জড়মায়াদ্বারাই জগৎ মুগ্ধ হয়, বুঝিতে হইবে। অথবা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতভেদে জগৎ দুই প্রকার। যোগমায়া স্বয়ংই অপ্রাকৃত জগৎকে এবং নিজ অংশভূতা জড়মায়াদ্বারা প্রাকৃত জগৎকে মোহিত করিয়া থাকেন। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সংবাদে জড়মায়াকে যোগমায়ার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা,—"সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটীই পরাশক্তি আছে ; তাহাই স্বরূ-পাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণু-স্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞান-মাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেম-সর্ব্বস্ব-স্বভাবা হ্লাদিনী শক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায় ; কিন্তু ইঁহার 'মহামায়া' নামে একটী আবরণী শক্তি আছে, তাহার দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহা-ভিমানী ব্যক্তি মুগ্ধ হইতেছে।" "কার্য্য" দুই প্রকার —যোগমায়ার কার্য্য ও জড়মায়ার কার্য্য। দেবকীর সপ্তম গর্ভাকর্ষণ, তথা যশোদাকে নিদ্রাভিভূতা করা যোগমায়ার কার্য্য, কারণ তাদৃশ সিদ্ধভক্তে জড়মায়ার প্রভাব ক্রিয়া করিতে পারে না। জড়মায়া নিজ নিয়ন্তা বলভদ্রকে দেবকীগর্ভ হইতে আকর্ষণ করিয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিতে সমর্থা নহে। দেবকী-কন্যারূপে কংস-বঞ্চনাদি-কার্য্য জড়মায়ার, যোগ-মায়ার নহে। কারণ এতাদৃশ দুষ্ট লোকদিগকে যোগমায়া স্পর্শ করেন না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীতে ১১শ অধ্যায়ে জড়মায়া স্বয়ং বলিয়া-ছেন,—"বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ যুগ উপস্থিত হইলে আমি নন্দগোপের আলয়ে যশোদার গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিব এবং বিন্ধ্যাচলবাসিনী হইয়া আমি সেই দুইজনকে নাশ করিব।" রাসাদি ভগবল্লীলা সম্পাদনার্থ ভগবৎপ্রেয়সীগণের পতি, শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয়গণের মোহন যোগমায়ার কার্য্য, জড়মায়ার নহে ; "যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" এই ভাগবত-বচনই ইহার প্রমাণ। শাল্বাদি অসুরগণ এবং দুর্য্যোধনাদি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ ভগবানের গরুড়বাহন বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও ইনি ঈশ্বর নহেন, এই-রূপ বুদ্ধিতে মোহিত হইয়াছিল—এইরূপ মোহন-কার্য্য জড়মায়ারই জানিতে হইবে। শাল্বাদি ধৃষ্ট যাদব বিমোহন-ক্রিয়াও জড়মায়ার। এক্ষণে বিমুখ-মোহন-ক্রিয়া জড়মায়ার এবং উন্মুখ-মোহন-ক্রিয়া যোগমায়ার, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। চিন্ময়ধামের বাৎসল্যরসের পরম রসিক নন্দযশোদাদির বরুণ-লোক বা বিশ্বরূপ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যদর্শনান্তেও বাৎসল্যাদি ভাবাধিক্য-প্রযুক্ত যে সম্ভ্রম-জ্ঞান আচ্ছাদিত হইতে দেখা যায়, উহা যোগমায়া বা জড়মায়ার কার্য্য নহে, কিন্তু উহা প্রেমেরই স্বভাব। (চক্রবর্ত্তী)॥ ২৫॥

শূরসেনাংশ্চ—'শূরসেন' নামে প্রসিদ্ধ দেশসমূহ। কার্ত্তবীর্য্য-পুত্র শূরসেন যে সকল দেশ ভোগ করিয়া-ছিলেন, সেই সকল দেশ তাঁহার নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। (তোষণী)।

মথুরা—মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন যেন বা। তৎসারভূতং যদ্‌যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে॥ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অথবা শব্দের সমুচ্চয়ার্থ বা মুক্ত-প্রগ্রহ-বৃত্তিযোগে ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ ভগবদ্ভক্তি-যোগ, তদ্দ্বারা সর্ব্ব জগৎকে মথন করেন এবং যথায় স্বয়ং ভগবান্-ব্রজেন্দ্রনন্দন-শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠ বলিয়া ভক্তি ও জ্ঞানের সার বর্ত্তমান, সেই স্থানই 'মথুরা'

নামে অভিহিত হয় ; কিম্বা মথ্নাতি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ইতর জ্ঞান খণ্ডন করেন বলিয়া 'মথুরা'। (তোষণী) ॥ ২৭ ॥ "যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" অর্থাৎ যে স্থানের নিকটে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন, 'নিত্য'শব্দ প্রয়োগদ্বারা মথুরাদি ভগবদ্ধামেরও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। ভগবদ্ধাম কালদোষে অন্য স্থানের ন্যায় অন্তর্হিত হন না। (তোষণী)। "নিত্য সন্নিহিতঃ" অর্থাৎ ভগবান্ মাথুর মণ্ডলে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন—এই বাক্যের দ্বারা স্বয়ংভগবান্ পরিপূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়ধামে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এরূপ নহে। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপ হইতে অংশাবতারগণ আসিয়া তাঁহাতেই মিলিত হন, লীলান্তে তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করিয়া থাকেন। সুতরাং অন্যান্য অবতারগণ বৈকুণ্ঠ হইতেই অবতীর্ণ হন, ইহাও সূচিত হইল। (চক্রবর্ত্তী) ॥ ২৮ ॥ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন,—ইহার তাৎপর্য্য—ভগবান্ শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন এই আনন্দে শ্রীশুকদেবের হৃদয়ে বাৎসল্যভাবের উদ্দীপন হওয়ায় তিনি স্নেহবশে পরীক্ষিৎকে 'তাত' বলিয়া সম্বোধন করিলেন। (তোষণী) ॥ ৩৩ ॥ গর্ভঃ—অর্ভকঃ ; তথা চ বিশ্বঃ—"গর্ভো ভ্রূণে অর্ভকে কুক্ষাবিত্যাদি।" (তোষণী) ॥ ৩৪ ॥ কংস দেবকীহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে বসুদেব তাহাকে সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণকীর্ত্তন—এই পঞ্চপ্রকার সাম এবং ইহ ও পরকালে ভয়—এই যুক্তি সহ দ্বিবিধ ভেদ দেখাইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ 'বীরগণ তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন' এই বাক্যে গুণকীর্ত্তন, 'ভোজবংশের যশোবর্দ্ধনকারী' এই বাক্যে সম্বন্ধ, 'তোমার ভগিনী' এই বাক্যের দ্বারা অভেদ, 'তুমি কি প্রকারে তাহাকে হনন করিবে' এই বাক্যে স্ত্রী-হত্যা হইতে নিবৃত্তিজন্য যশোলাভ এবং 'উদ্বাহ' এই বাক্যের দ্বারা উপকার, এই বিবাহোৎসবে তুমি তোমার ভগ্নীকে বিনাশ করিলে ইহকালে নিন্দা ও পরকালে নরকভোগ হইবে এই দুই প্রকার ভেদ ও পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার সাম দর্শন করাইয়া কংসকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ বিপরীত অর্থাৎ শ্লাঘনীয় গুণ বলিতে যশস্বিগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট অথবা শূরগণই তোমার গুণের প্রশংসা করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ অথবা সাধুগণ তোমার গুণের প্রশংসা করেন না। ভোজ অর্থাৎ ভোগের দুষ্ট ইহা তোমার খ্যাতি অথবা ভোজ শব্দে কলহ, তাহার আধিক্য তোমাতে দৃষ্ট হয় বলিয়া তুমি ভোজ-যশস্কর। (চক্রবর্ত্তী ও তোষণী) ॥ ৩৭ ॥ দীন বৎসল—এই শ্লোকে বসুদেব নৃশংস কংসকে 'দীনবৎসল' বলিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উগ্রসেন বা দেবক যখন বিপ্রগণকে গো প্রদান করিবার নিমিত্ত কংসকে আদেশ করিতেন, তখন সে তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিবার জন্য মৃতপ্রায় অকর্ম্মণ্য বৎস দান করিত বলিয়া কংসকে 'দীনবৎসল' বলিতেছেন অথবা রাজকরের বিনিময়ে দীনহীন প্রজাদিগের নিকট হইতে গো-বৎস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত, তজ্জন্যও তাহাকে 'দীনবৎসল' বলা যাইতে পারে ॥ ৪৫ ॥ কংসের হস্ত হইতে দেবকীর মৃত্যু প্রতিকার-বিষয়ে নিজ বলপ্রয়োগ বিফল, কিন্তু কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে—বসুদেব ইহাই ধারণা করিয়াছিলেন। (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৪৮ ॥ কংস সুহৃদ্-বধে নিবৃত্ত হইল ; এই স্থলে 'ভগিনী-বধে' না বলিয়া 'সুহৃদ্-বধে' বলা হইয়াছে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবকী কংসের পিতব্য-কন্যা সুতরাং 'সুহৃদ্' বলাতে দেবকীর সহিত কংসের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ—ইহাই ব্যক্ত হইতেছে, অথবা সুহৃদ্ অর্থাৎ শোভন হৃদয় যাহার, দেবকীর নিষ্কপটতা ও চিত্তের নির্ম্মলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে 'সুহৃদ্' বলা হইয়াছে। আর কংস সুহৃদ্-বধে বিরত হওয়ায় অন্যান্য সুহৃদ্-বধেও নিবৃত্ত হইল, কারণ কংস যদি দেবকীকে বধ করিত তাহা হইলে দেবকীর পিতা প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধ হইত এবং তাহাতে বহু সুহৃদের প্রাণ নাশ হইত। (তোষণী) ॥ ৫৫ ॥ হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা নামে বিখ্যাত ষড়্গর্ভ নামক দানবগণ কালনেমির পুত্র ; ইহারা সুরগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও সমরবিশারদ। পুরাকালে এই ষড়্গর্ভ নামক অসুরগণ পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে

পরিত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যাদ্বারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহারা বলিল,—হে ব্রহ্মন্, যদি আপনি বরপ্রদ হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমরা, দেবতা, মহোরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বপতি, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ এবং তপস্যানিরত পরমার্থিগণেরও অবধ্য হইতে পারি এইরূপ বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা তাহাদের অভিপ্রায় মত তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাহাদিগের এইরূপ বরলাভ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সহকারে তাহাদিগকে বলিল—"তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ নাই, 'তোমাদের পিতাই তোমাদিগকে বধ করিবে'। তোমরা ছয় জনেই দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে এবং তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই কংসই তোমাদিগকে হত্যা করিবে।" হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহারা দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমির অবতার কংসের হস্তে নিহত হয়। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়) অতএব তোষণী টীকানুসারে 'কীর্ত্তিমান্' নামটী দেবকীপুত্রের তৃতীয় জন্মগত। প্রথম জন্মে ইনি মরীচিপুত্র 'স্মর' নামে অভিহিত ছিলেন। এই স্মরই দ্বিতীয় জন্মে কালনেমির পুত্র ছিলেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগ শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থপাদ এই শ্লোকটী অধিকরূপে স্বীকার করিয়াছেন—

অথ কংসমুপাগম্য নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ।
একান্তমুপসঙ্গম্য বাক্যমেতদুবাচ হ ॥

অন্বয়— অথ (অনন্তরং) ব্রহ্মনন্দনঃ (ব্রহ্মণো মানসপুত্রঃ) নারদঃ কংসম্ উপাগম্য (তৎসমীপমাগত্য) একান্তম্ (নির্জ্জনং স্থানম্) উপসঙ্গম্য (প্রাপয্যিত্বা চ) এতৎ (বক্ষ্যমাণং) বাক্যম্ উবাচ হ (কথয়ামাস কিল) ॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মার মানসপুত্র শ্রীনারদ কংসের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নির্জ্জনে এই বাক্য বলিয়াছিলেন। মুনিবর নারদ সুরলোক হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক মথুরার উপবনে উপস্থিত হইয়া কংসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন, সেই দূত রাজসমীপে তদীয় আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অসুরবর কংস নারদের আগমন-সংবাদ শ্রবণে হর্ষান্বিত হইয়া অতি সত্বর স্বপুর হইতে নির্গত হইলেন এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী নিষ্পাপ অতিথি ব্রহ্মর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন। কংস দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন ও যথাবিধি পূজা করিয়া উপবেশনার্থ অগ্নিবর্ণ সুবর্ণনির্ম্মিত আসন আনাইয়া দিলেন। দেবরাজের সখা মুনিবর নারদ আসনে উপবিষ্ট হইয়া উগ্রসেননন্দন কংসকে কহিলেন,—হে বীর, তুমি ত' বিধিমত আমার যথোচিত পূজা করিয়াছ এখন আমি যাহা বলিতেছি তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। হে তাত, আমি নন্দনকানন, চৈত্র-রথ-বন তথা ব্রহ্মপুরাদি স্বর্লোক সকল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যসখ বিপুল সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ অনেকেই আমার সহগামী হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই অনেক সুতীর্থ অতিক্রম করিয়া ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা দিব্য গঙ্গাকে দর্শন করিলাম। একদা ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া সেই সুমেরুশিখরে সভা করিলে আমি স্বর-সংযোজিত বীণা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, তাঁহারা নিজ অনুচরগণের সহিত তোমারই নিদারুণ বধোপায়ের বিষয় মন্ত্রণা করিতেছেন। হে কংস! মথুরাতে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী আছে; তাঁহার অষ্টম গর্ভ হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে। (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ১ম অ ২—১৬ শ্লোক)।

দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট ভগবানের অবতার-বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নহে; কারণ দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা জীবের হিতের নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন। ভগবান্ শীঘ্র আবির্ভূত হইলে দৈত্যতাড়িত দেবকুলের আনন্দ হইবে, তিনিও আপনার অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন। কংসকে ভগবানের দ্বারা নাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান করাইবেন এবং যে সকল কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাব বিষয়ে নিশ্চয়ত্ব জ্ঞাপন

করিয়া তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনপূর্ব্বক আনন্দ-বিধান প্রভৃতি বহুবিধ মুখ্য কারণে দেবর্ষি নারদ, কংসকে নিগূঢ় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। (চক্রবর্ত্তী) ॥ ৬২ ॥ শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্যকৃত ভাগবত-চন্দ্র-চন্দ্রিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকার্দ্ধটী অধিকরূপে দেখা যায় ;—

অসুরাঃ সর্ব্ব এবৈতে লোকোপদ্রবকারিণঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের অন্বয়, অনুবাদ, বিশ্বনাথ, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

প্রলম্ববকচাণূরতৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ ।
মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদ-পূতনাকেশিধেনুকৈঃ ॥ ১॥
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কংস-বিনাশার্থ দেবকীর গর্ভে শ্রীহরির প্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণের গর্ভগত শ্রীহরির বন্দন ও দেবকীকে সান্ত্বনাদান বর্ণিত হইয়াছে।

কংস জরাসন্ধের আশ্রয়ে তথা প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, বাণ ও ভৌম প্রভৃতি অসুরদিগের সাহায্যে যদুগণের নির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহারা পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করিলেন। কয়েকজন মাত্র কংস-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন।

কংস ষড়্গর্ভাবতার দেবকী-পুত্র ছয় জনকে বিনষ্ট করিলে শ্রীসঙ্কর্ষণ দেবকীর সপ্তম গর্ভরূপে প্রকটিত হইলেন। এদিকে স্বয়ং ভগবান্ দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট অনন্তদেবকে আকর্ষণ করিয়া রোহিণী-গর্ভে স্থাপন করিবার জন্য যোগমায়াকে আদেশ করিলেন এবং অচিরেই ভগবান্ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন এবং যশোদার গর্ভে মায়াদেবীর আবির্ভাব হইবে ইহাও তাঁহাকে (যোগমায়াকে) জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান্ ও মায়া—উভয়ের আবির্ভাবে কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত হন। শাক্তগণ মায়াকে দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডিকা প্রভৃতি ভাবানুযায়ী নামসকল প্রদান করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের আদেশে যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীতে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া দেবকীর সপ্তম গর্ভে মূল-'সঙ্কর্ষণ', শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লোকের রতি উৎপাদন করেন বলিয়া রাম এবং বলাধিক্য হেতু 'বলভদ্র' নামে অভিহিত হন। যোগমায়া ভগবদাদেশে দেবকীর গর্ভাকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর উদরে স্থাপিত করিলে ভগবান্ বসুদেবের চিত্ত হইতে দেবকীর অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ভগবদাবির্ভাব বশতঃ দেবকীর দেহ তেজোময় হইয়া উঠিল, তদ্দর্শনে কংসের মনে ভীতির সঞ্চার হইলেও সে বিবেকাবলম্বনপূর্ব্বক দেবকীর কোন অনিষ্ট না করিয়া প্রতিকূলভাবে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে চিন্তা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবতাগণ, ভগবান্, জীব ও মায়া—এই ত্রিসত্যের মধ্যে ভগবানের নিত্য সত্যত্ব, দেহ হইতে জীবাত্মার ও জীবাত্মা হইতে পরমাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব, ভগবানের স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব অবতার-সমূহের বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ত্ব, শরণাগত ভক্তের মহত্ত্ব ও অশুদ্ধ চিত্ত জীবন্মুক্তাভিমানীর পরিণাম, ভক্তের নির্ভয়ত্ব, ভগবদবতারের প্রয়োজনত্ব প্রতিপাদক জ্ঞান-গর্ভ বাক্যদ্বারা দেবকীগর্ভগত ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ, (পরীক্ষিতং প্রতি কথয়ামাস) মাগধসংশ্রয়ঃ (মগধনৃপতের্জরাসন্ধস্য

আশ্রিতঃ) বলী (পরাক্রান্তঃ কংসঃ) প্রলম্ববকচাণূর তৃণাবর্ত্ত-মহাশনৈঃ (প্রলম্বশ্চ বকশ্চ চাণূরশ্চ তৃণাবর্ত্তশ্চ মহাশনঃ অঘাসুরশ্চ তৈঃ) মুষ্টিকারিষ্টদ্বিবিদপূতনাকেশিধেনুকৈঃ (তত্তন্নামকৈঃ অসুরৈশ্চ) বাণভৌমাদিভিঃ (বাণনরকাসুরপ্রভৃতিভিঃ) অন্যৈঃ চ (অপরৈশ্চ) অসুরভূপালৈঃ (দানবরাজৈঃ) যুতঃ (মিলিতঃ সন্) যদূনাং (যাদবানাং) কদনং (পীড়নং) চক্রে (অকরোৎ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন, (হে মহারাজ পরীক্ষিৎ) মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত পরাক্রান্ত কংস, প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদবদিগকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ভং সঙ্কার্ষ্য রোহিণ্যাং দেবক্যা যোগমায়য়া। তস্যাঃ কুক্ষিং গতঃ কৃষ্ণো দ্বিতীয়ে বিবুধৈঃ স্তুতঃ ॥ ০ ॥

যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ইত্যুক্তং তমেব বিরোধং প্রপঞ্চয়তি প্রলম্বেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। মহাশনোঽঘাসুরঃ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগমায়ার দ্বারা দেবকীর গর্ভ আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর উদরে স্থাপন এবং দেবকীর গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে দেবগণের বন্দন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

কংস যদুগণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিলেন, এই প্রথম অধ্যায়োক্ত বিরোধকেই বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছেন—'প্রলম্ব' ইত্যাদি সার্দ্ধ তিনটি শ্লোকে। 'মহাশনঃ'—অঘাসুর ॥ ১-২ ॥

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরুপঞ্চালকেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥৩

অন্বয়ঃ—তে (যাদবাঃ) পীড়িতাঃ (অসুরৈঃ উপদ্রুতাঃ সন্তঃ) কুরুপঞ্চাল-কেকয়ান্ (কুরবশ্চ পঞ্চালাশ্চ কেকয়াশ্চ তান্ দেশান্) শাল্বান্ (শাল্বদেশান্) বিদর্ভান্ (বিদর্ভদেশান্) নিষধান্ (নিষধদেশান্) বিদেহান (বিদেহদেশান্) কোশলান্ অপি (কোশলদেশান্ চ) নিবিবিশুঃ (আশ্রিতবন্তঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—সেই সকল যাদব অসুরকুলদ্বারা উপদ্রুত হইয়া কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ এবং কোশল-প্রদেশ-সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ॥ ৩ ॥

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥ ৪ ॥
সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—একে (কতিপয়ে চ) জ্ঞাতয়ঃ (বান্ধবাঃ) তং (কংসং) অনুরুন্ধানাঃ (অনুসৃতাঃ) পর্য্যুপাসতে (আরাধয়ামাসুঃ) (অথ) ঔগ্রসেনিনা (উগ্রসেনসুতেন কংসেন) দেবক্যাঃ ষট্‌সু বালেষু (পুত্রেষু) হতেষু (মারিতেষু সৎসু) যং অনন্তং (সঙ্কর্ষণং চতুর্ব্যূহদ্বিতীয়ং) প্রচক্ষতে (কীর্ত্তয়ন্তি অভিজ্ঞাঃ) তং (প্রসিদ্ধং) বৈষ্ণবং ধাম (কৃষ্ণস্য অংশমিত্যর্থঃ) দেবক্যাঃ হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ (আনন্দময়স্যাবতীর্ণত্বাৎ হর্ষঃ পূর্ব্বগর্ভবৎনাশ-শঙ্কয়া শোকঃ তৌ বর্দ্ধয়তি ইতি) সপ্তমঃ গর্ভঃ বভূব (গর্ভো বভূব ন তু গর্ভে বভূবেতি সপ্তম্যন্ত্যানুক্ত্যা সাক্ষাদেব অবতারত্বং সূচিতম্) ॥৪-৫

অনুবাদ—কতকগুলি জ্ঞাতি কংসের চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। উগ্রসেননন্দন কংস দেবকীর ছয়টী পুত্র বিনাশ করিলে তাঁহার (দেবকীর) হর্ষ ও শোক বর্দ্ধনকারী সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হইলেন। ঐ গর্ভ কৃষ্ণের অংশ বা (শ্রীকৃষ্ণময় ধাম)। অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে (দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ) সঙ্কর্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৪-৫ ॥

বিশ্বনাথ—একেঽক্রূরাদয়ঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠাবন্তঃ তং কংসমনুরুন্ধানাস্তদাজ্ঞাবর্ত্তিনঃ। সপ্তমো গর্ভো বভূব যং গর্ভমনন্তং প্রচক্ষতে। কীদৃশং বৈষ্ণবং ধাম কৃষ্ণস্যাংশমিত্যর্থঃ। সাক্ষাদানন্দস্য কুক্ষিগতত্বাদ্ধর্ষঃ কংসো বধিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা শোকঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একে'—অক্রূর প্রভৃতি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণাবতার দর্শনের উৎকণ্ঠায় কংসের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া মথুরায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। 'সপ্তমঃ গর্ভঃ'—দেবকীর সপ্তম গর্ভ প্রকাশিত হই-

লেন, যে গর্ভকে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'অনন্ত' বলিয়া থাকেন। তাহা কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'বৈষ্ণবং ধাম'—শ্রীকৃষ্ণের অংশ, এই অর্থ। 'হর্ষ-শোক-বিবর্দ্ধনঃ'—সাক্ষাৎ আনন্দময় তাঁহার কুক্ষি-গত বলিয়া হর্ষ এবং কংস পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রের ন্যায় বিনাশ করিবে এই চিন্তায় শোক (দেবকীর যুগপৎ হর্ষ ও শোক বর্দ্ধিত হইল।) ॥ ৪-৫ ॥

তথ্য—'একে'—অর্থে অক্রূরাদি ভক্তগণ (বৈষ্ণব-তোষণী, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি) **"অনুরুন্ধানাঃ"**—চতুর-তার দ্বারা কংসকে বশীভূত করিয়া (বৈষ্ণবতোষণী); অনুবর্ত্তন বা কংসের চিত্তের অনুকূল আচরণ করিয়া (শ্রীধর, শ্রীজীব, বিজয়ধ্বজ, শুকদেব); কংসকে সম্যগ্‌রূপে বেষ্টন করিয়া তাহার সেবকরূপে অব-স্থানপূর্ব্বক (বল্লভ); শ্রীকৃষ্ণাবতার দর্শনোৎকণ্ঠায় বা শ্রীকৃষ্ণাবতার দর্শনরূপ স্বার্থের অপেক্ষায় কংসের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া (চক্রবর্ত্তী ও বৈষ্ণবতোষণী)।

'ধাম'—অর্থে কলা অর্থাৎ অংশের অংশ (শ্রীধর); **'বৈষ্ণবধাম'**—বিষ্ণুতেজ (শ্রীবিজয়-ধ্বজ); 'শ্রীকৃষ্ণময়ধাম'—(তোষণী); বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পুরুষোত্তমের ধাম অর্থাৎ কলা (শ্রীশুক-দেব); কৃষ্ণের অংশ (চক্রবর্ত্তী)। ধাম অর্থে কলা বা অংশ। দেবকীর এক কালে হর্ষ ও শোক হইবার কারণ—আনন্দময় ভগবান্ তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া আনন্দ, আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুত্রকে কংস বিনষ্ট করিয়াছে, ইহাকেও সেইরূপে বিনাশ করিবে এইজন্য শোক, সুতরাং দেবকীর হর্ষ শোক—যুগপৎ উদিত হইয়াছিল, (শ্রীধর) ॥৪-৫॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্গতঃ) ভগবান্ অপি নিজনাথানাং (নিজঃ স্বয়ং ভগবান্ এব নাথঃ আশ্রয়ঃ যেষাং তেষাং ভগবদনুরক্তানামিত্যর্থঃ) যদূনাং (যাদবানাং) কংসজং (কংসনিমিত্তং) ভয়ং বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) যোগমায়াং (যোগঃ ভগবচ্ছক্তিবিশেষঃ স এব ব্রহ্মাদীনামপি মোহনাৎ মায়া তাং জগৎকারণ শক্তিং) সমাদিশৎ (বক্ষ্যমানরূপেণ আজ্ঞাপয়ামাস)॥৬

অনুবাদ—বিশ্বাত্মা ভগবান্‌ও তদনুগত নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া যোগমায়াকে আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণোঽপি যোগ-মায়াং বিমলাদীনাং চিচ্ছক্তিবৃত্তীনাং পঞ্চমীম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবানপি'—এক্ষণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও (নিজাশ্রিত যাদবগণের কংস হইতে ভয়ের বিষয় জানিতে পারিয়া) 'যোগমায়াং' —বিমলাদি চিচ্ছক্তি বৃত্তিসকলের মধ্যে পঞ্চমী বৃত্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন ॥ ৬ ॥

তথ্য—**"ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ং"**—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ তোষণী এই প্রকার করিয়াছেন—ভগবান্—স্বয়ং ভগবান্ নিত্যরূপ শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বাত্মা—সর্ব্বাংশী। ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর অপেক্ষায় 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে অর্থাৎ পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মাদিদেবতাগণের সহিত ক্ষীরোদসমুদ্রে গমন করিয়া অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর স্তব করিলে বিষ্ণু দেববর্গের স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "হে দেববর্গ, তোমরা স্বস্থানে গমন কর, আমি শীঘ্রই বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইব।" সম্প্রতি সেই ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু এবং স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ। বিদিত্বা —বিনা নিবেদনেও কংস হইতে যদুগণের ভয় অব-গত হইয়া তাঁহাদেরও ভীতি অপনোদন করিবার নিমিত্ত। **যোগমায়া**—১। যোগ—ভগবানের শক্তি-বিশেষ, ঐ শক্তি ব্রহ্মাদিরও মোহোৎপাদিকা বলিয়া 'মায়া' নামে অভিহিতা হন। জগৎ কারণ মায়া শক্তি হইতেও তাঁহার শ্রেষ্ঠতা বলিয়া তাঁহাকে একা-নংশা (এক+অনংশা অর্থাৎ অখণ্ড স্বরূপা) বলা হয়। 'ভগবান্' শব্দের পর 'অপি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় পূর্ব্বে যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত এই প্রকার অর্থও হইতে পারে। অর্থাৎ অপি শব্দের দ্বারা ভগবানের পরমোৎকর্ষত্ব সূচনা করিয়া যোগ-মায়ারও তৎতুল্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু যোগমায়া (শক্তি ও শক্তিমান অভেদ বিচারে) ভগ-বানের তুল্য হইলেও ভগবান্ অপেক্ষা নিকৃষ্টই সূচিত হইয়াছে, কেননা ভগবান্ (প্রভুস্বরূপে তাঁহাকে অধীন জ্ঞান করিয়া) তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন।

(তোষণী) ; ২। বিমলাদি চিচ্ছক্তি বৃত্তি সকলের মধ্যে পঞ্চমী বৃত্তি নাম্নী 'যোগমায়া' তাঁহাকে। ভাঃ ২।৯।৩৩ শ্লোকের সারার্থ দর্শিনী দ্রষ্টব্য। (চক্রবর্ত্তী); ৩। নিজ মায়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা। (বীররাঘব); ৪। জগৎ কারণভূতা ভগবচ্ছক্তিই যোগমায়া। (বল্লভাচার্য্য) ॥ ৬ ॥

গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপ-গোভিরলঙ্কৃতং।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে দেবি ; (জগৎপূজ্যে,) হে ভদ্রে, (সর্ব্বমঙ্গলে,) (ত্বং) গোপগোভিঃ (গোপৈঃ গোপালকৈঃ গোভিশ্চ) অলঙ্কৃতং (শোভিতং) ব্রজং (গোকুলং) গচ্ছ (যাহি)। (তত্র) নন্দগোকুলে (নন্দরাজাধিকৃতে গোকুলধাম্নি) বসুদেবস্য ভার্য্যা (মহিষী) রোহিণী (তন্নাম্নী দেবী) আস্তে (বর্ত্ততে) (অপি চ) অন্যাঃ অপি (বহ্ব্যঃ ভার্য্যাঃ) কংসসংবিগ্নাঃ (কংসস্যাত্যাচারভয়াৎ উৎপীড়িতাঃ সত্যঃ) (তত্র গোকুলে) বিবরেষু (নিভৃতস্থানেষু) বসন্তি (বর্ত্তন্তে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে জগৎপূজ্যে সর্ব্বমঙ্গলে, তুমি গোপ, গোপী ও গোগণ-সুশোভিত ব্রজে গমন কর। সেই নন্দ-গোকুলে বসুদেব-মহিষী রোহিণী দেবী বাস করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসের ভয়ে ভীতা হইয়া সেই স্থানের নিভৃত প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্দগোকুলে রোহিণ্যাস্তে ইতি ষড়্-গর্ভবধানন্তরং রোহিণ্যা অপি জাতং গর্ভমালক্ষ্য রহসি লোকদ্বারা বসুদেবেনৈব সা প্রেষিতা কংসাৎ, সংবিগ্না ভীতাঃ বিবরেষু রহস্যস্থলেষু ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রোহিণী আস্তে'—সেই নন্দ-গোকুলে বসুদেব-পত্নী রোহিণী আছেন, কংস কর্ত্তৃক দেবকীর ছয়টি পুত্র বধের পর রোহিণীরও গর্ভ উৎপন্ন হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, বসুদেব স্বয়ং গোপনে লোকদ্বারা শ্রীরোহিণীদেবীকে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'কংস-সংবিগ্নাঃ'—কংসের ভয়ে ভীত হইয়া বসুদেবের অন্যান্য পত্নীগণও গুপ্তস্থলে বাস করিতেছেন ॥ ৭ ॥

তথ্য—"গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপ-গোভিরলঙ্কৃতং"—ইহার তোষণী মতে অর্থ—হে দেবি,—হে জগৎ পূজ্যে,—হে ভদ্রে,—হে সর্ব্বমঙ্গলে, যোগমায়ার প্রতি এই সকল বাক্য তাঁহাকে উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত অথবা ব্রজগমনে তাঁহার যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া এই সকল বাক্য বলা হইয়াছে। 'গোপগোভিরলঙ্কৃতং'—এই বাক্যে সেই গোপগণের এবং গো-সকলের তথা যোগমায়ারও, অন্যের অগম্য বলিয়া পরম আশ্চর্য্যরূপত্ব প্রদর্শিত হইল। (তোষণী) ॥ ৭ ॥

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র গোকুলে গত্বা) দেবক্যাঃ জঠরে (উদরে) মামকং ধাম (মদংশভূতং বলদেবস্বরূপং) শেষাখ্যং (শেষ ইত্যংশেন আখ্যা যস্য তং অথবা শেষঃ অংশঃ স আখ্যা খ্যাতির্যস্য তং) গর্ভং (ভ্রূণং) তৎসন্নিকৃষ্য (সম্যক্ অলক্ষিতং সুখপূর্ব্বকঞ্চ নিতরাং কৃষ্ট্বা) রোহিণ্যাঃ (তন্নাম্ন্যাঃ দেব্যাঃ) উদরে (জঠরে) সন্নিবেশয় (সংস্থাপয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—(তুমি সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক) দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয় স্বরূপ বা আশ্রয় সঙ্কর্ষণ, যিনি (অংশে) শেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মামকং ধাম মদংশভূতং বলদেব-স্বরূপং কীদৃশং শেষ ইত্যংশেন আখ্যা যস্য "যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে" ইত্যগ্রিমোক্তেঃ। অতএব তস্য রোহিণী নিত্যমাতৃকত্বেঽপি দেবক্যা গর্ভে মৎপ্রবেশানুরোধেন এব প্রথমং তেন প্রবিষ্টং, ততঃ স্বাংশং মন্নিবাসশয্যাসনাদ্যাত্মকং শেষং তত্র দেবকীগর্ভে স্থাপয়িত্বৈব স্বমাতু রোহিণ্যা গর্ভে যিয়াসদিত্যর্থঃ। ননু শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়াং ভগবৎ-প্রকাশিকায়াং মহাশক্তৌ দেবকীদেব্যাং প্রাকৃতানাং ষড়্গর্ভাণাং কথং প্রবেশঃ সমুচিতো ভবতি ? সত্যং, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপে শ্রীভগবতি সমষ্টিব্যষ্টীনাং প্রবিষ্টত্বেঽপি যথা ন তদ্যোগস্তথৈব দেবক্যামপি ষড়্গর্ভাণা-

মিত্যর্থঃ। যদুক্তং "মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্" ইতি। কিন্তু জনেষু ভক্তিপরিপাটীপ্রদর্শনার্থমেবেয়ং লীলাবগম্যতে। তথাহি ভক্তজনে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তিস্তিষ্ঠতি তদ্গর্ভ এব তদানুষঙ্গিকফলভূতত্বাৎ ষড়্বিষয়ভোগাশ্চ তিষ্ঠন্তি হন্ত এতৈরেব সংসারান্ধকূপে পতিষ্যামীতি ততঃ প্রকটীভূতাদ্ভয়াৎ কালেন তে নিবর্ত্তন্তে চ। ততো ভগবদ্‌যশঃশ্রবণকীর্ত্তনপরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তিরতি-প্রবৃদ্ধা ভবতি, তস্যাং চ ভগবান্ রূপগুণমহোদধিঃ প্রাদুর্ভবতি ভক্তের্ভগবৎপ্রকাশক-শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপত্বাৎ, 'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তী'তি শ্রুতেঃ। এবমেব মরীচির্মনসোঽভবদিতি শ্রবণান্মরীচের্মনোঽবতারত্বং তৎপুত্রাণাং ষণ্ণাং শব্দাদিতি ষড়্বিষয়াবতারত্বং দেবক্যা ভগবৎপ্রাদুর্ভাবকত্বাদ্ভক্ত্যবতারত্বম্। ভয়াৎ কংস ইতি শ্রবণাদ্ভয়ময়ত্বেন কংসস্য ভয়াবতারত্বম্। অতো ভক্তিগর্ভগতানাং ষড়্বিষয়াণাং যথা সংসারভয়মেব নিবর্ত্তকং তথৈব দেবকীষড়্গর্ভাণাং কংসো হন্তা, বিষয়নিবৃত্তৌ সত্যাং যথা ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌যশঃ-পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তিরেব ভবেৎ। তথৈব দেবক্যাং ষড়্গর্ভনিবৃত্ত্যনন্তরং সপ্তমো গর্ভো ভগবদ্‌যশোনিবাসশয্যাসনচ্ছত্রাদিরূপোঽনন্তঃ। ততঃ প্রেমভক্ত্যাবির্ভাবানন্তরং যথা ভগবৎসাক্ষাৎকারো ভক্তেরষ্টমো গর্ভস্তথৈব দেবক্যাশ্চাষ্টমো গর্ভো ভগবানিতি তত্ত্বং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবক্যা জঠরে'—অর্থাৎ দেবকীর জঠরস্থিত শেষ নামক আমার অংশভূত গর্ভকে তথা হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক রোহিণীর উদরে স্থাপন কর। 'মামকং ধাম'—আমার অংশভূত শ্রীবলদেব। কেমন তিনি? তাহাতে বলিতেছেন—'শেষাখ্যং'—যিনি অংশে 'শেষ' এই নামে খ্যাত। "যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতী জগতঃ পতে" (১০।৬৫।২৮), অর্থাৎ পরে যমুনাদেবী বলিবেন—হে জগৎপতে! যে আপনার একাংশ (শেষাখ্য নামক অংশ) দ্বারা এই পৃথিবী ধৃত হইয়াছে, আমি তাদৃশ প্রভাবশালী আপনার বিক্রম অবগত নহি। অতএব সেই বলদেবের রোহিণীদেবী নিত্যমাতা হইলেও দেবকীর গর্ভে আমার প্রবেশের অনুরোধেই (প্রয়োজনেই) তিনি অগ্রে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন। তারপর আমার নিবাস-শয্যাসনাদিরূপ নিজ অংশ শেষকে সেই দেবকীর গর্ভে স্থাপন করিয়াই নিজ জননী রোহিণীর গর্ভে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ভগবৎ-প্রকাশিকা মহাশক্তি দেবকীদেবীর গর্ভে প্রাকৃত ষড়্গর্ভের (ষড়্গর্ভ নামক অসুরের) প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবানে সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ যেমন প্রবিষ্ট হইলেও তাহাতে যুক্ত হয় না। অর্থাৎ অপ্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ দেবকীতে 'ষড়্গর্ভ' নামক অসুরের প্রবেশ সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি" ইত্যাদি (শ্রীগীতা—৯।৪-৫), অর্থাৎ শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিলেন—অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত, কিন্তু আমি সেই সকল ভূতে অবস্থিত নই। ভগবান্ পুনরায় বলিলেন—"আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত"—এই বাক্যে আমার শুদ্ধ-স্বরূপে ভূত সকল অবস্থিত এরূপ নহে, জীববুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না, ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। এসকল ভক্তিপরিপাট্য প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবানের লীলা; সুতরাং ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে—শুদ্ধভক্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা শুদ্ধভক্তির অবস্থান, সেই শুদ্ধভক্তি মধ্যে শব্দাদি-বিষয়-ভোগ আনুষঙ্গিক-ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তখন ভক্তের "হায়! আমি এই সকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে নিমজ্জিত হইব"—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। তারপর শ্রীভগবানের যশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি পরিচর্য্যাময়ী ভক্তি অতিশয় বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন। সেই প্রবৃদ্ধা ভক্তিতেই রূপ-গুণ-লীলা-বারিধি ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। যেহেতু শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃ প্রকাশিত হন, "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি"—অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করান, ভক্তিই তাঁহাকে ভগবৎসমীপে লইয়া যান, ইত্যাদি শ্রুতিবচনই ইহার প্রমাণ।

এইরূপ "মরীচির্মনসোঽভবৎ"—অর্থাৎ মন হইতে মরীচির আবির্ভাব, এই শ্রুতি-বাক্যে জানা যায়, মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টি পুত্রই শব্দ-স্পর্শাদি মনোভোগ্য ছয়টী বিষয়। দেবকীতে ভগবানের আবির্ভাব দেখা যায় বলিয়া তিনি ভক্তি-স্বরূপিণী। 'ভয়াৎ কংসঃ'—ভয় হইতে কংস, এই শ্রুতি-বাক্যে কংসকে ভয়ের অবতার বলা যায়। ভয়ই যেমন ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিধ বিষয় নিবৃত্তির মূল, কংসই সেইরূপ দেবকী-গর্ভজাত ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌ যশঃ-পরিচর্য্যাময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তদ্রূপ দেবকীতেও ষড়্‌গর্ভ নামক অসুর বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তম গর্ভে ভগবানের যশঃ, নিবাস, শয্যা, আসন, ছত্রাদিরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির আবির্ভাবের পর যেমন ভগবৎ সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব—ইত্যাদি ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে ॥ ৮ ॥

তথ্য—আমার অংশ বলদেব, তিনিই 'শেষ' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। এই শেষই নিজ অংশের দ্বারা পৃথিবী ধারণ করেন। ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। রোহিণী দেবী এই বলদেব স্বরূপের নিত্যমাতা, আমি দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইব বলিয়া তিনি অগ্রেই দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন এবং শয্যাসনাত্মক, নিজ অংশ শেষকে তথায় স্থাপন করিয়া তিনি স্বয়ং নিজমাতা রোহিণীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইলেন। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা মহাশক্তি দেবকীর গর্ভে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে টীকাকার বলিতেছেন, সমষ্টি ও ব্যষ্টি জগৎ যেমন বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, দেবকীতে 'ষড়্‌গর্ভ' নামক অসুরের প্রবেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় নবম অধ্যায়ে ৪—৫ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তস্বরূপ আমি সমস্ত জগতে ব্যপ্ত আছি। চৈতন্য স্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। কিন্তু আমি সেই সকল ভূতে অবস্থিত নই। ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, "আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত"—এই বাক্যে আমার শুদ্ধ-স্বরূপে ভূত সকল অবস্থিত এরূপ নহে; জীববুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না, ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। এ সকল ভক্তিপরিপাট্য প্রদর্শনার্থ ভগবানের লীলা; সুতরাং ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা শুদ্ধভক্তির অবস্থান, সেই শুদ্ধ-ভক্তি মধ্যে শব্দাদি-বিষয়-ভোগ আনুষঙ্গিক ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তখন ভক্তের "হায়! আমি এই সকল বিষয় ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে নিমজ্জিত হইব',—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবাময়ী ভক্তি বর্দ্ধিতা হইতে থাকেন। ভক্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে রূপ-গুণ-লীলা-বারিধি ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃ প্রকাশিত হন, "ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি" শ্রুতিবচনই ইহার প্রমাণ। "মন হইতে মরীচির আবির্ভাব"—এই শ্রুতি-বাক্যে জানা যায়, মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টী পুত্রই শব্দস্পর্শাদি মনোভোগ্য ছয়টী বিষয়। দেবকীতে ভগবানের আবির্ভাব দেখা যায় বলিয়া তিনি ভক্তি স্বরূপিণী "ভয় হইতে কংস" এই শ্রুতি-বাক্যে কংসকে ভয়ের অবতার বলা যায়। ভয়ই যেমন ভক্তিগর্ভগত ষড়্‌বিধ বিষয় নিবৃত্তির মূল কংসই সেইরূপ দেবকী-গর্ভজাত ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্‌যশঃ সেবাময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, দেবকীতেও তদ্রূপ ষড়্‌গর্ভ নামক অসুর বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তমগর্ভে নিবাস, শয্যা, আসনাদিরূপ অনন্ত-দেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য এই প্রকার। (চক্রবর্ত্তী)। **মামকংধাম**—১। মদীয় অংশ (শ্রীবীররাঘব) ২। আমার ধাম অর্থাৎ রূপ, অথবা আধার-শক্তি-ময়ত্ব-হেতু আশ্রয় (বৈষ্ণব-তোষণী; ৩। স্বরূপ বা আশ্রয় (শ্রীজীব); ৪। ভগবত্তেজোরূপ অথবা ভগবানের পীঠস্বরূপ (বল্লভ); ৫। আমার অংশভূত শ্রীবলদেব স্বরূপ (চক্রবর্ত্তী)। **শেষাখ্যং**—১। শেষ—অংশ, আখ্যা

—খ্যাতি যাঁহার অর্থাৎ যিনি আমার অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাকে। (তোষণী ও ক্রম সন্দর্ভ); ২। অংশে শেষ সংজ্ঞা যাঁহার (চক্রবর্ত্তী); ৩। শেষ সংজ্ঞা যাঁহার (বল্লভাচার্য্য) ॥ ৮ ॥

অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥৯॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি,) শুভে, (ভদ্রে) অথ (তৎকৃত-গর্ভাকর্ষণান্তে) অহং অংশভাগেন (অংশানাং ভাগো ভজনং প্রবেশঃ যত্র তেন পূর্ণরূপেণ) দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি (পুত্রত্বেন ভবিষ্যামি) ত্বং চ নন্দপত্ন্যাং (নন্দরাজমহিষ্যাং) যশোদায়াং ভবিষ্যসি (উৎপৎস্যসে মাত্রম্) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে ভদ্রে, তৎপর আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজ-মহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অংশৈর্জ্ঞানবলাদিভির্ভজনম্ অনুবর্ত্তনং ভক্তেষু যস্য তেন সর্ব্বথা পরিপূর্ণস্বরূপেণেতি ভাবার্থ-দীপিকায়াং। অংশানাং ভাগঃ প্রবেশো যত্র তেন পূর্ণেন স্বরূপেণেতি, অংশানাং ব্রহ্মাদীনাং ভাগেন ভাগ-ধেয়েন হেতুনেতি দ্বয়ং বৈষ্ণবতোষণ্যাম্। যদ্বা অংশ-ভাগেন অংশাংশেন পুত্রতাং পুত্রভাবং প্রাপ্স্যামি ন তু সর্ব্বাংশেনেত্যতঃ সা দেবকী ময়ি বাৎসল্যমৈশ্বর্য্য-ভাবময়ং করিষ্যতীত্যর্থঃ, তেন ভাবান্তরশূন্যং সম্পূর্ণ-মেব বাৎসল্যসুখং শ্রীযশোদায়ামেব প্রাপ্স্যামীতি দ্যোতিতম্। ত্বন্তু যশোদায়াং ভবিষ্যসি উৎপৎস্যসে মাত্রং, যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসীত্যনুক্তেস্ত্বয়ি সুতায়ামপি সা বাৎসল্যং ন করিষ্যতে। অলক্ষ্য-বিগ্রহত্বেনৈব তব ব্রজে বর্ত্তিষ্যমাণত্বাদিতি ভাবঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অংশভাগেন'—অংশ বলিতে জ্ঞানবলাদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে যাঁহার প্রকাশ, অর্থাৎ ভগবান্ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা 'ভাবার্থদীপিকায়' উক্ত হইয়াছে। অংশসমূহের অর্থাৎ অংশাবতারগণের 'ভাগ' বলিতে প্রবেশ যাহাতে অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপে, 'অংশ' অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ভাগ বলিতে ভাগধেয়, অর্থাৎ ভাগ্য-বশতঃ যাঁহার আবির্ভাব। বৈষ্ণবতোষণীতে 'অংশ-ভাগ' শব্দটী এই দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা—অংশভাবে অর্থাৎ অংশাংশরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে। এইজন্যই সেই দেবকী আমাতে ঐশ্বর্য্যভাবময় বাৎ-সল্য করিবেন—এই ভাবার্থ। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে আমার সম্পূর্ণ প্রীতি হয় না। সুতরাং ভাবান্তরশূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্য সুখ আমি একমাত্র শ্রীযশোদাতেই প্রাপ্ত হইব, ইহাই সূচিত হইয়াছে। 'যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসি' —অর্থাৎ যশোদার গর্ভে সম্যক্-রূপে পুত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহা না বলিয়া 'যশোদায়াং ভবিষ্যসি'—অর্থাৎ যশোদাতে উৎপন্ন হইবে মাত্র, ইহা বলিবার কারণ এই যে, তুমি (যোগমায়া) যশোদার দুহিতা হইলেও যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবেন না, যেহেতু তুমি অলক্ষ্য বিগ্রহ স্বরূপেই ব্রজে বর্ত্তমান থাকিবে—এই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

তথ্য—অংশভাগেন—১। (ক) 'অংশ' অর্থাৎ শক্তিবর্গের দ্বারা ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলকে ভজনা করেন অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্ব সকল বস্তুতেই অংশরূপে অধিষ্ঠান করেন বলিয়া ভগবানকে 'অংশভাগ' বা 'পরিপূর্ণরূপ' বলা হইয়াছে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে ভগবান্—পরিপূর্ণস্বরূপ, তাঁহারই আংশিক প্রকাশ 'পরমাত্মা' নিখিল বস্তুতে অধিষ্ঠিত। গীতায় যথা —"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" (১০।৪২); (খ) 'অংশ' অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বলাদির দ্বারা স্বীয় অংশগণকে যোজনা করেন বলিয়া তিনি "অংশভাগ"; (গ) অংশের দ্বারা অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতারের দ্বারা মায়ার ভজন অর্থাৎ মায়ার প্রতি ঈক্ষণ যাঁহার, তিনিই অংশভাগ; (ঘ) 'অংশ' অর্থাৎ মায়ার দ্বারা গুণা-বতারাদি রূপ 'ভাগ' অর্থাৎ ভেদ যাঁহার, তিনি অংশভাগ; (ঙ) 'অংশ' সমূহ অর্থাৎ মৎস্যকূর্ম্মাদি-রূপ স্বাংশ অবতারগণ ভজনীয় হইলেও যাঁহার সাক্ষাৎ স্বরূপ নহেন, তিনিই 'অংশভাগ' অর্থাৎ লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্; মৎস্য-কূর্ম্মাদি নৈমিত্তিক অবতারগণ সকলেই তাঁহার স্বাংশ-বিলাস; (চ) 'অংশ' অর্থাৎ জ্ঞান বলাদির দ্বারা ভক্তগণের ভজন অর্থাৎ অনুবর্ত্তন যাঁহার মর্ম্মার্থ এই

যে, ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ে জ্ঞান-বলাদি ঐশ্বর্য্যের প্রকট করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হন। সুতরাং "অংশ-ভাগের" বিভিন্ন ব্যাখ্যাদ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সর্ব্বপ্রকারে পরিপূর্ণস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে যে 'কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্'। (শ্রীধর) ; ২। আমার অংশের অংশ স্বরূপ সঙ্কর্ষণের সহিত (শ্রীবীররাঘব) ; ৩। শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থপাদ স্বাংশভাগেন এই পাঠ করিয়াছেন। নিজ অংশাংশের সহিত অথবা অংশের স্বীকার অংশভাগ অর্থাৎ স্বীয় অংশগণকে অঙ্গীকার করিয়া পূর্ণস্বরূপে (বিজয়ধ্বজ) ; ৪। (ক) অংশ সমূহের অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপে ; (খ) 'অংশ' অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ভাগধেয় বা ভাগ্যবশতঃ যাহার আবির্ভাব (তোষণী) ; ৫। অংশাংশরূপে ; জ্ঞানবলাদি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপ্রকট করিয়া ভগবান্ ভক্তগণের হৃদয়ে স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ স্বরূপে, ইহাই 'ভাবার্থদীপিকা'য় উক্ত হইয়াছে। অংশসমূহের অর্থাৎ অংশাবতারগণের 'ভাগ' অর্থাৎ প্রবেশ যাহাতে অর্থাৎ পূর্ণস্বরূপে, 'অংশ' অর্থাৎ ব্রহ্মাদির ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ্যবশতঃ যাঁহার আবির্ভাব। বৈষ্ণব-তোষণীতে 'অংশভাগ' শব্দটী এই দুই প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অথবা অংশভাগে অর্থাৎ অংশাংশরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব, সর্ব্বাংশে নহে। এই জন্যই সেই দেবকী আমাতে ঐশ্বর্য্যভাবময় বাৎসল্য করিবেন—ইহাই ভাবার্থ। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে আমার সম্পূর্ণ প্রীতি হয় না। সুতরাং ঐশ্বর্য্যভাবশূন্য সম্পূর্ণ বাৎসল্য সুখ আমি একমাত্র শ্রীযশোদাতেই প্রাপ্ত হইব ইহাই সূচিত হইয়াছে। "যশোদায়াং পুত্রীত্বং সমবাপ্স্যসি" অর্থাৎ 'যশোদার গর্ভে সম্যগ্‌রূপে পুত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে'—ইহা না বলিয়া 'যশোদায়াং ভবিষ্যামি' অর্থাৎ যশোদাতে উৎপন্ন হইবে মাত্র'—ইহা বলিবার কারণ এই যে, তুমি (যোগমায়া) যশোদার দুহিতা হইলেও যশোদা তোমাকে বাৎসল্য করিবেন না, যেহেতু তুমি অলক্ষ্য বিগ্রহ স্বরূপেই ব্রজে বর্ত্তমান থাকিবে ইহাই ভাবার্থ। (চক্রবর্ত্তী) ; ৬। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ—এই চতুর্বিভাগের তৃতীয় বিভাগগত প্রদ্যুম্নাংশ অনিরুদ্ধ ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর সহিত দেবকীর পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইব—ইহাই 'ভাগেন' এই এক বচন দ্বারা প্রকাশিত হইল। (বল্লভাচার্য্য) ॥ ৯ ॥

অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) সর্ব্বকামবরেশ্বরীং (সর্ব্বান্ পুত্রাদীন্ কাময়ন্তে যে তেষাং বরাং ঈশ্বরীং শ্রেষ্ঠাং নিয়ন্ত্রীং) সর্ব্বকামবরপ্রদাং (সর্ব্বান্ কামবরান্ প্রদদাসি যা তাং) ত্বাং (তবাংশভূতাং বিমুখমোহিনী-জড়মায়াং) ধূপোপহারবলিভিঃ (উপকরণৈঃ) অর্চ্চয়িষ্যন্তি (পূজয়িষ্যন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমাকে অর্থাৎ তোমার বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধিশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহার ও বলির দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তবাংশভূতাং মায়ান্তু বসুদেবেনানেষ্যমাণাং কংসং বঞ্চয়িত্বা বিন্ধ্যাদিস্থানেষু প্রভবিষ্যন্তীং নরা আরাধয়িষ্যন্তীত্যাহ,—অর্চ্চিষ্যন্তীতি। যতঃ সর্ব্বকামানাং লোকানাং বরাং শ্রেষ্ঠামীশ্বরীম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অংশভূত মায়াকে বসুদেব মথুরায় আনয়ন করিলে, তুমি কংসকে বঞ্চনা করিয়া বিন্ধ্যাদি নানা স্থানে প্রকটিত হইলে লোকসকল তোমার আরাধনা করিবে, ইহা বলিতেছেন—'অর্চ্চিষ্যন্তি' ইত্যাদি। 'সর্ব্বকাম-বরেশ্বরীং'—যেহেতু তুমি পুত্রাদি কামনাকারী লোকসকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরী ॥ ১০ ॥

তথ্য—যাহারা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া অভিমান মাত্র করে কিন্তু আত্ম অনাত্ম বা পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্ নহে, তাহারাই বহুবিধ প্রাকৃত ভোগের বাসনা করে, তুমি তাহাদেরই বরদেশ্বরী হইবে (শ্রীশুকদেব) ॥ ১০ ॥

নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥ ১১ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবি (ভূতলে) নরাঃ (জনাঃ) স্থানানি (তবাবাসস্থানানি) (অপি চ) দুর্গা ইতি ভদ্রকালী ইতি বিজয়া ইতি বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা ইতি চ মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ইতি অম্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি (তব অভিধানানি) কুর্ব্বন্তি (করিষ্যন্তি ইত্যর্থঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—কুর্ব্বন্তি করিষ্যন্তি তদেবমিদানীং মদবতারেণ ত্বদবতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুর্ব্বন্তি'—লোকসকল পৃথিবীতে তোমার অনেক স্থান এবং দুর্গা, ভদ্রকালী প্রভৃতি নামসকল প্রচার করিবে। পৃথিবীতে তুমি এবং আমি অবতীর্ণ হইলে লোকে কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত হইবে—এই ভাবার্থ ॥ ১১-১২ ॥

তথ্য—কৃষ্ণের নিত্য নামাদি নরলোকের প্রদত্ত বা রচিত নহে; তাঁহার নাম, ধাম, রূপ, গুণ ও লীলা নিত্য। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণস্বরূপে কোনও মায়ার ব্যবধান নাই, কৃষ্ণের ধাম কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন অর্থাৎ তাঁহার বৈভব প্রকাশ। কৃষ্ণের সন্ধিনীশক্তিই কৃষ্ণকে ধামরূপে বিস্তার করেন, কিন্তু যিনি কৃষ্ণের ছায়াশক্তি—যাহা জড় জগতের লোকের নানাবিধ কামপ্রদাত্রীরূপে কৃষ্ণবিমুখ জীবগণকে মোহিত করিবার জন্য প্রকাশিত, তাঁহার নাম নরলোকের রচিত ও প্রদত্ত; তাঁহার ধামও নরলোকের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ইহাই এই শ্লোকে স্পষ্ট ভাবে সূচিত হইয়াছে। তোষণী বলেন, মায়াদেবীর দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, কুমুদা প্রভৃতি নামগুলি তদুপাসকগণের ভিন্ন ভাবানুযায়ী ভোগবাসনানুসারে কল্পিত হইয়াছে অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মায়াদেবী ঐসকল বিভিন্না নামে প্রসিদ্ধা আছেন। তিনি কোন্ কোন্ স্থানে কি কি নামে প্রসিদ্ধা, তাহা বল্লভাচার্য্য সুবোধিনী টীকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাশীতে দুর্গা, অবন্তীতে ভদ্রকালী, উৎকলে বিজয়া, কুলহাপুরে বৈষ্ণবী অর্থাৎ মহালক্ষ্মী, কামরূপদেশে চণ্ডিকা, উত্তরদেশে মায়া ও শারদা, অম্বিকাবনে অম্বিকা, কন্যাকুমারীতে কন্যকা, এইরূপ অন্যান্য যোগপীঠে মায়াদেবী বিভিন্ন নামে পরিচিতা। বিজয়ধ্বজতীর্থপাদ পদরত্নাবলী টীকায় মায়াদেবীর ঐসকল নামের বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, যথা—দুরধিগম্য বলিয়া দুর্গা, ভদ্রা অর্থাৎ মঙ্গলা, নীলবর্ণ বিশিষ্টা বলিয়া কালী, সর্ব্বদিগ্‌বিজয়িনী বলিয়া বিজয়া, বিষ্ণুশক্তি বলিয়া বৈষ্ণবী, ভূমণ্ডলে আনন্দবিলাস করেন বলিয়া কুমুদা, শত্রুগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া থাকেন বলিয়া চণ্ডিকা, সদানন্দময়ী বলিয়া কৃষ্ণা, বিষ্ণুর কৃপাপাত্রী বলিয়া মাধবী অথবা যদুবংশীয় রাজা দেবক্ষত্রের পুত্র মধু, তাঁহার বংশে জাতা বলিয়া মাধবী, নিত্য কুমারী অথবা সুখপ্রদাত্রী বলিয়া কন্যকা, সকলের নিকট পরিচিতা বলিয়া মায়া, সর্ব্বজীবের আশ্রয় বলিয়া নারায়ণী, সকলের অভীষ্টদেবী বলিয়া ঈশানী, সংসার খণ্ডন করেন বলিয়া শারদা এবং জগন্মাতা বলিয়া অম্বিকা। এই দুই শ্লোকের অর্থ-তাৎপর্য্য বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"**নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি**"—অর্থাৎ ভগবান্ মায়াদেবীকে বলিতেছেন, "হে দেবি, পৃথিবীতে তুমি এবং আমি অবতীর্ণ হইলে লোকে কেহ বা বৈষ্ণব, কেহ বা শাক্ত হইবে অর্থাৎ ভোগাসক্ত ব্যক্তিগণ শাক্ত এবং অকাম ও সর্ব্বকাম হইয়া মদুপাসকগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত হইবেন। শাক্তগণ পৃথিবীতে তোমার ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন নামের কল্পনা করিবেন। (তুমিও সেই সেই নামে সেই সেই স্থানে বিরাজ করিবে)"। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ ॥ ১১-১২ ॥

গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) ভুবি (পৃথিব্যাং) গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ (দেবক্যাঃ গর্ভাকর্ষণাৎ হেতোঃ) সঙ্কর্ষণং (তন্নাম্না) তং (রোহিণী-কুমারং) প্রাহুঃ (কথয়িষ্যন্তি ইতি) লোকরমণাৎ (লোকানাং রমণাৎ আনন্দবিধানাৎ) রাম ইতি (তন্নাম্না) বলোচ্ছ্রয়াৎ

বলস্য বীর্য্যস্য উচ্ছ্রয়াৎ আধিক্যাৎ) বলভদ্রং ইতি (তন্নাম্না চ) প্রাহুঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—গর্ভ-সঙ্কর্ষণহেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ'-নামে অভিহিত হইবেন। আরও গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দবিধান হেতু 'রাম' এবং বলাধিক্য হেতু অর্থাৎ সন্ধিনী শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহত্ব-নিবন্ধন 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—রামেতি সহসুপেতি সমাসঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রামেতি'—তিনি লোক-সকলের প্রীত্যুৎপাদন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে 'রাম' বলিয়া সম্বোধন করিবে। 'সহসুপা'—অর্থাৎ সুবন্ত পদের সহিত সুবন্তপদের সমাসকে সহসুপা বা সুপ্‌সুপা সমাস বলে, ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে এখানে সমাস হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

তথ্য—"লোকমরণাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ" ইতি পাঠান্তরম্ ॥ ১৩ ॥

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা (বিষ্ণুনা) এবং (পূর্ব্বোক্ত-রূপং) সন্দিষ্টা (আদিষ্টা) 'ওম্' (তথাস্তু) ইতি তদ্‌বচঃ (ভগবদ্‌বাক্যং) প্রতিগৃহ্য (স্বীকৃত্য) পরিক্রম্য (ভগবন্তং প্রদক্ষিণীকৃত্য সা যোগমায়া) গাং (পৃথিবীং, নন্দগোকুলম্ ইত্যর্থঃ) গতা (প্রাপ্তা সতী) তৎ (ভগবদাদিষ্টং) তথা (যথোক্তরূপং) অকরোৎ (দেবকীগর্ভাকর্ষণাদিকং কার্য্যং সম্পাদয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'তাহাই করিব' বলিয়া যোগমায়া ভগবানের বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দ-গোকুলে আগমন করিয়া ভগবন্নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন অর্থাৎ দেবকীর গর্ভাকর্ষণ করিয়া রোহি-ণীতে স্থাপন করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তথেতি পুনরপ্যোমিতি অত্যাদরেণ তদীয়ং বচঃ প্রতিগৃহ্য গাং পৃথিবীং তত্তদনন্তরম্ ॥১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তথেতি'—ভগবান্ শ্রীহরি-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "ভাল তাহাই হউক" বলিয়া যোগমায়া অতিশয় আদরে শ্রীভগবানের বাক্য স্বীকার করতঃ, 'গাং গতা'—মর্ত্ত্যলোকে গমনপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন ॥ ১৪ ॥

গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভঃ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—যোগনিদ্রয়া (যোগমায়য়া) দেবক্যাঃ গর্ভে (সন্তানে) রোহিণীং প্রণীতে (প্রাপিতে সতি) পৌরাঃ (পুরবাসিনো জনাঃ) অহো (দেবক্যাঃ) গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ (পাতিতঃ অভূৎ) (কংসেনৈব কেনচিৎ উপায়েন ভয়াত্তু তদনুক্তিঃ) ইতি বিচুক্রুশুঃ (উচ্চৈঃ আর্ত্তস্বরেণ বিলেপুঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যোগমায়াদ্বারা দেবকীর গর্ভ আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীতে সংস্থাপিত হইবার পর পুরবাসি-গণ "হায়! দেবকীর গর্ভ ভ্রষ্ট হইল"—এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্রংসিতঃ কংসেনৈব কেনচিন্মন্ত্রৌ-ষধাদ্যুপায়েনেত্যর্থঃ। বিচুক্রুশুঃ দেবক্যাং স্নেহবত্তয়া বিলেপুঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিস্রংসিতঃ'—বোধ হয় কংসই কোনরূপ মন্ত্র বা ঔষধাদি যে কোন উপায়ে গর্ভ নষ্ট করিয়াছে—এইরূপ সন্দেহে দেবকীর প্রতি প্রীতিবশতঃ পুরবাসিগণ বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫।

তথ্য—অনন্তর, দেবকীর সপ্তম গর্ভে আমার যে সৌম্য-অংশ জন্মগ্রহণ করিবেন, তুমি আমার সেই অগ্রজকে সপ্তমমাসে রোহিণীর গর্ভে সংক্রামিত করিবে। ভগবানের আদেশে যোগমায়া সঙ্কর্ষণকে রোহিণীর গর্ভে কিরূপে সংক্রামিত করিলেন, তাহা বলিতেছেন ; রোহিণী অর্দ্ধরাত্রে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া শয়ন করিলে তাঁহার গর্ভনিপতিত হয়। রোহিণী স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় গর্ভকে নিপতিত হইতে দেখিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে জাগরিত হইয়া সত্য-সত্যই তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। রোহিণী উদ্বিগ্না হইলে, নিদ্রাদেবী (যোগমায়া) তাঁহাকে

বলিলেন,—"হে শুভে, দেবকীর গর্ভ আকর্ষিত হইয়া তোমার গর্ভে স্থাপিত হইল, অতএব তোমার এই পুত্র সঙ্কর্ষণ নামে খ্যাত হইবেন।" (হরিবংশ বিষ্ণু-পর্ব্বে ৪র্থ অঃ ৩-৬ শ্লোক) **যোগনিদ্রয়া**—১। আত্মানুভূতি লক্ষণই যোগ, আত্মানুভূতি দ্বারা বাহ্যানুভূতি বিলুপ্ত হয় বলিয়া তাঁহাকে নিদ্রার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। **তৎকর্তৃক** (শ্রীধর স্বপ্রকাশাখ্যটীকা) ২। যোগমায়াই যোগনিদ্রা, তাঁহার দ্বারা (যেহেতু তিনি নিদ্রার ন্যায় সকলের চেতনবৃত্তি হরণ করিয়া থাকেন)। (তোষণী); ৩। ভগবানের যোগ-নিদ্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তির দ্বারা (বীররাঘব)॥ ১৪-১৫॥

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—ভক্তানাং (সেবকানাং) অভয়ঙ্করঃ (ভীতিনাশনঃ) বিশ্বাত্মা (বিশ্বস্য প্রেমাস্পদী ভবিষ্যন্) ভগবান্ (সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণতয়েত্যভিপ্রায়েণ শ্রীভগবানিতি) অপি অংশভাগেন (পূর্ণস্বরূপেণ অংশেন পুরুষাদ্যবতারবৃন্দেন সহ, ভাগেন ভাগসমূহেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) মনঃ (মনসি) আবিবেশ (আবির্বভূব জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধঃ)॥ ১৬॥

অনুবাদ—(এদিকে) সেবকগণের ভীতি-বিনাশন বিশ্বের প্রেমাস্পদ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানও তাঁহার পূর্ণস্বরূপে অর্থাৎ পুরুষাবতারাদি অংশ এবং ভগ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইলেন॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বাত্মা বিশ্বস্যৈব প্রেমাস্পদীভবিষ্যন্ অংশেন পুরুষাদ্যবতারবৃন্দেন সহ ভাগেন ভগসমূহেন ষড়ৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব মনঃ আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব। "পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্" ইতি তৃতীয়োক্তেঃ॥ ১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশ্বাত্মা'—বিশ্বের প্রেমাস্পদ শ্রীভগবান্, 'অংশ-ভাগেন'—পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত শ্রীবসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'পরাবরেশো' (৩।২।১৫) ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবান্ পরমেশ্বর স্বয়ং দেহধারণরূপ জন্মশূন্য (অজ) হইলেও সঙ্কর্ষণ নামক অংশযুক্ত হইয়া নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেমন কাষ্ঠে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ বসুদেবের পুত্ররূপে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন॥ ১৬॥

তথ্য—**'আবিবেশ'** ১। চিত্তে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, জীবের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ঘটে নাই। (শ্রীধর ও চক্রবর্ত্তী); ২। ভাববিশেষে চিত্তে সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, (তোষণী); ৩। শ্রুতিবাক্য হইতে দেবতাগণের ভগবদংশত্ব জানা যায়, সেই দেবতা অংশে আনকদুন্দুভির উৎপত্তি, সেই আনকদুন্দুভির চিত্তে ভগবান্ সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানের দ্বারা আবিষ্ট হইয়াছিলেন। (বীররাঘব)॥ ১৬॥

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সম্বভূব হ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—(ভগবদাবেশানন্তরং) সঃ (বসুদেবঃ) পৌরুষং ধাম (শ্রীভগবত্তেজঃ) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) রবিঃ যথা (সূর্য্য ইব) ভ্রাজমানঃ (দীপ্তিশালী সন্) ভূতানাং (প্রাণিনাং) দুরাসদঃ (দুঃখেন আসাদ্যঃ নিকটে গন্তুং অশক্যোঽপি চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যো বা) অতিদুর্দ্ধর্ষঃ (দুঃখেনাপি সোঢ়ুং অশক্যঃ) সংবভূব হ (জাতঃ কিল) ॥ ১৭॥

অনুবাদ—বসুদেব শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি-তেজ ধারণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী হইলেন। কংস-প্রমুখ কোন জীবগণের তাঁহার নিকটস্থ হইবার সামর্থ্য ছিল না বলিয়া তিনি দুরাসদ এবং ঐ তেজঃ কংসাদি জীবমাত্রেরই দুঃসহ হইয়াছিল বলিয়া তিনি অতি দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—পৌরুষং ধাম পুরুষোত্তমস্য প্রাদুর্ভাবং দধানঃ স্বস্মিন্ প্রাদুর্ভূতং কৃষ্ণং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। ধাম দেহে গৃহে রশ্মৌ স্থানে জন্ম-প্রভাবয়োরিতি বিশ্বঃ। দুরাসদঃ প্রাণিভিরাসন্নীভবিতুমশক্যঃ অতএবাতি-দুর্দ্ধর্ষঃ কংসাদিভিরপ্যভিভবিতুমশক্যঃ॥ ১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৌরুষং ধাম বিভ্রৎ'—বসুদেব পুরুষোত্তমের প্রাদুর্ভাব ধারণ করায়, অর্থাৎ নিজেতে প্রাদুর্ভূত কৃষ্ণকে দর্শন করায় (অপরের দুরসদ হইলেন)—এই ভাবার্থ। বিশ্বকোষে উক্ত

আছে—'ধাম শব্দের অর্থ দেহ, গৃহ, রশ্মি, স্থান, জন্ম ও প্রভাব।' 'দুরাসদঃ'—প্রাণিগণ যাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে অসমর্থ, অতএব 'অতিদুর্দ্ধর্ষঃ'—কংস প্রভৃতিও তাঁহাকে পরাভব করিতে অতিশয় অক্ষম ॥ ১৭ ॥

তথ্য—পৌরুষং ধাম—১। শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় তেজঃ (শ্রীবীর রাঘব); ২। বিষ্ণুতেজঃ (শ্রীবিজয়ধ্বজ); ৩। বিষ্ণুর মনোহর অশেষকল্যাণ-গুণ-বিগ্রহযুক্ত ভগবৎস্বরূপ (শ্রীশুকদেব); ৪। শ্রীভগবানের তেজঃ প্রভাব বা আবির্ভাব (তোষণী); ৫। ভাগবতীতনু অর্থাৎ অপ্রাকৃত কলেবর অথবা গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবত, এই দুই ভাগবত যাঁহার কলেবর। ৬। পুরুষ উত্তমের প্রাদুর্ভাব (চক্রবর্ত্তী) ॥ ১৭ ॥

তেতো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) দেবী (দেবকী) শূরসুতেন (বসুদেবেন) সমাহিতং (সম্যগ্ভূতমেব আহিতং বেদদীক্ষয়া অর্পিতং) জগন্মঙ্গলং সর্ব্বলোককল্যাণকরং) অচ্যুতাংশং (অচ্যুতাঃ চ্যুতরহিতাঃ অংশাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ যস্য তম্) আত্মভূতং (সর্ব্বমূলস্বরূপং) সর্ব্বাত্মকং (সর্ব্বময়ং বিষ্ণুং) মনস্তঃ (মনসা এব) কাষ্ঠা (পূর্ব্বদিক্) আনন্দকরং (আহলাদজনকং চন্দ্রমিব) দধার (ধারয়ামাস) ॥১৮॥

অনুবাদ—অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেরূপ আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ বসুদেবদ্বারা বৈধদীক্ষাবিধানে সমর্পিত, জগন্মঙ্গল, অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বমূলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততো ভগবাংস্তদ্দেহাদ্দেবকীদেহে প্রবিষ্ট ইত্যাহ তত ইতি জগতাং মূর্ত্তিমন্মঙ্গলং চ্যুতিরহিতা অংশা নারায়ণনৃসিংহাদয়ো যত্র তৎ। সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বস্য শম্ভোর্বা আত্মনো মনসঃ কং সুখং যত্র তৎ, আত্মভূতং আত্মনৈব ভূতং স্বয়মাবির্ভূতং ন তু যোগিবদ্‌যত্নেন ধারণয়া মনস্যানীতং, মনস্তো মনসা দধার তেন জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধো বারিতঃ। অতএবানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ কাষ্ঠা প্রাচী দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রং যথেতি। কিয়দ্দিনানন্তরং তস্ত সা স্বকুক্ষিমধ্যেঽপি কৃষ্ণং পশ্যন্তী বভূবেতি জ্ঞেয়ম্। "দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানি" ত্যগ্রিমোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর ভগবান্ বসুদেবের অন্তর হইতে দেবকীর অন্তরে প্রবেশ করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'জগন্মঙ্গলং'—সর্ব্বজগতের মূর্ত্তিমান্ মঙ্গলস্বরূপ, 'অচ্যুতাংশং'—চ্যুতিরহিত নারায়ণ, নৃসিংহাদি অংশসমূহ যেখানে অবস্থিত, তাহা। 'সর্ব্বাত্মকং'—সকল ভক্তজনের, অথবা সর্ব্ব বলিতে শম্ভুর মনের সুখ (ক) যেখানে বিদ্যমান। 'আত্মভূতং'—নিজেই যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, কিন্তু যোগিগণের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক ধারণার দ্বারা মনে আনয়ন করা হয় নাই। 'মনস্তঃ দধার'—শ্রীভগবান্‌কে দেবকী মনের দ্বারা ধারণ করিলেন, ইহাতে জীবের ন্যায় জননী-জঠর সম্বন্ধ বারিত হইল, অর্থাৎ প্রাকৃত জীবের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ঘটে নাই। অতএব অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'কাষ্ঠা', পূর্ব্বদিক্ যেমন আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে। কিছুদিন পর দেবকী নিজ কুক্ষিমধ্যেও শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করিয়াছিলেন—এরূপ বুঝিতে হইবে। যেহেতু পরে দেবগণ গর্ভস্তুতিতে বলিবেন—"দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমান্" (৪১ নং শ্লোক), অর্থাৎ হে মাতঃ দেবকি! পরমপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ সৌভাগ্যবশতঃ আপনার গর্ভস্থ হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—সা (দেবকী) সর্ব্বজগন্নিবাস-নিবাসভূতা (সর্ব্বেষাং নিখিলানাং জগতাং ভুবনানাং নিবাসঃ আশ্রয়ঃ ভগবান্ তস্য নিবাসভূতা আশ্রয়স্বরূপা অপি) দেবকী ভোজেন্দ্রগেহে (ভোজেন্দ্রস্য কংসস্য গেহে কারাগৃহে) অগ্নিশিখা ইব (ঘটাদিমধ্যগত প্রদীপশিখা ইব) রুদ্ধা (আবদ্ধা) জ্ঞানখলে (জ্ঞানবঞ্চকজনে)

সতী সরস্বতী যথা (বিদ্যাদেবী ইব) নিতরাং (আতিশয্যেন) ন রেজে (ন শোভিতা বভূব) (অবরুদ্ধতয়া কেবলং সমীপস্থ বসুদেবাদ্যল্পজনানামেব সমীপে শোভিতা, ন তু সর্ব্বজনানামিত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজগতের আধারভূত শ্রীভগবানের আশ্রয়স্বরূপিণী হইয়াও শ্রীদেবকীদেবী কংসগৃহে অবরুদ্ধা হইয়া ঘটরুদ্ধ অগ্নিশিখা ও জ্ঞানবঞ্চক জনে আবদ্ধ বিদ্যাদেবীর ন্যায় সর্ব্বজনের আনন্দপ্রদরূপে শোভা পান নাই ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সর্ব্বজগন্নিবাসস্য শ্রীহরের্নিবাসরূপা সত্যপি নিতরাং সর্ব্বজনস্যাহলাদকতয়া ন রেজে, কিন্তু তত্রত্য স্বান্তরঙ্গ-দ্বিত্রজন-সহিতস্য স্বস্যৈবেত্যর্থঃ। যতঃ কংসস্য গৃহে রুদ্ধা অগ্নিশিখা ইবেতি সা যথা গৃহে রুদ্ধা নগরং ন প্রকাশয়তি কিন্তু গৃহস্থিতবস্তুন্যেব তথা স্বসমীপবর্ত্তিনাং দ্বিত্রজনানাং শীতাদিনাশিকা চ তথৈবেত্যর্থঃ। যথা চ সা প্রবলা সতী রোধকস্য গৃহং দহতি তথৈব দেবক্যপি কংসস্যৈশ্বর্য্যং ধক্ষ্যতীত্যর্থঃ। জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে রুদ্ধা সরস্বতী সর্ব্বলোকানুপকারিণী সতী যথা ন রাজতে পাপাতিশয়েন স্বরোধকঞ্চ কালেন যথা নাশয়তি তথৈব স্বাপরাধেন কংসমপি দেবকী নাশয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিতরাং ন রেজে'—দেবকী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্বজগতের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের আধার হইয়াও সর্ব্বজনের অতিশয় আহলাদকরূপে শোভা পান নাই, কেবল স্বয়ং কিংবা বসুদেবাদি দুই এক জন অন্তরঙ্গের সহিত আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন, এই অর্থ। কারণ কংসের গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া এমন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন যে, অগ্নিশিখা যেমন গৃহে রুদ্ধা হইলে নগরাদি বহিঃস্থিত বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহস্থিত বস্তু বা সমীপবর্ত্তী দুই তিন ব্যক্তির প্রকাশ বা শীতাদি নাশ করিয়া থাকে, পরন্তু সেই অগ্নিশিখা দৈবাৎ প্রবলা হইয়া যেমন রোধকের গৃহ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীদেবকীও কংসের ঐশ্বর্য্য দগ্ধ করিবেন—এই ভাবার্থ। 'জ্ঞানখলে যথা'—অন্তরে জ্ঞান আছে, অথচ বাহিরে বিতরণ করে না, এরূপ জ্ঞানখল ব্যক্তির ভিতরে সরস্বতী সর্ব্বলোকের অনুপকারিণী হইয়া যেমন শোভা পান না, কিন্তু কালক্রমে পাপের আতিশয্যে স্বরোধককেও যেমন বিনাশ করেন, সেইরূপ স্বাপরাধে কংসকেও দেবকী নাশ করিবেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

———

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্ ।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অজিতান্তরাং (অজিতঃ বিষ্ণুঃ অন্তরে কুক্ষৌ যস্যাঃ) তাং (অতএব প্রভয়া শ্রিয়া) ভবনং (কারাগৃহং) বিরোচয়ন্তীং (প্রকাশয়ন্তীং) শুচিস্মিতাং (শুদ্ধহাসাং) তাং (দেবকীং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) কংসঃ প্রাহ (উবাচ) মে (মম) প্রাণহরঃ (বিনাশকঃ) হরিঃ ধ্রুবং (নিশ্চিতং) গুহাং (দেবকীজঠরং) শ্রিতঃ (আশ্রিতঃ বর্ত্ততে) যৎ (যস্মাৎ) ইয়ং (দেবকী) পুরা (ইতঃ পূর্ব্বং) ঈদৃশীন্ ন (এতাদৃশশোভাবিশিষ্টা নাসীৎ), সাম্প্রতং তু হরেঃ আবেশাদেব ইয়ং অপূর্ব্বা শোভা জাতা) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—দেবকীদেবীর অন্তরে অজিত ভগবান্ বিরাজমান থাকায় তিনি প্রভাদ্বারা কারাগৃহ আলোকিত করিতেন এবং তাঁহার বদন ভগবদানন্দে সদা হাস্যময় থাকিত। কংস এই প্রকার দেবকীকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, আমার প্রাণ-নাশক হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কেন না, এই দেবকী ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার প্রভাবতী ছিল না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং অজিতঃ অন্তরে কুক্ষিমধ্যে যস্যাস্তাম্। শুচিঃ স্বাভাবিকমানন্দোত্থং ন তু পূর্ব্ববদ্বঞ্চনার্থং সকপটং স্মিতং যস্যাস্তাং বীক্ষ্য স্বগতমাহ মে মতঙ্গজস্য হরিঃ সিংহঃ যদ্যস্মাদীদৃশী পূর্ব্বং নাসীৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রভয়াজিতান্তরাং'—শ্রীভগবান্ কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করায় শ্রীদেবকী স্বীয় প্রভাদ্বারা কারাগৃহ আলোকিত করিতেছেন এবং স্বাভাবিক তদানন্দ জন্য হাস্য করিতেছেন, এ হাস্য পূর্ব্বের ন্যায় বঞ্চনার্থ কপটতাপূর্ণ নহে। কংস কোনদিন

তদবস্থাপন্না দেবকীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—'মে প্রাণহরঃ হরিঃ', সিংহ যেমন হস্তীর নাশক, তদ্রূপ মতঙ্গজতুল্য আমার প্রাণহর হরি নিশ্চয়ই ইঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, যেহেতু ইতঃপূর্ব্বে এই দেবকী কখনই এইপ্রকার প্রভাবতী ছিল না ॥ ২০ ॥

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্ ।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সন্তি সামাদয়ঃ উপায়া নেতি স্বয়মাহ) ময়া তস্মিন্ (শত্রুরূপি দেবকী-সুতনাশ-বিষয়ে) আশু (শীঘ্রং) অদ্য (অধুনা) করণীয়ং (কর্ত্তব্যং) কিং (কিমস্তি অয়ং) অর্থতন্ত্রঃ (দেব-কার্য্যপ্রধানঃ হরিঃ) বিক্রমং (বীর্য্যং) ন বিহন্তি (ন নাশয়তি অপি তু মদ্বধে পরাক্রমং করিষ্যত্যেব, অথবা অর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপ্রধানোঽপি জনঃ শিশুনারী-হত্যাদিরূপকার্য্যৈঃ বিক্রমং স্বযশঃ ন বিহন্তি ন নাশ-য়তি ইত্যাহ) স্ত্রিয়াঃ (অবলায়াঃ) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) গুরুমত্যাঃ (গর্ভিণ্যাঃ অস্যাঃ দেবক্যাঃ) অয়ং (মৎ-কৃতঃ) বধঃ (বিনাশঃ) যশঃ (কীর্ত্তিং) শ্রিয়ং (লক্ষ্মীং) আয়ুঃ (জীবিতকালঞ্চ) অনুকালং (চিরায়) হন্তি (নাশয়ত্যেব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এক্ষণে আমার সত্বর কর্ত্তব্য কি ? দেবকার্য্য-সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত শ্রীহরি নিজ বিক্রম ত্যাগ করিবেন, তাহাও নহে ; দেবকী—স্ত্রীজাতি, ভগিনী, তাহাতে আবার গর্ভিণী, তাহার বধে যশঃ, শ্রী, আয়ুঃ সদ্যই বিনষ্ট হইবে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—স্পষ্টমপ্যাহ তস্মিন্ মদ্বৈরিণি আশু ইদানীং কিং করণীয়ং গর্ভস্থমেব তমিমং হন্যাং চেন্ন যদ্যস্মাদর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরোঽপি লোকঃ বিক্রমং ন বিনাশয়তি সম্প্রত্যস্য বধে মম বীরত্বব্যঞ্জকো বিক্রমো নঙ্ক্ষ্যতি তস্মাজ্জাত প্রবৃদ্ধতরুণীভূতেনানেন সহ সংগ্রামে জয়ে পরাজয়ে বা মম বিক্রমস্তু স্থাস্যত্যেব গর্ভবধে তু কো বিক্রম ইতি ভাবঃ। ন কেবলং বিক্রম-হানিরেব ধর্ম্মাদিহানিরপীত্যাহ স্ত্রিয়া ইতি গুরুমত্যা গুর্ব্বিণ্যাঃ অত্র ভয়েনৈব যৎ স্বদৌরাত্ম্যং স্তব্ধং তত্তু মদ্বিবেকেনৈব ইতি স্বস্মিন্নভিমানসুখং কল্পিতং কংসেনেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতে-ছেন—'কিমদ্য তস্মিন্', সম্প্রতি মদ্বৈরী হরির বধ সাধনবিষয়ে সহসা আমার কি কর্ত্তব্য ? গর্ভস্থিত এই হরিকে বিনাশ করাও কর্ত্তব্য নহে, কারণ 'অর্থ-তন্ত্রঃ'—লোক স্বার্থপর হইলেও স্বপরাক্রম নষ্ট করে না, অধুনা ইহার বধে আমার বীরত্ব ও বিক্রম নাশ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এই গর্ভগত হরি গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া যথাসময়ে তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় বা পরাজয় হইলেও জগতে আমার বিক্রম বিদ্যমান থাকিবে, পরন্তু গর্ভবধে বিক্রম কিছুই নাই—এই ভাবার্থ। অধুনা গর্ভগত হরিকে বিনাশ করিলে আমার কেবল বিক্রম-হানি হইবে এমন নহে, পরন্তু ধর্ম্মাদিহানি পর্য্যন্তও হইবে, ইহা বলিতেছেন—'স্ত্রিয়াঃ' ইত্যাদি। কারণ গর্ভবধে দেবকীর বধ অবশ্যম্ভাবী এবং দেবকী স্ত্রী-জাতি, তাহাতে আবার আমার ভগিনী, বিশেষতঃ গর্ভিণী, (এই অবস্থায় ইহার বধ-সাধন সদ্যই আমার যশঃ, শ্রী ও আয়ু নষ্টের কারণ হইবে, অতএব আমি স্বার্থপর হইলেও আপন পরাক্রম পরিত্যাগ করিয়া দেবকীর বধসাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।) এখানে বস্তুতঃ ভয়েই কংসের দৌরাত্ম্য স্তব্ধ হইয়া-ছিল, তাহা 'আমার বিবেকবশতঃই দেবকীকে বধ করিলাম না'—এইরূপ একটা অভিমানসুখ কংস নিজেতে কল্পনা করিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥২১॥

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন ।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) যঃ (জনঃ) অত্যন্তনৃশং-সিতেন (অতীব ক্রূরকার্য্যেন বিশিষ্টঃ) বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ) স এষঃ (ক্রূরাত্মা) জীবন্ খলু (জীবি-তোঽপি) সম্পরেতঃ (মৃতঃ এব মতঃ) মনুজাঃ (মনুষ্যাঃ) তং (ক্রূরং) শপন্তি (নিন্দন্তি) তনু-

মানিনঃ (তস্য দেহাত্মাভিমানিনঃ পাপিনঃ) দেহে মৃতে (নষ্টেঽপি) ধ্রুবং (নিশ্চিতং সঃ) অন্ধং তমঃ (চিরান্ধকারাবৃতং নরকং) গন্তা (গচ্ছতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পরন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে জীবন ধারণ করিয়াও মৃত ; যেহেতু লোকসকল সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে অভিশাপ প্রদান করিতে থাকে এবং মৃত্যুর পর ঐ দেহাত্মাভিমানীর নিশ্চই অন্ধতমঃ নরকে গতি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ভং হতবতো মম জীবিতব্যমপি ধিক্‌ তমেব ইত্যাহ স ইতি। নৃশংসিতেন ক্রৌর্য্যেণ। দেহে মৃতে সতীতি জীবতি তু যদ্যপি তস্মাদ্বিভ্যতি তদপীতি ভাবঃ। শপন্তি রে পাপিন্ কুম্ভীপাকে পতেতি সাক্ষেপমুচ্চৈরাক্রোশন্তি। ততশ্চ তনুমানিনঃ প্রাণ্যন্তরহিংসয়া স্বতনুং মানয়তো লালয়তো জনস্য ভোগ্যং যদন্ধং তমস্তৎ ধ্রুবমেব গন্তা গচ্ছতি ।২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার জীবনধারণও নিন্দনীয়ই, ইহা বলিতেছেন—'স' ইত্যাদি। 'নৃশংসিতেন'—যে ব্যক্তি ক্রূরকর্ম্মের দ্বারা জীবিত থাকে, সে জীবন্মৃতই। 'দেহে মৃতে'—জীবিতকালে যদিও লোকে তাহাকে ভয় করে, কিন্তু মরণান্তে "রে পাপিন্! কুম্ভীপাক নরকে পতিত হও", এই বলিয়া অভিসম্পাত করে—এই ভাব। 'তনুমানিনঃ'—পরের অনিষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি আপন দেহ পোষণ করে, সে দেহান্তে নিশ্চয়ই অন্ধতম নামক নরকে গমন করে ॥ ২২ ॥

ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরের্বৈরানুবন্ধকৃৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (পূর্ব্বোক্তচিন্তয়া) প্রভুঃ (কংসঃ) ঘোরতমাৎ ভাবাৎ (গর্ভনাশরূপদুষ্কার্য্যাৎ) সন্নিবৃত্তঃ (বিরতঃ সন্) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) বৈরানুবন্ধকৃৎ (বৈরং দ্বেষঃ তস্য অনুবন্ধঃ অনুবর্ত্তনং তং করোতীতি তথাভূতঃ) তজ্জন্ম (তস্য হরেঃ জন্ম উৎপত্তিং) প্রতীক্ষন্ (অপেক্ষমাণঃ) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই প্রকার বিচার করিয়া কংস স্বয়ংই গর্ভনাশাদিরূপ দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইল এবং হৃদয়ে চিরস্থায়ী বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে করিতে শ্রীহরির জন্ম-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(স কংসস্তু) আসীনঃ (সিংহাসনাদৌ উপবিষ্টঃ) সংবিশন্ (শয্যাদৌ শয়ানঃ) তিষ্ঠন্ (স্থিতঃ) ভুঞ্জানঃ (আহারং কুর্ব্বন্) মহীং (ভূমিং) পর্য্যটন্ (ভ্রমন্) সন্ (সর্ব্বদেব) হৃষীকেশং (শত্রুত্বেন শ্রীহরিং) চিন্তয়ানঃ (ধ্যায়ন্) তন্ময়ং (হরিময়ং) জগৎ অপশ্যৎ (দদর্শ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—কংস সিংহাসনাদিতে উপবেশন, শয্যাদিতে শয়ন, অবস্থান, ভোজন, পৃথ্বী-পর্য্যটন প্রভৃতি সকল সময়ে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—বৈরানুবন্ধজনিতেন ভয়েন কংসস্য চিত্তাবেশং বিবৃণোতি আসীন ইতি, সংবিশন্ শয়ানঃ। চিন্তয়ানঃ চিন্তয়ন্, হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিষয়ীভূতং তন্ময়ত্বদর্শনং প্রেম্না পরমানন্দজনকং ভয়েন তু পরমদুঃখজনকমিতি ভক্তবৈরিণোস্তন্ময়ত্বদর্শনস্য ভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈরানুবন্ধ-জনিত ভয়ে কংসের চিত্তাবেশ বিবৃত করিতেছেন—'আসীনঃ' ইত্যাদি। কংস উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভোজন, ভ্রমণ এবং পানাদি সকল অবস্থাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিলেন। এখানে ভক্তজনের প্রেমে তন্ময়ত্বদর্শন পরমানন্দজনক, কিন্তু ভয়ে কংসাদির ন্যায় প্রতিকূল ব্যক্তির তন্ময়ত্ব পরম দুঃখজনক—ইহাই ভক্ত ও বৈরীজনের তন্ময়ত্ব-দর্শনের পার্থক্য বুঝিতে হইবে ॥ ২৪ ॥

তথ্য—কংস, শয়ন, অবস্থান, ভ্রমণ প্রভৃতি সকল সময়েই হৃষীকেশকে চিন্তা করিতে করিতে জগৎ তন্ময় দেখিতে লাগিল। যদ্যপি এইরূপ তন্ময়দর্শন যোগিগণেরও সুদুর্লভ কেবলমাত্র প্রেমিক ভক্তেই তাহা সম্ভব তথাপি কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনকারী ভক্তগণের দর্শনে এবং কংসের ন্যায় কৃষ্ণের প্রতিকূল

অনুশীলনকারী ব্যক্তিগণের দর্শনে পার্থক্য আছে। অর্থাৎ ভক্তগণ সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন ; কিন্তু কংসাদির ন্যায় প্রতিকূল অনুশীলন-কারী তদ্বিপরীত অর্থাৎ পরম দুঃখময়ভাব লাভ করেন। ইহাই 'তোষণী' ও 'সারার্থদর্শিনী' টীকার মর্ম্ম ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মা (চতুরাননঃ) ভবঃ চ (শিবশ্চ) নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ (দেবর্ষিভিঃ) সানুচরৈঃ (অনুচর-সহিতৈঃ) দেবৈঃ (ইন্দ্রাদিভিঃ) সাকং (সহ) তত্র (দেবকীবাসগৃহে) এত্য (আগত্য পশ্চাৎ সর্ব্বে মিলিতাঃ সন্তঃ) গীর্ভিঃ (রম্যাভিঃ বাগ্‌ভিঃ) বৃষণং (কামবর্ষিণং তং শ্রীহরিং) ঐড়য়ন্ (তুষ্টুবুঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ও শিব, নারদাদি মুনিগণ তথা সানুচর দেবতাগণের সহিত দেবকী-গৃহে আগমন করিয়া সকলে একত্র বিবিধবাক্যে সর্ব্ব-কামবর্ষী শ্রীহরিকে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৃষণং লীলামৃতবর্ষিণং কৃষ্ণাম্বুদম্। ব্রহ্মা ভুবনচতুর্দ্দশকেদারমহাকৃষীবল ইব। ভব-শ্চোল্লাসিত-সাধুপক্ষো নৃত্যবিনোদী মহা-নীলকণ্ঠ ইব নারদাদিভিস্তদেক - জীবনৈর্মহাসোৎকণ্ঠ-চাতকৈরিব দেবৈঃ কংসজরাসন্ধাদিদাবানলাবৃতৈর্মহামতঙ্গজৈরিব সহ ঐড়য়ন্ ঐড়য়ত তুষ্টুবুরিতি যাবৎ। বহুবচন-মার্ষম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৃষণং'—লীলামৃতবর্ষী কৃষ্ণ-মেঘ। ["কৃষ্ণ নব-জলধর জগৎশস্য উপর, বরিষয়ে লীলামৃত-ধার"—শ্রীচৈঃ চঃ-মধ্য ২১।১০৯। গগনে ঘনমেঘের দর্শনে যেমন কৃষক, ময়ূর, চাতক ও তাপদগ্ধ জনগণের আনন্দ হয়, তদ্রূপ এখানে কৃষ্ণ-মেঘ দর্শনে ব্রহ্মাদির উল্লাস বর্ণনা করিতেছেন।] ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ ক্ষেত্রের কৃষকের ন্যায়, ভব উল্লাসিত সাধু-পক্ষাবলম্বী নৃত্যবিনোদী ময়ূর-সদৃশ, নারদাদি কৃষ্ণৈকজীবন উৎকণ্ঠিত চাতকতুল্য এবং দেবগণ কংস-জরা-সন্ধাদিরূপ দাবানলে আবৃত মতঙ্গজের ন্যায়। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর, নারদাদি মুনিগণ এবং সানুচর দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া বিবিধ বাক্যে ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগি-লেন। 'ঐড়য়ন্'—এখানে বহুবচন আর্ষপ্রয়োগ, (কারণ কর্ত্তা ব্রহ্মা ও ভব) ॥ ২৫ ॥

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবতা প্রতিশ্রুতং সত্যং কৃতং ইতি হেতোঃ প্রথমং সত্যত্বেন স্তুবন্তি) সত্যব্রতং (সত্যং ব্রতং সঙ্কল্পো যস্য তং তথাবিধং সত্যসঙ্কল্পং) সত্য-পরং (সত্যং পরং শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তিসাধনং যস্মিন্ তং) ত্রিসত্যং (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং সৃষ্টিকালে সৃষ্টিনাশাৎ "পরং চ ত্রিষু কালেষু সত্যং অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানং) সত্যস্য যোনিং (সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্‌তেজাংসি ত্যৎ শব্দেন বায়ুাকাশৌ এবং সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকং তস্য যোনিং কারণং) সত্যে (ভূতপঞ্চকে) নিহিতং (অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতং) সত্যস্য সত্যং (ভূতপঞ্চক-নাশেঽপি বর্ত্তমানং) ঋতসত্যনেত্রং (ঋতং সুনৃতা বাণী সত্যং সমদর্শনং তয়োঃ নেত্রং নেতারং প্রবর্ত্তক-মিত্যর্থঃ) (এবং সর্ব্বপ্রকারেণ) সত্যাত্মকং (সত্য-স্বরূপং) ত্বাং (শ্রীহরিং) (বয়ং) শরণং (রক্ষকং) প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ স্মঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—[দেবতাগণ এই বলিয়া ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন (হে ভগবন্,)] আপনি সত্য-সঙ্কল্প অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন ; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—এই ত্রিবিধকালে আপনি সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণ, আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্য্যামি-রূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুসত্যবচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন—এই

উভয়েরই প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—সচ্ছব্দ উত্তমং ব্রুয়াদানন্দন্তীতি বৈ বদেৎ। যেতিজ্ঞানং সমুদ্দিষ্টং পূর্ণানন্দদৃশিস্ততঃ ॥ সত্য-শব্দোদিতং তাদৃগ্রূপং নিত্যং যতো হরেঃ। সত্য-ব্রতস্ততো বিষ্ণুঃ সত্ত্বতন্ত্রময়মুচ্যতে ॥ ত্যন্তদন্যৎ সমুদ্দিষ্টং তৎপরত্বাত্তুতৎপরঃ। বেদমুখ্যার্থরূপত্বা-ত্রিসত্যো ভগবান্ হরিঃ ॥ সত্যস্য চোত্তমানন্দজ্ঞান-দাতৃত্বতঃ সদা। সত্যস্য সত্যো ভগবান্ সত্যস্থো জগতি স্থিতঃ। জগন্নেতৃত্বতঃ সত্যনেতা বিষ্ণুঃ প্রকী-র্ত্তিতঃ ॥ অত্তৃত্বাচ্চ তদা দানাৎ সত্যাত্ত্যচোচ্যতে বিভুঃ। ইতি তন্ত্রভাগবতে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বমেব বাস্তবং বস্তু সংসারেঽস্মিন্নবাস্তবে। ত্বং ভক্তৈর্গম্যসে নান্যৈরিতি স্তুত্যর্থ ঈক্ষিতঃ ॥ স্বভক্তপালনৈকব্রতত্বান্নিত্য-সত্যত্বাচ্চ ত্বমেব প্রপত্ত্যর্হ ইত্যাহুঃ। সত্যং ব্রতং যস্য তম্। "সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে। অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মমেতি" তদুক্তেঃ। ন চ স্বভক্তপালকদেবতান্তরবৎ ত্বমনিত্যোঽনুৎকৃষ্টশ্চে-ত্যাহ। সত্যঃ সর্ব্বকালদেশবর্ত্তী পরঃ শ্রেষ্ঠশ্চ তং। যদ্বা। সত্যং সত্যনামানম্। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্। সত্যাৎ সত্যো হি গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামত" ইত্যুদ্যমপর্ব্বোক্তেঃ। পরং পরমেশ্বরম্। ত্বদ্বুদ্ধিবলাদয়োঽপি সত্যা এবেত্যাহুঃ—তিস্রঃ জ্ঞানবলক্রিয়াশক্তয়ঃ সত্যা যস্য তম্। "ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি" শ্রুতেঃ। ত্বদংশা অপি সত্যা ইত্যাহুঃ—সত্যস্য মৎস্যকূর্ম্মাদ্য-বতারবৃন্দস্য যোনিমুদ্গমস্থানমবতারিণমিত্যর্থঃ। ত্বদ্ধামাপি নিত্যমিত্যাহুঃ। নিহিতং সন্নিহিতং স্থিত-মিত্যর্থঃ সত্যে মথুরাবৈকুণ্ঠাদিলোকে। কিঞ্চ সারস্য সার ইতি-বৎ সমস্তচিদ্বস্তুসারস্ত্বমেবেত্যাহুঃ সত্যস্য সত্যমিতি। যদ্বা সত্যস্য যৎ কিঞ্চিৎ কালবর্ত্তিনো মায়িক-প্রপঞ্চস্য প্রকাশকত্বাৎ সত্যং সর্ব্বকালবর্ত্তিনং চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমিতিবৎ। সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতেতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতেঃ। হে ঋত নিত্যসত্যস্বরূপ! সত্যং নেত্রং সর্ব্বেন্দ্রিয়ো-পলক্ষকং নয়নেন্দ্রিয়ং যস্য তং, সত্য আত্মা শ্রীবিগ্রহো যস্য তম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অবাস্তব সংসারে তুমিই একমাত্র বাস্তব বস্তু, তুমি ভক্তগণেরই প্রাপ্য, অন্যের নহে—ইহাই দেবগণের স্তুতির তাৎপর্য্যার্থ। স্বভক্ত-রক্ষণ তোমারই একমাত্র ব্রত এবং তুমি নিত্য সত্য বলিয়া তোমারই স্মরণ লওয়া উচিত, ইহা বলিতে-ছেন—'সত্যব্রতং', যাঁহার সঙ্কল্প সত্য। "যে ব্যক্তি আমি তোমার হইলাম বলিয়া একবার মাত্রও যদি শরণাগত হয়, তাহাকে আমি সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি"—ইহা তোমারই উক্তি। কিন্তু স্বভক্ত-পালক অন্যান্য দেবতার ন্যায় তুমি অনিত্য ও অনুৎকৃষ্ট নও, ইহা বলিতেছেন—'সত্যপরং', যেহেতু তুমি সর্ব্বকালবর্ত্তী, সর্ব্বদেশবর্ত্তী ও সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। কিংবা—'সত্য', ইহা তোমার একটি নাম, যেমন মহাভারতে উদ্যমপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হন, কৃষ্ণে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য হইতেও সত্য কৃষ্ণ, অতএব তাঁহার নাম সত্য"—এই বাক্যানুসারে তুমি সত্যনামক পরমেশ্বর। তোমার বুদ্ধি, বল প্রভৃতিও সত্যই, ইহা বলিতেছেন—'ত্রিসত্যং', জ্ঞান, বল ও কার্য্য, এই তিনটি শক্তি যাঁহার সত্য। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে" (৬।৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরে প্রাকৃত শরীর বা ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। তাঁহার নানা প্রকার শ্রেষ্ঠ শক্তি, স্বরূপভূত জ্ঞানরূপ শক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির বিষয় শোনা যায়"। তোমার অংশসমূহও সত্য, ইহা বলিতেছেন—'সত্যস্য যোনিং', সত্য অর্থাৎ মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারবৃন্দের যোনি বলিতে উদ্গমস্থান, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বাবতারী, এই অর্থ। তোমার ধামও নিত্য, ইহা বলিতেছেন—'নিহিতং চ সত্যে', নিত্য মথুরা, বৈকুণ্ঠাদি লোকে তুমি সর্ব্বদা স্থিত। আরও, 'সারেরও সার', এই বাক্যের ন্যায় সমস্ত চিদ্বস্তুর সার তুমিই, ইহা বলিতেছেন—'সত্যস্য সত্যম্', অর্থাৎ তুমি সত্যেরও সত্য। অথবা—'চক্ষুরও চক্ষুঃ, শ্রোত্রেরও শ্রোত্র' ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের ন্যায় যৎকিঞ্চিৎকালবর্ত্তী মায়িক প্রপঞ্চের প্রকাশক বলিয়া তুমি সত্যেরও সত্য,

অর্থাৎ সর্ব্বকালবর্ত্তী। মধ্বভাষ্য প্রমাণিত শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"সত্যই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন" ইত্যাদি। হে ঋত! নিত্য সত্যস্বরূপ। 'সত্য-নেত্রং'—সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের উপলক্ষক নয়নেন্দ্রিয় যাঁহার সত্য, তাঁহাকে। সত্যাত্মকং'– সত্য আত্মা বলিতে শ্রীবিগ্রহ যাঁহার, এতাদৃশ নিত্যস্বরূপ তোমার আমরা শরণাপন্ন হইলাম ॥ ২৬ ॥

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতুরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যদি দেহেন্দ্রিয়ধামাদিবিশিষ্টঃ অহমেব সত্যঃ তর্হি কিমিদং জগদসত্যং, তত্র জগতঃ সত্যত্বেঽপি কালচ্ছেদ্যত্বং তব তু তদভাব ইত্যাহ)—একায়নঃ (একা প্রকৃতিঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য তাদৃশঃ) দ্বিফলঃ (দে সুখ-দুঃখে ফলে যস্য তাদৃশঃ) ত্রিমূলঃ (ত্রীণি সত্ত্ব-রজস্তমাংসি মূলানি যস্য তাদৃশঃ) চতুরসঃ (চত্বারঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাঃ রসাঃ যস্য তাদৃশঃ) পঞ্চবিধঃ (পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি বিধাঃ জ্ঞানপ্রকারাঃ যস্য তাদৃশঃ) ষড়াত্মা (ষট্ শোকমোহ-জরা মৃত্যুক্ষুৎপিপাসাঃ আত্মানঃ স্বভাবা যস্য সঃ) সপ্তত্বক্ (সপ্ত ত্বগ্‌রক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জা শুক্রাণিত্বচঃ যস্য সঃ) অষ্টবিটপঃ (পঞ্চভূতানি মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাশ্চ ইত্যষ্টৌ বিটপাঃ শাখাঃ যস্য সঃ) নবাক্ষঃ (নব-দ্বারাণি অক্ষাঃ ছিদ্রাণি যস্য সঃ) দশচ্ছদী (দশপ্রাণাঃ চ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ) দ্বিখগঃ দ্বৌ জীব-পরমাত্মানৌ খগৌ পক্ষিরূপিণৌ যস্মিন্ সঃ) অসৌ (প্রপঞ্চঃ) আদিবৃক্ষঃ (সমষ্টিব্যষ্টিদেহরূপঃ) ॥২৭॥

অনুবাদ—এই সমষ্টিব্যষ্টিদেহাত্মক প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি ইহার আশ্রয় এবং সুখদুঃখ ইহার দুইটী ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী ইহার মূল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারিটী ইহার রস; পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার পাঁচটী জ্ঞানাগম প্রকার; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা ও পিপাসা—এই ছয়টী ইহার স্বভাব। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সাতটী ইহার ত্বক্-স্বরূপ এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আটটী ইহার শাখা; নবদ্বার ইহার ছিদ্র এবং দশপ্রাণ ইহার পত্র, ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী পক্ষী বিরাজমান ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যদি দেহেন্দ্রিয়ধামাদিবিশিষ্টোঽহমেব সত্যস্তর্হি জগদিদং কিমসত্যং? তত্র জগতঃ সত্যত্বেঽপি কালচ্ছেদ্যত্বং তব তু তদভাব ইত্যাহঃ। একায়ন ইতি। অসৌ প্রপঞ্চ আদিবৃক্ষো ভবতি। প্রথমত এব প্রবৃত্তত্বাদাদিঃ বৃশ্চ্যতে কালেন চ্ছিদ্যতে ইতি বৃক্ষঃ। সমষ্টিব্যষ্টিদেহরূপঃ। একা প্রকৃতিরয়নমাশ্রয়ো যস্য সঃ। দ্বে সুখদুঃখে ফলে যস্য সঃ। ত্রয়ো গুণা মূলানি যস্য সঃ। চত্বারো বর্ণধর্ম্মা আশ্রমধর্ম্মা বা রসা যস্য সঃ। পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি বিধা জ্ঞানপ্রকারা যস্য সঃ। ষট্ ঊর্ম্ময়ঃ আত্মানঃ স্বভাবা যস্য সঃ। অত্র শোক-মোহজরা-মৃত্যু-ক্ষুৎ-পিপাসাঃ ষড়ূর্ম্ময়ঃ। সপ্তধাতবস্ত্বচো যস্য সঃ। ত্বগসৃঙ্মাংস-মেদোঽস্থিবশা শুক্রাণি ধাতবঃ। অষ্টৌ পৃথিব্যপ্তেজো বায্বাকাশমনো বুদ্ধ্যহঙ্কারা বিটপাঃ শাখা বিস্তারা যস্য সঃ। নবদ্বারাণি অক্ষাশ্ছিদ্রাণি যস্যঃ সঃ। দশ প্রাণাশ্ছদাঃ পত্রাণি বিদ্যন্তে যস্য সঃ দশচ্ছদী। দ্বৌ জীবেশ্বরৌ খগৌ যস্মিন্ সঃ ॥২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন--দেখুন, যদি দেহ ইন্দ্রিয় ধামাদি-বিশিষ্ট আমিই সত্য হই, তাহা হইলে এই জগৎ কি অসত্য? তাহার উত্তরে, জগতের সত্যত্ব হইলেও কালক্রমে বিনাশশীল, তোমার কিন্তু তাহার অভাব, ইহা বলিতেছেন—'একায়নঃ' ইত্যাদি, এই প্রপঞ্চই আদিবৃক্ষ, প্রথমতঃ প্রবৃত্ত বলিয়া আদি এবং কালের দ্বারা ছিন্ন হয় বলিয়া বৃক্ষ, অর্থাৎ সমষ্টি ব্যষ্টি দেহরূপ এই সংসার অনাদিকাল-প্রসূত অথচ নিরন্তর পরিবর্ত্তন-শীল বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। একমাত্র প্রকৃতি এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল বা আশ্রয়। 'দ্বিফলঃ'—সুখ ও দুঃখ এই দুইটী ইহার ফল। 'ত্রিমূলঃ'—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ইহার মূল-ত্রয়। 'চতুরসঃ'—চারিটি বর্ণধর্ম বা আশ্রমধর্ম, অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ইহার চারি রস। 'পঞ্চবিধঃ'—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার জ্ঞানপ্রকার।

'ষড়াত্মা,—ছয়টি ঊর্ম্মি, আত্মা বলিতে স্বভাব যাহার, অর্থাৎ (জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এই ছয়টি, অথবা) শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা এই ছয়টি ইহার স্বভাব। 'সপ্তত্বক্'—ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটি ধাতু ইহার ত্বক্ (বল্কল)। 'অষ্টবিটপঃ'—ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আটটি ইহার শাখা। 'নবাক্ষঃ'—মুখাদি নয়টি ইন্দ্রিয়-ছিদ্র ইহার নয় অক্ষ অর্থাৎ কোটর। 'দশচ্ছদী'—দশ প্রাণ অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র। 'দ্বিখগঃ'—জীব ও ঈশ্বর এই দুইটি এই সংসার বৃক্ষের পক্ষী ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—জগদ্বৃক্ষাশ্রয়া হ্যেষা প্রকৃতিস্ত গুণত্রয়ং। মূল মাত্রাঃ শিখাস্তস্য উৎপিৎসুত্বাদিকাস্তথা। ষট্প্রকারাস্ত বিটপা দেবগন্ধর্ব্বদানবাঃ। রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ তির্য্যঙ্মানুষতস্তু ষঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যস্য পত্রাণি দ্বারো দ্বারো নবস্মৃতাঃ। প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ ফলদ্বয়মুদীরিতম্। ধর্ম্মাদয়স্তত্র রসা মোক্ষএব ফলস্য তু ॥ প্রবৃত্তাশ্চ নিবৃত্তাশ্চ পক্ষিণো দ্বিবিধা মতাঃ। কারণস্য সদা সত্ত্বাৎ প্রবাহেণ চ সন্নসৌ ॥ ন কদাচিন্নভূতোঽসৌ ন চৈব ন ভবিষ্যতি ॥ স্বতো বা পরতো বাপি সন্নতোঽসৌ জগত্তরুঃ ॥ অস্য সর্গাদিকৃদ্বিষ্ণুঃ সদানন্দৈকরূপকঃ। ইতি চ ॥ ২৭ ॥

———

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) ত্বং এব অস্য (পরিদৃশ্যমানস্য) সতঃ (কার্য্যস্য জগতঃ) প্রসূতিঃ (কারণং অসি) ত্বং সন্নিধানং (সম্যক্ নিধীয়তে প্রলয়ে স্থীয়তে যস্মিন্ তৎ লয়স্থানং ইত্যর্থঃ) ত্বং অনুগ্রহশ্চ (অনুগৃহ্ণাতি যঃ সঃ পালক ইত্যর্থঃ)। (ননু ব্রহ্মাদয়ো ভেদাঃ কথং তদা বর্ত্তন্তে ইত্যাহ) ত্বন্মায়য়া (ভবচ্ছক্তি স্বরূপিণ্যা) সংবৃতচেতসঃ (সংবৃতং চেতঃ যেষাং তে মায়াচ্ছাদিতচিত্তাঃ জীবাঃ) ত্বাং নানা (ব্রহ্মরুদ্রাদিভেদবুদ্ধ্যা) পশ্যন্তি (কিন্তু) যে বিপশ্চিতঃ (পণ্ডিতাঃ) (তে) ন (ন নানা পশ্যন্তি তে তু ত্বন্ময়মেব জগৎ পশ্যন্তি ইতিভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্) এই সংসাররূপ আদিবৃক্ষের আপনি একমাত্র উপাদান-কারণ, আপনি উহার একমাত্র লয়স্থান এবং আপনি উহার একমাত্র পালক ; কিন্তু আপনার মায়াদ্বারা আবৃতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে বহুরূপে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহা করেন না (তাৎপর্য্য এই যে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের কর্তৃত্ব-মূলে বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র কর্তা ; ব্রহ্মা-রুদ্রাদির স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব না থাকায় তাহাদিগকে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের কর্তা বলা যায় না। অজ্ঞব্যক্তি বিষ্ণুতত্ত্ব না জানিয়া সৃষ্টি ও সংহারের স্বতন্ত্র কর্তা ব্রহ্মা ও শিব—এইরূপ মনে করে) ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদ্বৃক্ষোঽয়ং তদীয় এবেত্যাহঃ। ত্বমেব অস্য প্রপঞ্চবৃক্ষস্য সতঃ সত্যস্য এক এব প্রসূতিরুৎপাদকঃ। সন্নিধানং লয়স্থানং অনুগ্রহঃ পালকঃ। ভাবপ্রধাননির্দ্দেশেন তত্ত্বাধিক্যমভিপ্রেতম্। ননু ভবদাদয়ো ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা এবম্ভূতাঃ প্রসিদ্ধাঃ কথমহমিতি চেত্তত্রাহুঃ। ত্বন্মায়য়া অসম্বৃতচেতসঃ অনাবৃতজ্ঞানাস্ত্বাং নানা ন পশ্যন্তি যে বিপশ্চিতস্তে। ব্রহ্মাদীনাং ত্বদবতারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া এই সংসাররূপ আদিবৃক্ষ তোমারই, ইহা বলিতেছেন—'ত্বম্ একঃ এব' ইত্যাদি, এই সংসারবৃক্ষের তুমিই একমাত্র উৎপত্তির কারণ, 'ত্বং সন্নিধানং'—তুমিই ইহার লয়স্থান, 'ত্বম্ অনুগ্রহশ্চ'—এবং তুমিই ইহার পালক। এখানে ভাবপ্রধান নির্দ্দেশের দ্বারা তত্ত্বাধিক্যই বুঝিতে হইবে। যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমাকে কেন এইরূপ বলিতেছ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—('ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসঃ', যাহাদিগের বুদ্ধি তোমার মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহারাই তোমাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতা বলিয়া দেখে, কিন্তু যাঁহারা বিদ্বান্ তাহারা এইরূপ দেখেন না, একমাত্র তোমাকেই তত্তদ্রূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। অথবা—

অকার-প্রশ্লেষে) 'ত্বন্মায়য়া অসম্বৃত-চেতসঃ'—যাঁহাদিগের চিত্ত তোমার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, তাঁহারা নানারূপ দর্শন করেন না, তাঁহারা 'বিপশ্চিতঃ', অর্থাৎ সেই ভক্তগণ তোমাকে একরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মাদি তোমারই অবতার—এই ভাবার্থ ॥ ২৮ ॥

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য ।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু দেবকীসুতং মাং কথমেবং বর্ণয়থ ইত্যাহঃ) (ত্বং) অববোধ আত্মা (চিদ্‌ঘনরূপঃ পরমপুরুষঃ) চরাচরস্য (স্থাবরজঙ্গমাত্মকস্য) লোকস্য (ভুবনস্য) ক্ষেমায় (মঙ্গলায়) সতাং (সাধূনাং) সুখবহানি) (আনন্দজননানি) খলানাং (দুরাত্মানাং) অভদ্রাণি (নাশকরাণি) সত্ত্বোপপন্নানি (শুদ্ধসত্ত্বগুণযুক্তানি) রূপাণি (শরীরাণি) মুহুঃ (বারম্বারং) বিভর্ষি (ধারয়ন্ ধরায়াং আবির্ভবসি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানৈক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের পালনার্থ ধার্ম্মিকগণের সুখপ্রদ ও দুষ্টদিগের বিনাশক বিশুদ্ধসত্ত্বময় মৎস্যাদিরূপ-সকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যেঽপি মৎস্যকূর্ম্মাদয়ো বহবস্ত্বদবতারাঃ সন্তীত্যাহঃ। বিভর্ষি ইতি। অববোধঃ চিদ্‌ঘনরূপঃ। সত্ত্বোপপন্নানি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপাণি খলানাং অভদ্রকরাণি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মৎস্য, কূর্ম্মাদি অন্য বহু অবতার তোমার আছে, ইহা বলিতেছেন—'বিভর্ষি' ইত্যাদি। 'অববোধঃ'—অর্থাৎ চিদ্‌ঘন-স্বরূপ তুমি, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপসকল ধারণ করিয়া থাক, যাহা ধার্ম্মিকগণের সুখকর ও খলদিগের নাশকর ॥ ২৯ ॥

মধ্ব—সদা সর্ব্বগুণাঢ্যত্বাৎ সত্ত্ববান্ হরিরুচ্যতে। ন তু সত্ত্বগুণাত্মত্বাদ্‌যতস্ত্রিগুণবর্জ্জিতঃ ॥ ইতি নারদীয়ে ॥ ২৯ ॥

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে অম্বুজাক্ষঃ,) (হে কমললোচন,) একে (মুখ্যাঃ বিবেকিনঃ) অখিলসত্ত্বধাম্নি (বিশুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রয়ে) ত্বয়ি (ভগবতি) সমাধিনা (যোগেন) আবেশিতচেতসা (নিবিষ্টমনসা উপলক্ষিতাঃ সন্তঃ) মহৎকৃতেন (মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টমিতি মনসি কৃতেন বহুমতেন ইত্যর্থঃ পরমাদরবিষয়ীকৃতেন বা) ত্বৎপাদপোতেন (ভবৎপাদপদ্মতরণ্যা) ভবাব্ধিং (সংসারসাগরং) গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি (গোষ্পদবৎ অতি ক্ষুদ্রং মত্বা তরন্তি) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে কমলনয়ন, মুখ্য বিবেকিপুরুষগণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাশ্রয় আপনাতে সমাধিদ্বারা চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা মহৎ-দিগের আদরণীয় ভবদীয়পাদতরণী অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসাগরকে গোবৎস-পদ জ্ঞান করেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেমায়েত্যুক্তম্ ! তদেব ক্ষেমং বাস্তবমভিব্যঞ্জয়ন্তি ত্বয়ীতি খিলং নিকৃষ্টং সত্ত্বং গুণাত্মকং অখিলসত্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বং নির্গুণং ধাম স্বরূপং যস্য তস্মিন্। অমলসত্ত্বেতি চ পাঠঃ সমাধিনা পৃথিব্যামবতীর্ণস্য তব রূপগুণলীলাদি ধ্যানাতিশয়েন ত্বয্যাবেশিতং যচ্চেতস্তেন হেতুনা প্রাপ্তেন ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন মহদ্ভির্ভবাব্ধেঃ পোততুল্যীকৃতেনেত্যর্থঃ। গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ভবাব্ধেরস্তিত্বমপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেমায়'—পূর্ব্বশ্লোকে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই জগতের মঙ্গলার্থ, ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই মঙ্গলই বাস্তবরূপে প্রকাশ করিতেছেন—'ত্বয়ি' ইত্যাদি। 'অখিল-সত্ত্ব-ধাম্নি'—খিল বলিতে গুণাত্মক নিকৃষ্ট-সত্ত্ব আর অখিল-সত্ত্ব যাহা নির্গুণ, বিশুদ্ধ সত্ত্ব, তাদৃশ স্বরূপ যাঁহার, সেই তোমাতে। এই স্থলে 'অমল-সত্ত্ব'—অর্থাৎ নির্ম্মল সত্ত্ব, এরূপ পাঠান্তর আছে। 'সমাধিনা'—সমাধি বলিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ তোমার রূপ, গুণ ও লীলাদিতে ধ্যানাতিশয়ের দ্বারা, তোমাতে আবেশিত যে চিত্ত, তাহার দ্বারা প্রাপ্ত তোমার চরণতরী, যাহা

মহদ্‌গণ কর্ত্তৃক ভব-সাগরের পোতের ন্যায় করা হইয়াছে, এই ভাবার্থ। তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক মুখ্য বিবেকিপুরুষগণ এই ভবসাগরকে গোবৎস-পদের ন্যায় তুচ্ছ মনে করিয়া অনায়াসে পার হইয়া থাকেন, সংসার-সমুদ্রের অস্তিত্বও তাঁহারা জানিতে পারেন না —এই ভাবার্থ ॥ ৩০ ॥

মধ্ব—ভগবৎপাদপোহতোঽসৌ নান্যপোতসমো ভবেৎ। সন্নিধায়ৈব শিষ্যেষু তদেব প্রাপ্ যুর্যতঃ ॥ ইতি বামনে ॥ ৩০ ॥

———

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তেন পোতেন চেৎ পূর্ব্বে পারংগতাঃ তদা ইদানীন্তনানাং কা গতিঃ ইত্যাহ) হে দ্যুমন্, (স্বপ্রকাশস্বরূপ,) তে (মহাপুরুষাঃ) সুদুস্তরং (অন্যৈঃ উত্তরণাযোগ্যং, দুষ্পারমিত্যর্থঃ) ভীমং (ভীষণং) ভবার্ণবং (সংসারসমুদ্রং) সমুত্তীর্য্য (তীর্ণাঃ) ভবৎপদাম্ভোরুহনাবং (ভবৎপাদপদ্মতরণিং) অত্র (সংসারে এব) নিধায় (স্থাপয়িত্বা, গুরুপারম্পর্য্যরূপেণ স্থাপয়ন্ত এব) যাতাঃ (পরমশ্রেয়ঃ প্রাপ্তাঃ) (ননু তেষাং কথং ঈদৃক্ কার্য্যমিত্যাহ তে) অদভ্রসৌহৃদাঃ (সর্ব্বভূতেষু অপ্রীতিযুক্তাঃ ভবন্তি)। (কথং মৎপদাশ্রয়েণ এব উত্তীর্ণাঃ ইত্যাহ) (যতঃ) ভবান্ সদনুগ্রহঃ (সতঃ ভক্তান্ অনুগৃহ্ণাতি, ইতি ভক্তবাঞ্ছাপ্রদায়কঃ ভবতি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে স্বপ্রকাশ, আপনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম-তরণী ইহলোকে (গুরুপরম্পরায় বা শ্রৌতপন্থায়) রাখিয়া গিয়াছেন ; কেননা, তাঁহারা সর্ব্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বৎপাদ-পোতাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবাব্ধৌ গোষ্পদতুল্যে জাতে বৈষ্ণবা ভবাব্ধিম্ অজানন্ত এব পদ্ভ্যামেবোল্লঙ্ঘয়ন্তীত্যাহুঃ। স্বয়মিতি তরণসাধননিরপেক্ষমেব অন্যৈঃ সুদুস্তরমপি ভীমমপি সমুত্তীর্য্য যাতাঃ। দ্যুমন্ হে সূর্য্য ইতি ত্বং যেষামন্তঃকরণে নোদেষি তেষামেব তমঃ পুঞ্জরূপঃ সংসারোঽর্ণবতুল্যো ভীমো দুস্তরশ্চ ভবতি। প্রেমভক্ত্যুদয়পর্ব্বতে ত্বয্যুদিতে তু সমস্ত-তমসি স্বয়মেব নষ্টে সতি স্বয়মেব সংসারতরণং ভবেদতো ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্রৈব কূলে নিধায়ৈব ভক্তিমার্গসম্প্রদায়ং প্রবর্ত্ত্যৈব যাতাস্তে যথান্যেঽপ্যেবং তরেয়ুরিত্যভিপ্রায়েণেত্যুৎপ্রেক্ষতে ইতি ভাবঃ। অত্র সংসারস্য সামস্ত্যেন নষ্টত্বেপি বয়ং সংসারিণ এবেতি ভক্তানাং মিথ্যাভিমান এব গোবৎসপদাকারঃ সংসারঃ। যথা চ গোবৎসপদজলং পাবনং শ্লাঘনীয়ঞ্চ ভবেৎ তথৈব তেষাং সোঽভিমানোঽপ্যন্যেষাং ভক্তমানিনামভিমানরোগহরোঽভিজ্ঞজনৈঃ শ্লাঘনীয়শ্চ ভবতীতি ভাবঃ। যতঃ সৎসু বৈষ্ণবেষ্বেব অনুগ্রহ এতাদৃশো নান্যেষু যস্য সঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও তোমার চরণতরীর আশ্রয়মাত্রেই ভবার্ণব গোবৎসপদতুল্য হওয়ায়, বৈষ্ণবগণ উহা ভবসমুদ্র বলিয়া না জানিয়াই পায়ে হাঁটিয়া পার হইয়া যান, ইহা বলিতেছেন—'স্বয়ম্', তরণসাধনের কোন অপেক্ষা না করিয়াই, অপরের পক্ষে সুদুস্তর ভয়ানক হইলেও তাঁহারা অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। 'দ্যুমন্'—হে স্বপ্রকাশক সূর্য্য! তুমি যাহাদের অন্তঃকরণে উদিত হও না, তাহাদের নিকটেই তমঃপুঞ্জরূপ সংসার সমুদ্রতুল্য ভয়ানক ও দুস্তরণীয় হয়। কিন্তু প্রেমভক্তিরূপ উদয়পর্ব্বতে তুমি উদিত হইলে সমস্ত অন্ধকার আপনা হইতেই বিলীন প্রাপ্ত হওয়ায় অনায়াসেই সংসারতরণ হইয়া থাকে। অতএব পরবর্ত্তী লোকের উদ্ধারার্থ সেই তোমার চরণতরী এই কূলে রাখিয়া, অর্থাৎ শিষ্য-পরম্পরা দ্বারা ভক্তিপথের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহারা ভব-পারে গমন করেন—এই ভাবার্থ। এখানে সংসার সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলেও 'আমরা সংসারীই' —ভক্তগণের এই মিথ্যাভিমানই গোবৎসপদতুল্য সংসার। যেমন গোবৎসপদজল পবিত্র ও শ্লাঘনীয় হয়, সেইরূপ তাঁহাদের সেই অভিমানও অন্যান্য ভক্তমানিগণের অভিমানরূপ রোগনাশক এবং বিজ্ঞজনের প্রশংসনীয় হইয়া থাকে—এই ভাব। 'যতঃ

সদনুগ্রহো ভবান্'—যেহেতু সাধু বৈষ্ণবজনেই তোমার এতাদৃশ অনুগ্রহ, অপরের প্রতি নহে ॥ ৩১ ॥

মধ্ব—ভগবৎপাদনৌকায়াঃ নেয়ং নৌকোপমা ভবেৎ। তয়াতীর্ত্বা তু তামেব তিষ্ঠন্তি তত্র যৎ॥ ইতি ব্রাহ্মে অতস্তামেব যাতাঃ ॥ ৩১ ॥

যেহন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু মৎ পদাশ্রয়ং বিনা জ্ঞানেনৈব সংসারোত্তরণাদিকং ভবেৎ কিং পদাশ্রয়েণ ইত্যাহ) হে অরবিন্দাক্ষ, (কমলনয়ন,) অন্যে (অপরে) যে (জনাঃ) বিমুক্তমানিনঃ (বয়ং মুক্তা ইত্যভিমানযুক্তাঃ) ত্বয়ি (ভগবতি) অস্তভাবাৎ (অস্তঃ নিরস্তঃ ভাবঃ ভক্ত্যাদিরূপঃ তস্মাৎ) অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (মলিনচিত্তাঃ জনাঃ কৃচ্ছ্রেণ (অতিকষ্টেন) পরং পদং (মোক্ষসন্নিহিতং মোক্ষপীঠাদব্যবহিত-প্রদেশম্) আরুহ্য (অধিরুহ্য) অনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ন আদৃতৌ পূজিতৌ যুষ্মদঙ্ঘ্রী ভবৎপাদৌ যৈঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) ততঃ (পরপদাৎ) অধঃ (সংসারে) পতন্তি (নিপতিতাঃ ভবন্তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—যদি কেহ বলেন যে, ভগবৎপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি ? শুষ্কজ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তদুত্তরে বলিতেছেন—হে পদ্মলোচন, অপর যে-সকল ব্যক্তি নিজদিগকে "মুক্ত" বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাহাদের প্রীতি না থাকায় তাহারা মলিনচিত্ত। সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষসন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বৈষ্ণবানামেব ভবার্ণবো গোষ্পদীভবতি যে তু তব বিশুদ্ধসত্ত্বময়বপুষি মায়াভানবন্তো জ্ঞানিনস্তেষান্তু সুদুস্তরো ভীম এব "কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবমপ্লবেশঃ ষড়্‌বর্গ-নক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি। তত্ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং ব্যসনমুত্তর দুস্তরার্ণমিতি" যথা সনৎকুমারেণোক্তম্। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামিতি যথা ভগবতাপি", নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনমিতি" যথা নারদেনাপি তথৈব দেবা অপ্যাহুঃ। যে ইতি। অন্যে উক্ত লক্ষণেভ্যস্ত্বদনুগৃহীতেভ্যঃ সদ্ভ্যো ভিন্নাঃ। অরবিন্দাক্ষেতি ত্বৎকৃপাবলোকনমাধুর্য্যাননুভবিন ইতি ভাবঃ। বিমুক্তমানিন ইতি ত্বদ্ভক্তা যথা সংসারোত্তীর্ণা অপি সংসারিমানিনস্তথা এবৈতে সংসারমধ্যপতিতা অপি বিমুক্তমানিনস্তত্র হেতুঃ ত্বয্যরবিন্দাক্ষে মধুরাকারে অস্তভাবাৎ মায়া-শাবল্যমননেন প্রীত্যভাবাৎ, "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি ভগবদুক্তের্মৌঢ্যাদবিশুদ্ধজ্ঞানাঃ কামাদিনির্জ্জয়মূলক অন্তঃকরণ-শুদ্ধিমত্ত্বাদুৎপন্নমপি জ্ঞানং ন বিশুদ্ধমিত্যর্থঃ। তৎ অপি কৃচ্ছ্রেণ তপঃশমদমাদিকৃচ্ছ্রজনিতেন বিজ্ঞানেন পরং পদং জীবন্মুক্তদশামারুহ্যেত্যেষাং গুণীভূতভক্ত্যা যুক্তত্বং জ্ঞেয়ং, তাং বিনা পরমপদারোহাসম্ভবাৎ, 'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিম্ উদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তীত্যাদেস্তাং বিনা জ্ঞানস্য মরীচিকাজলায়মানত্বাৎ ততোঽধঃ পতন্তি। ননু ভক্তিসত্ত্বে কথমধঃ পতন্তি তত্রাহুঃ। ন আদৃতৌ মায়িকত্ববুদ্ধ্যা যুষ্মদঙ্ঘ্রী যৈস্তে। অয়মর্থঃ জ্ঞানিনাং জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তির্দ্বিবিধা ভক্তিং বিনা জ্ঞানং ন সিদ্ধ্যেদিতি শাস্ত্রাজ্ঞয়ৈব কিঞ্চিন্মাত্রী ক্রিয়মাণা ভজনীয়-ভগবদ্বিগ্রহাদিষু মায়িকবুদ্ধ্যা মায়াবুদ্ধ্যা বা অনাদরবতী অনাদররহিতা চ, আদ্যয়া তেষাং তপঃশমদমাদিমতাং বহুকালেনাবিদ্যানিরসিনীং বিদ্যামুৎপাদ্য ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য চ সহসৈবান্তর্দ্ধীয়তে তে বিমুক্তমানিন এবোচ্যন্তে নতু বস্তুতো জীবন্মুক্তাঃ। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তিং বিনা তৎপদার্থস্যাপরোক্ষানুভবালাভাৎ ভগবদপরাধসম্ভবাচ্চ দগ্ধানামপি কর্ম্মণাং পুনঃ প্ররোহাদধঃ পতন্তি চ। যদুক্তম্ রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণবচনম্। "নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজন্তং পরমেশ্বরম্। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ব্রহ্মরাক্ষস" ইতি। বাসনাভাষ্যোত্থাপিতং পরিশিষ্টবচনঞ্চ "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিন" ইতি। দ্বিতীয়য়া তু তেষাং ব্রহ্মভূতত্বদশামুৎপাদ্য অবিদ্যা-বিদ্যায়ারূপরামেঽপ্যনুপরমন্ত্যা তৎপদার্থসাক্ষাৎকারমনুভাব্যমানা জীব-

ন্মুক্তাঃ সিদ্ধাএব স্যুঃ। যদুক্তং "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরমিতি" ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৈষ্ণবগণেরই ভবার্ণব গোবৎসপদতুল্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় শ্রীবিগ্রহে মায়িকবুদ্ধি করতঃ জ্ঞানাভি-মানী, তাহাদের নিকট ভবসাগর দুস্তর ও ভয়ানক। যেমন পৃথু মহারাজের প্রতি সনৎকুমারের উক্তি— "কৃচ্ছ্রো মহানিহ" (৪।২২।৪০), অর্থাৎ হরিশরণ-বিহীন যতিগণের পক্ষে এই ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর। তাঁহারা কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিয়া কামাদি ছয়টি কুম্ভীরসঙ্কুল ভবসমুদ্র অতি কষ্টে পার হইতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু তাহা অতিশয় অসুখজনক। এই নিমিত্ত তুমি শ্রীহরির সর্ব্বারাধ্য পাদপদ্মকে ভেলাস্বরূপ অবলম্বন করিয়া দুস্তর সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হও। শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন— "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" (শ্রীগীতা—১২।৫), অর্থাৎ সেই ব্রহ্মসিক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়, যেহেতু দেহাভিমানিকর্তৃক অক্ষরবিষয়া মনোবৃত্তি দুঃখে লব্ধ হয়। দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন— "নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুত-ভাববর্জ্জিতং" (১।৫।১২), অর্থাৎ ভক্তিহীন কর্ম্ম বন্ধনেরই কারণ হয়, সর্ব্বোপাধি-নিবর্ত্তক নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে অধিক শোভা পায় না ইত্যাদি, সেইরূপ দেবগণও এখানে বলিতেছেন—'যে অন্যে', অন্য বলিতে তোমার অনুগৃহীত সাধু ভক্তগণ ব্যতীত অপরে। 'অরবিন্দাক্ষ'—হে কমলনয়ন! অর্থাৎ তোমার কৃপাবলোকনমাধুর্য্য যাহারা অনুভব করে না, এই ভাবার্থ। 'বিমুক্তমানিনঃ'—তোমার ভক্তগণ যেমন সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইয়াও নিজকে সংসারী বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ এই জ্ঞানিগণ সংসার মধ্যে পতিত হইয়াও নিজদিগকে বিমুক্তমানী বলিয়া অভিমান করে, তাহার কারণ—'ত্বয়ি অস্তভাবাৎ', পদ্মলোচন তোমার মধুরাকার শ্রীবিগ্রহে মায়িক-বুদ্ধিতে প্রীতি না থাকায় তাহারা মলিনচিত্ত। ('জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥"—শ্রীচৈঃ চঃ মধ্য-২২।২৯)। "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" (শ্রীগীতা—৯।১১), অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ আমার সর্ব্ব-ভূতমহেশ্বরস্বরূপ পরমার্থ তত্ত্ব না জানিয়া মনুষ্যদেহ আশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে—শ্রীভগ-বানের এই উক্তি অনুসারে তাহারা 'অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ', অর্থাৎ কামাদি নির্জ্জয়মূলক অন্তঃকরণ শুদ্ধিহেতু উৎপন্ন জ্ঞানও তাহাদের বিশুদ্ধ নহে—এই অর্থ। 'আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ'—তপঃশমাদি অতিকৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা জীবন্মুক্ত দশায় আরোহণ করিলেও ভবদীয় পাদপদ্মের অনাদরহেতু তাহা হইতে অধঃপতিত হয়। জীবন্মুক্ত দশাপ্রাপ্তিও গুণীভূত ভক্তির সাহ-চর্য্যেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে, কারণ ভক্তি বিনা পরমপদে আরোহণ করা অসম্ভব। ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—"শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিম্ উদস্য" (১০।১৪।৪), অর্থাৎ হে বিভো! পরম মঙ্গলকর তোমার প্রতি ভক্তি ত্যাগ করিয়া যাহারা কেবলমাত্র আত্মানাত্ম—বিবেকজ্ঞান লাভের জন্য বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করে, তাঁহাদের অল্প পরিমাণ ধানের পরিবর্ত্তে অধিক পরিমাণ তুষ ভানার ন্যায়, পরিশ্রম বৃথাই হইয়া থাকে ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তি বিনা জ্ঞানলাভের প্রয়াস মরীচিকা জলতুল্য, অতএব অধঃপতিত হয়। যদি বলেন—দেখুন, সেই গুণীভূত ভক্তিসত্ত্বে কি প্রকারে অধঃপতিত হইবেন? তাহাতে বলিতেছেন —'অনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ', মায়িকবুদ্ধিতে তোমার চরণযুগলের তাহারা অনাদর করিয়া থাকে।

এই স্থলে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—জ্ঞানিগণের জ্ঞানাঙ্গভূতা ভক্তি দুই প্রকার। 'ভক্তি বিনা জ্ঞান সিদ্ধ হয় না'—এই শাস্ত্রবচনে ভজনীয় শ্রীভগবদ্বি-গ্রহাদিতে মায়িকবুদ্ধি অথবা মায়াবুদ্ধিতে অনাদর-যুক্ত এবং অনাদররহিত হইয়া কিছুমাত্র ভক্তির অনুষ্ঠান করেন। তন্মধ্যে আদ্যা অর্থাৎ অনাদর-সহিত (অশ্রদ্ধাযুক্ত) ভক্তি তপস্যা, শম ও দমাদি-নিষ্ঠ যে জ্ঞানিগণের বহুকালে অবিদ্যানিরসিনী বিদ্যা উৎপাদনপূর্ব্বক ব্রহ্মভূতত্বদশা উৎপন্ন করিয়া সহসা অন্তর্হিতা হইয়া যান, তাঁহারাই নিজদিগকে বিমুক্ত-মানী বলিয়া অভিমান পোষণ করেন, বস্তুতঃ তাঁহারা জীবন্মুক্ত নহেন। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।-

২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থের অপরোক্ষ অনুভব লাভ না করায় এবং শ্রীভগবানে অপরাধহেতু কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইলেও পুনরায় উৎপন্ন হওয়ায় তাঁহারা অধঃপতিত হন। যেমন রথযাত্রা-প্রসঙ্গে বিষ্ণুভক্তি-চন্দ্রোদয় ধৃত পুরাণবচনে বলা হইয়াছে—"যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ রথারূঢ় শ্রীভগবানের পশ্চাৎ গমন করে না, সেই লোক জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্ম-রাক্ষসত্ব প্রাপ্ত হয়।" বাসনাভাষ্য ধৃত পরিশিষ্ট বচনে উক্ত আছে— "যদি অচিন্ত্যমহাশক্তি শ্রীভগবানে অপরাধী হন, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় কর্ম্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ কর্ম্মানুযায়ী নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন।" দ্বিতীয়া অর্থাৎ অনাদররহিতা। ভক্তির দ্বারা জ্ঞানিগণ ব্রহ্মভূতত্ব-দশা প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরম হইলেও সেই ভক্তির সাহচর্য্যেই তৎপদার্থের সাক্ষাৎকার অনুভব করতঃ জীবন্মুক্ত হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" (১৮।৫৪-৫৫), অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্ত, নির্ম্মল চিত্ত, সকল প্রাণীতে সমদর্শী পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন। আমি যেরূপ বিভূতিসম্পন্ন এবং স্বরূপতঃ যাহা হই, আমাকে জ্ঞানী ব্যক্তি ভক্তিদ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন। তারপর সেই গুণাতীত ভক্তিদ্বারাই সাত্ত্বিক বিদ্যা নিবৃত্তি হইলে আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আমার সহিত যুক্ত হন ॥ ৩২ ॥

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥ ৩৩ ।

অন্বয়ঃ—(তদীয়াস্তু ন কদাচিদপি পতন্তি) হে মাধব. (হে লক্ষ্মীপতে,) হে প্রভো, (নাথ,) তথা (কিন্তু) ত্বয়ি (ভগবতি) বদ্ধসৌহৃদাঃ (সংস্থাপিত-সেবকভাবাঃ যে) তাবকাঃ (ভাগবতাঃ) তে (মহা-আনঃ) কৃচিৎ (কদাপি) মার্গাৎ (শ্রেয়ঃপথাৎ) ন ভ্রশ্যন্তি (ন পতন্তি) (অপি তু) ত্বয়া (ভগবতা) অভিগুপ্তাঃ (সর্ব্বদা রক্ষিতাঃ) নির্ভয়াঃ (নিঃশঙ্কাঃ সন্তঃ) বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু (বিনায়কাঃ বিঘ্নহেতবঃ তেষাং অনীকানি সমূহাঃ তান্ পান্তীতি তেষাং মূর্দ্ধসু শিরঃসু সকলবিঘ্নজনকদেবতানাং মস্তকেষু) বিচ-রন্তি (ভ্রমন্তি সর্ব্বান্ বিঘ্নান্ জয়ন্তি, তেষাং মস্তকরূপ সোপানেষু পাদন্যাসেন বৈকুণ্ঠ-পদং আরোহন্তি বা) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে মাধব, হে প্রভো, আপনাতে প্রীতি-সম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালক-সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু জ্ঞানিন এব কেবলং কিমিত্যা-ক্ষিপ্যন্তে ভরতেন্দ্রদ্যুম্ন-চিত্রকেত্বাদিদৃষ্ট্যা ভক্তা অপ্যাক্ষিপ্যন্তামিত্যত আহুঃ তথেতি যথা বিমুক্ত-মানিনোঽধঃ পতন্তি তথা তাবকা মার্গাৎ ভক্তিযোগান্ন ভ্রশ্যন্তি কিমুত মৃগ্যাত্ত্বত্ত ইত্যর্থঃ। যদি বা ভ্রশ্যন্তি তদাপি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদা এব ভবন্তি, চিত্রকেতু-ভরতেন্দ্রদ্যুম্নাদীনাং ভ্রংশে সতি বৃত্রাদিত্বে প্রেম্ণঃ শত-গুণীভাব-দর্শনাৎ ভক্তানাং ভ্রংশোঽপি প্রেমাধিক্য-হেতুরেব দৃষ্টঃ। যদ্বা। তথা ন ভ্রশ্যন্তি যতো ভ্রষ্টত্বেঽপি ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ন মে ভক্তঃ প্রণশ্য-তীতি" প্রতিজ্ঞাতবতা মমোপকরিষ্যরিতৈব মৎপ্রভুনা মমায়ং ভ্রংশঃ কৃত ইতি ত্বয়ি দৃঢ়বিশ্বস্তমতয়ঃ। ততঃ চাভিতস্ত্বয়া রক্ষিতা বিনায়কানাং বিঘ্নকারিণাং অনী-কানি স্তোমাঃ তানি পান্তি যে তেষামপি মূর্দ্ধসু বিচ-রন্তি তানভিভবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা তচ্চরণাংস্তেঽপি ভক্ত্যা স্বমূর্দ্ধসু ধারয়ন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কেবল জ্ঞানিগণকেই কিজন্য কটাক্ষ করিতেছেন? মহারাজ ভরত, ইন্দ্রদ্যুম্ন, চিত্রকেতু প্রভৃতির উপলক্ষ্যে ভক্ত-গণকেও আক্ষেপ করুন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন —'তথা ন', যেমন স্বয়ং বিমুক্তমানিগণ তোমার চরণ অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়, তদ্রূপ তোমার ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কদাপি ভ্রষ্ট হয় না,

তাহাতে অন্বেষণীয় তোমা হইতে যে বিচ্যুত হয় না, এ বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য ? যদি বা কখন ভ্রষ্ট হয়, তৎকালেও তোমাতে তাঁহাদের বদ্ধসৌহার্দ্দ্য থাকে। চিত্রকেতু. ভরত, ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রভৃতির ভ্রংশ হইলেও বৃত্রাসুর, মৃগ, হস্তী প্রভৃতি দেহেও তাঁহাদের প্রেমের শতগুণ বৃদ্ধিই দৃষ্ট হয়, অতএব ভক্তগণের ভ্রংশও প্রেমাধিক্যেরই হেতু বুঝিতে হইবে। অথবা —সেইরূপ ভ্রষ্ট হন না, যেহেতু ভ্রষ্ট হইলেও তোমাতে 'বদ্ধসৌহৃদাঃ'—প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত থাকে। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" (শ্রীগীতা—৯।৩১), অর্থাৎ আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না—এই প্রতিজ্ঞাকারী আমার প্রভু আমার উপকার সাধনের নিমিত্তই আমার এই ভ্রংশ করিয়াছেন—এইরূপ তোমাতে তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত। তারপর তোমা কর্ত্তৃক সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের সেনানায়কের অর্থাৎ গুরুতর বিঘ্নসকলের মস্তকে পাদ প্রদান করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বিপদসমূহ পরাভূত করেন। অথবা তাঁহাদের চরণ সেই বিঘ্নকারিগণও ভক্তিপূর্ব্বক নিজ মস্তকে ধারণ করেন—এই ভাবার্থ ॥ ৩৩ ॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ স্থিতৌ (স্থিতিকালে) শরীরিণাং (জীবানাং) শ্রেয় উপায়নং (মঙ্গলসাধকং) বিশুদ্ধং (রজস্তমোহীনং) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণাশ্রিতং) বপুঃ (শরীরং) শ্রয়তে (স্বীকরোতি) যেন (হেতুনা) জনঃ (লোকঃ) বেদক্রিয়া যোগতপঃ সমাধিভিঃ (বেদক্রিয়া-যাগাদিঃ যোগঃ সমাধিঃ তপশ্চান্দ্রায়ণাদি তেষাং সমাধিভিঃ অনুষ্ঠানৈঃ) তব অর্হণং (ভবতঃ পূজাং) সমীহতে (সম্পাদয়তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্,) আপনি স্থিতিকালে দেহিগণের মঙ্গল-সাধক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়-বপু প্রকট করেন, যেহেতু ঐ বপুদ্বারা লোক সকল বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধি যোগে আপনার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং বিভর্ষি রূপাণীত্যনেন শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-শরীরাণাঞ্চরাচরলোকে প্রাকট্যমুক্তম্। ক্ষেমায়েতি তৎপ্রয়োজনং ক্ষেমঞ্চ ভক্তেঃ কৈবল্যং ত্বয্যম্বুজাক্ষেতি চতুর্ভির্বিবৃতং তন্মধ্যে এব যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষেত্যনেন ভক্তেগুর্ণভাবশ্চ মোক্ষফলকো ভগবচ্চরণাদরে সতি ধ্বনিতঃ। ইদানীং ভক্তেঃ প্রাধান্যমপি প্রয়োজনং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকবপুঃ প্রাকট্যস্যেত্যাহুঃ সত্ত্বমিতি বিশুদ্ধং মায়াতীতং সত্ত্বং চিন্ময়ং বপুর্ভবান্ শ্রয়তে। কীদৃশং স্থিতৌ পালনসময়ে শ্রেয়সাং উপ আধিক্যেন অয়নং প্রাপ্তির্যতস্তচ্ছ্রেয় এবাহুঃ বেদাদিভিশ্চতুর্ভিশ্চতুরাশ্রমধর্ম্মৈঃ সহ অর্হণং ঈহতে। যেন বপুষেতি বপুষোঽনাশ্রয়ণেঽর্হণাসিদ্ধেঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিভর্ষি রূপাণি' (২৯ শ্লোক) —ইহাতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই লোকে শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক শরীরের প্রাকট্য উক্ত হইয়াছে। 'ক্ষেমায়'—মঙ্গলের নিমিত্ত, ইহাতে প্রাকট্যের প্রয়োজন বলা হইয়াছে। মঙ্গল ভক্তির কৈবল্য, তাহা 'ত্বয্যম্বুজাক্ষ' (৩০ শ্লোক), ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ' (৩২ শ্লোক)—এখানে গুণীভূত ভক্তিতেও তোমার চরণের সমাদর-বশতঃ মোক্ষপ্রাপ্তি ধ্বনিত হইয়াছে। এক্ষণে ভক্তির প্রাধান্যও প্রয়োজন তোমার শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহের প্রাকট্যের, ইহা বলিতেছেন—'সত্ত্বং বিশুদ্ধং' ইত্যাদি, বিশুদ্ধ বলিতে মায়াতীত সত্ত্ব অর্থাৎ চিন্ময় শরীর ধারণ করিয়া থাকেন। কেমন শরীর ? তাহাতে বলিতেছেন—পালনসময়ে মঙ্গলসমূহের আধিক্যরূপে প্রাপ্তি যাহা হইতে হয়, তাদৃশ শরীর। সেই মঙ্গলই বলিতেছেন—'বেদাদিভিঃ', চতুরাশ্রম ধর্ম্মের সহিত জনগণ ঐ বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন, ঐ শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত না হইলে অর্চনাদিও সম্ভব হইত না (অর্থাৎ আপনার যে শরীর অবলম্বন করিয়া লোক বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, ক্রিয়াযোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম, বনবাসাদিরূপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, এবং সমাধিরূপ যতির ধর্ম্ম—এই চতুর্ব্বিধ স্বধর্ম্ম দ্বারা আপনার পূজা করিয়া থাকে। আপনি শরীর ধারণ না করিলে

পূজার অভাবে লোকের কর্ম্মফল সিদ্ধ হইত না।) ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—বিশুদ্ধ সত্ত্বব্রহ্মাদেঃ শরীরে সংস্থিতো হরিঃ। তেষামাদেশমার্গেণ বেদাদ্যৈরর্চ্চয়ন্তি তম্ ॥ ইতি ভাগবততন্ত্রে ॥ ৩৪ ॥

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে ধাতঃ, (সর্ব্বাশ্রয়,) ইদং সত্ত্বং চেৎ (যদি) নিজং (ভবদীয়ং) [বপুঃ (স্বরূপং)] ন ভবেৎ (তদা) অজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং (অজ্ঞানং মায়া ভিদা তৎকৃতং ভেদজ্ঞানং তয়োঃ অপমার্জ্জনং নিবর্ত্তকং) বিজ্ঞানং (বিশিষ্টং অপরোক্ষং জ্ঞানং ন ভবেৎ) (ননু জড়ানাং অপি বুদ্ধ্যাদীনাং যতঃ প্রকাশঃ তদ্ব্রহ্ম ইতিজ্ঞানং ভবেদেব ইত্যাহ) গুণপ্রকাশৈঃ (গুণাবচ্ছিন্নৈঃ প্রকাশৈঃ) ভবান্ (সর্ব্বসাক্ষীপূর্ণঃ কেবলং) অনুমীয়তে (ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়তে অনুমান প্রণালীং আহ) যস্য (সম্বন্ধী) গুণঃ (অয়ং বুদ্ধ্যাদিঃ) প্রকাশতে, যেন বা (বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী হেতুনা বাহ্যো গুণঃ প্রকাশতে ইত্যনুমীয়তে ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ, যদি আপনার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-নিবর্ত্তক অপরোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না। গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি,—গুণসমূহ যাঁহার সম্বন্ধে প্রকাশিত হয় অথবা যিনি গুণসকলের প্রকাশক, তিনি জড়বুদ্ধ্যাদিগুণের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ ঈশ্বর—এইরূপে অনুমিত হন মাত্র, (সাক্ষাৎকার হন না, কিন্তু যাঁহারা আপনার বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় বিগ্রহের উপাসক, তাঁহারা আপনার সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন—ইহাই তাৎপর্য্য) ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কেচিদ্দার্শনিকা মদ্বপুঃ প্রাকৃত-সত্ত্বময়মেব মন্যন্তে তত্রাহুঃ। সত্ত্বমিতি হে ধাতঃ! ইদমিতি তর্জ্জন্যা গর্ভং লক্ষীকুর্ব্বন্তি তব বপুরিদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধং সত্ত্বং ন ভবেচ্চেৎ কিন্তু প্রাকৃতমেব সত্ত্বং ভবেৎ, তদা বিজ্ঞানং তথাভূতত্বেন সতামনুভবঃ মার্জ্জনং লোপং আপ প্রাপ্তম্। মহদনুভব এবাত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং কীদৃশং অজ্ঞানভিৎ অজ্ঞাননিবর্ত্তকমিতি ত্বদ্বপুষো বিশুদ্ধসত্ত্বত্বেন বিজ্ঞানমাত্রাদেব সংসারো নিবর্ত্তত ইতি তাদৃশবিজ্ঞানস্য প্রামাণ্যং নাশঙ্ক্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চাত্র প্রমাণান্তরমপ্যস্তীত্যাহুঃ। গুণপ্রকাশৈর্গুণস্যাতিতেজস্বিত্বাদস্মদাদি সর্ব্বমনঃপ্রসাদকত্বপ্রেমপ্রদত্বাদেঃ প্রকাশৈরেব ইদং বপুর্ভবানেব ন মায়েত্যনুমীয়তে সম্প্রত্যস্মাভিরপীত্যর্থঃ। তথাহি। যস্য চ যস্য এব গুণঃ প্রকাশতে চিন্ময়ত্বাৎ ন প্রকৃতের্জাড্যাৎ। প্রকাশে অপি প্রযোজকসাপেক্ষত্বাচ্চ। যেন বা শুদ্ধসত্ত্বেনৈব হেতুনা প্রকাশতে ন তু প্রাকৃতত্বেন। অতএব বক্ষ্যতে "যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ। তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈ"রিতি। যদ্বা ইদং নিজং সত্ত্বং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং তব বপুর্ন ভবেন্নাবির্ভবেচ্চেৎ তদা অজ্ঞানভিৎ বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবো মার্জ্জনং আপ নাশমেব প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। কিন্তু তদা গুণানাং বুদ্ধ্যাদীনাং প্রকাশৈর্ভবাননুমীয়তে। কেবলম্ অনুমীয়েতৈব, অনুমানপ্রকারমাহুঃ—যস্য গুণঃ প্রকাশতে যেন বা বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রা হেতুনা বাহ্যো গুণঃ প্রকাশতে স ঈশ্বর ইতি ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কোন কোন দার্শনিকগণ আমার শরীরকে প্রাকৃত সত্ত্বময় বলিয়াই মনে করেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'সত্ত্বং' ইত্যাদি। হে ধাতঃ! সর্ব্বশক্তিমান! 'ইদং' —তর্জ্জনীর দ্বারা গর্ভ লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তোমার এই শরীর যদি স্বীয় বিশুদ্ধ সত্ত্বময় না হইয়া প্রাকৃত সত্ত্ব হইত, তাহা হইলে 'বিজ্ঞানং'—তোমার সাক্ষাৎকারাত্মক সাধুগণের অনুভব 'মার্জ্জনম্ আপ'—লোপ পাইত, মহদনুভবই এই বিষয়ে প্রমাণ, এই অর্থ। কেমন বিজ্ঞান? তাহাতে বলিতেছেন—'অজ্ঞানভিৎ', অজ্ঞাননিবর্ত্তক (অর্থাৎ অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ভেদ, এই উভয়ের নিবর্ত্তক তোমার সাক্ষাৎকারাত্মক বিজ্ঞান)। বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপে তোমার শ্রীবিগ্রহের বিজ্ঞানমাত্রেই সংসার নিবর্ত্তিত হয়, অতএব তাদৃশ বিজ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন শঙ্কার অবসর নাই, এই ভাব। আরও, এই বিষয়ে প্রমাণান্তরও আছে, ইহা বলিতেছেন—'গুণ-প্রকাশৈঃ',

তোমার গুণের অতিশয় তেজস্বিত্বহেতু আমাদের ন্যায় সকলের মনের প্রসন্নতা ও প্রেমপ্রদত্বাদি প্রকাশের দ্বারা এই বিগ্রহবিশিষ্ট তুমিই, কিন্তু তোমার মায়া নহে, ইহা সম্প্রতি আমরাও অনুমান করিতেছি। 'যস্য চ'—চিন্ময় বলিয়া যাঁহার গুণ প্রকাশ পাইতেছে, ইহা জড় প্রকৃতির গুণ নহে, কারণ প্রকৃতির গুণ প্রকাশেও প্রয়োজকের অপেক্ষা থাকে। 'যেন বা'—শুদ্ধ সত্ত্ব বলিয়াই প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা প্রাকৃতত্বরূপে নহে। অতএব বলিবেন—"যস্যাবতারাঃ" (১০।১০।৩৪), ইত্যাদি, অর্থাৎ হে ভগবন্! আপনার প্রাকৃত শরীর নাই বটে কিন্তু প্রাকৃত দেহে যে সকল অতুল নিরতিশয় বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্যাদি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেই সকল বীর্য্য-দর্শনে লোকে তাঁহাদের মধ্যে আপনার অবতার হইয়াছে জানিতে পারে। অথবা—তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হইত ; তাহা হইলে অপরোক্ষ অনুভব নাশ পাইত। কিন্তু তৎকালে বুদ্ধ্যাদিগুণের প্রকাশকরূপে তোমার কেবল অনুমান করা যায়। অনুমানের প্রকার বলিতেছেন—'যস্য চ যেন বা', বুদ্ধ্যাদি জড়গুণ সকল প্রকাশ দ্বারা তোমার সাক্ষিত্বাদি গুণ প্রকাশ হইতে পারে, কিংবা যাঁহার বাহ্য গুণ প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ঈশ্বর—এইরূপ তোমার অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। (কিন্তু এই অনুমানের দ্বারা তোমার সাক্ষাৎকার হয় না। তোমার দর্শন লাভ করিতে হইলে তোমার কৃপা ভিন্ন অন্য উপায় নাই এবং সেই কৃপা আসিবে তোমার পাদপদ্মের সেবার দ্বারা)॥ ৩৫॥

মধ্ব—সত্ত্বং ব্রহ্মাদিদেহাখ্যং জ্ঞানরূপং তমোনুদম্। যদি ন স্যাত্তদা সত্ত্বপ্রকাশানুমিতো বিভুঃ। যদি ন স্যাৎ পরো বিষ্ণুঃ কথং বিদ্বজ্জনা অমুম্। অর্চ্চয়ন্তীতি তত্ত্বস্য জিজ্ঞাসুভিরধোক্ষজঃ॥ কথং জ্ঞায়েত কস্যাপি বিগুণত্বাৎ পরো বিভুঃ। ইতি তন্ত্রভাগবতে॥ ৩৫॥

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভি-
নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—হে দেব, গুণকর্ম্মজন্মভিঃ (গুণাশ্চ কর্ম্মাণি চ জন্মানি চ তৈঃ) তব (ভগবতঃ) নামরূপে (স্বরূপভূতে) ন নিরূপয়িতব্যে (ন নির্দ্ধারণীয়ে ভবতঃ) (কুতঃ) অণুমেয়বর্ত্মনঃ (অনুমেয়ং বর্ত্মমার্গো যস্য তস্য তব) তস্য (মনসঃ) সাক্ষিণঃ (সাক্ষাৎ দ্রষ্টুঃ) (স্বরূপং) মনোবচোভ্যাং (অনুমানসাধকাভ্যামপি অতীতং) অথাপি (কিন্তু ভক্তাঃ) ক্রিয়ায়াং (উপাসন-লক্ষণায়াং) প্রতিযন্তি (ত্বাং লভন্তে)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—(দেবতাগণ বহুরূপে প্রকাশমান ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—) হে দেব, গুণ, জন্ম ও ক্রিয়াদ্বারা আপনার নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না। কেন-না আপনি অনুমিতি-পন্থাবলম্বি-সাধকের মনোবাক্যের অগোচর, সাক্ষীস্বরূপ। কিন্তু ভক্তগণ উপাসনা অর্থাৎ সেবা-দ্বারা আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমেতদ্রূপমেব তে বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমপি ত্বেতস্য বাচকং নামাপি তে চ নামরূপে ভক্তৈরেবানুভবিতুং শক্যে নান্যথেত্যপীত্যাহুঃ। নেতি গুণৈঃ শ্যামসুন্দর কৃপার্দ্র-লোচনেতি কর্ম্মভির্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ত্রিভঙ্গললিতেতি। জন্মভির্নন্দনন্দন বসুদেবনন্দনেতি যে তব নামরূপে তে যদ্যপি যথা কথঞ্চিদ্বাচ্যধ্যেয়ে ভবতস্তদপি সাক্ষিণো বিষয়দ্রষ্টুর্জীবস্য নিরূপিতব্যে সাক্ষাদনুভবনীয়-মাধুর্য্যেণ ভবতঃ। তয়োর্মাধুর্য্যাননুভব এব তদননুভবঃ যথা পিত্তদূষিতরসনজনেন চর্ব্বিতস্যাপি মৎস্যণ্ডিকাখণ্ডস্য স্বাদালাভাদননুভব এব। এবঞ্চ ভক্তিরহিতজীবকর্ত্তৃকানুভবাশক্তেরেব হেতোর্নামরূপয়োর্দ্বয়োরপি বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বমবগতমিতি ভাবঃ। যদ্বা সাক্ষিণ ইতি তবেত্যস্য বিশেষণং নামরূপয়োঃ স্বরূপভূতত্বাৎ, ন হি সাক্ষিণঃ স্বরূপং সাক্ষাৎ জ্ঞাতুং শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। হে দেব, অথাপি ক্রিয়ায়াং ত্বদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তৌ সত্যাং প্রতিযন্তি নামরূপে সাক্ষাদনুভবন্তি চ। তেষামনুভবন্ত্যন্যৈরনুমানজ্ঞেয় ইত্যাহুঃ। মনসা ক্ষান্তি মানশূন্যত্বাদিলিঙ্গেন বচসা মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বামিত্যাদ্যনুরাগব্যঞ্জক-বাক্যেন অনুমেয়ং বর্ত্ম প্রেমভক্তিযোগো যস্য তস্য॥ ৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল তোমার এই রূপই

বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক ইহা নহে, কিন্তু ইহার বাচক তোমার নামও (বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক)। সেই তোমার নাম ও রূপ ভক্তির দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে, অপর কোন উপায়ে নহে, ইহা বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি, গুণ, কর্ম্ম ও জন্ম দ্বারা তোমার নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না, অর্থাৎ গুণ দ্বারা শ্যামসুন্দর, কৃপার্দ্র-লোচন ইত্যাদি, কর্ম্মদ্বারা গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ, ত্রিভঙ্গললিত ইত্যাদি, জন্মদ্বারা নন্দনন্দন, বসুদেবনন্দন ইত্যাদি যে তোমার নাম ও রূপ রহিয়াছে, তাহা যদিও কোন প্রকারে বাচ্য ও ধ্যেয় হয়, তথাপি 'সাক্ষিণঃ'—বিষয়দ্রষ্টা জীবের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্যানুভব হয় না। উভয়ের (নাম ও রূপের) মাধুর্য্যের অননুভব, যেমন পিত্তাধিক্যবশতঃ দূষিতজিহ্বায় সুমিষ্ট মিশ্রীখণ্ড চর্ব্বিত হইলেও তাহার স্বাদ লাভ না হওয়ায়, তাহা অননুভবই। এইরূপ ভক্তিরহিত জীব কর্ত্তৃক অনুভবের অসামর্থ্যহেতুই ভগবানের নাম ও রূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মক, ইহা বোধগম্য হয়, এই ভাবার্থ। অথবা—'সাক্ষিণঃ' ইহা 'তব'—পদের বিশেষণ, নাম ও রূপ তোমার স্বরূপভূত বলিয়া সাক্ষির স্বরূপ সাক্ষাৎ জানা সম্ভব নহে (অর্থাৎ মন ও বাক্যাদি যে সকল কারণ দ্বারা তোমার নাম ও রূপ প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করা যায়, তুমি তাহাদিগের অগোচর সাক্ষিস্বরূপ বস্তু, সাক্ষির তত্ত্ব মন ও বাক্যের অগোচর)। হে দেব! তথাপি 'ক্রিয়ায়াং'—ত্বদীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগে ভক্তগণ তোমার নাম ও রূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুভবই অন্যের অনুমানের বিষয়, ইহা বলিতেছেন—'মনোবচোভ্যাম্ অনুমেয়বর্ত্মনঃ' মন ও বাক্যের দ্বারা, অর্থাৎ ক্ষান্তি, মানশূন্যত্বাদিরূপ মন এবং "মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্" (৪।১১।২৬), অর্থাৎ হে কমলনয়ন! আমার মন তোমাকেই দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে ইত্যাদি (বৃত্রাসুরের ন্যায়) অনুরাগব্যঞ্জক বাক্যের দ্বারা অনুমেয় বর্ত্ম বলিতে প্রেমভক্তিযোগ যাঁহার (সেই তোমাকে ভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।)॥ ৩৬ ॥

মধ্ব—লোকসিদ্ধার্থ নামূঃ সরাহিত্যান্নামবর্জ্জিতঃ। অরূপো প্রাকৃতত্বাচ্চ সত্ত্বাভাবাত্তথাগুণঃ॥ অকর্ম্মা-ক্লিষ্টকারিত্বাৎ নিত্যত্বাদজ এব চ। অলৌকিকার্থ সন্নামুমনন্তত্বাজ্জনার্দনঃ। অনন্তনামা পরমঃ সুসুখ-জ্ঞানরূপবান্। তানি চাস্য সুদিব্যানি সুগন্ধীনি সুভান্তি চ॥ শুভলক্ষণ-পূর্ণানি সুবর্ণানি মহান্তি চ। যদতোঽনন্তরূপোঽসৌ পূর্ণানন্দাদি-ভোজনাৎ॥ বলৈশ্বর্য্য সুবীর্য্যাদিপূর্ণা সংখ্যগুণ স্তুতঃ। অনন্তগুণ-এবাসৌ তে চাভিন্না গুণা হরেঃ॥ পরস্পরমভিন্নাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্মাশ্চ তদ্গতাঃ। অভিন্নানি চ রূপাণি সর্ব্বাণি জগদীশিতুঃ। প্রাকৃতস্য তু নামাদেরীক্ষিতা পুরুষোত্তমঃ। অনামাদিবচোভিস্তু স এষোঽথোঽনু-মীয়তে। অনামত্বাদি চান্যচ্চ জ্ঞানিনাং মনসেঙ্গতে তে নৈব চোহ্যএষোঽর্থস্তস্মাজ্‌জ্ঞেয় ইতি প্রভুঃ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে। দেবক্রিয়ায়াঃ প্রতিযন্তীতি। ভগবৎপ্রেরণাদেব জানন্তি। নামরূপাদিবিষ্ণোস্তু ন শক্যং জ্ঞানমঞ্জসা। তথাপি তৎপ্রসাদেন জানন্তি পর-মর্ষয়ঃ॥ ইতি পাদ্মে॥ ৩৬ ॥

> **শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্**
> **নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।**
> **ক্রিয়াসু যস্তচ্চরণারবিন্দয়ো-**
> **রাবিষ্টচেতা ন ভবায় কল্পতে॥ ৩৭॥**

অন্বয়ঃ—যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়োঃ (ভবৎ পাদকমলয়োঃ) আবিষ্টচিত্তঃ (নিমগ্নচেতাঃ ভক্তঃ) ক্রিয়াসু (সর্ব্বকার্য্যেষু) তে (ভবতঃ) মঙ্গলানি (শ্রেয়স্করাণি) নামানি রূপাণি চ শৃণ্বন্ (শাস্ত্রগুরুসাধুমুখাৎ আকর্ণয়ন) গৃণন (উচ্চারয়ন্) সংস্মরয়ন্ (অন্যানপি সংস্মারয়ন্) চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্ চ) ভবায় (পুনঃ সংসারায়) ন কল্পতে (ন প্রাদুর্ভবতি)॥ ৩৭॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার পাদপদ্ম যুগলে আবিষ্টচিত্ত হইয়া যিনি সর্ব্বকার্য্যে আপনার পরম মঙ্গলময় নাম ও রূপ গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিতে করিতে অপরকে স্মরণ ও চিন্তন করাইয়া থাকেন, তাঁহার আর সংসার থাকে না॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ নামরূপয়োঃ শ্রবণাদিভিরভ্যাস এবানুভবে কারণমিত্যাহুঃ। শৃণ্বন্নিতি ক্রিয়াসু স্বদৈহিকব্যাপারেষু বর্ত্তমানোঽপি ন ভবায় কল্পতে কিন্তু ভবদনুভবায় কল্পতে॥ ৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, শ্রীভগবানের নাম ও

রূপের শ্রবণাদির দ্বারা অভ্যাসই তাঁহার অনুভবের কারণ, ইহা বলিতেছেন—'শৃণ্বন্' ইত্যাদি। 'ক্রিয়াসু' —নিজ দৈহিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়াও (ভক্তমুখে উচ্চারিত তোমার মঙ্গলাবহ নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চিন্তন করিতে করিতে যিনি তোমার চরণ-কমলে চিত্ত সমাহিত করেন, তিনি) 'ন ভবায় কল্পতে'—এই জন্মমরণপ্রবাহরূপ সংসারে আর ফিরিয়া আসেন না, কিন্তু তোমার অনুভবের যোগ্য হন ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—যস্মান্নামরূপাদয়ঃ সন্তি তস্মাচ্ছৃণ্বন্ গৃণন্। ক্রিয়াসু ক্রিয়মাণাসু প্রেরকত্বেন পূজ্যত্বেন চ। সর্ব্বক্রিয়াসু কর্ত্তৃত্ব পূজ্যত্বেন জনার্দ্দনম্। যো বেত্তি নৈতি সংসারং তৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ইতি ক্রিয়াযোগে ॥ ৩৭ ॥

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারং অভিনন্দন্তি) হে হরে, দিষ্ট্যা (অস্মাকং ভাগ্যেন) ঈশিতুঃ (জগন্নিয়ন্ত্রিণঃ) তব (ভগবতঃ) জন্মনা (অবতারেণ) ভবতঃ পদঃ (স্থানস্য) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারঃ (দুর্জ্জনাক্রমণভারঃ) অপনীতঃ (দূরীকৃতঃ) (অপি চ বয়ং) দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) সুশোভনৈঃ (শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নিতৈঃ) ত্বৎপদকৈঃ (ভবৎপাদকমলৈঃ) অঙ্কিতাং (চিহ্নিতাং) গাং (পৃথিবীং) তব অনুকম্পিতাং (কৃপাযুক্তাং) দ্যাং চ (স্বর্গং চ) দ্রক্ষ্যাম (পশ্যামঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে হরে, আপনার পাদপদ্মোদ্ভূতা এই ধরণীর ভার আপনার আবির্ভাব মাত্রেই অপনীত হইল, ইহাই আমাদের পরম ভাগ্য। পরন্তু আরও আমাদের ভাগ্য যে, আপনার সুশোভন ধ্বজ-বজ্র ও অঙ্কুশাদি শুভলক্ষণদ্বারা পৃথিবীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে আপনার অনুকম্পিত দেখিতে পাইব ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভারাবতারণমবশ্য কর্ত্তব্যমিতি ভঙ্গ্যা জ্ঞাপয়ন্তি। দিষ্ট্যেতি পদঃ পদজন্যায়াঃ পদ্ভ্যাং ভূমিরিতি শ্রুতেঃ। ভারঃ অপনীতঃ অধুনৈব কংস-জরাসন্ধাদীন্ হতান্ জানীম ইতি ভাবঃ। পদকৈঃ সুকুমারৈঃ পদৈঃ সুশোভনৈর্ধ্বজবজ্রাদি-মঙ্গলচিহ্ন-বদ্ভিঃ। গাং পৃথিবীং দ্যাং স্বর্গঞ্চ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভারাবতারণ অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা ভঙ্গিপূর্ব্বক জানাইতেছেন—'দিষ্ট্যা', আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তোমার চরণস্বরূপা এই পৃথিবীর গুরুভার তোমার আবির্ভাবের দ্বারাই বিদূরীত হইল। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'এই ভূমি ভগবানের পাদ-পদ্মে ভূতা'। 'ভারঃ অপনীতঃ'—ভার অপনীত হইল, অর্থাৎ এখনই কংস, জরাসন্ধাদি নিহত হইল বলিয়া আমরা মনে করি, এই ভাবার্থ। 'পদকৈঃ'—অতিরমণীয় তোমার শ্রীচরণের ধ্বজ-বজ্রাদি চিহ্নের দ্বারা অলঙ্কৃত এই ভূলোক ও দেব-লোককে দেখিতে পাইব ॥ ৩৮ ॥

মধ্ব—খং নাভিশ্চরণৌ ক্ষিতিরিতিভবতঃ পদো ভুবঃ। পদাদ্যাশ্রয়ণাদ্বিষ্ণোঃ পৃথিব্যাদিপদাদিকম্। তজ্জাতত্বাদ্বাথ সাদৃশ্যাদ্ যথানুর্ভূমিগং পদম্। ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ৩৮ ॥

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু তব জন্মনা ভারোঽপনীত ইত্যুক্ত্যা) কিং মমাপি জীববৎ সংসারঃ উক্তঃ ন হি ন হি ইত্যাহুঃ)। হে ঈশ, (পরমেশ্বর,) অভবস্য (অসংসারিণঃ) তে (তব) বিনোদং (ক্রীড়াং লীলামিত্যর্থঃ) বিনা ভবস্য (অবতারস্য) কারণং (হেতুং) ন তর্কয়ামহে (ন কল্পয়ামঃ) যতঃ (যস্মাৎ) হে অভয়াশ্রয়, (হে নিত্যমুক্ত,) আত্মনি (জীবাত্মনি) অপি ভবঃ (জন্ম) স্থিতিঃ (অবস্থানঃ) নিরোধঃ (ধ্বংসশ্চ এতে) ত্বয়ি (বিষয়ে) অবিদ্যয়া (মায়য়া এব) কৃতাঃ (বিহিতাঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, অসংসারী আপনার জন্মকারণ ক্রীড়ামাত্র, তদ্ব্যতীত আমরা আর কিছু স্থির করিতে

পারিতেছি না। (আপনার জন্মাদির কর্ম্মফলবাধ্য-জীবের ন্যায় কোন কারণ নাই) কেননা, হে নিত্য-মুক্ত, জীবাত্মারও যে জন্মাদি, তাহা আপনাতে অপা-শ্রিতা অবিদ্যার দ্বারাই হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মদ্বিজ্ঞাপিতঃ অস্মদাদিপালনার্থ-মবতীর্ণোঽসীত্যস্মাকমভিমান এব কেবলং বস্তুত-স্তুং স্বৈরজন্মকর্ম্মলীলোঽসীত্যাহুঃ। নেতি অভবস্য অজন্মনঃ ভবস্য প্রাদুর্ভাবস্য যত আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি ত্বামাশ্রিত্য বর্ত্তমানা যা অবিদ্যা মায়া তয়ৈব ভবাদয়ো জগৎসৃষ্ট্যাদয়ঃ কৃতা ইত্যর্থঃ। নাস্তি ভয়ং যত ইতি ত্বৎ স্মরণাদেব কংসাদ্যসুরভয়ং নিবর্ত্ততে। তৎ বধার্থং তব স্বয়মেবাবির্ভূয়োদ্যমো ন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া তুমি আমাদের পালনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছ, ইহা আমাদের অভিমানমাত্র, বাস্তবিক পক্ষে তোমার জন্ম, কর্ম্ম ও লীলা স্বভাবসিদ্ধ, ইহা বলিতেছেন—'ন তে অভবস্য' জন্মরহিত তোমার আবির্ভাবের কারণ ক্রীড়া (লীলা) ভিন্ন আর কিছুই আমরা মনে করিতে পারি না। 'যতঃ আশ্রয়াত্মনি ত্বয়ি'—যেহেতু তোমাকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যে অবিদ্যা বলিতে মায়া, তাহার দ্বারাই জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য তুমি করিয়া থাক। 'অভয়াশ্রয়াত্মনি'—অভয় বলিতে যাহা হইতে কোন ভয় নাই, অর্থাৎ তোমার স্মরণমাত্রেই কংসাদি অসুরের ভয় নিবর্ত্তিত হয়। তাহার বধের নিমিত্ত তোমার স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া কোন উদ্যমের প্রয়োজন হয় না, এই ভাবার্থ ॥৩৯॥

মধ্ব—অজ্ঞানাদেব মন্যন্তে বিষ্ণোর্জ্জনিমৃতীনরাঃ। স্থিতিরূপস্য চান্যস্মাৎ স্থিতির্মোক্ষশ্রয়স্য হি। স্বেচ্ছয়া হি জনিং ভঙ্গং স্থিতিঞ্চাসৌ করোত্যজঃ। সর্ব্বস্য জগতো যস্মাত্তজ্জন্যাদিঃ কুতো ভবেৎ। ইতি চ ॥৩৯

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—হে ঈশ, ত্বং মৎস্যাশ্বকচ্ছপ-বরাহ-নৃসিংহ-হংস-রাজন্য-বিপ্রবিবুধেষু (মৎস্যশ্চ অশ্বশ্চ কচ্ছপশ্চ বরাহশ্চ নৃসিংহশ্চ হংসশ্চ রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়শ্চ বিপ্রঃ ব্রাহ্মণঃ চ বিবুধঃ দেবশ্চ এতেষু) কৃতা-বতারঃ (অবতীর্ণঃ সন্) যথা (পূর্ব্বং) নঃ (অস্মান্) ত্রিভুবনং (লোকত্রয়ঞ্চ) পাসি (রক্ষসি) (তথা অধুনাপি) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারং (দৈত্যকৃতং পীড়নং) হর (নাশয়) হে যদূত্তম, (যাদবশ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ,) তে (তব) বন্দনং (অস্মাভিঃ অভিবাদনং ক্রিয়তে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রাম-চন্দ্র ও পরশুরাম), বিপ্র (বামন) এবং দেবতাগণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন্ অর্থাৎ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন্। হে যদূত্তম, আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যস্মাকমধীরাণাং বহুধৈবাবগত-চরং বৈকল্যমবগম্যতাং চেত্যাহুঃ। মৎস্যাশ্বেতি। তথৈব ভুবো ভারং হরেতি ভূভার-হরণমেব সম্প্রত্য-স্মাকং পালনমিতি ভাবঃ। বন্দনন্তে ইতি বদন্তঃ সর্ব্বে শিরোভিঃ প্রণমন্তি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি অধীর আমাদের নানাপ্রকারে বিজ্ঞাপিত বৈকল্য (বিহ্বলতা) তুমি জান, ইহা বলিতেছেন—'মৎস্যাশ্ব' ইত্যাদি, অর্থাৎ তুমি পূর্ব্বে মৎস্যাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া যেরূপ আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে পালন করিয়াছ, সেইরূপ অধুনা এই পৃথিবীর ভার হরণ কর, ভূভার-হরণই সম্প্রতি আমাদের পালন, এই ভাবার্থ। 'বন্দনং তে' —তোমাকে আমরা বন্দনা করিতেছি, এই বলিয়া দেবগণ অবনতাকারে স্ব-মস্তকদ্বারা প্রণাম করিলেন ॥ ৪০ ॥

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।

দিষ্ট্যাম্ব তে কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমা-
নংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভবায় নঃ।

মাভূদ্ভয়ং ভোজপতের্মুমূর্ষো-
র্গোপ্তা যদূনাং ভবিতা তবাত্মজঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(দেবকীং প্রতি আহুঃ) (অয়ি) অম্ব, (মাতঃ দেবকি,) নঃ (অস্মাকং) ভবায় (মঙ্গলায়) সাক্ষাৎ ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) পরঃ পুমান্ (পরমপুরুষঃ শ্রীহরিঃ) অংশেন (বলদেবেন সহ) তে (তব) কুক্ষিং (জঠরং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) মুমূর্ষোঃ (মরণেচ্ছোঃ) ভোজপতেঃ (কংসাৎ) ভয়ং (ভীতিঃ) মাভূৎ (মা ভবতু) তব আত্মজঃ (পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) যদূনাং (যাদবানাং) গোপ্তা (রক্ষকঃ) ভবিতা (ভবিষ্যতি) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(ভগবানের প্রতি স্তুতি করিয়া দেবতাগণ দেবকীকে বলিতে লাগিলেন,) হে মাতঃ দেবকি, ভাগ্যক্রমে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বলদেবের সহিত আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। অতএব মরণেচ্ছু কংস হইতে আপনার কোন ভয় নাই। আপনার (নিত্য) পুত্র কৃষ্ণ যদুদিগের রক্ষক হইবেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—দেবকীং স্তুবন্ত আশ্বাসয়ন্তি দিষ্ট্যেতি। অংশেন বলদেবেন সহ কুক্ষিং গতঃ। যদ্বা যোঽংশেন পরঃ পুমান্ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা ভবেৎ স সাক্ষাদ্ভগবানিত্যর্থঃ। ভবায় ভূত্যৈ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে দেবগণ দেবকীকে স্তুতিপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'দিষ্ট্যা' ইত্যাদি। 'অংশেন'—অংশ অর্থাৎ শ্রীবলরামের সহিত পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ আপনার কুক্ষিগত হইয়াছেন। অথবা—যিনি অংশের দ্বারা 'পরঃ পুমান্'—প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা হইয়া থাকেন, তিনি সাক্ষাৎ ভগবান্, এই অর্থ। 'ভবায়'—আমাদের মঙ্গলের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যভিষ্টূয় পুরুষং যদ্রূপমনিদং যথা।
ব্রহ্মেশানৌ পুরোধায় দেবাঃ প্রতিযযুর্দ্দিশম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গর্ভগত-বিষ্ণোর্ব্রহ্মাদিকৃতস্তুতির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ - দেবাঃ (সর্ব্বে সুরাঃ) যথা (যথাবৎ) যদ্রূপং (যস্য রূপং) অনিদং (প্রপঞ্চাতীতং পরব্রহ্মাত্মকং) পুরুষং (পুরুষোত্তমং শ্রীবিষ্ণুং) অভিষ্টুয় (স্তুত্বা) ব্রহ্মেশানৌ (চতুর্ম্মুখশঙ্করৌ) পুরোধায় (অগ্রতঃ কৃত্বা) দিবং (স্বর্গং) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—দেবতাগণ প্রপঞ্চাতীত পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুকে এই প্রকারে স্তব করিয়া ব্রহ্মা ও শিবকে অগ্রে লইয়া সুরলোকে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যস্য রূপং অনিদং প্রপঞ্চাতীতং চিন্ময়মিত্যর্থঃ। অস্মান্ বঞ্চয়িত্বা এতাবিহ কিমপি রহস্যং অদ্ভুতং দ্রক্ষ্যত ইতি মন্যমানা ব্রহ্মেশানৌ পুরতঃ কৃত্বা ॥ ৪২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিতীয়ো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্রূপম্ অনিদং'—যাঁহার রূপ প্রপঞ্চাতীত, অর্থাৎ চিন্ময়, এই অর্থ। আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া (লুকাইয়া) এই দুই জন ভগবানের কোনও রহস্য দেখিবেন, এই মনে করিয়া দেবগণ ব্রহ্মা ও শিবকে অগ্রে লইয়া সুরলোকে গমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর কৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২ ॥

তথ্য—কুক্ষিগত—পূর্ব্বে ১৮শ শ্লোকে 'মনস্তোদধার' (মনের দ্বারা ধারণ করিয়াছিলেন) বলা হইয়াছে। এখন এই শ্লোকে 'কুক্ষিগতঃ' (গর্ভগত) এই বাক্যের উল্লেখ করায় উভয় বাক্যের সমতা রক্ষা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। যদিও ভগবান্

দেবকীর পূর্ব্ববাৎসল্য-প্রেম প্রার্থনানুসারে তাঁহার কুক্ষিগত হইয়াছিলেন, তথাপি কুক্ষি ভগবানের অবরোধক হইতে পারে না ; কিন্তু 'প্রেম' তাহা হইতে পারে। ভগবানের এবং তাঁহার প্রেমের আশ্রয় কখনও কুক্ষি হইতে পারে না ; পরন্তু 'মনঃ' হইতে পারে। কেননা মন ভগবদাত্মক বলিয়া তাঁহাকে ধারণ করিবার সাধনস্বরূপ। অতএব 'কুক্ষিগত হইয়াছেন' ও 'মনের দ্বারা ধারণ করিয়াছেন'—এক-তাৎপর্য্যপর। (ক্রমসন্দর্ভ) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরমশোভনঃ।
যর্হ্যেবাজনজন্মর্ক্ষং শান্তর্ক্ষ গ্রহতারকম্ ॥ ১ ॥
দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা ॥ ২ ॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ ॥ ৩ ॥
ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শঃ পুণ্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
অগ্নয়শ্চ দ্বিজাতীনাং শান্তাস্তত্র সমিন্ধত ॥ ৪ ॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামসুরদ্রুহাম্।
জায়মানেঽজনে তস্মিন্ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্ ॥ ৫ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরির স্ব-স্বরূপে আবির্ভাব, পিতামাতার পুত্রকে ভগবজ্জ্ঞানে স্তুতি, কংসভয়েভীত পিতার পুত্রকে গোকুলে আনয়নাদি বর্ণিত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী দেবকীর গর্ভ হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি স্বীয় চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করিয়া আবির্ভূত হইলেন ; তাহা দেখিয়া শ্রীবসুদেব অতিশয় আশ্চার্য্যান্বিত হইলেন এবং আনন্দে আপ্লুত হইয়া মনের দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র গাভী দান করিলেন। তদনন্তর পুত্রকে স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ, পরমব্রহ্ম, সর্ব্বান্তর্য্যামী, বাহ্যাভ্যন্তর ভেদরহিত, সর্ব্বকারণকারণ, প্রকৃতির অতীত-পুরুষ পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—'ভগবান্ জড়জগৎ ও জৈবজগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমাত্ম-স্বরূপে তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়াও ব্রহ্মস্বরূপে সকলের অতীত, সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের নিমিত্ত তিনি ত্রিবিধ গুণাবতারের প্রকট করিয়া থাকেন' ; বসুদেব এই প্রকার জ্ঞানগর্ভ বাক্যদ্বারা ভগবানের স্তব করিলে দেবকীও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবানের স্তব করিয়া তাঁহার অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ যাহাতে ভগবজ্জন্মকর্ম্মাদি-লীলা-তত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃগ্‌গোচর না হয়, তজ্জন্য ভগবৎ সকাশে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তদীয় ঐশ্বরিকরূপ সম্বরণপূর্ব্বক নিজ স্বাভাবিক অর্থাৎ দ্বিভুজরূপ প্রকট করিলেন এবং বসুদেব-দেবকীকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব আরও দুই জন্মের কথা স্মরণ করাইবার নিমিত্ত বলিলেন যে, তিনি এই কৃষ্ণাখ্য দেহেই আরও দুইবার তাঁহাদের নিকট প্রকটিত হইয়া 'পৃশ্নিগর্ভ' ও 'বামন' নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; এখন তৃতীয় জন্মে পরিপূর্ণস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ভগবান্ বসুদেব দেবকীর নিকটে এইরূপ বলিলে বসুদেব ভগবৎ-প্রেরণাক্রমে সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিলেন ; সেই সময় যোগমায়া যশোদা হইতে আবির্ভূতা হইলেন, যোগমায়াপ্রভাবে বসুদেবের গমনপথ মুক্ত ও নির্ব্বিঘ্ন হইয়া গেল। বসুদেব কৃষ্ণকে লইয়া নন্দব্রজে উপস্থিত হইলেন,

সেখানেও যোগমায়া-প্রভাবে সকলকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া নিজ শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপন পূর্ব্বক যশোদার তনয়াকে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং তাঁহাকে দেবকীশয্যায় স্থাপন করিয়া স্বয়ং পূর্ব্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন, এদিকে যশোদাও যোগমায়া-প্রভাবে তাঁহার পুত্র কি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা জানিতে পারেন নাই। এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (পরীক্ষিতং প্রতি কথয়ামাস) অথ (মঙ্গলার্থে) যর্হি (যদা) সর্ব্ব-গুণোপেতঃ (সর্ব্বপ্রাকৃতশোভাসম্পন্নঃ) পরমশোভনঃ (অতীব রমণীয়ঃ) কালঃ (সময়ঃ সমুপাগতঃ) শান্তর্ক্ষগ্রহতারকং (শান্তানি প্রসন্নানি ঋক্ষাণি চ অশ্বিন্যাদীনি গ্রহাশ্চ রব্যাদয়ঃ তারকাশ্চ যস্মিন্ তং) অজনজন্মর্ক্ষং (অজনঃ বিষ্ণুঃ তস্মাৎ জন্ম যস্য প্রজাপতেস্তস্য ঋক্ষং রোহিণীনক্ষত্রঞ্চ সমাগতমিত্যর্থঃ) দিশঃ প্রসেদুঃ (প্রসন্না বভূবুঃ) গগনং (আকাশং) নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ং (নির্ম্মলানাং শুদ্ধানাং উড়ুগণানাং নক্ষত্রসমূহানাং উদয়ো যস্মিন্ তাদৃশং বিশুদ্ধনক্ষত্র-গণভূষিতং বভুব) মহী (পৃথিবী) মঙ্গলভূয়িষ্ঠপুর-গ্রামব্রজাকরা (মঙ্গলেন ভূয়িষ্ঠানি বহুলানি পুরাণি নগরাণি গ্রামাঃ জনপদাঃ ব্রজাঃ আকরাঃ রত্নাদি-প্রসবস্থানানি যস্যাং তাদৃশী বভুব) নদ্যঃ (তরঙ্গিণ্যঃ) প্রসন্নসলিলাঃ (প্রসন্নানি-নির্ম্মলানি সলিলানি যাসু তাঃ নির্ম্মলজলবাহিন্যঃ বভূবুঃ) হ্রদাঃ (অগাধজলাশয়াঃ) জলরুহশ্রিয়ঃ (জলরুহাণাং পদ্মানাং শ্রিয়ঃ শোভাঃ যেষু তে, পদ্মসুশোভিতাঃ বভূবুঃ) বনরাজয়ঃ (কানন-পঙ্ক্তয়ঃ) দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকাঃ (দ্বিজানাং কোকিলাদীনাং বিহঙ্গানাং অলীনাং ভ্রমরাণাং যঃ সন্নাদঃ শ্রুতিমধুরঃ শব্দ তথা স্তবকাঃ পত্রপুষ্পগুচ্ছাশ্চ যাসু তথাবিধাঃ বভূবুঃ) সুখস্পর্শঃ (সুখঃ শৈত্য-মান্দ্যাদিগুণযুক্তঃ স্পর্শঃ যস্য সঃ) পুণ্যগন্ধবহঃ (পুণ্যং পবিত্রং গন্ধং বহতি ইতি তাদৃশঃ) শুচিঃ (শুদ্ধঃ) বায়ুঃ (পবনঃ) ববৌ (প্রবহতি স্ম) দ্বিজাতীনাং (যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণানাং) শান্তাঃ (নির্ব্বা-পিতপ্রায়াঃ) অগ্নয়ঃ চ তত্র (যজ্ঞে) সমিন্ধত (প্রজ্জ্ব-লিতাঃ বভূবুঃ) অজনে (বিষ্ণৌ) জায়মানে (অব-তরণোন্মুখে সতি) তস্মিন্ (কালে) অসুরদ্রুহাং (কংসাদ্যসুরদ্বেষিণাং) সাধূনাং (সজ্জনানাং) মনাংসি (চিত্তানি) প্রসন্নানি (আনন্দময়ানি) আসন্ (বভূবুঃ) সমং (যুগপৎ) দুন্দুভয়ঃ (ভের্য্যঃ) নেদুঃ (নিনাদিতাঃ) ॥ ১-৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর যখন সর্ব্বগুণসম্পন্ন অতীব রমণীয় কাল উপস্থিত হইল, অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ও অন্যান্য তারকাগণ শান্তভাব ধারণ করিল, রোহিণী নক্ষত্র সমাগত হইল, দিক্‌সকল প্রসন্ন, নির্ম্মল আকাশমণ্ডল নক্ষত্রগণে বিভূষিত, পৃথিবীস্থ নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ আকরসমূহ বহু মঙ্গলময়, নদী সকল স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ, হ্রদসমূহ পদ্মসকলে সুশোভিত এবং বনরাজি কোকিলাদি বিহঙ্গ-ভ্রমরগণের শ্রুতিমধুর নাদপরিপূরিত ও পত্র-পুষ্পগুচ্ছে সুরম্য হইল, পুণ্য-গন্ধবাহী সুখস্পর্শ বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের শান্ত যজ্ঞানল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু অবতরণে উন্মুখ হইলে অসুরদ্বেষি সাধুগণের চিত্ত প্রসন্ন হইল এবং যুগপৎ দুন্দুভি নিনাদ হইতে লাগিল ॥ ১-৫ ॥

বিশ্বনাথ—

"তৃতীয়ে দেশকালাদৌ প্রসন্নে শ্রীহরের্জনিঃ।
পিতৃভ্যাং সংস্তুতিঃ প্রাপ্তির্যশোদাসূতিকাগৃহে ॥"

যর্হ্যেবাজনস্য প্রাকৃতজন্মরহিতস্য ভগবতো জন্ম-নক্ষত্রমভূৎ। অথ তদৈব সর্ব্বগুণোপেতঃ কালোঽ-ভূদিত্যন্বয়ঃ। শ্লেষেণ জন্মর্ক্ষনামাপ্যাহ। অজনা-ন্নারায়ণাজ্জন্ম যস্য সোঽজনজন্মা প্রজাপতিস্তস্য ঋক্ষং রোহিণী-নক্ষত্রমিত্যর্থঃ। শ্লিষ্টত্বেনোক্তিঃ "জন্মর্ক্ষং ন প্রকাশয়েৎ" ইতি নীতিশাস্ত্ররীত্যা গোপনার্থা। কীদৃশং ? শান্তানি ঋক্ষাণ্যশ্বিন্যাদিনী গ্রহাশ্চ তার-কাশ্চ যস্মিংস্তৎ ॥ সর্ব্বগুণোপেতত্বমাহ দিশ ইতি। বর্ষাস্বপি শরদো গুণ উক্তঃ, তত্র সর্ব্বাণি তত্ত্বানি প্রসন্নানি তত্র মহাভূতস্যোর্দ্ধ্বস্থস্য প্রসাদমাহ গগনমিতি অধস্থস্য প্রসাদমাহ মহীতি ॥ মধ্যস্থানাং ত্রয়াণাং প্রসাদমাহ দ্বাভ্যাং নদ্য ইতি। জলরুহশ্রিয় ইতি রাত্রাবপি দিবসস্য গুণঃ, দ্বিজালিকুলানাং সংনাদঃ স্তবকাশ্চ যাসু তা ইতি। বর্ষাস্বপি বসন্তস্য গুণ উক্তঃ ॥ সুখস্পর্শ ইতি শৈত্যং পুণ্যেতি সৌরভ্যম্। পুণ্যন্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। শুচির্নির্ম্মল ইতি ধূল্যাদ্য-

সম্বন্ধেন মান্দ্যমুক্তম্। শান্তা নির্ব্বাণপ্রায়া অপি সমিদ্ধত অড়াগমাভাব আর্ষঃ। সম্যগ্দক্ষিণাবর্ত্তত্বেন উদ্দীপ্তা বভূবুরিতি দ্বাপরেপি ত্রেতায়া গুণ উক্তঃ॥ মনাংসি মনো বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীন্যপি তত্ত্বানীত্যর্থঃ। অসুরদ্রুহামিত্যসুর-কর্ত্তৃক-দ্রোহবত্ত্বেন সাধূনামপি মনাংসি পূর্ব্ব অপ্রসন্নান্যেবাসন্নিতি ভাবঃ। জায়মানে আসন্ন-প্রাদুর্ভাবে অজনে শ্রীকৃষ্ণে॥ ১-৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই তৃতীয় অধ্যায়ে দেশ-কালাদি প্রসন্ন হইলে শ্রীহরির আবির্ভাব, বসুদেব-দেবকীর স্তুতি এবং যশোদার সূতিকাগৃহে আনয়ন বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

"যর্হ্যেব অজন-জন্মর্ক্ষং'—যৎকালে অজন বলিতে প্রাকৃতজন্মরহিত শ্রীভগবানের জন্মনক্ষত্র হইয়াছিল, অনন্তর তৎকালেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পরম রমণীয় সময় উপস্থিত হইল, এই অন্বয়। শ্লিষ্টার্থে জন্ম-নক্ষত্রের নামও উল্লেখ করিলেন। অজন অর্থাৎ জন্মরহিত শ্রীনারায়ণ হইতে জন্ম যাঁহার, তিনি অজনজন্মা প্রজাপতি ব্রহ্মা, তাঁহার নক্ষত্র বলিতে রোহিণীনক্ষত্র, এই অর্থ। শ্লিষ্টরূপে বলিবার কারণ—'জন্মনক্ষত্র প্রকাশ করিতে নাই'—এই নীতিশাস্ত্রের রীতিতে উহা গোপনের নিমিত্ত। কিরূপ জন্মনক্ষত্র? তাহাতে বলিতেছেন—'শান্তর্ক্ষ-গ্রহ-তারকং', অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রগণ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ এবং অন্যান্য তারকা-গণ যেখানে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বগুণ-যুক্তত্ব বলিতেছেন—'দিশঃ' ইত্যাদি, দিক্‌সমূহ প্রসন্ন হইল, ইহাতে বর্ষাকালেও শরৎকালের গুণ উক্ত হইয়াছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুদ্, ব্যোম সমস্ত তত্ত্বই প্রসন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে উর্দ্ধস্থিত মহাভূতের প্রসন্নতা বলিতেছেন—'গগনং', গগনমণ্ডল উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহে উদ্ভাসিত। নিম্নভাগের প্রসন্নতা বলি-তেছেন—'মহী', পৃথিবীতে গ্রাম, নগর, গোষ্ঠ ও আকরসমূহ মঙ্গলযুক্ত। মধ্যস্থ তিনটির (ক্ষিতি, অপ্ ও তেজের) প্রসন্নতা বলিতেছেন দুইটি শ্লোকে 'নদ্যঃ'—নদী সকলের বারিরাশি নির্ম্মল। 'জল-রুহশ্রিয়ঃ'—হ্রদসমূহ পদ্মশ্রীতে সুশোভিত, ইহার দ্বারা রাত্রিকালেও দিবসের গুণ উক্ত হইল। 'দ্বিজালিকুলসংনাদস্তবকাঃ'—পক্ষিকুল ও ভ্রমরনিক-রের শব্দে পরিপূর্ণ যে সকল পুষ্পগুচ্ছ (স্তবকাঃ), তাহা দ্বারা বনশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। ইহাতে বর্ষাকালেও বসন্তের গুণ উক্ত হইল। সুখস্পর্শ—ইহাতে শৈত্য, 'পুণ্য'—ইহাতে সৌরভ্য উক্ত হইল। অমরকোষে—পুণ্য শব্দে চারু এরূপ অর্থও উক্ত হইয়াছে। শুচি অর্থ নির্ম্মল, ইহাতে ধূলি প্রভৃতির সম্বন্ধ না থাকায় মান্দ্য বলা হইল, অর্থাৎ তৎকালে পবিত্র গন্ধবাহী, শীতলগুণ বিশিষ্ট, সুখস্পর্শ ও ধূলি প্রভৃতি রহিত নির্ম্মল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল। 'শান্তা অগ্নয়শ্চ সমিন্ধত'—সাগ্নিক বা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-গণের নির্ব্বাণপ্রায় হোমাগ্নিও প্রজ্জ্বলিত হইল, এখানে আর্ষপ্রয়োগ বলিয়া অড়্ আগম হয় নাই, নির্ব্বাণ-প্রায় অগ্নিও সম্যক্ দক্ষিণাবর্ত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইহাতে দ্বাপরকালেও ত্রেতার গুণ উক্ত হইল। 'মনাংসি'—মনঃ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সকলও তত্ত্ব; দেব-গণের ও সাধুগণের মন প্রফুল্ল হইতে লাগিল। 'অসুরদ্রুহাং'—অসুরকর্ত্তৃক উত্তেজিত হওয়ায় সাধু-গণেরও মন পূর্ব্বে অপ্রসন্নই ছিল, এই ভাবার্থ। 'জায়মানে অজনে'—জন্মরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের উপক্রম হইলে (স্বর্গে যুগপৎ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল)॥ ১-৫॥

তথ্য—পাঠান্তরং—নেদুর্দুন্দুভয়ো দিবি॥ ৫॥

জগুঃ কিন্নরগন্ধর্ব্বাস্তুষ্টুবুঃ সিদ্ধচারণাঃ।
বিদ্যাধর্য্যশ্চ ননৃতুরপ্সরোভিঃ সমং মুদা॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—কিন্নরগন্ধর্ব্বাঃ (দেবযোনিবিশেষাঃ) জগুঃ (মঙ্গলগীতিং চক্রুঃ) সিদ্ধচারণাঃ (দেবযোনি-বিশেষাঃ অন্যে) তুষ্টুবঃ (স্তুতিং চক্রুঃ) বিদ্যাধর্য্যঃ চ (অন্যা দেবযোনিস্ত্রিয়ঃ) মুদা (হর্ষেণ) অপ্স-রোভিঃ (স্বর্গনর্ত্তকীভিঃ) সমং (সহ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ)॥ ৬॥

অনুবাদ—কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলগান, সিদ্ধ ও চারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরীগণ অপ্সরোগণের সহিত হর্ষে নৃত্য করিয়াছিল॥ ৬॥

তথ্য—পাঠান্তরং সমং তদা॥ ৬॥

মুমুচুর্মুনয়ো দেবাঃ সুমনাংসি মুদান্বিতাঃ।
মন্দং মন্দং জলধরা জগর্জুরনুসাগরম্॥ ৭॥

নিশীথে তম-উদ্ভূতে জায়মানে জনার্দ্দনে।
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুহাশয়ঃ।
আবিরাসীদ্‌যথা প্রাচ্যাং দিশীন্দুরিব পুষ্কলঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—মুদান্বিতাঃ (মুদা হর্ষেণ অন্বিতাঃ যুক্তাঃ) মুনয়ঃ (ঋষয়ঃ) দেবাঃ (দেবতাঃ চ) সুমনাংসি (পুষ্পাণি) মুমুচুঃ (ববর্ষুঃ)। তম উদ্ভূতে (তমসা-অন্ধকারেণ উদ্ভূতে যুক্তে) নিশীথে (রাত্র্যাঃ অর্দ্ধভাগে জনার্দ্দনে (শ্রীকৃষ্ণে) জায়মানে (অবতরণোদ্যতে সতি) জলধরাঃ (মেঘাঃ) অনুসাগরং (সাগরে গর্জ্জতি সতি) মন্দং মন্দং জগর্জ্জুঃ (গর্জ্জনং চক্রুঃ) সর্ব্বগুহাশয়ঃ (সর্ব্বহৃৎপ্রদেশস্থিতঃ) বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রাচ্যাং দিশি (পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে) পুষ্কলঃ (পূর্ণঃ) ইন্দুঃ যথা (চন্দ্রইব) দেবরূপিণ্যাং (দেবতারূপায়াং) দেবক্যাং (দেবকীগর্ভে) আবিরাসীৎ (আবির্বভূব) ॥ ৭-৮ ॥

অনুবাদ—দেবতা ও মুনিগণ হর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, সেই অন্ধকারময় নিশীথে জনার্দ্দন অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিলে মেঘসকল সাগরের অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন পূর্ব্বদিকে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বজীবের হৃদয়-গুহায় বিরাজমান শ্রীকৃষ্ণ দেবতারূপিণী সচ্চিদানন্দ স্বরূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৭-৮ ॥

বিশ্বনাথ—অনুকৃতঃ সদৃশীকৃতঃ সাগরঃ সাগরগর্জ্জনং তদ্‌যথা স্যাত্তথা। ননু দিশঃ প্রসেদুরিতি গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়মিতি পূর্ব্বোক্তের্জলাধরাঃ খলু কদা জগর্জুরিত্যপেক্ষায়ামাহ নিশীথ ইতি তমসা উৎকর্ষেণ ভূতে ব্যাপ্তে ইতি নিশীথ এব মধ্যে গগনং মেঘখণ্ডোদ্গমাত্তু প্রাপ্তাবিত্যস্য রূপম্। জনানাং সর্ব্বজ্ঞভক্তমুনি-দেবাদীনাং অর্দ্দনে ভগবন্ আবির্ভব সময়োহয়মিতি যাচনে জায়মানে সতি ॥ দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুরূপিণ্যামিতি চ পাঠঃ। দেবস্য বিষ্ণোরিব রূপং সচ্চিদানন্দঘনং বর্ত্ততে যস্যাস্তস্যাং আবিরাসীৎ প্রকটী-বভূব। সর্ব্বাসু গুহাসু গুহাবদ্‌গম্যস্থানেষু মথুরাবিকুণ্ঠাদিষু জীবান্তঃকরণেষু চ সর্ব্বজন-পরোক্ষত্বাচ্ছেতে ইতি সঃ। অন্যো বালকো যথা গর্ভাদ্‌যন্ত্রিতঃ সন্নিঃসরতি তথা নেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ যথেতি। কিঞ্চ দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্যুগপদেবাবির্ভাবমাহ তদ্দিনে নিশীথে প্রাচ্যাং দিশি অষ্টম্যা ইন্দুরপুষ্টোঽপি মদ্বংশং মৎপ্রভুর্জন্মনা অলঙ্কারেত্যানন্দোদ্রেকেণ পুষ্কলঃ পূর্ণিমায়া ইন্দুরিব পুষ্কলঃ সন্ যথা আবিরাসীত্তথৈব দেবক্যাং বিষ্ণুরপি সর্ব্বাংশকলা-পরিপূর্ণ আবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ। আবির্ভাবশ্চ কংসবঞ্চনাদ্যর্থমষ্টমে মাসি, যদুক্তং হরিবংশে "গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি"। খমাণিক্যনাম্নি জ্যোতির্গ্রন্থে জন্মপত্রী চোক্তা। উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো জীবঃ সিংহতুলাবিষুক্ষু মবশাৎ পুষোশনোরাহবঃ। নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তদিতি ॥ ৭-৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুসাগরং'—সাগর যেমন গর্জ্জন করে তদ্রূপ অর্থাৎ সাগরের অনুকরণে মেঘসকল ধীরে ধীরে গর্জ্জন করিতে লাগিল। যদি বলেন—দেখুন, পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে দিক্‌সকল প্রসন্ন, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল তারকাসমূহ উদিত, ইহাতে মেঘের গর্জ্জন কখন হইল ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'নিশীথে তম-উদ্ভূতে', ঘোর অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন নিশীথ মধ্যেই (অর্দ্ধরাত্রসময়েই) গগনে মেঘখণ্ডের উদয় হইয়াছিল। এখানে ভূ-ধাতু প্রাপ্তি অর্থে। 'জনার্দ্দনে জায়ামানে সতি'—শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ ভক্ত মুনি, ও দেবগণ 'হে ভগবন্! এই সময়ে আবির্ভাব হও, আবির্ভাব হও' এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে থাকিলে। 'দেবরূপিণ্যাং' —এই স্থলে পাঠান্তর 'বিষ্ণুরূপিণ্যাং', দেব অর্থ বিষ্ণু, তাঁহার ন্যায় সচ্চিদানন্দঘন রূপ যাঁহার, সেই দেবকীতে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'সর্ব্বগুহাশয়ং'—যিনি গুহাবৎ অগম্য ও দুর্ব্বিতর্ক্য স্থান মথুরা, বৈকুণ্ঠাদিতে এবং সর্ব্বজীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বজনের পরোক্ষরূপে নিগূঢ়ভাবে শয়ন করেন, অর্থাৎ বিহার করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু দেবকীতে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু অন্য বালক যেমন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তদ্রূপ ভগবান্ গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন— 'যথা প্রাচ্যাং দিশি', পূর্ব্বদিকে পূর্ণচন্দ্রের যেমন উদয় হয়। এখানে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের যুগপৎ

আবির্ভাব বলিলেন। তদ্দিনে নিশীথকালে পূর্ব্বদিকে অষ্টমীর চন্দ্র অপুষ্ট (ক্ষীণ) হইলেও, 'আমার বংশকে আমার প্রভু জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিতেছেন' —এই আনন্দের উদ্রেকে 'পুষ্কলঃ'—পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন পূর্ণরূপে উদয় লাভ করে, তদ্রূপ দেবকীতে বিষ্ণুও (সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবান্‌ও) সর্ব্বাংশকলায় পরিপূর্ণ হইয়া আবির্ভূত হইলেন, এই অন্বয়। কংসাদি অসুর-বিমোহনের জন্য ভগবান্ অষ্টম মাসে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যেমন হরিবংশে (৪৯ অধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে—'গর্ভকাল অসম্পূর্ণ থাকিতে অষ্টম মাসে সেই দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তানলাভ করিয়াছিলেন'। (এখানে বিশেষ এই—শ্রীদেবকীতে চতুর্ভুজরূপে শ্রীবিষ্ণু এবং শ্রীযশোদায় দ্বিভুজরূপে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন)। খমাণিক্য নামক জ্যোতিষ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রী উক্ত হইয়াছে—যখন চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি উচ্চস্থ, বৃষলগ্ন, বুধবার, অষ্টমী তিথি রোহিণী নক্ষত্রে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ নামক পরব্রহ্ম আবির্ভূত হইলেন ইত্যাদি ॥ ৭-৮ ॥

তথ্য—'দেবরূপিণ্যাং'—স্থানে 'বিষ্ণুরূপিণ্যাং'—পাঠান্তর লক্ষিত হয়—'দেবরূপিণ্যাং' পাঠের অর্থ এই প্রকার—দেব অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার ন্যায় সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ যাঁহার তাঁহাতে। (তোষণী ও সারার্থদর্শিনী); ভগবান্ সৎ, চিৎ ও আনন্দময়, দেবকীও তাহাই ; সুতরাং দেবকীর গর্ভে ভগবানের আবির্ভাব জন্য কোন প্রকার দোষের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ প্রত্যেক জীবের হৃদয়াদি স্থানে অন্তর্য্যামিরূপে বর্ত্তমান্, তিনি নিজ অংশ সকলের সহিত মিলিত হইয়া পুষ্কল অর্থাৎ সর্ব্বাংশপূর্ণরূপে দেবকীর হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়াছেন। দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম ভীষ্মদেব শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৯।৪২ শ্লোকে বলিয়াছেন, —নিজ সৃষ্ট প্রত্যেক প্রাণিগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া একই সূর্য্য যেমন প্রাণিগণের প্রত্যেকের দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান-ভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ সেই অনাদি জন্মরহিত সম্মুখস্থিত এই শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রাকৃত ভেদ-জ্ঞান-প্রসূত মোহমুক্ত হইয়া সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। ভগবান্ প্রকাশমান্ থাকিয়াও পূর্ব্বগগনে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায় দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইলেন, যথা—শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে—অখিল জগৎরূপ-পদ্মের বিকাশ জন্য দেবকীরূপ পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় মহাত্মা অচ্যুতরূপ সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন। (বৈষ্ণব-তোষণী)। "বিষ্ণুরূপিণী" এই পাঠে বিষ্ণুর ন্যায় দেবকীও সচ্চিদানন্দময়ী, তাঁহার গর্ভে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। "সর্ব্বগুহাশয়" অর্থে সাধারণের দুর্জ্ঞেয় স্থূল মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি এবং সৃষ্ট জীবের অন্তঃকরণে, শেতে অর্থাৎ নিগূঢ়ভাবে শয়ন করেন যিনি ; অন্য বালকের ন্যায় ভগবান্ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন নাই। কিন্তু কংসাদি অসুর-বিমোহনের জন্য গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতেই অষ্টম মাসে দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন, এই বিষয় হরিবংশে ৪৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র পূর্ণরূপে উদিত হয় না, তথাপি স্বীয় বংশে ভগবান প্রকট হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে চন্দ্রদেব পূর্ণ হইয়া উদিত হইলেন, এবং সেই কালে ভগবান্‌ও সর্ব্বাংশে কলাদির সহিত পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেন। (বিশ্বনাথ) ॥ ৮ ॥

তমদ্ভুতং বালকমম্বুজেক্ষণং
চতুর্ভুজং শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মং গলশোভিকৌস্তুভং
পীতাম্বরং সান্দ্রপয়োদসৌভগম্ ॥ ৯ ॥
মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষা পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলম্।
উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভি-
বিরোচমানং বসুদেব ঐক্ষত ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বসুদেবঃ অম্বুজেক্ষণং (কমললোচনং) চতুর্ভুজং (চতুর্ব্বাহুং) শঙ্খগদাদ্যুদায়ুধং (শঙ্খগদাদীনি উদ্‌যন্তি আবির্ভূতানি আয়ুধানি অস্ত্রাণি যস্মিন্ তং) শ্রীবৎসলক্ষ্মং (শ্রীবৎসচিহ্নযুক্তং) গলশোভিকৌস্তুভং (গলে শোভতে ইতি গলশোভী কৌস্তুভঃ মণিবিশেষঃ যস্য তং) পীতাম্বরং (পীতং পীতবর্ণং অম্বরং বস্ত্রং যস্য তং) সান্দ্রপয়োদসৌভগং (সান্দ্রস্য গাঢ়স্য পয়োদস্য মেঘস্য সৌভগং সৌন্দর্য্যং যস্মিন্ তং) মহার্হবৈদূর্য্যকিরীটকুণ্ডলত্বিষা (মহার্হাণি মহা-

মূল্যানি বৈদূর্য্যানি তন্নামকরত্নানি যত্র তাদৃশং যৎ-কিরীটং মুকুটং তস্য কুণ্ডলস্য কর্ণভূষণস্য চ ত্বিট্ শোভা তয়া পরিষ্বক্তসহস্রকুন্তলং স্ফুরদপরিমিত-কেশং) উদ্দামকাঞ্চ্যঙ্গদকঙ্কণাদিভিঃ (উদ্দামভিঃ তেজসা অত্যুৎকটৈঃ কাঞ্চী মেখলা অঙ্গদং কেয়ূরং কঙ্কণং বলয়ং তৈঃ) বিরোচমানং (শোভমানং) তং (শ্রীকৃষ্ণরূপং) অদ্ভুতং (অপূর্ব্বং) বালকং (শিশুং) ঐক্ষত (দদর্শ) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—তখন বসুদেব দেখিলেন,—ঐ অদ্ভুত বালকের লোচনদ্বয় কমলতুল্য, তিনি চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-গদা প্রভৃতি অস্ত্রধারী, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসালঙ্কৃত, গল-দেশে কৌস্তুভ বিরাজিত ; তিনি পীতবস্ত্রধারী, বর্ণ নিবিড় জলধর সদৃশ সুরম্য, মহামূল্য বৈদূর্য্যমণি-শোভিত মুকুট, কুণ্ডল-যুগলের ছটায় তাঁহার অপরি-মিত কেশদাম সমুজ্জ্বলভাব ধারণ করিয়াছে এবং তিনি অতিশয় দীপ্তিশালী মেখলা, কেয়ূর এবং বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারে শোভা পাইতেছেন ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—তমদ্ভুতং বালকং বসুদেব ঐক্ষত ইতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। অদ্ভুতত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষ-ণানি অম্বুজেক্ষণমিত্যাদীনি। বৈদূর্য্যং নীলপীত-রক্তচ্ছবিরত্নং তদ্‌যুক্তং কিরীটং ত্রিকোণপত্রাবলী-রূপম্ ॥ ৯-১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমদ্ভুতং'—সেই অদ্ভুত বালককে, অর্থাৎ অপূর্ব্ব মূর্ত্তিধারী বালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীভগবান্‌কে, 'বসুদেব ঐক্ষত'—শ্রীবসু-দেব দর্শন করিলেন, এই দ্বিতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। অদ্ভুতত্বে হেতুগর্ভ বিশেষণ-সকল 'অম্বুজেক্ষণং', অর্থাৎ তাঁহার নেত্রযুগল নীল কমল-সদৃশ ইত্যাদি। 'মহার্হ-বৈদূর্য্য'-ইত্যাদি ; মহামূল্য পরমোৎকৃষ্ট নীল ও পীত ছবিবিশিষ্ট বৈদূর্য্যমণি নির্ম্মিত ত্রিকোণপত্রাবলীরূপ কিরীট (ও কুণ্ডলের কান্তিদ্বারা তাঁহার অপরিমিত কুটিল কুন্তলগুলি শোভা পাইতেছে) ॥ ৯-১০ ॥

স বিস্ময়োৎফুল্লবিলোচনো হরিং
সুতং বিলোক্যানকদুন্দুভিস্তদা।
কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমোঽস্পৃশ-
ন্মুদা দ্বিজেভ্যোঽযুতমাপ্লুতো গবাম্ ॥ ১১॥
—১১

অন্বয়ঃ—তদা (শ্রীকৃষ্ণদর্শনানন্তরং) বিস্ময়োৎ-ফুল্লবিলোচনঃ (বিস্ময়েন আশ্চর্য্যেণ উৎফুল্লে প্রফুল্লে বিলোচনে মনোজ্ঞনেত্রে যস্য তাদৃশঃ) সঃ আনক-দুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) কৃষ্ণাবতারোৎসবসম্ভ্রমঃ (কৃষ্ণস্য ভগবতঃ অবতারে পুত্ররূপেণ জন্মগ্রহণবিষয়ে যঃ উৎসবঃ মাঙ্গলিকব্যাপারঃ তস্য সম্ভ্রমো যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) মুদাঃ (হর্ষেণ) আপ্লুতঃ (যুক্তঃ) দ্বিজেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) গবাং অযুতং (দশসহস্র-পরিমিতাঃ ধেনূঃ) অস্পৃশৎ (মনসা দত্তবান্ কারা-নিবদ্ধত্বাৎ প্রকৃতদানাসম্ভবেঽপি মনসা এব দদৌ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীহরিকে পুত্ররূপে দর্শন করিয়া বসুদেবের নয়নযুগল বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া-ছিল, তিনি কৃষ্ণাবতার-মহোৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইলেন এবং আনন্দপরিপ্লুত হইয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণকে দশসহস্র ধেনু প্রদান করিয়া-ছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—স বিস্ময়েত্যহো মহামুক্তমনীন্দ্রাণা-মপি দুর্ল্লভদর্শনঃ পরমেশ্বরো মম পুনরবিদ্যাবদ্ধ-জীবস্যাবিদ্যাবদ্ধজীবেন কংসেনাপি বহিরপি বদ্ধস্য গৃহেঽবতীর্য্য দৃশ্যো বভূবেত্যেকো বিস্ময়ঃ। সর্ব্ব-ব্যাপকং পরং ব্রহ্মাপি মানুষগর্ভাদজনিষ্টেতি দ্বিতীয়ঃ। বিবিধাস্ত্রবস্ত্রকটককুণ্ডলকিরীটাদ্যলঙ্কার-বিশিষ্ট এব বালকো গর্ভান্নিষ্ক্রান্ত ইতি তৃতীয়ঃ। সাক্ষান্মহাভয়স্যাপি ভীষণ আদিপুরুষো ভগবানপি কংসভয়ভীতং মাং স্বপিতৃত্বেনাঙ্গীচক্রে ইতি চতুর্থঃ। হরিং সুতং বিলোক্যেতি তস্মিন্ স্বেষ্টদেবত্বপুত্রত্বয়ো-র্ভাবনা যৌগপদ্যেনৈব তস্যাভূদিতি ভাবঃ। কৃষ্ণাব-তারেত্যহো সামান্য-বালকস্যাপি জন্মনি পিতা দান-ধ্যানাদ্যুৎসবং করোতি মম তু কৃষ্ণ এব পুত্রত্বেনাব-তীর্ণঃ সম্প্রত্যহং কমুৎসবং করোমীতি প্রাপ্ত সম্ভ্রমঃ মুদা আপ্লুতঃ আনন্দসমুদ্রেণ নিমজ্জিত সন্নস্পৃশৎ মনসা দদৌ। বিশ্রাননং বিতরণং স্পর্শনং প্রতি-পাদনমিত্যভিধানাৎ স্পৃশি দানার্থকোঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স বিস্ময়োৎফুল্ল-বিলোচনঃ' —শ্রীহরিকে পুত্ররূপে আবির্ভূত সন্দর্শন করিবামাত্র বিস্ময়ে বসুদেবের নয়নযুগল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিস্ময়ের কারণ বলিতেছেন—অহো! যে পরমেশ্বর

মহামুক্ত মুনীন্দ্রগণেরও দুর্ল্লভদর্শন, তিনি কিরূপে মাদৃশ অবিদ্যাবদ্ধ জীবের, যিনি বাহিরেও অবিদ্যাবদ্ধ জীব কংসের দ্বারা কারাগারে বদ্ধ, সেই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া দৃশ্য হইলেন! —এই এক বিস্ময়। দ্বিতীয়—যিনি সর্ব্বব্যাপক, পরমব্রহ্ম, তিনি মানবীর গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? তৃতীয়—এই বালক শঙ্খচক্রাদি বিবিধ অস্ত্র, বস্ত্র, কটক, কুণ্ডল, কিরীটাদি অলঙ্কারের সহিত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা আবার কিরূপ? চতুর্থ—যিনি মহাকালেরও কালস্বরূপ সাক্ষাৎ আদিপুরুষ ভগবান্, তিনি কি আমাকে কংস-ভয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন? 'হরিং সুতং বিলোক্য', অর্থাৎ হরিরূপ পুত্রকে অবলোকন করিয়া—এই বাক্যে বসুদেবের ভগবানে যুগপৎ পুত্র ও নিজ ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল জানিতে হইবে। 'কৃষ্ণাবতারোৎসব-সম্ভ্রমঃ'—'অহো! সামান্য বালক জন্মিলে তাহার পিতা, দান ধ্যান প্রভৃতি কতই না আনন্দোৎসব করিয়া থাকে, কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব এক্ষণে আমি কি উৎসব বিধান করিব', ইত্যাদি সম্ভ্রম-প্রাপ্ত বসুদেব আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া মনে মনে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশ্যে দশ সহস্র গাভী দান করিলেন। 'অস্পৃশৎ'—'দান, বিতরণ, স্পর্শ, প্রতিপাদন, ইত্যাদি অভিধানবশতঃ স্পৃশ্ ধাতু দানার্থকও বুঝিতে হইবে॥ ১১॥

অথৈনমস্তৌদবধার্য্য পুরুষং
পরং নতাঙ্গঃ কৃতধীঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
স্বরোচিষা ভারত সূতিকাগৃহং
বিরোচয়ন্তং গতভীঃ প্রভাববিৎ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—হে ভারত, (ভরতকুল-নন্দন পরীক্ষিৎ,) অথ (অনন্তরং) এনং (বালকং) পরং পুরুষং (নারায়ণং) অবধার্য্য (নিশ্চিত্য) গতভীঃ (নির্ভয়ঃ সন্) প্রভাববিৎ (ভগবৎপ্রভাবজ্ঞঃ) কৃতধীঃ (শুদ্ধবুদ্ধিঃ স বসুদেবঃ) নতাঙ্গঃ কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) স্বরোচিষা (নিজকান্ত্যা) সূতিকাগৃহং (জন্মাগারং) বিরোচয়ন্তং (প্রকাশয়ন্তং তং বালকং) অস্তৌৎ (তুষ্টাব)॥ ১২॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলনন্দন, অতঃপর এই বালক পরম পুরুষ নারায়ণ—এইরূপ স্থির করিয়া ভগবৎ-প্রভাবজ্ঞ বসুদেব নির্ভয় হইলেন এবং অবনত শরীরে কৃতাঞ্জলি হইয়া শুদ্ধবুদ্ধি-সহকারে নিজ কান্তিদ্বারা সূতিকা-গৃহ উজ্জ্বলকারী সেই বালককে স্তব করিতে লাগিলেন॥ ১২॥

বিশ্বনাথ—কৃতধীস্তস্মিন্নেব যৌগপদ্যেন কৃতৈশ্বর্য্যবাৎসল্যবুদ্ধিঃ। গতভীঃ প্রভাববিদিতি। হন্তাস্মিন্নপ্যঙ্গে কংসঃ সহসাগত্যাস্ত্রং প্রযোক্ষ্যতীতি পুত্রবুদ্ধ্যা যদ্ভয়মুদ্বভূব তদৈশ্বর্য্যবুদ্ধ্যা প্রভাবজ্ঞানেন গতমিত্যর্থঃ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতধীঃ'—বসুদেবের সেই বালকরূপী ভগবানে যুগপৎ ঐশ্বর্য্য ও বাৎসল্য বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। 'গতভীঃ প্রভাববিৎ'—'হায়! কংস আসিয়াই আমার এই পুত্রের গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে'—এইরূপ পুত্রবুদ্ধিতে যে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, পরে ঐশ্বর্য্যভাবের স্ফূর্ত্তি হইলে প্রভাবজ্ঞানে সেই ভয়ও নিবৃত্ত হইল, এই ভাবার্থ॥ ১২॥

তথ্য—হরিকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়ে বসুদেবের নয়নযুগল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বসুদেবের বিস্ময় হইবার কারণ,—(ক) ভগবদ্দর্শন মহামুক্ত মুনিগণেরও দুর্ল্লভ, সেইরূপ কিরূপে অবিদ্যাবদ্ধ, অবিদ্যামুগ্ধ কংস কর্ত্তৃক কারাগারে আবদ্ধ অস্মাদৃশ জীবের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? (খ) যিনি সর্ব্বব্যাপক, পরমব্রহ্ম, তিনি মানবীর গর্ভে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? (গ) এই বালক শঙ্খ-চক্রাদি বিবিধ অস্ত্র ও বস্ত্রালঙ্কারাদির সহিত গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা আবার কিরূপ? (ঘ) যিনি মহাকালের কালস্বরূপ সাক্ষাৎ আদিপুরুষ ভগবান্, তিনি কি আমাকে কংস-ভয় হইতে ত্রাণ করিবার জন্যই পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন? 'হরিং সুতং বিলোক্য' অর্থাৎ হরিরূপ পুত্রকে অবলোকন করিয়া—এই বাক্যে বসুদেবের ভগবানে যুগপৎ পুত্র ও নিজ ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল জানিতে হইবে। (চক্রবর্ত্তী)॥ ১২॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—

বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেবঃ উবাচ,—ভবান্ সাক্ষাৎ-প্রকৃতেঃ পরঃ (প্রকৃতেঃ অপি অতীতঃ) পুরুষঃ (আত্মস্বরূপঃ) কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ (বিশুদ্ধানন্দময়ঃ) সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ (সর্ব্বসাক্ষী ইতি) বিদিতঃ অসি (ময়া জ্ঞাতঃ অসি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন,—আপনি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ ভগবান্—তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—হে ভগবংস্ত্বং মামেবং নিজ-স্বরূপং যদ্দর্শয়সি তস্যায়মভিপ্রায়ঃ মৎপিতা মদর্থং কংসাদ্বিভেতি তন্মামীশ্বরং প্রতীত্য নির্ভয়ো ভবত্বিতি তৎ সত্যং ত্বয়ীশ্বরত্বেন মম প্রতীতির্জাতৈব ইত্যাহ। বিদিতোঽসি। কীদৃশত্বেনেতি চেদত আহ যঃ প্রকৃতেঃ পরঃ পুরুষস্তদীক্ষণকর্ত্তা স ভবানেব, যঃ কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ পরব্রহ্মাখ্য আত্মা স ভবান্, যঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ সর্ব্বান্তর্য্যামী সোঽপি ভবান্ সাক্ষাদেব স্বয়ং ভগবত্ত্বেনৈব ইতি সর্ব্বমহং জানাম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ভগবন্! তুমি আমাকে এইরূপে নিজ স্বরূপ যে দেখাইলে, তাহার এই অভিপ্রায়—'আমার পিতা আমার জন্য কংস হইতে ভীত হইয়াছে, অতএব আমাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নির্ভয় হউক।' —হ্যাঁ, সত্যই তোমাতে আমার ঈশ্বররূপে প্রতীতি জন্মিয়াছে, ইহা বলিতেছেন —'বিদিতোঽসি' ইত্যাদি। যদি বলেন—কেমনভাবে জানিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রকৃতেঃ পরঃ'—যিনি প্রকৃতির অতীত পুরুষ, অর্থাৎ প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা, সেই তুমি গুণাতীত পরমপুরুষ। (ইহা আমি জানিয়াছি, একথা বলিতে পারি না কিন্তু তুমিই কৃপা করিয়া বিদিত হইয়াছ—এই ভাব)। আর যিনি কেবল অনুভব ও আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মাখ্য আত্মা, তাহা তুমিই। যিনি সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী, তাহাও তুমিই, সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্, এইরূপে তোমার সকল তত্ত্বই আমি বুঝিতেছি—এই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

তথ্য—বসুদেবের ভগবানে যুগপৎ ঐশ্বর্য্য ও বাৎসল্যবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল। প্রথমে বসুদেবের ভগবানে পুত্র-বুদ্ধি-জনিত "হায় কংস আসিয়াই আমার এই পুত্রের গাত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে"—এইরূপ ভীতির উদয় হয়। পরে ঐশ্বর্য্যভাবের স্ফূর্ত্তি হইলে স্বীয় বাৎসল্য-ভাবের শৈথিল্যও হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কংসজনিত পূর্ব্ব ভয়ও নিবৃত্ত হইল। (চক্রবর্ত্তী) ॥ ১৩ ॥

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্।
তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—স এব ত্বং (পরমপুরুষঃ) স্বপ্রকৃত্যা (স্বস্য আত্মনঃ প্রকৃত্যা বিক্ষেপাখ্যশক্ত্যা) অগ্রে (প্রথমং) ইদং ত্রিগুণাত্মকং (সত্ত্বরজস্তমোময়ং বিশ্বং) সৃষ্ট্বা (নির্ম্মায়) বিশ্বং তদনু (তৎপশ্চাৎ) অপ্রবিষ্টঃ হি (প্রাকৃতগুণময়ত্বাদ্ বিশ্বস্য স্পর্শনাসম্ভবেঽপি) প্রবিষ্ট ইব (তদ্গতঃ ইব) ভাব্যসে (লক্ষ্যসে জনৈরিতি শেষঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই আপনিই স্বকীয় বিক্ষেপাত্মিকা শক্তিদ্বারা প্রথমে এই ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, পরে উহাকে স্পর্শ না করিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভোস্তাত ত্বদ্গৃহে প্রবিষ্টং মাং পরিচ্ছিন্নমেব জাতমেব জানাসি অতঃ কিমপি মে তত্ত্বং ন জানাসীত্যাশঙ্ক্য স্বজ্ঞানমাবিস্কুর্ব্বন্নাহ স এব উক্ত স্বরূপ এব ত্বং স্বপ্রকৃত্যা স্বীয়-প্রধানশক্ত্যা ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা তদনু অপ্রবিষ্ট ইব প্রবিষ্ট ইব চ ভাব্যসে নিরূপ্যসে। জগতোঽন্তরুপলভ্যমানত্বাৎ অপ্রবিষ্ট ইব নত্বপ্রবিষ্টঃ, বহিশ্চোপলভ্যমানত্বাৎ প্রবিষ্ট ইব ন তু প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্ব্বত্র বর্ত্তমানস্ত্বং মদ্গৃহে প্রবিষ্ট ইব ন তু প্রবিষ্টঃ, সর্ব্বদৈব বর্ত্তমানস্ত্বং জাত ইব ন তু জাতস্তেন চ সর্ব্বব্যাপক-মূর্ত্তেস্তব কংসঃ কিমপি কর্ত্তুং ন শক্নুয়াদিতি জানাম্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে পিতঃ! আপনার গৃহে প্রবিষ্ট আমাকে পরিচ্ছন্নরূপে জাত বলিয়াই আপনি জানেন, অতএব আমার কোন তত্ত্বই

আপনি জানেন না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিজ জ্ঞান আবিষ্কারপূর্ব্বক বলিতেছেন—'স এব', সেই উক্ত গুণাতীত স্বরূপ তুমিই 'স্বপ্রকৃত্যা'—স্বীয় প্রধানশক্তি মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অপ্রবিষ্ট-ভাবে থাকিলেও তন্মধ্যে (সর্ব্বভূতে) প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। জগতের মধ্যে লক্ষিত হওয়ায় অপ্রবিষ্টের ন্যায়, কিন্তু অপ্রবিষ্ট নহ, আবার বাহিরে উপলব্ধি হওয়ায় প্রবিষ্টের ন্যায়, কিন্তু প্রবিষ্ট নও—এই অর্থ। [অর্থাৎ আনন্দঘনস্বরূপ তুমি এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছ স্বকীয় মায়াশক্তির দ্বারা। সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি চালাইবার জন্য অন্তর্য্যামিরূপে সৃষ্টি-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। প্রবেশ করিয়াও প্রবেশ কর নাই, অপ্রবিষ্টের মতই রহিয়াছ। তুমি বিশ্বগ ও বিশ্বাতীত একই কালে। তাই সর্ব্বময় থাকিয়াও আমার সম্মুখে এই সূতিকাগারে বিরাজমান আছ।] এইপ্রকার সর্ব্বত্র বর্ত্তমান হইয়াও তুমি আমার গৃহে প্রবিষ্টের ন্যায়, কিন্তু প্রবিষ্ট নহ, সর্ব্বদাই বর্ত্তমান তুমি, উৎপন্নের ন্যায় কিন্তু জাত নহ—এইরূপ সর্ব্বব্যাপক মূর্ত্তি তোমার কংস কোনই অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে—ইহা আমি জানি, এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

যথেমেঽবিকৃতা ভাবাস্তথা তে বিকৃতৈঃ সহ।
নানাবীর্য্যাঃ পৃথগ্ভূতা বিরাজং জনয়ন্তি হি ॥ ১৫ ॥
সন্নিপত্য সমুৎপাদ্য দৃশ্যন্তেঽনুগতা ইব।
প্রাগেব বিদ্যমানত্বান্ন তেষামিহ সম্ভবঃ ॥ ১৬ ॥
এবং ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈ-
র্গ্রাহ্যৈর্গুণৈঃ সন্নপি তদ্গুণাগ্রহঃ।
অনাবৃতত্বাদ্বহিরন্তরং ন তে
সর্ব্বস্য সর্ব্বাত্মন আত্মবস্তুনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র দৃষ্টান্তমাহ) ইমে (মহদাদয়ঃ) অবিকৃতাঃ ভাবাঃ পৃথগ্ভূতাঃ (সন্তঃ) নানাবীর্য্যাঃ বিবিধবীর্য্যসম্পন্নত্বাৎ বিশিষ্টকার্য্যজননে অসমর্থাঃ অতঃ) তে বিকৃতৈঃ সহ (ষোড়শবিকারৈঃ সহ) সন্নিপত্য (চৈতন্য প্রেরণবশান্মিলিতীভূয়) বিরাজং (ব্রহ্মাণ্ডং) জনয়ন্তি (উৎপাদয়ন্তি) সমুৎপাদ্য (উৎপাদনানন্তরং চ) অনুগতাঃ ইব (তদনুপ্রবিষ্টা ইব) দৃশ্যন্তে (জায়ন্তে) (কিন্তু) প্রাগেব (ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমপি) বিদ্যমানত্বাৎ (কারণতয়া অবস্থানাৎ) তেষাং (মহদাদীনাং) ইহ (সৃষ্টে কার্য্যে) সম্ভবঃ (পশ্চাৎ প্রবেশঃ) ন (ন ভবতি) এবং (পূর্ব্ববৎ) ভবান্ বুদ্ধ্যনুমেয়লক্ষণৈঃ (বুদ্ধ্যারূপাদি-জ্ঞানেন অনুমেয়ং লক্ষণং স্বরূপং যেষাং তৈঃ) গ্রাহ্যৈঃ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যৈঃ) গুণৈঃ (সহ) সন্ অপি (স্থিতোঽপি) তদ্গুণাগ্রহঃ (তৈঃ গুণৈঃ সহ ন গৃহ্যতে)। সর্ব্বস্য (সর্ব্বলোকস্য) আত্মবস্তুনঃ (স্বরূপভূতস্য) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বময়স্য) তে (তব) অনাবৃতত্বাৎ (সর্ব্বত্রাবস্থিতত্বাৎ) ন বহিঃ অন্তরং (বহির্মধ্যং ন বর্ত্ততে অতএব সর্ব্বব্যাপকস্য তব প্রবেশঃ ন সম্ভবতি) ॥ ১৫-১৭ ॥

অনুবাদ—এই সকল মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অবিকৃত পদার্থ যেরূপ বিসদৃশগুণযুক্ত এবং পৃথক্ভূত হইয়াও চৈতন্য প্রেরণাদ্বারা বিকৃত ষোড়শ পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে এবং সৃষ্টির পরে তন্মধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষিত হয়, পরন্তু ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্ব্বে কারণরূপে ইহারা বিদ্যমান ছিল বলিয়া ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পর ইহাদের প্রবেশ সম্ভবপর নহে, সেইরূপ আপনিও রূপাদি জ্ঞানের দ্বারা অনুমেয় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণসমূহের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও আপনি উহাদের সঙ্গে গৃহীত হন না অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা যেরূপ রূপ গ্রহণ করা যায় কিন্তু রস আস্বাদন করা যায় না তদ্রূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করা যায়, কিন্তু আপনি ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করা যায় না। আপনি সর্ব্বলোকের আত্মস্বরূপ পরমার্থভূত আত্ম অর্থাৎ ব্যাপকবস্তু সুতরাং অপরিচ্ছিন্ন, অতএব বাহ্য ও অন্তরশূন্য আপনার (গর্ভাদিতে) প্রবেশ অসম্ভব ॥ ১৫-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা ইমে অবিকৃতা ভাবা মহদাদয়ো ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্টা অপি ন প্রবিষ্টাঃ, তত্র পুনর্জাতবৎ প্রতীতা অপি ন জাতা-স্তথৈব ত্বমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তং বিবৃণোতি তে অবিকৃতাঃ বিকৃতৈঃ ষোড়শবিকারৈঃ সহ নানাবীর্য্যাঃ পরস্পর-বিসদৃশ-স্বরূপা অপি পৃথগ্ভূতাঃ পরস্পর-মিলিতা অপি সন্নিপত্য চৈতন্য-প্রেরণবশান্মিলিতীভূয় বিরাজং জনয়ন্তি। ততশ্চ বিরাজং সমুৎপাদ্য অনুগতা ইব তত্র প্রবিষ্টা

ইব দৃশ্যন্তে ন তু প্রবিষ্টাঃ। তদ্বহিরপি তেষাং বর্ত্তমানত্বাদিত্যর্থঃ ; তথা তত্র বিরাজি সমুদ্ভূতা ইব দৃশ্যন্তে ন তু সমুদ্ভূতাস্তত্র হেতুমাহ প্রাগেবেতি ইহ বিরাজি সম্ভব উৎপত্তিঃ কিঞ্চেমে তত্তদ্গুণৈর্লিপ্তা এব ভবাংস্তু কারণত্বেন প্রবিষ্টোঽপ্যলিপ্ত এবেত্যাহ। এবং ভবান্ স্বপ্রকৃত্যা সৃষ্টে জগতি প্রবিষ্টোঽপি বুদ্ধ্যা অনুমেয়মেব লক্ষণং যেষাং তৈঃ স্বপ্রকাশত্বাখণ্ডজ্ঞানানন্দাদিভির্গ্রাহ্যৈঃ স্বোপাদেয়ৈর্গুণৈঃ সহ সন্নপি সদা বিরাজমানোঽপি তদ্গুণাগ্রহঃ। তস্যাঃ প্রকৃতের্গুণান্ লেপকান্ দুঃখাত্মকান্ আনন্দৈকময়স্তুং ন গৃহ্ণাসি। কুতঃ অনাবৃতত্বাৎ, যো হি প্রকৃতিগুণৈরাবৃতো ভবতি স এব তান্ গৃহ্ণাতি লিপ্তশ্চ ভবতি যথা জীব ইতি ভাবঃ। অতস্তব বহিরন্তরং বাপ্য তে প্রকৃতের্গুণা ন সন্তি। যথা জীবস্য বহিঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ। অন্তশ্চ শোক-মোহাদয় ইতি ভাবঃ। সর্ব্বাত্মনঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টস্যাপি। কিঞ্চ কেবলং ন তবৈব অপি তু আত্মবস্তুনঃ তব স্বীয়পদার্থস্য সর্ব্বস্য কৃৎস্নস্যাপি লীলাবিলাসধামভক্তাদের্বহিরন্তরঞ্চ ব্যাপ্য তে লেপকাঃ প্রকৃতি-গুণা ন সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৫-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'যথা ইমে অবিকৃতাঃ ভাবাঃ', এই অবিকৃত মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াও প্রবিষ্ট নহে, তাহাতে আবার জাতরূপে প্রতীত হইলেও জাত নহে, সেইরূপ তুমি, এই অর্থ। দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছেন—'তে অবিকৃতাঃ ভাবাঃ', মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র ইহারা অবিকৃত পদার্থ। পঞ্চমহাভূত, একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বস্তু বিকৃত। এই সকল মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অবিকৃত পদার্থ 'নানাবীর্য্যাঃ পৃথক্ভূতাঃ'—যেরূপ বিসদৃশ গুণযুক্ত এবং পৃথক্ভূত হইয়াও চৈতন্য-প্রেরণা-দ্বারা বিকৃত ষোড়শ পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে এবং সৃষ্টির পর তন্মধ্যে প্রবিষ্টের ন্যায় লক্ষিত হয়, কিন্তু প্রবিষ্ট নহে। কারণ, উহারা সৃষ্টির পূর্ব্বেই কারণরূপে অবস্থান করে ; অতএব সৃষ্টিকার্য্যে উহাদের পশ্চাৎ প্রবেশ সম্ভবপর নহে। আরও, এই সকল পদার্থ তাহাদের গুণের দ্বারা লিপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি কারণত্বরূপে প্রবিষ্ট হইলেও অলিপ্তই থাক, ইহা বলিতেছেন—'এবং ভবান্', এইরূপ তুমি স্বীয় প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট জগতে প্রবিষ্ট হইলেও, 'বুদ্ধ্যানুমেয়লক্ষণৈঃ'—বুদ্ধির দ্বারা যাহাদের স্বরূপ অনুমেয়, সেই রূপাদি বিষয়ের সহিত স্বপ্রকাশত্ব, অখণ্ড জ্ঞানত্ব ও আনন্দাদি স্বকীয় গুণের দ্বারা তুমি সদা বিরাজমান হইলেও, 'তদ্গুণাগ্রহঃ'—সেই প্রকৃতির গুণের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হও না। কারণ প্রকৃতির গুণ লেপক (বন্ধনপ্রাপক) ও দুঃখাত্মক, আনন্দস্বরূপ তুমি তাহা গ্রহণ কর না। কিজন্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'অনাবৃতত্বাৎ', যে ব্যক্তি প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবৃত হয়, সেই ব্যক্তিই তাহা গ্রহণ করে ও লিপ্ত হয়, যেমন জীব—এই ভাব। তুমি অনাবৃত (সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া তোমার বাহির ও অন্তর ভেদ নাই, এইজন্য প্রকৃতির গুণও তোমাতে নাই। যেমন জীবের বাহিরে শব্দ ও স্পর্শাদি এবং অন্তরে শোক ও মোহাদি রহিয়াছে। 'সর্ব্বাত্মনঃ'—অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট হইলেও তুমি সর্ব্বাত্মা, ব্যাপক ও পরমার্থবস্তু, তোমার আবরণ কিছুতেই হইতে পারে না। আরও, কেবল তোমারই নহে, কিন্তু 'আত্মবস্তুনঃ'—তোমার নিজ পদার্থসকলের, সমগ্র লীলা, বিলাস, ধাম ও ভক্তাদির বাহির ও অন্তর ভেদ না থাকায়, প্রকৃতির গুণসকল উহাতে লিপ্ত হইতে পারে না ॥ ১৫-১৭ ॥

মধ্ব—বহিশ্চ বিদ্যমানত্বাদপ্রবিষ্টো জগদ্ধরিঃ। প্রবিষ্টবচ্চ তত্রৈব পূর্ণরূপত্বতো বিভুঃ ॥ অপ্রবেশঃ প্রবেশশ্চ প্রবিষ্টোপমতা তথা। বহিরন্তর্গতস্যাদিত্যাহুঃ শব্দবেদিনঃ ॥ ইতি চ। মহদাদি স্ববিকৃতঈষদ্বিকৃতরূপতঃ। ইতি চ। অনুগতা ইব প্রবিষ্টা ইব পূর্ব্বোক্তবদ্বহিরপি বিদ্যমানত্বাৎ। অন্তশ্চ দেবতানাম্ বিভক্তশক্তিত্বাৎ পূর্ব্বোৎপন্নত্বাত্তত্বানামণ্ডপ্রবেশমাত্রম্। ব্যক্তিবিশেষাদুৎপত্তিরিত্যুপচর্য্যতে। অণ্ডজোব্রহ্মেত্যাদি। মহদ্রূপাদিনাব্রহ্মাদেবাশ্চৈবপ্রজজ্ঞিরে। অণ্ডে ত্বেষামভিব্যক্তির্জনিরিত্যভিধীয়তে ॥ ইতি চ ॥ ১৫-১৬ ॥

গ্রাহ্যগুণবিষয়বুদ্ধ্যানুমেয়লক্ষণঃ। গ্রাহ্যগুণেষ্বস্বাতন্ত্র্যাত্তজ্জ্ঞাপকোঽন্যোঽস্তীতি জ্ঞায়তে। জ্ঞাতাপি সর্ব্বস্য ভগবান্ জ্ঞায়তে জ্ঞানলিঙ্গতঃ। জিঘৃক্ষোগ্রহণাভাবাদস্বাতন্ত্র্যপ্রতীততঃ। সর্ব্বত্রাব্যবধানেন

দ্রষ্টৃত্বাৎ সৰ্ব্ববস্তুনঃ ।। আন্তরংবাহ্যমিত্যেব বিশেষো-নাস্তি কশ্চন। ইতি তন্ত্রভাগবতে। জীবস্য গ্রহণশক্তির-পিতস্যেত্যপি শব্দঃ। এবং শরীরমুৎপাদ্য জ্ঞায়সে। সর্ব্বস্য সম্পূর্ণস্য। সর্ব্বঃ সম্পূর্ণসামর্থাৎ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বভক্ষণাৎ। অনন্যাশ্রয়তশ্চাত্মবস্তুত্বমধীয়সে ।। ইতি চ আত্মন্যেব বাসাদাত্মবস্তু ।। ১৭ ।।

য আত্মনোদৃশ্যগুণেষু সন্নিতি
ব্যবস্যতে স্বব্যতিরেকতোঽবুধঃ।
বিনানুবাদং ন চ তন্মনীষিতং
সম্যগ্‌যতস্ত্যক্তমুপাদদৎ পুমান্ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—(ননু প্রপঞ্চস্য অসত্যত্বে পূর্ব্বোক্ত হেতুচতুষ্টয়ং ঘটতে তত্তু ন সত্যত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ ইত্যাহ)। যঃ পুমান্ (জনঃ) আত্মনঃ দৃশ্যগুণেষু (দেহাদিষু) স্বব্যতিরেকতঃ (আত্মব্যতিরেকেন পৃথক্) সন্ ইতি (বাস্তবসত্ত্বা-বিশিষ্ট ইতি) ব্যবস্যতে (ব্যবহরতি সঃ) অবুধঃ (মূর্খঃ ন তু আত্মজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) যতঃ (যস্মাৎ স মূর্খঃ) মনীষিতং (বিচারিতং) তৎ (দেহাদি) অনুবাদং বিনা (বাচারম্ভণ-মাত্রং বিনা) সম্যক্ (বাস্তবং) ন (ন ভবতি অত-এব) ত্যক্তং (বাধিতং তৎ দেহাদি) উপাদদৎ (বস্তুবুদ্ধ্যা স্বীকুর্ব্বন্ ভবতি) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি আত্মার দৃশ্যগুণ দেহাদি-পদার্থকে আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ বাস্তবসত্ত্বা-বিশিষ্ট বলিয়া স্থির করে, সে বস্তুতই মূর্খ, যেহেতু বিচার করিলে যে দেহাদি বাক্য-মাত্রেই পরিকল্পিত ব্যতীত আর কিছু নহে এবং যাহা অবাস্তব বস্তু বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাদৃশ দেহাদিকে সেই ব্যক্তি বাস্তব-বুদ্ধিতে স্বীকার করিয়া থাকে ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—ননু লেপকা অপি প্রকৃতিগুণাঃ কেচিৎ সুখদা ভদ্রা এবেত্যত আহ য আত্মনঃ স্বস্য দৃশ্য-গুণেষু ভোগ্য-স্রক্‌চন্দন-বনিতাদিষু সন্নিতি উত্তমোঽয়ং পদার্থ ইতি ব্যবস্যতে নিশ্চিনোতি স অবুধঃ। কুতঃ? স্বব্যতিরেকতঃ স্বস্মিংস্তেষাং সদা সংযোগাভাবাৎ ততশ্চ শোকমোহাদি-দুঃখপ্রদত্বাৎ সংসারপ্রবাহ-প্রাপকত্বাচ্চেতি ভাবঃ। নন্বসৌ মীমাংসকো ভোগ্য-স্রগাদিঃ সন্নিতি বদন্ মনীষিণমেবাত্মানং মন্যতে। তত্রাহ বিনেতি নু নিশ্চিতমেব বাদং বিনা। তন্মনী-ষিতং ন সম্যক্ মনীষিত্বং তত্র প্রবাদ এব, ন তু স মনীষীত্যর্থঃ। যতস্ত্যক্তমেব ত্বদীয়-জনৈর্ঘৃণা-স্পদত্বেন যৎ তদেব উপ আধিক্যেনাদদৎ স্বীকৃতবান্, হ্রস্বত্বমার্ষম্ ।। ১৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রকৃতির গুণসকল কেবল বন্ধনই করে না, কিন্তু তন্মধ্যে কিছু কিছু সুখপ্রদ ও উত্তম বস্তুও আছে। তাহাতে বলিতেছেন—'যঃ আত্মনঃ দৃশ্যগুণেষু', যে ব্যক্তি নিজের দৃশ্যগুণ, অর্থাৎ ভোগ্য স্রক্, চন্দন, বনিতা প্রভৃতির মধ্যে যে কোন বিষয়কে উত্তম পদার্থ বলিয়া নিশ্চয় করে, 'স অবুধঃ'—সে ব্যক্তি মূর্খ। কিরূপে? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বব্যতিরেকতঃ', কারণ নিজেতে ঐ সকল পদার্থ সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে না, বিশেষতঃ উহা শোক মোহাদি দুঃখপ্রদ ও সংসার-প্রবাহের প্রাপক। যদি বলেন—দেখুন, মীমাংসক-গণ ভোগ্য স্রক্ চন্দনাদিকে উত্তম বস্তু বলিয়া আপ-নাকে মনীষী (পণ্ডিত) বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাহাতে বলিতেছেন—'বিনা নু বাদং', নিশ্চিতই তাহা বাক্যমাত্রেই পরিকল্পিত ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহাদের সেই মনীষিত (পাণ্ডিত্য) সম্যক্ মনীষিত নহে, কেবল প্রবাদমাত্রই, কিন্তু তিনি মনীষী নহেন, এই অর্থ। 'যতঃ ত্যক্তম্ উপাদদৎ'—যেহেতু ত্বদীয় ভক্তগণ যে বিষয়গুলি ঘৃণাস্পদ বলিয়া পরি-হার করিয়া থাকেন, তাহারা ঐগুলিই পরমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে ।। ১৮ ।।

মধ্ব—পরমাত্মনোঽপি শরীরে সন্নিধানাদবুধৈ-রস্বব্যতিরেকতো জ্ঞায়তে। যথানুকূলবাদং বেদবচনং বিনা প্রবর্ত্তমানং নতন্মনীষিতম্।

সম্যক্ অমী তদমেকমেকো অস্মি নিষাল ভীত্বা কিমুত্র যঃ করন্তি। খলেন পর্ষান্ প্রতিহন্মি-ভূরিকিংমা নিন্দন্তি শত্রবোনিন্দা ইতি জীবেশয়োর্ভেদে ব্যক্তং বচঃ পরঃপুমানুপাদদে। প্রবিষ্টত্বাচ্ছরীরেষু জীব এবেতি দুর্দ্ধিয়ঃ। মন্যন্তে পরমাত্মানং ন তন্মত-মনুব্রজেৎ ।। বেদবাদবিরোধিত্বাদনুযাতাতমোবিশেৎ। যতঃ পর্য্যঙ্কশয়ন আহ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।। ইদং জগৎ সর্ব্বমথোদৃশানি ভূরীণি বা মামভিযান্তি সংখ্যে। ধান্যানি যদ্বৎ খলগানিমর্ত্ত্যাঃ সংচূর্ণ ইষ্যা-

ম্যহমেক এব ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ চেতি ফলতোঽপি তমোযান্তীতি। ঐকাত্ম্যজ্ঞানতো যান্তি তমোভেদাৎ পরং পদম্। স্বাতন্ত্র্যপারতন্ত্র্যাদি জ্ঞানং ভেদদৃশির্ভবেৎ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে ॥ ১৮ ॥

তথ্য—দেহাদি-ইন্দ্রিয়কে যাহারা আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করে, তাহারা অতত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ (চিজ্জড়াত্মক জগৎ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে) এই সকল শ্রুতি-প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত তাহারা জানে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ বা প্রকৃতিকে, কেহ বা কালকে জগতের নিমিত্ত বা উপাদান-কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মই জগতের মূল নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। জগতের ব্রহ্মই উপাদানকারণ, ইহা নির্দ্দেশ করিবার আশয়ে উপাদান উপাদেয়ের লোক-প্রতীতিসিদ্ধ অভিন্ন স্বরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ইহার (জগতের) সত্যতাও প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু এই শ্লোকে পুনরায় বলিতেছেন, দেহাদি যাবতীয় অবস্তু, বাক্য মাত্র; বাস্তব সত্য নহে। বিবেকিগণ যাহা অবস্তু বলিয়া পরিত্যাগ করেন, অজ্ঞজনগণ তাহাই বস্তু জ্ঞানে স্বীকার করিয়া থাকেন; এই বাক্যের দ্বারা দেহাদি ইন্দ্রিয় ও জগৎকে মিথ্যা ধারণা করিতে হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেহাদি ইন্দ্রিয় ও জড়জগৎ অবাস্তব বস্তু, ইহা তাৎকালিক সত্য হইলেও নিত্য সত্য নহে। সুতরাং ইহাতে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার উদ্দেশ্যেই তাৎকালিক সত্যকে মিথ্যা বলিয়া কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। জগৎকে মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলে গীতার বাক্যানুসারে অসুর সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়, ইহাই শ্রীধর স্বামীর টীকার তাৎপর্য্য। (শ্রীধর) ॥ ১৮ ॥

ত্বত্তোঽস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
বদন্ত্যনীহাদগুণাদবিক্রিয়াৎ।
ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি নো বিরুধ্যতে
ত্বদাশ্রয়ত্বাদুপচর্যতে গুণৈঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিভো, (সর্ব্বময়,) অনীহাৎ (চেষ্টারহিতাৎ) অগুণাৎ (প্রাকৃতগুণবর্জ্জিতাৎ) অবিক্রিয়াৎ (নির্ব্বিকারাৎ) ত্বত্তঃ (ভবতঃ) অস্য (ব্রহ্মাণ্ডস্য) জন্মস্থিতিসংযমান্ (উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়ান্) বদন্তি (প্রাজ্ঞাঃ কথয়ন্তি) ঈশ্বরে (সর্ব্বনিয়ন্ত্রিনি) ব্রহ্মণি ত্বয়ি (তৎ) নো বিরুধ্যতে (অসঙ্গতং ন ভবতি) গুণৈঃ (প্রকৃত্যা কৃতং তৎ) ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ (ত্বদধীনত্বাৎ) উপচর্য্যতে (ত্বয়ি কল্প্যতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, প্রাজ্ঞগণ নিষ্ক্রিয়, নির্গুণ ও নির্ব্বিকার আপনা হইতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর-স্বরূপ আপনাতে কিছু বিরুদ্ধ হয় না। সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু আপনি গুণ সকলের আশ্রয় বলিয়া সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদি আপনাতে আরোপিত হইয়া থাকে (তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মস্বরূপে নির্ব্বিকারত্ব এবং ঈশ্বর-স্বরূপে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব—এই দুইটি বিরুদ্ধ গুণের সামঞ্জস্য ভগবানে লক্ষিত হয়, কেননা, ভগবান্ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয়) ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—ননু স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাত্যাদি ত্বদুক্তেগুর্ণময়প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বেনাভেদাৎ গুণময়জগৎ উপাদানস্য মম কথমন্তর্বহির্গুণ-যোগাভাবস্তত্রাহ—ত্বত্ত ইতি। ননু জগৎসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তুঃ কুতোঽনীহত্বাদিতি সম্ভবেৎ তত্রাহ ত্বয়ীশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুদ্ধ্যতে ত্বয়ি ব্রহ্মত্বান্যথানুপপত্ত্যেবেশ্বরত্বেঽপ্যনীহত্বাদিকমভ্যুপগম্যমেব স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেরিত্যর্থঃ। নন্বেতেন বিরোধো নাপযাতীত্যত আহ তদাশ্রয়ত্বাদিতি গুণৈঃ কুর্ব্বদ্ভিস্ত্বয়ি সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বমুপচর্য্যতে গুণাশ্রয়ত্বাৎ যথা ভৃত্যকৃতং রাজনীত্যতঃ প্রকৃতে-স্ত্বচ্ছক্তিত্বেপি বহিরঙ্গত্বেন ত্বৎ-স্বরূপত্বাভাবাদন্তর্বহিস্তব তদ্‌গুণযোগাভাব উপপাদিতঃ। যদ্বা ননু ত্বৎপুত্রস্য চতুর্ভুজস্য মম কথং ব্রহ্মত্বং কথং বেশ্বরত্বং সম্ভবেদিতি চেৎ? সত্যং, তং ন ব্রহ্ম নাপীশ্বরঃ কিন্তু ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি ত্বদুক্তেরাদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্যেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ তয়োরাশ্রয়স্তং ভবসীত্যাহ ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ তয়োর্ব্রহ্মেশ্বরয়োরপ্যাশ্রয়ত্বাদ্‌গুণৈরুপচর্য্যত ইতি স্রষ্টৃত্বাদিগুণনিবন্ধনোপচারাদাশ্রিত-ধর্ম্মমাশ্রয়োঽপি ধত্ত ইতি পুণ্যতমোঽয়ং দেশ ইতিবত্ত্বমপি ব্রহ্ম ঈশ্বরশ্চ ভবসীত্যর্থঃ। উক্তিরিয়ং রসরীত্যৈব যদুক্তম্। 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা

রসস্থিতি'রিতি, বস্তুতস্ত ব্রহ্ম ঈশ্বরঃ কৃষ্ণ এক এব স্বরূপদ্বয়াভাবাদিতি ষষ্ঠোক্তেঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—'স এব স্ব-প্রকৃত্যা' (১৪ শ্লোক), অর্থাৎ আপনিই অগ্রে স্বীয় মায়াশক্তি দ্বারা ত্রিগুণাত্মক বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন—ইত্যাদি আপনার উক্তিবশতঃ গুণময়ী প্রকৃতি আমার শক্তিরূপে অভিন্ন বলিয়া গুণময় জগতের উপাদান কারণ আমার কিরূপে অন্তর বাহিরে গুণযোগের অভাব হইতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বত্তঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ আপনি অবিক্রিয়, গুণাতীত ও নিশ্চেষ্ট হইলেও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। যদি বলেন—জগৎসৃষ্ট্যাদি কর্ত্তার কিরূপে ক্রিয়া-রাহিত্যাদি সম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্বয়ি ঈশ্বরে ব্রহ্মণি ন বিরুদ্ধ্যতে'—আপনি ঈশ্বর ও সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম, আপনাতে কিছুই বিরুদ্ধ নহে। আপনি মায়িক গুণ অঙ্গীকারপূর্ব্বক ঈশ্বরস্বরূপে সৃষ্ট্যাদি করিয়াও ব্রহ্মরূপে নির্ব্বিকার। যেমন ষষ্ঠ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—'স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ' (৬।৯।৩৫), অর্থাৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপদ্বয়ের অভাবহেতু আপনার একই স্বরূপে ভাবনাভেদে দ্বিবিধ প্রতীতিমাত্র। যদি বলেন—ইহাতেও বিরোধ অপগত হয় না। তাহাতে বলিতেছেন—'ত্বদাশ্রয়ত্বাৎ' গুণসকল সৃষ্ট্যাদি করে, আপনি তাহাদের আশ্রয় বলিয়া আপনাতে সৃষ্ট্যাদি কর্তৃত্ব আরোপিত হয়, যেমন ভৃত্যকৃত কার্য্য রাজাতে আরোপ করা হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃতি আপনার শক্তি হইলেও বহিরঙ্গা শক্তি বলিয়া, আপনার স্বরূপত্বের অভাবহেতুই আপনার অন্তর ও বাহিরে তাহার গুণযোগের অভাবই উপপন্ন হইল। অথবা—যদি বলেন, দেখুন, আমি আপনার পুত্র, চতুর্ভুজাকৃতি আমার কি প্রকারে ব্রহ্মত্ব বা ঈশ্বরত্বের সম্ভাবনা করিতেছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তুমি ব্রহ্মও নও বা ঈশ্বরও নও, কিন্তু তাহাদের তুমি আশ্রয়। যেমন শ্রীগীতাতে (১৪।২৭ শ্লোকে) তুমিই বলিয়াছ—"আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ আশ্রয়।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন—"আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (২।৬।৪২), অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক যে পুরুষ, তিনিই পরব্রহ্ম ভগবানের আদ্য অবতার, অপর কাল, স্বভাব প্রভৃতি সমস্ত কিছুই ভগবানের বিভূতি। অতএব তুমি তাহাদের আশ্রয়, ইহা বলিতেছেন—'তদাশ্রয়ত্বাৎ', অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরেরও তুমি আশ্রয় বলিয়া তাহাদের সৃষ্টৃত্বাদি গুণ তোমাতে উপচারিত হইয়াছে। উপচারবশতঃ আশ্রিতের ধর্ম্ম আশ্রয়ও গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন—'পুণ্যতম এই দেশ', এইরূপ বাক্যে পুণ্যজনগণের ধর্ম্ম দেশে আরোপিত হইয়াছে, তদ্রূপ তুমিও ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর, এই অর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, ষষ্ঠ স্কন্ধোক্ত স্বরূপদ্বয়ের অভাবহেতু ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে, কিন্তু রসবিচারে কৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব কথিত হইয়াছে। যেমন ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—"রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ" (পূর্ব্ব ২।৫৯), অর্থাৎ যদিও শ্রীনাথে ও শ্রীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ সিদ্ধান্তগত কোন পার্থক্য নাই, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রসনিবন্ধন কৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ দৃষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—অনীহোঽক্লিষ্টকারিত্বাত্তথাঽবিকৃত এব সন্। সর্ব্বং করোতিতদ্যুক্তমৈশ্বর্য্যাৎপূর্ণশক্তিতঃ। ইতি ব্রাহ্মে। অগুণশ্চেৎ কথংগুণৈঃ সৃষ্ট্যাদিকৃদিতি তদাশ্রয়ত্বাদিতি। অগুণোগুণদেহত্বাৎ সগুণোগুণ-ধারণাৎ। ঐশ্বর্য্যাদিগুণিত্বাদ্বা বাসুদেব ইতীর্য্যতে ॥ ইত্যাগ্নেয়ে ॥ ১৯ ॥

তথ্য—পূর্ব্বশ্লোকে পরমেশ্বরই জগতের উপাদান সুতরাং তদ্ব্যতীত সকলই মিথ্যা—এরূপ বলা হইয়াছে। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে, ভগবানের গুণ, ক্রিয়া বা বিকার নাই। ভগবানকে নিষ্ক্রিয় বলিলে তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে! আবার তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলে তাঁহাকে নির্ব্বিকারই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন,—আপনি মায়িকগুণ অঙ্গীকারপূর্ব্বক ঈশ্বর স্বরূপ সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়াও ব্রহ্মরূপে নির্ব্বিকার। আপনাতে এ সকলের বিরোধ নাই, যেহেতু আপনি ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের আশ্রয়। ভৃত্যদ্বারা কোন কার্য্য হইলে যেমন তাহা রাজারই কার্য্য বলা হয়, সেইরূপ আপনি স্বয়ংরূপে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য না করিলেও আপনি সকলের আশ্রয় বলিয়া আপনাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই

যে, ব্রহ্ম, কৃষ্ণ ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে ; রস বিচারে কৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষত্ব কথিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীধরস্বামীর টীকার তাৎপর্য্য। এতৎপ্রসঙ্গে চক্রবর্ত্তীর টীকা আলোচ্য। (শ্রীধর)॥ ১৯ ॥

স ত্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়য়া
বিভর্ষি শুক্লং খলু বর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং
কৃষ্ণঞ্চ বর্ণং তমসা জনাত্যয়ে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গুণাতীতঃ) ত্বং ত্রিলোক-স্থিতয়ে (ভুবনত্রয়মর্য্যাদারক্ষার্থং) স্বমায়য়া (নিজমায়াশক্ত্যা) আত্মনঃ শুক্লং বর্ণং (সত্ত্বাত্মকং) বিভর্ষি (ধারয়সি) সর্গায় (ত্রিলোকসৃষ্টি-নিমিত্তং) রজসা উপবৃংহিতং (রজোগুণবাহুল্যং) রক্তং (রক্তবর্ণং) বিভর্ষি। জনাত্যয়ে (জনানাং অত্যয়ে বিনাশে প্রলয়ে) তমসা (তমোগুণবহুলং) কৃষ্ণং বর্ণং (তাদৃশং রূপং বিভর্ষি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—গুণাতীত স্বরূপ সেই আপনি ভুবন-ত্রয়ের স্থিতির জন্য স্ব-স্বরূপে বিশুদ্ধরূপে শুক্লবর্ণ, সৃষ্টির জন্য রজোগুণবহুল রক্তবর্ণ এবং প্রলয়কালে তমোগুণবহুল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ২০॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রহ্মাদিভ্যোঽপ্যস্য সৃষ্ট্যাদি প্রসিদ্ধং কথং ত্বত্ত ইতি ব্রূষে সত্যং ব্রহ্মাদয়োঽপি তবৈব রূপাণীত্যাহঃ স প্রসিদ্ধস্ত্বমেব স্বমায়য়া স্বরূপেণৈব শুক্লং শুদ্ধমিত্যর্থঃ। জগৎপালকস্য বিষ্ণোঃ শ্যামবর্ণত্বাৎ জনাত্যয়ে জনসংহারায়েত্যর্থঃ। অত্র রজসোপবৃংহিতং রক্তমিতিবৎ তমসোপবৃংহিতং কৃষ্ণমিতিবৎ সত্ত্বেনোপবৃংহিতং শুক্লমিত্যনুক্তে ব্রহ্ম-রুদ্রয়ো রজস্তমোযোগ ইব বিষ্ণো র্ন সত্ত্বেন যোগঃ। সত্ত্বস্যাবরণবিক্ষেপাভারাদৌদাসীন্যরূপত্বেন শুদ্ধসত্ত্বে পরমেশ্বরে সান্নিধ্যমাত্রং ন তু স্পর্শঃ। অতএবোক্তং ত্রিদেবীপরীক্ষায়াং "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাদি"তি "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশ" ইতি "সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চেতি" শ্রুতিশ্চ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ব্রহ্মাদি হইতে এই জগতের সৃষ্ট্যাদি প্রসিদ্ধ, কিজন্য 'ত্বত্তঃ' আপনা হইতে সৃষ্ট্যাদি হইতেছে, এরূপ বলিতেছেন? তদুত্তরে সত্য, ব্রহ্মাদিও আপনারই রূপ, ইহা বলিতে-ছেন—'স ত্বম্', সেই প্রসিদ্ধ আপনিই 'স্বমায়য়া'—নিজ স্বরূপের দ্বারাই, 'শুক্ল' বলিতে শুদ্ধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, এই অর্থ, কারণ জগতের পালক বিষ্ণুর শ্যামবর্ণত্ব। 'জনাত্যয়ে'—জনগণের সংহারের নিমিত্ত। এখানে রজোগুণাত্মক রক্তবর্ণ ব্রহ্মারূপ এবং তমোগুণান্বিত কৃষ্ণবর্ণ রুদ্ররূপ—এইপ্রকার উক্তির ন্যায় সত্ত্বগুণান্বিত শুক্লবর্ণ, ইহা বলা হয় নাই, কারণ ব্রহ্মা ও রুদ্রের রজঃ ও তমোগুণের যোগের ন্যায় বিষ্ণুর সত্ত্বগুণের যোগ নাই। সত্ত্ব-গুণের আবরণ ও বিক্ষেপের অভাবহেতু ঔদাসীন্য-রূপেই শুদ্ধসত্ত্বে পরমেশ্বরে সান্নিধ্যমাত্র, কিন্তু (মায়া-গুণের) স্পর্শ নহে। অতএব ত্রিদেব-পরীক্ষায় উক্ত হইয়াছে—"হরি র্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" (১০।৮৮।৫), অর্থাৎ শ্রীহরি সর্ব্বদর্শী, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষী ও সাক্ষাৎ গুণাতীত পুরুষোত্তম বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিলে পুরুষও তাদৃশ গুণাতীতই হইয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৯।৪৩) উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বা-দয়ো ন সন্তীশে" ইত্যাদি, অর্থাৎ যে পরমেশ্বরে প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণ নাই, সেই পরমশুদ্ধ আদিপুরুষ বাসুদেব প্রসন্ন হউন। এবং "তুমি সাক্ষী, চেতয়িতা, অদ্বিতীয় ও নির্গুণ" ইত্যাদি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় ॥২০

মধ্ব—জগতাং বর্দ্ধয়ন্ সত্ত্বং যদা রক্ষতি কেশবঃ। হয়গ্রীবাদিরূপেণ শুক্লবর্ণস্তদা বিভুঃ ॥ বর্দ্ধয়ংস্তুরজো যেন জগদুৎপাদয়েদ্ধরিঃ। তদ্রক্তং জামদগ্ন্যাদি রূপং যেন বিনাশয়েৎ ॥ বর্দ্ধয়ংস্তু তমোলোকে তৎকৃষ্ণং যাদবাদিকম্। সর্ব্বত্র সর্ব্বং কুরুতে বিশেষস্তত্র কীর্ত্তিতঃ। জ্ঞানদানাদিনা রক্ষা মহতাং সংপ্রকী-র্ত্তিতা ॥ রাগদানেন মহতাং সৃষ্টিঃ সৃষ্টিরুদীর্য্যতে। অসতাং তু তমোবৃদ্ধিং কুর্ব্বন্ পাতয়তে যদা। সতাং বিবর্দ্ধনার্থায় কৃষ্ণরূপী তদা হরিঃ ॥ জ্ঞানাদ্যুৎপত্তি-কৃচ্চাপি রূপং রক্তং বিভোঃ স্মৃতম্। তমোবিনাশক-মপিকৃষ্ণংবিষ্ণোরুদাহৃতম্ ॥ আচার্য্যাদিষু রাগার্থে শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং রজঃ। যতো ব্যপেক্ষিতং নাশে তম-সোঽপি ততঃ পরম্। তমোদ্বেষাত্মকং শুদ্ধং সত্ত্বা-ত্মকমুদীর্য্যতে ॥ এবং সৃতিগতানাস্তু রাগাদ্যা ন গুণোদ্ভবাঃ। শুদ্ধজ্ঞানাত্মকাঃ সর্ব্বে মুক্তানাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ সর্ব্বত্রসর্ব্বকৃচ্চাপি হয়গ্রীবাদিরূপকঃ।

জ্ঞানাদিরক্ষকো বিষ্ণুর্জামদগ্ন্যাদিরূপবান্। জ্ঞানাদ্যুৎপাদকো নিত্যং কৃষ্ণাদির্দোষনাশকঃ। একরূপোঽপি ভগবান্ বহুরূপেষ্বেয়তে। অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যরূপত্বাৎ পূর্ণানন্দৈকরূপকঃ॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে। স্বেচ্ছয়াতু গুণান্ বিষ্ণুর্নামরূপান্ করোত্যজঃ। গুণানামাশ্রয়ত্বাত্তুভবেৎ সগুণবৃংহিতঃ॥

ইতি তন্ত্রভাগবতে॥ ২০॥

তথ্য—এই শ্লোকে যে শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ—এই ত্রিবিধ বর্ণের উল্লেখ আছে, তাহার তাৎপর্য্য চাক্ষুষ বর্ণমাত্র নহে; পরন্ত সত্ত্বাদিগুণ বুঝিতে হইবে; কেননা বক পরম তামসিক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াও শুক্লবর্ণ, আবার পরম সাত্ত্বিক শ্রীব্যাস-শুকাদির বর্ণ কৃষ্ণ। শুক্লাদি-শব্দ ব্রাহ্মণাদি জাতি বুঝাইতেও প্রয়োগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বপ্রতিপাদিত পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর শ্যামবর্ণত্বই প্রসিদ্ধ আছে, রুদ্রের শুক্লবর্ণ, এই নিমিত্ত ব্রহ্মার রক্তবর্ণত্বও এস্থলে তাৎপর্য্য নহে। অতএব টীকানুযায়ী এই শ্লোকের অনুবাদ এই প্রকার—গুণাতীত স্বরূপ সেই আপনি ভুবনত্রয়ের স্থিতির জন্য নিজশক্তিপ্রভাবে শুক্ল অর্থাৎ সত্ত্বগুণের উপকারক স্বীয় বিশুদ্ধ বিষ্ণুরূপ এবং সৃষ্টির নিমিত্ত রক্ত অর্থাৎ সৃষ্টিকরণেচ্ছা প্রভৃতি রাগবহুল রজোময় (ব্রহ্মা) স্বরূপ তথা সংহারের জন্য কৃষ্ণ অর্থাৎ ক্রোধাদিরূপ তমোময় (রুদ্র) রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। (তোষণী)॥ ২০॥

ত্বমস্য লোকস্য বিভো রিরক্ষিষু-
র্গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈ-
র্নির্ব্যূহ্যমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—হে বিভো, অখিলেশ্বর, (সর্ব্বস্বামিন্) ত্বং অস্য লোকস্য (মর্ত্তলোকস্য) রিরক্ষিষুঃ (অসুরনাশাৎ পালনেচ্ছুঃ সন্) গৃহে অবতীর্ণঃ (আগতঃ) অসি (ভবসি)। (তং) রাজন্যসংজ্ঞাসুরকোটিযূথপৈঃ (রাজন্যসংজ্ঞাঃ ক্ষত্রিয়নামধারিণঃ যে অসুরকোটিযূথপাঃ তৈঃ) নির্ব্যূহ্যমানাঃ (বাহিতাঃ) চমূঃ (বাহিনীঃ) নিহনিষ্যসে (মারয়িষ্যসি)॥ ২১॥

অনুবাদ—হে বিভো, অখিলেশ্বর, আপনি এই এই মর্ত্ত্যলোকের রক্ষণেচ্ছায় আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আপনি ক্ষত্রিয় নামধারী কোটি অসুর-সেনাপতি পরিচালিত বাহিনী ধ্বংস করিবেন॥ ২১॥

বিশ্বনাথ—ভোস্তাত সত্যং ত্বয়াহং বিদিততত্ত্ব এবাস্মি ত্বদ্‌গৃহে কিমর্থমবাতরমিত্যপি জানাসি চেৎ ব্রূহি ইত্যত আহ ত্বমিতি। অস্য লোকস্য ইমং লোকং অতঃ সাধূনাং রক্ষণার্থং, রাজন্যসংজ্ঞা যেঽসুরকোটিযূথপাস্তৈর্নির্ব্যূহ্যমানাঃ ইতস্ততশ্চাল্যমানাশ্চমূঃ সেনাঃ॥ ২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে পিতঃ! সত্যই আপনি আমার তত্ত্ব বিদিত আছেন, তাহা হইলে কিজন্য আপনার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, ইহাও যদি জানেন, বলুন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্বম্ অস্য লোকস্য', অর্থাৎ আপনি এই জগতের সাধুগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'রাজন্যসংজ্ঞ'—রাজা নামধারী অসংখ্য অসুরবর্গের অধিপতিগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ পরিচালিত সেনাসমূহকে আপনি সংহার করিবেন॥ ২১॥

মধ্ব—সতাং সুখবিবৃদ্ধ্যর্থমসতাং পীড়নং হরেঃ। যাবচ্চাসুরদুঃখং স্যাত্তাবদেব সুখং ভবেৎ॥ তত্রাপি তারতম্যেন ব্রহ্মণোঽভ্যধিকং সুখম্। যাবৎক্ষীণং তমস্তাবৎ প্রকাশস্য তু বর্দ্ধনম্॥ সর্ব্বস্মাচ্চ কলেঃ পীড়া ব্রহ্মণোঽভ্যধিকং সুখম্। তস্মাৎসতাং রক্ষণায় সর্ব্বকর্ম্মহরেঃ স্মৃতম্॥ ইতি ব্রহ্মতর্কে॥ ২১॥

অয়ং ত্বসভ্যস্তব জন্ম নৌ গৃহে
শ্রুত্বাগ্রজাংস্তে ন্যবধীৎ সুরেশ্বর।
স তেঽবতারং পুরুষৈঃ সমর্পিতং
শ্রুত্বাধুনৈবাভিসরত্যুদায়ুধঃ॥ ২২॥

অন্বয়ঃ—হে সুরেশ্বর, (দেবতাধিপতে), অয়ং অসভ্যঃ (দুর্জ্জনঃ কংসঃ) নৌ (আবয়োঃ দেবকীবসুদেবয়োঃ) গৃহে তব (শ্রীকৃষ্ণস্য) জন্ম (অবতারং) শ্রুত্বা (দৈববাণ্যা জ্ঞাত্বা) তে (তব) অগ্রজান্ (পূর্ব্বজাতান্ ভ্রাতৄন্) ন্যবধীৎ (জঘান) সঃ (পাপাত্মা কংস) পুরুষৈঃ (তদ্‌ভৃত্যজনৈঃ) সমর্পিতং (নিবেদিতং) তে (তব) অবতারং (জন্ম) শ্রুত্বা

অধুনা এব (ইদানীমেব) উদায়ুধঃ (ধৃতাস্ত্রঃ সন্) অভিসরতি (তব হননার্থং আগমিষ্যতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে দেবাধিপতে, এই দুর্জ্জন কংস আমাদের গৃহে আপনার জন্ম হইবে শুনিয়া আপনার পূর্ব্বজাত ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে। সম্প্রতি ভৃত্যগণ তাহাকে আপনার অবতারবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে সে এখনই অস্ত্রধারণপূর্ব্বক এখানে উপস্থিত হইবে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অত স্তৃৎকৃপয়া তব সর্ব্বমৈশ্বর্য্যমহং জানাম্যেব তদপ্যবিবেকসমুদ্রো ময়া দুস্তর এব যতঃ সাম্প্রতিকস্য মহাদুষ্ট কংসস্য দৌরাত্ম্যং ত্বাং জ্ঞাপয়ামীত্যাহ। অয়ন্ত্বিতি। ননু মমৈতদলৌকিক-রূপমাধুর্য্যাস্বাদনিমগ্নো মাং ন প্রহরিষ্যতি প্রত্যুত প্রীণয়িষ্যতীতি তত্রাহ অসভ্যঃ রসাস্বাদ-হেতুর্হি সভ্যত্বমেবেতি ভাবঃ। হিংসায়াং কৈমুত্যমাহ তবেত্যাদি। সমর্পিতং কথিতং অভিমুখমেব সরতীতি তমাগতপ্রায়মহং পশ্যামীত্যতোঽধুনৈব রূপমিদমুপসংহর। তস্মিন্নাগতে তূপসংজিহির্ষাতঃ পূর্ব্বং কিং ভবিষ্যতীতি মে মহাকম্প ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আপনার কৃপায় আপনার সকল ঐশ্বর্য্যই আমি জানি, তথাপি অবিবেকরূপ সমুদ্র আমার পক্ষে দুস্তরণীয়ই, যেহেতু সাম্প্রতিক মহাদুষ্ট কংসের দৌরাত্ম্য আপনাকে জানাইতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অয়ং ত্বসভ্যঃ' অর্থাৎ এই অসভ্য কংস আমাদের গৃহে আপনার জন্ম হইবে শ্রবণ করিয়া আপনার অগ্রজদিগকে বধ করিয়াছে। যদি বলেন—আমার এই অলৌকিক রূপমাধুর্য্যাস্বাদে নিমগ্ন হইয়া আমাকে প্রহার করিবে না, অধিকন্তু প্রীতিই করিবে। তাহাতে বলিতেছেন—'অসভ্য', রসাস্বাদের কারণ সভ্যত্বই (অর্থাৎ সভ্যগণই রসাস্বাদ করিয়া থাকেন, অসভ্যজন নহে) —এই ভাবার্থ। হিংসাবিষয়ে কৈমুত্যিক ন্যায়ে বলিতেছেন—'তব' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার আবির্ভাবের কথা শুনিয়া আপনার অগ্রজগণকেই বিনাশ করিয়াছে, আর আপনার কথা কি বক্তব্য ? 'সমর্পিতং'—নিজ প্রতিহারিগণের মুখে আপনার জন্মগ্রহণের কথা শুনিবামাত্র সশস্ত্রে এখনই আগমন করিবে। তাহাকে আগতপ্রায় বলিয়া মনে করিতেছি, অতএব এক্ষণই এই রূপ উপসংহার করুন। সংবরণ করিবার পূর্ব্বেই কংস আসিয়া পড়িলে যে কি হইবে, ইহাতে আমার মহাকম্প উপস্থিত হইয়াছে—এই ভাব ॥ ২২ ॥

তথ্য—পাঠান্তরং—অভ্যহনৎ ॥ ২২ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

অথৈনমাত্মজং বীক্ষ্য মহাপুরুষলক্ষণম্।
দেবকী তমুপাধাবৎ কংসাদ্ভীতা সুবিস্মিতা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (পরিক্ষিতং প্রতি কথয়ামাস) অথ (অনন্তরং) কংসাৎ ভীতা (পুত্রহননরূপভয়াক্রান্তা) দেবকী মহাপুরুষলক্ষণং (মহাপুরুষচিহ্নযুক্তং) এনং আত্মজং (পুত্রং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সুবিস্মিতা (আশ্চর্য্যান্বিতা সতী) তং (পুত্রং শ্রীকৃষ্ণং) উপাধাবৎ (অস্তৌৎ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—অনন্তর কংসভয়ে ভীতা দেবকী মহাপুরুষ-লক্ষণযুক্ত পুত্রকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ পত্যুর্ভয়ং দৃষ্ট্বা উপ সমীপং ভীতেতি স্বরূপমনুপসংহরন্তং স্ময়মানং তমালক্ষ্য পরমেশ্বরত্বাহঙ্কারেণ কংসময়ং ন গণয়তি তদহং হন্ত কিং করোমীত্যতিবিহ্বলেত্যর্থঃ। সুবিস্মিতেত্যস্য পরমেশ্বরস্যাগ্রে কংসঃ খলু কো বরাকস্তদপ্যাবয়োর্ভয়ং বর্দ্ধত এবেতি কোঽয়মবিবেকো দুস্তর ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—পতির ভয় দেখিয়া দেবকী-'ভীতা', অর্থাৎ স্বরূপ সংবরণ না করিয়া বালককে হাস্য করিতে দেখিয়া, এই বালক পরমেশ্বরত্ব অহংকারে কংসকে গণ্য করিতেছে না, হায় ! এক্ষণে আমি কি করি ! —এইরূপ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, এই ভাব। 'সুবিস্মিতা'—অতিবিস্মিত হইয়া, অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের নিকট কংস নিশ্চিতই অতিতুচ্ছ, তথাপি আমাদের ভয় বর্দ্ধিত হইতেছে, অহো ! দুস্তরণীয় এই অবিবেক কি প্রকার ! —এই ভাবার্থ ॥ ২৩ ॥

———

শ্রীদেবক্যুবাচ—

রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাদ্যং
ব্রহ্ম জ্যোতির্নির্গুণং নির্ব্বিকারম্ ।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীদেবকী উবাচ—(হে দেব, বেদাঃ) যৎ তৎ (কিমপি) রূপং (বস্তু) অব্যক্তং (সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং) আদ্যং (জগৎকারণং) ব্রহ্ম (সর্ব্বেভ্যো বৃহৎ) জ্যোতিঃ (প্রকাশস্বভাবং) নির্গুণং (মায়াদিরহিতং) নির্ব্বিকারং (বিকৃতিরহিতং) নির্ব্বিশেষং (সর্ব্বত্র পরমাত্মরূপৈকধর্ম্মেণ স্থিতং) সত্তামাত্রং (কেবলধর্ম্মস্বরূপং) প্রাহুঃ (বদন্তি) ত্বং সাক্ষাৎ সঃ অধ্যাত্মদীপঃ (বুদ্ধ্যাদি প্রকাশকঃ) বিষ্ণুঃ (সর্ব্বব্যাপী ভবসি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে দেব, বেদসকল যে অব্যক্ত বস্তুকে জগতকারণ, ব্রহ্ম, জ্যোতির্ম্ময়, মায়া-রহিত, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, কেবলস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করেন, আপনি সাক্ষাৎ সেই বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক বিষ্ণু। অর্থাৎ নিরাকার নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহেন—পরন্তু তাঁহারই অঙ্গ-কান্তি মাত্র ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ভক্তাঃ খলু স্তুত্যা ভগবন্তমপি বশীকুর্ব্বন্তীতি প্রসিদ্ধেরেনং মহাহঠিনং স্তুত্যৈব বশীকৃত্য স্ববচনে স্থাপয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য ভোঃ পরমেশ্বর আবয়োঃ প্রতিক্ষণমেবাতিভয়ে বর্দ্ধমানেঽপি তব ভয়শঙ্কৈব নাস্তীত্যাহ চতুর্ভিঃ। রূপমিতি যদ্ যস্য তব তৎপ্রসিদ্ধং রূপমাকারং নারায়ণ রাঘব হয়শীর্ষাদিকং অব্যক্তং সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরং আদ্যং অজন্যং প্রাহুর্ব্বেদাঃ। তথা নির্গুণং নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম যস্য তব জ্যোতিঃ প্রাহুঃ। যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনমিত্যগ্নিমোক্তেঃ। 'তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্ব্বং বিভজতে জগৎ। মমৈব তদ্ঘনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারতে'ত্যর্জ্জুনং প্রতি হরিবংশে ভগবদুক্তেঃ। 'যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি কোটিষ্বশেষ বসুধাদি বিভূতিভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামী'তি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ। ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্র স্বামিচরণৈস্তথা ব্যাখ্যানাচ্চ বিভূতিপ্রসঙ্গে বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরমিত্যত্র পরমিতি শব্দস্য ব্রহ্মেতি তৈর্ব্যাখ্যানাচ্চ। মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতমিতি মৎস্যদেবোক্তেশ্চ। পরাৎপরং ব্রহ্ম চ তে বিভূতয়ঃ ইতি যামুনাচার্য্যস্তোত্রাচ্চ। তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়োরৈক্যাৎ কিরণার্কোপমাযুজোরিতি ভক্তিরসামৃতাচ্চ। তথা যস্য তব সত্তামাত্রং শুদ্ধসত্ত্ব-সামান্যং শুদ্ধসত্ত্ব-শক্তিবিলাসভূতমিতি যাবৎ স্ববিগ্রহধাম-ভক্ত-পরিকরাদিকং নির্ব্বিশেষং বিশেষাৎ প্রপঞ্চান্নির্গতং প্রাহুঃ। অতএব নিরীহং স্বতঃ পরিপূর্ণত্বেন বিতৃষ্ণং, যদ্বা সকামভক্তানপি নিরীহয়তীতি নিরীহম্। কিম্বা নিঃশেষেণ হয়তি স্বমভিলাষয়তীতি নিরীহং, স্পৃহেহা তৃড়্ বাঞ্ছেত্যমরঃ। স ত্বং বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক ইত্যবিজ্ঞায়া অপি মম মনসি যথা স্ফোরয়সি তথাহং বচ্মীতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, ভক্তগণ স্তুতির দ্বারা ভগবান্‌কেও বশীভূত করেন, এই প্রসিদ্ধি, অতএব এই মহাহঠকারীকে আমি স্তুতির দ্বারাই বশীভূত করিয়া আমার বাক্যে স্থাপন করিব (অর্থাৎ আমার অধীন করিব)—এইরূপ মনে বিচার করিয়া হে পরমেশ্বর! আমাদের উভয়ের প্রতিক্ষণ অত্যন্ত ভয় বর্দ্ধিত হইলেও আপনার কোন ভয়-শঙ্কাই নাই, ইহা বলিতেছেন চারিটি শ্লোকে—'রূপম্' ইত্যাদি, যে আপনার সেই প্রসিদ্ধি রূপ নারায়ণ, রাঘব, হয়শীর্ষ প্রভৃতি, তাহা 'অব্যক্ত', সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অগোচর ও 'আদ্য' অজন্য বলিয়া বেদ সকল বর্ণনা করেন। সেইরূপ নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্ম আপনারই জ্যোতিঃ বলিয়া বলেন। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি', অর্থাৎ যাঁহার অঙ্গকান্তির দ্বারা নিখিল জগৎ প্রকাশিত হইতেছে। পরেও বলিবেন—'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' (১০।২৮।১৬), অর্থাৎ যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্ত, পরব্রহ্ম, স্বপ্রকাশ ও সনাতন এবং যাঁহাকে মুনিগণ প্রকৃতির সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া সমাহিতচিত্তে দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রহ্মস্বরূপ দেখাইলেন। হরিবংশে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—"যে পরব্রহ্ম সমস্ত জগৎ বিভক্ত করেন, হে ভারত! তাহা আমারই ঘনীভূত তেজ বলিয়া তুমি জানিবে।"

ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"যস্য প্রভা প্রভবতো" (৪০ শ্লোক), অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পৃথিব্যাদিরূপ যে সকল বিভূতি আছে, তাহা হইতে ভিন্ন বিভূতিরূপ নিষ্কল অর্থাৎ নিরুপাধি, অনন্ত অশেষ প্রকারে অবস্থিত সেই ব্রহ্মও যে প্রভাবশালী শ্রীগোবিন্দের অঙ্গকান্তি, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। এখানে তত্ত্বে শ্রীগোবিন্দ ও ব্রহ্মের একরূপত্ব হইলেও বিশিষ্টরূপে আবির্ভাবহেতু শ্রীগোবিন্দ ধর্ম্মিরূপ এবং অবিশিষ্টরূপে আবির্ভাব-হেতু ব্রহ্ম ধর্ম্মরূপ, ইহাই বুঝান হইয়াছে। 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' (শ্রীগীতা-১৪।২৭), অর্থাৎ আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, এই স্থলে ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্'—এখানে 'পর' শব্দের 'ব্রহ্ম' অর্থ করিয়াছেন। মৎস্যদেবের উক্তিতেও—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্" (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ পরব্রহ্ম নামক আমার মহিমা তুমি হৃদয়ে প্রকাশিতরূপে দেখিতে পাইবে। শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত স্তোত্রে (১৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে—'পরাৎপর ব্রহ্ম তোমার বিভূতি'। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—"কিরণার্কোপমাযুজোঃ", (১।২।২৭৮) অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ও কৃষ্ণের ঐক্যহেতু কিরণ ও সূর্য্যতুল্য বুঝিতে হইবে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উজ্জ্বল ভাস্করসদৃশ এবং ব্রহ্ম-স্বরূপ তাঁহার কিরণসম)। সেইরূপ যে তোমার 'সত্তামাত্রং', শুদ্ধসত্ত্ব-সামান্য অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপ শক্তির বিলাসভূত তোমার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, ভক্ত পরি-করাদি 'নির্ব্বিশেষং'—বিশেষ অর্থাৎ প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ বলিয়া থাকেন। অতএব 'নিরীহং'—স্বতঃ পরিপূর্ণ বলিয়া বিতৃষ্ণ, অথবা—সকাম ভক্তগণকেও যিনি নিশ্চেষ্ট করেন, তিনি নিরীহ। কিম্বা—নিঃশেষরূপে সকলকে নিজ প্রাপ্তির জন্য যিনি অভি-লষিত করেন, তিনি নিরীহ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিতেই সকলের আকাঙ্ক্ষা)। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'স্পৃহা, ঈহা, তৃট্, বাঞ্ছা'—সামানার্থবাচক। তুমিই সেই সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক (অধ্যাত্মদীপ) বিষ্ণু (অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদি করণসমূহের প্রকাশক সাক্ষাৎ বিষ্ণু তুমিই)—আমি অজ্ঞ হইলেও আমার মনে যেমন স্ফুরণ করাইতেছ, সেইরূপ আমি বলিতেছি—এই ভাবার্থ ।।২৪

মধ্ব—সর্ব্বাশুভবিনির্ম্মুক্ত গুণমাত্রোযতোহরিঃ। সত্ত্বামাত্রমতঃ প্রাহুর্নির্ব্বিশেষোঽখিলোত্তমঃ ।। অনা-দরান্নিরীহশ্চসেহঃ সর্ব্বকৃতীযতঃ। ইতি তন্ত্রভাগ-বতে। যস্যতদ্রূপং সত্ত্বং সপ্তসু প্রথমেতি সূত্রাৎ ।।২৪।।

তথ্য—শ্রীদেবকী দেবী কহিলেন,—বেদে আপ-নার রূপ কি প্রকার বর্ণিত হইয়াছে? বেদ বলিতে-ছেন—আপনি অব্যক্ত অর্থাৎ কায়, বাক্য ও মনের অগোচর; যেহেতু আপনিই সেই সকলের আদি বা মূল কারণ, বৈশেষিকগণ পরমাণুকেই একমাত্র মূল কারণ বলেন, আপনি কি সেই পরমাণু? না আপনি পরমাণু নহেন, কিন্তু ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সাংখ্যগণ প্রধানকেই সেই বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মতে আপনি কি প্রধান? না আপনি প্রধান নহেন, কিন্তু জ্যোতি অর্থাৎ চেতনময় স্বপ্রকাশ বস্তু। তাহা হইলে আপনি কি বৈশেষিকগণের সম্মত জ্ঞানগুণশালী অর্থাৎ স্বয়ং জড় হইয়া জ্ঞান-গুণ-দ্বারা চৈতন্য-বিশিষ্ট? না নির্গুণ, আবার আপনি মীমাংসকগণের ন্যায় জ্ঞান-পরিণামীও নহেন। অতএব আপনি নির্ব্বিকার ও সত্ত্বা মাত্র অর্থাৎ একই রূপে অবস্থিত। বৈশেষিক-গণের সপ্তপদার্থের অন্যতম সামান্য অর্থাৎ জাতি, আবার সেই জাতি সাধারণ ও বিশেষভেদে দুই প্রকার। আপনি ঐ দুই প্রকার সামান্যের অর্থাৎ জাতি বিশেষের অন্তর্গত নহেন, সুতরাং আপনি নির্ব্বিশেষ এবং নিরীহ। আপনি বুদ্ধ্যাদি-কারণ সকলের প্রকাশক সাক্ষাৎ বিষ্ণু। (শ্রীধর) প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ হইতে পরমাত্মার রূপ ভিন্ন, এই শ্লোকে তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন, অব্যক্ত, নির্গুণ, সত্তামাত্র ও নির্ব্বিশেষ—এই চারিটী বাক্যের দ্বারা প্রকৃতি হইতে পরমাত্মার পার্থক্য নির্দ্দেশ করিতে-ছেন। পরমাত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, তিনি জীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহেন; কিন্তু প্রধানাদি প্রকৃতি পৃথিব্যাদিরূপে জীবের ইন্দ্রিয়-গোচর হয় অথবা যিনি পৃথিব্যাদি অচিদ্দ্রব্যের ন্যায় ব্যক্ত হন না, তিনিই অব্যক্ত পরমাত্মা; পরমাত্মাই ব্যক্ত অচিদ্দ্রব্যাদির মূল কারণ, সুতরাং তিনিই সকলের আদি। তাহা হইলে কি তিনি সূক্ষ্ম অচিৎ? না তিনি অচিৎ নহেন, যেহেতু তিনি নির্গুণ অর্থাৎ

অচিৎ বস্তুতে যে সত্ত্বাদি ত্রিবিধগুণ, তাহা ভগবানে নাই। পরমাত্মা সত্তামাত্র অর্থাৎ তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, কিন্তু প্রাকৃত অচিদ্বস্তুর হ্রাসাদি লক্ষিত হয়; পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চগুণের অতিরিক্ত এইরূপে প্রকৃতি হইতে পরমাত্মার পার্থক্য দেখাইয়া এখন চিৎ অর্থাৎ পুরুষ বা জীব হইতে পরমাত্মার পার্থক্য দেখাইতেছেন। পরমাত্মা জ্যোতি অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ চেতনময় বস্তু; তাহা হইলে কি তিনি বদ্ধ জীব? না, তিনি বদ্ধজীব নহেন, যেহেতু তিনি নির্ব্বিকার অর্থাৎ বদ্ধজীবের ন্যায় শোক-মোহাদির বশীভূত হন না। তিনি নিরীহ অর্থাৎ বদ্ধজীবের ন্যায় পাপপুণ্যে রত নহেন। তাহা হইলে কি তিনি মুক্তজীব? না, তিনি মুক্তজীব নহেন, যেহেতু তিনি অধ্যাত্ম দীপ অর্থাৎ দীপের ন্যায় স্ব-প্রকাশ, স্বতঃসিদ্ধ ও অসঙ্কুচিত নিত্য জ্ঞান-ময়। জীবের জ্ঞান ভগবদায়ত্ত ও সঙ্কুচিত। তাহা হইলে কি তিনি নিত্যসিদ্ধ জীব? তাহাও নহে; যেহেতু তিনি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট। কিন্তু জীব সর্ব্বাবস্থাতেই অণু। অতএব পরমাত্মা প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে ভিন্ন—ইহাই প্রদর্শিত হইল। (বীর-রাঘব)॥ ২৪॥

নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষ্বাদিভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভবানেকঃ শিষ্যতেঽশেষসংজ্ঞঃ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—দ্বিপরার্দ্ধাবসানে (মহাপ্রলয়ে) কাল-বেগেন (কালশক্ত্যা) লোকে (চরাচরে) নষ্টে (লীনে সতি) মহাভূতেষু (ক্ষিত্যাদিস্থূলভূতেষু) আদিভূতং (সূক্ষ্মতন্মাত্রং) গতেষু (প্রাপ্তেষু সৎসু) ব্যক্তে (প্রকাশমাত্রে বস্তুসমূহে) অব্যক্তং (প্রধানং) যাতে (প্রাপ্তে সতি) অশেষসংজ্ঞঃ (অনন্তসংজ্ঞকঃ) একঃ (অদ্বিতীয়ঃ) ভবান্ শিষ্যতে (তিষ্ঠতি)॥ ২৫॥

অনুবাদ—মহাপ্রলয়ে কালশক্তি বশতঃ চরাচর বিলীন হইলে, ক্ষিতি প্রভৃতি স্থূলভূত সকল সূক্ষ্মত-ন্মাত্র প্রাপ্ত হইলে এবং ব্যক্ত পদার্থ সকল অব্যক্তে লীন হইলে অনন্ত-সংজ্ঞক এক আপনিই বর্ত্তমান থাকেন॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মহাপ্রলয়েঽপ্যবশিষ্যমাণস্য তব কুতো ভয়মিত্যাহ নষ্টে চরাচরে লোকে মহাভূতেষু লীনে সতি তেষ্বপ্যাদিভূতমহঙ্কারং গতেষু সৎসু তস্মিন্নপ্যহঙ্কারে ব্যক্তে ব্যক্তম্। প্রবিষ্টে সতি তস্মিন্নপি ব্যক্তে মহত্তত্ত্বেঽব্যক্তং প্রধানং প্রাপ্তে সতি একো ভবানেব শিষ্যতেঽবশিষ্টো ভবতীতি পূর্ব্ব-শ্লোকোক্তলক্ষণং ভবত একস্য এব রূপং জ্যোতিঃ সত্তামাত্রঞ্চ শিষ্যত ইতি সপরিবার-স্থান-পরিচ্ছদস্যৈব তস্য নিত্যত্বমভিপ্রেতম্। অতঃ শেষসংজ্ঞঃ শেষ-নামা শিষ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ভবান্ শেষ উচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহাপ্রলয়েও বর্ত্তমান আপনার কোথা হইতে ভয় হইতে পারে? ইহা বলিতেছেন —'নষ্টে লোকে', অর্থাৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে যখন চরাচর চতুর্দ্দশ ভুবন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত আদিভূত অহঙ্কার তত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হইলে এবং সেই অহঙ্কারতত্ত্ব প্রকৃতিতত্ত্বে লয় হইলে, 'ভবান্ একঃ শিষ্যতে'—একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত একমাত্র আপনারই রূপ জ্যোতিঃ-সত্তামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ইহাতে তাঁহার পরিবার, স্থান ও পরিচ্ছদাদির নিত্যত্ব বলা হইল। অতএব আপনি 'শেষসংজ্ঞ'—শেষ এই নাম, যাহা অবশিষ্ট থাকে, এই ব্যুৎপত্তিতে আপনাকে 'শেষ' বলা হয়। ('অশেষ-সংজ্ঞঃ'—এই পাঠান্তরে আপনিই অশেষ সংজ্ঞ হইয়া বিরাজ করেন—এই অর্থ।)॥ ২৫॥

মধ্ব—অশেষসংজ্ঞঃ সর্ব্বনামা॥ ২৫॥

তথ্য—পাঠান্তরং—অশেষসংজ্ঞঃ॥ ২৫॥

যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো
চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্।
নিমেষাদির্বৎসরান্তো মহীয়াং-
স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ২৬॥

অন্বয়ঃ—হে অব্যক্তবন্ধো, (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক,)

যেন (কালেন) বিশ্বং (ব্রহ্মাণ্ডং) চেষ্টতে (প্রবর্ত্ততে তাদৃশঃ সর্ব্বসংহারকঃ) যঃ অয়ং নিমেষাদিঃ (নিমেষাদারভ্য) বৎসরান্তঃ (বৎসরপর্য্যন্তঃ) মহীয়ান্ (শ্রেষ্ঠঃ) কালঃ (তং কালং) তস্য (বিষ্ণোঃ) তব চেষ্টাং (লীলামাত্রং) আহুঃ (বেদাঃ বদন্তি) ঈশানং (সর্ব্বেশ্বরং) ক্ষেমধাম (সর্ব্বমঙ্গলকারণং) তং (ভবন্তং) প্রপদ্যে (শরণত্বেন গচ্ছামি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক, এই বিশ্ব যে কালের অধীন হইয়া চলিতেছে নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত সেই সর্ব্বসংহারক মহান কালকে বেদসকল বিষ্ণুস্বরূপ তোমার লীলামাত্র বলিয়া বর্ণন করেন। আপনি সমস্তের ঈশ্বর ও সর্ব্বমঙ্গলকারণ। আমি আপনাতে প্রপন্ন হইতেছি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—কালবেগেনেত্যুক্ত্যা প্রাপ্তং কালস্যাপি স্বাতন্ত্র্যং বারয়ন্তী সর্ব্ব-ভীষণাৎ কালাদপি যদ্ভয়ং নাস্তি তত্র হেতুমাহ। যোহয়ং সর্ব্ব-সংহারকঃ কালস্তমপি তস্য তব চেষ্টামাহুঃ। হে অব্যক্তবন্ধো প্রকৃতিপ্রবর্ত্তক ! যেন ত্বচ্চেষ্টারূপেণ কালেনৈব বিশ্বং চেষ্টতে স এব কালঃ কস্তত্রাহ নিমেষেতি মহীয়ান্ পুনঃ পুনর্বৎসরাবৃত্ত্যা দ্বিপরার্দ্ধরূপঃ। ত্বা ত্বাং প্রপদ্যে যথা ত্বং নির্ভয়স্তথৈব স্বমাতরং মামপি নির্ভয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালবেগেন'—পূর্ব্বশ্লোকে কালের প্রবলবেগে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, এরূপ বলায় কালের স্বতন্ত্রতা প্রাপ্তি হয়, তাহা বারণ করিয়া বলিতেছেন—সর্ব্বভীষণ কাল হইতেও আপনার ভয় নাই, তাহার কারণ বলিতেছেন—'যোহয়ং কালঃ', এই যে সর্ব্ব-সংহারক কাল, তাহাকে পণ্ডিতগণ আপনার চেষ্টা অর্থাৎ লীলা বলিয়া থাকেন। হে অব্যক্ত-বন্ধো ! হে প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক ! 'যেন বিশ্বং চেষ্টতে'—আপনার চেষ্টারূপ কালের অধীন হইয়াই এই বিশ্ব চলিতেছে। যদি বলেন—সেই কাল কেমন ? তাহাতে বলিতেছেন—'নিমেষাদিঃ', নিমেষ হইতে বৎসর পর্য্যন্ত এবং পুনঃ পুনঃ বৎসরাবৃত্তি দ্বারা দ্বিপরার্দ্ধাত্মক কাল (প্রবর্ত্তিত হইতেছে)। 'ত্বা প্রপদ্যে' —সেই সর্ব্বেশ্বর ও অভয়ের আধার আপনার আমি শরণাপন্ন হইলাম, যেরূপ আপনি নির্ভয়, সেইরূপ নিজ মাতা আমাকেও নির্ভয় করুন—এই ভাবার্থ ॥ ২৬ ॥

মধ্ব—চেষ্টতে অনেনেতি চেষ্টা ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্
লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য যদৃচ্ছয়াদ্য
সুস্থঃ শেতে মৃত্যুরস্মাদপৈতি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—মৃত্যুব্যালভীতঃ (মৃত্যুরূপাৎ ব্যালাৎ সর্পাৎ ভীতঃ) মর্ত্ত্যঃ (মর্ত্ত্যলোকঃ) সর্ব্বান্ লোকান্ (নিখিলভুবনানি প্রতি) পলায়ন্ (আশ্রয়লাভায় ধাবন্ সন্) নির্ভয়ং ন অধ্যগচ্ছৎ (কুত্রাপি ন মৃত্যুভয়াৎ নিস্তারং প্রাপ) অদ্য (অধুনা) যদৃচ্ছয়া (যাদৃচ্ছিক-মহৎ-কৃপালব্ধভক্ত্যা) ত্বৎপাদাব্জং (ভবৎপাদপদ্মং শরণং) প্রাপ্য সুস্থঃ শেতে (মৃত্যুভয়রহিতঃ তিষ্ঠতি) অস্মাৎ (মর্ত্তলোকাৎ) মৃত্যুঃ অপৈতি (দূরীভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এই মর্ত্ত্যলোক মৃত্যুরূপ সর্প-ভয়ে ভীত এবং ব্রহ্মাদি যাবতীয় লোকে আশ্রয় লাভের জন্য ধাবমান্ হইয়াও নির্ভয় হয় নাই। অদ্য যদৃচ্ছাক্রমে মহৎকৃপালব্ধ ভক্তিবলে আপনার পাদপদ্মের আশ্রয়লাভ করিয়া সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছে এবং এই মর্ত্ত্যলোক হইতে মৃত্যু দূরে পলায়ন করিতেছে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বচ্চরণাশ্রিতোঽপি নির্ভয়ঃ কিমুত-ত্বমিত্যাহ মর্ত্ত্য ইতি সর্ব্বান্ লোকান্ প্রতি পলায়ন্ নির্ভয়ং ভয়াভাবং ন প্রাপ। যদৃচ্ছয়া যাদৃচ্ছিকমহৎ-কৃপালব্ধভক্ত্যেত্যর্থঃ। ত্বৎপাদমেবাব্জং ধন্বন্তরিং প্রাপ্য 'অব্জোঽস্ত্রী' শঙ্খে না নিচুলে ধন্বন্তরৌ চ হিম-কিরণ' ইতি মেদিনী। হে আদ্য তেন ত্বদ্ভক্তাপি ত্বয়া মাতৃত্বেন স্বীকৃতাপি কংসাদপি কেবলমহমেব মহাভয়বিহ্বলেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার চরণাশ্রিত জনও নির্ভয়, তাহাতে আপনার কথা অধিক কি, ইহা বলিতেছেন—'মর্ত্ত্যঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মরণধর্ম্মশীল লোক মৃত্যুরূপ কালসর্পের ভয়ে নিতান্ত ভয়াকুলবশতঃ স্বয়ং রক্ষা পাইবার নিমিত্ত পলায়ন-পরায়ণ হইয়া ক্রমে

ক্রমে সমস্ত লোকেই গমন করিয়া থাকে, কিন্তু কাল-সর্প পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে বলিয়া কোথায়ও নির্ভয় হইয়া থাকিতে পারে না। 'যদৃচ্ছয়া'—যাদৃচ্ছিক মহৎকৃপালব্ধ ভক্তির দ্বারা (অর্থাৎ তখন পরম দয়ালু ভবদীয় ভক্ত কালভয়ে ভীত জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তি প্রদান করেন, সেই ভক্তিবলে সে) 'ত্বৎপাদাব্জং প্রাপ্য'—আপনার পাদপদ্মরূপ ধন্বন্তরি প্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে (আর তাহার নিকটে কাল-সর্প আসিতে পারে না এবং মৃত্যুও তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে)। মেদিনী অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'অব্জ—শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, উহার অর্থ শঙ্খ, নিচুল, ধন্বন্তরি ও হিমকিরণ'। 'হে আদ্য'! —হে সর্ব্বজনক! আপনার ভক্ত হইয়াও, আপনা কর্ত্তৃক মাতৃরূপে স্বীকৃতা হইয়াও, এই কংস হইতেও কেবল আমিই মহাভয়ে বিহ্বলা হইয়াছি—এই ভাবার্থ ॥ ২৭ ॥

তথ্য—পাঠান্তরং—স্বস্থঃ ॥ ২৭ ॥

———

স ত্বং ঘোরাদুগ্রসেনাত্মজান্ন-
স্ত্রাহি ত্রস্তান্ ভৃত্যবিত্রাসহাসি।
রূপঞ্চেদং পৌরুষং ধ্যানধিষ্ণ্যং
মা প্রত্যক্ষং মাংসদৃশাং কৃষীষ্ঠাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ ত্বং) ভৃত্যবিত্রাসহা (ভৃত্যানাং অনুরক্তানাং বিত্রাসং বিশেষভয়ং হন্তি ইতি তাদৃশঃ দাসজনাভয়ঃ ইত্যর্থঃ) অসি (ভবসি ততঃ) স ত্বং ঘোরাৎ (ভীষণাৎ) উগ্রসেনাত্মজাৎ (কংসাৎ) ত্রস্তান্ (ভীতান্) নঃ (অস্মান্) ত্রাহি (রক্ষ) ধ্যানধিষ্ণ্যং (ধ্যানগম্যং) ইদং পুরুষং (বৈষ্ণবং) রূপং চ মাংসদৃশাং (চর্ম্মচক্ষুষাং অজ্ঞানানাং) প্রত্যক্ষং (নয়নবিষয়ীভূতং) মা কৃষীষ্ঠাঃ (মা কুরু) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—যেহেতু আপনি ভৃত্যজনের ভয়হারী, সেই জন্য ভীষণ প্রকৃতি কংসের ভয়ে ভীত আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং ধ্যানগম্য ভবদীয় বিষ্ণুরূপ অপ্রাকৃতরূপ দর্শনের অযোগ্য অজ্ঞানময় চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বং ত্বদীয়শ্চ নির্ভয়ঃ কথমাবামেব মহাভয়গ্রস্তৌ করোষীত্যাহ স ত্বমিতি। ঘোরাদিতি মহাভীষণতমম্। উগ্রেতি পিতা নোগ্রঃ সেনা চ নোগ্রা কিন্ত্বাত্মজ এবোগ্র ইতি ভয়েনৈব সাক্ষাত্তন্নামাগ্রহণং, কিঞ্চ ভৃত্যানাং বিবিধং ত্রাসং হংসি পিত্রোরাবয়োঃ কিমন্তর্ভয়ং ন হরসীতি ভাবঃ। ভো মাতঃ কংসাদিবধার্থমেবাবতীর্ণোঽস্মি আয়াতু কংসস্তমধুনৈব বধিষ্যামি চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যেতি তদুক্তিমাশঙ্ক্য বর্দ্ধিষ্ণুনা পুত্রভাবেন তস্মাৎ কংসবধমসম্ভাবয়ন্তী প্রত্যুত কংসাদেব তদনিষ্টমাশঙ্কমানা মহাভয়কম্পিতসর্ব্বাঙ্গী হন্ত হন্ত পরমেশ্বরত্বাদহঙ্কারবতি পুত্রেঽস্মিন্ ভেদাদয় উপায়া ন ঘটন্ত ইত্যতঃ সাম্নৈব স্বকৃত্যং সাধয়ামীতি মনসি বিমৃশ্য তদ্রূপমুপসংহারয়িতুং যুক্ত্যন্তরমুত্থাপয়তি রূপমিতি পৌরুষমৈশ্বরং ধ্যানধিষ্ণ্যং ধ্যানাস্পদং মাংসদৃশাং মাংসচক্ষুষাং প্রত্যক্ষং মাকৃথাঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি এবং ত্বদীয় জন নির্ভয়, কিন্তু কেবল আমাদের দুইজনকেই কেন মহাভয়গ্রস্ত করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'স ত্বম্' ইত্যাদি। 'ঘোরাদ্ উগ্রসেনাত্মজাৎ'—এই মহাভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী উগ্রসেনাত্মজ হইতে আমরা বড়ই ভীত হইয়াছি। পিতা উগ্রসেনও উগ্র নহেন, সেনাও উগ্র নহে, কিন্তু তাঁহার পুত্রই উগ্র, এখানে ভয়েই সাক্ষাৎ কংসের নাম উল্লেখ করিলেন না। আরও, 'ভৃত্য-বিত্রাসহা অসি'—অনুগত জনের বিবিধ ত্রাস আপনি দূর করিয়া থাকেন, কেবল মাতা-পিতা আমাদেরই অন্তরের ভয় কেন দূর করিতেছেন না? —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—'হে মাতঃ! কংসাদি বধের নিমিত্তই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, আসুক কংস, এখনই তাহাকে বধ করিব, স্বচক্ষে দেখ', এইরূপ তাঁহার উক্তি আশঙ্কাপূর্ব্বক বর্দ্ধিত বাৎসল্যবশতঃ তাহা হইতে কংসবধের অসম্ভাবনা করতঃ প্রত্যুত কংস হইতে তাঁহার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া মহাভয়ে কম্পিতকলেবরা হইয়া, হায়! হায়! পরমেশ্বর বলিয়া অহংকারযুক্ত এই পুত্রে ভেদাদি উপায় কার্য্যকর হইবে না, অতএব আমি সাম উপায়েই নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিব—এইরূপ মনে পরামর্শ করিয়া সেই রূপ সংবরণ করাইবার জন্য অন্য যুক্তি উত্থাপন করিতেছেন—'রূপম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনার এই ধ্যানস্পদ অলৌকিক পৌরুষরূপকে

জ্ঞানচক্ষুঃহীন মানবদিগের চর্ম্ম-চক্ষুর গোচরীভূত করিবেন না ॥ ২৮ ॥

জন্ম তে ময্যসৌ পাপো মাবিদ্যান্মধুসূদন ।
সমুদ্বিজে ভবদ্ধেতোঃ কংসাদহমধীরধীঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে মধুসূদন, অধীরধীঃ (চঞ্চলবুদ্ধিঃ) অহং ভবদ্ধেতোঃ (ভবতঃ কারণাৎ) কংসাৎ সমুদ্বিজে (উদ্বিগ্না ভবামি) (অতঃ) ময়ি তে (তব) জন্ম (জন্মগ্রহণং) অসৌ পাপঃ (পাপী কংসঃ) মা বিদ্যাৎ (যথা ন জানাতি তথা কুরু ইত্যর্থঃ) ॥২৯॥

অনুবাদ—হে মধুসূদন, চঞ্চলমতি আমি আপনার জন্য কংস হইতে উদ্বিগ্ন হইতেছি। অতএব আমার গর্ভে আপনার জন্মগ্রহণবার্ত্তা যাহাতে পাপী কংস জানিতে না পারে তাহার উপায় করুন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভো মাতর্যদীদং রূপমন্তর্ধাপয়ামি তদা কংস আগত্য গর্ভস্তে ক্ব গত ইতি গর্ভচৌর্য্যাপরাধেন ত্বামধিকং তাড়য়িষ্যতীতি চেত্তত্র মম কা শঙ্কা ইত্যাহ জন্মেতি। মাবিদ্যান্মা জানাতু। মধুসূদনেতি মধুদৈত্যং হতবতো মম কংসবধে কঃ প্রয়াস ইতি মামংস্থাস্তদানীন্তনাৎ মধোরপ্যয়মিদানীন্তনঃ কংসঃ কোটিগুণিতবলাধিক ইতি ভাবঃ। ভবদ্ধেতোরিতি মদপরাধং প্রকল্প্য মত্তাড়নবন্ধাদিকং কুর্য্যাচ্চেৎ করোতু। কেবলং ভবতঃ কল্যাণমাশাসে ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি রূপং যত্তদিত্যনেন নষ্টে লোকে ইত্যনেন মদৈশ্বর্য্যং বৃথৈব কিমবাদীঃ ? সত্যং, পুত্র ভবন্মাতাহমেবমধীরবুদ্ধিরেব মাখিদ্যস্ব মমৈব দোষোঽয়ং নির্ম্মঞ্ছনং তে যামি মাতৃবাৎসল্যেনাপি রূপমিদমুপসংহরেতি ভাবঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে মাতঃ! যদি এই রূপ গোপন করি, তাহা হইলে কংস আসিয়া 'তোমার গর্ভ (গর্ভস্থ সন্তান) কোথায় গেল' ?—এই বলিয়া গর্ভচুরির (গর্ভ লুকাইবার) অপরাধে তোমাকে অধিক তাড়না করিবে। তদুত্তরে ইহাতে আমার কোন শঙ্কা নাই, ইহা বলিতেছেন—'জন্ম তে', আমাতে আপনার জন্ম হইল, ইহা যেন ঐ পাপ কংস জানিতে না পারে। 'মধুসূদন!'—'মধুনামক দৈত্যের হত্যাকারী আমার কংসবধে কতটুকু প্রয়াস' এরূপ মনে করিবেন না, যেহেতু সেই ভূতপূর্ব্ব মধুদৈত্য হইতেও ইদানীন্তন এই কংস কোটিগুণ বলশালী—এই ভাবার্থ। 'ভবদ্ধেতোঃ'—সেই কংস আমার অপরাধ কল্পনা করিয়া আমাকে তাড়ন-বন্ধনাদি করে করুক, আমি কেবল আপনার কল্যাণই আকাঙ্ক্ষা করিতেছি (এবং আপনার নিমিত্ত কংস হইতে ভীত হইতেছি)—এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে 'রূপ যত্তৎ' (২৪ শ্লোক) এবং 'নষ্টে লোকে' (২৫ শ্লোক)—ইত্যাদির দ্বারা আমার ঐশ্বর্য্য কি বৃথাই বলিয়াছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, হে পুত্র! আমি তোমার মাতা বলিয়া, 'অহম্ অধীরধীঃ'—আমার চিত্ত বড়ই অস্থির হইতেছে, কোন খেদ করিও না, ইহা আমারই দোষ, তোমার নির্ম্মঞ্ছন (বালাই) যাই, মাতার প্রতি বাৎসল্যবশতঃও তোমার এই রূপ সংবরণ কর—এই ভাবার্থ ॥২৯॥

উপসংহর বিশ্বাত্মন্ অদো রূপমলৌকিকম্ ।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়া জুষ্টং চতুর্ভুজম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিশ্বাত্মন্ (সর্ব্বময়, শঙ্খচক্রগদাপদ্মশ্রিয়াজুষ্টং (শঙ্খাদীনাং শ্রিয়া শোভয়া জুষ্টং যুক্তং) চতুর্ভুজং (চতুর্বাহু যুক্তং) অদঃ (প্রত্যক্ষীভূতং) অলৌকিকং (ঐশ্বরং) রূপং (স্বরূপং) উপসংহরঃ (তিরস্কুরু) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে বিশ্বময়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-সুশোভিত, চতুর্ভুজযুক্ত এই অলৌকিকরূপ সম্বরণ করুন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বমধ্যেঽহমপ্যস্মি তন্মামান্তর্মধ্যে স্থিত্বা কথমেবমধীরাং ধিষ্মং প্রবর্ত্তয়সীতি তবৈবায়ং দোষ ইতি ভাবঃ। অলৌকিকমিতি লৌকিকনরবালকাকারো ভব। যথা ঝটিতি ত্বামহং ক্বাপি গোপয়ানীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে 'বিশ্বাত্মন্!'—আপনি বিশ্বের অন্তর্য্যামী, আমিও বিশ্বমধ্যে রহিয়াছি, অতএব আমার অন্তরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়াও কেবল আমার চিত্তকে কেন চঞ্চল করিতেছেন ? ইহা আপনারই দোষ (অর্থাৎ ইহা কি আপনার অসঙ্গত কার্য্য নহে ?)—এই ভাব। 'অলৌকিকম্'—সম্প্রতি এই অলৌকিক শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মের শোভায়

শোভিত চতুর্ভুজ রূপ সম্বরণ করুন। লৌকিক নর-বালকের রূপ ধারণ করিলে অনায়াসে যে কোন স্থানে গোপনে রাখিতে পারিব—এই ভাবার্থ ॥৩০॥

বিশ্বং যদেতৎ স্বতনৌ নিশান্তে
যথাবকাশং পুরুষঃ পরো ভবান্।
বিভর্ত্তি সোঽয়ং মম গর্ভগোঽভূ-
দহো নৃলোকস্য বিড়ম্বনং হি তৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পরঃ পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) ভবান্ নিশান্তে (প্রলয়ে) যৎ এতৎ (চরাচরাত্মকং) বিশ্বং (ব্রহ্মাণ্ডং) স্বতনৌ (স্বদেহে) যথাবকাশং (অসঙ্কীর্ণভাবেন) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) সঃ অয়ং (বিষ্ণুস্বরূপঃ ভবান্) মম (দেবক্যাঃ) গর্ভগঃ (কুক্ষিস্থঃ) অভূৎ (বভূব) অহো, (আশ্চর্য্যে) তৎ নৃলোকস্য (মনুষ্যজনস্য) বিড়ম্বনং হি (অসম্ভাব্যতয়ং উপহাসকারণমেব) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আপনার এতাদৃশ অলৌকিকরূপ সংবরণ করিতে বলিতেছি কেন, শ্রবণ করুন,—আপনি পরমপুরুষ, প্রলয়কালে চরাচরাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকে নিজদেহে অসঙ্কীর্ণভাবে ধারণ করেন, সেই (ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ) বিষ্ণুরূপী আপনি আজ গর্ভগত হইয়াছেন। অহো, ইহা মনুষ্যজনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া নিতান্তই উপহাসাস্পদ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিমিত্যুপসংহর্ত্তব্যং ময়া পরমেশ্বরেণ পুত্রেণ তব মহতী প্রতিষ্ঠৈবাস্ত্বিতি চেন্নাহং প্রতিষ্ঠামাশাসে ইত্যাহ বিশ্বমিতি। নিশান্তে মন্দিরে 'নিশান্তবস্ত্য সদনভবনাগারমন্দির'মিত্যমরঃ ॥ স্বতনুমন্দিরে যথাবকাশমসঙ্কোচতঃ নৃলোকস্য মানুষ্যা মম বিড়ম্বনমেব তদিদম্। অয়ি মূঢ়ে, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহো ভগবাংস্তব মানুষপুত্র্যা গর্ভে স্থিতোঽভূদিতি বক্তুমভিমন্তুমপি কিং ন লজ্জসে ইতি প্রতিবেশিন্যো মামুপহসিষ্যন্তীতি প্রত্যুতাপ্রতিষ্ঠৈব মম স্যাদিতি ভাবঃ। ননু পরব্রহ্মমূর্ত্তের্ভগবতঃ সাক্ষাদপরোক্ষানুভবিনোর্দেবকী-বসুদেবয়োরপি কিমিদমঘটমানমাবিদ্যকং ভয়শোকাদিকং? মৈবং, বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বহিরঙ্গাভ্যাং পরভূতা খলু যান্তরঙ্গা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিস্তস্যা অপি সারবৃত্তিরূপো যঃ প্রেমা তদ্বিলাসভূতমেবেদং ভয়শোকাদিকমাবিদ্যকত্বপ্রবাদপাত্রী ভবিতুং নৈবার্হতি। প্রেম্নো মায়াতীতত্বে কিং প্রমাণমিতি চেৎ ভগবতঃ প্রেমবশ্যত্বান্যথানুপপত্তিরেব মায়াময়ত্বে তস্য মায়াবশ্যত্বমাপদ্যতেতি। কিঞ্চাত্র চান্যত্র চ ব্যুৎপত্ত্যর্থমিদমভ্যস্যতে। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য ইতি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বরূপং ভক্ত্যৈব গম্যমিত্যবসীয়তে। সা চ ভক্তিস্ত্রিবিধা গুণীভূতা প্রধানীভূতা কেবলা চ, তাসাঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং জ্ঞানময়ী রতিঃ প্রেমা চেতি ফলানি। তত্র জ্ঞানেন কেবলং চিৎসুখৈকময়ং ব্রহ্মস্বরূপমেব জ্ঞানময়রত্যা চিদৈশ্বর্য্যময়ং ভগবৎস্বরূপমেব প্রেম্না তু মাধুর্য্যময়ং কৃষ্ণরামাদি-স্বরূপমেবাস্বাদ্যতে। স্বরূপস্য বস্তুতঃ ঐক্যেঽপ্যাস্বাদনভেদাভ্তেদাতিদেশঃ। তচ্চ মাধুর্য্যং শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠরূপাদিপঞ্চকস্য ভক্তবাৎসল্যস্য লীলায়াশ্চ ইতি সপ্তবিধং ব্রজস্থস্য তস্য তু বৈশ্বৈশ্বর্য্যয়ো-রাধিক্যান্নববিধং। যদুক্তং "চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে। ঐশ্বর্য্যক্রীড়য়োর্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চেতি"। প্রেমা চ দাস্যসখ্যবাৎসল্যোজ্জ্বলভেদাচ্চতুর্বিধঃ। তেষ্বপি মধ্যে বাৎসল্যপ্রেমা স্বস্বভাবমহিম্নৈব কৃষ্ণমনুকম্প্যত্বেন মমত্বাতিশয়-বিষয়ীকৃত্য স্পষ্টমপ্যৈশ্বর্য্যং স্বয়মনুভূয়মানত্বং প্রাপ্তমপি তথা আচ্ছাদয়তি যথা তন্মমতা-রসনয়া নিবদ্ধো বশীভূয় স কৃষ্ণঃ স্বমাধুর্য্যমপারমন্যানাস্বাদ্যং বাৎসল্যপ্রেমবজ্জনমাস্বাদয়তি। জ্ঞানেন বা জ্ঞানময়রত্যা বা সচ্চিদানন্দাত্মকবস্তুনাং য আস্বাদস্তস্মাৎ কোটি-কোটি-গুণিতং মমতাহেতুকমাস্বাদং প্রেমা প্রবর্ত্তয়তি। তথাহি সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তকাৎ পরমাহ্লাদকাৎ দৃশ্যমানাচ্চন্দ্রাদপি সকাশাৎ সর্ব্বগুণহীনোঽপি কালত্বাদি-দোষযুক্তোঽপি দৃশ্যমানঃ স্বপুত্রো যৎ সুখমধিকং দত্তে তত্র মমতৈব যদি কারণং সর্ব্বগুণমণ্ডিতে স্বভাবাদেব নিরবধিকসুখপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে পুত্রীভূতে নিরবধিকৈব সা মমতা প্রেমনিষ্ঠা কিমুতেতি জ্ঞানপ্রেম্নোর্ভেদো বিবৃতঃ। যথা হ্যবিদ্যা স্ববৃত্ত্যা মম তয়া জীবং দুঃখয়িতুমেব বধ্নাতি তথৈব প্রেমা স্ববৃত্ত্যা মমতয়েশ্বরং সুখরূপমপ্যাতিসুখয়িতুং বধ্নাতি। যথা দণ্ডনীয়-জনস্য গাত্রবন্ধনং রজ্জুনিগড়াদিনা। মাননীয়জনস্যাপি গাত্রবন্ধনমনর্ঘসুগন্ধসূক্ষ্ম-শ্লক্ষ্ণ-কঞ্চুকোষ্ণীষাদিনেত্যবিদ্যা-

ধীনো জীবো দুঃখী, প্রেমাধীনঃ কৃষ্ণোঽতিসুখীতি। কিঞ্চ যথৈবাবিদ্যায়া স্বতারতম্যেন জ্ঞানাবরণ-তারতম্যাজ্জীবস্য পঞ্চবিধক্লেশতারতম্যং বিধীয়তে, তথৈব প্রেম্নাঽপি স্বতারতম্যেন জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদ্যাবরণ-তারতম্যাৎ স্ববিষয়াশ্রয়য়োরনন্তপ্রকারং সুখতারতম্যং বিধীয়তে ইতি। তত্র কেবলঃ প্রেমা শ্রীযশোদাদি নিষ্ঠঃ স্ববিষয়াশ্রয়ৌ মমতা-রসনয়া নিবধ্য পরস্পর বশীভূতৌ বিধায় জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিকমাবৃত্য যথাধিকং সুখয়তি, ন তথা দেবক্যাদিনিষ্ঠ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিলিতত্বেন প্রাবল্যাভাবাৎ, তত্তৎপ্রেম্নস্তথা তথা ভূতত্বে কারণন্ত নান্বেষ্টব্যম্। তাসাং যশোদাদিদেবক্যাদীনাং নিত্যসিদ্ধত্বাদেব তত্তত্তাদৃশপ্রেমবিশেষাণামপি নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ইতি সর্ব্বং নিরবদ্যম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কেন এই রূপ সংবরণ করিতে বলিতেছেন? পরমেশ্বর আমাকে পুত্ররূপে লাভ করায় আপনার মহতী প্রতিষ্ঠাই হইবে। তদুত্তরে আমি প্রতিষ্ঠার আশা করি না, ইহা বলিতেছেন—'বিশ্বম্' ইত্যাদি। 'নিশান্তে' বলিতে মন্দিরে, অমরকোষে উক্ত আছে—'নিশান্ত অর্থাৎ নিশায় গমন করা যায় ইহাতে, বস্ত্য (যাহাতে বাস করা যায়), সদন, ভবন, আগার ও মন্দির'—পর্য্যায়বাচী শব্দ। প্রলয়াবসানে এই বিশ্বকে আপনি স্বীয় শরীরে (স্বতনুমন্দিরে) অসঙ্কোচভাবে ধারণ করিয়া থাকেন, সেই আপনি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ইহা 'নৃলোকস্য' মনুষ্যলোকের অর্থাৎ মানুষী আমার বিড়ম্বনামাত্র। অতএব এতাদৃশ অলৌকিক পুত্রদ্বারা আমার প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, বরঞ্চ উপহাসই অবশ্যম্ভাবী; কারণ প্রতিবেশিনীগণ বলিবে—"ওরে মূঢ়ে দেবকি! অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ সেই ভগবান্ মানবী তোর গর্ভে আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহা বলিতে বা চিন্তা করিতেও কি লজ্জা বোধ হয় হয় না?" এইরূপই কতই পরিহাস করিবে। প্রত্যুত ইহাতে আমার অপ্রতিষ্ঠাই হইবে, অতএব এই রূপ সম্বরণ করুন—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—পরব্রহ্মমূর্ত্তি শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে অনুভবকারিণী দেবকী ও বসুদেবেরও এই কিপ্রকার অবিদ্যাজনিত ভয়-শোকাদির উৎপত্তি সম্ভব হইল? তাহাতে বলিতেছেন—না, কখনই না, বহিরঙ্গা বিদ্যা বা অবিদ্যা শক্তির দ্বারা যাহা পরাভূত হয় না, যাহা অন্তরঙ্গা স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি, তাহারও সারবৃত্তিরূপ যে প্রেম, সেই প্রেমেরই বিলাসভূত এই শোক-মোহাদি, ইহা কখনই অবিদ্যাজনিত বলিয়া নিন্দাস্পদ হইতে পারে না। যদি বলেন—প্রেমের মায়াতীতত্বে কি প্রমাণ? তদুত্তরে বলিতেছেন—ভগবানের প্রেমবশ্যত্বই যথার্থ প্রমাণ, প্রেম মায়াময় হইলে মায়াধীশ ভগবান্ মায়ার বশীভূতই হইতেন।

আরও, এখানে এবং অন্যত্র ব্যুৎপত্তির নিমিত্ত এইরূপ অনুশীলনীয়—"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" (শ্রীগীতা—১৮।৫৫), অর্থাৎ আমি যেরূপ এবং স্বরূপতঃ যাহা হই, আমাকে (জ্ঞানী ব্যক্তি) ভক্তির দ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন, এবং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" (১১।১৪।২১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিহেতু, তাঁহার স্বরূপ ভক্তির দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। সেই ভক্তি ত্রিবিধ—গুণীভূতা, প্রধানীভূতা এবং কেবলা। [কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগিরা যে ভক্তিকে অপ্রধানভাবে গ্রহণ করেন, তাহা অস্বতন্ত্রা বা গুণীভূতা ভক্তি, প্রধানীভূতা (গৌণ, মিশ্রিতা), এবং কেবলা ভক্তি বলিতে যাহা জ্ঞান-কর্ম্মাদি অমিশ্রা, শুদ্ধা, অনন্যা ভক্তি।] তাহাদের যথাক্রমে জ্ঞান, জ্ঞানময়ী রতি এবং প্রেম—এই তিনটি ফল দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানের দ্বারা চিৎসুখৈকময় ব্রহ্মস্বরূপ, জ্ঞানময়ী রতির দ্বারা চিদৈশ্বর্য্যময় ভগবৎস্বরূপ, কিন্তু প্রেমের দ্বারা মাধুর্য্যময় কৃষ্ণ-রামাদি স্বরূপই আস্বাদিত হয়। বাস্তবিকপক্ষে স্বরূপের ঐক্য হইলেও আস্বাদনের তারতম্যে ভেদ বলা হয়। সেই মাধুর্য্য শ্রীবিগ্রহনিষ্ঠ রূপাদিপঞ্চক, ভক্তবাৎসল্য ও লীলা—এই সপ্তবিধ, কিন্তু ব্রজস্থ শ্রীকৃষ্ণের বেণু ও ঐশ্বর্য্যের আধিক্যবশতঃ নববিধ (মাধুর্য্য)। যেমন লঘুভাগবতামৃতে (২৮৫ কারিকায়) উক্ত হইয়াছে—"চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য" ইত্যাদি, অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ—এই চারিটী স্বরূপের চারিপ্রকার মাধুরী গোকুলেই বিরাজমান আছেন। আবার সেই প্রেমও দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলভেদে চারিপ্রকার। তাহাদের

মধ্যে বাৎসল্য প্রেম স্বকীয় স্বভাবমহিমায় শ্রীকৃষ্ণকে অনুকম্প্যত্বরূপে (লাল্যভাবে) মমত্বাতিশয়ের বিষয়ীভূত করিয়া স্পষ্টতঃ ঐশ্বর্য্য স্বয়ং অনুভূয়মান হইলেও, তাহা সেরূপভাবে আচ্ছাদিত করে যাহাতে তাদৃশ মমতারূপ রসনা (রজ্জু) দ্বারা নিবদ্ধ কৃষ্ণ বশীভূত হইয়া অন্যের অনাস্বাদ্য স্বীয় অপার মাধুর্য্য বাৎসল্য প্রেমবান্ জনকে আস্বাদন করাইয়া থাকেন। জ্ঞান বা জ্ঞানময় রতির দ্বারা সচ্চিদানন্দাত্মক বস্তুসমূহের যে আস্বাদন, তাহা হইতে কোটি কোটি গুণ অধিক মমতাহেতুক আস্বাদ প্রেম প্রাপ্ত করান। যেমন সর্ব্বসন্তাপনিবর্ত্তক পরমাহলাদক দৃশ্যমান চন্দ্র হইতেও সর্ব্বগুণহীন ও বধিরাদি নানা দোষযুক্ত হইলেও দৃশ্যমান নিজ পুত্র যে অধিক সুখ প্রদান করে, তাহাতে মমতাই যদি কারণ হয়, তাহা হইলে সর্ব্বগুণমণ্ডিত স্বভাবতঃ সাতিশয় সুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ পুত্র হইলে তাহাতে নিঃসীম সেই মমতা যে প্রেমনিষ্ঠ হইবে, ইহাতে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে? ইহার দ্বারা জ্ঞান ও প্রেমের ভেদ প্রদর্শিত হইল। আবার যেমন অবিদ্যা নিজবৃত্তি মমতার দ্বারা জীবকে দুঃখ প্রদানের নিমিত্ত বন্ধন করে, তদ্রূপ প্রেম স্ববৃত্তি মমতার দ্বারা সুখস্বরূপ ঈশ্বরকেও অতিশয় সুখ প্রদানের জন্য বন্ধন করেন। যেমন দণ্ডনীয় জনের গাত্রবন্ধন রজ্জুবন্ধনের দ্বারা করা হয়, তদ্রূপ মাননীয় জনেরও গাত্রবন্ধন অমূল্য সুগন্ধ, সূক্ষ্ম শ্লক্ষ্ণ, কঞ্চুক, উষ্ণীষ প্রভৃতির দ্বারা করা হয়। অবিদ্যার অধীন জীব দুঃখী, কিন্তু প্রেমাধীন কৃষ্ণ অতিসুখী। আরও, যেমন অবিদ্যার দ্বারা নিজ তারতম্যহেতু জ্ঞানের আবরণের তারতম্যবশতঃ জীবের পঞ্চবিধ ক্লেশের তারতম্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রেমের দ্বারাও স্বতারতম্যবশতঃ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদির আবরণের তারতম্যহেতু নিজ বিষয় ও আশ্রয়ের অনন্তপ্রকার সুখের তারতম্য হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রীযশোদাদি নিষ্ঠ কেবল (শুদ্ধ) প্রেম স্ব-বিষয় ও আশ্রয়কে (ব্রজে বাৎসল্যপ্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ এবং আশ্রয় শ্রীযশোদা, নন্দ প্রভৃতিকে) মমতারূপ রসনার দ্বারা নিবদ্ধ করতঃ পরস্পরকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যাদি আচ্ছাদনপূর্ব্বক যেমন অধিক সুখ প্রদান করে, সেইরূপ প্রাবল্যের অভাবহেতু (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের মিশ্রণবশতঃ) দেবকী প্রভৃতির প্রেম তাদৃশ সুখপ্রদ হয় না। এখানে সেই সেই প্রেমের তাদৃশ হইবার কারণ অন্বেষণীয় নহে। কারণ সেই শ্রীযশোদা, দেবকী প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাদিগের তাদৃশ প্রেমবিশেষও নিত্যসিদ্ধ, ইহাতে কোন দোষ হয় না, সমস্তই নির্ম্মল ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি।
তদায়ং সুতপা নাম প্রজাপতিরকল্মষঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (দেবকীং প্রতি কথয়ামাস) হে সতি, স্বায়ম্ভুবে (তন্মন্বন্তরে) পূর্ব্বসর্গে (আদিজন্মনি) ত্বং এব পৃশ্নিঃ (তন্নাম্নী) অভূঃ (আসীঃ) অয়ং অকল্মষঃ (শুদ্ধচিত্তঃ বসুদেবশ্চ) সুতপা নাম (তন্নামকঃ) প্রজাপতিঃ (আসীৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে সতি, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পূর্ব্বজন্মে তুমি পৃশ্নিনামে জাত হইয়াছিলে এবং শুদ্ধচিত্ত এই বসুদেব সুতপা নামক প্রজাপতি ছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ভো মাত র্ন কেবলমস্মিন্নেব জন্মনি ত্বদ্গর্ভগতোঽহমপি তু জন্মান্তরেষ্বপ্যতস্ত্বং কিমিতি স্বদৈন্যং মন্যসে, ন ত্বং প্রাকৃত্যেব মানুষীত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি চতুর্দ্দশভিঃ। অভূঃ আসীঃ স্বায়ম্ভুবে মন্বন্তরে সতি বর্ত্তমানে অয়ং বসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে মাতঃ! আমি কেবল এই জন্মেই তোমার গর্ভগত হইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু জন্মান্তরেও তোমার গর্ভগত হইয়াছিলাম। অতএব তুমি আমার নিকট কেনই বা এতাদৃশ দীনভাব প্রকাশ করিতেছ, তুমি সামান্যা প্রাকৃতা মানুষী নও, ইহা চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন—'ত্বমেব' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে সতি! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে তুমিই পৃশ্নি নামে বিখ্যাত ছিলে এবং বর্ত্তমান কালের এই বসুদেবও তখন সুতপা নামে প্রজাপতি ছিলেন ॥৩২॥

যুবাং বৈ ব্রহ্মণাদিষ্টৌ প্রজাসর্গে যদা ততঃ।
সন্নিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তেপাথে পরমং তপঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) যদা যুবাং (পৃশ্নি-সুতপসৌ) ব্রহ্মণা (পিতামহেন) আদিষ্টৌ (আজ্ঞাপিতৌ) প্রজাসর্গে (সন্তান-সৃষ্ট্যর্থং) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহং) সংনিযম্য (বিজিত্য) পরমং তপঃ (উগ্রতপস্যাং) তেপাথে (চক্রথুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তোমরা ব্রহ্মার আদেশে প্রজা-সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযমপূর্ব্বক পরম তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে ॥ ৩৩ ॥

বর্ষবাতাতপহিম-ঘর্ম্মকালগুণাননু ।
সহমানৌ শ্বাসরোধ-বিনির্ধূতমনোমলৌ ॥ ৩৪ ॥
শীর্ণপর্ণানিলাহারাবুপশান্তেন চেতসা ।
মত্তঃ কামানভীপ্সন্তৌ মদারাধনমীহতুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্বাসরোধ বিনির্ধূতঃ মনোমলৌ (শ্বাস-রোধেন প্রাণায়ামেন বিনির্ধূতানি দূরীভূতানি মনোমলানি রজস্তমোময়াণি যয়োঃ তৌ) কালগুণান্ (বর্ষাদিকালধর্ম্মান্) অনু (যথাক্রমং) বর্ষাবাতাতপহিম-ঘর্ম্মসহমানৌ (অবিচলিত ভাবেন অনুভবন্তৌ) শীর্ণপর্ণানিলাহারৌ (বৃক্ষগলিতপত্রবায়ুমাত্রাহারৌ) উপশান্তেন (শুদ্ধেন) চেতসা (চিত্তেন) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) কামান্ (পুত্রজন্মাভিলাষান্) অভীপ্সন্তৌ (ইচ্ছন্তৌ) মদারাধনং (মম পূজাং) ঈহতুঃ (চক্রথুঃ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—তোমরা বর্ষা, বায়ু, রৌদ্র, হিম, ঘর্ম্ম প্রভৃতি কালগুণ সকল নিরন্তর সহ্য করিতে, ক্রমে প্রাণায়ামদ্বারা তোমাদের চিত্তের মল দূরীভূত হইলে বৃক্ষগলিত-পত্র এবং বায়ুমাত্র সেবন করিয়া আমার নিকট হইতে বাঞ্ছিত ফললাভের আশায় শান্ত চিত্তে আমার আরাধনা করিয়াছিলে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—আতপঃ সৌরকিরণোত্থস্তাপঃ ঘর্ম্মো নিদাঘোত্থঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আতপঃ'—সূর্য্যকিরণোত্থ তাপ, 'ঘর্ম্মঃ'—গ্রীষ্মকালীন তাপ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তথ্য—পাঠান্তরং—মমারাধনমীহথুঃ ॥ ৩৫ ॥

এবং বাং তপ্যতোস্তীব্রং তপঃ পরমদুষ্করম্ ।
দিব্যবর্ষসহস্রাণি দ্বাদশেয়ুর্মদাত্মনোঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মদাত্মনোঃ (মচ্চিত্তয়োঃ) এবং (পূর্ব্বোক্তং পরমদুষ্করং (অতীবদুঃসাধ্যং) তীব্রং (উগ্রং) তপঃ তপ্যতোঃ (তপস্যাং কুর্ব্বতোঃ) বাং (যুবয়োঃ) দ্বাদশদিব্যবর্ষসহস্রাণি (দ্বাদশসহস্রদৈববৎসরাঃ) ঈয়ুঃ (গতানি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—মদ্‌গতচিত্তে এইরূপ পরম দুষ্কর তীব্র তপস্যা করিতে করিতে দ্বাদশসহস্র দৈব-বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মদাত্মনোর্ম্মচ্চিত্তয়োঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদাত্মনোঃ'—কেবল আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া তপস্যা করিতে করিতে তোমাদের দ্বাদশ সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ॥ ৩৬ ॥

তদা বাং পরিতুষ্টোঽহমমুনা বপুষানঘে ।
তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥৩৭॥
প্রাদুরাসং বরদরাড়্ যুবয়োঃ কামদিৎসয়া ।
ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—অয়ি অনঘে, (নিষ্পাপে) তদা (তস্মিন্ কালে) বাং (যুবয়োঃ) নিত্যং (নিরন্তরং) তপসা (তপস্যয়া) শ্রদ্ধয়া (অনুরাগেণ) ভক্ত্যা চ ভাবিতঃ (আরাধিতঃ সন্) পরিতুষ্টঃ (সন্তুষ্টঃ) বরদরাট্ (কামপ্রদশ্রেষ্ঠঃ) অহং যুবয়োঃ কামদিৎসয়া (মনোরথপূরণ বাঞ্ছয়া) অমুনা বপুষা (শ্রীকৃষ্ণাখ্যেন বপুষা) প্রাদুরাসং (যুবয়োঃ সমীপে আবির্ভূতঃ অপি চ) বর ব্রিয়তাং (ইষ্টঃ বিষয়ঃ প্রার্থ্যতাং) ইতি উক্তে (ময়া কথিতে) বাং (যুবয়োঃ) মাদৃশঃ (মদাকৃতিঃ) সুতঃ (পুত্রঃ) বৃতঃ (প্রার্থিতঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—অয়ি, অনঘে, তৎকালে তোমাদের নিরন্তর তপস্যা, শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে আরাধিত ও সন্তুষ্ট হইয়া বরপ্রদাতাগণের শ্রেষ্ঠ আমি তোমাদের মনোরথপুরণের ইচ্ছায় এই দেহে ত্বদীয় সমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম এবং "অভিমত বর গ্রহণ কর" একথা বলিলে তোমরা আমার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মদীয় ব্রতরূপ-তপঃ শ্রদ্ধাভক্তি-

পূর্ব্বকং নিরন্তরং মদ্ধ্যানমেব মৎপরিতোষে কারণমিত্যাহুঃ তদেতি। অমুনা অনেন চতুর্ভুজেন ভক্ত্যেতি শ্রদ্ধয়েতি নিত্যমিতি ভাবিত ইতি পদত্রয়াধিক্যেন নেয়ং তপো যোগাঙ্গভূতা ভক্তির্ব্যাখ্যেয়া সা তু মদাত্মনোরিত্যেতাবন্মাত্রেণৈব সিদ্ধ্যেদতস্ততঃ পৃথগ্‌ভূতা প্রেমহেতুভূতৈব। ততশ্চ তপো-যোগাবেবাধিকাবনয়োরৈশ্বর্য্য-জ্ঞানহেতু জ্ঞেয়াবিতি কেচিদাহুরন্যে তু নিত্যসিদ্ধয়োর্দেবকী-বসুদেবয়োঃ প্রেমাপ্যৈশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রো নিত্য এব, তদংশয়োঃ পৃশ্নি-সুতপসো র্জ্ঞানযোগৌ ত্বংশিনোস্তয়োরকিঞ্চিৎকরাবিত্যাহুঃ। অত্র চিন্তিত ইত্যনুক্ত্বা ভাবিতো ভাব-বিষয়ীকৃত ইত্যনেন রাগভক্তিরবগম্যতে ।। ৩৭-৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—মদীয় ব্রতরূপ তপস্যা-জনিত সাধনভক্তিবিষয়ক শ্রদ্ধা এবং সেই শ্রদ্ধাজন্য ভক্তিদ্বারা নিরন্তর আমার ধ্যানই আমার পরিতোষের কারণ, ইহা বলিতেছেন—'তদা' ইত্যাদি। 'অনেন'—এই চতুর্ভুজাদি-সমন্বিত শরীরে (অভিলষিত বর প্রদান করিবার মানসে তোমাদের সমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম।) এখানে ভক্তির দ্বারা, শ্রদ্ধার দ্বারা, নিত্যই ভাবিত—এইরূপ পদত্রয়ের আধিক্যবশতঃ এই তপস্যা যোগাঙ্গভূতা ভক্তি, এরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে, কারণ সেরূপ ভক্তি 'মদাত্মনোঃ'—পদের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। অতএব তাহা হইতে পৃথক্‌রূপ প্রেমের হেতুভূতা সেই ভক্তি, তাহাতে তপস্যা এবং যোগ এই দুইটি অধিক ইহাদের ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের কারণ জানিতে হইবে—ইহা কেহ কেহ বলেন। কিন্তু অপরে বলেন—নিত্যসিদ্ধ দেবকী ও বসুদেবের প্রেমও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র নিত্যই, তাঁহাদের অংশরূপ পৃশ্নি ও সুতপার জ্ঞান ও যোগ, তাঁহাদের অংশি-স্বরূপ বসুদেব ও দেবকীতে অকিঞ্চিৎকরই। এই স্থলে 'চিন্তিত' না বলিয়া 'ভাবিত'—এরূপ বলায়, ভাবের বিষয়ীকৃত অর্থাৎ মদ্ভাবে ভাবিতচিত্ত—এই অর্থে রাগভক্তি বুঝিতে হইবে ।। ৩৭-৩৮ ।।

অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়াবনপত্যৌ চ দম্পতী।
ন বব্রাথেঽপবর্গং মে মোহিতৌ দেবমায়য়া ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—অজুষ্টগ্রাম্যবিষয়ৌ (অজুষ্টঃ অসেবিতঃ গ্রাম্যবিষয়ঃ মৈথুনধর্ম্মঃ যাভ্যাং তৌ) অনপত্যৌ (সন্তানহীনৌ) দম্পতী (যুবাং) মে (মম) দেবমায়য়া (পুত্রস্নেহময্যা) মোহিতৌ (তদাস্বাদানন্দেন বিচিত্তীকৃতৌ) অপবর্গং (মোক্ষং) ন বব্রাথে (প্রার্থিতবন্তৌ) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—চিরদিন মৈথুন-ধর্ম্ম সেবনে বিরত ও সন্তানহীন তোমরা তৎকালে আমার প্রতি পুত্রস্নেহময়ী মায়া-দ্বারা মোহিত হইয়া (বাৎসল্যরসাস্বাদনে মত্ত হইয়া) মুক্তি প্রার্থনা কর নাই ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—মায়য়া পুত্রস্নেহময্যা, বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুরিত্যুপরিষ্টাদুক্তেঃ পুত্রস্নেহোঽপি মায়াশব্দেনোচ্যতে। মোহিতৌ তদাস্বাদানন্দেন বিচিত্তীকৃতৌ ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবমায়য়া'—মদীয় পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া (তোমরা আমার নিকট মুক্তি প্রার্থনা কর নাই)। পরে বলিবেন—"বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ" (১০।৮।৪৩), অর্থাৎ বিভু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যশোদার উপর পুত্র-স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। এখানে পুত্রস্নেহও মায়া-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। 'মোহিতৌ'—মোহিত বলিতে তদাস্বাদনের আনন্দহেতু চিত্তের বিহ্বলতা ।। ৩৯ ।।

তথ্য—পাঠান্তরং—মম মায়য়া ।। ৩৯ ।।

গতে ময়ি যুবাং লব্ধ্বা বরং মৎসদৃশং সুতম্।
গ্রাম্যান্ ভোগানভুঞ্জাথাং যুবাং প্রাপ্তমনোরথৌ ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—ময়ি গতে (প্রস্থিতে সতি) যুবাং (পৃশ্নিসুতপসৌ) মৎসদৃশং (মত্তুল্যং) সুতং (পুত্রং) বরং (অভিলষিতং) লব্ধ্বা প্রাপ্তমনোরথৌ (লব্ধবাঞ্ছৌ সন্তৌ) গ্রাম্যান্ ভোগান্ (মৈথুনধর্ম্মান্) অভুঞ্জাথাং (আচরিতবন্তৌ) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—অনন্তর আমি প্রস্থান করিলে তোমরা আমার ন্যায় পুত্রলাভরূপ বর-প্রাপ্তিতে পরিপূর্ণ মনোরথ হইয়া মৈথুনধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলে ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—গ্রাম্যান্ ভোগানিতি তাদৃশ-পুত্রোৎপত্তীচ্ছয়েতি ভাবঃ। ব্যবায়ো গ্রাম্যধর্ম্মশ্চেত্যমরঃ ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গ্রাম্যান্ ভোগান্'—মৎসদৃশ পুত্রবর লাভ করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছিলে বলিয়াই, পশ্চাৎ তোমরা তাদৃশ পুত্রোৎপত্তির ইচ্ছায় গ্রাম্য বিষয়সকল ভোগ করিয়াছিলে। অমরকোষে উক্ত আছে—'ব্যবায় (মৈথুনকার্য্য) গ্রাম্যধর্ম্ম' ॥ ৪০ ॥

অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি শ্রুতঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অহং লোকে (ভুবনে) শীলৌদার্য্যগুণৈঃ (সচ্চরিত্র-সারল্যাদিধর্ম্মৈঃ) সমং (যুবয়োঃ সদৃশং) অন্যতমং (অপরং) অদৃষ্ট্বা (অলব্ধা) পৃশ্নিগর্ভ ইতিশ্রুতঃ (পৃশ্নিগর্ভ ইতি নাম্না বিখ্যাতঃ) বাং (যুবয়োঃ) সুতঃ (পুত্রঃ) অভবং (জাতঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—আমি ইহলোকে সচ্চরিত্র ও সরলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমাদের ন্যায় অন্য কাহাকেও না দেখিয়া পৃশ্নিগর্ভ নামে বিখ্যাত হইয়া তোমাদের পুত্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—পৃশ্নিগর্ভ ইতি সোঽয়ং ত্রেতাযুগাবতারো লক্ষ্যতে। 'বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভ' ইত্যেকাদশে তৎপ্রাসঙ্গিকোক্তেঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃশ্নিগর্ভঃ'—ত্রেতাযুগের অবতারের কথা লক্ষিত হইল। একাদশ স্কন্ধে তৎ-প্রাসঙ্গিক উক্তি—"বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ পৃশ্নিগর্ভঃ" ইত্যাদি ॥৪১

তথ্য—পাঠান্তরং—ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪১ ॥

তয়োর্বাং পুনরেবাহমদিত্যামাস কশ্যপাৎ।
উপেন্দ্র ইতি বিখ্যাতো বামনত্বাচ্চ বামনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—পুনঃ এব অহং তয়োঃ (পৃশ্নিসুতপসোঃ) বাং (যুবয়োঃ) কশ্যপাৎ (কশ্যপরূপধারিণঃ সুতপসঃ ঔরসাৎ) অদিত্যাং (অদিতিরূপায়াং পৃশ্ন্যাং) উপেন্দ্রঃ (ইন্দ্রানুজঃ) ইতি বামনত্বাৎ (খর্ব্বত্বাৎ) বামনঃ ইতি নাম্না চ) বিখ্যাতঃ (প্রসিদ্ধঃ) অসি (জাতঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—পুনরায় আমি কশ্যপরূপী সুতপার ঔরসে এবং অদিতিরূপিণী পৃশ্নির গর্ভে উপেন্দ্র এবং খর্ব্বাকৃতি বলিয়া বামন নামে বিখ্যাত হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—অদিত্যাং কশ্যপাদ্বামন আসেতি যত্তদপি তদ্রূপয়ো র্যুবয়োরহমেব পুনরাসম্ ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদিত্যাং কশ্যপাৎ'—অদিতির গর্ভে কশ্যপ হইতে যে বামনদেব জন্মগ্রহণ করেন, তাহাও তদ্রূপ তোমাদের নিকট আমিই পুনরায় আবির্ভূত হই, এই ভাবার্থ ॥ ৪২ ॥

তৃতীয়েঽস্মিন্ ভবেঽহং বৈ তেনৈবং বপুষাথ বাম্।
জাতো ভূয়স্তয়োরেব সত্যং মে ব্যাহৃতং সতি ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—অয়ি সতি, (দেবকী,) অহং (স এব যুবয়োঃ পুত্রঃ) ভূয়ঃ (পুনরপি) অস্মিন্ তৃতীয়ে ভবে (তৃতীয় জন্মনি) তেন এব বপুষা (তেনৈব রূপেণ বিশিষ্টঃ সন্) তয়োঃ এব (পৃশ্নিসুতপসোঃ অদিতি কশ্যপয়োশ্চ) বাং (যুবয়োঃ) জাতঃ (পুত্রত্বেন উৎ-পন্নঃ) মে (মম) ব্যাহৃতং (বচনং) সত্যং (যথার্থং জ্ঞাতবাম্) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অয়ি সতি, আমি পুনরায় এই তৃতীয় জন্মে সেইরূপ ধারণ করিয়া পৃশ্নি ও সুতপা এবং অদিতি ও কশ্যপরূপী তোমাদের দুইজনের পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছি। আমার এই বাক্য সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভবে জন্মনি তেনৈব চতুর্ভুজেন অহং জাত ইতি প্রথমে জন্মন্যহং পৃশ্নিগর্ভঃ দ্বিতীয়েঽহং বামনঃ তৃতীয়েঽস্মিন্নহমেবেত্যস্মচ্ছব্দমাত্র-বাচ্যত্বেন মমৈব পূর্ণত্বং, তয়োর্মদংশত্বমিতি বোধিতম্। এবং ত্বমেব পূর্ব্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিরিতি। ন তু পৃশ্নিরেব ত্বমিত্যুক্ত্যা যুবামিতি পুত্রভাবেন নরাকৃতি পর-ব্রহ্মভাবেন বা কৃতস্নেহৌ সকৃদেব বা চিন্তয়ন্তৌ পরাং প্রকট-লীলাত উত্তরামপ্রকটলীলাং পৃশ্ন্যাদীনাং অংশত্বং দেবকী-বসুদেবয়োরংশিত্বঞ্চ। সতি হে কোবিদে! 'সন্ সুধী কোবিদো বুধ' ইত্যমরঃ ॥৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভবে'—জন্মে, 'তেনৈব বপুষা' —আমার এই চতুর্ভুজাদি-সমন্বিত শরীরেই, পূর্ব্বে বরদানার্থ যে দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেই

দেহেই তোমাদের পুত্র হইলাম। প্রথম জন্মে আমি পৃশ্নিগর্ভ, দ্বিতীয় জন্মে আমি বামন, এবং এই তৃতীয় জন্মে আমিই অবতীর্ণ হইয়াছি। এই স্থলে অস্মৎ-শব্দমাত্র বাচ্যত্বহেতু আমারই পূর্ণত্ব এবং পূর্ব্ব দুই স্বরূপের আমারই অংশত্ব বুঝান হইল। এইরূপ তুমিই পূর্ব্বজন্মে পৃশ্নি হইয়াছিলে, কিন্তু পৃশ্নিই তুমি নও। 'যুবাম্ পুত্রভাবেন' (৪৫ শ্লোকের কথা)—তোমরা পুত্রভাবে অথবা নরাকৃতি পরব্রহ্মভাবে স্নেহ কর অথবা একবার মাত্র চিন্তা কর, তাহা হইলে 'পরাং'—প্রকট লীলা হইতে পরবর্ত্তী অপ্রকট লীলায় গমন করিবে। এখানে পৃশ্নি প্রভৃতির অংশত্ব এবং দেবকী-বসুদেবের অংশিত্ব উক্ত হইল। 'সতি'—হে কোবিদে! অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ' ইহারা পর্য্যায়বাচী শব্দ॥ ৪৩॥

তথ্য—শ্রীশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভগ্রন্থে ৯৬ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভু এই শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—এই শ্লোক কয়টীর মধ্যে ৩৭ শ্লোকে যে "অমুনা বপুষা"—এই কথাটীর উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ—"এই দেহের দ্বারা"—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রাদুর্ভাব সময়ে এই স্থলে প্রকাশমান্ যে কৃষ্ণাখ্যদেহ, তদ্দ্বারাই সুতপা ও পৃশ্নির প্রতি প্রসন্ন হইয়া পূর্ব্বে আমি তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলাম—ইহাই তাৎপর্য্য। ৪৩ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন,—এই তৃতীয় জন্মে, পূর্ব্বে বরদানার্থ যে দেহে আবির্ভূত হইয়াছিলাম, সেই দেহেই তোমাদের পুত্র হইলাম—ইহাই উক্ত শ্লোকের "তেনৈব বপুষা"—এই কথাটীর তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু পৃশ্নিগর্ভ ও বামনাবতার-প্রসঙ্গে "তেনৈব বপুষা" অর্থাৎ "সেই দেহেই" কথার উল্লেখ না থাকায় বর্ত্তমান তৃতীয় জন্মে যে ভগবান্ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, পূর্ব্ব দুই জন্মে হন নাই, কিন্তু অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—ইহা বুঝা যাইতেছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী প্রভুর উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বসুদেব দেবকীকে বলিতেছেন,—পূর্ব্বে আমি যে তোমাদের নিকট পৃশ্নিগর্ভ ও বামনরূপে প্রকটিত হইয়াছিলাম, তাহা আমার বর্ত্তমান প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণাখ্য দেহই। কিন্তু এই কৃষ্ণাখ্য দেহ পৃশ্নিগর্ভ ও বামন আমার অংশ-অবতার—ইহাই দেবকী বসুদেবের প্রতি ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য। (শ্রীজীব) ॥ ৩৭-৪৩ ॥

এতদ্বাং দর্শিতং রূপং প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় মে।
নান্যথা মদ্ভবং জ্ঞানং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—মে (মম) প্রাগ্‌জন্মস্মরণায় (পূর্ব্বজন্মস্মৃত্যর্থং) এতদ্রূপং (চতুর্ভুজস্বরূপং) বাং (যুবয়োঃ) দর্শিতং (প্রত্যক্ষীকৃতম) অন্যথা (এতদুপায়ং বিনা) মর্ত্ত্যলিঙ্গেন (মনুষ্যোচিতলক্ষণেন) মদ্ভবং (বিষ্ণুজন্মরূপং) জ্ঞানং (বুদ্ধিঃ) ন জায়তে ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আমার পূর্ব্বজন্ম স্মরণের জন্যই তোমাদিগকে এই চতুর্ভুজরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। অন্যথা মনুষ্যোচিত লক্ষণদ্বারা বিষ্ণু-আবির্ভাব জ্ঞান হইতে পারে না। ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ময়ি ভবতীতি মদ্ভবং মদ্বিষয়ং মর্ত্ত্যলিঙ্গেন ময়েত্যহন্ত স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপো মর্ত্ত্যলিঙ্গো দ্বিভুজ এব নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মদ্ভবং'—আমাতে যাহা রহিয়াছে, তাহা মদ্ভব, অর্থাৎ মদ্বিষয়ক। 'মর্ত্ত্যলিঙ্গেন'—মনুষ্যচিহ্নদ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমি স্বয়ং পরিপূর্ণস্বরূপ মনুষ্যাকার দ্বিভুজই, নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বই আমার নিত্য স্বরূপ—এই ভাব। (তোমাদের পূর্ব্ব জন্ম স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই আমার এই চতুর্ভুজ রূপ প্রদর্শন করিলাম, নতুবা মনুষ্যাদি দেহধারিরূপে আমাকে দর্শন করিয়া আমার স্বরূপজ্ঞান হয় না।) ॥ ৪৪ ॥

যুবা মাং পুত্রভাবেন ব্রহ্মভাবেন চাসকৃৎ।
চিন্তয়ন্তৌ কৃতস্নেহৌ যাস্যেথে মদ্‌গতিং পরাম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—যুবাং (দম্পতী) অসকৃৎ (নিরন্তরং) পুত্রভাবেন (সন্ততিজ্ঞানেন) ব্রহ্মভাবেন চ (বিষ্ণুজ্ঞানেন চ) চিন্তয়ন্তৌ (ভাবয়ন্তৌ) কৃতস্নেহৌ (অনুরাগবন্তৌ) পরাং (শ্রেষ্ঠাং) মদ্‌গতিং যাস্যেথে (প্রাপ্স্যাথঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তোমরা দুইজনে নিরন্তর পুত্রভাবে এবং ভগবদ্ভাবে চিন্তা করিতে করিতে অনুরাগযুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিবে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্বপিতৃত্বাৎ স্বমন্ত্রোপাসনা-পটলোক্ত-বসুদেবাদি-ধ্যানপূজাদীনাং সার্ব্বকালিকত্ব-প্রদর্শন-মপ্যন্যথানুপপত্তি-সিদ্ধং, তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং সংগোপ্য প্রেমবর্দ্ধনার্থং সাধকত্বমেব খ্যাপয়ন্ সিদ্ধিং প্রতিশ্রুত্য তাবানন্দয়তি। যুবামিতি। বস্তুতশ্চায়-মর্থঃ। মম প্রথমা গতিরদ্যতনী গোকুলং প্রতি যা ত্বেকাদশে বর্ষে মথুরাং প্রতি পুনর্ভাবিনী তাং পরাং মদ্গতিং যুবাং যাস্যেথে প্রাপ্স্যথঃ যাস্যথ ইত্যর্থঃ। সাম্প্রতন্তু ময়া সহ যুবয়োর্বিচ্ছেদ এব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে স্বীয় জনক-জননীরূপে স্বমন্ত্রোপাসনা-পটলোক্ত বসুদেবাদির ধ্যান-পূজাদির সার্ব্বকালিকত্ব প্রদর্শন যুক্তিসঙ্গত হইল। এখানে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধত্ব সঙ্গোপন করতঃ প্রেম-বর্দ্ধনের নিমিত্ত সাধকত্ব খ্যাপনপূর্ব্বক সিদ্ধিলাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতেছেন—'যুবাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমরা আমাকে পুত্রভাবে অথবা ব্রহ্মভাবে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া আমার পরমগতি লাভ করিবে। বাস্তবার্থ এইরূপ—আমার প্রথমা গতি অদ্যতনী গোকুলের প্রতি, তৎপর একাদশ বর্ষে আবার যখন মথুরায় ফিরিয়া আসিব, 'তাং পরাং মদ্গতিং'—সেই আমার পরবর্ত্তী গতি (অবস্থিতি) তোমরা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তোমাদের সহিত আমার বিচ্ছেদই হইবে—এই ভাবার্থ। ৪৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরিস্তূষ্ণীং ভগবানাত্মমায়য়া।
পিত্রোঃ সম্পশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃতঃ শিশুঃ ॥৪৬

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি উক্ত্বা (কথয়িত্বা) তূষ্ণীং (মৌনী) আসীৎ (অভবৎ অপি চ) সম্পশ্যতোঃ (অবলোক-য়তোঃ) পিত্রোঃ (দেবকীবসুদেবয়োঃ সমীপে এব) আত্মমায়য়া (নিজমায়াশক্তিবলেন) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রাকৃতঃ শিশু (প্রকৃতিগুণাশ্রিত মনুষ্যশিশুবৎ) বভূব (জাতঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীহরি এই কথা বলিয়া মৌনভাব ধারণ করিলেন এবং তাহার সমক্ষেই নিজ মায়াশক্তিবলে তৎক্ষণাৎ প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন অর্থাৎ প্রকৃতিসিদ্ধ বা স্বভাবসিদ্ধ নিজরূপ ধারণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মমায়য়া 'আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদ্-গুণমায়া জড়াত্মিকেতি' মহাসংহিতাবচনাদাত্মেচ্ছয়া, প্রাকৃতঃ প্রকৃতিশ্চ স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চেতি পর্য্যায়াৎ প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি মহাত্মনামিতি শিষ্টপ্রয়োগাচ্চ স্বভাবসিদ্ধ ইত্যেবার্থঃ। অর্থান্তরস্য ন চান্ত র্ন বহির্যস্যেত্যারভ্য ববন্ধ প্রাকৃতং যথেত্যগ্রিমে বাক্যে দার্ষ্টান্তিক-দৃষ্টান্তাভ্যাং নিরসনীয়ত্বাৎ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মমায়য়া'—আত্মমায়া বলিতে ভগবানের নিজ ইচ্ছাতেই, মাতাপিতার সম্মুখেই প্রাকৃত শিশুর মত হইলেন, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ নিজ নিত্য-স্বরূপ ধারণ করিলেন। মহাসংহিতায় উক্ত আছে—"আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাদ্, গুণমায়া জড়াত্মিকা", অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছাশক্তিকেই তাঁহার আত্মমায়া বলে, আর যিনি ত্রিগুণময়ী মায়া, তিনি জড়াত্মিকা (অর্থাৎ তাহাকে জড়মায়া বলে।) 'প্রাকৃত'-শব্দের পর্য্যায়বাচী অর্থ—প্রকৃতি, স্বরূপ ও স্বভাব। যেমন—'প্রকৃতি-সিদ্ধমিদং হি মহাত্মনাম্', ইহা মহাত্মাগণের প্রকৃতিসিদ্ধ, এইরূপ শিষ্টপ্রয়োগে, 'প্রাকৃত'—শব্দের অর্থ প্রকৃতি, অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ। অন্য প্রকার অর্থ দামবন্ধন লীলায় 'না চান্ত র্ন বহির্যস্য' এবং 'ববন্ধ প্রাকৃতং যথা' (১০।৯।১৩-১৪), এই স্থলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্ট্যান্তিকের সহিত নিরসন করা হইবে ॥ ৪৬ ॥

তথ্য—এই শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত শিশুরূপে পরিণত হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে; তাহাতে বিশেষ সন্দেহ হয়, কেননা প্রাকৃত বস্তুমাত্রেই নশ্বর, অতএব প্রাকৃত শিশুরূপী কৃষ্ণের দেহ কেন অনিত্য হইবে না? বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩।৪।২৮-২৯ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কথা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত দুই শ্লোকের (৩।৪।২৮-২৯) অর্থ—"পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীশুকদেব গোস্বা-

মীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—হে পরমপূজ্য, অধিরথ দলপতিগণেরও দলপতি বৃষ্ণি এবং ভোজ-বংশীয়গণ ব্রহ্মশাপে বিনষ্ট হইলে ভগবান্ শ্রীহরিও যখন নিজ-দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে কেবল উদ্ধব কিরূপে অবশিষ্ট রহিলেন ? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব কহিলেন,—ব্রহ্মশাপচ্ছলে অব্যর্থ-সংকল্প শ্রীভগবান্ স্বশক্তিরূপ স্বীয় বংশকে ধ্বংস করিয়া স্বীয় দেহ পরিত্যাগের উপায় চিন্তা করেন"—এই শ্লোক দুইটীতে যে ভগবানের দেহত্যাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, উহা তন্ত্র ভাগবতানুসারে অন্তর্দ্ধাপনার্থ প্রকাশক বলিয়া অসহায় হইতে পারে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ দেহত্যাগ করেন না, পরন্তু তিনি কখনও লোক-লোচনের গোচরে কখনও বা অগোচরে অবস্থান করেন মাত্র। অতএব উপরিউক্ত শ্লোক দুইটীতে যে দেহত্যাগের কথা উল্লেখ আছে, উহার অর্থ—অন্তর্দ্ধান, তন্ত্র-ভাগবত-বচনানুসারে ভগবানের দেহত্যাগের অর্থ এই প্রকার হইতে পারে, কিন্তু ১।১৫।৩৩-৩৪ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জন্মরহিত ভগবান্ যদ্দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তনুটীকে কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উন্মোচনপূর্ব্বক উভয় কণ্টকই পরিত্যাগের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, কেননা ভগবানের ভূভার-হরণ ও তনুত্যাগ—দুইই সমান। একই নট যেরূপ বিশেষ বিশেষ চরিত্র অভিনয়ের জন্য বহুবিধ সজ্জা গ্রহণ করে, ভগবানও সেইরূপ মৎস্যাদিরূপ ধারণ করিয়া থাকেন, পরে সেই শরীরদ্বারা ভূভার হরণপূর্ব্বক তাহাও পরিত্যাগ করেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রতি শ্রীসূত-গোস্বামীর এই বাক্যদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজরূপের নিত্যত্ব-বিষয়ক সন্দেহের পরিপোষক, আবার ১০।৮৫।২০ শ্লোকে শ্রীবসুদেবের বাক্য সেই সন্দেহের পরিপোষণ করিতেছে। শ্রীবসুদেবের বাক্য যথা—সূতিকাগৃহে ভগবান্ অজ আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজ ধর্ম্ম-পালনার্থ প্রতি যুগেই জন্মগ্রহণ করেন, হে উরুগায়, তুমি আকাশের ন্যায় অসঙ্গ হইয়া নানা তনু গ্রহণ ও ত্যাগ কর, তোমার মায়া-বিভূতি কে জানিতে পারে ? এখন উপরিউক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের মীমাংসা বিচারিত হইতেছে—এই শ্লোকের 'আত্মমায়া' ও 'প্রাকৃত শিশু' পদদ্বয়ের উল্লেখ থাকায় শ্রীকৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলেও ঐ দুইটী পদের যথার্থ অর্থ বিচারের দ্বারা তাহা নিরস্ত হয়। 'আত্মমায়া' অর্থে—নিজ ইচ্ছা, ইহা মহাসংহিতায় উক্ত হইয়াছে। 'প্রাকৃত' শব্দের অর্থ—প্রকৃতি অর্থাৎ স্বরূপ, তদ্দ্বারা ব্যক্ত বা প্রকাশিত যিনি, তিনি প্রাকৃত ; অর্থাৎ নরাকৃতি-বিগ্রহই ভগবানের নিজ-স্বরূপ, উহা ঔপাধিক বা প্রাকৃত নহে, তাদৃশ ভগবদ্‌বিগ্রহে শিশুত্বাদি বিচিত্র ধর্ম্ম স্বাভাবিক, পরিণাম-শীল নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় "প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ, আত্মমায়া অর্থে—নিজ সংকল্পরূপজ্ঞানদ্বারা এবং 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য' অর্থে—স্বভাবে অবস্থান করিয়া অর্থাৎ নিজ স্বভাবে অবস্থান করিয়া নিজ সঙ্কল্পরূপ জ্ঞানের দ্বারা আবির্ভূত হই—এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ; মহাভারতেও ভগবদবতারের অপ্রাকৃতত্ব কথিত হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ যে অপ্রাকৃত, তাহা সর্ব্বত্রই স্বীকার্য্য, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে তনুত্যাগের কথা আছে, তাহার অর্থ কিরূপ হইবে ? এই পূর্ব্ব পক্ষ নিরসনের জন্য পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।১৫।৩৪—৩৫ শ্লোক-দ্বয়ের সুসঙ্গত অর্থ করা যাইতেছে। এই শ্লোক দুইটীতেই যে তনু, রূপ ও কলেবর—এই তিনটী শব্দ দেখা যায়, তদ্দ্বারা ভগবানের দেহ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তদীয় ভাব কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ তদ্দ্বারা ভগবানের ভূভার-হরণেচ্ছা-লক্ষণ এবং দেবতা-প্রতিপালনেচ্ছারূপ ভাব বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ বিংশ-তিতম অধ্যায়ে 'তনু' প্রভৃতি শব্দের অর্থে ব্রহ্মার ভাব কথিত হইয়াছে। অতএব ভগবানের সম্বন্ধেও 'তনু', 'কলেবর' প্রভৃতির অর্থ ঐ প্রকারই করিতে হইবে। ভারহরণাদি কার্য্যও স্বয়ং ভগবানের নহে, উহা পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর। স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হইলে যুগাবতারাদির কর্ম্ম ভারহরণাদি স্বয়ং ভগবানের দ্বারাই হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাতে ঐ ভাবের আভাসমাত্র ছিল। অতএব স্বয়ং ভগবানের পক্ষেও ভূভারহরণেচ্ছা ও তৎপরিত্যাগ—এই দুইটী তাঁহার কর্ত্তব্য নহে বলিয়া উভয়ই সমান। মৎস্যাদি-অবতারে পৃথিবীর ভার-হরণ বিষয়ক ভাবগ্রহণ ও ত্যাগ বুঝিতে হইবে ; বিশেষতঃ এই শ্লোকের দৃষ্টান্ত

স্বরূপ 'নট'-শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, অর্থাৎ নট যেরূপ নিজ বেশে নিজ স্বরূপে থাকিয়াই পূর্ব্ববৃত্তান্ত অভিনয় সহকারে গান করিবার জন্য নায়ক-নায়িকাদির ভাব গ্রহণ ও ত্যাগ করেন, ভগবান্‌ও তদ্রূপ স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াই বিভিন্নরূপ প্রকটন করেন —ইহাই পূর্ব্বোক্ত (১।১৫।৩৪-৩৫) ভগবানের দেহত্যাগ-বিষয়ক শ্লোক দুইটীর প্রকৃত অর্থ। এখন ১০।৮৫।২০ শ্লোকে বসুদেব-বাক্যের অর্থ বিচারিত হইতেছে—শ্রীবসুদেবের ভক্তি ভগবন্মহিম জ্ঞানপ্রধান, সুতরাং তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বের প্রাদুর্ভাব-স্বরূপ আপনার (ভগবানের) মনুষ্যলীলাকে অত্যন্ত দৈন্যবশতঃ প্রাকৃত মনুষ্য চেষ্টারূপে স্থাপন (অনুমান) করিয়া শ্রীভগবানে পুত্র-বুদ্ধির প্রতি আক্ষেপ বা নিন্দা করিতেছেন। সেই প্রসঙ্গে "যদি আমি তোমাদের পুত্র না হই, তবে আমার প্রতি কেন পুত্রবুদ্ধি করিতেছ?" শ্রীভগবানের এইরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া শ্রীবসুদেব বলিলেন—আপনি জন্মরহিত হইয়াও আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন—একথা আপনি নিজেই সূতিকা-গৃহে বলিয়াছেন—ইহাই ১০।৮৫।২০ শ্লোকে বসুদেব-উক্তির তাৎপর্য্য। অতএব 'প্রাকৃত শিশু' অর্থে—স্বভাবসিদ্ধ নিজ নিত্য-স্বরূপ—এই অর্থই সুসঙ্গত। কৃষ্ণসন্দর্ভোদ্ধৃত ব্যাখ্যা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবত-দশম-স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ততশ্চ শৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ
সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা
যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (অনন্তরং) সং শৌরিঃ (বসুদেবঃ) ভগবৎপ্রচোদিতঃ (অন্তর্য্যামিনা ভগবতা প্রেরিত সন্) যদা (যাবদেব) সুতং (বালকং) আদায় (গৃহীত্বা) সূতিকাগৃহাৎ (জন্মাগারাৎ) বহিঃ গন্তুং (নির্গমনায়) ইয়েষ (অভিললাষ) তর্হি (তদৈব) অজা (জন্মরহিতা) যা যোগমায়া (ভগবদাত্মশক্তিস্বরূপিণী) নন্দজায়য়া (নন্দপত্ন্যা যশোদয়া অজনি প্রসূতা) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বসুদেব ভগবানের প্রেরণায় যে সময়ে বালককে ক্রোড়ে গ্রহণপূর্ব্বক সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমনের অভিলাষ করিলেন তখনই যশোদা ভগবানের আত্মশক্তিরূপিণী জন্মরহিতা যোগমায়াকে প্রসব করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতা প্রচোদিতঃ। যদি বিভেষি তর্হি মাং গোকুলং নয় যশোদায়াশ্চ তাং কন্যাং মন্মায়ামানয়েত্যাদিষ্টঃ স বসুদেবঃ স্বপাদ-নিগড়ং স্বয়মেব স্রস্তং বীক্ষ্য যদা গন্তুমৈচ্ছৎ, তদা সা নন্দজায়য়া নিমিত্তভূতয়া অজনি জাতা। কিঞ্চ "গর্ভকালে ত্বসংপূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদেতি" হরিবংশবাক্যে সমং সহ সমকালমেব সুষুবাত ইতি তত্রার্থাবগমাদত্র তু দেবকী-প্রসবোত্তরকাল এব যশোদা-প্রসবদর্শনাদুভয়োরেব শাস্ত্রবাক্যয়োরতিপ্রামাণ্যাদেবমবসীয়তে। যদৈব দেবকী কৃষ্ণং সুষুবে তদৈব যশোদাপি কৃষ্ণং সুষুবে, তদনন্তর-সময়ে যোগমায়াঞ্চ সুষুবে ইতি কালভেদেন তস্যা দ্বিঃ প্রসব এবেত্যত এব অদৃশ্যানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্ট-মহাভুজেতি বক্ষ্যতে। কিঞ্চ যশোদা-প্রসূতস্য কৃষ্ণস্য চতুর্ভুজত্বাদ্যনুক্তে নরাকৃতি পরব্রহ্মত্বাচ্চ দ্বিভুজত্বমেব বুদ্ধ্যেত ইতি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবৎ-প্রচোদিতঃ'—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত, অর্থাৎ "যদি কংস হইতে ভয় পাও, তাহা হইলে আমাকে নন্দগৃহে রাখিয়া, মদীয় মায়া, যিনি যশোদাকন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আনয়ন কর"—এই প্রকারে প্রথমেই ভগবৎ-বাক্যে প্রেরিত পরম ভাগ্যবান্ বসুদেব স্বীয় পাদনিগড় স্বয়ং স্খলিত দেখিয়া যখন পুত্রকে লইয়া গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই অজা নামে প্রসিদ্ধা যোগমায়া নন্দপত্নী শ্রীযশোদাকে নিমিত্ত করিয়া আবির্ভূতা হইলেন। আরও, "গর্ভকালে ত্বসংপূর্ণে", অর্থাৎ গর্ভকাল সম্পূর্ণ না হইতেই অষ্টম মাসে দেবকী ও যশোদা একই সময়ে সন্তানের জন্মদান করিলেন"—ইত্যাদি হরিবংশের উক্তি অনুসারে, 'সমং', একসঙ্গে অর্থাৎ সমকালেই উভয়ে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহা অবগত হওয়া যায়। কিন্তু এখানে দেবকীর প্রসবের পরবর্তী কালেই যশোদার প্রসব বর্ণন করায়, উভয় শাস্ত্র-বাক্যের

অতি প্রামাণ্যহেতু এইরূপ সঙ্গতি করিতে হইবে। যখনই দেবকী কৃষ্ণকে প্রসব করিলেন (জন্ম দিলেন), তৎকালেই যশোদাও কৃষ্ণকে জন্ম দিয়াছিলেন, তারপর পরবর্ত্তীকালে যশোদা যোগমায়াকে জন্ম দিয়াছিলেন। এখানে কালভেদে যশোদার দুইটি প্রসব বুঝিতে হইবে। পরেও বলিবেন—"অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা" (১০।৪।৯), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সেই কন্যা, কংস কর্ত্তৃক অধঃক্ষিপ্তা হইলেও কংসাসুরের হস্ত হইতে উৎপতিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আকাশে গমন করিলেন ইত্যাদি। আরও, যশোদা-কর্ত্তৃক প্রসূত কৃষ্ণের চতুর্ভুজাদির অনুক্তিবশতঃই সেখানে নরাকৃতি পরব্রহ্ম দ্বিভুজরূপেই প্রকটিত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪৭ ॥

———

তয়া হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু
দ্বাঃস্থেষু পৌরেষ্বপি শায়িতেষ্বথ।
দ্বারশ্চ সর্ব্বাঃ পিহিতা দুরত্যয়া
বৃহৎকপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
তাঃ কৃষ্ণবাহে বসুদেব আগতে
স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত যথা তমো রবেঃ।
ববর্ষ পর্জ্জন্য উপাংশুগর্জ্জিতঃ
শেষোঽন্বগাদ্বারি নিবারয়ন্ ফণৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (যোগমায়য়া) দ্বাঃস্থেষু (দ্বাররক্ষকেষু সর্ব্বেষু) হৃতপ্রত্যয়সর্ব্ববৃত্তিষু (হৃতাঃ প্রত্যয়ার্থাঃ সর্ব্বাঃ বৃত্তয়ো যেষাং তেষু অপহৃতসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিষু সৎসু ইত্যর্থঃ) অথ (অনন্তরং) পৌরেষু (পুরবাসিষু) শায়িতেষু (নিদ্রয়া অভিভাবিতেষু সৎসু) বৃহৎকপাটায়সকীলশৃঙ্খলৈঃ (বৃহৎসু কপাটেষু লৌহকীলকযুক্তৈঃ শৃঙ্খলৈঃ) দুরত্যয়া (দুষ্পারাঃ) তাঃ সর্ব্বাঃ দ্বারশ্চ কৃষ্ণবাহে (কৃষ্ণং ক্রোড়ে আদায়) বসুদেব আগতে (সতি) রবেঃ (সূর্য্যস্য আগমনাৎ) তমঃ যথা (অন্ধকার ইব) স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত উদ্ঘাটিতাঃ বভূবুঃ উপাংশুগর্জ্জিতঃ (মন্দং মন্দং গর্জ্জন্) পর্জ্জন্যঃ (মেঘঃ) ববর্ষ (বৃষ্টঃ অভূৎ) দ্বারি (দ্বারাদারভ্য) শেষঃ (অনন্তঃ) ফণৈঃ (ভোগৈঃ) নিবারয়ন্ (ধারাপাতং বারয়ন্) অন্বগাৎ (বসুদেবমনুগতঃ) ॥৪৮-৪৯

অনুবাদ—সেই যোগমায়াবলে দ্বাররক্ষকগণ সমস্ত ইন্দ্রিয় বৃত্তিরহিত ও পৌরজন নিদ্রাভিভূত হইলে রবির উদয়ে অন্ধকার যেরূপ স্বতঃই নিবৃত্ত হয় সেইরূপ কৃষ্ণবাহক বসুদেব সমাগত হইবামাত্র বৃহৎ কপাটসমূহে লৌহকীলকযুক্ত শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ দুষ্পার দ্বার সকল স্বয়ংই উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। মেঘ মন্দ মন্দ গর্জ্জন সহকারে বর্ষণ করিলে এবং অনন্তনাগ দ্বারদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ফণাদ্বারা বৃষ্টিপাত নিবারণ করিতে করিতে বসুদেবের অনুগমন করিলেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—তয়া যোগমায়য়া হৃতাঃ যস্য জ্ঞানস্য সর্ব্বা বৃত্তয়ো যেষাং তেষু দ্বাঃস্থেষু দ্বারপালেষু শায়িতেষু সৎস্বিতি জ্ঞানহরণং যোগমায়াংশ-ভূতায়া মায়ায়াঃ কার্য্যম্। যা দ্বারঃ পিহিতাস্তা ব্যবর্য্যন্ত ব্যব্রিয়ন্ত বিবৃতা ইত্যর্থঃ। বৃহৎ-কপাটগতৈরায়সকীল-শৃঙ্খলৈর্দুরত্যয়াঃ দুরতিক্রমাঃ। রবেনিমিত্তাৎ। উপাংশু মন্দ-মন্দং গর্জিতং যস্য সঃ। ফণৈশ্ছত্রীকৃতৈরিত্যর্থঃ। "শয্যাসন-পরীধান-পাদুকাছত্র-চামরৈঃ। কিং নাভূস্তস্য কৃষ্ণস্য মূর্ত্তিভেদৈশ্চ মূর্ত্তিম্বিতি" ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ ॥ ৪৮-৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়া'—সেই যোগমায়া কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে জ্ঞানের সকল প্রকার বৃত্তিসমূহ যাহাদের, সেই দ্বারপালগণ শায়িত হইলে। এখানে জ্ঞানহরণ যোগমায়ার অংশভূতা মায়ার কার্য্য অর্থাৎ যোগমায়ার অংশভূতা জনমোহিনী মায়াকর্ত্তৃক দ্বারপালসকলের জ্ঞান-কারণ ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহ অপহৃত হইলে, দ্বারপাল এবং পুরবাসিগণ নিদ্রাভিভূত হইয়া শয়ন করিলেন। বৃহৎ বৃহৎ কবাট, লৌহনির্ম্মিত কীলক এবং লৌহময় শৃঙ্খলসমূহে দৃঢ়তর বদ্ধ হইলেও, 'রবেঃ তমো যথা'—সূর্য্যের উদয়ে অন্ধকার যেমন স্বয়ংই অপগত হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেব বহির্গমনার্থ উদ্যত হইলে 'স্বয়ং ব্যবর্য্যন্ত'—স্বয়ংই দ্বারসকল উন্মুক্ত হইয়া গেল। 'উপাংশুগর্জ্জিতঃ পর্জ্জন্যঃ'—মন্দ মন্দ গর্জ্জন যাহার, অর্থাৎ মেঘসকল মন্দ মন্দ গর্জ্জনপূর্ব্বক বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। 'ফণৈঃ'—ছত্রের আকারে, অর্থাৎ অনন্তদেব স্বীয় ফণাদ্বারা ঐ বারি নিবারণ করিবার নিমিত্ত শ্রীবসুদেব মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন

করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"শয্যাসন-পরীধান" ইত্যাদি অর্থাৎ শয্যা, আসন, পরীধান, পাদুকা, ছত্র, চামর প্রভৃতি রূপে মূর্ত্তিভেদে অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের কি সেবাই না করিয়া থাকেন ॥ ৪৮-৪৯ ॥

মঘোনি বর্ষত্যসকৃদ্‌যমানুজা
গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেনিলা।
ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা নদী
মার্গং দদৌ সিন্ধুরিব শ্রিয়ঃ পতেঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—অসকৃৎ (নিরন্তরং) মঘোনি (ইন্দ্রদেবে) বর্ষতি (বারিপাতং কুর্ব্বতি সতি) গম্ভীরতোয়ৌঘজবোর্ম্মিফেনিলা (গম্ভীরো যঃ তোয়ৌঘঃ জলরাশিঃ তস্য জবেন বেগেন যা উর্ম্ময়ঃ তরঙ্গাঃ তৈঃ ফেনিলা ফেনব্যাপ্তা ভয়ানকাবর্ত্তশতাকুলা (ভয়ানকৈঃ ভীষণৈঃ আবর্ত্তশতৈঃ ভ্রমিসমূহৈঃ আকুলা যুক্তা অপি) যমানুজা (যমুনা) নদী সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) শ্রিয়ঃ পতেঃ (রামচন্দ্রস্য ইব বসুদেবস্য) মার্গং (পন্থানং) দদৌ (দত্তবতী) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর ইন্দ্রদেবের বর্ষণে যমুনা নদী গভীর জলরাশির বেগজাত তরঙ্গে ফেনিল এবং ভয়ানক আবর্ত্ত-সমূহে আকুল হইল ; কিন্তু সমুদ্র যেরূপ রামচন্দ্রকে পথ প্রদান করিয়াছিল যমুনাও সেইরূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করিল ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তৌয়ৌঘ-স্তোয়সমূহঃ, শ্রিয়ঃপতেঃ সীতাপতেঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তোয়ৌঘঃ'—জলরাশি। 'শ্রিয়ঃপতে'—সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে (সাগর যেমন পথ প্রদান করিয়াছিলেন, যমুনাও তদ্রূপ বসুদেবকে পথ প্রদান করিলেন।) ॥ ৫০ ॥

নন্দব্রজং শৌরিরুপেত্য তত্র তান্
গোপান্ সুষুপ্তানুপলভ্য নিদ্রয়া।
সুতং যশোদাশয়নে নিধায় তৎ-
সুতামুপাদায় পুনর্গৃহানগাৎ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) শৌরিঃ (বসুদেবঃ) নন্দব্রজং (নন্দপুরং) উপেত্য (গত্বা) তত্র (পুরে) তান্ গোপান্ (পুরবাসিনঃ গোপসমূহান্) নিদ্রয়া (যোগনিদ্রয়া) সুষুপ্তান্ (নিদ্রিতান্) উপলভ্য (জ্ঞাত্বা) শিশুং (বালকং শ্রীকৃষ্ণং) যশোদাশয়নে (নন্দপত্ন্যাঃ শয্যায়াং) নিধায় (স্থাপয়িত্বা) তৎসুতাং (যোগমায়াস্বরূপাং সদ্যোজাতাং যশোদাকন্যাং) উপাদায় (গৃহীত্বা) পুনঃ গৃহান্ (কংসকারালয়ান্) অগাৎ (আগতঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বসুদেব নন্দপুরে গমন করিয়া সেখানে গোপগণকে যোগনিদ্রাবলে সুষুপ্ত দেখিয়া শিশুকে যশোদার শয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক যোগমায়ারূপিণী তদীয় কন্যাকে গ্রহণ করিয়া পুনরায় কংস-কারাগারে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসুতামুপাদায়েতি কংসাৎ স্বপুত্রস্য রক্ষণং মিত্রপুত্র্যা বধং জানতোঽপি পরমধার্ম্মিকস্যাপি বসুদেবস্যায়মন্যায়ো ন দূষণং প্রত্যুত ভূষণমেব পুত্রীভূতে ভগবতি বর্দ্ধিষ্ণুস্নেহেনৈব তাদৃশ-বিবেকাপহারাৎ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎসুতাম্ উপাদায়'—বসুদেব নিজ পুত্রকে শ্রীযশোদার শয্যায় নিধির ন্যায় গূঢ়ভাবে স্থাপন ও তাঁহার কন্যাকে কংস-বঞ্চনার্থ উপাদেয়-রূপে গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এখানে কংস হইতে নিজ পুত্রের রক্ষণ এবং বন্ধুকন্যার বধ জানিয়াও, পরম ধার্ম্মিক হইয়াও বসুদেবের এই অন্যায় কার্য্য দূষণীয় নহে, প্রকারান্তরে ভূষণই, যেহেতু পুত্ররূপ ভগবানের প্রতি বর্দ্ধিত স্নেহের দ্বারাই তাঁহার সেইরূপ বিবেক অপহৃত হইয়াছিল ॥ ৫১ ॥

দেবক্যাঃ শয়নে ন্যস্য বসুদেবোঽথ দারিকাম্।
প্রতিমুচ্য পদোর্লোহমাস্তে পূর্ব্ববদাবৃতঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (আগমনানন্তরং) বসুদেবঃ দারিকাং (কন্যাং) দেবক্যাঃ শয়নে (স্বপত্নীশয্যায়াং) ন্যস্য (স্থাপয়িত্বা) পদোঃ (নিজচরণয়োঃ) লোহং (লৌহশৃঙ্খলং) প্রতিমুচ্য (বদ্ধা) পূর্ব্ববৎ আবৃতঃ (বদ্ধঃ) আস্তে (স্থিতঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—পরে বসুদেব সেই কন্যাকে দেব-

কীর শয্যায় স্থাপনপূর্ব্বক নিজ পদযুগলে লৌহশৃঙ্খল বন্ধন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধভাবে অবস্থান করিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিমুচ্য বদ্ধা পদয়োর্লৌহং নিগড়ং আবৃতঃ আস্তে স্ম ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিমুচ্য'—বন্ধন করিয়া অর্থাৎ বসুদেব সেই কন্যাকে দেবকীর শয্যায় রাখিয়া নিজের পদদ্বয় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পূর্ব্ববৎ বদ্ধাবস্থায় স্থিত হইলেন ॥ ৫২ ॥

———

যশোদা নন্দপত্নী চ জাতং পরমবুধ্যত।
ন তল্লিঙ্গং পরিশ্রান্তা নিদ্রয়াপগতস্মৃতিঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মনি তৃতীয়োঽধ্যায়।

অন্বয়ঃ—নিদ্রয়া (যোগমায়য়া) অপগতস্মৃতিঃ (অপহৃতস্মৃতিশক্তিঃ) পরিশ্রান্তা (প্রসবেন ক্লান্তা) নন্দপত্নী যশোদা চ পরং (কেবলং) জাতং অবুধ্যত কিঞ্চিৎময়াপ্রসূতং ইতি জ্ঞাতবতী তল্লিঙ্গং (কন্যা-পুত্রাদিরূপবিশেষধর্ম্মং) ন (ন জ্ঞাতবতী) ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—প্রসব বশতঃ পরিশ্রান্তা যশোদাদেবী যোগমায়াবলে স্মৃতিশক্তিশূন্যা হইয়া পড়ায় কেবলমাত্র সন্তান প্রসূত হইয়াছে এইমাত্র জানিতে পারিলেন; কিন্তু পুত্র কিংবা কন্যা তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারেন নাই ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পরং কেবলং জাতমবুধ্যত ন তু পুত্রঃ কন্যাবেতি তস্য জাতস্য চিহ্নম্। তত্র হেতুঃ পরিশ্রান্তা অতিসৌকুমার্য্যাৎ প্রসবোত্থ-শ্রমযুতা প্রসবান্তে চানন্দেন শ্রমোপশান্ত্যা চ নিদ্রয়েতি। কিঞ্চাত্র চকার উক্ত সমুচ্চয়ে। যথা বসুদেবপত্নী তথা নন্দপত্নী চ জাতং স্বগর্ভাদুৎপন্নমপত্যং পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং অবুধ্যত তন্মাধুর্য্যাস্বাদ-শক্ত্যৈব তদ্দত্তয়া তদীয়স্বরূপভূতানন্দমনুভবগোচরী চকারেত্যর্থঃ। কিন্তু তস্য লিঙ্গং পরমেশ্বরোঽয়মেব ইতি লিঙ্গং বিশেষং ন অবুদ্ধ্যতেতি ভেদঃ। ননু তস্যা গর্ভজঃ কৃষ্ণ ইতি ন প্রসিদ্ধং তত্রাহ যশোদা তদ্ যশো দদাতি দেবক্যৈ, সখীভাবাৎ "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরীজায়য়ে"ত্যাদি-পুরাণবচনাবগতাদিত্যর্থঃ। ব্যাখ্যানমিদং ভাগবতামৃত-বৈষ্ণবতোষণ্যানন্দবৃন্দাবনাদি-সংমত্যৈবেতি নোপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
তৃতীয়ো দশমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে তৃতীয়াঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরং জাতম্ অবুধ্যত'—নন্দপত্নী যশোদা 'সন্তান জন্মিয়াছে', এইমাত্র জানিয়াছিলেন, কিন্তু 'ন তল্লিঙ্গং'—কন্যা কি পুত্র তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বলিতেছেন—'পরিশ্রান্তা', অতিসৌকুমার্য্যহেতু প্রসবজনিত শ্রমযুক্ত এবং প্রসবান্তে আনন্দহেতু শ্রমোপশান্তিবশতঃ নিদ্রায় তাঁহার স্মৃতিশক্তি অপগত হইয়াছিল। 'নন্দপত্নী চ'—এখানে চ-কার সমুচ্চয় অর্থে; যেমন বসুদেব-পত্নী দেবকী, তদ্রূপ নন্দপত্নী যশোদা, 'জাতং'—নিজ গর্ভ হইতে উৎপন্ন সন্তানকে 'পরং'—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্যা-স্বাদ-শক্তিতেই তৎপ্রদত্ত তদীয় স্বরূপভূত আনন্দ তাঁহাদের অনুভবগোচর হইয়াছিল—এই ভাবার্থ। কিন্তু 'লিঙ্গং'—চিহ্ন, ইনি পরমেশ্বর, এইরূপ বিশেষ বুঝিতে পারেন নাই, এই ভেদ। যদি বলেন—তাঁহার (শ্রীযশোদার) গর্ভজাত কৃষ্ণ, এইরূপ প্রসিদ্ধি নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যশোদা', সেই যশঃ যিনি সখীভাবে (সৌখ্যতা হেতু) দেবকীকে দান করিয়াছেন। পুরাণবচনে জানা যায়—"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ নন্দপত্নীর দুইটি নাম ছিল—যশোদা এবং দেবকী। এইজন্য বসুদেবপত্নী দেবকীর সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল। এইরূপ ব্যাখ্যান ভাগবতামৃত, বৈষ্ণবতোষণী, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ প্রভৃতির সম্মতি অনুসারেই করা হইল, অতএব ইহা উপেক্ষণীয় নহে ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

বহিরন্তঃপুরদ্বারঃ সর্ব্বাঃ পূর্ব্ববদাবৃতাঃ।
ততো বালধ্বনিং শ্রুত্বা গৃহপালাঃ সমুত্থিতাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে চণ্ডিকাবাক্য শ্রবণে অতিভয়াকুল কংসের দুষ্টমন্ত্রিগণের বালাদি-হিংসনরূপ অহিত পরামর্শকে হিত বলিয়া বহুমানন বর্ণিত হইয়াছে।

বসুদেব পূর্ব্ববৎ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার পর কংস-পুরীর বহির্দ্বার, অন্তঃপুরদ্বার ও পুরদ্বার সকলই মায়াপ্রভাবে পূর্ব্ববৎ আবৃত হইল। কন্যাকাও সময় বুঝিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলে প্রহরিগণ জাগরিত হইল এবং কংসকে দেবকীর প্রসববার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। শুনিবামাত্র কংস ভীমবেগে সূতিকাগৃহে উপনীত হইল এবং দেবকীর অনেক অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও ভগ্নীর হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কন্যাটীকে লইয়া সজোরে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। কন্যাটী কংস-হস্তচ্যুত হইবামাত্র ঊর্দ্ধে গমন করিয়া অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইলেন এবং কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তাহার অন্তকারী পূর্ব্বশত্রু নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে বা অন্য দীন শিশুগণকে হত্যা করা তাহার পক্ষে নিষ্ফল। দেবীর এই প্রকার কথা-শ্রবণে কংস 'দৈববাণীও কিরূপে অসত্য হয়' ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে দেবকী ও বসুদেবের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং তাঁহাদিগের নিকট নিজের অন্যায় স্বীকার করিয়া তাঁহারা যাহাতে নিজ নিজ প্রারব্ধ-ভোগকারী সন্তানগণের নিমিত্ত আর শোক না করেন এবং তাহার (কংসের) দৌরাত্ম্য ক্ষমা করেন, সে জন্য তাঁহাদের পদধারণ করিল। বসুদেব ও দেবকী কংসের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিলেন। তাঁহাদিগকে প্রসন্ন দেখিয়া কংস স্ব-গৃহে প্রবেশ করিল এবং রাত্রিশেষে তাহার মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া যোগমায়ার সমস্ত কথা তাহাদিগকে বলিল। কংসের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণ পরামর্শ দিল যে, "পুরগ্রাম ব্রজাদি স্থানে দশদিনের ন্যূন অথবা অধিক বয়স্ক শিশু দেখিলেই তাহাকে হনন করিতে হইবে। আর দেবতারা যদিও সকলেই কংস-ভয়ে ভীত, তথাপি তাহারা শত্রু সুতরাং তাহারাও উপেক্ষণীয় নহে। উহাদের মূলোৎ-পাটন করা আবশ্যক, সুতরাং তাহাদের মূল যে বিষ্ণু, তাঁহারই প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ, গো, বেদ, তপঃ, সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, তিতিক্ষা ও যজ্ঞ সকলই হরির শরীর। ব্রহ্মা-শিবাদি সকল দেবতার মূল বিষ্ণু; সুতরাং দেব, ঋষি, গো, বিপ্রাদির হিংসাই বিষ্ণুর বধোপায়। দুর্ম্মতি কংস দুষ্ট মন্ত্রীদিগের ঐ পরামর্শ অনুমোদন করিয়া ব্রহ্ম-হিংসাকেই হিতজনক মনে করিল। দৈত্যগণও কংসাদিষ্ট হইয়া নানা উপদ্রব আরম্ভ করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (পরীক্ষিতং প্রতি কথয়ামাস) ততঃ (অনন্তরং) সর্ব্বাঃ পুরদ্বারঃ (সর্ব্বাণি নগরদ্বারাণি) পূর্ব্ববৎ বহিঃ অন্তঃ (অন্তর্বাহ্যতঃ) আবৃতাঃ (রুদ্ধাঃ জাতাঃ) গৃহপালাঃ (কারাগার-রক্ষকাশ্চ) বালধ্বনিং (সদ্যোজাতশিশুক্রন্দনশব্দং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) সমুত্থিতাঃ (শয্যাতঃ উত্থিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর পুরদ্বার সকল পূর্ব্বের ন্যায় ভিতর ও বাহির দিকে বন্ধ হইয়া গেল। তখন কারারক্ষকগণ সদ্যোজাত বালকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

মায়াবাক্যেন কংসস্যানুতাপো দেবকী ক্ষমা।
দুর্ম্মন্ত্রিভির্মন্ত্রণা চ চতুর্থে কথ্যতে কথা ॥ ০ ॥

বালধ্বনিং জাতমাত্র-বালক-রোদনশব্দম্। গৃহপালাঃ শ্বান ইব ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্থ অধ্যায়ে মায়ার বাক্যে কংসের অনুতাপ, শ্রীদেবকীর ক্ষমা এবং দুর্মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'বালধ্বনিং'—জাতমাত্র বালকের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া 'গৃহপালাঃ'—গৃহপালিত কুকুরের ন্যায় প্রহরীগণ উত্থিত হইল ॥ ১ ॥

তে তু তূর্ণমুপব্রজ্য দেবক্যা গর্ভজন্ম তৎ।
আচখ্যুর্ভোজরাজায় যদুদ্বিগ্নঃ প্রতীক্ষতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তে তু (কারারক্ষিণঃ) তূর্ণং (শীঘ্রং) উপব্রজ্য (গত্বা) ভোজরাজায় (কংসায়) দেবক্যাঃ তদ্‌গর্ভজন্ম (সন্তানোৎপত্তিং) আচখ্যুঃ (নিবেদয়ামাসুঃ) যৎ (যস্মাৎ সঃ কংসঃ) উদ্বিগ্নঃ (উৎকণ্ঠিতঃ সন্) প্রতীক্ষতে (শিশুজন্ম অপেক্ষতে) ॥২॥

অনুবাদ—অতঃপর তাহারা সত্বর কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে দেবকীর সন্তান-জন্মবার্ত্তা নিবেদন করিল, যেহেতু কংস তজ্জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তদষ্টমং গর্ভজন্ম ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ গর্ভজন্ম'—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তানের কথা প্রহরীগণ তৎক্ষণাৎ কংসকে জানাইল ॥ ২ ॥

স তল্পাৎ তূর্ণমুত্থায় কালোঽয়মিতি বিহ্বলঃ।
সূতীগৃহমগাৎ তূর্ণং প্রস্খলন্মুক্তমূর্দ্ধজঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কংসশ্চ) তূর্ণং (শীঘ্রং) তল্পাৎ (শয্যাতঃ) উত্থায় (উত্থিতঃ) অয়ং (জাতঃ শিশুঃ) কালঃ ইতি (মম মৃত্যুরূপ ইতি) বিহ্বলঃ (অস্থিরঃ) প্রস্খলন (ইতঃস্ততো নিপতন্) মুক্তমূর্দ্ধজঃ (মুক্তাঃ বন্ধনচ্যুতাঃ মূর্দ্ধজাঃ কেশাঃ যস্য সঃ) তূর্ণং (সত্বরং) সূতীগৃহং (সূতিকালয়ং) অগাৎ (জগাম) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তখন কংস সত্বর শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া 'এই শিশু আমার মৃত্যুস্বরূপ'—এইরূপ মনে করিয়া স্খলিতপদে মুক্তকেশে শীঘ্র সূতিকাগৃহে আগমন করিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কালঃ বালকং হন্তুময়মেব সময় ইতি। যদ্বা মন্মৃত্যুরিতি ভয়েন ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালঃ'—বালককে হত্যা করিবার ইহাই উপযুক্ত সময়, অথবা—সাক্ষাৎ মৃত্যুই বুঝি উপস্থিত হইয়াছে, এই ভয়ে (কংস বিহ্বল হইয়া পড়িল।) ॥ ৩ ॥

তমাহ ভ্রাতরং দেবী কৃপণা করুণং সতী।
স্নুষেয়ং তব কল্যাণ স্ত্রিয়ং মা হন্তুমর্হসি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃপণা (দীনা) সতী দেবী (দেবকী) তং ভ্রাতরং (কংসং) করুণং (কাতর-ভাবেন) আহ (উবাচ) হে কল্যাণ (মঙ্গলবুদ্ধে,) ইয়ং (কন্যা) তব স্নুষা (তব ভাবিনঃ পুত্রস্য বধূঃ ভবিষ্যতি অতঃ) স্ত্রিয়ং (স্ত্রীজাতিং ইমাং) হন্তুং (মারয়িতুং) মা অর্হসি (ন শক্নোসি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—দীনভাবাপন্না দেবকী তৎকালে ভ্রাতাকে কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—হে কল্যাণ, এই কন্যা তোমার ভাবী পুত্রবধূ হইবে, অতএব স্ত্রীজাতীয়া এই কন্যা হত্যা করা উচিত হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দেবী স্বপুত্রস্য গোপিতত্বাদন্তর্দ্যোতমানা। সখ্যাঃ কন্যেয়মপি জীবত্বিতি কৃপণা সতী তৎপ্রতারণে কোবিদা। স্নুষা তব ভাবিনঃ পুত্রস্যেয়ং বধূর্ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা। তদপি বলাদাচ্ছিদ্য জিঘৃক্ষন্তং তমাহ স্ত্রিয়ং পশ্যেয়মবলা হে কল্যাণেতি স্ত্রীবধোত্থপাপেন তবাকল্যাণং মাভবত্বিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবী'—দেবকীদেবী স্বপুত্রের গোপনবশতঃ অন্তরে দ্যোতমানা হইলেও, 'কৃপণা'—প্রিয়সখী যশোদার কন্যাবধের আশঙ্কা করিয়া

দুঃখিত মনে সমাগত কংসকে করুণভাবে বলিতে লাগিলেন। 'সতী'—তাহার প্রতারণে যিনি নিপুণা। 'স্নুষা'—এই কন্যা আপনার ভাবী পুত্রের বধূ হইবে। তথাপি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে (ছিনাইয়া লইতে) ইচ্ছুক তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—'স্ত্রিয়ং'—দেখুন, ইহা স্ত্রীজাতীয়া অবলা কন্যা। হে কল্যাণ! —স্ত্রীবধজনিত পাপে আপনার অকল্যাণ না হউক, এই ভাব ॥ ৪ ॥

———

বহবো হিংসিতা ভ্রাতঃ শিশবঃ পাবকোপমাঃ।
ত্বয়া দৈবনিসৃষ্টেন পুত্রিকৈকা প্রদীয়তাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভ্রাতঃ, (কংস,) দৈবনিসৃষ্টেন (দৈবপ্রেরিতেন) ত্বয়া পাবকোপমাঃ (অনলতুল্যোজ্জ্বলকান্তয়ঃ) বহবঃ (অনেকে) শিশবঃ (মম সুতাঃ) হিংসিতাঃ (বিনাশিতাঃ) একা পুত্রিকা (ইয়ং কন্যকা) প্রদীয়তাং (অস্যাং বিনাশং মা কুরু) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রাতঃ, তুমি দৈবের প্রেরণায় আমার অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল বহুপুত্রকে হত্যা করিয়াছ, এই একমাত্র কন্যাটী আমাকে প্রদান কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বহব ইতি। নির্দ্দয়ত্বমুক্ত্বা শঙ্কমানাহ দৈবেতি মমৈবৈতদ্দুরদৃষ্টং তব কো দোষ ইতি ভাবঃ। প্রদীয়তামিত্যনেন ত্বয়াপি মাং শূন্যক্রোড়াং মাকুর্ব্বিতি দৈন্যম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহবঃ'—অগ্নিতুল্য তেজস্বী অনেকগুলি সন্তান আপনি বিনষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ তাহার নির্দ্দয়তার কথা বলায় শঙ্কিতা হইয়া বলিতেছেন—'দৈবনিসৃষ্টেন', আপনার কি দোষ, আমারই দুরদৃষ্টবশতঃ এরূপ হইয়াছে—এই ভাবার্থ। 'প্রদীয়তাম্'—এইবার এই কন্যাটি আমায় প্রদান করুন, আমাকে শূন্য-ক্রোড়া করিবেন না ॥৫॥

———

নন্বহং তে হ্যবরজা দীনা হতসুতা প্রভো।
দাতুমর্হসি মন্দায়া অঙ্গেমাং চরমাং প্রজাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ (হে ভ্রাতঃ) প্রভো (পালক,) ননু (নিশ্চিতং) হতসুতা (নিহততনয়া) দীনা (নিঃসহায়া) অহং (দেবকী) তব অবরজা হি (কনিষ্ঠা ভগিনী এব ভবামি অতঃ) মন্দায়াঃ (দুর্ভাগ্যায়াঃ) ইমাং চরমাং প্রজাং (শেষসন্ততিং কন্যারূপাং) দাতুং (পালনায় মহ্যং প্রদাতুম্) অর্হসি (শক্লোসি) ॥৬॥

অনুবাদ—হে প্রভো, হে ভ্রাতঃ, নষ্টপুত্রা দীনা আমি তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী; অতএব মন্দভাগিনীকে এই শেষ সন্তানটি প্রদান করা উচিত ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্গ হে ভ্রাতঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্গ'—হে ভ্রাতঃ! আমি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী (অতএব পুত্রভাগ্যহীনা আমাকে এই শেষ কন্যাটিকে প্রদান করুন।) ॥ ৬॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

উপগুহ্যাত্মজামেবং রুদত্যা দীনদীনবৎ।
যাচিতস্তাং বিনির্ভর্ৎস্য হস্তাদাচিচ্ছিদে খলঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—এবং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) আত্মজাং (কন্যাং) উপগুহ্য (সংবৃত্য) দীনদীনবৎ (অতীবকাতরবৎ) রুদন্ত্যা (ক্রন্দন্ত্যা দেবক্যা) যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ) খলঃ (দুরাত্মা কংসঃ) তাং (দেবকীং) বিনির্ভর্ৎস্য (নিন্দিত্বা) হস্তাৎ আচিচ্ছিদে (দেবকীহস্তাৎ কন্যাং বলেন আচকর্ষ) ॥৭

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—দেবকী এইরূপে কন্যাকে সংগোপনপূর্ব্বক অতিশয় দীনার ন্যায় রোদন করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেও দুরাত্মা কংস তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে কন্যাটীকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেন প্রকারেণাত্মজাং স্বকন্যামিবেত্যর্থঃ। দীনদীনবৎ দীনাদপি দীনজন ইব ন তু তথা তস্যাঃ স্বাপত্যত্বাভাবাৎ। তাং দেবকীম্। আচিচ্ছিদে আকৃষ্য জগ্রাহ ॥ ৭ ॥

টীকর বঙ্গানুবাদ—'এবং'—এই প্রকারে 'আত্মজাং'—নিজ কন্যার ন্যায় কন্যাটিকে বক্ষঃস্থলে দুই হস্তদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, 'দীন-দীনবৎ'—দীনা অপেক্ষাও দীনজনের ন্যায় রোদনপরায়ণা হইয়া বলিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ দীনা নহেন, এই কন্যা তাঁহার নিজের নহে, এজন্য শ্রীশুকদেব 'দীনবৎ' বলিলেন। 'তাং'—সেই দেবকীকে, দুরাত্মা কংস অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া তদীয় হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক কন্যাটি কাড়িয়া লইলেন ॥ ৭ ॥

তাং গৃহীত্বা চরণয়োর্জাতমাত্রাং স্বসুঃ সুতাম্ ।
অপোথয়চ্ছিলাপৃষ্ঠে স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—স্বার্থোন্মূলিতসৌহৃদঃ (স্বার্থেন স্বার্থবুদ্ধ্যা উন্মূলিতং দূরীকৃতং সৌহৃদং আত্মীয়ভাবঃ যেন সঃ কংসঃ) জাতমাত্রাং (সদ্যোজাতাং) তাং স্বসুঃ সুতাং (ভাগিনেয়ীং) চরণয়োঃ গৃহীত্বা (চরণদ্বয়ং ধৃত্বা উত্তোল্য) শিলাপৃষ্ঠে (প্রস্তরখণ্ডোপরি) অপোথয়ৎ (বলেন চিক্ষেপ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—স্বার্থবুদ্ধিতে কংসের আত্মীয়ভাব দূরীভূত হইয়াছিল। তখন সে সদ্যোজাতা ভাগিনেয়ীকে চরণযুগলে ধারণপূর্ব্বক সবলে শিলাপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অপোথয়ৎ বলেন চিক্ষেপ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপোথয়ৎ'—শিলার উপরে সজোরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৮ ॥

সা তদ্ধস্তাৎ সমুৎপত্য সদ্যো দেব্যম্বরং গতা ।
অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোঃ সায়ুধাষ্টমহাভুজা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সা বিষ্ণোঃ অনুজা (শ্রীকৃষ্ণস্য কনিষ্ঠাভগিনী) দেবী (যোগমায়া) তদ্ধস্তাৎ (তস্য কংসস্য হস্তাৎ) সমুৎপত্য (ঊর্দ্ধ্বং উৎপতিতা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) অম্বরং গতা (আকাশং প্রাপ্তা সতী) সায়ুধাষ্টমহাভুজা (সায়ুধাঃ শূলাদ্যস্ত্রযুক্তাঃ অষ্ট মহাভুজাঃ মহাবাহবঃ যস্যাঃ সা তথা সতী) অদৃশ্যত (দৃষ্টা) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ বিষ্ণুর কনিষ্ঠা যোগমায়াদেবী কংস হস্ত হইতে ঊর্দ্ধ্বদিকে উৎপতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে গমনপূর্ব্বক শূল প্রভৃতি অস্ত্রযুক্ত অষ্টমহাভুজশালিনীরূপে লক্ষিতা হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—সমুৎপত্য অধঃক্ষিপ্যমাণাপি বলাদুৎপ্লুত্য। কংসাসুরস্যোত্তমাঙ্গে পাদং দত্ত্বা গতা দিবমিতি ভবিষোত্তরম্। অনুজা বিষ্ণোরিতি কৃষ্ণস্য যশোদাগর্ভজত্বং সূচয়তি। সায়ুধাষ্টেত্যাদি কংসস্য ভীষণার্থম্। স্ববাচি বিশ্বাসোৎপত্ত্যর্থঞ্চ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমুৎপত্য'—সেই কন্যা কংস কর্ত্তৃক অধঃক্ষিপ্তা হইলেও কংসাসুরের হস্ত হইতে উৎপতিতা হইয়া (তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা দেবীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক আকাশে গমন করিলেন)। ভবিষ্যোত্তরে কথিত হইয়াছে—'কংসাসুরের মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই কন্যা আকাশে গমন করিয়াছিলেন'। 'অনুজা বিষ্ণোঃ'—বিষ্ণুর কনিষ্ঠা ভগিনী, ইহা বলায় শ্রীকৃষ্ণের যশোদাগর্ভজত্ব সূচিত হইল। 'সায়ুধাষ্ট-মহাভুজা'—শূলাদ্যস্ত্রযুক্তা অষ্টভুজা দেবী, এই রূপ প্রকাশের কারণ—কংসকে ভয় দেখান এবং নিজবাক্যে বিশ্বাস উৎপাদন ॥ ৯ ॥

দিব্যস্রগম্বরালেপ-রত্নাভরণভূষিতা ।
ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসি-শঙ্খচক্রগদাধরা ॥ ১০ ॥
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরপ্সরঃকিন্নরোরগৈঃ ।
উপাহৃতোরুবলিভিঃ স্তূয়মানেদমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(সা দেবী) দিব্যস্রগম্বরালেপরত্নাভরণভূষিতা (স্রগ্চমালা চ অম্বরঞ্চ বসনঞ্চ আলেপশ্চ অঙ্গবিলেপনঞ্চ রত্নাভরণঞ্চ রত্নাময়ালঙ্কারশ্চ তানি অম্বরবসনালেপরত্নাভরণানি। দিব্যানি অলৌকিকানি অম্বরাদীনি যস্যাঃ সা) ধনুঃশূলেষুচর্ম্মাসিশঙ্খচক্রগদাধরা (ধনুঃ চ শূলং চ ইষুং বাণং চ চর্ম্ম চ অসিং খড়্গং চ শঙ্খঞ্চ চক্রঞ্চ গদাঞ্চ ধারয়তি ইতি সা) উপাহৃতোরুবলিভিঃ (উপাহৃতাঃ প্রদত্তাঃ উরবঃ মহান্তঃ বলয়ঃ পূজোপকরণানি যৈঃ তৈঃ) অপ্সরঃ কিন্নরোরগৈঃ (স্বর্গগায়িকা কিম্পুরুষনাগগণৈঃ) সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ (তত্তদ্দেবযোনিসমূহৈশ্চ) স্তূয়মানা (বন্দ্যমানা সতী) ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যং) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—সেই দেবী দিব্যমাল্য, বসন, অঙ্গবিলেপন ও রত্নাভরণে বিভূষিতা ; তিনি (হস্তে) ধনু, শূল, বাণ, চর্ম্ম, খড়্গ, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছিলেন এবং অপ্সরা, কিন্নর, উরগগণ ও সিদ্ধ চারণ, গন্ধর্ব্বগণ পূজার জন্য মহাউপকরণ রাশি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বন্দনা করিতেছিল। তিনি বলিতে লাগিলেন ॥ ১০-১১ ॥

কিং ময়া হতয়া মন্দ জাতঃ খলু তবান্তকৃৎ ।
যত্র ক্ব বা পূর্ব্বশত্রুর্মাহিংসীঃ কৃপণান্ বৃথা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—রে মন্দ, (মূঢ়,) ময়া হতয়া কিং (মম বিনাশেন তব কিং ফলং ভবতি, কিমপি ন ইত্যর্থঃ) তব পূর্ব্বশত্রুঃ (পূর্ব্ববৈরী) অন্তকৃৎ (বিনাশকঃ) যত্র ক্ব বা (কুত্রচিৎ স্থানে) জাতঃ (উৎপন্নঃ) বৃথা (নিরর্থকং) কৃপণান্ (দীনান্ বালকান্) মা হিংসীঃ (মা বধীঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—রে মূঢ়, আমাকে বধ করিয়া তোর কি ফল হইবে, যিনি তোর পূর্ব্ব শত্রু এবং বিনাশক, তিনি কোনও স্থানে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব নিরর্থক দীন শিশুগণকে হত্যা করিস্ না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ময়া হতয়া কিমিতি যদ্যহং হতাপ্যভবিষ্যমিত্যর্থঃ, যত্র কৃচিৎ বক্তুমনর্হে দেশে ইত্যর্থঃ। কৃপণাং দেবকীং কৃপণানিতি পাঠে অন্যান্ শিশূন্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ময়া হতয়া কিম্'—হে মন্দমতে! আমি ত্বৎকর্ত্তৃক যদি নিহতাও হইতাম, তাহা হইলেও তোর কোন স্বার্থ সিদ্ধ হইত না, কারণ তোর পূর্ব্বশত্রু তোকে বিনাশ করিবার জন্য 'যত্র ক্ব বা'—কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এখানে স্থানের নির্দ্দেশ না করিবার জন্যই যে কোন স্থানে—এরূপ বলিলেন। 'কৃপণাং'—দেবকীকে আর বৃথা কষ্ট প্রদান করিস্ না। 'কৃপাণান্'—এইরূপ পাঠান্তরে, তুই বৃথা নিরপরাধ শিশুগণকে বিনাশ করিস্ না—এই অর্থ ॥ ১২ ॥

———

ইতি প্রভাষ্য তং দেবী মায়া ভগবতী ভুবি।
বহুনামনিকেতেষু বহুনামা বভূব হ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতী (ভগবচ্ছক্তিঃ) মায়া দেবী (যোগমায়া) তং (কংসং) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) প্রভাষ্য (উক্ত্বা) ভুবি (ভূতলে) বহুনামনিকেতেষু (বারাণস্যাদিবহুনামধারিক্ষেত্রেষু) বহুনামা (অনেকনামভিঃ অন্নপূর্ণাদিভিঃ খ্যাতা) বভূব হ (জাতা কিল) ॥১৩॥

অনুবাদ—ভগবতী যোগমায়া কংসকে এইরূপ বলিয়া ভূতলে বারাণসী প্রভৃতি বিবিধ প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহে, অন্নপূর্ণাদি বিবিধ নামে বিখ্যাতা হইলেন ॥১৩

বিশ্বনাথ—বহুনামনিকেতেষু বারাণস্যাদিস্থলেষু ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুনামনিকেতেষু'—বারাণসী প্রভৃতি বিবিধ স্থলে নানাবিধ নামে ভগবতী যোগমায়া পূজিতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

———

তয়াভিহিতমাকর্ণ্য কংসঃ পরমবিস্মিতঃ।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ বিমুচ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তয়া (দেব্যা) অভিহিতং (উক্তং বাক্যং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পরমবিস্মিতঃ (অতীবাশ্চর্য্যান্বিতঃ) কংসঃ দেবকীং (ভগিনীং) বসুদেবং চ বিমুচ্য (বন্ধনাৎ নিঃসার্য্য) প্রশ্রিতঃ (বিনীতঃ সন্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সেই দেবীর কথিত বাক্যশ্রবণে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কংস দেবকী এবং বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করিয়া বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পরমবিস্মিতঃ কথং মানুষ্যা দেবক্যা গর্ভে দুর্গাদেবী জাতা কথং বা দৈবী বাগনৃতাভূদিতি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমবিস্মিতঃ'—কিপ্রকারে মানুষী দেবকীর গর্ভে দুর্গাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আর কেমন করিয়া দৈববাণীও মিথ্যা হইল, এরূপ চিন্তায় কংস অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥১৪॥

———

অহো ভগিন্যহো ভাম ময়া বাং বত পাপ্মনা।
পুরুষাদ ইবাপত্যং বহবো হিংসিতাঃ সুতাঃ ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—অহোবত (খেদে) ভগিনি, (দেবকি,) অহো ভাম, (ভগিনীপতে, বসুদেব,) পুরুষাদঃ অপত্যং ইব (রাক্ষসঃ যথা স্বাপত্যং এব হিনস্তি তথা) পাপ্মনা (পাপাত্মনা) ময়া বাং (যুবয়োঃ) বহবঃ (অনেকে) সুতাঃ (পুত্রাঃ) হিংসিতাঃ (বিনাশিতাঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হায় ভগিনি, হায় ভগিনীপতে, রাক্ষস যেরূপ নিজ সন্তান হিংসা করে সেইরূপ পাপাত্মা আমিও তোমাদের অনেক সন্তান বিনষ্ট করিয়াছি ॥১৫

বিশ্বনাথ—হে ভাম হে ভগিনীপতে, পুরুষাদো রাক্ষসো যথা স্বাপত্যং হিনস্তি তদ্বৎ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে ভাম'—হে ভগিনীপতে! 'পুরুষাদঃ'—রাক্ষস যেমন নির্দ্দয়তা-প্রযুক্ত স্বীয় অপত্যের প্রাণ বধ করিয়া থাকে, দুর্ম্মতি পাপাত্মা আমিও সেইরূপ তোমাদের ন্যায় স্বজনের পুত্রগণকে অনায়াসে নিহত করিয়াছি ॥ ১৫ ॥

স ত্বহং ত্যক্তকারুণ্যস্ত্যক্তজ্ঞাতিসুহৃৎ খলঃ।
কাঁল্লোকান্ বৈ গমিষ্যামি ব্রহ্মহেব মৃতঃ শ্বসন্ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—ত্যক্তকারুণ্যঃ (নির্দ্দয়ঃ) ত্যক্তজ্ঞাতি-সুহৃৎ (ত্যক্তাঃ দূরীকৃতাঃ জ্ঞাতয়ঃ সুহৃদশ্চ যেন সঃ) খলঃ (ক্রূরঃ) সঃ অহং তু (কংসঃ) মৃত (দেহত্যাগানন্তরং) ব্রহ্মহা ইব (ব্রহ্মহত্যাকারী ইব) শ্বসন্ (সর্ব্বদা অনুশোচনাগ্রস্তঃ) কান্ লোকান্ বৈ গমিষ্যামি (ন জানে পাপাত্মনো মম কুত্র গতির্ভবিষ্যতি) ॥১৬॥

অনুবাদ—আমি অতিশয় নির্দ্দয় এবং ক্রূর। নিজে জ্ঞাতি ও সুহৃদ্গণকে দূর করিয়া দিয়াছি। অতএব মৃত্যুর পর ব্রহ্মঘাতীর ন্যায় সর্ব্বদা অনুতপ্ত হইয়া কোন্ লোকে গমন করিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ১৬ ॥

দৈবমপ্যনৃতং বক্তি ন মর্ত্ত্যা এব কেবলম্।
যদ্বিস্রম্ভাদহং পাপঃ স্বসুর্নিহতবান্ শিশূন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো) দৈবং অপি অনৃতং বক্তি (দৈবীবাণী অপি মিথ্যা ভবতি) কেবলং মর্ত্ত্যাঃ (মনুষ্যাঃ) ন (মনুষ্য এব কেবলং মিথ্যা বদতি ইতি ন কিন্তু দৈবম্ অপি) পাপঃ (পাপাত্মা) অহং যদ্ বিশ্রম্ভাৎ (যদ্দৈববিশ্বাসাৎ) স্বসুঃ (ভগিন্যাঃ) শিশূন্ (পুত্রান্) নিহতবান্ (বিনাশিতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হায়, কেবল মানবগণই মিথ্যা বলে না, পরন্তু দৈবও মিথ্যা বলিয়া থাকে। পাপাত্মা আমি ঐ দৈবের উপর বিশ্বাস করিয়াই ভগিনীর শিশুগণকে বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ১৭ ॥

মা শোচতং মহাভাগাবাত্মজান্ স্বকৃতং ভুজঃ।
জান্তবো ন সদৈকত্র দৈবাধীনাস্তদাসতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহাভাগৌ, (মহাজনৌ) স্বকৃতং ভুজঃ (স্বাদৃষ্টানুযায়িকর্ম্মফলভোগপরায়ণান্) আত্মজান্ (পুত্রান্) মাশোচতং (তেষাং বিষয়ে শোকঃ ন কার্য্যঃ) দৈবাধীনাঃ (অদৃষ্টপরতন্ত্রাঃ) জন্তবঃ (প্রাণিনঃ) সদা (সর্ব্বদা চিরকালং) একত্র (একস্মিন্ স্থানে চ) ন আসতে (ন তিষ্ঠন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ দম্পতি, সেই শিশুগণ নিজ নিজ অদৃষ্টের অনুরূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়াছে অতএব তাহাদের জন্য শোক করিও না। দৈবাধীন প্রাণিগণ সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিতে পারে না ॥১৮

বিশ্বনাথ—ভুজ ইতি ক্বিবন্তং স্বকৃতমিতি ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। মহাভাগাবিতি দুর্গাদেব্যেব আবয়োরাত্মজাভূৎ কিমন্যৈঃ সুতৈঃ স্বকৃতভুগ্‌ভিরিতি বিমর্শেন মাশোচতম্। কিঞ্চ বিমর্শান্তরমপ্যাহ জন্তব ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুজঃ'—ইহা ক্বিবন্ত প্রয়োগ, 'স্বকৃতম্'—'কৃদ্‌যোগে কর্ত্তায় ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়'—ব্যাকরণের এই নিয়মানুসারে এখানে ষষ্ঠীর অভাব আর্ষ প্রয়োগ। 'মহাভাগৌ'—তোমরা দুইজন মহাভাগ্যবান্। 'মা শোচতম্'—দুর্গাদেবীই আমাদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অতএব অন্যান্য স্ব স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মভোগকারী সন্তানগণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে—এইরূপ চিন্তা করিয়া তোমরা শোক করিও না। আরও চিন্তা না করিবার হেতু বলিতেছেন—'জন্তবঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সকল প্রাণীই দৈবাধীন বলিয়া সর্ব্বদা একস্থানে পরস্পর অবিচ্ছেদে অবস্থান করিতে পারে না ॥ ১৮ ॥

মধ্ব—পূতনাকংসনরকশিশুপালাদিষু দ্বিধা। জীবাঃ সন্তস্তসন্তশ্চ তত্র বন্ধ্যাদিরূপিণঃ ॥ বিষ্ণোঃ সন্তইতিজ্ঞেয়া অসন্তঃ শত্রুরূপিণঃ। শুভজীবপ্রকাশেন কদাচিচ্ছুভ বুদ্ধয়ঃ। বিপর্য্যয়েঽন্যথা চ স্যুঃ শুভাস্তত্র হরিং যযুঃ ॥ অসুরাশ্চ তমোঘোরং যদি তত্রৈব মধ্যমাঃ। মধ্যমাং গতিমেবাপুরেকদেহগতা অপি। ইতি গারুড়ে ॥ ১৮ ॥

ভুবি ভৌমানি ভূতানি যথা যান্ত্যপযান্তি চ।
নায়মাত্মা তথৈতেষু বিপর্য্যেতি যথৈব ভূঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবি (ভূতলে) ভৌমানি (মৃন্নির্ম্মিতানি ঘটাদীনি বস্তূনি) যথা (যদ্বৎ) যান্তি অপযান্তি চ (উৎপদ্যন্তে নশ্যন্তি চ তথা) ভূতানি (দেহা এব যান্তি অপযান্তি) অয়ং আত্মা (জীবঃ) এতেষু (পঞ্চ-ভূতাত্মকশরীরেষু নশ্যৎসু) যথা ভূঃ (ঘটাদিষু নষ্টেষু যথা পৃথিবী ন নশ্যতি) তথা ন বিপর্য্যেতি (ন বিকৃতিং প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে মৃত্তিকাজাত ঘটাদি বস্তু যেরূপ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় সেইরূপ পঞ্চভূতাত্মক দেহ উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয়। ঘটাদি নষ্ট হইলেও মৃত্তিকা যেরূপ নষ্ট হয় না সেইরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর নষ্ট হইলে জীবাত্মা স্বয়ং বিকৃত হয় না ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—আত্মানাত্মবিবেকেনাপি মাশোচত-মিত্যাহ ভুবি ভূমৌ আশ্রিতানি ভৌমানি ঘটাদীনি আয়ান্তি জায়ন্তে অপযান্তি নশ্যন্তি চ যথা তথৈব ভূতানি দেহা এব জায়ন্তে নশ্যন্তি চ। তথা এতেষু ভূতেষু দেহেষু বিপরিযৎসু জন্মাদ্যনেকবিকারং প্রাপ্নু-বৎস্বপি অয়মপরোক্ষতয়া জ্ঞায়মান আত্মা ন বিপর্য্যেতি জন্মাদিবিকাররূপং বিপর্য্যয়ং নাপ্নোতি একরূপ এব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যথৈব ভূ র্ন বিপর্য্যেতি ভৌমেষু ঘটাদিষ্বনেকবিপর্য্যয়ং প্রাপ্নুবৎস্বপীত্যর্থঃ ॥ ১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের দ্বারাও তোমাদের শোক করা উচিত নয়, ইহা বলি-তেছেন—'ভুবি', যেমন পৃথিবীতে আশ্রিত ঘটাদি পার্থিব দ্রব্যসমূহ উৎপন্ন হয়, আবার ভাঙ্গিয়া যায়, তদ্রূপ আত্মাতে দেহসকল উৎপন্ন হয়, আবার ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 'তথা এতেষু ভূতেষু'—তদ্রূপ জন্মাদি দ্বারা দেহের বিকার হইলেও, এই অপরোক্ষরূপে জায়মান আত্মা জন্ম-মরণাদি ব্যাপারে বিকৃত হয়েন না, পরন্তু একরূপেই অবস্থান করিয়া থাকেন। 'যথৈব ভূঃ'—যেমন পার্থিব ঘটাদি দ্রব্যনিচয় বিকার প্রাপ্ত হইলেও পৃথিবীর বিকার হয় না—এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

মধ্ব—অয়মাত্মা পরমাত্মা ॥ ১৯ ॥

যথানেবংবিদো ভেদো যত আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
দেহযোগবিয়োগৌ চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যথাবৎ) অনেবংবিদঃ (এবং অজানতঃ) আত্মবিপর্য্যয়ঃ (দেহাত্মবুদ্ধিঃ ভবতি) যতঃ (আত্মবিপর্য্যয়াৎ) ভেদঃ (দেহাহঙ্কারেণ আত্মনি পরিচ্ছিন্নে ইদঙ্কারাস্পদং ভিন্নং ভবতি) দেহযোগ-বিয়োগৌ চ (পুত্রাদি দেহৈঃ যোগঃ বিয়োগশ্চ ভবতি) সংসৃতিঃ (সংসারঃ সুখদুঃখে ইত্যর্থঃ) ন নিবর্ত্ততে (যাবদজ্ঞানং ন বিরমতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইহা অবগত নহে, তাহারই দেহাত্মবুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইতে ভেদজ্ঞান ও পুত্রাদির দেহের সঙ্গে যোগ, বিয়োগ হইয়া থাকে। সেই অজ্ঞানের অবস্থানকাল পর্য্যন্ত সংসার জনিত সুখদুঃখের নিবৃত্তি হয় না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অনেবম্বিদ এব আত্মতত্ত্বমজানতঃ শরীরমেবাত্মত্বেন জানত ইত্যর্থঃ। যথাযথাবদেব প্রথমং ভেদো ভবতি পৃথক্ পৃথক্ শরীরাণ্যেব পৃথক্ পৃথগাত্মান ইতি ভেদজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ, যতো ভেদা-দেব আত্মনো বিপর্য্যয়ঃ জন্মাদিবিকাররূপবিপর্য্যয়-প্রাপ্তিঃ। দেহজন্মমরণাভ্যামেবাত্মা জাতো মৃত ইতি জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ দেহৈরেব পুত্রাদিভির্যোগঃ সুখকারণং, বিয়োগে দুঃখকারণঞ্চ ইয়মেব সংসৃতিঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—(দেহের বিকার হইলেও আত্মার বিকৃতি হয় না, ইহা যাহারা যথার্থরূপে অবগত নহে, তাহাদিগেরই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইয়া থাকে এবং ঐ বুদ্ধি হইতে ভেদ জ্ঞান হয় ইহা বলিতেছেন)—'অনেবম্বিদঃ', আত্মতত্ত্ব যাহারা জানে না, অর্থাৎ শরীরকেই আত্মারূপে যাহারা জানে, এই অর্থ। 'যথা'—যথাযথভাবে। 'ভেদঃ'—প্রথমে ভেদ হয়, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ শরীরই পৃথক্ পৃথক্ আত্মা, এইরূপ ভেদজ্ঞান হয়, এই অর্থ। 'যতঃ'—যে ভেদজ্ঞান হইতেই আত্মার বিপর্য্যয়, অর্থাৎ জন্মাদি বিকাররূপ বিপর্য্যয়প্রাপ্তি, দেহের জন্ম ও মরণের দ্বারাই আত্মা জাত ও মৃত—এইরূপ জ্ঞান হয়, এই অর্থ। তারপর সেই ভেদজ্ঞান হইতে পুত্রাদি দেহের সহিত যোগে সুখের কারণ ও বিয়োগে দুঃখের কারণ হইয়া থাকে, ইহাই সংসৃতি, অর্থাৎ তাহাদের সুখ-দুঃখাত্মক সংসার-নিবৃত্তি হয় না ॥ ২০ ॥

মধ্ব—যতঃ পরমাত্মনো নৈকবিধমৈক্যং বিপ-

রীতজ্ঞানেন যতশ্চ সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে। স এব ন বিপর্য্যেতি। পুত্রাদিকং তু বিপর্য্যেতি ॥ ২০ ॥

———

তস্মাদ্ভদ্রে স্বতনয়ান্ ময়া ব্যাপাদিতানপি।
মানুশোচ যতঃ সর্ব্বঃ স্বকৃতং বিন্দতেঽবশঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ি ভদ্রে, (কল্যাণি, দেবকি,) যতঃ (হেতোঃ) সর্ব্বঃ (জীবঃ) অবশঃ (দৈবাধীনঃ সন্) স্বকৃতং বিন্দতে (স্ব কর্ম্মজন্যং ফলং লভতে) তস্মাৎ ময়া ব্যাপাদিতান্ অপি (নিহতান্ অপি) স্বতনয়ান্ (নিজপুত্রান্) মা অনুশোচ (তেষামর্থে শোকং মা কুরু) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অয়ি ভদ্রে, যেহেতু সকল জীবই দৈবাধীন হইয়া নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করে, সেই জন্য আমাকর্ত্তৃক নিহত নিজ পুত্রগণের জন্য অনুশোচনা করিও না ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তনয়ান্ দেহানামনাত্মত্বাৎ তনয়বুদ্ধ্যা তান্ বহির্দৃষ্ট্যা ময়া হতানপি মানুশোচেত্যর্থঃ। ময়া পঞ্চভূতাত্মকা দেহা এব হতা ইত্যতো ময্যপি দোষদৃষ্টির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ। মমৈবমাত্মতত্ত্বজ্ঞানং নাস্তীতি চেৎ তদপি মানুশোচেত্যাহ যত ইত্যাদি অজ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মবাদেঽপ্যেবং বিচারেণ ন শোকাবকাশ ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তনয়ান্'—দেহের অনাত্মকত্ব প্রযুক্ত বহির্দৃষ্টিতে যদিও তোমার সন্তানগুলি আমি নিধন করিয়াছি সত্য, কিন্তু অজ্ঞান-দৃষ্টিতে মৎকর্ত্তৃক ত্বদীয় সন্তানগুলি নিহত হইলেও, 'মা অনুশোচ'—তাহাদের নিমিত্ত আর বৃথা শোক করিও না—এই অর্থ। 'ময়া পঞ্চভূতাত্মকা দেহা এব হতাঃ'—বিশেষতঃ আমি পঞ্চভূতাত্মক দেহমাত্র বিনাশ করিয়াছি, অতএব আমার প্রতি দোষদৃষ্টিও অসঙ্গত, এই ভাবার্থ। যদি বল—"আমার এইরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান নাই, সন্তানগুলির জন্য আমি বড়ই অধীরা হইয়াছি।" তথাপি বলিতেছি—আর শোক করিও না। 'যতঃ'—যেহেতু প্রাণিসকল অনিচ্ছা-সত্ত্বেও স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। এখানে অজ্ঞানাশ্রয়ে কর্ম্মবাদ স্বীকার করিলেও এইরূপ বিচারের দ্বারা শোকের অবকাশ নাই, এই ভাবার্থ ॥২১

মধ্ব—তস্মাত্তস্মিন্নেব স্থিতিং কৃত্বা মানুশোচঃ। অহং ব্রহ্মাস্মি দেবোঽস্মি নাস্মি কেবলমানুষঃ। জাতোঽস্মি বর্দ্ধে ধনবান্ ম্রিয় ইত্যাদিকাঃ সদা ॥ দেহাদিষু চ দেবেষু পরে ব্রহ্মণি চাভিদা। মোহাদ্যন্যায়য়া নিত্যং দৃশ্যতেঽধমমধ্যমে। স ঈশো ন বিপর্য্যেতি সর্ব্বেশত্বাৎ কদাচন। পুত্রাদিকং বিপর্য্যেতি পিত্রাদিশ্চ যতো ভবেৎ। ইতি ব্রাহ্মে ॥ তল্লক্ষণৈর্বিহীনঃ সন্ ব্রহ্মদেবোঽস্মি চেতি তু। অসুরাঃ প্রতিপদ্যন্তে জন্মাদীন্ মানুষা জনাঃ ॥ ইতি চ। পরব্রহ্মণ একস্য ব্রহ্মাস্মীতি বিচিন্তনম্। পরব্রহ্মেতি রামাদিলক্ষণৈরবধারয়েৎ ॥ দেবোঽস্মীতি চ দেবানাং তচ্চ জ্ঞেয়ং স্বলক্ষণৈঃ ॥ মর্ত্ত্যানাং মানুষোঽস্মীতি প্রতিপত্তির্বিধীয়তে। অন্যথা প্রতিপত্ত্যা তু তমো যাতি বিনিশ্চয়াৎ। অন্যথা প্রতিপদ্যন্তে আসুরা নিয়তং জনাঃ। ঘোরং তমশ্চ তে যান্তি তথা জ্ঞানাৎ পরং সুরাঃ ॥ ইতি চ ॥ ২১ ॥

———

যাবদ্ধতোঽস্মি হন্তাস্মীত্যাত্মানং মন্যতেঽস্বদৃক্।
তাবৎ তদভিমান্যজ্ঞো বাধ্যবাধকতামিয়াৎ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) অস্বদৃক্ (অনাত্মজ্ঞঃ জীবঃ হতঃ অস্মি (অহমন্যেন নাশিতঃ অস্মি) হন্তা অস্মি (অহং অন্যেষাং বিনাশকঃ অস্মি) ইতি (এবম্প্রকারেণ) আত্মানং (স্বং) মন্যতে (জানাতি অজ্ঞতাবশাৎ হতত্বহন্তৃত্বাদিভাবং আত্মনি আরোপয়তি) তাবৎ (তৎকাল পর্য্যন্তং) তদভিমানী (দেহাদ্যাত্মাভিমানী) অজ্ঞ (মূঢ়ঃ) বাধ্যবাধকতাং (আত্মনঃ বাধ্যবাধকতাভাবং) ইয়াৎ (লভেত) ॥২২॥

অনুবাদ—যতকাল পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞানশূন্য জীব "আমি হত হইয়াছি, আমি বিনাশ করিয়াছি" এইরূপে আত্মার উপর বিনাশ্য-বিনাশকভাব কল্পনা করে, ততকাল পর্য্যন্ত দেহাদিতে আত্মাভিমানী মূঢ়জন আত্মার বাধ্যবাধক ভাব অর্থাৎ ইনি বধ্য, ইনি ঘাতক এইরূপ কর্ম্ম-কর্ত্তৃভাব প্রাপ্ত হইয়া তৎফলস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি লাভ করে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—মম তু ত্বৎপুত্র-হন্তৃত্বমেব তাবন্নাস্তি জ্ঞানিত্বাদিত্যাহ। যাবদিতি অস্বদৃক্ ন স্বমাত্মানং পশ্যতি কিন্তু দেহমেব পশ্যত্যতোঽজ্ঞঃ। তেন মম

দেহাভিমানাভাবাৎ। "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবদ্ধ্যত" ইতি বচনান্ন ত্বৎপুত্র-হন্তৃত্বং নাপি বন্ধ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি জ্ঞানী বলিয়া তোমার পুত্রগণের হন্তৃত্বই আমাতে নাই, ইহা বলিতেছেন—'যাবদ্' ইত্যাদি। 'অস্বদৃক্'—যে ব্যক্তি আত্মাকে দেখে না (জানে না), কিন্তু দেহই দেখে, অতএব সেই ব্যক্তি অজ্ঞ। (অর্থাৎ দেহাভিমানী ব্যক্তি যাবৎ পর্য্যন্ত আমি হন্তা (হনন-কর্ত্তা) বা আমি হত হইলাম, এই প্রকারে আপনাকে বিবেচনা করে, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই দেহাভিমানী অজ্ঞ, অতএব 'বাধ্য-বাধকতাম্ ইয়াৎ'—বাধ্য (হননজন্য পাপ) ও বাধক (তৎফল) প্রাপ্ত হইয়া থাকে)। কিন্তু আমার দেহাভিমান না থাকায়, "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্" (১৮।১৭), অর্থাৎ যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃত-ভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হননকর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না—এই শ্রীগীতোক্ত বচনানুসারে আমি তোমার পুত্রের হন্তাও নই, কিংবা তৎফলে বদ্ধও নই, এই ভাবার্থ ॥ ২২ ॥

ক্ষমধ্বং মম দৌরাত্ম্যং সাধবো দীনবৎসলাঃ।
ইত্যুক্ত্বাশ্রুমুখঃ পাদৌ শ্যালঃ স্বস্রোরথাগ্রহীৎ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—দীনবৎসলাঃ (দীনেষু দুর্গতেষু বৎসলাঃ কৃপাযুক্তাঃ) সাধবঃ (মহাত্মানঃ ভবন্তঃ) মম দৌরাত্ম্যং (পুত্রহননকারাবন্ধনাদিকং দুর্ব্যবহারং) ক্ষমধ্বং (মর্শয়ত) শ্যালঃ (বসুদেবশ্যালকঃ কংসঃ) ইত্যুক্ত্বা অথ (পশ্চাৎ) অশ্রুমুখঃ (অশ্রুজলপ্লাবিত-বদনঃ সন্) স্বস্রোঃ (ভগিনীভগিনীপত্যোঃ) পাদৌ অগ্রহীৎ (চরণৌ ধারয়ামাস) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আপনারা দীনজনের প্রতি কৃপাশীল মহাজন। অতএব আমার দৌরাত্ম্য ক্ষমা করুন। কংস এই বলিয়া অশ্রুমুখে ভগিনী ও ভগিনীপতির চরণ ধারণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ময়ি পুত্রহন্তৃত্বমারোপ্যাধিকং চেদ্রোদিষি তর্হি সত্যমহং দুষ্ট এবং বুদ্ধিপূর্ব্বকং পাপমকরবমেব তত্র নিষ্কৃতি র্যুষ্মৎকৃপৈবেত্যাহ ক্ষমধ্বমিতি। শ্যালঃ কংসঃ, স্বস্রোরিতি দ্বিবচনানুপপত্ত্যা স্বসৃশব্দেন স্বসৃপতির্লক্ষ্যতে ইত্যেকঃ স্বসৃশব্দো লক্ষকঃ অন্যো বাচকঃ। তয়োরেকশেষাৎ স্বস্রোর্বসুদেব-দেবক্যোঃ পাদৌ প্রত্যেকং পাদমগ্রহীদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও অজ্ঞতাবশতঃ আমাতে পুত্রহন্তৃত্ব আরোপ করিয়া রোদন কর, তাহা হইলে সত্য সত্যই আমি মহাদুষ্ট ও পাপী, বুদ্ধিপূর্ব্বকই পাপ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে নিষ্কৃতি তোমাদের কৃপাই, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষমধ্বম্', তোমরা বন্ধু-বৎসল সাধু, অতএব আমার ঐ দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর। 'শ্যালঃ'—কংস, 'স্বস্রোঃ'—এখানে দ্বিবচন অসঙ্গত বলিয়া স্বসৃ-শব্দে ভগিনীপতিকেও লক্ষ্য করা হই-তেছে, এক স্বসৃ-শব্দ লক্ষক, অন্যটি বাচক। তাহা-দের একশেষ-সমাসে 'স্বস্রোঃ'—শব্দে ভগিনী ও ভগিনীপতি, অর্থাৎ এখানে বসুদেব ও দেবকীকে বুঝাইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকের চরণ ধারণ করিল, এই অর্থ ॥ ২৩ ॥

মোচয়ামাস নিগড়াদ্ বিস্রব্ধঃ কন্যকাগিরা।
দেবকীং বসুদেবঞ্চ দর্শয়ন্নাত্মসৌহৃদম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—কন্যকাগিরা (দেবীবাক্যেন) বিস্রব্ধঃ (বিশ্বস্তঃ) আত্মসৌহৃদং (স্বকীয়াত্মীয়তাং) দর্শয়ন্ (প্রকাশয়ন্) দেবকীং বসুদেবং চ নিগড়াৎ (বন্ধনাৎ) মোচয়ামাস (মোচিতবান্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যোগমায়ার বাক্যে বিশ্বস্ত কংস এই-রূপে আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া দেবকী ও বসুদেবকে বন্ধন মুক্ত করিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিগড়াৎ লোহশৃঙ্খলাৎ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিগড়াৎ'—লৌহশৃঙ্খল হইতে (দেবকী ও বসুদেবকে কংস মুক্ত করিয়া দিল।) ॥ ২৪ ॥

ভ্রাতুঃ সমনুতপ্তস্য ক্ষান্তরোষা চ দেবকী।
ব্যসৃজদ্বসুদেবশ্চ প্রহস্য তমুবাচ হ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—দেবকী সমনুতপ্তস্য (অনুশোচনাং কুর্ব্বতঃ) ভ্রাতুঃ (কংসস্য বিষয়ে) ক্ষান্তরোষা (পরি-

ত্যক্তক্রোধা সতী) ব্যসৃজৎ (শোকং তত্যাজ) বসুদেবঃ চ প্রহস্য (হাসং কুর্ব্বন্) তং (কংসং) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—দেবকী অত্যন্ত অনুতপ্ত ভ্রাতার সম্বন্ধে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোক-নিবৃত্তা হইলেন। বসুদেব তখন হাস্যমুখে কংসকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতুরপরাধং ক্ষান্ত্বা রোষং শোকঞ্চ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষান্তরোষা'—অনুতপ্ত ভ্রাতা কংসের অপরাধ ক্ষমা করিয়া, তাহার প্রতি যে ক্রোধ ছিল, তাহা এবং সন্তানের নিমিত্ত শোকও দেবকী পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৫ ॥

এবমেতন্মহাভাগ যথা বদসি দেহিনাম্।
অজ্ঞানপ্রভবাহংধীঃ স্বপরেতি ভিদা যতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহাভাগ, (মহাজন) দেহিনাং (প্রাণিনাং) অহং ধীঃ (অহং বুদ্ধিঃ) অজ্ঞানপ্রভবা (আত্মবিষয়কাজ্ঞাননিমিত্তা) যথা বদসি (ইতি যৎ ত্বং কথয়সি) এতৎ এবং (এতৎ সত্যমেব) যতঃ (অহংবুদ্ধিবশাৎ) স্বপরা ইতি (আত্মপরবিষয়া) ভিদা (ভেদবুদ্ধিঃ বর্ত্ততে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ, দেহিগণের অহংবুদ্ধি আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক অজ্ঞান হইতে জাত, ইহা যে বলিয়াছ তাহা বস্তুতই সত্য। কেননা, সেই অহংবুদ্ধি হইতেই আত্মপর বিষয়ক ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে॥২৬

বিশ্বনাথ—যতোঽহংধিয় এব হেতোরয়ং স্বঃ অয়ং পর ইতি ভিদা, সহ-সুপেতি সমাসঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—(মনুষ্যের আত্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে দেহাদিতে অহংবুদ্ধি হইয়া থাকে), যেহেতু সেই অহংবুদ্ধি হইতেই ইনি আপন, ইনি পর—এইরূপ ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 'স্বপরেতি' —এখানে 'সহ সুপা' অর্থাৎ সুবন্তের সহিত সুবন্তের সমাস হয়, এই সূত্রানুসারে সমাস হইয়াছে ॥ ২৬॥

মধ্ব—দেহিনামজ্ঞানপ্রভবায়তনাঃ। স্বপরেতি ভিদা হন্তি। দেবোঽহং মানুষো বেতি বিশেষং তত্র চাপি তু। তথৈব পরমাত্মানং বিশেষং ব্রহ্মজীবয়োঃ ॥ সম্যগ্‌ভেদেন যঃ পশ্যেৎ সংহত্যাজ্ঞানসম্ভবাঃ। যাতনাঃ পরমাত্মানং তৎ প্রসাদাচ্চ গচ্ছতি ॥ ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ॥ ২৬ ॥

শোকহর্ষভয়দ্বেষ-লোভমোহমদান্বিতাঃ।
মিথো ঘ্নন্তং ন পশ্যন্তি ভাবৈর্ভাবং পৃথগ্‌দৃশঃ ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—পৃথগ্‌দৃশঃ (ভেদদর্শিনঃ জনাঃ) শোক-হর্ষ-ভয়-দ্বেষ-লোভমোহ-মদান্বিতাঃ) (শোকাদিভিঃ অন্বিতাঃ যুক্তাঃ সন্তঃ) মিথঃ (পরস্পরং) ভাবৈঃ (নিমিত্তভূতৈঃ) ভাবং ঘ্নন্তং (ভাবান্তরং নাশয়ন্তং পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (ন জানন্তি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ভেদদৃষ্টি-পরায়ণ জীবগণ শোক, হর্ষ, ভয়, দ্বেষ, লোভ, মোহ এবং মদযুক্ত হইয়া পরস্পর নিমিত্তভূত পদার্থদ্বারা পদার্থের বিনাশকর্ত্তা (অর্থাৎ নিমিত্তভূত নৃপ-ব্যাঘ্র রোগাদিদ্বারা মনুষ্য গো অশ্ব প্রভৃতির বিনাশহেতু) পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না ; (কিন্তু অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আপনাকে কর্ত্তা অভিমান করে, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায় না) ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মিথঃ পরস্পরং ভাবৈর্নৃপব্যাঘ্র-রোগাদিভির্ভাবং মনুষ্যগবাশ্বাদিকং ঘ্নন্তমীশ্বরমিতি শেষঃ। পৃথগ্‌দৃশো বহির্দৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথঃ'—পরস্পর, 'ভাবৈঃ' —নিমিত্তভূত নৃপ, ব্যাঘ্র, রোগাদি দ্বারা, 'ভাবং'— মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতির বিনাশকর্ত্তা ঈশ্বরকে তাহারা দেখিতে পায় না। যেহেতু 'পৃথক্‌দৃশঃ'— বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন ॥ ২৭ ॥

মধ্ব—ভগবদ্দর্শনাদ্ যস্য বিরোধাদ্দর্শনং পৃথক্॥ পৃথগ্‌দৃষ্টিঃ সবিজ্ঞেয়ো ন তু সদ্ভেদদর্শনঃ ইতি চ ভবিষ্যৎপুরাণে। স্বরূপভেদো হি পরজীবয়োর্জীবগোমিথঃ। পরস্পরেণ বস্তূনাং বিশেষঃ শাস্ত্রদর্শিতঃ ॥ সদ্ভেদোঽয়ং সমুদ্দিষ্টস্ত্বসদ্ভেদং চ মে শৃণু ॥ স্বরূপাণাং গুণানাঞ্চ বিষ্ণোর্ভেদঃ পরস্পরাৎ। সর্ব্বস্য বিষ্ণুতন্ত্রত্বং শত্রুমিত্রাদি ভেদিতা। যচ্চানাচ্ছাস্ত্রবিদ্বিষ্টমসদ্ভেদঃ স ঈরিতঃ ॥ সদ্ভেদদর্শনান্মোক্ষস্ত্বসদ্ভেদাত্তমো ব্রজেৎ। সদ্ভেদাদ্দর্শনাচ্চৈব তমো মোক্ষস্তথেতরাৎ ইতি চ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ—
কংস এবং প্রসন্নাভ্যাং বিশুদ্ধং প্রতিভাষিতঃ।
দেবকীবসুদেবাভ্যামনুজ্ঞাতোঽবিশদ্গৃহম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—এবং (পূর্ব্বোক্তবাক্যৈঃ) প্রসন্নাভ্যাং (সন্তুষ্টাভ্যাং) দেবকীবসুদেবাভ্যাং বিশুদ্ধং (নিষ্কপটং) প্রতিভাষিতঃ (উক্তঃ) কংসঃ অনুজ্ঞাতঃ (তাভ্যাং অনুমতঃ সন্) গৃহং (নিজমন্দিরং) অবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—দেবকী ও বসুদেব প্রসন্ন হইয়া এইরূপ বাক্যে নিষ্কপটে কংসকে সম্ভাষণ করিলে কংস তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে নিজালয়ে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিশুদ্ধমকপটং যথা স্যাৎ, বিস্রব্ধমিতি পাঠে সবিশ্বাসম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশুদ্ধম্'—অকপট যাহাতে হয়, অর্থাৎ নিষ্কপটে দেবকী ও বসুদেব কংসকে সম্ভাষণ করিলে, 'বিস্রব্ধম্'—এইরূপ পাঠে কংসের বিশ্বাস-জনক প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে, কংস তাঁহাদের অনুমতিক্রমে নিজ গৃহে প্রবেশ করিল ॥ ২৮ ॥

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং কংস আহূয় মন্ত্রিণঃ।
তেভ্য আচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং যোগনিদ্রয়া ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং (গতায়াং প্রাতঃ) মন্ত্রিণঃ (সচিবান্) আহূয় (আমন্ত্রয়িত্বা) কংসঃ যোগনিদ্রয়া (আকাশস্থিতয়া দেব্যা) যৎ উক্তং (তব হন্তা কুত্রাপি জাতঃ ইত্যাদিবচনং) সর্ব্বং তৎ তেভ্যঃ (মন্ত্রিভ্যঃ) আচষ্ট (জ্ঞাপয়ামাস)॥২৯

অনুবাদ—অতঃপর সেই রাত্রি অতীত হইলে কংস মন্ত্রিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক—"তোমার বিনাশক কোন স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্য—যাহা যোগমায়া বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয় জ্ঞাপন করিলেন ॥ ২৯ ॥

আকর্ণ্য ভর্ত্তুর্গদিতং তমূচুর্দেবশত্রবঃ।
দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষা দৈতেয়া নাতিকোবিদাঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ কংসস্য) গদিতং (তদ্বচনং) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) দেবান্ প্রতি কৃতামর্ষাঃ (দেবদ্বেষপরায়ণাঃ) নাতিকোবিদাঃ (দুষ্টমাত্রমতয়ঃ ন কোবিদা ইত্যর্থঃ) দেবশত্রবঃ (সুররিপবঃ) দৈতেয়াঃ (অসুরাঃ মন্ত্রিণঃ) তং (কংসং) ঊচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—প্রভু কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদ্বেষী, দুষ্ট-বিষয়েমাত্রবিচক্ষণ অতএব অনিপুণ দেবরিপু অসুর মন্ত্রিগণ বলিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নাতিকোবিদাঃ ন কোবিদা ইত্যর্থঃ। অতি ইত্যনধিকার্থম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাতিকোবিদাঃ'—কোবিদ (নিপুণ) নহে, এই অর্থ। অতি-শব্দ এখানে অনধিকার্থ, অর্থাৎ কংসের সেই অসুর মন্ত্রিগণ দুষ্ট-বিষয়মাত্রে বিচক্ষণ, কিন্তু যথার্থবিষয়ে অনিপুণ ছিলেন ॥ ৩০ ॥

এবং চেৎ তর্হি ভোজেন্দ্রপুরগ্রামব্রজাদিষু।
অনির্দশান্নির্দ্দশাংশ্চ হনিষ্যামোঽদ্য বৈ শিশূন্ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—হে ভোজেন্দ্র, (ভোজনরপতে,) এবং চেৎ (যদি কুত্রচিৎ তব হন্তা জাতঃ) তর্হি (তদা) পুরগ্রামব্রজাদিষু (নগরজনপদগোষ্ঠাদিষু) অদ্য অনির্দ্দশান্ (দশদিনেভ্যঃ অনির্গতান্) নির্দ্দশান্ (দশদিবসাতিক্রান্তান্ চ) শিশূন্ (বালকান্) হনিষ্যামঃ (মারয়িষ্যামঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে ভোজরাজ, যদি বস্তুত এরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা অদ্য নগর গ্রাম এবং জনপদস্থ দশদিনের অনধিক বয়স্ক এবং দশদিনের অধিক বয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করিব॥৩১

বিশ্বনাথ—অনির্দ্দশান্ দশদিনেভ্যো ন নির্গতান্ নির্গতাংশ্চ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনির্দ্দশান্ নির্দ্দশাংশ্চ'—দশ দিন হইতে অধিক নয় এবং দশ দিনের অধিক, অর্থাৎ পুর, গ্রাম ও ব্রজ প্রভৃতি স্থানে বর্ত্তমান দশ দিন বয়স্ক অথবা দশ দিনের অধিক বয়স্ক শিশু সকলকে অদ্যই বিনাশ করিব ॥ ৩১ ॥

কিমুদ্যমৈঃ করিষ্যন্তি দেবাঃ সমরভীরবঃ।
নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো জ্যাঘোষৈর্ধনুষস্তব ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যং (সর্ব্বদা) তব ধনুষঃ জ্যাঘোষৈঃ (গুণাকর্ষণ-নিনাদৈঃ) উদ্বিগ্ন-মনসঃ (অস্থিরচিত্তাঃ) সমরভীরবঃ (যুদ্ধভীতাঃ) দেবাঃ (অমরাঃ) উদ্যমৈঃ (চেষ্টাভিঃ) কিং করিষ্যন্তি (তব কিং অনিষ্টং বিধাস্যন্তি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দেবগণ সমরে ভীরু, তাহারা সর্ব্বদা আপনার ধনুর গুণাকর্ষণ শব্দে উদ্বিগ্নচিত্ত, অতএব উহারা চেষ্টাদ্বারা আপনার কি অনিষ্ট করিবে ? ৩২॥

অস্যতস্তে শরব্রাতৈর্হন্যমানাঃ সমন্ততঃ।
জিজীবিষব উৎসৃজ্য পলায়নপরা যযুঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অস্যতঃ (বাণান্ ক্ষিপতঃ) তে (তব) শরব্রাতৈঃ (বাণসমূহৈঃ) হন্যমানাঃ (আহতাঃ কেচিৎ দেবাঃ) জিজীবিষবঃ (জীবিতুমিচ্ছন্তঃ) উৎসৃজ্য (রণং ত্যক্ত্বা) পলায়নপরাঃ (পলায়নরতাঃ) যযুঃ (জগ্মুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আপনার বাণ নিক্ষেপকালে কতিপয় দেবতা বাণসমূহদ্বারা আহত হইয়া বাঁচিবার আশায় পলায়নরত হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্যতঃ বিধ্যতঃ সতঃ। উৎসৃজ্য রণং ত্যক্ত্বা ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্যতঃ' আপনি শরসমূহ দ্বারা দেবগণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নিক্ষিপ্ত শরজালে বিদ্ধ হইয়া তাহারা জীবনাকাঙ্ক্ষায় রণভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়নপর হইয়াছিল ॥ ৩৩ ॥

কেচিৎ প্রাঞ্জলয়ো দীনা ন্যস্তশস্ত্রা দিবৌকসঃ।
মুক্তকচ্ছশিখাঃ কেচিদ্ভীতাঃ স্ম ইতি বাদিনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কতিপয়ে) দিবৌকসঃ (দেবাঃ) দীনাঃ (দুর্ব্বলাঃ সন্তঃ) ন্যস্তশস্ত্রাঃ (ন্যস্তানি তব সমীপে পরিত্যক্তানি শস্ত্রাণি যৈঃ তাদৃশাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (তব স্তুত্যর্থং বদ্ধাঞ্জলয়ঃ বভূবুঃ) কেচিৎ (অপরে দিবৌকসঃ) মুক্তকচ্ছাঃ (মুক্তাঃ ত্যক্তাঃ কচ্ছাঃ যৈঃ তে তাদৃশাঃ) ভীতাঃ স্ম (বয়ং ভবতো ভয়াক্রান্তাঃ) ইতি বাদিনঃ ইতি বদন্তঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কতিপয় দেবতা দুর্ব্বল হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়াছিল। অন্য কেহ কেহ মুক্তকচ্ছ হইয়া "আমরা আপনার ভয়ে ভীত হইয়াছি" এরূপ বলিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

ন ত্বং বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ বিরথান্ ভয়সংবৃতান্।
হংস্যন্যাসক্তবিমুখান্ ভগ্নচাপানযুধ্যতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (চ) বিস্মৃতশস্ত্রাস্ত্রান্ (বিস্মৃতানি শস্ত্রাণি অস্ত্রাণি চ যৈঃ তান্) বিরথান্ (রথহীনান্) ভয়সংবৃতান্ (ভয়াক্রান্তান্) অন্যাসক্তবিমুখান্ (অন্যেষু বিষয়েষু আসক্তান্ অতএব বিমুখান্ যুদ্ধেচ্ছা-রহিতান্) ভগ্নচাপান্ (ভগ্নধনুষঃ) অযুধ্যতঃ (যুদ্ধং অকুর্ব্বতঃ দেবান্) ন হংসি (ন মারয়সি) ॥ ৩৫॥

অনুবাদ—আপনিও তখন রথশূন্য অস্ত্রশস্ত্র-বিস্মরণশীল, ভয়াক্রান্ত, বিষয়াসক্তি বশতঃ যুদ্ধবিমুখ, ভগ্নধনুঃ এবং যুদ্ধে বিরত দেবগণকে বধ করেন নাই ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তব ধার্ম্মিকত্বমেব তেষাং বৃদ্ধৌ হেতুরিত্যাহুঃ। ন ত্বমিতি। তেনাতঃপরং ধার্ম্মিকত্বং ত্যজ্যতাম্। ধর্ম্মস্য নায়ং কাল ইতি ভাবঃ ॥৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার ধার্ম্মিকত্বই তাহাদের বৃদ্ধির কারণ, ইহা বলিতেছেন—'ন ত্বম্' ইত্যাদি। অতঃপর ধার্ম্মিকত্ব পরিত্যাগ করুন, কারণ এখন ধর্ম্মের কাল নাই, এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

কিং ক্ষেমশূরৈর্বিবুধৈরসংযুগবিকত্থনৈঃ।
রহোজুষা কিং হরিণা শম্ভুনা বা বনৌকসা।
কিমিন্দ্রেণাল্পবীর্য্যেণ ব্রহ্মণা বা তপস্যতা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসংযুগবিকত্থনৈঃ (সংযুগাৎ যুদ্ধাৎ অন্যত্র বিকত্থনং প্রৌঢ়বাদো যেষাং তৈঃ) ক্ষেমসূরৈঃ (ক্ষেমে নির্ভয়ে দেশে শূরৈঃ বীরৈঃ) বিবুধৈঃ (তাদৃশৈঃ দেবৈঃ) কিং (তব, কিং ভয়মস্তি, কিমপি ভয়ং ন দেবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) রহোজুষা (রহঃ নিভৃতং সর্ব্বস্য অন্তঃকরণং জুষ্টে সেবতে তেন নিভৃতস্থিতেন) হরিণা

(বিষ্ণুনা) কিং (কিং ভয়ম্) বা (অথবা) বনৌকসা (বনবাসিনা) শম্ভুনা (শিবেন) কিং (ভয়মস্তি) অল্পবীর্য্যেণ (হীনশক্তিনা) ইন্দ্রেণ কিং তপস্যতা (সর্ব্বদা তপস্যারতেন) ব্রহ্মণা (বিধাত্রা বা কিং ভয়ম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—দেবগণ যুদ্ধক্ষেত্র ভিন্ন অন্যত্রই স্পর্দ্ধা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং নির্ভয় প্রদেশেই *বীরত্ব প্রকাশ করিতে পারে, এতাদৃশ দেবগণ হইতে* আপনার ভয় কি ? বিষ্ণু সর্ব্বদা সকলের নিভৃত অন্তঃকরণেই বাস করেন, শিব সর্ব্বদা বনেই অবস্থান করেন, ইন্দ্র নিতান্তই হীনবীর্য্য এবং ব্রহ্মা সর্ব্বদা তপস্যায়ই রত ; অতএব তাহাদিগের দ্বারা আপনার কোনও ভয় নাই ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বয়ন্তু তেভ্যঃ কদাঽপি ন বিভীম ইত্যাহুঃ। ক্ষেমে নির্ভয়ে দেশে শূরৈঃ সংযুগাদন্যত্রৈব বিকত্থনং প্রৌঢ়িবাদো যেষাং তৈঃ। ন চ হরেঃ শম্ভোর্বা ভেতব্যং তয়োরপি ত্বত্তুল্যবলত্বাভাবাদিত্যাহুঃ। রহোজুষেতি। যদি বলং স্যাত্তদা কিমিতি প্রকটীভূয় ন যুধ্যতে কিমিতি লোকানামন্তঃকরণেষু প্রবিশ্য নিহ্নূয়ত ইতি ভাবঃ। বনৌকসা পুরুষপ্রবেশরহিতমিলাবৃতবনমোকো যস্য তেন ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কিন্তু সেই দেবগণ হইতে কখনই ভীত নহি, ইহা বলিতেছেন—'ক্ষেমশূরৈঃ', যে দেবগণ রণভূমি ব্যতীত অন্যত্র নির্ভয় দেশেই স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ করে এবং স্ত্রীর সমীপে আপন আপন শৌর্য্য-বীর্য্যাদির আবিষ্কার করিয়া থাকে, সেই দেবগণ হইতে কি ভয় হইতে পারে ? আর হরি বা শম্ভু হইতেও ভীত হইবার কোন কারণ নাই, তাহাদের বল-বীর্য্যও আপনার তুল্য নহে, ইহা বলিতেছেন—'রহোজুষা' ইত্যাদি, আপনার ভয়ে হরি সর্ব্বদাই নিভৃতে লোকের অন্তঃকরণে অবস্থান করিতেছে, যদি তাহার বলই থাকিবে, তাহা হইলে প্রকাশ্যে আসিয়া যুদ্ধ করিত না কি ? 'বনৌকসা' —শম্ভু তো আপনার ভয়ে ইলাবৃত নামক এমন বনে বাস করে যে, সেখানে পুরুষ প্রবেশ করিলেই স্ত্রীলোক হইয়া যায়, অতএব যাহারা ভীত হইয়া লুক্কায়িত অবস্থায় থাকে, তাহাদিগের নিমিত্ত কি ভয় হইতে পারে ? —এই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

তথাপি দেবাঃ সাপত্ন্যান্নোপেক্ষ্যা ইতি মন্মহে।
ততস্তন্মূলখননে নিযুঙ্‌ক্ষ্বাস্মাননুব্রতান্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—তথাপি (দেবেভ্যঃ সর্ব্বথা ভয়াভাবেঽপি) সাপত্ন্যাৎ (বৈরনিবন্ধনাৎ) দেবাঃ ন উপেক্ষ্যাঃ (ন পরিত্যাজ্যাঃ) ইতি মন্মহে (বয়ং বিচারয়ামঃ) ততঃ (তস্মাৎ) তন্মূলখননে (তেষাং মূলোৎপাটনে) অনুব্রতান্ (অনুচরান্) অস্মান্ নিযুঙ্‌ক্ষ্ব (আজ্ঞাপয়) ॥ ৩৭

অনুবাদ—তথাপি বৈরনিবন্ধন দেবতাগণকে উপেক্ষা করা উচিত নহে বলিয়া মনে করি। অতএব *তাহাদের মূল উৎপাটনে অনুচর আমাদিগকে নিযুক্ত* করুন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি ক্ষুদ্রা অপি শত্রবো নোপেক্ষণীয়া ইতি নীতিশাস্ত্ররীতিরনুসরণীয়ৈবেত্যাহুস্তথাপীতি ॥৩৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করিতে নাই', এই নীতিশাস্ত্রের রীতি অনুসরণ করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'তথাপি' ইত্যাদি ॥ ৩৭ ॥

যথাময়োঽঙ্গে সমুপেক্ষিতো নৃভি-
র্ন শক্যতে রূঢ়পদশ্চিকিৎসিতুম্।
যথেন্দ্রিয়গ্রাম উপেক্ষিতস্তথা
রিপুর্মহান্ বদ্ধবলো ন চাল্যতে ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যদ্বৎ) নৃভিঃ (জনৈঃ সমুপেক্ষিতঃ (প্রথমাবস্থায়াং অগণিতঃ) আময়ঃ (রোগঃ পশ্চাৎ) অঙ্গে (শরীরে) রূঢ়পদঃ (বদ্ধমূলঃ) চিকিৎসিতুং (প্রতিকর্ত্তুং) ন শক্যতে (রোগবৃদ্ধৌ যথা প্রতীকারাসম্ভবঃ ভবতি) যথা (বা) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) উপেক্ষিতঃ (প্রথমং অনিগৃহীতঃ সন্ পশ্চাৎ নিগ্রহণাযোগ্যো ভবতি) তথা (তদ্বৎ) বদ্ধবলঃ (আদৌ উপেক্ষিতঃ পশ্চাৎ সঞ্চিতশক্তিঃ সন্) মহান্ রিপুঃ ন চাল্যতে (ন পরাজিতুং শক্যতে) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—যেরূপ রোগ প্রথম অবস্থায় উপেক্ষিত হইয়া পশ্চাৎ বদ্ধমূল অর্থাৎ শরীরে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে প্রতীকারের অযোগ্য হইয়া পড়ে কিম্বা ইন্দ্রিয়সমূহ প্রথম অবস্থায় নিগৃহীত না হইলে পরে নিগ্রহের অযোগ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রথমে উপেক্ষিত শত্রু পরে শক্তি সঞ্চয়পূর্ব্বক প্রবল হইলে তাহার পরাজয় অসাধ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—রূঢ়পদো বদ্ধমূলঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রূঢ়পদঃ'—বদ্ধমূল ॥ ৩৮ ॥

মূলং হি বিষ্ণুর্দেবানাং যত্র ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ।
তস্য চ ব্রহ্মগোবিপ্রাস্তপোযজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুঃ হি (নারায়ণ এব) দেবানাং মূলং (আশ্রয়ঃ) যত্র সনাতনঃ (অনাদি সিদ্ধঃ) ধর্ম্মঃ (তত্র বর্ত্ততে) তস্য চ (ধর্ম্মস্য) ব্রহ্মগো-বিপ্রাঃ (বেদ-গোব্রাহ্মণাঃ) সদক্ষিণাঃ (দক্ষিণাযুক্তাঃ) তপো যজ্ঞাঃ (তপস্যাযাগাদয়ঃ মূলম্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুই দেবতাগণের মূল, যেখানে অনাদিসিদ্ধ বেদ প্রসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম, সেইখানেই তিনি অবস্থান করেন। বেদ, গো, ব্রাহ্মণ, তপস্যা ও দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদিই সেই ধর্ম্মের মূলস্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মঃ সনাতন ইতি ধর্ম্ম এব তং জীবয়ংস্তস্য মূলমিত্যর্থঃ। তস্য ধর্ম্মস্য মূলং বেদাদয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধর্ম্মঃ সনাতনঃ'—ধর্ম্মই তাহাকে জীবিত করে, অতএব মূল এই অর্থ, অর্থাৎ দেবতাদিগের মূল বিষ্ণু, এবং ঐ বিষ্ণু যেখানে অনাদিসিদ্ধ সনাতন ধর্ম্ম সেইখানে থাকে, আর সেই ধর্ম্মের মূল বেদ, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি ॥ ৩৯ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ ব্রাহ্মণান্ ব্রহ্মবাদিনঃ ।
তপস্বিনো যজ্ঞশীলান্ গাশ্চ হন্মো হবির্দুঘাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, তস্মাৎ (হেতোঃ) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বতোভাবেন বয়ং) ব্রহ্মবাদিনঃ ব্রাহ্মণান্ (বেদজ্ঞান্ বিপ্রান্) যজ্ঞশীলান্ (যাজ্ঞিকান্) তপস্বিনঃ (মুনীন্) হবির্দুঘাঃ (যজ্ঞাহুতিসাধকহবিঃপ্রদায়িনীঃ) গাঃ চ (ধেনূশ্চ) হন্মঃ (বিনাশয়ামঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতএব আমরা সর্ব্বতোভাবে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, যাজ্ঞিক-তপস্বী এবং যজ্ঞের হবি-প্রদায়িনী ধেনুগণকে বিনাশ করিব ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তেষামপি মধ্যে ব্রাহ্মণবধেনৈব সর্ব্বে নঙ্ক্ষ্যন্তীত্যাহুঃ তস্মাদিতি। কিঞ্চ যজ্ঞানাং কারণং হবিস্তস্য গাব ইতি তাশ্চ বধ্যা ইত্যাহুর্গাশ্চেতি ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদের মধ্যেও ব্রাহ্মণগণের বধের দ্বারাই সকলে বিনষ্ট হইবে, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। আরও, যজ্ঞের নিমিত্ত প্রয়োজন হবির, সেই হবি (ঘৃত) গাভী ছাড়া হইবে না, অতএব সেই গাভীগণও বধ্য, ইহা বলিতেছেন—'গাশ্চ হন্মঃ', যজ্ঞের হবি-প্রদায়িনী গাভীসকলকেও সর্ব্বপ্রযত্নে হনন করিব ॥ ৪০ ॥

বিপ্রা গাবশ্চ বেদাশ্চ তপঃ সত্যং দমঃ শমঃ ।
শ্রদ্ধা দয়া তিতিক্ষা চ ক্রতবশ্চ হরেস্তনূঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) গাবঃ চ (ধেনবশ্চ) বেদাঃ চ (ঋগাদয়ঃ) তপঃ (তপস্যা) সত্যং (ঋতং) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ) শ্রদ্ধা (দেবগুরুব্রাহ্মণশাস্ত্রাদিষু বিশ্বাসঃ) দয়া (পর-দুঃখহরণেচ্ছা) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা) ক্রতবঃ চ (যজ্ঞাশ্চ) হরেঃ (বিষ্ণোঃ) তনূঃ (শরীরং আশ্রয় ইত্যর্থঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ, ধেনু, বেদ, তপস্যা সত্য, দম, শম, শ্রদ্ধা, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং যজ্ঞ এই সমস্ত বিষ্ণুর শরীর ॥ ৪১ ॥

স হি সর্ব্বসুরাধ্যক্ষো হ্যসুরদ্বিড় গুহাশয়ঃ ।
তন্মূলা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ সেশ্বরাঃ সচতুর্ম্মুখাঃ ।
অয়ং বৈ তদ্বধোপায়ো যদৃষীণাং বিহিংসনম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ গুহাশয়ঃ (সর্ব্বান্তর্য্যামী বিষ্ণুঃ) অসুরদ্বিট্ (দৈত্যশত্রুঃ) হি (নিশ্চিতং) সর্ব্বাসুরাধ্যক্ষঃ (সর্ব্বদেবপ্রধাননায়কঃ ভবতি) সেশ্বরাঃ (ঈশ্বরেণ মহেশেন সহিতাঃ) সচতুর্ম্মুখাঃ (চতুর্ম্মুখেন ব্রহ্মণা সহ বর্ত্তমানাঃ) সর্ব্বাঃ (সকলাঃ) দেবতাঃ তন্মূলাঃ (স বিষ্ণুঃ মূলং আশ্রয়ঃ যাসাং তাদৃশাঃ বিষ্ণুং আশ্রিত্যৈব সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ) যৎ (এতৎ) ঋষীণাং (তপস্বিনাং) বিহিংসনং (হিংসা) অয়ং বৈ (এষ এব) তদ্‌বধোপায়ঃ (তস্য বিষ্ণোঃ বধোপায়ঃ বিনাশপ্রণালী ভবতি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বান্তর্য্যামী সেই বিষ্ণু দৈত্যগণের শত্রু এবং সমস্ত দেবতাগণের প্রধান নায়ক। মহেশ্বর

এবং ব্রহ্মার সহিত সকল দেবতা সেই বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই যে তপস্বিগণের হিংসা, ইহাই সেই বিষ্ণুর বধের উপায়স্বরূপ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণবধ এব তস্য শরীরপাতো ভাবী-ত্যাহুঃ বিপ্রা ইতি। ঋষীণাং বিহিংসনমিতি সর্ব্ব-মূলস্য বিষ্ণোরপি মূলত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১-৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণগণের বধেই বিষ্ণুর শরীর বিনাশ হইবে, ইহা বলিতেছেন—বিপ্রাঃ' ইত্যাদি। 'ঋষীণাং বিহিংসনম্'—সমস্ত দেবতা-দিগের মূলস্বরূপ বিষ্ণুই, তাঁহারও মূল এই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, অতএব সেই তপস্বিগণের বিনাশই বিষ্ণু-বিনাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। কারণ তাহাদিগকে নিধন করিলে যজ্ঞাদির অভাবে বিষ্ণুর আর সত্তাই থাকিবে না— এই ভাব ॥ ৪১-৪২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ কংসঃ সহ সম্মন্ত্র্য দুর্ম্মতিঃ।
ব্রহ্মহিংসাং হিতং মেনে কালপাশাবৃতোঽসুর ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কালপাশাবৃত (যম-পাশবদ্ধঃ আসন্নমৃত্যুঃ ইত্যর্থঃ) অসুরঃ (দৈত্যঃ) দুর্ম্মতিঃ (দুর্ব্বুদ্ধিঃ) কংসঃ দুর্ম্মন্ত্রিভিঃ সহ (দুষ্টবুদ্ধি-ভিরমাত্যৈঃ সহ) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) সংমন্ত্র্য (আলোচয়িত্বা) ব্রহ্মহিংসাং (যাজ্ঞিকব্রাহ্মণবধং এব) হিতং (আত্মনঃ শ্রেয়ঃ সাধনোপায়ং) মেনে (নির্দ্ধা-রয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—কাল-পাশে আবদ্ধ দুর্ম্মতি দৈত্য কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণের সহিত এই-রূপ মন্ত্রণা করিয়া যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের বধই নিজের মঙ্গলসাধনের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

সন্দিশ্য সাধুলোকস্য কদনে কদনপ্রিয়ান্।
কামরূপধরান্ দিক্ষু দানবান্ গৃহমাবিশৎ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ কংসঃ) কদনপ্রিয়ান্ (জনোৎ-পীড়নানুরাগিনঃ) কামরূপধরান্ (অভিলষিতরূপ-গ্রহণসমর্থান্) দানবান্ (অনুচরান্ দৈত্যান্) দিক্ষু (সর্ব্বত্র) সাধুলোকস্য (সজ্জনস্য) কদনে (উৎ-পীড়নে) সন্দিশ্য (আদিশ্য) গৃহং (নিজাগারং) আবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কংস পরপীড়নপ্রিয় এবং বাঞ্ছানুযায়ী রূপধারণে সমর্থ দানবগণকে সর্ব্বত্র সজ্জনের উৎপীড়নের জন্য আদেশ করিয়া নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৪ ॥

তে বৈ রজঃপ্রকৃতয়স্তমসা মূঢ়চেতসঃ।
সতাং বিদ্বেষমাচেরুরারাদাগতমৃত্যবঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—আরাৎ আগতমৃত্যবঃ (আসন্নমৃত্যবঃ) তমসা (তমোগুণেন) মূঢ়চেতসঃ (হিতাহিতবিবেক-রহিতচিত্তাঃ) রজঃ-প্রকৃতয়ঃ (স্বভাবতঃ রজোগুণ-প্রধানাঃ) তে বৈ (তে চ কংসানুচরাঃ) সতাং (সাধূ-নাং ব্রাহ্মণাদীনাং) বিদ্বেষং (উৎপীড়নং) আচেরুঃ (আচরিতবন্তঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আসন্ন মৃত্যু, তমোগুণ বশতঃ হিতাহিত-বিবেকশূন্যচিত্ত, রজঃপ্রকৃতি কংসানুচরগণ তখন সজ্জনগণের উৎপীড়ন আরম্ভ করিল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভীতং রাজানমাশ্বাসয়তি আরাদিত্যা-দিনা ॥ ৪৫ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্থো দশমে স্কন্ধে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে চতুর্থাঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভীত রাজা পরীক্ষিৎকে আশ্বাস প্রদান করিতেছেন—'আরাৎ' ইত্যাদি, যে দানবগণ সাধুদিগের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিল, তাহাদের মৃত্যু অতি সন্নিকটে, কারণ সত্যের বিদ্বেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ॥ ৪৫ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৪ ॥

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥ ৪৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ) মহদতিক্রমঃ (মহতাং সাধূনাং অতিক্রমঃ উৎপীড়নং ইত্যর্থঃ) পুংসঃ (উৎপীড়কজনস্য) আয়ুঃ (জীবিতং) শ্রিয়ং (সৌভাগ্যং) যশঃ (কীর্ত্তিং) ধর্ম্মং (পুণ্যং) লোকান্ (স্বর্গাদিলোকান্) আশিষঃ এব চ (কল্যাণানি চ) সর্ব্বাণি শ্রেয়াংসি (সর্ব্ববিধশুভ-বিষয়ান্) হন্তি (নাশয়তি) ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—(হে রাজন্,) সাধুগণের উৎপীড়ন, উৎপীড়নকারীর আয়ু, সৌভাগ্য, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক, মঙ্গলসমূহ এবং সর্ব্ববিধ শুভ বিষয় বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহলাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥ ১ ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্ম্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চ্চনং তথা ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র-জন্মোৎসব সম্পাদন করিয়া মথুরায় গমন ও তথায় বসুদেব-সহ মিলনোৎসব বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবে ব্রজের সর্ব্বত্র আনন্দের উৎস প্রবাহিত—ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ। ব্রজরাজ মহানন্দে বিভোর হইয়া পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সমাপনপূর্ব্বক মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। যিনি যাহা অভিলাষ করিলেন, নন্দমহারাজ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা বিধান করিলেন। অনন্তর গোপদিগকে গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া নন্দমহারাজ কংসকে বার্ষিক করপ্রদানার্থ মথুরায় গমন করিলেন। তথায় করপ্রদান কার্য্য সমাধা হইয়াছে জানিয়া বসুদেব নন্দমহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভ্রাতা নন্দের সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের পুত্র কৃষ্ণসহ ব্রজের সর্ব্ববিধ কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নন্দমহারাজব্রজের কুশল জ্ঞাপনদ্বারা বসুদেবকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক দেবকীগর্ভজাত পুত্রগণের অপ্রাকট্যে দুঃখপ্রকাশ করিয়া কহিলেন,—অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের কারণ; যিনি ইহা জানেন তাঁহাকে আর কাতর হইতে হয় না। নন্দমহারাজের বাক্যে বসুদেব প্রীত হইলেন। তদনন্তর গোকুলে নানা উৎপাতের সম্ভাবনা জানিয়া নন্দমহারাজকে আর অধিক বিলম্ব না করিয়া শীঘ্রই ব্রজে যাইবার কথা বলিলেন। নন্দমহারাজও বসুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গোপগণসহ শকটযোগে গোকুল যাত্রা করিলেন।

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (উদারচিত্তঃ) নন্দঃ তু (নন্দমহারাজস্তু) আত্মজে উৎপন্নে (আত্মজত্বেন উৎপন্নে সতি) জাতাহলাদঃ (অত্যানন্দিতঃ) স্নাতঃ শুচিঃ (শুদ্ধঃ) অলঙ্কৃতঃ (ভূষণৈর্ভূষিতঃ সন্) বেদজ্ঞান বিপ্রান্ (ব্রাহ্মণান্) আহূয় (আমন্ত্রয়ন্) স্বস্ত্যয়নং (স্বস্তিবাচনং—স্বস্তিবাক্যং) বাচয়িত্বা (পাঠয়িত্বা) বিধিবৎ (যথাবিধি) আত্মজস্য (পুত্রস্য) জাতকর্ম্ম (জন্মান্তরকর্ত্তব্য কার্য্যং) তথা (তদ্বৎ) পিতৃদেবার্চ্চনং (দেবতা-পিতৃপুরুষপূজনঞ্চ) কারয়ামাস (ব্রাহ্মণৈঃ সম্পাদয়ামাস) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলে উদারচেতা নন্দমহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং স্নাত, শুদ্ধ ও অলঙ্কৃত হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন করাইয়া যথাবিধি পুত্রের জাতকর্ম্ম, দেবতা ও পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা সম্পাদন করাইলেন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

কৃষ্ণজন্মোৎসবো দাতুং করং শ্রীমথুরাগমঃ।
নন্দস্য বসুদেবেন সংলাপঃ পঞ্চমেঽভবৎ ॥০॥

নন্দস্ত্বিতি তুকারেণ বসুদেব আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদোঽপি কংসভয়াৎ সঙ্কুচিতমনা জাতকর্ম্মাদিকং কর্ত্তুং ন প্রাভূৎ। নন্দস্তু আত্মজে উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ অতিবিস্মিতমনাঃ স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং জাতকর্ম্ম কারয়ামাসেতি তুকারাদেবৈতন্মাত্রে বসুদেবাদ্ভেদে প্রাপ্তে নন্দগৃহেঽপি কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীমন্মুনীন্দ্রাভিপ্রেতাবগম্যতে। গর্ভকালেত্বসম্পূর্ণে ইতি পূর্ব্বোক্তে বৈশম্পায়ন-সম্মতাপি। ন চ তুকারোঽত্র পাদপূরণার্থ ইতি বাচ্যম্। নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা ইতি বিনাপি তুকারেণ পাদপূর্ত্তেঃ। ন চ তদপি তুকারোঽনর্থক এব আত্মনো জাত আত্মজস্তস্মিন্নিতি জনিধাতুপ্রয়োগাদেবাভীপ্সিতসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্। উপগুহ্যাত্মজামেবমিত্যত্রানৌরসাপত্যেঽপ্যাত্মজ-শব্দপ্রয়োগাৎ। কিঞ্চ নাড়ীচ্ছেদাৎ পূর্ব্বমেব জাতকর্ম্মোপক্রমশ্রবণাৎ নাড়ীচ্ছেদশ্চ গর্ভজত্বং বিনা কথং সম্ভবেৎ। কিঞ্চ কৃষ্ণস্য নন্দপুত্রত্বে খলু নৈকদ্বাঃ প্রয়োগঃ কিন্তু বহব এব, ন তে সর্ব্ব এবামুখ্যার্থী ভবিতুমর্হন্তি। তথাহি অদৃশ্যতানুজা বিষ্ণোরিতি প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজ ইতি। নৌমীড্য ত ইত্যাদৌ পশুপাঙ্গজায়েতি। দেহিনাং গোপিকাসুত ইতি। গৌতমীয়ে বল্লবীনন্দনং বন্দে ইতি। ক্রমদীপিকায়ামপি দেবতাসকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিত ইতি। মন্ত্রেঽপি নন্দপুত্রপদং ঙেঽন্তমিত্যাদয়ঃ। কেচিত্তু কৃষ্ণস্য বসুদেবপুত্রত্ব-বিজয়সখত্ব-রুক্মিণীকান্তত্বাদিভ্যোঽপি প্রেম-মিশ্রসম্বন্ধ-মূলকেভ্যঃ সকাশাৎ নন্দপুত্রত্বসুবলসখত্বগোপীকান্তত্বানি প্রেমৈকমূলকানি কৃষ্ণস্য নন্দাদ্যতিবশ্যত্বব্যঞ্জকান্যার্য্যবচনপরঃশতেন মহানুভাব-সহস্রানুভবেন চ পরমোৎকৃষ্টানীত্যতস্তাদৃশভাবতারম্যেন এব তত্তদ্ব্যপদেশতারতম্যমন্যথা বরাহদেবস্য ব্রহ্মপুত্রত্বং কৃষ্ণস্য চোত্তরাগর্ভগতত্বেনোত্তরা-পুত্রত্বমপি প্রসিদ্ধ্যেতেতি ব্রুবাণা যশোদা-গর্ভজাতত্বাভাবমেব স্বাভীষ্টসাধকং মন্যন্তে, ন চ নন্দযশোদয়োঃ কৃষ্ণে স্বপুত্রত্ববুদ্ধ্যৈব তত্রাপি সম্বন্ধস্য উপাধিত্বং বাচ্যম্। ন হি বস্তুশক্তি-র্বুদ্ধ্যা পরাহন্যত ইতি ন্যায়াৎ। ন হি নির্হেতুকঃ প্রেমা হেতুবুদ্ধ্যৈব সহেতুকো ভবতি ন হীশ্বরে জীববুদ্ধ্যৈবেশ্বরো জীবো ভবতি, কিন্তু কৃষ্ণস্য মৃদ্ভক্ষণাদাবনৃতভাষণস্যাপি সত্যত্বমেব কৃষ্ণপ্রিয়পরিকরাণামপি জ্ঞানভাষণাদেবানৃতস্যাপি সত্যত্বমাত্মারামৈরপ্যুপাদেয়ত্বমুপাস্যত্বং প্রেমদত্বঞ্চেতি সিদ্ধান্তঃ। জাতাহ্লাদ ইতি পুত্রেণ সহাহ্লাদোঽপি জাত ইতি সহোক্ত্যলঙ্কারঃ পুত্রব্যাজেনাহ্লাদ এব জাত ইত্যুৎপ্রেক্ষা চ। কারয়ামাসেত্যাহ্লাদোত্থ-জাড্যেন স্বয়ং করণাসামর্থ্যাৎ ॥১-২

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব, করপ্রদানের নিমিত্ত শ্রীনন্দমহারাজের মথুরায় গমন ও শ্রীবসুদেবের সহিত তাঁহার সংলাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নন্দঃ তু'—নন্দমহারাজও, এখানে 'তু-কার' প্রয়োগের দ্বারা বসুদেব আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় আনন্দিত হইলেও কংসের ভয়ে সঙ্কুচিত-চিত্ত থাকায় জাতকর্ম্মাদি কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই, কিন্তু নন্দমহারাজ আত্মজ উৎপন্ন হইলে পরমানন্দিত হইলেন এবং 'মহামনাঃ'—(শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তহেতু) অতিশয় বিস্মিত মনে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করাইলেন। তু-কার প্রয়োগহেতু বসুদেব হইতে এইমাত্র পার্থক্য থাকায়, নন্দগৃহেও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মুনীন্দ্র শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর অভিপ্রেত বুঝা যাইতেছে। হরিবংশে "গর্ভকাল পূর্ণ না হইতেই অষ্টম মাসে যশোদা ও দেবকী উভয়ে সমকালেই প্রসব করিয়াছিলেন"—এইরূপ পূর্ব্বোক্তি অনুসারে ইহা বৈশম্পায়নেরও সম্মত জানিতে হইবে। এখানে 'তু-কার প্রয়োগ পাদপূরণার্থে, এরূপ বলা চলে না, কারণ 'নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ' এরূপ উল্লেখ থাকিলেও 'তু-কার' বিনাই পাদপূরণ হইত। 'আত্মজে'—আত্মা হইতে জাত আত্মজ, তাহাতে—এরূপ জনি-ধাতুর প্রয়োগেই ইষ্টসিদ্ধ হওয়ায়, 'তু'-কার এখানে অনর্থক, ইহাও বলা যায়

না। কারণ "উপগুহ্য আত্মজাম্" (১০।৪।৭), অর্থাৎ দেবকী যশোদার সেই কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, ইত্যাদি স্থলে নিজের ঔরসজাত সন্তান না হইলেও 'আত্মজ'—শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আবার নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বেই জাতকর্ম্মের উপক্রম শ্রবণ করায়, গর্ভজত্ব বিনা নাড়ীচ্ছেদ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?

আরও, শ্রীকৃষ্ণের নন্দপুত্রত্বে একটি দুইটি প্রয়োগ নাই, কিন্তু বহু প্রয়োগ রহিয়াছে, সেগুলি সমস্তই অমুখ্যার্থ (অপ্রধান) হইতে পারে না। যেমন—'অদৃশ্যানুজা বিষ্ণোঃ' (১০।৪।৯), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সেই যোগমায়াদেবী কংসের হস্ত হইতে উৎপতিতা হইয়া আকাশে অষ্টভুজা দেবীরূপে লক্ষিতা হইলেন। 'প্রাগয়ং বসুদেবস্য ক্বচিজ্জাত স্তবাত্মজ' (১০।৮।১৪), অর্থাৎ তোমার এই আত্মজ (পুত্র) পূর্ব্বে কখনও বসুদেবের পুত্র হইয়াছিলেন, এরূপ নামকরণ প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্যের উক্তি। ব্রহ্মস্তুতিতে 'নৌমীড্য !' ইত্যাদি শ্লোকে 'পশুপাঙ্গজায়'—নন্দনন্দনের মৃদু চরণকমলে প্রণত হইতেছি; 'দেহিনাং গোপিকাসুতঃ' (১০।৯।২১), অর্থাৎ এই গোপিকাসুত (যশোদানন্দন) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, দেহাভিমানী তাপস কিম্বা আত্মদৃশ জ্ঞানীগণের পক্ষে সেরূপ নহেন। গৌতমীয় তন্ত্রে—'বল্লবীনন্দনং বন্দে', ক্রমদীপিকাতেও 'দেবতা-সকললোকমঙ্গলো নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ', এবং মন্ত্রেও নন্দপুত্র পদের চতুর্থ্যন্ত পদ—ইত্যাদি বহু প্রয়োগ শ্রীকৃষ্ণের নন্দনন্দনত্ব বিষয়ে দৃষ্ট হয়।

কেহ কেহ প্রেমমিশ্রসম্বন্ধ-মূলক বসুদেবপুত্রত্ব, বিজয়সখত্ব, রুক্মিণীকান্তত্বাদি অপেক্ষা প্রেমৈকমূলক নন্দপুত্রত্ব, সুবলসখত্ব, গোপীকান্তত্বাদি কৃষ্ণের নন্দাদির অতিবশ্যত্ব-ব্যঞ্জক শত শত মহাজন বচন ও মহানুভাবগণের সহস্র সহস্র অনুভব-দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট, এইহেতু তাদৃশ ভাব-তারতম্যবশতঃই তত্তদ্ব্যপদেশ-তারতম্য, অন্যথা বরাহদেবের ব্রহ্মপুত্রত্ব এবং উত্তরার গর্ভগত কৃষ্ণের উত্তরাপুত্রত্বও প্রসিদ্ধ হইত—এইরূপ বলিয়া যশোদা-গর্ভজাত্বাভাবই স্বাভীষ্টসাধক বিবেচনা করেন।

আবার নন্দ ও যশোদার শ্রীকৃষ্ণে স্বপুত্রত্ব বুদ্ধিহেতুই সেই সম্বন্ধের উপাধিত্ব—এরূপ বলা চলে না, কারণ বস্তুশক্তি কখনও বুদ্ধির দ্বারা পরাভূত হয় না। আরও, নির্হেতুক প্রেম হেতুবুদ্ধিতেই সহেতুক হয় না, কিংবা ঈশ্বরে জীববুদ্ধিদ্বারাই ঈশ্বর জীব হইয়া যান না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণাদি লীলাতে মিথ্যাভাষণেরও সত্যত্বই, কৃষ্ণপ্রিয় পরিকরগণেরও জ্ঞানভাষণ হইতেও মিথ্যাভাষণের সত্যত্ব আত্মারামগণেরও উপাদেয়ত্ব, উপাস্যত্ব ও প্রেমদত্ব—ইহাই সিদ্ধান্ত। 'জাতাহলাদঃ'—পুত্রের সহিত আহলাদও উৎপন্ন হইল—এরূপ সহোক্তি অলঙ্কার এবং পুত্রচ্ছলে আহলাদও জাত—এরূপ উৎপ্রেক্ষা দ্যোতিত হইল। 'কারয়ামাস'—আনন্দজনিত জাড্যবশতঃ নিজে করিতে অসমর্থহেতু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সম্পাদন করাইলেন ॥ ১-২ ॥

ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদ্ বিপ্রেভ্যঃ সমলঙ্কৃতে।
তিলাদ্রীন্ সপ্ত রত্নৌঘ-শাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) সমলঙ্কৃতে (বস্ত্ররত্নাদিভূষিতে) ধেনূনাং (পয়স্বিনীনাং গবাং) নিযুতে (দ্বে দশ লক্ষে তথা) রত্নৌঘশাতকৌম্ভাম্বরাবৃতান্ (রত্নৌঘৈঃ রত্নসমূহৈঃ শাতকৌম্ভাম্বরৈঃ সুবর্ণরসাক্তৈঃ অম্বরৈশ্চ আবৃতান্ আচ্ছাদিতান্) সপ্ত তিলাদ্রীন্ (তিলপর্ব্বতান্) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তিনি ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্ররত্নাদি বিভূষিত বিংশতিলক্ষ-ধেনু এবং রত্নসমূহ ও সুবর্ণরসাক্ত বস্ত্রের দ্বারা আবৃত সাতটী তিলের পর্ব্বত প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিযুতে বিংশতিলক্ষাণি। একং দশশতসহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাক্ষ্য লক্ষমথ নিযুতমিতি ক্ষীরস্বামী। তিলাদ্রিপরিমাণমুক্তং ভবিষ্যোত্তরে। উত্তমো দশভির্দ্রোণৈর্মধ্যমঃ পঞ্চভির্মতঃ। ত্রিভিঃ কনিষ্ঠো রাজেন্দ্র তিলশৈলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। দ্রোণসংখ্যা চ খারী দ্রোণাঢ়কাঃ প্রস্থাঃ কুড়বঞ্চ পলং পিচুঃ। শাণকো মাষকশ্চেতি যথাপূর্ব্বং চতুর্গুণা ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিযুতে'—বিংশতিলক্ষ'। নন্দ মহারাজ স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত বিংশতিলক্ষ গাভী এবং বহুরত্ন ও সুবর্ণখচিত বস্ত্রাচ্ছাদিত সাতটি তিল-

পর্ব্বত বিপ্রগণকে দান করিলেন। ক্ষীরস্বামী নিযুতের লক্ষণ বলিয়াছেন—"একং দশশত-সহস্রাণ্যযুতং" ইত্যাদি, অর্থাৎ দশ শতে এক সহস্র, দশ সহস্রে এক অযুত, দশ অযুতে এক লক্ষ এবং দশ লক্ষে এক নিযুত। ভবিষ্যোত্তরে তিলাদ্রির পরিমাণ উক্ত আছে—দশ দ্রোণ পরিমাণে উত্তম, পাঁচ দ্রোণে মধ্যম ও তিন দ্রোণে কনিষ্ঠ তিল-পর্ব্বত, অর্থাৎ তিল-নির্ম্মিত পর্ব্বত। (২৫৬ পলে এক দ্রোণ এবং ৪ তোলায় এক পল)। 'দ্রোণ'—আঢ়ক, দ্রোণ, খারী, বাহ, প্রকুঞ্চক, কুড়ব, ও প্রস্থ প্রভৃতি শব্দে কয়েক প্রকার পরিমাণ বুঝায়। দ্রোণের সংখ্যাও বলা হইয়াছে—"খারী দ্রোণাঢ়কাঃ প্রস্থাঃ" ইত্যাদি ॥ ৩ ॥

কালেন স্নানশৌচাভ্যাং সংস্কারৈস্তপসেজ্যয়া।
শুধ্যন্তি দানৈঃ সন্তুষ্ট্যা দ্রব্যাণ্যাত্মবিদ্যয়া ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(দ্রব্যানাং গোহিরণ্যাদীনাং তন্মধ্যে কিঞ্চিদ্দানৈরেব শুদ্ধিঃ তথা দানাদিযুক্তজাতকর্ম্ম-সংস্কারৈরেব গর্ভাণাং শুদ্ধিরিতি দর্শয়িতুং প্রতিনিয়তানি শোধকানি দৃষ্টান্তত্বেনোদাহরতি) কালেন (ভূম্যাদি দ্রব্যং) স্নানশৌচাভ্যাং (স্নানেন দেহাদি-শৌচেন অমেধ্যলিপ্তাদি) সংস্কারৈঃ (গর্ভাদি) তপসা (ইন্দ্রিয়াদি) ইজ্যয়া (ব্রাহ্মণাদি) দানৈঃ দ্রব্যাণি সন্তুষ্ট্যা (মনঃ) আত্মবিদ্যয়া (স্বরূপজ্ঞানেনৈব কিম্বা ভগবদ্ভক্ত্যৈব) আত্মা শুদ্ধন্তি (শুদ্ধানি ভবন্তি) ॥৪॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য, স্নানদ্বারা দেহাদি, শৌচদ্বারা অপবিত্রবস্তুলিপ্ত দ্রব্যাদি, সংস্কারসকলদ্বারা গর্ভ প্রভৃতি, তপস্যাদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি, পূজাদ্বারা ব্রাহ্মণাদি, দানদ্বারা দ্রব্য সকল, সন্তোষদ্বারা মনঃ এবং আত্মবিদ্যা অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তিদ্বারা আত্মা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আবশ্যকস্য বিবিধদানাদিযুক্ত-জাতকর্ম্মণো গর্ভশোধকস্য প্রাগ্‌বালকস্য দৃষ্টান্তান্ দীপকালঙ্কারেণাহ কালেনেতি কালাদিভির্দ্রব্যাণি শুদ্ধ্যন্তি। তত্র কালেন বর্ষ্মাদীনি স্নানেন দেহাদীনি শৌচেনামেধ্য-লিপ্তাঙ্গাদীনি সংস্কারৈর্গর্ভাদীনি তপসা ইন্দ্রিয়াদীনি ইজ্যয়া ব্রাহ্মণাদীনি দানৈর্ধনাদীনি সন্তুষ্ট্যা মনঃ। আত্মাত্মবিদ্যয়া পরমাত্মনঃ স্বরূপানুভবেন জীবঃ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আবশ্যক বিবিধ দানাদিযুক্ত জাতকর্ম্ম সংস্কারের দ্বারা বালকের গর্ভশুদ্ধি দেখাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দীপকালঙ্কারে প্রতিনিয়ত দ্রব্যসমূহের শোধক বলিতেছেন—'কালেন' ইত্যাদি, কালের দ্বারা ভূমি প্রভৃতি দ্রব্য, স্নানের দ্বারা দেহ, শৌচ দ্বারা অমেধ্যলিপ্ত অঙ্গাদি, সংস্কারের দ্বারা গর্ভাদি পবিত্র হয়, তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি শুদ্ধ হয়। যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পূত হয়েন, দান দ্বারা ধনাদি শুদ্ধ হয়, সন্তোষ দ্বারা মন শুদ্ধ হয়, 'আত্মবিদ্যা', অর্থাৎ পরমাত্মার স্বরূপজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি দ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) পবিত্র হয় ॥ ৪ ॥

সৌমঙ্গল্যগিরো বিপ্রাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ।
গায়কাশ্চ জগুর্নেদুর্ভের্য্যো দুন্দুভয়ো মুহুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) সৌমঙ্গল্যগিরঃ (সৌমঙ্গল্যাঃ সুমঙ্গলসূচকাঃ গিরঃ বাচঃ যেষাং তে তথাবিধাঃ স্বস্তিবাচকাঃ বভূবুঃ) সূতমাগধবন্দিনঃ (সূতাঃ পৌরাণিকবৃত্তকথকাঃ মাগধাঃ রাজাদীনাং বংশকীর্ত্তন-পরাঃ বন্দিনঃ উপস্থিতবিষয়বর্ণিনঃ তে সর্ব্বে) গায়কা চ জগুঃ (স্তবাদিকং কীর্ত্তয়ামাসুঃ) ভের্য্যঃ দুন্দুভয়ঃ চ (বাদ্যযন্ত্রাণি) মুহুঃ (নিরন্তরং) নেদুঃ (নিনাদিতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ব্রাহ্মণগণ স্বস্তিবাচন পাঠ এবং সূত (পৌরাণিক বৃত্তান্তকথক) মাগধ (রাজগণের বংশকীর্ত্তনকারী) বন্দী (উপস্থিত বিষয়-বর্ণনকারী) ও গায়কবৃন্দ স্তবাদি কীর্ত্তন করিতেছিলেন। ভেরী এবং দুন্দুভিসকলও নিনাদিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদা বিপ্রাঃ সৌমঙ্গল্যগিরঃ সৌমঙ্গল্যং গীর্যু যেষাং তে শুভাশীর্ব্বাদকা বভূবুঃ। সূতাদয়ো জগুঃ। "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ" ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৌমঙ্গলগিরঃ'—যাঁহাদের বাক্যে সৌমঙ্গল্য হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণ তখন শুভাশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। সূতগণ প্রভৃতি গান করিতে লাগিলেন। সূতগণের পার্থক্য বলিতেছেন—"সূতাঃ পৌরাণিকা প্রোক্তাঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ সূতগণ

পুরাণ বক্তা, মাগধ সকল বংশ-কীর্ত্তক, এবং বন্দিগণ প্রস্তাবানুরূপ কথনশীল। (তৎকালে ভেরী (ঢাক) ও দুন্দুভি (নাগর)-সকল মুহুর্মুহুঃ বাজিতে লাগিল।) ॥ ৫ ॥

———

ব্রজঃ সংমৃষ্টসংসিক্ত-দ্বারাজিরগৃহান্তরঃ।
চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্চৈলপল্লবতোরণৈঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—চিত্রধ্বজপতাকাস্রক্ চৈলপল্লবতোরণৈঃ (চিত্রৈঃ বিচিত্রৈঃ ধ্বজাদিভিঃ বিভূষিতঃ) সংমৃষ্টসংসিক্তদ্বারাজিরগৃহান্তরঃ (সংমৃষ্টানি সম্যঙ্মাৰ্জ্জিতানি সংসিক্তানি জলৈঃ আর্দ্রীকৃতানি চ দ্বারাণি অজিরাণি অঙ্গনানি গৃহান্তরাণি গৃহমধ্যানি যস্মিন্ তাদৃশঃ) ব্রজঃ (নন্দপুরং অভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ব্রজপুর বিচিত্র ধ্বজা, পতাকা-মালা, চেল বসন, পল্লব ও তোরণে ভূষিত এবং তথাকার গৃহসকলের মধ্যভাগ, দ্বার, অঙ্গনভূমি সুমার্জ্জিত ও সুসিক্ত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—আদৌ সম্যক্ মৃষ্টানি পশ্চাৎ চন্দন-পুষ্পাদিরসৈঃ সংসিক্তানি দ্বারাণ্যজিরাণ্যঙ্গনানি গৃহ-মধ্যানি চ যস্মিন্ সঃ। চিত্রধ্বজপতাকাভ্যাং তথা চিত্রাণাং স্রজাং চেলানাং চেলখণ্ডানাং পল্লবানাঞ্চেতি ত্রিবিধৈস্তোরণৈঃ বিভূষিতোঽভূদিতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রজঃ সংসৃষ্ট-সংসিক্ত-' ইত্যাদি, ব্রজস্থ গৃহসমস্তের দ্বার, অঙ্গন ও গৃহাভ্যন্তর-সকল প্রথমে মার্জ্জিত হইয়া পশ্চাৎ চন্দন, পুষ্পাদি-রস (আতর) দ্বারা সংসিক্ত হইল। 'চিত্রধ্বজ-পতাকা'—ইতস্ততঃ চিত্রবিচিত্র ধ্বজা, পতাকা এবং পুষ্পমালা, বস্ত্রখণ্ড ও পল্লব—ইহা বিবিধ তোরণে বিভূষিত হইল ॥ ৬ ॥

———

গাবো বৃষা বৎসতরা হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ।
বিচিত্রধাতুবর্হস্রগ্বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (ধেনবঃ) বৃষাঃ চ (ষণ্ডাশ্চ) বৎসতরাঃ চ (গোশাবকাশ্চ) হরিদ্রাতৈলরূষিতাঃ (হরিদ্রয়া তৈলেন চ আলিপ্তাঃ) বিচিত্রধাতুবর্হস্রক্-বস্ত্রকাঞ্চনমালিনঃ (*বিচিত্রা ধাতবঃ বর্হস্রজশ্চ ময়ূর*-পুচ্ছনির্ম্মিতমাল্যানি বস্ত্রাণি কাঞ্চনানি তেষাং মালাঃ সন্তি যেষু তে তাদৃশাঃ বভূবুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—ধেনু, বৃষ ও বৎসগণ হরিদ্রা এবং তৈলে আলিপ্ত হইয়া বিচিত্রধাতু, ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত মাল্য, বস্ত্র ও সুবর্ণরাশিতে বিভূষিত হইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—রূষিতা লিপ্তাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রূষিতাঃ'—গাভী, বৃষ ও বৎসসকলকে তৈল ও হরিদ্রায় বা হরিদ্রাযুক্ত তৈল দ্বারা লিপ্ত করা হইল ॥ ৭ ॥

———

মহার্হবস্ত্রাভরণ-কঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ।
গোপাঃ সমাযযু রাজন্ নানোপায়নপাণয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ) মহার্হবস্ত্রা-ভরণকুঞ্চুকোষ্ণীষভূষিতাঃ (মহার্হৈঃ বহুমূল্যৈঃ বস্ত্রৈঃ আভরণৈঃ অলঙ্কারৈঃ কঞ্চুকৈঃ বারবাণৈঃ উষ্ণীষৈঃ শিরস্ত্রাণৈঃ ভূষিতাঃ অলঙ্কৃতাঃ) নানোপায়নপাণয়ঃ (নানা বহুবিধানি উপায়নানি উপহারাঃ পাণিষু যেষাং তে) গোপাঃ (ব্রজবাসিনো গোপজনাঃ) সমাযযুঃ (সমাগতাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গোপগণ বহুমূল্য বস্ত্র, আভরণ, কঞ্চুক (জামা) ও উষ্ণীষে শোভিত হইয়া নানাপ্রকার উপহার হস্তে আগমন করিতেছিলেন ॥৮॥

———

গোপ্যশ্চাকর্ণ্য মুদিতা যশোদায়াঃ সুতোদ্ভবম্।
আত্মানং ভূষয়াঞ্চক্রুর্বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ চ (গোপস্ত্রিয়শ্চ) যশোদায়াঃ (নন্দপত্ন্যাঃ) সুতোদ্ভবং (পুত্রজন্ম) শ্রুত্বা মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ সত্যঃ) বস্ত্রাকল্পাঞ্জনাদিভিঃ (বস্ত্রালঙ্কার-কজ্জলাদিভিঃ) আত্মানং (স্বশরীরং) ভূষয়াঞ্চক্রুঃ (অলঞ্চক্রুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—গোপীগণও যশোদার পুত্রজন্মশ্রবণে আনন্দিতা হইয়া বস্ত্র, অলঙ্কার এবং কজ্জল প্রভৃতি দ্বারা নিজ শরীর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোপ্যঃ শ্রীযশোদায়া যাতৃপ্রভৃতয়ঃ ॥৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপ্যঃ'—যশোদার জা প্রভৃতি গোপীসকল যশোদার পুত্র জন্মিয়াছে শ্রবণ *করিয়া পরমানন্দিতা হইলেন* ॥ ৯ ॥

নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক-মুখপঙ্কজভূতয়ঃ ।
বলিভিস্ত্বরিতং জগ্মুঃ পৃথুশ্রোণ্যশ্চলৎকুচাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নববুঙ্কুমকিঞ্জল্কমুখপঙ্কজভূতয়ঃ (নবকুঙ্কুমরূপৈঃ কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈঃ মুখপঙ্কজেষু বদনকমলেষু ভূতিঃ শ্রীঃ যাসাং তাঃ) পৃথুশ্রোণ্যঃ (বিশালনিতম্বাঃ) চলৎকুচাঃ (চলন্তঃ গতিবেগেন সঞ্চালিতাঃ কুচাঃ স্তনাঃ যাসাং তাঃ) বলিভিঃ (উপহারৈঃ উপলক্ষিতাঃ গোপ্যঃ) ত্বরিতং (সত্বরং) জগ্মুঃ (নন্দগৃহং প্রস্থিতাঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নবীনকুঙ্কুমকিঞ্জল্কসমূহে মুখপদ্ম সুশোভিত করিয়া বিশাল নিতম্বশালিনী গোপীগণ (গমনবেগে) কুচযুগল সঞ্চালন করিতে করিতে উপহারসহ সত্বর নন্দগৃহে প্রস্থান করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্কাদপি মুখপঙ্কজে ভূতিঃ শোভা যাসাং তাঃ। বলিভিঃ স্বর্ণমুদ্রা-রত্নহারানর্ঘ্যবস্ত্রনারিকেলাদিফলাক্ষত-দূর্ব্বাচন্দনপুষ্পমালাদ্যৈঃ স্বর্ণপাত্রস্থৈঃ স্বর্ণরসরঞ্জিত-বস্ত্রাচ্ছাদিতৈর্বামপাণিগৃহীতৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ। পৃথুশ্রোণ্যোঽপি ত্বরিতং জগ্মুর্হর্ষোৎসুক্যাবেগবশাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নবকুঙ্কুমকিঞ্জল্ক'—নবকুঙ্কুম হইতেও মুখপঙ্কজের শোভাশালিনী গোপীগণ, 'বলিভিঃ'—স্বস্ব বামহস্তে স্বর্ণরস-রঞ্জিত বস্ত্রাচ্ছাদিত স্বর্ণপাত্রস্থ স্বর্ণমুদ্রা, রত্নহার, বহুমূল্য বস্ত্র, নারিকেলাদি ফল, তণ্ডুল, দূর্ব্বা, চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি উপায়ন গ্রহণ করিয়া, 'পৃথুশ্রোণ্যঃ'—বিপুল নিতম্বযুক্তা হইলেও হর্ষোৎসুক্যহেতু দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গোপ্যঃ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ্য-
শ্চিত্রাম্বরাঃ পথি শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ ।
নন্দালয়ং সবলয়া ব্রজতীর্বিরেজু-
র্ব্যালোলকুণ্ডলপয়োধরহারশোভাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সুমৃষ্টমণি-কুণ্ডল-নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (সুমৃষ্টানি উজ্জ্বলানি মণিময়ানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ নিষ্কাঃ পদকানি কণ্ঠেষু যাসাং তাঃ তাশ্চ) চিত্রাম্বরাঃ (বিচিত্রবসনাঃ) শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ (শিখাভ্যঃ কেশাগ্রেভ্যঃ চ্যুতানি পতিতানি মাল্যবর্ষাণি যাসাং তাঃ) সবলয়াঃ (হস্তয়োঃ বলয়ভূষিতাঃ) ব্যালোলকুণ্ডল-পয়োধর-হারশোভাঃ (ব্যালোলৈঃ চঞ্চলৈঃ কুণ্ডলৈঃ পয়োধরৈঃ স্তনৈ হারৈঃ কণ্ঠভূষণৈশ্চশোভাশ্রিয়ঃ যাসাং তাঃ) নন্দালয়ং ব্রজন্ত্যঃ (গচ্ছন্ত্যঃ গোপ্যঃ) পথি বিরেজুঃ (অতিশোভাং ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে সকল গোপীগণ নন্দালয়ে গমন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কর্ণে সমুজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল ও কণ্ঠদেশে পদকসকল এবং হস্তযুগলে বলয় শোভা পাইতেছিল। তাঁহারা বিচিত্র বসন পরিধান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কেশাগ্র হইতে মাল্যসকল স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল। চঞ্চল কুণ্ডল, পয়োধর ও হারসকলে শোভমানা হইয়া তাঁহারা পথিমধ্যে বিরাজিতা হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ণিতা অপি তাঃ পুনর্ভক্তিভরেণাতৃপ্ত্যা বর্ণয়তি গোপ্য ইতি। শিখা ধম্মিল্লাগ্রাণি। ব্রজতীর্ব্রজন্ত্যঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ণিত হইলেও ভক্তিভরে অতৃপ্তিহেতু পুনরায় তাঁহাদের বর্ণনা করিতেছেন—'গোপ্যঃ' ইত্যাদি। 'শিখাচ্যুতমাল্যবর্ষাঃ'—তাঁহাদিগের বেণীবদ্ধ যে পুষ্পমাল্য ছিল, তাহা স্খলিত হইয়া পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন পথিমধ্যে পুষ্পবর্ষণ হইতেছে। 'ব্রজতীঃ'—এখানে প্রথমার বহুবচনে 'ব্রজন্ত্যঃ' হইবে ॥ ১১ ॥

তা আশিষঃ প্রযুঞ্জানাশ্চিরং পাহীতি বালকে ।
হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ সিঞ্চন্ত্যো জনমুজ্জগুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তাঃ (গোপনার্য্যঃ) চিরং পাহি (রাজা ভূত্বা প্রজাঃ পালয়) ইতি বালকে আশিষঃ (আশীর্ব্বাদান্) প্রযুঞ্জানাঃ (কুর্ব্বন্ত্যঃ) হরিদ্রাচূর্ণতৈলাদ্ভিঃ (হরিদ্রাচূর্ণতৈলযুক্তজলৈঃ) অজনং (বিষ্ণুং) সিঞ্চন্ত্যঃ (অভিষিক্তং কুর্ব্বন্ত্যঃ) উজ্জগু (স্তুতিগানং চক্রুঃ)॥১২

অনুবাদ—সেই সকল গোপনারী "চিরকাল রাজা হইয়া প্রজাপালন কর" এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদানপূর্ব্বক হরিদ্রাচূর্ণ ও তৈলযুক্ত জলদ্বারা ভগবান্‌কে অভিষিক্ত করিয়া স্তুতিগান করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সূতিকান্তর্গৃহং প্রবিশ্য চিরং পাহীতি রাজপুত্রত্বেন রাজা ভূত্বেতি ভাবঃ। জীবেতি পাঠে

বাৎসল্যকারুণ্যোদয়ঃ। ততো বহির্নিসৃত্য হরিদ্রাদিভিঃ পরস্পরং জনং সিঞ্চন্ত্য উচ্চৈর্জগুঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিরং পাহি'—ঐ গোপীগণ প্রথমতঃ সূতিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া 'চিরকাল রাজা হইয়া প্রজাপালন কর'—এইরূপ আশীর্ব্বাদ করতঃ হস্তস্থ উপায়ন-সকল সমর্পণ করিলেন। 'চিরং জীব'—চিরজীবী হও, এইরূপ পাঠান্তরে বাৎসল্যসূচক কারুণ্যের উদয় বুঝিতে হইবে। তারপর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া হরিদ্রা, তৈল, দধিমিশ্রিত জল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে সেচন করিতে করিতে 'উচ্চৈর্জগুঃ'—উচ্চস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

অবাদ্যন্ত বিচিত্রাণি বাদিত্রাণি মহোৎসবে।
কৃষ্ণে বিশ্বেশ্বরেঽনন্তে নন্দস্য ব্রজমাগতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বেশ্বরে (নিখিলপতৌ) অনন্তে (অবিনশ্বরে) কৃষ্ণে (ভগবতি) নন্দস্য (গোপরাজস্য গৃহং) আগতে (সতি) মহোৎসবে (মহতি আনন্দব্যাপারে) বিচিত্রাণি (বিবিধাশ্চর্য্যাণি) বাদিত্রাণি (বাদ্যানি) অবাদ্যন্ত (বাদিতানি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বিশ্বেশ্বর অনন্ত শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে সমাগত হইলে মহোৎসবে বিচিত্র বাদ্যসকল বাদিত হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অবাদ্যন্তেতি ত্রিলোক্যামেব যতঃ কৃষ্ণে বিশ্বস্যৈবেশ্বরে তানি বাদ্যান্যনন্তান্যেব যতোঽনন্তে ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবাদ্যন্ত'—ত্রিভুবনে বিচিত্র বাদ্যসকল বাদিত হইতে লাগিল। 'যতঃ কৃষ্ণে'—যেহেতু বিশ্বেশ্বর (সর্ব্বপ্রভু) স্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যে অপরিচ্ছন্ন শ্রীকৃষ্ণ নন্দব্রজে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'অনন্তে'—যেহেতু তিনি অনন্ত, অতএব সেই বাদ্যসকলও অনন্ত, এই ভাব ॥ ১৩ ॥

গোপাঃ পরস্পরং হৃষ্টা দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ।
আসিঞ্চন্তো বিলিম্পন্তো নবনীতৈশ্চ চিক্ষিপুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষ্টাঃ (আনন্দিতাঃ) গোপাঃ (গোপজনাশ্চ) দধিক্ষীরঘৃতাম্বুভিঃ নবনীতৈঃ চ পরস্পরং (অন্যোন্যং) আসিঞ্চন্তঃ (সিক্তং কুর্ব্বন্তঃ) বিলিম্পন্তঃ (লিপ্তং কুর্ব্বন্তঃ) চিক্ষিপুঃ (দধ্যাদীনি দ্রব্যাণি ইতস্ততঃ নিক্ষেপয়ামাসুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—আনন্দিত গোপগণ একে অন্যকে দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও জলদ্বারা সেচন এবং নবনীদ্বারা বিলেপন করিতে করিতে ঐ সমস্ত দ্রব্য ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিতেছিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—চিক্ষিপুঃ প্রয়াসার্থং বলেন প্রচ্ছন্নতয়া পিচ্ছিলপঙ্কে স্খলয়ামাসুঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চিক্ষিপুঃ'—গোপগণ দধি, ক্ষীর, ঘৃত ও জলদ্বারা পরস্পর সেচন করিতে লাগিলেন, নবনীত দ্বারা পরস্পরের অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন এবং বলপূর্ব্বক কিংবা প্রচ্ছন্নভাবে আসিয়া পরস্পরকে পিচ্ছিল পঙ্কে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

নন্দো মহামনাস্তেভ্যো বাসোঽলঙ্কারগোধনম্।
সূতমাগধবন্দিভ্যো যেঽন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ ॥ ১৫ ॥
তৈস্তৈঃ কামৈরদীনাত্মা যথোচিতমপূজয়ৎ।
বিষ্ণোরারাধনার্থায় স্বপুত্রস্যোদয়ায় চ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (মহোদারমনাঃ) নন্দঃ তেভ্যঃ (গোপেভ্যঃ) বাসঃ (বসনং) অলঙ্কারগোধনং (অলঙ্কারান্ গাশ্চ) সূতমাগধবন্দিভ্যঃ (তেভ্যঃ সূতাদিভ্যঃ) অন্যে চ যে (জনাঃ) বিদ্যোপজীবিনং (বিদ্যয়া উপজীবন্তি যে তে তেভ্যশ্চ) বিষ্ণোঃ (ভগবতঃ) আরাধনার্থায় (পূজননিমিত্তং) স্বপুত্রস্য উদয়ায় (অভ্যুদয়ায় চ) অদীনাত্মা (উদারঃ) তৈঃ তৈঃ কামৈঃ (তত্তৎকাম্যদ্রব্যৈঃ) যথোচিতং অপূজয়ৎ (পূজয়ামাস) ॥ ১৫-১৬ ॥

অনুবাদ—মহামতি নন্দ ঐ সকল গোপ-গোপী দিগকে বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গো-সকল প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানের সন্তোষ ও তৎফলে নিজ পুত্রের মঙ্গল উদ্দেশে বদান্যবর নন্দ, সূত, মাগধ, বন্দী এবং অন্যান্য বিদ্যোপজীবিগণকে তাঁহাদের অভিলষিত দ্রব্যের দ্বারা যথোচিত সম্মান করিয়াছিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

বিশ্বনাথ—মহামনাঃ মহোদারমনাঃ প্রাদাৎ যেঽন্যে তেভ্যোঽপি বিদ্যাঃ নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রশাস্ত্রাদ্যাঃ তৈস্তৈরিতি যান্ যান্ অযাচন্তেত্যর্থঃ। যথোচিতং বিদ্যা-গৌরবাদিকমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ। দানাদেঃ ফলমাহ। বিষ্ণোরারাধনস্যার্থঃ বিষ্ণুসন্তোষস্তস্মৈ তস্যাপি ফলং স্বপুত্রস্যাভ্যুদয়ঃ। অনেন দানাদিকর্ম্মণা বিষ্ণুঃ প্রসীদতু, বিষ্ণোঃ প্রসাদেন মৎপুত্রঃ কুশলী ভবত্বিতি সঙ্কল্পয়ন্নিত্যর্থঃ। চকারেণ নবগ্রহদিক্পালাদীনামপি স্বপুত্রং প্রতি প্রসাদার্থম্ ॥ ১৫-১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহামনাঃ'—মহাউদারমনাঃ শ্রীনন্দরাজ ঐ সকল গোপ-গোপীদিগকে, এবং 'যে অন্যে বিদ্যোপজীবিনঃ'—অপরাপর যাহারা নৃত্য, গীত, বাদ্য, শস্ত্র, শাস্ত্রাদি বিদ্যোপজীবী, তাহাদের সকলকে বস্ত্র, অলঙ্কার, গো ও গোধন প্রদান করিতে লাগিলেন। সমাগত জনসকলের মধ্যে যে যাহা যাহা প্রার্থনা করিল, তাহাকে তত্তৎ বস্তু প্রদানপূর্ব্বক 'যথোচিতং'—বিদ্যা, বয়স ও গৌরবাদি অনুসারে যথোচিত মাল্য, চন্দন, তাম্বূল ও প্রোৎসাহনাদি বাক্যে সম্মান করিতে লাগিলেন। দানাদির ফল বলিতেছেন—'বিষ্ণোরারাধনার্থায়'—বিষ্ণুর আরাধনা বলিতে বিষ্ণুর সন্তোষ, তাহার নিমিত্ত, তাহারও ফল আপন পুত্রের মঙ্গল। 'এই দানাদি কর্ম্ম দ্বারা শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হউন এবং বিষ্ণুর প্রসাদে আমার পুত্রের মঙ্গল হউক'—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দানাদি কর্ম্ম করিলেন। 'চ'-কার প্রয়োগের দ্বারা স্বপুত্রের প্রতি প্রসন্নতার জন্য নবগ্রহ, দিক্পালাদিরও অর্চ্চনা করিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥

রোহিণী চ মহাভাগা নন্দগোপাভিনন্দিতা।
ব্যচরদ্দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভাগা (পুত্রোদয়েন ভাগ্যবতী) রোহিণী চ (তন্নাম্নী বসুদেবপত্নী চ) নন্দগোপাভিনন্দিতা (নন্দমহারাজেন অভ্যর্হিতা সতী) দিব্যবাসস্রক্কণ্ঠাভরণভূষিতা (দিব্যবস্ত্রমাল্যহারবিভূষিতা) ব্যচরৎ (সমাগতস্ত্রীজনানাং সম্মানার্থং পরিবভ্রাম) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহাভাগ্যবতী রোহিণীদেবীও নন্দমহারাজকর্ত্তৃক সম্মানিতা এবং দিব্য বস্ত্র মাল্য ও কণ্ঠাভরণে বিভূষিতা হইয়া (সমাগতা স্ত্রীগণের সম্মানার্থ ইতস্ততঃ) বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—মহাভাগা বসুদেবপত্নীভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলোৎসব-লাভাদিতি ভাবঃ। নন্দগোপেন নন্দরাজেন, গোপো ভূপেঽপীত্যমরঃ। অভিনন্দিতা ত্বদাগমনমঙ্গলেন এব মৎপুত্রোঽয়মভূদিতি। ব্যচরৎ সমাগতস্ত্রীজনসম্মাননার্থমিত্যর্থঃ। দিব্যবাসাদিভিঃ শ্রীযশোদানন্দাভ্যাং দত্তৈর্ভূষিতা পত্যুর্বন্ধনাদিদুঃখং স্বস্য চ তদ্বিচ্ছেদাদিদুঃখং কৃষ্ণজন্মোৎসবানন্দেন বিস্মৃতৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহাভাগা'—বসুদেবের সকল পত্নীগণের মধ্যেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলোৎসব দর্শন করায় মহাসৌভাগবতী শ্রীরোহিণী দেবী। 'নন্দগোপাভিনন্দিতা'—নন্দগোপ বলিতে নন্দরাজ, অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'গোপ শব্দের পৃথিবীপতি রাজা অর্থও হয়'। নন্দরাজের দ্বারা অভিনন্দিতা হইয়া, অর্থাৎ 'হে রোহিণী! তোমার শুভাগমনেই আমার এই পুত্র হইয়াছে' ইত্যাদিরূপে ব্রজরাজকর্ত্তৃক অভিনন্দিতা হইয়া মহাভাগ্যবতী রোহিণীদেবী ব্রজদম্পতী-প্রদত্ত দিব্য বসন-ভূষণে বিভূষিতা হইয়া শ্রীনন্দনন্দনের জন্মোৎসবানন্দে পতির বন্ধনাদি দুঃখ ও আপনার সহিত পতির বিচ্ছেদাদি দুঃখ বিস্মৃত হওত 'ব্যচরৎ'—সমাগত স্ত্রীজনের সম্মানার্থ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ (হে রাজন্ পরীক্ষিৎ,) হরেঃ নিবাসাত্মগুণৈঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য নিবাসভূতস্য আত্মনঃ গুণৈঃ) নন্দস্য ব্রজঃ (পুরং) সর্ব্বসমৃদ্ধিমান্ (সর্ব্বসম্পদুপেতঃ) ততঃ আরভ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য জন্মারভ্য) রমাক্রীড়ং (রমায়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ আক্রীড়ং বিহারস্থানং) অভূৎ (জাতঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, নন্দব্রজ শ্রীহরির বাসস্থান বলিয়া নিজগুণের দ্বারাই (নিত্য) সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিমান আবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল হইতে সেই স্থান লক্ষ্মীর বিহারস্থল হইয়াছিল। ("লক্ষ্মীর

বিহারস্থল হইয়াছিল''—এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাবের পর সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী রাধিকার আবির্ভাব সূচিত হইয়াছে) ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কুবেরেণাপ্যশক্যং নরাণাং কামিতপূরণং শ্রীনন্দরাজেন কথং হৃতমিত্যত আহ তত ইতি। হরেনিবাসভূতস্যাত্মনো গুণৈর্ব্রজং সর্ব্বসমৃদ্ধিমানেব সর্ব্বদা, তত আরভ্য তু রমায়াঃ সর্ব্বসম্পত্তেরাক্রীড়ং ক্রীড়াস্পদমভূৎ। যদি সর্ব্বসম্পত্তিরেব নন্দভবনে ক্রীড়িতুমারেভে তদা কস্য দেয়বস্তুনস্তত্রাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, ঐ প্রকার ধেনু—বৃষাদি ও বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান দ্বারা মনুষ্যসকলের অভিলাষ পূরণ, কুবেরেরও অসাধ্য, তাহা ব্রজরাজ কি প্রকারে নিষ্পন্ন করিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'হরে-নিবাসাত্মগুণৈঃ', শ্রীভগবানের নিবাসভূত যে আত্মা তাঁহার স্বীয় গুণসমূহের দ্বারা নন্দের ব্রজমণ্ডল, সদা সর্ব্বদা সমৃদ্ধিশালী হইলেও শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন হইতে 'রমাক্রীড়ম্'—সকল সম্পত্তির ক্রীড়াস্পদ হইয়াছিল। অতএব শ্রীনন্দভবন যদি সর্ব্বসম্পত্তির ক্রীড়াস্থান হয়, তাহা হইলে দেয় বস্তুসকলের কিছুই অভাব হইতে পারে না—এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

———

গোপান্ গোকুলরক্ষায়াং নিরূপ্য মথুরাং গতঃ।
নন্দঃ কংসস্য বার্ষিক্যং করং দাতুং কুরূদ্বহ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—হে কুরূদ্বহ, (কুরুবংশীয়রক্ষক, পরীক্ষিৎ অনন্তরং) নন্দঃ গোপান্ (গোপজনান্) গোকুলরক্ষায়াং (নিজপুররক্ষণার্থং) নিরূপ্য (নির্দ্দিশ্য) কংসস্য বার্ষিক্যং (বৎসরপ্রাপ্যং) করং (রাজকীয়ভাগং) দাতুং মথুরাং গতঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে কুরুকুলরক্ষক অনন্তর নন্দ গোপগণকে গোকুল রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া কংসের বার্ষিক করপ্রদানের জন্য মথুরায় গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—চিরাৎ সর্ব্বমনোহরপুত্রোৎপত্ত্যা প্রাপ্তমহানিধিরিব "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানী"তি বিমৃশ্য শ্রীনন্দরাজো যথা দেবপিতৃদিক্পালগ্রহাদীন্ পূজাদিভিঃ প্রসাদয়ামাস, তথা দেশাধ্যক্ষং দুষ্টনৃপং কংসমপি স্বর্ণমুদ্রা-রত্নবস্ত্রাদ্যুপহারেণ প্রসাদয়িতুং বার্ষিককরদানমিষেণ তৎসমীপং গন্তুং ন বিললম্বে ইত্যাহ গোপানিতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চিরপ্রতীক্ষিত সর্ব্বমনোহর পুত্রের উৎপত্তিতে প্রাপ্ত-মহানিধির ন্যায় যেন শ্রীনন্দরাজ 'শুভকর্ম্মে বহুবিঘ্ন' এরূপ চিন্তা করতঃ যেমন দেবতা, পিতৃপুরুষ ও দিক্পাল-গ্রহাদিকে পূজাদির দ্বারা প্রসন্ন করিলেন, তদ্রূপ দেশাধ্যক্ষ দুষ্ট নৃপতি কংসকেও স্বর্ণমুদ্রা, রত্ন ও বস্ত্রাদি উপহার প্রদান দ্বারা প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বার্ষিক করদানের ছলে তাহার নিকট যাইতে বিলম্ব করিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'গোপান্' ইত্যাদি, অর্থাৎ গোপগণকে গোকুলের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া নন্দমহারাজ মথুরায় গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

———

বসুদেব উপশ্রুত্য ভ্রাতরং নন্দমাগতম্।
জ্ঞাত্বা দত্তকরং রাজ্ঞে যযৌ তদবমোচনম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বসুদেবঃ ভ্রাতরং (পরমমিত্রং) নন্দং আগতং (মথুরায়াং আয়াতং) উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) রাজ্ঞে (কংসায়) দত্তকরং (দত্তঃ করঃ যেন তাদৃশং) জ্ঞাত্বা তদবমোচনং (তস্য নন্দস্য অবমোচনং বাসস্থানং) যযৌ (জগাম) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—বসুদেব, পরম মিত্র—ভ্রাতা নন্দমহারাজ মথুরায় আসিয়াছেন শুনিয়া এবং কংসকে কর প্রদান করিয়াছেন জানিতে পারিয়া (নন্দের) বাসস্থানে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রাতরং বৈশ্যকন্যায়াং শূরবৈমাত্রেয়ভ্রাতুর্জাতত্বাদিতি ভারততাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্যবচনৈরুক্তং ব্রহ্মবাক্যং "তস্মৈ ময়া স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ স চাস নন্দাখ্য উতাস্য ভার্য্যা নাম্না যশোদা স চ শূরতাতসুতস্য বৈশ্যাপ্রভবোঽথ গোপঃ" ইতি বৈশ্যাপ্রভব ইতি পিতামহ্যান্তজ্জাতিত্বাৎ। অতএব স্কান্দে—"যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরোময়ে"তি ভগবদ্বাক্যম্। "যাদবেষু চ সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা" ইতি তদ্ভ্রাতৄন্ প্রতি রামবাক্যঞ্চ। তদবমোচনং তস্য বসতিস্থানম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভ্রাতরং'—ভ্রাতা নন্দকে, যেহেতু নন্দ বৈশ্য কন্যাতে শূরবৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইতে জাত। ভারত তাৎপর্য্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত ব্রহ্মবাক্য—"তস্মৈ ময়া স বরঃ সংনিসৃষ্টঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রহ্মা বলিলেন—আমি তাহাকে বর দিয়াছি, নন্দ নামে পুত্র হইবে এবং তাহার পত্নী যশোদা। সে নন্দ শূরসেনের পিতার বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজাত পুত্রের পুত্র বলিয়া গোপ হইবে। এখানে 'বৈশ্যাপ্রভব' বলিতে পিতামহী বৈশ্যবংশীয়া ছিলেন। [বসুদেব ও নন্দরাজার অতিনিকট ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ। উভয়ের পিতামহ একই ব্যক্তি যদুবংশীয় রাজা দেবমীঢ়। তাঁহার ক্ষত্রিয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র শূরসেনের পুত্র বসুদেব। আর তাঁহার বৈশ্যা-পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পর্জ্জন্যের পুত্র নন্দ।] স্কন্দ-পুরাণে উক্ত শ্রীভগবদ্‌বাক্য—"যাদবানাং হিতার্থায়" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাদবগণের কল্যাণের নিমিত্ত আমি গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলাম। এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণের প্রতি শ্রীবলরামের বাক্য—"যাদ-বেষু চ সর্ব্বেষু" ইত্যাদি, অর্থাৎ সকল যাদবগণের মধ্যে আপনারাই আমার অত্যন্ত প্রিয়তম। 'অব-মোচনং'—মথুরায় যেখানে নন্দরাজ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই আবাসস্থলে বসুদেব আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় দেহঃ প্রাণমিবাগতম্।
প্রীতঃ প্রিয়তমং দোর্ভ্যাং সস্বজে প্রেমবিহ্বলঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—সহসা আগতং তং প্রিয়তমং (বসু-দেবং) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) (নন্দঃ) প্রীতঃ (লব্ধঃ পরমানন্দঃ) প্রেমবিহ্বলঃ (প্রেম্না বিহ্বলঃ কম্পাদি-বিকারৈরাকুলঃ সন্) প্রাণং (প্রতি) দেহঃ ইব (যথা-প্রাণ আগতে সতি দেহ উত্তিষ্ঠতি তদ্বৎ) উত্থায় (আস-নাৎ উত্থিতঃ সন্) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) সস্বজে (বাসুদেবং আলিলিঙ্গ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সহসা আগত প্রিয়তম বসুদেবকে দেখিয়া নন্দ অত্যন্ত আনন্দিত ও প্রেমবিহ্বল হইয়া প্রাণাগমে মূর্ছিত দেহের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহু-যুগলদ্বারা তাঁহাকে (বসুদেবকে) আলিঙ্গন করিলেন ॥২১

বিশ্বনাথ—তং বসুদেবং সস্বজে নন্দঃ ন তু নমশ্চকার বয়সা ততো জ্যেষ্ঠত্বাৎ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সস্বজে'—নন্দমহারাজ বসু-দেবকে আলিঙ্গন করিলেন, কিন্তু নমস্কার করিলেন না, যেহেতু বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥ ২১ ॥

পূজিতঃ সুখমাসীনং পৃষ্ট্বানাময়মাদৃতঃ।
প্রসক্তধীঃ স্বাত্মজয়োরিদমাহ বিশাম্পতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—হে বিশাম্পতে, (মহারাজ পরীক্ষিৎ) (বসুদেবঃ) পূজিতঃ (নন্দেন অভ্যর্হিতঃ) আদৃতঃ (সম্মানিতঃ) সুখং আসীনঃ (আসনে উপবিশন্) স্বাত্মজয়োঃ (নিজপুত্রয়োঃ) প্রসক্তধীঃ (প্রসক্তা স্নেহা-সক্তা ধীঃ মতিঃ যস্য সঃ পুত্রস্নেহান্বিতঃ সন্) ইদং (বক্ষ্যমাণরূপং) আহ (নন্দং প্রতি কথয়ামাস)॥২২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, বসুদেব নন্দকর্ত্তৃক পূজিত ও আদৃত হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক নিজ পুত্র-দ্বয়ের প্রতি স্নেহাসক্ত হইয়া এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আহ বসুদেবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আহ'—বসুদেব শ্রীনন্দকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

দিষ্ট্যা ভ্রাতঃ প্রবয়স ইদানীমপ্রজস্য তে।
প্রজাশায়া নিবৃত্তস্য প্রজা যৎ সমপদ্যত ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভ্রাতঃ (সখে নন্দমহারাজ, এতাবৎ কালং) অপ্রজস্য (সন্তানহীনস্য) প্রবয়সঃ (পরি-ণতবয়স্কস্য) প্রজাশায়াঃ নিবৃত্তস্য (সন্তানাশারহিতস্য) তে (তব) ইদানীং (সম্প্রতি) যৎ প্রজা (তনয়ঃ) সমপদ্যত (অজায়ত তৎ) দিষ্ট্যা (মহাভাগ্যম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভ্রাতঃ, এতকাল পর্য্যন্ত সন্তানহীন হইয়া তুমি পরিণত বয়সে সেই আশা হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলে। সম্প্রতি তোমার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা মহাভাগ্যের বিষয় ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধস্য পুত্রো জাত ইত্যুক্তে মিথ্যোক্তিঃ কন্যেত্যুক্তে নন্দস্যাপ্রতীতিরতঃ প্রজেত্যপত্য-

বাচকশব্দ প্রয়োগঃ। মৎপুত্রন্যাসং স্বকন্যা-চৌর্য্যঞ্চ কথঞ্চিন্নন্দো জানাতি নবেতি শঙ্কয়াপি তচ্ছব্দপ্রয়োগঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবয়সঃ'—বৃদ্ধ বয়সে তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, এরূপ বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কন্যা হইয়াছে বলিলে নন্দের অপ্রতীতি, এইজন্য অপত্যবাচক প্রজা-শব্দ প্রয়োগ করিলেন। আমার পুত্রন্যাস এবং তাহার কন্যা চুরি, ইহা কোন প্রকারে নন্দ জানে বা জানে না—এই বিষয়ে শঙ্কান্বিত হইয়াও ঐরূপ শব্দের প্রয়োগ করিলেন, (অর্থাৎ এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার যে সন্তান হইয়াছে, ইহাতে আমাদিগের মহানন্দ হইয়াছে) ॥ ২৩ ॥

দিষ্ট্যা সংসারচক্রেঽস্মিন্ বর্ত্তমানঃ পুনর্ভবঃ।
উপলব্ধো ভবানদ্য দুর্ল্লভং প্রিয়দর্শনম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য দিষ্ট্যা (ভাগ্যক্রমেণ) ভবান্ উপলব্ধঃ (ময়া প্রাপ্তঃ) (মম) পুনর্ভবঃ (পুনর্জ্জন্ম) বর্ত্তমানঃ (অভূৎ) (যতঃ) অস্মিন্ সংসারচক্রে প্রিয়দর্শনং (প্রিয়জন-সমাগমঃ) দুর্ল্লভং (দুর্ঘটম্)॥২৪

অনুবাদ—ভাগ্যক্রমে আজ তোমাকে পাইয়া আমি পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলাম। কেননা, এই সংসার-চক্রে প্রিয়-দর্শন অতি দুর্ল্লভ। (অথবা এই সংসার-চক্রে বর্ত্তমান থাকিয়াও যেন আজ তুমি পুত্ররূপে পুনরায় জাত হইয়াছ, ইহাই পরম ভাগ্য বলিয়া মনে হইতেছে, কেননা প্রিয়-দর্শন অতীব দুর্ল্লভ) ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্ট্যেতি বন্ধনাদিক্লিষ্টস্য মম পুনর্ভবো বর্ত্তমানোঽয়ং পুনর্জ্জন্মৈবাদ্যাভূদিত্যর্থঃ। যতো ভবানুপলব্ধ ইত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তমহং ভবদনুপলম্ভান্মৃত ইবাসমিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্ট্যা'—কংস কারাগারে বন্দনাদির দ্বারা ক্লিষ্ট আমার সৌভাগ্য-বশে অদ্য বর্ত্তমান এই পুনর্জ্জন্মই হইল, যেহেতু তোমাকে দর্শন করিতে পাইলাম; এতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে না দেখিয়া মৃততুল্য ছিলাম—এই ভাবার্থ ॥ ২৪ ॥

নৈকত্র প্রিয়সংবাসঃ সুহৃদাং চিত্রকর্ম্মণাম্।
ওঘেন ব্যূহ্যমানানাং প্লবানাং স্রোতসো যথা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্রোতসঃ (নদীতরঙ্গস্য) ওঘেন (সমূহেন) ব্যূহ্যমানানাং (চালিতানাং) প্লবানাং (তৃণকাষ্ঠাদীনাং) যথা (যদ্বৎ একত্র মিলনং দুর্ল্লভং তদ্বৎ) চিত্রকর্ম্মণাং (চিত্রং বিচিত্রং কর্ম্ম অদৃষ্টং যেষাং তেষাং) সুহৃদাং (বান্ধবানাং) একত্র প্রিয়সংবাসঃ (প্রিয়জনেন একত্র অবস্থানং) ন (ন ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নদীর তরঙ্গসমূহে পরিচালিত তৃণ-কাষ্ঠাদির যেরূপ একত্র মিলন দুর্ল্লভ, সেইরূপ বিচিত্র অদৃষ্টসম্পন্ন বান্ধবগণেরও প্রিয়জনের সহিত একত্র অবস্থান সম্ভবপর হয় না ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবমঞ্চেদাবামেকত্রৈব বসাবস্তত্রাহ নৈকত্রেতি। হে প্রিয়! ওঘেন স্রোতসো বেগেন বাহ্যমানানাং বিবিধং নীয়মানানাং প্লবন্তীতি প্লবাস্তৃণ-কাষ্ঠাদয়স্তেষাম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে আমরা একস্থানে বাস করি, তদুত্তরে বলিতেছেন—'নৈকত্র' ইত্যাদি। হে প্রিয়! নদীর স্রোতপ্রবাহে নীয়মান তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি যেমন একস্থলে বহুক্ষণ থাকিতে পারে না, তদ্রূপ বিচিত্রকর্ম্ম সুহৃদ্বর্গের পরস্পর একত্র স্থিতি সম্ভবপর হয় না ॥ ২৫ ॥

কচ্চিৎ পশব্যং নিরুজং ভূর্য্যম্বুতৃণবীরুধম্।
বৃহদ্বনং তদধুনা যত্রাস্সে ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং সুহৃদ্বৃতঃ (বন্ধুভির্মিলিতঃ সন্) অধুনা যত্র আস্সে (বসসি) তৎ বৃহদ্বনং পশব্যং (পশুভ্যঃ হিতং কচ্চিৎ পশূনাং হিতদায়কং কিং ইতি প্রশ্নঃ) নিরুজং (নীরোগং কিং ?) ভূর্য্যম্বুতৃণং (বহুজলতৃণাদিযুক্তং) কচ্চিৎ (কিমিত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তুমি অধুনা বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া যেখানে বাস করিতেছ, সেই বৃহদ্বন পশুগণের পক্ষে হিতকর ত? তথায় ত কোন রোগ নাই? সে স্থান প্রচুর জল ও তৃণাদিতে পরিপূর্ণ আছে কি? ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পশুভ্যো হিতং পশব্যম্। নিরুজং হ্রস্বত্বং ছন্দোঽনুরোধাৎ। রুজা টাবন্তঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পশব্যম্'—পশুগণের হিত-কর পশব্য। 'নিরুজং'—সেখানে কোন রোগের

প্রাদুর্ভাব নাই ত ? এখানে ছন্দের অনুরোধে হ্রস্বত্ব হইয়াছে। রুজা—ইহা টাবন্ত প্রয়োগ ॥ ২৬ ॥

ভ্রাতর্মম সুতঃ কচ্চিন্মাত্রা সহ ভবদ্ব্রজে।
তাতং ভবন্তং মন্বানো ভবদ্ভ্যামুপলালিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভ্রাতঃ (হে নন্দমহারাজ) ভবদ্ভ্যাং (নন্দযশোদাভ্যাং) উপলালিতঃ (নিজপুত্রবল্লালিতঃ) ভবন্তং তাতং মন্বানঃ (ত্বাং এব পিতরং মংস্যমানঃ) মম সুতঃ (পুত্রঃ বলদেব ইত্যর্থঃ) মাত্রা (জনন্যা রোহিণ্যা সহ) ভবদ্ব্রজে কচ্চিৎ (বর্ত্ততে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমার পুত্র (বলদেব) যশোদাদেবী ও তোমার দ্বারা নিজ পুত্রের ন্যায় লালিত হইয়া তোমাকে পিতা বলিয়া মনে করে, সে তোমার পুরে তাহার মাতার সহিত কুশলে অবস্থান করিতেছে ত ?

বিশ্বনাথ—মম সুতঃ সুখং বর্ত্ততে ইতি শেষঃ। মন্বান ইতি বর্ত্তমানসামীপ্যান্মংস্যমান ইত্যর্থঃ ॥২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মম সুতঃ'—আমার পুত্র (বলরাম) তোমাদের দ্বারা লালিত হইয়া সুখে আছে ত ? 'মন্বানঃ'—সে তোমাকে পিতা বলিয়া মনে করে ত ? এখানে ভবিষ্যৎকালের সামীপ্যে বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে ; 'মংস্যমানঃ'—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

পুংসস্ত্রিবর্গো বিহিতঃ সুহৃদো হ্যনুভাবিতঃ।
ন তেষু ক্লিশ্যমানেষু ত্রিবর্গোঽর্থায় কল্পতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃদঃ (বন্ধূন্ প্রতি) অনুভাবিতঃ (সম্পাদিতঃ) ত্রিবর্গঃ (ধর্ম্মার্থকামাত্মকঃ) পুংসঃ (পুরুষস্য) বিহিতঃ (যুক্তঃ শাস্ত্রেণ প্রোক্তঃ বা) তেষু (সুহৃৎসু) ক্লিশ্যমানেষু (সংপীড্যমানেষু) ত্রিবর্গঃ অর্থায় (সুখায়) ন কল্পতে (ন ভবতি) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সুহৃদ্‌গণের প্রতি ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম —এই ত্রিবর্গের সম্পাদন, পুরুষের পক্ষে বিহিত হইয়াছে। সুহৃদ্‌গণ ক্লেশপ্রাপ্ত হইলে সেই ত্রিবর্গ সুখদায়ক হয় না ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মম তু গৃহাশ্রমো বিফল এবেত্যাহ। পুংসঃ সুহৃদঃ স্ত্রীপুত্রাদীন্ অনুলক্ষ্যীকৃত্য ত্রিবর্গঃ শাস্ত্রেণ বিহিতঃ। ভাবিতঃ স্বকর্ম্মভির্নিষ্পাদিতস্তেষু সুহৃৎস্বিতি। স্ত্রীপুত্রয়োর্মদ্বিচ্ছেদাৎ মম চ পুত্রলালনাদি-সুখানবাপ্ত্যা ন অর্থায় ন প্রয়োজনায় ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমার কিন্তু গৃহাশ্রম বিফলই হইল, ইহা বলিতেছেন—'পুংসঃ', স্ত্রীপুত্রাদি সুহৃদ্বর্গের সুখ সম্পাদনের নিমিত্তই পুরুষের ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। 'ভাবিতঃ'—নিজ কর্ম্মের দ্বারা নিষ্পাদিত। 'তেষু সুহৃৎসু' অর্থাৎ ঐ সুহৃদ্বর্গ ক্লেশ পাইলে এই ত্রিবর্গ সুখার্থ কল্পিত হয় না, বরং দুঃখার্থ কল্পিত হইয়া থাকে। আমার বিচ্ছেদে স্ত্রী-পুত্রের এবং পুত্র পালনাদি সুখ প্রাপ্ত না হওয়ায় আমার গৃহাশ্রম কোন কাজেই আসিল না ॥ ২৮ ॥

শ্রীনন্দ উবাচ—

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবো হতাঃ।
একাবশিষ্টাবরজা কন্যা সাপি দিবং গতা ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনন্দ উবাচ (বসুদেবং প্রতি)। অহো (কষ্টং) কংসেন তে (তব) দেবকীপুত্রাঃ (দেবকীগর্ভজাতাঃ তনয়াঃ) বহবঃ (অনেকে) হতাঃ (বিনাশিতাঃ) একা অবরজা (কনিষ্ঠা কন্যা) অব-শিষ্টা (আসীৎ) সা অপি (কন্যা) দিবং (আকাশং) গতা (আকাশে অন্তর্হিতা) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ বলিলেন,—হায় ! কংস দেবকীর গর্ভজাত তোমার বহু পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছে। কনিষ্ঠা এক কন্যা মাত্র অবশিষ্টা ছিল, সেও আকাশে অন্তর্হিত হইল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্বৎপৃষ্টং মদ্ব্রজ-ক্ষেমমস্তীতি কিং ব্রবীমি যদহং ত্বদ্দুঃখেনৈব মহাদুঃখীত্যাহ অহো ইতি। ততশ্চ মৎপুত্রন্যাসাদিকমস্য ন বিদিতমিতি জ্ঞাত্বা বসুদেবো গতাশঙ্কোঽন্তরানন্দিতো বভূবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দ মহারাজ বলিলেন—হে বসুদেব ! তুমি যে ব্রজের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তদ্বিষয়ে আর কি বলিব ? যেহেতু তোমার দুঃখেই আমি মহাদুঃখী হইয়াছি। 'অহো তে দেবকীপুত্রাঃ' —অহো ! কংসকর্ত্তৃক তোমার দেবকীর গর্ভজাত

অনেকগুলি সন্তান নিহত হইয়াছে, শেষে যাহাও একটি কন্যা অবশিষ্ট ছিল, সেও স্বর্গে গমন করিল। এই বাক্যে আমার পুত্রের ন্যাসাদি ব্যাপার নন্দ জানে না, ইহা বুঝিতে পারিয়া বসুদেব নিঃশঙ্ক ও অন্তরে আনন্দিত হইলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

নূনং হ্যদৃষ্টনিষ্ঠোহয়মদৃষ্টপরমো জনঃ।
অদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদ ন স মুহ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—জনঃ (সংসারী জীবঃ) নূনং হি (নিশ্চিতমেব) অদৃষ্টনিষ্ঠঃ (অদৃষ্টে দৈবে এব নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ যস্য সঃ, যদৈব পুত্রাদিসুখপ্রদং অদৃষ্টং হীয়তে তদৈব তে পুত্রাদয়ো ন ভবন্তি ইত্যর্থঃ) অদৃষ্টপরমঃ (অদৃষ্টমেব পরমং যস্য সঃ। যদ্যপি পুত্রাদয়ঃ বিযুক্তাঃ তথাপি অদৃষ্টমেব পুনঃ তান্ সঙ্গময়তীত্যর্থঃ) এবং (উক্তরূপং) অদৃষ্টং (দৈবমেব) আত্মনঃ তত্ত্বং (সুখদুঃখ কারণং) যঃ বেদ (জানাতি) সঃ ন মুহ্যতি (মোহগ্রস্তো ভবতি) ॥৩০॥

অনুবাদ—মনুষ্য নিশ্চয়ই অদৃষ্টনিষ্ঠ অর্থাৎ অদৃষ্টবশতঃই পুরুষের ফলভোগাদির সমাপ্তি হইয়া থাকে, তাৎপর্য্য এই যে, পুত্রাদি-প্রাপ্তিরূপ সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন হীন হয়, তখন পুত্রাদি থাকে না। অদৃষ্টই পরম, কেননা, যদ্যপি পুত্রাদির বিয়োগ হইয়া থাকে, তথাপি অদৃষ্টবশতঃ আবার তাহাদের সহিত পুনর্মিলন হইয়া থাকে। অতএব অদৃষ্টই অব্যভিচারী সুখের কারণ—ইহা যিনি জানেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ভ্রাতরয়ং দুষ্পারোঽপি বিপৎসিন্ধু-বিবেক-পোতেনৈব তীর্য্যতামিত্যাহ নূনমিতি। অদৃষ্ট এব নিষ্ঠা সমাপ্তির্যস্য সঃ। যদৈব পুত্রাদিসুখপ্রদমদৃষ্টং হীয়তে তদৈব পুত্রাদয়ো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। অদৃষ্টমেব পরমং-মৃত বিযুক্তপুত্রাদীনামপি সঙ্গম-কারণং যস্য সঃ। এবমদৃষ্টমাত্মনস্তত্ত্বং যো বেদেতি ত্বত্তুল্যঃ কোঽন্যো বিবেকীতি তব মাস্তু মোহ ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ভ্রাতঃ! এই দুষ্পারণীয় বিপৎসিন্ধু বিবেকরূপ তরী দ্বারা উত্তীর্ণ হও, ইহা বলিতেছেন—'নূনম্ অদৃষ্টনিষ্ঠঃ', অদৃষ্টই নিষ্ঠা বলিতে সমাপ্তি যাহার, সংসারস্থ জীবমাত্রই অদৃষ্টনিষ্ঠ, অর্থাৎ পুত্রাদি সুখপ্রদ অদৃষ্ট যখন তাহার হীন হয়, তখন আর পুত্রাদি থাকে না—এই অর্থ। 'অদৃষ্টপরমঃ' —আবার অদৃষ্টই তাহার পরম পদার্থ, অর্থাৎ যদিও পুত্রাদি-বিয়োগ হয়, তথাপি সেই অদৃষ্ট পুনর্বার মৃত পুত্রাদির সহিত মিলন ঘটাইয়া দেয়। 'অদৃষ্টম্ আত্মনঃ তত্ত্বং'—এইরূপে যিনি অদৃষ্টকেই আপন সুখ-দুঃখের অব্যভিচারী কারণ বলিয়া জানেন, তিনি আর কিছুতেই মোহপ্রাপ্ত হয়েন না। তোমার তুল্য আর কে বিবেকী আছে? অর্থাৎ তুমি মহাবিবেকী পুরুষ, অতএব তোমার যেন তদ্বিষয়ে মোহোৎপাদন না হয়—এই ভাবার্থ ॥ ৩০ ॥

শ্রীবসুদেব উবাচ—

করো বৈ বার্ষিকো দত্তো রাজ্ঞে দৃষ্টা বয়ঞ্চ বঃ।
নেহ স্থেয়ং বহুতিথং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবসুদেব উবাচ,—রাজ্ঞে (কংসায়) বার্ষিকঃ (বৎসরপ্রাপ্যঃ) করঃ (রাজকীয় ভাগঃ) দত্তঃ বৈ (প্রদত্ত এব) বয়ং চ (আত্মীয়াঃ) দৃষ্টাঃ (ভবতা সাক্ষাৎ কৃতাঃ অতঃপরং) বহুতিথং (দীর্ঘকালং) ইহ (মথুরায়াং) ব (যুষ্মাকং) ন স্থেয়ং (ন স্থাতব্যম্ যতঃ) গোকুলে উৎপাতাঃ চ সন্তি (ভবৎপুরে শত্রুকৃতাঃ বহবঃ অত্যাচারাঃ সম্ভবন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীবসুদেব বলিলেন,—তুমি কংসকে বার্ষিক কর প্রদান এবং আত্মীয় আমাদিগকে দর্শন করিয়াছ। অতঃপর আর অধিক দিন তোমার এখানে অবস্থান সঙ্গত নহে, কারণ গোকুলে শত্রুকৃত অনেক অত্যাচার সম্ভব হইয়াছে ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞাততত্ত্বো বসুদেবো যদ্বক্তুমাগতস্তদাহ কর ইতি। বৈ নিশ্চিতং বো যুষ্মাভিঃ। বহুতিথং চিরকালম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে পঞ্চমাহধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে পঞ্চমোহধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞাততত্ত্ব শ্রীবসুদেব মহাশয় যাহা বলিতে আগমন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীনন্দকে বলিতেছেন—'করঃ বৈ' ইত্যাদি, বৈ নিশ্চয় অর্থে। 'বঃ'—তোমাদের কর্ত্তৃক, অর্থাৎ তোমরা রাজাকে বার্ষিক কর প্রদান করিয়াছ এবং আমাদের সহিতও তোমাদিগের সাক্ষাৎকার হইল, 'বহুতিথং'—এখন আর অধিক কাল এখানে না থাকাই ভাল, কারণ গোকুলে নানাবিধ উৎপাত দেখা দিতে পারে ॥ ৩১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণা যযুঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈস্তমনুজ্ঞাপ্য গোকুলম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দবসুদেবসঙ্গমো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(শৌরিণা বসুদেবেন) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) প্রোক্তাঃ (কথিতাঃ) তে নন্দাদয়ঃ গোপাঃ নন্দপ্রধানাঃ গোপজনাঃ) তং (বসুদেবং) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞামাদায়) অনডুদ্‌যুক্তৈঃ (বৃষভবাহিতৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) গোকুলং (নন্দবাসস্থানং) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—বসুদেব এরূপ বলিলে, নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বসুদেবের অনুমতি লইয়া বৃষ-যোজিত শকটে আরোহণপূর্ব্বক গোকুলে গমন করিলেন ॥৩২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সখা বসুদেবের বাক্যানুসারে নন্দের প্রত্যাগমনকালীন পথিমধ্যে মৃত রাক্ষসী-দর্শন এবং তাহার মৃত্যুবিবরণ-শ্রবণে বিস্ময়প্রকাশাদি বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রজরাজ পথে আসিতে আসিতে সখা বসুদেবের বাক্য চিন্তা করিয়া ব্রজে ভাবি উৎপাতের আশঙ্কায় ভীতচিত্তে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী পূতনা পুরগ্রাম ব্রজাদিতে শিশু-হত্যা করিয়া বেড়াইতেছিল। অবশ্য যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-কথা শ্রবণাদি নাই, সেখানেই পূতনার প্রভাব, যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান্, সেখানে নিজেরই বিনাশ সাধন ভিন্ন আর কি করিবে? একদিন রাত্রিযোগে পূতনা আকাশ-পথে নন্দ-গোকুলে আসিল এবং মায়াদ্বারা এক পরমা-সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একেবারে পুরমধ্যে শিশুর শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। শ্রীভগবানের লীলাবিলাসের ইচ্ছাপ্রভাবে কাহারও তাহাকে বাধা-প্রদান করিবার প্রবৃত্তি হইল না। পূতনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, স্বীয় মহত্তেজঃ প্রচ্ছন্নকারী বালক-রূপী, তাহার অন্তক ভগবানের সমীপে আসিবামাত্র ভগবান্ তাহার বিনাশ-বাসনায় নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়া রহিলেন। রাক্ষসী বালকরূপী সেই ভগ-বান্‌কে ক্রোড়ে স্থাপন করিল। শ্রীভগবানের যোগ-মায়ায় মুগ্ধা হইয়া যশোদা এবং রোহিণীও রাক্ষসীর সেই চেষ্টায় বাধা প্রদান করিতে পারিলেন না।

রাক্ষসী শিশুকে তাহার অতি ভয়ঙ্কর বিষবিলেপিত স্তন পান করিতে দিল। ভগবান্ ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তদ্বারা গাঢ়রূপে স্তন নিপীড়নপূর্ব্বক তাহার প্রাণের সহিত পান আরম্ভ করিলেন। স্তনাকর্ষণের ভীষণ বেগ অসহ্য হওয়ায় ব্যথিতস্তনা ও বিগতপ্রাণা পূতনা মরণ সময়ে কপটতা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে পতিতা হইল। যাহা হউক, সেই মৃতরাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে আপনাদের দুলালকে ক্রীড়ারত দেখিয়া গোপীগণ আশ্বস্তা হইলেন এবং শীঘ্র যাইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। অতঃপর তাঁহারা সকলে মিলিয়া বালকের রক্ষাবিধান আরম্ভ করিলেন। গোপীগণের রক্ষাবন্ধন সম্পন্ন হইলে মা যশোদা আত্মজকে স্তন পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন। এই সময় নন্দাদি গোপগণ মথুরা হইতে ব্রজে প্রত্যাগত হইলেন এবং পূতনার মৃতদেহ দর্শন করিয়া তাঁহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলেই বসুদেবের ভবিষ্যদ্দর্শনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রজবাসী সকলে মিলিয়া পূতনার মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া দাহ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহার স্তনপান করায় তাহার সমস্ত পাপ বিধ্বংস হইয়াছিল ও তাহার সেই দহ্যমান দেহের ধূম অতি পবিত্র গন্ধময় হইয়াছিল। ভগবানের হিংসা করিতে গিয়াও পূতনা আজ ধাত্রীগতি লাভ করিল; অতএব যাঁহারা ভগবানে শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে অনুরক্ত, তাঁহাদের সদ্গতির কথা আর কি বলিবার আছে। ব্রজবাসিগণ পূতনা-নিধন ও শিশুর কুশল সংবাদ পাইয়া তুষ্ট হইলেন, শ্রীনন্দও বালককে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(পরীক্ষিতং প্রতি কথয়ামাস) পথি (আগমন মার্গে) নন্দঃ শৌরেঃ (বসুদেবস্য) বচঃ (বাক্যং সন্ত্যুৎপাতাশ্চ গোকুলে ইতি বচনং) ন মৃষা (মিথ্যাভবিতুং নার্হতি) ইতি বিচিন্তয়ন্ নির্দ্ধারয়ন্) উৎপাতাগম-শঙ্কিতঃ (উৎপাতস্য দৈত্যকৃতাত্যাচারস্য আগমেন প্রাপ্ত্যা শঙ্কিতঃ ভীতঃ সন্) হরিং (সর্ব্বভয়হরং নিজেষ্টদেবং) শরণং জগাম (মনসা আশ্রয়ং প্রাপ) (অথবা) নন্দঃ শৌরেঃ (বসুদেবস্য) বচঃ (বাক্যঃ) ন মৃষা (মিথ্যাভবিতুং নার্হতি) (অতোহেতোঃ) হরিং (মনোহরং স্বসুতং) পথি বিচিন্তয়ন্ (বিশেষতঃ চিন্তয়ন্ ন জানে তত্র কিং বৃত্তমস্তি ইত্যাদি চিন্তাং তদর্থং কুর্ব্বন্) উৎপাতাগমশঙ্কিতঃ শরণঃ (নিজ গৃহং) জগাম (গচ্ছন্নভূৎ) । ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—(হে রাজন্,) মহারাজ নন্দ পথিমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বসুদেবের বাক্য কখনও মিথ্যা হইতে পারে না, সম্ভবতঃ গোকুলে কোন উৎপাত হইতেছে; এইরূপে তিনি উৎপাতের আগমনে ভীত হইয়া মনে মনে সর্ব্বভয়নাশক নিজ ইষ্টদেব শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন। অথবা, শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, বসুদেবের বাক্য মিথ্যা নহে, হয়ত ব্রজে কোন উৎপাত হইতেছে—এইরূপ উৎপাত আগমনে ভীত হইয়া মহারাজ নন্দ পথিমধ্যে স্বীয় পুত্র মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী-পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—কংসেন প্রহিতা (প্রাগেবনিযুক্তা) ঘোরা (ভীষণা) বালঘাতিনী (শিশুহন্ত্রী) পূতনা (পূতনা নাম রাক্ষসী) পুরগ্রাম-ব্রজাদিষু (নগরজনপদগোষ্ঠাদিষু) শিশূন্ নিঘ্নন্তী (বালান্ বিনাশয়ন্তী সতী) চচার (বভ্রাম) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—এদিকে ভীষণ স্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা-নাম্নী রাক্ষসী পূর্ব্বেই কংসকর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া নগর, জনপদ, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শিশুহত্যা করিয়া ভ্রমণ করিতেছিল ॥ ২ ॥

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে শঙ্কমানং পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেবস্য উক্তিঃ)। যত্র (স্থানে জনাঃ স্বকর্ম্মসু দৃষ্টাদৃষ্টফলদায়ক-স্বকর্ম্মসু বর্ত্তমানাঃ অপি) সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) রক্ষোঘ্নানি (রাক্ষস

ভয়নাশকানি) শ্রবণাদীনি (তন্নামশ্রবণকীর্ত্তনধ্যানাদীনি) ন কুর্ব্বন্তি (ন আচরন্তি) তত্র হি (তস্মিন্নেব স্থানে) যাতুধান্যঃ চ (রাক্ষস্যশ্চ অত্যাচারায় প্রভবন্তি যত্র তু গোকুলে স্বয়মেব শ্রীকৃষ্ণঃ তত্র কা চিন্তা ইতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(ইহা শুনিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের জন্য চিন্তিত হইলে শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্.) যে স্থলে মানবগণ নিজ নিজ ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্ম্মে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষসভয়-বিনাশক নামাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি করে না, সেই স্থলেই রাক্ষসীগণ অত্যাচারে সমর্থ হয় ; কিন্তু যে স্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, সেখানে ভয়ের আশঙ্কা কি ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—

ষষ্ঠে সৌরূপ্য-কৌরূপ্যে জীবন্মৃত-তনোরিহ ।
নির্ব্বর্ণ্যোক্তঃ পূতনায়া দাহো নন্দস্য চাগমঃ ॥০॥

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমানং রাজানং প্রতি অবিষয়ে প্রবৃত্তা সৈব মরিষ্যতীতি সূচয়ন্নাহ নেতি । যত্র পুরাদিষু সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ শ্রবণাদীনি দৃষ্টাদৃষ্টফলেষু স্বকর্ম্মস্বপি বর্ত্তমানা জনা ন কুর্ব্বন্তি তত্রৈব যাতুধান্যঃ প্রভবন্তীতি শেষঃ । কিমুত যত্র প্রাধান্যেন কুর্ব্বন্তি তত্র ন প্রভবন্তীতি কিমুততরাং যত্র কৈবল্যেন কুর্ব্বন্তি কিমুততমাং সাক্ষাদেব যত্র স প্রাদুর্ভূয়াস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে জীবিত অবস্থায় সুরূপ ও মৃত্যুকালে কুৎসিত রূপ প্রকাশকারিণী পূতনার দাহ. এবং মথুরা হইতে নন্দমহারাজের প্রত্যাগমন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শিশুগণের হত্যার বার্ত্তা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আশঙ্কিত রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেব গোস্বামী কহিলেন—হে রাজন্ ! অবিষয়ে প্রবৃত্তা রাক্ষসীই প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা সূচনা করিতেছেন—'ন যত্র' ইত্যাদি. যে গ্রাম বা নগরাদিতে দৃষ্টাদৃষ্ট ফলপ্রদ যজ্ঞ প্রভৃতি কাম্য কর্ম্মে লোকসকল ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের রাক্ষসবিনাশক লীলা, নাম প্রভৃতি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করে না, সেখানেই রাক্ষসগণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। তাহাতে যেখানে মুখ্যরূপে নাম-কীর্ত্তনাদি করে, সেখানে যে তাহাদের কোন প্রভাব থাকে না, এ বিষয়ে কি বক্তব্য ? তাহাতে আবার যেখানে প্রীতি-সহকারে নাম গ্রহণ করে, তাহা অপেক্ষাও যে স্থানে সাক্ষাৎ ভগবান্ বিরাজমান, সেখানে রাক্ষসের প্রভাব সম্ভবপর নয়, সুতরাং ভয়ের সম্ভাবনা কোথায় ? —এই ভাব ॥৩॥

সা খেচর্য্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্ ।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—একদা (একস্মিন্ দিবসে) কামচারিণী (ইচ্ছানুরূপবিচরণশীলা) সা (পূতনা) খেচরী (আকাশচারিণী সতী) মায়য়া (রাক্ষসী শক্তিবিশেষেণ) আত্মানং (স্বরূপং) যোষিত্বা (যোষিতং কৃত্বা সুন্দরী নারীবেশেন ইত্যর্থঃ) উৎপত্য (আকাশমার্গেণ আগত্য) (উপেত্য ইতি পাঠঃ কৃচিৎ) নন্দগোকুলং (নন্দপুরং) প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টা) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—একদিন স্বেচ্ছাবিহারিণী ঐ রাক্ষসী মায়াবলে সুন্দরী নারীবেশ ধারণপূর্ব্বক আকাশপথে বিচরণ করিতে করিতে নন্দ-গোকুলে প্রবেশ করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি পূতনাবধলীলায়া আবশ্যকত্বালীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেব মৃত্যুনা নিমন্ত্র্যমাণৈব মর্ত্তুং গোকুলং জগামেত্যাহ সেতি । একদা রাত্রৌ আকাশমুৎপত্য গোকুলং প্রবিশ্য মায়য়া আত্মানং যোষিত্বা যোষিতং কৃত্বা ণিজ্‌লোপ আর্ষঃ । সৌন্দর্য্যেণ সর্ব্বজনান্ মোহয়িত্বা গৃহান্তঃপুরাদিষু সহসা প্রবেষ্টুমিতি ভাবঃ । যদ্যপি জগন্মোহিনী ভগবন্মায়াপি তান্ সিদ্ধভক্তান্ মোহয়িতুং নোৎসহতে তদপি কৃষ্ণলীলাশোভাসিদ্ধ্যর্থম্ ঐন্দ্রজালিক-মায়েব তানপি পূতনাদিমায়া মোহয়তি—ভগবদিচ্ছাবশাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তথাপি পূতনাবধ লীলার আবশ্যকত্বহেতু লীলাশক্তির প্রেরণাবশতঃই মৃত্যুর দ্বারা নিমন্ত্রিতা হইয়াই যেন মরিবার নিমিত্ত পূতনা গোকুলে গমন করিল, ইহা বলিতেছেন—'সা খেচরী একদা', কামচারিণী সেই খেচরী পূতনা একদিন রাত্রিকালে মায়াবলে আপনাকে 'যোষিত্বা'—সুন্দরী নারী-রূপিণী করিয়া আকাশপথে নন্দগোকুলে প্রবেশ

করিল। 'যোষিত্বা'—যোষয়িতা, এখানে নিচ্‌লোপ আর্ষপ্রয়োগ। সুন্দরী নারীর মত রূপ ধারণের উদ্দেশ্য—সৌন্দর্য্যের দ্বারা সর্ব্বজনকে মোহিত করিয়া গৃহান্তঃপুর প্রভৃতিতে বিনা বাধায় যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে—এই ভাব। যদিও জগন্মোহিনী শ্রীভগবানের মায়াও তাদৃশ সিদ্ধ ভক্তগণকে মোহিত করিতে সাহস করেন না, তথাপি শ্রীকৃষ্ণলীলার শোভা-সিদ্ধ্যর্থ ঐন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় তাঁহাদিগকেও যে পূতনাদি-মায়া মোহিত করিতেছে—ইহা শ্রীভগবানের ইচ্ছাবশতঃই বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ ॥ ৫ ॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনোহরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং (কেশবন্ধেষু ধম্মিল্যেষু ব্যতিষক্তাঃ সংলগ্নাঃ মল্লিকাঃ তদাখ্য পুষ্পানি যস্যাঃ তাং) বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাং (বৃহতা নিতম্বেন বৃহদ্ভ্যাং স্তনাভ্যাঞ্চ উভয়ভাগতঃ পীড়নাৎ কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমং কটি-স্থানং যস্যাঃ তাং) সুবাসসং (সুবসনাং) কল্পিতকর্ণভূষণত্বিষা (কল্পিতয়োঃ ধৃতয়োঃ কর্ণভূষণয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষা দীপ্ত্যা) উল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাং (উল্লসদ্ভিঃ দীপ্যমানৈঃ কুন্তলৈঃ কেশৈঃ মণ্ডিতং ভূষিতং আননং মুখং যস্যাঃ তাং) বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষণৈঃ (বল্গু মনোরমং স্মিতং হাস্যং যেষু তথাভূতাঃ অপাঙ্গবিসর্গাঃ কটাক্ষ-ক্ষেপনানি যেষু তৈঃ বীক্ষিতৈঃ অবলোকনৈঃ) ব্রজৌ-কসাং (ব্রজবাসিনাং) মনোহরন্তীং (চিত্তং আকর্ষয়-ন্তীং) বনিতাং (স্ত্রিয়ং) তাং (পূতনাং দৃষ্ট্বা) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাঃ) অম্ভোজকরেণ (পদ্মযুক্তহস্তেন উপলক্ষিতাং) রূপিণীং (মূর্ত্তিমতীং) পতিং (শ্রীকৃষ্ণং) দ্রষ্টুং আগতাং (সমায়াতাং) শ্রিয়ম্ ইব (লক্ষ্মী-দেবীমেব) অমংসত (নির্দ্ধারয়ামাসুঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—তাহার কেশবন্ধনে মল্লিকা কুসুম সকল গ্রথিত ছিল, সুবৃহৎ নিতম্ব এবং স্তনযুগলের ভারে তাহার কটিদেশ ক্ষীণ হইয়াছিল; তাহার বসন অতিশয় সুরম্য ছিল এবং কুণ্ডল যুগলের দীপ্তিতে কেশরাশিদ্বারা তদীয় বদন-মণ্ডল সুশোভিত হইয়া-ছিল; সে মনোহর হাস্য সহকারে কটাক্ষ নিক্ষেপ-দ্বারা ব্রজবাসিগণের মন হরণ করিতেছিল। গোপী-গণ তাহাকে দেখিয়া স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য সমাগতা পদ্মহস্তা মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—তাং শ্রিয়ং রূপিণীং মূর্ত্তিমতীং রত্নাদি-ধনসম্পত্তিমিব অম্ভোজকরেণ উপলক্ষিতাম্। পতিং শ্রীব্রজরাজস্যেষ্টদেবং শ্রীনারায়ণং দ্রষ্টুমিবাগতাং অমংসতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। বৃহতা নিতম্বেন স্তনাভ্যাঞ্চ উভয়ত আক্রান্তমিব কৃচ্ছ্রং কৃশং মধ্যমমুদরং যস্যাস্তাম্। বনিতাং অত্যনুরাগবতীম্। বনিতা-জনিতাত্যর্থানুরাগাঞ্চ যোষিতীত্যমরঃ। অহো রূপ-মহোহনুরাগ ইতি ব্রজৌকসাং মনোহরন্তীং অতএবৈতে সহসান্তঃপুরং প্রবিশন্তীমপি ন নিবারয়ামাসুরিতি ভাবঃ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং শ্রিয়ং রূপিণীং'—রূপ-বতী মূর্ত্তিমতী রত্নাদিধনসম্পত্তিই যেন লীলাকমলহস্তে 'পতিং'—শ্রীব্রজরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণকে দেখি-বার জন্য সমাগত হইয়াছেন বলিয়া গোপীগণ 'অমংসত'—বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহা পর-বর্ত্তী পদের সহিত অন্বয়। 'বৃহন্নিতম্ব-স্তন-কৃচ্ছ্র-মধ্যমাং'—বৃহৎ নিতম্বদ্বয় ও স্থূলতর স্তনযুগল দ্বারা আক্রান্তের ন্যায় হওয়ায় তাহার মধ্যদেশ কৃশ হইয়া-ছিল। 'বনিতাং'—অতি অনুরাগবতী সেই রমণীকে। অমরকোষে উক্ত আছে—"বনিতা শব্দে জনিতানুরাগ স্ত্রী বুঝায়"। 'অহো কি রূপ; কি অনুরাগ!' —এইভাবে যেন ব্রজবাসিগণের মনোহরণ করিতেছিল, অতএব তাঁহারা সহসা তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না—এই ভাব ॥ ৫-৬ ॥

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্।

বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং
দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (নন্দপুরে) বালগ্রহঃ (বালকগ্রাহিণী সা পূতনা) শিশূন্ (বালকান্) বিচিন্বতী (বধার্থং মৃগয়মানা সতী) যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া ভগবত এব লীলাশক্তি প্রেরণেনানুসন্ধানং বিনা) নন্দগৃহে (নন্দমহারাজস্য মন্দিরে) তল্পে (শয্যায়াং) ভসি (ভস্মনি) আহিতং (আচ্ছাদিতং) অগ্নিং ইব প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং (প্রতিচ্ছন্নং-সংগোপিতং নিজং ভাগবতং উরু মহৎ তেজঃ যেন তাদৃশং) অসদন্তকং (দুষ্টবিনাশনং) বালং (শ্রীকৃষ্ণং) দদর্শ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—সেই নন্দপুরে বালঘাতিনী পূতনা (বধার্থ) শিশু অন্বেষণ করিতে করিতে স্বেচ্ছাক্রমে অর্থাৎ ভগবল্লীলাশক্তি প্রেরণাক্রমে অনুসন্ধান না করিয়াই নন্দ মহারাজের মন্দিরে আগমনপূর্ব্বক শয্যামধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় স্বীয় ভগবত্তেজঃ সংগোপন করিয়া বর্ত্তমান দুষ্টবিনাশন বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়াছিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বালগ্রহঃ পূতনা অসদন্তকম্ স্বহন্তারমপি স্ব-বধ্যত্বেন প্রতীয়মানং বালং দদর্শ, যতঃ প্রতিচ্ছন্নেতি ভসি ভস্মন্যাহিতমন্তরর্পিতং ভস্মাচ্ছাদিতমগ্নিমিবেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালগ্রহঃ'—পূতনা, 'অসদন্তকম্'—স্ব-হন্তাকেও নিজের বধ্যত্বরূপে প্রতীয়মান বালককে দর্শন করিল, যেহেতু 'প্রতিচ্ছন্ন-নিজোরু-তেজসং'—নিজ বিপুল তেজঃ প্রচ্ছন্ন করিয়া তিনি বাল্যমাধুরী আবিষ্কার করতঃ শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। কেমন তাঁহাকে ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভসি আহিতম্ অগ্নিম্ ইব'—ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, ভস্মমধ্যে স্থাপিত বহ্নিকে দর্শন করিতে না পাইয়া যেমন কেবল ভস্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ স্বীয় ঐশ্বর্য্য সংগোপন করায় পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য বালকরূপেই দর্শন করিল ॥ ৭ ॥

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—চরাচরাত্মা (সর্ব্বাত্ম-স্বরূপঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাং (পূতনাং) বালকমারিকাগ্রহং (বালকমারিকা সংজ্ঞং গ্রহং) বিবুধ্য (জ্ঞাত্বা) নিমীলিতেক্ষণঃ (মুদ্রিতলোচনঃ বভূব) (সা চ) অবুদ্ধিরজ্জুধীঃ (অবুদ্ধিশ্চাসৌ রজ্জুধীশ্চেতি, সর্পে রজ্জুজ্ঞানবিশিষ্টঃ মূর্খঃ) যথা উরগং (যদ্বৎ সর্পং অঙ্কে ধারয়তি তথা) অন্তকং (নিজবিনাশহেতুং) অনন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) অঙ্কং (ক্রোড়ং) আরোপয়ৎ (অস্থাপয়ৎ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—স্থাবর-জঙ্গমের আত্মা শ্রীকৃষ্ণ সেই পূতনাকে 'শিশু বিনাশক গ্রহরূপিণী' জানিতে পারিয়া (তাহাকে বিনষ্ট করিবার বাসনায় ভীরুর ন্যায়) লোচনদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রহিলেন। এদিকে সর্পে রজ্জুজ্ঞানবিশিষ্ট মূর্খ যেরূপ সর্পকে ক্রোড়ে ধারণ করে, সেইরূপ পূতনাও স্বীয় অন্তকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—চরাচরাত্মেতি দুষ্টাগমনকালে সর্ব্বজ্ঞতাশক্তেঃ সেবাবসরো দর্শিতঃ। তাং বিবুধ্য বাল্যস্বভাবেনৈব নিমীলিতেক্ষণ আস দিদীপে। নিজাত্যন্তবালত্বভীরুত্বজ্ঞাপনায় চ তাদৃশামঙ্গল-দর্শনাভাবায় চ স্বদৃষ্টিস্বাভাবিক-তদ্বিধ-ধর্ষণাভাবায় চ মাতৃভাবদর্শিকায়াস্তস্যাঃ স্বকর্তৃক-বধে লজ্জানুৎপত্তৈব চ তন্মরণ-বৈকল্য-দর্শনাভাবায় চ মুদ্রিত-নেত্রত্বম্। ততশ্চানন্তং তমঙ্কমারোপয়ৎ। অন্তকং স্বস্যেতি সংহারিকাশক্তেঃ সেবাবসরঃ। যস্য দেশতঃ কালতশ্চ অন্তো নাস্তি তমনন্তমপি অঙ্কমারোপয়দিত্যর্থঃ। বিরোধেনাদ্ভুত-রসো ব্যঞ্জিতঃ। অন্তকমনন্তমিতি শব্দ-বিরোধঃ। যথা সুপ্তমুরগং অবুদ্ধ্যা অল্পবুদ্ধ্যা হেতুনা রজ্জুধীর্জনো গৃহ্ণাতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চরাচরাত্মা' —চরাচর সকলের পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্, ইহাতে দুষ্টের আগমনকালে সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির সেবাবসর দর্শিত হইল। 'তাং বিবুধ্য'—পূতনাকে বালকঘাতিনী জানিতে পারিয়া বাল্যস্বভাব-বশতঃই 'নিমীলিতেক্ষণঃ আস' —নয়ন মুদ্রিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এখানে নয়ন মুদ্রিতকরণের পাঁচটি কারণ আস্বাদন

করিতেছেন—(১) 'নিজাত্যন্তবালত্ব-ভীরুত্বজ্ঞাপনায়', শ্রীকৃষ্ণের পরম বাল্যভাব ও ভীরুত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। শিশু সাধারণতঃ অধিক সময় নিদ্রিতই থাকে। একটু পূর্ব্বে জাগ্রত ছিলেন, এখন নিদ্রাবেশে নয়ন নিমীলন করিলেন—ইহা শিশুভাবেরই পরিচায়ক। আবার শিশুরা জননীর কাছে হাসে খেলে। অপরিচিত মুখ দেখিলে ভয় পায়। ভয় পাইলে চক্ষু বুজিয়া যায়। শিশু এতক্ষণ যশোদার কাছে খেলা করিতেছিল। অপরিচিত পূতনাকে দেখিয়া ভয়ে চক্ষু বুজিলেন। ইহাও বালমাধুর্য্যই। (২) তাদৃশামঙ্গল-দর্শনাভাবায়'—তাদৃশ অমঙ্গল অর্থাৎ দুষ্ট জনকে দর্শন করিবার অনিচ্ছায়, অর্থাৎ পূতনা মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছে যে, ব্রজধামের বালকদের বধ সাধন করিবে। লীলাশক্তির ইচ্ছায় সে এপর্য্যন্ত কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, সর্ব্বাগ্রেই নন্দনন্দনের নিকট আসিয়াছে। যে ভক্তের অনিষ্ট করে বা অনিষ্ট চিন্তাও করে সে অমঙ্গল-স্বরূপ দুষ্ট। দুষ্ট পূতনা দুষ্ট সংকল্প করিয়াছিল বলিয়া ভগবান্ তাহার মুখদর্শনও করিলেন না। (৩) 'স্বদৃষ্টি-স্বাভাবিক-তদ্বিধধর্ষণাভাবায়'—শ্রীভগবানের দৃষ্টির সম্মুখে কোন কপটতা থাকিতে পারে না। পূতনা ছদ্মবেশে আসিয়াছিল। ভগবান্ তাহার দিকে চাহিলে তাহার স্বাভাবিক মূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সেইরূপ হইলে মা যশোদার ভয় হইবে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার দিকে না তাকাইয়া চক্ষু বুজিয়া রহিলেন। (৪) 'মাতৃভাবদর্শিকায়াঃ তস্যাঃ স্বকর্ত্তৃক-বধে লজ্জানুৎপত্ত্যৈ'—পূতনা মাতৃভাব দর্শন করাইতেছে, মাতৃবেশা এক রমণীকে ভগবান্ স্বয়ং বধ করিতে যেন লজ্জিত হইলেন। এই লজ্জাবশতঃই চক্ষু ঢাকিলেন। (৫) 'তন্মারণবৈকল্যদর্শনাভাবায় চ'—পূতনার মরণকালীন যন্ত্রণা তিনি স্বচক্ষে দেখিতে ইচ্ছা করেন না। যদ্যপি দণ্ডদাতা, তথাপি স্নেহময়। অন্যায়ের শাসনের জন্য মারিবেন, কিন্তু মরণকালের যন্ত্রণা দেখিতে পারিবেন না, এইজন্য চক্ষু বুজিলেন। তারপর 'অনন্তম্ অঙ্কম্ আরোপয়ৎ'—তারপর পূতনা অনন্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল। 'অন্তকং'—যিনি নিজের বিনাশের হেতু, এখানে সংহারিকা শক্তির সেবাবসর দর্শিত হইল। যাঁহার দেশতঃ বা কালতঃ অন্ত (শেষ) নাই, সেই অনন্তকেও ক্রোড়ে স্থাপন করিল—এখানে বিরোধের সহিত অদ্ভুত রস ব্যক্ত হইয়াছে। আবার অন্তক ও অনন্ত—ইহা শব্দ-বিরোধ। 'যথা সুপ্তম্ উরগং'—অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পবুদ্ধিহেতু যেমন রজ্জুবুদ্ধি করিয়া নিদ্রিত সর্পকে তুলিয়া লয়, তদ্রূপ পূতনাও দুষ্টান্তক সেই অনন্তকে সামান্য বালক জ্ঞান করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইল—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যশোদারোহিণ্যৌ কথং ন তাং নিবারিতবত্যৌ ইত্যাহ) কোষপরিচ্ছদাসিবৎ (কোমলচর্ম্মাদিনির্ম্মিতাধারমধ্যগত তীক্ষ্ণ খড়্গবৎ) তীক্ষ্ণচিত্তাং (নিষ্ঠুর-হৃদয়াং) অতিবামচেষ্টিতাং (বাম বল্গু জনন্যা ইব চেষ্টিতং যস্যাঃ তাং) তাং বরস্ত্রিয়ং (সুন্দরীং পূতনাং) অন্তরা (গৃহমধ্যে) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) জননী (জনন্যৌ যশোদারোহিণ্যৌ) তৎপ্রভয়া ধর্ষিতে (তস্যাঃ প্রভয়া দীপ্ত্যা অবধর্ষিতে অভিভূতে সত্যৌ) নিরীক্ষ্যমাণে অতিষ্ঠতাং (কেবলং তাং পশ্যন্তৌ এব স্থিতে ন তু নিবারয়ামাসতুঃ)॥ ৯॥

অনুবাদ—সেই রাক্ষসীর চিত্ত সুকোমল আধার মধ্যগত অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ হইলেও তাহার (বাহ্য) চেষ্টা জননীর ন্যায় অতিশয় বাৎসল্য ভাবযুক্ত; সুতরাং গৃহ মধ্যে সেই সুন্দরীকে দেখিয়া যশোদা এবং রোহিণী দেবী তাহার প্রভায় অভিভূত হইয়া এক দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন, কেহই তাহাকে নিবারণ করেন নাই ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু যশোদারোহিণ্যৌ কথং তাং ন ন্যবারয়েতাং তত্রাহ তামিতি। বামং বল্গু জনন্যা ইব চেষ্টিতং যস্যাস্তাম্। অন্তরা গৃহমধ্য এব বীক্ষ্য অন্তস্তৈক্ষ্ণ্যে বহির্ম্মার্দবে চ দৃষ্টান্ত মৃদুচর্ম্মময়ঃ কোষঃ পরিচ্ছদ আবরণং যস্য তথাভূতমসিমিবেতি তস্যাঃ প্রভয়াবধর্ষিতে অভিভূতে মৎপুত্রস্যাভ্যুদয়ায় কিমিয়-

মম্বিকা কিমিয়মিন্দ্রাণী মূর্ত্তিমতী ত্রৈলোক্যসম্পত্তি র্বা বাৎসল্যেন স্তন্যং পায়য়তীতি মোহিতে সত্যৌ জননী জনন্যৌ নিরীক্ষ্যমাণে এব কেবলমতিষ্ঠতাং ন তু নিবারিতবত্যৌ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যশোদা বা রোহিণী কেন তাহাকে নিবারণ করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তাং বামচেষ্টিতাং'—জননীর ন্যায় মনোহর চেষ্টা যাহার, তাহাকে, 'অন্তরা'—গৃহমধ্যে দেখিয়া, অন্তরে তীক্ষ্ণতা ও বাহিরে মৃদুতার দৃষ্টান্ত—'কোষপরিচ্ছদাসিবৎ', মৃদু চর্ম্মময় কোষ পরিচ্ছদ বলিতে আবরণ যাহার তথাভূত অসির ন্যায়, অর্থাৎ চিত্র চর্ম্মময় কোষাচ্ছাদিত অসির ন্যায় অন্তরে তীক্ষ্ণ অথচ বাহিরে মনোহর-চেষ্টা-যুক্তা দিব্য নারীরূপ-ধারিণী সেই পূতনাকে সহসা গৃহ-মধ্যে দর্শন করতঃ, 'তৎপ্রভয়া অবধর্ষিতে'—তাহার মাতৃবৎ স্নেহ-প্রাকট্য প্রভা দ্বারা অভিভূত হইয়া অর্থাৎ 'আমার পুত্রের মঙ্গলের নিমিত্ত ইনি কি অম্বিকাদেবী, অথবা ইনি কি ইন্দ্রাণী, কিংবা মূর্ত্তি-মতী ত্রৈলোক্য-সম্পত্তি বাৎসল্যভাবে আমার শিশুকে স্তন পান করাইতেছেন'—ইত্যাদিরূপে মোহিত হইয়া, 'নিরীক্ষ্যমাণে'—মা যশোমতী ও রোহিণীদেবী কেবল তাহার প্রতি চাহিয়াই রহিলেন, পরন্তু নিবারণ করিতে পারিলেন না ॥ ৯ ॥

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ-
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ঘোরা (ভীষণারাক্ষসীপূতনা) তস্মিন্ (তস্মিন্নেব স্থানে) অঙ্কম্ আদায় (ক্রোড়ে নিধায়) দুর্জ্জর বীর্য্যং (দুর্জ্জরং বীর্য্যং বিষং যস্মিন্ তৎ) উল্বণং (উগ্রং) স্তনং শিশোঃ (কৃষ্ণস্য মুখে) দদৌ। অথ (অনন্তরং) রোষসমন্বিতঃ (ক্রোধযুক্তঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণোঽপি) করাভ্যাং (হস্তদ্বয়েন) গাঢ়ং (তীব্রং) প্রপীড্য (পীড়য়িত্বা) তৎপ্রাণৈঃ সমং (পূতনায়াঃ জীবনেন সহ) অপিবৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া তাহার মুখে দুর্জ্জর বিষলিপ্ত স্তন প্রদান করিয়াছিল। পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ক্রোধযুক্ত হইয়া হস্তদ্বয়ে তীব্রভাবে স্তন নিষ্পীড়নপূর্ব্বক তদীয় প্রাণের সহিত উহা পান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্নেব স্থানে দুর্জ্জরং বিষরূপং বীর্য্যং যস্য তৎ। ঘোরা পূতনা শিশোঃ শিশবে গাঢ়ং প্রপীড্যেতি তয়া ত্যাজয়িতুমশক্যঃ সন্নিতি ভাবঃ। রোষসমন্বিত ইতি মদীয় ব্রজবালকানপীয়ং জিঘাংস-তীতি রোষময়ী দুষ্টসংহারিকাশক্তিরেবাপবিত্রান্ প্রাণান্ স্তনঞ্চাপিবদশোষয়ৎ ন তু স ইতি কুঠার-সমন্বিতো বৃক্ষমচ্ছিনদিতিবৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'—ক্রূর-স্বভাব-সম্পন্না পূতনা সেই স্থানেই বালককে ক্রোড়ে লইয়া 'দুর্জ্জর-বীর্য্যং'—স্পর্শমাত্র প্রাণনাশক দুর্জ্জর বিষে সংলিপ্ত স্তন সেই শিশুকে পান করিতে দিল। 'গাঢ়ং প্রপীড্য' —পূতনা যাহাতে ছাড়াইয়া দিতে না পারে এইভাবে দুই করে তাহার দুই স্তন গাঢ়ভাবে নিপীড়ন পূর্ব্বক ভগবান্ রোষসমন্বিত হইয়া পূতনার প্রাণের সহিত স্তন-পান করিতে লাগিলেন। 'রোষ-সমন্বিতঃ'—মদীয় ব্রজবালকগণকেও এই রাক্ষসী হত্যা করিতে ইচ্ছা করিতেছে, এইহেতু শ্রীভগবানের রোষময়ী দুষ্টসংহারিকা শক্তিই পূতনার অপবিত্র প্রাণ ও স্তন 'অপিবৎ'—শোষণ করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ নহেন, এখানে 'কুঠারসমন্বিত ব্যক্তি বৃক্ষ ছেদন করিল', (অর্থাৎ বৃক্ষের ছেদনকার্য্য কুঠারই সম্পন্ন করিল) এইরূপ বাক্যের ন্যায় বুঝিতে হইবে ॥ ১০ ॥

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতিপ্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্ম্মণি ।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ
প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সা (পূতনা) অখিলজীবমর্ম্মণি (সর্ব্ব-প্রাণমর্ম্মস্থানে) নিষ্পীড্যমানা (শ্রীকৃষ্ণেন আক্রান্তা) মুঞ্চ মুঞ্চ অলং (স্তনপানেন ন প্রয়োজনং অতএব পরিত্যজ্য) ইতি প্রভাষিণী (ভাষমাণা সতী) প্রস্বিন্ন-গাত্রা (স্বেদাকুলা) নেত্রে বিবৃত্য (নয়নযুগং বিস্ফার্য্য)

মুহুঃ (বারম্বারং) চরণৌ ভুজৌ চ (পাণি পাদং) ক্ষিপতী (ইতস্ততঃ চালয়ন্তী) রুরোদ হ (রোদিতবতী কিল) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সেই রাক্ষসী তৎকালে জীবনের সমস্ত মর্ম্মস্থানে পীড়িতা হইয়া (অসহ্য হওয়ায়) "ছাড় ছাড়, যথেষ্ট পান করা হইয়াছে"—এইরূপ বলিতে লাগিল এবং ঘর্ম্মাক্তদেহে নেত্রযুগল বিস্ফারিত করিয়া চরণ ও ভুজদ্বয় বারম্বার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে রোদন করিতেছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্পীড্যমানা অর্থাদ্বালকেন, চরণৌ ভূজৌ চ মুহুর্মুহুর্নিক্ষিপতী ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিষ্পীড্যমানা'—অর্থাৎ বালক কর্ত্তৃক সেই পূতনা জীবনের সমস্ত মর্ম্মস্থানে নিপীড়িতা হইয়া, মুহুর্মুহুঃ হস্ত পদ ইতস্ততঃ ক্ষেপণ করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীর-রংহসা
সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্যাঃ (পূতনায়াঃ অতিগভীররংহসা (অতিতীব্রবেগযুক্তেন) স্বনেন (শব্দেন) সাদ্রিঃ (সপর্ব্বতা) মহী (ভূমিঃ) সগ্রহা (গ্রহসমন্বিতা) দ্যৌঃ (আকাশঞ্চ) চচাল (চকম্পে) রসা (ধরণী) দিশঃ চ প্রতিনেদিরে (তস্যাঃ নাদেন প্রতিনিনাদিতাঃ) জনাঃ (লোকাশ্চ) বজ্রনিপাতশঙ্কয়া (বজ্রপতনমাশঙ্ক্য) ক্ষিতৌ (ভূমৌ) পেতুঃ (পতিতাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সেই পূতনা রাক্ষসীর অতি গম্ভীর বেগযুক্ত শব্দে পর্ব্বতের সহিত পৃথিবী এবং গ্রহগণের সহিত আকাশ বিচলিত হইয়াছিল। পৃথিবী এবং দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত ও মানবগণ বজ্রপাতভয়ে ভূপতিত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—রসা রসাতলানি চ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসাঃ'—রসাতল সকল কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসু-
র্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি।
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, (রাজন্) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তক্রমেন) ব্যথিতস্তনা (আক্রান্তস্তনভাগা) নিশাচরী (রাক্ষসীপূতনা) ব্যাদায় (মুখং বিবৃত্য) কেশান্ চরণৌ ভুজৌ অপি (হস্তপাদঞ্চ প্রসার্য্য নিজরূপং আস্থিতা রাক্ষসীরূপং প্রাপ্তা) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণাসতী) বজ্রাহতঃ (ইন্দ্রবজ্রেন নিহতঃ) বৃত্রঃ (তন্নামকাসুরঃ) ইব গোষ্ঠে (ব্রজে) [পপাত (পতিতা)] ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে স্তনভাগে আক্রান্তা নিশাচরী মুখব্যাদান এবং কেশরাশি ও হস্তপদ প্রসারণপূর্ব্বক নিজ রাক্ষসীরূপ গ্রহণানন্তর বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায় বিগতপ্রাণা হইয়া গোষ্ঠে পতিত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নিজরূপমাস্থিতা মৃত্যুপীড়িতয়া তয়া নিজমায়য়া রক্ষিতুমশক্যত্বাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকর বঙ্গানুবাদ—'নিজরূপম্ আস্থিতা'—ঐ পূতনা মৃত্যু-পীড়ায় পীড়িতা নিবন্ধন নিজ মায়া রক্ষা করিতে অসমর্থা হইয়া (নিজ উলূকীরূপ ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক গোষ্ঠ মধ্যে পতিতা হইল।) ॥১৩॥

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীৎ তদদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজেন্দ্র, (মহারাজ,) পতমানঃ অপি (ভূমৌ পতনোন্মুখোঽপি) তদ্দেহঃ (পূতনাশরীরং) ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্ (ষট্‌ক্রোশস্থানমধ্যগতবৃক্ষান্) চূর্ণয়ামাস (বভঞ্জ) তৎ মহৎ-অদ্ভুতং আসীৎ (তৎশরীরং বিশালং আশ্চর্য্যজনকং চ আসীৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, সেই পূতনার শরীর (ভূমিতে) পড়িতে পড়িতে ছয় ক্রোশ পরিমিত ভূমিভাগের বৃক্ষ সমুদয় বিচূর্ণ করিয়াছিল। তাহার ঐ শরীর অত্যন্ত বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক ছিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—পতমানঃ পীড়াবৈয়গ্র্যবশাদন্তঃপুরান্তস্মাদুৎপ্লুত্য গ্রামমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তদ্বহিঃপ্রদেশে পতন্নি-

ত্যর্থঃ। অপি-কারেণ ন কেবলং জীবন্ত্যেব সা জীবান্ জঘান, অপিতু মৃতাপীতি ভাবঃ। ষট্ক্রোশ-মধ্যবর্ত্তিনো দ্রুমান্ তাবতাং দ্রুমাণাং চূর্ণনং দ্রুমমাত্র-চূর্ণনং গ্রামোল্লঙ্ঘনং চেত্যত্যদ্ভুতং দ্রুমাশ্চ তে কংসা-রামস্থাস্তদ্ভোগ্য-ফলা ইতি বৈষ্ণবতোষণী। ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতমানঃ অপি'—পীড়া-জনিত বৈয়গ্র্যবশতঃ অন্তঃপুর হইতে উড্ডীয়মান হইয়া গ্রামের বাহিরে পূতনার দেহ পতিত হইয়াছিল —এই অর্থ। 'অপি'-কারের দ্বারা, পূতনা জীবিতাবস্থাতেই যে কেবল প্রাণিগণের হিংসা করিত এমন নহে, পরন্তু মৃত্যুগ্রস্তা হইয়াও প্রাণিনাশ করিয়া-ছিল—এই ভাব। 'ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্'—পূতনার দেহ পতনসময়েও ছয় ক্রোশ মধ্যবর্ত্তী ভূমিভাগের বৃক্ষসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এখানে গ্রামোল্লন-পূর্ব্বক কেবল বৃক্ষসকলেরই চূর্ণন, অথচ গোকুলস্থ গাভীগণের উপভোগ্য তৃণাদিরও যথাবস্থিতি—ইহা অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়াছিল। ঐ বৃক্ষগুলি কং-সের উদ্যানস্থ কংসের ভোগ্য ফলশালী বৃক্ষই ছিল—ইহা বৈষ্ণবতোষণীতে উল্লেখ আছে॥ ১৪॥

———

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজম্॥ ১৫॥
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহ-ভীষণম্।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্॥ ১৬॥
সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্।
পূর্ব্বন্তু তন্নিঃস্বনিত-ভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং (ঈষা লাঙ্গলদণ্ডঃ তন্মাত্রাঃ তৎপরিমিতাঃ উগ্রাঃ ভীষণাঃ দংষ্ট্রাঃ দন্তাঃ যস্মিন্ তৎ তথাভূতং আস্যং মুখং যত্র তৎ) গিরি-কন্দর নাসিকং (পর্ব্বতকন্দরবদ্‌গভীরনাসাযুক্তং) গণ্ডশৈলস্তনং (পর্ব্বতচ্যুত প্রস্তরখণ্ডবদ্বিশালস্তনদ্বয়-শালিনীং) প্রকীর্ণারুণমূর্দ্ধজং (বিক্ষিপ্ততাম্রবর্ণ-কেশযুক্তং) অন্ধকূপগভীরাক্ষং (শূন্যপরিত্যক্তকূপবদ্‌-গম্ভীরনয়নযুক্তং) পুলিনারোহ-ভীষণং (পুলিনবৎ নদীতটবৎ আরোহৌ জঘনে তাভ্যাং ভীষণং) বদ্ধ-সেতুভুজোর্বাঙ্ঘ্রি (বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজৌ উরূ অঙ্ঘ্রী পাদৌ চ যস্মিন্ তৎ) শূন্যতোয়হ্রদোদরং (শূন্যতোয়ঃ জলশূন্যঃ হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ) রৌদ্রং (ঘোরম্) তৎ কলেবরং (শরীরং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পূর্ব্বং (প্রথমং) তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ (তস্যাঃ নিঃস্বনিতেন শব্দেন নির্ভিন্নানি হৃৎকর্ণমস্ত-কানি যেষাং তে) গোপাঃ (গোপালকাঃ) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাশ্চ) সন্তত্রসুঃ স্ম (ভীতাঃ বভুবুঃ)॥ ১৫-১৭॥

অনুবাদ—তাহার মুখ লাঙ্গলের দণ্ডের ন্যায় তীক্ষ্ণ দন্ত বিশিষ্ট, নাসারন্ধ্র পর্ব্বত-গহ্বরের ন্যায় গভীর, স্তনদ্বয় গিরিশিখরচ্যুত শিলাখণ্ডের ন্যায় বিশাল, কেশরাশি বিক্ষিপ্ত এবং তাম্রবর্ণ। চক্ষু-দ্বয় অন্ধকূপের ন্যায় গভীর, জঘনদ্বয় নদীতটের ন্যায় ভীষণ, ভুজ, উরু ও পাদযুগল বদ্ধসেতুর ন্যায় এবং উদরটী জলশূন্য হ্রদতুল্য ছিল। প্রথমতঃ তাহার ভীষণ শব্দে গোপ এবং গোপাঙ্গনাগণের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, পুন-রায় তাহারা এবম্বিধ ভয়ঙ্কর শরীর দর্শনে আরও ভীত হইয়া পড়িল॥ ১৫-১৭॥

বিশ্বনাথ—তস্যা কলেবরং বীক্ষ্য গোপা গোপ্যশ্চ তত্রসুঃ। ঈশা লাঙ্গলদণ্ডস্তৎপ্রমাণা উগ্রদংষ্ট্রা যস্মিং-স্তদাস্যং যস্য। পুলিনবদারোহোজঘনং তেন ভীষণম্ বদ্ধাঃ সেতব ইব ভুজাবুরূ অঙ্ঘ্রী চ যস্মিন্ তৎ শূন্যতোয়হ্রদ ইব উদরং যস্মিন্ তৎ। পূর্ব্বন্ত তস্যাঃ শব্দেন ভিন্নানি বিদীর্ণানি হৃদাদীনি যেষাং তে তাশ্চ॥ ১৫-১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার ভীষণদর্শন কলেবর দেখিয়া গোপ ও গোপীগণ ত্রাসযুক্ত হইলেন। লাঙ্গল-দণ্ডের পরিমিত উগ্রদন্তবিশিষ্ট তাহার বদন। 'পুলিনারোহভীষণং' ইত্যাদি, পুলিনসদৃশ জঘনবশতঃ অতি ভীষণ, বদ্ধসেতুর তুল্য ভুজদ্বয়, উরুদ্বয় ও পদদ্বয় এবং জলশূন্য হ্রদের ন্যায় উদরবিশিষ্ট পূত-নার দেহ নিরীক্ষণ করিয়া, 'পূর্ব্বন্ত'—ইতি পূর্ব্বেই উহার ভীষণ শব্দে যে গোপ ও গোপীগণের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক বিঘূর্ণিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহারা মহাভীত হইয়া পড়িলেন॥ ১৫-১৬॥

———

বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্।
গোপ্যস্তূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—তস্যাঃ (মৃতায়াঃ রাক্ষস্যাঃ) উরসি ক্রীড়ন্তং (ক্রীড়াং কুর্ব্বন্তং) অকুতোভয়ং (নির্ভয়ং) বালং (বীক্ষ্য ইতি পূর্ব্বেণ অন্বয়ঃ) জাত-সম্ভ্রমাঃ (জাতঃ সম্ভ্রমো বিস্ময়ো হর্ষবেগো বা যাসাং তথাভূতাঃ সত্যঃ) গোপ্যঃ তূর্ণং (শীঘ্রং) সমভ্যেত্য (সমীপমাগত্য) জগৃহুঃ (ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই মৃতা রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে নির্ভয়ে ক্রীড়ারত-বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া গোপীগণ অত্যন্ত হর্ষান্বিতা হইয়া শীঘ্র নিকটে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—উরসি পর্ব্বতবদুত্তুঙ্গে ক্রীড়ন্তম্। প্রবেষ্টুং সূতিকাগারমনীশানাং বনৌকসাম্। দিদৃক্ষাপূর্ত্ত্যৈ ইব নিষ্ক্রান্তং স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বালঞ্চ তস্যা উরসি'—পর্ব্বতবৎ উচ্চ রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে শ্রীহস্তপদ-নর্ত্তনাদি দ্বারা অকুতোভয়ে ক্রীড়াকারী বালককে গোপীগণ বিস্ময় ও হর্ষভরে গ্রহণ করিলেন। 'প্রবেষ্টুং সূতিকাগারম্' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—মা যশোমতীর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিতে অসমর্থ বনবাসিগণের দর্শনের অভিলাষ পূর্ত্তির নিমিত্তই যেন বালগোপাল নিজ গৃহ হইতে বাহিরে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্ব্বতঃ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যশোদারোহিণীভ্যাং সমং (তাভ্যাং সহ) তাঃ (গোপ্যঃ) গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ (গোপুচ্ছভ্রমণাদিকার্য্যৈঃ) সর্ব্বতঃ (সর্ব্ববিঘ্নেভ্যঃ) বালস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) সম্যক্ রক্ষাং (যথাযথং রক্ষামঙ্গলকার্য্যং) বিদধিরে (চক্রুঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যশোদা এবং রোহিণীর সহিত অন্যান্য গোপীগণ গোপুচ্ছ-ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়াদ্বারা সর্ব্ববিঘ্ন হইতে বালক শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ভাবে রক্ষা বিধান করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—রক্ষাবিধানে যশোদারোহিণ্যোরপ্রাধান্যং তয়োঃ শোকোত্থ-বৈয়গ্র্যাতিশয়েন। সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষ্বঙ্গেষু। আদিশব্দেন সর্ষপনির্ম্মঞ্ছনসূর্পকোণস্পর্শনাদীনি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শোকোত্থিত অতিশয় ব্যাকুলতাবশতঃ রক্ষাবিধান কার্য্যে শ্রীযশোদা ও রোহিণীদেবীর অপ্রধান্য বলিতেছেন—যশোদা ও রোহিণীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যান্য গোপীগণ বালকের সর্ব্বাঙ্গে গোপুচ্ছ ভ্রমণাদির দ্বারা, আদিশব্দে—সর্ষপ নির্ম্মঞ্জন ও সূর্প (কুলা) স্পর্শাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে রক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্।
রক্ষাঞ্চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—গোমূত্রেন পুনঃ গোরজসা (গোধূলিনা) অর্ভকং (শিশুং) স্নাপয়িত্বা শকৃতা (গোময়েন) দ্বাদশাঙ্গেষু (ললাটাদিষু) নামভিঃ (কেশবাদি দ্বাদশ নামভিঃ) রক্ষাং চক্রুঃ চ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—গোমূত্র এবং গোধূলিদ্বারা শিশুকে স্নান করাইয়া গোময়দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশাঙ্গে কেশব, নারায়ণ, মাধব ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম অঙ্কনপূর্ব্বক রক্ষা বিধান করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—শকৃতা গোময়েন দ্বাদশাঙ্গেষু ললাটাদিষু নামভিঃ কেশবাদ্যৈঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ'—গোময় দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে কেশব প্রভৃতি দ্বাদশ নামে রক্ষাবিধান করিলেন ॥ ২০ ॥

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্ব্বত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সংস্পৃষ্টসলিলাঃ (আচান্তাঃ) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাঃ) আত্মনি (স্বকীয়েষু ইত্যর্থঃ) অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্ ন্যস্য (অঙ্গন্যাসকরন্যাসৌ বিধায়) অথ (পশ্চাৎ) বালস্য (অঙ্গেষু) বীজন্যাসং অকুর্ব্বত ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গোপীগণ প্রথমতঃ আচমন করিয়া স্বকীয় অঙ্গে ও করদ্বয়ে বীজন্যাসপূর্ব্বক পশ্চাৎ বালকের অঙ্গেও তাহা করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমমনাচান্তা এবাতিসম্ভ্রমেণৈব রক্ষাং কৃত্বা পশ্চাল্লব্ধাশ্বাসা যথাবিধানমেব রক্ষাং চক্রু-

রিত্যাহ গোপ্য ইতি। সংস্পৃষ্ট-সলিলা আচান্তাঃ। আত্মনি আত্মন অঙ্গেষু করয়োশ্চ ন্যস্য অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ কৃত্বেত্যর্থঃ। অথ অনন্তরং বালস্যাঙ্গে-ষবঙ্ঘ্র্যাদিষু বীজস্যাজাদিনামাদ্যৈকৈকাক্ষরস্য সানুস্বারস্য নমঃশব্দান্তস্য ন্যাসম্। তেন অং নমোঽজস্তবাঙ্ঘ্রী অব্যাৎ. মং নমো মনিমাং স্তব জানুনী অব্যাদিত্যেবং প্রয়োগঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপীগণ অতি সম্ভ্রমবশতঃ প্রথমতঃ আচমন না করিয়াই রক্ষাবিধান করিয়া পরে কিঞ্চিৎ আশ্বাস লাভ করিয়া বিধানানুসারে রক্ষাবিধান করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ' ইত্যাদি। 'সংস্পৃষ্ট-সলিলাঃ'—আচমনপূর্ব্বক স্বীয় অঙ্গসকলে ও করদ্বয়ে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া, পরে পৃথক্‌ভাবে বালকের অঙ্ঘ্রি প্রভৃতি অঙ্গসকলে অনুস্বারযুক্ত অজাদি নামের আদ্যাক্ষর ও পরে 'নমঃ, যুক্ত করিয়া ন্যাস করিলেন। যথা—'অং নমঃ' অজনামক ভগবান্ তোমার চরণযুগল রক্ষা করুন, 'মং নমঃ' মনিমান্ নামক ভগবান্ তোমার জানুদ্বয় রক্ষা করুন—এই প্রকারে বালকের অন্যান্য অঙ্গেও বীজন্যাস করিলেন ॥ ২১ ॥

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মনিমাংস্তবজান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ।
হৃৎকেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥ ২২ ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
তৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাঽজনশ্চ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্য্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ তব (বালস্য) অঙ্ঘ্রি (পাদৌ) অব্যাৎ (রক্ষতু) অথ মনিমান্ (তন্নামা ভগবৎপ্রাদুর্ভাববিশেষঃ) জানু (জানুদ্বয়ং) যজ্ঞঃ উরূ (উরুযুগং) অচ্যুতঃ কটিতটং হয়াস্যঃ (হয়গ্রীবঃ) জঠরং কেশবঃ হৃৎ (হৃদয়ং) ঈশঃ ত্বদুরঃ (তব বক্ষঃ) ইনঃ (সূর্য্যঃ) কণ্ঠং বিষ্ণুঃ ভুজং উরুক্রমঃ মুখং ঈশ্বরঃ কং মস্তকং) চক্রী অগ্রতঃ (সম্মুখে) সহগদঃ (গদাধারী) হরি পশ্চাৎ ধনুঃ (ধনুর্দ্ধরঃ) মধুহা (মধুরিপুঃ) অসিঃ (অসিধরঃ) অজনঃ চ ত্বৎপার্শ্বয়োঃ (তব পার্শ্বযুগলং) শঙ্খঃ (শঙ্খধারী) উরুগায়ঃ কোণেষু উপেন্দ্রঃ উপরি তার্ক্ষ্যঃ (গরুড়ঃ) ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিক্ষু) অব্যাৎ ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, গোপীগণ এই মন্ত্রে বীজন্যাস করিয়াছিলেন—"অজ তোমার পদযুগল রক্ষা করুন। অনন্তর মনিমান্ জানুদ্বয়, যজ্ঞ উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠরদেশ, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষস্থল, সূর্য্য কণ্ঠপ্রদেশ, বিষ্ণু ভুজ, উরুক্রম মুখমণ্ডল, ঈশ্বর মস্তক, চক্রী সম্মুখভাগ, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্‌ভাগ, ধনুর্দ্ধারী মধুরিপু ও অসিধারী অজন তোমার উভয়পার্শ্ব এবং শঙ্খধারী উরুগায় কোণ সমূহে, উপেন্দ্র উপরিভাগে, গরুড় ভূতলে ও হলধর পুরুষ চতুর্দ্দিকে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পদ্যেরেতৈঃ রক্ষাং চক্রুরিত্যাহ—অব্যাদিতি অঙ্ঘ্রি অঙ্ঘ্রী মনিমান্ তন্নামা ভগবৎ-প্রাদুর্ভাববিশেষঃ। জানু জানুনী জঙ্ঘেঽচ্যুত ইতি সন্ধিরার্ষঃ। যজ্ঞোঽচ্যুত ইতি চ পাঠঃ। হৃৎ জীবাধারপদ্মং উরো বক্ষঃ। তথা দিক্ষু রক্ষামকুর্ব্বন্নিত্যাহ—চক্র্যগ্রত ইতি। চক্রসহিতো হরিঃ স্তবাগ্রতোঽস্তু। সহগদো গদাসহিতো হরিস্তব পশ্চাদস্তু। ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুর্ধরো মধুহা অসিধরোঽজনশ্চাস্তু। কোণেষু শঙ্খধর উরুগায়স্তু উপর্য্যুপেন্দ্রোঽস্তু তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতাবধস্তাদস্তু। হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাদস্তু ॥ ২২-২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর এই পদ্যে রক্ষা-বিধান করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'অব্যাৎ' ইত্যাদি। মনিমান্ তন্নামক ভগবৎ প্রাদুর্ভাব বিশেষ। 'জঙ্ঘেঽচ্যুতঃ'—এখানে সন্ধি আর্ষ প্রয়োগ। 'যজ্ঞোঽচ্যুতঃ—এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'হৃৎ' বলিতে জীবাধারপদ্ম, 'উরুঃ'—বক্ষঃস্থল। সেইরূপ দিক্ সকলেও রক্ষা বিধান করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'চক্র্যগ্রতঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ চক্রধারী হরি তোমার অগ্রভাগে, গদাধারী হরি তোমার পশ্চাদ্ভাগে, ধনুর্দ্ধারী মধুসূদন তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে, অসিধারী অজন নামক ভগবান্ তোমার চারিকোণে, শঙ্খধর উরুগায় উপেন্দ্র তোমার উপরিভাগে, গরুড়বাহন শ্রীহরি

তোমার অধোভাগে, এবং হলধারী পুরুষ তোমার সর্ব্বদিক্ রক্ষা করুন ॥ ২২-২৩ ॥

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষীকেশঃ ইন্দ্রিয়ানি নারায়ণঃ প্রাণান্ অবতু (রক্ষতু) শ্বেতদ্বীপপতিঃ চিত্তং যোগেশ্বরঃ মন অবতু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হৃষীকেশ ইন্দ্রিয়সকল, নারায়ণ প্রাণ, শ্বেতদ্বীপাধিপতি চিত্ত এবং যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ॥২৫॥
ব্রজন্তমব্যাদ্বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ।
ভুঞ্জানাং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পৃশ্নিগর্ভঃ (পৃশ্নিগর্ভজাতঃ ভগবদবতারঃ) তে (তব) বুদ্ধিং পরঃ ভগবান্ (পরমেশ্বরঃ) আত্মানং পাতু গোবিন্দঃ ক্রীড়ন্তং (ক্রীড়ারতং ত্বাং পাতু) মাধবঃ শয়ানং পাতু বৈকুণ্ঠঃ ব্রজন্তং (গচ্ছন্তং) অব্যাৎ শ্রিয়ঃ পতিঃ আসীনং (উপবিশন্তং) ত্বাং অব্যাৎ সর্ব্বগ্রহভয়ঙ্করঃ (সকলগ্রহনাশনঃ) যজ্ঞভুক্ ভুঞ্জানং পাতু ॥ ২৫-২৬ ॥

অনুবাদ—পৃশ্নিগর্ভ বুদ্ধি এবং পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। গোবিন্দ ক্রীড়াবস্থায়, মাধব শয়ন অবস্থায়, বৈকুণ্ঠ গমনকালে, শ্রীপতি উপবেশনাবস্থায় এবং সর্ব্বগ্রহ-বিনাশন যজ্ঞভুক্ ভোজন সময়ে তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ২৫-২৬ ॥

ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ২৭ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ কুষ্মাণ্ডাঃ (এতে) যে অর্ভকগ্রহাঃ (শিশুবিঘ্নজনকাঃ গ্রহাঃ) ভূতপ্রেত-পিশাচাঃ চ (অপদেবতা বিশেষাঃ) যক্ষরক্ষো বিনায়কাঃ (তত্তন্নামকাঃ বিঘ্নকারিণঃ) কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনামাতৃকাদয়ঃ চ দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ (দেহাদি হিংসকাঃ) যে হি অপস্মারাঃ উন্মাদাঃ চ (রোগা) স্বপ্নদৃষ্টাঃ (স্বপ্নে লক্ষিতাঃ) মহোৎপাতাঃ বৃদ্ধাঃ বালাঃ চ যে গ্রহাঃ (সন্তিঃ) বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) নামগ্রহণ ভীরবঃ (নামোচ্চারণেন ভীতাঃ সন্তঃ) তে সর্ব্বে (বিঘ্নহেতবঃ) নশ্যন্তু (নাশং গচ্ছন্তু) ॥ ২৭-২৯ ॥

অনুবাদ—ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক শিশুবিঘ্নজনক গ্রহগণ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষ, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা প্রভৃতি দেহ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের হিংসকগণ, অপস্মার ও উন্মাদ রোগ, স্বপ্নদৃষ্ট মহাউৎপাতসকল, বৃদ্ধগ্রহ ও বালগ্রহসকল বিষ্ণুর নামগ্রহণে ভীত হইয়া সকলে বিনষ্ট হউক ॥ ২৭-২৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (এবং প্রকারেণ) প্রণয়বদ্ধাভিঃ (প্রণয়াকৃষ্টাভিঃ) গোপীভিঃ কৃতরক্ষণং (কৃতরক্ষাবিধানং) আত্মজং (শ্রীকৃষ্ণং) স্তনং পায়য়িত্বা মাতা (যশোদা) সংন্যবেশয়ৎ (শয্যায়াং স্থাপয়ামাস) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—প্রণয়াকৃষ্ট গোপীগণ এইরূপে রক্ষক্রিয়া সম্পাদন করিলে যশোদা দেবী পুত্রকে স্তন পান করাইয়া শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রণয়রসনয়া যশোদাগৃহে এব বদ্ধাভিঃ। পায়য়িত্বেতি স্তনপানমেব বালানাং স্বাস্থ্যলক্ষণমিতি ভাবঃ। সংন্যবেশয়ৎ শায়য়ামাস ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রণয়বদ্ধাভিঃ'—স্নেহদ্বারা বশীকৃত হইয়া যশোদাগৃহেই (ধাত্রীরূপে) সদাবস্থিত গোপীগণ এই প্রকারে রক্ষাবিধান করিলে মা যশোদা

পুত্রকে স্তন পান করাইলেন, কারণ স্তনপানই শিশুদের সুস্থতার লক্ষণ—এই ভাব। 'সংন্যবেশয়ৎ'—পরে শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ৩০ ॥

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তৎকালে) নন্দাদয়ঃ গোপাঃ মথুরায়াঃ ব্রজং গতাঃ (সন্তঃ) পূতনাদেহং বিলোক্য অতি বিস্মিতাঃ বভূবুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে নন্দ প্রভৃতি গোপসকল মথুরা হইতে ব্রজে প্রত্যাগত হইয়া পূতনার দেহদর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অতি বিস্মিতাঃ কিং শক্রেণ ভ্রমাদচ্ছিন্নপক্ষঃ কোঽপি পর্ব্বতো নভোব্যাপিনোঽপ্যত্রত্যান্ মহীরুহাংশ্চূর্ণয়িত্বা পপাত। কিম্বা বয়মেব সাহজিক্যা ভ্রান্ত্যা কয়াপি যোগিন্যা বা দেশান্তরং প্রাপিতাঃ স্মঃ। কিম্বা কস্যাপ্যৈন্দ্রজালিকস্যেদং কর্ম্মেতি সন্দিহানা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিবিস্মিতাঃ'—সেই সময় শ্রীনন্দ প্রভৃতি গোপগণ মথুরা হইতে ব্রজে প্রত্যাগত হইয়া পূতনার দেহ নিরীক্ষণপূর্ব্বক "একি! দেবরাজকর্ত্তৃক ছিন্নপক্ষ হইয়া কোন পর্ব্বত নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া অত্রত্য বৃক্ষশ্রেণী চূর্ণ করতঃ পতিত হইয়াছে? কিম্বা আমরাই স্বাভাবিক ভ্রান্তিবশতঃ কোন যোগিনী কর্ত্তৃক দেশান্তরে আনীত হইলাম? অথবা ইহা কাহারও ঐন্দ্রজালিক কর্ম্ম?" —এই প্রকার সন্দেহবশতঃ অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এই ভাবার্থ ॥ ৩১ ॥

নূনং বতর্ষিঃ সঞ্জাতো যোগেশো বা সমাস সঃ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(অতিবিস্মিতানাং তেষামন্যোঽন্যোক্তিমাহ) বত (অহো) স আনকদুন্দুভিঃ (বসুদেবঃ) নূনং (নিশ্চিতং) ঋষিঃ (তপঃ প্রভাববান্) সঞ্জাতঃ (সম্যক্ জাতঃ স প্রাগেতাদৃশো নাসীৎ) যোগেশ বা সমাস (সম্যক্ আস বভূব) হি (যতঃ বসুদেবঃ) যৎ (উৎপাতং) আহ (অস্মান্ প্রতি উবাচ) স এব উৎপাতঃ দৃষ্টঃ (অস্মাভিঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তখন তাঁহারা চিন্তা করিলেন যে, বসুদেব নিশ্চয়ই তপস্বী হইয়াছেন কিংবা যোগী হইয়াছেন, কেননা তিনি মথুরায় যে উৎপাতের কথা বলিয়াছিলেন, সেই উৎপাত আমরা ব্রজে আসিয়া দর্শন করিলাম ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র শ্রীব্রজরাজস্তু নিশ্চিনোতি নূনং নিশ্চিতমেব ঋষিরস্মৎকুলে বসুদেবঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদনুমীয়তে। যোগেশোঽষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসী যোগজনেত্রেণ ভাবি বৃত্তদর্শিত্বাৎ সমাস সম্যগ্দীপ্যতে স্ম। অস দীপ্তৌ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে শ্রীব্রজরাজ নিশ্চয় করিতেছেন—'নূনং'—নিশ্চিতই আমাদের বংশে বসুদেব মহাশয় ঋষি হইয়াছেন, কেন না ঋষিবাক্যই প্রামাণ্য হইয়া থাকে। বোধ হয় তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসী হইয়াছেন, কেন না যোগনেত্রে ভাবি বৃত্তান্তদর্শী হইয়া 'সমাস'—সম্যক্ রূপে দীপ্তি পাইতেছেন, এখানে 'অস্'—ধাতু দীপ্তি অর্থে ॥ ৩২ ॥

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তৎ তে ব্রজৌকসঃ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠবেষ্টিতম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ) তৎকলেবরং (রাক্ষসীদেহং) পরশুভিঃ (কুঠারৈঃ) ছিত্ত্বা দূরে ক্ষিপ্ত্বা অবয়বশঃ (পৃথক্ পৃথক্) কাষ্ঠবেষ্টিতং (কৃত্বা) ন্যদহন্ (নিঃশেষেণ অদহন্ পুনর্জীবনশঙ্কয়া বিষধর জীবানাং দাহেনৈবোপশান্তেঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ব্রজবাসিগণ সেই রাক্ষসীর দেহ পরশুদ্বারা ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত পরে প্রত্যেক অবয়ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কাষ্ঠ-বেষ্টিত করিয়া দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজৌকসোঽন্ত্যজা উপনন্দাদ্যাদিষ্টাঃ। নিঃশেষেণ দেহঃ পুনর্জ্জীবনশঙ্কয়া বিষধর-জীবানাং দাহনেনৈবোপশান্তেঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রজৌকসঃ'—উপানন্দাদি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিম্ন জাতীয় ব্রজবাসিগণ (ঐ

পূতনার মৃতদেহ) 'ন্যদহন্'—নিঃশেষরূপে দগ্ধ করিতেছিল যাহাতে আবার জীবিত না হয়, কেন না বিষধর জীবগণের দাহনের দ্বারাই উপশান্তি দৃষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ (কৃষ্ণেন নির্ভুক্তঃ অতএব সপদি তৎক্ষণাৎ আহতঃ বিনষ্ট পাপ্মা পাপং যস্য তস্য) দহ্যমানস্য দেহস্য অগুরু সৌরভঃ (অগুরুবৎসুগন্ধযুক্তঃ) ধূমঃ চ উত্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ সেই রাক্ষসীর স্তন পান করায় তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়াছিল, অতএব দাহকালে তদীয় শরীরের অগুরুর ন্যায় সুগন্ধ-যুক্ত ধূম উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দেহস্য কৃষ্ণমুখস্পর্শোত্থং মহিমান-মাহ, দহ্যমানস্যেতি । কৃষ্ণ-নির্ভুক্তেন কৃষ্ণকৃত-স্তন্য-পানেন সপদ্যাহতঃ পাপ্মা যস্য তস্য ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই দেহের কৃষ্ণমুখ-স্পর্শ-জনিত মহিমা বলিতেছেন—'দহ্যমানস্য' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ স্তন পান করায় পূতনাদেহ সদ্য নিষ্পাপ হইয়াছিল। (অতএব ঐ দেহ দগ্ধ হইবার সময় অগুরু হইতেও সুগন্ধযুক্ত ধূম উত্থিত হইতে লাগিল।) ॥ ৩৪ ॥

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা ।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥ ৩৫ ॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিন্নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—রুধিরাশনা (রক্তপায়িনী) লোক-বালঘ্নী (জনানাং শিশুনাশিনী) রাক্ষসী পূতনা জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হরয়ে (কৃষ্ণায়) স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিং আপ (শুভলোকং প্রাপ) শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসেন) ভক্ত্যা (চ) পরমাত্মনে কৃষ্ণায় রক্তাঃ (স্নিগ্ধাঃ) তন্মাতর যথা (তস্য মাতৃবৎ) প্রিয়তমং (তস্য প্রিয়ং) কিং নু (কিঞ্চিৎ দ্রব্যং) যচ্ছন্ (দদন্ জনঃ) কিং পুনঃ (অবশ্যমেব স সদ্গতিং লভতে) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—রক্তপায়িনী শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা হনন করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া এইরূপ সদ্গতি লাভ করিয়াছিল। আর যাঁহারা বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে কৃষ্ণৈক-জীবনা মাতৃগণের ন্যায় কোনও প্রিয়বস্তু প্রদান করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রসঙ্গাৎ কৈমুত্য-ন্যায়েন ভক্তের্মহি-মানমাহ পূতনেতি। জিঘাংসয়াপি কিমুতৌদাসীন্যেন কিমুততরাং শ্রদ্ধয়া কিমুততমাং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যেত্যর্থঃ। হরয়ে ভগবৎপ্রাদুর্ভাবমাত্রায় কিমুত কৃষ্ণায় পরমাত্মনে সর্ব্ব-পরমস্বরূপায়াহবতারিণে। বিষস্তনমপি কিমুত বিষেতরদ্বস্তু কিমুততরাং প্রিয়ং কিমুততমাং প্রিয়তরং কিমুতাতিতমাং প্রিয়তমম্। পূতনা নাম্না প্রসিদ্ধা রাক্ষস্যপি কিমুত মানুষ্যঃ কিমুততরাং ভক্তাঃ কিমুততমাং রক্তা অনুরাগযুক্তাঃ। তত্রাপি কিমুত-তমাং তন্মাতরোহতিবৎসলাঃ বৎসহরণলীলা-গতাস্তা-স্বপ্যতিতমাং অনির্ব্বাচ্যত্বাৎ শ্রীযশোদা তু দূরত এব প্রণতিপাত্রীকৃত্যৈব স্থাপিতা ন তুল্লিখিতেতি করণ-সম্প্রদানকর্ম্মকর্তৃপদেষু কৈমুত্যমণ্ডলী ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রসঙ্গতঃ কৈমুত্যিক ন্যায়ে ভক্তির মহিমা বলিতেছেন—'পূতনা' ইত্যাদি, অর্থাৎ বালঘাতিনী রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা বিনাশ বাস-নায় শ্রীহরিকে স্তন প্রদান করিয়াও সদ্গতি প্রাপ্ত হইল। 'জিঘাংসয়া অপি'—হনন করিবার ইচ্ছায়, তাহাতে যিনি উদাসীনভাবে, তাহাতে আবার যিনি শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) পূর্ব্বক, তাহা অপেক্ষা যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্থাৎ প্রীতিসহকারে প্রদান করেন, তাহার কথা কি বক্তব্য ? 'হরয়ে'—শ্রীভগবানের অবতার মাত্রেই, তাহা অপেক্ষা যিনি 'কৃষ্ণায় পরমাত্মনে'—সর্ব্বাব-তারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিতেছেন, তাহার কথা কি বক্তব্য ? বিষ-সংলিপ্ত স্তনও, তাহা অপেক্ষা যিনি বিষেতর বস্তু, তাহা অপেক্ষা যিনি প্রিয় বস্তু প্রদান করেন, তাহাতে আবার প্রিয়তর বস্তু কিম্বা অতিশয় প্রিয়তম বস্তু অতি প্রীত্যতিশয়ে যিনি প্রদান করেন, তিনি যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন, এই

বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে? আবার পূতনা জাতিতে প্রসিদ্ধ রাক্ষসী হইয়াও, তাহাতে মানব জাতি যদি প্রদান করে, তাহা অপেক্ষা যদি ভক্তগণ প্রদান করেন, তাহাতে আবার যদি অনুরক্ত জন প্রদান করেন, তাহাদের কথা কি বক্তব্য? তন্মধ্যেও অতিশয় বাৎসল্যবতী 'তন্মাতরঃ'—বৎসহরণ লীলাগত তাঁহার মাতৃগণ যাহা প্রদান করেন, তাহাতে যে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে? এই স্থলে সেই মাতৃগণের মধ্যেও অতিশয় অনির্ব্বাচ্য বলিয়া মাতা শ্রীযশোদাকে দূর হইতে প্রণতিপূর্ব্বক স্থাপন করতঃ তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। এখানে করণ (যে প্রকারে), সম্প্রদান (যাঁহাকে দিতেছেন), কর্ম্ম (যে বস্তু), কর্ত্তা (যিনি দিতেছেন)—পদে কৈমুত্যিক বুঝিতে হইবে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপি বৎ স্তনম্ ॥ ৩৭ ॥
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোহনুমাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ অপি ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং (ভক্তজনহৃদয় বিরাজিতাভ্যাং) লোকবন্দিতৈঃ (ভুবন প্রণমৈঃ শিবাদিভিঃ) বন্দ্যাভ্যাং (জ্যাভ্যাং) পদ্ভ্যাং (শ্রীচরণাভ্যাং) যস্যাঃ (পূতনায়াঃ) অঙ্গং সমাক্রম্য তৎস্তনং (পপৌ) সা যাতুধানী অপি (রাক্ষসী অপি) জননীগতিং (শ্রীযশোদায়া ইব গতিং) স্বর্গং (পরম সুখানুভবস্থানং) অবাপ (প্রাপ্তা তদা) কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ (কৃষ্ণেন ভুক্তং পীতং স্তনক্ষীরং স্তনদুগ্ধং যাসাং তাঃ) অনুমাতরঃ (মাতৃ সদৃশ্য এব) গাবঃ (ধেনবঃ) কিমু (কথং পরম পদং ন গতাঃ অবশ্যমেব গতাঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তজন-হৃদয়স্থিত; জগৎপূজ্য শিবাদি কর্ত্তৃক বন্দিত-চরণযুগলের দ্বারা যাহার অঙ্গ আক্রমণ করিয়া তদীয় স্তনপান করিয়াছিলেন, সেই পূতনা রাক্ষসী হইলেও মাতৃগণের প্রাপ্য স্থানের তুল্য স্বর্গ অর্থাৎ পরম সুখানুভব স্থান লাভ করিয়াছিল; তবে কৃষ্ণ যাঁহাদের স্তনক্ষীর পান করিয়াছেন, সেই সমস্ত মাতৃসদৃশী গাভীগণ বা গাভী ও মাতৃগণ যে তদপেক্ষা উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতো নিষ্কারণক-কৃপা-প্রাপিতং পূতনায়াঃ সৌভাগ্যং তাবৎ পশ্যেতাহ পদ্ভ্যামিতি দ্বাভ্যাং। ভক্তহৃদিস্থাভ্যামিতি পূতনা ন ভক্তা নাপ্যভক্তা কিন্তু তস্য বৈরিণীতি ভাবঃ। লোকবন্দিতৈর্ব্রহ্ম-রুদ্রাদিভিরপি বন্দ্যাভ্যামিতি পূতনয়া তু পাদৌ ন বন্দিতৌ নাপ্যবন্দিতৌ কিন্তু মরণসময়ে স্বহৃদয়াৎ সকাশাৎ নিষ্কাসয়িতুং যতমানয়াপ্যশক্নুবত্যা স্বপাণিভ্যাং যাবদ্বলং তাড়িতৌ এবেতি ভাবঃ। সম্যগাক্রম্য ন তু যথাকথঞ্চিৎ স্পৃষ্ট্বা স্বর্গং ব্রহ্মাদয়ো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেহভিকাঙ্ক্ষিণ ইতিবৎ। পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতেতি ব্রহ্মোক্তের্বৈকুণ্ঠমেব ন তু নশ্বরং স্বর্গম্। তমপি কীদৃশং জনন্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ প্রকাশভেদেন গতির্যত্র তমিতি শ্রীগোলোকমেব তস্যেহ স্বর্গপদেনোক্ত্যা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরং সালোক্যমবাপ নতু প্রেমসেবোত্তরমিতি বুদ্ধ্যতে। জনন্যাঃ সম্বন্ধিনীং গতিমিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ং রক্তাস্তন্মাতরো যথেতি পূর্ব্বত্র। কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোহনুমাতর ইত্যুত্তরত্র চ ততঃ সকাশাৎ তন্মাতৃণামপ্যন্যাসামপ্যাধিক্যপ্রতিপাদনাৎ বৈরিত্বেন কংসাদিসাম্যেহপি যস্যা বেষভাবানুকরণকারণাদেবৈতাবৎ কৃপাপাত্রী বভূব পূতনা তস্যাং শ্রীযশোদায়া গতিং প্রাপ্তুং যোগ্যতাং সা কথং ধত্তামিত্যত এব লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতামিত্যুদ্ধবেনোক্তম্; অতএবাত্রাপি জননীশব্দেন ধাত্র্যেব ব্যাখ্যেয়েতি কেচিৎ। তত্রাপি ধাত্র্যুচিতেতি শব্দেন ধাত্রীসম্বন্ধিনীগতি র্ন লভ্যতে। মহারাজোচিতা সম্পদস্যেত্যুক্তে মহারাজতুল্যৈব সম্পৎ প্রতীয়তে ন তু মহারাজসম্বন্ধিনীতি। তস্মাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরে গোলোকে ধাত্রী-সারূপ্যং পূতনা প্রাপেতি সিদ্ধান্তঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপালব্ধ পূতনার সৌভাগ্য বিবেচনা কর, ইহা বলিতেছেন—'পদ্ভ্যাং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং'—ভগবানের যে চরণযুগল ভক্তগণের হৃদয়েই সদা অবস্থিত, পরন্তু তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নয়নগোচর হয়েন না, এখানে পূতনা ভক্তও নহে, অভক্তও নহে, কিন্তু তাঁহার বৈরিণী—এই ভাব। 'লোকবন্দিতৈঃ

বন্দ্যাভ্যাং'— সর্ব্বসাধারণ লোকের বন্দিত শ্রীব্রহ্মা, শিবাদি মহাভক্তগণ কর্ত্তৃকও উদ্দেশ্যমাত্রে যে পদদ্বয় বন্দনীয়, কিন্তু সাক্ষাৎ সেব্য নহেন, এখানে পূতনা কর্ত্তৃক পদদ্বয় বন্দিত নয়, আবার অবন্দিত নয়, কিন্তু মরণকালে নিজ হৃদয় (বক্ষঃস্থল) হইতে নিষ্কাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াও অসমর্থ হইয়া হস্তদ্বয় দ্বারা যথাশক্তি তাড়নাই করিয়াছিল—এই ভাব। 'সমাক্রম্য'—শ্রীভগবান্ সেই চরণযুগল দ্বারা যাহার অঙ্গ সম্যক্‌রূপে আক্রমণ করিয়া, কিন্তু যে কোন প্রকারে স্পর্শ করিয়া নহে, স্তন পান করিলেন, সেই পূতনা রাক্ষসী হইয়াও 'স্বর্গম্ অবাপ'—জননী-গতি স্বর্গ লাভ করিল। এখানে 'স্বর্গ' অর্থ ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থিত দেবলোক নহে, ইহা ব্রহ্মাণ্ডাতীত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাদয়ো লোকপালাঃ স্বর্বাসং মেঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ", অর্থাৎ ব্রহ্মাদি লোকপালগণ আমার 'স্বর্বাসং'—নিজ ধামে গমন আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। "পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা" (১০।১৪।৩৫), অর্থাৎ ভক্তের বেষমাত্র অনুকরণ করিয়াই পূতনা সবংশে তোমা-কেই প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইত্যাদি ব্রহ্মার উক্তিবশতঃ—'স্বর্গ' বলিতে বৈকুণ্ঠই, নশ্বর স্বর্গ (দেবলোক) নহে। সেই স্বর্গও কি প্রকার? তাহাতে বলিতেছেন—'জননীগতিং', জননী শ্রীযশোদার প্রকাশ ভেদে গতি যেখানে তাহা, অর্থাৎ শ্রীগোলোকই এখানে স্বর্গ-পদের দ্বারা উক্ত হওয়ায় পূতনা সুখৈশ্বর্য্যোত্তর সালোক্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমসেবোত্তর নহে, ইহা বুঝিতে হইবে। 'জননীগতি' বলিতে জননীর সম্বন্ধিনী গতি—এরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে, কারণ পূর্ব্বে 'রক্তাস্তন্মাতরো যথা', অর্থাৎ কৃষ্ণে অনুরক্ত জন ও মাতৃগণ যেমন, এবং পরে 'কৃষ্ণভুক্ত-স্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাহাদের অবিরত স্তনপান করিতেছেন, সেই মাতৃ-তুল্য গাভীগণ কিংবা গাভীগণ ও মাতৃগণ যে সদ্গতি লাভ করিবেন, এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি? ইত্যাদি বাক্যে সেই পূতনা হইতে, এমন কি অন্যান্য মাতৃগণ হইতেও এই ব্রজ-জননীগণের আধিক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বৈরিত্বহেতু কংসাদির সাম্য হইলেও যে মাতৃবেষ ও ভাবের অনুকরণহেতুই পূতনা এইরূপ কৃপাপাত্রী হইয়াছিল, সেই পূতনা কি করিয়া মা যশোমতীর গতি লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে? এইহেতুই উদ্ধব কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে—"লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং" (৩।২।৩২), অর্থাৎ পূতনা ধাত্রীর উচিত গতি লাভ করিয়াছে। অতএব এখানেও কেহ কেহ 'জননী'-শব্দে ধাত্রীর ন্যায়, এরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাহা হইলেও 'ধাত্র্যুচিতা'— শব্দের দ্বারা ধাত্রী-সম্বন্ধিনী গতি, এরূপ বলা চলে না। যেমন 'মহারাজোচিতা সম্পদ্'—এরূপ বলিলে মহা-রাজের তুল্য সম্পৎ প্রতীত হয়, কিন্তু মহারাজ-সম্বন্ধিনী নহে। অতএব সুখৈশ্বর্য্যোত্তর (পরম সুখানুভব স্থান) গোলোকে ধাত্রী-সারূপ্য পূতনা প্রাপ্ত হইয়াছিল—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল ॥ ৩৭-৩৮ ॥

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ (অন্যেভ্যঃ মোক্ষাদি-সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ) ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাসাং (গবাং মাতৃণাঞ্চ) পুত্র-স্নেহস্নুতানি (সন্তান-স্নেহবশাৎ ক্ষরিতানি) পয়াংসি (স্তন দুগ্ধানি) অলং (পর্য্যাপ্তম্) অপিবৎ (পীতবান্) অবিরতং (সততং) কৃষ্ণে সুতেক্ষণং (নিত্যমেব শ্রীকৃষ্ণেসুতভাবং) কুর্ব্ব-তীনাং তাসাং (স্ত্রিয়াং) হে রাজন্ (মহারাজ!) অজ্ঞানসম্ভবঃ (মায়াজন্যঃ) সংসারঃ (জন্মগ্রহণং) পুনঃ ন কল্পতে (ন ভবতি) ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদের পুত্রস্নেহক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পর্য্যাপ্তভাবে (নিত্য) পান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য পুত্রভাবে দেখিয়া থাকেন, সেই সকল গোপ ও গোপীর পুনরায় অজ্ঞান জন্য সংসার সম্ভবপর নহে ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কিমু গাবোঽনুমাতর ইতি কৈমু-ত্যেন মাতৃণামপি বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরেব যদ্যভিপ্রেয়তে তর্হি বৈরভাববাৎসল্যভাবয়োস্তুল্যত্বাপত্তিঃ সাচ ভগবত্য-বিবেচকত্বলক্ষণং দোষমেব সমর্পয়েৎ যদি চ যাতু-ধান্যপি সা বৈকুণ্ঠমবাপ কিমুতানুরক্তাঃ পরম-

বৎসলাঃ মাতরো কিন্তু তাস্ততোঽপ্যুত্তমং ফলং লভন্তে স্মেত্যভিপ্রেয়তে তর্হি তদেবাভিব্যজ্যতাং কিন্তদিত্যপেক্ষায়মাহ পয়াংসীতি। অন্যেভ্যঃ কৈবল্যাদ্যখিলফলপ্রদোঽপি যাসাং পয়াংসি অলং অতিশয়েন দুর্ল্লভবুদ্ধ্যা অপিবৎ। স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ। তেন তাভ্যঃ কিময়ং বাঞ্ছিতং দাস্যতি প্রত্যুত তা এবাস্মৈ বাঞ্ছিতং দদতীতি স্ববাঞ্ছিতপূরণযোগ্যতা-লক্ষণং ফলং গো-গোপীভ্যঃ কৃষ্ণো দদাবিত্যর্থ আয়াতঃ, ততশ্চ বৈকুণ্ঠস্থিতে র্গোলোকস্থিতেশ্চ সকাশাত্তত্তদ্রূপৈব স্থিতিস্তাসাং সর্ব্বোৎকৃষ্টেতি সিদ্ধান্তোঽবগতঃ। দেবক্যাঃ পুত্রোঽপি তাসাং পয়াংস্যলমপিবৎ ন তু তস্যা ইতি ততোঽপি তাসামুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। ন চ তাসাং সংসারধ্বংসলক্ষণং ফলমেব দাতব্যমস্তীতি বাচ্যম্। সংসারো হি দেহগেহপতিপুত্রাদ্যাসক্তিরূপস্তত্র তাসাং দেহসম্বন্ধিস্তন্যামৃতং কৃষ্ণঃ পিবতি। গেহে কৃষ্ণঃ খেলতি। পতিঃ কৃষ্ণস্য পিতা। পুত্রঃ স্বয়ং কৃষ্ণএবেতি তদাদ্যাসক্তেঃ সংসারত্বং ন ঘটত ইত্যাহ—তাসামিতি। সুতেক্ষণং সুতভাবনম্। ন তু কল্পতে ন ঘটতে। অজ্ঞানসম্ভব ইতি জ্ঞানিনাং ব্রহ্মানুভব এব তাবৎ সংসারিত্বাভাবপ্রতিপাদকঃ। ব্রহ্মানুভবাদপি শান্তভক্তানাং ব্রহ্মতয়া ভগবদনুভবঃ শ্রেষ্ঠঃ। ততোঽপি দাস্যভাববতা ভগবতঃ প্রভুত্বেনানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সংসারাভাবেঽপি কৈমুত্যং ভক্তিরসামৃতসিন্ধোরবগন্তব্যম্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—'কিমু গাবোঽনুমাতরঃ', অর্থাৎ গাভীগণ ও মাতৃগণ যে সদ্গতি লাভ করিবেন, তাহাতে আর অধিক বক্তব্য কি? —এরূপ কৈমুত্যিক ন্যায়ে মাতৃগণেরও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে বৈরভাব এবং বাৎসল্যভাবের তুল্যত্বই হইয়া পড়ে, ইহাতে ভগবানে অবিবেচকত্বরূপ দোষই সমর্পিত হয়। আর যদি সেই রাক্ষসীও যখন বৈকুণ্ঠ লাভ করিল, তাহাতে যাঁহারা অনুরক্তা পরমবৎসলা মাতৃগণ, তাঁহারা কিন্তু তদপেক্ষাও উত্তম ফল লাভ করিয়াছিলেন—এই অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহাই প্রকাশ করুন—কি সেই উত্তম ফল? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'পয়াংসি যাসাম্ অপিবৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ অন্যান্যকে কৈবল্য প্রভৃতি নিখিল অর্থ প্রদান করিলেও যাঁহাদের (যে গাভী ও গোপীগণের) পুত্রস্নেহে বিগলিত স্তনদুগ্ধ 'অলং'—সাদরে, অতিশয় দুর্ল্লভ বুদ্ধিতে ভগবান্ পান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার উক্তিতেও দৃষ্ট হয়—"স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা" (১০।১৪।৩১), অর্থাৎ অহো ব্রজের গাভী ও গোপীগণ অতিধন্যা, কারণ তুমি গোপবালকরূপে তাঁহাদের স্তন্যামৃত অতিশয় আনন্দে পান করিয়াছ। ইহার দ্বারা তাঁহাদিগকে এই ভগবান্ কি বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবেন? প্রত্যুত তাঁহারাই ইহাঁকে (এই বালগোপালকে) তাঁহার অভিলষিত বস্তু (স্তন্যামৃত) দিতেছেন। ইহাতে নিজ বাঞ্ছিত পূরণের যোগ্যতারূপ ফল শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও গোপীগণকে দিয়াছিলেন, এরূপ অর্থ প্রতিপাদিত হয়। তাহা হইলেও বৈকুণ্ঠস্থিতি এবং গোলোকস্থিতি অপেক্ষাও (এই শ্রীবৃন্দাবনে) তদ্রূপে অর্থাৎ গাভী ও গোপীরূপে তাঁহাদের স্থিতি সর্ব্বোৎকৃষ্টা—এরূপ সিদ্ধান্ত জানা গেল। আরও, দেবকীর পুত্র হইয়াও এই ব্রজের গাভী ও গোপীগণের স্তন্যামৃত সাদরে পান করিয়াছেন, কিন্তু সেই দেবকীর স্তনদুগ্ধ নহে, ইহাতে সেই দেবকী অপেক্ষাও এই ব্রজ গোপীগণের উৎকর্ষ ধ্বনিত হইল। যদি বলেন—তাঁহাদিগকে সংসার-ধ্বংসরূপ ফলই প্রদান করা উচিত, তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ দেহ, গেহ, পতি, পুত্রাদির আসক্তিকেই সংসার বলে, এখানে তাঁহাদিগের দেহসম্বন্ধি স্তন্যামৃত কৃষ্ণ পান করেন, গৃহে কৃষ্ণ খেলা করেন, ইহাঁদিগের পতি কৃষ্ণের পিতা, আর পুত্র স্বয়ং কৃষ্ণই—এইরূপ অবস্থায় সেই সেই বস্তুর আসক্তি হইতে সংসারত্বই হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—'তাসাম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই পুত্রভাবকারিণী সেই গো ও গোপীসকলের অজ্ঞানজনিত সংসার কখনই যোগ্য হইতে পারে না। 'সুতেক্ষণং'—পুত্রত্বভাবনা। 'অজ্ঞান-সম্ভবঃ'—অজ্ঞানজনিত সংসার 'ন তু কল্পতে'—কখনই ঘটা সম্ভব নহে; এখানে জ্ঞানিগণের ব্রহ্মানুভবই সংসারিত্বের অভাব-প্রতিপাদক। তাদৃশ ব্রহ্মানুভব হইতেও শান্তভক্তগণের ব্রহ্মরূপে ভগবদনুভব শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা দাস্যভাব অর্থাৎ ভগবান্‌কে নিজের প্রভুরূপে অনুভব শ্রেষ্ঠ—এইরূপ সংসারের অভাবেও কৈমুত্য

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু হইতে জানিতে হইবে ॥ ৩৯-৪০ ॥

———

কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(দূরাগতাঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ) কটধূমস্য (চিতাধূমস্য) সৌরভ্যং (সদ্গন্ধং) অবঘ্রায় (নাসিকয়া উপলভ্য) ইদং কিং কুতঃ এব (কস্মাৎ বা আগতম্) ইতি বদন্তঃ (পরস্পরং আলাপন্তঃ) ব্রজং আযযুঃ (আগতাঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—দূরগত ব্রজবাসিগণ চিতাধূমের উক্ত সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া "ইহা কি এবং কোথা হইতে আসিতেছে"—পরস্পর এরূপ বলিতে বলিতে ব্রজে আগমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকং সিদ্ধান্তং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ কটধূমস্যেতি। কটঃ শ্মশানমিতি ক্ষীরস্বামী। কুতঃ কিমিদমিতি কিমেতাবানগুরুধূপধূম ইন্দ্রপুরান্নিঃসৃত্য ভূতলমপি ভিত্ত্বা সুতলং প্রবেষ্টুমুৎসহতে। কিম্বা বলিসদ্মতো নিঃসৃত্যামরাবতীমধিরোহতি কিমুদীচ্যাৎ কুবের-পুরাৎ কিম্বা প্রতীচ্যাদ্বরুণালয়াদিত্যেবং বহুধা সন্দিহানা ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত সমাপন করিয়া প্রস্তুত (প্রকরণোচিত কথা) বলিতেছেন—'কট-ধূমস্য' ইত্যাদি। ক্ষীরস্বামী (অমরকোষের ব্যাখ্যাতা) বলেন—'কট শব্দের অর্থ শ্মশান'। 'কুতঃ কিম্' অর্থাৎ পূতনাবধের পূর্ব্বে যাঁহারা অন্যত্র গমন করিয়াছিলেন, সেই ব্রজবাসিগণ শ্মশান-সম্বন্ধীয় ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, "এ কি আশ্চর্য্য! কোথা হইতেই বা এ সুগন্ধ আসিতেছে ? এই অগুরু ধূপধূম কি ইন্দ্রপুরী হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতল ভেদ করতঃ সুতলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে ? না বলি-ভবন হইতে নির্গত হইয়া দেবলোকে যাইতেছে ? কিংবা উত্তর দিক্‌স্থ কুবেরপুরী হইতে আসিতেছে ? অথবা পশ্চিম দিক্‌স্থ বরুণালয় হইতে আসিতেছে ?" —পরস্পর এইরূপ বলিতে বলিতে ব্রজে আগমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

———

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্ ।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতা ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—তে (আগতাঃ ব্রজজনাঃ) তত্র (ব্রজে) গোপৈঃ বর্ণিতং (কথিতং) পূতনাগমনাদিকং তন্নিধনং শিশোঃ (কৃষ্ণস্য) স্বস্তি (মঙ্গলং) চ শ্রুত্বা সুবিস্মিতাঃ আসন্ (আশ্চর্য্যান্বিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা ব্রজে আগমন করিয়া গোপগণকর্ত্তৃক-বর্ণিত পূতনার আগমনাদি বৃত্তান্ত, তাহার বধবার্ত্তা এবং কৃষ্ণের কুশল শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—সুবিস্মিতা ইতি ধন্যো বসুদেবঃ সত্যমাহ ঈদৃশ্যামপি বিপত্তৌ শিশোঃ স্বস্তি নারায়ণং বিনা কঃ কুর্য্যাদিত্যুক্তবন্তঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুবিস্মিতাঃ'—পূতনার আগমন ও নিধন সংবাদের সহিত বালক শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলসংবাদ অবগত হইয়া সেই নন্দাদি গোপগণ অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ধন্য বসুদেব ! তিনি সত্যই বলিয়াছেন যে ব্রজের বিপত্তি হইতে পারে। এইরূপ বিপদেও 'শিশোঃ স্বস্তি'—শিশুর নিরাপদে অবস্থান, শ্রীনারায়ণ বিনা কে করিতে পারে ? তাঁহারা এরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

———

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ ।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—হে কুরূদ্বহ, (কুরুবংশরক্ষক,) উদারধীঃ (প্রশস্তমনাঃ) নন্দঃ প্রেত্য আগতং (মৃত্যুং প্রাপ্য পুনরাগতমিব) স্বপুত্রং আদায় (ক্রোড়ে কৃত্বা) মূর্দ্ধ্নি (শিরসি) আঘ্রায় পরমাং (অতিশয়াং) মুদং (আনন্দং) লেভে (প্রাপ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, প্রশস্তবুদ্ধি নন্দ মহারাজ মৃত্যুমুখ হইতে পুনরাগত নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া মস্তক আঘ্রাণপূর্ব্বক পরম আনন্দ লাভ করিলেন॥৪৩

বিশ্বনাথ—প্রোষ্যাগত ইতি। হন্ত ! মৎপ্রবাসাদেবৈতাবাননর্থো জাত ইতি কিমহং মথুরামগচ্ছমিতি পশ্চাত্তাপঃ। উদারধীরিতি হন্ত ! নির্বুদ্ধয়ো দ্বারপালা অপি কেঽপি তাং পুরং প্রবেষ্টুং ন ন্যষিদ্ধন্নিতি সর্ব্বেষাং ধিয়ো নিনিন্দ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রোষ্যাগতঃ'—নন্দমহারাজ প্রবাস হইতে আসিয়া (এই স্থলে 'প্রেত্যাগতম্', এরূপ পাঠান্তর আছে)। হায়! আমি প্রবাসে গিয়াছিলাম বলিয়াই এইরূপ অনর্থ সংঘটিত হইল, কেনই বা আমি মথুরা গিয়াছিলাম—ইহাতে পশ্চাৎ অনুতাপ ভোগ করিলেন। 'উদারধীঃ'—হায়! নির্ব্বুদ্ধি দ্বারপালগণের মধ্যে কেহই সেই পুরীতে প্রবেশ করিতে নিবারণ করিল না—ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের বুদ্ধির নিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

য এতৎপূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দবসুদেবসঙ্গমোনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) শ্রদ্ধয়া (অনুরাগেন) কৃষ্ণস্য আর্ভকং (শৈশবকর্ম্ম) অদ্ভুতম্ এতৎ পূতনামোক্ষং (পূতনায়াঃ সদ্গতিং) শৃণুয়াৎ (সঃ) গোবিন্দে (ভগবতি শ্রীবিষ্ণৌ) রতিং লভতে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে পূতনা মোচনরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শৈশব চরিত শ্রবণ করেন তিনি ভগবান্ শ্রীহরিতে পরম আসক্তি লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যত্র তৎ আর্ভকং অর্ভকচরিতং পূতনায়া অপি মোক্ষো যত্র তৎ অতএবাদ্ভুতং শৃণুয়াৎ স রতিং লভতে। নিশম্যেতি পাঠে তুষ্যেৎ তিষ্ঠেদিতি বাধ্যাহার্য্যম্। যদ্বা। যঃ শ্রদ্ধয়া নিশম্য রতিং লভতে স গোবিন্দে গোবিন্দবিষয়করতিমান্ ভবেদিত্যর্থঃ ॥৪৪

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীভাগবতদশমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র তৎ আর্ভকং'—আর্ভক বলিতে অর্ভকচরিত, অর্থাৎ বালকোচিত লীলা, পূতনারও মোক্ষ যেখানে তাহা, অতএব অদ্ভুত। ইহা যিনি শ্রবণ করিবেন, তিনি রতি লাভ করিবেন। 'নিশম্য'—এইরূপ পাঠে 'তুষ্যেৎ তিষ্ঠেৎ বা', শ্রবণ করিয়া যিনি তুষ্ট হইবেন অথবা অবস্থান করিবেন, এরূপ পদ অধ্যাহার করিতে হইবে। অথবা—যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া রতি লাভ করেন, তিনি 'গোবিন্দে' অর্থাৎ গোবিন্দ-বিষয়ক রতিমান্ হইবেন—এই অর্থ ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার দশম-স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

যেন যেনাবতারেণ ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
করোতি কর্ণরম্যাণি মনোজ্ঞানি চ নঃ প্রভো ॥ ১ ॥
যচ্ছৃণ্বতোঽপৈত্যরতির্বিতৃষ্ণা
সত্ত্বঞ্চ শুধ্যত্যচিরেণ পুংসঃ।
ভক্তির্হরৌ তৎপুরুষে চ সখ্যং
তদেব হারং বদ মন্যসে চেৎ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শিশুরূপী শ্রীকৃষ্ণের শকট-ভঞ্জন, তৃণাবর্ত্ত বধ এবং মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ-প্রদর্শনলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতের উত্তরোত্তর অধিক উৎসাহ দর্শনে প্রীত হইয়া শ্রীশুকদেব কহিতে লাগিলেন,—একদা মাসত্রয় বয়ঃ প্রাকট্য সময়ে বালকরূপী কৃষ্ণের ঔত্থানিক পর্ব্বোপলক্ষ্যে মা যশোদা যাবতীয় পুরন্ধ্রী (পতি-পুত্রবতী-স্ত্রী) সহ মিলিতা হইয়া নানা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সহ শিশুর অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অভিষেকান্তে শিশুর নিদ্রা আসিতেছে দেখিয়া জননী তাঁহাকে গৃহমধ্যে একটি শকটের অধোদেশে দোলায় শয়ান রাখিয়া উৎসব কার্য্যে ব্যাপৃতা আছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণ রোদন ছলে পদদ্বয় ঊর্দ্ধে সঞ্চালন করায় সেই শকটখানি বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। বালকদিগের নিকট শকটভঞ্জন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া যশোদাদি সকলেই অতীব বিস্মিতা হইলেন। যশোদা আস্তে ব্যস্তে আসিয়া তনয়কে ক্রোড়ে করিয়া স্তনপান করাইতে লাগিলেন। নানা প্রকার শান্তি-স্বস্ত্যয়ন হইল। ভগবানের প্রভাবানভিজ্ঞ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাও অনেক আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিলেন। অপর একদিন যশোদা পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন, সহসা শিশু এমন বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন যে, মাতার তাঁহাকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া ভূতলে স্থাপন করিতে হইল। ইত্যবসরে কংসের ভৃত্য তৃণাবর্ত্ত চক্রবাতরূপে আসিয়া শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত গোকুল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় কেহ কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। গোপগোপীগণ সকলেই শিশুর অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এদিকে ভূরিভারভৃৎ কৃষ্ণকে অধিকদূর বহনে অসমর্থ হইয়া ত্যাগ করিতে চাহিলেও তাহা পারিয়া উঠিল না। কেননা, কৃষ্ণ হস্তদ্বারা তাহার গলদেশ দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ফলে অবিলম্বেই সে অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলে শিলাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ব্রজাঙ্গনাগণ দৈত্যের বক্ষঃস্থলে লম্বমান কৃষ্ণকে যশোদার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়া সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যোগমায়ার প্রভাবে কেহই কৃষ্ণের প্রভাব জানিতে না পারিয়া আপনাদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। নন্দমহারাজও বিস্মিত চিত্তে বসুদেব-কথিত বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যশোদার ক্রোড়ে কৃষ্ণের স্তনপান প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় কৃষ্ণ একবার জৃম্ভা ত্যাগ করায় মা যশোদা তনয়ের মুখবিবরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ক্ষণকাল পরম বিস্মিতা হইয়া রহিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—প্রভো, ঈশ্বরঃ ভগবান্ হরি যেন যেন অবতারেণ (মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি যানি কর্ম্মাণি) করোতি (তান্যপি) নঃ (অস্মাকং) কর্ণরম্যাণি (কর্ণসুখাবহানি) মনোজ্ঞানি চ (মনঃপ্রীতিকরাণি চ ভবন্তি তথাপি) যৎ শৃন্বতঃ (বর্ত্তমানতয়া শ্রবণে প্রবৃত্তমাত্রস্য ইত্যর্থঃ) পুংসঃ (পুরুষমাত্রস্য) অরতিঃ (মনোগ্লানিঃ তন্মূলভূতা) বিতৃষ্ণা (বিবিধা তৃষ্ণা চ) অপৈতি (অপগচ্ছতি তথা) সত্ত্বং চ (চিত্তং চ) অচিরেণ (শীঘ্রমেব) শুদ্ধ্যতি (দুর্ব্বাসনা ক্ষয়েণ ভক্তিরসাস্বাদ সামর্থ্যং ভবতি) হরৌ ভক্তিঃ (হরৌ ব্রজস্য মম তব বা মনোহরে ভগবতি ভক্তিঃ প্রেমা) তৎপুরুষে (তস্য পুরুষে জনে ভক্তে চ) সখ্যং (ভবেৎ) তৎ এব হারং (হরেঃ চরিতং মনোহরং বা) বদ (বর্ণয়) মন্যসে চেৎ (যদি অনুগ্রহং করোষীতি) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—প্রভো, পরমেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি মৎস্যাদি অবতারে যে-

সকল লীলা করিয়া থাকেন, সে-সকলও আমাদের কর্ণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক এবং মনের প্রীতিকর, তথাপি যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবের মনোগ্লানি অর্থাৎ ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে অরুচি এবং তন্মূল নানা প্রকার ভোগবাসনা দূরীভূত হয় ও অনতিকাল মধ্যেই চিত্ত শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণে প্রেম ও ভক্তে মৈত্রী হয়, তাদৃশী মনোহরা ভগবৎ কথা যদি অনুগ্রহ হয় তবে কীর্ত্তন করুন ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—স্নাতঃ সুপ্তোত্থিতঃ কৃষ্ণঃ সপ্তমেঽহন উদক্ষিপৎ। তৃণাবর্ত্তমহন্নাস্যে বিশ্বং মাতরমৈক্ষয়ৎ ॥ রদচ্ছদবলং ব্যাপ্তং পূতনাস্তনচূষণে। শকটেঽঙ্ঘ্রিবলং পাণ্যোস্তৃণাবর্ত্তবধে বলং ॥ বিশ্বরূপদ্বয়ে তাবদৈশ্বর্য্যং নিজমাতরি। এবমাদিমমৈশ্বর্য্যং যুগ্মং বাল্যে প্রদর্শিতম্ ॥ অহো। ভগবদবতারান্তরলীলামাত্রস্যাপ্যস্মন্মনোহরত্বেঽপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যলীলা মামতিলোভয়ত্যতস্তামেব ব্রূহীত্যাশয়েনাহ—যেন যেন মৎস্যাদ্যবতারেণাপি যানি যানি কর্ম্মাণি করোতি তান্যপি নঃ কর্ণাভ্যাং রম্যাণ্যাস্বাদ্যানি মনোজ্ঞানি মনোঽপ্যানন্দয়িতুং জানন্ত্যেব কিন্তু তেষ্বপি মধ্যে যৎ শৃণ্বতঃ পুংসঃ পুংমাত্রস্যাপি অরতিঃ শ্রবণাদাবপ্রবৃত্তিরপৈতি নশ্যতি অনর্থ-নিবৃত্ত্যা নিষ্ঠোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ বিতৃষ্ণা তত্র তৃষ্ণাভাবঃ অপৈতি রুচ্যুৎপত্ত্যা আকাঙ্ক্ষা জায়তে ইত্যর্থঃ। ততশ্চ সত্ত্বং চিত্তং শুদ্ধ্যতি দুর্ব্বাসনানিবৃত্ত্যা ভক্তিরসাস্বাদসমর্থং ভবতি। যথা পৈত্তিকরোগনিবৃত্ত্যা রসনাসিতামাধুর্য্যগ্রহণসমর্থা স্যাৎ আসক্ত্যুৎপত্ত্যা রতির্জায়তে ইত্যর্থঃ। অচিরেণেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। ততশ্চ ভক্তিঃ প্রেমা স্যাৎ তৎপুরুষে বৈষ্ণবে সখ্যমিতি যদ্যপি ভক্ত্যারম্ভত এব বৈষ্ণবে সখ্যং বিহিতং তদপি প্রেম্ণি সত্যেব বৈষ্ণবমাত্রে নিরুপাধিকং সখ্যং ভবেদিত্যত্রৈবোক্তম্। হারং হরেশ্চরিতং, শ্লেষেণ হারমিব হৃদয়ে ধার্য্যম্। যদ্যপি ভগবচ্চরিতমাত্রস্যাপ্যরতি-নিবৃত্ত্যাদিপ্রেমান্তর্বস্তুপ্রাপণে সামর্থ্যমস্ত্যেব তদপি শ্রীকৃষ্ণবাল্যাদিচরিতমচিরেণৈব তত্তৎ প্রাপয়তীত্যত্রৈবোক্তম্ মন্যসে চেদিতি। যদি তবৈতৎ সম্মতং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তম অধ্যায়ে স্নানানন্তর শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শকটকে উর্দ্ধে ক্ষেপণ, তৃণাবর্ত্ত বধ ও স্বীয় বদনবিবরে মাতাকে বিশ্ব দর্শন করান—ইহা বর্ণিত হইয়াছে। পূতনার স্তন-চূষণে ওষ্ঠাধর-বল, শকটে অঙ্ঘ্রিবল, তৃণাবর্ত্তবধে পাণিযুগলের বল, বিশ্বরূপদ্বয় প্রকাশে নিজ মাতাকে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন—এই প্রকারে বাল্যে প্রথম ঐশ্বর্য্যদ্বয় প্রদর্শিত হইল ॥ ০ ॥

অহো! শ্রীভগবানের অন্যান্য অবতারবৃন্দের লীলামাত্রও আমাদের মনোহর হইলেও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা আমাকে অতিশয় প্রলোভিত করিতেছে, অতএব তাহাই বলুন, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'যেন যেন', ভগবান্ মৎস্যাদি অবতারের দ্বারা যে যে কর্ম্ম (লীলা) করেন, তাহাও আমাদের 'কর্ণরম্যাণি'—কর্ণযুগলের আস্বাদ্য এবং 'মনোজ্ঞানি'—মনের প্রীতিকর, মনকেও আনন্দিত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহা শ্রবণ করিলে জীবমাত্রের ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে যে অপ্রবৃত্তি, তাহা নষ্ট হয়, অর্থাৎ অনর্থ নিবৃত্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে—এই অর্থ। তারপর 'বিতৃষ্ণা'—নানাবিধ বিষয়ে বাসনাবশতঃ তাহাতে যে তৃষ্ণার অভাব, তাহাও অবিলম্বে দূরীভূত হয়, অর্থাৎ রুচি উৎপন্নের পর শ্রবণাদিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, এই অর্থ। তারপর 'সত্ত্বং শুদ্ধ্যতি'—চিত্ত শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ অচিরে দুর্ব্বাসনা নিবৃত্তিপূর্ব্বক চিত্ত ভক্তিরসাস্বাদনে সমর্থ হয়, যেমন পিত্তজনিত রোগ নিবৃত্তি হইলে জিহ্বা মিশ্রীর মাধুর্য্য গ্রহণে সমর্থ হয়, অর্থাৎ আসক্তি আবির্ভাবে রতি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে—এই অর্থ। সর্ব্বত্র 'অচিরেণ'—অতি শীঘ্র, এই পদ যোগ করিতে হইবে। তারপর শ্রীভগবানে ভক্তি অর্থাৎ প্রেম ও তদীয় ভক্তজন বৈষ্ণবে সখ্য হয়। যদিও ভক্তির প্রারম্ভেই বৈষ্ণবে সখ্য বিহিত, তথাপি প্রেম উৎপন্ন হইলেই বৈষ্ণবমাত্রে নিরুপাধিক সখ্য হইয়া থাকে, ইহা এখানে বলা হইল। 'হারং'—শ্রীহরির চরিত্র, শ্লেষার্থে—যাহা হারের ন্যায় হৃদয়ে ধার্য্য। যদিও ভগবচ্চরিতমাত্রের অরতি-নিবৃত্তি হইতে প্রেম পর্য্যন্ত প্রাপণে সামর্থ্য রহিয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত অবিলম্বেই সেই সকল ঘটাইয়া থাকেন, এইজন্যই এখানে বলিলেন—'মন্যসে চেৎ', যদি মৎপ্রতি অনুগ্রহ হইয়া থাকে, কিম্বা আপনার

সম্মত হয় (তাহা হইলে নিখিল জীবের মনোহর শ্রীহরির বাল্যাদি চরিত বর্ণন করুন)—এই ভাবার্থ ॥ ১-২ ॥

অথান্যদপি কৃষ্ণস্য তোকাচরিতমদ্ভুতম্ ।
মানুষং লোকমাসাদ্য তজ্জাতিমনুরুন্ধতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অপি চ) মানুষং লোকমাসাদ্য (মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্য্য) তজ্জাতিং (মানুষজাতিং) অনুরুন্ধতঃ (অনুকুর্ব্বতঃ) কৃষ্ণস্য অন্যৎ অপি (পূতনাবধাদিতরদপি) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যজনকং) তোকাচরিতং (বাল্যলীলাং তৎ বদ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মর্ত্ত্যলোকে অবতরণপূর্ব্বক মনুষ্য-জাতির অনুকরণকারী কৃষ্ণের পূতনা-বধ ব্যতীত আরও অদ্ভুত বাল্যচরিত বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যোৎসুক্যেন তদেব পুনঃ স্পষ্টয়তি। অথেতি। তজ্জাতিং মানুষজাতিং অনুরুন্ধত ইতি জাত্যনুরোধেনৈব ভূর্লোকে প্রাকট্যং ন তু দেবাদি-জাত্যনুরোধেন দেবাদিলোক ইতি দেবাদিভ্যোঽপি মানুষাণাং সৌভাগ্যং দ্যোতিতম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ পুনরায় তাহাই স্পষ্টরূপে বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি, অর্থাৎ মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আর যে-সকল মনুষ্যোচিত বাল্যলীলা করিয়াছেন, তাহাও বলুন। 'তজ্জাতিং'—মনুষ্যজাতির অনুকরণকারী, অর্থাৎ মনুষ্যজাতির অনুরোধেই (প্রয়োজনে) ভূলোকে তাঁহার প্রাকট্য, কিন্তু দেবাদি জাতির অনুরোধে দেবাদিলোকে নহে, ইহাতে দেবাদি হইতেও মনুষ্যগণের সৌভাগ্য দ্যোতিত হইল ॥ ৩ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
কদাচিদৌত্থানিক কৌতুকাপ্লবে
জন্মর্ক্ষযোগে সমবেতযোষিতাম্ ।
বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্রবাচকৈ-
শ্চকার সূনোরভিষেচনং সতী ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ (মাসত্রয় এব বয়ঃ প্রাকট্য সময়ে) ঔত্থানিক কৌতুকাপ্লবে (শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং তত্র করণীয়ে কৌতুকাপ্লবে উৎসবাভিষেকে) উত্থান-শায়িনঃ শিশোস্তির্য্যক্ শয়ন সামর্থ্যোদ্গমঃ বহির্নিষ্ক্রমণমিতি (কেচিৎ তস্মিন্ কৌতুকে উৎসবে য আপ্লব স্নানং তস্মিন্ দিনে) জন্মর্ক্ষযোগে (রোহিণী নক্ষত্রেণাপি যোগে) সতী (যশোদা) সমবেতযোষিতাং (মিলিত পুরস্ত্রীণাং মধ্যে) বাদিত্রগীতদ্বিজমন্ত্র-বাচকৈঃ (মঙ্গলগীতবাদ্য ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রাদিভিঃ) সূনোঃ (পুত্রস্য) অভিষেচনং (অভিষেক কার্য্যং) চকার (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শিশুর অঙ্গ পরিবর্ত্তন বা তির্য্যগ্‌ভাবে শয়ন করিবার চেষ্টাকে উত্থান বলে। কেহ কেহ শিশুর গৃহ নির্গমণরূপ সংস্কারকে উত্থান বলেন। সেই দিবস যথাবিধি স্নানাদিদ্বারা পুত্রের অভিষেক করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণাবির্ভাবের তিন মাস পরে উত্থান-সম্বন্ধীয় অভিষেক-উৎসব-দিবসে রোহিণীনক্ষত্র সংযুক্ত হইলে যশোদা দেবী সমাগত পুরস্ত্রীগণকে লইয়া মঙ্গলগীত-বাদ্য এবং ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রাদিদ্বারা পুত্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কদাচিন্মাসত্রয়বয়সি সতি 'ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্ত' ইতি দ্বিতীয়োক্তেঃ। মাসস্য চরণাবুদগিত্যত্র তু মাসাস্ত্রয়ঃ পরিচ্ছেদকা যস্য ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। উত্থানমুত্তানশায়িনঃ শিশোস্তির্য্যগ্-শয়ন-সামর্থ্যোদ্গমঃ। তত্র ভবে কৌতুকাপ্লবে তদ্দৃষ্ট্যা ব্রজবাসিনীনাং কুতূহলসমুদ্রনিমজ্জনে সতীত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব দিনে জন্মর্ক্ষস্যাপি যোগে সতি সমবেত-যোষিতাং মিলিতপুরন্ধ্রীণাং মধ্যে বাদিত্রাদিভিঃ শোভিতং অভিষেচনং যশোদা চকার ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদাচিৎ'—তিন মাস বয়ঃ-প্রকট হইলে, দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ" (২।৭।২৭), অর্থাৎ ত্রৈমাসিক শিশুর পদাঘাতে শকটের নিপাত। "মাসস্য চরণাবুদক্" (১০।২৬।৫), এখানে 'মাসস্য' বলিতে তিনটি মাস পরিচ্ছেদক যাহার, এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, অর্থাৎ তিন মাস বয়সে 'উদক্'—ঊর্দ্ধ দিকে চরণদ্বয় নিক্ষেপ করায় শকট বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল। 'ঔত্থানিক-কৌতুকাপ্লবে'—উত্তানশায়ী শিশুর তির্য্যগ্‌ভাবে শয়নের সামর্থ্যোদ্গম হইল, তাহা দেখিবার নিমিত্ত ব্রজবাসিনীগণ কুতূহল-সমুদ্রে নিম-

জ্জিত হইয়া পড়িলেন। 'জন্মর্ক্ষযোগে'—আবার ঐ দিনেই জন্মনক্ষত্র রোহিণী হওয়াতে, 'সমবেত-যোষিতাং'—নন্দভবনে পুর-স্ত্রীসকল সমবেত হইলেন। মা যশোমতী সেই সমস্ত পুররমণীদিগকে লইয়া নানাবিধ বাদ্য, গীত ও ব্রাহ্মণদিগের যথাবিধি মন্ত্র-পাঠ পুরঃসর পুত্রের অভিষেক করিলেন ॥ ৪ ॥

নন্দস্য পত্নী কৃতমজ্জনাদিকং
বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং সুপূজিতৈঃ।
অন্নাদ্যবাসঃ স্রগভীষ্টধেনুভিঃ
সঞ্জাতনিদ্রাক্ষমশীশয়চ্ছনৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দস্য পত্নী (যশোদাদেবী) কৃত-মজ্জনাদিকং (কৃতং সম্পাদিতং মজ্জনাদি স্নানাদি যস্য তং) অন্নাদ্যবাসঃ স্রগভীষ্ট-ধেনুভিঃ (অন্নাদিভিঃ উপকরণৈঃ) সুপূজিতৈঃ (অর্চ্চিতৈঃ) বিপ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্য-য়নং (কৃতমঙ্গলকার্য্যং) সঞ্জাতনিদ্রাক্ষং (সঞ্জাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং) শনৈঃ (ক্রোড়ে নিস্পন্দং ধৃত্বৈব) অশীশয়ৎ (শায়িতং চকার) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর যশোদাদ্বারা বালকের স্নানাদি-ক্রিয়া এবং অন্ন, উত্তম বসন, মাল্য ও উত্তম ধেনু-সকলদ্বারা সুপূজিতব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক স্বস্ত্যয়ন কর্ম্ম সম্পন্ন হইল। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিদ্রাবশে নয়নযুগল মুদ্রিত করিলে যশোদা দেবী তাঁহাকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করাইলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অন্নাদিভিরন্নাদিদানেন সুষ্ঠুপূজিতৈর্বিপ্রৈঃ কৃতমঙ্গলম্। সংজাতনিদ্রে অক্ষিণী যস্য তং বালং কৃষ্ণং শনৈরিতি নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়া ক্রোড়ে নিস্পন্দং ধৃত্বৈব স্বয়মপি শয়িত্বা অশীশয়ৎ। বৃহৎপ্রাঙ্গণৈকদেশস্থস্য শকটস্যাধস্থিতে পল্যঙ্কে নিশ্চলং নিঃশব্দঞ্চ শায়য়া-মাস। ততশ্চ নিদ্রাপূর্ত্তিং জ্ঞাত্বৈব স্বয়মুত্তস্থাবিতি শনৈঃ-পদেনৈব দ্যোতিতং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নন্দপত্নী যশোদা পুত্রের স্নান ও বেশাদি কর্ম্ম সমাপনান্তে অন্নাদি দানে সুপূজিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বালকের স্বস্তিবাচনাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করাইলেন। 'সঞ্জাতনিদ্রাক্ষং'—বালক যখন নিদ্রাবেশে নেত্র অর্দ্ধ-নিমীলিত করিতেছিল, তখন যশোদা নিদ্রাভঙ্গ আশঙ্কায় বালক কৃষ্ণকে নিস্পন্দভাবে ক্রোড়ে লইয়া নিজেও শয়ন করিয়া তাহাকে শয়ন করাইলেন, অর্থাৎ বৃহৎ প্রাঙ্গনের একদেশস্থ শকটের অধঃস্থিত পালঙ্কে নিঃশব্দে বালককে শয়ন করাইলেন। তারপর বালকের নিদ্রাপূর্ত্তি জানিয়া মা যশোদা ধীরে ধীরে উত্থিত হইলেন—ইহা 'শনৈঃ' পদের দ্বারা দ্যোতিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনা মনস্বিনী
সমাগতান্ পূজয়তী ব্রজৌকসঃ।
নৈবাশৃণোদ্বৈ রুদিতং সুতস্য সা
রুদংস্তনার্থী চরণাবুদক্ষিপৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ঔত্থানিকৌৎসুক্যমনাঃ (ঔত্থানিকেন উত্থানবিষয়কেন মহোৎসবেন ঔৎসুক্যং আগ্রহান্বিতং মনো যস্যাঃ সা) মনস্বিনী (প্রশস্তহৃদয়া যশোদাদেবী) সমাগতান্ ব্রজৌকসঃ (ব্রজ-জনান্) পূজয়তী (আহারা-দিভিঃ সম্মানয়ন্তী সতী) সা সুতস্য (কৃষ্ণস্য) রুদিতং ন এব অশৃণোৎ বৈ (ক্রন্দনং ন শুশ্রাব) স্তনার্থী (স্তন্যপানাভিলাষী) রুদন্ (ক্রন্দন্ সন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) চরণৌ (পাদযুগং) উদক্ষিপৎ (উর্দ্ধ দিশি ক্ষেপয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এদিকে উদারহৃদয়া যশোদাদেবী উত্থানবিষয়ক মহোৎসবে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি সমাগত ব্রজজনের সম্মান-কার্য্যে রত থাকায় শিশুর রোদন-শব্দ শুনিতে পান নাই। তখন বালগোপাল শ্রীকৃষ্ণ স্তন পানের জন্য রোদন করিতে করিতে চরণযুগল উর্দ্ধদিকে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন ॥৬॥

বিশ্বনাথ—ঔত্থানিকে উৎসবে ঔৎসুক্যযুক্তং মনো যস্যাঃ সা মনস্বিনী বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যগন্ধচন্দনতৈল-সিন্দুরাদিকং দদানা ব্রজৌকসো মহোৎসবাগত-নারীঃ। নৈবেতি ব্রজস্ত্রীজন-সম্মাননবচনপ্রতিবচ-নাদ্যাবেশবশাদিত্যর্থঃ। স্তনার্থীতি নিদ্রান্ত এব ক্ষুধো-দ্‌গমাদিতি ভাবঃ। মদীয়রোদনশব্দেন নাবদধাসি তিষ্ঠ ত্বদ্‌গৃহশকটস্ফোটনশব্দেনৈব ত্বামবধাপয়ানীতি মাত্রে কুপ্যন্নিব শকটভঙ্গার্থমেব চরণৌ উচ্চিক্ষেপে-ত্যুৎপ্রেক্ষা গম্যা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঔত্থানিকৌৎসুমনাঃ'—ঔত্থা-নিক উৎসবে ঔৎসুক্যযুক্ত মন যাঁহার, পরমোল্লাস-

ময় পুত্রোৎসব-বিষয়ক কর্ম্ম পরিসমাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুলচিত্তা মনস্বিনী শ্রীযশোদা, 'ব্রজৌকসঃ'—মহোৎসবে আগত নারীগণকে বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য গন্ধ চন্দন তৈল সিন্দূরাদি দ্বারা 'পূজয়তী'—সম্মাননা করিতেছিলেন। 'নৈবাশৃণোৎ'—ব্রজস্ত্রীজনের সম্মানন, বচন ও প্রতিবচনাদিতে আবেশবশতঃ পুত্রের রোদন-শব্দ শ্রবণ করিতে পান নাই। 'স্তনার্থী'—নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ক্ষুধার উদ্গম হওয়ায়, বালক স্তনপানার্থী হইয়া (রোদন করিতে করিতে ঊর্দ্ধ দিকে চরণযুগল সঞ্চালন করিতে লাগিলেন)। "আমার রোদনশব্দে অবধান করিতেছ না, বেশ, তোমার শকটভঙ্গের শব্দেই তোমাকে অবহিত করিব"—এরূপ মাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন শকটভঙ্গের নিমিত্ত চরণযুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপন করিলেন—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা বুঝিতে হইবে ॥ ৬ ॥

অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অধঃশয়ানস্য (নিম্নদেশে শায়িতস্য) শিশোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অল্পক প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং (অল্পকেন বাল্যাবিষ্কারাদত্যল্পপ্রমাণেন প্রবালতো) মৃদুনা অঙ্ঘ্রিণা হতং অনঃ (শকটং) ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরং (চক্রে চ অক্ষশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্তা বিপর্য্যস্তাঃ যস্মিন্ তৎ বিভিন্নঃ কূবরো যুগন্ধরো যস্য তচ্চ তচ্চ) বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং (বিধ্বস্তানি নানারসবন্তিঃ কূপ্যভাজনানি সুবর্ণ রজতাতিরিক্তধাতুপাত্রানি যথা তথা) ব্যবর্ত্তত (বিবর্ত্তিতং বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবদ—শ্রীকৃষ্ণ এক শকটের নিম্নদেশে শায়িত ছিলেন, তাঁহার বালকোচিত অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পল্লবতুল্য কোমল চরণযুগলের আঘাতে সেই শকট বিপরীত ভাবে (উল্টাইয়া) পড়িয়া গেল। উহার চক্র ও অক্ষ বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল, যুগন্ধর (জোয়াল) ভগ্ন হইল এবং তন্মধ্যস্থ নানারসপূর্ণ কাংস্যাদি পাত্রসকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অল্পকশ্চাসৌ প্রবালবন্মৃদুশ্চ যোঽঙ্ঘ্রিস্তেন হতমিতি তেন বামনাবতারস্য কটাহভেদার্থমিব শকটভঙ্গার্থং তচ্চরণযুগং ন বৰ্দ্ধিতং, নাপি নৃসিংহাবতারস্য কঠোরহিরণ্যকশিপুবিদারণার্থমেব জাত্যেবাতি কঠিনমিতি ভাবঃ। বাল্যাদিলীলামাধুর্য্যাবিরোধ্যতি সুদুর্ঘটনং ঐশ্বর্য্যমেতৎ কৃষ্ণস্য পূর্ণত্ব-প্রতিপাদকম্। ব্যবর্ত্তত বিপর্য্যস্তীভূয় অপতৎ। বিধ্বস্তানি নানারসবন্তি কুপ্যভাজনানি স্বর্ণরজতাতিরিক্তকাংস্যাদিময়ানি পাত্রাণি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। ব্যত্যস্তানি বিপর্য্যয়স্তানি চক্রে চ অক্ষাশ্চ চক্রাক্ষাঃ ব্যত্যস্ত্যাশ্চক্রাক্ষা যস্মিন্ বিদীর্ণঃ কুবরো যুগন্ধরশ্চ যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। শকটাসুরভঞ্জন ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ অসুরাবেশেনৈব ভূমৌ প্রবিশচ্চক্রত্বাদুচ্চস্যাপি শকটস্য নিকটে প্রাপ্তত্বেন অল্পকেন চরণেন স্পর্শো জ্ঞেয় ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অল্পক-প্রবাল-মৃদ্বঙ্ঘ্রি-হতম্'—ক্ষুদ্র ও নবপল্লবের ন্যায় কোমল যে চরণ, তাহার একটির দ্বারা আহত, ইহাতে বামন অবতারের ব্রহ্মাণ্ডভেদের ন্যায় শকটভঙ্গের নিমিত্ত সেই চরণযুগল বৰ্দ্ধিত হয় নাই, কিংবা নৃসিংহাবতারের কঠোর হিরণ্যকশিপুর বিদারণের নিমিত্ত স্বভাবতঃই অতি কঠিন নহে—এই ভাব। বাল্যাদি লীলামাধুর্য্যের অবিরোধী অতি দুর্ঘট এই ঐশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্ব-প্রতিপাদক। 'ব্যবর্ত্তত'—ঐ শকট বিপরীতভাবে পড়িয়া গেল। 'বিধ্বস্ত'-ইত্যাদি, ইহাতে শকটস্থিত নানাবিধ রসপূর্ণ কাংস্যাদি পাত্রগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়িল এবং শকটের চক্রদ্বয়, চক্রের মধ্যমণ্ডল ও জোঁয়াল ভগ্ন হইয়া গেল। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে (ক্রমসন্দর্ভে) উক্ত হইয়াছে—ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবর্ণিত শকটাসুর-ভঞ্জন লীলা। অসুরের আবেশেই ভূমিতে চক্রদ্বয় প্রবিষ্ট হওয়ায় উচ্চ শকটের নিকট প্রাপ্তিহেতু মৃদু চরণের স্পর্শ হইয়াছিল জানিতে হইবে ॥

দৃষ্ট্বা যশোদাপ্রমুখা ব্রজস্ত্রিয়
ঔত্থানিকে কর্ম্মণি যাঃ সমাগতাঃ।
নন্দাদয়শ্চাদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ
কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ।
(ইতি শ্রুবন্তোঽতিবিবাদমোহিতা
জনাঃ সমন্তাৎ পরিবব্রুরার্ত্তবৎ) ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যশোদা-প্রমুখাঃ ব্রজস্ত্রিয়ঃ ঔত্থানিকে কর্ম্মণি যাঃ সমাগতাঃ (অন্যস্থান গতাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ) নন্দাদয়ঃ (ব্রজজনাশ্চ) অদ্ভুতদর্শনাকুলাঃ (আশ্চর্য্য-কার্য্যদর্শনেন বিস্মিতাঃ সন্তঃ) কথং স্বয়ং বৈ শকটং বিপর্য্যগাৎ (পরিবর্ত্তিতং ইতি উচুঃ পরেণান্বয়ঃ) ।।৮।।

অনুবাদ—যশোদা প্রভৃতি ব্রজনারীগণ সেই উৎসব উপলক্ষে অন্য স্থান হইতে সমাগত কুলাঙ্গনাগণ এবং নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ সেই অদ্ভুত কর্ম্মদর্শনে বিস্মিত হইয়া "এই শকট কিরূপে স্বয়ং বিপর্য্যস্ত হইল" এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যশোদাপ্রমুখাঃ যাশ্চ ব্রজস্ত্রিয়ঃ পর্ব্বণি। কর্ম্মণীতি চ পাঠঃ। বিপর্য্যগাৎ বিপর্য্যস্তং সদপতদিত্যূচুরিতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যশোদাপ্রমুখাঃ'—শ্রীযশোদা প্রভৃতি গৃহস্থিত স্ত্রীগণ ও 'পর্ব্বণি'—অঙ্গপরিবর্ত্তন উৎসবে সমাগত অন্যান্য ব্রজ-স্ত্রীসকল। এইস্থলে 'কর্ম্মণি'—এরূপ পাঠান্তর আছে। 'বিপর্য্যগাৎ'—কি প্রকারে এই বৃহত্তম শকটখানি আপনা হইতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল—ইহা বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

উচুরব্যবসিতমতীন্ গোপান্ গোপীশ্চ বালকাঃ।
রুদতানেন পাদেন ক্ষিপ্তমেতৎ ন সংশয়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—বালকাঃ (প্রত্যক্ষদর্শিনঃ ব্রজশিশবঃ) অব্যবসিত মতীন্ (উপস্থিত বিষয়ে অনিশ্চিত বুদ্ধীন্) গোপান্ গোপীঃ চ (গোপস্ত্রীপুরুষান্) উচুঃ (কথয়ামাসুঃ) রুদতা অনেন (ক্রন্দতা অনেন বালকেন) পাদেন (চরণেন) এতৎ (শকটং) ক্ষিপ্তং (উর্দ্ধে নিক্ষিপ্তং) ন সংশয়ঃ (অত্র ভবতাং সন্দেহঃ মা ভবতু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—একি কোন দৈত্যাদির কর্ম্ম ? না কোন গ্রহাদির কর্ম্ম ? এইরূপ সংশয়াপন্ন গোপগোপীগণকে ব্রজশিশুগণ বলিল,—"এই বালকই রোদন করিতে করিতে পদাঘাতে এই শকটকে উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই ॥" ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অব্যবসিতা কিং দৈত্যাদেঃ কিম্বা গ্রহাদেঃ কর্ম্মেদমিত্যনিশ্চিতা মতির্যেষাং তান্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্যবসিত-মতীন্'—"একি কোন দৈত্যাদির কর্ম্ম ? না কোন দুষ্ট গ্রহাদির কর্ম্ম ?" —এইরূপ অনিশ্চিত মতি যাঁহাদের (সেই সংশয়াপন্ন গোপ ও গোপীগণকে তত্রত্য বালকগণ বলিলেন—এই বালক রোদন করিতে করিতে পাদ-চালনা দ্বারা এই শকটখানিকে উলটাইয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।) ॥ ৯ ॥

ন তে শ্রদ্দধিরে গোপাঃ বালভাষিতমিত্যুত।
অপ্রমেয়ং বলং তস্য বালকস্য ন তে বিদুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তে (গোপজনাঃ) তস্য বালকস্য (কৃষ্ণস্য) অপ্রমেয়ং (অপারং) বলং (ঐশ্বরং বীর্য্যং) ন বিদুঃ (ন জানন্তি) (অতঃ) গোপাঃ বালভাষিতম্ ইতি উত (শিশুনা শকটং বিপর্য্যস্তং ইতি বালকৈঃ কথিতং ইতি হেতোঃ তৎ) ন শ্রদ্দধিরে (ন বিশ্বসন্তি স্ম) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই গোপগণ বালকৃষ্ণের তাদৃশ অনন্ত শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং 'ইহা বালক-দিগের উক্তি' বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন শ্রদ্দধিরে ন বিশ্বসন্তি স্ম ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন শ্রদ্দধিরে'—গোপগণ বালকদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। (অর্থাৎ শ্রীনন্দাদি গোপগণ শ্রীভগবানের পরম-প্রিয় প্রযুক্ত সর্ব্বজ্ঞান-যোগ্য হইলেও বাৎসল্যপ্রেমে মোহবশতঃ সেই বালকের অপ্রমেয় বল জানিতেন না বলিয়া পুত্রভাবময় ও পুত্রপ্রেমমত্ত গোপগণ বালক-দিগের বাক্য বিশ্বাস করিলেন না) ॥ ১০ ॥

রুদন্তং সুতমাদায় যশোদা গ্রহশঙ্কিতা।
কৃতস্বস্ত্যয়নং বিপ্রৈঃ সূক্তৈঃ স্তনমপায়য়ৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যশোদা গ্রহশঙ্কিতা (বালকঃ গ্রহেন গৃহীত ইতি আশঙ্কমানা সতী) রুদন্তং সুতম্ আদায় বিপ্রৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) সূক্তৈঃ (মাঙ্গলিক বচনৈঃ) কৃত-স্বস্ত্যয়নং (কৃতমাঙ্গলিক কার্য্যং তং শিশুং) স্তনম্ অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যশোদা দেবী বালককে গ্রহে আক্রমণ করিয়াছে এই আশঙ্কায় রোদনশীল কৃষ্ণকে ক্রোড়ে

ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণদ্বারা মাঙ্গলিক বচন উচ্চারণ সহকারে স্বস্ত্যয়ন কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া তাঁহাকে স্তন পান করাইলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সূক্তৈ রক্ষোঘ্নমন্ত্রৈঃ কৃতং স্বস্ত্যয়নং যস্য তম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সূক্তৈঃ কৃত-স্বস্ত্যয়নং'—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক রক্ষোঘ্ন মন্ত্রদ্বারা যাহার স্বস্ত্যয়ন করা হইয়াছে, (সেই বালক কৃষ্ণকে শ্রীযশোদা স্তন-পান করাইতে লাগিলেন ।) ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ববৎ স্থাপিতং গোপৈর্বলিভিঃ সপরিচ্ছদম্ ।
বিপ্রা হুত্বার্চ্চয়াঞ্চক্রুর্দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎ শকটং) বলিভিঃ (বলবদ্ভিঃ) গোপৈঃ সপরিচ্ছদং (সপরিকরং) পূর্ব্ববৎ (যথা পূর্ব্বং) স্থাপিতং (ততঃ) বিপ্রাঃ হুত্বা (সামান্যতঃ গ্রহহোমং কৃত্বা) দধ্যক্ষতকুশাম্বুভিঃ (দধিযুক্তৈ অক্ষতৈঃ কুশোদকৈশ্চ শকটম্) অর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ ॥১২॥

অনুবাদ—অনন্তর বলবান্ গোপগণ পরিচ্ছদাদি সহকারে সেই শকটকে পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করিলে ব্রাহ্মণগণ গ্রহশান্তির জন্য প্রথমে হোমক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরে দধিযুক্ত অক্ষত এবং কুশ সমন্বিত জলদ্বারা শকটের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—বলিভির্বলবদ্ভির্গোপৈঃ পূর্ব্ববদেব শকটং স্থাপিতমিতি তস্য বৃহত্ত্বং ব্যঞ্জিতম্ । অর্চ্চয়াঞ্চক্রুরিতি গোপজাতীনাং তদাশ্রয়প্রধানত্বাৎ সঞ্চিতধনাস্পদত্বেন লক্ষ্ম্যধিষ্ঠানত্বাচ্চ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বলিভিঃ'—বলবান্ গোপগণ শকটখানি পূর্ব্ববৎ স্থাপন করিল, ইহাতে শকটের বৃহত্ত্ব ব্যক্ত হইল । 'অর্চ্চয়াঞ্চক্রুঃ'—ব্রাহ্মণগণ ঐ শকটের পূজা করিলেন, কারণ উহা গোপজাতিগণের আশ্রয়প্রধান, সঞ্চিত ধনের আস্পদ ও লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ॥ ১২ ॥

যেঽসূয়ানৃতদম্ভের্ষা-হিংসামানবিবর্জ্জিতাঃ ।
ন তেষাং সত্যশীলানামাশিষো বিফলাঃ কৃতাঃ ॥১৩॥
ইতি বালকমাদায় সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ ।
জলৈঃ পবিত্রৌষধিভিরভিষিচ্য দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ১৪ ॥
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং নন্দগোপঃ সমাহিতঃ ।
হুত্বা চাগ্নিং দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদাদন্নং মহাগুণম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—যে অসূয়ানৃতদম্ভের্ষাহিংসামানবিবর্জিতাঃ (অসূয়াদিদোষহীনাঃ) সত্যশীলানাং (সত্যস্বভাবানাং) তেষাং (ব্রাহ্মণানাং) কৃতাঃ আশিষঃ (আশীর্ব্বাদাঃ) বিফলাঃ ন (নিষ্ফলাঃ ন ভবন্তি) ইতি (এবম অভিপ্রেত্য) নন্দগোপঃ সমাহিতঃ (স্থিরচিত্তঃ সন্) বালকম্ আদায় দ্বিজোত্তমৈঃ (উত্তম ব্রাহ্মণৈঃ) সামর্গ্যজুরুপাকৃতৈঃ (সামাদিমন্ত্র সংস্কৃতৈঃ) পবিত্রৌষধিভিঃ (পুণ্যৌষধিযুক্তৈঃ) জলৈঃ অভিষিচ্য স্বস্ত্যয়নং (মঙ্গলবাক্যং) বাচয়িত্বা (ব্রাহ্মণৈঃ পাঠয়িত্বা) অগ্নিং হুত্বা (যজ্ঞং কৃত্বা) দ্বিজাতিভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ মহাগুণং (উৎকৃষ্টং) অন্নং (ভোজ্যং) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ১৩-১৫

অনুবাদ—যে-সকল ব্রাহ্মণ অসূয়া, অসত্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা, অভিমান প্রভৃতি দোষরহিত, সেই সত্যশীল ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না, এই অভিপ্রায়ে নন্দগোপ স্থিরচিত্তে বালকৃষ্ণকে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তম ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সামাদিমন্ত্র-সংস্কৃত পুণ্য ওষধিযুক্ত জলে অভিষেক, পরে স্বস্ত্যয়ন বাক্য পাঠ, তদনন্তর যজ্ঞ করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট ভোজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীনন্দস্তু ব্রাহ্মণাশীর্ভিরেব মে বালকঃ কুশলীতি জানাতি স্মেত্যাহ য ইতি । মানো গর্ব্বঃ । তেষাং তৈঃ কৃতাঃ আশিষো ন বিফলাঃ ইতি বিশ্বস্যেতি শেষঃ । উপাকৃতৈঃ সংস্কৃতৈঃ । পবিত্রা ওষধয়ঃ সর্ব্বৌষধিমহৌষধ্যাদয়ো যত্র তৈর্জলৈঃ করণৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ কর্তৃভিরভিষিচ্য অভিষেকং কারয়িত্বা হুত্বা হাবয়িত্বা । মহাগুণমতিস্বাদামোদযুক্তম্ ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীনন্দমহারাজ কিন্তু ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদেই আমার বালক কুশলে আছে, এরূপ জানিতেন, ইহা বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি । 'মানঃ'—গর্ব্ব, অর্থাৎ যাঁহারা অসূয়া, মিথ্যাবাক্য, দম্ভ, ঈর্ষা, হিংসা ও অভিমান—এই সকল দোষবিবর্জ্জিত, তাঁহাদের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ কখনও বিফল হয় না, এরূপ বিশ্বাস করিয়া, 'উপাকৃতৈঃ'—ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও পবিত্র সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধিসমূহে মিশ্রিত

জলদ্বারা বালকের অভিষেক ও হোম করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ অতি আস্বাদযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

গাবঃ সর্ব্বগুণোপেতা বাসঃ স্রগ্রুক্মমালিনীঃ ।
আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় প্রাদাৎ তে চান্বযুঞ্জত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মজাভ্যুদয়ার্থায় (পুত্রকল্যাণবৃদ্ধ্যর্থং) বাসঃস্রগ্রুক্মমালিনী (বস্ত্র-পুষ্পমাল্য-সুবর্ণমাল্যযুক্তাঃ) সর্ব্বগুণোপেতাঃ (পয়স্বিত্বাদি বিবিধগুণযুক্তাঃ) গাবঃ (ধেনূঃ) প্রাদাৎ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ দদৌ) তে চ (ব্রাহ্মণাঃ) অন্বযুঞ্জত (আশিষঃ যুযুজুঃ অথবা অনু অনন্তরং অযুঞ্জত স্বীচক্রুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—নন্দ, পুত্রের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র, পুষ্প, মাল্য ও সুবর্ণমাল্যে বিভূষিত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন ধেনুসকল ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহারাও আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন অথবা দান-সমূহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—গাবঃ গাঃ গুণাঃ বহুপয়স্বীত্যাদয়ঃ। তে বিপ্রা অনু অনন্তরং অন্বযুঞ্জত স্বীচক্রুঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—বালকের কল্যাণের নিমিত্ত নন্দমহারাজ সর্ব্ববিধ গুণযুক্ত বহু দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিলে ব্রাহ্মণগণ তাহা গ্রহণ করতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিপ্রা মন্ত্রবিদো যুক্তাস্তৈর্যাঃ প্রোক্তাস্তথাশিষঃ ।
তা নিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি স্ফুটম্ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—মন্ত্রবিদ (মন্ত্রজ্ঞাঃ) বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) যুক্তাঃ (যোগিনঃ ভবন্তি) তৈঃ (বিপ্রৈঃ) যা আশিষঃ (আশীর্ব্বাদাশ্চ) প্রোক্তাঃ তাঃ (বাচঃ আশিষশ্চ) তথা (তথৈব বভূবুঃ) কদাচিৎ অপি ন নিষ্ফলাঃ (ফলহীনাঃ) ভবিষ্যন্তি (ইতি) স্ফুটম্ (ধ্রুবম্)॥১৭॥

অনুবাদ—মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যোগী, তাঁহারা যে-সকল আশীর্বচন বলিয়া থাকেন, তাহা কখনও নিষ্ফল হয় না, ইহা সুনিশ্চিত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যে বিপ্রাঃ যুক্তাঃ যোগিনস্তৈর্যা আশিষঃ প্রোক্তাস্তাস্তথা বভূবুরিতি শেষঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রাঃ'—যে ব্রাহ্মণগণ 'যুক্তাঃ'—যোগী, অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত সেই সকল ব্রাহ্মণ যেরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ফলপ্রসু হইয়াছিল, কোনটাই ব্যর্থ হয় নাই ॥ ১৭ ॥

একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুতং সতী ।
গিরিমাণং শিশোর্বোঢ়ুং ন সেহে গিরিকূটবৎ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—একদা (একাব্দ বয়ঃ প্রাকট্যে) সতী (যশোদা) আরোহং (ক্রোড়ং) আরূঢ়ং (আশ্রিতং) সুতং (শ্রীকৃষ্ণং) লালয়ন্তী (সতী) শিশোঃ (বালকস্য) গিরিকূটবৎ (পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্যং) গরিমাণং (দেহস্য গুরুত্বং) বোঢ়ুং ধারয়িতুং ন সেহে (ন সমর্থা জাতা) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের বয়স যখন এক বৎসর অর্থাৎ কৃষ্ণাবির্ভাবের এক বৎসর পরে একদিন যশোদা ক্রোড়স্থিত পুত্রকে লালন করিতে করিতে শিশুর পর্ব্বত-শৃঙ্গতুল্য গুরুত্ব বহন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—রাজত্যখিলসম্পত্তিপতৌ ময্যপি সঞ্চিতৈঃ। কিমেভির্বস্তুভিরিতি স্বমনোঽভিনদীশ্বরঃ ॥ একদা একাব্দ বয়সি বৃত্তে সতি এক হায়ন আসীনো হ্রিয়-মাণো বিহায়সেত্যগ্রেতনোক্তেঃ। আরোহমুৎসঙ্গমা-রূঢ়ং তং লালয়ন্তী ভুজাভ্যামুত্তোলনাদিভিরুল্লাসয়ন্তী গিরিকূটবৎ গিরিশৃঙ্গস্যেব শিশোর্গরিমাণং বোঢ়ুং ন সেহে। আগমিষ্যন্তং তৃণাবর্ত্তং সমাতৃকমেবামুং হরিষ্যন্তমালক্ষ্য মাতুর্যশোদায়াঃ ক্লেশো মাভূদিত্যৈশ্বর্য্যা এব শক্ত্যা তদুত্তারায় ভারঃ কল্পয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। 'কিঞ্চিদপ্যুপরি তোলয়াম্ব মাং ব্যোম্নি খেলিতুমনা যতোঽস্ম্যহং। ইত্যমুষ্য কিল সত্যকামতৈবানয়ত্তৃণ-বিবর্ত্তনাসুরম্' ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অখিল সম্পত্তির অধিপতি আমি বিরাজমান থাকিতে এই সকল সঞ্চিত বস্তুর কি প্রয়োজন, এইরূপ মনে করিয়া ঈশ্বর (সর্ব্বসমর্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ) শকট ভঙ্গ করিয়াছিলেন ॥ 'একদা' — বালক এক বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে কোন একদিন। যেমন অগ্রে উক্ত হইয়াছে—"এক হায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা" (১০।২৬।৬), অর্থাৎ

এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে আকাশচারী তৃণাবর্ত্ত বালককে অপহরণ করিয়াছিল। 'আরূঢ়ং লালয়ন্তী'—সতী যশোদা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন, স্তনপান, উত্তোলন; আন্দোলনাদি দ্বারা লালন করিতেছিলেন। 'গিরিকূটবৎ'—সহসা বালককে গিরি-শিখরের ন্যায় ভারবোধ হওয়ায় তিনি ঐ ভার বহন করিতে সমর্থ হইলেন না। 'আগমিষ্যন্তং তৃণাবর্ত্তম্' ইত্যাদি আগতপ্রায় তৃণাবর্ত্ত মাতার সহিতই বালককে হরণ করিবে, এরূপ লক্ষ্য করিয়া মাতা যশোদার যাহাতে ক্লেশ না হয়, এইজন্য শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য শক্তিই তাঁহাকে মাতৃক্রোড় হইতে উত্তারণের নিমিত্ত ভার সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। ভগবান্ যেন বলিলেন—"মাতঃ! আমাকে কিঞ্চিৎ উত্তোলন কর, আমার গগনমণ্ডলে খেলা করিতে ইচ্ছা হই-তেছে"—শ্রীহরির এই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সত্যকামতা শক্তিই (ঘূর্ণাবাতরূপে) তৃণাবর্ত্ত অসুরকে আনয়ন করিলেন ॥ ১৮ ॥

———

ভূমৌ নিধায় তং গোপী বিস্মিতা ভারপীড়িতা।
মহাপুরুষমাদধ্যৌ জগতামাস কর্ম্মসু ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভারপীড়িতা গোপী (যশোদাদেবী) তং (কৃষ্ণং) ভূমৌ নিধায় বিস্মিতা (কুতঃ এষঃ ভারঃ নূনং গ্রহেণ কেনচিৎ প্রাপ্তঃ ইতি আশ্চর্য্যান্বিতা) জগতাং মহাপুরুষং (নারায়ণং) আদধ্যৌ (সম্যক্ সস্মার) কর্ম্মসু আস (তৎস্বস্ত্যয়নাদ্যর্থং কর্ম্মসু বিপ্রাহ্বানাদিষু আস বভূব অথবা পুত্রার্থং গৃহকৃত্য-ব্যাপৃতাভূৎ) (অথবা) গোপী (যশোদাদেবী) তং (কৃষ্ণং) ভূমৌ নিধায় (স্থাপয়িত্বা) মহাপুরুষং (নারায়ণং) আদধ্যৌ (সম্যক্ সস্মার) (শ্রীকৃষ্ণো-দরবর্ত্তিনাং) জগতাং (ভারেণ পীড়িতা বিস্মিতা চ সতী) কর্ম্মসু (গৃহকৃত্যব্যাপারেষু) আস (বভূব ন তু জগদুদরং তং বেদেত্যর্থঃ) ॥ ১৯।

অনুবাদ—তখন ভারাক্রান্তা যশোদাদেবী অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বালকৃষ্ণকে ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক মহাপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং পুত্র-স্বস্ত্যয়নের নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বানাদি কর্ম্মে কিংবা পুত্রের উদ্দেশে গার্হস্থকর্ম্মে ব্যাপৃত হইলেন, অথবা শ্রীযশোদাদেবী বালকৃষ্ণকে ভূমিতে স্থাপন করিয়া (ভারের কারণ জানিতে না পারিয়া তজ্জনিত কোন উৎপাতাশঙ্কায়) নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের উদরগতা ধরণীর ভারে নিপী-ড়িতা ও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা হই-লেন—কৃষ্ণকে জগন্নিবাস বলিয়া জানিতে পারিলেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভূমাবিতি সম্ভ্রমেণ বিস্মিতেতি মচ্ছিশো-রয়মাকস্মিকো ভারঃ কুতস্ত্যো ন জানে কস্যচিদ্বাল-গ্রহস্যাবেশজনিতো বেতি শঙ্কয়া জগতাং মহাপুরুষং শ্রীনারায়ণ-মাদধ্যৌ। বৈকুণ্ঠদিশমূর্দ্ধমালোক্য ভগ-বংস্ত্বয়ৈব দত্তোহয়ং সুতস্ত্বয়ৈব পালনীয় ইতি ধ্যানে-নোবাচেত্যর্থঃ। ততশ্চ ব্যগ্রা তৎস্বস্ত্যশ্বনাদ্যর্থং কর্ম্মসু বিপ্রাহ্বানাদিষু আস বভূব ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূমৌ নিধায়'—যশোদা ঐরূপ গুরুতরভারে প্রপীড়িতা হইয়া "আমার বাল-কের অকস্মাৎ এতাদৃশ গুরুভার কিরূপে হইল? জানিনা কোন্ বালগ্রহের আবেশে এই ভার হইয়াছে" —এইরূপ আশঙ্কায় বিস্ময়ান্তঃকরণে বালককে ভূমিতলে স্থাপন করিলেন। 'মহাপুরুষম্ আদধ্যৌ' তারপর জগতের মহাপুরুষ শ্রীমন্নারায়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ লক্ষ্য করতঃ উদ্ধ-দিকে অবলোকন করিয়া "হে ভগবন্! তুমি এই বালক অর্পণ করিয়াছ, তুমিই পালন কর" ইত্যাদি বাক্যে ধ্যান করিতে লাগিলেন, এই অর্থ। 'কর্ম্মসু' —তারপর ব্যগ্র হইয়া তাহার স্বস্ত্যয়নাদি করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের আহ্বান-কার্য্যে প্রবৃত্তা হইলেন ॥ ১৯ ॥

———

দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্ত্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রাণাদিতঃ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) কংসভৃত্য (কংসানুচরঃ) নাম্না তৃণাবর্ত্ত (তৃণাবর্ত্তনামধারী) দৈত্যঃ প্রণোদিতঃ (কংসেন প্রেরিতঃ সন্) চক্রবাতস্বরূপেণ (ঘূর্ণীবাত্যা-রূপেণ) আসীনং অর্ভকং (উপবিষ্টং শিশুং) জহারঃ (হৃতবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তখন কংসের অনুচর তৃণাবর্ত্ত নামক

দৈত্য প্রভু কংসের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঘূর্ণীবাতরূপে উপবিষ্ট শিশুকে হরণ করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদেব দৈত্যোজ হারেতি তদ্ধরণকালে ঐশ্বর্য্য এব শক্ত্যা ভারলাঘবং কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যঃ'—ঐ সময়ের মধ্যেই কংসের ভৃত্য ও কংসকর্ত্তৃক প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য ঘূর্ণীবায়ুরূপে সমাগত হইয়া ধূলিদ্বারা সমস্ত গোকুল সমাচ্ছন্ন করতঃ বালককে হরণ করিল। তাহার হরণকালে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য শক্তিই ভার লাঘব করিয়াছিল—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

———

গোকুলং সর্ব্বমাবৃণ্বন্মুষ্ণংশ্চক্ষুংষি রেণুভিঃ।
ঈরয়ন্ সুমহাঘোর শব্দেন প্রদিশো দিশঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(স চ তৃণাবর্ত্তঃ) রেণুভিঃ (ধূলিভিঃ) সর্ব্বং গোকুলং (ব্রজং) আবৃণ্বন্ (আচ্ছাদয়ন্) চক্ষুংষি (জলনেত্রানি) মুষ্ণন্ (অপহরন্ দৃষ্টিশক্তিং নাশয়ন্ ইত্যর্থঃ) সুমহাঘোরশব্দেন প্রদিশঃ দিশশ্চ ঈরয়ন্ (নিনাদয়ন্ বভুব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই দৈত্য ধূলিরাশিদ্বারা সমস্ত গোকুল আচ্ছন্ন এবং লোকের দৃষ্টিশক্তি অপহরণ করিয়া অতিশয় ঘোর শব্দে দিক্‌বিদিক্ নিনাদিত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দিশো বিদিশশ্চ ঈরয়ন্ প্রতিধ্বনয়ন্ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিশঃ প্রদিশঃ ঈরয়ন্'—ঐ দৈত্য অতি ভীষণ শব্দে দিক্ বিদিক্ নিনাদিত করিয়াছিল ॥ ২১ ॥

———

মুহূর্ত্তমভবদ্‌গোষ্ঠং রজসা তমসাবৃতম্।
সুতং যশোদা নাপশ্যৎ তস্মিন্ ন্যস্তবতী যতঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—মুহূর্ত্তং (ক্ষণকালং) গোষ্ঠং রজসা (ধূলিনা) তমসা আবৃতং (অন্ধকারাচ্ছন্নং) অভবৎ (জাতং) যতঃ (যত্র) ন্যস্তবতী (নিহিতবতী) যশোদা তস্মিন্ (স্থানে) সুতং (কৃষ্ণং) ন অপশ্যৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ক্ষণকাল গোষ্ঠ ধূলিরাশিদ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। যশোদাদেবী শিশুকে যে স্থানে রাখিয়াছিলেন, তথায় আর দেখিতে পাইলেন না ॥২২

বিশ্বনাথ—যতো যত্র ন্যস্তবতী তস্মিন্ স্থলে ॥২২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ ন্যস্তবতী'—মা যশোদা পুত্রকে যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেই স্থানে আর তাহাকে দেখিতে পাইলেন না ॥ ২২ ॥

———

নাপশ্যৎ কশ্চনাত্মানং পরঞ্চাপি বিমোহিতঃ।
তৃণাবর্ত্তনিসৃষ্টাভিঃ শর্করাভিরুপদ্রুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৃণাবর্ত্তনিসৃষ্টাভিঃ (তৃণাবর্ত্তেন নিক্ষিপ্তানি) শর্করাভিঃ (বালুকাভিঃ) উপদ্রুতঃ (উৎপীড়িতঃ) বিমোহিতঃ (মোহগ্রস্তঃ) কঃ চন (কোঽপি জনঃ) আত্মানং (নিজং) পরং চ অপি (অন্যমপি) ন অপশ্যৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তৃণাবর্ত্তকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বালুকারাশিদ্বারা উৎপীড়িত এবং মোহগ্রস্ত হইয়া কেহই নিজকে ও অন্যকে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ২৩ ॥

———

ইতি খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে
সুতপদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতিকরুণমনুস্মরন্ত্যশোচ-
ভুবি পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবং প্রকারং) খরপবনচক্রপাংশুবর্ষে (তীব্রবাতকুণ্ডলিকয়াধূলিবর্ষণে সতি) অবলা মাতা (যশোদা) সুতপদবীং (পুত্রচিহ্নং) অবিলক্ষ্য (অদৃষ্ট্বা) মৃতবৎসকা গৌঃ যথা (মৃতসুতা ধেনুরিব) ভুবি পতিতা অনুস্মরন্তী (পুত্রং আহূয়) অতিকরুণং তথা (কাষ্ঠপাষাণবজ্রসারাদীনামপি ভেদকং) অশোচৎ (বিলাপং চক্রে) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপ তীব্র ঘূর্ণীবায়ুবেগে ধূলিবর্ষণ হইতে থাকিলে পুত্রের চিহ্নমাত্র দর্শন করিতে না পারিয়া এবং তজ্জন্য কোন অনুসন্ধান করিতে অসমর্থা হইয়া মাতা যশোদা মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া পুত্রকে আহ্বানপূর্ব্বক কাষ্ঠ-পাষাণ-বজ্রাদি-বিদারক বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ—খরপবনচক্রাৎ পাংশুবর্ষে সতি অবিলক্ষ্য অদৃষ্ট্বা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খরপবনচক্র-পাংশুবর্ষে'—অতিকর্কশ ঘূর্ণিবায়ু হইতে ধূলিরাশি বর্ষিত হইতে থাকিলে, মাতা যশোদা পুত্র কোথায় গেল, তাহা দেখিতে না পাইয়া মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূতলে নিপতিতা হইয়া অতিকরুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

রুদিতমনুনিশম্য তত্র গোপ্যো
ভৃশমনুতপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণমুখ্যঃ ।
রুরুদুরনুপলভ্য নন্দসূনুং
পবন উপারত-পাংশুবর্ষবেগে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—উপারতপাংশুবর্ষবেগে (উপারতঃ নিবৃত্তঃ পাংশুবর্ষস্য ধূলিবর্ষণস্য বেগঃ যস্মিন্ তথাভূতে) পবনে (বায়ৌ সতি) গোপ্যঃ (গোপস্ত্রিয়ঃ) রুদিতং অনুনিশম্য (যশোদাক্রন্দনং শ্রুত্বা) তত্র (স্থানে আগত্য) নন্দসূনুং (কৃষ্ণং) অনুপলভ্য (অদৃষ্ট্বা অনুতপ্তধিয়ঃ (অনুশোচিত চিত্তাঃ) অশ্রুপূর্ণমুখ্যাঃ (অশ্রুপ্লাবিতবদনাঃ সত্যঃ) রুরুদুঃ (চক্রন্দুঃ) ॥২৫॥

অনুবাদ—অতঃপর ধূলিবৃষ্টি নিবৃত্ত এবং বায়ু শান্তভাব ধারণ করিলে গোপীগণ যশোদার রোদনধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় অনুতপ্ত চিত্তে অশ্রুপূর্ণমুখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—উপারতঃ পাংশুবর্ষস্য বেগো যস্মিংস্তথাভূতে পবনে সতি। তত্র ব্রজেশ্বর্য্যা রুদিতং নিশম্য অনু পুরান্তরাদপি গোপ্য আগত্য তত্র রুরুদুঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপারত-পাংশুবর্ষবেগে'—বায়ুর ধূলিবর্ষণবেগ প্রশমিত হইলে যশোদার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, প্রতিবেশিনী গোপীগণ তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে দেখিতে না পাইয়া তাঁহারাও রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তৃণাবর্ত্তঃ শান্তরয়োবাত্যারূপধরোহরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—বাত্যারূপধরঃ (চক্রবাতরূপধারী) তৃণাবর্ত্তঃ কৃষ্ণং হরন্ নভোগতঃ (আকাশস্থিতঃ) ভূরিভারভৃৎ (অতীব ভারধারী) শান্তরয়ঃ (শান্তবেগঃ ভূত্বা) গন্তুং (চলিতুং) ন অশক্নোৎ (ন সমর্থঃ সঞ্জাতঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চক্রবাতরূপধারী তৃণাবর্ত্ত কৃষ্ণকে হরণপূর্ব্বক অতি উর্দ্ধ্বদেশে গমন করিল, কিন্তু অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হওয়ায় তাহার বেগ শান্ত হইয়া পড়িল, গমনে সমর্থ হইল না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং কৃষ্ণং বালকান্তরমিব হরন্ নভঃ অত্যুর্দ্ধ্বং গতঃ ততশ্চ ভূরিভারভৃদিতি তত্র উর্দ্ধ্বপ্রদেশে মহাভারং তং প্রতি যন্ শান্তরয়ঃ ততশ্চ বোঢ়ুমসমর্থ এব ততো গন্তুং নাশক্নোৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণং হরন্'—বায়ুরূপধারী তৃণাবর্ত্ত প্রথমতঃ কৃষ্ণকে অন্য বালকের ন্যায় হরণ করিয়া নভোমণ্ডলের অতি উর্দ্ধ্বদেশে গমন করিল, তারপর 'ভূরিভারভৃৎ'—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত ভূরিভারে আক্রান্ত হওয়ায় 'শান্তরয়ঃ'—তাহার গমনবেগ শান্ত হইয়া পড়িল। তারপর সেই উর্দ্ধ্বপ্রদেশে মহাভার তাহাকে বহন করিতে অসমর্থ হইয়াই আর অন্যত্র গমন করিতে সমর্থ হইল না ॥ ২৬ ॥

তমশ্মানং মন্যমান আত্মনোগুরুমত্তয়া ।
গলে গৃহীত উৎস্রষ্টুং নাশক্নোদদ্ভুতার্ভকম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—গুরুমত্তয়া (অতিভারতয়া) তং (কৃষ্ণং) অশ্মানং (পর্ব্বত প্রায়ং) মন্যমানঃ (নির্দ্ধারয়ন্) আত্মনঃ গলে গৃহীতে (তেন কৃষ্ণেন গলে আক্রান্তে সতি) অদ্ভুতার্ভকং (অপূর্ব্ব শিশুং তং) উৎস্রষ্টুং ন অশক্নোৎ (ত্যক্তুং ন সমর্থঃ বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় গুরুত্ব বশতঃ তৃণাবর্ত্ত তাঁহাকে পর্ব্বত সদৃশ মনে করিয়াছিল, কিন্তু স্বকীয় গলদেশ কৃষ্ণের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় সে ঐ অদ্ভুত বালক কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিতেও সমর্থ হইল না ॥ ২৭ ।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ নিষ্পন্ন-স্বীয়নভোবিহারাভি-

লাষো নিষ্পাদিতস্বর্গপুরপুরন্ধ্রীকর্ত্তৃক-স্বদর্শনাভিলাষশ্চ বালঃ কৃষ্ণস্তং হন্তুং প্রবব্রতে ইত্যাহ তমিতি। আত্মনঃ সকাশাদপ্যতিগৌরবত্বেন তং অশ্মন্তং অশ্মবন্তং পর্ব্বতং মন্যমানঃ উৎস্রষ্টুং নিঃসারয়িতুং নাশকৎ। তত্র হেতুঃ গলে গৃহীতঃ তেনৈব বাল্য-লীলয়া স্বপতনভয়াদিতি ভাবঃ। অশ্মন্তমিতি যুবোরনাকৌবিতিবত্বলোপশ্ছান্দসঃ। অশ্মানমিতি পাঠে মতুপ্‌লোপশ্চ। অশ্মার্ণমিতি পাঠে অশ্মার্ণবং শিলাসমুদ্রমিবেত্যর্থঃ ॥ ২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর স্বীয় নভো-বিহারের অভিলাষ নিষ্পন্ন এবং স্বর্গীয় রমণীগণ কর্ত্তৃক স্বদর্শনাভিলাষ পূর্ণ করিয়া বালক শ্রীকৃষ্ণ সেই দৈত্যকে হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি। তৃণাবর্ত্ত আপন হইতেও অতিশয় গুরুত্বহেতু 'তম্ অশ্মন্তং মন্যমানঃ'—সেই বালককে পর্ব্বতের ন্যায় মনে করিল এবং পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইল না। তাহার কারণ—'গলে গৃহীতঃ', যেমন কোন ব্যক্তি কোন বালককে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিলে সে বালক ভয়ে উত্তোলনকারীর গলদেশ দুই হস্তে ধারণ করে, তদ্রূপ লোকাতীত শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক বাল্যলীলার অনুকরণে স্বপতনের ভয়ে যেন ঐ তৃণাবর্ত্তের গলদেশ করদ্বয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাবার্থ। এখানে 'অশ্মন্তং' অর্থাৎ 'অশ্মবন্তং', 'ব-লোপ ছান্দস। 'অশ্মানং'—এই পাঠে মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ। 'অশ্মার্ণং'—পাঠে অশ্মার্ণবং অর্থাৎ শিলাসমুদ্রের ন্যায়, এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহবালো ব্যসুর্ব্রজে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্যঃ (তৃণাবর্ত্তঃ) গলগ্রহণনিশ্চেষ্টঃ (গলদেশে পীড়নেন নিষ্ক্রিয়ঃ) নির্গতলোচনঃ (বহির্গতলোচনঃ) অব্যক্তরাবঃ (অস্ফুটশব্দঃ) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ) সহবালঃ (বালকেন সহ) ব্রজেন্যপতৎ (নিপতিতঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তখন দৈত্য গলদেশে আক্রান্ত হইয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল অর্থাৎ হস্তপদ প্রক্ষেপণাদিও করিতে সমর্থ হইল না। তাহার লোচনদ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল ; সে অস্ফুট শব্দ সহকারে বিগতপ্রাণ হইয়া বালকের সহিত ব্রজে পতিত হইল ॥ ২৮ ॥

তমন্তরিক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং করালম্।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং
স্ত্রিয়ো রুদত্যো দদৃশুঃ সমেতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সমেতাঃ (মিলিতাঃ) স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) রুদত্যঃ (ক্রন্দত্যঃ) অন্তরিক্ষাৎ (আকাশাৎ) শিলায়াং (প্রস্তরখণ্ডে) পতিতং (অতএব) বিশীর্ণসর্ব্বাবয়বং (বিধ্বস্তসর্ব্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গং) করালং (ভীষণং) তং (তৃণাবর্ত্তং) রুদ্রশরেণ (শিববাণেন) বিদ্ধং (হতং) পুরং যথা (ত্রিপুরাসুরমিব) দদৃশুঃ (অবলোকয়ামাসুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সমবেতা গোপনারীগণ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশ হইতে প্রস্তর খণ্ডের উপরে নিপতিত বিধস্ত-শরীর ভীষণ তৃণাবর্ত্তকে শিববাণে নিহত ত্রিপুরাসুরের ন্যায় দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

প্রাদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতাঃ
কৃষ্ণঞ্চ তস্যোরসি লম্বমানম্।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তম্।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধ্বা পুনঃ প্রাপুরতীব মোদম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (অসুরস্য) উরসি (বক্ষসি) লম্বমানং (স্থিতং) স্বস্তিমন্তং (কুশলিনং) তং কৃষ্ণং চ প্রাদায় (গৃহীত্বা) মাত্রে (যশোদায়ৈ) প্রতিহৃত্য (সমর্প্য) বিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যান্বিতাঃ বভূবুঃ) নন্দমুখ্যাঃ (নন্দপ্রধানাঃ) গোপাঃ গোপ্যঃ চ (গোপস্ত্রিয়ঃ) পুরুষাদনীতং দৈত্যেনাপহৃতং তথাপি) মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং পুনঃ লব্ধ্বা (তং প্রাপ্য) অতীব মোদং (পরমানন্দং) প্রাপুঃ (অধিগতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—গোপনারীগণ সেই অসুরের বক্ষদেশে

লম্বমান, সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলশূন্য সেই বালকৃষ্ণকে গ্রহণপূর্ব্বক মাতার নিকট সমর্পণ করিয়া বিস্মিতা হইলেন। আকাশমার্গে রাক্ষসকর্ত্তৃক অপহৃত অথচ মৃত্যুমুখ হইতে নির্ম্মুক্ত বালকৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া নন্দপ্রমুখ গোপ ও গোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যোরসি লম্বমানং কৃষ্ণং আদায় মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতা বভূবুঃ। উরসীতি কৃষ্ণস্য ব্যথাভাবঃ সূচিতঃ। অসুরস্য পৃষ্ঠপ্রদেশ এব শিলা-পতিতত্বাৎ। বিহায়সা গগনমার্গেণ পুরুষাদেন মনুষ্য-ভক্ষকেণ নীতং অতএব মৃত্যোর্মুখাদিব মুক্তম্ ॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্য উরসি লম্বমানং'—গোপিকাগণ তৃণাবর্ত্তের বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কৃষ্ণকে তুলিয়া লইয়া মাতা যশোদার ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বিস্মিতা হইলেন। 'উরসি'—বক্ষঃস্থলে, ইহা বলায় শ্রীকৃষ্ণের ব্যথাভাব সূচিত হইয়াছে, কারণ ঐ অসুরের পৃষ্ঠদেশই শিলাতে পতিত হইয়াছিল। 'বিহায়সা পুরুষাদ-নীতং'—নরখাদক কর্ত্তৃক আকাশমার্গে নীত, অতএব মৃত্যুর মুখ হইতেই যেন নির্ম্মুক্ত হইয়া (বালক যে সুস্থাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে—উহাতে নন্দ প্রভৃতি গোপ ও গোপরমণীগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন।) ॥ ৩০ ॥

———

অহো বতাত্যদ্ভুতমেষ রক্ষসা
বালো নিবৃত্তিং গমিতোঽভ্যগাৎ পুনঃ।
হিংস্রঃ স্ব-পাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ।
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অহো বত অত্যদ্ভুতং (অহো আশ্চর্য্যমিদং জাতং) এষ বালঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রক্ষসা (রাক্ষসেন) নিবৃত্তিং গমিতঃ (মৃত্যুং প্রাপিতঃ) অপি পুনঃ অভ্যগাৎ (পুনরাগতঃ) হিংস্রঃ হিংসারতঃ) খলঃ (ক্রূরঃ) স্বপাপেন (নিজপাপেনৈব) বিহিংসিতঃ (বিনাশিতঃ) সাধুঃ (সজ্জনশ্চ) সমত্বেন (সর্ব্বত্র-সমদর্শনেন) ভয়াৎ বিমুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য যে, এই বালক রাক্ষসকর্ত্তৃক মৃত্যুমুখে নীত হইয়াও পুনরায় প্রত্যাগত হইয়াছে। হিংস্র, খল ব্যক্তি নিজ পাপের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, আর সাধু ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শন হেতু এইরূপ ভয় হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বালত্বেঽপি মহাসুরহন্তৃত্বলক্ষণেনৈশ্বর্য্যেণ প্রকটোদ্ভুতেনাপি তেষাং নন্দাদীনাং বাৎসল্যং ন জহ্রাস প্রত্যুতাবর্দ্ধতৈবেত্যাহ—অহোবতেতি ত্রিভিঃ। অদ্ভুতাদপি যদদ্ভুতং তস্মাদপ্যদ্ভুতমেতৎ যদেষ বালো নিবৃত্তিং অমঙ্গলব্যঞ্জকত্বান্মরণনাশাদি-শব্দেন বক্তুমনর্হাং দশাং প্রাপিতোঽপি অভ্যগাৎ পুনর্বন্ধূনামভিমুখং প্রাপ্তঃ। কোঽত্র বিস্ময়ো যুজ্যত এবেতি তেষ্বেব মধ্যে কেচিদাহুঃ হিংস্র ইতি স্বপাপেন নিরপরাধ নববালকহরণলক্ষণেন। সাধু র্বালকঃ সমত্বেন বালত্বাদেব শত্রুমিত্রাদিষু তুল্যবুদ্ধিত্বেন ॥৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার বাল্যবয়সেও মহাসুর-বধরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত হইলেও, সেই নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসিজনের বাৎসল্যভাবের কোন হ্রাস হয় নাই, অধিকন্তু বর্দ্ধিতই হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'অহো বত' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। অদ্ভুত হইতেও যাহা অদ্ভুত, তাহা হইতেও অতিশয় অদ্ভুত ইহাই যে এই বালক 'নিবৃত্তিং গমিতঃ'—অমঙ্গলসূচক মরণ, নাশ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বলিবার অযোগ্য দশা প্রাপ্ত হইয়াও, 'অভ্যগাৎ'—পুনরায় বন্ধুজন আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন—এই বিষয়ে বিস্ময়ের কি আছে? ইহা সঙ্গতই হইয়াছে, যেহেতু 'হিংস্রঃ'—পরের অনিষ্টকারী হিংস্র খল ব্যক্তি 'স্বপাপেন'—নিজ পাপে নষ্ট হইয়া থাকে। এখানে নিরপরাধ শিশু বালকের হরণরূপ নিজ পাপেই এই দৈত্য নষ্ট হইয়াছে। আর 'সাধুঃ'—সাধু ব্যক্তি সর্ব্ব প্রাণীকে সমান দর্শন করাতে বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। এখানে 'সাধু' বলিতে এই বালক, কারণ বালত্বহেতুই শত্রু ও মিত্রাদিতে তুল্যবুদ্ধি, অতএব সমদর্শী ॥ ৩১ ॥

———

কিং নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং
পূর্ত্তেষ্টদত্তমুত ভূতসৌহৃদম্।
যৎ সম্পরেতঃ পুনরেব বালকো
দিষ্ট্যা স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—নঃ (অস্মাভিঃ) কিং (অতিতীব্রং) তপঃ (তপস্যা) চীর্ণং (কৃতং) অধোক্ষজার্চ্চনং (ভগবদারাধনং বা কৃতং) উত (অথবা) ভূতসৌহৃদং (প্রাণিহিতকরং) পূর্ত্তেষ্টদত্তং (পূর্ত্তংবাপী-কূপাদি নির্ম্মাণং ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাগ্নিহোত্রাদি দত্তং দানং এতৎ সর্ব্বং কৃতং) যৎ দিষ্ট্যা (যজ্জনিতসৌভাগ্যেন) সম্পরেতঃ (মৃত্যুমুখগতোঽপি) বালকঃ (শিশুঃ) পুনঃ এব স্ববন্ধূন্ (নিজাত্মীয়জনান্) প্রণয়ন্ (আহলা-দয়ন্) উপস্থিতঃ (প্রত্যাগতঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—আমরা নিশ্চয়ই কোন অতি তীব্র তপস্যা অথবা অধোক্ষজ ভগবানের আরাধনা কিম্বা প্রাণিহিতকর ইষ্ট, পূর্ত্ত এবং দান করিয়াছিলাম—যাহার ফলে এই বালক মৃত্যুমুখগত হইয়াও পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া নিজ আত্মীয়গণকে আনন্দিত করি-তেছে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীনন্দাদয়স্তু যদ্যস্য বালস্যামঙ্গলমভবিষ্যত্তদা সর্ব্বে বয়মরিষ্যামৈবেত্যতোঽস্মাকমেবৈতদ্বহুতরসুকৃতফলমিত্যাহুঃ কিমিতি। চীর্ণং কৃতম্। পূর্ত্তং ব্যাপ্যাদিনির্মাণম্। ইষ্টং পঞ্চযজ্ঞাদি। যৎ যস্মাৎ তপ আদেঃ। প্রণয়ন্ কুর্ব্বন্ জীবয়ন্নিতি যাবৎ। প্রণয়বন্তঃ কুর্ব্বন্নিতি বা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু নন্দ প্রভৃতি গোপগণ "যদি এই বালকের কোন অমঙ্গল হইত, তাহা হইলে আমরা সকলে মারা যাইতাম, অতএব ইহা আমাদের বহুতর সুকৃতের ফল", ইহা বলিতেছেন—'কিং নঃ তপঃ' ইত্যাদি। 'চীর্ণং'—করা হইয়াছে। 'পূর্ত্তং'—পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠাদি। 'ইষ্টং'—পঞ্চ যজ্ঞাদি। (অর্থাৎ আমরা পূর্ব্বজন্মে এমন কি তপস্যা, এমন কি বিষ্ণুর অর্চ্চনা, এমন কি পূর্ত্ত ও ইষ্টকর্ম্ম, এমন কি দান ও জীবের প্রতি সৌহার্দ্দ্য প্রদর্শন করিয়াছিলাম; যাহার পুণ্যবলে এই বালক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও আমাদিগের সৌভাগ্যবশতঃ আত্মীয় স্বজনগণের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দিত করিল) ॥৩২

———

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপো বৃহদ্বনে।
বসুদেববচো ভূয়ো মানয়ামাস বিস্মিতঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দগোপঃ বৃহদ্বনে বহুশঃ অদ্ভুতানি দৃষ্ট্বা (বালকচরিত্রানি আলোক্য) বিস্মিতঃ (সন্) ভূয়ঃ (বারম্বারং) বসুদেব বচঃ (মথুরায়াং বসুদেবেন যৎ কথিতং তৎ) মানয়ামাস (সত্যমিতি নির্দ্ধারয়ামাস) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—নন্দগোপ বৃহদ্বনে এইরূপ বহু অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে বসুদেবের বাক্য বারম্বার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

———

একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভামিনী।
প্রস্নুতং পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—একদা ভামিনী (যশোদা) অর্ভকং (শ্রীকৃষ্ণং) আদায় অঙ্কং আরোপ্য (ক্রোড়ে স্থাপয়িত্বা) স্নেহপরিপ্লুতা (পুত্রবাৎসল্যেন বিগলিতহৃদয়া সতী) প্রস্নুতং স্তনং (স্বয়মেবক্ষরিতং স্তনদুগ্ধং) পায়য়ামাস ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—একদিন যশোদাদেবী শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া পুত্রস্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে স্বয়ংক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইতে ছিলেন ॥ ৩৪ ॥

———

পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্‌জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্ ॥ ৩৫ ॥

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্ নগাংস্তদ্দুহিতৃর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, সা জননী (যশোদা) পীত-প্রায়স্য (প্রায়েণ পীতস্তনস্য) তস্য (পুত্রস্য) রুচিরস্মিতং মুখং লালয়তী (সতী) জৃম্ভতঃ (জৃম্ভাং কুর্ব্বতঃ আস্যং) ইদং (বক্ষ্যমানং খাদ্যাত্মকং) খং (আকাশং) রোদসী (স্বর্গং ভূমিঞ্চ) জ্যোতিরনীকং (জ্যোতিশ্চক্রং) আশাঃ (দিশঃ) সূর্য্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীন্ চ (সূর্য্য চন্দ্রাগ্নিবায়ুসমুদ্রান্ চ) দ্বীপান্ নগান্ (পর্ব্বতান্) তদ্দুহিতৃঃ (পর্ব্বতকন্যাঃ নদী) বনানি যানি স্থিরজঙ্গমানি (চরাচরানি) ভূতানি দদৃশে (অবলোকয়ামাস) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বালকৃষ্ণের স্তনপান প্রায়

শেষ হইয়াছিল, যশোদাদেবী তাঁহার মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত বদন চুম্বনাদিদ্বারা লালন করিতেছিলেন—এমন সময় কৃষ্ণ জৃম্ভন করিলে যশোদাদেবী তাঁহার মুখমধ্যে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, জ্যোতিশ্চক্র, দিক্‌সকল, সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্ব্বত, নদী, বন এবং স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—পীতপ্রায়স্যেতি পীতা গাবো বিভক্তা ভ্রাতর ইতিবৎ কর্ত্তরি ক্তঃ। স্তনং পীতবৎপ্রায়স্যেত্যর্থঃ। মুখে মুখবিবরান্তঃ। দ্বিতীয়ান্ত পাঠে মুখং লালয়ন্তী তদ্দ্বারা জঠরে দদর্শেবেতি জ্ঞেয়ম্। 'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা ইতি ব্রহ্মস্তুতেঃ। ইদমস্মদ্দৃশ্যং বিশ্বমেব তদীয়-বিগ্রহস্য মাতৃক্রোড়গতস্যাপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বেন সর্ব্বজগদধিষ্ঠানত্বাৎ। জৃম্ভিত ইতি জৃম্ভণোচিতক্ষণেঽপি সবিশেষসর্ব্ববিশ্বদর্শনমচিন্ত্যশক্ত্যৈব নিষ্পাদিতং। নগান্ দ্বীপাখ্যাকরান্ জম্বাদি বৃক্ষান্ পর্ব্বতাংশ্চ তদ্দুহিতৃর্নদীঃ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পীতপ্রায়স্য'—'পীতা গাবঃ, বিভক্তাঃ ভ্রাতরঃ', গাভীগণ জলপান করিয়াছে, ভ্রাতৃগণ পরস্পর পৃথক্ হইয়াছে ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় এখানে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের স্তনপান করা প্রায় শেষ হইয়াছে। 'মুখে'—বলিতে মুখবিবরের মধ্যে। 'মুখং'—এরূপ দ্বিতীয়ান্ত পাঠে, জননী যখন মুখে আদরপূর্ব্বক চুম্বনাদি করিতেছিলেন, তাহাতে জঠরে দর্শন করিলেন, ইহা জানিতে হইবে। যেমন ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত হইয়াছে—"কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যাঃ" (১০।১৪।১৬), অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশমান সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বীয় জঠরমধ্যে প্রকটিত করিয়া জননী যশোদার নিকট যে প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা তোমার মায়াশক্তিরই খেলা। 'ইদং'—আমাদের পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বই, মাতৃক্রোড়গত হইলেও তদীয় বিগ্রহের অচিন্ত্যশক্তি-বশতঃ বিভুত্বরূপে সর্ব্বজগতের অধিষ্ঠানত্ব বুঝিতে হইবে। 'জৃম্ভিতঃ'—জৃম্ভণোচিত কালেও, অর্থাৎ আলস্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ যখন মুখব্যাদনপূর্ব্বক জৃম্ভন করিলেন, তখন মা যশোদা ঐ বালকের মুখমধ্যে আকাশাদি দর্শন করিলেন, তৎকালেও সবিশেষ সর্ব্ববিশ্বের দর্শন অচিন্ত্য শক্তিতে নিষ্পাদিত হইয়াছিল। 'নগান্'—দ্বীপাখ্য আকরসমূহ, জম্বাদি বৃক্ষসকল, পর্ব্বতসমূহ এবং নদীসকল দর্শন করিলেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥

সা বীক্ষ্য বিশ্বং সহসা রাজন্ সঞ্জাতবেপথুঃ।
সম্মীল্য মৃগশাবাক্ষী নেত্রে আসীৎ সুবিস্মিতা ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে তৃণাবর্ত্তমোক্ষো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ) মৃগশাবাক্ষী (মৃগনয়না) সা (যশোদা) বিশ্বং বীক্ষ্য (শিশুমুখে ব্রহ্মাণ্ডং দৃষ্ট্বা) সহসা সঞ্জাতবেপথুঃ (কম্পমানা) নেত্রে সম্মীল্য (মুদ্রিতনয়না সতী) সুবিস্মিতা আসীৎ (বিস্ময়গ্রস্তা বভূব) ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, মৃগনয়না যশোদাদেবী সহসা শিশুমুখে এইরূপে নিখিল বিশ্ব দর্শন করিয়া কম্পিতকলেবরে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া রহিলেন ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সহসা অকস্মাৎ যুগপচ্চ। সঞ্জাতবেপথুরুৎপাতশঙ্কয়া। সংমীল্যেতি শ্রীবিষ্ণুধ্যানার্থং ভগবন্নারায়ণ! রক্ষ! রক্ষ! মৎসুতমস্মাদুৎপাতাদিতি বিত্রস্তদৃষ্টিত্বান্মৃগশাবাক্ষী। পূতনাদিবধৈশ্বর্য্যং ন প্রেম সমচূকুচৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্ট প্রতিশঙ্কয়া ॥ নন্দভাগ্যাদিহেতূনাং তত্রাভূদ্‌যদি কল্পনম্। ততো নির্হেতুরেবেয়মৈশ্বরী শক্তিরাগতা ॥ বিভুত্বদর্শিকা কৃষ্ণদেহস্য স্ফুটমেবহি। তথাপি বিস্মিতৈবাসীন্মৎপুত্রস্যেদমদ্য কিম্ ॥ নত্বৈশ্যজ্ঞানসম্ভ্রান্ত্যা সবাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। নচাত্র সম্ভবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববদ্ধেতুকল্পনম্ ॥ তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোস্মিময়মেব হি। ইতি নিষ্কম্পতা প্রেম্ণঃ খ্যাপিতা স্যান্মুহুর্মুহুঃ ॥ এবঞ্চ। প্রেমদেব্যাঃ পরীক্ষার্থমাগচ্ছন্ত্যন্তরান্তরা। শক্তিরেষাহরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেদিতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধে শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুর কৃতা সপ্তমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহসা'—অকস্মাৎ এবং যুগপৎ। 'সঞ্জাতবেপথুঃ'—উৎপাতের আশঙ্কায় কম্পিত-কলেবরা। 'সংমীল্য'—শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানের নিমিত্ত "হে ভগবন্ নারায়ণ! এই উৎপাত হইতে আমার পুত্রকে রক্ষা কর, রক্ষা কর"—এইরূপ বলিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। ভয়াকুল দৃষ্টি বলিয়া 'মৃগশাবাক্ষী'—হরিণলোচনা মা যশোমতী।

'পূতনাদিবধৈশ্বর্য্যং' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—পূতনা প্রভৃতির বধে ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও জননীর প্রেম সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং অরিষ্ট শঙ্কায় উহা বৰ্দ্ধিতই হইয়াছিল। নন্দমহারাজের সৌভাগ্যাদির কারণ যদি কল্পনা করা হয়, তাহা হইলেও অহৈতুকী ঐশ্বরী শক্তি আবির্ভূত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণদেহের বিভুত্বদর্শিকাশক্তি পরিস্ফুটই। তথাপি আমার পুত্রের আজ ইহা কি উপস্থিত হইল ভাবিয়া তিনি বিস্মিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে সম্ভ্রমবশতঃ তাঁহার বাৎসল্য শিথিল হয় নাই। কিংবা এখানে পূর্ব্ববৎ কোন হেতু কল্পনা করাও সঙ্গত হইবে না। বস্তুতঃ তাহা গাঢ়প্রেমের তরঙ্গময় সম্ভ্রম, প্রেমের নিষ্কম্পতা মুহুর্মুহুঃ খ্যাপন করিয়াছে। এই প্রকার—প্রেমদেবী পরীক্ষার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আগমন করিলেও, উহা প্রেমাধীন শ্রীহরির শক্তি বলিয়াই জানিতে হইবে॥ ৩৭॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১০।৭॥

তথ্য—সপ্তম অধ্যায়ের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী যথাক্রমে শ্রীপাদ বীররাঘবাচার্য্য ও শ্রীবিজয়-ধ্বজতীর্থপাদ অধিকরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—

এবং বহূনি কর্ম্মাণি গোপানাং শংসযোষিতাম্।
নন্দস্য গেহে ববৃধে কুর্ব্বন্ বিষ্ণুজনার্দ্দনঃ॥ ক॥

অন্বয়ঃ—এবং (এবম্বিধানি) বহূনি কর্ম্মাণি (দুষ্টনির্হরণ-তন্মুক্তিপ্রদানাদি রূপাণি বহূনি বাল-চেষ্টিতানি) স যোষিতাং (সস্ত্রীকাণাং) গোপানাং শং (আনন্দং চ) কুর্ব্বন বিষ্ণুজনার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) নন্দস্য গৃহে ববৃধে॥ ক॥

অনুবাদ—এই প্রকার দুষ্টদিগকে বিনষ্ট করিয়া মুক্তি-প্রদান প্রভৃতি বহুবিধ বাল্যলীলা এবং সস্ত্রীক গোপবৃন্দের আনন্দোৎপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দগৃহে বর্ধিত হইতে লাগিলেন॥ ক॥

এবং স ববৃধে বিষ্ণুর্নন্দগেহে জনার্দ্দনঃ।
কুর্ব্বন্নিশমানন্দং গোপালানাং সযোষিতাম্॥ খ॥

অন্বয়ঃ—এবং স বিষ্ণুঃ জনার্দ্দনঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) সযোষিতাম্ (সস্ত্রীকাণাং) গোপালানাং (গোপানাং) অনিশং (নিরন্তরং) আনন্দং (হর্ষং) কুর্ব্বন্ (উৎপাদয়ন্) নন্দগেহে (নন্দস্য গৃহে) ববৃধে॥ খ॥

অনুবাদ—এইরূপে দুষ্টজন-বিনাশক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সস্ত্রীক গোপবর্গের আনন্দ উৎপাদন করিতে করিতে নন্দগৃহে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিলেন॥ খ॥

শ্রীপাদ বিজয়ধ্বজতীর্থ তৃতীয় শ্লোকের পর এই শ্লোকটী অধিকরূপে স্বীকার করিয়াছেন—

বিস্তরেণেহ কারুণ্যাৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম।
বক্তুমর্হসি ধর্ম্মজ্ঞ! দয়ালুস্ত্বমিতি প্রভো॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ) হে ধর্ম্মজ্ঞ, প্রভো, (হে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ, হে প্রভো,) ত্বম্ দয়ালুঃ (কৃপালুঃ) ইতি কারুণ্যাৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ (সর্ব্বপাপবিনা-শকং ভগবচ্চরিতং) ইহ (অত্রস্থলে) বিস্তরেণ বক্তুং অর্হসি (সবিস্তার বর্ণনং কুরু ইত্যর্থঃ)॥

অনুবাদ—(মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে কহি-লেন,) হে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ প্রভো, আপনি অত্যন্ত কৃপালু। কৃপা করিয়া এইস্থলে সর্ব্বপাপবিনাশক ভগবল্লীলা সবিস্তার বর্ণনা করুন॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের তথ্য সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

গর্গঃ পুরোহিতো রাজন্ যদূনাং সুমহাতপাঃ।
ব্রজং জগাম নন্দস্য বসুদেবপ্রচোদিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, রিঙ্গণ, গব্য-মোষণ, মৃদ্ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ প্রদর্শনাদি বর্ণিত হই-য়াছে।

একদা বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যদুবংশীয় পুরোহিত শ্রীগর্গমুনি নন্দালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ নন্দ মুনিবরকে সাদর অভ্যর্থনাপূর্ব্বক শ্রীরাম-কৃষ্ণের নামকরণ করাইবার কথা বলিলে গর্গ মহা-রাজ তাঁহাকে কংসভীতির কথা জ্ঞাপন করিয়া কহি-লেন যে, তাঁহার দ্বারা কার্য্য হইলে কংসের মনে কৃষ্ণকে দেবকীনন্দন বলিয়া সন্দেহ আসিতে পারে। নন্দমহারাজ অন্যের অজ্ঞাতসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে বলায় গর্গ মহারাজ তাহাই করিলেন। রোহিণীনন্দন নিজগুণে সুহৃজ্জনের আনন্দবিধান করেন বলিয়া তিনি 'রাম', বলাধিক্যহেতু 'বলদেব' ও পরস্পর-বিবদমান যদুগণকে শিক্ষা দ্বারা সম্যক্ আকর্ষণ করিবেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যে মিল করিয়া দিবেন বলিয়া তাঁহার নাম 'সঙ্কর্ষণ'। আর যশোদানন্দন পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ছিলেন, ইদানীং কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম 'কৃষ্ণ', কোন সময়ে বসুদেবতনয় ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসু-দেব', এতদ্ভিন্ন গুণ ও কর্ম্মানুসারে তাঁহার অনন্তনাম। এইরূপে নামকরণ সমাধা হইলে, গর্গমুনি নন্দমহা-রাজকে পুত্রকে সাবধানে পালন করিবার কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর শ্রীশুকদেব রাম-কৃষ্ণের রিঙ্গণ (জানুচংক্রমণ), পদদ্বারা বিচরণ, গব্যমোষণ (গব্যপহরণ), গব্যভাণ্ডভঞ্জন ইত্যাদি বহু বাল-চাপল্য বর্ণন করিয়া কৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণলীলা, গোপবালকগণের তৎসম্বন্ধে মাতা যশোদার নিকট অভিযোগ, যশোদার শাসন-চেষ্টায় কৃষ্ণের তৎপ্রতি-পক্ষে প্রমাণ প্রদানার্থ মুখব্যাদান মাত্র জননীর বালক কৃষ্ণের মুখগহ্বরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া কৃষ্ণে ঐশ্বর্য্য ভাবোদয় জন্য সম্ভ্রমবুদ্ধি, আবার পরমুহূর্ত্তেই কৃষ্ণেরই যোগমায়াবলে কৃষ্ণে বাৎসল্যভাব-স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন। তদনন্তর পরীক্ষিতের প্রার্থ-নায় বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা নন্দ-যশোদার সৌভাগ্যা-ধিক্য বর্ণনমুখে শ্রীশুকদেবের বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তৎ-পত্নী ধরাদেবীর ব্রহ্মাদেশে পৃথিবীতে আসিয়া নন্দ-যশোদারূপে জন্মগ্রহণ ও ব্রহ্মবরে স্বয়ং ভগবান্‌কে পুত্ররূপে লাভ প্রভৃতি বর্ণন দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ—হে রাজন্, (পরীক্ষিৎ) যদূনাং (যাদবানাং) পুরোহিতঃ সুমহাতপাঃ (তপস্বি-প্রবরঃ) গর্গঃ (তন্নামা মুনিঃ) বসুদেবপ্রচোদিতঃ (বসুদেবেন প্রেরিতঃ সন্) নন্দস্য ব্রজং (গোকুলং) জগাম (গতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন, অনন্তর যদুবংশীয় পুরোহিত তপস্বী-প্রবর গর্গমুনি বসুদেবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নন্দপুরে গমন করিয়া-ছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টমে নামকরণং রিঙ্গণং গব্যমোষণম্।
মৃদ্ভক্ষণং বিশ্বরূপ-দর্শনঞ্চ নিগদ্যতে ॥ ০ ॥

অসুরবধপ্রসঙ্গসঙ্গত্যৈব তৃণাবর্ত্তবধমুক্ত্বা তৎ-প্রাচীনানি নামকরণাদীনি চরিতান্যনুস্মৃত্য বক্তুমুপ-ক্রমতে। গর্গঃ পুরোহিত ইত্যাদিনা ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ, রিঙ্গণ (হামাগুড়ি), দধি নবনীতাদি চৌর্য্য, মৃদ্ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে ॥০॥

অসুরবধ প্রসঙ্গের সঙ্গতিক্রমেই তৃণাবর্ত্ত-বধ বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রাচীন নামকরণাদি চরিতসমূহ স্মরণপূর্ব্বক শ্রীল শুকদেব বলিতে আরম্ভ করিলেন —'যদুকুল পুরোহিত গর্গাচার্য্য' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ।
আনর্চ্চাধোক্ষজধিয়া প্রণিপাতপুরঃসরম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্দমহারাজঃ) তং (গর্গমুনিং) দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতঃ (পরমসন্তুষ্টঃ) প্রত্যুত্থায় কৃতাঞ্জলিঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) অধোক্ষজধিয়া (ইন্দ্রিয়জ্ঞানাগোচরোঽপি ভগবানয়ং সাক্ষাদ্ভূতঃ ইতি বুদ্ধ্যা) প্রণিপাতপুরঃসরং (প্রণামপূর্ব্বকং) আনর্চ্চ (পূজয়ামাস)॥২॥

অনুবাদ—মহারাজ নন্দ তাঁহাকে দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে ভগবদ্‌বুদ্ধিতে প্রণাম করিয়া পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

———

সূপবিষ্টং কৃতাতিথ্যং গিরা সুনৃতয়া মুনিম্।
নন্দয়িত্বাব্রবীদ্ ব্রহ্মন্ পূর্ণস্য করবাম কিম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—সূপবিষ্টং (সুখেন আসীনং) কৃতাতিথ্যং (কৃতং বিহিতং আতিথ্যং অতিথিসৎকারকার্য্যং যস্মৈ তং) মুনিং সুনৃতয়া (বিনীতয়া) গিরা (বাচা) নন্দয়িত্বা (প্রীণয়িত্বা) হে ব্রহ্মন্, (মুনিবর), পূর্ণস্য (শ্রীভগবদ্ভক্ত্যা সিদ্ধসর্ব্বার্থস্য তব) কিং করবাম (প্রীত্যর্থং কিং কল্পয়ামঃ বয়ং তৎ ন জ্ঞায়তে ইতি) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—মুনিবর যথাবিহিত আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া সুখে উপবেশন করিলে নন্দ মহারাজ বিনীত বচনে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে মুনিবর, আপনি **পূর্ণ** অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবে পূর্ণকাম, অতএব আপনার প্রীতির জন্য কি অনুষ্ঠান করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

———

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কৃচিৎ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(ননু পূর্ণস্য কথং ধনিগৃহাগমনমিত্যাশঙ্ক্যাহ) হে ভগবন্, মহদ্বিচলনং (মহতাং ভবাদৃশাং মহাজনানাং বিচলনং স্বাশ্রমাদন্যত্র গমনং ন স্বার্থং অপি তু) দীনচেতসাং (অপ্রশস্ত হৃদয়ানাং মাদৃশাং) গৃহিণাং নৃণাং নিঃশ্রেয়সায় (পরমমঙ্গলায়) কল্পতে (ভবতি) কৃচিৎ (কদাচিদপি) ন অন্যথা (এতৎকারণং বিনা ন ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনাদের ন্যায় মহাজনগণ যে নিজ আশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করেন তাহা স্বার্থের জন্য নহে, পরন্তু মাদৃশ দীনচিত্ত গৃহব্রত নরগণের পরম মঙ্গলের জন্য। তদ্‌ভিন্ন তাহার অন্য কারণ নাই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ণস্য তব কিং করবাম অপি তু ন কিমপি কর্ত্তুমর্হাম ইত্যর্থো বা। কিং শব্দস্য প্রশ্নার্থত্বাৎ পূর্ণস্য তব কিং অপেক্ষিতং বর্ত্ততে তদ্ ব্রূহি বয়ং করবামেত্যর্থো বা। আদ্যে মম ত্বদ্‌গৃহাগমনস্য বৈয়র্থ্যম্। দ্বিতীয়ে পূর্ণত্বস্যেতি চেন্নৈবমুভয়ত্রাপ্যুভয়ং ন ব্যর্থং প্রত্যুতাভিনন্দনীয়ত্বাৎ পরমসার্থকং কৃপাপারবশ্যাৎ সনৎকুমারবামনাদীনাং পরমপূর্ণানামপি পৃথু-বলি-প্রভৃতি-গৃহাগমনস্য দৃষ্টত্বাদিত্যাহ মহতাং স্বাশ্রমাদন্যত্র বিচলনং গৃহিণাং নিঃশ্রেয়সায় পরমমঙ্গলায় কল্পতে সমর্থং ভবতি তদেব তেষামপেক্ষিতমপীত্যর্থঃ। নৃণামিতি গৃহিষ্বপি মধ্যে নৃণামেব ন তু দেবাদীনাং এবং নৃষ্বপি মধ্যে গৃহিণামেব ন তু ব্রহ্মচর্য্যাদীনাম্। তত্রাপি দীনং তৃণাদপি দুর্ভগম্মন্যং চেতো যেষামিতি তেষ্বেব মহৎকৃপাধিক্যসদ্ভাবাৎ ন তূত্তমম্মন্যকঠোরবক্রচেতসামিত্যর্থঃ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পূর্ণস্য করবাম কিম্'?—নন্দমহারাজ মহামুনি গর্গাচার্য্যকে বলিলেন, পূর্ণকাম আপনার কি করিতে পারি? কিছুই করিতে আমরা সমর্থ নহি—এই অর্থ। অথবা—'কিম্' শব্দ প্রশ্নার্থক বলিয়া পূর্ণকাম আপনার কি অপেক্ষা থাকিতে পারে, তাহা বলুন, আমরা সম্পাদন করিব, এরূপ অর্থ। 'আদ্যে'—অর্থাৎ আমি পূর্ণকাম হইলে তোমার গৃহে আগমনই নিষ্প্রয়োজন। 'দ্বিতীয়'—অর্থাৎ তোমার কিছু করণীয় থাকিলে, আমার পূর্ণত্বই ব্যর্থ। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রে উভয়ই ব্যর্থ হইতে পারে না, প্রত্যুত অভিনন্দনীয় বলিয়া পরম সার্থক। কৃপাপারবশ্যহেতু পরমপূর্ণ সনৎকুমার, শ্রীবামনদেব প্রভৃতির পৃথু, বলিমহারাজ প্রভৃতির গৃহে আগমন দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য বলিতেছেন—'মহদ্বিচলনং' ইত্যাদি, অর্থাৎ মহদ্ ব্যক্তিগণের নিজ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যে অন্যত্র গমন, তাহা গৃহিগণের 'নিঃশ্রেয়সায়'—পরম মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তাহাই তাঁহাদের অপেক্ষিত—এই ভাবার্থ। ["মহান্ত স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ কার্য্য নাই, তবু

যান তার ঘর ॥" —শ্রীচৈঃ চঃ ।] 'নৃণাম্'—গৃহিগণের মধ্যেও মনুষ্যগণের গৃহেই, কিন্তু দেবতা প্রভৃতির গৃহে নহে। আবার মনুষ্যগণের মধ্যে গৃহস্থগণের গৃহেই, কিন্তু ব্রহ্মচারিগণের নিকট নহে। তন্মধ্যেও 'দীনচেতসাং'—দীন অর্থাৎ তৃণ হইতেও দুর্ভগম্মন্য চিত্ত যাহাদের, তাদৃশ গৃহস্থগণের গৃহেই গমন করেন। কারণ সেই দীনহীন জনের প্রতিই মহদ্গণের কৃপাধিক্য হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা উত্তমম্মন্য, কঠোর ও কুটিলচিত্ত, তাহাদের গৃহে নহে —এই ভাবার্থ ॥ ৩-৪ ॥

———

জ্যোতিষাময়নং সাক্ষাৎ যত্তজ্জ্ঞানমতীন্দ্রিয়ম্ ।
প্রণীতং ভবতা যেন পুমান্ বেদ পরাবরম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভবতা বালয়োর্নামকরণং কার্য্যমিতি বক্তুং তস্য জ্ঞানাতিশয়মাহ) যৎ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং (অতীন্দ্রিয়বস্তুজ্ঞানকারণং) জ্যোতিষাম্ অয়নং (জ্যোতিঃশাস্ত্রং বর্ত্ততে) তৎ সাক্ষাৎ ভবতা প্রণীতং (কৃতং) যেন (শাস্ত্রেণ সহায়ভূতেন) পুমান্ পরাবরং (পরং কারণং পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম অবরং কার্য্যং তস্মিন্ জন্মনি ভাবিফলং) বেদ (জানাতি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে মুনিবর, এই যে জ্যোতিষশাস্ত্র যাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তুরও জ্ঞান জন্মে, তাহা আপনারই প্রণীত। মানব এই শাস্ত্র বলে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম ও বর্ত্তমান জন্মে সেই কর্ম্মের ভাবিফল জানিতে পারেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বালকদ্বয়-নামকরণার্থং প্রার্থনা-বীজং সৃজন্নাহ। জ্যোতিষাং গ্রহাদীনাম্ অয়নং জ্ঞাপকং জ্যোতিঃশাস্ত্রং যদ্যতঃ অতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ভবেত্তদ্ভবতা জ্ঞায়ত ইতি কিং বক্তব্যং ত্বয়া প্রণীতং কৃতং যেনান্যোঽপি পুমান্ পরমুত্তরকালভাবি বস্তু অপরং পূর্ব্বকালভূতং বস্তু বেদ জানাতি তেন বার্দ্ধক্যে মম জাতস্য পুত্রস্য জন্মলগ্নাদিকং বিচার্য্য হস্তপাদাদিলক্ষণঞ্চ দৃষ্ট্বা ভদ্রাভদ্রাদিকং কথনীয়মিতি ভাবঃ ॥৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—বালকদ্বয়ের নামকরণের নিমিত্ত প্রার্থনা-বীজ সৃজন করতঃ বলিতেছেন—'জ্যোতিষাম্' ইত্যাদি, গ্রহাদির জ্ঞাপক যে জ্যোতিষ শাস্ত্র, যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান হয়, উহা যে কেবল আপনি জানেন তাহা নহে, কিন্তু আপনি সেই জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহা দ্বারা অপর ব্যক্তিও পূর্ব্বজন্মের ও বর্ত্তমান জন্মের ভোগ্য কর্ম্মফল জানিতে পারে। অতএব আমার বার্দ্ধক্যে জাত পুত্রের জন্মলগ্নাদি বিচার করিয়া এবং হস্তপদাদির চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ বলুন—এই ভাব ॥ ৫ ॥

———

ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ সংস্কারান্ কর্ত্তুমর্হসি ।
বালয়োরনয়োর্নৃণাং জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ (মহাভাগবতোত্তমাৎ) জন্মনা (জাত্যৈব) ব্রাহ্মণঃ নৃণাং গুরুঃ (অতঃ ত্বমেব) অনয়োঃ (এতয়োঃ) বালয়োঃ (যশোদারোহিণীকুমারয়োঃ) সংস্কারান্ (নামকরণাদীন্) কর্ত্তুমর্হসি (কুরু ইত্যর্থঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—আপনি ব্রহ্মজ্ঞদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আবার জাতিতেও ব্রাহ্মণ, সুতরাং মনুষ্য মাত্রেরই গুরু। অতএব আপনিই এই বালকদ্বয়ের নামকরণাদি সংস্কার করুন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ এতাদৃশমহানুভাবস্যাপি তব মদ্গৃহাগমনং মন্নিশ্রেয়সায়ৈব তচ্চ মম নিঃশ্রেয়সমৈহিকং পারলৌকিকঞ্চ তত্রৈহিকং নিঃশ্রেয়সমদ্য নিষ্পাদ্যমেকং ত্বচ্চরণেষু নিবেদয়ামি কৃপয়া শৃণ্বিত্যাহ ত্বমিতি। ন কেবলং জ্যোতির্বিদামেব ত্বং শ্রেষ্ঠ ইতি ভাবঃ। তেনোভয়গুণযুক্তত্বাত্ত্বমেব দৈবজ্ঞো মন্ত্রবিচ্চ কর্ত্তুমর্হসীত্যর্থঃ। ননু তদ্গুরুণা করণীয়মিতি চেত্তত্রাহ নৃণামিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও এতাদৃশ মহানুভাব আপনার আমার গৃহে আগমন আমার নিঃশ্রেয়সের নিমিত্তই। আমার ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের মধ্যে অদ্য একটি ঐহিক মঙ্গলের বিষয় আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করুন, ইহা বলিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ আপনি যে কেবল জ্যোতির্বিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে, পরন্ত ব্রহ্মবিদ্গণেরও শ্রেষ্ঠ। উভয় গুণ থাকায় আপনি দৈবজ্ঞ ও মন্ত্রবিৎ, অতএব আমার সন্তানদ্বয়ের (রাম ও কৃষ্ণের) নামকরণাদি সংস্কার কার্য্য সম্পাদন

করুন। যদি বলেন—উহা শ্রীগুরুদেবের কার্য্য, তদুত্তরে বলিতেছেন—'নৃণাম্', জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ মনুষ্যদিগের গুরু ॥ ৬ ॥

শ্রীগর্গ উবাচ—

যদূনামহমাচার্য্যঃ খ্যাতশ্চ ভুবি সর্ব্বদা।
সুতং ময়া সংস্কৃতং তে মন্যতে দেবকীসুতম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগর্গঃ উবাচ, (মহারাজনন্দং প্রতি কথয়ামাস) অহং যদূনাম্ আচার্য্যঃ (পুরোহিতঃ) সর্ব্বদা ভুবি (লোকে) খ্যাতঃ চ (প্রসিদ্ধশ্চ অতএব) ময়া সংস্কৃতং তে (তব) সুতং (জনঃ কংসো বা) দেবকীসুতং (দেবকীপুত্রং) মন্যতে (জ্ঞাস্যতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীগর্গমুনি বলিলেন—হে নন্দ, আমি যদুকুলের পুরোহিত, ইহা জগতে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। অতএব আমি তোমার পুত্রের সংস্কার-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে কংস ইহাকে দেবকীপুত্র বলিয়া মনে করিবে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বয়ং বিভ্যদত্যুৎসাহিনং নন্দঞ্চ কংসাদ্ভীষয়মাণঃ সুগুপ্তমেবৈতৎ কারয়েত্যভিপ্রায়েণ প্রত্যাচক্ষাণ ইবাহ যদূনামিতি। তব যদুত্বেঽপি ক্ষত্রিয়ত্বাভাবান্ন যদুত্বখ্যাতিঃ। অহন্তু যদুপুরোহিতত্বেন খ্যাতঃ মৎকৃত্যমিদং ন গুপ্তং স্থাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গর্গাচার্য্য নিজে ভীত হওয়ায় অত্যুৎসাহী নন্দমহারাজকে কংস হইতে ভয় দেখাইয়া, অতি গুপ্তভাবে এই কার্য্য কর, এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার জন্যই যেন বলিতেছেন—'যদূনাম্' ইত্যাদি। তুমি যদুবংশীয় হইলেও ক্ষত্রিয় নহ বলিয়া তোমার যদুত্বের খ্যাতি নাই, কিন্তু আমি যদুবংশীয়গণের আচার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্রই বিখ্যাত, আমার দ্বারা এই কার্য্য করা হইলে ইহা গুপ্ত থাকিবে না ॥ ৭ ॥

কংসঃ পাপমতিঃ সখ্যং তব চানকদুন্দুভেঃ।
দেবক্যা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রী ভবিতুমর্হতি ॥ ৮ ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ শ্রুত্বা দেবক্যা দারিকাবচঃ।
অপি হন্তাগতাশঙ্কস্তর্হি তন্নোঽনয়ো ভবেৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—পাপমতিঃ (দুরাত্মা) কংসঃ চ তব (নন্দস্য) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য চ) সখ্যং (বন্ধুত্বং) দেবক্যাঃ দারিকাবচঃ (কন্যারূপিণ্যাঃ যোগমায়ায়াঃ বাক্যং) শ্রুত্বা (আকর্ণ্য) দেবক্যাঃ অষ্টমোগর্ভঃ স্ত্রী ভবিতুং (কন্যা ভবিতুং) ন অর্হতি ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ (নির্দ্ধারয়ন্) মৎকৃত (সংস্কার লিঙ্গেন) গতাশঙ্কঃ (আশঙ্কাগ্রস্তঃ) অপি (যদি) হন্তা (অস্য শিশোঃ বিনাশকঃ ভবতি) তর্হি (তদা) তৎ নঃ (অস্মাকং) অনয়ঃ (অনিষ্টং) ভবেৎ ॥ ৮-৯ ॥

অনুবাদ—পাপাত্মা কংস দেবকীর কন্যারূপিণী যোগমায়ার বাক্য শ্রবণে দেবকীর অষ্টম গর্ভে স্ত্রীর জন্ম হইতে পারে না এবং তোমার সহিত বসুদেবের সখ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া, আবার মৎকৃত সংস্কার-চিহ্ন দর্শনে শঙ্কাযুক্ত হইয়া যদি এই পুত্রকে হত্যা করে, তাহা হইলে আমাদের মহান্ অনিষ্ট হইবে ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্যাং মন্যতে মংস্যতে। নন্বেতাবৎ কোঽনুসন্ধাস্যতে তত্রাহ কংসস্তদপি ত্বয়ি তু ব্রহ্মবাদিনি সোঽপি ন দ্রোহমাচরিষ্যতীতি চেদত আহ পাপমতিঃ। মাদৃশান্ জিঘাংসত্যেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তবাপ্যবশ্যমপকরিষ্যত্যেবেত্যাহ সখ্যমিতি। বসুদেবদ্রোহিণঃ কংসস্য বসুদেবসখে ত্বয্যপি দ্রোহসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তত্রৈবং কুযুক্তিং স্রক্ষতীত্যাহ দেবক্যা ইতি দেবকীদারিকাবচঃ শ্রুত্বা অষ্টমো গর্ভো ন স্ত্রীভবিতুমর্হতীতি চিন্তয়ন্ ইত্যন্বয়ঃ। মচ্ছত্রুর্বিষ্ণুরেব দেবক্যা গর্ভে জাত এব কিন্তু বসুদেবশিক্ষয়া তস্য সখ্যুর্নন্দস্য গৃহে প্রবিষ্ট ইতি। দেবকীদারিকা-বচ ইতি মদিষ্টদেবী দুর্গৈব দেবকীদারিকারূপা ভূত্বা যত্র কৃচিজ্জাত ইতি পদেন দেবক্যামপি জন্ম সম্ভাব্য বিষ্ণুনিষেধশঙ্কয়ৈব মাং স্পষ্টমনুক্ত্বা তমন্বিষ্য শীঘ্রং জহীতি মামভিব্যঞ্জয়ামাসেতি চিন্তয়ন্ তদন্বেষণে প্রবৃত্তো মন্নামকরণ-লিঙ্গেন আগতা নন্দগৃহে বসুদেবসুতোঽস্তীত্যাশঙ্কা যস্য তথাভূতঃ সন্নাগত্য যদি হন্তা হনিষ্যতি তর্হি নোঽস্মাকং মহান্ অনয়ঃ। যদীতি অপীতি চ পাঠঃ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্ব্বতঃ মন্যতে'—(ইহা ৭ নং শ্লোকের কথা), সব দিক্ হইতেই ধারণা করিতে পারে। যদি বলেন—কে অনুসন্ধান করিবে?

তাহাতে বলিতেছেন—'কংস' (অর্থাৎ পাপাত্মা কংস ইহাদিগকে দেবকীর পুত্র বলিয়া মনে করিবে।) যদি বলেন—তাহা হইলেও ব্রহ্মবাদী আপনাতে সে দ্রোহ আচরণ করিবে না, তাহাতে বলিলেন—'পাপমতিঃ', পাপাত্মা কংস আমাদিগকেও হত্যা করিতে ইচ্ছা করে—এই ভাব। আরও, তোমারও অবশ্যই অপকার করিবে, ইহা বলিতেছেন—'সখ্যং', তোমার সহিত বসুদেবের পরস্পর যে মিত্রতা আছে, পাপমতি কংস তাহা উত্তমরূপে জানে, অতএব বসুদেবদ্রোহী কংসের বসুদেবের সখা তোমাতেও দ্রোহ সম্ভব—এই ভাব। সেই বিষয়ে এইরূপ কুযুক্তি কল্পনা করিবে, ইহা বলিতেছেন—'দেবক্যা', ইত্যাদি, অর্থাৎ দেবকীর অষ্টম গর্ভে কখন কন্যা জন্মিতে পারে না—দেবকীদুহিতা মহামায়ার এই বাক্য তাহার মনে দিবারাত্র জাগরূক রহিয়াছে, এই অন্বয়। আমার শত্রু বিষ্ণুই দেবকীর গর্ভে জাত হইয়াছে, কিন্তু বসুদেবের নির্দ্দেশে তাহার সখা নন্দের গৃহে লুকাইয়া রহিয়াছে। 'দেবকীদারিকাবচঃ'—আমার ইষ্টদেবী শ্রীদুর্গাই দেবকীর কন্যারূপ ধারণ করিয়া, 'যত্র কৃচিজ্জাতঃ' (১০।৪।১২),—তোমার পূর্ব্বশত্রু বিষ্ণু কোথাও জন্মিয়াছে, এইরূপ বাক্যে দেবকীতেও তাঁহার জন্মের সম্ভাবনা করতঃ বিষ্ণুর নিষেধে শঙ্কিতা হইয়া আমাকে স্পষ্ট না বলিয়া, 'তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বিনাশ কর'—এইরূপ আমার নিকট ইঙ্গিত করিয়াছেন। 'আগতাশঙ্ক'—নন্দগৃহে বসুদেবের পুত্র রহিয়াছে, এরূপ আশঙ্কা যাহার, অর্থাৎ সে যদি অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এক্ষণে মৎকৃত সংস্কারলক্ষণে উক্ত আশঙ্কাকেই দৃঢ়তর করিয়া আগমন পূর্ব্বক তোমার পুত্রের প্রতি অত্যাচার করে, তাহা হইলে আমাদিগের মহান্ দুঃখের কারণ হইবে। 'যদি'—এই স্থলে 'অপি' এরূপ পাঠান্তর আছে ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীনন্দ উবাচ—

অলক্ষিতোঽস্মিন্ রহসি মামকৈরপি গোব্রজে।
কুরু দ্বিজাতিসংস্কারং স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনন্দ উবাচ—(গর্গমুনিং প্রতি কথয়ামাস যদি কংসাৎ শিশোরনিষ্টাশঙ্কা তদা) অস্মিন্ গোব্রজে (গোষ্ঠে) মামকৈঃ অপি (মম আত্মীয় জনৈরপি) অলক্ষিতঃ (অজ্ঞাতঃ সন্ ত্বং) রহসি (গূঢ়ং) স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং (স্বস্তিবাক্যোচ্চারণপূর্ব্বকং) দ্বিজাতি-সংস্কারং (দ্বিজাতীনাং অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কারমাত্রং) কুরু ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীনন্দ বলিলেন—হে মুনিবর, যদি আপনি কংস হইতে বালকের এইরূপ অনিষ্টই আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে ব্রজেই আমার আত্মীয়গণেরও অজ্ঞাতসারে গোপনে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক এই বালকদ্বয়ের দ্বিজাতিজনোচিত অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কার মাত্র সম্পাদন করুন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ভাগ্যবশাদেব মদ্‌গৃহমায়াতমীদৃশমাচার্য্যং কদা পুনরহং লপ্স্যে তস্মাদ্বাদিত্রাদ্যুৎসবাঙ্গং দিনান্তরে সবিস্তারং করিষ্যে সাম্প্রতমদ্য কেবলং শাস্ত্রীয়মাবশ্যকং কৃত্যমেবৈতদ্দ্বারা কারয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ অলক্ষিত ইতি। মামকৈর্ভ্রাত্রাদিভিরপি গো-ব্রজে ইতি স্থানসংস্কারোঽপি নাপেক্ষ্যঃ। রহসীতি দিনে সপালানাং গবাং বনে গমনাৎ। দ্বিজাতিসংস্কারং বালয়োরনয়োঃ ক্ষত্রবৈশ্যানুরূপনামকরণলক্ষণং পুণ্যাহ-স্বস্তি-ঋদ্ধয়স্ত্রি-স্ত্রিরুক্ত্যা স্বস্তিবাচনং ভবেৎ তস্য সর্ব্বকর্ম্মস্বাবশ্যকত্বাৎ তৎপূর্ব্বকম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভাগ্যবশতঃই আমার গৃহে আগত এতাদৃশ আচার্য্য পুনরায় কবে লাভ করিব, অতএব বাদিত্রাদি উৎসবাঙ্গ অন্য দিন ভালভাবে করিব, সম্প্রতি আজ কেবল শাস্ত্রীয় আবশ্যক কৃত্য ইঁহার দ্বারা করাইব—এরূপ মনে বিচার করতঃ নন্দমহারাজ বলিলেন—'অলক্ষিতঃ', আমার ভ্রাতাদি আত্মীয়স্বজনগণেরও অলক্ষিত, একান্ত নির্জ্জন এই গোষ্ঠে। 'গো-ব্রজে'—গো-শালায়, ইহাতে স্থান-সংস্কারেরও কোন অপেক্ষা নাই। 'রহসি'—একান্ত নির্জ্জন স্থানে (গোপনে), যেহেতু দিনে গাভীগণকে লইয়া উহার পালকগণ বনে গমন করিয়া থাকে। 'দ্বিজাতি-সংস্কারং'—এই বালকদ্বয়ের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুরূপ নামকরণাদি সংস্কার সম্পাদন করুন। 'স্বস্তিবাচনপূর্ব্বকং'—কেবল স্বস্তিবাচনটি করিয়া, অর্থাৎ পুণ্যাহ, স্বস্তি ও ঋদ্ধি তিন তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচন হয়, উহা সর্ব্ববিধ শুভ-

কর্ম্মে আবশ্যক বলিয়া কেবল স্বস্তিবাচন করিয়া দ্বিজাতিযোগ্য সংস্কার সম্পাদন করুন॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ

এবং সম্প্রার্থিতো বিপ্রঃ স্বচিকীর্ষিতমেব তৎ।
চকার নামকরণং গূঢ়ো রহসি বালয়োঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ (পরীক্ষিতং প্রতি)—এবং সংপ্রার্থিতঃ (নন্দেন সম্যক্ প্রার্থিতঃ) বিপ্রঃ (গর্গঃ) [এবং (পূর্ব্বরূপং)] স্বচিকীর্ষিতং এব (স্বাভিলষিতং এব) তং বালয়োঃ (উভয়োঃ পুত্রয়োঃ) নামকরণং (নামকরণসংস্কারং) গূঢ়ঃ (গুপ্তঃ সন্) রহসি (নির্জ্জনে) চকার (সম্পাদিতবান্)॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—এই প্রকার নির্জ্জনে নাম সংস্কার করাই গর্গের অভিলষিত; এখন নন্দকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি বালকদ্বয়ের নামকরণ নির্জ্জনে ও গোপনে সম্পাদন করিলেন ॥ ১১॥

শ্রীগর্গ উবাচ—

অয়ং হি রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদো গুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রাম ইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদূনামপৃথগ্ ভাবাৎ সঙ্কর্ষণমুশন্ত্যপি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগর্গঃ উবাচ—অয়ং রোহিণীপুত্রঃ হি গুণৈঃ (সত্ত্বশীলৌদার্য্যাদিভিঃ) সুহৃদঃ (বান্ধবান্) রময়ন্ (আনন্দয়ন্) রামঃ ইতি আখ্যাস্যতে (রাম-নাম্না খ্যাতো ভবিষ্যতি) বলাধিক্যাৎ (শরীরশক্তি-বাহুল্যাৎ) বলং (বলনামানং) বিদুঃ (জানন্তি কথয়ন্তি জনাঃ) [উত (অপি চ)] যদূনাং অপৃথগ্-ভাবাৎ (বসুদেবাদীনাং ভবদাদীনাং নির্ব্বিশেষ পিতৃ-ত্বাদি ভাবাৎ স্বস্মিন্নুভয়কুলস্যাকর্ষণাৎ) সঙ্কর্ষণং (সম্যক্ কর্ষতি একীকরোতি ইতি সঙ্কর্ষণঃ তং) অপি উশন্তি (বক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ)॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীগর্গমুনি বলিলেন—এই রোহিণীপুত্র স্বীয়গুণে সুহৃদ্‌বর্গকে রমণ (আনন্দ দান) করিয়া রাম নামে খ্যাত হইবেন। শারীরিক বলাধিক্য বশতঃ লোকে ইহাকে 'বল' বলিয়া জানিবে এবং বসুদেব ও তোমার (নন্দের) প্রতি অপৃথক্ ভাব থাকায় তাঁহাতে উভয় কুলের আকর্ষণ বা সমভাব বর্ত্তমান, এইজন্য ইহাকে সঙ্কর্ষণ বলা হইবে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যদূনাং বসুদেবাদীনাং ভবদাদীনাঞ্চ অপৃথগ্‌ভাবাৎ নির্ব্বিশেষপিতৃত্বাদিভাবাৎ স্বস্মিন্নুভয়-কুলস্যাকর্ষণাৎ। উক্তং হরিবংশে। প্রত্যুবাচ ততো রামঃ সর্ব্বাংস্তানভিতঃ স্থিতান্। যাদবেষ্বপি সর্ব্বেষু ভবন্তো মম বল্লভা ইতি তদ্বচনেনৈব ব্যক্তং গর্ভ-সঙ্কর্ষণন্তু ন প্রকাশয়তি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদূনাম্ অপৃথক্‌ভাবাৎ'—যদুবংশীয় বসুদেবাদি ও তোমাদের মধ্যে অপৃথক্ ভাব, অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ পিতৃত্বাদি ভাব থাকায় উভয় কুলের আকর্ষণ করিবে বলিয়া এই রোহিণীপুত্র সঙ্ক-র্ষণ নামে খ্যাত হইবে। (আবার যাদবগণের মধ্যে কোনও বিরোধ হইলে, ইনি দুই দিক্‌কে আকর্ষণ করিয়া মিলন করাইবেন বলিয়া 'সঙ্কর্ষণ' নামেও অভিহিত হইবেন।) যেমন হরিবংশে উক্ত আছে —"উভয় দিকে অবস্থিত সকলকে শ্রীবলরাম বলি-লেন—সমস্ত যাদবগণের মধ্যে আপনারা আমার প্রীত্যাস্পদ" ইত্যাদি। এখানে গর্ভ আকর্ষণ জন্য 'সঙ্কর্ষণ'—ইহা প্রকাশ করিলেন না ॥ ১২ ॥

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্যগৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—অস্য (যশোদাকুমারস্য) অনুযুগং তনূঃ গৃহ্নতঃ (প্রতিযুগং তনূঃ প্রকটয়তঃ) হি (নিশ্চয়ার্থে) শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ (বর্ণত্রয়ং অভবন্) ইদানীং (প্রাদুর্ভাব-বতি অস্মিন্ দ্বাপরে) কৃষ্ণতাং গতঃ (কৃষ্ণরূপং প্রাপ্তঃ) অথবা, অস্য (তব পুত্রস্য) অনুযুগং (প্রতি-যুগং) তনূঃ (প্রকটয়তঃ) হি (যদ্যপি) ত্রয়ঃ (শুক্লাদয়স্ত্রয়োঽপ্যন্যে বর্ণাঃ) আসন্ (তথাপি) ইদানীং (অস্য প্রাদুর্ভাববতি অস্মিন্ দ্বাপরে তু সঃ) শুক্লঃ (যুগাবতারঃ) তথা রক্তঃ পীতঃ (অপি) (এতদুপলক্ষণম্ অন্য-দ্বাপর-যুগাবতারঃ শুক্লপক্ষ-বর্ণোঽপি) কৃষ্ণতাং গতঃ (এতস্মিন্নন্তর্ভূতঃ)॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তোমার পুত্র প্রতিযুগেই স্বীয় শ্রীমূর্তি

প্রকট করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইঁহার শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই তিন বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হইয়াছেন। (অথবা) (গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে বলিতেছেন—হে নন্দ,) তোমার এই তনয় প্রতিযুগে স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করিয়া থাকেন। শুক্ল, রক্ত ও পীত এবং ইঁহাদের উপলক্ষণে অন্য দ্বাপরযুগে শুক পক্ষীর ন্যায় বর্ণ যদিও ইনি ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সকল যুগাবতার সম্প্রতি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ইঁহার (এই কৃষ্ণবিগ্রহের) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তব পুত্রস্ত্বয়ং কোঽপি মহাপুরুষ এব শ্রীনন্দং বোধয়ন্নাহ আসন্নিতি। প্রতিযুগং তনূর্গৃহ্ণতোঽস্য শুক্লাদয়-স্ত্রয়ো বর্ণা আসন্। গৃহ্ণত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাবো দর্শিতঃ। ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গত ইতি। সত্যাদ্যবতারাণাং চতুর্ণাং শুক্লাদীনামুপাসনা-সিদ্ধত্বেন তত্তৎসারূপ্য-প্রাপ্ত্যেতি ভাবো নন্দং বোধয়িতুমীপ্সিতঃ। বস্তুতস্তু অস্যাবতারিণস্তত্তদ্বর্ণবন্তোঽবতারা অংশা এব ইদানীময়মবতারী পূর্ণঃ কৃষ্ণত্বং প্রাপ্তঃ। যদ্বা যঃ শুক্লঃ যো রক্তঃ যঃ পীতশ্চ। উপলক্ষণমেতৎ যো যোঽন্যো মন্বন্তরাবতার-লীলাবতার-পুরুষাবতারাদিশ্চ স সর্ব্বোঽপি ইদানীমংশিনোঽস্যাবতারসময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামস্মিন্নন্তর্ভূততাং গতঃ সর্ব্বাংশমাদায়ৈবাবতীর্ণত্বাৎ। ননু কৃতে শুক্লশ্চাতুর্বাহুরিতি। ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসাবিতি দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম ইতি কলৌ কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণমিত্যেকাদশোক্তেঃ। "কথ্যন্তে বর্ণনামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলা"বিতি ভাগবতামৃতোক্তেশ্চ পীতোঽয়ং কিং যুগীয়োঽবতারঃ? ন চ আসন্নিতি ভূতকালনির্দ্দেশেন ক্রম-প্রাপ্ত্যা পীতোঽপি দ্বাপরযুগাবতার ইতি বাচ্যং যুগাবতার-প্রকরণপঠিতত্বাৎ, ন চ তত্রস্থ শ্যামপদস্য পীতার্থত্বমত্রস্থ-পীতপদস্য বা শ্যামার্থত্বং কল্প্যমিতি তথা পীত ইত্যকার-প্রশ্লেষেণাপীতঃ শ্যাম ইতি বা বাচ্যং সর্ব্বথাপি ব্যাখ্যানে অনুযুগমিতি বীপ্সাপ্রয়োগাৎ তনূরিতি বহুবচনাচ্চ। বীপসয়া চৈকৈকস্মিন্নপি যুগে বর্ণত্রয়স্য প্রাপ্তের্নাভিমতার্থলাভঃ। নচেদানীমিতি পদেন কলিযুগস্যাদিমোঽংশ এব বাচনীয় ইতি বাচ্যম্। কৃষ্ণাবতারস্য দ্বাপরান্তর্ভবত্বেন প্রসিদ্ধেঃ। "যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব ভগবানুৎসসর্জ্জ গাম্। তদৈবেহানুবৃত্তোঽসাবধর্ম্মপ্রভবঃ কলি"রিতি প্রথমোক্তেশ্চ। কৃষ্ণাবতারান্তরমেব কলিযুগপ্রবৃত্তেঃ, তস্মাদেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়ময়মবতারী তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। ননু তর্হি সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণোঽস্য কৃষ্ণো বর্ণঃ কিং ইদানীন্তন এব কিম্বা পূর্ব্বমপ্যাসীদেব তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি, তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ব্বমাসীৎ অপি তু অন্যোঽপি বর্ণা আসন্নেবেত্যাহ আসন্নিতি ত্রয়োঽপি বর্ণা যথাসম্ভবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তদানীং দৃশ্যমানাস্তত্তৎপূর্ব্বমপি আসন্নেব নিত্যস্থিতানামেব তেষাং তদানীং প্রাকট্যং ন তু তে তদানীমেবাপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। অস্য কথম্ভূতস্য অনুযুগং তনূরবতারান্ গৃহ্ণতঃ। "অবতারা হ্যসংখ্যেয়া" ইতি সূতোক্তেঃ। ক্বাহো কথং বা কতি বেতি ব্রহ্মোক্তেশ্চ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ" ইতি ভারতাদ্যুক্তত্বেঽপি বিশিষ্য স্পষ্টতয়া অন্যত্র ক্বাপ্যনুক্তিরতিরহস্যত্বাৎ। ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্যমিতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহলাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। ছন্নত্বঞ্চ স্বীয়বর্ণভাবয়োরন্যদীয়-বর্ণভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি স্বস্য দুর্লক্ষ্যত্বং চিকীর্ষা চ তস্য রহস্যবস্তুজাতব্যঞ্জকতাহেতুকমেবেতি গৌড়ীয়ভক্তসুধীভিরবশ্যাবগম্যম্। তত এব তৎপ্রমাণকবচনস্য—'নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস' ইত্যস্য যুগাবতারপ্রকরণমধ্য-পঠিতস্য তথৈব ছন্ন এবার্থোঽবসীয়তেঽর্থান্তরেণ। স যথা নানা কলৌ সর্ব্বকলিযুগে অপি কারাৎ বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলাবপি তন্ত্রবিধানেন তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা। শ্বেতো ধাবতীত্যাদিবৎ একপ্রযত্নোচ্চার্য্যেণ একদৈবার্থদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ।

শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃ প্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধাপয়িতুং নানাতন্ত্রবিধানেনেতি কলৌ তন্ত্রস্য প্রাধান্যং দর্শিতমিতিত্বর্থান্তরং তন্ত্রস্যাপ্যাচ্ছাদানার্থং জ্ঞেয়ম্। কৃষ্ণেতি সর্ব্বকলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণদেহং রাক্ষত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ। এককলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কিন্তু ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং শুক্লরক্তশ্যামানামুক্তত্বাৎ পারিশেষ্যেণ পীতং অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যর্থঃ। যদ্বা কৃষ্ণাবতারলীলাদিবর্ণনাৎ কৃষ্ণবর্ণম্। সাঙ্গোপাঙ্গেত্যাদিকমিত্যুভয়পক্ষেঽপি স্পষ্টপ্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার এই পুত্র কোনও মহাপুরুষ, এরূপ শ্রীনন্দ মহারাজকে বুঝাইতে বলিতেছেন—'আসন্' ইত্যাদি। 'প্রতিযুগং তনূঃ গৃহ্নতঃ' —যুগে যুগে লীলাতনু ধারণ করায় এই বালকের পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই বর্ণত্রয় ছিল। 'গৃহ্নতঃ'—নিজেই ধারণ করেন, এরূপ স্বাতন্ত্র্য উক্তির দ্বারা যোগ-প্রভাব দেখান হইল। 'ইদানীং' —এই দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ এই কৃষ্ণ বিগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। [শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ, তিনি সত্য, ত্রেতা ও কলিতে হইয়াছিলেন। এখন দ্বাপরযুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন, এইজন্য নাম হইবে 'কৃষ্ণ'। অনাগত কলিযুগ সম্বন্ধে অতীত কালের প্রয়োগ করায় তাৎপর্য্য এই যে, চারিযুগ বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। বিগত কলিতে পীত হইয়াছিলেন। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, আগামী কলিতেও পীত হইবেন।] সত্যাদি চারিটি যুগে শুক্লাদি অবতারসমূহের উপাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত তত্তৎসারূপ্য প্রাপ্তি —এরূপ ভাব শ্রীনন্দমহারাজকে বুঝাইবার জন্য ইষ্ট। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু সেই সেই বর্ণযুক্ত অবতারবৃন্দ এই অবতারীর অংশই, এক্ষণে পূর্ণ অবতারী কৃষ্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। অথবা—যে শুক্ল, যে রক্ত এবং যে পীত, ইহার উপলক্ষণে যে যে অন্যান্য মন্বন্তরাবতার, লীলাবতার ও পুরুষাবতারাদি, তাহারা সকলেই এক্ষণে এই অংশী কৃষ্ণের অবতার-সময়ে 'কৃষ্ণতাং গতঃ'—এই কৃষ্ণবিগ্রহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্ব অংশ লইয়াই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

যদি বলেন—দেখুন, শ্রীএকাদশ স্কন্ধে (১১।৫।২১-৩৪), 'সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি', 'ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ', 'দ্বাপরযুগে ভগবান্ শ্যামবর্ণ' এবং কলিতে 'কৃষ্ণবর্ণ কান্তিতে কৃষ্ণ'—এরূপ উক্ত হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতেও (২০১ কারিকায়) বলা হইয়াছে —"কথ্যন্তে বর্ণনামভ্যাং" ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রীহরি সত্যযুগে বর্ণে ও নামে শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, দ্বাপরে শ্যাম, এবং কলিযুগে কৃষ্ণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। ইহাতে জিজ্ঞাস্য—এই পীতবর্ণ কোন্ যুগের অবতার? এখানে 'আসন্'—এই ভূতকালের নির্দ্দেশহেতু ক্রমপ্রাপ্তি অনুসারে পীতও দ্বাপরযুগের অবতার, এরূপ বলা চলে না, কারণ উহা যুগাবতারপ্রকরণে পঠিত হইয়াছে। আবার সেখানকার শ্যাম-পদের পীতার্থত্ব, অথবা এখানের পীত-পদের শ্যামার্থত্ব কল্পনা করা চলে না। সেইরূপ পীত-শব্দের অকারপ্রশ্লেষের দ্বারা 'অপীত' বা শ্যাম, এরূপ বলা চলে না, কারণ 'অনুযুগং'—এই বীপ্সা-প্রয়োগ এবং 'তনূঃ' —এই বহুবচন প্রয়োগ রহিয়াছে। আবার বীপ্সার দ্বারা এক একটি যুগেই বর্ণত্রয়ের প্রাপ্তি হইলে অভিমত অর্থ লাভ হয় না। আরও, 'ইদানীং'—এক্ষণে, এই পদের দ্বারা কলিযুগের প্রথমাংশ, ইহাও বলা চলে না, কারণ দ্বাপরের অন্ত্যভাগে শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রসিদ্ধি। যেমন প্রথম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে— "যস্মিন্নহনি যর্হ্যেব" (১।১৮।৬) ইত্যাদি, অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেদিন যে-ক্ষণে পৃথিবী পরিত্যাগ করেন, সেই দিন সেই ক্ষণেই অধর্ম্মের উৎপাদক কলি এখানে (এই পৃথিবীতে) প্রবিষ্ট হন।

কৃষ্ণাবতারের পরেই কলিযুগের প্রবৃত্তি হওয়ায় এখানে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। যৎ ও তৎ শব্দের নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া যেরূপ 'ইদানীং'—এক্ষণে, দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণবর্ণ (শ্যামবর্ণ) হইয়াছেন, তদ্রূপ এই স্বয়ং অবতারী সেই প্রকারে এই কলিযুগের আদিভাগে পীতবর্ণ হইয়াছেন, কিছু স্থূল কাল অবলম্বন করিয়া 'ইদানীং'—পদের অর্থ উভয় স্থানে অন্বয় করিতে হইবে। যদি বলেন—দেখুন, এই বালকের সাক্ষাৎক্রিয়মাণ কৃষ্ণবর্ণ কি এখনকার,

অথবা পূর্ব্বেও ছিল, তাহারই এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে ? তদুত্তরে—কেবল এই কৃষ্ণবর্ণই পূর্ব্বে ছিল তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্য শুক্লাদি বর্ণও ছিল, ইহা 'আসন্' পদের দ্বারা বলিতেছেন। তিনটি বর্ণই যথাসম্ভব পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে দৃশ্যমান হইয়াছিল। নিত্য স্থিত সেই সেই রূপের তৎকালে প্রাকট্য, কিন্তু তৎকালেই উহা উৎপন্ন হয় নাই—এই অর্থ। কেমন ইঁহার ? তাহাতে বলিতেছেন—প্রতিযুগেই যিনি 'তনূঃ'—অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথম স্কন্ধে সূত গোস্বামী বলিয়াছেন—"অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" (১।৩।২৬), অর্থাৎ সত্ত্বগুণের নিধিস্বরূপ ভগবান্ শ্রীহরির অবতার অসংখ্য, যেমন উপক্ষয়শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছেন। শ্রীদশমে ব্রহ্মস্তুতিতেও উক্ত হইয়াছে—"ক্ বা কথং বা কতি বা" (১০।১৪।২১), অর্থাৎ কি প্রকারে, কোন্ কালে তোমার লীলা কে-ই বা জানিতে পারিয়াছে ? ইত্যাদি।

অতএব বৈবস্বত মন্বন্তরগত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপর ও কলিযুগে স্বয়ং অবতারী কৃষ্ণ ও পীত-রূপে আবির্ভূত হন, সেই যুগদ্বয়ের অবতারদ্বয় শ্যাম ও কৃষ্ণ তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে পীত অর্থাৎ গৌর-রূপের কথা "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গ", অর্থাৎ সুবর্ণবর্ণ বরাঙ্গ চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসকারী, সর্ব্বভূতে সম, শান্তিগুণের চরমাশ্রয়, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ প্রভৃতি নামে মহাভারতাদিতে উক্ত হইলেও অতিশয় রহস্যত্ব বলিয়া বিশেষভাবে স্পষ্টরূপে অন্যত্র উক্ত হয় নাই। সপ্তম স্কন্ধে প্রহলাদও বলিয়াছেন—"ছন্নঃ কলৌ" (৭।৯।৩৮) ইত্যাদি, অর্থাৎ হে মহাপুরুষ! তুমি যুগানুরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন কর। কলিকালে যিনি প্রচ্ছন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তুমিই সেই ত্রিযুগ। ছন্নত্ব বলিতে স্বকীয় বর্ণ ও ভাব অন্যদীয় (শ্রীরাধারাণীর) বর্ণ ও ভাবের দ্বারা আবৃত থাকায় তৎকালীন জনের পক্ষেও প্রায়শঃ দুর্লক্ষ্যত্বই এবং নিজেরও প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবার আকাঙ্ক্ষা রহস্য বস্তু জ্ঞাপনের নিমিত্তই—ইহা গৌড়ীয় সুধী ভক্তগণ অবশ্যই অবগত রহিয়াছেন।

তদ্বিষয়ে প্রমাণবচন শ্রীমদ্ভাগবতে "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু" (১১।৫।৩২) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকরভাজন নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—অনন্তর কলিযুগের কথা শ্রবণ কর। কলিকালে যিনি স্বরূপে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অঙ্গকান্তিতে গৌরবর্ণ, সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র ও পার্ষদের সহিত যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, সুবুদ্ধি জনগণ সংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞের দ্বারা সেই পুরুষোত্তমকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এখানে যুগাবতার প্রকরণের মধ্যে পঠিত হওয়ায় সেইরূপ প্রচ্ছন্নরূপই বুঝিতে হইবে। 'নানা কলৌ'—সর্ব্ব কলিযুগে, 'অপি'-শব্দের প্রয়োগে বৈবস্বত অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিকালেও 'তন্ত্রবিধানেন', তন্ত্রনামক বিধির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। 'শৃণু'—শ্রবণকারী রাজার প্রতি পুনরায় প্রেরণাদান রহস্যত্ব বলিয়া তন্ত্রে উচ্যমান অর্থ বিশেষরূপে অবধাপনের জন্য বলিলেন। নানাতন্ত্র বিধানের দ্বারা, ইহাতে কলিযুগে তন্ত্রের প্রাধান্য দর্শিত হইল। অর্থান্তরে তন্ত্রেরও আচ্ছাদনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। 'কৃষ্ণবর্ণং'—কৃষ্ণ ইহা সমস্ত কলিযুগ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণদেহ, রুক্ষত্ব নিবারণ করিতেছেন—'ত্বিষা অকৃষ্ণম্', অঙ্গকান্তিতে অকৃষ্ণ, অর্থাৎ ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বল, এই অর্থ। 'অকৃষ্ণ', অর্থাৎ এক কলিযুগ পক্ষে কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু কান্তিতে অকৃষ্ণ বলিতে শুক্ল, রক্ত ও শ্যামবর্ণ উক্ত হওয়ায় পারিশেষ্য ন্যায়ে পীতবর্ণ, অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণ ও বাহিরে গৌরবর্ণ—এই অর্থ। অথবা—'কৃষ্ণবর্ণ' বলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের লীলাদি যিনি বর্ণন (কীর্ত্তন) করেন। সাঙ্গ, উপাঙ্গ ইত্যাদি উভয় পক্ষেই স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন বলিয়া তুল্যার্থ (অর্থাৎ অঙ্গ শ্রীনিত্যানন্দ, উপাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈত, অস্ত্র শ্রীহরিনাম, পার্ষদ শ্রীবাসাদি, তাঁহাদের সহিত যিনি বর্ত্তমান।) ॥ ১৩ ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমান্ তব আত্মজঃ অয়ং কৃচিৎ (কার্য্যোনিমিত্ত এব) প্রাক্ (পূর্ব্বং) বসুদেবস্য জাতঃ (বসুদেবপুত্রত্বেন উৎপন্নঃ তস্মাৎ) অভিজ্ঞাঃ

(জনাঃ) বাসুদেব ইতি সংপ্রচক্ষ্যতে (নাম্না বাসুদেবমিতি বদন্তি ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—তোমার এই পরম সৌন্দর্য্যময় পুত্র কোন কারণে পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন বলিয়া অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন। (তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ নন্দেরই নিত্যপুত্র। কোন কারণে নন্দ-নন্দই বাসুদেবরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন) ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—প্রাক্ পূর্ব্বং বসুদেবস্য বসুদেবাত্ত-বাত্মজোঽয়ং কুচিদেকান্তস্থলে জাত ইতি প্রাক্ পূর্ব্ব-জন্মনি বসুদেবস্যাপি পূর্ব্বজন্মনি বাসুদেব ইত্যেব নামাসীদিতি নন্দো বুদ্ধ্যতে স্ম, অভিজ্ঞা ইতি ন কেবলমহমেক এবেতি প্রামাণ্যং দর্শিতম্ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাক্'—পূর্ব্বে কোন এক সময়ে তোমার এই পুত্র বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাতে বসুদেবেরও পূর্ব্বজন্মে তাঁহার পুত্ররূপে এই বালকের বাসুদেব নাম ছিল, এরূপ অর্থ শ্রীনন্দমহারাজ বুঝিলেন। 'অভিজ্ঞাঃ'—অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঁহাকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন, কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নহে, ইহাতে প্রামাণ্য দর্শিত হইল ।। ১৪ ।।

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ।।১৫।।

অন্বয়ঃ—তে (তব) সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি (গুণক্রিয়া-সদৃশানি) বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি। তানি (নামরূপাণি) অহং (গর্গঃ) বেদ (জানামি) জনাঃ (সাধারণাঃ) নো (ন জানন্তি) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—তোমার এই পুত্রের গুণকর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম এবং রূপ আছে, তাহা আমি অবগত আছি। সাধারণ লোক তাহা জ্ঞাত নহে ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—বহূনীতি। ন কেবলং কৃষ্ণ ইতি নাম বাসুদেব ইতি নাম ময়ৈব কৃতমিতি ভাবঃ। রূপাণীতি ন কেবলং ময়োক্তানি শুক্লাদীন্যেব ইত্যর্থঃ। গুণকর্ম্মানুরূপাণীতি। ভক্তবৎসল-সর্ব্বজ্ঞ-গোবর্দ্ধন-ধরাদীনি, কৃষ্ণশব্দঃ সত্তার্থো ণশ্চানন্দাত্মকস্ততঃ কৃষ্ণঃ। ভক্তাদ্যাকর্ষণাদপি তদ্বর্ণত্বাচ্চ মন্ত্রময়বপুষ ইতি গোবিন্দো গোবিচারণাদপীতি কেশবাচার্য্যাদি ব্যাখ্যানাদিত্যর্থঃ। তান্যহং দৈবজ্ঞোঽপি ন বেদ জনা নো বিদুরিতি কিং পুনরিত্যর্থঃ। নন্দস্তু মৎপুত্রস্য মহাপুরুষত্বান্নানা জন্মগতমিদং সর্ব্বজ্ঞত্বাদয়ং বক্তীতি বুদ্ধ্যতে ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহূনি'—তোমার এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মানুসারে বহু নাম ও রূপ বিদ্যমান আছে। কেবল 'কৃষ্ণ' এই নাম নহে, কিন্তু 'বাসুদেব' এই নামও আমিই রাখিলাম, এই ভাব। 'রূপাণি'—কেবল আমা কর্ত্তৃক কথিত শুক্লাদি নামই নহে, কিন্তু গুণ ও কর্ম্মানুরূপ বহু নাম ও রূপ আছে, যেমন ভক্তবৎসল, সর্ব্বজ্ঞ, গোবর্দ্ধনধারী ইত্যাদি। 'কৃষ্ণ'-শব্দের অর্থ বলিতেছেন—কৃষ্ ধাতু সত্তার্থ (ভূবাচক) এবং 'ণ'-শব্দ আনন্দাত্মক উভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ শব্দ। আবার ভক্তজনের আকর্ষণবশতঃ তদ্বর্ণত্ব ও মন্ত্রময়-বিগ্রহ বলিয়া কৃষ্ণ। গো-চারণশীল (অথবা বেদ-প্রতিপাদ্য, পৃথিবীপালক) বলিয়া 'গোবিন্দ' নাম কেশবাচার্য্য প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই সকল আমি দৈবজ্ঞ হইয়াও জানি না, আর অপর ব্যক্তি কিপ্রকারে জানিবে—এই অর্থ। শ্রীনন্দ মহারাজ বুঝিলেন—মহাপুরুষহেতু আমার পুত্রের নানা জন্ম-গত নাম সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগর্গাচার্য্য বলিতেছেন ।। ১৫ ।।

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্‌গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—গোপ-গোকুলনন্দনঃ (গোপ-গোকুলা-নন্দবর্দ্ধকঃ) এষঃ (বালকঃ) বঃ (যুষ্মাকং) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) আধাস্যৎ (করিষ্যতি) অনেন (অস্য প্রসাদাৎ) যূয়ং অঞ্জঃ (অনায়াসেন) সর্ব্বদুর্গাণি (সর্ব্ববিঘ্নান্) তরিষ্যথ (অতিক্রান্তাঃ ভবিষ্যথ) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—গোপ এবং গোকুলের আনন্দবর্দ্ধক এই বালক তোমাদের মঙ্গলসাধন করিবে এবং তোমরা ইহার প্রসাদে অনায়াসে সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারিবে ।। ১৬ ।।

বিশ্বনাথ—আধাস্যৎ আধাস্যতি গোপানাং গবাঞ্চ কুলং নন্দয়তীতি সঃ। তেষাং কুলস্য নন্দনঃ।

ব্রহ্মমোহনে পুত্র ইতি বা। হে গোপেতি বা। অঞ্জঃ সুখেন সর্ব্বদুর্গাণীতি যদা যদোপদ্রব আয়াস্যতি তদা ত্বদিষ্টদেবেন শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টোঽয়ং ত্বৎপুত্র এব ত্বয়ায়মাশ্রয়িতব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আধাস্যৎ'—আধাস্যতি, এই বালক তোমাদের অনেক মঙ্গল বিধান করিবেন। 'গোপ-গোকুল-নন্দনঃ'—গোপগণের ও গাভীগণের কুলকে আনন্দিত করিবেন। অথবা—ব্রহ্মমোহন-কালে তাহাদের পুত্র হইবেন। কিম্বা—হে গোপ! ইহা নন্দমহারাজের সম্বোধন। 'অঞ্জঃ'—সুখে, অনায়াসে। 'সর্ব্বদুর্গাণি'—যখন যখন উপদ্রব আসিবে, তখন তোমার ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক আবিষ্ট হইয়া তোমার এই পুত্রই সমুদয় বিপদ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিবে, অতএব তুমি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পার, এই ভাবার্থ ॥ ১৬ ॥

পুরাণেন ব্রজপতে! সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—হে ব্রজেপতে (নন্দরাজ) পুরা (পুর্ব্ব-কালে অনেন (মহাত্মনা) অরাজকে (ইন্দ্রস্য পদ-চ্যুতৌ) দস্যুপীড়িতাঃ (দানবোপদ্রুতাঃ) সাধবঃ (দেবাঃ) রক্ষ্যমাণাঃ (পালিতাঃ) সমেধিতাঃ (বর্দ্ধিতাঃ সন্তঃ) দস্যূন্ জিগ্যুঃ (দৈত্যান্ পরাজিত-বন্তঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে নন্দ মহারাজ, পুরাকালে অরাজক সময়ে অর্থাৎ ইন্দ্রের পদচ্যুতি হইলে দৈত্যপীড়িত-সাধুগণ ইঁহার দ্বারা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া দানব-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুরা জন্মান্তরে সাধবো দেবাঃ দস্যবো দৈত্যাঃ। অরাজকে ইন্দ্রস্য পদচ্যুতৌ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরা'—জন্মান্তরে। 'সাধবঃ'—দেবগণ। 'দস্যবঃ'—দৈত্যগণ। 'অরাজকে'—ইন্দ্রের পদচ্যুতি হইলে (অর্থাৎ পুর্ব্বে অরাজক সময়ে অর্থাৎ দৈত্য কর্ত্তৃক ইন্দ্র পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলে, দেবগণ প্রবল পরাক্রান্ত অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত হওয়ায় ইনিই অসুরগণকে পরাস্ত করেন।) ॥ ১৭ ॥

য এতস্মিন্ মহাভাগাঃ প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভাগাঃ (মহাভাগ্যবন্তঃ) যে মানবাঃ এতস্মিন্ (শিশৌ) প্রীতিং (আসক্তিং) কুর্ব্বন্তি অসুরাঃ বিষ্ণুপক্ষান্ ইব (দৈত্যাঃ যথা বিষ্ণুপরায়ণান্ পরাভবিতুং ন সমর্থাঃ তথা) অরয়ঃ (শত্রবঃ) এতান্ এতদাসক্তান্ জনান্) ন অভিভবন্তি (ন অভিভবিতুং সমর্থাঃ ভবন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অসুরগণ যেরূপ বিষ্ণুপক্ষীয় ভক্ত-গণকে পরাজয় করিতে পারে না, সেইরূপ যে সকল পরম ভাগ্যবান্ মানব ইঁহার প্রতি প্রীতিযুক্ত তাঁহা-দিগকেও কংসাদির ন্যায় বাহিরের অথবা কামাদি অন্তরের শত্রুবর্গ পরাভূত করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ১৮ ॥

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে নন্দ, তস্মাৎ তে (তব) অহং অয়ং আত্মজঃ গুণৈঃ শ্রিয়া (কান্ত্যা ঐশ্বর্য্যেণ বা) কীর্ত্ত্যা (যশসা) অনুভাবেন (প্রভাবেন চ) নারায়ণসমঃ সমাহিতঃ (সাবধানঃ সন্) গোপায়স্ব (এনং শিশুং পালয়) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে নন্দ, অতএব তোমার এই পুত্র গুণ, শ্রী, কীর্ত্তি এবং প্রভাবে নারায়ণতুল্য। তোমরা সমাহিত চিত্তে এই শিশুকে পালন করিবে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নারায়ণ সম ইতি ত্বদিষ্টদেবেন সন্তুষ্টেন শ্রীনারায়ণেন স্বসমঃ পুত্রস্তুভ্যং দত্ত ইতি ভাবঃ। অতো মুকুন্দমধুসূদননারায়ণাদিনামভিরয়ম-প্যভিধীয়তাং কিন্তু শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি বিভাব্য সুসাবধানঃ সন্ গোপায় প্রতিক্ষণং পালয়। রক্ষিতঃ পুত্রোঽয়ং তে নারায়ণ ইব সর্ব্বোপদ্রবেভ্যো রক্ষিষ্য-তীতি ভাবঃ। গোপায়স্বেতি পাঠে আত্মনেপদমার্ষম্। বস্তুতস্তু নারায়ণঃ সমো যস্য তত্রাপি গুণাদিভিরেব ন তু দৈত্যমোক্ষদত্বভক্তমহাভাবপ্রদত্বলক্ষ্মীদুর্ল্লভ শ্রীরাস-বিহারিত্বাদিভির্মহাগুণাদিভিরিতি সর্ব্বোৎকর্ষ আত্য-ন্তিকঃ শ্রীনারায়ণাদপাস্য ব্যঞ্জিতঃ। গোপানাং অয়ে লাভে। অয়ে শুভাবহ-বিধৌ বা সুসমাহিতঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নারায়ণ-সমঃ'—তোমার ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া নিজতুল্য পুত্র তোমাকে দিয়াছেন, এইরূপ ভাবার্থ। অতএব মুকুন্দ, মধুসূদন, নারায়ণ প্রভৃতি নামেও এই বালককে ডাকিবে, কিন্তু 'শুভকার্য্যে বহু বিঘ্ন'—এই মনে করিয়া বিশেষ সাবধানে ইঁহাকে পালন করিও। তোমার এই পুত্র পালিত হইলে নারায়ণের ন্যায় সকল উপদ্রব হইতে তোমাদিগকে রক্ষা করিবে—এই ভাব। 'গোপায়স্ব'—পালন কর, এখানে আত্মনে-পদ আর্ষ-প্রয়োগ। বাস্তবিক অর্থ কিন্তু 'নারায়ণ-সমঃ' বলিতে নারায়ণ সমান যাঁহার, তাহাতেও কতকগুলি গুণেই তুল্যতা, কিন্তু, দৈত্যগণের মোক্ষ-প্রদত্ব, ভক্তজনের মহাভাব-প্রদত্ত, লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও দুর্লভ শ্রীরাস-বিহারিত্ব প্রভৃতি মহাগুণে নহে, ইহাতে আত্যন্তিক সর্ব্বোৎকর্ষ শ্রীনারায়ণ হইতেও এই বালকের—ইহা ব্যক্ত হইল। 'গোপানাম্ অয়ে'—গোপগণের শুভাবহ বিধিতে সুসমাহিত হইয়া এই বালককে রক্ষা করিবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাত্মানং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতো মেনে আত্মানং পূর্ণমাশিষাম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) আত্মানং (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ং) সমাদিশ্য (নন্দং প্রতি উপাদিশ্য) গর্গে চ স্বগৃহং গতে (সতি) প্রমুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) নন্দ, আত্মানং (নিজং) আশিষাং পূর্ণং (সর্ব্বকল্যাণময়ং) মেনে (অনুবভূব) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—নন্দকে এই-রূপে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক গর্গমুনি স্বগৃহে প্রস্থান করিলে নন্দ হৃষ্ট হইয়া নিজকে সমস্ত কল্যাণপূর্ণ অনুভব করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং স্বং প্রতি। প্রাণানাহৃত্য মৌগ্ধ্যেন দুষ্টয়োঃ পূতনানসোঃ। শিষ্টবর্গপ্রকৃষ্টস্য গর্গস্যাপি মনোহহরৎ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—নিজেকে (অর্থাৎ শ্রীনন্দ মহারাজ পরমপ্রীত হইয়া নিজেকে সফল মনোরথ মনে করিতে লাগিলেন)। 'প্রাণানাহৃত্য' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—এই বালগোপাল মনোহর বাল্যলীলায় দুষ্ট পূতনা ও শকটাসুরের প্রাণ এবং শিষ্টবর্গ-শ্রেষ্ঠ গর্গাচার্য্যেরও মন হরণ করিলেন ॥২০

কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুলে রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহ্রতুঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজতা অল্পেন কালেন (অল্পকালগতে এব) রামকেশবৌ সহপাণিভ্যাং জানুভ্যাং (হস্তাভ্যাং জানুভ্যাং চ) গোকুলে (ব্রজে) রিঙ্গমাণৌ (ক্রীড়ন্তৌ) বিজহ্রতুঃ (বিহারং চক্রতুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ইহার অল্পকাল পরেই রামকৃষ্ণ দুই জনে হস্তদ্বয় ও জানুদ্বয় অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রজে ক্রীড়া-শীল হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কালেন ব্রজতেতি। ঐশ্বর্য্যমিশ্রাং কৃষ্ণস্য প্রোচ্য বাল্যস্য মাধুরীম্। কেবলামেব তাং প্রাহ নিত্যভাব্যামুপাসকৈঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালেন ব্রজতাল্পেন'—এই-রূপে অল্পকাল অতীত হইলে (রাম ও কৃষ্ণ জানুদ্বয় ও হস্তদ্বয় দ্বারা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে চলিতে গোকুলে বিহার করিতে লাগিলেন)। 'ঐশ্বর্য্যমিশ্রাং' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যমিশ্রা বাল্য-লীলার মাধুরী বলিয়া, সম্প্রতি কেবল মাধুর্য্যমণ্ডিত বাল্যলীলা বর্ণনা করিতেছেন, যাহা তদুপাসকগণের সতত চিন্তনীয়া ॥ ২১ ॥

তাবঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্য সরীসৃপন্তৌ
ঘোষ-প্রঘোষরুচিরং ব্রজকর্দ্দমেষু।
তন্নাদহৃষ্টমনসাবনুসৃত্য লোকং
মুগ্ধপ্রভীতবদুপেয়তুরন্তি মাত্রোঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ (বালকৌ) ঘোষ প্রঘোষরুচিরং (ঘোষাণাং কটিপাদভূষণং কিঙ্কিণীনাং প্রঘোষেণ নিনাদেন রুচিরং মনোহরং যথা ভবতি তথা) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (পাদযুগলং) ব্রজকর্দ্দমেষু (ব্রজকর্দ্দ-মাক্ত ভূমিষু) অনুকৃষ্য (পুনঃ পুনঃ আকৃষ্য) সরী-সৃপন্তৌ (অতিশয়েন চলন্তৌ) তন্নাদহৃষ্টমনসৌ (তেষাং ঘোষাণাং নাদেন হৃষ্টচিত্তৌ সন্তৌ) লোকং

(ইতস্ততঃ পর্য্যটন্তং জনং) অনুসৃত্য (ত্রিচতুরাণি পদানি অনুগম্য) মুগ্ধপ্রভীতবৎ (মুগ্ধবৎ প্রভীতবচ্চ) মাত্রোঃ (যশোদা রোহিণ্যোঃ) অন্তি (সমীপে) উপেয়তুঃ (উপজগ্মতুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কিঙ্কিণীর ধ্বনিযুক্ত অতীব মনোহর চরণযুগল পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া সেই বালকদ্বয় ব্রজের কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে সরীসৃপের ন্যায় বক্রগতিতে বিচরণ করিতেন। কিঙ্কিণী-নাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহারা গমনশীল ব্যক্তির অনুসরণপূর্ব্বক মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায় যশোদা ও রোহিণীর নিকট ফিরিয়া আসিতেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্ঘ্রিযুগ্মমনুকৃষ্যেতি। জানুভ্যাং সঞ্চালনেন অঙ্ঘ্র্যোরাকর্ষণাৎ সরীসৃপন্তৌ কুটিলং গচ্ছন্তৌ ব্রজকর্দ্দমেষু গোরস-গোবৎসমূত্রাদিকর্দ্দমিত-ব্রজাঙ্গণেষু। ঘোষাণাং গোপগোপীনাং প্রঘোষে হো হো হো ইতি মুখকরতালিকোদ্‌ঘোষঃ, তেন রুচিরং যথা স্যাত্তথা যতস্তন্নাদেত্যাদি। ঘোষাঃ কিঙ্কিণ্য ইতি স্বামিচরণাঃ। লোকং ব্রজপুরন্ধ্রীজনং কিঞ্চিদাগতং মুগ্ধবৎ মাতরং মত্বৈবানুসৃত্য পশ্চাদন্যং জ্ঞাত্বা মাত্রোরন্তিকমুপেয়তুঃ। বতিপ্রত্যয়াদ্‌যথান্যো মুগ্ধাদি বালস্তথৈব লীলাবেশেনেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কৃষ্ণ বলরাম ব্রজের কর্দ্দমে হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছেন। সেই অপরূপ রিঙ্গন-লীলা ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়া শ্রীল শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে তাহা দেখাইতেছেন, 'অঙ্ঘ্রিযুগ্মম্ অনুকৃষ্য'—ঐ দেখুন, দুই শিশু কেমন চরণদ্বয় আকর্ষণ করিয়া সরীসৃপের ন্যায় কুটিলভাবে চলিতেছেন। 'ব্রজকর্দ্দমেষু'—গোদুগ্ধ, গোবৎস-মূত্রাদির দ্বারা কর্দ্দমিত যে ব্রজের অঙ্গন, তাহাতে তাঁহারা হামাগুড়ি দিয়া চলিতেছেন। 'ঘোষ-প্রঘোষ-রুচিরং'—গোপ, গোপীগণের 'হো হো হো'—এইরূপ মুখ ও করতালিকার যে শব্দ, তাহাতে রুচির যেরূপে হয়, সেই ধ্বনি-শ্রবণে হৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণ ও বলরাম। অথবা —শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, বালকদ্বয়ের কটিভূষণ, করভূষণ ও চরণভূষণের মনোজ্ঞ ধ্বনিতে ব্রজ মুখরিত হইতেছে। সেই মনোহর শব্দে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুলোক সেখানে সমাগত হইয়াছে। তাঁহাদের কেহ কেহ হে রাম! হে কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতেছেন। তাঁহাদের ডাকে দুই ভাই তাঁহাদের পিছনে ছুটিতেছেন। 'লোকং'—লোক বলিতে ব্রজপুরন্ধ্রীজন, তাহাদিগকে মাতা মনে করিয়া কতদূর গিয়া (তাকাইয়া তাঁহাদের অচেনা মুখ দেখিয়া) দুই ভাই মুগ্ধ ও ভীত হইয়া পুনরায় মাতা রোহিণী ও যশোদার নিকট ফিরিয়া আসিতেছেন। 'মুগ্ধ-প্রভীতবৎ'—মুগ্ধ ও ভীতের ন্যায়. এখানে 'বতি'-প্রত্যয়ের দ্বারা যেরূপ অন্য মুগ্ধাদি বালক, সেইরূপ লীলার আবেশে —এই অর্থ ॥ ২২ ॥

তন্মাতরৌ নিজসুতৌ ঘৃণয়া স্নুবন্ত্যৌ
পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরাবুপগৃহ্য দোর্ভ্যাম্।
দত্ত্বা স্তনং প্রপিবতোঃ স্ম মুখং নিরীক্ষ্য
মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং যযতুঃ প্রমোদম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তন্মাতরৌ (যশোদারোহিণ্যৌ) ঘৃণয়া (স্নেহভরেণ) স্নুবন্ত্যৌ (পয়ঃপূর্ণস্তনাভ্যাং পয়ঃ স্রবন্ত্যৌ) পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরৌ (কর্দ্দমরূপ শরীররাগ-সুন্দরৌ) নিজসুতৌ (রামকৃষ্ণৌ) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) উপগৃহ্য (গৃহীত্বা) স্তনং দত্ত্বা প্রপিবতোঃ (স্তনপানং কুর্ব্বতোঃ) মুগ্ধস্মিতাল্পদশনং (রম্যহাস্যাল্পদন্তযুক্তং) মুখং নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রমোদং (অতীবানন্দং) যযতুঃ স্ম (প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—স্নেহভরে যশোদা ও রোহিণীদেবীর পয়োধর হইতে স্বতঃ দুগ্ধ ক্ষরিত হইত। তাঁহারা পঙ্করূপ অঙ্গরাগে সুন্দর নিজ পুত্রদ্বয়কে বাহুযুগলের দ্বারা উত্তোলনপূর্ব্বক স্তনদান করিতেন এবং তৎকালে মনোহর ঈষৎ হাস্য ও অল্প দন্তযুক্ত বদন নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদা চ তয়ো র্মাতরৌ নিজসুতৌ দোর্ভ্যামুপগৃহ্য প্রমোদং যযতুঃ। নিজনিজেত্যনুক্তত্বাৎ তৌ দ্বাবপি প্রতি তয়োর্দ্বয়োঃ সুতবুদ্ধিঃ তে দ্বে প্রত্যেব তয়োরপি মাতৃবুদ্ধির্বুধ্যাতে। ঘৃণয়া বাৎসল্যোত্থ-কৃপয়া স্নুবন্ত্যৌ দুগ্ধস্রাবিস্তনে সত্যৌ। সুন্দরে কিং ন সুন্দরমিতি ন্যায়েন পঙ্ক এবাঙ্গরাগতুল্যস্তেনাপি রুচিরৌ। মুখমিত্যেকত্বং স্বস্ব লাল্যমুখাপেক্ষয়া মুগ্ধং মনোহরং স্মিতং যত্র প্রমাণতঃ সংখ্যাতশ্চাল্পা দশনা যত্র তচ্চ তচ্চ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর তাঁহাদের জননীদ্বয় 'নিজসুতৌ'—নিজপুত্রদ্বয়কে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। এখানে 'নিজ নিজ পুত্র', এরূপ উল্লেখ না থাকায়, তাঁহাদের দুই-জনের প্রতিই মাতৃদ্বয়ের পুত্র-বুদ্ধি এবং কৃষ্ণ-বল-রামেরও তাঁহাদের উভয়ের প্রতি মাতৃবুদ্ধি, এরূপ বুঝিতে হইবে। 'ঘৃণয়া'—বাৎসল্যোত্থ কৃপাবশতঃ উভয়ের স্তনদ্বয় হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। 'পঙ্কাঙ্গরাগরুচিরৌ'—'সুন্দরে কি অসুন্দর', এই ন্যায়ে পঙ্কই হইতেছে অঙ্গরাগতুল্য, তাহার দ্বারা রুচির, সুন্দরদেহ বালকদ্বয়। 'মুখং'—এখানে একবচন নিজ নিজ লাল্য বালকের মুখ লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। 'মুগ্ধ-স্মিতাল্পদশনং'—মনোহর মন্দ হাস্যযুক্ত ও সূক্ষ্ম দশনান্বিত মুখ অবলোকনপূর্ব্বক জননীদ্বয় আনন্দ লাভ করিতেন। (এখানে নন্দ-রাজের আঙ্গিনার কাদা শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অঙ্গে অঙ্গ-রাগের শোভা ধারণ করিয়াছে। যশোদা-রোহিণী ঐ শোভা দেখিয়া আনন্দে বাহু বিস্তার করতঃ পুত্রদের কোলে ধারণ করিতেছেন। পরমানন্দে স্নেহাতিশয্যে তাঁহাদের স্তন হইতে দুগ্ধক্ষরণ হইতেছে। স্তনপান-কালে তাঁহাদের কয়েকটিমাত্র দন্তবিশিষ্ট বদনের ঈষৎ হাস্য দর্শন করিয়া মায়েরা আনন্দে ডুবিয়া যাইতেছেন—এই ভাবার্থ)॥ ২৩॥

যর্হ্যঙ্গনাদর্শনীয়কুমারলীলা-
বন্তর্ব্রজে তদবলাঃ প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ।
বৎসৈরিতস্তত উভাবনুকৃষ্যমাণৌ
প্রেক্ষন্ত্য উজ্ঝিতগৃহা জহৃষুর্হসন্ত্যঃ॥ ২৪॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) যর্হি (যদা) তদবলাঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) অন্তর্ব্রজে (ব্রজান্তঃপুরে) অঙ্গনাদর্শ-নীয়কুমারলীলৌ (অঙ্গনাভিঃ গোপীভিঃ দর্শনীয়া কুমার লীলা বাল্যখেলা যয়োঃ তৌ তথাবিধৌ) প্রগৃহীতপুচ্ছৈঃ (ধৃতলাঙ্গুলৈঃ) বৎসৈঃ (গোশাবকৈঃ) ইতস্ততঃ অনুকৃষ্যমাণৌ (নীয়মানৌ) উভৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) প্রেক্ষন্ত্যঃ উজ্ঝিতগৃহাঃ (ত্যক্তগৃহকার্য্যাঃ) হসন্ত্যঃ (হাসং কুর্ব্বন্ত্যঃ) জহৃষুঃ (আনন্দিতাঃ বভুবুঃ)॥ ২৪॥

অনুবাদ—ব্রজের অন্তঃপুরে ব্রজাঙ্গনাদিগের দর্শ-নীয়া কৌমারলীলায় রত রামকৃষ্ণ যখন গোবৎস-গণের পুচ্ছ ধারণ করিতেন এবং ঐ সকল বৎস তাঁহাদের দুইজনকে আকর্ষণ করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইত, তখন ব্রজস্ত্রীগণ গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ সকল লীলা দর্শন করিয়া হাস্য করিতেন এবং পরমানন্দ প্রাপ্ত হইতেন॥ ২৪॥

বিশ্বনাথ—যর্হি কিঞ্চিদ্বলাধিক্যপ্রকটনে সতি অঙ্গনানাং আ সম্যক্ প্রকারেণ দর্শনীয়া অতিচিত্তা-কর্ষিণী কুমারসম্বন্ধিনী লীলা যয়োস্তথাভূতাবভূতাং তৎ তদা অবলাস্তৌ প্রেক্ষন্ত্যঃ প্রেক্ষমাণা জহৃষুঃ। কীদৃশৌ তাভ্যাং গৃহীতপুচ্ছৈর্বৎসৈরিতস্ততশ্চ আকৃষ্য-মাণাবিতি। শয়ানানাং বৎসানাং পুচ্ছান্ জানুচংক্র-মণেন প্রাপ্য কিমিদমিতি সাশ্চর্য্যং মৌগ্ধ্যেন যদা কর-তলেন মুষ্টীকৃত্য গৃহীতস্তদা বৎসৈরুত্থায় পলায্যতে। ততশ্চ মৌগ্ধ্যেন মুষ্টিমত্যজন্তৌ প্রত্যুত ভয়েন দৃঢ়তরী-কুর্ব্বন্তৌ ভূতলে ঘৃষ্যমাণৌ রুদন্তৌ বিলোক্য হাস্তনা-দ্বৎসাদপি দুর্ব্বলৌ যুবামিতি হসন্ত্যো যত্নেন পুচ্ছং ত্যাজয়ামাসতুরিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যর্হি'—কিঞ্চিৎ বলাধিক্য প্রকটন হইলে, 'অঙ্গনা-দর্শনীয়-কুমারলীলৌ'—ব্রজা-ঙ্গনাদিগের সম্যক্ প্রকারে দর্শনীয়া, অতিচিত্তাকর্ষিণী কুমার-সম্বন্ধিনী লীলা যাঁহাদের, তথাভূত, অর্থাৎ যখন কৃষ্ণ ও বলরাম অঙ্গনাগণের দর্শনীয় কৌমার-ক্রীড়াপরায়ণ হইলেন, তখন ব্রজাঙ্গনাগণ ঐ বালক-দ্বয়কে দর্শন করিয়া হাস্য করিতে করিতে গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। কেমন তাঁহারা? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রগৃহীত-পুচ্ছৈঃ বৎসৈঃ ইতস্ততঃ আকৃষ্যমাণৌ', তাঁহাদের দ্বারা ধৃতপুচ্ছ বৎসগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ অনুকৃষ্য-মাণ। শয়ান গোবৎসগণের পুচ্ছ কৃষ্ণ ও বলরাম হামাগুড়ি দিয়া লাভ করিয়া, ইহা কি! এরূপ আশ্চর্য্য ও মুগ্ধতাবশতঃ যখন করতল দিয়া মুষ্টি করিয়া ধরিতেন, তখন বৎসগণ উঠিয়া পলায়ন করিত। তারপর মুগ্ধতাহেতু বদ্ধমুষ্টি ত্যাগ না করিয়া, বরং ভয়ে দৃঢ়তররূপে ধরিয়া থাকিতেন, তাহাতে ভূতলে ঘৃষ্যমাণ হইয়া রোদন করিতে থাকিলে, তাহা দেখিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ 'তোমরা কাল-

কের বাছুর হইতেও দুর্ব্বল'—এরূপ বলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাদের মুষ্টি হইতে পুচ্ছ খুলিয়া দিতেন ।। ২৪ ।।

শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজলদ্বিজকণ্টকেভ্যঃ
ক্রীড়াপরাবতিচলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুম্ ।
গৃহ্যাণি কর্ত্তুমপি যত্র ন তজ্জনন্যৌ
শেকাত আপতুরলং মনসোঽনবস্থাম্ ।।২৫।।

অন্বয়ঃ—তজ্জননৌ (যশোদারোহিণ্যৌ) যত্র (যদা) ক্রীড়াপরৌ (খেলন্তৌ) অতিচলৌ (অতিচঞ্চলৌ) স্বসুতৌ শৃঙ্গ্যগ্নিদংষ্ট্র্যহিজল দ্বিজকণ্টকেভ্যঃ শৃঙ্গীবৃষাদিঃ অগ্নিঃ দংষ্ট্রী মার্জ্জার-কুক্কুরাদয়ঃ অহি সর্পঃ জলং দ্বিজঃ পক্ষী কণ্টকং এতেভ্যঃ) নিষেদ্ধুং (নিবারয়িতুং) গৃহ্যাণি (গৃহকর্ম্মাণি) কর্ত্তুং অপি ন শেকাতে (যুগপৎ কর্ত্তুমসমর্থোঽভূতাম্) (তদা) মনসঃ অলং (যথেষ্টং) অনবস্থাং (বাৎসল্যপোষক চাপলাখ্যসঞ্চারি ভাবং) আপতুঃ (প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—যৎকালে মাতা যশোদা-রোহিণী ক্রীড়াশীল অতি চঞ্চল নিজ পুত্রদ্বয়কে বৃষ প্রভৃতি শৃঙ্গধারী জন্তু, অগ্নি, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি দংষ্ট্রিগণ, সর্প, জল, পক্ষী এবং কণ্টক হইতে রক্ষা ও গৃহকর্ম্ম সম্পাদন এককালে করিতে না পারিতেন তখন অত্যন্ত অস্থির হইতেন অর্থাৎ বৎসল-রস-পোষক চাপল নামক সঞ্চারি-ভাব প্রাপ্ত হইতেন ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—অতিচলৌ তৌ শৃঙ্গাদীন্ ধর্ত্তুং চলন্তৌ তৈঃ সহ ক্রীড়িতুমিচ্ছন্তৌ বা তৌ তেভ্যো নিষেদ্ধুং গৃহোচিতানি কর্ম্মাণি চ কর্ত্তুং যত্র যদা তজ্জনন্যৌ ন শেকতু স্তদা মনসোঽনবস্থাং চাপল্যং বাৎসল্যস্থায়িপোষকসঞ্চারিভাবম্ আপতুঃ । তত্র শৃঙ্গিণো বৃষাদয়ঃ, দংষ্ট্রিণঃ কুক্কুরাদয়ঃ, দ্বিজাঃ পক্ষিণঃ ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিচলৌ'—ক্রমে কৃষ্ণ-বলরাম অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী প্রভৃতিকে ধরিতে বা তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে যাইতেন। তখন জননীদ্বয় তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। তাঁহাদের পক্ষে গৃহকর্ম্ম ও ঐসব বিপদ হইতে পুত্রদের রক্ষা, এই দুই কাজ একসঙ্গে করা সম্ভব হইত না বলিয়া তাঁহারা বড়ই উদ্বিগ্নচিত্তা হইতেন, অর্থাৎ বাৎসল্যরস-পোষক চাপল নামক সঞ্চারি-ভাব প্রাপ্ত হইতেন। শৃঙ্গী—বলিতে বৃষ প্রভৃতি, দ্রংষ্ট্রী—কুক্কুরাদি, দ্বিজাঃ—পক্ষিগণ ।। ২৫।।

কালেনাল্পেন রাজর্ষে ! রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে ।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরঞ্জসা ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—হে রাজর্ষে, (পরীক্ষিৎ) অল্পেন কালেন (অল্পকালানন্তরমেব) রামঃ কৃষ্ণঃ চ অঞ্জসা (বলেন) অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভিঃ (অঘৃষ্টাঃ জানবঃ যেষাং তৈঃ চরণৈরেব) গোব্রজে (গোষ্ঠে) বিচক্রমতুঃ (বিচরিতবন্তৌ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—হে রাজর্ষি, অল্পকাল মধ্যেই রামকৃষ্ণ জানুঘর্ষণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক চরণদ্বারাই গোষ্ঠে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—অঘৃষ্টানি ভূমিঘর্ষণমপ্রাপ্তানি । জানূনি যেষু তৈঃ পদ্ভির্জানুসংঘর্ষণং বিনৈবেত্যর্থঃ ওজসা অঞ্জসেতি চ পাঠঃ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘৃষ্টজানুভিঃ'—অল্পকাল মধ্যেই রাম-কৃষ্ণ ব্রজপুরে জানুঘর্ষণ না করিয়া বলপূর্ব্বক সর্ব্বত্র পদদ্বারা বিচরণ করিতে লাগিলেন। 'ওজসা'—বলপূর্ব্বক, এই স্থলে 'অঞ্জসা'—পাঠ রহিয়াছে, অর্থ অনায়াসে ।। ২৬ ।।

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চিক্রীড়ে জনয়ন্ মুদম্ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ চ (তদনন্তরং) সহরামঃ (রামেন সহ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ বয়স্যৈঃ (সমবয়স্কৈঃ সুহৃদ্ভিঃ) ব্রজবালকৈঃ (সহ) ব্রজস্ত্রীণাং (গোপীনাং) মুদং জনয়ন্ (হর্ষং আচরন্) চিক্রীড়ে (ক্রীড়াং চকার) ।।২৭

অনুবাদ—অনন্তর রাম এবং অন্যান্য বয়স্য গোপবালকগণের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজনারীগণের হর্ষ উৎপাদনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—সহরাম ইতি গব্যমোষণাদি-লীলায়াং কৃষ্ণস্যৈব প্রাধান্যাৎ ।। ২৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহরামঃ'—বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিয়া ব্রজাঙ্গনাগণের হর্ষোৎপাদন করিতে লাগিলেন। এখানে দধি-নবনীতাদি চৌর্য্য-লীলায় শ্রীকৃষ্ণেরই প্রাধান্য বলিয়া রাম-শব্দে সহ-যোগে অপ্রাধান্য হইয়াছে ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণস্য গোপ্যো রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতিহোচুঃ সমাগতাঃ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ কৃষ্ণস্য রুচিরং (মনোজ্ঞং) কৌমার চাপলং (বাল্যোচিত চঞ্চল ভাবং) বীক্ষ্য শৃণ্বন্ত্যাঃ (আকর্ণয়ন্ত্যাঃ) তন্মাতুঃ (যশোদায়া সমীপে) সমাগতাঃ (সত্যঃ) ইতি (বক্ষ্যমাণ বাক্যং) ঊচুঃ হ কিল (কথয়ামাসুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ কৃষ্ণের মনোহর বাল্য-চাপল্য দর্শন করিয়া যশোদাদেবীর সমীপে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার শ্রুতিগোচর করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—রুচিরং সুখদং হন্তৈতাদৃশং সুখমস্মৎ-প্রিয়সখ্যা শ্রীযশোদয়া ন প্রাপ্তং তদস্মচ্চাক্ষুষমেতত্তস্যাঃ শ্রাবণমপ্যস্ত্বিতি তত্র গত্বা শৃণ্বত্যাঃ শৃণ্বন্ত্যে স্বপুত্র-চরিত্রশ্রবণার্থং গৃহকার্য্যশতমপি ত্যজন্ত্যৈ তন্মাত্রে উপালম্ভনদানমিষেণ পরমানন্দমেব দাতুমিতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুচিরং'—গোপীগণ কৃষ্ণের সুখদ বাল্যচাপল্য দর্শন করিয়া, হায়! এতাদৃশ সুখ আমাদের প্রিয়সখী শ্রীযশোদা লাভ করিল না, যাহা হউক, আমাদের চাক্ষুষ সুখ তাঁহার শ্রুতিগোচর হউক, এই মনে করিয়া নন্দগৃহে আগমনপূর্ব্বক 'শৃণ্বত্যাঃ'—স্বপুত্রচরিত শ্রবণের নিমিত্ত শত গৃহ-কার্য্য পরিত্যাগ করাইয়া তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অর্থাৎ উপালম্ভদানের ছলে পরমানন্দ দিতে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বৎসান্ মুঞ্চন্ কৃচিদসময়ে ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্॥২৯

অন্বয়ঃ—(কৃষ্ণকৃতং চাপল্যমুবাচ) কৃচিৎ (কদাচিৎ) অসময়ে (দোহণাৎ পূর্ব্বমেব) বৎসান্ (গোশাবকান্) মুঞ্চন্ ক্রোশসঞ্জাতহাসঃ (গৃহস্বামিনঃ ক্রোশেন কোপেন সঞ্জাতঃ হাসঃ যস্য তাদৃশঃ ভবতি) কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ (কল্পনাকৃত বিবিধচৌর্য্যো-পায়ৈঃ) স্তেয়ং (চৌর্য্যার্জ্জিতং) স্বাদু দধিপয়ঃ অত্তি (খাদতি) কিঞ্চ ভোক্ষ্যন্ (দধিপয়ঃ খাদন্ সন্) মর্কান্ (বানরান্ প্রতি) বিভজতি (তৎ দধি-পয়ঃ বিভজ্য দদাতি) সঃ চেৎ ন অত্তি (পরিতৃপ্ততয়া কশ্চিৎ বানরঃ যদি ন খাদতি তদা) ভাণ্ডং (দধ্যাদি-ভাজনং) ভিনত্তি। দ্রব্যালাভে (দধিপয়ঃ প্রভৃত্য-সংগ্রহে সতি) সগৃহকুপিতঃ (সগৃহাঃ গৃহস্থাঃ তেষু কুপিতঃ ক্রুদ্ধঃ সন্) তোকান্ (পর্য্যঙ্কাদিষু শায়িতান্ তেষাং শিশূন্) উপক্রোশ্য যাতি (রোদয়িত্বা প্রস্থানং করোতি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—(অয়ি যশোদে,) তোমার পুত্র কোন-দিন গো-দোহনের পূর্ব্বেই বৎসগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয় তাহাতে গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইলে বালক স্বয়ং হাসিতে থাকে। কখনও বা নানারূপ কল্পিত চৌর্য্য উপায় দ্বারা অপহৃত সুস্বাদু দধি দুগ্ধ অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করে, ভোজন করিতে করিতে আবার বানরগণকেও উহার ভাগ প্রদান করে, যদি কোন বানর উদর পরিপূর্ত্তিবশতঃ আর ভোজন না করে তাহা হইলে নিজে ভাণ্ড ভঙ্গ করিয়া ফেলে। কখনও যদি কোন গৃহস্থের গৃহে দধি-দুগ্ধাদি লাভ না হয় তাহা হইলে গৃহস্বামীর প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া পর্য্যঙ্কাদিতে শায়িত শিশুগণকে রোদন করাইয়া প্রস্থান করে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সখি যশোদে! শৃণু স্বপুত্রস্য চৌর্য্য-চাতুর্য্যমিত্যাহুঃ বৎসানিতি। এতৎ পুরেঽদ্য শূন্য-গৃহেষু দধি চোরয়ামীতি মনসি কৃত্বা গত্বা গত্বা গৃহান্ জনশূন্যাংশ্চিকীর্ষুঃ কৃচিদ্দিবসে অসময়ে অদোহকালে বৎসান্ মুঞ্চন্ ভবতি। ততশ্চেতস্ততো ধাবতো বৎ-সান্ পরাবর্ত্তয়িতুং তদনুপদং গৃহান্নিঃসৃত্য জনেষু ধাবৎসু শূন্যগৃহান্ প্রবিশ্য দধি চোরয়িত্বা পলায়ত ইতি ভাবঃ। অন্যস্মিন্নহনি অরে দধিচোরঃ কৃষ্ণ আগতস্তাড্যতাং নহ্যতামিত্যাদি ক্রোশে আক্রোশে কৃতে সতি সঞ্জাতহাসো ভবতি। অথ তদনন্তরমেব

মহামাদকহাস্য-মধুপানবৈবশ্যেন জড়ীভূতাস্বস্মাসু পশ্যন্তীষ্বপি নিষেদ্ধুমপারয়ন্তীষু দধিপয়োঽত্তি। তত্রৈবোষিত্বা ভুঙ্‌ক্তে, নাপি পলায়তে অস্মাকং মোহিতীকৃতত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বেবঞ্চেদ্দধিলম্পটমিমং প্রথমমেবোদরপূরং কথং ন ভোজয়ধ্বে? তত্র ত্বয়াঽভীক্ষ্ণং ভোজিতস্যাস্য ন বুভুক্ষাদিকং কিন্তু স্তেয়ং তেন কর্ম্মৈব স্বাদু অতশ্চোরিতমেব দধ্যাদিকমস্মৈ রোচ্যতে ন তু দত্তমিতি ভাবঃ। তদেবং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চেতি দ্বিবিধং চৌর্য্যং বৎসমোচন-হাসাভ্যাং জ্ঞাপিতম্। এবং কল্পিতৈঃ স্ববুদ্ধ্যৈব রচিতৈঃ স্তেয়যোগৈশ্চৌর্য্যোপায়ৈরপরৈরপি লোষ্ট্রক্ষেপাদিভিরপরস্মিন্ পরস্মিন্নপি দিনে ভোক্ষ্যন্ স্বভোজনাৎ পূর্ব্বমেব মর্কান্ মর্কটান্ প্রতি বিভজতি অয়ময়ং ভবতাং প্রত্যেকং ভাগ ইতি বিভজ্য দদাতি। বহুত্র ভোজিতত্বেনাতিতৃপ্তত্বাৎ তেষাং মধ্যে স একোঽপি মর্কটো নাত্তি চেত্তদা যুষ্মান্ বিনা কিং মে ভোজনেনাহমপি ন ভুঞ্জে ইতি দুঃখেন ভাণ্ডং দধিপূর্ণং ভিনত্তি, কদাচিৎ শূন্যগৃহে প্রবিশ্য দধ্যাদি দ্রব্যালাভে সতি সগৃহায় গৃহসহিত-জনায়ৈব কুপিতঃ তিষ্ঠ রে তিষ্ঠ শ্বঃপ্রাতর্জ্জ্বলদঙ্গারমেকং গৃহীত্বৈব চৌর্য্যার্থমেষ্যামি যত্র দধি ন প্রাপ্স্যামি তদ্‌গৃহং সবালকবৃদ্ধমেব ধক্ষ্যামীত্যুক্ত্বা তোকান্ বালাপত্যানি উপক্রুশ্য নখাদ্যাঘাতেন রোদয়িত্বা যাতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সখি যশোদে! শোন তোমার পুত্রের চৌর্য্যচাতুরীর কথা, ইহা বলিতেছেন—'বৎসান্' ইত্যাদি। এই পল্লীতে আজ শূন্যগৃহে দধি চুরি করিব, এরূপ মনে মনে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে গমনপূর্ব্বক গৃহ জনশূন্য করিবার জন্য 'অসময়ে'—যখন গাভীদোহনের সময় নয়, তখন বৎসগণকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দেয় (অর্থাৎ বাছুরগুলির গলার দড়ি খুলিয়া দেয়)। তারপর ইতস্ততঃ ধাবিত বৎসগণকে ফিরাইবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া লোকজন ধাবিত হইলে, শূন্যগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দধি চুরি করিয়া পলায়ন করে—এই ভাব। অন্য কোনদিন তাহাকে আসিতে দেখিয়া 'অরে! দধিচোর কৃষ্ণ আসিয়াছে, উহাকে তাড়না কর, বদ্ধ কর' এরূপ বলিয়া চিৎকার করিলে, 'সঞ্জাতহাসঃ'—তোমার পুত্র কেবল হাসিতে থাকে। গালি গায়ে লাগায় না। 'অথ'—তারপর সেই মহামাদক হাস্যরূপ মধুপানে বিবশতাহেতু জড়ীভূত আমরা দেখিয়াও নিষেধ করিতে অপারগ হওয়ায় আমাদের চোখের সামনেই 'দধিপয়োঽত্তি'—দধি-দুগ্ধ ভক্ষণ করে। সেখানে বসিয়াই ভোজন করে, কোথাও পলাইয়া যায় না, যেহেতু আমাদিগকে মোহিত করিয়াছে—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—দেখ, দধিলম্পট এই বালককে প্রথমেই কেন উদরপূরণ করিয়া ভোজন করাও না? তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি বারবার ভোজন করানর জন্য, ইহার কোন বুভুক্ষাদিই নাই, কিন্তু 'স্তেয়ং'—চুরি করাই তাহার নিকট 'স্বাদু'—মিষ্ট, অতএব চৌর্য্যার্জ্জিত দধি প্রভৃতিই উহার রুচিকর, কিন্তু প্রদত্ত বস্তু নহে—এই ভাব। এই প্রকারে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ দ্বিবিধ চৌর্য্য বৎসমোচন ও হাস্যের দ্বারা জানাইলেন। 'কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ'—সে চৌর্য্যের লোষ্ট্রক্ষেপাদি নানাবিধ অভিনব উপায় নিজ বুদ্ধির দ্বারাই উদ্ভাবন করিয়া চুরি করে। চুরি করিয়া কেবল নিজেই খায় না, বানরগুলিকেও খাওয়ায়। 'মর্কান্ ভোক্ষ্যন্ বিভজতি'—নিজের ভোজনের পূর্ব্বেই বানরগুলিকে 'এটা তোমার ভাগ, এটা তোমার ভাগ', এরূপে প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দেয়। বহু ভোজনের ফলে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে যদি কোন বানর উহা ভক্ষণ না করে, তখন 'তোমাদের বিনা আমার ভোজনের প্রয়োজন কি? আমিও খাইব না'—এই দুঃখেই যেন আমাদের দধিপূর্ণ ভাণ্ডগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। আবার কোন দিন শূন্য গৃহে প্রবেশ করিয়া দধি-দুগ্ধাদি যদি লাভ না হয়, তবে 'সগৃহকুপিতঃ'—গৃহের সহিত গৃহস্থ জনের প্রতি কুপিত হইয়া, "থাম রে থাম! কাল প্রাতঃকালে একটি জলন্ত অঙ্গার লইয়া চুরি করিতে আসিব, তখন যদি দধি না পাই, তাহা হইলে বালক-বৃদ্ধের সহিত গৃহই দগ্ধ করিব"—এই বলিয়া ঘুমন্ত শিশুদিগকে নখাঘাতাদির দ্বারা কাঁদাইয়া পলায়ন করে ॥ ২৯ ॥

হস্তাগ্রাহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোলূখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতবয়ুনঃ শিক্যভাণ্ডেষু তদ্বিৎ।

ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থ প্রদীপং
কালে গোপ্যো যর্হি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(দধিদুগ্ধাদি দ্রব্যে) হস্তাগ্রাহ্যে (উচ্চ-স্থান স্থিততয়া হস্তপ্রসারণেন অলভ্যে সতি) পীঠকোলূ-খলাদ্যৈঃ (পীঠকং কাষ্ঠাসনবিশেষ উলূখলং উদূ-খলনামকং শস্যাদ্যবঘাতপাত্রবিশেষঃ তে আদিনী যেষাং তৈঃ) বিধিং (দধ্যাদিলাভোপায়ং) রচয়তি (কল্পয়তি) শিক্যভাণ্ডেষু (উচ্চদেশে শিক্যাদিস্থিত পাত্রেষু) হি তদ্‌বিৎ (তজ্জ্ঞঃ) অন্তর্নিহিতবয়ুনঃ (অন্তঃস্থিতদধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্য সঃ (কৃষ্ণঃ) ছিদ্রং রচয়তি (ভাণ্ডেষু রন্ধ্রং বিদধাতি) যর্হি (যস্মিন্‌-কালে) গোপ্যঃ গৃহকৃত্যেষু (গৃহস্থোচিতকার্য্যেষু) ব্যগ্রচিত্তাঃ (আসক্তহৃদয়াঃ তিষ্ঠন্তি) কালে (তস্মিন্‌ সময়ে) ধ্বান্তাগারে (অন্ধকারাচ্ছন্নে গৃহে) ধৃতমণিগণং (উজ্জ্বলচন্দ্রকান্তাদি মণিগণ ভূষিতং) স্বাঙ্গং (স্বশরীর-মেব) অর্থপ্রদীপং (স্বকীয়কার্য্যার্থং প্রদীপং) রচয়তি ॥

অনুবাদ— দধি দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য উচ্চস্থানে অব-স্থিত বলিয়া হস্তে গ্রহণের অযোগ্য হইলে পীঠ কিম্বা উদূখলাদির সাহায্যে তাহা লাভ করিবার উপায় রচনা করিয়া থাকে। উচ্চস্থানে শিক্যাদিতে পাত্র থাকিলে তাহা এবং তন্মধ্যস্থ পদার্থের বিষয় অবগত হইয়া তাহাতে ছিদ্র করিয়া দেয়। যে সময়ে গোপী-গণ গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকেন সেই সময়ে অন্ধকার গৃহে বালকৃষ্ণ উজ্জ্বল চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণিবিভূষিত স্বশরীরকেই স্বকীয় কার্য্যের সহায় প্রদীপরূপে কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কস্মিংশ্চিদন্যস্মিন্‌ গৃহে প্রবিষ্ট সন্‌ হস্তেন গ্রহীতুমশক্যে দধিভাণ্ডে বিধিমুপায়ং রচয়তি। উপর্য্যুপরি নিহিত-দ্বিত্র-পীঠারোহণেন বা উদূখলারোহ-ণেন বা বালস্কন্ধারোহণেন বেত্যর্থঃ। অতিতুঙ্গ-শিক্য-বর্ত্তিভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতে দধ্যাদৌ বয়ুনং জ্ঞানং যস্য স ভাণ্ডচৈক্কণ্য-দর্শনেনৈবেতি ভাবঃ। অবরোপয়িতুম-শক্তঃ সশল্য-লগুড়েন ছিদ্রং রচয়তি তদ্বিৎ ছিদ্রং কর্ত্তুং ছিদ্রেণ ধারাং পাতয়িতুং ধারয়া চ ব্যাদাতুং স্বস্য বালানাঞ্চ মুখং পূরয়িতুং বেত্তীতি সঃ। ন চান্ধ-কারেঽপি চৌর্য্যাসামর্থ্যমিত্যাহুঃ। ধ্বান্ত-যুক্তেঽগারে স্বাঙ্গং স্বীয়-শ্যামাঙ্গমপি-অর্থ প্রদীপং রচয়তি। তত্রাপি ধৃতমণিগণমিতি কিমপ্যবিদিতং ন তিষ্ঠতীতি, কথং সাবধানা ন তিষ্ঠতেতি চেত্তত্রাহুঃ, কালে ইতি। যদ্যপ্যস্য স্মিতকলভাষণমধুরচলনগাত্রলাবণ্যাদি-ময্যেব প্রত্যক্ষ-চৌর্য্যনিষ্পাদিনী মোহিনীবিদ্যৈবাস্তি তদাপি বাল্যমৌগ্ধ্যবশাৎ পরোক্ষচৌর্য্যপ্রিয় এবাসৌ বুধ্যত ইত্যত এব কা কুত্র কিং কুরুতে ইতি বাল-সহচর-প্রেষণাদিনা প্রতিক্ষণমনু-সন্ধত্ত ইতি ভাবঃ ॥৩০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হস্তাগ্রাহ্যে'—কোন দিন অন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া তোমার পুত্র উচ্চস্থানে অব-স্থিত দধ্যাদি যদি হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিতে না পারে, তবে 'বিধিং রচয়তি'—নানা কৌশল অবলম্বন করে। যেমন পরপর দুই তিনটি পিঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর আরোহণ করিয়া, অথবা উদূখলের উপর উঠিয়া, কিংবা বালকগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তাহা পাড়িয়া লয়। 'শিক্যভাণ্ডেষু অন্তর্নিহিতবস্তুনঃ তদ্বিৎ' —অতি উচ্চস্থানে শিকাস্থ কোন ভাণ্ডের মধ্যে দধ্যাদি কোন দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলে, ভাণ্ডের চৈক্কন্য দর্শনেই তোমার পুত্র জানিতে পারে। যদি তাহা নামাইতে অসমর্থ হয়, তবে যষ্টি দ্বারা তাহা ছিদ্র করে। 'তদ্বিৎ'—ছিদ্র করিতে, ছিদ্রের ধারা পাতিত করিতে, ধারার দ্বারা হাঁ করিয়া মুখ পাতিয়া নিজে ভোজন করিতে এবং বালকদেরও ভোজন করাইতে সে জানে। অন্ধকারেও তাহার চুরি করার অসুবিধা হয় না, ইহা বলিতেছেন—'ধ্বান্তাগারে' অন্ধকারময় গৃহে নিজের শ্যামাঙ্গও প্রদীপের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাতে আবার গাত্রে অলঙ্কৃত মণিময় অঙ্গা-লঙ্কারের ছটা আছে, তাহাতে তাহার কিছুই অবিদিত থাকে না। যদি বলেন—তোমরা সাবধানে থাক না কেন? তাহাতে বলিতেছেন—'কালে গোপ্যঃ', যে সময় গোপীগণ গৃহকর্ম্মে অতিশয় ব্যস্ত থাকে, ঠিক সেই সময়ই তোমার পুত্র নানা কৌশলে চুরি করে। যদিও তোমার পুত্রের মৃদুমন্দ হাস্য, কলভাষণ, মধুর চলন গাত্রলাবণ্যাদি প্রত্যক্ষ চৌরনিষ্পাদিনী বিদ্যা আছে, তথাপি বাল্যমৌগ্ধ্যবশতঃ পরোক্ষ চৌর্য্যেই অধিক প্রীতি বুঝা যাইতেছে, এইজন্য কে কখন কোথায় কি করিতেছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত বাল সহচরদের প্রেরণ করিয়া প্রতিক্ষণ তাহার অনুসন্ধান রাখে— এই ভাবার্থ ॥ ৩০ ॥

এবং ধার্ষ্ট্যান্যুশতি কুরুতে মেহনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈর্বিরচিতকৃতিঃ সুপ্রতীকো যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়নশ্রীমুখালোকিনীভি-
র্ব্যাখ্যাতার্থা প্রহসিতমুখী নহ্যুপালব্ধুমৈচ্ছৎ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—এবং ধার্ষ্ট্যানি কুরুতে (যদি গৃহস্থেন রে রে চৌর! ইত্যেবং আক্রুষ্টো ভবতি তদা স গৃহস্থং প্রতি ত্বমেব চৌরঃ অহং এব গৃহস্বামী ইতেব্যং প্রাগলভ্যানি আচরতি) উশতি (সুপরিষ্কৃতে) বাস্তৌ (অস্মাকং আবাসে) মেহনাদীনি (মূলমল-ত্যাগাদিব্যাপারান্) কুরুতে। স্তেয়োপায়ৈঃ (চৌর্য্যো-পায়ৈঃ) বিরচিতকৃতিঃ (সম্পাদিতস্বকার্য্যঃ) সুপ্র-তীকঃ যথা (তব সমীপে সাধুরিব) আস্তে সভয়-নয়ন শ্রীমুখালোকিনীভিঃ (সভয়ে নয়নে যস্মিন্ তচ্চ তৎ শ্রীযুক্তং মুখং চ তদালোকিনীভিঃ) স্ত্রীভিঃ (গোপীভিঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপং) ব্যাখ্যাতার্থা (ব্যাখ্যাতঃ বিশেষেণ বিজ্ঞাপিতঃ অর্থঃ শ্রীকৃষ্ণচাপল্য-বিষয়ঃ যস্যৈ সা যশোদা) প্রহসিতমুখী (সহাসবদনা সতী) ন হি উপালব্ধুং ঐচ্ছৎ (বালকং আক্ষেপ্তুং ন সমর্থা বভূব)॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যদি গৃহস্থ তাহার প্রতি রে রে চৌর! এইরূপে আক্রোশ প্রকাশ করেন তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ, "তুমিই চৌর, আমি স্বয়ং গৃহস্বামী" গৃহস্থের প্রতি এইরূপ বলিয়া প্রগলভতা প্রকাশ করে। কখনও বা আমাদের সুপরিষ্কৃত আবাস-স্থানে মল-মূত্রাদি ত্যাগ করিয়া থাকে। চৌর্য্য-উপায়ে স্বকার্য্য সম্পাদন করিয়া তোমার নিকটে সাধুর মত অবস্থান করে। গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সভয়নয়নযুক্ত শ্রীমুখের দিকে দৃষ্টিপাত সহকারে যশোদার নিকট তাহার চাপল্যের কথা প্রকাশ করেন তখন যশোদা হাস্যমুখী হইয়া থাকেন, বালককে তিরস্কার করিতে পারেন না ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং চৌর্য্যমেব কুরুতে ইত্যাহঃ—এবমিতি। হে উশতি! হে কমনীয়ে! স্বপুত্রগুণ-শ্রবণেনা-নন্দিতে। হে যশস্বিনি! বাস্তৌ দেবপূজার্থমামৃষ্টলিপ্ত-ভূমৌ মেহনাদীনি মূত্রপুরীষোৎসর্গাদীনি ধার্ষ্ট্যান্যুপদ্র-বান্ পুরন্ধ্রীজনবেণ্যুত্তরীয়াকর্ষণবিবাহচিকীর্ষা পাদ-প্রহারাদীনি কিঞ্চ তবানেন তনয়েন মহতী সম্পত্তি-র্ভাবিনীত্যাহ। স্তেয়রূপৈরুপায়ৈ-বিত্তার্জ্জনৈর্বিশেষেণ রচিতা কৃতির্ব্যাপারো যেন সঃ। বাল্যে দধি চোরয়তি যৌবনে পরবিত্তকলত্রাদীন্যপি চোরয়িষ্যতীতি ভাবঃ। ত্বৎসমীপে তু সুপ্রতীকঃ সাধুরিবাস্তে। তাসাং প্রেমবিশেষময়ফুৎকারফলমাহ—সভয়নয়নং মাতা মাং তাড়য়িষ্যতীতি শঙ্কাব্যাকুলং শ্রীযুক্তং সচকিতং বিহ্বলদৃষ্টিত্বলক্ষণ-শোভাবিশিষ্টং মুখমালোকয়িতুং শীলং যাসাং তাভির্ব্যাখ্যাতোঽর্থঃ শ্রীকৃষ্ণধার্ষ্ট্যদর্শন-শ্রবণ-বিবিধভাবশোভিত তন্মুখাবলোকনোত্থ আনন্দো যস্যৈ সা। অতএব প্রহসিতমুখী তাসাং স্বস্য চানন্দেন প্রফুল্লিতমুখী উপালব্ধুমাক্ষেপ্তুং নৈচ্ছদিচ্ছামপি নাক-রোৎ। মৎসুতধার্ষ্ট্যেনেমা আনন্দে নিমজ্জন্তু তত্তৎ-সূচয়ন্ত্যো মামপি নিমজ্জয়ন্তিত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল চুরিই করে, তাহা নহে, ইহা বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'উশতি'—হে কমনীয়ে স্বপুত্রের গুণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিতে হে যশস্বিনি যশোদে! 'বাস্তৌ'—দেবপূজার নিমিত্ত সুপরিষ্কৃত ভূমিতে মলমূত্র ত্যাগ করে। 'ধার্ষ্ট্যানি' উপদ্রবও করে, যেমন পুরন্ধ্রীজনের বেণী, উত্তরীয় বসনের আকর্ষণ, বিবাহ করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ, পাদ-প্রহার প্রভৃতি। আরও, তোমার এই পুত্রের দ্বারা বহু সম্পত্তি হইবে, 'স্তেয়োপায়ৈ বিরচিতকৃতিঃ'—চৌর্য্য-রূপ উপায়, অর্থাৎ বিত্তার্জ্জনের দ্বারা বিশেষভাবে সে স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, বাল্যে দধি চুরি করিতেছে, যৌবনে পরবিত্ত ও কলত্রাদিও চুরি করিবে—এই ভাব। সম্প্রতি তোমার নিকটে 'সুপ্রতীকঃ'—সাধুর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদের প্রেমবিশেষময় ফুৎকারের ফল বলিতেছেন—'সভয়নয়ন' ইত্যাদি, মাতা আমাকে তাড়না করি-বেন, এই ভয়ে বিহ্বলদৃষ্টিরূপ শোভাবিশিষ্ট মুখ দর্শন করা যাঁহাদের স্বভাব, সেই গোপীগণ কর্ত্তৃক 'ব্যাখ্যাতার্থা'—শ্রীকৃষ্ণের ধার্ষ্ট্য দর্শন শ্রবণ জনিত বিবিধ ভাবশোভিত মুখ অবলোকনের দ্বারা আনন্দ যাঁহার, সেই যশোমতী। অতএব 'প্রহসিতমুখী'—তাঁহাদের এবং নিজের আনন্দহেতু প্রফুল্লিতমুখী হইয়া তিরস্কার করিতে ইচ্ছাও করিলেন না। 'আমার পুত্রের ধৃষ্টতার দ্বারা ইঁহারা আনন্দে নিম-জ্জিত হউক এবং সেই সেই সূচনার দ্বারা আমাকেও

নিমজ্জিত করুক'—এই আকাঙ্ক্ষায় তিরস্কার করিলেন না—এই ভাব। [এখানে গোপীগণ যখন যশোদার নিকট এই সকল অভিযোগ করিতেছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। মায়ের ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার চক্ষু দুইটি ছলছল করিতেছে। তাহাতে শ্রীবদনের এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তদ্দর্শনে গোপীদের পরম আনন্দ হইল। এই সব চাপল্যের কথা শুনিয়া মাতা হাসিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।] ॥ ৩১ ॥

একদা ক্রীড়মানাস্তে রামাদ্যা গোপদারকাঃ।
কৃষ্ণো মৃদং ভক্ষিতবানিতি মাত্রে ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—একদা ক্রীড়মানাঃ (খেলন্তঃ) তে রামাদ্যাঃ গোপদারকাঃ (গোপবালকাঃ) (অয়ি মাতঃ), কৃষ্ণঃ মৃদং ভক্ষিতবান্ ইতি মাত্রে (যশোদায়ৈ) ন্যবেদয়ন্ (নিবেদিতবন্তঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—একদিন রাম প্রভৃতি গোপবালকগণ খেলা করিতে করিতে মাতা যশোদার নিকট "অয়ি মাতঃ, শ্রীকৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছে"—এইরূপ নিবেদন করিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরন্ধ্রীণাং সূচনং বাৎসল্যরসাস্বাদফলকং সমাপ্য সহচরাণামপি সূচনং বিস্ময়রসাস্বাদোদর্কমাহ একদেতি। দধ্নঃ স্তেয়েহনুপালম্ভং প্রোচ্য প্রাহ মৃদোহশনে উপালম্ভং জনন্যেতি দ্বয়ে প্রেমেতি হেতুতাম্ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুরন্ধ্রীগণের সূচিত বাৎসল্য রসের আস্বাদন সমাপন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের সহচরগণের সূচনায় উত্তরকালে বিস্ময়-রসের আস্বাদন বলিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি। 'দধ্নঃ স্তেয়ে' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—দধি চুরিতে অনুপালম্ভ বর্ণনা করিয়া মৃদ্‌ভক্ষণে জননীর উপালম্ভ (তিরস্কার) বর্ণনার দ্বারা উভয় স্থলে বাৎসল্য প্রেমই একমাত্র কারণ, ইহা জানাইলেন ॥ ৩২ ॥

সা গৃহীত্বা করে কৃষ্ণমুপালভ্য হিতৈষিণী।
যশোদা ভয়সম্ভ্রান্তপ্রেক্ষণাক্ষমভাষত ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—সা হিতৈষিণী যশোদা করে (হস্তাবচ্ছেদে) (পুত্রং) গৃহীত্বা উপালভ্য (নির্ভর্ৎস্য) ভয়সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষণাক্ষং (ভয়েন সম্ভ্রান্ত প্রেক্ষণে চপলনিরীক্ষণে অক্ষিণী যস্য তং শ্রীকৃষ্ণং) অভাষত (কথিতবতী) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হিতৈষিণী মাতা হস্তে ধারণপূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া ভয়চকিত-দৃষ্টিযুক্ত বালকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—করে গৃহীত্বেতি পলায়নাশঙ্কয়া উপালভ্য নির্ভর্ৎস্য। হিতৈষিণীত্যুপালম্ভতাড়নাদাবপি প্রেম্নঃ পোষ এব ন তু তত্র দোষঃ। পুত্রমিতি মাতুরিয়ং রীতিরেব নত্বনীতিঃ। ভয়সম্ভ্রান্তেতি পরমেশ্বরস্যাপি তাদৃশত্বং প্রেমবশ্যত্ব-দ্যোতনয়া ভূষণমেব ন তু দূষণমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'করে গৃহীত্বা'—পলায়নের আশঙ্কায় মাতা যশোদা পুত্রের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। যেহেতু 'হিতৈষিণী'—তিনি হিতকাঙ্ক্ষিণী, অতএব ভর্ৎসন, তাড়নাদিতেও প্রেমেরই পোষণ হয়, কিন্তু উহা দোষের নহে। 'পুত্রম্'—নিজ পুত্রকে, মাতৃগণের এইরূপ রীতি, কিন্তু অন্যায় নহে। 'ভয়-সম্ভ্রান্ত'—পরমেশ্বরেরও ভয়বিহ্বলতা প্রেমবশ্যত্বের দ্যোতনা করিতেছে, অতএব উহা তাঁহার ভূষণই, কিন্তু দূষণ নহে, এব ভাবার্থ ॥ ৩৩ ॥

শ্রীযশোদা উবাচ—

কস্মান্মৃদমদান্তাত্মন্ ভবান্ ভক্ষিতবান্ রহঃ।
বদন্তি তাবকা হ্যেতে কুমারাস্তেহগ্রজোহপ্যয়ম্ ॥৩৪

অন্বয়ঃ হে অদান্তাত্মন্, (অশান্ত চিত্ত), কস্মাৎ (হেতোঃ) ভবান্ রহঃ (গোপনে) মৃদং (মৃত্তিকাং) ভক্ষিতবান্ এতে তাবকাঃ (তব সহচরাঃ) কুমারাঃ (গোপবালকাঃ) হি বদন্তি (তৎ কথয়ন্তি) অয়ং তে (তব) অগ্রজঃ (রামঃ) অপি (বদতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে অশান্তচিত্ত, তুমি কি জন্য গোপনে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াছ ? এ সকল তোমার সহচর গোপবালকগণ এবং অগ্রজ রাম বলিতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে অদান্তাত্মন্ চঞ্চলগাত্র হে অন-

বস্থিতচিত্ত, মৃদমিতি মদ্‌গৃহে কিং সিতাদিকং ন প্রাপ্নোষীতি ভাবঃ। রহ ইতি মৎসাক্ষাদশক্তেঃ। বদন্তি তাবকা ইতি নায়ং মিথ্যাপবাদ ইতি ভাবঃ। মত্তাড়নাকাঙ্ক্ষিণ এতে মদ্বৈরিণ এবেতি চেত্তবাগ্রজো বলদেবোঽপীতি। অয়মিতি ত্বৎসাক্ষাদেবেতি নাত্র সন্দেহ ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে অদান্তাত্মন্!' —চঞ্চল-গাত্র হে অনবস্থিতচিত্ত! 'মৃদম্'—আমার গৃহে কি মিশ্রীখণ্ডও পাও না যে মৃত্তিকা ভক্ষণ করিলে? 'রহঃ'—আমার অসাক্ষাতে নির্জ্জনে বসিয়া। 'বদন্তি তাবকাঃ'—তোমার এই সহচরগণই বলিতেছে। যদি বল—"ইহারা আমার তাড়না আকাঙ্ক্ষা করে, আমার শত্রুই", তাহাতে বলিতেছেন—'অগ্রজঃ', তোমার অগ্রজ বলরামও বলিতেছে। 'অয়ম্'—এই তোমার সাক্ষাতেই বলিতেছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই—এই ভাব ॥ ৩৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

নাহং ভক্ষিতবানম্ব সর্ব্বে! মিথ্যাভিশংসিনঃ।
যদি সত্যগিরস্তর্হি সমক্ষং পশ্য মে মুখম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে অম্ব, অহং ন ভক্ষিতবান্ (এতে) সর্ব্বে মিথ্যাভিশংসিনঃ (মিথ্যাবাদিনঃ ভবন্তি) যদি সত্যগিরঃ (এতে সত্যবাদিনঃ) তর্হি (তদা) সমক্ষং (সাক্ষাদেব) মে মুখং পশ্য ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—অয়ি মাতঃ! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই। ইহারা সকলে মিথ্যা-বাদী। যদি ইহাদের বাক্য সত্য হইয়া থাকে, তবে সাক্ষাতেই আমার মুখ দেখুন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণ উবাচ—নাহমিতি। বাল্যস্বভা-বেন তাড়নভয়ান্মিথ্যোক্তির্বাৎসল্য-রসপোষিকা, অত-এব বাৎসল্যাদীনাং রসানাং প্রেমবিলাসময়ত্বাৎ প্রেম-বতাঞ্চ ভক্তত্বাৎ ভগবতশ্চ ভক্তবৎসলত্বাৎ। ভক্ত-বাৎসল্যস্য চ পৃথিব্যুক্ত-সত্যশৌচদয়াদিনিত্যচিন্ময়-সর্ব্বগুণগণ-চক্রবর্ত্তিত্বাৎ ভক্তবাৎসল্যগুণাঙ্গভূতা চেত্যেবংভূতত্বে মিথ্যাদয়ো ভগবতি ন দোষায়ন্তে প্রত্যুত মহাগুণচূড়ামণী ভবন্তীতি বিবেচনীয়ম্ ॥ ৩৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'নাহং', হে মাতঃ! আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই। বাল্য-স্বভাববশতঃ তাড়নাদির ভয়ে মিথ্যাকথন বাৎসল্য রসের পোষক, যেহেতু বাৎসল্যাদি রস প্রেমবিলাস-ময়, প্রেমী জন ভক্ত এবং ভগবানও ভক্তবৎসল। যেমন প্রথম স্কন্ধে বৃষরূপী ধর্ম্মের উত্তরে ধরণী-দেবীর উক্তি—"সত্যং শৌচং দয়া" (১।১৬।২৪-২৭) অর্থাৎ সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষমা ইত্যাদি একোনচত্বা-রিংশৎ গুণ শ্রীভগবানে স্বভাবতঃ নিত্যই বর্ত্তমান আছে, কখন ক্ষয় হয় না। যাঁহারা মহত্ত্ব ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐসকল গুণকেই প্রার্থনা করিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা ভক্তবৎসল শ্রীভগবানের নিত্য চিন্ময় সত্যাদি গুণসমূহ ভক্তবাৎসল্যের অঙ্গভূত। অতএব মিথ্যাদি ভাষণ শ্রীভগবানে দোষের নহে, বরং রসপুষ্টির নিমিত্ত উহা মহাগুণশ্রেষ্ঠ—ইহা বিবেচনা করিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

যদ্যেবং তর্হি ব্যাদেহীত্যুক্তঃ স ভগবান্ হরিঃ।
ব্যাদত্তাব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ ক্রীড়ামনুজবালকঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদি এবং (মৃদং ন ভক্ষিতবান্ অসি) তর্হি (তদা) ব্যাদেহি (মুখব্যাদানং কুরু) ইতি উক্তঃ (যশোদয়া কথিতঃ সন্) অব্যাহতৈশ্চর্য্যঃ (সর্ব্বতোভাবেন ত্যক্তং ঐশ্বর্য্যং যেন সঃ কিন্তুনা-দৃতমপিতৎ যস্য নিকটে স্থিত্বা নিজোচিতলীলাবিশে-ষাবসরং সদা প্রতীক্ষতে ইত্যর্থঃ) ক্রীড়ামনুজবালকঃ (নিত্যলীলা সম্বন্ধি মনুষ্যাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ তেষাং বালকঃ) স ভগবান্ হরিঃ ব্যাদত্ত (মুখব্যাদানং চকার) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—যদি মৃত্তিকা ভক্ষণ না করিয়া থাক, তবে মুখ ব্যাদান কর। যশোদা এইরূপ বলিলে নিত্যলীলাসম্বন্ধি মনুষ্য নন্দ-যশোদার নিত্যপুত্র ভগ-বান্ শ্রীহরি মুখব্যাদান করিলেন। মাধুর্য্য-লীলায় ঐশ্বর্য্য আদৃত না হইলেও ঐশ্বর্য্য উপযুক্তকালে স্বয়ং প্রকাশিত হয় অর্থাৎ ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপ্রতিহত, মাধুর্য্যলীলায় ঐশ্বর্য্য প্রকটিত না হইলেও তাঁহাতে ঐশ্বর্য্যের অভাব হয় নাই, সুতরাং উপযুক্ত কালে ঐশ্বর্য্যের স্বতঃ প্রকাশ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যাদেহি মুখং প্রসারয়। ননু মাতা

মমাদ্যাপরাধং মা পশ্যত্বিতীচ্ছয়ৈব তাড়নাদ্ভীতেন ভগবতা মিথ্যোক্তম্। মুখপ্রসারণে তু মৃত্তিকাভক্ষণ-লক্ষণব্যক্ত্যা সা তস্যেচ্ছা কথং সফলা স্যাদিত্যত আহ ন ব্যাহতং প্রেমমাধুর্য্যবত্ত্বেন নিজৈশ্বর্য্যানুসন্ধানাভাবেঽপি ন পরাহতং কিন্তু স্বকৃত্যাবসরে স্বয়মেব সাবধান-মৈশ্বর্য্যং যস্য সঃ। সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতা ঐশ্বরী শক্তিঃ স্বয়মেব প্রকটীভূয় বিশ্বং দর্শয়িত্বা শ্রীযশোদাং বিস্ময়রসনিমগ্নীকৃত্য পুত্রভর্ৎসনফলং কোপং বিস্মারয়ামাসেতি ভাবঃ। নন্বলং ভগবতঃ প্রেম-মাধুর্য্যাস্বাদেন যতো যশোদা-ভর্ৎসনতাড়নাদিভ্যোঽপি তস্য ভয়ং স্যাৎ অত ঈশ্বরোঽহমিতি স্বয়মেব নিজৈশ্বর্য্যমনুসন্ধায় নির্ভয় এব কথং ন তিষ্ঠত্বিত্যত আহ ক্রীড়েতি। ক্রীড়াপ্রধানো মনুজবালক ইতি শাকপার্থিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপঃ। শাক এব প্রধানং যস্য তথাভূতঃ পার্থিব ইত্যত্র পার্থিবো যথা নিজা-স্বাদ্যেষু খণ্ডাদিবস্তুষু মধ্যে শাকমেব প্রধানং মন্যতে। তথৈবায়মীশ্বরো মনুজবালকঃ ক্রীড়াং তাদৃশ-প্রেমময়ী-মেব প্রধানং মন্যতে ন তু স্বীয়-সর্ব্বেশ্বরত্বাদিকমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যাদেহি'—মাতা যশোদা বলিলেন, "যদি মৃত্তিকা ভক্ষণ না করিয়া থাক, তবে মুখব্যাদান কর।" মাতা এই কথা বলিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বদন প্রসারণ করিলেন। যদি বলেন—দেখুন, মাতা অদ্য আমার অন্যায় না দেখুক, এইরূপ ইচ্ছায় তাড়নার ভয়ে ভীত ভগবান্ মিথ্যা কথা বলিলেন। কিন্তু মুখ প্রসারণ করিলে মৃত্তিকা ভক্ষণ প্রকাশ পাইবে, তদ্রূপ হইলে তাঁহার ইচ্ছা কি প্রকারে সফল হইবে? ইহাতে বলিতেছেন—'অব্যাহতৈশ্বর্য্যঃ', প্রেমমাধুর্য্যহেতু নিজ ঐশ্বর্য্যের অনু-সন্ধান না থাকিলেও, যাঁহার ঐশ্বর্য্য কখন ব্যাহত হয় না, কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে ঐশ্বর্য্য স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে। এখানে শ্রীভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারা প্রেরিতা ঐশ্বরী শক্তি নিজেই প্রকটিতা হইয়া বিশ্ব দর্শন করাইয়া শ্রীযশোদাকে বিস্ময়রসে নিমগ্ন করত পুত্রভর্ৎসনারূপ কোপ বিস্মৃত করাইয়া-ছিলেন—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, ভগবানের প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করিতে যখন মাতা যশোদার ভর্ৎসনা, তাড়নাদি হইতে তাঁহার ভয় উপস্থিত হয়, তখন 'আমি ঈশ্বর'—এইরূপ নিজেই নিজৈশ্বর্য্য অনু-সন্ধান করতঃ নির্ভয় হইয়া থাকেন না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্রীড়া-মনুজবালকঃ', নরবপু-ধারী বালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে ক্রীড়াপ্রধান মনুজবালক, এইরূপ শাক-পার্থিবাদি মধ্যপদলোপী সমাস হইয়াছে। শাক প্রধান (খাদ্য) যাহার, তাদৃশ পার্থিব, এইস্থলে যেমন পৃথিবীপতি রাজা নিজ আস্বাদ্য খণ্ডাদি বস্তুর মধ্যে শাককেই মুখ্য মনে করেন, তদ্রূপ এই ঈশ্বর নরদেহধারী বালক তাদৃশী প্রেমময়ী ক্রীড়াই (লীলাই) প্রধান বলিয়া মনে করেন, কিন্তু স্বীয় সর্ব্বৈশ্বর্য্যাদি নহে—এই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

সা তত্র দদৃশে বিশ্বং জগৎ স্থাস্নু চ খং দিশঃ।
সাদ্রিদ্বীপাব্ধিভূগোলং সবায়্বগ্নীন্দুতারকম্ ॥ ৩৭ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং জলং তেজো নভস্বান্ বিয়দেব চ।
বৈকারিকাণীন্দ্রিয়াণি মনো মাত্রা গুণাস্ত্রয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
এতদ্বিচিত্রং সহ জীবকাল-
স্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদম্।
সূনোস্তনৌ বীক্ষ্য বিদারিতাস্যে
ব্রজং সহাত্মানমবাপ শঙ্কাম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সা (যশোদা দেবী) তত্র (কৃষ্ণমুখে) জগৎ স্থাস্নু চ (স্থাবর-জঙ্গমং) খং (আকাশং) দিশঃ সাদ্রিদ্বীপাব্ধি-ভূগোলং (পর্ব্বতদ্বীপ-সমুদ্র-ভূতলং) সবায়্বগ্নীন্দুতারকং (বায়্বগ্নিচন্দ্রতারকা সহিতং) জ্যোতিশ্চক্রং (জ্যোতির্মণ্ডলং) জলং তেজঃ নভস্বান্ (বায়ুঃ) বিয়ৎ (আকাশং) এব চ বৈকারিকাণি (অহঙ্কারবিকৃতিভূতানি) ইন্দ্রিয়াণি মনঃ মাত্রাঃ (তামসাঃ শব্দাদয়ঃ) ত্রয়ঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) গুণাঃ। জীবকালস্বভাবকর্ম্মাশয়লিঙ্গভেদং (জীবশ্চ গুণক্ষো-ভকঃ কালশ্চ পরিণামহেতুঃ স্বভাবশ্চ জন্মহেতুঃ কর্ম্ম চ তৎসংস্কারঃ আশয়শ্চ এতৈঃ লিঙ্গানাং চরা-চরশরীরানাং ভেদো যস্মিন্ তৎ) এতদ্‌বিচিত্রং বিশ্বং সহাত্মানং (স্বসহিতং) ব্রজংচ বিদারিতাস্যে (বিদা-রিতমুখে) সূনোঃ (পুত্রস্য) তনৌ বীক্ষ্য শঙ্কাং (পুত্রং প্রত্যনিষ্টাশঙ্কাং) অবাপ (প্রাপ্তা) ॥ ৩৭-৩৯ ॥

অনুবাদ—যশোদাদেবীর কথায় কৃষ্ণ মুখব্যাদান

করিলে তিনি তন্মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, অন্তরীক্ষলোক, দিক্, পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, প্রবাহ-বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকা, জ্যোতিশ্চক্র, জল, তেজ, পবন, আকাশ, অহঙ্কারজাত ভূতসকল, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন, তন্মাত্র, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এবং জীব, কাল, স্বভাব, কর্ম্ম, সংস্কার ও আশয়কৃত চরাচর শরীরভেদযুক্ত এই বিচিত্র বিশ্ব এবং নিজের সহিত ব্রজধাম দর্শন করিয়া পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র মুখান্তর্জঠরে 'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে' ইতি ব্রহ্মস্তবোক্তেঃ। জগৎ জঙ্গমং স্থাস্নু স্থাবরং খং ভুবর্লোকম্। সাদ্রীতি ভূগোলমিত্যস্য বিশেষণম্। সবাযুিতি জ্যোতিশ্চক্রমিত্যস্য বায়ুঃ প্রবহঃ। অগ্নির্বৈদ্যুতঃ। নভস্বান্ নভস্বন্তং বৈকারিকাণি দেবান্ গুণান্ সত্ত্বাদীং স্ত্রীন্। অত্র নিরাকারাণামপি দর্শনং তদধিষ্ঠাতৃদেবতানাং মূর্ত্তিমত্ত্বাৎ। পুনশ্চ প্রপঞ্চয়তি। এতদ্বিশ্বং সহ যুগপদেব বীক্ষ্য জীবশ্চ গুণক্ষোভকঃ কালশ্চ পরিণামহেতুঃ। স্বভাবশ্চ জন্মহেতুঃ কর্ম্ম চ তৎসংস্কার আশয়শ্চ তৈলিঙ্গানাং শরীরাণাং ভেদো যস্মিংস্তৎ। তনৌ কুক্ষৌ বিদারিতে প্রসারিতে আস্যে আস্যদ্বারা কুক্ষাবিত্যর্থঃ। সহাত্মানং আত্মপতি-পুত্রাদিসহিতং ব্রজঞ্চ। যস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বমিতি-ব্রহ্মোক্তেরস্যৈব বিশ্বস্যান্তঃস্থিতত্ব-বহিঃস্থিতত্বে অচিন্ত্য-যোগমায়য়া দর্শিতে। ততশ্চ কৃষ্ণশরীরস্য জগন্মধ্য-বর্ত্তিত্ব-জগদ্ব্যাপকত্বাভ্যাং পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছন্নত্বে বাস্তবে এব ব্যঞ্জিতে ঐশ্বর্য্যোপাসকানাং বিশ্বস্মিন্ ভগবদ্দর্শনং ভগবতি বিশ্বদর্শনং যদুক্তং তদেতদেব মাধুর্য্যোপাসকশিরোধার্য্যপদাম্বুজয়া শ্রীযশোদয়াপি দৃষ্টম্। দৃষ্টা চ শঙ্কাং পুত্রং প্রত্যনিষ্টাশঙ্কাং অবাপ ॥ ৩৭-৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—সেই প্রসারিত মুখ-মধ্যে অর্থাৎ জঠরমধ্যে মাতা যশোদা স্থাবর-জঙ্গমাদি সমগ্র বিশ্ব দর্শন করিলেন। ব্রহ্মস্তুতিতে উক্ত আছে —'কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে' (১০।১৪।১৬), অর্থাৎ বাহিরে প্রকাশমান সম্পূর্ণ বিশ্ব স্বীয় জঠরমধ্যে প্রকটিত করিয়া জননী যশোদার নিকট যে প্রদর্শন করিয়াছ, তাহা তোমার মায়াশক্তিরই প্রকাশ। জগৎ—জঙ্গম, স্থানু—স্থাবর, খং—অন্তরীক্ষলোক। পর্ব্বত, দ্বীপ, সমুদ্রসহিত ভূর্লোক, প্রবহ বায়ু, বৈদ্যুৎ, অগ্নি, চন্দ্র, তারাসহিত জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ স্বর্লোক, তথা জল, বায়ু, বৈকারিক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণ, ইন্দ্রিয় সকল, মন ও শব্দাদি বিষয় এবং সত্ত্বাদি তিনগুণ ইত্যাদি তন্মধ্যে বিরাজমান দৃষ্ট হইল। এখানে নিরাকার বস্তু-সকলের দর্শন তদধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের মূর্ত্তি ধারণ করিবার জন্য বুঝিতে হইবে। আরও, এই প্রকার বিচিত্র বিশ্ব যাহাতে গুণক্ষোভক জীব, পরিণামহেতু কাল, কর্ম্ম এবং তাহার সংস্কার, আশয় এই সকল দ্বারা চরাচর যাব-তীয় বিভিন্ন শরীর এককালেই ঐ মুখমধ্যে বর্ত্তমান ছিল। 'তনৌ'—কুক্ষিতে, 'বিদারিতাস্যে'—বালকের প্রসারিত মুখদ্বারা কুক্ষিতে মাতা দর্শন করিলেন। 'সহাত্মানং'—নিজেকে এবং পতি, পুত্রাদির সহিত সমস্ত ব্রজমণ্ডল যুগপৎ সন্দর্শন করিয়া মাতা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। 'যস্য কুক্ষাবিদং বিশ্বং' (১০।১৪।১৭), অর্থাৎ জীবরূপে তুমিই সমস্ত পদার্থের সহিত তোমার কুক্ষিতে যেরূপে প্রকাশিত, বাহিরেও তৎসমস্ত তদ্রূপেই প্রকাশিত আছে। অতএব ইহা তোমার মায়াশক্তি ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? —এইরূপ ব্রহ্মার উক্তিবশতঃ এই বিশ্বের অন্তঃস্থিতত্ব এবং বহিঃস্থিতত্ব উভয়ই শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তি যোগমায়ার দ্বারা প্রদর্শিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-শরীরের জগন্মধ্যবর্ত্তিত্ব এবং জগদ্ব্যাপকত্বের দ্বারা পরিচ্ছিন্নত্ব ও অপরিচ্ছিন্নত্ব উভয়ই বাস্তব—এই প্রকাশিত হইল। যেমন ঐশ্বর্য্য উপাসকগণের বিশ্বের মধ্যে ভগবদ্দর্শন এবং ভগবানে বিশ্বদর্শন উক্ত হয়, তদ্রূপ এখানে মাধুর্য্য উপাসকগণের শিরো-ধার্য্য-পদাম্বুজা শ্রীযশোদাও তাহা দর্শন করিলেন। কিন্তু জননী তাহা দেখিয়া 'শঙ্কাম্ অবাপ'—পুত্রের অনিষ্টাশঙ্কায় ভীতা হইলেন ॥ ৩৭-৩৯ ॥

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য
যঃ কশ্চনৌৎপত্তিকঃ আত্মযোগঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(তৎদৃষ্ট্বা বিতর্কয়তি) এতৎ কিং স্বপ্নঃ উত (অথবা) দেবমায়া বত (শঙ্কায়াং) কিংবা

মদীয় বুদ্ধিমোহঃ (বুদ্ধিবিকারঃ) অথো (অথবা) অমুষ্য মম অর্ভকস্য এব (শিশোরেব) ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ) কশ্চন (অচিন্ত্যঃ) আত্মযোগঃ (স্বীয়মৈশ্বর্য্যং ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি বিতর্ক করিতে লাগিলেন যে—ইহা কি স্বপ্ন অথবা দেবমায়া কিম্বা আমারই বুদ্ধির বিকার অথবা আমার এই শিশুরই কোন স্বাভাবিক অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশ-দর্শনস্য কারণং বিতর্কয়তি। কিং স্বপ্নঃ এতদ্দর্শনং কিং স্বপ্নহেতুকং নহি নহি নিদ্রাণস্য নয়নকালুষ্যাদ্যভাবাৎ তৎ কিং দেবমায়া ? নহি নহি মম নিকৃষ্টায়া মোহনে দেবানাং প্রয়োজনাভাবাৎ। তর্হি কিং মদীয় এব কশ্চিদ্বুদ্ধের্মোহঃ বিপর্য্যাসঃ ? নহি নহি স্বাস্থ্যসময়ে সম্প্রতি মম বুদ্ধিমোহকারণাভাবাৎ। অথো অথবা অমুষ্য মম বালকস্য "নারায়ণসমো গুণৈ"রিতি গর্গবর্ণিতমহাপ্রভাবত্বাৎ কশ্চনাচিন্ত্য আত্মযোগঃ আত্মীয়মৈশ্বর্য্যম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তখন তিনি তাদৃশ দর্শনের কারণ মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন—'কিং স্বপ্নঃ এতৎ', ইহা কি স্বপ্ন ? অর্থাৎ এরূপ দর্শন কি স্বপ্নহেতুক, তাহা হইতে পারে না, যেহেতু নিদ্রিত ব্যক্তির নয়নের কালুষ্যাদির অভাব দৃষ্ট হয়। তবে কি ইহা কোন দেবমায়া ? না, না নিকৃষ্ট আমার মোহনে দেবগণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? তবে কি আমারই কোন বুদ্ধির বিপর্য্যয় ? তাহাও নহে, যেহেতু স্বাস্থ্যসময়ে সম্প্রতি আমার বুদ্ধিবিপর্য্যয়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। 'অথো'—অথবা, আমার এই বালকেরই "নারায়ণের গুণসম্পন্ন"—এরূপ গর্গাচার্য্য-বর্ণিত মহাপ্রভাব থাকায়, 'কশ্চন আত্মযোগঃ'—কোন অচিন্ত্য স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য ॥ ৪০ ॥

অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং
চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিরঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(চরমপক্ষমাশ্রিত্য অয়মীশ্বর ইতি নিশ্চিত্যাহ) অথো চেতোমনঃকর্ম্মবচোভিঃ (চিত্তমনঃকার্য্যবচনৈঃ সর্ব্বৈঃ) যথাবৎ (যথাতত্ত্বেন) ন বিতর্কগোচরং (বিচারাতীতং জগৎ) যদাশ্রয়ং (যোঽস্যাধিষ্ঠানা) যতঃ (যশ্চাস্যোৎপতিহেতুঃ) যেন অঞ্জসা প্রতীয়তে (যশ্চাস্যপ্রতীতিহেতুঃ) সুদুর্ব্বিভাব্যং (অত্যন্তং অচিন্ত্যং) তৎপদং (তৎপাদাব্জং) প্রণতা অস্মি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অথবা চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বচনদ্বারা যথার্থরূপে যিনি তর্কের বিষয়ীভূত হন না, যিনি জগতের আশ্রয়, যাঁহা হইতে এই জগৎ হইয়াছে এবং যাঁহা দ্বারা ইহার অস্তিত্বের প্রতীতি অনায়াসে হইতেছে, তাঁহার চরণে আমি প্রণাম মাত্র করি অর্থাৎ আমি তাঁহার স্মরণ, চিন্তন, ধ্যান করিতে অসমর্থ ; কেননা, তিনি সম্পূর্ণভাবে চিন্তার অতীত ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—চতুর্থং তর্কমপি তত্র স্বপুত্রে ক্ষুৎপিপাসামৌগ্ধ্যচাঞ্চল্যাদিদর্শনেনাসম্ভাব্য স্ববুদ্ধ্যা কমপি নিশ্চয়ং কর্ত্তুমশক্নুবতী সর্ব্বতর্কাগোচরস্যাপি বস্তুনো বস্তুতঃ কারণং ভগবানেবেতি সামান্যতো নিশ্চিন্বতী তৎপদাম্বুজং সুতস্বস্তিকামা প্রণমতি। অথো ইতি যথাবৎ যাথার্থ্যেন নৈব বিতর্কস্য গোচরম্। ক্লীবত্বমার্ষম্। দৃশ্যমানমাশ্চর্য্যমিদং যদাশ্রয়ং যোঽস্যাধিষ্ঠানম্। যতঃ যশ্চাস্যোৎপত্তিহেতুঃ। যেন প্রতীয়তে যশ্চাস্য প্রতীতিহেতুঃ তৎপদং তস্য ভগবতঃ পদং চরণারবিন্দম্। চেতশ্চিত্তম্। তদাদিভিঃ প্রণতাস্মি সুদুর্বিভাব্যং মাদৃশীনাং ধ্যাতুমশক্যমতঃ কেবলং প্রণমামি। স এবাস্য মৎসুতস্য সর্ব্বানিষ্টং প্রশময়ত্বিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুর্থং তর্কমপি'—চতুর্থ তর্ক, অর্থাৎ আমার পুত্রের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য—ইহা নিজ পুত্রে ক্ষুধা, পিপাসা, মৌগ্ধ্য, চাঞ্চল্যাদি দর্শনহেতু অসম্ভব বিবেচনা করতঃ নিজ বুদ্ধির দ্বারা কোনও নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়া, সর্ব্ব তর্কের অগোচর বস্তুরও যিনি বাস্তবিক কারণ, সেই ভগবানই কারণ—ইহা সামান্যভাবে নিশ্চয়পূর্ব্বক পুত্রের মঙ্গলকামনায় তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিতেছেন—'অথো' ইত্যাদি, যিনি চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা যথার্থভাবে তর্কের বিষয়ীভূত হন না। 'গোচরং'—এখানে

ক্লীবত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। দৃশ্যমান আশ্চর্য্য এই বিশ্ব 'যদাশ্রয়ং'—অর্থাৎ যিনি ইহার অধিষ্ঠান। 'যতঃ'—যিনি ইহার উৎপত্তির হেতু। 'যেন'—যাঁহার দ্বারা ইহার অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, 'তৎপদম্'—স্বগৃহে বর্ত্তমান সেই সর্ব্বাশ্রয় ভগবানের চরণারবিন্দে প্রণতা হইলাম। 'চেতঃ'—চিত্ত, অর্থাৎ চিত্ত, মন, কর্ম্ম ও বাক্যের দ্বারা তাঁহাতে প্রণতা হইলাম। 'সুদুর্বিভাব্যং'—মাদৃশ জনগণের পক্ষে ধ্যানের অযোগ্য, অতএব তাঁহাকে কেবল প্রণাম করিতেছি, তিনিই আমার পুত্রের সর্ব্ব অনিষ্ট প্রশমিত করুন—এই ভাবার্থ ॥ ৪১ ॥

—————

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী।
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ স মে গতিঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—যন্মায়য়া (যস্য মায়াশক্তিবশাৎ) অসৌ (নন্দঃ) মম পতিঃ (স্বামী ভবতি) এষঃ (কৃষ্ণঃ) মে (মম) সুতঃ (ভবতি) অহং ব্রজেশ্বরস্য (নন্দমহারাজস্য) অখিলবিত্তপা (নিখিলসম্পদধিষ্ঠাত্রী) সতী (মহিষী ভবামি) সহগোধনাঃ (গোভিঃ সহিতাঃ) গোপ্যঃ গোপাঃ চ মে (মম) ইত্থং (এবং) কুমতিঃ (দুর্বুদ্ধিঃ ভবতি) সঃ (এষ ভগবান্) মে (মম) গতিঃ (আশ্রয়ঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যাঁহার মায়াবলে নন্দমহারাজ আমার স্বামী, এই শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র, আমি নন্দমহারাজের সমস্ত সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী মহিষী, গোধনের সহিত গোপী এবং গোপগণ আমারই অনুগত—এরূপ কুমতি হইতেছে, সেই ভগবান্‌ই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত স এব সুতস্যাস্য দাতা স এব রক্ষিতাপি ভবেদেব তত্র মম পুনরজ্ঞায়াঃ কিমহঙ্কারমমকারাভ্যামিতি তৌ জিহাসতী শ্রীবিষ্ণুং প্রপদ্যমানা প্রাহ অহমিতি। অখিলবিত্তপা নিখিলধনরক্ষণাভিমানবতীত্যর্থঃ। গোপ্যশ্চেতি গোপীনাং গোপানাং সর্ব্বগোধনানাঞ্চাহমেব স্বামিনী মহারাজ্ঞীত্যভিমানো যথা কুমতিস্তথৈব লোকোত্তরস্যাস্য সর্ব্বব্রজজনপ্রাণভূতস্য বালকস্যাহং মাতা অহমেব পালয়িত্রী দানধ্যানাদিভির্বিপ্রদেবাদ্যারাধনৈর্নিত্যং বিষ্ণুপূজনৈশ্চ সর্ব্বানিষ্টেভ্যো রক্ষামহমেব সততং কারয়ন্তী ভবামি, ততোঽস্য স্বস্তীত্যভিমানোঽপি কুমতিঃ। এতাবতো গোকুলৈশ্বর্য্যস্য শ্রীবিষ্ণুনৈব দত্তত্বাত্তত্র যথা মমাভিমানানৌচিত্যং তথৈব তেনৈব কৃপয়া দত্তে পূতনাদ্যরিষ্টেভ্যঃ প্রতিক্ষণং পাল্যমানে চ পরমলোকোত্তরেঽস্মিন্ সুতে লৌকিক্যা গোপজাতের্নিকৃষ্টায়া অত্যযোগ্যায়া মম মাতৃত্বরক্ষয়িত্রীত্বাদ্যভিমানোঽপ্যনৌচিত্যাৎ কুমতিরেবেতি বিবেকজিঘৃক্ষৈব শ্রীযশোদায়াঃ ক্ষণিকীয়ং ন তু বিবেকঃ। যথা মহামোহান্ধানামপি ব্যবহারিক-লোকানাং কাদাচিৎকপারমার্থিক-প্রসঙ্গভবা স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তি জিহাসেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! সেই ভগবানই এই পুত্রের দাতা, তিনিই রক্ষা করিবেন, এই বিষয়ে অজ্ঞ আমার 'আমি আমার'-এরূপ অহঙ্কার ও মমতার কি প্রয়োজন? এইহেতু উহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করতঃ শ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া শ্রীযশোদা বলিতেছেন—'অহম্' ইত্যাদি। 'অখিলবিত্তপা'—আমি ব্রজেশ্বর নন্দের যাবতীয় সম্পত্তির রক্ষাকর্ত্রী, এরূপ অভিমানবতী, এই অর্থ। 'গোপ্যশ্চ'—এই গোপী, গোপ ও সমস্ত গোধনের আমিই অধিষ্ঠাত্রী। 'মহারাজ্ঞী' এই অভিমান যেমন কুমতি, সেইরূপ লোকোত্তর সমস্ত ব্রজজনের প্রাণস্বরূপ এই বালকের আমিই মাতা, আমিই ইহার পালনকর্ত্রী, দান, ধ্যানাদির দ্বারা ব্রাহ্মণ ও দেবগণের আরাধনা এবং নিত্য শ্রীবিষ্ণুর পূজনহেতু সর্ব্ববিধ অনিষ্ট হইতে আমিই ইহার সতত রক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতে ইহার মঙ্গল হয়, এইরূপ অভিমানও কুমতি। এতাদৃশ গোকুলের ঐশ্বর্য্য শ্রীবিষ্ণুই প্রদান করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে যেমন আমার অভিমান অনুচিত, তদ্রূপ তৎকর্ত্তৃক কৃপাপূর্ব্বক প্রদত্ত এবং পূতনাদি অরিষ্ট হইতে প্রতিক্ষণ পাল্যমান পরমলোকোত্তর এই পুত্রের প্রতি লৌকিকী গোপজাতি নিকৃষ্ট অতি অযোগ্য আমার মাতৃত্ব ও পালনকর্ত্রীত্বাদি অভিমান অনৌচিত্যহেতু কুমতিই। শ্রীযশোদার এইরূপ বিবেচনা (বিবেক গ্রহণের ইচ্ছা) ক্ষণিকী, কিন্তু বিবেক নহে, যেমন মহামোহান্ধ ব্যবহারিক লোকেরও

কদাচিৎ পারমার্থিক প্রসঙ্গ-বশতঃ স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা জাগে— এই ভাবার্থ ॥৪২

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং (এবম্প্রকারং) গোপিকায়াং (যশোদায়াং) বিদিততত্ত্বায়াং (বিজ্ঞাতকৃতাঞ্চ) যাথার্থ্যায়াং সত্যাং) বিভুঃ স ঈশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পুত্রস্নেহময়ীং (সন্তানং প্রতি বাৎসল্যরসময়ীং) বৈষ্ণবীং মায়াং (স্বীয়াং শক্তিং) ব্যতনোৎ (বিস্তারয়ামাস পুত্রস্নেহরূপমায়াবলেন পুনঃ যশোদাং (মোহয়ামাস) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—যশোদা এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ স্বরূপ অবগত হইলে প্রভু পুত্রস্নেহময়ী স্বরূপশক্তি যোগমায়াদ্বারা তাঁহাকে পুনরায় মোহিত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্থমনেন প্রকারেণ বিদিতং তত্ত্বং মমত্বজিহাসা যয়া তস্যাং যশোদায়াং সত্যাং তর্হি কা মাং লালয়িষ্যতি প্রতিক্ষণং কা পালয়িষ্যতীত্যতঃ পুত্রস্নেহময়ীং স্বরূপে ময়ট্। পুত্রস্নেহরূপং প্রেমবিশেষং ব্যতনোদিত্যর্থঃ। মোহনসাধর্ম্ম্যান্মায়াং তেন চ তাং প্রেমান্ধাং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্থং বিদিত-তত্ত্বায়াং'—এই প্রকারে যশোদা তত্ত্ব-বিদিতা হইলে, অর্থাৎ যশোদার মমত্ব ত্যাগের ইচ্ছা উপজাত হইলে, 'কে আমাকে লালন করিবেন, কে বা প্রতিক্ষণ পালন করিবেন'— এই ভাবনায় বিভু ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যশোদার উপর পুত্র-স্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়া বিস্তার করিলেন। 'পুত্রস্নেহময়ী'—ইহা স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয়, অর্থাৎ পুত্রস্নেহরূপ প্রেম বিশেষ বিস্তার করিলেন। এখানে মোহন-সাধর্ম্ম্যে মায়া বলা হইয়াছে, ইহাতে বাৎসল্য-প্রেমে মা যশোমতীকে অন্ধ করিয়া ফেলিলেন—এই অর্থ ॥ ৪৩ ॥

সদ্যো নষ্টস্মৃতির্গোপী সারোপ্যারোহমাত্মজম্।
প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়াসীৎ যথা পুরা ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—সা গোপী (যশোদা) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) নষ্টস্মৃতিঃ (বৈষ্ণবীমায়য়া নষ্টা বিনষ্টা স্মৃতিঃ বিশ্বরূপদর্শনাদিবুদ্ধিঃ যস্যাঃ সা তাদৃশী) আত্মজং আরোহং (ক্রোড়ং) আরোপ্য পুরা যথা (পূর্ব্ববৎ) প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়া (অতিশয়পুত্রস্নেহাক্রান্তচিত্তা) আসীৎ (বভূব) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তিনি তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবী মায়াবলে বিশ্বরূপ দর্শনাদি ব্যাপার বিস্মৃত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় অতিশয় স্নেহযুক্ত হৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—নষ্টস্মৃতিরিতি। যথা স্বপ্নদৃষ্টোঽর্থঃ কশ্চিৎ কশ্চিদ্বিস্মর্য্যতে তথৈব সদ্য এব সা বিশ্বদর্শনাদিকং বিসস্মারেত্যর্থঃ। প্রবৃদ্ধেন সঙ্কোচকারণাদপ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানাদসঙ্কুচিতেন প্রত্যুত প্রবলীভূতেন স্নেহেন কলিলং ব্যাপ্তং হৃদয়ং যস্যাঃ সা ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নষ্টস্মৃতিঃ'—যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ কেহ কেহ বিস্মৃত হয়, তদ্রূপ শ্রীযশোদা তৎক্ষণাৎ বিশ্বদর্শনাদি ব্যাপার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, এই অর্থ। 'প্রবৃদ্ধস্নেহকলিলহৃদয়া'—সঙ্কোচকারণ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হইতে অসঙ্কুচিত বরং অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্নেহে তাঁহার হৃদয় ব্যাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সা (যশোদা) ত্রয্যা (বেদত্রয়েন) উপনিষদ্ভিঃ চ সাংখ্যযোগৈঃ (সাংখ্য-যোগাদি শাস্ত্রৈঃ) সাত্বতৈঃ (পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব শাস্ত্রৈঃ) উপগীয়মান মাহাত্ম্যং (উপগীয়মানং কীর্ত্তিতং মাহাত্ম্যং মহিমা যস্য তং) হরিং আত্মজং অমন্যত (পুত্রত্বেন জ্ঞাতবতী) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বেদত্রয়, উপনিষৎ, সাংখ্য, যোগ এবং সাত্বতশাস্ত্রে যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, যশোদা-দেবী সেই শ্রীহরিকে পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—দেবক্যা অপি সকাশাৎ তস্যা উৎকর্ষমভিব্যঞ্জয়িতুমৈশ্বর্য্যদর্শনাদপি স্বীয়-বাৎসল্যপ্রেম্নঃ সঙ্কোচাভাবমাখ্যায়ৈশ্বর্য্যশ্রবণাদপ্যাহ। ত্রয্যা যজ্ঞ-

পুরুষত্বেন, উপনিষদ্ভির্ব্রহ্মত্বেন, সাংখ্যৈঃ পুরুষত্বেন, যোগৈঃ পরমাত্মত্বেন, সাত্বতৈঃ পঞ্চরাত্রৈর্ভগবত্ত্বেন ইত্যেবং কর্ম্মিপ্রভৃতিভিরুপগীয়মানমাহাত্ম্যং দেশ-কালানিয়মাত্তস্যাঃ সমক্ষমসমক্ষং বা উপ আধিক্যেন গীয়মানৈশ্বর্য্যং হরিং সা আত্মজমমন্যতেত্যস্মদভীষ্ট-দৈবতেনাবয়োর্ব্রত-নিয়মসন্ততপূজনাদিভিঃ সন্তুষ্টেন পর্জ্জন্যাভিধান - মদীয় -শ্বশুরকৃত -নিরবদ্য - বহুতপঃ সন্তোষিতেন শ্রীনারায়ণেন কৃপয়া দত্তো লোকোত্তরঃ পুত্রোহয়ং যৎকর্ম্মিপ্রভৃতিভি-স্ত্রয্যাদি-প্রতিপাদ্যত্বেন স্তূয়তে, তত্র খলু "নারায়ণসমো গুণৈ"রিতি সর্ব্বত্র গর্গেণ গীততয়া নারায়ণসাম্যপ্রথয়া অন্যদুষ্কর-পূতনাদিবধানামেতৎকর্ত্তৃকত্বপ্রথয়া চায়মেব নারায়ণ ইতি তেষাং বিশ্বাস এব হেতুর্বস্তুতস্ত্বয়ং মৎপুত্র এব মাং মাতরং ক্ষণমপ্যদৃষ্ট্বা বিকলীভবত্যহঞ্চৈনং স্বনি-মেষব্যবহিতং জ্ঞাত্বা বিহ্বলীভবামীত্যাবয়োর্জন্য-জনন্যোরনুভব এবাত্র প্রমাণমিতি মনসি সা সমাধত্তে। কিঞ্চ কর্ম্মিপ্রভৃতয়স্ত্রয্যাদিভির্যথা হরিং যজ্ঞপুরুষা-দিকং মন্যন্তে তথৈবেয়ং বাৎসল্যপ্রেম্না হরিং আত্মজং মন্যতে, তেভ্যস্তু তত্তদনুরূপং ফলং দদানস্তেষামনু-গ্রাহকো বশয়িতা সন্নীষ্টে। অস্যৈ তু বাৎসল্যপ্রেমানু-রূপং ফলং দাতুমসমর্থো ঋণী ভবন্নস্যা অনুগ্রাহ্যো বশ্য ঈশিতব্যত্বেন তিষ্ঠন্ সানন্দতুষ্টোঽপ্যস্যা স্তন্যা-মৃতার্থং রোদিতীত্যাদি বিশেষ উত্তরাধ্যায়ে স্পষ্টী-ভবিষ্যতি। পদ্যমিদং কৃষ্ণলীলায়াং পরিভাষাসূত্ররূপং জ্ঞেয়ম্। পরিভাষা হ্যেকদেশস্থা সকলং শাস্ত্রমভি-প্রকাশয়তি যথা বেশ্মপ্রদীপ ইতি। "ইকো গুণবৃদ্ধী" ইতি যত্র যত্র গুণবৃদ্ধী শ্রূয়তে তত্র তত্র ইক্ পরিভাষো-পতিষ্ঠতে যথা তথৈব কৌমারকৈশোরমাথুরকুরুক্ষেত্রা-দিগত-লীলাসু যত্র যত্র ঐশ্বর্য্যপ্রসঙ্গ-স্তত্রেদমুপতিষ্ঠতে ইতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীদেবকী হইতেও শ্রীযশো-দার উৎকর্ষ ব্যক্ত করিতে ঐশ্বর্য্য দর্শনেও স্বীয় বাৎ-সল্যপ্রেমের অশিথিলতা বর্ণনাপূর্ব্বক এক্ষণে ঐশ্বর্য্য শ্রবণেও তাহা বলিতেছেন—'ত্রয্যা' ইত্যাদি, বেদত্রয় যজ্ঞপুরুষরূপে, উপনিষৎ ব্রহ্মরূপে, সাংখ্য পুরুষরূপে, যোগ পরমাত্মরূপে, সাত্বত অর্থাৎ নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি ভক্তিযোগশাস্ত্র ভগবদ্রূপে, 'উপগীয়মান-মাহা-ত্ম্যং'—যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ দেশ-কালাদির অনিয়ম্য বলিয়া তাঁহার সমক্ষে বা অসমক্ষে যাঁহার ঐশ্বর্য্য অধিকরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই পরমপুরুষ শ্রীহরিকে 'সা আত্মজম্ অমন্যত'—শ্রীযশোদা নিজ গর্ভজাত পুত্র বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন—আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের ব্রত, নিয়ম ও নিরন্তর পূজনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট এবং পর্জ্জন্য নামক মদীয় শ্বশুর কর্ত্তৃক নির্ম্মল বহু তপস্যার দ্বারা সন্তোষিত শ্রীনারায়ণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে এই লোকোত্তর পুত্র প্রদান করিয়াছেন। কর্ম্মী প্রভৃতি বেদাদি শাস্ত্র-প্রতিপাদ্যরূপে যে স্তুতি করেন, তদ্বিষয়ে "নারায়ণ-সমো গুণৈঃ" এই গর্গাচার্য্যের বাক্যহেতু নারায়ণের সাম্যপ্রথায় অন্যের দুষ্কর পূতনাদি বধ কার্য্য ইহার দ্বারা সম্পাদিত হওয়ায় 'ইনিই নারায়ণ' এইরূপ বিশ্বাসই তাহার কারণ। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই বালক আমার পুত্রই, মাতা আমাকে ক্ষণকালও দর্শন না করিলে ব্যাকুল হয়, আবার আমিও নিমেষমাত্র ব্যবধানে ব্যাকুল হইয়া পড়ি—এইরূপ আমাদের উভয়ের জন্য-জননী অনুভবই এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ—এইরূপ তিনি মনে মনে সমাধান করিয়া-ছিলেন। আরও, কর্ম্মী প্রভৃতি বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা যেমন শ্রীহরিকে যজ্ঞপুরুষাদি মনে করেন, তদ্রূপ মা যশোমতী বাৎসল্যপ্রেমে শ্রীহরিকে নিজের পুত্র বলিয়া মনে করেন। ভগবান্ তাহাদিগকে তত্তদনুরূপ ফল প্রদানের নিমিত্ত তাহাদের অনুগ্রাহক, বশয়িতা, ঈশ্বররূপে অবস্থান করেন। কিন্তু শ্রীযশোদার বাৎ-সল্য প্রেমের অনুরূপ ফল প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় ঋণী হইয়া ইঁহার অনুগ্রাহ্য, বশ্য ও লাল্যরূপে অব-স্থান করতঃ সানন্দতুষ্ট হইয়াও জননীর স্তন্যামৃতের নিমিত্ত রোদন করিতেছেন, ইত্যাদি বিশেষ তত্ত্ব পর-বর্ত্তী অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। এই পদ্য (শ্লোক) কৃষ্ণলীলায় পরিভাষা-সূত্ররূপ জানিতে হইবে। একস্থানে থাকিয়া সকল শাস্ত্রকে যাহা প্রকাশিত করে, তাহা 'পরিভাষা' যেমন বেশ্ম-প্রদীপ, গৃহের এক কোণে থাকিয়া সমস্ত গৃহকে প্রকাশিত করে। যেমন ব্যাকরণের সূত্র 'ইকো গুণবৃদ্ধী'—অর্থাৎ যেখানে যেখানে গুণ ও বৃদ্ধি হয়, সেখানে সেখানে 'ইক্' এই পরিভাষা কার্য্যকর হয়। তদ্রূপ

শ্রীকৃষ্ণের কৌমার, কৈশোর, মাথুর, কুরুক্ষেত্রাদি লীলাসমূহে যেখানে যেখানে ঐশ্বর্য্য-প্রসঙ্গ, সেখানেই এই পদ্য পরিভাষারূপে বিরাজমান ॥ ৪৫ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্ ।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৪৬॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ, হে ব্রহ্মন্, নন্দঃ (নন্দমহারাজঃ) হরিঃ যস্যাঃ স্তনং পপৌ মহাভাগা (সা) যশোদাচ মহোদয়ং (মহান্ উদয়ঃ উদ্ভবঃ যস্মাৎ তৎ) এবং (এবম্প্রকারং) কিং শ্রেয়ঃ (তপস্যাদিকং) অকরোৎ (পূর্ব্বকালে চকার) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—পরীক্ষিত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, শ্রীহরি যাঁহার স্তন পান করিয়াছিলেন, সেই যশোদা দেবী এবং নন্দমহারাজ পুরাকালে এমন কি তপস্যা করিয়াছিলেন ? ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঐশ্বর্য্যদর্শনশ্রবণাভ্যামপি তস্যাঃ প্রেম-দার্ঢ্যমাকর্ণ্য কর্ম্মিপ্রভৃতিভ্যো ভক্তেভ্যশ্চাভিব্যজ্যমান-মুৎকর্ষঞ্চ জানন্নতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি—নন্দ ইতি। মহান্ উদয়ঃ ফলং যস্য তৎ। মহাভাগেতি নন্দা-দপি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রেতি ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্য দর্শন ও শ্রবণেও শ্রীযশোদার প্রেমের দৃঢ়তা শ্রবণপূর্ব্বক কর্ম্মী প্রভৃতি ও ভক্তগণ হইতে অধিক প্রকাশমান উৎকর্ষ জানিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ অতিবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছেন —'নন্দঃ কিম্ অকরোৎ' ইত্যাদি। গোপরাজ নন্দ 'মহোদয়ং'-মহান্ উদয় অর্থাৎ ফল যাহার, তাদৃশ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গল কার্য্য করিয়াছিলেন ? 'মহাভাগা'—মহাভাগ্যবতী শ্রীযশোদা, নন্দ হইতেও তাঁহার পুণ্যবল অধিক (যেহেতু শ্রীহরি যাঁহার স্তন্য পান করিয়াছিলেন।) ॥ ৪৬ ॥

পিতরৌ নান্ববিন্দেতাং কৃষ্ণোদারার্ভকেহিতম্ ।
গায়ন্ত্যদ্যাপি কবয়ো যল্লোকশমলাপহম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—(যয়োঃ প্রসন্নঃ সন্ ভগবান্ অবতীর্ণঃ তৌ) পিতরৌ (দেবকী বসুদেবৌ) যৎ কৃষ্ণোদারার্ভ-কেহিতং (কৃষ্ণস্য উদারং প্রশস্তং যৎ অর্ভকেহিতং বাল্যোচিতচেষ্টিতং) ন অন্ববিন্দেতাং (ন প্রাপ্নুতাম্) কবয়ঃ (চ) অদ্যাপি লোকশমলাপহং (লোকানাং কলুষনাশনং) যৎ (কৃষ্ণচরিতং) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি তৎ যোঽবিন্দৎ স কিং শ্রেয়ঃ অকরোৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই দেবকী এবং বসুদেবও শ্রীকৃষ্ণের উদার বাল্যোচিত চরিত প্রাপ্ত হ'ন নাই। পণ্ডিতগণ অদ্যাবধি যে কৃষ্ণ-চরিত লোকের কলুষনাশন বলিয়া কীর্ত্তন করেন, ঐ বাল্য-চরিত যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই যশোদা ও নন্দমহারাজ নিশ্চয়ই কোন শুভ আচরণ করিয়া ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু "পীতশেষং গদাভৃতঃ" ইতি বচ-নাদ্দেবক্যা অপি স্তনং পপাবিত্যত আহ পিতরৌ অস্মৎকুলে পিতৃত্বেন খ্যাতৌ দেবকী-বসুদেবৌ কৃষ্ণস্য উদারমতিসুখপ্রদমতিমহচ্চ অর্ভকেহিতং বালচরিত্রং ন অন্ববিন্দেতাং চক্ষুরাদিভিরাস্বাদয়িতুং নালভতাং উদারপদেন রামমাতৃত্বাভিমানিনী রোহিণী বৎসা-হরণলীলাপ্রাপ্তমাতৃভাবা গোপ্যশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ, যৎ অর্ভ-কেহিতম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, "পীত-শেষং গদাভৃতঃ" (১০।৮৫।৫৫), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পীতাবশিষ্ট দেবকীর স্তন্যামৃত পান করিয়া দেবকীর ক্রোড়ে জন্মপ্রাপ্ত স্মর প্রভৃতি মরীচি পুত্রগণ-দেব-লোকে গমন করিলেন ইত্যাদি উক্তিহেতু শ্রীকৃষ্ণ দেবকীরও স্তন পান করিয়াছিলেন ; ইহাতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'পিতরৌ', আমাদের কুলে শ্রীকৃষ্ণের মাতা ও পিতারূপে প্রসিদ্ধ দেবকী ও বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের 'উদারং'—অতিসুখপ্রদ ও অতিমহৎ 'অর্ভকেহিতং'—বাল্যচরিত নয়নাদির দ্বারা আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই। এখানে 'উদার'—পদের দ্বারা বলরামের মাতৃত্বাভিমানিনী রোহিণীদেবী এবং বৎসহরণ লীলায় মাতৃভাব-প্রাপ্ত গোপীগণ ব্যাবৃত্ত হইল, অর্থাৎ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা দর্শন করিয়াছিলেন। 'যৎ'—জনগণের পাপনাশক যে বাল্যচরিত জ্ঞানিগণ আজ পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

দ্রোণো বসূনাং প্রবরো ধরয়া ভার্য্যয়া সহ।
করিষ্যমাণ আদেশান্ ব্রহ্মণস্তমুবাচ হ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—বসূনাং প্রবরঃ (বসূনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ) দ্রোণঃ (দ্রোণনামা) ধরয়া (ধরানাম্ন্যা) ভার্য্যয়া (নিজপত্ন্যা) সহ ব্রহ্মণঃ (পিতামহস্য) আদেশান্ (গোপালনাদিরূপান্) করিষ্যমাণঃ (আচরিষ্যমাণঃ) তং (ব্রহ্মাণং) উবাচ হ (কথয়ামাস) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ একদিন ধরানাম্নী ভার্য্যার সহিত ব্রহ্মার আদেশ পালন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণাবতারস্য তদীয়-বাল্যলীলানাঞ্চ নিত্যত্বাদেব নন্দযশোদয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং স্পষ্টমিতি। নাপ্যেতাদৃশঃ প্রেমা সাধনসিদ্ধো ভবিতুমর্হতীত্যপি জানতোঽপি রাজ্ঞোঽস্য প্রশ্নোঽয়ং যথা ভক্তাব্যুৎপন্নস্যেত্যতস্তত্র মমাপ্যুত্তরং তাদৃশীভবিতুমর্হতীতি প্রষ্টরি রাজন্যুদাসীনমনা এবাহ দ্রোণ ইতি। আদেশান্ গোপালনাদিলক্ষণান্ তং ব্রহ্মাণম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণাবতার এবং তদীয় বাল্যলীলাসমূহের নিত্যত্বহেতুই শ্রীযশোদা ও শ্রীনন্দ মহারাজের নিত্যসিদ্ধত্ব স্পষ্টই। এইরূপ প্রেম কখন সাধনসিদ্ধ হইতে পারে না—ইহা জানিয়াও রাজা পরীক্ষিতের এইরূপ প্রশ্ন যেমন ভক্তিতে অব্যুৎপন্ন ব্যক্তির ন্যায়, সেইরূপ আমারও উত্তর তাদৃশ হওয়াই সঙ্গত। এইরূপ চিন্তা করতঃ প্রশ্নকর্ত্তা রাজার প্রতি শ্রীল শুকদেব উদাসীনভাবে বলিতেছেন—'দ্রোণঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ পত্নী ধরার সহিত গোপালনরূপ ব্রহ্মার আদেশ পালনে উদ্যত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥

———

জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ।
ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকে যয়াঞ্জোদুর্গতিং তরেৎ ॥

অন্বয়ঃ—ভুবি (পৃথিব্যাং) জাতয়োঃ (পশ্চাৎ গৃহীত জন্মনোঃ) নৌ (আবয়োঃ দম্পত্যোঃ) বিশ্বেশ্বরে (নিখিলস্বামিনি) মহাদেবে (দেবদেবে) হরৌ (বিষ্ণৌ) পরমা ভক্তিঃ (শ্রেষ্ঠা ভক্তিঃ) স্যাৎ (ভবতু) যয়া (ভক্ত্যা) লোকে (ভুবনে) অঞ্জঃ (অনায়াসেন) দুর্গতিং (সর্ব্ববিধদুঃখং) তরেৎ (জীবঃ উত্তীর্ণঃ ভবেৎ) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে বিশ্বেশ্বর দেবদেব শ্রীহরির প্রতি যেন পরমা ভক্তি লাভ হয়, যে ভক্তি বলে জীব পৃথিবীতে সাক্ষাৎ সমস্ত দুঃখ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—জাতয়োরিত্যনেন ভাবিনি জন্মনীতি লভ্যতে। মহান্ দেবঃ ক্রীড়া যস্য তস্মিন্ ভুবি স্থিতো যো বিশ্বেশ্বরস্তস্মিন্ বিশ্বেঽপীশ্বরা যত্র তস্মিন্ "পরাবরেশো মহদংশযুক্ত" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ পূর্ণে ইত্যর্থঃ। হরৌ আবয়োর্মনশ্চৌরে। পরমেতি ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ইতি ন্যায়াৎ স্বহৃদয়-বিচারিতা পিতৃত্বোচিতবাৎসল্যময়ীত্যর্থঃ। যয়াস্মভক্ত্যা ভবিষ্যন্ত্যা তচ্ছ্রবণ-কীর্ত্তনাদিনা অন্যোঽপি সর্ব্বলোকঃ দুর্গতিং তরেদিতি শুদ্ধ-প্রেমভক্তি-প্রার্থনয়া তজ্জন্মনি তয়োস্তদনুরূপা সাধনভক্তিরপ্যেকা শুদ্ধৈবাসীদিত্যবগম্যতে। ন তু পৃশ্নিসুতপসোরিব ভক্তিস্তপোযোগৌ চেতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব তৎপ্রসঙ্গে তৎফলম্ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাতয়োঃ'—ইহা দ্বারা ভাবী জন্ম বুঝা যাইতেছে, অর্থাৎ পরবর্ত্তীকালে আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে আমাদের যেন মহাদেব বিশ্বেশ্বর হরিতে পরমাভক্তি লাভ হয়, এই বর প্রদান করুন। 'মহাদেবে'—মহান্ দেব বলিতে ক্রীড়া যাঁহার, তাহাতে। 'ভুবি বিশ্বেশ্বরে'—পৃথিবীতে থাকিয়া যিনি বিশ্বেশ্বর, অর্থাৎ সমস্ত ঈশ্বরগণ যাঁহাতে অবস্থান করেন, সেই সর্ব্বেশ্বরে। যেমন উদ্ধব বলিয়াছেন—"পরাবরেশো মহদংশযুক্তঃ" (৩।২।১৫), অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের অংশে যুক্ত হইয়া স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাতে তিনি পূর্ণ—এই অর্থ। 'হরৌ'—আমাদের মন হরণকারী শ্রীহরিতে। 'পরমা'—ফলের দ্বারা ফলকারণ অনুমিত হয়, এই ন্যায়ে স্বহৃদয়ে চিন্তিত পিতৃত্বোচিত বাৎসল্যময়ী ভক্তি—এই অর্থ। 'যয়া'—আমাদের যে ভক্তির বলে ভবিষ্যতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা অন্যান্য জীবসকল অনায়াসে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে। এইরূপ শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রার্থনার দ্বারা

সেই জন্মে তাহাদের সাধনভক্তি শুদ্ধা ছিল, ইহা বুঝা যাইতেছে। কিন্তু পৃশ্নি ও সুতপার ন্যায় তপস্যা ও যোগযুক্ত ঐশ্বর্য্য মিশ্রা ভক্তি নহে, ইহা পূর্ব্বে (১০।৩।৩৭ শ্লোকে) তৎপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

অস্ত্বিত্যুক্তঃ স ভগবান্ ব্রজে দ্রোণো মহাযশাঃ।
জজ্ঞে নন্দ ইতি খ্যাতো যশোদা সা ধরাভবৎ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ (মহাভাগঃ) দ্রোণঃ অস্তু ইতি উক্তঃ (যৎ তব বাঞ্ছিতং তদ্ ভবতু ব্রহ্মণা ইতি কথিতঃ সন্) ব্রজে (ব্রজপুরে) মহাযশাঃ (বিপুলকীর্ত্তিঃ) নন্দ ইতি খ্যাতঃ (নন্দনাম্না প্রসিদ্ধঃ) জজ্ঞে (প্রাদুর্বভূব) সা (তৎপত্নী) ধরা চ যশোদা অভবৎ (যশোদারূপেন জাতা) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রহ্মা "তথাস্তু" এইরূপ বর প্রদান করিলে মহাভাগ্যবান্ দ্রোণ ব্রজপুরে মহাযশস্বী নন্দরূপে এবং তৎপত্নী ধরা যশোদারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—স এব দ্রোণোব্রজে ইহ নন্দ ইতি খ্যাতঃ। সা ধরৈবেহ যশোদেতি নিত্যসিদ্ধয়োর্যশোদা-নন্দয়োঃ সাধনসিদ্ধৌ ধরাদ্রোণৌ প্রবিষ্টাবভূতা-মিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স দ্রোণ'—সেই দ্রোণই ব্রজে নন্দ নামে খ্যাত হন। 'সা ধরা'—আর সেই ধরা যশোদা নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যসিদ্ধ যশোদা এবং নন্দে সাধনসিদ্ধ ধরা ও দ্রোণ প্রবিষ্ট হইয়াছেন—এই অর্থ ॥ ৫০ ॥

ততো ভক্তির্ভগবতি পুত্রীভূতে জনার্দ্দনে।
দম্পত্যোর্নিতরামাসীদ্গোপগোপীষু ভারত ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভারত, ততঃ (অনন্তরং) পুত্রীভূতে ভগবতি জনার্দ্দনে (পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণে) দম্পত্যোঃ (পতিপত্ন্যোঃ) নিতরাং ভক্তিঃ আসীৎ। গোপগোপীষু চ (বস্তুস্বভাবাৎ গোপগোপীনামপি ভগবদ্ভক্তিঃ জাতা তয়োঃ যশোদানন্দয়োস্তু সাতিশয়া ভক্তিঃ আসীৎ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলপ্রবর, অনন্তর ভগবান্ পুত্ররূপে উপস্থিত হইলে তাঁহার প্রতি পতি-পত্নীর অতিশয় ভক্তি জন্মিয়াছিল। বস্তুস্বভাব বশতঃ গোপ এবং গোপীগণেরও তাঁহার প্রতি ভক্তি উপস্থিত হয় ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—জনার্দ্দনে গোপীজনান্ প্রেম্না পীড়য়তি নবনীতচৌর্য্যাদ্যুপদ্রবৈঃ উদ্বেজয়তীতি বা স্তন্যরসং যাচমান ইতি বা গোপগোপীষু মধ্যে দম্পত্যোর্যশোদা-নন্দয়োর্ভক্তির্নিতরামাসীদিতি গোপা গোপ্যশ্চাপি দ্রোণধরয়োরনুবর্ত্তিনস্তাদৃশসাধনবন্তঃ পূর্ব্বজন্মন্যা-সন্নিতি জ্ঞাপিতম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনার্দ্দনে'—পুত্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দনের প্রতি সমস্ত গোপ-গোপীগণের মধ্যে নন্দ-যশোদারই অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল। 'জনার্দ্দন'—বলিতে যিনি গোপীজনকে প্রেমে পীড়া দেন, কিম্বা চৌর্য্যাদি উপদ্রবের দ্বারা উদ্বেজিত করেন, অথবা—তাঁহাদের স্তনরস যাচঞা করেন। 'দম্পত্যোঃ'—গোপ ও গোপীগণের মধ্যে পতি-পত্নী শ্রীনন্দ ও যশোদা উভয়ের অধিকতর ভক্তি হইয়াছিল, ইহাতে গোপ ও গোপীগণও দ্রোণ ও ধরার অনুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বজন্মে তাদৃশ সাধন-পরায়ণ ছিলেন, জ্ঞাপিত হইল ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণো ব্রহ্মণ আদেশং সত্যং কর্ত্তুং ব্রজে বিভুঃ।
সহরামো বসংশ্চক্রে তেষাং প্রীতিং স্বলীলয়া ॥৫২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বিশ্বরূপদর্শনেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বিভুঃ কৃষ্ণঃ সহরামো (রামেন সহ) ব্রজে বসন্ ব্রহ্মণঃ আদেশং (দ্রোণধরারূপনন্দযশোদয়োঃ যৎ উক্তং ব্রহ্মণা তদ্বাক্যং) সত্যং কর্ত্তুং (যথার্থং সম্পাদয়িতুং) স্বলীলয়া (নিজকৃতবিবিধ-লীলয়া) তেষাং (নন্দাদীনাং) প্রীতিং চক্রে (আনন্দং জনয়ামাস) ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—বিভু শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত ব্রজে বাস করিয়া ব্রহ্মার আদেশের সত্যতা সম্পাদন করি-

বার জন্য স্বকীয় বিবিধলীলাদ্বারা নন্দ প্রভৃতির আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন ।। ৫২ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—আদেশং পরমাভক্তিরস্ত্বিতি বরম্ । প্রীতিং চক্রে প্রেমাণমুৎপাদয়ামাস ।। ৫২ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমস্যাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আদেশং'—দ্রোণ ও ধরা-রূপী নন্দ-যশোদার প্রতি 'তোমাদের পরমাভক্তি হউক'—এইরূপ ব্রহ্মার বর সত্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত ব্রজধামে বাস করিয়া নিজ লীলার দ্বারা 'তেষাং প্রীতিং চক্রে'—তাঁহাদের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ।। ৫২ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।। ৮ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০।৮ ।।

তথ্য—শ্রীপাদ জীবগোস্বামিপ্রভু ক্রম-সন্দর্ভে এই শ্লোকের অর্থ এই প্রকার করিয়াছেন,—প্রতিযুগে স্বীয় কলেবর-প্রকটনকারী ভগবানের শুক্ল, রক্ত, পীত বর্ণত্রয় এই বালকের পূর্ব্বে ছিল । সম্প্রতি তোমার পুত্ররূপে প্রকট হইয়া রূপ-গুণাদিতে নারায়ণতুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে । উপাসনামার্গে এই মাধুর্য্যবিগ্রহের পরম উৎকর্ষতা-নিবন্ধন ইঁহার মুখ্য নাম শ্রীকৃষ্ণ—ইহাই তাৎপর্য্য ।। ১৩ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী ।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি ।। ১ ।।
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ ।
দধিনির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত ।। - ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মা যশোদা কৃষ্ণকে স্তন্যপান করা-ইতে করাইতে ক্রোড়দেশ হইতে ভূমিতলে অবতারণ করাইয়া চুল্লীস্থ দুগ্ধরক্ষার্থে গমন করিলে কৃষ্ণের ক্রুদ্ধ হইয়া দধিভাণ্ড ভঞ্জন ও মা যশোদার কৃষ্ণকে রজ্জু-দ্বারা বন্ধনাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে ।

একদা দাসীগণ কর্ম্মান্তরে ব্যস্ত হইলে মা যশোদা স্বয়ং দধিমন্থন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় কৃষ্ণ স্তন্যপানের জন্য আসিয়া মাতার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে থাকিলে মা তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া স্তন্যপান করাইতে থাকেন, ইত্যবসরে চুল্লীস্থিত দুগ্ধ উথলিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে, মাতা যশোদা কৃষ্ণকে ভূমিতে রাখিয়া দুগ্ধ রক্ষণার্থ ধাবিত হইলেন । বালকৃষ্ণের দুগ্ধপানে অতৃপ্তি হেতু অত্যন্ত ক্রোধ হইল । তিনি একখণ্ড শিলা লইয়া দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলি-লেন, এবং গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জনে তত্রস্থ সদ্যজাত নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । মাতা দুগ্ধ রক্ষণান্তে দধিমন্থনস্থানে আসিয়া দেখেন, দধি-ভাণ্ড ভগ্ন, উহা কৃষ্ণেরই কার্য্য মনে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণ উদূখলের উপর দাঁড়া-ইয়া সচকিতনেত্রে শিক্যস্থ নবনীত বানরগণকে দান করিতেছেন । মাতা যষ্টি হস্তে ধীরে ধীরে বালকের পশ্চাতে দণ্ডায়মানা হইলেন । কৃষ্ণ মাতাকে দেখিবা-

মাত্র পলায়ন করিতে লাগিলেন, মাতাও বালকের অনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কৃষ্ণকে ধারণ করিলেন, দেখিলেন—কৃষ্ণ কৃতাপরাধ জন্য ক্রন্দন করিতেছেন। মাতা ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক তনয়কে ভর্ৎসনা করিয়া রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু যে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতেছিলেন, উহা দুই অঙ্গুলি কম হইয়া পড়ায়, তাহাতে আর একগাছি রজ্জু যোগ করিলেন, তথাপি রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম পড়িল; এইরূপে যতবার বন্ধন করিতে যান, ততবারই কম হইতে লাগিল, পরিশেষে মাতাকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধনগ্রস্ত হইলেন। বৎসলরসরসিকা জননীর মাধুর্য্য-জ্ঞানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হইল না; যাহা হউক তিনি গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত হইলে নারদশাপভ্রষ্ট যমলার্জ্জুন-বৃক্ষরূপে পরিণত নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের পুত্রদ্বয়ের প্রতি উদূখলবদ্ধ কৃষ্ণের দৃষ্টি পতিত হইল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—একদা নন্দগেহিনী (নন্দমহিষী) যশোদা গৃহদাসীষু (নিজগৃহপরিচারিকাসু) কর্ম্মান্তর-নিযুক্তাসু (অন্যকর্ম্মসু রতাসু সতীষু) স্বয়ং দধি নির্ম্মমন্থ (মথিতবতী) তদ্বালচরিতানি (শ্রীকৃষ্ণস্য বাল্যলীলা ঘটিতানি) যানি যানি গীতানি (বর্ত্তন্তে) দধি-নির্ম্মন্থনে কালে তানি (গীতানি) স্মরন্তী (সতী) অগায়ত চ॥ ১-২॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—গৃহ-পরিচারিকাগণ অন্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইলে একদিন যশোদা দেবী স্বয়ং দধি মন্থন করিতে লাগিলেন এবং তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-বিষয়ক গীতসমূহ স্মরণপূর্ব্বক গান করিতেছিলেন॥ ১-২॥

বিশ্বনাথ—

নিষিদ্ধমন্থনং পীত্বা স্তনঞ্চাতৃপ্তিমান্ ক্রুধা।
ভাণ্ডং ভিত্ত্বা দ্রুতং মাত্রা নবমে বদ্ধ ঈশ্বরঃ॥
চৌর্য্যক্রোধাদিমজ্জীবান্ গুণৈর্বদ্ধ্বৈব রোদয়েঃ।
চৌর্য্যক্রোধাদিমান্ মাত্রা বদ্ধস্ত্বং কৃষ্ণ রোদিষি॥০

অতিচমৎকারকস্যাসাধারণস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়কনন্দযশোদাশ্রয়কমহাবাৎসল্যপ্রেম্নঃ সাধনমপ্যসাধারণমপূর্ব্বং শ্রেয়ো ভবিতুমর্হতীতি তদনাকণিতবতঃ প্রশ্নকর্ত্তুঃরাজ্ঞোঽপি চিত্তং নাতিপ্রসন্নমালক্ষ্য তত্র মুখ্যং সিদ্ধান্তমভিব্যঞ্জয়িতুং দিনান্তরগতাং দামবন্ধনলীলাং বক্তুমুপক্রমতে একদেতি। দীপমালিকামহোৎসবদিন ইতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী। অত্র শ্যামৈককর্ণতুরঙ্গমবৎ পরার্দ্ধসংখ্যাস্বপি গোষু মধ্যে ব্রজরাজস্য যাঃ পদ্মগন্ধিন্যাদ্যা অতিসুস্বাদু সুগন্ধিপয়সঃ সুগন্ধিতৃণমাত্রচারিণ্যঃ সপ্তাষ্টা এব গাবো বর্ত্তন্তে তাসামেব দুগ্ধদধ্যাদিকং মৎপুত্রস্য রোচকং ভবিষ্যতীতি বিচারয়ন্তী শ্রীযশোদা নির্ম্মমন্থ। স্বয়মিতি স্বপুত্ররোচনীয়নবনীতোৎক্রমণদুগ্ধাবর্ত্তনাদৌ বাৎসল্যপ্রেমোত্থহঠাদেব দাসীনাং বিজ্ঞত্বমসম্ভাব্যম্ অদ্যারভ্য বালকস্য ভক্ষ্যনবনীতদুগ্ধাদিকং সর্ব্বমহমেব সাধু সাধয়িষ্যামি যথা তত্তদেব রোচয়ন্ কৃষ্ণশ্চৌর্য্যার্থং পরগৃহং ন যাস্যতীতি ভাবঃ। দধীত্যনন্তানাং দধ্নাং মধ্যে যদেকং সারভূতং পূর্ব্বেদ্যুঃ স্বয়মেব সাধিতং তদেবেতি ভাবঃ। নির্ম্মমন্থেত্যুপলক্ষণং দুগ্ধমপ্যাবর্ত্তয়ামাস॥১॥ স প্রসিদ্ধো যো বালঃ কৃষ্ণস্তস্য চরিতানি যানি গীতানি গীতচ্ছন্দসা কবিপুরন্ধ্রীভিঃ স্বয়ং বা নিবদ্ধানি তানি স্মরন্তী অনুসন্দধতী অগায়ত। গৃহান্তঃ শয়িতকৃষ্ণাদর্শনোত্থস্য স্বান্তঃ ক্ষোভস্যোপশান্তয়ে ইতি ভাবঃ॥ ১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবম অধ্যায়ে দধিমথন নিষেধপূর্ব্বক স্তনপান করিয়া অতৃপ্ত অবস্থায় ক্রোধভরে দধিভাণ্ড ভগ্ন করতঃ পলায়মান ঈশ্বর (কৃষ্ণ) মা যশোদা কর্ত্তৃক বদ্ধ হন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! চৌর্য্য-ক্রোধাদিযুক্ত জীবগণকে রজ্জুর (মায়ারজ্জুর) দ্বারা বদ্ধ করাইয়া তুমি রোদন করাও, এক্ষণে চৌর্য্য-ক্রোধাদিযুক্ত তুমি জননী কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়া রোদন করিতেছ॥ ০॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীনন্দ-যশোদার অতিচমৎকারক অসাধারণ মহাবাৎসল্য প্রেমের সাধনও অসাধারণ অপূর্ব্ব মঙ্গল কার্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু তাদৃশ কিছু শ্রবণ না করায় প্রশ্নকর্ত্তা মহারাজেরও চিত্ত অতিশয় প্রসন্ন নহে—ইহা লক্ষ্য করিয়া তদ্বিষয়ে মুখ্য সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীল শুকদেব দিনান্তরগতা দামবন্ধনলীলা বলিতে উপক্রম করিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত হইয়াছে, ইহা দীপমালিকা মহোৎসবের দিন। একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এরূপ দুষ্প্রাপ্য অশ্বের ন্যায় ব্রজরাজের অসংখ্য গাভীর মধ্যে পদ্মগন্ধিনী অতিসুস্বাদু সুগন্ধি দুগ্ধবতী

সুগন্ধি তৃণমাত্র ভক্ষণকারিণী সাত আটটি যে গাভী আছে, তাহাদের দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আমার পুত্রের রুচিকর হইবে—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক মা যশোদা একদিন নিজে দধিমন্থন করিতেছিলেন। 'স্বয়ম্'—নিজে দধিমন্থনের কারণ, বাৎসল্য প্রেমোত্থ হঠকারিতায় মা ভাবিলেন—আমার পুত্রের রুচিপ্রদ নবনীতের উৎক্রমণ ও দুগ্ধের আবর্ত্তনাদি কার্য্যে দাসীগণের বিশেষ জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে, অতএব আজ হইতে বালকের ভক্ষ্য নবনীত দুগ্ধাদি সমস্ত কার্য্য আমি নিজেই ভালভাবে করিব, যাহাতে সেই সেই রুচিকর হওয়ায় কৃষ্ণ চুরির নিমিত্ত পরগৃহে যাইবে না—এই ভাবার্থ। 'দধি'—অনন্ত দধির মধ্যে একটি মাত্র সারভূত দধি, যাহা পূর্ব্বদিন নিজেই প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন, এই ভাব। 'নির্ম্মমন্থ'—নির্ম্মন্থন করিতেছিলেন, উপলক্ষণে দুধ জ্বালও দিতেছিলেন। 'ত্বদ্বালচরিতানি'—সেই প্রসিদ্ধ যে বালক কৃষ্ণ, তাহার চরিতসমূহ, যাহা কবি-পুরন্ধ্রীগণ কর্ত্তৃক গীতচ্ছন্দে নিবদ্ধ, অথবা নিজেই যাহা রচনা করিয়াছেন, সেই সকল স্মরণ করিয়া, দধি মন্থন করিতে করিতে মা যশোমতী গীত গাহিতে লাগিলেন। গৃহমধ্যে শায়িত কৃষ্ণের অদর্শনজনিত চিত্তক্ষোভের উপশান্তির নিমিত্ত যেন গান করিতেছিলেন—এই ভাব ॥ ১-২ ॥

———

ক্ষৌমং বাসঃ পৃথুকটিতটে বিভ্রতী সূত্রনদ্ধং
পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং জাতকম্পঞ্চ সুভ্রূঃ।
রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ কুণ্ডলে চ
স্বিন্নং বক্ত্রং কবরবিগলন্মালতী নির্ম্মমন্থ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পৃথুকটিতটে (বিশালনিতম্বে) সূত্রনদ্ধং (কাঞ্চীবদ্ধং) ক্ষৌমং (কৌশেয়ং তচ্চ পীতমিতি জ্ঞেয়ং) বাসঃ (বস্ত্রং) (তথা) রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎ কঙ্কণৌ (রজ্জ্বোরাকর্ষেণ শ্রমো যয়োস্তয়োর্ভুজয়োশ্চলন্তৌ কঙ্কণৌ) কুণ্ডলে চ (অঙ্গসঞ্চালনাৎ দোদুল্যমানে কুণ্ডলে চ) জাতকম্পং (শরীর-চালনাৎ কম্পিতং) পুত্রস্নেহস্নুতকুচযুগং (পুত্রস্নেহাৎ স্নুতং ক্ষরিতং কুচয়োঃ যুগং স্তনদ্বয়ং চ) স্বিন্নং বক্ত্রং (পরিশ্রমজন্য ঘর্ম্মাক্তং বদনং) বিভ্রতী (সতী) কবরবিগলন্মালতী (কবরাৎ কেশবন্ধাৎ বিগলন্ত্যো মালত্যা যস্যাঃ সা তাদৃশী) সুভ্রূঃ (মনোরম ভ্রূযুগলশালিনী সা) নির্ম্মমন্থ (দধিমন্থনং) চকার ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—সুরম্য ভ্রূযুগলশালিনী যশোদা দেবী বিশাল নিতম্বদেশে কাঞ্চীদ্বারা আবদ্ধ করিয়া সূক্ষ্ম কৌশেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক দধি মন্থন করিতেছিলেন। তৎকালে মন্থন দণ্ডের রজ্জু আকর্ষণজন্য পরিশ্রান্ত বাহুযুগলে কঙ্কণদ্বয় শব্দায়মান এবং (সর্ব্বাঙ্গ চালিত হওয়ায়) শ্রবণযুগলে কুণ্ডল দুইটী দোদুল্যমান হইতেছিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত এবং পুত্রস্নেহবশতঃ পয়োধরযুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল। তাঁহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল আর কবরী হইতে মালতীমালা ভ্রষ্ট হইতেছিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—বাৎসল্যপ্রেম্না রূপগুণাভ্যাং চ কৃষ্ণস্য যশোদৈবানুরূপা মাতেতি দ্যোতয়ন্ বাৎসল্যরসোপাসকানাং অবশ্য-কর্ত্তব্যং শ্রীকৃষ্ণমাতুর্ধ্যানমাহ—ক্ষৌমমতসীতন্তূত্থং পীতচিত্রমতিসূক্ষ্মং ভবেৎ। তেনাস্যাঃ শ্যামবর্ণত্বং ক্রমদীপিকোক্তং ধ্বনিতম্। সূত্রনদ্ধং নীব্যা নিবদ্ধম্। পৃথুকটিতটে সুভ্রূরিত্যাভ্যাং সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং, রজ্জ্বোরাকর্ষেণ শ্রমো যয়োস্তয়োর্ভুজয়োশ্চলন্তৌ কঙ্কণৌ বক্ত্রমিত্যন্তানাং বিভ্রতীত্যনেন সম্বন্ধঃ। মেঘতুল্যাৎ কবরাদ্বিগলন্তী জলবিন্দুশ্রেণীব মালতী যস্যাঃ সা। কপ্রত্যয়াভাব আর্ষঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাৎসল্য প্রেমে রূপ ও গুণের দ্বারা শ্রীযশোদাই শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ মাতা, ইহা প্রকাশ করতঃ বাৎসল্যরসের উপাসকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণ-জননীর ধ্যান বলিতেছেন—'ক্ষৌমং বাসঃ'—অতিসূক্ষ্ম বিচিত্র পীতবর্ণ কৌশেয় বসন পরিধান করিয়াছিলেন, তাহা বিশাল নিতম্বদেশে কাঞ্চীদ্বারা বদ্ধ ছিল। ইহাতে ক্রমদীপিকোক্ত মা যশোদার শ্যামবর্ণত্ব ধ্বনিত হইল। 'পৃথু কটিতটে' এবং 'সুভ্রূঃ'—মনোরম ভ্রূযুগশালিনী, এই দুই পদের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যঞ্জিত হইয়াছে। 'রজ্জ্বাকর্ষশ্রমভুজচলৎকঙ্কণৌ'—মন্থনরজ্জুর আকর্ষণহেতু শ্রমে ভুজযুগলস্থিত চঞ্চল কঙ্কণদ্বয়, কুণ্ডলদ্বয় এবং ঘর্ম্মাক্ত বদনদ্বয় 'বিভ্রতী'—ধারণ করিয়াছিলেন, ইহার সহিত অন্বয় হইবে। 'কবর-বিগলন্মালতী'

—মেঘতুল্য কবরী (কেশবন্ধ) হইতে জলবিন্দু শ্রেণীর ন্যায় মালতীর মালা স্খলিত হইতেছিল। এখানে 'ক'—প্রত্যয়ের অভাব আর্ষ ॥ ৩ ॥

———

তাং স্তন্যকাম আসাদ্য মথ্নন্তীং জননীং হরিঃ।
গৃহীত্বা দধিমন্থানং ন্যষেধৎ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—স্তন্যকামঃ (স্তনক্ষীর-পানাভিলাষী) হরিঃ (কৃষ্ণঃ) তাং মথ্নন্তীং জননীং (যশোদাং) আসাদ্য (প্রাপ্য) দধিমন্থানং (দধিমন্থনদণ্ডং) গৃহীত্বা প্রীতিং (মাতুর্হর্ষং) আবহন্ (জনয়ন্) ন্যষেধৎ (মন্থনাৎ নিবারয়ামাস) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ স্তনদুগ্ধ পান করিবার অভিলাষে মন্থনরতা জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার আনন্দোৎপাদন সহকারে মন্থন-দণ্ড ধারণ-পূর্ব্বক দধিমন্থন নিষেধ করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—আসাদ্য প্রাতরন্তর্গৃহাৎ প্রবুদ্ধ্য বহির্নিঃসৃত্য ক্ষুধা রুদন্মুখঃ সন্নিত্যর্থঃ। মন্থানং মন্থনদণ্ডং গৃহীত্বেতি মাতর্মামথানেতি স্ববচনং মানয়িষ্যন্তীং মাতরমভিজ্ঞায়েতি ভাবঃ। অতস্তচ্চাতুর্য্যং জ্ঞাত্বা যা মাতুঃ প্রীতিস্তাং আবহন্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আসাদ্য'—প্রাতঃকালে অন্তর্গৃহ হইতে জাগরিত হইয়া বাহিরে আসিয়া ক্ষুধায় অশ্রুপূর্ণ বদনে শ্রীকৃষ্ণ জননীর সমীপে উপস্থিত হইলেন—এই অর্থ। 'মন্থানং'—'মাতঃ! তুমি মন্থন করিও না', এইরূপ নিজবাক্য মাতা স্বীকার করিবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া মন্থনদণ্ডটি দুই হস্তে চাপিয়া ধরিলেন, এই ভাব। 'প্রীতিম্ আবহন্'—অতএব ঐরূপ চাতুর্য্য জানিয়া মায়ের যে প্রীতি, তাহা উৎপাদন করতঃ (তাঁহাকে দধিমন্থন করিতে নিষেধ করিলেন) ॥ ৪ ॥

———

তমঙ্কমারূঢ়মপায়য়ৎ স্তনং
স্নেহস্নুতং সস্মিতমীক্ষতী মুখম্।
অতৃপ্তমুৎসৃজ্য জবেন সা যযা-
বুৎসিচ্যমানে পয়সি ত্বধিশ্রিতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সা (যশোদা) সস্মিতং মুখং (সহাস্য-বদনং) ঈক্ষতী (পশ্যন্তী সতী) অঙ্কম্ আরূঢ়ং (ক্রোড়স্থিতং) তং স্নেহস্নুতং (স্নেহবশাৎ স্বয়মেব ক্ষরিতং) স্তনং অপায়য়ৎ (পায়য়ামাস) (অনন্তরং) তু (কিন্তু) অধিশ্রিতে (চুল্লীমারোপিতে) পয়সি (দুগ্ধে) উৎসিচ্যমানে (অতিতাপেন উদ্রিচ্যমানে) অতৃপ্তং (দুগ্ধপানে অতৃপ্তং) (বালকং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) জবেন (বেগেন) যযৌ (গতা) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তখন যশোদা দেবী অঙ্কে আরূঢ় তনয়ের সহাস্য বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্নেহে স্বতঃক্ষরিত স্তন পান করাইতে লাগিলেন, কিন্তু তৎকালে চুল্লীর উপর আরোপিত দুগ্ধভাণ্ড হইতে অগ্নিসন্তাপে দুগ্ধ উচ্ছলিত হইয়া পড়ায় তিনি স্তনপানে অতৃপ্ত বালককে পরিত্যাগ করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অহো বালস্যাস্য বুদ্ধিরিত্যুক্ত্বা মথনাদ্বিরম্যোপবিষ্টা স্বয়মেবাঙ্কমারূঢ়ং তং উৎসৃজ্য ইত্যত্র হেতুঃ জবেনেতি। তত্রাপি হেতুঃ। উৎসিচ্যমানে অতিতাপেনোদ্রিচ্যমানে সতি পয়সি উত্তারণার্থমিত্যর্থঃ। অধিশ্রিতে চুল্লীমারোপিতে। ননু কৃষ্ণাদপি তস্যা দুগ্ধমতিমমত্বাস্পদমভূৎ যদনুরোধেনাতৃপ্তঃ কৃষ্ণোঽপ্যুপেক্ষিতঃ সত্যম্। "তদ্ভক্ষ্যপেয়াদিষু কাপ্যপেক্ষ্যতা যয়া পুনঃ সোঽপি সমেত্যুপেক্ষতাম্। প্রেম্না বিচিত্রা পরিপাট্যুদীরিতা বোধ্যা তথা প্রেমবতীভিরেব যা" ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অহো এই বালকের কি বুদ্ধি!' —এই বলিয়া মন্থন হইতে বিরত হইয়া মা উপবেশন করিলে, বালক নিজেই ক্রোড়ে আরূঢ় হইল। মা তাহাকে লইয়া স্তন পান করাইতে লাগিলেন। 'তম উৎসৃজ্য'—শীঘ্র তাহাকে ক্রোড়দেশ হইতে ভূমিতলে অবতরণ করাইয়া তিনি গমন করিলেন। তাহার কারণ—'উৎসিচ্যমানে', তৎকালে অতিশয় উত্তাপে চুল্লীস্থিত দুগ্ধ উথলিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহা নামাইয়া রাখিবার জন্য মা সবেগে ধাবিত হইলেন। যদি বলেন—দেখুন, কৃষ্ণ হইতেও তাঁহার দুগ্ধ অতিশয় মমতার বস্তু হইল, যাহার নিমিত্ত অতৃপ্ত কৃষ্ণকেও উপেক্ষা করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সত্যম্' (হ্যাঁ), "যদ্ভক্ষ্যপেয়াদিষু", অর্থাৎ এই ভক্ষ্য-পেয়াদি বস্ত-

সকল কৃষ্ণের নিমিত্তই, একটু পরেই কৃষ্ণ আসিয়া চাহিবেন— দধি দাও, নবনীত দাও', এইজন্য সেই বস্তুসকলে মাতার অপেক্ষা। প্রেমের এই বিচিত্রা পরিপাটী উক্ত হইয়াছে, যাহা কেবল প্রেমবতীগণই জানেন। ["প্রীতি-বিষয়ানন্দে তদশ্রয়ানন্দ।" — শ্রীচৈঃ চঃ আদি, চতুর্থ।] ॥ ৫ ॥

সঞ্জাতকোপঃ স্ফুরিতারুণাধরং
সন্দশ্য দদ্ভির্দধিমন্থভাজনম্।
ভিত্বা মৃষাশ্রুর্দৃষদশ্মনা রহো
জঘাস হৈয়ঙ্গবমন্তরং গতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ সঞ্জাতকোপঃ (ক্রোধাবিষ্টঃ) মৃষাশ্রুঃ (মৃষা মিথ্যা অশ্রু নেত্রজলং যস্য তাদৃশঃ) স্ফুরিতারুণাধরং (ক্রোধবশাৎ কম্পিতম্ অরুণায়মানৌষ্ঠং) দদ্ভিঃ (দন্তৈঃ) সন্দস্য (আক্রম্য) দৃষদশ্মনা (পেষণ্যশ্মনাশিলাপুত্রেণ বা) দধিমন্থ-ভাজনং (মন্থন পাত্রং) ভিত্বা (ভিন্নং কৃত্বা) অন্তরং গতঃ (গৃহমধ্যং গতঃ সন্) রহঃ (নির্জ্জনে) হৈয়ঙ্গবং (সদ্যোজাতনবনীতং) জঘাস (ভক্ষিতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া কপট অশ্রুপাতপূর্ব্বক দন্তদ্বারা কম্পবান্ অরুণবর্ণ ওষ্ঠদেশে দংশন করিয়া শিলাপুত্র (নুড়ি) দ্বারা দধিমন্থনের পাত্র ভগ্ন করিলেন। অতঃপর গৃহমধ্যে গমন করিয়া নির্জ্জনে সদ্যোজাত নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—মৃষা বৃথাপি বাল্যস্বভাবাদেবাশ্রুর্যস্য সঃ। দৃষদশ্মনা শিলাপুত্রেণ নিঃশব্দচ্ছিদ্রার্থং তত্তলে ইতি জ্ঞেয়ম্। অন্তরং গৃহাভ্যন্তরং হৈয়ঙ্গবং হ্যোগোদোহস্য সদ্যো নবনীতম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মৃষাশ্রুঃ'—বৃথা হইলেও বাল্যস্বভাব-বশতঃই নয়নে অশ্রু যাঁহার, সেই কৃষ্ণ 'দৃষদশ্মনা'—শিলাখণ্ডের দ্বারা নিঃশব্দে ছিদ্রের জন্য দধিমন্থন ভাণ্ডের তলদেশে আঘাত করিলেন। 'অন্তরং গতঃ'—তারপর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ 'হৈয়ঙ্গবং'—গতকল্য গোদুগ্ধ হইতে সদ্যোজাত নবনীত ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

উত্তার্য্য গোপী সুশৃতং পয়ঃ পুনঃ
প্রবিশ্য সংদৃশ্য চ দধ্যমত্রকম্।
ভগ্নং বিলোক্য স্বসুতস্য কর্ম্ম তজ্জহাস তঞ্চাপি ন তত্র পশ্যতী ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—গোপী (যশোদা) সুশৃতং (অতিতপ্তং) পয়ঃ (দুগ্ধং) উত্তার্য্য (চুল্লীতঃ অবতার্য্য) পুনঃ প্রবিশ্য (পূর্ব্বস্থানং আগত্য) দধ্যমত্রকং (দধিভাণ্ডং) ভগ্নং বিলোক্য চ তং চ (কৃষ্ণং চ) তত্র ন পশ্যতী (ন আলোক্য) তৎ (ভাণ্ডভঙ্গঃ) স্বসুতস্য (কৃষ্ণস্যৈব) কর্ম্ম (ইতি) জহাস (অহসৎ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এদিকে যশোদাদেবী চুল্লী হইতে অতি উষ্ণ দুগ্ধ নামাইয়া রাখিয়া পুনরায় পূর্ব্বস্থানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, দধিভাণ্ড ভগ্ন হইয়াছে, কৃষ্ণকেও তথায় দেখিতে পাইলেন না। তখন যশোদা দেবী ইহা কৃষ্ণেরই কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—সুশৃতং সুপক্বম্। দধিমন্থনস্থানং প্রবিশ্য দধ্যমত্রকং দধিপাত্রং অতিচিক্বণত্বেন অতিদৃঢ়ত্বেনানুকম্পায়াং কন্। ভগ্নং বিলোক্যেতি বামতর্জ্জন্যা নাসাগ্রং স্পৃষ্ট্বেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুশৃতং'—সুপক্ব দুগ্ধ চুল্লী হইতে নামাইয়া পুনরায় যশোদা দধিমন্থন স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া, 'দধ্যমত্রকং'—দধিভাণ্ড, এখানে অতিচিক্বণ ও অতিদৃঢ় বলিয়া অনুকম্পার্থে কন্ প্রত্যয় হইয়াছে, 'ভগ্নং বিলোক্য'—ভগ্ন রহিয়াছে দেখিয়া, বাম তর্জ্জনীর দ্বারা নাসাগ্র স্পর্শ করতঃ, উহা নিজ পুত্রের কার্য্য জানিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

উলূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সা) উলূখলাঙ্ঘ্রেঃ উপরি ব্যবস্থিতং (বিপরীত ভাবেন ন্যস্তস্য উলূখলস্য উপরি উপবিষ্টং) শিচিস্থিতং (শিক্যস্থং) হৈয়ঙ্গবং (নবনীতাদি) কামং (যথেচ্ছং) মর্কায় দদতং (বানরায় বিভজ্য দদানং) চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং (চৌর্য্যাৎ বিশঙ্কিতে ভীতিগ্রস্তে

ঈক্ষণে নয়নে যস্য তৎ) সুতং (কৃষ্ণং) নিরীক্ষ্য শনৈঃ (মন্দগত্যা) পশ্চাৎ (বালকস্য পৃষ্ঠদিশি) আগমৎ (আগতা) ॥ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তখন গৃহমধ্যে বিপরীতভাবে বিন্যস্ত উলূখলে উপবিষ্ট হইয়া শিক্যস্থিত নবনীত প্রভৃতি দ্রব্য বানরগণকে যথেচ্ছরূপে বিভাগ করিয়া দিতেছিলেন। চৌর্য্য বশতঃ তাঁহার নয়নযুগল শঙ্কা-গ্রস্ত ছিল। যশোদা তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দধিক্লিন্ন-চরণচিহ্নেন কিঙ্কিণীশব্দেন চ তচ্চালিতভাণ্ডাদিশব্দেন চ গৃহান্তঃস্থিতং নবনীতং ভুঞ্জানং অনুমায় হসন্তী কিঞ্চিদ্বিলম্ব্য যাবত্তত্র যিযাসতি স্ম তাবদেব পক্ষদ্বারেণ নিঃসৃত্য বহিঃপ্রাঙ্গণান্তরে কাকাদিভয়াদধোমুখীকৃতোদূখলস্যোপরি কৃষ্ণে স্বস্তিকাসনেনোপবিষ্টে সতি যদভূত্তদাহ। উদূখলেতি শিচি শিক্যে স্থিতং ততশ্চোরয়িত্বা আনীতমিত্যর্থঃ। চৌর্য্যাদ্ধেতোর্মাতৃতাড়নভয়াদ্বিশঙ্কিতে তদাগমনানুসন্ধানপরে ঈক্ষণে যস্য তম্। গৃহান্তর্গতৈরতির্যগ্‌গ্রীবং নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ তদ্দৃষ্টিবঞ্চনার্থং তৎপৃষ্ঠতস্তং জিঘৃক্ষন্তী শনৈরিতি স্বচরণশব্দাভাবার্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দধিলিপ্ত চরণচিহ্নের দর্শনে এবং কিঙ্কিণীশব্দ ও তাহার দ্বারা ভাণ্ডাদি চালিত হওয়ার শব্দ শ্রবণে গৃহান্তঃস্থিত কৃষ্ণ নবনীত ভক্ষণ করিতেছে, এরূপ অনুমানপূর্ব্বক হাস্য করতঃ কিঞ্চিৎ বিলম্বে যখন মা যশোদা সেখানে যাইবার ইচ্ছা করিতেছেন, এই অবসরে দরজা দিয়া বাহির হইয়া বহিঃপ্রাঙ্গণে কাকাদির ভয়ে অধোমুখে স্থাপিত উদূখলের উপরে স্বস্তিকাসনে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তারপর যাহা হইল, তাহা বলিতেছেন—'উলূখলাঙ্ঘ্রেঃ' ইত্যাদি। শিকাস্থিত সদ্যোজাত নবনীত চুরি করিয়া আনিয়া যথেচ্ছক্রমে বানরদিগকে প্রদান করিতেছেন। 'চৌর্য্যবিশঙ্কিতেক্ষণং'—চৌর্য্য-হেতু মায়ের তাড়নার ভয়ে বিশঙ্কিত, অর্থাৎ মায়ের আগমনের আশঙ্কায় চঞ্চল হইয়াছে নয়নযুগল যাঁহার, তাঁহাকে মাতা যশোদা গৃহের অভ্যন্তর হইতে দৃষ্টি-পাতপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার দৃষ্টি বঞ্চনের নিমিত্ত তাঁহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে 'শনৈঃ'—যাহাতে স্বচরণের শব্দ না হয়, সেইরূপ নিঃশব্দে পুত্রের পশ্চাভাগে আগমন করিলেন ॥ ৮ ॥

তামাত্তযষ্টিং প্রসমীক্ষ্য সত্বর-
স্ততোঽবরুহ্যাপসসার ভীতবৎ।
গোপ্যন্বধাবন্ন যমাপ যোগিনাং
ক্ষমং প্রবেষ্টুং তপসেরিতং মনঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(কৃষ্ণঃ) আত্তযষ্টিং (যষ্টিহস্তাং) তাং (যশোদাং) প্রসমীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) সত্বরঃ (ত্বরা-যুক্তঃ) ততঃ (উলূখলাৎ) অবরুহ্য ভীতবৎ (ভয়ার্ত্তঃ ইব) অপসসার (পলায়িতঃ)। যোগিনাং মনঃ তপসা ঈরিতং (প্রেরিতমপি) প্রবেষ্টুং (ব্রহ্মণি লীনীভবিতুং) ক্ষমং (সমর্থমপি যং ন আপ (লব্ধ-বান্) (তং) গোপী (যশোদা) অন্বধাবৎ (অনু-সসার) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ মাতাকে যষ্টিহস্তে উপস্থিত দেখিয়া সত্বর উলূখল হইতে অবতরণপূর্ব্বক ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় পলায়ন করিলেন। যোগিগণের তপোবলে প্রেরিত চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইবার যোগ্য হইলেও যাঁহাকে পাইতে পারে না, সেই পুত্র কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য যশোদা দেবী তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥৯

বিশ্বনাথ—পুত্রভীষণার্থমাত্তযষ্টিং ভীতবদিতি সাহজিক মাতৃস্নেহভর-জ্ঞানেন তত্ত্বতোঽন্তর্ভয়াভাবাৎ। যদ্বা ভীতবদিতি মতুবন্তং ভয়যুক্তং যথা স্যাত্তথাপসসার দুদ্রাবেত্যর্থঃ। "ভয়ভাবনয়া স্থিতস্যেতি" কুন্ত্যুক্তেঃ। গোপী যশোদা যোগঃ সমাধিস্তদ্বতাং মনঃ তপসা জ্ঞানেনেরিতমপি প্রবেষ্টুং ব্রহ্মণি লীনীভবিতুং ক্ষমমপি যং নাপ, 'নায়ং সুখাপ' ইত্যাদৌ স্পষ্টীভাবিত্বাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাম্ আত্তযষ্টিম্'—পুত্রকে ভয় প্রদর্শনার্থ যষ্টি লইয়া মাতাকে আসিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদূখল হইতে শীঘ্র অবতরণ পূর্ব্বক, 'ভীত-বৎ'—ভীতের ন্যায়, স্বাভাবিক মাতৃস্নেহাতিশয়ের জ্ঞানে তত্ত্বতঃ অন্তরে ভয় নাই, কিম্বা—ভীতবৎ, ইহা মতুপ্ প্রত্যয়, ভয়যুক্ত যেরূপে হয় সেরূপে পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেমন কুন্তীদেবীর স্তবে উক্ত হইয়াছে—'ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য" (১।৮।৩০), অর্থাৎ

হে কৃষ্ণ! তুমি দধিভাণ্ড ভগ্ন করিয়া অপরাধ করিলে তোমার মাতা যশোদা তোমাকে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময় তোমার যে অবস্থা হয়, তাহা আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া আমাকে বিমোহিত করিতেছে। যশোদাকে দেখিয়া তোমার লোচনদ্বয় ভয়ে ব্যাকুল এবং তত্রস্থ অঞ্জন অশ্রুজলে মিশ্রিত হইয়াছিল এবং যে ভয় তোমা হইতে ভয় পায়, সেই ভয়ের ভাবনায় অর্থাৎ যশোদার তাড়নচিন্তায় ভীত হইয়া তুমি অধোবদন হইয়াছিলে। 'গোপী'—এখানে শ্রীযশোদা। 'যোগিনাং তপসেরিতং মনঃ'—সমাধিযুক্ত যোগিগণের জ্ঞানের দ্বারা প্রেরিত মন ব্রহ্মে লীন হইতে সমর্থ হইলেও যাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না, সেই কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য মাতা যশোদা তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। 'নায়ং সুখাপঃ' (২১ শ্লোক)—ইত্যাদিতে ইহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইবে ॥ ৯ ॥

———

অন্বঞ্চমানা জননী বৃহচ্চল-
চ্ছ্রোণীভরাক্রান্তগতিঃ সুমধ্যমা।
জবেন বিস্রংসিতকেশবন্ধন-
চ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ পরামৃশৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অন্বঞ্চমানা (কৃষ্ণং অনুগচ্ছন্তী) সুমধ্যমা (ক্ষীণকটিঃ) বৃহচ্চলচ্ছ্রোণিভরাক্রান্তগতিঃ (বিশালনিতম্বভারেণ মন্থরগতিঃ) জবেন (বেগেন) বিস্রংসিত-কেশবন্ধনচ্যুতপ্রসূনানুগতিঃ (বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধনাৎ চ্যুতৈঃ পতিতৈঃ প্রসূনৈঃ পুষ্পৈঃ অনুগতিঃ অনুগমনং যস্যাঃ সা) জননী পরামৃশৎ (কৃষ্ণং ধৃতবতী) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের অনুধাবনকারিণী সুমধ্যমা যশোদা দেবীর চঞ্চল নিতম্বভরে গতি মন্থর হইল। দ্রুতগমন-হেতু কেশবন্ধন হইতে পুষ্প সকল স্খলিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। এইরূপে গমন করিতে করিতে তিনি কৃষ্ণকে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ যোগিদুষ্প্রাপং তমনুধাবনেন সা ন প্রাপেতি বাচ্যমিত্যাহ অন্বঞ্চেতি। বিস্রংসিতাৎ কেশবন্ধাৎ চ্যুতৈঃ প্রসূনৈরনুগতিরনুগমনং যস্যাঃ সা। পরা পৃষ্ঠতোঽমৃষৎ তং ধৃতবতী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগিগণের দুষ্প্রাপ তাঁহাকে অনুধাবন করিয়া যশোদা প্রাপ্ত হন নাই, ইহা বলিতে পারেন না—ইহা বলিতেছেন—'অন্বঞ্চমানা' ইত্যাদি। 'বিস্রংসিত-কেশবন্ধন'—গমনবেগে স্খলিত কেশবন্ধন হইতে পুষ্পসমূহ ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার গমনের সঙ্গে পতিত হইতে লাগিল। 'পরামৃশৎ'—এইভাবে চলিতে চলিতে মা তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে ধরিয়া ফেলিলেন ॥ ১০ ॥

———

কৃতাগসং তং প্ররুদন্তমক্ষিণী
কষন্তমঞ্জন্মসিণী স্বপাণিনা।
উদ্বীক্ষমাণং ভয়বিহ্বলেক্ষণং
হস্তে গৃহীত্বা ভিষয়ন্ত্যবাগুরৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতাগসং (কৃতাপরাধং) প্ররুদন্তং (ক্রন্দন্তং) অঞ্জন্মসিনী (অঞ্জন্তী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োঃ তে) অক্ষিণী (নয়নে) স্বপাণিনা (নিজহস্তেন) কর্ষন্তং (ঘর্ষয়ন্তং) উদ্বীক্ষ্যমাণং (যশোদয়া নিরীক্ষ্যমাণং) ভয়বিহ্বলেক্ষণং (ভয়েন কাতর দৃষ্টিং) তং (কৃষ্ণং) হস্তে গৃহীত্বা (ধৃত্বা) ভিষয়ন্তী (ভয়ং প্রদর্শয়ন্তী) অবাগুরৎ (অভর্ৎসয়ৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—(যশোদা দেখিলেন যে) অপরাধী বালক তখন রোদন করিতে করিতে নিজহস্তে নয়নযুগল ঘর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নেত্রস্থ অঞ্জন অশ্রুজলে সর্ব্বত্র প্রসৃত হইতেছে, যশোদাকে দর্শন করিয়া তাঁহার নেত্রদ্বয় ভয়ে বিহ্বল। এরূপ পুত্রকে যশোদা হস্তে ধারণপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শন সৎকারে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিদুষ্প্রাপং তং ন কেবলং ধৃতবত্যেব কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরনিশং স্তূয়মানং তমভর্ৎসয়ৎ অপি মহাকালযমাদীনামপি ভয়হেতুং তং যষ্টিমাত্রেণাপ্যভায়য়দপীত্যাহ কৃতাগসমিতি। অঞ্জন্মসিনী অঞ্জন্তী সর্ব্বতঃ প্রসরন্তী মসী যয়োস্তে অক্ষিণী স্বপাণিনা স্ববামপাণিপৃষ্ঠেনৈব সংমর্দ্দয়ন্তং দক্ষিণপাণের্মাতৃগৃহীতত্বাৎ ভিষয়ন্তী যষ্ট্যা ভায়য়ন্তী। হ্রস্বসুগাবার্ষৌ। যদ্বা ভীষয়মাণা তদা হ্রস্বপর-

ষৈমপদে আর্ষে। অবাগুরৎ ভো অশান্তপ্রকৃতে ! বানরবন্ধো মন্থনীস্ফোটক ! অদ্য নবনীতাদিকং কুতঃ প্রাপ্স্যসি তথা বধ্নাম্যদ্য যথা সহচরবালকৈঃ সহ খেলিতুং নবনীতমপহর্ত্তুঞ্চ ন প্রভবিষ্যসি। ইদানীং যষ্টিতাড়নাৎ কিং বিভেষীতি তর্জ্জয়ন্তী যষ্ট্যুত্থানেন তাড়নোদ্যমং চকার ন তু ততাড়। গুরী উদ্যমে॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যোগি-দুষ্প্রাপ তাঁহাকে কেবল যে ধরিলেন, তাহা নহে, কিন্তু ব্রহ্মরুদ্রাদির দ্বারা নিরন্তর স্তূয়মান তাঁহাকে ভর্ৎসনাও করিলেন এবং মহাকাল ও যমাদিরও ভয়হেতু তাঁহাকে যষ্টি-মাত্রের দ্বারা ভয়ও দেখাইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন —'কৃতাগসম্' ইত্যাদি। দক্ষিণ হস্ত মাতা ধারণ করায় স্বীয় বামহস্তের পৃষ্ঠভাগের দ্বারা নেত্রদ্বয় ঘর্ষণ করিতেছিলেন, তাহাতে নেত্রস্থ অঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইতেছিল। 'ভিষয়ন্তী'—যষ্টির দ্বারা ভয় দেখাইতে, 'অবাগুরৎ'—"হে অশান্ত প্রকৃতে ! বানরের বন্ধু, দধিভাণ্ড ভগ্নকারী ! অদ্য নবনীতাদি কোথা হইতে পাইবে ? অদ্য এমনভাবে বন্ধন করিব যাহাতে সহচর বালকগণের সহিত খেলা করিতে ও নবনীত চুরি করিতে সমর্থ হইবে না। এখন যষ্টিতাড়না হইতে কেন ভীত হইতেছ ?" —এইরূপ তর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীযশোদা যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক কেবল তাড়নের উদ্যমই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাড়না করেন নাই। 'গুরী'—ধাতু উদ্যম অর্থে ॥ ১১ ॥

———

ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাঽতদ্বীর্য্যকোবিদা॥১২॥

অন্বয়ঃ—অর্ভকবৎসলা (পুত্রস্নেহাক্রান্তা অতঃ) অতদ্বীর্য্যকোবিদা (তৎপ্রভাবানুসন্ধানরহিতা স্নেহ-ভারাক্রান্তচিত্তত্বেনান্যাস্ফূর্ত্তেঃ) সুতং ভীতং বিজ্ঞায় যষ্টিং ত্যক্ত্বা দাম্না (রজ্জ্বা) বদ্ধুং (আবদ্ধীকর্ত্তুং) ইয়েষ কিল (ঐচ্ছত) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যশোদাদেবীর চিত্ত পুত্রস্নেহে আক্রান্ত, সুতরাং তিনি পুত্রের অসীম প্রভাব জ্ঞাত ছিলেন না। অর্থাৎ তাঁহার মাধুর্য্য জ্ঞানে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য স্ফূর্ত্তি হইত না—পুত্রকে ভীত জানিয়া যশোদা দেবী যষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মাতর্মাং মা তাড়য়েত্যুক্তে তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভীস্তৎ কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ। মাতরেবমথ নৈব করিষ্যে পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিমিতি পুত্রোক্তিকাতর্য্যবিক্লবমনা হন্ত ! কদাচিদয়ং মন্যুনা বনং প্রবিশেদিতি শঙ্কয়া তন্নিরোধার্থমুপায়ং নিশ্চিকায়েত্যাহ ত্যক্ত্বেতি। তদ্বীর্য্যস্য সর্ব্বব্যাপকত্ব-লক্ষণস্য তদৈশ্বর্য্যস্য ন কোবিদা। শুদ্ধতন্মাধুর্য্যৈক-নিমগ্নত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"মাতঃ! আমাকে তাড়না করিও না"—কৃষ্ণ এরূপ বলিলে, মা বলিলেন—"যদি তাড়নে তোমার এত ভয়, তবে আজ দধিভাণ্ড ভগ্ন করিলে কেন ?" "মাতঃ! এরূপ আর কখন করিব না, তোমার হাত থেকে যষ্টি ফেলে দাও।" —এরূপ পুত্রের কাতর উক্তিতে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া মা যশোদা 'যদি কখন মনের দুঃখে এই বালক বনে প্রবেশ করে'—এরূপ শঙ্কায় তাহাকে আটকাইয়া রাখিবার কোন উপায় স্থির করিলেন ; ইহা বলিতে-ছেন—'ত্যক্ত্বা' ইত্যাদি, অর্থাৎ পুত্রবৎসলা যশোদা পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন। 'অতদ্বীর্য্য-কোবিদা'—কৃষ্ণের শুদ্ধ মাধুর্য্যসিন্ধুতে নিমগ্ন বলিয়া মাতা যশোদা তদীয় সর্ব্বব্যপকত্বরূপ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। (অথবা—'তদ্বীর্য্য-কোবিদা', নিজের ছেলের যে কতটুকু শক্তি তাহা ভালভাবে জানেন বলিয়াই বাঁধিতে চাহিলেন। মা জানেন বাঁধিয়া রাখিলে খুলিতে পারিবে না কিছুতেই।) ॥১২

———

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চয়ঃ ॥ ১৩ ॥
তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজম্।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য বহিঃ ন অন্তঃ ন পূর্ব্বং ন অপরং চ অপি ন (বর্ত্ততে) যঃ জগতঃ (ব্রহ্মাণ্ডস্য) পূর্ব্বা-পরং বহিঃ অন্তঃ চ (ভবতি) (যশ্চ) জগচ্চয়ঃ (জগৎ সমষ্ট্যাত্মক এব ভবতি)। তং (কৃষ্ণং) অব্যক্তং

(অপ্রকাশ্যং) অধোক্ষজং (প্রাকৃত জ্ঞানাবিষয়ং) মর্ত্ত্য-লিঙ্গং (মনুষ্য লক্ষণং) আত্মজং (স্বপুত্রং) মত্বা গোপিকা (যশোদা) প্রাকৃতং যথা (সাধারণং জনমিব) দাম্না (রজ্জ্বা) উলূখলে ববন্ধ (অবরুরোধ) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অন্তর্বাহ্য নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপক, পূর্ব্ব-পশ্চাৎ কালের ব্যবধান যাঁহার নাই অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকালেই একই স্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান, যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তর ও বাহ্য এবং কার্য্যকারণের অভেদ বিচারে যিনি জগৎ-স্বরূপ সেই অব্যক্ত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অগোচর মনুষ্যাকৃতিবিশিষ্ট কৃষ্ণকে স্বপুত্র মনে করিয়া যশোদা দেবী সাধারণ বালকের ন্যায় তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তং স্বমায়াগুণৈর্নিবধ্নন্তমপি সর্ব্বব্যাপকমপি মহামহেশ্বরং তং স্বপ্রেমবলাদেব পট্টময়-দাম্না ববন্ধাপীত্যাহ—ন চেতি দ্বাভ্যাং, বন্ধনং হি বহিঃপরীতেন দাম্না আবৃতস্য পরিচ্ছিন্নস্য বস্তুনঃ সম্ভবতি যস্য তু বিভুত্বাদ্বহির্ন বিদ্যতে তৎপ্রতিযোগিত্বাদন্তশ্চ ন বিদ্যতে তত্র ক্ব বা দাম্না স্থাতব্যম্। কিম্বা তেনাবরীতব্যমিতি ভাবঃ। সর্ব্বদেশব্যাপকত্বমুক্ত্বা প্রসঙ্গাৎ সর্ব্বকালব্যাপকত্বমাহ—ন পূর্ব্বং নাপি চাপরমিতি। যস্মাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ কালৌ ন স্ত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ব্যাপকেন ব্যাপ্যস্য বন্ধো ভবতি তচ্চাত্র বিপরীতমিত্যাহ—পূর্ব্বাপরমিতি। জগচ্চ য ইতি তচ্ছক্তিকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ। ততশ্চ সম্পূর্ণেন জগতাপি তদ্বন্ধো ন সম্ভবেৎ কিং পুনর্জগদংশাংশভূতেন দাম্নেত্যর্থঃ। নচ সাকারত্বেন তস্য বিভুত্বং সম্ভবেদিতি বাচ্যং, সাকারস্যৈব তস্যোদরে সর্ব্বজগত ইদন্তাস্পদস্য যশোদয়া দৃষ্টত্বাৎ। তর্হি সা কথং ববন্ধ? তত্রাহ—তং আত্মজং মত্বা অসাধারণ-বাৎসল্যপ্রেমবিষয়ীকৃত্যেত্যর্থঃ। তস্য প্রেমাধীনত্বাৎ বিভুত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যৈব বন্ধনমিতি ভাবঃ। অব্যক্তং প্রেমবশ্যত্বাদেব প্রচ্ছন্নীভূত-মহৈশ্বর্য্যং মর্ত্ত্যলিঙ্গং মনুষ্যাকারং তদপ্যধোক্ষজমতীন্দ্রিয়ম্। যথা প্রাকৃতং বধ্নাতি তথৈব চিৎপুঞ্জমপি তং ববন্ধেত্যহো প্রেম-বলং তস্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সকলকে যিনি নিজ মায়ারজ্জুর দ্বারা বন্ধন করেন, যিনি সর্ব্বব্যাপক মহামহেশ্বর, তাঁহাকে স্বপ্রেমরজ্জু-বলেই মা যশোদা পট্টময় রজ্জু দ্বারা বন্ধনও করিলেন, ইহা 'ন চান্তং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। বাহির হইতে বেষ্টিত রজ্জুর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই বন্ধন সম্ভব, কিন্তু বিভু বলিয়া যাহার বাহির নাই এবং সেখানে কোথায় রজ্জু থাকিবে কি প্রকারেই বা তাহার আবরণ হইবে? —এই ভাব। সর্ব্বদেশ-ব্যাপকত্ব বলিয়া প্রসঙ্গতঃ সর্ব্বকাল-ব্যাপকত্ব বলিতেছেন—'ন পূর্ব্বং নাপি চাপরং', যাহার পূর্ব্ব নাই, অপরও নাই, অর্থাৎ যাহা হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চাৎ কালদ্বয় নাই, এই অর্থ। আরও, ব্যাপকের দ্বারা ব্যাপ্যের বন্ধন হইয়া থাকে, তাহাও এখানে বিপরীত, ইহা বলিতেছেন—'পূর্ব্বাপরং', যিনি জগতের পূর্ব্ব ও অপর, অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, আবার সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যিনি জগতের অন্তর ও বাহির। 'জগচ্চ যঃ' —জগৎ তাঁহার মায়াশক্তির কার্য্য বলিয়া তিনিই জগৎস্বরূপ। সুতরাং সম্পূর্ণ জগতের দ্বারাও তাঁহার বন্ধন সম্ভব নহে, তাহাতে জগতের অংশাংশরূপ সামান্য রজ্জুর দ্বারা কি প্রকারে বন্ধন হইতে পারে? এই অর্থ। আবার সাকার বলিয়া তাঁহার বিভুত্ব সম্ভব নহে—ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু সাকার তাঁহার উদরে এই পরিদৃশ্যমান সর্ব্ব জগৎ মা যশোমতী দর্শন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কি প্রকারে মা তাঁহাকে বন্ধন করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন —'তম্ আত্মজং মত্বা', তাঁহাকে নিজের গর্ভজাত পুত্র মনে করিয়া, অর্থাৎ অসাধারণ বাৎসল্য প্রেমের বিষয়ীভূত করিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিলেন এই অর্থ। ভগবান্ প্রেমাধীন বলিয়া বিভুত্ব হইলেও অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই বন্ধন হইয়াছিল—এই ভাব। 'অব্যক্তং'—প্রেমবশ্যত্বহেতু যাঁহার মহান্ ঐশ্বর্য্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। 'মর্ত্ত্যলিঙ্গং'—মনুষ্যাকার, তাহা হইলেও 'অধোক্ষজম্'—অতীন্দ্রিয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের যিনি অগোচর। 'যথা প্রাকৃতং'—এই জগতের মায়েরা যেমন তাহাদের ছেলেদের বাঁধে, সেইরূপ যশোদা তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বন্ধন করিলেন। চিৎপুঞ্জরূপ হইলেও তাঁহাকে বন্ধন করিলেন—

অহো ! মা যশোমতীর কি প্রেমবল ! —এই ভাবার্থ ॥ ১৩-১৪ ॥

তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতাগসঃ (অপরাধিনঃ) বধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য (স্বসুতস্য) তৎ দাম (বন্ধনরজ্জুঃ) দ্ব্যঙ্গুলোনং অভূৎ (অঙ্গুলীদ্বয় পরিমাণেন হ্রস্বং জাতম্) তেন (হেতুনা) গোপিকা (যশোদা) অন্যৎ চ (দাম) সন্দধে (পূর্ব্বদাম্না যোজয়ামাস) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—তখন অপরাধী বালকের বন্ধনকালে সেই বন্ধন রজ্জু দুই অঙ্গুলি পরিমাণ হ্রস্ব হওয়ায় যশোদা তাহার সহিত অন্য রজ্জু যোগ করিলেন ॥১৫

বিশ্বনাথ—প্রেম্না সম্ভবিষ্যত্যপি তস্য বন্ধনে প্রথমং তদাকারস্য মাতৃক্রোড়পরিচ্ছিন্নস্যাপি বিভুত্বমাহ ত্রিভিঃ । তদ্দামেতি । সহচরৈঃ সহ খেলনং পরগৃহেষু দধিচৌর্য্যং চাবশ্যকং প্রাত্যহিকং কৃত্যং চিকীর্ষোর্মম বন্ধনং মা ভবত্বিতি তদিচ্ছায়াং জাতায়াং মৎপ্রভুং কা বধ্নীয়াদিতি তদীয়সত্যসঙ্কল্পতা-শক্ত্যা প্রেরিতা বিভুতাশক্তিঃ সহসৈব তদ্দেহে প্রাদুরভূদিত্যাহ ; দ্ব্যঙ্গুলীভ্যামপূর্ণম্ । ততশ্চ তেন দাম্না সহ অন্যদ্দাম সন্দধে গ্রন্থিং দত্ত্বা জুগুম্ফেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রেমের দ্বারা বন্ধন সম্ভব হইলেও, তাঁহার বন্ধনে প্রথমতঃ মাতৃক্রোড়-পরিচ্ছিন্ন হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের বিভুত্ব বলিতেছেন—'তদ্দাম' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে । 'সহচরগণের সহিত খেলা এবং পরগৃহে দধিচৌর্য্য—এইরূপ আবশ্যক প্রাত্যহিক কৃত্য সম্পাদনেচ্ছু আমার বন্ধন না হউক', এরূপ শ্রীকৃষ্ণের মনে ইচ্ছা জাগিলে, 'কে আমার প্রভুকে বন্ধন করিতে পারে ?' —এইরূপে তদীয় সত্যসঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারা প্রেরিত বিভুতাশক্তি সহসাই শ্রীকৃষ্ণের দেহে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'তদ্দামবধ্যমানস্য', অর্থাৎ কৃতাপরাধ নিজ পুত্রকে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়া জননী যে রজ্জু গ্রহণ করিলেন, 'দ্ব্যঙ্গুলোনং'—তাহা দুই অঙ্গুলি কম হইল । তারপর ঐ রজ্জুর সহিত অপর রজ্জু সংযোগ করিলেন, অর্থাৎ গ্রন্থি দিয়া বাঁধিলেন, এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

যদাসীৎ তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে ।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদ্যদাদত্ত বন্ধনম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (গৃহীতং দাম) তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং (হ্রস্বং) আসীৎ তেন অন্যৎ অপি সন্দধে তৎ অপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং এবং যৎ যৎ বন্ধনং (দাম) আদত্ত (গৃহীতবতী সর্ব্বমেব দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং জাতম্) ॥ ১৬॥

অনুবাদ—সেই রজ্জুও দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইল। তখন অন্য রজ্জু যোগ করিলেন । তাহাও সেইরূপ হ্রস্ব হইল । এইরূপে যত রজ্জু গ্রহণ করিতেছিলেন সেই সমস্তই দুই অঙ্গুলি হ্রস্ব হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—বধ্যতেঽনেনেতি বন্ধনং দাম ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্ধনং'—যাহারা দ্বারা বন্ধন হয়, তাহা বন্ধন অর্থাৎ রজ্জু । (এইরূপে মা যত রজ্জু গ্রহণ করিতেছিলেন, সেই সমস্তই দুই অঙ্গুলি কম হইতে লাগিল ।) ॥ ১৬ ॥

এবং স্বগেহদামানি যশোদা সন্দধত্যপি ।
গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং স্ময়ন্তী বিস্মিতাভবৎ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—এবং (প্রকারেণ) স্বগেহদামানি (নিজ গৃহস্থিতসর্ব্বরজ্জুঃ) সন্দধতী অপি যশোদা (বন্ধনাশক্তা) সুস্ময়ন্তীনাং (হাসংকুর্ব্বতীনাং) গোপীনাং (সম্মুখে) স্ময়ন্তী (স্বয়মপিহাসং কুর্ব্বতী) বিস্মিতা (সাশ্চর্য্যা) অভবৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে নিজগৃহের সমস্ত রজ্জু গ্রহণ করিয়াও যখন যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিতে পারিলেন না তখন গোপীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং যশোদাও হাস্য করিতে করিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গোপীনাং গোপীষু প্রতিবেশি-পুরন্ধ্রীষু সুস্ময়মানাসু সতীষু বিস্মিতেত্যহো মুষ্টিপরিমিতমস্যোদরং শতহস্তপরিমিতেন দাম্নাপি ন বেষ্ট্যতে । তত্রোদরং তিলমাত্রমপি ন বিপুলীভবতি, দামাপ্যঙ্গুলিমাত্রমপি ন ন্যূনীভবতি, তদপি বেষ্টনং ন পূর্য্যত ইত্যেকো বিস্ময়ঃ । প্রতিবারমেব বেষ্টনে দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতৈব নতু-ত্র্যঙ্গুল চতুরঙ্গুলাদি-ন্যূনতেতি দ্বিতীয়শ্চ বিস্ময়ঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপীনাং সুস্ময়ন্তীনাং'—

প্রতিবেশী গোপীগণ হাস্য করিতে থাকিলে, যশোদাও হাসিতে হাসিতে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বিস্ময়ের কারণ বলিতেছেন—মুষ্টিপরিমিত এই বালকের উদর, শতহস্ত পরিমিত রজ্জুতেও বেষ্টিত হইল না। তাহাতে উদর তিলমাত্রও বৃদ্ধি পায় নাই, আবার রজ্জুও অঙ্গুলিমাত্রও ন্যূন হয় নাই, তথাপি বেষ্টন করা যাইতেছে না—এই এক বিস্ময়। আবার প্রতিবার বেষ্টনে দুই অঙ্গুলিই কম হইতেছে, তিন বা চারি অঙ্গুলি কম নহে—ইহা দ্বিতীয় বিস্ময় ।।১৭

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ শ্রমাৎ) স্বিন্নগাত্রায়াঃ (ঘর্ম্মাক্তশরীরায়াঃ) বিস্রস্তকবরস্রজঃ (বিস্রস্তা পতিতা কবরস্রক্ কেশবন্ধস্থ মাল্যং যস্যাঃ তস্যাঃ) স্বমাতুঃ (যশোদায়াঃ) পরিশ্রমং (ক্লান্তিং) দৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ কৃপয়া স্ববন্ধনে (স্বয়মেব বন্ধনে) আসীৎ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত এবং কেশবন্ধনস্থিত মাল্য স্খলিত হইতেছিল। বালক তখন মাতাকে পরিশ্রান্তা দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ং বন্ধনগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চাহো মণিময়ানতিদীর্ঘকিঙ্কিণীবেষ্টিতাবলগ্নস্যাস্য গৃহস্থিতসর্ব্বদামভিরপি যদ্বন্ধনং ন নিষ্পাদ্যতে তদস্য শুভং, যৎ বালকস্য ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যনুমীয়তে তদিত উদ্যমাৎ "প্রিয়সখি যশোদে বিরম্যতাম্" ইতি পুরন্ধ্রীজনপ্রবোধিতয়াপি যশোদয়াদ্য সন্ধ্যাপর্য্যন্তমপ্যেতদ্গ্রামস্থৈরপি দামভির্গ্রথিতৈ-রেতদুদরস্যাবধিরধিজিগমিষণীয় ইতি প্রৌঢ়বাদবত্যা পুত্রাভিমত্যা পরমেশ্বর-বন্ধনোদ্যমে হ্যপরিত্যক্তে সতি ভক্তভগবতোর্মধ্যে ভক্তহঠ এব তিষ্ঠেদিত্যতো মাতুঃ শ্রমমালক্ষ্য মাতৃবৎসলো ভগবানেব স্বহঠং তত্যাজেত্যাহ;—স ইতি স্বমাতুরিতি চ পাঠঃ। কৃপয়েতি সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিনী পরমভাস্বতী কৃপাশক্তিরেব ভগবচ্চিত্তং নবনীতমিব বিদ্রুতীকৃত্য তত্র স্বয়ং প্রাদুর্ভূয় পূর্ব্বোদ্ভূতে সত্যসঙ্কল্পতা-বিভুতাশক্তী তত্র সহসৈবান্তর্দ্ধাপয়ামাসেত্যর্থঃ। অত্র পরিশ্রমমিতি কৃপয়েত্যাভ্যাং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা-সমাহিতা ভক্তনিষ্ঠা ভজনোত্থা শ্রান্তি-স্তদ্দর্শনোত্থা স্বনিষ্ঠা কৃপা চেতি দ্বাভ্যামেব ভগবান্ বদ্ধো ভবেৎ। তে দ্বে যাবন্নাভূতাং তাবদ্দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা আসীৎ। তয়োরুদ্ভূতয়োস্তু বদ্ধোঽভূদিতি প্রেম্না স্ববন্ধন-প্রকার স্বমাতরি স্বয়মুদাহৃতো ভগবতেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"অহো! এই বালকের কটিতটে মণিময় অনতিদীর্ঘ কিঙ্কিণী পরিবেষ্টিত রহিয়াছে, অথচ গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জুর দ্বারাও যখন বন্ধন নিষ্পন্ন হইল না, ইহা এই বালকের শুভলক্ষণ যে বিধাতা ইহার ললাটে বন্ধন লিখেন নাই, ইহা অনুমান করি। অতএব হে প্রিয়সখি যশোদে! এই উদ্যম হইতে বিরত হও।"—প্রতিবেশী গোপীগণ এরূপ বুঝাইলে মা যশোদা বলিলেন—"অদ্য প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত এই গ্রামের সকল রজ্জু গ্রথিত করিয়া ইহার উদরের কতদূর সীমা (অবধি), তাহা আমি জানিতে চাই।"—এরূপ প্রৌঢ়িবাদপূর্ব্বক পুত্রাভিমতী যশোদা পরমেশ্বরের বন্ধনের উদ্যম পরিত্যাগ না করিলে, 'ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে হঠকারিতায় ভক্তের হঠই থাকে'—এই রীতি অনুসারে মাতার শ্রম অবলোকনপূর্ব্বক মাতৃবৎসল ভগবান্ নিজের হঠ পরিত্যাগ করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'স মাতুঃ', তিনি মাতার পরিশ্রম দেখিয়া, এস্থলে 'স্বমাতুঃ'—নিজ জননীর, এরূপ পাঠান্তরে কৃষ্ণের তাঁহাতে স্নেহাধিক্য জানাইতেছেন। 'কৃপয়া'—সর্ব্বশক্তিশ্রেষ্ঠা পরমোজ্জ্বলা কৃপাশক্তি ভগবানের চিত্তকে নবনীতের ন্যায় বিগলিত করিয়া নিজেই প্রাদুর্ভূত হইয়া পূর্ব্বোদ্ভূত সত্যসঙ্কল্পতা ও বিভুতিশক্তিকে তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করাইলেন—এই অর্থ। এখানে 'পরিশ্রম' এবং 'কৃপা'—এই দুইটির দ্বারা দুই অঙ্গুলির ন্যূনতার কারণ সমাধান করা হইয়াছে। ভক্তের ভজনজনিত পরিশ্রম এবং তদ্দর্শনজনিত ভগবানের কৃপা এই দুইটির দ্বারাই ভগবান্ বদ্ধ হইয়া থাকেন। সেই দুইটি যতক্ষণ পূর্ণ হয় নাই, ততক্ষণ দুই অঙ্গুলির ন্যূনতা ছিল। ঐ দুইটি উৎপন্ন হইলে বদ্ধ হইলেন, ইহার দ্বারা ভগবান্ নিজেই নিজ-বন্ধনের প্রকার স্বীয় জননীকে জানাইলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য বশে (আধিন্যে) সেশ্বরং (সমহেশ্বরং) ইদং (বিশ্বং বর্ত্ততে) অঙ্গ (সম্বোধনে তেন) স্ববশেন (স্বাধীনেন) হরিণা কৃষ্ণেন এবং (পূর্ব্বপ্রকারেণ) ভৃত্যবশ্যতা (ভক্তাধীনতা) সন্দর্শিতা (প্রকাশিতা) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মহেশ্বরের সহিত এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশীভূত, সেই স্বতন্ত্র হরি শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজের ভক্তের বশ্যতা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবতঃ পরমপারমৈশ্বর্য্যে সত্যপি প্রেমবশ্যতা-নিবন্ধনং বন্ধনমিদং পরমচমৎকারিত্বাভূষণমেব নতু দূষণমিত্যাহ,—এবং হরিণা স্বস্য আত্মারামত্বেঽপি বুভুক্ষয়া পূর্ণকামত্বেঽপ্যতৃপ্ত্যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপত্বেঽপি কোপেন স্বরাজ্যলক্ষ্মীমত্বেঽপি চৌর্য্যেণ মহাকালযমাদিভয়দত্বেঽপি ভয়পলায়নাভ্যাং মনোঽগ্রযানত্বেঽপি মাত্রা বলাদ্গ্রহণেন আনন্দময়ত্বেঽপি দুঃখরোদনেন সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি বন্ধনেন ভক্তবশ্যতা স্বাভাবিক্যেব স্বস্য সম্যক্ দর্শিতা। অজ্ঞান্ প্রতিদর্শনায় উপযোগাভাবাৎ ব্রহ্মভব-সনৎকুমারাদীন্ বিজ্ঞানপ্যতিচমৎকারং প্রাপর্য্যানুভাবিতেতি নেদমনুকরণমাত্রত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্। "দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্"। ইত্যত্র তদ্বিদামিতি প্রয়োগাদিতি ভাবঃ। স্ববশেন স্বাধীনেনাপি। ননু তর্হি কুতঃ স্বাধীনত্বং? তত্রাহ;—যস্যেতি চিচ্ছক্তিসারভূতেন প্রেম্ণৈব তস্যানন্দাতিশয়ার্থমেব ভক্তবশ্যত্বং নিষ্পাদ্যত ইতি প্রাক্ প্রপঞ্চিতম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীভগবানের পরম পারমৈশ্বর্য্য বিদ্যমান থাকিলেও প্রেমবশ্যতা-নিবন্ধন এই বন্ধন পরম চমৎকারিত্বহেতু ভূষণই. কিন্তু দূষণ নহে, ইহা বলিতেছেন—'এবং হরিণা', এই প্রকার শ্রীহরি স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও বুভুক্ষা, পূর্ণকাম হইয়াও অতৃপ্তি, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হইয়াও কোপ, স্বয়ং সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ হইয়াও চৌর্য্য, মহাকাল ও যমাদির ভয়প্রদ হইয়াও ভয় ও পলায়ন, মনের অগ্রগামী হইয়াও জননীকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক গ্রহণ, আনন্দময় হইয়াও দুঃখে রোদন, এবং সর্ব্বব্যাপক হইয়াও বন্ধন-স্বীকারের দ্বারা স্বীয় স্বাভাবিকী ভক্তবশ্যতাই সম্যক্রূপে প্রদর্শন করিলেন। অজ্ঞজনের প্রতি প্রদর্শনের কোন উপযোগিতা না থাকায়, বিজ্ঞ ব্রহ্মা, ভব, সনৎকুমার প্রভৃতিকে অতিশয় চমৎকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক অনুভব করাইলেন। ইহা অনুকরণমাত্র—এরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত, যেহেতু "দর্শয়ন্ তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভক্তবশ্যতাম্" (১০।১১।৯), অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপর ব্রহ্মাদি ভক্তগণের সমীপে নিজ ভক্তাধীনতা দেখাইয়া বালসুলভ লীলায় ব্রজবাসিগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন, এই স্থলে 'তদ্বিদাম্'—এরূপ প্রয়োগ আছে, এই ভাব। 'স্ববশেন'—তিনি স্বাধীন হইয়াও বশ্যতা স্বীকার করিলেন। যদি বলেন—তাহা হইলে তাঁহার স্বাধীনতা কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যস্যেদং', ঈশ্বরগণের সহিত এই নিখিল বিশ্ব যাঁহার বশবর্ত্তী। চিৎশক্তির সারভূত প্রেমের দ্বারাই তাঁহার আনন্দাতিশয়ের নিমিত্তই ভগবানের ভক্তবশ্যত্ব নিষ্পন্ন হয়, ইহা পূর্ব্বে প্রপঞ্চিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ॥২০

অন্বয়ঃ—গোপী (যশোদা) বিমুক্তিদাৎ (জগন্মুক্তিপ্রদায়কাৎ কৃষ্ণাৎ) তৎ যৎ প্রাপঃ (যাদৃশমনুগ্রহং প্রাপ্তা) বিরিঞ্চঃ ন (ব্রহ্মা ন) ভবঃ (শঙ্করঃ) ন অঙ্গসংশ্রয়া (সর্ব্বদা ভগবদর্দ্ধাঙ্গবিলাসিনী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) অপি ন ইমং (যশোদাসদৃশং) প্রসাদং (অনুগ্রহং) লেভিরে (ন প্রাপ্তাঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—গোপী যশোদা জগতের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে যেরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমন কি, সর্ব্বদা ভগবানের অর্দ্ধাঙ্গবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন নাই ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তবশ্যস্য তস্য ভক্তেষ্বপি মধ্যে ব্রজেশ্বর্য্যা আধিক্যমপারং বশ্যত্বাতিশয়দর্শনেন সরোমাঞ্চমাহ;—নেমমিতি। বিশিষ্টা মুক্তিঃ বিমুক্তিঃ, প্রেমা তৎপ্রদাদপি কৃষ্ণাৎ যৎ প্রসাদং গোপী শ্রীযশোদা প্রাপ তৎ তং প্রসাদং বিরিঞ্চো ভবঃ

শ্রীরপি ন লেভিরে ন লেভিরে ন লেভির ইত্যন্বয়ঃ। নঞ্ ত্রয়েণ লেভিরে ইত্যস্য ত্রিরাবৃত্ত্যা প্রাপ্ত্যভাবাতিশয় উক্তঃ। যদ্বা বিরিঞ্চোভবঃ শ্রীরপি প্রসাদং ন লেভিরে অপি তু প্রসাদং লেভির এব। কিন্তু গোপী যং প্রসাদং প্রাপ ইমং ন লেভিরে ইত্যন্বয়ঃ। বিরিঞ্চঃ পুত্রোহপি স "আদিদেবো জগতাং পরো গুরু" রিত্যুক্তের্ভক্তানামাদিগুরুরপি, ভবঃ স্বাত্মাপি "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু" রিত্যুক্তে-স্ততোহপ্যুৎকর্ষবানপি, শ্রীর্জায়াপি অঙ্গসংশ্রয়ত্বেন সখ্যভক্তিরসবত্ত্বাৎ দাসাভ্যাং তাভ্যামুৎকর্ষবত্যপি যস্যাঃ সকাশাৎ প্রেম্না ন্যূনা এব সা যশোদা সাধনসিদ্ধা পূর্ব্বজন্মনি ব্রহ্মদত্ত-বরা ধরা আসীদিতি মহানেবান্বয়ঃ নহি, ব্রহ্মণো বরদানলভ্যমেতাদৃশং প্রেমসৌভাগ্যং ভবিতুমর্হতি স ব্রহ্মাপি "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যামি"তি প্রার্থয়মানোহস্যা ন্যূনাতিন্যূন-কক্ষায়ামেব গণ্যত ইত্যতঃ শ্রুতিস্মৃত্যাগম-প্রসিদ্ধে নিত্যসিদ্ধে এব নন্দ-যশোদে ত্বয়া জ্ঞেয়ে। "নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ ? শ্রেয় এবং মহোদয়ম্" যশোদা বেত্যল্পবিমর্শে ত্বদীয়-প্রশ্নে ময়াপি স্বল্পপ্রায়ং দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইতি তদেকাংশাশ্রয়ং প্রত্যুত্তরং দত্তমিতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তবশ্য শ্রীভগবানের ভক্তগণের মধ্যেও ব্রজদেবী শ্রীযশোদার প্রতি বশ্যত্বাতিশয় দর্শনে পুলকিত হইয়া বলিতেছেন—'নেমং' ইত্যাদি। 'বিমুক্তিদাৎ'—বিশিষ্টা মুক্তি বিমুক্তি অর্থাৎ প্রেম, সেই প্রেমপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা প্রাপ্ত হইলেন, সেই প্রসাদ ব্রহ্মা, শিব, কিম্বা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, লাভ করেন নাই, লাভ করেন নাই—এই অন্বয়। এই স্থলে তিনবার নঞ্-শব্দের প্রয়োগে 'লেভিরে'—ইহারও তিনবার আবৃত্তির দ্বারা প্রাপ্তির অভাবের অতিশয় বলা হইল। অথবা—ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মীদেবীও প্রসাদ (অনুগ্রহ) লাভ করেন নাই, ইহা নহে, অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু গোপী যশোদা—যে অনুগ্রহ (মুক্তিদাতার বন্ধনরূপ ভক্তবশ্যতা) লাভ করিলেন, তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করেন নাই—এই অন্বয়। 'বিরিঞ্চিঃ'—ব্রহ্মা পুত্র এবং ভক্তগণের আদিগুরু হইয়াও, যেমন উক্ত হইয়াছে—"স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ" (২।৯।৫), অর্থাৎ জগতের পরমগুরু (ভক্তিরহস্যের উপদেষ্টা) ব্রহ্মার তত্ত্বজ্ঞান তাঁহারই প্রসাদে হইয়াছে। 'ভবঃ'—মহেশ্বর আত্মীয় হইয়াও, যেমন উক্ত হইয়াছে—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" (১২।১৩।১৬), অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেমন শম্ভু শ্রেষ্ঠ। 'শ্রীঃ'—লক্ষ্মীদেবী, তাঁহার পত্নী, অঙ্গাশ্রিতা বলিয়া সখ্যভক্তি-রসযুক্তহেতু সেই দাসভক্তদ্বয় হইতে উৎকর্ষবতী হইয়াও যাঁহার নিকট প্রেমে ন্যূনা, সেই যশোদা সাধনসিদ্ধা পূর্ব্বজন্মে ব্রহ্মার বরপ্রাপ্তা ধরা ছিলেন—এরূপ বলা নিতান্তই অন্যায়। ব্রহ্মার বরদানে কখনই এতাদৃশ প্রেমসৌভাগ্য লভ্য হইতে পারে না, কারণ সেই ব্রহ্মাও "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্" (১০।১৪।৩৪) —এই মনুষ্যলোকে, তন্মধ্যে বৃন্দাবনে, তাহাতে আবার গোকুলে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই পরমভাগ্যবান্, যেহেতু গোকুলে জন্ম হইলে কোন না কোন গোকুলবাসীর পদরজে অভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইত্যাদি প্রার্থনা করায়, এই যশোদার ন্যূনাতিন্যূন কক্ষায় পরিগণিত হন। অতএব শ্রুতি, স্মৃতি, আগমপ্রসিদ্ধ নন্দ ও যশোদা নিত্যসিদ্ধই—ইহা তুমি জানিবে। "নন্দ মহারাজ মহাপুণ্যজনক এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়াছিলেন, মহাভাগা যশোদাই বা এমন কি পুণ্য করিয়াছিলেন" (১০।৮।৪৬), ইত্যাদি তোমার অল্পমনন প্রশ্নে—আমিও তদ্রূপ স্বল্পপ্রায় "বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তাঁহার পত্নী ধরা" ইত্যাদিরূপে তাঁহাদের একাংশ আশ্রয় করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছি—এই ভাবার্থ ॥ ২০ ॥

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং ভগবান্ গোপিকাসুতঃ ইহ (জগতি) ভক্তিমতাং (ভক্তানাং) যথা (যাদৃক্) সুখাপঃ (সুখলভ্যঃ) দেহিনাং (দেহাভিমানিনাং তাপসাদীনাং) আত্মভূতানাং (আত্মদর্শিনাং) জ্ঞানিনাং (নিবৃত্তাভিমানানাঞ্চ) ন (তাদৃক্ সুখলভ্যঃ ভবতি)॥২১

অনুবাদ—গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, দেহাভিমানী তাপস কিম্বা আত্মদর্শী জ্ঞানীগণের পক্ষে সেরূপ নহেন। (অর্থাৎ তপস্বী

বা জ্ঞানী অতি কষ্টে ভগবানকে লাভ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার অসম্যক্ বা আংশিক প্রভাবকে লাভ করে) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ শ্রীভাগবতেঽস্মিন্ ভগবৎপ্রেমৈব সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিত্বেনোদ্‌ঘুষ্যতে তস্য মূলভূতাশ্রয়াণাং ভক্তানাং মধ্যে নিত্যসিদ্ধত্ব এব তস্য নিত্যস্থিতিঃ সম্ভবেৎ, তেষ্বপি মধ্যে গোকুলবর্ত্তিনস্তন্মাত্রাদয় এব শ্রেষ্ঠাঃ যেষাং বাৎসল্যাদিভাববিষয়ীভূতঃ কৃষ্ণস্তদনুগমন-ভক্তিমদ্ভিরেব সুলভো নান্যৈরিত্যাহ—নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতো ন সুখাপঃ। কেষাং? দেহিনাং দেহাধ্যাসবতাং, জ্ঞানিনাং দেহাধ্যাসরহিতানাং আত্মারামভক্তানাং, তথাভূতত্বে সত্যেব প্রাপ্তিযোগ্যতায়াং নিষেধসম্ভবাৎ আত্মভূতানাং পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্টানাং বিরিঞ্চভবশ্রিয়াং তত্র বিরিঞ্চভবয়োঃ স্বাবতারত্বেন লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপশক্তিত্বেনাত্মভূতত্বং এবং ত্রিবিধজনানাং গোপিকাসুতো ভগবান্ ন সুখাপঃ। কিং তদিতি বিকুণ্ঠকৌশল্যাদিসুত এব দুঃখমেবাভিব্যঞ্জয়তি। যথা ইহ শ্রীযশোদায়ামেতদুপলক্ষিতেষু বাৎসল্যসখ্যকান্তভাবাশ্রয়েষু ব্রজলোকেষু যা ভক্তিঃ স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডেত্যাদিনা যথা ত্বল্লোকবাসিন্য ইত্যাদিনা চ ব্যঞ্জিতা। শ্রুত্যাদিভিরনুগতিময়ী তদ্বতাং যথা সুখাপস্তথা নেতি, তেন গোপিকাদ্যনুগতিময়-স্বন্যূনতা-দুঃখাঙ্গীকারস্তু বিরিঞ্চি-ভবলক্ষ্ম্যাদিভিরীশ্বরাভিমানিভিঃ স্বস্ব-লোকস্থিতৈর্দুঃশক্য এব অন্যেষান্তু তাদৃশোপদেশস্যালাভাদরোচকত্বাদ্বা তদনুগত্যভাব এবেতি ভাবঃ। তত্র সুখাপ-দুষ্প্রাপশব্দাভ্যাং প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তী এবোচ্যতে ইতি কেচিদাহুঃ ॥২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও এই শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবৎপ্রেমই সর্ব্বপুরুষার্থ-শিরোমণিরূপে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। সেই প্রেমের মূলভূত আশ্রয় ভক্তগণ, তাহাদের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ ভক্তজনেই তাহার (তাদৃশ প্রেমের) নিত্যস্থিতি সম্ভব। সেই নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যেও গোকুলবাসী তাঁহার মাতা প্রভৃতিই শ্রেষ্ঠ, যাঁহাদের বাৎসল্যাদি ভাবের বিষয়ীভূত কৃষ্ণ তদনুগত ভক্তজনেরই সুলভ, অন্যের নহে, ইহা বলিতেছেন—'নায়ম্' ইত্যাদি। 'অয়ং গোপিকাসুতঃ' —এই যশোদাদুলাল সুখলভ্য নহেন। কাহাদের পক্ষে সুখলভ্য নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দেহিনাং' দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের, দেহাধ্যাস-রহিত জ্ঞানিগণের এবং আত্মারাম-ভক্তগণের। সেইরূপ প্রাপ্তিযোগ্যতা থাকিলেও নিষেধসম্ভাবনায় বলিতেছেন— 'আত্মভূতানাং', পূর্ব্বশ্লোকনির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবীর পক্ষেও, তন্মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব নিজ অবতাররূপে এবং লক্ষ্মীদেবী স্বরূপশক্তিরূপে ভগবানের আত্মভূত, এই প্রকার ত্রিবিধ জনের পক্ষেও এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুখলভ্য নহেন। তাহাতে মহানারায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রাদির ভক্তের পক্ষে যে দুঃখে প্রাপ্তি, ইহা প্রকাশ পাইতেছে। 'যথা ইহ'— যেরূপ এই যশোদাতে, উপলক্ষণে বাৎসল্য, সখ্য ও কান্তভাবাশ্রয় ব্রজজনে যে ভক্তি, তাহা সুলভ নহে। যেমন—"স্ত্রিয়ঃ উরগেন্দ্র-ভোগভুজদণ্ড" (১০।৮৭।২৩), অর্থাৎ যে সকল রমণী সর্পরাজ-দেহসদৃশ ভবদীয় ভুজদণ্ডযুগলের প্রতি লালসাবশতঃ পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা এবং ভবদীয় পদকমলের সুষ্ঠু ধারণশীল অপরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিসম্পন্না আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য কৃপাপাত্রী। এবং "যথা তল্লোকবাসিন্যঃ", যেমন তোমার লোকবাসিনীগণ ইত্যাদির দ্বারা ব্রজলোকের ভক্তিই প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতি প্রভৃতিগণের দ্বারা অনুগতিময়ী যে ভক্তি, তাহার যাহারা অনুগত ভক্ত; তাহাদের (অর্থাৎ ব্রজভাবের অনুগত ভক্তজনের) পক্ষে যেমন এই যশোদাদুলাল সুলভ, তদ্রূপ অন্যের পক্ষে নহে। ইহাতে ব্রজগোপিকাগণের অনুগতিময় স্বন্যূনতারূপ দুঃখ অঙ্গীকার ঈশ্বরাভিমানী ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মী প্রভৃতির পক্ষে স্ব-স্ব-লোকে অবস্থানপূর্ব্বক দুঃসাধ্যই। কিন্তু অপরের পক্ষে তাদৃশ উপদেশের অপ্রাপ্তি, অথবা অরোচকতাই ব্রজজনের আনুগত্যের অভাবের কারণ —এই ভাবার্থ। এখানে সুখাপ ও দুষ্প্রাপ শব্দের দ্বারা প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিই উক্ত হইয়াছে—ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ২১ ॥

———

কৃষ্ণস্তু গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রায়াং মাতরি প্রভুঃ।
অদ্রাক্ষীদর্জ্জুনৌ পূর্ব্বং গুহ্যকৌ ধনদাত্মজৌ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—মাতরি (যশোদায়াং) গৃহকৃত্যেষু (গৃহকার্য্যেষু) ব্যগ্রায়াং (ব্যস্তায়াং সত্যাং) প্রভুঃ কৃষ্ণঃ

পূর্ব্বং (পূর্ব্বজন্মনি) ধনদাত্মজৌ (কুবের পুত্রৌ) গুহ্যকৌ (দেবযোনিবিশেষৌ) অর্জ্জুনৌ (ইহ জন্মনি অর্জ্জুন-বৃক্ষরূপেন জাতৌ) অদ্রাক্ষীৎ (অপশ্যৎ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ— মাতা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বজন্মে কুবেরের পুত্র গুহ্যকদ্বয় যাঁহারা ইহ জন্মে অর্জ্জুনবৃক্ষ যুগলে পরিণত হইয়াছেন তাহা দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্তৈর্বদ্ধস্যাপ্যন্যমোচকত্বং বক্তুমাহ কৃষ্ণস্ত্বিতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্ত-বন্ধনে আবদ্ধ দামোদর অন্যের মুক্তিদাতা, এই কথা বলিবার জন্য নূতন লীলার অবতারণা করিতেছেন—'কৃষ্ণস্তু' ইত্যাদি ॥২২

পুরা নারদশাপেন বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ মদাৎ।
নলকূবরমণিগ্রীবাবিতি খ্যাতৌ শ্রিয়ান্বিতৌ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে উলূখলবন্ধনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(তৌ) পুরা (পূর্ব্বকালে) নলকুবর-মণিগ্রীবৌ ইতি খ্যাতৌ (নাম্না প্রসিদ্ধৌ) শ্রিয়া অন্বিতৌ (সৌভাগ্যযুক্তৌ সৌন্দর্য্যযুক্তৌ বা আস্তাং পশ্চাৎ) মদাৎ (গর্ব্বহেতোঃ) নারদশাপেন (নারদমুনেরভিসম্পাতেন) বৃক্ষতাং প্রাপিতৌ (গমিতৌ অভবতাম্) ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ

অনুবাদ—তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে খ্যাত এবং সৌভাগ্যশালী ছিলেন। পরে গর্ব্বহেতু নারদমুনির অভিসম্পাতে বৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—

ঋণিত্বাদেব বদ্ধোঽহং মাত্রা তদনৃণীভবন্।
কিং কুর্ব্বে ইতি সংচিন্ত্য মোচয়ত্তৎ পুরদ্রুমৌ ॥২৩
ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে নবমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী টীকা সমাপ্তা ॥

টীকর বঙ্গানুবাদ—আমি ঋণী বলিয়াই জননী কর্ত্তৃক বদ্ধ হইয়াছি, অতএব অনৃণী হইবার নিমিত্ত কি করি—এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখস্থ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়কে মুক্ত করিলেন ॥ ২৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত নবম অধ্যায়-সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

কথ্যতাং ভগবন্নেতত্তয়োঃ শাপস্য কারণম্।
যৎ তদ্ বিগর্হিতং কর্ম্ম যেন বা দেবর্ষেস্তমঃ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণের যমলার্জ্জুনভঞ্জন-রহস্য ও যমলার্জ্জুনবৃক্ষ হইতে নির্গত কুবেরাত্মজদ্বয়ের দিব্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণস্তুতি বর্ণিত হইয়াছে।

রুদ্রানুচর হইয়াও ঐশ্বর্য্যমদমত্ত যথেচ্ছাচাররত কুবেরপুত্রদ্বয় একদিন মন্দাকিনী-তটে বিবস্ত্র স্ত্রীগণ-সহ নগ্নাবস্থায় বিহার করিতেছিল, যথেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু তাহারা এতদূর ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিল যে, দেবর্ষিকে দেখিয়াও তাহাদের চৈতন্য হইল না। ঐশ্বর্য্য-মদে উহাদের জ্ঞানচক্ষু নষ্ট হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যই যাবতীয় অনর্থের মূল। ঐশ্বর্য্যাভিমানী অসংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগকে সাধুগণও উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ঐ সকল ঐশ্বর্য্যমদমত্তের পক্ষে দারিদ্র্যই পরম অঞ্জন-স্বরূপ, দারিদ্র্যক্লেশ ইন্দ্রিয় সংযম করিবার উপায়। দরিদ্রব্যক্তিগণের অভিমান অপেক্ষাকৃত স্বল্প বলিয়া তাহারা পরসুখদুঃখে সহানুভূতি-বিশিষ্ট এবং সাধুদিগের কৃপার পাত্র। সুতরাং মহাভাগবত নারদ ঐ কুবেরাত্মজদ্বয়ের পক্ষে আচ্ছাদিত-চেতন স্থাবর দেহ লাভই সমীচীন বিবেচনা করিয়া উহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়া শতবর্ষান্তে শাপমুক্ত হইবে বলিয়া দিলেন। কৃপাময় বৈষ্ণবের দণ্ডও জীবের পরম মঙ্গল সাধন করে সুতরাং বৈষ্ণবের দণ্ডই দয়া, জীবহিংসা নহে। দেবর্ষির শাপে কুবেরপুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব গোকুলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিল। নারদ-কৃপায় তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক ছিল। শতবর্ষ পরে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-বাক্য রক্ষার্থ বাল্যলীলায় উলূখল বদ্ধাবস্থায় ঐ বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিলে উহা হইতে দিব্য দেহধারী কুবের পুত্রদ্বয় নির্গত হইয়া সর্ব্বকল্যাণ-বিধাতা সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে পরমতত্ত্বপূর্ণ বাক্যে স্তুতি করিলেন, পরে নিজদিগের প্রতি দেবর্ষি নারদের শাপ প্রদানরূপ অনুগ্রহ জ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সকাশে ভক্ত ও ভগবানে রতি প্রার্থনা করিলেন। ভগবানও তাঁহাদিগের নিকট ভক্ত-মাহাত্ম্য এবং ভক্ত-কৃপায় ভগবদ্দর্শন লাভ প্রভৃতি বর্ণন করিলে কুবের-পুত্রদ্বয় ভগবানকে বারত্রয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(মহারাজঃ পরীক্ষিৎ শুকদেবং প্রতি কথয়ামাস) হে ভগবন্, (মুনিবর), তয়োঃ (কুবেরপুত্রয়োঃ) শাপস্য এতৎ কারণং কথ্যতাং যৎ বিগর্হিতং (নিন্দিতং) কর্ম্ম (তাভ্যাং কৃতং) তৎ বা (কথ্যতাং) যেন (কর্ম্মণা) দেবর্ষেঃ (পরম ভাগবতস্যাপি নারদমুনেঃ) তমঃ (ক্রোধঃ জাতঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে পরমারাধ্য মুনিবর, সেই কুবের-পুত্রদ্বয়ের শাপের কারণ কি? তাহারা এমন কি নিন্দিত কর্ম্মই বা করিয়াছিল যাহাতে দেবর্ষি নারদেরও ক্রোধোৎপত্তি হইয়াছিল? এ সকল কথা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

কুবেরাত্মজয়োঃ শাপকথাপ্রোক্তা পুরাতনী।
তদ্বিমোচয়িতা কৃষ্ণস্তাভ্যাস্ত দশমে স্তুতঃ ॥ ০ ॥

তয়োর্বিগর্হিতং যৎ কর্ম্ম যেন বা কর্ম্মণা দেবর্ষেরপি তমঃ ক্রোধ এতত্তয়োঃ শাপস্য কারণং কথ্যতামিত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দশম অধ্যায়ে কুবের-পুত্রদ্বয়ের প্রাক্তনী অভিশাপের কথা বিবৃত করিয়া তাহাদের বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণ তাহাদের দ্বারা স্তুত হন —ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'তদ্বিগর্হিতং'—সেই কুবের-পুত্রদ্বয় এমন কি নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছিল, যাহাতে দেবর্ষিরও ক্রুধোৎপত্তি হইয়াছিল? তাহাদের প্রতি শাপের কারণ বলুন—এই অন্বয় ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

রুদ্রস্যানুচরৌ ভূত্বা সুদৃপ্তৌ ধনাদাত্মজৌ।
কৈলাসোপবনে রম্যে মন্দাকিন্যাং মদোৎকটৌ॥২॥
বারুণীং মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ।
স্ত্রীজনৈরনুগায়দ্ভিশ্চেরতুঃ পুষ্পিতে বনে॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(তৌ) ধনদাত্মজৌ (কুবেরপুত্রৌ) সুদৃপ্তৌ (গর্ব্বিতৌ সন্তৌ) রুদ্রস্য (মহাদেবস্য) অনুচরৌ (সহচরৌ) ভূত্বা (অপি) রম্যে (সুন্দরে) কৈলাসোপবনে (কৈলাসপর্ব্বতস্থে উপবনে) মন্দাকিন্যাং (গঙ্গায়াং) মদোৎকটৌ (অতীব মদযুক্তৌ) বারুণীং (তন্নাম্নীং) মদিরাং পীত্বা মদাঘূর্ণিতলোচনৌ (মত্ততয়া ঘূর্ণিতনেত্রৌ) অনুগায়দ্ভিঃ (গায়ন্তৌ তৌ অনু সহ পশ্চাদ্ গানং কুর্ব্বদ্ভিঃ) স্ত্রীজনৈঃ (নারীভিঃ সহ) পুষ্পিতে বনে চেরতুঃ॥ ২-৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্,) কুবের-পুত্রদ্বয় অতীব গর্ব্বিত হইয়াছিল। রুদ্রের অনুচর হইয়াও উৎকট মদমত্ত সেই দুইজন কৈলাস পর্ব্বতস্থ সুরম্য উপবনে মন্দাকিনীতে বারুণী নাম্নী মদিরা পান করিয়া মদঘূর্ণিত লোচনে নারীগণের সহিত পুষ্পশোভিত বনে বিচরণ করিত। তৎকালে তাহারা গান করিলে নারীগণও সঙ্গে সঙ্গে গান করিত॥ ২-৩॥

অন্তঃ প্রবিশ্য গঙ্গায়ামম্ভোজবনরাজিনি।
চিক্রীড়তুর্যুবতিভির্গজাবিব করেণুভিঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—অম্ভোজবনরাজিনি (অম্ভোজানাং পদ্মানাং বনানি তেষাং রাজয়ঃ যত্র তস্মিন্) গঙ্গায়াং অন্তঃ (গঙ্গায়াঃ মধ্যে) প্রবিশ্য গজৌ (মত্তহস্তিনৌ) করেণুভিঃ ইব (হস্তিনীভিঃ সহ যথা ক্রীড়তঃ তদ্বৎ) যুবতীভিঃ (সহ) চিক্রীড়তুঃ (ক্রীড়াং চক্রতুঃ)॥৪॥

অনুবাদ—তাহারা পদ্মবন-সুশোভিত গঙ্গামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মত্তহস্তী যেরূপ হস্তিনীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করে সেইরূপ যুবতীগণের সঙ্গে বিহার করিতেছিল॥ ৪॥

বিশ্বনাথ—গঙ্গায়াং চিক্রীড়তুঃ, কিং কৃত্বা? অন্তর্মধ্যে প্রবিশ্য, কীদৃশে? অম্ভোজানাং বনরাজির্যত্র তস্মিন্॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গঙ্গায়াং চিক্রীড়তুঃ'—গঙ্গাতে বিহার করিতেছিল। কেমন করিয়া? জলমধ্যে প্রবেশ করিয়া। কি প্রকার জলে? কমলসমূহের বনরাজি যেখানে, তাহাতে (অর্থাৎ একদিন তাহারা কমলবন-শোভিতা গঙ্গামধ্যে যুবতীগণের সহিত বিহার করিতেছিল)॥ ৪॥

যদৃচ্ছয়া চ দেবর্ষির্ভগবাংস্তত্র কৌরব।
অপশ্যন্নারদো দেবৌ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—হে কৌরব, (পরীক্ষিৎ), ভগবান্ দেবর্ষিঃ নারদঃ যদৃচ্ছয়া (তয়োঃ কেনাপি ভাগ্যোদয়েনেত্যর্থঃ) তত্র (উপস্থিতঃ সন্) (তৌ) দেবৌ (কুমারৌ) অপশ্যৎ (দৃষ্টবান্) ক্ষীবাণৌ (মদমত্তৌ ইতি চ) সমবুধ্যত (জ্ঞাতবান্)॥ ৫॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ, তৎকালে পরমপূজ্য দেবর্ষি নারদ তাহাদের ভক্ত্যুন্মুখী কোন প্রকার সুকৃতি ফলে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং মদমত্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন॥ ৫॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবাণৌ মত্তৌ সমবুধ্যতেতি মত্তয়োরনয়োর্মম কৃপা ন ফলবতী ভবিষ্যতীতি তয়োর্মদাপনোদনার্থং দধ্যাবিতি ভাবঃ॥ ৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃষ্ট্বা চ ক্ষীবাণৌ সমবুধ্যত' —তৎকালে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই কুমারদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং দর্শনমাত্রেই উহাদিগকে মদমত্ত বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, অর্থাৎ মদোন্মত্ত ইহাদের প্রতি আমার কৃপা ফলবতী হইবে না, অতএব তাহাদের মত্ততা অপনোদনের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই ভাবার্থ॥ ৫॥

তং দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতা দেব্যো বিবস্ত্রাঃ শাপশঙ্কিতাঃ।
বাসাংসি পর্য্যধুঃ শীঘ্রং বিবস্ত্রৌ নৈব গুহ্যকৌ॥৬॥

অন্বয়ঃ—তং (নারদং) দৃষ্ট্বা বিবস্ত্রা (নগ্নাঃ) দেব্যঃ (দেবকন্যকাঃ) ব্রীড়িতাঃ (লজ্জিতাঃ) শাপশঙ্কিতাঃ (অভিশাপ ভয়যুক্তাঃ সত্যঃ) শীঘ্রং বাসাংসি

পর্য্যধুঃ (পরিদধানঃ বভুবুঃ) বিবস্ত্রৌ (নগ্নৌ) গুহ্যকৌ (কুবেরপুত্রৌ) ন (বাসাংসি ন পরিহিতবন্তৌ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—নারদকে দেখিয়া নগ্নদেবকন্যাগণ লজ্জিতা এবং অভিশাপভয়ে ভীতা হইয়া সত্বর বস্ত্র পরিধান করিলেন কিন্তু নগ্ন কুবের-পুত্রদ্বয় বস্ত্র পরিধান করিলেন না ॥ ৬ ॥

তৌ দৃষ্ট্বা মদিরামত্তৌ শ্রীমদান্ধৌ সুরাত্মজৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় শাপং দাস্যন্নিদং জগৌ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ সুরাত্মজৌ (দেবপুত্রৌ) শ্রীমদান্ধৌ (ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বিতৌ) মদিরামত্তৌ (চ) দৃষ্ট্বা তয়োঃ অনুগ্রহার্থায় (ভবিষ্যন্মঙ্গলায়) শাপং দাস্যন্ (দাতুং ইষ্যন্) ইদং (বক্ষ্যমাণং) জগৌ (উবাচ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—দেবর্ষি সেই দেবপুত্রদ্বয়কে ঐশ্বর্য্যমদে এবং মদিরামদে মত্ত দেখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য শাপ প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনুগ্রহস্য অর্থঃ ফলং ভগবৎসাক্ষাৎকারস্তদর্থং শাপং দাস্যন্নিতি। যথা অতিবৎসলঃ পিত্রাদিকোঽতিমধুরং ক্ষীরাদিকং ভোজয়িষ্যন্ পুত্রাদিকমতিনিদ্রাণমালক্ষ্য তন্নিদ্রাভঙ্গার্থং নখদ্বয়াঘাতং করোতি তদ্বদিত্যর্থঃ। জগাবিত্যন্যেঽপি শ্রুত্বা স্বহিতং জানন্ত্বিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুগ্রহার্থায়'—অনুগ্রহের ফল ভগবৎ সাক্ষাৎকার, তাহার নিমিত্ত শাপ প্রদানে উদ্যত হইয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন, যেমন অতিবৎসল মাতা-পিতা অতিমিষ্ট ক্ষীরাদি ভোজন করাইবার জন্য পুত্রাদিকে অতিশয় নিদ্রালু দেখিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গের জন্য নখাদির আঘাত করেন, তদ্রূপ— এই ভাবার্থ। 'জগৌ'—যাহাতে অপরেও শ্রবণ করিয়া নিজের হিত বুঝিতে পারে, এইজন্য উচ্চস্বরে স্পটতঃ বলিলেন—এই ভাব ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী দ্যূতমাসবঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনারদ উবাচ—জোষ্যান্ (প্রিয়ান্ বিষয়ান্) জুষতঃ (সেবমানস্য পুংসঃ) শ্রীমদাৎ (ধনগর্ব্বাৎ) অন্যঃ (ভিন্নঃ) আভিজাত্যাদিঃ (সৎকুলবিদ্যাদিজনিতমদঃ) রজোগুণঃ (রজঃ কার্য্যং) ন হি (ন তথা) বুদ্ধিভ্রংশঃ (বুদ্ধিনাশকঃ ভবতি) যত্র (শ্রীমদে) স্ত্রী (স্ত্রীসম্ভোগঃ) দ্যূতং (অক্ষক্রীড়াদি) আসবঃ (মদিরাচ নিয়তভাবেন বর্ত্ততে) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনারদ বলিলেন,—প্রিয় উপভোগ্য বিষয় সকলের সেবায় আসক্ত পুরুষের ধনগর্ব্ব যেরূপ বুদ্ধি নাশ করিয়া থাকে, সৎকুল কিম্বা বিদ্যা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন গর্ব্ব তাদৃশ বুদ্ধিনাশ করে না। যেহেতু ঐ ধনগর্ব্ব জন্মিলে স্ত্রীসম্ভোগ, অক্ষক্রীড়াদি এবং মদ্যপান অবিরত চলিতে থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—জ্যোষ্যান্ প্রিয়বিষয়ান্ জুষতঃ সেবমানস্য পুংসঃ শ্রীমদাদন্য আভিজাত্যাদির্বুদ্ধিভ্রংশকো হি নিশ্চয়েন ন ভবতি। যথা শ্রীমদঃ অবশ্যমেব বুদ্ধিং ভ্রংশয়তীত্যর্থঃ। অভিজাতিঃ সৎকুলং তদুদ্ভবঃ আদিশব্দাদ্বিদ্যাদি-মদঃ। রজোগুণোদ্ভবত্বাদ্রজো গুণঃ, শ্রীমদে সতি যথা পাপানি জায়ন্তে, তথা নান্যত্রেত্যাহ যত্রেতি চতুর্ভিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জোষ্যান্ জুষতঃ'—প্রিয়বিষয়সকলের সেবাকারী মানবের ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ব্যতীত অন্য আভিজাত্যাদি নিশ্চয় তাদৃশ বুদ্ধিভ্রংশকর হয় না, যেমন ধনগর্ব্ব অবশ্যই বুদ্ধি নাশ করে, এই অর্থ। অভিজাতি বলিতে সৎকুল, তাহা হইতে উদ্ভূত যে গর্ব্ব, আদি-শব্দে বিদ্যা, নৃত্যগীতাদি-জনিত যে অভিমান। রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধনগর্ব্ব হইলে যেমন পাপাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেইরূপ অন্য কোন অভিমানে হয় না, ইহা বলিতেছেন—'যত্র', অর্থাৎ যে সম্পদের অভিমানে স্ত্রী, দ্যূত এবং মদ্যাদি অধর্ম্ম সহজেই উপস্থিত হয় ॥ ৮ ॥

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (শ্রীমদে সতি) অজিতাত্মভিঃ (অজিতেন্দ্রিয়ৈঃ) নির্দ্দয়ৈঃ (জনৈঃ) ইমং নশ্বরং

দেহং অজরামৃত্যু (অজরশ্চ অমৃত্যুশ্চ যথা তথা) মন্যমানৈঃ (চিন্তয়দ্ভিঃ) পশবঃ (উপভোগার্থং চিত্ত-বিনোদনার্থং বা) হন্যন্তে ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ঐ ধনগর্ব্ব উৎপন্ন হইলে অজিতেন্দ্রিয় নির্দ্দয় পুরুষগণ এই নশ্বর দেহকে জরা-মৃত্যুরহিত মনে করিয়া উপভোগ বা চিত্তবিনোদনের জন্য পশু-গণকে হত্যা করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—জরামৃত্যুভ্যাং দৃষ্টাভ্যামপি ইমং দেহং ন নশ্বরং মন্যমানৈঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজরামৃত্যু'—জরা ও মৃত্যু দেখিলেও এই দেহকে নশ্বর মনে না করিয়া (অর্থাৎ অজিতাত্মা নির্দ্দয় ব্যক্তিসকল এই নশ্বর দেহকে জরা-মৃত্যু বর্জ্জিত চিরস্থায়ী মনে করিয়া নিজ দেহ-পুষ্টির জন্য অনায়াসে প্রাণিহিংসা করিয়া থাকে।) ॥৯

দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড্ ভস্মসংজ্ঞিতম্
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—দেবসংজ্ঞিতং (দেবতাখ্যাযুক্তং) অপি (যৎ শরীরং) অন্তে (বিনাশে সতি) কৃমিবিড্ ভস্মসংজ্ঞিতং (কুক্কুরাদিভক্ষিতং বিট্‌সংজ্ঞাযুক্তং দগ্ধং সৎ ভস্মসংজ্ঞিতং পূতিভাবাদিনা কৃমিসংজ্ঞিতং ভবতি) তৎকৃতে (তস্য বিনশ্বরস্য শরীরস্য তৃপ্ত্যর্থং) ভূতধ্রুক্ (প্রাণিদ্রোহীজনঃ) স্বার্থং কিং বেদ (ন হি কশ্চিৎ স্বার্থং জানাতি) যতঃ (যস্মাৎ ভূতদ্রোহাৎ) নিরয়ঃ (নরকঃ এব জায়তে) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—জীবিতকালে যে শরীর দেবতা নামে কথিত হয় (অর্থাৎ দেবগণের শরীরও) মৃত্যুর পর তাহাও কৃমি, বিষ্ঠা বা ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এতাদৃশ বিনশ্বর শরীরের তৃপ্তির জন্য যে ব্যক্তি প্রাণি হিংসা করে সে স্বার্থ কিছুমাত্র অব-গত নহে। যেহেতু ঐ প্রাণি হিংসা হইতে অন্তিম-কালে নরক-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—নরদেব-ভূদেবসংজ্ঞিতমপি অন্তে মরণা-নন্তরং শ্বাদিভিরভক্ষিতং পুত্রাদিভিরদগ্ধং চেৎ কৃমি-সংজ্ঞিতং ভক্ষিতঞ্চেৎ বিট্‌সংজ্ঞিতং দগ্ধঞ্চেৎ ভস্ম-সংজ্ঞিতং ভবেৎ, তস্য দেহস্য কৃতে যো ভূতধ্রুক্, যতো ভূতদ্রোহাৎ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেব-সংজ্ঞিতম্'—যে দেহ জীবিতাবস্থায় নরদেব ও ভূদেব প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও, মৃত্যুর পর কুক্কুর প্রভৃতির দ্বারা অভক্ষিত কিংবা পুত্রাদির দ্বারা অদগ্ধ হইলে কৃমি-সংজ্ঞা, ভক্ষিত হইলে বিট্ (বিষ্ঠা) সংজ্ঞা, দগ্ধ হইলে ভস্ম-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, সেই দেহের নিমিত্ত যে ব্যক্তি প্রাণিহিংসা করে, সে নিজের হিত কখনও জানে না। 'যতঃ'—যে প্রাণিহিংসা হইতে নরক-প্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

দেহঃ কিমন্নদাতুঃ স্বং নিষেক্তুর্মাতুরেব চ।
মাতুঃ পিতুর্বা বলিনঃ ক্রেতুরগ্নেঃ শুনোঽপি বা ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(ইদানীং দেহে অহং মমাদ্যভিমানো-ঽপি ন যুক্ত ইত্যাহ) (অয়ং) দেহঃ (শরীরং) কিং অন্নদাতুঃ (অন্নদানেন রক্ষকস্য) নিষেক্তুঃ (শুক্রনিষেকেন জনয়িতুঃ পিতুঃ) মাতু (গর্ভধারিন্যাঃ) মাতুঃ পিতুঃ বা (মাতামহস্য বা পুত্রিকা জননেন) বলিনঃ ক্রেতুঃ (ক্রয়কর্ত্তুঃ) অগ্নেঃ বা শুনঃ (ভক্ষ্য-কস্য কুক্কুরস্য বা) স্বং (অধিকৃতবস্তু ভবতি) ॥১১॥

অনুবাদ—এই শরীর (জীবিতকালে) অন্নদাতার, শুক্র নিষেককারী পিতার, গর্ভধারিণী মাতার, কি মাতামহের, মূল্য দ্বারা ক্রয়কারীর, কিম্বা বলপূর্ব্বক গ্রহণকারীর, অথবা (প্রাণান্তে) দাহনকারী অগ্নির, ভক্ষণকর্ত্তা কুক্কুরের কি নিজের, তাহা কিছু স্থির করা যায় না। (অতএব দেহে 'অহং মম' অভিমান কর্ত্তব্য নহে) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—দেহে মমতা নির্দ্ধারণমপি ন ঘটতে বহুবিপ্রতিপত্তেরিত্যাহ—দেহ ইতি। নিষেক্তুঃ পিতুঃ স্বং ধনম্। মাতুঃ পিতুর্মাতামহস্য বা পুত্রিকাকরণে সতি। বলিনো বলাদ্বিষ্ট্যর্থং গৃহ্নতঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেহ কাহার, এই বিষয়ে নানাবিধ সংশয় থাকায় দেহে মমতা ('আমি, আমার' এরূপ অভিমান) করাও সঙ্গত নহে, ইহা বলিতেছেন—'দেহঃ কিং' ইত্যাদি। 'নিষেক্তুঃ'—নিষেককর্ত্তা পিতার ধন ? 'মাতুঃ পিতুঃ'—বিবাহে কন্যাসম্প্রদানকালে পুত্রিকাকরণ করা হইলে মাতা-মহের ? 'বলিনঃ'—বলপূর্ব্বক দাসত্ব করিবার নিমিত্ত গ্রহণকারীর ? ১১ ॥

এবং সাধারণং দেহমব্যক্তপ্রভবাপ্যয়ম্ ।
কো বিদ্বানাত্মসাৎকৃত্বা হন্তি জন্তূনৃতেঽসতঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—অসতঃ ঋতে (দুর্জ্জনান্ বিনা) কঃ বিদ্বান্ (পণ্ডিতঃ জনঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত ক্রমেণ) অব্যক্ত প্রভবাপ্যয়ং (অব্যক্তাৎ প্রকৃতেঃ প্রভবস্তস্মিন্নেবাপ্যয়ো যস্য তং) সাধারণং (সর্ব্বাধিকারভুক্তং) দেহং (শরীরং) আত্মসাৎ কৃত্বা (আত্মেতি মত্বা তদর্থং) জন্তূন্ হন্তি (জীবান্ নাশয়ন্তি) ॥১২॥

অনুবাদ—অব্যক্ত বা প্রকৃতি হইতে এই দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই ইহার লয় হইয়া থাকে। এবম্বিধ সাধারণের ভোগ্য জড়দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রীতির নিমিত্ত জীবহিংসা দুর্জ্জন ব্যতীত কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি করিয়া থাকেন ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অব্যক্তাৎ প্রভবস্তস্মিন্নেবাপ্যয়ো যস্য তম্। আত্মসাৎকৃত্বা আত্মত্বেনাঙ্গীকৃত্য অসতোঽজ্ঞান্ বিনা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অব্যক্ত-প্রভবাপ্যয়ম্'—অব্যক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও প্রকৃতিতে লয় যাহার, সেই দেহকে 'আত্মসাৎকৃত্বা'—আত্মরূপে অঙ্গীকার করিয়া অজ্ঞানী বিনা কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রাণীদিগের হিংসা করে ? ১২ ॥

অসতঃ শ্রীমদান্ধস্য দারিদ্র্যং পরমঞ্জনম্ ।
আত্মৌপম্যেন ভূতানি দরিদ্রঃ পরমীক্ষতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীমদান্ধস্য (ধনগর্ব্বেন প্রমত্তস্য) অসতঃ (দুর্জ্জনস্য) দারিদ্র্যং (নিঃস্বতা) পরং (প্রকৃষ্টং) অঞ্জনং (গর্ব্বান্ধতানাশাৎ অঞ্জন স্বরূপম্) দরিদ্রঃ আত্মৌপম্যেন (নিজতুল্যতয়া) পরং (প্রকৃষ্টং যথা তথা) ভূতানি (প্রাণিনঃ) বক্ষতে (পশ্যতি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ধনগর্ব্বে মত্ত দুর্জ্জন ব্যক্তির পক্ষে দরিদ্রতাই প্রকৃষ্ট অঞ্জন-স্বরূপ। কারণ দরিদ্রতা লোকের গর্ব্বান্ধভাব দূর করিয়া যথার্থ দৃষ্টি প্রদান করিয়া থাকে। দরিদ্র ব্যক্তি প্রাণিগণকে নিজের মত প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমদরোগপ্রতীকারং নিশ্চিনোতি—অসত ইতি। পরং কেবলম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্যগর্ব্বরূপ রোগের প্রতীকার নিশ্চয় করিতেছেন—'অসতঃ' ইত্যাদি। 'পরং'—কেবল (অর্থাৎ ধনমদে অন্ধ ব্যক্তির পক্ষে দারিদ্র্যই একমাত্র অঞ্জন স্বরূপ।) ॥ ১৩ ॥

যথা কণ্টকবিদ্ধাঙ্গো জন্তোর্নেচ্ছতি তাং ব্যথাম্ ।
জীবসাম্যং গতো লিঙ্গৈর্ন তথাবিদ্ধকণ্টকঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—কণ্টকবিদ্ধাঙ্গঃ (কণ্টকক্ষতশরীরঃ জনঃ) লিঙ্গৈঃ (মুখমালিন্যাদিভিঃ লক্ষণৈঃ) জীবসাম্যং গতঃ (সর্ব্বেষাং জীবানাং সুখদুঃখে সমে ইতি জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ) জন্তোঃ (অপরস্য) তাং ব্যাথাং যথা (যদ্বৎ) ন ইচ্ছতি (ন বাঞ্ছতি) অবিদ্ধকণ্টকঃ (কদাচিদপি অননুভূতকণ্টকক্ষতবেদনঃ জনঃ) তথা ন (তথা ন ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যাহার শরীর কখনও কণ্টকে বিদ্ধ হইয়াছে, সেই ব্যক্তি অপর কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তির মুখমালিন্যাদি চিহ্ন দর্শনে বুঝিতে পারেন যে, জীবমাত্রেরই দুঃখ সমান। সুতরাং কণ্টকবিদ্ধজনিত ব্যথা অপরে ভোগ করুক—এরূপ বাসনা তিনি করেন না। কিন্তু যে কখনও কণ্টকবিদ্ধ হয় নাই, সে সেরূপ নহে অর্থাৎ সে অন্যের ক্লেশ বুঝিতে পারে না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—লিঙ্গৈর্মুখম্লান্যাদিভির্দৃষ্টৈর্জীবে পরস্মিন্ সাম্যং গতঃ। পূর্ব্বানুভূতস্বব্যথাসাদৃশ্যং তত্রানুমিমান ইত্যর্থঃ। অবিদ্ধকণ্টকঃ কণ্টকেনাবিদ্ধঃ রাজদন্তাদিঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লিঙ্গৈঃ'—মুখম্লানাদি চিহ্ন দ্বারা, 'জীব-সাম্যং গতঃ'—অপরের সমতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত নিজের ব্যথার সাদৃশ্য অনুমান করেন—এই অর্থ। 'অবিদ্ধ-কণ্টকঃ'—কণ্টকের দ্বারা যিনি বিদ্ধ হন নাই, এখানে রাজদন্তাদি সমাসের ন্যায় অবিদ্ধ শব্দের পূর্ব্ব নিপাত হইয়াছে। (অর্থাৎ যাহার অঙ্গে কখনও কণ্টক বিদ্ধ হয় নাই, সে পরের কণ্টকবেধ-জনিত দুঃখ কখনও বুঝিতে পারে না।) ॥ ১৪ ॥

দরিদ্রো নিরহংস্তম্ভো মুক্তঃ সর্ব্বমদৈরিহ।
কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতি তদ্ধি তস্য পরং তপঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—নিরহংস্তম্ভঃ (নির্গতঃ অহঙ্কাররূপঃ স্তম্ভঃ গর্ব্বো যস্মাৎ) সর্ব্বমদৈঃ (সর্ব্ববিধঃ ঔদ্ধত্য-ভাবৈঃ) মুক্তঃ দরিদ্রঃ (জনঃ) ইহ যদৃচ্ছয়া (স্বভাবতঃ) কৃচ্ছ্রং (আহারবস্ত্রাদ্যভাবজন্যং যৎ কষ্টং) আপ্নোতি হি (নিশ্চিতং) তস্য তৎ (কষ্টং) পরং তপঃ (উত্তমা তপস্যা ভবতি। তপঃ যথা জনান্ নির্গর্বান্ করোতি তথা দারিদ্র্যেনাপি তৎ করণাৎ তপস্তুল্যতা) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অহঙ্কাররূপ গর্ব্বশূন্য সর্ব্বপ্রকার ঔদ্ধত্যভাব-মুক্ত দরিদ্র ব্যক্তি ইহলোকে স্বভাবতঃই আহার ও বস্ত্রাদির অভাব জনিত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে সেই কষ্ট পরম তপস্যা-স্বরূপ, যেহেতু তপস্যার ন্যায় ঐ দারিদ্র্যই তাহাকে গর্ব্বহীন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—দারিদ্র্যে সতি মোক্ষসাধনানি স্বতএব ভবন্তীত্যাহ—দরিদ্র ইতি ত্রিভিঃ। অহঙ্কারেণ ধনিত্বাদিগর্ব্বেণ যঃ স্তম্ভঃ নম্রত্বাভাবঃ স নির্গতো যস্মাৎ সঃ। সর্ব্বমদৈর্মুক্ত ইতি দরিদ্রস্য সর্ব্বৈরনাদৃতত্বাৎ সৎকুলমদাদয়োঽপি প্রায়ো নশ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দারিদ্র্যদশায় উপনীত হইলে মোক্ষসাধন তপস্যাদি স্বাভাবিক-ভাবেই হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'দরিদ্রঃ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। 'নিরহংস্তম্ভঃ'—ধনী, মানী ইত্যাদি গর্ব্ববশতঃ যে স্তম্ভ বলিতে নম্রত্বের অভাব, তাহা নির্গত হইয়াছে যাহা হইতে, অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তির অহঙ্কাররূপ গর্ব্ব থাকে না। 'সর্ব্বমদৈঃ মুক্তঃ'—দরিদ্র ব্যক্তিগণ সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার হইতে মুক্ত, কারণ সকলের দ্বারা অনাদৃত হওয়ায় দরিদ্রের সৎকুল, বিদ্যা প্রভৃতির অভিমানও প্রায় নষ্ট হইয়া যায়, এই ভাবার্থ ॥১৫

নিত্যং ক্ষুৎক্ষামদেহস্য দরিদ্রস্যান্নকাঙ্ক্ষিণঃ।
ইন্দ্রিয়াণ্যনুশুষ্যন্তি হিংসাপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—(পুনরপি দারিদ্র্যস্য তপস্তুল্যতাং দর্শয়তি) নিত্যং (সর্ব্বদা) ক্ষুৎক্ষামদেহস্য (ক্ষুধয়া ক্ষীণশরীরস্য) অন্নকাঙ্ক্ষিণঃ (ভোজ্যাভিলাষিণঃ) দরিদ্রস্য ইন্দ্রিয়াণি অনুশুষ্যন্তি (ক্রমশঃ উত্তেজনা-বিনাশেন স্থৈর্য্যং লভন্তে ইত্যর্থঃ) হিংসা অপি বিনিবর্ত্ততে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদা ক্ষুধায় ক্ষীণকলেবর অন্নাভিলাষী দরিদ্রের ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ উত্তেজনাশূন্য হইয়া স্থির হইয়া থাকে এবং তৎকালে হিংসাও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। (অতএব দারিদ্র্য বস্তুতঃই তপস্যাস্বরূপ) ॥ ১৬ ॥

দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
সদ্ভিঃ ক্ষিণোতি তং তর্ষং তত আরাদ্বিশুধ্যতি ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—সমদর্শিনঃ (সর্ব্বত্র সমভাবাপন্নাঃ) সাধবঃ (মহাত্মানঃ) দরিদ্রস্য এব যুজ্যন্তে (দরিদ্রাণাং এব সঙ্গং গচ্ছন্তি দরিদ্রশ্চ) সদ্ভিঃ (সাধুভিঃ সঙ্গাৎ) তং তর্ষং (বিষয়তৃষ্ণাং) ক্ষিণোতি (নাশয়তি) ততঃ চ আরাৎ (শীঘ্রং) বিশুদ্ধ্যতি (অশুচিরহিতো ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—সমদর্শী সাধুগণও দরিদ্রের সঙ্গই করিয়া থাকেন। দরিদ্রও সৎসঙ্গ বশতঃ বিষয়-বাসনা-নাশে সমর্থ হয় এবং শীঘ্রই তাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নচ দরিদ্রস্যৈকা তৃষ্ণৈব সর্ব্বদোষময়ীতি বাচ্যং, তস্যা অপি প্রতীকারসম্ভবাদিত্যাহ—দরিদ্রস্যৈবেতি। ধনিত্বদারিদ্র্যয়োস্তুল্যদর্শিত্বেনোভয়গৃহান্ কৃপয়া গচ্ছন্তোঽপি সাধবো দরিদ্রস্যৈব যুজ্যন্তে দরিদ্রেণৈব তদ্বন্দন-সম্ভাষণ-সম্বাদাদি-সম্ভবাৎ তস্যৈব তে স্বয়ং সংযোগজনিত-ফলদায়কা ভবন্তীত্যর্থঃ। নতু ধনিনো মদান্ধস্য অত্রানয়োঃ সন্নিধৌ বর্ত্তমানোঽহমেব প্রমাণমিতি ভাবঃ। ততশ্চ সদ্ভিঃ সৎসঙ্গমহিম্নৈব তং তর্ষং তৃষ্ণাং দরিদ্রঃ স্বয়মেব ক্ষিণোতি ক্ষিণীকরোতি। তৎকৃপালব্ধস্য ভক্ত্যমৃতস্য তৃষ্ণাহর-স্বভাবত্বাৎ, অতএব পূর্ব্বমুক্তং কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়াপ্নোতীতি কৃচ্ছ্রস্য যাদৃচ্ছিকত্বং নতু কর্ম্মজনিতত্বং ভক্তস্য কর্ম্মানঙ্গীকারাৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দরিদ্রের একমাত্র তৃষ্ণা (অন্নাভিলাষ) সর্ব্বদোষময়ী, ইহা বলিতে পারেন

না, কারণ তাহারও প্রতীকার সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'দরিদ্রস্যৈব' ইত্যাদি। ধনী ও দরিদ্র উভয়ের প্রতি তুল্যদর্শী সাধুগণ উভয়ের গৃহে কৃপাপূর্ব্বক গমন করিলেও, তাঁহারা (সমদর্শী সাধুপুরুষগণ) দরিদ্রের সহিত সহজে মিলিত হইয়া থাকেন, কারণ দরিদ্রগণই তাঁহাদের বন্দন, সম্ভাষণ ও আলাপনাদি করিয়া থাকে, কিন্তু ধন-গর্ব্বিত ধনীগণ নহে, এই বিষয়ে ইহাদের সমক্ষে বর্ত্তমান আমিই প্রমাণ—এই ভাবার্থ। তারপর সাধুসঙ্গের গুণে দরিদ্র ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যেহেতু সাধুকৃপালব্ধ ভক্ত্যমৃতের তৃষ্ণা হরণ করাই স্বভাব। অতএব পূর্ব্বোক্ত 'কৃচ্ছ্রং যদৃচ্ছয়া আপ্নোতি' (১৫ শ্লোক)—স্বভাবতঃই যে কষ্ট অনুভব করে, এখানে কৃচ্ছ্রের যাদৃচ্ছিকত্ব উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উহা প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত নহে, কারণ ভক্তের কর্ম্ম অঙ্গীকার করা হয় নাই ॥ ১৭ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানাং মুকুন্দচরণৈষিণাম্।
উপেক্ষ্যৈঃ কিং ধনস্তম্ভৈরসদ্ভিরসদাশ্রয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু সাধূনামপি ধনিন এব প্রায়েণ প্রিয়াঃ ভবন্তি ন দরিদ্রাঃ ইত্যাহ) মুকুন্দচরণৈষিণাং অনন্যচেতসা কেবলমাত্রং ভগবৎপাদপদ্মাভিলাষিণাং) সমচিত্তানাং (অতএব সর্ব্বত্র সমদর্শিনাং) সাধূনাং (মহাপুরুষাণাং) ধনস্তম্ভৈঃ (ধনগর্ব্বিতৈঃ) অসদাশ্রয়ৈঃ (দুর্জ্জন-সঙ্গপরায়ণৈঃ) উপেক্ষ্যৈঃ (ঔদাসীন্যেন ত্যাজৈঃ) অসদ্ভিঃ (দুষ্টৈঃ ধনিভিঃ) কিং (কিং প্রয়োজনং কিমপি ন ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা অনন্যচিত্তে একমাত্র ভগবানের পাদপদ্মই অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সমদর্শী সাধুগণের ধনগর্বিত, দুঃসঙ্গরত উপেক্ষণীয়, অসৎ, ধনবান্ ব্যক্তির সহিত কি প্রয়োজন? ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নচ সাধূনাং ধনোপাধিকো ধনিকসংযোগঃ সম্ভবতীত্যাহ—সাধূনামিতি। ধনেন স্তম্ভো গর্ব্বো যেষাং তৈঃ। অসদ্ভিরবৈষ্ণবৈঃ অসদাশ্রয়ৈরবৈষ্ণবসেবিভিঃ তেন গর্ব্বরহিতা দরিদ্রা বৈষ্ণবসেবিনো ধনিনোঽপি সাধুভিঃ সংযুজ্যন্ত এবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধুদিগের ধনলাভের উদ্দেশ্যে ধনবানের সহিত সংযোগ সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—'সাধূনাম্' ইত্যাদি। 'ধনস্তম্ভৈঃ'—ধনের দ্বারা (ধনহেতুক) যে স্তম্ভ বলিতে গর্ব্ব যাহাদের, তাদৃশ ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিগণের সহিত কি প্রয়োজন? 'অসদ্ভিঃ'—অবৈষ্ণব এবং 'অসদাশ্রয়ৈঃ'—অবৈষ্ণবসেবী ধনীগণ তাঁহাদের উপেক্ষণীয়। ইহার দ্বারা গর্ব্বরহিত দরিদ্র এবং বৈষ্ণবসেবী ধনী ব্যক্তিগণের সহিতও সাধুগণের সংযোগ হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

তদহং মত্তয়োর্মাধ্ব্যা বারুণ্যা শ্রীমদান্ধয়োঃ।
তমোমদং হরিষ্যামি স্ত্রৈণয়োরজিতাত্মনোঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) অহং মাধ্ব্যা (মাধ্বীনাম্ন্যা) বারুণ্যা (মদিরয়া) মত্তয়োঃ শ্রীমদান্ধয়োঃ (ধনগর্ব্বিতয়োঃ) স্ত্রৈণয়োঃ (কামিনীজনাসক্তয়োঃ) অজিতাত্মনোঃ (অজিতেন্দ্রিয়োঃ যুবয়োঃ) তমোমদং (অজ্ঞানজন্যং মদং) হরিষ্যামি (দূরীকরিষ্যামি) ॥১৯॥

অনুবাদ—অতএব আমি মাধ্বী নাম্নী মদিরা পানে মত্ত এবং বিষয় মদান্ধ স্ত্রৈণ, অজিতেন্দ্রিয় ইহাদের দুইজনের অজ্ঞানজনিত মত্ততা দূর করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদনয়োর্গর্বরোগস্য কাং চিকিৎসাং করোমীতি মনসি বিচার্য্য নিশ্চিনোতি—তদহমিতি চতুর্ভিঃ। মাধ্ব্যা মধুময্যা তমোঽজ্ঞানম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব এই কুবেরপুত্রদ্বয়ের গর্ব্বরোগের কি চিকিৎসা করিব, এইরূপ মনে বিচারপূর্ব্বক দেবর্ষি নিশ্চয় করিতেছেন—'তদহম্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'মাধ্ব্যা'—বারুণী নাম্নী সুরাপানে উন্মত্ত। 'তমোমদং'—অজ্ঞানকৃত গর্ব্ব নষ্ট করিব ॥ ১৯ ॥

যদিমৌ লোকপালস্য পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ।
ন বিবাসসমাত্মানং বিজানীতঃ সুদুর্ম্মদৌ ॥ ২০ ॥
অতোঽর্হতং স্থাবরতাং স্যাতাং নৈবং যথা পুনঃ।
স্মৃতিঃ স্যান্মৎপ্রসাদেন তত্রাপি মদনুগ্রহাৎ ॥২১॥

বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা দিব্যশরচ্ছতে।
বৃত্তে স্বর্লোকতাং ভূয়ো লব্ধভক্তী ভবিষ্যতঃ॥২২॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) ইমৌ (যুবাং) লোক-পালস্য (কুবেরস্য) পুত্রৌ ভূত্বা তমঃপ্লুতৌ (মদিরা-মত্তৌ) সুদুর্ম্মদৌ (অতিগর্ব্বিতৌ সন্তৌ) আত্মানং (স্বশরীরং) বিবাসসং (নগ্নং) ন বিজানীতঃ (ন জ্ঞাতবন্তৌ) অতঃ (অপরাধাৎ) স্থাবরতাং অর্হতঃ (লব্ধুং যোগ্যৌ ভবতঃ) তত্র অপি (স্থাবরত্বলাভাৎ পরমপি) যথা (যেন প্রকারেণ) পুনঃ এবং ন স্যাতাং (এতাদৃশঃ অপরাধঃ ভবেৎ তদর্থং) মৎপ্রসাদেন (মম প্রসন্নতয়া হেতুনা) স্মৃতিঃ (স্মরণং) স্যাৎ (ভবেৎ) মদনুগ্রহাৎ দিব্যশরচ্ছতে (দৈবশতবর্ষেষু) বৃত্তে (গতেষু) বাসুদেবস্য (কৃষ্ণস্য) সান্নিধ্যং (নৈকট্যং) লব্ধ্বা লব্ধভক্তী (প্রাপ্তকৃষ্ণানুরাগৌ সন্তৌ) ভূয়ঃ (পুনঃ) স্বর্লোকতাং (দেবত্বং গতৌ) ভবিষ্যতঃ ॥ ২০-২২ ॥

অনুবাদ—যেহেতু এই দুইজন লোকপাল কুবেরের পুত্র হইয়া মদিরামত্ত এবং অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া নিজশরীর নগ্ন বলিয়াও জানিতে পারিতেছে না এই অপরাধে ইহারা স্থাবরত্ব লাভের উপযুক্ত। ঐ স্থাবরত্ব লাভের পরেও যাহাতে পুনরায় এরূপ অপরাধ না ঘটে তজ্জন্য আমার অনুগ্রহে ইহাদের পূর্ব্ব-স্মৃতি বর্ত্তমান থাকিবে। অতঃপর আমার প্রসাদে দৈব শতবর্ষ গত হইলে ইহারা দুইজন শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করিয়া এবং কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া পুনরায় দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে ॥ ২০-২২ ॥

বিশ্বনাথ—স্থাবরতামিতি নিরাবরণয়োঃ স্তব্ধয়োরব্রুবাণয়োরনয়োঃ স্থাবরত্বমেবোচিতমিতি ভাবঃ। স্থাবরত্বেঽপি মৎপ্রসাদেন স্মৃতিরস্তু। স্মৃতৌ সত্যামপি মদনুগ্রহাদিত্যাদি। দেবমানেন শরচ্ছতে বর্ষশতে বৃত্তে সতি বাসুদেবস্য সান্নিধ্যং লব্ধ্বা লব্ধভক্তী সন্তৌ স্বর্ল্লোকতাং ভবিষ্যতঃ প্রাপ্স্যতঃ। ভূপ্রাপ্তৌ পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ২০-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থাবরতাম্'—নিরাবরণ (বিবস্ত্র) ও স্তব্ধ (অব্রুবাণ) ইহারা স্থাবরত্ব লাভেরই উপযুক্ত, এই ভাব। স্থাবরযোনি লাভ করিলেও আমার কৃপায় ইহাদের স্মৃতি থাকিবে। স্মৃতি থাকিলেও আমার অনুগ্রহে দেবপরিমিত শত বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ বাসুদেবের সান্নিধ্য-বশতঃ ভক্তিলাভ করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে। 'ভবিষ্যতঃ'—এখানে ভূ-ধাতু প্রাপ্তি অর্থে, পরস্মৈপদ আর্ষ-প্রয়োগ ॥ ২০-২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমুক্ত্বা স দেবর্ষির্গতো নারায়ণাশ্রমম্।
নলকূবরমণিগ্রীবাবাসতুর্যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—সঃ দেবর্ষিঃ (নারদঃ) এবং উক্ত্বা নারায়ণাশ্রমং গতঃ। নলকূবরমণিগ্রীবৌ যমলার্জ্জুনৌ (সহজাতৌ অর্জ্জুনবৃক্ষৌ) আসতুঃ (অভবতাম্) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া নারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন এবং নলকূবর ও মণিগ্রীব যমজ অর্জ্জুনবৃক্ষ হইলেন ॥২৩

ঋষের্ভাগবতমুখ্যস্য সত্যং কর্ত্তুং বচো হরিঃ ॥
জগাম শনকৈস্তত্র যত্রাস্তাং যমলার্জ্জুনৌ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (কৃষ্ণঃ) ভাগবতমুখ্যস্য (পরম-ভগবদ্ভক্তস্য) ঋষেঃ (নারদস্য) বচঃ সত্যং কর্ত্তুং (বাক্যস্য যথার্থতাং জনয়িতুং) যত্র যমলার্জ্জুনৌ আস্তাং তত্র শনকৈঃ (ধীরং) জগাম ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পরমভাগবত নারদ মুনির বাক্যের সত্যতা সম্পাদনের জন্য যেখানে যমজ অর্জ্জুনবৃক্ষ ছিল ধীরে ধীরে তথায় গমন করিলেন ॥২৪

দেবর্ষির্মে প্রিয়তমো যদিমৌ ধনদাত্মজৌ।
তৎ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তন্মহাত্মনা ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) দেবর্ষিঃ (নারদঃ) মে (মম) প্রিয়তমঃ ইমৌ (চ) ধনদাত্মজৌ (ভবতঃ) তৎ (তস্মাৎ) মহাত্মনা (নারদেন) যৎ গীতং (পুরা উক্তং) তথা (তেন রূপেণ) তৎ (অনয়োরুদ্ধারং) সাধয়িষ্যামি (করিষ্যামি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যেহেতু দেবর্ষি নারদ আমার প্রিয়তম ভক্ত এবং ইহারাও দুইজন কুবেরের পুত্র সেইজন্য

মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছিলেন সেইরূপে ইহাদের উদ্ধার সাধন করিব ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতমাহ ঋষেরিতি। যদ্‌যস্মাদ্দেবর্ষির্মে প্রিয়তমস্তস্মাদিমৌ তথা সাধয়িষ্যামি যদ্‌যথা তেন মহাত্মনা গীতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রস্তুতমাহ'—পূর্ব্ব কথা সমাপনপূর্ব্বক এক্ষণে প্রকরণগত ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন—'ঋষেঃ' ইত্যাদি। যেহেতু দেবর্ষি আমার প্রিয়তম ভক্ত, অতএব সেই মহাত্মা এই কুবের পুত্রদ্বয়ের উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি তাহা তদনুরূপই সম্পাদন করিব ॥ ২৫ ॥

ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যমযোর্যযৌ।
আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (উক্ত্বা) কৃষ্ণ যময়োঃ অর্জ্জুনয়োঃ (অর্জ্জুনযুগলস্য) অন্তরেণ (মধ্যপ্রদেশে) যযৌ (গতঃ) আত্মনির্ব্বেশমাত্রেণ (আত্মনঃ কৃষ্ণস্য তন্মধ্যপ্রবেশমাত্রেণ) উলূখলং তির্য্যগ্‌গতং (বক্রভাবেন স্থিতং অভূৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে গমন করিলেন। তাঁহার প্রবেশমাত্রেই উলূখল বক্রভাবে তথায় সংলগ্ন হইল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি বিচার্য্য যময়োঃ সহজাতয়োর্দ্বয়োরন্তরেণ মধ্যে যযৌ। ততশ্চ আত্মনঃ প্রবেশমাত্রেণ উদূখলং তির্য্যগ্‌গতং তিরশ্চীনমভূৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি'—এইরূপ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'যময়োঃ'—সহজাত অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্য দিয়া গমন করিলেন। তাঁহার মধ্যপ্রবেশ মাত্রেই উদূখলটী বক্রভাবে পতিত হইল ॥ ২৬ ॥

বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলূখলং তৎ
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিপেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্বক্ (অনু অঞ্চতি গচ্ছতি ইতি অন্বক্) তৎ (তির্য্যগ্‌গতং) উলূখলং তরসা (বলেন) নিষ্কর্ষয়তা (আকর্ষতা) দামোদরেণ (উদরে দাম্না নিবদ্ধেন) বালেন (কৃষ্ণেন) উৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ (উৎকলিতঃ উৎপাটিতঃ অঙ্ঘ্রিবন্ধঃ মূলবন্ধনং যয়োঃ তৌ) পরমবিক্রমিতাতিবেপস্কন্ধপ্রবালবিটপৌ (পরমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিক্রমিতেন অতিবেপঃ কম্পঃ যেষু তাদৃশাঃ স্কন্ধ প্রবালবিটপাঃ কাণ্ডপল্লবশাখাঃ যয়োঃ তৌ) কৃতচণ্ডশব্দৌ (কৃতঃ চণ্ডঃ ভীষণঃ শব্দঃ যাভ্যাং তৌ অর্জ্জুনৌ) নিপেততুঃ (ভূমৌ পতিতৌ) ॥ ২৭॥

অনুবাদ—উদরে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ বালক শ্রীকৃষ্ণ তখন স্বীয় পশ্চাদ্‌গত, বক্রভাবে বৃক্ষদ্বয়ে সংলগ্ন উলূখলকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন তাহাতে বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইল। পরমপুরুষের বিক্রমে বৃক্ষদ্বয়ের কাণ্ড, পল্লব ও শাখাসকল অতিশয় কম্পিত হইতে হইতে প্রচণ্ড শব্দসহকারে ভূমিতে পতিত হইল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তিরশ্চীনমেবোদূখলং অন্বক্ স্বানুকূলং যথাস্যাত্তথা নিঃশেষেণ কর্ষতা বালেন উৎকলিত উৎপাটিতোঽঙ্ঘ্রিবন্ধো যয়োস্তৌ। পরমবিক্রমিতেন অতিবলেনাকর্ষণেনাতিবেপা অতিকম্পমানাঃ স্কন্ধাদয়ো যয়োস্তৌ দামোদরেণেতি "স চ তেনৈব নাম্না তু কৃষ্ণো বৈ দামবন্ধনাৎ। গোষ্ঠে দামোদর ইতি গোপীভিঃ পরিগীয়তে" ইতি হরিবংশোক্তা প্রসিদ্ধিঃ স্মারিতা ॥২৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বক্রভাবে পতিত উদূখলকে 'অন্বক্'—নিজের অনুকূল যেভাবে হয়, সেইভাবে বালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ অতিবেগে আকর্ষণ করায় ঐ বৃক্ষদ্বয়ের মূল উৎপাটিত হইল। 'পরমবিক্রমিত'—অতিশয় বলে আকর্ষণের ফলে উহাদের স্কন্ধ, প্রবাল ও শাখাসকল কাঁপিতে কাঁপিতে প্রচণ্ড শব্দ-সহকারে ভূমিতলে পতিত হইল। 'দামোদরেণ'—রজ্জু দ্বারা যাঁহার কটিতট উদূখলের সহিত বদ্ধ, সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক। 'স চ তেনৈব নাম্না'—'দাম' অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় কৃষ্ণ ব্রজে গোপীগণ কর্ত্তৃক 'দামোদর'—এই নামে কীর্ত্তিত হন, এই হরিবংশের উক্তি স্মরণ করাইতেছে ॥ ২৭ ॥

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।

কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বৃক্ষপতনানন্তরং) তত্র (স্থানে) পরময়া শ্রিয়া (শোভয়া) ককুভঃ স্ফুরন্তৌ (দিঙ্মণ্ডলং প্রকাশয়ন্তৌ) জাতবেদাঃ (অগ্নিঃ) ইব সিদ্ধৌ (দ্বৌ মহাপুরুষৌ) কুজয়োঃ (তয়োঃ বৃক্ষয়োঃ মধ্যাৎ) উপেত্য (বহির্গত্য) শিরসা অখিল লোকনাথং (সর্ব্বলোকেশ্বরং) কৃষ্ণং প্রণম্য বদ্ধাঞ্জলী (কৃতাঞ্জলী) বিরজসৌ (বিগতগর্ব্বৌ সন্তৌ) ইদং (বক্ষ্যমাণং) ঊচতুঃ স্ম ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই স্থানে বৃক্ষযুগলের মধ্য হইতে অগ্নিতুল্য দুই মহাপুরুষ নির্গত হইয়া স্বকীয় পরম শোভাদ্বারা দিঙ্মণ্ডল প্রকাশপূর্ব্বক অবনত মস্তকে অখিল লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া নিরহঙ্কারে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ককুভো ব্যাপ্য স্ফুরন্তৌ কুজয়োর্বৃক্ষয়োঃ, জাতবেদা অগ্নির্মিথো জ্যোতির্মিলনাদেক এব জাতবেদা ইব স্ফুরন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ককুভঃ স্ফুরন্তৌ'—দশ দিক্ আলোকিত করিয়া, **'কুজয়োঃ'**—বৃক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল দুইজন সিদ্ধপুরুষ নির্গত হইলেন। 'জাতবেদাঃ'—এখানে জ্যোতির্দ্বয়ের মিলনে একটি অগ্নিই যেন প্রকাশিত হইতেছিল—এই ভাবার্থ ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিংস্ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রাহ্মণা বিদুঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্, (হে অচিন্ত্যপ্রভাব) ত্বং আদ্যঃ (কারণভূতঃ) পরঃ পুরুষঃ (অসি) ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূলসূক্ষ্মাত্মকং) ইদং বিশ্বং তে (তব) রূপং (ইতি) ব্রাহ্মণাঃ বিদুঃ (পণ্ডিতাঃ জানন্তি) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আপনার প্রভাব অচিন্ত্য, আপনি পরমপুরুষ এবং জগতের মূলনিমিত্ত ও উপাদান কারণ। ব্রহ্মবিদ্গণ ("সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" প্রভৃতি বেদবাক্যাবলম্বনে) এই স্থূলসূক্ষ্মাত্মক জগৎ আপনারই (প্রাকৃত) রূপ বলিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—উলূখলে বদ্ধং গোপালবালং মাং যুবাং দেবৌ কিমিতি প্রণতাবিত্যত আহতুঃ—কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি। দ্বিত্বং দ্বয়োরেব যুগপদুক্তেঃ। ত্বং পরঃ পুরুষো ভগবান্ তত্রাপ্যাদ্যঃ স্বয়ং ভগবান্ অতস্ত্বং গোপালবালো ভবস্যেবেতি ভাবঃ। হে মহাযোগিন্নচিন্ত্যপ্রভাব, অস্মন্মোচকস্য তবৈতদ্বন্ধনকারণমতর্ক্যমিতি ভাবঃ। সর্ব্বস্বরূপস্য তব কেন বন্ধনং সম্ভবেদিত্যাহতুঃ। —ব্যক্তাব্যক্তং কার্য্যকারণাত্মকম্ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, উদূখলে বদ্ধ গোয়ালার ছেলে আমাকে আপনারা দেবতা হইয়া কিজন্য প্রণাম করিতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইত্যাদি। দুইজন একসঙ্গে বলায় এখানে দ্বিত্ব। আপনি পরম পুরুষ ভগবান্, তাহাতেও 'আদ্যঃ'—স্বয়ং ভগবান্, এইজন্য গোপবালক (গোপাল-বালঃ) হইয়াছেন, এই ভাবার্থ। 'হে মহাযোগিন্'—আপনি অচিন্ত্যপ্রভাব-বিশিষ্ট, আমাদের মোচনকর্ত্তা আপনার এই বন্ধনের কারণ তর্কাতীত, এই ভাব। সর্ব্বস্বরূপ আপনার কি প্রকারে বন্ধন সম্ভব হইতে পারে, ইহা বলিতেছেন—'ব্যক্তাব্যক্তং', এই কার্য্য-কারণাত্মক বিশ্ব-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মবিদ্গণ আপনার রূপ বলিয়া জানেন ॥ ২৯ ॥

ত্বমেকঃ সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ ॥৩০॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ (কেবলঃ) ত্বং সর্ব্বভূতানাং দেহাস্বাত্মেন্দ্রিয়েশ্বরঃ (দেহঃ অসবঃ প্রাণাঃ আত্মা অহঙ্কারঃ ইন্দ্রিয়ানি তেষাং ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা ভবসি) ত্বং এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ অব্যয়ঃ ঈশ্বর (ভবসি) ত্বং কালঃ (নিমিত্তকারণং) রজঃসত্ত্বতমোময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) সূক্ষ্মা প্রকৃতিঃ (ভবসি) ত্বং মহান্ (মহত্তত্ত্বং) ত্বং এব সর্ব্বক্ষেত্রবিকারবিৎ (সর্ব্বক্ষেত্রেষু বিকারান্ মন আদীন্ বেত্তি) অধ্যক্ষঃ (অন্তর্য্যামী) পুরুষঃ (ভবসি) ॥ ৩০-৩১ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবান্,) সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং ইন্দ্রিয়গণের নিয়ন্তা বা ঈশ্বর একমাত্র আপনি। আপনিই বিষ্ণু, অব্যয় এবং ঈশ্বরস্বরূপ। আপনিই কাল (নিমিত্তকারণ) এবং ত্রিগুণাত্মিকা সূক্ষ্ম প্রকৃতি (উৎপাদন কারণ), আপনিই মহত্তত্ত্ব (কার্য্যস্বরূপ), আপনি অন্তর্য্যামী সুতরাং সর্ব্বভূতের চিত্তজ্ঞাতা এবং পুরুষস্বরূপ (তাৎপর্য্য এই যে, বস্তু—ভগবান্, বস্তুশক্তি—প্রকৃতি, বস্তু-অংশ—পুরুষ, বস্তুকার্য্য—মহান্ সকলই শুদ্ধাদ্বৈতবিচারে বাস্তব-বস্তু, সুতরাং বস্তুতত্ত্ব বিচারে ঐগুলি অভিন্ন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বিচারে স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—পরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্র নহে)॥ ৩০-৩১॥

বিশ্বনাথ—নচ ত্বদন্যো বন্ধকঃ কোঽপীশ্বরোঽস্তীত্যাহতুঃ—ত্বমিতি। অসবঃ প্রাণাঃ, আত্মা অহঙ্কারঃ সর্ব্বাত্মকত্বাত্ত্বমেবৈক ঈশ্বর ইত্যাহতুঃ—ত্বমিতি। কালো নাম তব চেষ্টা মহান্ কার্য্যং প্রকৃতিঃ শক্তিঃ পুরুষোঽংশঃ কীদৃশঃ অধ্যক্ষোঽন্তর্য্যামী সর্ব্বেষু ক্ষেত্রেষু দেহেষু বিকারান্ মন আদীন্ বেত্তি অতো বিষ্ণুরীশ্বর একো ভগবাংস্ত্বমেব॥ ৩০-৩১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি ভিন্ন বন্ধক (সংযোজনকর্ত্তা) ঈশ্বর অন্য কেহ নাই, ইহা বলিতেছেন—'ত্বম্' ইত্যাদি। একমাত্র আপনিই সর্ব্বভূতের দেহ, প্রাণ, আত্মা (অহঙ্কার) ও ইন্দ্রিয়সমূহের ঈশ্বর। সর্ব্বাত্মক বলিয়া আপনিই একমাত্র ঈশ্বর। কাল আপনার চেষ্টা (লীলা), মহান্ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব আপনার কার্য্য, প্রকৃতি আপনার শক্তি এবং পুরুষ আপনার অংশ। আপনি 'অধ্যক্ষ' অর্থাৎ অন্তর্য্যামী সর্ব্বদেহের মন আদি বিকারসমূহের জ্ঞাতা, অতএব বিষ্ণু ঈশ্বর একমাত্র ভগবান্ আপনিই॥ ৩০-৩১॥

মধ্ব—রূপ্যত্বাত্তুজগদ্রূপং বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ সুখাত্মকম্। নিত্যপূর্ণং সমুদ্দিষ্টং স্বরূপং পরমাত্মনঃ॥ ইতি বামনে॥ বিষ্ণুঃ সর্ব্বগুণোদ্রেকাৎ কাল ইত্যভিধীয়তে। ইতি চ॥ ৩০॥

মধ্ব—প্রকৃত্যাদেস্তদ্বশত্বাৎ প্রকৃত্যাদিরুদীর্য্যতে। যথা রাজা ভৃত্যকৃতাৎ স্বয়ং কর্ত্তেত্যুদীর্য্যতে। যথাদেহং স্বতন্ত্রত্বাৎ স্বয়মিত্যাহুরঞ্জসা। ইতি পাদ্মে॥ ৩১॥

গৃহ্যমাণৈস্ত্বমগ্রাহ্যো বিকারৈঃ প্রকৃতৈর্গুণৈঃ।
কোন্বিহার্হতি বিজ্ঞাতুং প্রাক্সিদ্ধং গুণসংবৃতঃ॥৩২

অন্বয়ঃ—(নন্বহমেব-চেৎ সর্ব্বং তর্হি ঘটাদি জ্ঞানেন মজ্জ্ঞানং কিং ন ভবতি। ভবতীতি চেৎ সর্ব্বোঽপি ব্রহ্মবিৎ স্যাদত আহতুঃ) গৃহ্যমাণৈঃ (দৃশ্যত্বেন বর্ত্তমানৈঃ) প্রাকৃতৈঃ বিকারৈঃ গুণৈঃ (বুদ্ধ্যহঙ্কারেন্দ্রিয়াদিভিঃ দ্রষ্টাঃ) ত্বং অগ্রাহ্যঃ (ন গৃহ্যসে ইতি ভাবঃ) [ননু তর্হি জীবো জানাতু নৈবেত্যাহতুঃ] গুণসংবৃতঃ (গুণৈঃ দেহাদিভিঃ সংবৃতঃ) কঃ নু (কঃ জনঃ) প্রাক্ সিদ্ধং (প্রাগেব স্বপ্রকাশতয়া সিদ্ধং ত্বাং) বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি (জ্ঞাতুং সমর্থো ভবতি)॥ ৩২॥

অনুবাদ—(যদি আমিই সর্ব্ব, তাহা হইলে ঘটাদি প্রাকৃত বস্তু-জ্ঞানে মৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান হয় না কি? যদি হয়, তাহা হইলে সকলেই ত ব্রহ্মবিৎ—এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে এই শ্লোকের অবতারণা) দ্রষ্টৃস্বরূপ আপনি দৃশ্যরূপে বর্ত্তমান প্রকৃতিজাত বুদ্ধি, অহঙ্কার ইন্দ্রিয় প্রভৃতির গ্রাহ্য নহেন। (তবে কি জীবাত্মা আপনাকে জানিতে সমর্থ? তদুত্তরে বলিতেছেন) গুণময়দেহে আবদ্ধ (কোন্ জীব তদীয় কারণরূপে তদুৎপত্তির পূর্ব্বে স্বতঃপ্রকাশ স্বরূপে বর্ত্তমান আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে?)॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—ত্বৎকৃপয়ৈব ত্বং দৃশ্যসে বস্তুতস্ত্বমদৃশ্য এবেত্যাহতুঃ—গৃহ্যমাণৈস্ত্বয়া দৃশ্যমানৈর্বিকারৈর্বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভির্দ্রষ্টা ত্বং ন গৃহ্যসে, কীদৃশৈঃ? প্রাকৃতৈর্গুণকার্য্যৈস্তেনাপ্রাকৃতৈরগুণকার্য্যৈর্বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিভিঃ ত্বং দৃশ্যস এবেতি ভাবঃ। নন্বপ্রাকৃতত্বাজ্জীবো জানাতু নৈবেত্যাহতুঃ—কোঽন্বিহেতি। প্রাক্-সিদ্ধমিতি ত্বদীয়-তটস্থশক্তি-বিলাসত্বাজ্জীবস্যাপি ত্বং কারণমিত্যর্থঃ। গুণসংবৃত ইতি গুণাতীতস্তু স তদ্ভক্ত্যা কথঞ্চিত্ত্বাং জানাতীতি ভাবঃ॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্ট হইতেছেন, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু আপনি অদৃশ্যই, ইহা বলিতেছেন—'গৃহ্যমাণৈঃ' ইত্যাদি, দ্রষ্টৃস্বরূপ আপনি দৃশ্যরূপে বর্ত্তমান প্রকৃতি-সম্ভূত বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা গ্রাহ্য নহেন। এখানে প্রাকৃত গুণকার্য্যের দ্বারা গ্রাহ্য নয়, ইহা বলায় অপ্রাকৃত নির্গুণ বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আপনি দৃশ্য হন—

এই ভাবার্থ। যদি বলেন—অপ্রাকৃতত্বহেতু জীবাত্মা আপনাকে জানুক, তদুত্তরে বলিতেছেন—'কোহন্বিহ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই সংসারে দেহাদি গুণাশ্রিত দ্বারা আবৃত কোন্ জীব সকলের আদি স্বয়ং প্রকাশ-স্বরূপে বর্ত্তমান পরম পুরুষ আপনার সত্তা অবধারণে সমর্থ হয়? 'প্রাক্-সিদ্ধম্'—জীব আপনার তটস্থ শক্তির বিলাসভূত হইলেও, সেই জীবেরও আপনি কারণ, এই অর্থ। 'গুণসংবৃতঃ'—প্রাকৃত মায়াগুণে আবৃত, এই বলায় গুণাতীত (অপ্রাকৃত) জীব আপনার ভক্তিতে কোন প্রকারে আপনাকে জানিতে পারে—এই ভাবার্থ ॥ ৩২ ॥

মধ্ব—স্বাত্মনাগৃহ্যমাণঃ ॥ ৩২ ॥

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মদ্যোতগুণৈশ্চন্ন-মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—(অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলং প্রণমতঃ তস্মৈ) আত্মদ্যোতৈঃ (আত্মনঃ স্বস্মাৎ দ্যোতঃ প্রকাশঃ যেষাং তৈঃ) গুণৈঃ ছন্নমহিম্নে (ছন্নঃ আবৃতঃ মহিমা স্বরূপং যস্য তস্মৈ) স্বয়ং (মহা নারায়ণায় চতুর্ব্ব্যূহ প্রথমায়) বাসুদেবায় বেধসে (প্রাকৃত-সৃষ্টি-কর্ত্রে সঙ্কর্ষণরূপায়) (সর্ব্বাত্মকত্বাৎ) ব্রহ্মণে (পরম বৃহতে) তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্,) স্বতঃপ্রকাশ গুণের দ্বারা আপনার মহিমা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আপনি প্রাকৃত সৃষ্টির কর্ত্তা সঙ্কর্ষণ স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্, বাসুদেব (চতুর্ব্যূহের আদি) এবং সর্ব্বাত্মক বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতো দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কেবলং প্রণমতস্তস্মা ইতি। বেধসে বিশ্বকর্ত্রে, দুর্জ্ঞেয়ত্বস্য কারণং গুণ-সংবৃত ইতি। গুণসংবৃতত্বমুক্তমেব পুনরপি স্পষ্ট-য়তঃ। আত্মনা ত্বয়ৈব দ্যোতন্তে ইতি ত্বৎপ্রকা-শ্যৈগুণৈশ্ছন্নো মহিমা মেঘৈরিব রবের্যস্য তস্মৈ ॥৩৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব দুর্জ্ঞেয় বলিয়া কেবল প্রণাম করিতেছেন— 'তস্মৈ' ইত্যাদি। 'বেধসে'—বিশ্ববিধাতা। দুর্জ্ঞেয়ত্বের কারণ—গুণ-সংবৃত; পূর্ব্বে গুণ সংবৃতত্ব বলিলেও পুনরায় স্পষ্ট করিতেছেন। 'আত্মদ্যোত-গুণৈঃ'—স্বতঃ প্রকাশ গুণের দ্বারা আপনার মহিমা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যেমন মেঘের দ্বারা সূর্য্যের প্রকাশ আচ্ছন্ন হয় ॥৩৩॥

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥ ৩৪ ॥
স ভবান্ সর্ব্বলোকস্য ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোঽংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরাশিষাম্ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—ননু অহং পরমেশ্বর ইতি কথং ভব-দ্ভ্যাং জ্ঞায়ত ইত্যাহ) শরীরিষু (বিগ্রহধারিষু মৎস্যা-দিষু মধ্যে) দেহিষু অসঙ্গতৈঃ (প্রাকৃত শরীরেষু অসম্ভবৈঃ) তৈঃ তৈঃ অতুল্যাতিশয়ৈঃ (অনুপম গুণ-যুক্তৈঃ) বীর্য্যৈঃ (পরাক্রমৈঃ) যস্য অশরীরিণঃ অবতারাঃ (আবির্ভাবাঃ) জ্ঞায়ন্তে (অনুমীয়ন্তে জনৈঃ) সঃ (ভগবান্) আশিষাং পতি (সর্ব্বকল্যাণপ্রদাতা) সর্ব্বলোকস্য (সর্ব্বজনস্য) ভবায় (ভূত্যৈ) বিভবায় (মোক্ষায়) চ সাম্প্রতং (অধুনা) অংশভাগেন (পূর্ণ-রূপেণ) অবতীর্ণঃ (আবির্ভূতঃ) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

অনুবাদ—প্রাকৃত শরীরে যে সকল বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিগ্রহধারী প্রাণির মধ্যে সেই সকল অনুপমগুণযুক্ত বীর্য্য দর্শনে লোকসকল তাহা-দের মধ্যে যে প্রাকৃত শরীররহিত মহাপুরুষের আবির্ভাব অনুমান করিতে পারেন, আপনিই সেই সর্ব্বকল্যাণদাতা মহাপুরুষ, সম্প্রতি সমস্ত জীবের সম্পদ এবং মোক্ষ প্রদানের জন্য পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং পরমেশ্বর এবম্ভূতো ভবত্যেব, যুবাং তু মামেব পরমেশ্বরং কেন লক্ষণেন ব্রূবাথে তত্রাহতুঃ—যস্য অবতারা মৎস্যাদয়ঃ শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু মধ্যে জ্ঞায়ন্তে অনুমীয়ন্তে। অশরী-রিণঃ প্রাকৃতশরীররহিতস্য তব কৈঃ দেহিষু জীবেষ্ব-সঙ্গতৈরঘটমানৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈঃ। স ভবানবতারী খল্বেব ভবসি। হস্তিসহস্রেণাপি দুরুৎপাটনয়ো-রাবয়োরর্জ্জুনয়োরর্জ্জুনসমৌজসো বাল্যলীলোদিত-বললবেনাপ্যুৎপাটনাৎ রজ্জ্বুলূখলয়োরপি তাদৃশ-শক্ত্য-পর্ণাদিতি ভাবঃ। **ভবায়** ভূত্যৈ বিগতো ভবো যস্মাত্তস্মৈ মোক্ষায় অংশভাগেন অংশাংশেন ব্রহ্ম-রুদ্রাদিনা আশিষাং সর্ব্বকামনানাং পতির্দাতা যঃ স এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হ্যাঁ, পরমেশ্বর এই প্রকার হয়েন, কিন্তু আপনারা আমাকে কোন্ লক্ষণের দ্বারা পরমেশ্বর বলিতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যস্য অবতারাঃ', যাঁহার মৎস্যাদি অবতারবৃন্দ, মৎস্যাদি জাতির মধ্যে অনুমীত হন। 'অশরীরিণঃ'—প্রাকৃত শরীর রহিত আপনার, কি প্রকারে জানেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'দেহিষু'—জীবগণের মধ্যে অসম্ভব প্রভাব দর্শন করিয়া (অর্থাৎ আপনার প্রাকৃত শরীর নাই বটে, কিন্তু প্রাকৃত দেহে যে সকল অতুল নিরতিশয় বীর্য্য অসম্ভব, মৎস্যাদি বিগ্রহধারী প্রাণীর মধ্যে সেই সকল বীর্য্য-দর্শনে লোকে তাঁহাদের মধ্যে আপনার অবতার হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারে)। সেই আপনি নিশ্চিতই অবতারী যেহেতু হস্তি সহস্রের দ্বারা দুরুৎপাটনীয়, অর্জ্জুনতুল্য তেজস্ক অর্জ্জুনবৃক্ষ-দ্বয় আমাদের বাল্য লীলায় প্রকটিত সামান্য বলের দ্বারাই উৎপাটন করিলেন এবং রজ্জু ও উদূখলেও তাদৃশ সামর্থ্য অর্পণ করিলেন—এই ভাব। 'ভবায়'—জীবগণের সম্পদ্ এবং "বিভবায়"—বিগত হয় জন্ম-মরণরূপ সংসার যাহা হইতে সেই মোক্ষের নিমিত্ত, 'অংশভাগেন'—অংশাংশ ব্রহ্মা ও রুদ্রাদির দ্বারা যিনি সর্ব্বকামনার দাতা, সেই আপনি পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই অর্থ ॥ ৩৪-৩৫ ॥

মধ্ব—ছন্নোঽহন্যেষাং ন তু স্বস্য ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। তস্যাবতারা দেহস্থা অদেহস্থা ইতি দ্বিধা। অন্তর্য্যাম্যাদিরূপাণি দেহস্থানি বিদো বিদুঃ। মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপাণি ন দেহস্থানি হৃৎপতেঃ॥ অন্যা-তুল্যৈরতিশয়ৈর্মনসো নিয়মাদিভিঃ। জ্ঞায়ন্তে তানি রূপাণি নিত্যপূর্ণানি সর্ব্বশঃ। ইতি মহাকৌর্ম্মে ॥ ৩৫-৩৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে দশমোঽধ্যায়ঃ।

নমঃ পরমকল্যাণ নমঃ পরমমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে পরমকল্যাণ, (তুভ্যং) নমঃ। হে পরমমঙ্গল, (তুভ্যং) নমঃ। শান্তায় যদূনাং পতয়ে বাসুদেবায় (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে পরমকল্যাণ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে পরমমঙ্গল, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। যদুপতি বাসুদেব এবং শান্তস্বরূপ আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরমং কল্যাণং যস্মাত্তস্মৈ, হে স্বয়ঞ্চ পরমমঙ্গলস্বরূপ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমকল্যাণ'—পরমকল্যাণ যাঁহা হইতে হয়, তাঁহাকে এবং যিনি স্বয়ং পরম মঙ্গলস্বরূপ, সেই আপনাকে আমরা প্রণাম করিতেছি ॥ ৩৬ ॥

অনুজানীহি নৌ ভূমংস্তবানুচরকিঙ্করৌ।
দর্শনং নৌ ভগবত ঋষেরাসীদনুগ্রহাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভূমন্ (বিশ্বরূপঃ) তব অনুচর-কিঙ্করৌ (তব অনুচরঃ শিবঃ তস্য কিঙ্করৌ ভৃত্যৌ) নৌ (আবাং) অনুজানীহি (গন্তুং অনুমন্যস্ব) ঋষেঃ (নারদস্য) অনুগ্রহাৎ (প্রসাদাৎ) নৌ (আবয়োঃ) ভগবতঃ (তব) দর্শনং আসীৎ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিশ্বস্বরূপ, আমরা আপনার অনুচর মহাদেবের ভৃত্য। সম্প্রতি আমাদিগকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। মহর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমাদের আপনার সাক্ষাৎকার লাভ হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনুচরস্য নারদস্য কিঙ্করৌ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুচর-কিঙ্করৌ'—আপনার অনুচর (ভক্ত) দেবর্ষি নারদের ভৃত্যদ্বয় বলিয়া আমাদিগকে জানিবেন ॥ ৩৭ ॥

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—নঃ (আবয়োঃ) বাণী তব গুণানু-কথনে (গুণকীর্ত্তনে) অস্তু। শ্রবণৌ (কর্ণৌ) কথায়াং (তব গুণাকর্ণনে স্তাং) হস্তৌ কর্ম্মসু (তব প্রীতিজনক কার্য্যেষু স্তাং) মনঃ তব পাদয়োঃ স্মৃত্যাং (পাদপদ্ম স্মরণে অস্তু) শিরঃ তব নিবাস জগৎ

প্রণামে (তবাধিষ্ঠিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপ্রণতৌ অস্তু) দৃষ্টিঃ (চক্ষুঃ) ভবত্তনূনাং (ভবতঃ মূর্ত্তীণাং) সতাং (সাধূনাং) দর্শনে অস্তু ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—অতঃপর আমাদের বাক্য আপনার গুণকীর্ত্তনে, শ্রবণযুগল আপনার গুণ-শ্রবণে, হস্তদ্বয় আপনার প্রীতিজনক কার্য্যে, মন আপনার পাদপদ্ম-স্মরণে, মস্তক আপনার অধিষ্ঠিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রণামে, এবং চক্ষু আপনার মূর্ত্তিস্বরূপ সাধুগণের দর্শনে রত থাকুক ।। ৩৮ ।।

বিশ্বনাথ—তদনুচর-কিঙ্করত্বাদেবাবয়োস্তুদ্বাৎ-সল্যাতিশয়মালক্ষ্যান্যৈর্দুর্ল্লভমপীদং প্রার্থয়িতুমুৎসহাবহে ইত্যভিব্যঞ্জয়ন্তাবাহতুঃ বাণীতি। অত্রৈক এব চকার এবার্থকঃ প্রতিসপ্তম্যন্তং যোজ্যঃ ; তেন তব গুণানুকথন এব বাণী ভবতু ন ত্বন্যকথায়ামিত্যেবং সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ম্। নঃ আবয়োর্মনস্তুদীয়-পাদয়োঃ স্মৃত্যাং, নিবাসভূতানাং জগতাং জঙ্গমানাং নারদাদি-ভক্তানাং প্রণামে শিরোহস্তু। হে নিবাস-জগদিতি সম্বোধনপদং বা। ভবত্তনূনাং ত্বন্মূর্ত্তি-রূপাণাম্ ।।৩৮।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার অনুচরের কিঙ্কর বলিয়া আমাদের প্রতি আপনার বাৎসল্যের আতিশয্য লক্ষ্য করিয়া অন্যের দুর্ল্লভ হইলেও এরূপ প্রার্থনা করিতে উৎসাহিত হইয়াছি, ইহা প্রকাশপূর্ব্বক বলিতেছেন—'বাণী' ইত্যাদি। এই শ্লোকে উল্লিখিত একটি মাত্র 'চ'-কার এবার্থক (নিশ্চিত অর্থে) বুঝিতে হইবে, উহা প্রতি সপ্তম্যন্ত পদে যোগ করিতে হইবে। যেমন আপনার গুণানুকথনেই আমাদের বাক্য রত থাকুক, কিন্তু অন্য কথায় নহে, এইরূপ সর্ব্বত্র ব্যাখ্যা করিতে হইবে। আমাদের মন আপনার চরণযুগলের স্মরণেই রত থাকুক। মস্তক ভবদীয় নিবাস-ভূত নারদাদি ভক্তজনের প্রণামেই নিযুক্ত থাকুক। অথবা—হে নিবাস-জগৎ ইহা সম্বোধনপদ। 'ভবত্তনূনাং'—আপনার মূর্ত্তিরূপ সাধুগণের দর্শনেই আমাদের নয়ন রত থাকুক ।। ৩৮ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং সংকীর্ত্তিতস্তাভ্যাং ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ।
দাম্না চোলূখলে বদ্ধঃ প্রহসন্নাহ গুহ্যকৌ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—তাভ্যাং ইত্থং (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ) সঙ্কীর্ত্তিতঃ (স্তুতঃ) ভগবান্ গোকুলেশ্বরঃ দাম্না (রজ্জ্বা) উলূখলে বদ্ধঃ (স্বয়মেব আবদ্ধঃ সন্) প্রহসন্ (হাসং কুর্ব্বন্) গুহ্যকৌ (কুবেরপুত্রৌ প্রতি) আহ (কথিতবান্) ।। ৩৯ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—তাহারা এরূপ স্তব করিলে গোকুলেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই রজ্জু-দ্বারা আবদ্ধ হইয়া হাসিতে হাসিতে কুবেরের পুত্র-দ্বয়কে বলিলেন ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—সংকীর্ত্তিতঃ সংস্তুতঃ দাম্না চকারাৎ প্রেম্না চ বদ্ধঃ। প্রহসন্নিতি প্রহাসোহয়মেতে উপ-দেবাদয়ো মন্মায়য়া বদ্ধাঃ স্বমোচনার্থং যং মাং স্তুবন্তি সোহয়ং যশোদাদিগোপীভির্দাম্না প্রেম্না চ বদ্ধোঽভীক্ষ্ণং ভর্ৎসিতঃ স্নেহেন গোকুলে তিষ্ঠামি। অত্রত্যানাং তাসাং ভর্ৎসনেনাহং যথা প্রীয়ে ন তথানয়োঃ স্তুত্যেতি ব্যঞ্জয়তি ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংকীর্ত্তিতঃ'—এইরূপে কুবের-পুত্রদ্বয় কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, 'দাম্না'—রজ্জুর দ্বারা, 'চ'-কার প্রয়োগে প্রেমের দ্বারাও বদ্ধ, অর্থাৎ মা যশোদার প্রেমবশে রজ্জুদ্বারা উদূখলে বদ্ধ ভগবান্ শ্রীগোকুলেশ্বর হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে বলিলেন। 'প্রহসন্'—এই প্রহাসের উদ্দেশ্য—এই উপ-দেবাদি আমার মায়ায় বদ্ধ হইয়া নিজেদের মোচনের জন্য যে আমাকে স্তুতি করিতেছে, সেই আমি যশোদাদি গোপীগণের দ্বারা রজ্জু ও প্রেমে বদ্ধ হইয়া এবং বার বার তাঁহাদের স্নেহে ভর্ৎসিত হইয়া গোকুলে অবস্থান করিতেছি। এখানকার (এই ব্রজের) গোপীজনের ভর্ৎসনে আমি যেমন প্রীত হই, তদ্রূপ এই গুহ্যকদ্বয়ের স্তুতিতে প্রীত নহি—ইহা প্রকাশ পাইতেছে ।। ৩৯ ।।

শ্রীভগবানুবাচ

জ্ঞাতং মম পুরৈবৈতদৃষিণা করুণাত্মনা।
যচ্ছ্রীমদান্ধয়োর্বাগ্ভির্বিভ্রংশোহনুগ্রহঃ কৃতঃ ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—করুণাত্মনা (কৃপালুনা) ঋষিণা (নারদেন) শ্রীমদান্ধয়োঃ (ধনমদ-মত্তয়োঃ যুবয়োঃ) বাগ্ভিঃ (শাপবাক্যৈঃ) বিভ্রংশঃ

(স্বর্গাৎচ্যুতিরূপ যঃ) অনুগ্রহঃ (প্রসাদঃ) কৃতঃ এতৎ পুরা এব মম জ্ঞাতং (বিদিতং আস্তে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কৃপাময় নারদমুনি শাপবাক্যদ্বারা ধনমদে মত্ত তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে চ্যুত করিয়া যে অনুগ্রহ করিয়াছেন—ইহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—বাগ্ভি "ন হ্যন্যো জুষতো জ্যোষ্যানি"-ত্যাদিভিঃ শ্রীবিভ্রংশরূপোঽনুগ্রহ এব কৃত ইতি ॥৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাগ্ভিঃ'—কৃপালু নারদ ঋষি "ন হ্যন্যো জুষতো জ্যোষ্যান্" (৮ম শ্লোক) ইত্যাদি শাপ-বাক্যের দ্বারা শ্রীভ্রংশরূপ অনুগ্রহই করিয়াছেন ॥ ৪০ ॥

সাধূনাং সমচিত্তানাং সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম্ ।
দর্শনান্নো ভবেদ্বন্ধঃ পুংসোঽক্ষ্ণোঃ সবিতুর্যথা ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—সুতরাং মৎকৃতাত্মনাং (ঐকান্ত্যেন মদাসক্তচেতসাং) (অতএব) সমচিত্তানাং (সর্ব্বত্র তুল্যদর্শিনাং) সাধূনাং (ভাগবতানাং মহাপুরুষাণাং) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারাৎ) সবিতুঃ যথা (সূর্য্যস্য দর্শনাৎ) অক্ষ্ণোঃ (চক্ষুষোঃ) বন্ধঃ ন ভবেৎ (তথা) পুংসঃ (জীবমাত্রস্য) বন্ধঃ ন ভবেৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যের দর্শনে যেরূপ চক্ষুর বন্ধন অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্নভাব দূরীভূত হয় সেইরূপ একান্তভাবে আমার প্রতি আসক্ত সমদর্শী ভাগবত মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকারেও জীবমাত্রের বন্ধন থাকিতে পারে না ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তং দৃষ্ট্বাপ্যসম্মানয়তোরাবয়োস্তদনুগ্রহঃ কথং সম্ভবেত্তত্রাহ সাধূনামিতি। সমচিত্তানাং স্বমানাপমানাভ্যামক্ষুভ্যতাং সুতরামতিশয়েন ময্যেব কৃত আত্মা মনো যৈস্তেষাম্ দর্শনান্তঃ দর্শনপর্য্যন্ত এব। যদ্বা, দর্শনেনান্তো নাশো যস্য সঃ। সবিতুর্দর্শনাদক্ষ্ণোর্বন্ধস্তমঃকৃতো যথা নশ্যতি তথেতি তেনান্ধানাং সবিতুর্দর্শনাদপি যথা তমো ন নশ্যতি, তথৈব নানাপরাধমলীমস-মানসানামসুরাণাং শ্রীনারদাদিদর্শনাদপি ন বন্ধক্ষয় ইতি বিজ্ঞাপিতম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, তাঁহাকে দেখিয়াও আমরা সম্মান করি নাই, তাহাতে আমাদের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ কি প্রকারে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সাধূনাম্' ইত্যাদি। 'সমচিত্তানাং'—সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী, নিজের মান ও অপমানে যাঁহারা অক্ষুব্ধ এবং অতিশয়রূপে আমাতেই সমর্পিত চিত্ত, তাদৃশ সাধুগণের 'দর্শনান্তঃ'—দর্শন পর্য্যন্তই জীবের বন্ধন থাকে। অথবা—তাদৃশ সাধুগণের দর্শনের দ্বারা জীবের বন্ধন নাশ হয়, যেমন সূর্য্যের দর্শনে চক্ষুর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব থাকে না। ইহাতে অন্ধজনের সূর্য্যদর্শনেও যেমন অন্ধকার দূরীভূত হয় না, সেইরূপ নানাবিধ অপরাধে মলিনচিত্ত অসুরগণের নারদাদি-দর্শনেও বন্ধন ক্ষয় হয় না, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

তদ্গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকূবর সাদনম্ ।
সঞ্জাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভবঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ—হে নলকূবর, তৎ (তস্মাৎ) মৎপরমৌ (মচ্চিত্তৌ যুবাং) সাদনং (গৃহং) গচ্ছতম্। ময়ি (ভগবতি) বাং (যুবয়োঃ) পরমঃ ঈপ্সিতঃ (বাঞ্ছিতঃ) অভবঃ (ন ভবঃ সংসারঃ যস্মাৎ সঃ) ভাবঃ (প্রেমা) সঞ্জাতঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—হে নলকূবর, অতএব মদ্গতচিত্ত তোমরা দুইজন নিজগৃহে গমন কর। আমার প্রতি তোমাদের পরম বাঞ্ছিত প্রেমাঙ্কুর উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ ভাব হইতে আর কখনও সংসার দশা লাভ হয় না ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাধান্যাদেকং সংবোধ্যাহ,—হে নলকূবর, অহমেব পরমঃ সেব্যো যয়োস্তথাভূতৌ সন্তৌ। সাদনং সদনং, ন ভবঃ সংসারো যতঃ সঃ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাধান্যহেতু একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—হে নলকূবর ! 'মৎপরমৌ'—আমিই পরম সেব্য যাহাদের, তদ্রূপ হইয়া, 'সাদনং'—নিজগৃহে গমন কর। 'অভবঃ'—যে ভাব জন্মিলে আর সংসার-বন্ধন হয় না (আমার প্রতি তোমাদের সেই পরম বাঞ্ছিত ভক্তিভাব উৎপন্ন হইয়াছে।) ॥ ৪২ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বদ্ধোলূখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমলার্জ্জুনভঞ্জনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি উক্তৌ (ভগবতা কথিতৌ তৌ) বদ্ধোলূখলং (বদ্ধং উলূখলং যস্মিন্ তং) তং (কৃষ্ণং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণী কৃত্য) পুনঃ পুনঃ প্রণম্য। আমন্ত্র্য (সম্ভাষ্য) চ উত্তরাং দিশং জগ্মতুঃ (গতৌ) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ এরূপ বলিলে তাহারা দুইজনে উলূখলে আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ, পুনঃ পুনঃ প্রণাম এবং সম্ভাষণপূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—উলূখলে বদ্ধঃ বদ্ধোলূখলম্। আহিতাগ্ন্যাদিঃ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে দশমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বদ্ধোলূখলম্'—উলূখলে বদ্ধঃ, এখানে 'আহিতাগ্নি' ইত্যাদি পদের ন্যায় সমাস হইয়াছে, অর্থাৎ উদূখলে আবদ্ধ শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহারা দুইজন উত্তর দিকে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দশম অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

গোপা নন্দাদয়ঃ শ্রুত্বা দ্রুময়োঃ পততো রবম্।
তত্রাজগ্মুঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নন্দাদি গোপবৃন্দের সগোষ্ঠী বৃন্দাবন যাত্রা ও কৃষ্ণের বৎসাসুর ও বকাসুর বধলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের পতনশব্দে বজ্রপাত আশঙ্কা করিয়া নন্দাদি গোপবৃন্দ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন হইয়াছে, কৃষ্ণও তথায় উলূখলবদ্ধাবস্থায় বর্ত্তমান। তাঁহারা যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের ভগ্নকারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া ইহা কৃষ্ণের অনিষ্ট প্রয়াসী কোন অসুরের কর্ম্ম স্থির করিলেন। গোপবালকগণ যমলার্জ্জুনভঞ্জন বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানশূন্য গোপবৃন্দ বালকদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'বালকদিগের বাক্য যথার্থ হইলেও হইতে পারে',—এইরূপ সন্দেহযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার পর নন্দ মহারাজ কৃষ্ণের উলূখলবন্ধন মোচন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ নিত্য-নবনব বাল্যলীলা প্রদর্শন করিয়া ব্রজবাসী ভক্তদিগকে নিরন্তর বাৎসল্য-রসাস্বাদন করাইতেন। একদিন এক ফল-বিক্রয়িণী ফল-বিক্রয়ার্থ আগমন করিলে কৃষ্ণ তাঁহার বালকোপম ক্ষুদ্র হস্তে ধান্য লইয়া তাহার

নিকট গমন করিলেন। গমনকালে তাঁহার (কৃষ্ণের) হস্ত হইতে ধান্য প্রায় চ্যুত হইয়া কয়েকটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ-স্নেহে আর্দ্রচিত্ত ফলবিক্রয়িণী তাহা লইয়াই কৃষ্ণের হস্তদ্বয় ফলে পূর্ণ করিয়া দিল, এদিকে ফল-বিক্রয়িণীর ভাণ্ডও রত্নাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর গোকুলে নানাপ্রকার উৎপাত হইতেছে দেখিয়া একদিন তত্রস্থ গোপবৃন্দ বৃদ্ধ উপানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রজগমনে মনস্থির করিলেন এবং তৎপর দিবস গো-গোপীদিগের সহিত সকলে বৃন্দাবন গমন করিলেন। তথায় রামকৃষ্ণ বাল্যলীলা সমাপনান্তে গোচারণাদি পৌগণ্ডলীলায় বৎসপাল মধ্যে বৎসরূপে প্রবিষ্ট বৎসাসুর এবং বকরূপী অসুরকে নাশ করেন। কৃষ্ণসহচরবৃন্দ ঐ সকল লীলা গুরুবর্গের নিকট বর্ণন করিতেন কিন্তু তাঁহারা বাৎসল্যরসে মুগ্ধ সুতরাং কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য শুনিয়া বা দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ, নন্দাদয়ঃ গোপাঃ পততোঃ দ্রুমযোঃ রবং শ্রুত্বা নির্ঘাতভয়শঙ্কিতাঃ (বজ্রপাতমভিশঙ্কমানাঃ) তত্র আজগ্মুঃ (আগতাঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কুরুবর! বৃক্ষদ্বয় যখন পতিত হইতেছিল, তখন উহাদের পতনশব্দ শ্রবণে বজ্রপাত হইল—এই আশঙ্কা করিয়া নন্দাদিগোপগণ সেখানে আগমন করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একাদশে হরের্মোক্ষঃ ফলক্রয়কথাদিকম্।
বৃন্দাবনাগমো বৎসাবনং বৎসবকার্দ্দনম্ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের দামবন্ধন হইতে মোচন, ফলক্রয় কথা, শ্রীবৃন্দাবনে আগমন, বৎসপালন, এবং বৎসাসুর ও বকাসুরের বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

ভূম্যাং নিপতিতৌ তত্র দদৃশুর্যমলার্জ্জুনৌ।
বভ্রমুস্তদবিজ্ঞায় লক্ষ্যং পতনকারণম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র ভূম্যাং নিপতিতৌ যমলার্জ্জুনৌ দদৃশুঃ। লক্ষ্যং (প্রত্যক্ষতঃ পুরতো দৃশ্যমপি) পতনকারণং অবিজ্ঞায় বভ্রমুঃ (সন্দিদিহুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা তথায় আগমন করিয়া ভূতলে পতিত অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় দেখিতে পাইলেন। উহাদের পতনকারণ বালক সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা (প্রেমাধিক্য বশতঃ) লক্ষ্য করিতে না পারিয়া সন্দিহান হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ তয়োঃ পতনকারণং বালকং লক্ষ্যং লক্ষয়িতুং শক্যমপি অবিজ্ঞায় প্রেম্না তাদৃশযোগ্যতাকত্বেনাসম্ভাব্য বভ্রমুঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎপাতন-কারণং'—সেই অর্জ্জুনবৃক্ষ দুইটির পতনের কারণরূপী বালককে সম্মুখে দেখিয়াও শ্রীনন্দাদি গোপগণ প্রেমাধিক্যবশতঃ বালকের দ্বারা ঐ কার্য্য সম্ভব নয় বিবেচনা করতঃ 'বভ্রমুঃ'—সন্দেহ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধঞ্চ বালকম্।
কস্যেদং কুত আশ্চর্য্যমুৎপাত ইতি কাতরাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—দাম্না (রজ্জ্বা) বদ্ধং উলূখলং বিকর্ষন্তং (আকর্ষন্তং) চ বালকং (কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা) কস্য ইদং আশ্চর্য্যং (কার্য্যং) কুতঃ (কস্মাচ্চ) উৎপাতঃ ইতি কাতরাঃ (ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা তে উদ্বিগ্নাঃ জাতাঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(তাঁহাদের সন্দিহান হইবার কারণ) কৃষ্ণ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া উলূখল আকর্ষণ করিতেছেন। সুতরাং এই আশ্চর্য্য কর্ম্ম কাহার এবং কোথা হইতে কি কারণে এই উৎপাত উপস্থিত হইল, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভ্রমম্ এবাহ কস্যেদং কর্ম্ম? কুতো হেতোস্তস্মাদাশ্চর্য্যমেতদুৎপাত ইতি নিশ্চিত্য কাতরাঃ। ভাগ্যেন বিধাত্রা বালঃ কৃষ্ণো রক্ষিত ইতি ব্যাকুলা বভূবুঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের সন্দিহান হইবার কারণ বলিতেছেন—'কস্যেদং'—ইহা কাহার কর্ম্ম? অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি এই আশ্চর্য্য কার্য্য করিল? কোথা হইতে কি কারণে এই উৎপাত উপস্থিত হইল? ভাগ্যক্রমে বিধাতা কর্ত্তৃক এই বালক কৃষ্ণ রক্ষিত হইয়াছে, এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ৩ ॥

বালা ঊচুরনেনেতি তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্ ।
বিকর্ষতা মধ্যগেন পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (তত্রস্থিতাঃ গোপবালকাঃ) ঊচুঃ (নন্দাদীন্ প্রতি কথয়ামাসুঃ) তির্য্যগ্ গতং (বক্রভাবেনাবস্থিতং) উলূখলং বিকর্ষতা মধ্যগেন (বৃক্ষদ্বয়ান্তরালস্থিতেন) অনেন (কৃষ্ণেন) ইতি (বৃক্ষোৎপাটনং কৃতমিত্যর্থঃ) অপি (অপি চ) পুরুষৌ (দিব্যৌ পুরুষৌ) অচক্ষ্মহি (বয়ং দৃষ্টবন্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গোপবালকগণ বলিতে লাগিল যে, এই কৃষ্ণই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তির্য্যগ্‌ভাবে স্থিত উলূখলকে আকর্ষণ করায় উহাদের পতন হইয়াছে এবং তন্মধ্য হইতে দুইটী দিব্য পুরুষও আবির্ভূত হইয়াছে। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন কৃষ্ণেন বৃক্ষয়োর্ম্মধ্যগতেন তির্য্যগ্‌গতমুলূখলং বিকর্ষতেত্যেতন্মাত্রং বালা ঊচুঃ। স্বসম্ভ্রান্তত্বেন পূর্ণবচনাশক্তেরেতাবুৎপাটিতাবিতি তু নোচুঃ। অবিশ্বসতস্তান্ পুনরাচুঃ। বৃক্ষাভ্যাং নির্গতৌ দ্বৌ পুরুষাবপ্যচক্ষ্মহি দৃষ্টবন্তো বয়মিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনেন'—'এই কৃষ্ণ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বক্রভাবে আপতিত উদূখল আকর্ষণ করিতে করিতে'—এইমাত্র বালকগণ বলিতে লাগিল, কিন্তু সম্ভ্রমবশতঃ 'বৃক্ষদ্বয় উৎপাটিত করিয়াছে'—এই সম্পূর্ণ বাক্য বলিল না। এতচ্ছ্রবণে গোপগণ তাহা বিশ্বাস না করায় পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিল—'এই পতিত বৃক্ষদ্বয়ের মধ্য হইতে দুইটি পুরুষকে বাহির হইতেও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি' ॥ ৪ ॥

ন তে তদুক্তং জগৃহুর্ন ঘটেতেতি তস্য তৎ ।
বালস্যোৎপাটনং তর্ব্বোঃ কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—তে (নন্দাদয়ঃ তস্মিন্মমতার্দ্রচিত্তত্বাৎ তৎ প্রভাবাননুসন্ধানাৎ) তস্য বালস্য (কৃষ্ণস্য) তৎ তর্ব্বোঃ উৎপাটনং (বৃক্ষদ্বয়স্যোচ্ছেদকর্ম্ম) ন ঘটেত (ন সম্ভবেৎ) ইতি (হেতোঃ) তদুক্তং (বালানাং বচনং) ন জগৃহুঃ (সত্যতয়া ন মেনিরে) কেচিৎ (নারায়ণসমো গুণৈরিতি গর্গোক্তি স্মৃত্যা) সন্দিগ্ধচেতসঃ (সন্দেহযুক্তচিত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ (পরম বাৎসল্য স্বভাব-বিশিষ্ট বলিয়া) বালক কৃষ্ণের পক্ষে বৃক্ষোৎপাটন অসম্ভব মনে করিলেন, সুতরাং তাঁহারা বালকদিগের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা "নারায়ণসমো গুণৈঃ"—এই বালক নারায়ণতুল্য গুণবিশিষ্ট—গর্গের এই বাক্য স্মরণ করিয়া—হইলেও হইতে পারে—এইরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তে নন্দাদয়ঃ তস্মিন্মমতার্দ্রচিত্তত্বাৎ তৎপ্রভাবাননুসন্ধানাৎ তদুক্তং বালোক্তং ন জগৃহুঃ। কেচিদন্যে তু "নারায়ণসমো গুণৈ"রিতি গর্গোক্তিস্মৃত্যা স্বাভাবিকপ্রেমোদয়েন চ সন্দিগ্ধচেতস এব বভূবুঃ ॥৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন তে'—কৃষ্ণে মমতার্দ্রচিত্ত ও তৎপ্রভাব অনুসন্ধানে বিরত শ্রীনন্দাদি গোপগণ ঐ বালকদের বাক্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না। 'কেচিৎ সন্দিগ্ধচেতসঃ'—কিন্তু "নারায়ণের সমান গুণ", এই গর্গ-বাক্য স্মরণ করিয়া ও স্বাভাবিক প্রেমোদয়বশতঃ কেহ কেহ বা ঐ কথায় সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেম ॥ ৫ ॥

উলূখলং বিকর্ষন্তং দাম্না বদ্ধং স্বমাত্মজম্ ।
বিলোক্য নন্দঃ প্রহসদ্বদনো বিমুমোচ হ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ দাম্না বদ্ধং উলূখলং বিকর্ষন্তং স্বং আত্মজং বিলোক্য প্রহসদ্‌বদনঃ (হাস্যান্বিতমুখঃ সন্) বিমুমোচ হ (বন্ধনাৎ বালকং মোচয়ামাস)॥৬॥

অনুবাদ—নন্দ মহারাজ নিজ পুত্রকে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় উলূখল আকর্ষণ করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে তাঁহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিলোক্য বিশেষেণাঙ্গপ্রত্যঙ্গং নির্ব্বাধং দৃষ্ট্বা প্রহসদ্বদন ইতি মৎক্রোড়াদপি যস্যাঃ ক্রোড়ং ত্বমতিপ্রিয়ং মন্যসে সা ত্বজ্জননী ত্বামল্পাপরাধেনৈব বধ্নাতি স্ম তত্ত্বামহং কথং মোচয়ামীত্যুপালম্ভনদ্যোতকঃ প্রহাসঃ। "ত্বং মায়য়ৈব জীবানাং বন্ধমোক্ষৌ যথা ব্যধাঃ। তথা ত্বৎপিতরৌ তৌ তে প্রভোঃ প্রেম্নৈব চক্রতুঃ" ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিলোক্য'—শ্রীনন্দ মহারাজ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ উদূখল আকর্ষণকারী নিজ পুত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতি বিশেষরূপে দর্শন করিয়া, 'প্রহসদ্বদনঃ'—'আমার ক্রোড় হইতেও যাহার ক্রোড় তুমি অতিপ্রিয় মনে কর, সেই তোমার জননী তোমাকে অল্প অপরাধেই বন্ধন করিয়াছে, অতএব আমি তোমাকে কিপ্রকারে মুক্ত করি', এইরূপ উপালম্ভন-দ্যোতক হাস্যসহকারে তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। 'ত্বং মায়য়ৈব' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—হে প্রভো! তুমি মায়ার দ্বারাই জীবগণের যেমন বন্ধন ও মোচন করিয়া থাক, তদ্রূপ তোমার মাতা-পিতা তোমাকে প্রেমেই বন্ধন ও মুক্ত করিয়াছেন (অর্থাৎ প্রেমে মাতা শ্রীযশোদা তোমাকে বন্ধন করিয়াছেন এবং পিতা শ্রীনন্দ সেই বন্ধন হইতে তোমাকে মুক্ত করিলেন।) ॥ ৬ ॥

গোপীভিঃ স্তোভিতোঽনৃত্যদ্ভগবান্ বালবৎ ক্বচিৎ।
উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তদ্বশো দারুযন্ত্রবৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (কদাচিৎ) গোপীভিঃ স্তোভিতঃ (করতালাদিনা প্রোৎসাহিতঃ) ভগবান্ অখিলৈশ্বর্য্য-সম্পন্নোঽপি) বালবৎ (বালক ইব) মুগ্ধঃ (সন্) উৎগায়তি (গানং করোতি) ক্বচিৎ (কদাচিৎ) দারু-যন্ত্রবৎ (সূত্রপ্রোত কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ) তদ্বশঃ (সন্) অনৃত্যৎ (নৃত্যং কৃতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—যদি তুমি নৃত্য কর, তাহা হইলে এই খণ্ড লড্ডুকাদি তোমাকে প্রদান করিব ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা অথবা করতালাদিদ্বারা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে উৎসাহিত করিতেন। তখন তিনি অখিল ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন ভগবান্ হইয়াও সামান্য বালকের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া গান করিতে থাকিতেন। কখনও বা সূত্রবদ্ধ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় তাঁহাদের (গোপীদিগের) বশীভূত হইয়া নৃত্য করিতেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পিত্রোস্তয়োঃ সৌভাগ্যমহিমা কেন বক্তুং শক্য-স্তদীয়-ব্রজবাসিমাত্রস্যাপ্যতিমাত্রবশ্যো ব্রহ্মাদি-বশীকর্ত্তাপি কৃষ্ণ ইত্যাহ সার্দ্ধত্রয়োদশভিঃ। স্তোভিতঃ যদি নৃত্যসি তদা তুভ্যং খণ্ডলড্ডুকং দাস্যামীতি প্রোৎসাহিতঃ। বালবৎ যথান্যঃ প্রাকৃতো বালস্তদ্ব-দেবেত্যর্থঃ। মুগ্ধস্তাসাং প্রেম্নৈব নিজৈশ্বর্য্যাননুসন্ধানাৎ। দারুযন্ত্রং সূত্রপ্রোত-পুত্তলিকা ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই জনক-জননীর সৌভাগ্য-মহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ, ব্রহ্মাদির বশীকর্ত্তা হইয়াও কৃষ্ণ ব্রজবাসি মাত্রের প্রেমাধীন হইয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শ্লোকে। 'স্তোভিতঃ'—"হে কৃষ্ণ! যদি নৃত্য কর, তবে তোমাকে এই খণ্ড-লড্ডুক প্রদান করিব", এই প্রকারে গোপীগণ কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া, 'বালবৎ'—অন্য প্রাকৃত বালকের ন্যায়, 'মুগ্ধঃ'—গোপীগণের বাৎসল্যপ্রেমের অধীন কৃষ্ণ স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিস্মৃত হইয়া, 'দারুযন্ত্রবৎ'—সূত্রগ্রথিত পুত্তলিকার ন্যায় কখন কখন নৃত্য করিতেন, কখন কখন বা গান করিতেন ॥ ৭॥

বিভর্ত্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মানপাদুকম্।
বাহুক্ষেপঞ্চ কুরুতে স্বানাঞ্চ প্রীতিমাবহন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ (কদাচিৎ) আজ্ঞপ্তঃ (ইদং আনয় ইতি আদিষ্টঃ সন্) পীঠকোন্মানপাদুকং (তত্তৎ দ্রব্যং) বিভর্ত্তি (আনয়নে অসমর্থ ইব কেবলং ধৃত্বা তিষ্ঠতি) স্বানাং (আত্ম-জনানাং) প্রীতিং চ আবহন্ (জনয়ন্) বাহুক্ষেপং (ভুজৌ মুহুরুত্থাপ্য পরাক্রমদর্শনং) চ কুরুতে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কখন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকাপীঠ (আসন) উন্মান (তণ্ডুলাদি পরিমাপক পাত্রবিশেষ) প্রভৃতি দ্রব্য আনয়ন করিতে আদেশ করিতেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল দ্রব্য যেন আনিতে সমর্থ নহে—এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া ঐ দ্রব্যগুলি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেন এবং আত্মীয়বর্গের হর্ষোৎ-পাদন করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ ভুজদ্বয় উত্তোলন-পূর্ব্বক স্বীয় পরাক্রম প্রদর্শন করিতেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পীঠকেতি। কিয়দস্য বলমভূদিতি জিজ্ঞাসুভিঃ প্রথমং হে কৃষ্ণ! পাদুকামানয়েতি ততস্ত-তোঽধিকভারমুন্মানমানয়েতি, ততস্ততোঽপ্যধিকভারং পীঠকমানয়েত্যাজ্ঞপ্ত আদিষ্টস্তত্তদানয়ন্ বিভর্ত্তি স্বমৃদুলজঠরোপরীত্যর্থঃ। বাহুক্ষেপং তত্র তত্র কর্ম্মাণি ভুজৌ মুহুরুত্থাপ্য স্বপরাক্রমদর্শনাৎ স্বানাং জ্ঞাতীনাম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পীঠক'-ইত্যাদি, কৃষ্ণের কি পরিমিত বল হইয়াছে, ইহা জানিবার নিমিত্ত গোপীগণ প্রথমে কৃষ্ণকে বলিলেন—কৃষ্ণ ! পাদুকা আনয়ন কর, অনন্তর তাহা হইতে অধিক ভার উন্মান (ধান্যাদি পরিমাণ পাত্র) আনয়ন কর, তৎপরে তাহা হইতেও প্রচুর ভার পীঠ আনয়ন কর, ইত্যাদি প্রকারে আদেশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ পাদুকা, ধ্যানাদি পরিমাণ পাত্র ও পীঠ আনয়নপূর্ব্বক 'বিভত্তি'—স্বীয় মৃদুল জঠরোপরি ধারণ করিলেন। 'বাহুক্ষেপঞ্চ'—এবং স্বীয় পরাক্রম-দর্শনে আত্মীয়গণের প্রীতি-সম্পাদনার্থ তত্তৎ কর্ম্মে মুহুর্মুহু বাহুদ্বয় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

দর্শয়ংস্তদ্বিদাং লোকে আত্মনো ভৃত্যবশ্যতাম্ ।
ব্রজস্যোবাহ বৈ হর্ষং ভগবান্ বালচেষ্টিতৈঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) লোকে (জগতি) তদ্বিদাং (তন্মাহাত্ম্যজ্ঞানাং সমীপে) আত্মনঃ (স্বস্য) ভৃত্যবশ্যতাং (ভক্তাধীনত্বং) দর্শয়ন্ (প্রকাশয়ন্) বালচেষ্টিতৈঃ (বালকোচিত ব্যবহারৈঃ) ব্রজস্য হর্ষং উবাহ বৈ (জনয়ামাস) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপর ভক্তগণের সমীপে স্বকীয় ভৃত্যাধীনভাব প্রকাশ করিয়া বালকোচিত ব্যবহারে ব্রজবাসিগণের আনন্দ উৎপাদন করিতেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলং জ্ঞাতীনামেব অপি তু সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং প্রীতিপ্রদো বশ্যত্বাদিত্যাহ—দর্শয়ন্নিতি, তদ্বিদাং তদৈশ্বর্য্যবিজ্ঞান্ ব্রহ্মাদীনিতি নৈতদনুকরণত্বেন ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ কেবল জ্ঞাতিগণেরই নহে, কিন্তু সমস্ত ব্রজবাসিজনের প্রীতিপ্রদ ও বশীভূত ছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'দর্শয়ন্' ইত্যাদি। ইহলোকে ভৃত্যবশ্যতা-অনভিজ্ঞ, অথচ 'তদ্বিদাং'—কেবল ঐশ্বর্য্যাভিজ্ঞ ব্রহ্মাদি দেবগণকে নিজের ভৃত্যাধীনতা (ভক্তবশ্যতা) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানাইবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা-সমূহের দ্বারা ব্রজবাসি-সকলের আনন্দবিধান করিতেন। 'বৈ'—ইহা প্রসিদ্ধ, অনুকরণমাত্র নহে ॥ ৯ ॥

ক্রীণীহি ভোঃ ফলানীতি শ্রুত্বা সত্বরমচ্যুতঃ ।
ফলার্থী ধান্যমাদায় যযৌ সর্ব্বফলপ্রদঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ (ব্রজজন,) ফলানি ক্রীণীহি (মূল্যবিনিময়েন গৃহাণ) ইতি (ফলবিক্রয়িণ্যাঃ বচঃ) শ্রুত্বা সর্ব্বফলপ্রদঃ (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদাতা) অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) ফলার্থী (ফলং নেতুম্ অভিলাষী সন্) ধান্যং (মূল্য-স্বরূপং) আদায় সত্বরং যযৌ (গতঃ) ॥১০॥

অনুবাদ—"হে ব্রজজন, তোমরা ফল ক্রয় কর" কোন ফল-বিক্রয়িণী যখন উচ্চৈঃস্বরে এরূপ ডাকিত, তখন সর্ব্বফলপ্রদাতা বালক শ্রীকৃষ্ণ ফলার্থী হইয়া মূল্যস্বরূপ ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর তথায় গমন করিতেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বতিনীচানাং পুলিন্দজাতীনামপি প্রীতিপ্রদ ইত্যাহ ক্রীণীহীতি। অচ্যুতঃ পরিপূর্ণোঽপি ফলমাত্রার্থী সর্ব্বফলপ্রদোঽপি ত্বরয়া পুরতঃ স্থিতধান্যমাত্রপ্রাপ্তের্ধান্যাঞ্জলিমাদায় যযৌ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই ব্রজবাসিজনের মধ্যে অতি নীচ পুলিন্দ-জাতিদিগেরও অপার আনন্দ-বিধান করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'ক্রীণীহি' ইত্যাদি, "হে ব্রজজন ! তোমরা কি কেহ ফল ক্রয় করিবে?" —একদিন ফল-বিক্রয়িণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'অচ্যুতঃ'—সর্ব্বার্থ-পরিপূর্ণ হইয়াও ফলমাত্রার্থী সর্ব্বফলপ্রদ হইয়াও সত্বর অগ্রেস্থিত ধান্যমাত্র অঞ্জলিপুটে গ্রহণ করিয়া গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

ফলবিক্রয়িণী তস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ম্ ।
ফলৈরপূরয়দ্রত্নৈঃ ফলভাণ্ডমপূরি চ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ফলবিক্রয়িণী তস্য (কৃষ্ণস্য চ্যুতধান্যকরদ্বয়ং (চ্যুতং ত্যক্তং ধান্যং যস্মাৎ তাদৃশং হস্তদ্বয়ং) ফলৈঃ অপূরয়ৎ ফলভাণ্ডং চ রত্নৈঃ অপূরি (পূরিতম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—সত্বর গমনকালে শ্রীকৃষ্ণের হস্ত হইতে ধান্য সকল প্রায় পড়িয়া যাইত। ফলবিক্রয়িণী সেই হস্তদ্বয় ফলদ্বারা পূর্ণ করিয়া দিত সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলভাণ্ডও রত্নে পূর্ণ হইত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নচ তাবন্মাত্রমপি ধান্যং তয়া প্রাপ্তমিত্যাহ ; চ্যুতেতি। অভ্যন্তরাত্ত্বরয়া বহির্নির্গমে

বর্ত্মন্যেব সর্ব্বধান্যানি পতিতানি ততশ্চ দ্বিত্রমাত্র-ধান্যযুক্তে কেবলাঞ্জলাবেব নীয়তামিত্যুক্ত্বা ফলপাত্রে ন্যস্তে ফলবিক্রয়িণ্যপ্যুদ্ভূতস্নেহা ফলৈঃ পীলবাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবাপূরয়ৎ; ফলেষু তস্য জাতলোভত্বেন স্তোকেঽপি তৎকরতলদ্বয়ে তদীয়বৈভবশক্তেঃ সাহায্যাৎ। ততশ্চ রত্নৈরিতি তদীয়-সর্ব্বফলপ্রদত্ব-শক্ত্যা তৎপ্রেমপর্য্যন্তা সর্ব্বৈব সম্পত্তিরভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতটুকু ধান্যই ফলবিক্রয়িণী প্রাপ্ত হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'চ্যুত'-ইত্যাদি। কৃষ্ণ গৃহাভ্যন্তর হইতে ধান্য লইয়া দ্রুতপদে বহির্গমন করিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যেই তদীয় করস্থ ধান্যসকল প্রায় পতিত হইল, পরন্তু কেবল দুইটি বা তিনটি ধান্যযুক্ত অঞ্জলিকেই তিনি 'লও লও' বলিয়া ফলপাত্রে ন্যস্ত করিলে, তদ্দর্শনে সমুৎপন্ন মহাস্নেহযুক্তা ফলবিক্রয়িণী পীলু প্রভৃতি পাত্রস্থ সমস্ত ফলের দ্বারা বিগলিত-ধান্য তদীয় করদ্বয় পূর্ণ করিয়াছিল। ফলে তাঁহার লোভ উৎপন্ন হওয়ায় ক্ষুদ্রতর হইলেও তাঁহার করতলদ্বয়ে তদীয় বৈভবশক্তির সাহায্যে স্বয়ং আবির্ভূত নানাবিধ রত্ন দ্বারা ফলভাণ্ডও পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কেবল ইহাই নহে, কিন্তু ভগবানের স্বাভাবিক সর্ব্বফলপ্রদত্ব শক্তির দ্বারা প্রেম পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পত্তিই তাহার হইয়াছিল, ইহা জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

সরিত্তীরগতং কৃষ্ণং ভগ্নার্জ্জুনমথাহ্বয়ৎ।
রামঞ্চ রোহিণী দেবী ক্রীড়ন্তং বালকৈর্ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দেবী রোহিণী বালকৈঃ (সহ) ভৃশং (অত্যর্থং) ক্রীড়ন্তং সরিত্তীরগতং (নদীতটগতং) ভগ্নার্জ্জুনং (যমলার্জ্জুনোৎপাটকং) কৃষ্ণং রামঞ্চ আহ্বয়ৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর রোহিণীদেবী নদীতীরে বালকগণের সহিত অতিশয় ক্রীড়াশীল এবং যমল অর্জ্জুন বৃক্ষের উৎপাটক শ্রীকৃষ্ণ ও রামকে আহ্বান করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—রোহিণ্যাঃ সকাশাদপি শ্রীযশোদায়ামতিবাৎসল্যবত্যাং রামকৃষ্ণাবতিস্নেহবশাবিতি দর্শয়ন্ যমলার্জ্জুনভঙ্গদিন এব লীলান্তরমাহ—সরিত্তীরে খেলনার্থং গতং কৃষ্ণং রামঞ্চ উত্তরবাক্যানুরোধাৎ তদ্ভোজনসাধনাসক্তয়া শ্রীযশোদয়া প্রেষিতা রোহিণীতি কর্ত্তৃপদং জ্ঞেয়ম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরোহিণী দেবী হইতেও অতিশয় বাৎসল্যবতী শ্রীযশোদাতে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ অতিশয় স্নেহবশ, ইহা প্রদর্শনের নিমিত্ত যমলার্জ্জুন ভঞ্জনের দিনেই অপর একটি লীলা বলিতেছেন—'সরিত্তীরগতং' ইত্যাদি। যমুনা নদীর তীরে খেলার জন্য গত কৃষ্ণ ও বলরামকে রোহিণীদেবী আহ্বান করিতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী বাক্যের অনুরোধে রন্ধনাদি কার্য্যে আসক্ত থাকায় শ্রীযশোদা রোহিণী দেবীকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১২ ॥

নোপেয়াতাং যদাহূতৌ ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ।
যশোদাং প্রেষয়ামাস রোহিণী পুত্রবৎসলাম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(রোহিণ্যাঃ সকাশাদপি শ্রীযশোদায়াং রামকৃষ্ণৌ অতি স্নেহবশৌ ইতি যমলার্জ্জুনভঙ্গদিনে লীলান্তরমাহ) ক্রীড়াসঙ্গেন পুত্রকৌ (রামকৃষ্ণৌ) আহূতৌ অপি (ভোজনার্থং রোহিণ্যা আমন্ত্রিতৌ অপি) যদা ন উপেয়াতাং (নাগতৌ তদা) রোহিণী পুত্রবৎসলাঃ (পুত্রয়োঃ আনয়নার্থং) যশোদাং প্রেষয়ামাস ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ক্রীড়ায় আসক্তি বশতঃ পুত্রদ্বয় তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত না হওয়ায় রোহিণী দেবী পুত্রবৎসলা যশোদাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যশোদাং প্রেষয়ামাসেতি তস্যা এবাধিকবাৎসল্যবত্যাস্তদ্দ্বয়াকর্ষণসামর্থ্যনির্ণয়াৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যশোদাং প্রেষয়ামাস'—বাৎসল্যাধিক্য প্রযুক্ত যশোদা কৃষ্ণ-বলরাম দুইজনকেই আকর্ষণ করিতে সমর্থ, এরূপ বিবেচনা করতঃ রোহিণীদেবী যশোদাকে প্রেরণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ক্রীড়ন্তং সা সুতং বালৈরতিবেলং সহাগ্রজম্।
যশোদাঽজোহবীৎ কৃষ্ণং পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ— সা পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী (পুত্রস্নেহাৎ ক্ষরিত-স্তনী) যশোদা বালৈঃ (সহ) অতিবেলং (অতিক্রান্ত-বেলং) ক্রীড়ন্তং সহাগ্রজং (রামেণ সহ বর্ত্তমানং) সুতং কৃষ্ণং অজোহবীৎ (আহ্বয়ৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পুত্রস্নেহে যশোদাদেবীর স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল, তিনি বালকগণের সঙ্গে অধিক বেলা পর্য্যন্ত ক্রীড়ারত বলরাম ও কৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—অজোহবীৎ পুনঃ পুনরাজুহাব নিকট-গমনে পলায়নশঙ্কয়েতি দূরত এবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজোহবীৎ'—'হঠাৎ নিকটে-গমন করিলে পলায়ন করিতে পারে', এই আশঙ্কায় যশোদা দূর হইতেই পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ তাত এহি স্তনং পিব ।
অলং বিহারৈঃ ক্ষুৎক্ষান্তঃ ক্রীড়াশ্রান্তোহসিপুত্রক ॥১৫

অন্বয়ঃ—হে কৃষ্ণারবিন্দাক্ষ, (নীলোৎপললোচন,) কৃষ্ণ, এহি স্তনং পিব। হে পুত্রক! বিহারৈঃ অলং (অতঃপরং ক্রীড়াভিঃ ন প্রয়োজনম্) ক্ষুৎক্ষান্তঃ (ক্ষুধাগ্রস্তঃ) ক্রীড়াশ্রান্তঃ (ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তশ্চ) অসি ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে নীলোৎপললোচন, হে কৃষ্ণ, আমার নিকটে আগমন কর এবং স্তন পান কর। হে বৎস, তুমি এখন ক্ষুধায় পীড়িত ও ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়াছ। অতএব আর ক্রীড়ার আবশ্যক নাই ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি বীপ্সা দূরতঃ শ্রবণায় ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—দূর হইতে যাহাতে শুনিতে পায়, এজন্য বীপ্সা প্রয়োগ হইয়াছে ॥১৫

হে রামাগচ্ছ তাতাশু সানুজঃ কুলনন্দনঃ ।
প্রাতরেব কৃতাহারস্তদ্ভবান্ ভোক্তুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে কুলনন্দন, তাত, রাম, সানুজঃ (কৃষ্ণেন সহ) আশু (শীঘ্রং) আগচ্ছ। ভবান্ প্রাতঃ এব কৃতাহারঃ (ভুক্তবান্ ভবতি) তৎ (তস্মাৎ ইদানীং পুনঃ) ভোক্তুং অর্হতি ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে কুলনন্দন, বৎস বলদেব, কৃষ্ণের সহিত সত্বর আগমন কর, কারণ তুমি সেই প্রাতঃকালে ভোজন করিয়াছ অতএব এখন পুনরায় তোমার ভোজন করা উচিত ॥ ১৬ ॥

প্রতীক্ষতে ত্বাং দাশার্হ ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ ।
এহ্যাবয়োঃ প্রিয়ং ধেহি স্বগৃহান্ যাত বালকাঃ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—হে দাশার্হ, (হে রাম,) ভোক্ষ্যমাণঃ (ভক্ষিতুম্ ইষ্যন্) ব্রজাধিপঃ (নন্দ মহারাজঃ) ত্বাং প্রতীক্ষতে। এহি আবয়োঃ (যশোদা-নন্দয়োঃ) প্রিয়ং ধেহি (প্রীতিং কুরু) হে বালকাঃ (ব্রজশিশবঃ,) স্বগৃহান্ (নিজ-নিজালয়ান্) যাত (যূয়ম্ গচ্ছত) ॥১৭॥

অনুবাদ—হে রাম, ভোজনাভিলাষী নন্দমহারাজ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আসিয়া আমাদিগকে সন্তুষ্ট কর। হে বালকগণ, তোমরা এখন নিজ নিজ গৃহে গমন কর ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভোক্ষ্যমাণ ইতি যুবাং বিনা ভোক্তু-মশক্তবন্তং তং স্বপিতরং কিং ক্ষুধয়া পীড়য়সীতি ভাবঃ। স্বগৃহান্ যাতেতি যুষ্মন্মাতাপিতরোঽপি বয়-মিব ক্লিশ্যন্তি তান্ সুখয়েতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু ক্রীড়া-বিচ্ছেদ এব তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভোক্ষ্যমাণো ব্রজাধিপঃ'—ব্রজেশ্বর ভোজন করিতে গিয়া তোমাদের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তোমাদের বিনা ভোজনে অসমর্থ পিতাকে কি ক্ষুধায় কষ্ট প্রদান করিবে? —এই ভাব। 'স্বগৃহান্ যাত'—হে বালকগণ! তোমরাও নিজ নিজ গৃহে গমন কর। তোমাদের মাতা-পিতাও আমাদের ন্যায় ক্লেশানুভব করিতেছে, অতএব গৃহে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সুখবিধান কর—এই ভাবার্থ। বাস্তবিক পক্ষে ক্রীড়া-বিচ্ছেদই তাৎপর্য্য ॥ ১৭ ॥

ধূলিধূসরিতাঙ্গস্ত্বং পুত্র মজ্জনমাবহ ।
জন্মর্ক্ষং তেঽদ্য ভবতি বিপ্রেভ্যো দেহি গাঃ শুচিঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ—হে পুত্র! ত্বং (ক্রীড়াবশাৎ) ধূলি-ধূসরিতাঙ্গঃ (ধূলিবিবর্ণশরীরঃ জাতঃ) মজ্জনং আবহ

(স্নানং কুরু) অদ্য তে (তব) জন্মর্ক্ষং (জন্মনক্ষত্রং ভবতি)। শুচিঃ (পবিত্রঃ সন্) বিপ্রেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) গাঃ (ধেনূঃ) দেহি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে পুত্র, ক্রীড়াবশতঃ তোমার শরীর ধূলিতে মলিন হইয়া গিয়াছে, অতএব আসিয়া স্নান কর। অদ্য তোমার জন্মনক্ষত্র, সেই জন্য পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ধেনু প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদপ্যনায়ান্তং ক্রীড়োৎসাহাদ্বিরাময়িতুং দানোৎসাহমুৎপাদয়তি বিপ্রেভ্য ইতি ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতেও আসিতে না দেখিয়া ক্রীড়ার উৎসাহ হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য দানোৎসাহ উৎপাদন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে বলিতেছেন—'বিপ্রেভ্যঃ' ইত্যাদি, অদ্য তোমার জন্ম-নক্ষত্র উপস্থিত, অতএব পবিত্র হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে গাভীসকল প্রদান কর ॥ ১৮ ॥

পশ্য পশ্য বয়স্যাংস্তে মাতৃমৃষ্টান্ স্বলঙ্কৃতান্।
ত্বঞ্চ স্নাতঃ কৃতাহারো বিহরস্ব স্বলঙ্কৃতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—মাতৃমৃষ্টান্ (স্ব-স্ব-জননীভিঃ পরিমার্জ্জিতাঙ্গান্) স্বলঙ্কৃতান্ (অলঙ্কারবিভূষিতান্) তে (তব) বয়স্যান্ (সহচরান্) পশ্য পশ্য। ত্বং চ স্নাতঃ কৃতাহারঃ স্বলঙ্কৃতঃ (সন্) বিহরস্ব ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—দেখ দেখ তোমার সহচরগণ নিজ নিজ জননী কর্ত্তৃক পরিমার্জ্জিত ও সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়াছে। তুমিও স্নান, আহার এবং অলঙ্কার ধারণ করিয়া বিচরণ কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈবাগতানন্যান্ বালান্ দর্শয়িত্বা মাৎসর্য্যং জনয়তি পশ্যেতি ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইতিমধ্যে খেলা করিতে সমাগত অন্যান্য বালকদিগকে দেখাইয়া মাৎসর্য্য উৎপাদন পূর্ব্বক, অর্থাৎ প্রেমজন্য কোপ বা খেদের সহিত বলিতেছেন—'পশ্য পশ্য' ইত্যাদি (দেখ, দেখ, তোমার সহচর বালকগণকে, তাহাদের মায়েরা স্নান করাইয়া নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া দিয়াছে। তুমিও স্নানাহার করিয়া অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া খেলা কর।) ॥ ১৯ ॥

ইত্থং যশোদা তমশেষশেখরং
মত্বা সুতং স্নেহনিবদ্ধধীর্নৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটং কৃতবত্যথোদয়ম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, (রাজন্) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত ক্রমেণ) অশেষশেখরং (নিখিলচূড়ামণিং) তং (কৃষ্ণং) সুতং মত্বা (নিজ সুতজ্ঞানাৎ) স্নেহনিবদ্ধধীঃ (পুত্র-স্নেহাসক্তবুদ্ধিঃ) যশোদা সহরামং (রামেণ সহ) অচ্যুতং (কৃষ্ণং) হস্তে গৃহীত্বা স্ববাটং (নিজস্থানং) নীত্বা অথ (পশ্চাৎ) উদয়ং (স্নপন-ভোজনালঙ্করণাদি মঙ্গলং) কৃতবতী ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যশোদা দেবী এইরূপে নিখিললোকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণকে নিজপুত্র জ্ঞান করিয়া স্নেহাসক্ত বুদ্ধিতে বলদেবের সহিত তাহাকে হস্তে ধারণপূর্ব্বক নিজগৃহে আনয়ন করিলেন এবং পরে তাহাদের স্নান, ভোজন, অলঙ্করণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তং অশেষস্য শেখরং চূড়ামণিং সুতং মত্বা নত্বশেষশেখরং মত্বেত্যর্থঃ, স তু অশেষশেখরঃ সুতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা, তং সুতং অশেষস্য স্বকুলস্য শেখরং মত্বা স্ববাটং নিজস্থানং উদয়ং স্নপন-ভোজনালঙ্কারাদিমঙ্গলম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ অশেষশেখরং'—সকলের চূড়ামণির ন্যায় শিরোধার্য্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীযশোমতী নিজপুত্র জ্ঞান করিয়া, কিন্তু সকলের শিরোমণি মনে করিয়া নহে, এই অর্থ। অথবা—পুত্রকে স্বীয় কুলের চূড়ামণি মনে করিয়া রামের সহিত কৃষ্ণকে হস্তে ধারণ করতঃ নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। তারপর 'উদয়ং কৃতবতী'—স্নান, ভোজন ও অলঙ্কারাদি মঙ্গলকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

গোপবৃদ্ধা মহোৎপাতাননুভূয় বৃহদ্বনে।
নন্দাদয়ঃ সমাগম ব্রজকার্য্যমমন্ত্রয়ন্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, (অনন্তরং একদা) নন্দাদয়ঃ গোপ বৃদ্ধাঃ (বৃদ্ধাঃ গোপাঃ) বৃহদ্বনে

মহোৎপাতান্ (বিবিধান্ উপদ্রবান্) অনুভূয় সমাগম্য (মিলিত্বা) ব্রজকার্য্যং (উৎপাতবিষয়ে ব্রজস্য কর্ত্তব্যং) অমন্ত্রয়ন্ (অবিচারয়ন্) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধগোপগণ বৃহদ্‌বনে বিবিধ উৎপাত অনুভব করিয়া একদিন সকলে মিলিয়া এবিষয়ে ব্রজের কর্ত্তব্য কি তাহা মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—মহাবনে বিহৃত্যৈবং বিজীহীর্ষা যদাজনি। বৃন্দাবনে হরেস্তর্হ্যৌপনন্দী ররাজ গীঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে মহাবনে বিহার করিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে বিহার করিবার ইচ্ছা জাগিল, তখনই উপানন্দের বাক্য প্রকাশ পাইল (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মনের ইচ্ছাতেই উপানন্দ বলিতে লাগিলেন) ॥ ২১ ॥

তত্রোপানন্দনামাহ গোপো জ্ঞানবয়োঽধিকঃ।
দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ প্রিয়কৃদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (মন্ত্রণাপ্রসঙ্গে) রামকৃষ্ণয়োঃ প্রিয়কৃৎ (হিতকামী সন্) দেশকালার্থতত্ত্বজ্ঞঃ জ্ঞানবয়োঽধিকঃ (জ্ঞানেন বয়সা শ্রেষ্ঠঃ) উপানন্দনামা গোপঃ আহঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তখন দেশকাল এবং অর্থ তত্ত্বে অভিজ্ঞ, জ্ঞানে ও বয়সে বৃদ্ধ উপানন্দ নামক গোপ রাম ও কৃষ্ণের হিতার্থী হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—উপানন্দো নন্দরাজস্য জ্যেষ্ঠো মন্ত্রীতি প্রাক্তঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাচীন জন বলেন—উপানন্দ নন্দমহারাজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ॥২২

উত্থাতব্যমিতোঽস্মাভির্গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ।
আয়ান্ত্যত্র মহোৎপাতা বালানাং নাশহেতবঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—গোকুলস্য হিতৈষিভিঃ অস্মাভিঃ ইতঃ (গোকুলাৎ) উত্থাতব্যং (স্থানান্তরং গন্তব্যম্ যতঃ) অত্র (অস্মিন্ গোকুলে) বালানাং (রামকৃষ্ণাদি বালকানাং) নাশহেতবঃ মহোৎপাতাঃ (সদা) আয়ান্তি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—(হে গোপগণ,) গোকুলের হিতকামনা করিলে আমাদের আর এখানে অবস্থান করা উচিত নহে, কারণ এখানে সর্ব্বদা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণের প্রাণবিনাশক মহা উৎপাতসমূহ উপস্থিত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—গোকুলস্য গোকুলবাসিমাত্রস্য ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোকুলস্য'—গোকুলবাসী মাত্রের হিতাভিলাষী আমাদের শীঘ্রই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

মুক্তঃ কথঞ্চিদ্রাক্ষস্যা বালঘ্ন্যা বালকো হ্যসৌ।
হরেরনুগ্রহান্নূনমনশ্চোপরি নাপতৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ বালকঃ (কৃষ্ণঃ) হি (নিশ্চিতং) কথঞ্চিৎ (দৈবাৎ) বালঘ্ন্যাঃ (বালকঘাতিন্যাঃ) রাক্ষস্যাঃ (পূতনায়াঃ) মুক্তঃ (রক্ষিতঃ) নূনং (নিশ্চিতং) হরেঃ (ভগবতঃ) অনুগ্রহাৎ অনঃ (শকটং) চ উপরি ন অপতৎ (ন পতিতম্) ॥২৪॥

অনুবাদ—বালক শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র দৈববলে একবার বালঘাতিনী রাক্ষসীর নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। আর একদিন শকট যে উহার উপর পতিত হয় নাই তাহাও ভগবানেরই অনুগ্রহ ॥ ২৪ ॥

চক্রবাতেন নীতোঽয়ং দৈত্যেন বিপদং বিয়ৎ।
শিলায়াং পতিতস্তত্র পরিত্রাতঃ সুরেশ্বরৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—চক্রবাতেন (চক্রবাতস্বরূপেণ) দৈত্যেন (তৃণাবর্ত্তেন) বিয়ৎ (আকাশং) বিপদং (মৃত্যুস্বরূপং চ) নীতঃ (প্রাপিতঃ) অয়ং (কৃষ্ণঃ) শিলায়াং (প্রস্তর খণ্ডোপরি) পতিতঃ তত্র (অপি) সুরেশ্বরৈঃ (অচ্যুত প্রেরিতৈস্তৎপার্ষদৈঃ বিষ্ণুনা বা বহুত্বং গৌরবেণ) পরিত্রাতঃ (রক্ষিতঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—চক্রবাতরূপী তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য যে সময়ে তাহাকে আকাশে মৃত্যুমুখে লইয়া যায় তখন সেখান হইতে শিলার উপর পতিত হয়, সে ক্ষেত্রেও অচ্যুত প্রেরিত পার্ষদবৃন্দ বা বিষ্ণু তাহার রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—চক্রবাতেন তৃণাবর্ত্তেন বিয়দাকাশং

বিপৎপ্রাপকত্বাদ্বিপদম্। সুরেশ্বরৈঃ সুরেশ্বরেণ বিষ্ণুনা। বহুত্বং গৌরবেণ। তত্রাপীত্যুত্তর-বাক্যে অপিকারাৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চক্রবাতেন'—চক্রবাতরূপী তৃণাবর্ত্ত দৈত্যকর্ত্তৃক 'বিয়ৎ'—পক্ষিকুলের বিহারস্থান আকাশমার্গে নীত হয়। এখানে বিপৎ-প্রাপক বলিয়া বিপদ বলা হইল। 'সুরেশ্বরৈঃ'—দেবগণের ঈশ্বর বিষ্ণু কর্ত্তৃক। এখানে গৌরবে বহুবচন হইয়াছে। পরবর্ত্তী বাক্য হইতে 'তদপি' শব্দ এখানেও অন্বয় করিতে হইবে (অর্থাৎ আকাশে নীত হইলেও, তাহা হইতে শিলাপৃষ্ঠে পতিত হইয়াও অচ্যুত-প্রেরিত তৎপার্ষদরূপ সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছিল।) ॥ ২৫ ॥

যন্ন ম্রিয়েত দ্রুময়োরন্তরং প্রাপ্য বালকঃ।
অসাবন্যতমো বাপি তদপ্যচ্যুতরক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসৌ (কৃষ্ণঃ) অন্যতমঃ (অন্যশ্চ কশ্চিৎ) বা অপি বালকঃ দ্রুময়োঃ (যমলার্জ্জুনয়োঃ) অন্তরং প্রাপ্য (মধ্যভাগে স্থিতঃ) যৎ ন ম্রিয়েত (যৎ ন মৃত্যুং গতঃ) তত্র অপি অচ্যুত রক্ষণং (ভগবতৈব রক্ষণং কৃতম্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সেদিনও শ্রীকৃষ্ণ কিম্বা অন্য কোন বালক যমলার্জ্জুনবৃক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদের পতনকালে যে মরণাপন্ন হয় নাই, তাহাও ভগবানেরই রক্ষাকার্য্য বলিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অসৌ কৃষ্ণঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসৌ'—সেই বালক কৃষ্ণ ॥ ২৬ ॥

যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) যাবৎ (কালং) ঔৎপাতিকঃ (উৎপাত জন্যঃ) অরিষ্টঃ (মরণ লক্ষণং) ইতঃ (অতঃপরং) ব্রজং (গোকুলং) ন অভিভবেৎ (ন পীড়য়েৎ) তাবৎ (তৎপূর্ব্বমেব) সানুগাঃ (স সহচরাঃ বয়ম্) বালান্ উপাদায় অন্যত্র যাস্যামঃ ॥২৭॥

অনুবাদ—অতএব ইহার পর অন্য কোন অরিষ্ট (মৃত্যুর কারণ) আসিয়া আবার ব্রজের উৎপীড়ন করিবার পূর্ব্বেই বালকগণকে লইয়া সহচরগণের সহিত আমরা অন্যত্র গমন করিব ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বমস্মিন্নগরে বিষ্ণুকথাকীর্ত্তন-দর্শন-পরিচর্য্যাদিকং বহুতরমাসীৎ। যাবন্নন্দস্য বাল-কোঽয়মভূত্তাবদাস্থান্যাদিষু সর্ব্বত্রাস্যৈব কথাকীর্ত্তন-দর্শনাদিকং প্রতীক্ষণং ভবত্যতস্তাদৃশং চ কুতো-ঽস্মাকং সম্প্রতি তদ্ভজনং যেন সদা বিষ্ণুনৈব রক্ষা স্যাদতস্তদাদিষ্ট-নীতিশাস্ত্রমেবানুসরণীয়মিত্যাহ—যাবদিতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বে এই নগরে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কথা কীর্ত্তন, দর্শন ও পরিচর্য্যাদি বহুতর হইত, যেদিন হইতে নন্দের এই বালক ভূমিষ্ঠ হইয়াছে সেই দিন হইতে 'আস্থান্যাদিষু সর্ব্বত্র'—হাটে গোষ্ঠে গৃহে কিংবা সভাস্থলে সর্ব্বত্রই এই বালকের কথা কীর্ত্তন ও তদ্দর্শনাদি নিরন্তর হইতেছে। তাদৃশ ভগবানের ভজন, সম্প্রতি আমাদের কোথা হইতে হইবে? যাহাতে তিনি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। অতএব তৎকর্ত্তৃক আদিষ্ট নীতি শাস্ত্রানুসারে এই উৎপাত স্থান সত্বর পরিত্যাগ করাই ন্যায় সঙ্গত, ইহা বলিতেছেন—'যাবৎ' (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত উৎপাত-জনিত অনর্থ এই ব্রজভূমিকে নষ্ট না করে, তাহার পূর্ব্বেই গোধন-ভৃত্যাদির সহিত বালকদিগকে লইয়া আমরা এই স্থান হইতে অন্য কোথাও গমন করিব।) ॥ ২৭ ॥

বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্দীশ্বর মহাবনয়োর্মধ্যবর্ত্তিস্থান-মেবাবাসার্থং যুজ্যতে) পশব্যং (পশুভ্যঃ হিতং তৃণাদি-মত্ত্বাৎ) নবকাননং (নবানি কাননানি অবান্তরাণি বনানি যস্মিন্ তৎ) পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধং (পবিত্রপর্ব্বত-তৃণলতাদিযুক্তং) গোপগোপীগবাং সেব্যং (সুখপ্রদং) বৃন্দাবনং নাম বনং (বর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—নন্দীশ্বর ও মহাবনের মধ্যবর্ত্তী বৃন্দা-বনই বাসের উপযুক্ত স্থান, কারণ ঐ স্থান তৃণাদি

সমন্বিত বলিয়া গো-প্রভৃতি পশুগণের হিতকারী, সেখানে সুরম্য নবীন বনরাজি বর্ত্তমান এবং পবিত্র পর্ব্বত, তৃণ ও লতা সমাবেশে গোপগোপী ও গোপ-সমূহের পরম সুখদায়ক ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ন চাস্মৎপ্রাচীন-রাজধানী নন্দীশ্বরো গন্তুং শক্যঃ, যদ্ভয়ান্নন্দীশ্বরাৎ পলায্যাত্র মহাবনে বয়ং অবসাম তস্যারিষ্টস্য সংপ্রত্যপি তত্রৈব স্থিতেঃ। ন চ ব্রজভূমেরন্যত্র যিযাসা সংভবেদরোচকত্বাদেব, তস্মাৎ নন্দীশ্বর-মহাবনয়োর্মধ্যবর্ত্তিস্থানমেবাবাসার্থং যুজ্যতে ইতি বিচার্য্যাহ—বনমিতি। পশব্যং পশুভ্যো হিতং, নবানি কাননান্যবান্তরাণি যত্র তৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল আমাদিগের প্রাচীন রাজধানী নন্দীশ্বরে গমন করা কর্ত্তব্য, তাহাও হইতে পারে না, কারণ যে অরিষ্টাসুরের ভয়ে নন্দীশ্বর হইতে পলায়ন করিয়া এই মহাবনে আমরা আবাস-ভূমি করিয়াছিলাম, সেই অরিষ্ট অধুনাও সেই নন্দীশ্বরেই রহিয়াছে, অতএব তথায় যাওয়া সঙ্গত হইবে না। আবার ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়াও অন্যত্র যাইবার বাসনা নাই, যেহেতু অন্যস্থল আমাদের প্রীতিকর নহে। অতএব নন্দীশ্বর ও মহাবনের মধ্যবর্ত্তী স্থানটিই বাসের উপযুক্ত, এইরূপ বিচার করিয়া বলিলেন—'বনম্' ইত্যাদি। 'পশব্যং'—পশুর হিতকর। 'নবকাননং'—নব নব অবান্তর বন যেখানে আছে, সেই বৃন্দাবন নামক একটি বন আছে ॥ ২৮ ॥

তৎ তত্রাদ্যৈব যাস্যামঃ শকটান্ যুঙ্‌ক্ত মা চিরম্।
গোধনান্যগ্রতো যান্তু ভবতাং যদি রোচতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ) অদ্য এব তত্র যাস্যামঃ, মা চিরং (বিলম্বেন ন প্রয়োজনং বর্ত্ততে) শকটান্ যুঙ্‌ক্ত (যোজয়) যদি ভবতাং রোচতে (সম্মতং ভবতি তদা) অগ্রতঃ (প্রথমং) গোধনানি (তত্র) যান্তু ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব অদ্যই আমরা সেখানে গমন করিব। আর বিলম্বের আবশ্যক নাই, সত্বর শকট সকলের যোজনা কর এবং যদি তোমাদের সম্মত হয় তাহা হইলে অগ্রে গোধন সকল সেখানে গমন করুক ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মাৎ তত্র বৃন্দাবনে, ভবতাং ভবদ্ভ্যঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ'—অতএব অদ্যই সেই বৃন্দাবনে আমরা সকলে গমন করি। 'ভবতাং'—ভবদ্ভ্যঃ (রুচ্ ধাতুর প্রয়োগে এখানে চতুর্থী হওয়া উচিত ছিল); যদি তোমাদের অভিমত হয় ॥ ২৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বৈকধিয়ো গোপাঃ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ।
ব্রজান্ স্বান্ স্বান্ সমাযুজ্য যযুরূঢ়পরিচ্ছদাঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—তৎ (উপানন্দ বচনং) শ্রুত্বা একধিয়ঃ (একবুদ্ধয়ঃ) গোপাঃ সাধু সাধু (সত্যমুক্তং ভবতা) ইতি বাদিনঃ (বদন্তঃ) স্বান্ স্বান্ ব্রজান্ (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তান্ নিজনিজগবাদীন্) সমাযুজ্য (একত্র মেলয়িত্বা) রূঢ় পরিচ্ছদাঃ (রূঢ়াঃ শকটে আরোপিতাঃ পরিচ্ছদাঃ যৈঃ তেঃ) যযুঃ (প্রস্থিতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—উপানন্দের এবম্বিধ বাক্য-শ্রবণে গোপ-গণ একমত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া উহা সমর্থন করিলেন এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নিজ নিজ গোপ্রভৃতি দ্রব্যসকল একত্র করিয়া শকটে পরিচ্ছদ (আবরণ) প্রদানপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজান্ ব্রজবর্ত্তিগবাদীন্ একত্র মেলয়িত্বা রূঢ়াঃ শকটান্যারূঢ়াঃ পরিচ্ছদা যেষাং তে ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রজান্'—ব্রজবর্ত্তি গাভী প্রভৃতি একত্র করিয়া নিজ নিজ শকট-সকল যোজ-নান্তর তদুপরি নানাবিধ উপকরণ-সকল সাজাইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ো রাজন্ সর্ব্বোপকরণানি চ।
অনঃস্বারোপ্য গোপালা যত্তা আত্তশরাসনাঃ ॥ ৩১ ॥
গোধনানি পুরস্কৃত্য শৃঙ্গাণ্যাপূর্য্য সর্ব্বতঃ ॥।
তূর্য্যঘোষেণ মহতা যযুঃ সহপুরোহিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্ গোপালাঃ যত্তাঃ (কৃত-প্রযত্নাঃ) আত্তশরাসনাঃ (ধনুর্দ্ধারিণঃ সন্তঃ) বৃদ্ধান্ বালান্ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বোপকরণানি চ অনঃসু (শকটেষু) আরোপ্য গোধনানি পুরস্কৃত্য (অগ্রে কৃত্বা) মহতা তূর্য্যঘোষেণ (ভেরীনাদেন সহ) সর্ব্বতঃ শৃঙ্গানি

(শৃঙ্গনামক-বাদ্যানি) আপূর্য্য (বাদয়িত্বা) সহ পুরোহিতাঃ যযুঃ ।। ৩১-৩২ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন গোপগণ অতি যত্নে ধনুক ধারণপূর্ব্বক বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও উপকরণ-সমূহ শকটে আরোপিত করিয়া এবং গো-সমূহ অগ্রে লইয়া ভেরী সকলের উচ্চ ধ্বনির সহিত চতুর্দ্দিকে শৃঙ্গ (বাদ্যবিশেষ) ধ্বনি করিতে করিতে পুরোহিত-বর্গের সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন ।। ৩১-৩২ ।।

বিশ্বনাথ—যত্তা প্রযত্নবন্তঃ ।। ৩১-৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্তাঃ'—তাহাদিগের রক্ষা-বিধানার্থ গোপগণ সাবধানে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যাত্রা করিলেন ।। ৩১-৩২ ।।

গোপ্যো রূঢ়রথা নূত্ন-কুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ ।
কৃষ্ণলীলা জগুঃ প্রীত্যা নিষ্ককণ্ঠ্যঃ সুবাসসঃ ।।৩৩।।

অন্বয়ঃ—নূত্নকুচকুঙ্কুমকান্তয়ঃ (নূত্নৈঃ কুচগতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ কান্তির্যাসাং তাঃ) নিষ্ককণ্ঠ্যঃ (নিষ্কানি পদকানি কণ্ঠেষু যাসাং তাঃ) সুবাসসঃ (মনোজ্ঞবস্ত্রাণি-পরিদধানাঃ) রূঢ়রথাঃ (রথারূঢ়াঃ) গোপ্যঃ প্রীতাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণলীলা (কৃষ্ণচরিতানি) জগুঃ (গীতবত্যঃ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—গোপীগণ তাঁহাদের নিত্য নূতন কুচ-যুগলে আলিপ্ত কুঙ্কুমরাগে সুশোভিত হইয়া কণ্ঠদেশে পদক ধারণ ও মনোরম বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রীতির সহিত কৃষ্ণ-লীলা গান করিতে লাগিলেন ।। ৩৩ ।।

তথা যশোদারোহিণ্যাবেকং শকটমাস্থিতে ।
রেজতুঃ কৃষ্ণরামাভ্যাং তৎকথাশ্রবণোৎসুকে ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ—তথা যশোদারোহিণ্যৌ তৎকথাশ্রবণোৎসুকে (তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ কথাশ্রবণাভিলাষিণ্যৌ সত্যৌ) একং শকটং আস্থিতে (পুত্রদ্বয়বিরহসহনা-সমর্থতয়া একমেব শকটং আশ্রিত্য) কৃষ্ণরামাভ্যাং (সহ) রেজতুঃ (শোভিতে বভূবতুঃ) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—যশোদা এবং রোহিণীদেবী পুত্রদ্বয়ের সুমধুর বাক্যশ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া এক শকটে আরোহণপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের সহিত শোভা পাইতেছিলেন ।।৩৪

বিশ্বনাথ—একং শকটমিতি দ্বয়োরেব পুত্রদ্বয়-বিরহসহনাশক্তেঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একং শকটং'—শ্রীযশোদা ও রোহিণী পরস্পর পুত্রদ্বয়ের বিরহসহনে অসমর্থা হইয়া কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত এক শকটে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ।। ৩৪ ।।

বৃন্দাবনং সম্প্রবিশ্য সর্ব্বকালসুখাবহম্ ।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—সর্ব্বকালসুখাবহং (সর্ব্বর্ত্তুসুখদায়কং) বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য তত্র শকটৈঃ অর্দ্ধচন্দ্রবৎ (তদাকৃতিবৎ) ব্রজাবাসং (ব্রজজননিবাসমণ্ডলং) চক্রুঃ ।।৩৫

অনুবাদ—অনন্তর তাহারা সকল ঋতুতে সমান সুখদায়ক বৃন্দাবন ধামে প্রবেশ করিয়া সেখানে শকট সমূহের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ব্রজবাসিগণের নিবাস-মণ্ডল রচনা করিলেন ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—অর্দ্ধচন্দ্রবদিতি পশ্চাদ্ভাগং প্রতি স্বদ্রব্য-স্থাপনার্থং, অগ্রভাগে বিস্তীর্ণে গবাদিনাং সুখনির্গমার্থঞ্চ । "শকটীবাটপর্য্যন্তশ্চন্দ্রার্দ্ধাকার সংস্থিতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণে চ এবং তদ্দিনে শকটৈরেব চক্রুঃ । দিনান্তরে তু যথা শ্রীহরিবংশে—"কণ্টকীভিঃ প্রবৃদ্ধাভিস্তথা কণ্টকীভির্দ্রুমৈঃ । নিখাতোচ্ছ্রিতশাখাভিরভিগুপ্তং সমন্ততঃ" ইতি ।। ৩৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্দ্ধচন্দ্রবৎ'—পশ্চাদ্ভাগে নিজ নিজ দ্রব্য স্থাপন এবং বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগে গাভীগণের সুখে নির্গমের নিমিত্ত শকটসমূহের দ্বারা অর্দ্ধ-চন্দ্রের আকারে ব্রজবাসিগণের বসতিস্থান নির্ম্মাণ করিলেন । বিষ্ণুপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—"শকটী-বাট-পর্য্যন্ত-শ্চন্দ্রার্দ্ধাকার-সংস্থিতিঃ" (৫।৬।৩১), অর্থাৎ সেই ব্রজবাসিগণ বৃন্দাবনে শকটীবাট পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থান করতঃ বাস করিতে লাগিলেন । সেই দিন ঐরূপ শকটসমূহের দ্বারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন, কিন্তু দিনান্তরে যেমন শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—"চারিদিকে কণ্টকী বৃক্ষের বড় বড় *শাখা পুঁতিয়া সুরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন"* ইত্যাদি ।। ৩৫ ।।

বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে নৃপ, (পরীক্ষিৎ,) বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং (তন্নামপর্ব্বতং) যমুনা-পুলিনানি (যমুনাতটানি) চ বীক্ষ্য রামমাধবয়োঃ উত্তমা প্রীতিঃ আসীৎ (তৌ অতিসন্তুষ্টৌ জাতৌ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেখানে বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন এবং যমুনাপুলিন সন্দর্শনে রামকৃষ্ণের অতীব প্রীতি হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (ক্রমেণ) বালচেষ্টিতৈঃ (বালকোচিত কর্ম্মভিঃ) কলবাক্যৈঃ (মধুরবচনৈশ্চ) ব্রজৌকসাং (ব্রজজনানাং) প্রীতিং যচ্ছন্তৌ (মুদং দদানৌ) স্বকালেন (যথাকালং তৌ) বৎসপালৌ (গোবৎসরক্ষকৌ) বভূবতুঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বালকোচিত আচরণ এবং মধুর বচন প্রয়োগে ব্রজবাসিগণকে আনন্দ প্রদান করিতে করিতে যথাসময়ে রামকৃষ্ণ গোবৎসগণের পরিপালনে সমর্থ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকালেন স্বোচিতসময়েন ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বকালেন'—যথোপযুক্তকালে (অর্থাৎ কৌমারের মধ্যাবস্থায়ই রাম ও কৃষ্ণ বৎসপালক হইয়া উঠিলেন ।) ॥ ৩৭ ॥

অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালদারকৈঃ ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্ নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ (বিবিধ-ক্রীড়োপকরণশালিনৌ তৌ) ব্রজভুবঃ অবিদূরে (ব্রজাৎ অদূরে এব) গোপালদারকৈঃ (গোপালবালকৈঃ) সহ বৎসান্ চারয়ামাসতুঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তখন তাঁহারা নানাবিধ ক্রীড়ার উপকরণ লইয়া ব্রজভূমির অদূরপ্রদেশে গোপাল বালকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোবৎস চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

কৃচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ কৃচিৎ ।
কৃচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ কৃচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ ॥৩৯
বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্ ।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(ক্রীড়াপ্রকারমাহ) কৃচিৎ (কুত্রচিৎস্থানে) বেণুং (বংশীং) বাদয়তঃ কৃচিৎ ক্ষেপণৈঃ (যন্ত্রবিশেষৈঃ ডোরীযন্ত্রৈঃ অশ্মযন্ত্রৈর্বা) ক্ষিপতঃ (বিল্বামলকাদিকং দূরে চালয়তঃ) কৃচিৎ কিঙ্কিণীভিঃ (কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ) পাদৈঃ (ক্ষিপতঃ তাড়য়তঃ পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) কৃচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ (কম্বলাদ্যাবৃতশরীরকৃত্রিমবৃষাকারধারিভিঃ গোপবালকৈঃ সহ) বৃষায়মাণৌ (বৃষৌ ইব আচরন্তৌ) নর্দ্দন্তৌ (উচ্চৈঃ শব্দায়মানৌ) পরস্পরং যুযুধাতে (কৃত্রিমযুদ্ধং চক্রতুঃ) রুতৈঃ (শব্দৈঃ) জন্তূন্ (প্রাণিনঃ) অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা (মানববালকৌ ইব) চেরতুঃ ॥ ৩৯-৪০ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানে তাঁহারা বংশীবাদন করিতেন, কোন স্থানে ক্ষেপণ যন্ত্রের (অশ্মযন্ত্র বা ডোরী যন্ত্র অর্থাৎ লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপের নিমিত্ত রজ্জু প্রভৃতি নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ) সাহায্যে কোথাও বা কিঙ্কিণীযুক্ত পদযুগলের দ্বারা বিল্ব, আমলকাদি নিক্ষেপ করিতেন। কোন স্থানে বা কৃত্রিম বৃষরূপধারী গোপবালকগণের সঙ্গে বৃষের ন্যায় আচরণ পূর্ব্বক উচ্চশব্দ-সহকারে পরস্পর যুদ্ধরত হইতেন, কোথায় বা প্রাণিগণের শব্দের অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষেপণৈর্ডোরীযন্ত্রৈর্বিল্বামলকাদিকং ক্ষিপতঃ দূরে চালয়তঃ। কিঙ্কিণীযুক্তৈঃ পাদৈঃ ক্ষিপতস্তাড়য়তঃ। কৃত্রিমগোবৃষৈঃ কম্বলাদিপিহিতবালকৈ র্বৃষাকারৈঃ সহ স্বয়মপি তথৈব বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বাণৌ যুযুধাতে, জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ ॥ ৩৯-৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষেপণৈঃ'—বলরাম ও কৃষ্ণ কখন ডোরীযন্ত্র অর্থাৎ রজ্জু-নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ দ্বারা, কখন বা কিঙ্কিণীযুক্ত পদ দ্বারা বিল্ব, আমলকাদি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 'কৃত্রিম-গোবৃষৈঃ'—কখন বা কম্বলাদি দ্বারা আচ্ছাদিত কৃত্রিম বৃষের আকারধারী বালকগণের সহিত নিজেও বৃষের ন্যায় আচরণপূর্ব্বক তদনুকারী শব্দ করিতে করিতে পর-

স্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 'জন্তূন্'—কখন বা হংস, ময়ূর ও বানরাদির শব্দ অনুকরণ করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯-৪০॥

কদাচিদ্‌যমুনাতীরে বৎসাংশ্চারয়তোঃ স্বকৈঃ।
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ যমুনাতীরে স্বকৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) বয়স্যৈঃ (সহ) বৎসান্ চারয়তোঃ কৃষ্ণবলয়োঃ (সমীপে) জিঘাংসুঃ (হননেচ্ছুঃ) দৈত্যঃ (কশ্চিৎ অসুরঃ) আগমৎ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—একদিন রামকৃষ্ণ যমুনাতীরে নিজ বয়স্যগণের সঙ্গে গোবৎস চারণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগকে বধ করিবার ইচ্ছায় এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণবলয়োরিতি ষষ্ঠী আর্ষী ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ-বলয়োঃ জিঘাংসুঃ'—এখানে ব্যাকরণগত 'ন লোকাব্যয়-নিষ্ঠা-খলর্থতৃণাম্', এই সূত্রে উ-প্রত্যয়ে ষষ্ঠী আর্ষ প্রয়োগ হইয়াছে। কৃষ্ণ ও বলরামকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় (বৎসরূপধারী) এক দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৪১ ॥

তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।
দর্শয়ন্ বলদেবায় শনৈর্মুগ্ধ ইবাসদৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ বৎসযূথগতং (গোবৎস-সঙ্ঘ-প্রবিষ্টং) বৎসরূপিণং (মায়াবলেন বৎসরূপধরং) তং (অসুরং) বীক্ষ্য বলদেবায় দর্শয়ন্ শনৈঃ (মন্দ-গত্যা) মুগ্ধ ইব (অজানন্ ইব) আসদৎ (সমীপং আগমৎ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীহরি গোবৎসগণের মধ্যে প্রবিষ্ট বৎসরূপধারী ঐ অসুরকে দেখিয়া বলদেবকে দেখাইলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি যেন কিছুই জানিতে পারেন নাই—এইরূপ ভাবে তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—দর্শয়ন্ ভ্রূসংজ্ঞয়া বলদেবং জ্ঞাপয়ন্ মুগ্ধ ইব অজানন্নিব আসদৎ নিকটং প্রাপ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দর্শয়ন্'—শ্রীকৃষ্ণ বৎসযূথ মধ্যে বৎসরূপে প্রবিষ্ট সেই অসুরকে দর্শনপূর্ব্বক চক্ষুর ইঙ্গিতে বলদেবকে জানাইয়া, 'মুগ্ধ ইব'—স্বয়ং মুগ্ধের ন্যায়, অর্থাৎ যেন কিছুই জানেন না এমন ভাবে ধীরে ধীরে তাহার নিকট গেলেন ॥ ৪২ ॥

গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহ লাঙ্গুলমচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদ্‌গতজীবিতম্।
স কপিত্থৈর্মহাকায়ঃ পাত্যমানৈঃ পপাত হ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ অপরপাদাভ্যাং (পশ্চাদ্‌গত-পদদ্বয়েন) সহ লাঙ্গুলং গৃহীত্বা (ধৃত্বা) ভ্রাময়িত্বা (ঘূর্ণয়িত্বা) গতজীবিতং (মৃতং দৈত্যং) কপিত্থাগ্রে (কপিত্থবৃক্ষস্য উপরি) প্রাহিণোৎ (অক্ষিপৎ) সঃ মহাকায়ঃ (বিশালদেহঃ দৈত্যঃ) পাত্যমানৈঃ (নিজ-ভরেণ নিপাতিতৈঃ) কপিত্থৈঃ (তদ্‌বৃক্ষৈঃ সহ) পপাত (ভূমৌ পতিতঃ বভূব) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৎসরূপী অসুরের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পদদ্বয়ের সহিত লাঙ্গুল ধারণ করিয়া ঘূর্ণন করিতে লাগিলেন, প.র প্রাণান্ত হইলে উহাকে কপিত্থ বৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন (অর্থাৎ ঐ অসুরের দেহ দ্বারা তাঁহাদের ক্রীড়োপকরণ কপিত্থ ফল পাড়িবার উদ্দেশে কপিত্থ বৃক্ষে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন) তখন ঐ বিশালকায় দৈত্যের দেহভরে কপিত্থবৃক্ষ পতিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে উহার দেহও ভূপতিত হইল ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অপরাভ্যাং পাদাভ্যাং সহিতং লাঙ্গুলং তস্য গৃহীত্বা অচ্যুতঃ সংসারসিন্ধৌ চ্যুতিং তস্য দূরী-কুর্ব্বন্ কপিত্থাগ্রে ইতি। তদ্দেহেনৈব ক্রীড়োপযোগি-কপিত্থফলপাতনার্থমিতি ভাবঃ। গতং জীবিতং যত-স্তদ্ যথাস্যাত্তথা প্রাহিণোৎ। স বৎসাসুরঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপরপাদাভ্যাং'—উহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের সহিত লাঙ্গুলটি ধারণ করিয়া, 'অচ্যুতঃ'—তাহার সংসার সিন্ধুতে চ্যুতি (পতন) নিবারণপূর্ব্বক, 'কপিত্থাগ্রে'—তাহার দেহের দ্বারাই ক্রীড়োপযোগী কপিত্থফল (কদবেল) পাতনার্থ, 'গত-জীবিতং'—যাহাতে প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, সেই-ভাবে কপিত্থবৃক্ষের উপরিভাগে তাহাকে নিক্ষেপ করিলেন। 'সঃ'—সেই মহাকায় বৎসাসুর পতন-শীল কপিত্থবৃক্ষ সকলের সহিত পতিত হইল ॥ ৪৩॥

তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধু সাধ্বিতি।
দেবাশ্চ পরিসন্তুষ্টা বভূবুঃ পুষ্পবর্ষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (গোপবালকাঃ) তং (মৃতমসুরঃ) বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) সাধু সাধু শশংসুঃ (উচ্চারয়ামাসুঃ) পরিসন্তুষ্টাঃ দেবাঃ চ পুষ্পবর্ষিণঃ বভূবুঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—গোপবালকগণ সেই মৃত অসুরকে দর্শন করিয়া সাধু সাধু বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ধন্যবাদ প্রদান এবং দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সর্ব্বলোকৈকপালকৌ।
সপ্রাতরাশৌ গোবৎসাংশ্চারয়ন্তৌ বিচেরতুঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বলোকৈকপালকৌ (নিখিলজগৎপালকৌ) তৌ বৎসপালকৌ ভূত্বা সপ্রাতরাশৌ (কৃতপ্রাতরাহারৌ) গোবৎসান্ চারয়ন্তৌ (পালয়ন্তৌ সন্তৌ) বিচেরতুঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—নিখিল জগৎপালক রামকৃষ্ণ এইরূপে বৎসপালক হইয়া প্রাতর্ভোজন সমাপনপূর্ব্বক গোবৎস চারণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৪৫

বিশ্বনাথ—একপালকৌ মুখ্যপালকৌ প্রাতরাশঃ প্রাতর্ভোজনম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একপালকৌ'—সেই বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোকের মুখ্যপালক হইলেও বৎসপালক হইয়া, 'স-প্রাতরাশৌ'—প্রাতঃকালীন ভোজন সমাপনান্তে (অথবা প্রাতঃকালের ভোজন সঙ্গে লইয়া, গোবৎস চারণ করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।) ॥ ৪৫ ॥

স্বং স্বং বৎসকুলং সর্ব্বে পায়য়িষ্যন্ত একদা।
গত্বা জলাশয়াভ্যাসং পায়য়িত্বা পপুর্জলম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—একদা সর্ব্বে (রামকৃষ্ণাদয়ঃ) স্বং স্বং বৎসকুলং (নিজনিজগোশাবকসমূহং) পায়য়িষ্যন্তঃ (জলং পায়য়িতুং অভিলষন্তঃ) জলাশয়াভ্যাসং (জলাশয়সমীপং) গত্বা পায়য়িত্বা (বৎসান্ জলং পায়য়িত্বা) জলং পপুঃ (সর্ব্বে বালকাঃ জলপানং চক্রুঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—একদিন সকলে নিজ নিজ বৎসগণকে জলপান করাইবার জন্য জলাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইয়া উহাদিগকে জলপান করাইলেন। পরে নিজেরাও জলপান করিলেন ॥ ৪৬ ॥

তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (জলাশয় সমীপে) তে বালাঃ বজ্রনির্ভিন্নং (বজ্রাঘাতেন ভেদং গতং অতএব) চ্যুতং (পৃথগ্‌ভূতং) গিরেঃ শৃঙ্গম্ ইব অবস্থিতং মহাসত্ত্বং (ভীষণং প্রাণিবিশেষং মহাবলং বা) দদৃশুঃ (দৃষ্ট্বা) তত্রসুঃ (ভীতাশ্চ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—সেই জলাশয়ের নিকটে বালকগণ বজ্রাঘাতে ভিন্ন এবং পৃথক্‌কৃত গিরিশৃঙ্গতুল্য এক ভীষণ প্রাণিকে দর্শন করিয়া ভীত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—বজ্রেণ নির্ভিন্নং ছিন্নং গিরিশৃঙ্গমিব ॥৪৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বজ্র-নির্ভিন্নং'—বজ্রের আঘাতে বিদীর্ণ ও ভূমিতে পতিত পর্ব্বত-শৃঙ্গের ন্যায় অবস্থিত এক ভয়ানক প্রাণীকে দেখিয়া গোপবালকগণ ভীত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য সহসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—তীক্ষ্ণতুণ্ডঃ (তীক্ষ্ণচঞ্চুঃ) বকরূপধৃক্ (বকপক্ষীরূপধারী) বলী (বলবান্) বকঃ নাম সঃ মহান্ অসুরঃ বৈ সহসা আগত্য কৃষ্ণং অগ্রসৎ ॥৪৮॥

অনুবাদ—তখন তীক্ষ্ণচঞ্চু বকরূপধারী বকনামক বলবান্ ঐ মহাদৈত্য সহসা আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিয়া ফেলিল ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা রামাদয়োঽর্ভকাঃ।
বভূবুরিন্দ্রিয়াণীব বিনা প্রাণং বিচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—রামাদয়ঃ অর্ভকাঃ (বালকাঃ) কৃষ্ণং মহাবকগ্রস্তং দৃষ্ট্বা প্রাণং বিনা ইন্দ্রিয়াণি ইব বিচেতসঃ (বিচেতনাঃ) বভূবুঃ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—রাম প্রভৃতি বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে মহাবক কর্তৃক গ্রস্ত হইতে দেখিয়া প্রাণহীন ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় বিচেতন হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—রামাদয় ইতি রামস্য সর্ব্বজ্ঞস্যাপি তদ্বধসমর্থস্যাপি মোহে ভ্রাতৃস্নেহ এব হেতুর্দ্রষ্টব্যঃ। রুক্মিণীহরণেঽপি "শ্রুত্বৈতদ্ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়নৃপোদ্যমম্" ইত্যাদৌ তস্য তাদৃশত্বস্য তদ্রক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রামাদয়ঃ'—সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, ইহা অবগত থাকিলেও এবং তৎক্ষণাৎ বকাসুর-বিনাশে সমর্থ হইলেও শ্রীবলরামের মোহের কারণ ভ্রাতৃস্নেহই জানিতে হইবে। সেইরূপ রুক্মিণী-হরণেও বলিবেন —"শ্রুত্বৈতদ্ ভগবান্ রামো বিপক্ষীয়-নৃপোদ্যমম্" (১০।৫৩।২০), অর্থাৎ ভগবান্ বলদেব বিপক্ষ রাজগণের তাদৃশ আয়োজন এবং কন্যাহরণার্থ একাকী শ্রীকৃষ্ণের গমন শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিগলিত চিত্ত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্যের সহিত কুণ্ডিননগরে উপস্থিত হইলেন। প্রবৃদ্ধ ভ্রাতৃস্নেহে সর্ব্বজ্ঞতাদি শক্তি আবৃত থাকায় শ্রীবলরামের এইরূপ ব্যাকুলতা স্বাভাবিক ॥ ৪৯ ॥

তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবদ্-
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্গুরোঃ।
চচ্ছর্দ্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—বকঃ অগ্নিবৎ তালুমূলং প্রদহন্তং জগদ্গুরোঃ (ব্রহ্মণঃ) পিতরং (জনকং) গোপালসূনুং (কৃষ্ণং) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) চচ্ছর্দ্দ (তত্যাজ ইত্যর্থঃ,) (ততঃ) অক্ষতং (ক্ষতরহিতং দৃষ্ট্বা) পুনঃ (চ) অতিরুষা (অতিক্রোধেন) তুণ্ডেন (চঞ্চ্বা) হন্তুং অভ্যপদ্যত (সমীপং গতঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তখন জগৎগুরু ব্রহ্মারও জনক, গোপালবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ বকের উদরস্থ হইয়া তাহার তালুমূলে অগ্নির ন্যায় দাহ উৎপাদন করিলেন তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। পরে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অক্ষত দেখিয়া অতি ক্রোধে পুনরায় চঞ্চুদ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইল ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—তং কৃষ্ণং প্রদহন্তমিতি। তস্য নীলোৎপলসুকুমারশীতলস্যাপি স্পর্শো বহ্নেরিব বজ্রস্যেব তত্তালুদোষাদেব জাতো জিহ্বাদোষাৎ সিতায়া অপি তিক্তত্বমিবেতি জ্ঞেয়ম্। অক্ষতং ক্ষতরহিতমিতি তত্র শ্রীকৃষ্ণগাত্রস্য বজ্রায়িতত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং কৃষ্ণং'—বকাসুর অগ্নির ন্যায় তালুমূল দগ্ধকারী কৃষ্ণকে তৎক্ষণাৎ উদ্গীরণ করিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শ নীলোৎপলের ন্যায় সুকুমার-শীতল হইলেও বকাসুরের নিকট তাহা অগ্নির ন্যায়, বজ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, যেমন জিহ্বার দোষে সুমিষ্ট মিশ্রীরও তিক্ততাবোধ হয়। 'অক্ষতং'—ক্ষতরহিত, ইহাতে তৎকালে শ্রীকৃষ্ণগাত্রের বজ্রতুল্যত্ব ধ্বনিত হইল ॥ ৫০ ॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং পতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ সতাং পতিঃ (সজ্জনপালকঃ কৃষ্ণঃ) আপতন্তং (পুনরাগচ্ছন্তং) কংসসখং (কংসানুচরং) তং (বকাসুরং) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) তুণ্ডয়োঃ (চঞ্চুদ্বয়ে) নিগৃহ্য (আক্রম্য) দিবৌকসাং (দেবানাং) মুদাবহঃ (আনন্দং জনয়ন্) পশ্যৎসু বালেষু (দর্শকানাং গোপবালানাং সমীপে) লীলয়া (অতিস্বল্পযত্নেনৈব) বীরণবৎ (তন্নামক তৃণবৎ) দদার (বিভেদ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তখন সজ্জনপালক শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সমাগত কংসানুচর বকাসুরকে স্বহস্তযুগলদ্বারা চঞ্চুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক দর্শক গোপবালকগণের সম্মুখে অবলীলাক্রমে গ্রন্থিশূন্য তৃণের ন্যায় বিদারিত করিলেন। তাহাকে বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেবতাদিগেরও আনন্দ উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—তুণ্ডয়োশ্চঞ্চ্বোর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা মুদাবহঃ প্রকর্ষেণ আনন্দপ্রাপকঃ। উশীরং যস্য মূলং তদ্বীরণং তদ্বৎ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুণ্ডয়োঃ'—দুই হস্তে বকাসুরের দুই চঞ্চু নিপীড়নপূর্ব্বক, 'মুদাবহঃ'—দেবতাগণের প্রকৃষ্ট আনন্দদাতা শ্রীকৃষ্ণ দর্শনকারী বালকদিগের সমক্ষে, 'বীরণবৎ'—বীরণনামক গ্রন্থিশূন্য তৃণবিশেষের পত্রের ন্যায় অবলীলাক্রমে তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫১ ॥

তদা বকারিং সুরলোকবাসিনঃ
সমাকিরন্ নন্দনমল্লিকাদিভিঃ ।
সমীড়িরে চানকশঙ্খসংস্তবৈ-
স্তদ্বীক্ষ্য গোপালসুতা বিসিস্মিরে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা সুরলোকবাসিনঃ (স্বর্গস্থাঃ দেবাদয়ঃ) নন্দনমল্লিকাদিভিঃ (নন্দনকাননজাতমল্লিকাকুসুমৈঃ) বকারিং (বকনাশনং কৃষ্ণং) সমাকিরন্ (তদুপরি বর্ষণং চক্রুঃ) আনকশঙ্খসংস্তবৈঃ চ (দুন্দুভিশঙ্খধ্বনিভিঃ সম্যক্ স্তবৈশ্চ) সমীড়িরে (তং তুষ্টুবুঃ) তৎবীক্ষ্য গোপালসুতাঃ বিসিস্মিরে (বিস্মিতাঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তখন স্বর্গস্থ দেবগণ বক-বিনাশক শ্রীকৃষ্ণের উপরে নন্দনবনজাত মল্লিকাপুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খধ্বনিপূর্ব্বক স্তোত্রদ্বারা তাঁহার স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া গোপবালকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—সমাকিরন্ সম্যগাকীর্ণং ব্যাপ্তং চক্রুরিত্যর্থঃ। সংস্তবৈঃ প্রাচীনৈঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমাকিরন্'—দেবগণ পুষ্পসমূহের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে আচ্ছাদন করিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। 'সংস্তবৈঃ'—পুরুষসূক্তাদি প্রাচীন মন্ত্রসমূহ দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

মুক্তং বকাস্যাদুপলভ্য বালকা
রামাদয়ঃ প্রাণমিবেন্দ্রিয়ো গণঃ ।
স্থানাগতং তং পরিরভ্য নির্ব্বৃতাঃ
প্রণীয় বৎসান্ ব্রজমেত্য তজ্জগুঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—রামাদয়ঃ বালকাঃ ঐন্দ্রিয়ঃ গণঃ (ইন্দ্রিয়সমূহঃ) প্রাণং ইব বকাস্যাৎ (বকাসুরমুখাৎ) মুক্তং স্থানাগতং (পূর্ব্বস্থানং আগতং) তং (কৃষ্ণং) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) নির্ব্বৃতাঃ (স্বস্থাঃ সন্তঃ) বৎসান্ প্রণীয় (একত্রীকৃত্য) ব্রজং এত্য (আগত্য) তৎ জগুঃ (বকাসুর বধং কীর্ত্তয়ামাসুঃ)॥৫৩

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়-সমূহ যেরূপ প্রাণ সমাগমে স্বস্থভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বলদেব প্রভৃতি বালকগণও বকাসুরের মুখ হইতে মুক্ত এবং পূর্ব্বস্থানে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্বস্থচিত্ত হইয়া বৎসগণকে একত্র করিয়া ব্রজে উপস্থিত হইলেন এবং বকাসুর বধ কীর্ত্তন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্থানমাগতং প্রাণমিব কৃষ্ণম্, প্রকর্ষেণেতস্ততঃ সকাশাদানীয় তৎ বৎসবকবধ-চরিত্রং জগুরুচ্চৈঃস্বরেণোচুঃ। যদ্বা, স্বরতালাদিনা গীতং জগ্রন্থু র্দিনান্তরেঽপি গানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থানাগতং'—প্রাণকে স্বস্থানে প্রাপ্ত হইলে যেমন আনন্দ হইয়া থাকে, তদ্রূপ বকাসুরের মুখ হইতে বিমুক্ত ও স্বস্থানে আগত প্রাণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে প্রাপ্ত হইয়া বালকগণ দৃঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পরম সন্তুষ্ট হইলেন। পরে কালক্ষেপ না করিয়া, 'বৎসান্ প্রণীয়'—ইতস্ততঃ গত বৎসগুলিকে একত্র করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমনান্তর সেই বৎস-বক-বধাদি নিখিল বৃত্তান্ত 'জগুঃ'—উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, অথবা—দিনান্তরেও গানের নিমিত্ত স্বরতালাদি সহকারে গীত রচনা করিলেন—এই ভাবার্থ ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা তদ্বিস্মিতা গোপা গোপ্যশ্চাতিপ্রিয়াদৃতাঃ ।
প্রেত্যাগতমিবোৎসুক্যাদৈক্ষন্ত তৃষিতেক্ষণাঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—অতিপ্রিয়াদৃতাঃ (অতি প্রিয়েন প্রীত্যা আদৃতাঃ সাদরাঃ) গোপাঃ গোপ্যঃ চ তৎশ্রুত্বা বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) ঔৎসুক্যাৎ (আগ্রহাতিশয্যাৎ) তৃষিতেক্ষণাঃ (অতৃপ্ত নয়নাঃ) প্রেত্য আগতং ইব (যমলোকং গত্বা প্রত্যাগতমিব তং) ঐক্ষন্ত (দদৃশুঃ)॥৫৪॥

অনুবাদ—গোপ ও গোপীগণ বকাসুর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দর্শনদানপূর্ব্বক যথাযথ সমাদর করিলেন।

গোপ-গোপীগণও যমালয় হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে তৃষিত নয়নে পরম ঔৎসুক্য সহকারে দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অতিপ্রিয়েণ শ্রীকৃষ্ণেন স্বদর্শনদানেনৈবাদৃতাস্তৃষিতান্যমৃতং পিবন্তীবেক্ষণানি যেষাং তে, ঐক্ষন্ত ক্ষতাদিশঙ্কয়া সর্ব্বাঙ্গেষু ন্যভালয়ন্তঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিপ্রিয়াদৃতাঃ'—অতিপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্বীয় দর্শন দান দ্বারা আদৃত গোপ ও গোপীগণ ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক বিস্মিত হইলেন। 'তৃষিতেক্ষণাঃ'—যেন অমৃত পান করিতেছেন এই ভাবে অতৃপ্তনয়নে গাত্রে ক্ষতাদির আশঙ্কায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

অহো বতাস্য বালস্য বহবো মৃত্যবোঽভবন্।
অপ্যাসীদ্বিপ্রিয়ং তেষাং কৃতং পূর্ব্বং যতো ভয়ম্॥৫৫

অন্বয়ঃ—অহো বত (আশ্চর্য্যে) অস্য বালস্য (কৃষ্ণস্য) বহবঃ মৃত্যবঃ (মৃত্যু কারণানি) অভবন্। অপি (কিন্তু) যতঃ (যেভ্যঃ হিংসকেভ্যঃ) পূর্ব্ব (প্রাক্) ভয়ং (জনানাং ভীতিঃ জাতা) তেষাং (হিংসকানামেব) বিপ্রিয়ং (বিনাশঃ) আসীৎ ॥৫৫॥

অনুবাদ—তখন নন্দ প্রভৃতি গোপগণ বলিতে লাগিলেন—"ইহা বড়ই আশ্চর্য্য যে, এই বালকের এ পর্য্যন্ত অনেক প্রকার মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু প্রথমে যে সকল হিংসকের নিকট হইতে লোকের ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল পরে তাহাদেরই বিনাশ হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র গোপানামন্যোন্যং বিস্ময়োক্তিমাহ—ত্রিভিঃ। মৃত্যব মৃত্যুহেতবঃ। ভয়ং কৃতং নিরপরাধানামস্মাকং বালকস্যাস্য চ যস্মাদপকারঃ প্রথমং কৃতঃ তস্মাৎ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপগণের পরস্পর বিস্ময়োক্তি তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন—'মৃত্যবঃ', এই বালক কৃষ্ণের বহু বহু মৃত্যুর কারণ উপস্থিত হইলেও, যাহারা উহার হননেচ্ছু তাহাদিগেরই অনিষ্ট হইল। 'যতঃ ভয়ং কৃতং'—যেহেতু ঐ অনিষ্টকারীরা নিরপরাধ আমাদের ও এই বালকের প্রথমে ভয়োৎপাদন করিয়াছিল, অতএব তাহারাই বিনষ্ট হইল ॥ ৫৫ ॥

অথাপ্যভিভবন্ত্যেনং নৈব তে ঘোরদর্শনাঃ।
জিঘাংসয়েনমাসাদ্য নশ্যন্ত্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ঘোরদর্শনাঃ (ভীষণাকারাঃ) অপি তে (দৈত্যাঃ) এনং (বালং কৃষ্ণং) ন এব অভিভবন্তি (নাশয়িতুং সমর্থাঃ) জিঘাংসয়া (বধকামনয়া) এনং (কৃষ্ণং) আসাদ্য অগ্নৌ পতঙ্গবৎ নশ্যন্তি (তে এব বিনষ্টাঃ জাতাঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—ঐ সকল দৈত্যগণ ভীষণাকার হইলেও এই বালককে বিনাশ করিতে পারে নাই। পরন্তু বধকামনায় শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বনেন বালকেন পূর্ব্বজন্মনি তেষাং বিপ্রিয়ং প্রথমং কৃতমতএবাস্মিন্ জন্মনি হন্তুমেনং এতে এবায়ান্তীতি কথং ন সম্ভাব্যতে, তত্রাহঃ—অথাপি। যদ্যেবমপি স্যাত্তর্হি তৈরয়মভিভূয়েতৈবেত্যর্থঃ। কিন্তু তে নাভিভবন্তি অভিভবিতুং ন শক্নুবন্তি প্রত্যুত জিঘাংসয়েত্যাদি ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন এমনও তো হইতে পারে যে এই বালকই পূর্ব্বজন্মে তাহাদের প্রথম অনিষ্ট করিয়াছিল, সেইজন্য এইজন্মে ইহাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অথাপি', যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা এই বালক নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইত। কিন্তু তাহারা ইহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই, পরন্তু 'জিঘাংসয়া'—বিনাশ-বাসনায় ইহার নিকটে আসিয়া অগ্নিতে পতঙ্গ-রাশির ন্যায় স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

অহো ব্রহ্মবিদাং বাচো নাসত্যাঃ সন্তি কর্হিচিৎ।
গর্গো যদাহ ভগবানন্বভাবি তথৈব তৎ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—অহো! ব্রহ্মবিদাং (ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাং) বাচঃ (বাক্যানি) কর্হিচিৎ (কুত্রাপি) ন অসত্যাঃ (মিথ্যা) সন্তি। ভগবান্ (মহাপুরুষঃ) গর্গঃ (মুনিঃ) যৎ আহ (পুরা উবাচ) তৎ তথা এব অন্বভাবি (অনুভূয়তে সততং অস্মাভিঃ অবলোক্যতে) ॥৫৭

অনুবাদ—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞগণের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়, যেহেতু গর্গমুনি

পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন এখন তাহাই অনুভব করিতেছি ।। ৫৭ ।।

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুরস্য নারায়ণসমত্বমেবেত্যাহুঃ—অহো ইতি। গর্গো যদাহ—"নারায়ণসমো গুণৈ"-রিত্যাদি ।। ৫৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহার কারণ এই বালকের নারায়ণতুল্যত্বই, ইহা বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি। অহো! বেদবাদিগণের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। ভগবান্ গর্গমুনি এই বালকের উদ্দেশ্যে "নারায়ণের সমান গুণ" ইত্যাদি যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এখন আমরা তাহাই অনুভব করিতেছি ।। ৫৭ ।।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ।। ৫৮ ।।

অন্বয়ঃ—নন্দাদয়ঃ গোপাঃ ইতি (এবম্প্রকারেণ) মুদা (হর্ষেণ) কৃষ্ণ রাম কথাং কুর্ব্বন্তঃ রমমাণাঃ চ (তত্র রতিযুক্তাশ্চ) ভববেদনাং (সংসার দুঃখং) ন অবিন্দন্ (ন অনুবভূবুঃ) ।। ৫৮ ।।

অনুবাদ—এইরূপে আনন্দ সহকারে রামকৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন এবং তাহাতে আসক্তিযুক্ত হইয়া নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ সংসার-দুঃখ অনুভব করেন নাই ।।৫৮

বিশ্বনাথ—কথাং কুর্ব্বন্তঃ আস্থান্যামুপবিশ্য বাল্যচাপল্যকথাং বৎসবকাদিবধকথাঞ্চ পুনঃ পুনঃ সংলপন্তঃ গীতপদ্যাদিভিরুপনিবধ্নন্তো বা ভবস্য সংসারস্য বেদনাং জ্ঞাপনম্। ভো ব্রজরাজ, বয়স্তাবত্তবতার্দ্ধং ব্যতীতমেব অধুনাপি কথং পুত্রকলত্রকুটুম্বাদিকথাসু নিমজ্জথ? ঘোরঃ সংসারোহয়ং বর্ত্ততে অস্মাদুদ্ধারার্থং জ্ঞানবৈরাগ্যতপোনারায়ণস্মরণাদিষু কথং ন যতধ্বে? ইতি দেশান্তরাগতবৃদ্ধগোপাদিভির্জ্ঞাপিতম্। নাবিদন্ নৈবাবদধুঃ। ব্যাখ্যান্তরং ত্যজ্যং। "ন পুনঃ কল্পতে রাজন্! সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ" ইতি পূর্ব্বোক্তেস্তেষাং সংসারস্যৈব নিষেধাৎ কুতস্তদীয়-পীড়াশঙ্কেতি ।। ৫৮ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একাদশোহয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কথাং কুর্ব্বন্তঃ'—এইরূপে নন্দাদি গোপগণ সভামধ্যে উপবেশন করিয়া আনন্দ সহকারে রাম-কৃষ্ণের বাল্যচাপল্য ও বৎস-বকাদি-বধবিষয়ক কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেন, কিংবা গীত পদ্যাদির দ্বারা ঐ কথা রচনা করিতেন বলিয়া 'ভব-বেদনাং'—সংসারের বিজ্ঞপ্তি (সাংসারিক কথা) গ্রহণ করিতেন না। যেমন দেশান্তর হইতে আগত কোন বৃদ্ধ গোপ বলিলেন—"হে ব্রজরাজ! আপনার বয়স অর্দ্ধেক অতীত হইয়াছে, এখনও কিজন্য পুত্র কলত্র কুটুম্বাদির কথায় নিমজ্জিত রহিয়াছেন? এই ভীষণ সংসার, ইহা হইতে উদ্ধারেরও নিমিত্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য, তপস্যা, নারায়ণস্মরণাদি বিষয়ে কিজন্য যত্ন করিতেছেন না"—তাহাদের এইরূপ উপদেশ 'নাবিদন্'—কখনই সমাদর করেন নাই। এইস্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা পরিত্যাজ্য, যেহেতু "ন পুনঃ কল্পতে রাজন্! সংসারোহজ্ঞানসম্ভবঃ" (১০।৬।৪০)—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিত্যই পুত্রভাবকারী গোপ ও গোপীগণের অজ্ঞান-জন্য সংসার কখনই সম্ভবপর নহে, ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহাদের সংসারই নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাতে আবার সংসারের পীড়ার আশঙ্কা কোথায়? ।। ৫৮ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১১ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০।১১ ।।

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ।। ৫৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৎসবকবধো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ।।

অন্বয়ঃ—(রামকৃষ্ণৌ) এবং নিলায়নৈঃ (ক্রীড়াবিশেষৈঃ কশ্চিদ্ বালকো বৃক্ষাদ্যন্তরালমাশ্রিত্য লুক্কায়িতস্তিষ্ঠতি অন্যে তমন্বিষ্য গৃহ্ণন্তি ইত্যাকারৈঃ)

সেতুবন্ধৈঃ (কৃত্রিম সেতু নির্ম্মাণৈঃ) মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ (বানরবদুল্লম্ফনাদিভিঃ) কৌমারৈঃ (কুমারজনোচিতৈঃ) বিহারৈঃ (ক্রীড়াভিঃ) ব্রজে কৌমারং জহতুঃ (কৌমারবস্থাং অতিক্রান্তৌ বভূবতুঃ) ।।৫৯।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—এইরূপে নিলায়ন (লুকোচুরি খেলা), সেতু নির্ম্মাণ এবং বানরের ন্যায় লম্ফন প্রভৃতি কুমারজনোচিত ক্রীড়ায় রত থাকিয়া রামকৃষ্ণ ব্রজে কৌমার কাল অতিবাহিত করিলেন ।। ৫৯ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ক্বচিদ্বনাশায় মনো দধদ্ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্ ।
প্রবোধয়ন্ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণের অঘাসুর-বধলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

একদা কৃষ্ণ বনেই বাল্যভোজন ইচ্ছা করিয়া বয়স্য গোপাল ও তাঁহাদের স্ব স্ব বৎসগণসহ ব্রজ হইতে বিনির্গত হইলেন। বালকগণ কৃষ্ণের সহিত বনবিহার করিতেছেন, এমন সময় কংসপ্রেরিত পূতনা ও বকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর নামক দৈত্য বালকগণসহ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া এক যোজন বিস্তৃত বিশাল পর্ব্বততুল্য অজগর দেহ ধারণ করিল এবং পর্ব্বত-গুহার ন্যায় স্বর্গ-মর্ত্ত্য মুখ-ব্যাদান করিয়া পথিমধ্যে শয়ন করিয়া রহিল। কৃষ্ণসঙ্গী বালকগণ উহাকে বৃন্দাবনসম্পৎ ভ্রমে ব্যাদিত অজগর-বদনের সহিত উৎপ্রেক্ষা করিয়া হাস্য-পরিহাস করিতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন জানিয়া নির্ভীক চিত্তে উহার দিকে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী ভগবান্ বালকদিগকে অঘাসুরের বদনবিবরে প্রবেশরূপ ক্রীড়া হইতে নিবারণ করিবেন স্থির করিতেছেন; এমন সময়ে বালকগণ স্ব স্ব গো-বৎসসহ অসুরের উদরে প্রবেশ করিলেন। অসুর কৃষ্ণের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাই বালকগণকে গলাধঃকরণ করিল না। এদিকে কৃষ্ণও অসুর-সংসার ও সঙ্গিগণের উদ্ধার-সাধন-মানসে অঘাসুরের উদরবিবরে প্রবেশ করিয়া স্বগণসহ স্বীয় কলেবর এতাদৃশ বেগে বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে অসুর গতাসু হইল। তখন কৃষ্ণ অমৃত-দৃষ্টিদ্বারা বিগত-জীবন স্বগণকে পুনর্জীবিত করিয়া তাহাদের সহিত বাহির হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবতা সকলেই হর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। অসাধু ব্যক্তিগণের পক্ষে শ্রীভগবানের আত্মসাম্যপ্রাপ্তি সুদুর্লভ হইলেও শ্রীভগবানের অঙ্গস্পর্শনহেতু ধূতপাতক অঘাসুর আত্মসাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীভগবানের বাল্যলীলায় পঞ্চবর্ষ অতীত হইলে এই অঘাসুর বধলীলা সংঘটিত হয়। কিন্তু শ্রীহরি পৌগণ্ডলীলা আবিষ্কার করিলে পর বালকগণ ব্রজে আসিয়া বলিয়াছিল, "অদ্যই সেই ব্যাপার ঘটিয়াছে।" অনন্তর শ্রীশুকদেবের প্রতি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের "বালকগণের ঐরূপ বলিবার কারণ কি?"—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-মুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দিবসে) হরিঃ (কৃষ্ণঃ) বনাশায় (বনে এব প্রাতঃকালীনাহারং সম্পাদয়িতুং) মনঃ দধৎ (ইচ্ছন্)

প্রাতঃ সমুত্থায় চারুণা (মনোহারিণা) শৃঙ্গরবেণ (শৃঙ্গবাদ্যধ্বনিনা) বয়স্য বৎসপান্ (সহচরগোপবালকান্) প্রবোধয়ন্ (জাগরয়ন্) বৎসপুরঃসরঃ (নিজগোশাবকান্ অগ্রে কৃত্বা) ব্রজাৎ বিনির্গতঃ ॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্, কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনেই প্রাতঃকালীন ভোজন সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় প্রাতে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া মনোহর শৃঙ্গধ্বনিতে সহচর গোপবালকগণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন এবং নিজ গোবৎসগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ব্রজ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাদশে সখিভিঃ কেলিস্তন্মধ্যেঽঘস্য বর্ণনম্।
বক্ত্রেঽবিশংস্তে কৃষ্ণোঽনু প্রবিশ্যাহংস্তমেধিতঃ ॥

কৃচিদ্দিবসে বনাশায় বন এব প্রাতর্ভোজনং কর্ত্তুং হরিরিতি। বলদেবস্তু মাত্রা জন্মর্ক্ষশান্তিকস্নানাদ্যর্থং গৃহ এব বলাদ্রক্ষিত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাদশ অধ্যায়ে সখাগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বনবিহার, তন্মধ্যে অঘাসুরের বর্ণনা, গোবৎস সহ সখাগণের অঘাসুরের বদনে প্রবেশ এবং পরিশেষে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার গলদেশে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে বধ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কৃচিদ্ বনাশায়'—কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনমধ্যে প্রাতঃকালীন ভোজন করিবার অভিলাষে (প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া বেণুবাদন পূর্ব্বক বয়স্যদিগকে জাগরিত করতঃ বৎসসকল অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন)। এইদিন শ্রীবলদেব স্বীয় জন্মনক্ষত্র উপলক্ষ্যে মাঙ্গলিক স্নানাদির নিমিত্ত জননী কর্ত্তৃক গৃহেই রক্ষিত হইয়াছিলেন জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

তেনৈব সাকং পৃথুকাঃ সহস্রশঃ
স্নিগ্ধাঃ সুশিগ্বেত্রবিষাণবেণবঃ।
স্বান্ স্বান্ সহস্রোপরিসংখ্যয়ান্বিতান্
বৎসান্ পুরস্কৃত্য বিনির্যযুর্মুদা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সুশিগ্‌বেত্রবিষাণবেণবঃ (সু শোভনাঃ শিগ্ বেত্রাদয়ো যেষাং তে, শিক্ শিক্যং বেত্রং বৎসতাড়নযষ্টিঃ, বিষাণং শৃঙ্গং বেণুঃ বংশী) সহস্রশঃ (সহস্রসংখ্যকাঃ বহব ইতি ভাবঃ) স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্তাঃ) পৃথুকাঃ (বালকাঃ) সহস্রোপরিসংখ্যয়া অন্বিতান্ (সহস্রাধিকসংখ্যাযুক্তান্) স্বান্ স্বান্ বৎসান্ (নিজ নিজ গোশাবকান্) পুরস্কৃত্য মুদা (হর্ষেণ) তেন এব সাকং (কৃষ্ণেনৈব সহ) বিনির্যযুঃ (ব্রজাদ্ বহির্গতাঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তখন সুরম্য শিক্য, বেত্র, শৃঙ্গ ও বেণুধারী স্নেহশীল, সহস্র বালক নিজ নিজ সহস্রাধিক গোবৎসকে পুরোবর্ত্তী করিয়া আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বহির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথুকা বালাঃ। শিক্ শিক্যং ; সহস্রস্যোপরিসংখ্যা অযুতাদি-স্তয়ান্বিতান্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পৃথুকাঃ'—বালকগণ। 'শিক্'—শিকা। 'সহস্রোপরি-সংখ্যয়ান্বিতান্'—সহস্রের উপরে অর্থাৎ অযুতাদি গোবৎসকে অগ্রে লইয়া ব্রজ হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২ ॥

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্ববৎসকান্।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বে বালাঃ) স্ববৎসকান্ (নিজ গোশাবকান্) অসংখ্যাতৈঃ (অগণিতৈঃ) কৃষ্ণবৎসৈঃ যূথীকৃত্য (মেলয়িত্বা) চারয়ন্তঃ তত্র তত্র হ (তত্তৎ কানন প্রদেশে) অর্ভলীলাভিঃ (বালকোচিতক্রীড়াভিঃ) বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বালকগণ নিজ নিজ গোবৎসগণকে শ্রীকৃষ্ণের অগণিত বৎসের সহিত একত্র করিয়া চারণ করিতে করিতে সেই সকল বন-প্রদেশে বালকোচিত ক্রীড়া সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য তু বৎসৈরসংখ্যাতৈরসংখ্যসংজ্ঞসংখ্যৈরিত্যর্থঃ। অসংখ্যসংজ্ঞা চ ক্ষীরস্বামিদৃষ্ট্যা জ্ঞেয়া। যথা—"একং দশ শতসহস্রাণ্যযুতং প্রযুতাখ্যলক্ষমথ নিযুতম্। অর্ব্বুদকোটির্ন্যর্ব্বুদপদ্মে খর্ব্বং নিখর্ব্বমিতি দশভিঃ। গণনান্মহাব্জশঙ্খসমুদ্রমধ্যান্তমথ পরপরার্দ্ধম্। স্বহতং পরার্দ্ধমমিতং তৎস্বহতং ভূর্য্যতোঽসংখ্য"মিতি। প্রযুতসংজ্ঞং লক্ষং, অর্ব্বুদ-

সংজ্ঞা কোটিরিত্যর্থঃ। পরার্দ্ধপর্য্যন্তাষ্টাদশসংখ্যা দশ-দশগুণিতা জ্ঞেয়াঃ। তত্রচ দ্বন্দ্বৈক্যান্মহাব্জাদিকং সংখ্যাপঞ্চকং জ্ঞেয়ম্। স্বহতমিতি স্বেন গুণিতমিত্যর্থ ইতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ কৃষ্ণবৎসৈর্মহাযূথৈঃ সহ স্বকান্ স্বকান্ পরার্দ্ধাদি-সংখ্যান্ বৎসান্ পৃথক্ পৃথক্ যূথী-কৃত্যেত্যর্থঃ। নচ ষোড়শক্রোশীমাত্রস্য বৃন্দাবনস্য প্রদেশে তাবন্তো বৎসা নৈব মান্তীতি বাচ্যং ভগবদ্বি-গ্রহস্যেব ধাম্নশ্চাস্য তথা পরিমিতত্বেঽপ্যচিন্ত্যশক্ত্যা বিভুত্বাৎ তৎপ্রদেশৈকদেশেঽপি পঞ্চাশৎকোটিযোজন-প্রমাণব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদানাং ভগবতৈব ব্রহ্মণে এতদুত্ত-রাধ্যায়ে দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ। অতএবোক্তং ভাগবতা-মৃতে,—"এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্যপ্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্" ইতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণবৎসৈঃ অসংখ্যাতৈঃ' —শ্রীকৃষ্ণের গোবৎসের সংখ্যা অসংখ্য (অগণিত)। অসংখ্যের সংজ্ঞা অমরকোষের টীকাকার ক্ষীরস্বামির বর্ণনানুসারে জানিতে হইবে—'একং দশ' ইত্যাদি, অর্থাৎ দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়া দশ শত এক সহস্র, এইরূপ অযুত, লক্ষ, নিযুত, কোটি, অর্ব্বুদ, বৃন্দ, খর্ব্ব, নিখর্ব্ব, শঙ্খ, পদ্ম, সাগর, অন্ত্য, মধ্য ও পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ কৃষ্ণের অগণিত বৎসের সহিত আপন আপন পরার্দ্ধ-সংখ্যক বৎসগুলি পৃথক্ পৃথক্ যূথবদ্ধ করিয়া গোপবালকগণ গোচারণ করিতে করিতে বনের স্থানে স্থানে বাল্যক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যদি বলেন—দেখুন, ষোড়শ ক্রোশমাত্র বৃন্দাবনের প্রদেশে ঐরূপ অসংখ্য বৎসের বিচরণযোগ্য স্থান কোথায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহের ন্যায় তাঁহার ধামও অচিন্ত্য শক্তিহেতু পরিমাণে বিভু। সেই বৃন্দা-বনের একটি বন-প্রদেশের একদেশেও পঞ্চাশৎ কোটি যোজন-পরিমিত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ ব্রহ্মাণ্ড ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ব্রহ্মাকে দর্শন করাইবেন। অতএব শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (২৮১ কারিকায়) উক্ত হইয়াছে —"অতঃ প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ", অর্থাৎ অতএব বৃন্দা-বনে নিত্যলীলানুরক্ত শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার প্রিয়জন-বর্গের, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাব-বশতঃ কিছুই দুর্ঘট হয় না ॥ ৩ ॥

ফলপ্রবালস্তবক-সুমনঃ পিচ্ছধাতুভিঃ।
কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণ-ভূষিতা অপ্যভূষয়ন্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তে বালাঃ) কাচগুঞ্জামণিস্বর্ণভূষিতাঃ অপি (স্ব স্ব মাতৃভিঃ কাচাদিভিঃ অলঙ্কৃতা অপি) ফলপ্রবালস্তবকসুমনঃপিচ্ছধাতুভিঃ (ফলানি চ প্রবালাঃ নবপল্লবাঃ চ স্তবকাঃ পত্রপুষ্পাদিগুচ্ছাশ্চ সুমনাংসি পুষ্পানি চ পিচ্ছানি ময়ূরবর্হানি চ ধাতবঃ চ তৈঃ) অভূষয়ন্ (আত্মানং অলঞ্চক্রুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই সকল বালক যদিও নিজ নিজ জননীকর্ত্তৃক কাচ (মণি বিশেষ) গুঞ্জা, মণি এবং সুবর্ণদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া আসিয়াছিলেন তথাপি পুন-রায় ফল, নবপল্লব, স্তবক, পুষ্প, ময়ূরপুচ্ছ এবং গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা নিজ নিজ শরীরকে ভূষিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কাচাদিভিঃ পূর্ব্বম্ মাতৃভির্ভূষিতা অপি ফলাদিভিরাত্মানমভূষয়ন্নিত্যর্থঃ। তত্র কাচ-গুঞ্জে বালানামাগ্রহাৎ মণিস্বর্ণে মাতৃণামাগ্রহাদ্ভূষণে জ্ঞেয়ে ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাচ-গুঞ্জা'—তাঁহারা স্ব স্ব জননী কর্ত্তৃক কাচ, গুঞ্জা, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা ভূষিত হইলেও বনে আসিয়া বনজাত ফল, প্রবালাদির দ্বারা নিজ নিজ অঙ্গ ভূষিত করিতেন। তন্মধ্যে কাচ ও গুঞ্জা বালকদের আগ্রহে এবং মণি ও স্বর্ণ মাতৃগণের আগ্রহে ভূষণ জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

মুষ্ণন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্ জ্ঞাতানারাচ্চ চিক্ষিপুঃ।
তত্রত্যাশ্চ পুনর্দূরাদ্ধসন্তশ্চ পুনর্দদুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(গোপবালকাঃ) অন্যোন্যশিক্যাদীন্ (পরস্পরং শিক্যঘণ্ট্যাদীন্) মুষ্ণন্তঃ (চোরয়ন্তঃ) জ্ঞাতান্ (দ্রব্যস্বামিবালকেন বিদিতান্ তান্ শিক্যাদীন্) আরাৎ (দূরে) চিক্ষিপুঃ চ (ক্ষেপয়ামাসুশ্চ) তত্রত্যাঃ চ (যস্মিন্ স্থানে ক্ষিপ্তাঃ তত্রস্থিতাঃ বাল-কাশ্চ) পুনঃ দূরাৎ (তপোঽপি দূরাৎ চিক্ষিপুঃ) পুনঃ (যস্য দ্রব্যমেবমপহৃতং তং রুদন্তং দৃষ্ট্বা) হসন্তঃ (আনন্দেন হাসং কুর্ব্বন্তঃ) দদুঃ (যস্য দ্রব্যং তস্য এব সমীপে অর্পয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—গোপবালকগণ পরস্পর পরস্পরের

শিক্য যষ্টি প্রভৃতি অপহরণ করিতেন। যাঁহার দ্রব্য তিনি জানিতে পারিলে অপহৃত দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিতেন, আবার যেখানে দ্রব্যগুলি নিক্ষিপ্ত হইত, অত্রস্থ বালকগণ উহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করিতেন। যাঁহার দ্রব্য, তিনি তাহা না পাইয়া ক্রন্দন করিতেন, তখন হাস্য করিতে করিতে পুনরায় প্রদান করিতেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুষ্ণন্তশ্চোরয়ন্তঃ শিক্যাদীনিতি, শিক্যেভ্য উত্তার্য্য প্রথমমেবান্নাদিপাত্রাণি মুদ্রিতমুখত্বাৎ পিপীলিকাদিদুষ্প্রবেশানি কুচিত্তরুতলে কণ্টকাদিভিরাবৃত্য স্থাপিতানীতি জ্ঞেয়ম্, তানেব জ্ঞাতান্ সতঃ আরাদ্দূরে চিক্ষিপুঃ, তত্রৈব বিদ্রুত্য নেতুং প্রস্থিতে সতি তত্রত্যা বালাস্ততোঽপি দূরাচ্চিক্ষিপুঃ, এবমনবস্থয়া স্বস্বদ্রব্যমপ্রাপ্নুবতো বালান্ রুদন্মুখানবলোক্য তে এব হসন্তো দদুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুষ্ণন্তঃ'—প্রথমতঃ পিপীলিকাদির দুষ্প্রবেশ্য মুখবন্ধ অন্নাদিপাত্র শিকা হইতে নামাইয়া কোন বৃক্ষতলে কণ্টকাদির দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইত। তারপর বালকগণ একে অন্যের শিকা, বেত্র, শৃঙ্গ, বেণু প্রভৃতি অপহরণ করিত। যাহার দ্রব্য সে জানিতে পারিলে অপহৃত দ্রব্য দূরে নিক্ষেপ করিত, আবার যেখানে দ্রব্যগুলি নিক্ষিপ্ত হইত, সেখানকার বালকগণ তাহা লইয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করিত। পরে যাহাদের বস্তু অপহৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ আপন বস্তুর প্রাপ্তিবিষয়ে নিরাশ হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, হাসিতে হাসিতে তাহাদের বস্তু তাহারা অর্পণ করিত ॥ ৫ ॥

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্।
অহং পূর্ব্বমহং পূর্ব্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদি বনশোভেক্ষণায় (কাননসৌন্দর্য্য দর্শনার্থং) কৃষ্ণঃ দূরং (বালকেভ্যঃ ব্যবহিতং স্থানং) গতঃ (তদা) অহং পূর্ব্বং অহং পূর্ব্বং (অহমেব প্রথমং স্পৃশামি অহমেব প্রথমং স্পৃশামি) ইতি (এবং ব্যস্ততয়া) তং (কৃষ্ণং) সংস্পৃশ্য রেমিরে (বালকাঃ আনন্দং অনুবভূবুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ বনের শোভা দর্শন করিবার জন্য দূরে চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বালকগণ "আমি অগ্রে উহাকে স্পর্শ করিব, আমি অগ্রে উহাকে স্পর্শ করিব" এইরূপ ব্যস্ততা সহকারে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তং কৃষ্ণং সংস্পৃশ্যেতি অয়মহমিতি বিদ্রুত্য প্রথমং কৃষ্ণমস্পৃশং ন ত্বং ন ত্বমিতি কোলাহলং কুর্ব্বন্তঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং সংস্পৃশ্য'—'আমি অগ্রে স্পর্শ করিব, আমি অগ্রে স্পর্শ করিব', এই কথা বলিতে বলিতে বালকগণ দ্রুতপদে গমন পূর্ব্বক কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়া, 'আমি আগে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিয়াছি, তুমি নও, তুমি নও' ইত্যাদি কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

কেচিদ্বেণূন্ বাদয়ন্তো ধ্মান্তঃ শৃঙ্গাণি কেচন।
কেচিদ্ভৃঙ্গৈঃ প্রগায়ন্তঃ কূজন্তঃ কোকিলৈঃ পরে ॥ ৭ ॥
বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ ॥ ৮ ॥
বিকর্ষন্তঃ কীশবালান্ আরোহন্তশ্চ তৈর্দ্রুমান্।
বিকুর্ব্বন্তশ্চ তৈঃ সাকং প্লবন্তশ্চ পলাশিষু ॥ ৯ ॥
সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্ ॥ ১০ ॥

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং ক্রীড়া প্রকারান্ দর্শয়তি) কেচিৎ (বালাঃ) বেণূন্ (বংশীঃ) বাদয়ন্তঃ কেচন শৃঙ্গাণি ধ্মান্তঃ (মুখমারুতৈঃ পূরয়িত্বা মুখরাণি কুর্ব্বন্তঃ) কেচিৎ ভৃঙ্গৈঃ (ভ্রমরৈঃ সহ) প্রগায়ন্তঃ পরে (অন্যে) কোকিলৈঃ (সহ) কূজন্তঃ বিচ্ছায়াভিঃ (উড্ডীয়মানপক্ষিণাং চলচ্ছায়াভি সহ) প্রধাবন্তঃ (দ্রুতং চলন্তঃ) হংসকৈঃ (হংসৈঃ সহ) সাধু (মনোরমগমনভঙ্গ্যা) গচ্ছন্তঃ বকৈঃ (সহ) উপবিশন্তঃ (তদনুকরণেন তিষ্ঠন্তঃ) কলাপিভিঃ (ময়ূরৈঃ

সহ) নৃত্যন্তঃ চ কীশবালান্ (বৃক্ষস্থ বানরশাবকান্) বিকর্ষন্তঃ (আকর্ষন্তঃ) তৈঃ (বানরশাবকৈঃ সহ) দ্রুমান্ (বৃক্ষান্) আরোহন্তঃ চ বিকুর্ব্বন্তঃ (তান্ প্রতি মুখভঙ্গ্যাদীন্ কুর্ব্বন্তঃ) তৈঃ সাকং (সহ) পলাশিষু (বৃক্ষেষু) প্লবন্তঃ (শাখায়াঃ শাখান্তরং উদ্গচ্ছন্তঃ) চ ভেকৈঃ সাকং (সহ) স্রবসংপ্লুতাঃ (স্রবেণ নদ্যাদি তটেভ্যঃ পরিস্রুত জলেন সংপ্লুতাঃ পূরিতাঃ) সরিতঃ (নদীক্ষুদ্রধারাঃ) বিলঙ্ঘন্তঃ (উল্লম্ফনেনাতিক্রামন্তঃ) প্রতিচ্ছায়াঃ (সলিলস্থ নিজপ্রতিবিম্বান্) বিহসন্তঃ (উপহসন্তঃ) প্রতিস্বনান্ (প্রতিধ্বনীন্) শপন্তঃ (ভৎর্সয়ন্তঃ) চ ইত্থং (পূর্ব্বোক্তবিবিধপ্রকারৈঃ) সতাং (জ্ঞানিনাং) ব্রহ্মসুখানুভূত্যা (ব্রহ্মানন্দস্বরূপেণ) দাস্যং গতানাং (ভৃত্যভাবাপন্নানাং পরদৈবতেন (পরমপ্রভুস্বরূপেণ) মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ (মায়ামুগ্ধজীবানাং সমীপে মনুষ্যবালকরূপিণা) সাকং (ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন সহ) বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ তে বালাঃ) কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ (কৃতানাং পুণ্যানাং পুঞ্জাঃ রাশয়ো যেষাং তে ব্রহ্মবিদাং তদনুভব এব ভক্তানামতিগৌরবেনৈব ভজনমেতেতু তেন সহ সখ্যেন বিহারং চক্রুঃ অহো ভাগ্যমিতি ভাবঃ) ॥ ৭-১১ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে কেহ বংশীধ্বনি, কেহ শৃঙ্গধ্বনি, কেহ ভ্রমরের সহিত সংগীত, কেহ বা কোকিলের সহিত কূজন, কেহ বা উড্ডীয়মান পক্ষিগণের ছায়ার সহিত দ্রুত গমন, কেহ হংসের সহিত মনোরম ভঙ্গী-সহকারে চলন, কেহ বকের অনুকরণে উপবেশন, কেহ ময়ূরের সহিত নৃত্য, কেহ বৃক্ষস্থ বানর-শিশুগণের আকর্ষণ, কেহ বা উহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক মুখভঙ্গীকরণ এবং একশাখা হইতে অন্যশাখায় উল্লম্ফন, কেহ বা ভেকের সহিত নির্ঝর পরিপ্লুত ক্ষুদ্র জল-প্রবাহ উল্লঙ্ঘন, জল-মধ্যগত স্বীয় প্রতিবিম্বের প্রতি উপহাস, প্রতিধ্বনির প্রতি ভৎর্সনা প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে গোপবালকগণ জ্ঞানিগণের ব্রহ্মস্বরূপ, দাসভাবাপন্ন ভক্তগণের পরম প্রভু এবং মায়াশ্রিত ব্যক্তির নিকট মনুষ্যবালকরূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণসহ বিহার করিতেন। তাঁহারা (গোপবালকগণ) কৃতপুণ্যপুঞ্জ অর্থাৎ জ্ঞানিগণ বা দাসভাবাপন্ন ভক্তগণ অথবা মায়াশ্রিত ব্যক্তিগণের কৃষ্ণ সহ বিহার সম্ভব নহে, কিন্তু এই গোপবালকগণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহার করিতেছেন, অহো! ইঁহাদের কি ভাগ্য! ৭-১১ ॥

বিশ্বনাথ—ধ্মান্তো বাদয়ন্তঃ বীনাং পক্ষিণাং ছায়াভিঃ। কীদৃশান্ বালান্? বৃক্ষশাখাসু লম্বমানানি বানরলাঙ্গুলানি, তৈরমুচ্যমানৈশ্চ লাঙ্গুলৈর্দৃঢ়ং ধৃতৈঃ দ্রুমানারোহন্তঃ, বিকুর্ব্বন্তঃ ভ্রূবিজৃম্ভাদি মুখবিকারান্ কুর্ব্বন্তঃ। তথা তৈঃ সহ পলাশিষু বৃক্ষেষু প্লবন্তঃ শাখায়াঃ শাখান্তরং গচ্ছন্তঃ ॥ স্রবেণ নদ্যাদিতটেভ্যঃ পরিস্রুতজলেন সংপ্লুতাঃ পূরিতাং সরিতঃ সরিৎক্ষুদ্রধারাঃ, প্রতিচ্ছায়াঃ স্বপ্রতিবিম্বানি ভুজোৎক্ষেপাদিভিবিহসন্তঃ, প্রতিস্বনান্ প্রতিধ্বনীন্ শপন্তঃ রে রে কস্ত্বং শ্লপে ইতি স্বপ্রতিধ্বনিং শ্রুত্বা কুপিতাঃ কিমরে মামেব রে রে-কারেণাক্ষিপসি তত্ত্বমদ্যৈব শীঘ্রং ম্রিয়স্বেতি পুনঃ পুনরনবস্থয়া আক্রোশন্তঃ ॥ এবং তেষাং ক্রীড়াং নির্ব্বর্ণ্য ব্রজৌকসামিত্যুত্তরশ্লোকোক্ত্যা তদাদিব্রজবাসিমাত্রাণামেব সৌভাগ্যং সর্ব্বেভ্য এব সকাশাদধিকত্বেন স্তৌতি—ইত্থমিতি। অত্র জগতি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে; জ্ঞানিনো ভক্তাঃ কর্ম্মিণশ্চ, তত্র সতাং ভক্তিমত্ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং জ্ঞানিনাম্। ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া সহেতি কৃষ্ণশরীরস্যৈব ব্রহ্মসুখানুভূতিত্বং তেনৈব সহ তেষাং বিহারাৎ, তস্মাত্তদাকারস্য প্রাকৃতত্বমাচক্ষাণাঃ জ্ঞানিমানিনোঽন্যে সচ্ছব্দেন নৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। দাস্যং গতানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেনেষ্টদেবেনেতি তদানীন্তনা ব্রজস্থজনভিন্নাঃ প্রায়োদাসভক্তা এবেতি ত এব নির্দ্দিষ্টাঃ, মায়াং বৈষয়িকং সুখমাশ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেন প্রাকৃতমনুষ্যবালতয়া প্রতীয়মানেন কৃষ্ণেন সহৈতে বিজহ্রুরিতি। জ্ঞানিনাং তদনুভব এব নতু তেন সহ বিহারঃ সম্ভবেৎ, ভক্তানাং গৌরবেণ তদ্ভজনমেব ন তু বিহারযোগ্যতা, কর্ম্মিণাস্তু ন তদনুভবঃ প্রীত্যভাবান্ন তদ্ভজনমপি কুতস্তেন সহ বিহার ইত্যেতে তু বিজহ্রুঃ বিহারৈস্তং স্বানন্দপরিপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয্যৈব স্বয়মপি সর্ব্বতো বিলক্ষণমানন্দুরিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদেতে এব কৃতপুণ্যা ইতি কিং বক্তব্যং কৃতপুণ্যপুঞ্জা এবেতি লোকপ্রতীত্যৈবোক্তির্নতু নিত্যসিদ্ধানাং তেষাং নিখিলেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ভক্তে-

ভ্যশ্চোৎকৃষ্টতমানাং ন তত্র প্রাচীনপুণ্যবত্ত্বং বস্তুতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ম্। পুণ্যশব্দেন ভগবৎপ্রিয়াচরণং বা লক্ষণীয়ং, তদ্বশীকারাতিশয়রূপপ্রয়োজনলাভায় ॥৭-১১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধ্মান্তঃ'—কেহ কেহ শৃঙ্গ বাদন করিতে লাগিলেন। 'বিচ্ছায়াভিঃ'—কোন কোন বালক গগনে উড্ডীয়মান পক্ষি সকলের ভূমিগত ছায়ার সহিত দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। 'কীশবালান্'—কোন কোন বালক বৃক্ষশাখাবস্থিত বানর-শিশুগণের লম্বমান লাঙ্গুল আকর্ষণ করিয়া দৃঢ়ভাবে ধারণ করিলে, ঐ বানর-শিশুগণও শাখা ছাড়িয়া বৃক্ষে আরোহণ করিতে লাগিলে বালকগণও তাহাদের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 'বিকুর্ব্বন্তঃ'—তাহা দেখিয়া বানর-শিশুসকল মুখ-ভঙ্গী ভ্রূভঙ্গী করিতে থাকিলে, বালকগণও মুখভঙ্গী ও ভ্রূভঙ্গী করিতে লাগিলেন। 'প্লবন্তশ্চ'—এবং বৃক্ষোপরি এক শাখা হইতে শাখান্তরে গমনকারী বানরগণের সহিত তদনুরূপ গমন করিতে লাগিলেন। 'সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ'—কেহ কেহ ভেকগণের সহিত নির্ঝর-পরিপ্লুত অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ সকল উল্লঙ্ঘন করিতে লাগিলেন। 'প্রতিচ্ছায়াঃ'—কোন কোন বালক আপন ছায়াকে বাহু উত্তোলনাদি দ্বারা উপহাস করিতে লাগিলেন। 'শপন্তশ্চ'—কেহ কেহ স্ব স্ব প্রতিধ্বনির প্রতি, 'রে রে কে তুই'—এইরূপ স্বপ্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে "অরে! আমাকেও রে রে বলিয়া আক্ষেপ করিতেছ, অতএব আজ তুই শীঘ্রই মর", এইরূপ পুনঃ পুনঃ আক্রোশ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তাঁহাদের ক্রীড়া বর্ণন করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে 'ব্রজৌকসাম্', এই উক্তিহেতু ব্রজবাসি মাত্রেরই সৌভাগ্য, জ্ঞানী প্রভৃতি সকল হইতে অধিকরূপে স্তুতি করিতেছেন—'ইত্থম্' ইত্যাদি।

এই জগতে প্রায় ত্রিবিধ জন পরিলক্ষিত হয়—জ্ঞানী, ভক্ত ও কর্ম্মী। তন্মধ্যে 'সতাং'—ভক্তিযুক্ত-হেতু সৎ-শব্দের দ্বারা উক্ত জ্ঞানিগণের নিকট যে ব্রহ্ম-সুখের অনুভূতি, তাহার সহিত, অর্থাৎ যে কৃষ্ণ শরীরেরই ব্রহ্ম সুখানুভূতি জ্ঞানিগণ অনুভব করেন, সেই কৃষ্ণের সহিত এই ব্রজ বালকগণ বিহার করিতেছেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রাকৃতত্ব যাঁহারা বলেন, সেই অন্যান্য জ্ঞানিমানিগণ সৎ-শব্দের দ্বারা উক্ত হন নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। 'দাস্যং গতানাং'—কেবল ভক্তিনিষ্ঠ সজ্জনগণের নিকট, 'পরদৈবেতেন'—ইষ্টদেবরূপে যিনি প্রতীত হন, ইহার দ্বারা তৎকালীন ব্রজস্থিত জন ভিন্ন প্রায় দাস ভক্তই, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট হইলেন। 'মায়াশ্রিতানাং'—মায়া বলিতে বৈষয়িক সুখ, তাহা যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, সেই কর্ম্মিগণের নিকট, 'নরদারকেন'—প্রাকৃত মনুষ্য বালকরূপে প্রতীয়মান যিনি, সেই কৃষ্ণের সহিত এই ব্রজবালকগণ বিহার করিতেছেন। এখানে জ্ঞানিগণের ব্রহ্মানুভবই, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের সম্ভাবনা নাই। ভক্তগণের গৌরব-বশতঃ তাঁহার ভজনই, কিন্তু বিহারের যোগ্যতা নাই, কিন্তু কর্ম্মিগণের তদনুভবও নাই, আবার প্রীতির অভাবহেতু তাঁহার ভজনও নাই, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার কি প্রকারে সম্ভব? পরন্তু অতিশয় সৌভাগ্যশালী গোপকুমারগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছেন, অর্থাৎ বিহারের দ্বারা স্বানন্দ-পরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমবিলাসময় আনন্দবিশেষ প্রদান পূর্ব্বক নিজেরাও সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় আনন্দলাভ করিতেছেন—এই অর্থ। অতএব সর্ব্বাপেক্ষা এই ব্রজবালকগণই কৃতপুণ্য, ইহা আর অধিক কি বক্তব্য, বহু বহু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহা লোক-প্রতীতি অনুসারে উক্ত হইল, কিন্তু নিখিল জ্ঞানী ও ভক্ত হইতেও উৎকৃষ্টতম নিত্যসিদ্ধ এই ব্রজবালকগণের সৌভাগ্যের প্রতি কোনও প্রাচীন পুণ্য কারণ হইতে পারে না। অথবা—পুণ্য-শব্দে ভগবানের প্রিয় আচরণ বুঝিতে হইবে, যাহার দ্বারা তদ্বশীকারাতিশয় লাভ করা যায়। ॥ ৭-১১ ॥

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—বহুজন্মকৃচ্ছ্রতঃ (বহুভিঃ জন্মভিঃ কৃচ্ছ্রেণ যমনিয়মাদি ক্লেশৈঃ ধৃতাত্মভিঃ (স্থিরীকৃত আত্মা মনো যৈঃ) যোগিভিঃ অপি যৎপাদপাংশুঃ

(যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদপাংশুঃ চরণরেণুঃ) অলভ্যঃ (অলভ্যঃ ভবতি) সঃ এব (ভগবান্) স্বয়ং (সাক্ষাৎ) যদ্দৃগ্‌বিষয়ঃ (যেষাং নেত্রগোচরঃ) স্থিতঃ (অবস্থিতঃ) ব্রজৌকসাং (তেষাং ব্রজবাসিনাং) অতঃ (অস্মাদধিকং) কিং দিষ্টং (কিং সৌভাগ্যং) বর্ণ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বহু জন্মে যমনিয়মাদি কষ্টসাধ্য সাধন ফলে চিত্ত স্থির করিতে পারিয়াছেন, সেই সকল যোগীও যে ভগবানের চরণ-রেণু লাভ করিতে পারেন না, তিনি স্বয়ং যাঁহাদের নেত্রগোচর হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তেন সার্দ্ধং বিহারবার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং তৎসম্বন্ধিবস্তুমাত্রমপি দুর্ল্লভমিত্যাহ—যদিতি। পাংশুরেকোঽপি ধূলিকণঃ, যদ্বা যস্য পাদপানাং বিহারাস্পদবৃন্দাবনীয়বৃক্ষাণাং অংশুরেকঃ কিরণোঽপি ধৃতাত্মভিরেকাগ্রীকৃতচিত্তৈর্ল্লব্ধুমনর্হঃ "নায়ং সুখাপো ভগবান্" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ। স্বয়ং স্থিত ইতি স্বদর্শনসাধনমনপেক্ষ্যৈবেত্যর্থঃ। দিষ্টং ভাগ্যং, যদ্বা দিষ্টমহঃ দিষ্টস্য তেজ উৎসবো বা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধি বস্তুমাত্রও দুর্ল্লভ, ইহা বলিতেছেন—'যৎপাদ-পাংশুঃ' ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের কুত্রাপি পতিত একটিমাত্র চরণরেণুও, কিংবা যে শ্রীকৃষ্ণের বিহারাস্পদীভূত বৃন্দাবনীয় কদম্বাদি বৃক্ষসমূহের এক কিরণ-ছটাও, 'ধৃতাত্মভিঃ যোগিভিঃ অপি,—বহু জন্মে বহু ক্লেশে যম নিয়ম প্রত্যাহারাদি দ্বারা একাগ্রীকৃত-চিত্ত সমাধিযুক্ত যোগিগণও হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন না। যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"নায়ং সুখাপো ভগবান্" (১০।৯।২১), অর্থাৎ এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের পক্ষে যেরূপ সুলভ, দেহাভিমানী তাপসদিগের বা মুক্তাভিমানী আত্মজ্ঞানীদিগের পক্ষে তদ্রূপ সুখলভ্য নহেন। 'স্বয়ং স্থিতঃ'—স্বদর্শনের নিমিত্ত কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়াই, সেই ভগবান্ সাক্ষাৎ যাঁহাদের নয়নগোচর হইয়া নিরন্তর অবস্থান করিতেছেন, সেই ব্রজবাসি সকলের 'দিষ্টং'—ভাগ্য, কিংবা বিচিত্রোৎসব আমি কি বর্ণন করিব ? অর্থাৎ আমি কিছুই বর্ণন করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥

অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতীক্ষ্যতে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) পীতামৃতৈঃ অমরৈঃ (মৃত্যুহীনৈঃ দেবৈঃ) অপি নিজ জীবিতেপ্সুভিঃ (নিজ জীবনরক্ষাভিলাষিভিঃ সদ্ভিঃ) নিত্যং (প্রতিদিনং) যদন্তঃ (যস্য দৈত্যস্য অন্তঃ মৃত্যুঃ) প্রতীক্ষ্যতে (কাম্যতে সঃ) অঘনামা মহাসুর তেষাং (বালকানাং) সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ (সানন্দবিহারাদিদর্শনাসহিষ্ণুঃ সন্) অভ্যপতৎ (তত্র উপস্থিতঃ অভূৎ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর অমৃতপানে অমরত্ব প্রাপ্ত দেবগণও সর্ব্বদা ভীত হইয়া নিজ জীবন রক্ষার্থে যাহার মৃত্যু কামনা করেন, সেই অঘ নামক মহাসুর বালকগণের সুখক্রীড়া-দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তত্তদ্বিহারস্য প্রতিক্ষণপরমানন্দবর্দ্ধকত্বাৎ স্বতঃ সমাপ্ত্যসম্ভবমাকলয্য সমাপ্তিঞ্চ বিনা ভোজনপানাদিকং ন সিধ্যেদিতি প্রাত্যহিকভোজনসময়াত্যয়ঞ্চাবধার্য্য লীলাশক্ত্যৈব তদ্বিচ্ছেদার্থং দুষ্টসংহারস্যাপ্যবশ্যকর্ত্তব্যতয়া চ তদানীমেবান্তর্য্যামিপ্রেরণবশাৎ কশ্চিদঘাসুরো নাম তেষামভিমুখমানিন্যে ইত্যাহ, অথেতি। সুখক্রীড়নস্য বীক্ষণমপি ন ক্ষমত ইতি সর্ব্বসুখদমপি তেষাং ক্রীড়নং তস্য দুঃখদমভূদিতি ভাবঃ। যদন্তঃ যস্যাঘাসুরস্যান্তরং মরণসাধকচ্ছিদ্রং পীতামৃতৈরপি ততো মৃত্যুভীতৈরমরৈঃ কথং মরিষ্যতীতি প্রতীক্ষ্যতে। যদ্বা, যৎসুখক্রীড়নং অন্তর্হৃদয়ে প্রতীক্ষ্যতে প্রতিক্ষণমীক্ষ্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। পীতামৃতৈরপি কৃষ্ণলীলামৃতপানং বিনা জীবিতং বস্তুতো জীবিতং ন ভবতি যতস্তস্মান্নিজজীবিতেপ্সুভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার সেই সেই বিহারের প্রতিক্ষণে পরমানন্দ-বর্দ্ধকত্বহেতু স্বাভাবিকভাবে সমাপ্তি অসম্ভব অবলোকন করিয়া এবং সমাপ্তি

ব্যতীত ভোজনপানাদিও সম্পন্ন হইবে না, অথচ প্রাত্যহিক ভোজনের সময়ও অতিক্রান্ত হইতেছে, এরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক লীলাশক্তিই তাহার বিচ্ছেদের নিমিত্ত এবং দুষ্টসংহারেরও আবশ্যকতাহেতু তৎকালে অন্তর্য্যামির প্রেরণাবশতঃ অঘ নামক কোন অসুরকে তাহাদের অভিমুখে আনয়ন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি। 'সুখক্রীড়ন-বীক্ষণাক্ষমঃ'—তাদৃশ সুখক্রীড়ার দর্শনও যে সহ্য করিতে পারে না, ইহাতে সর্ব্বসুখপ্রদ হইলেও তাঁহাদের ক্রীড়া অঘাসুরের নিকট দুঃখদ হইয়াছিল—এই ভাবার্থ। দেবগণ অমৃতপানে অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াও মরণভয়ে নিজ প্রাণ রক্ষার বাসনায়, 'যদন্তঃ'—যে অঘাসুরের মরণ-সাধক ছিদ্র, অর্থাৎ কখন কি প্রকারে মরিবে ইহা প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতেন। অথবা—অমৃতপান করিলেও শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত পান ব্যতিরেকে জীবন বস্তুতঃ জীবনই নহে, এইজন্য নিজ প্রাণ রক্ষার বাসনা করিতেন। (অর্থাৎ জীবনের সার্থকতা অমৃতপানে নয়, কিন্তু ভগবল্লীলার অনুস্মরণে—এই ভাবার্থ।)॥ ১৩॥

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।
অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়ো-
র্দ্বয়োর্মমৈনং সবলং হনিষ্যে॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—কংসানুশিষ্টঃ (কংসেন কৃষ্ণবধার্থং আজ্ঞপ্তঃ) বকীবকানুজঃ (পূতনা-বকাসুরয়োঃ কনীয়ান্) সঃ অঘাসুরঃ কৃষ্ণমুখান্ (কৃষ্ণপ্রধানান্) অর্ভকান্ (বালকান্) দৃষ্টা অয়ং (কৃষ্ণঃ) মে (মম) সোদরনাশকৃৎ (ভ্রাতৃভগিন্যোবিনাশকঃ) (অতএব) মম তয়োঃ দ্বয়োঃ (ভ্রাতৃভগিন্যোঃ তৃপ্ত্যর্থং) সবলং (সানুচরবৎসগণং) এনং (কৃষ্ণং) হনিষ্যে (বিনাশয়ামি)॥ ১৪॥

অনুবাদ—কংসকর্ত্তৃক আদিষ্ট, পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ সেই অঘাসুর কৃষ্ণ-প্রমুখ বালকগণকে দেখিয়া বলিতে লাগিল,—এই কৃষ্ণই আমার ভ্রাতা ও ভগিনীর হত্যা করিয়াছে অতএব আমি আমার ভ্রাতা ও ভগিনীর তৃপ্তির জন্য অনুচরগণের সহিত ইহাকে বিনষ্ট করিব॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণমুখান্ কৃষ্ণাদীন্ দৃষ্ট্বা স অঘাসুরঃ ইতি ব্যবস্য নিশ্চিত্য তেষাং গ্রসনাশয়া পথি ব্যশেতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। বকী পূতনা। ব্যবসায়মাহ—অয়ন্ত্বিতি সার্দ্ধেন। অয়ং কৃষ্ণঃ মম সোদরয়োর্নাশকৃৎ অথ অতএব তয়োর্দ্বয়োঃ পিণ্ডদানার্থমিতি শেষঃ। উত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা কল্প্যঃ, সবলং সসৈন্যং হনিষ্যামি॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণমুখান্'—কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণকে দেখিয়া সেই অঘাসুর, 'এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাদের গ্রাস করিবার অভিলাষে পথে শয়ন করিয়া রহিল'—এই তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'বকী'—বলিতে পূতনা। তাহার নিশ্চয় সার্দ্ধ শ্লোকে বলিতেছেন—'অয়ং তু', অর্থাৎ এই কৃষ্ণ আমার সহোদরা ভগিনী ও ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়াছে, অতএব তাহাদের দুইজনের পিণ্ডদান করিবার নিমিত্ত, 'সবলং'—সসৈন্যে অর্থাৎ বৎস ও বালকদিগের সহিত এই কৃষ্ণকে বিনাশ করিব॥ ১৪॥

এতে যদা মৎসুহৃদোস্তিলাপঃ
কৃতাস্তদা নষ্টসমা ব্রজৌকসঃ।
প্রাণে গতে বর্ষ্মসু কা নু চিন্তা
প্রজাসবঃ প্রাণভৃতো হি যে তে॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—(ননু এতেষু নিহতেষু অপি ব্রজস্থা অবশিষ্যেরন্ ইত্যাহ) যদা (যদি) এতে (কৃষ্ণপ্রভৃতয়ঃ) মৎসুহৃদোঃ (মম আত্মীয়দ্বয়স্য) তিলাপঃ কৃতাঃ (তিলোদকতয়া কল্পিতাঃ স্যুঃ) (তদা) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ অপি) নষ্টসমাঃ (বিনাশিতকল্পা এব ভবন্তি) প্রাণে গতে (সতি) বর্ষ্মসু (শরীরেষু) কা চিন্তা নু (কাপি চিন্তা নাস্তি প্রাণে গতে সতি শরীরাণি স্বয়মেব নাশং যান্তি ইত্যর্থঃ) যে প্রাণভৃতঃ (প্রাণিনঃ বর্ত্তন্তে) তে হি (নিশ্চিতং) প্রজাসবঃ (প্রজাঃ সন্ততয় এব অসবঃ প্রাণাঃ তত্তুল্যাঃ যেষাং তাদৃশাঃ ভবন্তি। অতএব প্রাণতুল্যেষু ব্রজবালকেষু নিহতেষু শরীরস্বরূপাঃ ব্রজবাসিনঃ তেষাং বিরহাৎ স্বয়মেব নশ্যন্তি)॥ ১৫॥

অনুবাদ—যদি ইহাদিগকে আমার পরলোকগত

আত্মীয়দ্বয়ের তৃপ্তির জন্য তিলোদকরূপে ব্যবহার করিতে পারি তাহা হইলে ব্রজবাসিগণও মৃতকল্প হইবে। প্রাণ নষ্ট হইলে শরীর নাশের জন্য আর চিন্তা করিতে হয় না, জীবলোকে সন্তানই প্রাণতুল্য। অতএব সন্তানরূপী প্রাণের বিনাশে তাহাদের বিরহে দেহরূপী ব্রজবাসিগণও স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—এতে কৃষ্ণাদয়ো বালা মৎসুহৃদোর্বকীবকয়োর্যদি তিলাপঃ প্রেততর্পণার্থকতিলোদক-রূপাঃ কৃতাঃ তিলোদকতয়া কল্পিতাঃ তদা ব্রজৌকসো নন্দাদয়ঃ, বর্ম্মসু দেহেষু অনষ্টেষ্বপি কা চিন্তা ন কাপীত্যর্থঃ। যে প্রাণিনস্তে প্রজা অপত্যান্যেব অসবঃ প্রাণা যেষাং তে অতঃ স্বত এব মরিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতে'—এই বৎসাদির সহিত কৃষ্ণ প্রভৃতি বালকগণ যদি 'মৎসুহৃদোঃ'—আমার আত্মীয়দ্বয়ের অর্থাৎ পূতনা ও বকের প্রেত-তর্পণ করিবার নিমিত্ত তিলোদকরূপে কল্পিত হয়, তাহা হইলে নন্দাদি ব্রজবাসী সকলে মৃতপ্রায় বা মৃত্যুমুখেই পতিত হইবে। 'বর্ম্মসু'—দেহ নষ্ট না হইলেও বা চিন্তা কি ? অর্থাৎ কোনই চিন্তা নাই। কারণ, প্রাণধারি-ব্যক্তির পুত্রই প্রাণতুল্য, অতএব সেই প্রাণ বিনষ্ট হইলে দেহের বিনাশে আর ভাবনা কি ? অর্থাৎ নন্দাদি ব্রজবাসীর পুত্রই প্রাণ, সেই পুত্ররূপ প্রাণ গত হইলে দেহরূপ নন্দাদি ব্রজবাসী যে স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে আর চিন্তা কি ? ১৫ ॥

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (পূর্ব্বোক্তং) ব্যবস্য (নির্দ্ধার্য্য) সঃ খলঃ (ক্রূরঃ অঘাসুরঃ) যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরং (যোজনপ্রধানেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তং তথা বিশাল-পর্ব্বতবৎস্থূলং) ব্যাত্তগুহাননং (বিস্তৃতগহ্বরবন্মুখ-যুক্তং) অদ্ভুতং আজগরং বৃহৎ বপুঃ (অজগরসর্পস্য বৃহৎ শরীরং) ধৃত্বা তদা গ্রহনাশয়া (কৃষ্ণাদীনাং গ্রাসার্থং) পথিব্যশেত (শয়িতঃ বভূব) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ নির্ণয়পূর্ব্বক সেই খলপ্রকৃতি অসুর যোজনপরিমিত পর্ব্বতের ন্যায় স্থূল এবং বিস্তীর্ণ গহ্বরের ন্যায় মুখযুক্ত অদ্ভুত অজগরের আকৃতি ধারণ করিয়া তৎকালে কৃষ্ণ প্রভৃতি বালক-গণের গ্রাসের জন্য পথে শয়ন করিয়া রহিল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যোজনায়ামং যোজনপ্রমাণেন দৈর্ঘ্যেণ যুক্তং মহাদ্রিবৎ পীবরং, ব্যাত্তং প্রসারিতং গুহাতুল্যমাননং যস্মিন্ তৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোজনায়ামং'—যোজন-পরিমিত দীর্ঘ মহাপর্ব্বতের ন্যায় স্থূল, বিস্তৃত গুহার ন্যায় বদনবিশিষ্ট অতি অদ্ভুত বৃহৎ এক সর্প-শরীর ধারণ করিয়া (অঘাসুর বৎস-বালকদিগের সহিত কৃষ্ণকে গ্রাস করিবার জন্য পথে শয়ন করিয়া রহিল।) ॥ ১৬ ॥

ধরাধরোষ্ঠো জলদোত্তরোষ্ঠো
দর্য্যাননান্তো গিরিশৃঙ্গদংষ্ট্রঃ।
ধ্বান্তান্তরাস্যো বিততাধ্বজিহ্বঃ
পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষণোষ্ণঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অদ্ভুতত্বং বর্ণয়তি) ধরাধরোষ্ঠঃ (ধরায়াং পৃথিব্যাং অধরোষ্ঠঃ নিম্নোষ্ঠঃ যস্য সঃ) জলদোত্তরোষ্ঠঃ (জলদেষু মেঘেষু আকাশে ইত্যর্থঃ উত্তরোষ্ঠঃ উপরোষ্ঠঃ যস্য সঃ) দর্য্যাননান্তঃ (দর্য্যৌ ইব পর্ব্বতকন্দরৌ ইব আননস্যান্তৌ সৃক্কণী যস্য সঃ) ধ্বান্তান্তরাস্যঃ (ধ্বান্তবৎ অন্ধকারবৎ অন্তরাস্যং মুখ-মধ্যভাগঃ যস্য সঃ) বিততাধ্বজিহ্বঃ (বিততাধ্ববৎ বিস্তৃতপথবৎ জিহ্বা যস্য সঃ) পরুষানিলশ্বাসদবেক্ষ-ণোষ্ণঃ (খরবাতবৎ শ্বাসঃ যস্য সঃ) দববৎ দাবা-নলবৎ ঈক্ষণয়োঃ চক্ষুষোরুষ্ণঃ যস্য সঃ (স দৈত্যঃ পথি ব্যশেত ইতি পূর্ব্বশ্লোকেন সহ অন্বয়ঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তাহার নিম্ন ওষ্ঠ পৃথিবীতে এবং উপর ওষ্ঠ আকাশে সংলগ্ন ছিল। মুখের প্রান্তভাগ-দ্বয় পর্ব্বত কন্দরের ন্যায় বিশাল, মধ্যভাগ অন্ধকার তুল্য, জিহ্বা বিস্তীর্ণ পথ তুল্য, শ্বাস প্রখর বায়ুসদৃশ এবং নয়নদ্বয় দাবানলের ন্যায় উষ্ণ ছিল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ধরায়ামধরোষ্ঠো যস্য সঃ। জলদে উত্তরোষ্ঠো যস্য সঃ, দর্য্যৌ কন্দরাবিবাননস্যান্তৌ সৃক্কণী যস্য সঃ, ধ্বান্তমন্তরাস্যে মুখমধ্যে যস্য সঃ,

বিস্তৃতঃ পন্থা ইব জিহ্বা যস্য সঃ, পরুষানিলবৎ শ্বাসো যস্য সঃ দাবাগ্নিবদীক্ষণয়োরুষ্ণো যস্য স চ স চ সঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ধরাধরোষ্ঠঃ'—অঘাসুর এতাদৃশ অবস্থায় শয়ন করিল যে তাহার নিম্ন-ওষ্ঠ ধরাতলে ও ঊর্দ্ধ-ওষ্ঠ মেঘমণ্ডলে সংলগ্ন হইল, ওষ্ঠ-দ্বয়ের প্রান্তভাগ গিরি-গহ্বরের ন্যায়, দন্তগুলি পর্ব্বত-শৃঙ্গের সদৃশ, মুখমধ্যে ঘোর অন্ধকারতুল্য, জিহ্বা বিস্তীর্ণ পথের মত, নিঃশ্বাস খরতর বায়ুর ন্যায় এবং চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি দাবানলের ন্যায় অতিশয় উগ্র প্রতীয়মান হইতেছিল ॥ ১৭ ॥

দৃষ্ট্বা তং তাদৃশং সর্ব্বে মত্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ম্ ।
ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন হ্যুৎপ্রেক্ষন্তে স্ম লীলয়া ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে (বালকাঃ) তাদৃশং তং (দৈত্যং) দৃষ্ট্বা বৃন্দাবনশ্রিয়ং (বৃন্দাবনস্য লক্ষ্মীং) মত্বা লীলয়া হি ব্যাত্তাজগরতুণ্ডেন বিস্তৃতাজগরমুখেন উপলক্ষিতাং) উৎপ্রেক্ষন্তে স্ম (সম্ভাবয়ন্তি স্মঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—বালকগণ এতাদৃশ অজগররূপী দৈত্যকে দেখিয়া—ইহা বৃন্দাবনের কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যবিশেষ—এরূপ মনে করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা লীলাপূর্ব্বক অর্থাৎ নির্ভয়ে উহাতে মহাসর্প প্রসারিত মুখের সাদৃশ্য কল্পনা করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ মহাসর্প মুখ প্রসারিত করিলে যে প্রকার হয়, ইহাও ঠিক সেই প্রকার—এইরূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তমঘাসুরং দৃষ্ট্বা মহাসর্পবুদ্ধ্যা কাং-শ্চিৎপলায়মানানাশ্বাসয়ন্তঃ সর্ব্বেঽন্যে মত্বেতি। ননু, রে মূঢ়াঃ! এতাবৎপ্রমাণঃ সর্পো ন সম্ভবতীত্যতো বৃন্দাবনশোভাবিশেষাধায়কো জন্তুবিশেষো বিধাত্রৈব রচিতঃ কিন্তু মহাসর্পপ্রসারিত তুণ্ডাকার ইতি নিশ্চিত্য ব্যাত্তং প্রসৃতং যদাজগরতুণ্ডং তেন সহ উৎপ্রেক্ষ্যন্তে উপমিমতে লীলয়েতি ভয়াভাবঃ সূচিতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ অঘাসুরকে দেখিয়া মহাসর্পবোধে পলায়নোন্মুখ কোন কোন বালককে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক অন্যান্য বালকগণ বলিলেন—রে মূঢ়গণ! এতাদৃশ বৃহৎ সর্প কখনও সম্ভব হইতে পারে না, ইহা বিধাতাই শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-বিশেষের নিমিত্ত কোন জন্তু-বিশেষ গঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, পরন্তু মহাসর্পের বিস্তৃত তুণ্ডের সাদৃশ্য বটে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বৃহৎ সর্পের প্রসারিত ওষ্ঠের সহিত উৎপ্রেক্ষা (উপমা) করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অহো মিত্রাণি গদত সত্ত্বকূটং পুরঃস্থিতম্ ।
অস্মৎ সংগ্রসনব্যাত্ত-ব্যালতুণ্ডায়তে ন বা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অহো মিত্রাণি, (হে বান্ধবাঃ !) পুরঃ-স্থিতং (অগ্রবর্ত্তি বস্তু) সত্ত্বকূটং ন বা (নিশ্চলঃ প্রাণিবিশেষঃ) অস্মৎসংগ্রসনব্যাত্তব্যালতুণ্ডায়তে ন বা (অস্মাকং সংগ্রসনায় ব্যাত্তং বিস্তৃতং যদ্ ব্যালতুণ্ডং-সর্পবদনং তদ্বৎ আচরতিবা-ন বা) (তৎ) গদত (কথয়ত) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(তখন তাঁহারা এইরূপ বলিতে লাগি-লেন), "হে বন্ধুগণ! বল দেখি এই অগ্রেস্থিত বস্তুটী নিশ্চল প্রাণীবিশেষ কি না ? এবং উহা যেন আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্যই মহাসর্প প্রসারিত মুখের ন্যায় মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে নয় কি ?" ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কাংশ্চিন্মুখ্যান্ সখীন্ সম্বোধ্য স্বনিশ্চ-য়স্য প্রামাণ্যার্থং পৃচ্ছন্তি—অহো ইতি। সত্ত্বকূটং নিশ্চলঃ প্রাণিবিশেষঃ "কূটোঽস্ত্রী নিশ্চলে রাশা"বিতি মেদিনী। পূর্ব্বনিপাতাভাব আর্ষঃ। যদ্বা, গিরিশৃঙ্গ-বাচককূটশব্দেন "উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভি"রিত্যনেন সমাসঃ। অস্মাকং সংগ্রসনার্থমিব ব্যাত্তসর্পতুণ্ড-বদাচরতি ন বা ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অল্প বয়স্ক বালকগণ স্ব স্ব উৎপ্রেক্ষার প্রমাণার্থ, অর্থাৎ আমরা যাহা নিশ্চয় করিয়াছি তাহা সত্য কিনা জানিবার নিমিত্ত কোন কোন বয়োজ্যেষ্ঠ সখাগণের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—'অহো মিত্রাণি', হে বন্ধুগণ! বল দেখি, আমাদের সম্মুখে অবস্থিত এই বস্তুটি কোন নিশ্চল প্রাণিবিশেষ কিনা ? 'সত্ত্বকূটং'—মেদিনী অভিধানে উক্ত আছে—'কূট শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীব-লিঙ্গে নিশ্চল ও রাশি অর্থ বুঝায়'। এখানে কূট

শব্দের পূর্ব্বনিপাতের অভাব আর্ষপ্রয়োগ। অথবা —গিরিশৃঙ্গবাচক কূট-শব্দের সহিত 'উপমিতং ব্যাঘ্রাদিভিঃ', অর্থাৎ ব্যাঘ্র, প্রভৃতির সহিত উপমিত সমাস হয়, ব্যাকরণের এই সূত্র অনুযায়ী এখানে উপমিত সমাস হইয়াছে, অর্থাৎ গিরি শৃঙ্গের ন্যায় কোন প্রাণি বিশেষ। আবার আমাদিগকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উহা সর্পের ন্যায় মুখব্যাদান করিয়া আছে কি না? ১৯ ॥

সত্যমর্ককরারক্তমুত্তরাহনুবদ্ঘনম্।
অধরাহনুবদ্রোধস্তৎপ্রতিচ্ছায়য়ারুণম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(নিশ্চিতং তথৈব ইত্যাহুঃ) সত্যং (অস্মাকং গ্রসনায় এব স্থিতং) অর্ককরৈঃ আরক্তং ঘনং (সূর্য্য-কিরণপাতৈঃ রঞ্জিতং মেঘং) উত্তরাহনুবৎ (উত্তরোষ্ঠবৎ পশ্যত) তৎপ্রতিচ্ছায়য়া (তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া) অরুণং রোধঃ (রোধস্থলং) অধরাহনুবৎ (অধরোষ্ঠবৎ পশ্যত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—পরে তাঁহারা নিশ্চয় করিয়া বলিলেন, —"হ্যাঁ ঠিক বলিয়াছ, উহা আমাদিগকে গ্রাস করি-করিবার জন্যই যেন অবস্থান করিতেছে। সূর্য্য-কিরণ-রঞ্জিত মেঘমণ্ডল যেন উহার উপরের ওষ্ঠের ন্যায় এবং মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণবর্ণ-রোধস্থল উহার নিম্ন ওষ্ঠের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যমিতি। যথা যূয়ং মন্যধ্বে তথৈবেতি তে প্রত্যাহুঃ—অর্ককরৈরারক্তং ঘনমেতস্যোত্তরোষ্ঠবৎ পশ্যত তস্য ঘনস্য প্রতিচ্ছায়য়া অরুণং রোধঃস্থলমধরোষ্ঠবৎ পশ্যত। হন্বোরুত্তরাধরত্বাসংভবত্বাদত্র হনুশব্দেনোষ্ঠদ্বয়ং লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্যেষ্ঠ বালক বলিল—'সত্যম্', হ্যাঁ, তোমরা যাহা মনে করিয়াছ, তাহা ঠিকই বটে, ঐ দেখ সূর্য্যকিরণে আরক্ত মেঘ যেন উহার উপরের ওষ্ঠস্বরূপ এবং ঐ মেঘের প্রতিচ্ছায়ায় অরুণিত ভুমিভাগ যেন উহার নিম্নোষ্ঠের সদৃশ হইয়াছে। 'অধরাহনুবৎ'—এখানে হনুর উপর ও নিম্নভাগ সম্ভব নয় বলিয়া হনু-শব্দে ওষ্ঠদ্বয় লক্ষিত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

প্রতিস্পর্দ্ধেতে সৃক্কভ্যাং সব্যাসব্যে নগোদরে।
তুঙ্গশৃঙ্গালয়োঽপ্যেতাস্তদ্দংষ্ট্রাভিশ্চ পশ্যত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—সব্যাসব্যে (বামদক্ষিণে) নগোদরে (গিরিদর্য্যৌ সৃক্কভ্যাং (ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং) প্রতিস্পর্দ্ধেতে (তুল্যতয়া বর্ত্তেতে) এতাঃ তুঙ্গশৃঙ্গালয়ঃ (উন্নত-পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহাঃ) অপি তদ্দংষ্ট্রাভিঃ (তস্য তীক্ষ্ণ-দন্তৈঃ স্পর্দ্ধমানাঃ ইতি) পশ্যতঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বাম ও দক্ষিণে যে গিরিকন্দরদ্বয় উহা ইহার ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ের সহিত এবং এই উন্নত পর্ব্বত-শৃঙ্গসমূহ ইহার তীক্ষ্ণ দন্তরাজির সহিত সাদৃশ্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—সৃক্কাভ্যামস্য ওষ্ঠপ্রান্তাভ্যাং প্রতিস্পর্দ্ধেতে তুল্যতয়া বর্ত্তেতে, নগোদরে গিরিদর্য্যৌ। এতা ইতি তর্জ্জন্যা দর্শয়ন্তস্তস্য সর্পতুণ্ডস্য দংষ্ট্রাভিঃ স্পর্দ্ধন্তে॥২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সৃক্কাভ্যাং'—ঐ দেখ, বাম ও দক্ষিণ দিকস্থ দুইটি গিরিগহ্বর যেন উহার ওষ্ঠ-প্রান্তদ্বয়ের ন্যায় রহিয়াছে, এবং অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া বলিতেছে, ঐ দেখ, পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গগুলি যেন ইহার দন্তশ্রেণীর সহিত তুলনীয় হইতেছে॥২১॥

আস্তৃতায়ামমার্গোঽয়ং রসনাং প্রতিগর্জ্জতি।
এষামন্তর্গতং ধ্বান্তমেতদপ্যন্তরাননম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং আস্তৃতায়ামমার্গঃ (বিস্তৃতঃ দীর্ঘঃ পন্থাঃ) রসনাং (অস্য জিহ্বাং) প্রতিগর্জ্জতি (প্রতি-স্পর্দ্ধতে) এষাং (শৃঙ্গানাং) অন্তর্গতং ধ্বান্তং (মধ্যাস্থান্ধকারঃ) এতৎ অন্তরাননং (মুখমধ্যং) অপি (প্রতিগর্জ্জতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—বিস্তৃত ও দীর্ঘ—এই পথ ইহার জিহ্বার প্রতি এবং এই সকল শৃঙ্গের মধ্যগত অন্ধকার ইহার মুখগহ্বরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতেছে অর্থাৎ তুল্যরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—আস্তৃতায়ামঃ বিস্তৃতদৈর্ঘ্যঃ মার্গঃ পন্থাঃ, রসনাং জিহ্বাং প্রতিরসনয়া সহ গর্জ্জতি স্পর্দ্ধতে। এষাং শৃঙ্গাণাং মধ্যগতমন্ধকারং কর্ত্তৃ এতদপ্যন্তরাননং এতস্যাননমধ্যং প্রতিগর্জ্জতি স্পর্দ্ধতে ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস্তৃতায়ামঃ'—এই বিস্তৃত

ও দীর্ঘ পথটি যেন ইহার জিহ্বার তুল্য। 'এষাম্' অন্তর্গতং ধ্বান্তং'—আর এই শৃঙ্গ সকলের মধ্যস্থিত অন্ধকার যেন ইহার মুখ-মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের সদৃশ হইয়াছে ॥ ২২ ॥

দাবোষ্ণখরবাতোহয়ং শ্বাসবদ্ভাতি পশ্যত।
তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধোহপ্যন্তরামিষগন্ধবৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং দাবোষ্ণখরবাতঃ (দাবেনতুল্যঃ উষ্ণঃ খরঃ পরুষশ্চবাতঃ) শ্বাসবৎ ভাতি (প্রকাশতে ইতি) পশ্যত। তদ্দগ্ধসত্ত্বদুর্গন্ধঃ (তেন দাবানলেন দগ্ধানাং সত্ত্বানাং প্রাণিণাং যঃ দুর্গন্ধঃ সঃ) অপি অন্তরামিষগন্ধবৎ (সর্পোদরস্থ প্রাণিসমূহমাংসগন্ধবৎ ভাতি ইতি পশ্যত) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এই দাবানল তুল্য উষ্ণবায়ু ইহার শ্বাসের ন্যায় এবং ঐ দাবানলের দগ্ধ প্রাণিগণের দুর্গন্ধ ইহার উদরস্থ প্রাণিসমূহের মাংসগন্ধের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তেন দাবাগ্নিনা দগ্ধানাং সত্ত্বানাং যো দুর্গন্ধঃ স এব সর্পান্তর্গতদুর্গন্ধবদ্ভাতি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্দগ্ধ-সত্ত্বদুর্গন্ধঃ' —ঐ দাবানলে দগ্ধীভূত প্রাণিগণের দুর্গন্ধও যেন উহার উদর-মধ্যগত আমিষের ন্যায় অনুভূত হইতেছে ॥ ২৩ ॥

অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টান্
অয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতি।
ক্ষণাদনেনেতি বকার্য্যুশন্মুখং
বীক্ষ্যোদ্ধসন্তঃ করতাড়নৈর্যযুঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং অত্র নিবিষ্টান্ অস্মান্ গ্রসিতা কিং (গ্রসিষ্যতি কিং) তথা চেৎ (গ্রসিষ্যতি যদি তদা) বকবৎ (বকাসুরবৎ) অনেন (কৃষ্ণেন পীড়িতঃ সন্) ক্ষণাৎ (তৎক্ষণাদেব) বিনঙ্ক্ষ্যতি (নাশং যাস্যতি) ইতি বকার্য্যুশন্মুখং (বকারেঃ কৃষ্ণস্য উশৎ কমনীয়ং মুখং) বীক্ষ্য উদ্ধসন্তঃ (উচ্চৈঃ হসন্তঃ করতাড়নৈঃ (হস্ততালৈঃ উপলক্ষিতাঃ বালাঃ) যযুঃ (তন্মুখং প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—পরে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—এই প্রাণী কি এখানে আমাদিগকে গ্রাস করিবে? যদি গ্রাস করে তাহা হইলে কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়া বকাসুরের ন্যায় ক্ষণকালমধ্যে বিনষ্ট হইবে। এই-রূপে তাহারা বকারি শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় মুখ দর্শন করিয়া উচ্চহাস্য ও করতালি সহকারে ঐ অজগরের মুখে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—মিলিতাঃ সর্ব্বে কিঞ্চিৎ সভয়মাহুঃ—অস্মানিতি। অয়ং যদি সত্য এব সর্পঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তন্মধ্য এব কেচিদাশ্বাসয়ন্ত আহুঃ—তথা চেৎ ক্ষণমাত্রাদেব অনেন কৃষ্ণেন হন্ত্রা বক ইব বিনাশং প্রাপ্স্যতি ইত্যুক্ত্বা বকারের্দূরস্থিতস্য কৃষ্ণস্য মুখং বীক্ষ্যেতি অস্মদ্দৃষ্টিগোচর এব কৃষ্ণ আস্তে কা চিন্তেতি লব্ধবিশ্বাসা উদ্ধসন্ত ইতি এতদ্বিলমধ্যে কিমপ্যস্তি ভোঃ সখায়ঃ তদবশ্যং পশ্যাম ইতি বাল্যচাপল্যাত কৌতুকোল্লাসাৎ। করতাড়নৈরিতি নিজনির্ভয়ত্ববীর-ত্বদ্যোতনায়। সর্পাপসারণার্থং বা, যযুরধাবন্ বৎসা অপি পুচ্ছানুদ্যম্য তানন্বধাবন্নিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মান্' ইতি, একত্র সম্মি-লিত বালকগণ কিঞ্চিৎ সভয়ে বলিলেন—'ইহা যদি সত্য সত্যই কোন সর্প হয়, তবে ইহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমাদিগকে গ্রাস করিবে কি?' তন্মধ্যে কোন কোন বালক উহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'ভাল, তাই যদি হয়, তবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বকাসুরের ন্যায় ইহা ক্ষণকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে।' এই বলিয়া 'বকার্য্যুশন্মুখং বীক্ষ্য'—দূর-স্থিত বকাসুরহন্তা শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় বদনমণ্ডল দর্শন-পূর্ব্বক 'ঐ দেখ, কৃষ্ণ আমাদিগের দৃষ্টিপথেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আর চিন্তা কি?' —এই-রূপে বিশ্বস্ত-হৃদয় বালকগণ 'উদ্ধসন্তঃ'—উচ্চ হাস্য করিতে করিতে 'হে সখাগণ। সম্ভবতঃ এই গর্ত্তমধ্যে কোনও আশ্চর্য্য বস্তু রহিয়াছে, অতএব অবশ্য তাহা দেখিতে হইবে' এবম্বিধ বাল্য-চাপল্য-নিবন্ধন কৌতুকবশতঃ, 'করতাড়নৈঃ'—আপন আপন নির্ভয়ত্ব ও বীরত্ব জানাইবার নিমিত্ত, কিংবা লৌকিক রীতি অনুসারে সর্পাপসারণার্থই যেন করতালি প্রদান করিয়া ঐ সর্পের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, 'বৎসা অপি'—এবং বৎস-সকলও পুচ্ছ উঠাইয়া বালকদিগের অনুগমন করিল ॥ ২৪ ॥

ইত্থং মিথোঽতথ্যমতজ্জ্ঞভাষিতং
শ্রুত্বা বিচিন্ত্যেত্যমৃষা মৃষায়তে।
রক্ষো বিদিত্বাখিলভূতহৃৎস্থিতঃ
স্বানাং নিরোদ্ধুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলভূতহৃৎস্থিতঃ ভগবান্ (সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তং) মিথঃ (পরস্পরং) অতথ্যং (অযথার্থং) অতজ্জ্ঞভাষিতং (তৎসর্পস্বরূপানভিজ্ঞবালানাং বচনং) শ্রুত্বা (তৎ) বিচিন্ত্য অমৃষা রক্ষঃ (সত্যরাক্ষসরূপঃ অয়ং) মৃষায়তে (মিথ্যাসর্পবৎ অবস্থিতঃ ইতি) বিদিত্বা স্বানাং (স্বকীয়ানুচরাণাং) নিরোদ্ধুং (বারণং কর্ত্তুং যাবৎ) মনঃ দধে (নিশ্চয়ং চকার) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—নিখিল ভূতান্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ সর্পস্বরূপানভিজ্ঞ বালকগণের পরস্পরের প্রতি এবম্বিধ অযথার্থ বাক্য শ্রবণ ও চিন্তা করিয়া এবং ইহা যে বস্তুতঃ রাক্ষস পরন্তু সর্পের ন্যায় আচরণ করিতেছে মাত্র জানিতে পারিয়া আত্মীয় বালকগণকে নিষেধ করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—মিথঃ পরস্পরং অতজ্জ্ঞানাং ভাষিতং অতথ্যং অযথার্থং শ্রুত্বা। অমৃষা সত্যমেব সর্পতুণ্ডং হন্ত হন্তৈষাং মৃষায়তে নেদং সর্পতুণ্ডং কিন্তু বৃন্দাবনশ্রীরিতি প্রতীতির্ভবতীতি বিচিন্ত্য কিঞ্চ,—ন কেবলং সর্পোঽপি কিন্ত্বঘনামকং রক্ষ ইতি বিদিত্বা। কুতঃ অখিলভূতহৃদিস্থিতঃ পরমাত্মত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ স্বানাং স্বাংস্তান্ নিরোদ্ধুং বারয়িতুং মনোদধে ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্থং মিথঃ অতজ্জ্ঞভাষিতং'—শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুরের পরিচয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ বয়স্যগণের ঐ প্রকার পরস্পরোক্ত অসত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া, 'অমৃষা'—'সত্যই সর্পতুণ্ড', 'মৃষায়তে'—'হায়! হায়! আমার আত্মীয় বয়স্য সকলের সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনীয় শোভারূপে প্রতীয়মান হইতেছে'—এইরূপ বিচারপূর্ব্বক 'এই জন্তু কেবল সর্পও নহে, পরন্তু অঘাসুর নামে রাক্ষস'—ইহা অবগত হইয়া। যদি বলেন—কি প্রকারে বিদিত হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'অখিলভূত-হৃৎস্থিতঃ', নিখিল প্রাণীর হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী-হেতু সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, সর্পের মুখমধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত নিজ বয়স্যগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেন ॥ ২৫ ॥

তাবৎ প্রবিষ্টাস্ত্বসুরোদরান্তরং
পরং ন গীর্ণাঃ শিশবঃ সবৎসাঃ।
প্রতীক্ষমাণেন বকারিবেশনং
হতস্বকান্তস্মরণেন রক্ষসা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তৎ কালমেব) সবৎসাঃ (গোগণসহিতাঃ) শিশবঃ (গোপবালাঃ) অসুরোদরান্তরং প্রবিষ্টাঃ (বভূবুঃ) পরং (কিন্তু) হতস্বকান্তস্মরণেন (হতয়োঃ কৃষ্ণেন বিনাশিতয়োঃ স্বকান্তয়োঃ ভ্রাতৃভগিন্যোঃ স্মরণং যেন তেন) (অতএব) বকারিবেশনং (কৃষ্ণপ্রবেশনং) প্রতীক্ষমাণেন রক্ষসা (তে বালকাঃ) ন গীর্ণাঃ (ন গিলিতাঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কিন্তু তখনই গোপবৎসগণের সহিত গোপ-শিশুগণ অসুরের উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু ঐ রাক্ষস তখনও বিনষ্ট নিজ ভ্রাতা-ভগিনীকে স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের প্রবেশ অপেক্ষায় তাঁহাদিগকে গলাধঃকরণ করিল না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যাবন্মনো দধে তাবদসুরস্যোদর-মধ্যং প্রবিষ্টাঃ কিন্তু ন গীর্ণাঃ রক্ষসা ন গিলিতা, জীর্ণা ইতি পাঠেঽপি স এবার্থ ইতি স্বামিচরণাঃ। কীদৃশেন হতৌ স্বকৌ বকীবকৌ অন্তরন্তঃকরণেন স্মরতীতি তথা তেন অতএব বকারেঃ কৃষ্ণস্য প্রবেশং প্রতীক্ষমাণেন। ন চাত্র ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পতা ব্যভিচরতি স্মেত্যাশঙ্কনীয়ম্। অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টানয়ং তথা চেদ্বকবদ্বিনঙ্ক্ষ্যতীতি তদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যাপ্যত্র বর্ত্তমানত্বাৎ। মৎসঙ্কল্পমদ্ভক্তসঙ্কল্পয়োর্ম্মধ্যে মদ্ভক্তসঙ্কল্পস্যৈব গরীয়স্ত্বমিতি ভক্তবশ্যেন ভগবতৈব প্রাক্‌কৃতায়া মর্য্যাদায়া স্তথা লীলাশক্তেশ্চ সর্ব্বোপমর্দ্দিন্যাঃ সর্ব্বদা জাগরূকত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন নিরোধ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখনই বয়স্য সকল, বৎসগণের সহিত অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন বটে, 'পরং ন গীর্ণাঃ'—পরন্তু তৎকর্ত্তৃক তাঁহারা গিলিত হয়েন নাই। 'ন জীর্ণাঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে তদ্রূপই অর্থ, ইহা শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন। কেমন অঘাসুর

কর্ত্তৃক ? তাহাতে বলিতেছেন—'হতস্বকান্ত-স্মরণেন', সেই অঘ নামক রাক্ষস আপনার আত্মীয় ভ্রাতা বকাসুর ও ভগিনী পূতনার নিধন স্মরণ করিয়া, তাহাদের শত্রুরূপী শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এই স্থলে শ্রীভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা শক্তি ব্যাহত হইল—এরূপ আশঙ্কা করা যায় না। যেহেতু 'অস্মান্ কিমত্র গ্রসিতা নিবিষ্টা-নয়ং তথা চেদ্ বকবদ্ বিনঙ্ক্ষ্যতি' (২৪ শ্লোক), অর্থাৎ ইহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমাদিগকে যদি গ্রাস করে, তবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই অসুরও বকাসুরের ন্যায় বিনষ্ট হইবে—এইরূপ তদীয় ভক্ত-সঙ্কল্প এখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। 'আমার সঙ্কল্প এবং আমার ভক্তের সঙ্কল্পের মধ্যে আমার ভক্ত-সঙ্কল্পই গরীয়ান্' —এই মর্য্যাদা ভক্তবশ্য শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়াছেন এবং সর্ব্বোপমর্দ্দিনী লীলাশক্তিও তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক রহিয়াছেন। অতএব ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতার ব্যতিক্রম হয় নাই। ॥ ২৬ ॥

তান্ বীক্ষ্যঃ কৃষ্ণঃ সকলাভয়প্রদো
হ্যনন্যনাথান্ স্বকরাদপচ্যুতান্।
দীনাংশ্চ মৃত্যোর্জঠরাগ্নিঘাসান্
ঘৃণার্দ্দিতো দিষ্টকৃতেন বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্যনাথান্ (একান্তিনঃ) স্বকরাৎ (নিজ হস্তাৎ) অপচ্যুতান্ (দূরগতান্) মৃত্যোঃ (মৃত্যুতুল্যাঘাসুরস্য) জঠরাগ্নিঘাসান্ (বাহ্যাগ্নেস্তৃণবদত্যন্তদাহ্যতামিব গতান্) দীনান্ তান্ (বালকান্) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) ঘৃণার্দ্দিতঃ (কৃপয়া পীড়িতঃ সন্) সকলাভয়প্রদঃ কৃষ্ণ (সর্ব্বেষাম্ অভয়দাতাকৃষ্ণঃ) দিষ্টকৃতেন (লীলাশক্ত্যনুকূলকালকৃতেন তত্র প্রবেশ কর্ম্মণা) বিস্মিতঃ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের একান্ত অনুগত এবং তাঁহার হস্ত হইতে দূরগত ও মৃত্যুতুল্য অঘাসুরের জঠরাগ্নিতে বাহ্যঅগ্নিতে তৃণ দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দাহ্যমান্ অতএব দীন অর্থাৎ এতাদৃশ দুরবস্থাপন্ন সহচর বালকদিগকে দেখিয়া সর্ব্বাভয়প্রদাতা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া স্বকীয় লীলা-শক্তির অনুকূল কালের প্রভাবে বা কার্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকরাদিব মহামণীনিব অপচ্যুতান্। মৃত্যোরঘাসুরস্য জঠরাগ্নৌ ঘাসান্ তৃণবৎ পতনোন্মুখান্ বীক্ষ্য ঘৃণয়া কৃপয়া অর্দ্দিতঃ পীড়িতঃ দিষ্টকৃতেন লীলাশক্ত্যনুকূলকালকৃতেন তৎপ্রদেশকর্ম্মণা বিস্মিতঃ "কালো দিষ্টোঽপ্যনেহাপী"ত্যমরঃ। অহো ন তাবদেষাং প্রারব্ধকর্ম্ম সম্ভবতি ন চ তদ্বিনাপ্যত্র কর্ম্মণ্যন্তর্য্যামী প্রবর্ত্তয়েৎ তস্য মৎস্বরূপত্বেন মৎপ্রাতিকূল্যানর্হত্বাচ্চ তস্মান্মৎসহচরানপ্যেতাদৃশীং দুরবস্থাং দর্শয়ন্ত্যা মৎপ্রাতিকূল্যেঽপ্যশঙ্কমানায়াঃ প্রেমপূর্ণং মাং করুণরসনিমগ্নীকর্ত্তুকামায়া মদীয়লীলাশক্তেরেবেদং কর্ম্ম, ময়ি লীলাপুরুষোত্তমে রসময়মূর্ত্তৌ তস্যা এবৈতাবৎপ্রভবিষ্ণুত্বমিতি বন্ধুবিচ্ছেদশোকার্ত্তত্বেঽপি বিস্ময়েনেষৎস্তিমিতোঽভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বকারাৎ'—নিজহস্ত হইতে বিচ্যুত মহামণির ন্যায় অনন্যাশ্রয় বয়স্যগণকে হস্তচ্যুত ও মৃত্যুরূপী অঘাসুরের জঠরানলে তৃণতুল্য পতনোন্মুখ দর্শন করিয়া সকলের অভয়দাতা শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপীড়িত এবং লীলাশক্তির অনুকূল কালকৃত তৎকর্ম্ম দ্বারা বিস্মিত হইলেন। 'দিষ্ট-কৃতেন'—অমরকোষে উক্ত আছে 'কাল শব্দে সামান্য কাল, দিষ্ট ও অনেহা অর্থাৎ চেষ্টা না করা বুঝায়'। বিস্ময়ের কারণ বলিতেছেন—অহো! এই বালকগণের প্রারব্ধকর্ম্ম সম্ভব নয়, অথচ তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মে অন্তর্য্যামী প্রবর্ত্তিত হন না, আবার সেই অন্তর্য্যামী আমারই স্বরূপহেতু আমার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন না। অতএব আমার সহচরগণকেও এতাদৃশী দুরবস্থা প্রদর্শন করতঃ আমার প্রাতিকূল্যেও অশঙ্কিতা, প্রেমপূর্ণ আমাকে করুণরসে নিমগ্ন করাইবার অভিলাষিণী আমার লীলাশক্তিরই এই কর্ম্ম। যেহেতু লীলাপুরুষোত্তম রসময়মূর্ত্তি আমাতে তাঁহারই এতাদৃশ প্রভুত্ব রহিয়াছে। এইজন্য বন্ধুবিচ্ছেদজনিত শোকে কাতর হইলেও ঈষৎ অভিভূত হইয়া পড়িলেন —এই ভাবার্থ ॥ ২৭ ॥

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশৎ তুণ্ডমশেষদৃগ্‌ধরিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র কিং কৃত্যং (কিং কর্ত্তব্যং যথা) অস্য খলস্য জীবনং (অস্য জীবনং ন ভবেৎ অর্থাৎ মৃত্যুর্ভবেৎ) অমীষাং সতাং (সাধূনাং বালানাং) বিহিংসনং (বিনাশঃ) ন বা (ন ভবেৎ এতৎ) দ্বয়ং (কার্য্যদ্বয়ং) কথং (কেন উপায়েন) স্যাৎ ইতি সংবিচিন্ত্য জ্ঞাত্বা (তদুপায়ং নিশ্চিত্য) অশেষদৃক্ (অনন্তদৃষ্টিঃ) হরিঃ তুণ্ডং (তস্য মুখং) অবিশৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এখন কর্ত্তব্য কি? এই দুষ্টের জীবন নাশ ও সাধুগণের অবিনাশ—এই দুইটী কার্য্য কি প্রকারে হইতে পারে, অনন্তদর্শী শ্রীকৃষ্ণ তদ্বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরে (উপায়) স্থির করিয়া তিনি ঐ অসুরের মুখে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র সঙ্কটে কিং কৃত্যং ? অস্য খলস্য জীবনং ন স্যাৎ। বৈ নিশ্চিতম্। অমীষাং বিহিংসনঞ্চ ন স্যাদিতি, দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য তত্র সহসৈবোপায়ং জ্ঞাত্বা তুণ্ডমবিশৎ। যতোহশেষদৃক্ এবংকৃতে সত্যেবং ভবিষ্যতীতি ভাবি সর্ব্বং পশ্যতীতি সঃ, স্বভক্তবিপদঃ খলজীবনসংসারয়োশ্চ হরণাদ্ধরিঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সঙ্কটে কি করা কর্ত্তব্য? এই খলের জীবন থাকিবে না, 'বৈ'—ইহা নিশ্চিত। আর এই সাধু বয়স্যগণের বিনাশও না হয়—এই দুইটি কার্য্য কি প্রকারে সমাধান হইতে পারে, এই প্রকার ভাবিয়া ও সহসা ইহার উপায় অবধারণপূর্ব্বক তিনি অঘাসুরের মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যেহেতু তিনি 'অশেষদৃক্'—সর্ব্বদর্শী, অর্থাৎ এইরূপ করা হইলে পরিণামে এরূপ হইবে—ইহা সমস্তই যিনি দর্শন করেন। 'হরিঃ'—স্বভক্তগণের বিপদসমূহ এবং খলজনের জীবন ও সংসার হরণ করেন বলিয়া তিনি হরি ॥ ২৮ ॥

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (কৃষ্ণপ্রবেশং দৃষ্ট্বা) ঘনচ্ছদাঃ (মেঘান্তরিতাঃ) দেবাঃ ভয়াৎ (কৃষ্ণনাশশঙ্কয়াঃ) হাহা ইতি চুক্রুশুঃ। যে চ অঘবান্ধবাঃ কংসাদ্যাঃ কৌণপাঃ (রাক্ষসাঃ) তে জহৃষুঃ (হৃষ্টাঃ জাতাঃ) ॥২৯

অনুবাদ—তৎকালে কৃষ্ণের প্রবেশ দর্শনে মেঘের অন্তরালে অবস্থিত দেবগণ ভয়ে হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং অঘাসুরের বান্ধব কংসাদি রাক্ষসগণ আনন্দিত হইল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ঘনচ্ছদা মেঘান্তরিতাঃ কংসস্যাঘস্য চ ভয়াৎ হা হেতি ভগবত্যনিষ্টাশঙ্কয়া। দেবানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানেঽপি ভক্তত্বাৎ ভক্তেশ্চ প্রীত্যাত্মকত্বাৎ প্রীতেশ্চ বিবেকহরস্বভাবত্বাৎ। কংসাদ্যা জহৃষুরিতি চরদ্বারা সদ্যএব বার্ত্তাজ্ঞানাৎ। কৌণপা রাক্ষসাঃ অঘাসুরভ্রাতুষ্পুত্রাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঘনচ্ছদাঃ'—তখন মেঘের অন্তরালে অবস্থিত দেবগণ কংস ও অঘাসুরের ভয়ে ভগবদ্বিষয়ে অনিষ্টাশঙ্কায় হাহাকার করিয়া উঠিলেন। দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা ভক্ত, আর ভক্তি প্রীত্যাত্মক বলিয়া এবং প্রীতির বিবেকহর-স্বভাববশতঃ তাঁহাদের ভগবৎসম্বন্ধে এইরূপ অনিষ্টাশঙ্কা স্বাভাবিক। 'কংসাদ্যাঃ'—তৎক্ষণাৎ চরমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় কংসাদি দৈত্যগণ, এবং 'কৌণপাঃ'—অঘাসুরের ভ্রাতুষ্পুত্রাদি রাক্ষসগণ আনন্দিত হইল ॥ ২৯ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্।
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (দেবাসুরয়োঃ বিষাদানন্দ রবং) শ্রুত্বা ভগবান্ অব্যয়ঃ (অবিনশ্বরঃ) কৃষ্ণঃ তু সার্ভবৎসকং আত্মানং (বৎসবালকগণ সহিতং নিজং) চূর্ণী চিকীর্ষোঃ (চূর্ণীকর্ত্তুং ইচ্ছোঃ তস্য দৈত্যস্য) গলে (গলদেশে) তরসা (বেগেন) ববৃধে (অবর্দ্ধত) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তাহা শুনিয়া সাক্ষাৎ অব্যয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস এবং বালকগণের সহিত শ্যামসুন্দরস্বরূপ নিজকে চূর্ণ করিতে অভিলাষী সেই অসুরের গলদেশে সবেগে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসাধূনাং শোকজল্পনমসাধূনাং হর্ষজল্পনঞ্চ শ্রুত্বা অর্ভৈর্বৎসৈশ্চ সহিতমাত্মানং শ্যামসুন্দরস্বরূপং উদরস্থীকৃত্য চূর্ণীচিকীর্ষোরস্য গলে

ববৃধে। তাবেব শোকহর্ষৌ বৈপরীত্যেন শ্রোতুমিতি ভাবঃ। ননু, শকটতৃণাবর্ত্তবধ দামবন্ধনাদিলীলায়াং স্তোকেনৈব বালবপুষা কিঞ্চিদপ্যবর্দ্ধমানেন তত্তদ্ব্যাপ্তিচঞ্চোঃ স্বয়ং ভগবতো বিভোরস্য কিমঘাসুরকণ্ঠরন্ধ্রব্যাপ্তিরশক্ত্যা যতো ববৃধে ইত্যুচ্যতে, সত্যম্। তত্র তত্র নরবাললীলত্বলক্ষণমাধুর্য্যস্য বিস্ময়রসাধায়কস্য ভক্তজনলোচনাস্বাদ্যত্বাদলৌকিকং তাদৃশত্বমেব সমুচিতম্। অত্র তু তাদৃশমাধুর্য্যগ্রাহকদ্রষ্টৃজনাভাবাৎ স্বয়ং ভগবতাপি তেন লৌকিক্যেব রীতিরাললম্বে ইতি জানীমঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে সাধু দেবগণের শোকশব্দ ও অসাধু দৈত্যগণের হর্ষধ্বনি শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বালক ও বৎসসকলের সহিত শ্যামসুন্দরস্বরূপ আপনাকে উদরস্থ করিয়া চূর্ণ করিতে অভিলাষী সেই অঘাসুরের গলদেশে সহসা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন। যদি বলেন—দেখুন, শকটাসুর, তৃণাবর্ত্তবধ ও দামবন্ধনাদি লীলায় ক্ষুদ্রতর বালবিগ্রহের কিছুমাত্র বর্দ্ধন না করিয়াই, সেই সেই ব্যাপ্তি-কার্য্য সম্পাদনকারী স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বসমর্থ (বিভু) এই কৃষ্ণের পক্ষে কি অঘাসুরের কণ্ঠরন্ধ্রের ব্যাপ্তি অশক্য ছিল, যে-জন্য তিনি বর্দ্ধিত হইলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'সত্যম্', হ্যাঁ, সেখানে সেখানে নরবালকোচিত লীলারূপ মাধুর্য্যের বিস্ময়রস-প্রকাশ ভক্তজনলোচনের আস্বাদ্যহেতু অলৌকিক তাদৃশত্ব সমুচিতই। পরন্তু এই স্থলে তাদৃশ মাধুর্য্যাস্বাদনের গ্রাহক দ্রষ্টৃজনের অভাবহেতু স্বয়ং ভগবান্ও লৌকিকী রীতি (শঠে শাঠ্য) অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধমার্গিণো
হ্যুদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্দ্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো বহিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (কৃষ্ণবর্দ্ধনানন্তরং) অতিকায়স্য (বৃহচ্ছরীরস্য) নিরুদ্ধমার্গিণঃ (নিরুদ্ধঃ মুখাদীনাং মার্গভূতঃ কণ্ঠঃ যস্যাস্তি তস্য) উদ্গীর্ণদৃষ্টেঃ (বহির্গত লোচনস্য) ইতস্ততঃ ভ্রমতঃ (দৈত্যস্য) অন্তরঙ্গে (শরীরমধ্যে) পবনঃ নিরুদ্ধঃ (অতঃ) পূর্ণঃ মূর্দ্ধন্ (মূর্দ্ধ্নিস্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রং ইত্যর্থঃ) বিনির্ভিদ্য (ভিত্ত্বা) বহিঃ বিনির্গতঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধন-হেতু সেই বিশালকায় দৈত্যের কণ্ঠ প্রভৃতি পথ সকল নিরুদ্ধ ও নেত্র বহির্গত হইয়া পড়িল। সে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার শরীর মধ্যে নির্গমনের পথ রুদ্ধ হওয়ায় বায়ু পরিপূর্ণ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—নিরুদ্ধো মুখাদীনাং মার্গভূতঃ কণ্ঠো যস্যাস্তি তস্য উদ্গীর্ণদৃষ্টের্বহির্নির্গতলোচনস্য অন্তরঙ্গে দেহমধ্যে নিরুদ্ধঃ পবনঃ প্রাণবায়ুঃ নির্গমনাভাবাৎ পূর্ণঃ। মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি স্থিতং ব্রহ্মরন্ধ্রং নির্ভিদ্য বহির্গতঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—শ্রীকৃষ্ণের বর্দ্ধনহেতু সেই অতিস্থূলকায় অঘাসুরের মার্গভূত কণ্ঠ রোধ হওয়ায় চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইয়া পড়িল। 'অন্তরঙ্গে'—দেহমধ্যে নিরুদ্ধ প্রাণবায়ু নির্গমন পথের অভাবে পূর্ণ হইয়া, 'মূর্দ্ধন্'—মস্তকে স্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদপূর্ব্বক বহির্গত হইল ॥ ৩১ ॥

তেনৈব সর্ব্বেষু বহির্গতেষু
প্রাণেষু বৎসান্ সুহৃদঃ পরেতান্।
দৃষ্ট্যা স্বয়োত্থাপ্য তদন্বিতঃ পুন-
র্বক্ত্রান্মুকুন্দো ভগবান্ বিনির্যযৌ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—তেন এব (মূর্দ্ধচ্ছিদ্রেণ) সর্ব্বেষু প্রাণেষু বহির্গতেষু (সৎসু) পরেতান্ (মৃতান্) বৎসান্ (গোশাবকান্) সুহৃদঃ (বয়স্যান্ চ) স্বয়া (স্বকীয়য়া) দৃষ্ট্যা (অবলোকনেন) উত্থাপ্য (জীবয়িত্বা) পুনঃ তদন্বিতঃ (তৈঃ যুক্তঃ) ভগবান্ মুকুন্দঃ বক্ত্রাৎ (অসুর মুখাৎ) বিনির্যযৌ (নির্গতঃ) ॥৩২॥

অনুবাদ—মস্তকের সেই ছিদ্রপথে সমস্ত প্রাণ বহির্গত হইলে মৃত গোশাবক এবং বয়স্যগণকে স্বীয় দৃষ্টি বলে পুনরায় জীবিত করিয়া ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদের সহিত অসুর মুখ মধ্য হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পরেতান্ স্ববিরহতজ্জাঠরানলয়োর্জ্বালয়া মূর্চ্ছিতান্ দৃষ্ট্যা অমৃতবর্ষিণ্যা ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরেতান্'—স্বীয় বিরহে ও অসুরের জঠরানলের জ্বালায় মূর্চ্ছিত বালক ও বৎসসকলকে নিজ অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা সচেতন করিয়া, ভগবান্ মুকুন্দ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অঘাসুরের মুখ হইতে বহির্গত হইলেন ।।৩২।।

পীনাহিভোগোত্থিতমদ্ভুতং মহ-
জ্জ্যোতিঃ স্বধাম্না জ্বলয়দ্দিশো দশ ।
প্রতীক্ষ্য খেঽবস্থিতমীশনির্গমং
বিবেশ তস্মিন্ মিষতাং দিবৌকসাম্ ।।৩৩

অন্বয়ঃ—পীনাহিভোগোত্থিতং (বৃহৎসর্পশরীরনির্গতং) অদ্ভুতং মহৎ জ্যোতিঃ (অহি দেহেস্থিতং শুদ্ধসত্ত্বময়ং) স্বধাম্না (স্বভাবেন) দশদিশঃ জ্বলয়ৎ (উদ্ভাসয়ৎ) ঈশনির্গমং (কৃষ্ণনির্গমনং) প্রতীক্ষ্য খে (আকাশে) অবস্থিতং (সৎ) ঈশনির্গমং (কৃষ্ণনির্গমনান্তরং) মিষতাং দিবৌকসাং (পশ্যতাং দেবানাং সমীপে) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) বিবেশ (প্রবিষ্টং বভূব) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—সেই বৃহৎ সর্পের দেহ হইতে এক অদ্ভুত মহাজ্যোতি নির্গত হইয়া স্বীয় প্রভাবে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণবহির্গমন প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থান করিতেছিল । পরে শ্রীকৃষ্ণ বহির্গত হইলে দেবগণের সম্মুখে উহা শ্রীকৃষ্ণ শরীরে প্রবিষ্ট হইল ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—জ্যোতিরহিদেহে স্থিতং শুদ্ধসত্ত্বময়মিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ । তাদৃশদুষ্টস্যাপি তস্য মুক্তেঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যায়নার্থং জীবস্য নিরাকারত্বেঽপি তৎকালপ্রাপ্তভগবচ্ছক্ত্যালিঙ্গিতত্বাত্তথা দৃশ্যত্বমিতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাদয়ঃ । পরব্রহ্মণো ব্যাপকমহাজ্যোতিঃস্বরূপমিব জীবস্যাপি জ্যোতিঃস্বরূপং মায়িকলোচনাগম্যমপি তদানীং ভগবতা স্বেচ্ছয়ৈব স্বস্বরূপমিব স্বস্যাসুরমুক্তিপ্রদায়কত্বলক্ষণগুণস্য সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষীকরণার্থং দর্শিতমিত্যেকে । প্রাপাত্মসাম্যমিতি ভাগবতীং গতিমিত্যুপরিষ্টাদুক্তেরঘাসুরঃ সারূপ্যমুক্তিং প্রাপ, ন তু সাযুজ্যমিত্যতস্তৎক্ষণপ্রাপ্ত তদীয়চিন্ময়দেহজ্যোতিরেব তৎ । দেহস্তু জ্যোতির্ভূয়স্ত্বাৎ দ্রষ্টুং শক্যো নাভূৎ । ভগবতি প্রবেশস্তু সাযুজ্যপ্রথাবতোঃ শিশুপালদন্তবক্রয়োরিব জ্ঞেয় ইত্যপরে । মিষতাং মিষৎসু সৎস্বপি অনাদরে বা ষষ্ঠী ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহৎ জ্যোতিঃ'—ঐ বৃহৎ সর্পদেহস্থিত শুদ্ধ সত্ত্বময় অনির্ব্বচনীয় একটি মহৎ জ্যোতি অঘাসুরের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বীয় তেজে দশদিক্ উদ্ভাসিত করতঃ আকাশে অবস্থিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—এই জ্যোতি অহিদেহে স্থিত শুদ্ধ সত্ত্বময় । শ্রীবৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে—তাদৃশ দুষ্ট অসুরেরও মুক্তিবিষয়ে সর্ব্বলোকের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য, জীব (জীবাত্মা) নিরাকার হইলেও তৎকালপ্রাপ্ত ভগবচ্ছক্তির প্রভাবে প্রাকৃত-দৃষ্টির দর্শনযোগ্য হইয়াছিল । অপরে বলেন—পরব্রহ্ম যেরূপ ব্যাপক ও মহাজ্যোতির্ম্ময়, জীবও সেইরূপ, সুতরাং তাহার রূপ মায়িক দৃষ্টির গোচরীভূত নহে ; তথাপি ভগবান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক 'স্ব-স্বরূপমিব'—স্বীয় স্বরূপের ন্যায়, অর্থাৎ স্বীয় স্বরূপ যেরূপ দেখাইয়া থাকেন, সেইরূপ অসুরের মুক্তি-প্রদায়কত্ব লক্ষণ (হতারিগতিদায়করূপ) নিজগুণ দেখাইবার জন্য সেই জ্যোতি মায়িক নেত্রের গোচরীভূত করিয়াছিলেন । 'প্রাপাত্মসাম্যং' (৩৮ শ্লোক) —অঘাসুর আত্মসাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে 'ভাগবতীং গতিং'—ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিল এরূপ উক্ত হওয়ায় অঘাসুর সারূপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি নহে । অতএব উহা তৎক্ষণ-প্রাপ্ত অঘাসুরের চিন্ময় দেহের জ্যোতিই । কিন্তু দেহ জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া দর্শনের অযোগ্য ছিল । অপরে বলেন—'শ্রীকৃষ্ণের শরীরে সেই জ্যোতি প্রবেশ করিয়াছিল'—এরূপ উক্তি শিশুপাল ও দন্তবক্রের ন্যায় তৎকালিক জনগণের প্রতীতিমাত্র । 'মিষতাং' —দর্শনকারী দেবগণের সমক্ষেই, অথবা—ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, অর্থাৎ দেবগণকে উপেক্ষা করিয়াই, এই অর্থ ।। ৩৩ ।।

তথ্য—জ্যোতি—অহি-দেহে স্থিত শুদ্ধ সত্যময়, এতাদৃশ দুষ্ট অসুরের মুক্তি বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে । ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সন্দেহ দূরীকরণ মানসে ও সর্ব্বলোকের বিশ্বাস উৎপাদন করি-

বার জন্য প্রাকৃত আকাররহিত জীবের স্বরূপ তৎ-কালপ্রাপ্ত ভগবচ্ছক্তির প্রভাবে প্রাকৃত দৃষ্টির দর্শন-যোগ্য করিয়াছিলেন। পরম ব্রহ্ম যেরূপ ব্যাপক ও মহাজ্যোতির্ম্ময়, জীবও সেইরূপ ; সুতরাং তাঁহার রূপ মায়িক দৃষ্টির দ্রষ্টব্য নহে, তথাপি ভগবান্ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় স্বরূপ দেখাইয়া থাকেন সেইরূপ অসুরের মুক্তি-প্রদায়কত্ব লক্ষণ হতারিগতিদায়ক-রূপ নিজ গুণ দেখাইবার জন্য সেই জ্যোতি মায়িক নেত্রের গোচরীভূত করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করিল—কৃষ্ণে প্রবেশ—দ্রষ্টৃগণের তাৎকালিক প্রতীতি মাত্র, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের অসম্যক্ প্রকাশ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। (বৈষ্ণব তোষণী)। 'প্রবেশ করিয়াছিল' বলিতে সাযুজ্য মুক্তিকেই বুঝায় কিন্তু অঘাসুরের সাযুজ্য মুক্তি হয় নাই, কারণ পরবর্ত্তী ৩৮শ শ্লোকে অঘাসুরের আত্ম-সাম্য অর্থাৎ ভগবানের সমানরূপ প্রাপ্তি বিষয়ের এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে অঘাসুরের ভাগবতীগতি প্রাপ্তির কথা উল্লেখ আছে। আত্মসাম্য ও ভাগবতী গতি—এই উভয়ের অর্থ কখনও সাযুজ্য নহে, অত-এব অঘাসুর সারূপ্য মুক্তিই পাইয়াছিল, সাযুজ্য নহে। সুতরাং মহাজ্যোতি বলিতে অঘাসুরের তাৎ-কালিক প্রাপ্ত চিন্ময় দেহের জ্যোতি বুঝিতে হইবে। যদি বলা যায়, তবে ঐ জ্যোতি ভগবানে প্রবিষ্ট হইল কিরূপে ? তদুত্তর—উহা সাযুজ্যের অনুকরণ মাত্র। দৃষ্টান্ত—বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয় তিন জন্মান্তে ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। জয়-বিজয়ের শেষ জন্ম—দন্তবক্র ও শিশুপাল ; ইঁহাদের দেহ পতনকালে দেহস্থিত চিন্ময় জ্যোতি ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াছিল অথচ তাঁহারা সারূপ্য প্রাপ্ত নিত্য ভগবৎপার্ষদ। এ স্থলেও ঐরূপ জানিতে হইবে ॥৩৩

ততোঽতিহৃষ্টাঃ স্বকৃতোঽকৃতার্হণং
পুষ্পৈঃ সুরা অপ্সরসশ্চ নর্ত্তনৈঃ।
গীতৈঃ সুগা বাদ্যধরাশ্চ বাদ্যকৈঃ
স্তবৈশ্চ বিপ্রা জয়নিঃস্বনৈর্গণাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (দৈত্যনাশাৎ পরং) অতিহৃষ্টাঃ সুরাঃ (দেবাঃ) পুষ্পৈঃ (নন্দনকুসুমবর্ষণৈঃ) অপ্সরসঃ (স্বর্গনর্ত্তকীগণাঃ) নর্ত্তনৈঃ (নৃত্যৈঃ) সুগাঃ (সুষ্ঠুগায়ন্তীতি সুগাঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) গীতৈঃ বাদ্যধরাঃ চ বাদ্যকৈঃ বিপ্রাঃ চ স্তবৈঃ গণাঃ (গণদেবতাঃ) জয় নিঃস্বনৈঃ (জয় জয় শব্দৈঃ) স্বকৃতঃ (স্বকার্য্য-সাধকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) অর্হণং (পূজাং) অকৃত (অকুর্ব্বন্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অতিহৃষ্ট দেবগণ পুষ্পবর্ষণে, অপ্সরোগণ নৃত্যে, সুগায়ক গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি গীতে, বাদকগণ বাদ্যে, বিপ্রগণ স্তবে এবং গণদেবতাগণ জয় জয় শব্দে স্বকার্য্য-সাধক শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া-ছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বকৃতঃ স্বস্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অর্হণং পূজাং অকৃত অকুর্ব্বত। সুষ্ঠুগায়ন্তীতি সুগা গন্ধর্ব্বা-দয়ঃ। বাদ্যধরা বিদ্যাধরাদয়ঃ, বিপ্রা বশিষ্ঠাদয়ঃ। গণা গরুড়াদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বকৃতঃ অর্হণম্ অকৃত'—দেবগণ নিজেদের স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া-ছিলেন। 'সুগাঃ'—যাঁহারা সুষ্ঠু গান করেন, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি। 'বাদ্যধরাঃ'—বিদ্যাধর প্রভৃতি। 'বিপ্রাঃ'—বশিষ্ঠ প্রভৃতি বিপ্রগণ। 'গণাঃ'—শ্রীগরুড়াদি ভক্ত-গণ ॥ ৩৪ ॥

তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা-
জয়াদিনৈকোৎসবমঙ্গলস্বনান্।
শ্রুত্বা স্বধাম্নোঽন্ত্যজ আগতোঽচিরাদ্-
দৃষ্ট্বা মহীশস্য জগাম বিস্ময়ম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ (ব্রহ্মা) স্বধাম্নঃ অন্তি (নিজ-ধাম সমীপে) তদদ্ভুতস্তোত্রসুবাদ্যগীতিকা জয়াদিনৈ-কোৎসবমঙ্গলস্বনান্ (তেষাং যানি অদ্ভুতস্তোত্রাদীনি তেষাং নৈকোৎসবাঃ অনেকোৎসবাঃ যে মঙ্গলস্বনাঃ মঙ্গলশব্দাস্তান্) শ্রুত্বা অচিরাৎ আগতঃ (তত্র উপ-স্থিতঃ সন্) ঈশস্য (কৃষ্ণস্য) মহি (মহিমানং) দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং জগাম ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা নিজধামের সন্নিকটে তাহাদের অদ্ভুত স্তোত্র, সুরম্য বাদ্য, গীতি প্রভৃতির অনেক উৎসবযুক্ত মঙ্গলশব্দ শ্রবণে সত্বর সেখানে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমাদর্শনে বিস্মিত হইলেন॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—অদ্ভুত-স্তোত্রাণি চ সুবাদ্যানি চ গীতিকাঃ সুকুমারা গীতয়শ্চ জয়শব্দাদয়শ্চ নৈকোৎসবা অনেকোৎসবা মঙ্গলস্বনাশ্চ তান্, স্বধামুঃ সত্যলোকস্য অন্তি নিকট এব শ্রুত্বেতি মহর্জনস্তপোলোকস্থা অপি পরম্পরয়ৈব শ্রুত্বা গীতাদিকং চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রুত্বা অজো ব্রহ্মৈব অচিরাৎ সদ্য এব অঘাসুরস্য জ্যোতির্বৈকুণ্ঠং প্রতি গচ্ছদেব ঈশস্য মহি মহিমানং দৃষ্ট্বা আগতো অন্যৈরলক্ষ্যমাণো বৃন্দাবনমেব। তত্র চ ঈশস্য মহিমানং দৃষ্ট্বা বিস্ময়ং প্রাপ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অদ্ভুত স্তোত্র, উৎকৃষ্ট বাদ্য, সুললিত সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গলময় শব্দ, 'স্বধামুঃ অন্তি শ্রুত্বা'—নিজ ধাম সত্যলোকের নিকটেই শ্রবণ করিয়া, ইহাতে মহঃ, জন ও তপোলোকবাসিগণও পরম্পরায় শুনিয়া গীতাদি করিয়াছিলেন, ইহা জানিতে হইবে। 'অজঃ'—ব্রহ্মা (একাকীই) অবিলম্বে 'অঘাসুরের দেহস্থ জ্যোতিঃ বৈকুণ্ঠের দিকে গমন করিতেছে'—এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা দর্শন করিয়া, 'আগতঃ'—অন্যের অলক্ষিতভাবে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। সেখানেও ঈশ্বরের মহিমা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥

রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, (তৎ) অদ্ভুতং আজগরং শুষ্কং চর্ম্ম বৃন্দাবনে বহুতিথং (বহুকালপর্য্যন্তং) ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) আক্রীড়গহ্বরং (ক্রীড়ার্থং মহাবিলং) বভূব ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই অজগরের শুষ্ক অদ্ভুতচর্ম্ম বহুকাল পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে ব্রজবাসিগণের ক্রীড়াগহ্বররূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—বহুতিথং বহুকালম্। আ সম্যক্ ক্রীড়ার্থকগহ্বরং বভূব ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুতিথং'—বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রজবাসী বালকগণের 'আক্রীড়-গহ্বরং'—ক্রীড়ার নিমিত্ত 'গহ্বর', অর্থাৎ সুমহান্ ছিদ্রপ্রায় হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥

এতৎ কৌমারজং কর্ম্ম হরেরাত্মাহিমোক্ষণম্।
মৃত্যোঃ পৌগণ্ডকে বালা দৃষ্ট্বোচুর্বিস্মিতা ব্রজে ॥৩৭

অন্বয়ঃ—হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কৌমারজং (পঞ্চমাব্দকৃতং) মৃত্যো আত্মাহিমোক্ষণং (মৃত্যোঃ মরণসকাশাৎ আত্মনঃ নিজস্য অহেঃ সর্পস্য চ মোক্ষণং, সর্পস্য পক্ষে মৃত্যুঃ সংসার লক্ষণঃ) এতৎ কর্ম্ম দৃষ্ট্বা বিস্মিতাঃ বালাঃ (ব্রজবালকাঃ) পৌগণ্ডকে (ষষ্ঠবর্ষেঽপি) ব্রজে ঊচুঃ (অদ্যৈব তৎকর্ম্মজাতং ইতি ঊচুঃ)॥৩৭॥

অনুবাদ—শ্রীহরি কৌমার বয়সে (পঞ্চম বর্ষ বয়সে) মৃত্যু অঘাসুর হইতে নিজকে এবং সংসার-দশা হইতে সর্পকে মোচন করিলেও তদ্দর্শনে বিস্মিত গোপবালকগণ ব্রজে ষষ্ঠ বর্ষে অর্থাৎ পৌগণ্ডলীলা আবিষ্কারের পরেও ঐ ঘটনা অদ্যই বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যদপ্যাশ্চর্য্যমেকং শৃণ্বিত্যাহ—তৎ হরেঃ কৌমারজং পঞ্চমাব্দকৃতং কর্ম্ম দৃষ্ট্বা অস্য হরেঃ পৌগণ্ডকে বয়সি ষষ্ঠেঽব্দে বালা অদ্যৈব তদ্বৃত্তমিত্যূচুঃ। কিং তৎ আত্মনাং অহেঃ সকাশান্মোক্ষণং কৃতঃ মৃত্যোঃ অহি-মরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে রাজন্! আরও এক আশ্চর্য্য শ্রবণ কর', ইহা বলিতেছেন—'হরেঃ কৌমারজং কর্ম্ম', বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চম বর্ষ বয়সে কৃত কর্ম্ম দেখিয়া, 'পৌগণ্ডকে'—ষষ্ঠ বর্ষে 'অদ্য এই কর্ম্ম হইল', এইরূপ বলিয়াছিলেন। কি সেই কর্ম্ম? তাহাতে বলিতেছেন—'মৃত্যোঃ আত্মাহিমোক্ষণম্', অর্থাৎ মৃত্যুরূপ অঘাসুর হইতে নিজেদের এবং সংসার-দশা হইতে অঘাসুরের মোক্ষণ, এই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

নৈতদ্বিচিত্রং মনুজার্ভমায়িনঃ
পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ।
অঘোঽপি যৎস্পর্শনধৌতপাতকঃ
প্রাপাত্মসাম্যন্ত্বসতাং সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—মনুজার্ভমায়িনঃ (মনুজার্ভ এব মায়া তদীয়রূপং যদ্বা, মনুজার্ভ শ্রীনন্দকুমারশ্চাসৌ অতএব মায়ী দয়াবান্) পরাবরাণাং (উচ্চনীচানাং সর্ব্বেষাং জগতাং) পরমস্য (শ্রেষ্ঠস্য) বেধসঃ

(বিধাতৃপুরুষস্য) এতৎ (কর্ম্ম) ন বিচিত্রম্। অঘঃ অপি (তন্নামাসুরোঽপি) যৎ সংস্পর্শনধৌতপাতকঃ (যস্য সংস্পর্শেন ধৌতং দূরীভূতং পাতকং যস্মাৎ সঃ তাদৃশঃ সন্) অসতাং সুদুর্ল্লভং আত্মসাম্যং (স্বসমানরূপতাং) প্রাপ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—কার্য্যকারণ অথবা উচ্চনীচ যাবতীয় বস্তুর পরম বিধাতৃস্বরূপ ভগবানের অথবা নন্দনন্দন স্বরূপে পরম দয়ালু কিংবা নর-লীলায় নিজ অশেষ ঐশ্বর্য্যপ্রকটনকারী ভগবানের পক্ষে এই কর্ম্ম কিছু বিচিত্র নহে। অঘাসুরও তাঁহার সংস্পর্শে নিষ্পাপ হইয়া অসজ্জনদুর্ল্লভ ভগবৎসাম্য বা ভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মনুজার্ভ এব মায়া তদীয়স্বরূপং তত্ত্বতঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধান্মায়াশব্দস্য স্বরূপবাচকত্বাৎ পরাবরাণাং সর্ব্বেষামংশানামংশিনামপি পরমস্য বেধসঃ স্বেচ্ছাভিমতমেব কর্ত্তুঃ এতদ্বিচিত্রং ন। কিং তদিত্যত আহ—অঘোঽপীতি। ধৃতপাতক ইতি। পাতকমিত্যুপলক্ষণং শরীরদৌর্গন্ধ্যাদেরপ্যপগম ইতি কিং বক্তব্যং পূতনাদৃষ্ট্যা শরীরসৌগন্ধ্যমপি ব্যাখ্যেয়ম্। সপ্রিয়সখস্য কৃষ্ণস্য ক্রীড়াস্পদীভাবিত্বাৎ। আত্মসাম্যং স্বসমানরূপত্বম্। অসতাং অসুরাণাং সাযুজ্যং দুর্ল্লভং সারূপ্যন্তু ভক্তসম্প্রদানীয়ত্বাৎ সুদুর্ল্লভম্ ॥ ৩৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনুজার্ভ-মায়িনঃ'—মনুষ্য-বালক-রূপই (নরাকৃতিই) মায়া বলিতে তদীয় স্বরূপ, যেহেতু তত্ত্বতঃ শ্রুতিপ্রসিদ্ধিহেতু মায়া-শব্দের স্বরূপ-বাচকত্ব। 'পরাবরাণাং পরমস্য বেধসঃ'—যিনি নিখিল অংশ ও অংশীরও প্রধান এবং স্বেচ্ছাভিমতে তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব কর্ত্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে ইহা বিচিত্র নহে। তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'অঘোঽপি', অঘাসুরও যাঁহার স্পর্শে 'ধৌত-পাতক', অর্থাৎ নিষ্পাপ হইয়াছিল। 'পাতক' ইহা উপলক্ষণ, শরীরের দৌর্গন্ধ্যাদিও অপগত হইয়াছিল —এই বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য, তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহটীও পূতনাদির ন্যায় সুগন্ধ-যুক্ত হইয়া প্রিয়সহচরগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্পদ হইয়াছিল। 'আত্মসাম্যং'—অঘাসুর ভগবৎ-সমানরূপত্ব (ভগবানের সারূপ্য) প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'অসতাং সুদুর্ল্লভম্'—অসুরগণের পক্ষে সাযুজ্যই দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার ভক্তগণের সম্প্রদানীয় সারূপ্য অতিশয় দুর্ল্লভ ॥ ৩৮ ॥

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা
মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভি-
ব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সকৃৎ (একবারমাত্রং) মনোময়ী (মনসা চিন্তিতা) যদঙ্গ প্রতিমা (যস্য অঙ্গচ্ছবিঃ) অন্তঃ (হৃদয়ে) আহিতা (বলেন স্থাপিতা অপি) ভাগবতীং গতিং দদৌ (প্রহলাদাদিভ্যঃ পরমাং পদবীং অদদৎ) অঙ্গ (সম্বোধনে) নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়ঃ (নিত্যং আত্মানাং সর্ব্বজীবানাং সুখানুভূতির্যস্মাৎ যতো অভিতো বিশেষেণ উদস্ত মায়ঃ) সঃ এব (পরমঃ স্বয়মবতারী) অন্তর্গতঃ (স্বয়মন্তর্গতঃ) কিং পুনঃ (কথং ন মুক্তিং দদৌ অবশ্যমেব দদৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যাঁহার অঙ্গপ্রতিমা একবার মাত্র মনে মনে চিন্তা করিয়া বলপূর্ব্বকও যদি হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাই জীবকে পরম গতি প্রদান করিয়া থাকে। হে অঙ্গ, যাঁহা হইতে সর্ব্বজীবের সুখানুভূতি হইয়া থাকে এবং মায়া সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়, সেই স্বয়ং-অবতারী ভগবান্ স্বয়ং যাহার অন্তরে প্রবিষ্ট হন, তাহার মুক্তির কথা আর কি বলিব ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—তৎপ্রাপ্তৌ কারণমাহ— যস্য অঙ্গং মূর্ত্তিস্তস্য চ প্রতিমা প্রতিকৃতির্জগন্নাথমদনগোপাল-গোবিন্দাদিরূপা। সাপি মনোময়ী মনসৈব ধ্যাতা তত্রাপি সকৃদেব অন্তরাহিতা সতী ভাগবতীং গতিং দদৌ। খট্বাঙ্গাদিভ্যঃ স এব সাক্ষাৎ নিত্যাত্মা নিত্য-শরীরশ্চাসৌ সুখানুভূতিরূপশ্চ অভিব্যুদস্তমায়শ্চেতি সঃ। পরমঃ স্বয়মেবান্তর্গতঃ কিং পুনর্দদ্যাদেবেত্যর্থঃ। ননু খট্বাঙ্গাদীনাং তৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিরেব কারণং অঘাদীনান্তু প্রাতিকূল্যাৎ ভক্ত্যভাব এব তৎ-প্রাপ্তিপ্রতিবন্ধী। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য" ইতি ভগবৎ-কৃতনিয়মাৎ। সত্যং, স চ নিয়মোঽন্যস্মিন্নেব সময়ে। কৃষ্ণস্যাবতারসময়ে তু পূর্ণায়া এব কৃপাশক্তেরুদয়োদ্রে-

কান্তৎসম্বন্ধমাত্রেণৈব তৎপ্রাপ্তির্যদ্বক্ষ্যতে—"কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব বা। নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে" ইতি। কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বে লক্ষণমিদমসাধারণং যদ্বৈরিভ্যোহপি মোক্ষং দদাতীতি তেষামপি মধ্যে "ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভুবাক্রীড়-গহ্বর"মিত্যুক্তেরঘাসুরদেহস্য স্বক্রীড়াসুখপ্রদীভাবিত্বাৎ তাৎকালিকতৎপ্রাতিকূল্যস্যাপ্যানুকূল্যময়-ভক্তিত্বমননাৎ তস্মৈ সারূপ্যমোক্ষং বৈকুণ্ঠে এব দদৌ, নতু স্বধাম্নি বৃন্দাবনে তদ্ভক্তেস্তাদৃশবৈশিষ্ট্যাভাবাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রাপ্তিবিষয়ে কারণ বলিতেছেন—'যদঙ্গ-প্রতিমা', যাঁহার অঙ্গ বলিতে মূর্ত্তি এবং তাঁহার প্রতিমা, অর্থাৎ যাঁহার জগন্নাথ, মদন-গোপাল ও গোবিন্দাদি শ্রীমূর্ত্তি বলপূর্ব্বক একবার হৃদয়ে স্থাপিতা হইয়া খট্বাঙ্গ ও প্রহলাদ প্রভৃতিকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছেন, অতএব সেই নিত্য-বিগ্রহ, সুখানুভূতি ও মায়া-নিরসনকারী পরমপুরুষ শ্রীভগবান্ স্বয়ংই যাহার অন্তর্গত হইয়াছেন, তাহাকে যে মুক্তি দিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? —এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, খট্বাঙ্গ প্রভৃতির তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে ভক্তিই কারণ, পরন্তু অঘাসুরাদির প্রাতিকূল্য-হেতু ভক্তির অভাবই তৎপ্রাপ্তি-বিষয়ে প্রতিবন্ধক। কারণ 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (১১।১৪।১১), অর্থাৎ একমাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়—এরূপ নিয়ম শ্রীভগবানই করিয়াছেন। তদুত্তরে বলিতেছেন —'সত্যম্', হ্যাঁ সেই নিয়ম অন্য সময়ের জন্যই, কিন্তু এই শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে পরিপূর্ণ কৃপাশক্তির উদয় হওয়ায় যে কোন সম্বন্ধমাত্রেই তাঁহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন পরে বলিবেন—'কামং ক্রোধং' ইত্যাদি (১০।২৯।১৫-১৬), অর্থাৎ যাঁহারা শ্রীহরিতে সতত কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহৃদ্য অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয় তাঁহাতে তন্ময়তা প্রাপ্ত হন। যোগেশ্বরেশ্বর জন্মরহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে তুমি এরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিও না, কারণ তিনি স্থাবরাদি পদার্থকেও মুক্তিদান করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণত্বে ইহাই অসাধারণ লক্ষণ যে তিনি বৈরিগণকেও মুক্তি প্রদান করেন। তাহাদেরও মধ্যে "বহুকাল ব্রজবাসী বালকগণের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল" (৩৬ শ্লোক)—এই উক্তি অনুসারে অঘাসুরের দেহ নিজক্রীড়ার সুখপ্রদ হইবে বলিয়া তৎকালীন তাহার প্রাতিকূল্যও আনুকূল্যময় ভক্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকে সারূপ্য মোক্ষ বৈকুণ্ঠেই প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজ ধাম শ্রীবৃন্দাবনে নহে, যেহেতু তাহার ভক্তির তাদৃশ (শ্রীবৃন্দাবনে বাসযোগ্য) বৈশিষ্ট্য ছিল না, ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্থং দ্বিজা যাদবদেবদত্তঃ
শ্রুত্বা স্বরাতুশ্চরিতং বিচিত্রম্।
পপ্রচ্ছ ভূয়োঽপি তদেব পুণ্যং
বৈয়াসকিং যন্নিগৃহীতচেতাঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—সূতঃ উবাচ (ঋষীন্ প্রতি কথয়ামাস) হে দ্বিজাঃ, (মুনয়ঃ,) যাদবদেবদত্তঃ (যাদবদেবেন কৃষ্ণেন উত্তরায়ৈ যুধিষ্ঠিরায় বা দত্তঃ পরীক্ষিৎ) স্বরাতুঃ (স্বস্যরাতা গ্রহীতা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য) বিচিত্রং চরিতং বাল্যলীলাং) শ্রুত্বা যন্নিগৃহীতচেতাঃ (যেন চরিতেন নিগৃহীতং বশীকৃতং চেতঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) ভূয়ঃ (পুনরপি) বৈয়াসকিং (শুক-দেবং) তৎ এব পুণ্যং (চরিতং) পপ্রচ্ছ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন—হে ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র বাল্যলীলা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ সংযতচিত্ত হইয়াছেন; তিনি পুনরায় শুক-দেবকে তদীয় পুণ্যচরিত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—হে দ্বিজাঃ, যাদব-দেবেন উত্তরায়ৈ যুধিষ্ঠিরায় বা দত্তঃ পরীক্ষিৎ স্বস্য রাতা গ্রহীতা যঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য, যেন শ্রবণেন নিতরাং গৃহীতং বশীকৃতং চেতো যস্য সঃ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বিজাঃ'—সূতমহাশয় বলিলেন, হে শৌনকাদি বিপ্রগণ! 'যাদবদেব-দত্তঃ'—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যিনি মাতৃগর্ভে প্রাণে রক্ষিত হইয়া জননী উত্তরার কিংবা পিতামহ যুধিষ্ঠিরের প্রতি

প্রদত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ 'স্বরাতুঃ' ---স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র উক্ত প্রকারে শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যন্নিগৃহীত-চেতাঃ'—যেহেতু তচ্চরিত্র শ্রবণ করিয়া মহারাজের চিত্ত বশীকৃত হইয়াছিল ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেৎ ।
যৎকৌমারে হরিকৃতং জগুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ ॥৪১

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—হে ব্রহ্মন্, (শুকদেব) কালান্তরকৃতং (কর্ম্ম) কথং তৎকালীনং ভবেৎ। কৌমারে (পঞ্চমবর্ষে) যৎ হরিকৃতং (তৎ) অর্ভকাঃ (বালকাঃ) পৌগণ্ডকে (ষষ্ঠবর্ষে কথং) জগুঃ (গীতবন্তঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন—হে মুনিবর, কালান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কিরূপে তৎ-কালীন হইতে পারে। শ্রীহরি কৌমার লীলায় যে কর্ম্ম আচরণ করিলেন বালকগণ তাহা পৌগণ্ডলীলা আবিষ্কৃত হইলেও কিরূপে অচিরজাত বলিয়া বর্ণন করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কালান্তরকৃতং পূর্ব্বকালনিষ্পাদিতং কর্ম্ম তৎকালীনং সদ্যঃকালদৃষ্টং কথং ভবেৎ। তদেবাহ—যদিতি। পৌগণ্ডকে অদ্যৈব হরিকৃত-মিদং কর্ম্মেতি কথমূচুরিত্যর্থঃ ? ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালান্তর-কৃতং'—পূর্ব্বকাল নিষ্পাদিত কর্ম্ম, 'তৎকালীনং'—সদ্য-কালদৃষ্ট, অর্থাৎ "অদ্যই দেখিয়াছি"—এইরূপ বলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ॥ ৪১ ॥

তদ্ব্রূহি মে মহাযোগিন্ পরং কৌতূহলং গুরো।
নূনমেতদ্ধরেরেব মায়া ভবতি নান্যথা ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহাযোগিন্ গুরো, তৎ ব্রূহি মে (মম) পরং কৌতূহলং (অতিশয়ঃ আগ্রহঃ বর্ত্ততে নূনং (নিশ্চিতং) এতৎ হরেঃ এব মায়া ন অন্যথা ভবতি (মায়াং বিনা অন্যৎ কিমপি ন ইত্যর্থঃ) ॥৪২॥

অনুবাদ—হে মহাযোগীবর, গুরুদেব, আপনি এ বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন, কারণ—আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। নিশ্চয়ই ইহা শ্রীহরির মায়া ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—মায়া দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী শক্তিঃ। হরিরিত্যন্যমায়া নিরস্তা যোগমায়েত্যর্থঃ। তয়ৈব ভগবন্নিত্যপরিজনানাং মোহনসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মায়া'—দুর্ঘট-ঘটনপটীয়সী শক্তি। শ্রীহরির মায়া, ইহা বলায় অন্য মায়া নিরস্ত হইল, ইহা শ্রীযোগমায়া—এই অর্থ। যেহেতু সেই যোগমায়ার দ্বারাই শ্রীভগবানের নিত্য পরিজনদিগের মোহনকার্য্য সম্ভব ॥ ৪২ ॥

বয়ং ধন্যতমা লোকে গুরোঽপি ক্ষত্রবন্ধবঃ।
বয়ং পিবামো মুহুস্ত্বত্তঃ পুণ্যং কৃষ্ণকথামৃতম্ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—হে গুরো, বয়ং ক্ষত্রবন্ধবঃ অপি (ক্ষত্রিয়াধমা অপি) লোকে ধন্যতমাঃ (যস্মাৎ) ত্বত্তঃ (ভবৎসকাশাৎ) মুহুঃ (সর্ব্বদা পুণ্যং কৃষ্ণ-কথামৃতং পিবামঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—হে গুরুবর, আমরা ক্ষত্রিয়াধম হইলেও জগতে অতিশয় ধন্য, যেহেতু সর্ব্বদা আপনার নিকট হইতে পরম-পবিত্র হরিকথামৃত পান করিতেছি ॥৪৩

বিশ্বনাথ—হে গুরো,! ইতি মম ত্বচ্ছিষ্যত্বাদ্ "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুতে"তি বিধেরবশ্য-বক্তব্যত্বং ব্যঞ্জিতম্। পিবাম ইতি-স্বশক্তিব্যঞ্জনয়া স্বস্য স্নিগ্ধত্বঞ্চ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে গুরো! —ইহাতে আমি আপনার শিষ্য বলিয়া, "ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত" (১।১।৮), অর্থাৎ গুরুগণ স্নিগ্ধ শিষ্যকে অত্যন্ত গুহ্য বস্তুও বলিয়া থাকেন—এই বিধি অনু-সারে অবশ্য বক্তব্যত্ব ব্যঞ্জিত হইল। 'পিবামঃ'—আপনার নিকট হইতে পবিত্র কৃষ্ণকথামৃত পান করিতেছি, ইহাতে নিজের শক্তি ও স্নিগ্ধত্ব প্রকাশ পাইল ॥ ৪৩ ॥

শ্রীসূত উবাচ—

ইত্থং স্ম পৃষ্টঃ স তু বাদরায়ণি-
স্তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ।

কৃচ্ছ্রাৎ পুনর্লব্ধবহির্দৃশিঃ শনৈঃ
প্রত্যাহ তং ভাগবতোত্তমোত্তম ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অঘাসুরবধোনাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীসূতঃ উবাচ,—হে ভাগবতোত্তমোত্তম, (ভগবৎপরায়ণশ্রেষ্ঠ শৌনক, পরীক্ষিতা) ইত্থং পূর্ব্বোক্তরূপং) পৃষ্টঃ সঃ বাদরায়ণিঃ (শুকদেবঃ) তৎস্মারিতানন্তহৃতাখিলেন্দ্রিয়ঃ (তেন স্মারিতঃ যঃ অনন্ত শ্রীকৃষ্ণঃ তেন হৃতানি অখিলেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ তাদৃশঃ অপি) পুনঃ কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) শনৈঃ (ক্রমশঃ) লব্ধবহির্দৃশিঃ (লব্ধবাহ্যজ্ঞানঃ সন্) তং (পরীক্ষিতং) প্রতি আহ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীসূত বলিলেন—হে ভগবদ্ভক্তবর, শৌনক, রাজা পরীক্ষিত এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবরের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয় স্মরণ হওয়ায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইল, অনন্তর ধীরে ধীরে অতি কষ্টে বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া পরীক্ষিতের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কৃচ্ছ্রাৎ উচ্চৈর্ভগবন্নামকীর্ত্তনোদ্ঘোষৈস্তত্রত্য নারদব্যাসাদিমুনিকৃতৈরতিযত্নভরাদিত্যর্থঃ, হে ভাগবতোত্তমোত্তম শৌনক ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ——'কৃচ্ছ্রাৎ'—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ হওয়ায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিখিল ইন্দ্রিয়বৃত্তি অপহৃত হইয়া পড়িল। তখন তত্রস্থ শ্রীনারদ-ব্যাসাদি মুনি-কৃত উচ্চৈঃস্বরে ভগবন্নাম কীর্ত্তন-ধ্বনি দ্বারা বহুল প্রয়াসে পুনর্ব্বার তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লাভ হইলে তিনি ধীরে ধীরে পরীক্ষিৎকে প্রত্যুত্তর দিতে লাগিলেন। 'ভাগবতোত্তম'—হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ শৌনক ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—
সাধুপৃষ্টং মহাভাগ ত্বয়া ভাগবতোত্তম।
যন্নূতনয়সীশস্য শৃণ্বন্নপি কথাং মুহুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মার গোবৎস, বৎসবাল হরণ, কৃষ্ণের ব্রহ্মবিমোহন ও অবশেষে মোহনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

ভগবানের বাল্য-লীলায় কৃতকর্ম্মসমূহ পৌগণ্ড-লীলাবিস্তারের পরেও ইহা অদ্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া গোপবালকগণ কীর্ত্তন করিতেন, তাহার কারণ—কৃষ্ণ অঘাসুর বধ করিয়া বয়স্যগণসহ পুলিন-ভোজন-লীলা প্রকটিত করেন। তৎকালে বৎসগণ তৃণলোভে দূর বনে গমন করায় সহচরবৃন্দ চঞ্চল হইয়া উঠিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে নির্ভয়ে ভোজন করিতে বলিয়া স্বয়ং বৎসান্বেষণে গমন করিলেন। এ-দিকে ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনমানসে বৎস ও

বালকগণকে অপহরণপূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কৃষ্ণ বৎস ও বালকদিগকে দেখিতে না পাইয়া 'ইহা ব্রহ্মার কার্য্য' জানিতে পারিলেন। তখন সর্ব্ব-কারণ-কারণ ভগবান্ ব্রহ্মার ও সহচরবৃন্দের এবং মাতৃবর্গের সন্তোষবিধানার্থ স্বয়ং বৎস ও বালকরূপে বিস্তৃত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যথাযথ লীলা করিতে লাগিলেন, বিশেষত্ব এইমাত্র যে গোপীগণ বৎস ও বালকগণের প্রতি অধিক স্নেহ-শীলা হইয়াছিলেন। এইরূপে প্রায় একবৎসর অতীত হইল, ইত্যবসরে একদিন বলদেব গোবৎস ও বালকগণকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ সকাশে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং কৃষ্ণের নিকট হইতে যাবতীয় রহস্য অবগত হইলেন। ব্রহ্মার একবৎসর অতিবাহিত হইলে তিনি সেই স্থানে পুনরায় আগমন করিয়া তদপহৃত বৎস ও বালকগণকে মায়ানিদ্রাভিভূত এবং কৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ গোবৎস ও বালকগণ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। এমন সময় কৃষ্ণ-প্রকটিত গোবৎস ও বালকগণকে পীতাম্বর চতুর্ভুজ নিখিল তত্ত্বের ও আপনার উপাস্যরূপে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে মায়ামুক্ত করিলে তিনি (ব্রহ্মা) প্রকৃতিস্থ হইয়া ভগবল্লীলা স্মরণ করিতে করিতে ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) ভাগবতোত্তম, (ভগবদ্ভক্তপ্রবর,) মহাভাগ, (মহাত্মন্ পরীক্ষিৎ,) ত্বয়া সাধু (উত্তমং) পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিতম্)। যৎ (যস্মাৎ) মুহুঃ (নিরন্তরং) ঈশস্য (ভগবতঃ) কথাং শৃণ্বন্ অপি নূতনয়সি (নব্যবৎ করোষি)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভাগবতবর, মহাভাগ পরীক্ষিৎ, তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। যেহেতু তুমি নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করিলেও সর্ব্বদা তাহা নূতন বলিয়াই অনুভব করিতেছ॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

জেমনং বৎসতৎপালহরণং ব্রহ্মমোহনম্।
স্বভূতবৎসবিষ্ণ্বাদিপ্রাদুর্ভাবস্ত্রয়োদশে॥
বিশ্বস্য সৃষ্ট্যাদিবিমোহনাদ্যৈশ্বর্য্যং
যদংশাংশভবং স কৃষ্ণঃ।
বিষ্ণ্বাদিসৃষ্টিং বলদেবমোহং
স্বৈশ্বর্য্যমত্রৈক্ষয়তাত্মযোনিম্॥ ০॥

হে ভাগবতেষূত্তম, কথং মে ভাগবতোত্তমত্বম্? তত্রাহ—যদিতি। নূতনয়সি নূতনী-করোষি। শ্রুতাং মুহুরাস্বাদিতামপি কথামশ্রুতচরীমিব করোষীতি কথায়ামনুরাগো ব্যঞ্জিতঃ॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পুলিনভোজন, বৎস ও বৎসপাল হরণরূপ ব্রহ্ম-মোহন, নিজ স্বরূপভূত বৎসাদির বিষ্ণ্বাদিরূপে আবির্ভাব, শ্রীবলদেবের মোহ, এবং যাঁহার অংশের অংশ হইতে সৃষ্ট্যাদিরূপ বিমোহনাদি ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকে, সেই শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণ্বাদি সৃষ্টিরূপ নিজ ঐশ্বর্য্য ব্রহ্মাকে প্রদর্শন করান—এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

'ভাগবতোত্তম'—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিলেন, হে ভাগবতোত্তম, অর্থাৎ ভাগবতগণের মধ্যে উত্তম (ভাগবত-শ্রেষ্ঠ)। যদি বলেন—কি প্রকারে আমার ভাগবতোত্তমত্ব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যদ্ নূতনয়সি', যেহেতু নিজ প্রভুর কথা বার বার শ্রবণ করিয়াও তাহা নূতনের ন্যায় করিতেছ, অর্থাৎ শ্রুত ও মুহুর্মুহুঃ আস্বাদিত কথাকেও অশ্রুতচরীর ন্যায় করিতেছ। ইহাতে কথায় অনুরাগ প্রকাশিত হইল॥ ১॥

সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসামপি।
প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতস্য যৎ
স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধু বার্ত্তা॥ ২॥

অন্বয়ঃ—যদর্থবাণীশ্রুতিচেতসাং (যা অচ্যুত-বার্ত্তৈবার্থো যেষাং তানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি) সারভৃতাং (সারগ্রাহিণাং) সতাং (সাধূনাং) অয়ং নিসর্গঃ (স্বভাবঃ) যৎ (যতঃ তেষাং সমীপে) অচ্যুতস্য বার্ত্তা (শ্রীকৃষ্ণ কথা) বিটানাং (স্ত্রৈণানাং সমীপে) স্ত্রিয়াঃ ইব (কামিন্যাঃ বার্ত্তেব) প্রতিক্ষণং (সর্ব্বদা) সাধু (যথাস্যাৎ তথা) নব্যবৎ (নবীনা ইব ভবতি)॥ ২॥

অনুবাদ—যাঁহাদের বাক্য, অর্থ, কর্ণ ও চিত্তের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ, সেই সকল সারগ্রাহি-সাধুগণের স্বভাব এই প্রকার। যেহেতু তাঁহাদের নিকট কৃষ্ণ-

কথা স্ত্রৈণব্যক্তির নিকট স্ত্রীসম্বন্ধীয় বক্তার ন্যায় নিত্য নূতনরূপে প্রতীয়মান হয় ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—সারভৃতাং সারগ্রাহিণামযং নিসর্গঃ যদ্যতঃ অচ্যুতস্য বার্ত্তা প্রতিক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে সাধু যথা স্যাত্তথা নব্যবত্তবতি তৃষ্ণাধিক্যাদপূর্ব্ববজ্জায়তে। যদর্থানি অচ্যুতবার্ত্তাপ্রয়োজনানি বাণীশ্রুতিচেতাংসি যেষাং তথাভূতানামপি তদেকলাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্তঃ। বিটানাং কামুকানাং স্ত্রিয়া বার্ত্তেব কামিনীকথেব ॥২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সারভৃতাং'—সারগ্রাহী সাধুদিগের স্বভাবই এই প্রকার যে শ্রীকৃষ্ণের কথা ক্ষণে ক্ষণে নূতনের ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ তৃষ্ণাধিক্যবশতঃ অপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হয়। কেমন সাধুগণের ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদর্থ-বাণীশ্রুতি-চেতসাম্'—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের বাক্য, শ্রুতি ও চিত্তের বিষয় হইয়াছেন, তথাভূত হইলেও লাম্পট্যাংশে দৃষ্টান্ত—'বিটানাং', কামুক যুবকদিগের নিকট কামিনীর কথা যেমন প্রীতিপ্রদ ॥ ২ ॥

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্নপি গুহ্যং বদামি তে।
ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অবহিতঃ (সাবধানঃ সন্) শৃণুষ্ব (শ্রীকৃষ্ণকথাং আকর্ণয়) গুহ্যম্ অপি (তৎ ভগবত্তত্ত্বং গোপনীয়মপি) তে (তব সমীপে) বদামি। (যতঃ) গুরবঃ গুহ্যম্ অপি উত (গোপনীয়মপি তত্ত্বং) স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য (অনুগতপ্রিয়শিষ্যস্য সমীপে) ব্রূয়ুঃ (কথয়েয়ুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই ভগবানের তত্ত্ব অতি গুহ্য হইলেও তোমার নিকট বলিতেছি। যেহেতু গুরুব্যক্তিগণ অনুগত প্রিয় শিষ্যের নিকটে অতিগুহ্য তত্ত্বও বলিয়া থাকেন ॥ ৩॥

তথাঘবদনান্মৃত্যো রক্ষিত্বা বৎসপালকান্।
সরিৎপুলিনমানীয় ভগবানিদমব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ভগবান্ মৃত্যোঃ (মরণরূপাৎ) অঘবদনাৎ (অঘাসুরমুখাৎ) বৎসপালকান্ রক্ষিত্বা সরিৎপুলিনং (সরোবরতীরং) আনীয় ইদম্ অব্রবীৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুস্বরূপ অঘাসুরের মুখ হইতে বৎসপালগণকে রক্ষা করিয়া সরোবরের তীরে আনয়নপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনি প্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বয়স্যাঃ (বন্ধবঃ) স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলং (স্ফুটৎ বিকসৎ সরঃ সরোজম্ ইত্যর্থঃ তস্য গন্ধঃ তেন আকৃষ্টাঃ অলয়ঃ ভ্রমরাঃ পত্রিণঃ পক্ষিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানৈঃ প্রতিশব্দৈঃ লসন্তঃ দ্রুমাঃ তীরতরবঃ তৈঃ আকুলং ব্যাপ্তং) স্বকেলিসম্পৎ (অস্মাকং সর্ব্ববিধক্রীড়োপকরণভূষিতঃ মৃদুলাচ্ছবালুকং (কোমল নির্ম্মল বালুকাময়ং) পুলিনং (ইদং সরোবরতীরং) অহো অতিরম্যং (অতিশোভনং বর্ত্ততে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে বয়স্যগণ, দেখ—এই সরোবরের তীরদেশ অতিশয় রমণীয় ভাব ধারণ করিয়াছে। বিকশিত পদ্ম-গন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর এবং পক্ষিগণ জলমধ্যে শব্দ করায় ঐ শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীরতরু সকল ব্যাপ্ত হইতেছে। এইস্থান কোমল ও নির্ম্মল বালুকায় পরিপূর্ণ এবং আমাদের সকলপ্রকার ক্রীড়ার উপকরণে ভূষিত রহিয়াছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ভোজনার্থং তদুচিতং স্থলং স্তৌতি—অহো ইতি। স্বকেলীনাং বহুপঙ্ক্তিমদ্ভোজনক্রীড়ানাং সম্পদো যত্র তদিতি স্থানবিস্তীর্ণত্বম্। মৃদুলা অচ্ছা বালুকা যত্র তদিত্যুপবেশসুখং প্রফুল্লবহুলসরোজবত্ত্বাৎ স্ফুটতঃ সরসঃ এব গন্ধেন হৃতা আকৃষ্টা অলয়ঃ পত্রিণশ্চ যে তেষাং কে উদকে ধ্বনয়ঃ তেষাং প্রতিধ্বানাস্তৈর্লসন্তো দ্রুমাস্তৈরাকুলং ব্যাপ্তমিতি-ভোজনাপেক্ষণীয়ধূপাদিসৌরভ্যবীণাদিবাদ্যসুবাসিত-শীতলজল-স্নিগ্ধচ্ছায়াদিসামগ্রী দর্শিতা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভোজনের নিমিত্ত তদুচিত স্থলের প্রশংসা করিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি, অহো।

অতিশয় রমণীয় পুলিন। 'স্বকেলি-সম্পদ'—আমাদের বহু পঙ্‌ক্তি যুক্ত ভোজন-ক্রীড়ার সম্পদ্ এখানে রহিয়াছে, ইহাতে স্থানের বিস্তীর্ণতা। ঐ পুলিন কোমল অথচ নির্ম্মল বালুকাময়, ইহাতে উপবেশন-সুখ। আর এই স্থান, যমুনাস্থ বিকসিত পদ্মসমূহের সৌরভে বিমোহিত ভ্রমর ও পক্ষি সকল আগমন করায় জলগত তাহাদিগের কলধ্বনির প্রতিশব্দে বিলসিত বৃক্ষগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে, ইহাতে ভোজনকালে অপেক্ষণীয় ধূপাদি-সৌরভ, বীণাদি বাদ্য, সুবাসিত শীতল জল, স্নিগ্ধচ্ছায়া প্রভৃতি সামগ্রী প্রদর্শিত হইল ॥ ৫ ॥

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
বৎসাঃ সমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র অস্মাভিঃ ভোক্তব্যং (যতঃ) দিবা আরূঢ়ং (বেলা সমতীতাঃ) ক্ষুধার্দ্দিতা (বয়ঞ্চ ক্ষুধয়াপীড়িতা ভবামঃ)। বৎসাঃ (গো-শাবকাঃ) অপঃ (জলং) পীত্বা সমীপে (অদূরে এব) শনকৈঃ তৃণং চরন্তু) (মন্দং মন্দং ভ্রমন্তঃ তৃণং ভক্ষয়ন্তু)

অনুবাদ—এখানে আমাদের ভোজন করা উচিৎ। কারণ আমরা ক্ষুধায় কাতর এদিকে বেলাও অতীত হইয়াছে। গোবৎসগণ জলপান করিয়া নিকটেই ধীরে ধীরে তৃণ ভক্ষণ করুক ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দিবা রূঢ়ং দিবাকর উর্দ্ধাকাশমারূঢ় ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিবা রূঢ়ং'—সূর্য্যদেব মধ্যগগনে উপস্থিত, অর্থাৎ ভোজনবেলা অতীত প্রায় ॥ ৬ ॥

তথেতি পায়য়িত্বার্ভা বৎসানারুধ্য শাদ্বলে।
মুক্ত্বা শিক্যানি বুভুজুঃ সমং ভাগবতা মুদা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্ভাঃ (বালকাঃ) তথা-ইতি (কৃষ্ণ-বাক্যমেব স্বীকৃত্য) বৎসান্ পায়য়িত্বা (জলং পায়য়িত্বা) শাদ্বলে (হরিততৃণক্ষেত্রে) আরুধ্য (আবদ্ধীকৃত্য) শিক্যানি (যানি অঘমুখপ্রবেশাৎ পূর্ব্বমেব ক্রীড়াসৌকার্য্যার্থং বৃক্ষাগ্রে রক্ষিতানি তানি শিক্যানি) মুক্ত্বা ভগবতা সমং (সহ) মুদা (হর্ষেণ) বুভুজঃ (ভুক্তবন্তঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা অঙ্গীকার করিলেন। তাঁহারা গো-শাবকগণকে জল পান করাইয়া হরিৎ তৃণময় ক্ষেত্রে বন্ধনপূর্ব্বক বৃক্ষাগ্র হইতে শিক্য সকল মোচন করিয়া ভগবানের সহিত আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—শাদ্বলে হরিততৃণবহুলদেশে আরুধ্যেতি তেষাং তত্তৃণলোভাদেবান্যত্র গমনাসমর্থমননাৎ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শাদ্বলে'—সবুজ তৃণবহুল প্রদেশে বৎস সকলকে বন্ধন করিলেন, যাহাতে তৃণ-লোভে অন্যত্র গমন না করে—এই ভাব ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ (পরিতঃ) পুরুরাজি-মণ্ডলৈঃ (বহুভিঃ পংক্তিমণ্ডলৈঃ) সহোপবিষ্টাঃ (নৈরন্তর্য্যেন উপবিষ্টাঃ) অভ্যাননাঃ (শ্রীকৃষ্ণাভি-মুখানি আননানি যেষাং তে) ফুল্লদৃশঃ (বিকসিত-নয়নাঃ) ব্রজার্ভকাঃ (ব্রজবালকাঃ) বিপিনে (বনে) অম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ ছদাঃ যথা (পদ্মকর্ণিকায়া পত্রাণি ইব) বিরেজুঃ (শোভিতাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—পদ্মমধ্যস্থিত কর্ণিকার চতুর্দ্দিকে যেরূপ পত্রসকল শোভা পায়, সেইরূপ বনমধ্যে ব্রজবালক-গণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বহু পঙ্‌ক্তি রচনাপূর্ব্বক অবিচ্ছেদে উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণের সম্মুখে উপবিষ্টা হইয়া-ছিলেন। "কৃষ্ণ যেন আমার দিকে দৃষ্টিপাত করি-তেছেন"—এই মনে করিয়া তাঁহাদের নয়ন আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং ভোজনোপবেশপরিপাটীমাহ—কৃষ্ণস্য বিষ্বক্ পরিতঃ পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ "সুপাংসুপ" ইতি তৃতীয়া। বহুষু পঙ্‌ক্তিমণ্ডলেষ্বিত্যর্থঃ। অভ্যাননাঃ প্রেম্না সর্ব্বসাম্মুখ্যস্পৃহাবতো ভগবতঃ সত্য-সঙ্কল্পতাশক্ত্যেবোদ্গারিতেনাচিন্ত্যবৈভবেন নিষ্পাদি-

তাৎ মুখাদ্যঙ্গানাং সর্ব্বদিক্ষু প্রকাশাৎ। কৃষ্ণস্যাভিমুখে সন্নিহিতপঙ্ক্তৌ বয়মেব বর্ত্তামহে অন্যেতু ব্যবহিতপঙ্ক্তিষু পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চোপবিষ্টা ইতি সর্ব্ব এবাভিমানবন্ত ইত্যর্থঃ। তেন চ, "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ"মিতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। সহ নৈরন্তর্য্যেণোপবিষ্টাঃ। ছদাঃ পত্রাণি যথা কমলকর্ণিকায়াঃ পরিতো মিলিতীভূয় বহুপঙ্ক্তিষু তিষ্ঠন্তি তথেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের ভোজনকালে উপবেশনের পরিপাটী বলিতেছেন—'কৃষ্ণস্য বিষ্বক্' ইত্যাদি। 'পুরুরাজিমণ্ডলৈঃ'—এখানে 'সুপাং সুপঃ', এই সূত্রে সহসুপা সমাসে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বহু পঙ্ক্তিমণ্ডলের মধ্যে, এই অর্থ, অর্থাৎ মণ্ডলাকার বহু পঙ্ক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে ব্রজবালকগণ 'অভ্যাননাঃ'—সকলেই কৃষ্ণের দিকে মুখ করিয়া উপবেশন করিলেন। প্রীতিবশতঃ সকলের সাম্মুখ্য স্পৃহাকারী ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতা শক্তির দ্বারাই অচিন্ত্যবৈভবহেতু তৎকালে মুখাদি অঙ্গসমূহ সব দিকেই প্রকাশ পাইয়াছিল। এইজন্য সকল বালকগণই মনে করিতে লাগিলেন—কৃষ্ণের সম্মুখে সন্নিহিত পঙ্ক্তিতে আমরাই অবস্থান করিতেছি, অন্যান্য বালকগণ পৃথক্ পঙ্ক্তিতে পার্শ্বে ও পৃষ্ঠদেশে উপবিষ্ট রহিয়াছে। ইহাতে "সর্ব্বদিকে পাণি-পাদ ও সর্ব্ব দিকেই চক্ষু, মস্তক ও মুখ"—ইত্যাদি শ্রুতির অর্থ দর্শিত হইল। 'সহ'—অবিচ্ছেদে উপবিষ্ট হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'ছদাঃ', পদ্মের কর্ণিকার চারিদিকে তৎপত্রগুলি মিলিত হইয়া বহু পঙ্ক্তিতে যেমন শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কেচিৎ পুষ্পৈর্দলৈঃ কেচিৎ পল্লবৈরঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ।
শিগ্ভিস্ত্বগ্ভির্দৃষদ্ভিশ্চ বুভুজুঃ কৃতভাজনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বালকেষু) কেচিৎ পুষ্পৈঃ কেচিৎ দলৈঃ (পত্রৈঃ) (এবং) পল্লবৈঃ অঙ্কুরৈঃ ফলৈঃ শিগ্ভিঃ (শিক্যাভিঃ) ত্বগ্ভিঃ (বৃক্ষবল্কলৈঃ) দৃষদ্ভিঃ (প্রস্তরৈঃ) চ কৃতভাজনাঃ (কৃতানি কল্পিতানি ভাজনানি ভোজন পাত্রাণি যৈঃ তাদৃশাঃ) বুভুজুঃ ॥৯॥

অনুবাদ—বালকদিগের মধ্যে কেহ পুষ্প, কেহ পত্র, কেহ পল্লব, কেহ অঙ্কুর, কেহ ফল, কেহ শিক্য, কেহ বৃক্ষবল্কল, কেহ বা প্রস্তর দ্বারা ভোজন পাত্র কল্পনা করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কেচিদিতি। পুষ্পাদিভিঃ স্বস্বভাজননির্ম্মাণং বালকানাং প্রত্যেকাপূর্ব্বরচনাকৌতুকেচ্ছয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেচিৎ'—পুষ্পাদির দ্বারা স্ব স্ব ভোজন-পাত্র নির্ম্মাণ, বালকদিগের প্রত্যেকের অপূর্ব্ব রচনাকৌতুকের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল—এরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

সর্ব্বে মিথো দর্শয়ন্তঃ স্বস্বভোজ্যরুচিং পৃথক্।
হসন্তো হাসয়ন্তশ্চাভ্যবজহ্রুঃ সহেশ্বরাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—সহেশ্বরাঃ (সকৃষ্ণাঃ এব) সর্ব্বে মিথঃ (পরস্পরং) স্ব-স্ব ভোজ্যরুচিং (স্ব-স্ব গৃহানীতস্য ভক্ষ্যস্যান্নব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকতাং) পৃথক্ দর্শয়ন্তঃ (স্বীয় বটশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে কৃষ্ণ! ভোঃ সুবল! পশ্যাত মদীয় বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি—অনেন অনুভাবয়ন্তঃ) হসন্তঃ (অন্যান্) হাসয়ন্তঃ চ অভ্যবজহ্রুঃ (ভোজনং চক্রুঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহ বালকগণ সকলে পরস্পরকে নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত অন্ন-ব্যঞ্জনাদির আস্বাদ পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইয়া অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, হে সুবল, দেখ এই ব্যঞ্জনের স্বাদ কিরূপ মধুর—এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে আস্বাদন করাইয়া হাস্য করিতে করিতে এবং অপরকে হাসাইতে হাসাইতে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সহেশ্বরাঃ সকৃষ্ণা এব সর্ব্বে স্ব-স্ব ভোজ্যস্য স্ব-স্বগৃহানীতস্য ভক্ষস্যান্নব্যঞ্জনাদেঃ রুচিং রোচকতাং দর্শয়ন্তঃ স্বীয়বটকশাকরসালাদিকং স্বয়ং কিঞ্চিদ্ভুক্ত্বা আস্বাদবিশেষমনুভূয় ভোঃ সখে; ভোঃ কৃষ্ণ, ভোঃ শ্রীদামন্, ভোঃ সুবল পশ্যাত পশ্যাত মদীয়বটকাদিকং কীদৃশং স্বাদ্বিতি স্বভক্ষ্যপাত্রাত্তদ্গৃহীত্বা কৃষ্ণাদীনাং হস্তেষু দদানাস্তাং স্তদাস্বাদমনুভাবয়ন্ত ইত্যর্থঃ। হসন্তো হাসয়ন্ত ইতি জাতীমালত্যাদিপুষ্পাণি বটকান্ত-

রেব অলক্ষিতমর্পয়িত্বা ভোঃ সখায়ঃ, এতানতিস্বাদুতমান্ বটকানাস্বাদয়তেত্যুক্তিবিশ্বাসাৎ সস্পৃহং গৃহীত্বা তান্ ভুঞ্জানান্ কটুকৃতমুখান্ দৃষ্ট্বা হসন্তো হাসয়ন্তশ্চকারাত্তৈঃ সহর্ষকৌতুকং তাড্যমানাঃ পলায়মানাশ্চ ॥১০

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সহেশ্বরাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের সহিত বালকগণ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাদি বালকগণ নিজ নিজ গৃহ হইতে আনীত অন্নব্যঞ্জনাদির আস্বাদ 'দর্শয়ন্তঃ'—পৃথক্ পৃথক্ দর্শন করাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ নিজের বটক (পিষ্টক বিশেষ, বড়া), শাক ও রসালাদি নিজে কিছু ভোজন করিয়া আস্বাদ বিশেষ অনুভব করতঃ 'হে সখে কৃষ্ণ, হে শ্রীদাম, হে সুবল ! দেখ দেখ আমার বটকাদি কেমন মিষ্ট'—এই বলিয়া নিজ ভোজনপাত্র হইতে তাহা লইয়া কৃষ্ণাদির হস্তে প্রদানপূর্ব্বক তাহার স্বাদ অনুভব করাইতেন, এই ভাবার্থ। 'হসন্তো হাসয়ন্তঃ চ'—কখনও বা জাতী, মালতী প্রভৃতি পুষ্প পিষ্টকাদির মধ্যে অলক্ষিতভাবে অর্পণ করিয়া 'হে সখাগণ ! এগুলি অতিশয় মিষ্ট পিষ্টক, আস্বাদন কর'—এই কথায় বিশ্বাসপূর্ব্বক সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহা ভোজনকারী বালকগণের 'হাঁ, কি তিক্ত'—এরূপ বিকৃত মুখ দেখিয়া হাস্য করিতেন এবং হাসাইতেন। 'চ'-কার প্রয়োগহেতু তাহাদের দ্বারা সহর্ষকৌতুকে তাড্যমান ও পলায়মান হইতেন ॥ ১০ ॥

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু ।
তিষ্ঠন্ মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভুজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞভুক্ (সর্ব্বযজ্ঞভোক্তা) বালকেলিঃ (বালকোচিতক্রীড়ারতঃ) জঠরপটয়োঃ (উদরবস্ত্রয়োর্মধ্যে) বেণুং (বংশীং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) বামে কক্ষে চ শৃঙ্গবেত্রে (শৃঙ্গং বিষাণং বাদ্যযন্ত্রবিশেষং বেত্রং গোতাড়ন-যষ্টিং চ) পাণৌ (হস্তে) মসৃণকবলং (মসৃণং স্নিগ্ধং দধ্যোদনকবলং) অঙ্গুলীষু (অঙ্গুলিসন্ধিষু) তৎফলানি (তদুচিতানি বিল্বাদিফলানি) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ ইতি পূর্ব্বোক্তেন সর্ব্বত্রান্বয়ঃ) মধ্যে তিষ্ঠন্ (কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখঃ সন্ মধ্যে বর্ত্তমানঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়াচরিতৈঃ) নর্ম্মভিঃ (পরিহাসবাক্যৈঃ) স্বপরিসুহৃদঃ (স্বস্য পরিতঃ উপবিষ্টান্ সুহৃদঃ) হাসয়ন্ স্বর্গে লোকে (স্বর্গবাসিনি জনে) মিষতি (আশ্চর্য্যেন পশ্যতি সতি) বুভুজে ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যিনি সর্ব্ব যজ্ঞের ভোক্তা তিনি বাল্যলীলাপরায়ণ হইয়া উদর ও বস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে বংশী, বামকক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র, হস্তে স্নিগ্ধ দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, অঙ্গুলীসকলের সন্ধিভাগে বিল্বাদি ফল ধারণ এবং পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের মধ্যস্থলে উপবেশনপূর্ব্বক স্বীয় আচরিত পরিহাস-বাক্যে নিজের চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট সুহৃদ্গণের হাস্য উৎপাদন করিতে করিতে ভোজন করিতেছেন। তখন স্বর্গবাসিগণ (সেই লীলা) আশ্চর্য্যের সহিত দর্শন করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—তেষ্বপি মধ্যে কৃষ্ণস্য ভোজনলীলাং সর্ব্ববিলক্ষণমাহ—বিভ্রদিতি। জঠরপটয়োরুদরবস্ত্রয়োর্মধ্যে বেণুং বিভ্রৎ দধৎ দক্ষিণকুক্ষাবেবেতি শোভৌচিত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। বামে কক্ষে শৃঙ্গবেত্রে বিভ্রৎ। বামে পাণৌ মসৃণং স্নিগ্ধং বৃহদ্দধ্যোদনকবলং বিভ্রৎ। তৎফলানি তদুচিতানি সন্ধিতকরীরলবল্যাদীনি অঙ্গুলীষু বামপাণ্যঙ্গুলিসন্ধিষু পাণেবিস্তারার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা, তৎফলানি তৎপ্রয়োজনীভূতান্ ক্ষুদ্রগ্রাসান্ দক্ষিণপাণ্যঙ্গুলিষু বিভ্রৎ মুখপ্রবেশযোগ্যান্ বহুতরগ্রাসান্ ততঃ পৃথক্কৃত্য গ্রহীতুমেব বামে পাণৌ বৃহৎকবলগ্রহণং জ্ঞেয়ম্। কর্ণিকেব সর্ব্বাভিমুখো মধ্যে তিষ্ঠন্ স্বৈর্নর্ম্মভিরিতি। ভো ভৃঙ্গাঃ, কিং মন্মুখাভিমুখং ধাবত ? সুকুমারং মধুমঙ্গলং পুরস্থিতং পিবত. ভো বয়স্য, ব্রাহ্মণকুমারং মাং কিং ভৃঙ্গৈঃ খাদয়সি মনো ব্রহ্মহত্যায়ামপি তে ন ভয়মিতি। ভো এতদ্বনস্থা বানরা, যুষ্মাসু বুভুক্ষুষু জাগ্রৎস্বপি মৎপ্রিয়সখাঃ নির্ব্বিঘ্নং ভুঞ্জতে তদলক্ষিতং আগচ্ছতেতি তস্য নর্ম্ম সত্যসঙ্কল্পতাশক্তি-লীলাশক্তিভ্যামপি স্বামিন্ প্রভো, কৌতুকার্থং যদি ভোজনে বিঘ্নমীহসে তর্হি আবাভ্যাং তদর্থং ব্রহ্মা সংপ্রত্যেবানীয়ত ইত্যলক্ষিতমনুমোদিতমিতি জ্ঞেয়ম্। স্বর্গে লোকে তদ্বাসিজনবৃন্দে মিষতি আশ্চর্য্যেণ পশ্যতি সতি যজ্ঞভুক্ যজ্ঞেষূদ্দেশমাত্রেণ সমর্পিতমনুপহতং মন্ত্রপূতমেব

হবিঃ স্বীকারমাত্রেণৈব ভুঞ্জানোঽপি বালৈঃ সহ কেলিমিথো ভুক্তান্নাদান-প্রদানভোজনশ্লাঘন-নিন্দনাদিময়ী যস্য সঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর বালকদিগের সহিত ভোজন লীলা বর্ণন করিয়া, তন্মধ্যে আবার তাহা হইতে বিশেষ শ্রীকৃষ্ণের ভোজন লীলা বলিতেছেন—'বিভ্রৎ' ইত্যাদি। 'জঠর-পটয়োঃ'—তিনি ভোজনকালে উদর ও পরিধেয় বসনের মধ্যস্থলে বেণু ধারণ করিয়াছেন, ইহা শোভা বিশেষের জন্য দক্ষিণ কুক্ষিতেই বুঝিতে হইবে। বাম কক্ষে শৃঙ্গ ও বেত্র ধারণ করিয়াছেন। বাম হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্নের বৃহদ্‌কবল এবং ঐ বামহস্তের অঙ্গুলীর সন্ধিসকলে অর্থাৎ অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে ভোজনোপযোগী রুচিজনক ফলসমূহ (আচার বা চাটনি-সমূহ) ধারণ করিয়াছেন। অথবা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীসমূহের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাস গ্রহণ করতঃ মুখপ্রবেশযোগ্য বহুতর গ্রাস পৃথক্ পৃথক্ রূপে গ্রহণের জন্য বামহস্তে দধি-মিশ্রিত অন্নের বৃহৎ কবল ধারণ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। 'তিষ্ঠন্ মধ্যে'—পদ্মের কর্ণিকার ন্যায় সকলের অভিমুখে মধ্যস্থলে উপবেশন পূর্ব্বক 'স্বৈঃ নর্ম্মভিঃ'—বয়স্যদিগকে স্বীয় পরিহাস বাক্যদ্বারা হাস্য করাইতে লাগিলেন। যেমন—'ওহে ভ্রমরগণ! আমার মুখের দিকে কেন আসিতেছ? ঐ সম্মুখে সুকুমার মধুমঙ্গলের মুখ-মধু পান কর।' শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় মধুমঙ্গল বলিতেছেন—"ওহে বন্ধু, ব্রাহ্মণ-কুমার আমাকে কিজন্য ভ্রমরের দ্বারা ভক্ষণ করাইতেছ? মনে হয় ব্রহ্মবধেও তোমার ভয় নাই।' কিম্বা—'ওহে এই বনের বানরগণ! তোমরা ক্ষুধার্ত্ত ও জাগ্রত থাকিতেও আমার প্রিয়-সহচরগণ নির্বিঘ্নে ভোজন করিতেছে, অতএব অলক্ষিতভাবে আইস।' —এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্মবচনে তাঁহার সত্যসঙ্কল্পতা-শক্তি এবং লীলাশক্তিও যেন বলিলেন—"স্বামিন্ প্রভো! কৌতুকের নিমিত্তই যদি ভোজনে বিঘ্ন ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমরাই তাহার জন্য ব্রহ্মাকে সম্প্রতি আনয়ন করিতেছি"—এরূপ অলক্ষিতভাবে অনুমোদনও প্রাপ্ত হইলেন বুঝিতে হইবে। 'স্বর্গে লোকে মিষতি'—তখন স্বর্গলোকবাসী সকলে পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ঐ লীলা অবলোকন করিতেছিলেন। 'যজ্ঞভুক্'—যিনি যজ্ঞে উদ্দেশমাত্রে সমর্পিত মন্ত্রপূত হবিঃ স্বীকার-মাত্রেই তদ্ভোক্তা বলিয়া আরোপিত হইয়া থাকেন (কিম্বা নানাবিধ প্রযত্নসহকারে সমর্পিত যজ্ঞভাগও যিনি ভোজন করেন না), 'বালকেলিঃ'—সেই শ্রীকৃষ্ণ বালকগণের সহিত বাল-কোচিত ক্রীড়ারত, অর্থাৎ পরস্পর ভুক্তান্ন আদান-প্রদান, ভোজন, প্রশংসা ও নিন্দাদি ক্রীড়াপরায়ণ ॥১১

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ। ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভারত, (পরীক্ষিৎ,) এবং অচ্যুতাত্মসু (কৃষ্ণপরায়ণচিত্তেষু) বৎসপেষু (গো-বৎসপালকেষু) ভুঞ্জানেষু (সৎসু) বৎসাঃ তু (গো-শাবকাস্তু) তৃণলোভিতাঃ (সন্তঃ) দূরং অন্তর্বনে (বনমধ্যে) বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণপরায়ণচিত্ত গোবৎসপালগণ এইরূপে ভোজন করিতে থাকিলে গোবৎসগণ তৃণলোভে দূর বনমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ১২॥

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সন্ত্রস্তান্ ঊচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মাবিরমতেহানেষ্যে বৎসকানহম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তান্ (গোপবালকান্) ভয়-সন্ত্রস্তান্ (বৎসানাং দূরগমনেন তেষাং হিংস্রজন্যানিষ্টশঙ্কয়া ভীতান্) দৃষ্ট্বা ভীভয়ং অস্য (অস্য বিশ্বস্য যা ভীস্তস্যা ভয়ং ভয়প্রদঃ ইত্যর্থঃ) ঊচে (উবাচ) (হে) মিত্রাণি, আশাৎ (ভোজনাৎ) মা বিরমত অহং বৎসকান্ ইহ আনেষ্যে ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তাহা দেখিয়া গোপবালকগণ ভীত হইলে বিশ্বের ভয়স্বরূপ মৃত্যুরও ভয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কিম্বা তাঁহাদের ভয় নিবারণ করিয়া বলিলেন—হে মিত্রগণ! তোমরা আহার পরিত্যাগ করিও না। আমি বৎসগণকে এখানে আনয়ন করিতেছি ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য বিশ্বস্য যা ভীস্তস্যা অপি ভয়ং ভয়প্রদ ইত্যর্থঃ। হে মিত্রাণীতি স্নেহং সূচয়তি—

আশাৎ ভোজনাৎ। শ্লোকোঽয়ং নবাক্ষরৈক-পাদোঽনুষ্টুব্‌ভেদ ইতি প্রাহুঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য ভীভয়ং'—বিশ্বের যে ভয়, তাহারও ভয়প্রদ, অর্থাৎ সকলের অভয়-দাতা শ্রীকৃষ্ণ, এই অর্থ। 'হে মিত্রগণ'—ইহাতে স্নেহ সূচনা করিতেছেন। 'আশাৎ'—ভোজন হইতে তোমরা বিরত হইও না। এই শ্লোকে এক পাদে নব অক্ষর, ইহা অনুষ্টুপ্ ছন্দের ভেদ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বাদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষ্বাত্মবৎসকান্।
বিচিন্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ সপাণিকবলো যযৌ ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—ইতি উক্ত্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ স পাণি-কবলঃ (পাণিকবলেন হস্তস্থিতদধ্যোদন-গ্রাসেন বর্ত্ত-মানঃ এব) আত্মবৎসকান্ (আত্মজনগোশাবকান্) বিচিন্বন্ (অন্বিষ্যন্) অদ্রিদরীকুঞ্জগহ্বরেষু (অদ্রিষু তদ্দরীষু পর্ব্বতকন্দরেষু কুঞ্জেষু লতাদিসংবৃতস্থানেষু গহ্বরেষু সঙ্কটস্থানেষু সর্ব্বত্র) যযৌ (গতঃ) ॥ ১৪॥

অনুবাদ—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দধি ও অন্নমিশ্রিত গ্রাস হস্তে লইয়াই নিজ সহচরগণের বৎস অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জ, গহ্বর প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সপাণিকবল ইতি। বৎসান্বেষণ-সময়েঽপি কিঞ্চিদ্ভোক্তুমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপাণিকবলঃ'—শ্রীকৃষ্ণ দধি মিশ্রিত খাদ্যগ্রাস হস্তে লইয়াই বৎসগুলিকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। বৎসান্বেষণ সময়েও কিছু ভোজনের নিমিত্তই যেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জু মহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং
বিস্ময়ম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (পরীক্ষিৎ,) পুরা (পূর্ব্বং) যঃ খে অবস্থিতঃ (আকাশে স্থিতঃ সন্) প্রভবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঘাসুর-মোক্ষণং (অঘাসুর-মোচন-কার্য্যং) দৃষ্ট্বা পরং বিস্ময়ং (অতীবাশ্চর্য্যং) প্রাপ্তঃ (সঃ) অম্ভোজন্মজনিঃ (পদ্মযোনি ব্রহ্মা) তদন্তরগত (তন্মধ্যং উপস্থিতঃ সন্) মায়ার্ভকস্য (মায়া-মোহনতা তদ্ যুক্তার্ভকস্য) ঈশিতুঃ (নিজৈ-শ্বর্য্যপ্রকটনপরস্য) অন্যৎ অপি মঞ্জু (মনোজ্ঞং) মহিত্বং (মহিমানং) দ্রষ্টুং তদ্বৎসান্ (গোশাব-কান্) বৎসপান্ (গোপালকান্ চ) ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) অন্যত্র নীত্বা অন্তরদধাৎ (অন্তর্হিতঃ) (বভূব) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবর ! যিনি পূর্ব্বে আকাশে অবস্থান করিয়া প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-মোচন-কার্য্য-দর্শনে পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বমোহোৎ-পাদক বাল্যলীলা-পরায়ণ নিজ ঐশ্বর্য্য-প্রকটকারী ভগবানের মহিমান্তর দর্শনাভিলাষে গোবৎস এবং বৎসপালকগণকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অম্ভোজন্মনঃ কমলাজ্জনির্যস্যেতি জড়-বংশ্যত্বাৎ সচেতনোঽপি ব্রহ্মা জড়এব যদয়ং ভগবন্তং পরীক্ষিতুং মহামায়াবিন্যপি তস্মিন্ মায়াং বিততা-নেত্যাক্ষেপো ধ্বনিতঃ। অত্র "বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বক"-মিত্যুত্তর-গ্রন্থবিরোধাৎ নিত্য-বিজ্ঞানানন্দস্বরূপস্য ভগবতস্তৎ-প্রিয়সখানাং বালকা-নাঞ্চ চতুর্ম্মুখমায়য়া মোহনমনৌচিত্যান্ন ব্যাখ্যেয়ম্। যত্তু পূতনাদীনামপি মায়য়া ভগবন্মাত্রাদীনামপি মোহ-নং তৎ খলু বিস্ময়রসাধায়কতত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থম্ লীলাশক্ত্যা অনুমোদনাদেব নতু স্বতঃ। অত্র তু ব্রহ্ম-মায়য়া কৃষ্ণসখানাং কেবলস্বাপনেন কা লীলাসিদ্ধিরত এষাং যোগমায়ৈব মোহনং "কৃষ্ণমায়াহতাত্মনা"-মিত্যগ্রিমবাক্যাচ্চ জ্ঞেয়ম্। ন চ কৃষ্ণমায়ামোহিতা-নামেব তেষাং ব্রহ্মকর্তৃকমন্যত্র নয়নং ব্যাখ্যেয়ম্। উপরিষ্টাৎ "ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতে-তরে" ইতি ব্রহ্মবাক্যানন্তরং "সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চনে"তি শ্রীশুকোক্তেঃ। নহি কৃষ্ণসখানামসত্যত্বং তেন বক্তুমুচিতমতো মায়িকা-নামেব বালবৎসানাং হরণং ব্রহ্মণা কৃতমিত্যেবমত্র ব্যাখ্যেয়ম্। ব্রহ্মা তদন্তরে তস্মিন্নবসরে গত আগতঃ

সন্ অন্যদপি মহিত্বং মহিমানং দ্রষ্টুম্ অর্ভকস্য ঈশিতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৎসান্ ইতঃ পুলিনাৎ বৎসপাংশ্চ অন্যত্র নীত্বা অন্তরদধাৎ তিরোবভূব, যৎ তৎ মায়া ভগবন্মায়াকারণকমেব তৎ সর্ব্বং মায়য়া মোহিত এব ব্রহ্মা মহিত্বং দ্রষ্টুং মায়াকল্পিতানেব বৎসান্ বৎস-পানন্যত্রানয়দিত্যর্থঃ। অদ্য ময়া মায়য়া মোহয়িত্বা চোরিতেষু বৎস-বৎসপেষু কিময়মৈশ্বর্য্যং কিমপ্যদ্ভুতং করোতি জ্ঞাত্বা কিং স্বয়ং তানেবানেষ্যতি মহ্যং প্রার্থয়িষ্যতে বা ন কিমপি জ্ঞাস্যতীতি বেতি বিচারো মায়য়া মোহনং বিনা তস্য ন সম্ভবেদতঃ তস্মিন্ চোরয়িতুমুদ্যতে সতি যোগমায়য়ৈব সত্যান্ বৎস-বালকান্ আচ্ছাদ্য বহিরঙ্গমায়াদ্বারা সদ্যঃকল্পিতানেব তাংস্তমদর্শয়দিতি জ্ঞেয়ম্। প্রভবতঃ প্রভোঃ কৃষ্ণাৎ অঘাসুরস্য মোক্ষণং দৃষ্ট্বা যো বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অম্ভোজন্ম-জনিঃ'—জল হইতে জন্ম যাহার অর্থাৎ কমল, সেই কমল হইতে উৎপত্তি যাঁহার (অর্থাৎ পদ্মযোনি ব্রহ্মা)। জড়-বংশ-জাত বলিয়া সচেতন হইলেও ব্রহ্মা জড়ই, যেহেতু ভগবান্‌কে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহা-মায়াবী সেই ভগবানের উপর মায়া বিস্তার করিলেন—এইরূপ অক্ষেপ ধ্বনিত হইতেছে। এখানে "বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্" (১০।১৪।৪২), অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগণকে সেই যমুনা-পুলিনে আনয়ন করিলেন—এই পরবর্ত্তী বাক্যের সহিত বিরোধহেতু এবং নিত্য-বিজ্ঞানানন্দ-স্বরূপ ভগবানের প্রিয় সহচর বালকগণের চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার দ্বারা মোহন অনৌচিত্যবশতঃ এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে। পূতনাদিরও মায়ার দ্বারা ভগবানের জননী প্রভৃতির যে মোহন, তাহা বিস্ময়রস-পোষক সেই সেই লীলার সিদ্ধির নিমিত্ত এবং তাহাও লীলাশক্তির অনুমোদনক্রমেই হইয়াছিল, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে নহে। কিন্তু এই স্থলে ব্রহ্মার মায়ার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের কেবল নিদ্রিত করাতে কোন্ লীলা সিদ্ধি হইবে? অতএব যোগমায়ার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও সখাগণের মোহন হইয়াছিল, ইহা পরবর্ত্তী "কৃষ্ণ-মায়াহতাত্মনাম্"—(১০।১৪।৪৩), অর্থাৎ কৃষ্ণমায়ায় মোহিত গোপবালকগণ ঐ সময়কে ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র মনে করিয়াছিলেন, এই বাক্য হইতেও জানিতে হইবে। আবার কৃষ্ণমায়া-মোহিত বালকগণকেই ব্রহ্মা অন্যত্র স্থাপন করিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। যেহেতু পরে ব্রহ্মা বলিবেন—"ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে" (১০।১৪।৪২), অর্থাৎ আমার মায়ায় মোহিত বালক ও বৎসগণ হইতে ভিন্ন ইহারা কোথা হইতে, কি প্রকারেই বা এখানে আসিল? ইহার পর শ্রীল শুকদেবও বলিবেন—"সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন" (১০।১৪।৪৩), অর্থাৎ এই বিভিন্ন বৎস ও বালক-গণের মধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন না। ইহার দ্বারা কৃষ্ণ সখাগণের অসত্যত্ব বলা সমীচীন হয় না, অতএব মায়াকল্পিত বৎস ও বালকগণেরই হরণ ব্রহ্মা করিয়াছিলেন—ইহাই এখানে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'তদন্তর-গতঃ'—এই অবসরে ব্রহ্মা আসিয়া অন্য কোন মনোহর মহিমা দর্শনের অভিলাষে 'অর্ভকস্য ঈশিতুঃ'—বাল্যলীলাপরায়ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেই বৎসগুলিকে ও পুলিন হইতে বৎস-পালকগণকে অন্যত্র স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন—ইহাই 'মায়া', অর্থাৎ ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হইয়া ব্রহ্মা মহিমা দর্শন করিবার নিমিত্ত মায়াকল্পিত বৎস ও বালকগণকে অন্যত্র স্থাপন করিলেন, এই অর্থ। 'আজ আমি মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া বৎস ও বালকগণকে অপহরণ করিয়াছি, দেখি, ইনি কি অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকট করেন, কিংবা জানিতে পারিয়া নিজেই তাহাদিগকে আনয়ন করিবেন, অথবা আমার নিকট প্রার্থনা করিবেন, কিংবা কিছুই জানিতে পারিবেন না'—এইরূপ ব্রহ্মার বিচার মোহন ব্যতীত সম্ভব নহে। অতএব ব্রহ্মা অপহরণ করিতে উদ্যত হইলে যোগমায়াই সত্য বৎস ও বালকগণকে আচ্ছাদন করিয়া বহিরঙ্গা মায়ার দ্বারা সদ্য কল্পিত তাহাদিগকে দর্শন করাইয়াছিলেন (তাহাই ব্রহ্মা অপহরণ করেন)—ইহা জানিতে হইবে। 'প্রভবতঃ'—প্রভু শ্রীকৃষ্ণ হইতে অঘাসুরের মোচন দর্শনপূর্ব্বক যে ব্রহ্মা বিস্ময়ান্বিত হইয়া-ছিলেন ॥ ১৫ ॥

———

ততো বৎসানদৃষ্ট্বৈত্য পুলিনেহপি চ বৎসপান্ ।
উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ বৎসান্ এত্য (প্রত্যাবৃত্ত) পুলিনে (সরস্তীরে) বৎসপান্ অপি চ অদৃষ্ট্বা কৃষ্ণঃ বনে সমন্ততঃ (সর্ব্বত্র) উভৌ অপি (বৎস-বৎসপালকান্) বিচিকায় (অন্বীক্ষিতবান্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া সরোবরতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন কিন্তু সেখানেও গোপবালকদিগকে দেখিতে পাইলেন না; তখন সর্ব্বত্র বৎস ও বৎসপালক উভয়ই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃষ্ট্বৈত্য নতু অপ্রাপ্যেত্যুক্তম্। অতস্তত্র স্থিতান্ জ্ঞাতানপি অদৃষ্ট্বা অদর্শনমভিনীয়েত্যর্থঃ। মন্মায়য়া মোহিত এবায়মিতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুমিতি ভাবঃ। ততশ্চোভাবপি বৎসান্ বালাংশ্চ বিচিকায় বিস্ময়বিষাদাদ্যভিনয়পূর্ব্বকং নটবত্তদন্বেষণমভিনিনায়েত্যর্থঃ। 'তত্রোদ্বহৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্য'মিত্যগ্রেতনোক্তেঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদৃষ্ট্বা'—না দেখিয়া, কিন্তু না পাইয়া এরূপ উক্ত হয় নাই। অতএব তত্রস্থিত বৎসগণকে জানিয়াও অদর্শনের (না দেখার) অভিনয় করিয়া, এই অর্থ। 'আমার মায়ায় মোহিত এইজন (কৃষ্ণ)'—এইরূপ মিথ্যা অভিমান ব্রহ্মাকে গ্রহণ করাইবার জন্য, এই ভাবার্থ। 'ততঃ' তারপর 'উভাবপি'—বৎস ও বৎসপালক উভয়কে 'বিচিকায়'—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিস্ময় ও বিষাদাদি অভিনয়পূর্ব্বক নটের ন্যায় অন্বেষণের অভিনয় করিলেন—এই অর্থ। যেহেতু পরে বলিবেন—'তত্রোদ্বহৎ-পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্, (১০।১৪ ৬১), অর্থাৎ সেখানে ব্রহ্মা পূর্ব্বের মত গোপবংশীয় বালকের লীলাভিনয়কারী ও অন্নগ্রাসহস্তে একাকী গোবৎস ও সহচরগণকে চারিদিকে অন্বেষণ পরায়ণ সেই অদ্বিতীয় অনন্ত ও সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৬ ॥

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসান্ পালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগাম হ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্বিপিনে (বনমধ্যে) ক্ব অপি (কুত্রাপি) বৎসান্ পালান্ চ (অদৃষ্ট্বা) বিশ্ববিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ) কৃষ্ণঃ সহসা সর্ব্বং (এতৎকার্য্যং) বিধিকৃতং (ব্রহ্মণা কৃতং ইতি) অবজগাম হ (জ্ঞাতবান্) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বনমধ্যে কুত্রাপি তাহাদিগকে না দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সহসা বুঝিতে পারিলেন যে—এই সমস্ত কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মাকর্ত্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—পুনঃ কিং কৃত্বা বিচিকায়েত্যত আহ—ক্বেতি। বিশ্ববিদপি ক্বাপি শাদ্বলাদন্যত্রাপি বৎসান্ পুলিনাদন্যত্রাপি পালান্ অদৃষ্ট্বা বিচিকায়েতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ননু কৃষ্ণঃ কিং বৎসাদিচৌর্য্যক্ষণ এব বিবেদ তৎক্ষণানন্তরং বা কিঞ্চিদন্বিষ্য বা বিবেদেত্যত আহ—সর্ব্বমিতি। সহসা চৌর্য্যক্ষণ এব ব্রহ্মণা অতর্কিতমেবেত্যর্থঃ। "অতর্কিতে তু সহসে"-ত্যমরঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় কেমন করিয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'ক্বাপি' ইত্যাদি। 'বিশ্ববিৎ', অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও হরিততৃণবহুল প্রদেশ ব্যতীত অন্যত্র বৎসগণকে এবং পুলিন ব্যতীত অন্যত্র বালকগণকে দেখিতে না পাইয়া (এই সমস্ত ব্রহ্মার কাজ উহা সহসা অবগত হইলেন)। যদি বলেন—দেখুন, কৃষ্ণ কি বৎসাদি চৌর্য্যক্ষণেই জানিতে পারিয়াছিলেন, কিম্বা তাহার কিছুক্ষণ পরে, অথবা—কিছু সময় অন্বেষণের পর বিদিত হইয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'সহসা', ব্রহ্মা কর্ত্তৃক চৌর্য্যক্ষণেই অতর্কিতভাবেই জানিয়াছিলেন। অমরকোষে উক্ত আছে—'অতর্কিত অর্থে সহসা শব্দ ব্যবহৃত হয় ॥' ১৭ ॥

ততঃ কৃষ্ণো মুদং কর্ত্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিশ্বকৃৎ (সর্ব্বকর্ত্তা) ঈশ্বরঃ কৃষ্ণঃ কস্য চ (ব্রহ্মণশ্চ) তন্মাতৃণাং চ (তেষাং গোবৎস-গোপালকানাং জননীনাং চ) মুদং (প্রীতিং) কর্ত্তুং (জনয়িতুং) আত্মানং (স্বয়মেব) উভয়ায়িতং চক্রে

(গোশাবক-গোপালকসমূহরূপেণ কল্পয়ামাস) (যদি উদাসীনঃ ভবামি তদা গোপালমাতৃণাং বিষাদঃ স্যাৎ, যদি গোপালকান্ আনয়ামি তদা ব্রহ্মণঃ মোহঃ ন স্যাৎ ইত্যেবং চিন্তয়া উভয়প্রীতিসাধনার্থং পূর্ব্বোক্তং গোপশিশু-গোবৎসরূপং স্বীকৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—তখন সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা এবং গোবৎস ও গোপালকগণের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য স্বয়ং গোশাবক এবং গোপালকসমূহ হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ভগবন্মায়য়া মোহিতে ব্রহ্মণি মোহ কম্মন্যে স্বভবনং গতে সতি স্বস্য ব্রহ্মমায়ামোহনাভাবমাত্রব্যঞ্জকঃ, পূর্ব্ববৎ স্বীয়ৈর্বৎসবালকৈঃ সহ ভোজনাদিলীলাভিবিহারো নাতিবিচিত্রমিত্যতো মায়াতীতান্ বলদেবপর্য্যন্তানপি স্বপরীবারান্ মোহয়িত্বা লোকে স্বমায়াবলং দর্শয়িতুং পরমবৎসলানাং গো-গোপীনাং স্বস্মিন্ পুত্রভাবমভিলষন্তীনাং মনোরথং পূরয়িতুং ব্রহ্মাণং মোহয়িত্বাপি পুনর্মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ্তুং একস্মিন্নেব স্বাভীষ্টদেবে শ্রীভাগবতোপদেষ্টরি বাসুদেবে ভক্তিমন্তং খলু তং চ পরঃসহস্রান্ বাসুদেবান্ দর্শয়িতুং স্বয়মেব বৎসবালকাদ্যাকারো বভুবেত্যাহ—তত ইতি। কস্য ব্রহ্মণঃ, আত্মানং স্বয়মেব উভয়ায়িতং উভয়ং বৎসত্বং বালকত্বঞ্চ অয়িতং প্রাপ্তং বৎস-বালরূপিণমিত্যর্থঃ। বিশ্বকৃতাং মহৎস্রষ্ট্রাদীনামপীশ্বর ইতি তত্র সামর্থ্যং দ্যোতিতম্ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত ব্রহ্মা নিজেকে মোহনকারী মনে করিয়া স্বভবনে গমন করিলে, ব্রহ্মার মায়ার দ্বারা কিছুমাত্র মোহিত না হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে পূর্ব্বের মত নিজ বৎস ও বালকগণের সহিত ভোজনাদি লীলাবিহার অতিবিচিত্র ছিল না, পরন্ত মায়াতীত শ্রীবলদেব পর্য্যন্ত স্বপরিজনকে মোহিত করিয়া লোকে নিজ মায়াবল প্রদর্শনের নিমিত্ত এবং নিজের প্রতি পুত্রভাব অভিলাষিণী পরম বৎসলা গো ও গোপীগণের মনোরথ পূরণের জন্য, ব্রহ্মাকে মোহিত করিয়াও পুনরায় মহাবিস্ময়সমুদ্রে প্রক্ষেপ করিবার নিমিত্ত এবং একমাত্র নিজ অভীষ্টদেব শ্রীভাগবতোপদেষ্টা বাসুদেবে ভক্তিমান্ ব্রহ্মাকে পরঃসহস্র বাসুদেব দেখাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বৎস ও বালকাদির আকার হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'কস্য'—ব্রহ্মার, 'আত্মানং উভয়ায়িতং'—আপনাকে উভয় বৎসত্ব ও বালকত্ব প্রাপ্ত করাইলেন, অর্থাৎ আপনাকে বৎস ও বালকরূপে রচনা করিলেন। 'বিশ্বকৃদীশ্বরঃ'—মহৎস্রষ্টাদিরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, ইহাতে তাহাতে সামর্থ্য দ্যোতিত হইল ॥ ১৮ ॥

যাবদ্বৎসপ-বৎসকাল্পকবপুর্য্যাবৎকরাঙ্‌ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো
বভৌ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যাবদ্ বৎসপ-বৎসকাল্পকবপুঃ (যাবৎ সংখ্যকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং কোমলং বপুঃ শরীরং) যাবৎ করাঙ্‌ঘ্র্যাদিকং (যাবৎ পরিমাণানি করাঙ্‌ঘ্র্যাদীনি হস্তপদাদীনি) যাবদ্‌যষ্টি-বিষাণ-বেণু-দলশিক্ (যাবন্তি যাদৃশানি যষ্ট্যাদীনি তাবৎ) যাবদ্ বিভূষাম্বরং (যাদৃশে বিভূষাম্বরে ভূষণালঙ্কারৌ তাবৎ) যাবৎ শীলগুণাভিধাকৃতিবয়ঃ (যাবন্তি শীলাদীনি তাবৎ শীলং স্বভাবঃ গুণাঃ সারল্যাদয়ঃ, অভিধা নাম, আকৃতিঃ দেহসংস্থানং) যাবদ্ বিহারাদিকং (যাদৃক্ ক্রীড়াচেষ্টাদিকং তাবৎ) সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরঃ অঙ্গবৎ (সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগদিতি বাক্যস্য মূর্ত্তিবৎ সা গীঃ এব অর্থ স্বরূপেণ প্রত্যক্ষং যথা তথা) সর্ব্বস্বরূপঃ (পূর্ব্বোক্ত-সর্ব্বপ্রকারাশ্রিতঃ সন্) বভৌ (বিরাজিতঃ বভূব) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালক ও বৎসগণের সংখ্যা অনুসারে সুকোমল অঙ্গ, হস্ত-পদাদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্, অনুরূপ ভূষণ, অলঙ্কার, যথাযোগ্য স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স এবং ক্রীড়াভঙ্গী প্রভৃতি যাহারা যেরূপ ঠিক সেই সেই রূপ ও ভাব গ্রহণ করিয়া "সমগ্র জগৎ বিষ্ণুময়" এই বাক্যের মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহস্বরূপে শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তদেব প্রপঞ্চয়তি। যাবৎ যৎপরি-

মাণকং বৎসপানাং বৎসকানাঞ্চ অল্পকং বপুঃ। জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্। অত্যল্পানি কোমলানি বপুংষীত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি, বিহারাদিকমিত্যত্রাদি-শব্দাৎ পিতৃমাত্রাদিষু ব্যবহরণং পূর্ব্বাচরিতস্মরণা-দিকঞ্চ। অজঃ অজন্যতয়ৈব ভীতএব কৃষ্ণঃ সর্ব্ব-স্বরূপঃ তাবদ্বপুরাদিরূপঃ সন্ বভৌ। সর্ব্বং বিষ্ণু-ময়ং জগদিতি প্রসিদ্ধা যা গীস্তস্যা অর্থবৎ সা গীরেব মূর্ত্তা প্রত্যক্ষা যথা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বিবৃত করিতেছেন —'যাবৎ' ইত্যাদি. বৎসপালক ও বৎসগণের যে পরিমাণ সুকোমল অঙ্গ, এখানে জাতিগত ভাবে এক-বচন হইয়াছে। এই প্রকার যাহার যেরূপ যষ্টি, শৃঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং বিহারাদি, এখানে আদি শব্দে মাতা, পিতা প্রভৃতির প্রতি যাহার যেমন ব্যবহার, পূর্বাচরিত স্মরণাদি। 'অজঃ'—শ্রীকৃষ্ণ, 'সর্ব্বস্বরূপঃ' —অর্থাৎ যাহার যেমন রূপ, ভাব প্রভৃতি ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। "এই চরাচর বিশ্ব বিষ্ণুময়"—এই বেদ-বাক্যের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইতেই যেন শ্রীকৃষ্ণ ঐরূপে প্রকটিত হইলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ প্রতিবার্য্যাত্মবৎসপৈঃ।
ক্রীড়ন্নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রাবিশদ্ব্রজম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং আত্মা এব (কর্ত্তা সন্) আত্মবৎসপৈঃ (আত্মরূপি-বৎসপালকৈঃ প্রযোজ্যকর্ত্তৃভিঃ) আত্মগোবৎসান্ (নিজরূপি-গোবৎসান্) প্রতিবার্য্য (বিনিবার্য্য) আত্ম-বিহারৈঃ (আত্মভিঃ আত্মভূতৈঃ বালকৈঃ সহ যে বিহারাঃ বেণুবাদনাদয়ঃ তৈঃ) ক্রীড়ন্ (সন্) ব্রজং প্রাবিশৎ (ব্রজপুরং প্রবিষ্টঃ অভূৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কর্ত্তা হইয়া আত্মরূপী বৎসপালকগণদ্বারা আত্মরূপী বৎসগণকে চালনা করিয়া নিজস্বরূপ বালকগণের সহিত বেণু-বাদ্য প্রভৃতি ক্রীড়া করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ মধ্যাহ্নাপরাহ্ণয়োঃ পূর্ব্ববদেব ক্রীড়িতবতস্তস্য সায়ং গোষ্ঠপ্রবেশমাহ—স্বয়মিতি পঞ্চভিঃ। এবং সর্ব্বাত্মা সন্ ব্রজং প্রাবিশৎ। কথং স্বয়মাত্মৈব প্রযোজকঃ আত্মরূপান্ গোবৎসানিতি কর্ম্মাপি স্বয়মেব আত্মরূপৈর্বৎসপৈঃ প্রতিবার্য্যেতি প্রযোজ্যকর্ত্তাপি স্বয়মেব। আত্মবিহারৈঃ আত্মভিরাত্ম-ভূতৈর্বালকৈঃ সহ যে বিহারা বেণুবাদনাদয় স্তৈঃ ক্রীড়ন্নিতি ক্রিয়াকারকাণ্যপি স্বয়মেবেত্যর্থঃ। অত্র পুলিনে বৎসপালা উপবিশ্য ভুঞ্জত এব শাদ্বলেষু বৎসাস্তৃণং চরন্ত্যেব তানন্বেষ্টুং কৃষ্ণো বিপিনে পর্য্যটত্যেব ক্ষণমাত্রায়মাণং বর্ষং ব্যাপ্যত্যেতৎ ত্রিকং সর্ব্বৈরদৃষ্টং তত্তৎ স্থলেষু প্রতিদিনং ভ্রমদ্ভিরন্যৈ-র্লীলাপরিকরৈঃ কৃষ্ণস্বরূপবৎসবালৈর্বলদেবেনাপি বর্ষবাতাতপাদ্যৈরপ্যস্পৃষ্টমেবাচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়া ব্যরাজীদেব যস্যৈক এব কৃষ্ণো ব্রহ্মণা কবলবেত্রাদি-লক্ষ্মলক্ষিতো মোহান্তে দদৃশে তুষ্টুবে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন-কালে পূর্ব্বের ন্যায় লীলাকারী শ্রীকৃষ্ণের সায়ংকালে গোষ্ঠ-প্রবেশ বলিতেছেন—'স্বয়ম্' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। এইরূপে সর্ব্বস্বরূপ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশ করিলেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতে-ছেন—'স্বয়ং'—আপনিই প্রযোজক হইয়া আত্মস্বরূপ গোবৎস সকলকে, কর্ম্মও নিজেই, আত্মস্বরূপ বৎস-পালকগণের দ্বারা চালনা করিয়া প্রযোজ্য কর্ত্তাও নিজেই, 'আত্ম বিহারৈঃ'—আত্মস্বরূপ বালকদিগের সহিত বেণুবাদনাদি যে বিহার, তাহার সহিত ক্রীড়ন-পুরঃসর ব্রজে প্রবেশ করিলেন, ইহাতে ক্রিয়ার কারকসকলও আপনিই, এই অর্থ। এই স্থলে পুলিনে বৎসপালকগণ উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করি-তেছেন, তৃণভূমিতে গোবৎস-সকল তৃণ চারণ করি-তেছে, তাহাদের অন্বেষণের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ বন-ভূমিতে পর্য্যটন করিতেছেন—এইরূপ ক্ষণমাত্র কাল এক বৎসর পর্য্যন্ত এই তিনটি কার্য্য সকলের অদৃ-ষ্টই ছিল। সেই সেই স্থলে প্রতিদিন ভ্রমণকারী অন্যান্য লীলাপরিকর, কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎস, বালকগণ এবং বলদেব কর্ত্তৃকও অদৃষ্ট হইয়া বর্ষ, বাত, আতপাদির দ্বারা অস্পৃষ্ট অবস্থায় অচিন্ত্যশক্তি যোগ-মায়ার দ্বারা তাহারা বিরাজমান ছিলেন। তন্মধ্যে একমাত্র কবল-বেত্রাদি-চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা

মোহান্তে দর্শন করিয়াছিলেন এবং স্তব করিয়াছিলেন —ইহা বুঝিতে হইবে ।। ২০ ।।

তত্তদ্বৎসান্ পৃথঙ্‌নীত্বা তত্তদ্‌গোষ্ঠে নিবেশ্য সঃ ।
তত্তদাত্মাভবদ্রাজংস্তত্তৎসদ্ম প্রবিষ্টবান্ ।। ২১ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সঃ (সর্ব্বময়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তত্তদ্‌বৎসান্ (প্রত্যেক গোপালকবৎসান্) পৃথক্ নীত্বা (বিভাগ-পূর্ব্বকং) তত্তদ্‌গোষ্ঠে (যথানির্দ্দিষ্ট-গোশালায়াং) নিবেশ্য তত্তদাত্মা (তত্তদ্‌গোপালবাল-স্বরূপঃ সন্) তত্তৎ সদ্ম (যথা-নির্দ্দিষ্ট তত্তদ্ গৃহং) প্রবিষ্টবান্ ।। ২১ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপালকের বৎসগণকে বিভাগপূর্ব্বক যথানির্দ্দিষ্ট গোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া সেই সেই গোপালের মূর্ত্তিরূপে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ।। ২১ ।।

বিশ্বনাথ—তত্তদাত্মা শ্রীদামসুদামসুবলাদি বালক-স্বরূপঃ কৃষ্ণস্তত্তৎ সদ্ম প্রবিষ্টবানিত্যন্বয়ঃ ।। ২১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্তদাত্মা'—শ্রীদাম, সুদাম, সুবলাদি বালকের রূপধারী শ্রীকৃষ্ণ 'তত্তৎসদম'—সেই সেই গৃহে, অর্থাৎ যে বালকের যে গৃহ স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন ।। ২১ ।।

তন্মাতরো বেণুরবত্বরোত্থিতা
উত্থাপ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য নির্ভরম্ ।
স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃসুধাসবং
মত্বা পরং ব্রহ্ম সুতানপায়য়ন্ ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ—গোপিকামোহমাহ) তন্মাতরঃ (তত্তদ্‌-গোপবালকজনন্যঃ) বেণুরববত্বরোত্থিতাঃ (বংশী-শব্দশ্রবণাৎ সত্বরং উত্থিতাঃ সত্যঃ) পরং ব্রহ্ম এব (কৃষ্ণমেব) সুতান্ মত্বা (নিজপুত্ররূপেণ বিজ্ঞায়) দোর্ভিঃ উত্থাপ্য (অঙ্কে কৃত্বা) নির্ভরং পরিরভ্য (গাঢ়ং আলিঙ্গ্য) স্নেহস্নুতস্তন্যপয়ঃ সুধাসবং (স্নেহস্নুতং পুত্রস্নেহবশাৎ ক্ষরিতং যৎ স্তন্যং স্তনদুগ্ধং তদেব স্বাদুত্বাৎ সুধা মাদকত্বাৎ আসবঃ মদ্যং তৎ) অপায়-য়ন্ (পায়য়ামাসুঃ) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—তখন সেই সেই গোপবালকের জননী-গণ বংশীরবে সত্বর উত্থিত হইয়া পরব্রহ্মরূপী শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্রজ্ঞানে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুত্রস্নেহে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধরূপ অমৃত (আসব) পান করাইতেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত যশোদায়া ইবাস্মাকমপি কৃষ্ণঃ কিং পুত্রো ভবেদিতি গোপীনাং মনোরথস্য সিদ্ধিং বহিরলক্ষিতাং বদন্নেব তাসাং মোহনমাহ—তন্মা-তরস্তত্তন্মাতরঃ সুতান্মত্বা পরং ব্রহ্মৈব দোর্ভিরুত্থাপ্য অঙ্কে কৃত্বা স্তন্যং পয়োঽপায়য়ন্ । উদুহ্যেতি । ক্বাচিৎকঃ পাঠশ্চ । নির্ভরং পরিরভ্যেতি নির্ভরং স্নুতেতি পূর্ব্বতঃ স্নেহাধিক্যসূচকং পরং ব্রহ্মাপি সুধা-সবং মত্বা তাসাং স্তন্যং পয়োঽপিবদিত্যাহ—সুধাসব-মিতি । স্নেহস্নুতত্বেন স্নেহময়ং তৎ প্রেমাস্বাদমহা-রসিকঃ কৃষ্ণঃ সুধামিব স্বাদু আসবমিব মাদকং পিবন্ পিবন্ননুবভূবেতি তল্লোভাদেব তস্যাপি তত্তৎ-পুত্রীভাববাসনা প্রাগাসীৎ সাপি ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব সিদ্ধেতি । অতএব স্বস্য সখীনপি বর্ষপর্য্যন্তং যোগ-মায়য়া মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্ । "স্তন্যামৃতং পীত-মতীব তে মুদে"তি ব্রহ্মণাপি বক্ষ্যমাণত্বাৎ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হায় ! হায় ! যশোদার মত আমাদিগেরও কৃষ্ণ কি পুত্র হইবে'—এইরূপ গোপী-গণের বাহিরে অলক্ষিত মনোরথের সিদ্ধি বলিবার জন্য তাঁহাদিগের মোহ বলিতেছেন—'তন্মাতরঃ', সেই সেই শ্রীদাম, সুদামাদির জননীগণ, 'সুতান্ মত্বা'—শ্রীদামাদির রূপধারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই নিজ নিজ পুত্র মনে করিয়া, কিংবা আপন আপন পুত্রকে পরব্রহ্মতুল্য মনে করিয়া হস্তদ্বারা উত্থাপন-পূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া স্তন্য দুগ্ধ পান করাইলেন । এখানে 'উদুহ্য'—এরূপ কোথাও পাঠ আছে । 'নির্ভরং পরিরভ্য'—গাঢ় আলিঙ্গনপূর্ব্বক, এবং 'নির্ভ-রং স্নুত'—অতিশয় ক্ষরিত—ইহা বলায় পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাধিক্য সূচিত হইয়াছে । পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও সুধা-সব মনে করিয়া তাঁহাদিগের স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া-ছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সুধাসবম্' ইত্যাদি স্নেহ-বশতঃ ক্ষরিত সেই স্নেহময় (স্তন্যদুগ্ধ), প্রেমাস্বাদ-মহারসিক শ্রীকৃষ্ণ সুধা-সদৃশ সুস্বাদু ও আসবতুল্য মাদক মনে করিয়া পান করিতে করিতে অনুভব করিতেছিলেন । তাহার লোভে শ্রীকৃষ্ণেরও তাঁহা-

দিগের পুত্র হইবার বাসনা পূর্ব্বে ছিল, তাহাও এই ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গে সিদ্ধ হইল। অতএব নিজ সখা-গণকেও এক বৎসর পর্য্যন্ত যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। পরে ব্রহ্মাও বলিবেন—"স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা" (১০। ১৪।৩১), অর্থাৎ তুমি গোবৎস ও গোপবালকরূপে তাঁহাদের স্তন্যামৃত অতিশয় আনন্দে পান করিয়াছ ॥ ২২ ॥

ততো নৃপোন্মর্দ্দনমজ্জলেপনা-
লঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ।
সংলালিতঃ স্বাচরিতৈঃ প্রহর্ষয়ন্
সায়ং গতো যামযমেন মাধবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, ততঃ যামযমেন (যামানাং প্রহরাণাং যমেন উপরমেণ তস্মিন্ সতি ইত্যর্থঃ) সায়ং (সন্ধ্যায়াং) মাধবঃ গতঃ (প্রত্যেকগোপালক-গৃহং প্রাপ্তঃ সন্) স্বাচরিতৈঃ (স্বক্রীড়াদিভিঃ আচ-রণৈঃ) প্রহর্ষয়ন্ (গোপালকমাতৃ জনান্ আনন্দয়ন্ তৈঃ) উন্মর্দ্দনমজ্জলেপনালঙ্কাররক্ষাতিলকাশনাদিভিঃ (উন্মর্দ্দনং শরীরমার্জ্জনং মজ্জঃ স্নানং লেপনং চন্দ-নাদ্যালেপঃ অলঙ্কারঃ ভূষণং রক্ষা রক্ষণকর্ম্ম তিলকং ললাটচিহ্নকম্ অশনং ভোজনং তানি আদীনি প্রধান ভূতানি যেষাং তৈঃ কর্ম্মভিঃ) সংলালিতঃ (বভূব) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অতঃপর যে যে সময়ে যে যে ক্রীড়া তাহা সমাধান করিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপালগৃহে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্ববালকগণের ন্যায় আচরণদ্বারা তাঁহাদের জননীগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। তাঁহারাও (মাতৃগণও) তৈলমর্দ্দন, স্নান, চন্দনাদিলেপন, অলঙ্কার, রক্ষাবন্ধন, তিলক, ভোজন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) লালন করিতেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—যামানাং যমেন উপরমেণ "যম উপ-রমে"। তস্মিন্ সতীত্যর্থঃ। মাধবঃ কৃষ্ণস্তৎস্বরূপ-ভূতবালকগণশ্চ গতঃ স্বস্বগৃহমিতি শেষঃ। ততশ্চ উন্মর্দ্দনং সুগন্ধিতৈলাভ্যঞ্জনং তদনন্তরং মজ্জঃ স্নপনং মাতৃভিঃ সায়ং সংলালিতঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাম-যমেন'—যম ধাতু উপরম অর্থে, প্রহরসমূহের উপরম হইলে, অর্থাৎ যে যে কালে যে-যে ক্রীড়া হইত, তাহা সমাধান করিয়া, 'মাধবঃ'—শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার স্বরূপভূত শ্রীদামাদি বালকগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তারপর সায়ংকালে তাঁহারা মাতৃগণ কর্ত্তৃক সুগন্ধি তৈল মর্দ্দন, স্নান প্রভৃতির দ্বারা সম্যক্‌রূপে লালিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

গাবস্ততো গোষ্ঠমুপেত্য সত্বরং
হুঙ্কারঘোষৈঃ পরিহূতসঙ্গতান্।
স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরানপায়য়ন্
মুহুর্লিহন্ত্যঃ স্রবদৌধসং পয়ঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(গবাং মোহমাহ) ততঃ গাবঃ (ধেনবঃ) সত্বরং গোষ্ঠং উপেত্য হুঙ্কারঘোষৈঃ (হুঙ্কারশব্দৈঃ) পরিহূতসঙ্গতান্ (আদৌ পরিহূতাঃ আহূতাঃ পশ্চাৎ সঙ্গতাঃ সমীপং আগতাঃ তান্) স্বকান্ স্বকান্ বৎসতরান্ (নিজ-নিজ-বৎসান্) মুহুঃ (বারম্বারং) লিহন্ত্যঃ (সত্যঃ) স্রবৎ (ক্ষরিতং) ঔধসং (স্তন্যং) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্ (পায়য়া-মাসুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধেনুগণ সত্বর গোষ্ঠে উপনীত হইয়া হুঙ্কার-রবে বৎসগণকে আহ্বান করিলে তাহারা নিজ নিজ জননীর নিকট উপস্থিত হইত; তখন তাহাদের জননীগণও নিজ নিজ বৎসগণকে বারম্বার লেহন করিতে করিতে ক্ষরিত স্তনদুগ্ধ পান করাইত ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—গোপীনামিব ততো গবামপি মোহন-মাহ—গাব ইতি। পরিহূতা আদাবাহূতাস্ততঃ সঙ্গ-তাশ্চ তান্। অত্রাপি সত্বরমিতি মুহুর্লিহন্ত্য ইতি মুহুঃ স্রবদিতি স্নেহাধিক্যসূচকম্ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর গোপীগণের ন্যায় গাভীগণেরও মোহন বলিতেছেন—'গাবঃ', যে গাভী-সকল তৃণ ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, তাহারা সত্বর গোষ্ঠে উপনীত হইয়া, 'পরিহূত-সঙ্গতান্'—প্রথমতঃ হুঙ্কার শব্দে বৎস-গণকে আহ্বান করিলে তাহারা নিজ নিজ জননীর

নিকট উপস্থিত হইলে সেই বৎসগণকে মুহুর্মুহুঃ লেহন করিতে লাগিল এবং স্তনমণ্ডল হইতে স্বয়ংই ক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। এখানে 'সত্বরং,' 'মুহুর্লিহন্তং' এবং 'মুহুঃ স্রবৎ'—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সেই গাভীগণের পূর্ব্বাপেক্ষা স্নেহাধিক্য সূচিত হইল ॥ ২৪ ॥

গো-গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহর্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরেস্তোকতা মায়য়া বিনা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) গো-গোপীনাং (পূর্ব্বমেব) স্নেহর্ধিকাং বিনা (স্নেহস্য ঋদ্ধিকাং বৃদ্ধিং তদ্বিনা, যশোদাপুত্রে স্বপুত্রে চ তুল্য এব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ) মাতৃতা (অন্যঃ মাতৃভাবঃ) আসীৎ। হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপি আসু (গো-গোপীষু) তোকতা (পুত্রবদ্ভাবঃ) মায়য়া বিনা (ইয়ং মম মাতা অহমস্যাঃ পুত্র ইতি মোহং বিনা) আসীৎ ॥২৫

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের মাতৃভাব পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে গোপীগণের নিজ-পুত্রাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে যে স্নেহাধিক্য ছিল এখন আর তাহা থাকিল না, অর্থাৎ স্বপুত্রে কৃষ্ণে স্নেহসমান হইল। গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণেরও মাতৃভাব পূর্ব্ব-বৎ ছিল; কিন্তু পূর্ব্বে ইঁহারা আমার মাতা, আমি ইঁহাদের পুত্র, এইরূপ মমতা ছিল না এখন সেই মমতা যথাযথ হইল—ইহাই বিশেষত্ব ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, গবাং গোপীনাং অস্মিন্ শ্রীযশোদানন্দনে কৃষ্ণে মাতৃতা সর্ব্বা উপলালনাদিময়ঃ সর্ব্বএব মাতৃভাব ইত্যর্থঃ। পুরোবৎ পূর্ববদেবাসীৎ, কিন্তু স্নেহর্ধিকাং স্নেহাধিক্যং বিনা পূর্ব্বং শ্রীদাম-সুদামাদিভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যোঽপি সকাশাৎ যশোদাপুত্রে শ্রীকৃষ্ণে স্নেহর্ধিরাসীৎ তস্যৈব স্বপুত্রীভূতত্বে জাতে সতি তদা স্বপুত্রেষ্বপি তথৈব স্নেহর্ধিরিতি যশোদা-পুত্রে স্বপুত্রে চ তুল্যএব স্নেহোঽভূদিত্যর্থঃ। আসু গো-গোপীষু হরেরপি তোকতা বালভাবঃ পূর্ব্ববদে-বাসীৎ; কিন্তু মায়য়া বিনা পূর্ব্বং মায়য়া উপচারেণৈব পুত্রতুল্যত্বাৎ পুত্রত্বমাসীৎ ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্য তু কৃষ্ণ এব শ্রীদামসুদামাদিরূপস্তাসাং পুত্রোঽভূদিতি কৃষ্ণস্য পুত্রভাবো যথার্থ এবেত্যর্থঃ। ননু শ্রীদামাদিষু তন্মাতৃণাং যাবান্ স্নেহস্তাবানেব পুত্রীভূতে শ্রীকৃষ্ণেঽপি ভবিতুমর্হতি "যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বি-হারাদিক"মিতি পূর্ব্বোক্তেঃ। উচ্যতে, কৃষ্ণো হি মহামহেশ্বরত্বাৎ স্বাধীনীকৃতব্রহ্মাদিস্বাংশপর্য্যন্তোঽপি প্রেম্নঃ খল্বধীন এব, প্রেমা তু ন তস্যাধীন ইতি প্রেম্নি তস্য প্রভুত্বাভাবাৎ তেন প্রেমা সঙ্কুচিতীকর্ত্তুমশক্যঃ। অতএব স্বামিচরণৈরপ্যুক্তম্—"এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবার"মিতি, স চ প্রেমা বাৎসল্যাদি-রূপস্তন্মাত্রাদিষু বিরাজত ইতি। কৃষ্ণঃ স্বমাত্রাদি-সমীপে স্বৈশ্বর্য্যমননুসন্ধানোঽধিনীভূতএব সদা তিষ্ঠতি যথা মহারাজচক্রবর্ত্তিনঃ সমীপে মণ্ডলেশ্বর ইতি। ন চ মহামহেশ্বরস্য তস্যৈবং পারতন্ত্র্যং দূষণমিতি বাচ্যম্; প্রত্যুত ভূষণমেব। যথা জীবস্য মায়াপারতন্ত্র্যং দুঃখার্থকং তথৈবেশ্বরস্যানন্দরসময়স্যাপি প্রেমপার-তন্ত্র্যং প্রতিক্ষণবর্ধমাননিরতিশয়ানন্দার্থকমেবেতি মহানুভাবৈরনুভূতম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গো-গোপীনাং মাতৃতা'—এই শ্রীযশোদা-নন্দন কৃষ্ণের প্রতি গো-গোপীসকলের উপলালনাদিময় মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু স্নেহাধিক্য বিনা, অর্থাৎ পূর্ব্বে শ্রীদাম সুদামাদি স্ব স্ব পুত্র হইতে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণে অধিক স্নেহ ছিল, এক্ষণে সেই যশোদানন্দন আপন আপন পুত্ররূপী হইয়াছেন বলিয়া যশোদাপুত্রে ও স্ব স্ব পুত্রে তুল্য স্নেহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, এই অর্থ। 'আসু অপি'—আর এই গো-গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভাবও পূর্ব্ব-মতই ছিল, কিন্তু মায়া (মোহ) ব্যতীত, অর্থাৎ পূর্ব্বে স্নেহবশতঃ উপচারহেতু পুত্রতুল্যত্ব বলিয়া পুত্রভাব ছিল, অধুনা ব্রহ্মমোহন দিনাবধি স্বয়ং কৃষ্ণই শ্রীদাম সুদামাদির রূপধারী হইয়া তাহাদের পুত্র হইয়াছেন, অতএব কৃষ্ণের পুত্রভাব যথার্থই দৃষ্ট হইতে লাগিল। যদি বলেন—দেখুন, শ্রীদামাদির প্রতি তাহাদের মাতৃগণের যেরূপ স্নেহ পূর্ব্বে ছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের পুত্ররূপে অবস্থান করিলেও তদ্রূপই হওয়া উচিত ছিল, যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "যাবচ্ছীল-গুণা-ভিধাকৃতি-বয়ো যাবদ্বিহারাদিকম্" (১৯ শ্লোক), অর্থাৎ যাহার যেমন চরিত্র, যেমন গুণ, যেমন নাম, যেমন রূপ, যেমন আকৃতি, যেমন বয়স, যেমন গমনাগমন ও যেমন যেমন ব্যবহার ঠিক সেইরূপ

ভাব ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতে লাগিলেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ মহামহেশ্বর বলিয়া ব্রহ্মাদি নিজ অংশাবতারগণকে পর্য্যন্ত নিজের অধীন করিলেও, তিনি স্বয়ং প্রেমের অধীনই, কিন্তু প্রেম তাঁহার অধীন নহেন। এইজন্য প্রেমের উপর তাঁহার প্রভুত্ব না থাকায় তিনি প্রেমকে সঙ্কুচিত করিতে অসমর্থ। অতএব শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও বলিয়াছেন—"এতাবত্তু বৈষম্যং কৃষ্ণেনাপি দুর্নিবারম্"—অর্থাৎ এই প্রকার পার্থক্য রক্ষা করা কৃষ্ণের পক্ষেও অসম্ভব। সেই বাৎসল্যাদিরূপ প্রেম ব্রজ-জননীগণে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাত্রাদির নিকট নিজ ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহাদের অধীন হইয়াই চিরকাল অবস্থান করেন, যেমন মহারাজ চক্রবর্ত্তীর নিকট মণ্ডলেশ্বরগণ অবস্থান করেন। মহামহেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ পারতন্ত্র্য দোষাবহ নহে, বরং ভূষণই। জীবের মায়াপারতন্ত্র্য যেমন দুঃখের নিমিত্ত, সেইরূপ আনন্দরসময় হইলেও ঈশ্বরের প্রেমপারতন্ত্র্য (প্রেমাধীনতা) প্রতিক্ষণ বর্দ্ধমান নিরতিশয় আনন্দের নিমিত্তই—ইহা মহানুভাব ভক্তজনের অনুভূত ॥ ২৫ ॥

———

ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ববৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(স্নেহর্দ্ধিং এব দর্শয়তি) ব্রজৌকসাং (গোপ-গোপীজনানাং) কৃষ্ণে যথা (যশোদানন্দনে কৃষ্ণে স্বপুত্রেভ্যঃ অপি স্নেহাধিক্যং আসীৎ) স্বতোকেষু (কৃষ্ণেরূপনিজপুত্রেষু ইদানীং) স্নেহবল্লী (স্নেহলতা) শনৈঃ (ক্রমশঃ) অপূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বতোঽপি আধিক্যেন) আব্দং (আ অব্দং বৎসরং যাবৎ) অন্বহং (প্রতিদিনং) নিঃসীম (অপরিমিতং যথা তথা) ববৃধে (বর্দ্ধিতা) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ব্রজবাসী গোপ ও গোপীগণের যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বে নিজপুত্র অপেক্ষাও অধিক স্নেহ ছিল, সম্প্রতি কৃষ্ণস্বরূপ নিজ পুত্রগণের প্রতি সেই সেই স্নেহ-লতিকা ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকভাবে সম্বৎসর-কাল প্রতিদিন অপরিমিতরূপে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং যশোদানন্দনকৃষ্ণ-পুত্রীভূতকৃষ্ণয়োঃ স্বরূপত ঐকরূপ্যাৎ স্নেহাধিক্যং তুল্যমুক্তমপি পুনঃ স্পষ্টীকুর্ব্বন্ যশোদানন্দনকৃষ্ণে তু গুণোৎকর্ষহেতুকং স্নেহাধিক্যমাহ—ব্রজৌকসামিতি। আব্দং বর্ষং ব্যাপ্য অন্বহং স্নেহবল্লীতি। বল্লী যথা প্রতিদিনমেব বর্দ্ধতে তথৈবেত্যর্থঃ ; যথা কৃষ্ণে যশোদানন্দনে পূর্ব্বং স্বপুত্রেভ্যোঽপি বর্দ্ধমানা সা আসীৎ। ইদানীং স্বতোকেঽপি তথৈব ববৃধে ইতি স্বতোকানামপি কৃষ্ণত্বাৎ স্নেহর্দ্ধিরুভয়ত্র তুল্যৈবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তু শব্দবলাৎ কৃষ্ণে ইত্যস্যাবৃত্ত্যা স্নেহর্দ্ধেস্তুল্যত্বেঽপি কৃষ্ণে যশোদানন্দনে তু তথাপি অপূর্ব্ববৎ নিত্যনবায়মানৈব তস্য সর্ব্বশক্তিসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণবত্ত্বাদংশিত্বাচ্চ। তাসাং পুত্রীভূতকৃষ্ণস্বরূপাণাং তু শ্রীদামাদ্যুচিতসৌন্দর্য্যাদিমত্ত্বাদংশত্বাচ্চেতি ভাবঃ। যদ্বা, যথেতি যথাবদেব স্নেহবল্লী ববৃধে কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববদেব ববৃধে। ইত্যাবৃত্ত্যা বিনৈব ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং আপন আপন পুত্ররূপী কৃষ্ণের স্বরূপতঃ ঐক্যহেতু স্নেহাধিক্য তুল্য বলিয়া পুনরায় স্পষ্টরূপে যশোদানন্দন কৃষ্ণে গুণোৎকর্ষহেতুক স্নেহাধিক্য বলিতেছেন—'ব্রজৌকসাম্', ব্রজবাসী গো-গোপীদিগের এক বৎসর পর্য্যন্ত 'স্নেহবল্লী'—যেমন বল্লী দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহাদের স্নেহলতা প্রতিদিনই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণে তাহাদিগের স্নেহলতা পূর্ব্বে পুত্রাপেক্ষা সমধিক ছিল, অধুনা স্বপুত্রেও কৃষ্ণতুল্যই হইল, অর্থাৎ আপন আপন পুত্রগণ কৃষ্ণরূপত্ব প্রযুক্ত স্নেহবৃদ্ধি উভয়ত্র সমান দৃষ্ট হইতে লাগিল—এই অর্থ। 'কৃষ্ণে তু অপূর্ব্ববৎ'—এখানে তু-শব্দের প্রয়োগহেতু এবং 'কৃষ্ণে'-এই পদের আবৃত্তিহেতু স্নেহবৃদ্ধির তুল্যত্ব হইলেও, তথাপি যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সেই স্নেহ সর্ব্বশক্তি, সৌন্দর্য্য ও বৈদগ্ধ্যাদিগুণযুক্ত প্রযুক্ত এবং সর্ব্বাংশিত্ব-হেতু নিত্য নূতন প্রতীয়মান হইতেছিল। তাঁহাদের পুত্ররূপী কৃষ্ণস্বরূপের কিন্তু শ্রীদামাদির উচিত সৌন্দর্য্যাদিযুক্তত্ব ও অংশত্ব—এই ভাবার্থ। অথবা—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কিন্তু এই স্নেহ পূর্ব্বৎ রহিল না (অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে বিরাজিত নিজ নিজ পুত্রগণের প্রতি স্নেহ অধিক বৃদ্ধি পাইতে

লাগিল), আবৃত্তি ব্যতীত এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

ইত্থমাত্মাত্মনাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—ইত্থং আত্মা (এবং রূপঃ) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসপঃ (গোপবালকঃ সন্) বৎসপালমিষেণ (বৎসানাং তৎপালকানাঞ্চ ছদ্মনা) আত্মনা আত্মানং পালয়ন্ বর্ষং (একবৎসরং যাবৎ) বনগোষ্ঠয়োঃ (বনে ব্রজে চ) চিক্রীড়ে (ক্রীড়াং চকারঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপালক হইয়া বৎসপালকদলে নিজেই নিজেকে পরিপালন করিতে করিতে একবৎসর পর্য্যন্ত বনে ও ব্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবমাত্মা শ্রীকৃষ্ণো বৎসপো ভূত্বা বৎসানাং পালানাঞ্চ মিষেণ আত্মানমাত্মনা পালয়ন্ ক্রীড়িতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্ আত্মা'—এই প্রকারে সর্ব্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ 'বৎসপালমিষেণ'—বৎসপালক-ছলে 'বৎসপো ভূত্বা'—বৎসপালক হইয়া, 'আত্মনা'—বৎসপালক বালকরূপে আপনদ্বারা, 'আত্মানং'—বৎসরূপ আপনাকে (অর্থাৎ নিজেকে নিজে) পালন করতঃ এক বৎসর পর্য্যন্ত বনে ও গোষ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

একদা চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বনমাবিশৎ ।
পঞ্চষাসু ত্রিযামাসু হায়নাপূরণীষ্বজঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(এতাবৎকালং রামস্যাপি মোহ আসীৎ সংবৎসরান্তে তু কথঞ্চিৎ জ্ঞাতবান্ ইতি দর্শয়তি) পঞ্চষাসু (পঞ্চসু বা ষট্সু বা) ত্রিযামাসু (রাত্রিষু) হায়নাপূরণীষু (হায়নস্য বৎসরস্য পূরকতয়া অবশিষ্টাসু সতীষু) একদা স রামঃ (রামেণ সহ) অজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বৎসান্ চারয়ন্ বনম্ আবিশৎ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—এইরূপে বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে একদিন শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গএব বলদেবমোহনমপি ব্যক্তীকর্ত্তুং কথামাহ—একদেতি। পঞ্চসু ষট্সু বা রাত্রিষু হায়নস্য বর্ষস্য অপূরণীষু পূরকতয়া অবশিষ্টাস্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মমোহন-প্রসঙ্গেই শ্রীবলদেবেরও মোহ প্রকাশ করিতে একদিনের ঘটনা বলিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি, অর্থাৎ বৎসর পূর্ণ হইবার পাঁচ কি ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে (একদিন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত বৎসচারণ করিতে করিতে বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।) ॥ ২৮ ॥

ততো বিদূরাচ্চরতো গাবো বৎসানুপব্রজম্ ।
গোবর্দ্ধনাদ্রিশিরসি চরন্ত্যো দদৃশুস্তৃণম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততো গোবর্ধনাদ্রিশিরসি (গোবর্ধন-পর্ব্বতস্য উন্নতপ্রদেশে) তৃণং চরন্ত্যঃ (ভক্ষয়ন্ত্যঃ) গাবঃ (ধেনবঃ) অবিদূরাৎ (নাতিদূরে) উপব্রজং (ব্রজসমীপে) চরতঃ (বিচরণকারিণঃ) বৎসান্ দদৃশুঃ (দৃষ্টবতা) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোবর্দ্ধন-গিরির উন্নত প্রদেশে তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে ধেনুগণ অনতিদূরে ব্রজের নিকট বিচরণশীল বৎসগণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোবর্দ্ধনশৃঙ্গে তৃণং চরন্ত্যো গাবঃ তস্মাদবিদূরাৎ ব্রজস্য নিকটে চরতো বৎসান্ দদৃশুঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের শিখরদেশে গাভীগণ তৃণ ভক্ষণ করিতে করিতে ব্রজের সমীপে তৃণভোজনকারী (মুক্ত-স্তন্য) বৎস-সমূহকে দেখিতে পাইল ॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বাথ তৎস্নেহবশোঽস্মৃতাত্মা
স গোব্রজোঽত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ ।
দ্বিপাৎ ককুদ্গ্রীব উদাস্যপুচ্ছো-
ঽগাদ্ধুঙ্কৃতৈরাস্রুপয়া জবেন ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ দৃষ্ট্বা (বৎসান্ আলোক্য) সঃ গোব্রজঃ (গোসমূহঃ) তৎস্নেহবশঃ (বৎসস্নেহপরায়ণঃ) অস্মৃতাত্মা (ন স্মৃতা গণিত আত্মা যেন সঃ) অত্যাত্মপদুর্গমার্গঃ (অতিক্রান্তঃ আত্মপান্ নিজপালকান্ যঃ সঃ তথা দুর্গঃ দুর্গমঃ মার্গঃ যস্য সঃ স চ স চ) দ্বিপাৎ (যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদ্ ইব প্রতীয়মানঃ) ককুদ্-গ্রীবঃ (ককুদি আকুঞ্চিতা গ্রীবা যস্য সঃ) উদাস্যপুচ্ছঃ (উন্নমিতং আস্যং মুখং পুচ্ছং লাঙ্গুলঞ্চ যেন সঃ) আস্রুপয়াঃ (আ-সর্ব্বতঃ স্রবন্তি পয়াংসি যস্য সঃ) হুঙ্কৃতৈঃ (হুঙ্কারৈঃ উপলক্ষিতঃ) জবেন (বেগেন) অপাৎ ব্রজসমীপং আগতঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বৎসগণকে দেখিয়া সেই গোসমূহ স্নেহবশে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া নিজ পালক এবং দুর্গম পথসকল অতিক্রমপূর্ব্বক গ্রীবাভাগ ককুদ্‌দেশে স্কন্ধের ঝুঁটি আকুঞ্চিত মুখ ও পুচ্ছভাগ উন্নত ও পদযুগল একত্র করিয়া হুঙ্কার করিতে করিতে বেগে ব্রজ-সমীপে আগমন করিল। তৎকালে উহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ সম্যগ্‌রূপে ক্ষরিত হইতেছিল ॥৩০॥

বিশ্বনাথ—অস্মৃতাত্মা আত্মানমপি বিস্মৃত্য স গোসমূহঃ অগাৎ। অতিক্রান্তা আত্মপা গোপা দুর্গমার্গাশ্চ যেন সঃ। পরস্পরং যুক্তাভ্যাং পদ্ভ্যাং ধাবন্ দ্বিপাদিব প্রতীয়মানঃ উন্মুখত্বাৎ ককুদি গ্রীবা যস্য সঃ উদ্‌গতানি আস্যানি পুচ্ছানি চ যস্য সঃ। আ সম্যগেব ক্ষরন্তি অস্রূণি পয়াংসি চ যস্য সঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মৃতাত্মা'—নিজেকেও বিস্মৃত হইয়া সেই গো-সমূহ আসিতেছিল। 'অত্যাত্মপ-দুর্গমার্গঃ'—আপনাদিগের পালক গোপদিগকে ও বহু কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথসমূহ অতিক্রম করিয়া (হুঙ্কারশব্দে দ্রুতপদে তাহারা চলিতে লাগিল)। 'দ্বিপাৎ'—দুইপদ একত্রিত করিয়া ধাবমান হওয়ায় দূর হইতে দ্বিপদ-বিশিষ্ট পশুর ন্যায় তাহারা প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 'ককুদ্‌গ্রীবঃ' গমনকালে তাহাদিগের আকুঞ্চিত গ্রীবা, ককুদে (স্কন্ধের ঝুঁটিতে) সংলগ্ন হইল। 'উদাস্যপুচ্ছঃ'– মুখ ও পুচ্ছ উন্নমিত করিয়া তাহারা আসিতেছিল। 'আস্রুপয়াঃ'—উহাদের স্তন হইতে দুগ্ধ সম্যক্‌রূপে ক্ষরিত হইতেছিল ॥ ৩০ ॥

সমেত্য গাবোঽধো বৎসান্ বৎসবত্যোঽপ্যপায়য়ন্।
গিলন্ত্য ইব চাঙ্গানি লিহন্ত্যঃ স্বৌধসং পয়ঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বিশেষতঃ ধেনূনাং চেষ্টামাহ) গাবঃ (ধেনবঃ) অধঃ (গোবর্দ্ধনস্য অধঃ) সমেত্য (মিলিত্বা) বৎসবত্যঃ (পুনঃ প্রসূতাঃ) অপি অঙ্গানি (বৎস-শরীরাণি) গিলন্ত্য ইব (অতি স্নেহবশাৎ) লিহন্ত্যঃ (সত্যঃ) বৎসান্ স্বৌধসং (নিজস্তনসম্ভূতং) পয়ঃ (দুগ্ধং) অপায়য়ন্ (পায়য়ামাস) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যদিও এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে ধেনুগণ পুনরায় সন্তান প্রসব করিয়াছিল তথাপি গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের নিম্নে আসিয়া অতিস্নেহবশে পূর্ব্ব বৎসগণের শরীর লেহন করিতে লাগিল। তাহাদের ঔৎসুক্য-দর্শনে মনে হইতেছিল যেন বৎসগণকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। এইরূপে তাহারা নিজ স্তনদুগ্ধ পান করাইয়াছিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—গোবর্দ্ধনস্যাধঃ সমেত্য দ্ব্যাহিকত্র্যাহিকাদিবৎসবত্যোঽপি ঊধসং ঊধোভ্যঃ স্বয়মেব স্রবৎ-পয়ঃ অপায়য়ন্, গিলন্ত্য ইবেতি গবাং লেহনাধিক্যং স্নেহাধিক্যসূচকম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—গাভীগণ দুই তিন দিনের বৎসবতী হইলেও গোবর্দ্ধনের অধোদেশে ব্রজসমীপে তৃণভক্ষণকারী পূর্ব্বোক্ত বৎসগুলির সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের অঙ্গ যেন গিলিয়া ফেলিতে চায় এরূপভাবে লেহন করিতে লাগিল এবং 'স্বৌধসং পয়ঃ'—পালান হইতে স্বয়ংই ক্ষরিত দুগ্ধ পান করাইতে লাগিল। গাভীগণের লেহনাধিক্যে তাহাদের স্নেহাধিক্য সূচিত হইল ॥ ৩১ ॥

গোপাস্তদ্রোধনায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা।
দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতোঽভ্যেত্য গোবৎসৈর্দদৃশুঃ সুতান্ ॥৩২

অন্বয়ঃ - (রামেণ দৃষ্টং বৎসেষু গবাং স্নেহাতিশয়মুক্ত্বা গোপানামপি দর্শয়িতুমাহ) গোপাঃ তদ্‌রোধ-নায়াস-মৌঘ্যলজ্জোরুমন্যুনা (তাসাং গবাং রোধনে গতিনিবৃত্তৌ যঃ আয়াসঃ প্রযত্নঃ তস্য মৌঘ্যেন ব্যর্থতয়া যা লজ্জা তয়া সহ যঃ উরুঃ মহান্ঃ মন্যুঃ রোষং তেন লক্ষিতাঃ) দুর্গাধ্বকৃচ্ছ্রতঃ (দুর্গমমার্গাতিক্রমণ-জনিতক্লেশেন চ উপলক্ষিতাঃ) অভ্যেত্যঃ (আগত্য)

গোবৎসৈঃ (সহ) সুতান্ (নিজপুত্রান্) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ)।। ৩২ ।।

অনুবাদ—গোপগণ সেই ধেনুগণের গতিরোধ করিতে যত্নশীল হইয়াও ব্যর্থ হইলেন পরে লজ্জা ও রোষসহকারে অতিক্লেশে দুর্গম পথ অতিক্রমপূর্ব্বক তথায় সমাগত হইয়া গোবৎসগণের সহিত নিজ-সন্তানগণকে দেখিতে পাইলেন ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—তাসাং গবাং রোধনে য আয়াসো লগুড়োৎক্ষেপাদিভিস্তস্য মৌঘ্যেন বৈয়র্থ্যেন হেতুনা লজ্জা চ মন্যুশ্চ তল্লজ্জামন্যু তেন দুর্গমার্গজনিতক্লেশেন চাভ্যেত্য গোবৎসৈঃ সহ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গাভীগণকে লগুড় উৎক্ষেপনাদির দ্বারা নিরোধ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইলে, গোপগণ লজ্জা ও অতিশয় ক্রোধে অতি কষ্টে দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নিকটে আসিলে গাভী ও বৎসগণের সহিত নিজ পুত্রগণকেও দেখিতে পাইলেন ।। ৩২ ।।

তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া
জাতানুরাগা গতমন্যবোঽর্ভকান্ ।
উদুহ্য দোর্ভিঃ পরিরভ্য মূর্দ্ধনি
ঘ্রাণৈরবাপুঃ পরমাং মুদং তে ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—তে (গোপাঃ) তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়া (তেষাং সুতানাং ঈক্ষণেন উদ্গতঃ যঃ প্রেমরসঃ তস্মিন্ আপ্লুতাঃ নিমগ্নাঃ আশয়াঃ যেষাং তে) জাতানুরাগাঃ (জাতঃ অনুরাগঃ যেষাং তে) গতমন্যবঃ (গতরোষাঃ) অর্ভকান্ (সুতান্) উদুহ্য (উত্থাপ্য) দোর্ভিঃ (বাহুভিঃ) পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) মূর্দ্ধনি (মস্তকে) ঘ্রাণৈঃ পরমাং মুদম্ (অতীব প্রীতিং) অবাপুঃ (প্রাপ্তাঃ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—তখন গোপগণ নিজ নিজ পুত্র দর্শনে স্নেহরসে নিমগ্নচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্বের রোষভাব দূর হইল। অতঃপর তাহাদিগকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়া মস্তকাঘ্রাণে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—গতমন্যব ইতি অরে অনভিজ্ঞাঃ ! অত্র পরমবৎসলগবাং গণদৃষ্টিপথে কথং বৎসা আনীতাঃ ? ইতি তাংস্তাড়য়িতুমনসোঽপি তেষাং বালানামীক্ষণোদ্ভূতেন প্রেমরসেন আপ্লুতাশয়াস্ততশ্চ জাতানুরাগাঃ প্রেম্ণামেব পঞ্চমীং কক্ষামনুরাগাখ্যাং তৃষ্ণাতিশয়ময়ীং প্রাপ্তাঃ। গতমন্যবো বিস্মৃতক্রোধাঃ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গত্যমন্যবঃ' ইত্যাদি, 'অরে অনভিজ্ঞ বালকগণ ! এই পরমবৎসল গাভীগণের দৃষ্টিপথে কিজন্য বৎসগুলিকে আনয়ন করিয়াছ ?'—এইরূপে ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়না করিবার নিমিত্ত সমাগত গোপগণ, 'তদীক্ষণোৎপ্রেমরসাপ্লুতাশয়াঃ'—পুত্রসকলের দর্শন-জনিত প্রেমরসে নিমগ্নচিত্ত হওয়ায়, 'জাতানুরাগাঃ'—প্রেমেরই পঞ্চমী কক্ষা অনুরাগাখ্য তৃষ্ণাতিশয়ময়ী দশা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতে তাঁহাদের ক্রোধ বিদূরিত হইল ।। ৩৩ ।।

ততঃ প্রবয়সো গোপাস্তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ ।
কৃচ্ছ্রাচ্ছনৈরপগতাস্তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং) প্রবয়সঃ গোপাঃ (বৃদ্ধাঃ গোপজনাঃ) তোকাশ্লেষসুনির্বৃতাঃ (পুত্রালিঙ্গনেন সুখিতাঃ সন্তঃ) শনৈঃ (ক্রমশঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টেন) অপগতাঃ (আলিঙ্গনাঘ্রাণাদিব্যাপারান্নিবৃত্তাঃ) তদনুস্মৃত্যুদশ্রবঃ (তেষাং সুতানাম্ অনুস্মৃত্যা অনুস্মরণেন উদ্গচ্ছন্তি অশ্রূণি নেত্রজলানি যেষাং তে তাদৃশাঃ জাতাঃ) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—অনন্তর বয়স্ক গোপগণ পুত্রালিঙ্গনে পরমানন্দ লাভ করিয়া অতিকষ্টে ক্রমশঃ আলিঙ্গনাদি ব্যাপার হইতে নির্বৃত্ত হইলেন। তখন পুত্র-স্মৃতিবশতঃ তাঁহাদের নেত্রজল উদ্গত হইতে লাগিল ।। ৩৪ ।।

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধাঃ কৃচ্ছ্রাদেব শনৈরেব গোচারণানুরোধাদেব অপগতাস্তস্মাদাশ্লেষাদ্বিযুজ্য গতাস্ততশ্চ বিচ্ছেদোত্থয়া তেষাং অনুস্মৃত্যা উদ্গতাশ্রবঃ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবয়সঃ'—বৃদ্ধ গোপগণ, 'কৃচ্ছ্রাৎ শনৈঃ'—অতিকষ্টে গোচারণানুরোধে ঐ আলিঙ্গন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া বনে গমন করিলেন বটে, কিন্তু বিচ্ছেদহেতু বালকদের নিরন্তর

স্মরণ হওয়ায় তাঁহাদের নয়নাশ্রু উদ্গত হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্রজস্য রামঃ প্রেমর্দ্ধেবীক্ষ্যৌৎকণ্ঠ্যমনুক্ষণম্ ।
মুক্তস্তনেষ্বপত্যেষ্বপ্যহেতুবিদচিন্তয়ৎ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—রামঃ (বলদেবঃ) মুক্তস্তনেষু (বয়স আধিক্যাৎ স্তন্যপানাদ্ বিরতেষু) অপি অপত্যেষু (বৎসেষু) ব্রজস্য (গোসমূহস্য) অনুক্ষণং (নিরন্তরং) প্রেমর্দ্ধেঃ (সন্ততিস্নেহসমৃদ্ধেঃ) ঔৎকণ্ঠ্যং (আতিশয্যং) বীক্ষ্য অহেতুবিৎ (তৎকারণং অজানন্) অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—বলদেব তৎকালে বয়সাধিক্যবশতঃ স্তন্যপান বিরত বৎসগণের প্রতি ধেনুগণের নিরন্তর স্নেহসমৃদ্ধির আধিক্য-দর্শনে তাহার কারণ জানিতে না পারিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেমর্দ্ধের্হেতোরৌৎকণ্ঠ্যং মুক্তস্তনেষ্বপি বৎসেষু নবপ্রসূতবৎসতরীণামপি গবাং অহেতুবিৎ হেতুমজানন্ অচিন্তয়দিতি । এতাবৎকালেষু প্রতিদিনমেব গোদোহনাদি-সময়েষু নবপ্রসূতানপি বৎসান্ বিহায় প্রাচীনানেব বৎসান্ স্তনং পায়য়ন্তীঃ সর্ব্বাএব গাঃ পশ্যতোঽপি তস্য তস্মিন্নেব দিনে যচ্চিন্তা প্রাদুরভূৎ তস্মিন্নপি দিনে যদন্যেষাং প্রবয়সাং বিবেকিনামপি গোপানাং তথা চিন্তনং নাভূৎ তত্র কারণং যোগমায়ৈব । ব্রহ্মমোহনদিনমারভ্যৈব গো-গোপী-গোপানাং বলদেবসহিতানাং সর্ব্বেষামেব ভগবতা স্বযোগমায়য়া মোহিতত্বাৎ প্রতিদিনং বিরোধদর্শনেঽপি বিরোধানুসন্ধানং ন কস্যাপ্যভূৎ । কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণস্য কারণার্ণবশায়িনোঽপি পরমাংশিত্বেন স্বাগ্রজত্বেন স্বপ্রিয়সখত্বেন চ বঞ্চনানৌচিত্যাদেতল্লীলাজিজ্ঞাপয়িষা শ্রীবলদেবে সমুচিতাপি পূর্ব্বং নাভূৎ । বর্ষপর্য্যন্তং তত্তচ্ছ্রীদামাদিপ্রিয়সখবিচ্ছেদ-দুঃখস্য তস্মৈ দাতুমনৌচিত্যাৎ, স্বস্য তু তদ্দুঃখং নাস্ত্যেব বৎসকুলান্বেষকৈণৈকপ্রকাশেন তন্নিকট এব স্থিতত্বাৎ । অতো বর্ষাবসান এব ভগবতঃ সা তত্র যদাভূৎ তদা মায়াপি শনৈঃ শনৈরংশেনাংশেনৈব তস্মাদুপররাম নতু যুগপৎ সামস্ত্যেন । ভগবদৈশ্বর্য্যসিন্ধৌ তমপি ভক্তাভিমানাস্পদীকৃত্য নিমজ্জয়িতুমিত্যবসীয়তে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেমর্দ্ধেঃ ঔৎকণ্ঠ্যম্'—প্রেমাধিক্যহেতু উৎকণ্ঠা, অর্থাৎ যে সকল বৎস স্তন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদিগের প্রতি নব-প্রসূতা বৎসতরী গাভীগণের এবং বালকদিগের প্রতি গোপ-গোপীসকলের দিন দিন প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য, 'বীক্ষ্য অহেতুবিৎ'—অবলোকনপূর্ব্বক তাহার কারণ জানিতে না পারিয়া শ্রীবলদেব চিন্তা করিতে লাগিলেন । এতকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিনই গো-দোহনাদিসময়ে নবপ্রসূত বৎসগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন বৎসগণকে স্তন পান করাইতে গাভী সকলকে দেখিলেও শ্রীবলদেবের সেই দিনেই যে চিন্তার উদয় হইয়াছিল এবং সেই দিন পর্য্যন্তও যে অন্যান্য বৃদ্ধ বিবেকী গোপগণেরও সেরূপ চিন্তা হইল না, তদ্বিষয়ে কারণ শ্রীযোগমায়াই । ব্রহ্মমোহনের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীবলদেবের সহিত গো, গোপী ও গোপগণ সকলকেই ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) নিজ যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করিয়াছিলেন, এইজন্য প্রতিদিন বিরোধ দর্শন করিলেও বিরোধানুসন্ধান কাহারই হয় নাই । কিন্তু যিনি সমস্ত জগতের কারণ কারণার্ণবশায়ীরও পরমাংশী, নিজ অগ্রজ ও প্রিয়সখা বলিয়া বঞ্চনের অযোগ্য, সেই শ্রীবলদেবে জানান উচিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণের এই লীলা জানাইবার ইচ্ছা যে পূর্ব্বে হয় নাই, তাহার কারণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই সেই শ্রীদামাদি প্রিয়সখাগণের বিচ্ছেদ-দুঃখ তাঁহাকে প্রদান করা অনুচিত । শ্রীকৃষ্ণের নিজের কিন্তু সেই দুঃখ নাই, যেহেতু বৎসগণের অন্বেষক্-রূপে এক প্রকাশে তাঁহাদের নিকটেই তিনি অবস্থান করিতেছেন । অতএব বর্ষাবসানেই যখন শ্রীকৃষ্ণের জানাইবার ইচ্ছা হইল, তখন মায়াও ধীরে ধীরে অল্প অল্প করিয়া উপরত হইতে লাগিল, কিন্তু যুগপৎ সম্পূর্ণরূপে নহে, কারণ শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যসিন্ধুতে শ্রীবলদেবকেও ভক্তাভিমানের পাত্র করিয়া নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্য—এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ।
ব্রজস্য সাত্মনস্তোকেষ্বপূর্ব্বং প্রেম বর্দ্ধতে ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সাত্মনঃ (ময়া সহ বর্ত্তমানস্য) ব্রজস্য

(ব্রজজনস্য) অখিলাত্মনি বাসুদেবে ইব (সর্ব্বাত্মস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণে ইব) তোকেষু (বালকেষু) অপূর্ব্বং প্রেম (অনুরাগঃ) বর্দ্ধতে এতৎ কিং অদ্ভুতম্ ॥ ৩৬॥

অনুবাদ—এই সর্ব্বাত্মস্বরূপ বাসুদেবের প্রতি আমার ও ব্রজজনের যেরূপ প্রেম বর্ত্তমান রহিয়াছে, আজ, ইহাদের ও নিজ বৎসগণের প্রতি সেইরূপ অপূর্ব্ব অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং মায়াংশোপরমে সতি বিরোধদর্শনোত্থং তস্য চিন্তনমাহ—কিমেতদিতি। বাসুদেবে ইবেতি বাসুদেবে যথা পুরা প্রেম তথা স্বতোকেষ্বপি ব্রজস্য প্রেম বর্দ্ধতে কিমেতদদ্ভুতং, কিঞ্চ সাত্মনঃ মৎসহিতস্যাপি তেষু কৃষ্ণবৎ প্রেম কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমে মায়ার কিছু অংশ অপগত হইলে বিরোধ-দর্শনোত্থ তাঁহার চিন্তা বলিতেছেন—'কিম্ এতৎ', একি আশ্চর্য্য! 'বাসুদেবে ইব'—নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা সর্ব্বাশ্রয় বাসুদেবে পূর্ব্বে যেমন প্রেম ছিল, অধুনা ব্রজবাসী গোপাদি সকলের আপন আপন সন্তানের প্রতি তদ্রূপ প্রেমের বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! 'সাত্মনঃ' —আরও, আমারও সেই সকল বালকের প্রতি কৃষ্ণের মত প্রেম বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহার কারণই বা কি? ৩৬ ॥

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী॥৩৭

অন্বয়ঃ—ইয়ং মায়া কা দৈবী বা নারী (নরসম্বন্ধিনী বা) উত (অথবা) আসুরী (মায়া ভবতি) কুতঃ (কস্মাৎ) আয়াতা বা প্রায়ঃ (সম্ভাবনায়াং) মে ভর্ত্তুঃ (মমাধীশ্বরস্য কৃষ্ণস্য) মায়া অস্তু (মায়া ভবেৎ যতঃ) অন্যা (মায়া) মে অপি (মমাপি) বিমোহিনী ন (ন ভবতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এই মায়া কীদৃশী? দেব, মনুষ্য বা অসুর, কাহার কৃত? কোথা হইতেই বা উপস্থিত হইল? সম্ভবতঃ ইহা আমার অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মায়া হইবে। কারণ অন্যমায়া আমাকে মুগ্ধ করিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু সর্ব্বজ্ঞতয়ৈব কারণমস্য জ্ঞাস্যামীতি ক্ষণং পরামৃশ্য দ্বিতীয়মায়াংশোপরমে সতি মায়েয়মিতি নিশ্চিত্য সা কীদৃশী কুতস্ত্যা কিং সম্বন্ধিনীতি পুনর্বিতর্কয়তি কেয়ং মায়া? কুতো হেতোঃ? কুতো দেশাদ্বা? দৈবীতি দেবা ব্রহ্মাদ্যাএব কিমৈশ্বর্য্যপরীক্ষণার্থং বৎসবালকা ভূত্বা অস্মাকং চিত্তং স্বেষু স্নেহয়ন্তি নৈতে শ্রীদামাদ্যাঃ। নারীতি নরা ঋষ্যাদয় এব কিং জ্ঞানপরীক্ষার্থমেতে বৎসাদ্যা অভূবন্। আসুরীতি অসুরাঃ কংসাদয় এব কিং বলেনাপারয়ন্তশ্ছলেনাস্মাকং হিংসার্থমেতেঽভূবন্নিতি বহুধা বিকল্প্য তৃতীয়মায়াংশোপরমে সতি পুনঃ সম্ভাবয়তি প্রায় ইতি। মে ভর্ত্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মায়া ইয়ং মহাযোগমায়াখ্যা শক্তিরসাধারণী যস্যাঃ খলু মায়ানিয়ন্তৃত্ববস্মাসু বিশুদ্ধঘনচিৎস্বপ্যধিকারঃ। অস্ত্বিতি সম্ভাবনায়াং লোট্। নান্যেতি কা নাম সা মায়া মমাপি মোহিনী যতো মদংশস্য মহৎস্রষ্টুঃ পুরুষস্যাপি মায়য়া ব্রহ্মাদিকং সর্ব্বজগন্মোহিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা হউক, সর্ব্বজ্ঞতা শক্তির দ্বারাই ইহার কারণ নিরূপণ করিব', শ্রীবলদেব এইরূপ ক্ষণকাল পরামর্শ করায় দ্বিতীয় মায়াংশ অপগত হইলে, স্থির করিলেন—ইহা মায়া, কিন্তু কি প্রকার, কোথা হইতে আসিল এবং কাহার মায়া, এই বিষয়ে পুনরায় বিতর্ক করিতেছেন—'কেয়ং', ইহা কোন্ মায়া? কোন্ দেশ হইতে কি হেতু কেনই বা আসিল? 'দৈবী'—ব্রহ্মাদি দেবগণ ঐশ্বর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বৎস ও বালক হইয়া আমাদের চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি উৎপাদন করিবার অভিলাষে এই মায়া বিস্তার করিয়াছে কি? ইহারা কি যথার্থ শ্রীদামাদি নহে? 'নারী'—অথবা ঋষিগণই কি জ্ঞান-পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত এই বৎস ও বালক হইয়াছে? 'আসুরী'—তবে কি কংসাদি অসুরগণই স্বীয় বলে পরাভব করিতে না পারিয়া ছলক্রমে আমাদিগের হিংসা করিবার বাসনায় বৎস ও বালকরূপ ধারণ করিয়াছে? —এইরূপ নানাপ্রকার কল্পনা করিয়া তৃতীয় মায়াংশ অপগত হইলে পুনরায় সম্ভাবনা করিতেছেন—'প্রায়ঃ', তবে নিশ্চয়ই বোধ হয়, মদীয় ভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণেরই

যোগমায়া নাম্নী অসাধারণী শক্তির এই প্রভাব, যেহেতু তাঁহার অধিকার মায়ানিয়ন্তা ও বিশুদ্ধঘন চিৎস্বরূপ আমাদের প্রতিও রহিয়াছে। 'অস্তু'—ইহা সম্ভাবনা অর্থে লোট্ প্রয়োগ। 'নান্যা'—কে সে মায়া, যিনি আমাকেও বিমোহিত করিতে পারে? যেহেতু আমার অংশভূত মহৎস্রষ্টা পুরুষের মায়া দ্বারাই ব্রহ্মাদি নিখিল জগৎ মোহিত হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য দাশার্হো বৎসান্ সবয়সানপি।
সর্ব্বানাচষ্ট বৈকুণ্ঠং চক্ষুষা বয়ুনেন সঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—সঃ দাশার্হঃ (রামঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) সঞ্চিন্ত্য বয়ুনেন চক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুষা) সর্ব্বান্ সবয়সান্ (সহচরান্) বৎসান্ (গোশাবকান্) অপি বৈকুণ্ঠং (শ্রীকৃষ্ণমেব) আচষ্ট (অপশ্যৎ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বলদেব এইরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইলেন যে সমস্ত সহচর ও গো-বৎসগণ শ্রীকৃষ্ণরূপেই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভবতু সমাধায় জ্ঞানদৃষ্ট্যা পুনরপ্যেতান্ নিভালয়ামীতি বিচারে সতি চতুর্থমায়াংশস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছয়ৈব উপরমে সতি তান্ যথার্থান্ কৃষ্ণ-স্বরূপানেতানপশ্যদিত্যাহ—সবয়সানিতি। সমাসান্ত আর্ষঃ। বয়ুনেন সমাহিতজ্ঞানময়েন চক্ষুষা, বৈকুণ্ঠং শ্রীকৃষ্ণমেবাপশ্যৎ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাহা হউক্, স্থিরভাবে জ্ঞান-দৃষ্টিতে পুনরায় ইহাদিগকে লক্ষ্য করি'—এইরূপ শ্রীবলদেব বিচার করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় চতুর্থ মায়াংশও উপরত হইলে, তাঁহাদিগকে যথার্থ কৃষ্ণস্বরূপই দর্শন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সবয়সান্', এখানে সমাসান্ত আর্ষপ্রয়োগ। 'বয়ুনেন' অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞানময় নয়ন দ্বারা, বৎস ও বয়স্য-দিগকে 'বৈকুণ্ঠং'—শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপেই দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো ন চৈতে
ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদে-
ত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুণা বলোঽবৈৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (হে প্রভো কৃষ্ণ,) এতে সুরেশাঃ (গোপালকরূপধরাঃ দেবশ্রেষ্ঠাঃ গরুড়াদয়ঃ ইতি যৎ ময়া পূর্ব্বং জ্ঞাতং) ন (ইদানীং তথা ন পশ্যামি) এতে বা ঋষয়ঃ ন (এতে পাল্যমানাঃ গোবৎসাশ্চ নারদাদয়ঃ মহর্ষয়ঃ ইতি যৎপূর্ব্বং জ্ঞাতং তথা ন পশ্যামি কিন্তু) ভিদাশ্রয়ে অপি (পৃথক্ তয়া প্রতীয়মানে অপি এতস্মিন্ গোপালকবৃন্দে বৎসবৃন্দে চ) ত্বং এব ভাসি (ত্বাং এব প্রকাশিতং পশ্যামি অতঃ) ত্বং পৃথক্ (সংবিভক্তঃ) সর্ব্বং বৃত্তং নিগমাৎ (সংক্ষেপতঃ) বদ ইতি (বলদেবেন) উক্তেন (জিজ্ঞাসিতেন) প্রভুণা (কৃষ্ণেন কথিতং সর্ব্বং বৃত্তং) বলঃ অবৈৎ (জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি বলিলেন,—হে প্রভো! শ্রীকৃষ্ণ! আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে এই সকল গোপালক দেবশ্রেষ্ঠ গরুড় প্রভৃতির স্বরূপ এবং গো-বৎসগণও নারদাদি ঋষিস্বরূপ কিন্তু বর্ত্তমানে আমার সেরূপ দর্শন হইতেছে না, পরন্তু পৃথগ্‌রূপে প্রতীয়-মান এই সকলের মধ্যে তোমাকেই প্রকাশিত দেখি-তেছি। অতএব তুমি এ বিষয়ের বিশ্লেষপূর্ব্বক সমস্ত কথা সংক্ষেপে প্রকাশ কর। বলদেবের এরূপ প্রশ্নে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলে তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃষ্ণস্যৈবং বৎসবালবীভাবে কিং কারণম্? কিম্বা প্রয়োজনম্? তে বৎস-বালকা বা ক্ব স্থাপিতা ইতি। বহুতরসমাধিনাপি যৎ স্বয়ং জ্ঞাতুং নেষ্টে, তত্র মায়া ন কারণং কিন্তু স্বয়ং ভগবত কৃষ্ণস্য খল্বৈশ্বর্য্যমসাধারণমিত্থং স্বরূপমেব। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞা অপি নারায়ণাদয়ঃ। পরমেশ্বরাঃ স্বাংশা অপি যদ্বিষয়কমল্পজ্ঞত্বমেব বিভ্রতি নতু সর্ব্ব-জ্ঞত্বং স্বত ইত্যত্র প্রমাণং দ্বারকাবাসিবিপ্রবালকহর্ত্তা ভূমা মহাপুরুষোঽপ্যগ্রত আখ্যাস্যতে, তস্মাৎ শ্রীবল-দেবঃ কৃষ্ণং দৃষ্টৈব সর্ব্বং তত্ত্বমবগতবানিত্যাহ—নৈতে ইতি। সুরেশা ব্রহ্মাদ্যা এব মায়য়া বৎস-বালকাকারা এতে ন সম্ভবন্তি, নাপি ঋষয়ঃ চকা-রান্নাপ্যসুরাঃ, কিন্তু ভিদাশ্রয়েঽপি বিবিধভেদাস্পদেঽপি বৎসবালাদিসমূহে ত্বমেবৈকো ভাসি একস্যাপি তব

পৃথক্ত্বং বৎসবালাদিরূপত্বং সর্ব্বং কথং তন্নিগমাৎ সংক্ষেপাদ্বদেত্যুক্তেন পৃষ্টেন প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বলঃ অবৈৎ ব্রহ্মমোহনাদি বৃত্তং জ্ঞাতবান্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তারপর কৃষ্ণের এইরূপ বৎস ও বালক হইবার কি কারণ? কিম্বা কি প্রয়োজন থাকিতে পারে, আর সেই প্রকৃত বৎস ও বালকগণকেই বা কোথায় স্থাপন করিয়াছেন?' — এই প্রকার বহু চিন্তা করিয়াও শ্রীবলদেব নিজে জানিতে যে সমর্থ হইলেন না, তদ্বিষয়ে মায়া কারণ নহে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অসাধারণ ঐশ্বর্য্য এইরূপ। সর্ব্বত্র সর্ব্বজ্ঞ হইলেও নিজ অংশভূত শ্রীনারায়ণাদি পরমেশ্বরগণও যে শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে অল্পই জানিতে পারেন, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে, এই বিষয়ে প্রমাণ দ্বারকাবাসী মৃত ব্রাহ্মণ-বালকের আনয়নকালে ভূমা-পুরুষ নিজেই বলিবেন। অতএব শ্রীবলদেব বৎস ও বালকদিগকে কৃষ্ণস্বরূপে দেখিয়াই সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'নৈতে' ইত্যাদি, ব্রহ্মাদি দেবগণই মায়ায় বৎস ও বালকের আকার হইয়াছেন, ইহা সম্ভব নহে, ঋষিগণও নহে, কিম্বা অসুরগণও নহে, কিন্তু 'ভিদাশ্রয়োঽপি'—এই প্রকার বিবিধ ভেদাস্পদীভূত বৎস-বালাদিরূপে একমাত্র তুমিই প্রকাশ পাইতেছ। একমাত্র তোমারই এই বৎস ও বালকদিগের রূপ কেন হইল? ইহার তত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণন কর (অর্থাৎ তুমি এক হইয়াও বিবিধ প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছ, সুতরাং এই সকল বৎসাদিরূপ কি কারণে হইল ইহা বল)। এইরূপে শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত শ্রীকৃষ্ণ, বনভোজনাদি বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে শ্রীবলরাম সেই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

———

তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) আত্মমানেন (ব্রাহ্ম্য-কালপরিমাণেন) ত্রুট্যনেহসা (ত্রুটিমাত্রেন কালেন) তাবৎ এত্য (পুনরাগত্য) আব্দং (মনুষ্যকালপরিমাণেন আ অব্দং একবর্ষং যাবৎ) ক্রীড়ন্তং (ক্রীড়ারতমেব) সকলং (কলাঃ অংশাঃ বালকাঃ বৎসাশ্চ নতু বলদেবঃ তদ্দিনক্রীড়ানির্বাহায় রহস্যং কথয়িত্বা বনে তদনয়নাৎ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানং) হরিং (কৃষ্ণং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা নিজ পরিমাণে ত্রুটিমাত্র কাল গত হইলে পুনরায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে মানবের পরিমাণে এক বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত শ্রীহরি স্বকীয় অংশরূপী বালক ও গোবৎসগণের সহিত ক্রীড়ায় রত আছেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মমোহনপ্রসঙ্গ এব গোপ্যাদীনাং মোহনাদিকং বিবৃত্য পুনর্ব্রহ্মণোঽপি বিশেষতো মোহনাদিকং বিবরীতুমারভতে—তাবদিতি। বর্ষে যাতেঽপি আত্মনো মানেন ত্রুট্যনেহসা ত্রুটিমাত্রকালেন অতিশীঘ্রাগমনং মহাভয়েনৈব। যত আত্মনো হরেঃ সকাশাদেব ভবতীতি সঃ। আব্দমেকাব্দপর্য্যন্তং সকলং বৎসবালাদিকং হরিং কৃষ্ণঞ্চ বস্তুতস্তু কলাস্তৎস্বরূপভূতা বৎসবালাদ্যাস্তৎসহিতং দদৃশে দদর্শ। বলদেবস্তু পূর্ব্ববর্ষবত্তস্মিন্নেব জন্মর্ক্ষদিনে শান্তিক-স্নানাদ্যর্থং মাত্রা রক্ষিত ইতি পূর্ব্ববজ্‌জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রহ্মমোহন প্রসঙ্গেই গোপীগণের মোহনাদি বিবৃত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মারও বিশেষভাবে মোহনাদি বর্ণন করিতে আরম্ভ করিতেছেন—'তাবৎ' ইত্যাদি। এইরূপে নরলোকের এক বৎসর গত হইলে, 'আত্মমানেন'—ব্রহ্মা আপন পরিমাণে ত্রুটিমাত্র কাল পরে আগমন করিলেন। মহাভয়েই যেন তাঁহার শীঘ্র আগমন, যেহেতু 'আত্মভূঃ' —আত্মা বলিতে শ্রীহরি, তাঁহার নিকট হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। 'আব্দং সকলং হরিং'—এক বৎসর ব্যাপিয়া সকল অর্থাৎ বৎস-বালকাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে, বস্তুতঃ কলা (অংশ), তাহার সহিত অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপভূত বৎস ও বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ক্রীড়া করিতে দেখিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই দিনেও কিন্তু শ্রীবলদেব জন্ম-নক্ষত্র দিনে শান্তি-স্নানাদির নিমিত্ত মাতা রোহিণী কর্ত্তৃক গৃহেই রক্ষিত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

———

যাবন্তো গোকুলে বালাঃ সবৎসাঃ সর্ব্ব এব হি।
মায়াশয়ে শয়ানা মে নাদ্যাপি পুনরুত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—গোকুলে যাবন্তঃ বালাঃ (আসন্) সবৎসাঃ সর্ব্বেঃ হি (তে) মে (ময়া) মায়াশয়ে (মায়াশয্যায়াং) শয়ানাঃ (শায়িতাঃ) অদ্য অপি পুনঃ ন উত্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন যে —গোকুলে যে সকল বালক ছিল, আমি গোবৎস-গণের সহিত তাহাদিগকে মায়াশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছি, তাহারা আজ পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই ॥৪১

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বাচৈবং ব্যতর্কয়দিত্যাহ দ্বাভ্যাম্। মায়াশয়ে মন্মায়ামোহিতাস্তএব কৃষ্ণেনাত্রানীতা বেতি বিভাব্য মায়িকানাং নাতিনিকটে গত্বা তর্জ্জন্যা সাভিনয়মাহ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, ইহা দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'মায়াশয়ে', যাহারা আমার মায়ায় মোহিত হইয়াছিল, তাহাদিগকেই কি কৃষ্ণ এখানে আনিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া মায়িকদিগের অনতিসন্নিকটে গমনপূর্ব্বক তর্জ্জনীর দ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ বলিতেছেন—'যাবন্তঃ' (গোকুলে যত সংখ্যক বালক ছিল, তাহারা সকলেই মদীয় মায়াশয্যায় শয়ান আছে, অদ্যাপি তাহাদের পুনরুত্থান হয় নাই) ॥ ৪১ ॥

ইত এতেঽত্র কুত্রত্যা মন্মায়ামোহিতেতরে ।
তাবন্ত এব তত্রাব্দং ক্রীড়ন্তো বিষ্ণুনা সমম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইতঃ (হেতোঃ) মন্মায়ামোহিতেতরে (মম মায়ামোহিতবালেভ্যঃ ভিন্নাঃ) তাবন্তঃ এব (তাবৎসংখ্যকা এব) বিষ্ণুনা সমং (কৃষ্ণেন সহ) তত্র আব্দং (বৎসরং যাবৎ) ক্রীড়ন্তঃ (বিহরন্তঃ) অত্র এতে (সবৎসাঃ বালাঃ) কুত্রত্যাঃ (কুতঃ আগতাঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতএব আমার মায়ায় মোহিত বালক-গণের অতিরিক্ত তাহাদের সমসংখ্যক এই সকল বালক এখানে কোথা হইতে আসিয়া একবৎসর যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছে ? ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতঃ প্রদেশাদত্র কিঞ্চিদ্দূরে এতে বৎসবালা বর্ত্তন্ত এব তত্র বিষ্ণুনা সমং ক্রীড়ন্তঃ কুত্রত্যাস্তে কীদৃশা মন্মায়ামোহিতেভ্য এভ্য ইতরে ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতঃ'—আর এই স্থানের কিছু দূরে এই যে বৎস বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইঁহারা কোথাকার ? অর্থাৎ আমার মায়ায় মোহিত বৎস বালক ভিন্ন এই সকল বৎস বালক কোথা হইতে আসিল ? ৪২ ॥

এবমেতেষু ভেদেষু চিরং ধ্যাত্বা স আত্মভূ ।
সত্যাঃ কে কতরে নেতি জ্ঞাতুং নেষ্টে কথঞ্চন ॥৪৩

অন্বয়ঃ—সঃ আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) এবং (পূর্ব্বোক্ত-রূপেণ) এতেষু ভেদেষু (ভিন্নতয়া বর্ত্তমানেষু বালেষু প্রকৃতেষু কৃষ্ণমায়াকল্পিতেষু মধ্যে) কে সত্যাঃ কতরে ন (সত্যাঃ ন) ইতি চিরং ধ্যাত্বা (বহুবিচিন্ত্যাপি) কথঞ্চন জ্ঞাতুং ন ঈষ্টে (ন সমর্থো বভূব) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে ব্রহ্মা বহুকাল চিন্তা করিয়াও প্রকৃত এবং কৃষ্ণ-কল্পিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা অসত্য তাহা কোনরূপেই জানিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতেষু ভেদেষ্বিতি কিমেতে ইহ প্রকৃতাস্তত্রাহ—কৃষ্ণসৃষ্টাঃ। কিংবা এতএব কৃষ্ণ-সৃষ্টাস্তত্র তে প্রকৃতাঃ কিম্বা উভয়ে এব কৃষ্ণসৃষ্টাঃ প্রকৃতাস্তু কৃষ্ণেনৈব ক্বাপি ব্রহ্মাণ্ডান্তরে চালিতাঃ। কিম্বা কৃষ্ণেন বৎসবালানাং প্রকাশদ্বয়ীকরণাৎ উভয়ে এব প্রকৃতাঃ, কিম্বা ময়ি তত্র গত্বা পশ্যতি সতি এত-এব কৃষ্ণেন তত্র নীয়ন্তে পুনরত্রাগচ্ছতি ময়ি তে এবাত্র নীয়ন্তে। ভবতু তর্হি যুগপদেবোভয়ত্র দৃষ্টীনিক্ষিপামীতি তথা কৃত্বাপি তানুভয়ত্র দৃষ্ট্বা চিরং ধ্যাত্বেতি ভবতু স্বীয়-সর্ব্বজ্ঞতয়ৈবাহমবশ্যং জ্ঞাস্যামীতি বহু-সমাধিনাপি জ্ঞাতুং নৈবাশকদিত্যাহ—সত্যা ইতি। এতেষু ভেদেষু মধ্যে সত্যা ভগবৎস্বরূপভূতা ন সত্যা বহিরঙ্গমায়াসৃষ্টা ইতীমং ভেদস্তু কথঞ্চন জ্ঞাতুং সংশয়জ্ঞানবিষয়ীকর্ত্তুমপি নেষ্টে ন শশাক ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতেষু ভেদেষু'—এই বিভিন্ন বৎস ও বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য, কাহারা অসত্য, বহুক্ষণ চিন্তা করিয়াও ব্রহ্মা বুঝিতে পারিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'কে সত্যাঃ কতরে ন', অর্থাৎ এই বৎস বালকাদিই প্রকৃত ? কিম্বা কৃষ্ণসৃষ্ট ? অথবা এইগুলিই কৃষ্ণসৃষ্ট, পরন্তু প্রকৃত বৎস বালক-

দিগকে কৃষ্ণ অন্য কোন ব্রহ্মাণ্ডে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কিম্বা কৃষ্ণই বৎস ও বালকগুলিকে প্রকাশদ্বয়ে বিভক্ত করায় উভয়ই প্রকৃত, অথবা—আমি মদীয় মায়া-মোহিত বৎস-বালকাদি দেখিতে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ এইগুলিকেই সেই স্থানে লইয়া যান, আবার আমি ক্রীড়াকারী বালকাদি দেখিতে আগমন করিলে কৃষ্ণ সে সকল বৎস-বালকাদি এই স্থলে আনয়ন করেন। সে যাহাই হউক, আমি উভয় স্থানেই সমভাবে বৎস বালকাদি দর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিবলে অবশ্য যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিব —এইরূপ বিবেচনায় বহু সমাধি দ্বারাও জানিতে পারিলেন না, ইহা বলিতেছেন—'সত্যাঃ' ইত্যাদি, উভয় স্থানে স্থিত বৎস-বালকাদির মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য, অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপকৃত, আর কোন্‌গুলি মিথ্যা, অর্থাৎ বহিরঙ্গ মায়া-সৃষ্ট—ইহা কোন প্রকারেই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না॥ ৪৩॥

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ॥ ৪৪॥

অন্বয়ঃ—অজঃ অপি (ব্রহ্মা চ) বিমোহং (মোহশূন্যং) বিশ্বমোহনং (বিশ্বস্য মোহজনকং) বিষ্ণুং সম্মোহয়ন্ (সম্মোহয়িতুম্ আরভমাণঃ) স্বয়া এব মায়য়া (বিষ্ণোর্মায়য়া এব) স্বয়ং এব এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) বিমোহিতঃ (মোহগ্রস্তঃ বভূব)॥ ৪৪॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা স্বয়ং মোহহীন, পরন্তু বিশ্বের মোহজনক শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া বিষ্ণুর মায়াবলে স্বয়ংই এইরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন॥ ৪৪॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ব্রহ্মা মোহসমুদ্রাবর্ত্তে নিপপাতেত্যাহ—এবমিতি। সম্মোহয়ন্ বৎসবালস্তেয়েন মোহয়িতুমুপক্রমমাণঃ অজো ব্রহ্মাপি স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়মেব বিষ্ণৌ প্রযুক্তয়া হেতুনা বিমোহিতঃ ভগবন্মায়য়া বিশেষেণৈব মোহিতঃ। মোহিতস্যাপি ব্রহ্মণ এবং বিহ্বলীকরণরূপে বিমোহনে ভগবতি মায়াপ্রয়োগরূপোঽপরাধ এব কারণমিত্যর্থঃ। ন তু স্বমায়য়ৈব ব্রহ্মা বিমোহিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। মায়য়াঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাসম্ভবাৎ উত্তরশ্লোকে দৃষ্টান্তবিরোধাচ্চ॥ ৪৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর ব্রহ্মা মোহ-সমুদ্রের আবর্ত্তে নিপতিত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'এবং সম্মোহয়ন্', বৎস-বালক চৌর্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া, 'অজঃ স্বয়ৈব মায়য়া' —ব্রহ্মাও বিষ্ণুর উপর মায়া বিস্তার করিতে যাইয়া, 'বিমোহিতঃ'—স্বয়ংই ভগবন্মায়া দ্বারা বিশেষরূপে মোহিত হইলেন। মোহশূন্য ভুবনমোহন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মায়া-প্রয়োগরূপ অপরাধই ব্রহ্মার মোহিত হইবার কারণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু নিজ মায়ার দ্বারাই ব্রহ্মা বিমোহিত হইলেন—এরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না, কারণ মায়ার নিজ আশ্রয়কে মোহিত করিবার সামর্থ্য নাই এবং পরবর্ত্তী শ্লোকে দৃষ্টান্ত বিরোধ হয়॥ ৪৪॥

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈস্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥ ৪৫॥

অন্বয়ঃ—তম্যাং (তামস্যাং রাত্রৌ) নৈহারং (হিমজাতং) তমোবৎ (অন্ধকারবৎ) অহনি (দিবসে সূর্য্যালোকে) খদ্যোতার্চ্চিঃ (খদ্যোতদীপ্তিঃ) ইব মহতি (মহাপুরুষে) যুঞ্জতঃ (পুংসঃ) ইতরা (নীচা) মায়া (তত্র ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং সমর্থা ভবতি অপি তু) আত্মনি (স্বস্মিন্ এব) ঐশং (সামর্থ্যং) নিহন্তি (নাশয়তি)॥ ৪৫॥

অনুবাদ—হিমজনিত অন্ধকার যেরূপ তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না, পরন্তু গাঢ়ই করিয়া থাকে, কিম্বা দিবাভাগে খাদ্যোতের (জোনাকি পোকার) আলোক সূর্য্যালোকের নিকট যেরূপ তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকৃষ্টা মায়া মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া কিছুই করিতে পারে না, পরন্তু নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে॥ ৪৫॥

বিশ্বনাথ—মহামায়াবিনি ভগবত্যন্যমায়া আবরণবিক্ষেপৌ কর্ত্তুমশক্নুবতী স্বাশ্রয়মেব তিরস্করোতীতি দৃষ্টান্তাভ্যামাহ,—তম্যাং তামস্যাং রাত্রৌ নৈহারং তমোবৎ নীহারসম্বন্ধিতম ইব। ইবার্থেঽত্র বচ্ছব্দঃ। "ইব বদ্বা চ সাদৃশ্যে" ইত্যভিধানাৎ। নৈহারং তমো

যথা তমীমাবরীতুমসমর্থং তমীতমঃ সান্দ্রীকৃত্য তেন স্বমেবাবৃণোতি নীহারঞ্চ তিরস্করোতি, তথৈব ব্রহ্মমায়া ভগবন্তং মোহয়িতুমসমর্থা ভগবদৈশ্বর্য্যমেব বিপুলীকৃত্য স্বমাবৃতবতী ব্রহ্মাণমেব তিরশ্চকারেতি। দৃষ্টান্তেঽস্মিন্নংশেন ব্রহ্মমায়ায়া অপি হেতুত্বমস্তীত্যপরিতুষ্যন্ দৃষ্টান্তান্তরমাহ—খদ্যোতেতি। রাত্রৌ যথা প্রদ্যোততে তথা দিবসেঽপি মৎপ্রভা প্রদ্যোততামিতি খদ্যোতেন প্রযুক্তাপি প্রভা দিবসে উদ্ভবিতুমেব ন শক্নোতি, প্রত্যুত তমেব ভ্রষ্টতেজসং সর্ব্বান্ জ্ঞাপয়তি, তথৈবান্যত্রৈশ্বর্য্যবানপি ব্রহ্মা ভগবত্যপি মায়য়া নিজৈশ্বর্য্যং প্রকটয়িতুকামো ভ্রষ্টতেজা এবাভূদিত্যতো মহতি পুরুষে ইতরমায়া কর্ত্রী আত্মনি আত্মানং যুঞ্জতঃ স্বং প্রযুঞ্জানস্য পুংসঃ ঐশ্যমৈশ্বর্য্যং নিহন্তি।।৪৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহামায়াবী শ্রীভগবানের প্রতি অন্যমায়া আবরণ বা বিক্ষেপ কিছুই করিতে অসমর্থ হইয়া স্বাশ্রয়কেই তিরস্কৃত করে, ইহা দুইটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বলিতেছেন—'তম্যাং', তামসী রাত্রিতে 'নৈহারং তমোবৎ'—নীহার-সম্বন্ধি অন্ধকারের ন্যায়। এখানে 'ইব' অর্থে 'বৎ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অভিধানে বলা হইয়াছে—'ইব, বৎ, বা ইহারা সাদৃশ্য অর্থে প্রযুক্ত হয়।' অর্থাৎ অন্ধকার রাত্রিতে হিমকণ-সমুদ্ভূত অন্ধকার যেমন রাত্রিকে আবরণ করিতে পারে না, পরন্ত সে নিজেই তাহাতে লীন হইয়া রাত্রিগত অন্ধকারকে ঘনীভূত করিয়া হিমকণাকেই আবরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মমায়া ভগবান্‌কে মোহিত করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবদৈশ্বর্য্যকেই বৃদ্ধি করতঃ নিজেকে আবৃত করিয়া ব্রহ্মাকেও তিরস্কার করিতেছে। এই দৃষ্টান্তে আংশিকভাবে ব্রহ্মমায়ারও হেতুত্ব রহিয়াছে, এইজন্য অপরিতুষ্ট হইয়া অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'খদ্যোতার্চ্চিঃ', খদ্যোত (জোনাকি পোকা) রাত্রিতে যেমন আলোক দান করে, সেইরূপ দিবসেও আমার প্রভা বিস্তৃত হউক, এই মনে করিয়া খদ্যোত কর্ত্তৃক প্রযুক্ত প্রভা দিবসে প্রকাশিত হইতেই পারে না, বরঞ্চ সূর্য্যকিরণেই লীন হইয়া নিজকে ভ্রষ্টতেজস্বরূপে সকলকে জানাইয়া দেয়, তদ্রূপ অন্যত্র ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও ব্রহ্মা শ্রীভগবানের উপরেও মায়ার দ্বারা নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকট করিতে ইচ্ছুক হইয়া ভ্রষ্টতেজস্কই হইয়াছেন। যেহেতু মহান্ পুরুষের প্রতি প্রযুক্ত নিকৃষ্টমায়া মায়াপ্রয়োগকারীর স্বীয় ঐশ্বর্য্যই (সামর্থ্যই) নষ্ট করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যদপি আশ্চর্য্যমাহ) তৎক্ষণাৎ পশ্যতঃ অজস্য (সমীপে) সর্ব্বে বৎসপালাঃ (বৎসাশ্চ পালকাশ্চ) ঘনশ্যামাঃ (মেঘবর্ণাঃ) পীতকৌশেয়বাসসঃ (পীতবর্ণ-কৌশেয়-বস্ত্রধারিণ) ব্যদৃশ্যন্ত (দৃষ্টাঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা এরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখেই সমস্ত বৎস ও পালকগণ জলধর-শ্যাম বিগ্রহ ও পীতবর্ণ-কৌশেয়-বসন-পরিহিতরূপে দৃষ্ট হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তাবদিতি। যাবদেবং ব্রহ্মা মীমাংসমানো ব্যামুহ্যতি স্মেত্যর্থঃ। বৎসাঃ পালাশ্চ পশ্যতোঽজস্য পশ্যন্তমপ্যজমনাদৃত্যেতি। ভোঃ সত্যলোকবাসিন্ অজ, সত্যং ত্বমজ এবাসি ঈদৃশ্যৈব বুদ্ধ্যা বিশ্বং সৃজসি অস্মান্মায়য়া মোহয়িতুমিচ্ছসি কথঞ্চিৎ জ্ঞাতুমপি তাবন্ন শক্নোসি। পশ্যেতি ব্যদৃশ্যন্ত বয়ং বৃন্দাবনীয়া-স্তৃণং চরন্তো বৎসা অপি বৎসাংশ্চারয়ন্তো গোপবালা অপি এবং ভবামেতি জ্ঞাপয়ন্ত ইব তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ স্বয়মেবাভূবন্ স্বপ্রকাশত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাবৎ'—যখন ব্রহ্মা এই প্রকার বিতর্ক করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন তৎকালে, 'বৎসপালাঃ'—কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎসগণ ও বালকসকল, 'পশ্যতঃ অজস্য'—দর্শনকারী ব্রহ্মাকে অনাদর করিয়া, "ওহে সত্যলোকবাসিন্ অজ! তুমি সত্যই অজ (ছাগ) বটে। ঈদৃশী বুদ্ধির দ্বারাই বোধ হয় বিশ্ব সৃজন করিয়া থাক, যেহেতু আমাদিগকে মায়াদ্বারা মোহিত করিতে বাসনা করিয়াছ, আমরা কে ইহা তুমি কি কোন প্রকারে জানিতে পারিতেছ না, অতএব দেখ আমরা কে"। 'ব্যদৃশ্যন্ত'—আমরা তৃণভক্ষণকারী বৃন্দাবনীয় গো-বৎসগণও এবং বৎসচারণকারী গোপবালকগণও এইরূপ হই, ইহা জানাইবার জন্যই যেন তৎক্ষণাৎ শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি ও

পীত-কৌশেয় বসনধারীরূপে স্বয়ং ব্রহ্মার দৃষ্টিপথে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, যেহেতু তাঁহারা স্বপ্রকাশ —এই ভাবার্থ ॥ ৪৬ ॥

চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্র গদারাজীবপাণয়ঃ ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো হারিণো বনমালিনঃ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্ন-কম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ ।
নূপুরৈঃ কটকৈর্ভাতাঃ কটিসূত্রাঙ্গুলীয়কৈঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) চতুর্ভুজাঃ শঙ্খচক্রগদারাজীবপাণয়ঃ কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ হারিণঃ বনমালিনঃ (অপিচ) শ্রীবৎসাঙ্গদদোরত্নকম্বুকঙ্কণপাণয়ঃ (শ্রীবৎসপ্রভাযুক্তানি অঙ্গদানি কেয়ূরাণি দোঃষু বাহুষু যেষাং তে তথা রত্নময়ানি কম্বুবৎ ত্রিধারাণি কঙ্কণানি পাণিষু তেষাং তে চ তে চ) নূপুরৈঃ কটকৈঃ (পাদবলয়ৈঃ) কটিসূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ ভাতাঃ (শোভিতাঃ) (ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ। তাঁহাদের ভুজ-চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম; মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনমালা বিরাজমান। তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণস্তনের উপরিভাগে শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী, বাহুতে রত্নময় অঙ্গদ ত্রিরেখাঙ্কিত, কণ্ঠে কৌস্তুভ, হস্তে কঙ্কণ, পদদেশে নূপুর ও পাদবলয়, কটিতে সূত্র এবং অঙ্গুলীসমূহে অঙ্গুরীয়ক সকল শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৭-৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীর্লক্ষ্মী-রেখা তদ্‌যুক্তানি বৎসানি বক্ষাংসি যেষাং তে চ। অঙ্গদযুক্তা দোষো বাহবো যেষাং তে চ রত্নং কৌস্তুভস্তদ্‌যুক্তাঃ কম্ববঃ অতিশয়োক্ত্যা ত্রিরেখাঙ্কিতাঃ কণ্ঠা যেষাং তে চ। কঙ্কণযুক্তা পাণয়ো যেষাং তে চ তে। কটকৈঃ পাদবলয়ৈঃ ॥ ৪৭-৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণস্তনের উপরিভাগে শ্রীবৎস অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত্ত সূক্ষ্ম রোমাবলী কিংবা লক্ষ্মীরেখাযুক্ত বক্ষঃস্থল, বাহুতে অঙ্গদ, ত্রিরেখাঙ্কিত কণ্ঠে কৌস্তুভরত্ন, হস্তে কঙ্কণ, পদদেশে নূপুর ও পাদবলয় শোভা পাইতেছিল ॥ ৪৭-৪৮ ॥

আঙ্ঘ্রিমস্তকমাপূর্ণাস্তুলসী নবদামভিঃ ।
কোমলৈঃ সর্ব্বগাত্রেষু ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) ভূরিপুণ্যবদর্পিতৈঃ (বহুজন্মার্জ্জিত-পুণ্যশালিজনপ্রদত্তৈঃ) আঙ্ঘ্রিমস্তকং (অঙ্ঘ্রিতঃ পদাৎ আরভ্য মস্তকং যাবৎ) সর্ব্বগাত্রেষু কোমলৈঃ তুলসী-নব-দামভিঃ (নূতনগ্রথিত তুলসীমাল্যৈঃ) আপূর্ণাঃ (ব্যাপ্তাঃ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—প্রচুর পুণ্যশীল জনগণের প্রদত্ত সুকোমল-নূতন তুলসীমাল্যে তাঁহাদের পদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—ভূরিপুণ্যানি শ্রবণকীর্ত্তনাদিভজনানি তদ্বতা ভক্তসহস্রেণার্পিতৈঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভূরিপুণ্যানি'—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা ভজন-পরায়ণ ভক্তগণ কর্ত্তৃক অর্পিত কোমল তুলসীপত্রের মালায় তাঁহাদিগের আপাদমস্তক সমস্ত দেহ ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৪৯ ॥

চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ ।
স্বকার্থানামিব রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকাঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ (জ্যোৎস্নাশুদ্ধহাসৈঃ) সারুণাপাঙ্গবীক্ষিতৈঃ (সহারুণ-গুণেন বর্ত্তমানা যে অপাঙ্গাঃ তৈর্বীক্ষিতৈঃ) রজঃসত্ত্বাভ্যাং (গুণাভ্যাং) স্বকার্থানাং (স্বভক্তমনোরথানাং) স্রষ্টৃপালকাঃ (অপাঙ্গবীক্ষণরূপরজোগুণেন স্রষ্টার ইব হাসরূপসত্ত্বগুণেন পালকতুল্যাশ্চ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা জ্যোৎস্নাতুল্য নির্ম্মল হাস্যরূপ সত্ত্বগুণে এবং অরুণবর্ণ নেত্র-প্রান্তের অবলোকনরূপ রজোগুণে যেন স্বীয় ভক্তজনের মনোবাঞ্ছা সৃজন ও পালন করিতেছিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—চন্দ্রিকাবৎ বিশদং যথা স্যাত্তথা স্মেরয়ন্ত ইতি চন্দ্রিকাবিশদস্মেরাণি মৃদুপাচক ইতিবৎ সমাসঃ। অরুণাপাঙ্গেন সহ বর্ত্তমানানি যানি সম্মুখবীক্ষিতানি তৈঃ স্বকার্থানাম্ অনুকম্পনীয়স্বভক্তমনোরথানাং রজঃসত্ত্বাভ্যাং স্রষ্টৃপালকা ইব ব্যদৃশ্যন্ত রজসেবারুণগুণেন স্রষ্টার ইব সত্ত্বেনেব বিশদস্মিতেন পালকা ইব ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চন্দ্রিকাবিশদস্মেরৈঃ'—

জ্যোৎস্নার ন্যায় নির্ম্মল হাস্য দ্বারা, এখানে 'মৃদু-পাচক'-শব্দের ন্যায় সমাস হইয়াছে। 'সারুণাপাঙ্গ-বীক্ষিতৈঃ'—অরুণবর্ণ নেত্রপ্রান্তের সহিত বর্ত্তমান যে অবলোকন, তাহাদের দ্বারা স্বীয় ভক্তগণের স্রষ্টা ও পালকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিলেন। অর্থাৎ অরুণ-বর্ণযুক্ত কটাক্ষ-দৃষ্টি দ্বারা এবং চন্দ্রিকাসদৃশ বিশদ হাস্য দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন রজঃ ও সত্ত্বগুণে স্বীয় ভক্তগণের মনোরথ সমূহের সৃজন ও পালন করিতেছেন, অর্থাৎ রজোগুণ-সদৃশ অরুণ বর্ণ-সমন্বিত অপাঙ্গ দৃষ্টির দ্বারা স্বভক্তদিগের মনোরথের স্রষ্টা এবং সত্ত্বগুণতুল্য চন্দ্রনিভ বিশদ হাস্য দ্বারা আপন ভক্তগণের মনোরথ-সকলের পালকরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিশ্চরাচরৈঃ ।
নৃত্যগীতাদিনৈকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথগুপাসিতাঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ চরাচরৈঃ (কর্ত্তৃভিঃ) নৃত্যগীতাদিনৈকার্হৈঃ (নৃত্যগীতাদি বহুবিধোপচারৈঃ) পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ (আরোধিতাঃ ব্যদৃশ্যন্ত) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবরজঙ্গম সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপাচারের দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে উপাসনা করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মাত্র ব্রহ্মা। নৈকার্হৈঃ অনেকার্হণৈঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মাদি'—আত্মা বলিতে এখানে ব্রহ্মা। 'নৈকার্হৈঃ'— বহুবিধ উপচারের দ্বারা। (আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত বিশ্বচরাচর মূর্ত্তিমান হইয়া নৃত্য, গীত প্রভৃতি বিবিধ পূজোপকরণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহাদিগের উপাসনা করিতেছিলেন।) ॥ ৫১॥

অণিমাদ্যৈর্মহিমভিরজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ ।
চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতা মহদাদিভিঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অণিমাদ্যৈঃ (অণিমা প্রভৃতিভিঃ) মহিমভিঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) অজাদ্যাভিঃ বিভূতিভিঃ (মায়া-বিদ্যাদিভিঃ শক্তিভিঃ) মহদাদিভিঃ চতুর্ব্বিংশতিভিঃ তত্ত্বৈঃ পরীতাঃ (বেষ্টিতাঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা অণিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—মহিমভিরৈশ্বর্য্যৈঃ। অজা মায়া তদাদ্যাভিঃ শক্তিভিঃ। চতুর্ব্বিংশতিভিরিতি মহত্তত্ত্বসূত্রতত্ত্বয়োঃ পার্থক্যবিবক্ষয়া। তত্ত্বৈর্জগৎকারণৈঃ ॥৫২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহিমভিঃ'—ঐশ্বর্য্যসমূহের দ্বারা। 'অজাদ্যাভিঃ'—মায়া, অবিদ্যা ইত্যাদি শক্তি-সমূহের দ্বারা, 'চতুর্ব্বিংশতিভিঃ'—এখানে মহত্তত্ত্ব ও সূত্রতত্ত্বের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বলা হইল। 'তত্ত্ব' বলিতে জগতের কারণ-সমূহ। (তাহারা সকলেই অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য, শ্রীদেবী প্রভৃতি নবশক্তি বা দ্বাদশ শক্তি ও মহদাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব সকলে পরিবেষ্টিত ছিলেন।) ॥ ৫২ ॥

কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ ।
স্বমহিধ্বস্তমহিভির্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাসিতাঃ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্বমহিধ্বস্তমহিভিঃ (স্বমহিম্না ভগবন্মহিম্না ধ্বস্তমহিভিঃ তিরস্কৃত স্বাতন্ত্র্যৈঃ) মূর্ত্তিমদ্ভিঃ (সবিগ্রহৈঃ) কালস্বভাবসংস্কার-কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ (পদার্থৈঃ) উপাসিতাঃ (আরাধিতাঃ বভূবুঃ) ॥৫৩॥

অনুবাদ—ভগবানের মহিমা-বলে যাঁহাদের স্বতন্ত্রভাব দূরীভূত হইয়াছে, সেইসকল কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম এবং গুণ প্রভৃতি পদার্থসকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহাদের উপাসনা করিতেছিল ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—কালাদিভিশ্চ তৎসহকারিভিঃ। অত্র স্বভাবঃ পরিণামহেতুঃ। সংস্কার-উদ্বোধকঃ। স্বমহিধ্বস্তমহিভির্ভগবন্মহিম্না তিরস্কৃতস্বাতন্ত্র্যৈঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাদি'—তৎসহকারি। এখানে 'স্বভাব' বলিতে যাহা পরিণাম-হেতু। সংস্কার— উদ্বোধক। 'স্বমহিধ্বস্ত-মহিভিঃ'—ভগবানের মহিমা দ্বারা যাহাদের স্বতন্ত্রতা তিরোহিত হয়, সেই কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম্ম ও গুণাদি পদার্থ-সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঐ সকল স্বরূপের উপাসনা করিতেছিল ॥ ৫৩ ॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ অপি উপনিষদ্ দৃশাং (জ্ঞানিনাং সমক্ষে) অস্পৃষ্টভূরি-মাহাত্ম্যাঃ (অস্পৃষ্টানি অলব্ধানি ভূরীণি বহূনি মাহাত্ম্যানি যেষাং তে তাদৃশাঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দময়, অদ্বিতীয় বিগ্রহ হইলেও জ্ঞানিগণের নিকটে তাঁহাদের অনেক মাহাত্ম্য প্রকাশিত ছিল ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—নচৈতৎ সর্ব্বং ভগবতা মায়য়া দর্শিত-মিতি মন্তব্যমিত্যাহ—সত্যেতি। সত্যাশ্চ জ্ঞান-রূপাশ্চ অনন্তাশ্চ আনন্দরূপাশ্চ তত্রাপি তদেকমাত্রা-বিজাতীয়-সন্তেদরহিতাঃ তত্রাপ্যেকরসাঃ কাল-পরিচ্ছেদাভাবাৎ সদৈকরূপা মূর্ত্তয়ো বপূংষি যেষাং তে। যদ্বা, "সত্যং বিজ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেতি, আনন্দং ব্রহ্মণো রূপ"-মিত্যাদি শ্রুত্যুক্তং সত্যাদিরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব মূর্ত্তয়ো যেষাং তে। ননু দৃশ্যত্ব-বহুত্ব-বিবি-ধত্বাদিকং ব্রহ্মণো নৈব স্তুবতে বেদান্তদর্শিনস্তত্রাহ—অস্পৃষ্টেতি। উপনিষদঃ পশ্যন্তি ভক্ত্যভাবান্নতু তদর্থং জানন্তীত্যুপনিষদ্দৃশো দার্শনিকাস্তেষাং তৈর্ন স্পষ্টমপি ভূরিমাহাত্ম্যং যেষাং তে। "ভক্ত্যাহ-মেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" ইতি। "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপ-মস্য, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বা"মিতি। "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা"দিতি "আনন্দমাত্রমজরং পুরাণমেকং সন্তং বহুধা দৃশ্যমান"মিতি "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিক"মিতি। "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানো-পাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃচিৎ। পরমানন্দ-সন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধং ব্রহ্মণোঽপ্যপ্রাকৃতরূপগুণাদিমত্ত্বং তদিচ্ছয়া ভক্তিমচ্চক্ষুর্গম্যমস্তীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সমস্তই ভগবান্ মায়ার দ্বারা দেখাইতেছেন, এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে, ইহা বলিতেছেন—'সত্য' ইত্যাদি। যাহা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র বা বিজাতীয় ভেদরহিত ও সদা একমূর্ত্তিধারী, অর্থাৎ সেই বৎস ও বালকদিগের মূর্ত্তিসকল কালেরও কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব-প্রযুক্ত অকল্পিত বলিয়া সত্য, স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন জড়তা-রহিত-প্রযুক্ত জ্ঞানরূপ, যাহা প্রায় পরিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ হইলেও অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে ব্যাপকত্বহেতু অনন্ত, যে মূর্ত্তির সর্ব্ব অংশগুলি নিরুপাধি পরম প্রেমাস্পদ বলিয়া আনন্দমাত্র এবং যাহা একরস অর্থাৎ কালের কারণত্ব ও আশ্রয়ত্ব নিবন্ধন অকল্পিত হেতু সদা একরূপ বিশিষ্ট। অথবা—'সত্য বিজ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' এবং 'আনন্দই ব্রহ্মের রূপ'—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিতে যাঁহাকে সত্যাদিরূপে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেই এই বৎস ও বালকগণ। যদি বলেন—দেখুন, বেদান্তদর্শিগণ ব্রহ্মের দৃশ্যত্ব, বহুত্ব বিবিধত্বাদি কখনই স্বীকার করেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অপৃষ্ট'-ইত্যাদি। 'উপনিষদ্দৃশাম্'—উপনিষদ্ দর্শ-নই করেন, কিন্তু ভক্তির অভাবহেতু তাহার অর্থ যাঁহারা জানেন না সেই উপনিষদ্ দ্রষ্টা দার্শনিকগণ কৃষ্ণরূপী বৎস-বালকগণের অনন্ত মাহাত্ম্য মনে ধারণা করা দূরের কথা, মনের দ্বারা স্পর্শ করিতেও সক্ষম নহেন, এতাদৃশ রূপসকল ব্রহ্মার সমীপে দৃশ্য-মান হইতে লাগিলেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—'এক-মাত্র সশ্রদ্ধ ভক্তির দ্বারাই আমি গ্রহণীয়' (১১।১৪।২১) 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (শ্রীগীতা ১৮।৫৫), অর্থাৎ আমি যেরূপ বিভূতিসম্পন্ন ও স্বরূপতঃ যাহা হই, আমাকে জ্ঞানিগণ ভক্তির দ্বারাই যথার্থরূপে জানিতে পারেন। "ন চক্ষুষা পশ্যতি" (মুণ্ডক ৩।২।৩), অর্থাৎ এই পরমেশ্বরের রূপ প্রাকৃত চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না, এই আত্মা যাঁহাকে যোগ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট স্বীয় স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশিত করেন। "তমোগুণের পরপারে যিনি আদিত্যবর্ণ", "যিনি আনন্দমাত্র, অজর, পুরাণপুরুষ, বহুরূপে দৃশ্যমান", "বহুমূর্ত্তি হইলেও যিনি একমূর্ত্তি" ইত্যাদি। এবং "সেই পরমাত্মার বিগ্রহসকল নিত্য, শাশ্বত, হানো-পাদন-রহিত, কখনই প্রকৃতি-সম্ভূত নহে। তাহা পরমানন্দময় এবং জ্ঞানমাত্র"—ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেরও অপ্রাকৃত রূপ ও গুণ তাঁহার ইচ্ছায় ভক্তিমান্ জনের নয়নের বিষয়ীভূত হন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৫৪ ॥

———

এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মনোঽখিলান্ ।
যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি সচরাচরম্ ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য ভাসা ইদং সচরাচরং সর্ব্বং (বিশ্বং) বিভাতি অজঃ (ব্রহ্মা) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) অখিলান্ আত্মনঃ (নিখিলান্ বৎসান্ বৎসপান্ চ ব্যাপ্য) পরং ব্রহ্ম সকৃৎ (একবারং) দদর্শ ॥৫৫

অনুবাদ—যাঁহার প্রকাশে চরাচর সমগ্র বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা সেই পরমব্রহ্ম ও তদাত্মক নিখিল গোবৎস ও বৎসপালগণকে একবার দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—যস্য পরব্রহ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ —'যস্য'—যে পরব্রহ্মের প্রকাশে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে, সেই পরব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরব্রহ্মাত্মক নিখিল বৎস ও বালকসকলকে ব্রহ্মা এক সময়েই দর্শন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ততোঽতিকুতুকোদ্‌বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ ।
তদ্ধাম্নাভূদজস্তূষ্ণীং পূর্দ্দেব্যন্তীব পুত্রিকা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) অতিকুতুকোদ্‌বৃত্যস্তিমিতৈকাদশেন্দ্রিয়ঃ (অতি কৌতুকেন উদ্‌বৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতান্যানন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ উদ্‌বৃত্ত ইতি পাঠে অতিকুতুকেন ক্ষুভিতঃ) অজঃ (ব্রহ্মা) (তেষাং) ধাম্না (তেজসা) পূর্দ্দেব্যন্তি (পূর্দ্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রাম্যদেবতা তস্যা অন্তি সমীপে) পুত্রিকা (বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকা) ইব তূষ্ণীং অভূৎ (বক্তুং চেষ্টিতুং চাশক্তোঽভূৎ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর অত্যন্ত আশ্চর্য্যবশতঃ ব্রহ্মার চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকিল এবং আনন্দে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি স্তব্ধীভূত হইল। তিনি ঐ সকল বৎস ও বৎসপালগণের তেজঃ প্রভাবে বহুলোকের পূজনীয়া গ্রাম্যদেবতার সমীপে অপূজ্যা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতিকৌতুকেন উদ্ধৃত্যানি বিলোড্যানি স্তিমিতানি আনন্দস্তব্ধানি একাদশেন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ। উদ্‌বৃত্ত ইতি পাঠে অতি কুতুকেন ক্ষুভিতঃ তেষাং ধাম্না তেজসা তূষ্ণীং কিমপি বক্তুং চেষ্টিতুঞ্চাশক্তোঽভূৎ। অত্র দৃষ্টান্তঃ পূর্দ্দেবী বহুলোকৈঃ পূজ্যমানা গ্রামদেবতা তস্যা অন্তি নিকটে পুত্রিকা বালকেন খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃণ্ময়ী পঞ্চালিকেব ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অতিকৌতুকেন উদ্ধৃত্য'—অতি আশ্চর্য্যহেতু ব্রহ্মার চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে থাকিল এবং আনন্দে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়-বৃত্তি স্তব্ধীভূত হইল। 'উদ্‌বৃত্ত'—এইরূপ পাঠে অতি-কৌতুকে ক্ষুভিত অর্থাৎ ব্রহ্মা তাহা দর্শন করায় অতি কুতূহল-বশতঃ তাঁহার একাদশ ইন্দ্রিয় সকল আনন্দে স্তব্ধ হইল এবং 'তদ্ধাম্না'—সেই বৎস-বালকদিগের তেজে অভিভূত হইয়া কোন বাক্য-বর্ণনে বা হস্ত-পদাদি সঞ্চালনে অসমর্থ হইলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'পূর্দ্দেব্যন্তি পুত্রিকা ইব', অর্থাৎ যেন বহুজন কর্ত্তৃক পূজিতা গ্রাম্যদেবতার সমীপে বালক কর্ত্তৃক খেল্যমানা অপূজিতা ক্ষুদ্রা মৃণ্ময়ী পুত্তলিকা অবস্থান করিতেছে ॥ ৫৬ ॥

ইতীরেশেঽতর্ক্যে নিজমহিমনি স্বপ্রমিতিকে
পরত্রাজাতোঽতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ ।
অনীশেঽপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাজো জ্ঞাত্বা সপদি পরমোঽজাজবনিকাম্ ॥৫৭

অন্বয়ঃ—ইতি (পূর্ব্বরীত্যা) অতর্ক্যে (তর্কাগোচরে) নিজ মহিমনি (দর্শিত-চতুর্ভুজাদিরূপস্বমহৈশ্বর্য্যে) স্বপ্রমিতিকে (স্বপ্রকাশসুখরূপে) অতন্নিরসনমুখব্রহ্মকমিতৌ (অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ অস্থূলং অনণু অহ্রস্বমিত্যাদিভিঃ শ্রুতিশিরোভিঃ মিতিঃ জ্ঞানং যস্মিন্ তস্মিন্) অজাতঃ (প্রকৃতেঃ) পরত্র (পরস্মিন্ তত্ত্বে) ঈরেশে (ব্রহ্মণি) ইদং কিম্ ইতি দ্রষ্টুম্ অপি অণীশে (অসমর্থে) মুহ্যতি (মোহগ্রস্তে সতি) পরমঃ অজঃ (কৃষ্ণঃ) জ্ঞাত্বা অজাজবনিকাং (মায়ারূপং তিরস্করিণীং) চচ্ছাদ সপদি (অপনীতবান্) ॥ ৫৭॥

অনুবাদ—যিনি তর্কের অগোচর, নিজ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত, স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ, অস্থূল, অনণু অহ্রস্ব প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যদ্বারা অতৎ অর্থাৎ জড়জ্ঞান

নিরস্ত হইলে যাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মা সেই প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরমব্রহ্মবিষয়ে "ইহা কি" —দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া মোহগ্রস্ত হইলেন। তখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মায়া বা ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন॥৫৭॥

বিশ্বনাথ—তাবন্মাত্রএব মঞ্জুমহিমনি নিমজ্জন্তমনুভবাসমর্থং ব্রহ্মাণমালোক্য ততঃ পরঃসহস্রেষু দর্শয়িতব্যেষ্বসাধারণেষু নিজমহামঞ্জুমহিমসু তমনধিকারিণমভিমৃশ্য মঞ্জুমহিমদর্শনাৎ সমাপয়ামাসেত্যাহ —ইতীতি। ইরেশে ব্রহ্মণি ইরা সরস্বতী তস্যা ঈশে মহাবুদ্ধিমত্যপীত্যর্থঃ। কিমিদমিতি মুহ্যতি সতি পশ্চাদ্ দ্রষ্টুমপ্যনীশে সতি পরমোহজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ জ্ঞাত্বা স্বৈশ্বর্য্যরসানুভবে তদযোগ্যতাং বীক্ষ্য সপদি অজাজবনিকাং যোগমায়ারূপাং তিরস্করিণীং চচ্ছাদ। যয়া পুলিনে ভুঞ্জানান্ শ্রীদামাদিবালকান্ তৃণং চরতো বৎসান্ বৎসান্বেষকং স্বঞ্চাচ্ছাদ্য স্বরূপভূতান্ বৎসবালকাদীন্ পুনস্তানেব চতুর্ভুজাদিত্বেন দর্শয়ামাস তামন্তরধাপয়দিত্যর্থঃ। যা বাস্তবং বস্ত্বাবৃণোতি অবাস্তববস্ত্বেব দর্শয়তি সা মায়া, যা তু বাস্তববস্তূনামপি মধ্যে কিমপ্যাবৃণোতি কিমপি দর্শয়তি সা যোগমায়েতি মায়া-যোগমায়য়োর্ভেদাদজাশব্দেনাত্র বহিরঙ্গা মায়া ন ব্যাখ্যেয়া। ক্ব মুহ্যতি? নিজমহিমনি দর্শিতচতুর্ভুজাদিরূপস্বমহৈশ্বর্য্যে। কীদৃশে? অতর্ক্যে যতঃ স্বপ্রমিতি স্বপ্রকাশঞ্চ তৎ কং সুখরূপঞ্চ তস্মিন্। অতএব অজাতঃ প্রকৃতেঃ পরত্র পরস্মিন্। অতন্নিরসনমুখেন ব্রহ্মকৈঃ "অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্ব"-মিত্যাদিকৈঃ শ্রুতিশিরোভির্ব্রহ্মাভিব্যঞ্জকৈমিতির্জ্ঞানং যত্র তস্মিন্ স্বরূপে॥ ৫৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাবন্মাত্র মনোহর মহিমাতে নিমজ্জিত হওয়ায় অনুভবে অসমর্থ ব্রহ্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ তাহা হইতেও পরঃসহস্র দর্শয়িতব্য অসাধারণ নিজ মহা মনোহর মহিমাসমূহে তাঁহাকে অনধিকারী বিবেচনা করতঃ মঞ্জুমহিমা দর্শন সমাপন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। 'ইরেশে'—ইরা সরস্বতী, তাঁহার ঈশে, অর্থাৎ ব্রহ্মা মহাবুদ্ধিমান্ হইলেও, 'কিমিদং ইতি মুহ্যতি'—'ইহা কি' এইরূপে কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, এমন কি ঐ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। 'পরমঃ অজঃ'—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, 'জ্ঞাত্বা'—তাহা অবগত হইয়া। অর্থাৎ নিজ ঐশ্বর্য্যরসানুভবে তাঁহার অযোগ্যতা দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ 'অজা-যবনিকাং'—যোগমায়ারূপ যবনিকা (আবরণ) অপসারিত করিলেন, অর্থাৎ যে মায়ার দ্বারা পুলিনে ভোজনকারী শ্রীদামাদি বালকগণকে ও তৃণ-ভক্ষণকারী বৎসগুলিকে আর বৎস অন্বেষণকারী আপনাকে আচ্ছাদন করিয়া স্বরূপভূত বৎস ও বালকাদি দেখাইয়া, আবার তাহাদিগকেই চতুর্ভুজাদিরূপে প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, সেই যোগমায়াকে অপসারিত করিলেন—এই অর্থ। যাহা বাস্তব বস্তুকে আবৃত করিয়া অবাস্তব বস্তুকে দর্শন করায়, তাহা মায়া, পরন্তু যাহা বাস্তব বস্তু সকলের মধ্যে কিছু কিছু আবৃত করেন এবং কিছু কিছু দর্শন করান, তিনি যোগমায়া—এইরূপ উভয়ের ভেদবশতঃ 'অজা'-শব্দে এখানে বহিরঙ্গা মায়া, এরূপ ব্যাখ্যা করা যায় যায় না। যদি বলেন—কোন্ বিষয়ে ব্রহ্মা মুগ্ধ হইয়াছিলেন? তাহাতে বলিতেছেন 'নিজ-মহিমনি', দর্শিত চতুর্ভুজাদিরূপ ভগবানের মহান্ ঐশ্বর্য্যবিষয়ে। কেমন সেই মহিমা? তাহাতে বলিতেছেন—'অতর্ক্যে', যাঁহার মহিমা তর্কের অগোচর কিংবা যিনি তর্কের অগোচর, যেহেতু 'স্বপ্রমিতিকে'—তিনি স্বপ্রকাশ ও সুখস্বরূপ, অতএব 'অজাতঃ পরত্র'—প্রকৃতির অতীত। 'অতন্নিরসনমুখ-ব্রহ্মকমিতৌ'—"তন্ন তন্ন, যিনি অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব"—এইরূপ নিরসন দ্বারা উপনিষদ্ সমূহ কর্ত্তৃক যাঁহার অসাধারণ মহিমা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই শ্রীভগবানের বিষয়ে ব্রহ্মা মুগ্ধ হইলেন॥ ৫৭॥

ততোঽর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ কঃ পরেতবদুত্থিতঃ।
কৃচ্ছ্রাদুন্মীল্য বৈ দৃষ্টিরাচষ্টেদং সহাত্মনা॥ ৫৮॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (মায়াজবনিকাপসারণানন্তরং) কঃ (ব্রহ্মা) অর্বাক্ (বহিঃ) প্রতিলব্ধাক্ষঃ (প্রাপ্ত-দৃষ্টিঃ) পরেতবৎ (মৃতবৎ) উত্থিত (সন্) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টতঃ) দৃষ্টিঃ (নেত্রাণি) উন্মীল্য বৈ আত্মনা (নিজেন) সহ ইদং (জগৎ) আচষ্ট (দদর্শ)॥ ৫৮॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রহ্মা বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া

মৃততুল্য ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং অতি-কষ্টে নয়ন উন্মীলিত করিয়া নিজের সহিত এই বিশ্ব দর্শন করিলেন ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—অর্ব্বাক্ বহিঃ প্রতিলব্ধানি অক্ষাণি যেন সঃ। পরেতবৎ মৃতো যদি কথঞ্চিৎ পুন-রুত্তিষ্ঠতি তথেত্যর্থঃ। ইদং জগৎ মমতাস্পদম্ আত্মনা অহন্তাস্পদেন সহ অপশ্যৎ। তয়োরপি বিস্মৃতপূর্ব্বত্বাৎ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ অর্বাক্ প্রতিলব্ধাক্ষঃ' —মায়া অপসারিত হইলে ব্রহ্মা বহির্দৃষ্টি লাভ করিয়া, 'পরেতবৎ উত্থিতঃ'—মৃতপ্রায় ব্যক্তি যদি কোন সৌভাগ্যবশত পুনরায় উত্থিত হয়, তদ্রূপ (হংস-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইয়া অতিকষ্টে নেত্রগুলি উন্মী-লনপূর্ব্বক) 'ইদং'—এই মমতাস্পদ বিশ্বকে, 'আত্মনা সহ'—অহঙ্কারাস্পদ দেহের সহিত দর্শন করিতে লাগিলেন, যেহেতু ঐ দুইটিও পূর্ব্বে বিস্মৃত হইয়া ছিলেন ॥ ৫৮ ॥

———

সপদ্যেবাভিতঃ পশ্যন্ দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্ ।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—সপদি (তৎক্ষণং) অভিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) পশ্যন্ (সন্) পুরঃস্থিতং (সম্মুখস্থং) জনাজীব্যদ্রুমা-কীর্ণং (জনানাং আজীব্যৈঃ জীবিকোপায়ভূতৈঃ দ্রুমৈঃ বৃক্ষৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং) সমাপ্রিয়ং (সমা সংবৎসরঃ তাং ব্যাপ্য প্রিয়ং সুখকরং, সর্ব্বর্ত্তুসুখদায়কমিত্যর্থঃ অথবা মালক্ষ্মীঃ ময়া লক্ষ্ম্যা সহ বর্ত্তমানঃ ইতি সমঃ শ্রীকৃষ্ণঃ তস্য আ সম্যক্ প্রিয়ম্) বৃন্দাবনম্ অপশ্যৎ

অনুবাদ—তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখে জনসমূহের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরি-পূর্ণ, সর্ব্ব ঋতুতে সুখদায়ক বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পরমকৃপয়া কৃষ্ণস্তস্মৈ স্বমা-ধুর্য্যবৈভবং প্রকাশিতবানিত্যাহ—সপদ্যেবেতি। সম্যগাসমন্তাৎ পরস্পরং প্রিয়াণ্যেব যত্র তৎ ॥ ৫৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর পরম কৃপাবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট নিজ মাধুর্য্য-বৈভব প্রকাশিত করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'সপদ্যেব'। 'সমাপ্রিয়ং' —যাহাতে সতত সর্ব্বত্র পরস্পর প্রিয়বস্তুসমূহ বিদ্য-মান, সেই শ্রীবৃন্দাবন দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৯ ॥

———

যত্র নৈসর্গদুর্ব্বৈরাঃ সহাসন্ নৃ-মৃগাদয়ঃ ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৃন্দাবনে) নৈসর্গদুর্বৈরাঃ (স্বভা-বত এব ঘোরবিদ্বেষশালিনঃ) নৃ-মৃগাদয়ঃ (মানুষ-সিংহাদয়ঃ প্রাণিনঃ) মিত্রাণি ইব আসন্। (যচ্চ স্থানং) অজিতাবাস দ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্ (অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আবাসে নিবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতাঃ রুট্-তর্ষনাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ঃ যস্মাৎ তৎ তাদৃশং বৃন্দাবনমপশ্যৎ) ॥ ৬০ ॥

অনুবাদ—সেখানে পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুভাব-যুক্ত মানুষ ও সিংহ প্রভৃতি প্রাণিগণ মিত্রের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিবাস বলিয়া তথা হইতে ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভাব পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬০ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবাহ—নৈসর্গং নিসর্গোত্থং মিথো দুর্ব্বৈরং যেষাং তেঽপি মনুজব্যাঘ্রাদয়ো মিত্রাণীব সহৈবাসন্। অজিতস্যাবাসেন দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্-তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাৎ তস্মিন্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাই বলিতেছেন—'নৈসর্গ-দুর্ব্বৈরাঃ', স্বভাব হইতে উত্থিত পরস্পর শত্রুভাব যাহাদের, সেই মনুষ্য ও ব্যাঘ্রাদি পশুগণও যেখানে মিত্রের ন্যায় একত্র অবস্থান করিতেছিল। 'অজিতা-বাস'—অজিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিবাসহেতু যেখান হইতে ক্রোধ-লোভাদি পলায়ন করিয়াছে, সেই শ্রীবৃন্দাবনে (মনুষ্য-ব্যাঘ্রাদি মিত্রের ন্যায় একত্র বাস করিতেছিল) ॥ ৬০ ॥

———

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্ ।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচষ্ট ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) পশুপবংশ-শিশুত্বনাট্যং (গোপালবালকবেশাশ্রয়রূপাভিনয়ং)

উদ্বহৎ (ধারয়ৎ) অদ্বয়ং (একং) পরং (শ্রেষ্ঠং) অনন্তং (নিত্যং) অগাধবোধং (পূর্ণ-জ্ঞানময়ং) ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণং) একং (অসহায়ং) স পানিকবলং (হস্তস্থিতদধ্যোদনকবলেন বিশিষ্টমেব) পরিতঃ (সর্ব্বত্র) পুরা ইব (পূর্ব্ববৎ) বৎসান্ সখীন্ গোপালকগোবৎসান্) বিচিন্বৎ (অন্বিষ্যৎ) অচষ্ট (দদর্শ) ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—সেখানে ব্রহ্মা দেখিলেন যে—গোপ-বালকের বেশধারণরূপ অভিনয়কারী, অদ্বিতীয়, নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময়, পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ একাকী হস্তে দধি-মিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র গোবৎস এবং সখা বৎসপালগণের অনুসন্ধান করিতেছেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্বস্বরূপভূতানি চতুর্ভুজত্বাদীনি যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদ্য "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুত্যুক্তং স্বদর্শিত-সর্ব্বস্বরূপমূলভূতং স্বরূপং তং দর্শয়ামাসেত্যাহ—তত্র বৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্রহ্ম অচষ্ট অপশ্যৎ। কীদৃশম্ ? পশুপবংশশিশুত্বেঽপি প্রৌঢ়পরমচতুরোচিতং নাট্যং মৎপ্রভুর্ময়া মোহিত এবেতি ব্রহ্মাণং মিথ্যাভিমানং গ্রাহয়িতুং শাদ্বলে বৎসানদৃষ্ট্বাপি পুলিনেঽপি সখীন্-অদৃষ্ট্বাপ্যদর্শনাভিনয়ং নটানাং কর্ম্ম উদ্বহৎ। দর্শিতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং যোগমায়য়াচ্ছাদনাদদ্বয়ং সর্ব্বমূলভূত-স্বরূপত্বাৎ পরং দর্শিতেভ্যশ্চিদ্বৈভবেভ্যোঽপ্যপরেষাং চিদানন্দময়-পরঃসহস্র-মহাবৈভবানাং বিদ্যমানত্বাদনন্তং পরমেষ্ঠিনো বরাকস্য কা গণনা শ্রীবলদেবাদ্যৈরবতারৈরপি দুষ্প্রবেশত্বাদগাধবোধম্। উক্তলক্ষণান্নাট্যাৎ বৎসান্ সখীংশ্চ পুরৈব পরিত ইতস্ততো বিচিন্বদিতি বৎসবালান্বেষণং পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মণা মায়ামোহিতত্বাৎ যথার্থমেবাবগতম্। অধুনা তু মায়া-নির্ম্মুক্তত্বাৎ শাদ্বলে তৃণং চরতো বৎসান্ পুলিনে চ ভুঞ্জানান্ বালান্ পশ্যতা স্বাপহৃতান্মায়িকবৎসবালকাংশ্চ অপশ্যতা তেন মন্মোহনার্থমভিনয়মাত্রমিদমিত্যবগতম্। অতএব "নৌমীড্য তে" ইত্যগ্রিমস্তুতিবাক্যেন বৎসবালান্ বিচিন্বতে ইতি বিশেষণং নোপন্যস্তম্। স্বরূপভূতানাং বাসুদেবমূর্ত্তীনাং স্বভেদানাং যোগমায়য়ৈবাচ্ছাদনাদেকং ভক্তমনোহরমহামধুরলীলাময়ত্বাৎ সপাণিকবলম্। অত্র কস্মিংশ্চিদধিকারিণি নিকৃষ্টে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবরহিতং নিরাকারং জ্ঞানমাত্রং যদ্ব্রহ্মেতি প্রসিদ্ধং তদপি যোগমায়য়ৈব তদ্দৃষ্টীঃ প্রতি চিদানন্দময়ানামপি রূপগুণনামলীলা-পরিকরধামাদীনামাচ্ছাদনাজ্জ্ঞানমাত্রস্যৈব প্রকাশনাৎ সঙ্গতমিত্যেবমেব মিথোবিরুদ্ধার্থা অপি শ্রুতয়ো নির্ব্বিরোধমেব সঙ্গময়িতব্যা ইতি দিক্। তত্র 'পশুপবংশশিশুত্বং নাট্যমেবোদ্বহন্নতু স্বরূপ'মিতি ব্যাখ্যানং শ্রীভাগবতস্য মোহিনীত্বপ্রতিপাদকমেব। "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" ইত্যুত্তরত্র নৌমীত্যুক্ত্বা প্রস্তুতস্য ভগবতঃ কর্ম্মত্বে জ্ঞাতে প্রয়োজনাপেক্ষায়ামেবস্তুতো ভগবানেব প্রয়োজনমিতি ব্যাচক্ষাণানাং স্বামিচরণানামপি নাভিমতমিত্যবসীয়তে। নহ্যবাস্তবীভূতং বস্তু স্তুতি-প্রয়োজনীক্রিয়তে ইত্যবধেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর নিজ স্বরূপভূত চতুর্ভুজত্বাদি রূপসমূহ যোগমায়ার দ্বারাই আচ্ছাদন করতঃ 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি-প্রোক্ত সর্ব্ব-স্বরূপ-মূলভূত নিজ স্বরূপ ব্রহ্মাকে দর্শন করাইলেন, ইহা বলিতেছেন—'তত্র', সেই শ্রীবৃন্দাবনে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কেমন তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—'পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যং', গোপবংশীয় শিশুর ভাবেও প্রৌঢ়পরম-চতুরোচিত যে নাট্য, অর্থাৎ 'আমার প্রভু আমা কর্ত্তৃক মোহিত', এরূপ মিথ্যা অভিমান ব্রহ্মাকে গ্রহণ করা-ইবার নিমিত্ত হরিত তৃণপ্রদেশে বৎসগণকে না দেখিয়া এবং পুলিনেও বয়স্যগণকে না দেখিয়া যে অদর্শনের অভিনয়, যাহা নটদিগের কর্ম্ম, তাহা যিনি 'উদ্বহৎ'—উৎকৃষ্টরূপে ধারণ করিয়াছেন। দর্শিত ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত রূপসমূহ যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদন করায় যিনি 'অদ্বয়' (দ্বিতীয় রহিত), সর্ব্বমূলভূত স্বরূপ বলিয়া 'পর' (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), দর্শিত চিদ্-বৈভব হইতেও অপর চিদানন্দময় পরঃসহস্র মহাবৈভবসমূহ বিদ্যমান থাকায় যিনি 'অনন্ত' (দেশ, কাল, বস্তুতঃ অন্তরহিত), সামান্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কি কথা, শ্রীবলদেবাদি অবতারবৃন্দেরও দুরধিগম্য বলিয়া যিনি 'অগাধবোধ' (অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ)। উক্তরূপ নাট্যহেতু পূর্ব্ববর্ষে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত থাকায় ইতস্ততঃ বৎস ও বালকদিগের অন্বেষণ যথার্থই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে মায়া-

নির্ম্মুক্ত হওয়ায় তৃণপ্রদেশে বিচরণকারী বৎসগণকে ও পুলিনে ভোজনরত বালকগণকে দর্শন করায় এবং নিজ অপহৃত মায়িক বৎস ও বালকগণকে না দেখিয়া, 'ইহা আমার মোহনের নিমিত্ত অভিনয়মাত্র' —এরূপ তিনি অবগত হইলেন। অতএব "নৌমীড্য তে' (১৪।১), ইত্যাদি পরবর্ত্তী স্তুতিবাক্যে 'বৎস-বালকগণকে অন্বেষণরত'—এরূপ বিশেষণ উপন্যস্ত হয় নাই। স্বরূপভূত বিবিধ বাসুদেব মূর্ত্তি-সকল যোগমায়ার দ্বারা আচ্ছাদন করায় ভক্তজনের মনোহর মহামধুর লীলাময়হেতু একাকী হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মা দর্শন করিলেন। এই স্থলে কোন কোন নিকৃষ্ট অধিকারীর নিকট ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব-রহিত নিরাকার জ্ঞানমাত্র যে ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ, তাহাও যোগমায়ার দ্বারা তাহাদের দৃষ্টির প্রতি ভগবানের চিদানন্দময় রূপ, গুণ, নাম, লীলা, পরিকর ও ধামাদির আচ্ছাদন করিয়া জ্ঞানমাত্রের প্রকাশহেতু সঙ্গতই, এইরূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থযুক্ত শ্রুতি-বাক্যের নির্ব্বিরোধে সমাধান করিতে হইবে, ইতি দিক্। তাহাতে আবার 'গোপবংশীয় শিশুত্ব'—ইহা নাট্যই, কিন্তু ভগবানের স্বরূপ নহে, এরূপ ব্যাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতের মোহিনীত্ব-প্রতিপাদক বলিয়া বুঝিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে', এই শ্লোকে "নৌমি, নমস্কার করিতেছি, এরূপ বলিয়া প্রস্তুত ভগবানের কর্ম্মত্ব স্মরণ হইলে প্রয়োজনের অপেক্ষায় এবম্ভূত ভগবানই প্রয়োজন"—ইত্যাদি ব্যাখ্যা করায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদেরও অভিমত নয়, ইহা জানিতে হইবে। (অর্থাৎ নরাকৃতি পরব্রহ্ম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহই ভগবানের নিত্য রূপ, উহা অভিনয় নহে—এই সিদ্ধান্ত)। যেহেতু অবাস্তবীভূত বস্তু কখনই স্তুতির বিষয় হইতে পারে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে ॥ ৬১ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বা চতুর্ম্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) দৃষ্ট্বা (পূর্ব্বোক্তরূপং শ্রীকৃষ্ণং আলোক্য) ত্বরেণ (বেগেন) নিজধোরণতঃ (নিজ-বাহনাৎ) পৃথ্ব্যাং (ভূমৌ) অবতীর্য্য বপুঃ (নিজ-শরীরং) কনকদণ্ডবৎ (সুবর্ণদণ্ডবৎ) অভিপাত্য (নিপাত্য) চতুর্ম্মুকুটকোটিভিঃ (শিরস্থমুকুটচতুষ্টয়াগ্র-ভাগৈঃ) অঙ্ঘ্রিযুগ্মং (শ্রীকৃষ্ণপাদযুগলং) স্পৃষ্ট্বা নত্বা (প্রণম্য) মুদশ্রুসুজলৈঃ (আনন্দাশ্রুজলৈঃ) অভিষেকং (পাদযুগে অভিসেচনং) অকৃত (কৃত-বান্) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সত্বর নিজবাহন হইতে ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ শরীরকে সুবর্ণদণ্ডের ন্যায় নিপাতিত করিয়া শিরস্থিত মুকুটচতুষ্টয়ের অগ্র-ভাগদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল স্পর্শ ও প্রমাণপূর্ব্বক আনন্দাশ্রুজলে সেই পদযুগলের অভিষেক করিলেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—দৃষ্ট্বেতি। ইদমেব নরাকৃতি পরং-ব্রহ্ম সর্ব্বমূলভূতমিত্যবগম্য। ত্বরেণ ত্বরয়া নিজ-ধোরণতঃ স্ববাহনাৎ পৃথ্ব্যাং বপুরভিপাত্যেতি 'নহি দেবা ভুবং স্পৃশন্তী'তি নিয়মোল্লঙ্ঘনাদ্ব্রহ্মণোঽস্য দেবত্বাভিমানাপগমো জ্ঞেয়ঃ। চতুর্ণাং মুকুটানাম-গ্রৈরঙ্ঘ্রিযুগ্মং স্পৃষ্ট্বেতি চতুর্দ্দিক্স্থিতানাং চতুর্ণামপি মুখানাং বলেন কৃষ্ণাভিমুখীকরণাৎ অভিষেকমর্থা-দঙ্ঘ্রিযুগ্মস্যাকরোদিত্যুত্থায়োত্থায় ভূমৌ দ্রুতপতনে অশ্রূণাং বাহুল্যেন পুরোবেগাচ্চরণয়োর্নিপাতো জ্ঞেয়ঃ। অশ্রূণাং ভক্ত্যনুভাবরূপত্বেন পাবিত্র্যাৎ সুপদপ্রয়োগঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃষ্ট্বা'—এই নরাকৃতি পর-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বমূলভূত, ইহা অবগত হইয়া, 'ত্বরেণ'—অবিলম্বে ব্রহ্মা নিজবাহন হংস-পৃষ্ঠ হইতে কনকদণ্ডের ন্যায় স্বীয় কলেবরকে ভূতলে পাতিত করিলেন। 'দেবগণ কখনও ভূমি স্পর্শ করেন না' —এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করায় ব্রহ্মার দেবত্বাভিমান অপগত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। 'চতুর্ম্মুকুট-কোটিভিঃ'—মুকুট-চতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দ্বারা চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে স্থিত চারিটি মুখ বলপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আনয়ন করতঃ, 'অভিষেকম্ অকৃত'—শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল আনন্দাশ্রু-সুজলে অভিষেক করিলেন। 'উত্থায় উত্থায়'—বারং-বার উত্থানপূর্ব্বক, অর্থাৎ ভূমিতে দ্রুতপতনের ফলে

অশ্রুসমূহের বাহুল্যবশতঃ বেগে চরণদ্বয়ে পতিত হইতেছিল বুঝিতে হইবে। 'মুদশ্রু-সুজলৈঃ'—আনন্দাশ্রুসমূহ ভক্তির অনুভাবরূপ বলিয়া পবিত্র, এইহেতু এখানে 'সু'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

উত্থায়োত্থায় কৃষ্ণস্য চিরস্য পাদয়োঃ পতন্।
আস্তে মহিত্বং প্রাগ্‌দৃষ্টং স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুনঃ ॥৬৩

অন্বয়ঃ—(ব্রহ্মা) কৃষ্ণস্য প্রাগ্‌দৃষ্টং (পূর্ব্ব-দৃষ্টং) মহিত্বং (মহিমানং) পুনঃ পুনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা (অতিশয়েন স্মৃত্বা) উত্থায় উত্থায় পাদয়োঃ চিরস্য (চিরং) পতন্ আস্তে ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তদীয় পদযুগলে পতিত ও উত্থিত হইতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—পতন্নাস্তে ইতি বহুতরপ্রণামান্তে আনন্দ-জাড্যোদয়াৎ বর্ত্তমান-প্রয়োগো মুনেস্তদানীং তৎ-সাক্ষাৎকারানুভবাৎ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পতন্ আস্তে'—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া বারংবার উত্থান পূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে পড়িয়া রহিলেন। বহুতর প্রণামান্তে আনন্দজনিত জাড্যের উদয়হেতু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের পদতলে অনেকক্ষণ পতিত রহিলেন—ইহা তৎকালে মহামুনি শ্রীল শুক-দেব প্রত্যক্ষ অনুভব করায় এখানে 'আস্তে'—বর্ত্তমান প্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

শনৈরথোত্থায় বিমৃজ্য লোচনে
মুকুন্দমুদ্বীক্ষ্য বিনম্রকন্ধরঃ।
কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ সমাহিতঃ
সবেপথুর্গদ্‌গদয়ৈলতেলয়া ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) শনৈঃ (ধীরং) উত্থায় লোচনে বিমৃজ্য (নেত্রে উদ্‌ঘৃষ্য) বিনম্রকন্ধরঃ (নতগ্রীবঃ) মুকুন্দম্ উদ্‌বীক্ষ্য কৃতাঞ্জলিঃ প্রশ্রয়বান্ (বিনীতঃ) সমাহিতঃ (সাবধানঃ) সবেপথুঃ (অদ্ভুত-মাহাত্ম্যদর্শনেন কম্পান্বিতঃ সন্) গদ্‌গদয়া (জড়ি-তয়া) ইলয়া (বাচা) ঐলত (অস্তৌৎ) ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া নয়নযুগল মার্জ্জনপূর্ব্বক অবনত কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সবিনয়ে ও সাবধানে কৃতাঞ্জলি সহকারে কম্পিত কলেবরে গদ্‌গদবাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—লোচনে ইতি দ্বিত্বং পাণিদ্বয়েন লোচন-দ্বয়স্যৈব যুগপন্মার্জ্জনোপপত্তেঃ। গদ্‌গদয়া গদ্‌গদভাব-বত্যা ইলয়া বাচা ঐলত ঐট্ট অস্তৌৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োদশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লোচনে'—হস্তদ্বয়ের দ্বারা দুইটি নয়নই যুগপৎ মার্জ্জন করায় দ্বিবচন হইয়াছে। 'গদ্‌গদয়া'—গদ্‌গদ-ভাবযুক্ত বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মাকর্তৃক কৃষ্ণের স্তব বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা নন্দনন্দনের প্রীতির নিমিত্ত অগ্রে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের শোভা বর্ণন করিয়া তদীয় ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যস্বরূপের দুর্জ্ঞেয়ত্ব কীর্ত্তন করিলেন। শ্রৌত-পন্থায় শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হন, অশ্রৌতপন্থাবলম্বীর ভগবৎপ্রাপ্তির কৃত্রিম-চেষ্টা ক্লেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। অনন্ত গুণের নিলয়-স্বরূপ ভগবানের রহস্য দুর্জ্ঞেয়, ব্রহ্মতত্ত্ব অপেক্ষাও সুদুর্জ্ঞেয়, কেবল ভগবৎকৃপায় ভগবন্মহিমা অবগত হওয়া যায়। ভগবৎকৃপাই একমাত্র ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ—এই প্রকারে ভগবন্মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মা স্বকৃত কর্ম্মের গর্হণ করিতে করিতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দের মূল আশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই নিজ পিতা মূল নারায়ণ জানিয়া তৎসকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে মাধুর্য্যময় ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য ও তদ্ব্যতীত জগতের অচিন্ত্যত্ব ব্রহ্মা ও শিব হইতে বিষ্ণুর পার্থক্য, দেব-তির্য্যক্ প্রভৃতি নানা যোনিতে ভগবদাবির্ভাবের কারণ ও ভগবল্লীলার নিত্যত্ব, জড়জগতের অনিত্যত্ব কীর্ত্তন করিলেন। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। জীবের বদ্ধ ধারণা হইতেই বন্ধ ও মুক্তির সৃষ্টি হইয়াছে; বস্তুতঃ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে ঐ দুইটী মিথ্যা। অজ্ঞ ব্যক্তি কৃষ্ণস্বরূপকে মায়িক বোধে তাঁহার পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করে, বস্তুতঃ উহাই তাহাদের অজ্ঞতার চরম পরিচয়। ভগবত্তত্ত্ব ভগবৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জানা যায় না। ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করিয়া ব্রজবাসিগণের সৌভাগ্য-মহিমা বিচারপূর্ব্বক ব্রজে তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি যে কোন জন্ম প্রার্থনা করিলেন। কেন না, ব্রজবাসিগণের গৃহ ভবকারাগার নহে, পরন্তু উহা জ্ঞানি-যোগীদিগের দুর্ল্লভ। কৃষ্ণ-সম্বন্ধশূন্য গৃহই ভবকারাগার স্বরূপ। তদনন্তর ব্রহ্মা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক পুনরায় স্তব করিতে করিতে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলে কৃষ্ণ ব্রহ্মাপহৃত পশুগণকে পুলিন-ভোজন-স্থানে আনয়ন করিলেন। তথায় পূর্ব্বসহচরবৃন্দ পূর্ব্বের ন্যায় যথাস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণমায়ার প্রভাবে তাঁহারা কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং কৃষ্ণ বৎস লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলে বালকগণ কৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি অতি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিয়াছ, ভালই হইয়াছে। তুমি না থাকায় আমরা একগ্রাস অন্নও ভোজন করিতে পারি নাই, আইস এখন ভোজন করি। বালকগণের কথায় কৃষ্ণ হাস্য করিয়া তাঁহাদের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। ভোজনকালে কৃষ্ণ বয়স্যাদিগকে অজগর-চর্ম্ম প্রদর্শন করায় বালকগণ মনে করিয়াছিলেন—কৃষ্ণ অদ্যাই এই ভীষণ সর্প নাশ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা সেই কথা ব্রজবাসিগণের নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই জন্যই বালকগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা-আবিষ্কারের পরও এইরূপে কীর্ত্তিত হইত। অনন্তর শুকদেব গোস্বামীর গোপীদিগের নিজপুত্রাপেক্ষা কৃষ্ণে অধিক স্নেহাসক্তির কারণ বর্ণনমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীব্রহ্মা উবাচ—(হে) ঈড্য, (হে স্তুত্য,) অভ্রবপুষে (জলদরুচিরবিগ্রহায়) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বর্ণম্ অম্বরং বস্ত্রং যস্য তস্মৈ পীতবাসসে) গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছলসন্মুখায় (গুঞ্জারচিতকর্ণভূষণাভ্যাং পরিপিচ্ছলেন শিরোভূষণ-ময়ূরপুচ্ছেন চ লসৎ মুখং যস্য তস্মৈ) বন্যস্রজে (বনমালিনে) কবল-বেত্র-বিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে (দধ্যোদনগ্রাস-যষ্টি-শৃঙ্গ-বংশীলক্ষণ-শোভিতায়) মৃদুপদে (কোমলপাদপদ্মায়) পশুপাঙ্গজায় (শ্রীনন্দরাজস্য পুত্রায় তৎকুমারত্বেন স্বতঃ এব নিত্যং) তে (তুভ্যং) নৌমি (স্তৌমি)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন,—হে জগদ্বন্দ্য, নবীন-

ঘনশ্যাম-বিগ্রহ, তড়িতের ন্যায় পীতবস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র। আপনার শ্রীবদনমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা, হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতিদ্বারা আপনার পরম শোভা হইয়াছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করিতেছি ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাব্ধৌ পতন্ বিধিঃ।
অস্তৌৎ প্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরঞ্চোক্তং চতুর্দ্দশে ॥
মম রত্নবণিগ্‌ভাবং রত্নান্যপরিচিন্বতঃ।
হসন্তু সন্তো জিহ্রেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥
শ্রীমদ্‌গুরুপদাম্ভোজধ্যানমাত্রৈকসাহসম্।
বিধিস্তবাম্বুধেঃ পারং যিযাসতি মনো মম ॥০॥

নিখিলসচ্চিদানন্দ-স্বরূপমূলভূতং শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনং সাক্ষাদনুভূয় তত্রৈবোদ্ভূতভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধির্বর্ণয়তি—নৌমীতি। হে ঈড্য, অধুনৈব দৃষ্টব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তসর্ব্ববস্তুতঃ বাসুদেব-সহস্রাংশিত্বেন পরমস্তব্য, তে তুভ্যং নৌমি স্তুত্যা ত্বামভিপ্রৈমি। পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ। যদ্বা, ত্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা ত্বাং নৌমি। অভ্রতুল্যবপুষে তড়িদম্বরায়েতি ভূতলসন্তাপহারিত্বং ভক্তচাতকজীবনত্বঞ্চ। গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী অবতংসঃ পৌষ্পং চূড়াবর্ত্তী শ্রোত্রবর্ত্তী চ। পরিপিচ্ছং উৎকৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ত্তিতৈর্লসন্মুখং যস্যেত্যসাধারণ-লক্ষণবত্ত্বম্। বৈকুণ্ঠীয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোঽপি বৃন্দাবনীয়-গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষশ্চ। বন্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্রপুষ্পময্যঃ স্রজো যস্যেতি নিশ্রেয়সবনস্থ-পারিজাতাদীনাং নিকর্ষঃ। কবলাদিভির্লক্ষ্মভিরেব শ্রীঃ শোভা যস্যেতি গোপবালোচিতাচরণস্যৈব তদীয়-সর্ব্বাচরণেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যম্। মৃদু অতিসুকুমারৌ পদৌ যস্যেতি তাভ্যাং বনভ্রমণদর্শিনাং কারুণ্যপ্রেমমূর্চ্ছোৎপাদকত্বং, পশুপাঙ্গজায়েতি শ্রীবসুদেবাদিভ্যোঽপি শ্রীমন্নন্দস্য সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভক্তি, জ্ঞান, মহান্ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যরূপ সিন্ধুতে পতিত হইয়া ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত স্তুতি করেন, এবং তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর বর্ণিত হইয়াছে ॥

রত্নসমূহের পরিচয়হীন আমার রত্নের বাণিজ্য করিবার অভিলাষে সজ্জনগণ পরিহাস করুন, তাহাতে আমি লজ্জিত নহি, যেহেতু ইহা আমার আত্মতুষ্টির নিমিত্ত ॥

শ্রীমদ্‌গুরুদেবের পাদপদ্মের ধ্যানমাত্র অবলম্বন করিয়া আমার মন ব্রহ্মস্তব-রূপ সমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছে ।০॥

নিখিল সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের মূলভূত শ্রীনন্দনন্দনকে সাক্ষাৎ অনুভব করতঃ তাহাতেই উদ্ভূত-ভক্তিনিষ্ঠ ব্রহ্মা তাঁহারই বর্ণনা করিতেছেন—'নৌমি' ইত্যাদি। 'হে ঈড্য'! এক্ষণেই দৃষ্ট আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্ব বস্তু হইতে বাসুদেব-সহস্রের অংশীরূপে তুমিই একমাত্র স্তুতির পাত্র, অতএব 'তে নৌমি'—তোমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করি, অর্থাৎ স্তুতির দ্বারা তোমাকে অভিলাষ করি। এখানে 'পত্যে শেতে' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় চতুর্থী হইয়াছে, এই স্তুতি তোমাকে প্রদান করিতেছি, এই অর্থ। অথবা—তোমাকেই প্রাপ্ত হইবার জন্য বা সুপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। 'অভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়'—শ্যামল মেঘবরণ তোমার দেহকান্তি, তাহাতে পীতবর্ণ বিদ্যুৎসদৃশ তোমার বসন থাকায় বোধ হইতেছে যে প্রখর রবিকিরণে অত্যন্ত সন্তাপিত ব্যক্তি যেমন নবজলধর দর্শনে ও বর্ষণে সন্তাপ দূর করিয়া থাকে, কিংবা পিপাসায় রুদ্ধকণ্ঠ চাতক যেমন নবনীরদের অবলোকনে বা বর্ষণে জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভবদাবানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত জীবের সন্তাপ-হরণ ও ভক্ত-চাতকের জীবন তুমি প্রদান করিতেছ। 'গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়'—গুঞ্জা চূড়াবর্ত্তিনী এবং অবতংস অর্থাৎ কর্ণভূষণ পুষ্প-নির্ম্মিত চূড়াবর্ত্তী ও শ্রোত্রবর্ত্তী, 'পরিপিচ্ছ' বলিতে উৎকৃষ্ট ময়ূরপুচ্ছ চূড়ার অগ্রভাগে থাকায় উদ্ভাসিত হইয়াছে বদনমণ্ডল যাঁহার ইহাই অসাধারণ চিহ্ন। ইহাতে বৈকুণ্ঠীয় অমূল্য রত্ন ও অলঙ্কার হইতেও বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদির উৎকর্ষ বলা হইল। অর্থাৎ গুঞ্জার কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে তোমার বদনমণ্ডল অতিশয় শোভমান হইয়াছে। 'বন্যস্রজে'—তোমার গলদেশে বৃন্দাবনোদ্ভূত নানাবর্ণের পত্র-পুষ্পাদিময়ী মালা রহিয়াছে, ইহাতে

স্বর্গীয় নন্দনকাননের পারিজাতাদি পুষ্পের অপকর্ষ দ্যোতিত হইল। হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাসাদি চিহ্নেই যাঁহার শোভা, ইহাতে তোমার গোপবালকোচিত আচরণেরই অন্যান্য আচরণ হইতে শ্রেষ্ঠত্ব। 'মৃদুপদে'- অতি সুকোমল চরণযুগল যাঁহার, সেই চরণযুগলের দ্বারা বনভ্রমণ দর্শনকারিগণের কারুণ্য, প্রেমে মূর্চ্ছোৎপাদকত্ব বলা হইল। 'পশুপাঙ্গজায়'—গোপরাজ নন্দের পুত্র, ইহা বলায় শ্রীবসুদেবাদি হইতেও শ্রীনন্দ মহারাজের সৌভাগ্যাধিক্য ব্যক্ত হইয়াছে ॥১॥

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু নৌমীতি প্রতিজ্ঞায় কিং স্বরূপানুবাদমাত্রং ক্রিয়তে ইত্যত আহ) (হে) দেব, মদনুগ্রহস্য (মম ব্রহ্মণঃ অনুগ্রহো যস্মাৎ তস্য) স্বেচ্ছাময়স্য (স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ) ন তু ভূতময়স্য (অচিন্ত্যস্য শুদ্ধসত্ত্বময়স্য) অস্য অপি (দৃশ্যমানস্য) তব বপুষঃ (অবতারস্য) মহি (মহিমানং) তু অবসিতুং (নির্দ্ধারয়িতুং) কঃ অপি (কঃ ব্রহ্মা অহং অপি) ন ঈশে (ন সমর্থঃ ভবামি, তদা) আত্মসুখানুভূতেঃ সাক্ষাৎ (তব) এব স্ব সুখানুভবমাত্রস্য কেবলস্য গুণাতীতস্য তব মহিমানং) অন্তরেণ (নিরুদ্ধেনাপি) মনসা কিম্ উত (কো নাম জ্ঞাতুং সমর্থঃ ভবেৎ কোঽপি ন ইত্যর্থঃ) অথবা হে দেব, ভূতময়স্য (বিরাড়্রূপস্য) বপুষঃ (বিগ্রহস্য) মহি (মহিমানং) তু অবসিতুং (নির্দ্ধারয়িতুং) আন্তরেণ মনসা কঃ অপি ন ঈশে (ন সমর্থঃ ভবতি তদা) মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য অস্য আত্মসুখানুভূতেঃ (সচ্চিদানন্দরূপস্য) সাক্ষাৎ তব (একলকিমুত কিং বক্তব্যম্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—আমার প্রতি কৃপাময় ভক্তের ইচ্ছানুসারে প্রকটিত শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই ভবদীয় নারায়ণাখ্য বিগ্রহের মহিমা আমি জানিতে সমর্থ নহি কিংবা অন্যে সমর্থ নহে ; সুতরাং স্বয়ংরূপ আত্মসুখানুভবস্বরূপ অবতারী আপনার মহিমা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়াও যে কেহই জানিতে পারিবে না তাহা বলাই বাহুল্য। অথবা আপনার বিরাট্ বিগ্রহের মহিমা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ করিয়াও কেহই জানিতে সমর্থ হয় না সুতরাং আমার প্রতি কৃপাময় স্বেচ্ছা-প্রকটিত তনু আত্মসুখানুভবস্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ এই আপনার মহিমা যে জানিতে পারিবে না, তাহাতে সন্দেহ কি ? ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভো ব্রহ্মন্ ত্বং জগদৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ অহন্তু বন্যগোপালপুত্রস্ত্বং পুরাতনঃ অহন্তু বালস্ত্বং বেদার্থ-তাৎপর্য্যবিজ্ঞত্বাৎ পরমবিদ্বান্ সদাচারপরায়ণঃ অহন্তু বৎসচারকত্বাৎ জ্ঞানশূন্যঃ স্মার্ত্তাচারগন্ধমপ্যজানংস্তিষ্ঠন্ ভ্রাম্যন্নপ্যোদনকবলং ভুঞ্জানস্ত্বং মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহন্তু ত্বন্মায়ামোহিতো মনোদুঃখেন বনং পর্য্যটংস্তব স্তবং কর্ত্তুং নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহমকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন্নাহ,—অস্যেতি। হে দেব, অস্যাপি বালচেষ্টাময়স্য প্রকটিতমৌগ্ধস্য তব বপুষো মহি মহমানমবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্নোমি কিমুত কৈশোরলীলস্য প্রকটয়িষ্যমাণমহাচাতুর্য্যস্য বপুষোঽপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা সুখানুভূতিস্তস্যা নিরতিশয়স্বানন্দময়োঽপি বৎসচারণাদিনা যাদৃশং সুখমনুভবসি তস্যেত্যর্থঃ। তথা ত্বৎসহচরাণামপি মনঃসুখানুভূতের্মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্তবৈব অন্তরেণ প্রত্যাহৃত্যান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্থিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাপ্যহং নেশে কিমুতান্যে ইতি কৈমুত্যপঞ্চকমজ্ঞানাতিশয়প্রতিপাদকং, মমাপি জ্ঞানসম্ভাবনায়াং ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ, কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রুবন্ বপুর্বিশিনষ্টি। ময্যপরাধিন্যপ্যনুগ্রহো মহৈশ্বর্য্যদর্শনোত্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্য তস্য। অনুগ্রহে হেতুঃ ; স্বেচ্ছাময়স্য স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা-দিদৃক্ষা-সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। অতো ময্যপি ভক্তাভাসবত্ত্বাদপরাধিত্বেঽপ্যনুগ্রহলেশ প্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ। নন্বিচ্ছানুগ্রহৌ নরবপুর্দ্ধর্ম্মাবিত্যত আহ—ন তু ভূতময়স্য ভূতময়ং হি বপুর্জড়ং ন তু চিন্ময়ম্। অতএব ব্রহ্মসংহিতায়ামুক্তম্ "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী"তি

এতচ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়বত্ত্বং তদেতস্য গোবিন্দস্যাঙ্গানাং যথাকালং অন্যান্ অবতারান্ প্রত্যেব তদঙ্গানাং যথাকালমন্যান্ প্রত্যেব ন তু সাক্ষাত্তং প্রতি। স তু স্বচক্ষুর্ভ্যামেব পশ্যতি, স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি, স্বমনসৈব বিচারয়তি। ন তু স্বপাণিভ্যামপি পশ্যতি ইত্যাদি বিবেচনীয়ম্। অথবা অস্যাপি দেববপুষো দেবাকারস্য অধুনৈব তয়া দর্শিতস্য বাসুদেবমূর্ত্তের্মদনুগ্রহস্য চতুঃশ্লোকী-ভাগবতোপদেষ্টৃত্বেন মদ্যনুগ্রহবতঃ স্বীয়স্যাংশিনস্তবেচ্ছাসংপাদকস্য ত্বদিচ্ছাসংপাদকত্বেঽপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ—ন তু ভূতময়স্য মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ বেদান্ বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যাপিতোঽপ্যহং জ্ঞাতুং নেশে, কিমুত সাক্ষাত্তবৈব নরবপুষঃ সর্ব্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ। কথম্ভূতস্য আত্মনঃ ? স্বস্য সুখেষু দধিচৌর্য্যগোপিকান্তন্যপানবৎসচারণবাল্যচাপল্যাদ্যুত্থেষু স্বাবতারান্তরাসাধারণেষু অনুভূতির্যস্য তস্য ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি জগতের ঐশ্বর্য্যাধিপতি, আর আমি বন্য গোপালকের পুত্র (গোয়ালার ছেলে), তুমি পুরাতন, আমি কিন্তু বালক, তুমি বেদার্থ-তাৎপর্য্য-বিজ্ঞ বলিয়া পরম বিদ্বান্ ও সদাচার-পরায়ণ, আর আমি বৎসচারক (গরু চরাই) বলিয়া জ্ঞানশূন্য, স্মার্ত্তাচারের গন্ধমাত্রও না জানিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় ভ্রমণ করিতে করিতেও দধি-মিশ্রিত অন্ন ভোজনকারী, তুমি মায়ী পরমসুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, আর আমি তোমার মায়ায় মোহিত হইয়া মনোদুঃখে বনে বনে পর্য্যটন করিতেছি, তোমার স্তব করিবার যোগ্যতাও আমার নাই—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের বক্রোক্তি আশঙ্কাপূর্ব্বক ব্রহ্মা, 'সত্যই, অজ্ঞানবশতঃ আমি মহা অপরাধ করিয়াছি' ইহা প্রকাশ করতঃ বলিতেছেন—'অস্যাপি' ইত্যাদি। হে দেব! এই বাল্য চেষ্টাময় মুগ্ধভাবাপন্ন তোমার শ্রীবিগ্রহের মহিমাই যখন জানিতে সমর্থ হইলাম না, তখন ভাবী প্রকটনশীল কৈশোরলীলায় মহাচাতুর্য্যময় বিগ্রহের মহিমা যে জানিতেসমর্থ নহি, তাহাতে আর কি বক্তব্য ? 'কিমুত আত্মসুখানুভূতেঃ'—তোমার আত্মা বলিতে মনের যে সুখানুভূতি, অর্থাৎ তুমি নিরতিশয় সদানন্দময় হইয়াও বৎসচারণাদি দ্বারা মনে যে সুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহার এবং ভবদীয় সহচরগণের মানসিক সুখানুভূতির মহিমা জানিতে যে অসমর্থ, তদ্বিষয়ে আর কি বলিব ? 'অন্তরেণ'—বহির্বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক বশীকৃত অন্তর্মুখী মনের দ্বারাই যখন জানিতে পারিলাম না, তাহাতে অস্থির চিত্তে কি প্রকারে জানা যাইবে ? 'কোঽপি'—'ক' অর্থ ব্রহ্মা আমিও যখন জানিতে সমর্থ হইলাম না, তাহাতে অপর জন কি প্রকারে জানিবে ? —এখানে এরূপ কৈমুত্য-পঞ্চক অজ্ঞানের অতিশয়-প্রতিপাদক বুঝিতে হইবে। আমারও জ্ঞান-সম্ভাবনাবিষয়ে শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা ও যোগাদি কারণ নহে, কিন্তু তোমার কৃপাকটাক্ষের লেশ মাত্রই তাহার হেতু, ইহা বলিবার নিমিত্ত বপুর বিশ্লেষণ করিতেছেন—'মদনুগ্রহস্য বপুষঃ', অপরাধী আমার প্রতিও যে অনুগ্রহ, তাহা মহৈশ্বর্য্য দর্শনোত্থিত মোহের পরবর্ত্তী কালে তোমার দর্শনলাভে অনুমিত হয়। অনুগ্রহের হেতু—'স্বেচ্ছাময়স্য', স্বীয় প্রেমী ভক্তজনের যেমন যেমন যে যে ইচ্ছা, দর্শনাভিলাষ, সেবাভিলাষ ইত্যাদি, তুমি ভক্তবৎসল বলিয়া তাহা তাহা সম্পাদন করিয়া থাক। অতএব আমাতেও ভক্তাভাস থাকায় অপরাধী হইলেও তোমার অনুগ্রহলেশ প্রাপ্তির অধিকার রহিয়াছে —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—দেখুন, ইচ্ছা ও অনুগ্রহ নরবপুর ধর্ম্ম, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ন তু ভূতময়স্য', ভূতময় বপু জড়, উহা চিন্ময় নহে (কিন্তু তোমার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়)। অতএব ব্রহ্মসংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" (৩২ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের প্রত্যেক অঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ব্যাপার বিদ্যমান, অর্থাৎ তাঁহার হস্তও দর্শন করিতে, নেত্রও পালন করিতে সমর্থ। লীলাপরিকরে সেই সেই অঙ্গসমূহ যথাযথরূপেই ব্যবহৃত হয়, তাহারা স্বচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন, স্বশ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করেন, স্বমনের দ্বারা বিচার করেন, কিন্তু স্বহস্তের দ্বারা দর্শন করেন না, ইত্যাদি বিবেচনা করিতে হইবে। অথবা—'অস্যাপি দেববপুষঃ', এই দেবাকার অর্থাৎ অধুনাই তোমাকর্ত্তৃক প্রদর্শিত বাসুদেব মূর্ত্তি চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেষ্টারূপে মৎপ্রতি অনুগ্রহকারী ও অংশস্বরূপ তোমার ইচ্ছায় সম্পাদিত হইলেও, উহা আমাদের

ন্যায় ভৌতিক নহে ইহা বলিতেছেন—'ন তু ভূতময়স্য', অর্থাৎ এই চিন্ময় বিগ্রহের মহিমা যাহা হইতে বেদ সকল প্রকাশিত ও শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যাপিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মা আমি বিশুদ্ধ মনের দ্বারাও জানিতে পারিলাম না, 'কিমুত সাক্ষাৎ তবৈব'—তখন দধিচৌর্য্য, গোপিকাস্তনপান, বৎসচারণ ও বাল-চাপল্যাদি স্বীয় অবতারান্তর অসাধারণ সুখানুভূতি-সম্পন্ন নরবপুঃ সর্ব্বাংশী স্বয়ং ভগবান্ তোমার মহিমা যে জানিতে পারি নাই, ইহাতে অধিক বক্তব্য কি হইতে পারে ? ২ ॥

———

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(অতএব ভক্তাস্তদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য) ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয়রূপ-গুণলীলাবার্ত্তা-শ্রবণমেব সাধু মন্যন্তে ইত্যাহ) যে (ভক্তাঃ জনাঃ) জ্ঞানে (জ্ঞানমার্গে) প্রয়াসং (প্রযত্নং) উদপাস্য (বিহায়) স্থানে স্থিতাঃ (স্বস্থানে এব স্থিতাঃ সন্তঃ) সন্মুখরিতাং (সাধুজনকীর্ত্তিতাং) শ্রুতিগতাং (কর্ণপ্রবিষ্টাং) ভবদীয় বার্ত্তাং (ভবতঃ রূপগুণ-লীলা-বৃত্তান্তং) তনুবাঙ্মনোভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) নমন্তঃ এব (সৎকুর্ব্বন্ত এব) জীবন্তি (আশ্রয়ত্বেন গৃহ্নন্তি) তৈঃ (জনৈঃ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিজগতি) প্রায়শঃ অজিত জিতঃ অপি অসি (অন্যৈঃ অজিতঃ অপি ত্বং জিতঃ প্রাপ্তঃ অসি ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞানদ্বারা ভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধু-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া যাহারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎ সান্নিধ্যমাত্র আপনা হইতেই শ্রবণ-পথে প্রবিষ্ট ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলা পর-বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবন ধারণ করেন তাহারা অন্য কোন কর্ম্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁহাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন ।।৩।।

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি শ্রুতেরজ্ঞানাল্লোকাঃ কথং সংসারং তরেয়ুস্তত্রাহ—জ্ঞান ইতি । উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সন্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোঽপি স্বমাধুর্য্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম্ । ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ নতু তীর্থান্যপ্যটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাং তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বতএব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তনুবাঙ্মনোভিরারম্ভপরিসমাপ্ত্যোর্নমন্তঃ । তত্র তন্বা পাণিভ্যাং সহ শীর্ষ্ণা ভূমিস্পর্শেন । বাচা কৃষ্ণকথায়ৈ "তদাস্বাদকেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যশ্চ নমস্ত" ইতি বচনেন, মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রণমন্তো যে জীবন্তি কেবলং যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽপি বশীকৃতোঽপি ভবসি । জ্ঞানাল্লব্ধমুক্তিভিস্তু ন বশীকৃতো ভবস্যতঃ সংসারতরণং কথাশ্রোতৃণাং কিং চিত্রমিতি ভাবঃ । অতস্ত্বৎ-কথৈকদেশজ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থো জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি", অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে জানিলেই জীব মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারে—এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে জ্ঞান ব্যতীত লোকে কি প্রকারে সংসার (জন্মমৃত্যু-প্রবাহ) হইতে উত্তীর্ণ হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'জ্ঞানে প্রয়াসম্ উদপাস্য', জ্ঞানের নিমিত্ত কিছুমাত্র প্রয়াস না করিয়া (কিংবা ভবদীয় স্বরূপৈশ্বর্য্য-বিচারে বা জ্ঞান ও যোগোপাসনায় পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া), 'সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং'—সাধু ভক্তগণ মৌনশালী হইলেও স্বমাধুর্য্যবশতঃ যাহা তাঁহাদিগকে মুখরীকৃত করিয়াছেন, সেই ভবদীয় চরিত্রবার্ত্তা, অথবা তোমার নিত্য পরিকর প্রভৃতির কথাকে, 'স্থানে স্থিতাঃ'—সাধুগণের নিবাসস্থলেই অবস্থিত হইয়া, কিন্তু তীর্থাদি পর্য্যটন না করিয়া, 'শ্রুতিগতাং'—তৎসন্নিধিমাত্রে আপনা হইতে শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট (কথাকে) কায়মনোবাক্যে আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহারা সৎকার করেন । তন্মধ্যে কায় বলিতে হস্তদ্বয়ের সহিত মস্তকের দ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্ব্বক (পঞ্চাঙ্গ বা সাষ্টাঙ্গ) প্রণাম, শ্রীকৃষ্ণ-কথার উদ্দেশ্যে 'তদাস্বাদক বৈষ্ণব-

গণকে প্রণাম'—এইরূপ বাক্যের দ্বারা, এবং শ্রুত কথার নিশ্চয়তা বুদ্ধিতে মনের দ্বারা সৎকারপূর্ব্বক যাঁহারা জীবন ধারণ করেন, তাঁহারা যদিও অন্য কর্ম্ম না করেন, তথাপি—হে অজিত ! তুমি ত্রিলোক-মধ্যে অন্যান্য সকলের দ্বারা অজিত হইলেও, তাঁহা-দিগের কর্ত্তৃক প্রায়ই জিত বা বশীভূত হইয়া থাক। পরন্তু জ্ঞানের দ্বারা যাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহা-দিগের কর্ত্তৃক তুমি বশীভূত হও না, ইহাতে তোমার কথা শ্রবণকারিগণের সংসারতরণ আশ্চর্য্য কি ? অতএব তোমার কথার একদেশ-জ্ঞানই সেই জ্ঞান, যাহার দ্বারা লোকে সংসারও উত্তীর্ণ হয়, ইহাতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির অর্থও জ্ঞাপিত হইল—এই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, হে (জ্ঞানমার্গাবলম্বিনঃ) শ্রেয়ঃ সৃতিং (আত্মমঙ্গলপদ্ধতিং) তে ভক্তিম্ উদস্য (ত্যক্ত্বা) কেবলবোধলব্ধয়ে (কেবলস্য ভক্তিশূন্য-তয়া স্ববিজ্ঞতামাত্রতাৎপর্য্যস্য বোধস্য লব্ধয়ে প্রাপ্তয়ে) ক্লিশ্যন্তি (ক্লেশং স্বীকুর্ব্বন্তি) তেষাং (জনানাং) স্থূলতুষাবঘাতিনাং যথা (অল্প প্রমাণং ধান্যং ত্যক্ত্বা অন্তঃকণহীনান স্থূলধান্যাভাসান্ তুষান্ যে অবঘ্নন্তি তেষাং যথা শ্রমঃ এষ অবশিষ্যতে তথা) ক্লেশল এব শিষ্যতে (ক্লেশ এব কেবলং ভবতি) অন্যৎ স (কিঞ্চিদপি ফলং ন জায়তে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে সকল জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্যক্তি নিজ মঙ্গললাভের পথস্বরূপ ভগবদ্ভক্তি পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল অর্থাৎ ভক্তিশূন্য জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন তাহাদের অন্তঃসার শূন্য স্থূল তুষাবঘাতির ন্যায় ক্লেশমাত্রই লাভ হইয়া থাকে তদ্ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রবণকীর্ত্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থীভবন্তি। যদুক্তং নৃসিংহপুরাণে—"পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভ্যেষু সদৈব সৎসু। ভক্ত্যা সুলভ্যে পুরুষে পুরাণে মুক্ত্যৈ কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ" ইতি। তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াস-বন্তস্তেষাং দুঃখমেব ফলতীত্যাহ—শ্রেয়ঃসামভ্যুদয়া-পবর্গলক্ষণানাং সৃতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝ-রাণাং তাং তব ভক্তিং উদস্যেতি শ্রীস্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা। শ্রেয়াংসি জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাসাধন-সাধ্যানি ফলানি যয়ৈব সৃয়ন্তাং ভক্তিং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্য্যবসিতো ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্ অল্পপ্রমাণং তণ্ডুলং পরিত্যজ্য যত-স্ততঃ পরিশ্রম্যানীয় পর্ব্বতপ্রমাণং স্থূলতুষপুঞ্জং সঞ্চিত্য তস্যান্তঃকণহীনধান্যাভাসস্যাবঘাতং কুর্ব্বতাং জনানাং যথা স স্থূলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলং হস্তাদি-বেদনামাত্রফলপ্রদঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-সমূ-হের মধ্যে একাঙ্গ ভক্তি সাধনের দ্বারাই জীব কৃত-কৃতার্থ হইয়া থাকে। যেমন নৃসিংহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"পত্রেষু পুষ্পেষু" ইত্যাদি, অর্থাৎ অক্রীত-লভ্য (যাহা ক্রয় করিতে হয় না), পত্র, পুষ্প, ফল, জল সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে এবং পুরাণ পুরুষ একমাত্র ভক্তির দ্বারা সুলভ্য হইলে, কিজন্য লোকে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করে ? তথাপি যাহারা সেই ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তাহাদের দুঃখই লাভ হয়, ইহা বলিতেছেন—'শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিম্ উদস্য', নিখিল মঙ্গলের মার্গভূত শ্রবণাদি ভক্তিকে অনাদর করিয়া। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'ঝরণার প্রবল প্রবাহে সরোবরগুলি যেমন পরিপুষ্ট হয়, তদ্রূপ নিখিল মঙ্গল ও অপবর্গ লাভের যাহা পথস্বরূপ, সেই তোমার ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া', অর্থাৎ শ্রেয়ঃ বলিতে জ্ঞান-কর্ম্মাদি নানা সাধন ও সাধ্যের ফলসমূহ, তাহা যাহা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ভক্তিকে অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞান লাভের নিমিত্ত ক্লেশ করেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'স্থূলতুষাবঘাতিনাম্', অর্থাৎ অল্প প্রমাণ তণ্ডুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথা তথা অতি কষ্টে আনীত হইতে পর্ব্বত প্রমাণ স্থূল তুষরাশি সংগ্রহ করিয়া অন্তঃকণহীন ধান্যাভাসের অবঘাতনে যেমন সেই স্থূল তুষ কেবল হস্তাদি বেদনামাত্র ফল

প্রদান করিয়া থাকে, পরন্তু অন্য কোন ফলপ্রদ হয় না, (তদ্রূপ একাঙ্গ হইলেও ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল জ্ঞান-প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নকারী ব্যক্তিসকলের কিঞ্চিৎমাত্র ফল লাভ হয় না, কিন্তু ক্লেশ মাত্রই অবশিষ্ট হইয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিন-
স্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া ।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া
প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভক্ত্যা এব জ্ঞানং ন অন্যথা ইত্যত্র সদাচারং প্রমাণং দর্শয়তি) (হে) ভূমন্, অচ্যুত, ইহ (লোকে) পুরা (পূর্ব্বকালে) বহবঃ অপি যোগিনঃ (যে যোগমার্গেণ জ্ঞানং ন প্রাপ্তাঃ) ত্বদর্পিতেহাঃ (ত্বয়ি অর্পিতা লৌকিকী অপি ঈহা চেষ্টা যৈঃ তে) নিজকর্ম্মলব্ধয়া (ত্বয়ি সর্ব্বচেষ্টা সমর্পণরূপ নিজ কার্য্যেন অধিগতয়া) কথোপনীতয়া (ত্বৎকথাশ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপয়া) ভক্ত্যা এব বিবুধ্য (আত্মানং জ্ঞাত্বা) অঞ্জঃ (সুখেন) তব পরাং (উত্তমাং) গতিং প্রপেদিরে (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অপরিচ্ছন্ন স্বরূপ, হে অচ্যুত, পুরাকালে ইহলোকে বহুযোগীপুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু তাহারা যোগমার্গে ফল লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া নিজ নিজ লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্ম আপনাতে সমর্পণ করেন। তৎফলে তাহারা ভবদীয় কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপা ভক্তি দেবীর প্রভাবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিয়া অনায়াসে আপনার সামীপ্য রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবং শ্লোকদ্বয়েনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ ভক্তিমেব স্থিরীকৃত্য তত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। হে ভূমন্, প্রভো ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্তঃ এবং ত্বয্যেবার্পিতা ঈহা চেষ্টা যৈস্তদ্ভক্ত্যর্থমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগশ্রদ্ধাবতাং বর্ণাশ্রমকর্ম্মানধিকারান্নিজকর্ম্মশ্রবণকীর্ত্তনাদেব তেন লব্ধয়া বিশেষতস্তু কথয়া শ্রুতকীর্ত্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্রাপিতয়া ভক্ত্যা প্রেমলক্ষণয়ৈব বিবুধ্য বিজ্ঞায় ত্বদ্রূপগুণলীলাদিকমনুভূয়েত্যর্থঃ। পরাং প্রেমবৎপার্ষদত্বলক্ষণাং গতিং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা, যথা কেবলবোধো বিফলস্তথা কেবলযোগশ্চেত্যত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—পুরেতি। বহুকালং যোগিনো ভূত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা ত্বয়ি অর্পিতা ঈহা চেষ্টা চ নিজকর্ম্ম চ তাভ্যাং লব্ধয়া ভক্ত্যা জ্ঞানমিশ্রয়ৈব বিবুধ্য ত্বাং জ্ঞাত্বা ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে দুইটি শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে ভক্তিকেই নির্দ্ধারণপূর্ব্বক তাহাতে সদাচার প্রমাণ দিতেছেন—'পুরা' ইত্যাদি। 'ভূমন্'—হে প্রভো! এই জগতে পুরাকালে বহু বহু 'যোগিনঃ'—ভক্তিযোগসাধকগণ, 'ত্বদর্পিতেহাঃ'—এই প্রকারে তোমাতেই অর্পিত হইয়াছে সকল চেষ্টা যাঁহাদের দ্বারা, অর্থাৎ তোমার ভক্তি-প্রাপ্তির নিমিত্ত তোমাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপার অর্পণ করিয়াছেন, এই অর্থ। 'নিজকর্ম্মলব্ধয়া'—ভক্তিযোগে শ্রদ্ধাশীল জনগণের বর্ণাশ্রম কর্ম্মে অনধিকারহেতু নিজ কর্ম্ম বলিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতেই লব্ধ ভক্তির দ্বারা, বিশেষতঃ অবিরত ভবদীয় কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি জন্য প্রত্যক্ষরূপে লব্ধ প্রেমলক্ষণা ভক্তির দ্বারাই, 'বিবুধ্য'—তোমার রূপ, গুণ ও লীলাদি অনুভব করতঃ' 'পরাং গতিং'—তোমার অন্তরঙ্গ (প্রেমবৎ) পার্ষদত্ব-লক্ষণ গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা—যেমন কেবল জ্ঞান বিফল, তদ্রূপ কেবল যোগও (বিফল), এই বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—'পুরা' ইত্যাদি। এই সংসারে অনেকানেক মনুষ্য বহুকাল যোগসাধনে যোগী হইয়াও যোগদ্বারা জ্ঞানলাভ করিতে না পারিয়া, সেই কেবলযোগ নিষ্ফল বিবেচনায় তোমাতে লৌকিকী ও বৈদিকী কর্ম্মসমূহ অর্পণ করতঃ, ভবদীয় কথা শ্রবণ বা আদরজনিত লব্ধ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি দ্বারাই তোমাকে বিদিত হইয়া পরমসুখে সংসার নিবৃত্তিপূর্ব্বক তোমার সাম্যরূপা গতি লাভ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

তথাপি ভূমন্ মহিমাগুণস্য তে
বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো
হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, (অপরিচ্ছিন্ন) তথাপি অমলান্তরাত্মভিঃ (প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়ৈঃ সত্ত্বপরৈঃ) অবিক্রিয়াৎ (বিক্রিয়া বিশেষাকারঃ তদ্‌রাহিত্যাৎ) অরূপতঃ (অবিষয়াৎ) অনন্যবোধ্যাত্মতয়া (স্বপ্রকাশত্বেন ইদং তদিতি বিষয়ত্বেন) স্বানুভবাৎ (আত্মাকারান্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ) অগুণস্য (গুণাতীতস্য) তে (তব) মহিমা বিবোদ্ধুং (জ্ঞাতুং) অর্হতি (শক্যতে) অন্যথা ন চ (অন্যথা ন শক্যতে) ।। ৬ ।।

অনুবাদ—(পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ গুণানুবাদ-শ্রবণদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য কোন উপায়ে হয় না কথিত হওয়ায় ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ—উপায় স্বরূপেরই দুর্জ্ঞেয়ত্ব সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। ভগবানের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় হইলেও নির্গুণ স্বরূপের উপলব্ধি কোনপ্রকারে কথঞ্চিৎ হইতে পারে, কিন্তু অচিন্ত্যগুণ-সম্পন্ন সগুণ-স্বরূপে অনুভূতি হয় না—ইহাই বলিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা) আপনার গুণাতীত স্বরূপের মহিমা বিষয়-নিবৃত্ত নির্ম্মল-অন্তঃকরণের গোচরীভূত হইতে পারে, কেন না ভগবদ্-মহিমা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব, স্বতঃপ্রকাশ ভাবেই অর্থাৎ তদ্‌বস্তুরূপেই বিষয়াকারশূন্য নির্ব্বিকার সুতরাং ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার অর্থাৎ স্ফূর্ত্তির বিষয় হইয়া থাকে কিন্তু অন্যপ্রকার অর্থাৎ সগুণ স্বরূপ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় না ।।৬

বিশ্বনাথ—এবং যদ্যপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যৈব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবো ভবতি তথাপি কেবলজ্ঞানস্য বিগীতত্বাদ্ভক্তিমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি কিন্তু "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"-দিতি তদুক্তের্জ্ঞানং সংন্যাসানন্তরমেবেত্যাহ—তথাপীতি। যদ্যপি কেবলা ভক্তির্নস্যাত্তদপীত্যর্থঃ। হে ভূমন্, ভূঃ প্রাদুর্ভাবস্তদ্‌যুক্তমধুরৈতদ্রূপপ্রাদুর্ভাববন্, অগুণস্য প্রাকৃত-গুণরহিতস্য তব মহিমা মহত্ত্বং বৃহত্ত্বরূপ একো ধর্ম্মঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি"তি ত্বদুক্তেঃ "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথে"তি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম বিবোদ্ধুং স্বয়মেব বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতি। পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তীত্যত্র করণস্য কর্ত্তৃত্বং বিবক্ষিতম্। কস্মান্নিমিত্তাৎ ? অমলৈঃ শুদ্ধৈরন্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাৎ স্বকর্ম্মকাদনুভবাৎ। নন্বনুভবঃ খল্বন্তঃকরণবৃত্তিঃ সা চ সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী নির্ব্বিকারং ব্রহ্ম কথং বিষয়ী কুর্য্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি—অবিক্রিয়াৎ ন বিদ্যতে বিক্রিয়া বিকারো যত্র তথাভূতাৎ, বিকারো হি মায়াধর্ম্মঃ স চ মায়োপরমে কুতঃ স্যাদিতি লিঙ্গদেহাভাব এব ব্যঞ্জিতঃ। ননু তদপি ব্রহ্মণোঽবিষয়ত্বেনানুভববিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্বিশিনষ্টি, অরূপতঃ রূপং বিষয়স্তদিতরাৎ বিষয়াকারত্বরহিতাৎ ব্রহ্মাকারাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারানুভববিষয়ত্বং ন দোষ ইতি। নন্বস্তি কিং তদ্বোধে প্রকারান্তরম্ ? তত্রাহ—অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপং যস্য তত্তয়া নৈবান্যথা স বিবোধ্যো ভবিতুমর্হতীত্যন্বয়ঃ। যথা বিষয়াকারানুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারানুভব এব ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীনিত্যর্থঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার যদিও কেবলা প্রেমভক্তির দ্বারাই তোমার সাক্ষাৎ এই স্বরূপের অনুভব হইয়া থাকে, তথাপি কেবল জ্ঞান বিগীত (সদ্ভক্তের নিকট নিন্দিত) বলিয়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভবে কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু 'জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেৎ'—অর্থাৎ জ্ঞানও আমাতে সমর্পণ করিবে, এই ভগবদুক্তি অনুসারে জ্ঞান ভগবানে সমর্পণের পরই তাহা হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'তথাপি', অর্থাৎ যদি কেবলা ভক্তি না হয়, তাহা হইলেও, এই অর্থ। 'হে ভূমন্'! 'ভূ' অর্থ প্রাদুর্ভাব, তদ্‌যুক্ত অর্থাৎ মধুর এই রূপ প্রকটনশালিন্! 'অগুণস্য'—প্রাকৃত-গুণরহিত তোমার মহিমা, মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহত্ত্বরূপ মুখ্য ধর্ম্ম, যেমন উক্ত হইয়াছে—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" ইত্যাদি (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ মৎস্যদেব বলিলেন, তৎকালে মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমা অবগত হইবে। এবং "সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ" (৪।৯।১০), অর্থাৎ আপনার পাদপদ্ম ধ্যান অথবা আপনার ভক্তজনের কথা শ্রবণে দেহধারী ব্যক্তিদিগের যে নির্বৃতি হয়, আত্মানন্দরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেও সে সুখ লাভ হয় না—ধ্রুবের এই উক্তি অনুসারে 'মহিমা'-শব্দে প্রসিদ্ধ যে

পরব্রহ্ম, তাহা 'বিবোদ্ধুম্ অর্হতি'—অর্থাৎ স্বয়ংই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে। এখানে 'পচ্যতে ওদনঃ স্বয়মেব'—অন্ন নিজেই পক্ক হইতেছে, এই প্রয়োগের ন্যায় কর্ম্মের কর্তৃত্ব, এবং 'কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিনত্তি'—কুঠার নিজেই বৃক্ষকে ছেদন করিতেছে এই স্থলে যেমন করণের কর্তৃত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে, সেইরূপ পরব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করেন, ইহা বলা হইল।

যদি বলেন—কি নিমিত্ত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানগোচর হইতে পারেন? তাহাতে বলিতেছেন—'অমলান্তরাত্মভিঃ', নির্গুণ-ব্রহ্ম ও সগুণ-ভগবান্ তুমি একজনই, এবং "ব্রহ্ম-স্বরূপ ও ভগবৎ-স্বরূপ"—এই উভয় স্বরূপেই তোমার দুর্জ্ঞেয়ত্ব সমান, তথাপি হে ভূমন্! কোনও ব্যক্তি অমল অন্তঃকরণে নির্গুণ-স্বরূপ তোমার মহিমা বা ব্রহ্মস্বরূপ কথঞ্চিৎ প্রকারে জ্ঞানগোচর করিতে যোগ্য হইয়া থাকেন, কিন্তু সগুণ-স্বরূপ তোমার মহিমা অচিন্ত্য অনন্ত বলিয়া কেহও বুদ্ধিগোচর করিতে পারেন না। যদি বলেন—নিরুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা নির্গুণস্বরূপ আমার (ভগবানের) মহিমা বা ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর কিরূপে করিতে পারে? তাহার হেতু কি? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বানুভবাৎ', স্বানুভবহেতু অর্থাৎ সেই মহিমা বা ব্রহ্ম আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানগোচর হয়।

যদি বলেন—আমার (ভগবানের) মহিমা আত্মাকারে আকারিত যে অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হয়, সেই অন্তঃকরণও সবিকার বস্তুকেই বিষয় করিয়া থাকে, কারণ অনুভবটি অন্তঃকরণের বৃত্তি, অতএব সেই অন্তঃকরণের আত্মাকারতা কিরূপে হইতে পারে? অর্থাৎ অন্তঃকরণ সূক্ষ্মদেহ বিকারময় হইয়া নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে কি প্রকারে জ্ঞানগোচর করিতে সমর্থ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অবিক্রিয়াৎ' (বিশেষাকার-রহিতত্বহেতু), বিক্রিয়া বা বিকার যেখানে নাই, তথাভূত বলিয়া, বিকার হইতেছে মায়ার ধর্ম্ম, মায়া উপরত হইলে লিঙ্গদেহের অভাববশতঃ বিকার হইতে পারে না। অর্থাৎ অন্তঃকরণের বিবিধ আকার-শূন্য হইলেই আত্মাকারতা হইয়া থাকে বলিয়া তোমার মহিমা আত্মাকার অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি বলেন—তাহা হইলেও ব্রহ্মের অবিষয়ত্বহেতু অনুভবের বিষয় হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে, (অর্থাৎ নির্ব্বিষয় যে আত্মা, সে যদি অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকারের বা অনুভবের বিষয় হইল, তাহা হইলে কি করিয়া আত্মার অনাত্মত্ব-প্রসঙ্গ হইতে পারে?) তদুত্তরে বলিতেছেন—'অরূপতঃ' (রূপ-রসাদি-বিষয়-শূন্যহেতু), রূপ বলিতে বিষয়, তদ্ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়াকারত্ব-রহিত, ব্রহ্মাকারহেতু এই অর্থ। অর্থাৎ সেই আত্মা বা ব্রহ্ম রূপাদি বিষয়াকার-রহিত বলিয়া অন্তঃকরণ সাক্ষাৎকারের বিষয়ে বা ব্রহ্মাকারে অনুভবের বিষয় হইলেও দোষাবহ নহে, কারণ আত্মা বা ব্রহ্ম নির্ব্বিষয় চিত্তের বিষয় হইয়া থাকে, পরন্তু বিষয়াকার চিদাভাসযুক্ত বিষয়ত্ব, আত্মা বা ব্রহ্মে হইতে পারে না। যদি বলেন—অন্য প্রকারে কি সেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনন্যবোধ্যাত্মতয়া', অনন্যবোধ্য আত্মা বলিতে স্বরূপ যাঁহার, সেইরূপে, অন্য কোন প্রকারে নহে, অর্থাৎ স্ব-প্রকাশত্ব-হেতু অন্য কাহারও দ্বারা প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ংই প্রকাশমান হইয়া থাকেন, পরন্তু 'তাহা এইরূপ' ঈদৃশ বিষয়ত্বরূপে প্রতীয়মান হয় না। যেমন বিষয়াকার অনুভবই শব্দ-স্পর্শাদিকে (রূপ-রসাদিকে) বিষয় করিয়া থাকে, কিন্তু ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মাকার অনুভবও ব্রহ্মকেই বিষয় করিয়া থাকে, পরন্তু রূপ-রসাদি অনুভব করিতে পারে না—এই ভাবার্থ ॥ ৬ ॥

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দেব,) অস্য (বিশ্বস্য) হিতাবতীর্ণস্য (হিতায় পালনায় প্রকটিতস্য) গুণাত্মনঃ (গুণানামাত্মনঃ অধিষ্ঠাতুঃ) তে (তব) গুণান্ বিমাতুং (এতাবন্তঃ গুণা ইতি গণয়িতুং অপি) কে ঈশিরে (কে নাম সমর্থাঃ কোঽপি ন ইত্যর্থঃ, ননু কালেন নিপুণৈঃ কিং অশক্যমিত্যাহ) সুকল্পৈঃ (অতি নিপুণৈঃ)

যৈঃ বা কালেন (বহু জন্মনা) ভূপাংশবঃ (ভূমি কণাঃ) মিহিকাঃ (হিম কণাঃ) দ্যুভাসঃ (নক্ষত্রাদি কিরণপরমাণবঃ) বিমিতাঃ (গণিতাঃ, তৈরপি তব গুণান্ বিমাতুং ন শক্যতে) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে দেব, এই বিশ্বের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণাধিষ্ঠাতা আপনার গুণরাশি কে গণনা করিতে পারে ? যে সকল অতি নিপুণ ব্যক্তি বহু জন্মে পৃথিবীস্থ ধূলিকণা, হিমকণা এবং নক্ষত্রাদির কিরণস্থিত পরমাণু-সমূহ গণনা করিয়াছেন তাঁহারাও এ বিষয়ে সমর্থ নহেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অপ্রাকৃত-কল্যাণ-গুণময়ং তদেবং ভগবৎস্বরূপন্তু প্রেমভক্ত্যা বিনা বিজ্ঞাতুং কেঽপি মায়াসিন্ধুত্তীর্ণা অপি বিদ্যাবন্তোঽপি ন শক্নুবন্তি, যদি মে জগজ্জনা অস্মদাদয়স্ত্বাং পশ্যন্তোঽপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যং তব মহামধুরান্ গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শক্নুবন্তি, তন্মাধুর্য্যানুভববার্ত্তা দূরে বর্ত্ততামিত্যাহ—গুণা আত্মনঃ স্বরূপভূতা যস্যেতি গুণানাং নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চোক্তম্। তথাচ ব্রহ্মতর্কে "গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ" ইতি। অপি ত্বর্থে গুণাত্মনস্তু তব গুণান্ বিমাতুং এতাবন্ত ইতি গণয়িতুং কে ঈশিরে শক্নুবন্তি অপি তু নৈব। আমভাব আর্ষঃ। অস্য বিশ্বস্য হিতায় সংসাররোগনিবৃত্তয়ে অবতীর্ণস্য, বেতি বিতর্কে। যৈঃ সুকল্পৈরতিনিপুণৈঃ সঙ্কর্ষণাদিভির্ভূপরমাণবোঽপি বিমিতা গণিতা, ততোঽপ্যধিকাঃ খে মিহিকা হিমকণা অপি, তথা ততোঽপ্যধিকা দ্যুভাসঃ দিবি সূর্য্যাদীনাং কিরণপরমাণবস্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাদ্যা যান্ অদ্যাপি গায়ন্তো গায়ন্তঃ সীমানং নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণে ত্রিগুণময়ে জগতি আত্মা পালনার্থং মনো যস্য তথাভূতস্যাপি তব গুণান্ বিমাতুং ন ঈশিরে, কিং পুনর্গুণাতীতমহাচমৎকারিদধিচৌর্য্যাদিক্রীড়াত্মন ইতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপ্রাকৃত কল্যাণ-গুণময় ভগবৎস্বরূপ প্রেমভক্তি ব্যতিরেকে মায়াসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াও বিদ্বদ্‌গণও জানিতে সমর্থ হয় না, যদি আমাদের মত আমার জগজ্জন তোমাকে দেখিয়াও জানিতে না পারে, ইহাতে কি বক্তব্য থাকিতে পারে? আর তোমার মহামধুর গুণসমূহ গণনা করিতেই যখন সমর্থ হয় না, তাহাতে সেই মাধুর্য্যের অনুভবের কথা দূরে থাকুক, ইহা বলিতেছেন—'গুণাত্মনঃ', গুণ আত্মা অর্থাৎ স্বরূপভূত যাঁহার, ইহাতে গুণসকলের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বলা হইল। যেমন ব্রহ্মতর্কে উক্ত হইয়াছে—"গুণৈঃ স্বরূপভূতৈস্তু গুণ্যসৌ হরিরীশ্বরঃ", অর্থাৎ স্বরূপভূত গুণসমূহ থাকায় ভগবান্ শ্রীহরিকে গুণী বলা হয়। 'অপি'-শব্দ এখানে 'তু'-অর্থে, কিন্তু স্বরূপভূত গুণযুক্ত তোমার গুণসমূহ এই প্রকার, ইহা গণনা করিতে কে সমর্থ হয় ? অর্থাৎ কেহই সমর্থ নহে। 'ঈশিরে'—এখানে আম-প্রয়োগের অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। 'অস্য হিতাবতীর্ণস্য'—অথবা সত্ত্বাদি ত্রিগুণের পরিণাম-স্বরূপ এই বিশ্বের বা বিশ্বস্থ জীবের সংসার-রোগ নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তোমার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণসমূহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গণনা করিতে কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হইবে ? 'যৈর্বা সুকল্পৈঃ'—'বা'-শব্দ এখানে বিতর্কে, অতি-নিপুণ শ্রীসঙ্কর্ষণ প্রভৃতি যথেষ্ট কালে পার্থিব পরমাণু সকল, তাহা হইতে অধিক আকাশের হিমকণা, তাহা হইতেও অত্যধিক গগণে সূর্য্যাদির কিরণ-পরমাণু সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম গণনা করিতে সমর্থ হয়েন সত্য, কিন্তু তাঁহারাও অদ্যাপি তোমার গুণগণনা দূরের কথা, মুহুর্মুহুঃ গান করিয়াও সীমা করিতে পারিলেন না—এই ভাবার্থ। কিংবা—'গুণাত্মনঃ', এই ত্রিগুণময় জগৎ পালন করিবার নিমিত্ত বাসনাময় হইয়া বহুবার বহুগুণ আবিষ্কারপূর্ব্বক অবতীর্ণ তোমার গুণসমূহ গণনা করিতেও কেহ সমর্থ হইল না, তাহাতে আবার গুণাতীত (অপ্রাকৃত) মহাশ্চর্য্যজনক দধি-চৌর্য্যাদি ক্রীড়াশীল তোমার গুণ কে গণনা করিতে পারে ? ৭ ॥

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাদ্ ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছতে ইত্যাহ) তৎ (তস্মাৎ) যঃ (জনঃ) আত্মকৃতং (স্বোপার্জ্জিতং) বিপাকং (কর্ম্মফলং) ভুঞ্জানঃ এব (অনাসক্তঃ সন্ সহমানঃ এব) তে (তব) অনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ

(কদা ভবতঃ দয়া ভবিষ্যতীতি বহু মন্যমানঃ) হৃদ্‌বাগ্‌বপুর্ভিঃ (কায়মনোবাক্যৈঃ) তে (তব) নমঃ বিদধন্ (প্রণতিং রচয়ন্) জীবেত (বর্ত্ততে) সঃ (জনঃ) মুক্তিপদে (মুক্তি লক্ষণে নিত্য পার্ষদরূপে) দায়ভাক্ (দায়ভাগী ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমন্যৎ সর্ব্বসাধনং পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্ব্বংস্ত্বাং লভতে ইতি প্রকরণার্থোঽবগতস্তত্র কীদৃশঃ সন্ কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ তত্তে ইতি। যস্মাদেবং তত্তস্মাদাত্মকৃতং বিপাকং "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" ইত্যত্র প্রতিপাদিতং ভক্তেরপ্যনুসংহিতং ফলং সুখং তদপরাধফলং দুঃখঞ্চ ভুঞ্জান এব তং তবানুকম্পাং সুষ্ঠুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তং সুখং দুঃখঞ্চ ভগবদনুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন্। পিতা যথা স্বপুত্রং সময়ে সময়ে দুগ্ধং নিম্বরসঞ্চ কৃপয়ৈব পায়য়তি, আশ্লিষ্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতি চেত্যেবং মম হিতাহিতং পুত্রস্য পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নত্বহং ময়ি ত্বদ্ভক্তে নাস্তি কালকর্ম্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি। স এব কৃপয়া সুখ-দুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। "যথা চরেদ্বালহিতং পিতা স্বয়ং তথা ত্বমেবার্হসি নঃ সমীহিত"মিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবন্তং বিজ্ঞাপয়ন্ হৃদাদিভির্নমস্কুর্ব্বন্ নাতীব ক্লিশ্যন্ যো জীবেত, স মুক্তিশ্চ পদঞ্চ তয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং তস্মিন্ সংসারমুক্তৌ ত্বচ্চরণসেবায়াঞ্চেত্যানুষঙ্গিক-মুখ্যফলয়োর্দায়ভাগ্ ভবতি, যথা পুত্রস্য দায়প্রাপ্তৌ জীবনমেব কারণং তথা ভক্তস্য জীবনং তচ্চেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব, "দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধা" ইত্যাদ্যুক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য সমস্ত সাধন পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তি করিলে তোমাকে লাভ করা যায়, এরূপ প্রকরণার্থ জানা গেল, তাহাতে কিরূপভাবে ভক্তি করিবেন—এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'তত্তে' ইত্যাদি। যেহেতু এই প্রকার অতএব 'আত্মকৃতং বিপাকং'—আত্মকৃত বিপাক, "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে" (১।২।৯১), অর্থাৎ অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না, ইত্যাদি স্থলে প্রতিপাদিত ভক্তির অবান্তর ফল সুখ ও ভক্তিবিষয়ে অপরাধের ফলরূপ দুঃখ ভোগ করিয়াও যে ব্যক্তি তোমার অনুকম্পা মনে করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যথা সময়ে প্রাপ্ত 'সুখ ও দুঃখ' ইহা শ্রীভগবানের অনুকম্পার ফল ইহা অবগত হন। পিতা যেমন স্বীয় পুত্রের প্রতি কৃপাবশতঃ সময়ে সময়ে দুগ্ধ ও নিম্বরস পান করান, আবার কখন আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করেন ও সময়ে সহস্তে প্রহারও করেন, এইরূপ 'পিতা পুত্রের ন্যায় আমার হিতাহিত আমার প্রভুই বিদিত আছেন, আমি কিছুই অবগত নহি, পরন্তু তোমার ভক্ত আমাতে কাল, কর্ম্মাদির কাহারও কোন অধিকার নাই, তিনিই কৃপাপূর্ব্বক সুখ দুঃখ ভোগ করাইয়া থাকেন, আবার নিজের সেবাও করান'—এইরূপ বিচার করিয়া, "যথা চরেদ্ বালহিতং" (৪।২০।৩১), অর্থাৎ পিতা যেমন স্বয়ং বালকের হিতাচরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনিও আমার অভীষ্ট পূরণে কৃতযত্ন হউন, এইরূপ পৃথু মহারাজের ন্যায় প্রত্যহ ভগবানকে বিজ্ঞাপন করতঃ কায়মনোবাক্যে প্রণত হইয়া নাতিক্লেশে যিনি জীবন ধারণ করেন, তিনি 'মুক্তিপদে'—মুক্তি ও পদ তাহাতে, উভয়ের দ্বন্দ্বসমাসে একবচন হইয়াছে, অর্থাৎ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল সংসারের মুক্তি এবং মুখ্য ফল ভবদীয় চরণ সেবায় দায়ভাগী হইয়া থাকেন। যেমন পুত্রের দায়প্রাপ্তি-বিষয়ে জীবন ধারণ (বেঁচে থাকা) প্রয়োজন, তদ্রূপ ভক্তের জীবন—এই ভক্তিমার্গে স্থিতিই। যেমন শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"দৃতয় ইব শ্বসন্ত্যসুভৃতো যদি তেঽনুবিধাঃ" (১০।৮৭।১৭), অর্থাৎ প্রাণিগণ প্রতি আপনার ভক্তিযুক্ত হইলেই বস্তুতঃ সার্থক জীবন ধারণ করে, অন্যথা তাহারা ভস্ত্রার তুল্য কেবলমাত্র বৃথা শ্বাসযুক্ত হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ৮ ॥

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে
পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি।
মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং
হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (প্রভো) মে (মম ব্রহ্মণঃ) অনার্য্যং (গর্হিতম্ আচরণং) পশ্য হি (যতঃ) অহং অনন্তে আদ্যে মায়িমায়িনি (মায়িনামপি মায়িনি বিমোহকে) পরাত্মনি (পরমাত্মনি) ত্বয়ি অপি মায়াং (মম মায়াং) বিতত্য (বিস্তার্য্য) আত্মবৈভবং (পরমাত্মনঃ তব বৈভবং) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টুং) ঐচ্ছম্ (অভিলষিতবান্ অহো ত্বয়ি এবং কর্ত্তুং অহং) অগ্নৌ অর্চ্চিঃ ইব কিয়ান্ (ন কিঞ্চিৎ) (যথা অগ্নেঃ শিখা অগ্নিং প্রতি ন দাহাদি কার্য্যকরী তথা সর্ব্বমায়াধিপতৌ ত্বয়ি ভগবতি মম ব্রহ্মণঃ মায়া কথঞ্চিদপি ন কার্য্যকরী ভবতি ইতি)॥ ৯॥

অনুবাদ—হে প্রভু, আমার অন্যায় আচরণ দেখুন, কারণ আমি মায়াবিগণেরও মোহজনক অনন্ত আদিপুরুষ পরমাত্মরূপী আপনার প্রতি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া ভবদীয় ঐশ্বর্য্য দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। অহো! অগ্নি হইতে উদ্ভূত অগ্নিজ্বালা অগ্নির প্রতি নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না আপনা হইতে উদ্ভুত আমিও তদ্রূপ আপনার প্রতি প্রভাব বিস্তার করিতে কিছুমাত্র সমর্থ নহি॥ ৯॥

বিশ্বনাথ—অহন্তু ভক্তিলেশমপি ন কুর্ব্বে প্রত্যুতাপরাধপুঞ্জমেবেতি সানুতাপমাহ—পশ্যেতি। হে ঈশ, মে অনার্য্যং আর্যঃ সুজনো বিজ্ঞশ্চ তস্য ভাব আর্য্যং তদ্বিপরীতমনার্য্যং দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চ পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাং বা কুরুষ্বান্যথা মাদৃশানাং দৌর্জ্জন্যমৌঢ্যে এব বর্দ্ধিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। কিং তদ্দৌর্জ্জন্যং মৌঢ্যঞ্চেত্যত আহ—আদ্যে স্বকারণত্বাৎ পিতরি তত্রাপি ত্বয়ি সুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান এবেতি দৌর্জ্জন্যম্। অনন্তেঽপরিচ্ছিন্নৈশ্বর্য্যে পরাত্মনি আত্মনোঽপ্যাত্মনীতি মূঢ়ত্বম্ মায়িমায়িনীতি পরমমূঢ়ত্বম্। এবম্ভূতেঽপি ত্বয়ি মায়াং প্রসার্য্য আত্মৈশ্বর্য্যমীক্ষিতুমহমৈচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্ কিম্পরিমাণকঃ অর্চ্চির্জ্বালা যথা মহাগ্নেরুদ্ভূয় তমেব দগ্ধুমিচ্ছেৎ॥ ৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমি কিন্তু তোমাতে ভক্তিলেশও করি নাই, বরং অপরাধপুঞ্জই অর্জ্জন করিয়াছি, ইহাতে অনুতাপের সহিত বলিতেছেন—'পশ্য'। হে ঈশ! ঈশ্বর! 'অনার্য্যং'—আর্য্য বলিতে সুজন ও বিজ্ঞ, তাহার ভাব আর্য্য, তদ্বিপরীত অনার্য্য, অর্থাৎ আমার দুর্জ্জনতা ও মূঢ়তা অবলোকন করুন, এবং তদনুসারে সমুচিত দণ্ড বা ক্ষমা করুন, অন্যথা মাদৃশ অজ্ঞের দৌর্জ্জন্য ও মূঢ়তা দিন দিন বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। যদি বলেন—সেই দুর্জ্জনতা ও মূঢ়তা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'আদ্যে', মদীয় জন্মের কারণ প্রযুক্ত পিতা, তাহাতে সুখে সহচরগণের সহিত ভোজনরত তোমাতে, ইহা আমার দৌর্জ্জন্য। 'অনন্তে'—অপরিচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যশালী ও 'পরাত্মনি'—আত্মারও আত্মা তোমাতে, ইহা আমার মূঢ়তা। 'মায়ি-মায়িনি'—মায়াবিগণের বিমোহনকারী তোমাতে, ইহা আমার পরম মূঢ়তা। এবম্ভূত তোমাতে আমি মায়া বিস্তারপূর্ব্বক আত্মৈশ্বর্য্য দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। 'হি অহং ত্বয়ি কিয়ান্'—অহো! আমি তোমার নিকট কতটুকু! 'অগ্নৌ অর্চ্চিঃ ইব'—অগ্নিতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায়, অর্থাৎ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন মহাগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোনরূপ স্বপ্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ তোমা হইতে উদ্ভূত আমিও তোমাতে কোন্ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইব? —এই ভাবার্থ॥ ৯॥

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো
হ্যজানতস্ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষ
এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥ ১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুতঃ অতঃ রজোভুবঃ (রজোগুণসম্ভূতস্য) অজানতঃ (অতএব স্বভাবাদ্ অজ্ঞানস্য) ত্বৎপৃথগীশমানিনঃ (ভবতঃ পৃথক্ অহং ঈশ্বরঃ ইত্যভিমানিনঃ) অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধ চক্ষুষঃ (অজঃ জগৎ কর্ত্তাহমিতিমদেন গাঢ়তমোরূপেণ অন্ধীভূতনেত্রস্য) মে (মম) ময়ি নাথবান্ (মদ্ভৃত্যঃ) এষঃ (ব্রহ্মা) অনুকম্প্যঃ (দয়ার্হঃ) ইতি (মত্বা) ক্ষমস্ব (দোষমার্জ্জনং কুরু)॥ ১০॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, আমি রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া স্বভাবতঃই অজ্ঞান এবং স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানী, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অহঙ্কারে আমার নেত্র অন্ধভূত। অতএব "এই ব্রহ্মা আমার আজ্ঞা-

ধীন ভৃত্য ও দয়ার পাত্র" এরূপ মনে করিয়া ক্ষমা করুন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—দৌর্জ্জন্যোচিতস্য দণ্ডস্য মৌঢ্যোচিতায়াঃ ক্ষমায়াশ্চ সম্ভবেঽপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমৈবোচিতেত্যাহ—অত ইতি। হে অচ্যুত, যতস্ত্বং মহাকৃপালুত্বাদিগুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতঃ অহঞ্চ মহানীচঃ অতো মমাপরাধং ক্ষমস্ব "নীচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধে"তি নীতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্বমাহ, রজোভুবঃ শ্লেষেণ রজসো ধূলেঃ পুত্রস্য অত এবাজ্ঞস্য অতএব ত্বত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোঽহমিত্যভিমানবতঃ। ঈশমানিত্বং বিবৃণোতি। অজাবলেপঃ অজন্যত্বমদ এবান্ধতমঃ সমাসান্তাভাব আর্ষঃ তেনান্ধানি চক্ষূংষি যস্য। তেন ময়ি ত্বৎকারুণ্যচন্দ্রোদয়েনৈব মদ্গর্ব্বতমস্যপহৃতে সতি ত্বং দৃশ্যো ভবিষ্যসি নান্যথেতি ভাবঃ; কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তত্রাহ—এষ ব্রহ্মা অনুকম্প্যো মদনুকম্পার্হঃ যতোঽন্যত্র নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ দাস এব। যদ্বা, মৌঢ্যান্ময্যপি স্বাতন্ত্র্যং কুর্ব্বন্নপি বস্তুতো মন্মায়াধীনত্বাৎ অধীন এবেতি মত্বা। "পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপী"ত্যমরঃ ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৌর্জ্জন্যোচিত দণ্ড এবং মূঢ়তাহেতু ক্ষমা, উভয়ই সম্ভব হইলেও মহাকৃপালু তোমার পক্ষে ক্ষমা করাই উচিত ইহা বলিতেছেন—হে অচ্যুত! যেহেতু তুমি মহাকৃপালুত্বাদি গুণ হইতে চ্যুতিরহিত, আর আমি মহানীচ ক্ষুদ্র হইতেও অতিক্ষুদ্র, অতএব 'দীনজনে দয়া ও অধিকে স্পর্দ্ধা'—এই নীতি অনুসারে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—এই ভাবার্থ। মহানীচত্ব দেখাইতেছেন—'রজোভুবঃ'—তোমার মায়াশক্তির ধূলিসদৃশ বিন্দুমাত্র রজোগুণ হইতে আমার জন্ম হওয়ায় তোমার মাহাত্ম্য-জ্ঞানে আমি অজ্ঞ, সুতরাং তোমা হইতে পৃথক্ ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করিয়া থাকি। 'অজাবলেপান্ধতমোঽন্ধচক্ষুষঃ'—এখানে সমাসান্তের অভাব আর্ষ প্রয়োগ, তোমার মায়াশক্তির সম্পর্কে গাঢ় তমোগুণে আমার নেত্রদ্বয় অন্ধীভূত হইয়াছে, কিংবা জগৎকর্ত্তা বলিয়া যে গর্ব্ব, তদ্দ্বারা নয়নযুগল অন্ধীভূত হইয়াছে। ইহাতে আমার প্রতি তোমার কারুণ্যরূপ চন্দ্রের উদয়ের দ্বারা আমার গর্ব্বরূপ অন্ধকার বিদূরীত হইলে তুমি দৃশ্য হইবে, অন্য কোন প্রকারে নহে—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—কি বিবেচনা করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'এষঃ অনুকম্প্যঃ'—এই ব্রহ্মা আমার অনুকম্পার যোগ্য, যেহেতু অন্যত্র প্রভুত্বরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও 'ময়ি নাথবান্'—আমার দাসই। অথবা—মূঢ়তাবশতঃ আমাতেও স্বাতন্ত্র্য অভিমান করিলেও, বস্তুতঃ আমার মায়ার অধীন বলিয়া আমার অধীনই—এই মনে করিয়া ক্ষমা করুন। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—"পরতন্ত্র, পরাধীন, নাথবান্—ইহারা পর্য্যায়বাচী শব্দ" ॥ ১০ ॥

ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ভবৎ সমীপে অহং নিতরামেব নগণ্যঃ অতশ্চ মমাপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যাহ) তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূ সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ (তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বং অহং অহঙ্কারং খং আকাশং চরঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ তেজঃ বা জলং ভূঃ ভূমিঃ এতৈঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ অণ্ডঘটঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপঃ ঘটঃ তত্র সপ্তবিতস্তিকায়ঃ আত্মপরিমাণেন সপ্তবিতস্তিপরিমিতশরীরঃ) অহং (ব্রহ্মা) ক্ব (কুত্র স্থিতঃ অপি চ) ঈদৃগ্‌বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্ব-রোমবিবরস্য ঈদৃগ্‌বিধানি পূর্ব্বোক্তরূপাণি যানি অবিগণিতানি অনন্তানি অণ্ডানি ব্রহ্মাণ্ডানি তান্যেব পরাণবঃ পরমাণুতুল্যাঃ তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানঃ গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি রোম-কূপাঃ যস্য তস্য) তে (তব ভগবতঃ) মহিত্বং (মহিমা চ) ক্ব (কুত্র অবস্থিতঃ, মহৎ পার্থক্যং দ্বয়োরতঃ নগণ্যঃ ক্ষন্তব্যোঽহম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ভূমিদ্বারা সংবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ ঘট মধ্যবর্ত্তী, সপ্ত বিতস্তি পরিমিত শরীরধারী এই ব্রহ্মাই বা কোথায় আর যাঁহার রোমকূপরূপ গবাক্ষ পথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ন্যায় বিচরণ করিতেছে তাদৃশ আপনার মহিমাই বা

কোথায়! (অতএব এই নগণ্যের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য)॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—ননু বিশ্বস্রষ্টাতিপ্রসিদ্ধ এব ন ত্বমীশমানী, মম তু কিমৈশ্বর্য্যং তদ্‌ব্রূহীত্যত আহ—ক্বেতি। তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাংশ্চ অহমহঙ্কারশ্চ খমাকাশঞ্চ চরো বায়ুশ্চ অগ্নিশ্চ বার্জ্জলঞ্চ ভূশ্চেত্যেভিস্তত্ত্বৈঃ সংবেষ্টিতো যোঽণ্ডঘটস্তস্মিন্ পাতালাদিসত্যলোকান্তৈঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তির্নিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক্ব, ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতান্যণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা নিষ্ক্রমপ্রবেশরূপং পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি যস্য তস্য তব মহিত্বমৈশ্বর্য্যং ক্বেতি মহৎস্রষ্টা প্রথমপুরুষেণ কৃষ্ণস্যৈক্যবিবক্ষয়োক্তম্। তেন মমৈশ্বর্য্যং বিক্রমো বা ত্বাং প্রতি শলভস্য গরুড়ং প্রতীব ন গণনার্হমিতি ভাবঃ॥ ১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বস্রষ্টা বলিয়া অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঈশমানী নহ, আর আমার কি ঐশ্বর্য্য আছে, তাহা বল। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্বাহম্' ইত্যাদি, কোথায় আমি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই সমস্ত তত্ত্বদ্বারা নির্ম্মিত পাতালাদি সত্যলোকান্ত যে ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ, তাহাতে আত্মপরিমাণে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত, আর কোথায় এই প্রকার অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু-সকলের নিষ্ক্রমণ ও প্রবেশরূপ পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষের ন্যায় রোম-বিবরবিশিষ্ট তোমার মহিমা। এখানে মহৎ-স্রষ্টা প্রথম পুরুষের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য-বিবক্ষায় বলা হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রতি আমার (ব্রহ্মার) ঐশ্বর্য্য বা বিক্রম, গরুড়ের প্রতি শলভের বিক্রমের ন্যায় অতিতুচ্ছ, গণনার অযোগ্য—এই ভাব ॥ ১১॥

———

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ
কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তিনাস্তিব্যপদেশভূষিতং
তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধোক্ষজ, (প্রাকৃতজ্ঞানাবিষয়,) গর্ভগতস্য (মাতৃকুক্ষিস্থিতস্য সন্তানস্য) পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং (কুক্ষি মধ্যে এব পাদযুগস্য ঊর্দ্ধচালনং) কিং মাতুঃ আগসে (অপরাধায়) কল্পতে (ভবতি ন ইত্যর্থং তথা ত্বমপি কুক্ষৌ চরাচরধারণাৎ মাতৃরূপঃ অতঃ অস্মাকং গর্ভগত শিশুসদৃশানামপরাধঃ সহনীয় এব ইত্যাহ) অস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং (ভাবাভাব শব্দবাচ্যং স্থূলসূক্ষ্ম-কার্য্য-কারণাদি শব্দ বাচ্যং বা) কিয়ৎ অপি (কিঞ্চিদ্ বস্তু) তব কুক্ষেঃ (তব জঠরস্য) অনন্তঃ (বহিঃ) অস্তি কিম্? (নাস্তি এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১২॥

অনুবাদ - হে অধোক্ষজ, গর্ভগত সন্তান মাতার উদরে থাকিয়া পাদযুগল ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ করিলে কি মাতা তাহাতে অপরাধ মনে করেন? সেইরূপ নিজ-কুক্ষিতে চরাচর ধারণ করায় আপনিও মাতৃস্বরূপ বলিয়া সন্তান তুল্য আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাব, অভাব অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম, কার্য্য, কারণ প্রভৃতি শব্দ বাচ্য কোন পদার্থ আপনার বাহিরে আছে কি? ১২॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ মমাপরাধোঽবশ্যসোঢ়ব্যো যতস্ত্বং মাতেতি। দ্বিতীয়পুরুষেণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবয়ন্নাহ—উৎক্ষেপণমিতি। গর্ভগতস্য শিশোঃ পাদয়োরুৎক্ষেপণং মাতুঃ কিমপরাধায় ভবতি নৈব। অস্তীতি নাস্তীতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্ড্য স্বমতস্থাপনসমুচিতোপপত্তিভিঃ সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন বা সুস্থিরীকৃতং বস্তু জগদ্রূপং কিয়দপি একত্বভুবনাত্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরস্তি অপি তু অন্তরেব অতো মমাপি ত্বৎ কুক্ষিগতত্বাৎ পুত্রস্য মাত্রা ত্বয়া অপরাধঃ সোঢ়ব্য এব "পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহ" ইতি ত্বদুক্তেরিত্যর্থঃ॥ ১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমার অপরাধ অবশ্যই সহনীয়, যেহেতু তুমি মাতা। এখানে দ্বিতীয় পুরুষ পদ্মনাভের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ঐক্য ভাবনা করতঃ বলিতেছেন—'উৎক্ষেপণম্' ইত্যাদি। গর্ভ-মধ্যস্থ শিশুর জননীজঠরে পাদ-সঞ্চালন বা পদাঘাত কি জননীর নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়? কখনই নহে। 'অস্তি-নাস্তি-ব্যপদেশ-ভূষিতং'—সৎ বা অসৎ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ নামে অভিহিত ইত্যাদি পর-মত খণ্ডনপূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করতঃ বলিতেছেন—

এই ব্রহ্মাণ্ডে ভাল, মন্দ, সৎ, অসৎ যত কিছু বস্তু, তাহা কি তোমার কুক্ষির বাহিরে বিদ্যমান রহিয়াছে? সমস্ত বস্তুই তোমার কুক্ষিগত, সুতরাং আমিও তোমার কুক্ষিগত আছি। অতএব মাতা যেমন গর্ভগত বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না, তদ্রূপ আমার অপরাধ তোমার গ্রাহ্য নয়। যেমন শ্রীগীতাতে তোমার উক্তি —"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" (৯।১৭), অর্থাৎ আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলপ্রদাতা, পিতামহ ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে
নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্ত্বিতি বাঙ্‌ন বৈ মৃষা
কিন্ত্বীশ্বর ত্বন্ন বিনির্গতোঽস্মি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(বিশেষতশ্চ ত্বং মম পিতৃত্বেন অপরাধং ক্ষন্তুমর্হসীত্যাহ) (হে) ঈশ্বর, জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে (জগত্রয়স্য অন্তে প্রলয়ে উদধীনাং সাগরাণাং যঃ সংপ্লবঃ সংশ্লেষঃ তস্মিন্ উদে উদকে স্থিতস্য) নারায়ণস্য (বিষ্ণোঃ) উদরনাভিনালাৎ (উদরে নাভিঃ তস্যাঃ নালাৎ) অজঃ (ব্রহ্মা) তু বিনির্গতঃ (প্রকাশিতঃ) ইতি বাক্ (ইতি পৌরাণিকী বার্ত্তা) ন বৈ মৃষা (মিথ্যা ন, অহং) ত্বৎ (ভবতঃ) কিং তু বিনির্গতঃ ন অস্মি (ভবতঃ এব জাতোঽহম্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—যৎকালে প্রলয়বারিতে এই ত্রিলোক নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন ঐ সলিলে অবস্থিত নারায়ণের উদরস্থ নাভিনাল হইতে ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন বলিয়া পুরাণ-কর্ত্তা ঋষিগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এ কথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে, তথাপি হে ঈশ্বর, আমি কি আপনা হইতে বহির্গত হই নাই? ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদ্‌গচ্ছতি, ন তু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠতীতি চেদত আহ—জগত্রয়স্যান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাবস্তদুদকে অজস্ত্বিতি অন্যো নির্গতোঽস্তু ন বাস্ত্বিত্যর্থঃ। নু ভোস্তদপি ত্বত্তোঽহং ন বিনির্গতঃ? অপি তু নির্গত এবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পুত্র মাতার কুক্ষি হইতে বহির্গত হয়, কিন্তু সর্ব্বদাই কুক্ষিতে অবস্থান করে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'জগত্রয়ান্তোদধি-সংপ্লবোদে', এই সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃত প্রলয়াবসানে সমস্ত সাগরের সম্মিলনে একাকার হইয়া গর্ভোদক নামক একার্ণবে পরিণত হয়, সেই একার্ণবের সলিলে (শয়নকারী শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে) 'ব্রহ্মা বিনির্গতঃ'— ব্রহ্মা বিনির্গত হইয়াছে, অন্য কিছু নির্গত হউক বা না হউক, এই ভাবার্থ। তাহা হইলেও কি আমি তোমা হইতে বিনির্গত হই নাই? অবশ্য তোমা হইতেই আমি উদ্ভূত হইয়াছি—এই অর্থ ॥ ১৩ ॥

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ
তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ তেন মম কিং ইত্যাহ) (হে) অধীশ! (যতঃ) ত্বং সর্ব্বদেহিনাং আত্মা অসি (ততঃ কিং) নারায়ণঃ নহি (অপি তু নারায়ণ এব অপি চ) অখিললোক-সাক্ষী অসি (অখিললোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি অতঃ নারং অয়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণঃ) নরভূজলায়নাৎ (নরাৎ উদ্ভূতানি যানি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যদ্ জলং তদয়নাৎ যঃ নারায়ণ প্রসিদ্ধঃ) তৎ চ অপি সত্যং (তব মূর্ত্তিরেব) তব মায়া ন (ভবতি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(বস্তুতঃ আমি আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছি।) আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনিই নারায়ণ, কেন না আপনি সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের আত্মস্বরূপ—অর্থাৎ নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ, তাহাদের অয়ন (আশ্রয়) যিনি, তিনি নারায়ণ—আপনিই সেই। হে অধীশ, (আপনার নারায়ণত্বের আরও কারণ এই যে) আপনি অখিল লোকসাক্ষী অর্থাৎ লোকসমূহকে যিনি জানেন তিনিই নারায়ণ। অতএব ত্রিকালজ্ঞ আপনিই নারায়ণ। নর হইতে উদ্ভূত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, তাহা হইতে জাত জল যাঁহার অয়ন—আশ্রয় তিনি নারায়ণ। সেই নারায়ণ আপ-

নার অঙ্গ অর্থাৎ বিলাসমূর্ত্তি। অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ আপনার আশ্রয় জল কিরূপে হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন) আপনার পরিচ্ছিন্নত্ব সত্য নহে পরন্তু উহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নের ন্যায় অবস্থান আপনার অচিন্ত্যশক্তির পরিচয়, কিম্বা উহা পরম সত্য, বিরাট স্বরূপের ন্যায় আপনার নারায়ণরূপ মায়িক নহে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি ত্বং নারায়ণস্য পুত্রঃ স্যাস্তেন মম কিং তত্রাহ—নারায়ণস্ত্বং ন হীতি কাক্বা নারায়ণো ভবস্যেবেত্যর্থঃ। হে অধীশ, ঈশানামপ্যধিপতে, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগদি"তি ত্বদুক্তেঃ সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি আত্মত্বাদেবাখিললোক-সাক্ষী চ স চ নারায়ণো জীবমাত্রান্তর্য্যামিত্বাদাত্মা সাক্ষী চেত্যতস্ত্বদেকাংশ এব সোঽবগম্যতে ইতি ত্বমেব স ইত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্নহং কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ। স তু নারশব্দোক্তজলস্থত্বান্নারায়ণনামে-ত্যতঃ। কথমহমেব স ইতি "তত্রাহ—নরভূজলায়-নাৎ"-"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নর-সূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ" ইতি নিরুক্তের্নরোদ্ভূতজলবর্ত্তিত্বাৎ যো নারা-য়ণঃ স তবাঙ্গং ত্বদংশত্বাদিতি ভাবঃ। অতস্তৎ-কুক্ষিগতোঽপ্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব। কিঞ্চ স্বেচ্ছা-ময়স্য নতু ভূতময়স্যেত্যুক্ত্যা তব বালবপুর্ব্বাসুদেব-বপুশ্চ সচ্চিদানন্দময়ত্বেনৈব বর্ণিতং, তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সর্ব্বকালদেশবর্ত্তিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেব নতু বৈরাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যর্থঃ। চকার-দন্যদপি মৎস্যকূর্ম্মাদ্যঙ্গং সত্যম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে তুমি নারায়ণের পুত্র, তাহাতে আমার কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"নারায়স্ত্বং ন হি?" —তুমি কি নারা-য়ণ নহ? এই কাকু উক্তিতে, অবশ্যই তুমি নারায়ণ, এই অর্থ। 'হে অধীশ!' —তুমি ঈশ্বর-সকলেরও অধিপতি। "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-মেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (শ্রীগীতা—১০।৪২), অর্থাৎ আমি এই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ (প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষ-রূপে) একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি, এই তোমার উক্তি-বশতঃ সর্ব্বদেহধারী জীবসমূহের তুমি আত্ম-স্বরূপ এবং 'অখিল লোক-সাক্ষী' অর্থাৎ লোকসকলের সাক্ষাৎ দর্শনকারী বলিয়া জীবসমূহের জ্ঞাতা। সেই নারায়ণ জীবমাত্রের অন্তর্য্যামী বলিয়া আত্মা এবং সাক্ষী, ইহাতে তিনি তোমারই একটি অংশ (বিলাস-বিগ্রহ) বলিয়া তুমিই সেই নারায়ণ—এই অর্থ। যদি বলেন—ব্রহ্মন্! আমি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া কৃষ্ণ নামে বৃন্দাবনে অবস্থিত। কিন্তু নার অর্থাৎ জলই যাঁহার আশ্রয়—এই প্রকার অর্থে সেই নারায়ণ আমা হইতে অবশ্য ভিন্ন হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—"নরভূজলায়নাৎ"—'আপো নারা' ইত্যাদি নিরুক্তিহেতু নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উদ্ভূত মহদাদি এবং তাহা হইতে জাত জল, এই উভয় যাঁহার আশ্রয় সেই প্রসিদ্ধ নারায়ণও তোমারই অঙ্গ (শ্রীমূর্ত্তি), যেহেতু তিনি তোমার অংশ—এই ভাবার্থ। অতএব তাঁহার কুক্ষিগত হইলেও আমি তোমারই কুক্ষিগত। আরও "স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য" (২য় শ্লোক), অর্থাৎ তোমার ভক্তেচ্ছায় প্রকটিত রূপসমূহ প্রাকৃত নহে ইত্যাদি পূর্ব্ব উক্তি অনুসারে তোমার বালবিগ্রহ ও বাসুদেব বিগ্রহ সচ্চি-দানন্দময়রূপেই বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ তোমার নারায়ণ নামক এই যে মূর্ত্তি তাহা সত্য, সর্ব্বকাল-দেশবর্ত্তী হইলেও শুদ্ধসত্ত্বাত্মকই, কিন্তু বৈরাজ স্বরূ-পের ন্যায় ইহা মায়া-কল্পিত নহে। 'তচ্চ'—এই স্থলে 'চ'-কার প্রয়োগহেতু অন্যান্য মৎস্য, কূর্ম্মাদি বিগ্রহও সত্য—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ
কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব
কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অপরিচ্ছেদং মূর্ত্তেরাহ) (হে) ভগ-বন্, তব তৎ জগদ্বপুঃ (জগদাশ্রয়ভূতং শরীরং) জলস্থং (কল্পান্তে জলমধ্যে স্থিতম্ ইতি বাক্যং) চেৎ সৎ (যদি সত্যং তদা) তদা এব (কমলনালমার্গেণ অন্তঃ প্রবিশ্য সংবৎসরশতং অন্বেষণে) কিং বা (কথং নু) মে (ময়া) ন দৃষ্টম্ (তব বপুরন্তঃ-করণ দৃশ্যং চেৎ তদা) হৃদি অপি (হৃদয়ে অপি)

কিং নো ব্যদর্শি (কথং ন দৃষ্টং) পুনঃ তদা এব (তপঃকরণানন্তরং) সপদি এব (তৎক্ষণাদেব) সুদৃষ্টম্ (অতঃ ভবতঃ মায়ৈবেয়ম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, জগতের আশ্রয়-স্বরূপ আপনার সেই শরীর প্রলয়ের জলমধ্যে অবস্থান করে ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তৎকালে কমলনাল-মার্গে মধ্যপ্রবিষ্ট হইয়া আমি যখন অন্বেষণ করিয়া-ছিলাম তখন দেখিতে পাই নাই কেন ? যদি বলেন উহা অন্তঃকরণের দৃশ্য তাহা হইলে অন্তরেও আমি দেখি নাই কেন ? আবার তপস্যা করায় তৎক্ষণেই উহা সুদৃষ্ট হইয়াছিল। অতএব উহা আপনার মায়াই বলিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু নারায়ণস্বরূপং তদ্‌যদি শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মকং তর্হি প্রাকৃতে গর্ভোদ এব পরিচ্ছিন্নং কুতঃ সদা দৃশ্যতে নহি সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য গর্ভোদমাত্র-পরিচ্ছেদঃ সম্ভবেৎ তত্র তস্য তজ্জলস্থত্বমেব ন নিয়-তমিত্যাহ—তৎ নারায়ণাখ্যং বপুস্তব সজ্জগৎ সৎ বর্ত্ত-মানং জগৎ যত্র তৎ জলস্থমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণান্তঃপ্রবিশ্য সম্বৎসরশতং বিচিন্বতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচিন্ত্যযোগমায়ৈশ্বর্য্য কিং ন দৃষ্টম্ ? ননু তত্তত্র জলএব স্থিতং ত্বয়া ত্বজ্ঞানান্নদৃষ্টমিতি চেৎ তদা ত্বাং ধ্যায়তা ময়া তদৈব হৃদ্যপি সুষ্ঠু কিংবা দৃষ্টম্। তৎক্ষণএব তত্রাপি কিং পুনর্ন ব্যদর্শীত্যত-স্তদ্বপুস্তব জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃতজগৎকত্বেনাপরিচ্ছিন্নঞ্চ। সর্ব্বত্রৈব দেশে কালে চ বর্ত্তমানমেবাপি ত্বদীয়যোগমায়য়া আব-রণ-প্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সেই নারায়ণ স্বরূপ যদি শুদ্ধসত্ত্বাত্মক হয়, তবে প্রাকৃত গর্ভোদকে পরিচ্ছিন্ন অবস্থায় কিরূপে সদা দৃশ্য হন ? আর সর্ব্বব্যাপক তাঁহার গর্ভোদমাত্রে পরিচ্ছেদ সম্ভব নহে, ইহাতে তাঁহার সেই জলে অবস্থানও নিয়ত নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—জগতের আশ্রয়ভূত তোমার সেই শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি যদি জলস্থ বলিয়া পরিচ্ছিন্নই (সীমাবিশিষ্টই) হইবে, তাহা হইলে 'তদৈব'—তৎকালে সেই নারায়ণের নাভি-কমলের নালরূপ পথে ক্রমশঃ প্রবেশপূর্ব্বক একশত বৎসর পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়াও, 'ভগবন্ ! কিং মে ন দৃষ্টম্'—হে ভগবন্ ! হে অবিচিন্ত্য যোগমায়ৈশ্বর্য্য ! কিছুই দেখিতে পাইলাম না কেন ? যদি বলেন—সেই জলেই আমি অবস্থিত ছিলাম, কিন্তু তুমি অজ্ঞান-বশতঃ দেখিতে পাও নাও। তদুত্তরে বলিতেছেন—'কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব', তখনই আমি তোমার ধ্যানপরায়ণ হইয়া হৃদয়াভ্যন্তরে ভবদীয় শ্রীমূর্ত্তিকে কি প্রকারে সেই সুন্দররূপে দর্শন করিয়া-ছিলাম ? আবার তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই সেই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইলাম না কেন ? (অতএব সর্ব্ব-ব্যাপক তোমার ইচ্ছানুসারে মৎকর্ত্তৃক ঐরূপ সময়ে দর্শন ও সময়ে অদর্শন হইয়াছিল, বস্তুতঃ তুমি পরি-চ্ছিন্ন (সীমাবিশিষ্ট) নহ।) 'জলস্থত্বেন পরিচ্ছিন্ন-মপি'—জলাবস্থানে পরিচ্ছিন্ন হইলেও অচিন্ত্য-শক্তি-প্রভাবে নিজের কুক্ষিতে জগৎ ধারণ করায় তুমি অপরিচ্ছিন্নও হইয়া থাক। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান থাকিলেও ত্বদীয় যোগমায়া কর্ত্তৃক আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা তুমি দৃশ্য ও অদৃশ্য হইয়া থাক—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

> **অত্রৈব মায়াধমনাবতারে**
> **হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।**
> **কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা**
> **মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে ॥ ১৬ ॥**

অন্বয়ঃ—(হে) মায়াধমন, (মায়াশমন,) অত্র এব অবতারে বহিঃস্ফুটস্য হি অস্য কৃৎস্নস্য প্রপঞ্চস্য (নিখিলব্রহ্মাণ্ডস্য) তে অন্তর্জঠরে (তব উদর মধ্যে) জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ প্রদর্শনেন) মায়াত্বং এব প্রকটী-কৃতং (প্রকাশিতম্) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে মায়াশমন, এই অবতারে জননী যশোদা দেবীকে নিজ উদর মধ্যে পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র জগৎ দর্শন করাইয়া উহার মায়াময়ত্ব অর্থাৎ অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—ননু যস্যৈব জগতোঽন্তর্বর্ত্তিনি জলে তদ্বপুঃ স্থিতং তদেব জগত্তৎকুক্ষৌ তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতম্। নহি গৃহস্যান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মক-বপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকাদন্যদমায়িক-

মন্যদেব বা জগন্তবেদিত্যবসীয়তে। এবঞ্চ সতি ন ত্বং মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্য জগতো বহিঃস্থ-জগদৈক্যং বদন্নেব মায়িকত্বং প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম্। অত্রৈবেতি হে মায়াধমন, মায়োপশমক, অস্য বহিঃ-স্ফুটস্যৈব প্রপঞ্চস্য কৃৎস্নস্যাপি অন্তর্জঠরে প্রদর্শন-য়েতি শেষঃ। জনন্যাঃ জননীং শ্রীযশোদাং প্রতীত্যর্থঃ। মায়াত্বং মায়িকত্বম্ অতো দুস্তর্ক্যযোগ-মায়ৈব তদ্বপুর্জগদন্তর্বর্ত্ত্যপি সর্ব্বজগদ্ব্যাপকং যুগপ-দেবেতি ধ্বনিঃ। তেন চ সাক্ষাত্ত্বাপি কুক্ষিগতোঽহ-মধুনাপি বর্ত্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বমপি মন্মাতেত্যনুধ্বনিঃ।।১৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—যে জগতের মধ্যবর্ত্তী জলমধ্যে সেই মূর্ত্তি অবস্থিত, সেই জগৎ সেই মূর্ত্তির কুক্ষিতে রহিয়াছে ইহা অসঙ্গত ; কারণ গৃহের মধ্যবর্ত্তী ঘটমধ্যে কখনও সেই গৃহ থাকিতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহে এই মায়িক জগদতিরিক্ত অপর অমায়িক জগৎ অবস্থান করিতেছে, এরূপ নিশ্চয় হয়। তাহা হইলে 'তুমি আমার কুক্ষিগত নহ'— এরূপ আশঙ্কা করতঃ কুক্ষি-গত জগৎ ও বহির্গত জগতের ঐক্য বলিবার নিমিত্তই মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন দুইটি শ্লোকে 'অত্রৈব' ইত্যাদি। 'মায়াধমন'—হে মায়ানিবারক! তুমি এই অবতারেই এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ সমস্ত জগৎ নিজের উদরে দেখাইবার নিমিত্ত মা শ্রীযশোদার প্রতি 'মায়া-ত্বং প্রকটীকৃতম্'—মায়িকত্ব প্রকট করিয়াছিলে। অতএব দুস্তর্ক্য যোগমায়াই তোমার বিগ্রহ, জগদন্ত-র্ব্বর্ত্তী হইলেও সর্ব্বজগদ্ ব্যাপক এবং সর্ব্বজগদ্ ব্যাপক হইলেও জগদন্তর্ব্বর্ত্তী প্রকাশ করিয়াছিলেন—ইহা ধ্বনিত হইল। ইহার দ্বারা অধুনাও আমি সাক্ষাৎ তোমার কুক্ষিগত রহিয়াছি, অতএব সাক্ষাৎ তুমিও আমার মাতা—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে।।১৬

———

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তৎ ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা।।১৭

অন্বয়ঃ—(ননু বাহ্যং সত্যং ভবতু মদ্‌জঠরে তু তৎপ্রতিবিম্বপাতঃ ইত্যাহ) যস্য (তব) কুক্ষৌ সাত্মং (আত্মনা ত্বয়া সহিতম্ ইদং সর্ব্বং (ব্রহ্মাণ্ডং) যথা ভাতি (প্রকাশতে) তৎ সর্ব্বম্ ইহ অপি (বহি-রপি ভাতি) ত্বয়ি মায়য়া বিনা কিম্ (তব মায়াং বিনা ইদং ন ঘটেত ত্বয়ি প্রতিবিম্বশ্চেৎ বিলোমতয়া তদা প্রতীয়েত আদর্শ ভূতস্য স্বস্য চ প্রতীতিঃ ন ভবেৎ ইত্যর্থঃ) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—(হে ভগবন্,) আপনার কুক্ষিমধ্যে আপনার সহিত এই সমগ্র জগৎ যেরূপ প্রকাশ পাই-তেছে, বাহিরেও সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে—ইহা আপনার মায়া অর্থাৎ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিনা আর কি হইতে পারে? (উহাকে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব বলা যাইতে পারে না, কেন না প্রতিবিম্ব হইলে বিপ-রীতভাবে দৃষ্ট হইত, এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতি-বিম্বিত হয় না সেইরূপ আদর্শ স্থানীয় আপনাতে আপনার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য) ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—কুক্ষিস্থ-বহিঃস্থয়ো-র্জগতোরনয়োঃ সর্ব্বথৈবাভেদাদৈক্যম্ ঐক্যাদেব কুক্ষিস্থস্য মায়ি-কত্বমবধারিতমিত্যাহ—যস্য তব কুক্ষৌ ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথৈব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি। ননু বহিঃস্থিতস্য বিশ্বস্য কুক্ষৌ প্রতিবিম্ব এবায়ং তত্রাহ—সাত্মং তৎসহিতমেব। নহি দর্পণে দর্পণো দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ। তেন বহিঃস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং ত্বৎকুক্ষৌ দৃষ্টম্। ত্বয়ীতি, যথা কুক্ষিস্থং বিশ্বং ত্বদধিকরণকং তথা বহিঃস্থমপি বিশ্বং ত্বদধি-করণকমিত্যর্থঃ। তত্তস্মাদ্বৈলক্ষণ্যগন্ধস্যাপ্যভাবাৎ ইদং জঠরগতং বিশ্বং কিং মায়য়া বিনা অপিতু মায়িকমেব। অত্র ত্বজ্জননন্যনুভবো মদনুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক-জগন্মধ্যবর্ত্ত্যহং ত্বৎকুক্ষিগতএব ভবামীতি মুহুর্বিজ্ঞাপ্যসে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্যেত্যা-দ্যতঃ ক্ষমস্বেতি ভাবঃ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুক্ষিগত ও বহিঃস্থিত জগ-তের সর্ব্বপ্রকারেই অভেদবশতঃ উভয়ের ঐক্য এবং ঐক্যহেতুই কুক্ষিগত জগতের মায়িকত্ব নির্দ্ধারিত হইল, ইহা বলিতেছেন—'যস্য কুক্ষৌ', তোমার কুক্ষিতে এই বিশ্ব যে প্রকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই বাহিরেও স্থিত বিশ্ব প্রকাশ পাইতেছে। যদি বলেন —বহিঃস্থিত জগৎ প্রপঞ্চই আমার জঠরমধ্যে প্রতি-বিম্বিত হইতেছে। তাহাতে বলিতেছেন—'সাত্মং', তোমার সহিতই দৃষ্ট হইতেছে, প্রতিবিম্ব হইলে বিপ-

রীতভাবে দৃষ্ট হইত এবং দর্পণে যেরূপ দর্পণ প্রতিবিম্বিত হয় না, সেইরূপ আদর্শস্থানীয় তোমাতে তোমার প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইত না—ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব বহিঃস্থিত মায়িক বিশ্বই তোমার কুক্ষিতে দৃষ্ট হইয়াছিল। 'ত্বয়ি'—যেমন কুক্ষিগত বিশ্ব তোমাতে (ত্বদধিকরণক), সেইরূপ বহিঃস্থিত বিশ্বও তোমাতে অবস্থিত রহিয়াছে—এই অর্থ। অতএব কিছুমাত্র পার্থক্য না থাকায় এই জঠরগত বিশ্ব কি মায়া ব্যতীত হইয়াছিল, অর্থাৎ তোমার কুক্ষিতে যেমন এই বিশ্ব ও তোমার জননী প্রকাশ পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ঐ বিশ্ব ও জননী বাহিরেও প্রকাশ পাইয়াছিলেন। সেই সমস্ত মায়া ভিন্ন কি হইয়াছিল ? অর্থাৎ সেই সমস্ত তোমার মায়াবৈভব বলিতে হইবে। এই বিষয়ে তোমার জননীর অনুভব এবং আমার অনুভবই প্রমাণ, অতএব মায়িক জগতের মধ্যবর্ত্তী আমি তোমার কুক্ষিগতই, ইহাতে পুনঃ পুনঃ জানাইতেছি—'মাতা যেমন গর্ভগত বালকের অপরাধ গ্রহণ করেন না', অতএব আমাকে ক্ষমা কর— এই ভাবার্থ ॥ ১৭ ॥

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম
ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো
ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ
সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং
ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ ন কেবলং জনস্য মমাপি তথৈব দর্শিতমিত্যাহ) অদ্য এব ত্বদৃতে (ত্বাং বিনা) অস্য (ব্রহ্মাণ্ডস্য) মায়াত্বং (অচিন্ত্যশক্তিভূতত্বং) তে (ত্বয়া) মম (মম সমীপে) কিং ন আদর্শিতং (আদর্শিতমেব যতঃ) প্রথমং একঃ অসি (অদ্বিতীয়ঃ ত্বং ময়া দৃষ্টঃ) ততঃ (পরং) সমস্তা অপি ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ (ব্রজ-বালক-গোবৎসাশ্চ ত্বমেব জাতঃ) তৎ (ততঃ) ময়া সাকং (সহ) অখিলৈঃ (তত্ত্বাদিভিঃ) উপাসিতাঃ তাবন্তঃ অপি চতুর্ভুজাঃ (সর্ব্বে সবৎসগোপসুতাঃ চতুর্ভুজাঃ সন্তঃ) তাবন্তি এব (তাবৎ সংখ্যকানি) জগন্তি (ব্রহ্মাণ্ডানি) অভূঃ (ত্বং জাতঃ) তৎ (ততঃ পরং ইদানীং) অমিতম্ (অপরিমেয়ম্) অদ্বয়ং (কেবলং) ব্রহ্ম শিষ্যতে (স্থিতম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্! আপনি কি কেবল জননীকেই ঐরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন, পরন্তু আপনা ব্যতীত এই জগতেরও অচিন্ত্যশক্তিভূতত্ব অদ্য আমাকেও কি প্রদর্শন করেন নাই ? যেহেতু প্রথমে আমি একমাত্র আপনাকে দর্শন করিলাম, পরে আপনি ব্রজবালক ও গোবৎস-রূপে পরিদৃষ্ট হইলেন। অতঃপর আমার সহিত নিখিল তত্ত্ব-কর্ত্তৃক উপাসিত তাবৎ সংখ্যক চতুর্ভুজ গোপবালক ও বৎসরূপে এবং তাবৎ সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডরূপে দৃষ্ট হইলেন। এখন আবার অপরিচ্ছিন্ন অদ্বয়-ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বৎকুক্ষিগতং জগৎবহিঃষ্ঠং তবাদিপুরুষস্য রোমকূপগতং চ জগৎসহস্রং সর্ব্বং মায়োপাদানকত্বাৎ মায়িকমেবেত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহামহৈশ্বর্য্যস্য তব ত্বদীয়স্বরূপশক্ত্যাত্মকং চিন্ময়মপি জগৎসহস্রমস্তীত্যদ্যৈবানুভূতমিত্যাহ—অদ্যৈবাস্য মঞ্জুমহিমনি মদ্দৃষ্টস্য জগৎসহস্রস্য কিং ত্বদৃতে জগৎসহস্রসম্বন্ধি কিং বস্তু ত্বদ্বিনাভূতম্ অপিতু সর্ব্বমেব ত্বৎস্বরূপভূতমেবেত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে ত্বয়া অস্য ন মায়াত্বম্ আদর্শিতং, কিন্তু চিন্ময়ত্বমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কুতঃ ইত্যত আহ—একোঽসীতি। প্রথমমেকস্ত্বমসি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যৈব ব্রজসুহৃদো বালাঃ বৎসাঃ সমস্তা অপি ত্বমেবাভূঃ। ততো যোগমায়য়ৈব তানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুর্ভুজাস্ত্বমভূঃ। কীদৃশাঃ অখিলৈরাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তৈশ্চিন্ময়ৈরেব ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মণাপি চিন্ময়েনৈবোপাসিতাস্ততশ্চ তাবন্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডান্যভূস্ততো যোগমায়ৈব তদিচ্ছয়া তান্ সর্ব্বানাচ্ছাদ্য প্রকাশিতমপরিমিতসৌন্দর্য্যমনুপমব্রহ্মপূর্ণমদ্বয়মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মদ্ভাগ্যাৎ যোগমায়য়া মদ্দৃষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অত্র ত্বমভূস্ত্বমভূরিতি নির্দ্দেশেন ব্রজসুহৃদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়াশক্তিং বিনৈবাবির্ভাবিতত্বাচ্চিন্ময়ত্বমবধারণীয়ং,

মায়য়া অভূরিত্যনুক্তেঃ ত্বদৃতে কিমিত্যুক্তেশ্চ জগতান্তু সুতরামেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার কুক্ষিগত ও বহিঃস্থিত জগৎ এবং আদিপুরুষ তোমার রোমকূপ-গত জগৎসহস্র সমস্তই মায়োপাদানকত্বহেতু (মায়ার দ্বারা নিৰ্ম্মিত বলিয়া) মায়িকই—এতকাল পর্য্যন্ত আমি এরূপ মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অতর্ক্য মহা-মহৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট তোমার ত্বদীয় স্বরূপশক্ত্যাত্মক চিন্ময় জগৎসহস্রও রহিয়াছে—ইহা অদ্যই আমি অনুভব করিলাম, ইহা বলিতেছেন—'অদ্যৈব', অদ্যই আমাকে যে জগৎসহস্র দর্শন করাইলে, তাহা কি তোমা ব্যতীত অন্য কোন বস্তু ? অর্থাৎ সমস্তই তোমার স্বরূপভূতই, এই অর্থ। অতএব আমার প্রতি অদ্য এই বিশ্বের মায়াত্ব-দর্শন করাও নাই, কিন্তু চিন্ময়ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে—এই ভাবার্থ। কি প্রকারে ? তাহাতে বলিতেছেন—'একোঽসি', বৎসাদি হরণের পূর্ব্বে প্রথমতঃ কৃষ্ণরূপে তুমি একমাত্র ছিলে, তারপর স্বরূপশক্তির দ্বারাই বৎস, বালক ও তাহাদের বেণু-বেত্রাদি সমস্তই তুমি হইলে। তারপর যোগমায়ার দ্বারা তাহাদিগকে আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রকাশিত স্বরূপ-শক্তিময় চতুর্ভুজ মূর্ত্তিসমূহ তুমিই হইলে। কেমন ? তাহাতে বলিতেছেন—'অখিলৈঃ', চিন্ময় মাদৃশ ব্রহ্মার সহিত চিন্ময় আত্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল তত্ত্বাদি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া তাবৎসংখ্যক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড তুমিই হইলে। তারপর তোমার ইচ্ছাবশতঃ যোগ-মায়া সেই সকল আচ্ছাদন করতঃ অপরিমিত সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট অনুপম পরিপূর্ণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপ প্রকাশিত করিলেন। 'শিষ্যতে'—সম্প্রতিও আমার ভাগ্যবশতঃ যোগমায়ার দ্বারা আমার দৃষ্টি অনাবৃত হওয়ায় তুমিই অবশেষরূপে দৃষ্ট হইতেছ। এখানে 'ত্বম্ অভূঃ, ত্বম্ অভূঃ'—তুমিই হইয়াছ, তুমিই হই-য়াছ, এরূপ নির্দ্দেশহেতু ব্রজসুহৃৎ এবং জগৎসমূহ ভগবান্ কর্ত্তৃক মায়াশক্তি বিনা আবির্ভাবিত হওয়ায় উহাদের চিন্ময়ত্বই প্রতিপন্ন হইল। এখানে মায়ার দ্বারা হইয়াছে, এরূপ উক্ত হয় নাই এবং 'ত্বদৃতে কিম্'—তুমি ভিন্ন আর কি—এরূপ বলায় জগৎ-সমূহেরও চিন্ময়ত্ব বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

———

অজানতাং ত্বৎপদবীমনাত্ম-
ন্যাত্মাত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান
ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু ব্রহ্মন্ ময়া তব সমীপে শুদ্ধমেব চৈতন্যং প্রদর্শিতং কথং প্রপঞ্চবৎ মায়েত্যুচ্যতে) ত্বৎ-পদবীং (তব স্বরূপং) অজানতাং (সমীপে) আত্মা (স্বয়মেব ত্বং) আত্মনা (স্বেনৈব) অনাত্মনি (প্রকৃতৌ) মায়াং বিতত্য (বিস্তার্য্য) জগতঃ সৃষ্টৌ (জগন্নি-র্মাণে) অহম্ ইব (ব্রহ্মা ইব) জগতঃ বিধানে (পালনে) এষ ত্বং ইব (বিষ্ণুঃ ইব) জগতঃ অন্তে (বিনাশে) ত্রিনেত্রঃ (মহেশঃ) ইব ভাসি (স্বয়মেব প্রকাশসে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—(গুণাবতার মূল শ্রীবিষ্ণু—ইহাই এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে) যাহারা আপনার স্বরূপ অব-গত নহে তাহাদের মতে আত্মস্বরূপ আপনিই প্রকৃ-তিতে স্থিত হইয়া স্বতন্ত্রভাবে মায়াবিস্তার পূর্ব্বক সৃষ্টিতে ব্রহ্মার ন্যায়, পালন-কার্য্যে বিষ্ণুরূপে এবং সংহার-কার্য্যে শিবের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গমমহিমুস্তব চিন্ময়জগতাং বার্ত্তা দূরে তাবদাস্তাং বহির্ম্মুখানাং মতে তু ত্বমপি মায়োপা-ধির্মায়াময় এব ভবসীত্যাহ—অজানতামিতি। ত্বৎ-পদবীং ত্বৎপ্রাপকং বর্ত্ম ভক্তিযোগমজানতাং জ্ঞান-মানিনান্তু মতে ত্বমনাত্মনি প্রকৃতৌ স্থিত এব আত্মৈব ত্বং আত্মনৈব স্বাতন্ত্র্যেণৈবেতি তব জীবাদ্বিশেষঃ। মায়াং বিতত্যৈব ভাসি আকারশূন্যোঽপ্যাকারবত্ত্বেন ভাতো ভবসি। সৃষ্টৌ রজোগুণেন যথা অহম্। বিধানে পালনে সত্ত্বেন এষ ত্বং বিষ্ণুরিব, অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রুদ্র ইবেতি। নিরাকারস্যাপ্যাত্মনো মায়িকা-কারাঃ যথা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপম্ অবতারাশ্চ সর্ব্বে মায়িকরূপা মায়য়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দুর্গম মহিমান্বিত ভবদীয় চিন্ময় জগতের কথা দূরে থাকুক, কেবল জ্ঞানী অভিমানী বহির্ম্মুখগণের মতে তুমিও মায়োপাধি-বিশিষ্ট মায়াময় হইয়া থাক, ইহা বলিতেছেন—

'অজানতাং ত্বৎপদবীং', যাহারা আপনার প্রাপক ভক্তিযোগে অনভিজ্ঞ, এতাদৃশ জ্ঞানি-মানিগণের মতে আত্মস্বরূপ তুমিই প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বাতন্ত্র্যভাবে, ইহা জীব হইতে তোমার বিশেষ, 'মায়াং বিতত্য'—মায়া বিস্তারপূর্ব্বক প্রকাশ পাইতেছ, অর্থাৎ আকারশূন্য হইয়াও আকারবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাক। যেমন জগতের সৃষ্টি বিষয়ে রজোগুণ দ্বারা আমি ব্রহ্মা, পালনে সত্ত্বগুণে তুমি বিষ্ণুর ন্যায় এবং সংহার-বিষয়ে তমোগুণে রুদ্রের ন্যায়। অর্থাৎ তাঁহারা বলেন—নিরাকার আত্মা হইতে যেমন মায়িকাকার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব হইয়াছেন, তদ্রূপ জলস্থ নারায়ণ এবং যাবতীয় অবতার সমস্ত মায়িকরূপ ও মায়া-দ্বারাই বৎস-বালকাদি চতুর্ভুজরূপ ক্ষণিক কালের জন্য তুমিই দেখাইয়াছিলে ॥ ১৯ ॥

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তেঽজনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, প্রভো, বিধাতঃ, অজনস্য (জন্মরহিতস্য নিত্যস্য) তে (তব) সুরেষু ঋষিষু তথা এব (তদ্বৎ) নৃষু অপি তির্য্যক্ষু কীটপতঙ্গাদি-নীচজাতীয়েষু) যাদঃসু (মৎস্যাদি-জলজন্তুষু) অপি জন্ম (অবতারঃ) অসতাং (দুরাত্মনাং) দুর্ম্মদনিগ্রহায় (গর্ব্বনাশায় তথা) সদনুগ্রহায় (সতাং সাধূনাং অনুগ্রহায় ভবতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাতঃ, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত, তথাপি সুর, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মাগণের সর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যাই হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতস্তৈঃ স্বভক্তানাং পরাভবাভাবার্থং যৎ স্বপদবীজ্ঞাপনং প্রায়স্তদর্থমেব তব সর্ব্বেঽবতারা ইত্যাহ—সুরেষ্বিতি। অসতামসাধূনাং বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যো দুষ্টো মদস্তস্য নিগ্রহায়। সতাং ভক্তানাং স্বীয়সচ্চিদানন্দময়রূপগুণলীলানুভাবনয়া অনুগ্রহায়। যদুক্তম্ "সত্ত্বং নচেদ্ধাতরিদং নিজং ভবে"দিত্যাদি ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব জ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক স্বীয় ভক্ত সকলের পরাভব-দূরীকরণার্থে স্বপদবী-জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই প্রায় তোমার অবতার সমস্ত হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'সুরেষু' ইত্যাদি। 'অসতাং দুর্ম্মদ-নিগ্রহায়'—অসাধু সকলের 'আমরাই জ্ঞানী', ইত্যাদি দুর্ম্মদ নিরাস করিবার নিমিত্ত এবং 'সদনু-গ্রহায়'—ভক্তগণের প্রতি স্বীয় সচ্চিদানন্দময় রূপ, গুণ, লীলাদি অনুভব দ্বারা অনুগ্রহ বিতরণার্থ (দেবতা, ঋষি, নর, তির্য্যক্ ও জলজন্তু মধ্যে তোমার আবির্ভাব হইয়া থাকে)। তাহা না হইলে কোন্ ব্যক্তিই বা তোমাকে জানিতে সক্ষম হইত ? আর কেই বা হিতকর উপদেশাদি উপদেশ করিতে পারিত ? যেমন উক্ত হইয়াছে—"সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ" (১০।২।৩৫), অর্থাৎ হে বিধাতঃ ! যদি তোমার এই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু প্রকটিত না হইত, তাহা হইলে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ-নিবর্ত্তক অপ-রোক্ষ জ্ঞান সম্ভব হইত না ইত্যাদি ॥ ২০ ॥

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভূমন্, ভগবন্, পরাত্মন্, যোগে-শ্বর, ক্ব (কুত্র) কথং (কেন প্রকারেণ) বা কদা কতিবা যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি (অহো,) ভবতঃ উতীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যাং (লোকত্রয়ে) কঃ (জনঃ) বেত্তি (জানাতি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে ভূমন্, পরমাত্মন্, হে যোগেশ্বর, আপনি যোগমায়া বিস্তার করিয়া কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অহো, আপনার সেই সকল লীলা ত্রিভুবন মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা জানিতে সমর্থ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু কৃষ্ণস্য মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম, রামস্য রাবণবধার্থমেব, শুক্লাদ্যবতারগণস্য তত্তৎসময়ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধির্নতু জ্ঞানিমা-

নিনাং দুর্ম্মদনাশার্থম্। সত্যং তব প্রাদুর্ভাবাদিলীলানাং কুত্র কুত্র বিষয়ে কিং কিং প্রয়োজনং কদা কদা বা কিয়ত্যো বা তা ইতি কার্ৎস্ন্যেন জ্ঞাতুং কোঽপি ন প্রভবতীত্যাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন্, হে বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্ত্তে, হে ভগবন্, ভূমত্বেঽপি ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ, হে পরাত্মন্, ভগবত্বেঽপি পরমাত্মস্বরূপ, হে যোগেশ্বর, যোগমায়য়ৈবানুভাব্যমানভূমত্বাদিমহামহৈশ্বর্য্য, উতীর্জন্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাং ত্রিলোকীমধ্যবর্ত্তিনীর্লীলাঃ কো বেত্তি ন কোঽপি, যতঃ ক্বাহো ইত্যাদি। ননু তবানন্তা এব মূর্ত্তয়ো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষড়ৈশ্বর্য্যবত্যঃ পরমাত্মস্বরূপা নতু ভৌতিক্যঃ ত্রৈলোক্যান্তর্বর্ত্তিনীরেব ভক্তিবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্ব্বত্যঃ সর্ব্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রীড়ন্তীতি কথং সম্ভবেদিত্যত আহ—বিস্তারয়ন্নিতি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়য়ৈব তত্তদুপাসকভক্তান্ প্রতি তাসাং যথাসময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যামেব ক্রীড়ানির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, কৃষ্ণরূপে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত আমার আবির্ভাব, রামচন্দ্রের রাবণবধের নিমিত্ত, শুক্লাদি অবতারবৃন্দের তত্তৎকালে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত (আবির্ভাব), এরূপ প্রসিদ্ধি রহিয়াছে কিন্তু জ্ঞানি-মানিগণের দুর্ম্মদ নিরাস করিবার জন্য নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, তোমার জন্মাদি লীলা কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে, কি কারণে, কত সংখ্যক হইয়া থাকে, তাহা সমগ্ররূপে জানিতে কেহই সমর্থ নহে। হে ভূমন্! তুমি দেশ ও কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বা বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তি, তাহাতে আবার ভগবান্ অচিন্ত্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেও পরাত্মা পরমাত্মস্বরূপ। হে যোগেশ্বর! তুমি স্বীয় যোগমায়া কর্ত্তৃক সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐ বিশ্বব্যাপকাদি গুণে অচিন্ত্য মহা মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছ। 'উতীঃ'—জন্মাদি লীলাসমূহ, 'ত্রিলোক্যাং'—ত্রিলোক-মধ্যবর্ত্তিনী লীলাসমূহ কে জানিতে পারে? কেহই নহে, যেহেতু 'ক্ব বা কথং বা' ইত্যাদি (অর্থাৎ কোন্ সময়ে কোথায় কি ভাবে কত প্রকার ক্রীড়া করিয়া থাকেন—ইহা কেহই জানিতে সক্ষম নহে)। যদি বলেন—তোমার অনন্ত মূর্ত্তিসকল বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্য্যবতী পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু ভৌতিকী নহে, এ অবস্থায় ত্রিলোকমধ্যবর্ত্তিনী ভক্তিবিনোদনার্থ লীলাসমূহ সম্পাদনপূর্ব্বক সকলেই সর্ব্বদা যুগপৎ ক্রীড়া করিতেছেন—ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিস্তারয়ন্', স্বীয় অচিন্ত্য শক্তি যোগমায়ার দ্বারাই সেই সেই উপাসক ভক্তগণের প্রতি সেই মূর্ত্তিসকলের যথাসময়ে প্রকাশন ও আবরণের দ্বারাই ক্রীড়া-নির্ব্বাহ হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ ইদম্ অসৎ স্বরূপং (সার্ব্বকালিক-সত্তারহিতঃ স্বরূপং যস্য তৎ অতএব) স্বপ্নাভং (স্বপ্নবদল্পকালবর্ত্তি) অস্তধিষণম্ (অস্তা লুপ্তা জ্ঞানম্ অবিদ্যয়া যস্য তৎ অতএব) পুরুদুঃখদুঃখম্ (অতিশয়-দুঃখপ্রদম্) অশেষং (সর্ব্বমেব) জগৎ নিত্যসুখবোধতনৌ (সচ্চিদানন্দ-স্বরূপে) অনন্তে ত্বয়ি এব (অধিষ্ঠানভূতে) মায়াতঃ (কারণাৎ) উদ্যৎ (উদ্ভবৎ) অপি যৎ (বিনশ্যৎ) সৎ ইব (সত্যম্ ইব) অবভাতি (ভাসতে) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—এই নিখিল জগৎ অনিত্য, সুতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। আপনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনন্ত, আপনাতে আশ্রিত অচিন্ত্যশক্তি হইতে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তথাপি ইহা সত্যের ন্যায় প্রতীতি হইতেছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ইদঙ্কারাস্পদং জগদেব মায়িকং মধ্যমপরিমাণবত্বেঽপ্যেতৎপরিচ্ছেদকং ত্বদ্বপুস্তু শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমেবেতি প্রকরণমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অসৎ সার্ব্বকালিকসত্তারহিতং স্বরূপং যস্য তৎ। অতএব স্বপ্নাভং স্বপ্নাত্মজ্ঞানবদল্পকালবর্ত্তি নতু স্বাপ্নিকবস্তুবদস্য জগতো মিথ্যাত্বং ব্যাখ্যেয়ং 'প্রধানপুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃ'দিতি সপ্তমোক্তেঃ, 'সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৃজতে'তি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিতশ্রুতেশ্চ। অস্তা লুপ্তা ধিষণা জ্ঞানমবিদ্যয়া যস্য তৎ। নিত্য-

মিতি সন্ধিনী, সুখমিতি হলাদিনী, বোধ ইতি সম্বিদতঃ এতৎ স্বরূপশক্তিত্রিতয়াত্মকত্বাৎ সদানন্দচিন্ময্যস্তনবো যস্য তস্মিন্ ত্বয়ি অধিষ্ঠানে মায়াতঃ কারণাদুদ্যৎ উদ্‌গচ্ছৎ অপি যৎ অস্তং গচ্ছদপি সদিব সার্ব্বকালিকমিব। যদ্বা, যস্মাৎ সদনুগ্রাহকানি ত্বৎস্বরূপাণ্যেব মঙ্গলানি তস্মাদিদং জগদেব অসৎস্বরূপং অমঙ্গলাত্মকং। ননু মিথ্যাভূতস্য জগতঃ কিং ভদ্রাভদ্রবিচারেণ তত্রাহ—স্বপ্নাভং স্বপ্নবন্ন ভাতীতি তৎমিথ্যাত্বেন ন প্রতীতমিত্যর্থঃ। কিন্তু অস্তধিষণত্বাৎ পুরুদুঃখদুঃখত্বাদভদ্রমপি সদিব বিষয়ানন্দদৃষ্ট্যা উত্তমমিবাভাতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইদঙ্কারাস্পদ জগত মায়িক ও মধ্যম পরিমাণযুক্ত হইলেও, ইহার পরিচ্ছেদক তোমার বিগ্রহ কিন্তু শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকই—এইরূপে প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি। 'অসৎ'— সার্ব্বকালিক-সত্তারহিত যাহার স্বরূপ, অতএব 'স্বপ্নাভং'—স্বপ্নতুল্য অল্পকাল স্থায়ী (জগৎ)। কিন্তু স্বাপ্নিক বস্তুর ন্যায় এই জগতের মিথ্যাত্ব ব্যাখ্যা করা চলে না, যেহেতু সপ্তম স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"প্রধান-পুংভ্যাং নরদেব সত্যকৃৎ" (৭।১।১১), অর্থাৎ হে রাজন্! ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর সত্যস্রষ্টা, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সহযোগিতায় কালকেও সৃষ্টি করেন, অতএব তিনি কালের অধীন নহেন। মাধ্বভাষ্য-প্রমাণিত শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—পরমেশ্বর এই সত্য বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইত্যাদি। 'অস্তধিষণং'—অবিদ্যা দ্বারা বুদ্ধি লোপ হওয়ায় অশেষ দুঃখপ্রদ, এতাদৃশ এই নিখিল জগৎ, 'নিত্যসুখবোধতনৌ'—নিত্য বলিতে সন্ধিনী, সুখ—হলাদিনী, বোধ—সম্বিৎ, অতএব এই স্বরূপশক্তিত্রয় বিশিষ্ট বলিয়া সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহসমূহ যাঁহার, সেই (তোমার অধিষ্ঠানে) 'মায়াতঃ উদ্যদপি'—তোমার মায়া অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিকা যোগমায়া হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও, 'সদিব'—সার্ব্বকালিকের ন্যায় নিত্যবৎ প্রকাশ পাইতেছে। (অর্থাৎ এই মিথ্যাদিরূপ জগৎ প্রপঞ্চও তোমার অধিষ্ঠানহেতু সত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে)। অথবা—যেহেতু সদনুগ্রাহক তোমার মূর্ত্তিসমূহ মঙ্গলময়, অতএব এই জগৎ অসৎস্বরূপ অমঙ্গলাত্মক। যদি বলেন—দেখুন, মিথ্যাভূত জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচারের কি প্রয়োজন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বপ্নাভং', স্বপ্নের ন্যায় প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ স্বপ্নের মত মিথ্যাত্বরূপে প্রতীত হয় না, এই অর্থ। কিন্তু অবিদ্যার দ্বারা বুদ্ধি লোপ হওয়ায় অশেষ দুঃখপ্রদ বলিয়া অমঙ্গলরূপ হইলেও 'সদিব'—সত্যের ন্যায়, অর্থাৎ বিষয়ানন্দ প্রাপ্তিতে উত্তমের ন্যায় বোধ হয় ॥ ২২ ॥

———

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ
সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ
পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—একঃ ত্বং সত্যঃ (যতঃ) আত্মা (পরমাত্মা দৃশ্যম্ অসত্যং ততো ভিন্নঃ ত্বং) আদ্যঃ (কারণম্) পুরাণপুরুষঃ (কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমানঃ) নিত্যঃ (সনাতনঃ) পূর্ণঃ অজস্রসুখঃ (নিত্যানন্দ স্বরূপঃ) অক্ষরঃ (কূটস্থঃ অমৃতঃ) অনন্তঃ (দেশকালপরিচ্ছেদরহিতঃ) অদ্বয়ঃ উপাধিতঃ মুক্তঃ নিরঞ্জনঃ (নির্ম্মলঃ ভবসি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—আপনিই একমাত্র সত্য, কেননা, আপনি পরমাত্মা এবং এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ হইতে ভিন্ন। আপনি জগজন্মাদির মূল কারণ, পুরাণ পুরুষ ও সনাতন। আপনি পূর্ণ নিত্যানন্দময়, কূটস্থ, অমৃতস্বরূপ এবং উপাধিমুক্ত নিরঞ্জন অর্থাৎ মায়িক গুণশূন্য, বিশুদ্ধ ও অনন্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বয় ॥২৩

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তবানন্তমূর্ত্তিত্বেঽপি ত্বমচিন্ত্যশক্ত্যা একমূর্ত্তিরেবেত্যাহ—এক ইতি। ত্বম্ এক আত্মা পরমাত্মেত্যর্থঃ। জীবাত্মনাং বহুত্বেনৈকত্বাভাবাৎ। ননু পরমাত্মা নিরাকার এব ন পুরুষঃ পুরুষশব্দস্যাকৃতিমত্যেব পদার্থে রূঢ়েঃ। কিমন্যঃ পুরুষ ইবার্ব্বাচীনঃ ন পুরাতনঃ। ননু নন্দপুত্রত্বাদর্ব্বাচীনোঽপ্যহং পুরাতনো ভবতঃ স্তুত্যৈবাভূবং নতু যথার্থতয়েতি তত্রাহ, সত্যঃ ত্বং নন্দপুত্রোঽপি সত্যঃ ত্রৈকালিকসত্তাবান্ পুরাণপুরুষ ইত্যর্থঃ। নন্বস্য পুরুষস্য কালকর্ম্মাদিপ্রকাশ্যত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন স্বয়ংজ্যোতিস্ত্বন্ত স্বপ্রকাশঃ, কিং সূর্য্যাদিবৎ পরিচ্ছিন্নঃ ন অনন্তঃ ন বিদ্যতেঽন্তঃ কালতো দেশতশ্চ যস্য সঃ।

নন্বনন্যোঽপ্যবতারা এবম্ভূতা এব তেষামহং কতমস্তত্রাহ, আদ্যঃ ত্বং তেষামপি মূলভূতোঽবতারীত্যর্থঃ। নন্বহং দ্বিপরার্দ্ধান্তে কিমেতৎস্বরূপেণৈবাবস্থাস্যামি নবেত্যত আহ, নিত্যঃ জগদিদং পুরাতনমপি সত্যমপি দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপেণাস্থায়িত্বাদনিত্যমুচ্যতে। ত্বন্তু তদাপি নন্দপুত্রাকারেণাপি স্থাস্যসীতি নিত্য উচ্যসে। ত্বদাকারস্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ 'যোঽসৌ সৌর্য্যে তিষ্ঠতী' ত্যাদৌ 'যঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মেতি গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনমি"তি বা তাপনীশ্রুতেঃ। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি ত্বদুক্তেশ্চ। নন্বাকারবতঃ ষড়্বিকারবত্ত্বেন প্রতিক্ষণক্ষরত্বাদহমপি কিং তথৈব। ন অক্ষরঃ, নন্বাকারবন্তো হ্যবশ্যমেব সুখদুঃখধর্ম্মাণো ভবন্তি তত্রাহ—অজস্রসুখঃ। ননু মম বাল্যে গোপীস্তন্যদুগ্ধদধিঘৃতাদিষু লোভঃ, পৌগণ্ডে কালিয়াদিষু কোপঃ, কৈশোরে গোপিকাসু কাম ইত্যহং কামাদিমালিন্যযুক্ত এব, ন নিরঞ্জনঃ ত্বৎকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাৎ। ননু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষত্বাদপূর্ণস্ত ভবাম্যেবেতি তত্রাহ—পূর্ণঃ, প্রেমিভক্তসাপেক্ষত্বং হি ন পূর্ণত্বং ব্যাহন্তীত্যর্থঃ। নন্বেবম্ভূতো মদ্বিধঃ কোঽপ্যন্যো বর্ত্ততে ন বেতি তত্রাহ অদ্বয়ঃ। ননু সত্যমদ্বয়ত্বাৎ পূর্ণব্রহ্মৈবাহং তদপি কেচিন্মাং বিদ্যোপাধিং মন্যন্তে তত্রাহ—উপাধিতো মুক্ত ইতি, "বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং ভিন্ন" ইতি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। যতস্ত্বমমৃত ইতি 'অমৃতং শাশ্বতং ব্রহ্মে"তি শ্রুত্যুক্তমমৃতশব্দবাচ্যং নিরুপাধিব্রহ্মৈব। শ্লেষেণ ন বিদ্যতে মৃতং মৃত্যুর্যস্মাৎ স ইতি॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার অনন্তমূর্ত্তি থাকিলেও অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তুমি একমূর্ত্তিই, ইহা বলিতেছেন—'একঃ' ইত্যাদি। তুমি এক আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, এই অর্থ, কারণ জীবাত্মার বহুত্ব বলিয়া একত্বের অভাব। যদি বলেন—পরমাত্মা তো নিরাকার, তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি 'পুরুষ', পুরুষ-শব্দের অর্থ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থেই রূঢ়ি। তাহা হইলে কি অন্য পুরুষের ন্যায় অর্ব্বাচীন? তাহাতে বলিতেছেন—না, তুমি 'পুরাতন'। যদি বলেন—দেখুন, নন্দপুত্রত্বহেতু আমি অর্ব্বাচীন হইয়াও তোমার স্তুতিতে পুরাতন হইলাম, কিন্তু যথার্থরূপে নহে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'সত্যঃ', তুমি নন্দের পুত্ররূপেই সত্য, অর্থাৎ ত্রৈকালিক-সত্তাবিশিষ্ট পুরাণ পুরুষ, এই অর্থ। যদি বলেন—পুরুষ কাল-কর্ম্মাদিহেতু জন্মগ্রহণ করে, আমিও কি তদ্রূপ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, 'স্বয়ংজ্যোতিঃ', তুমি স্বপ্রকাশ। তাহা হইলে কি সূর্য্যাদির ন্যায় আমি পরিচ্ছিন্ন? না, 'অনন্তঃ'—কালতঃ ও দেশতঃ যাঁহার অন্ত নাই, সেই তুমি। দেখুন—অন্য অবতার সকলও এই প্রকার, তন্মধ্যে আমি কতমঃ (কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছি)? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আদ্যঃ', তাঁহাদেরও মূলস্বরূপ তুমি স্বয়ং অবতারী। যদি বলেন—দ্বি-পরার্দ্ধ অবসানে এই স্বরূপেই কি আমি অবস্থান করিব, কিম্বা না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'নিত্যঃ', এই জগৎ পুরাতন ও সত্য হইলেও দ্বিপরার্দ্ধান্তে স্বরূপে অস্থায়ী বলিয়া অনিত্য, কিন্তু তুমি এই নন্দপুত্ররূপেই অবস্থান করিবে বলিয়া তুমি নিত্য, যেহেতু তোমার এই নন্দনন্দনরূপই পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ। যেমন তাপনী-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"যিনি আদিত্যমণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন, যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম, সেই বৃন্দাবন-কল্পবৃক্ষতলে সমাসীন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ গোবিন্দকে স্মরণ করি' ইত্যাদি। শ্রীগীতাতে তোমার উক্তি—'আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। যদি বলেন—দেখুন, উৎপত্ত্যাদি ছয়টি বিকার যুক্ত বলিয়া আকারবিশিষ্ট পুরুষ প্রতিক্ষণে ক্ষয়শীল হয়, আমিও কি তদ্রূপ? তাহাতে বলিতেছেন—না, 'অক্ষরঃ', তুমি অপক্ষয়রহিত। দেখুন—আকৃতিবানের অবশ্যই সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। তাহাতে বলিতেছেন—'অজস্রসুখঃ', তুমি অনিয়মিত সুখস্বরূপ। দেখুন—আমার বাল্যকালে গোপী-স্তনদুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদির প্রতি লোভ, পৌগণ্ডে কালিয় প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ, কৈশোরে গোপিকাগণে কাম, ইহাতে আমি কামাদি-মালিন্যযুক্তই। তদুত্তরে বলিতেছেন—'নিরঞ্জনঃ', না, তুমি নির্ম্মল, যেহেতু তোমার কামাদিও চিন্ময়। তাহা হইলেও গোপিকাদিতে অপেক্ষা থাকায় আমি অপূর্ণই, তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি 'পূর্ণ', যেহেতু প্রেমী ভক্তজনের অপেক্ষা পূর্ণত্বের হানি করে না—এই ভাবার্থ। যদি বলেন এই প্রকার

আমার মত অন্য কেহ আছে বা নাই ? তাহাতে বলিতেছেন—'অদ্বয়ঃ', তুমি অদ্বিতীয়, অনুপম। যদি বলেন—সত্য, অদ্বয়হেতু আমিই পূর্ণব্রহ্ম, তথাপি কেহ কেহ আমাকে বিদ্যোপাধিযুক্ত মনে করেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'উপাধিতঃ মুক্তঃ', তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা দ্বিবিধ উপাধি হইতে মুক্ত। গোপাল-তাপনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন', যেহেতু তুমি 'অমৃতঃ'—বিনাশরহিত, 'অমৃত শাশ্বত ব্রহ্ম'—এই শ্রুতিবচনানুসারে তুমিই অমৃতশব্দবাচ্য নিরুপাধি ব্রহ্ম। শ্লিষ্টার্থে—যাঁহা হইতে মৃত্যু থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যাঁহার আশ্রয়ে জীব অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই তুমি ॥ ২৩ ॥

এবংবিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি
স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা
যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তস্মাদেবম্বিধজ্ঞানান্মুক্তিরিত্যাহ) যে (জনাঃ) গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎসুচক্ষুষা (গুরুরেব অর্কঃ সূর্য্যঃ তস্মাৎ লব্ধা উপনিষৎ জ্ঞানং তদেব সুচক্ষুঃ সুনেত্ররূপং তেন) সকলাত্মনাং (সর্ব্ব-জীবাত্মনাং) স্বাত্মানং (মূর্ত্তত্বেন মনোনয়নাহলাদ-কত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষ স্বরূপমেব) এবম্বিধং ত্বাং আত্মাত্মতয়া (পরমাত্মত্বেন) বিচক্ষতে (পশ্যতি) তে (জনাঃ) ভবানৃতাম্বুধিং (মিথ্যাভূতং ভবসমুদ্রং) তরন্তি ইব ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—যে সকল মহাজন গুরুরূপী সূর্য্য হইতে জ্ঞানরূপ সুচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ আপনাকে পরমাত্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহারা এই 'অহং মমাদি' মিথ্যাভিমানরূপ ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ ত্বদীয়নির্ব্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপা-সকা অপি ত্বয়ি পুরুষাকারস্বরূপে পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা ভাগ্যবশাদ্যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্যুস্তর্হি তে শান্তভক্তাঃ সং-গীয়ন্ত ইত্যাহ—এবম্বিধম্ উক্তলক্ষণং ত্বাং সক-লাত্মনাং সর্ব্বজীবাত্মনাং স্বাত্মানং মূর্ত্তত্বেন মনো-নয়নাহলাদকত্বাৎ শোভনমাত্মানং পুরুষস্বরূপমেব আত্মাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন ভক্ত্যা যে পশ্যন্তি "পরমাত্ম-তয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তীরতির্মতে"তি শ্রীভক্তিরসা-মৃতোক্তেঃ। কেন ? গুরুরেবার্কস্তস্মাল্লব্ধা অধ্যয়-নেন প্রাপ্তা যা উপনিষৎ সৈব সুচক্ষুস্তেন তদর্থাবগাহ-নোত্থেন জ্ঞানেন ভব এব অনৃতাম্বুধিস্তং তরন্তীব ॥২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণ পুরুষাকার-স্বরূপ তোমাতে পরমাত্মরূপে ভক্তিহেতু সৌভাগ্যবশতঃ যদি নিষ্ঠা-প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা শান্তভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হন, ইহা বলিতেছেন—'এবম্বিধং ত্বাং'-পূর্ব্বোক্ত পুরুষরূপ তোমাকে, সকলাত্মনাং স্বাত্মানং' —নিখিল জীবের আত্মা, অর্থাৎ সাকারত্ব-নিবন্ধন মন ও নয়নের আহলাদকত্বহেতু পরম পুরুষ তোমাকে তাঁহারা পরমাত্মরূপে ভক্তিতে দর্শন (অনু-ভব) করিয়া থাকেন। শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত হইয়াছে—'পরমাত্ময়া কৃষ্ণে জাতা শান্তী রতি র্মতা" (২।৫।১৮), অর্থাৎ প্রায়ই শম-প্রধান ব্যক্তিদের পর-মাত্মবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধবর্জ্জিত (আমার প্রভু বা সখা ইত্যাদি মমতালেশশূন্য) সর্ব্বাশ্রয়-স্বরূপে যে শুদ্ধারতি জন্মে, তাহাকে 'শান্তি' বলে। কেমন করিয়া দেখেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'গুর্ব্বর্ক-লব্ধ'-ইত্যাদি, অর্থাৎ গুরুরূপ সূর্য্য হইতে অধিগত উপনিষৎ তত্ত্ব-রহস্যস্বরূপ সুনির্ম্মল চক্ষু দ্বারা যাঁহারা তোমাকে দেখেন, তাঁহারা 'ভবানৃতাম্বুধিং তরন্তি ইব' —জন্ম-মরণাদি দুঃখময় সংসাররূপ মিথ্যাসাগর হইতে যেন উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আত্মানমেবাত্মতয়াহবিজানতাং
তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে
রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মানং (তব শ্রীবিগ্রহং) আত্মতয়া (বিদ্রূপতয়া) অবিজানতাং তেন (অজ্ঞানেনৈব) নিখিলং প্রপঞ্চিতং জাতং (নিখিল প্রপঞ্চো জায়তে) ভূয়ঃ অপি (পুনরপি) জ্ঞানেন (আত্মতা জ্ঞানেন) তৎ (প্রপঞ্চিতং) রজ্জ্বাম্ অহেঃ (সর্পস্য) ভোগভবাভবৌ

যথা (শরীরস্য অধ্যাসাপবাদৌ) যথা (ইব) প্রলীয়তে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—যেরূপ অজ্ঞান জন্যই রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই পরমাত্মস্বরূপ আপনাকে জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ বলিয়া যাহারা জানে না, তাহাদের অজ্ঞান হেতু সংসার হইয়া থাকে, আবার জ্ঞানোদয়ে উহা বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তীবেতি ব্রূষে ? তথা ভবস্য চানৃতত্বং বা কুতস্তত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্ত্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব তত্তরণমপ্যনৃতমেবেত্যতস্তরন্তীবেত্যুচ্যতে ইত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। আত্মানং জীবম্ আত্মতয়া জ্ঞানানন্দ-ময়াত্মত্বেন অবিজানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাৎ জ্ঞাতুমশক্নুবতাং নৈব জানতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ব্বঃ সংসারোহভূৎ। ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্যযোগবৈরাগ্যতপোভক্তিভিরাত্মনো দেহব্যতি-রিক্তত্বেন যজ্‌জ্ঞানং তেন তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে। যথা রজ্জ্বাম্ অহের্ভোগস্য সর্পশরীরস্য অজ্ঞানজ্ঞানাভ্যাং ভবাভবৌ অধ্যাসাপবাদৌ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাঁহারা উত্তীর্ণ হইয়া থাকেনই, এরূপ না বলিয়া যেন উত্তীর্ণ হন কিজন্য বলিতেছেন ? তদুত্তরে—এই জগতের মিথ্যাত্বই বা বা কি প্রকারে ? জ্ঞানিগণের আশ্রয়ণীয় বিবর্ত্তবাদ-মতে এই জগৎ মিথ্যাই, অতএব তাহার উত্তরণও মিথ্যাই, এইহেতু যেন উত্তীর্ণ হন, ইহা বলিলেন, তাহা দুইটি শ্লোকে বিবৃত করিতেছেন—'আত্মানং' ইত্যাদি। এখানে আত্মা বলিতে জীবাত্মা, তাহাকে জ্ঞানানন্দময়রূপে 'অবিজানতাং'—অবিদ্যার আবরণহেতু যাহারা জানিতে সমর্থ নহেন, তাহাদিগেরই সেই অজ্ঞানবশতঃই 'নিখিলং প্রপঞ্চিতং'—সমস্ত সংসার হইয়া থাকে। আবার সাংখ্য, যোগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তির দ্বারা দেহব্যতিরিক্তরূপে আত্মার যে জ্ঞান, তাহার দ্বারাই এই প্রপঞ্চিত বিলীন হইয়া যায়—যেমন রজ্জুতে আপাততঃ রজ্জুজ্ঞান না হইয়া 'এইটি সর্প' এইরূপ প্রতীতি হয়, কিন্তু বিশেষরূপে অনুসন্ধানের পরে রজ্জু-জ্ঞান হইলে পূর্ব্ব অজ্ঞানকৃত রজ্জুতে সর্পারোপ বিষয়ে অবশ্য অপ্রতীতি হইয়া থাকে। (কারণ প্রমা-ভ্রান্তি দ্বারাই সংসার ও প্রমা-জ্ঞানেই সংসার-নাশ হইয়া থাকে।) ॥ ২৫ ॥

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ
দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে
বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু জ্ঞানিনস্তরন্ত্যেব, কিমিদমুচ্যতে তরন্তি ইব ইতি তত্রাহ) অজস্র চিত্যাত্মনি (অখণ্ডানু-ভব-স্বরূপে) পরে (শুদ্ধে) কেবলে (আত্মনি) বিচার্য্যমাণে (সতি) তরণৌ (সূর্য্যে) অহনী (রাত্র্য-হনী) ইব অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ (অজ্ঞানেন সংজ্ঞা নাম যয়োঃ তৌ) ভববন্ধমোক্ষৌ (ভবেন বন্ধঃ মোক্ষশ্চ তৌ) দ্বৌ নাম ঋতজ্ঞভাবাৎ (ঋতশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি যো ভাবঃ ঋতজ্ঞভাবঃ তস্মাৎ অব্যভিচরিত জ্ঞানাৎ) অন্যৌ নাম ন স্তঃ (পৃথক্ সত্তাবন্তৌ ন বিদ্যেতে ইত্যর্থঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ভববন্ধ ও মোক্ষ—এই দুইটী সংজ্ঞাই অজ্ঞানকৃত, সুতরাং সত্য জ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিচার করিলে অবগত হওয়া যায় যে, সূর্য্যে যেরূপ দিবা ও রাত্রির অস্তিত্ব নাই সেইরূপ মায়া-সম্বন্ধশূন্য অখণ্ড-অনুভব-স্বরূপ আত্মতত্ত্বে ঐ দুইটীর (বন্ধ ও মোক্ষ) অধিষ্ঠান নাই অর্থাৎ অনাত্ম ধারণা হইতেই ঐ দুইটীর উৎপত্তি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উহা মিথ্যা ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব ভবস্যানৃতত্বম্, অনৃতত্বাদেব তত্তরণস্যাপ্যনৃতত্বং স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োস্তৌ ভববন্ধমোক্ষৌ ভবঃ সংসারস্তদ্রূপো বন্ধশ্চ তন্মোক্ষশ্চ তৌ দ্বৌ নাম জ্ঞভাবো জ্ঞাতৃত্বং জ্ঞান-মিতি যাবৎ, ঋতশ্চাসৌ জ্ঞভাবশ্চ তস্মাদন্যৌ যৌ স্তঃ তৌ ঋতজ্ঞভাবে তস্মিন্নজস্রচিত্যাত্মনি তৎস্বরূপে জীবে কেবলে দেহাদি-সঙ্গরহিতে বিচার্য্যমাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যন্বয়ঃ। দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি। যে অহনী লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন রাত্র্যহনী তরণেরন্যৌ স্তঃ। তে তু তরণৌ তথা বিচার্য্যমাণে যথা ন সম্ভবতইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব সংসারের মিথ্যাত্ব এবং মিথ্যাত্ব বলিয়াই তাহার তরণেরও মিথ্যাত্ব স্পষ্টভাবে

বলিতেছেন—'অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ', অজ্ঞান-দ্বারা লব্ধ-সংজ্ঞ সংসার-বন্ধন ও সংসার-মোচন (অর্থাৎ অহন্তা-মমতাত্মক অধ্যাসময় সংসাররূপ বন্ধন ও তাহা হইতে মুক্তি) এই দুইটি নাম জীবের সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ থাকিলেও তাহা মায়াবৃত্তি, 'ঋতজ্ঞভাবাৎ—জ্ঞ-ভাব বলিতে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান এবং ঋত, অর্থাৎ অব্যভিচারী জ্ঞানপদার্থ বা যথার্থ জ্ঞান হইতে পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছে। কারণ অব্যভিচারি-জ্ঞানস্বরূপ বা সত্যজ্ঞান-স্বরূপ দেহাদি সঙ্গরহিত শুদ্ধ জীবাত্মাতে বন্ধন ও মোক্ষ-বিষয়ক সম্বন্ধ আছে কিনা ইহা বিচার করিলে নিত্যশুদ্ধ নিত্যসিদ্ধ জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ সম্ভব-পর হয় না, এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তরণৌ অহনী ইব', যেমন দিবাকরের সম্বন্ধে দিবা ও রাত্রি কিছুই নাই, তদ্রূপ জীবাত্মার বন্ধন ও মোক্ষ কিছুই নাই। (অর্থাৎ দিবাকরের উদয়ে দিন ও তদভাবে রাত্রি হইয়া থাকে, পরন্তু সেই দিন ও রাত্রির সহিত দিবাকরের সম্বন্ধ আছে কি? বস্তুতঃ কালের বৃত্তিরূপত্ব-হেতু দিবাকরের পৃথক্‌ভাবে দিন ও রাত্রি হয় না—ইত্যাদি বিচার করিলে যেমন দিবাকরের পৃথক্‌রূপে দিন ও রাত্রি থাকে না, তদ্রূপ নিত্যমুক্ত জীবাত্মারও পৃথক্‌ভাবে অজ্ঞানকল্পিত বন্ধন ও মোক্ষ অসম্ভব।) ॥ ২৬ ॥

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বাং আত্মানং পরং (দেহাদিং) মত্বা (আত্মনি দেহাদিমধ্যস্য তথা) পরং (দেহাদিং) আত্মানং মত্বা (দেহাদৌ আত্মানমধ্যস্য) আত্মা পুনঃ বহিঃ মৃগ্য (মৃগ্যতে) অহো, অজ্ঞজনতাজ্ঞতা (অজ্ঞজনস্য কীদৃশী ভ্রান্তিঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞব্যক্তি আত্মস্বরূপ আপনাকে অনাত্ম অর্থাৎ আপনার শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং আপনা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া ভবদীয় পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মতত্ত্বরূপ আপনাকে অনুসন্ধান করে। অহো! উহাদের কি মূর্খতা (অথবা) অজ্ঞব্যক্তি পরমাত্মস্বরূপ আপনাকেই শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করিয়া আবার আত্মতত্ত্ব অন্যত্র অন্বেষণীয় এইরূপ কল্পনা করে। অহো, উহাদের কি মূর্খতা! ২৭॥

বিশ্বনাথ—যে ত্বাত্মবিম্মন্যাঃ পুরুষাকারং ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে ত এব পূর্ব্বোক্তাঃ স্থূলতুষাবঘাতিন ইত্যাহ—ত্বামিতি। চ অপ্যর্থে। পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারং পরং শুদ্ধপরমাত্মনোঽন্যং মায়াশবলম্ আত্মানং মত্বা আত্মা পরমাত্ম বহিরেব মৃগ্যঃ। অহো তস্যা অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ বিবর্ত্তপরিণামাদয়ো বাদাঃ খলু চিদ্ভিন্নে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্ত্তন্তে,। নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি। তথা 'শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধ'দিতি তৃতীয়াৎ। 'যত্তদ্ব-পুর্ভাতি বিভূষণায়ুধৈরব্যক্তচিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ। বভূব তেনৈব স বামনঃ' ইত্যষ্টমাৎ। "সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" ইতি দশমাৎ। "গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীন"মিতি "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি গোপাল-তাপনীশ্রুতেশ্চ। পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্বপুর্দ্ধামাদাবপি। যে তু শ্রুতিস্মৃতীক্ষণাভাবাদন্ধাস্তত্র তত্রাপি বিবর্ত্ত-মন্ধপরম্পরয়ৈব প্রবর্ত্তয়ন্তো ভ্রশ্যন্তি তে ত্বহো শব্দেন ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টৌ শোচ্যেষু মধ্যে বিস্ময়রসবিষয়ী-চক্রিরে ইতি। অজ্ঞজনাজ্ঞতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাহারা আত্মবিদ্ অভিমানী হইয়া পুরুষাকার তোমার সমাদর করে না, তাহারাই পূর্ব্বোক্ত স্থূলতুষাবঘাতী, ইহা বলিতেছেন—'ত্বাম্' ইত্যাদি। এখানে 'চ'-কার 'অপি' (ও)-শব্দের অর্থে। যাহারা তুমি পরমাত্মা হইলেও তোমার পুরুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহকে মায়িক দেহ এবং তোমা হইতে ভিন্ন অনাত্ম বস্তুকে পরমাত্মা মনে করিয়া তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় অন্যত্র বহির্বিষয়ে আত্মার অন্বেষণ করিয়া থাকে। অহো! সেই অজ্ঞজনের কি অত্যাশ্চর্য্য অজ্ঞতা। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—বিবর্ত্ত ও পরিণামাদি বাদসমূহ চিদ্ভিন্ন (অচিৎ) মায়িক জগতেই প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু পূর্ণচিৎস্বরূপ ব্রহ্মে নহে। যেমন তৃতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"শাব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধৎ" (৩।১২।৪৭), অর্থাৎ শব্দময় তনু বলিয়া ব্রহ্ম (পরমেশ্বর) নিত্যই প্রকাশিত হন ইত্যাদি। অষ্টম স্কন্ধে বলা হইয়াছে—"যত্তদ্বপুর্ভাতি" (৮।১৮।১২) অর্থাৎ ভগবানের যে

বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধসকলের সহিত নিত্য প্রকাশমান, সেই অব্যক্ত চিৎস্বরূপ বিগ্রহকেই তিনি ব্যক্তের ন্যায় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং সেই বিগ্রহে মাতা-পিতার গোচরেই অদ্ভুতচরিত নটের ন্যায় বামন ব্রাহ্মণকুমার হইলেন, অর্থাৎ শ্রীহরি সেই চিন্ময় মূর্ত্তির দ্বারাই বামনাকৃতি বপু হইয়াছিলেন। শ্রীদশমে—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ" (১০।১৩।৫৪), অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দমাত্র বা বিজাতীয় ভেদরহিত ও সদা একমূর্ত্তিধারী বৎস ও পালকসকলের যে প্রভূত মাহাত্ম্য, তাহা আত্মজ্ঞানরূপ দৃষ্টিশালী জ্ঞানিগণেরও স্পর্শের অযোগ্যরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে—'শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষতলে অবস্থিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দকে স্মরণ করি।" আরও, 'নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মগোপালপুরী বিরাজমান'। ইহাতে শ্রীভগবানের বিগ্রহ ও তাঁহার ধাম, পরিকরাদি নিত্য পূর্ণব্রহ্মাত্মক বলা হইল। যাহারা শ্রুতি-স্মৃতি দর্শনের অভাবে অন্ধ হইয়া অন্ধপরম্পরায় বিবর্ত্ত মত প্রবর্ত্তন করতঃ ভ্রষ্ট হইতেছেন, তাহাদের সম্বন্ধে এখানে ব্রহ্মা 'অহো'-শব্দের দ্বারা নিজ-সৃষ্ট শোচ্যজনের প্রতি বিস্ময়রস প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে 'অজ্ঞজনাজ্ঞতা'—এরূপ পাঠান্তর আছে ॥ ২৭ ॥

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বিবেকিনস্তু প্রত্যক্ স্বরূপমেব পরমাত্মানং বিচিন্বন্তীত্যাহ) (হে) অনন্ত, সন্তঃ (সাধবঃ) অতৎ ত্যজন্তঃ (জড়ং পরিহরন্তঃ) অন্তর্ভবে এব (ভবতীতি ভবং চিজ্জড়াত্মকং শরীরং তন্মধ্যে এব) ভবন্তং মৃগয়ন্তি (বিচিন্বন্তি ননু অসতঃ জ্ঞানেনালং কিমসতোঽপবাদেনেত্যাশঙ্ক্য অসতোঽপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ) অন্তি (সমীপে) অসন্তং (অবিদ্যমানম্) অপি অহিং (সর্পং) অন্তরেণ (তন্নিষেধং বিনা) সন্তঃ (জনাঃ) কিমু (কিং) সন্তং (বিদ্যমানং) তং গুণং (রজ্জুং) যন্তি (জানন্তি, সর্পত্ব-নিষেধং বিনা ন রজ্জুবুদ্ধির্জায়তে ইত্যর্থঃ) ॥২৮

অনুবাদ—অসত্যভূত সর্পবুদ্ধি পরিত্যাগ না করিলে কি রজ্জুবুদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হয়? তজ্জন্য হে অনন্ত, সাধুগণ জড়বিষয় ত্যাগ করিয়া হৃদয়মধ্যে আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞাস্তু ত্বাং মায়োপাধিত্বেন মন্যন্তে, কিন্তু জীবাত্মানমেবাতস্তমেব মায়ামালিন্যতো বিচ্যুতীকর্ত্তুং তমেব কেবলং শুদ্ধং মৃগয়ন্তীত্যাহ—অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্ত্তমানম্ অনন্তভবম্ অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানাযোনিষু জন্মানি যস্য তং প্রসিদ্ধমল্পজ্ঞং জীবাত্মানং মৃগয়ন্তি। কিং কুর্ব্বন্তঃ? অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াঞ্চ ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ। ননু চিন্ময়স্য জীবাত্মনো জ্ঞানেনালং কিং চিদ্ভিন্নস্যাপবাদেনেত্যাশঙ্ক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বং ন সম্যক্ জ্ঞায়ত ইতি সতাং ব্যবহারেণাহ—অসন্তমিতি। অন্তি সমীপে অসন্তমপ্যহিমন্তরেণ নায়মহিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তং গুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি। তথৈব "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ" ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসম্বন্ধো নৈবাস্তি তৎসম্বন্ধাভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোকমোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যয়ৈব তস্মিন্ জীবাত্মনি দেহোঽধ্যস্তঃ। ততশ্চ কদাচিদুদ্ভূতেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্যাসতোঽপ্যপবাদং বিনা সত্যং শুদ্ধং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণ তোমাকে মায়োপধিক মনে করেন, কিন্তু জীবাত্মাকে মায়া-মালিন্য হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত সেই কেবল শুদ্ধ স্বরূপ অন্বেষণ করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'অন্তর্ভবে', এই শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান 'অনন্তভবং'—অনন্ত অর্থাৎ অসংখ্য নানাযোনিতে জন্ম যাহার, সেই অল্পজ্ঞ জীবাত্মাকে অন্বেষণ করেন। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'অতৎ ত্যজন্তঃ', আত্মভিন্ন মায়িক ও মায়াকে নিষেধ করতঃ। যদি বলেন—চিন্ময় জীবাত্মার জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট, ইহাতে চিদ্ভিন্ন বস্তুর নিষেধের কি প্রয়োজন? এরূপ আশঙ্কা করতঃ অধ্যস্ত বস্তুর অপবাদ ব্যতীত অধিষ্ঠান তত্ত্ব সম্যক্

জানা যায় না— এই সজ্জনের ব্যবহার দ্বারা বলিতেছেন—'অসন্তম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প না থাকিলেও অবিদ্যমান সর্পের অপবাদ (নিরাকরণ) না করিলে, বিবেকিগণ সমীপে বিদ্যমান রজ্জুতে সর্পভ্রম থাকে বলিয়া 'ইহা রজ্জু' এইরূপ নিশ্চয়ত্বরূপে জানিতে পারে না। অতএব রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে যেমন বিচারদ্বারা সর্পাপবাদ দূর করিয়া বাস্তবিক রজ্জু জানিতে পারা যায়, তদ্রূপ সাধুগণ 'তন্ন তন্ন' ইত্যাদি নিরসন বাক্য দ্বারা তোমাকে অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হন। যেমন "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ"— এই পুরুষ নিঃসঙ্গ, এই শ্রুতিবাক্যে জীবাত্মার স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, অতএব সেই সম্বন্ধের অভাবহেতুই দেহ, দৈহিক শোক-মোহাদিও জীবাত্মার নাই। তাহা অবিদ্যার দ্বারাই সেই জীবাত্মাতে দেহ অধ্যস্ত হইয়াছে। তারপর কখনও উদ্ভূত জ্ঞানের দ্বারা 'নায়ম্ আত্মা দেহঃ' —এই আত্মা দেহ নহে, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক সেই অবিদ্যমান দেহের অপবাদ বিনা সত্য শুদ্ধ জীবাত্মাকে কি জানা যায় ? কখনই নহে, এই অর্থ ॥২৮॥

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, ভগবন্, অথ অপি (অপি চ) তে পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীতঃ (তব পাদপদ্মদ্বয়স্য করুণাকণামাত্রমধিগতঃ জনঃ) এব হি মহিম্নঃ তত্ত্বং (মাহাত্ম্য যাথার্থ্যং) জানাতি অন্যঃ (তদ্‌ভিন্নঃ) একঃ অপি (কশ্চিদপি) চিরং (দীর্ঘকালং) বিচিন্বন্ (অনুসন্দধানঃ) ন (ন জানাতীত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, হে ভগবন্, যিনি আপনার পাদপদ্ম-যুগলের করুণা-কণামাত্র লাভ করিয়াছেন একমাত্র তিনিই আপনার যথার্থ মাহাত্ম্য জানেন ; তদ্ব্যতীত দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করিয়াও কেহ তাহা জানিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মসুখানুভবস্তু কেবলেন ত্বদ্ভক্তিলেশেনাপি ভবতি নান্যথেত্যাহ—অথাপীতি। যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশবিচ্যুতঃ স্যাৎ তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাব্জপ্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জানাতি। যদুক্তং ত্বয়ৈব মৎস্যরূপেণ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতম্। বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদী"তি। ব্যাখ্যা চ তত্রত্যা শ্রীস্বামিপাদানাং—মে ময়া অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেৎস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশো গুণীভূতভক্তিযোগো জ্ঞানিনাং পূর্ব্বসিদ্ধো বর্ত্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপরতায়াং বিদ্যায়াশ্চোপরমারম্ভে "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসে"দিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানমপি ত্যক্ত্বা তত উর্ব্বরিতাং ভক্তিমেব কেবলাং বহুমানয়ংস্তামেবাভ্যসেৎ যো জ্ঞানী তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগোঽনুগৃহ্ণাতীত্যর্থঃ ; যস্তু ফলপ্রাপ্তৌ সত্যাং ন সাধনোপযোগ ইতি মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঞ্চ ত্যক্ত্বা কেবলব্রহ্মানুভব এবোদ্যতঃ স্যাৎ স একোঽপি মুখ্যোঽপি জ্ঞানিসহস্রগুরুর্ভবন্নপীত্যর্থঃ। চিরং বিচিন্বন্ বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভ্যাসাভ্যাং বিচারয়ন্নপি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেই জীবাত্মার ব্রহ্মসুখের যে অনুভব, তাহাও একমাত্র তোমার ভক্তিলেশেই হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে নহে, ইহা বলিতেছেন—'অথাপি'। যদিও মায়া, মায়িক সমস্ত অংশ হইতে জীবাত্মা বিচ্যুতও হয়, তথাপি তোমার পাদপদ্মযুগলের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহে অনুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবান্ তোমার যে মহিমা, অর্থাৎ মহিম-শব্দবাচ্য যে ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে। যেমন মৎস্যরূপে তুমিই বলিয়াছ—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ" (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ তৎকালে মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট এবং তোমার প্রশ্নদ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সঙ্কেতিত মহান্ আমার যে মহিমা, অর্থাৎ আমারই ব্যাপক নির্ব্বিশেষ স্বরূপ, ইহা তুমি অনুভব করিবে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত অর্থাৎ আমিই তোমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই পরব্রহ্ম স্বরূপ অনুভব করাইব। এখানে প্রসাদলেশ বলিতে গুণীভূত ভক্তিযোগ, তাহা জ্ঞানিগণের পূর্ব্বসিদ্ধ (সাধনের পূর্ব্ব-

দশাতে) রহিয়াছে। তাহার দ্বারা অনুগৃহীত বলিতে অবিদ্যা উপরত হইলে এবং বিদ্যার উপরম আরম্ভ হইলে 'জ্ঞানও আমাতে সমর্পণ করিবে'—ভগবানের এই উক্তিবশতঃ জ্ঞান-সাধনও পরিত্যাগ করতঃ তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ভক্তিকেই একমাত্র সমাদর-পূর্ব্বক যে জ্ঞানী ভক্তির অনুশীলন করেন, তাঁহাকেই প্রসাদলেশরূপ ভক্তিযোগ অনুগ্রহ করিয়া থাকেন—এই অর্থ। কিন্তু যিনি ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনের উপযোগ নাই, এই মনে করিয়া জ্ঞান ও ভক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ব্রহ্মানুভবে উদ্যত হন, 'স একোঽপি'—তাদৃশ মুখ্য অর্থাৎ জ্ঞানি-সহস্রের গুরু হইলেও, 'চিরং বিচিন্বন্'—তিনি বহুকাল শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিচার করিয়া ও যোগাভ্যাসের দ্বারা অন্বেষণ করিয়াও তোমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৯॥

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ) ভবে অত্র (ব্রহ্ম জন্মনি) অন্যত্র তিরশ্চাং বা (পশু-পক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা যজ্জন্ম তস্মিন্ বা) যেন (ভাগ্যেন) অহং ভবজ্জনানাং (ভক্তানাং মধ্যে) একঃ (অন্যতমঃ) অপি ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে (আরাধয়িষ্যামি) সঃ ভূরিভাগঃ (মহদ্ ভাগ্যম্) অস্তু॥৩০॥

অনুবাদ—হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্ম জন্মেই হউক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক যাহাতে আমি ভবদীয় ভক্তগণের অন্যতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি আমার তাদৃশ মহাভাগ্য লাভ হউক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ব্রহ্মন্, সাধ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞশিরোমণে! স্তুত্যৈব ব্যঞ্জিতলক্ষণয়োর্ভক্তিজ্ঞানয়োর্মধ্যে তব কুত্র স্পৃহেত্যতাহ—তদস্ত্বিতি। হে নাথেতি সম্বোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়াং সত্যামপি দাস্যস্পৃহায়াং ভো ব্রহ্মন্! উৎকর্ষনিকর্ষৌ সম্যক্তয়া বিচার্য্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টং বস্তু স্পষ্টং প্রার্থয়স্বেতি চেৎ স এব মে ভূরিভাগো মহদেব ভাগ্যং মনসা নির্দ্ধারিতমেব বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। যেন ভূরিভাগেন অত্র ভবে ব্রহ্মজন্মনি বা তিরশ্চামপি মধ্যে যজ্জন্ম তস্মিন্ বেতি ব্রহ্মজন্মারভ্য তির্য্যগ্‌যোনিপর্য্যন্তং যাবন্তি জন্মানি সম্ভবন্তি তেষ্বপি ক্বাপি জন্মনীতি ভাবঃ। "গজোগৃধ্রোবণিক্‌পথ" ইতি বচনাত্তির্য্যগ্‌যোনাবপি ভক্তিশ্রবণাৎ তিরশ্চামপীতি বহুবচনেনাপিশব্দেন চ মোক্ষায় জলাঞ্জলিং দত্ত্বা স্বস্য তু অত্রার্থে সহস্রজন্মপ্রার্থনাপি ব্যঞ্জিতা। ভবদীয়ানাং জনানাং মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতরাং সাধকত্বসিদ্ধত্বয়োর্দশয়োঃ সেবে। তদেবং "নৌমীড্য! তে" ইত্যেকেন মাধুর্য্যম্, 'অস্যাপি দেবে'ত্যাদিভিঃ 'তদস্তু মে নাথ' ইত্যন্তৈঃ পদ্যৈরৈশ্বর্য্যং বিবৃতবতা ব্রহ্মণা তন্মধ্য এব 'জ্ঞানে প্রয়াস'মিতি 'তত্তেঽনুকম্পা'-মিত্যাভ্যাং কেবলায়াঃ ভক্তেরুৎকর্ষঃ। 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বে'তি 'অজানতাং ত্বৎপদবী'মিত্যাভ্যাং কেবলজ্ঞানস্যাক্ষেপঃ। 'শ্রেয়ঃসৃতি'মিতি 'পুরেহ ভূম'ন্নিত্যাভ্যাং কেবলয়োর্জ্ঞানভক্ত্যোঃ ক্রমেণ বৈফল্য-সাফল্যে, 'অন্তর্ভবে অনন্তে'তি 'অথাপি তে দেবে'-ত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানম্। 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনা'মিত্যনেন শান্তভক্তিঃ। 'তদস্তু মে' ইত্যনেন দাস্যভক্তিশ্চাভ্যধায়ি। অতঃ পরন্তু মাধুর্য্যসিন্ধাবেব নিপতিষ্যতা ব্রহ্মণা 'অহোঽতিধন্যা' ইত্যাদিভিঃ রাগাত্মক-বাৎসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোষ্যন্তে ইতি স্তুত্যর্থতাৎপর্য্যনিষ্কর্ষঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! সাধ্য ও সাধনতত্ত্বের শিরোমণি তুমি, স্তুতির দ্বারাই প্রকাশিত ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে কোন্ বিষয়ে তোমার স্পৃহা? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে নাথ! এখানে 'নাথ'-সম্বোধনের দ্বারাই দাস্যে স্পৃহা ব্যঞ্জিত হইলেও, যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সম্যক্‌রূপে বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু প্রার্থনা কর। তাহাতে বলিতেছেন— 'স এব মে ভূরিভাগঃ' —তাহাই আমার মহাভাগ্য হইবে, ইহা মনে নির্ধারিতই রহিয়াছে। 'যেন'—যে মহদ্ভাগ্যের দ্বারা এই ব্রহ্মজন্মে কিংবা অন্য কোনও পশুপক্ষি প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিতেও যে জন্ম, তাহাতে, অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যক্ যোনি পর্য্যন্ত যতগুলি জন্ম সম্ভব, তাহাদের মধ্যে কোনও জন্মে—এই অর্থ। কারণ "গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ" (১১।১২।৬), অর্থাৎ

গজেন্দ্র, জটায়ু, তুলাধার প্রভৃতিও তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বচনানুসারে তির্য্যক্ যোনিতেও ভক্তি শ্রবণ করা যায়। এখানে 'তিরশ্চাম্ অপি'—বহু-বচন ও অপি-শব্দের প্রয়োগে মোক্ষলাভে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক ব্রহ্মার ভগবৎসেবার প্রয়োজনে সহস্র জন্ম প্রার্থনা ব্যক্ত হইয়াছে। 'ভবজ্জনানাং'—তোমার ভক্তজনের মধ্যে সাধক ও সিদ্ধ দশাতে যে কোন একজন হইয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পারি, (এইরূপ মহদ্ভাগ্য আমার হউক)।

এখানে 'নৌমীড্য তে' (১ম শ্লোকে)—ভগবানের মাধুর্য্য, 'অস্যাপি' (২য় শ্লোক) হইতে 'তদস্তু মে নাথ' (৩০ শ্লোক) পর্য্যন্ত পদ্যের দ্বারা ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিবৃত করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'জ্ঞানে প্রয়াসম্' (৩য়) শ্লোক এবং 'তত্তেহনুকম্পাং' (৮ম) শ্লোকের দ্বারা কেবলা ভক্তির উৎকর্ষ। 'ত্বামাত্মানং পরং মত্বা' (২৭ শ্লোক) ও 'অজানতাং ত্বৎপদবীং' (১৯)—এই দুইটি শ্লোকের দ্বারা কেবল জ্ঞানের আক্ষেপ। 'শ্রেয়ং সৃতিং' (৪ শ্লোক) এবং 'পুরেহ ভূমন্ (৫)—এই দুই শ্লোকে যথাক্রমে সাধনের বৈফল্য ও সাফল্য বর্ণিত হইয়াছে। 'অন্তর্ভবে অনন্ত' (২৮ শ্লোক) ও 'অথাপি তে দেব' (২৯)—দুইটি শ্লোকে ভক্তিমিশ্র জ্ঞান, 'এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনাং' (২৪) শ্লোকে শান্তভক্তি, 'তদস্তু মে নাথ' (৩০) শ্লোকে দাস্যভক্তি বলা হইয়াছে। ইহার পর মাধুর্য্যসিন্ধুতে নিপতিত হইবার নিমিত্ত ব্রহ্মা 'অহোঽতিধন্যাঃ' (৩১)—ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা রাগাত্মিকা বাৎসল্যাদি রতিযুক্ত ব্রজজনের স্তুতি করিয়াছেন—ইহা ব্রহ্মার স্তুতির তাৎপর্য্যার্থ ॥ ৩০ ॥

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যৎতৃপ্তয়েঽদ্যাপ্যথ নচালমধ্বরাঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, অথ অদ্য অপি যৎ তৃপ্তয়ে (যস্য তব তৃপ্তিং জনয়িতুং) অধ্বরাঃ (সর্ব্বে যজ্ঞাঃ) ন অলং (ন সমর্থাঃ জাতাঃ তাদৃশেন) তে (ত্বয়া) বৎসতরাত্মজাত্মনা (গোবৎস গোপসুতরূপধারিণা) মুদা (প্রীত্যা) যাসাং স্তন্যামৃতং অতীব পীতং অহো, (তাঃ) ব্রজগোরমণ্যঃ (ব্রজস্থাঃ গাবঃ গোপ্যশ্চ) অতিধন্যাঃ (অতীব পুণ্যবত্য ইত্যর্থঃ) ॥৩০॥

অনুবাদ—হে বিভো, আজ পর্য্যন্ত সমস্ত যজ্ঞ যাঁহার তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নাই, অহো! সেই আপনি গোবৎস এবং গোপবালকগণের রূপে আনন্দে যাহাদের স্তন্যামৃত প্রচুরভাবে পান করিয়াছেন সেই ব্রজ গো এবং ব্রজগোপীগণ অতীব ধন্য ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তত্র তদ্ভক্তেষ্বতিনিকৃষ্টস্য মমৈতাবত্যেব প্রার্থনা সমুচিতা ত্বৎপ্রসাদাৎ ফলবতী ভূয়াৎ যে তু ত্বদ্ভক্তেষ্বতিপ্রকৃষ্টাস্তেষাং ত্বয়ি শুদ্ধবাৎল্যাদিরতিভাজাং পদবী প্রার্থয়িতুমযোগ্যা অস্মদাদিভিরতিদুর্ল্লভা কেবলং স্তূয়তে এবেত্যাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজস্থা গাবো রমণ্যো গোপ্যশ্চ অতিধন্যাস্তত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাঙ্মনসাগোচরশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তমেবাহ—তে ত্বয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তন্যং দেহৈকাবয়বস্তনোত্তবম্ অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেঽপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্ণুত্বমেব, তত্রাপি গবাং বৎসতরাত্মনেতি দোহনাদিব্যবধানস্যাসহ্যত্বং গোপীনামাত্মজাত্মনেত্যন্যথা তৎপ্রাপ্ত্যভাবঃ, তত্রাপি বিভো! ইত্যতিলোভাৎ স্বস্য বহুস্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেকস্তনোত্থো রসোঽপি ত্বয়া ত্যক্তুমশক্য ইত্যানন্দমাত্রস্বরূপস্য তবাপ্যানন্দকত্বাত্তাসাং বপুষঃ সচ্চিদানন্দত্বে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্য তব তৃপ্তয়ে "তৃপ প্রীণনে" যং ত্বাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। অদ্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তা অদ্যপর্য্যন্তা অপি সর্ব্বেঽপি যজ্ঞা অস্মদাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠানপাবিত্র্যাদ্যবিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তদীয় ভক্তগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট আমার এই প্রকার সমীচীন প্রার্থনা তোমার অনুকম্পায় ফলবতী হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তোমার ভক্তগণের মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ, তোমাতে শুদ্ধ বাৎসল্যাদি রতিযুক্ত, তাঁহাদের অতিদুর্ল্লভ চরণধূলি প্রার্থনা করিতেও অযোগ্য আমরা কেবল স্তুতি করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ব্রজ-গো-রমণ্যঃ'—ব্রজস্থিত

গাভীগণ এবং ব্রজরমণীগণ অতিশয় ধন্য। 'অহো'—এই আশ্চর্য্যাভিধায়ক পদের দ্বারা বাক্য ও মনের অগোচর চমৎকারাতিশয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহা বলিতেছেন—'তে', তুমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হইয়াও যাঁহাদের স্তন্য, দেহের একদেশ হইতে উদ্ভূত স্তন্যরূপ অমৃত পান করিতেছ, তাহাতেও 'মুদা'—আনন্দভরে, তাহাতেও, 'অতীব'—অতিশয়-রূপে, ইহাতে পুনঃ পুনঃ পান করিলেও আনন্দের প্রতিক্ষণে বর্দ্ধিষ্ণুত্ব প্রদর্শিত হইল। তন্মধ্যে গাভী-গণের বৎসরূপ ধারণ করিয়া, ইহাতে গোদোহনাদির ব্যবধানের অসহিষ্ণুতা এবং গোপীসকলের পুত্ররূপ-ধারণ করিয়া স্তন্যামৃত পান করিতেছ, অন্যথা তৎ-প্রাপ্তির অভাব। তাহাতে আবার 'বিভো'—অতিশয় লোভবশতঃ নিজের বহুস্বরূপ প্রকটনপূর্ব্বক, যাহাতে সেই ব্রজের গাভীসকলের ও গোপীসকলের এক-জনেরও একটি স্তনোত্থ রসও তুমি পরিত্যাগে অভি-লাষী নহ—ইহার দ্বারা আনন্দমাত্র-স্বরূপ তোমারও আনন্দ-প্রদায়কত্বহেতু সেই ব্রজস্থ গাভী ও গোপী-সকলের শ্রীবিগ্রহ যে সচ্চিদানন্দময়, এই বিষয়ে কাহার সংশয় থাকিতে পারে? —এই ভাবার্থ। 'যৎতৃপ্তয়ে'—তৃপ-ধাতু প্রীণনার্থে, যে তোমার তৃপ্তি-বিধানের জন্য অনাদিকাল হইতে অদ্যাবধি অস্মদাদি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মন্ত্রানুষ্ঠান-পাবিত্র্যাদির দ্বারা অবি-কল (বৈগুণ্যদোষ রহিত) যজ্ঞসকলও তোমার পরি-তোষ জন্মাইতে সমর্থ হইল না॥ ৩১॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম যন্মিত্রং (যেষাং মিত্রত্বেন প্রাপ্তঃ তেষাং) নন্দগোপ-ব্রজৌকসাং (নন্দ মহারাজস্য ব্রজগোপজনানাঞ্চ) অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং (মহাভাগ্যমিত্যর্থঃ)॥ ২॥

অনুবাদ—পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন যাহা-দের মিত্র সেই নন্দগোপপ্রমুখ ব্রজবাসিগণের কি মহাভাগ্য! কি মহাভাগ্য!॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ—রাগাত্মকবাৎসল্যপ্রেমবতীঃ স্তুত্বা রাগাত্মকসখ্যপ্রেমবতঃ স্তবন্নেব তন্ত্রেণ বাৎসল্যাদি-সর্ব্বরতিমতোঽপ্যপশ্লোকয়তি—অহো ভাগ্যমহো-ভাগ্যমিতি। বীপ্সা অত্যানন্দচমৎকারেণ, পরমা-নন্দমিতি ক্লীবত্বমার্ষম্। তেন চ 'সত্যং বিজ্ঞানমা-নন্দং ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিবাচ্যং ব্রহ্ম সূচয়তি। পরম-পদেন শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূ-পাণামংশাবতারাণাং ব্যাবৃত্তিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদিবালকানাং মিত্রং সখা। মিত্রত্বস্য তৎকালভবত্বং বারয়ন্ বিশিনষ্টি সনাতনং সার্ব্ব-কালিকমিতি। মিত্রত্বস্য সার্ব্বকালিকত্বেন শ্রীদামাদীনা-মপি সার্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতম্। 'অয়ন্তুত্তমো ব্রাহ্মণ' ইত্যুক্তে ব্রাহ্মণ্যস্যৈবোত্তমত্বাত্তদ্বিশিষ্টোঽপ্যুত্তম ইতি-বদত্রাপি মিত্রত্বস্যৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতম্। তথা মিত্রশব্দস্য বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীমন্নন্দরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষামেবাহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্য তস্য তদীয়গোপানাঞ্চ। কিং তৎ যেষাং বাৎসল্যাদি-সর্ব্ববিধপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রং বন্ধুঃ। বন্ধুত্বোচিতপ্রীতিকর্ত্তৃ। যদ্বক্ষ্যতে গোপৈঃ—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্। নন্দ! তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্"॥ ইত্যত এষু ব্রজবাসিষ্বৌৎপত্তিকানুরাগ্যেব পূর্ণব্রহ্মে-ত্যর্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমপ্যানন্দয়ন্তি ব্রজ-বাসিন ইতি। তে সচ্চিদানন্দময়া এবাথ চ পরম-বিস্ময়রসবিষয়ীভূতা ইতি ধ্বনিতম্॥ ৩২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাগাত্মিকা বাৎসল্য-প্রেম-বতীগণের স্তুতি করিয়া রাগাত্মিকা সখ্যপ্রেমিগণের স্তুতি করিবার নিমিত্ত সংক্ষেপে বাৎসল্যাদি রতি-যুক্তদিগেরও প্রশংসা করিতেছেন—'অহো ভাগ্যম্' ইত্যাদি। এখানে অতিশয় আনন্দের চমৎকারে বীপ্সা-প্রয়োগ হইয়াছে। 'পরমানন্দং'—এখানে ক্লীবত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। ইহার দ্বারা 'সত্য বিজ্ঞানময় আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই শ্রুতি-প্রমাণিত ব্রহ্ম সূচিত হইয়াছে। পরম-পদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূতত্ব (আশ্রয়ত্ব, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণ-কেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন) এবং পূর্ণ-পদের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ অংশাবতারগণের ব্যাবৃত্তি (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী পরমানন্দস্বরূপ নিত্য পরি-পূর্ণ ব্রহ্ম)। এতাদৃশ ব্রহ্ম যে শ্রীদামাদি ব্রজবালক-

গণের 'মিত্রং'—সখা। সখ্যত্বের তাৎকালিকত্ব নিরাকরণের জন্য বলিলেন—'সনাতনং', সার্ব্বকালিক মিত্রত্ব, ইহাতে শ্রীদামাদি সখাগণেরও সার্ব্বকালিকত্ব জ্ঞাপিত হইল। যেমন যদি বলা হয় 'এই ব্যক্তি কিন্তু উত্তম ব্রাহ্মণ'—এস্থলে ব্রাহ্মণ্যেরই উত্তমত্বহেতু তদ্বিশিষ্ট হইলেও উত্তম, এইরূপ এখানে মিত্রত্বেরই সনাতনত্ব বিবক্ষিত হইয়াছে। মিত্রশব্দের বন্ধুমাত্র-বাচকত্বহেতু এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—শ্রীনন্দমহারাজ, গোপগণ ও ব্রজস্থ অন্যান্য পশুপক্ষি প্রভৃতি সকলের অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য। অহো! শ্রীনন্দমহারাজের ভাগ্যের কথা অধিক আর কি বলিব ? তত্রস্থ গোপগণের, এমনকি পশু-পক্ষিগুলিরও পরমভাগ্য। কি সেই ভাগ্য ? তাহাতে বলিতেছেন—বাৎসল্যাদি সর্ব্ববিধ প্রেমী ব্রজবাসিজনের নিকট পরমানন্দ ব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ) মিত্রস্বরূপে নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অর্থাৎ বন্ধুত্বোচিত প্রীতির কর্ত্তা তিনি। যেমন পরবর্ত্তি অধ্যায়ে গোপগণ বলিবেন—'দুস্ত্যজশ্চানুরাগোহস্মিন্" (১০।২৬।১৩), অর্থাৎ হে নন্দমহারাজ! আপনার এই পুত্রের প্রতি ব্রজবাসী আমাদের সকলের প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছে এবং এই বালকেরও (কৃষ্ণেরও) আমাদিগের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা যায়—ইহা কিরূপে হইল ? ইহার দ্বারা এই ব্রজবাসিগণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগী পূর্ণব্রহ্ম (শ্রীকৃষ্ণ)—এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতেছে। ইহাতে পরমানন্দ-স্বরূপকে আনন্দদান করিতেছেন এই ব্রজবাসিজন, এই অর্থ। ইহাতে ব্রজস্থ সকলেই সচ্চিদানন্দময়ই, অথচ পরম বিস্ময়রসের বিষয়ীভূত—ইহা ধ্বনিত হইল ॥ ৩২ ॥

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
শর্ব্বাদয়োঽঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুত, এষাং (ব্রজ গো গোপ-গোপীজনানাং) ভাগ্যমহিমা (সৌভাগ্য মহিমা) তু তাবৎ আস্তাং (তদ্‌বিচারণেন তু অলমেব কোঽপি তন্মহিমানং বক্তুং ন সমর্থঃ ভবেদিত্যর্থঃ) (যে তাবৎ) শর্ব্বাদয়ঃ (শর্ব্বঃ অহঙ্কারাধিষ্ঠাতা আদির্যেষাং তে) একাদশ (চন্দ্রাদয়ঃ) বয়ং (অহং ব্রহ্মা) এব হি এতদ্‌হৃষীকচষকৈঃ (ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রৈঃ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) তে (তব) অঙ্‌ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং (পাদপদ্মমধুস্বরূপামৃতমদ্যং) পিবামঃ বত (নিশ্চিতং) (তে) বয়ং (অপি) ভূরিভাগাঃ (প্রভূত সৌভাগ্যশালিনঃ ভবামঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত! এই ব্রজ গোপ গোপী এবং গোসমূহের সৌভাগ্য মহিমার কথা দূরে থাকুক, একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র প্রভৃতি এবং আমি মহাভাগ্যবান্, কেননা আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পাত্রদ্বারা নিরন্তর আপনার পাদপদ্মের মধুস্বরূপ অমৃত মদ্য পান করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চৈভির্ব্রজবাসিভির্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ—এষান্তু ভাগ্যস্য মহিতা মহিমা তাবদাস্তাং কস্তং বক্তুং শক্নোতি। বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোঽপি ভূরিভাগাঃ। যত এতেষাং হৃষীকাণীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈস্তব অঙ্‌ঘ্র্যুদজয়োশ্চরণকমলয়োর্মঞ্জীররঞ্জিতয়োর্মধু তত্রত্যাভিমানাধ্যবসায়সঙ্কল্পশব্দস্পর্শরূপরসগন্ধকীর্ত্তন-সম্বাহনাস্তিকগত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাদু আসবং মাদকং শর্ব্বাদয়ো রুদ্রাদয়শ্চ ইত্যশ্লীলস্যেন্দ্রিয়দ্বয়স্যাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্য ত্যাগাৎ চিত্তাধিষ্ঠাতুর্বাসুদেবস্যাপি তদভেদদৃষ্ট্যা ত্যাগাদেকাদশৈরপিবামঃ। অত্র যদ্যপ্যেষামন্তরাত্মনঃ এব বিষয়ভোগো ন তু তত্তৎকর্ত্তৃণামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুষি সূর্য্যস্তিষ্ঠতি তং তমধিষ্ঠাতারং বিনা তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানমপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি, সামান্য-দৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণে রত্যৌৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ কর্ত্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ, তথৈব স্বেষাং প্রাকৃতত্বেঽপি অপ্রাকৃত-তত্তদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃত্বাভিমানাচ্চ। প্রেম্নামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধেরিত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষাং শ্রীভগবৎপরিবারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়ত্বমেব নতু প্রাকৃতত্বং সম্ভবেৎ কুতস্তত্র প্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা,

কাদাচিৎ কেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দতি, এষামিতি। ভাগ্যমহিতা একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ। দশৈব দশাপি বয়ং দিক্‌পালদেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ—এতদিতি। স্বতর্জ্জন্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্নিষ্ক্রান্তস্য তব চরণসৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যামৃতং নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই ব্রজবাসিগণের দ্বারা আমরাও মহাভাগ্যশালী হইয়াছি, ইহা বলিতেছেন—'এষান্তু ভাগ্য-মহিতা', অর্থাৎ এই ব্রজবাসিসকলের ভাগ্য-মহিমার কথা দূরে থাকুক্, কে তাঁহাদিগের মহিমা বলিতে সমর্থ? আমরা (শঙ্করাদি) একাদশ দেবতা এই ব্রজবাসিগণের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হইয়াও মহাভাগ্যশালী হইয়াছি, যেহেতু আমরা এই ব্রজবাসি-সকলের চক্ষুঃ-আদি ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্র দ্বারা তোমার চরণকমলযুগলের মকরন্দরূপ অমৃততুল্য সুস্বাদু আসব (অন্যবিস্মৃতিকারক মাদক) নিরন্তর পান করিতেছি। সেই পদারবিন্দের যে অভিমান, অধ্যবসায়, সঙ্কল্প, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, কীর্ত্তন, সম্বাহনাদি গত্যাত্মক, তাহাই অমৃত ও সুমিষ্ট সর্ব্ববিস্মারক মাদকতুল্য। 'শর্ব্বাদয়ঃ'—রুদ্র প্রভৃতি একাদশ জন, এখানে অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাদ্বয় এবং বাসুদেবের সহিত অভেদ হেতু চিত্তাধিষ্ঠাতা দেবতার পরিত্যাগ করতঃ একাদশ দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে যদিও ইঁহাদের অন্তরাত্মারই বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের কর্তা সেই সেই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণের নহে, ইহাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধান্ত, তথাপি বুদ্ধিতে ব্রহ্মা, চক্ষুতে সূর্য্য অবস্থান করিতেছেন, সেই সেই অধিষ্ঠাতা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠজনেরও সেই সেই ইন্দ্রিয় রূপ-রসাদির গ্রাহক হইতে পারে না, সামান্যদৃষ্টিতে অধ্যাত্মবিদ্‌গণের এইরূপ প্রবাদ থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণে রত্যৌৎকণ্ঠাযুক্ত ব্রহ্মাদির আনন্দের কারণ কর্ত্তৃত্বমাত্রেই ভোক্তৃত্বাভিমান স্বীকার করায়, এবং নিজেরা প্রাকৃত হইলেও অপ্রাকৃত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্বের অভিমান থাকায়। প্রেমেরই এই প্রকার বিলক্ষণ প্রক্রিয়া অন্যত্র পদ্যাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, যেমন "মিথ্যা অপবাদ বাক্যের দ্বারাও অভিমান সিদ্ধি হয়" ইত্যাদি। অন্যথা চিদানন্দময়বিগ্রহ শ্রীভগবৎপরিকরগণের ইন্দ্রিয়সকলও শ্রীভগবানের ন্যায় আনন্দময়ই, কিন্তু উহার প্রাকৃতত্ব সম্ভব নহে, এ অবস্থায় কি প্রকারে প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাদির সেখানে প্রবেশ হইতে পারে?—ইহা জানিতে হইবে। অথবা—কখনও কোন প্রকারে শ্রীভগবানের মাধুরীলাভে নিজেদের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেছেন 'এষাম্' ইত্যাদি, এই ব্রজবাসি-সকলের ভাগ্যমহিমা এক অদ্বিতীয় অনুপমা, এই ভাবার্থ। ইহাঁদের দ্বারা দশ দিক্‌স্থিত দিক্‌পাল দেবগণ আমরাও মহা ভাগ্যশালী হইয়াছি। কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন 'এতৎ' নিজ তর্জ্জনীর দ্বারা নিজ নেত্র ও শ্রোত্রেন্দ্রিয় স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন—তুমি যখন বৎসচারণের জন্য ব্রজভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তখন তোমার চরণযুগলের সৌন্দর্য্য ও সৌস্বর্য্যামৃত আমরা নয়ন ও শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়া থাকি [তাৎপর্য্য এই—যদি চক্ষুরাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রভিমানী আমরা ব্রজবাসিদিগের চক্ষুঃ-আদি ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা প্রত্যেকে পৃথক্‌রূপে তোমার রূপাদি এক এক বিষয়ের সেবা করিয়াও কৃতার্থ বা ভাগ্যবান্ হই, তাহা হইলে যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা তোমার রূপাদি সর্ব্ববিষয়ে সেবা করিতেছেন, সেই ব্রজবাসিগণের ভাগ্যমহিমা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে?] ॥ ৩৩ ॥

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্‌গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্যাপি (অনাদিকালমারভ্য অদ্যপর্য্যন্তমপি) যৎপদরজঃ (যস্য ভগবতঃ পদরজঃ) শ্রুতিমৃগ্যম্ এব (শ্রুতিভিঃ মৃগ্যতে এব সঃ) ভগবান্ মুকুন্দঃ তু যজ্জীবিতং (যেষাং জীবনং) নিখিলং (যথা সর্ব্বস্বঞ্চ তেষামপি) কতমাঙ্ঘ্রি রজোঽভিষেকং (গোকুলবাসিনাং মধ্যে কতমস্য যস্য কস্যাপি অঙ্ঘ্রি রজসা পাদরেণুনা অভিষেকং যস্মিন্ তৎ) ইহ (মনুষ্য লোকে, তত্রাপি) অটব্যাং গোকুলেঽপি যৎ

কিমপি জন্ম তৎ ভূরিভাগ্যং (অধিক ভাগ্যযুক্তং, অস্তু মে ইতি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—অদ্যাবধি শ্রুতিগণ যাঁহার পদরজ অন্বেষণ করিতেছেন সেই ভগবান্ মুকুন্দ যাঁহাদের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব সেই গোকুলবাসিগণের মধ্যে কাহারও পদধূলিদ্বারা অভিষেক-যোগ্য এই ভৌম ব্রজ-বিপিনে অথবা গোকুলে যে কোন জন্ম মহা-ভাগ্যেই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাজ্জগদৈশ্বর্য্যায় প্রাপ্তায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলির্দত্তঃ কেন প্রকারেণৈষাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়-মাহ, – তদেব মে ভূরিভাগ্যং ভবত্বিতি শেষঃ। যদি শ্রীমৎকৃপাকটাক্ষা উদারা ভবন্তীতি ভাবঃ, কিং তৎ ? ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি কোমলতৃণদূর্ব্বাদি-জন্ম যদুপরি ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনচরণবিন্যাস-সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নন্বস্মিন্নতিদুর্লভে লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তহি গোকুলে-ঽপি তন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য ত্বদীয়সৌচিক-কারুহড্ডিপাদ্যেকতরস্যাঙ্ঘ্রিরজসোঽভিষেকো যত্র তথাভূতং শিলাপীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু। নন্বেষাং ব্রজবাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবত্ত্বে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্য জগৎস্রষ্টুঃ পরমেষ্ঠিনস্তবৈষাং নীচ-জাতীনাং পাদধূলিলিপ্সায়াং নাস্তি লজ্জেতি তত্রাহ— যেষাম্ জীবিতং ভগবান্ 'ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যে'ত্য-মরণানার্থবর্গাৎ সৌন্দর্য্যসৌস্বর্য্যাদিগুণবিশিষ্টো ভগ-বান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্ধাস্যং যস্য সঃ ইতি ত্বৎ-সৌন্দর্য্যাদিমন্দহসিতাদ্যেক-জীবনোপায়ঃ। তেন বিনা সদ্য এবামী ম্রিয়ন্তে ইত্যেতেষামসাধারণং ত্বয়ি মহাপ্রেমৈব সর্ব্বোৎকর্ষে হেতুরিতি ভাবঃ। নিখিল-মিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজনপানাদিহেতুক-মিত্যর্থঃ। অতোঽদ্যাপি যেষাং পদরজঃ শ্রুতি-ভির্মৃগ্যতে এব নতু প্রায়ঃ প্রাপ্যত ইত্যতোঽহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভ্যোঽপ্যধিকো যত এতৎপ্রার্থনে মম লজ্জা স্যাদিতি ভাবঃ। অতো ময়া তদস্তু মে নাথেতি যৎ পূর্ব্বং প্রার্থিতং তৎ স্বস্য বৈধভক্তিমত্ত্বে এব যদি ব্রজজনানুগতিমত্ত্বেন মাং রাগানুগামৃতাম্ভোধৌ নিমজ্জ-য়তি তদেবং প্রার্থিতম্ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব প্রাপ্ত জগতের ঐশ্বর্য্য এবং প্রাপ্তব্য মোক্ষবিষয়ে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কি প্রকারে এই ব্রজবাসিজনের চরণধূলি আমি লাভ করিতে পারি, এইরূপ বিবেচনা করতঃ নিশ্চয়ের সহিত বলিতেছেন—'তদ্ ভূরিভাগ্যং', সেই মহা-ভাগ্যই আমার হউক, যদি তোমার উদার কৃপাকটাক্ষ আমাতে নিপতিত হয়—এই ভাবার্থ। তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ইহ অটব্যাং', এই শ্রীবৃন্দাবনে যে কোন কোমল তৃণ-দূর্ব্বাদি জন্ম, যাহার উপর তোমার প্রিয়সখাদি ব্রজবাসিজনের চরণবিন্যাসের সৌভাগ্য হইতে পারে। যদি বলেন—এইরূপ অতি-দুর্লভ বস্তুতে লোভ পরিত্যাগ করিয়া স্বযোগ্য অন্য কোন জন্ম প্রার্থনা কর। তাহাতে বলিতেছেন— 'গোকুলেঽপি', গোকুলে বৎসাদিমধ্যে তোমার নগরের শেষ প্রান্তেও তোমার সৌচিক (দর্জ্জি), কাষ্ঠশিল্পী অথবা হড্ডিপ (হাড়ি) প্রভৃতি নিম্ন জাতীয় যে কোনও ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেক-যোগ্য শিলা বা পীঠপট্টিকাদি জন্ম হউক। যদি বলেন—এই ব্রজবাসিগণের এইরূপ মাহাত্ম্যের কি কারণ থাকিতে পারে, আর জগৎপূজ্য, জগতের স্রষ্টা পরমেষ্ঠী তোমার এই সকল নীচজাতীয় ব্রজবাসীদিগের পদ-ধূলি প্রার্থনায় কি লজ্জা হইতেছে না ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যজ্জীবিতং', ভগবান্ মুকুন্দ তুমি যাঁহাদের জীবন-সর্ব্বস্ব। অমরকোষের নানার্থবর্গে উক্ত আছে—'ভগ শব্দে ঐশ্বর্য্য, কাম ও মাহাত্ম্য বুঝায়', এই অর্থে সৌন্দর্য্য স্বৌস্বর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট ভগবান্ এবং মুখে কুন্দকুসুমের ন্যায় হাস্য যাঁহার, সেই মুকুন্দ তুমি, তোমার সৌন্দর্য্যাদি মৃদুমন্দ হাস্যই যাঁহাদের একমাত্র জীবনধারণের উপায়, তাহা ব্যতীত সদ্য যাঁহারা প্রাণত্যাগ করিবেন—তোমাতে এইরূপ অসাধারণ মহাপ্রেমই সেই ব্রজবাসিগণের সর্ব্বোৎকর্ষতার হেতু, এই ভাবার্থ। 'নিখিলং', তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব জীবন তুমিই, কিন্তু নিজেদের ভোজন-পানাদির নিমিত্ত তাঁহাদিগের জীবন নহে। অতএব অনাদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত শ্রুতিসকল যাঁহাদের পদরজঃ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু অদ্যা-বধি সন্দর্শন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আমি ব্রহ্মাও কি শ্রুতিগণ হইতে অধিক যে এইরূপ প্রার্থ-নায় আমার লজ্জা হইবে ? —এই ভাব। অতএব

'তদস্তু মে নাথ' (৩০ শ্লোক), অর্থাৎ হে নাথ! আমার সেইরূপ মহদ্ভাগ্য হউক, যাহাতে আমি তোমার ভক্তমধ্যে যে কোন একজন হইয়া ভবদীয় পাদপল্লব সেবা করিতে পারি—এইরূপ পূর্ব্বে যে প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা নিজের বৈধী ভক্তিমত্ত্ব হইলেও যদি ব্রজজনের অনুগতিতে আমাকে রাগানুগীয় অমৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত করেন, এই অভিপ্রায়ে প্রার্থনা করা হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—সকুলা (অঘাসুর সহিতা) পূতনা অপি (দুষ্টা অপি) সদ্বেষাৎ ইব (সতাং ভক্তানাং যো বেশঃ তদনুকরণ মাত্রেণ) ত্বাং এব অপিতা (প্রাপিতা) যদ্ধামার্থ-সুহৃৎ-প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াঃ (যেষাং ধাম গৃহং অর্থঃ সুহৃৎ প্রিয়ঃ আত্মা তনয়ঃ প্রাণাঃ আশয়ঃ চ এতে) ত্বৎ কৃতে (তেষাং) (হে) দেব, এষাং ঘোষ নিবাসিনাং (ব্রজগোপজনানাং বিষয়ে) ভবান্ কিং রাতা (দাস্যসি) বিশ্বফলাৎ (বিশ্বফলাত্মকাৎ) ত্বৎ (ভবদ্রূপাৎ) অপরং (অধিকং) ফলং কুত্রাপি উত ইতি অয়ৎ (চিন্তয়ৎ) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ (চিত্তং) মুহ্যতি (মোহং প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দেব, পূতনা সাধুচরিত্রের অনুকরণ মাত্র করিয়া অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহাদের গৃহ-ধন-সুহৃৎ, নিজপ্রিয় দ্রব্য দেহ-প্রাণ-মন-পুত্র আপনার প্রীতির নিমিত্ত সেই এই ব্রজবাসীদিগকে আপনি কি প্রদান করিবেন? সর্ব্বফলাত্মক আপনা হইতে উৎকৃষ্ট ফল কোথায় আছে? ইহা বিচার করিয়া আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ যেষাং পাদরজো ময়া লোভাৎ প্রার্থ্যতে তল্লভ্যতাং ন লভ্যতাং বা ময়েতি স্পষ্টং ন ব্রূষে চেৎ মা ব্রূহি কিন্ত্বন্যদেকং যৎ পৃচ্ছ্যতে তদুত্তরমবশ্যমেব দেহীত্যাহ—এষাং এভ্যো ভবান্ কিং রাতেতি কিং ফলং দাস্যতীতি। উত প্রশ্নে। ইত্যহং পৃচ্ছামীত্যর্থঃ। ননু সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞেন ত্বয়ৈব চেতসা স্বয়মেব জ্ঞায়তাং তত্রাহ—নোঽস্মাকং চেত ইতি। বহুবচনেন ন কেবলং মমৈব অপিতু রুদ্রস্য সনকাদীনাং নারদাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বজ্ঞানাং চেতো মুহ্যতি। চেতঃ কীদৃশং? বিশ্বফলাৎ সর্ব্বফলাত্মকাত্ত্বত্তোঽপি অপরমন্যৎ ফলং কুত্রাপি দেশে কালে বা অয়ৎ বুদ্ধ্যা বহুধা অন্বিষ্যাপি অপ্রাপ্নুবৎ। "ইন্ গতৌ" শত্রন্তঃ। অয়মর্থঃ—সর্ব্ব ফলরূপস্ত্বমেভিরনাদিত এব পুত্রাদিরূপত্বেন প্রাপ্ত এব বর্ত্তসে। অতএব ময়া এষাং ভবানিতি ষষ্ঠীপ্রযুক্তা। যদি তু ত্বত্তোঽপ্যধিকমন্যৎ কিঞ্চন বস্তু প্রশস্তমস্থাস্যৎ তদৈবৈতেভ্যো দেয়ত্বেন যোগ্যমভবিষ্যৎ তত্তু নাস্তীত্যস্মাকং চেতো মোহে হেতুরিতি; ননু ব্রহ্মন্, সত্যং ত্বং তত্ত্বানভিজ্ঞ এবাসি ময়ৈতেষাং ভবিষ্যন্তীমনুরাগময়ীমদ্ভুতাং ভক্তিং জানতৈব তৎসাধ্যফলভূতঃ স্বাত্মা পুত্রাদিরূপঃ প্রথমমেব দত্ত ইত্যন্যো খলু কৃতজ্ঞা ভবন্তি, অহং তু করিষ্যমাণবিজ্ঞ ইতি ময়ৈব জিতমিতি চেৎ সত্যং প্রভো, তদপি ত্বং ন্যায়েন জীয়সে এবেত্যাহ—সদ্বেশাদিব সদ্বেশাদেবেত্যর্থঃ। পূতনা পাপিষ্ঠাপি স্বকুলসহিতাপি ত্বামেব আপিতা ত্বয়ৈব ত্বাং স্বাত্মানং প্রাপিতা। তথা যেষাং ধামাদয়ো মমতাস্পদাহন্তাস্পদানি ত্বৎকৃতে ত্বদর্থমেব তে চৈতে ব্রজবাসিনোঽপি ত্বয়া ত্বামেবাপিতা ইতি বাক্যশেষো নাসানেত্রভ্রূগ্রীবাভঙ্গ্যৈব জ্ঞাপিতঃ। যত্র এব স্বাত্মা অতিনিকৃষ্টায়ৈ পাপিষ্ঠায়ৈ পূতনায়ৈ দত্তঃ স এব স্বাত্মা অতিপ্রকৃষ্টেভ্যঃ পুণ্যবচ্ছিরোমণিভ্যো ব্রজবাসিভ্যো দত্ত ইতি প্রথমতো দানেঽপ্যনুচিতানুষ্ঠিতির্দুর্ব্বারেত্যেষাং ঋণীত্বস্বীকার এব তব নিষ্কৃতিরিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যাঁহাদের পদরজঃ আমি লোভবশতঃ প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা পাইব কি না, ইহা স্পষ্টভাবে বলিতেছ না, তাহা না বল, কিন্তু অন্য একটি বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার উত্তর অবশ্যই প্রদান কর—ইহা বলিতেছেন—'এষাং ভবান্ কিং রাতা', এই ব্রজবাসিদিগকে তুমি কি বস্তু প্রদান করিবে? (সম্ভবতঃ ইহাঁদিগের ভক্তির অনুরূপ দেয় বস্তু তোমার কিছুই নাই।) 'উত' শব্দে প্রশ্নে, ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই অর্থ। যদি

বলেন—হে ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্ববেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, মনে বিচারপূর্ব্বক তুমি নিজেই বিদিত হও। তদুত্তরে বলিতেছেন—'নঃ চেতঃ', আমাদের চিত্ত, এখানে বহুবচনের দ্বারা কেবল আমার চিত্তই নহে, কিন্তু শ্রীরুদ্র, সনকাদি, নারদাদি সমস্ত সর্ব্বজ্ঞদিগের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইতেছে। কিরূপ চিত্ত? তাহাতে বলিতেছেন—'বিশ্বফলাৎ ফলং', সর্ব্বফলস্বরূপ তোমা হইতেও অন্য পরমোৎকৃষ্ট ফল কোনও দেশে বা কালে বহুপ্রকারে অন্বেষণ করিয়াও যে চিত্ত প্রাপ্ত হয় নাই। 'অয়ৎ'—গত্যর্থক (প্রাপ্ত্যর্থক) ইন্ ধাতুর শতৃ-প্রয়োগ। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—সর্ব্বফলস্বরূপ তুমি অনাদিকাল হইতেই ইহাঁদিগের পুত্রাদিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছ। অতএব আমি 'এষাং ভবান্'—এইরূপ সম্বন্ধে ষষ্ঠী প্রয়োগ করিয়াছি ('এভ্যঃ'—সম্প্রদানে চতুর্থী নহে)। যদি তোমা হইতেও অপর কোন উৎকৃষ্ট বস্তু থাকিত, তবে তাহা ইহাঁদিগকে দিবার যোগ্য হইত, কিন্তু তাহা নাই, এইহেতুই আমাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত হইয়াছে। যদি বলেন—হে ব্রহ্মন্! সত্যই তুমি তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ। আমি ইহাঁদিগের ভবিষ্যৎ অনুরাগময়ী ভক্তি জানিয়াই তাহার সাধ্যফলরূপ নিজেকেই তাঁহাদের পুত্রাদিরূপে প্রথমেই প্রদান করিয়াছি, ইহাতে অপরে কৃতার্থ হইবে। আমি কিন্তু করিষ্যমাণ-বিজ্ঞ, ইহাতে আমারই জয় হইয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য, প্রভো! তুমি তর্কে জয় লাভ করিয়াছ বটে, কিন্তু 'সদ্বেশাদিব'—কেবলমাত্র সদ্বেশ, অর্থাৎ জননীর বেশমাত্র ধারণ করিয়াই দুষ্টা পাপিষ্ঠা বালঘাতিনী পূতনাও অঘাসুর প্রভৃতির সহিত সবংশে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ তুমিই তাহাদিগকে নিজেকে প্রদান করিয়াছিলে। কিন্তু যাঁহাদের ধামাদি সমস্ত মমতাস্পদ ও অহন্তাস্পদ বস্তু তোমার প্রীতির নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ব্রজবাসীদিগকেও তুমি নিজেকে প্রদান করিতেছ, ইহা নাসিকা, নেত্র, ভ্রূ, গ্রীবা ভঙ্গির দ্বারাই জানাইলেন। যে আত্মা অতিনিকৃষ্টা পাপিষ্ঠা পূতনাকে প্রদান করিলে, সেই আত্মাই অতিশয় প্রকৃষ্ট পুণ্যশীলগণের শিরোমণি ব্রজবাসীদিগকে প্রদান করিতেছ, ইহাতে প্রথমতঃ দানেও অনুচিত অনুষ্ঠান দুর্ব্বারণীয়, অতএব ইহাঁদের নিকট ঋণীত্ব-স্বীকারই তোমার নিষ্কৃতি, এই ভাবার্থ ॥ ৩৫ ॥

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, যাবৎ (যাবৎকালং) জনাঃ তে ন (ত্বদনুরাগিনঃ ন ভবন্তি) তাবৎ (কালং) রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ (চৌরাঃ ভবন্তি) তাবৎ গৃহং কারাগৃহং (ভবন্তি) (যন্ত্রণাদায়কত্বাৎ) তাবৎ মোহঃ অঙ্ঘ্রিনিগড়ঃ (পাদশৃঙ্খলঃ ভবতি) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যগণ আপনার প্রতি অনুরাগী না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত রাগাদি তস্কর, গৃহ-কারাগার এবং মোহ পাদশৃঙ্খল-স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেতে গৃহস্থাঃ পুত্রকলত্রাদিসংসার-জালে নিপতিতা ইতি সন্ন্যাসিভিরুচ্যতে, সত্যং ত্বল্লক্ষণপুত্র-ত্বদ্ভক্তলক্ষণকলত্রাদিমন্ত এতে গৃহস্থা বর্ত্তন্তাং, দেশান্তরস্থা যে ত্বদ্ভক্তগৃহস্থাস্তেঽপি সন্ন্যাসিভ্যোঽপ্যধিকা ইত্যাহ—তাবদিতি। রাগাদয়ো রাগ-দ্বেষাদ্যভিনিবেশাস্তে চ মহাচৌরা জীবনিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদি-মহাধনান্যপহৃত্য পরমেশ্বরে রাজনি এতে মা ফুৎ-কুর্ব্বন্ত্বিতি বুদ্ধ্যা কর্ম্মাধিকারময়ে গার্হস্থ্যকারাগারে মোহনিগড়েন নিবদ্ধ্য জীবাঃ স্থাপ্যন্তে। হে কৃষ্ণ, জনা জীবা যাবত্তে ত্বদ্ভক্তানুগ্রহভাজনত্বেন ত্বদীয়া ন ভবন্তি তাবদেব রাগাদ্যয়স্তেনাঃ চৌরাঃ। ত্বদীয়ত্বে সতি তেষাং ত্বদ্ভক্তেষ্বেব রাগঃ, ভক্তিপ্রতিকূলে বস্তুন্যেব দ্বেষঃ, ত্বয্যেবাভিনিবেশ ইতি, প্রত্যুত ত্বন্নিষ্ঠ-জ্ঞানানন্দাদিকমপ্যানীয় দধানাস্ত এব পরমসাধবো ভূত্বা নিত্যমুপকুর্ব্বতে। এবমেব গৃহং ভদ্রাভদ্র-কর্ম্মসাধনং যৎ কারাগারমাসীত্তদেব তেষাং ত্বৎপরি-চর্য্যাকীর্ত্তনাদিসাধনং ত্বদীয়-নিত্যধামপ্রাপকং ভবেৎ এবং মোহবিষয়স্য ত্বদ্ভক্তত্বাৎ সোঽপি তৎপ্রেমানু-ভাবরূপমোহপ্রাপক ইতি কথমেতৎ সমকক্ষতাং সন্ন্যাসিনো লভন্তাম্। যে 'কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণব-মপ্লবেশাং ষড়্বর্গনক্রম সুখেন তিতীর্ষন্তী'ত্যুক্ত্যা মৎ-পুত্রেণ সনৎকুমারেণাপকর্ষিতাস্তেভ্যঃ সন্ন্যাসিভ্যোঽপি ভক্ত্যা পরমাধিকা যে দেশান্তরস্থ গৃহস্থভক্তাস্তেভ্যঃ

পরঃসহস্রগুণতোঽপি প্রেম্না অধিকতমা যে ব্রজবাসিনস্তৈরেভিস্ত্বং সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপোঽপি পুত্রাদিরূপত্বেন স্বাধীনীকৃত এব বর্ত্তসে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, সন্ন্যাসিগণ বলিয়া থাকেন যে এই ব্রজবাসীসকল গৃহস্থ পুত্রকলত্রাদিসংসারজালে নিপতিত, তদুত্তরে—হ্যাঁ, তোমার মত পুত্র, তোমার ভক্তরূপ কলত্রাদিযুক্ত এই গৃহস্থদিগের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা দেশান্তরস্থ তোমার গৃহস্থ-ভক্ত, তাঁহারাও সন্ন্যাসিগণ হইতে অধিক, ইহা বলিতেছেন—'তাবৎ রাগাদয়ঃ', রাগ, দ্বেষাদি অভিনিবেশ সকল মহাচৌরসদৃশ, তাহারা জীবনিষ্ঠ জ্ঞান, আনন্দাদি মহাধন অপহরণ করতঃ, পরমেশ্বররূপ রাজার নিকট যাহাতে জানাইতে না পারে, এইজন্য কর্ম্মাধিকারময় গার্হস্থ্যরূপ কারাগারে মোহরূপ শৃঙ্খলের দ্বারা নিবদ্ধ করিয়া জীবগণকে স্থাপন করিয়াছে। 'যাবৎ'—হে কৃষ্ণ! যে পর্য্যন্ত জীবসকল তোমার ভক্তজনের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া ত্বদীয় ভক্ত না হয় (অর্থাৎ তোমার দ্বারা স্বকীয়ত্বরূপে অঙ্গীকৃত না হয়), তাবৎ পর্য্যন্ত তাহাদিগের ক্রোধাদি ছয়রিপু বিবেকাদিহারী তস্করস্বরূপ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ চোরসকল যেমন কোষাগারস্থ ধনাদি অপহরণ করে, তদ্রূপ ক্রোধ প্রভৃতি চোরগণ বিবেকাদিরূপ ধনসমূহ অপহরণ করিয়া থাকে, আর সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগের গৃহ কারাগার বা বন্ধনাগার-তুল্য এবং তাহাদিগের মোহই পাদবন্ধন শৃঙ্খলসদৃশ হইয়া থাকে)। কিন্তু ত্বদীয়ত্ব অর্থাৎ তোমার জন হইলে তোমার ভক্তের প্রতি রাগ (অনুরাগ), ভক্তির প্রতিকূল বস্তুতেই দ্বেষ এবং তোমাতেই তাহাদিগের অভিনিবেশ হইয়া থাকে। প্রকারান্তরে সেই রাগদ্বেষাদি চৌরগণই ত্বন্নিষ্ঠ জ্ঞান, আনন্দাদি আনয়ন করতঃ প্রদানপূর্ব্বক পরম সাধু হইয়া নিত্য উপকার করিয়া থাকে। এইরূপে মঙ্গলামঙ্গল কর্ম্মসাধন যে গৃহ কারাগার-সদৃশ ছিল, তোমার পরিচর্য্যা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহাদের সেই গৃহ তোমার নিত্যধাম-প্রাপক হইয়া থাকে। আর তোমার ভক্তজনে আসক্তিবশতঃ তাহাদের মোহ তোমার প্রেমানুভাবরূপ মোহপ্রাপক হইয়া থাকে, ইহাতে কি প্রকারে এই ভক্ত গৃহস্থগণের সমকক্ষতা সন্ন্যাসিগণ লাভ করিতে পারে? "কৃচ্ছ্রো মহানিহ" (৪।২২।৪০), অর্থাৎ হে রাজন্! যতিগণ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মগ্রন্থি ভেদ করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহাদের সুখনিস্তারের কারণ নাই, কামাদি ষড়্‌বর্গ যাহাতে নক্ররূপে বর্ত্তমান, সেই ভবার্ণবকে তাঁহারা কষ্টে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, অতএব তাহা অতিশয় অসুখ, এই নিমিত্ত তুমি ভগবানের চরণ, যাহা ভজনীয়, তাহাকেই প্লব করিয়া দুস্তর উদকরূপ ব্যসনসকল উত্তীর্ণ হও—এইরূপে মহারাজ পৃথুর নিকট আমার পুত্র সনৎকুমার যাঁহাদের অপকর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সন্ন্যাসিগণ হইতেও ভজনাধিক্যবশতঃ দেশান্তরস্থ গৃহস্থভক্তগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে পরঃসহস্রগুণিত প্রেমে অধিকতম ব্রজবাসিগণ, যেহেতু তুমি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে যাঁহাদের অধীনে বর্ত্তমান রহিয়াছ—এই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, (ত্বং) নিষ্প্রপঞ্চঃ অপি ভূতলে প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং (প্রপন্না আশ্রিতা যে জনতা ভক্তসমূহঃ তেষাং আনন্দসন্দোহং আনন্দসমূহং) প্রথিতুং (বিস্তারয়িতুং) প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি (এতেষাং লৌকিক) ব্যবহারং অনুকরোষি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে বিভো, আপনি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও শরণাগত ভক্তগণের আনন্দরাশি বর্দ্ধনকল্পে প্রাপঞ্চিকলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ব্রজেঽস্মিন্নেতৎ পুত্রাদিভাবং পূর্ণব্রহ্মণো মম ন বস্তু ইতি কেচিন্মন্যন্তে, সত্যং তে ভ্রান্তা এবেত্যাহ—প্রপঞ্চমিতি। নিষ্প্রপঞ্চোঽপি প্রপঞ্চাতীতোঽপি ত্বং ভূতলে সদা স্থিতঃ সন্ প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি প্রপঞ্চস্থং পুত্রাদিভাবম্ অনুকরোষি। প্রাপঞ্চিকেষু পিত্রাদিষু প্রাপঞ্চিকাঃ পুত্রাদয়ো যথা চেষ্টন্তে তথৈব ত্বমপি চেষ্টসে ইত্যর্থঃ। তেন জীবানাং যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো হ্যবাস্তবস্তথা তব ন। তব তু স নিষ্প্রপঞ্চত্বাদ্বাস্তবো নিত্য এবেতি, তব লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ীতি সিদ্ধান্ত উক্তঃ। কিমর্থং বিড়ম্বয়সি? প্রপন্না যা জনতা তস্যা যস্তাদৃ-

শীলীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসন্দোহস্তং প্রথয়িতুং ব্রহ্মানন্দাৎ বৈকুণ্ঠীয়লীলানন্দাদপি বিস্তৃতীকর্ত্তুং ভূতল ইতি। অয়ং ভাবঃ। প্রকাশে'দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে এবং শ্বেতরাজতপাত্রে হীরকরত্নং নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদি পাত্রে। তথৈব চিন্ময়ে বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকরোতি যথা মায়াময়ে প্রপঞ্চে ইতি। যদ্যপি ব্রজমণ্ডলমপি চিন্ময়মেব তদপি কৃষ্ণস্য প্রাকৃতপুরুষসাধর্ম্ম্যমিব ভূতলস্থ-ব্রজমণ্ডলস্যাপি প্রাকৃত-ভূতল-সাধর্ম্ম্যমেব দৃষ্টমতোঽত্র লীলা চমৎকারেত্যেবেতি। হে প্রভো, ইতি মামপি প্রপন্নমধ্যে গণয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, এই ব্রজে পূর্ণব্রহ্ম আমার পুত্রাদিভাব কেহ কেহ বাস্তবিক (যথার্থ) মনে করেন না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্য তাহারা ভ্রান্তই। 'নিষ্প্রপঞ্চঃ অপি'—তুমি প্রপঞ্চাতীত হইয়াও এই ভূতলে (ভৌম ব্রজে) সদা বিরাজমান হইয়া 'প্রপঞ্চং বিড়ম্বয়সি'—এই প্রাপঞ্চিক জগতের পুত্রাদি ভাবের অনুকরণ করিতেছ। প্রাপঞ্চিক পিত্রাদির প্রতি প্রাপঞ্চিক পুত্রগণ যেরূপ ব্যবহার করে, তদ্রূপ তুমিও ব্যবহার করিয়া থাক—এই অর্থ। ইহাতে জগতে জীবগণের পিতৃ-পুত্রাদি ভাব যেমন অবাস্তব, তোমার কিন্তু তদ্রূপ নহে। তুমি প্রপঞ্চাতীত বলিয়া তোমার পুত্রাদি ভাব বাস্তব নিত্যই, তোমার লীলা নিত্যা প্রপঞ্চাতীতা হইলেও প্রপঞ্চের অনুকরণময়ী—এই সিদ্ধান্ত উক্ত হইল। কিজন্য লৌকিক ব্যবহারের অনুকরণ কর ? তাহাতে বলিতেছেন—'প্রপন্ন-জনতানন্দ-সন্দোহং প্রথিতুং', তোমার শ্রীচরণে আশ্রিত যে ভক্তজন, তাহাদিগের যে প্রকার লীলাস্বাদনোত্থ আনন্দসমূহ, তাহা ব্রহ্মানন্দ হইতে, এমন কি বৈকুণ্ঠীয় লীলানন্দ হইতেও ভূতলে বিস্তার করিবার নিমিত্ত। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—প্রকাশবহুল স্থানে দীপ সেরূপ শোভা পায় না, যেমন অন্ধকারে। শ্বেত রাজতপাত্রে হীরকরত্ন অতিশয় শোভিত হয় না, যেমন নীল কাচাদি পাত্রে। সেইরূপ চিন্ময় বৈকুণ্ঠে চিন্ময়ী লীলা অত্যাশ্চর্য্যময়ী নহে, যেমন মায়াময় প্রপঞ্চে। যদিও ব্রজমণ্ডলও চিন্ময়ই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণের প্রাকৃত পুরুষের সাধর্ম্ম্যের ন্যায় ভূতলস্থ ব্রজমণ্ডলেরও প্রাকৃত ভূতলের সাধর্ম্ম্য দেখা যায়, অতএব এই ব্রজধামে লীলা চমৎকারাতিশয়ময়ী। হে প্রভো! (তুমি কোন কার্য্য করিতে, অথবা না করিতে কিংবা অন্যথা করিতে সমর্থ, অতএব) আমাকেও প্রপন্ন-মধ্যে গণনা কর (অর্থাৎ তোমার শ্রীচরণাশ্রিত আমাকে তোমার লীলাস্বাদন করাও)—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

———

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, বহূক্ত্যা (মম বাগাড়ম্বরেণ) কিং জানন্তঃ (ভগবত্তত্ত্বং জানীমঃ বয়ং ইত্যভিমানবন্তঃ) জানন্তু (মহিমানং অবগচ্ছন্তু) তব বৈভবং মে (মম) মনসঃ বপুষঃ বাচঃ (বাক্যস্য বা) গোচরঃ ন (বিষয়ীভূতঃ ন ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমার আর বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন কি ? যে সকল পণ্ডিতাভিমানি-ব্যক্তি আপনার মহিমা অবগত আছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভবদীয় মহিমা জানুন, কিন্তু আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নহে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং তর্হি মৎস্বরূপস্য মদ্ব্রজবাসিনাং মদীয়লীলায়া মদ্ভক্তেশ্চ সর্ব্বমেব তত্ত্বং মদগ্রেঽপি সপ্রতিভমেবং ব্যাচক্ষাণা ভবদ্বিধা অস্মিন্ কিয়ন্তো বর্ত্তন্তে। তান্ জিজ্ঞাসে কথয়েতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্রপং সকম্পং সানুতাপমাহ—জানন্ত এবেতি। যে জানন্তস্তে জানন্তু অহন্তু মহামূর্খ এবাস্মীতি ভাবঃ। ননু তর্হি কথমেতাবৎক্ষণপর্য্যন্তং স্তুষে এব তত্রাহ—কিং বহূক্ত্যেতি। ত্বদগ্রে বহূক্তিরেব মূর্খত্বদ্যোতনীত্যর্থঃ। ননু ব্রহ্মন্, নিষ্কপটং ব্রূহীতি তত্রাহ—নেতি। তব বৈভবমৈশ্বর্য্যং মম মনসো ন গোচর ইতি ধ্যানেনান্তপ্রাপ্ত্যভাবাৎ বপুষ ইত্যধুনৈব চক্ষুষাপি বাচ ইতি 'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতু'মিতি ময়া তাবদুক্তমেব। যদ্বা, তব মনসো বৈভবং মম ন গোচর ইতি ত্বন্মনসি যৎ কিমপ্যস্তি তৎ কিং ময়া জ্ঞাতুং শক্যতে "সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতে"রিতি পূর্ব্বমেব মদুক্তেঃ। এবং তদ্বপুষ ইতি ত্বদ্বপুষি কিং কিমস্তীতি, তব বাচ ইতি তব বেদলক্ষণায়াং বাচি কিমস্তীতি

সাক্ষাত্তব তু ময়ি মৌনবত্ত্বাৎ বচনগন্ধস্যাপ্যপ্রাপ্তিরেব। তস্মাৎ কে খলু ত্বদগ্রে মদাদয়ো বরাকা ইতি ভাবঃ ।। ৩৮ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ব্রহ্মন্! আমার স্বরূপ, আমার ব্রজবাসিজন, আমার লীলা ও আমার ভক্ত-জনের সমস্ত তত্ত্ব আমার সমক্ষেও সপ্রতিভভাবে ব্যাখ্যাতা তোমার মত আর কতজন আছে, তাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল—এইরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করতঃ লজ্জিত, কম্পিত ও অনুতাপের সহিত ব্রহ্মা বলিতেছেন—'জানন্ত এব জানন্ত', যাঁহারা জানেন বলিয়া মনে করেন, তাহারা জানুন, আমি কিন্তু মহামূর্খ—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—তাহা হইলে এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে বলিতেছিলে, তদুত্তরে বলি-তেছেন—'কিং বহূক্ত্যা' অধিক কথায় প্রয়োজন কি? তোমার সমক্ষে বহু ভাষণই মূর্খতার প্রকাশক, এই ভাবার্থ। যদি বলেন—ব্রহ্মন্! নিষ্কপটে বল, তদুত্তরে বলিতেছেন 'ন মে প্রভো', হে প্রভো! তোমার মহিমা কিন্তু আমার কায়মনোবাক্যের বিষয়ীভূত নহে। 'তব বৈভবং'—তোমার ঐশ্বর্য্য আমার মনের গোচরীভূত নহে, যেহেতু ধ্যানের দ্বারা তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। 'বপুষঃ'—অধুনা চক্ষুর দ্বারা দর্শন করিয়াও আমার এই শরীর তোমাকে জানিতে পারে না। 'বাচঃ'—আর আমার বাক্য, তাহা 'গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং' (৭ম শ্লোক), অর্থাৎ জগৎ-কল্যাণের জন্য আবির্ভূত সকল গুণের আধার-স্বরূপ তোমার গুণের ইয়ত্তা কে করিতে সমর্থ? —ইত্যাদি শ্লোকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অথবা—'তব মনসো বৈভবং'—তোমার মনের বৈভব আমার গোচরীভূত নহে, অর্থাৎ তোমার মনে যে কি আছে, তাহা আমি জানিতে সমর্থ নহি, 'সাক্ষাত্তবৈব' (২য় শ্লোক), অর্থাৎ সাক্ষাৎ অসাধা-রণ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃরহিত সচ্চিদানন্দাত্মক তোমার মহিমা অবগত হইতে সমর্থ নহি, ইত্যাদি পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি। এই প্রকার 'তদ্বপুষঃ'—তোমার শ্রীবিগ্রহে কি কি রহিয়াছে, 'তব বাচঃ'—তোমার বেদরূপ বাক্যে কি রহিয়াছে, তাহাতে সাক্ষাৎ তুমি আমার নিকট মৌন বলিয়া তোমার বচনগন্ধও পাই-লাম না। অতএব তোমার অগ্রে মাদৃশ জন অতি-তুচ্ছ—এই ভাব ।। ৩৮ ।।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্ ।। ৩৯ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, মাং অনুজানীহি (গমনে অনুমতিং দেহি ইত্যর্থঃ) সর্ব্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) ত্বং সর্ব্বং বেৎসি (নিজ মাহাত্ম্যং অস্মাকং জ্ঞানাদি-বলঞ্চ সর্ব্বং জানাসি) ত্বং এব জগতাং নাথঃ (স্বামী) (ভবসি) (অতঃ) জগৎ (মমতাস্পদং বিশ্বং) এতৎ চ (মম শরীরং) তব (ত্বৎ সমীপে) অর্পিতম্ ।।৩৯।।

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আমাকে গমনের অনুমতি প্রদান করুন। আপনি সর্ব্বদর্শী, সুতরাং সমস্তই অবগত আছেন। আপনিই জগতের ঈশ্বর অতএব মমতাস্পদ এই বিশ্ব এবং এই নিজ শরীর আপনার নিকট অর্পণ করিলাম ।। ৩৯ ।।

বিশ্বনাথ—ননু মম বৈভবং তব মাস্তু গোচরস্তব বৈভবং অহং বেদ্মি ন বেতি তত্র কিমহমত্র প্রত্যুত্তরং কুর্য্যামিতি ব্যঞ্জয়ন্ সলজ্জং সনির্ব্বেদমাহ—অনু-জানীহীতি। অন্তর্ভাবিতমার্থং অনুজ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। অত্র স্থলে ক্ষণমপি স্থাতুমযোগ্যমতিনীচং মামাজ্ঞাপয়। যাদৃশোঽহং তাদৃশং স্থলং সত্যলোকমেব গচ্ছেয়মিতি ভাবঃ। হে কৃষ্ণেতি চিত্তন্ত ত্বমন্নাকর্ষস্যেব। কিন্তু "তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম" ইতি মৎপ্রার্থনায়াং দৃগিঙ্গি-তেনাপ্যস্ত্বিতি শ্রীমচ্চরণৈর্নোক্তমতঃ কিং কুর্ব্বে তস্মাৎ তৎপুলিনভোজনকেলেরন্তরায়ং কুর্ব্বন্নয়মপরাধী ত্বল্লীলাপ্রাতিকূল্যাদেব শ্রীমুখোদ্গতবচনসুধালেশ-মপ্যনাপ্নুবন্নহমিতো ঝটিত্যেব দূরমপসরামি, ত্বং বৎসান্ কালয়িত্বা পুলিনে ভুঞ্জানৈঃ প্রিয়সখৈঃ সহ সহাসোক্তিপ্রত্যুক্তিকৌতুকং ভোজনলীলাশেষং সমা-পয়েতি ধ্বনয়ঃ। অয়মহস্তুতিতারল্যাৎ পুনঃ পুনঃ কিং বা বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ—সর্ব্বমস্মদাদীনাং মনো-বপুর্বাচাং বৈভবং ত্বমেব বেৎসি, কিঞ্চ নাহমস্য জগতঃ স্রষ্টৃত্বান্নাথঃ কিন্তু ত্বমেব জগতামন্যেষামপি বহূনাং নাথঃ। অত এতচ্চ জগৎ ক্ষুদ্রতরং তব ত্বদীয়মেব ত্বয্যর্পিতম্। যমিচ্ছসি যোগ্যমস্য জানাসি তমস্যাধিকারিণং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ।। ৩৯ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—ব্রহ্মন্! আমার বৈভব (মহিমা) তোমার গোচরীভূত না হউক, তোমার বৈভব আমি জানি কি না? ইহাতে আমি কি প্রত্যুত্তর করিব, ইহা ব্যক্ত করিতে লজ্জিতভাবে সনির্বেদে বলিতেছেন—'অনুজানীহি', আমাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি কর। আমি যে প্রকার, তাদৃশ স্থূল সত্যলোকেই গমন করি—এই ভাব। 'হে কৃষ্ণ!'—এই সম্বোধনে আমার চিত্ত কিন্তু তুমি এখানে (এই শ্রীবৃন্দাবনে) আকর্ষণ করিতেছ। কিন্তু 'তদ্ভূরি-ভাগ্যমিহ জন্ম' (৩৪ শ্লোক), অর্থাৎ এই গোকুল-বাসিগণের মধ্যে যে কোনও ব্যক্তির পদধূলি দ্বারা অভিষেকযোগ্য যে কোন জন্ম লাভ করিলে, তাহাই আমার মহদ্ভাগ্য হইবে—এরূপ আমার প্রার্থনায় দৃষ্টির ঈঙ্গিতেও 'তাহা হউক'-ইহাও যে বলিলে না, অতএব কি করি, তোমার পুলিন ভোজন লীলার অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া আমি অপরাধী হইয়াছি, তোমার লীলার প্রাতিকূল্যহেতু ত্বদীয় শ্রীমুখোদ্গত বচনামৃতলেশও প্রাপ্ত না হইয়া এখান হইতে সত্বর দূরে চলিয়া যাইতেছি। তুমি বৎসগণকে একত্র সম্মিলিত করিয়া পুলিনে প্রিয়সখাগণের সহিত হাস্য-পরিহাসে ভোজনলীলা সমাপন কর—ইহা ধ্বনিত হইতেছে। এই আমি অতি চাপল্যবশতঃ পুনঃ পুনঃ কি নিবেদন করিব, ইহা বলিতেছেন—'সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্', তুমি সর্ব্বদ্রষ্টা ও এই চরাচর জগতের একমাত্র অধিপতি, অতএব আমাদের কায়-মনোবাক্যের জ্ঞান, বল প্রভৃতি সকলই তুমি বিদিত আছ। আরও, এই জগতের স্রষ্টা বলিয়া আমি ইহার নাথ (অধীশ্বর) নহি, কিন্তু তুমিই অন্যান্য বহুজগতেরও অধীশ্বর। অতএব এই ক্ষুদ্রতর জগৎ তোমারই, সুতরাং তোমাতেই সমর্পণ করিলাম। যাহাকে যোগ্য বিবেচনা কর, তাহাকে ইহার অধি-কারী কর—এই ভাবার্থ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্
ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্।
আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্ নমস্তে ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষ-দায়িন্ (বৃষ্ণিবংশরূপকমলানন্দপ্রদ সূর্য্য,) ক্ষ্মানির্জ্জর দ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্, (ক্ষ্মা পৃথিবী নির্জ্জরাঃ দেবাঃ দ্বিজাঃ পশবশ্চ এতে এব উদধয়ঃ সমুদ্রাঃ তেষাং বৃদ্ধিকারি-চন্দ্রোপম,) উদ্ধর্ম্ম শার্ব্বরহর, (উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ড ধর্ম্মঃ তদেব শার্ব্বরং নৈশং তমঃ তৎ হরতি ইতি তথাবিধ,) ক্ষিতি রাক্ষসধ্রুক্, (কংসাদি পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্যজনদ্রোহিন্,) আর্কং (অর্কমভিব্যাপ্য) অর্হন্, (সর্ব্বপূজ্য,) ভগবন্, তে নমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আপনি বৃষ্ণিবংশরূপ কমলের আনন্দদায়ক সূর্য্য ও ভূমি, দেব, দ্বিজ ও পশুরূপী সমুদ্রের বৃদ্ধিকারী চন্দ্রদেব। আপনি পাষণ্ডধর্ম্মরূপ নৈশান্ধকার নাশ এবং পৃথিবীস্থ রাক্ষসতুল্য জনগণের প্রতি বিদ্বেষ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্, সূর্য্যাদি নিখিল বস্তুর পূজনীয় আপনাকে আকল্প অর্থাৎ যত-দিন বাঁচিয়া থাকি ততদিন পর্য্যন্ত প্রণাম করিতেছি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্যপি মামপরাধিনং বিজ্ঞায় ন শ্রুষে তদপি স্বনেত্রাভ্যাং সানুগ্রহাবলোকনামৃতন্তু মহ্যং দেহি। যথা তেনৈবাহারেণ নিত্যং প্রাণান্ রক্ষন্ কল্পপর্য্যন্তং জীবিতুং প্রভবিষ্যামীতি ব্যঞ্জয়ন্ প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। সূর্য্যস্বরূপং দক্ষিণং নেত্রমালক্ষ্যাহ—বৃষ্ণিকুলপদ্মস্য জোষঃ প্রফুল্লত্বং তৎপ্রদায়িন্ মামপি পদ্মসন্তানং কৃপয়া প্রফুল্লয়েতি ভাবঃ। চন্দ্র-স্বরূপং বাম নেত্রমালক্ষ্যাহ—ক্ষ্মাঃ ক্ষ্মাতলস্থা মনুষ্যা-দয়ঃ নির্জ্জরাঃ স্বর্গস্থা দেবা দ্বিজাঃ পশবশ্চ বৃন্দা-বনস্থাঃ পক্ষিণো গাবশ্চ ত এবোদধয়স্তেষাং বৃদ্ধিকারিন্ মামপি দেবাধমং কৃপয়া বর্দ্ধয়েতি ভাবঃ। যুগপদেব নেত্রে দ্বে এব পুষ্পবন্তাবালক্ষ্যাহ, উদ্ধর্ম্মঃ পাষণ্ডধর্ম্মঃ স এব শার্ব্বরমন্ধতমসম্। "শার্ব্বরন্ত্বন্ধতমস" ইত্যমরঃ। তৎ হরতীতি তথা তেন স্বপ্রভো ত্বয্যপি মায়াচিকীর্ষা-লক্ষণং মম পাষণ্ডং কৃপয়া হর যথা পুনরেবং ন কুর্য্যামিতি ভাবঃ। ক্ষিতৌ রাক্ষসা অঘাসুরাদয়-স্তেভ্যো দ্রুহ্যসি দ্রোহেণাপি স্বগতিং দদাসীত্যতস্ত্বদ্বয়স্য-বৃন্দবৎসবৃন্দবিদ্রোহিত্বাৎ সত্যলোকব্রহ্মরাক্ষসং মামপি দণ্ডপ্রদানেনাপি সংস্কুরুষ্বেতি ভাবঃ। স্বপ্রভোরনু-গ্রহং নিগ্রহং বা দৃষ্ট্বা দাসো জীবিতুমুৎসহতে ঔদা-সীন্যং দৃষ্ট্বা তু ন প্রাণান্ ধর্ত্তুমীষ্টে ইতি ভাবঃ। হন্ত!

হন্ত মহামহেশ্বরোঽপি বেত্রগুঞ্জাগৈরিকপিচ্ছাদিরচিতাকল্পো গোচারকবালকৈঃ সমং খেলন্ হৃষ্যতীত্যনৌচিত্যং মৎপ্রভোরিতি পূর্ব্বং বিচারিতবতাত্বনভিজ্ঞেন ময়া যেষ্বপরাদ্ধং তানপি প্রসাদয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ—আকল্পং ত্বদীয়গুঞ্জাদিবেশমভিব্যাপ্য আর্কং অর্কো নাম বৃক্ষো ভগবদনর্হপুষ্পস্তমপি ব্রজস্থমভিব্যাপ্য হে অর্হন্, মৎপূজ্য, কিং বা হে যোগ্য কৃপাকৃপাভ্যাং মঙ্গলামঙ্গলং কর্ত্তুং সমর্থ ! তে তত্তৎসহিতায় তুভ্যং নমঃ। "সর্ব্বসংশয়হৃৎ সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তসন্ততিঃ। অস্তু ব্রহ্মস্তুতিশ্চিত্তভিত্তৌ মে চারুচিত্রিতা" ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদিও আমাকে অপরাধী জানিয়া কিছু বলিতেছ না, তথাপি স্বনয়নযুগলের দ্বারা সানুগ্রহ অবলোকনামৃত আমাকে প্রদান কর, যাহাতে সেই কৃপাদৃষ্টিপাতরূপ অমৃত পান করিয়া কল্পকাল পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হই, ইহা ব্যক্ত করতঃ প্রণাম করিতেছেন—'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি। সূর্য্যস্বরূপ দক্ষিণ নেত্র লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তুমি বৃষ্ণিকুলরূপ কমলের প্রকাশক, পদ্মসম্ভব আমাকেও বিকসিত কর, এই ভাব। চন্দ্রস্বরূপ বাম নেত্র লক্ষ্য করতঃ বলিতেছেন—পৃথিবীস্থ মনুষ্যগণ, স্বর্গস্থ দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, বৃন্দাবনস্থ পক্ষিগণ ও গো-সকলরূপ সাগরের বৃদ্ধিকারিন্, দেবাধম আমাকেও কৃপাপূর্ব্বক বর্দ্ধিত কর, এই ভাব। যুগপৎ নেত্রদ্বয়রূপ চন্দ্রসূর্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—'উদ্ধর্ম্ম-শার্ব্বর-হর'—হে নানাবিধ পাষণ্ডধর্ম্মরূপ নিশাকালীন অন্ধকারের বিনাশক। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'শার্ব্বর শব্দে অন্ধকার'। ইহাতে হে আমার প্রভো ! তোমাতেও মায়া-বিস্তার করিবার ইচ্ছারূপ আমার পাষণ্ডভাব কৃপাপূর্ব্বক হরণ কর, যাহাতে পুনরায় এইরূপ না করি—এই ভাব। 'ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্'—(হে পৃথিবীর দুর্বৃত্তজনগণের শাসক), পৃথিবীতে অঘাসুরাদি যে রাক্ষসগণ, তাহাদিগকে বিদ্বেষপূর্ব্বকও স্বগতি প্রদান করিয়াছ, অতএব তোমার বয়স্যবৃন্দ ও বৎসসকলের প্রতি দ্রোহ করায় সত্যলোকবাসী ব্রহ্মরাক্ষস আমাকেও দণ্ড প্রদানের দ্বারা পরিশোধিত কর—এই ভাব। নিজ প্রভুর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ অবলোকনে দাস জীবিত থাকিতে উৎসাহিত হয়, কিন্তু প্রভুর ঔদাসীন্য দর্শনে প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না—এই ভাব। হায় ! হায় ! মহামহেশ্বর হইয়াও বেত্র, গুঞ্জা, গৈরিক (ধাতু), ময়ূরপুচ্ছাদির দ্বারা রচিত বেশ ধারণপূর্ব্বক গোচারক বালকগণের সহিত ক্রীড়া করতঃ হৃষ্ট হইতেছেন—আমার প্রভুর এইরূপ অনৌচিত্য পূর্ব্বে আমি বিচার করিয়াছিলাম। তাহাতে অনভিজ্ঞ আমি যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছি, তাঁহাদিগকেও প্রসন্ন করিব—এইরূপ মনে বিবেচনা করত বলিতেছেন—'আকল্পং', তোমার গুঞ্জাদি বেশ পর্য্যন্ত, 'আর্কং'—অর্ক (আকন্দ) নামক বৃক্ষ, ভগবৎপূজার অযোগ্য হইলেও ব্রজস্থ বলিয়া সেই অর্কপুষ্প, 'হে অর্হন্'—আমার পূজ্য, কিংবা হে যোগ্য ! কৃপা ও অকৃপার দ্বারা আমার মঙ্গলামঙ্গল করিতে সেই সেই বস্তুর সহিত তোমাকে আমি নমস্কার করিতেছি। 'সর্ব্বসংশয়হৃৎ' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—সর্ব্ববিধ সংশয়ের ছেত্তা, সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্তপরিপূর্ণ ব্রহ্মস্তুতি আমার চিত্তরূপ ভিত্তিতে উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত থাকুক ॥ ৪০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যভিষ্টূয় ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধাতা স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—জগদ্ধাতা (ব্রহ্মা) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) অভীষ্টং (বাঞ্ছিতং) ভূমানং (অপরিচ্ছিন্নরূপং বিষ্ণুং) অভিষ্টূয় (স্তুত্বা) ত্রিঃ (বারত্রয়ং) পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণী কৃত্য) পাদয়োঃ নত্বা স্বধাম (ব্রহ্মলোকং) প্রত্যপদ্যত (জগাম) ॥৪১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তরূপে নিজ অভীষ্টদেব অপরিচ্ছিন্ন বিষ্ণুকে স্তুতি এবং বারত্রয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পদযুগলে প্রণাম করিয়া নিজধামে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—অভীষ্টং ভগবতা প্রস্থাপয়িতুমিতি শেষঃ। যতো জগদ্ধাতা অন্যথা সহসা তৎপদত্যাজনে বিশ্বসৃষ্টেরসিদ্ধেঃ। ততশ্চ "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণা"মিতি ন্যায়েনাধিকারান্তে তদভীষ্টং সেৎস্যতীতি বুদ্ধ্যতে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভীষ্টং'—শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক

প্রস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মা স্বীয় অভিপ্রেত সত্যলোকবর্তি নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। যেহেতু তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অন্যথা সহসা তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিলে বিশ্বসৃষ্টির বিঘ্ন হইতে পারে। তারপর 'পদাধিকারিক ব্যক্তিগণের যতদিন অধিকার, ততদিন অবস্থিতি'—এই রীতি অনুসারে অধিকারের সমাপ্তিতে (দ্বিপরার্দ্ধকাল অবসানে) তাহার অভীষ্ট ফলবান্ হইবে—এরূপ বুঝা যাইতেছে ॥ ৪১ ॥

ততোঽনুজ্ঞাপ্য ভগবান্ স্বভুবং প্রাগবস্থিতান্।
বৎসান্ পুলিনমানিন্যে যথাপূর্ব্বসখং স্বকম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) ভগবান্ স্বভুবং (ব্রহ্মাণং) অনুজ্ঞাপ্য (পৃষ্ট্বা) প্রাগবস্থিতান্ বৎসান্ যথা পূর্ব্বসখং (যথা পূর্ব্বং সখায়ঃ যস্মিন্ তৎ) স্বকং (স্বকীয়ং) পুলিনং (সরস্তীরং) আনিন্যে (আনীতবান্) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—তাহার পর ভগবান্ ব্রহ্মাকে গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিয়া তদপহৃত পূর্ব্ববৎ তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগণকে যথায় পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যথাস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন সেই স্বীয় ভোজন-স্থান পুলিনে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভুবং ব্রহ্মাণং অনুজ্ঞাপ্যেতি মৌনেনৈব। 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণে'ত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে 'মৌনং সম্মতিলক্ষণ'মিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাৎ। মৌনত্যাগাভাবস্তু পশুপবংশশিশুত্বদশায়ামঙ্গীকৃতস্য ব্রহ্মমোহনার্থং নাট্যস্যারম্ভপরিসমাপ্তিসিদ্ধ্যর্থম্। তত্র "ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্য পুলিনেঽপি চ বৎসপান্। উভাবপি বনে কৃষ্ণো বিচিকায় সমন্ততঃ" ইতি বৎসবালকান্বেষণনাট্যারম্ভেঃ। 'নৌমীড্যে'ত্যাদি ব্রহ্মস্তুতৌ প্রবৃত্তায়াং কুতস্ত্যোঽয়ং চতুর্মুখঃ, কিং চেষ্টতে, কিং বা মুহুর্ব্রূতে ইতি স্ববৎসান্বেষণ-ব্যগ্রোঽহং গোপশিশুর্ন বুদ্ধ্যে ইতি ব্যঞ্জকেন মৌনেনৈব তস্যৈব নাট্যস্য পরিসমাপ্তিরিতি। স্বাধীনব্রহ্মণোঽগ্রে কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্যাজ্ঞানমভিনীয়তে স্মেতি তন্নাট্যশব্দেনোচ্যতে 'তত্রোদ্বহৎপশুপবংশশিশুত্বনাট্য'মিত্যাদিনা। বাৎসল্যাদিরসপরিকরব্রজেশ্বর্য্যাদীনামগ্রে তু তন্মহাপ্রেমাধীনেন কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্য্যস্য তন্মহাপ্রেমমাধুর্য্যরসাচ্ছাদিতস্যাজ্ঞানং যথার্থমেবেতি, তত্র ন তস্যাভিনয় ইতি। ন তন্নাট্যশব্দেন বাচ্যমিতি বিবেচনীয়ম্। প্রাক্ প্রাগবদেব তৃণচরণাদিচেষ্টাভিরবস্থিতান্ স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিন্যে। কীদৃশং ? যথাপূর্ব্বং পূর্ব্বোপবেশাদিকমনতিক্রম্য অপরিত্যজ্য বর্ত্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ। সমাসান্ত আর্ষঃ। যদ্বা, যথা যথাবদেব স্থিতাঃ পূর্ব্বসখাঃ স্বরূপভূতসখেভ্যঃ পূর্ব্বসখায়ো যত্র তৎ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বভুবং'—নিজ হইতে জন্ম যাঁহার, সেই ব্রহ্মাকে স্বগৃহ গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া, অর্থাৎ মৌন অবস্থাতেই। 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ (৩৯ শ্লোক)—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! আমাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি কর, এইরূপ আজ্ঞা প্রার্থনা করিলে, 'মৌন সম্মতি-লক্ষণ', ইহা ব্রহ্মা বুঝিয়াছিলেন। মৌন ত্যাগাভাবের হেতু গোপবংশীয় শিশুর ভাব ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মমোহনার্থ নাট্য আরম্ভের পরিসমাপ্তি সিদ্ধির নিমিত্ত। তন্মধ্যে 'ততো বৎসানদৃষ্ট্বেত্য' (১০।১৩।১৬), অর্থাৎ অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং যমুনা-পুলিনে গোপবালকগণকেও দেখিতে না পাইয়া পুনরায় বৎসসমূহ ও বালকগণকে বনমধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন—এই বৎস ও বালকগণের অন্বেষণ হইতে নাট্যের আরম্ভ। 'নৌমীড্য' (১০।১৪।১), হে স্তুত্য! তোমাকে নমস্কার করি—ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মা স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, কোথাকার এই চতুর্ম্মুখ, কি করিতেছে, বারবার কিবা বলিতেছে, আমি নিজ বৎসান্বেষণে ব্যগ্র গোপবালক, কিছুই বুঝিতেছি না —এইরূপ ব্যঞ্জকের দ্বারা মৌন অবস্থাতেই সেই নাটকের পরিসমাপ্তি। নিজ অধীন ব্রহ্মার অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজ মহৈশ্বর্য্যের অজ্ঞানতা অভিনয় করিলেন, এইজন্য তাহা নাট্য-শব্দের দ্বারা উক্ত হইয়াছে। "তত্রোদ্বহৎ-পশুপবংশ-শিশুত্ব-নাট্যম্" (১০।১৩।৬১), অর্থাৎ গোপবংশীয় বালকের লীলাভিনয়কারী ইত্যাদি শ্লোকে। কিন্তু বাৎসল্যাদি রসের পরিকর শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতির সমক্ষে তাঁহাদের মহান্ প্রেমের অধীন শ্রীকৃষ্ণ, নিজ মহৈশ্বর্য্য তাঁহাদের মহাপ্রেমমাধুর্য্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ায় তাঁহার অজ্ঞানতা যথার্থই, তাহা অন্যায় নহে, এইহেতু তাহা নাট্য-শব্দের দ্বারা

বলা চলে না—এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। 'প্রাক্'—পূর্ব্ববৎ তৃণাদি ভক্ষণরত বৎসগুলিকে 'স্বকং'—স্বীয় ভোজনস্থান পুলিনে আনয়ন করিলেন। কিরূপ পুলিন ? তাহাতে বলিতেছেন—'যথাপূর্ব্ব-সখং'—যেখানে পূর্ব্বের মত উপবেশনাদি পরিত্যাগ না করিয়া সখাগণ অবস্থিত ছিলেন। এখানে সমাসান্ত প্রয়োগ আর্ষ। অথবা—স্বরূপভূত সখাগণ হইতে পৃথক্ পূর্ব্বসহচরবৃন্দ যে স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই যমুনা-পুলিনে বৎসগণকে আনয়ন করিলেন ॥ ৪২ ॥

একস্মিন্নপি যাতেঽব্দে প্রাণেশং চান্তরাত্মনঃ।
কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, অর্ভকাঃ (বালকাঃ) আত্মনঃ প্রাণেশং (কৃষ্ণং) অন্তরা (বিনা) একস্মিন্ অব্দে (বর্ষে) যাতে (অতিক্রান্তে) অপি কৃষ্ণ-মায়া-হতাঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য মায়য়া মোহিতাঃ সন্তঃ তৎকালং) ক্ষণার্দ্ধং (অর্দ্ধক্ষণমাত্রং) মেনিরে (জজ্ঞিরে) ॥৪৩॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বালকগণ নিজ নিজ প্রাণেশ্বর কৃষ্ণশূন্য অবস্থায় একবৎসর অতিক্রম করিয়াও কৃষ্ণমায়ায় মোহিত হইয়া উহা অর্দ্ধক্ষণ মাত্র মনে করিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র তাবৎ কালাজ্ঞানং তথৈব কবলপাণেঃ কৃষ্ণস্যাগতস্য তৈঃ সহ তথৈব ভোজনলীলা-শেষাদিকং দুস্তর্কযোগমায়াবৈভবমেবেত্যাহ—একস্মিন্নিত্যাদি চতুর্ভিঃ। আত্মনঃ স্বস্য প্রাণেশং কৃষ্ণমন্তরা বিনাপি যোগমায়য়া আহতা আবৃতাঃ ॥৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে সময়-সম্বন্ধে অজ্ঞতা (অর্থাৎ বালকগণের একবৎসর কালকে ক্ষণার্দ্ধ মনে করা) এবং হস্তে দধ্যোদনকবলের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপবালকগণ সহ সেইরূপ ভোজনলীলা সমাপ্তি প্রভৃতি কার্য্য দুস্তর্ক যোগমায়ার বৈভবই, ইহা বলিতেছেন—'একস্মিন্' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'আত্মনঃ প্রাণেশং অন্তরা'—নিজেদের প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে, এক বৎসর কাল অতিবাহিত হইলেও বালকগণ যোগমায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া (এক বৎসর কালকে ক্ষণার্দ্ধ সময় মনে করিয়াছিলেন) ॥৪৩॥

কিং কিং ন বিস্মরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।
যন্মোহিতং জগৎ সর্ব্বমভীক্ষ্নং বিস্মৃতাত্মকম্ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—মায়ামোহিতচেতসঃ ইহ কিং কিং ন বিস্মরন্তি (সর্ব্ববিস্মরণমপি সম্ভাব্যতে) যন্মোহিতং (যথা মায়য়া মোহিতং) সর্ব্বং জগৎ অভীক্ষ্নং (পুনঃ পুনঃ) বিস্মৃতাত্মকং (বিস্মৃতঃ আত্মৈব যেন তাদৃশং জাতং) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিগণ ইহলোকে কোন্ বস্তু বিস্মৃত না হইতে পারে ? যে মায়াবলে মোহিত হইয়া এই জগত বারম্বার নিজকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—মোহনসাধর্ম্ম্যেণ যোগমায়য়া বহিরঙ্গ-মায়াং দৃষ্টান্তয়তি—কিং কিমিতি। বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ, তথৈব যোগমায়য়া বর্ষং ব্যাপ্য কৃষ্ণ-বিরহ-দুঃখং তে বিস্মারিতা ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মোহনসাধর্ম্ম্য-বশতঃ যোগমায়ার দ্বারা বহিরঙ্গ মায়ার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'কিং কিং' ইত্যাদি, এই সংসারে মায়ামোহিত চিত্ত ব্যক্তিগণ কি না ভুলিয়া যায় ? 'বিস্মৃতাত্মকং'—এই নিখিল জগতস্থ প্রাণিমাত্র মায়ামোহিত হইয়া (পুনঃ পুনঃ শাস্ত্রাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্ব-স্বরূপ বিষয়ে প্রবোধিত হইয়াও) নিজের স্বরূপ পর্য্যন্ত ভুলিয়া রহিয়াছে। সেইরূপ যোগমায়ার দ্বারা এক বৎসর কাল কৃষ্ণ-বিরহদুঃখ গোপবালকগণ বিস্মৃত হইয়াছিলেন—এই ভাব ॥ ৪৪ ॥

ঊচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণং স্বাগতং তেঽতিরংহসা।
নৈকোঽপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ এবং উচুঃ) তে সুহৃদঃ কৃষ্ণং উচুঃ চ তে (ত্বয়া) অতি রংহসা (অতি বেগেন শীঘ্রমিত্যর্থঃ) স্বাগতং (সম্যক্ আগতং) (অস্মাভিঃ) একঃ অপি কবলঃ (গ্রাসঃ) ন অভোজি (ন ভুক্তঃ) ইতঃ এহি সাধু (সম্যক্) ভুজ্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—অতএব সহচরগণ কৃষ্ণকে বলিলেন,—তুমি খুব শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছ, তোমার সুখে আগমন হইয়াছে ত ? ইতিমধ্যে আমরা একগ্রাসও

ভোজন করিতে পারি নাই। সম্প্রতি এখানে আসিয়া উত্তমরূপে ভোজন কর ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—অর্ভকা উচুঃ। অতিরংহসা সুখেনৈবাগতম্। দূরগতবৎসানয়নে ঘটিকৈকা ত্ববশ্যং ভবিষ্যতীত্যস্মাভিবিচারিতং ত্বয়া তু ক্ষণার্দ্ধেনৈবাগতমিতি ভাবঃ। একোহপি কবলো গ্রাসস্ত্বয়া বিনা নাভোজি তস্মাদিত এহি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন—'অতিরংহসা'—কৃষ্ণ! তুমি অতি শীঘ্র এই বৎসগুলি লইয়া আগমন করিয়াছ। আমরা বিচার করিয়াছিলাম যে অতি দূরবর্ত্তী বৎস প্রভৃতি আনয়নে সম্ভবতঃ এক ঘটিকা সময় অবশ্য লাগিবে, কিন্তু তুমি ক্ষণার্দ্ধ মধ্যেই বৎসগুলি লইয়া সুখে আগমন করিয়াছ। 'একোহপি'—আমরা তোমাকে রাখিয়া এক গ্রাসও ভোজন করি নাই (কিংবা কৃষ্ণের হস্তে দধ্যোদনকবল দেখিয়া বলিলেন,—তুমি এক গ্রাসও ভোজন কর নাই)। 'অতঃ এহি'—অতএব আমাদের মণ্ডল-মধ্যস্থানে পূর্ব্ববৎ আগমন কর (বা উপবেশন কর এবং সুখে ভোজন কর) ॥ ৪৫ ॥

ততো হসন্ হৃষীকেশোঽভ্যবহৃত্য সহার্ভকৈঃ।
দর্শয়ংশ্চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বনাদ্ব্রজম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) হৃষীকেশঃ হসন্ (সন্) অর্ভকৈঃ সহ অভ্যবহৃত্য (ভুঙ্‌ক্ত্বা) আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন্ বনাৎ ব্রজং ন্যবর্ত্তত (প্রত্যাগতঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর হৃষীকেশ হাস্য সহকারে বালকগণসহ ভোজন করিয়া তাহাদিগকে অজগরের চর্ম্ম প্রদর্শন করিতে করিতে বন হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—হসন্নিতি, তেষামানন্দদর্শনাৎ। অভ্যবহৃত্যেতি বর্ষে গতেঽপ্যন্নব্যঞ্জনাদীনাং ক্ষণার্দ্ধমাত্রপরিণামিত্বং জাতং তচ্চ ন বৈরস্যং জনয়তীতি ভাবঃ। দর্শয়ন্নিত্যহো সখায়ঃ অদ্য মৃতোঽয়ং সর্পো বসারক্তাদিকলিলো বর্ত্ততে এবেতি পশ্যতেতি তদ্বধস্য ব্রজে প্রখ্যাপনার্থং যোগমায়য়ৈবং তাবৎকালপর্য্যন্তং তত্তদাচ্ছাদিতমাসীদিতি জ্ঞেয়ম্। বনাৎ বনবিহরণাৎ ব্রজং জগামেতি শেষঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হসন্'—বয়স্য সকলের আনন্দ দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিতে করিতে 'অভ্যবহৃত্য'—তাহাদিগের সহিত ভোজন সমাপন করিয়া। এখানে এক বৎসর অতীত হইলেও ক্ষণার্দ্ধমাত্র পরিণামিত্ব হওয়ায় অন্নব্যঞ্জনাদির কোন বিস্বাদ হয় নাই। 'দর্শয়ন্'—অহো সখাগণ! দেখ দেখ, অদ্য এই সর্প মৃত হইয়াছে, বসা, রক্তাদি লিপ্তই রহিয়াছে, দেখ। ব্রজে প্রখ্যাপনের নিমিত্ত যোগমায়ার দ্বারা তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সকল আচ্ছাদিত ছিল—ইহা বুঝিতে হইবে। 'বনাৎ'—বনবিহার হইতে ব্রজে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥

বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ
প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ।
বৎসান্ গৃণন্ননুগগীতপবিত্রকীর্ত্তি-
র্গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—বর্হপ্রসূনবনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গঃ (বর্হাণি ময়ূরপিচ্ছানি প্রসূনানি পুষ্পানি বনধাতবঃ গৈরিকাদয়ঃ তৈঃ বিচিত্রিতানি শোভিতানি অঙ্গানি যস্য সঃ) প্রোদ্দামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাঢ্যঃ (প্রোদ্দামৈঃ নিরর্গলৈঃ বেণ্বাদিরবৈঃ উৎসবেন আঢ্যঃ সম্পন্নঃ) গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ (গোপীদৃশাং গোপীনয়নানাং উৎসবরূপা দৃশিঃ দর্শনং যস্য সঃ) অনুগগীত পবিত্রকীর্ত্তিঃ (অনুগৈঃ অনুচরৈঃ গীতা পবিত্রা কীর্ত্তিঃ যস্য তাদৃশঃ সন্) বৎসান্ (গোশাবকান্) গৃণন্ (উপলালনৈরাহ্বয়ন) গোষ্ঠং প্রবিবেশ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তিনি ময়ূরপুচ্ছ, বন্যপুষ্প ও গৈরিকাদি ধাতুতে অঙ্গ সুশোভিত করিয়া এবং বেণু দল শৃঙ্গাদির অত্যুচ্চ ধ্বনিদ্বারা পরম সমৃদ্ধিযুক্ত হইয়া গোপীনয়নের উৎসব স্বরূপ হইয়াছিলেন। সহচরবৃন্দ তাঁহার নির্ম্মলকীর্ত্তি গান করিতেছিলেন। এইরূপে তিনি সাদরে বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—গৃণন্ উপলালনৈরাহ্বয়ন্ গোপীনাং বৎসলানাং দৃশামুৎসবরূপা দৃশির্দর্শনং যস্য সঃ ॥৪৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গৃণন্'—উপলালনাদিময় (অর্থাৎ ধবলী, শ্যামলী, যমুনা ইত্যাদি) বাক্যে

বৎসগণকে আহ্বান করিতে করিতে, 'গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ'—বাৎসল্যবতী শ্রীযশোদাদি গোপীগণের নেত্রানন্দবর্দ্ধনকারী শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ॥৪৭॥

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদানন্দসূনুনা।
হতোঽবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগুঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ ব্রজে (পিত্রাদিসমীপে) অদ্য অনেন যশোদানন্দসূনুনা (কৃষ্ণেন) মহাব্যালঃ (কশ্চিদ্ ভীষণঃ সর্পঃ) হতঃ বয়ং চ অস্মাৎ (সর্পাৎ) অবিতাঃ (রক্ষিতাঃ) ইতি জগুঃ (কীর্ত্তয়ামাসুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—বালকগণও ব্রজে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অদ্য এক ভীষণ সর্প বধ করিয়া আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—যশোদানন্দয়োর্ভাগ্যমানন্দো যশো বা যস্মাত্তথাভূতেন সূনুনেতি শাকপাথিবাদিত্বান্মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়স্তস্মান্মহাব্যালাৎ বয়ং চ অবিতাঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যশোদা-নন্দ-সূনুনা'—যশোদা ও নন্দের ভাগ্য, আনন্দ বা যশঃ যাহা হইতে, তথাভূত পুত্রের দ্বারা, এখানে শাকপাথিবাদি মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারায় সমাস হইয়াছে, অর্থাৎ অদ্য যশোদা ও নন্দের নন্দন বনে গিয়া, 'হতোঽবিতা অস্মাৎ'—একটি প্রকাণ্ডকায় সর্প বিনাশ করিয়াছে এবং তাহা হইতে আমাদিগেরও প্রাণরক্ষা করিয়াছে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথং ভবেৎ।
যোঽভূতপূর্ব্বস্তোকেষু স্বোদ্ভবেষ্বপি কথ্যতাম্ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—রাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ। (ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহমিত্যাদিনা নিজপুত্রেভ্যঃ অপি শ্রীকৃষ্ণে পরপুত্রে প্রেমাধিক্যমুক্তং ইতি কারণং পৃচ্ছতি।) (হে) ব্রহ্মন্! (ব্রজৌকসাং) স্বোদ্ভবেষু (স্বয়ং উৎপাদিতেষু) তোকেষু (বালকেষু) অপি যঃ (প্রেমা) অভূতপূর্ব্বঃ (পূর্ব্বং ন জাতঃ) পরোদ্ভবে (পরপুত্রে) কৃষ্ণে ইয়ান্ (এতাদৃশঃ) প্রেমা (স্নেহঃ) কথং ভবেৎ (ইতি) কথ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, ব্রজবাসিগণের নিজ পুত্রের প্রতিও পূর্ব্বে যে প্রেম জন্মে নাই পরপুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশ বিপুলপ্রেম কিরূপে হইল তাহা বর্ণন করুন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—"ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্। শনৈর্নিঃসীম বরৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ব্ব"-বদিত্যাদিনা স্বতোকেভ্যোঽপি পরপুত্রে কৃষ্ণে প্রেমাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্। তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মন্নিতি, পরোদ্ভবে নন্দপুত্রে স্বোদ্ভবেষু স্বস্বপুত্রেষ্বপি যঃ প্রেমা অভূতপূর্ব্বঃ ব্রহ্মমোহনাৎ পূর্ব্বং ন ভূতঃ। লোকে হি অতিগুণবত্তমাদপি পরপুত্রাৎ গুণহীনেঽপি স্বপুত্রে প্রেমাধিক্যং দৃশ্যত ইত্যতো লোকবিরুদ্ধত্বাদিদং পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! "ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু" (১০।১৩।২৬), ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৬ শ্লোকে আপনি স্ব স্ব পুত্র হইতেও পরোদ্ভব পুত্র শ্রীকৃষ্ণে ব্রজবাসিগণের স্নেহাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। সেই বাক্যে আমার আশঙ্কা এই যে ব্রজবাসী সকলের স্ব স্ব পুত্রের প্রতি যাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই, সেই ব্রজবাসিসকলের তাদৃশ প্রেম ব্রহ্মমোহনের পরে পরোদ্ভব নন্দনন্দন কৃষ্ণে কেন হইল? তাহা বর্ণন করুন। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এই—সংসারে অতি গুণবত্তম পরপুত্র হইতেও গুণহীন নিজ পুত্রে প্রেমের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু ব্রজবাসিগণের যে প্রেম স্বপুত্রেও পূর্ব্বে ছিল না, সেই অত্যুৎকট প্রেম পরোদ্ভব কৃষ্ণে কেন হইল? ইহা লোকবিরুদ্ধ-হেতু জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৪৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

সর্ব্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্যবিত্তাদ্যাস্তদ্বল্লভতয়ৈব হি ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, সর্ব্বেষাং অপি ভূতানাং স্বাত্মা এব বল্লভঃ (প্রিয়ঃ ভবতি) ইতরে (আত্মভিন্নাঃ) অপত্যবিত্তাদ্যাঃ (পুত্রধনাদয়ঃ

পদার্থাঃ) হি (নিশ্চিতং) তদ্‌বল্লভতয়া এব (তস্য আত্মনঃ বল্লভতয়া প্রিয়তয়া গৌণভাবেন ইত্যর্থঃ বল্লভাঃ ভবন্তি নতু তে সাক্ষাৎ প্রিয়াঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, নিজ আত্মাই সমস্ত প্রাণির প্রিয় হইয়া থাকে, আত্ম-ভিন্ন পুত্রধন প্রভৃতি পদার্থ আত্মার প্রিয় বলিয়া গৌণ-ভাবে প্রিয়, বস্তুতঃ সাক্ষাৎ প্রিয় নহে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ভো রাজন্, মমতাস্পদেভ্যঃ পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদহন্তাস্পদে আত্মনি প্রেমাধিক্যমিতি লোক-রীতিঃ প্রথমং দৃশ্যতাং তত এবাস্য সিদ্ধান্তো ভবিষ্যতীত্যাহ—সর্ব্বেষামিতি পঞ্চভিঃ। বল্লভঃ লোক-দৃষ্ট্যা আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ঃ। স চ প্রতিদেহমে-কৈক এব ন তথান্যে ইত্যাহ—ইতরে ইতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্! মমতাস্পদ পুত্রাদি অপেক্ষা অহন্তাস্পদ আত্মাতে প্রেমাধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে—এই লৌকিক রীতি প্রথমতঃ অব-লোকন কর, পরে ইহার সিদ্ধান্ত হইবে, এই অভি-প্রায়ে বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাং' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। 'বল্লভঃ'—লোকদৃষ্টিতে আত্মাই আত্যন্তিক প্রীতির বিষয়, তাহা প্রতিদেহে একরূপই, অপরে তদ্রূপ নহে, ইহা বলিতেছেন 'ইতরে' ইত্যাদি, অর্থাৎ দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি স্থাবরদেহধারী নিখিল প্রাণিমাত্রের স্বীয় আত্মাই বল্লভ (নিরুপাধিক অতিশয় প্রিয়), অপর যে পুত্র-বিত্তাদি জীব পর্য্যন্ত তাহার সেই পর-মাত্মার নিরতিশয় প্রিয়ত্বহেতু প্রিয় হইয়া থাকে, পরন্তু স্বভাবতঃ স্বয়ং প্রিয়কর হয় না—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ॥ ৫০ ॥

তদ্রাজেন্দ্র যথা স্নেহঃ স্বস্বকাত্মনি দেহিনাম্।
ন তথা মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, তৎ (তস্মাৎ) দেহিনাং স্বস্বকাত্মনি (স্বং স্বং আত্মানং প্রতি) যথা স্নেহঃ (ভবতি) মমতালম্বিপুত্রবিত্তগৃহাদিষু (মম এতে পদার্থাঃ ইত্যেবং ব্যবহারাস্পদেষু পুত্রাদিষু) তথা (তাদৃশঃ স্নেহঃ) ন (ভবতি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, অতএব দেহিগণের নিজ নিজ আত্মার প্রতি যেরূপ স্নেহ হয় মমতার বিষয়ী-ভূত পুত্র, ধন ও গৃহাদিতে তাদৃশ স্নেহ হয় না ॥৫১॥

বিশ্বনাথ—যথা নিরুপাধিকঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা'—আত্মা নিরূপাধিক প্রেমের আস্পদ-হেতু, প্রাণিগণের যেমন স্ব স্ব অহ-ঙ্কারাস্পদ দেহে স্নেহ দেখা যায়, তেমন মমতাস্পদ পুত্রবিত্ত-গৃহাদিতেও স্নেহ দেখা যায় না ॥ ৫১ ॥

দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসত্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহ্যনু যে চ তম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্যসত্তম, দেহাত্মবাদিনাং (দেহেষু এব আত্মত্বাধ্যাসিনাং) পুংসাং অপি দেহঃ যথা (যাদৃশঃ) প্রিয়তমঃ (ভবতি) তং (দেহং) অনু (পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ) যে চ (পদার্থাঃ গেহ কলত্রপুত্রাদয়ঃ তে) তথা (তাদৃশাঃ প্রিয়তমাঃ) ন হি (ন ভবন্তি) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে ক্ষত্রিয় সজ্জনতম, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট পুরুষগণেরও দেহ যেরূপ প্রিয় হয় দেহ-সম্বন্ধী গৃহ, স্ত্রী বা পুত্রাদি সেরূপ প্রিয়তম হয় না ॥৫২

বিশ্বনাথ—স চাত্মা মূঢ়ৈর্দেহ এব জ্ঞায়তে ইতি তন্মতেনাহ—দেহ এবাত্মেতি বদিতুং শীলং যেষাং তং দেহং অনু ভবন্তি যে পুত্রাদয়স্তে তথা ন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মূঢ়গণ দেহকেই আত্মা বলিয়া জানেন, তাহাদের মতে বলিতেছেন—'দেহাত্মবাদি-নাং', দেহই আত্মা, এরূপ বলা যাহাদের স্বভাব, অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি দেহেই আত্মার অধ্যাস করিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, এতাদৃশ দেহাত্মবাদীরও যেমন দেহটি প্রিয়তম হইয়া থাকে, তেমন দেহানুগত পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি তাহাদিগের প্রিয়-তম হয় না—এই অর্থ ॥ ৫২ ॥

দেহোঽপি মমতাভাক্ চেত্তর্হ্যসৌ নাত্মবৎ প্রিয়ঃ।
যজ্জীর্য্যত্যপি দেহেঽস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদ্যপি) দেহঃ অপি মমতাভাক্ (স্নেহভাজনং) তর্হি (তথাপি) অসৌ (দেহঃ)

আত্মবৎ প্রিয়ঃ ন ভবতি। যৎ (যস্মাৎ) অস্মিন্ দেহে জীর্য্যতি (জরাগ্রস্তে) অপি জীবিতাশা বলীয়সী (দৃশ্যতে) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—যদিও এই দেহ মমতাস্পদ তথাপি উহা আত্মতুল্য প্রিয় নহে। যেহেতু এই দেহ জরাগ্রস্ত হইলেও জীবনের আশা বলবতী থাকে অর্থাৎ দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট জানিয়া দেহত্যাগ করিতে চাহে না, সুতরাং আত্মার প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ জীবিতাশা বলবতী থাকে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—দেহাত্মবাদিনাং তেষামপি কদাচিদীষদ্বিবেকে সতি আত্মৈব প্রিয়ঃ স্যান্ন তথা দেহ ইত্যাহ—দেহোঽপি অহন্তাস্পদীভূতোঽপি দেহ ঈষদ্বিবেকেন যদি মমতাভাক্ স্যাত্তদাসৌ দেহ আত্মবৎ প্রিয়ো ন ভবেৎ। কিন্ত্বাত্মানুরোধেনৈব প্রিয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র লোকানুভবমেব প্রমাণয়তি—যদিতি। সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মনোঽতিকষ্টং দৃষ্ট্বা তদতিকষ্টং মমাত্মনো মা ভবত্বিতি বুদ্ধ্যৈব আত্মন্যতিস্নেহাদেব দেহে জীবিতাশা অধিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেহাত্মবাদিনাং'—যাহারা 'আমার এই দেহ', এই প্রকার মনে করিয়া থাকে, সেই অবিবেকী দেহাত্মবাদী সকলেরও কোন সময় বিবেক উপস্থিত হইলে যেমন আত্মা প্রিয় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহ কখন প্রিয় হয় না, তাহা বলিতেছেন —'দেহোঽপি', দেহাত্মবাদীর পক্ষে এই দেহ অহন্তাস্পদীভূত হইলেও যদি ঈষদ্ বিবেকবশতঃ মমতাস্পদীভূত (মমতাভাক্) হয়, তাহা হইলেও সেই দেহ আত্মতুল্য প্রিয় হয় না, পরন্তু আত্মানুরোধেই প্রিয় হইয়া থাকে —এই অর্থ। সেই বিষয়ে লৌকিক অনুভবই প্রমাণ দিতেছেন—'যৎ' ইত্যাদি, যেহেতু এই দেহ রোগাদি দ্বারা জীর্ণ হইলেও, মমতাস্পদ এই দেহবিষয়ে 'জীবিতাশা'—সর্ব্বত্র দেহত্যাগে আত্মার অতিশয় কষ্ট দেখিয়া, সেই অতিকষ্ট আমার আত্মার না হউক, এই বুদ্ধিতে আত্মাতে অতিশয় স্নেহ-বশতঃই দেহে জীবিতাশা, অর্থাৎ 'এই দেহ থাকুক'—এই বাঞ্ছা অধিকতর হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্।
তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ সর্ব্বেষাং অপি দেহিনাং স্বাত্মা প্রিয়তমঃ (ভবতি) এতৎ সকলং চরাচরং জগৎ তদর্থং (আত্মসুখার্থং) এব ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ—অতএব সমস্ত প্রাণিগণেরই নিজের আত্মা প্রিয়তম হয়। এই নিখিল চরাচর জগৎ সেই আত্মারই সুখের কারণ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদিতি। চরং পুত্রকলত্রাদি, অচরং গৃহঘটপটাদি। তেন লোকদৃষ্ট্যা পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদাত্মন এবাত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মাৎ'—অতএব যাবতীয় জীবসকলের পরমাত্মাই প্রিয়তম। 'চর'—বলিতে পুত্র, কলত্রাদি। অচর—গৃহ, ঘটপটাদি। দেহ, অপত্য, ঘটপটাদিরূপ সমস্ত জগৎ আত্মার সুখের নিমিত্তই প্রিয় হইয়া থাকে। এইরূপ লৌকিক দৃষ্টিতে পুত্রাদি হইতে আত্মারই আত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হইল ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং এনং কৃষ্ণং অখিলাত্মনাং (সর্ব্বজীবানাং) আত্মানং (আত্মস্বরূপং) অবেহি (জানীহি) সঃ অপি জগদ্ধিতায় অত্র মায়য়া দেহী ইব আভাতি ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—তুমি এই কৃষ্ণকে সর্ব্বজীবের আত্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে। তিনি জগতের মঙ্গলার্থ অবতীর্ণ হইয়া মায়িক উপাধি বা ভৌতিক দেহবানরূপে প্রতীত হইতেছেন (কিংবা) মূঢ়গণ তাঁহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভৌতিক দেহবান মনে করিতেছে অথবা (মায়া অর্থে কৃপা) জগৎমঙ্গলার্থ কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া সাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূলদেহধারিরূপে প্রতীত হইতেছেন ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিবক্ষিতং সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়ংস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা তস্যাপ্যাত্মন আপেক্ষিক-প্রীতিবিষয়ত্বমেব আত্যন্তিকপ্রীতিবিষয়ত্বং কেবলং কৃষ্ণস্যৈবেত্যাহ—

কৃষ্ণমিতি। অখিলানামাত্মনাং জীবানামপ্যাত্মানং পরমাত্মানমেব কৃষ্ণমবেহি, তেন পুত্রাদিষু প্রীতির্যথা দেহানুরোধেন দেহে চ প্রীতির্যথা আত্মানুরোধেন তথৈবাত্মন্যপি প্রীতিঃ পরমাত্মানুরোধেন স চ পরমাত্মা কৃষ্ণ এব মূর্ত্তঃ পূর্ণ এব। যদুক্তং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগ"দিত্যতঃ কৃষ্ণস্যৈবাত্যন্তিক-প্রীতিবিষয়ত্বাত্তত্রৈব প্রীতেঃ পরাকাষ্ঠেতি স্বপুত্রেভ্যোহপি তত্র যৎ প্রেমাধিক্যং তদুপপাদিতম্। কিঞ্চ, জীবানাং ভক্ত্যভাবাৎ মায়য়া জ্ঞানাবরণাচ্চ ভক্ত্যৈক-প্রকাশ্যে তস্মিংস্তাদৃশত্বেনানুভবো মায়িক-জীবানামভক্তানাং কথমস্তিত্যতঃ পুত্রাদিষ্বেব লোকানাং প্রীতিবিষয়ত্বেনানুভবো ন তস্মিন্, ব্রজবাসিনান্তু মায়াতীতত্বাদ্ভক্তিপূর্ণত্বাচ্চ যথার্থ এবানুভব ইত্যতস্তেষাং স্বপুত্রাদিভ্যোহপি তস্মিন্ প্রেমাধিক্যং স্বাভাবিকং বর্ত্তত এবেতি সমাধেয়ম্। জগদ্ধিতায়াবতীর্ণঃ স কৃষ্ণোহপি মায়য়া দেহীব আভাতি স্বাবিদ্যয়া মূঢ়ৈর্জীব ইব ভৌতিকদেহবান্ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, মায়য়ৈব যো দেহস্তদ্বানিব মায়োপাধিরিব প্রতীয়তে, নতু স মায়োপাধিরিত্যর্থঃ। অতএব মধুসূদন-সরস্বতীপাদৈরপি "সচ্চিৎসুখৈকবপুষঃ পুরুষোত্তমস্য নারায়ণস্য মহিমা নহি মানমেতি"। "চিদানন্দাকারং জলদরুচিসারং শ্রুতিগিরাং ব্রজস্ত্রীণাং হার"-মিত্যাদি বহুশো বর্ণিতম্। যদ্বা, ননু পরমাত্মা খল্বিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যো ন ভবেৎ। কৃষ্ণস্তু সর্ব্বৈর্দৃশ্যত এবেতি তত্রাহ—জগত এব হিতায় মায়য়া নির্হেতুকাচিন্ত্যয়া কৃপয়া সোহপি অত্র জগজ্জনেন্দ্রিয়েষু দেহীব আভাতি স্বয়মেব তদ্গ্রাহ্যত্বেন প্রকাশতে ইতি। অতর্কতদিচ্ছয়া তদগৃহীতৈরিন্দ্রিয়ৈর্বৈব স গৃহ্যতে ন পুনরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বয়মেব শব্দাদিরিব গ্রহীতুং শক্য ইতি ভাবঃ। অতএব ভাগবতামৃতধৃতং নারায়ণাধ্যাত্ম-বচনম্। "নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজ-শক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যেত্তামিতং প্রভুম্"। ইতি তত্রত্যা কারিকা চ "ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছাপ্রকাশয়া। সোহভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্রবিষয়ত্বতঃ" ইতি তত্র হি তমন্যদেশীয়ানামানুকূলজনানাং স্বরূপাদৃষ্টিদানেনৈব স্বমাধুর্য্যগ্রাহণম্, প্রতিকূলানাং কংসাদ্যসুরাণান্তু পিত্তদূষিতরসনয়া মৎস্যণ্ডিকাভোজনমিব প্রাকৃতৈরেবেন্দ্রিয়ৈস্তন্মাধুর্য্য-গ্রহণরহিতমেব দর্শনং ধ্যানাবেশ-সিদ্ধ্যর্থং আবেশ-ফলঞ্চ সর্ব্বাপরাধোপশমনপূর্ব্বকো মোক্ষঃ স এব তেষাং হিতম্। কিঞ্চ, ব্রজস্থানামৈশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্যানামন্যেষামনুকূলপ্রতিকূলানামপি যদ্যপি সদেহোবাভাতি, তদপি "দেহদেহিবিভাগোহত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদি"তি মধ্বাচার্য্যধৃত মহাবারাহ-বচনাদেব শাস্ত্রজ্ঞৈর্দেহীতি বক্তুমযোগ্যত্বাদিবশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিবক্ষিত সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতে তত্ত্বদৃষ্টিতে সেই আত্মারও আপেক্ষিক প্রীতি-বিষয়ত্বই, আত্যন্তিক প্রীতিবিষয়ত্ব কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণম্', তুমি এই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণিমাত্রের পরমাত্মা বলিয়া জানিবে। 'অখিলাত্মনাম্'—সমস্ত আত্মার, জীবগণেরও আত্মা, অর্থাৎ পরমাত্মাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিও। ইহাতে পুত্রাদিতে প্রীতি যেমন দেহানুরোধে, এবং দেহে প্রীতি যেমন আত্মানুরোধে, সেইরূপ আত্মাতেও প্রীতি পরমাত্মার অনুরোধেই, এবং সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই মূর্তিমান্ পরিপূর্ণ। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" (১০।৪২), অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! এই পৃথক্ পৃথক্ উপদিষ্ট জ্ঞান-দ্বারা তোমার কি প্রয়োজন? আমি এই চিদচিৎ সমস্ত জগৎ, প্রকৃতির অন্তর্য্যামী পুরুষ-রূপে একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণেরই আত্যন্তিক প্রীতি-বিষয়ত্বহেতু সেখানেই (সেই শ্রীকৃষ্ণেই) প্রীতির পরাকাষ্ঠা, সুতরাং নিজ পুত্রাদি হইতেও (ব্রজবাসিগণের) শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমাধিক্য দৃষ্ট হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই। আরও, জীবগণের ভক্তির অভাববশতঃ এবং মায়ার দ্বারা জ্ঞানের আবরণহেতু, একমাত্র ভক্তির দ্বারা প্রকাশ্য সেই ভগবানে তাদৃশত্বরূপে অনুভব অভক্ত মায়িক জীবগণের কি প্রকারে হইতে পারে? এইজন্য জনগণের নিজ নিজ পুত্রাদিতে প্রীতিবিষয়ত্বরূপে অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে নহে। পরন্তু মায়াতীত ও ভক্তিপূর্ণ বলিয়া ব্রজবাসিগণের যথার্থই অনুভব হইয়া থাকে, এইহেতু নিজ নিজ পুত্রাদি হইতেও শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদিগের প্রেমাধিক্য স্বাভাবিকভাবেই রহিয়াছে—ইহা সিদ্ধান্তিত হইল। 'জগদ্ধিতায়'—জগতের কল্যাণের নিমিত্ত অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণও

'মায়য়া দেহীব আভাতি'—নিজ অবিদ্যাবশতঃ মূঢ়-গণের নিকট জীবের ন্যায় ভৌতিক দেহবিশিষ্ট প্রতীত হইয়া থাকেন—এই অর্থ। অথবা—মায়ার দ্বারা রচিত যে দেহ, তদ্বিশিষ্টের ন্যায়, মায়োপাধির ন্যায় মনে করে, কিন্তু তিনি মায়োপাধি নহেন—এই অর্থ। (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জগতের হিতানুষ্ঠানমানসে এই সংসারে কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক স্বরূপশক্তি-প্রভাবে কল্পে কল্পে দেহীর ন্যায় প্রকাশ পাইয়া থাকেন, বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মাধীন মনুষ্যতুল্য নহেন)। অত-এব শ্রীল মধুসূদন সরস্বতীপাদও বর্ণনা করিয়াছেন—"সচ্চিৎ সুখৈক-বিগ্রহ পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের মহিমা কখনও নির্দ্ধারণ করা যায় না।" "যিনি চিদানন্দবিগ্রহ জলধরকান্তি শ্রুতিবাক্যের সার ব্রজ-রমণীগণের হারস্বরূপ" ইত্যাদি।

যদি বলেন—দেখুন, পরমাত্মা কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজনের দ্বারা দৃশ্য হইয়া থাকেন। তদুত্তরে বলিতেছেন—জগতের হিতের নিমিত্ত 'মায়য়া'—মায়া অর্থাৎ নির্হেতুক অচিন্ত্য কৃপাবশতঃ তিনিও এই জগজ্জনের ইন্দ্রিয়াদিতে দেহীর ন্যায় স্বয়ংই তদ্গ্রাহ্যত্বরূপে (গ্রহণীয়রূপে) প্রকাশিত হন। অতর্ক্য তদীয় ইচ্ছাবশতঃ জীবের অগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তিনি গ্রাহ্য হন, কিন্তু তাহা-দের ইন্দ্রিয়গণ নিজেই শব্দাদির ন্যায় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ভাগবতামৃতধৃত নারায়ণাধ্যাত্মবচন—"নিত্যাব্যক্তোঽপি", অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত হইয়াও স্বীয় কৃপারূপা স্বরূপশক্তি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকেন। সেই স্বরূপশক্তি ব্যতীত কোন্ ব্যক্তি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অনন্ত, পরমাত্মা শ্রীহরিকে দর্শন করিতে পারেন? অর্থাৎ তাঁহার কৃপাশক্তি ব্যতীত কেহই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন না। সেই স্থলের কারিকা—"ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা" (লঘুভাগবতামৃতে ২৫২ অঙ্কধৃত কারিকা), অর্থাৎ সেই বিভু শ্রীহরি স্বীয় ইচ্ছায় প্রকাশমান স্বপ্রকাশশক্তি দ্বারা (স্বীয় ব্যবহারে পরাপেক্ষারহিত চিচ্ছক্তি দ্বারা) নয়নে তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু নেত্রের বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হন না। এখানে জগতের হিত বলিতে অন্যদেশীয় অনুকূল জনের প্রতি স্বীয় কৃপাদৃষ্টি প্রদানের দ্বারা স্বমাধুর্য্য গ্রহণ করান এবং প্রতিকূল কংসাদি অসুরগণের নিকট পিত্তদূষিত জিহ্বাতে মিশ্রীখণ্ড আস্বাদনের ন্যায় তাহাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্যগ্রহণরহিতই দর্শন ও ধ্যানাবেশের সিদ্ধির নিমিত্ত আবেশফল সকল অপ-রাধ উপশমপূর্ব্বক মোক্ষলাভই তাহাদের হিত বুঝিতে হইবে। আরও, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য ব্রজবাসি-সকলের নিকট, এমন কি অনুকূল বা প্রতিকূল অন্যান্য জনের নিকট যদিও তিনি দেহী বলিয়াই প্রতিভাত হন, তথাপি "ঈশ্বরে কখন দেহ ও দেহী কোন বিভেদ নাই'—এই মধ্বাচার্য্য-ধৃত মহাবরাহের বচনানুসারে এখানে শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 'দেহী' বলা অযৌক্তিক বিবেচনায় 'ইব' শব্দ (দেহীর ন্যায়) প্রয়োগ করিয়াছেন ॥ ৫৫ ॥

বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ।
ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—বস্তুতঃ (যথাতত্ত্বতঃ) অত্র কৃষ্ণং জানতাং (তৎস্বরূপজ্ঞমহাজনানাং) স্থাস্নুং চরিষ্ণু চ (স্থাবরজঙ্গমাত্মকং) অখিলং (ব্রহ্মাণ্ডং) ভগবদ্-রূপং (তদাকারং প্রকাশতে) ইহ অন্যৎ বস্তু কিঞ্চন ন (প্রকাশতে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—বস্তুতঃ যাঁহারা কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড কৃষ্ণের রূপ অর্থাৎ কৃষ্ণই সর্ব্বকারণ-কারণ (কার্য্য ও কারণ অভিন্ন) কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদানি যে চাত্ম-দেহপুত্রাদ্যাস্তেঽপি বিচারবতঃ স এবেত্যাপেক্ষিক-প্রেমাস্পদত্বমপি তস্যৈবেত্যাহ—বস্তুত ইতি। বস্তু-তস্ত্বিত্যর্থঃ। কৃষ্ণং জানতাং পুংসাং মতে স্থাবর-জঙ্গমঞ্চ সর্ব্বং তদ্রূপমেব তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বাৎ কারণস্যৈব কার্য্যাকারত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপেক্ষিক প্রেমাস্পদ যে সকল নিজ দেহ, পুত্রাদি, তাহারাও বিচার করিলে সেই কৃষ্ণই, ইহাতে আপেক্ষিক প্রেমাস্পদত্বও তাঁহারই, ইহা বলিতেছেন—'বস্তুতঃ'—বাস্তবিক

পক্ষে এই অর্থ। 'কৃষ্ণং জানতাং'—যাঁহারা তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণকে বিদিত হইয়াছেন, তাদৃশ বিচারজ্ঞ মহাত্ম-গণের পক্ষে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তুই শ্রীকৃষ্ণে তদন্তর্ভূতত্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। যেহেতু তিনিই সর্ব্বকারণ-কারণ। কারণই কার্য্যরূপে রূপান্তরিত হয়—এই ভাব। (তদ্ব্যতীত অপর কোন বস্তুই সংসারে নাই, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যে বস্তু নাই, সেই বস্তুর সত্তাই নাই)॥ ৫৬॥

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥৫৭॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বেষাং অপি বস্তূনাং ভাবার্থঃ (ভাবঃ কারণং তদ্রূপোঽর্থঃ) স্থিতঃ (স্থিরঃ) ভবতি ভগবান্ কৃষ্ণঃ তস্য (কারণস্যং) অপি (কারণমিত্যর্থঃ তস্মাৎ) অতদ্‌বস্তু (কৃষ্ণসম্বন্ধরহিতং) কিং (অস্তি) রূপ্যতাম্ (নির্দ্ধার্য্যতাং কিমপি নাস্তীতি ভাবঃ)॥৫৭॥

অনুবাদ—যাবতীয় বস্তুর কারণ, প্রধান ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই কারণেরও কারণস্বরূপ। অতএব কৃষ্ণসম্বন্ধরহিত কি আছে তাহা নিরূপণ করিতে পার কি? ৫৭॥

বিশ্বনাথ—কুত ইতি তদাহ—সর্ব্বেষামপি—স্থাবরজঙ্গমানাং ভাবঃ, ভবন্ত্যস্মাদিতি ভাবঃ কারণং প্রধানং তদ্রূপোঽর্থ স্থিতঃ স্থিরো ভবতি তস্যাপি ভাবস্য ভাবঃ কারণং কৃষ্ণ এব অতঃ কিং অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্তু রূপ্যতাম্। যদ্বা, বস্তূনাং বুদ্ধীন্দ্রিয়ানাং ভাবার্থো ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ আত্মা স্থিরো ভবতি তস্যাপ্যংশত্বাত্তদ্ব্যঙ্গ্যো অংশী শ্রীকৃষ্ণঃ। অতঃ কিং অতৎ তদ্ভিন্নং বস্তু কিং কিমর্থং রূপ্যতাং স এব কেবলং সেব্য ইত্যর্থঃ॥ ৫৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে? তাহাতে বলিতেছেন—'সর্ব্বেষাং', সমস্ত বস্তুর যে 'ভাবঃ'—ভাব বলিতে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ কারণ, প্রধান ইহাই নির্ণীত হইয়াছে। অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম কিংবা প্রাকৃতাপ্রাকৃত নিখিল বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব, তাহা তৎসত্তাশ্রয় উপাদানাদি কারণেই স্থিত থাকে। সেই সমস্ত কারণেরও কারণ আবার তত্তৎসর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব শ্রীকৃষ্ণাতিরিক্ত বস্তু কি আছে, তাহা নিরূপণ কর, অর্থাৎ কিছুই নাই, ইহা জানিও। অথবা—'বস্তূনাং'—বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির 'ভাবার্থঃ'—ব্যঙ্গ অর্থ আত্মা, ইহা স্থির আছে। তাহারও অংশ বলিয়া তাহার ব্যঙ্গ অংশী শ্রীকৃষ্ণ। অতএব তাহা ভিন্ন অন্য বস্তু কিজন্য অন্বেষণ করিতেছ, সেই শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য—এই অর্থ॥ ৫৭॥

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্॥ ৫৮॥

অন্বয়ঃ—যে (জনাঃ) পুণ্যযশোমুরারেঃ (পবিত্র-কীর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণস্য) মহৎপদং (মহদাশ্রয়ং) পদপল্লবং (পাদপদ্মতরণিং) সমাশ্রিতাঃ তেষাং ভবাম্বুধিঃ (ভব-সমুদ্রঃ) বৎসপদং (গোষ্পদতুল্যঃ সুখোত্তার্যঃ ভবতি) পরং পদং (শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যং স্থানং গতিঃ ভবতি) বিপদাং (অশুভানাং) যৎ পদং (স্থানং) ন (তৎ ন ভবতি॥ ৫৮॥

অনুবাদ—যে সকল ব্যক্তি পবিত্র কীর্ত্তিশালী শ্রীকৃষ্ণের শিব-ব্রহ্মাদি মহৎদিগের আশ্রয়ভূত পাদ-পদ্মতরণি আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট এই ভব-সমুদ্র গোষ্পদ-তুল্য হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রাপ্যস্থান পরম পদ বৈকুণ্ঠ বিপদের আশ্রয়ভূত স্থান নহে॥ ৫৮।

বিশ্বনাথ—তদেবং সাধিতং শ্রীকৃষ্ণস্যৈব প্রেমাস্পদত্বং তচ্চরণাশ্রয়ৈকহেতুকান্মায়াতরণাদেবানুভব-গোচরীভবতীতি তচ্চরণশ্রয়িণামেব সর্ব্বোৎকর্ষম-ভিব্যঞ্জয়তি—সমাশ্রিতা ইতি। পুণ্যং চারু মনো-হরং যশো যস্য তস্য মুরারেঃ পদপল্লব এব প্লবস্তং যে সম্যক্ কৈবল্যেনাশ্রিতাঃ। কীদৃশং মহতাং পদ-মাশ্রয়ম্। তেষাং ভবাম্বুধির্বৎসপদং তীর্ণতর্ত্তব্য-বস্তুভানানাস্পদং ভবতি, পরং পদং নিত্যধাম শ্রীবৃন্দা-বন-বৈকুণ্ঠাদি তেষাং পরমাস্পদং, বিপদাং যৎ পদং দুর্ব্বিষয়ং তৎ খলু তেষাং কদাচিদপি ন ভবতীতি তেষাং মতিস্ততোঽন্যত্র নাসজ্জতে ইত্যর্থঃ॥ ৫৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই প্রেমাস্পদত্ব সাধিত হইল। একমাত্র তাঁহার চরণাশ্রয়েই

মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইলে তাহা অনুভবের গোচরীভূত হয়, এইজন্য তাঁহার চরণাশ্রয়িগণেরই সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রকাশ করিতেছেন—সমাশ্রিতাঃ ইত্যাদি। 'পুণ্যযশঃ'—পুণ্য বলিতে চারু মনোহর যশ যাঁহার, সেই মুরারির 'পদপল্লব-প্লবং'—পদপল্লবরূপ ভেলা যাঁহার সম্যক্‌রূপে নিষ্কপটভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন। কেমন পদপল্লব? তাহাতে বলিতেছেন—'মহৎপদং'—যাহা ব্রহ্মা, রুদ্রাদি নিখিল মহৎদিগের আশ্রয়ভূত। তাঁহাদিগের নিকট এই দুস্তর ভবসাগরও গোবৎসপদ-তুল্য অতিতুচ্ছ বা সুতর হইয়া থাকে, তীর্ণ ও তর্ত্তব্য বস্তু অলীকের ন্যায় বোধ হয়। 'পরং পদং'—আর পরমপদ নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠাদি তাঁহাদের পরম আশ্রয়স্থান হয়, পরন্তু এই দুঃখাস্পদ জগৎ তাঁহাদিগের কদাচ আশ্রয় হয় না, অর্থাৎ তাঁহাদিগের মতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হইতে অন্যত্র কখন আসক্ত হয় না—এই অর্থ ॥৫৮॥

এতৎ তে সর্ব্বমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টোঽহমিহ ত্বয়া।
তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৫৯॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) কৌমারে (পঞ্চমাব্দে) যৎ (কর্ম্ম) হরিকৃতং (কৃষ্ণেনাচরিতং তৎ) পৌগণ্ডে (ষষ্ঠ বর্ষে বালৈঃ) পরিকীর্ত্তিতং ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) ত্বয়া অহং যৎ (কারণং) পৃষ্টঃ (পূর্ব্বং জিজ্ঞাসিতঃ) এতৎ সর্ব্বং (তৎ কারণং) তে (তব সমীপে) আখ্যাতং (বস্তুতঃ ব্যাখ্যাতম্) ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পঞ্চমবর্ষে শ্রীকৃষ্ণ যে কর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন বালকগণ ষষ্ঠবর্ষে তাহা কীর্ত্তন করিয়াছিল। এবিষয়ে তুমি যে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তাহার সমস্ত তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিলাম ॥ ৫৯ ॥

এতৎসুহৃদ্ভিশ্চরিতং মুরারে-
রঘার্দ্দনং শাদ্বলজেমনঞ্চ।
ব্যাক্তেতরদ্রূপমজোর্ব্বভিষ্টবং
শৃণ্বন্ গৃণন্নেতি নরোঽখিলার্থান্ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ মুরারেঃ (কৃষ্ণস্য) সুহৃদ্ভিঃ (বয়স্য গোপালকৈঃ সহ) চরিতং (আচরিতং) অঘার্দ্দনং (অঘাসুর বিনাশং) শাদ্বলজেমনং (বনস্থ-তৃণোপরি ভোজনং) ব্যক্তেতরং (ব্যক্তাৎ জড়প্রপঞ্চাৎ ইতরং ভিন্নং প্রপঞ্চাতীতং) রূপং অজোর্ব্বভিষ্টবং (অজেন ব্রহ্মণা কৃতঃ যঃ উরুঃ মহান্ অভিষ্টবঃ স্তবঃ তং) শৃণ্বন্ (আকর্ণয়ন্) গৃণন্ (কীর্ত্তয়ন্ চ) অখিলার্থান্ (সর্ব্বাভীষ্টান্) এতি (লভতে) ॥৬০॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের বয়স্যগণের সহিত আচরণ, অঘাসুর-বিনাশ, বনস্থ তৃণের উপর ভোজন, জড় প্রপঞ্চাতীত রূপ, ব্রহ্মকৃত মহৎস্তোত্র এই সকল শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে মানব সর্ব্ব অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥৬০॥

বিশ্বনাথ—সুহৃদ্ভিশ্চরিতং "মুঞ্চন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্" নিত্যাদিনোক্তম্। ব্যক্তাৎ প্রপঞ্চাদিতরৎ। অকারান্তমার্ষম্। অজস্য উরুর্মহান্ অভি সর্ব্বতোভাবেন স্তবস্তম্ ॥ ৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুহৃদ্ভিশ্চরিতং'—বয়স্য সকলের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে আচরণ, অর্থাৎ 'মুঞ্চন্তোঽন্যোন্যশিক্যাদীন্' (১০।১২।৫), বালকগণের পরস্পর পরস্পরের শিক্য, যষ্টি প্রভৃতি অপহরণ করা, অঘাসুর মোক্ষণ, কোমল তৃণোপরি বসিয়া ভোজন, 'ব্যক্তেতরৎ'—ব্যক্ত প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধানন্দাত্মক বৎস ও বালকাদির রূপ-ধারণ, এবং ব্রহ্মকৃত এই যে সুমহৎ স্তব, তাহা (শ্রবণ, কীর্ত্তন বা পাঠ করিয়া মনুষ্য সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে) ॥ ৬০ ॥

এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্ব্রজে।
নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধৈর্মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(রামকৃষ্ণৌ) ব্রজে এবং নিলায়নৈঃ (পলায়নৈঃ) সেতুবন্ধৈঃ (সেতু-নির্ম্মাণৈঃ) মর্কটোৎপ্লবনাদিভিঃ (বানরতুল্য লম্ফনাদিভিঃ) কৌমারৈঃ (কুমারোচিতৈঃ) বিহারৈঃ কৌমারং (বয়ঃ) জহতুঃ (অতিক্রান্তবন্তৌ) ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ এইরূপে ব্রজে পলায়ন, সেতু-বন্ধন এবং বানরের ন্যায় লম্ফন প্রভৃতি কৌমার কলোচিত বিহার দ্বারা কৌমার কাল অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—"ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎকালীনং কথং ভবেদি"তি রাজপ্রশ্নোত্তরং সমাপ্য পুনস্তৎ-কথামেবাবলম্বমান আহ—এবমিতি। জহতুঃ সংবৃতবন্তৌ। নিলায়নৈঃ নিলীয়স্থিতি-তদন্বেষণাদ্যৈঃ সেতুবন্ধলঙ্কাপ্রয়াণক্ষীরাব্ধিমথনাদিভিরবতারান্তর-চরিতৈঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্দ্দশোঽয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মন্ কালান্তরকৃতং তৎ-কালীনং কথং ভবেৎ' (১০।১২।৪১) অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্! কালান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কিরূপে তৎকালীন হইতে পারে?—এইরূপ মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর সমাপন করিয়া, পুনরায় সেই কথাই অব-লম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'জহতুঃ' —শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ কৌমার কালোচিত বিহার দ্বারা কৌমার অবস্থা অতিবাহিত করিলেন। 'নিলা-য়নৈঃ'—লুক্কায়িত হইয়া অবস্থান ও তাহার অন্বেষ-ণাদি (অর্থাৎ লুকোচুরি ক্রীড়া)। 'সেতুবন্ধৈঃ'—নদ্যা-দির সেতুবন্ধন পূর্ব্বক লঙ্কাগমনের অনুকরণ এবং ক্ষীরাব্ধি-মথনাদি অবতারান্তর-চরিতের অনুকরণের দ্বারা লীলাবিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
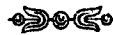
পঞ্চদশোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

ততশ্চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ ব্রজে
বভূবতুস্তৌ পশুপালসম্মতৌ।
গাশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পদৈ-
র্বৃন্দাবনং পুণ্যমতীব চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ধেনুপালন করিতে করিতে ধেনুকাসুর বধ, কালীয়-বিষ হইতে বালক-গণের রক্ষণ এবং তালফলভক্ষণাদি লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ পৌগণ্ডলীলা আবিষ্কার করিয়া এক-দিবস গোচারণ করিতে করিতে এক স্বচ্ছসরোবর-শোভিত মনোরম বনে প্রবেশপূর্ব্বক সখাগণ সহিত বনবিহার করিতে লাগিলেন। পরিশ্রান্তের ন্যায় বল-দেব গোপবালকদিগের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে স্বয়ং কৃষ্ণ অগ্রজের পদ-সম্বাহনদ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিতেন, কখনও বা স্বয়ং কোন গোপের ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শয়ন করিলে অন্য বালক তাঁহার পদ-সম্বাহন করিতেন। এইরূপে নানা-ক্রীড়ায় সর্ব্বদা রত থাকিতেন। এমন সময় শ্রীদাম, সুবল ও স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি গোপবালকগণ শ্রীরামকৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকটস্থ বিবিধ সুস্বাদু ফলপূর্ণ তালবনে ধেনুক-নামে এক গর্দ্দভরূপধারী দুর্দ্দান্ত অসুরের দৌরাত্ম্যের বিষয় কহিয়া বলিলেন, অসুরের

ভয়ে কেহই ঐ বনফল আস্বাদন করিতে পারেন না, তাহাকে সগণে বধ করাই আবশ্যক। রামকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া সহচরবৃন্দের মনোঽভীষ্ট পূরণার্থ সেই বনে গমন করিলেন। বলদেব তালবৃক্ষ কম্পিত করিয়া ফলপাতন আরম্ভ করিবামাত্র গর্দ্দভরূপী ধেনুকাসুর দ্রুত গমনপূর্ব্বক বলদেবকে আক্রমণ করিলে রাম এক হস্তে তাহার পশ্চাদ্ভাগের দুই চরণ ধারণপূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিয়া তালবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিলেন, অসুরও প্রাণত্যাগ করিল। তখন ধেনুকের জ্ঞাতিবর্গ আক্রোশ বশতঃ ক্রোধে আক্রমণ করিতে আসিলে রামকৃষ্ণ তাহাদেরও এক একটীকে ধরিয়া বধ করিয়া যাবতীয় উপদ্রবের নিবৃত্তি করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত ব্রজে প্রত্যাগমন করিলে রোহিণী ও যশোদা আসিয়া রামকৃষ্ণকে ক্রোড়ে তুলিয়া মুখচুম্বন করিলেন, পরে অন্নাদি ভোজন করিয়া রামকৃষ্ণ শয্যায় শয়ন করিলেন। অপর একদিন কৃষ্ণ অগ্রজকে সঙ্গে না লইয়া সখাদিগের সহিত কালিন্দীর তীরে গোচারণে গমন করিলেন। সেখানে গো এবং গোপগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কালিন্দীর বিষ-দূষিত জল পান করিতেই সকলে বিচেতন হইয়া নদীতটে পতিত হইলেন। পরে কৃষ্ণের অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিয়া সকলেই সবিস্ময়ে কৃষ্ণের কৃপা স্মরণ করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ (শ্রীবাদরায়ণিঃ) উবাচ। ততঃ চ পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌ (পূর্ব্বতোঽধিকরসপ্রকটন-যোগ্য ষষ্ঠাব্দারম্ভকালেন শ্রিতৌ সেবিতৌ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) ব্রজে পশুপালসম্মতৌ (পশুপালনে নিযুক্তৌ) বভূবতুঃ। সখিভিঃ সমং (বয়স্যৈঃ সহ) গাঃ চারয়ন্তৌ পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) বৃন্দাবনং অতীব পুণ্যং (চারু) চক্রতুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—অনন্তর পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ বাল্যলীলা অপেক্ষা অধিকতর রসপ্রকটনযোগ্য পৌগণ্ড বয়সের দ্বারা সেবিত হইয়া রামকৃষ্ণ ব্রজে পশুপালনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহারা সমবয়স্ক সহচরবৃন্দের সহিত গোচারণ করিতে করিতে পদচিহ্নদ্বারা সমগ্র ব্রজভূমিকে অতীব সুশোভিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ধেনূনাং রক্ষণং জ্যেষ্ঠস্তুতিঃ স্বৈঃ সহ খেলনম্।
ধেনুকস্য বধো রক্ষা বিষাৎ পঞ্চদশে গবাম্ ॥০॥

ততঃ পঞ্চমবর্ষক্রীড়ানন্তরং পশূনাং পালনে সম্মতৌ গোপৈঃ সম্মতীভূতৌ। তদ্দিনন্তু পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে দৃষ্টম্—"শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ। তদ্দিনাদ্বাসুদেবোঽভূদ্‌গোপঃ পূর্ব্বন্তু বৎসপঃ" ইতি। পদৈঃ পদ-চিহ্নৈর্ধ্বজাদিভিঃ। পুণ্যং চারু অতীবেতি। পূর্ব্বমূন-বিংশতিচিহ্নানাং চরণয়োর্লঘুত্বাদ্রেখানামতিসূক্ষ্মত্বেনা-স্পষ্টীভাবাৎ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ধেনুপালন, অগ্রজ বলদেবের স্তুতি, সখাগণের সহিত খেলা, ধেনুকাসুরের বধ ও কালীয়বিষ হইতে গো ও গোপগণের রক্ষা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ততঃ'—পঞ্চম বর্ষীয় ক্রীড়ানন্তর (পৌগণ্ড অর্থাৎ ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে), 'পশুপাল-সম্মতৌ'—শ্রীরাম-কৃষ্ণ ব্রজে পশুপালনরূপ কার্য্যে শ্রীনন্দাদি গোপগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলেন। পাদ্মে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে সেই দিন এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—'কার্ত্তিক মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি, যাহা বিজ্ঞ-জনের দ্বারা গোপাষ্টমী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, সেই দিন হইতে বাসুদেব গোপ অর্থাৎ গাভীর পালক হই-লেন, ইতঃপূর্ব্বে তিনি বৎস-পালক ছিলেন'। 'পদৈঃ'—শ্রীচরণস্থ ধ্বজ-বজ্র প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা শ্রীবৃন্দাবনকে অতীব সুশোভিত করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে ঊনবিং-শতি চিহ্নসকল চরণযুগল ক্ষুদ্রতর বলিয়া অতিসূক্ষ্ম-রূপে অস্পষ্ট ছিল ॥ ১ ॥

তন্মাধবো বেণুমুদীরয়ন্ বৃতো
গোপৈর্গৃণদ্ভিঃ স্বযশো বলান্বিতঃ।
পশূন্ পুরস্কৃত্য পশব্যমাবিশদ্-
বিহর্ত্তুকামঃ কুসুমাকরং বনম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (ততঃ) স্বযশঃ গৃণদ্ভিঃ (স্বকীর্ত্তিং গায়দ্ভিঃ) গোপৈঃ বৃতঃ বলান্বিতঃ (রামেণ সহ) মাধবঃ বেণুং উদীরয়ন্ (বাদয়ন্) পশূন্ পুরস্কৃত্য বিহর্ত্তুকামঃ (ক্রীড়নেচ্ছুঃ সন্) পশব্যং (পশুভ্যঃ

হিতং) কুসুমাকরং (বিবিধপুষ্পভূষিতং) বনং আবিশৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি নিজকীর্ত্তি কীর্ত্তনকারী গোপগণে বেষ্টিত হইয়া বলদেবসহ বেণুবাদন করিতে করিতে পশুগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বিহার কামনায় পশুগণের হিতকর বিবিধ পুষ্পশোভিত বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বনং পশব্যং পশুভ্যো হিতম্ আ-সমন্তাদবিশৎ। মাধব ইতি শ্লেষেণ বসন্ত ইব তদুল্লাসকঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্মাধবঃ'—পশুগণের হিতকর বনমধ্যে ভগবান্ মাধব শ্রীবলদেবের সহিত ও স্বযশোগায়ক বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া, 'আবিশৎ'—চারিদিক হইতে প্রবেশ করিলেন। 'মাধব' বলিতে শ্লিষ্টার্থে বসন্তের ন্যায় বনভূমির উল্লাসক ॥ ২ ॥

তন্মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং
মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃসরস্বতা।
বাতেন জুষ্টং শতপত্রগন্ধিনা
নিরীক্ষ্য রন্তুং ভগবান্ মনো দধে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মঞ্জুঘোষালিমৃগদ্বিজাকুলং (মধুরনিনাদভ্রমরপশুপক্ষিব্যাপ্তং) মহন্মনঃপ্রখ্যপয়ঃ-সরস্বতা (মহতাং মনসা প্রখ্যং তুল্যং স্বচ্ছং পয়ো যস্মিন্ তৎ সরঃ আশ্রয়ত্বেন অস্তি যস্য তেন) শত-পত্রগন্ধিনা (পদ্মসৌরভযুক্তেন) বাতেন জুষ্টং (সেবিতং) তৎ (বনং) নিরীক্ষ্য রন্তুং (বিহর্ত্তুং) মনঃ দধে (অভিললাষ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তথায় ভগবান্ মধুররবকারী ভ্রমর, পশু ও পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, মহজ্জনের হৃদয়তুল্য স্বচ্ছ-সলিলময় সরোবর সমন্বিত এবং সরোবরস্থ কমল সকলের পরিমলবাহী বায়ুসেবিত বন নিরীক্ষণ করিয়া বিহার করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ পঞ্চেন্দ্রিয়াহলাদকং বনং নিরীক্ষ্য মঞ্জুঘোষা অলয়ো মৃগা দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ তৈর্ব্যাপ্ত-মিতি বিবিধেন স্বৌস্বর্য্যেণ শ্রোত্রস্য বাতেন জুষ্টং সেবিতমিতি ব্যঞ্জিতেন মান্দ্যেন মহতাং মনঃপ্রখ্যং মনঃসদৃশং শীতলমধুরস্বচ্ছং পয়ো যত্র তৎ সর আশ্রয়ত্বেনাস্তি যস্য তেনেতি শৈত্যেন চ ত্বগিন্দ্রিয়স্য, মাধুর্য্যেণ রসনায়াঃ, শতপত্রগন্ধিনেতি সৌরভ্যেণ নাসায়াঃ, শতপত্রস্য সৌন্দর্য্যেণ নেত্রস্যাপ্যাহলাদকম্ ॥৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎ নিরীক্ষ্য'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহলাদক সেই বৃন্দাবন সন্দর্শন-পূর্ব্বক ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত অভিলাষী হইলেন। পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহলাদকত্ব দেখাইতেছেন—'মঞ্জু-ঘোষালি-মৃগ-দ্বিজাকুলং', সুমধুর রবকারী ভ্রমর, মৃগ ও পক্ষিগণ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, ইহাতে বিবিধ স্বৌস্বর্য্যের দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের। 'বাতেন জুষ্টং'—মৃদুমন্দ বায়ুর দ্বারা সেবিত, ইহাতে মান্দ্য, 'মহন্মনঃ-প্রখ্যপয়ঃ-সর-স্বতা'—মহৎ লোকের মনের মত স্বচ্ছ জলের দ্বারা পূর্ণ সরোবরের সংস্পর্শে শীতল এবং সেই সরোবরস্থ কমল-সকলের পরিমলবাহী পবনসেবিত সেই বন। এখানে শৈত্যের দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়ের, মাধুর্য্যের দ্বারা রসনার, পদ্মগন্ধের সৌরভ্যের দ্বারা নাসিকার এবং কমলসমূহের সৌন্দর্য্যের দ্বারা নেত্রেন্দ্রিয়েরও আহলা-দকত্ব বর্ণিত হইল ॥ ৩ ॥

স তত্র তত্রারুণপল্লবশ্রিয়া
ফলপ্রসূনোরুভরেণ পাদয়োঃ।
স্পৃশচ্ছিখান্ বীক্ষ্য বনস্পতীন্মুদা
স্ময়ন্নিবাহাগ্রজমাদিপুরুষঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ আদিপুরুষঃ (ভগবান্) তত্র তত্র (বনপ্রদেশে) ফলপ্রসূনোরুভরেণ (ফলপুষ্পগুরুভারেণ হেতুনা) অরুণপল্লবশ্রিয়া (তাম্রবর্ণকিশলয়কান্ত্যা) পাদয়োঃ (ভগবৎপাদযুগলে) স্পৃশচ্ছিখান্ (স্পৃশন্ত্যঃ শিখাঃ শাখাগ্রাণি যেষাং তান্) বনস্পতীন্ (বৃক্ষান্) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) মুদা (হর্ষেণ) স্ময়ন্ ইব (বিস্মিত ইব) অগ্রজং (বলদেবং) আহ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই বনপ্রদেশে সর্ব্বত্র অরুণবর্ণ সৌন্দর্য্যে শোভিত বনস্পতিগণ ফলপুষ্পের গুরুতর-ভারে নতশাখ হইয়া চরণযুগলস্পর্শ করিতেছে দেখিয়া আদি-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ নিজ অগ্রজ বলদেবকে হর্ষসহ-কারে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অরুণপল্লবানাং শ্রীঃ শোভা তয়া সহ অধোমুখত্বেন পাদস্পর্শনাৎ ফলানাং প্রসূনানাঞ্চোরু-

ভরেণ পাদয়োঃ স্পৃশন্ত্যঃ শিখা যেষাং তান্ বনস্পতীন্ বৃক্ষান্ বিলোক্য স্ময়ন্ স্ময়মান ইতি বিবক্ষিতস্য বনস্পতীনামুৎকর্ষস্য পর্য্যবসানং স্বোৎকর্ষ এব স্যাৎ স্বোৎকর্ষস্য চ স্বয়মুক্ত্যনৌচিত্যাৎ। মুদেতি আনন্দজনিতেন গাম্ভীর্য্যাভাবেনোক্ত্যা বিনা স্থাতুমশক্তেশ্চ রামে সখ্যভাবোত্থেন স্মিতেনাননেন স্বমহোৎকর্ষারোপস্তত্রৈব ব্যঞ্জিতঃ। অত্র এবাগ্রিমশ্লোকে আদিপুরুষেতি স্বনাম্নাপি তস্য সম্বোধনং করিষ্যতে, ইবেতি মদভিপ্রায়মিদং মদগ্রজো মা বুধ্যতামিতি স্মিতনিহ্নুবান্নতু স্ময়ন্নিত্যর্থঃ। তথাহি—"শ্রীবৃন্দাবনতদ্বাসিমাধুর্য্যোল্বণচেতসা। তৎস্তবে হরিণারব্ধে নিজোৎকর্ষাবসায়িনম্। তমালোচ্য ততো রামমপদিশ্য ব্যধায়ি সঃ॥ অতোহত্র নৈব তাৎপর্য্যং রামোৎকর্ষানুবর্ণনে। সখ্যভাবাত্তদা রামে নর্ম্মণেদমুদীরিতম্"। ইতি ভাগবতামৃতীয়া সার্দ্ধকারিকা। আদিপুরুষ ইতি তদনুজত্বেহপি স্বয়ং ভগবত্ত্বাত্তদাদিঃ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র তত্র অরুণপল্লবশ্রিয়া'—সেই বনের স্থানে স্থানে অরুণবর্ণ নব পল্লবসমূহের সৌন্দর্য্যযুক্ত বৃক্ষসকল ফল ও পুষ্পের গুরুভারে অবনত হইয়া স্ব স্ব শাখার অগ্রভাগ দ্বারা আপন চরণযুগল স্পর্শ করিতেছে, ইহা অবলোকন করিয়া আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আনন্দভরে হাস্য করিতে করিতেই যেন অগ্রজ শ্রীবলদেবকে বলিতে লাগিলেন। এখানে বিবক্ষিত বৃক্ষসমূহের উৎকর্ষ নিজের উৎকর্ষেই পর্য্যবসিত হইবে, অথচ নিজের উৎকর্ষ নিজমুখে বর্ণন করা অনুচিত, এবং 'মুদা'—আনন্দভরে গাম্ভীর্য্যের অভাব এবং না বলিয়াও থাকিতে অসমর্থহেতু সখ্যভাবোত্থ ঈষৎ হাস্যের দ্বারা নিজ মহোৎকর্ষ শ্রীবলরামে আরোপ করিতেছেন। এখানে ও পরবর্ত্তী শ্লোকে 'আদিপুরুষ' এই নিজ নামের উল্লেখেও তাঁহার সম্বোধন করিবেন। 'স্ময়ন্ ইব'—হাস্য করিয়াই যেন, এখানে 'ইব'-শব্দের প্রয়োগে আমার এই অভিপ্রায় আমার অগ্রজ শ্রীবলদেব না বুঝুন, এইজন্য হাস্য গোপন করিতেছেন, কিন্তু হাস্য করিয়া নহে—এই অর্থ। যেমন শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবৃন্দাবন-তদ্বাসি-মাধুর্য্যোল্বণচেতসা" (২৩৬ করিকা), অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন ও তদ্বাসিগণের মাধুর্য্য দর্শনে অত্যন্ত সতৃপ্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা নিজেরই উৎকর্ষে পর্য্যবসায়িত হয় জানিয়া এবং নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা অনুচিত মনে করিয়া শ্রীবলরামের প্রশংসাচ্ছলে ঐরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন। অতএব এই শ্লোকের তাৎপর্য্য, বলরামের উৎকর্ষ-বর্ণনে নহে, পরন্তু বলদেবের সহিত সখ্যভাব-বশতঃ পরিহাস করিয়াই তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের ঐরূপ উক্তি। 'আদিপুরুষঃ'—শ্রীবলরামের কনিষ্ঠ হইলেও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া তাঁহারও আদি শ্রীকৃষ্ণ॥ ৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অহো অমী দেববরামরার্চ্চিতং
পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন-
স্তমোহপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্॥ ৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেববর, অহো অমী (বনস্পতয়ঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) তরুজন্ম (বৃক্ষত্বেন জন্মগ্রহণং) যৎকৃতং (যেন অজ্ঞানেন কৃতং) তমোহপহত্যৈ (তস্য তমসঃ অজ্ঞানস্য অপহত্যৈ নাশায়) শিখাভিঃ (অগ্রদেশৈঃ) সুমনঃ ফলার্হণং (পুষ্পফলরূপপূজোপকরণং) উপাদায় (গৃহীত্বা) অমরার্চ্চিতং (দেবৈরপি পূজিতং) তে (তব বলদেবস্য) পাদাম্বুজং (পাদপদ্মং) নমন্তি॥ ৫॥

অনুবাদ—হে দেববর, এই বৃক্ষসকল নিজদিগের বৃক্ষজন্মের হেতুভূত অজ্ঞানের বিনাশ জন্য অগ্রভাগে পুষ্পফলরূপ পূজার উপকরণ গ্রহণ করিয়া দেবগণ-পূজ্য ভবদীয় পাদপদ্মে প্রণত হইতেছে॥ ৫॥

বিশ্বনাথ—স্বীয়পুষ্পফলাদিভিঃ স্বপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাবর্চ্চয়াম ইতি মনোহনুলাপং যুষ্মাকমহং জানামীতি স্ববিজ্ঞত্বং পরমভক্তান্ শ্রীবৃন্দাবনীয়বৃক্ষান্ কটাক্ষেণ জ্ঞাপয়ন্নগ্রজমাহ—অহো ইতি। শিখাভিঃ স্বস্বশিরোভিরুপায়নং তত্তদুপাদায় পাদাম্বুজং নমন্তীতি ভক্ত্যা শিরোভিরেব চরণয়োস্তত্তদর্পয়ন্তীত্যর্থঃ। কিমর্থম্ আত্মনস্তমসোহপরাধস্যাপহত্যৈ যেনাপরাধেন কৃতমুৎপাদিতং তরুজন্ম। হন্তাস্মাভিরপরাধ এব কশ্চিৎ কৃতঃ যৎ কৃষ্ণসন্নিধিগমনাসমর্থমস্মাকং তরুজন্ম বিধাত্রা কৃতমিতি তেষামনুরাগোত্থং বচন-

মেবান্ববোচদ্ভগবান্, বস্তুতস্তু ব্রহ্মাদিভিরপি প্রার্থ্যমানত্বাদ্ বৃন্দাবনীয়তরুজন্ম নাপরাধফলমিতি জ্ঞেয়ম্ ।।৫।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বীয় পুষ্পফলাদির দ্বারা নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগল অর্চ্চনা করিব—তোমাদের এই মনোগত অভিলাষ আমি জানি, এইরূপ স্ববিজ্ঞত্ব পরমভক্ত শ্রীবৃন্দাবনীয় বৃক্ষগণকে কটাক্ষের দ্বারা জ্ঞাপন করতঃ শ্রীবলরামকে বলিতেছেন—অহো! এই বৃক্ষগুলি 'শিখাভিঃ'—স্ব স্ব শিখার অগ্রভাগ দ্বারা পুষ্পফলরূপ পূজোপকরণাদি উপাদেয়ত্বরূপে গ্রহণ করিয়া তোমার পদারবিন্দে প্রণাম করিতেছে, অর্থাৎ ভক্তিতে মস্তকের দ্বারাই তোমার চরণযুগলে তাহা অর্পণ করিতেছে, এই অর্থ। কিজন্য অর্পণ করিতেছে? তাহাতে বলিতেছেন—'তমোঽপহত্যৈ', যে অপরাধে ইহাদিগের তরুজন্ম হইয়াছে, সেই অপরাধের পরিহার করিবার নিমিত্ত। হায়! আমরা এমন কোন অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে কৃষ্ণসন্নিধানে গমনের অসামর্থ্য-রূপ তরুজন্ম বিধাতা আমাদের দিয়াছেন। এইরূপ তাহাদের অনুরাগোত্থ বচনই ভগবান্ অনুবাদ করিলেন, পরন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় শ্রীবৃন্দাবনীয় তরুজন্ম অপরাধের ফল নহে, ইহা জানিতে হইবে ।। ৫ ।।

এতেঽলিনস্তব যশোঽখিললোকতীর্থং
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপদং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবম্ ।।৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, (শুদ্ধপুরুষ,) (হে) আদিপুরুষ, এতে অলিনঃ (ভ্রমরাঃ) অখিললোকতীর্থং (সকললোকপাবনং) তবঃ যশঃ গায়ন্তঃ (সন্তঃ) অনুপথং ভজন্তে (তব পশ্চাদ্‌গামিনঃ ভবন্তি)। অমী (ভ্রমরাঃ) ভবদীয়মুখ্যাঃ (ভবতঃ নানারূপস্য নিয়তোপাসকাঃ তেষু মুখ্যাঃ) মুনিগণাঃ প্রায়ঃ (মুনিসমূহাঃ এব ইতি সম্ভাবয়ামি অতএব) গূঢ়ং (অন্যরূপোপাসকৈরবজ্ঞাতং) আত্মদৈবং (নিজারাধ্যং ভবন্তং) বনে অপি ন জহতি (ন ত্যজন্তি)। (ভবান্ যথা গোপালকবেষগ্রহণেন বনমাগতঃ তথা এতে ভবদুপাসকাঃ মুনয়ঃ অপি ভ্রমররূপেণ ত্বামনুগতাঃ ইতি ভাবঃ)।।৬।।

অনুবাদ—হে অনঘ, হে আদিপুরুষ, এই ভ্রমরগণ নিখিল লোকপাবন ভবদীয় যশোগান করিতে করিতে আপনার অনুগমন করিতেছে। ইহারা নিশ্চয়ই ভবদীয় উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুনিবৃন্দ হইবেন, এইরূপ আমার মনে হইতেছে। অন্যরূপোপাসকদিগের দুর্ব্বোধ্য নিজ আরাধ্যদেব আপনাকে বনেও পরিত্যাগ করিতেছে না ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—তত্রত্যান্ জঙ্গমান্ স্তৌতি দ্বাভ্যাম্। এতেঽলিনো ভ্রমরাঃ অনুপথং তদঙ্গসৌরভানুসারিত্বাৎ, বনে কুচিদ্রহস্যলীলার্থং গূঢ়ং সহচরাদ্যগম্যমপি ত্বাং ন জহতি ন ত্যজন্তি। হে অনঘেতি তত্র গমনেঽপ্যেষাং ত্বঘং ত্বং ন গৃহ্নাসি। তস্মাদেতে ভবদীয়মুখ্যা এব মুনিগণা রহস্যলীলামননশীলা ভ্রমরীভবন্তি, তেন ভো ভ্রমরাঃ! মদতিরহস্য-কুঞ্জমপি প্রবিশ্যাস্মৎ-সৌরভ্যমাস্বাদয়তমাসঙ্কুচতেতি তান্ প্রতি প্রসাদো ধ্বনিতঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীবৃন্দাবনীয় জঙ্গমদিগকেও প্রশংসা করিতেছেন দুইটি শ্লোকে। 'এতে অলিনঃ'—এই ভ্রমর সকল তোমার অঙ্গসৌরভের অনুসারে পথে পথে তোমার অনুগমন করিতেছে। বনে রহস্য লীলার নিমিত্ত গূঢ়ভাবে সহচরাদির অগম্য স্থানে তুমি গমন করিলেও তোমাকে ইহারা পরিত্যাগ করিতেছে না। হে অনঘ! সেখানে গমন করিলেও ইহাদের অপরাধ তুমি গ্রহণ কর না। অতএব ইহারা ভবদীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ মুনিগণ তোমার রহস্যলীলা মননশীল হইয়া ভ্রমররূপে বিচরণ করিতেছে। অতএব হে ভ্রমরগণ! আমার অতি রহস্য কুঞ্জেও প্রবেশ করিয়া আমাদের সৌরভ্য তোমরা অসঙ্কোচে আস্বাদন কর—এইরূপ তাহাদের প্রতি তোমার প্রসাদ ধ্বনিত হইল। (তাৎপর্য্য—তুমি মনুষ্যবেশে নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিলে, তোমার ভক্ত মুনিগণও ভ্রমরবেশে গুপ্তভাবে তোমাকে ভজনা করিতেছে।) ।।৬

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সূক্তৈশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ।।৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) ঈড্য (হে স্তুত্য,) অমী শিখিনঃ (ময়ূরাঃ) মুদাঃ (হর্ষেণ) নৃত্যন্তি হরিণ্যঃ গোপ্যঃ ইব (গোপাঙ্গনা ইব) ঈক্ষণেন (দৃষ্টিপাতেন) তে (তব) প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি। কোকিলগণাঃ চ সূক্তৈঃ (সুমধুরধ্বনিভিঃ তে প্রিয়ং কুর্ব্বন্তি) বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ এতে) ধন্যাঃ (প্রশংসনীয়াঃ) গৃহং আগতায় (অতিথিজনস্য তুষ্টয়ে) সতাং (সাধূনাং) ইয়ান্ হি নিসর্গঃ (এষ এব স্বভাবঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে স্তবনীয় পুরুষবর, এই ময়ূরগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। হরিণীগণ গোপরমণীগণের ন্যায় দৃষ্টিপাতদ্বারা এবং কোকিলগণ সুমধুর ধ্বনিতে আপনার প্রীতিসাধন করিতেছে। এই সকল বনবাসী ধন্য। গৃহাগত অতিথির সন্তোষের জন্য এরূপ আচরণ সজ্জনগণের স্বভাবসিদ্ধ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তে গৃহমাগতায় ত্বাং গৃহমাগতং সম্মানয়িতুং সূক্তৈঃ প্রিয়ং কুর্ব্বন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ইয়ান্ সতাং নিসর্গ ইতি নৃত্য-সহর্ষাবলোকনপ্রিয়বচনৈর্গৃহাগতস্য সাধোঃ সম্মাননমিতি সতাং স্বাভাবিকোধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে গৃহমাগতায়'—তাহাদের গৃহে আগত তোমাকে এই কোকিলকুল, 'সূক্তৈঃ'—শ্রোত্র-সুখপ্রদ কলকল ধ্বনিতে তোমার প্রিয় সাধন করিতেছে। 'ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ'—গৃহাগত অভ্যাগতকে নৃত্য, সহর্ষ অবলোকন ও প্রিয়বচনের দ্বারা সম্মান করা, ইহাই সাধুদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—অদ্য ইয়ং ধরণী ধন্যা ত্বৎপাদস্পৃশঃ (তব পাদযুগলস্পর্শং লভমানাঃ) তৃণবীরুধঃ (তৃণলতাশ্চ ধন্যাঃ) করজাভিমৃষ্টাঃ (তব নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ) দ্রুমলতাঃ (বৃক্ষলতিকাঃ ধন্যাঃ) সদয়াবলোকৈঃ (তব সকরুণ-কটাক্ষপাতৈঃ) নদ্যঃ অদ্রয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) খগমৃগাঃ (পশুপক্ষিণঃ ধন্যাঃ) শ্রীঃ (লক্ষ্মীরপি) যৎস্পৃহা (যস্মৈ স্পৃহয়তি যল্লাভং বাঞ্ছতি তেন) ভুজয়োঃ অন্তরেণ (বক্ষঃপ্রদেশেন) গোপ্যঃ (গোপাঙ্গনাঃ) অপি (ধন্যাঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই পৃথিবী পূর্ব্বে বিবিধ অবতারের চরণস্পর্শ-সৌভাগ্যলাভ করিলেও আপনার স্বয়ংরূপ-অবতারে সম্প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। তৃণলতাসকল আপনার পদযুগলস্পর্শে, বৃক্ষলতাগণ আপনার নখসমূহের স্পর্শে, নদী-পর্ব্বত ও পশুপক্ষিগণ ভবদীয় সকরুণ কটাক্ষপাতে এবং শ্রীদেবীও যাঁহার জন্য লালায়িত, আপনার সেই বক্ষঃপ্রদেশলাভে ধন্য হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং তত্তৎকর্ত্তৃকসেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরামকর্ত্তৃকপ্রসাদেনাপি তানেবানুক্তৈরন্যৈশ্চ সহিতান্ স্তৌতি—ধন্যেয়ং ধরণী অদ্যেত্যবতারগতস্থূলকালমালম্ব্যোক্তি-বাচকেন পদেন ত্বৎস্বরূপবরাহশেষস্পর্শাদপি ত্বৎস্পর্শোঽস্যা অতি সুখদ ইতি দ্যোতিতম্। কুতো ধন্যেয়মিতি চেৎ ধরণীস্থানাং তৃণাদীনামপি ত্বৎসম্পর্কাদেব ইত্যাহ—তৃণানি চ বীরুধশ্চ তাস্ত্বৎপাদাভ্যাং স্পৃক্ স্পর্শো যাসাং তথাভূতাঃ যতঃ দ্রুমা লতাশ্চ করজৈঃ পুষ্পত্রোটনার্থং নখৈরভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ যতঃ নদ্যাদয়শ্চ সকৃপাবলোকৈঃ। যদ্বা, সন্ "অয়ঃ শুভাবহো বিধি"র্যেভ্যস্তথাভূতৈরবলোকৈঃ সহিতা যতঃ কিঞ্চিৎ সুগন্ধশীতলাং গোপীপর্য্যায়াং শারিবাং বল্লীং বক্ষসি কৌতুকেন ধ্রিয়মাণাং বিলোক্যাহ,—গোপ্যঃ শ্যামবল্ল্যোঽপি ভুজয়োরন্তরং বক্ষস্তেন সহিতা যতঃ শ্রীঃ শোভাপি যস্মৈ স্পৃহয়তি সা। যা বল্লী শোভামপি শোভয়তীত্যত এব বক্ষসি ত্বয়া ধ্রিয়ত ইতি ভাবঃ। পক্ষে, গোপ্যো ব্রজসুন্দর্য্যঃ যৎস্পৃহা যস্মৈ ভুজান্তরা লক্ষ্মীরপি স্পৃহয়তি। তথাহি ভাগবতামৃতীয়াঃ কারিকাঃ—"সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি বৈকুণ্ঠেশিতুরিন্দিরা। কৃষ্ণোরঃ-স্পৃহয়াস্যৈব রূপং বিবৃণুতেঽধিকম্ ॥ পৌরাণিকমুপাখ্যানমত্র সংক্ষিপ্য লিখ্যতে। শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধা ততস্তপঃ। কুর্ব্বতন্তীং প্রাহ তাং কৃষ্ণঃ কিং তে তপসি কারণম্। বিজিহীর্ষে ত্বয়া গোষ্ঠে গোপীরূপেতি সাঽব্রবীৎ। তৎদুর্ল্লভমিতি প্রোক্তা লক্ষ্মীস্তং পুনরব্রবীৎ। স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্তুমিচ্ছামি বক্ষসি। এবমস্ত্বিতি সা তস্য তদ্রূপা বক্ষসি স্থিতে"তি ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে তাহাদের কর্তৃক সেবার দ্বারা তাহাদিগকে স্তুতি করিয়া, শ্রীবলরাম কর্তৃক প্রসাদের দ্বারাও তাহাদিগের স্তুতি করিতেছেন —'ধন্যেয়মদ্য ধরণী', এই ধরণী পূর্ব্ব হইতেই তোমার বিচিত্র অবতার-সকলের স্পর্শ-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী হইয়াছে। বিশেষতঃ তোমার স্বরূপ-ভূত শ্রীবরাহ ও শেষের প্রসাদে অতিশয় মাহাত্ম্য প্রাপ্তা হইয়াও অদ্য তোমার অবতার দ্বারা পরমধন্যা বা পরম প্রশংসনীয়া হইয়াছে। ইহাতে শ্রীবরাহ ও শেষের স্পর্শ হইতেও তোমার স্পর্শ ইহার অতিসুখদ —ইহা দ্যোতিত হইল। কি প্রকারে এই পৃথিবী ধন্যা? তাহাতে ধরণীস্থ তৃণাদিরও তোমার সম্পর্কে কৃতার্থতা বলিতেছেন—'তৃণবীরুধঃ', অতিক্ষুদ্র শ্রীবৃন্দাবনীয় তৃণলতা দূর্ব্বাদিও তোমার চরণস্পর্শে ধন্য হইতেছে। ততোধিক তরুলতাগুলিও পুষ্পচয়-নের সময় তোমার নখস্পর্শে ধন্য হইতেছে এবং তোমার কৃপাবলোকন দ্বারা যমুনাদি নদী, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত ও মৃগপক্ষিসকল কৃতার্থ হইতেছে। অথবা—'সদয়' বলিতে অয়-শব্দ শুভাবহ বিধি, যাহাদের পক্ষে তোমার অবলোকন শুভ-সূচক, তাদৃশ অবলোকনের সহিত। আবার কিছু সুগন্ধ-শীতলা গোপী-নামক শারিবা বল্লীকে (শ্যামলতাকে) কৌতুকবশতঃ বক্ষে ধারণ করিতে দেখিয়া বলিতেছেন—'গোপ্যঃ'—শ্যাম-বল্লীও তোমার ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের আলি-ঙ্গন বাসনা করে, যেহেতু 'শ্রীঃ'—শোভাও যাহাকে স্পৃহা করে। যে বল্লী শোভাকেও সুশোভিত করে, এইজন্য তুমি বক্ষে ধারণ করিতেছ—এই ভাব। পক্ষে—'গোপ্যঃ'—ব্রজসুন্দরীগণ এবং স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও যে বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন স্পৃহা করিয়া থাকেন। (অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মী যে বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন বাসনা করিয়া থাকেন, সেই আলিঙ্গন লাভ করিয়া গোপী অর্থাৎ শ্যামলতাগুলিও পরম ধন্যা হইয়াছে)। যেমন লঘু-ভাগবতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"সদা বক্ষঃস্থলস্থাপি" (২৩৬ অঙ্ক-ধৃত কারিকা), অর্থাৎ তোমার ভুজান্তর —বক্ষঃস্থল, তদ্দ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণ ধন্যা, যৎস্পৃহা—যে বক্ষঃস্থলের স্পৃহা লক্ষ্মীদেবীও করিয়া থাকেন। সেই বক্ষঃস্থলের স্পৃহাই কেবলমাত্র লক্ষ্মীদেবীর আছে, কিন্তু তাঁহার তাহা পাইবার যোগ্যতা নাই। লক্ষ্মীদেবী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়াও, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলের স্পৃহা করিয়া, স্বীয়পতি পরমব্যোমাধিপতি নারায়ণ-রূপের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণরূপের আধিক্য দেখাইলেন। এই বিষয়ে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে লিখি-তেছি—কোন সময়ে লক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাতে লুব্ধা (লোভান্বিতা) হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার তপস্যার কারণ কি?" লক্ষ্মী-দেবী বলিলেন—"আমি গোপীরূপ ধারণপূর্ব্বক তোমার সহিত বৃন্দাবনে বিহার করিব, এইরূপ অভিলাষ করি।" "তাহা দুর্ল্লভ"—এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ বলিলে লক্ষ্মীদেবী পুনরায় বলিলেন—"হে নাথ! আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন —"আচ্ছা তাহাই হইবে।" তদবধি লক্ষ্মীদেবীও স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং বৃন্দাবনং শ্রীমৎকৃষ্ণঃ প্রীতমনাঃ পশূন্।
রেমে সঞ্চারয়ন্নদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু সানুগঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শুকঃ উবাচ। প্রীতমনাঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) এবং শ্রীমৎ (শ্রীযুক্তং) বৃন্দাবনং (প্রতি) প্রীতঃ (সন্) সানুগঃ (অনুচরৈঃ সহ) পশূন্ সঞ্চা-রয়ন্ অদ্রেঃ সরিদ্‌রোধঃসু (পর্ব্বতসমীপস্থনদীতটেষু) রেমে (বিহারং চকার) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সৌন্দর্য্যময় বৃন্দাবনধামের প্রতি প্রীত হইয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে অনুচরগণের সহিত পশু সঞ্চারণ করিতে করিতে পর্ব্বতসমীপস্থিত নদীতটসমূহে বিহার করি-তেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবমিতি স্পষ্টম্। যদ্বা, ইত্থমগ্রজং পরিতোষ্য গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরিতি নিজোক্ত্যে-বোদ্দীপ্তকন্দর্প-স্তৎসঙ্গ এব গাঃ সখীংশ্চ নিযুজ্য ভোঃ শ্রীমদার্য্য, ক্ষণমহমত্র সুবলেন সার্দ্ধং গোবর্দ্ধনকন্দরা-রোধসি বিশ্রম্যাগন্তাস্মি ত্বমগ্রে কালিন্দীরোধঃসু

তাবদ্বিহরেত্যুক্ত্বা ততো বিযুজ্য পৌগণ্ডেঽপি কৈশোরাবির্ভাবাদ্রহসি ব্রজবালাভিঃ সার্দ্ধং রেমে ইত্যাহ—এবমগ্রজং স্তুত্যা তদ্দ্বারৈব পশূন্ বৃন্দাবনং সঞ্চারয়ন্ অদ্রেঃ সরিতো মানসগঙ্গায়া রোধঃসু রেমে ইত্যন্বয়ঃ। শ্রীমতী ব্রজযোষিন্মুখ্যা সৈব প্রীতা প্রেমবতী যস্মিন্ সঃ। কুলালকর্ত্তৃকো ঘট ইতিবৎ প্রীতেত্যস্য বিশেষত্ববিবক্ষয়া পরনিপাতঃ। অতএব প্রীতমনাঃ অনুগাভিঃ সখীভিঃ সহিতঃ ব্যাখ্যানস্যাস্য রহস্যত্বাদেতস্যাবরকং রত্নস্য কনকসম্পুটমিব ব্যাখ্যান্তরমবতারিকাং বিনৈবাস্তি তদ্যথা শ্রীমন্তো বলদেবাদ্যাঃ প্রীতা যস্মিন্ সঃ। সানুগঃ অনুগৈঃ সহিতঃ। অন্যৎ সমানম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবম্'—ইত্যাদি স্পষ্টার্থ। অথবা—এই প্রকারে অগ্রজকে পরিতুষ্ট করিয়া, 'গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োঃ'—গোপবালাগণ যাঁহার ভুজযুগলের মধ্যবর্ত্তী বক্ষঃস্থলের আলিঙ্গন স্পৃহা করেন—এইরূপ নিজ উক্তির দ্বারা স্বয়ং উদ্দীপ্ত-কন্দর্প হওয়ায়, শ্রীবলদেবের সহিত গাভী ও সখাগণকে নিযুক্ত করিয়া, 'হে আর্য্য! আমি ক্ষণকাল সুবলের সহিত গোবর্দ্ধন-কন্দরের সানুপ্রদেশে বিশ্রাম করিয়া আসিতেছি, তুমিও ততক্ষণ কালিন্দীর তটে বিহার কর'—এই বলিয়া তাহাদের হইতে পৃথক্ হইয়া পৌগণ্ড কালেও কৈশোরের আবির্ভাবহেতু শ্রীকৃষ্ণ নির্জ্জনে ব্রজবালাগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। ইহা বলিতেছেন—'এবম্'—এইরূপ অগ্রজের স্তুতি করিয়া তাঁহার দ্বারাই পশুগণকে বৃন্দাবনে বিচরণ করিতে পাঠাইয়া, 'অদ্রেঃ সরিদ্রোধঃসু'—নিজে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী মানসগঙ্গার তটে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'শ্রীমৎ-প্রীতমনাঃ', শ্রীমতী ব্রজযোষিদ্গণের মুখ্যা (শ্রীরাধিকা), তিনি যাঁহাতে প্রেমবতী। এখানে 'কুলালকর্ত্তৃক ঘট'—এইরূপ প্রয়োগের ন্যায় 'প্রীত'-শব্দের বিশেষত্ব—বিবক্ষায় পরনিপাত হইয়াছে। অতএব অনুগতা সখীগণের সহিত 'প্রীতমনাঃ'—এইরূপ ব্যাখ্যানের রহস্যত্বের আবরক 'রত্ন যেমন কনকসম্পুটের মধ্যে নিহিত থাকে'—তদ্রূপ অবতারিকা বিনা ব্যাখ্যান্তর যথা—শ্রীযুক্ত বলদেবাদি প্রীত যাঁহাতে, সেই কৃষ্ণ অনুগত জনের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। অন্য অর্থ সমান ॥ ৯ ॥

কৃচিদ্গায়তি গায়ৎসু মদান্ধালিষ্বনুব্রতৈঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ পথি সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ১০ ॥
(অনুজল্পতি জল্পন্তং কলবাক্যৈঃ শুকং কৃচিৎ।
কৃচিৎ সবল্গুকূজন্তমনুকূজতি কোকিলম্ ॥)
কৃচিচ্চ কলহংসানামনুকূজতি কূজিতম্।
অভিনৃত্যতি নৃত্যন্তং বর্হিণং হাসয়ন্ কৃচিৎ ॥ ১১ ॥
মেঘগম্ভীরয়া বাচা নামভির্দূরগান্ পশূন্।
কৃচিদাহ্বয়তি প্রীত্যা গোগোপালমনোজ্ঞয়া ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অনুব্রতৈঃ (অনুচরৈঃ) উপগীয়মানচরিতঃ (স্তুতকীর্ত্তিঃ) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (রামেণ যুক্তঃ কৃষ্ণঃ) পথি কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) মদান্ধালিষু (মদমত্তভ্রমরেষু) গায়ৎসু (অব্যক্তমধুরধ্বনিং কুর্ব্বৎসু সৎসু) গায়তি (স্বয়মপি তদনুকৃত্যা গুঞ্জনং করোতি) কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) জল্পন্তং (মধুরনিনাদং কুর্ব্বন্তং) শুকং কলবাক্যৈঃ (অব্যক্ত-মধুরশব্দৈঃ) অনুজল্পতি (অনুকরোতি) কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) সবল্গু (সুমিষ্টং) কূজন্তং কোকিলং অনুকূজন্তি (তদনুরূপং শব্দং করোতি) কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) কলহংসানাং কূজিতং অনুকূজতি কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) হাসয়ন্ (অনুচরান্ ইত্যর্থঃ) নৃত্যন্তং বর্হিণং (ময়ূরং) অভিনৃত্যতি (তদ্বৎ নৃত্যং করোতি) কৃচিৎ (কুত্রচিৎ) গো-গোপালমনোজ্ঞয়া (গো-গোপালকানাং আনন্দদায়িন্যা) মেঘগম্ভীরয়া বাচা (শব্দেন) প্রীত্যা (স্নেহেন) নামভিঃ (নামগ্রহণৈঃ) দূরগান্ (দূরগতান্) পশূন্ আহ্বয়তি ॥ ১০-১২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে অনুচরগণ তাঁহার চরিত গান করিতেন। তিনি বলদেবের সহিত পথে কোথাও মদমত্ত ভ্রমরগণ গান করিতে থাকিলে স্বয়ংও গান করিতেন, কোন স্থলে মধুরনিনাদকারী শুকগণের অব্যক্ত মধুর ধ্বনির অনুকরণ করিতেন। কোথাও বা সুমধুর কূজনপরায়ণ কোকিলের অনুরূপ শব্দ করিতেন, কোনস্থলে কলহংস-কূজনের অনুকরণ, কোথাও বা অনুচরগণের হাস্য উৎপাদন-সহকারে নৃত্যশীল ময়ূরের অনুকরণ করিয়া নৃত্য করিতেন, কোথাও বা গো ও গোপালগণের আনন্দদায়ক জলদ-

গম্ভীর ধ্বনিতে শামলী ধবলী প্রভৃতি নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক দূরগত পশুগণকে অতিশয় প্রীতির সহিত আহ্বান করিতেন ॥ ১০-১২ ॥

বিশ্বনাথ—বর্হিণমভিলক্ষীকৃত্য নৃত্যতি সখীন্ হাসয়ন্ বর্হিণমেব রসোল্লাসয়ন্ ॥ ১০-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বর্হিণম্'—কোন সময় শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরের অভিমুখী হইয়া দর্শনকারী সখাগণকে হাস্যান্বিত করাইয়া, ময়ূরের আনন্দবর্দ্ধন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ১০-১২ ॥

চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্ব-ভারদ্বাজাংশ্চ বর্হিণঃ ।
অনুরৌতি স্ম সত্ত্বানাং ভীতবদ্ব্যাঘ্রসিংহয়োঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(কৃচিৎ) চকোরক্রৌঞ্চচক্রাহ্ব-ভারদ্বাজাংশ্চবর্হিণঃ (চকোরাদীন্ পক্ষিণঃ) অনুরৌতি স্ম (তেষাং অনুকরণেন শব্দং চকার) (কৃচিৎ) সত্ত্বানাং (প্রাণিনাং মধ্যে) ব্যাঘ্র-সিংহয়োঃ ভীতবৎ (ব্যাঘ্রসিংহাভ্যাং ভীতেষু প্রাণিষু পলায়মানেষু স্বয়-মপি ভীতবৎ পলায়তে বস্তুতস্তু স্বস্য স্বাভাবিক-শৌর্য্যেণ ভয়াভাবঃ এব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কোন স্থানে চকোর, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, ভারদ্বাজ প্রভৃতি পক্ষিগণের অনুকরণে শব্দ করিতেন এবং কোথায়ও বা প্রাণিগণের ব্যাঘ্র ও সিংহভয়ে পলায়নের ন্যায় স্বয়ংও ভীতবৎ পলায়ন করিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু সত্ত্বানাং প্রাণিনাং মধ্যে ব্যাঘ্র-সিংহয়োঃ শব্দেন ভীতবদ্ভবতি সখিষু পলায়মানেষু স্বয়মপি পলায়তে। বস্তুতস্তু স্বস্য স্বাভাবিকশৌর্য্যেণ ভয়াভাবো বতিপ্রত্যয়েনোক্তম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্ত্বানাং'—কোনও সময়ে প্রাণিসকলের মধ্যে ব্যাঘ্র ও সিংহের গর্জ্জন দ্বারা ভয়াতুরের ন্যায় হইতে লাগিলেন, অর্থাৎ হরিণাদি জন্তুর সমক্ষে ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় শব্দ করায় হরিণ প্রভৃতি জন্তুগণ ও বয়স্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলে, নিজেও ভীতের ন্যায় হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু নিজের স্বাভাবিক শৌর্য্যহেতু ভয়াভাব এখানে 'ভীতবৎ'—এই 'বতি'-প্রত্যয়ের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

কৃচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্ ।
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্য্যং পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপ-বর্হণং (গোপাণাং উৎসঙ্গঃ ক্রোড়দেশ এব উপবর্হণং উপাধানং যস্য তং) আর্য্যং (বলদেবং) স্বয়ং (কৃষ্ণঃ) পাদসম্বাহনাদিভিঃ (পরিচর্য্যাভিঃ) বিশ্রাময়তি ॥১৪॥

অনুবাদ—কোথায়ও বা বলদেব ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া গোপগণের ক্রোড়দেশরূপ উপাধানে মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক শয়ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাদসং-বাহন প্রভৃতি পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহার শ্রমপনোদন করিতেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—উপবর্হণং শীর্ষোপাধানম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপবর্হণং'—মস্তক ন্যস্ত করিবার উপাধানস্বরূপ (বালিশ)। (অর্থাৎ কখনও ক্রীড়া করিতে করিতে পরিশ্রান্ত বলরাম গোপগণের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসংবাহন ও ব্যজনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রমাপনোদন করিতেন।) ॥ ১৪ ॥

নৃত্যতো গায়তঃ ক্বাপি বল্গতো যুধ্যতো মিথঃ ।
গৃহীতহস্তৌ গোপালান্ হসন্তৌ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ব অপি (কুত্র চিৎ) গৃহীতহস্তৌ (পরস্পরং ধৃতহস্তৌ রামকৃষ্ণৌ) হসন্তৌ (সন্তৌ) নৃত্যতঃ গায়তঃ বল্গতঃ (উল্লম্ফনং কুর্ব্বতঃ) মিথঃ (পরস্পরং) যুধ্যতঃ গোপালান্ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কোনও স্থানে রামকৃষ্ণ পরস্পর হস্ত-ধারণপূর্ব্বক নৃত্য, গীত, উল্লম্ফন এবং পরস্পর যুদ্ধ-শীল গোপালগণকে পরিহাস করিতে করিতে প্রশংসা করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—হসন্তৌ কৃষ্ণরামৌ নৃত্যাদীন্ কুর্ব্বতো গোপালান্ প্রশশংসতুঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হসন্তৌ'—কখনও শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম নৃত্যাদিকারী বালকগণের প্রতি হাস্য পরি-হাস করিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

কৃচিৎ পল্লবতল্পেষু নিযুদ্ধ শ্রমকর্শিতঃ ।
বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ শেতে গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ নিযুদ্ধশ্রমকর্শিতঃ (মল্লক্রীড়াপরিশ্রান্তঃ) বৃক্ষমূলাশ্রয়ঃ (বৃক্ষমূলং উপাশ্রিতঃ) পল্লবতল্পেষু (বৃক্ষপল্লবরচিতশয্যাসু) গোপোৎসঙ্গোপবর্হণঃ (গোপবালকক্রোড়রূপং উপাধানং স্বীকুর্ব্বন্) শেতে ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কোনও স্থানে মল্লক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া বৃক্ষমূল আশ্রয়পূর্ব্বক পল্লব-রচিত শয্যায় গোপবালকগণের ক্রোড়-দেশরূপ উপাধানে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিতেন ॥ ১৬ ॥

পাদসংবাহনং চক্রুঃ কেচিৎ তস্য মহাত্মনঃ ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা শয়নকালে) কেচিৎ (বালকাঃ) তস্য মহাত্মনঃ পাদসম্বাহনং চক্রুঃ। হতপাপ্মানঃ (হতঃ তৎ সেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈঃ তে) অপরে (কেচিৎ বালাঃ) ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ (অঙ্গেষু বায়ুসঞ্চালনং চক্রুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কতিপয় বালক তাঁহার পাদসংবাহন এবং সেবাবিঘ্নরূপ পাপ হইতে নিত্যমুক্ত কতিপয় বালক ব্যজনদ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতেন ॥ ১৭ ॥

অন্যে তদনুরূপাণি মনোজ্ঞানি মহাত্মনঃ ।
গায়ন্তি স্ম মহারাজ স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ শনৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, স্নেহক্লিন্নধিয়ঃ (স্নেহার্দ্রচিত্তাঃ) মহাত্মনঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) মনোজ্ঞানি (প্রীতিদায়কানি) তদনুরূপাণি (তৎকাল যোগ্যানি) শনৈঃ (মন্দং মন্দং) গায়ন্তি স্ম ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, তাঁহারা স্নেহার্দ্রচিত্তে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিদায়ক এবং তৎকালযোগ্য গীত সকল ধীরে ধীরে গান করিতেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদনুরূপাণি যশাংসীতি শেষঃ ॥ ১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদনুরূপাণি'—বিশ্রামকালোচিত গীতসকল ধীরে ধীরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া
গোপাত্মজত্বং চরিতৈর্বিড়ম্বয়ন্ ।
রেমে রমালালিতপাদপল্লবো
গ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—রমালালিতপাদপল্লবঃ (লক্ষ্মীসমারাধিতকোমল পাদযুগলঃ) স্বমায়য়া নিগূঢ়াত্মগতিঃ (আবৃতাত্মৈশ্বর্য্যঃ) চরিতৈঃ (আচরণৈঃ) গোপালজত্বং (গোপাল ভাবং) বিড়ম্বয়ন্ (প্রকটয়ন্) ঈশচেষ্টিতঃ (নিগূঢ়স্বভাবত্বেঽপি অন্তরা অন্তরা লক্ষিতেশ্বরভাবঃ) গ্রাম্যৈঃ সমং (প্রাকৃত বালকৈঃ সহ) গ্রাম্যবৎ রেমে (বিহারং চকার) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—লক্ষ্মীদেবী যাঁহার সুকোমল পাদযুগল আরাধনা করেন সেই ভগবান্ নিজশক্তি প্রভাবে স্বীয় ঐশ্বর্য্য আবরণপূর্ব্বক আচরণদ্বারা মাধুর্য্যময় গোপবালক-ভাব প্রকটিত করিয়া প্রাকৃত বালকগণের সহিত প্রাকৃত বালকের ন্যায় বিহার করিতেন তথাপি মধ্যে মধ্যে তদীয় ঐশ্বর্য্যময় ভাব লক্ষিত হইত ॥১৯॥

বিশ্বনাথ—স্বযোগমায়য়া আবৃতাত্মৈশ্বর্য্যঃ স্বয়ং গোপাত্মজোঽপি চরিতৈর্গোপাত্মজত্বং ভূপালপুত্রত্বং বিড়ম্বয়ন্ তিরস্কুর্ব্বন্ সোঽপ্যেবং লীলাং কর্ত্তুং ন জানাতীতি ভাবঃ। "গোপো গোপালকে গোষ্ঠাধ্যক্ষে পৃথ্বীপতাবপী"তি মেদিনী। ঐশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা রমালালিতপাদপল্লবোঽপি তদাবরণাৎ কৈশ্চিদ্গ্রাম্যৈর্বন্ধুভিঃ সহ কশ্চিদ্গ্রাম্যো বন্ধুরিব রেমে, ন কেবলমাত্রমাবৃতমেব তদৈশ্বর্য্যমিত্যাহ,—অসুরমারণাদিপ্রস্তাবে। ঈশমৈশ্বর্য্যময়ং চেষ্টিতং যস্য সঃ ॥১৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বমায়য়া'—স্বীয় যোগমায়ার প্রভাবে নিজ স্বভাব গোপন করিয়া, স্বয়ং গোপনন্দন হইয়াও রাজনন্দন ভাব তিরস্কার করতঃ, অর্থাৎ রাজপুত্রও এরূপ লীলা করিতে জানে না—এই ভাব। মেদিনী অভিধানে উক্ত আছে—'গোপ শব্দে গোপালক, গোষ্ঠাধ্যক্ষ ও পৃথিবীপতি (রাজা) অর্থ।' ঐশ্বর্য্যদৃষ্টিতে বলিতেছেন—'রমালালিত-পাদপল্লবঃ' স্বীয় আবির্ভাবান্তরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যাঁহার পদকমল সেবা করিয়া থাকেন, তাদৃশ ঐশ্বর্য্য আবরণপূর্ব্বক কোন কোন গ্রাম্য বন্ধুগণের সহিত কোন গ্রাম্য বন্ধুর ন্যায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কেবল ঐশ্বর্য্য আবরণই করেন নাই, সময়ে সময়ে অসুরমারণাদি

প্রস্তাবে তাহা প্রকটও করেন, ইহা বলিতেছেন—'ঈশ-চেষ্টিতঃ', ঐশ্বর্য্যময় আচরণ যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৯ ॥

শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—রামকেশবয়োঃ সখা শ্রীদামা নাম (নাম্না শ্রীদামা ইতি প্রসিদ্ধঃ) গোপালঃ (তথা) সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যাঃ (সুবল স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতয়ঃ) গোপাঃ (গোপবালকাঃ) প্রেম্ণা (সৌহার্দ্দেন) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রুবন্ (ঊচুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদাম নামক গোপাল এবং সুবল স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য বালকগণ সৌহার্দ্দ-প্রেমে এরূপ বলিতেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশচেষ্টিতত্বমেব দর্শয়িতুমাহ—শ্রীদামেতি। প্রেম্ণেতি কৃষ্ণরামাবেব স্বব্যাজেন তালফলানি ভোজয়িতুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ঈশচেষ্টিতত্বই প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'শ্রীদামা নাম' ইত্যাদি। 'প্রেম্ণা' প্রীতিসহকারে কৃষ্ণ ও বলরামকে তালফল ভোজন করাইবার নিমিত্ত স্ব স্ব ভোজন ছলে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসংকুলম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাম, (হে) রাম, দুষ্টনিবর্হণ, (দুষ্টশাসন,) মহাবাহো (মহাবল,) (হে) কৃষ্ণ, ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) অবিদূরে (সমীপে এব) তালালিসঙ্কুলং (তালবৃক্ষরাজি ব্যাপ্তং) সুমহৎ বনং (বর্ত্ততে) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে রাম, হে দুষ্টদমন, মহাবল শ্রীকৃষ্ণ! এই স্থানের অনতিদূরে তালবৃক্ষরাজিপূর্ণ এক মহাবন বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র ভূরীণি (বহূনি) ফলানি (তালফলানি) পতন্তি পতিতানি চ (বর্ত্তন্তে) কিন্তু দুরাত্মনা (দুষ্ট স্বভাবেন) ধেনুকেন (ধেনুকাসুরেণ তানি ফলানি) অবরুদ্ধানি (বশীকৃতানি) সন্তি ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তথায় বহু তাল ফল পতিত হয় এবং বর্ত্তমানেও পতিত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ধেনুক নামক দুরাত্মা অসুর তাহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতো গোবর্দ্ধনাদবিদূরে ক্রোশ-চতুষ্টয়ান্তরে তারফরা ইতি তালসীতি খ্যাতপ্রদেশ-গতং বনম্। "অস্তি তালবনং নাম ধেনুকাসুর-রক্ষিতম্। মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদেকযোজন"-মিতি বারাহোক্তেঃ। পশ্চিমে পশ্চাদ্ভবে ভাগে ইতি নৈঋ্ঁতকোণে ইতি ব্যাখ্যেয়ং তত্রৈব তদ্দর্শনাৎ। তালানামালিভির্ব্যাপ্তম্। শ্লেষেণ তালানামলি-বর্ণত্বেনাতিস্বাদুজাতীয়ত্বং ধ্বনিতম্। কিন্তু ধেনুকেন অবরুদ্ধানি বশীকৃতানীত্যত এব হে রাম, তব মহা-সত্ত্বপরীক্ষা। হে কৃষ্ণ! তবাপি দুষ্টনিবর্হণত্বপরীক্ষা অদ্য কর্ত্তব্যেতি ভাবোঽয়ং তয়োঃ সখ্যভাবেন বলিষ্ঠত্ব-জ্ঞানান্ন প্রেম্ণা বিরুদ্ধ্যতে। প্রত্যুত বীররসোৎসাহো-দ্দীপনত্বেন সংরুদ্ধ্যত এবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২১-২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— ইতঃ অবিদূরে'—এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অনতিদূরে চারি ক্রোশের মধ্যে 'তারতফা বা তালসী' নামে বিখ্যাত এক সুমহৎ বন আছে। বারাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মথুরার পশ্চিমভাগে একযোজনব্যাপী তালবন নামে এক বন আছে, যাহা ধেনুকাসুরের দ্বারা রক্ষিত। পশ্চিমে বলিতে পশ্চাদ্ভব ভাগে অর্থাৎ মথুরার নৈঋ্ঁতকোণে —এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কারণ সেখানেই তালবন দেখা যায়। 'তালালি-সঙ্কুলং'—তালবৃক্ষ-রাজির দ্বারা পরিব্যাপ্ত। শ্লিষ্টার্থে তালসমূহের অলিবর্ণত্ব বলিয়া সুস্বাদু-জাতীয়ত্ব ধ্বনিত হইল। কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর ঐ ফলগুলিকে নিজায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে। হে রাম! তোমার মহাসত্ত্ব পরীক্ষা, হে কৃষ্ণ! আজ তোমারও দুষ্টদমনের পরীক্ষা করিতে হইবে—এইরূপ ভাব তাঁহাদের প্রতি সখ্যভাবে বলিষ্ঠত্বজ্ঞানে প্রেমের বিরুদ্ধ হয় না, প্রকা-

রান্তরে বীররসের উৎসাহ উদ্দীপনত্বহেতু প্রেম পরিপুষ্টই হইতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২১-২২ ॥

সোঽতিবীর্য্যোঽসুরো রাম হে কৃষ্ণ খররূপধৃক্ ।
আত্মতুল্যৈর্বলৈরন্যৈর্জ্ঞাতিভির্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাম, (হে) কৃষ্ণ, আত্মতুল্য বলৈঃ (স্বসদৃশপরাক্রমৈঃ) অন্যৈঃ জ্ঞাতিভিঃ (বান্ধবৈঃ অসুরৈঃ) বহুভির্বৃতঃ (মিলিতঃ) খররূপধৃক্ (ভীষণরূপ ধরঃ) সঃ অসুরঃ (ধেনুকঃ) অতিবীর্য্যঃ (অতীব পরাক্রান্তঃ ভবতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাম, হে কৃষ্ণ, গর্দ্দভরূপধারী সেই অসুর অতিশয় পরাক্রমশালী এবং সর্ব্বদা আত্মতুল্য বলবান্ অন্য জ্ঞাতিগণের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽতিবীর্য্যেত্যাদিনা তয়োঃ পরাক্রমোত্তেজনম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোঽতিবীর্য্য'—গর্দ্দভরূপধারী সেই অসুর মহাবলশালী, ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সখাগণ কৃষ্ণ-বলরামের পরাক্রম উত্তেজিত করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

তস্মাৎ কৃতনরাহারাদ্ভীতৈর্নৃভিরমিত্রহন্ ।
ন সেব্যতে পশুগণৈঃ পক্ষিসঙ্ঘৈর্বিবর্জ্জিতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অমিত্রহন্, (শত্রু বিনাশন্ কৃষ্ণ,) কৃতনরাহারাৎ (মনুষ্য ভোজিনঃ) তস্মাৎ (ধেনুকাৎ) ভীতৈঃ নৃভিঃ পশুগণৈঃ পক্ষিসংঘৈঃ (চ) বিবর্জ্জিতং (তদ্ বনং তৈঃ) ন সেব্যতে ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ, সেই মনুষ্যমাংসভোজী অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া মনুষ্য, পশু এবং পক্ষিগণ সেই বন পরিত্যাগ করিয়াছে, কেহই সেই বনের সেবা করে না ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আবয়োরগ্রে তস্য তদীয়ানাঞ্চাতিবীর্য্যং খপুষ্পায়মাণং ভবিষ্যতীতি চেত্তর্হি চলতং তত্রত্যান্নরান্নির্ভয়ান্ তান্ তালভোজিনশ্চ দত্ত-যুষ্মদাশিষঃ কুরুতমিত্যাহুস্তস্মাদিতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমাদের সামনে সেই অসুর ও তদীয় গোষ্ঠীবর্গের অতিশয় বলবীর্য্য আকাশ-কুসুমের ন্যায় হইবে। তদুত্তরে—তাহা হইলে এখনই চল, সেখানকার নরগণকে নির্ভয় ও তালভোজী করিয়া তাহাদের প্রদত্ত আশীর্ব্বাদ তোমরা গ্রহণ কর, ইহা বলিতেছেন—'তস্মাৎ' ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

বিদ্যন্তেঽভুক্তপূর্ব্বাণি ফলানি সুরভীণি চ ।
এষ বৈ সুরভির্গন্ধো বিষূচীনোঽবগৃহ্যতে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বনে) অভুক্ত পূর্ব্বাণি (কেনাপি পূর্ব্বং ন ভুক্তানি) সুরভীণি (সদ্গন্ধময়ানি) ফলানি চ বিদ্যন্তে। এষঃ বিষূচীনঃ (সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তঃ) সুরভিঃ গন্ধঃ (তালফলানাং সুগন্ধঃ) অবগৃহ্যতে বৈ (অস্মাভির্ল্লভ্যতে এব) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—সেই বনে অতিশয় সুগন্ধি তাল ফল সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ সকল ফল কেহ ভক্ষণ করে নাই। সেই ফল রাশির সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সুগন্ধ আমরা এখান হইতেই অনুভব করিতেছি॥২৫॥

বিশ্বনাথ—ননু, কস্যাং দিশি তদ্বনং তদ্দৃশ্যতেত্যত আহুঃ,—এষ বৈ গন্ধঃ ভাদ্রমাসীয় প্রাচ্যসমীরণেনানীত ইতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কোন দিকে সেই বন, তাহা বল। তাহাতে বলিতেছেন—'এষ বৈ গন্ধঃ', ঐ ফলরাশির সর্ব্বদিকে পরিব্যাপ্ত সুগন্ধযুক্ত গন্ধ আমরা এখান হইতে অনুভব করিতেছি। ইহাতে ভাদ্রমাসের পূর্ব্বদিকস্থ বায়ুর দ্বারা আনীত গন্ধ—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

প্রযচ্ছ তানি নঃ কৃষ্ণ গন্ধলোভিতচেতসাম্ ।
বাঞ্ছাস্তি মহতী রাম গম্যতাং যদি রোচতে ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৃষ্ণ, গন্ধলোভিতচেতসাং (ফলগন্ধেন লোভিত-চিত্তানাং) নঃ (অস্মাকং অস্মভ্যমিত্যর্থঃ) তানি (ফলানি) প্রযচ্ছ (দেহি) মহতী বাঞ্ছা (ফললাভে অস্মাকং বলবতী স্পৃহা) অস্তি। (হে) রাম, যদি রোচতে (তবৈতৎ সম্মতং ভবতি তদা) গম্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, আমাদের চিত্ত সেই গন্ধে লুব্ধ হইয়াছে অতএব আমাদিগকে সেই ফল প্রদান কর। ফল লাভের জন্য আমাদের অতিশয় বাসনা হইতেছে। হে রাম, যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে গমন কর ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মভ্যং প্রযচ্ছ যতোঽস্মাকং বাঞ্ছাস্তি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রযচ্ছ তানি নঃ'—আমাদিগকে ঐ তালফল প্রদান কর, যেহেতু উহা লাভের জন্য আমাদিগের অতিশয় বাসনা হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

এবং সুহৃদ্বচঃ শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রহস্য জগ্মতুর্গোপৈর্বৃতৌ তালবনং প্রভু ।। ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভু (রামকৃষ্ণৌ) এবং সুহৃদ্‌বচঃ (সহচরাণাং বাক্যং) শ্রুত্বা সুহৃৎপ্রিয়চিকীর্ষয়া (সুহৃদাং প্রিয়ং কর্ত্তুং ইচ্ছয়া) প্রহস্য গোপৈঃ বৃতৌ (বেষ্টিতৌ সন্তৌ) তালবনং জগ্মতুঃ (গতবন্তৌ) ।।২৭।।

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ সুহৃদ্‌গণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের অভীষ্ট সাধন কামনায় হাসিতে হাসিতে গোপগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাল বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেত্যাহো গর্দ্দভোঽপ্যেবং বলীত্যসম্ভাব্যত্বান্মৈব বা ব্রূতেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—হাস্য করিতে করিতে, অহো! একটা গর্দ্দভও এইপ্রকার বলশালী, ইহা সম্ভব নয়, কিম্বা তোমরা মিথ্যাই বলিতেছ—এই ভাব ॥ ২৭ ॥

বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন্।
ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বলঃ (বলদেবঃ) প্রবিশ্য (তালবনং গত্বা) ওজসা (বলেন) মতঙ্গজ ইব (মত্ত গজ ইব) বাহুভ্যাং তালান্ (তালবৃক্ষান্ সম্পরিকম্পয়ন্ ফলানি পাতয়ামাস ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—বলদেব তালবনে প্রবেশ করিয়াই মত্তহস্তীর ন্যায় মহাবলে স্বীয় বাহু যুগলদ্বারা তালবৃক্ষ প্রকম্পিত করিয়া ফল সকল ভূপাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥

ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ।
অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অসুররাসভঃ (গর্দ্দভরূপধরঃ সঃ ধেনুকাসুরঃ) পততাং ফলানাং শব্দং নিশম্য সনগং (পর্ব্বতেন সহ) ক্ষিতিতলং পরিকম্পয়ন্ অভ্যধাবৎ (দ্রুতমাজগাম) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ফলসমূহ ভূতলে পতিত হইতেছিল, ফল পতন-শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক পর্ব্বতসহ ভূতল কম্পিত করিতে করিতে গর্দ্দভরূপী অসুর তথায় দ্রুত আগমন করিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—সনগং কুলপর্ব্বতৈরপি সহিতম্ ।।২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সনগং'—কুলপর্ব্বতের সহিত পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে গর্দ্দভাসুর (ধেনুকাসুর) দ্রুত তাঁহাদিগের সমীপে আগমন করিল ।।২৯।।

সমেত্য তরসা প্রত্যগ্‌দ্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বলং বলী।
নিহত্যোরসি কাশব্দং মুঞ্চন্ পর্য্যসরৎ খলঃ ।।৩০।।

অন্বয়ঃ—বলী (বলবান্) খলঃ (ক্রূরঃ ধেনুকঃ) তরসা (বেগেন) সমেত্য প্রত্যগ্‌দ্বাভ্যাং (পশ্চাৎ স্থিতাভ্যাং) পদ্ভ্যাং বলং (বলদেবং) উরসি (বক্ষসি) নিহত্য কাশব্দং (গর্দ্দভবৎ-কুৎসিতশব্দং) মুঞ্চন্ (কুর্ব্বন্) পর্য্যসরৎ (পরিতঃ অধাবৎ) ॥ ৩০ ।

অনুবাদ—সেই বলবান্ ক্রূরপ্রকৃতি অসুর সবেগে নিকটে আগমন পূর্ব্বক পশ্চাৎ পদযুগলদ্বারা বলদেবকে বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশ শব্দ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যগ্‌দ্বাভ্যাং পশ্চিমাভ্যাং দ্বাভ্যাম্। কাশব্দমিতি গর্দ্দভশব্দানুকরণং পর্য্যসরৎ পরিতোঽধাবৎ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যগ্‌দ্বাভ্যাং'—পশ্চাদ্বর্ত্তী পদদ্বয়ের দ্বারা শ্রীবলদেবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া, 'কাশব্দং'—স্বজাতীয় কুৎসিত শব্দ করিতে

করিতে ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিল (অর্থাৎ পুনর্ব্বার পদাঘাত করিবার নিমিত্ত ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল।) ॥ ৩০ ॥

পুনরাসাদ্য সংরব্ধ উপক্রোষ্টা পরাক্ স্থিতঃ।
চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সংরব্ধঃ (ক্রুদ্ধঃ) উপক্রোষ্টা (গর্দ্দভাকারঃ স ধেনুকঃ) পুনঃ আসাদ্য (সমীপমাগত্য) পরাক্‌স্থিতঃ (বলস্য প্রতিমুখং স্থিতঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) অপরৌ চরণৌ (পশ্চাৎ-পদদ্বয়ং) বলায় (বলদেবং লক্ষীকৃত্য) প্রাক্ষিপৎ ॥৩১॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গর্দ্দভাকৃতি সেই অসুর ক্রুদ্ধভাবে পুনরায় নিকটে আসিয়া বলদেবের প্রতিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক রোষে পশ্চাৎ পদদ্বয় তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—সংরব্ধঃ কোপী উপক্রোষ্টা নিকট এব কাশব্দং কুর্ব্বন্ পরাক্ পৃষ্ঠীকৃত্যস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংরব্ধঃ'—অত্যন্ত ক্রোধান্বিত সেই গর্দ্দভাসুর কুৎসিত শব্দ করিতে করিতে পুনরায় নিকটে আসিয়া শ্রীবলরামের দিকে 'পরাক্ স্থিতঃ'—ফিরিয়া দণ্ডায়মান হইল ॥ ৩১ ॥

স তং গৃহীত্বা প্রপদোর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (বলদেবঃ) একপাণিনা (একেনৈব হস্তেন) তং (ধেনুকং) প্রপদোঃ (পদয়োরগ্রভাগে) গৃহীত্বা ভ্রাময়িত্বা (ঘূর্ণয়িত্বা ততঃ) ভ্রামণত্যক্তজীবিতং (ভ্রামণেন বিগতপ্রাণং সন্তং তং) তৃণরাজাগ্রে (তালবৃক্ষস্য উপরি) চিক্ষেপ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—তখন বলদেব এক হস্তেই তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া শূন্যে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভ্রমণবেগে সেই অসুর প্রাণত্যাগ করিলে তিনি তাহাকে তালবৃক্ষের উপরে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—তং ধেনুকং প্রপদোঃ পদয়োরগ্রভাগে ইত্যর্থঃ। তৃণরাজস্তালঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তং গৃহীত্বা'—শ্রীবলরাম এক হস্তেই ঐ ধেনুকাসুরের 'প্রপদোঃ'—পদদ্বয়ের অগ্রভাগ ধারণপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। 'তৃণরাজঃ'—তালবৃক্ষ, (তারপর তালবৃক্ষের উপরিভাগে তাহার মৃত দেহটী নিক্ষেপ করিলেন) ॥ ৩২ ॥

তেনাহতো মহাতালো বেপমানো মহচ্ছিরাঃ।
পার্শ্বস্থং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ স চান্যং সোঽপি চাপরম্ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—তেন (মৃতধেনুক-শরীরেণ) আহতঃ মহচ্ছিরাঃ (বৃহন্মস্তকঃ) মহাতালঃ বেপমানঃ (কম্পিতঃ সন্) পার্শ্বস্থং (অন্যতালবৃক্ষং) কম্পয়ন্ ভগ্নঃ (বভূব) সঃ চ (পশ্চাৎ কম্পিতঃ তালঃ অপি) অন্যং (তালবৃক্ষং) সঃ অপি চ অপরং (বৃক্ষং কম্পয়ন্ ভগ্নঃ বভূবঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই অসুরের শরীরাঘাতে মহাশিরা তালবৃক্ষ কম্পিত হইয়া পার্শ্বস্থ অপর তালবৃক্ষকে কম্পিত করিতে করিতে ভগ্ন হইল। আবার সেই কম্পমান বৃক্ষ অন্য বৃক্ষকে এবং সেও অপর বৃক্ষকে কম্পিত করিয়া ভগ্ন হইতেছিল ॥ ৩৩ ॥

বলস্য লীলয়োৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ।
তালাশ্চকম্পিরে সর্ব্বে মহাবাতেরিতা ইব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—বলস্য (বলদেবস্য) লীলয়া (অনায়াসেনৈব) উৎসৃষ্টখরদেহহতাহতাঃ (নিঃক্ষিপ্ত গর্দ্দভাকৃতিধেনুকদেহেন হতাহতাঃ পর্য্যায়ক্রমেণ আঘাতপ্রাপ্তাঃ) সর্ব্বে তালাঃ মহাবাতেরিতাঃ (প্রবলবাত্যাতাড়িতাঃ) ইব চকম্পিরে (কম্পিতাঃ বভূবুঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—বলদেবকর্ত্তৃক অনায়াসে নিক্ষিপ্ত সেই গর্দ্দভাকার অসুরের শরীরের দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে আহত হইয়া সমস্ত তালবৃক্ষ প্রবল ঝঞ্ঝাবাত তাড়িতের ন্যায় কম্পিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—উৎসৃষ্টেন খরদেহেন হতৈস্তালৈরাহতাঃ প্রাপ্তাঘাতাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উৎসৃষ্ট-খরদেহ-হতাহতাঃ' শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক অবলীলাক্রমে নিক্ষিপ্ত সেই গর্দ্দভাসুরের দেহের আঘাতে যে যে বৃক্ষগুলি কম্পিত হইয়া

ভগ্ন হইয়াছিল, সেই পতিত বৃক্ষসকলের আঘাত প্রাপ্ত হইয়া (সমস্ত তালবৃক্ষ যেন প্রবল বায়ুচালিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।) ॥ ৩৪ ॥

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোতমিদং যস্মিংস্তন্তুষ্বঙ্গ যথা পটঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্) জগদীশ্বরে ভগবতি অনন্তে হি (নিশ্চিতং) এতৎ (কর্ম্ম) চিত্রং (অসম্ভাব্যং) ন (ন ভবতি)। যস্মিন্ ইদং (ব্রহ্মাণ্ডং) তন্তুষু পট ইব ওতং প্রোতং (সর্ব্বতঃ অনুস্যূতং বর্ত্ততে) ॥৩৫

অনুবাদ—হে রাজন্, তন্তুরাশিতে পট যেরূপ অনুস্যূত, সেইরূপ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাতে অনুস্যূত বা ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তদেবের পক্ষে এই কার্য্য কিছুমাত্র বিচিত্র নহে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিশ্বং ওতং অগ্রতন্তুষু পট ইব গ্রথিতং প্রোতং তির্য্যক্ তন্তুষু পটবদেব গ্রথিতং সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যস্মিন্ ইদং ওতপ্রোতং'—সূত্রে বস্ত্রের ন্যায় অর্থাৎ বস্ত্র যেমন ওত—দীর্ঘতন্তুতে এবং প্রোত—তির্য্যক্তন্তুতে গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত বা অনুস্যূতভাবে রহিয়াছে, সেই জগদীশ্বর ভগবান্ অনন্তদেবের পক্ষে এই বন-প্রকম্পনাদি কার্য্য আশ্চর্য্য নহে ॥৩৫॥

ততঃ কৃষ্ণঞ্চ রামঞ্চ জ্ঞাতয়ো ধেনুকস্য যে।
ক্রোষ্টারোঽভ্যদ্রবন্ সর্ব্বে সংরব্ধা হতবান্ধবাঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—ততঃ যে ধনুকস্য জ্ঞাতয়ঃ (আত্মীয়াঃ আসন্) হতবান্ধবাঃ (মৃতবান্ধবাঃ তে) সর্ব্বে সংরব্ধাঃ (ক্রুদ্ধাশ্চ সন্তঃ) ক্রোষ্টারঃ (আক্রোশং কুর্ব্বন্তঃ) অভ্যদ্রবন্ (দ্রুতং অধাবন্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ধেনুকের যে সকল আত্মীয় ছিল তাহারা বান্ধবের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ এবং আক্রোশযুক্ত হইয়া বলদেবের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥

তাংস্তানাপততঃ কৃষ্ণো রামশ্চ নৃপ লীলয়া।
গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ প্রাহিণোৎ তৃণরাজসু ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, কৃষ্ণঃ রামঃ চ আপততঃ (আগচ্ছতঃ) তান্ তান্ (অসুরান্) লীলয়া (অনায়াসেন) গৃহীতপশ্চাচ্চরণান্ (গৃহীতাঃ পশ্চাচ্চরণাঃ যেষাং তান্ তথা বিধান কৃত্বা তৃণরাজসু (তালবৃক্ষেষু) প্রাহিণোৎ (নিচিক্ষেপ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন কৃষ্ণ ও রাম দুইজনে সমাগত অসুরগণকে অবলীলাক্রমে পশ্চাৎ পদে ধারণ করিয়া তালবৃক্ষ রাজির উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—হে নৃপ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃপ'—হে রাজন্! (বলরাম ও কৃষ্ণ তীব্রবেগে আগমনকারী সেই অসুরদিগের পশ্চাদ্ভাগের পাদদ্বয় ধারণ করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে তালবৃক্ষের উপরিভাগে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন) ॥ ৩৭ ॥

ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং দৈত্যদেহৈর্গতাসুভিঃ।
ররাজ ভূঃ সতালাগ্রৈর্ঘনৈরিব নভস্তলম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তদানীং) সতালাগ্রৈঃ (ভগ্নতাল মস্তকৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) গতাসুভিঃ (বিগতপ্রাণৈঃ দৈত্যদেহৈঃ) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) নভস্তলং ইব (গগনমণ্ডলং ইব) ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং (ফলসমূহসঙ্কীর্ণং যথা স্যাৎ তথা) ভূঃ (পৃথিবী) ররাজ (শোভিতা বভুব) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—মেঘমালায় আকাশের যেরূপ শোভা হয়, ভগ্ন তালবৃক্ষ সকলের অগ্রভাগের সহিত প্রাণহীন দৈত্যদেহসমূহ দ্বারা ফলরাশি ব্যাপ্ত পৃথিবীর তৎকালে সেইরূপ শোভা হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ফলপ্রকরসঙ্কীর্ণং যথা স্যাত্তথা ভূ ররাজ। কৈঃ দৈত্যদেহৈর্নিভিন্ন-তালাগ্রসহিতৈঃ। তেষাং স্বতঃ শ্যামত্বাৎ রুধিরোক্ষিতত্বাচ্চ ঘনৈঃ শ্যামরক্তৈর্নভস্তলমিব। "তলং স্বরূপাধারয়ো"রিতি বিশ্বঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ফলপ্রকর-সঙ্কীর্ণং'—ফলসমূহের দ্বারা যেরূপে পরিব্যাপ্ত হয়, সেরূপে পৃথিবী

শোভিতা হইল। কেমন করিয়া? তাহাতে বলিতেছেন—'দৈত্যদেহৈঃ', সেই ছিন্ন তালাগ্রভাগের সহিত মৃত অসুরগণের দেহে ও বহুতর তালফলে ভূমিতল শোভা পাইতে লাগিল। তালফলগুলি স্বাভাবিক শ্যামবর্ণ, তাহাতে রুধির লিপ্ত হওয়ায়, 'ঘনৈঃ নভস্তলম্ ইব'—শ্যাম-রক্ত নানাবর্ণের মেঘরাজির দ্বারা আকাশ যেমন শোভা পাইয়া থাকে। বিশ্বকোষে উক্ত আছে—'স্বরূপ ও আধার অর্থে তল-শব্দ ব্যবহৃত হয়'॥ ৩৮॥

তয়োস্তৎ সুমহৎ কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুঃ॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ—বিবুধাদয়ঃ (দেবতাপ্রভৃতয়ঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) তৎ সুমহৎকর্ম্ম নিশম্য (শ্রুত্বা) পুষ্পবর্ষাণি মুমুচুঃ বাদ্যানি চক্রুঃ তুষ্টুবুঃ (স্তুতিঞ্চ চক্রুঃ)॥ ৩৯॥

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি রামকৃষ্ণের সেই সুমহৎ কর্ম্ম-শ্রবণে পুষ্পবর্ষণ বাদ্যধ্বনি এবং স্তুতি করিয়াছিলেন॥ ৩৯॥

অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—অথঃ (ধেনুকাদিবধানন্তরং) গতসাধ্বসাঃ (নির্ভয়াঃ) মনুষ্যাঃ (সর্ব্বে জনাঃ) তালফলানি আদন্ (অভক্ষয়ন্) পশবঃ (গাবঃ) হতধেনুককাননে তৃণঞ্চ চেরুঃ (ভক্ষয়ামাসুঃ)॥ ৪০॥

অনুবাদ—তাহার পর যে বনে ধেনুক বধ হইয়াছিল সেই বনমধ্যে মনুষ্যগণ নির্ভয়ে তাল ফল ভক্ষণ এবং গোসমূহ তৃণভোজন করিতে লাগিল॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ—মনুষ্যাস্তত্রত্যাঃ পুলিন্দাদয় এব ন তু গোপালা আদন্ গর্দ্দভরক্তোক্ষিতত্বেন ফলেষু ঘৃণোৎপত্তেঃ॥ ৪০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মনুষ্যাঃ'—সেই বনের পুলিন্দজাতীয় মনুষ্যগণই নির্ভয়ে তালফল ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু গোপালকগণ নহে, কারণ গর্দ্দভরক্তের দ্বারা লিপ্ত হওয়ায় তালফলে তাহাদের ঘৃণা উৎপত্তি হইয়াছিল॥ ৪০॥

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্গোপৈঃ সাগ্রজো ব্রজমাব্রজৎ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ (পুণ্যং পুণ্যজনকং শ্রবণং নামশ্রবণং কীর্ত্তনং চ যস্য সঃ) কমলপত্রাক্ষঃ (কমললোচনঃ) সাগ্রজঃ (বলদেবেন সহ বর্ত্তমানঃ) অনুগৈঃ (অনুচরৈঃ) গোপৈঃ স্তূয়মানঃ (সন্) ব্রজং আব্রজৎ (আবিশৎ)॥ ৪১॥

অনুবাদ—পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন অর্থাৎ যাঁহার বেণুগীত শ্রবণে কর্ণদ্বয় পবিত্র হয় সেই কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের সহিত ব্রজে প্রবেশ করিবেন, তৎকালে অনুচর গোপবৃন্দ তাহার স্তুতি করিতেছিল॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ—বনাদ্‌গোষ্ঠপ্রবেশলীলামাহ—ত্রিভিঃ। কৃষ্ণ ইতি ব্রজস্থানাং চিত্তাস্যাকর্ষণং, কমলপত্রাক্ষ ইতি নেত্রনাসয়োরাকর্ষণম্। পুণ্যে ধন্যে শ্রবণে কর্ণৌ যতস্তথাভূতং কীর্ত্তনং বেণুগানং যস্য সঃ। ইতি শ্রোত্রস্যাপ্যাকর্ষণং ধ্বনিতম্॥ ৪১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বন হইতে গোষ্ঠপ্রবেশ-লীলা তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—'কৃষ্ণঃ', ইহাতে ব্রজস্থ সকলের চিত্তের আকর্ষণ, 'কমলপত্রাক্ষঃ'—পদ্মপলাশলোচন, ইহাতে নেত্র ও নাসিকার আকর্ষণ। 'পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ'—যাহা হইতে শ্রুতিযুগল কৃতার্থ হয়, তাদৃশ বেণুগীত যাঁহার, ইহার দ্বারা শ্রোত্রেন্দ্রিয়েরও আকর্ষণ ধ্বনিত হইল॥ ৪১॥

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং কণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্ত্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হবন্যপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসং (গোরজোভিঃ ছুরিতেষু রঞ্জিতেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং ময়ূরপিচ্ছং বন্যানি প্রসূনানি চ যস্য রুচিরং ঈক্ষণং চারুহাসশ্চ যস্য তং চ তং চ) বেণুং কণন্তং (বাদয়ন্তং) অনুগৈঃ (অনুচরৈঃ) উপগীতকীর্ত্তিং

(উপগীতা কীর্ত্তিতা কীর্ত্তিঃ যশঃ যস্য তং) তং (কৃষ্ণং) দিদৃক্ষিত দৃশঃ (দর্শনোৎসুকনয়নাঃ) গোপ্যঃ সমেতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) অভ্যগমন্ (সমাগতাঃ)।।৪২

অনুবাদ—তৎকালে গোসমূহের পদবিক্ষিপ্ত ধূলি-রাশিতে শ্রীকৃষ্ণের কুন্তল রঞ্জিত হইয়াছিল, তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ এবং বন্যকুসুম সকল গ্রথিত ছিল। তিনি সুরম্য হাস্য, মনোহর কটাক্ষপাত এবং বেণুধ্বনি সহকারে আসিতেছিলেন। অনুচরগণ তাঁহার যশো-গান করিতেছিলেন। গোপীগণ তখন তাঁহাকে দেখি-বার ইচ্ছায় উৎসুক নয়নে দলবদ্ধ হইয়া সমাগত হইতেছিলেন ।। ৪২ ।।

বিশ্বনাথ—ব্রজবালানাং বিশেষত আকর্ষণমাহ—তং গোপ্যোঽভ্যগমন্ গো.জোভিশ্ছুরিতেষু ব্যাপ্তেষু কুন্তলেষু বদ্ধং বর্হং বন্যপ্রসূনানি চ যস্য রুচিরমীক্ষণং চারুহাসশ্চ যস্য, ঈক্ষণয়োশ্চারুহাসো বা যস্য তম্। দিদৃক্ষিতাঃ সঞ্জাতদর্শনেচ্ছা দৃশো যাসাং তা ইতি গোপীকর্ত্তৃকং লজ্জাভয়হেতুকং বর্জ্জনমমানয়ন্ত্যো দৃশস্তদা করণত্বং পরিত্যজ্য স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বং প্রাপ্তা ইতি ধ্বনিঃ। তেন চ প্রতিবেশিনাং শ্রোত্র-ঘ্রাণেন্দ্রিয়াণাং বেণু-সৌস্বর্য্যাঙ্গসৌরভ্য-সম্পল্লাভমালক্ষ্য মাৎসর্য্যেণৈব স্বেষাং রঙ্কত্বমসহমানাঃ স্বাশ্রয়ভূতা গোপীঃ পরিত্যজ্যেব সম্পন্নীভবিতুমিব চাপল্যাৎ স্বয়মেব কৃষ্ণপার্শ্বং চলিতা ইত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বন্যতে। সমেতা ইতি সর্ব্বা এব কুলবধ্বঃ স্বস্বগৃহান্ বিহায় চলন্তি পশ্য মামেব কিং ত্বং বারয়ন্তী বধিষ্যসীতি স্ব-স্ব-শ্বশ্রূঃ প্রত্যুত্তরয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ ।। ৪২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিশেষভাবে ব্রজবালাগণের আকর্ষণ বলিতেছেন—'তং', গোপীসকল সেই কৃষ্ণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কেমন তিনি ? তাহাতে বলিতেছেন—'গোরজশ্ছুরিত' গাভীগ.ণর খুরোদ্ধৃত রজঃদ্বারা ধূসরিত কেশকপালে শিখিপুচ্ছ ও বন্য কুসুমসকল গ্রথিত যাঁহার, এবং মনোহর নয়ন ও সুরম্য হাস্য যাঁহার, অথবা কটাক্ষপাতে মনোজ্ঞ হাস্য যাঁহার, তাঁহাকে। 'দিদৃক্ষিত-দৃশঃ'—যাঁহাদের নয়নসকলের দর্শনের ইচ্ছা সঞ্জাত হইয়াছে, সেই ব্রজবালাগণ। ইহাতে গোপীজন কর্ত্তৃক লজ্জা ও ভয়-হেতুক নিষেধ অমান্য করতঃ নয়নগুলি তৎকালে করণত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ ধ্বনিত হইতেছে (অর্থাৎ গোপীসকলের অধীন নয়নসকল তৎকালে সমস্ত বাধানিষেধ না মানিয়া নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে যেন শ্রীকৃষ্ণবদনারবিন্দ দর্শনে সমুৎসুক হইয়াছিল)। ইহাতে তাহাদের প্রতিবেশী শ্রোত্র-ঘ্রাণেন্দ্রিয়সমূহের বেণুর মধুরধ্বনি ও অঙ্গসৌরভ্য প্রাপ্তিরূপ সম্পৎ লাভ করিতে দেখিয়া, মাৎসর্য্যবশতঃই যেন নিজেদের 'রঙ্কত্বং'—দৈন্যদশা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহাদের আশ্রয়ভূতা গোপী-গণকে পরিত্যাগপূর্ব্বকই সমৃদ্ধ হইবার নিমিত্তই যেন চাপল্যহেতু নিজেরাই কৃষ্ণপার্শ্বে গমন করিতে লাগিল—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা ধ্বনিত হইতেছে। 'সমেতাঃ'—সমস্ত কুলবধূগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, দেখ, কেবল আমাকেই তুমি কিজন্য বারণ করিয়া বধ করিবে ? এইরূপ নিজ নিজ শাশুড়ীদিগকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া গোপীগণ কৃষ্ণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন—এই ভাবার্থ ।। ৪২ ।।

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎ সৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্ ।। ৪৩ ।।

অন্বয়ঃ—ব্রজযোষিতঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) অক্ষিভৃঙ্গৈঃ (নয়নরূপভ্রমরৈঃ) মুকুন্দমুখসারঘং (কৃষ্ণমুখপদ্মগতং মধু) পীত্বা অহ্নিবিরহজং (সমগ্রদিবসগতকৃষ্ণবিরহ-জন্যং) তাপং জহুঃ (তত্যজুঃ) (কৃষ্ণশ্চ) সব্রীড়-হাসবিনয়ং (সব্রীড়েন সলজ্জেন হাসেন বিনয়ো যথা ভবতি তথা) যৎ অপাঙ্গমোক্ষং (কটাক্ষ দর্শনং) তৎ সৎকৃতিং (গোপাঙ্গনাকৃত সৎকারং) সমধিগম্য (স্বীকৃত্য) গোষ্টং বিবেশ ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—ব্রজাঙ্গনাগণ ভ্রমরতুল্য নয়নদ্বারা কৃষ্ণ-মুখকমল-মধু পান করিয়া সমস্ত দিনের বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাহাদের সলজ্জ হাস্য ও বিনয়যুক্ত কটাক্ষ দৃষ্টিরূপ সৎকার স্বীকার করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—অভিগম্য কিং চক্রুরিত্যত আহ,—পীত্বেতি। মুকুন্দস্য মুখে সারঘং স্মিতরূপং মধু

অক্ষিভৃঙ্গৈঃ পীত্বা নত্বপাঙ্গভৃঙ্গৈঃ পীত্বেত্যনেন কৃষ্ণস্যাদৃষ্টগোপীকস্যান্যমনস্কস্যৈব যৎ সাহজিকং স্মিতং তৎ তাভির্নিঃশঙ্কতয়া সম্পূর্ণনেত্রৈরেব পীতমিতি গম্যতে। ততশ্চ দ্বিতীয়ক্ষণে কৃষ্ণস্য তত্রাবধানে সতি হর্ষোত্থো হাসস্তাসাং যদৈবাজনি, তদৈবোদ্ভূতয়া লজ্জয়া সসম্পূর্ণাবলোকো হাসশ্চাবৃতঃ বামকরকৃতমবগুণ্ঠনঞ্চ। কিঞ্চিৎ সংবৃত্তং তত্তদাবরণ-ব্যঞ্জিতো বিনয়শ্চাভূদিত্যেতৎ সর্ব্বমাধুর্য্যমেব কৃষ্ণোঽনুবভূবেত্যাহ—তৎ সৎকৃতিং তাদৃশাবলোকনরূপাং সৎকৃতিং তাভিঃ কৃতং কিঞ্চিদুপায়নপ্রদানরূপং সম্মাননমিত্যর্থঃ। সমধিগম্য সম্যগ্ বিদগ্ধশিরোমণিত্বাদধিগম্য সরসাস্বাদং স্বীকৃত্য গোষ্ঠং বিবেশ। অত্র সৎকার-সমধিগমক্রিয়য়োঃ ক্রমেণ সব্রীড়েত্যাদি-বিশেষণদ্বয়ং তেন চ ব্রীড়য়া সহিতো হাসো বিনয়শ্চ যত্র তদ্‌যথাস্যাত্তথা তাসাং সৎকৃতিম্। যতঃ প্রাপ্ত-বতঃ অপাঙ্গস্য মোক্ষো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশেত্যর্থঃ। তাভিঃ কৃতা সব্রীড়হাসবিনয়া তাদৃশাবলোকরূপা সৎকৃতিঃ তস্যাশ্চাধিগমঃ কৃষ্ণেন তৎপ্রাপ্ত্বদপাঙ্গমোক্ষ-সহিতঃ কৃত ইতি ফলিতম্। অত্র সম্পূর্ণ-নেত্রাভ্যাং দর্শনে তাসাং লজ্জয়া সদ্যো বিমুখীভাবঃ স্যাদতস্তৎকটাক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমেব কৃষ্ণেনাপাঙ্গমোক্ষ ইতি জ্ঞেয়ম্। অথৈতদ্বিবরণং তাভিঃ প্রত্যেকং স্বনয়নাঞ্জলাবৌৎসুক্যং সঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয়াবলোকনকুসুমমর্পিতং, তথৈব স্বাধরপল্লবাঞ্জলৌ হর্ষসঞ্চারিণা স্বপরিজনেনানীয়ার্পিতং হাসকুসুমঞ্চ গৃহীত্বা এতদ্বস্তুদ্বয়মেবাস্মদগৃহে তত্র ভবতে দেয়মেতাবদেব বস্ত্বস্তি তৎ কৃপয়া গৃহ্যতামিতি যদৈব দর্শিতং তদৈব তদুপায়নমানেতুং কৃষ্ণেন স্বপ্রেষ্যোঽপাঙ্গোঽন্বযুজ্যত। স চ মহাচপলঃ পূর্ব্বমেব তদ্দ্বয়ং তাসামন্তর্গৃহগতমপি চোরয়িতুমুদ্যতঃ, অতঃ কৃষ্ণেন বদ্ধেব স্থাপিত আসীৎ তাভিস্তস্মিন্নুপায়নদ্বয়ে প্রকটীকৃত্য দিৎসিতে সতি স এব বন্ধান্মোচিতঃ সন্ শূর ইব শীঘ্রং গত্বা তদ্‌যদৈব গ্রহীতুমারভত তৎক্ষণ এব তাসাং কোষাধিকারিণ্যা সখ্যা ব্রীড়য়া প্রাদুর্ভূয় তদুপায়নদ্বয়মাবরীতুং প্রববৃতে, ততশ্চ তয়োর্বিগ্রহে প্রবৃত্তে সন্ধ্যর্থং বিনয়ে চ তাসাং পরিজনে সমায়াতে স চ বলবান্ কৃষ্ণপ্রেষ্যোঽপাঙ্গো ব্রীড়া-বিনয়াভ্যাং সহিতমেব সহাসাবলোকনমুপায়নমাকৃষ্যানীয় কৃষ্ণায় প্রাদাৎ। স চ তত্রিকমতিদুর্ল্লভ-মহারত্নমিব প্রাপ্য স্বহৃদয়মন্দিরাভ্যন্তর এব স্থাপয়ামাসেতি কথা সৎকার-ব্যঞ্জিতোপলব্ধা, ব্রীড়াদীনাং সর্ব্বেষামেব চ ব্যঞ্জকত্বেঽপি সৎকার-মোক্ষয়োর্ব্যঞ্জকত্বাতিশয়াৎ কথেয়মুপলব্ধা। যদ্বা, ব্রজযোষিতোঽহ্নি তাপং জহুঃ। কাস্তা ব্রজযোষিতঃ? যাসামপাঙ্গমোক্ষং তত্তাং প্রসিদ্ধাং সৎকৃতিং সৎকারং সমধিগম্য গোষ্ঠং বিবেশ। কীদৃশং সব্রীড়-হাস-বিনয়ম্। অত্র যৎপদস্যোত্তরবাক্যগতত্বান্ন তৎপদাপেক্ষা ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে আসিয়া ব্রজবালাগণ কি করিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'পীত্বা' ইত্যাদি। 'মুকুন্দমুখ-সারঘং'—মুকুন্দের মুখে যে স্মিতরূপ মধু, তাহা 'অক্ষিভৃঙ্গৈঃ'—নেত্ররূপ ভৃঙ্গ দ্বারা, কিন্তু অপাঙ্গভৃঙ্গের দ্বারা নহে, পান করিয়া (দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে যে সন্তাপ জন্মিয়াছিল, তাহা প্রশমিত করিলেন)। 'পীত্বা'-পান করিয়া, ইহা বলায় গোপীগণকে না দেখায় অন্যমনস্ক শ্রীকৃষ্ণের যে স্বাভাবিক স্মিত (মৃদুমন্দ হাস্য), তাহা তাঁহারা নিঃশঙ্কভাবে সম্পূর্ণ নেত্রের দ্বারাই পান করিয়াছিলেন, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তারপর দ্বিতীয়ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের তদ্বিষয়ে অবধান হইলে তাঁহাদের হর্ষোত্থ হাস্য যখন উৎপন্ন হইল, তৎকালেই উদ্ভূত লজ্জাবশতঃ সম্পূর্ণ অবলোকন ও হাস্য আবৃত ও বাম করের দ্বারা অবগুণ্ঠন করিলেন। কিছুটা সংবৃত সেই সেই আবরণের সহিত বিনয়ও প্রকাশ পাইল, এই সকল মাধুর্য্যই শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিলেন—ইহা বলিতেছেন—'তৎ সৎকৃতিং', তাদৃশ অবলোকনরূপ সৎকৃতি, অর্থাৎ তাঁহাদের কৃত কিঞ্চিৎ উপায়নপ্রদানরূপ সম্মাননা—এই অর্থ। 'সমধিগম্য'—শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ-শিরোমণি বলিয়া সেই সরস আস্বাদন সম্যক্‌রূপে স্বীকার করিয়া গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এখানে সৎকার ও সমধিগম (সম্যক্‌রূপে সম্মাননা প্রাপ্তি)—দুইটি ক্রিয়ার দ্বারা যথাক্রমে 'সব্রীড়' ইত্যাদি বিশেষণদ্বয় প্রযুজ্য হইয়াছে, তাহাতে লজ্জার সহিত হাস্য ও বিনয় যেখানে, তাহা যে প্রকারে হয়, তাদৃশ গোপীগণের সৎকৃতি। যেহেতু তাহা প্রাপ্ত জনের অপাঙ্গের মোক্ষ যেখানে, তাহা যেরূপে হয়, সেইভাবে সম্যক্‌রূপে স্বীকার করিয়া

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এখানে তাঁহাদিগের দ্বারা কৃত সলজ্জ হাস্য ও বিনয়সমন্বিত তাদৃশ অবলোকনরূপ সৎকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অপাঙ্গ-মোক্ষের সহিত তাহার স্বীকার—এইরূপ ফলিতার্থ। এখানে সম্পূর্ণ নেত্রযুগলের দ্বারা দর্শন করিলে লজ্জাবশতঃ সদ্যই তাহাদিগের বিমুখীভাব হইবে, অতএব তাঁহাদিগের সেই কটাক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্তই কৃষ্ণ কর্তৃক অপাঙ্গ মোক্ষণ, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এইস্থলে এইরূপ বিবরণ—তাঁহারা প্রত্যেকে স্বনয়নাঞ্জলিতে ঔৎসুক্যবশতঃ নিজ পরিজন সঞ্চারি ভাবের দ্বারা আনয়ন করতঃ অবলোকনরূপ কুসুম অর্পণ করিলেন, সেইরূপ স্বাধরপল্লবরূপ অঞ্জলিতে স্বপরিজন হর্ষসঞ্চারি ভাবের দ্বারা আনয়নপূর্ব্বক অর্পিত হাস্যরূপ কুসুম গ্রহণ করিয়া, এই বস্তুদ্বয়ই আমাদের গৃহে আছে, তোমাকে দিবার মত এতটুকু বস্তু রহিয়াছে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ কর—এই বলিয়া যখন তাহা (নয়নে অবলোকন ও অধরে হাস্য) দর্শন করাইলেন, তৎকালেই সেই উপায়ন আনয়ন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ নিজভৃত্য অপাঙ্গকে নিযুক্ত করিলেন। সেই অপাঙ্গরূপ ভৃত্য মহাচপল, পূর্ব্বেই তাঁহাদের অন্তর্গৃহে থাকিলেও সেই দুইটি চুরি করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণ কৃষ্ণ কর্তৃক বদ্ধ হইয়া স্থাপিত ছিল। তাঁহারা সেই উপায়নদ্বয় প্রকটপূর্ব্বক (বাহির করিয়া) দিতে চাহিলে, সেই অপাঙ্গ-ভৃত্য বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বীরের ন্যায় শীঘ্র গমনপূর্ব্বক যখন তাহা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল, তৎক্ষণেই তাঁহাদের কোষাধিকারিণী সখী লজ্জা আসিয়া সেই উপায়নদ্বয় আবরণ করিতে চেষ্টা করিল। তারপর উভয়ের মধ্যে (কৃষ্ণের প্রেষ্য অপাঙ্গ ও গোপীগণের সখী লজ্জার মধ্যে) বিবাদ উপস্থিত হইলে, এবং সন্ধি স্থাপনের জন্য তাঁহাদের পরিজন বিনয় আসিলে, সেই বলবান্ কৃষ্ণ-প্রেষ্য অপাঙ্গ লজ্জা ও বিনয়ের সহিতই তাঁহাদের অবলোকনরূপ উপায়ন আকর্ষণপূর্ব্বক আনিয়া কৃষ্ণকে প্রদান করিল। শ্রীকৃষ্ণও সেই তিনটি (সলজ্জ হাস্য ও বিনয়-সমন্বিত অবলোকন) অতি-দুর্লভ মহারত্নের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়া নিজ হৃদয়মন্দিরের অভ্যন্তরেই স্থাপন করিলেন—এই কথা 'সৎকার'-শব্দের ব্যঞ্জনার দ্বারা উপলব্ধ। আর লজ্জাদি সকলের ব্যঞ্জকত্ব হইলেও সৎকার ও কটাক্ষমোক্ষের প্রকাশের আতিশয্যবশতঃ এইরূপ কথা বোধগম্য হয়। অথবা—'ব্রজযোষিতঃ', ব্রজাঙ্গনাগণ দিবসে তদ্‌বিরহজন্য তাপ (কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিরূপা তৃষ্ণা) দূর করিতে লাগিলেন। এখানে কে সেই ব্রজরামাগণ ? তাহাতে বলিতেছেন—'যদপাঙ্গমোক্ষং', যাঁহাদিগের অপাঙ্গমোক্ষ-রূপ প্রসিদ্ধ সৎকার সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাহা কেমন ? তাহাতে বলিতেছেন—'সব্রীড়-হাস-বিনয়ং'—যাহা তাঁহাদিগের সলজ্জ হাস্য ও বিনয়-সমন্বিত। যৎ ও তৎ পদের নিত্য সম্বন্ধ থাকিলেও এখানে যৎপদ পরবর্ত্তী বাক্যগত হওয়ায় তৎপদের অপেক্ষা নাই ॥ ৪৩ ॥

তয়োর্যশোদারোহিণ্যৌ পুত্রয়োঃ পুত্রবৎসলে।
যথাকামং যথাকালং ব্যধত্তাং পরমাশিষঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুত্রবৎসলে যশোদা রোহিণ্যৌ তয়োঃ পুত্রয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যথা কালং (যথা সময়ং) যথা কামং (যথাভিলাষং) পরমাশিষঃ (উৎকৃষ্টোপ-ভোগান্) ব্যধত্তাং (চক্রতুঃ) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—পুত্রবৎসলা যশোদা এবং রোহিণী দেবী পুত্র কৃষ্ণ ও রামের ইচ্ছানুরূপ উৎকৃষ্ট ভোগ যথা সময়ে সম্পন্ন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—যথাকামং পুত্রয়োর্বাঞ্ছিতং ভক্ষ্যাদি-কমনতিক্রম্য যথাকালং প্রদোষাদিকং ভোজনকাল-মনতিক্রম্য পরমাশিষো ভক্ষ্যপরিধেয়াদিভোগান্ ॥৪৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথাকামং'—পুত্রদ্বয়ের অভি-লাষানুসারে ভক্ষ্যাদি 'যথাকালং'—প্রদোষকালাদি ভোজনকাল অতিক্রম না করিয়া। 'পরমাশিষঃ'—উত্তম উত্তম ভক্ষ্য ও পরিধেয়াদি উপভোগ্য বস্তুসকল (যশোদা ও রোহিণী সম্পাদন করিতে লাগিলেন।) ॥ ৪৪ ॥

গতাধ্বানশ্রমৌ তত্র মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ।
নীবীং বসিত্বা রুচিরাং দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—তত্র (গৃহে) মজ্জনোন্মর্দ্দনাদিভিঃ (স্নানমার্জ্জনাদিভিঃ) গতাধ্বানশ্রমৌ (বিগত পথশ্রমৌ) রুচিরাং (মনোরমাং) নীবীং (পরিধানবস্ত্রং) বসিত্বা (পরিধায়) দিব্যস্রগ্‌গন্ধমণ্ডিতৌ (মনোরমমাল্যগন্ধাদি ভূষিতৌ বভূবতুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা গৃহে স্নান-মার্জ্জনাদি ক্রিয়া-দ্বারা পথশ্রম দূর করিয়া মনোরম বস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক দিব্য মাল্য গন্ধাদিতে ভূষিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন শ্রমোঽশ্রমঃ স চেশ্বরত্বান্নরলীলয়া তস্যাভাবস্তুনশ্রমঃ। গতোঽধ্বনোঽনশ্রমঃ স এব যয়োস্তৌ। নীবীং পরিধানবস্ত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গতাধ্বানশ্রমৌ'—তাঁহারা পথশ্রান্তি দূর করিলেন। অথবা—'ন শ্রমঃ অশ্রমঃ' —যাহা শ্রম নয়, অশ্রম। ঈশ্বর বলিয়া নরলীলাতে তাহার অভাব, অর্থাৎ অনশ্রম। গত হইয়াছে পথের অনশ্রম যাহাদের, তাঁহারা। 'নীবীং'—পরিধেয় বস্ত্র (পরিধান করিয়া) ॥ ৪৫ ॥

———

জনন্যুপহৃতং প্রাশ্য স্বাদ্বন্নমুপলালিতৌ।
সংবিশ্য বরশয্যায়াং সুখং সুষুপতুর্ব্রজে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) জনন্যুপহৃতং (মাতৃদত্তং) স্বাদ্বন্নং (রুচিরং ভোজ্যং) প্রাশ্য (ভুক্ত্বা) বরশয্যায়াং (মনোজ্ঞশয়নে) সংবিশ্য উপলালিতৌ (সন্তৌ) ব্রজে সুখং (সুখেন) সুষুপতুঃ (নিদ্রাং জগ্মতুঃ) ॥৪৬॥

অনুবাদ—অনন্তর মাতৃদত্ত স্বাদু অন্ন ভোজনের পর তাম্বুলার্পণ প্রভৃতি দ্বারা উপলালিত হইয়া মনোরম শয্যায় শয়ন-পূর্ব্বক ব্রজে সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

———

এবং স ভগবান্ কৃষ্ণো বৃন্দাবনচরঃ ক্বচিৎ।
যযৌ রামমৃতে রাজন্ কালিন্দীং সখিভির্বৃতঃ ॥৪৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, এবং (ক্রমেণ) বৃন্দাবনচরঃ সঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দিবসে) সখিভিঃ (বয়স্যৈঃ) বৃতঃ (সন্) রামং ঋতে (বলদেবং বিনৈব) কালিন্দীং যযৌ (যমুনাং জগাম) ॥৪৭॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে বৃন্দাবনচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একদিন বলদেব ভিন্ন অন্য বয়স্যগণে বেষ্টিত হইয়া যমুনায় গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কার্ত্তিক-গোপাষ্টমীদিন-লীলাং সমাপ্য তদ্বর্ষীয়-নিদাঘগতস্য কস্যাচিদ্দিনস্য লীলামাহ,—এবমিতি। রামমৃতে ইতি জন্মর্ক্ষ-শান্তিক-স্নানার্থং মাতৃভ্যাং তস্য তদ্দিনে গৃহ এবোপবেশিতত্বাৎ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে কার্ত্তিক মাসের গোপাষ্টমী দিনের লীলা সমাপন করিয়া সেই বর্ষের গ্রীষ্মকালীন কোন দিনের লীলা বর্ণনা করিতেছেন— 'এবম্' ইত্যাদি। 'রামমৃতে'—শ্রীবলরাম ভিন্ন, অর্থাৎ জন্মনক্ষত্র বলিয়া মাঙ্গলিক স্নানের নিমিত্ত জননীদ্বয় কর্ত্তৃক সেই দিন তিনি গৃহেই রক্ষিত ছিলেন ॥ ৪৭ ॥

———

অথ গাবশ্চ গোপাশ্চ নিদাঘাতপপীড়িতাঃ।
দুষ্টং জলং পপুস্তস্যাস্তৃষার্ত্তা বিষদূষিতম্ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—নিদাঘাতপপীড়িতাঃ (গ্রীষ্মকালীন-সূর্য্যকিরণসন্তপ্তাঃ) তৃষার্ত্তাঃ গাবঃ চ গোপাঃ চ বিষদূষিতং তস্যাঃ (কালিন্দ্যাঃ) দুষ্টং জলং পপুঃ (পানং চক্রুঃ) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—তথায় নিদাঘ-তাপ-পীড়িত তৃষ্ণার্ত্ত ধেনু এবং গোপগণ কালিন্দীর বিষদূষিত জল পান করিয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—গাব ইতি পশ্চাৎ শনৈরাগচ্ছন্তং কৃষ্ণমনপেক্ষ্য তৃষ্ণার্ত্তত্বাৎ দ্রুতগামিন্যঃ তদনুদ্রুতাঃ কেচন গোপাশ্চ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—পশ্চাৎ ধীরে ধীরে আগমনকারী কৃষ্ণকে অপেক্ষা না করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত বলিয়া দ্রুতগামিনী গাভীগণ এবং তাহাদের অনুসরণকারী কোন কোন গোপগণ (সেই যমুনার বিষাক্ত জল পান করিলেন) ॥ ৪৮ ॥

———

বিষাম্ভস্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহতচেতসঃ।
নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্ব্বে সলিলান্তে কুরূদ্বহ ॥ ৪৯ ॥
বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরূদ্বহ, (পরীক্ষিৎ,) দেবোপহতচেতসঃ (দেবো ভগবান্ তস্য লীলাশক্তিবৈভবং তেন) সর্ব্বে (গোপ গোসমূহাশ্চ) ব্যসবঃ (মৃতাঃ সন্তঃ) সলিলান্তে (জলপ্রান্তে) নিপেতুঃ (পতিতাঃ) যোগেশ্বরেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ স্বনাথান্ (স্বাশ্রিতান্) তান্ তথাভূতান্ (মৃতান্) বৈ বীক্ষ্য অমৃতবর্ষিণ্যা ঈক্ষয়া (দৃষ্ট্যা) সমজীবয়ৎ (জীবয়ামাস) ॥ ৪৯-৫০ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবংশধর, ভগবানের লীলাশক্তি বৈভবদ্বারা হতবুদ্ধি গোপ এবং গোসকল সেই বিষাক্ত জলস্পর্শমাত্রই প্রাণহীন হইয়া জলপ্রান্তে পতিত হইল। যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিজের আশ্রিতগণকে এইরূপ মৃত দেখিয়া অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় জীবিত করিলেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

বিশ্বনাথ—দেবো ভগবাংস্তস্যেদং দৈবং লীলাশক্তিবৈভবং তেনোপহতবুদ্ধয়ঃ। (ভাঃ ১০।১৬।৬৪) "কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। ব্যসব ইতি লীলাসৌষ্ঠবার্থং যোগমায়য়ৈব নিত্যানামপি তেষামসূনাচ্ছাদ্য তথা দর্শনাৎ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈবোপহতচেতসঃ'—দেব বলিতে এখানে ভগবান্, 'তস্যেদং'—তাহার ইহা, এই সূত্রে দৈব লীলাশক্তিবৈভব, তাহার দ্বারা উপহত হইয়াছে বুদ্ধি যাঁহাদিগের (অর্থাৎ ভগবানের লীলাশক্তি-বৈভব দ্বারা হতবুদ্ধি গাভীগণ ও গোপগণ সেই বিষদূষিত জল স্পর্শ করিয়া বিগতপ্রাণ হইয়া যমুনার তীরে নিপতিত হইলেন)। পরে বলিবেন—অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক। 'ব্যসবঃ'—বিগতপ্রাণ, এখানে লীলাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত যোগমায়াই নিত্যপরিকর তাহাদেরও প্রাণ আচ্ছাদনপূর্ব্বক ঐরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন ॥ ৪৯-৫০ ॥

তে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ সমুত্থায় জলান্তিকাৎ।
আসন্ সুবিস্মিতাঃ সর্ব্বে বীক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥৫১

অন্বয়ঃ—তে সর্ব্বে সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ (লব্ধজ্ঞানাঃ সন্তঃ) জলান্তিকাৎ (জল প্রান্তাৎ) সমুত্থায় পরস্পরং বীক্ষমাণাঃ সুবিস্মিতাঃ আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—তখন তাহারা পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করিয়া জলপ্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া পরস্পর মুখাবলোকনপূর্ব্বক অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন অর্থাৎ আমরা মৃত হইয়াছিলাম এখন জীবিত হইলাম কি প্রকারে ইহা চিন্তা করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৫১॥

বিশ্বনাথ—তে জলান্তিকাৎ সমুত্থায় সুবিস্মিতা ইতি। মৃতা এব বয়ং কেন জীবিতাঃ কেনাপ্যৌষধেন বিষহরমন্ত্রেণ বা পরস্পরমিতি সখে, কিং ত্বমেতদ্রহস্যং জানাসীতি প্রত্যেক-প্রশ্নাৎ। এবং মহাসন্দেহে প্রবর্ত্তমানে ভো বয়স্যাঃ, আং ময়ৈবৈতৎ কারণং "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গাচার্য্যবচন-স্মরণাৎ সম্যগবগতমিতি কেনাপ্যুক্তে সতি সর্ব্বে এব সম্যক্ প্রকারেণ প্রতীতা প্রতীতিবিষয়ীকৃতা স্মৃতিস্তদীয়া যৈস্তথাভূতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫১ ॥

টীকর বঙ্গানুবাদ—তাহারা জলপ্রান্ত হইতে উত্থিত 'সুবিস্মিতাঃ'—"ভাই ! আমরা মৃতই হইয়াছিলাম, অতএব আমাদিগকে কে কি ঔষধে অথবা কোন্ বিষহর মন্ত্রে জীবিত করিল" ইত্যাদি বলিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। 'পরস্পরম্'—'সখে ! ইহার কোন রহস্য জান'—এইরূপ পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার মহাসন্দেহ উপস্থিত হইলে "হে বয়স্যগণ ! ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিবে—এই গর্গাচার্য্যের বচন স্মরণ হওয়ায়, ইহার কারণ আমি সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছি।" —এরূপ কেহ বলিলে তাহারা সকলে 'সম্প্রতীতস্মৃতয়ঃ'—সম্যক্ প্রকারে প্রতীত, প্রতীতির বিষয়ীকৃত হইয়াছে স্মৃতি যাহাদের, তাহারা সেইরূপ হইলেন (অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন) —এই অন্বয় ॥ ৫১ ॥

অন্বমংসত তদ্রাজন্ গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতম্।
পীত্বা বিষং পরেতস্য পুনরুত্থানমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ধেনুকবধো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, বিষং পীত্বা পরেতস্য (মৃতস্য) আত্মনঃ তৎ পুনরুত্থানং (পুনর্জীবনলাভং) গোবিন্দানুগ্রহেক্ষিতং (গোবিন্দস্য কৃষ্ণস্য অনুগ্রহে-

ক্ষিতং অনুগ্রহদৃষ্টিজন্যং ইতি) অন্বমংসত (নির্ণীত-বন্তঃ) ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন তাঁহারা বিষ পানে মৃত হইয়াও পুনরায় যে জীবন লাভ করিয়াছেন তাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহদৃষ্টি জন্য, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অনু অনন্তরমৈকমত্যেন ব্রজরাজেষ্ট-দেব-শ্রীনারায়ণেনাবিষ্টস্য গোবিন্দস্য অনুগ্রহেক্ষিত-মেব কারণমমংসত। যস্মাৎ পীত্বা বিষমিত্যাদি ॥৫২

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽস্মিন্ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্বমংসত'—অনন্তর ঐক-মত্যহেতু শ্রীব্রজরাজের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণাবিষ্ট গোবিন্দের কৃপাবলোকনই ইহার কারণ, এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। যেহেতু বিষপান করিয়া মৃত হইয়াও পুনরায় আমরা জীবন লাভ করিয়াছি ॥ ৫২॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়

শ্রীশুক উবাচ—

বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়েৎ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যমুনা-হ্রদে শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন-লীলা ও নাগপত্নীগণের স্তবে কালিয় প্রতি কৃষ্ণের করুণা বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণ কালিন্দীর বিষদুষ্ট জল শুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কালিন্দীর তটবর্ত্তী কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ-পূর্ব্বক তথা হইতে হ্রদ-জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ হ্রদজলে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নির্ভয়ে বিহার করিতে থাকিলে কালিয় স্বভবন আক্রান্ত দর্শনে আর সহ্য করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ নিকটে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্ম-স্থান দংশন করিল এবং দেহদ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ বেষ্টন করিল। কৃষ্ণের সঙ্গিগণ তদ্দর্শনে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া ভূমে পতিত হইলেন। এদিকে ব্রজেও ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বামঅঙ্গ-কম্পন—এই ত্রিবিধ দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। 'কৃষ্ণ আজ রামকে সঙ্গে না লইয়া বনে গমন করিয়াছেন, না জানি আজ কি মহান্ অনিষ্টই বা ঘটিল'—ব্রজবাসিগণ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কৃষ্ণপদচিহ্ন অনুসরণপূর্ব্বক যমুনাতীরে উপনীত হইলেন। তথায় তাঁহারা হ্রদ-জলে তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণকে কাল-সর্প-বেষ্টিত দেখিয়া ত্রিভুবন শূন্য দেখিলেন। সকলে সেই জলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ-প্রভাববেত্তা বলদেব তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। কৃষ্ণ সকলকে তাঁহার জন্য এইরূপ ব্যাকুল দেখিয়া স্বীয় কলেবর এত বৃদ্ধি

করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে সর্প তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন ভগবান্ ক্রীড়াশীল গরুড়ের ন্যায় সেই সর্পের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডব-নৃত্যে ফণা সহস্র-নিপীড়িত ও শরীর শিথিল হওয়ায় সর্প মুখ-দ্বারা রক্ত বমন করিতে করিতে মনে মনে চরাচর-গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হইল। সর্পকে অত্যন্ত অবসন্ন দর্শন করিয়া নাগপত্নীগণ শিশুগণ সহ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া পতির মুক্তিকামনায় কৃষ্ণকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া কহিল,—"কৃষ্ণ তাহাদের খল পতির জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। তাঁহার ক্রোধ তাহাদের মঙ্গলেরই কারণ। কালিয় কত সৌভাগ্যই না করিয়াছে। ভগবানের যে পদরেণু লাভ স্বয়ং জগল্লক্ষ্মীর পক্ষেও দুর্ল্লভ, কালিয় আজ সেই কমলাবাঞ্ছিত পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে পারিল। যাহা হউক, কালিয় অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যে অপরাধ করিয়াছে, ভগবান্ তাহা ক্ষমা করিয়া কালিয়ের প্রাণভিক্ষা প্রদান করুন।" কালিয়-পত্নীগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। কালিয় ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ও প্রাণ লাভ করিল। পরে কাতর বচনে নিজ কৃতাপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক কৃষ্ণের অনেক স্তুতি এবং তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষায় রহিল। তখন ভগবান্ তাহাকে সপরিকরে সেই হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণকদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন। অনন্তর ভগবানের কালিয়-দমন-মাহাত্ম্য এবং ভগবদাদেশে কালিয়ের রমণক-দ্বীপে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—বাদরায়ণিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) উবাচ। বিভুঃ কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাং (যমুনাং) কৃষ্ণাহিনা (কালিয়-সর্পেণ) দূষিতাং (বিষ সংসৃষ্ট্যাং) বিলোক্য তস্যাঃ (কৃষ্ণায়াঃ) বিশুদ্ধিং অন্বিচ্ছন্ (অভিলষন্) তং সর্পং উদবাসয়ৎ (যমুনাতঃ নিঃসারিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অতঃপর বিভু শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নামক সর্পের বিষ-সংস্পর্শে যমুনার জল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া উহার বিশুদ্ধি কামনায় তথা হইতে সর্পকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ন্যগৃহ্নাৎ কালিয়ং কৃষ্ণো দর্শয়ন্ স্বমপাদ্ব্রজম্।
স্তুতোঽহিভিঃ প্রসন্নস্তান্ ষোড়শে নিরসারয়ৎ ॥০॥
কৃষ্ণাং যমুনাং উদবাসয়ৎ তস্মান্নিঃসারিতবান্ ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কালিয় নাগকে নিগৃহীত করতঃ স্বীয় দর্শনদানে ব্রজজনকে রক্ষা করেন এবং নাগপত্নীদের স্তুতিতে প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে সেই হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করেন— ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কৃষ্ণাং'—যমুনাকে (কালিয়ের বিষে দূষিতা দেখিয়া), 'উদবাসয়ৎ'—ঐ কালিয়কে তথা হইতে নিঃসারিত করেন ॥ ১ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

কথমন্তর্জলেঽগাধে ন্যগৃহ্নাদ্ভগবানহিম্।
স বৈ বহুযুগাবাসাং যথাসীদ্বিপ্র কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ—(হে) বিপ্র, ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কথং (কেনোপায়েন) অগাধে (অতল-স্পর্শে) অন্তর্জলে (জলমধ্যে) অহিং (কালিয়নাগং) ন্যগৃহ্নাৎ (নিগৃহীতবান্) স বৈ (কালিয়নাগশ্চ) বহুযুগাবাসং (বহূনি যুগানি ব্যাপ্য আবাসঃ যস্য তদ্ যথা স্যাৎ তথা) যথা (যেন প্রকারেণ) আসীৎ (তৎ সর্ব্বং) কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে অগাধ জল মধ্যে কালিয়-নাগকে নিগৃহীত করিয়াছিলেন এবং সেই বা কিরূপে তথায় বহুযুগ ব্যাপিয়া বসতি করিয়াছিল তাহা আমাকে বলুন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বহূনি যুগানি ব্যাপ্য আবাসো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা আসীৎ বিশেষতঃ প্রকর্ষেণ কথ্যতাম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বহুযুগাবাসং'—বহু যুগ ব্যাপিয়া আবাস যেখানে, তাহা যে প্রকারে হয়, সেইরূপ ছিলেন। 'বিপ্রকথ্যতাং'—বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে তদ্বিষয় বর্ণন করুন ॥ ২ ॥

ব্রহ্মন্ ভগবতস্তস্য ভূম্নঃ স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ ।
গোপালোদারচরিতং কস্তৃপ্যেতামৃতং জুষন্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, স্বচ্ছন্দবর্ত্তিনঃ (স্বতন্ত্রস্য) তস্য ভূম্নঃ (অপরিচ্ছিন্নস্য) ভগবতঃ গোপালোদার-চরিতং (গবাং পালনেন উদারং সুখদাতৃচরিতং) অমৃতং (অমৃততুল্যং) জুষন্ (সেবমানঃ) কঃ তৃপ্যেত (ন কোঽপি তৃপ্যতি উত্তরোত্তরং কেবলং সেবনাকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধতে এব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, স্বতন্ত্র ও অপরিচ্ছিন্ন ভগবানের গো-পালনরূপ অমৃত-তুল্য সুখদায়ক চরিত সেবন করিয়া কেহই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না পরন্তু উত্তরোত্তর কেবল সেবনাকাঙ্ক্ষা বৰ্দ্ধিতই হইতে থাকে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গবাং শ্লেষেণ সৰ্ব্বভক্তশ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ পালনেনোদারং সুখদাতৃচরিতম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপালোদারচরিতং'—গাভী-গণের, শ্লিষ্টার্থে সৰ্ব্বভক্তজনের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহের পালনরূপ (অমৃততুল্য) সুখদায়ক চরিত (সেবন করিয়া কোন্ ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হইতে পারে ?) ॥৩॥

শ্রীশুক উবাচ—

কালিন্দ্যাং কালিয়স্যাসীদ্‌হ্রদঃ কশ্চিদ্বিষাগ্নিনা ।
শ্রপ্যমাণপয়া যস্মিন্ পতন্ত্যুপরিগাঃ খগাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । কালিন্দ্যাং (যমুনা-জলমধ্যে) কালিয়স্য বিষাগ্নিনা (অনলবদত্যুগ্রবিষ-জ্বালয়া) । শ্রপ্যমানপয়াঃ (নিরন্তরং পচ্যমানজলঃ) কশ্চিৎ হ্রদঃ আসীৎ । যস্মিন্ (হ্রদে) উপরিগাঃ হ্রদোৰ্দ্ধগগন গামিনঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) পতন্তি (বিষাকৰ্ষণবেগেন নিপত্য প্রাণান্ ত্যজন্তি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্. সেই যমুনার জলমধ্যে এক হ্রদ ছিল । কালিয়ের অগ্নি-তুল্য বিষের জ্বালায় নিরন্তর তাহার জল পাক হইতে-ছিল । ঐ হ্রদের উপর দিয়া গমনশীল খেচর-পক্ষি-গণও বিষের আকর্ষণে তথায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কালিন্দ্যাং হ্রদ ইতি হরিবংশোক্তে-র্যোজনপ্রমাণস্তস্যা দক্ষিণে ভাগে তৎপ্রবাহেণাস্পৃষ্ট এব । অন্যথা তদ্বিষসংপৃক্তপ্রবাহবতী সা মথুরাদি-দেশস্থজনৈরব্যবহাৰ্য্যৈবাভবিষ্যদিতি জ্ঞেয়ম্ । শ্রপ্য-মাণং পচ্যমানং পয়ো যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালিন্দ্যাং হ্রদঃ'—শ্রীহরি-বংশে উক্ত হইয়াছে—'যমুনার দক্ষিণ ভাগে যোজন-পরিমাণ এক হ্রদ ছিল', যাহা যমুনার প্রবাহ দ্বারা অস্পৃষ্ট ছিল । অন্যথা কালিয়নাগের বিষে সংপৃক্ত হইলে মথুরাদি দেশস্থ জনগণের দ্বারা যমুনার জল অব্যবহাৰ্য্য হইত । 'শ্রপ্যমাণপয়াঃ'—কালিয়ের অগ্নি-তুল্য বিষের জ্বালায় সেই হ্রদের জল নিরন্তর পাক হইত ॥ ৪ ॥

বিপ্রুষ্মতা বিষাদোৰ্ম্মিমারুতেনাভিমর্শিতাঃ ।
ম্রিয়ন্তে তীরগা যস্য প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) বিপ্রুষ্মতা (অম্বুকণা-যুক্তেন) বিষদোৰ্ম্মিমারুতেন (বিষাক্ত তরঙ্গ স্পর্শি-বায়ুনা) অভিমর্ষিতাঃ (স্পৃষ্টাঃ সন্তঃ) যস্য (হ্রদস্য) তীরগাঃ (তীরবৰ্ত্তিনঃ) । স্থিরজঙ্গমাঃ প্রাণিনঃ ম্রিয়ন্তে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থাবর, জঙ্গম প্রাণিগণ জলকণাবাহী বিষাক্ত তরঙ্গস্পর্শী বায়ুর স্পর্শে প্রাণ ত্যাগ করিত ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রুষ্মতা অম্বুকণাযুক্তেন বিষোদক-তরঙ্গস্পর্শিমারুতেন অভিমৃষ্টাঃ স্পৃষ্টাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রুষ্মতা'—ঐ হ্রদগত অম্বুকণাযুক্ত বিষাক্ত উদকের তরঙ্গস্পর্শী বায়ুর স্পর্শে স্পৃষ্ট হইয়া (সেই হ্রদের তীরস্থিত স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসকল প্রাণত্যাগ করিত) ॥ ৫ ॥

তং চণ্ডবেগবিষবীৰ্য্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীঞ্চ খলসংযমনাবতারঃ ।
কৃষ্ণঃ কদম্বমধিরুহ্য ততোঽতিতুঙ্গা-
দাস্ফোট্য গাঢ়রশনো ন্যপতদ্বিষোদে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—খলসংযমনাবতারঃ (দুষ্টনিগ্রহায় অবতীর্ণঃ) কৃষ্ণঃ তং (কালিয়ং) চণ্ডবেগবিষবীৰ্য্যং (চণ্ডঃ বেগঃ যস্য তাদৃশং বিষমেব বীৰ্য্যং যস্য তং

তাদৃশং) অবেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তেন নদীং চ (যমুনাঞ্চ) দুষ্টাং (কলুষিতাং) অতিতুঙ্গং (অত্যুচ্চং) কদম্বং (তটস্থ-কদম্বতরুং) অধিরুহ্য গাঢ়রশনঃ (গাঢ়া দৃঢ়বদ্ধা রশনা কটিভূষণং যেন তাদৃশঃ সন্) আস্ফোট্য (বাহুং করতলেনাহত্য) ততঃ [অতি-তুঙ্গাৎ (অত্যুন্নতাৎ) (কদম্ববৃক্ষাৎ) বিষোদে (বিষময়হ্রদে) ন্যপতৎ (পতিতঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—দুষ্ট-নিগ্রহের জন্য অবতীর্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উগ্রবেগবিষসম্পন্ন কালিয়কে এবং তদ্দ্বারা দূষিত যমুনাকে দেখিয়া কটিভূষণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন পূর্ব্বক তীরস্থিত অত্যুচ্চ কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং করতলদ্বারা বাহুতে আঘাত করিতে করিতে সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষ হইতে বিষময় হ্রদে নিপতিত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তং কালিয়ং, কদম্বমিতি 'ভাবিনা শ্রীকৃষ্ণ-চরণস্পর্শভাগ্যেন স একস্তত্তীরে ন শুষ্কঃ অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদিতি পুরাণান্তরমিতি' শ্রীস্বামি-চরণাঃ। গাঢ়ং দৃঢ়ং বদ্ধা রশনা রশনাপদোপলক্ষিতাঃ কুন্তলোষ্ণীষাদয়োঽপি যেন সঃ। আস্ফোট্য বাহুং করতলেনাহত্য ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং'—সেই কালিয়কে দেখিয়া। 'কদম্বং'—কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করিয়া। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—ভাবী শ্রীকৃষ্ণচরণ স্পর্শের সৌভাগ্যবশতঃ সেই একটি কদম্ব বৃক্ষ সেই হ্রদের তীরে শুষ্ক হয় নাই। অথবা পুরাণান্তরে উক্ত হইয়াছে—গরুড় অমৃত আহরণকালে এই বৃক্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। 'গাঢ়রশনঃ'—কটিবসন, কেশ, উষ্ণীষাদি দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া। 'আস্ফোট্য' —দক্ষিণ করতল দ্বারা বামবাহু আস্ফোটন করিয়া (অত্যুচ্চ কদম্ববৃক্ষের উপরিভাগ হইতে সেই বিষাক্ত জলমধ্যে নিপতিত হইলেন।) ॥ ৬ ॥

সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগ-
সংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ।
পর্য্যক্ প্লুতো বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মি-
র্ধীমন্ ধনুঃশতমনন্তবলস্য কিং তৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ধীমান্,) (তদানীং সঃ) সর্পহ্রদঃ পুরুষসারনিপাতবেগসংক্ষোভিতোরগবিষোচ্ছ্বসিতাম্বুরাশিঃ (পুরুষসারস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য নিপাতবেগেন সংক্ষোভিতানাং উরগানাং সর্পানাং বিষৈঃ উচ্ছ্বসিতঃ উল্লসিতঃ অম্বুরাশিঃ যস্য তাদৃশঃ) পর্য্যক্ (পরিতঃ) শতং ধনুঃ (শতধনুপরিমিতস্থানপর্য্যন্তং) প্লুতঃ (বিস্তৃতঃ) বিষকষায়িতভীষণোর্ম্মিঃ (বিষেণ কষায়ীকৃতাঃ ভয়ঙ্করাঃ উর্ম্ময়ঃ যস্য তাদৃশঃ জাতঃ) তৎ (হ্রদস্য তাদৃশভাবঃ) অনন্তবলস্য (অসীমবীর্য্যস্য ভগবতঃ) কিং (কিমপি ন অসম্ভাব্যং ভবতি) ॥৭॥

অনুবাদ—হে ধীমন্! তৎকালে সেই পুরুষোত্তমের পতনবেগে আলোড়িত সর্পগণের বিষরাশিতে হ্রদ-জল স্ফীত এবং বিষ-কষায়িত ভয়ঙ্কর তরঙ্গযুক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে শত ধনু (৪০০ হাত) পরিমিত স্থান প্লাবিত করিয়াছিল। অসীমবীর্য্য ভগবানের পক্ষে ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পুরুষস্য কৃষ্ণস্য সারেণ বলেন যো নিপাত-বেগস্তেন সংক্ষোভিতানাং উরগাণাং বিষৈরুন্নতোঽম্বুরাশির্যস্য সঃ। বিষেণ কষায়ীকৃতা রক্তপীতবর্ণীকৃতা ভয়ঙ্করা উর্ম্ময়ো যস্য সঃ। "নির্য্যাসেঽপি কষায়ো স্ত্রী" ইত্যত্র ক্ষীরস্বামিনা তথা ব্যাখ্যানাৎ। পর্য্যক্ পরিতঃ ধনুঃশতং প্লুতঃ প্রসৃতঃ। "অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ স্যাদঙ্গুলং তৈস্ত্রিভির্ভবেৎ। তালং ত্রিতালকো হস্তো হস্তৌ দ্বৌ কিষ্কুরুচ্যতে। কিষ্কুদ্বয়ং ধনুঃ প্রোক্ত"মিতি ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সর্পহ্রদঃ'—শ্রীভগবান্ কিঞ্চিৎ বলপ্রকটনপূর্ব্বক হ্রদে নিপতিত হইলে, সেই পতন-বেগে সংক্ষোভিত সর্পসকলের বিষে উচ্ছ্বসিত অম্বু-রাশিপূর্ণ এবং তাহাদিগের বিষদ্বারা 'কষায়ীকৃত'—রক্তপীতবর্ণীকৃত ভয়ঙ্কর তরঙ্গবিশিষ্ট কালিয় হ্রদ, 'নির্য্যাস অর্থে কষায় শব্দ ব্যবহৃত হয়'—ইহা ক্ষীর-স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'পর্য্যক্ ধনুঃশতং প্লুতঃ' —চতুর্দ্দিকে শতধনু অর্থাৎ চারিশত হস্ত পর্য্যন্ত উৎপ্লাবিত হইয়া উঠিল ॥ "অষ্টভির্যবমধ্যৈঃ"— অর্থাৎ ৮ যবে ১ অঙ্গুল, ১২ অঙ্গুলে ১ তাল, ৩ তালে ১ হস্ত, ২ হস্তে ১ কিষ্কু, ২ কিষ্কুতে ১ ধনু হয়। ধনুঃ—চারিহস্ত পরিমিত স্থান ॥ ৭ ॥

তস্য হ্রদে বিহরতো ভুজদণ্ডঘূর্ণ-
বার্ঘোষমঙ্গ বরবারণবিক্রমস্য।
আশ্রুত্য তৎ স্বসদনাভিভবং নিরীক্ষ্য
চক্ষুঃশ্রবাঃ সমসরৎ তদমৃষ্যমাণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্,) চক্ষুঃ শ্রবাঃ (কালিয়নাগঃ) (তস্য) হ্রদে বিহরতঃ (বিহারং কুর্ব্বতঃ) তস্য বরবারণবিক্রমস্য (মত্তমাতঙ্গবীর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) ভুজদণ্ডঘূর্ণবার্ঘোষং (ভুজযুগলতাড়ন-জনিতং জলস্য মহাশব্দং) আশ্রুত্য তৎস্বসদনাভি-ভবং (হ্রদরূপনিজাবাসস্য উৎপীড়নং) নিরীক্ষ্য তৎ অমৃষ্যমাণঃ (অসহমানঃ) সমসরৎ (সমাগতঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন কালিয়-নাগ সেই হ্রদ মধ্যে বিহারশীল মত্তমাতঙ্গ-বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-তাড়নে ক্ষুব্ধ জলের মহা-শব্দ শ্রবণ করিয়া নিজ আবাস-স্থানের এতাদৃশ অবমাননা দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তথায় সমাগত হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিহরতঃ বিচিত্রজলবাদ্যসন্তারাদিনা ক্রীড়তঃ ভুজদণ্ডাভ্যাং ঘূর্ণা যেষাং তথাভূতানাং বারাং জলানাং ঘোষং শ্রুত্বা তত্ততো ঘোষাদেব স্বসদনস্যাভি-ভবং নিরীক্ষ্য তত্তং অসহমানঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিহরতঃ'—সেই হ্রদমধ্যে বিচিত্র জলবাদ্য সন্তরণাদি দ্বারা ক্রীড়াকারী শ্রীকৃষ্ণের 'ভুজদণ্ডঘূর্ণ-বার্ঘোষং'—ভুজদণ্ডে বিঘূর্ণিত জলরাশির শব্দ শ্রবণ করিয়া, 'তৎস্বদনাভিভবং'- সেই জল-ক্রীড়ার শব্দে স্বীয় আবাসের অভিভব দর্শনপূর্ব্বক তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া 'চক্ষুঃশ্রবাঃ'—কালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিল ॥ ৮ ॥

তং প্রেক্ষণীয়সুকুমারঘনাবদাতং
শ্রীবৎসপীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যম্।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সন্দশ্য মর্ম্মসু রুষা ভুজয়া চছাদ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভুজগঃ (কালিয়সর্পঃ) প্রেক্ষণীয়-সুকুমারঘনাবদাতং (প্রেক্ষণীয়ঃ দর্শনীয়শ্চ সুকুমারশ্চ ঘনবৎ মেঘবৎ অবদাতঃ উজ্জ্বলশ্চ তাদৃশং) শ্রীবৎস-পীতবসনং (শ্রীবৎসং পীতবস্ত্রঞ্চদধানং) স্মিতসুন্দর-স্যং (সহাসরম্যবদনং) কমলোদরাঙ্ঘ্রিং (কমল-কোমলপাদং) অপ্রতিভয়ং (নির্ভয়ং) ক্রীড়ন্তং (বিহারন্তং কৃষ্ণং) রুষা (ক্রোধেন) মর্ম্মসু (মর্ম্ম-স্থানেষু) সন্দশ্য (দন্তৈঃ আহত্য) চছাদ (শরীর-ভোগেন বেষ্টয়ামাস) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন মনোহর, সুকুমার, জলদ তুল্য উজ্জ্বলকান্তিযুক্ত শ্রীবৎস ও পীতবসনধারী, সহাস, সুরম্যবদন এবং কমলতুল্য সুকোমল-চরণ-বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে বিহার করিতেছিলেন। কালিয় সর্প ক্রোধে তাঁহার মর্ম্মস্থান সকলে দন্তাঘাত পূর্ব্বক দেহ-দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেক্ষণীয়মতিসুখদমপি রূপং কালিয়ং প্রতি বিপরীতমভূদিত্যাহ—তমিতি। ঘনবদুজ্জ্বলং শ্রীবৎসে বিহারবশাৎ আয়াতং পীতবসনং যস্য তম্। যদ্বা, শ্রিয়া লক্ষ্মীরেখয়া যুক্তং বৎসং বক্ষো যস্য পীতে বসনে যস্য স চ স চ তম্। "উরোবৎসঞ্চ বক্ষশ্চে"-ত্যমরঃ। ভুজয়া ভোগেন ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের রূপ অতি সুখময় দর্শনীয় হইলেও কালিয়ের পক্ষে তাহা বিপরীত দর্শন হইতে লাগিল, ইহা বলিতেছেন—'তম্' ইত্যাদি। 'ঘনাবদাতং'—যিনি জলধরসদৃশ উজ্জ্বলকান্তি-বিশিষ্ট। 'শ্রীবৎস-পীতবসনং'—বিহারবশতঃ যাঁহার বক্ষঃস্থলে পীতবসন আসিয়া পড়িয়াছে, অথবা—লক্ষ্মীরেখাযুক্ত বক্ষঃস্থল যাঁহার এবং উত্তরীয় ও পরিধেয় পীত বসন যাঁহার, তাঁহাকে। অমরকোষে উক্ত আছে—'উরু, বৎস ও বক্ষ শব্দ পর্য্যায়বাচী'। 'ভুজয়া'—কালিয়নাগ স্বীয় শরীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বেষ্টন করিল ॥ ৯ ॥

তং নাগভোগপরিবীতমদৃষ্টচেষ্ট-
মালোক্য তৎপ্রিয়সখাঃ পশুপা ভৃশার্ত্তাঃ।
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামা
দুঃখানুশোকভয়মূঢ়ধিয়ো নিপেতুঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণে অর্পিতাত্মসুহৃদর্থকলত্রকামাঃ (কৃষ্ণং প্রতিসমর্পিতাঃ আত্মাসুহৃৎ অর্থঃ কলত্রং কামশ্চ যৈঃ তে) তৎপ্রিয়সখাঃ (কৃষ্ণবয়স্যাঃ) পশুপাঃ (গোপালাঃ) তন্নাগভোগপরিবীতং (কালিয়স্য ভোগেন

দেহেন বেষ্টিতং) অদৃষ্টচেষ্টং (অলক্ষিতপ্রযত্নং কৃষ্ণং) আলোক্যভৃশার্ত্তাঃ (অতীব দুঃখিতাঃ) দুঃখানুশোক-ভয়মূঢ়ধিয়ঃ (দুঃখানুশোচনভয়ৈঃ হতবুদ্ধয়ঃ সন্তঃ) নিপেতুঃ (নিশ্চেষ্টাঃ সন্তঃ তত্রপতিতাঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—যে সকল সহচর গোপালক আত্মা, আত্মীয়, অর্থ, কলত্র, কাম প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছিলেন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়ের দেহ-দ্বারা পরিবেষ্টিত ও নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অতিশয় আর্ত্ত এবং দুঃখ, অনুশোচনা ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—পরিবীতং বেষ্টিতং অদৃষ্টচেষ্টমিতি। কালিয়স্যোৎসাহবর্দ্ধনার্থং ক্ষণং ভীতস্তব্ধবৎ স্থিতম্। যদ্বা, অরে কালিয়, ত্বয়া যথেষ্টং প্রথমং দশ্যতাং বেষ্ট্যতাং অহং পশ্চাদ্বলং দর্শয়িষ্যামীতি বীরদর্পেণ স্থিতম্। পশুপাঃ কেচিদ্‌গোপাঃ শালিক্ষেত্রস্থাঃ কৃষকাশ্চ শীঘ্রমায়াতাঃ তে কীদৃশাঃ কৃষ্ণেঽর্পিতা লালনার্থমাত্মাদয়ো যৈস্তে ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিবীতং'—শ্রীকৃষ্ণকে সর্প-শরীরে পরিবেষ্টিত ও অঙ্গাদি সঞ্চালনে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া। কালিয় নাগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল ভীত ও স্তব্ধের ন্যায় অবস্থান করিতে-ছিলেন। অথবা—অরে কালিয়! তুই যথেষ্ট দংশন ও বেষ্টন কর্, পরে আমি বল দর্শন করাইব, এই-রূপ বীরদর্পে অবস্থান করিতেছিলেন। 'পশুপাঃ'—কোন কোন গোপ এবং শালিক্ষেত্রস্থিত কৃষকগণ শীঘ্র আগমন করতঃ হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে নিশ্চেষ্ট-ভাবে পড়িয়া রহিলেন। তাহারা কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—যাহারা শ্রীকৃষ্ণে তাহাদের আত্মা, সুহৃৎ, অর্থ, কলত্র, কাম সকলই অর্পণ করিয়াছিল ॥১০॥

গাবো বৃষা বৎসতর্য্যঃ ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ।
কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণা ভীতা রুদন্ত্য ইব তস্থিরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (ধেনবঃ) বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ (স্ত্রীবৎসাঃ) ক্রন্দমানাঃ সুদুঃখিতাঃ কৃষ্ণে ন্যস্তেক্ষণাঃ (দত্তদৃষ্টয়ঃ) ভীতা রুদন্ত্য ইব তস্থিরে (স্থিতাঃ)॥১১

অনুবাদ—ধেনু, বৃষ এবং বৎসতরীগণও অতি-শয় দুঃখ ও ক্রন্দন সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি-পাত পূর্ব্বক ভীত হইয়া যেন রোদন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—রুদন্ত্য ইবেতি ভয়বৈয়গ্রেণাশ্রুণাং শোষাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রুদন্ত্যঃ ইব'—ভয় ও বৈয়গ্র্যবশতঃ অশ্রুগুলি শুষ্ক হওয়ায় গাভী, বৃষ প্রভৃতি যেন রোদন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

অথ ব্রজে মহোৎপাতাস্ত্রিবিধা হ্যতিদারুণাঃ।
উৎপেতুর্ভুবি দিব্যাত্মন্যাসন্নভয়শংসিনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (তৎকালে) ব্রজে ভুবি (ভূমৌ কম্পনরূপাঃ) দিবি (আকাশে উল্কাপাতাদিরূপাঃ) আত্মনি (শরীরে চ বামাঙ্গস্ফুরণাদিরূপাঃ) আসন্ন-ভয়শংসিনঃ (সমাগতভয়সূচকাঃ) ত্রিবিধাঃ অতি-দারুণাঃ মহোৎপাতাঃ উৎপেতুঃ (আরব্ধাঃ) ॥ ১২॥

অনুবাদ—তৎকালে ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাতাদি, প্রাণি-শরীরে বামাঙ্গস্ফুরণ প্রভৃতি আসন্নভয়সূচক ত্রিবিধ অতিদারুণ মহা উৎপাত হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবিধাঃ ভুবি ভূকম্পাদয়ঃ, দিবি উল্কাপাতাদয়ঃ, আত্মনি বামনেত্রস্ফুরণাদয়ঃ। ভগ-বতঃ খল্বমঙ্গলাশঙ্কারাহিত্যেঽপি যদুৎপাতপ্রাকট্যং তদ্‌গবাং গোপাদীনাঞ্চ দুঃখসূচনার্থং কিংবা তত্তদ-ধিষ্ঠাতৃদেবানামপি কৃষ্ণে প্রীতিমত্ত্বেনৈশ্বর্য্যবিস্মরণাৎ। কৃষ্ণেঽপ্যশুভাশঙ্কিনঃ উৎপাতং প্রকটয়ামাসুরিতি॥১২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রিবিধাঃ'—পৃথিবীতে ভূমি-কম্পাদি, আকাশে উল্কাপাতাদি ও প্রাণিশরীরে বাম-নেত্র-স্ফুরণাদি মহাভয়ঙ্কর ত্রিবিধ মহোৎপাত উপ-স্থিত হইতে লাগিল। শ্রীভগবানের কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা না থাকিলেও এখানে যে উৎপাতের প্রাকট্য হইয়াছে, তাহা গাভীগণের ও গোপগণেরও দুঃখ-সূচনার্থ, কিংবা—সেই সেই অধিষ্ঠাতৃ দেবগণেরও শ্রীকৃষ্ণে প্রীতিবশতঃ ঐশ্বর্য্যবিস্মরণ হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণেও অশুভ শঙ্কা করতঃ তাঁহারা উৎপাত উপস্থিত করিয়া-ছিলেন, উদ্দেশ্য ব্রজবাসিগণ শীঘ্র আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে উদ্ধার করুন ॥ ১২ ॥

তানালক্ষ্য ভয়োদ্বিগ্না গোপা নন্দপুরোগমাঃ ।
বিনা রামেণ গাঃ কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা চারয়িতুং গতম্ ॥১৩
তৈর্দুর্নিমিত্তৈর্নিধনং মত্বা প্রাপ্তমতদ্বিদঃ ।
তৎপ্রাণাস্তন্মনস্কাস্তে দুঃখশোকভয়াতুরাঃ ॥ ১৪ ॥
আবালবৃদ্ধবনিতাঃ সর্ব্বেঽঙ্গ পশুবৃত্তয়ঃ ।
নির্জগ্মুর্গোকুলাদ্দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—তান্ (উৎপাতান্) আলক্ষ্য নন্দপুরোগমাঃ (নন্দপ্রধানাঃ) গোপাঃ রামেন (বলদেবেন) বিনা গাঃ (ধেনূঃ) চারয়িতুং কৃষ্ণং গতং জ্ঞাত্বা ভয়োদ্বিগ্না (সন্তঃ) অতদ্বিদঃ (কৃষ্ণমাহাত্ম্যমননুসন্দধানাঃ) তৈঃ দুর্নিমিত্তৈঃ নিধনং (মৃত্যুং) প্রাপ্তং মত্বা তৎপ্রাণাঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণাঃ) তন্মনস্কাঃ (তদ্গতমনসঃ) তে (গোপাঃ) দুঃখশোকভয়াতুরাঃ (সন্তঃ) পশুবৃত্তয়ঃ (অতিবৎসলাঃ) সর্ব্বে আবালবৃদ্ধবনিতাঃ বৈ দীনাঃ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (সন্তঃ) গোকুলাৎ নির্জগ্মুঃ (নির্গতাঃ) ॥ ১৩-১৫ ॥

অনুবাদ—উৎপাত দর্শনে নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ "কৃষ্ণ-বলদেবকে না লইয়াই গোচারণে গমন করিয়াছেন"—অবগত হইয়া ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন। কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান-রহিত মাধুর্য্যপর কৃষ্ণগত-প্রাণ ও তদ্গত-চিত্ত-গোপগণ ঐ সকল দুর্লক্ষণ দর্শনে কৃষ্ণের নিধন স্থির করিয়া দুঃখ, ভয় ও শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। অতএব কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য ভাববিশিষ্ট আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে কৃষ্ণদর্শন-লালসায় দীনভাবে অর্থাৎ স্খলিতপদে ব্রজ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৩-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—তানালক্ষ্য গোকুলান্নির্জগ্মুরিতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। নিধনমেব প্রাপ্তং মত্বা নিতরাং ধনং শ্রীযমুনাহ্রদরূপং স্ববিহারাস্পদমিতি সরস্বতী-সম্বাদঃ, মহাশোকাৎ পশূনামিব বুদ্ধিবিবেকপ্রতীকার-জ্ঞানশূন্যা বৃত্তিঃ সত্তা যেষাং তে ॥ ১৩-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তান্ আলক্ষ্য'—সেই সকল মহোৎপাত লক্ষ্য করিয়া, শ্রীনন্দাদি গোপগোপীগণ গোকুল হইতে নির্গত হইলেন—এই তৃতীয় (১৫ নং) শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। 'নিধনং মত্বা'—শ্রীকৃষ্ণ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া, সরস্বতী পক্ষে অর্থ—'নিধন' বলিতে নিরতিশয় ধন অর্থাৎ শ্রীযমুনাহ্রদরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থান। 'পশুবৃত্তয়ঃ'—মহাশোকহেতু পশুগণের ন্যায় বুদ্ধি, বিবেক, প্রতীকার বিষয়ে জ্ঞানশূন্য বৃত্তি যাঁহাদের, সেই আবালবৃদ্ধবনিতা ব্রজবাসিগণ ॥ ১৩-১৫ ॥

———

তাংস্তথা কাতরান্ বীক্ষ্য ভগবান্ মাধবো বলঃ ।
প্রহস্য কিঞ্চিন্নোবাচ প্রভাবজ্ঞোঽনুজস্য সঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অনুজস্য (কৃষ্ণস্য) প্রভাবজ্ঞঃ (মাহাত্ম্যবিৎ) সঃ ভগবান্ মাধবঃ বলঃ (বলদেবঃ) তান্ (গোপান্) তথা কাতরান্ বীক্ষ্য প্রহস্য (ঈষদ্হাসং কৃত্বা) কিঞ্চিৎ ন উবাচ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের প্রভাব-বিষয়ে অভিজ্ঞ ভগবান্ বলদেব গোপগণকে তাদৃশ কাতর দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন, পরন্তু মুখে কিছুই বলিলেন না ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—"মা বিদ্যা চ যতঃ প্রোক্তা তস্যা ঈশো যতো ভবেৎ। তস্মান্মাধবনামাসি ধবঃ স্বামীতি কীর্ত্তিতঃ" ইতি হারবংশোক্তনিরুক্তেঃ। প্রভাবং লীলৈশ্বর্য্যং জানাতীতি সঃ। তস্য স্বানুজমহাপ্রেমবত্ত্বেঽপি প্রেম্না তদৈশ্বর্য্যানামাবরণং কৃষ্ণেচ্ছানুরঞ্জিতলীলাশক্ত্যৈব অন্যথা শ্রীনন্দাদীন্ শোকাবেগেন সর্পহ্রদং মংক্ষু শীঘ্রং মিমংক্ষূন্ কো বারয়িতুং প্রভবেদিতি ভাবঃ। প্রহস্যেতি মৎস্বরূপেণ শেষনাগেন সহ ক্রীড়া ন রোচতে, কিন্তু প্রাকৃতক্ষুদ্রকালিয়সর্পাধমেনৈবেতি তস্য নরলীলত্বস্মরণাৎ। কিঞ্চিন্নোবাচেতি তেষাং শোকান্ধানাং কৃষ্ণ-দিদৃক্ষূণাং তদাবরণস্যানৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ। কিন্তু স্বপ্রহাসশোকাভাবদর্শনং যতো ন কিঞ্চিদনিষ্টাভাব-মূহয়িত্বা প্রাণজিহাসাং শিথিলয়ামাস ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাধবো বলঃ'—মায়াধীশ শ্রীবলরাম। শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—'মা-শব্দে বিদ্যা, তাহার অধীশ্বর বলিয়া তিনি মাধব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন'। 'প্রভাবজ্ঞঃ'—অনুজ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব অর্থাৎ লীলৈশ্বর্য্য তিনি জানিতেন। অনুজ বিষয়ে মহাপ্রেমযুক্ত হইলেও প্রীতিবশতঃ সেই ঐশ্বর্য্যের আবরণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অনুরঞ্জিত লীলাশক্তির দ্বারাই হইয়াছিল, অন্যথা শোকাকুল শ্রীনন্দাদিকে সত্বর কালিয়হ্রদে নিমজ্জন হইতে কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইত? —এই ভাব। 'প্রহস্য'—

আমার স্বরূপভূত শেষনাগের সহিত ক্রীড়া তোমার রুচিপ্রদ হইতেছে না, কিন্তু প্রাকৃত ক্ষুদ্র সর্পাধম কালিয়ের সহিত ক্রীড়া করিতেছ—এইরূপ তাঁহার নরলীলা স্মরণ করতঃ শ্রীবলরাম ঈষৎ হাস্য করিলেন। 'কিঞ্চিৎ ন উবাচ'—শ্রীবলদেব মুখে কিছুই বলিলেন না, কারণ শোকান্ধ ব্রজবাসিজনের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের ইচ্ছায় বাধা দেওয়া অনুচিত এবং অশক্যও বটে। কিন্তু নিজের হাস্য ও শোকাভাব দর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট হইতে পারে না, ইহা জানাইয়া তাঁহাদিগের প্রাণত্যাগের ইচ্ছা শিথিল করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

———

তেঽন্বেষমাণা দয়িতং কৃষ্ণং সূচিতয়া পদৈঃ।
ভগবল্লক্ষণৈর্জগ্মুঃ পদব্যা যমুনাতটম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে (গোপাঃ) দয়িতং (প্রিয়ং) কৃষ্ণং অন্বেষমাণাঃ ভগবল্লক্ষণৈঃ (শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-লক্ষণযুক্তৈঃ) পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) সূচিতয়া (লক্ষিতয়া) পদব্যা (মার্গেণ) যমুনাতটং জগ্মুঃ (গতাঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা প্রিয় কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতে করিতে তদীয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-লক্ষণযুক্ত পদচিহ্ন সূচিত মার্গানুসারে যমুনাতটে গমন করিলেন ॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ—ভগবন্তং লক্ষয়ন্তি যানি তৈঃ পদৈঃ সূচিতয়া পদব্যা ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবল্লক্ষণৈঃ'—যে সমস্ত পদদ্বারা শ্রীভগবান্‌কে লক্ষ্য করা যায়, সেই সকল পদদ্বারা সূচিত পথে তাঁহারা যমুনাতীরে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

———

তে তত্র তত্রাব্জযবাঙ্কুশাশনি-
ধ্বজোপপন্নানি পদানি বিশ্পতেঃ।
মার্গে গবামন্যপদান্তরান্তরে
নিরীক্ষমাণা যযুরঙ্গ সত্বরাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্,) তে (ব্রজজনাঃ) তত্র তত্র মার্গে (পথি) গবাং অন্যপদান্তরান্তরে (ধেনু-পদচিহ্নানাং মধ্যে মধ্যে) বিশ্পতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অব্জযবাঙ্কুশাশনিধ্বজোপপন্নানি (পদ্মাদিভাগবত-চিহ্নযুক্তানি) পদানি (পদচিহ্নানি) নিরীক্ষমাণাঃ (পশ্যন্তঃ সন্তঃ) সত্বরাঃ (সবেগাঃ) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন ব্রজবাসিগণ সেই পথে ধেনুপদ-চিহ্নের মধ্যে মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র এবং ধ্বজ-চিহ্নযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পদৈঃ পদবীজ্ঞানপ্রকারমাহ,—তে ইতি। বিশ্পতেঃ বিশাং বৈশ্যানাং গোপানাং পত্যু-রধ্যক্ষস্য কৃষ্ণস্য, ষত্বাভাব আর্ষঃ। অন্যেষাং পদানামন্তরান্তরে মধ্যে মধ্যে তত্তদপোহেন গবাং শ্রুতীনাং মার্গে সত্বরা অপ্রমত্তা যোগিনস্তত্তদুপাধ্যপবাদেন যথা পরং তত্ত্বং মৃগয়ন্তি তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পদচিহ্নের দ্বারা পথনির্দ্দেশের প্রকার বলিতেছেন—'তে' ইত্যাদি। 'বিশ্পতেঃ'—বৈশ্যগণের অর্থাৎ গোপগণের পতি বলিতে অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণের। এখানে ষত্বাভাব আর্ষ-প্রয়োগ। 'গবাং অন্যপদান্তরান্তরে'—অর্থাৎ যেমন অপ্রমত্ত যোগিগণ ব্যগ্র হইয়া বেদমার্গানুসারে গমন করতঃ তত্তৎ উপাধির নিরাকরণপূর্ব্বক পরমতত্ত্ব অন্বেষণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই ব্রজবাসিগণ গোচারণ-পথে গো ও গোপবালকদিগের পদ-চিহ্নের মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ধ্বজ, বজ্র, যব, অঙ্কুশ ও পদ্মযুক্ত পদচিহ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে ত্বরান্বিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

———

অন্তর্হ্রদে ভুজগভোগপরীতমারাৎ
কৃষ্ণং নিরীহমুপলভ্য জলাশয়ান্তে।
গোপাংশ্চ মূঢ়ধিষণান্ পরিতঃ পশূংশ্চ
সংক্রন্দতঃ পরমকশ্মলমাপুরার্ত্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তে ব্রজবাসিনঃ) অন্তর্হ্রদে (হ্রদমধ্যে) আরাৎ (দূরে) ভুজগভোগপরীতং (সর্পশরীর বেষ্টিতং) নিরীহং (নিশ্চেষ্টং) কৃষ্ণং উপলভ্য (দৃষ্ট্বা) জলাশয়ান্তে (হ্রদসমীপে) মূঢ়ধিষণান্ (হতবুদ্ধীন্) গোপান্ (তথা) পরিতঃ (সমন্তাৎ) সংক্রন্দতঃ (রুদতঃ) পশূন্ চ (দৃষ্ট্বা) আর্ত্তাঃ

(পীড়িতাঃ সন্তঃ) পরমকশ্মলং (পরং মোহং) আপুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তাঁহারা দূর হইতে হ্রদমধ্যে সর্প-শরীর-বেষ্টিত ও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং হ্রদসমীপে হতবুদ্ধি গোপ এবং চতুর্দ্দিকে ক্রন্দনশীল পশুগণকে দর্শন করিয়া অতিশয় পীড়িত ও মোহগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সামান্যতো গোপ-গোপীজনানাং বৈক্লব্যমাহ,—ততশ্চান্তর্হ্রদে হ্রদমধ্যে ভুজগভোগ-পরীতং সর্পশরীরবেষ্টিতং ভো বালকাঃ, বৃত্তান্তং তাবৎ কথয়ত, কিং কালিয়েনৈব তীরাৎ কৃষ্ণো বলাদাকৃষ্য জলে পাতিতঃ ? কিংবা কৃষ্ণ এব তীরাদবপ্লুত্য জলে পতিতঃ ? তত্রাপি স্ববুদ্ধ্যা অন্যস্য কস্যচিদাদেশেন বেত্যাদি প্রশ্নে মূঢ়ধিয়ঃ মূচ্ছিতবুদ্ধীন্ বক্তুং কিমপি চেষ্টিতুঞ্চাসমর্থান্ গোপান্ বীক্ষ্য পরমকশ্মলং তন্মূর্চ্ছাতঃ সকাশাদপ্যতিমূর্চ্ছাম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাধারণভাবে সকল গোপ ও গোপীজনের বৈক্লব্য বলিতেছেন—'অন্তর্হ্রদে', সেই হ্রদমধ্যে কালিয়শরীর দ্বারা বেষ্টিত ও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বালকগণ ! কি বৃত্তান্ত বল, কালিয় নাগ কি তীর হইতে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণকে জলে পাতিত করিয়াছে ? কিংবা—কৃষ্ণই তীর হইতে লাফাইয়া জলে পতিত হইয়াছে ? তাহাতেও নিজ ইচ্ছায়, অথবা অপর কাহারও আদেশে ?" এইরূপ নানা প্রশ্ন করিলে, 'মূঢ়ধিষণান্'—হতবুদ্ধি, কিছু বলিতে বা অঙ্গাদি সঞ্চালনে অসমর্থ গোপবালকগণকে দেখিয়া, 'পরমকশ্মলম্ আপুঃ'—তাহাদিগের মূর্চ্ছা হইতেও অতিশয় মূর্চ্ছাদশা তাঁহারা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৯ ॥

গোপ্যাঽনুরক্তমনসো ভগবত্যনন্তে
তৎসৌহৃদঃ স্মিতবিলোকগিরঃ স্মরন্ত্যঃ ।
গ্রস্তেঽহিনা প্রিয়তমে ভৃশদুঃখতপ্তাঃ
শূন্যং প্রিয়ব্যতিহৃতং দদৃশুস্ত্রিলোকম্ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়তমে ভগবতি অনন্তে অহিনা গ্রস্তে (সতি) অনুরক্তমনসঃ (কৃষ্ণাসক্তচিত্তাঃ) গোপ্যঃ তৎসৌহৃদস্মিতবিলোকগিরঃ (তস্য কৃষ্ণস্য সৌহৃদং স্ববিষয়কপ্রেম তথাস্মিতং বিলোকং রহসিকৃতাং গিরং সৌরতবার্ত্তাঞ্চ) স্মরন্ত্যঃ ভৃশদুঃখতপ্তাঃ (কৃষ্ণবিরহিতং) ত্রিলোকং শূন্যং দদৃশুঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তম ভগবান্ অনন্তদেব সর্পগ্রস্ত হইলে অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ তদীয় প্রেম, হাস্য, অবলোকন এবং রহস্যবার্ত্তা স্মরণ করিতে করিতে অতিশয় দুঃখসন্তপ্ত-হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহযুক্ত ত্রিলোক শূন্য দর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রানুরাগবতীনাং বৈক্লব্যমাহ,—ভগবতি পরমসুন্দরে অনন্তগুণে তস্য সৌহৃদং স্ববিষয়কং প্রেমস্মিতং বিলোকং রহসি কৃতাং গিরং সৌরতবার্ত্তাঞ্চ স্মরন্ত্যঃ ত্রিলোকং প্রিয়েণ ব্যতিকৃতং বিরহিতং তদ্বিরহদাবাগ্নিভস্মীভূতত্বাচ্ছূন্যং "ব্যতিহৃত"-মিতি পাঠে প্রিয়েণৈব বিশেষেণাতিশয়েন চ হৃতং স্বদশান্তঃপাতীতি কৃতং দদৃশুঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগবতী ব্রজবালাগণের বৈক্লব্য বলিতেছেন—'ভগবতি', পরমসুন্দর অনন্তগুণবিশিষ্ট প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর প্রেমবতী গোপীগণ, 'তৎসৌহৃদস্মিত-বিলোকগিরঃ' —শ্রীকৃষ্ণের স্ববিষয়ক সপ্রেমহাস্য, অবলোকন ও নির্জ্জনে সৌরত-বাক্যালাপ স্মরণ করিয়া 'ত্রিলোকং' —ত্রৈলোক্য 'প্রিয়-ব্যতিকৃতং' প্রিয়রহিত অর্থাৎ তাঁহার বিরহরূপ দাবাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ায় শূন্য দর্শন করিতে লাগিলেন। 'ব্যতিহৃতম্'—এইরূপ পাঠে প্রিয়ের দ্বারাই বিশেষভাবে ও অতিশয়রূপে হৃত হইয়াছে, অর্থাৎ নিজেদের দশার ন্যায় ত্রিলোক কৃষ্ণবিরহযুক্ত করা হইয়াছে, ইহা দর্শন করিলেন ॥ ২০ ॥

তাঃ কৃষ্ণমাতরমপত্যমনুপ্রবিষ্টাং
তুল্যব্যথাঃ সমনুগৃহ্য শুচঃ স্রবন্ত্যঃ ।
তাস্তা ব্রজপ্রিয়কথাঃ কথয়ন্ত্য আসন্
কৃষ্ণাননেঽর্পিতদৃশো মৃতকপ্রতীকাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) তুল্যব্যথাঃ (সমদুঃখান্বিতাঃ) তাঃ (গোপ্যঃ) অপত্যং অনুপ্রতন্তাং (পুত্রশোকাতুরাং) কৃষ্ণমাতরং (যশোদাং) সমনুগৃহ্য

শুচঃ স্রবন্ত্যঃ (শোচনাং কুর্ব্বন্ত্যঃ) তাঃ তাঃ ব্রজপ্রিয়কথাঃ (ব্রজে কৃষ্ণকৃতানি পূর্ব্বাচরিতানি) কথয়ন্ত্যঃ কৃষ্ণাননে (কৃষ্ণমুখং প্রতি) অর্পিতদৃশঃ (দত্তনয়নাঃ) মৃতকপ্রতীকাঃ (মৃততুল্যাঃ নিশ্চেষ্টাঃ) আসন্ (স্থিতাঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সমদুঃখিতা গোপীগণ সকলে পুত্রশোকাতুরা যশোদাদেবীর নিকটে গিয়া শোক-প্রকাশ করিতে করিতে এবং ব্রজে কৃষ্ণকর্ত্তৃক আচরিত প্রিয় বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে নয়নপাত করিয়া মৃততুল্য নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র বাৎসল্যবতীনাং বৈক্লব্যমাহ,—তাঃ প্রসিদ্ধাঃ পুরন্ধ্র্যঃ অপত্যং অনু লক্ষীকৃত্য প্রতপ্তাং সন্তাপজর্জ্জরাং "প্রবিষ্ট"মিতি পাঠে অপত্য এব লীনতাং প্রাপ্তাং মূর্চ্ছিতামিতি যাবৎ। কৃষ্ণমাতরং যশোদাং সম্যগনুগৃহ্যেত্যধুনাপ্যস্যাঃ শরীরে প্রাণাঃ প্রায়ো বর্ত্তন্তে তদিদং নাপেক্ষণীয়মিতি তদ্ভুজাভ্যামঙ্কেকৃত্য শীতলসলিলেনাশ্রুলালাক্লিন্নং মুখং মুহুর্মুহুঃ প্রক্ষাল্য ব্রজপ্রিয়স্য কৃষ্ণস্য কথাস্তাস্তাঃ উচ্চৈঃ কথয়ন্ত্যঃ তচ্চেতনা-প্রাপনার্থমিতি ভাবঃ। তাঃ কীদৃশ্যঃ শুচঃ শোকস্য স্রবন্ত্যো নদ্যঃ "স্রবন্তী-নিম্নগাপগা" ইত্যমরঃ। স্বতরঙ্গেনান্যানপি প্লাবয়ন্ত্য ইতি ভাবঃ। অন্তে তু মৃতকস্যেব প্রতীকাঃ অবয়বাঃ যাসাং তাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বাৎসল্যবতীগণের বৈক্লব্য বলিতেছেন—'তাঃ, শ্রীযশোদার সমান দুঃখে দুঃখিতা তদীয় সখীস্বরূপ গোপীসকল, 'অপত্যম্ অনু প্রতপ্তাং' —পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া সন্তাপ-জর্জ্জরিতা, প্রবিষ্টাং' —এইরূপ পাঠে, পুত্র শ্রীকৃষ্ণে লীনপ্রাপ্তা, অর্থাৎ মূর্চ্ছিতা, 'কৃষ্ণমাতরং'—শ্রীযশোমতীকে সযত্নে দৃঢ়ভাবে অনুক্ষণ ধারণ করিয়া, "হায় হায়! এখনও ইহার শরীরে প্রাণ রহিয়াছে, অতএব এই দেহকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে"—এই বিবেচনায় দুই বাহু দ্বারা যশোদাকে ক্রোড়ে লইয়া শীতল সলিলে তাঁহার অশ্রু ও লালা-ক্লিন্ন বদন মুহুর্মুহুঃ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক, ব্রজ-প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেই সেই কথা তাঁহার-চেতনা-সম্পাদনের নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'শুচঃ স্রবন্ত্যঃ', শোকের নদীর ন্যায়, অমরকোষে উক্ত আছে—'স্রবন্তী, নিম্নগা, অপগা নদীর পর্য্যায়বাচী শব্দ' অর্থাৎ স্বতরঙ্গের দ্বারা অপরকেও প্লাবিত করে—এই ভাব। 'মৃতকপ্রতীকাঃ'—মৃতকের ন্যায় অবয়ব-সমূহ যাঁহাদিগের, অর্থাৎ ক্ষণকাল পরে তাঁহারা সকলে মৃততুল্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণপ্রাণান্ নির্ব্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্য তং হ্রদম্।
প্রত্যষেধৎ স ভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণানুভাববিৎ (কৃষ্ণবিক্রমজ্ঞঃ) সঃ ভগবান্ রামঃ (বলদেবঃ) কৃষ্ণপ্রাণান্ (কৃষ্ণপ্রিয়ান্) নন্দাদীন্ তং হ্রদং নির্ব্বিশতঃ (প্রবেষ্টুমুদ্যতান্) বীক্ষ্য প্রত্যষেধৎ (ততঃ নিবারয়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণগতপ্রাণ নন্দাদিগোপগণ হ্রদ মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণের বিক্রমাভিজ্ঞ বলদেব তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যষেধদিতি। ভো আর্য্যপাদাঃ, "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গবচনাদস্য ত্বেতাদৃশদুর্গোত্তরণং কিং চিত্রমিতি বিচার্য্য বিবেকং ভজত। যুষ্মাসু হ্রদং প্রবিষ্টেষু পশ্চাৎ স্বস্ত্যাগতস্যাস্য মদনুজস্য লালনপালনাদিকং কৈঃ কর্ত্তব্যং "গোপায়স্ব সমাহিতঃ" ইতি গর্গমহর্ষিনির্দ্দেশ-লঙ্ঘনে প্রবৃত্তাঃ কথং স্থেত্যাদিবাক্যৈরিত্যর্থঃ। ভগবান্ ইতি তত্র সামর্থ্যম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যষেধৎ'—শ্রীকৃষ্ণের অনুভাবজ্ঞ সেই ভগবান্ শ্রীবলরাম কৃষ্ণৈকজীবন শ্রীনন্দাদি সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে কালিয়হ্রদে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ "হে আর্য্যপাদগণ! আপনারা এই কৃষ্ণদ্বারা সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন" এই গর্গ-মহাশয়ের বাক্য কি বিস্মৃত হইয়াছেন? "ইহার এতাদৃশ বিপদুত্তরণ কিছুই আশ্চর্য্যকর নহে" ইহা বিবেচনা করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। বিশেষতঃ যদি আপনারা এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে বলুন দেখি, আমার ভাই কৃষ্ণ যখন নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিবে, তখন কে তাহাকে

লালনপালনাদি করিবে ? আরও বিশেষ এই যে—"সাবধানে এই বালককে রক্ষা করিও, গর্গমহর্ষির এই আদেশই বা কি প্রকারে লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ?" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিষেধ করিলেন—এই ভাবার্থ। 'ভগবান্ রামঃ'—এই বাক্যে রক্ষা-বিষয়ে শ্রীবলরামের সামর্থ্য দ্যোতিত হইয়াছে ॥২২॥

———

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
সস্ত্রী-কুমারমতিদুঃখিতমাত্মহেতোঃ।
আজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ
স্থিত্বা মুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠদুরঙ্গবন্ধাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—মর্ত্তপদবীমনুবর্ত্তমানঃ (যৎ প্রতি দণ্ডো বিধিয়তে তস্য হি দোষো লোকেষু দর্শ্যতে ইতীদৃশীং মর্ত্ত্যপদবীমনু সরন্নপি) মুহূর্ত্তং স্থিত্বা অনন্যগতিং (আত্মানং) ইত্থং আজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) আত্মহেতোঃ (আত্মকারণাৎ) সস্ত্রী-কুমারং স্ব-গোকুলং অতি-দুঃখিতং নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) উরঙ্গ-বন্ধাৎ (কালিয়-ভোগ-বেষ্টিতাৎ) উদতিষ্ঠৎ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—নিজকে গোকুলবাসীর একমাত্র গতি বা রক্ষক জানিয়া এবং তাঁহার জন্য স্ত্রী-পুত্রাদি সহ গোকুলবাসিগণকে অতীব দুঃখিত দেখিয়া মর্ত্ত্যলীলা-নুকরণে ক্ষণকাল তদবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণ কালিয়-শরীর-বন্ধন হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অনন্যগতিমিতি পুংস্ত্বমার্ষম্। আজ্ঞায় সম্যক্ জ্ঞাত্বা মুহূর্ত্তং ঘটিকাদ্বয়ং স্তব্ধ ইব স্থিত্বা কিং রে কালিয়, ত্বয়া বিক্রমসর্ব্বস্বমহং দর্শিত এব সম্প্রতি গোপবালকোঽপ্যয়ং বিক্রমলবং দর্শয়তি। পশ্যেত্যুক্ত্বা উরঙ্গ উরগঃ তদ্বন্ধাৎ উদতিষ্ঠৎ ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনন্যগতিং'—নিজেকে গোকুলবাসীর একমাত্র গতি (রক্ষক) সম্যক্‌রূপে জানিয়া, এখানে পুংলিঙ্গ প্রয়োগ আর্ষ, কারণ 'গতি' শব্দ অজহল্লিঙ্গ। 'মুহূর্ত্তং'—ঘটিকাদ্বয় স্তব্ধভাবে অবস্থানপূর্ব্বক "রে কালিয়! তুই স্বীয় বিক্রম সমস্ত আমাকে দেখাইয়াছিস্, সম্প্রতি এই গোপবালক কিঞ্চিৎ বিক্রম দেখাইতেছে—দেখ", এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ কালিয়-শরীর-বন্ধন হইতে উত্থিত হইলেন ॥২৩

———

তৎপ্রথ্যমানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগ-
স্ত্যক্ত্বোন্নময্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থৌ শ্বসন্ শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষ-
স্তব্ধেক্ষণোল্মুকমুখো হরিমীক্ষমাণঃ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভুজঙ্গঃ (কালিয়ঃ) তৎপ্রথ্য-মানবপুষা (বর্দ্ধমানভগবচ্ছরীরেণ) ব্যথিতাত্মভোগঃ (ব্যথিতঃ পীড়িতঃ আত্মভোগঃ নিজশরীরঃ যস্য তাদৃশঃ) ত্যক্ত্বা (ভগবন্তং পরিত্যজ্য) স্বফণান্ উন্নময্য (উর্দ্ধীকৃত্য) কুপিতঃ (সন্) হরিং ঈক্ষ-মাণঃ (পশ্যন্) শ্বসনরন্ধ্রবিষাম্বরীষস্তব্ধেক্ষণোল্মুক-মুখঃ (শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য তথা অম্বরীষঃ মণ্ডপাকভাজনং তদ্বৎসন্তপানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য তথা উল্মুকানি মুখে যস্য স চ স চ স চ) শ্বসন্ তস্থৌ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধনশীল ভগ-বানের শরীর-ভারে নিজের শরীর অতিশয় পীড়িত হইতে লাগিলে কালিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; পরে ফণা উন্নত করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধের সহিত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। তৎকালে তাহার নাসারন্ধ্র বিষময়, দৃষ্টি মণ্ডপাকের পাত্রের ন্যায় সন্তপ্ত ও স্তব্ধ এবং মুখ অঙ্গার সদৃশ হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—উত্থানপ্রকারমেব দর্শয়ন্ কালিয়স্য গ্লানিমাহ—তদিতি। তেন কৃষ্ণেন প্রথ্যমানং বেষ্টন-সময়গতসঙ্কোচনাং পরিত্যজ্য বিস্তার্য্যমাণং যদ্বপুর্ভুজ-জঙ্ঘাদিকং তেন ব্যথিতঃ ক্রুটান্নিব পীড়িতঃ আত্মনো ভোগো যস্য সঃ। বেষ্টনমুন্মুচ্য তং ত্যক্ত্বা স্বফণান্ উন্নময্য শ্বসন্ কেবলমীক্ষ্যমাণ এব তস্থৌ। কীদৃশঃ শ্বসনরন্ধ্রেষু নাসাবিবরেষু বিষং যস্য। তথা অম্ব-রীষং জ্বলদ্বিষভর্জনপাত্রং 'ভাঁড়' ইতি খ্যাতং তদ্বৎ তপ্তানি স্তব্ধানি ঈক্ষণানি যস্য। তথা উল্মুকানি নিঃসরন্তি মুখেভ্যো যস্য স চ স চ স চ সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—উত্থানপ্রকার দেখাইতে কালি-য়ের গ্লানি বলিতেছেন—'তৎপ্রথ্যমানবপুষা', কৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রথ্যমান অর্থাৎ বেষ্টনসময়ের সঙ্কোচন পরি-ত্যাগপূর্ব্বক বিস্তার্য্যমাণ (বর্দ্ধিত) যে বপু ভুজ-জঙ্ঘাদি, তাহাতে 'ব্যথিতাত্মভোগঃ'—কালিয়নাগের শরীর যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া পীড়িত হইতে লাগিল।

'ত্যক্ত্বা'—বেষ্টন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় ফণা উত্তোলন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কেমন কালিয় নাগ? তাহাতে বলিতেছেন—'শ্বসনরন্ধ্র'-ইত্যাদি, অর্থাৎ তৎকালে তাহার নাসাবিবর হইতে অজস্র বিষ বাহির হইতেছিল, নয়নগুলি বিষভর্জন পাত্রের (ভাঁড়ের) ন্যায় সন্তপ্ত ও স্তব্ধ হইয়া উঠিল এবং মুখসকল হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকণা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং
দ্বে সৃক্বণী হ্যতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিম্।
ক্রীড়ন্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো
বভ্রাম সোঽপ্যবসরং প্রসমীক্ষমাণঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ (ভগবান্ অপি) ক্রীড়ন্ খগেন্দ্রঃ যথা (গরুড় ইব) দ্বিশিখয়া (দ্বিধাবিভক্তয়া) জিহ্বয়া দ্বে সৃক্বণী (ওষ্ঠপ্রান্তভাগৌ) পরিলেলিহানং অতিকরালবিষাগ্নিদৃষ্টিং (অতিকরালা অত্যুগ্রা বিষাগ্নিযুক্তা দৃষ্টিঃ যস্য তং) তং অমুং (কালিয়ং) পরিসসার (পরিতঃ বভ্রাম) সঃ অপি (কালিয়ঃ) অবসরং (দংশনাবকাশং) প্রসমীক্ষমাণঃ (অপেক্ষমাণঃ) বভ্রমে ॥ ২৫

অনুবাদ—তৎকালে ভগবান্ও ক্রীড়াপর হইয়া দ্বিজা-বিভক্ত জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠ-প্রান্তভাগ লেহনকারী এবং অত্যুগ্র বিষানলযুক্তদৃষ্টি কালিয় সর্পের চতুর্দ্দিকে গরুড়ের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ সর্পও দংশন করিবার অপেক্ষায় ভ্রমণ করিতেছিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বে স্বীয়ে সৃক্কণ্যৌ পুনঃ পুনর্লিহন্তং তমমুং পরি পরিতঃ সসার, তং ভ্রময়িতুং তস্য সর্ব্বতো বভ্রামেত্যর্থঃ। স কালিয়োঽপি দংশনস্য অবসরং সমীক্ষ্যমাণ এব বভ্রাম, কৃষ্ণকর্ত্তৃকভ্রমণলাঘবাদ্দংশনাবসরং ন প্রাপেতি তির্য্যগ্‌ভ্রমিখেলয়াপি তং জিগায়েত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বে সৃক্বণী'—প্রত্যেক মুখে দুইটি শিখাযুক্ত জিহ্বাদ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহনকারী কালিয়-নাগকে ভ্রমণ করাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাহার চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই কালিয়ও শ্রীকৃষ্ণকে দংশন করিবার নিমিত্ত অবসর প্রতীক্ষা করিয়া নিরন্তর ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্রুত ভ্রমণের জন্য অবসর প্রাপ্ত হইল না, এই প্রকার তির্য্যক্ ভ্রমিখেলার দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে পরাজিত করিলেন—এই ভাবার্থ ॥২৫॥

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংস-
মানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্র-
পাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলকলাদিগুরুঃ (সকলকলাপণ্ডিতঃ) আদ্যঃ (ভগবান্) এবং পরিভ্রমহতৌজসং (ভ্রমণেন হততেজসং) উন্নতাংসং (উন্নতস্কন্ধং) আনম্য তৎপৃথুশিরঃসু (তস্য বৃহন্মস্তকেষু) অধিরূঢ়ঃ (আরূঢ়ঃ) তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজঃ (কালিয়ফণস্থমণিসমূহ-সংসর্গরঞ্জিতচরণকমলঃ সন্) ননর্ত্ত (নৃত্যং চকার) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ ভ্রমণবশতঃ নিস্তেজ ও উন্নতস্কন্ধসর্পকে অবনত করিয়া তদীয় বৃহৎ মস্তকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ নৃত্য-গীত-কলাদির আদি গুরু সর্ব্বকারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে কালিয়ের ফণাস্থিত মণিসমূহের স্পর্শে তাঁহার চরণ-কমল অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—উন্নতাবুচ্চাবংসৌ যস্য তং আনম্যেতি পরিভ্রমহতৌজস্ত্বাৎ ভ্রমণাসমর্থস্য তস্য শিরাংস্যেব একহস্তেনৈবানম্য তত্রাধিরূঢ়ঃ সন্ননর্ত্তঃ। "শিরঃ স কৃষ্ণো জগ্রাহ স্বহস্তেনাবনম্যে"তি হরিবংশোক্তেঃ। তস্য মূর্দ্ধসু যে রত্ননিকরাস্তেষাং কঠোরাণাং স্পর্শেনাতিসুকুমারত্বাদতিতাম্রমত্যরুণং পাদাম্বুজং যস্য সঃ। স্থালী শরাবাদিষু কলাজ্ঞাপনায় নটা নটন্তি অয়ন্তু সর্ব্বকলানামাদিগুরুত্বাৎ চঞ্চলেষু কালিয়মূর্দ্ধসু ননর্ত্তেতি স্বকলাভিজ্ঞদর্শনেয়ং ব্রজসুন্দরীষু পূর্ব্বরাগবতীষু জ্ঞেয়া ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উন্নতাংসম্ আনম্য' উন্নত উচ্চ স্কন্ধ যাহার, তাহাকে, অর্থাৎ এই প্রকার পরি-

ভ্রমণে হতবলহেতু ভ্রমণে অসমর্থ কালিয়ের মস্তকগুলি শ্রীকৃষ্ণ একহস্ত দ্বারা অবনত করিয়া উঁহার বিস্তৃত মস্তকোপরি আরোহণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীহরিবংশেও উক্ত আছে—"সেই শ্রীকৃষ্ণ এক হস্ত দ্বারা কালিয়ের মস্তক অবনত করিয়া ধারণ করিয়াছিলেন।" 'তন্মূর্ধ-রত্ননিকর'—অর্থাৎ কালিয়ের মস্তকস্থ কঠোর রত্ননিকরের স্পর্শে অতি-সুকুমার তাঁহার পাদপদ্ম অতিশয় অরুণবর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। নটগণ স্থালী শরাবাদিতে কলা জ্ঞাপনের নিমিত্ত নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু এই কৃষ্ণ নানাপ্রকার নৃত্যবিশেষের আদি গুরু বলিয়া কালিয়ের চঞ্চল মস্তকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বরাগবতী ব্রজসুন্দরীগণের নিকট নিজ কলাবিদ্যার অভিজ্ঞতা প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে ॥ ২৬ ॥

তং নর্ত্তুমুদ্যতমবেক্ষ্য তদা তদীয়-
গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ।
প্রীত্যা মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীত-
পুষ্পোপহারনুতিভিঃ সহসোপসেদুঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—তদা তং (শ্রীকৃষ্ণং) নর্ত্তুং (নৃত্যং কর্ত্তুং) উদ্যতং অবেক্ষ্য তদীয় গন্ধর্ব্বসিদ্ধমুনিচারণদেববধ্বঃ (তদনুরাগিণঃ গন্ধর্ব্বাদয়ঃ) প্রীত্যা (হর্ষেণ) মৃদঙ্গপণবানকবাদ্যগীতপুষ্পোপহারনুতিভিঃ (উপচারৈঃ) সহসা উপসেদুঃ (সমীপমাগতাঃ বভুবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিয়া তদনুরাগী গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ এবং অপ্সরোগণ হর্ষে মৃদঙ্গ, পণব, আনক প্রভৃতি বাদ্য, গীত, পুষ্প উপহার এবং স্তব পাঠ প্রভৃতির সহিত সহসা সমীপে আগমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—নর্ত্তুং নর্ত্তিতুং তদীয়েতি বাদ্যং বিনৈব স্বমুখেনৈবোচ্চারিতৈস্থৈথৈশব্দৈঃ প্রভুর্নৃত্যতি। তদ্বয়ং কং সময়ং প্রতি স্থিতা ইতি বিচার্য্যেতি ভাবঃ ॥২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তং নর্ত্তুং'—শ্রীকৃষ্ণকে নৃত্য করিতে উদ্যত দেখিয়া তদীয় গন্ধর্ব্বাদি ভক্তগণ 'বাদ্য ব্যতিরেকেই স্বমুখে উচ্চারিত থৈ থৈ শব্দে আমাদের প্রভু নৃত্য করিতেছেন। অতএব আমরা কোন্ সময়ের অপেক্ষা করিয়া থাকিব'—এইরূপ বিচার করতঃ তাঁহারা সহসা বাদ্যগীতাদির সহিত তাঁহার সমীপে আগমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেহঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণ-
স্তত্তন্মমর্দ্দ খলদণ্ডধরোহঙ্ঘ্রিপাতৈঃ।
ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোহসৃঙ্‌-
নস্তো বমন্ পরমকশ্মলমাপ নাগঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্) শতৈকশীর্ষ্ণঃ (শতমেকানি মুখ্যানি শীর্ষাণি শিরাংসি যস্য তস্য) ক্ষীণায়ুষঃ (ভ্রমণেন মৃতপ্রায়স্যাপি) যৎ ভ্রমতঃ (কালিয়স্য) যৎ শিরঃ ন নমতে (ন নতং ভবতি) খলদণ্ডধরঃ (দুষ্টদমনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অঙ্ঘ্রিপাতৈঃ (চরণাঘাতৈঃ) তৎ তৎ (শিরঃ) মমর্দ্দ (মর্দ্দিতবান্) নাগঃ (কালিয়শ্চ) আস্যতঃ (মুখাৎ) নস্তঃ (নাসিকাতঃ) উল্বণং (উগ্রং) অসৃক্ (রক্তং) বমন্ (সন্) পরমকশ্মলং (পরমমোহং) আপ (প্রাপ্তঃ) ॥২৮॥

অনুবাদ—হে রাজন্, মৃতপ্রায় হইয়াও পরিভ্রমণশীল শতশীর্ষ কালিয়সর্পের যে যে মস্তক অবনত হইতেছিল না, দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ চরণাঘাতে সেই সেই মস্তক মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালিয় মুখ এবং নাসিকা হইতে অতিশয় রক্ত বমন করিতে করিতে পরম মোহ প্রাপ্ত হইল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—শতং একানি মুখ্যানি শিরাংসি যস্য তস্য, অগ্রে ফণাসহস্রোক্তেঃ। যদ্‌যৎ ন নমত্যুচ্চীভবতি তত্রৈব সহসারুহ্য অঙ্ঘ্রিপাতৈস্তানেব ক্ষণান্মমর্দ্দ। তদাচ আস্যতো মুখেভ্যঃ নস্তো নাসাবিবরেভ্যঃ অসৃগ্বমন্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শতৈকশীর্ষ্ণঃ'—এখানে এক-শব্দ মুখ্যার্থে, যেহেতু পরে সহস্রফণাযুক্ত ইহা বলিবেন। অতএব একশত প্রধান-মস্তকধারী কালিয়ের যে যে মস্তক অবনত হইতেছিল না, সেই সেই মস্তকে সহসা আরোহণ করিয়া দুষ্টদমন শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যচ্ছলে চরণাঘাতে তাহা মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তখন কালিয় মুখ ও নাসিকা হইতে অতিশয় রক্ত বমন করিতে করিতে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া পড়িল ॥২৮

তস্যাক্ষিভির্গরলমুদ্বমতঃ শিরঃসু
যদ্‌যৎ সমুন্নমতি নিঃশ্বসতো রুষোচ্চৈঃ।
নৃত্যন্ পদানুনময়ন্ দময়াম্বভূব
পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইবেহ পুমান্ পুরাণঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—অক্ষিভিঃ গরলং উদ্বমতঃ রুষা উচ্চৈঃ নিশ্বসতঃ তস্য (কালিয়স্য) শিরঃসু (মধ্যে) যৎ যৎ সমুন্নমতি (উন্নতং ভবতি তৎ তৎ) নৃত্যন্ (সন্) পদা অনুনময়ন্ (নতং কুর্ব্বন্) দময়াম্বভূব (তং দমিতং চকার) ইহ (অস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈঃ গন্ধর্ব্বাদিভিঃ) পুরাণ পুমান্ ইব (শেষশায়ী নারায়ণঃ ইব শ্রীকৃষ্ণঃ) পুষ্পৈঃ প্রপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কালিয় ক্রোধে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ এবং নেত্রদ্বারা বিষ উদ্‌গীরণ করিতেছিল। তাহার যে সকল মস্তক উন্নত হইতেছিল, কৃষ্ণ সেই সকলকে পদদ্বারা অবনত করিয়া দমন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গন্ধর্ব্বাদি দেবতাবৃন্দ তাঁহাকে পুষ্পের দ্বারা পূজা করিতেছিলেন। কৃষ্ণও তৎকালে শেষশায়ি নারায়ণের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য শিরঃসু মধ্যে যৎ যৎ সমুন্নমতি তত্তদেব পদা পাদপ্রহারেণ অনুনময়ন্ তস্মিন্নবসরে হৃষ্টৈর্গন্ধর্ব্বাদিভির্বৃষ্যমাণৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজিত ইব প্রসন্নঃ সন্ তেষামেব হিতার্থং দুষ্টং তং দময়াম্বভূব ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিরঃসু যদ্‌যৎ সমুন্নমতি' —কালিয়ের মস্তকগুলির মধ্যে যে যে মস্তক উন্নত হইতে লাগিল, শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে সেই সেই মস্তকও পদাঘাতে অবনত করিতেছিলেন। সেই সময়ে গন্ধর্ব্বাদি কর্ত্তৃক পুষ্পোপহারের দ্বারা পূজিত হইয়াই যেন প্রসন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হিতের নিমিত্ত সেই দুষ্ট কালিয়কে দমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রো
রক্তং মুখৈরুরু বমন্ নৃপ ভগ্নগাত্রঃ।
স্মৃত্বা চরাচরগুরুং পুরুষং পুরাণং
নারায়ণং তমরণং মনসা জগাম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্নফণাসহস্রঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণঃ চিত্রং অদ্ভুতং যৎ তাণ্ডবং তেন বিরুগ্নং নিপীড়িতং ফণানাং সহস্রং যস্য সঃ) ভগ্নগাত্রঃ (শিথিল শরীরঃ সঃ কালিয়ঃ) মুখৈঃ উরু (প্রচুরং) রক্তং বমন্ (সন্) মনসা চরাচরগুরুং পুরাণং পুরুষং নারায়ণং স্মৃত্বা তং অরণং (শরণং) জগাম ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডববেগে ফণাসহস্র নিপীড়িত এবং শরীর শিথিল হওয়ায় কালিয় মুখ সকল দ্বারা প্রচুর রক্ত বমন সহকারে মনে মনে চরাচর গুরু পুরাণপুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হইল ॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ—পরমভক্তাভিস্তৎপত্নীভিঃ কৃপারূপং ভক্তিবীজং পূর্ব্বমুপ্তমপি পূর্ব্বপূর্ব্বাপরাধজনিতক্রৌর্য্যদোষব্যাপ্তে কালিয়স্য তস্যান্তঃকরণে দুষ্টক্ষেত্রে ইব প্ররোঢ়ুমসমর্থমেবাসীৎ। তদা তু শ্রীচরণস্পর্শেন তৎকৃতদণ্ডপ্রাপ্ত্যা চ তত্তদ্দোষক্ষয়ে সতি সহসৈব তদ্ভক্তিবীজমঙ্কুরিতং বভূবেত্যাহ,—স্মৃত্বেতি। মদ্বৈরিণো গরুড়াদপ্যস্য পরঃ সহস্রগুণাধিকং বলং ময়োপলব্ধং, তস্মান্মৎপত্নীভিরুপদিষ্টভক্তিকোঽয়মেব পরমেশ্বর ইতি স্বীয়স্মৃতিগোচরীকৃত্যেত্যর্থঃ। চরাচরগুরুমিত্যসাধারণং বলং দর্শয়ন্নহমেব পরমেশ্বর উপাস্য ইতি মূঢ়মপি মাং জ্ঞাপয়ন্ কৃপয়া মচ্ছিরোঽর্পিতচরণো গুরুর্ভবন্ প্রসীদতি। তমিমমহমিদানীং শরণং যামীতি। অরণং শরণম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম ভক্তিমতী তাহার পত্নীগণ কর্ত্তৃক কৃপারূপ ভক্তিলতা-বীজ পূর্ব্বে উপ্ত হইলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধজনিত খলতাদোষে ব্যাপ্ত থাকায় কালিয় নাগের অন্তঃকরণরূপ উষর ভূমিতে তাহা প্ররোঢ় (অঙ্কুরিত) হইতে অসমর্থই ছিল। কিন্তু তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-স্পর্শ ও তৎকৃত দণ্ড প্রাপ্তিতে সেই সেই দোষ ক্ষয় হইলে সহসাই সেই ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইল, ইহা বলিতেছেন—'স্মৃত্বা' ইত্যাদি। আমার শত্রু গরুড় হইতেও ইহার পরঃসহস্রগুণ অধিক বল আমি উপলব্ধি করিতেছি, অতএব আমার পত্নীগণ যাঁহাকে ভক্তি করিতে উপদেশ করিত, ইনিই সেই পরমেশ্বর হইবেন—এইরূপ তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল—এই ভাবার্থ। 'চরাচর-গুরুম্'—সর্ব্বপ্রাণীর নিয়ন্তা, এইরূপ অসা-

ধারণ বল প্রদর্শনপূর্ব্বক আমিই পরমেশ্বর উপাস্য —ইহা মূঢ় আমাকেও জানাইয়া আমার মস্তকে শ্রীচরণ অর্পণ করতঃ গুরু হইয়া আমাকে কৃপা করিতেছেন। অতএব এক্ষণে এই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগত হই। 'অরণং'—শরণ (কালিয়নাগ এইরূপ স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহার শরণাপন্ন হইল) ।। ৩০ ।।

কৃষ্ণস্য গর্ভজগতোঽতিভরাবসন্নং
পার্ষ্ণিপ্রহারপরিরুগ্নফণাতপত্রম্ ।
দৃষ্ট্বাহিমাদ্যমুপসেদুরমুষ্য পত্ন্য
আর্ত্তাঃ শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ ।। ৩১ ।।

অন্বয়ঃ—অমুষ্য (কালিয়স্য) পত্ন্যঃ গর্ভজগতঃ (গর্ভে জগন্তি যস্য তস্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডোদরস্য) কৃষ্ণস্য অতিভরাবসন্নং (অনিতভরেণ শ্রান্তং) পার্ষ্ণিপ্রহার-পরিরুগ্নফণাতপত্রং (পাদ প্রহারেণ নিপীড়িতফণ-মণ্ডলং) অহিং (স্বভর্ত্তারং) দৃষ্ট্বা আর্ত্তাঃ (দুঃখিতাঃ) শ্লথদ্বসনভূষণকেশবন্ধাঃ (শ্লথন্তঃ শিথিলীভূতাঃ বসনং ভূষণং কেশবন্ধশ্চ যাসাং তাঃ তাদৃশাঃ সত্যঃ) আদ্যং (পুরাণপুরুষং শ্রীকৃষ্ণং) উপসেদুঃ (তস্য সমীপমাজগ্মুঃ) ।। ৩১ ।।

অনুবাদ—কালিয়ের পত্নীগণও ব্রহ্মাণ্ডোদর শ্রীকৃষ্ণের অতি ভারে অবসন্ন এবং পাদ-প্রহারে নিপীড়িত ফণামণ্ডলধারী নিজ স্বামীকে দর্শন করিয়া অতীব দুঃখিত হইল। তাহাদের বসন, ভূষণ ও কেশবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। তখন তাহারা পুরাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইল ।। ৩১ ।।

বিশ্বনাথ—গর্ভে জগন্তি যস্য তস্য অতএবাতি-ভরেণ, আদ্যং শ্রীকৃষ্ণং আর্ত্তা ইত্যেতাবৎকালপর্য্যন্তং যা পত্যাবুদাসীনা এবাসন্। বহির্ম্মুখোঽয়ং ভগবৎ-কৃত-দণ্ডেন ম্রিয়তে চেৎ ম্রিয়তাম্। বয়ং বিধবা ভূত্বা ভগবন্তং ভজামেতি, যদা তু মনসা শরণং গতস্য তস্য পত্যুর্দৈন্যনির্ব্বেদ- বিষাদবিতর্কমিত্যাদিসঞ্চারিলক্ষণং মুখাদ্যঙ্গেষু দদৃশুস্তদেবাহো অস্মদ্ভাগ্যবশাদয়ং বৈষ্ণবোঽভূত্তদস্য রক্ষণে যতামহে ইতি। সংহতাস্তা-স্তত্র জাতস্নেহত্বাদার্ত্তাঃ শ্রীমচ্চরণসন্নিধিমাজগ্মুঃ ।।৩১

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গর্ভজগতঃ'—যাঁহার উদর-মধ্যে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, সেই কৃষ্ণের গুরুভারে অবসন্ন ও তাঁহার পদাঘাতে স্বপতির ফণারূপ আতপত্রগুলি সর্ব্বতোভাবে আহত দর্শন-পূর্ব্বক কালিয়ের পত্নীসকল, 'আদ্যং'— আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন। 'আর্ত্তাঃ' —এতকাল পর্য্যন্ত যাহারা পতিতে উদাসীনই ছিল, বহির্ম্মুখ এই জন ভগবৎকৃত দণ্ডের দ্বারা যদি মারা যায়, মরুক, বরং বিধবা হইয়া আমরা শ্রীভগবানের ভজন করিব। কিন্তু যখন মনের দ্বারা শরণাগত পতির দৈন্য, নির্ব্বেদ, বিষাদ, বিতর্ক ইত্যাদি সঞ্চারি লক্ষণ ভাব তাহার মুখাদি অঙ্গে লক্ষ্য করিলেন, তখনই অহো! আমাদের ভাগ্যবশতঃ এই জন (স্বপতি) বৈষ্ণব হইয়াছে, অতএব ইহার রক্ষণে চেষ্টা করি—এইরূপ মনে করিয়া, তাহারা সম্মি-লিতভাবে পতিতে জাতস্নেহহেতু কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণসমীপে উপস্থিত হইলেন ।। ৩১ ।।

তাস্তং সুবিগ্নমনসোঽথ পুরস্কৃতার্ভাঃ
কায়ং নিধায় ভুবি ভূতপতিং প্রণেমুঃ ।
সাধ্ব্যঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ শমলস্য ভর্ত্তু-
র্মোক্ষেপ্সবঃ শরণদং শরণং প্রপন্নাঃ ।।৩২।।

অন্বয়ঃ—অথ সুবিগ্নমনসঃ সাধ্ব্যঃ তাঃ (কালিয়-পত্ন্যঃ) পুরস্কৃতার্ভাঃ (পুরস্কৃতাঃ অগ্রেকৃতা অর্ভাঃ নিজশাবকাঃ যাভিঃ তাঃ) কৃতাঞ্জলিপুটাঃ (বদ্ধাঞ্জ-লয়ঃ) শমলস্য (পাপিনঃ) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ) মোক্ষেচ্ছবঃ (মুক্তিকামাঃ) তং শরণদং ভূতপতিং শরণং প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ সত্যঃ) ভুবি কায়ং নিধায় (নিপাত্য) প্রণেমুঃ ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—অনন্তর উদ্বিগ্নচিত্তা সাধ্বী নাগ-পত্নী-গণ নিজ শিশুগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাপী স্বামীর মুক্তি কামনায় শরণপ্রদ ভূতপতি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া ভূতলে শরীর নিপাতিত করিয়া প্রণাম করিল ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—তাস্তং প্রথমং প্রণেমুর্ভুবীতি হ্রদস্য মধ্যে কশ্চিদ্দ্বীপো বুদ্ধ্যতে যত্রৈব স্থিতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়-বেষ্টিতো গোকুলজনৈরদৃশ্যতেতি জ্ঞেয়ম্। পুরঃ কৃষ্ণস্যাগ্রে কৃতা অর্ভা বালা যাভিস্তা ইতি কৃপাজন-নার্থম্ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাস্তং'—নাগপত্নীগণ প্রথমতঃ ভূতলে শরীর নিপাতিত করিয়া অর্থাৎ সাষ্টাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণিপাত করিলেন। 'ভুবি'—ভূতলে, ইহা বলায় সেই হ্রদের মধ্যে কোন দ্বীপ ছিল, ইহা বুঝিতে হইবে, যেখানে অবস্থিত কৃষ্ণ কালিয়-বেষ্টিত হইয়া গোকুলজনের দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'পুরস্কৃতার্ভাঃ'—'শিশু সন্তান দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইবে', ইহা মনে করিয়া তাহারা শিশুসকল অগ্রে লইয়া স্বামীর অপরাধ ক্ষমা করাইবার অভিলাষে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৩২ ॥

নাগপত্ন্য ঊচুঃ—
ন্যায্যো হি দণ্ডঃ কৃতকিল্বিষেঽস্মিং-
স্তবাবতারঃ খলনিগ্রহায়।
রিপোঃ সুতানামপি তুল্যদৃষ্টি-
র্ধৎসে দমং ফলমেবানুশংসন্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—নাগপত্ন্যঃ ঊচুঃ—(হে দেব, যতঃ) খলনিগ্রহায় (দুষ্টদমনায়) তব অবতারঃ (অতঃ) কৃতকিল্বিষে (পাপাচারে) অস্মিন্ (অস্মৎ স্বামিনি) দণ্ডঃ (ত্বয়া বিহিতা ইয়ং শাস্তিঃ) ন্যায্যঃ হি (যুক্ত এব)। রিপোঃ সুতানাং অপি (শত্রৌ মিত্রে চ) তুল্যদৃষ্টিঃ (সমদর্শী ত্বং) ফলং (ভবিষ্যন্মঙ্গল ফলং) অনুশংসন্ (আলোচয়ন্) এব দমং (দণ্ডং) ধৎসে (করোষি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—নাগপত্নীগণ বলিতে লাগিল—হে দেব, দুষ্টদমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব আমাদের পাপাচারী স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনি শত্রু ও পুত্রে উভয়ের প্রতিই সমদর্শী এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গল আলোচনা করিয়াই দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন ॥৩৩॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং স্তবন্ত্যঃ কোপমুপশময়িতুং দণ্ডমনুমোদয়ন্তি—ন্যায্য ইতি। অনেন সাধুদ্রোহলক্ষণস্য স্বখলত্বস্য ফলমবশ্যপ্রাপ্যং প্রাপ্তমিতি ভাবঃ। শিষ্টপালনদুষ্টনিগ্রহকৃতস্তব তু ক্বাপি বৈষম্যং নৈবাস্তীত্যাহুঃ। রিপোঃ সুতানাং রিপুসুতেষু অপিকারাৎ স্বসুতেষু চ তুল্যদৃষ্টেঃ। রিপোরপি পুত্রস্য শিষ্টস্য প্রহলাদস্য পালনদর্শনাৎ স্বস্যাপি সুতস্য নরকাসুরস্য বধদর্শনাচ্চেতি ভাবঃ। নচ খলনিগ্রহেঽপি নৈর্ঘৃণ্যমিত্যাহুর্দ্ধৎসে ইতি। খলত্বহেতুক-নানা-নরকদুঃখোপশমপূর্ব্বকনিত্যসুখময়মোক্ষলক্ষণং ফলমেব দীয়তে ময়েত্যনুশংসন্ কথয়ন্নেব দমং দণ্ডং ধৎসে ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের কোপ উপশমিত করিবার নিমিত্ত দণ্ড অনুমোদন করিতেছেন—'ন্যায্যঃ হি দণ্ডঃ', এতাদৃশ মহদপরাধী কালিয়ের প্রতি আপনি যে দণ্ড বিধান করিলেন, তাহা ন্যায়সঙ্গতই হইয়াছে, যেহেতু আপনি সাধুদ্রোহী খলগণের নিগ্রহ ও সাধুসকলের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত অবতার স্বীকার করিয়া থাকেন। এই নাগরাজ সাধুদ্রোহরূপ নিজ খলত্বের অবশ্যপ্রাপ্য ফল প্রাপ্ত হইয়াছে—এই ভাব। শিষ্টপালন ও দুষ্টনিগ্রহকারক আপনার কোথাও বৈষম্য নাই, ইহা বলিতেছেন—'রিপোঃ সুতানামপি', শত্রু ও পুত্রে আপনার তুল্য দৃষ্টি রহিয়াছে, অথবা রিপুর পুত্রে ও স্বীয় পুত্রে আপনার সমান দৃষ্টি অর্থাৎ শত্রুপুত্র শিষ্ট প্রহলাদ মহাশয়কে সর্ব্ববিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, অথচ স্বীয় পুত্র নরকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। আরও, খলনিগ্রহেও আপনার কৃপাশূন্যতা দৃষ্ট হয় না, ইহা বলিতেছেন—'ধৎসে' ইত্যাদি, আপনি জীবের কর্ম্মফল আলোচনা করিয়া অর্থাৎ নানাবিধ নরকাদি দুঃখের হেতুভূত খলত্ব উপশমনপূর্ব্বক নিত্য সুখময় মোক্ষলক্ষণ ফল প্রদানের অভিপ্রায়ে খলের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন॥৩৩

অনুগ্রহোঽয়ং ভবতঃ কৃতো হি নো
দণ্ডোঽসতাং তে খলু কল্মষাপহঃ।
যদ্দন্দশূকত্বমমুষ্য দেহিনঃ
ক্রোধোঽপি তেঽনুগ্রহ এব সম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(যতঃ) তে (তব কৃতঃ) দণ্ডঃ খলু (নিশ্চিতং) অসতাং (পাপিনাং) কল্মষাপহঃ (পাপনাশনঃ ভবতি অতঃ) হি (নূনং) ভবতা নঃ (অস্মাকং) অয়ং (দণ্ডরূপঃ) অনুগ্রহঃ (এব) কৃতঃ। অমুষ্য দেহিনঃ যৎ (যস্মাৎ পাপাৎ) দন্দশূকত্বং (সর্পত্বং তন্নাশাৎ) তে (তব) ক্রোধঃ অপি অনুগ্রহঃ এব (ইতি অস্মাকং) সম্মতঃ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যেহেতু আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপনাশ করিয়া থাকে, সেই জন্য আপনি দণ্ডরূপে আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাপনাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ দুষ্টেষ্বপি তব বস্তুতস্ত্বনুগ্রহ এব নিগ্রহাকার ইত্যাহুঃ,—অনুগ্রহ ইতি। নোঽস্মাকং দণ্ডঃ কল্মষং প্রাচীনবিবিধপাপং অপহন্তীতি সঃ। যতঃ কল্মষাৎ অমুষ্য দেহিনো জীবস্য দ্বন্দ্বশূকত্বম্। তস্মাৎ ক্রোধোঽপীত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব দুষ্টজনের প্রতিও আপনার বাস্তবিক অনুগ্রহই নিগ্রহাকার (অর্থাৎ দুষ্টজনের প্রতি আপনার যে নিগ্রহবিধান হইয়া থাকে, বাস্তবিক তাহা নিগ্রহের আকার মাত্র, পরন্তু তাহা পরমানুগ্রহই হইয়া থাকে) ইহা বলিতেছেন—'অনুগ্রহঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের প্রতি আপনি এই যে দণ্ড বিধান করিলেন, ইহা আপাততঃ দণ্ডরূপে পরিদৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ তাহা অনুগ্রহই করিয়াছেন। 'কল্মষাপহঃ'—কারণ এতাদৃশ দণ্ড নিশ্চয়ই দুষ্টগণের পূর্ব্বকৃত বিবিধ পাপ-নিবারক হইয়া থাকে। 'যদ্দ্বন্দ্বশূকত্বং'—যে পাপ-কর্ম্মদ্বারা নানা দেহধারী এই দেহী বা জীবের সম্প্রতি সর্পযোনি হইয়াছে এবং আপনা কর্ত্তৃক ক্রোধ-জন্য দণ্ডও এই দেহীর (কালিয় নাগের) প্রতি অনুগ্রহরূপেই সম্মত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

মধ্ব—দণ্ডোঽপি ভগবচ্চীর্ণো মমৈষোঽনুগ্রহঃ স্মৃতঃ। ইতিভক্ত্যা চিন্তয়তা শুভকারী ভবত্যলম্ ॥ তত্রাপি কুর্ব্বতাং দ্বেষং তমপ্রাপ্ত্যৈ তথাভবেৎ। ইতি চ ॥ ৩৪ ॥

তপঃ সুতপ্তং কিমনেন পূর্ব্বং
নিরস্তমানেন চ মানদেন।
ধর্ম্মোঽথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া
যতো ভবাংস্তুষ্যতি সর্ব্বজীবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যতঃ (যস্মাৎ পুণ্যহেতোঃ) সর্ব্বজীবঃ (সর্ব্বজীবেষু সন্তোষিতেষু সর্ব্বজীবমন্দিরো ভবান্ সন্তুষ্যতি) ভবান্ তুষ্যতি (এতাং প্রতি সন্তুষ্টঃ জাতঃ ততঃ) নিরস্তমানেন ত্যক্তগর্ব্বেন) মানদেন (অন্যান্ প্রতি বিনয়িনা সতা) অনেন (অস্মাকং ভর্ত্তৃণা) পূর্ব্বং (পূর্ব্ব জন্মনি) কিং তপঃ সুতপ্তং (সম্যক্ আচরিতং) অথবা সর্ব্বজনানুকম্পয়া (নিখিল হিতবুদ্ধ্যা) ধর্ম্মঃ (কিঞ্চিদতি মহৎ পুণ্যকার্য্যং আচরিতং তৎ ন জানীমহে) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সম্মাননাদি দ্বারা জীবসমূহকে সন্তুষ্ট করিলে আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া আপনি সর্ব্বজীবস্বরূপ। আমাদের এই স্বামী পূর্ব্ব জন্মে অমানী এবং মানদ হইয়া কোন তপস্যা কিংবা সর্ব্বজীবের হিতবুদ্ধিতে কোন্ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন—যাহাতে আপনি ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন? ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীন্তু নিগ্রহাকারোঽপি নৈবায়মনুগ্রহঃ, কিন্তু শিষ্টজনতা-কষ্টলভ্যমপি বস্ত্বয়মনায়াসেনৈব লভতে স্ম যত্তত্র তু কিং প্রাচীনং সুপুণ্যমস্তীতি বিতর্কয়ন্ত্য আহুঃ,—তপ ইতি। নিরস্তমানেন গর্ব্বশূন্যত্বাদন্য-কৃতসম্মাননাভিলাষরহিতেন মানদেন অন্যেভ্যো মানং দদতেতি তপসো বৈষ্ণবীয়ত্বং সুচিতম্। বৈষ্ণবেতরেষু তপস্বিষ্বমানিত্বমানদত্বাদর্শনাৎ। "নাহং দানৈর্ন তপসে"তি ত্বদুক্তেরন্যতপসস্তৎপ্রসাদকত্বাভাবাচ্চ। সর্ব্বজনানুকম্পয়া উপলক্ষিতো যো ধর্ম্মঃ স কৃত ইতি ধর্ম্মস্যাপি বৈষ্ণবীয়ত্বম্। কর্ম্মিণাং সর্ব্বভূতানুকম্পানুৎপত্তেঃ। যতস্তপসো ধর্ম্মাদ্বা হেতোস্তুষ্যতি। অস্য শিরঃসু রঙ্গস্থলীকৃতেষু প্রহর্ষনৃত্যাচরণাৎ। সর্ব্বজীবসম্মাননানুকম্পাদিনা সর্ব্বজীবেষু সন্তোষিতেষু সর্ব্বজীবমন্দিরো ভবানপি সংতুষ্যতীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ সর্ব্বাংস্ত্বং জীবয়সি ত্বৎসন্তোষকং ইমমেব কিং পার্ষ্ণিপ্রহারৈর্হংসীতি দ্যোতিতম্ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে নিগ্রহাকার হইলেও উহা অনুগ্রহ নহে, কিন্তু শিষ্ট জনসমূহের কষ্টার্জ্জিত বস্তুও এই ব্যক্তি যে অনায়াসেই লাভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে কি প্রাচীন সুপুণ্য আছে, এইরূপ বিতর্ক করিয়া বলিতেছেন—'তপঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ এই আমাদিগের পতি নাগরাজ গর্ব্বশূন্যত্বহেতু অন্যকৃত সম্মানে অনভিলাষী ও অন্যের প্রতি সম্মানপ্রদ হইয়া পূর্ব্বজন্মে কি কৃচ্ছ্রাদি তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-

ছিলেন? এইরূপ 'অমানী মানদ' তপস্যার বৈষ্ণবীয়ত্ব সূচিত হইল। যেহেতু বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য তপস্বীজনে অমানিত্ব ও মানদত্ব দৃষ্ট হয় না। "নাহং দানে র্ন তপসা" (শ্রীগীতা ১১।৫৩), অর্থাৎ দান, তপস্যা প্রভৃতি উপায়দ্বারা কেহ আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না—আপনার এই উক্তিহেতু অন্যবিধ তপস্যা আপনার প্রীতিসম্পাদক নহে। 'সর্ব্বজনানুকম্পয়া'—অথবা সর্ব্বজীবের হিতাচারণপূর্ব্বক কি ধর্ম্মানুষ্ঠানই বা করিয়াছেন? যে তপস্যা ও যে ধর্ম্মের প্রভাবে ইহার প্রতি সর্ব্ব-জীব-জীবন আপনি পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এখানে সর্ব্বজনের হিত-বুদ্ধিতে যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, সেই ধর্ম্মও বৈষ্ণবীয়ই। কর্ম্মিগণের সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পার উদয় হয় না, যে তপস্যা বা ধর্ম্মের দ্বারা আপনি তুষ্ট হইতে পারেন। ইহার মস্তকসকলে রঙ্গস্থলী করিয়া আপনি প্রহর্ষে নৃত্য করিলেন। সর্ব্বজীবের প্রতি সম্মান ও অনুকম্পাদির দ্বারা সর্ব্বজীব তুষ্ট হইলে সর্ব্বজীবের মন্দিরস্বরূপ আপনিও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন—এই অর্থ। শ্লিষ্টার্থে—সর্ব্বজীবকে আপনি জীবন প্রদান করিয়া থাকেন, অথচ আপনার নৃত্যাদি—সন্তোষপ্রদ এই কালিয় নাগকেই কিজন্য পাদাগ্র-প্রহারে লাঞ্ছিত করিতেছেন? —ইহা দ্যোতিত হইল ॥ ৩৫ ॥

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরৎ তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, ললনা (সুন্দরী) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) কামান্ (বিষয়ান্তরান্) বিহায় সুচিরং ধৃতব্রতা (সতী) যদ্বাঞ্ছয়া (তব যৎপাদরেণু-লাভাশয়া) তপঃ অচরৎ তব অঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ (তাদৃশ চরণকমলরজোলাভাধিকারঃ) অস্য (কালিয়স্য) কস্য (পুণ্যস্য) অনুভাবঃ (প্রভাব জনিতঃ ৩৫) ন বিদ্মহে (জানীমহে) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, যে পদরেণুলাভের আশায় ললনা শ্রীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগপূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কালিয় কোন্ পুণ্য-প্রভাবে সেই চরণ-রেণু লাভের অধিকারী হইল, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ন তপ আদি হেতুক এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বতর্ক্যং তব কৃপাবৈভবমেবেদমিত্যাহুঃ—কস্যেতি ত্রিভিঃ। অস্য মহানীচস্যাপি কালিয়স্য কস্য তাবদনুভাবঃ ফলং তন্ন জানীমহে। ফলমেব কিং দৃষ্টং তত্রাহুঃ, তব নন্দপুত্রস্য অঙ্ঘ্রিরেণোরপি স্পর্শে স্বকর্ত্তৃকো যোঽধিকারঃ সোঽপি তপআদি সর্ব্বসুকৃতদুর্ল্লভঃ, অয়ন্তু অঙ্ঘ্রিদ্বয়কর্ত্তৃকং স্পর্শং তঞ্চ নৃত্যলক্ষণং তত্রাপি স্বশিরঃসু প্রাপেতি ভাগ্যস্য কিয়ান্মহিমা বাচ্য ইতি ভাবঃ। ব্রহ্মাদিসর্ব্বভক্তেভ্যোঽধিকাপি শ্রীস্তব নারায়ণরূপস্য ললনাপি যস্য গোপালরূপস্য তব চরণস্পর্শবাঞ্ছয়া তপ আচরৎ তদপি ন প্রাপ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এই ভাগ্যোদয়ের প্রতি কোন তপস্যাদি কারণ নহে, পরন্তু আপনার অতর্ক্য কৃপাবৈভবই, ইহা বলিতেছেন—'কস্য' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে। এই মহানীচ কালিয়ের কোন্ সুকৃতের ফল, তাহা আমরা জানি না। যদি বলেন—কি ফল তোমরা দেখিলে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তবাঙ্ঘ্রিরেণু-স্পর্শাধিকারঃ' নন্দনন্দন আপনার চরণরেণুরও স্বকর্ত্তৃক স্পর্শে যে অধিকার, যাহা তপস্যাদি সর্ব্বসুকৃতের দ্বারাও দুর্ল্লভ। এই কালিয় নাগ আপনার শ্রীচরণযুগলের দ্বারা স্পর্শ, তাহাও নৃত্যরূপ, তাহাতে আবার নিজ মস্তকসকলে প্রাপ্ত হইল, এইরূপ সৌভাগ্যের কত মহিমা বলা যায়? —এই ভাবার্থ। 'যদ্বাঞ্ছয়া'—ব্রহ্মাদি সর্ব্বভক্তগণও যাঁহার প্রসাদ অভিলাষ করিয়া থাকেন, সেই শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণরূপী আপনার ললনা হইয়াও শ্রীগোপালরূপী আপনার চরণরেণুর স্পর্শাধিকার বাসনায় সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক বদ্ধনিয়মা হইয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন, তথাপি আপনাকে প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৩৬ ॥

ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্ব্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।

ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (তব) পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (প্রাপ্তাঃ জনাঃ) নাকপৃষ্ঠং (স্বর্গলোকং) ন সার্ব্বভৌমং (সর্ব্বাধিপত্যং) ন চ পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) ন রসাধিপত্যং (পৃথিবীপতিত্বং) ন যোগসিদ্ধীঃ (অণিমাদিযোগাষ্টশক্তীঃ) অপুনর্ভবং (মোক্ষং) বা ন বাঞ্ছন্তি ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আপনার পদরজঃ প্রাপ্ত জনগণ স্বর্গলোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্মপদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ বাসনা করে না ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতাবন্মহিমভির্মৎপাদরেণুভিঃ কিং ফলং স্যাদিতি চেন্মৈবং বাচ্যং তব চরণরেণব এব ফলং সর্ব্বফলেভ্যোঽপ্যধিকমিত্যাহুঃ—নেতি। প্রপন্না এব ন বাঞ্ছন্তি কিং পুনস্তৎপ্রাপ্তাঃ, অপবর্গমপি কিং পুনর্নাকপৃষ্ঠাদিকম্ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—এতাদৃশ মহিমাযুক্ত আমার চরণরেণুর দ্বারা কি ফল লাভ হইবে ? তদুত্তরে—এরূপ কখনই বলিতে পারেন না, আপনার শ্রীচরণরেণুই সর্ব্ববিধ ফল হইতেও অধিক ফলপ্রদ, ইহা বলিতেছেন—'ন নাকপৃষ্ঠং' ইত্যাদি। 'প্রপন্নাঃ'—আপনার চরণরেণুর শরণাগত হইয়া ভক্তগণই তাহা ভিন্ন অন্য স্বর্গাদি কিছুই কামনা করেন না, তাহাতে আবার যাঁহারা চরণরেণু প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের কথা কি বক্তব্য ? 'অপবর্গ' অর্থাৎ নির্ব্বাণ মোক্ষও বাঞ্ছা করেন না, তাহাতে স্বর্গাদি লোকের কথা কি বক্তব্য ?—এইরূপ কৈমুত্য এখানে বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

মধ্ব—অপুনর্ভবমাত্রাত্ত হরিসামীপ্যমুত্তমম্। তত্রাপি স্পর্শযোগ্যত্বং যথা বেদবিদো বিদুঃ ॥ ইতি-পাদ্মে ॥ ৩৭ ॥

তদেষ নাথাপ দুরাপমন্যৈ-
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোঽপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, (প্রভো,) যদিচ্ছতঃ সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণঃ (জীবস্য) বিভবঃ (উৎকৃষ্টফলং) সমক্ষঃ স্যাৎ (সাক্ষাদেব জায়তে) ক্রোধবশঃ (রজোগুণান্বিতঃ) অপি এষঃ তমোজনিঃ (তমোগুণসম্ভূতঃ) অহীশঃ (সর্পশ্রেষ্ঠঃ) অন্যৈঃ (লক্ষ্মীব্রহ্মাদিভিঃ) দুষ্প্রাপং (দুষ্প্রাপ্যং) তৎ (ভবৎপরদজঃ) আপ (প্রাপ্তঃ ইতি কিমপি আশ্চর্য্যম্) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, যে পদরজঃ বাঞ্ছা করিয়া সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ব্যক্তিগণও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করিয়া থাকেন, ক্রোধপরবশ তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ সেই পদরজঃ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যৈর্লক্ষ্ম্যাদিভিরপি। কিঞ্চ, সর্ব্বফল-মুকুটভূতমপি ত্বৎপাদরজঃ সকামজনস্য ফলসাধনমপি ভবতীত্যাহুঃ—সংসারেতি। ইচ্ছতঃ সকামস্য শরীরিণঃ যৎ যতো বিভবঃ সমক্ষঃ ইচ্ছাবিষয়ীভূতাদপি যতঃ অপেক্ষিতা সম্পত্তিঃ প্রত্যক্ষৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যৈঃ দুরাপম্'—লক্ষ্মী প্রভৃতিরও সুদুর্ল্লভ (আপনার সেই পদরজঃ মহাপরাধী, তমোগুণোদ্ভব, ক্রোধ-স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াও এই নাগরাজ প্রাপ্ত হইল)। আরও, সর্ব্বফল-মুকুটভূত হইলেও আপনার চরণরেণু সকাম জনের ফলসাধনও হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—সংসার-চক্রে পরিভ্রমণকারী, 'ইচ্ছতঃ শরীরিণঃ'—সকাম জীবের ইচ্ছাবিষয় হইতেও তৎক্ষণাৎ অপেক্ষিত সম্পদ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে
ভূতবাসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষায় (অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্তমানায়) মহাত্মনে (নাতি পরিচ্ছিন্নায়) ভূতবাসায় (আকাশাদ্যাশ্রয়ায়) ভূতায় (পূর্ব্বমপি সতে) পরায় (কারণায়) পরমাত্মনে (কারণাতীতায়) ভগবতে (অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যাদিগুণায়) তুভ্যং নমঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী ও সর্ব্ব-

ব্যাপক এবং আকাশাদি সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ, যেহেতু আকাশাদি ভূত সৃষ্টির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন। আপনি সর্ব্বকারণ-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্ব-কারণাতীত তুরীয় বস্তু ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—'ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ কৃপামেবং বিবৃত্য দশভিঃ পুনঃ। একাদশ নতীশ্চক্রুর্ভক্ত্যা কালিয়-যোষিতঃ। ভক্তৈরুপাস্যত্বেনাহুঃ,—ভগবতে অপ্রা-কৃতষড়ৈশ্বর্য্যবতে। পুরুষায় নরাকারায়। মহাত্মনে নরাকৃত্যাপি সর্ব্বব্যাপকায় যোগিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ, সর্ব্বভূতনিবাসায় ভূতায় পূর্ব্বমপি সতে ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ছয়টি শ্লোকে শ্রীভগবানের কৃপা বিবৃত করিয়া কালিয়-নাগের পত্নীগণ পুনরায় দশটি শ্লোকে ভক্তিভরে শ্রীভগবানের নমস্কার করিতে-ছেন। ভক্তির উপাস্যত্বরূপে বলিতেছেন—'ভগবতে', অপ্রাকৃত ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন, নরাকৃতি, মহান্ ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা, নরাকাররূপেও সর্ব্বব্যাপক আপনাকে নমস্কার। যোগিগণের উপাস্যত্বরূপে বলিতেছেন—'ভূতাবাসায়', আপনি আকাশাদি সর্ব্ব-ভূতের আশ্রয়স্বরূপ, কারণ আকাশাদির পূর্ব্বেও আপনি বিদ্যমান রহিয়াছেন (সেই আপনাকে নমস্কার করিতেছি।)। ৩৯ ॥

মধ্ব—ভূতায় সর্ব্বদা বিদ্যমানায় ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে (জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ উভয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়) ব্রহ্মণে অগুণায় অবিকারায় অনন্তশক্তয়ে প্রাকৃতায় (প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—নির্গুণ, নির্ব্বিকার চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ এবং প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক অনন্তশক্তিযুক্ত পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি আপনাকে নমস্কার ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানিভিরুপাস্যত্বেনাহুঃ। জ্ঞানবিজ্ঞা-নয়োঃ সম্পদোর্নিধিরিব নিধিস্তস্মৈ। পুনর্ভক্তোপাস্যে নরাকারে তস্মিন্ মন্দধীভিঃ প্রসঞ্জিতান্ গুণবিকা-রাদি-দোষান্ বারয়ন্ত্য আহুঃ। অনন্তশক্তয়ে অতর্ক্যা-নন্তশক্তিসমুদ্রায়। অগুণায়াবিকারায়। প্রাকৃতগুণ-বিকাররহিতায়। অপ্রাকৃতায় অপ্রাকৃতগুণবিকার-সহিতায় ইত্যর্থঃ। ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞানিগণের উপাস্যত্বরূপে বলিতেছেন—'জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধয়ে'—জ্ঞান ও বিজ্ঞানরূপ সম্পদের নিধির ন্যায় নিধি, অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ আপনাকে নমস্কার। পুনরায় ভক্তের উপাস্য নরাকৃতিতে মন্দবুদ্ধি জনগণের আরো-পিত গুণ-বিকারাদি দোষ নিরাকরণপূর্ব্বক বলিতে-ছেন—'অনন্তশক্তয়ে'—আপনি অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি-সমুদ্র, আপনি প্রাকৃত গুণরহিত, নির্ব্বিকার, অথচ অপ্রাকৃত অনন্ত শক্তিযুক্ত, আপনাকে নমস্কার ॥৪০॥

কালায় কালনাভায় কালবয়বসাক্ষিণে।
বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কালায় (কালস্বরূপায়) কালনাভায় (কালশক্ত্যাশ্রয়ায়) বিশ্বায় (বিশ্বরূপায়) কালাবয়ব সাক্ষিণে (সৃষ্ট্যাদি সমবায়ানাং সাক্ষিণে) তদুপদ্রষ্ট্রে (ন চ দ্রষ্টৃমাত্রায় কিন্তু তৎকর্ত্রে) বিশ্বহেতবে (সর্ব্ব-কারকরূপায় নমঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—(অনন্ত শক্তিত্ব হেতু) আপনি কাল-স্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ এবং কালশক্তির আশ্রয় ও কালের অবয়ব অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী। আপনি বিশ্বরূপ ও দৃশ্য বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও নিখিলকারণ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কালবিশেষে দেশবিশেষে চ প্রাদুর্ভবতি তস্মিন্ তত্তৎপরিচ্ছেদাদি-দোষান্ বারয়ন্ত্য আহুঃ—কালায় কালস্বরূপায় কালনাভায় কালশক্ত্যাশ্রয়ায় তথাপি কালাবয়বানাং সৃষ্টাদিসমবায়ানাং সাক্ষিণে এব ন তু তেষু সক্তায়। বিশ্বায় বিশ্বরূপায়। তর্হি কিং জড়োঽহং ন হি তদুপদ্রষ্ট্রে, ন চ দ্রষ্টৃমাত্রায় কিন্তু তৎকর্ত্রে। ন চ কর্ত্তৃমাত্রায় কিং বিশ্বহেতবে বিশ্বস্য হেতুসমুদায়ায় ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবানের দেশবিশেষে ও কালবিশেষে আবির্ভাব হইলেও দেশ ও কাল দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদাদি দোষ নিরাকরণ-পূর্ব্বক বলিতে-ছেন—'কালায় কালনাভায়', আপনি কালস্বরূপ ও কালশক্তির আশ্রয় হইলেও সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের

সাক্ষিস্বরূপ, সুতরাং কাল ও কালশক্তিতে অসংলগ্ন। 'বিশ্বায়'—আপনি বিশ্বরূপ। যদি বলেন—তাহা হইলে আমি কি জড়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তদুপদ্রষ্ট্রে', আপনি বিশ্বের দ্রষ্টা, কেবল দ্রষ্টাই নহেন, কিন্তু তাহার কর্ত্তা। কেবল কর্ত্তৃমাত্রই নহে, পরন্তু আপনি বিশ্বের সর্ব্বকারণ হইয়াছেন (সেই আপনাকে নমস্কার।)॥ ৪১॥

মধ্ব—অপ্রাকৃতায়। কালনাভায়। কালাশ্রয়ায়। বিশ্বস্য তদধীনত্বাদ্বিশ্বং বিষ্ণুরুদীর্য্যতে। মূলহেতুস্ত্বতো হেতুঃ কর্ত্তা প্রাতিস্বিকং কৃতেঃ॥ ইত্যাগ্নেয়ে॥ ৪১॥

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণ-মনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে।
ত্রিগুণেনাভিমানেন গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে॥ ৪২॥
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে॥ ৪৩॥

অন্বয়ঃ—ভূতমাত্রেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধ্যাশয়াত্মনে (ভূতানি আকাশাদীনি পঞ্চ, মাত্রা শব্দাদয়ঃ পঞ্চ, মনঃ বুদ্ধিঃ আশয়ঃ চিত্তং তেষাং আত্মনে জ্ঞানপ্রদায়) ত্রিগুণেনাভিমানেন (সৃষ্টে কার্য্যে যঃ ত্রিগুণঃ অভিমানঃ তেন) গূঢ়স্বাত্মানুভূতয়ে (গূঢ় স্বাংশভূতানামাত্মনাং জীবানামনুভূতিঃ যেন তস্মৈ) অনন্তায় (অহঙ্কারাপরিচ্ছেদাৎ) সূক্ষ্মায় (অদৃশ্যত্বাৎ অতএব) কূটস্থায় (উপাধিকৃত বিকারাভাবাৎ) বিপশ্চিতে (সর্ব্বজ্ঞায়) নানাবাদানুরোধায় (অস্তি নাস্তি সর্ব্বজ্ঞঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞ বদ্ধঃ মুক্তঃ একোঽনেক ইত্যাদিনানাবাদানুরুণদ্ধি মায়য়া অনুবর্ত্ততে যঃ অনুকূল বর্ত্তমানায়) বাচ্যবাচকশক্তয়ে (অভিধানাভিধেয়শক্তিভেদাদপি নানাত্বেন প্রতীয়মানায়) নমঃ॥ ৪২-৪৩॥

অনুবাদ—আপনি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, দশ বা পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার——এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বস্তুর চৈতন্য প্রদান অর্থাৎ প্রবর্ত্তন এবং ত্রিগুণাত্মক অভিমানদ্বারা চেতন-স্বাংশভূত জীবসমূহেরও স্বস্বরূপানুভূতি আচ্ছাদিত করিয়া থাকেন, আপনি দেশ, কাল, সীমার অতীত, অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ও দৃশ্য বস্তুর অন্যতম নহেন বলিয়া দুর্জ্ঞেয় এবং বিকারশূন্য বলিয়া 'কূটস্থ' ও সর্ব্বজ্ঞ, আপনি স্বীয় বহিরঙ্গা মায়া-দ্বারা 'অস্তি' 'নাস্তি' প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ সিদ্ধান্তের প্রকাশক, আপনি শব্দ ও অর্থের বহুবিধ শক্তির মূলকারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, এতাদৃশ আপনাকে প্রণাম॥ ৪২-৪৩॥

বিশ্বনাথ—ন চ হেতুমাত্রায়াপি যতো ভূতাদীনাং আত্মনে চেতয়িত্রে অতোঽদ্ভুতং চরিত্রং যতো জড়ানপি চেতয়সি চেতনানপি জড়ীকরোষীত্যাহুঃ। ত্রিগুণো যোঽভিমানস্তেন গূঢ়া আবৃতা শোভনা আত্মনো জীবস্যানুভূতির্জ্ঞানং যেন তস্মৈ। ননু কিমত্র তত্ত্বং তত্রাহুঃ,—অনন্তায়, অস্যান্তং বয়ং ন প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ, সূক্ষ্মায়, দুর্জ্ঞেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। ননু জীবাত্মানং মদভিন্নমেব পণ্ডিতা আহুস্তৎ কিমহমাত্মানমেব মোহয়ামি তত্র মৈবং বাদীরিত্যাহুঃ—কূটস্থায় "একরূপতয়া তু যঃ, কালব্যাপী স কূটস্থ" ইত্যভিধানাৎ ত্বমেকেনৈবাপ্রচ্যুত-স্বরূপেণ সর্ব্বকালং ব্যাপ্নোষি স তু দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিভিরনেকৈঃ প্রচ্যুতৈঃ স্বরূপৈঃ কিঞ্চিদেব বাল্যং ব্যাপ্নোতীতি কথং ত্বদভিন্নঃ স ইতি ভাবঃ। দেবমনুষ্যাদিত্বং বস্তুতো জীবস্য ন স্বরূপমিতি চেত্তদপি ত্বত্তঃ স ভিন্ন এবেত্যাহুঃ। বিপশ্চিতে সর্ব্বজ্ঞায় স তু অল্পজ্ঞ এব প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তদপি জীবাত্মা ইতি, ঈশ্বরাভিন্ন ইতি, জড় ইতি, চেতন ইতি এক ইত্যনেক ইত্যাদিনা নানাবাদান্ অনুরুণৎসি কৌতুকার্থমবকাশয়সীতি তস্মৈ। অতএব ত্বদিচ্ছাবশাদেব তত্র মিথো বিবাদিনো মিথঃ সম্বাদিনশ্চ পণ্ডিতাঃ শব্দমেব প্রমাণীকুর্ব্বন্তীত্যাহুর্বাচ্যানামর্থানাং বাচকানাঞ্চ শব্দানাঞ্চ নানাবিধাঃ শক্তয়ো যস্মাৎ তস্মৈ॥ ৪২-৪৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনি বিশ্বের কারণমাত্রই নহেন, কিন্তু আকাশাদি ভূতসমূহের চেতয়িতা অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদ। অতএব আপনার অদ্ভুত চরিত্র, যেহেতু জড়কেও চৈতন্য প্রদান করেন আবার চেতনকেও জড় করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'ত্রিগুণেনাভিমানেন', সৃষ্টিকার্য্যে যে ত্রিগুণাত্মক অভিমান, তাহার দ্বারা আপনার অংশভূত জীবাত্মার অনুভূতি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান আবরণ করিয়া থাকেন, সেই আপনাকে নমস্কার। যদি বলেন—ইহাতে কি কারণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনন্তায়'—আপনি অনন্ত-স্বরূপ, ইহার অন্ত আমরা পাই না, এই অর্থ।

তাহার হেতু—'সূক্ষ্মায়', আপনি দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সূক্ষ্মও হইয়াছেন। দেখুন—পণ্ডিতগণ জীবাত্মাকে আমা হইতে অভিন্ন বলিয়া থাকেন, তাহাতে আমি নিজেকেই কি মোহিত করি? তদুত্তরে—এরূপ কখনই বলিতে পারেন না, যেহেতু আপনি 'কূটস্থ', অর্থাৎ আপনি উপাধিকৃত বিকারশূন্য বলিয়া কূটস্থ। অভিধানে উক্ত হইয়াছে—'যিনি একরূপে সর্ব্বকালে অবস্থান করেন, তিনি কূটস্থ'। আপনি এক অপ্রচ্যুত-স্বরূপে সর্ব্বকালে অবস্থান করেন, কিন্তু সেই জীবাত্মা দেবতা, মনুষ্য, তির্য্যগাদি অনেক প্রচ্যুত (বিকৃত) স্বরূপে বাল্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কি প্রকারে সেই জীবাত্মা আপনা হইতে অভিন্ন হইতে পারে? —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—দেব, মনুষ্যাদি বাস্তবিক পক্ষে জীবের স্বরূপ নয়, তাহা হইলেও আপনা হইতে জীবাত্মা ভিন্নই, ইহা বলিতেছেন—'বিপশ্চিতে', আপনি সর্ব্বজ্ঞ, কিন্তু জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে। আরও 'নানাবাদানুরোধায়'—'জীবাত্মা, ঈশ্বরভিন্ন, জড়, চেতন, এক, অনেক' ইত্যাদি নানাবাদের অবকাশ কৌতুকের নিমিত্ত যিনি প্রদান করিয়াছেন, সেই আপনাকে নমস্কার। অতএব আপনার ইচ্ছানুসারে বিবাদী পণ্ডিতগণ ও সংবাদী পণ্ডিতগণ পরস্পর শব্দকেই প্রমাণ করিয়া থাকেন, ইহা বলিতেছেন—'বাচ্যবাচকশক্তয়ে', যেহেতু আপনা হইতে বাচ্য (অর্থ) ও বাচক অর্থাৎ শব্দের নানাবিধ শক্তি হইয়া থাকে। কিংবা আপনি বাচ্যশক্তি (অভিধেয়শক্তি) ও বাচকশক্তি (অভিধানশক্তি) ভেদেও নানারূপে প্রতীয়মান হয়েন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪২-৪৩ ॥

স্বরূপ ও স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, অথবা আপনি শ্রীমদ্ভাগবতস্বরূপ ও ভাগবত-প্রকাশক বেদব্যাস-স্বরূপ। আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আপনি শাস্ত্রযোনি অথবা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক নিগম-শাস্ত্রস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—শিষ্টশব্দমাত্রস্য প্রামাণ্যেঽপি শ্রীভাগবতস্য সর্ব্বাধিক্যমাহুঃ। প্রমাণমূলায় শ্রীভাগবত-স্বরূপায় কবয়ে তৎকর্ত্রে বেদব্যাসরূপায় স প্রামাণ্যার্থমেব ব্যাসরূপো ভবসীত্যাহুঃ। শাস্ত্রযোনয়ে অতএব শাস্ত্রস্য যোনয়ে প্রাদুর্ভাবকায় শাস্ত্রং শ্রীভাগবতমেব যোনিঃ প্রমাণং যস্য "শাস্ত্রযোনিত্বা"দিত্যত্রৈব ব্যাখ্যানাৎ। তথা চতুর্বর্গ-প্রতিপাদকং শাস্ত্রমপি প্রমাণমিত্যাহুঃ। প্রবৃত্তশাস্ত্রায় নিবৃত্তশাস্ত্রায় তন্মূল-নিগম-শাস্ত্রায় ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শিষ্ট শব্দমাত্রের প্রামাণ্য হইলেও শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বাধিক্য বলিতেছেন—'প্রমাণমূলায়', আপনি সমস্ত প্রমাণের মূল শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ এবং 'কবয়ে'—তাহার প্রকাশক বেদ-ব্যাস-রূপ, আপনিই প্রামাণ্যের নিমিত্ত ব্যাসরূপ ধারণ করিয়াছেন। 'শাস্ত্রযোনয়ে'—আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আপনি শাস্ত্র-যোনি অথবা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রই যোনি বলিতে প্রমাণ যাঁহার, 'শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ' এই ব্রহ্মসূত্রে তদ্রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেইরূপ চতুর্বর্গ প্রতিপাদক শাস্ত্রও প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—আপনি প্রবৃত্তাত্মক শাস্ত্র ও নিবৃত্তাত্মক শাস্ত্রের মূলীভূত নিগম শাস্ত্রস্বরূপ হইয়াছেন, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৪ ॥

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমাণমূলায় (চক্ষুরাদীনাং চক্ষুরাদি রূপায় ভাগবত স্বরূপায় বা) কবয়ে (স্বয়ং তন্নিরপেক্ষ জ্ঞানায় বেদব্যাসস্বরূপায় বা) নমঃ শাস্ত্রযোনয়ে (প্রাদুর্ভাবকায়) প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় (তন্মূলনিগম-শাস্ত্রায় তুভ্যং) নমঃ নমঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—আপনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়-

নমঃ কৃষ্ণায় রামায় বসুদেবসুতায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—বসুদেবসুতায় (বাসুদেবায়) রামায় (সঙ্কর্ষণায়) প্রদ্যুম্নায় অনিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক সাত্বতপতি কৃষ্ণকে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিতসারস্বরূপাণি তু তব চত্বার্য্যেবেত্যাহুর্নম ইতি। চকারান্নন্দসুতায় চ। সাত্বতাং সাত্বতবংশোৎপন্নশূরাদীনাং পর্জ্জন্যাদীনাঞ্চ পতয়ে পালকায় ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদিত সার-স্বরূপ আপনার চারিটি শ্রীবিগ্রহ, ইহা বলিতেছেন—'নমঃ কৃষ্ণায়' ইত্যাদি। 'বসুদেব-সুতায় চ'—এখানে 'চ'-কার প্রয়োগে নন্দ-নন্দন আপনাকেও নমস্কার করি, এই অর্থ। 'সাত্বতাং পতয়ে'—সাত্বত বংশোৎ-পন্ন শূরাদি এবং পর্জ্জন্য প্রভৃতির পালক আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসংবিদে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—গুণপ্রদীপায় (গুণাঃ অন্তঃকরণানি তানি প্রদীপয়তি প্রকাশয়তি তথা তস্মৈ চিত্তাদ্য-ধিষ্টাতৃত্বেন চতুর্মূর্ত্তিতেত্যর্থঃ) গুণাত্মচ্ছাদনায় (গুণৈঃ উপাসকানাং ফলবৈচিত্র্যায়াত্মানমাচ্ছাদ্য নানাত্বেন প্রকাশমানায়) গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় (চিত্তাদীনাং চেত-নাধ্যবসায়বৃত্তিভিঃ উপলক্ষ্যায়) গুণদ্রষ্ট্রে (তৎসাক্ষিণে) স্ব সম্বিদে (অগোচরায় ইত্যর্থঃ তুভ্যং) নমঃ ॥৪৬॥

অনুবাদ—আপনি বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ সঙ্ক-র্ষণ প্রভৃতি চতুর্মূর্ত্তিতে চিত্ত প্রভৃতির প্রকাশক, আপনি উপাসকগণের প্রতীতি অনুসারে ফল-বৈচিত্র্য প্রদানার্থ স্ব-স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নানারূপে প্রকাশমান হন। চিত্তাদির অধ্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা আপনি কথঞ্চিৎ অনুমিত হন, যেহেতু আপনি গুণ-সমূহের দ্রষ্টা ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অগোচর, অতএব আপ-নাকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যতস্তেষ্বেব গুণানাং প্রেমবশ্যত্বাদীনাং প্রকর্ষেণ প্রকাশকায়। তথা প্রকাশিতেন প্রেমবশ্যত্ব-গুণেন আত্মাচ্ছাদনায় আবৃত-নিজৈশ্বর্য্যায়। তদপি ত্বং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞৈর্জ্ঞাতস্বরূপ এব ভবসীত্যাহুঃ। গুণস্য ভক্তবাৎসল্যাতিশয়স্য বৃত্ত্যা অসাধারণসত্তয়া উপ-লক্ষ্যায় স্বয়ং ভগবন্তং বিনা কোহপ্যেবং ন ভবতীতি জ্ঞেয়ায়। যতো গুণদ্রষ্ট্রে স্বভক্তস্য গুণমেব পশ্যতি নতু দোষগন্ধমপি যস্তস্মৈ। অতএব স্বেষু ভক্তেষ্বেব সম্বিদনুভবো যস্য তস্মৈ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণ-প্রদীপায়'—যেহেতু আপনি ভক্তগণের প্রতি প্রেমবশ্যত্বাদি গুণসমূহের প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশক এবং প্রকাশিত প্রেমবশ্যত্ব গুণের দ্বারা নিজের ঐশ্বর্য্য আবৃত করিয়া রহিয়াছেন, তথাপি ভক্তিতত্ত্বজ্ঞগণের দ্বারা আপনি জ্ঞাতস্বরূপ হইয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'গুণ-বৃত্ত্যুপলক্ষ্যায়', ভক্তবাৎসল্যাতিশয় গুণের বৃত্তি বলিতে অসাধারণ সত্তা, তাহার দ্বারা আপনি উপলক্ষিত হন, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ বিনা কেহই এরূপ হইতে পারে না, এইভাবে তাঁহাদের নিকট আপনি বিদিত হইয়া থাকেন। যেহেতু 'গুণদ্রষ্ট্রে'—আপনি স্বভক্তের গুণই দর্শন করেন, কিন্তু দোষলেশও নহে। অতএব নিজ ভক্তজনের নিকটেই যাঁহার 'সম্বিৎ' বলিতে অনুভব, সেই আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥

মধ্ব—গুণপ্রদীপায়। গুণজ্ঞাপকায়। গুণাত্ম-স্বোদয়ায়। গুণাত্মিকা প্রকৃতিঃ তস্যাং স্থিত উদয় স্বরূপোহরিঃ ॥ ৪৬ ॥

অব্যাকৃত বিহারায় সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে।
হৃষীকেশ নমস্তেঽস্তু মুনয়ে মৌনশীলিনে ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যাকৃত বিহারায় (অতর্ক্য মহিম্ন ইত্যর্থঃ) সর্ব্বব্যাকৃতসিদ্ধয়ে (সর্ব্বকার্য্যোৎপত্তি-প্রকাশহেতুত্বেন উপলক্ষণ-যোগ্যায়) (হে) হৃষীকেশ (করণপ্রবর্ত্তক) মুনয়ে মৌনশীলিনে তে নমঃ অস্তু ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আপনার মহিমা অতর্ক্য সর্ব্ব-কার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতুরূপে আপনি অনু-মিত হন (পরন্তু সাক্ষাৎকার হন না)। হে হৃষী-কেশ, "আবাক্যনাদর"—এই শ্রুতি-বচনানুসারে আপনি মৌন ও আত্মারাম, আপনাকে নমস্কার ॥৪৭॥

বিশ্বনাথ—লীলাপুরুষোত্তমস্য তব লীলামাধুর্য্যা-ধিক্যমিত্যাহুঃ—অব্যাকৃতঃ অনির্বাচ্যত্বাদব্যুৎপাদিতঃ প্রাকৃতো বা বিহারো যস্য তস্মৈ। যদ্বা, ন ব্যাকৃতো বিবাহাদিব্যাপাররহিত এব বিহারো যস্য সঃ। সর্ব্বেষাং ভক্তবিশেষাণামেব ব্যাকৃতানাং তৎসেবো-চিত-বিশিষ্টাকৃতীনাং সিদ্ধির্যস্মাত্তস্মৈ। অতএব হৃষীকেশ ভক্তসর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষক, ভক্তিহীনেষু মুনয়ে

আত্মারামায় অতএব তেষু স্বাভিপ্সিতপ্রার্থকেষু সৎসু মৌনশীলিনে ন কিমপি ব্রুবতে তেভ্যঃ সুখং দুঃখাভাবঞ্চ ন দদতে ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লীলাপুরুষোত্তম আপনার লীলামাধুরীর আধিক্য, ইহা বলিতেছেন—'অব্যাকৃত-বিহারায়', অনির্ব্বচনীয় বলিয়া যাঁহার বিহার অপ্রকটিত, অথবা যাঁহার লীলা প্রপঞ্চাতীত, সেই আপনাকে নমস্কার। কিংবা—বিবাহাদি ব্যাপার-রহিত যাঁহার বিহার, তিনি। 'সর্ব্বব্যাকৃত-সিদ্ধয়ে'—সমস্ত ভক্তবিশেষের নিকট তৎসেবোচিত বিশিষ্ট আকৃতিসমূহের সিদ্ধি যাঁহা হইতে, সেই আপনাকে নমস্কার। অতএব হে হৃষীকেশ! অর্থাৎ ভক্তজনের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক। ভক্তিহীন জনের নিকট আপনি মুনি অর্থাৎ আত্মারাম, অতএব তাহারা অভিলষিত প্রার্থনা করিলে আপনি মৌনশীল, তাহাদিগকে কিছু বলেন না, কিম্বা তাহাদিগকে সুখপ্রদান বা দুঃখের উপশমও করেন না ॥ ৪৭ ॥

পরাবরগতিজ্ঞায় সর্ব্বাধ্যক্ষায় তে নমঃ।
অবিশ্বায় চ বিশ্বায় তদ্দ্রষ্ট্রেঽস্য চ হেতবে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—পরাবরগতিজ্ঞায় (স্থূল সূক্ষ্ম গতি-বিদে) সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বসাধিষ্ঠাত্রে) অবিশ্বায় (ন বিশ্বং যস্মিংস্তন্নিষেধবিধয়ে) বিশ্বায় (তদ্বিবর্ত্তাধিষ্ঠানায়) তদ্দ্রষ্ট্রে (অধ্যাসাপবাদসাক্ষিণে) অস্য (বিশ্বাধ্যাসস্য চ তদপবাদস্য চ বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং চ) হেতবে (মূলকারণায়) তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—আপনি স্থূল-সূক্ষ্ম ভূতসমূহের গতি অবগত আছেন। আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রীস্বরূপ, আপনি অবিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' বলিয়া অতৎ নিরসন করিতে করিতে অবশেষে তৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আবার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম—এইরূপ বিশ্বের বিবর্ত্তস্থল অর্থাৎ বিবর্ত্ত-বাদিগণ অতৎস্বরূপ বিশ্বকে তৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। (যে বস্তু যাহা নয়, তাহাকে সেই বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই বিবর্ত্ত) বস্তুতঃ আপনি এই প্রকার অধ্যাস ও অপবাদের (১) সাক্ষীস্বরূপ ও মূলকারণ, আপনাকে নমস্কার ॥ ৪৮ ॥

১। অধ্যাস—অবস্তুতে বস্তুর আরোপ, যথা—রজ্জুতে সর্পের আরোপ; অপবাদ—অনিত্য বলিয়া কার্য্যের মিথ্যাত্ব ও কারণের নিত্যত্ব।

বিশ্বনাথ—যতঃ পরেষামুৎকৃষ্টানাং ভক্তানাং অবরেষাং নিকৃষ্টানামভক্তানাঞ্চ গতিং প্রাপ্যং জানতে। সর্ব্বাধ্যক্ষায় সর্ব্বফলাধ্যক্ষত্বাৎ জ্ঞাত্বা তত্তৎসমুচিতফলস্য দাত্রে ইত্যর্থঃ। কর্ম্মফলদাতৃত্বেঽপি ন তব কর্ম্মসম্বন্ধঃ। যতোঽবিশ্বায় প্রপঞ্চাতীতায় তদপি মায়াশক্ত্যা বিশ্বায় সময়ে বিশ্বং স্রষ্টুং তস্য বিশ্বস্য দ্রষ্ট্রে তথৈবাস্য বিশ্বস্য হেতুং প্রধানঞ্চ চেতয়িতুং বিকারয়িতুং বা তস্য দ্রষ্ট্রে। "ক্রিয়ার্থোপপদস্যে"ত্যাদিনা চতুর্থী ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরাবর-গতিজ্ঞায়'—পর বলিতে উৎকৃষ্ট ভক্তগণের এবং অবর অর্থাৎ নিকৃষ্ট অভক্তদিগের প্রাপ্য বিষয় আপনি অবগত আছেন। 'সর্ব্বাধ্যক্ষায়'—যেহেতু আপনি সর্ব্বফলাধ্যক্ষ, সুতরাং সর্ব্বফলাধ্যক্ষ বলিয়া তাহাদিগের তত্তৎসমুচিত ফলপ্রদাতাও হইয়াছেন—এই অর্থ। কিন্তু কর্ম্মফল-দাতা হইলেও আপনার কর্ম্মসম্বন্ধ নাই, কারণ আপনি প্রপঞ্চাতীত (অবিশ্বায়)। তথাপি মায়াশক্তির দ্বারা সময়ে বিশ্বকে সৃষ্টি করিতে আপনি এই বিশ্বের দ্রষ্ট্রা এবং বিশ্বের কারণ, অর্থাৎ বিশ্বের হেতু প্রধানকে চেতনাপ্রদ করিতে কিম্বা বিকারপ্রাপ্ত করিতে আপনি তাহার দ্রষ্ট্রা। এখানে 'ক্রিয়ার্থোপদস্য' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থী বিভক্তি হইয়াছে। অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিশ্ব হইতে ভিন্ন হইলেও আপনি বিশ্বস্বরূপ, বিশ্বের দ্রষ্টা ও বিশ্বের কারণ। আপনাকে নমস্কার করি ॥৪৮॥

মধ্ব—অবিশ্বায় জীবেভ্যোঽন্যস্মৈ। শরীরেষু প্রবিষ্টত্বাদ্বিশ্বো জীব উদীর্য্যতে। জীবস্য তদধীনত্বাদ্বিশ্বো বিষ্ণুরিতি স্মৃতঃ। তস্যোৎপত্ত্যাদিহেতুত্বাদ্বিশ্ব-হেতুশ্চ কীর্ত্ত্যতে ॥ ইতিমাৎস্যে ॥ ৪৮ ॥

ত্বং হ্যস্য জন্মস্থিতিসংযমান্ বিভো
গুণৈরনীহোঽকৃতকালশক্তিধৃক্।
তত্তৎস্বভাবান্ প্রতিবোধয়ন্ সতঃ
সমীক্ষয়ামোঘবিহার ঈহসে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, অনীহঃ (নিষ্ক্রিয় অপি) ত্বং অকৃতকালশক্তিধৃক্ (অনাদিকালশক্তিধারী সন্) সতঃ (প্রধানস্য) সমীক্ষয়া (ঈক্ষণেন) গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ) অমোঘবিহারঃ (অব্যর্থচেষ্টঃ) অস্য (বিশ্বস্য) তত্তৎ স্বভাবান্ শান্তঘোর মূঢ়ত্বাদীন্ স্বভাবান্) প্রতিবোধয়ন্ (কল্পান্তে পুনঃ উদ্বোধয়ন্) হি জন্মস্থিতিসংযমান্ (সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্) ঈহসে (করোষি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—অনাদিকাল-শক্তিধারী আপনি নিরীহ হইয়াও প্রধানের প্রতি ঈক্ষণপূর্ব্বক গুণের দ্বারা পূর্ব্ব কল্পান্তে লয়প্রাপ্ত বিশ্বগত জীবসমূহের শান্ত, ঘোর, মূঢ় প্রভৃতি সেই সেই পূর্ব্ব স্বভাব জাগরিত করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারাদি করিয়া থাকেন ; প্রকৃত-ঈক্ষণরূপ আপনার লীলা অব্যর্থা ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসৃষ্ট্যা প্রধানং চেতনযুক্তং বিকৃতঞ্চ কৃত্বা মম কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহুস্তুমিতি। সতঃ প্রধানস্য সমীক্ষয়া অস্য বিশ্বস্য পূর্ব্বং কল্পান্তে তত্রৈব লীনস্য তত্তৎস্বভাবান্ তাংস্তান্ সংস্কাররূপেণ সতঃ স্বভাবান্ ঘোরত্বাদীন্ প্রতিবোধয়ন্ জন্মাদীন্ গুণৈরজ-আদিভিরীহসে করোষি। গুণানাং কর্ত্তৃত্বস্য ত্বয্যুপচারাদ্বস্তুতস্তু ত্বমনীহঃ, অকৃতা ক্ষণাদির্য্যা কাল-শক্তিস্তাং ধারয়তীতি সঃ এবঞ্চ প্রধানগত ঈক্ষণরূপস্তব বিহারোঽমোঘঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—প্রধানকে চেতনাযুক্ত ও বিকৃত করিয়া আমার কি ফল? তাহাতে বলিতেছেন—'সতঃ সমীক্ষয়া'—প্রধানের প্রতি ঈক্ষণপূর্ব্বক পূর্ব্বকল্পান্তে প্রকৃতিতে লীনপ্রাপ্ত জীবসমূহের সংস্কাররূপে বর্ত্তমান ঘোরত্বাদি স্বভাব জাগরিত করিয়া, 'গুণৈঃ'—রজঃ আদি গুণের দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকেন। গুণসমূহের কর্ত্তৃত্ব আপনাতে উপচারিত হওয়ায় বাস্তবিক পক্ষে আপনি নিরীহ। 'অকৃতকালশক্তিধৃক্'—আপনি অনাদিসিদ্ধা কাল-শক্তিকে ধারণ করিতেছেন, অতএব প্রকৃতিতে ঈক্ষণরূপ আপনার লীলা অব্যর্থা ॥ ৪৯ ॥

মধ্ব—হরেঃ স্বরূপশক্তির্যা কালশক্তিরুদীর্য্যতে। সদা সর্ব্বগুণাত্মত্বাদ্দুর্গাবাপ্য বরাত্মতঃ ॥ সর্ব্বসংহারকারিত্বাদ্বায়ুঃ সর্ব্বস্য জীবনাৎ। কালাভিমানিনাবেতৌ দুর্গা বায়ুশ্চ কীর্ত্তিতৌ ॥ ইতিপ্রকাশ সংহিতায়াম্ ॥ ৪৯ ॥

তস্যৈব তেঽমূস্তনবস্ত্রিলোক্যাং
শান্তা অশান্তা উত মূঢ়যোনয়ঃ।
শান্তাঃ প্রিয়াস্তে হ্যধুনাবিতুং সতাং।
স্থাতুশ্চ তে ধর্ম্মপরীপ্সয়েহতঃ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য এব তে (জগৎস্রষ্টুঃ) ত্রিলোক্যাং শান্তাঃ অশান্তাঃ উত (অপিচ) মূঢ়যোনয়ঃ তনবঃ (অংশা ভবন্তি তেষু মধ্যে) ধর্ম্মপরীপ্সয়া (ধর্ম্মরক্ষণেচ্ছয়া) ঈহতঃ (প্রবর্ত্তমানস্য) সতাং (সাধুনাং) অবিতুং (রক্ষণায়) অধুনা স্থাতুঃ চ (বর্ত্তমানস্য চ) তে (তব) হি (নিশ্চিতং) তে শান্তাঃ (শান্তস্বভাবাঃ এব) প্রিয়াঃ (ভবন্তি) ॥ ৫০॥

অনুবাদ—এই ত্রিলোক মধ্যে শান্ত, অশান্ত এবং মূঢ় সকলেই আপনার অংশ, তথাপি সম্প্রতি ধর্ম্ম-রক্ষাবাসনায় চেষ্টাযুক্ত এবং সজ্জন-পালনার্থ অবস্থিত আপনার নিকট শান্তগণই প্রিয় হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—কেনাভিপ্রায়েণৈবং স্তুধ্বে ইতি চেত্তত্রাহুঃ,—তস্যৈব পূর্ব্বোক্তলক্ষণস্য তব বিশ্বহেতুত্বাদ্বিশ্বরূপস্য অমূঃ শান্তাদ্যাস্তনবঃ শান্তাদি-স্বভাবান্ ত্বমেব প্রতিবোধয়সি চেত্তত্র ঘোরস্বভাবোঽয়ং কালিয়ঃ স্বস্বভাবং ক্রৌর্য্যং কথং ত্যক্তুং শক্নোত্বিতি ভাবঃ। তথাপি তবাধুনা শান্তাঃ প্রিয়াঃ। কুতঃ সতাং ধর্ম্ম-পালনেচ্ছয়া ঈহতঃ প্রবর্ত্তমানস্য অতস্তানবিতুং স্থাতুঃ স্থিতস্য ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কি অভিপ্রায়ে এইরূপ স্তব করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'তস্যৈব', ত্রিলোকে বর্ত্তমান এই সকল শান্ত, অশান্ত ও মূঢ়যোনি (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক) জনসকল বিশ্বের পরম কারণত্বহেতু বিশ্বরূপী আপনারই শরীর, শান্তাদি স্বভাবসমূহ আপনিই প্রতিবোধিত করেন, তাহাতে এই ঘোরস্বভাব কালিয় নাগ নিজ-স্বভাব ক্রূরতা কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে? —এই ভাবার্থ। তথাপি অধুনা সাত্ত্বিক-ভাবাপন্ন জনগণই আপনার প্রিয়, যেহেতু আপনি

সাধুজনের ধর্ম্ম প্রতিপালনেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছেন ॥ ৫০ ॥

মধ্ব—অন্তঃ প্রিয়ং বহিশ্চেতি দ্বিধাপ্রিয়মুদাহৃতম্। অন্তঃ প্রিয়া হরেঃ সন্তঃ সর্ব্বং চাপি হরেঃ প্রিয়ম্ ॥ অসন্তশ্চাপি সংহারে ঈষদন্তঃ প্রিয়া ইব। তদপেক্ষয়া তথা সন্তো বিশেষান্তঃ প্রিয়াস্থিতা। ইতি-ষাড়্গুণ্যে। সুখান্তং প্রাপ্নুয়ুর্যস্মাদ্দেবাঃ শান্তা উদাহৃতাঃ। অশান্তা মানুষাঃ প্রোক্তা বিমূঢ়া আসুরামতাঃ ॥ ইতি প্রকাশসংহিতায়াম্। কর্ম্মপরীপ্সয়া কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থং সর্ব্বশরীরেষু স্থাতুঃ ঈহতঃ প্রাণস্য সকাশাৎ প্রাণসকাশাৎ হি কর্ম্মপ্রবর্ত্তনমিচ্ছতি ভগবান্। বায়োঃ সকাশাজ্জগতঃ প্রবৃত্তিং কারয়ত্যজঃ। প্রাণ প্রাণমতঃ প্রাহুর্বিষ্ণুং বায়োরপি প্রভুম্ ॥ ইতি চ ॥ ৫০ ॥

অপরাধঃ সকৃদ্ভর্ত্রা সোঢ়ব্যঃ স্বপ্রজাকৃতঃ।
ক্ষন্তুমর্হসি শান্তাত্মন্ মূঢ়স্য ত্বামজানতঃ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—হে শান্তাত্মন্, ভর্ত্রা, (পোষকেণ) স্ব প্রজাকৃতঃ (স্বস্য প্রজয়া পোষ্যেণ কৃতঃ) অপরাধঃ সকৃৎ (একবারং) সোঢ়ব্যঃ (সোঢ়ুং যোগ্যঃ) মূঢ়স্য (তমোজাতি স্বভাবেন জ্ঞানহীনস্য অতএব) ত্বাং অজানতঃ (ত্বদদ্ভুতলীলাদিনা ত্বাং জ্ঞাতুমশক্নুবতঃ কালিয়স্য অপরাধং) ক্ষন্তুং অর্হসি (যোগ্যঃ ভবসি) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—হে শান্তাত্মন্, আমাদের ভর্ত্তা বা পালক ও আপনার পুত্রতুল্য পাল্য এই সর্প যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা একবার সহ্য করা উচিত; কেন না, সে মূঢ় ভবদীয়প্রভাব জানে না, তাহার অপরাধ ক্ষমার্হ ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ শান্তলোকবিপ্রিয়কারিত্বলক্ষণোঽস্যাপরাধোঽভূদেব স চ সকৃৎ সোঢ়ব্য ইতি। অধুনা দণ্ডয়িত্বা শিক্ষিতোঽপ্যয়ং ত্বদীয়শান্তজনেষু যদি পুনরপ্যপরাধ্যতি তদা ন সোঢ়ব্য ইতি ভাবঃ। ক্ষন্তুমর্হসীত্যর্থপৌনরুক্তমতিবৈয়গ্র্য-ব্যঞ্জকং ক্ষন্তুমিত্যপরাধমিতি শেষঃ। শান্তাত্মন্নিতি ক্ষন্তৃত্বে হেতুঃ, মূঢ়স্যাজানত ইতি ক্ষন্তব্যত্বে হেতুঃ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নাগরাজের শান্তলোকের প্রতি বিপ্রিয়জনিত অপরাধ হইয়াছে, স্বপুত্রকৃত সেই অপরাধ একবার সহ্য করুন। অধুনা আপনা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইয়া এই নাগরাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব যদি ত্বদীয় সাধুজনের প্রতি পুনরায় অপরাধ করে, তাহা হইলে তখন আর সহ্য করিবেন না—এই ভাব। এখানে 'ক্ষন্তুমর্হসি'—ক্ষমা করিবার যোগ্য হউক, ইহা অতিশয় ব্যগ্রতাবশতঃ পুনরুক্ত হইয়াছে, অপরাধ ক্ষমা করুন, এই অর্থ। 'শান্তাত্মন্'—এই সম্বোধন ক্ষমা করিবার হেতু, এবং 'মূঢ়স্য অজানতঃ'—মূঢ় অজ্ঞ এই কালিয়নাগ, ইহা ক্ষমা পাইবার হেতু বুঝিতে হইবে ॥ ৫১ ॥

অনুগৃহ্ণীষ্ব ভগবান্ প্রাণাংস্ত্যজতি পন্নগঃ।
স্ত্রীণাং নঃ সাধুশোচ্যানাং পতিঃ প্রাণঃ প্রদীয়তাম্ ॥৫২

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, অনুগৃহ্ণীষ (অনুগ্রহং কুরু) পন্নগঃ (তব ভার নিপীড়িতঃ অহং সর্পঃ) প্রাণান্ ত্যজতি। সাধুশোচ্যানাং (সাধুভিঃ শোচ্যানাং অনুকম্পনীয়ানাং) স্ত্রীণাং নঃ (অস্মাকং) পতিপ্রাণঃ (পতিরূপঃ প্রাণঃ) প্রদীয়তাম্ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, অনুগ্রহ করুন। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্রী এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু চিকিৎসাস্য সাধ্বেব কৃতা রোগো গত এব, কিন্তু রোগশেষদূরীকরণার্থং সপ্তাষ্টাঃ পার্ষ্ণিপ্রহারা অবশিষ্যন্তে তেষু সম্মতিদীয়তামিত্যত আহুঃ,—অনুগৃহ্ণীষ্বেতি। সদোষশেষোঽনুগ্রহামৃত-প্রদানেনৈব নাশনীয়োঃ নতু দণ্ডতীব্রৌষধপায়নেন। যতোঽসৌ সম্প্রতি প্রাণাংস্ত্যজতি, ননু ত্যজতু প্রাণান্ কিমনেন বিগীতেন সর্পশরীরেণ অতঃ পরং দিব্যদেহো মদ্ভক্ত এব ভবিষ্যতি তত্রাহুঃ,—স্ত্রীণামিতি। সুন্দরীণামস্মাকং বৈধব্যে সতি কশ্চিদন্যঃ পাপিষ্ঠঃ সর্পো বলাৎ কাময়িতা ভবিষ্যতীত্যতঃ শোচ্যানামস্মাকময়মেব সম্প্রত্যুৎপন্নবৈষ্ণবতাকত্বাৎ প্রাণঃ স্নেহাস্পদীভবন্ প্রাণতুল্যঃ ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—গর্ব্বরোগাক্রান্ত

ইহার চিকিৎসা উত্তম প্রকারে করিতেছি, বিশেষতঃ রোগ প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে, কিন্তু রোগ-শেষ দূরীকরণার্থ সাতটি কি আটটি পাদপ্রহার মাত্র অবশেষ রহিয়াছে, যদি তোমরা সম্মতি প্রদান কর, তাহা হইলে ইহার রোগ নিঃশেষ করিয়া দিই। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনুগৃহীত্ব', হে ভগবন্! আপনি অনুগ্রহ করুন, অনুগ্রহামৃত প্রদান করিয়াই অবশিষ্ট সেই গর্ব্বরোগ বিদূরিত করুন, পরন্তু দণ্ডরূপ তীব্র ঔষধ পান করাইয়া আর রোগ-মুক্ত করিতে হইবে না। যেহেতু সম্প্রতি এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। যদি বলেন—ইহার প্রাণ পরিত্যাগ করাই সঙ্গত, কারণ এই বিগর্হিত সর্প-শরীর দ্বারা কি হইবে? অতঃপর দিব্য দেহধারী হইয়া মদ্ভক্তই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্ত্রীণাং', আমরা সুন্দরী, বিশেষতঃ বৈধব্য-দশাপ্রাপ্ত হইলে অন্য কোন পাপিষ্ঠ সর্প বলপূর্ব্বক আমাদের সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট করিবে—এই ভয়ে আমরা কাতর হইয়াছি। বিশেষতঃ এই নাগরাজ সম্প্রতি পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন বলিয়া আমাদের প্রাণতুল্য প্রিয় হইয়াছেন, অতএব পতিপ্রাণ প্রদান করুন ॥ ৫২ ॥

———

বিধেহি তে কিঙ্করীণামনুষ্ঠেয়ং তবাজ্ঞয়া।
যচ্ছ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্ বৈ মুচ্যতে সর্ব্বতো ভয়াৎ ॥৫৩॥

অন্বয়ঃ—তব আজ্ঞয়া (আদেশেন) শ্রদ্ধয়া যৎ (কর্ম্ম) অনুতিষ্ঠন্ (আচরন্) (জনঃ) বৈ (নিশ্চিতং) সর্ব্বতঃ ভয়াৎ মুচ্যতে তে (তব) কিঙ্করীণাং (দাসীভূতানাং অস্মাকং) অনুষ্ঠেয়ং (তদাচরণং) বিধেহি (আজ্ঞাপয়) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব ভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের আদেশ করুন ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভবত্বয়ং যুষ্মভ্যং পতির্দত্ত এব কিন্তু যন্ময়াদিশ্যতে তৎকর্ত্তব্যমিতি তত্র সসম্ভ্রমমবশ্যমেবেত্যাহুঃ,—বিধেহীতি। তচ্চ ইতঃস্থানাদন্যত্র শীঘ্রং যাতেত্যগ্রে ব্যক্তীভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ যদি বলেন—বেশ, তোমাদের পতিপ্রাণ প্রদান করিতেছি, কিন্তু আমি যাহা আদেশ করিব, তাহা পালন করিবে কি? এই বাক্যেই যেন সম্ভ্রম-সহকারে নাগপত্নীগণ বলিতেছেন—অবশ্যই পালন করিব, আজ্ঞা করুন। সেই আদেশ—'এই স্থান হইতে শীঘ্র অন্যত্র গমন কর'—ইহা পরে ব্যক্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—
ইত্থং স নাগপত্নীভির্ভগবান্ সমভিষ্টুতঃ।
মূর্চ্ছিতং ভগ্নশিরসং বিসসর্জ্জাঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ ভগবান্ নাগপত্নীভিঃ ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপং) সমভিষ্টুতঃ (সম্যক্ স্তুতঃ সন্) অঙ্ঘ্রিকুট্টনৈঃ (পাদপ্রহারৈঃ) ভগ্নশিরসং (অতএব) মূর্চ্ছিতং (কালিয়ং) বিসসর্জ্জ (তত্যাজ) ॥৫৪

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—নাগপত্নীগণ এরূপ স্তব করিলে ভগবান্ পাদপ্রহারে ভগ্নমস্তক এবং মূর্চ্ছিত কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—অঙ্ঘ্রিভ্যাং কুট্টনৈঃ প্রহারৈর্ভগ্নশিরসং কালিয়ং তত্যাজ, তচ্ছীর্ষেভ্যঃ সহসৈবাবপ্লুত্য তদগ্রে তস্থাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঙ্ঘ্রি-কুট্টনৈঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চরণযুগলের প্রহারে ভগ্নমস্তক ও মূর্চ্ছিতপ্রায় কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন, অর্থাৎ তাহার মস্তক হইতে সহসা নিম্নে অবতীর্ণ হইয়া তৎসম্মুখে অবস্থান করিলেন ॥ ৫৪ ॥

———

প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ কালিয়ঃ শনকৈর্হরিম্।
কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ দীনঃ কৃষ্ণং প্রাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥৫৫

অন্বয়ঃ—দীনঃ (দুর্ব্বলঃ) কালিয়ঃ শনৈঃ (ক্রমশঃ) প্রতিলব্ধেন্দ্রিয়প্রাণঃ (লব্ধেন্দ্রিয়প্রাণশক্তিঃ সন্) কৃচ্ছ্রাৎ সমুচ্ছ্বসন্ (কষ্টেন নিঃশ্বসন্) কৃতাঞ্জলিঃ কৃষ্ণং প্রাহ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বল কালিয় ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের শক্তিলাভ করিয়া অতিকষ্টে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচ্ছ্রাদিতি কষ্টাদেব কথঞ্চিৎ কৃতাঞ্জলিঃ সর্ব্বাঙ্গব্যথাবত্ত্বাৎ ন তু ভূমৌ দণ্ডবন্নিপত্য প্রণামসমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচ্ছ্রাৎ'—তখন কালিয়-নাগ অতিকষ্টে কোন প্রকারে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা থাকায় ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হইয়া প্রণাম করিতেও অসমর্থ—এই ভাব ॥ ৫৫ ॥

কালিয় উবাচ—

বয়ং খলাঃ সহোৎপত্ত্যা তামসা দীর্ঘমন্যবঃ।
স্বভাবো দুস্ত্যজো নাথ লোকানাং যদসদ্গ্রহঃ ॥৫৬॥

অন্বয়ঃ—(হে) নাথ, বয়ং (সর্পাঃ) খলাঃ (ক্রূরাঃ) উৎপত্ত্যা (জন্মনা) সহ তামসাঃ (তমঃ-প্রকৃতয়ঃ) দীর্ঘমন্যবঃ (চিরক্রোধাশ্চ ভবামঃ) লোকানাং (প্রাণিনাং) স্বভাবঃ যদসদ্গ্রহঃ (যতঃ অসদ্গ্রহস্বরূপঃ) (অতঃ) দুস্ত্যজঃ (দুষ্পরিহার্য্যঃ ভবতি) ॥ ৫৬ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, আমরা সর্প জাতি, জন্ম হইতেই খল, তমঃপ্রকৃতির এবং ক্রোধশীল। প্রাণি-গণের স্বভাব দুষ্টগ্রহ স্বরূপ, সুতরাং উহা দুষ্পরি-হার্য্য ॥ ৫৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্ যতোঽসতো বিরুদ্ধত্বেন জ্ঞাতস্যাপি রাগদ্বেষাদের্গ্রহো গ্রহণং বিদুষামপি কিং পুনর্মূঢ়া-নামস্মাকমিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদ্ অসদ্গ্রহঃ'—যেহেতু বিরুদ্ধত্বরূপে জ্ঞাত হইলেও রাগদ্বেষাদির গ্রহণ (অর্থাৎ দেহগেহাদিতে দুরাগ্রহরূপ স্বভাব) বিদ্বদ্-গণের পক্ষেই দুস্ত্যজ, তাহাতে আবার মূঢ় মাদৃশ জনের কথা কি ? —এই ভাবার্থ ॥ ৫৬ ॥

ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং ধাতর্গুণবিসর্জ্জনম্।
নানাস্বভাববীর্য্যৌজো-যোনিবীজাশয়াকৃতি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ধাতঃ, (সৃষ্টিপতে,) ত্বয়া নানাস্বভাববীর্য্যৌজো যোনিবীজাশয়াকৃতি (বিবিধ-স্বভাবাদিবিশিষ্টং) গুণবিসর্জ্জনং (গুণজাতং) ইদং বিশ্বং সৃষ্টম্ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ, আপনিই বিভিন্ন স্বভাব, বীর্য্য, ওজ, যোনি, বীজ, আশয় এবং আকৃতিযুক্ত এই গুণজাত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—গুণৈর্বিবিধং সর্জ্জনং সৃষ্টির্যত্র তৎ। বিবিধত্বমাহ,—নানাস্বভাবাদয়ো যস্য তৎ ॥ ৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণ-বিসর্জ্জনং'—আপনি গুণাদির দ্বারা বিবিধপ্রকারে নির্ম্মিত এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিবিধত্ব বলিতেছেন—নানা-স্বভাবাদি যাহার, সেই বিশ্ব (অর্থাৎ শান্ত, উগ্র প্রভৃতি বিবিধ স্বভাব, দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মাতৃশক্তি, পিতৃশক্তি, বাসনা ও আকৃতি-বিশিষ্ট গুণজাত এই বিশ্ব) ॥ ৫৭ ॥

মধ্ব—ধাতুর্গুণবিসর্জ্জনম্। হিরণ্যগর্ভসকাশাদ্-গুণভূতা সৃষ্টিরস্য জগতঃ। প্রাধান্যেন বিষ্ণোরেব। বিষ্ণুঃ প্রধানতঃ স্রষ্টা গুণস্রষ্টা চতুর্ম্মুখঃ। ইতি নারদীয়ে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধ তাৎপর্য্যে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বয়ঞ্চ তত্র ভগবন্ সর্পা জাত্যুরুমন্যবঃ।
কথং ত্যজামস্ত্বন্মায়াং দুস্ত্যজাং মোহিতাঃ স্বয়ম্ ॥৫৮

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, সর্পা, তত্র (বিচিত্র-জগতি) বয়ং জাত্যুরুমন্যবঃ (জন্মনৈব বহুকোপাঃ) (অতএব) মোহিতাঃ স্বয়ং কথং দুস্ত্যজাং তন্মায়াং ত্যজামঃ ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, হে সর্ব্বময়, সেই বিচিত্র জগতে আমরা সর্প জাতি জন্মাবধি অতিশয় কোপন-স্বভাব, অতএব মুগ্ধচিত্ত আমরা কিরূপে আপনার দুস্ত্যজমায়া ত্যাগ করিব ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ—জাত্যা জন্মনৈব বহুকোপাঃ ॥ ৫৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাত্যুরুমন্যবঃ'—আমরা জন্মাবধি (বা জাতি-স্বভাব দ্বারাই) অতিশয় ক্রোধী হইয়াছি ॥ ৫৮ ॥

ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ।
অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্বিধেহি নঃ॥ ৫৯॥

অন্বয়ঃ—তত্র (মায়াদূরীকরণে) সর্ব্বজ্ঞঃ জগদীশ্বরঃ ভবান্ হি কারণং (প্রভবতি)। অনুগ্রহং নিগ্রহং বা (যৎ যুক্তং) মন্যসে নঃ (অস্মাকম্ বিষয়ে) তৎ বিধেহি॥ ৫৯॥

অনুবাদ—মায়া পরিত্যাগ বিষয়ে আপনিই একমাত্র কারণ অর্থাৎ আপনার কৃপা ভিন্ন কেহই মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহা করিতে হয় করুন॥৫০

বিশ্বনাথ—তত্র মায়াত্যাগে॥ ৫৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র'—আপনার মায়া-পরিত্যাগ বিষয়ে আপনিই একমাত্র কারণ (অর্থাৎ আপনার কৃপা ভিন্ন কেহই মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না)।' ৫৯॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ।
নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মা চিরম্।
স্বজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যো গোনৃভির্ভুজ্যতে নদী॥ ৬০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কার্য্যমানুষঃ (কার্য্যং, ক্রীড়াতয়ৈব মানুষঃ, লীলাময়মানুষরূপঃ) ভগবান্ ইতি বচঃ (সর্পবাক্যং) আকর্ণ্য প্রাহ (উবাচ)। (হে) সর্প, ত্বয়া অত্র (হ্রদে) ন স্থেয়ং (স্থাতব্যং) সজ্ঞাত্যপত্যদারাঢ্যঃ (সবান্ধব-পুত্রকলত্রঃ) মা চিরং (সত্বরং) সমুদ্রং যাহি। গোনৃভিঃ নদী (ইয়ং যমুনা) ভুজ্যতে (সেব্যতে)॥ ৬০॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, নরলীলাদ্বারা মনুষ্যরূপে প্রতীয়মান ভগবান্ এই সর্পবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—হে সর্প, তুমি আর এখানে থাকিও না। সত্বরই স্বজাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্রে যাত্রা কর। গো এবং মনুষ্যগণ সর্ব্বদা এই যমুনার জল উপভোগ করিয়া থাকে॥ ৬০॥

বিশ্বনাথ—কার্য্যেষু ব্রহ্মরুদ্রাদিদুষ্করেষ্বপি কালিয়-নিগ্রহাদি-কর্ম্মসু মানুষ এব নতু তত্তৎকৃত্যসমুচিত-চক্রপাণ্যাদিরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কার্য্যং ক্রীড়া লীলা তয়ৈব মানুষঃ লীলাময়মানুষস্বরূপ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, কস্য ব্রহ্মণোঽপ্যাশ্চর্য্যশ্চাসৌ মানুষশ্চেতি সঃ। যদ্বা, কার্য্যং মানুষস্যেব যস্য সঃ॥ যতোগোভির্নৃভিশ্চ নদী ভুজ্যতে তটপ্রবাহাগত—ঘাসপত্রফলজলানাং ভোগৌচিত্যাৎ॥ ৬০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কার্য্যমানুষঃ'—কার্য্য বলিতে ব্রহ্ম-রুদ্রাদির দুষ্কর কালিয়নিগ্রহাদি কর্ম্ম, তাহাতেও যিনি মানুষের ন্যায়ই রহিয়াছেন, অর্থাৎ কালিয়-দমনোচিত চক্রাদি ধারণ করেন নাই, সেই ভগবান্। কিম্বা—কার্য্য ক্রীড়া লীলা, মনুষ্যলীলা দ্বারাই যিনি মানুষবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকেন, বাস্তবিক মানুষের ন্যায় পাঞ্চভৌতিক দেহ-বিশিষ্ট নহেন, অর্থাৎ লীলাময় মানুষস্বরূপ—এই অর্থ। অথবা—'ক' শব্দে ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মারও আশ্চর্য্যজনক মানুষ হইয়াছেন, সেই ভগবান্। কিম্বা—মানুষের ন্যায় কার্য্য যাঁহার, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বলিলেন—'তুমি আর এই স্থানে থাকিতে পারিবে না, কারণ গাভী ও মনুষ্যগণ এই নদীর জল ব্যবহার করিয়া থাকে।' নদীর তটপ্রবাহগত তৃণ, পত্র, ফল, জল প্রভৃতি তাহাদের ভোগের উপকরণ॥ ৬০॥

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥ ৬১॥

অন্বয়ঃ—যঃ মর্ত্ত্যঃ (মনুষ্যঃ) উভয়োঃ সন্ধ্যোঃ (সায়ং প্রাতঃ) তুভ্যং (ত্বাং প্রতি) এতৎ মদনুশাসনং (মম আদেশং) সংস্মরেৎ কীর্ত্তয়ন্ (গায়ন্ চ) যুষ্মদ্ভয়ং ন আপ্নুয়াৎ॥ ৬১॥

অনুবাদ—যে মনুষ্য প্রাতঃ ও সায়ংকালে তোমার প্রতি আমার এই আদেশ বাক্য স্মরণ এবং কীর্ত্তন করিবে সে তোমা হইতে কোন ভয়প্রাপ্ত হইবে না॥ ৬১॥

বিশ্বনাথ—তব মৎপাদস্পর্শে মম চ ত্বদ্দণ্ড ইত্যাবয়োঃ কীর্ত্তিরাচন্দ্রার্কং স্থাস্যতীত্যাহ—য ইতি। ন যুষ্মত্তো ভয়মাপ্নুয়াদিতি, তেন পদ্যদ্বয়মিদং সর্পোচ্চাটনে মন্ত্র এব জ্ঞেয়ম্। তথাচ ঋগ্বেদস্য মন্ত্রান্তরং "যমুনাহ্রদে হি সো যাতো যো নারায়ণবাহনঃ। যদি কালিক-দন্তস্য যদি কাকালিকাদ্ভয়ম্। জন্মভূমিপরিভ্রাতো নির্ব্বিষো যাতি কালিকঃ" ইতি॥ ৬১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তুভ্যং মদনুশাসনং'—তোমা কর্ত্তৃক আমার পাদস্পর্শ এবং তোমার প্রতি আমার যে দণ্ডদান—এই আমাদের কীর্ত্তি যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে ততদিন বিরাজিত হইবে। ইহা বলিতেছেন—যে ব্যক্তি উভয় সন্ধ্যায় তোমার প্রতি আমার এই অনুশাসন স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবে, সে তোমাদের হইতে ভয় প্রাপ্ত হইবে না। পূর্ব্বশ্লোক ও এই শ্লোক সর্পোচ্চাটনের মন্ত্রস্বরূপ জানিতে হইবে। ঋগ্বেদেও মন্ত্রান্তর দৃষ্ট হয়—"যমুনাহ্রদে হি সো যাতো" ইত্যাদি ॥ ৬১ ॥

যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬২॥

অন্বয়ঃ—যঃ অস্মিন্ মদাক্রীড়ে (মম বিহার-স্থানে হ্রদে) স্নাত্বা জলৈঃ দেবাদীন্ (দেবর্ষিপিতৃমনু-ষ্যাদীন্) তর্পয়েৎ উপোষ্য (উপবাসং কৃত্বা) মাং স্মরন্ অর্চ্চেৎ (পূজয়েচ্চ সঃ) সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (মুক্তঃ ভবতি) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—যিনি আমার বিহারস্থান এই হ্রদে স্নান করিয়া জলদ্বারা দেবতা প্রভৃতির তর্পণ এবং উপ-বাসপূর্ব্বক আমার স্মরণ ও পূজা করিবেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—ইতোঽপি হেতোস্ত্বয়া নির্গন্তব্যমেবে-ত্যাহ,—যোঽস্মিন্নিতি। ত্বয়ি স্থিতে তন্ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর কারণেও তোমাকে এস্থল হইতে চলিয়া যাইতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যোঽস্মিন্' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদীয় বিহার স্থান এই হ্রদে স্নান করতঃ জলদ্বারা দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং তীর্থোচিত উপবাস করিয়া আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যে জন এই হ্রদের জলে আমার অর্চ্চনা করিবে, সে ব্যক্তি সর্ব্ব-বিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে)। কিন্তু তুমি এখানে থাকিলে তাহা সম্ভব হইবে না—এই ভাবার্থ ॥৬২॥

দ্বীপং রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ।
যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং নাদ্যান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্ ॥৬৩॥

অন্বয়ঃ—যদ্ ভয়াৎ (যস্য গরুড়স্য ভয়াৎ) রমণকং দ্বীপং হিত্বা (ত্বং) এতং হ্রদং উপাশ্রিতঃ (পুরা আশ্রিতঃ) সঃ সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) মৎপদলাঞ্ছি-তং (শিরসি মম পাদচিহ্নযুক্তং) ত্বাং (অধুনা) ন অদ্যাৎ (ন ভক্ষয়েৎ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—যে গরুড়ের ভয়ে তুমি রমণকদ্বীপ ত্যাগ করিয়া এই হ্রদ আশ্রয় করিয়াছিলে সেই গরুড় তোমার মস্তকে আমার পদচিহ্ন দেখিয়া এখন আর তোমাকে ভক্ষণ করিবে না ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ তে গরুড়াদ্ভয়ং ভাবীত্যাহ,—দ্বীপমিতি ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর গরুড় হইতেও তোমার কোন ভয় থাকিবে না, ইহা বলিতেছেন—'দ্বীপম্' ইত্যাদি (অর্থাৎ তুমি যে গরুড়ের ভয়ে রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ, সেই গরুড় মৎপাদলাঞ্ছিত তোমাকে ভক্ষণ করিবে না।) ॥ ৬৩ ॥

শ্রীঋষিরুবাচ—
মুক্তো ভগবতা রাজন্ কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা
তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্ ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঋষিঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, অদ্ভুত-কর্ম্মণা ভগবতা কৃষ্ণেন মুক্তঃ নাগঃ (কালিয়ঃ) পত্ন্যঃ চ (তস্য স্ত্রিয়শ্চ) মুদা (হর্ষেণ) সাদরং তং (কৃষ্ণং) পূজয়ামাস ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীঋষি বলিলেন—হে রাজন্, অদ্ভুত-কর্ম্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মুক্ত কালিয়নাগ এবং তৎপত্নীগণ তখন সাদরে ভগবানের পূজা করিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্ভুতকর্ম্মণেতি কালিয়াদ্ ব্রজস্থ-জীবস্য ত্রাণং কালিয়স্যাপি গরুড়াত্ত্রাণমিতি হিংস্যহিংসকয়োরু-ভয়োরপি কল্যাণমিত্যদ্ভুতং কর্ম্ম। কৃষ্ণেনেতি স্বভক্ত-গরুড়াপরাধস্য স্বপ্রিয়ব্রজস্থ-জীবাপরাধস্য চ কর্ষণং পরমভক্তকালিয়পত্নীপ্রীত্যনুরোধাৎ কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্ভুতকর্ম্মণা কৃষ্ণেন'—অদ্ভুতকর্ম্মা, অর্থাৎ কালিয় হইতে ব্রজস্থ জীবগণের

পরিত্রাণ এবং কালিয়েরও গরুড় হইতে রক্ষা করা অর্থাৎ হিংস্য ও হিংসক এই উভয়েরই কল্যাণ এই অদ্ভুত কর্ম্ম। আর কৃষ্ণ নামটি প্রয়োগ করার অভিপ্রায় এই—কৃষ্ণ অর্থাৎ কর্ষণ করেন যিনি, এই অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে। যিনি পরমভক্ত কালিয়-পত্নীগণের প্রীতির অনুরোধে কালিয়ের অপরাধ কর্ষণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ স্বভক্ত গরুড়ের নিকট অপরাধ ও স্বপ্রিয় ব্রজস্থ প্রাণিবধের অপরাধ আকর্ষণ করিয়াছেন —এই ভাবার্থ ॥ ৬৪ ॥

দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ পরার্দ্ধ্যৈরপি ভূষণৈঃ।
দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহত্যোৎপলমালয়া ॥ ৬৫ ॥
পূজয়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্যতম্ ॥৬৬
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্ব্বিষাভবৎ।
অনুগ্রহাদ্ভগবতঃ ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কালিয়নির্য্যাপণং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—দিব্যাম্বরস্রঙ্মণিভিঃ (দিব্যবস্ত্রমাল্যরত্নৈঃ) পরার্দ্ধ্যৈঃ (প্রকৃষ্টৈঃ) ভূষণৈঃ অপি দিব্যগন্ধানুলেপৈঃ চ মহত্যা উৎপলমালয়া চ গরুড়ধ্বজং জগন্নাথং পূজয়িত্বা প্রসাদ্য (প্রসন্নং কৃত্বা) ততঃ প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ অভ্যনুজ্ঞাতঃ (সমাদিষ্টঃ) তং পরিক্রম্য (প্রদক্ষিণীকৃত্য) অভিবন্দ্য (প্রণম্য স কালিয়ঃ) সকলত্রসুহৃৎপুত্রঃ অব্ধেঃ (সমুদ্রস্য) দ্বীপং (রমণকং) জগাম হ। তদা এব ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ ভগবতঃ অনুগ্রহাৎ সা যমুনা নির্ব্বিষা (সতী) অমৃতজলা অভবৎ ॥ ৬৫-৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তাহারা দিব্য বস্ত্র, মাল্য, রত্ন, উত্তম ভূষণ, দিব্যগন্ধানুলেপন এবং উত্তম উৎপল মাল্যদ্বারা গরুড়ধ্বজ জগন্নাথের পূজা করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্ব্বক প্রীত এবং তাঁহার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্ত্রী, আত্মীয় এবং পুত্রগণসহ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী রমণক দ্বীপে গমন করিল। তৎকালেই লীলা-মানব-বিগ্রহ ভগবানের অনুগ্রহে সেই যমুনা বিষহীন হইয়া অমৃততুল্য জলবিশিষ্টা হইলেন ॥ ৬৫-৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সাদরমিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তেঃ। হে প্রভো, দুষ্টতায়াঃ পরমাবধিরূপে ময়ি কৃপায়াঃ পরমাবধিরর্পিতং ত্বয়া যদহো প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষু মদন্যঃ কোঽপি ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিচিহ্নানি স্বমূর্দ্ধ্নি ন ধত্তে; তদহং সাম্প্রতং শ্রীমদঙ্গানি মদ্দন্তদংশোত্থবিষদাহতপ্তানি সুগন্ধসুশীতলচন্দনরসেন সস্ত্রীক এব পাণিভিঃ স্পৃশন্ অনুলিম্পানি শৃঙ্গারয়ানি চেত্যতঃ ক্ষণমত্রৈব দিব্যাসনে উপবিশেত্যুপবেশ্য স্ববাঞ্ছিতং পূরয়িত্বা লব্ধভগবৎপ্রসাদস্ততো নির্জ্জগামেত্যাহ,—দিব্যেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। মণিভিরিতি কৃষ্ণপ্রাদুর্ভাবকালে তদ্বক্ষঃস্থল এবাসীৎ যঃ কৌস্তুভঃ স এব তস্য নরলীলত্বশোভাব্যাঘাতাভাবার্থম্ তদৈবালক্ষিতং কালিয়কোষাগারমধ্যে প্রবিষ্টোঽভূৎ। অতএব বহুরত্নালঙ্কারপ্রদানসময়ে কালিয়পত্নীভিরপরিচিত এব স্বীয়রত্নবিশেষজ্ঞানেন কৌস্তুভো দত্তঃ। যদুক্তং "কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগম্। কালীয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ" ইতি গণোদ্দেশদীপিকায়াম্। প্রসাদ্যেতি ভগবানপি কালিয়মূর্দ্ধস্বভয়হস্ততলনিধানেন তদীয়সর্ব্বাঙ্গব্যথামুপশময়ামাসেতি ভাবঃ। গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্যেতি ভো গরুড়বাহন, প্রভো, সম্প্রত্যহং গরুড়স্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্দাসোঽভূবং অতঃ কদাচিদ্দূরদেশস্য গন্তব্যত্বে সত্যহমপি স্ববাহনত্বেন স্মর্ত্তব্যো নিমেষমাত্রেণৈব শতকোটিযোজনগামী দাসানুদাস ইতি তদুক্তির্গম্যতে। অতঃ কালিয়ারূঢ় এব কংসনির্দ্দিষ্টঃ কৃষ্ণো মথুরাং জগামেতি পৌরাণিকী কথা কুচিৎ শ্রূয়তে ইতি॥ ক্রীড়ামানুষরূপিণ ইতি নিত্যযোগে ইনিঃ ॥ ৬৫-৬৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সাদরম্'—পূর্ব্বশ্লোকে কালিয় ও তদীয় পত্নীগণ পরমাদর সহকারে প্রেম-

পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহাদের সমাদর দেখাইতেছেন। হে প্রভো! দুষ্টতার পরমাবধি আমার প্রতি আপনার কৃপার পরমাবধি অর্পিত হইয়াছে, কারণ অহো! প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত লোকে আমা ভিন্ন অপর কেহই নিজ মস্তকে আপনার ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশাদি চিহ্ন ধারণ করে নাই। অতএব সম্প্রতি আমি আমার দন্তের দংশনে উৎপন্ন বিষদাহ-তপ্ত আপনার শ্রীঅঙ্গ সুগন্ধ সুশীতল চন্দন-রসে সস্ত্রীক পাণিদ্বারা স্পর্শ করতঃ অনুলেপনপূর্ব্বক শৃঙ্গার (সুসজ্জিত) করিতে ইচ্ছা করি, এইজন্য ক্ষণকাল এই দিব্যাসনে উপ-উপবেশন করুন—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিব্যাসনে উপবেশন করাইয়া নিজ অভিলাষ পূরণ করতঃ শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কালিয়নাগ সপরিবারে তথা হইতে গমন করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'দিব্য' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকদ্বয়ে। 'মণিভিঃ'—মণি-শব্দে এই স্থলে কৌস্তুভমণি জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-সময়ে কৌস্তুভমণি তাঁহার বক্ষঃস্থলেই ছিল, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু নরলীলার বিশেষতঃ ঐশ্বর্য্যশূন্য লীলার ব্যাঘাত হইবার আশঙ্কায় ঐ মণি অলক্ষিতভাবে ভগবদিচ্ছাতেই কালিয়নাগের কোষাগারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। অতএব বহু রত্ন অলঙ্কার প্রদান-সময়ে কালিয়-পত্নীগণ কর্ত্তৃক অপরিচিত হইয়াই স্বীয় রত্ন-বিশেষ বোধে সেই কৌস্তুভ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাই গণোদ্দেশ-দীপিকা নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে—"কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন" ইত্যাদি। 'প্রসাদ্য'—এই বাক্যে শ্রীভগবান্ও কালিয়নাগের মস্তকে স্বীয় অভয় হস্ততল স্থাপনপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বাঙ্গের ব্যথা উপশমিত করিয়াছিলেন—এই ভাবার্থ। 'গরুড়ধ্বজং প্রসাদ্য'—গরুড়ধ্বজ ভগবান্‌কে সুপ্রসন্ন করিয়া, এই স্থলে গরুড়ধ্বজ নাম উল্লেখের দ্বারা অন্তর্নিহিত এই অর্থ জানা যায় যে, যেমন গরুড় আপনার বাহন, তদ্রূপ আমাকেও জানিবেন। হে গরুড়বাহন প্রভো! সম্প্রতি আমি, জ্যেষ্ঠভ্রাতা গরুড়ের দাস হইলাম। অতএব যদি কখনও কোন দূরদেশে গমন করিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে স্বীয় বাহন বলিয়া মনে করিবেন। আপনার এই দাসানুদাস নিমেষমধ্যে শতকোটি যোজন পথ অনায়াসে গমন করিতে সমর্থ হইবে—এইরূপ কালিয়ের উক্তি জানিতে হইবে। অতএব কোন পুরাণে শ্রুত হওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণ কংস-নির্দ্দিষ্ট হইয়া কালিয়নাগে আরোহণ-পূর্ব্বক মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। 'ক্রীড়ামানুষরূপিণঃ' ক্রীড়ার্থ নিত্য মনুষ্যরূপধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে যমুনা বিষহীন হইয়া অমৃততুল্য জলবিশিষ্টা হইলেন। এখানে ক্রীড়াপ্রধান মনুষ্যরূপী, এই অর্থে নিত্যযোগে মতুবর্থীয় ইনি প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ মানুষের ন্যায় রূপ, অঙ্গসংস্থান ও সৌষ্ঠবাদিরূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ॥ ৬৫-৬৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
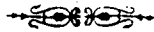
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ।
কৃতং কিংবা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নাগালয় হইতে কালিয়ের নির্গমন ও দাবানল হইতে সুপ্তব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা পরীক্ষিৎ কালিয় নাগের নাগালয় রমণক-দ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড়ের অপ্রিয়তাচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীশুকদেব উত্তর করিলেন যে, গরুড়-ভক্ষ্য সর্পগণ গরুড়ের দ্বারা ভক্ষিত হইবার ভয়ে তন্নিবারণার্থ তাহাকে মাসে মাসে অশ্বত্থমূলে বিবিধ বলি প্রদান করিত; কিন্তু মদান্বিত কালিয় গরুড়কে অগ্রাহ্য করিয়া স্বয়ং উহা ভক্ষণ করিত। এতৎ শ্রবণে কোপান্বি গরুড় কালিয়ের প্রাণবধার্থ তথায় আগমন করিলে কালিয় দন্তদ্বারা গরুড়কে দংশন করিতে লাগিল; কিন্তু গরুড়ের পক্ষদ্বারা প্রচণ্ডবেগে আহত হইয়া প্রাণভয়ে যমুনাহ্রদে প্রবেশ করিল। একদিন গরুড় যমুনাতে আগমন করিয়া মৎস্যভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে সৌভরি ঋষি উহা নিবারণ করেন কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করায় ঋষি গরুড়কে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক বলেন যে, যদি গরুড় পুনরায় তথায় আগমন করে তবে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। কালিয়নাগ ইহা শ্রবণ করিতে পাইয়াছিল বলিয়াই নির্ভয়ে তথায় বাস করিত। অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিষ্কাশিত হইল। বলরাম সহ ব্রজবাসিগণ বিবিধ রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত দেখিতে পাইয়া প্রীতি-সহকারে আলিঙ্গন করিলেন। গুরু, পুরোহিত ও বিপ্রগণ গোপরাজকে বলিলেন যে, কালিয়দ্বারা গ্রস্ত হইয়াও তাঁহার পুত্র ভাগ্যক্রমে মুক্ত হইয়াছেন। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ও শ্রম-পীড়িত ব্রজবাসিগণ সেই রাত্রি কালিন্দী-তটে বাস করিলেন। নিশীথে গ্রীষ্মে শুষ্ক অরণ্যমধ্যে দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া নিদ্রিত ব্রজবাসিগণকে বেষ্টন করিলে তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্ত শক্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ আত্মীয়গণকে কাতর দেখিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করিয়া ফেলিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—কালিয়ঃ কথং নাগালয়ং (সর্পনিবাসস্থানং) রমণকং তত্যাজ বা (অপি চ) একেন তেন (কালিয়েন) সুপর্ণস্য (গরুড়স্য) কিং অসমঞ্জসং (অপ্রিয়ং) কৃতং (তৎ কথয়) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিত মহারাজ বলিলেন,—হে মুনিবর, কালিয় কি হেতু সর্পগণের নিবাস স্থান রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং সে একাকী গরুড়ের কি অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছিল তাহা বলুন ॥১

বিশ্বনাথ—তার্ক্ষ্যাত্তীতিঃ কালিয়স্য তার্ক্ষ্যে সৌভরিশাপবাক্। কৃষ্ণাপ্তির্গোদুহাং দাবাত্রাণং সপ্তদশেঽভবৎ ॥ ০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তদশ অধ্যায়ে গরুড় হইতে কালিয়নাগের ভয়, গরুড়ের প্রতি সৌভরি মুনির শাপবাক্য এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দাবানল হইতে ব্রজবাসিগণের পরিত্রাণ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ।

শ্রীশুক উবাচ—

উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্নিরূপিতঃ ॥২॥
স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্ব্বণি পর্ব্বণি।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্ব্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) মহাবাহো, প্রাক্ (পুরা) (রমণকদ্বীপে) উপহার্য্যৈঃ (ভক্ষ্যৈঃ) সর্পজনৈঃ (সর্পাখ্যৈঃ জনৈঃ) মাসি মাসি (প্রতি-মাসং) বানস্পত্যঃ (বৃক্ষমূলে দেয়ঃ) নাগানাং যঃ বলিঃ (ভক্ষ্যোপহারঃ) নিরূপিতঃ (কল্পিতঃ আসীৎ) সর্ব্বে নাগাঃ আত্মনঃ গোপীথায়ঃ (আত্মরক্ষার্থং) পর্ব্বণি পর্ব্বণি (পূর্ণিমায়াং অমাবস্যায়াঞ্চ) মহাত্মনে সুপর্ণায় (গরুড়ায়) স্বং স্বং ভাগং (পূর্ব্বোক্তমনুষ্য-দেয়বলেঃ নিজনিজাংশং) প্রযচ্ছন্তি (দদতি) ॥২-৩॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে মহাভুজ,

পূর্ব্বে এই রমণক-দ্বীপে সর্পগণের অধীন এবং ভক্ষণযোগ্য মনুষ্যগণ প্রতিমাসে বৃক্ষমূলে নাগগণের ভোজনার্থ যে উপহার নির্দ্ধারণ করিত নাগগণও সেই উপহারের নিজ নিজ অংশ আত্মরক্ষার্থ পূর্ণিমা এবং অমাবস্যায় মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ— উপহার্য্যৈর্ভক্ষ্যত্বেনোপহারীক্রিয়মাণৈঃ সর্পরূপৈর্জনৈঃ বানস্পত্যো বনস্পতের্মূলে দেয়ঃ, নাগানাং নাগৈর্গরুড়াৎ স্ববাধাপরিহারায় নিরূপিত উপকল্পিতঃ। তত্র সর্ব্বে নাগাস্তং স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি। পর্ব্বণি পর্ব্বণি প্রতিপঞ্চদশ্যন্তম্ গোপীথায় রক্ষণায় ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপহার্য্যৈঃ সর্পজনৈঃ'—গরুড়ের ভক্ষ্য সর্পগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রতি-মাসে (অশ্বত্থাদি) বৃক্ষমূলে যে সর্পময় ভক্ষ্যোপহার দিবার নিয়ম হইয়াছিল, সকল নাগগণ আত্মরক্ষার্থ সেই নিজ নিজ অংশ প্রতি পূর্ব্বদিনে (পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়) মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত ॥২-৩॥

বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কাদ্রবেয়ঃ (কদ্রুনন্দনঃ) কালিয়ঃ তু বিষবীর্য্যমদাবিষ্টঃ (বিষবীর্য্যাভ্যাং গর্ব্বিতঃ সন্) গরুড়ং কদর্থীকৃত্য (তুচ্ছীকৃত্য) স্বয়ং তু বলিং বুভুজে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কিন্তু কদ্রুনন্দন কালিয় বিষ এবং বীর্য্যবলে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়কে তুচ্ছ করিয়া নিজেই উপহার ভোজন করিত ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু কালিয়স্তু তং ন প্রযচ্ছতি; প্রত্যুতান্যৈর্দত্তমপি স্বয়মেব বুভুজে। কদর্থীকৃত্য অনাদৃত্য তত্রত্য কর্ণেজপসর্পমুখাত্তচ্ছ্রুত্বা ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কিন্তু কালিয় গরুড়কে অনাদর করিয়া তাহা প্রদান করিত না, নিজের দেওয়া দূরের কথা, অন্যের প্রদত্ত বলিও নিজেই ভোজন করিত। 'তৎ শ্রুত্বা'—(৫ নং শ্লোকের অংশ)—সেখানকার কর্ণেজপ (চররূপ) সর্পের মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া গরুড় মহাশয় কালিয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ভগবৎপ্রিয়ঃ (বিষ্ণু-ভক্তঃ) ভগবান্ (মহাশক্তিঃ গরুড়ঃ) তৎ শ্রুত্বা কুপিতঃ (সন্) কালিয়ং বিজিঘাংসুঃ মহাবেগঃ সমুপাদ্রবৎ (সমাগতবান্) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বিষ্ণুভক্ত মহাশক্তিশালী গরুড় তাহা শুনিয়া ক্রোধে কালিয়কে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মহাবেগে সমাগত হইলেন ॥ ৫ ॥

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ।
দদ্ভিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বাসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিষায়ুধঃ (বিষমেবায়ুধং যস্য সঃ) দদায়ুধঃ (দন্তায়ুধঃ) করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ (করালাভীষণা জিহ্বা যস্য সঃ উচ্ছ্বসিতানি উজ্জৃম্ভিতানি উগ্রাণি লোচনানি যস্য সঃ স চ স চ) উত্থিত নৈকমস্তকঃ (উন্নমিতশতমস্তকঃ কালিয়ঃ) তরসা আপতন্তং (আগচ্ছন্তং) তং সুপর্ণং প্রতি অভ্যয়াৎ (গতঃ) দদ্ভিঃ (দন্তৈঃ) ব্যদশৎ (দংশনং চকার চ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ— গরুড়কে অতি বেগে আসিতে দেখিয়া বিষায়ুধ দন্তরূপ-অস্ত্রযুক্ত, করাল-জিহ্ব ও উগ্র-লোচন কালিয় মস্তক শত উন্নত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং দন্তদ্বারা দংশন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—বিষায়ুধঃ দূরাৎ ফুৎকারেণ তন্মোচকঃ,-নিকটে তু দদায়ুধো ব্যদশৎ। করালা জিহ্বা যস্য, উদ্ভূতং শ্বসিতং যস্য, উগ্রাণি লোচনানি যস্য স চ স চ স চ সঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিষায়ুধঃ'—কালিয়নাগ দূর হইতেই ফুৎকারাদি দ্বারা বিষত্যাগ করিতে করিতে গরুড়ের সম্মুখীন হইয়া দন্তরূপ অস্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিল। কালিয় ভয়ঙ্কর জিহ্বা প্রসারণ-পূর্ব্বক ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ উগ্রদৃষ্টিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দন্তদ্বারা দংশন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—উগ্রবিক্রমঃ (মহাবলঃ) মধুসূদনাসনঃ (বিষ্ণুবাহনভূতঃ) প্রচণ্ডবেগঃ মন্যুমান্ সঃ তার্ক্ষপুত্রঃ (গরুড়ঃ) [মন্যুনা (ক্রোধেন)] তং কদ্রোঃ সুতং (কালিয়ং) নিরস্য (নিবার্য্য পশ্চাৎ) হিরণ্যরোচিষা (সুবর্ণকান্তিনা) সব্যেন (বামেন) পক্ষেণ জঘান (প্রহারয়ামাস) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণু-বাহন প্রচণ্ড-বেগ মহাবল গরুড় তখন ক্রোধে কালিয়কে নিবারিত করিয়া পরে স্বকীয় সুবর্ণ-বর্ণ বাম-পক্ষ-দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তার্ক্ষ্যস্য কশ্যপস্য পুত্রঃ । মধুসূদনস্যাসনং যস্মিন্ সঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তার্ক্ষ্যপুত্রঃ'—কশ্যপের পুত্র গরুড় । 'মধুসূদনাসনঃ'—যাঁহার পৃষ্ঠে মধুসূদন শ্রীহরির আসন অবস্থিত । (শ্রীমধুসূদনের বাহন মহাপরাক্রমশালী কশ্যপনন্দন গরুড় কদ্রূপুত্র কালিয়কে নিরস্ত করিয়া সুবর্ণের ন্যায় প্রভাযুক্ত বামপক্ষের দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ।) ॥৭॥

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কালিয়ঃ সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ (অতএব) অতীব বিহ্বলঃ (সন্) তদগম্যং (গরুড়স্য অগম্যং) দুরাসদং (দুষ্প্রাপ্যং) কালিন্দ্যাঃ হ্রদং বিবেশ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কালিয়ও গরুড়ের পক্ষদ্বারা আহত হওয়ায় অতি বিহ্বল হইয়া গরুড়ের অগম্য ও দুষ্প্রবেশ্য যমুনা-হ্রদে প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দুরাসদং অগাধজলত্বেনান্যৈরপি দুষ্প্রবেশম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুরাসদং'—গরুড়ের অগম্য ও অগাধজলত্বহেতু অন্যের দুষ্প্রবেশ্য কালিন্দীর হ্রদে কালিয়নাগ প্রবেশ করিল ॥ ৮ ॥

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্ ।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(কথং কালিন্দীহ্রদঃ গরুড়াগম্যস্তদাহ) । একদা তত্র (কালিন্দীহ্রদে) গরুড়ঃ ক্ষুধিতঃ সৌভরিণা (মুনিবিশেষেণ) নিবারিতঃ (নিষিদ্ধঃ অপি) প্রসহ্য (বলাৎকারেণ) ঈপ্সিতং (ভক্ষ্যঃ জলচরং) (কঞ্চিৎ প্রধানমৎস্যং) অহরৎ (জগ্রাহ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—একদিন সেই যমুনা-হ্রদে গরুড় ক্ষুধাতুর হইয়া সৌভরি মুনির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও বলপূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্ট কোন একটী প্রধান মৎস্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গরুড়াগম্যত্বে কারণমাহ,—তত্রেতি । মা ভুঙ্ক্ষ্বেতি নিবারিতোঽপীতি তস্মিন্ পরমমহতি গরুড়ে আজ্ঞাপ্রদানং তদিষ্টপ্রাতিকূল্যং চেতি সৌভরেরপরাধদ্বয়ম্ তদাজ্ঞালঙ্ঘনং প্রাণিহিংসনঞ্চেত্যপরাধদ্বয়ম্ । গরুড়স্য নাভূত্ততঃ সকাশাদতিতেজস্বিত্বাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগরুড়ের অগম্যত্বের কারণ বলিতেছেন—'তত্রৈকদা' ইত্যাদি । 'নিবারিতঃ'—'মৎস্য ভক্ষণ করিও না', এইরূপ সৌভরি মুনি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ক্ষুধার্ত্ত গরুড় মহাশয় বলপূর্ব্বক একটি মৎস্যকে হরণ করিয়াছিলেন । এখানে পরম-মহান্ শ্রীগরুড়ে আজ্ঞা প্রদান ও তদভিলষিত বিষয়ে প্রাতিকূল্যাচারণহেতু সৌভরি মুনির দুইটি অপরাধ হইয়াছিল । কিন্তু সৌভরি মুনির আজ্ঞালঙ্ঘন ও প্রাণিহিংসন এই দুইটি অপরাধ গরুড়ের হয় নাই, কারণ সৌভরি মুনি অপেক্ষা শ্রীগরুড় মহাশয় ভজনাদি সর্ব্ববিষয়েই অতিতেজস্বী—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ৯ ॥

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্ মীনপতৌ হতে ।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—মীনপতৌ (প্রধানমৎস্য) হতে (সতি) দীনান্ (দুর্ব্বলান্) মীনান্ (অন্যান্ মৎস্যান্) সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা সৌভরিঃ কৃপয়া তত্রত্যং (তদ্হ্রদবাসিজলচরসম্বন্ধি) ক্ষেমং (কল্যাণং) আচরন্ প্রাহ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সেই মৎস্যরাজ গরুড়কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে অন্যান্য দুর্ব্বল মৎস্যগণকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া সৌভরি মুনি কৃপাসহকারে সেই হ্রদবাসী জলচরগণের মঙ্গলের জন্য এইরূপ বলিয়াছিলেন ।।১০

বিশ্বনাথ—তত্র তৃতীয়মপরাধং তস্যাহ,—মীনানিতি। কৃপয়েতি মীনান্ প্রতি যথা তস্য কৃপা তথা গরুড়ং প্রতি কোপশ্চ গম্যঃ। তত্রত্যানাং জীবমাত্রাণামেব ক্ষেমং কর্ত্তুমিতি ততশ্চ কালিয়াগমনেন তেষাং সর্ব্বেষামক্ষেমমেবাভূদিতি মহদপরাধিনঃ কৃপাপি বিপরীতফলৈব ভবেদিতি দ্যোতিতম্ ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সৌভরিমুনির তৃতীয় অপরাধ বলিতেছেন—'মীনান্' ইত্যাদি। এখানে মীনদিগের প্রতি যেমন সৌভরিমুনির কৃপা হইয়াছিল, গরুড়ের প্রতি তেমন কোপও হইয়াছিল জানিতে হইবে। তত্রস্থিত জীবমাত্রের মঙ্গল করিবার নিমিত্ত তিনি ঐরূপ বলিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু সেই হ্রদ, গরুড়ের অগম্য হইলেও কালিয় যখন আগমন করিল, তখন তত্রস্থ সর্ব্বজীবের অমঙ্গলই হইয়াছিল, যেহেতু মহাপরাধীর কৃপাও বিপরীত ফলই প্রদান করিয়া থাকে—ইহা দ্যোতিত হইল ।। ১০ ।।

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত তথ্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ।। ১১ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ গরুড়ঃ যদি অত্র (হ্রদে) প্রবিশ্য মৎস্যান্ খাদতি (তদা) সদ্যঃ (তৎক্ষণাৎ) প্রাণৈঃ বিযুজ্যেতঃ (ম্রিয়েত) অহং এতৎ তথ্যং (সত্যং) ব্রবীমি ।। ১১ ।।

অনুবাদ—সেই গরুড় যদি পুনরায় কোন সময় এই হ্রদে প্রবেশপূর্ব্বক মৎস্য ভক্ষণ করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে—আমি ইহা সত্য বলিতেছি ।। ১১ ।।

বিশ্বনাথ—অত্র যদীত্যনেন পক্ষান্তরমপি লভ্যতে ততশ্চায়মর্থঃ,—অত্র প্রবিশ্য যদি মৎস্যান্ খাদতি তদা সদ্যস্তৎক্ষণ এব প্রাণৈর্বিযুজ্যেত, যদি চ মৎস্যান্ন খাদতি, তদাতু অসদ্যঃ কিঞ্চিদ্বিলম্ব এবেতি, হ্রদপ্রবেশমাত্র এব শাপঃ মৎস্যখাদনে তু শাপাতিশয়ঃ। অত্রেত্যভিশাপং গরুড়ঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদেব জ্ঞাত্বা নায়াতঃ, কালিয়স্ত্বাত্মীয় তত্রত্যসর্পমুখাজ্জ্ঞাত্বৈবাগতঃ। সৌভরেস্তু গরুড়ায় কুপ্যতো যস্মিন্ কৃপাহজনিষ্ট তস্য মীনস্যৈব সঙ্গাদুত্থিতা দুর্ব্বাসনৈবাপরাধফলং যতশ্চ বিলুপ্তব্রহ্মানন্দঃ স চিরসঞ্চিততপঃসৃষ্টস্বযৌবনেনৈব মূল্যেন কামিনীবৃন্দং ক্রীত্বা তত্রৈব নরকতুল্যে বিষয়ানন্দে নিমজ্জন্নপরাধভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবনযমুনাশ্রয়মাহাত্ম্যেনৈব পশ্চান্নিস্তুতারেতি নবমে কথা ।। ১১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্র যদি'—এই শ্লোকের 'যদি' এই শব্দ দ্বারা পক্ষান্তরও লভ্য হয়, অতএব শ্লোকের অর্থ এইরূপ—গরুড় যদি এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া মৎস্যসকল ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। এবং যদি এই হ্রদে প্রবেশ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ না করে, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ বিলম্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে। তাৎপর্য্য এই যে—হ্রদমধ্যে প্রবেশই শাপ দেওয়া হইল এবং মৎস্যভক্ষণে শাপাতিশয় প্রদান করা হইল। সর্ব্বজ্ঞপ্রযুক্ত গরুড় মহাশয় তাহা অবগত হইয়া আর তথায় আগমন করেন নাই। কিন্তু কালিয় তত্রত্য সর্পমুখে ইহা অবগত হইয়া তথায় আসিয়াছিল। অপর দিকে গরুড়ের প্রতি কুপিত সৌভরি মুনির যে মীনের প্রতি কৃপা হইয়াছিল, সেই মীনেরই সঙ্গবশতঃ উত্থিত দুর্ব্বাসনাই অপরাধের ফল বুঝিতে হইবে। যেহেতু তিনি ব্রহ্মানন্দ বিলুপ্ত হওয়ায় চিরসঞ্চিত তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট নিজ যৌবনরূপ মূল্যে কামিনীবৃন্দকে ক্রয় করতঃ (মহারাজ মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যাকে বিবাহপূর্ব্বক) নরকতুল্য বিষয়ানন্দে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন। পশ্চাৎ অপরাধ-ভোগান্তে শ্রীবৃন্দাবন বাস ও যমুনার আশ্রয় জনিত মাহাত্ম্যে নিস্তার পাইয়াছিলেন—ইহা শ্রীনবমস্কন্ধে (ষষ্ঠ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে ।। ১১ ।।

তৎ কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ।
অবাৎসীদ্‌গরুড়াদ্ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ।। ১২।।

অন্বয়ঃ—পরং (কেবলং) কালিয়ঃ তৎ বেদ অন্যঃ কশ্চন লেলিহঃ (সর্পঃ) ন (ন বেদ) (ততঃ) গরুড়াৎ ভীতঃ (সন্ তত্র) অবাৎসীৎ (বাসং চকার) কৃষ্ণেন (ততঃ) বিবাসিতঃ চ ।। ১২ ।।

অনুবাদ—কেবল মাত্র কালিয়ই ঐ বৃত্তান্ত অবগত ছিল, অন্য কোন সর্প তাহা জানিত না, সুতরাং সে গরুড়ের ভয়ে সেখানে আসিয়া বাস করিতেছিল, পরে শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণং হ্রদাদ্বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসম্ ।
মহামনিগণাকীর্ণং জাম্বুনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্ব্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে গোপাঃ দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসং মহামনিগণাকীর্ণং জাম্বুনদপরিষ্কৃতং (সুবর্ণ বিভূষিতং) হ্রদাৎ বিনিষ্ক্রান্তং কৃষ্ণং উপলভ্য (প্রাপ্য) লব্ধপ্রাণাঃ অসবঃ (ইন্দ্রিয়াণি) ইব উত্থিতাঃ (সন্তঃ) প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ (আনন্দপূর্ণচিত্তাঃ) প্রীত্যা অভিরেভিরে (আলিঙ্গনং চক্রুঃ) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ দিব্যমাল্যগন্ধবস্ত্র এবং সুবর্ণে বিভূষিত হইয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে গোপগণ তাঁহাকে লাভ করিয়া লব্ধ-প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় উত্থিত হইয়া আনন্দপূর্ণ-চিত্তে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে লাগিল ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—উপোদ্ঘাতং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ,—কৃষ্ণমিতি দ্বাভ্যাং। বিশেষেণ নিষ্ক্রামন্তমিতি জলোপর্য্যুপর্য্যেব চরণাভ্যামেব সন্তরণলাঘবেনৈবেতি কালিয়াদিষ্টং কমপি সর্পমলক্ষিতমারুহ্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথাঽঙ্গানাং জলাপ্লুতত্বে দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসমিতি বিশেষণং সাধু নোপপদ্যতে। অসব ইন্দ্রিয়াণি প্রমোদনিভৃতাত্মানঃ আনন্দপূর্ণমনসঃ। গোপাঃ সখায়ঃ তেষামেব তারল্যেন প্রাথম্যৌচিত্যাৎ ॥১৩-১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রস্তাবনা সমাপনপূর্ব্বক প্রস্তুত বিষয় বলিতেছেন—'কৃষ্ণং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'বিনিষ্ক্রান্তং'—হ্রদ হইতে বিশেষরূপে নির্গত কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া। এখানে বিশেষ এই—সন্তরণ লাঘব হইবে বলিয়া জলের উপরে উপরে চরণযুগল দ্বারাই আগমন করিয়াছিলেন। অতএব জানিতে হই'ব যে, কালিয়-কর্ত্তৃক আদিষ্ট কোন নাগের মস্তকে অলক্ষিতভাবে আরোহণপূর্ব্বক তীরে আসিয়াছিলেন। তাহা না হইলে অর্থাৎ জল-সন্তরণ করিয়া তীরে আসিলে দিব্যমাল্য, গন্ধ, বসন ইত্যাদি অঙ্গস্থ আবরণগুলির শোভা থাকে না। 'লব্ধপ্রাণাঃ অসবঃ ইব'—বিগতপ্রাণ পুনর্ব্বার প্রাণ প্রাপ্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণ যেমন হয়, তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ মানসে সখাসকল উত্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এখানে 'গোপাঃ'—বলিতে সখাগণ, যেহেতু চাপল্যবশতঃ তাঁহাদিগেরই প্রাথম্যের ঔচিত্য ॥ ১৩-১৪ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব, যশোদা রোহিণী নন্দঃ গোপ্যঃ চ গোপাঃ চ শুষ্কাঃ নগাঃ (বৃক্ষাঃ) অপি কৃষ্ণং সমেত্য (প্রাপ্য) লব্ধেহাঃ (লব্ধচেষ্টাঃ জীবিতাঃ) আসন্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে কৌরব, যশোদা, রোহিণী, নন্দ, গোপী এবং গোপগণ এমন কি, শুষ্ক বৃক্ষ সকলও শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততো হা পুত্র, জীবসীতি গদ্গদস্বরা গুরুলজ্জাভয়প্রশ্রয়াদিনিরপেক্ষা অতিবিহ্বলা শ্রীযশোদা ততস্তৎসখীষ্বতিনিবিড়তয়া তদভিতঃ প্রাপ্তাসু মধ্যে মুখ্যা রোহিণী। ততঃ প্রেমৌৎকণ্ঠ্যাচুলুকিতগাম্ভীর্য্যো বিলম্বাসহিষ্ণুঃ স্ত্রীসংমর্দ্দমধ্য এব প্রবিশ্য নন্দঃ, ততোঽন্যা গোপ্যো বৎসলা গোপাশ্চোপনন্দাদয়ঃ। চকারেণানুরাগিণ্যঃ পূর্ব্বারাগবত্যো গোপ্যশ্চ দূরতো লোচনাঞ্জলীভিরেব সমেত্য পরিসঙ্গাদিভিঃ সঙ্গতীভূয় লব্ধচেষ্টা লব্ধবাঞ্ছিতা মৃতা এব জীবন্ত্যো বভূবুঃ। কিং বহুনা নগাস্তীরে বৃক্ষাভাবাদ্দূরে বৃন্দাবনস্থা বৃক্ষা অপি তৎসাধর্ম্ম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণমদৃষ্ট্বা শোকাৎ শুষ্কাস্তং পুনর্দৃষ্ট্বা লব্ধেহা অঙ্কুরপল্লবপুষ্পাদ্যুদ্গমবন্তঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তদনন্তর শ্রীযশোদাদি সকলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি করিতে লাগিলেন, ইহা বলিতেছেন—'যশোদা রোহিণী নন্দঃ' ইত্যাদি। শ্রীযশোদা গুরুজন হইতে লজ্জা, ভয়, প্রশ্রয়াদি-নিরপেক্ষা হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া

'হা পুত্র ! জীবিত আছ'—গদ্‌গদভাবে এরূপ বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তারপর যশোদার সখীহেতু সমানবাসনত্বপ্রযুক্ত মুখ্যা রোহিণীদেবী, তারপর প্রেমৌৎকণ্ঠাবশতঃ গাম্ভীর্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলম্বসহনে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীজন-সম্মর্দ্দ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীনন্দ মহারাজ, তারপর অন্যান্য গোপীগণ ও বাৎসল্যবান্ উপনন্দ প্রভৃতি গোপগণ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া আলিঙ্গনাদি চেষ্টাবিশিষ্ট হইলেন। 'গোপাশ্চ'—এখানে চ-কার প্রয়োগে অনুরাগিণী পূর্ব্বরাগবতী গোপীগণও দূর হইতে নেত্রাঞ্জলির দ্বারাই আলিঙ্গনপূর্ব্বক মিলিত হইয়া প্রাণ ফিরিয়া পাইলেন। এমন কি 'নগাঃ'—তীরে বৃক্ষ না থাকায়, দূরবর্ত্তী বৃন্দাবনস্থ যে সকল বৃক্ষ, পূর্ব্বে কৃষ্ণকে না দেখিয়া শোকবশতঃ শুষ্ক হইয়াছিল, তাহারা পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া অঙ্কুর পল্লব পুষ্পাদি দ্বারা পূর্ব্বাবস্থ প্রাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ১৫ ॥

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ ।
প্রেম্ণাতমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অস্য (কৃষ্ণস্য) অনুভাববিৎ (পরাক্রমজ্ঞঃ) রামঃ চ অচ্যুতং আলিঙ্গ্য জহাস প্রেম্ণা (অনুরাগেন) তং অঙ্কং (নিজক্রোড়ং) আরোপ্য পুনঃ পুনঃ উদৈক্ষত (মুখং দদর্শ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ-প্রভাববিৎ বলদেবও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক হাস্য করিলেন এবং অনুরাগ বশতঃ তাঁহাকে নিজ ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিয়া বারম্বার তাঁর মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। ধেনু, বৃষ এবং বৎসতরীগণও তখন পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥১৬

বিশ্বনাথ—জহাসেতি ধন্যোঽস্যেবং কর্ত্তুং যুজ্যত ইত্যুক্ত্বা তৎপ্রভাবজ্ঞোঽপি প্রেম্না পুনঃ পুনরুৎকর্ষেণ ঐক্ষতেতি কালিয়হতকেন কচ্চিৎ ক্ষতস্ত নাভূরিতি ন্যভালয়ৎ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জহাস'—শ্রীবলরাম কৃষ্ণদর্শনে লব্ধচেষ্ট হইয়া অচ্যুতকে আলিঙ্গন করিয়া "ধন্য ভাই ! তুমি এই প্রকার করিতেই উপযুক্ত হইয়াছ"—ইহা বলিয়াই যেন হাস্য করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অনুভাব বিদিত হইলেও প্রীতিবশতঃ পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অভিপ্রায় এই যে —হতভাগা কালিয় কর্ত্তৃক দংশিত হইয়া কোন স্থান ক্ষত হয় নাই তো ? এইজন্য উত্তমরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ দর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

গাবোবৃষাবৎসতর্য্যো লেভিরে পরমাং মুদম্
নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।
উচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (ধেনবঃ) বৃষাঃ বৎসতর্য্যঃ (স্ত্রীবৎসাশ্চ) পরমাং মুদং (মহানন্দং) লেভিরে সকলত্রকাঃ (সস্ত্রীকাঃ) গুরবঃ বিপ্রাঃ নন্দং সমাগত্য তে উচুঃ কালিয়গ্রস্তঃ তব আত্মজঃ দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) মুক্তঃ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—গুরু-বিপ্রগণও সপত্নীক সমাগত হইয়া নন্দকে বলিতে লাগিলেন যে—তোমার পুত্র কালিয় কর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও কেবলমাত্র ভাগ্যবলেই মুক্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—গুরবো ভাগুর্য্যাদিপুরোহিতাঃ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুরবঃ'—ভাগুরি প্রভৃতি পুরোহিতগণ ॥ ১৭ ॥

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে ।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥ ১৮॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণনির্ম্মুক্তিহেতবে (কৃষ্ণমুক্তিনিমিত্তং) দ্বিজাতীনাং দানং দেহি। (হে) রাজন্, প্রীতমনাঃ নন্দঃ তদা সুবর্ণং গাঃ (ধেনুঃ ভূমিশ্চ) আদিশৎ (দদৌ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব কৃষ্ণের মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি প্রদান কর। হে রাজন্, নন্দমহারাজ তখন সন্তুষ্টচিত্তে স্বর্ণ, ধেনু এবং ভূমি দান করিয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নষ্টলব্ধপ্রজা (আদৌ নষ্টা পশ্চাৎ

লব্ধা প্রজা তনয়ঃ যয়া সা) মহাভাগা সতী যশোদা অপি (কৃষ্ণং) পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য) অঙ্কং আরোপ্য মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ) অশ্রুকলাং (আনন্দাশ্রুজলং) মুমোচ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—মহাভাগ্যবতী যশোদা দেবীও নষ্ট-সন্তানকে পুনরায় লাভ করিয়া আলিঙ্গন এবং ক্রোড়ে গ্রহণ-পূর্ব্বক বারম্বার অশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—আদৌ নষ্টপ্রায়া পশ্চাল্লব্ধা প্রজা যয়া সা। অঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্যেতি পূর্ব্বং বহুলোকাপেক্ষাবশাৎ তাদৃশপরিষ্বঙ্গাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নষ্টলব্ধপ্রজা'—যিনি পূর্ব্বে পুত্রকে হারাইয়াছিলেন, অধুনা আবার প্রাপ্ত হইলেন, সেই মহাভাগ্যবতী সতী শ্রীযশোদা। 'অঙ্কমারোপ্য পরিষ্বজ্য'—পূর্ব্বে বহুলোক বিদ্যমান থাকায় নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া আলিঙ্গনাদি করিতে পারেন নাই, এই-জন্য পুনর্ব্বার আলিঙ্গনাদি করিতে লাগিলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ
উষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, ক্ষুৎতৃড়্‌ভ্যাং (ক্ষুধা-তৃষ্ণাভ্যাং) শ্রমকর্ষিতাঃ (শ্রান্তাঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজ-জনাঃ) গাবঃ (চ) তত্র কালিন্দ্যাঃ উপকূলতঃ (তীরে) তাং রাত্রিং উষুঃ (স্থিতাঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও পরিশ্রান্ত ব্রজবাসী ও ধেনুগণ কালিন্দীর তীরেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ পরমদ্য রাত্রৌ বয়ং কৃষ্ণং নির্নিমেষং পশ্যন্ত এব স্থাস্যামঃ। ভাগ্যাদ্‌গতোঽপি কালিয়ঃ পুনর্যদি বৈরং সিষাধয়িষুরায়াতি তদা মিলিতীভূয় লকুটৈর্বারয়ামঃ। নতু দর্শনব্যবধায়কং স্বস্বগৃহং যাম ইতি সর্ব্বেষাং মনোরথমালক্ষ্য নন্দাদ্যা ব্রজৌকসঃ উপকুলতঃ বিষজলাদিভয়াৎ কূলসমীপং পরিত্যজ্য উষুঃ। অন্যথা দাবাগ্নিনা সর্ব্বত আব-রণাসিদ্ধেঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাং রাত্রিং'—অতঃপর আমরা সকলে অদ্য রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণকে নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিয়াই অবস্থান করিব। যদি ভাগ্যবৈগুণ্যে কালিয় পুনরায় শত্রুতাসাধন মানসে আগমন করে, তাহা হইলে আমরা সকলে মিলিত হইয়া লগুড়াদি দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিব, পরন্তু কৃষ্ণদর্শন-ব্যবধায়ক স্ব স্ব গৃহে অদ্য রাত্রিতে গমন করিব না—এইরূপ সকলের মনোরথ লক্ষ্য করিয়া নন্দাদি ব্রজবাসিগণ সেই রাত্রিতে, 'উপকূলতঃ'—বিষজলাদির ভয়ে যমুনার কুল পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তি বনমধ্যে বাস করিয়াছিলেন, অন্যথা দাবাগ্নির দ্বারা চারিদিক্ হইতে আবরণ সম্ভব হইত না ॥২০॥

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তদা নিশীথে শুচিবনোদ্ভূতঃ (গ্রীষ্ম-কালীনশুষ্কবনসম্ভূতঃ) দাবাগ্নিঃ সর্ব্বতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) সুপ্তং (নিদ্রিতং) ব্রজঃ (ব্রজবাসিবৃন্দং) আবৃত্য প্রদগ্ধুং উপচক্রমে (প্রবৃত্তঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—সেই দিন মধ্যরাত্রে গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক বনসম্ভূত দাবানল চারিদিক হইতে নিদ্রিত ব্রজজনকে বেষ্টিত করিয়া দাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ২১॥

বিশ্বনাথ—শুচির্গ্রীষ্মঃ দাবাগ্নিরয়ং কংসানুচরঃ কালিয়সখঃ কশ্চিদসুর ইতি কেচিদাহুঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শুচিবনোদ্ভূতঃ দাবাগ্নিঃ'—'শুচি'—গ্রীষ্মকাল, অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক অরণ্যে উদ্ভূত দাবাগ্নি। কেহ কেহ বলেন—কংসানুচর কালিয়ের সখা কোন অসুর মায়াবলে ঐরূপে ব্রজ-বাসীদিগকে নাশ করিবার জন্য ঐরূপ মায়া দেখাইয়াছিল ॥ ২১ ॥

তত উত্থায় সংভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তে দহ্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ সম্ভ্রান্তাঃ (সন্ত্রস্তাঃ সন্তঃ) উত্থায় মায়ামনুজং (মায়য়া মানুষ-রূপধরং) ঈশ্বরং কৃষ্ণং শরণং যযুঃ (গতাঃ) ॥২২॥

অনুবাদ—অতঃপর অগ্নিতে দহ্যমান ব্রজবাসি-

গণ সন্ত্রস্তভাবে উত্থিত হইয়া মায়ামানব-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজৌকসঃ ব্রজস্থকৃষীবলাদ্যাঃ মায়য়া স্বরূপেণৈব মনুজং "স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়ে"তি শ্রুতেঃ। শরণং যযুরিত্যাহো অস্মাকং প্রাণসঙ্কটসময়ে অস্মিন্নেব বালকে স্বপ্রসাদোদ্ভূতে নারায়ণ আবিশ্যাস্মান্ পালয়তি "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যতে"তি গর্গোক্তেস্তমিমং সম্প্রতি শ্রীনারায়ণাবিষ্টং কৃষ্ণমেব নারায়ণত্বেন বিস্রভ্য বিপত্তরণার্থং শরণং যাম ইতি বিমৃশ্যেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রজৌকসঃ'—ব্রজবাসিগণ; ব্রজস্থ কৃষক প্রভৃতি সকলে। 'মায়ামনুজং'—কাপট্য দ্বারাই যিনি প্রাকৃত মনুষ্যত্বরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, বস্তুতস্তু তিনি নরাকৃতি পরব্রহ্ম-রূপে সদা বিরাজমান। মায়া বলিতে তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তি, যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'স্বরূপভূতয়া' ইত্যাদি, অর্থাৎ তিনি মায়া নামক স্বরূপভূত নিত্যশক্তির দ্বারা সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। 'শরণং যযুঃ'—তখন ব্রজবাসিগণ সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ অহো! আমাদিগের প্রাণসঙ্কটে শ্রীনারায়ণ এই বালকে আবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে পালন করিবেন, মহর্ষি গর্গমহাশয় বলিয়া গিয়াছেন—"এই বালক দ্বারা তোমরা সর্ব্ববিধ বিপদ্ হইতে সমুত্তীর্ণ হইবে"। অতএব সম্প্রতি শ্রীনারায়ণাবিষ্ট এই বালক শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনারায়ণত্বরূপে বিশ্বাসপূর্ব্বক বিপদুদ্ধারণার্থ শরণ লইব, এই প্রকার বিচার করিয়া (তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন)—এই ভাবার্থ ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, (হে) অমিতবিক্রম, রাম, এষঃ (প্রত্যক্ষীভূতঃ) ঘোরতমঃ বহ্নিঃ (দাবানলঃ) তাবকান্ (তবাশ্রিতান্) নঃ (অস্মান্ ব্রজজনান্) হি গ্রসতে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাভাগ কৃষ্ণ, হে অমিতবিক্রম রাম, এই ঘোরতম দাবানল, ত্বদীয় আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হে রামেতি তস্যাপি তদ্দিনে সর্ব্বজ্ঞত্বদর্শনাদয়মপি কৃষ্ণভ্রাতা দেবাবিষ্ট ইত্যনুমানাৎ ॥২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে রাম'—হে অনন্তবলশালিন্ বলরাম! শ্রীবলদেবের প্রতি এরূপ সম্বোধনের কারণ—সেইদিন শ্রীবলরামেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণভ্রাতা শ্রীরামকেও মহাপ্রভাবশালী দেবাবিষ্ট অনুমান করিয়াছিলেন ॥২৩॥

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, সুদুস্তরাৎ কালাগ্নেঃ স্বান্ (স্বকীয়ান্) সুহৃদঃ নঃ (অস্মান্) পাহি। (বয়ং) অকুতোভয়ং (অভয়ং) ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুং ন শক্নুমঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, এই সুদুস্তর কালাগ্নি হইতে স্বীয় সুহৃদ্গণকে রক্ষা কর। আমরা তোমার অভয় চরণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না অর্থাৎ মৃত্যু হইলে আমাদিগকে তোমার চরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে, পরন্তু তাহা আমাদের পক্ষে দুঃসহ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কালো মৃত্যুস্তদ্রূপাদগ্নেঃ। মৃত্যৌ সতি ত্বচ্চরণেন সহ বিয়োগো ভবেৎ স তু দুঃসহ ইত্যাহুঃ—ন শক্নুম ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাগ্নেঃ পাহি'—কাল অর্থাৎ মৃত্যুরূপ এই অগ্নি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। মৃত্যু হইলে তোমার চরণের সহিত আমাদের বিয়োগ হইবে, তাহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ, ইহা বলিতেছেন—'ন শক্নুমঃ', আমরা তোমার অভয়পদ ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি ॥ ২৪ ॥

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ।
তমগ্নিমপিবৎ তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিমোচনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্তশক্তিধৃক্ জগদীশ্বরঃ অনন্তঃ (সর্ব্বত্র

প্রকাশমানঃ বিগ্রহঃ) ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং (স্বজন-কাতরতাং) নিরীক্ষ্য তীব্রং তং অগ্নিং অপিবৎ ।।২৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—অনন্তশক্তি সর্ব্বত্র স্বতঃপ্রকাশমান-বিগ্রহ জগদীশ্বর নিজজনের এইরূপ কাতর ভাব দেখিয়া সেই দাবানলকে পান করিয়াছিলেন ।। ২৫ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

বিশ্বনাথ—স্বজনবৈক্লব্যং দৃষ্টেতি স্বজনবিষয়-কস্তৎপ্রেমৈব তেষাং রক্ষণার্থং তমৈশ্বর্য্যমনুসন্ধাপয়ামাসেতি ভাবঃ । ননু, পরমসুকুমারঃ কথং তীব্র-মগ্নিমপিবত্তত্রাহ,—অনন্তশক্তিধৃক্ তস্য সংহারিকা শক্তিরেবাপিবৎ তস্মিন্ শক্তিমতি তৎপানোপচার-মাত্রমিতি ভাবঃ ।। ২৫ ।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দশমেঽস্মিন্ সপ্তদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য'—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার স্বপ্রেমমূলক অনেক কাকুতিপূর্ণ আত্মীয়গণের ব্যাকুলতা দর্শন করিয়া সেই ভীষণ দাবানল পান করিলেন, অর্থাৎ স্বজনবিষয়ক সেই প্রেমই তাঁহাদের রক্ষার জন্য তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য স্মরণ করাইয়াছিলেন—এই ভাব । যদি বলেন—পরম সুকুমার গোপবালকরূপী শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে সেই দুঃসহ অগ্নি পান করিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনন্তশক্তিধৃক্', তিনি অনন্ত শক্তিধারী, সুতরাং তাঁহার সংহারিকা শক্তিই ঐ দাবাগ্নি পান করিয়াছিল, শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণে অগ্নিপান আরোপমাত্র হইল—এই ভাবার্থ ।। ২৫ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ১৭ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০।১৭ ।।

মধ্ব—

বিষ্ণুনা বিষ্ণুভক্তৈশ্চ ব্রহ্মশাপোঽনুবর্ত্ত্যতে ।
ব্রাহ্মণানামপীড়ায়ৈ বলিভিঃ ক্ষত্রিয়াদিভিঃ ।।
বিষ্ণোশ্চ বিষ্ণুভক্তানাং শাপাদ্‌যান্তি তমোঽখিলম্ ।
তথাপি চাসুরোবেশাচ্ছপেয়ুর্হরিমপ্যহো ।।
অনন্তু সৌভরেঃ শাপং নাত্যবর্ত্তৎ খগেশ্বর ।
অন্যথাতুত্তমানাং হি নাধমৈঃ শাপ ইষ্যতে ।।
বরোঽপিদত্তস্ত্বধিকৈর্নাধমাধিক্যকারণম্ ।
বিষ্ণোরপিবরস্তস্মান্নাধিক্যং সং প্রযচ্ছতি ।।
ক্রমশঃ শ্রীবিরিঞ্চাদেঃ কথঞ্চিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ ।
ন চ দদ্যাদ্ধরিস্তাদৃগ্‌দদ্যাদ্বা বাহ্যমেবতু ।।
ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ।।

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
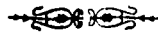
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ কৃষ্ণঃ পরিবৃতো জ্ঞাতিভির্মুদিতাত্মভিঃ।
অনুগীয়মানো ন্যবিশদ্‌ব্রজং গোকুলমণ্ডিতম্ ॥ ১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর-বধ বর্ণিত হইয়াছে। শত্রুনিসূদন বলদেব গ্রীষ্মকালেও বসন্তকালের গুণ-লক্ষিত বৃন্দাবনে কৌতুক সহকারে প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক উহার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা প্রলম্বের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিহার-স্থলী শ্রীবৃন্দাবন গ্রীষ্ম-কালেও বসন্তের গুণসমূহে বিভূষিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকগণ পরিবৃত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াতে মত্ত থাকিতেন। একদিন তাঁহারা নৃত্য-গীতাদিতে মত্ত ছিলেন, এমন সময়ে প্রলম্ব নামক অসুর গোপবেশে তথায় প্রবেশ করিল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ উহাকে দেখিয়া তাহার বধোপায় চিন্তনপূর্ব্বক উহাকে সখ্যত্বে অনুমোদন করিলেন এবং বয়স ও বলের অনুরূপ যূথক্রীড়া করিতে প্রস্তাব করিয়া আপনার এবং বলরামের নায়কত্বে সর্ব্ববালকগণকে দুই-দলে বিভক্ত করিলেন। জিত-ব্যক্তিগণ জেতাগণকে স্কন্ধে বহন করিবেন, এই পণে ক্রীড়া করিবার প্রস্তাব হইল এবং বলরামের পক্ষভুক্ত শ্রীদাম ও বৃষভ জয়ী হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিজপক্ষভুক্ত অপর বালকের সহিত তাঁহাদিগকে স্কন্ধে বহন করিতে লাগিলেন। প্রলম্বাসুর বলরামের সহিত পরাভূত হইয়া বলরামকে বহন করিতে করিতে দুর্জ্জয় শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্তরাল হইবার মানস করিল এবং দ্রুত চলিতে লাগিল। কিন্তু সুমেরু সদৃশ গুরুভার বলরামকে বহনে অসমর্থ হইয়া নিজ আসুর-মূর্ত্তি প্রকাশ করিল। বলরাম সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে তাহার মস্তকে এক ভীম মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

সুরপতির বজ্রদ্বারা পর্ব্বত বিদারণের ন্যায় প্রলম্ব সেই আঘাতে বিদীর্ণ-মস্তক হইয়া রক্তবমন করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইল। গোপবালকগণ বলরামকে প্রত্যাগত দর্শনে পরমানন্দ সহকারে আলিঙ্গন এবং সাধুবাদ প্রদান করিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে মাল্যবর্ষণ এবং প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—অথ মুদিতাত্মভিঃ (হৃষ্টচিত্তৈঃ) জ্ঞাতিভিঃ পরিবৃতঃ অনুগীয়মানঃ (চ) কৃষ্ণঃ গোকুলমণ্ডিতং ব্রজং ন্যবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর হৃষ্টচিত্ত বন্ধুগণ শ্রীকৃষ্ণের যশোগান করিতে লাগিলেন এবং তিনি তাহাদিগ-কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া গোকুলদ্বারা পরিশোভিত ব্রজমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—গ্রীষ্মর্ত্তুবর্ণনং কেলৌ কৃষ্ণঃ শ্রীদামবাড়্‌ভূৎ। রামঃ প্রলম্বমারুহ্যাঽহন্নিত্যষ্টাদশে কথা ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাদশ অধ্যায়ে গ্রীষ্ম ঋতুর বর্ণনা, ক্রীড়ায় পরাজিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদামকে বহন এবং শ্রীবলরাম কর্ত্তৃক প্রলম্বাসুরের স্কন্ধে আরোহণপূর্ব্বক তাহার বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

ব্রজে বিক্রীড়তোরেবং গোপালচ্ছদ্মমায়য়া।
গ্রীষ্মো নামর্ত্তুরভবন্নাতিপ্রেয়ান্ শরীরিণাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং ব্রজে গোপালছদ্মমায়য়া বিক্রীড়তোঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ সতোঃ) শরীরিণাং নাতিপ্রেয়ান্ (নাতিসুখপ্রদঃ) গ্রীষ্মঃ নামঃ ঋতুঃ অভবৎ (আবির্ভূতঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ গো-পালন ছলনা করিয়া লোকবঞ্চনা-পূর্ব্বক ব্রজে বিহার করিতে থাকিলে প্রাণিগণের অনতিপ্রিয় গ্রীষ্মঋতু আবির্ভূত হইল ॥২॥

বিশ্বনাথ—গোপালনং ছদ্ম বনগমনায় মিষং যস্যাং তথা ভূতা যা মায়া প্রচ্ছন্নকামতাময়ী জন-বঞ্চনা তয়া বিক্রীড়তোর্ব্রজবালাভিঃ সহ বিহরতো-রিতি। বলদেবস্যাপি পৃথক্ কান্তা গোপ্যঃ আনন্দ-বৃন্দাবনে দৃষ্টাঃ। মূলেঽপ্যপরিষ্টাদ্ব্যক্তীভবিষ্যন্তি ॥২

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপালচ্ছদ্মমায়য়া'—বন-গমনের উদ্দেশ্যে গোপালনচ্ছলে প্রচ্ছন্নকামতাময়ী জনবঞ্চনারূপ মায়া দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজ-

বালাগণের সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিতে থাকিলে গ্রীষ্ম নামক ঋতু আবির্ভূত হইল। শ্রীআনন্দবৃন্দাবন-চম্পূতে দৃষ্ট হয় শ্রীবলদেবেরও পৃথক্ কান্তা ছিলেন। এখানেও পরবর্ত্তী (৬৫ অধ্যায়ে) শ্রীবলরামের জল-কেলি-প্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইবে ॥ ২ ॥

———

স চ বৃন্দাবনগুণৈর্বসন্ত ইব লক্ষিতঃ।
যত্রাস্তে ভগবান্ সাক্ষাৎ রামেণ সহ কেশবঃ ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—যত্র রামেণ সহ সাক্ষাৎ ভগবান্ কেশবঃ আস্তে বৃন্দাবনগুণৈঃ (তস্য বৃন্দাবনস্য প্রভাবৈঃ) সঃ চ (গ্রীষ্মকালঃ) বসন্তঃ ইব লক্ষিতঃ (অনুভূতঃ বভূব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যেখানে বলদেবের সহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ কৃষ্ণ বাস করেন সেই বৃন্দাবনের প্রভাব বশতঃ তাদৃশ গ্রীষ্মকালও বসন্তকালের ন্যায় অনুভূত হইতে লাগিল ॥ ৩ ॥

———

যত্র নির্ঝরনির্হ্রাদ-নিবৃত্তস্বনঝিল্লিকম্।
শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতম্ ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—(বসন্তং সাম্যমাহ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ) যত্র (গ্রীষ্মেঽপি বৃন্দাবনং) নির্ঝরনির্হ্রাদনিবৃত্তস্বন-ঝিল্লিকং (নির্ঝরাণাং নির্হ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনাঃ ছন্নধ্বনয়ঃ ঝিল্লিকাঃ কঠোরধ্বনিসূক্ষ্মকীটাঃ যস্মিন্ তথাভূতং) শশ্বত্তচ্ছীকরর্জীষ-দ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতং (শশ্বৎ নিরন্তরং তেষাং নির্ঝরাণাং শীকরৈঃ জলকণৈঃ ঋজীষাঃ স্নিগ্ধাঃ যে দ্রুমাঃ তেষাং মণ্ডলৈঃ মণ্ডিতং ভূষিতং জাতম্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সেখানে নির্ঝর সমূহের ধ্বনিতে কঠোরভাষিঝিল্লিগণের শব্দ আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং নিরন্তর নির্ঝরোত্থিত জলকণা সংস্পর্শে স্নিগ্ধ তরুরাজিদ্বারা বৃন্দাবন ভূমি ভূষিত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—বসন্তসাম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ। যত্র বৃন্দাবনে গ্রীষ্মেঽপি নির্ঝরাণাং নিহ্রাদেন ঘোষেণ নিবৃত্তস্বনা আচ্ছন্নধ্বনয়ো ঝিল্লিকাঃ কঠোরভাষিসূক্ষ্মকীটা যস্মিন্ তথাভূতং স্থলং ভবতীতি শেষঃ। শশ্বত্তেষাং শীকরৈরম্বুকণৈঃ ঋজীষাঃ স্নিগ্ধা যে দ্রুমাস্তেষাং মণ্ডলৈর্মণ্ডিতম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গ্রীষ্মকালেও শ্রীবৃন্দাবনীয় গুণসমূহ দ্বারা বসন্তকালের সাম্যতা চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যত্র', যে বৃন্দাবনে গ্রীষ্মকালেও ঝরণার শব্দ দ্বারা ঝিল্লিক নামক সূক্ষ্মকীটের কর্কশ শব্দ আচ্ছন্ন হইয়া থাকে এবং নিরন্তর ঝরণাসমূহের জলবিন্দু দ্বারা তত্রস্থ বৃক্ষসকল স্নিগ্ধ রহিয়াছে ॥ ৪ ॥

সরিৎসরঃপ্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা
কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা।
ন বিদ্যতে যত্র বনৌকসাং দবো
নিদাঘবহ্ন্যর্কভবোঽতিশাদ্বলে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ — যত্র (গ্রীষ্মে বৃন্দাবনে বা) অতিশাদ্বলে (অতিহরিততৃণময়ে অতিক্রান্তশাদ্বলেঽপি স্থানে বা) (কহ্লারকঞ্জোৎপলরেণুহারিণা (সৌগন্ধিক-কমল-কুবলয়াদিজলজ-কুসুমপরাগবহেন) সরিৎসর প্রস্রবণোর্ম্মিবায়ুনা (নদ্যাদিতরঙ্গস্পর্শি শীতলবাতেন হেতুনা) বনৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) নিদাঘবহ্ন্যর্কভবঃ (গ্রীষ্মকালীনাগ্নিসূর্য্যজনিতঃ) দবঃ (তাপঃ) ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেখানে অতিশয় হরিতবর্ণ তৃণময় স্থানে কহ্লার, পদ্ম, উৎপল প্রভৃতি জলজাত কুসুমের পরাগবাহী, নদী, সরোবর, প্রস্রবণ প্রভৃতির তরঙ্গ-স্পর্শী শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় ব্রজবাসিগণের গ্রীষ্মকালীন সূর্য্য বা অগ্নিজনিত কোনরূপ তাপ বর্ত্ত-মান ছিল না ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সরিদাদীনামূর্ম্ময়ো যতস্তেনেতি শৈত্যম্। কহ্লারাদীনাং রেণূন্ হর্ত্তুং নিঃশব্দত্বেনালক্ষ্যতয়া চোরয়িতুং শীলং যস্যেতি সৌগন্ধ্যমান্দ্যে, দবস্তাপঃ। অন্যত্র নিদাঘে দাবানলভবস্তাপো ভবতি সোঽত্র নাস্তীত্যাহ,—অতিশাদ্বলে অতিকোমলহরিততৃণাকীর্ণে ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নদী প্রভৃতির তরঙ্গসমূহ যাহা হইতে, এরূপ বায়ুর দ্বারা, ইহা বলায় শৈত্য। কহ্লার প্রভৃতির রেণুসমূহ নিঃশব্দে অলক্ষিতভাবে হরণ করা স্বভাব যাহার, এমন বায়ু, ইহাতে সৌগন্ধ্য

ও মান্দ্য উক্ত হইল। 'দবঃ'—বহ্নি ও সূর্য্যজনিত সন্তাপ। অন্যত্র গ্রীষ্মকালে দাবানলভব তাপ থাকিলেও এই শ্রীবৃন্দাবনে তাহা নাই, ইহা বলিতেছেন—'অতিশাদ্বলে', অতি কোমল হরিদ্‌বর্ণ তৃণাকীর্ণ স্থলে (ব্রজবাসীদিগের কোন সন্তাপ উপলব্ধি হইত না)॥ ৫॥

অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভি-
দ্র্বৎপুরীষ্যাঃ পুলিনৈঃ সমন্ততঃ।
ন যত্র চণ্ডাংশুকরা বিষোল্বণা
ভুবো রসং শাদ্বলিতঞ্চ গৃহ্ণতে॥ ৬॥

অন্বয়ঃ—যত্র (বৃন্দাবনে) বিষোল্বণাঃ (বিষবৎ অতিতীক্ষ্ণাঃ অপি) চণ্ডাংশুকরাঃ (সূর্য্যকিরণাঃ) অগাধতোয়হ্রদিনীতটোর্ম্মিভিঃ (অগাধতোয়াঃ অগাধজলাঃ যা হ্রদিন্যঃ নদ্যঃ তাসাং তটস্পর্শিভিঃ ঊর্ম্মিভিঃ) পুলিনৈঃ (পঙ্কিলসৈকতৈঃ) দ্রবৎপুরীষ্যাঃ (দ্রবৎসদৈব আর্দ্রং পুরীষং পঙ্কং যস্যাঃ তথাভূতায়াঃ) ভুবঃ (ভূমেঃ) সমন্ততঃ শাদ্বলিতং (শাদ্বলযুক্তিকৃতং) রসং চ ন গৃহ্ণতে (ন অপহর্ত্তুং শক্নুবন্তি)॥ ৬॥

অনুবাদ—সেই বৃন্দাবনে অগাধ-সলিলা নদীসমূহের তরঙ্গরাশি তীরদেশ স্পর্শ করিয়া পুলিন অতিক্রমপূর্ব্বক সর্ব্বদা ভূমির পঙ্কসমূহ দ্রব করিতেছিল। অতএব নিদাঘকালীন সূর্য্যকিরণ বিষতুল্য উগ্র হইয়াও সেই ভূমির শাদ্বলভাব অর্থাৎ শীতলত্ব অপহরণ করিতে পারে নাই॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—অর্কভবতাপাভাবে পূর্ব্বোক্তদ্রুমমণ্ডলমণ্ডিতত্বমেব হেতুরস্তি হেত্বন্তরমপ্যাহ,—অগাধতোয়া হ্রদিন্যস্তাসাং তটস্পর্শিভিরূর্ম্মিভির্দ্রবৎ সদৈবার্দ্রং পুরীষং পঙ্কং যস্যাস্তথাভূতায়া ভুবো রসং ন গৃহ্ণতীত্যন্বয়ঃ। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রসং কীদৃশং সমন্ততঃ পঙ্কিলৈঃ পুলিনৈঃ শাদ্বলিতং শাদ্বলযুক্তীকৃতং "বিন্মতোর্লুগ্" ইতি মতুপো লুক্॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সূর্য্যজনিত তাপের অভাববিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দ্রুমমণ্ডল-পরিশোভিতত্বই কারণ হইলেও অপর হেতু বলিতেছেন—'অগাধতোয়'-ইত্যাদি, অগাধসলিলা হ্রদিনীসকল, তাহাদের তটস্পর্শী তরঙ্গসমূহের দ্বারা সর্ব্বদা আর্দ্র পঙ্ক যাহার, তাদৃশ ভূমির রস সূর্য্যকিরণ অপহরণ করিতে পারে নাই। রস কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—সমন্ততঃ পঙ্কিল পুলিনের দ্বারা শাদ্বলীকৃত (হরিত তৃণের দ্বারা আকীর্ণ)। অর্থাৎ বৃন্দাবন ভূমি সর্ব্বদা রসযুক্তই থাকিত, সর্ব্বত্রই তৃণ থাকিত, পুলিনসমূহ অগাধতোয়া হ্রদিনীর তটস্পর্শী তরঙ্গযুক্ত, অতএব সূর্য্যতাপে তাহার রস ও শৈত্যাদি অক্ষুণ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে॥ ৬॥

বনং কুসুমিতং শ্রীমন্নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজম্।
গায়ন্ময়ূরভ্রমরং কূজৎকোকিলসারসম্॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ যত্র) বনং (অবান্তরবনং) শ্রীমৎ (অপূর্ব্বশোভা-সম্পন্নং) কুসুমিতং নদচ্চিত্রমৃগদ্বিজং (শব্দায়মানপশুপক্ষীপূর্ণং) গায়ন্ময়ূরভ্রমরং (গায়ন্তৌ ময়ূরভ্রমরৌ যত্র তাদৃশং) কূজৎকোকিলসারসং (কূজন্তৌ অব্যক্তমধুরধ্বনিং কুর্ব্বন্তৌ কোকিলসারসৌ যত্র তাদৃশং জাতম্)॥ ৭॥

অনুবাদ—তৎকালে সেখানে বনরাজি অতিশয় শোভাময় ও কুসুমিত হইয়াছিল এবং তথায় পশুপক্ষিগণ শব্দ, ময়ূর ও ভ্রমরগণ সঙ্গীত এবং কোকিল ও সারসগণ কূজন করিতেছিল॥ ৭॥

ক্রীড়িষ্যমাণস্তৎ কৃষ্ণো ভগবান্ বলসংযুতঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোপৈর্গোধনৈঃ সংবৃতোঽবিশৎ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—বলসংযুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ ক্রীড়িষ্যমাণঃ (ক্রীড়ার্থং) গোপৈঃ গোধনৈঃ (চ) সংবৃতঃ (সন্) বেণুং বিরণয়ন্ (বাদয়ন্) তৎ (বনং) অবিশৎ॥ ৮॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তথায় ক্রীড়া করিবেন বলিয়া বলদেবের সহিত এবং গা-গোপগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বেণু-বাদ্য করিতে করিতে সেই বনে প্রবেশ করিলেন॥ ৮॥

প্রবালবর্হস্তবক-স্রগ্ধাতুকৃতভূষণাঃ।
রামকৃষ্ণাদয়ো গোপা ননৃতুর্যুযুধুর্জগুঃ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—প্রবালবর্হস্তবক স্রগ্‌ধাতুকৃতভূষণাঃ (প্রবলাদিভিঃ ভূষিতাঃ) রামকৃষ্ণাদয়ঃ গোপাঃ ননৃতুঃ যুযুধুঃ (পরস্পরং যুধ্যমানাঃ বভূবুঃ) জগুঃ (গানঞ্চক্রুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তথায় রামকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ প্রবাল, ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ, মাল্য এবং গৈরিকাদি ধাতুদ্বারা ভূষিত হইয়া নৃত্য, পরস্পর যুদ্ধ এবং গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোপা ইতি। রামস্যাপি গোপাভিমানত্বাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপাঃ'—রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ বিবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া, নৃত্য, বাহুযুদ্ধ ও গান করিতে লাগিলেন। শ্রীবলরামেরও গোপাভিমানত্ব দৃষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।
বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসুরথাপরে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (গোপাঃ) কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ (কৃষ্ণে নৃত্যতি সতি) অবাদয়ন্ (বাদ্যং চক্রুঃ) কেচিৎ জগুঃ অথ অপরে শৃঙ্গৈঃ বেণুপাণিতলৈঃ (বংশীকরতালৈশ্চ) প্রশশংসুঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ নৃত্য করিলে, কোন কোন গোপ বাদ্য, কেহ কেহ গান এবং অন্যে শৃঙ্গ, বংশী ও করতাল বাজাইয়া 'সাধু' 'সাধু'—বলিয়া প্রশংসা করিতেছিল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কৃষ্ণে নৃত্যতি সতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ'—কৃষ্ণ নৃত্য করিতে থাকিলে, কোন কোন গোপ গান করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্না দেবা গোপালরূপিণম্।
ঈড়িরে কৃষ্ণরামং চ নটা ইব নটং নৃপ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, গোপজাতিপ্রতিচ্ছন্নাঃ (ছদ্মনা গোপবিগ্রহধরাঃ) দেবাঃ গোপালরূপিণং কৃষ্ণরামং চ (কৃষ্ণং রামঞ্চ) নটাঃ নটং ইব ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ছদ্মগোপবিগ্রহধারী দেবগণ, নটগণ যেরূপ প্রধান নটের স্তুতি করে সেইরূপ কৃষ্ণ ও রামের স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণোপাসকৈর্ভক্তৈরুপাস্যত্বাদাগমাদিষু তথা প্রসিদ্ধ্যা চ দেবাঃ কিন্তু গোপজাত্যা প্রতিচ্ছন্না ইতি। তেষাং দেবানামপি গোপজাতিত্বমিত্যর্থঃ। যদ্বা, গোপজাতিষু কৃষ্ণসখেষু মধ্য এব প্রতিচ্ছন্নাঃ নরবেশেন ভব-নারদাদয়ো ভক্তাস্তল্লীলাস্বাদার্থমিত্যর্থঃ। গোপালরূপিণমিতি নিত্যযোগে ইনিঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবাঃ'—কৃষ্ণোপাসক ভক্তগণ কর্ত্তৃক উপাস্যত্বহেতু আগমাদিতে প্রসিদ্ধ দেবগণ, কিন্তু ছন্ন গোপরূপধারী, সেই দেবগণেরও গোপজাতিত্ব, এই অর্থ। অথবা—গোপজাতি কৃষ্ণ-সখাগণের মধ্যে প্রতিচ্ছন্ন দেবগণ, অর্থাৎ শঙ্কর, নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ, তল্লীলা আস্বাদনের নিমিত্ত নরবেশে ছদ্মভাবে অবস্থিত ছিলেন। 'গোপালরূপিণং'—গোপালরূপী কৃষ্ণ-রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এখানে নিত্যযোগে ইনি প্রত্যয় হইয়াছে, অর্থাৎ এই গোপালরূপই তাঁহার নিত্য রূপ ॥ ১১ ॥

ভ্রমণৈর্লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈরাস্ফোটনবিকর্ষণৈঃ।
চিক্রীড়তুর্নিযুদ্ধেন কাকপক্ষধরৌ ক্বচিৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ক্বচিৎ কাকপক্ষধরৌ (কেশগুম্ফিতবেণীধারিণৌ) ভ্রমণৈঃ লঙ্ঘনৈঃ ক্ষেপৈঃ আস্ফোটন বিকর্ষণৈঃ নিযুদ্ধেন চিক্রীড়তুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কোথাও বা রামকৃষ্ণ কেশগুলিতে বেণীধারণপূর্ব্বক ভ্রমণ, লঙ্ঘন, উৎক্ষেপণ, আস্ফোটন, আকর্ষণ এবং বাহুযুদ্ধ দ্বারা ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—আস্ফোটনৈঃ করতলেন ভূজমূলাঘাতৈঃ নিযুদ্ধেন বাহুযুদ্ধেন, "কাকপক্ষাশ্চূড়াকরণাৎ প্রাক্তনাঃ কেশা" ইতি স্বামিচরণাঃ। কেশগুম্ফিতবেণীত্রয়মিতি কেচিৎ। কর্ণাগ্রলম্বিবক্রালকা ইত্যন্যে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস্ফোটনৈঃ'—করতলের দ্বারা বাহুমূলে আঘাত করা। 'নিযুদ্ধেন'—বাহুযুদ্ধের দ্বারা। 'কাকপক্ষধরৌ'—শ্রীল শ্রীধর স্বামি-

পাদ বলেন, কাকপক্ষ বলিতে চূড়াকরণের প্রাক্তন কেশসমূহ, অর্থাৎ চূড়াকরণের প্রাক্তন কেশধারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম। কেহ বলেন—কেশগ্রথিত বেণীত্রয়ধারী। অপরে বলেন—কর্ণাগ্রলম্বিত বক্র অলকধারী ॥ ১২ ॥

কৃচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্।
শশংসতুর্মহারাজ সাধুসাধ্বিতিবাদিনৌ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, কৃচিৎ অন্যেষু (গোপবালকেষু) নৃত্যৎসু (নৃত্যং কুর্ব্বৎসু সৎসু) স্বয়ং (রামকৃষ্ণৌ) গায়কৌ বাদকৌ (চ সন্তৌ) সাধু সাধু ইতি বাদিনৌ শশংসতুঃ (প্রশংসাং চক্রতুঃ)॥১৩

অনুবাদ—হে মহারাজ, কোন স্থানে অন্য গোপবালকগণ নৃত্য করিতে থাকিলে রামকৃষ্ণ গায়ক ও বাদক হইয়া সাধু সাধু শব্দে প্রশংসা করিতেন ॥১৩॥

কৃচিদ্বিল্বৈঃ কৃচিৎ কুম্ভৈঃ কৃচামলকমুষ্টিভিঃ।
অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ কৃচিন্মৃগখগেহয়া ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ বিল্বৈঃ (নিঃক্ষিপ্যমানয়োঃ বিল্বফলয়োঃ পরস্পরাঘাতৈঃ) কৃচিৎ কুম্ভৈঃ (কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ) কৃচ (কুত্রাপি চ) আমলকমুষ্টিভিঃ (কৃচিৎ) অস্পৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ (স্পর্শস্য অদিৎসাচিকীর্ষাভ্যাং ক্রীড়া তত্র স্পর্শকর্ত্তুঃ জয় স্পর্শাকর্ত্তুঃ পরাজয়ঃ, অলক্ষিতং পৃষ্ঠদেশং আসাদ্য পাণিতলাভ্যাং নেত্রবন্ধকং পরিচিনোতি চেৎ জয়ঃ অন্যথা পরাজয়ঃ তৈঃ) কৃচিৎ মৃগখগেহয়া (পশুপক্ষীচেষ্টয়া রামকৃষ্ণৌ তৌ বনে চেরতুঃ ইতি উত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কোথাও বিল্বফল, কোথাও কুম্ভফল, কোথাও মুষ্টিগত আমলকীফল, কোথাও অস্পৃশ্যত্ব ও নেত্রবন্ধত্ব প্রভৃতি ছল, কোথাও বা পশুপক্ষিগণের আচরণদ্বারা রামকৃষ্ণ বনে বিচরণ করিতেছিলেন ॥১৪

বিশ্বনাথ—কৃচিদ্বিল্বৈরিতি। নিক্ষিপ্যমাণয়োর্বিল্বফলয়োঃ পরস্পরাঘাতৈঃ এবং কুম্ভৈঃ কুম্ভবৃক্ষফলৈঃ। অস্পৃশ্যেতি স্পর্শস্য অদিৎসা-চিকীর্ষাভ্যাং ক্রীড়া তত্র স্পর্শকর্ত্তুর্জয়ঃ স্পর্শাকর্ত্তুঃ পরাজয়ঃ। অলক্ষিতমেব পৃষ্ঠদেশমাসাদ্য পাণিতলাভ্যাং নেত্রবন্ধকং পরিচিনোতি চেৎ জয়ঃ, নচেৎ পরাজয়ঃ। সর্ব্বত্র জয়পরাজয়য়োর্মুরলীবেত্রাদিরেব গ্লহঃ। খগমৃগেহয়েতি,—খগাদ্যাকৃতিমতাং মিথোযুদ্ধকূজিতাদিকম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিদ্ বিল্বৈঃ'—কোথাও নিক্ষিপ্যমাণ বিল্বফলের পরস্পর আঘাত দ্বারা, কোথাও কুম্ভবৃক্ষের ফল দ্বারা তাঁহারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। 'অস্পৃশ্য-নেত্রবন্ধাদ্যৈঃ'—অস্পৃশ্য বলিতে স্পর্শ প্রদানে অনিচ্ছা ও স্পর্শ করিতে ইচ্ছা, তাদৃশ ক্রীড়াতে স্পর্শকারীর জয় ও অস্পর্শনে পরাজয়। নেত্রবন্ধন, অর্থাৎ অলক্ষিতভাবে পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া পাণিতল দ্বারা নেত্রবন্ধককে পরিজ্ঞাত হওয়া। নেত্রবন্ধককে চিনিতে পারিলে জয় অন্যথা পরাজয়। সমস্ত ক্রীড়াতে জয় ও পরাজয়ে মুরলী, বেত্রাদি পণ থাকিত। 'খগ-মৃগেহয়া'—কোথাও মৃগ ও পক্ষীর আকার অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পর যুদ্ধ ও শব্দাদি চেষ্টানুকরণ দ্বারা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

কৃচিচ্চদর্দ্দুরপ্লাবৈর্বিবিধৈরুপহাসকৈঃ।
কদাচিৎ স্যন্দোলিকয়া কর্হিচিন্নৃপচেষ্টয়া ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ চ দর্দ্দুরপ্লাবৈঃ (ভেকবৎ-উল্লঙ্ঘনৈঃ) (কৃচিৎ) বিবিধৈঃ উপহাসকৈঃ কদাচিৎ স্যান্দোলিকয়া (দোলালম্বনেন) কর্হিচিৎ নৃপচেষ্টয়া (নৃপলীলয়া) (রাজচেষ্টয়া তৌ চেরতুঃ ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কোথাও ভেকের ন্যায় উল্লম্ফন, কোথাও নানারূপ উপহাস, কোথাও দোলা অবলম্বন, কোন স্থানে বা নৃপতুল্য লীলার অভিনয় করিয়া বিচরণ করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কদাচিৎ শ্রাবণশুক্লতৃতীয়ামারভ্য স্যন্দোলিকয়া দোলান্দোলনেন, নৃপচেষ্টয়া দানঘট্টপ্রদেশে নৃপস্যেব চেষ্টা ঘট্টকর জিঘৃক্ষয়া-ব্রজবালানিরোধস্তয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদাচিৎ'-কোন সময়ে, অর্থাৎ শ্রাবণমাসের শুক্লা তৃতীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া (পূর্ণিমা পর্য্যন্ত), 'স্যন্দোলিকয়া'—দোলায়

দোলন দ্বারা (ঝুলন) লীলা করিতেন। 'নৃপচেষ্টয়া' —কখনও বা নরপতিদিগের অনুকরণ দ্বারা অর্থাৎ দানঘট্ট প্রদেশে নৃপের ন্যায় চেষ্টা, দান-ঘাটীর কর গ্রহণের অভিলাষে ব্রজবালাগণের নিরোধরূপ (দান) লীলা করিতেন ॥ ১৫ ॥

———

এবং তৌ লোকসিদ্ধাভিঃ ক্রীড়াভিশ্চেরতুর্বনে।
নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু কাননেষু সরঃসু চ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) তৌ (রাম-কৃষ্ণৌ) লোকসিদ্ধাভিঃ (লৌকিকৈঃ) ক্রীড়াভিঃ বনে (বৃন্দাবনে) নদ্যদ্রিদ্রোণিকুঞ্জেষু (নদ্যঃ অদ্রয়ঃ দ্রোণয়ঃ অদ্রিসন্ধয়ঃ কুঞ্জানি চ তেষু) কাননেষু (অবান্তরবনেষু) সরঃসু (সরোবরেষু চ) চেরতুঃ ॥১৬

অনুবাদ—এইরূপে রামকৃষ্ণ লৌকিক ক্রীড়ায় নিরত হইয়া বৃন্দাবনের নদী পর্ব্বত, গহ্বর, কুঞ্জবন এবং সরোবর সকলে বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দ্রোণ্যশ্চাদ্রিসন্ধয়ঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নদ্যাদ্রি-দ্রোণি-কুঞ্জেষু'—দ্রোণি বলিতে গিরিগহ্বর, অর্থাৎ তাহারা কখন যমুনাদি নদী, গোবর্দ্ধনাদি পর্ব্বত, গিরিগহ্বর, কুঞ্জ প্রভৃতিতে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

———

পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) অসুরঃ প্রলম্বঃ (তন্নামা) গোপরূপী (গোপরূপধরঃসন্) তজ্জিহীর্ষয়া (রাম-কৃষ্ণয়োঃ হরণেচ্ছয়া) গোপৈঃ (সহ) তদ্‌বনে পশূন্ চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ (সমীপং) অগাৎ (আগতঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর প্রলম্ব নামক অসুর গোপরূপ ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণের হরণ ইচ্ছায় গোপগণের সহিত সেই বনে পশুচারণশীল রামকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—চারয়তোঃ সতোঃ গোপরূপী যঃ কোঽপি গোপস্তদ্দিনে কিঞ্চিৎ কৃত্যার্থং গৃহে স্থিতস্ত-দ্রূপধারী তয়োর্জিহীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চারয়তঃ'—এইরূপে গোপ-গণের সহিত রাম ও কৃষ্ণ বিহার করিতে থাকিলে, 'গোপরূপী'—যে কোন গোপ সেই দিনে কোনও কার্য্যের প্রতিবন্ধহেতু গৃহে অবস্থিত ছিলেন, ইত্যব-সরে প্রলম্ব নামক অসুর ঐ গোপের রূপ ধারণ করিয়া রাম-কৃষ্ণকে হরণ করিবার বাসনায় তাঁহা-দিগের সমীপে আগমন করিল ॥ ১৭ ॥

———

তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—দাশার্হঃ সর্ব্বদর্শনঃ ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) তদ্বিদ্বান্ (প্রলম্বাভিপ্রায়ং জানন্) অপি তস্য বধং বিচিন্তয়ন্ তৎসখ্যং (তস্য বন্ধুত্বং) অন্বমোদত (স্বীচকার) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—যাদব-শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—বিচিন্তয়ন্ অনেনৈব প্রকারেণেমং ঘাতয়িষ্যামীতি চিন্তয়া নিশ্চিন্বন্ ॥ ১৮ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিচিন্তয়ন্'—সর্ব্বদর্শী ভগ-বান্ শ্রীকৃষ্ণ 'এই প্রকারেই ইহার বিনাশসাধন করা-ইব'—ইহা নির্দ্ধারণপূর্ব্বক সেই গোপরূপী প্রলম্বা-সুরের বন্ধুত্ব স্বীকার করিলেন ॥ ১৮ ॥

———

তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ।
হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিহারবিৎ (ক্রীড়ারসজ্ঞঃ) কৃষ্ণঃ তত্র গোপালান্ উপাহূয় (আহূয়) হে গোপা, (বয়ং) দ্বন্দ্বীভূয় (দ্বিধা বিভক্তাঃ সন্তঃ) যথাযথং বিহ-রিষ্যামঃ (ইতি) প্রাহ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—ক্রীড়ারসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তথায় গোপাল-গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—হে গোপগণ, আমরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যথাযথ ভাবে ক্রীড়া করিব ॥ ১৯ ॥

———

তত্র চক্রুঃ পরিবৃঢ়ৌ গোপা রামজনার্দ্দনৌ ।
কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ কেচিদাসন্ রামস্য চাপরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—গোপাঃ তত্র (ক্রীড়ায়াং) রামজনার্দ্দনৌ পরিবৃঢ়ৌ (পক্ষদ্বয়স্য নারকৌ) চক্রুঃ। কেচিৎ (গোপাঃ) কৃষ্ণসঙ্ঘট্টিনঃ (কৃষ্ণপক্ষীয়াঃ) অপরে চ রামস্য (পক্ষীয়াঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গোপগণ সেই ক্রীড়ায় রাম-কৃষ্ণকে দুইপক্ষের নায়ক কল্পনা করিল। গোপগণের মধ্যে কতিপয় কৃষ্ণের পক্ষে, কতিপয় রামের পক্ষে যোগদান করিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পরিবৃঢ়ৌ নায়কৌ কৃষ্ণস্য সঙ্ঘট্টো যূথস্তদ্গতাঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিবৃঢ়ৌ'—নায়ক, অর্থাৎ সেই ক্রীড়াতে গোপগণ শ্রীরাম ও কৃষ্ণকে ঐ ক্রীড়ার নায়ক বা দলপতি করিলেন। 'কৃষ্ণ-সঙ্ঘট্টিনঃ'—কতক গোপ কৃষ্ণের পক্ষ হইল এবং কেহ কেহ বলরামের দলভুক্ত হইল ॥ ২০ ॥

আচেরুর্বিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ ।
যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(তে) বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ বিবিধাঃ ক্রীড়াঃ আচেরুঃ। যত্র (ক্রীড়ায়াং) জেতারঃ (জয়িনঃ) আরোহন্তি (পরাজিতানাং স্কন্ধদেশং আরূঢ়াঃ ভবন্তি) পরাজিতাঃ চ বহন্তি (জয়িনঃ স্কন্ধে ধারয়ন্ত বহন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—তাহারা বাহ্য এবং বাহকভাবে নানারূপ ক্রীড়ার আচরণ করিল। সেই ক্রীড়ায় বিজেতাগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ এবং পরাজিতগণ তাহাদিগকে বহন করিত ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—কিন্তু বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ। অস্যার্থং বিবৃণোতি,—যত্রেতি। পিহিতফলাদিজ্ঞানবন্তো জেতারং আরোহন্তি তদজ্ঞানবন্তঃ পরাজিতা বহন্তি ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাহ্য-বাহকলক্ষণাঃ'—তাঁহারা বাহ্য ও বাহকরূপ বিবিধ ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রীড়ায় বিবৃত করিতেছেন—'যত্র', যে ক্রীড়াই জেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করিতেন এবং পরাজিতগণ জেতাকে বহন করিতেন ॥ ২১ ॥

বহন্তো বাহ্যমানাশ্চ চারয়ন্তশ্চ গোধনম্ ।
ভাণ্ডীরকং নাম বটং জগ্মুঃ কৃষ্ণপুরোগমাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) কৃষ্ণপুরোগমাঃ (কৃষ্ণানুবর্ত্তিনঃ গোপাঃ) বহন্তঃ বাহ্যমানাঃ চ গোধনং চারয়ন্তঃ চ ভাণ্ডীরকং নাম বটং (বটবৃক্ষমূলং) জগ্মুঃ ॥২২॥

অনুবাদ—এইরূপে কৃষ্ণানুবর্ত্তী গোপগণ কেহ কেহ বাহকরূপে এবং কেহ কেহ অন্য কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বটবৃক্ষমূলে গমন করিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ভাণ্ডীরকং বটং জগ্মুরিতি স এব বটোঽবরোহণস্থানকল্পিত ইত্যর্থঃ। তথৈবারোহণ-স্থলমপি তৎসমীপবর্ত্তি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভাণ্ডীরকং বটং জগ্মুঃ'—এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ বাহ্য ও বাহক হইয়া গোচারণ করিতে করিতে প্রসিদ্ধ ভাণ্ডীর বটের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কারণ সেই বটবৃক্ষই অবরোহণের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেইরূপ আরোহণ স্থলও তাহার সমীপবর্ত্তী জানিতে হইবে ॥২২

রামসঙ্ঘট্টিনো যর্হি শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাংস্তানূহুঃ কৃষ্ণাদয়ো নৃপ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, যর্হি (যদা) রামসংঘট্টিনঃ (বলদেবপক্ষীয়াঃ) শ্রীদামবৃষভাদয়ঃ (গোপাঃ) ক্রীড়ায়াং জয়িনঃ (বভূবুঃ তদা) কৃষ্ণাদয়ঃ তান্ তান্ উহুঃ (বাহিতবন্তঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যখন বলদেবের পক্ষস্থ শ্রীদাম, বৃষভ প্রভৃতি গোপগণ ক্রীড়ায় জয়ী হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ তাঁহাদিগকে বহন করিত ॥ ২৩ ॥

মধ্ব—শ্রীদামা কৃষ্ণমুবাচ। হরিবংশাদিবচনাৎ। বাহুমানবিরোধেতু ব্যত্যাসঃ শব্দতোঽর্থতঃ। কার্য্যোঽহ-নিরুক্তদেবানাং গুণসিদ্ধ্যৈ নচান্যথা ॥ বিষ্ণুর্ব্রহ্ম তথা বায়ুরনিরুক্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তৎপত্ন্যশ্চেতর-গুণাব্যত্যাস্যাস্তেষ্বসংশয়ঃ। ইতি ব্রহ্মতর্কে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীভাগবতদশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—পরাজিতঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ শ্রীদামানং উবাহ। ভদ্রসেনঃ বৃষভং (উবাহ) প্রলম্বঃ রোহিণী-সুতং (রামং উবাহ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর বল-দেবকে বহন করিতেছিল ॥ ২৪ ॥

অবিষহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—দানবপুঙ্গবঃ (প্রলম্বাসুরঃ) কৃষ্ণং অবিষহ্যং মন্যমানঃ বহন্ (বলদেবং ধারয়ন্) দ্রুত-তরং (সত্বরং) অবরোহণতঃ পরং (অবরুহ্যতে অস্মিন্ ইতি অবরোহণং মর্য্যাদাস্থলং ততঃ অপি পরং দূরং নেত্রাগোচরস্থানং) প্রাগাৎ (প্রস্থিতঃ)॥২৫॥

অনুবাদ—প্রলম্বাসুর শ্রীকৃষ্ণকে দুঃসহ মনে করিয়া বলদেবকে বহনপূর্ব্বক সত্বর মর্য্যাদাস্থান হইতেও বহুদূরে নেত্রের অগোচর স্থানে প্রস্থান করিল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণমবিষহ্যং মন্যমান ইত্যত এব রামং হর্ত্তুমনাঃ কৃষ্ণপক্ষীয়োঽভূদিতি ভাবঃ। অব-রুহ্যতেঽস্মিন্নিত্যবরোহণং মর্য্যাদাস্থলম্। কৃষ্ণ-দৃষ্টিবঞ্চনায় ততঃ পরমপি প্রাগাৎ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণং অবিষহ্যং মন্যমানঃ'—কৃষ্ণকে দুঃসহ মনে করিয়া, এইজন্যই প্রলম্বাসুর রামকে হরণের অভিলাষে কৃষ্ণপক্ষীয় হইয়াছিল ; এই ভাবার্থ। 'অবরোহণতঃ'—যেখানে অবরোহণ করা হয়, অর্থাৎ মর্য্যাদাস্থল। কৃষ্ণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া প্রলম্বাসুর নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূর-দেশে দ্রুতপদে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

তমুদ্বহন্ ধরণিধরেন্দ্রগৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজং বপুঃ।
সঃ আস্থিতঃ পুরটপরিচ্ছদো বভৌ
তড়িদ্দ্যুমানুড়ুপতিবাড়িবাম্বুদঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ মহাসুরঃ (প্রলম্বঃ) ধরণিধরেন্দ্র-গৌরবং (পর্ব্বতপ্রতিমগুরুভারং) তং (রামং) উদ্বহন্ (সন্) বিগতরয়ঃ (লুপ্তগতিঃ ভূত্বা) নিজং (আসুরং) বপুঃ (শরীরং) আস্থিতঃ (ধারয়ন্) পুরট-পরিচ্ছদঃ (সুবর্ণালঙ্কৃতঃ) তড়িদ্-দ্যুমান্ (বিদ্যুদ্দীপ্তিমান্) উড়ুপতিবাট্ (উপরি চন্দ্রং দধানঃ) অম্বুদঃ (মেঘঃ) ইব বভৌ (প্রকাশিতঃ। অত্র অসুরস্য কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ মেঘেন সাদৃশ্যং স্বর্ণালঙ্কারস্য তড়িতা বলদেবস্য চ চন্দ্রেন ইতি ভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ সেই মহাসুর পর্ব্বত-প্রমাণ-ভার বল-দেবকে বহন করিতে করিতে লুপ্তগতি হইয়া স্বীয় আসুর বিগ্রহ ধারণ করিল এবং তাহার শরীর সুবর্ণা-লঙ্কৃত হওয়ায় উর্দ্ধদেশ চন্দ্রশোভিত বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তং উৎকটবলতয়ৈব বহন্। যতো ধরণিধরেন্দ্রঃ সুমেরুঃ তদ্বৎ গৌরবং যস্য তং, তস্য সীমাতিরিক্তগমনদর্শনেন বিস্মিত্য স্বভারাধিক্য-প্রকটনাৎ। ততশ্চ রোঢ়ুমসামর্থ্যাদেব বিগতবেগঃ। ততশ্চ তেন বপুষা তৎপরাক্রমং অমিতমালক্ষ্য স নিজং বপুরাস্থিতঃ বভৌ, পুরটপরিচ্ছদঃ সুবর্ণা-লঙ্কারবান্ অম্বুদস্তড়িদ্দ্যুতিদ্যুমান্ উড়ুপতিং বহতীতি সঃ। অত্রাসুরস্যাম্বুদ উপমা, স্বর্ণালঙ্কারস্য তড়িদ্দ্যুতিঃ, বলদেবস্যোড়ুপতিঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তম্ উদ্বহন্'—সেই মহাসুর প্রলম্ব প্রবল বলশালী বলিয়া তাঁহাকে বহন করিতে-ছিল। কিন্তু সীমা অতিক্রম করিয়া গমন করাতে শ্রীবলরাম হাস্য বিস্ময় ও শঙ্কা করিয়া ক্রমে ভারা-তিরেক প্রকটন করিলেন। তখন সুমেরু হইতেও গুরুতরভার-বিশিষ্ট শ্রীবলদেবকে স্কন্ধে বহন করিতে অসমর্থ তাহার গমন-বেগ বিগত হইল। তারপর সেই শরীরের দ্বারা তাদৃশ মহাপরাক্রমশালীকে বহন করা অসম্ভব বিবেচনা করতঃ প্রলম্বাসুর স্বীয় আসু-রিক শরীর ধারণ করিল। 'পুরটপরিচ্ছদঃ'—তৎ-কালে তাহার শরীর সুবর্ণালঙ্কৃত হওয়ায় উর্দ্ধদেশে চন্দ্রশোভিত বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত মেঘের ন্যায় শোভা পাইয়া-ছিল। অর্থাৎ ঐ অসুরের কৃষ্ণবর্ণ শরীর মেঘসদৃশ, স্বর্ণালঙ্কার বিদ্যুৎসদৃশ এবং উপরিস্থিত বলরাম চন্দ্র-সদৃশ ; মেঘে বিদ্যুৎ যদি স্থির থাকে এবং তদুপরি চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে মেঘের যেমন শোভা হয়, ঐ অসুর তৎকালে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥২৬॥

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরলমম্বরে চরৎ
প্রদীপ্তদৃগ্ভ্রূকুটিতটোগ্রদংষ্ট্রকম্।
জ্বলচ্ছিখং কটককিরীটকুণ্ডল-
ত্বিষাদ্ভুতং হলধর ঈষদত্রসৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) হলধরঃ (বলদেবঃ) প্রদীপ্ত-দৃগ্ভ্রূকটিতটোগ্রদংষ্ট্রকং (প্রদীপ্তে দৃশৌ নয়নে যত্র তৎ ভ্রূকুটিতটসংলগ্নাঃ উগ্রাঃ দংষ্ট্রাঃ তীক্ষ্ণদন্তাঃ যস্মিন্ তৎ তচ্চ তচ্চ) জ্বলচ্ছিখং (জ্বলন্তঃ অগ্নি-বদ্দীপ্তাঃ শিখা কেশাঃ যত্র তৎ) কটককিরীটকুণ্ডল-ত্বিষা (কটকাদ্যলঙ্কারদীপ্ত্যা) অদ্ভুতং অম্বরে চরৎ (আকাশচরং) তদ্বপুঃ (প্রলম্বশরীরং) নিরীক্ষ্য ঈষৎ অত্রসৎ (ভীতঃ বভূব) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন তাহার নয়নদ্বয় প্রদীপ্ত, উগ্র দন্তসকল ভ্রূকুটিতসংলগ্ন এবং কেশরাশি জ্বলন্ত অগ্নি-তুল্য হইয়াছিল। বলদেব কটক, কিরীট, কুণ্ডল-প্রভায় বিচিত্র সেই আকাশচর বিগ্রহ দর্শনে ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অলমতিবেগেন, প্রদীপ্তে দৃশৌ যস্মিন্ ভ্রুকুটিতটসংলগ্না উগ্রা দংষ্ট্রা যস্মিংস্তচ্চ তচ্চ তৎ। বপুর্নিরীক্ষ্য ঈষদত্রসদিতি সাক্ষাৎ পরমাত্মনোঽপি তস্য ত্রাসোঽয়ং তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানস্য কৃষ্ণেনৈব স্বযোগ-মায়য়া আবরণাৎ। তত্রাম্বুদাকারমসুরবপুরেতত্তথা বর্দ্ধতাং, যথা মদগ্রজ-বপুশ্চন্দ্রপ্রদেশ এবোত্তিষ্ঠেদিতি কৃষ্ণস্য কৌতুক-দিদৃক্ষৈব কারণং। তদৈশ্বর্য্যজ্ঞানাবর-ণে তু অসুরবপুঃ প্রাকট্যারম্ভ এব নায়ং গোপঃ, কিন্ত্ব-সুর এবেতি বিদুষা বলদেবেন সদ্যস্তদ্বধে তৎ কৌতুকং ন সিদ্ধ্যেদিতি জ্ঞেয়ম্ । ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিরীক্ষ্য তদ্বপুঃ'—হলধর শ্রীবলদেব অতিবেগে আকাশে গমনশীল সেই প্রলম্বা-সুরের প্রদীপ্ত নয়ন, ভ্রূকুটিতটে সংলগ্ন উগ্র দন্তযুক্ত জলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় কেশকলাপ ও কটকাদি অলঙ্কারের দীপ্তিতে অদ্ভুত দ্যুতিশালি সেই শরীর অবলোকন করিয়া, 'ঈষৎ অত্রসৎ'—কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন। সাক্ষাৎ পরমাত্মস্বরূপ বলদেবের এই যে ভয় হইয়াছিল, ইহার কারণ—শ্রীকৃষ্ণই যোগমায়ার দ্বারা তদীয় ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের আবরণ করিয়াছিলেন। মেঘাকার এই অসুরদেহ এতাদৃশ বৃদ্ধি হউক যেন আমার অগ্রজ চন্দ্রলোকে উঠিতে পারেন—এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কৌতুক দেখিবার ইচ্ছাই ইহার প্রধান কারণ। আর যদি তাঁহার ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আবরণ না করিতেন, তাহা হইলে অসুর-দেহ প্রাকট্যের আরম্ভ সময়েই 'এই গোপ নহে, কিন্তু অসুর'-এইরূপ অব-গত হইয়া শ্রীবলদেব তৎক্ষণমাত্রেই তাহার বধ করিলে এতাদৃশ লীলা-কৌতুক সিদ্ধ হয় না—ইহা জানিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো
বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ।
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরমেব) আগতস্মৃতিঃ (আগতা লব্ধা স্মৃতিঃ দৈত্যবধার্থনিজাবতারপ্রয়ো-জনস্মরণং যেন সঃ অতএব) অভয়ঃ (নিঃশঙ্কঃ ইব) বলঃ (রামঃ) সার্থং (গোপসঙ্ঘং) বিহায় আত্মনঃ (নিজং ইত্যর্থঃ) হরন্তং রিপুং (প্রলম্বং) সুরাধিপঃ (ইন্দ্রঃ) বজ্ররংহসা (বজ্রবেগেন) গিরিং ইব রুষা (ক্রোধেন) শিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা অনহৎ (প্রহারং চকার) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর দৈত্যবধের জন্যই নিজের অবতার একথা স্মরণ হওয়ায় ইন্দ্র যেরূপ বজ্রবেগে গিরিকে প্রহার করেন সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে নিজের অপহরণকারী অসুরের মস্তকে দৃঢ়মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—লব্ধাভীষ্টঃ কৃষ্ণঃ সাগ্রজে বিভ্যতি সতি তত্র পুনরৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সহসৈবার্পয়ামাসেত্যাহ,—অথ আগত-স্মৃতিরিতি। 'কিময়ং মানুষো ভাবো ব্যক্তমেবাবলম্ব্যতে সর্ব্বাত্মন্ সর্ব্বগুহ্যানাং গুহ্যগুহ্যা-ত্মনা ত্বয়েতি' বিষ্ণুপুরাণোক্তকৃষ্ণবাক্যাল্লব্ধনিজৈশ্বর্য্য-জ্ঞানঃ। বিহায়সা আকাশমার্গেণ। আত্মনঃ প্রাপ্তমর্থং ধনং হরন্তমিব রিপুং মুষ্টিনা অহনৎ। কঃ কেন কমিব সুরাধিপো বজ্ররংহসা গিরিমিব ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অগ্রজ ভয়প্রাপ্ত হইলে মনো-রথ সিদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান সদ্যই সমর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'অথ আগতস্মৃতিঃ'। শ্রীকৃষ্ণ-বচনেই বলদেব আগত-স্মৃতি হইয়াছিলেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"কিময়ং মানুষো ভাবঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে সর্ব্বাত্মন্! আপনি সর্ব্বপ্রকার গুহ্য পদার্থ অপেক্ষা গুহ্যাত্মা হইয়াও এই প্রকার স্পষ্ট মানুষের ভাব অবলম্বন করিতেছেন কেন? আপনি স্বীয় আত্মাকে স্মরণ করুন এবং বন্ধুগণের মঙ্গলার্থে মনুষ্যভাবেই এই দানব নিধন করুন—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আগত-স্মৃতি হইয়া, অর্থাৎ দৈত্য বধার্থ স্বীয় অবতারের প্রয়োজন স্মরণ হওয়ায় নির্ভীক শ্রীবলদেব, 'স্বার্থং বিহায় আত্মনঃ হরন্তং'—স্বীয় বয়স্যগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মাপহারক শত্রু (অথবা 'বিহায়সা'—আকাশমার্গে নিজ প্রাপ্ত ধন হরণকারী শত্রু) প্রলম্বাসুরকে সক্রোধে দৃঢ়তর মুষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন। এখানে কে, কিসের দ্বারা, কাহাকে? —তদুত্তরে বলিতেছেন—দেবরাজ যেমন বজ্রাঘাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করেন, (তদ্রূপ তিনি অসুরের মস্তকে মুষ্টি দ্বারা প্রহার করিলেন)॥ ২৮ ॥

স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো
মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অনন্তরং) আহতঃ (অতএব) বিশীর্ণমস্তকঃ (বিভিন্নশীর্ষঃ) অপস্মৃতঃ (লুপ্তস্মৃতিঃ) মুখাৎ রুধিরং বমন্ (উদ্গীরণ্) সঃ অসুরঃ মহারবং (ভীষণনাদং) সমীরয়ন্ (কুর্ব্বন্) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ) মঘবতঃ (ইন্দ্রস্য) আয়ুধাহতঃ (বজ্রভিন্নঃ) গিরিঃ যথা (পর্ব্বত ইব) অপতৎ (ভূমৌ পতিতঃ)॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই অসুর আঘাত বশতঃ মস্তক বিদীর্ণ লওয়ায় লুপ্তস্মৃতি হইয়া মুখ হইতে রুধির বমন এবং মহাশব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের বজ্রে আহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপতিত হইল॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অপস্মৃতঃ গতস্মৃতিঃ অপস্মারব্যাধিগ্রস্ত ইবেত্যর্থঃ। মহারবং সমীরয়ন্॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপস্মৃতঃ অসুরঃ'—লুপ্তস্মৃতি সেই প্রলম্বাসুর অপস্মার ব্যাধিগ্রস্তের ন্যায় যেন মহাশব্দ করিতে করিতে বিগ্রত-প্রাণে ভূমিতে পতিত হইল॥ ২৯ ॥

দৃষ্ট্বা প্রলম্বং নিহতং বলেন বলশালিনা।
গোপাঃ সুবিস্মিতা আসন্ সাধু সাধ্বিতিবাদিনঃ॥৩০

অন্বয়ঃ—গোপাঃ বলশালিনা বলেন (রামেণ) প্রলম্বং নিহতং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ (সন্তঃ) সাধু সাধু ইতি বাদিনঃ আসন্॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে গোপগণ বলশালী বলদেব কর্ত্তৃক প্রলম্বকে নিহত হইতে দেখিয়া সুবিস্মিতভাবে 'সাধু' 'সাধু' বলিতে লাগিল॥ ৩০ ॥

আশিষোঽভিগৃণন্তস্তং প্রশশংসুস্তদর্হণম্।
প্রেত্যাগতমিবালিঙ্গ্য প্রেমবিহ্বলচেতসঃ॥ ৩১॥

অন্বয়ঃ—প্রেমবিহ্বলচেতসঃ (প্রেমবশাদাকুলিতচিত্তাঃ গোপাঃ) প্রেত্যাগতং ইব (মৃত্যোঃ আলয়াৎ নিবৃত্তং ইব) তদর্হণং (প্রশংসার্হং) তং (রামং) আলিঙ্গ্য আশিষঃ (আশীর্বাক্যানি) অভিগৃণন্তঃ (উচ্চারয়ন্তঃ) প্রশশংসুঃ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—প্রেমবিহ্বলচিত্ত গোপগণ মৃত্যুর আলয় হইতে নিবৃত্তপ্রায় প্রশংসার্হ বলদেবকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ সহকারে প্রশংসা করিতে লাগিল॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তদর্হণং প্রশংসার্হম্॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদর্হণং'—প্রশংসার যোগ্য বলদেবকে গোপগণ প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥৩১॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১০।১৮॥

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্ব্বৃতাঃ ।
অভ্যবর্ষন্ বলং মাল্যৈঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রলম্ববধোনামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—পাপে (পাপাত্মনি) প্রলম্বে নিহতে (সতি) দেবাঃ (অপি) পরমনির্বৃতাঃ (পরমস্বস্থাঃ সন্তঃ) মাল্যৈঃ (নন্দনপুষ্পমালাভিঃ) বলং অভ্যবর্ষন্ সাধু সাধু ইতি শশংসুঃ (প্রশংসাং চ চক্রুঃ) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—পাপাত্মা প্রলম্বাসুর নিহত হইলে দেবগণও অতিশয় স্বস্থচিত্ত হইয়া নন্দন-কুসুমমাল্য বর্ষণ সহকারে 'সাধু সাধু' শব্দে বলদেবকে প্রশংসা করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
ক্রীড়াসক্তেষু গোপেষু তদ্‌গাবো দূরচারিণীঃ ।
স্বৈরং চরন্ত্যো বিবিশুস্তৃণলোভেন গহ্বরম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একোনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মুঞ্জারণ্য প্রবিষ্ট গোপ ও গোধন সকলের দাবাগ্নি হইতে সংরক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে।

গোপবালকগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে গোধনসমূহ স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে করিতে দুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আর প্রজ্বলিত দাবানলে সন্তপ্ত ও তৃষিত গাভীগণ ঈষিকা বনে প্রবেশ করিল। এদিকে গোপবালকগণ পশুগণকে দেখিতে না পাইয়া গোষ্পদ-চিহ্নিত ভূমি এবং গোধনগণের দন্তছিন্ন তৃণাদি লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং পথভ্রষ্ট গোধনগণকে শরবন হইতে উদ্ধার করিলেন। দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে যোগাধীশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে চক্ষু নিমীলিত করিতে বলিলেন। তাঁহারা তদ্রূপ করিলে তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই তীব্র দাবানল পান ও সকলকে ভাণ্ডীর বনে আনয়ন করেন। গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্য যোগবল দর্শনে তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে স্তব করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ— গোপেষু (গোপবালকেষু) ক্রীড়াসক্তেষু (সৎসু) দূরচারিণীঃ (দূরচারিণ্যঃ) তদ্‌গাবঃ স্বৈরং (স্বাধীনং) চরন্ত্যঃ (বিহরন্ত্যঃ) তৃণলোভেন গহ্বরং বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, একদিন গোপগণ ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে দূরে বিচরণশীল গোসমূহ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে তৃণলোভে এক গহ্বর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

উনবিংশে মুদ্রিতাক্ষান্ মুঞ্জাটব্যাং দাবানলাৎ ।
রক্ষন্ ভাণ্ডীরমাপয্য স্বান্ মুক্তাক্ষান্ ব্যধাদ্ধরিঃ ॥ ॥
তত্তদনন্তরং দূরচারিণীঃ দূরচারিণ্যঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই উনবিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মুঞ্জাটবীতে দাবানল হইতে স্বীয় সখাগণকে নয়ন মুদ্রিত করাইয়া রক্ষা করতঃ ভাণ্ডীর বটে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের নয়ন উন্মীলন করান —ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'তদ্'—তারপর। 'দূরচারিণীঃ'—'দূরচারিণ্যঃ' হইবে, এখানে প্রথমার্থে দ্বিতীয়া হইয়াছে। (অর্থাৎ গোপগণ ক্রীড়াসক্ত হইলে গাভীগুলি বহুদূরে গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাক্রমে চরিতে চরিতে তৃণলোভে এক দুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।) ॥ ১ ॥

অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্ব্বিশন্ত্যো বনাদ্বনম্।
ঈষীকাটবীং নির্ব্বিবিশুঃ ক্রন্দন্ত্যো দাবতর্ষিতাঃ ॥২॥

অন্বয়ঃ—অজাঃ গাবঃ মহিষ্যঃ চ বনাৎ বনং (বনান্তরং) নির্ব্বিশন্ত্যঃ দাবতর্ষিতাঃ (দাবানলসন্তপ্তাঃ সন্ত্যঃ) ক্রন্দন্ত্যঃ ঈষিকাটবীং (অত্যুচ্ছ্রিতঘনতৃণ-বিশেষবনং) নির্ব্বিবিশুঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অজা, গো এবং মহিষীগণ বন হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিতে করিতে দাবানলে সন্তপ্ত হইয়া ক্রন্দন সহকারে ঈষিকাবনে প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ঈষীকাণাং শরাখ্যতৃণবিশেষাণামটবীম্। দাবেন গ্রীষ্ম-সূর্য্যাতপোত্থতাপেন। তর্ষিতাঃ তৃষ্ণাং প্রাপিতাঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈষীকাটবীং'—শর নামক তৃণবিশেষের বনে,— 'দাবতর্ষিতাঃ'—গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যকিরণোত্থ তাপে পিপাসার্ত্ত হইয়া গাভীগণ প্রবেশ করিল ॥ ২ ॥

———

তেঽপশ্যন্তঃ পশূন্ গোপাঃ কৃষ্ণরামাদয়স্তদা।
জাতানুতাপা ন বিদুর্বিচিন্বন্তো গবাং গতিম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদা কৃষ্ণরামাদয়ঃ তে গোপাঃ পশূন্ (গবাদীন) অপশ্যন্তঃ জাতানুতাপাঃ (অনুতপ্তাঃ) গবাং গতিং বিচিন্বন্তঃ (অন্বিষ্যন্তঃ অপি) ন বিদুঃ (ন জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কৃষ্ণ বলদেব প্রভৃতি গোপগণ পশুগণকে না দেখিয়া অনুতপ্তচিত্তে তাহাদের অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারিল না ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—জাতানুতাপা ন বিদুর্ন বিবিদুঃ। গো-বিষয়ক-প্রেম্নৈবাবৃতজ্ঞানাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জাতানুতাপাঃ'—গোপগণ অনুতপ্তচিত্তে পশুগণকে অন্বেষণ করিয়াও জানিতে পারিলেন না, কারণ গোবিষয়ক প্রেমে তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত ছিল ॥ ৩ ॥

———

তৃণৈস্তৎখুরদচ্ছিন্নৈর্গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্গবাম্।
মার্গমন্বগমন্ সর্ব্বে নষ্টাজীব্যা বিচেতসঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—নষ্টাজীব্যাঃ (গত জীবিকাসাধনাঃ অতএব) বিচেতসঃ (বিক্ষুব্ধচিত্তাঃ) সর্ব্বে (গোপাঃ) তৎখুরদচ্ছিন্নৈঃ (তেষাং গবাদীনাং খুরৈঃ দদ্ভিঃ দন্তৈশ্চ ছিন্নৈঃ) তৃণৈঃ (তথা) গোষ্পদৈঃ অঙ্কিতৈঃ (চিহ্নিতৈঃ ভূভাগৈঃ) গবাং মার্গং অন্বগমন্ (অনুগতাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—জীবিকার উপায়স্বরূপ পশুগণ বিনষ্ট হওয়ায় গোপসকল ক্ষুব্ধচিত্তে তাহাদের খুর এবং দন্তদ্বারা ছিন্নতৃণ ও গোষ্পদাঙ্কিত ভূভাগদর্শনে গোসমূহের মার্গ অনুসরণ করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং গবাং খুরৈর্দদ্ভিশ্চ ছিন্নৈস্তৃণৈঃ গোষ্পদৈরঙ্কিতৈর্ভূপ্রদেশৈশ্চ লক্ষিতং গবাং মার্গম্। নষ্টাজীব্যা বিগতজীবিকাসাধনাঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎখুরদচ্ছিন্নৈঃ তৃণৈঃ'—তাঁহারা গোগণের খুর ও দন্তাঘাতে ছিন্ন তৃণ এবং গোষ্পদ দ্বারা অঙ্কিত ভূপ্রদেশ লক্ষ্য করিয়া উহাদের পথ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 'নষ্টজীব্যাঃ বিচেতসঃ'—গোপদিগের পশুগণই জীবিকা, সেই পশুসকল অদৃশ্য হওয়ায় গোপগণ হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন ॥ ৪ ॥

———

মুঞ্জাটব্যাং ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনম্।
সম্প্রাপ্য তৃষিতাঃ শ্রান্তাস্ততস্তে সংন্যবর্ত্তয়ন্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তে (গোপাঃ) মুঞ্জাটব্যাং (মুঞ্জাবনে) ভ্রষ্টমার্গং ক্রন্দমানং স্বগোধনং সংপ্রাপ্য (ভ্রমণাৎ) তৃষিতাঃ শ্রান্তাঃ (অপি) সংন্যবর্ত্তয়ন্ (গবাদীন্ তৎস্থানাৎ নিবর্ত্তয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপগণ মুঞ্জাবনে পথভ্রষ্ট ক্রন্দনশীল নিজ গোধন লাভ করিয়া স্বয়ং ভ্রমণবশতঃ তৃষিত এবং শ্রান্ত হইলেও তাহাদিগকে তথা হইতে নিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মুঞ্জাটব্যাং তত্রৈব শরবণে সম্প্রাপ্য তা গবাদ্যাঃ ন্যবর্ত্তয়ন্ পরাবর্ত্তয়ামাসুঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুঞ্জাটব্যাং'—সেই শরবনেই পথভ্রষ্ট গোধনসকলকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে তথা হইতে নিবর্ত্তিত করিলেন ॥ ৫ ॥

———

তা আহূতা ভগবতা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা (কৃষ্ণেন) মেঘগম্ভীরয়া গিরা (শব্দেন) আহূতাঃ তাঃ (গাবঃ) স্বনাম্নাং (নিজ-নিজাভিধানানাং) নিনদং (আহ্বানশব্দং) শ্রুত্বা প্রহর্ষিতাঃ (হৃষ্টাঃ সত্যঃ) প্রতিনেদুঃ (প্রতিশব্দং চক্রুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জলদগম্ভীরস্বরে আহ্বান করিলে সেই গোসকল নিজ নিজ নামের আহ্বানশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রতিশব্দ করিতে লাগিল ॥৬॥

বিশ্বনাথ—সম্প্রাপ্যেত্যুক্তং তৎ কেন প্রকারেণে-ত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ,—কৃষ্ণ ইতি। আত্মানং দর্শয়ন্ গা আহ্বয়ামাস। তা গবাদয়ঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'কৃষ্ণ' ইতি।

[কৃষ্ণঃ প্রোত্তুঙ্গমারুহ্য বৃক্ষং মেঘনিভচ্ছবিম্ ।
আর্ত্তাস্তা আহ্বয়ামাস দর্শয়ন্ গাঃ স্বনামভিঃ ॥

—এই অধিক পাঠ কোথাও রহিয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা।] অর্থাৎ কৃষ্ণ একটি উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করতঃ নিজের দর্শনদানে তাহাদিগের নামোচ্চারণ-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়াছিলেন। 'তাঃ'—সেই গবাদি পশুগণ নিজ নিজ নামের আহ্বানশব্দ শ্রবণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে প্রতিশব্দ (হাম্বাদি রব) করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্ ।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) বনৌকসাং (বন-বাসিনাং) ক্ষয়কৃৎ (বিনাশকঃ) সারথিনা (বায়ুনা) সমীরিতঃ (সঞ্চারিতঃ) উল্বনোল্মুকৈঃ (অতিতীব্র-বিশিখাভিঃ) স্থিরজঙ্গমান্ বিলেলিহান্ (দহ্যমানঃ) মহান্ দবধূমকেতুঃ (দাবানলঃ) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ) সমন্ততঃ অভূৎ (চতুর্দ্দিক্ষু প্রজ্জ্বলিতঃ বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বনবাসিগণের বিনাশক বিশাল দাবাগ্নি সারথি বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া অতি তীব্র শিখাসমূহদ্বারা স্থাবর-জঙ্গমকে দগ্ধ করিতে করিতে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং গোভিঃ সঙ্গতীভূয় যদৈব তদ্বনান্নিষ্ক্রমিতুমৈচ্ছংস্তদৈব তে দাবানলেনাব্রিয়ন্তেত্যাহ, —তত ইতি। দবো বনং তৎসম্বন্ধী ধূমকেতুরগ্নিঃ। যদৃচ্ছয়া আকস্মিক ইত্যয়মপি প্রলম্বসখঃ কশ্চিদ্দৈত্য ইত্যাহুঃ। সারথিনা বায়ুনা। উল্বণৈরতিতীব্রৈরুল্মূকৈঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে গাভী প্রভৃতি একত্র করিয়া যখন তাহারা সেই বন হইতে বহির্গত হইবেন, তৎকালেই তাহারা দাবানলের দ্বারা পরি-বেষ্টিত হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'দব-ধূমকেতুঃ'—দব বলিতে বন, তৎসম্বন্ধী ধূম-কেতু অর্থাৎ অগ্নি উদ্ভূত হইল। 'যদৃচ্ছয়া'—আক-স্মিক। কেহ কেহ বলেন—এই দাবাগ্নিও প্রলম্বা-সুরের সখা কোন দৈত্য মায়াদ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিল। 'সারথিনা'—ঐ দাবাগ্নি সারথি বায়ু কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া অতিতীব্র শিখাসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিক্ হইতে উদ্ভূত হইল ॥ ৭ ॥

তমাপতন্তং পরিতো দাবাগ্নিং
গোপাশ্চ গাবঃ প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ ।
উচুশ্চ কৃষ্ণং সবলং প্রপন্না
যথা হরিং মৃত্যুভয়ার্দ্দিতা জনাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ গোপাঃ পরিতঃ (চতুর্দ্দিক্ষু) আপতন্তং (সম্প্রাপ্তং) তং দাবাগ্নিং প্রসমীক্ষ্য ভীতাঃ (সন্তঃ) মৃত্যুভয়ার্দ্দিতাঃ জনাঃ হরিং যথা (হরিং ইব) সবলং কৃষ্ণং প্রপন্নাঃ (আশ্রয়ং গতাঃ) উচুঃ চ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত জনসমূহ যেরূপ শ্রীহরির শরণাগত হয় সেইরূপ গোগণের সহিত গোপসকলও চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত ভীষণ দাবানল দর্শনে ভীত হইয়া রামকৃষ্ণের শরণ গ্রহণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—উচুশ্চেতি। "অনেন সর্ব্বদুর্গাণি" ইতি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্যেত্যর্থঃ। গোপাশ্চ গাব ইতি, গোপাঃ

স্ম গাব ইতি, গোপাঃ সগাব ইতি ত্রয়ঃ পাঠাঃ। তত্র স গাব ইতি "গোস্ত্রিয়ো"রিত্যাদিনা হ্রস্বত্বাভাব আর্ষঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উচুশ্চ'—"এই কৃষ্ণদ্বারা তোমরা সর্ব্ব বিপৎ হইতে অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইবে", গর্গমহাশয়ের এই বাক্য স্মরণ করিয়া গো-গণের সহিত গোপসকল বলদেব ও কৃষ্ণের শরণাগত হইয়া বলিতে লাগিলেন। (গাভীগণের ব্যগ্রতাবশতঃ হাম্বা-রবই তাহাদের উক্তি।) এখানে 'গোপাশ্চ গাবঃ', 'গোপাঃ স্ম গাবঃ' এবং 'গোপাঃ সগাবঃ'—এইরূপ তিনটি পাঠান্তর রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'সগাবঃ'—এই স্থলে হ্রস্বত্বের অভাব আর্ষ প্রয়োগ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর হে রামামোঘবিক্রম।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নাংস্ত্রাতুমর্হথঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাবীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ, (হে) অমোঘ-বিক্রম রাম, দাবাগ্নিনা দহ্যমানান্ প্রপন্নান্ (শরণাগতান্ অস্মান্) ত্রাতুং অর্হথঃ (যোগ্যৌ ভবতঃ) ॥৯॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে মহাবীর্য্য, হে অমোঘবিক্রম রাম, তোমরা দাবানলে দহ্যমান এই আশ্রিতজনগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ ॥ ৯ ॥

নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ ন চার্হন্ত্যবসাদিতুম্।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাস্ত্বৎপরায়ণাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, কৃষ্ণ, (এতে) নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ (অতঃ) অবসাদিতুং (নষ্টাঃ ভবিতুং) ন অর্হন্তি (ন যোগ্যাঃ) বয়ং হি ত্বন্নাথাঃ (ত্বং এব নাথঃ যেষাং তে তাদৃশাঃ) ত্বৎপরায়ণাঃ (ত্বং এব পরং শ্রেষ্ঠং অয়নং আশ্রয়ঃ যেষাং তাদৃশাশ্চ ভবামঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ, ইহারা সকলেই তোমার বান্ধব অতএব বিনাশের যোগ্য নহে। আমরা কেবলমাত্র তোমাকেই প্রভু এবং পরম আশ্রয় বলিয়া জানি ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অবসাদিতুং অব সমন্তাৎ সাদো যেষাং তেঽবসাদাস্তদ্বদাচরিতুমপি নার্হন্তীত্যাচার ক্বিবন্তাত্তুমুন্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবসাদিতুং'—হে কৃষ্ণ! তুমি যাঁহাদিগের বান্ধব, কিম্বা যাঁহারা তোমার বান্ধব, বা তোমার সম্বন্ধমাত্র বিশিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক, দুঃখিত জনের ন্যায় আচরণ করাও উপযুক্ত হয় না। এখানে অব পূর্ব্বক সাদ ধাতু 'তদ্বৎ আচরতি' এই অর্থে ক্বিবন্ত করিয়া তুমুন্ প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—
বচো নিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়ত মা ভৈষ্ট লোচনানীত্যভাষত ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবান্ হরিঃ (কৃষ্ণঃ) বন্ধূনাং কৃপণং (দীনং) বচঃ (বাক্যং) নিশম্য। (হে গোপাঃ) মাভৈষ্ট (যুষ্মাভিঃ ন ভেতব্যং) লোচনানি (স্বস্বনেত্রাণি) নিমীলয়ত (মুদ্রিতানি) (কুরুত) ইতি অভাষত ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুগণের তাদৃশ করুণ বাক্য শ্রবণে বলিলেন—"হে গোপগণ, তোমরা ভয় করিও না। সকলে নেত্র মুদ্রিত কর" ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—নিমীলয়তেতি। তেষামগ্নিপানদর্শনানৌচিত্যং তথৈবালক্ষিতং ততঃ স্থানাত্তেষামতিশ্রান্তানামতিসন্তপ্তানামলক্ষিতমেবাতিসুশীতলসুচ্ছায়-ভাণ্ডীরতরুতলপ্রাপণৌচিত্যঞ্চ পরামৃশ্যেতি ভাবঃ। নন্বহো কৌতুকিন্, লোচননিমীলনে কথমগ্নিপরিহারস্তত্রাহ,—মা ভৈষ্টেতি ততোঽন্যথাদ্য ন ত্রাণ-হেতুরস্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিমীলয়ত'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মিত্রগণের কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা নয়ন মুদ্রিত কর। এখানে অভিপ্রায় এইরূপ—আমাতে স্নেহাক্রান্ত গোপগণের আমার অগ্নিপান দর্শন করা উচিত নহে, সুতরাং অলক্ষিতভাবে তাহা করিতে হইবে। আবার এই স্থান হইতে অতিশ্রান্ত ও অতিসন্তপ্ত ইহাদিগকে অল-ক্ষিতভাবেই অতিসুশীতল ছায়াবিশিষ্ট ভাণ্ডীরবৃক্ষের তলে লইয়া যাইতে হইবে—এইরূপ বিবেচনা করিয়া নয়ন নিমীলন করিতে বলিলেন। গোপগণ যদি

বলেন—হে পরম কৌতুকিন্ কৃষ্ণ! বল দেখি, আমরা নয়ন নিমীলন করিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিলেন—'মা ভৈষ্ট', ভয় করিও না, তাহা ব্যতীত অদ্য আর ত্রাণের উপায় নাই—এই ভাবার্থ ॥ ১১ ॥

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমুল্বণম্ ।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ ॥১২

অন্বয়ঃ—যোগাধীশঃ (মহাযোগী) ভগবান্ (কৃষ্ণঃ) তথা ইতি (ভগবদাজ্ঞানুরূপং) মীলিতাক্ষেষু (সর্ব্বেষু মুদ্রিতনেত্রেষু সৎসু) উল্বণং (উগ্রং) অগ্নিং মুখেন পীত্বা কৃচ্ছ্রাৎ (সঙ্কটাৎ) তান্ (গো-গোপান্) ব্যমোচয়ৎ (রক্ষিতবান্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তখন সকলে তদনুরূপ নয়ন মুদ্রিত করিলে যোগমায়াধীশ, মহৈশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মুখদ্বারা সেই উগ্র অনল পান করিয়া সঙ্কট হইতে গো এবং গোপগণকে রক্ষা করিলেন ॥ ১২ ॥

ততশ্চ তেঽক্ষীণ্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীরমাপিতাঃ ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (ক্ষণকালাদেব) তে (গোপাঃ গোসমূহাশ্চ) পুনঃ ভাণ্ডীরং (পূর্ব্ববট-বৃক্ষতলং) আপিতাঃ (কৃষ্ণমায়য়া এব আনীতাঃ) অক্ষীণি (নেত্রাণি) উন্মীল্য আত্মানং গাঃ চ মোচিতাঃ (দাবানলাৎ পরিরক্ষিতাঃ) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতাঃ আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যেই তাহারা পুনরায় সেই ভাণ্ডীর বটবৃক্ষমূলে আনীত হইয়া চক্ষুর উন্মীলনপূর্ব্বক নিজ নিজকে এবং গোসকলকে দাবানল হইতে মুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ভো বয়স্যাঃ, বহ্নিবিষাদীনামুপশমকং মণিমন্ত্রমহৌষধাদিকময়ং কৃষ্ণো বহুতরং জানাতীতি তচ্চ বিবিক্তং বিনা ন সিদ্ধ্যেদতোঽত্র জনসঙ্ঘট্টে অস্মাকং লোচননিমীলনমেব বিবিক্তমিত্যভিপ্রেত্যৈবৈবং ব্রূতে, তদ্বয়ং দৃঢ়তরমেব স্বস্বনেত্রে নিমীলয়াম ইত্যুক্ত্বা তে নিমীলয়ন্নিত্যাহ,—তথেতি। ভগবান্ মহৈশ্বর্য্যশক্তিযুক্তঃ। তীব্রমপি তং পীত্বেতি তত্র পিপাসায়াং জাতায়াং তদিচ্ছাপ্রতিকূলমাচরিতুমসমর্থঃ সোঽগ্নিরেব মহাবিভ্যৎ সদ্য এব পরমসুশীতলসুগন্ধমধুররসপানকীভূয় তদীয়-করকমলতলে যদৈব-গণ্ডুষমাত্রী বভূব, তদৈব যোগাধীশো মুখেন পীত্বেত্যনেন তদীয়া যোগমায়ৈব শক্তিঃ প্রকটীভূয় তদপ্যেতৎ স্মরতামনুরাগাদ্র্চিত্তভক্তানাং দুঃসহ-দুঃখপ্রদমিত্যুক্ত্বা তৎ করতলাদাচ্ছিদ্য সৈব মুখেন পপাবিতি লভ্যতে, যোগা যোগমায়া তস্যা অধীশত্বাত্তস্মিন্নেব তৎপানোপচারোঽভূদিতি ভাবঃ। যদ্বা, মুখেন উপায়েন পীত্বা কঃ স উপায়স্তত্রাহ,—যোগাধীশ ইতি। যোগ ঐশ্বর্য্যশক্তিরেবেতি ভাবঃ। "মুখং প্রসরণে বক্ত্রে প্রারম্ভোপায়য়োরপী"তি মেদিনী। কৃচ্ছ্রাৎ গহ্বরপ্রবেশতৃট্-শ্রমাদিজনিতাৎ তৎক্ষণমেব ভাণ্ডীরং নীত্বা তানমোচয়দিত্যর্থঃ। ততশ্চ ভো সখায়ঃ, মহাগ্নেঃ প্রতীকারো ময়া কৃতঃ সাম্প্রতমক্ষীণ্যুন্মীলয়তেতি কৃষ্ণেনোক্তাস্তেন পুনরক্ষীণ্যুন্মীল্য আত্মানং মোচিতং গাশ্চ মোচিতা নিশম্য জ্ঞাত্বা বিস্মিতা আসন্নিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ ভাণ্ডীরমাপিতা তেনৈবেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপগণ পরস্পর অন্যান্য গোপদিগকে বলিলেন—হে বয়স্যগণ! এই কৃষ্ণ, বহ্নি ও বিষ প্রভৃতির উপশমকর মণি মন্ত্র মহৌষধাদিময় বহুতর উপায় বিদিত আছে, তাহা নির্জ্জন ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না, অতএব এই জনমধ্যে আমাদিগের নয়ন নিমীলনই নির্জ্জন হইবে। এই অভিপ্রায়েই শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিতেছে, সুতরাং আমরা দৃঢ়তরভাবে স্ব স্ব নেত্র নিমীলন করিব, এই বলিয়া গোপগণ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'তথা' ইত্যাদি। 'ভগবান্'—যিনি মহা ঐশ্বর্য্যশক্তিযুক্ত, সেই তীব্র অগ্নি পান করিয়া, অর্থাৎ ভগবানের পিপাসা হইলে তদীয় ইচ্ছার প্রতিকূল আচরণে অসমর্থ সেই অগ্নি মহাভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ পরম সুশীতল সুগন্ধ মধুর রস পানযোগ্য করিয়া তদীয় করকমলতলে যখনই গণ্ডুষমাত্র হইল, তখনই যোগাধীশ কৃষ্ণ বদন দ্বারা পান করিলেন। পান করিবার সময় তদীয় যোগমায়া শক্তি প্রকটিতা হইয়া, "আহা! শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিপান করিয়াছেন", ইহা

স্মরণকারী অনুরাগে আদ্রর্চিত্ত ভক্তগণের দুঃসহ দুঃখ হইবে—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের করতল হইতে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তিনিই মুখে পান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার অধীশ বলিয়া যোগমায়া সেই অগ্নি পান করিলেও শ্রীকৃষ্ণেই তাহা পানের আরোপ হইয়াছে—এই ভাবার্থ।

অথবা—'মুখেন' বলিতে উপায়ের দ্বারা পান করিয়া, কি সেই উপায়? তাহাতে বলিতেছেন—'যোগাধীশঃ', যোগ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশক্তি, তাহাই উপায়—এই ভাবার্থ। মেদিনী অভিধানে উক্ত আছে—'মুখ শব্দে প্রসরণ, বক্ত্র, প্রারম্ভ ও উপায় বুঝায়'। 'কৃচ্ছ্রাৎ ব্যমোচয়ৎ'—গহ্বর প্রবেশ, তৃষ্ণা ও শ্রমাদি জনিত কষ্ট হইতে তৎক্ষণাৎ ভাণ্ডীর বটে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিলেন, এই অর্থ। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—'হে সখাগণ! মহাগ্নির প্রতীকার আমি করিয়াছি, এখন তোমরা চক্ষু উন্মীলন কর'। ইহাতে গোপগণ নয়ন উন্মীলন করিয়া নিজদিগকে ও গাভীগণকে মুক্ত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন—এই অন্বয়। তাঁহারা কেমন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ভাণ্ডীরম্ আপিতাঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগকে ভাণ্ডীর বট প্রদেশে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১২-১৩ ॥

কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তদ্‌যোগমায়ানুভাবিতম্।
দাবাগ্নেরাত্মনঃ ক্ষেমং বীক্ষ্য তে মেনিরেঽমরম্ ॥১৪

অন্বয়ঃ—(গোপাশ্চ) কৃষ্ণস্য যোগমায়ানুভাবিতং (তৎকালীনাদ্ভুতযোগশক্ত্যা বিজ্ঞাপিতং) তৎ যোগবীর্য্যং দাবাগ্নেঃ (সকাশাৎ) আত্মনঃ ক্ষেমং (ত্রাণং) বীক্ষ্য তং (কৃষ্ণং) অমরং (দেবং ইতি) মেনিরে (নির্দ্ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া বলে বিজ্ঞাপিত তদীয় যোগশক্তি এবং দাবানল হইতে নিজেদের পরিত্রাণ দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাদৃশৈশ্বর্য্যদর্শনেঽপি তেষাং বিশুদ্ধপ্রেমমৈত্রীমতাং তদাচ্ছাদকমৈশ্বর্য্যজ্ঞানম্ অর্জ্জুনাদীনামিব ন বভূবেত্যাহ,—কৃষ্ণস্য যোগমায়াশক্ত্যা অনুভাবিতং জ্ঞাপিতং যোগবীর্য্যম্। "যোগোঽপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তা"বিতি বিশ্বকোষাদপূর্ব্বার্থসম্প্রাপকং বীর্য্যং প্রভাবম্। তৎ আত্মক্ষেমং বীক্ষ্য তং শ্রীকৃষ্ণং অমরং দেববিশেষং মেনিরে, নতু তদপি এষাং সম্বন্ধস্য শৈথিল্যগন্ধোঽপি জ্ঞেয়ঃ। যতঃ খল্বয়মস্মাকং সখা মনুষ্যাশক্যকর্ম্মকরণাদ্দেব এব ন মানুষ ইতি ততশ্চৈতৎসখত্বাদ্বয়মপি দেবা এবেত্যতুল্যত্বে সখ্যাসম্ভবাদিত্যনুমায় আনন্দমত্তাস্তে বভূবুরিতি ভাবঃ ॥১৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাদৃশ ঐশ্বর্য্য দর্শনেও সেই বিশুদ্ধ প্রেমযুক্ত সখাগণের অর্জ্জুনাদির ন্যায় ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আচ্ছাদক হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণস্য' ইত্যাদি, গোপগণ দাবাগ্নি হইতে আপনাদিগের রক্ষণরূপ, শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত তদীয় 'যোগবীর্য্যং'—সেই অপূর্ব্বার্থ প্রাপ্তিসম্প্রাপক প্রভাব দর্শন করিয়া সেই কৃষ্ণকে অমর অর্থাৎ দেববিশেষ মনে করিয়াছিলেন। বিশ্বকোষে উক্ত আছে—'অপূর্ব্বার্থ প্রাপ্তি-বিষয়ে যোগ-শব্দের প্রয়োগ হয়।' দেববিশেষ মনে করিলেও গোপগণের সম্বন্ধের শৈথিল্য-গন্ধও ছিল না, যেহেতু তাঁহাদিগের মনে হইল—এই শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদের সখা, মনুষ্যের অশক্য কর্ম্ম করাতে দেবতাই বলিতে হইবে, পরন্তু মানুষ নহে। অতএব ইহার সখা-হেতু আমরাও দেবতাই বটে, কারণ অসমানত্বে সখ্যভাব সম্ভব হয় না—এইরূপ অনুমান করিয়া তাঁহারা আনন্দোন্মত্ত হইয়াছিলেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য সায়াহ্নে সহরামো জনার্দ্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্‌গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সায়াহ্নে সহ-রামঃ (বলদেবেন সহ) জনার্দ্দনঃ গাঃ সন্নিবর্ত্ত্য বেণুং বিরণয়ন্ (বাদয়ন্) গোপৈঃ অভিষ্টুতঃ (স্তুতঃ সন্) গোষ্ঠং অগাৎ (গতবান্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সায়ংকালে বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোধন নিবর্ত্তিত করিয়া বেণু বাদ্য করিতে করিতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক হইতে গোপগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্‌গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে দাবাগ্নিপানং নামৈকোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যেন (কৃষ্ণেন) বিনা যাসাং (গোপীনাং) ক্ষণং (ক্ষণকালং) যুগশতং (যুগশতপরিমিতঃ) অভবৎ (অনুভূয়তে) গোবিন্দদর্শনে (তাসাং) গোপীনাং পরমানন্দঃ আসীৎ ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—কৃষ্ণ-বিরহে গোপগোপীদিগের নিকট ক্ষণকালও শতযুগের ন্যায় মনে হয়, সুতরাং তাঁহারা গোবিন্দ দর্শনে পরম আনন্দলাভ করিয়াছিলেন ॥১৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—জনান্ বনস্থ-স্থাবর-জঙ্গমলোকান্ স্ববিরহং দিৎসুঃ পীড়য়তি ব্রজস্থজনাংস্তু স্বসঙ্গমং দিৎসুস্তং যাচয়তীতি সঃ। গোষ্ঠপ্রবেশসময়ে ব্রজস্থানাং সর্ব্বেষামেব তৎসঙ্গমানন্দে সত্যপি ব্রজেশ্বর্য্যাদীনাং পরমবৎসলানামানন্দাধিক্যং চতুর্দ্দশাধ্যায়ে "বর্হপ্রসূনে"ত্যাদিনা "গোপীদৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠ"মিতি পদ্যেন বর্ণিতমেব, অত ইদানীং প্রেয়সীনাং গোপীনামানন্দমাহ,—গোপীনামিতি। পরমানন্দ ইতি, মুক্তপ্রগ্রহয়া বৃত্ত্যা আনন্দস্য জাতিপ্রমাণাভ্যামাধিক্যমাত্যন্তিকমেব নত্বাপেক্ষিকং জ্ঞেয়ম্। ননু, কাস্তা গোপ্যস্তদসাধারণলক্ষণেন পরিচায়য়েত্যত আহ,—ক্ষণমিতি। ক্লীবত্বমার্ষম্। যেন শ্রীকৃষ্ণেন বিনা যুগশতমিবেতি ক্ষণস্য যুগশতায়মানত্বং রতিপ্রেমস্নেহমানপ্রণয়রাগানুরাগমহাভাবানামুত্তরোত্তর-প্রেমভূমিকানামন্তিমস্য মহাভাবস্য লক্ষণমিত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ দৃষ্টমতস্তা মহাভাববত্যো বৃষভানুনন্দিনীপ্রভৃতয় এব জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৫-১৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনবিংশো দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনার্দ্দনঃ'—বনবিহার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বনস্থ স্থাবর-জঙ্গম সকলকে যিনি নিজ বিরহদানে পীড়িত করেন এবং ব্রজস্থ সকলকে নিজ সঙ্গমদানে আনন্দিত করেন বলিয়া জনার্দ্দন, অর্থাৎ ব্রজজন কর্ত্তৃক যিনি সর্ব্বদা দর্শনার্থ প্রার্থিত হন। গোষ্ঠ প্রবেশ সময়ে ব্রজস্থ সকলেরই তাঁহার মিলনে আনন্দ হইলেও পরম বাৎসল্যবতী ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির আনন্দাধিক্য চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে "বর্হপ্রসূন" এবং "গোপীদৃগুৎসব-দৃশিঃ" (১৪।৪৭)—এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপীগণের আনন্দ বলিতেছেন—'গোপীনাং পরমানন্দঃ' ইত্যাদি। এখানে 'পরমানন্দ' বলায় মুক্তপ্রগ্রহ বৃত্তিতে জাতিগত ও পরিমাণগত-ভাবে আনন্দের আধিক্য আত্যন্তিকই, কিন্তু আপেক্ষিক নহে, ইহা জানিতে হইবে। যদি বলেন—কে সেই গোপীগণ? অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা পরিচয় দিন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্ষণম্', এখানে ক্লীবত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে যাঁহাদিগের ক্ষণকালও শতযুগের ন্যায় হইয়া থাকে, (সেই কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীসকলের শ্রীগোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ হইয়াছিল)। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাবের উত্তরোত্তর প্রেমভূমিকা প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে অন্তিম মহাভাবের লক্ষণ ইহা, অতএব এই গোপীগণ মহাভাববতী শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা প্রভৃতিই বুঝিতে হইবে ॥১৫-১৬॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের উনবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম দাবাগ্নের্ম্মোক্ষমাত্মনঃ।
গোপাঃ স্ত্রীভ্যঃ সমাচখ্যুঃ প্রলম্ববধমেব চ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাভিপ্রায়ে বৃন্দাবনে বর্ষা ও শরৎ ঋতুর শোভা বর্ণিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে রূপক সংযোজিত করিয়া অনেক মধুর উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—গোপাঃ তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) দাবাগ্নেঃ আত্মনঃ মোক্ষং (মোচনরূপং) প্রলম্ববধং এব চ তৎ অদ্ভুতং কর্ম্ম স্ত্রীভ্যঃ (গোপীভ্যঃ নিজমাত্রাদিভ্যঃ) সমাচখ্যুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, গোপগণ দাবানল হইতে আপনাদের রক্ষণ এবং প্রলম্ব-বধরূপ রামকৃষ্ণের অদ্ভুত-কর্ম্ম গোপীগণের নিকট বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

উপমানেন বস্তূনামুপাদেয়ত্বহেয়তে।
বিংশে প্রাবৃট্-শরচ্ছোভাবর্ণনেঽদ্যোতয়ন্মুনিঃ ॥০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিংশ অধ্যায়ে মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বর্ষা ও শরৎকালের শোভা-বর্ণন-প্রসঙ্গে উপমানের দ্বারা বস্তুসমূহের উপাদেয়ত্ব ও হেয়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ০ ॥

গোপবৃদ্ধাশ্চ গোপ্যশ্চ তদুপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ।
মেনিরে দেবপ্রবরৌ কৃষ্ণরামৌ ব্রজং গতৌ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—গোপবৃদ্ধাঃ গোপ্যঃ চ তৎ উপাকর্ণ্য বিস্মিতাঃ (সন্তঃ) ব্রজং গতৌ কৃষ্ণরামৌ দেবপ্রবরৌ মেনিরে (অবধারয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ গোপ এবং গোপীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ের সহিত ব্রজে অবতীর্ণ রামকৃষ্ণকে প্রধান দেবতাদ্বয় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—দেবপ্রবরাবিতি প্রেমপ্রাবল্যেন স্বসম্বন্ধস্য দার্ঢ্যাৎ পূর্ব্ববন্মাধুর্য্যস্যৈব পোষণং ন ত্বেষামৈশ্বর্য্যজ্ঞানং জ্ঞেয়ম্। তৎকার্য্যস্য স্বসম্বন্ধশৈথিল্যস্য তৎসংযোগে কুত্রাপ্যশ্রবণাৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবপ্রবরৌ'—বৃদ্ধ গোপ ও গোপীগণ দাবাগ্নি হইতে রক্ষণরূপ ও প্রলম্বাসুরের নিধনরূপ অদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে দেবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন। ইহাতে প্রেম-প্রাবল্যবশতঃ স্বসম্বন্ধের দৃঢ়তাহেতু পূর্ব্বের ন্যায় মাধুর্য্যেরই পুষ্টি হইয়াছিল বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নহে; যেহেতু ঐরূপ কার্য্যে তাঁহাদিগের স্বসম্বন্ধের শিথিলতা কোথাও শ্রুতিগোচর হয় না ॥ ২ ॥

ততঃ প্রাবর্ত্তত প্রাবৃট্ সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা।
বিদ্যোতমানপরিধিবিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পরং) সর্ব্বসত্ত্বসমুদ্ভবা (সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সমুদ্ভবঃ উৎপত্তিতঃ জীবনতশ্চ যস্যাং সা) বিদ্যোতমান পরিধিঃ (বিদ্যোতমানাঃ পরিধেয়ঃ পরিবেশাঃ দিশঃ বা যস্যাং সা) বিস্ফূর্জ্জিতনভস্তলা (বিস্ফূর্জ্জিতং সংক্ষোভিতং নভস্তলং যস্যাং সা) প্রাবৃট্ (বর্ষর্ত্তুঃ) প্রাবর্ত্তত (সমাগতা) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গ্রীষ্মঋতুর অবসানে বর্ষা আগত হইল। সর্ব্ব-জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল বিদ্যুন্মালায় সুশোভিত হইল এবং নভোমণ্ডল গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততো গ্রীষ্মানন্তরং সর্ব্বেষাং সত্ত্বানাং প্রাণিনাং সমুদ্ভব উৎপত্তিতো জীবনতশ্চ যস্যাং সা। প্রাবৃট্ বর্ষা। পরিধিশ্চন্দ্রার্কয়োর্মণ্ডলম্। বিস্ফূর্জ্জিতং গর্জ্জিতং তদ্‌যুক্তং নভস্তলং যস্যাং সা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—গ্রীষ্মকালের পর যাহাতে উৎপত্তিরূপে ও জীবনরূপে সমুদয় প্রাণীর বিকাশ হয়, সেই বর্ষাঋতু সমাগত হইল। 'পরিধিঃ'—চন্দ্র ও সূর্য্যের মণ্ডল। 'বিস্ফূর্জ্জিত'—বলিতে গর্জ্জনযুক্ত নভোমণ্ডল যেখানে, অর্থাৎ যে কালে পরিবেশ কিংবা দিক্ সকল বিদ্যুন্মালায়

প্রকাশিত হয় এবং আকাশ মণ্ডল গর্জ্জনযুক্ত হইয়া থাকে, সেই বর্ষাকাল আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩ ॥

সান্দ্রনীলাম্বুদৈর্ব্যোম সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ।
অস্পষ্টজ্যোতিরাচ্ছন্নং ব্রহ্মেব সগুণং বভৌ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যোম (আকাশং) সবিদ্যুৎস্তনয়িত্নুভিঃ (বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসহিতৈঃ) সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ (গাঢ়কৃষ্ণমেঘৈঃ) আচ্ছন্নং (আবৃতং অতএব) অস্পষ্টজ্যোতিঃ (সৎ) সগুণং (সত্ত্বরজস্তমোভিঃ গুণৈঃ আচ্ছন্নং) ব্রহ্ম (সমষ্টি বিরাড়াত্মা) ইব বভৌ (ভাতি স্ম। অত্র বিদ্যুতঃ প্রকাশস্বভাবত্বাৎ সত্ত্বসাদৃশ্যং গর্জ্জিতস্য প্রবৃত্তিস্বভাবত্বাৎ রজস্তুল্যত্বং, অম্বুদস্য চ আচ্ছাদকস্বভাবত্বাৎ তমঃ সাদৃশ্যং শুদ্ধস্য আকাশস্য তু নির্লেপত্বাৎ ব্রহ্মৌপম্যম্ ইতিভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তৎকালে বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের সহিত গাঢ় নীল মেঘে সমাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট জ্যোতিযুক্ত আকাশ সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, মলিন সত্ত্বোপহিত বিরাড় বা অজ্ঞানসমষ্টির আধার স্বরূপের ন্যায় প্রতীতি হইতেছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সান্দ্রৈর্নিবিড়ৈর্নীলাম্বুদৈর্বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতসহিতৈরাচ্ছন্নমাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং সগুণং ব্রহ্ম সমষ্টিবিরাড়াত্মা বিদ্যুদ্‌গর্জ্জিতাম্বুদানাং সত্ত্বরজস্তমোভিরুপমা। অত্র ব্যোম্নো নির্লেপত্বেন। বস্তুতস্ত্বনাচ্ছন্নত্বেনাম্বুদাদ্যধিষ্ঠানমাত্রত্বাদ্‌ব্রহ্মণা সহোপমেয়ং যোগিভিঃ স্বীয়োপাস্য দৃষ্ট্যা-উপাদেয়া ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সান্দ্রনীলাম্বুদৈঃ'—বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের সহিত নিবিড় নীলবর্ণ মেঘের দ্বারা সমাচ্ছন্ন প্রতীয়মান হওয়ায় তৎকালে আকাশ চন্দ্রসূর্য্যাদি দ্বারা অস্পষ্ট হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন ঐ আকাশমণ্ডল জীবাখ্য ব্রহ্মের ন্যায়, অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম (সমষ্টি জীবচৈতন্য) বা জীবব্রহ্ম যেমন প্রকৃতি দ্বারা আবৃত-জ্ঞান হইয়া শোভা পায়, তেমন শোভা পাইতে লাগিল। এখানে বিদ্যুৎ, গর্জ্জন ও মেঘ এই তিনটির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সহিত উপমা। নির্লেপত্বহেতু আকাশের সাদৃশ্য। বাস্তবিক পক্ষে অনাচ্ছন্ন বলিয়া অম্বুদাদির অধিষ্ঠানমাত্রহেতু ব্রহ্মের সহিত উপমেয়—ইহা যোগিগণের স্বীয় উপাস্য দৃষ্টিতে উপাদেয় ॥ ৪ ॥

অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্‌ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু।
স্বগোভির্মোক্তুমারেভে পর্জ্জন্যঃ কাল আগতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—পর্জ্জন্যঃ (সূর্য্যঃ) স্বগোভিঃ (স্বরশ্মিভিঃ) অষ্টৌ মাসান্ (ব্যাপ্য) ভূম্যাঃ (পৃথিব্যাঃ) উদময়ং (জলরূপং) যৎ বসু (ধনং) নিপীতং (আকৃষ্টং গৃহীতং) কালে (বর্ষাকালে) আগতে (সতি তৎ) মোক্তুং (ত্যক্তুং পুনঃ ভূতলস্থানামেব উপকারার্থং দাতুং) আরেভে (প্রবৃত্তঃ, যথা রাজা প্রজাভ্যঃ করং সংগৃহ্য তাসামেব উপকারার্থং তৎ প্রদদাতি তদ্বৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সূর্য্যদেব নিজ কিরণ-জালে আট মাস পর্য্যন্ত পৃথিবী হইতে জলরূপ যে ধন আকর্ষণ করিয়াছিলেন, বর্ষাকাল আগত হইলে পুনরায় তাহা মোচন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—পর্জ্জন্যঃ সূর্য্যঃ স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ কালে সময়ে। অত্র পর্জ্জন্যস্য রাজত্বং উদকস্য করত্বং নিপানস্য গ্রহণত্বং মোচনস্য দানত্বং সূচিতমিতি বস্তুনঃ স্বপ্রজাভ্য আদানতঃ সময়ে পুনঃ প্রদানতশ্চ রাজোপমেয়ং নীতি-দৃষ্ট্যা রাজভিরুপাদেয়া ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পর্জ্জন্যঃ'—সূর্য্যদেব স্বীয় কিরণসমূহ দ্বারা আট মাস যাবৎ (কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত) পৃথিবীর যে জলময় ধন নিঃশেষরূপে পান করিয়াছিলেন, পুনরায় স্ব-কিরণ দ্বারাই উপযুক্ত সময়ে তাহা মোচন (বর্ষণ) করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার দ্বারা সূর্য্যের রাজার সহিত উপমা হইল। কারণ রাজা যেমন সময়ে স্বপ্রজা হইতে করস্বরূপ ধন গ্রহণ করিয়া থাকেন, আবার দুর্ভিক্ষাদি সময়ে প্রজাদিগকে তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সূর্য্য পৃথিবীর করস্বরূপ জলময় ধন গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত সময়ে প্রদান করেন। অতএব সূর্য্য—রাজস্থানীয়, জল—করস্থানীয়, পান—গ্রহণস্থানীয় ও মোচন—দানস্থানীয় জানিতে হইবে। নীতি দৃষ্টিতে ইহা রাজগণের গ্রহণীয় ॥ ৫ ॥

তড়িত্বন্তো মহামেঘাশ্চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ ।
প্রীণনং জীবনং হ্যস্য মুমুচুঃ করুণা ইব ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তড়িত্বন্তঃ (বিদ্যুদ্‌যুক্তাঃ) মহামেঘাঃ চণ্ডশ্বসনবেপিতাঃ (প্রবলমারুতকম্পিতাঃ সন্তঃ) করুণাঃ ইব (কৃপালবঃ ইব কৃপালবো যথা তপ্তং জনং নিরীক্ষ্য অনুকম্পমানাঃ তদাপ্যায়নায় স্বজীবনমপি ত্যজন্তি তদ্বৎ) হি অস্য (জগতঃ) প্রীণনং (তৃপ্তিদায়কং) জীবনং (উদকং) মুমুচুঃ (মোচিতবন্তঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—পরদুঃখকাতর সাধুগণ যেরূপ দুঃখিতজনের দুঃখদর্শনে সদয় হইয়া তাহাদের উপকারের জন্য নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন সেইরূপ বিদ্যুদ্‌যুক্তমেঘরাশিও বিদ্যুৎরূপ নেত্রদ্বারা জগতের তাপদর্শনে দয়াবশতঃ প্রবল বায়ু চালিত হইয়া জগতের তৃপ্তিকর জলরাশি মোচন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—শ্বসনো বায়ুঃ । অস্য বিশ্বস্য সন্তপ্তস্য প্রীণনং আপ্যায়নকরম্ । অতএব জীবনং জীবনতুল্যং জলং করুণাঃ কৃপালবো দাতার ইব । তৎপক্ষে শ্বাসবেপাবনুভাবৌ । জীবনং জীবিতমপি তপ্তং জনং বীক্ষ্যত ত্যজন্তি রন্তিদেবাদয়ো জীবনং স্বমাত্রাপ্যায়কং জলমপীতি ইয়মুপমা তত্তদ্দৃষ্ট্যা দয়াবীরদানবীরৈরুপাদেয়া ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্বসনঃ'—বায়ু । 'অস্য'—সন্তপ্ত বিশ্বের, 'প্রীণনং জীবনং'—আপ্যায়নকর জীবনতুল্য জল পরিত্যাগ করিতে লাগিল, 'যথা করুণাঃ'—কৃপালু জনগণের ন্যায়, অর্থাৎ ক্ষুধাদির দ্বারা তপ্ত জনকে নেত্রদ্বারা দর্শন করিয়া কৃপাপূর্ব্বক কম্পিতচিত্ত সাধুগণ যেরূপ তাহার প্রীতির নিমিত্ত স্বজীবন-সাধন জলাদিও পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ নেত্রস্থানীয় তড়িদ্‌গণের দ্বারা জগৎকে সন্তপ্ত অবলোকন করিয়া 'চণ্ডশ্বসন-বেপিতাঃ'—খরতর পবনের দ্বারা কম্পিত হইয়া মহামেঘ-সকল এই জগতের আপ্যায়নকর জীবনসাধনভূত প্রচুর জল বর্ষণ করিতে লাগিল । যেমন রন্তিদেব প্রভৃতি স্বজীবনাধায়ক জলমাত্রও দান করিয়াছিলেন (এবং মহামুনি দধীচি নিজের জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)। এই উপমা দয়াবীর ও দানবীরগণের উপাদেয় ॥ ৬ ॥

———

তপঃকৃশা দেবমীঢ়া আসীদ্বর্ষীয়সী মহী ।
যথৈব কাম্যতপসস্তনুঃ সম্প্রাপ্য তৎফলম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তপঃ কৃশা (তপসা গ্রীষ্মেণ কৃশা শুষ্কা) দেবমীঢ়া (পর্জ্জন্যসিক্তা অতএব) বর্ষীয়সী (পুষ্টা) মহী (পৃথিবী) কাম্যতপসঃ (কাম্যং তপঃ যস্য তস্য) তনুঃ (শরীরং) তৎফলং সম্প্রাপ্য (তপঃ ফললাভাৎ পরং তপো নিবৃত্তৌ) যথা এব (যদ্বৎ পুনঃ বর্দ্ধতে তথা বভূব) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—তপস্যাবশতঃ ক্ষীণকায় তপস্বিগণ যেরূপ কাম্যফলের লাভ হইলে পুনরায় পরিপুষ্ট হ'ন, সেইরূপ গ্রীষ্মহেতু কৃশকায়া পৃথিবীও মেঘবর্ষণে সিক্ত হইয়া পুষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তপসা পক্ষে গ্রীষ্মেণ কৃশা ততো দেবৈরুদ্রাদিভিঃ পর্জ্জন্যেন চ মীঢ়া কামিতবস্তুপ্রদানেন জলবৃষ্ট্যা চ সিক্তা । বর্ষীয়সী পুষ্টাঙ্গা উচ্ছ্না চ । কামং তপো যস্য তস্য পুংসস্তনুঃ কামান্ প্রাপ্য যথেত্যুপমৈষা পরিণাম-দর্শিভিঃ সদ্ভির্হেয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাম্যতপসঃ তনুঃ'—কামনাযুক্ত তপস্যাপরায়ণ তপস্বিগণের শরীর, 'তপঃ-কৃশা' —যেরূপ তপস্যা দ্বারা কৃশ হইলেও 'দেব-মীঢ়া'—শ্রীরুদ্রাদি দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত নিজ বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিয়া পুষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী গ্রীষ্মে কৃশ বা শুষ্কপ্রায় হইয়াও দেবরাজ কর্ত্তৃক জল-বর্ষণে সিক্ত হইয়া পুষ্টভাব ধারণ করিল । এই উপমা পরিণামদর্শী সাধুজনের পরিত্যজ্য ॥ ৭ ॥

———

নিশামুখেষু খদ্যোতাস্তমসা ভান্তি ন গ্রহাঃ ।
যথা পাপেন পাষণ্ডা ন হি বেদাঃ কলৌ যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কলৌ যুগে যথা (যদ্বৎ) পাপেন (পাপিনা সহ) পাষণ্ডাঃ (নাস্তিক শাস্ত্রাণি) (ভান্তি) বেদাঃ নহি (ভান্তি তথা) নিশামুখেষু (বর্ষাকালীন সন্ধ্যাকালেষু) তমসা (অন্ধকারেণ সহ) খদ্যোতাঃ (জ্যোতিরিঙ্গণাঃ কীটবিশেষাঃ) ভান্তি গ্রহাঃ ন (ভান্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে পাপী ব্যক্তির সহিত যেরূপ নাস্তিক শাস্ত্রসমূহই শোভা পায় পরন্তু বেদসকল শোভা পায় না সেইরূপ বর্ষাকালীন সন্ধ্যা সময়েও অন্ধ-

কারের সহিত খদ্যোত সকল শোভা পাইতে লাগিল পরন্তু গ্রহগণ অর্থাৎ চন্দ্র-নক্ষত্রাদি প্রকাশিত হইল না ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—পাষণ্ডাঃ পাষণ্ডশাস্ত্রাণি হেয়ৈবেয়মুপমা ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাষণ্ডাঃ'—বেদবিরুদ্ধ পাষণ্ড-শাস্ত্র সকল কলিযুগে প্রকাশ পায়; ইহা সর্ব্বপ্রকারেই হেয় ॥ ৮ ॥

শ্রুত্বা পর্জ্জন্যনিনদং মণ্ডূকা সসৃজুগিরঃ।
তূষ্ণীং শয়ানাঃ প্রাগ্‌যদ্বদ্ ব্রাহ্মণা নিয়মাত্যয়ে ॥৯॥

অন্বয়ঃ—নিয়মাত্যয়ে (নিত্যকর্ম্মাবসানে) তূষ্ণীং শয়ানাঃ (নিদ্রিতবৎনিশ্চেষ্টত্বেন স্থিতাঃ) ব্রাহ্মণাঃ যদ্বৎ (ব্রাহ্মণাঃ যথা আচার্য্যাহ্বানং শ্রুত্বা অধীয়ন্তে তথা) প্রাক্ (বর্ষাতঃ পূর্ব্বং তূষ্ণীং অবস্থিতাঃ) মণ্ডূকাঃ (ভেকাঃ) পর্জ্জন্যনিনদং (মেঘধ্বনিং) শ্রুত্বা গিরঃ সসৃজুঃ (শব্দং কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—নিত্য কর্ম্মের অবসানে মৌনভাবে শয়ান ব্রাহ্মণগণ যেরূপ গুরুর আহ্বান শুনিলেই বেদপাঠ আরম্ভ করেন সেইরূপ পূর্ব্বে মৌনভাবাবলম্বী মণ্ডূক-গণ মেঘধ্বনি শ্রবণমাত্রেই শব্দ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিত্যকর্ম্মাবসানে আচার্য্যাহ্বানশব্দং শ্রুত্বা তচ্ছিষ্যা যথা অধীয়ন্তে তদ্বদিতি ব্রহ্মচারিভিরু-পাদেয়া ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিয়মাত্যয়ে'—আচার্য্যের নিত্য কর্ম্মাবসানে তাঁহার আহ্বান-শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক শিষ্য ও ছাত্রগণ যেমন অধ্যয়ন করিতে থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বে মৌনভাবে অবস্থিত ভেকসমূহ মেঘধ্বনি শ্রবণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ইহা ব্রহ্মচারি-গণের উপাদেয় ॥ ৯ ॥

আসন্নুৎপথগামিন্যঃ ক্ষুদ্রনদ্যোঽনুশুষ্যতীঃ।
পুংসো যথাস্বতন্ত্রস্য দেহদ্রবিণসম্পদঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অস্বতন্ত্রস্য (ইন্দ্রিয়বশীভূতস্য) পুংসঃ (জনস্য) দেহদ্রবিণ-সম্পদঃ (শরীরধনানি) যথা (যদ্বৎ উৎপথগামিন্যঃ ভবন্তি তথা) অনুশুষ্যতীঃ (অনুশুষ্যন্ত্যঃ গ্রীষ্মে শুষ্কতাং গতাঃ) ক্ষুদ্রনদ্যঃ (বর্ষাসু) উৎপথগামিন্যঃ আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্রিয় বশীভূত পুরুষের শরীর এবং ধন যেরূপ উৎপথগামী হয় সেইরূপ গ্রীষ্মশুষ্ক ক্ষুদ্র-নদীগণও বর্ষায় উৎপথগামী হইল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অনুশুষ্যতীঃ অনুশুষ্যন্ত্যঃ। বৃষ্যমাণৈর-ল্পৈরপি জলৈরুৎপথগামিন্যঃ স্বতন্ত্রস্য শাস্ত্রশাসনং অমানয়তঃ দেহস্য সম্পদো যৌবনসামর্থ্যবিদ্যাদ্যা-দ্রবিণসম্পদঃ পঞ্চষগ্রামাধিপত্যম্। তা যথা নিকৃষ্টস্য কুমতেঃ পরোদ্বেজিকাস্তথেতি হেয়ৈবেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনুশুষ্যতীঃ'—অনুশুষ্যন্ত্যঃ, প্রথমার বহুবচন হইবে, গ্রীষ্মকালে যাহারা শুষ্ক হইয়া যায়, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী, 'বৃষ্যমাণৈঃ' —অল্পজলেই উৎপথগামিনী হইল। 'স্বতন্ত্রস্য'—ইন্দ্রিয়পরবশ কিংবা শাস্ত্রশাসন অমান্যকারী জনের যেরূপ দেহসম্পদ্ যৌবন, বিদ্যাদি বা ধনসম্পদ্ ও পাঁচ ছয়টি গ্রামের আধিপত্য অসৎ বিষয়ে ব্যয়িত হইয়া ক্ষয় হইয়া থাকে। সেই নিকৃষ্ট কুমতি-জনের সম্পদ্‌সমূহ যেরূপ পরের উদ্বেজিকা হয়, সেইরূপ—ইহা সকলের পক্ষেই হেয় ॥ ১০ ॥

হরিতা হরিভিঃ শষ্পৈরিন্দ্রগোপৈশ্চ লোহিতা।
উচ্ছিলীন্ধ্রকৃতচ্ছায়া নৃণাং শ্রীরিব ভূরভূৎ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—হরিভিঃ (নীলবর্ণৈঃ) শষ্পৈঃ (কোমল-তৃণৈঃ) হরিতা (হরিতীকৃতা) ইন্দ্রগোপৈঃ (রক্তবর্ণ-কীটবিশেষৈঃ) চ লোহিতা (রক্তবর্ণীকৃতা) উচ্ছিলীন্ধ্র-কৃতচ্ছায়া (উচ্ছিলীন্ধ্রৈঃ ছত্রকারৈঃ উদ্ভিদৈঃ কৃতচ্ছায়া) ভূঃ (পৃথিবী) নৃণাং (রাজ্ঞাং) শ্রীঃ (সেনাসম্পৎ) ইব অভূৎ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন পৃথিবী নীলকোমলতৃণদ্বারা নীলবর্ণা, ইন্দ্রগোপকীট-দ্বারা লোহিতবর্ণা এবং ছত্রা-কার উদ্ভিদ্ সকল দ্বারা ছায়াযুক্তা হইয়া নৃপতিগণের সেনাসম্পদের ন্যায় প্রতীয়মানা হইতেছিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—হরিভির্নীলবর্ণৈঃ শষ্পৈঃ কোমলৈঃ। কচিৎ নীলবর্ণা ইন্দ্রগোপৈররুণবর্ণকীটবিশেষৈঃ কচিৎ লোহিতা। উচ্ছিলীন্ধ্রৈশ্ছত্রাকারৈরুদ্ভিজ্জৈঃ কৃতচ্ছায়া

কৃতশ্বেতকান্তিঃ। নৃণাং রাজ্ঞাং শ্রীঃ সেনাসম্পৎ হরিতাদিবর্ণপটগেহযুক্তা, ইয়ং রাজ্ঞামুপাদেয়া ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃণাং শ্রীঃ ইব'—রাজাদিগের সেনাসম্পদ্ যেরূপ হরিতাদি বর্ণযুক্ত পট ও গৃহান্বিত হইয়া শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ পৃথিবী কোন স্থানে নীল কোমল তৃণদ্বারা হরিদ্বর্ণ, কোথাও অরুণবর্ণ কীট বিশেষ দ্বারা রক্তবর্ণ, ছত্রাকার উদ্ভিজ্জ-বিশেষ দ্বারা শ্বেতবর্ণ ছায়া বিশিষ্টা হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। ইহা নৃপতিগণের উপাদেয় ॥ ১১ ॥

ক্ষেত্রাণি শস্যসম্পদ্ভিঃ কর্ষকাণাং মুদং দদুঃ।
মানিনামনুতাপং বৈ দৈবাধীনমজানতাম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষেত্রাণি শস্য সম্পদ্ভিঃ (শস্য সম্ভারৈঃ) কর্ষকাণাং (কৃষীবলানাং) মুদং (হর্ষং) দদুঃ। বৈ (কিন্তু) দৈবাধীনং অজানতাং (মুদনুতাপাদি দৈবায়ত্তং ইতি জ্ঞানরহিতানাং) মানিনাং (নীচকর্ম্মতয়া কৃষিং অকুর্ব্বাণানাং) অনুতাপং (অহো এতে কৃষকাঃ শস্য সম্পদ্‌যুক্তাঃ জাতাঃ যদি বয়মপি কৃষিমকরিষ্যামঃ তদা এতাদৃশীঃ শস্য সম্পদঃ প্রাপ্স্যামঃ ইতি পশ্চাত্তাপং) দদুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শস্য-সম্পত্তিশালী ক্ষেত্রসকল কৃষকগণকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছিল। কিন্তু যাহারা কৃষিকে নীচ কর্ম্ম মনে করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকে তাদৃশ মানিগণ অনুতাপ করিতে লাগিল কিন্তু তাহারা জানেনা যে আনন্দ অনুতাপ প্রভৃতি সমস্তই দৈবের অধীন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মানিনামিতি। কৃষিং নিকৃষ্টং কর্ম্ম বয়ং প্রতিষ্ঠিতা ন কূর্ম্মহে ইতি গর্ব্ববতাং অনুতাপং হন্ত হন্ত যদি কৃষিং বয়মপ্যকরিষ্যাম তদৈতাদৃশীঃ শস্যসম্পদঃ প্রাপ্স্যাম ইতি পশ্চাত্তাপং দদুর্ম্মানিভ্য এবেত্যর্থঃ। যতো যদনুতাপাদিকং দৈবাধীনং তে ন জানন্তীত্যর্থঃ। যথা নিবৃত্তিকর্ম্মপরান্ ব্রহ্মলোকং গচ্ছতো দৃষ্ট্বা প্রবৃত্তিকর্ম্মপরাঃ স্বর্গস্থা অনুতপন্তীতি গম্যোপমা ভক্তৈর্হেয়া ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মানিনাম্'—কৃষি নিকৃষ্ট কর্ম্ম, আমরা প্রতিষ্ঠিত ঐরূপ কর্ম্ম করি না—এরূপ গর্ব্বশালী ধনীদিগের, 'অনুতাপং'—হায়! হায়! যদি কৃষিকার্য্য আমরাও করিতাম, তাহা হইলে এতাদৃশী শস্যসম্পদ্ লাভ করিতাম, এইরূপ পশ্চাৎ তাপ মানিগণ প্রাপ্ত হইল। যেহেতু অনুতাপাদি যে দৈবাধীন, তাহা তাহারা জানে না—এই অর্থ। যেমন নিবৃত্তিপর সাধুজনকে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে দেখিয়া প্রবৃত্তি কর্ম্মপর স্বর্গস্থ জনগণ অনুতাপ করিয়া থাকে। এই গম্যোপমা ভক্তগণের পক্ষে হেয় ॥ ১২ ॥

জলস্থলৌকসঃ সর্ব্বে নববারিনিষেবয়া।
অবিভ্রন্ রুচিরং রূপং যথা হরিনিষেবয়া ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—জলস্থলৌকসঃ (জলস্থলনিবাসিনঃ) সর্ব্বে (প্রাণিনঃ) নববারিনিষেবয়া (নূতনজলভোগেন) হরিনিষেবয়া যথা (হরিসেবয়া যথা রুচিরং রূপং লভন্তে তথা) রুচিরং (মনোজ্ঞং) রূপং (সৌন্দর্য্যং) অবিভ্রন্ (ধারয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—জীব যেরূপ হরিসেবাফলে উত্তম স্বরূপ লাভ করে সেইরূপ জলস্থলবাসী প্রাণিমাত্রই নূতন জল উপভোগ করিয়া মনোজ্ঞ রূপ লাভ করিল ॥১৩॥

বিশ্বনাথ—অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। যথেতি হরিসেবায়াং প্রবৃত্তা অপি সদা এব সর্ব্বে রুচিরা ভবন্তি তস্যাঃ পরমধর্ম্মত্বাৎ পরমসুখদত্বাচ্চ। তদ্বদিত্যুপাদেয়া ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিভ্রন্'—অবিভরুঃ হইবে। 'যথা হরিনিষেবয়া'—শ্রীকৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াই লোক যেমন তৎক্ষণাৎ মনোহর রূপ ধারণ করে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণসেবাই পরম ধর্ম্ম ও পরম সুখদ, তদ্রূপ নব বারি সেবন দ্বারা জলচর ও স্থলচর, কিংবা পাতালবাসী ও ভূলোকবাসী সকলে মনোহর বা নির্দ্দোষ রূপ ধারণ করিল। এই উপমা সকলের পক্ষে গ্রহণীয় ॥ ১৩ ॥

সরিদ্ভিঃ সঙ্গতঃ সিন্ধুশ্চুক্ষোভ শ্বসনোর্ম্মিমান্।
অপক্কযোগিনশ্চিত্তং কামাক্তং গুণযুগ্‌যথা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সরিদ্ভিঃ (নদীভিঃ) সঙ্গতঃ (মিলিতঃ)

শ্বসনোর্ম্মিমান্ (বায়ুবেগেন তরঙ্গিতঃ) সিন্ধুঃ (সমুদ্রঃ) অপক্বযোগিনঃ (যোগপথে অদৃঢ়ং স্থিতস্য) গুণযুক্ (গুণসংসর্গি অতএব) কামাক্তং চিত্তং যথা (চিত্তমিব ক্ষুব্ধং বভুব) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অপক্ব যোগীর কামাসক্ত বিষয়-সংসর্গী চিত্ত যেরূপ ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ বর্ষাকালে নদীগণের সহিত মিলিত এবং বায়ুবেগে তরঙ্গিত সমুদ্রও ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—সিন্ধুর্নদীবিশেষঃ পাশচাত্যঃ বিশেষণস্য পুংস্ত্বমার্ষং কামাক্তং কামবাসনাযুক্তম্ ইতি শ্বসনোর্মিসাম্যং গুণৈর্বিষয়ৈর্যুজ্যতে ইতি সরিৎসঙ্গতিসাম্যমিতি জ্ঞেয়া ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সিন্ধুঃ,—পশ্চিমদেশীয় নদী বিশেষ, এখানে বিশেষণের পুংস্ত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। (অথবা-সিন্ধু পাশ্চাত্য নদ)। 'কামাক্তং'—কামবাসনাযুক্ত, ইহা শ্বসনোর্ম্মি-সাম্য। 'গুণৈঃ'—বিষয়ের দ্বারা যুক্ত হয়, ইহা নদীসকলের সহিত মিলনের দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ অপক্ব যোগিগণের ভোগবাসনাযুক্ত চিত্ত যেমন বিষয়াভিনিবিষ্ট হইয়া ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ নদী-সকলের সহিত সঙ্গত সিন্ধু বায়ুবেগে তরঙ্গিত হইয়া ক্ষুভিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪ ॥

গিরয়ো বর্ষধারাভির্হন্যমানা ন বিব্যথুঃ।
অভিভূয়মানা ব্যসনৈর্যথাধোক্ষজচেতসঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) বর্ষধারাভিঃ হন্যমানাঃ (অপি) ব্যসনৈঃ (বিপদ্ভিঃ) অভিভূয়মানাঃ (আক্রান্তাঃ) অধোক্ষজচেতসঃ যথা (বিষ্ণুভক্তিপরায়ণাঃ যথা ন ব্যথাং যান্তি তথা) ন বিব্যথুঃ (ব্যথাং গতাঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ সাধুগণ যেরূপ বিপদ্ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হ'ন না সেইরূপ পর্ব্বতগণও বর্ষাধারায় পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ব্যথা প্রাপ্ত হইতেছিল না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ন বিব্যথুর্ন বিব্যথিরে প্রত্যুত রজ আদ্যপগমাদশোভন্তেবেত্যর্থঃ। ব্যসনৈরাধ্যাত্মিকাদিভিস্তাপৈরধোক্ষজ-চেতস্ত্বাদেব ন ব্যথন্তে। "তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতস" ইতি ভগবদুক্তেঃ। প্রত্যুত দৈন্যবুদ্ধ্যা গর্ব্বাসূয়াদিমালিন্যরহিতা এব ভবন্তীতি সদ্ভিরুপাদেয়া ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন বিব্যথুঃ'—ব্যথিত হইল না, প্রকারান্তরে ধূলি প্রভৃতির অপসারণে শোভিতই হইল—এই অর্থ। 'ব্যসনৈঃ'—আধ্যাত্মিকাদি তাপের দ্বারা অধোক্ষজে চিত্ত আসক্ত বলিয়া ব্যথিত হয় না। অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহাদের চিত্ত আসক্ত হইয়াছে, তাঁহারা যেরূপ রোগাদি বিঘ্ন দ্বারা, কিংবা আধ্যাত্মিকাদি তাপে অভিভূত হইয়াও পীড়িত হন না, তদ্রূপ ঐ সময়ে পর্ব্বতসমূহ বৃষ্টিধারায় আহত হইলেও ব্যথিত হইল না। যেমন—"তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতদ্ মদ্গতচেতসঃ" (৩।২৫।২৩), অর্থাৎ ভগবান্ কপিলদেব স্বীয় জননীকে বলিলেন—মা! তাঁহাদের চিত্ত আমাতে সংলগ্ন থাকাতে আধ্যাত্মিকাদি বিবিধ তাপসকল তাঁহাদিগের ব্যথা জন্মাইতে সমর্থ হয় না। প্রত্যুত দৈন্যবুদ্ধিতে তাঁহারা গর্ব্ব, অসূয়াদি মালিন্য রহিতই হইয়া থাকেন। এই উপমা সজ্জনগণের উপাদেয়া ॥ ১৫ ॥

মার্গা বভূবুঃ সন্দিগ্ধাস্তৃণৈশ্ছন্না হ্যসংস্কৃতাঃ।
নাভ্যস্যমানাঃ শ্রুতয়ো দ্বিজৈঃ কালেন চাহতাঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—মার্গাঃ (পন্থানশ্চ) দ্বিজৈঃ (ব্রাহ্মণৈঃ) নাভ্যস্যমানাঃ অনভ্যস্তাঃ (অপি চ) কালেন (কালবশাৎ) আহতাঃ (লুপ্তপ্রায়াঃ) শ্রুতয়ঃ (বেদাঃ যথা সন্দিগ্ধাঃ "কিং সন্তি বেদাঃ নবা" ইত্যেবং লোকসন্দেহবিষয়ীভূতাঃ ভবন্তি তথা) তৃণৈঃ ছন্নাঃ (আচ্ছাদিতাঃ) অসংস্কৃতাঃ (অপরিষ্কৃতাশ্চ সন্তঃ) সন্দিগ্ধাঃ ("কিং মার্গাঃ বর্ত্ততে নবা" ইত্যেবং সন্দেহপদং গতাঃ) বভূবুঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণগণের অনভ্যাসে এবং কালবশে শ্রুতিসকল লুপ্তপ্রায় হইলে লোকের যেরূপ—"বেদ আছে কিম্বা নাই" এইরূপ সংশয় উপস্থিত হয় সেইরূপ পথ সকলও বর্ষাকালে তৃণাচ্ছাদিত এবং অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ায় লোকের সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়িল ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—নাভ্যস্যমান ইত্যসংস্কৃত-সাম্যং কালহতা ইতি তৃণাচ্ছাদন-সাম্যং অতএব মার্গাঃ শ্রুতয়শ্চ সন্দিগ্ধা ইতীয়ং বটুভির্হেয়া ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাভ্যস্যমানাঃ'—ইহা অসংস্কৃত অংশে দৃষ্টান্ত, 'কালহতাঃ'—ইহা তৃণাচ্ছাদন-সাম্য। অতএব 'মার্গাঃ'—শ্রুতিসমূহ সন্দিগ্ধ হইল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণের চর্চ্চার অভাবে কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় বেদমার্গের উপর যেমন সন্দেহ হয়, সেইরূপ বর্ষাপ্রভাবে তৃণদ্বারা আবৃত ও অসংস্কৃত পথগুলি আছে কিনা বলিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। ইহা ব্রাহ্মণগণের হেয় ॥ ১৬ ॥

লোকবন্ধুষু মেঘেষু বিদ্যুতশ্চলসৌহৃদাঃ।
স্থৈর্য্যং ন চক্রুঃ কামিন্যঃ পুরুষেষু গুণিষ্বিব ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—কামিন্যঃ (বেশ্যারমণ্যঃ) গুণিষু পুরুষেষু ইব (যথা বেশ্যা জনাঃ, পুরুষাণাং গুণেন ন স্থিরাঃ ভবন্তি তথা) চলসৌহৃদাঃ (চঞ্চলসখ্যাঃ) বিদ্যুতঃ লোকবন্ধুষু (লোকপ্রিয়েষু অপি) মেঘেষু ন স্থৈর্য্যং চক্রুঃ (স্থিরত্বে ন প্রকাশিতাঃ বভূবুঃ) ॥১৭॥

অনুবাদ—বেশ্যাগণ যেরূপ গুণবান্ পুরুষের প্রতি চির আসক্ত থাকে না সেইরূপ বিদ্যুৎ সকলও লোকপ্রিয় মেঘের মধ্যে স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছিল না ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যথা কামিন্যঃ পুংশ্চল্যঃ গুণিষু পুরুষেষু বৈদগ্ধ্যাদিগুণবৎস্বপীতি হেয়ৈব ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা কামিন্যঃ'—যেরূপ অচিরস্থায়ী প্রেমবতী পুংশ্চলীসকল বৈদগ্ধ্যাদি বিবিধ গুণযুক্ত পুরুষের নিকটেও স্থির থাকিতে পারে না, সেইরূপ চঞ্চল তড়িৎসমূহ জনহিতৈষী মেঘমণ্ডলে স্থির হইয়া রহিল না। ইহা হেয় উপমা ॥ ১৭ ॥

ধনুর্বিয়তি মাহেন্দ্রং নির্গুণঞ্চ গুণিন্যভাৎ।
ব্যক্তে গুণব্যতিকরেঽগুণবান্ পুরুষো যথা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অগুণবান্ (নির্গুণঃ মায়াতীতঃ) পুরুষঃ যথা গুণব্যতিকরে (গুণব্যতিকরাত্মকে) ব্যক্তে (প্রপঞ্চে প্রকাশিতঃ ভবতি তথা) নির্গুণং (জ্যারহিতং) মাহেন্দ্রং (ঐন্দ্রং) ধনুঃ চ গুণিনি (গর্জ্জিত শব্দগুণযুক্তে) বিয়তি (আকাশে) অভাৎ (প্রকাশং গতম্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—নির্গুণ মায়াতীত পুরুষ যেরূপ গুণজাত প্রপঞ্চে প্রকাশিত হ'ন সেইরূপ গুণহীন (জ্যাশূন্য) ইন্দ্রধনুও গুণময় (শব্দগুণযুক্ত) আকাশে প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—নির্গুণং জ্যারহিতং গুণিনি গর্জ্জিতশব্দবতি। ব্যক্তে প্রপঞ্চে গুণব্যতিকরাত্মকেঽগুণবান্ মায়াগুণাতীতঃ পুরুষো ভগবান্ ভাতি। বিবিধলীলাভিরিতি ভক্তৈরুপাদেয়া ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগুণবান্ পুরুষঃ যথা'—ভগবান্ অগুণবান্ অর্থাৎ মায়াগুণাতীত হইয়াও যেরূপ সত্ত্বাদি গুণ-সমূহাত্মক প্রপঞ্চে বিবিধ লীলার দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তদ্রূপ ইন্দ্রধনু নির্গুণ অর্থাৎ জ্যা-রহিত হইলেও, 'গুণিনি'—গর্জ্জিত শব্দগুণযুক্ত আকাশে শোভা পাইতে লাগিল। ইহা ভক্তগণের উপাদেয় ॥ ১৮ ॥

ন ররাজোড়ুপশ্ছন্নঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈঃ।
অহংমত্যা ভাসিতয়া স্বভাসা পুরুষো যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (জীবাত্মা) স্বভাসা (স্বচৈতন্যেনৈব) ভাসিতয়া অহংমত্যা (প্রকাশিতেন অহঙ্কারেণ ছন্নঃ) যথা (ন ভাতি তথা) উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ অপি) স্বজ্যোৎস্নাজিতৈঃ (স্বীয়য়া তুষারময্যা জ্যোৎস্নয়া রাজিতৈঃ প্রকাশিতৈঃ সম্বর্দ্ধিতৈশ্চ) ঘনৈঃ (মেঘৈঃ) ছন্নঃ (আবৃতঃ সন্) ন ররাজ (ন দীপ্তিং গতঃ) ॥১৯॥

অনুবাদ—জীবাত্মা যেরূপ নিজ চৈতন্য-প্রকাশিত অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত থাকেন সেইরূপ চন্দ্রও স্বীয় জ্যোৎস্নাদ্বারা প্রকাশিত মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অপ্রকাশিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—উড়ুপশ্চন্দ্রঃ স্বজ্যোৎস্নারাজিতৈর্ঘনৈস্তুষারময়ৈঃ কুহেড়িকাখ্যৈর্মেঘৈশ্ছন্ন আচ্ছন্নত্বাভাবেঽপ্যাচ্ছন্নত্বেন প্রতীতো ন ররাজ। স্বভাসা স্বীয়গুণময়চ্ছবিরূপয়া অহংমত্যা অবিদ্যয়া স্বশক্ত্যা কীদৃশ্যা ভাসিতয়া স্বেনৈব প্রকাশিতয়া পুরুষঃ পরমেশ্বরো যথা ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কমিতিবৎ ছন্নত্বেন প্রতীত ইত্যর্থঃ। জ্ঞানিভিরিয়মুপাদেয়া ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উড়ুপঃ'—চন্দ্র স্বীয় তুষারময় কুহেড়িকা (কুজ্ঝটিকা) নামক মেঘের দ্বারা

ছন্ন হইয়া, বাস্তবিক সমাচ্ছন্ন না হইলেও আচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীত হইয়া দীপ্তি পাইল না, 'যথা স্বভাসা পুরুষঃ'—যেমন স্বীয় গুণময়চ্ছবিরূপ স্বশক্তি অবিদ্যার দ্বারা ছন্ন পুরুষ বলিতে পরমেশ্বর, স্বচৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হইলেও ঘনাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় সমাচ্ছন্ন প্রতীত হওয়ায় শোভা পায় না। ইহা জ্ঞানিগণের উপাদেয় ॥ ১৯ ॥

মেঘাগমোৎসবা হৃষ্টাঃ প্রত্যনন্দন্ শিখণ্ডিনঃ।
গৃহেষু তপ্তনির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুতজনাগমে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—গৃহেষু তপ্তাঃ (সংসারদাবদগ্ধাঃ জনাঃ) যথা অচ্যুতজনাগমে (ভাগবতজনসঙ্গমে) নির্ব্বিণ্ণাঃ (স্বস্থচিত্তাঃ ভবন্তি তথা) মেঘাগমোৎসবাঃ (মেঘসন্দর্শনেনানন্দিতাঃ) শিখণ্ডিনঃ (ময়ূরাঃ) হৃষ্টাঃ (সন্তঃ) প্রত্যনন্দন্ (মেঘং প্রতি স্বানন্দং প্রকাশয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—সংসারানল-সন্তপ্ত জীব যেরূপ ভাগবত জন-সমাগমে স্বস্থচিত্ত হয় সেইরূপ ময়ূরগণও মেঘসমাগমমহোৎসবে আনন্দিত হইয়া তাহার প্রতি হর্ষ জ্ঞাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—মেঘাগমেনোৎসবো যেষাং তে প্রত্যনন্দন্ মেঘসমৃদ্ধগর্জ্জিতাদ্যনন্তরমুচ্চৈরানন্দাদিকমকুর্ব্বন্ যথা বৈষ্ণব-গৃহস্থাঃ সমাগতবৈষ্ণবপ্রেমানন্দগীতানন্তরমানন্দগীতনৃত্যাদিকং কুর্ব্বন্তীতি বৈষ্ণবানামুপাদেয়া ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মেঘাগমোৎসবাঃ'—মেঘের আগমনে উৎসব যাহাদের, সেই ময়ূরগণ মেঘগর্জ্জনে হৃষ্ট হইয়া নৃত্যাদি করিতে লাগিল, যেমন গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ স্বগৃহে সমাগত বৈষ্ণব দেখিয়া আনন্দসহকারে নৃত্য-গীতাদি করিয়া থাকেন। ইহা বৈষ্ণবগণের উপাদেয় ॥ ২০ ॥

পীত্বাপঃ পাদপাঃ পদ্ভিরাসন্নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ।
প্রাক্ক্ষামাস্তপসা শ্রান্তা যথা কামানুসেবয়া ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—প্রাক্ (পূর্ব্বং) তপসা (তপশ্চর্য্যয়া) ক্ষামাঃ (ক্ষীণাঃ) শ্রান্তাঃ (চ জনাঃ) কামানুসেবয়া (যোগৈশ্বর্য্যলাভেন) যথা নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ (কায়ব্যূহরচনয়া বহবো ভবন্তি তথা) প্রাক্ (গ্রীষ্মকালে) তপসা (গ্রীষ্মেণ) ক্ষামাঃ শ্রান্তাঃ পাদপাঃ (বৃক্ষাশ্চ) পদ্ভিঃ (মূলৈঃ) অপঃ পীত্বা (বর্ষাজলং উপভুঞ্জানাঃ সন্তঃ) নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ (অঙ্কুরপত্রপুষ্পপল্লবাদিযুক্তাঃ) আসন্ (বভূবুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে তপস্যাদ্বারা ক্ষীণ এবং শ্রান্ত হইয়া পশ্চাৎ যোগৈশ্বর্য্য লাভে লোক যেরূপ কায়ব্যূহ রচনাবলে নানামূর্ত্তি ধারণ করে সেইরূপ গ্রীষ্মে ক্ষীণকায় এবং শ্রান্ত বৃক্ষগণও বর্ষায় মূলদ্বারা জল পান করিয়া অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প এবং পল্লবাদি নানারূপ যুক্ত হইল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—নানাবিধা আত্মনঃ স্বস্য মূর্ত্তয়োঽঙ্কুরপত্রপল্লবপুষ্পপত্রাদ্যা যেষাং তে, পক্ষে নানাত্মনঃ পানভোজনরমণাদিনানাস্বভাববন্ত আত্মনো মূর্ত্তয়ো দেহা যেষাং তে। নিষ্কামাণামিয়ং হেয়া ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানাত্মমূর্ত্তয়ঃ'—নানাবিধ নিজের মূর্ত্তি যাহাদের, অর্থাৎ পূর্ব্বে তপস্যা দ্বারা কৃশ ও শ্রান্ত যোগিগণ পরে যেরূপ অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া পান, ভোজন, রমণাদি নানাবিধ স্বভাবযুক্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রীষ্মে ক্ষীণকায় ও শ্রান্ত বৃক্ষগণও স্ব-স্ব মূলদ্বারা পৃথিবীর রস গ্রহণ করিয়া অঙ্কুর পত্র পল্লব ও পুষ্পাদি-বিশিষ্ট নানা মূর্ত্তি ধারণ করিল। নিষ্কাম ভক্তজনের ইহা হেয় ॥ ২১ ॥

সরঃস্বশান্তরোধঃসু ন্যূষুরঙ্গাপি সারসাঃ।
গৃহেষ্বশান্তকৃত্যেষু গ্রাম্যা ইব দুরাশয়াঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্), দুরাশয়াঃ (দুর্ব্বাসনাগ্রস্তাঃ) গ্রাম্যাঃ (জনাঃ) অশান্তকৃত্যেষু (অশান্তানি ঘোরাণিকৃত্যানি যেষু তেষু) গৃহেষু (যথা বসন্তি তথা) সারসাঃ (চক্রবাকাঃ পক্ষিণঃ) অশান্তরোধঃসু (অশান্তানি পঙ্ককণ্টকাদিময়ানি রোধাংসি তটানি যেষাং) অপি সরঃসু (সরোবরেষু) ন্যূষু (নিতরাং অবসন্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দুর্ব্বাসনাগ্রস্ত গ্রাম্যজন যেরূপ শান্তিহীন নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ডের আকর-স্বরূপ

সেইরূপ চক্রবাক পক্ষিগণও পঙ্ককণ্টকাদিময় তট-শালী সরোবরে আসক্তির সহিত বাস করিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—অশান্তানি পঙ্ককণ্টকভঙ্গুরত্বাদিদোষ-যুক্তানি রোধাংসি তটানি যেষাং তেষ্বপি ন্যূষুর্নিতরা-মবসন্। ইয়ং হেয়ৈব ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশান্তরোধঃসু'—পঙ্ক, কণ্টক ও ভঙ্গুরত্বাদি দোষযুক্ত তটগুলি যাহাদের, সেই সরোবরেই চক্রবাক্ পক্ষিগণ 'ন্যূষুঃ—আসক্তির সহিত বাস করিতে লাগিল (যেমন অবিবেকী গৃহি-গণ অশান্ত কর্ম্মময় গৃহে বাস করিয়া থাকে)। ইহা বিবেকীজনের পরিত্যজ্যই ॥ ২২ ॥

———

জলৌঘৈর্নিরভিদ্যন্ত সেতবো বর্ষতীশ্বরে।
পাষণ্ডিনামসদ্বাদৈর্বেদমার্গাঃ কলৌ যথা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—কলৌ পাষণ্ডিনাং (নাস্তিকানাং) অসদ্‌বাদৈঃ (কুতর্কৈঃ) বেদমার্গাঃ যথা (ভিদ্যন্তে তথা) ঈশ্বরে (ইন্দ্রে) বর্ষতি (সতি) জলৌঘৈঃ (জল-বেগৈঃ) সেতবঃ (জলরোধকবন্ধনানি) নিরভিদ্যন্ত (ভিন্নাঃ বভুবুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কলিযুগে নাস্তিকগণের কুতর্কদ্বারা বেদমার্গ যেরূপ ভেদ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ইন্দ্র বর্ষণ করিতে থাকিলে জলবেগে সেতু সকলও বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ঈশ্বরে ঈশ্বরত্বাভিমানবশাদতিবর্ষোপ-দ্রবং কুর্ব্বতি সতি ইন্দ্রে ইতি কলিসাম্যমিয়ং হেয়া ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশ্বরে'—ঈশ্বরত্বরূপ অভি-মানবশতঃ দেবরাজ ইন্দ্র অতিশয় বর্ষণরূপ উপদ্রব করিতে থাকিলে (সেতুসকল বিদীর্ণ হইতে লাগিল, যেমন কলিযুগে বেদবিদ্বেষী পাষণ্ডগণের কুতর্কে বেদপ্রতিপাদিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মমার্গ উৎসাদিত হয়।) ইহা কলিকালের সাম্য বলিয়া হেয় ॥ ২৩ ॥

———

ব্যমুঞ্চন্ বায়ুভির্নুন্নাভূতেভ্যোশ্চামৃতং ঘনাঃ।
যথাশিষো বিট্‌পতয়ঃ কালে কালে দ্বিজেরিতাঃ ॥২৪

অন্বয়ঃ—বিট্‌পতয়ঃ (রাজানঃ) দ্বিজেরিতাঃ (পুরোহিতৈঃ উক্তাঃ) কালে কালে যথা আশিষঃ (কামান্ পূরয়ন্তি জনানাং তথা) ঘনাঃ (মেঘাশ্চ) বায়ুভিঃ নুন্নাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) ভূতেভ্যঃ (প্রাণি-হিতার্থং) অমৃতং (জলং) ব্যমুঞ্চন্ (ববর্ষুঃ) ॥২৪॥

অনুবাদ—নরপতিগণ পুরোহিতের উপদেশে পরি-চালিত হইয়া সময় সময় যেরূপ দানাদি দ্বারা লোকের কামনা পূরণ করেন সেই মেঘরাশিও বায়ু কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া প্রাণিগণের মঙ্গলের জন্য জল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নুন্নাঃ প্রেরিতাঃ। আশিষঃ কামান্ বিট্‌পতয়ো রাজানো বণিজাং পতয়ো বা। দ্বিজৈ-র্বিপ্রৈরীরিতাঃ প্রেরিতা ইতি রাজভিরুপাদেয়া ॥ ২৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নুন্নাঃ'—প্রেরিত (বায়ুদ্বারা প্রেরিত হইয়া মেঘসমূহ জলবর্ষণ করিতে লাগিল)। 'আশিষঃ'—কাম্য বস্তুসকল। 'বিট্‌পতয়ঃ'—রাজ-গণ, অথবা—বণিক্‌গণের অধিপতিগণ। 'দ্বিজে-রিতাঃ'—পুরোহিতাদি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া। এই দৃষ্টান্ত রাজাগণের গ্রহণীয় ॥ ২৪ ॥

———

এবং বনং তদ্বর্ষিষ্ঠং পক্বখর্জ্জুরজম্বুমৎ।
গোগোপালৈর্বৃতো রন্তুং সবলঃ প্রাবিশদ্ধরিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—গো-গোপালৈঃ বৃতঃ সবলঃ (বলদেবেন সহ) হরিঃ রন্তুং (ক্রীড়িতুং) এবং (পূর্ব্বোক্তবর্ষা-প্রভাবেন) বর্ষিষ্ঠং (সমৃদ্ধং) পক্বখর্জ্জুরজম্বুমৎ তৎ বনং প্রাবিশৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গো এবং গোপগণে বেষ্টিত হইয়া বিহারার্থ বর্ষাপ্রভাব সমৃদ্ধ পক্ খর্জ্জুর এবং জম্বুফলযুক্ত বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ষাং বর্ণয়িত্বা তাদাত্বিকীং লীলাং বর্ণয়তি এবমিতি সপ্তভিঃ। বর্ষিষ্ঠং সমৃদ্ধম্ ॥২৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ষা ঋতুর বর্ণনা করিয়া তৎকালীন লীলা বর্ণনা করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে। 'বর্ষিষ্ঠং'—সমৃদ্ধ (পক্ খর্জ্জুর ও জম্বুফলযুক্ত বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন) ॥২৫

———

ধেনবো মন্দগামিন্য উধোভারেণ ভূয়সা ।
যযুর্ভগবতাহূতা দ্রুতং প্রীত্যা স্নুতস্তনাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভূয়সা (অধিকেন) উধোভারেণ মন্দগামিন্যঃ (মন্থরগতয়ঃ) ধেনবঃ (গাবঃ) ভগবতা আহূতাঃ প্রীত্যা (হর্ষেণ) স্নুতস্তনাঃ (ক্ষরিতস্তনমণ্ডলাঃ) দ্রুতং যযুঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সমধিকস্তনভারে মন্দগামিনী ধেনুগণ ভগবানের আহ্বানে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। তৎকালে হর্ষভরে তাহাদের স্তনমণ্ডল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—স্নুতস্তনীঃ স্নুতস্তন্য ইতি প্রীতিচিহ্নম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্নুতস্তনীঃ'—স্নুতস্তন্যঃ, শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে দুগ্ধক্ষরণ করিতে করিতে ধেনুগণ দ্রুত গমন করিতে লাগিল। ইহা প্রীতির চিহ্ন ॥২৬॥

———

বনৌকসঃ প্রমুদিতা বনরাজির্মধুচ্যুতঃ ।
জলধারা গিরের্নাদানাসন্না দদৃশে গুহাঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র চ কৃষ্ণঃ) বনৌকসঃ (পুলিন্দ্যাদীন্) প্রমুদিতাঃ দদৃশে (দদর্শ) বনরাজীঃ মধুচ্যুতঃ (মধুনাং পুষ্পরসানাং ক্ষরণং যাসু তথাভূতাঃ দদৃশে) গিরেঃ (পর্ব্বতসকাশাৎ) জলধারাঃ (দদৃশে) নাদাৎ (জলধারাশব্দাৎ) আসন্নাঃ (নিকটবর্ত্তিনীঃ) গুহাঃ (চ দদৃশে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ দেখিলেন যে, বনমধ্যে পুলিন্দ প্রভৃতি বনবাসিগণ হৃষ্টচিত্তে অবস্থান করিতেছে, বনরাজি হইতে মধু ক্ষরিত হইতেছে, পর্ব্বত হইতে জলধারা প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং জলধারার শব্দসমীপে গুহা বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র চ কৃষ্ণো বনৌকসঃ পুলিন্দীঃ প্রমুদিতাঃ দদৃশে দদর্শ। বনরাজীর্মধুচ্যুতঃ মধুনাং চ্যুৎ ক্ষরণং যাসু তথাভূতা দদর্শ গিরেঃ সকাশাজ্জলধারা দূরবর্ত্তিনীরপি নাদাদ্ধেতোরাসন্না নিকটবর্ত্তিনীঃ দদর্শ গুহাশ্চ দদর্শ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বনৌকসঃ'—সেই বনমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত পুলিন্দাদি ব্রজবাসিগণকে দর্শন করিলেন। 'মধুচ্যুতঃ বনরাজীঃ'—মধুক্ষরণশীল বনশ্রেণী। 'জলধারাঃ'—গিরিনিঃসৃত বারিধারা দূরবর্ত্তিনী হইলেও তৎধ্বনিপ্রযুক্ত নিকটবর্ত্তিনী বারিধারা এবং গুহাসমূহ দর্শন করিলেন ॥ ২৭ ॥

———

কৃচিদ্বনস্পতিক্রোড়ে গুহায়াঞ্চাভিবর্ষতি ।
নির্ব্বিশ্য ভগবান্ রেমে কন্দমূলফলাশনঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) অভিবর্ষতি (বৃষ্টৌ সত্যাং) ভগবান্ বনস্পতিক্রোড়ে (বৃক্ষকোটরে) গুহায়াং (পর্ব্বতগহ্বরে বা) নির্ব্বিশন্ (প্রবিশন্) কন্দমূলফলাশনঃ (সন্) রেমে (চিক্রীড়) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—সেখানে কোন সময়ে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে ভগবান্ বৃক্ষকোটরে কিম্বা পর্ব্বত গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কন্দ-ফলমূল ভোজনপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতেছিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মেঘেঽভিতো বর্ষতি সতি বৃক্ষক্রোড়ে গুহায়াং বা নিঃশেষেণ দ্রুতমভিদ্রুত্য বিশন্ প্রবিশন্ কন্দমূলয়োর্বর্ত্তুলত্বদীর্ঘত্বাভ্যাং ভেদো জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিবর্ষতি'—মেঘ হইতে প্রবলবেগে বারিপাত হইতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃক্ষকোটরে কিংবা পর্ব্বতগুহায়, 'নির্বিশ্য'—দ্রুত প্রবেশ করিয়া কন্দ, মূল ও ফল ভক্ষণ করতঃ বিহার করিতে লাগিলেন। 'কন্দমূল'—কন্দ ও মূলের মধ্যে বর্ত্তুলত্ব ও দীর্ঘত্ব—এই প্রভেদ জানিতে হইবে ॥২৮॥

———

দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে ।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(কদাচিৎ) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (বলদেবেন সহ) সম্ভোজনীয়ৈঃ (জাতীয়ৈঃ) গোপৈঃ (চ সহ) সলিলান্তিকে (জলপ্রান্তে) শিলায়াং (উপবিশ্য) সমানীতং (স্বগৃহজনৈঃ বান্ধবৈঃ বা সমীপং প্রাপিতং) দধ্যোদনং বুভুজে ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—কোন সময়ে বলদেব এবং স্বজাতীয় গোপগণের সহিত জলপ্রান্তে শিলায় উপবেশন পূর্ব্বক বন্ধুগণ কর্ত্তৃক আনীত দধি মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতেছিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—উপানীতং ছাক ইত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধং,

গৃহজনৈঃ প্রাপিতং শিলায়াং সলিলান্তিক ইত্যদ্যাপি কুণ্ডতটে ভোজনস্থল্যো দৃশ্যন্তে সর্ব্বৈরপি জনৈঃ ।।২৯।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপানীতং'—'ছাক'- এই নামে প্রসিদ্ধ স্থানে স্বজন কর্ত্তৃক আনীত দধি মিশ্রিত অন্ন জলসমীপবর্ত্তী শিলাপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া গোপ-বালকগণের সহিত ভোজন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি কুণ্ডতটে 'ভোজনস্থলী' দৃষ্ট হয় ।। ২৯ ।।

শাদ্বলোপরি সংবিশ্য চর্ব্বতো মীলিতেক্ষণান্ ।
তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎসরান্‌গাশ্চ স্বোধোভরাশ্রমাঃ ।।৩০।।
প্রাবৃট্‌ শ্রিয়ঞ্চ তাং বীক্ষ্য সর্ব্বকালসুখাবহাম্ ।
ভগবান্ পূজয়াঞ্চক্রে আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাম্ ।।৩১।।

অন্বয়ঃ—(অতঃ) ভগবান্ শাদ্বলোপরি (হরিত-তৃণোপরি) সংবিশ্য মীলিতেক্ষণান্ (মুদ্রিতনয়নান্) চর্ব্বতঃ (তৃণাদি চর্ব্বণং কুর্ব্বতঃ) তৃপ্তান্ বৃষান্ বৎ-সতরান্ স্বোধোভরাশ্রমাঃ (স্তনভারাক্রান্তাঃ) গাঃ চ আত্মশক্ত্যুপবৃংহিতাং (স্বশক্তিবৰ্দ্ধিতাং) সর্ব্বকাল-সুখাবহাং তাং প্রাবৃট্‌শ্রিয়ং চ (বর্ষালক্ষ্মীং চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) পূজয়াঞ্চক্রে (আদৃতবান্) ।। ৩০-৩১ ।।

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান্ শাদ্বলের উপর অব-স্থিত বৃষ বৎসতর এবং স্তনভারাক্রান্ত গাভীগণকে নয়নমুদ্রিত করিয়া তৃণাদি চর্ব্বণ করিতে দেখিলেন। পরে নিজশক্তিদ্বারা বৰ্দ্ধিত সর্ব্বকাল সুখজনক সেই বর্ষাসৌন্দর্য্য দর্শনে তাহাকে অভিনন্দিত করিলেন ।। ৩০-৩১ ।।

এবং নিবসতোস্তস্মিন্ রামকেশবয়োর্ব্রজে ।
শরৎ সমভবদ্ব্যভ্রা স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—এবং তস্মিন্ ব্রজে রামকৃষ্ণয়োঃ নিব-সতোঃ (নিবাসং কুর্ব্বতোঃ সতোঃ) ব্যভ্রা (নির্মেঘা) স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা (স্বচ্ছানি নির্ম্মলানি অম্বুনি জলানি যস্যাং অপরুষঃ শান্তঃ অনিলঃ বায়ুঃ যস্যাং সা চ সা চ) শরৎ সমভবৎ (সঙ্গতা) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—এইরূপে ব্রজে রামকৃষ্ণ অবস্থান করিতে থাকিলে স্বচ্ছসলিল এবং শান্তবায়ুময় নির্মেঘ শরৎ-কাল সমাগত হইল ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—শরদং বর্ণয়ত্যেবং নিবসতোরিত্যষ্টা-দশভিঃ। স্বচ্ছানি অম্বুনি যস্যাং অপরুষোঽনিলো যস্যাং সা চ সা চ সা ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শরৎকালের বর্ণনা করিতে-ছেন—'এবং নিবসতোঃ', ইত্যাদি অষ্টাদশ শ্লোকে। 'স্বচ্ছাম্ব্বপরুষানিলা'—স্বচ্ছ সলিল এবং শান্ত বায়ু যেখানে, তাদৃশ শরৎকাল সমাগত হইল ।। ৩২ ।।

শরদা নীরজোৎপত্ত্যা নীরাণি প্রকৃতিং যযুঃ ।
ভ্রষ্টানামিব চেতাংসি পুনর্যোগনিষেবয়া ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—নীরাণি (জলানি) শরদা (শরৎ-কালেন) নীরজোৎপত্ত্যা (পদ্মজন্মনা হেতুনা) যোগ-নিষেবয়া (যোগচর্য্যয়া) ভ্রষ্টানাং (উন্মার্গগতানাং) চেতাংসি ইব পুনঃ প্রকৃতিং (স্বভাব সম্পদং) যযুঃ (প্রাপুঃ) ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—উন্মার্গগামী জীবগণের চিত্ত যেরূপ ভক্তিযোগচর্য্যাদ্বারা রজোগুণশূন্য হইয়া পুনরায় প্রকৃ-তিস্থ হয় সেইরূপ বর্ষাকালীন কলুষিত জলরাশিও শরৎকালে পদ্ম উৎপত্তি-হেতু স্বভাবসম্পত্তি লাভ করিল ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—নীরজানামুৎপত্তির্যস্যাং তয়া শরদা হেতুনা। অত্র ভক্তিযোগনিষেবয়া সাম্যং শরদো ভগ-বৎস্ফুরণেন সাম্যং নীরজস্যেতীয়মুপাদেয়া ।।৩৩।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নীরজোৎপত্ত্যা শরদা'—পদ্ম-সমূহের উৎপত্তি যেখানে, তাদৃশ শরতের নিমিত্ত, অর্থাৎ পদ্মোদ্ভবকারিণী শরতের সমাগমে জলরাশি 'প্রকৃতিং যযুঃ'—নির্ম্মলত্বরূপ স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইল। এখানে ভক্তিযোগ-নিষেবণের সহিত শরৎ কালের এবং ভগবৎস্ফুরণের সহিত পদ্মের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে। ইহা সর্ব্বজনের উপাদেয় ।। ৩৩ ।।

ব্যোমোঽব্ভ্রং ভূতশাবল্যং ভুবঃ পঙ্কমপাং মলম্ ।
শরজ্জহারাশ্রমিণাং কৃষ্ণে ভক্তির্যথাশুভম্ ।। ৩৪ ।।

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণে ভক্তিঃ (কৃষ্ণবিষয়াভক্তিঃ) যথা (যদ্বৎ) আশ্রমিণাং (গৃহস্থাদীনাং চতুর্ণাং আশ্রমিণাং) অশুভং (বিঘ্নং হরতি তথা) শরৎ (শরৎকালঃ)

ব্যোম্নঃ (আকাশস্য) অভ্রং (মেঘং) ভূতশাবল্যং (ভূতানাং শাবল্যং সাঙ্কর্য্যং বর্ষাসু বৃষ্টিভিয়া সঙ্কুলাঃ নিবসন্তি সর্ব্বেভূতাঃ) ভুবঃ পঙ্কং অপাং (জলানাং) মলং (কালুষ্যং চ) জহার (দূরীচকার) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণভক্তি যেরূপ চতুর্ব্বিধ বর্ণাশ্রমীর অশুভ হরণ করেন সেইরূপ শরৎকালও আকাশের মেঘরাশি, ভূতগণের সঙ্কীর্ণতা, পৃথিবীর পঙ্কিলতা এবং জলের মলিনতা দূর করিয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যোম্ন ইতি। ব্যোমাদীনাং চতুর্ণাং চতুরো মলান্ শরজ্জহার। যথা আশ্রমিণাং চতুর্ণাং সৎসঙ্গপ্রাদুর্ভূতা ভক্তিরশুভং আশ্রমানুষ্ঠেয়-কৃত্যরূপং অমঙ্গলং দুঃখং যথা হরতি। ভক্তিমতাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানধিকারাদেব তত্তদকরণাৎ। তথাহি ব্রহ্মচারিণাং কর্ম্মিগুরূপসত্তিপ্রাপ্তগোচারণাদিক্লেশং ভক্তির্যথা হরতি তথা শরৎ ব্যোম্নোঽভ্রং আবরকং মেঘম্। অভ্রমিতি চ পাঠঃ। যথা চ গৃহিণঃ শ্রাদ্ধাদিবিধিপ্রাপ্ত-কুটুম্বাদিসাঙ্কর্য্যক্লেশং ভক্তির্হরতি তথা শরদি ভূতানাং শাবল্যং বর্ষাসু বৃষ্টিভয়াদেকত্র বসতাং সম্মর্দ্দং হরতি, শরদারম্ভ এব তেষাং পৃথক্ পৃথক্ স্থানগমনাৎ। যথা চ বনস্থস্য মলধারণক্লেশং ভক্তির্হরতি এবং ভুবঃ পঙ্কং শরৎ। যথা চ যতীনাং ব্রহ্মজীবৈক্য-ভাবনাক্লেশরূপং মালিন্যং ভক্তির্হরতি "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসা"মিতি গীতোক্তেঃ। এবমপাং মলং শরদিত্যুপাদেয়া ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যোম্নঃ'—শরৎ ঋতু আকাশাদির চারিটি মলিনতা দূর করিয়াছিল, যেমন সৎসঙ্গ-প্রাদুর্ভূতা ভক্তি চতুর্ব্বিধ আশ্রমিদিগের অশুভ অর্থাৎ মহাকষ্টময় তত্তদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান নাশ করিয়া থাকেন। ভক্তগণের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে অনধিকারহেতুই সেই সেই আশ্রমানুষ্ঠেয় কৃত্য অকরণীয়। যেমন ব্রহ্মচারিগণের কর্ম্মিগুরুর আশ্রয়ে গোচারণাদি ক্লেশ ভক্তি হরণ করেন, সেইরূপ শরৎ আকাশের আবরক মেঘ (বা জল) হরণ করিল। যেমন গৃহীদিগের শ্রাদ্ধাদি বিধি ও কুটুম্বাদির সাঙ্কর্য্যরূপ ক্লেশ ভক্তি হরণ করেন, তদ্রূপ শরৎ প্রাণিসকলের বর্ষাকালে একত্র বসবাসের যে সঙ্কীর্ণতা, তাহা দূর করিল, অর্থাৎ শরৎকালের আরম্ভে তাহারা পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন করিয়া থাকে। যেমন বানপ্রস্থীদিগের মলধারণক্লেশ ভক্তি হরণ করেন, সেইরূপ শরৎ পৃথিবীর কর্দ্দম দূর করিল। যেমন যতিগণের ব্রহ্ম ও জীবের ঐক্যভাবনা-ক্লেশরূপ মালিন্য ভক্তি হরণ করেন, সেইরূপ শরৎ জলের মল নাশ করিল। শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্মাসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ" (১২৷৫)। এই দৃষ্টান্ত সর্ব্বজনের গ্রহণীয় ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বস্বং জলদা হিত্বা বিরেজুঃ শুভ্রবর্চ্চসঃ।
যথা ত্যক্তৈষণাঃ শান্তা মুনয়ো মুক্তকিল্বিষাঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—মুক্তকিল্বিষাঃ (বিগতপাপাঃ) মুনয়ঃ ত্যক্তৈষণাঃ (ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণাঃ যৈঃ তে তাদৃশাঃ অতএব) শান্তাঃ যথা (বিরাজন্তে তথা) জলদাঃ (মেঘাশ্চ) সর্ব্বস্বং (জলরূপসর্ব্বসম্পদং) হিত্বা শুভ্রবর্চ্চসঃ (শ্বেতবর্ণাঃ সন্তঃ) বিরেজুঃ ॥৩৫॥

অনুবাদ—বিগতপাপ মুনিগণ যেরূপ পুত্র, বিত্ত এবং পরলোক বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাবে অবস্থান করেন সেইরূপ মেঘগণও জলরূপ সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবর্ণ হইয়া অবস্থান করিতেছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—ত্যক্তৈষণাস্ত্যক্তাঃ পুত্রবিত্তলোকৈষণা যৈস্তে। ইতীয়মুপাদেয়া ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্যক্তৈষণাঃ'—ত্যক্ত হইয়াছে পুত্র, বিত্ত ও পরলোকাদির বাসনা যাঁহাদের দ্বারা, তাদৃশ শান্ত-গুণাবলম্বী মুনিগণ যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত সকলের গ্রহণীয় ॥৩৫

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবম্।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানিনঃ (বিদ্বাংসঃ গুরবঃ) কালে (উপযুক্তসময়ে) যথা (কস্মৈচিৎ যোগ্যায়) জ্ঞানামৃতং দদতে (কস্মৈচিৎ অযোগ্যায়) নবা (দদতে তথা) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ অপি) শিবং (মঙ্গলদায়কং) তোয়ং (জলং) ক্বচিৎ (কুত্রচিৎ) মুমুচুঃ (ক্বচিৎ) ন (মুমুচুঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ— জ্ঞানিগণ যেরূপ যোগ্য শিষ্যকে ভগবৎ তত্ত্বোপদেশরূপ জ্ঞানামৃত দান করেন, অযোগ্য শিষ্যকে

তাহা দান করেন না সেইরূপ পর্ব্বতগণও কোন স্থানে মঙ্গলজনক জলরাশি মোচন করিতেছিল আবার কোনও স্থানে করিতেছিল না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানামৃতং ভগবত্তত্ত্বোপদেশং জ্ঞানিনো নারদভরতপ্রহলাদাদয়ঃ ব্যাধরহুগণদৈত্যবালকাদিষু দদতে অন্যত্র ন দদতে ইতি কৃতার্থীবুভূষয়ৈবোপাদেয়া। তেষাং গিরীণাঞ্চ স্বভাব এবায়মচিন্ত্যস্তান্নাত্র যুক্তির্যোজনীয়া। পাত্রসাদ্‌গুণ্যাদের্হেতুত্বে তেষাং তুল্যদর্শিত্বং তৎকৃপায়াশ্চ নিরুপাধিত্বং ব্যাহতং স্যাদিত্যবধেয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জ্ঞানিনঃ'—জ্ঞানিগণ অর্থাৎ নারদ, ভরত ও প্রহলাদাদি ভক্তগণ যেরূপ যথাকালে ব্যাধ, রহূগণ ও দৈত্যবালক প্রভৃতির প্রতি 'জ্ঞানামৃতং'—ভগবত্তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন, অন্য কাহাকেও প্রদান করেন নাই, তদ্রূপ পর্ব্বতসমূহ কোন স্থানে নির্ম্মল জলরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল, কোথাও বা কিছুই বর্ষণ করিল না। যাঁহারা ভক্তিতত্ত্বোপদেশে কৃতার্থ হইবার ইচ্ছুক, তাঁহাদিগেরই ইহা উপাদেয়। এই স্থলে ভক্তগণের ও পর্ব্বতসমূহের ঐরূপ স্বভাবই অচিন্তনীয়, অন্য কোন যুক্তি কল্পনা করা সঙ্গত নহে। পাত্র-সাদ্গুণ্য হেতু কল্পনা করিলে, তাঁহাদিগের তুল্যদর্শিত্ব এবং কৃপার নিরুপাধিত্ব ব্যাহত হয়—এরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

নৈবাবিদন্ ক্ষীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ।
যথায়ুরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ কুটুম্বিনঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—কুটুম্বিনঃ (পুত্রকলত্রাদ্যাসক্তাঃ) মূঢ়াঃ নরাঃ যথা অন্বহং (প্রতিক্ষণং) ক্ষয্যং (ক্ষীয়মাণমপি) আয়ুঃ (ন বিদন্তি তথা) গাধজলেচরাঃ (অল্পজলনিবাসিনঃ মৎস্যাদয়ঃ) ক্ষীয়মাণং (অপি) জলং ন এব অবিদন্ (নৈব জ্ঞাতবন্তঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত মূঢ় মানবগণ যেরূপ প্রতিক্ষণ ক্ষীয়মাণ আয়ুর বিষয় অবগত হয় না, সেইরূপ অল্পজলবাসী মৎস্যাদি-প্রাণিগণও ক্রমশ ক্ষীয়মাণ জলের বিষয় জানিতে পারিতেছিল না ॥৩৭॥

বিশ্বনাথ—গাধেঽল্পপ্রমাণে জলে চরন্তীতি তে মীনাদয়ঃ। ইতীয়ং হেয়া ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাধ-জলেচরাঃ'—অল্পপ্রমাণ জলে যাহারা সঞ্চার করে, সেই মৎস্যসকল দিন দিন ক্ষীয়মাণ সলিল বিদিত হইল না, যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি কুটুম্বভরণে আসক্তচিত্ত মূঢ় নরগণ দিনে দিনে ক্ষীয়মাণ নিজের পরমায়ু জানিতে পারে না। ইহা সর্ব্বজনের হেয় ॥ ৩৭ ॥

গাধবারিচরাস্তাপমবিন্দন্ শরদর্কজম্।
যথা দরিদ্রঃ কৃপণং কুটুম্ব্যবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—কুটুম্বী (বহুজনপোষকঃ) অবিজিতেন্দ্রিয়ঃ (অসংযতঃ) কৃপণঃ (ধনার্থোদ্যমক্লিষ্টঃ) দরিদ্রঃ যথা (তাপং লভন্তে তথা) গাধবারিচরাঃ (অল্পজলস্থাঃ) শরদর্কজং (শরৎকালীনরবিজাতং) তাপং (সন্তাপং) অবিন্দন্ (প্রাপুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—বহু কুটুম্বপোষণকারী, অজিতেন্দ্রিয়, ধন উপার্জ্জনে ক্লিষ্টচিত্ত দরিদ্র যেরূপ সংসার-তাপগ্রস্ত হয় সেইরূপ অল্পজলস্থিত প্রাণিগণও শরৎকালীন রবি-কিরণজাত সন্তাপ অনুভব করিতেছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অবিন্দন্ লেভিরে, যথা দরিদ্র ইত্যতঃ পূর্ব্বশ্লোকে সম্পন্নাঃ কুটুম্বিনো জ্ঞেয়াঃ। যদ্বা, তেষামেব তাপং বর্ণয়তি গাধেতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিন্দন্'—প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কুটুম্বাসক্ত দীন দরিদ্র যেরূপ সংসার তাপ বিদিত হয়, তদ্রূপ অল্প জলচর মৎস্যাদি জন্তুগণ শরৎকালীন সূর্য্যতাপ-জনিত সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। 'যথা দরিদ্রঃ'—যেমন দরিদ্র, এরূপ বলায় পূর্ব্বশ্লোকে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের কথা বুঝিতে হইবে। অথবা—তাহাদিগেরই তাপ এই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

শনৈঃ শনৈর্জহুঃ পঙ্কং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ।
যথাহং মমতাং ধীরাঃ শরীরাদিষ্বনাত্মসু ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধীরাঃ (ভাগবতাঃ জনাঃ) অনাত্মসু (আত্মভিন্নেষু শরীরাদিষু) যথা শনৈঃ শনৈঃ (ক্রমশঃ অভ্যাসবশেন) অহং মমতাং (অহঙ্কার-মমকারবুদ্ধিং জহতি তথা) স্থলানি (অপি) শনৈঃ শনৈঃ পঙ্কং জহুঃ

(তত্যজুঃ) বীরুধঃ চ (লতাশ্চ) আমং (অপক্বভাবং) জহুঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—ভাগবতজনগণ যেরূপ শরীরাদি অনাত্ম-পদার্থ বিষয়ে ক্রমে ক্রমে 'অহং মম'ভাব পরিত্যাগ করেন সেই স্থলভাগও ক্রমশঃ পঙ্কিলভাব এবং লতা-সকল অপক্বভাব পরিত্যাগ করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মা ভক্ত্যনুকূলো জীবাত্মা পরমাত্মা কৃষ্ণশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তেষু শরীরাদিষু। তত্র তত্র তু অহন্তামমতে যত্নেন ভাবয়িত্বেতি ভাবঃ। ইত্যুপাদেয়া ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনাত্মসু'—আত্মা বলিতে ভক্ত্যনুকূল জীবাত্মা এবং পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, তদ্ব্যতি-রিক্ত শরীরাদিতে জ্ঞানিগণ যেরূপ যত্নসহকারে 'অহং মম' ভাব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ স্থলভূমি-সকল কর্দ্দম এবং লতাগুলি অপক্বভাব অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এই দৃষ্টান্ত গ্রহণীয় ॥ ৩৯ ॥

———

নিশ্চলাম্বুরভূৎ তূষ্ণীং সমুদ্রঃ শরদাগমে।
আত্মন্যুপরতে সম্যঙ্‌মুনির্ব্যুপরতাগমঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনি উপরতে (ত্যক্তক্রিয়ে) ব্যুপ-রতাগমঃ (নিবৃত্তবেদঘোষঃ) মুনিঃ (ইব) সমুদ্রঃ শরদাগমে নিশ্চলাম্বুঃ (স্থিরসলিলঃ) সম্যক্‌তূষ্ণীং (নিঃশব্দঃ) অভূৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে মুনিগণের বেদ-ধ্বনি যেরূপ নিবৃত্ত হয় সেইরূপ শরৎকালের আগ-মনে স্থির সলিলপূর্ণ সমুদ্রও সম্যক্‌ভাবে মৌন অব-লম্বন করিল ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মন্যুপরতে ত্যক্তক্রিয়ে সতি নিশ্চল-চিত্তো মুনিরিব নিশ্চলাম্বুঃ সমুদ্রঃ, মথুরাপশ্চিমদিশি শাতোবাস ইতি খ্যাতঃ। ব্যুপরতাগমো নিবৃত্তবেদ-ঘোষো মুনিরিব। তূষ্ণীমিতীয়মুপাদেয়া ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মন্যুপরতে'—আত্মা সম্যক্‌রূপে নিষ্ক্রিয় হইলে নিশ্চলচিত্ত মুনি যেরূপ 'ব্যুপরতাগমঃ'—বেদপাঠে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ শরদাগমে নিশ্চল সমুদ্র নীরব হইল। শ্রীবৃন্দা-বনে সমুদ্র না থাকিলেও শ্রীমথুরামণ্ডলের পশ্চিম সীমাতে বর্ত্তমান মানসগঙ্গা-প্রভব কোটরাখ্য মহাসর বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাই সমুদ্রতুল্য বুঝিতে হইবে। 'তুষ্ণীম্‌,—সমুদ্রের ন্যায় নিশ্চলতা, ইহা সকলের গ্রহণীয় ॥ ৪০ ॥

———

কেদারেভ্যস্ত্বপোঽগৃহ্ণন্ কর্ষকা দৃঢ়সেতুভিঃ।
যথা প্রাণৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানঃ তন্নিরোধেন যোগিনঃ ॥৪১

অন্বয়ঃ—যোগিনঃ যথা (যদ্বৎ) প্রাণৈঃ (ইন্দ্রিয়-দ্বারা) স্রবৎ (বহির্ম্মুখং) জ্ঞানং তন্নিরোধেন (ইন্দ্রি-য়ানাং প্রত্যাহারেণ গৃহ্ণন্তি তথা) কর্ষকাঃ (কৃষকাশ্চ) দৃঢ়সেতুভিঃ (দৃঢ়সেতুবন্ধনৈঃ) কেদারেভ্যঃ (বদ্ধসেতু-শালিক্ষেত্রেভ্য) অপঃ (জলাণি) অগৃহ্ণন্ ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—যোগিগণ যেরূপ ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্ম্মুখ জ্ঞানকে প্রত্যাহার যোগে পুনরায় অন্তর্ম্মুখে আকর্ষণ করেন সেইরূপ কৃষকগণও দৃঢ় সেতুবন্ধন দ্বারা সেতু-বদ্ধ শালিধ্যান্যের ক্ষেত্র হইতে জল গ্রহণ করিতে লাগিল ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—কেদারেভ্যঃ স্রবন্তীরপঃ দৃঢ়ৈঃ সেতু-ভিরগৃহ্ণন্ ররক্ষুঃ। যথা প্রাণৈরিন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ক্ষোভৈঃ স্রবজ্‌জ্ঞানং তেষামিন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন প্রত্যাহারে-ণেত্যুপাদেয়া ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কেদারেভ্যঃ'—শালিক্ষেত্র হইতে নির্গত জলসকলকে কৃষকগণ দৃঢ় সেতু-বন্ধন দ্বারা রক্ষা করিতে লাগিল, যেমন ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভ-বশতঃ বিগলিত জ্ঞানকে যোগিগণ ইন্দ্রিয়ের নিরোধের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাহারের দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। এই দৃষ্টান্ত উপাদেয় ॥ ৪১ ॥

———

শরদর্কাংশুজাংস্তাপান্ ভূতানামুড়ুপোঽহরৎ।
দেহাভিমানজং বোধো মুকুন্দো ব্রজযোষিতাম্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—বোধঃ (আত্মজ্ঞানং যথা) দেহাভিমা-নজং (জনানাং দেহাভিমানজানাং সন্তাপং অপি চ) মুকুন্দঃ (কৃষ্ণঃ যথা) ব্রজযোষিতাং (সন্তাপং হরতি তথা) উড়ুপঃ (চন্দ্রঃ) ভূতানাং (প্রাণিনাং) শরদর্কাং-শুজান্ (শরৎকালীনরবিকিরণজাতান্) তাপান্ অহ-রৎ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আত্মজ্ঞান যেরূপ দেহাভিমান-জনিত সন্তাপ হরণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ ব্রজনারীগণের সন্তাপ হরণ করেন সেইরূপ চন্দ্রও প্রাণিগণের শরৎকালীন রবিকিরণ-জাত সন্তাপ হরণ করিতেছিল ।।৪২

বিশ্বনাথ—যথা দেহাভিমানজং তাপং বোধঃ। যথা চ ব্রজযোষিতাং বিরহতাপং মুকুন্দ ইত্যুপাদেয়া ।। ৪২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা বোধঃ দেহাভিমানজং তাপং'—বোধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান যেরূপ দেহাভিমান-জনিত তাপ হরণ করিয়া থাকে, 'যথা মুকুন্দঃ'—এবং মুকুন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) যেরূপ ব্রজ-সুন্দরীগণের বিরহতাপ হরণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ চন্দ্র প্রাণিগণের শরৎকালগত রবি-কিরণ-জনিত সন্তাপ অপহরণ করিতে লাগিল। এই দৃষ্টান্ত উপাদেয় ।।৪২।।

খমশোভত নির্মেঘং শরদ্বিমলতারকম্।
সত্ত্বযুক্তং যথা চিত্তং শব্দব্রহ্মার্থদর্শনম্ ।। ৪৩ ।।

অন্বয়ঃ—শব্দব্রহ্মার্থদর্শনং (শব্দব্রহ্মণঃ বেদস্য অর্থান্ (পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাদি নির্ণীতান্ দর্শয়ন্তীতি তৎ) সত্ত্বযুক্তং (সত্ত্বগুণময়ং) চিত্তং যথা (যদ্বৎ শোভতে তথা) নির্মেঘং (মেঘশূন্যং) শরদ্বিমলতারকং (শরৎকালীনপ্রসন্নতারকাযুক্তং) খং (আকাশং) অশোভত ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—জৈমিনিকৃত পূর্ব্বমীমাংসা এবং ব্যাসদেবকৃত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শনে নির্ণীত পদার্থ সকলের প্রদর্শক সত্ত্বগুণযুক্ত মন যেরূপ প্রকাশ পায় সেইরূপ শরৎকালীন বিমলতারকামালাবিভূষিত মেঘশূন্য আকাশও শোভা পাইতেছিল ।। ৪৩ ।।

বিশ্বনাথ—শব্দব্রহ্মণো বেদস্য অর্থাঃ নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানভক্তিযোগাঃ তেষাং দর্শনং জ্ঞানং যত্র তৎ। চিত্তং কীদৃশং সত্ত্বযুক্তং সাধুত্বযুক্তম্। তত্র স্বস্য চিত্তেন সাম্যম্। নির্মেঘত্বস্য সত্ত্বযুক্তত্বেন। শব্দব্রহ্মণা শরদঃ, নিবৃত্তকর্ম্মজ্ঞানতপোযোগৈস্তারাণাম্। ভক্তিযোগেন তারাপদগম্যস্য তারকেশস্য ইতীয়মুপাদেয়া ।। ৪৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শব্দব্রহ্মার্থ-দর্শনং'—শব্দব্রহ্ম বলিতে বেদ, তাহার অর্থ বলিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানশূন্য ভক্তিযোগ, তাহার দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান যেখানে তাদৃশ চিত্ত। কেমন চিত্ত? তাহাতে বলিতেছেন—'সত্ত্বযুক্তং', সাধুত্বযুক্ত। অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানশূন্য ভক্তিযোগের জ্ঞাপক সাধুত্বযুক্ত চিত্ত যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, তদ্রূপ মেঘবিহীন বিমল তারকান্বিত আকাশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখানে নিজের সহিত চিত্তের সাম্য, নির্মেঘের সহিত সত্ত্বযুক্তের, শব্দব্রহ্মের সহিত শরৎকালের, কর্ম্ম ও জ্ঞানশূন্য তপোযোগের সহিত তারাগণের এবং ভক্তিযোগের সহিত তারাপদবাচ্য তারাধীশের তুলনা করা হইয়াছে। এই দৃষ্টান্ত উপাদেয় ।। ৪৩ ।।

অখণ্ডমণ্ডলো ব্যোম্নি ররাজোড়ুগণৈঃ শশী।
যথা যদুপতিঃ কৃষ্ণো বৃষ্ণিচক্রাবৃতো ভুবি ।। ৪৪ ।।

অন্বয়ঃ—যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ বৃষ্ণিচক্রাবৃতঃ (বৃষ্ণিবংশীয়ৈঃ পরিবৃতঃ সন্) ভুবি যথা (রাজতে তথা) ব্যোম্নি (আকাশে চ) উড়ুগণৈঃ (তারকাবৃন্দৈঃ আবৃতঃ) অখণ্ডমণ্ডলঃ (পূর্ণঃ) শশী ররাজ ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ—যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণীবংশীয়জনগণে পরিবৃত হইয়া পৃথিবীতে যেরূপ শোভা পাইয়া থাকেন সেইরূপ আকাশে পূর্ণচন্দ্রও তারকাবৃন্দে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছিলেন ।। ৪৪ ।।

বিশ্বনাথ—সম্পূর্ণমণ্ডলত্বস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সাম্যম্। যদুপতিত্বেন ওষধীশত্বস্য বৃষ্ণিচক্রৈর্নন্দোপনন্দবসুদেবাক্রূরাদিভির্দৃশ্যৈর্দৃশ্যানামুড়ুগণানামিতীয়ং ধ্যানার্থমুপাদেয়া ।। ৪৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বয়ং ভগবত্ত্বের সহিত সম্পূর্ণমণ্ডলত্বের তুলনা। যদুপতিত্বের সহিত ওষধীশত্বের, বৃষ্ণিচক্র অর্থাৎ নন্দ, উপনন্দ, বসুদেব, অক্রূরাদির সহিত তারাগণের সাম্যতা বর্ণিত হইয়াছে, ইহা ধ্যানের নিমিত্ত উপাদেয় ।। ৪৪ ।।

আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্।
জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণহৃতচেতসঃ ।। ৪৫ ।।

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণহৃতচেতসঃ (কৃষ্ণগতপ্রাণাঃ) গোপ্যঃ যথা (চেতসা কৃষ্ণং আলিঙ্গ্য) তাপং (বিরহব্যথাং জহতি তথা) জনাঃ সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতং

(পুষ্পকাননবায়ুং) আশ্লিষ্য তাপং জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণ যেরূপ চিত্তদ্বারা কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বিরহব্যথা পরিত্যাগ করেন সেইরূপ মানবগণও সমশীতোষ্ণ পুষ্পবন-সঞ্চারী বায়ুর আলিঙ্গনে সন্তাপ পরিত্যাগ করিল ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—সমঃ অন্যূনাধিকঃ শীতশ্চোষ্ণশ্চ তম্। নতু গোপ্যস্তাপং জহুর্যতঃ কৃষ্ণহৃতচেতসো বিরহিণ্যঃ প্রত্যুত তং মারুতমাশ্লিষ্য তাপং প্রাপুরিতি ভাবঃ। অত্র প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থং কেচিদেবং ব্যাচক্ষতে। গোপ্য ইত্যনন্তরং কৃষ্ণমিবেতি শেষো দেয়ঃ। কীদৃশ্যঃ ন কৃষ্ণহৃতানি অপি তু হৃতান্যেব চেতাংসি যাসাং তাঃ। শিরশ্চালনেন জনৈককীর্ত্তির্নৈকযশা ইতি বন্নলোপাভাবঃ। চেতশ্চৌরাত্তস্মাদ্বলাৎ স্বস্বচেত আদাতুমিব তমাশ্লিষ্যন্তোঽপি তাস্তন্ন প্রাপুরিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সমশীতোষ্ণং'—সম বলিতে কমও নয় আবার অধিকও নয় এমন শীত ও উষ্ণ, অর্থাৎ সমশীতোষ্ণ কুসুমকানন-সংস্পর্শী বায়ু সেবন করিয়া জনগণ রবিজনিত তাপ দূর করিতে লাগিল, কিন্তু গোপীগণ নহেন, যেহেতু তাঁহারা 'কৃষ্ণহৃতচেতসঃ'—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃতচিত্ত বিরহিণী, বরঞ্চ সেই বায়ু সেবন করিয়া তাপই প্রাপ্ত হইলেন—এই ভাবার্থ। এখানে প্রক্রমভঙ্গের অভাবার্থ কেহ কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করেন। 'ন'-শব্দের উপমার্থক গ্রহণপূর্ব্বক 'গোপ্যঃ' এই পদের পর 'কৃষ্ণম্ ইব'-শব্দ যোজনা করেন। কেমন গোপীগণ? তাহাতে তাঁহারা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হৃত হন নাই, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত হৃত হইয়াছে। মস্তক ঘূর্ণনের দ্বারা 'জনৈককীর্ত্তিঃ', 'নৈকযশাঃ' ইত্যাদি শব্দের ন্যায় এখানে 'ন' লোপের অভাব। সেই চিত্তচৌর হইতে বলপূর্ব্বক নিজ নিজ চিত্ত গ্রহণ করিবার জন্যই যেন কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হন নাই—এই ভাবার্থ ॥ ৪৫ ॥

গাবো মৃগাঃ খগা নার্য্যঃ পুষ্পিণ্যঃ শরদাভবন্।
অন্বীয়মানাঃ স্ববৃষৈঃ ফলৈরীশক্রিয়া ইব ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—গাবঃ (ধেনবঃ) মৃগাঃ (মৃগ্যঃ) খগাঃ (পক্ষিণ্যঃ এতাঃ) নার্য্যঃ শরদা (শরৎকালে) পুষ্পিণ্যঃ (ঋতুমত্যঃ সন্ত্যঃ) স্ববৃষৈঃ অন্বীয়মানাঃ (অনিচ্ছন্ত্যোঽপি স্বপতিভিঃ) বলাদনুগম্যমানাঃ ঈশক্রিয়াঃ (নিষ্কামাঃ ভগবদুপাসনাঃ) ইব ফলৈঃ (ঈশক্রিয়াপক্ষে বৈকুণ্ঠলাভাদিভিঃ গবাদীনাং বিষয়ে সন্তানরূপৈঃ যুক্তাঃ) অভবন্ ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—নিষ্কাম ভগবদুপাসনা যেরূপ বৈকুণ্ঠ লাভ প্রভৃতি ফলযুক্তা হয় সেইরূপ গো, মৃগ এবং পক্ষিগণের নারীগণও এ সময়ে ঋতুমতী হইলে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ পতি কর্ত্তৃক সঙ্গত হইয়া গর্ভযুক্তা হইল ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—মৃগাঃ মৃগ্যঃ খগাঃ খগ্যঃ স্ববৃষৈঃ স্বস্বপতিভিরন্বীয়মানাঃ অনিচ্ছন্ত্যোঽপি সম্ভোগার্থমনুগম্যমানাঃ ঈশক্রিয়া ভগবদারাধনলক্ষণাঃ ক্রিয়া নিষ্কামা অপি ফলৈঃ সুখভোগাদিভিঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈশক্রিয়াঃ'—শ্রীভগবদারাধনা-লক্ষণ ক্রিয়া নিষ্কাম হইলেও যেমন বলপূর্ব্বক ফলবিশেষের সম্পাদন দ্বারা সমস্ত ভোগপ্রদা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শরদাগমে গাভী, মৃগী, পক্ষিণী ও নারীসকল অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব-স্ব পতিগণ কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক অনুগম্যমানা হইয়া গর্ভবতী হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

উদহৃষ্যন্ বারিজানি সূর্য্যোত্থানে কুমুদ্বিনা।
রাজ্ঞা তু নির্ভয়া লোকাঃ যথা দস্যূন্ বিনা নৃপ ॥৪৭

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, রাজ্ঞা (যোগ্যনৃপতিলাভে) দস্যূন্ বিনা (অন্যে) লোকাঃ (যথা) নির্ভয়াঃ (ভবন্তি তথা) সূর্য্যোত্থানে (শরৎসূর্য্যসমাগমে) কুমুৎবিনা (কুমুদং বিনা) বারিজানি (পদ্মাদিজলজাতানি) উদহৃষ্যন্ (প্রফুল্লানি বভূবুঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সুযোগ্য নরপতিলাভে দস্যুভিন্ন অন্য সকলেই যেরূপ নির্ভয় হয় সেইরূপ শরৎকালীন সূর্য্যের উদয়ে কুমুদভিন্ন পদ্ম প্রভৃতি যাবতীয় জলজ পুষ্প প্রফুল্ল হইল ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—কুমুৎ কুমুদং কুৎসিতেষু মুৎ যস্যেতি দস্যুসাম্যম্ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুমুদ্ বিনা'—কুমুদ্‌ভিন্ন,

এখানে কুৎসিত বিষয়ে আনন্দ যাহার এই অর্থে দস্যু-সাম্য ॥ ৪৭ ॥

পুরগ্রামেষ্বাগ্রয়ণৈরৈন্দ্রিয়ৈশ্চ মহোৎসবৈঃ।
বভৌ ভূ পক্বশস্যাঢ্যা কলাভ্যাং নিতরাং হরেঃ ॥৪৮

অন্বয়ঃ—পক্বশস্যাঢ্যা (সুপক্বশস্যশোভিতা) পুর-গ্রামেষু আগ্রয়ণৈঃ (নবান্নপ্রাশনার্থৈঃ বৈদিকৈঃ তথা) ঐন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়ার্থৈঃ লৌকিকৈশ্চ) মহোৎসবৈঃ (শোভিতা অপি) হরেঃ (ভগবতঃ) কলা ভূঃ (পৃথ্বী) আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) নিতরাং (সাতিশয়ং) বভৌ (শোভিতা) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—এই সময়ে পুর ও গ্রাম সকলে বৈদিক এবং লৌকিক মহোৎসবদ্বারা শ্রীহরির অংশভূতা পক্বশস্যপূর্ণা পৃথিবী যদিও শোভা পাইতেছিল তথাপি এই রামকৃষ্ণের দ্বারা তাহার শোভা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—আগ্রয়ণৈর্নবান্নপ্রাশনার্থৈর্বৈদিকৈঃ। "নবান্নং নৈব নন্দায়াং ন চ সুপ্তে জনার্দ্দনে। ন কৃষ্ণপক্ষে ধনুষি তুলায়াং নৈব কারয়ে"দিতি স্মৃতেঃ। প্রবোধিন্যন্তে বৃশ্চিকে ইতি জ্ঞেয়ম্। শারদন্তত্বাত্তু শরদ্ব্যবহারঃ। ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রদেবতাকৈঃ। ইন্দ্রমখভঙ্গাৎ পূর্ব্বস্যাঃ শরদো বর্ণনমিদম্। কীদৃশী ভূঃ হরেঃ কলা শক্তিঃ। আভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাম্ যদ্বা, হরেশ্চন্দ্রস্য কলাভ্যাং শুক্লদ্বিতীয়া-সায়মুদিতাভ্যামুৎসবৈঃ রাজকীয়পুরুষপ্রভৃতি-কৃতৈর্যথা সৈব ভূরিতি ব্যাখ্যা। যথেতি পদস্য শেষত্বে প্রক্রমভঙ্গাভাবার্থমুপাদেয়া। "হরিশ্চন্দ্রার্কবাতাশ্বশুকভেকযমাহিষু" ইতি মেদিনী ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আগ্রয়ণৈঃ'—নবান্ন ভোজনের নিমিত্ত বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যে সকল মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—"নন্দা অর্থাৎ প্রতিপদ্, ষষ্ঠী ও একাদশী তিথিতে, শ্রীহরির শয়ন সময়ে, কৃষ্ণপক্ষে, ধনু ও তুলা রাশিতে নবান্ন করিবে না।' অতএব প্রবোধিনীর পরে বৃশ্চিকে নবান্ন হইয়াছিল—বুঝিতে হইবে। এখানে শরৎকালের শেষে বলিয়া শরৎ ব্যবহার করা হইয়াছে। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ'—ইন্দ্র দেবতার উদ্দেশ্যে যে

লৌকিক মহোৎসব হইত। ইহা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গের পূর্ব্বের শরৎকালের বর্ণনা। কেমন পৃথিবী? তদুত্তরে বলিতেছেন—'হরেঃ কলা'—শ্রীহরির অংশভূতা পৃথিবী, 'আভ্যাং'—এই রাম ও কৃষ্ণের দ্বারাই অতিশয় শোভিতা হইয়াছিল। অথবা—হরি-শব্দে এখানে চন্দ্র অর্থ, তাহার কলার দ্বারা, অর্থাৎ শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে সন্ধ্যাকালে চন্দ্রের উদয়ে রাজকীয় পুরুষ প্রভৃতির দ্বারা কৃত মহোৎসবে পৃথিবী যেমন শোভা পায়। এখানে প্রক্রমভঙ্গের অভাবার্থে 'যথা'—এই পদ শেষে প্রদান করিতে হইবে। মেদিনী অভিধানে উক্ত আছে—"হরি, চন্দ্র, অর্ক, বাত, অশ্ব, ভেক, যম ও সর্প শব্দ পর্য্যায়-বাচী" ॥ ৪৮ ॥

বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতা নির্গম্যার্থান্ প্রপেদিরে।
বর্ষরুদ্ধা যথা সিদ্ধাঃ স্বপিণ্ডান্ কাল আগতে ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শরদ্বর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—সিদ্ধাঃ (ভক্ত্যাদিসিদ্ধজনাঃ) কালে আগতে (সিদ্ধিকালপ্রাপ্তৌ) যথা স্বপিণ্ডান্ (প্রাপ্তব্য-পার্ষদদেহান্ লভন্তে তথা বর্ষরুদ্ধাঃ বর্ষাহেতোঃ একত্র অবস্থিতাঃ) বণিঙ্মুনিনৃপস্নাতাঃ (জনাঃ) নির্গম্য (স্বস্বস্থানাৎ বহির্গত্য) অর্থান্ (বাণিজ্যস্বাচ্ছন্দ্য দিগ্‌-বিজয়বিদ্যাদীন্ যথা নিজবিষয়ান্) প্রপেদিরে (প্রাপ্তাঃ) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—সিদ্ধিকাল লাভ হইলে ভক্তাদি সিদ্ধজন যেরূপ প্রাপ্য পার্ষদাদি দেহ প্রাপ্ত হ'ন সেইরূপ বর্ষাকালে একত্র অবস্থিত বণিক্, মুনি, নৃপ এবং স্নাতক বিপ্রগণও এই সময়ে নিজ নিজ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বাণিজ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ্‌বিজয় এবং বিদ্যাদি নিজ নিজ বিষয় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বণিজো যতয়ো নৃপাঃ স্নাতকাশ্চ যে

বর্ষেণ বৃষ্ট্যা রুদ্ধা আসংস্তে বর্ষান্তে নিষ্ক্রম্য অর্থান্ বাণিজ্য-স্বাচ্ছন্দ্য - দিগ্‌বিজয়-বিদ্যাদীন্ প্রপেদিরে প্রাপদ্যন্ত। যথা সিদ্ধা বর্ষৈঃ স্বায়ুর্ঘটকৈর্বৎসরৈ রুদ্ধাঃ কালেঽন্তসময়ে আয়াতে স্বপিণ্ডান্ পার্ষদাদি-দেহান্, ইয়মুপাদেয়া ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
বিংশোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে বিংশাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বণিঙ্-মুনি-নৃপ-স্নাতাঃ'—বণিক্‌গণ, যতিগণ, রাজসকল ও সমস্ত ব্রহ্মচারী, যাঁহারা বৃষ্টির জন্য রুদ্ধ ছিলেন, বর্ষান্তে স্ব-স্ব স্থান হইতে নির্গত হইয়া, 'অর্থান্'—বাণিজ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দিগ্‌বিজয় ও বিদ্যাদি লাভ করিতে লাগিলেন। 'যথা সিদ্ধাঃ'—যেমন ভক্তিসিদ্ধ জনগণ, 'বর্ষরুদ্ধাঃ'—নিজ পরমায়ুরূপ বৎসরের দ্বারা রুদ্ধ থাকিয়া, 'কালে আগতে'—অন্তসময় উপস্থিত হইলে, 'স্বপিণ্ডান্ প্রপেদিরে'—প্রাপ্তব্য পার্ষদাদি দেহ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা সকলের উপাদেয় ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধের বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ
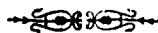
শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং শরৎস্বচ্ছজলং পদ্মাকরসুগন্ধিনা।
ন্যবিশদ্বায়ুনাবাতং সগোগোপালকোঽচ্যুতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শরদাগমে শ্রীকৃষ্ণের রম্যবৃন্দাবনে প্রবেশ ও বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীগণের গীত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ গোপ-বালকসহ গোচারণার্থ অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনি করিলেন। মদনোদ্ভব বেণু-গীত শ্রবণে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বনগমন অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও স্ব-স্ব সখীর নিকট তন্ময়চিত্তে তাঁহার চেষ্টিতসমূহ বর্ণন করিয়া বলিতে লাগিলেন। বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে বনগমন সন্দর্শনই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের চক্ষুর ফল। ঐ বেণু কি পুণ্যাচরণ করিয়াছিল যৎ ফলে গোপীগণেরও দুর্ল্লভ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা স্বতন্ত্রভাবে পান করিতেছে। ঐ বেণুগীত শ্রবণে ময়ূরগণ নৃত্য করে, তদ্দর্শনে অন্যান্য প্রাণিগণেরও ক্রিয়ার উপরতি হয়; বিমানচারিণী দেবীগণ কন্দর্প-পীড়িতা হইয়া স্খলিতবস্ত্রা হইয়া পড়েন; গাভীগণ উৎকর্ণ হইয়া ঐ গীতামৃত পান করিতে থাকে এবং বৎসগণ স্তন-ক্ষরিত দুগ্ধগ্রাস মুখমধ্যে নীরবে ধারণ করিয়া থাকে, বিহঙ্গগণ তরুশাখা আশ্রয় করিয়া মুনিগণের ন্যায় নিঃশব্দে অবস্থান করে, নদী সকল উর্ম্মি-ভুজদ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-চরণে কমলোপহার প্রদান করে, মেঘগণ সন্তপ্ত শ্রীকৃষ্ণের মস্তকের উপরিভাগে অবস্থান করিয়া ছত্রের কার্য্য করে; শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-শোভিত কুঙ্কুমরাগ তৃণলগ্ন দেখিয়া শবরীগণ উহা স্তনে ও আননে প্রলেপ-দ্বারা কন্দর্পপীড়া প্রশমিত করে; গোবর্দ্ধনপর্ব্বত কন্দমূল ও ফলাদি বিবিধ উপঢৌকন দিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করে, স্থাবরগণ জঙ্গম-ধর্ম্ম এবং জঙ্গমগণ স্থাবর-ধর্ম্ম লাভ করে,—উহা অতি বিচিত্র।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—স-গো-গোপালকঃ (গোভিঃ গোপালকৈশ্চ সহ শ্রীকৃষ্ণঃ) ইত্থং (পূর্ব্বোক্ত-

রূপং) শরৎস্বচ্ছজলং (শরদা স্বচ্ছানি বিমলীকৃতানি জলানি যস্মিন্ তৎ) পদ্মাকরসুগন্ধিনা (পদ্মবনসঞ্চারি সুগন্ধিনা) বায়ুনা বাতং (অনুগতং ব্যাপ্তং ইত্যর্থঃ) [বনং (বৃন্দাবনং)] ন্যবিশৎ (প্রবিবেশ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ গো এবং গোপালগণের সহিত শরৎকালীন স্বচ্ছজলযুক্ত পদ্মবনসঞ্চারী সুগন্ধবায়ুপরিপূর্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

একবিংশে বেণুগীতস্মরার্ত্তা গোপিকা মুহুঃ।
বেণুবৃন্দাবনমৃগী-দেব্যাদীনাং যশো জগুঃ ॥
যদৃযদ্বনং গতঃ কৃষ্ণশ্চরিতং মধুরং ব্যধাৎ।
প্রেমনেত্রেক্ষিতং গোপ্যো গোষ্ঠস্থাস্তদবর্ণয়ন্ ॥ ০ ॥

শরদং বর্ণয়িত্বা তাদাত্মিকীং বেণুগানলীলাং বর্ণয়িষ্যিংস্তন্মধুরিমমণ্ডিতে বৃন্দাবনে প্রথমং কৃষ্ণস্য প্রবেশমাহ,—ইত্থমিতি। পদ্মাকরসুগন্ধিনেতি পদ্মাকরসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যং শৈত্যং চ জ্ঞেয়ং, বায়ুভিরিত্যনুক্তের্বায়ুনেত্যেকবচনেন বাতস্য মান্দ্যঞ্চ। গো-গোপালকসহিতঃ। অত্র মধুপতিরিতি বিশেষ্যপদেনোত্তরশ্লোকস্থেনান্বয়ঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণে কামোদ্দীপ্তা গোপিকাগণ বেণু, বৃন্দাবন, মৃগী ও দেবী প্রভৃতির গুণগান করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বনগমনপূর্ব্বক যে যে মধুর লীলা করেন, গোপীগণ গোষ্ঠে অবস্থান করিয়া প্রেমনেত্রের দ্বারা তাহা বর্ণনা করিতেছেন ॥ ০ ॥

শরৎকালের বর্ণনা করিয়া তৎকালীন বেণুগানলীলা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত সেই মাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনে প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ বলিতেছেন—'ইত্থম্' ইত্যাদি। 'পদ্মাকর-সুগন্ধিনা'—পদ্মসমূহের সম্পর্কে সৌগন্ধ্য ও শৈত্য জানিতে হইবে। 'বায়ুনা'—'বায়ুভিঃ' না বলিয়া 'বায়ুনা'—এই একবচনের দ্বারা বায়ুর মৃদুতা সূচিত হইয়াছে। 'সগো-গোপালকঃ'—গাভী ও গোপালকগণের সহিত। এখানে পরবর্ত্তী শ্লোকস্থ 'মধুপতি'—এই বিশেষ্যপদের অন্বয় করিতে হইবে। (অর্থাৎ গাভীগণ ও গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ এবম্ভূত শরদাগমনে সুনির্ম্মল সলিল ও পদ্মাকর দ্বারা সংস্পৃষ্ট সুগন্ধ পবন প্রবাহিত শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন) ॥ ১ ॥

———

কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃসরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সহ পশুপালবলঃ (পশুপালৈঃ গোপালকৈঃ বলেন রামেণ চ সহ) মধুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গাঃ চারয়ন্ কুসুমিত-বনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-দ্বিজকুলঘুষ্ট-সরঃসরিন্মহীধ্রং (কুসুমিতাসু বনরাজিষু শুষ্মিণঃ মত্তাঃ ভৃঙ্গাঃ ভ্রমরাঃ দ্বিজাঃ পক্ষিণশ্চ তেষাং কুলানি তৈঃ ঘুষ্টাঃ নিনাদিতাঃ সরাংসি সরিতঃ মহীধ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চ যস্মিন্ তৎ বৃন্দাবনম্) অবগাহ্য (প্রবিশ্য) বেণুং (বংশী) চুকূজ (অবাদয়ৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর বলদেব এবং গোপালগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে কুসুমিত বনরাজিতে মত্ত ভ্রমর ও পক্ষিগণের নিনাদপূর্ণ সরোবর, নদী এবং পর্ব্বতময় সেই বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া বংশীধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কুসুমিতবনরাজিষু শুষ্মিণো মত্তা ভৃঙ্গা দ্বিজাশ্চ তেষাং কুলৈর্ঘুষ্টানি সরাংসি সরিতো মহীধ্রাশ্চ যস্মিন্ তদ্বনং মধুপতিঃ কৃষ্ণঃ অবগাহ্যেতি যস্যাবগাহনেন বনং শোভতে তস্য মধোর্বসন্তস্যাপি পতিরিত্যতিশোভা শ্লেষেণ ধ্বনিতা। চুকূজ কূজয়ামাস। সহপশুপাল বল ইতি বনাবগাহনে গোচারণে চ সাহিত্যং নতু বেণুকূজনে। উত্তরশ্লোকে কৃষ্ণস্য বেণুগীতমিত্যুক্তেঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কুসুমিতবনরাজি'—কুসুমিত বনসমূহের মধ্যে মত্ত ভ্রমর ও পক্ষিকুল কর্ত্তৃক শব্দিত সরোবর, নদী ও পর্ব্বতবিশিষ্ট সেই বৃন্দাবনের অভ্যন্তরে 'মধুপতিঃ অবগাহ্য'—মধুপতি কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়া 'চুকূজ বেণুম্'—বেণুধ্বনি করিতে লাগিলেন। এখানে 'মধুপতি' বলিতে যাদবত্বহেতু গোপগণই মধু-শব্দ বাচ্য, তাঁহাদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ। শ্লেষার্থে—ঋতুরাজ বসন্তেরও পতি, তৎপ্রবেশে সমস্ত বনশোভা সমধিকরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিল। 'সহপশুপাল-

বলঃ'—এইস্থলে বনপ্রবেশে ও গোচারণেই গোপগণ ও শ্রীবলরামের সাহিত্য জানিতে হইবে, পরন্তু বেণু-ধ্বনি-বিষয়ে সাহিত্য নহে। যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'কৃষ্ণস্য বেণুগীতং'—কোন কোন গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত শ্রবণ করিয়া, ইত্যাদি বাক্য অসঙ্গত হয় ॥ ২ ॥

তদ্‌ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—কাশ্চিৎ ব্রজস্ত্রিয়ঃ স্মরোদয়ং (স্মরস্য কামস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তৎ) তৎ বেণুগীতং (বংশী-রবং) আশ্রুত্য কৃষ্ণস্য পরোক্ষং (অগোচরং) স্বস-খীভ্যঃ (স্ববয়স্যাভ্যঃ) অবর্ণয়ন্ (শ্রীকৃষ্ণচরিতং বর্ণয়া-মাসুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—কোন কোন ব্রজনারীর সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে কামের উদয় হওয়ায় নিজ নিজ সখীগণের নিকট কৃষ্ণ-চরিত বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকৃষ্ণস্য বেণুগীতং আশ্রুত্য পরোক্ষং যথা স্যাত্তথেতি তাসাং ব্রজে স্থিতত্বাৎ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সেই বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন কোন গোপী 'পরোক্ষং'—পরোক্ষ-ভাবে (কৃষ্ণের আড়ালে) নিজ নিজ সখীগণের নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা ব্রজেই অব-স্থান করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

তদ্বর্ণয়িতুমারব্ধাঃ স্মরন্ত্যঃ কৃষ্ণচেষ্টিতম্।
নাশকন্ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (তাঃ ব্রজাঙ্গনাঃ) তৎ (কৃষ্ণচরিতং) বর্ণয়িতুং আরব্ধাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণ-চেষ্টিতং স্মরন্ত্যঃ স্মরবেগেন (কামপ্রভাবেন) বিক্ষিপ্তমনসঃ (ভূত্বা) ন অশকন্ (বর্ণনে অসমর্থাঃ জাতাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই সকল ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণ-চরিত বর্ণন আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণের আচরণ স্মরণে কাম-প্রভাব বশতঃ বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইয়া আর বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্বেণুগীতং বর্ণয়িতুং আরব্ধা আরব্ধ-বত্যোঽপি বর্ণয়িতুং নাশকন্। তত্র হেতুঃ—স্মর-বেগেনেত্যাদি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই বেণুগীত বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহার কারণ—'স্মরবেগেন' ইত্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টিত (ভাবভঙ্গী) স্মৃতিপটে উদিত হওয়ায়, কন্দর্পবেগে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ হইলেন ॥ ৪ ॥

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(শ্রীকৃষ্ণং) বর্হাপীড়ং (চূড়ায়াং শিখি-পুচ্ছ ভূষণং তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (পুষ্প বিশেষং) কনককপিশং (স্বর্ণবর্ণং পীতং) বাসঃ বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্প গ্রথিতাং) মালাং নটবরবপুঃ চ বিভ্রৎ (ধারয়ন্) অধরসুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ (ছিদ্রানি) আপূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ (স্তুতমাহাত্ম্যঃ সন) স্বপদরমণং (শঙ্খচক্রাদিলক্ষণযুক্তৈঃ নিজপদচিহ্নৈঃ অঙ্কিতং) বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ— তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করিতে করিতে নট-বরবেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপদচিহ্নিত বৃন্দা-বনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপগণ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈব তাসাং মনোবিক্ষেপকস্মরবেগ-জনকং কৃষ্ণচেষ্টিতং কিমিত্যপেক্ষায়াং শ্রীশুক এব সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্বর্ণয়তি। বর্হমাপীড়ঃ শিরোভূষণঃ যত্র তথাভূতং নটবরবপুর্বিভ্রৎ কর্ণিকারমেকমেব কর্ণয়োঃ কদাচিৎবামে কদাচিদ্দক্ষিণ ইতি স্বস্য যৌবনমত্ততা-মভিব্যঞ্জয়িতুম্ বিভ্রদিতি তু কৃষ্ণচেষ্টিতং তাসামতি-শয়েন স্মরবেগজনকং ভবতি। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণ-পুষ্পগ্রথিতাম্। বেণুবাদনমুৎপ্রেক্ষতে। রন্ধ্রানিতি

তেন স্ববেণুং স্বাধরসুধয়ৈব নিশ্ছিদ্রীকরোমীতি কৃষ্ণস্যেচ্ছা। অধরসুধা তু বেণুং নিষ্প্রাণমপি সংস্পর্শেন চেতয়িত্বা সপ্রাণীকৃত্য তেন ত্রিজগদপ্যুন্মাদ্য পশ্চাত্তং কঠোরমচেতনস্বভাবমনধিকারিণং জ্ঞাত্বা তদীয়ছিদ্রেভ্যো নিঃসৃত্য ব্রজবালানাং কর্ণদ্বারেণ তন্মনঃ প্রবিশ্য স্বং সফলীকৃত্য তত্রৈব স্বসর্ব্ববিক্রমান্ দর্শয়ামাসেতি দ্যোতিতম্। স্বপদস্মো রাসলাস্যকূর্দ্দনাদিভীরমণং যত্র তদিতি ব্রজাদ্বৈশিষ্ট্যাং প্রাবিশদিত্যুক্তপোষন্যায়েনৈব ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালে তাঁহাদিগের মনোবিক্ষেপক কন্দর্পবেগের জনক কৃষ্ণচেষ্টিত কিরূপ ? ইহার অপেক্ষায় শ্রীল শুকদেবই সর্ব্বজ্ঞত্বহেতু বর্ণনা করিতেছেন — 'বর্হাপীড়ং', ময়ূরপুচ্ছ শিরোভূষণ যেখানে, তথাভূত নটবরসদৃশ বপু যিনি ধারণ করিয়াছেন। 'কর্ণিকারং'—কর্ণযুগলে কর্ণিকার (পীতবর্ণ উৎপলাকার) পুষ্প, একটিই কর্ণিকার পুষ্প কর্ণদ্বয়ের মধ্যে কখনও বামে, কখনও দক্ষিণে নিজের যৌবনমত্ততা প্রকাশের নিমিত্ত ধারণ করিতেছেন—এইরূপ কৃষ্ণচেষ্টিত তাঁহাদিগের অতিশয় স্মরবেগজনক হইয়াছিল। 'বৈজয়ন্তীং'—পঞ্চবর্ণ পুষ্প দ্বারা গ্রথিত বৈজয়ন্তী মালা তিনি গলদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। বেণুবাদন উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন—'রন্ধ্রান্' ইত্যাদি, নিজের বেণুকে নিজ অধরসুধার দ্বারাই 'নিশ্ছিদ্রী', উহার ছিদ্রগুলি পূর্ণ করিব —এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছার উদয় হইল। পরন্তু অধরসুধা নিষ্প্রাণ বেণুকেও সংস্পর্শের দ্বারা সচেতন (প্রাণযুক্ত) করিয়া, তাহার দ্বারা ত্রিভুবনও উন্মাদিত করিয়া পরে তাহাকে কঠোর অচেতন-স্বভাব ও অনধিকারী বিবেচনাপূর্ব্বক তাহার ছিদ্র হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রজবালাগণের কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা তাঁহাদিগের মনে প্রবেশপূর্ব্বক নিজেকে সফল করতঃ সেইখানেই নিজের সর্ব্ববিক্রম প্রদর্শন করাইল—ইহা দ্যোতিত হইতেছে। 'স্বপদরমণং'—স্বীয় পদযুগলের রাস, লাস্য, কূর্দ্দনাদির দ্বারা রমণযোগ্য সেই বৃন্দারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এখানে ব্রজ হইতে বৈশিষ্ট্য থাকায় উক্তপোষ্য-ন্যায়ে 'প্রাবিশৎ'—পদের পুনরুক্তি হয় নাই ॥ ৫ ॥

ইতি বেণুরবং রাজন্ সর্ব্বভূতমনোহরম্।
শ্রুত্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, সর্ব্বা ব্রজস্ত্রিয়ঃ ইতি (এবং) সর্ব্বভূতমনোরমং রেণুরবং শ্রুত্বা বর্ণয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ) অভিরেভিরে (পরমানন্দমূর্ত্তিং শ্রীকৃষ্ণং পরিবদ্ধবত্যঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সমস্ত ব্রজনারীগণ তাদৃশ সর্ব্বপ্রাণি-মনোহর বংশীধ্বনি শ্রবণানন্তর বর্ণন করিতে করিতে পরমানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কতিচিৎ ক্ষণানন্তরং কৃষ্ণচেষ্টিত-স্মরণোত্থস্মরবেগবৈয়গ্র্যস্যোপশমে বৃত্তে সতি বেণুগীতং বর্ণয়িতুং সম্যগশকনুবত্যাহ,—ইতীতি সমাপ্ত্যর্থকং, স্মরবেগবিক্ষেপে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ। "ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকারাদি সমাপ্তিষ্বি"ত্যমরঃ। সর্ব্বভূতমনোহরম্। নতু, রাসারম্ভসময়গতমিব গোপীমাত্র-মনোহরং বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে সখি! ত্বং মন্মনঃ প্রবিশ্যৈবৈবং ব্রূষে যতোঽহমপ্যেবং বিবক্ষ্যে ইতি প্রত্যেকমনুভবসাম্যোপলব্ধ্যা পরস্পরালিঙ্গনং তাসাম্ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর ক্ষণকাল পরে কৃষ্ণচেষ্টিত স্মরণজনিত কন্দর্পবেগের ব্যগ্রতার উপশম হইলে বেণুগীত বর্ণনা করিতে সম্যক্প্রকারে অসমর্থ হইয়াও বলিতেছেন—'ইতি' ইত্যাদি। 'ইতি'—ইহা সমাপ্ত্যর্থক অব্যয়, অর্থাৎ স্মরবেগের বিক্ষেপ সমাপ্ত হইলে, এই অর্থ। অমরকোষে উক্ত আছে—'হেতু, প্রকরণ, প্রকারাদি ও সমাপ্তি অর্থে ইতি-শব্দ ব্যবহৃত হয়।' 'সর্ব্বভূত-মনোহরং'—সর্ব্বপ্রাণীর মনোহর বেণুধ্বনি, কিন্তু রাসারম্ভ সময়ের ন্যায় গোপীমাত্রের মনোহর নহে, শ্রবণ করিয়া 'বর্ণয়ন্ত্যঃ অভিরেভিরে'—বর্ণনা করিতে করিতে পরস্পর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ হে সখি! তুমি আমার মনে প্রবেশ করিয়াই এইরূপ বলিতেছ, যেহেতু আমিও এরূপ বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম—এই প্রকার প্রত্যেকে অনুভবসাম্যের উপলব্ধি-বশতঃ পরস্পর আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীগোপ্য উচুঃ—

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণু জুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীগোপ্যঃ উচুঃ (হে) সখ্যঃ, (সখীগণ,) অক্ষণ্বতাং (চক্ষুষ্মতাং) ইদং এব (প্রিয়দর্শনং) ফলং বিদামঃ পরং অন্যৎ (ফলং ন বিদামঃ তচ্চ) যৈঃ (জনৈঃ) বয়স্যৈঃ (সহ) পশূন্ বনে বিবেশয়তোঃ (প্রবেশয়তোঃ) ব্রজেশসুতয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অনুবেণু (বেণুমনুবর্ত্তমানং বাদয়ৎ তথা) অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং (স্নিগ্ধকটাক্ষবিসর্গং) বক্ত্রং (মুখং) জুষ্টং (সেবিতং তৈরেব) বৈ (নিশ্চিতং) অনু (অনুভূতম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন,—হে সখীগণ, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের পক্ষে এতাদৃশ প্রিয় দর্শনই যথার্থ ফল বলিয়া মনে করি—ইহা ভিন্ন আর কিছুই ফল মনে করিনা। যাঁহারা বয়স্যগণের সহিত বনে পশু বিচরণকারী রামকৃষ্ণের বেণুবাদনরত স্নিগ্ধ কটাক্ষবর্ষণযুক্ত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা অনুভব করিতে পারিয়াছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বেণুনাদসুধাবৃষ্ট্যা নিষ্ক্রমযোক্তিমাধুরীম্। যাসাং নঃ পায়য়ামাস কৃষ্ণস্তা এব নো গতিঃ ॥ ভোঃ সখ্যঃ, যূয়মিহ গৃহনিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলীকুরুধ্বে এব তদিতোহদ্য বনং দ্রুতমেব গত্বা কিমপ্যদ্ভুতং বস্তুদর্শনাদ্যৈরনুভবগোচরীকৃত্য সফলজন্মানো ভবতেত্যাহুঃ। অক্ষণ্বতামিত্যার্ষম্। অক্ষিমতামক্ষ্ণামিদমেব ফলং নতু পরং বিদামঃ বিদ্ম ইত্যন্যমতে অন্যদ্ভবতু নাম। অস্মন্মতে তু নান্যৎ, কিং তৎ ? ব্রজেশসুতয়োঃ রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রং অনুকূলবেণুসেবিতং যৈর্নিপীতমিতি প্রকটোঽর্থঃ স্বীয়-ভাবগোপনার্থ এব যদ্যস্মদ্বচসি শ্বশ্রূননান্দ্ প্রতিবেশিজনাঃ কর্ণৌ দদতি তর্হি দদতু নাম কা তত্র চিন্তা সর্ব্ব এব ব্রজবাসিস্ত্রীপুংসজনা রামকৃষ্ণয়োর্বক্ত্রমাধুর্য্যং যথা বর্ণয়ন্তি তথা বয়মপি বর্ণয়াম ইতি স্বাভিপ্রায়জ্ঞাপনাৎ। তত্র পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং সর্ব্বপ্রাণিনামেব তদ্বক্ত্রমানন্দপ্রদং কেবলং দবীয়সীনাং যুষ্মাকমেব নেতি ব্যঞ্জিতম্। ব্রজেশসুতয়োরিতি "তাতং ভবন্তং মন্বানঃ" ইতি বাসুদেবোক্তেঃ "রামোঽভিবাদ্য পিতরৌ" ইতি শুকোক্তেশ্চ। বলদেবস্যাপি ব্রজেশসুতত্বং ব্রজে প্রসিদ্ধমেব। অভীপ্সিতোঽর্থস্ত্বয়ম্। ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে অনু পশ্চাদ্বর্ত্তিনো যস্য বক্ত্রং বেণুজুষ্টং তৎ যৈর্বেতি বা শব্দেন যৈর্দৃষ্টং স্পৃষ্টং শ্রুতমাঘ্রাতং যৈর্ব্বা নিতরামতিশয়েন পীতং বৈ ইতি পাঠে বৈ নিশ্চিতমেব যৈর্লজ্জাধৈর্য্যে অপি ত্যক্ত্বা নিপীতং তেষামেবাক্ষিমতাং জনানাং চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণাং সাফল্যং নান্যেষাং তদদ্য দীয়তাং কুলধর্ম্মলজ্জাভয়ধৈর্য্যাদিভ্যো জলাঞ্জলিরিতি ভাবঃ। ননু দর্শনশ্রবণাদিকমস্মাকং কুলবতীনাং সম্ভবতু নাম বক্ত্র-কর্ম্মকং নিপানং তু হ্রীমতীনাং কথং সম্ভবেত্তত্রাহুঃ। অনুরক্তেষু জনেষু কটাক্ষস্য মোক্ষো যেন তৎ। তেন তথা সন্ধায় কটাক্ষোশরো মুচ্যতে যথা তদাঘাতেন বিহ্বলীভূয় লজ্জাধৈর্য্যাদিকমপি বিস্মৃত্য তৎ পাস্যথেতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি-সুধাবৃষ্টিতে যাঁহাদিগের উক্তিমাধুরী নিষ্কাষিত করিয়া আমাদিগকে পান করাইয়াছেন, তাঁহারাই (সেই গোপীগণই) আমাদের একমাত্র গতি (আশ্রয়)। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ ! তোমরা এই গৃহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া বিধাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল কেবল বিফলই করিতেছ, সুতরাং অদ্য এখান হইতে দ্রুতপদে বনে গমন করিয়া কোনও অনির্ব্বচনীয় বস্তু দর্শনাদি দ্বারা অনুভবগোচর করিয়া জন্ম সফল কর। যদি বলেন—তাহা কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অক্ষণ্বতাং'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ, 'অক্ষিমতাং' চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদিগের চক্ষুর ইহাই ফল ; অন্য ফল আছে বলিয়া আমরা বিদিত নহি, অর্থাৎ অন্যমতে অন্য ফল থাকিতে হয় থাকুক, পরন্তু আমাদের মতে অন্য কিছুই নাই। যদি বলেন—তাহা কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'ব্রজেশ-সুতয়োঃ'—ব্রজরাজনন্দন রামকৃষ্ণের অনুকূল বেণুসেবিত স্নিগ্ধকটাক্ষ নিক্ষেপ যাহারা পান করিয়াছে, তাহাদিগেরই নেত্রধারণ সার্থক হইয়াছে, এই প্রকটার্থ স্বীয় ভাবগোপনের নিমিত্ত বলিতেছেন—যদি আমাদের বাক্যে শ্বাশুড়ী ননদী প্রভৃতি প্রতিবাসিজন কর্ণপাত করে, করুক তাহাতে আমাদের চিন্তা কি ? কারণ সমস্ত

ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষজন শ্রীরাম-কৃষ্ণের মুখমাধুর্য্য যেরূপ বর্ণন করিয়া থাকে, আমরাও তদ্রূপই বর্ণন করিব। আহা কি আশ্চর্য্য! পশুপক্ষি প্রভৃতি নিখিল প্রাণিগণেরই সেই বদন আনন্দ প্রদান করিতেছে, কেবল নিকৃষ্ট তোমাদিগেরই আনন্দ প্রদান করিতেছে না—ইহা ব্যঞ্জিতার্থ। 'ব্রজেশ-সুতয়োঃ'—শ্রীবলদেবেরও শ্রীনন্দপুত্র বলিয়া ব্রজে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। যেমন বসুদেব নন্দমহারাজকে বলিয়াছেন—"তাতং ভবন্তং মন্বানঃ" (১০।৫।২৭), অর্থাৎ আমার পুত্র বলদেব যশোদাদেবী ও তোমার দ্বারা নিজ পুত্রের ন্যায় লালিত হইয়া তোমাকে পিতা বলিয়া মনে করে তো? শ্রীশুকদেবও বলিবেন—"রামোঽভিবাদ্য পিতরৌ" (১০।৬৫।২), অর্থাৎ শ্রীবলদেব ব্রজে গমন করিয়া স্বীয় পিতা-মাতার ন্যায় শ্রীনন্দ ও যশোদার অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

এখানে অভীপ্সিত অর্থ এইরূপ—ব্রজরাজনন্দন যুগলের মধ্যে পশ্চাদ্বর্ত্তী যাঁহার বদন বেণুসেবিত, তাহাই যাহারা ধৈর্য্য লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ ও অতিশয়রূপে পান করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তিরই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাফল্য হইয়াছে, অপর কাহারও নহে, অতএব অদ্য কুল, ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্যাদি জলাঞ্জলি প্রদান কর—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—কুলবতী আমাদিগের সম্বন্ধে দর্শন ও শ্রবণাদি সম্ভব হইতে পারে, পরন্তু লজ্জাবতী আমাদিগের কৃষ্ণবদনসুধা পান কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং', শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত জনসকলের প্রতি এতাদৃশ সন্ধান করিয়া কটাক্ষ শর নিক্ষেপ করেন যে তদাঘাতে বিহ্বল হইয়া লজ্জা ও ধৈর্য্যাদিও বিস্মৃত হইয়া তাহা পান করিতে পারিবে—এই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জ-
মালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ।
মধ্যে বিরেজতুরলং পশুপালগোষ্ঠ্যাং
রঙ্গে যথা নটবরৌ ক্ব চ গায়মানৌ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ গোপ্যঃ আহুঃ) ক্ব চ (কদাচিৎ) চূতপ্রবালবর্হস্তবকোৎপলাব্জমালানুপৃক্তপরিধানবিচিত্রবেশৌ (চূতপ্রবালাদীনাং মালাভিঃ অনুপৃক্তে ঈষদন্তরান্তরাসংযুক্তে পরিধানে নীলপীতাম্বরে তাভ্যাং বিচিত্রৌ বেশৌ যয়োঃ তৌ) পশুপালগোষ্ঠ্যাং (গোপালানাং সভায়াং) মধ্যে গায়মানৌ (রামকৃষ্ণৌ) নটবরৌ যথা (ইব) অলং (অত্যর্থং) বিরেজতুঃ (শোভিতৌ বভূবতুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ, একদিন এই রামকৃষ্ণ গোপালগণের সভামধ্যে গান করিতে করিতে নটবর যুগলের ন্যায় অতিশয় শোভা পাইয়াছিলেন। তৎকালে তাহাদের পরিবসনের মধ্যে মধ্যে আম্রপল্লব, ময়ূরপুচ্ছ, পত্রপুষ্পগুচ্ছ এবং উৎপল ও পদ্মের মালা সংলগ্ন থাকায় তদ্দ্বারা তাহাদের বেশ অতিশয় বিচিত্র হইয়াছিল ॥৮

বিশ্বনাথ—এতাদৃশং বিড়ম্বনং স্বস্য কথং কুর্ম্মস্তস্মাত্তত্র ন যাম ইতি চেন্নৈবম্। বলদেবসাহিত্যে সতি তত্রাস্মজ্জিগমিষায়া অভাবাৎ তন্ন ভবিষ্যত্যতো দূরতো বল্লীপল্লবরন্ধ্রৈরেব তস্য স্বরমণস্য সৌন্দর্য্যামৃতং গানামৃতং চাস্বাদ্য নৃত্যাদিকঞ্চ দৃষ্ট্বা দ্রুতমায়াস্যাম ইত্যাহুশ্চ তস্য প্রবালো নবপল্লবং বর্হঞ্চ স্তবকঃ পুষ্পগুচ্ছশ্চ চূড়ায়াং উৎপলে তদন্তঃকোষৌ কর্ণয়োঃ অব্জং লীলাকমলং দক্ষিণকরে মালাশ্চ গলে তথা অনুগুণতয়া পৃক্তানি গাত্রসংলগ্নানি পরিধানানি নাট্যোচিতরক্তপীতাসিতবাসাংসি চ তৈর্বিচিত্রো বেশো যয়োস্তৌ। নটবরাবিতি সখিসু গায়কেষু বাদকেষু নৃত্যন্তৌ ক্ব চ কদাচিচ্চ গায়মানৌ তাচ্ছীল্যে শানচ্। যদ্বা, গায়ে গানে মানঃ সর্ব্বৈর্দত্ত আদরো যয়োস্তৌ। যদ্বা, গায়ে গানে মানো গর্ব্বো যয়োঃ স চাস্মত্তুল্যস্ত্রিলোক্যামপি গায়কো নাস্তি কে যূয়ং গোপা বরাকা ইতি প্রকারঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—নিজের এতাদৃশ বিড়ম্বনা কিজন্য করিব, বরং সেখানে যাইব না। তাহাতে বলিতেছেন—এরূপ বলিও না। যদিও বলদেবের সাহচর্য্যে আমাদের সেখানে গমন করা সম্ভব নহে, অতএব দূর হইতে লতা-পাতার ফাঁক দিয়া নিজরমণের সৌন্দর্য্যামৃত ও গানামৃত আস্বাদনপূর্ব্বক নৃত্যাদি দর্শন করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব, ইহা বলিতেছেন—'চূত-প্রবাল' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ ও বল-

রাম কোন সময়ে গোপগণের সভামধ্যে মস্তকধৃত চূড়োপরি আম্রমুকুল, কর্ণযুগলে উৎপলের মধ্যস্থিত কোষদ্বয়, দক্ষিণহস্তে লীলাকমল, গলদেশে মাল্য, শোভানুরূপ গাত্রসংলগ্ন পরিধানযোগ্য নাট্যোচিত রক্ত, পীত ও নীল বসন দ্বারা বিচিত্র বেশ ধারণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। 'নটবরৌ'—রঙ্গস্থলে নটবরযুগল যেরূপ শোভা পায়, সখাগণ গান ও বাদ্য করিতে থাকিলে কখন ইঁহারা নৃত্য করেন, আবার কখনও 'গায়মানৌ'—গান করিতে থাকেন। এখানে শীলার্থে শানচ্ প্রত্যয়, গান করাই যাঁহাদের স্বভাব। অথবা—গান করিতে থাকিলে সকলে তাঁহাদের সমাদর করিয়া থাকেন। কিংবা—গান-বিষয়ে যাঁহাদের গর্ব্ব, আমাদের তুল্য গায়ক ত্রিভুবনে কেহ নাই, তাহাতে কে তোমরা ক্ষুদ্র গোপগণ—এই প্রকার গর্ব্ব ॥ ৮ ॥

———

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ উচুঃ) (হে) গোপ্যঃ, অয়ং বেণুঃ কিং কুশলং (কিং নাম পুণ্যং) আচরৎ স্ম (পুরা আচরিতবান্) যৎ (যস্মাৎ) গোপিকানাং (এব ভোগ্যাং সতীং) অপি দামোদরাধরসুধাং (শ্রীকৃষ্ণমুখামৃতম্।) স্বয়ং (স্বাতন্ত্র্যেণ) অবশিষ্টরসং (কেবলং অবশিষ্টরসমাত্রং যথা ভবতি তথা) ভুঙ্ক্তে। (যতঃ যাসাং পয়সা অয়ং বেণুঃ পুষ্টঃ তাঃ মাতৃতুল্যাঃ) হ্রদিন্যঃ (সরিতশ্চ) হৃষ্যত্ত্বচঃ (বিকসিতকমলমিষেণ রোমাঞ্চিতাঃ লক্ষ্যন্তে, যেষাং বংশে অয়ং বেণুঃ জাতঃ তে) তরবঃ (অপি) আর্য্যাঃ যথা (কুলবৃদ্ধাঃ যথা স্ববংশে ভগবৎসেবকং দৃষ্ট্বা হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রুমুঞ্চন্তি তদ্বৎ মধুধারামিষেণ) অশ্রু (আনন্দাশ্রু) মুমুচুঃ (মুক্তবন্তঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অপর গোপীগণ বলিলেন,—হে সখীগণ, এই বেণু না জানি পূর্ব্বে কত পুণ্যই আচরণ করিয়াছিল, যেহেতু সে আজ কেবলমাত্র গোপীগণেরই উপভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর পরিমাণে পান করিয়া কেবল মাত্র তাহাতে রস অবশিষ্ট রাখিয়াছে। আরও দেখ—যাহাদের জল পানে পূর্ব্বে এই বেণু-বৃক্ষ পুষ্ট হইয়াছিল মাতৃতুল্যা সেই নদীসকলও আজ তাহার সৌভাগ্য দর্শনে বিকসিত কমলদলে রোমাঞ্চিত হইতেছে। আরও দেখ—কুলবৃদ্ধগণ যেরূপে স্ববংশে ভগবদ্ভক্ত সন্তান দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করেন সেইরূপ যাহাদের বংশে এই বেণু জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বৃক্ষগণও আজ মধুধারা বর্ষণ-ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে।' ৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাস্মান্ বিড়ম্বনাবেধী নিঃক্ষিপন্নয়ং বেণুরেবানর্থকারীত্যাহুঃ। হে গোপ্যঃ! বেণুর্মুরলী কিং স্মিৎ কুশলং পুণ্যমাচরৎ। বংশীমুরল্যাদিশব্দানাং স্ত্রীলিঙ্গত্বেঽপি তৎপর্য্যায়স্য বেণুশব্দস্য পুংস্ত্বং দারশব্দবজ্জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, কিং মঙ্গলমাচরৎ অপি তু ন কিমপি স্থাবরজাতিত্বেনৈব লক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। তদপি দামোদরস্যাধরসুধাং ভুঙ্ক্তে ইতি কথং বয়ং সোঢ়ুং প্রভবাম ইতি ভাবঃ। তত্র হেতুর্গোপিকানামিতি অধরসুধায়াং হি গোপিকানামস্মাকমেব সত্ত্বং কৃষ্ণস্য গোপজাতিত্বাদস্মাকং গোপজাতিস্ত্রীত্বাদি-ন্যায়প্রাপ্তেঃ। নিত্যং রাত্রাবস্মাভিঃ সংভুজ্যমানত্বাচ্চ বেণুস্তু বিজাতীয়স্তত্রাপি কৃষ্ণরমিতত্বমাত্মনো মত্বা কৃষ্ণপ্রেয়সীত্বাভিমানং ধত্তে। তত্রাপি ধার্ষ্ট্যেন পুনঃ পৌরুষমাবিষ্কৃত্য সংভুঙ্ক্তে তত্রাপি পরকীয়াং তত্রাপি স্বয়মেব ন ত্বন্যং জনমেকমপি সঙ্গিনং করোতি তত্রাপি ন চৌর্য্যেণ, কিন্তু ধনস্বামিনীরস্মান্ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্বা এব। কিঞ্চ, নায়ং ফুৎকারঃ কিন্তু স্বসম্ভোগোত্থং মণিতমেব তচ্চাস্মান্ শ্রাবয়িত্বৈব তত্রাপি ন বশিষ্টঃ ন অবশিষ্টো রসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা ভুঙ্ক্তে। "বষ্টিভাগুরিরল্লোপ"-মিত্যাদিনা অকার লোপঃ। ধনস্বামিনীনামস্মাকং কৃতে স্বভুক্তাবশিষ্টমপি কিঞ্চিন্ন রক্ষতীত্যহো ধার্ষ্ট্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তদ্দেশবর্ত্তিনঃ সর্ব্ব এব জনাস্তাদৃশা এবেত্যাহুঃ—যৎ যতোঽধরসুধাভোগাৎ তং বীক্ষ্যেত্যর্থঃ। হ্রদিন্যো নদ্যঃ হৃষ্যত্ত্বচঃ উৎফুল্লকমলাদিমিষেণ পুলকবত্যো বভূবুঃ। তরবো মকরন্দমিষেণাশ্রু মুমুচুর্যথা আর্য্যা ভগবদ্গুণান্ শ্রুত্বা অশ্রুপুলকাদিমন্তো ভবন্তি তথৈব তে বেণোর্মনিতং

শ্রুত্বেতি হ্রদিন্যোঽস্য সখ্যস্তরবোঽস্য সখায়ো দূতা এবেতি বেণুহ্রদিনী-তরবঃ সর্ব্ব এবাস্মাকং বৈরিণ এবেতি ভাবঃ। অতোঽয়ং গোপ্যঃ নিভৃতং কুত্রাপি রক্ষণীয়ো যথা কৃষ্ণাধরং ন প্রাপ্নোতীত্যসূয়াখ্যঃ সঞ্চারী ব্যঞ্জিতঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমাদিগকে বিড়ম্বনা-সমুদ্রে নিঃক্ষেপক এই বেণুই অনর্থকারী, ইহা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ', হে গোপীগণ! এই বেণু (মুরলী) কি পুণ্য আচরণ করিয়াছে? বংশী, মুরলী প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও তাহার পর্য্যায়বাচী 'বেণু'-শব্দ 'দার'-শব্দের ন্যায় পুংলিঙ্গ। অথবা—কোন কি মঙ্গল আচরণ করিয়াছে? কিছুই করে নাই, যেহেতু স্থাবর জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এই ভাব। তথাপি দামোদরের অধরসুধা পান করিতেছে, ইহা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারি?—এই ভাব। তাহার কারণ—'গোপিকানাম্'—শ্রীকৃষ্ণের অধর-সুধাতে গোপিকা আমাদিগেরই সত্ত্ব (অধিকার), যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ গোপজাতি এবং আমরাও গোপজাতি রমণী। নিত্য রাত্রিতে আমরাই তাহা সম্ভোগ করিয়া থাকি, কিন্তু এই বেণু বিজাতীয় (পুরুষ জাতি), তাহাতেও নিজেকে কৃষ্ণের রমণযোগ্য মনে করিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীত্ব অভিমান করে। তাহাতে আবার ধৃষ্টতাপূর্ব্বক নিজের পৌরুষ আবিষ্কার করিয়া ভোগ করিতেছে। তাহাতেও পরকীয় ধন, তাহাতে আবার নিজে একাকীই ভোগ করে, অন্য কাহাকেও সঙ্গী করে না। তাহাতে আবার চুরি করিয়া, কিন্তু ধনস্বামী আমাদিগকে ফুৎকারের দ্বারা জানাইয়াই। আরও, ইহা ফুৎকার নয়, কিন্তু স্বসম্ভোগত্থ মণিত (শব্দ), আমাদিগকে শুনাইয়াই ভোগ করে, কিছু-রস অবশিষ্ট রাখে না। ধনস্বামী আমাদিগের জন্য স্বভুক্তাবশিষ্ট কিছুমাত্রও রাখে না—অহো! কি ধৃষ্টতা!—এই ভাবার্থ। আরও, সেই দেশস্থ সকল জনই ঐরূপ, ইহা বলিতেছেন—'যৎ', যেহেতু উহাকে অধরসুধা ভোগ করিতে দেখিয়া, 'হ্রদিন্যঃ'—নদীসকল বিকসিত-কমলাদিচ্ছলে রোমাঞ্চিত লক্ষিত হইতেছে। 'তরবঃ'—তরুগণও মধু-ধারা বর্ষণ-ছলে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছে, 'যথা আর্য্যাঃ'—যেমন আর্য্যগণ ভগবদ্‌গুণ শ্রবণপূর্ব্বক অশ্রুপাত ও পুলকাদিযুক্ত হইয়া থাকেন। বেণুর মণিত শ্রবণ করিয়া হ্রদিনী সকল ইহার সখীস্থানীয়া, তরুগণ উহার সখা দূতই হইবে, ইহাতে বেণু, হ্রদিনী ও তরুগণ সকলেই আমাদের শত্রুই—এই ভাব। অতএব 'অয়ং গোপ্যঃ'—এই বেণু নিভৃতে কোথাও রক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে কৃষ্ণাধর প্রাপ্ত না হয়—এইরূপ অসূয়াখ্য সঞ্চারী ভাব ব্যক্ত হইল ॥ ৯ ॥

বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(কাশ্চিদাহুঃ হে) সখি, যৎ (যস্মাৎ) দেবকী সুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি (দেবকীসুতস্য পাদাম্বুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ শোভা যেন তৎ) গোবিন্দবেণুং অনু (গোবিন্দস্য বেণুরবং শ্রুত্বা পশ্চাৎ তং মন্দ-গর্জ্জিতং নীলমেঘং মত্বা) মত্তময়ূরনৃত্যং (মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং) প্রেক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অদ্রিসান্ববরতান্য-সমস্তসত্ত্বং (অদ্রিসানুষু পর্ব্বতপ্রস্থেষু অবরতানি উপ-রতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যস্মিন তৎ) বৃন্দাবনং (অধুনা) ভুবঃ কীর্ত্তিং বিতনোতি (স্বর্গাদপি বিশেষেণ বিস্তারয়তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—হে সখি, এই বৃন্দাবন সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগল দ্বারা পরম শোভা লাভ করিয়াছে, এখানে ময়ূরগণ শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে মেঘগর্জ্জন মনে করিয়া মত্তভাবে নৃত্য করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অন্যান্য প্রাণিগণও নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব এই বৃন্দাবন বর্ত্তমানে স্বর্গ হইতেও অধিকভাবে পৃথিবীর কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তদীয়তাদৃশবিলাসাস্পদস্য বৃন্দাবনস্য সম্প্রতি মাধুর্য্যমধিকমুল্লসত্যতস্তদেব দিদৃক্ষমাণাস্তত্র গচ্ছামো, বয়ং নাত্র কোঽপি দোষ ইত্যন্যা আহুঃ—বৃন্দাবনমিতি। ভুবঃ কীর্ত্তিং স্বর্গাদিভ্যো বিশেষেণ তনোতি যদ্‌যতো দেবকীসুতস্য যশোদানন্দনস্য পাদা-

মুজাভ্যাং লব্ধা লক্ষ্মীঃ ধ্বজবজ্রাদিচিহ্নময়ী শোভা-সম্পৎ যেন তৎ নহ্যেবম্ভূতং বৈকুণ্ঠবনমপি সম্ভবেদিতি ভাবঃ। "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়ে"তি বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণম্। এবম্ভূতং গোষ্ঠস্থলমপি সম্ভবেদিতি চেদত আহুঃ—গোবিন্দস্য বেণুং বেণুবাদ্যং লক্ষ্যীকৃত্য যন্মত্তানাং ময়ূরাণাং নৃত্যং তৎ প্রেক্ষ্য অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়াণি অন্যানি সমস্তানি সত্ত্বানি যত্র তৎ। অত্রাস্মান্নর্ত্তয়েতি ময়ূরৈঃ প্রার্থিতস্য গোবিন্দস্য বেণুবাদনং তদীয় তালগত্যৈব মণ্ডলীভূয় নৃত্যতাং তেষাং মধ্যে এব তস্যাপি সনৃত্যবাদনম্। ততস্তদ্বাদ্যেন সন্তুষ্যতাং তেষাং পারিতোষিক-স্বীয়-দিব্যবর্হপ্রদানং তস্মৈ। তেন চ বাদকলোকরীত্যা সাহলাদং তদ্‌গৃহীত্বা স্বশিরস্যুষ্ণীষস্যোপরি তদ্ধারণং তত্তৌর্য্যত্রিকমাস্বাদয়তামদ্রিসানুষু প্রবিষ্টানাং সভ্যানাং কৃষ্ণসার-কপোতাদি-মৃগপক্ষিণামানন্দ-জাড্য-মিত্যাদিকং সর্ব্বং দিদৃক্ষামহে ইতি ভাবঃ॥ ১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিলাসাস্পদ বৃন্দাবনের মাধুর্য্য সম্প্রতি সমধিক উল্লসিত হইয়াছে, অতএব তাহা দর্শনের নিমিত্ত আমরা সেখানে যাইব, ইহাতে কোনও দোষ নাই। ইহা অপরে বলিতেছেন—'বৃন্দাবনং সখি', হে সখি! এই বৃন্দাবন স্বর্গাদি অপেক্ষাও পৃথিবীর কীর্ত্তি বিশেষরূপে বিস্তার করিতেছে, 'যদ্দেবকীসুত'—যেহেতু শ্রীযশোদা-নন্দনের পাদপদ্মদ্বয়ের দ্বারা ধ্বজ-বজ্রাদি-চিহ্নময়ী সর্ব্বশোভা ও সর্ব্বসম্পত্তি লাভ করিয়াছে, বৈকুণ্ঠবনও এইপ্রকার হইতে পারে না—এই ভাবার্থ। এখানে 'দেবকী' শব্দে শ্রীযশোদা, যেমন বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ নন্দপত্নী যশোদার দুইটি নাম, যশোদা ও দেবকী। এইজন্য বসুদেব-পত্নী দেবকীর সহিত তাঁহার সখ্য হইয়াছিল। যদি বলেন—এই প্রকার গোষ্ঠস্থলও হইতে পারে, তদুত্তরে বলিতেছেন—'গোবিন্দবেণুম্', গোবিন্দের বেণুবাদ্য শ্রবণান্তর যে-সকল ময়ূর মত্ত হইল, তাহাদিগের নৃত্য দেখিয়া পর্ব্বতের সানুদেশস্থ অন্যান্য প্রাণিগণও ক্রিয়াশূন্য দৃষ্ট হইতেছে। 'আমাদিগকে নৃত্য করাও'—এইরূপ ময়ূরগণের দ্বারা প্রার্থিত গোবিন্দের বেণুবাদন এবং তদীয় তালগতিতে মণ্ডলাকারে নৃত্যরত তাহাদের মধ্যে গোবিন্দেরও নৃত্যের সহিত বাদ্য বুঝিতে হইবে। তারপর তাঁহার বাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহারা গোবিন্দকে স্বীয় দিব্য পুচ্ছ পারিতোষিক প্রদান করেন। গোবিন্দও বাদক-লোকের রীতি অনুসারে সাহলাদে তাহা গ্রহণপূর্ব্বক নিজ মস্তকের উষ্ণীষের উপরে ধারণ করিলেন—এই তিনটি আস্বাদনকারী গিরিগুহাপ্রবিষ্ট কৃষ্ণসার ও কপোতাদি মৃগ-পক্ষিগণের আনন্দজনিত জড়তা, এই সমস্তই আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি—এই ভাবার্থ ॥ ১০॥

মধ্ব—

শ্রীদেবীবেণুমাবিশ্য রেমে কৃষ্ণমুখাম্বুজে।
পপৌ চ তদ্‌গতং গীতং সুরা ইতরভাগুগাঃ॥
ইতি তন্ত্রভাগবতে॥ ১০॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ॥ ১১॥

অন্বয়ঃ—(অপরাঃ আহুঃ) যাঃ বেণুরণিতং (বংশীধ্বনিং) আকর্ণ্য সহ কৃষ্ণসারাঃ (স্বপতিভিঃ কৃষ্ণসারৈঃ সহিতাঃ) উপাত্তবিচিত্রবেশং (মনোজ্ঞবেশ-ধরং) নন্দনন্দনং (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি) প্রণয়াবলোকৈঃ (প্রণয়সহিতৈঃ অবলোকনৈঃ) বিরচিতাং (কল্পিতাং) পূজাং দধুঃ (ধারয়ামাসুঃ তাঃ) এতাঃ হরিণ্যঃ মূঢ়-গতয়ঃ (তির্য্যগ্‌যোনয়ঃ) অপি ধন্যাঃ স্ম (কৃতার্থা এব)॥ ১১॥

অনুবাদ—অপর ব্রজনারীগণ বলিলেন,—যে সকল হরিণী বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিজ পতি-গণের সহিত মনোহরবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সপ্রণয়-দৃষ্টি কল্পিত-পূজার বিধান করিতেছে তাহারা নীচ যোনি হইলেও ধন্য॥ ১১॥

বিশ্বনাথ—অহো স্বরমণং তমনভিসৃত্য বয়ং বুদ্ধি-মত্যোঽপি স্বজন্মবিফলীকুর্ম্মহে। যতো মূঢ়া অপি সফলীভবন্তীতি দর্শয়ন্ত্যঃ সাহুর্ধন্যা ইতি। স্মেতি বিস্ময়ে

খেদে বা। এতাদৃশং ভাগ্যং অস্মাকং নাভূদিতি ভাবঃ। যা বেণুরণিতং বেণুরিফিতমিতি পাঠদ্বয়ম্। তুল্যার্থং বেণুনাদমাকর্ণ্য নন্দনন্দনং প্রতি প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরেব পূজাং দধুঃ পুপুষুঃ। তাসাং তৈরপি য আত্মনঃ পূজাং পুষ্টাং মন্যতে স নন্দনন্দনোঽস্মাকং তৈঃ পুনঃ কিমুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তাঃ সহকৃষ্ণসারাঃ পতিভিঃ সহিতা এব। অয়মর্থঃ—কৃষ্ণ এব প্রীতিবিষয়ত্বেন সারো যেষাং তে যথার্থনামানস্তাসাং পতয়ঃ স্বপত্নীঃ কৃষ্ণানুরাগিণীরালক্ষ্য স্বগার্হস্থ্যমেব ধন্যং মানয়ন্তোঽতিহৃষ্যন্তো অন্বনুগচ্ছন্তস্তাঃ কৃষ্ণমভিসারয়ন্তি, অস্মৎ পতয়স্তু কৃষ্ণগন্ধায়াপি দ্রুহ্যন্তি ধিগস্মজ্জীবিতমিতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো স্বরমণ তাঁহাকে অনুসরণ না করিয়া আমরা বুদ্ধিমতী হইয়াও স্বজন্ম বিফলই করিতেছি, যেহেতু বিবেকহীন মতি হইলেও এই বনচারিণী হরিণীগণ সফলজন্মা, ইহা দর্শন করাইয়া কেহ বলিতেছেন—'ধন্যাঃ স্ম' ইত্যাদি। 'স্ম'-ইহা বিস্ময়ে বা খেদে, এতাদৃশ ভাগ্য আমাদের হইল না, এই ভাবার্থ। যে হরিণীগণ 'বেণুরণিতং' (পাঠান্তরে বেণুরিফিতং)—বেণুনাদ শ্রবণ করিয়া নন্দনন্দনের প্রতি প্রণয়পূর্ব্বক অবলোকনের দ্বারা পূজা সম্পাদন করিতেছে। তাহাদিগের তাদৃশ প্রণয়াবলোকনেও যিনি নিজের পূজা পুষ্ট (সম্পূর্ণ) মনে করিতেছেন, সেই নন্দনন্দন আমাদেরই, তাহাদিগের ঐরূপ অবলোকনের আবার কি প্রয়োজন? —এই ভাবার্থ। 'সহ-কৃষ্ণসারাঃ'—তাহাতে আবার আপন আপন পতিগণের সহিত মিলিত হইয়াই। এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—'কৃষ্ণসার' বলিতে কৃষ্ণই প্রীতিবিষয়ত্বরূপে সার যাহাদের, সেই সার্থকনামা তাহাদের পতিগণ নিজ নিজ পত্নীগণকে কৃষ্ণানুরাগিণী লক্ষ্য করিয়া নিজ গার্হস্থ্য ধন্য মনে করতঃ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া অনুগমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে কৃষ্ণের অভিসারে প্রেরণ করিতেছে, পরন্তু আমাদের পতিগণ কৃষ্ণের নামগন্ধ শ্রবণেও দ্বেষ করিয়া থাকেন, ধিক্ আমাদের জীবন ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ আহুঃ) (হে গোপ্যঃ!) বিমানগতয়ঃ (আকাশচারিণ্যঃ) দেব্যঃ (সুরাঙ্গনাঃ অপি) বনিতোৎসবরূপশীলং (বনিতানামুৎসবো যস্মাৎ তাদৃক্ রূপং শীলঞ্চ যস্য তং) কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতং (তেন ক্বণিতস্য বাদিতস্য বেণোঃ যৎ বিবিক্তং অসঙ্কীর্ণং গীতং তৎ) শ্রুত্বা চ স্মরনুন্নসারাঃ (কন্দর্পপ্রভাবেন ধৈর্য্যহীনাঃ) ভ্রশ্যৎপ্রসূনকবরাঃ (চ্যুতবেণীবন্ধনস্থকুসুমা) বিনীব্যঃ (স্খলৎকটিগ্রন্থয়শ্চ) মুমুহুঃ (মুগ্ধাঃ বভূবুঃ) ॥১২॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ বলিলেন,—হে সখীগণ, আকাশচারিণী সুরাঙ্গনাগণও কামিনী-জনমোহনরূপ ও স্বভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তৎকর্ত্তৃক নিনাদিত বেণুর অসঙ্কীর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া কাম-প্রভাবে ধৈর্য্যহীন হইয়া মোহপ্রাপ্ত হইতেছে। তৎকালে তাহাদের বেণীবন্ধন হইতে কুসুমরাশি এবং কটি হইতে বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাস্মাকং গোপীনাং গোপে কৃষ্ণে রতির্নাতীবানুচিতা। যতো দেব্যোঽপি মানুষে তত্রাপি গোপে কৃষ্ণে রতিমত্যঃ সত্য এব স্বদেবত্বমপি সফলয়ন্তীত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহুঃ—কৃষ্ণমিতি। বনিতানাং স্ত্রীমাত্রাণামেবানুরাগিণীনামুৎসবো যস্মাত্তথাভূতং রূপং শীলঞ্চ যস্য তং দেব্যো দেবানামঙ্কে স্থিতা অপি বিমানগতয়ো বিমানচারিণ্যঃ স্মরেণ নুন্নশ্চালিতঃ সারো ধৈর্য্যং যাসাং তা মুমুহুঃ। মোহে লিঙ্গমাহ—ভ্রশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরা যাসাং তাঃ। বিগতা নীব্যোঽপি যাসাং তাঃ। মোট্টায়িতমিদম্। যদুক্তম্ "কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবিতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমিতীর্য্যতে" ইতি। পরমবিদগ্ধাঃ সূক্ষ্মধিয়ো দেবাস্তজ্জ্ঞাত্বাপি স্ত্রীভ্যো ন দ্রুহ্যন্তি প্রত্যুত স্বীয়ং ভাগ্যং মানয়ন্তো নিত্যমেব তাঃ কৃষ্ণং দর্শয়িতুং বিমানমারোহ্য আনয়ন্তি, অস্মৎপতয়স্তু দ্রুহ্যন্ত্যেবেত্যতো নিকৃষ্টা মৃগ্য, উৎকৃষ্টাঃ দেব্যোঽপি ধন্যাঃ, মধ্যস্থা মানুষ্য এব বয়মধন্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, গোপী আমাদিগের গোপজাতি কৃষ্ণে রতি অতিশয় অনুচিত নহে, যেহেতু

দেবীগণও মানুষে, তাহাতে আবার গোপজাতি কৃষ্ণে রতিমতী হইয়াই নিজ দেবত্বও সফল করিতেছেন, এইরূপ আশ্চর্য্যই বলিতেছেন—'কৃষ্ণম্' ইত্যাদি। 'বনিতোৎসবরূপশীলং'—অনুরাগিণী স্ত্রীমাত্রের উৎসব যাহা হইতে, তাদৃশ রূপ ও শীল যাঁহার, অর্থাৎ কৃষ্ণানুরাগযোগ্যা স্ত্রীজাতিদিগের পরমানন্দপ্রদ রূপ ও সু-স্বভাবযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ এবং তাঁহার বাদিত বেণুর গীত শ্রবণ করিয়া, 'দেব্যো বিমানগতয়ঃ'—বিমানচারিণী দেবীগণ স্ব-স্ব পতি-ক্রোড়ে অবস্থিতা হইয়াও কামদ্বারা ধৈর্য্যচ্যুতা হওয়ায় মোহপ্রাপ্ত হইলেন। মোহের চিহ্ন বলিতেছেন—এমনভাবে মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহাদিগের কবরীস্থ কুসুমগুলি ভ্রষ্ট এবং কটি-বসন স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহাদিগের বাহ্যদৃষ্টি নাই। ইহা 'মোট্টায়িত' নামক অনুভাবের লক্ষণ। যেমন উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত হইয়াছে—"কান্তস্মরণ বার্ত্তাদৌ" (অনুভাব প্রকরণ—১৯।৪৭), অর্থাৎ কান্তের স্মরণ ও বার্ত্তাদি শ্রবণে স্থায়ী রতির ভাবনাবশতঃ হৃদয়ে যে অভিলাষের প্রাকট্য, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। এখানে ভাবার্থ এই—পরমবিদগ্ধ সূক্ষ্মধী দেবগণ তাহা অবগত হইয়াও আপন আপন স্ত্রীদিগের দ্বেষ করেন না, পরন্তু আপন সৌভাগ্য মনে করিয়া প্রতিদিন তাহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইবার নিমিত্ত বিমানে আরোহণ করাইয়া আনয়ন করেন, কিন্তু আমাদের পতিগণ কৃষ্ণ দেখাইতে আনা দূরে থাকুক, বরঞ্চ সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকেন। অতএব নিকৃষ্টা মৃগী ও উৎকৃষ্টা দেবীগণই ধন্যা, মধ্যস্থা মানবী আমরাই কেবল হতভাগ্যবতী হইয়াছি ॥ ১২ ॥

গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ গোপ্যঃ আহুঃ) (এতাঃ) গাবঃ চ (ধেনবশ্চ) উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ (উন্নমিতকর্ণৈঃ) কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষং পিবন্ত্যঃ (অপি চ) স্নুতস্তনপয়ঃ কবলাঃ (ক্ষরিতস্তনদুগ্ধকবলধারিণঃ) শাবাঃ (বৎসাশ্চ) কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীতপীযূষং উত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ) দৃশা (দৃষ্ট্যা) আত্মনি গোবিন্দং (কৃষ্ণং) স্পৃশন্ত্যঃ (আলিঙ্গন্ত্যঃ) অশ্রুকলাঃ (অশ্রূণাং কলা লেশা লোচনয়োঃ যাসাং তাঃ তথাবিধাঃ) তস্থুঃ স্ম (বিস্মৃতক্রিয়াঃ বভূবুরিত্যর্থঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অপর ব্রজনারীগণ বলিলেন,—ঐ দেখ গাভীগণ এবং মাতৃস্তন-ক্ষরিত-দুগ্ধপান-রত-বৎসগণ উন্নমিত কর্ণপুটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণমুখ-নির্গত বংশীসঙ্গীত-সুধা পান করিতে করিতে দৃষ্টিদ্বারা তাঁহাকে হৃদয়-মধ্যে আলিঙ্গনসহকারে অশ্রুপূর্ণলোচনে অবস্থান করিতেছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ স্ত্রীজাতীনাং সর্ব্বাসামেতৎ কামবিজৃম্ভিতমেবৈতন্মোহনমিতি বাচ্যম্। যতো বৎসলানাং গবামপি মোহনং পশ্যতেত্যাহুঃ—গাবশ্চেতি। ক্ষরণশঙ্কয়ৈবোত্তভিতৈরুন্নমিতৈঃ কর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্য এব তস্থুঃ। ন চ তত্রাপি বাৎসল্যভাব এব মোহনে হেতুরস্তীতি বাচ্যম্। যতো ভাবশূন্যানামপি মোহনং পশ্যতেত্যাহুঃ। শাবা বৎসাঃ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনন্তরমেব গীতং শ্রুত্বা তদেব পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্তঃ স্তনপানাসামর্থ্যাৎ স্তনেভ্যঃ স্নুতানাং পয়সাং কবল এব মুখেন তু নিগিলনং যেষাং তে তস্থুঃ জাড্যোদয়েন স্তব্ধা বভূবুরিত্যর্থঃ। ততশ্চ তন্মাতরো গোবিন্দং দৃশা দৃষ্টৈবাকৃষ্যানীয় নেত্ররন্ধ্রদ্বারেণৈবান্তঃ প্রবেশ্য আত্মনি স্বমনসি স্পৃশন্ত্যঃ স্বমনসঃ ক্রোড়ে এব বাৎসল্যাৎ স্থাপয়ন্ত্যস্তস্থুঃ। তথা অশ্রুণ্যানন্দাৎ কলয়ন্তি ধারয়ন্তীতি তাঃ। এবঞ্চ সর্ব্বপ্রাণিনাং কৃষ্ণে নিরুপাধিরেব প্রেমা কিন্তু তে সংযোগাৎ ধন্যা বয়ন্ত বিচ্ছেদাদধন্যা এবেত্যেতাবানেব বিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সমস্ত স্ত্রীজাতিরই এইরূপ কাম-বিজৃম্ভিত মোহন বলিতে পারা যায় না, যেহেতু বৎসগণ ও গাভীগণেরও মোহন দেখ, ইহা বলিতেছেন—'গাবশ্চ', গাভীগণ গীতামৃত ক্ষরিত হইয়া যায় এই আশঙ্কায় উন্নমিত কর্ণরূপ পানপাত্র দ্বারা কৃষ্ণমুখ নির্গত বেণুগীত-রূপ অমৃত পান করিতে করিতে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই বিষয়ে বাৎসল্যভাবই মোহনে কারণ, ইহাও বলা চলে না, যেহেতু ভাবশূন্য

তাহাদের বৎস সকলেরও মোহন দেখ, ইহা বলিতেছেন—'শাবাঃ', বৎসসকল স্তনপানে প্রবৃত্ত হইয়া তৎকালেই বেণুগীত শ্রবণপূর্ব্বক ঐ গীতামৃত উন্নমিত কর্ণপাত্রে পান করিতে করিতে স্তনপানে অসমর্থহেতু স্তন-ক্ষরিত ক্ষীরগ্রাস মুখমধ্যে ধারণ করিয়া জাড্যোদয়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল—এই অর্থ। তারপর তাহাদের মাতা গাভীগণ 'দৃশা'—দৃষ্টিদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করতঃ নেত্ররন্ধ্র দ্বারাই অন্তরে প্রবেশ করাইয়া, 'আত্মনি স্পৃশন্ত্যঃ'—মনোমধ্যে বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে স্থাপন করতঃ অবস্থান করিতে লাগিল। তাহাতে উহাদের আনন্দে অশ্রুকলা দৃষ্ট হইতেছে। এই প্রকার সমস্ত প্রাণিগণের শ্রীকৃষ্ণে নিরুপাধিক প্রেম, কিন্তু তাহারা সংযোগবশতঃ ধন্য, পরন্তু আমরা বিচ্ছেদহেতু অধন্যাই—এইরূপ পার্থক্য বুঝিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

———

প্রায়ো বতাম্ব বিহগা মুনয়ো বনেঽস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যাঃ আহুঃ) (হে) অম্ব! (অয়ি মাতঃ!) অস্মিন্ বনে যে বিহগাঃ (পক্ষিণঃ) রুচিরপ্রবালান্ (সুন্দরপল্লবযুক্তান্) দ্রুমভুজান্ (বৃক্ষশাখাঃ) কৃষ্ণেক্ষিতং (কৃষ্ণদর্শনং যথা স্যাৎ নতু পুষ্পফললাভঃ তথা) আরুহ্য বিগতান্যবাচঃ (অন্যবাক্যবিমুখাঃ) মীলিতদৃশঃ (মুদ্রিতনেত্রাঃ সন্তঃ) তদুদিতং (কৃষ্ণকৃতং) কলবেণুগীতং শৃন্বন্তি (তে এতে) বিহগাঃ প্রায়ো বত (প্রায়শঃ) মুনয়ঃ (মুনয়ঃ ভবিতুমর্হন্তি। মুনয়শ্চ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং যথা ভবতি তথা বেদোক্তকর্ম্মফলত্যাগেন বেদদ্রুমশাখারূঢ়া রুচিরপ্রবালস্থানীয়ানি কর্ম্মাণ্যেব উপাদদানাঃ সুখিনঃ সন্তঃ শ্রীকৃষ্ণগীতমেব শৃন্বন্তি অতস্তে এব এতে ভবিতুমর্হন্তীতি ভাবঃ) ॥১৪॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ বলিলেন,—হে মাতঃ, এই বনে যে সকল বিহঙ্গ বাস করে তাহারা সম্ভবতঃ মুনিজন হইয়া থাকিবে। কারণ মুনিগণ যেরূপ যাহাতে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হয় সেইরূপে বেদোক্ত কর্ম্মফল ত্যাগসহকারে বেদতরুর শাখায় আরূঢ় হইয়া সুরম্য প্রবালরূপ কর্ম্মসকল গ্রহণ করিয়া সুখের সহিত কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণগীতই শ্রবণ করেন সেইরূপ ইহারাও যেভাবে কৃষ্ণ দর্শন হয় সেইরূপে বৃক্ষশাখায় আরূঢ় হইয়া অন্যবাক্যে বিমুখভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া কেবল মাত্র কৃষ্ণ-কৃত কলবেণু-সঙ্গীতই শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—বৎসা অপি বিষয়গ্রাহিণো বিষয়রস এব তত্রোপাধিরস্তীত্যত আত্মারামা মুনয়ো জ্ঞানেন সর্ব্বানেব ভাবাংস্ত্যক্তবন্তো নির্ব্বিকারাঃ কৃষ্ণেন ক্ষোভয়িতুং ন শক্যা ইত্যপি ন বাচ্যং, যতস্তানপি স্বমাধুর্য্যেণাকৃষ্য সম্মোহয়তীত্যাহুঃ প্রায় ইতি। বতেতি বিস্ময়ে। অম্বেতি সখীং প্রত্যপি সম্বোধনং ভাবাবিষ্টপ্রমদানাং স্বভাব এবৈষঃ। বিহগা মুনয় এব ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। বনবাসদৃঙ্নিমীলনমৌননৈশ্চল্যাদ্যসাধারণধর্ম্মদর্শনাৎ। যে দ্রুমভুজান্ আরুহ্য বেণুগীতং শৃণ্বন্তি। রুচিরপ্রবালানিতি দ্রুমভুজানামপি বেণুগীতানন্দাৎ মুনিজনস্পর্শানন্দাৎ চাঙ্কুরাদিবিকারো দর্শিতঃ। কলয়তি জগচ্চিত্তং ক্ষোভয়তীতি কলবেণুগীতম্। কীদৃশম্? কৃষ্ণেক্ষিতং কৃষ্ণে এব ঈক্ষিতং নতু শক্রপরমেষ্ঠিরুদ্রবিষ্ণুষু গানস্রষ্টৃষ্বপি দৃষ্টং মুনীনামেষামতিপ্রাচীনত্বাৎ তত্র তত্র সর্ব্বত্রাবারিতগতিত্বাৎ বহুশোঽবকলিততত্তদ্গীতত্বাচ্চ তত্তৎকৃতসঙ্গীত-শাস্ত্রাভিজ্ঞত্বাচ্চেতি ভাবঃ। ন চাস্য গানস্য কোঽপ্যন্যঃ স্রষ্টা সম্ভবেদিত্যাহুঃ। তদুদিতং তস্মাৎ কৃষ্ণাদেব উদিতং আবির্ভূতং কৃষ্ণ এবাস্য স্রষ্টেতি গীতস্যানন্যবেদ্যত্বং ব্যঞ্জিতং, অতএব ব্রহ্মরুদ্রাদিভিরিব কৃষ্ণেন স্বসঙ্গীতশাস্ত্রমপি গ্রাহকাসম্ভবাদেব ন কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। অতএবাত্যপূর্ব্বগীতরসাস্বাদবশান্মীলিতদৃশঃ। বিগতা অন্যস্যা ব্রহ্মানন্দানুভবস্যাপি বাক্ পরস্পরকথনং যেষাং তে ইতি সম্প্রতি তমপি পরিত্যজ্য অমী কৃষ্ণানন্দমগ্না এবাভূবন্নিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৎসগণও বিষয়গ্রাহী, বিষয়রসই, সেখানে উপাধি, ইহাতে আত্মারাম মুনিগণ, যাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত (রাগ-দ্বেষাদি) ভাব পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বিকার হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করিতে সমর্থ নহেন, ইহা বলিতে পারেন না, যেহেতু কৃষ্ণ তাঁহাদিগকেও

স্বমাধুর্য্যের দ্বারা আকর্ষণ করতঃ সম্মোহিত করিতেছেন, ইহা বলিতেছেন—'প্রায়ঃ' ইত্যাদি। 'বত'—ইহা বিস্ময়ে। 'অম্ব'—ও মা। সখীর প্রতি উক্তি হইলেও এরূপ সম্বোধন ভাবাবিষ্ট প্রমদাজনের স্বভাব-বশতঃই। 'বিহগাঃ'—এই বনের পক্ষিকুল সম্ভবতঃ মুনিজন হইবে, যেহেতু বনবাস, নয়ন নিমীলন, মৌন ও নিশ্চেষ্টতাদি অসাধারণ ধর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে। যাহারা বৃক্ষশাখায় আরোহণপূর্ব্বক বেণুগীত শ্রবণ করিতেছে। 'রুচিরপ্রবলান্'—সুন্দর পল্লবমণ্ডিত, ইহাতে বৃক্ষশাখাগুলিরও বেণুগীতের আনন্দে এবং মুনিজনের স্পর্শানন্দে অঙ্কুরাদি বিকার দর্শিত হইল। 'কলবেণুগীতং'—সর্ব্বজগতের চিত্তের ক্ষোভজনক কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাদিত (উচ্চারিত) সুমধুর বেণুগীত। তাহা কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'কৃষ্ণেক্ষিতং'—যাহা কৃষ্ণেই দেখা যায়, কিন্তু গান-স্রষ্টা হইলেও ইন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণুতে দৃষ্ট হয় হয় না। এই মুনিগণ অতিপ্রাচীন বলিয়া ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র অবারিতগতিহেতু বহুস্থানে বহুবার তাঁহাদের সেই সেই গীত শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে ইহাঁরা অভিজ্ঞ—এই ভাবার্থ। কৃষ্ণের এই গানের অন্য কোন স্রষ্টাও সম্ভব নহে, ইহা বলিতেছেন—'তদুদিতং', সেই কৃষ্ণ হইতেই ইহা উদিত অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়াছে, কৃষ্ণই ইহার স্রষ্টা—ইহার দ্বারা এই গীতের অনন্যবেদ্যত্ব ব্যক্ত হইল। অতএব ব্রহ্মা, রুদ্রাদির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ গ্রাহকজনের অভাববশতঃ নিজ সঙ্গীতশাস্ত্রও রচনা করেন নাই, ইহা জানিতে হইবে। অতএব অতি অপূর্ব্ব গীতরসের আস্বাদহেতু ইহাদের চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিত হইয়াছে। 'বিগতান্যবাচঃ'—ব্রহ্মানন্দানুভবেরও পরস্পর আলাপ যাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই মুনিগণ, অর্থাৎ সম্প্রতি তাহাও পরিত্যাগপূর্ব্বক ইঁহারা কৃষ্ণানন্দে মত্ত হইয়াছেন—এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্ম্মিভুজৈর্মুরারে-
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(সচেতনাং কা কথা) আবর্ত্তলক্ষিত-মনোভবভগ্নবেগাঃ (আবর্ত্তৈঃ ভ্রমিভিঃ লক্ষিতেন সূচিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নঃ বেগো যাসাং তাঃ) নদ্যঃ (অপি) তৎ মুকুন্দগীতং (শ্রীকৃষ্ণবেণুগীতিকাং) উপধার্য্য (শ্রুত্বা) তদা (তৎকালে) আলিঙ্গনস্থগিতং (আলিঙ্গনেন স্থগিতং আচ্ছাদিতং যথা ভবতি তথা) ঊর্ম্মিভুজৈঃ (তরঙ্গরূপবাহুভিঃ) কমলোপহারাঃ (কমলান্যুপহারন্ত্যঃ) মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি (ধারয়ন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সচেতনের কথা আর কি বলিব—এই অচেতন নদী সকলও শ্রীকৃষ্ণের বংশীসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে তরঙ্গরূপ বাহুদ্বারা কমলসকল উপহার গ্রহণ করিয়া তদীয় পাদযুগল ধারণ করিতেছে এবং সেই আলিঙ্গনে ভগবানের পাদযুগল আচ্ছাদিত হইতেছে। ঐ দেখ—তরঙ্গের আবর্ত্ত সকলদ্বারা উহাদের কামবেগ লক্ষিত হইতেছে এবং ঐ কামবশতঃ তাহাদের বেগও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কৃষ্ণস্য সর্ব্বমোহনত্বেঽপি নারীজাতিমাত্রমোহনত্বমত্যধিকমিত্যাহুঃ,— নদ্য ইতি। আবর্ত্তৈঃ পরিভ্রমৈর্লক্ষিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্নো বেগো যাসাং তাঃ। অতএব ধৈর্য্যলজ্জাদ্যাপগমাৎ সমুদ্রং স্বপতিং প্রত্যাগমনাৎ জলাতিবৃদ্ধ্যা ঊর্ম্ময় এব ভুজাস্তৈর্যদালিঙ্গনং তেন স্থগিতং সংবৃতং নিশ্চলীভূতং কূলস্থিতস্য মুরারেঃ পাদযুগলং গৃহ্ণন্তি স্বাঙ্গেষু ধারয়ন্তি কমলং পদ্মমুপহরন্ত্যঃ। যদ্বা, সুশীতলং সুগন্ধং জলং "সলিলং কমলং জল"মিত্যমরঃ। স্বীয়-জলেন ক্ষালনার্থং পাদ্যোপহারং প্রদদত্য ইবেত্যর্থঃ। কিম্বা, কমলা স্বসর্ব্বসম্পত্তিস্তামর্পয়ন্ত্যঃ স্বরমণং প্রীণয়িতুমিতি ভাবঃ। তাসাং পতিঃ সমুদ্রোঽপি তা নৈব দ্বেষ্টি যথাস্মৎপতয়োঽস্মানিত্যহো বয়মেবাধন্যা ইতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কৃষ্ণের সর্ব্বমোহনত্ব হইলেও নারীজাতিমাত্রের মোহনত্ব অত্যধিক, ইহা বলিতেছেন—'নদ্যঃ' ইত্যাদি। 'আবর্ত্তলক্ষিত-মনোভবভগ্নবেগাঃ'—ঐ নদীসকলের আবর্ত্ত অর্থাৎ পরিভ্রমণের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে যে, তাহারা বোধ হয় কন্দর্পে পীড়িত হইয়া ভগ্ন-বেগবতী হইয়াছে। অত-

এব ধৈর্য্যলজ্জাদি অপগত হওয়ায় তাহারা স্বপতি সমুদ্রের প্রতি গমন না করিয়া অতিশয় জলবৃদ্ধিতে তরঙ্গরূপ বাহুতে পদ্মোপহার লইয়া কুলস্থিত মুরারির (শ্রীকৃষ্ণের) চরণযুগল আলিঙ্গনের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া নিজের অঙ্গে ধারণ করিতেছে। অথবা—'কমল' বলিতে সুশীতল সুগন্ধ জল। অমরকোষে উক্ত হইয়াছে—'সলিল, কমল, জল ইহারা পর্য্যায়-বাচী শব্দ।' স্বীয় জলের দ্বারা পাদপ্রক্ষালনের নিমিত্ত যেন পাদ্যোপহার প্রদান করিতেছে—এই অর্থ। কিম্বা—'কমলা' বলিতে সম্পত্তি, স্বরমণের প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত নিজ সর্ব্বসম্পত্তি অর্পণ করিতেছে। ইহাতে তাহাদিগের পতি সমুদ্রও তাহাদিগকে কখন দ্বেষ করে না, যেমন আমাদের পতিগণ আমাদিগকে দ্বেষ করিয়া থাকে। অহো! আমরাই অধন্য—এই ভাবার্থ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহ রামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুমুদীরয়ন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ স্ববপুষাম্বুদ আতপত্রম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অয়ং) অম্বুদঃ (মেঘঃ) রামগোপৈঃ সহ আতপে ব্রজপশূন্ (ধেনুঃ) সঞ্চারয়ন্তং অনুবেণুং (অনুক্ষণং বংশীং) উদীরয়ন্তং (বাদয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা উদিতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যোপরি উদিতঃ) প্রেমপ্রবৃদ্ধঃ (সন্) কুসুমাবলীভিঃ (পুষ্পসমূহৈঃ তত্তুল্যৈ হিমৈঃ বা) স্ববপুষা (নিজশরীরেণ এব) সখ্যুঃ (লোকদুঃখ-দূরীকরণস্বভাবত্বাৎ আত্মসুহৃত্তুল্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) আত-পত্রং ব্যধাৎ (ছত্রং কল্পয়ামাস) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ঐ দেখ—মেঘমণ্ডল বলদেব এবং গোপগণের সহিত রৌদ্রমধ্যে ব্রজপশু-চারণ-রত অনুক্ষণ বংশীবাদন-তৎপর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া তদুপরি উদিত হইয়াছে এবং পুষ্পরাশিসদৃশ হিমরাশিও নিজ শরীরদ্বারা তাঁহার ছত্র রচনা করিতেছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত সখ্যভাববন্তোঽপ্যাত্মানং কৃতার্থয়ন্তীত্যাহুঃ,—দৃষ্ট্বেতি। প্রেম্নৈব প্রবৃদ্ধঃ যাবত্যা স্ববৃদ্ধ্যা গো-গোপালসহিতস্য আতপনিবারণং ভবেত্তাবতীং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। কুসুমাবলীভিরিতি "মেঘপুষ্পং ঘনরসম্" ইত্যভিধানাৎ। জলকণা-বলীভিঃ সহ স্ববপুষা সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যেতি রসবৃষ্ট্যা সন্তাপহারিত্বেন সবর্ণত্বেন স্বীয়বিদ্যুদ্গর্জ্জনাভ্যাং পীত-বস্ত্রবেণুনাদয়োঃ সাম্যং দৃষ্ট্বা চ সখিভাবমভিমন্যমানঃ আতপত্রং তুষারবর্ষিচ্ছত্রং ব্যধাদিত্যাকাশস্থো মেঘোঽপি তং সুখয়তি কেবলং বয়মেব তং সুখয়িতুং ন প্রাপ্নুম ইতি ধিগস্মানিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! যাহারা সখ্য-ভাবযুক্ত, তাহারাও নিজেকে কৃতার্থ করিতেছে, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা', অর্থাৎ মেঘ নিজবপু-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে রাম ও গোপগণ সহিত রৌদ্রে রৌদ্রে পশু-চারণ করিতে এবং গাভীগণের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া বেণুবাদনরত দর্শন করিয়া তদুপরি উদিত হইয়া, 'প্রেম-প্রবৃদ্ধঃ'—পুনর্ব্বার প্রেমাধিক্যবশতঃ যে প্রকারে গো-গোপ-সহিত শ্রীকৃষ্ণের আতপ নিবারণ হয়, তদনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যেখানে যেখানে তিনি গমন করেন, তত্তৎস্থলে গমনপূর্ব্বক, 'কুসুমাবলীভিঃ'—অভিধানে উক্ত আছে, 'মেঘপুষ্প ও ঘনরস শব্দে জল বুঝায়', অর্থাৎ কুসুমসমূহ-তুল্য জলকণা সহ আপন শরীর দ্বারা সখা কৃষ্ণের ছত্র রচনা করিয়া থাকে। এখানে রসবৃষ্টির দ্বারা সন্তাপহারিত্ব, সবর্ণত্ব এবং স্বীয় বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের সহিত শ্রীকৃষ্ণের পীত-বস্ত্র ও বেণুনাদের সাম্য দেখিয়া তাঁহার সখিভাব অভিমানী হইয়া (অর্থাৎ মেঘ নিজেকে কৃষ্ণের সখা মনে করিয়া) 'আতপত্রং'—তুষারবর্ষি ছত্র রচনা করিয়াছিল।

দেখ, আকাশস্থিত মেঘও তাঁহার সুখবিধান করিতেছে, কেবল আমরাই তাঁহাকে সুখদান করিতে পারিলাম না, ধিক্ আমাদিগকে—এই ভাবার্থ ॥১৬॥

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এতাঃ) পুলিন্দ্যঃ (শবর্য্যঃ) পূর্ণাঃ (কৃতার্থাঃ জাতাঃ যতঃ) দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন (শ্রীকৃষ্ণ-

প্রিয়াণাং স্তনরঞ্জনেন) উরুগায়পদাব্জরাগশ্রীকুঙ্কুমেন (রতিসময়ে শ্রীকৃষ্ণস্যপদাব্জয়োঃ রাগেণ শ্রীঃ কান্তির্যস্য তেন কুঙ্কুমেন পশ্চাৎ বনভ্রমণকালে) তৃণ-রূষিতেন (তৃণসংলগ্নেন কুঙ্কুমেন) তদ্দর্শনস্মররুজঃ (তৎকুঙ্কুমদর্শনাৎ উদিতকামব্যথাঃ সত্যঃ) আনন-কুচেষু (মুখস্তনেষু) লিম্পন্ত্যঃ তদাধিং (তৎকাম-ব্যথাং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই সকল শবর-কামিনীও অদ্য কৃতার্থ হইয়াছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়াগণের স্তনরঞ্জন কুঙ্কুমরাশি রতিকালে তদীয় পদযুগল স্পর্শে সমধিক সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া পশ্চাৎ ভ্রমণকালে তৃণ সংলগ্ন হইলে তদ্দর্শনে শবরীগণের কামবেদনার উদয় হওয়ায় তাহারা ঐ কুঙ্কুমদ্বারা মুখ ও স্তনমণ্ডল লেপন করিয়া ঐ ব্যথা দূর করিতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীং সৌন্দর্য্যাদিবেণুগানাদিরূপ-গুণাবপ্যনপেক্ষমাণং কিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রেণৈব তন্মোহনত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যঃ প্রেম্নঃ সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবস্য মাদনাখ্যং মহাসারং ভাবমভিব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ শ্রীবৃষভানুকুমারীচরণপঙ্কজদ্যুতয় আহুঃ, — পূর্ণা ইতি। পুলিন্দ্যঃ সবরাঙ্গনা এব পূর্ণা বয়ন্ত্বপূর্ণা এবেত্যতস্তদীয়ং তপোজিজ্ঞাসমানাশ্চিকীর্ষাম ইত্যনুরাগো ধ্বনিতঃ। ননু, কেন পূর্ণাস্তত্রাহুঃ—উরুগায়-পদাব্জস্য রাগো রঞ্জনং যত্র তেন শ্রীকুঙ্কুমেন। ননু, তৎ পাদাব্জগতং তৎকুঙ্কুমং কুতস্ত্যং তাবত্তত্রাহুঃ। দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন দয়িতাসম্ভোগাত্তদীয়স্তনসম্বন্ধীতি ভাবঃ। অতস্তদীয়পরমসৌভাগ্যস্য স্তুতাবভিলাষে চ সাহসং কর্ত্তুমশক্নুবতীভিরস্মাভিঃ পুলিন্দ্য এব স্তূয়ন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্যপ্যত্র দয়িতা সৈব স্বয়ং শ্রীবৃষভানু-কুমার্য্যেব তদপ্যনুরাগাধিক্যেনৈব তদমাননম্। ননু, তেন পুলিন্দীনাং তাসাং কিং তত্রাহুঃ। তৃণেষু রূষিতেন লগ্নেন। দয়িতাসম্ভোগানন্তরংকৃষ্ণস্য বন-বিহারাদিতি ভাবঃ। ননু, ততোঽপি কিং তত্রাহুঃ,—তস্য তৃণলগ্নকুঙ্কুমস্য দর্শনেন স্মররুক্ কন্দর্পপীড়া যাসাং তাঃ। ন জানীমহে কৃষ্ণদর্শনে তাসাং কিমভবিষ্যদিতি ভাবঃ। ততশ্চ কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ্য-জিঘৃক্ষয়া আননেষু তৎকৃতসম্ভোগলিপ্সয়া কুচেষু চ লিম্পন্ত্যঃ সত্যঃ কৃষ্ণসংভুক্তম্মন্যাস্তদাধিং কন্দর্পপীড়াং জহুঃ। অহো! তৎকুঙ্কুমস্যাপ্যয়ং কোঽপি শক্তিবিশেষ ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু তচ্চাপি জন্মমধ্যেঽপি সকৃদপি ন প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ। পদ্যমিদং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ মাদনমধিকৃত্য 'সদা ভোগেঽপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তুতি-র্যথা' ইত্যত্রোদাহৃতম্। সদা ভোগেঽপীতি মাদনস্য ভাবসমষ্টিত্বাৎ সর্ব্বে সম্ভোগাঃ সর্ব্বে বিহারাশ্চ মাদনে বর্ত্তন্ত এব, অত্র বিহারোঽপি সম্ভোগস্তদানীং সহৈব কৃষ্ণাবির্ভাবাৎ তেন সহ জ্ঞেয়ঃ। অতএবাত্র প্রক্রমে "বর্ণয়ন্ত্যো হভিরেভিরে" ইত্যত্র সহসৈবাবির্ভূতং কৃষ্ণ-মালিঙ্গিতবত্য ইত্যপ্যর্থমাহুঃ—'সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা', ইতি তত্রৈবোক্তেরন্যবক্তৃকত্বে-নাপি নেদং ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে সৌন্দর্য্যাদি ও বেণু-গানাদির রূপ এবং গুণেও অপেক্ষাশূন্য যে কোন সম্বন্ধমাত্রেই তাঁহার মোহনত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রেমের সপ্তমী ভূমিকা মহাভাবের 'মাদন' নামক মহাসার ভাব প্রকাশ করতঃ শ্রীবৃষভানুকুমারীর চরণপঙ্কজের দ্যুতিসমূহ (অর্থাৎ শ্রীমতী রাধিকা) বলিতেছেন—'পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ', শবর-রমণীগণই কৃতার্থ হইয়াছে, কিন্তু আমরা অকৃতার্থই, অতএব তাহারা কিরূপ তপস্যা করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিলে আমরাও তদ্রূপ তপস্যা করিতাম—এইরূপ অনুরাগ ধ্বনিত হইয়াছে। যদি বলেন—কিরূপে তাহারা পূর্ণ হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—'উরুগায়-পাদাব্জরাগ-শ্রীকুঙ্কু-মেন', শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের অরুণিমায় কান্তিবিশিষ্ট কুঙ্কুমের দ্বারা। যদি বলেন—সেই কুঙ্কুম তাঁহার পাদপদ্মযুগলে কি প্রকারে আসিল? তাহাতে বলি-তেছেন—'দয়িতাস্তন-মণ্ডিতেন', প্রিয়তমার স্তনযুগলে অনুলিপ্ত যে কুঙ্কুম দিবসগত বিলাসসময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে লিপ্ত হইয়াছিল, অর্থাৎ দয়িতার সম্ভোগহেতু তদীয় স্তনসম্বন্ধী কুঙ্কুম। অতএব তদীয় পরম-সৌভাগ্যের স্তুতিতে ও অভিলাষে সাহস করিতে অসমর্থ হইয়া পুলিন্দ-রমণীগণেরই স্তুতি করিতেছি—এই ভাবার্থ। যদিও এখানে সেই দয়িতা স্বয়ং বৃষভানু-কুমারীই, তথাপি অনুরাগের আধিক্যবশতঃ তাহা বিস্মরণ হইয়াছিল। যদি বলেন—তাহাতে সেই পুলিন্দরমণীগণের কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তৃণ-রুষিতেন', দয়িতাসম্ভোগের অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের

বনপরিভ্রমণহেতু উহা তৃণসমূহে লিপ্ত হইয়াছিল। যদি বলেন—দেখুন, তাহাতেও তাহাদের কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন —'তদ্দর্শন-স্মররুজঃ', সেই তৃণলগ্ন কুঙ্কুম দর্শনে তাহাদিগের চিত্তে কন্দর্প-তাপ জন্মিয়াছিল, জানি না শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদিগের কি হইত ? —এই ভাব। তারপর তাহারা কৃষ্ণাঙ্গ-সৌরভ্যের আঘ্রাণেচ্ছায় নিজ আননে এবং তৎকৃত সম্ভোগের লিপ্সায় কুচমণ্ডলে লেপন করতঃ কৃষ্ণসংভুক্ত মনে করিয়া সেই কন্দর্পপীড়া উপশম করিতে লাগিল। অহো! সেই কুঙ্কুমেরও এইরূপ কোন শক্তিবিশেষ রহিয়াছে, আমরা কিন্তু তাহা জন্মমধ্যে একবারও প্রাপ্ত হইলাম না—এই ভাবার্থ।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থে "সদা ভোগেঽপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তুতি র্যথা" (১৪।২২৩)—এই স্থলে এই পদ্য মাদন ভাবের উদাহরণ দিয়াছেন। সর্ব্বদা ভোগ হইলেও মাদনের ভাবসমষ্টিত্বহেতু সমস্ত সম্ভোগ এবং সমস্ত বিহার মাদনে বর্ত্তমান থাকেই। এখানে বিহারও সম্ভোগ, তৎকালে সহসাই কৃষ্ণের আবির্ভাবহেতু তাঁহার সহিত সম্ভোগ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। অতএব ইহার আরম্ভে "বর্ণয়ন্ত্যোঽভিরেভিরে" (৬ নং শ্লোক)—এই স্থলে সহসা আবির্ভূত কৃষ্ণকে তাহারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থও কেহ কেহ বলেন। মাদনের লক্ষণ বলিতেছেন—"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী" (উ ১৪।২১৪), অর্থাৎ হলাদিনীসার প্রেম যদি রত্যাদি মহাভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় অবস্থার উদ্গমে উল্লাসশীল হয়, এবং 'পরাৎপরঃ'—মোহনাদি ভাব হইতেও বিলক্ষণ উৎকর্ষ আবিষ্কার করে, তবে তাহা মাদনাখ্য মহাভাব। ইহা শ্রীরাধাতেই কেবল সদাকাল বিরাজ করে। সেখানে এইরূপ উক্ত হওয়ায় এই পদ্য অন্য বক্তৃীকত্বরূপে ব্যাখ্যা করা সঙ্গত নহে ॥ ১৭ ॥

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবলা, (সখ্যঃ) যৎ (যস্মাৎ) অয়ং অদ্রিঃ (গোবর্দ্ধনপর্ব্বতঃ) রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবপাদস্পর্শেনানন্দিতঃ সন্) পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ (পানীয়াদিভিঃ উপকরণৈঃ) সহ গোগণয়োঃ (গোগোপালসহিতয়োঃ) তয়োঃ মানং (পূজাং) তনোতি (অতঃ) হরিদাসবর্য্যঃ (হরিভক্তশ্রেষ্ঠঃ ভবতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ, যেহেতু এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রামকৃষ্ণের পাদস্পর্শে আনন্দিত হইয়া পানীয়, উত্তম তৃণ, কন্দর, কন্দ, মূল প্রভৃতি দ্বারা গো এবং গোপালগণের সহিত তাহাদের পূজা করিতেছে; অতএব এই পর্ব্বত হরিভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত সখ্যো মহদাশ্রয়ণং বিনা নৈব মনোরথঃ ফলতি। মহত্ত্বঞ্চ হরিভক্তানামেব তেষামপি মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনোগিরীন্দ্র এব মুখ্য ইতি গার্গীমুখাৎ শ্রুতং, তদদ্য তত্রত্য মানস-গঙ্গায়াং স্নাত্বা তদধিদৈবতস্য শ্রীহরিদেবনাম্নো নারায়ণস্য দর্শনার্থং যাম ইত্যত্র গুরুজনানামপি নৈব বিপ্রতিপত্তিঃ। কৃষ্ণোঽপি তত্রৈব খেলতীতি যুক্তিং নিশ্চিতবত্য স্বরমণং তমভিসিসীর্ষবঃ শ্রীগোবর্দ্ধনমেব সগণকৃষ্ণবাঞ্ছিতসাধকং স্ববাঞ্ছিতসিদ্ধ্যর্থং স্তুবন্তি। হন্তেতি বিস্ময়ে। হরিদাসেষু নারদাদিষ্বপি মধ্যে মুখ্যা যে ত্রয়ো হরিদাসা যুধিষ্ঠিরোদ্ধব-গোবর্দ্ধনাস্তেষ্বপি মধ্যে অয়মদ্রিরেব হরিদাসবর্য্যঃ। "হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়ং মহোদয়"মিতি যুধিষ্ঠিরে, "কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসা"মিত্যুদ্ধবে, "হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্য" ইত্যস্মিন্ পর্ব্বতেঽপি হরিদাসপদপ্রয়োগাৎ। যস্মাদ্রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন শিলাদ্রবাদ্যভিব্যঞ্জিতঃ প্রমোদো যস্য সঃ। চরণস্পর্শে সতি শিলানাং-পঙ্কসাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত্যা ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিমচ্চরণচিহ্নং নির্ঝরতৃণোদ্গমাদয়োঽশ্রুপুলকাদয়োঽপি প্রমোদব্যঞ্জকা জ্ঞেয়াঃ। অত্র রামপদপ্রয়োগো ভাবগোপনার্থঃ। শ্লেষেণ "রামো নীল চারুসিতে ত্রিষু" ইত্যমরকোষাৎ রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণস্তস্য। হে অবলা ইতি পতিপারবশ্যাবতীনাং যুষ্মাকং তদাশ্রয়ণমেব বলং বুদ্ধ্যতে ইতি ভাবঃ। যৎ যতঃ প্রমোদাদেব হেতোঃ মানং তৎপ্রসাদনীং পূজাং তনোতি সহগোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ পানীয়ানি পাদ্যাচমনীয়পানার্থং সুগন্ধশীতলনির্ঝরজলানি তথা

নৈবেদ্যার্থং পানীয়াঃ পেয়া মধ্বাম্রপীলবাদিরসাশ্চ। সূযবসানি অর্ঘ্যার্থং দুর্ব্বা গবাং গ্রাসার্থং সুগন্ধসুকোমলপুষ্টিবর্দ্ধনদুগ্ধসম্পাদকানি তৃণানি চ। দীর্ঘত্বমার্ষম্। যদ্বা, পানীয়ং সুবতে ইতি পানীয়সুবো নির্ঝরাশ্চ কন্দরা উপবেশশয্যাবিলাসাদ্যর্থং শীতোষ্ণসময়-সুখদা গুহাশ্চ ভক্ষণার্থং কন্দমূলানি চ। তত্রত্য রত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যুপলক্ষ্যাস্তৈঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় সখীগণ! মহতের আশ্রয় ব্যতিরেকে কখনই মনোরথ সফল হয় না এবং হরিভক্তগণেরই মহত্ত্ব, তন্মধ্যেও এই গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনই শ্রেষ্ঠ—ইহা আমরা গার্গীমুখে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব অদ্য সেখানকার মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া তাহার অধিদেবতা শ্রীহরিদেব নামক নারায়ণের দর্শনের নিমিত্ত গমন করিব, ইহাতে গুরুজনদিগেরও কোন বাধা হইবে না। শ্রীকৃষ্ণও সেখানেই খেলা করিয়া থাকেন—এইরূপ যুক্তি নিশ্চয়পূর্ব্বক স্বরমণের উদ্দেশ্যে অভিসারের ইচ্ছায়, সগণ কৃষ্ণের বাঞ্ছিত-সাধক শ্রীগোবর্দ্ধনেরই নিজ বাঞ্ছিত সিদ্ধির নিমিত্ত স্তুতি করিতেছেন—'হন্ত' ইত্যাদি। 'হন্ত'—ইহা বিস্ময়ে। 'হরিদাস-বর্য্যঃ'—নারদাদি হরিভক্তগণের মধ্যে মুখ্য যে তিনজন হরিদাস রহিয়াছেন, যুধিষ্ঠির, উদ্ধব ও গোবর্দ্ধন—তন্মধ্যে এই শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বতই হরিদাস-শ্রেষ্ঠ। যেমন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন—"হরিদাসস্য রাজর্ষে রাজসূয়-মহোদয়ম্" (১০।৭৫।২৭), অর্থাৎ হে রাজন্! দেবতা প্রভৃতি সকলে হরিদাস (কৃষ্ণভক্ত) রাজর্ষি যুধিষ্ঠিরের সেই রাজসূয় যজ্ঞের প্রশংসা করিয়া পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না। "কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্" (১০।৪৭।৫৬), অর্থাৎ হরিদাস (কৃষ্ণ-সেবক) উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক প্রশ্নদ্বারা ব্রজবাসিগণের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতির উদ্বোধনপূর্ব্বক আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এবং এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতেও 'হরিদাস'—পদের প্রয়োগ হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীগোপীগণের মতে এই গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধনই হরিদাসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু রামকৃষ্ণের চরণস্পর্শে শিলাদ্রবাদির দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। চরণস্পর্শ হইলে শিলার পঙ্কসাধর্ম্ম্য প্রাপ্তিতে ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশাদিযুক্ত চরণচিহ্ন, নির্ঝর, তৃণোদ্গম প্রভৃতির দ্বারা অশ্রু, পুলকাদি আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ করিতেছেন। এখানে 'রাম'-পদের উল্লেখ ভাব গোপনের নিমিত্ত। শ্লিষ্টার্থে—অমরকোষে উক্ত আছে, 'রাম, নীল, চারু, সিত শব্দ পর্য্যায়বাচী', অতএব এখানে রাম-শব্দে রমণীয় যে কৃষ্ণ, তাঁহার চরণস্পর্শে, এই অর্থ। 'অবলাঃ'—হে অবলাগণ! পতি-পরাধীনা তোমাদের সেই গিরিরাজের আশ্রয়ণই বল বুঝিতে হইবে, এই ভাবার্থ। 'যৎ'—তাদৃশ আনন্দহেতুই গাভীগণ ও সখাগণের সহিত বর্ত্তমান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন। কিসের দ্বারা পূজা করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন—'পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ', পাদ্য; আচমনীয় ও পানের নিমিত্ত সুগন্ধ শীতল নির্ঝর জল, নৈবেদ্যের জন্য পানীয় ও পেয় মধু, আম্র, পীলু প্রভৃতির রস, 'সূযবস'—উত্তম তৃণ, অর্থাৎ অর্ঘ্যের নিমিত্ত দূর্ব্বা ও গাভীগণের গ্রাসের নিমিত্ত সুগন্ধবিশিষ্ট কোমল পুষ্টিবর্দ্ধন দুগ্ধসম্পাদক তৃণ প্রভৃতির দ্বারা। 'সূযবস'—এখানে দীর্ঘত্ব আর্ষ-প্রয়োগ। অথবা—পানীয় উৎপাদন করে এই অর্থে 'পানীয়সুব' বলিতে নির্ঝর সমূহ। 'কন্দর'—উপবেশন, শয্যা, বিলাসাদির নিমিত্ত শীতোষ্ণসময়ে সুখদ গুহা এবং ভক্ষণের নিমিত্ত কন্দমূল প্রভৃতির দ্বারা। উপলক্ষণে গুহামধ্যে রত্ননির্ম্মিত পর্য্যঙ্ক, আসন, প্রদীপ, আদর্শাদির দ্বারা তাঁহাদিগের পূজা বিধান করিতেন, অতএব এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতই হরিদাস-শ্রেষ্ঠ ॥ ১৮ ॥

গা-গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্য্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সখ্যঃ, নির্যোগপাপকৃতলক্ষণয়োঃ (নির্যোগাঃ গবাং পাদবন্ধনরজ্জবঃ অধৃষ্যগবাং ধর্ষণার্থাঃ পাশাশ্চ তৈঃ কৃতং লক্ষণং যয়োঃ শিরসি নির্যোগবেষ্টনেন স্কন্ধস্থ পাশেন চ গোপশ্রিয়া বিরাজমানয়োঃ) গোপকৈঃ (সহ) অনুবনং (প্রতিবনং) গাঃ নয়তোঃ (চারয়তোঃ রামকৃষ্ণয়োঃ) কল-

পদৈঃ (মধুরপদৈঃ) উদারবেণুস্বনৈঃ (উচ্চবেণুনিনাদৈঃ) তনুভৃৎসু (শরীরিষু) গতিমতাং (জীবানাং) অস্পন্দনং (নিশ্চলত্বং স্থাবরধর্ম্মঃ) তরূণাং (বৃক্ষানাঞ্চ) পুলকঃ (জঙ্গমধর্ম্মঃ জায়তে তৎ) বিচিত্রম্ (অতীবাশ্চর্য্যকরম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সখীগণ, গোসকলের পাদবন্ধনরজ্জু এবং পাশ লক্ষণযুক্ত এই রামকৃষ্ণ গোপালগণের সহিত প্রতি বনে গোচারণ কালে মধুরপদময় উদার বংশীধ্বনি করিলে শরীরিগণের মধ্যে যাহারা গতিশীল তাহারা স্পন্দনশূন্য হইয়া স্থাবর ধর্ম্ম এবং যাহারা স্থাবর তরু তাহাদের পুলক বশতঃ জঙ্গমধর্ম্ম উপস্থিত হয় ইহা বড়ই বিচিত্র ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তত্রাভিসরণে বিলম্বো ন কার্য্যস্তস্যানুগবীনস্য বনান্তর-গমনসম্ভবাদিত্যাহ—গা ইতি। গোপকৈরিত্যনুকম্পায়াং কন্। অতো গোপায়ন্তি কৃষ্ণং স্নেহাৎ পালয়ন্তীতি শ্লেষশ্চ প্রতিপ্রাতরেব শ্রীযশোদয়া তথৈব তন্নিয়োগাৎ। বনে বনে গাস্তয়োর্নয়তোঃ সতোরিদং বিচিত্রং ভবতীত্যন্বয়ঃ। কিং তৎ। হে সখ্যঃ! তনুভৃৎসু শরীরিষু মধ্যে যে গতিমন্তস্তেষাং বেণুস্বনৈরস্পন্দনং স্থাবরধর্ম্মঃ, তরূণাং পুলকো জঙ্গমধর্ম্ম ইতি। নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ স চ চপলানাং বৎসানাং দোহনসময়ে গোবামজঙ্ঘাসঙ্গতা বৎসানাং গলবন্ধনরজ্জুঃ। তেন কৃতলক্ষণয়োঃ সৌন্দর্য্যবিশেষলাভেন খ্যাতয়োঃ। "গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণা"হিত লক্ষণাবিত্যমরঃ। ততশ্চায়ং মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়ঃ পীতপট্টময় উষ্ণীষবন্ধভূষণবিশেষ ইব গোপালকত্বব্যঞ্জকো দ্রষ্টৄণাং মনোমোহন এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, সেখানে গমনবিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে, যেহেতু গাভীগণের পশ্চাৎ অনুসরণে তাঁহার বনান্তরে গমন সম্ভব, ইহা বলিতেছেন—'গা গোপকৈঃ' ইত্যাদি। 'গোপকৈঃ'—ইহা অনুকম্পার্থে কন্ প্রত্যয়। অতএব শ্লেষার্থে—স্নেহবশতঃ কৃষ্ণকে যাঁহারা পালন করেন, সেই সখাগণের সহিত। প্রতিদিন প্রাতে মা যশোমতী তাহাদিগকে ঐরূপে (অর্থাৎ হে সুবল, বলাই, মধুমঙ্গল! তোমরা কৃষ্ণকে রক্ষা করিও—এইরূপ বলিয়া) নিয়োগ করিয়া থাকেন। 'তয়োঃ গাঃ নয়তঃ'—রাম ও কৃষ্ণের বনে বনে গোচারণকালে এইরূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটিয়া থাকে—এই অন্বয়। তাহা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে সখীগণ! সুমধুর বেণুরব শ্রবণে দেহধারিগণের মধ্যে যাহারা গমনশীল, তাহাদিগের স্থাবরধর্ম্ম এবং বৃক্ষাদি স্থিতিশীল দেহিদিগের পুলকরূপ জঙ্গমধর্ম্ম প্রতিভাত হয়, ইহা বড়ই বিচিত্র। তাঁহারা কিরূপ? তাহাতে বলিতেছেন—'নির্য্যোগ-পাশ-কৃতলক্ষণয়োঃ', যাহার দ্বারা গাভীগণকে বন্ধন করা হয়, তাহা নির্যোগ এবং তাহাই পাশ। তাহা চপল বৎসগণের গোদোহনসময়ে গাভীর বাম জঙ্ঘাসঙ্গত গলবন্ধন রজ্জু, তাহার দ্বারা সৌন্দর্য্যবিশেষ লাভে খ্যাত রাম-কৃষ্ণ। এই পাশ অগ্রদ্বয়ে মুক্তাস্তবকযুক্ত পীত পট্টময় উষ্ণীষবন্ধন ভূষণ-বিশেষের ন্যায় গোপালকত্ব-ব্যঞ্জক দ্রষ্টৃজনের মনোমোহন জানিতে হইবে। (অর্থাৎ মস্তকে গোসমূহের পাদবন্ধন রজ্জু ও স্কন্ধে পাশ স্থাপন করিয়া গোপাধিপতির শোভায় বিরাজমান শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণ সকলের মনোহরণ করিতেছেন) ॥ ১৯ ॥

এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীগোপিকাগীতং নামৈকবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ বৃন্দাবনচারিণঃ ভগবতঃ এবম্বিধাঃ (পূর্ব্বোক্তরূপাঃ) যাঃ (অন্যাশ্চ) ক্রীড়াঃ (লীলাঃ সন্তি) মিথঃ (পরস্পরং তাঃ) বর্ণয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ) (তন্ময়তাং যযুঃ) প্রাপ্তাঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—গোপীগণ বৃন্দাবনবিহারী ভগবানে এবম্বিধ এবং অন্যান্য লীলা বর্ণনসহকারে তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—উপসংহরতি—এবমিতি। বৃন্দাবনচারিণো ভগবত এবম্বিধা অন্যা অপি যাঃ ক্রীড়া বর্ণ-

য়ন্ত্যো বভূবুস্তন্ময়তাং তৎপ্রচুরতাং ক্রীড়াপ্রাচুর্য্যং যযুঃ প্রাপুঃ। স্ব কান্তমভিসৃত্য তত্তৎক্রীড়াবত্যো বভূবুরিত্যর্থঃ। যদ্বা, অয়ন্তেঽভিসরন্তীত্যয়া গোপ্যঃ এবম্বিধা ভগবতঃ ক্রীড়া ভগবৎকর্তৃকাঃ ভগবৎকর্ম্মকাশ্চ মিথো রহসি যযুঃ প্রাপুঃ ক্রীড়ন্ত্যঃ ক্রীড়য়ন্ত্যশ্চ বভূবুরিত্যর্থঃ। "মিথোঽন্যোন্যং রহস্যপী"ত্যমরঃ। ততঃ পরং তন্ময়তাং ক্রীড়াতাদাত্ম্যমানন্দমোহঞ্চ প্রাপুঃ। ব্যাখ্যেয়মবশ্যোপাদেয়া অগ্রিমগ্রন্থে "যর্হ্যম্বুজাক্ষে"ত্যত্র ত্বয়াভিরমিতা ইত্যুক্তেঃ ॥ ২০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—উপসংহার করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি শ্রীবৃন্দাবনচারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ অন্যান্য যে ক্রীড়া, গোপীগণ সেই সকল পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে 'তন্ময়তা' অর্থাৎ ক্রীড়াময়তা কিম্বা কৃষ্ণৈকানুসন্ধানপরতা লাভ করিলেন। নিজ কান্তের নিকট গমনপূর্ব্বক সেই সেই ক্রীড়াপর হইলেন—এই অর্থ। অথবা—'অয়ন্তে অভিসরন্তি ইতি অয়াঃ', কৃষ্ণের নিকট অভিসারিণী গোপীগণ 'ভগবতঃ ক্রীড়াঃ'—ভগবৎকর্তৃক ও ভগবৎকর্ম্মক ক্রীড়াসকল 'মিথঃ'—নির্জ্জনে প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ নিজেরা ক্রীড়া করিয়া ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন—এই অর্থ। অমরকোষে উক্ত আছে—'মিথ শব্দের পরস্পর ও নির্জ্জন অর্থ'। তারপর 'তন্ময়তা' বলিতে ক্রীড়াতাদাত্ম্য ও আনন্দজনিত মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকার ব্যাখ্যা অবশ্য গ্রহণীয় যেহেতু পরবর্ত্তী "যর্হ্যম্বুজাক্ষ" (১০।২৯।৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে 'ত্বয়াভিরমিতা'—তোমার দ্বারা আনন্দিত হইয়া, এরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

হেমন্তে প্রথমে মাসি নন্দব্রজকুমারিকাঃ।
চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্তির জন্য গোপকন্যাগণের কাত্যায়নী অর্চ্চন, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ ও বরদান বর্ণিত হইয়াছে।

অগ্রহায়ণের প্রাতে গোপকন্যাগণ পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে যমুনাতে স্নানার্থ গমন এবং শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করিবার আশায় গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা কাত্যায়নীর অর্চ্চনা করিলেন। একদিন গোপকন্যাগণ স্ব স্ব পরিধেয়-বস্ত্র তীরে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করিতে করিতে জলক্রীড়া করিতে থাকেন, ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ তথায় আগমন করেন এবং সেই বস্ত্রগুলি গ্রহণ করিয়া কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করেন। কন্যাগণকে ব্রত-শ্রান্তা জানিয়া তীরে উঠিয়া তাঁহাদের বস্ত্র গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। গোপকন্যাগণ ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা শীতে কাতরা হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি বস্ত্রগুলি না দেন, তবে তাঁহারা সমুদয় বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিবেন, আর যদি বস্ত্রগুলি প্রদান করেন তবে দাসীভাবে তাঁহার আদেশ

পালন করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তিনি রাজভয়ে ভীত নহেন। যদি কন্যাগণ দাসীভাবে যথাযথ আদেশ পালনে প্রতিশ্রুতা হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার আদেশে অবিলম্বে তীরে উঠিয়া স্ব স্ব পরিধেয়বস্ত্র গ্রহণ করিবেন। শীতে কম্পান্বিতা কুমারীগণ পানিদ্বয় দ্বারা যোনি আচ্ছাদনপূর্ব্বক তীরে উঠিলেন। তাঁহাদের প্রতি প্রীতিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন,—ধৃতব্রতা হইয়া নগ্নাবস্থায় জলে নিমজ্জনহেতু তাঁহাদের অপরাধ হইয়াছে, তন্নিবৃত্তির জন্যে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দেবতাকে প্রণাম করিলে ব্রত পূর্ণ হইবে। কুমারীগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী সকল কর্ম্মের ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া বস্ত্রগুলি প্রদান করিলেন, কিন্তু তাঁহাতে আকৃষ্ট-চিত্তা-কুমারীগণ সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিলেন না। কুমারীগণের মনোভাব অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্তিকামনায় তাঁহাদের কাত্যায়নী-অর্চ্চনের বিষয় তিনি অবগত আছেন। তাঁহাতে চিত্ত অর্পিত হইলে, ভর্জিত বা সিদ্ধ যবাদির অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থতার ন্যায়, জীবগণের কাম পুনরায় বিষয়ভোগে লিপ্ত হয় না। পরবর্ত্তী শরৎকালে তাঁহাদের মনোঽভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কুমারীগণ প্রাপ্তমনোরথ হইয়া ব্রজে গমন করিলেন। গোপবালকগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ গোচারণার্থ দূরদেশে গমন করিলে গ্রীষ্মতাপে তাপিত হইয়া ছত্রাকারে অবস্থিত বৃক্ষের তলে আশ্রয় লাভ করিলেন। এবং বলিলেন যে বৃক্ষগণের জন্মই শ্রেষ্ঠ যেহেতু স্বয়ং তাপিত হইয়াও তাহারা অন্যকে রৌদ্র, বৃষ্টি, হিমাদি হইতে রক্ষা করিতেছে। পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, সারাংশ ও পল্লবাদি দ্বারা তাহারা জনগণের মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকে। সর্ব্বদা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সকলের মঙ্গলসাধনই দেহিগণের জন্মের সাফল্য। এইরূপে বৃক্ষগণকে প্রশংসা করিয়া সকলে যমুনাতে গমন করিলেন। যমুনার সুস্বাদু জল গোধনগণকে পান করাইয়া নিজেরাও পান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—হেমন্তে প্রথমে মাসি (হেমকালস্য প্রথমমাসি অগ্রহায়ণে) নন্দব্রজকুমারিকাঃ (গোকুলস্থিতাঃ কুমার্য্যঃ) হবিষ্যং (হবিষ্যান্নং) ভুঞ্জানাঃ (সত্যঃ) কাত্যায়ন্যর্চ্চনব্রতং (কাত্যায়নী পূজাব্রতং) চেরুঃ (অনুষ্ঠিতবত্যঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, হেমন্তকালে প্রথম মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণে গোকুলের কুমারীগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কাত্যায়নী পূজাব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাবিংশে চণ্ডিকাপূজা গোপীভির্বাসসাং হৃতিঃ।
সংলাপো বরদানঞ্চ স্তুতিঃ কৃষ্ণেন কীর্ত্যতে ॥ ০ ॥

ব্যূঢ়ানাং শরদি কৃষ্ণানুরাগং বর্ণয়িত্বা অনূঢ়ানামপি গোপীনাং তমনুবর্ণয়ংস্তাসাং নিত্যসিদ্ধকৃষ্ণপ্রেয়সী-ভাবানামপি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনয়া লোকরীত্যৈব হেমন্তে দেবীপূজামাহ—হেমন্তে ইতি। প্রথমে মার্গশীর্ষে, তাসাং কৃষ্ণকান্তানাং ভেদদ্বয়মিদং শ্রীহরিবংশ-বিষ্ণুপুরাণ-ব্রহ্মপুরাণাদাবপি দৃষ্টম্ "যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবি"-দিত্যাদিভিঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাবিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কর্ত্তৃক চণ্ডিকাপূজা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের বস্ত্রহরণ, সংলাপ ও বরদান কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শরৎকাল বর্ণন প্রসঙ্গে ব্যূঢ়া গোপীগণের পূর্ব্বানুরাগ বর্ণন করিয়া হেমন্ত ঋতু বর্ণন উপলক্ষ্যে কুমারীদিগের পূর্ব্বানুরাগ বলিবার নিমিত্ত সেই সকল নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সী-ভাববতীগণেরও কৃষ্ণপ্রাপ্তি কামনায় লৌকিক রীতিতেই হেমন্তে দেবীপূজা বর্ণনা করিতেছেন—'হেমন্তে' ইত্যাদি। হেমন্তের প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে (শ্রীনন্দমহারাজের ব্রজস্থিত কুমারীসকল হবিষ্য ভোজনপরায়ণা হইয়া কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনারূপ ব্রত আরম্ভ করিলেন)। সেই কৃষ্ণকান্তাগণের 'ব্যূঢ়া ও কুমারী'—এই ভেদদ্বয় শ্রীহরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। যেমন শ্রীহরিবংশে বিবৃত হইয়াছে—"যুবতী গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ", অর্থাৎ যোগ্যকালবেত্তা শ্রীভগবান্, শরৎ পূর্ণিমা রজনীতে যুবতীগণ ও গোপ কন্যাগণকে বংশীদ্বারা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত রাসক্রীড়া সমাধান করিয়াছিলেন ইত্যাদি ॥ ১ ॥

———

আপ্লুত্যাম্ভসি কালিন্দ্যা জলান্তে চোদিতেঽরুণে।
কৃত্বা প্রতিকৃতিং দেবীমানর্চ্চুর্নৃপ সৈকতীম্ ॥ ২ ॥
গন্ধৈর্মাল্যৈঃ সুরভিভির্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ।
উচ্চাবচৈশ্চোপহারৈঃ প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, অরুণে উদিতে (উষসি) কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) অম্ভসি (জলে) আপ্লুত্য (স্নাত্বা) জলান্তে (জলসমীপে তীরে) সৈকতীং (বালুকাময়ীং) প্রতিকৃতিং (কাত্যায়নী-প্রতিমাং) কৃত্বা (তাশ্চ) সুরভিভিঃ (সুগন্ধিভিঃ) গন্ধৈঃ মাল্যৈঃ ধূপদীপকৈঃ বলিভিঃ (উপকরণৈঃ) প্রবালফলতণ্ডুলৈঃ উচ্চাবচৈঃ (বিবিধৈঃ) উপহারৈঃ (উপচারৈঃ) দেবীং আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তাঁহারা অরুণোদয়কালে যমুনাজলে স্নান করিয়া জলসমীপে বালুকাময়ী কাত্যায়নীপ্রতিমা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সুগন্ধি গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপ, বিবিধ উপকরণ, প্রবাল, ফল, তণ্ডুল, এবং নানা প্রকার উপহার দ্বারা দেবীর উপাসনা করিতেন ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—বলিভির্বস্ত্রভূষণনৈবেদ্যাদ্যুপচারৈঃ ॥২-৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বলিভিঃ'—বস্ত্র, ভূষণ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপাচারের দ্বারা কাত্যায়নীদেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২-৩ ॥

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) তাঃ কুমারিকাঃ—(অয়ি,) মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরি, কাত্যায়নি, দেবি, (ত্বং) নন্দগোপসুতং (শ্রীকৃষ্ণং) মে (মম) পতিং কুরু তে (তুভ্যং) নম ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যঃ (সত্যঃ) পূজাং চক্রুঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ঐ কুমারীগণ কাত্যায়নীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক,—"অয়ি মহামায়ে, মহাযোগিনি, অধীশ্বরী কাত্যায়নী দেবি, তুমি নন্দসুত শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর, তোমাকে প্রণাম করিতেছি" এইরূপ মন্ত্র জপ করিতে করিতে পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—হে কাত্যায়নি, নন্দগোপসুতং মে পতিং কুরু। ননু, কুর্ব্বিত্যনেন ময্যেব কিমিতি তত্র স্বাতন্ত্র্যমর্প্যতে। অহন্তু তদর্থং ত্বৎপিতরৌ প্রেরয়িষ্যামি-মাত্রং তস্মাৎ কারয়েতি দেহীতি বা প্রযুজ্যতামিত্যাশঙ্ক্য সবৈকল্যমাহ—হে মহাযোগিনীতি। তেন সংযোগস্ত্বয়ৈব শীঘ্রং সম্পাদ্যো নতু পিত্রাদি-ব্যবধানোপদ্রবেণ। পরমোৎকণ্ঠাবতীভিরস্মাভিঃ কালবিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ। কৃষ্ণস্য সম্প্রত্যনুপনীতত্বেন বিবাহাযোগ্যত্বাৎ। হে দেবি, মুখ্যং বিবাহং বিনৈব কেবলগান্ধর্ব্ববিবাহেনৈব মে পতিং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। অধীশ্বরীতি তত্র তব কিমপ্যশক্যং নাস্তীতি ভাবঃ। ননু, তব কৃষ্ণে পতিভাবস্য ত্বৎ-পিতৃভ্যামজ্ঞাতত্বে ত্বদভীষ্টঃ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গঃ কথং সাধু সেৎস্যতীত্যত আহ—মহামায়ে, মায়য়া মৎপিতরৌ তথা মোহয় যথা কদাচিদপি গোপান্তরেণ মদ্বিবাহস্তাভ্যাং ন ভাব্যতে, কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরহস্যঞ্চ ন চ জ্ঞাতুং শক্যতেতি। যদ্বা, দীব্যতি ক্রীড়তি দেবয়তি ক্রীড়য়-তীতি বা দেবী স চাসৌ পতিশ্চেতি তম্। তাদৃশং পতিত্বং বিবাহং বিনৈব সিদ্ধ্যতীতি মম গোপান্তর-ব্যূঢ়ত্বেঽপি ন কাপি ক্ষতিরিতি ভাবঃ। ইত্যেবং প্রত্যেকং মন্ত্রার্থং পৃথক্ পৃথক্ বিচিন্ত্যেত্যর্থঃ। ইয়ং তাভিরুপাসিতা চিচ্ছক্তি-বৃত্তিস্বরূপভূতা যোগমায়ৈব, নতু বহিরঙ্গা মায়া, যদুক্তং নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা-সম্বাদে—"জানাত্যেকাপরা কান্তং সৈব দুর্গা তদাত্মিকা। যা পরা পরমাশক্তির্মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী ॥ যস্যা বিজ্ঞানমাত্রেণ পরাণাং পরমাত্মনঃ। মুহূর্ত্তাদ্দেব-দেবস্য প্রাপ্তির্ভবতি নান্যথা ॥ একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী। অনয়া সুলভো জ্ঞেয় আদি দেবোঽখিলেশ্বরঃ ॥ অস্যা আবরিকাশক্তির্মহামায়া-খিলেশ্বরী। যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বে দেহাভি-মানিনঃ" ইতি ॥ অতঃ "সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু দুর্গা-ধিষ্ঠাতৃদেবতে"ত্যাগমে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তিঃ কৃষ্ণভগিন্যেকানংশাভিধানা যোগমায়ৈব মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী, সৈব খল্বাভিরুপাসিতা দুর্গা মহামায়েত্যাদি নামাদি-সাম্যেনৈব লোকানাং ভ্রমো ভবতীতি জ্ঞেয়ম্। ব্রজস্য লোকবল্লীলত্বান্মায়োপাসনেঽপি ন দোষঃ। অত্র কেচিদনন্যম্মন্যা যদন্যথা মন্যন্তে ন তে তদীয়প্রেম-গন্ধসম্বন্ধগন্ধবাহমপি স্পৃশন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে কাত্যায়নি! নন্দগোপ-

নন্দনকে আমার পতি করুন। যদি বলেন—'করুন' এই বাক্য দ্বারা আমাতেই কি বিবাহ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ভার অর্পণ করিতেছ? পরন্তু আমি কেবল তোমাদিগের আপন আপন মাতা-পিতাকে প্রেরণ করিতে পারি, অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত বিবাহ দাও কিম্বা করাও এইরূপে নিযুক্ত করিতে পারি—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বৈকল্য সহকারে আবার বলিলেন—হে মহাযোগিনি! আপনি মহা-যোগশালিনী, অতএব যোগপ্রভাবে অসমর্থ বিষয়ে সমর্থকারিণী হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার সংযোগ আপনিই শীঘ্র সম্পাদন করুন, পরন্তু পিতামাতাদি ব্যবধানরূপ উপদ্রব দ্বারা নহে। পরমোৎকণ্ঠাবতী আমরা কালবিলম্ব সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়াছি, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের সম্প্রতি অনুপবীতত্ব-হেতু বিবাহ করা অসম্ভব। অতএব হে দেবি! আপনি ক্রীড়নশীলা, সুতরাং মুখ্য বিবাহ ব্যতিরেকেই কেবল গান্ধর্ব্ব বিবাহ দ্বারাই আমার পতি করুন। হে অধীশ্বরি! এই বিষয়ে আপনার কিছুই অসাধ্য নাই—এই ভাব। যদি বলেন—তোমাদিগের মাতাপিতার অজ্ঞাতে কৃষ্ণে পতিভাবের এবং তোমাদিগের অভীষ্ট কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ, সুচারুরূপে কি প্রকারে সমাধান হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে মহামায়ে! আপনি মায়া দ্বারা আমাদিগের মাতাপিতাকে এমনভাবে মোহন করুন, যেন তাঁহারা কখনও অন্য গোপের সহিত আমাদিগের বিবাহ ভাবনাও না করেন এবং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ রহস্যও জানিতে না পারেন। অথবা—'দেবিপতিং', যিনি ক্রীড়া করেন এবং ক্রীড়া করান, তিনি দেবীও বটে পতিও বটে, তাদৃশ পতিত্ব বিবাহ বিনাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহাতে আমার গোপান্তরের সহিত বিবাহ হইলেও কোন ক্ষতি নাই, এই ভাবার্থ। এই প্রকার প্রত্যেক মন্ত্রার্থ পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করিয়া তাঁহারা পূজা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদিগের উপাসিতা এই দেবী চিচ্ছক্তিবৃত্তিস্বরূপভূতা যোগমায়াই, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া নহেন। যেমন নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসম্বাদে উক্ত হইয়াছে —"জানাত্যেকাপরা কান্তং" ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই পরমপুরুষ ভগবানের একটীই পরাশক্তি আছে, তাহাই স্বরূপাত্মিকা দুর্গা। এই মহাবিষ্ণুস্বরূপিণী পরাশক্তির বিজ্ঞান-মাত্রেই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি প্রেম-সর্ব্বস্ব-স্বভাবা গোকুলেশ্বরী হলাদিনী শক্তি। ইঁহার আশ্রয়ে আদিদেব অখিলেশ্বরকে সহজে জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু ইঁহার 'মহামায়া' নামে একটি আবরণী শক্তি আছে, তাহার দ্বারা নিখিল জগৎ ও সমস্ত দেহাভিমানী ব্যক্তি মুগ্ধ হইতেছে। অতএব আগমে দৃষ্ট হয়—সমস্ত কৃষ্ণমন্ত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দুর্গা। ইনি শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চিচ্ছক্তিবৃত্তি, একানংশা নামক শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী। যোগমায়াই মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ইনিই এই কুমারীগণের দ্বারা উপাসিতা হইয়াছেন। দুর্গা, মহামায়া ইত্যাদি নাম-সাম্যে লোকের ভ্রম হইয়া থাকে, ইহা জানিতে হইবে। ব্রজের লোকবৎ লীলা বলিয়া মায়ার উপাসনাতেও কোন দোষ হয় না। এই বিষয়ে একনিষ্ঠ কেহ কেহ অন্যমত পোষণ করেন, তাঁহারা গোপীগণের প্রেমগন্ধ-সম্বন্ধের পবনও স্পর্শ করেন নাই—ইহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত হইয়াছে ॥ ৪ ॥

এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ কুমার্য্যঃ কৃষ্ণচেতসঃ।
ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতিঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণচেতসঃ (কৃষ্ণগতচিত্তাঃ) কুমার্য্যঃ মাসং (ব্যাপ্য) এবং ব্রতং চেরুঃ। নন্দসুতঃ পতিঃ (মম স্বামী) ভূয়াৎ (ভবতু ইতি প্রার্থয়ন্ত্যঃ) ভদ্রকালীং সমানর্চ্চুঃ (সম্যক্ পূজয়ামাসুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণগতপ্রাণা কুমারীগণ একমাস ব্যাপিয়া এইরূপ ব্রত আচরণ করিলেন। তাঁহারা—"নন্দসুত আমার পতি হউক" এইরূপ প্রার্থনাসহকারে ভদ্রকালীর পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্দসুতঃ পতির্ভূয়াদিতি সঙ্কল্প্যেতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নন্দসুত আমার পতি হউন' —এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কুমারীগণ ভদ্রকালী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

উষস্যুত্থায় গোত্রৈঃ স্বৈরন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ।
কৃষ্ণমুচ্চৈর্জগুর্যান্ত্যঃ কালিন্দ্যাং স্নাতুমন্বহম্ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(তাঃ কুমার্য্যঃ) অন্বহং (প্রতিদিনং) উষসি উত্থায় স্বৈঃ গোত্রৈঃ (নামভিঃ অয়ি, ধন্যে, কুত্রাসি কথং বিলম্বসে এবমাহূতাঃ) অন্যোন্যাবদ্ধবাহবঃ (পরস্পরং গৃহীতহস্তাঃ) কালিন্দ্যাং স্নাতুং যান্ত্যঃ (গচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ (উচ্চশব্দৈঃ) কৃষ্ণং জগুঃ (কৃষ্ণনামচরিতাদি কীর্ত্তনং চক্রুঃ) ।। ৬ ।।

অনুবাদ—সেই কুমারীগণ প্রতিদিন উষাকালে শয্যাত্যাগ পূর্ব্বক যমুনাতে স্নান করিতে যাইবার জন্য পরস্পরকে নাম উচ্চারণ করিয়া অহ্বান করি.তন এবং গমনকালে পরস্পর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—আপ্লুত্যাম্ভসীত্যুক্তং তৎ পূর্ব্বক্রমমনুস্মৃত্যাহ—উষসীতি । স্বৈঃ স্বৈর্গোত্রৈর্নামাভিরপি ধন্যে, কুত্রাসি কিমিতি বিলম্বসে ইত্যেবমাহূতা ইত্যর্থঃ ।।৬।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপ্লুত্য অম্ভসি' (২য় শ্লোক) —যমুনা জলে স্নান করিয়া, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সেই পূর্ব্বক্রম স্মরণ হওয়ায় বলিতেছেন—'উষসি' ইত্যাদি, অর্থাৎ তাঁহারা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া, 'স্বৈঃ স্বৈঃ গোত্রৈঃ'—'অয়ি ধন্যে ! কোথায়, আছ, কেন বিলম্ব করিতেছ ?' —ইত্যাদি প্রকারে পরস্পর স্ব স্ব নাম দ্বারা আহূত হইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের হস্তধারণ পূর্ব্বক যমুনায় স্নান করিতে যাইবার সময় প্রতিদিন উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি গান করিতেন ।। ৬ ।।

নদ্যাঃ কদাচিদাগত্য তীরে নিক্ষিপ্য পূর্ব্ববৎ ।
বাসাংসি কৃষ্ণং গায়ন্ত্যো বিজহ্রুঃ সলিলে মুদা ।।৭।।

অন্বয়ঃ—কদাচিৎ (মাসান্তে পৌর্ণমাস্যাং) নদ্যাঃ তীরে আগত্য পূর্ব্ববৎ বাসাংসি (পরিধেয়বস্ত্রাণি) নিক্ষিপ্য (তীরে এব নিধায়) কৃষ্ণং গায়ন্ত্যঃ মুদা (হর্ষেণ) সলিলে (যমুনাজলে) বিজহ্রুঃ (বিহারং চক্রুঃ) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—একদিন মাসান্তে পূর্ণিমাদিবস তাঁহারা নদীতীরে অন্যান্য দিবসের ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র স্থাপনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-চরিত গান করিতে করিতে আনন্দে জলমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—কদাচিদিতি ব্রতপূর্ণদিনে পৌর্ণমাস্যামেব "এবং মাসং ব্রতং চেরু"রিত্যনন্তরোক্তত্বাৎ । অতএবোৎসবার্থং কুমারীভিস্তাভিঃ সমানবাসনত্বেন প্রণয়াস্পদীভূতা বৃষভানুনন্দিন্যাদ্যা অপি নিমন্ত্র্যানীতাঃ পূজাসমাপ্ত্যনন্তরং তাভিঃ সহৈবাবভৃথস্নানোদেশ্যোঽয়ং জলবিহারো জ্ঞেয়ঃ ।। ৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদাচিৎ'—সেই অগ্রহায়ণী পূর্ণিমার ব্রতপূর্ণ দিবসে, যেহেতু পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে —"এবং মাসং ব্রতং চেরুঃ" (৫ নং শ্লোক), এক-মাস ব্যাপিয়া কুমারীগণ এইরূপ ব্রত আচরণ করিলেন । অতএব উৎসবের নিমিত্ত সেই কুমারীগণ সমানবাসনত্বহেতু প্রণয়াস্পদীভূতা শ্রীবৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতিকেও নিমন্ত্রণপূর্ব্বক আনয়ন করিয়াছিলেন । পূজাসমাপ্তির পর তাঁহাদিগের সহিতই অবভৃথ স্নানের উদ্দেশ্যে এই জলবিহার জানিতে হইবে ।। ৭ ।।

ভগবাংস্তদভিপ্রেত্য কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ ।
বয়স্যৈরাবৃতস্তত্র গতস্তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—যোগেশ্বরেশ্বরঃ ভগবান্ কৃষ্ণঃ তৎ অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে (তাসাং কর্ম্মণঃ সিদ্ধয়ে ফলদানার্থং) বয়স্যৈঃ (সহচরৈঃ) বৃতঃ তত্র আগতঃ ।। ৮ ।।

অনুবাদ—মহাযোগিবর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের ব্রতের ফলদান জন্য বয়স্যগণে পরিবৃত হইয়া তথায় আগমন করিলেন ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বরাণামপীশ্বর ইত্যনেন সার্ব্বজ্ঞম্ তাসাং প্রত্যেকং তাদৃঙমনোরথপূরণসামর্থ্যম্ । তাভিঃ স্বেক্ষণপথে এব স্থাপিতানামখিলানামপি বস্ত্রাণাং চৌর্য্যসামর্থ্যম্ । প্রাণত্যাগাদপি তাদৃশলজ্জাত্যাগমধিকং নিশ্চিন্বতীনাং তাসাং কুলকুমারীণাং জলাদুত্থাপনস্বপ্রণমনাদিসামর্থ্যম্ । দৃঢ়সর্ব্বাঙ্গানাং রহঃ প্রাপ্তানাং স্ববশ্যানামপি তাসাং তাদাত্মিকসম্ভোগাভাবসামর্থ্যঞ্চ । দ্যোতিতম্ বয়স্যৈর্বৃত ইতি বালৈরিতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ দ্বিত্রিবর্ষীয়াঃ স্ত্রীপুংসভেদবিবেকশূন্যাঃ দিগ্বাসসঃ পৃথুকাঃ এব সখিত্বেনাভিমতাঃ । গোচারণাদাবপি কৃষ্ণসঙ্গং অত্যজন্তো জ্ঞেয়াঃ । যদুক্তং ক্রমদীপিকায়াং—' জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ—ব্যালোলকিঙ্কিণিঘটাঘটিতৈরটদ্ভিঃ । মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পি-

তকণ্ঠভূষৈরব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতম্" ইতি বৈষ্ণবতোষণ্যাম্। তে তু দাম-সুদাম-বসুদাম-কিঙ্কিণ্যঃ কৃষ্ণান্তঃকরণরূপাস্তে গৌতমীয়তন্ত্রদৃষ্ট্যা ইত্যুক্তম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগেশ্বরেশ্বরঃ'—যোগেশ্বরদিগেরও আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ, ইহা বলায় তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের তাদৃশ মনোরথ পূরণে সামর্থ্য, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক দৃষ্টিপথে স্থাপিত অখিল বস্ত্রসকলের চৌর্য্যসামর্থ্য, প্রাণত্যাগ অপেক্ষাও তাদৃশ লজ্জাত্যাগ অধিক মননকারিণী সেই কুলকুমারীগণের জল হইতে উত্থাপন ও স্বপ্রণামাদি করান সামর্থ্য এবং দৃষ্টসর্ব্বাঙ্গা রহঃপ্রাপ্তা স্ববশ্যা হইলেও তাঁহাদিগের তাদাত্মিক সম্ভোগাভাব-সামর্থ্য দ্যোতিত হইয়াছে। 'বয়স্যৈঃ বৃতঃ'—বয়স্য বলিতে এখানে পরবর্ত্তী শ্লোকে হাস্যরত বালকগণের সহিত এরূপ উক্ত হওয়ায়, দুই তিন বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞানরহিত উলঙ্গ-প্রায় বালকই সখিত্বরূপে বুঝিতে হইবে। তাহারা গোচারণাদিকালেও কৃষ্ণের সঙ্গ ত্যাগ করেন না। যেমন ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে —"জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটী-নিবদ্ধ", অর্থাৎ যাহাদের স্থূল কটিতটে কিঙ্কিণী, ঘণ্টা নিবদ্ধ থাকায় গমনকালে শব্দ হইতেছে, যাহাদের কণ্ঠভূষণ নেকড়ে বাঘের নখের দ্বারা কল্পিত, সেই মধুরভাষী মুগ্ধ ছোট ছোট বালকের দ্বারা পরিবৃত হইয়া কৃষ্ণ যমুনাতীরে আগমন করিলেন। গৌতমীয়তন্ত্রের অনুসারে তাঁহারা কৃষ্ণের অন্তঃকরণরূপ দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিণি—এই চারিজন বয়স্য ॥ ৮ ॥

তাসাং বাসাংস্যুপাদায় নীপমারুহ্য সত্বরঃ।
হসদ্ভিঃ প্রহসন্ বালৈঃ পরিহাসমুবাচ হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাসাং (কুমারীণাং) বাসাংসি উপাদায় (গৃহীত্বা) সত্বরঃ (সবেগঃ) নীপঃ (তটস্থকদম্বতরুং) আরুহ্য হসদ্ভিঃ বালৈঃ (সহ) প্রহসন্ (স্বয়মপি হাসং কুর্ব্বন্) পরিহাসং (উপহাসবাক্যং) উবাচ হ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তিনি কুমারীগণের বসনসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর তটস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া হাস্যরত বালকগণের সহিত হাসিতে হাসিতে পরিহাসবচন বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—হসদ্ভির্বালৈরিত্যতিবাল্যান্নিষ্কারণহাস্যবদ্ভিস্তৈঃ সহ প্রকর্ষেণ হসন্নিতি হাস্যশব্দেনৈব তাঃ স্বমবধাপয়ন্নিতি ভাবঃ। পরিহাসমিতি ভো ব্রজবালিকাঃ অত্র কদম্বশাখাস্বেতাবন্তি বস্ত্রাণি কেন নিবদ্ধ্য স্থাপিতানি যূয়ং কিং জানীথ ন বা ? ময়া তু গাশ্চারয়তা দূরাদেব দৃষ্ট্বা কিময়মস্মাকীনঃ কদম্বোঽদ্য বিচিত্রবাসাংস্যেব পুষ্পফলানি দধারেত্যাশ্চর্য্যদর্শনোল্লসিতেন দ্রুতমাগত্যারুহ্যতেতি। ননু, ভো অস্মদীয়ান্যেবৈতানি বাসাংসি, মৈবং তর্হি কথমেতাবদুচ্চ-কদম্বশাখামারূঢ়ানি। ননু ভোস্ত্বয়ৈব চোরয়িত্বা আরোহিতানি ; সত্যং সত্যমেতাবন্তমপি পরিবাদং দাতুং বলং ধদ্ধে নন্দস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽহং চৌরস্তদদ্য যূয়ং মথুরাস্থস্য কংসরাজস্য পার্শ্বং যিযাসথেত্যনুমীয়তে। ননু ভো মা ক্রুধ্য বস্ত্রাণ্যেব নিভাল্য বিচারয় কিমেতানি স্ত্রীবস্ত্রাণি পুংবস্ত্রাণি বা। সত্যময়ি ধীমত্যো নিভালিতান্যেতানি স্ত্রীবস্ত্রাণ্যেব। তৎ কিং জগত্যস্মিন্ যূয়মেব স্ত্রিয়ঃ স্থঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ো ন সন্তি। ননু ভোঃ সন্ত্যেব কিন্তত্র নির্জ্জনে বনে অস্মান্ ব্রজবালা বিনা কাঃ খল্বন্যা আয়ান্তি ? অয়ি রহঃসঞ্চারিণ্যঃ, কিং ভবত্য এব রহসি খেলন্তি নান্যাঃ। ননু ভো অন্যথা বিদ্বন্ বয়ং খেলিতুমত্র নৈবাগচ্ছামঃ, কিন্তু কদম্বদেবতাং দুর্গাং পূজয়িতুং। কিং ভো দুর্গাপূজিকা যূয়মেব নান্যাঃ, সত্যং নান্যা এব। অয়ি মুগ্ধাঃ, প্রতিনিশীথমেব বৈমানিকীভির্দেবীভিরত্রাগত্য দুর্গাদেবী পূজ্যতে। ননু ভোঃ পূজয়ন্তু নাম দেবীং বস্ত্রাণি ত্যক্ত্বা তাঃ কথং গতাঃ ? অয়ি বালাঃ, তত্ত্বং ন জানীথ অদ্য রজন্যাং পুনঃ পূজয়িষ্যন্তীভিস্তাভিঃ স্নাত্বা পরিধাতুং রক্ষিতানি। ভোঃ কৃষ্ণ ত্বমেব তত্ত্বং ন জানাসি। অদ্য দিন এব পূজয়িষ্যন্তীভিরস্মাভিরেব স্নাত্বা পরিধাতুং বনদেবতাদ্বারা উচ্চশাখোপরি বস্ত্রাণি রক্ষিতানীতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হসদ্ভিঃ বালৈঃ'—বাল্যহেতু নিষ্কারণ হাস্যকারী বালকগণের সহিত স্বয়ং প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিতে করিতে পরিহাস বচন বলিতে লাগিলেন, হাস্যশব্দেই নিজের অবস্থিতি তাঁহাদিগকে জানাইলেন—এই ভাব। পরিহাস বচন এইরূপ— হে ব্রজবালাগণ ! এই কদম্বশাখাসমূহে এই বস্ত্রগুলি

কোন ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিয়াছে তোমরা তাহা অবগত আছ কি না? আমি গোচারণ করিতে করিতে দূর হইতে দেখিয়া মনে করিলাম আমাদিগের এই কদম্বরক্ষ অদ্য কি বিচিত্র বসনরূপ পুষ্প ও ফলসমূহ ধারণ করিয়াছে, এই আশ্চর্য্য দর্শনোল্লাসে দ্রুতপদে আগমনপূর্ব্বক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়াছি। যদি বল—ভোঃ রাজনন্দন! আমাদিগেরই এই বসন-সকল। ইহা বলিতে পার না, কারণ তাহা হইলে কি প্রকারে এই উচ্চতর কদম্বশাখোপরি আরূঢ় হইবে? যদি বল—অহে! তুমিই চুরি করিয়া বস্ত্রগুলি বৃক্ষোপরি উত্তোলিত করিয়াছ। তদুত্তরে—'সত্যং সত্যং', ঠিক্ ঠিক্, এতাদৃশ পরিবাদ প্রদানে তোমরা সামর্থ্য ধারণ করিয়াছ, শ্রীনন্দমহারাজের পুত্র আমি চোর বটে! সুতরাং অনুমান করিতেছি যে, মথুরাস্থ কংসরাজের নিকট বোধ হয় তোমরা যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।

যদি বল—হে রাজনন্দন! ক্রোধ করিও না, বস্ত্রগুলি দেখিয়া বিচার কর, ইহা স্ত্রীবসন কিম্বা পুরুষবসন? তদুত্তরে—অয়ি ধীমতীগণ! বস্ত্রগুলি দেখিলাম, তাহা স্ত্রীবসনই বটে, তাহা হইলে কি এই জগতে তোমরাই কেবল স্ত্রী রহিয়াছে, আর কি স্ত্রী জগতে বিদ্যমানা নাই? যদি বল জগতে অন্য স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু এই নির্জ্জন বনে ব্রজবালা আমরা ব্যতিরেকে অন্য কোন্ স্ত্রী আসিবে? 'অয়ি রহঃসঞ্চারিণ্যঃ'—অয়ি নিভৃত সঞ্চারিণীগণ! তোমরাই কেবল নিভৃতে খেলা করিয়া থাক? অন্য কি কেহ নির্জ্জনে খেলা করে না? যদি বল—ভো অন্যথাবাদিন্! আমরা খেলা করিতে এই স্থলে আগমন করি নাই, কিন্তু কদম্বদেবতা দুর্গাদেবীর পূজা করিতে আসিয়াছি। তদুত্তরে বলি—তোমরাই কি দুর্গা পূজা কর? অপর কেহ কি দুর্গা পূজা করে না নাকি? উত্তর—সত্য, অন্য কেহই এই ভাবে দুর্গা পূজা করে না। 'অয়ি মুগ্ধাঃ'—অয়ি মুগ্ধাগণ! প্রতি নিশীথেই বিমানচারিণী দেবীসকল এইস্থলে আগমনপূর্ব্বক দুর্গাদেবীকে পূজা করিয়া থাকেন।

যদি বল—দেবীগণ দুর্গাদেবী পূজা করে করুন, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আপত্তি এই যে, তাঁহারা এই বস্ত্রগুলি পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন কেন? তদুত্তরে বলিতেছি—অয়ি বালাগণ! তোমরা তত্ত্ব জান না, অদ্য রজনীতে পুনর্ব্বার পূজা করিবে বলিয়া তাঁহারা স্নানান্তে বসন পরিধান পরিধান করিবার নিমিত্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ভো কৃষ্ণ! তুমিই কোন তত্ত্ব জান না, অদ্য দিবসেই পূজা করিবার অভিলাষিণী আমরাই স্নানান্তে পরিধানার্থ বনদেবতার দ্বারা উচ্চ শাখোপরি বস্ত্রগুলি রক্ষা করাইয়াছি—ইত্যাদি উপহাস বচন ॥ ৯ ॥

অত্রাগত্যাবলাঃ কামং স্বং স্বং বাসঃ প্রগৃহ্যতাম্।
সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম যদ্‌যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবলাঃ, (যুষ্মাভিঃ) অত্র আগত্য কামং (স্বেচ্ছয়া) স্বং স্বং বাসঃ (নিজকীয়ং বসনং) প্রগৃহ্যতাং (নীয়তাম্) যৎ (যস্মাৎ) যূয়ং ব্রতকর্শিতাঃ (ব্রতেন শ্রান্তাঃ কৃশাশ্চ জাতাঃ অতঃ) সত্যং (যথার্থমেব বাক্যং) ব্রুবাণি (কথয়ামি) নর্ম্ম নো (পরিহাসং ন করোমি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ, তোমরা এখানে আসিয়া ইচ্ছানুসারে নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর। যেহেতু, তোমরা ব্রতবশতঃ শ্রান্তা এবং কৃশা হইয়াছ, সেইজন্য তোমাদের সঙ্গে সত্য কথাই বলিতেছি, পরিহাস করিতেছি না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—হ শব্দোক্তং স্পষ্টং পরিহাসমাহ,—অত্রেতি। সত্যং যুষ্মাকমেবৈতানি বস্ত্রাণি চেৎ কামং যথেষ্টমেবাত্রাগত্য স্বং স্বং পরিচিত্য মৎ প্রত্যয়ার্থং শপথং কৃত্বা ধনরক্ষকায় মহ্যং পারিতোষিকমেকৈকং হারং দত্ত্বা বাসো গৃহ্যতাম্। স্বং স্বমিতি সর্ব্বাভিরেবাগত্য ন ত্বেকয়া দ্বিত্রাভির্ব্বা আগত্য বস্ত্রলোভবতীনাং স্ত্রীণামধিক-গ্রহণস্যাপি সম্ভবিষ্ণুত্বাৎ। ননু, গন্তুং ন শক্নুমস্তত্র সহাসমাহ,—হে অবলাঃ, মন্যে ব্রতকার্শ্যাদেবাত্রাগন্তুং ন শক্নুথেতি ভাবঃ। যদ্বা, তর্হি ন দাস্যামি প্রবলস্য মম কিং কর্ত্তুং শক্নুথেতি ভাবঃ। ননু, কপটিনস্তবোক্তৌ ন প্রতীমস্তত্রাহ,—সত্যং তথ্যমেব ব্রবাণীত্যার্ষং ব্রুবাণীত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ। যদ্বা, সত্যং শপথং কৃত্বা ব্রুবীমি। "সত্যং শপথতথ্যয়ো"-রিত্যমরঃ। নতু নর্ম্ম যতো ব্রতেন কৃশীকৃতা যূয়ং তপস্বিনীষু যুষ্মাসু দয়াভক্তিশ্চ ধর্ম্মভয়ঞ্চোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হ'-শব্দোক্ত স্পষ্ট পরিহাস বলিতেছেন—'অত্র' ইত্যাদি। সত্যই এইগুলি যদি তোমাদের হয়, তাহা হইলে এখানে আসিয়া 'কামং' —ইচ্ছানুসারে আপন আপন বসন পরিচয়পূর্ব্বক, আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত শপথ করিয়া ধনরক্ষক আমাকে পারিতোষিকরূপে এক একটি হার প্রদান করিয়া বস্ত্রগুলি গ্রহণ কর। 'স্বং স্বং'—নিজ নিজ বস্ত্র, ইহাতে সকলেই আসিয়া, কিন্তু একজন বা দুই তিন জন আসিয়া নহে, কারণ বস্ত্রলোভবতী স্ত্রীগণের অধিক বস্ত্র গ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি বলেন —দেখ, আমরা যাইতে সমর্থ নই। তদুত্তরে সহাস্যে বলিতেছেন—হে অবলাগণ! মনে হয় ব্রতবশতঃ কৃশতাহেতুই এখানে আসিতে সমর্থ হইতেছ না— এই ভাব। অথবা—তাহা হইলে আমিও দিব না, প্রবল আমার কি করিতে পার? যদি বলেন— কপটী তোমার বাক্যে আমরা বিশ্বাস করি না। তাহাতে বলিতেছেন—'সত্যং ব্রুবাণি', যথার্থই বলিতেছি, 'ব্রুবাণি' ইহা আর্ষ—প্রয়োগ, পাঠান্তর— ব্রবাণি। অথবা—'সত্যং' অর্থাৎ শপথ করিয়া বলিতেছি। অমরকোষে উক্ত আছে—'সত্য, শপথ ও তথ্য পর্য্যায়বাচী শব্দ'। 'ন নর্ম্ম'—ইহা পরিহাস বাক্য নহে, যেহেতু ব্রতবশতঃ তোমরা কৃশ হইয়াছ। তপস্বিনী তোমাদের প্রতি আমার দয়া, ভক্তি এবং ধর্ম্মভয়ও উৎপন্ন হইতেছে—এই ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

ন ময়োদিতপূর্ব্বং বা অনৃতং তদিমে বিদুঃ।
একৈকশঃ প্রতীচ্ছধ্বং সহৈবেতি সুমধ্যমাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(অয়ি,) সুমধ্যমাঃ, ময়া অনৃতং (মিথ্যাবাক্যং) ন উদিতপূর্ব্বং বা (পূর্ব্বং ন উদিতং কথিতং ইদানীমপি ন কথ্যতে) তৎ (মম সত্যবাদিত্বং) ইমে (মম সহচরাঃ) বিদুঃ (জানন্তি অতঃ) একৈকশঃ (প্রত্যেকং পৃথক্ পৃথক্) সহ এব বা (সর্ব্বাঃ মিলিত্বা বা আগত্য) প্রতীচ্ছধ্বং (বস্ত্রাণি নয়ধ্বং) ইতি (উবাচ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমাগণ, আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই, এখনও বলিতেছি না, এই সহচরগণই ইহা অবগত আছে। অতএব একাই হউক কিম্বা সকলে মিলিয়াই হউক এখানে আসিয়া বস্ত্রসমূহ লইয়া যাও ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, মিথ্যাবাদিনস্তব শপথেঽপি ন বিশ্বসিম ইতি তত্র সরসনাদংশমাহ,—নেতি। উদিতপূর্ব্বমিতি সুপ্ সুপেতি সমাসঃ। অনৃতং ন পূর্ব্বমুদিতমিতি এতজ্জন্মনি এতাবদ্বয়ঃ পর্য্যন্তম্ভ অনৃতং ন পরিচিনোমি অত্র কিং প্রমাণমিতি চেদিমে বালা এব, বালানাং যথাদৃষ্টগ্রাহিত্বস্বভাবত্বাদার্জ্জবাচ্চেতি ভাবঃ। ননু, দূরতোঽত্র জলে বস্ত্রাণি ক্ষিপ্যন্তাং বালদ্বারা বা দীয়ন্তাং, তত্র হন্ত হন্ত এতানি যুষ্মদীয়ান্যন্যদীয়ানি বা ময়া জ্ঞাতুমশক্যানি কথং দীয়ন্তাম্। অস্মদ্বিধৈর্ধার্ম্মিকৈঃ পরদ্রব্যাণি নখাগ্রেণাপি ন স্পৃশ্যন্তে, তস্মাৎ যূয়মেবাগত্য প্রতীচ্ছত স্বং স্বং পরিচিত্য গৃহ্ণীত যতঃ পারক্যং বস্তু ন গৃহ্ণামি ন দদামি নাপি স্পৃশামীতি মম নিয়মঃ। ননু, ত্বয়া ধৃষ্টেন করিষ্যমাণাদ্বিড়ম্বনাদ্ভীত্যৈব কুলকুমার্য্যো বয়ং ত্বৎসমীপং ন যামস্তত্রাহ, একৈকশ ইতি। প্রথমং যুষ্মাকমবরা কাচিদিহাগচ্ছতু তস্যামবিড়ম্বিতায়াং সত্যামন্যা অন্যা অপ্যায়ান্তু। সহৈবোতেতি যুগপদ্বহ্বীনামাগমনে স্ত্রীণাং বিড়ম্বনাসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ। হে সুমধ্যমাঃ, ইতি শিরাংসি খলূত্তমাঙ্গশব্দেনোচ্যন্তে তান্যতিসুন্দরাণি ভবত্যঃ কৃপয়া মাং যদি দর্শয়ন্ত্যেব তদা মধ্যমাঙ্গান্যপি সুন্দরাণি মাং দর্শয়িতুং কা লজ্জেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—মিথ্যাবাদী তোমার শপথেও বিশ্বাস করি না। তাহাতে জিহ্বা দংশনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'ন ময়োদিতপূর্ব্বং', 'উদিতপূর্ব্ব' ইহা সুপ্ সুপা সমাস। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য কখনও মিথ্যা হয় নাই, কিংবা—আমি কখনও পূর্ব্বে মিথ্যা বলি নাই, অর্থাৎ এই জন্মে এতাবৎ বয়স পর্য্যন্ত মিথ্যা কি তাহা আমি জানি না। এই বিষয়ে কি প্রমাণ? যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহা এই বালকগণই বিদিত আছে, বালকগণ যথাদৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট এবং সরল হইয়া থাকে—এই ভাব। যদি বলেন—দূর হইতে এই জলে বস্ত্রগুলি ক্ষেপণ কর, অথবা বালকের দ্বারা পাঠাইয়া দাও। তদুত্তরে বলিতেছেন—হায়! হায়! এগুলি তোমাদের বা অপরের তাহা আমি জানি না, কি প্রকারে দিব? বিশেষতঃ আমাদের ন্যায় ধার্ম্মিক জন পর-

দ্রব্য নখাগ্রের দ্বারাও স্পর্শ করে না, অতএব তোমরাই আসিয়া আপন আপন বস্ত্র পরিচয় করিয়া গ্রহণ কর, যেহেতু পরের দ্রব্য আমি গ্রহণ করি না, দান করি না বা স্পর্শ করি না—এই আমার নিয়ম। যদি বল—ধৃষ্ট তোমার দ্বারা করিষ্যমাণ বিড়ম্বনা হইতে ভীত হইয়া কুলকুমারী আমরা তোমার নিকট যাইতে পারিতেছি না, তদুত্তরে বলিতেছেন—'একৈকশঃ'—তোমরা একে একে, কিংবা সকলে একত্র মিলিত হইয়া আগমনপূর্ব্বক বসন গ্রহণ কর। প্রথমে তোমাদের মধ্যে কনিষ্ঠা কেহ এখানে আসুক, সে বিড়ম্বিত না হইলে অপরেও আসিতে পারে। 'সহ এব বা'—সকলে মিলিত হইয়া বা আগমন কর, একসঙ্গে বহু স্ত্রীগণের আগমনে বিড়ম্বনার সম্ভাবনা নাই—এই ভাব। 'হে সুমধ্যমাঃ'—মস্তককে উত্তমাঙ্গ বলে, সেই অতিসুন্দর উত্তমাঙ্গই যখন তোমরা কৃপাপূর্ব্বক দর্শন করাইলে, তাহাতে সুন্দর মধ্যমাঙ্গও আমাকে দেখাইতে তোমাদের কি লজ্জা—এই ভাবার্থ ॥ ১১ ॥

তস্য তৎ ক্ষ্বেলিতং দৃষ্ট্বা গোপ্যঃ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ব্রীড়িতাঃ প্রেক্ষ্য চান্যোন্যং জাতহাসা ন নির্যযুঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ তস্য (কৃষ্ণস্য) তৎ ক্ষ্বেলিতং (পরিহাসং) দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতাঃ (প্রেমরসমগ্নাঃ) ব্রীড়িতাঃ চ (লজ্জিতাশ্চ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) প্রেক্ষ্য জাতহাসাঃ (সত্যঃ) ন নির্যযুঃ (জলাৎ ন নির্গতাঃ বভূবুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই পরিহাস দর্শনে প্রেমরসে নিমগ্না এবং লজ্জিতা হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক হাসিতে লাগিলেন পরন্তু জলমধ্য হইতে নির্গত হইতে পারিলেন না ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ষ্বেলিতং রহস্যপরিহাসং দৃষ্ট্বা প্রেমপরিপ্লুতা ইতি মন্যামহে ইমমেব কান্তং সুখয়িতুমস্মাকমহন্তাস্পদান্যনুরূপাণি কিং ভবিষ্যন্তীতি মনোঽনুলাপানন্দেন মগ্না বহিস্ত্বন্যোন্যং প্রেক্ষ্য ব্রীড়িতা ইত্যয়ি কমলেক্ষণে, ত্বামাহ্বয়ত্যয়ং, তথাহি—অয়ি সুধামুখি, ত্বমেব যাহি সুধাং পায়য়ন্তীত্যন্যোন্যং জাতহাসাঃ পরিজহসুরেব ন তু নির্যযুঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষ্বেলিতং'—শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার রহস্য-পরিহাস অবগত হইয়া কুমারীগণ 'প্রেমপরিপ্লুতাঃ', মনে হয় কান্তকেই সুখপ্রদানের নিমিত্ত আমাদের অহন্তাস্পদ দেহাদি কি অনুরূপ হইবে—এইরূপ মনের অনুলাপানন্দে মগ্ন হইয়া, বাহিরে পরস্পর পরস্পরকে অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিতা হইয়া, "অয়ি কমলেক্ষণে! তোমাকেই ইনি আহ্বান করিতেছেন", তদুত্তরে "অয়ি সুধামুখি! তুমিই গমন কর ও সুধাপান করাও" ইত্যাদি বাক্যে কেবল হাসিতেই লাগিলেন, পরন্তু বসন আনয়নে কেহই গমন করিলেন না ॥ ১২ ॥

এবং ব্রুবতি গোবিন্দে নর্ম্মণাক্ষিপ্তচেতসঃ।
আকণ্ঠমগ্নাঃ শীতোদে বেপমানাস্তমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দে (শ্রীকৃষ্ণে) এবং (পূর্ব্বোক্তং) ব্রুবতি (বারম্বারং কথয়তি সতি) নর্ম্মণা (পরিহাসেন) আক্ষিপ্তচেতসঃ (ব্যগ্রচিত্তাঃ) শীতোদে (শীতলজলে) আকণ্ঠমগ্নাঃ (অতএব) বেপমানাঃ (কম্পমানাঃ গোপ্যঃ) তং (কৃষ্ণং) অব্রুবন্ (উচুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বারম্বার ঐরূপ বলিতে লাগিলে পরিহাসবাক্যে ব্যগ্রচিত্তা গোপীগণ শীতল জলমধ্যে আকণ্ঠমগ্নাবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নানাপ্রকারং নর্ম্ম ব্রুবতি সতি গোবিন্দে গা নর্ম্ম মধুরবাচো বিন্দতীতি তস্মিন্। তচ্চেদং নর্ম্ম—ভোঃ খঞ্জনাখ্যঃ, যদি যূয়ং নাগচ্ছথ তদা এতৈরেব বাসোভিঃ শাখানিবদ্ধৈর্হিন্দোলিকামুপধানাদিকঞ্চ বিরচয্য ময়া শয্যতে রাত্রাবদ্য কৃতজাগরং মাং নিদ্রা সম্প্রত্যায়াতি। ভো গোপাল, তব গাবস্তৃণলোভেন গহ্বরং প্রবিষ্টাস্ততস্তাঃ পরাবর্ত্তয়িতুং দ্রুতমিতো যাহি। ভো ভো গোপবালাঃ, দ্রুতমিতো গৃহকৃত্যার্থং ব্রজং ব্রজত পিত্রাদি গুরুজনান্ মা অসমঞ্জসম্ভ্যুহয়থ। ভোঃ পিঞ্ছচূড়, বয়মিতো মাসং ব্যাপ্য গৃহং ন যামঃ পিত্রাদি-গুরুজনাদেশেনৈব কাত্যায়নীব্রতং সমাপ্য মাসমাত্রমুদবাসব্রতং কুর্ম্মঃ। ভোস্তপস্বিন্যঃ, অহমপি যুষ্মদ্দর্শনপ্রভাবাদুদ্ভূতগৃহবাসবৈরাগ্যঃ সম্প্রতি মাসং ব্যাপ্য অত্রৈব ন ভোবাসব্রতং

চিকীর্ষামি, যদি চানুকম্পধ্বে তদা স্থিতোঽহবরুহ্য যুষ্মাভিঃ সমমুদবাস-ব্রতমেব কর্ত্তুং প্রয়ামীতি নর্ম্মণা আক্ষিপ্তচেতসঃ শঙ্কয়া ততোঽপ্যধিকজলে আকণ্ঠমগ্নাঃ বেপমানাঃ শীতেন শঙ্কাহর্ষোৎসুক্যাদিভিশ্চ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং ব্রুবতি গোবিন্দে'—'গা' অর্থাৎ নর্ম্ম মধুর বচন যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই গোবিন্দ উক্ত প্রকারে পুনঃ পুনঃ নানাবিধ পরিহাস বাক্য বলিতে থাকিলে। পরিহাস বাক্য এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে খঞ্জন-নয়নীগণ! যদি তোমরা আগমন নাই কর, তাহা হইলে আমি এই বস্ত্রগুলি শাখানিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা হিন্দেলিকা ও উপাধানাদি রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করিতেছি, অদ্য রজনীতে জাগরণ করায় সম্প্রতি নিদ্রা আমাকে অভিভূত করিতেছে। তদ্বাক্য শ্রবণে তাঁহারা বলিলেন—হে গোপাল! তোমার গাভীগণ তৃণলোভে গহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব তাহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আনিবার নিমিত্ত শীঘ্র এখান হইতে গমন কর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে গোপবালাগণ! অবিলম্বে এখান হইতে গৃহকৃত্য করিবার নিমিত্ত ব্রজে গমন কর, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের অপ্রিয় কার্য্য করিও না। কুমারীগণ বলিলেন—হে পিঞ্ছচূড়! আমরা এখান হইতে একমাস মধ্যে গৃহে যাইব না, পিত্রাদি গুরুজনের আদেশেই আমরা কাত্যায়নী ব্রত সমাপন করিয়া একমাস মাত্র জলে বাসরূপ ব্রত করিব। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে তপস্বিনীগণ! আমি তোমাদিগের দর্শন-প্রভাবে গৃহবাসে বিরাগী হইয়াছি, সম্প্রতি একমাস ব্যাপিয়া এইস্থলেই 'নভোবাস-ব্রত' অর্থাৎ আকাশে বাসরূপ ব্রত করিতেছি। যদি তোমরা কৃপা কর, তাহা হইলে বৃক্ষ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক তোমাদিগের সহিত জলে বাসরূপ ব্রত করিলেও করিতে পারি, ইত্যাদি পরিহাসে আক্ষিপ্তচিত্তা কুমারীগণ তাহা হইতেও অধিক জলে কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্ন করিয়া শীতপ্রযুক্ত কম্পান্বিত শরীরে শঙ্কা, হর্ষ, উৎসুক্যাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

মানয়ং ভোঃ কৃথাস্ত্বান্তু নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোঽঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥১৪

অন্বয়ঃ—অঙ্গ ভোঃ, (হে শ্রীকৃষ্ণ,) অনয়ং (অনুচিতং কর্ম্ম) মা কৃথাঃ (মা কুরু) নন্দগোপসুতং ব্রজশ্লাঘ্যং (ব্রজমণ্ডল্যাং প্রশংসনীয়ং) ত্বাং তু (বয়ং) প্রিয়ং জানীমঃ (অতঃ) বাসাংসি দেহি (বয়ং) বেপিতাঃ (কম্পিতাঃ বর্ত্তামহে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ অনুচিত আচরণ করিও না, আমরা নন্দগোপসুত ও ব্রজমণ্ডলীতে প্রশংসনীয় তোমাকে প্রিয় বলিয়াই জানি। অতএব বসনসমূহ প্রদান কর, এই দেখ আমরা শীতে কম্পিত হইতেছি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং সাম্না আহুঃ—অনয়মন্যায্যং মা কৃথাঃ। ননু, মুগ্ধাঃ যূয়ং মাং নৈব পরিচিনুথ। যতো ময্যপ্যনীতি-কলঙ্কং দাতুং ন শঙ্কধ্বে তত্রাহুঃ—ত্বান্তিতি। অন্যান্ ব্রজস্থানমপি ন জানীম এব তান্তু-তিপ্রসিদ্ধং নন্দরাজস্য সুতং জানীম এব "গোপো-ভূপেঽপি দৃশ্যতে" ইত্যভিধানাৎ। তত্রাপি ব্রজস্থমাত্রস্যাপি শ্লাঘ্যং, তত্রাপি প্রিয়ম্। ননু, ভো নির্ব্বুদ্ধয়ঃ, যদ্যহং রাজ্ঞঃ পুত্রস্তর্হি কথং ময্যনীতিঃ। রাজপুত্রা অপি কুচিদনীতিমন্ত ইতি চেৎ কথমহং ব্রজশ্লাঘ্যঃ প্রিয়শ্চ নহ্যনীতিমৎসু শ্লাঘা প্রীতির্ব্বা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। ননু, সত্যং স্ত্রিয়ো বয়ং বক্তুমনভিজ্ঞাস্তস্মাৎ কৃপয়ৈবাপরাধং ক্ষান্ত্বা বাসাংসি দেহি বেপিতা বয়মিতি কৃপাং জনয়ন্তি ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রথমতঃ সামনীতিতে বলিবলিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি অন্যায় কার্য্য করিও না। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে মুগ্ধাগণ! তোমরা আমার পরিচয় জান না, যেহেতু আমাতেও অনীতিরূপ কলঙ্ক প্রদানে শঙ্কাবোধ করিতেছ না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্বান্তু', ব্রজস্থ অন্যকে না জানিলেও তোমাকে কিন্তু অতিপ্রসিদ্ধ নন্দ-মহারাজের পুত্র বলিয়াই জানি। 'অভিধানে উক্ত আছে—'গোপ-শব্দের নৃপ অর্থও হয়'। তাহাতেও ব্রজবাসিমাত্রের শ্লাঘ্য ও তাহাদিগের প্রিয় বলিয়া জানি। যদি বলেন—হে অজ্ঞাগণ! যদি আমি রাজার পুত্র হইলাম, তাহা হইলে আমাতে অনীতি কিপ্রকারে থাকিতে পারে? রাজপুত্রগণও যদি কখন অনীতিশালী হয়, তাহা হইলে আমি ব্রজশ্লাঘ্য ও প্রিয় কি প্রকারে হইতেছি? কারণ অনীতিশালি-জনে শ্লাঘা ও প্রীতি সম্ভব হয়

না। তদুত্তরে বলিতেছেন—সত্যই আমরা স্ত্রীজাতি, বলিতে জানি না, অতএব কৃপাপূর্ব্বক অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগের বস্ত্রগুলি প্রদান কর, 'বেপিতাঃ বয়ং'—আমরা শীতে কাঁপিতেছি, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা উৎপাদন করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(প্রৌঢ়াঃ উচুঃ) হে ধর্ম্মজ্ঞ, শ্যামসুন্দর, (বয়ং) তে (তব) দাস্যঃ (কিঙ্কর্য্যঃ ভবামঃ অতঃ) তব উদিতং (বাক্যং) করবাম (পালয়ামঃ) বাসাংসি দেহি (অন্যথা) রাজ্ঞে (নন্দমহারাজায়) ব্রুবামঃ (তব অন্যায়াচরণং কথয়ামঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে ধর্ম্মজ্ঞ, হে শ্যামসুন্দর, আমরা তোমার দাসী, অতএব তোমার বাক্য পালন করিব। আমাদের বস্ত্রসকল প্রদান কর, অন্যথা, নন্দমহারাজের নিকট তোমার এই অন্যায় আচরণ প্রকাশ করিব ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পুনরপি সাম্নৈবাহুঃ, স্যাম দাস্যো ভবামেতি দন্ত্যসকারপাঠশ্চিৎসুখসম্মতঃ। শ্যামেতি তালব্যশকারপাঠে দাস্যঃ সত্যস্তবোক্তং করবামেতি। রাজ্ঞি ত্বয়ি প্রজানামস্মাকং দাস্যং সমুচিতমেবেতি ভাবঃ। বস্তুতস্ত তন্মিষেণৈব স্বাত্মানমর্পয়ামাসুঃ। সুন্দরস্য তবাস্মাভির্যদ্দাস্যং সম্ভবেত্তত্র অব্যক্তং করবামেতি। কাশ্চিৎ প্রখরা ভেদং প্রযুঞ্জতে। হে ধর্ম্মজ্ঞেতি স্ত্রীধনহরণান্নগ্নস্ত্রীদর্শনাচ্চ তবাধর্ম্মো ভাবীতি ভাবঃ। তস্যাধর্ম্মাদ্ভয়মনালোচ্য দৃষ্টং ভয়ং দর্শয়ন্তি। নো চেদ্রাজ্ঞেতি দ্বিবিধো ভেদঃ। রাজ্ঞে নন্দায় কংসায় বা ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুনরায় সাম-নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন—হে সুন্দর! আমরা দাসী, 'স্যাম দাস্যং'—এইরূপ দন্ত্যসকারান্ত পাঠ চিৎসুখ-সম্মত। 'শ্যাম'—এইরূপ তালব্যশকারান্ত পাঠে, হে শ্যামসুন্দর! আমরা দাসী হইয়া তোমার বাক্য প্রতিপালন করিব। রাজা তোমার প্রতি প্রজা আমাদের দাস্য সমুচিতই—এই ভাবার্থ। বস্তুতঃ সেই ছলেই আত্ম-সমর্পণ করিলেন। সুন্দর তোমার প্রতি আমাদিগের যেরূপ দাস্য সম্ভব, তাহা 'অব্যক্তং'—না বলিলেও (অথবা নির্ব্বিচারে) পালন করিব। প্রখরা কোন কুমারী 'ভেদ-নীতি' অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—হে ধর্ম্মজ্ঞ! স্ত্রীধন হরণ ও নগ্ন স্ত্রী দর্শনে তোমার অধর্ম্ম হইবে—এই ভাব। অধর্ম্ম হইতে তাঁহার ভয় নাই বিবেচনা করিয়া দৃষ্ট ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। 'নো চেৎ রাজ্ঞে'—যদি প্রদান না কর, তাহা হইলে রাজার নিকট বলিয়া দিব। এখানে রাজা শব্দে কংস কিম্বা নন্দ, উভয়ই হইতে পারে ॥ ১৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তং বা করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ॥১৬

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(অয়ি) শুচিস্মিতাঃ (শুদ্ধহাসাঃ গোপ্যঃ!) ভবত্যঃ (যূয়ং) যদি মে (মম) দাস্যঃ ময়া উক্তং চ করিষ্যথ (তদা) অত্র আগত্য স্ববাসাংসি (স্ববস্ত্রাণি) প্রতীচ্ছত (গৃহ্ণন্তু) নোচেৎ অহং ন প্রদাস্যে (ন দাস্যামি) রাজা (নন্দমহারাজঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্ মম) কিং করিষ্যতি (কিমপি ন কর্ত্তুং অর্হতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে শুদ্ধহাসিনি, গোপীগণ, তোমরা যদি আমার দাসী এবং আদেশ পালনকারিণী হও তাহা হইলে এখানে আসিয়া নিজ নিজ বস্ত্র গ্রহণ কর, অন্যথা আমি তাহা প্রদান করিব না। নন্দমহারাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিতে পারেন? ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং বচোভিরেব তাঃ পরাজিত্য নির্ব্বচনীকুর্ব্বন্নাহ,—ভবত্য ইতি। প্রথমমেতেনৈব ভবতীনাং সত্যং পরীক্ষে। সত্যাৎ প্রচ্যুতাভ্যস্তু ভবতীভ্যো নৈব প্রদাস্যে ইতি ভাবঃ। শুচিস্মিতাঃ সত্য ইতি যদ্যত্র ধর্ম্মপরীক্ষায়াং মুখম্লানিঃ স্যাত্তদপি নৈব দাস্যে ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু শুচিঃ শৃঙ্গারস্তন্ময়স্মিতা ইতি। স্বস্মিন্নুদ্ভূতং ভাবং জ্ঞাপয়তি। কিঞ্চ, ময়ি প্রবলে সামৈব বঃ কার্য্যসাধকং নতু ভেদ ইত্যাহ—নোচেদিতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাদিগের কথার দ্বারাই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাক্ করতঃ বলিতেছেন—'ভবত্যঃ', অর্থাৎ তোমরা যদি আমার দাসী ও আদেশ পালনকারিণী' হও, তাহা হইলে আমি বলিতেছি—এইস্থলে আগমনপূর্ব্বক স্ব স্ব বসন গ্রহণ কর। 'শুচিস্মিতাঃ'—হে শুদ্ধহাসিনি। প্রথমতঃ ইহার দ্বারাই তোমাদিগের সততা পরীক্ষা করিতেছি। যদি সত্য হইতে প্রচ্যুত (ভ্রষ্ট) হও, তাহা হইলে আমি প্রদান করিব না—এই ভাব। বিমলহাস্যযুক্ত হইয়া আগমন কর, যদি এই ধর্ম্ম পরীক্ষায় মুখ ম্লান হয়, তাহা হইলে কখনই প্রদান করিব না—এই ভাবার্থ। বাস্তবিক পক্ষে 'শুচি' বলিতে শৃঙ্গার, তন্ময় নির্ম্মল হাস্যযুক্ত হইয়া। ইহাতে নিজের উদ্ভূত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। আরও, প্রবল আমাতে সামনীতিই তোমাদের কার্য্যসাধক হইবে, কিন্তু ভেদনীতি নহে, ইহা বলিতেছেন—'নো চেৎ', অন্যথা আমি প্রদান করিব না, গোপরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার কি করিবেন, পরন্তু স্নেহবশতঃ কিছুই করিবেন না ॥ ১৬ ॥

ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং যোনিমাচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ শীতকর্শিতাঃ (শীতেন কৃশাঃ) শীতবেপিতাঃ (শীতেন কম্পিতাশ্চ) সর্ব্বাঃ দারিকাঃ (কুমার্য্যঃ) পাণিভ্যাং যোনিং আচ্ছাদ্য জলাশয়াৎ প্রোত্তেরুঃ (তীরং উত্থিতাঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তখন শীতবশতঃ কৃশা এবং কম্পমানকলেবরা কুমারীগণ হস্তদ্বয়ে অধোদেশ আচ্ছাদনপূর্ব্বক জলাশয় হইতে উত্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ অয়ি সখ্যঃ, স্ববাচৈব পরাভূতা বয়মভূমৈব যদি পুনরথাপি বিলম্বিষ্যামহে এতন্মধ্য এব কশ্চিদন্য মনুষ্যশ্চেদায়াতি তদা স্ফুটমিতোঽপি মহাবিড়ম্বনাম্বুধৌ পতিষ্যামঃ। কিঞ্চ, এতদঙ্গস্পর্শপ্রাপ্ত্যাশা মহাবলবতী দুর্ব্বারা বভূব যা খল্বত্রৈব নিমজ্জ্য মর্ত্তুমপি ন দদাতি। তদেতদ্বিধাত্রাস্মাকং ললাটে লিখিতমন্যথা ন ভবেদিত্যতোঽস্য প্রিয়তমস্যৈব হঠং পুরস্কৃত্য স্বহঠং রসাতলে প্রস্থাপ্য লজ্জায়ৈ জলাঞ্জলিং দত্ত্বা নেত্রাণি মুদ্রয়িত্বা প্রাপ্তৈরন্ধকারৈরেব স্বস্বশরীরাণ্যাচ্ছাদ্য জলাদস্মাত্তটং গচ্ছাম ইতি মন্ত্রণাং মিথোদৃঢ়ীকৃত্য তাঃ কৃষ্ণসমীপং জগ্মুরিত্যাহ,—তত ইতি। প্রোত্তেরুঃ নির্জ্জগ্মুঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তদনন্তর তাঁহারা আপন আপন সখীদিগকে বলিলেন—হে সখীগণ! আমরা আপন বাক্যেই পরাভূত হইলাম। এখন যদি আরও বিলম্ব করি, তাহা হইলে ইতি মধ্যেই যদি অন্য কোনও পুরুষ আগমন করে, তবে নিশ্চয় জানিও—ইহা হইতেও মহাবিড়ম্বনা-সাগরে পতিত হইব। বিশেষতঃ ইহাঁর অঙ্গস্পর্শ-প্রাপ্তির আশা মহাবলবতী হইয়াছে, যে আশা আমাদিগকে এই যমুনাজলে নিমজ্জিতা হইয়া মরিতেও দিতেছে না, অতএব বিধাতা আমাদিগের কপালে ইহাই লিখিয়াছেন; তাহা না হইলে এইরূপ হইত না। সুতরাং এই প্রিয়তমের হঠই অগ্রে করিয়া আপন হঠ রসাতলে পাঠাইয়া লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া নেত্র মুদ্রিত করিলে প্রাপ্ত অন্ধকার দ্বারা স্ব স্ব দেহ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক এই জল হইতে তটে গমন করি। তাঁহারা সকলে এই মন্ত্রণা দৃঢ় করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমন করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। প্রোত্তেরুঃ'—যমুনা হইতে তীরে উত্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥

ভগবানাহতা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ॥১৮

অন্বয়ঃ—শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ (শুদ্ধেন ভাবেন প্রেম্ণা প্রসাদিতঃ) ভগবান্ আহতাঃ (সম্যক্ প্রকারেণৈব মৃতা ইব) বীক্ষ্য প্রীতঃ (সন্) স্কন্ধে বাসাংসি নিধায় সস্মিতং (সহাসং) প্রোবাচ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে লজ্জায় মৃতপ্রায় দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের শুদ্ধভাবে প্রসন্ন হইয়া স্কন্ধে বস্ত্রসকল গ্রহণপূর্ব্বক সহাস্য বদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—আ সম্যক্ প্রকারেণৈব হতা মৃতা ইব বীক্ষ্য কুলজানাং মরণাদপ্যধিক ঈদৃশো লজ্জাত্যাগঃ সোঽপি মদনুরোধেনৈবাভিঃ কৃত ইতি মনসৈবাধিগতো যঃ শুদ্ধো নিরুপাধির্ভাবঃ প্রেমা তেন প্রসাদিতঃ।

স্কন্ধে নিধায়েতি তাসামঙ্গসৌরভ্যপ্রাপ্তিলোভাদেব অথচ ভবতীনামধোবস্ত্রাণ্যপি ময়া স্বস্কন্ধে ধার্য্যতে ইতি তাসু স্বপ্রণয়ঃ আদরশ্চ দর্শিতঃ। প্রকর্ষেণোবাচ সপরামর্শমুবাচেত্যর্থঃ। তত্রায়ং পরামর্শঃ,—স্ত্রীজাতিমাত্রেণাপি দুষ্করং কৃত্যমাভির্মৎপ্রেমোপরোধেন কৃতম্। কিঞ্চ, ইতোঽপ্যন্যদাত্যন্তিকং দুষ্করং কৃত্যমস্তি। তদেতাভিঃ শক্যমশক্যং বেতি মদ্বিষয়কপ্রেম্নঃ শক্তেরিয়ত্তাং দিদৃক্ষে ইতি, সস্মিতমিতি ভোঃ স্বমুখেনৈবাঙ্গীকৃত-মদ্দাস্যং "করবাম তবোদিত"মিতি যুষ্মদ্বচনস্য পরীক্ষামধুনাহং করিষ্যে ততো যদুত্তীর্ণা ভবিতুং শক্নুথ তদৈব যুষ্মদ্বসনানি মদীয়াত্মমনঃপ্রাণশরীরৈঃ সহিতান্যেব কৃত্বা দাস্যামীতি ভাবঃ ॥১৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আহুতাঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আহুতা, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে মৃতার ন্যায় 'বীক্ষ্য'—অবলোকনপূর্ব্বক, 'শুদ্ধভাব-প্রসাদিতঃ'—কুলরমণীগণের এইপ্রকার লজ্জাত্যাগ মরণ হইতেও অধিক, তাহাও (সেই লজ্জাত্যাগও) আমার অনুরোধেই ইহাঁরা করিয়াছে, এইরূপ মনের দ্বারা প্রাপ্ত যে শুদ্ধ-ভাব, অর্থাৎ নিরূপাধিক প্রেম, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া, 'স্কন্ধে নিধায়'—তাঁহাদিগের অঙ্গসৌরভ্য প্রাপ্তির লোভেই স্বীয় স্কন্ধে বস্ত্রগুলি ধারণ করিলেন, অথচ কুমারীদিগকে দেখাইলেন যে তোমাদিগের অধোবসনগুলিও আমি স্বস্কন্ধে ধারণ করিয়াছি, ইহার দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি স্বীয় প্রীতি ও আদর দেখান হইল। তারপর হাস্য করিতে করিতে 'প্রোবাচ'—প্রকর্ষরূপে পরামর্শপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—এই অর্থ। তদ্বিষয়ে পরামর্শ এইরূপ—স্ত্রীজাতিমাত্রেরই দুষ্কর কার্য্য আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ ইহাঁরা করিয়াছে। হাস্য করিবার তাৎপর্য্য এই—ইহা হইতেও অপর অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্য রহিয়াছে, তাহা ইহাঁদের শক্য বা অশক্য এই মদ্বিষয়ক প্রেমশক্তির ইয়ত্তা দর্শন করিব, এই নিমিত্ত হাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—হে বালাগণ! স্ব-বদনেই অঙ্গীকার করিয়াছ যে, "আমার দাস্য করিবে এবং আমার বাক্য পালন করিবে"—তোমাদের এই বাক্যের পরীক্ষা এখনই আমি করিব। তাহা হইতে যদি সমুত্তীর্ণা হইতে পার, তাহা হইলেই তোমাদিগের বসনসমূহ, মদীয় আত্মা, মনঃ, প্রাণ ও দেহের সহিত প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা
ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্যপনুত্তয়েঽংহসঃ
কৃত্বা নমোঽধোবসনং প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতব্রতাঃ (গৃহীতব্রতনিয়মাঃ) যূয়ং বিবস্ত্রাঃ (নগ্নাঃ সত্যঃ) যৎ অপঃ ব্যগাহত (অপ্সু স্নাতাঃ) তৎ এতৎ উ (এব) দেবহেলনং (অপরাধঃ জাতঃ তস্মাৎ) অংহসঃ (অস্য পাপস্য) অপনুত্তয়ে (নিবৃত্ত্যর্থং) মূর্দ্ধ্নি (মস্তকে) অঞ্জলিং বদ্ধ্বা নমঃ কৃত্বা অধোবসনং (পরিধানবস্ত্রং) প্রগৃহ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে কুমারীগণ, তোমরা ব্রতাবলম্বিনী হইয়া নগ্নভাবে স্নান করায় দেবহেলা-রূপ অপরাধ হইয়াছে অতএব এই পাপের নিবৃত্তির জন্য মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অধোবসন গ্রহণ কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত গূঢ়োঽয়মপরাধো যুষ্মাকং ব্যক্তোঽভূদিত্যাহ,—যূয়ং বিবস্ত্রাঃ সত্যো যদপো ব্যগাহত বাগাহধ্বং তদেতৎ উ এবার্থে দেবস্য জলাধিষ্ঠাতুর্বরুণস্য নারায়ণস্য বা হেলনমপরাধঃ। ননু, দেশাচারোঽয়ং বিশেষতো বালানাং নাপরাধস্তত্রাহ,—ধৃতব্রতা ইতি। অনুষ্ঠিতস্যাস্য ব্রতস্য ফলাভাবস্তুবশ্যম্ভাবীতি ভীষয়তে হন্ত হন্তৈতাদৃশ-বিড়ম্বনমভুদ্রূতফলঞ্চ ন ভবিষ্যত্যতোঽমৃতা অপি বয়ং বিশেষতঃ সুষ্ঠু মৃতাস্তদলং প্রাণত্যাগবিলম্বেনেতি মনোঽনুতাপবতীঃ বিশীর্ণসর্ব্বাঙ্গীবিবর্ণা অতিবিহ্বলা বীক্ষ্য হন্তাসাং মা প্রাণাঃ প্রযাস্তিতি সদ্য এবাতিকৃপয়া স্বয়মেব তস্য প্রায়শ্চিত্তং বদন্ ভোঃ কৃশাঙ্গ্যঃ, মা ভৈষ্টেত্যাশ্বাসয়তি,—বদ্ধেতি। "স্ত্রিয়ো হি যস্য দাস্যো ভবন্তি স এব তাসাং সর্ব্বদেবময়ো নারায়ণ" ইতি শাস্ত্রাদেশাৎ "নারায়ণসমো গুণৈ"রিতি গর্গাদেশাচ্চ। সম্প্রত্যহমেব যুষ্মাকং নারায়ণস্তন্মদভিমুখে এব স্থিতাঃ অংহসোঽপরাধস্যাপনুত্তয়ে নিবৃত্তয়ে নমঃ কৃত্বাঽধোবসনম্ অন্তরীয়বস্ত্রং গৃহ্যতাং, স্ত্রীণামন্তরীয়বাসোভিঃ পুংসো মম প্রয়োজনাভাবাত্তান্যেব দাস্যামি, উত্তরীয়াণি

তু স্বস্যৈবোত্তরীয়াণি করিষ্যামীতি ভাবঃ। ততশ্চ শিরোভিরেব প্রণামে ক্রিয়মাণেঽহো কেবল-শিরঃ-প্রণামো গৌণ এবেত্যুক্তং একপাণিনা নমনোদ্যমমালক্ষ্য "একহস্ত-প্রণাম"শ্চেতি বচনপাঠেন প্রত্যবায়ং দর্শয়িত্বা অঞ্জলিং তাঃ কারয়ামাসিরে। তত্রাপ্যধোঽঞ্জলিমভিপ্রেত্য মূর্দ্ধ্নীত্যুক্তমিত্যাদ্যূহ্যম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! তোমাদিগের গূঢ় এই অপরাধ ব্যক্ত হইয়া পড়িল, ইহা বলিতেছেন—'যূয়ং বিবস্ত্রাঃ', তোমরা বিবসনাবস্থায় যে জলে অবগাহন করিয়াছ, তাহাতেই জলাধিষ্ঠাতা বরুণ কিংবা নারায়ণের নিকট তোমাদিগের অবহেলন বা অপরাধ হইয়াছে। যদি বলেন—এইরূপ দেশাচার, বিশেষতঃ বালিকাগণের ইহাতে কোন অপরাধ হয় না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ধৃতব্রতাঃ', যেহেতু তোমরা ব্রতপরায়ণা হইয়া নগ্নভাবে জলে স্নান করিয়াছ। ইহাতে অনুষ্ঠিত ব্রতের ফলপ্রাপ্তি অবশ্যই হইবে না—এইরূপে তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইলেন। তখন কুমারিকাগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'হায়! হায়! এতাদৃশ বিড়ম্বনা হইল, অথচ ব্রতের ফল লাভও হইবে না, ইহাতে মৃত হইয়াও আমরা বিশেষরূপে মরিলাম, সুতরাং প্রাণত্যাগের বিলম্ব করা উচিত নয়'। তাঁহাদিগকে এইরূপ অনুতপ্তা, বিশীর্ণসর্ব্বাঙ্গী, বিবর্ণা ও অতিবিহ্বলা দেখিয়া 'হায়! ইহাঁদের প্রাণ যেন বহির্গত না হয়', এইরূপ চিন্তাপূর্ব্বক সদ্যই অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহার প্রায়শ্চিত্ত বলিতে 'হে কৃশাঙ্গীগণ! ভীত হইও না'—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন——'বদ্ধাঞ্জলিং'। দেখ, 'স্ত্রীগণ যাহার দাসী হয়, তিনিই তাহাদিগের সর্ব্বদেবময় নারায়ণ'—এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে এবং 'গুণে এই বালক নারায়ণের সমান'—এইরূপ গর্গমুনির আদেশে সম্প্রতি আমিই তোমাদের নারায়ণ। অতএব আমার অভিমুখে অবস্থানপূর্ব্বক অপরাধের নিবৃত্তির নিমিত্ত নমস্কার করিয়া 'অধোবসনং'—তোমাদের অন্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ কর। স্ত্রীলোকের অন্তরীয় বস্ত্রের দ্বারা পুরুষ আমার কোন প্রয়োজন নাই, সেইহেতু তাহাই প্রদান করিব, কিন্তু উত্তরীয় বসন নিজেরই উত্তরীয় করিব—এই ভাবার্থ। তখন তাঁহারা মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলে, 'ওহে! কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম গৌণ।' এইরূপ বলিলেন। তারপর তাঁহাদিগকে একহস্ত দ্বারা প্রণাম করিতে উদ্যত দেখিয়া, 'একহস্তে প্রণাম করা অপরাধ'—এই শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া প্রত্যবায় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে অঞ্জলিবদ্ধ করাইলেন। তাহাতেও নিম্নদিকে অঞ্জলিবদ্ধ করিতে দেখিয়া বলিলেন—'মূর্ধ্নি', অর্থাৎ মস্তকোপরি অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অধোভাগে প্রণাম-পুরঃসর পরিধেয় বসন গ্রহণ কর ॥ ১৯ ॥

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা
মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং
সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজাবলাঃ অচ্যুতেন (কৃষ্ণেন) অভিহিতং (কথিতং) বিবস্ত্রাপ্লবনং (নগ্নস্নানং) ব্রতচ্যুতিং (ব্রতভঙ্গং) ইতি মত্বা তৎপূর্ত্তিকামাঃ (তৎপূরণাভিলাষাঃ সত্যঃ) যতঃ অবদ্যমৃক্ (যস্মাদ্ধেতোঃ সঃ কৃষ্ণঃ পাপমার্জ্জনং অতঃ) তদশেষকর্ম্মণাং (তস্য ব্রতস্য অন্যেষাং অশেষকর্ম্মণাং চ) সাক্ষাৎকৃতং (ফলভূতং তং) নেমুঃ (নমশ্চক্রুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রজকুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথায় নগ্নস্নানে ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার পূরণ কামনায় সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষাৎ ফল কৃষ্ণকেই প্রণাম করিলেন, যেহেতু কৃষ্ণই সমস্ত পাপমার্জ্জনের কর্ত্তা ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ ব্রতবৈগুণ্যং মা ভবতু ভবত্বস্মাকং জাতিকুলধর্ম্মলজ্জাদি সর্ব্বনাশোঽপীতি নিশ্চয়বতীভিস্তাভির্যথাযথৈব প্রেয়ান্ প্রাহ,—তথৈব কৃতমিত্যাহ ইতি। দোষত্বেনাচ্যুতেনাঽভিহিতং বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতস্য চ্যুতিহেতুং মত্বা তস্য ব্রতস্য পূর্ত্তিকামাস্তাস্তদশেষকর্ম্মণাং তস্য ব্রতস্যান্যেষামশেষকর্ম্মণাঞ্চ সাক্ষাৎ কৃতং সাধ্যফলস্বরূপং তং নেমুঃ। সর্ব্বফলস্বরূপে তস্মিন্নেব সন্তুষ্টে কিং ফলমবশিষ্টং স্যাদিতি ভাবঃ। ননু, ফলপ্রাপ্তিরপ্যস্তু দোষোঽপি ভবিষ্যতীত্যত আহ,—যতোঽচ্যুতাদেব অবদ্যমৃক্ সর্ব্বদোষনিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। মৃগিত্যার্ষং, ন হি তৎপ্রসাদবিষয়ী-

ভূতানাং প্রত্যবায়াদিলক্ষণঃ কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর ব্রতবৈগুণ্য যেন না হয়, ইহাতে আমাদের জাতি, কুল, ধর্ম্ম, লজ্জাদি সকল নাশ হয়, হউক—এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক প্রিয়তম যেরূপ যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাঁহারা সেইরূপই করিলেন ইহা বলিতেছেন—'ইতি', অর্থাৎ ব্রজবালাগণ এই প্রকারে দোষত্বরূপে অচ্যুত কর্ত্তৃক কথিত বিবস্ত্র-স্নানকে ব্রতভঙ্গের কারণ মনে করিয়া সেই ব্রতের পূর্ণত্ব-কামনায়, সেই ব্রতের ও অন্যান্য অশেষ কর্ম্মের সাক্ষাৎ সাধ্য ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। সর্ব্ব ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলে কি ফল অবশিষ্ট থাকিতে পারে—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, ফলপ্রাপ্তি হউক, কিন্তু দোষও হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যতঃ অবদ্যমৃক্', যেহেতু সেই কৃষ্ণ হইতেই সর্ব্ব দোষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে—এই অর্থ। এখানে 'মৃক্' ইহা আর্ষ-প্রয়োগ। তাঁহার প্রসাদবিষয়ীভূত বস্তুর প্রত্যবায়াদিরূপ কোনও দোষ থাকিতে পারে না—এই ভাবার্থ ॥ ২০ ॥

———

তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ॥২১

অন্বয়ঃ—ভগবান্ দেবকীসুতঃ তাঃ (কুমারীঃ) তথা অবনতাঃ (প্রণতাঃ) দৃষ্ট্বা তেন (অবনমনেন) তোষিতঃ (সন্তুষ্টঃ) করুণঃ (সদয়শ্চ সন্) তাভ্যঃ (কুমারীভ্যঃ) বাসাংসি (পরিধেয়ানি) প্রাযচ্ছৎ (প্রত্যর্পয়ামাস) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কুমারীগণকে এইরূপে প্রণাম করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট এবং সদয় হইয়া তাহাদিগকে পরিধেয় বসন প্রদান করিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—বাসাংসি সর্ব্বাণ্যেব যতস্তেন প্রণামেন স্ববাঞ্ছিতার্থসাধকেন তোষিতঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাসাংসি'—দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রণাম দ্বারা নিজ বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধ হওয়ায় তোষিত ও করুণান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বসন অর্পণ করিলেন ॥ ২১ ॥

———

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া চ হাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ তেন উক্তং যূয়ং ময়া) দৃঢ়ং প্রলব্ধাঃ (যূয়ং বিবস্ত্রাঃ ইত্যাদিবাক্যেন অত্যর্থং বঞ্চিতাঃ) ত্রপয়া অবহাপিতাঃ (অত্রাগত্য স্ববাসাংসি নয়ধ্বং ইত্যাদিনা লজ্জয়া ত্যাজিতাঃ) প্রস্তোভিতাঃ (সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম ইত্যাদিবাক্যেন উপহসিতাঃ) ক্রীড়নবৎকারিতাঃ চ (বদ্ধাঞ্জলিমিত্যাদিনা ক্রীড়াপুত্তলিকাবৎ সম্পাদিতাশ্চ) বস্ত্রাণি চ অপহৃতানি এব। অথ অপি (শ্রীকৃষ্ণস্য এবং আচরণান্তরমপি) প্রিয়সঙ্গনির্ব্বৃতাঃ (প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গেন সান্নিধ্যেন নির্ব্বৃতাঃ স্বস্থাঃ দোষদৃষ্টিরহিতাঃ) তাঃ (কুমার্য্যঃ) অমুং (শ্রীকৃষ্ণং) ন অভ্যসূয়ন্ (ন দোষদৃষ্ট্যা অপশ্যন্) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন,—হে কুমারীগণ, আমি তোমাদিগকে—"বিবস্ত্রা হইয়া স্নান করায় অপরাধ হয়" ইত্যাদি বাক্যে কেমন বঞ্চিত করিয়াছি, "এখানে আসিয়া নিজ নিজ বসন গ্রহণ কর" ইত্যাদি বাক্যে কেমন লজ্জা ত্যাগ করাইয়াছি, "আমি সত্য বলিতেছি, ইহা পরিহাস নহে" ইত্যাদি বাক্যে কেমন উপহাস করিয়াছি, "বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম কর" ইত্যাদি বাক্যে কেমন ক্রীড়া পুত্তলিকার ন্যায় আচার করাইয়াছি এবং কেমন তোমাদের বস্ত্র হরণ করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ আচরণ করিলেও তদীয় সান্নিধ্যবশতঃ স্বস্থচিত্তা এবং দোষদৃষ্টিরহিতা কুমারীগণ তাঁহার প্রতি অসূয়াগ্রস্ত হইলেন না ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—তিরস্কুর্ব্বতোঽপি স্বপ্রিয়স্যানুকূল্যং তাভিঃ কৃতমন্যৈর্দুষ্করত্বাদ্বিস্ময়েনাভিনন্দতি। দৃঢ়মত্যর্থং প্রলব্ধা বঞ্চিতা "যূয়ং বিবস্ত্রা" ইত্যাদিনা। ত্রপয়া চাবহাপিতাস্ত্যাজিতাঃ "অত্রাগত্য স্ববাসাংসী"-ত্যাগ্রহেণ, প্রস্তোভিতা উপহসিতাঃ "সত্যং ব্রুবাণি নো নর্ম্ম" ইত্যাদিনা। ক্রীড়নং ক্রীড়োপকরণং যন্ত্রপুত্রিকাদি তদ্বৎ কারিতাঃ কৃতাঃ "বদ্ধাঞ্জলি"মিত্যাদি প্রায়শ্চিত্তচ্ছলেন নাভ্যসূয়ন্ দোষদৃষ্ট্যা নাপশ্যন্। প্রিয়স্য তথা কৃতবতোঽপি সঙ্গেন নির্ব্বৃতাঃ প্রিয়ত্বাদেব

প্রিয়কৃতং দুঃখপ্রদানমপি সুখত্বেনৈবানুভবন্ত্য ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিড়ম্বিত হইয়াও স্বপ্রিয়ের আনুকূল্যই তাঁহারা করিয়াছিলেন, যাহা অন্যের পক্ষে দুষ্কর, এইজন্য বিস্মিত হইয়া শ্রীল শুকদেব তাঁহাদিগের অভিনন্দন করিতেছেন—'দৃঢ়ং প্রলব্ধাঃ' ইত্যাদি। সেই কুমারীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক "তোমরা বিবস্ত্রা হইয়া জলাবগাহনে অপরাধিনী হইয়াছ" ইত্যাদি বাক্যে অত্যন্ত বঞ্চিতা, "এখানে আসিয়া আপন আপন বসন গ্রহণ কর" ইত্যাদি আগ্রহে লজ্জা বিসর্জ্জন, "আমি সত্য বলিতেছি, মিথ্যা কথা নহে" ইত্যাদি বাক্যে উপহসিতা, "মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া প্রণাম কর" ইত্যাদি বাক্যে প্রায়শ্চিত্তচ্ছলে ক্রীড়নবৎ অর্থাৎ পুত্তলিকার ন্যায় কৃত হইয়া এবং অপহৃত-বসনা হইয়াও তাঁহাকে দোষদৃষ্টিতে দর্শন করিলেন না, যেহেতু সেইরূপ আচরণ করিলেও প্রিয়তমের সঙ্গ দ্বারা তাঁহারা পরম নির্বৃতা হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রিয়ত্বহেতু প্রিয়কৃত দুঃখ-প্রদানকেও সুখত্বরূপে অনুভব করিয়াছিলেন—এই ভাবার্থ ॥২২॥

পরিধায় স্ববাসাংসি প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ ।
গৃহীতচিত্তা নো চেলুস্তস্মিন্ লজ্জায়িতেক্ষণাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—প্রেষ্ঠসঙ্গমসজ্জিতাঃ (প্রিয়তমসঙ্গমেন বশীকৃতাঃ তাঃ) স্ববাসাংসি পরিধায় গৃহীতচিত্তাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন আকৃষ্টচিত্তাঃ) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) লজ্জায়িতেক্ষণাঃ (লজ্জায়িতং লজ্জাবিলসিতং ঈক্ষণং দৃষ্টিঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) নো চেলুঃ (ন চলিতাঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তমসঙ্গমে বশীকৃতা কুমারীগণ বসনপরিধান করিয়াও শ্রীকৃষ্ণাকৃষ্ট-চিত্ত হওয়ায় তথা হইতে চলিতে পারিলেন না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি লজ্জা-বিলসিত দৃষ্টিপাতসহকারে তথায়ই অবস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেষ্ঠস্য সঙ্গমেন সজ্জিতাস্তস্মিন্নেবাত্যধিকমাসক্তীকৃতাঃ। যথা কৃষ্ণেন তাসাং বসনানি গৃহীতানি তথা গৃহীতং তস্যাপি চিত্তং যাভিস্তা ইতি পরস্পরপ্রেমাশ্রয়ত্বমুক্তম্। অত্র "ময্যেতাঃ পরমাসক্তা" ইতি কৃষ্ণেন যথা জ্ঞাতং, তথৈব কাত্যায়নীপ্রসাদাদস্মাস্বপি অয়মাসক্ত ইতি তাভিরপ্যবগম্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জায়িতং প্রাপ্তং ঈক্ষণং যাসাং তথাভূতাঃ সত্যো ভাবোত্থজাড্যাদেব ন চেলুঃ। যা খলু কৃষ্ণেন নিষ্কাষিতা তাভিরপি তিরস্কৃতা তদঙ্গেভ্যো নিসৃত্য দূরং গতাভূৎ, সা লজ্জা পুনঃ পরাবৃত্ত্যা যান্তী নয়নেন কৃতং তৎসাহায্যেন কৃষ্ণসমীপং নীয়মানা কৃষ্ণাল্লব্ধাতিপ্রসাদা পুনস্তাসামঙ্গেষু পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমধিকারং প্রাপেত্যুৎপ্রেক্ষা ধ্বনিতা ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেষ্ঠসঙ্গম-সজ্জিতাঃ'—প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গমে তাঁহাতেই অত্যধিক আসক্তীকৃতা (বশীভূতা) কুমারীগণ। যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের বসনগুলি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ পরস্পর প্রেমাশ্রয়ত্ব বলা হইল। এখানে শ্রীকৃষ্ণ যেমন 'ইহাঁরা আমাতেই পরমাসক্ত' এইরূপ জানেন, সেইরূপ 'কাত্যায়নী-প্রসাদে আমাদের প্রতি এই কৃষ্ণ আসক্ত'—তাঁহারা ইহা জানিয়া, কৃষ্ণের প্রতি লজ্জাবিলসিত দৃষ্টিপাতে ভাবোত্থ জাড্য-বশতঃই তথা হইতে চলিতে পারিলেন না। যাহা পূর্ব্বে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিষ্কাষিত এবং তাঁহাদিগের দ্বারাও তিরস্কৃত হইয়া তাঁহাদিগের অঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছিল, সেই লজ্জা পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক নয়নের সাহায্যে কৃষ্ণসমীপে নীয়মান হওয়ায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক অতিশয় প্রসাদপ্রাপ্ত হইয়া পুনরায় তাঁহাদিগের অঙ্গসমূহে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধিকার প্রাপ্ত হইল (অর্থাৎ এখন লজ্জা আসিয়া তাঁহাদিগকে আবৃত করিল)—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া ।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ দামোদরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া (স্বস্যপাদয়োঃ স্পর্শঃ পত্নীত্বেন ভক্ত্যা অত্যন্তসান্নিধ্যং তস্য কাম্যয়া অভিলাষেণ) ধৃতব্রতানাং (গৃহীতকাত্যায়নীব্রতানাং) তাসাং সঙ্কল্পং (অভিলাষং) বিজ্ঞায় অবলাঃ (গোপকুমারীঃ প্রতি) আহ ॥২৪

অনুবাদ—কুমারীগণ পত্নীরূপে তদীয় পাদস্পর্শ কামনায় কাত্যায়নীব্রত গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ভো রসিকশেখর, অস্মাভির্ব্রতফলং প্রাপ্তমেব যদসাধারণং বিড়ম্বনং ত্বয়া কৃতং তেনাপি প্রাণা ন নির্য্যাপিতাঃ, প্রত্যুত ত্বদনুরোধেন সন্তোষিতা এব। কিঞ্চ, জলাদস্মানুত্থাপ্য নানাচাতুর্য্যসৃষ্ট্যা অস্মৎসর্ব্বাঙ্গানীক্ষিত্বা অস্মৎপরিধানীয়বাসাংসি স্বীয়স্কন্ধধৃতানি কৃত্বৈবাস্মভ্যং স্বমনোরত্নেন সার্দ্ধং দত্তবতা ত্বয়া যৎকিঞ্চিদুক্তম্, তস্য চ প্রত্যুত্তরতয়া অস্মাভিঃ সলজ্জাবলোকনমেব তুভ্যং দত্তং, অনেনাস্মাকং ত্বয্যপরাধো বা ত্বৎপ্রীণনং বেত্ত্যজানতীরস্মানুগ্ধাঃ প্রতি যত্তে বিবক্ষিতং তৎ খলু দেশকালপাত্রাভিজ্ঞস্ত্বং ব্রূহি তৎছ্রুত্বৈব গৃহং যাম ইতি। তত্র প্রত্যুত্তরয়িষ্যতো ভগবতঃ সর্ব্বাভিজ্ঞত্বমেকেন ততস্তৎ প্রত্যুত্তরঞ্চাহ,—ত্রিভিস্তাসামিতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রসিকশেখর! আমরা ব্রতফল ভালভাবেই প্রাপ্ত হইলাম, যে অসাধারণ বিড়ম্বনা তুমি করিলে, তাহাতেও আমাদিগের প্রাণ নির্য্যাপিত না হইয়া বরং তোমার অনুরোধে সন্তুষ্টই হইয়াছে। আরও, জল হইতে আমাদিগকে উত্থাপন করাইয়া নানা চাতুর্য্য-সৃষ্টিতে আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ দর্শন করতঃ আমাদিগের পরিধেয় বস্ত্রগুলি স্বীয় স্কন্ধে ধারণপূর্ব্বক স্বমনোরত্নের সহিত তাহা আমাদিগকে প্রদানকালে তুমি যে কিছু বলিয়াছিলে, এবং তাহার প্রত্যুত্তররূপে আমরা সলজ্জ অবলোকনই তোমাকে প্রদান করিয়াছি, ইহাতে আমাদিগের তোমার প্রতি অপরাধ বা তোমার প্রীতিজনক হইল, তাহা জানি না। কিন্তু মুগ্ধা আমাদিগের প্রতি তোমার যাহা বলিবার ইচ্ছা, তাহা দেশকাল-পাত্রাভিজ্ঞ তুমিই বল, তাহা শ্রবণ করিয়া আমরা গৃহে গমন করি। তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানকারী ভগবানের এক শ্লোকে সর্ব্বাভিজ্ঞত্ব এবং তারপর তিনটি শ্লোকে প্রত্যুত্তর বলিতেছেন—'ভাসাম্' ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধ্ব্যঃ, ভবতীনাং (যুষ্মাকং) মদর্চ্চনং (মম অর্চ্চনরূপঃ) সঙ্কল্পঃ বিদিতঃ (লজ্জয়া অপ্রকাশিতোঽপি ময়া জ্ঞাতঃ এব) সঃ অসৌ (সঙ্কল্পঃ) ময়া অনুমোদিতঃ (অতঃ) সত্যঃ ভবিতুং অর্হতি ॥২৫॥

অনুবাদ—হে সাধ্বীগণ! তোমরা যে আমার অর্চ্চনারূপ সঙ্কল্প করিয়াছ তাহা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। ঐ সঙ্কল্প আমার অনুমোদিত অতএব উহা সত্য হইবে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—হে সাধ্ব্যঃ, ভবতীনাং মদর্চ্চনং মদীয়সুখোৎপাদকমদ্বিষয়কারাধনমেব সঙ্কল্পো মনোরথঃ স চ লজ্জয়া যুষ্মাভিরকথিতোঽপি ময়া বিদিতোঽনুমোদিতশ্চ। নিষ্কৈতবত্বাৎ সত্যশ্চ অতএব ভবিতুমর্হত্যেব ভবতীনাং মৎসুখতাৎপর্য্যাৎ মমাপি প্রেমবশ্যত্বাৎ কাত্র খল্বসম্ভাবনেতি ভাবঃ। অত্র কৃপাশক্তিরেব তাস্বধিকমুদ্ভাবিতং তৎ প্রেমবশমপি তত্তল্লীলাবিষ্টমপি ভগবন্তমৈশ্বর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তৎপ্রাপ্ত্যর্থককাত্যায়ন্যর্চ্চনকৃচ্ছ্রং জ্ঞাপয়ামাস, তৎফলঞ্চ প্রদাপয়ামাস। তাস্তু "নারায়ণসম" ইতি গর্গোক্ত্যেবায়ং স্বং নারায়ণং মন্যতে স্মেতি জানন্তি স্মেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে সাধ্বীগণ! 'ভবতীনাং মদর্চ্চনম্'—তোমাদিগের মদীয় সুখোৎপাদক মদ্বিষয়ক আরাধনারূপ সঙ্কল্প, কিম্বা মদ্বিষয়ক পতিভাবময় প্রেমাত্মক মনোরথ, তাহা তোমরা লজ্জাবশতঃ নিজ মুখে না বলিলেও আমি অবগত আছি এবং তাহা অনুমোদনও করিলাম। নিষ্কৈতব (কপটতাশূন্য) বলিয়া তাহা সত্য হইবার যোগ্য। তোমাদিগের আমার সুখই তাৎপর্য্যহেতু এবং আমারও প্রেমবশ্যত্বহেতু এই বিষয়ে কি অসম্ভাবনা থাকিতে পারে—এই ভাব। এখানে কৃপাশক্তিই তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক উদ্ভাবিত সেই প্রেমবশ ও সেই সেই লীলাবিষ্ট ভগবান্‌কেও ঐশ্বর্য্য স্ফোরণ করাইয়া তাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনাকৃচ্ছ্রতা জ্ঞাপন করাইলেন এবং তাহার ফলও প্রদান করাইলেন। ব্রজকুমারীগণ কিন্তু 'নারায়ণের সমান গুণ'—এই গর্গমুনির উক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের 'নারায়ণ' বলিয়া মনে করিতেন—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতা কৃথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥২৬

অন্বয়ঃ—ময়ি আবেশিতধিয়াং (সমাহিতচেতসাং) কামঃ (বাসনা) কামায় (পুনঃ কামভোগায়) ন কল্পতে (ন ভবতি বিষয়মহিম্না কামস্যাপি শান্তি-হেতুত্বাৎ) (অত্র দৃষ্টান্তমাহ) ভর্জিতাঃ (দগ্ধাঃ) কৃথিতাঃ (পক্বাঃ) ধানাঃ (যবাদয়ঃ) প্রায়ঃ বীজায় (অঙ্কুরজননায়) ন ঈশতে (ন প্রভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে কুমারীগণ, ভর্জ্জিত এবং অগ্নিসিদ্ধ যবাদি ধান্য যেরূপ পুনরায় অঙ্কুর-উৎপাদনে সমর্থ হয় না, সেইরূপ, যাহারা আমার প্রতি চিত্ত অর্পণ করিয়াছে তাহাদের বাসনাও পুনরায় কাম ভোগার্থ কল্পিত হয় না ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্চ কৃচিৎকং মদর্চ্চনং সকৈতব-ত্বাদসত্যমযথার্থং তদপি ময়া স্বসাদ্গুণ্যাৎ সত্যমেব ভবিতুমর্হমেবং কর্ত্তুং শক্যতে কিং পুনঃ পরমশুদ্ধ-মহোত্তমপ্রেমময়ো ভবতীনাং মদারাধন-মনোরথ ইত্যাহ,—নেতি। কামঃ সকামত্বলক্ষণং কৈতবং কামায় তৎফলায় অযথার্থায় কামভোগায় ন কল্পতে কিন্তু বিষয়মহিম্না কামশান্ত্যায় এব অত্র দৃষ্টান্তঃ—ভর্জ্জিতা ইতি। অত্র ধানাশব্দেন যবা এবোচ্যন্তে, তে চ যবাঃ খলু পঙ্কিলে ভূমাবুপ্তাঃ প্ররোহন্তি তএব সূর্য্যকান্তরত্ন-ভূমাবুপ্তাস্তাপেন ভর্জ্জিতা ভবন্তি ততো বৃষ্টিজলেন সিক্তাঃ কৃথিতা রন্ধিতা বীজায় অঙ্কুরোদ্গমায় নেশতে ন সমর্থাঃ স্যুঃ। প্রায় ইতি যথেত্যর্থঃ। যথাহ—বিশ্বপ্রকাশঃ "প্রায়শ্চানশনে মৃত্যৌ"—"প্রায়ো বাহু-ল্যতুল্যয়ো"রিতি মেদিনী চ। নেষ্যত ইতি চ পাঠ-শ্চিৎসুখসম্মতস্তত্রৈকত্বমার্ষম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথাও আমার অর্চ্চনা কপটতাহেতু অসত্য ও অযথার্থ হইলেও তাহা আমি স্বসাদ্গুণ্যবশতঃ সত্যে পরিণত করিতে সমর্থ, তাহাতে পরমশুদ্ধ মহোত্তম প্রেমময় তোমাদিগের মদ্বিষয়ক মনোরথের কথা কি বক্তব্য?—ইহা বলিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। 'কামঃ'—সকামত্বরূপ কপটতা 'কামায়'—কামভোগার্থ কল্পিত হয় না, কিন্তু বিষয়মহিমায় (অর্থাৎ আমাতে আবেশিতচিত্ত হওয়ায়) তাহা কাম-শান্তের নিমিত্ত হইয়া থাকে। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'ভর্জ্জিতাঃ', ধান-শব্দে এখানে যব বলা হইয়াছে, সেই যবসমূহ পঙ্কিল ভূমিতে বপন করিলে অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু তাহাই সূর্য্যকান্তরত্নভূমিতে বপন করিলে তাপের দ্বারা ভর্জিত হয়, তারপর বৃষ্টিজলে সিক্ত হইয়া কৃথিত (রন্ধিত) হইলে যেমন (প্রায়ই) অঙ্কুর উদ্গ-মনে সমর্থ হয় না। এখানে 'প্রায়'-শব্দ 'যথা' অর্থে। বিশ্বপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—'প্রায়-শব্দ অনশনপূর্ব্বক মৃত্যু বুঝায়'। মেদিনীকোষে বলা হইয়াছে—'প্রায়-শব্দ বাহুল্য ও তুল্য অর্থ।' 'নেশতে'—এই স্থলে 'নেষ্যতে'—পাঠ চিৎসুখ-সম্মত, তাহাতে একবচন আর্ষ-প্রয়োগ ('নেষ্যন্তে'—এইরূপ হইবে)। [শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'প্রায়ঃ' শব্দের উল্লেখে শ্রীভগবদি-চ্ছায় পুনরায় প্ররোহও (অঙ্কুরোদ্গম বা বাসনার উদ্গমও) সূচনা করিতেছেন, যেমন ধ্রুব প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়।] ॥ ২৬ ॥

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অবলাঃ, (যূয়ং) সিদ্ধাঃ (পূর্ণ-মনোরথাঃ জাতাঃ) ব্রজং যাত (গচ্ছত) সতীঃ (সত্যঃ ভবত্যঃ) যৎ (ফলং) উদ্দিশ্য ইদং আর্য্যার্চ্চনং (কাত্যায়নীপূজনরূপং) ব্রতং চেরুঃ (আচরিতবত্যঃ তৎফলসম্পাদনার্থং) ময়া (সহ) ইমাঃ ক্ষপাঃ (আগামিনীঃ রাত্রীঃ) রংস্যথ (বিহারং করিষ্যথ) ॥২৭

অনুবাদ—হে অবলাগণ তোমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, সম্প্রতি ব্রজে গমন কর। হে সতীগণ, তোমরা যে ফলের উদ্দেশ্যে এই কাত্যায়নীপূজাব্রত আচরণ করিয়াছিলে, তাহার সম্পাদনের জন্য আগামী রাত্রিসকল আমার সহিত বিহার করিবে ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাথমিকস্য রমণস্য শুভঃ সময়ো রাত্রিরেবেত্যভিপ্রেত্যাহ,—যাতেতি। সিদ্ধা এব যূয়ং মাধুর্য্যপোষকেন নরলীলত্বেনৈব সাধকত্বাভিমান ইতি ভাবঃ। ইমাঃ সন্নিহিতাঃ। রংস্যথ রংস্যধ্বে। যৎ রমণম্। আর্য্যা দুর্গা। সতীঃ সত্যো ভবত্যঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাথমিক রমণের শুভ সময় রাত্রি, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—'যাত', এখন তোমরা ব্রজে গমন কর। (আগামিনী শারদীয়া রজনীসমূহে

আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে)। 'সিদ্ধাঃ' —তোমরা নিত্যসিদ্ধই, কিন্তু মাধুর্য্যপুষ্টির নিমিত্ত নরলীলোপযোগিত্বহেতু তোমাদিগের সাধকত্ব অভিমান—এই ভাব। 'ইমাঃ ক্ষপাঃ'—এই সন্নিহিত রাত্রিসমূহে (অর্থাৎ আগামিনী শারদীয়া রজনীসমূহে)। 'রংস্যথ'—রংস্যধ্বে, আমার সহিত বিহার করিবে। 'যৎ'—আমার সহিত ক্রীড়া (রমণ) করিবার উদ্দেশ্যে। 'আর্য্যার্চ্চনং—আর্য্যা দুর্গা, অর্থাৎ কাত্যায়নীদেবীর অর্চ্চনরূপ এই ব্রতাচরণ করিয়াছ। 'সতীঃ'—প্রথমার বহুবচন 'সত্যঃ' হইবে, অর্থাৎ তোমরা সতী (সাধ্বী) রমণীগণ ॥২৭॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্যস্তৎপদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুর্ব্রজম্ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবতা ইতি (পূর্ব্বোক্তং) আদিষ্টাঃ লব্ধকামাঃ (প্রাপ্তমনোরথাঃ) কুমারিকাঃ তৎপদাম্ভোজং (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগং) ধ্যায়ন্ত্যঃ (চিন্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) কৃচ্ছ্রাৎ (অতীব মনোদুঃখেন ভগবন্তং পরিত্যজ্য) ব্রজং নির্বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ এইরূপ আদেশ করিলে পূর্ণ-কামা কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মযুগল চিন্তাসহকারে অতিকষ্টে ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচ্ছ্রাদিতি। তেন তাসাং মনোনেত্রাদ্যাহরণাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচ্ছ্রাৎ'—তাঁহাদিগের মনঃ, নেত্রাদি শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃত হওয়ায় তাঁহারা অতিকষ্টে ব্রজে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

অথ গোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্গতো দূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজঃ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) গোপৈঃ পরিবৃতঃ সহাগ্রজঃ (বলদেবেন সহ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ গাঃ চারয়ন্ বৃন্দাবনাৎ দূরং গতঃ (বভূব) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপগণে পরিবৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারণ করিতে করিতে বৃন্দাবন হইতে দূরে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোপকন্যাপ্রসাদস্য প্রস্তুত্যারোহিতঃ স্মৃতৌ। যজ্ঞপত্নীপ্রসাদোঽতস্তং বিবক্ষুরভূন্মুনিঃ ॥ অথেতি সময়ান্তরব্যঞ্জকং কদাচিৎ নিদাঘার্ত্তাবিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধুনা গোপকন্যাদিগের প্রসাদ বর্ণন করিয়া তৎপ্রস্তাবসাদৃশ্য-হেতু যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি প্রসাদ বলিতে আরম্ভ করিলেন—'অথ', অনন্তর কোনও নিদাঘসময়ে, এই অর্থ ॥ ২৯ ॥

নিদাঘার্কাতপে তিগ্মে ছায়াভিঃ স্বাভিরাত্মনঃ।
আতপত্রায়িতান্ বীক্ষ্য দ্রুমানাহ ব্রজৌকসঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(তত্র দূরবনে) তিগ্মে (প্রখরে) নিদাঘার্কাতপে (গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যকিরণে) স্বাভিঃ (স্বকীয়াভিঃ) ছায়াভিঃ (করণভূতাভিঃ) আত্মনঃ (স্বস্য স্বকীয়ানামিত্যর্থঃ) আতপত্রায়িতান্ (ছত্রায়িতান্) দ্রুমান্ বীক্ষ্য (শ্রীকৃষ্ণঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিবালকান্) আহ (উবাচ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—সেখানে প্রখর নিদাঘ-রবিকিরণে বৃক্ষগণ স্বকীয় ছায়াদ্বারা ছত্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে দেখিয়া ভগবান্ ব্রজবাসিগণকে বলিতে লাগিলেন ॥৩০

হে স্তোককৃষ্ণ হে অংশো শ্রীদামন্ সুবলার্জ্জুন।
বিশালবৃষভৌজস্বিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥ ৩১ ॥
পশ্যতৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হে স্তোককৃষ্ণ, হে অংশো, (হে) শ্রীদামন, (হে) সুবল, (হে) অর্জ্জুন, (হে) বিশাল, (হে) বৃষভ, (হে) ওজস্বিন, (হে) দেবপ্রস্থ, (হে) বরূথপ, (যূয়ং) পরার্থৈকান্তজীবিতান্ (পরার্থং পরোপকারার্থং এব একান্তেন জীবিতং যেষাং তান্) মহাভাগান্ এতান্ (দ্রুমান্) পশ্যত। (এতে স্বয়ং) বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তঃ (সন্তঃ) ন (অস্মাকং তান্ বাতাদীন্) বারয়ন্তি ॥ ৩১-৩২ ॥

অনুবাদ—হে স্তোককৃষ্ণ! হে অংশো! হে শ্রীদামন্! হে সুবল! হে অর্জ্জুন! হে বিশাল! হে বৃষভ! হে ওজস্বিন! হে দেবপ্রস্থ! হে বরূথপ! তোমরা একমাত্র পরোপকারের জন্য জীবনধারী মহাভাগ্যবান্ এই বৃক্ষগণকে দর্শন কর। ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও রৌদ্র সহ্য করিয়া আমাদের তজ্জন্য কষ্ট নিবারণ করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বরমুদার-বৃক্ষযোনাবপি জন্ম সদ্ভিঃ প্রার্থ্যং ন তু কৃপণকর্ম্মিবিপ্রজাতাবিতীমমর্থং জ্ঞাপয়িতুং বৃক্ষান্ স্তৌতি—সখীন্ সম্বোধ্য পশ্যতেতি চতুর্ভিঃ। স্তোককৃষ্ণাদয়োঽষ্টাবষ্টদিক্ষু কৃষ্ণস্য রক্ষণকর্ম্মসু স্থিতাঃ। দেবপ্রস্থবরূথপৌ ছত্রধারকবর্ত্মশোধকাবিত্যূর্দ্ধাধোদেশকৃত্যয়োঃ স্থিতৌ। একাদশো ভদ্রসেনস্তু গোপসেনাধ্যক্ষঃ সর্ব্বাপেক্ষকঃ তদানীং দূরে স্থিত ইতি লক্ষ্যতে, যে বাতবর্ষাদীন্ স্বয়ং সহমানাঽস্মাকং বারয়ন্তি ॥ ৩১-৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বরং উদার বৃক্ষযোনিতেও জন্ম সজ্জনগণের প্রার্থনীয়, কিন্তু কৃপণ কর্ম্মী ব্রাহ্মণজাতিতে নহে—এইরূপ অর্থ জানাইবার জন্য বৃক্ষসকলের স্তুতি করিতেছেন, সখাগণকে সম্বোধন করিয়া, 'পশ্যত'—দর্শন কর ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। এখানে স্তোককৃষ্ণ প্রভৃতি আটজন, কৃষ্ণের অষ্টদিকে রক্ষণকর্ম্মে থাকেন। দেবপ্রস্থ ও বরূথপ এই দুই জন, শ্রীকৃষ্ণের ছত্রধারণ ও বর্ত্মশোধনাদি উর্দ্ধ ও অধোদেশের কার্য্য করিয়া থাকেন। আর একাদশ গোপসেনাধ্যক্ষ সর্ব্বাবেক্ষক শ্রীভদ্রসেন সেই সময় দূরদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। এই বৃক্ষসমূহ স্বয়ং বাত, বর্ষা, আতপ ও হিম সহ্য করিয়া বাতাদিজন্য আমাদের ক্লেশ নিবারণ করিতেছে ॥ ৩১-৩২ ॥

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—সুজনস্য (কৃপালোঃ) ইব যেষাং (সকাশাৎ) অর্থিনঃ (যাচকাঃ) বৈ (নিশ্চিতমেব) বিমুখাঃ (ব্যর্থকামাঃ সন্তঃ) ন যান্তি (ন নিবর্ত্তন্তে) অহো (তেষাং) এষাং (দ্রুমাণাং) সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবনং (সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং, উপজীবনং জীবিকাহেতুঃ) জন্ম বরং (অতিশ্রেষ্ঠম্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ইহারা সমস্ত জীবের জীবিকা-স্বরূপ অতএব ইহাদের জীবন ধন্য। সজ্জনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখনও বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হয় না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—সুজনস্য আতিথেয়স্য অর্থিনো যাচকাঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুজনস্য ইব'—কৃপালু ব্যক্তির নিকট যাচকদের ন্যায়, অর্থাৎ অতিথিপরায়ণ দয়ালুর নিকট প্রার্থিজন যেমন বিমুখ হয় না, তদ্রূপ ইহাদিগের নিকট হইতে প্রাণিগণ কখনও বিমুখ হয় না (পরন্তু ছায়া ও ফলাদি দ্বারা সৎকৃত হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ আছে) ॥ ৩৩ ॥

পত্রপুষ্পফলচ্ছায়া-মূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থি তোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥৩৪

অন্বয়ঃ—(এতে দ্রুমাঃ) পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ (পত্রাদিপ্রদানেন ইত্যর্থঃ তথা) গন্ধনির্য্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ (গন্ধঃ পুষ্পাদি-সুরভিঃ নির্য্যাস ঘনরসঃ ভস্মক্ষারঃ অস্থি তোক্মঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরঃ তৈশ্চ তেষাং প্রদানৈরিত্যর্থঃ) কামান্ বিতন্বতে (সর্ব্বেষাং অভিলাষান্ পূরয়ন্তি) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, পুষ্পাদিগন্ধ, নির্য্যাস, ভস্ম, অস্থি এবং পল্লবাদির অঙ্কুর প্রদানে সকলের অভিলাষ পূরণ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্য্যাসো নিবিড়রসঃ। অস্থি সারাংশঃ। তোক্মাঃ পল্লবাদ্যঙ্কুরাঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নির্য্যাস—ঘনরস। অস্থি—সারাংশ। তোক্ম—পল্লবাদি অঙ্কুর (অর্থাৎ ইহারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল, কাষ্ঠ, গন্ধ, ঘনরস, ভস্ম, সারাংশ ও পল্লবাদি অঙ্কুর দ্বারা প্রাণিগণের অভিলাষ পূরণ করিতেছে।) ॥ ৩৪ ॥

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (লোকে) প্রাণৈঃ অর্থৈঃ (ধনৈঃ)

ধিয়া (বুদ্ধ্যা) বাচা (বাক্যেন চ) সদা দেহিষু (প্রাণিষু বিষয়েষু) যৎ শ্রেয় আচরণং (মঙ্গলসাধনং) এতাবৎ (এব) দেহিনাং জন্মসাফল্যং (জন্মসার্থকং ভবতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি এবং বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা প্রাণিগণের মঙ্গল সাধনই জীবের জন্ম-সাফল্য বলিতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—জন্মনঃ সাফল্যমেতাবদেব ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জন্ম-সাফল্যং'—দেহিগণের প্রতি যে নিরন্তর হিতাচরণ করা, তাহাই জন্মের সাফল্য ॥ ৩৫ ॥

ইতি প্রবালস্তবক-ফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ ।
তরূণাং নম্রশাখানাং মধ্যতো যমুনাং গতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (এবমভিনন্দন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রবাল-স্তবকফলপুষ্পদলোৎকরৈঃ (প্রবালাদিসমূহৈঃ হেতুভিঃ) নম্রশাখানাং (নতশাখানাং) তরূণাং মধ্যতঃ (নির্গত্য) যমুনাং গতঃ (বভূব) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—এইরূপ অভিনন্দন সহকারে শ্রীকৃষ্ণ প্রবাল, স্তবক, ফল, পুষ্প এবং দলসমূহে অবনত শাখাবিশিষ্ট তরুরাজির মধ্য হইতে নির্গত হইয়া যমুনায় গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবালাদিভির্নতশাখানাম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
দ্বাবিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নম্রশাখানাম্'—প্রবাল প্রভৃতির দ্বারা নতশাখা-বিশিষ্ট বৃক্ষগণের মধ্যবর্ত্তি-পথে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের দ্বাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২২ ॥

তত্র গাঃ পায়য়িত্বাপঃ সুমৃষ্টাঃ শীতলাঃ শিবাঃ ।
ততো নৃপ স্বয়ং গোপাঃ কামং স্বাদু পপুর্জলম্ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র (যমুনায়াং) গাঃ (ধেনূঃ) সুমৃষ্টাঃ (সুপরিষ্কৃতাঃ) শীতলাঃ শিবাঃ (হিতাঃ) অপঃ (জলানি) পায়য়িত্বা ততঃ (অনন্তরং) স্বয়ং (শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপাঃ (চ) কামং (পর্য্যাপ্তং) স্বাদুজলং পপুঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সেই যমুনায় ধেনুগণকে সুপরিষ্কৃত, শীতল ও হিতজনক সলিল পান করাইয়া পরে স্বয়ং এবং গোপগণ পর্য্যাপ্তভাবে ঐ স্বাদুজল পান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তস্যা উপবনে কামং চারয়ন্তঃ পশূন্ নৃপ ।
কৃষ্ণরামাবুপাগম্য ক্ষুধার্ত্তা ইদমব্রুবন্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যমুনাগমনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (গোপালকাঃ) তস্যাঃ (যমুনায়াঃ) উপবনে (সমীপবর্ত্তিকাননে) কামং (স্বাভিলাষং যথা তথা) পশূন্ চারয়ন্তঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ (সন্তঃ) কৃষ্ণরামৌ উপাগম্য (সমীপমাগত্য) ইদং (বক্ষ্যমাণবাক্যং) অব্রুবন্ (উচুঃ) ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—হে রাজন্! গোপালকগণ যমুনার সমীপবর্ত্তি-বনমধ্যে যথেচ্ছভাবে পশুচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া রামকৃষ্ণের নিকট আসিয়া এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত ।
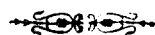
ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীগোপা উচুঃ—

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গোপবালকগণের দ্বারা অন্ন প্রার্থনা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ ও বিপ্রগণের অনুতাপ বর্ণিত হইয়াছে।

ক্ষুধার্ত্ত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভোজ্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বিপ্রগণ শ্রীকৃষ্ণকে মনুষ্য বুদ্ধি করিয়া গোপবালকগণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার সেই বিপ্রগণের পত্নীদিগের নিকট অন্নপ্রার্থনার্থ প্রেরণ করিলেন। বিপ্রপত্নীগণ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ-শ্রবণে তাঁহাতে আসক্তচিত্তা হইয়াছিলেন, তিনি সমীপে অবস্থান করিতেছেন জানিয়া সকলেই চতুর্ব্বিধ ভোজ্য সহ অপ্রতিহত গতিতে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তাঁহার দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্ত্তনে যেরূপ ভাব জন্মে তৎসমীপে অবস্থান করিলে সেরূপ হয় না, বিশেষতঃ স্ব-স্ব স্বামীসহ যজ্ঞ সমাধা করাই তাঁহাদের (গৃহস্থপত্নীর) কর্ত্তব্য। অতএব তাঁহাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করাই বিধেয়। তাঁহারা গৃহে গমন করিলে বিপ্রগণ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া অনুশোচনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, যাহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ তাহাদের শৌক্র সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য—এই ত্রিবিধ জন্মেই ধিক্। যে স্ত্রীগণের দ্বিজাতিসংস্কার বা তপস্যাদি কোন শুভকর্ম্মই নাই তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিহেতু অনায়াসে যমপাশছিন্ন করিতে সমর্থা হইয়াছেন। পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনা কেবল বিপ্রগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য। যজ্ঞের ফল ও পার্থিব যাবতীয় দ্রব্য শ্রীকৃষ্ণেরই বিভূতি, ইহা মূঢ়তাবশতঃ তাঁহাদের জ্ঞান হয় নাই। এই বলিয়া অপরাধ ক্ষালনার্থ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু কংসভয়ে তদ্দর্শনে গমন করিতে পারিলেন না।

অন্বয়ঃ—শ্রীগোপাঃ উচুঃ (হে) মহাবাহো, রাম, রাম, (হে) দুষ্টনিবর্হণ, (দুষ্টশাসক) কৃষ্ণ, এষা (ক্ষুধা) বৈ (নিশ্চিতং) নঃ (অস্মান্) বাধতে (পীড়য়তি যুবাং) তচ্ছান্তিং (ক্ষুধানিবৃত্তিং) কর্ত্তুং অর্হথঃ (সমর্থৌ ভবথঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গোপগণ বলিলেন,—হে মহাবাহো, রাম, হে দুষ্টদমন, শ্রীকৃষ্ণ, আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি, তোমরা উহার শান্তি কর ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়োবিংশেঽন্নযাচঞানাদৃতৈর্গোপৈঃ পুনশ্চ সা।
পত্নীনাং প্রেম বিপ্রাণামনুতাপশ্চ বর্ণ্যতে ॥ ০ ॥

ক্ষুন্ন ইতি "ক্ষুৎ খলু বৈ মনুষ্যস্য ভ্রাতৃব্যঃ" ইতি শ্রুতেরস্মাকং ক্ষুন্মহাশত্রুমধুনা হন্তুং চেৎ শক্নুথস্তদৈব যুবয়োর্মহাবলদুষ্টহন্তৃত্বে সার্থকে জ্ঞাস্যেতে ইতি নর্ম্ম ব্যঞ্জিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে গোপবালকগণের দ্বারা অন্ন প্রার্থনা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ ও বিপ্রগণের অনুতাপ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'ক্ষুৎ নঃ'—এই ক্ষুধা আমাদিগকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিতেছে। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'ক্ষুধাই মানুষের ভ্রাতৃব্য (শত্রু)'। অধুনা যদি আমাদিগের এই ক্ষুধারূপ মহাশত্রুকে বিনাশ করিতে পার, তাহা হইলেই তোমাদিগের উভয়ের মহাবল ও দুষ্টনাশকত্ব সার্থক বলিয়া জানিব—ইহার দ্বারা সখাগণের পরিহাস ব্যঞ্জিত হইল ॥ ১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ভক্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াঃ প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে রাজন্) ভগবান্ দেবকীসুতঃ গোপৈঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তবিষয়ং)

বিজ্ঞাপিতঃ (ভূত্বা) ভক্তায়াঃ (ভক্তানামিত্যর্থঃ) বিপ্রভার্য্যায়াঃ (ব্রাহ্মণপত্নীনাং) প্রসীদন্ (অনুগ্রহং কর্ত্তুং ইচ্ছন্) ইদং অব্রবীৎ (গোপালান্ প্রতি আদিশৎ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের এই কথা শুনিয়া ভক্তিমতী বিপ্র-ভার্য্যাদিগকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়া এরূপ বলিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রভার্য্যায়া ইতি জাতাবেকত্বং ভক্তায়া ইতি তাসাং ভক্তিমনুস্মৃত্য সদ্য এব প্রসীদন্। কিঞ্চ, তাস্বেকস্যাস্তু ভবিষ্যন্তীং দশমীং দশামনুস্মৃত্য প্রকর্ষেণ সীদন্ শোচমানশ্চেত্যর্থদ্বয়লাভার্থমেকত্বমিতি কেচিৎ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিপ্রভার্য্যায়াঃ'—এখানে জাতিগতভাবে একবচন হইয়াছে, অর্থাৎ নিজ ভক্তা বিপ্র-ভার্য্যা-সকলের প্রতি তাঁহাদিগের ভক্তি অনুসারে সদ্যই প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের পরবর্ত্তীকালে দশমী দশা স্মরণ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শোচমানও (প্র-সীদন্) হইলেন—এইরূপ অর্থদ্বয় লভ্য হওয়ায় এখানে একবচন হইয়াছে, ইহা কেহ কেহ বলেন ॥ ২ ॥

প্রযাত দেবযজনং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।
সত্রমাঙ্গিরসং নাম হ্যাসতে স্বর্গকাম্যয়া ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে গোপাঃ) ব্রহ্মবাদিনঃ (বেদজ্ঞাঃ) ব্রাহ্মণাঃ স্বর্গকাম্যয়া (স্বর্গলাভকামনয়া) হি আঙ্গিরসং নাম (তন্নামকং) সত্রং (যজ্ঞং) আসতে (অনুতিষ্ঠন্তি যূয়ং) দেবযজনং (তৎ যজ্ঞস্থানং) প্রযাত (গচ্ছত) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে গোপগণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ স্বর্গকামনায় নিকটেই আঙ্গিরস-নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তোমরা সেই যজ্ঞস্থানে গমন কর ॥৩॥

বিশ্বনাথ—তপোবিদ্যাধর্ম্মাদিমৎস্বপি বিপ্রেষু ভক্ত্যভাবান্ন মে প্রসাদাস্তপ আদিরহিতাস্বপি তৎপত্নীষু ভক্তভক্তিসদ্ভাবান্মৎপ্রসাদ ইত্যর্থদ্বয়মেকস্যাং ব্রাহ্মণজাতাবেব ক্রমেণ জ্ঞাপয়িতুং প্রথমং গোপান্ ব্রাহ্মণসন্নিধৌ প্রস্থাপয়ন্নাহ,—প্রযাতেতি ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তপস্যা, বিদ্যা ও ধর্ম্মাদিবিশিষ্ট বিপ্র হইলেও ভক্তির অভাব-প্রযুক্ত তাহারা মদীয় অনুগ্রহের ভাজন হইতে পারে না। তপস্যাদিরহিত তৎপত্নীগণে ভক্তির সদ্ভাবহেতু তাহারা আমার কৃপাপাত্রী—এই অর্থদ্বয় এক ব্রাহ্মণ জাতিতেই ক্রমে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ গোপবালকগণকে ব্রাহ্মণদিগের নিকটে প্রস্থাপন-পুরঃসর বলিতে লাগিলেন—'প্রযাত', অর্থাৎ ব্রহ্মবাদি ব্রাহ্মণসকল স্বর্গকামনা করিয়া আঙ্গিরস নামে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই যজ্ঞবাটে গমন কর ॥ ৩ ॥

তত্র গত্বৌদনং গোপা যাচতাস্মদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
কীর্ত্তয়ন্তো ভগবত আর্য্যস্য মম চাভিধাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গোপাঃ অস্মদবিসর্জিতাঃ (রামদেবেন ময়া চ প্রেরিতাঃ অতএব ভবতাঃ কাচিদপি ন লজ্জা ইতি ভাবঃ) ভগবতঃ আর্য্যস্য (বলদেবস্য) মম (কৃষ্ণস্য) চ অভিধাং (নাম) কীর্ত্তয়ন্তঃ (উচ্চারয়ন্তঃ সন্তঃ অতএব দানবিষয়ে অপাত্রত্বাশঙ্কাপি ন ভবতি ইত্যর্থঃ) তত্র গত্বা (যূয়ং) ওদনং (অন্নং) যাচত (প্রার্থয়ত) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে গোপগণ, আমরাই তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি, অতএব তোমাদের কোনরূপ লজ্জার কারণ নাই। পূজ্যপাদ ভগবান্ বলদেবের এবং আমার নাম কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা তোমাদিগকে দানের অপাত্র মনে করিবেন না, তোমরা সেখানে যাইয়া অন্ন প্রার্থনা কর ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যাচত যাচধ্বম্। কীর্ত্তয়ন্ত ইতি আবাভ্যামপি স্বনাম্নাপি প্রবোধয়িতুমশক্যা ঈদৃশী তেষাং বিদুষাং নিদ্রেতি জ্ঞাপয়িতুমুক্তম্ আর্য্যস্য বলদেবস্য প্রথমমভিধাং কীর্ত্তয়ন্ত ইতি। মত্তো বৈশ্যাজাতেঃ সকাশাদার্য্যং ক্ষত্রিয়জাতিং কিঞ্চিদভ্যাহিতত্বেন দানপাত্রং মত্বাপি যদি তে বহির্দ্দর্শিনো বঃ কিঞ্চিদ্দাস্যন্তি তদপি ভদ্রমিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাচত'—যাচধ্বম্, সেখানে গমনপূর্ব্বক অন্ন প্রার্থনা করিয়া আনয়ন কর। 'কীর্ত্তয়ন্তঃ'—আমাদিগের নিজ নাম উল্লেখেও তাঁহাদিগের জ্ঞানোদয় হইবে না, এইরূপ সেই বিদ্বদ্গণের

নিদ্রা (মোহ), ইহা জানাইবার জন্য 'আর্যস্য'—ভগবান্ আর্য্য বলদেবের নাম প্রথমে কীর্ত্তন করিও। আমি বৈশ্যজাতি, আমা হইতে আর্য্য ক্ষত্রিয়জাতি কিছুটা অভ্যর্হিত (পূজ্য) বলিয়া দানপাত্র মনে করিয়াও যদি তাহারা বহিরাগত তোমাদিগকে কিছু প্রদান করেন, তাহাও মঙ্গল, এই অভিপ্রায়ে বলিলেন ॥ ৪ ॥

ইত্যাদিষ্টা ভগবতা গত্বা যাচন্ত তে তথা।
কৃতাঞ্জলিপুটা বিপ্রান্ দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতা ইতি আদিষ্টাঃ তে (গোপাঃ) তথা (রামকৃষ্ণয়োঃ নামকীর্ত্তনপূর্ব্বকং) গত্বা (যজ্ঞস্থানং প্রাপ্য) ভুবি দণ্ডবৎ পতিতাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ) যুক্ত হস্তাঃ (বিপ্রান্) যাচন্ত (যাচমানাঃ ঊচুঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—গোপগণ ভগবানের আদেশে রামকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনপূর্ব্বক তথায় গমন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতাঞ্জলিপুটা ইতি। স্বেষাং সৌশীল্যমভিব্যঞ্জয়িতুং তচ্চ তদানীং ভিক্ষা প্রাপ্ত্যর্থকমেব। দণ্ডবৎ পতিতা ইতি স্বীয় ব্রজস্থবিপ্রেভ্যোঽপি সকাশাত্তানতিতেজস্বিনো মত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃতাঞ্জলিপুটাঃ'—নিজেদের সৌশীল্য প্রকাশ এবং তৎকালে ভিক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্তই (তাঁহারা, কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন)। 'দণ্ডবৎ পতিতাঃ'—যজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে স্বীয় ব্রজস্থ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অতি তেজস্বী মনে করতঃ ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন—এই অর্থ ॥ ৫ ॥

হে ভূমিদেবাঃ শৃণুত কৃষ্ণস্যাদেশকারিণঃ।
প্রাপ্তান্ জানীত ভদ্রং বো গোপান্ নোরামচোদিতান্॥

অন্বয়ঃ—হে ভূমিদেবাঃ, (ব্রাহ্মণাঃ যূয়ং) শৃণুত (অস্মাকং প্রার্থনাং আকর্ণয়ত) কৃষ্ণস্য আদেশকারিণঃ (কৃষ্ণাজ্ঞানুবর্ত্তিনঃ) রামচোদিতান্ (রামেণ চ প্রেরিতান্) নঃ (অস্মান্) গোপান্ প্রাপ্তান্ (ভবতাং সমীপমাগতান্) জানীত বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবতু) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে ভূদেবগণ, আপনারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করুন, আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী এবং বলদেব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া জানুন। আপনাদের মঙ্গল হউক ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্যাদেশকারিণ ইতি। তস্য নন্দরাজ-পুত্রত্বেন রামতঃ সকাশাদৈশ্বর্য্যাৎ, রামচোদিতানিত্যস্মদ্দ্বারা রাম এবান্নং প্রথমং ভিক্ষ্যতে ইত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণস্য আদেশকারিণঃ'—আমরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুবর্ত্তী, শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজের পুত্র বলিয়া বলরাম হইতে অধিক ঐশ্বর্য্যহেতু এইরূপ বলিলেন। 'রাম-চোদিতান্'—বলরাম কর্ত্তৃক প্রেরিত অর্থাৎ আমাদের দ্বারা শ্রীবলরামই প্রথম অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন—এই অভিপ্রায় ॥ ৬ ॥

গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদি
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্ম্মবিত্তমাঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দ্বিজাঃ, অবিদূরে (অদূরে এব) গাঃ চারয়ন্তৌ রামাচ্যুতৌ (রামকৃষ্ণৌ) বুভুক্ষিতৌ (ক্ষুধার্ত্তৌ সন্তৌ) বঃ (যুষ্মাকং) ওদনং (অন্নং) লষতঃ (অভিলষতঃ)। (হে) ধর্ম্মবিত্তমাঃ, (ধর্ম্মজ্ঞশ্রেষ্ঠাঃ,) ওদনং অর্থিনোঃ (অন্নপ্রার্থিনোঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ বিষয়ে) যদি বঃ (যুষ্মাকং) শ্রদ্ধা চ (বর্ত্ততে তদা অন্নং) যচ্ছত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে দ্বিজগণ, অদূরে রামকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া আপনাদের নিকট অন্ন কামনা করিতেছেন। হে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মজ্ঞগণ, অন্নপ্রার্থী রামকৃষ্ণের প্রতি যদি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে অন্নদান করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বো যুষ্মান্ লষতঃ। ভিক্ষতে ওদনম্ অন্নঞ্চেতি পাঠদ্বয়ং তুল্যার্থম্। ননু, তৌ ব্রাহ্মণৌ ন ভবত ইতি ব্রাহ্মণভোজনাৎ পূর্ব্বং কথং দাস্যামস্তত্রাহুঃ,—বুভুক্ষিতৌ। "অন্নস্য ক্ষুধিতঃ পাত্র"মিতি প্রমাণং জানীথৈবেতি ভাবঃ। কিমপ্যপ্রতিবদতস্তা-

নালক্ষ্য পুনরাহুঃ,—হে দ্বিজাঃ, তয়োরর্থিনোর্বো যদি শ্রদ্ধা অস্তি তর্হি যচ্ছত নো চেন্নেতি ব্রূত বয়ং পরাবৃত্য যাম ইতি ভাবঃ। ধর্ম্মবিত্তমা অত্র খল্বন্বয়ব্যতিরেকয়োর্ধর্ম্মাধর্ম্মৌ বয়ং পুনঃ কিং ব্রূম ইতি ভাবঃ। শ্লেষেণ যয়োর্নাম্নৈব সর্ব্বজগদপ্যতিদ্রুতীভূয়ানুরজ্যতি তৌ রামকৃষ্ণাবতিক্ষুধার্ত্তাবর্থিনাবপি শ্রুত্বা যৎ তূষ্ণীং ভবথ অতো যূয়ং দ্বিজাঃ পিতৃদ্বয়জাতা এবেত্যাক্ষেপশ্চ। ধর্ম্মবিত্তমা ইতি বিপরীতলক্ষণয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বো যুষ্মান্ লষতঃ'—আপনাদিগের নিকট তাঁহারা অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন। এখানে 'ভিক্ষতে ওদনং অন্নং চ'—এইরূপ পাঠদ্বয় তুল্যার্থক। যদি বলেন—তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, অতএব ব্রাহ্মণ-ভোজনের পূর্ব্বে কি প্রকারে অন্ন প্রদান করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বুভুক্ষিতৌ', তাঁহারা ক্ষুধার্ত্ত, 'ক্ষুধিত ব্যক্তিই অন্নদানের পাত্র'—এইরূপ প্রমাণ আপনারা জানেনই—এই ভাব। তাঁহাদিগকে কোনও প্রত্যুত্তর দিতে না দেখিয়া পুনরায় বলিলেন—হে ব্রাহ্মণগণ! অন্নপ্রার্থী তাঁহাদিগের প্রতি যদি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে অন্ন-প্রদান করুন, নচেৎ বলুন আমরা ফিরিয়া যাই। 'ধর্ম্মবিত্তমাঃ'—হে ধর্ম্মবিত্তম দ্বিজগণ! এখানে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-বিষয়ে আমরা আবার কি বলিব?—এই ভাব। শ্লেষার্থে—যাঁহাদিগের নাম-শ্রবণে সমস্ত জগৎ দ্রবীভূত হইয়া অনুরক্ত হয়, সেই রাম-কৃষ্ণ অতিক্ষুধার্ত্ত ও অন্নপ্রার্থী, ইহা শ্রবণ করিয়াও যখন নিস্তব্ধ রহিয়াছেন, অতএব অনুমান করি আপনারা 'দ্বিজ', অর্থাৎ পিতৃদ্বয় হইতে জাত, এইরূপ আক্ষেপ ব্যক্ত হইল। 'ধর্ম্মবিত্তমাঃ'—বিপরীত লক্ষণায় ধর্ম্মবিষয়ে আপনারা কিছুই অবগত নহেন, এই অর্থ ॥ ৭

দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ সৌত্রামণ্যাশ্চ সত্তমাঃ।
অন্যত্র দীক্ষিতস্যাপি নান্নমশ্নন্ হি দুষ্যতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(দীক্ষিতান্নং ন ভুঞ্জীত ইতি বচনাৎ অস্মাকং অন্নগ্রহণে দোষো ভবিষ্যতীতি ব্রাহ্মণানাং উক্তিমাশঙ্ক্য স্বয়মেবাহুঃ) (হে) সত্তমাঃ, (সজ্জনশ্রেষ্ঠাঃ,) দীক্ষায়াঃ (দীক্ষামারভ্য) পশুসংস্থায়াঃ (অগ্নীষোমীয়-পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ ততোহন্যত্র ন দোষঃ অপি চ) সৌত্রামন্যাঃ অন্যত্র চ (যজ্ঞে) দীক্ষিতস্য (ব্রতিনঃ) অন্নং অশ্নন্ অপি (খাদন্ অপি) হি (নিশ্চিতং) ন দুষ্যতি (জনঃ ন দোষগ্রস্তো ভবতি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে সজ্জনশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ, দীক্ষা আরম্ভ করিয়া অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুবধের পূর্ব্বপর্য্যন্তই দীক্ষিতের অন্ন গ্রহণে দোষ হয়, তদ্ভিন্ন ক্ষেত্রে এবং ইন্দ্র দেবতার যজ্ঞ ব্যতীত অন্য যজ্ঞে দীক্ষিত জনের অন্ন ভোজন করিলেও নিশ্চয়ই দোষ হয় না বলিয়াই তাঁহারা আপনাদের অন্ন প্রার্থনা করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—"দীক্ষিতান্নং ন ভুঞ্জীতে"তি বচনাৎ দীক্ষিতা বয়মভোজ্যান্না ইতি। বদিষ্যন্তীতি স্বয়মেবাশঙ্ক্যাহুঃ, দীক্ষায়া দীক্ষানন্তরং পশুসংস্থায়াঃ অগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভনাৎ পূর্ব্বং দোষঃ ন ততোহন্যত্র ততঃ পরন্তু অন্নমশ্নন্ দুষ্যতীতি পশুসংস্থা চেদানীং জাতৈবেতি ভাবঃ। তথা সৌত্রামণ্যা অন্যত্র ন দুষ্যতি সৌত্রামণ্যান্তু সর্ব্বদৈব দুষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—"দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিবে না" এই বাক্যানুসারে দীক্ষিত আমাদিগের অন্ন অভোজ্য, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিজেরাই বলিতেছেন—'দীক্ষায়াঃ পশুসংস্থায়াঃ', যজ্ঞীয় দীক্ষানন্তর অগ্নীষোমীয় পশুমারণের পূর্ব্বেই দীক্ষিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে দোষ হইয়া থাকে, পরন্তু অগ্নীষোমীয় পশুমারণের পর দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন-ভক্ষণে দোষ নাই। অতএব আপনাদের যজ্ঞে পশুঘাতন কার্য্যও শেষ হইয়াছে, সুতরাং আপনাদিগের অন্ন-ভক্ষণে দোষ হইতে পারে না। আর সৌত্রামণি হইতে অন্যত্র দীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিলে দোষ হয় না, কিন্তু সৌত্রামণিতেই সর্ব্বদা দোষ হইয়া থাকে, এই অর্থ ॥ ৮ ॥

ইতি তে ভগবদ্‌যাচ্ঞাং শৃণ্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষুদ্রাশাঃ (ক্ষুদ্রে স্বর্গাদৌ আশামাত্রং যেষাং তে) ভূরিকর্ম্মাণঃ (তদর্থং ভূরীণি ক্লেশাধিকানি কর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি যেষাং তে) বালিশাঃ (বস্তুতঃ

তত্ত্বজ্ঞানাভাবাৎ মূর্খাঃ) বৃদ্ধমানিনঃ (পরন্তু আত্মানং জ্ঞানবৃদ্ধং মন্যমানাঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ইতি গোপাল-কথিতাং (ভগবদ্‌যাচঞাং) (শ্রীকৃষ্ণস্য অন্নপ্রার্থনাং) শৃণ্বন্তঃ অপি ন শুশ্রুবুঃ (ন গণয়ামাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—স্বর্গাদি ক্ষুদ্র ফলের আশায় বহুক্লেশকর যজ্ঞাদি-অনুষ্ঠানে রত, অতএব মূর্খ অথচ স্বয়ং পণ্ডিত অভিমানী সেই ব্রাহ্মণগণ গোপালগণের মুখে ভগবানের অন্ন প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিতে ছিল না ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তে শাস্ত্রজ্ঞা অপি কথং ন শুশ্রুবুস্তত্র ন বস্তুতঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ প্রত্যুত শাস্ত্রমধীত্যাধ্যাপ্য চ মূর্খা এবেতি সক্রোধং তানাক্ষিপতি—সার্দ্ধদ্বয়েন। ক্ষুদ্রে স্বর্গাদাবাশামাত্রং যেষাং তে, বৃদ্ধমানিন এব ন তু তে জ্ঞানবৃদ্ধাঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও কেন ভগবদ্‌যাচ্ঞা শ্রবণ করিলেন না? তদুত্তরে—তাঁহারা বস্তুতঃ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, পরন্তু শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াও মূর্খই রহিয়াছেন—এইরূপ সক্রোধে তাঁহাদিগের আক্ষেপ করিতেছেন—সার্দ্ধদ্বয় শ্লোকে। 'ক্ষুদ্রাশাঃ'—ক্ষুদ্র স্বর্গাদিতে তাঁহাদিগের আশামাত্র থাকিলেও তাঁহারা ক্লেশাধিক কর্ম্মই করিতেন। 'বৃদ্ধমানিনঃ'—তাঁহারা অল্পবুদ্ধিশালী হইয়াও আপনাদিগকে বৃথাই জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন ॥ ৯ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্দ্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ১০ ॥
তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্‌ভগবন্তমধোক্ষজম্।
মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনিরে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু শাস্ত্রবিধি নির্দ্দিষ্টদেশকাল পাত্রাদি ক্রমমুল্লঙ্ঘ্য কথমন্যার্থমন্নমন্যস্মৈ দেয়মিত্যত্রাহ) দেশঃ কালঃ পৃথক্ (বহুবিধং) দ্রব্যং (চরুপুরোডাশাদি) মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ (মন্ত্রঃ তন্ত্রঃ প্রয়োগঃ ঋত্বিক্ পুরোহিতঃ) দেবতা (অগ্নিঃ) যজমানঃ চ ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ চ (অপূর্ব্বঞ্চ) যন্ময়ঃ (যৎস্বরূপং ভবতি) দুষ্প্রজ্ঞাঃ (দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ) মর্ত্ত্যাত্মানঃ (দেহাভিমানিনো ব্রাহ্মণাঃ) তং পরমং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ভগবন্তং অধোক্ষজং মনুষ্যদৃষ্ট্যা (অয়ং মনুষ্য এব ইতি বুদ্ধ্যা) ন মেনিরে আদৃতবন্তঃ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—দেশ, কাল, চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, পুরোহিত, অগ্নি, যজমান, যজ্ঞ এবং ধর্ম্ম এই সমস্ত যাঁহার স্বরূপ, দুর্ব্বুদ্ধি বিপ্রগণ সেই পরমব্রহ্মরূপী সাক্ষাদ্ ভগবদ্‌বিগ্রহ অধোক্ষজ বস্তুকে মনুষ্যজ্ঞান করিয়া তাঁহার সম্মান করিল না ॥১০-১১

বিশ্বনাথ—ননু, শাস্ত্রবিহিতদেশকালপাত্রাদিক্রমমুল্লঙ্ঘ্য কথমন্যার্থমন্নমন্যস্মৈ দেয়ং তত্রাহ—দেশ ইতি। পৃথগ্‌বহুবিধং চরুপুরোডাশাদি দ্রব্যং, তন্ত্রং প্রয়োগঃ, ধর্ম্মোঽপূর্ব্বং যন্ময়ঃ যদংশাংশবিভূতিরূপঃ। তং পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং ইন্দ্রিয়াগোচরমপি কৃপয়া প্রত্যক্ষীভূতমিত্যর্থঃ। মনুষ্যো জীববিশেষোঽয়মিতি দৃষ্ট্যা মর্ত্ত্যাত্মানো দেহাভিমানিনঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—শাস্ত্রবিহিত দেশ, কাল ও পাত্রাদির ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া অপরের নিমিত্ত কল্পিত অন্ন অন্যকে কি প্রকারে প্রদান করা যায়? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দেশঃ কালঃ পৃথক্ দ্রব্যং', অর্থাৎ দেশ, কাল, চরুপুরোডাশাদি বহুবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, তন্ত্র (প্রয়োগ), ঋত্বিক্, অগ্নি, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ ও ধর্ম্ম (অপূর্ব্ব)—এই সকল 'যন্ময়ঃ', যাঁহার অংশাংশ-বিভূতিরূপ হইয়াছে। 'তং পরমং ব্রহ্ম অধোক্ষজং'—সেই সাক্ষাৎ পর-ব্রহ্মভূত ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ ভগবান্ 'অধোক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইলেও কৃপাপূর্ব্বক প্রত্যক্ষীভূত শ্রীকৃষ্ণকে, 'মনুষ্য-দৃষ্ট্যা'—ইনি একজন প্রাকৃত জীব-বিশেষ, এইরূপ মনুষ্য দৃষ্টি করিয়া মানিল না বা গ্রাহ্য করিল না। কারণ 'মর্ত্ত্যাত্মানঃ'—তাঁহারা দেহাভিমানী, অর্থাৎ আমরা ব্রাহ্মণ, আমরা মহৎ—এই অভিমানে উন্মত্ত ছিল ॥ ১০-১১ ॥

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—(হে) পরন্তপ, (শত্রুদমন, রাজন্,) তে (ব্রাহ্মণাঃ) যৎ (যদা) ওম্ ইতি (অন্নং দাস্যাম ইতি) ন ইতি চ (ন দাস্যাম ইতি বা) ন প্রোচুঃ (ন কথয়ামাসুঃ তদা) গোপাঃ নিরাশাঃ (সন্তঃ) প্রত্যেত্য (প্রত্যাবৃত্য) কৃষ্ণরাময়োঃ (সমীপে) তথা উচুঃ (তৎ-সর্ব্বং নিবেদয়ামাসুঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে শত্রুদমন, রাজন্, সেই ব্রাহ্মণগণ যখন অন্নদানে স্বীকার বা অস্বীকার সূচক কোন কথাই বলিলেন না, তখন গোপগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের নিকটে সমস্ত নিবেদন করিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ওমিতি ন প্রোচুরিতি সম্প্রতি ব্রাহ্মণ-ভোজননিষ্পত্তেঃ পূর্ব্বমেব গোপালকেভ্যঃ কথং দাস্যাম ইতি ভাবঃ। নেতি চ ন প্রোচুরিতি যদি ব্রাহ্মণাদিভোজননিষ্পত্ত্যনন্তরমন্নান্যুর্বরিতানি ভবিষ্যন্তি তদা দাস্যামোহপীতি ভাবঃ। তদা রাজ্ঞোহপি ক্রোধ-মুদ্ভুতমালক্ষ্য সম্বোধয়তি—হে পরন্তপেতি। তদানীং যদি ত্বং রাজাহভবিষ্যস্তদা ব্রহ্মণ্যচূড়ামণিরপি তান্ ব্রাহ্মণান্ শত্রূনিব অবশ্যমদণ্ডয়িষ্য ইতি ভাবঃ ॥১২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ওমিতি ন প্রোচুঃ'—সম্প্রতি ব্রাহ্মণভোজন নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই এই গোপালকদের কি প্রকারে দিব, এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা 'হ্যাঁ দিব'—ইহা বলিলেন না। 'নেতি চ ন প্রোচুঃ'—যদি ব্রাহ্মণাদি ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্নাদি থাকে তবে দিব, ইহাও বলিলেন না, অর্থাৎ হ্যাঁ বা না কিছুই বলিলেন না। তৎকালে রাজা পরীক্ষিতেরও উদ্ভুত ক্রোধ লক্ষ্য করিয়া সম্বোধন করিতেছেন—'হে পরন্তপ!' অর্থাৎ তখন যদি তুমি রাজা থাকিতে তবে ব্রহ্মণ্য-চূড়ামণি হইলেও সেই ব্রাহ্মণদিগকে শত্রুর ন্যায় অবশ্য দণ্ড বিধান করিতে—এই ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

তদুপাকর্ণ্য ভগবান্ প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
ব্যাজহার পুনর্গোপান্ দর্শয়ন্ লৌকিকীং গতিম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ—ভগবান্ জগদীশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ (বালানাং বচনং) উপাকর্ণ্য প্রহস্য লৌকিকীং গতিং (ন হি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিদ্যন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়তে ইত্যাদি লোকস্থিতিং) দর্শয়ন্ (প্রকাশয়ন্) পুনঃ গোপান্ ব্যাজহার (উবাচ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া—"কার্য্যার্থিগণ কখনও ক্ষুব্ধ হ'ন না, কোন্ যাচকই বা বিমুখ না হইয়া থাকেন" এইরূপে তাহাদিগকে লৌকিকী গতি বুঝাইয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেতি। অজ্ঞবিপ্রেষু কোপানৌ-চিত্যাদিতি ভাবঃ। লৌকিকীং গতিমিতি ন হি কার্য্যার্থিনো নির্ব্বিদ্যন্তে কো বা যাচকো ন পরাভূয়ত ইতি লোকস্থিতিং দর্শয়ন্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—অজ্ঞ বিপ্রগণের প্রতি ক্রোধ অনুচিত, এইরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ হাস্য করিয়া, 'লৌকিকীং গতিং'—লৌকিকী গতি অর্থাৎ কার্য্যার্থী লোক ক্ষুব্ধ হইবে না এবং কোন্ যাচক পরাভূত না হয় ইত্যাদি লোকস্থিতি দেখাইয়া পুনর্ব্বার গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া ॥১৪।

অন্বয়ঃ—(হে গোপাঃ যূয়মিদানীং পুনস্তত্র গত্বা) পত্নীভ্যঃ (ব্রাহ্মণানাং স্ত্রীভ্যঃ) সসঙ্কর্ষণং (বলদেবেন সহ) আগতং (অত্র উপস্থিতং) মাং (অন্নযাচকং শ্রীকৃষ্ণং) জ্ঞাপয়ত (নিবেদয়ত তাশ্চ দ্বিজপত্ন্যঃ) ধিয়া ময়ি উষিতাঃ (দেহেন তু কেবলং গৃহে বসন্তি মনসা তু ময়ি এব (স্থিতাঃ) স্নিগ্ধাঃ (ময়ি বৎসল-স্বভাবাশ্চ অতঃ) বঃ (যুষ্মভ্যং) কামং (পর্য্যাপ্তং) অন্নং দাস্যন্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে গোপগণ, তোমরা পুনরায় তথায় যাইয়া ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকটে নিবেদন কর যে,—বলদেব এবং আমি এখানে গোচারণে উপস্থিত হইয়া অন্ন প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের মন সর্ব্বদা আমাতে অবস্থান করিতেছে এবং স্বভাবতঃ তাঁহারা আমার প্রতি বাৎসল্যভাবযুক্ত, অতএব তোমাদিগকে প্রচুর অন্নদান করিবেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—মামাগতমেব জ্ঞাপয়ত ন তু বুভুক্ষিতং বুভুক্ষালক্ষণমদ্দুঃখশ্রবণস্য সদ্য এব তদতিসন্তাপক-ত্বাৎ। ননু, তদ্বুভুক্ষাজ্ঞাপনং বিনা কথমন্নং তা দাস্যন্তি তত্রাহ,—বো যুষ্মভ্যং মৎসম্বন্ধেনৈব যুষ্মদ্বু-ভুক্ষাদর্শনেনৈব দাস্যন্তি। ননু, তৎপতয়ো বারয়িষ্যন্তি তত্রাহ,— ময়ি স্নিগ্ধাঃ স্নেহবত্যঃ পতিবারণং ন মান-য়িষ্যন্তি, যতো ময্যেব ধিয়া উষিতাঃ কেবলং দেহেনৈব পতিগৃহে বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাম্ আগতম্'—শ্রীবল-

রামের সহিত আমি আগমন করিয়াছি, ইহা দ্বিজ-পত্নীদিগের নিকট গিয়া বিজ্ঞাপন কর, ভোজনেচ্ছা কিংবা অন্ন যাচ্ঞাদি করিও না, যেহেতু বুভুক্ষালক্ষণ মদ্দুঃখ শ্রবণে তৎক্ষণাৎ তাহারা অতিশয় সন্তপ্ত হইবে। যদি বল—ভোজনেচ্ছা জ্ঞাপন না করিলে তাহারা অন্ন প্রদান করিবে কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বঃ দাস্যন্তি'—আমার সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া তোমাদিগের বুভুক্ষাদর্শনেই তোমাদিগকে যথেষ্টরূপে অন্ন প্রদান করিবে। যদি বলেন—তাহাদিগের পতিগণ বারণ করিবেন, তদুত্তরে বলিতেছেন—'ময়ি স্নিগ্ধাঃ', তাহারা আমাতে অতিশয় স্নেহবতী, পতিগণের নিষেধ মান্য করিবে না, যেহেতু তাহারা কেবল দেহ দ্বারাই গৃহে বাস করিতেছে, পরন্তু মনঃ দ্বারা আমাকে চিন্তা করিয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ১৪॥

গত্বাথ পত্নীশালায়াং দৃষ্ট্বাসীনাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
নত্বা দ্বিজসতীর্গোপাঃ প্রশ্রিতা ইদমব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (কৃষ্ণাদেশানন্তরং) গোপাঃ পত্নীশালায়াং (ব্রাহ্মণপত্নীনাং গৃহে) গত্বা আসীনাঃ (উপবিষ্টাঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সাধুভুষিতাঃ) দ্বিজসতীঃ (ব্রাহ্মণপত্নীঃ) দৃষ্ট্বা নত্বা (তাঃ প্রণম্য) প্রশ্রিতাঃ (বিনীতাঃ সন্তঃ) ইদং অব্রুবন্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপগণ ব্রাহ্মণ পত্নীগণের গৃহে যাইয়া উপবিষ্ট সুভূষিত-ব্রাহ্মণ-পত্নীগণকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক সবিনয়ে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

নমো বো বিপ্রপত্নীভ্যো নিবোধত বচাংসি নঃ।
ইতোঽবিদূরে চরতা কৃষ্ণেনেহেষিতা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—বিপ্রপত্নীভ্যঃ (ব্রাহ্মণীভ্যঃ) বঃ (যুষ্মভ্যং) নমঃ নঃ (অস্মাকং) বচাংসি (বাক্যানি) নিবোধত (শৃণুত) ইতঃ (অস্মাৎ স্থানাৎ) অবিদূরে (সমীপে এব) চরতা (ভ্রমতা) কৃষ্ণেন বয়ং ইহ ইষিতাঃ (প্রেরিতাঃ স্মঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে বিপ্রপত্নীগণ, আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছি। আপনারা আমাদের বাক্য শ্রবণ করুন। এই স্থানের অদূরে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ঈষিতাঃ প্রেষিতাঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ঈষিতাঃ'—এইস্থানের অনতিদূরে বিচরণকারী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আমরা প্রেরিত হইয়াছি ॥ ১৬ ॥

গাশ্চারয়ন্ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সরামঃ (রামেণ সহিতঃ) গোপালৈঃ (সহ) গাঃ চারয়ন্ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দূরং (ব্রজাৎ ব্যবহিতং স্থানং) আগতঃ। বুভুক্ষিতস্য (ক্ষুধার্ত্তস্য) সানুগস্য (সসহচরস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অন্নং (ভোজ্যং) প্রদীয়তাম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব এবং গোপালগণের সঙ্গে গোচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি অনুচরগণের সহিত তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছেন। অতএব আপনারা তাঁহাকে অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অহো হন্তৈতাঃ কৃষ্ণনাম্নৈবানন্দমূর্চ্ছিতা অভূবংস্তদিমাঃ প্রবোধয়িতুং তদ্বৃত্তান্তমুক্তমেব তং কিঞ্চিদ্বিশিষ্য পুনরুচ্চৈরুচ্চারয়াম ইত্যভিপ্রেত্যাহু—গা ইতি। অদূরং নিকটমেবায়াতঃ। তদপি সম্যক্ প্রবুদ্ধা আলক্ষ্য তস্যান্নাকাঙ্ক্ষাং শ্রাবয়িত্বা অতিস্নেহবতীস্তা বিহ্বলয়ামাসুরিত্যাহ—বুভুক্ষিতস্যেতি ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! এই যজ্ঞপত্নীগণ কৃষ্ণনামেই আনন্দে মূর্চ্ছিত রহিয়াছেন, অতএব ইহাঁদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে তাঁহার বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে, তথাপি কিঞ্চিৎ বিশেষরূপে পুনরায় উচ্চস্বরে উচ্চারণ করি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'গাঃ', গোচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে 'অদূরম্'—আপনাদিগের নিকটেই আসিয়া পড়িয়াছেন। তাহাতেও সম্যক্ প্রবুদ্ধ না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের অন্নাকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করাইয়া অতিস্নেহবতী তাহাদিগকে ব্যাকুলিত করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'বুভুক্ষিতস্য', সম্প্রতি অনুচরবর্গের সহিত তাঁহার ক্ষুধা হইয়াছে, অতএব অন্ন প্রদান করুন ॥ ১৭ ॥

শ্রুত্বাচ্যুতমুপায়াতং নিত্যং তদ্দর্শনোৎসুকাঃ।
তৎকথাক্ষিপ্তমনসো বভূবুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ (কৃষ্ণকথায়ামেব নিরন্তরমাসক্তচিত্তাঃ অতএব) নিত্যং (সর্ব্বদা) তদ্দর্শনোৎসুকাঃ (কৃষ্ণদর্শনাভিলাষিন্যঃ দ্বিজপত্ন্যঃ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) উপায়াতং (সমীপবর্ত্তিস্থানমাগতং) শ্রুত্বা জাতসম্ভ্রমাঃ (ব্যস্তাঃ) বভূবুঃ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণপত্নীগণ নিরন্তর কৃষ্ণকথায় আসক্তচিত্ত বলিয়া সর্ব্বদা তদ্দর্শনে অভিলাষিণী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য কথয়া বুভুক্ষাবার্ত্তয়া আক্ষিপ্তানি অরে পামর মনঃ, কথং প্রিয়তমস্য বুভুক্ষাশ্রবণেনাপি ন মূর্চ্ছিতো জাগর্ষি ধিক্ ত্বামিত্যেবং তিরস্কৃতানি স্বস্বমনাংসি যাভিস্তাঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৎকথাক্ষিপ্তমনসঃ'—শ্রীকৃষ্ণের বুভুক্ষাবার্ত্তায় যাঁহাদিগের চিত্ত আক্ষিপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ 'অরে পামর মনঃ! কিজন্য প্রিয়তমের বুভুক্ষা শ্রবণ করিয়াও তুমি মূর্চ্ছা হইতে জাগ্রত হইতেছ না? অতএব ধিক্ তোমাকে!' —এইরূপভাবে নিজ নিজ মনকে যাঁহারা তিরস্কার করিয়াছেন, সেই বিপ্রপত্নীগণ। (শ্রীকৃষ্ণ নিকটে আসিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন) ॥ ১৮ ॥

চতুর্ব্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্ব্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) বহুগুণং (স্বাদ্বাদিবহুগুণযুক্তং) চতুর্ব্বিধং (চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয়ভেদেন চতুষ্প্রকারং) অন্নং (ভোজ্যং) ভাজনৈঃ (পাত্রৈঃ) আদায় (গৃহীত্বা) নিম্নগাঃ (নদ্যঃ) সমুদ্রং ইব (নদ্যঃ যথা) সর্ব্বাঃ (মিলিত্বা সমুদ্রং উপযান্তি তথা) প্রিয়ং অভিসস্রুঃ (শ্রীকৃষ্ণাভিমুখং প্রস্থিতাঃ) ॥১৯॥

অনুবাদ—তখন বিপ্রপত্নীগণ বহুগুণযুক্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন ভোজন পাত্রে গ্রহণপূর্ব্বক সমুদ্রগামিনী নদী সকলের ন্যায় সকলে মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ— ভক্ষ্যচর্ব্ব্যচূষ্যলেহ্যভেদৈশ্চতুর্ব্বিধং, সংস্কারবিশেষৈর্বহবো গুণা রসসৌরভ্যাদয়ো যস্মিংস্তৎ। অভিসস্রুরিতি তাসাং তদানীং কৃষ্ণং প্রতি সর্ব্বাসাং নায়িকাত্বাভিমানমালক্ষ্যোক্তম্। তত্র প্রতিবন্ধকাগণনে দৃষ্টান্তঃ, সমুদ্রং নিম্নগা নদ্য ইব ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুর্ব্বিধং বহুগুণং'—সেই দ্বিজপত্নীসকল পাকপাত্রে সংস্কার-বিশেষ দ্বারা রস-সৌরভ্যাদি বহুগুণযুক্ত চর্ব্ব্য, চূষ্য, পেয় ও লেহ্য ভেদে চতুর্ব্বিধ অন্ন গ্রহণ করিয়া নদীসকল যেরূপ অপ্রতিবন্ধভাবে সমুদ্রের প্রতি গমন করে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। 'অভিসস্রুঃ'—অভিসারিণী হইলেন, ইহা তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদিগের সকলের নায়িকাত্ব অভিমান লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধক গণ্য না করার দৃষ্টান্ত—নদীসকল যেরূপ অবাধভাবে সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে সেইরূপ ॥ ১৯ ॥

নিষিধ্যমানাঃ পতিভির্ভ্রাতৃভির্বন্ধুভিঃ সুতৈঃ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ ॥ ২০ ॥
যমুনোপবনেঽশোক নবপল্লবমণ্ডিতে।
বিচরন্তং বৃতং গোপৈঃ সাগ্রজং দদৃশুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(তাস্তু) পতিভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ নিষিধ্যমানাঃ (অপি) ভগবতি উত্তমশ্লোকে (শ্রীকৃষ্ণে) দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ (দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভিঃ তাঃ তথাবিধাঃ সত্যঃ) স্ত্রিয়ঃ (ব্রাহ্মণপত্ন্যঃ) অশোকনবপল্লবমণ্ডিতে যমুনোপবনে বিচরন্তং গোপৈঃ বৃতং সাগ্রজং (অগ্রজেন বলদেবেন-সহ স্থিতং শ্রীকৃষ্ণং) দদৃশুঃ (দৃষ্টবন্তঃ) ॥২০-২১॥

অনুবাদ—বহুকাল শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শ্রবণ করায় তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, অতএব পতি, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ নিষেধ করিলেও বিপ্রপত্নীগণ তথায় গমন করিয়া অশোকবৃক্ষের নবপল্লবে সুশোভিত যমুনার উপবনে বিচরণশীল, গোপ-পরিবেষ্টিত বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২০-২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র হেতুঃ ভগবতি দীর্ঘং বহুকালং শ্রুতেন শ্রবণেন ধৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ॥ ২০-২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহাতে কারণ—'ভগবতি

দীর্ঘশ্রুতধৃতাশয়াঃ', বহুকাল অবধি তদ্‌গুণাদি শ্রবণে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানে স্ব স্ব চিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ২০-২১ ॥

শ্যামং হরিণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেষমনুব্রতাংসে ।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—শ্যামং (কৃষ্ণবর্ণং) হিরণ্যপরিধিং (পীতাম্বরং) বনমাল্যবর্হধাতুপ্রবালনটবেশং (বনমাল্যাদিভিঃ নটবৎ বেশো যস্য তং) অনুব্রতাংসে (সখ্যুঃস্কন্ধেঃ) বিন্যস্তহস্তং (সংস্থাপিতৈকবাহুং) ইতরেণ (অন্যেন হস্তেন) অব্জং (লীলাকমলং) ধুনানং (সঞ্চালয়ন্তং) কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসং (কর্ণয়োঃ উৎপলে যস্য অলকাঃ কপালয়োঃ যস্য মুখাব্জে হাসঃ যস্য তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণং দদৃশুঃ ইতি পুর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার বর্ণ শ্যামল ও পরিধানে পীত বসন বর্ত্তমান ছিল। তিনি বনলালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু এবং প্রবাল দ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত হইয়া একহস্ত সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপনপুর্ব্বক অন্যহস্তে লীলাকমল সঞ্চালন করিতে ছিলেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলযুগলে অলকা এবং মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হিরণ্যং হিরণ্যরসাক্তং বস্ত্রং পরিধিঃ পরিধানং যস্য তম্। বনমাল্যেন পত্রপুষ্পময়েন চরণপর্য্যন্তলম্বিতেন বর্হেণ চূড়োপরিস্থেন ধাতুভিরঙ্গরাগত্বেন কল্পিতৈঃ প্রবালৈঃ শ্রবণচূড়া তুন্দবন্ধান্তরস্থৈর্নটস্যেব বেশো যস্য। কিঞ্চ, স্বাভিযোগমপি তা অনুভাবয়ামাসেত্যাহ.—অনুব্রতস্য প্রিয়সখস্যাংসে স্কন্ধে বিন্যস্ত আশ্লেষ-পরিপাট্যা অর্পিতো বামহস্তো যেন তম্। ইতরেণ দক্ষিণহস্তেন অব্জং লীলাকমলং ধুনানং ঘূর্ণয়ন্তং, এতাদৃশ দর্শনপ্রদানেন ভাববতীনাং ভবতীনাং হৃদয়কমলং স্বহস্তগতং কৃত্বা ঔৎসুক্যেন ঘূর্ণয়ামীতি জানীতেতি দ্যোতয়ন্তম্ যদ্বা, ভবতীর্ভাববতীঃ পশ্যতো মম হৃদয়কমলমৌৎসুক্যেন ঘূর্ণ্যতে লীলাকমলঘূর্ণনমিষেণ স্বহৃদয়ঘূর্ণামেব ভবতীর্দর্শয়ামীতি মৎকৃতাৎ স্বাভিযোগাদেব নিশ্চিনুতেতি ব্যঞ্জয়ন্তম্। কর্ণোৎপলয়োশ্চঞ্চলা অলকা যস্য। কপোলয়োঃ প্রসৃতো মুখাব্জস্য হাসো যস্য তঞ্চ তঞ্চ তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হিরণ্যপরিধিং'—সুবর্ণরসে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধানে যাঁহার, অর্থাৎ যিনি পরিধানে পীতবসন, গলদেশে চরণপর্য্যন্ত লম্বিত পত্রপুষ্পময় বনমালা, চূড়োপরি ময়ূরপুচ্ছ, অঙ্গরাগরূপে কল্পিত গৈরিকাদি ধাতু এবং শ্রবণযুগলে প্রবালসমূহের দ্বারা নটবরের ন্যায় বেশ ধারণ করিয়াছেন। আর, স্বাভিপ্রায়ও তাঁহাদিগকে অনুভব করাইয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'অনুব্রতাংসে', অনুব্রত প্রিয়সখার স্কন্ধে আশ্লেষ-পরিপাটীতে বাম হস্ত অর্পণ করিয়াছেন এবং 'ইতরেণ'—দক্ষিণহস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছেন। লীলাকমল ঘুরাইবার অভিপ্রায় এই—ভাববতী তোমাদিগের হৃদয়কমল, স্বহস্তগত করিয়া ঔৎসুক্যদ্বারা ঘূর্ণন করিতেছি ইহা জানিও, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করতঃই যেন লীলাকমল ঘুরাইতে লাগিলেন। অথবা তোমরা ভাববতী অতএব দেখ আমার হৃদয়-কমল ঔৎসুক্য সহকারে ঘুরিতেছে, লীলাকমল ঘূর্ণনচ্ছলে আমার হৃদয় ঘুরিতেছে, তাহাই তোমাদিগকে দেখাইতেছি, এইরূপ মৎকৃত স্বাভিযোগ হেতু তোমরা নিশ্চিত হও, ইহা ব্যঞ্জিত হইল। কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলযুগলে চঞ্চল অলকাবলী ও বদন-কমলে সুমধুর হাস্য যাঁহার, তাঁহাকে দ্বিজপত্নীগণ দেখিতে পাইলেন ॥ ২২ ॥

প্রায়ঃশ্রুতপ্রিয়তমোদয়কর্ণপূরৈ-
র্যস্মিন্নিমগ্নমনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ ।
অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞং যথাভিমতয়ো বিজহুর্নরেন্দ্র ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, (তাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ) প্রায়ঃশ্রুত প্রিয়তমোদয়কর্ণপুরৈঃ (প্রায়ঃ বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্য উদয়াঃ উৎকর্ষাঃ ত এব কর্ণপুরাঃ কর্ণৌ পুরয়ন্তি কৃতার্থৌ কুর্ব্বন্তীতি তথা তৈঃ কর্ণালঙ্কারৈরিতি বা পূর্ব্বং) যস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) নিমগ্নমনসঃ (আবিষ্টচেতসঃ আসন্) অথ (সাম্প্রতং)

অক্ষিরন্ধ্রৈঃ (নয়নদ্বারৈঃ) অন্তঃ প্রবেশ্য সুচিরং পরিরভ্য (আলিঙ্গ্য) অভিমতয়ঃ (অহং বৃত্তয়ঃ) প্রাজ্ঞং (সুষুপ্তি সাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং গত্বা) যথা (ইব) তাপং বিজহুঃ (ক্লেশং তত্যজুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—দ্বিজপত্নীগণ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা বহুবার শ্রবণ করিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়ের সার্থকতা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হইয়াছিল। সম্প্রতি নয়নপথে ভগবানের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্ত ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ"—পরমাত্মকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া আনন্দে জীবাত্মা যেরূপ বাহ্যে কিছু জানিতে পারে না—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে তাঁহারাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বচিত্তসন্তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রায়ো বহুশঃ শ্রুতা যে প্রিয়তমস্য উদয়া উৎকর্ষাএব কর্ণপূরাঃ কর্ণালঙ্কারাঃ কর্ণৌ পূরয়ন্তি কৃতার্থয়ন্তীতি তথা তৈর্যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্নমনস এব এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং আসন্। তং সম্প্রতি নেত্রদ্বারৈরন্তঃ অন্তঃকরণকমলতল্পে প্রবেশ্য সুচিরং স্বচ্ছন্দেনৈব দৃঢ়ং পরিরভ্য পরিরম্ভদার্ঢ্যেনৈবানন্দমূর্ছিতাস্তাস্তেন সহৈক্যে সতি তাপং তদঙ্গস্পর্শাভাবজনিতং ক্লেশং বিজহুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ,—অভিমতয়োঽহংবৃত্তয়ঃ প্রাজ্ঞং সুষুপ্তিসাক্ষিণং পরিরভ্য তস্মিন্ লয়ং প্রাপ্য যথা ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রায়ঃশ্রুত-প্রিয়তমোদয়-কর্ণপূরৈঃ'—বহুদিন যাবৎ বহুবার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ শ্রবণে কর্ণযুগল কৃতার্থ হওয়ায়, তদ্দ্বারা (উৎকর্ষ শ্রবণ দ্বারা) তাঁহাতে বিপ্রপত্নীদিগের চিত্ত এতদিন পর্য্যন্ত আবিষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি নয়নপথে তাঁহাকে অন্তঃকরণকমলতল্পে প্রবেশ করাইয়া, মনঃদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে আলিঙ্গন করতঃ আনন্দ-মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার সহিত ঐক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গস্পর্শাভাবজনিত ক্লেশ তাঁহারা পরিত্যাগ করিলেন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'অভিমতয়ঃ', অহংবৃত্তি জ্ঞানিগণ 'প্রাজ্ঞং'—সুষুপ্তির সাক্ষি আত্মাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ তাপ দূর করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ॥ ২৩ ॥

তাস্তথা ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ প্রাপ্তা আত্মদিদৃক্ষয়া।
বিজ্ঞায়াখিলদৃগ্দ্রষ্টা প্রাহ প্রহসিতাননঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলদৃক্ দ্রষ্টা (সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষী ভগবান্) আত্মদিদৃক্ষয়া (আত্মনঃ স্বস্য এব দিদৃক্ষয়া দর্শনেচ্ছয়া) ত্যক্তসর্ব্বাশাঃ (সর্ব্বকামরহিতাঃ) তাঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ) তথা প্রাপ্তাঃ (আগতাঃ) বিজ্ঞায় প্রহসিতাননঃ (হাস্যোৎফুল্লবদনঃ সন্) প্রাহ (উবাচ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—এই সকল দ্বিজপত্নী তাঁহার দর্শনে অভিলাষিণী হইয়া সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ইহা সর্ব্ব বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ ভগবান্ জানিতে পারিয়া সহাস্যবদনে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাস্তথাভূতা অন্নস্থালীঃ পুরঃস্থাপয়িত্বৈব মূর্ছিতা ভবন্তীর্দৃষ্ট্বা অখিলানামপি দৃশাং বুদ্ধীনাং দ্রষ্টা ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাস্তথা'—দ্বিজপত্নীদিগকে অন্নস্থালী সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া, 'অখিলদৃগ্দ্রষ্টা'—সকলের বুদ্ধির যিনি দ্রষ্টা অর্থাৎ সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিম্।
যন্নো দিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—[শ্রীভগবান্ উবাচ] (হে) মহাভাগাঃ, (ভাগ্যবত্যঃ) বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (শুভাগমনং) আস্যতাং (বিশ্রাম্যতাং ততঃপরং) কিং করবাম (ইতি আদিশ্যতাম্) যৎ (প্রতিবন্ধকশতমতিক্রম্য) নঃ (অস্মাকং) দিদৃক্ষয়া (দর্শনাশয়া) প্রাপ্তা (আগতাঃ) ইদং (আচরণং) বঃ (যুষ্মাকং) উপপন্নং হি (যুক্তমেব ভবতি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের সুখে আগমন হইয়াছে ত ? সম্প্রতি এখানে উপবেশন কর, অতঃপর কি করিতে হইবে তাহা আদেশ কর। তোমরা যে শত প্রতিবন্ধক অতিক্রমপূর্ব্বক আমাদের দর্শনাশায় এখানে উপস্থিত হইয়াছ তাহা তোমাদের সঙ্গতই হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—রাসাভিসারিণীর্গোপীরিব মহাপ্রেমবতীস্তা অপ্যাহ,—স্বাগতমিতি বঃ শুভমেবাগমনম্। যৎ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকোটীরপি তিরস্কৃতবত্যো দিদৃক্ষয়া নঃ প্রাপ্তা ইদং বঃ উপপন্নং উপপদ্যতে চৈমবেত্যর্থঃ। মম তু এতৎ প্রত্যুপকরণাসামর্থ্যাৎ ন কিমপি উপপন্নমিতি ভাবঃ। অতো বঃ কিং করবাম কেবলং ঋণীভবামেত্যর্থঃ। অতএব মহাভাগাঃ মত্তোহপি মহাভাগ্যবত্যঃ আস্যতাং ক্ষণমিহোপবিশ্যতাং মদ্দর্শনার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাসাভিসারিণী গোপীগণের ন্যায় মহাপ্রেমবতী সেই দ্বিজপত্নীদিগকেও বলিলেন—'স্বাগতম্', তোমাদিগের শুভাগমন হইয়াছে, যেহেতু ভর্ত্তাদি প্রতিবন্ধসমূহ অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, ইহা তোমাদিগের সমুচিত কার্য্যই হইয়াছে বটে, পরন্তু আমা কর্ত্তৃক ইহার প্রত্যুপকারে অসমর্থহেতু কিছুই উপপন্ন হইবে না। অতএব তোমাদিগের কি উপকার করিব, কেবল তোমাদিগের নিকট ঋণীই রহিলাম। 'মহাভাগাঃ'—আমা হইতেও তোমরা মহাভাগ্যবতী, অতএব ক্ষণকাল মদ্দর্শনার্থ এই স্থলে উপবেশন কর—এই ভাবার্থ ॥ ২৫ ॥

নন্বদ্ধা ময়ি কুর্ব্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনাঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যুক্তত্বমাহ) স্বার্থদর্শিনঃ (স্বস্য আত্মনঃ অর্থং পশ্যন্তি যে তে) **কুশলাঃ** (বিবেকিনঃ) নন্ু (নিশ্চিতং) আত্মপ্রিয়ে (আত্মা চাসৌ প্রিয়শ্চেতি তস্মিন্) ময়ি (ভগবতি) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) অহৈতুক্যব্যবহিতাং (ফলানুসন্ধানরাহিত্যেন নিরন্তরাং) যথা ভক্তিং (যথাবদ্ ভক্তিং) **কুর্ব্বন্তি** ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কারণ— স্বার্থদর্শী-বিবেকী-পুরুষগণ আত্মা এবং প্রিয়রূপী আমার প্রতি সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধানরহিত নিরন্তরা ভক্তির যথাযথ আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পরমপ্রেমবতীনামপি তাসাং তদানীমেব মনোরথপূর্ত্তির্ন রসপুষ্টিং বহতি, রসপুষ্ট্যা চ বিনা লীলা চমৎকরোত্যতো ভগবতস্তৎপ্রেমবশ্যস্যাপি তদ্দর্শনোত্থয়া রত্যা স্বাভিযোগং কৃতবতোঽপি মনস্যকস্মাদেব লীলাশক্ত্যৈব স্ফোরিতমৈশ্বর্য্যং তাসাং স্বগৃহং প্রতি পরাবর্ত্তনে কারণমভূৎ। যদ্যপি প্রায়ঃ প্রেমবজ্জনসন্নিধাবৈশ্বর্য্যং নাবির্ভবিষ্ণু ভবেত্তদপি লীলাসৌষ্ঠবার্থং বিরহৌৎকণ্ঠ্যবর্দ্ধনয়া তাসাং প্রেমবর্দ্ধনার্থঞ্চাবির্ভবেদেব তদ্ভগবতো রত্যাখ্যং ভাবং শময়িত্বা বিবেকমুৎপাদয়ামাসেত্যতো ভগবাংস্তদনুকূলমেবাহ,—নন্বিতি দ্বাভ্যাম্। ন কেবলং ময়ি ভবত্য এবাসজ্জন্তে কিন্তু বহবোঽন্যেঽপি ময়ি পরমেশ্বরে ভক্তিং প্রীতিং কুর্ব্বন্তি, কে তে কুশলাশ্চতুরাঃ। চাতুর্য্যমেবাহ,—স্বার্থদর্শিনঃ। লোকে হি স্বার্থসাধকা এব চতুরা উচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অহৈতুকী স্বীয়ফলাভিসন্ধিরহিতা চ। অব্যবহিতা প্রীতিব্যবধায়কজ্ঞানকর্ম্মাদিবস্ত্বন্তরশূন্যা চ তাম্। অত্র দৃষ্টান্তঃ, আত্মপ্রিয়ে দেহাপত্যাদৌ যথা ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম প্রেমবতী হইলেও তাঁহাদিগের তৎকালেই মনোরথপূর্ত্তি রসপুষ্টি হইবে না, এবং রসপুষ্টি ব্যতীত লীলা চমৎকারী হয় না, এইহেতু ভগবান্ প্রেমবশ্য হইলেও এবং তাঁহাদিগের দর্শনজনিত রতিবশতঃ স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও, অকস্মাৎ তাঁহার মনে লীলাশক্তির দ্বারা ঐশ্বর্য্য স্ফুরিত হইল, তাহাই তাঁহাদিগের স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ হইয়াছিল। যদিও প্রায় প্রেমবান্ জনের নিকট ঐশ্বর্য্য আবির্ভূত হয় না, তথাপি লীলাসৌষ্ঠবের নিমিত্ত, তাঁহাদিগের বিরহৌৎকণ্ঠাবর্দ্ধন ও প্রেমবর্দ্ধনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহা (ঐশ্বর্য্যস্ফুরণ) ভগবানের রত্যাখ্য ভাব উপশম করাইয়া বিবেকের উৎপাদন করাইল। এইহেতু ভগবান্ তদনুকূলই বলিলেন—'ননু' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। কেবল তোমরাই আমাতে আসক্ত হও নাই, কিন্তু অপর বহুজনও পরমেশ্বর আমাতে প্রীতি করিয়া থাকেন। যদি বলেন—কে তাহারা? তদুত্তরে বলিতেছেন—'কুশলাঃ', তাহারা চতুর। চাতুর্য্যই বলিতেছেন—'স্বার্থদর্শিনঃ', লোকে স্বার্থসাধকগণই চতুর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, এই ভাব। 'অহৈতুকী'—স্বীয় ফলাভিসন্ধি রহিত। 'অব্যবহিতা' বলিতে প্রীতির বাধক জ্ঞান-কর্ম্মাদি অন্য বস্তু শূন্য। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'আত্মপ্রিয়ে', দেহ অপত্যাদিতে

যেমন। (অর্থাৎ স্বপ্রয়োজনাভিজ্ঞ আত্মদর্শী বিবেকি-সকল আত্মপ্রিয় আমাতে সাক্ষাৎ ফলানুসন্ধান-রহিত অহৈতুকী ভক্তি যথোচিতভাবে করিয়া থাকে। কিংবা—সাধারণ ব্যক্তিসকল যেরূপ দেহে ও পুত্রাদিতে মমতা করিয়া থাকে, তদ্রূপ স্বার্থদর্শক বিবেকিগণ আমাতে নিষ্কপট ভক্তি করিয়া থাকে। অথবা বিবেকিগণ যেমন আমাতে মহানুভাবময়ী ভক্তি করিয়া থাকে, তেমন তোমরাও করিয়াছ।) ॥ ২৬॥

———

প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্ম-দারাপত্যধনাদয়ঃ।
যৎসম্পর্কাৎ প্রিয়া আসংস্ততঃ কোঽন্বপরঃ প্রিয়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ সম্পর্কাৎ (যস্য আত্মনঃ অধ্যাসেন উপকরণত্বেন বা সম্বন্ধবশাৎ) প্রাণবুদ্ধিমনঃস্বাত্মদারাপত্যধনাদয়ঃ (প্রাণঃ বুদ্ধিঃ মনঃ স্বাঃ জ্ঞাতয়ঃ আত্মা দেহঃ দারাঃ অপত্যং ধনং ইত্যাদয়ঃ পদার্থাঃ অপি) প্রিয়াঃ আসন্ (প্রিয়াঃ ভবন্তি) নু (নিশ্চিতং) ততঃ (তস্মাৎ আত্মনঃ) পরঃ প্রিয়ঃ (অধিকঃ প্রিয়ঃ) কঃ (ভবতি কোঽপি ন আত্মনোঽধিকঃ প্রিয়ঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—যে আত্মার সম্বন্ধবশতঃ প্রাণ, বুদ্ধি, মন, আত্মীয়, দেহ, স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি বস্তুসকল প্রিয় হইয়া থাকে সেই আত্মা হইতে অধিক প্রিয় বস্তু আর কি আছে? ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—বুদ্ধিপ্রবেশার্থমেব দৃষ্টান্তো দর্শিতঃ। বস্তুতস্তু দৃষ্টান্তাদ্দেহাদেঃ সকাশাদপি দার্ষ্টান্তিকঃ পরমাত্মাহমতিপ্রিয় এবেতি যুক্ত্যা প্রবোধয়তি,—প্রাণেতি। স্বং দেহঃ আত্মা জীবঃ যস্য পরমাত্মনঃ সম্পর্কাৎ সম্বন্ধাৎ। ততঃ পরমাত্মনঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বুদ্ধিপ্রবেশের নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখান হইল। বাস্তবিক পক্ষে দৃষ্টান্ত দেহাদি হইতেও দার্ষ্টান্তিক পরমাত্মা আমিই (শ্রীকৃষ্ণ) অতিপ্রিয়, ইহা যুক্তির দ্বারা জানাইতেছেন—'প্রাণ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহার সম্পর্কে প্রাণ, বুদ্ধি, মনঃ, দেহ কিংবা জ্ঞাতি, জীব, স্ত্রী ও ধনাদি প্রিয় হইয়া থাকে, 'ততঃ'—সেই পরমাত্মা হইতে জীবের আর কে প্রিয়তম হইতে পারে? ২৭ ॥

———

তদ্ যাত দেবযজনং পতয়ো বো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভির্গৃহমেধিনঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তস্মাৎ কৃতার্থাঃ যূয়ং) দেবযজনং (যজ্ঞস্থানং) যাত (গচ্ছত ননু যদি কৃতার্থাঃ বয়ং তৎ কথং পুনর্য্যাস্যামঃ ইত্যাহ) যুষ্মাভিঃ (স্ত্রীভিঃ) গৃহমেধিনঃ (গৃহস্থধর্ম্মাণঃ যুষ্মাভির্বিনা গার্হস্থ্যাভাবেন যজ্ঞানুপপত্তেঃ) বঃ (যুষ্মাকং) পতয়ঃ (স্বামিনঃ) দ্বিজাতয়ঃ (ব্রাহ্মণাঃ) স্বসত্রং (নিজ নিজ যজ্ঞং) পারয়িষ্যন্তি (সমাপয়িষ্যন্তি অতএব যুষ্মাকং কৃত্যার্থত্বেঽপি পতীনামনুগ্রহার্থং গন্তব্যমিতি ভাবঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ, সম্প্রতি যজ্ঞস্থানে গমন কর। তোমাদের পতিগণ তোমাদের দ্বারাই গৃহস্থধর্ম্মী হইয়া নিজ নিজ যজ্ঞ-সমাপনে সমর্থ হইবেন। অতএব তাঁহাদের অনুগ্রহের জন্য তোমাদের সেখানে গমন সঙ্গত ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাৎ স চ পরমাত্মা অহমেব যুষ্মাভির্গর্গাদিমুখাৎ শ্রুত এব যুষ্মদঙ্গান্যাশ্লিষ্য সদাবর্ত্ত এব। তত্তস্মাৎ দেবযজনং যজ্ঞবাটং যাত। ননু তদপি সাক্ষান্মূর্ত্তং পরমাত্মানং ত্বাং হিত্বা কথং গৃহং যামস্তত্রাহ,—পতয় ইতি। পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভিঃ সহৈব সমাপয়িষ্যন্তি। সত্রাদিকর্ম্মাপি বেদরূপেণ ময়ৈবোক্তমিতি মৎকার্য্যানুরোধাদেব যাত। তত্রৈব স্ফুরন্তং মূর্ত্তং মাং দ্রক্ষ্যথেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই পরমাত্মা আমিই সম্ভবতঃ তোমরা গর্গাদির মুখ হইতে শ্রুত হইয়া থাকিবে। আমিই তোমাদিগের সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন-পূর্ব্বক সর্ব্বদাই অবস্থিত আছি; অতএব তোমরা এক্ষণে যজ্ঞস্থলে গমন কর। যদি বলেন—তাহা হইলেও পরমাত্মার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাইব কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'পতয়ঃ', তোমাদিগের পতি ব্রাহ্মণগণ গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ, সুতরাং তাহারা তোমাদিগের সহিত একত্র হইয়া, অর্থাৎ সস্ত্রীক হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞ সমাপন করিবেন। সত্রাদি কর্ম্মও বেদরূপে আমারই উক্তি, আমার কার্য্যানুরোধেই গমন কর। সেখানেও স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত মূর্ত্ত আমাকে দেখিতে পাইবে—এই ভাব ॥২৮॥

———

শ্রীপত্ন্য উচুঃ—
মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুষ্ব নিগমং তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা বয়ং তুলসিদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্তবন্ধূন্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—পত্ন্যঃ উচুঃ (দ্বিজপত্ন্যঃ ভগবন্তং প্রতি কথয়ামাসুঃ)। (হে) বিভো (সর্ব্বব্যাপক) ভবান্ এবং নৃশংসং (যূয়ং মৎসকাশাৎ যজ্ঞস্থানং যাত এবং পুরুষবচনং) গদিতুং (বক্তুং) মা অর্হতি (ন যোগ্যো ভবতি ভবতঃ ঈদৃগ্ বচনং ন যুক্তমিত্যর্থঃ) নিগমং (ন স পুনরাবর্ত্ততে' ইত্যাদি বেদবাক্যং 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' ইত্যাদি বচনঞ্চ) সত্যং কুরুষ্ব (পালয়)। বয়ং (দ্বিজপত্ন্যঃ) সমস্তবন্ধূন্ (পতিপুত্রাদীন্ বান্ধবান্) অতিলঙ্ঘ্য (অতিক্রম্য) পদাবসৃষ্টং (অবজ্ঞয়াপি ভবৎপদয়োঃ অর্পিতং) তুলসীদাম (তুলসীদলমাল্যং) কেশৈঃ নির্বোঢ়ুং (মস্তকেন ধারয়িতুং ভবদ্দাসীভবিতুং ইত্যর্থঃ তব পাদমূলং প্রাপ্তাঃ (আগতাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন—হে বিভো, আপনি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারেন না। সম্প্রতি "যিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হ'ন, তিনি আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না" এই সকল বেদবাক্য এবং "আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না" ইত্যাদি স্বীয় প্রতিজ্ঞাবাক্য পালন করুন। আমরা পতিপুত্রাদি সমস্ত বান্ধবগণকে অতিক্রমপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্মে অবজ্ঞাভরেও প্রদত্ত তুলসী মাল্যটী মস্তকে ধারণ করিবার জন্য পদতলে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—রাসারম্ভে মহাপ্রেমবত্যো গোপ্য ইবাহুঃ—মৈবমিতি। নৃশংসং পরুষং। নিগমং "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইতি বেদবাক্যম্। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ"মিতি নিগমরূপং স্ববাক্যঞ্চ সত্যং কুরুষ্ব। ননু, ভবতীভির্বিপ্রজাত্যভিমানো দুস্ত্যজস্তত্রাহুঃ—তব গোপস্যাপি পাদমূলং বয়ং দাস্যার্থং প্রাপ্তাঃ। ন হি বিপ্রজাত্যভিমানে সত্যেবং কোঽপি জনো বক্তুং শক্নোত্যতোঽস্মদ্বাক্যেনৈব নিশ্চীয়তাং নাস্ত্যস্মাকং জাত্যভিমান ইতি ভাবঃ। ননু, গোপস্য মম গোপ্য এব দাস্যঃ প্রেয়স্যশ্চ সমুচিতা ভবন্তি তাশ্চ বহ্ব্যো বর্ত্তন্তেতমাম্। সত্যং, বর্ত্তন্তাং বিরাজন্তাং নাম যদি ত্বং ব্রাহ্মণীর্দাসীঃ কর্ত্তুং বন্ধুভ্যো জিহ্রেষি তর্হি কথং ত্বাং হ্রেপয়ামস্তৎপুরং নৈব যামো বৃন্দাবন এব বনদেবতা ইব বর্ত্তিষ্যামহে, তৎসম্বন্ধগন্ধেনৈব কৃতার্থীভবিষ্ণবো বয়মিত্যাহুঃ,—বয়ন্তু দূরে স্থিত্বা পদাবসৃষ্টং ত্বৎপদাৎ ত্বদাশ্লিষ্টপ্রেয়সীনাং পদসংসর্গাদ্বা ত্রুটিতীভূয় অবসৃষ্টং পর্য্যঙ্কাধো বিসৃষ্টং তুলসীদাম ত্বদ্দাসীভিরেব কৃপয়া দত্তং কেশৈর্নিবোঢ়ুং প্রাপ্তাঃ, ন তু তব প্রেয়সীভাবায় দাসীভাবায় বা দুর্ল্লভায়াস্মাকমাকাঙ্ক্ষেতি ভাবঃ। ননু, তর্হি ভবদ্বন্ধবঃ কিং বদিষ্যন্তি তত্রাহুঃ,—অতিলঙ্ঘ্যেতি ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—রাসারম্ভে মহাপ্রেমবতী গোপীগণের ন্যায় বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন—'হে বিভো'! আপনি বহির্ব্যাপক ও অন্তর্ব্যাপক, সুতরাং আমাদিগের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্তই আপনি বিদিত আছেন, অতএব আপনি এরূপ 'নৃশংসং'—নিষ্ঠুর বাক্য বলিতে পারেন না। 'নিগমং সত্যং কুরুষ্ব'—'যিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তিনি আর সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন না", এই সকল বেদবাক্য এবং "যে, যেভাবে আমাকে ভজে, আমি তাহাকে সেইভাবে ভজি", এই যে ভবদীয় বাক্য তাহা সত্য করুন। যদি বলেন—তোমাদিগের ব্রাহ্মণজাতির অভিমান দুস্ত্যজ। তদুত্তরে বলিতেছেন—গোপজাতি তোমার পাদমূল আমরা দাসী হইবার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মণজাতির অভিমান থাকিলে কেহ এরূপ বলিতে সমর্থ হইত না, অতএব আমাদিগের বাক্যেই নিশ্চয় করুন যে আমাদিগের জাত্যভিমান নাই—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—গোপজাতি আমার গোপীগণই দাসী ও প্রেয়সী হইবার যোগ্য এবং তাহারা বহু রহিয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—হ্যাঁ, বহু থাকিতে পারে বা থাকুন, যদি আপনি ব্রাহ্মণীগণকে দাসী করিতে বন্ধুজন হইতে লজ্জাবোধ করেন, তাহা হইলে কিজন্য আপনাকে লজ্জিত করিব, আমরা আপনার পুরীতেই যাইব না, এই বৃন্দাবনে বনদেবতার ন্যায় অবস্থান করিব, আপনার সম্বন্ধলেশেই আমরা কৃতার্থ হইব, ইহা বলিতেছেন—'পদাবসৃষ্টং', আমরা দূরে অবস্থানপূর্ব্বক আপনার শ্রীচরণ হইতে অথবা আপনার আশ্লিষ্ট প্রেয়সীগণের পাদসংসর্গে ছিন্ন হইয়া পর্য্যঙ্কের নিম্নে নিক্ষিপ্ত তুলসীদাম

আপনার দাসীগণের দ্বারা কৃপাপূর্ব্বক প্রদত্ত হইলে তাহা আমরা স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিবার নিমিত্ত সমাগতা হইয়াছি, কিন্তু সুদুর্ল্লভ আপনার প্রেয়সীভাব বা দাসীভাবে আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা নাই—এই ভাব। যদি বলেন—তাহা হইলে তোমাদিগের আত্মীয়স্বজন কি বলিবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অতিলঙ্ঘ্য', আমরা পতিপুত্রাদি সমস্ত বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পদতলে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ২৯ ॥

গৃহ্ণন্তি নো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতা বা
ন ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদঃ কুত এব চান্যে।
তস্মাদ্ভবৎপ্রপদয়োঃ পতিতাত্মনাং নো
নান্যা ভবেদ্গতিররিন্দম তদ্বিধেহি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ ইদানীং) পতয়ঃ পিতরৌ সুতাঃ ভ্রাতৃবন্ধুসুহৃদং বা নঃ (অস্মান্) ন গৃহ্ণন্তি (আশ্রয়ং দাস্যন্তি) অন্যে চ (জনঃ) কুত এব (কথমপি ন গৃহ্ণন্তীতি ভাবঃ) হে অরিন্দম, (রিপুদমন) তস্মাৎ (গত্যন্তরাভাবাৎ) ভবৎপ্রপদয়োঃ (ত্বৎপাদাগ্রয়োঃ) পতিতাত্মনাং (নিপতিতদেহানাং) নো (নিশ্চিতং) অন্যা গতিঃ (স্বর্গাদিরপি) ন ভবেৎ (অতঃ) তৎ (দাস্যমেব) বিধেহি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ সম্প্রতি পতি, পিতা-মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, বান্ধব কেহই আমাদিগকে আশ্রয় দিবে না, অন্যের কথা আর কি বলিব। হে অরিন্দম, আমরা আপনার চরণাগ্রেই পতিত হইলাম, আমাদের অন্য গতি নাই, অতএব আপনার দাস্য প্রদান করুন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তন্নগরস্থ মালিকতাম্বূলিকাদিবনিতাজনমুখাদাকর্ণিত-ত্বদ্রূপগুণমাধুর্য্যা যদবধি বয়ং বয়ঃসন্ধিমারভ্যৈবাভূম তদ্দিনত এব ত্বয়ি ভাববতী-র্গৃহকর্ম্মণ্যপ্যুদাসীনা অস্মান্ ব্যভিচারিণীরিব দৃষ্ট্বা সন্দিহানাঃ পত্যাদয়ো নৈব প্রায়ো ব্যবহরন্তীত্যাহুঃ—গৃহ্ণন্তীতি। সুতাঃ সপত্নীপুত্রাঃ অন্যে প্রতিবেশ্যাদয়ঃ। ততশ্চাতিবৈয়গ্র্যেণ রুদত্যঃ পদাগ্রে মূর্দ্ধ্না প্রণমন্ত্যঃ সগদ্গদমাহুস্তস্মাদিতি। অস্মাকং অন্যা গতির্যথা ন ভবেত্তথা বিধেহি। হে অরিন্দম, ত্বৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকীভূতা দুরিতাদয় এবারয়স্তান্ ত্বমেব কৃপয়া দময় ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আপনার নগরস্থিত মালী, তাম্বূলিকাদি বনিতাজনের মুখ হইতে আপনার রূপ, গুণ, মাধুর্য্য যেদিন হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সেই আমাদিগের বয়ঃসন্ধি কাল হইতেই আমরা আপনাতে ভাববতী হইয়াছি। গৃহকর্ম্মে উদাসীন আমাদিগকে ব্যভিচারিণীর ন্যায় দর্শন করতঃ সন্দিগ্ধচিত্ত পতি প্রভৃতি প্রায় সদ্ব্যবহার করেন না, ইহা বলিতেছেন—'গৃহ্ণন্তি' ইত্যাদি। 'সুতাঃ'—সপত্নীর পুত্রগণ, 'অন্যে'—প্রতিবেশী জন, অর্থাৎ আমাদিগের পতি প্রভৃতি আত্মীয়-বান্ধবগণ আমাদিগকে গৃহে গমন করিলেও গ্রহণ করিবে না, অন্যান্য প্রতিবেশিগণও গ্রহণ করিবে না, এমন কি তাহারা আমাদিগের সহিত বাক্যাদি দ্বারাও সম্ভাষণ করিবে না। তারপর অতিশয় ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে করিতে পাদপ্রান্তে অবনতমস্তকে প্রণামপূর্ব্বক গদ্গদ-ভাবে বলিলেন—'নান্যা গতিঃ', আমাদিগের যাহাতে অন্য গতি (আপনি ভিন্ন অন্য আশ্রয়) না হয়, সেইরূপ বিধান করুন। 'হে অরিন্দম'! আপনার প্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দুরিতাদিই শত্রু, তাহা আপনি কৃপাপূর্ব্বক বিদূরিত করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—
পতয়ো নাভ্যসূয়েরন্ পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ।
লোকাশ্চ বো ময়োপেতা দেবা অপ্যনুমন্বতে ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—পতয়ঃ (যুষ্মাকং স্বামিনঃ) পিতৃভ্রাতৃসুতাদয়ঃ লোকাঃ চ ময়া উপেতাঃ (অনুজ্ঞাতাঃ সঙ্গতাঃ বা) বঃ (যুষ্মান্) ন অভ্যসূয়েরন্ (ন দোষদৃষ্ট্যা পশ্যন্তীত্যর্থঃ প্রত্যক্ষং দেবান্ প্রদর্শ্যাহ) দেবাঃ (এতে প্রত্যক্ষীভূতাঃ দেবতাঃ) অপি অনুমন্বতে (মাং ঈশ্বরত্বেন মন্যন্তে) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে বিপ্র-পত্নীগণ, আমার অনুজ্ঞাবশতঃ পিতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ কিম্বা অন্যলোক কেহই তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবে না। ঐ দেখ দেবতাগণও আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ময়ি প্রেমবত্যো যূয়ং মৎসুখপরা এবাতো মদনভিপ্রেতং চেষ্টিতং নার্হথ স্বহঠং মাকৃঢ্ং গৃহান্ গচ্ছতেত্যুক্তে ভো অভিজ্ঞশিরোমণে অসূর্য্যম্পশ্যাঃ কুলবত্যো বয়ং বচনোল্লঙ্ঘনাৎ যাংস্তৃণীকৃত্য পুরাদ্বহির্ভূয় এতাবদ্দূরে স্থিতস্য লম্পটত্বেন ব্রজে খ্যাতস্য ভবতঃ সমীপমাগচ্ছামঃ স্ম পুনস্তত্রৈব গচ্ছন্তীরস্মাংস্তে পত্যাদয়ঃ পুরেষু প্রবেষ্টুমপ্যাদদানাঃ কোপাদদ্য বধিষ্যন্ত্যেবেতি জানীমস্তত্রাহ—পতয় ইতি। বো যুষ্মভ্যং নাভ্যসূয়েরন্ দোষদৃষ্টিমপি ন কুর্য্যুঃ কিমিত্যনিষ্টং শঙ্কধ্বে ইতি ভাবঃ। কিমুত পিত্রাদয়ঃ অন্যে চ লোকাঃ কীদৃশীর্ময়া সহ উপেতাঃ সঙ্গতা অপি কিমুত সম্প্রত্যসঙ্গতা এবেত্যর্থঃ। অহমীশ্বর ইতি তৈরপি জ্ঞাতত্বাদিতি ভাবঃ। যতো দেবা অপি যজ্ঞকর্ম্মণি তৈঃ প্রত্যক্ষীকৃতা অত্রার্থে পৃষ্টা ভবতীরনুমন্বতে অনুমংস্যন্ত এব। মাং সর্ব্বেশ্বরং বিদুষাং দেবানামপ্যত্রার্থে অনুমতিরেব নত্বননুমতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—তোমরা আমাতে প্রেমবতী, সুতরাং মৎসুখপরা হইয়াছ। অতএব আমার অনভিপ্রেত কার্য্য করিতে যোগ্যা নও, নিজ হঠকারিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে গমন কর। তদুত্তরে বিপ্রপত্নীগণ বলিলেন—হে অভিজ্ঞশিরোমণি! অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবতী আমরা, পতি প্রভৃতির বাক্যোল্লঙ্ঘন-হেতু যাহাদিগকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া পুর হইতে বহির্গতা হইয়া এতাবৎ দূর-প্রদেশস্থিত ব্রজে লম্পটত্বরূপে বিখ্যাত আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি, এখন যদি পুনরায় সেই পুরীতে গমন করি, তাহা হইলে সেই পতি প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাদিগকে পুরীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, পরন্তু তাহারা ক্রোধাবিষ্ট হওয়ায় অদ্য আমাদিগকে নিশ্চয় নিধন করিবে। তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—'পতয়ঃ', তোমাদের পতিগণ তোমাদিগের প্রতি দোষদৃষ্টিও করিবে না, কেন বৃথা অনিষ্টাশঙ্কা করিতেছ। ইহাতে পিত্রাদির কথা কি, অন্য লোকও দোষদৃষ্টি করিবে না। কেমন তোমরা? তাহাতে বলিতেছেন—'ময়োপেতাঃ', আমার সহিত সঙ্গতা হইলেও দোষদৃষ্টি করিবে না, তাহাতে সম্প্রতি তোমরা অসঙ্গতাই। কারণ 'আমি ঈশ্বর', ইহা তাহারা জ্ঞাত আছে। 'দেবা অপি অনুমন্বতে'—বিশেষতঃ যজ্ঞোপলক্ষ্যে সমাগত প্রত্যক্ষীভূত দেবগণও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে তোমাদিগকে অনুমোদন করিবেন। অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া বিদিত দেবগণেরও এই বিষয়ে অনুমতি রহিয়াছে, কিন্তু অমত নাই, এই ভাবার্থ ॥ ৩১॥

ন প্রীতয়েঽনুরাগায় হ্যঙ্গসঙ্গো নৃণামিহ।
তন্মনো ময়ি যুঞ্জানা অচিরান্মামবাপ্স্যথ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(তথাপি ত্বাং ত্যক্তুং ন শক্নুমঃ ইতি চেত্তত্রাহ) ইহ অঙ্গসঙ্গঃ (অঙ্গাভ্যাং সঙ্গঃ) হি (কেবলং) নৃণাং প্রীতয়ে (সুখায়) (অনুরাগায় বা) ন (ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) ময়ি (শ্রীকৃষ্ণে) মনঃ যুঞ্জানাঃ (মনঃ সংস্থাপয়ন্ত্যঃ) (সত্যঃ) অচিরাৎ (শীঘ্রং) মাং অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে কেবলমাত্র অঙ্গসঙ্গ মানবগণের সুখ বা অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে না। অতএব তোমরা আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া অচিরেই আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মন্মনোবাঞ্ছিতং কদাপি সেৎস্যতি ন বেতি সাস্রৈরপাঙ্গৈর্যৎ পৃচ্ছথ তত্রোত্তরং শৃণেতেত্যাহ—নেতি। প্রীতয়ে প্রীতিং সম্পাদয়িতুং অনুরাগঞ্চ সম্বর্দ্ধয়িতুমিত্যর্থঃ। কিন্তু মদ্বিরহৌৎকণ্ঠ্যমেবানুরাগাতিশয়বর্দ্ধকমিতি ভাবঃ। তত্তস্মাৎ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আমাদিগের মনোবাঞ্ছিত কখনও কি পূর্ণ হইবে বা না' এইরূপ অশ্রুপূর্ণ অপাঙ্গদৃষ্টিতে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহার উত্তর শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'ন প্রীতয়ে', তোমাদিগের সহিত মদীয় অঙ্গসঙ্গ অর্থাৎ তোমাদিগের অভিপ্রেত দাস্যময় সান্নিধ্য জীবমাত্রের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত বা অনুরাগ বর্দ্ধনের নিমিত্ত হয় না। কিন্তু আমার বিরহজনিত উৎকণ্ঠাই অনুরাগাতিশয়ের বর্ধক—এই ভাবার্থ। অতএব তোমরা আমার প্রতি মন নিবিষ্ট করিয়া অচিরেই আমাকে লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) শ্রবণাৎ (মদ্‌গুণাকর্ণনাৎ) দর্শনাৎ (মদ্‌বিগ্রহাদি দর্শনাৎ) ধ্যানাৎ (মদ্‌রূপ-গুণচিন্তনাৎ) অনুকীর্ত্তনাৎ (মন্নামগুণকীর্ত্তনাচ্চ) ময়ি (যথা) ভাবঃ (আসক্তিঃ ভবতি) সন্নিকর্ষেণ (সান্নিধ্যেন) তথা ন (ভবতি) ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত (প্রতিগচ্ছত) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—আরও দেখ—আমার গুণ শ্রবণ, বিগ্রহ-দর্শন, রূপ-চিন্তন এবং নাম-গুণ-কীর্ত্তন হইতে যেরূপ আসক্তি জন্মে, নিকটে অবস্থান করিলে সেরূপ হয় না, অতএব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ॥ ৩৩ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তা দ্বিজপত্ন্যস্তা যজ্ঞবাটং পুনর্গতাঃ ।
তে চানসূয়বস্তাভিঃ স্ত্রীভিঃ সত্রমপারয়ন্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ । তাঃ দ্বিজপত্ন্যঃ ইতি উক্তাঃ (সত্যঃ) পুনঃ যজ্ঞবাটং (যজ্ঞ ভূমিং) গতাঃ (বভূবুঃ) । অনসূয়বঃ (অদোষদর্শিনঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) চ তাভিঃ স্ত্রীভিঃ (সহ) সত্রং (যজ্ঞং) অপারয়ন্ (সম্পাদয়ামাসুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ এইরূপ বলিলে দ্বিজ-পত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পতিগণও কোনরূপ দোষগ্রহণ না করিয়া পত্নীগণের সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইত্যুক্তাস্তাঃ কৃষ্ণস্যাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব গতা রাসারম্ভে গোপ্যস্তু তদভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বৈব স্থিতা ইতি প্রেম্ণি ন ক্বাপি কাপি হানিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্যুক্তাঃ'—ভগবান্ কর্ত্তৃক এই প্রকারে কথিত হইয়া, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিয়াই দ্বিজপত্নীগণ পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। কিন্তু রাসারম্ভে গোপীগণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াই সেই স্থলে অবস্থান করিয়াছিলেন—ইহাতে প্রেমের কোন স্থলে কোন হানি হয় না, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥

———

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্ ।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (দ্বিজালয়েষু) একা (ব্রাহ্মণী) ভর্ত্রা (নিজ স্বামিনা) বিধৃতা (গৃহে নিরুদ্ধা সতী) ভগবন্তং (শ্রীকৃষ্ণং) যথাশ্রুতং (শ্রবণানুরূপং) হৃদা (মনসা) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) কর্ম্মানুবন্ধনং (কর্ম্মানুবন্ধনং এব) দেহং বিজহৌ (দেহং বিহায় চৈতন্যেন ভগবন্তং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—সেখানে এক ব্রাহ্মণী পূর্ব্বেই নিজপতি-কর্ত্তৃক গৃহে আবদ্ধা হওয়ায় কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন নাই। তিনি কৃষ্ণের যেরূপ রূপ শ্রবণ করিয়াছিলেন সেইরূপে তাঁহাকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মবন্ধন-স্বরূপ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চৈতন্য দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র যজ্ঞবাটে একা সর্ব্বাসামতি পশ্চাৎ-স্থিতা। অতএব বিশেষেণ বলাৎ ধৃতা কর্ম্মানুবন্ধন-মেব দেহং জহৌ ন তু প্রেমানুবন্ধনং দেহং, তদানীমেব মহাবিরহৌৎকণ্ঠ্যং প্রবৃদ্ধমনোরথেনোদ্ভাবিতং ভগবতা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তেনোপগূহিতঞ্চ, তস্মাৎ তেন দেহেন চিন্ময়েন সর্ব্বজনালক্ষিতেন যুক্তা সতী সা শীঘ্রমেব ততঃ স্থানাদভিসৃত্য শ্রীভগবন্তং প্রাপেতি। কর্ম্মানুবন্ধনমিতি পদস্য বৈয়র্থ্যাদেবং ব্যাখ্যাতম্। কিঞ্চ, মমতাস্পদান্ পত্যাদীং-স্ত্যক্ত্বেতি কিং চিত্রম্ অহন্তাস্পদং দেহমপি ত্যক্ত্বা কাচিৎ স্ব প্রিয়ং কৃষ্ণমভিসসারেতি, প্রেম্ণঃ প্রভাবজ্ঞাপনার্থং ভগবৎকৃপা তামেকামভিসারসময়ে কর্ম্মানুবন্ধনং দেহং ত্যাজয়িত্বৈব প্রেমানুবন্ধং চিন্ময়-দেহং গ্রাহয়ামাস। তদান্যাসাং সর্ব্বাসাং তু কর্ম্মানু-বন্ধানেব দেহান্ স্পর্শমণিন্যায়েন প্রেমানুবন্ধাংশ্চিন্ময়ানেব চকারেতি তদ্দিনতস্তাসাং ন স্ব-স্ব-পত্যাশ্লেষ ইতি কিমশক্যং ভগবৎকৃপায়াঃ। তস্যামেকাংশে-নোৎকর্ষস্তদন্যাস্বপ্যন্যোনাংশেনোৎকর্ষ ইতি তাসাং তারতম্যং তু ভক্তিশাস্ত্রেষ্বনির্ণীতত্বান্ন শক্যতে বক্তুম্। সর্ব্বাসামেব তাসাং ভগবৎকৃপাসিদ্ধমেব। যদুক্তং—"কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নীবৈরোচনিশুকাদয়ঃ" ইতি॥৩৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্র একা'—সেই যজ্ঞভূমিতে সকলের পশ্চাদ্‌গামিনী এক বিপ্রপত্নী তাঁহার পতি-কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক ধৃত হইয়া কর্ম্মানুবন্ধনরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু প্রেমানুবন্ধন-স্বরূপ দেহ নহে। সেই বিপ্রপত্নী তৎকালেই মহাবিরহোৎকণ্ঠায় প্রবৃদ্ধ মনোরথের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়া স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত

ভগবানের সহিত আলিঙ্গিত হইয়াছিলেন। অতএব সেই চিন্ময় দেহের দ্বারা সর্ব্বজনের অলক্ষিতভাবে তিনি শীঘ্রই সেই স্থান হইতে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'কর্ম্মানুবন্ধন'—এই পদের বৈয়র্থ্যহেতু এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইল। আরও, মমতাস্পদ পত্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, কি আশ্চর্য্য অহন্তাস্পদ দেহও পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন এক বিপ্রপত্নী নিজ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে গমন করিলেন। প্রেমের প্রভাব জানাইবার নিমিত্ত ভগবৎ-কৃপা সেই একজন বিপ্রপত্নীকে অভিসারসময়ে তাঁহার কর্ম্মায়ত্ত দেহ পরিত্যাগ করাইয়া চিন্ময় দেহ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সকলের কর্ম্মায়ত্ত দেহকেই স্পর্শমণি-ন্যায়ে প্রেমানুবন্ধন চিন্ময়রূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহাদিগের স্ব স্ব পতিগণের সহিত অশ্লেষ হয় নাই. শ্রীভগবৎকৃপায় কি অশক্য থাকিতে পারে? তাঁহাদিগের মধ্যে একাংশের উৎকর্ষ, অপর সকলেরও অন্য অংশে উৎকর্ষ—ভক্তিশাস্ত্রে অনির্ণীত হওয়ায় তাঁহাদিগের তারতম্য করা সম্ভবপর নহে। তাঁহাদিগের সকলেরই ভগবৎ-কৃপায় সিদ্ধি হইয়াছিল। যেমন উক্ত হইয়াছে—"কৃপাসিদ্ধাঃ যজ্ঞপত্নী-বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ" (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।২৮৯) অর্থাৎ যজ্ঞপত্নীগণ, মহারাজ বলি ও শুকাদি কৃপাসিদ্ধের দৃষ্টান্ত ॥ ৩৫ ॥

ভগবানপি গোবিন্দস্তেনৈবান্নেন গোপকান্।
চতুর্ব্বিধেনাশয়িত্বা স্বয়ঞ্চ বুভুজে প্রভুঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) অপি চতুর্ব্বিধেন (চর্ব্ব্যাদিভেদেন চতুষ্প্রকারেণ) তেন অন্নেন এব গোপকান্ (অনুচরান্) অশয়িত্বা (ভোজয়িত্বা) স্বয়ং চ বুভুজে ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সেই চতুর্ব্বিধ অন্নদ্বারা গোপালগণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ংও ভোজন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভগবানপীত্যপিকারাৎ সা দেহং জহৌ ভগবানপি গোবিন্দঃ তস্যা গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি রমণার্থমলক্ষিতং তদৈব বিন্দতি স্মেত্যর্থো ব্যাখ্যেয়ঃ। ততশ্চ তেনৈবেত্যেবকারেণ গোপাপেক্ষয়া অন্নস্যাল্পত্বং বোধিতম্। প্রভুরিতি তদপি তেনৈব সর্ব্বেষামুদরাণি পূরয়ামাসেত্যর্থঃ। গোপকানিত্যনুকম্পায়াং কণ্, চকারেণ স্বয়ং ভোক্তুমনিচ্ছন্নপি বুভুজে ইতি লভ্যতে। অনিচ্ছা চ প্রেমবতীনাং তাসাং স্বকৃতেন সঙ্কল্পভঙ্গেন পশ্চাত্তাপোদয়াৎ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভগবান্ অপি'—এখানে অপি-শব্দের প্রয়োগে সেই বিপ্রপত্নী দেহত্যাগ করিলেন, ভগবান্ হইলেও তিনি 'গোবিন্দ', অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় রমণের নিমিত্ত অলক্ষিতভাবে তৎকালেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। তারপর 'তেনৈব'—সেই অন্নের দ্বারাই, এই প্রকার বলাতে গোপজনাপেক্ষায় অন্নের অল্পত্ব ছিল জানিতে হইবে। 'প্রভুঃ'—সর্ব্বসমর্থ, তাহা হইলেও সেই অন্নের দ্বারাই সকলের উদর পূর্ণ করাইয়াছিলেন—এই অর্থ। 'গোপকান্'—এখানে অনুকম্পার্থে কণ্-প্রত্যয়। 'স্বয়ং চ'—ভোজনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বয়ং ভোজন করিলেন। প্রেমবতী তাঁহাদিগের নিজের দ্বারা সঙ্কল্পভঙ্গ হওয়ায় পশ্চাৎ তাপের উদয়হেতু ভোজনের অনিচ্ছা বুঝিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥

এবং লীলানরবপুর্নৃলোকমনুশীলয়ন্।
রেমে গোগোপগোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্‌কৃতৈঃ ॥৩৭

অন্বয়ঃ—লীলানরবপুঃ (লীলয়া মনুষ্যদেহধারী ভগবান) এবং নৃলোকং অনুশীলয়ন্ (অনুকুর্ব্বন্) রূপবাক্‌কৃতৈঃ (রূপেন বাক্যেন কার্য্যৈশ্চ) গোগোপগোপীনাং (তান্ গোপাদীন্) রময়ন্ (আনন্দয়ন্) রেমে (বিহারং চকার) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—লীলাময় নরাকৃতি ভগবান্ এইরূপে মনুষ্যগণের অনুকরণসহকারে রূপ, বচন ও কার্য্য দ্বারা গো, গোপী এবং গোপগণের আনন্দ বিধান করিতে করিতে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—এবং যাজ্ঞিকপত্নী র্ন রময়ামাস গোপপত্নীস্তু রময়ামাসেত্যাহ—এবমিতি। লীলাময়নরবপুরিতি সর্ব্বাভ্যোঽপি সত্যসঙ্কল্পতাদিশক্তিভ্যো লীলাশক্তেরভ্যহিতত্বাদ্‌ব্রাহ্মণীজনরমণে লীলাসৌষ্ঠবাভাব এব হেতুরিতি ভাবঃ। অনুশীলয়ন্ অনুসরন্ গো-গোপ-

গোপীনামিতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। বৎসলা গোপীনাম-প্রাসঙ্গিকত্বাদসাময়িকত্বাচ্চ গোপ্যোঽত্র যুবতয় এব লভ্যন্তে। রূপেণ বাচা কৃতৈশ্চেষ্টিতৈশ্চ রময়ন্ রেমে ইতি, রাসাৎ পূর্ব্বং ব্রজদেবীভিঃ সহ ন রমণমিতি মতং পরাস্তমিত্যেবম্বিধা বহ্ব্যোঽন্যা অপি ব্রজলীলা ময়ানুক্তা বর্ত্তন্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে যজ্ঞপত্নীগণের সহিত বিহার করেন নাই, কিন্তু রাসলীলায় গোপ-পত্নীগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। 'লীলানর-বপুঃ'—লীলার্থ নরবিগ্রহধারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহা বলায় সর্ব্ব সত্যসঙ্কল্পতাদি শক্তি হইতেও লীলাশক্তির অভ্যাহিতত্বহেতু ব্রাহ্মণীগণের সহিত রমণে লীলার সৌষ্ঠবাভাবই কারণ, অর্থাৎ লীলার সৌন্দর্য্যই নষ্ট হইত, এই ভাবার্থ। নৃলোকম্ অনুশীলয়ন্'—মনুষ্য-লোকের অনুকরণ সহকারে, গো, গোপ ও গোপী-গণের আনন্দ বিধান করিতে করিতে বিহার করিয়া-ছিলেন। এখানে 'গোপী' বলিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অসাময়িক-হেতু যুবতীগণকেই বুঝিতে হইবে। 'রূপ-বাক্-কৃতৈঃ'—নিরুপম রূপ, মধুর সম্ভাষণ ও অলৌকিক চরিত্রের দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্রীড়া করাই-বার নিমিত্ত স্বয়ং ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে 'রাসলীলার পূর্ব্বে ব্রজদেবীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ (বিহার) হয় নাই'—এরূপ মত পরাস্ত হইল। এই প্রকার বহু অন্যান্য ব্রজলীলা আমা কর্ত্তৃক (শ্রী-শুকদেব কর্ত্তৃক) উক্ত না হইলেও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ভাবার্থ ॥ ৩৭ ॥

অথানুস্মৃত্য বিপ্রাস্তে অন্বতপ্যন্ কৃতাগসঃ।
যদ্বিশ্বেশ্বরয়ো র্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিড়ম্বয়োঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (পশ্চাৎ) তে বিপ্রাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) যৎ (যস্মাৎ) নৃবিড়ম্বয়োঃ (মনুষ্যানুকারিণোঃ) বিশ্বেশ্বরয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যাচ্ঞাং (অন্নপ্রার্থনাং) অহন্ম (হতবন্তঃ তস্মাৎ বয়ং) কৃতাগসঃ (কৃতা-পরাধাঃ জাতাঃ এবং) অনুস্মৃত্য অন্বতপ্যন্ (পশ্চা-ত্তাপং চক্রুঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্! ঐ ব্রাহ্মণগণ মনুষ্যবিগ্রহ-ধারী ভগবান্ রামকৃষ্ণের যাচ্ঞা রক্ষা না করায় অপরাধী হইয়া পরে স্মরণপূর্ব্বক অনুতাপগ্রস্ত হইয়া-ছিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—অথানুস্মৃত্যেতি তেষামনুস্মরণনির্ব্বে-দাদিকং তাসাং দর্শনভাগ্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। তেষামনু-তাপপ্রকারমাহ—যদ্যস্মাদ্বিশ্বেশ্বরয়োরপি যাচ্ঞাং অহন্ম হতবন্তো বয়ং তস্মাৎ কৃতাগসোঽভূম। কীদৃ-শয়োঃ নৃন্ অস্মান্ বিড়ম্বেতে ইতি তয়োঃ অন্নপ্রার্থনে-নৈবাস্মান্ বঞ্চিতবতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ অনুস্মৃত্য'—অনন্তর স্মরণ করিয়া বিপ্রগণ অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহাদিগের অনুস্মরণ ও নির্ব্বে-দাদি পত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের সৌভাগ্যবশতঃই হইয়াছিল, ইহা বুঝিতে হইবে। তাঁহাদিগের অনুতাপ-প্রকার বলিতেছেন—'যদ্ বিশ্বেশ্বরয়োঃ', যেহেতু লৌকিক লীলাবিস্তারকারী বিশ্বেশ্বর শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছি, অতএব আমরা কৃতাপরাধ হইয়াছি। কেমন তাহাদিগের? তাহাতে বলিতেছেন—'নৃ-বিড়ম্বয়োঃ', আমাদিগকে যাঁহারা বিড়ম্বিত করিয়াছেন, অর্থাৎ অন্ন প্রার্থনা দ্বারাই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন—এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা স্ত্রীণাং ভগবতি কৃষ্ণে ভক্তিমলৌকিকীম্।
আত্মানঞ্চ তয়া হীনমনুতপ্তা ব্যগর্হয়ন্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবতি কৃষ্ণে স্ত্রীণাং (নিজপত্নীনাং) অলৌকিকং ভক্তিং দৃষ্ট্বা আত্মানং (নিজং) চ তয়া (ভক্ত্যা) হীনং (দৃষ্ট্বা) অনুতপ্তাঃ (সন্তঃ) ব্যগ-র্হয়ন্ (আত্মানং নিন্দয়ামাসুঃ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজ পত্নীগণের অলৌকিকী ভক্তি এবং নিজেদের ভক্তি-হীনতা দর্শনে অনুতপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ স্বভার্য্যা অপি গুরূনিব মানয়ন্তো ভক্তিরহিতমাত্মানং ব্যনিন্দন্নিত্যাহ—দৃষ্ট্বেতি। অলৌ-কিকীং লোকেষ্বসম্ভবাম্ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর নিজ পত্নীদিগকেও গুরুর ন্যায় সম্মাননা করতঃ ভক্তিবিহীন নিজেদের নিন্দা করিতে লাগিলেন, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা',

স্ত্রীগণের ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অলৌকিকী, অর্থাৎ লোকে অসম্ভবা ভক্তি দর্শন করিয়া অনুতাপে তপ্ত হইয়া আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্ ।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥

অন্বয়ঃ—যে তু (বয়ং) অধোক্ষজে (প্রত্যগ্‌বৃত্তৌ প্রাদুর্ভাবিনি পরমাত্মনি) বিমুখাঃ (প্রতিকূলাচারিণঃ জাতাঃ তেষাং) নঃ (অস্মাকং) ত্রিবৃৎ (শৌক্রং সাবিত্রং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং) জন্ম ধিক্ (নিন্দিতাং ইতি ভাবঃ) ব্রতং (ব্রহ্মচর্য্যং) ধিক্ বহুজ্ঞতাং (বহুশাস্ত্রাদিদর্শনং) ধিক্ । কুলং (উন্নতবংশং) ধিক্, ক্রিয়াদাক্ষ্যং (ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি দাক্ষ্যঞ্চ) ধিক্ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—আমরা অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি বিমুখ হইয়াছি, অতএব আমাদের শৌক্র, সাবিত্র্য এবং দৈক্ষ্য এই ত্রিবিধ জন্ম, ব্রত, বহু শাস্ত্রজ্ঞান, কুল, এবং কর্ম্মনৈপুণ্য সমস্তেই ধিক্ ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রিবৃৎ শৌক্রং সাবিত্র্যং দৈক্ষ্যমিতি ত্রিগুণিতং জন্ম নোঽস্মাকং যত্তদ্ধিক্ ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং ক্রিয়াঃ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকর্ম্মাণি । যে বয়মধোক্ষজে শ্রীকৃষ্ণে তু বিমুখা এব ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যে আমরা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে বিমুখ হইয়াছি, সেই আমাদের ত্রিবৃৎ জন্ম ধিক্, অর্থাৎ শুক্র, সাবিত্রী ও দীক্ষা এই তিন প্রকারে আমাদের যে জন্ম হইয়াছে, সেই ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, 'ধিক্ ব্রতং'—আমাদের ব্রহ্মচর্য্যব্রতে ধিক্, আমাদের বহুজ্ঞতায় ধিক্, আমাদের বংশপরম্পরা কুলে ধিক্, আমাদের কর্ম্মে ধিক্ ও আমাদের দক্ষতায় ধিক্ ॥ ৪০ ॥

নূনং ভগবতো মায়া যোগিনামপি মোহিনী ।
যদ্বয়ং গুরবো নৃণাং স্বার্থে মুহ্যামহে দ্বিজাঃ ॥৪১॥

অন্বয়ঃ—ভগবতঃ মায়া নূনং (নিশ্চিতং) যোগীনাং অপি মোহিনী (মোহজনিকা ভবেৎ) যৎ (যস্মাৎ) নৃণাং গুরবঃ (মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠাঃ ইত্যর্থঃ) দ্বিজাঃ (ব্রাহ্মণাঃ) বয়ং স্বার্থে (যস্য অর্থে কর্ত্তব্য বিষয়ে) মুহ্যামহে (মুগ্ধাঃ জাতাঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—ভগবানের মায়া যোগিগণেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন । যেহেতু আমরা মনুষ্যলোকে শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণ হইয়াও স্বকীয় কর্ত্তব্যবিষয়ে মুগ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—যোগিনামষ্টাঙ্গযোগবতামপি কিং পুনরস্মাকং কর্ম্মিণাম্ । গুরবঃ পরেষাং নৃণামর্থোপদেষ্টারোঽপি স্বার্থে মায়য়া মুহ্যামহে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগিনামপি'—ভগবানের মায়া অষ্টাঙ্গযোগকারী যোগিগণেরও মোহিনী, তাহাতে কর্ম্মশীল আমাদের কথা অধিক কি ? 'গুরবঃ'—আমরা অপর মনুষ্যসকলের গুরু অর্থাৎ অর্থোপদেষ্টা হইয়াও আপন হিতবিষয়ে কেবল মুগ্ধ হইয়াছি ॥ ৪১ ॥

অহো পশ্যত নারীণামপি কৃষ্ণে জগদ্‌গুরৌ ।
দুরন্তভাবং যোঽবিধ্যন্ মৃত্যুপাশান্ গৃহাভিধান্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—যঃ (ভাবঃ) গৃহাভিধান্ (গৃহনামকান্) মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ (অচ্ছিনৎ) অহো নারীণাং (অস্মৎস্ত্রীণাং) অপি জগদ্‌গুরৌ কৃষ্ণে (তাদৃশং) দুরন্তভাবং (ভক্তিং) পশ্যত ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—যে ভাব জন্মিলে গৃহ নামক মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইয়া যায়, অহো ! নারীগণেরও জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদৃশী ভক্তি হইয়াছে, দর্শন কর ॥৪২

বিশ্বনাথ—যাসাং পতিশ্বশুরাদিরূপেণ বয়ং গুরবস্তা ইমাঃ কৃতার্থা অভূবন্ বয়মন্ধকূপে পতিতা এবেত্যাহুঃ—অহো ইতি । দুর্গমোঽস্মাভিরনুভবিতুমশক্যোঽন্ত ইয়ত্তা যস্য তথাভূতং ভাবম্ । হা প্রাণরমণ, কৃষ্ণেত্যাদি গদগদাক্ষরবচনকম্পাশ্রুপুলকবৈবর্ণ্যাদ্যনুভাবজ্ঞাপিতং কৃষ্ণে প্রেমাণং পশ্যত । ননু, স্ত্রীণাং পত্যুরিতরস্মিন্ ভাবোঽনুচিতস্তত্রাহ—জগদ্‌গুরৌ যদারোপাদেব পত্যৌ স্ত্রীণাং গুরুত্বং বিহিতং সাক্ষাদ্ভূতে তস্মিন্ খলু কো বিচার ইতি ভাবঃ । যো ভাবঃ মৃত্যুপাশান্ অবিধ্যৎ সদ্যশ্চিচ্ছেদ । গৃহাভিধানিতি গৃহপত্যপত্যাদিষ্বাসামাসক্তিগন্ধোঽপি সম্প্রতি ন দৃশ্যত ইত্যদ্যারভ্য এতা এবাস্মাকং গুরব ইতি

পতিভিরপ্যদ্যারভ্য কৃষ্ণানুরাগিণ্য ইমা আদরণীয়া এব ন তু মনসা ভার্য্যা এব মন্তব্যা ইতি ভাবঃ ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা পতি ও শ্বশুরাদিরূপে যাহাদিগের গুরু হইয়াছি, সেই এই স্ত্রীগণ কৃতার্থ হইয়াছে, আর আমরা অন্ধকূপতুল্য সংসারে পতিতই রহিলাম, ইহা বলিতেছেন—'অহো', কি আশ্চর্য্য! নারীগণেরও জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ প্রেম দর্শন কর। 'দুরন্তভাবং'—দুর্গম, অর্থাৎ যাহার ইয়ত্তা আমাদিগের অনুভবেরও অযোগ্য, তাদৃশ ভাব। 'হা প্রাণরমণ! হা কৃষ্ণ!' ইত্যাদি গদ্গদ-বচনে কম্প, অশ্রু, পুলক ও বৈবর্ণ্যাদি অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইহাঁদিগের প্রেম দর্শন কর। যদি বলেন—দেখুন, স্ত্রীগণের পতি ভিন্ন অন্যের প্রতি ভাব অনুচিত। তাহাতে বলিতেছেন—'জগদ্গুরৌ', যাঁহার আরোপহেতু পতিতে স্ত্রীগণের গুরুত্ব বিহিত হয়, সাক্ষাদ্রূপ জগদ্গুরু সেই শ্রীকৃষ্ণে কি বিচার থাকিতে পারে? —এই ভাব। 'মৃত্যুপাশান্'—যে ভাব (প্রেম) গৃহসংজ্ঞক মৃত্যুপাশ সদ্যই ছেদন করিয়া থাকে। 'গৃহাভিধান্'—গৃহ, পতি, অপত্যাদিতে ইহাঁদিগের আসক্তি-গন্ধও সম্প্রতি দৃষ্ট হইতেছে না, সুতরাং অদ্য হইতে এই স্ত্রীগণই আমাদিগের গুরু, পতি আমাদের দ্বারাও অদ্য হইতে কৃষ্ণানুরাগিণী ইহাঁরা আদরণীয়াই, কিন্তু মনেও ভার্য্যা বলিয়া মনন করা উচিত নহে—এই ভাবার্থ ॥ ৪২ ॥

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৪৩
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—আসাং (স্ত্রীণাং) দ্বিজাতিসংস্কারঃ (উপনয়নং) ন (নাস্তি) গুরৌ (গুরুকুলে) নিবাসঃ (শিক্ষার্থং অবস্থানং) অপি ন (নাস্তি) তপঃ (তপস্যা) ন আত্মমীমাংসা (আত্মবিচারঃ) ন শৌচং (অন্তর্বাহ্য-শুদ্ধিবিধানং) ন শুভাঃ (মঙ্গলদায়িকাঃ) ক্রিয়াঃ (সন্ধ্যাবন্দনাদয়শ্চ) ন (নাস্তি) তথাপি (তাসাং) হি উত্তমঃশ্লোকে যোগেশ্বরেশ্বরে (মহাযোগিনি) কৃষ্ণে দৃঢ়া (অব্যভিচারিণী) ভক্তিঃ (জাতা পরন্তু) সংস্কারাদিমতাং (উপনয়নাদিসংস্কারবিশিষ্টানাং) অপি অস্মাকং (সা ভক্তিঃ) ন চ (জাতা) ॥ ৪৩-৪৪ ॥

অনুবাদ—ইহাঁদের উপনয়ন-সংস্কার, গুরুগৃহে বাস, তপস্যা, আত্মবিচার, শৌচ এবং মঙ্গলদায়ক সন্ধ্যাবন্দনাদি কিছুই নাই, তথাপি উত্তমঃশ্লোক মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃঢ়ভক্তি জন্মিয়াছে পরন্তু আমরা উপনয়নাদি-সংস্কারযুক্ত হইলেও আমাদের সেই ভক্তির উদয় হইল না ॥ ৪৩-৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—ন ত্বাসাং কৃষ্ণানুরাগে হেতুরস্মদ্দৃগম্য ইত্যাহুর্নাসামিতি। যোগেশ্বরেশ্বর ইতি স এব স্বভক্তে-র্হেতুং জানাত্যুপপাদয়তীতি চ নান্য ইতি ভাবঃ। তেন কৃষ্ণরূপগুণপ্রখ্যাপি ব্রজস্থমালিকাদিবনিতাজনসৎসঙ্গ-রূপো মূলহেতুস্তৈরজ্ঞাতত্বান্নোক্ত ইতি শুকদেবাভি-প্রায়ঃ ॥ ৪৩-৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই স্ত্রীসকলের কৃষ্ণানুরাগের কারণ আমাদিগের অগম্য, ইহা বলিতেছেন—'নাসাম্' ইত্যাদি। যোগেশ্বরেশ্বরে'—যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই স্বভক্তির কারণ জানেন এবং প্রদানও করেন, অপর কেহ নহে, এই ভাব। এখানে ব্রজস্থ মালিকাদি বনিতাজনের সৎসঙ্গরূপ কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-কথনই মূল হেতু, ইহা পতিগণের অবিদিত বলিয়া উক্ত হয় নাই, ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায় ॥ ৪৩-৪৪ ॥

ননু স্বার্থবিমূঢ়ানাং প্রমত্তানাং গৃহেহয়া।
অহো নঃ স্মারয়ামাস গোপবাক্যৈঃ সতাং গতিঃ ॥৪৫

অন্বয়ঃ—সতাং গতিঃ (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) গোপ-বাক্যৈঃ (গোপমুখেন অন্নপ্রার্থনাবাক্যৈঃ) গৃহেহয়া (গৃহচেষ্টয়া) প্রমত্তানাং (তত্রাসক্তানাং অতএব) স্বার্থবিমূঢ়ানাং (পরমার্থাৎ চ্যুতানাং) নঃ (অস্মাকং) স্মারয়ামাস (পরমার্থং জ্ঞাপয়ামাস) অহো (কিমাশ্চর্য্যং) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—আমরা নিরন্তর গৃহচেষ্টায় আসক্ত বলিয়া পরমার্থ হইতে বিচ্যুত রহিয়াছি। সজ্জন-গণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ গোপমুখে অন্ন-প্রার্থনা-বাক্য দ্বারা আমাদিগকে পরমার্থ স্মরণ করাইয়াছিলেন। হায়! ইহা কিরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—ক্ব ভগবতঃ কারুণ্যং ক্ব বাস্মাকং দৌরাত্ম্যমিত্যাহ—নন্বিতি ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোথায় ভগবানের করুণা, আর কোথায় আমাদিগের দৌরাত্ম্য, ইহা বলিতেছেন—'ননু', অর্থাৎ নিশ্চয় বোধ হইতেছে সাধুগণের আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ গোপজনোচিত বাক্য দ্বারা অত্যন্ত অজ্ঞ ও গৃহকার্য্যে আসক্ত আমাদিগের প্রতি আপনাকে স্মরণ করাইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

অন্যথা পূর্ণকামস্য কৈবল্যাদ্যাশিষাং পতেঃ ।
ঈশিতব্যৈঃ কিমস্মাভিরীশস্যৈতদ্বিড়ম্বনম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (পূর্ব্বোক্তং কারণং বিনা) কৈবল্যাৎ পূর্ণকামস্য (পূর্ণমনোরথস্য) আশিষাং পতেঃ (সর্ব্বমঙ্গলাধিপতেঃ) ঈশস্য (ভগবতঃ) ঈশিতব্যৈঃ (নিয়ম্যৈঃ বশ্যৈঃ) অস্মাভিঃ কিং (প্রয়োজনং ভবতি অস্মদন্নাদি-প্রার্থনায়াঃ কিমপি প্রয়োজনং ন ইত্যর্থঃ কিন্তু) এতৎ বিড়ম্বনং (দয়ামাত্রেনানুকরণমেব ভবতি) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অন্যথা কৈবল্যবশতঃ পূর্ণকাম সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা ভগবানের আমাদের ন্যায় তদীয় বশ্যজনের নিকট প্রার্থনাদির আবশ্যক কি ? ইহা কেবল দয়াবশতঃ যাচঞ্রার অনুকরণমাত্রই করিয়াছেন ॥৪৬॥

বিশ্বনাথ—অন্যথা, নিরুপাধিকারুণ্যং বিনা পূর্ণকামস্য অস্মাভিঃ কিং প্রয়োজনং ন কিমপীত্যর্থঃ। ঈশস্যৈতদন্নপ্রার্থনং খলু বিড়ম্বনং লাঘবমেব যস্মাদিত্যর্থঃ। যদ্বা, তস্মাদেতৎ ঈশস্য ঈশকর্ত্তৃকং অস্মৎকর্ম্মকং বিড়ম্বনং তিরস্কারঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্যথা'—নিরুপাধিক কারুণ্য ব্যতীত পূর্ণকাম শ্রীকৃষ্ণের আমাদিগের দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হইতে পারে? কিছু নহে—এই অর্থ। 'ঈশস্য'—ঈশ্বরের তদীয় বশ্যজনের নিকট এইরূপ অন্ন প্রার্থনা নিশ্চয় বিড়ম্বনা, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। অথবা—ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদিগকে তিরস্কার ॥ ৪৬ ॥

হিত্বান্যান্ ভজতে যং শ্রীঃ পাদস্পর্শাশয়াঽসকৃৎ ।
স্বাত্মদোষাপবর্গেণ তদ্‌যাচঞ্রা জনমোহিনী ॥ ৪৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীঃ (স্বয়ংসর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রীলক্ষ্মীরপি) পাদস্পর্শাশয়া (পাদযুগস্পর্শকামনয়া) অন্যান্ (দেবান্) হিত্বা (বিহায়) স্বাত্মদোষাপবর্গেণ (স্বাত্মনঃ যো দোষঃ চাঞ্চল্যরূপঃ তস্য অপবর্গেন ত্যাগেন স্থিরাভূত্বা ইত্যর্থঃ) অসকৃৎ (নিরন্তরং) যং (শ্রীকৃষ্ণং) ভজতে তদ্‌যাচঞ্রা (তৎকৃতা প্রার্থনা) জনমোহিনী (লোকানাং মোহজনিকা এব ভবেৎ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত পাদস্পর্শ-বাসনায় অন্যদেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের চাঞ্চল্য দোষ পরিহারসহকারে স্থির হইয়া নিরন্তর যাঁহার ভজনা করেন, তৎকৃত প্রার্থনা লোক সমূহের বিমোহিনী মাত্র ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ক্ষুধার্ত্তত্বাদেবেদমন্নপ্রার্থনং নতু কারুণ্যং, নাপি পূর্ণকামত্বাদিকং গোচারণাদ্যনুপপত্তেস্তত্রাহুঃ—হিত্বেতি। অসকৃৎ মুহুঃ শ্রীঃ সম্পল্লক্ষ্মীঃ স্বাত্মনো দোষস্য চাঞ্চল্যস্য অপবর্গেণ ত্যাগেন বিশিষ্টচাঞ্চল্যং পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ। তস্যাপি যৎ যাচঞ্রাদিকং জনান্ অস্মদ্বিধান্ মোহয়তি নায়মীশ্বর ইতি প্রত্যায়য়তি ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তিনি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়াই আমাদিগের নিকট এইরূপ অন্নপ্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার করুণা নহে, আর তিনি পূর্ণকামও নহেন, যেহেতু গোচারণাদিই তাঁহার প্রয়োজন। তদুত্তরে বলিতেছেন—'হিত্বা', ইত্যাদি। 'অসকৃৎ'—বারংবার, 'শ্রীঃ'—সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীলক্ষ্মীদেবী। 'স্বাত্মদোষাবর্গেণ'—নিজের দোষ যে চাঞ্চল্যাদি, তাহা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে শ্রীভগবানের পাদস্পর্শ প্রত্যাশায় ব্রহ্মাদি দেবগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় চাঞ্চল্য ও গর্ব্বাদি পরিহার করিয়া নিরন্তর যাঁহাকে ভজন করিতেছেন, সেই শ্রীভগবানের যাচঞ্রা করা কোন প্রকারেও সম্ভব হয় না। তথাপি তাঁহার যে যাচঞ্রা, তাহা অস্মদ্বিধ নিখিল জীবের মোহকারিণী, অর্থাৎ "ইনি ঈশ্বর নহেন" এই প্রকারে মোহোৎপাদনকারিণী হইয়াছে। অতএব আমরা মুগ্ধ হইয়াই তাহা স্মরণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥

দেশঃ কালঃ পৃথগ্‌দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজোঽগ্নয়ঃ।
দেবতা যজমানশ্চ ক্রতুর্ধর্ম্মশ্চ যন্ময়ঃ ॥ ৪৮ ॥
স এব ভগবান্ সাক্ষাদ্ বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
জাতো যদুষ্বিত্যাশৃণ্ম হ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—দেশঃ কালঃ পৃথক্ (বিবিধং) দ্রব্যং মন্ত্রতন্ত্রর্ত্বিজঃ (মন্ত্রঃ তন্ত্রঃ প্রয়োগঃ ঋত্বিক্ পুরোহিতঃ) দেবতা যজমানঃ (যাগকর্ত্তা) ক্রতুঃ (যজ্ঞঃ) ধর্ম্মঃ (যজ্ঞজন্যং অপূর্ব্বং) চ যন্ময়ঃ (যৎস্বরূপঃ ভবতি) যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষাৎ বিষ্ণুঃ সঃ ভগবান্ এব যদুষু (যদুকুলে) জাতঃ ইতি অশৃণ্ম (বয়ং শ্রুতবন্তঃ) হি অপি (তথাপি) মূঢ়াঃ (অজ্ঞাঃ বয়ং) ন বিদ্মহে (তং ন জানীমঃ) ॥ ৪৮-৪৯ ॥

অনুবাদ—দেশ, কাল, বিবিধ দ্রব্য, মন্ত্র, প্রয়োগ, পুরোহিত, দেবতা, যজমান, যজ্ঞ এবং যজ্ঞজন্যফল যাঁহার স্বরূপভূত, মহাযোগিগণের অধিপতি সেই বিষ্ণুরূপী সাক্ষাৎ ভগবানই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়াও অজ্ঞতাবশতঃ আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই ॥ ৪৮-৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—মোহমেব বিবৃণ্বতি দেশ ইতি ॥৪৮-৪৯

টীকার বঙ্গানুবাদ—মোহই বিবৃত করিতেছেন—'দেশ' ইত্যাদি ॥ ৪৮-৪৯ ॥

তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—(বয়ং) যন্মায়ামোহিতধিয়ঃ (যস্য মায়য়া মুগ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ) কর্ম্মবর্ত্মসু (যাগাদিকর্ম্মমার্গেষু) ভ্রমামঃ অকুণ্ঠমেধসে (অলুপ্তজ্ঞানায়) তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—আমরা যাঁহার মায়ায় মুগ্ধচিত্ত হইয়া এই যাগাদি কর্ম্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি, সেই অলুপ্তজ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতেছি॥৫০॥

বিশ্বনাথ—অপরাধাদতিব্যগ্রাঃ প্রণমন্তি নম ইতি ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপরাধ হেতু ব্যাকুল হইয়া প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ', সেই অলুপ্তজ্ঞান অচিন্ত্য অনন্তৈশ্বর্য্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥

স বৈ ন আদ্যঃ পুরুষঃ স্বমায়ামোহিতাত্মনাম্।
অবিজ্ঞাতানুভাবানাং ক্ষন্তুমর্হত্যতিক্রমম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ আদ্যঃ পুরুষঃ (আদিপুরুষঃ) বৈ (নূনং স্বমায়ামোহিতাত্মনাং) স্বস্যৈবমায়াশক্ত্যা মোহগ্রস্তানাং অতএব) অবিজ্ঞাতানুভাবানাং (অবিজ্ঞাতঃ অবিদিতঃ অনুভাবঃ ভগবৎপ্রভাবঃ যেষাং তেষাং) ন (অস্মাকং) অতিক্রমং (তদবহেলনং) ক্ষন্তুং অর্হতি ॥৫১

অনুবাদ—আমরা তাঁহারই মায়াবলে মুগ্ধ হইয়া তদীয় ভগবৎপ্রভাব অবগত হইতে পারি নাই। সেই আদিপুরুষ নিশ্চয়ই আমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—অতিদৈন্যগ্রস্তা ভগবন্তং ক্ষমাপয়ন্তি স বৈ ইতি। অতিক্রমমপরাধম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতিশয় দৈন্যগ্রস্ত হইয়া শ্রীভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন—'স বৈ' ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণই নিশ্চয় আদি (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষ। অতএব তাঁহার নিজমায়ায় মোহিতচিত্ত সুতরাং তদীয় মাহাত্ম্যজ্ঞানে অজ্ঞ আমাদিগের 'অতিক্রমং'—অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৫১ ॥

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণে তে কৃতহেলনাঃ।
দিদৃক্ষবো ব্রজমথ কংসাদ্ভীতা ন চাচলন্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে যজ্ঞপত্ন্যুপচর্য্যাগ্রহণং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—অথ কৃষ্ণে কৃতহেলনাঃ (কৃতাবজ্ঞাঃ) তে (ব্রাহ্মণাঃ) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপং) স্বাঘং (নিজপাপং) অনুস্মৃত্য দিদৃক্ষবঃ (কৃষ্ণ-দর্শনেচ্ছবঃ অপি) কংসাৎ ভীতাঃ (সন্তঃ) ব্রজং ন চ অচলন্ ন (জগ্মুঃ) ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবজ্ঞাকারী সেই ব্রাহ্মণগণ নিজেদের পূর্ব্বোক্ত পাপ স্মরণ করিয়া তাঁহার দর্শনে অভিলাষী হইলেও কংসভয়ে ভীত হইয়া ব্রজে যাইতে পারিলেন না ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হি তদানীমেব তত্রাশোকবনে গত্বা বিলম্ব্য ব্রজং বা গত্বা কথং ভগবন্তং শরণং ন গতাস্তত্রাহ,—দিদৃক্ষব ইতি। তদানীং শোকানুতাপাদিমত্ত্বাৎ সর্ব্বৈকমত্যাভাবাচ্চাশোকবনং ন গতাঃ বিলম্বে সতি সায়াহ্নে ব্রজং প্রতি গতা বৈকমত্যে সতি ন চাচলন্নিতি চকারাচ্চলন্তোঽপীত্যাক্ষেপলব্ধম্। তত্র হেতুঃ সর্ব্বেষামপি মনস্যেকঃ সহসৈবোদ্ভূত ইত্যাহ—কংসাদ্ভীতা ইতি। সূচকৈরুক্তাস্মদ্বৃত্তান্তঃ কংসোঽদ্যৈবাস্মাকং জীবিকাং হরিষ্যতীতি ভয়ব্যাকুলা ইত্যর্থঃ। অতঃ পত্যাদিকর্ত্তৃকবধত্যাগাদিলক্ষণং ভয়ং ব্রাহ্মণীনাং কৃষ্ণদর্শনে কিল ন প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র প্রেমৈব হেতুঃ। ব্রাহ্মণানান্তু মনঃকল্পিতো ভয়াভাস এব তত্র প্রতিবধ্নাতি স্মেত্যত্র ভগবন্মায়ৈব হেতুর্জ্ঞেয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রয়োবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়স্য
সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে তখনই সেই অশোকবনে যাইয়া কিম্বা বিলম্বপূর্ব্বক ব্রজে যাইয়া কিজন্য তাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'দিদৃক্ষবঃ', তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছুক হইলেও, তৎকালে শোক, অনুতাপাদিযুক্ত এবং সকলের ঐকমত্যের অভাবে অশোকবনে গমন করিলেন না, বিলম্ব হইলেও সায়াহ্নে ব্রজগমন-বিষয়ে একমত হইয়াও তাহারা গমন করিয়াও গমন করিলেন না। তাহার কারণ সকলের মনে সহসা একটিই উদ্ভূত হইল, তাহা কংসের ভয়, ইহা বলিতেছেন—'কংসাদ্ভীতাঃ', কংসের ভয়ে ভীত হইয়া স্বস্থান হইতে কেহই গমন করিলেন না। চর-দ্বারা আমাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কংস অদ্যই আমাদের জীবিকা হরণ করিবেন, এই ভয়ে তাহারা ব্যাকুল, এই অর্থ। অপর দিকে পত্যাদি কর্ত্তৃক বধ, ত্যাগাদিরূপ ভয় ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণদর্শনে কোনই প্রতিবন্ধক হয় নাই, তদ্বিষয়ে প্রেমই কারণ। কিন্তু ব্রাহ্মণগণের মনঃকল্পিত ভয়াভাসই কৃষ্ণদর্শনে তাহাদিগের প্রতিবন্ধক হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে শ্রীভগবানের মায়াই কারণ জানিতে হইবে ॥ ৫২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ভগবানপি তত্রৈব বলদেবেন সংযুতঃ।
অপশ্যন্নিবসন্ গোপানিন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ইন্দ্রগর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রযাগ নিষেধ করিয়া গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ-প্রবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে।

গোপগণের ইন্দ্র-যাগার্থ উদ্যম দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপরাজ নন্দকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সেই কর্ম্মটী শাস্ত্রানুমোদিত কি না? নন্দ বলিলেন যে, ইন্দ্রের বারিবর্ষণে প্রাণিগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইন্দ্রের সন্তুষ্ট্যর্থে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে কর্ম্মহেতুই জন্তুগণ জন্ম গ্রহণ করে এবং কর্ম্মানুযায়ী বিবিধ দেহে সুখদুঃখাদি লাভ করিয়া কর্ম্মাবসানে তত্তদ্দেহ পরিত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু, মিত্র, গুরু এবং ঈশ্বর। কর্ম্মানুযায়ী

সুখ-দুঃখের অন্যথা করিতে ইন্দ্রের সামর্থ্য নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, পালন ও লয় কার্য্য হইয়া থাকে। রজোগুণচালিত হইয়াই মেঘগণ বারিবর্ষণ করিয়া থাকে। গোপগণের জীবিকা গোরক্ষণ দ্বারাই সাধিত হয় এবং তাঁহারা বনে ও পর্ব্বতে বাস করেন ; অতএব তাঁহাদের গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের পূজা করাই উচিত। শ্রীকৃষ্ণ ইহা বলিয়া, ইন্দ্রযাগার্থ-সংগৃহীত-দ্রব্যসমূহের দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করাইয়া স্বয়ং অভিনব রূপ ধারণপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন নিবেদিত নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিলেন এবং গোপগণকে জানাইলেন যে, তাঁহারা এতকাল ইন্দ্রের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন কিন্তু ইন্দ্র কখনই প্রত্যক্ষ হয় নাই। আর গোবর্দ্ধন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করিয়াছেন। অতএব সকলে তাঁহাকে প্রণাম করুন—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপগণ সহ স্বয়ং গৃহীতাভিনবরূপ আপনাকে প্রণাম করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ (শ্রীবাদরায়ণিঃ) উবাচ। বলদেবেন সংযুতঃ ভগবান্ অপি তত্র এব নিবসন্ (স্থিতঃ) ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ (ইন্দ্রযাগায় কৃতঃ উদ্যমঃ প্রযত্নঃ যৈঃ তান্) গোপান্ অপশ্যৎ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত সেই ব্রজে বাস করিতে করিতে এক সময়ে দেখিতে পাইলেন যে গোপগণ ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতেছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

স্বপিত্রা সহ সংলপ্য মখং ব্যাধূয় বজ্রিণঃ।
চতুর্ব্বিংশে গিরীন্দ্রস্য মখং প্রাবর্ত্তয়দ্ধরিঃ ॥০॥

গোষ্ঠস্যাস্থান্যাং নিবসন্ স্বভ্রাতৃভিঃ সহ নন্দ ইন্দ্রযাগসম্ভারসিদ্ধ্যর্থং গোপানুদ্যোজয়মাস। ভগবানপি তত্রৈব নিবসন্ ইন্দ্রযাগকৃতোদ্যমান্ গোপান্ অপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—*এই চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ* পিতা নন্দের সহিত আলোচনাপূর্ব্বক ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন—ইহা বর্ণিত হইতেছে ॥ ০ ॥

গোষ্ঠনিকটবর্ত্তী স্থানবিশেষে অবস্থানপূর্ব্বক স্বভ্রাতৃগণের সহিত নন্দ মহারাজ ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত গোপগণকে নিযুক্ত করিতেছিলেন। তথায় শ্রীভগবান্‌ও শ্রীবলদেবের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক গোপদিগকে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতে দেখিলেন ॥ ১ ॥

———

তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ।
প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বান্তর্য্যামী) সর্ব্বদর্শনঃ (সর্ব্বসাক্ষী) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তদভিজ্ঞঃ অপি (ইন্দ্রযাগবৃত্তান্তঃ জানন্ অপি) প্রশ্রয়াবনতঃ (বিনয়নম্রঃ সন্) নন্দপুরোগমান্ (নন্দপ্রধানান্) বৃদ্ধান্ (গোপান্) অপৃচ্ছৎ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ তাহা জানিয়াও নন্দ প্রভৃতি গোপগণের নিকট বিনয়াবনতভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ষদৃষ্টত্বাত্তস্যাভিজ্ঞোঽপি সর্ব্বাত্মেতি। যদ্যপ্যন্তর্য্যামিস্বরূপেণেন্দ্রযাগে স্বয়মেব প্রেরয়তি, তদপি লীলাকৌতুকার্থমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ইন্দ্রগর্ব্বখণ্ডন-সপ্তরাত্রপর্য্যন্তপ্রিয়জনসহবাস-বিলাসাদিকমুদর্কং পশ্যতীতি সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদভিজ্ঞোঽপি'—পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষে দৃষ্ট হওয়ায় গোপগণের উদ্‌যোগের কারণ অবগত হইলেও, 'সর্ব্বাত্মা'—যদিও অন্তর্য্যামি-স্বরূপে ইন্দ্রযাগে নিজেই প্রেরণ করিতেছেন, তথাপি লীলাকৌতুকের নিমিত্ত শ্রীনন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধ গোপগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 'সর্ব্বদর্শনঃ'—সর্ব্বদ্রষ্টা, অর্থাৎ ইন্দ্রের গর্ব্বখণ্ডন, সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত প্রিয়জনের সহিত একত্র বাস ও বিলাসাদি পরবর্ত্তী ঘটনা যিনি বিদিত আছেন ॥ ২ ॥

———

কথ্যতাং মে পিতঃ কোঽয়ং সম্ভ্রমো বা উপাগতঃ।
কিং ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কেন বা সাধ্যতে মখঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) পিতঃ! বঃ (যুষ্মাকং) অয়ং কঃ সম্ভ্রমঃ (কিমর্থময়ং উদ্যোগঃ) উপাগতঃ (মখার্থং সঙ্গমশ্চেৎ) কিং ফলং (তস্য মখস্য কিং ফলং ভবতি) কস্য বা উদ্দেশঃ (কা নাম দেবতা বা ভবতি) কেন বা (অধিকারিণা সাধনেন বা) মখঃ

(যাগঃ) সাধ্যতে (নিষ্পাদ্যতে) মে (মৎসমীপে তৎসর্ব্বং) কথ্যতাম্ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ ! আপনাদের এই উদ্‌যোগ কোন্ বিষয়ের জন্য, যদি যজ্ঞের জন্য হয় তবে ঐ যজ্ঞের ফল কি ? দেবতাই বা কে এবং কোন্ দ্রব্য দ্বারা এই যজ্ঞ করেন, এই সমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—মখো ভবিষ্যতি তৎসিদ্ধ্যর্থময়ং সম্ভ্রম ইতি চেৎ কিমত্র ফলং কস্য বোদ্দেশঃ কো দেবোঽত্র পূজ্যত্বেন নির্দ্দিষ্ট ইত্যর্থঃ। কেন কর্ত্রা করণেন বা ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সম্ভ্রমঃ' হে পিতঃ ! আপনাদিগের সকলের কোন্ বিষয়ে এই সম্ভ্রম (ব্যগ্রতা) উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন। যদি বলেন —যজ্ঞ হইবে, তাহা সম্পাদনের নিমিত্ত এই উদ্‌যোগ। তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি—ইহাতে কি ফল হইবে ? কোন্ দেবতার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এই যজ্ঞে কোন্ দেবতা পূজ্যত্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ? 'কেন'—কিরূপ ব্যক্তি এই যজ্ঞের অধিকারী, কিম্বা কি প্রকার সাধন-প্রণালীতেই বা এই যজ্ঞ সাধিত হইয়া থাকে ? ৩॥

**এতদ্‌ব্রূহি মহান্ কামো মহ্যং শুশ্রূষবে পিতঃ।
নহি গোপ্যং হি সাধূনাং কৃত্যং সর্ব্বাত্মনামিহ।
অস্ত্যস্বপরদৃষ্টীনামমিত্রোদাস্তবিদ্বিষাম্ ॥ ৪ ॥**

অন্বয়ঃ—মহান্ কামঃ (শ্রবণে মম মহতী স্পৃহা অথবা তব অস্মিন্ যাগবিষয়ে মহতী কামনা দৃশ্যতে তস্মাৎ) (হে) পিতঃ ! শুশ্রূষবে (শ্রবণেচ্ছবে) মহ্যং এতৎ (সর্ব্বং) ব্রূহি (কথয়) । (তূষ্ণীং স্থিতং প্রত্যাহ) সর্ব্বাত্মনাং (সর্ব্বত্রাত্মদৃষ্টীনাং) অস্বপরদৃষ্টীনাং (আত্মপরভেদরহিতানাং) অমিত্রো-দাস্তবিদ্বিষাং (ন মিত্রং উদাস্তঃ উদাসীনঃ বিদ্বিট্ চ যেষাং তেষাং) সাধূনাং হি (নিশ্চিতং) কৃত্যং (কিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যং) ইহ গোপ্যং ন হি (গোপনীয়ং ন ভবতি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—আমার পরম কৌতূহল হইতেছে, অতএব হে পিতঃ ! শ্রবণেচ্ছু আমার নিকট আপনি সমস্ত বলুন ! অতঃপর তাঁহাদের মৌন ভাব দেখিয়া বলিলেন, যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মপর-ভেদ-জ্ঞান-শূন্য, মৈত্রী ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষ ভাব-রহিত, এতাদৃশ সাধুগণ জগতে কোন কর্ম্মই গোপন করেন না ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, বালকস্য তব কিমেতৎ প্রশ্নেন ? তত্রাহ—মহান্ কামোঽভিলাষো মমাত্র বর্ত্ততে। যদ্বা, মহান্ কামো যুষ্মদাদীনামত্র দৃশ্যতে অতএব তং মহ্যং শুশ্রূষবে শুশ্রূষুং মাং প্রীণয়িতুমিত্যর্থঃ। রহস্যত্বা-দনতিকোবিদবালকাদিষু বক্তুমনর্হমিতি চেত্তত্র স্বস্যা-তিকোবিদত্বমুক্তিবৈচিত্র্যেব দ্যোতয়ন্নাহ,—নহীতি। সর্ব্বএবাত্মান আত্মতুল্যা যেষাং তেষাং অতএবায়ং সোঽন্তরঙ্গঃ অয়ং পরো বহিরঙ্গ ইতি ন বিদ্যতে দৃষ্টি-র্যেষাং তেষাং অতএব তদ্ভেদামিত্রোদাসীনবিদ্বিষো ন সন্তীত্যাহ অমিত্রেতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনারা যদি বলেন—তুমি বালক, অতএব তোমার এই সমস্ত প্রশ্নদ্বারা প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছি—'মহান্ কামঃ', এই বিষয়ে আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে, অথবা—আপনা-দিগের এই বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ দেখিতেছি, সুতরাং শ্রবণাভিলাষী আমার প্রীত্যুৎপাদনার্থ তাহা বর্ণনা করুন। অতি গোপনীয়হেতু অব্যুৎপন্নমতি বালক-দিগের নিকট বলিবার যোগ্য নহে, ইহা যদি বলেন, তাহাতে নিজের বিজ্ঞত্ব উক্তি-বৈচিত্র্যের দ্বারা প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—'ন হি' 'সর্ব্বাত্মনাং'—সকলেই যাঁহাদিগের আত্মতুল্য, তাঁহাদিগের নিকট 'ইনি আপন, ইনি পর' এই প্রকার ভেদদৃষ্টি নাই। অত-এব মিত্র, উদাসীন ও শত্রুবিহীন সাধুদিগের নিকট কোন কার্য্যও গোপনীয় থাকে না ॥ ৪ ॥

উদাসীনোঽরিবদ্বর্জ্জ্য আত্মবৎ সুহৃদুচ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ভেদদর্শনে সত্যাপি) উদাসীনঃ (জনঃ) অরিবৎ (শত্রুবৎ) বর্জ্জ্যঃ (ত্যক্তব্যঃ তৎসমীপে মন্ত্রণা গোপনীয়া ভবতি পরন্তু) সুহৃৎ (জনঃ) আত্মবৎ (আত্মতুল্যঃ বিশ্বসনীয়ঃ) উচ্যতে (অতএব সুহৃদঃ মম সমীপে ভবন্মন্ত্রণা ন গোপ্যা ভবতি) ॥৫॥

অনুবাদ—আর যাঁহারা ভেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন তাঁহারা যদিও উদাসীন পুরুষকে শত্রুর ন্যায় বর্জ্জন করেন

অর্থাৎ তাহার নিকটে মন্ত্রাদি গোপন রাখেন তথাপি সুহৃদ্ জনকে আত্মতুল্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনাদের সুহৃদ্ বলিয়া আমার নিকট মন্ত্রণা-গোপন সঙ্গত নহে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহস্থা বয়মেবম্ভূতাঃ সাধবো ভবিতুং ন শক্নুম ইতি চেত্তদপি ময্যেতদ্গোপয়িতুং ন যুজ্যতে ইত্যাহ—উদাসীনোঽরিবদিতি। তুল্যার্থকবতিপ্রত্যয়েনারিণা তুল্য উদাসীনো বর্জ্জ্য ইত্যর্থঃ। অরিসাধর্ম্ম্যঞ্চাস্যারিমিত্রত্বেনাপচিকীর্ষাবত্ত্বান্নত্বপকারবত্ত্বাদিতি জ্ঞেয়মতএব "যো বিপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ স তটস্থো নিগদ্যতে" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণৌ তল্লক্ষণং দৃষ্টম্। যস্তূদাসীনো নারিণা তুল্যো নাপি সুহৃদা তুল্যঃ স তু ন বর্জ্জ্যো নাপ্যুপাদেয়ঃ স্বকৃত্যেঽপিবত্যত এব স ন উট্টঙ্কিতঃ। সুহৃদাত্মমিত্রত্বাদাত্মবদ্বিশ্বাস্য ইত্যর্থঃ। অহন্তু পুত্রঃ সুহৃদঃ সকাশাদপ্যন্তরঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমরা গৃহস্থ, সুতরাং এতাদৃশ সাধুগণের ন্যায় হইতে পারি নাই, তথাপি আমার নিকট ইহা গোপন করা সঙ্গত নহে, ইহা বলিতেছেন—'উদাসীনঃ অরিবৎ বর্জ্জ্যঃ', এখানে তুল্যার্থক বতি-প্রত্যয়ের দ্বারা শত্রুর তুল্য উদাসীন বর্জ্জনীয়, এই অর্থ। শত্রুর সাধর্ম্ম্য বলিতে শত্রুর মিত্রত্বরূপে অপকার করিবার ইচ্ছা থাকিলেও ইহার (উদাসীনের) অপকারকত্ব নাই, ইহা জানিতে হইবে। অতএব উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে (৯।৭) ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়—"যো বিপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষঃ স তটস্থো নিগদ্যতে" অর্থাৎ বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষকে রসশাস্ত্রে 'তটস্থ' বলে। পরন্তু যে উদাসীন শত্রুর তুল্যও নহে, আবার সুহৃদের তুল্যও নহে, তিনি কিন্তু নিজকার্য্যে বর্জ্জনীয়ও নহে, আবার গ্রহণীয়ও নহে—এইজন্য তাহার কথা উট্টঙ্কিত হয় নাই, কিন্তু সুহৃৎ নিজের মিত্র বলিয়া আত্মবৎ বিশ্বাস্য, এই অর্থ। পরন্তু আমি আপনার পুত্র, সুতরাং সুহৃৎ হইতেও অন্তরঙ্গ, অতএব আমার নিকট কোন বিষয় গোপন করা সঙ্গত নহে—এই ভাবার্থ ॥ ৫ ॥

জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি জনোঽয়মনুতিষ্ঠতি।
বিদুষঃ কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ যথা নাবিদুষো ভবেৎ ॥৬॥

অন্বয়ঃ—কিঞ্চ, সুহৃদ্ভিঃ সহ বিচার্য্যৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন তু গতানুগতিকমাত্রেণ ইত্যাহ) অয়ং জনঃ (লোকঃ) জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা চ (কর্ত্তব্যস্য ফলাদিযাবদ্বৃত্তান্তং বিদিত্বা অবিদিত্বা চ) কর্ম্মাণি অনুতিষ্ঠতি (আচরতি পরন্তু) বিদুষঃ (তদ্বৃত্তান্তজ্ঞস্য) যথা কর্ম্মসিদ্ধিঃ স্যাৎ অবিদুষঃ (অজ্ঞস্য তথা) ন ভবেৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—জগতের লোকসকল কেহ কেহ কর্ত্তব্য বিষয়ের ফলাদি যাবতীয় বিষয় অবগত হইয়া এবং কেহ কেহ তাহা অবগত না হইয়াই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কিন্তু যাঁহারা বৃত্তান্ত জানিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের কর্ম্ম যেরূপ সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞ ব্যক্তির সেরূপ হয় না। অতএব আপনাদেরও গতানুগতিক-মার্গে না চলিয়া সুহৃদ্গণের সঙ্গে বিচারপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য জানিবেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বুদ্ধিমদন্তরঙ্গজনেন সহ বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং নতু গতানুগতিক-ন্যায়েনেত্যাহ—জ্ঞাত্বেতি। জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা চ কর্ম্মাণি দৃষ্টা দৃষ্টফলানি কৃষ্যাদি-যাগাদীনি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বুদ্ধিমান্ (অভিজ্ঞ) অন্তরঙ্গ জনের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক জানিয়াই কর্ম্ম করা উচিত, কিন্তু গতানুগতিক-ন্যায়ে নহে, ইহা বলিতেছেন—'জ্ঞাত্বা অজ্ঞাত্বা চ'। দৃষ্টফল কৃষিকার্য্যাদি, অদৃষ্টফল যাগাদি ॥ ৬ ॥

তত্র তাবৎ ক্রিয়াযোগো ভবতাং কিং বিচারিতঃ।
অথবা লৌকিকস্তন্মে পৃচ্ছতঃ সাধু ভণ্যতাম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তাবৎ ভবতাং (অয়ং) ক্রিয়াযোগঃ (শাস্ত্রতঃ) বিচারিতঃ (প্রবৃত্তঃ) অথবা লৌকিকঃ (আচারপরিপ্রাপ্তঃ) তৎ (তত্ত্বং) পৃচ্ছতঃ মে (জিজ্ঞাসোর্মমসমীপে) সাধু (সযুক্তিকং) ভণ্যতাম্ [উচ্যতাম্ (কথ্যতাম্)] ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে আপনাদের এই ক্রিয়ানুষ্ঠান কি কোন শাস্ত্রাদি বিচারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা লৌকিক আচারে পরিপ্রাপ্ত মাত্র তাহা যুক্তিসহকারে বলুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিচার্য্য জ্ঞাত্বৈব ক্রিয়ত ইতি চেদত

আহ—তত্র কর্ম্মসু মধ্যে ক্রিয়াযোগে ভবতাময়মদৃষ্টফল এব কিং শাস্ত্রপ্রাপ্তত্বেন বিচারিতঃ অথবা লৌকিকঃ লোকাচারপ্রাপ্তত্বেন ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পরামর্শপূর্ব্বক জানিয়াই করিতেছি, তাহাতে জিজ্ঞাসা করি—তত্র, সেই কর্ম্মসমূহের মধ্যে আপনাদিগের যে ক্রিয়াযোগ (কর্ম্মানুষ্ঠান প্রকার) তাহা কি শাস্ত্রীয় প্রমাণানুসারে বিচারপূর্ব্বক হইয়াছে, না লৌকিক আচার অনুসারে, অর্থাৎ লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়াছে ? এতদ্বিষয়ে আমার নিকট যুক্তিসহকারে বলুন ॥ ৭ ॥

———

শ্রীনন্দ উবাচ—

পর্জ্জন্যো ভগবানিন্দ্রো মেঘাস্তস্যাত্মমূর্ত্তয়ঃ ।
তেঽভিবর্ষন্তি ভূতানাং প্রীণনং জীবনং পয়ঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনন্দঃ উবাচ,—(আচারপরিপ্রাপ্ত এবেতি সহেতুকমাহ) ভগবান্ ইন্দ্রঃ পর্জ্জন্যঃ (বৃষ্টিদ্বারা পর্জ্জন্য স্বরূপঃ) মেঘাঃ (চ) তস্য (ইন্দ্রস্য) আত্মমূর্ত্তয়ঃ (প্রিয়মূর্ত্তয়ঃ ভবন্তি) তে (মেঘাঃ) ভূতানাং (স্থাবরজঙ্গমানাং) প্রীণনং (সন্তর্পকং) জীবনং (মৃতপ্রায়াণাং তৃণাদীনাং প্রাণদং) পয়ঃ (জলং) অভিবর্ষন্তি ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীনন্দ মহারাজ বলিলেন,—ভগবান্ ইন্দ্রদেব পর্জ্জন্যরূপী, মেঘসমূহ তাঁহার প্রিয়-মূর্ত্তিস্বরূপ। সেই মেঘই স্থাবর-জঙ্গম-ভূতগণের তৃপ্তিজনক এবং মৃতপ্রায় তৃণাদির প্রাণপ্রদ জল বর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—লোকাচারপ্রাপ্ত এবেতি সোপপত্তিকমাহ—পর্জ্জন্য ইতি। প্রীণনং সন্তর্পকং জীবনং মৃতপ্রায়াণ্যপি তৃণাদীনি জীবয়তীতি তৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—লোকাচার-প্রাপ্তই, ইহা সহেতুক বলিতেছেন—'পর্জ্জন্যঃ', অর্থাৎ ভগবান্ ইন্দ্র বর্ষাধিদেবতা, মেঘসকল তাঁহার শরীরতুল্য প্রিয় মূর্ত্তি, সেই মেঘ সমস্ত প্রাণিগণের সন্তর্পক বা প্রীতিজনক এবং মৃতপ্রায় তৃণাদিকেও বারিবর্ষণের দ্বারা জীবনদান করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

———

তং তাত বয়মন্যে চ বার্ম্মুচাং পতিমীশ্বরম্ ।
দ্রব্যৈস্তদ্রেতসা সিদ্ধৈর্যজন্তে ক্রতুভির্নরাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত ! বয়ং অন্যে নরাঃ চ ঈশ্বরং (ঈশনশীলং তং বামুর্চ্চাং পতিং (মেঘানামধিপতিং ইন্দ্রং) তদ্‌রেতসা (তদ্‌বৃষ্টপয়সা) সিদ্ধৈঃ (উৎপন্নৈঃ) দ্রব্যৈঃ (ব্রীহ্যাদিভিঃ সম্পাদিতৈঃ) ক্রতুভিঃ (যজ্ঞৈঃ) যজন্তে (আরাধয়ন্তি) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে বৎস ! আমরা এবং অন্য মানবগণ সেই মেঘাধিপতি ঈশ্বর ইন্দ্রদেবকে তদীয় বৃষ্টিজাত ধান্যাদি দ্রব্য সম্পাদিত যজ্ঞসমূহ দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তাতেতি সলালনসম্বোধনেন তাদৃশপূজ্যদেবতানামেবানুগ্রহৈণৈতাবদ্‌গুণবান্ ত্বং পুত্রঃ প্রাপ্তোঽস্যতস্তৎপূজাপ্রত্যাখ্যানং ত্বয়া শুভংযুনা ন কর্ত্তব্যমিতি দ্যোতিতম্। বস্তুতস্তদ্‌যজ্ঞে কর্ত্তৃত্বাভিমানোঽপি নোচিত ইত্যাহ—তদ্রেতসা তদ্‌বৃষ্টপয়সা সিদ্ধৈঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে তাত' ! এইরূপ সলালন সম্বোধনের দ্বারা তাদৃশ পূজ্য দেবতাদিগের অনুগ্রহেই তোমার ন্যায় গুণবান্ পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তাঁহার পূজা প্রত্যাখ্যান করা কুশলী তোমার কর্ত্তব্য নহে, ইহা দ্যোতিত হইল। বস্তুতঃ সেই যজ্ঞে কর্ত্তৃত্বাভিমানও উচিত নহে, ইহা বলিতেছেন—'তদ্‌রেতসা', তাঁহারই প্রদত্ত বৃষ্টির জলে নিষ্পাদিত দ্রব্যসমূহের দ্বারা যজ্ঞে তাঁহাকে অর্চ্চনা করা হয় ॥ ৯ ॥

———

তচ্ছেষেণোপজীবন্তি ত্রিবর্গফলহেতবে ।
পুংসাং পুরুষকারাণাং পর্জ্জন্যঃ ফলভাবনঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তচ্ছেষেণ (তদ্‌যজ্ঞাবশিষ্টেনান্নেন) ত্রিবর্গফলহেতবে (ধর্ম্মার্থকামসিদ্ধয়ে জনাঃ) উপজীবন্তি (প্রাণান্ ধারয়ন্তি, ননুকৃষ্যাদিভির্জীবতাং কিমিন্দ্রেনেত্যাহ) পর্জ্জন্যঃ (এব) পুংসাং (জনানাং) পুরুষকারাণাং (কৃষ্যাদিপ্রযত্নানাং) ফলভাবনঃ (ফলসম্পাদকঃ ভবতি পর্জ্জন্যং বিনা কৃষ্যাদিবৈফল্যমেব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—তদীয় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নদ্বারাই লোকসকল জীবন ধারণ করিয়া ত্রিবর্গ সম্পাদনে সমর্থ

হয়। যদি বল, কৃষি প্রভৃতিই লোকের জীবনোপায়, তথাপি মেঘই ঐ কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের ফল সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তচ্ছেষেণ তদ্‌যজ্ঞাবশিষ্টেনান্নেন উপজীবন্তি জীবিকামুপকল্পয়ন্তি। ন চ জীবিকাঽপি যথেষ্টবিষয়ভোগার্থেত্যাহ,—ত্রিবর্গেতি। পুরুষকারাণাং ত্রিবর্গার্থমুদ্যমানাং ফলং যৎত্রিবর্গএব তস্য ভাবনঃ সাধকঃ। পর্জ্জন্যাদ্‌বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং অন্নাজ্জীবিকা জীবিকাতো ধর্ম্মো ধর্ম্মাদুদ্যম ইত্যর্থঃ। যতো বস্তুতঃ পর্জ্জন্যএব ত্রিবর্গে মূলহেতুরতঃ পর্জ্জন্য এবেজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তচ্ছেষেণ'—তদীয় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নদ্বারা লোকসকল জীবিকা কল্পনা করিয়া থাকে। সেই জীবিকাও যথেষ্ট বিষয়ভোগের নিমিত্ত নহে, ইহা বলিতেছেন—'ত্রিবর্গ-ফলহেতবে', ইন্দ্রই পুরুষকারের মধ্যে ত্রিবর্গার্থ উদ্যমশীল ব্যক্তিদিগের ফলোৎপাদক, অর্থাৎ পর্জ্জন্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীবিকা, জীবিকা হইতে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম হইতে উদ্যম—এই অর্থ। বস্তুতঃ পর্জ্জন্য ত্রিবর্গের মূলহেতু, অতএব তাঁহাকেই অর্চ্চনা করা হইতেছে—এই ভাবার্থ ॥ ১০ ॥

য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
কামদ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্ ॥১১

অন্বয়ঃ—যঃ নরঃ কামাৎ (স্বেচ্ছাতঃ) দ্বেষাৎ (দেবতাবিষয়কবিদ্বেষবশাৎ) ভয়াৎ (লোকহেতুকাৎ) লোভাৎ (দ্রব্যব্যয়াভাববিষয়াৎ বা) পারম্পর্য্যাগতং (কুলক্রমপরিপ্রাপ্তং) এনং ধর্ম্মং বিসৃজেৎ (ত্যজেৎ) বৈ (নূনং) সঃ (নরঃ) শোভনং (শ্রেয়ঃ) ন আপ্নোতি (ন লভতে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশতঃ কুলপরম্পরাগত এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যতিরেকে দোষমাহ,—য ইতি। কামাৎ স্বেচ্ছাতঃ লোভাৎ দ্রব্যব্যয়াভাববিষয়াৎ ভয়াৎ ভীষণ-লোকহেতুকাৎ। দ্বেষাৎ দেবতাবিষয়কাৎ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্যতিরেকে দোষ বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাম (স্বেচ্ছাক্রমে), লোভ (দ্রব্যব্যয়াভাববিষয়ক লোভহেতু), ভয় (বিরোধিজন-হেতুক ভয়) ও দ্বেষ অর্থাৎ দেবতাবিষয়ক দ্বেষবশতঃ বৃদ্ধগণের পারম্পর্য্যাগত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহার ইহকাল ও পরকালে কখনই কল্যাণ হয় না ॥ ১১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

বচো নিশম্য নন্দস্য তথান্যেষাং ব্রজৌকসাম্।
ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ পিতরং প্রাহ কেশবঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ—কেশবঃ নন্দস্য তথা অন্যেষাং ব্রজৌকসাং বচঃ (বাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্ (কোপজননদ্বারা গর্ব্বপর্ব্বতাৎ ইন্দ্রং অবতারয়িতুং ইতি ভাবঃ) পিতরং (নন্দং প্রতি) প্রাহ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজ এবং অন্যান্য ব্রজবাসিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ইন্দ্রের ক্রোধ-উৎপাদন দ্বারা তাঁহাকে গর্ব্বপর্ব্বত হইতে অবতারণ করিবার জন্য নন্দ মহারাজের প্রতি বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রায় ইন্দ্রস্য, ইন্দ্রমন্যুজননস্য প্রয়োজনং তদ্‌গর্ব্বখণ্ডন-প্রতিবর্ষগোবর্দ্ধনোৎসবপ্রবর্ত্তন-তদুদ্ধরণনিখিলপ্রিয়জনসহবাসলীলাবিলাসাদিকমুপরিষ্টাজ্‌জ্ঞাস্যতে ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রায় মন্যুং জনয়ন্'—ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদনের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ পিতা নন্দকে বলিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের ক্রোধ-জননের প্রয়োজন, তাঁহার গর্ব্বখণ্ডন, প্রতিবৎসর গোবর্দ্ধন মহোৎসবের প্রবর্ত্তন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণের দ্বারা সকল প্রিয়জনের সহিত (সপ্তাহকাল) একত্র বাস ও লীলাবিলাসাদি পরে জানিতে পারা যাইবে ॥ ১২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে।
সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং কর্ম্মণৈবাভিপদ্যতে ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—(প্রথমং তাবৎ কর্ম্মবাদেন দেবতাং নিরাকরোতি) জন্তুঃ (জীবঃ) কর্ম্মণা (এব) জায়তে কর্ম্মণা এব প্রলীয়তে। কর্ম্মণা এব সুখং দুঃখং ভয়ং ক্ষেমং (শুভঞ্চ) অভিপদ্যতে (আপততি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পিতঃ, ইহলোকে জীবগণ কর্ম্ম বশতঃই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভয় এবং শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নরলীলতয়ৈব ইন্দ্রমখভঙ্গে কর্ত্তব্যে যুক্তিমুত্থাপয়ন্ সদ্ভিবিগীতমপি কর্ম্মবাদমাশ্রিত্য দেবতাং নিরাকরোতি কর্ম্মণেতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নরলীলা-পালনার্থ ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গের কর্ত্তব্যবিষয়ে যুক্তি উত্থাপন করতঃ সাধুগণের নিন্দনীয় হইলেও কর্ম্মবাদ আশ্রয়পূর্ব্বক দেবতার নিরাকরণ করিতেছেন—'কর্ম্মণা' ইত্যাদি, জীব কর্ম্ম-দ্বারাই উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্মদ্বারাই বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয় ও মঙ্গল কর্ম্ম দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপ্যন্যকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ ॥১৪

অন্বয়ঃ—(ননু জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিঃ অতঃ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরঃ অবশ্যাপেক্ষ্য ইতি মতং নিরস্যতি) চেৎ (যদি) অন্যকর্ম্মণাং ফলরূপী (স্বয়ং কর্ম্মণ্যলিপ্তোঽপি অন্যেষাং কর্ম্মফল-দাতা) কশ্চিৎ ঈশ্বরঃ অস্তি (তদা) সঃ অপি কর্ত্তা-রং (অন্যং কঞ্চিৎ) ভজতে (আশ্রিত্য এব বর্ত্ততে যতঃ) সঃ হি (ঈশ্বরঃ) অকর্ত্তুঃ (অকর্ম্মণঃ জনস্য) প্রভুঃ (ফলদাতা) ন (ভবতি অতঃ কর্ম্মাপেক্ষয়া ফলদানাৎ কর্ম্মৈব প্রধানং ঈশ্বরাদিতিভাবঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যদিও অপরের কর্ম্মফল-দাতা এক-জন ঈশ্বর আছেন তথাপি তিনিও কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ফল দান করেন যেহেতু কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে কখনও ফল দান করিতে দেখা যায় না ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, জড়াৎ কর্ম্মণঃ কেবলাৎ কথং ফলসিদ্ধিরতঃ কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরোঽবশ্যাপেক্ষ্য ইত্যপি কেষাঞ্চিন্মতং তত্রাহ,—অস্তি চেদিতি। ফল-রূপী অন্যজনকৃতকর্ম্মণাং ফলদাতা সোঽপি কর্ত্তারং ভজতে অনুসরতি কর্ম্মানুসারেণৈব ফলদানাৎ। ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি—নেতি। হি যতঃ কর্ম্মাভাবে ফলং দাতুং ন শক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—কেবল জড় কর্ম্ম হইতে কি প্রকারে ফলসিদ্ধি হইবে? সুতরাং কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, এই-রূপ কোন কোন দার্শনিকের মত রহিয়াছে, তাহাতে বলিতেছেন—'অস্তি চেৎ', অন্যজনকৃত কর্ম্মের ফল-দাতা যদি কোন ঈশ্বর থাকেন, তাহা হইলে তিনিও কর্ম্মকর্ত্তার অনুসরণ করেন, অর্থাৎ জীব যেমন কর্ম্ম করিবে, সেই কর্ম্মানুসারেই তিনি ফল দান করি-বেন। ইহাই ব্যতিরেকভাবে দৃঢ় করিতেছেন—'ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভু হি সঃ', যেহেতু সেই ঈশ্বর, যে কর্ম্ম করে না, তাহার তিনি প্রভু হইতে পারেন না, কারণ কর্ম্মের অভাবে ফলদানে তিনি অসমর্থ—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—"ফলরূপঃ সবামন" ইত্যাদ্যবান্তরেশ্বর-বিষয়ং স্বভাবেকর্ম্মনিচয়ঃ সত্ত্বাদিষু গুণেষু চ।

স্থিতো বিষ্ণুঃ সর্ব্বকর্ত্তা পৃথক্ সংস্থশ্চ সর্ব্বগঃ।
গুণকর্ম্ম স্বভাবাদি শব্দবাচ্যশ্চ কেশবঃ ॥
তেন জাতং ফলং যস্মাৎ কর্ম্মণঃ ফলমীর্য্যতে।
নচাসৌ কর্ম্মফলবান্নাস্য কিঞ্চিন্ন শক্যতে ॥
তদন্যাবান্তরেশানাং তদ্বশত্বং যতঃ সদা।
কর্ম্মণ ফলরূপত্বমতস্তেষামুদীর্য্যতে ॥
নান্যকর্ম্মবশত্বং তু তেষাং বিষ্ণুং বিনা ক্বচিৎ।
সচ ব্রাহ্মণগির্য্যাদি নামা বিষ্ণুরজঃপরঃ ॥
এতস্মাৎ কারণাৎ কৃষ্ণঃ শক্রস্য বিমদায় তু।
গির্য্যাদিস্থিতমাত্মানং পূজয়ামাস বল্লবৈঃ ॥
অত্যল্পকস্তুসুরাবেশো দেবানাঞ্চ ভবিষ্যতি।
প্রাণমেকমসৌ হিত্বা আঘণাশ্মসমঃ স্মৃতঃ ॥
তস্মিন্নপ্যসুরাবেশে গতে প্রকৃতিরেবতু। ইতি চ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্বকর্ম্মানুবর্ত্তিনাম্ ।
অনীশেনান্যথা কর্ত্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(কর্ম্মণ এব ফলসিদ্ধেঃ ইন্দ্রাদীনাং নিষ্ফলত্বমেব অজাগলস্তনতুল্যত্বাৎ ইত্যাহ) ইহ স্বং স্বং কর্ম্মানুবর্ত্তিনাং ভূতানাং (জীবানাং) নৃণাং স্বভাব-বিহিতং (প্রাক্তনসংস্কারবিহিতং কর্ম্ম) অন্যথা কর্ত্তুং অনীশেন (অসমর্থেন) ইন্দ্রেণ কিং (প্রয়োজনং ভবতি কিমপি ন ইত্যর্থঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী, তাহাদের সেই প্রাক্তনসংস্কারজন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও সমর্থ নহে। অতএব ইন্দ্রদ্বারা প্রয়োজন কি ? ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতোঽজাগলস্তনতুল্যত্বান্ন দেবতায়া কৃত্যমিত্যাহ,—কিমিন্দ্রেণেতি। ননু, কর্ম্মণ্যপি প্রবৃত্তিরন্তর্য্যাম্যপেক্ষয়ৈব কথং সর্ব্বথা দেবতায়ানুপ-যোগ ইত্যাশঙ্ক্যাহ,—স্বভাববিহিতমিতি। স্বভাবেন প্রাক্তনসংস্কারেণ বিহিতং কর্ত্তব্যত্বেনোপস্থাপিতং যৎ কর্ম্ম তদেব কর্ত্তুমন্তর্য্যামী জীবং প্রেরয়তি, নত্বন্যদিত্যতঃ স্বভাববিহিতমেব কর্ম্ম অন্যথা কর্ত্তুমসমর্থেন ইন্দ্রেণ পূজনীয়েন কিং ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব কর্ম্ম হইতেই ফল-সিদ্ধিহেতু এবং জীব সেই কর্ম্মাধীন হইলে, অজা-গলস্তন তুল্যত্বহেতু দেবতা কর্ত্তৃক কোনও কার্য্য হয় না, ইহা বলিতেছেন—'কিম্ ইন্দ্রেণ' ? যদি বলেন —অন্তর্য্যামী ব্যতিরেকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না, অর্থাৎ কর্ম্মে যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাতেও অন্তর্য্যামী দেবতার অপেক্ষা থাকে, সুতরাং কোন দেবতার উপযোগিতা নাই ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বভাব-বিহিতং', স্বভাব বলিতে প্রাক্তন সংস্কার দ্বারা বিহিত কর্ত্তব্যত্বে উপস্থাপিত যে কর্ম্ম, তাহা করিতেই অন্তর্য্যামী জীবকে প্রেরণ করেন, কিন্তু অন্য কর্ম্ম করিতে নহে। অতএব স্বভাব-বিহিত কর্ম্ম অন্যথা করিতে অসমর্থ ইন্দ্রের পূজা দ্বারা কি হইবে ? বস্তুতঃ কোনই ফল নাই ॥১৫

স্বভাবতন্ত্রো হি জনঃ স্বভাবমনুবর্ত্ততে ।
স্বভাবস্থমিদং সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—জনঃ হি (জীবস্তু) স্বভাবতন্ত্রঃ (সর্ব্বথা স্বভাবাধীনঃ) স্বভাবং (এব) অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) দেবাসুরমানুষং (দেবাসুরমানুষৈঃ সহ বর্ত্তমানং) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) স্বভাবস্থং (স্বভাবে এব সর্ব্বথা সর্ব্বদা অবস্থিতং বর্ত্ততে) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—জীবমাত্রই স্বভাবের অধীন এবং অনু-বর্ত্তী। দেবাসুর মানব সহিত এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এতদ্বিবৃণোতি। স্বভাবতন্ত্রঃ প্রাক্তন-সংস্কারাধীনঃ। অতঃ স্বভাবমনুলক্ষীকৃত্য তত্তৎ-কর্ম্মণি স্বয়মেব প্রবর্ত্ততে ইত্যন্তর্য্যামিণাপি ন কিমপি ফলমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন— 'স্বভাবতন্ত্রঃ', অর্থাৎ জীবমাত্রই প্রাক্তন সংস্কারের অধীন। অতএব নিজ নিজ স্বভাব অনুসারে সেই সেই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাতে অন্তর্য্যামীর দ্বারা কি হইবে ? যাহার যেমন স্বভাব, সে তেমনই করিবে, তাহা কিছুতেই অন্যথা হইবার নহে, অতএব অন্তর্য্যামীর কোন প্রয়োজন নাই, এই ভাবার্থ ॥ ১৬॥

দেহানুচ্চাবচান্ জন্তুঃ প্রাপ্যোৎসৃজতি কর্ম্মণা ।
শত্রুর্মিত্রমুদাসীনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—জন্তুঃ (জীবঃ) কর্ম্মণা (এব) উচ্চাবচান্ (দেবতির্য্যগাদীন্ বিবিধান্) দেহান্ প্রাপ্য (তেন কর্ম্মণা এব) উৎসৃজতি (তান্ দেহান্ পুনস্ত্য-জতি কর্ম্ম এব) শত্রুঃ মিত্রং উদাসীনঃ (শত্র্বাদয়োঽপি কর্ম্মৈব ভবতি একস্যৈব কদাচিৎশত্রুতায়াঃ কদাচিৎ মিত্রতায়াঃ কদাচিদুদাসীনতায়াশ্চ দর্শনাৎ, ননু, জ্ঞানং বিনা কর্ম্মসু অপ্রবৃত্তেঃ জ্ঞানার্থঞ্চ গুরোর-পেক্ষা, তত্রাপি অদৃষ্টং বিনা উপদেশাপ্রাপ্তেঃ প্রাপ্তে বা তৎফলাদ্যসিদ্ধেঃ কর্ম্ম এব প্রধানং ইত্যাহ) কর্ম্ম এব গুরুঃ (ভবতি) ঈশ্বরঃ (ঈশ্বরস্যাপি কর্ম্মাধীন-তয়া ফলদানাৎ কর্ম্ম এব ঈশ্বরশ্চ ভবতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—জীব কর্ম্মবশেই দেব-তির্য্যগাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কর্ম্মবশেই পুনরায় তাহা ত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু মিত্র এবং উদাসীন স্বরূপ।

কর্ম্মই গুরু এবং ঈশ্বর ও কর্ম্মের অধীন হইয়া ফলদান করেন বলিয়া কর্ম্মই বস্তুতঃ ঈশ্বর ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ স্বভাবতো নিষ্পন্নস্য কর্ম্মণ এব সর্ব্বকারণত্বাৎ কর্ম্মৈব পূজ্যমিত্যাহ,—দেহানিতি সার্দ্ধেন ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব স্বভাবতঃ নিষ্পন্ন কর্ম্মের সর্ব্বকারণত্বহেতু কর্ম্মই সকলের পূজ্য, ইহা বলিতেছেন—'দেহান্' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে ॥ ১৭ ॥

তথ্য—নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্য পরিকর। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ জীবমাত্রকেই ঈশ্বর ভ্রমে ইন্দ্রাদি নানা দেবদেবীর উপাসনার নিরর্থকতা উপদেশ করিতেছেন।

কর্ম্মী বা স্মার্ত্তদিগের মতে ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃ তিনি কর্ম্মের অধীন। যে ঈশ্বরের নিগ্রহানুগ্রহ সামর্থ্য নাই তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদি দেবতার স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মই তাঁহাদিগকে ভাবীকালে ফল ভোগ করায় এবং জন্ম-মৃত্যুর হেতু হয়। অতএব কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এ স্থলে কর্ম্মাধীন ঈশ্বর করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহেন, পরন্তু নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ স্বতন্ত্র ভগবান্, তাঁহার সেবা, পূজা বা আরাধনা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১৫-১৭ ॥

তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ।
অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (কর্ম্মণঃ এব প্রাধান্যাৎ) স্বভাবস্থঃ (ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্থঃ) স্বকর্ম্মকৃৎ (স্বস্ববর্ণবিহিতকর্ম্মরতঃ সন্) কর্ম্ম (এব) সম্পূজয়েৎ (সম্মানয়েৎ, ননু, তথাপি যাগস্য দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ,—যঃ খলু) যেন (যং আশ্রিত্য) অঞ্জসা (সুখেন) বর্ত্তেত তৎ এব অস্য (তস্য জনস্য) দৈবতং (দেবতা) হি ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব ব্রাহ্মণাদি-বর্ণে অবস্থানপূর্ব্বক স্ব-স্ব বর্ণবিহিত কর্ম্মরত থাকিয়া কর্ম্মেরই আরাধনা করিবে। যাহার আশ্রয়ে সুখে জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়, উহাই মানবগণের দেবতা ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—সংপূজয়েৎ সম্মানয়েৎ কর্ম্মসামান্যস্যাহপি পূজ্যত্বেঽপি কর্ম্মবিশেষকরণে শাস্ত্রমেব প্রমাণমিত্যাহ, স্বভাবস্থঃ ব্রাহ্মণাদিবর্ণস্থঃ স্ব-স্ব-বিহিতং কর্ম্ম করোতীতি সঃ। ননু, তদপ্যত্র দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকত্বাৎ যাগস্য কথং দেবতাং বিনা সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাঙ্গমাত্রং দেবতেতি মতমঙ্গীকুর্ব্বন্ হেতুবাদমাশ্রিত্যান্যামেব দেবতাং সমর্থয়তে অঞ্জসা সুখেন বর্ত্তেত জীবেত ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সংপূজয়েৎ'—কর্ম্মেরই সম্মাননা করিবে, এখানে কর্ম্মসামান্যের পূজ্যত্ব হইলেও কর্ম্মবিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রই প্রমাণ, ইহা বলিতেছেন—'স্বভাবস্থঃ', ব্রাহ্মণাদি বর্ণস্থ হইয়া স্ব স্ব বিহিত কর্ম্মকারী ব্যক্তি কর্ম্মকেই সম্মান করিবে। যদি বলেন—দেবতোদ্দেশ্যে দ্রব্য-ত্যাগাত্মক যে কর্ম্ম, তাহার সিদ্ধি দেবতা ব্যতিরেকে কি প্রকারে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় 'কর্ম্মাঙ্গমাত্র দেবতা' এই মত অঙ্গীকার করিয়া হেতুবাদ অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য দেবতা সমর্থন করিয়া বলিতেছেন—যেহেতু যে যাহার দ্বারা সুখে জীবিত থাকে, সেই তাহার দেবতা অর্থাৎ মান্য ॥ ১৮ ॥

আজীব্যৈকতরং ভাবং যস্ত্বন্যমুপজীবতি।
ন তস্মাদ্বিন্দতে ক্ষেমং জারান্নার্য্যসতী যথা ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—(হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ) যঃ তু (জনঃ) একতরং ভাবং (একং পদার্থং) আজীব্য (জীবনোপায়ং কৃত্বা) অন্যং (ভাবং) উপজীবতি (সেবতে সঃ) অসতী নারীজারাৎ যথা (যথা অসতী নারী স্বামিনমাশ্রিত্য গোপনে পরপুরুষং সেবমানা ন কল্যাণভাগিনী ভবতি, তদ্বৎ) তস্মাৎ (অন্যস্মাৎ ভাবাৎ) ক্ষেমং (কল্যাণং) ন বিন্দতে (ন লভতে) ॥১৯

অনুবাদ—অসতী নারী স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া গোপনে পরপুরুষের সেবা করিলে যেরূপ মঙ্গলভাগিনী হয় না সেইরূপ মানবও এক বস্তুকে জীবনোপায়রূপে অবলম্বনপূর্ব্বক অন্য বস্তুর সেবা করিলে কল্যাণ-ভাগী হয় না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হেতুবলেনৈব বিপক্ষে দোষমাহ,—আজীব্যেতি। উপজীবতি সেবতে ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হেতুবলেই বিপক্ষে দোষ বলিতেছেন—'আজীব্য' ইত্যাদি (অর্থাৎ যে ব্যক্তি জীবিকা-সাধনার্থ এক দেবতার আরাধনা করিয়া অতৃপ্তিবশতঃ অন্য দেবতার সেবা করে, সে ব্যক্তি অসতী নারী যেরূপ পতি পরিত্যাগ করিয়া উপপতির প্রতি আসক্তা হইয়াও সুখ পায় না, তদ্রূপ অন্য দেবতাসেবীও সেই দেবতা হইতে সুখ পায় না। ফলতঃ তাহার উভয় দিকই বিনষ্ট হয়।) ॥ ১৯ ॥

বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ।
বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেচ্ছূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(স্বকর্ম্মাজীব্যপূজামেব সাধয়িতুং আদাবাত্মনো গোবৃত্তিত্বমাহ)। বিপ্রঃ (ব্রাহ্মণঃ) ব্রহ্মণা (বেদাশ্রয়েন) বর্ত্তেত (তিষ্ঠেৎ) রাজন্যঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) ভুবঃ রক্ষয়া (পৃথিবীপালনেন বর্ত্তেত) বৈশ্যঃ তু বার্ত্তয়া কৃষিবাণিজ্যপশুপালনাদিনা) জীবেৎ শূদ্র তু দ্বিজসেবয়া (ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়পরিচর্য্যায়া জীবেৎ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মণ বেদ, ক্ষত্রিয় পৃথিবী পালন, বৈশ্য কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন এবং শূদ্র দ্বিজসেবা-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদস্মাকং য এবাজীব্য সৈব দেবতেতি বক্তুং দৃষ্টান্তত্বেনান্যেষামপ্যাহ,—বর্ত্তেতেতি। বিপ্রস্য বেদশাস্ত্রাণ্যেব দৈবতানি, রক্ষয়া ভুব ইতি ভূরেব তস্য দেবতা। বার্ত্তয়েতি বার্ত্তৈব তস্য দেবতা, দ্বিজশুশ্রূষয়েতি দ্বিজা এব তস্য দেবতা ইত্যর্থঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব আমাদিগের যে বস্তু জীবনোপায়, সেই বস্তুই দেবতা—এই স্বাভিপ্রায় বলিবার নিমিত্ত দৃষ্টান্তত্বরূপে অন্যান্য বর্ণেরও বৃত্তি-ভেদ বলিতেছেন—'বর্ত্তেত ব্রহ্মণা বিপ্রঃ', ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, সুতরাং বেদশাস্ত্রই ব্রাহ্মণগণের দেবতা। এইরূপ ক্ষত্রিয়ের দেবতা পৃথিবী, বৈশ্যের কৃষি-বাণিজ্যাদি বার্ত্তাই দেবতা এবং শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যই দেবতা বুঝিতে হইবে ॥ ২০ ॥

কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা কুসীদং তুর্য্যমুচ্যতে।
বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(বৈশ্যবৃত্তেশ্চাতুর্ব্বিধ্যমাহ)। (বৈশ্যস্য) কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষা (কৃষিবাণিজ্যসহিতা গোরক্ষা এবং ত্রয়ং) কুসীদং তুর্য্যং (বৃদ্ধিজীবনং চ চতুর্থং ইতি) চতুর্ব্বিধা বার্ত্তা (জীবনোপায়ঃ বর্ত্ততে) তত্র (তন্মধ্যে) বয়ং অনিশং (সততং) গোবৃত্তয়ঃ (গোরক্ষণম্ এব বৃত্তিঃ যেষাং তে তাদৃশা ভবামঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং কুশীদ এই চারিটী বৈশ্যের জীবিকা হইলেও আমরা তন্মধ্যে সর্ব্বদা কেবলমাত্র গোরক্ষাকেই জীবিকারূপে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—স্বস্য বৈশ্যত্বাদুক্তামপি বৈশ্যবার্ত্তাং বিশিষ্যাহ,—কৃষীতি। কৃষিবাণিজ্যাভ্যাং সহিতা গোরক্ষা কুসীদং বৃদ্ধিজীবিকা গোবৃত্তয়ঃ গোরক্ষণ-বৃত্তয়ঃ অনিশমিতি কদাপ্যাপৎকালেঽপি কৃষ্যাদিক-মস্মাভির্ন ক্রিয়ত ইতি গাব এবাস্মাকং দৈবতত্বাৎ পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিজে বৈশ্য বলিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈশ্য বার্ত্তা বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—'কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা', অর্থাৎ বৈশ্যগণের কৃষি ও বাণিজ্যের সহিত গোরক্ষা এবং কুসীদ (সুদগ্রহণে অর্থ বৃদ্ধি করা), এই চারিপ্রকার বৃত্তি কথিত হইয়াছে। 'গোবৃত্তয়ঃ অনিশম্'—তন্মধ্যে আমাদিগের সর্ব্বদাই গোপালন বৃত্তি, কখনও কোন আপৎকালেও কৃষি-বাণিজ্যাদি আমরা করি না, অতএব গোগণই আমাদিগের দেবতাহেতু পূজ্যা ॥ ২১ ॥

সত্ত্বং রজস্তম ইতি স্থিত্যুৎপত্ত্যন্তহেতবঃ।
রজসোৎপদ্যতে বিশ্বমন্যোন্যং বিবিধং জগৎ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(ননু গবামপি বৃত্তির্মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যা-শঙ্ক্য তৎ নিরীশ্বরসাংখ্যমতাশ্রয়েণ নিরাকরোতি)। সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি (ত্রয়োগুণাঃ) স্থিত্যুৎপত্ত্যন্ত-হেতবঃ (জগৎস্থিত্যাদীনাং ক্রমেণ হেতবঃ ভবন্তি তত্র) রজসা বিশ্বম্ উৎপদ্যতে (ততশ্চ) অন্যোন্যং (স্ত্রীপুরুষসংযোগেন) বিবিধং জগৎ (জায়তে) ॥২২॥

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণই যথাক্রমে জগতের স্থিতি, সৃষ্টি এবং বিনাশের কারণ। তন্মধ্যে রজোগুণে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ স্ত্রী পুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥২২॥

বিশ্বনাথ—ননু, গবামপি বৃত্তির্মহেন্দ্রাধীনৈবেত্যাশঙ্ক্য নিরীশ্বর-সঙ্খ্যমতাশ্রয়েণ নিরাকরোতি—সত্ত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। অন্যোন্যং স্ত্রীপুরুষয়োর্যোগেন॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—গোগণেরও যে জীবিকা, তাহাও দেবরাজ ইন্দ্রেরই অধীন, তদুত্তরে নিরীশ্বর সাঙখ্যমত অবলম্বনে নিরাকরণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন—'সত্ত্ব, রজঃ তমঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'অন্যোন্যং'—স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণিজগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

———

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষন্ত্যম্বুনি সর্ব্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—মেঘাঃ রজসা (রজোগুণেন) চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) সর্ব্বতঃ অম্বুনি (জলানি) বর্ষন্তি। তৈঃ (অম্বুভিঃ) এব প্রজাঃ (জনাঃ) সিধ্যন্তি (জীবন্তি) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) কিং করিষ্যতি (প্রজারক্ষণে ইন্দ্রস্য ন কিঞ্চিদপি কার্য্যং বর্ত্ততে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—মেঘরাশিও ঐ রজোগুণে চালিত হইয়াই সর্ব্বত্র জল বর্ষণ করিয়া থাকে এবং ঐ জল দ্বারাই প্রজাগণ জীবন ধারণ করে। প্রজারক্ষাবিষয়ে ইন্দ্রের কিছুমাত্র কার্য্য নাই ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বত ইতি সমুদ্রশিলোষরাদিষ্বপি বৃষ্টিদর্শনান্না প্রেক্ষাপূর্ব্বকত্বং বৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তৈরেব মেঘৈরেব সিদ্ধ্যন্তি জীবন্তি ॥ ২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ— সর্ব্বতঃ' — রজোগুণদ্বারা চালিত হইয়া মেঘসমূহ সমুদ্র, পর্ব্বত, শিলা, উষরাদি সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থান লক্ষ্য করিয়া বৃষ্টিপাত হয় না—এই ভাব। 'তৈঃ'—ঐ মেঘ দ্বারাই প্রজাগণ জীবিত থাকে (অর্থাৎ মেঘবর্ষণ জলে শস্যাদি পুষ্ট হয়, তাহাতে জীবগণ জীবন রক্ষা করে, সুতরাং রজোগুণই এ বিষয়ে কর্ত্তা। দেবরাজ ইন্দ্র কি করিবে? সেই ইন্দ্র কোন উপকার বা অপকার করিতে পারেন না—এই ভাব।) ॥ ২৩ ॥

———

ন নঃ পুরো জনপদা ন গ্রামা ন গৃহা বয়ম্।
বনৌকসস্তাত নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, বয়ং (গোপাঃ) বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) নিত্যং বনশৈলনিবাসিনঃ (বনপর্ব্বতাদিষু বসামঃ অতএব) নঃ (অস্মাকং) পুরঃ (পত্তনানি) ন (মঙ্গলহেতুঃ) জনপদাঃ ন গ্রামাঃ ন (চ ন মঙ্গলহেতবঃ ভবন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন এবং পর্ব্বতাদিতেই বাস করি। অতএব আমাদের নগর, জনপদ গ্রাম কিম্বা গৃহ মঙ্গলজনক নহে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, গা বর্দ্ধয়তীতি গোবর্দ্ধন ইতি ব্যুৎপত্তের্যাথার্থ্যেনৈবানুভূয়মানত্বাদ্‌গবাং বৃত্তির্গোবর্দ্ধনাধীনৈবেতি গোবর্দ্ধনশ্চ পূজ্য ইত্যাহ, নেতি দ্বাভ্যাম্। পুরঃ পত্তনানি জনপদা দেশাঃ কিন্তু গোধনচারকত্বাৎ বনৌকসঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, গোগণকে যিনি বর্দ্ধন করেন, তিনি 'গোবর্দ্ধন', এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থে যথার্থরূপেই অনুভূত হয় যে গোসকলের বৃত্তি গোবর্দ্ধনেরই অধীনা, সুতরাং গিরিরাজ গোবর্দ্ধনই পূজ্য, ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'ন নঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদিগের পুর (নগর), দেশ, গ্রাম ও গৃহ পর্য্যন্ত নাই, কিন্তু বনে গোচারণ করি বলিয়া আমরা বনবাসী ॥ ২৪ ॥

———

তস্মাদ্‌গবাং ব্রাহ্মণানামদ্রেশ্চারভ্যতাং মখঃ।
য ইন্দ্রযাগসম্ভারাস্তৈরয়ং সাধ্যতাং মখঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ গবাং ব্রাহ্মণানাং অদ্রেঃ (পর্ব্বতস্য) চ মখঃ (যজ্ঞঃ) আরভ্যতাম্। যে (চ) ইন্দ্রযাগসম্ভারাঃ (ইন্দ্রযজ্ঞস্য উপকরণানি বর্ত্তন্তে) তৈঃ (সম্ভারৈঃ) অয়ং মখঃ (যজ্ঞঃ) সাধ্যতাং (ক্রিয়তাম্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতএব গো, ব্রাহ্মণ এবং পর্ব্বতের

উদ্দেশে যজ্ঞ আরম্ভ করুন। ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ-রাশিদ্বারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হউক ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রাহ্মণানামাশিষোঽস্মাকং প্রত্যক্ষফলা ইতি তেঽপি পূজ্যা ইতি স্বমতে তানপ্যনুকূলয়ন্নাহ,—তস্মাদিতি। সম্ভারাঃ সাধনানি ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ আমাদিগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ বলিয়া তাঁহারাও পূজ্য, ইহার দ্বারা তাঁহাদিগকেও স্বমতে আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—'তস্মাৎ', যেহেতু আমাদিগের জীবিকার প্রধান উপায় স্বরূপ গাভীগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং তৃণ-জলাদি দ্বারা পরমোপকারী শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত, সুতরাং তাঁহাদিগের পূজা বা যাগ আরম্ভ করুন। 'যে ইন্দ্রযাগ-সম্ভারাঃ'—ইন্দ্রযজ্ঞার্থ যে সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার দ্বারাই এই যজ্ঞ সম্পন্ন হউক। [ইহাতে অন্য দ্রব্যাদি আহরণ-জন্য পরিশ্রম হইবে না, ইহা সূচিত হইল, বিশেষতঃ ইন্দ্রের অধিক কোপোৎপাদনই মুখ্যতাৎপর্য্য-বৈষ্ণব-তোষণী।] ॥ ২৫ ॥

পচ্যতাং বিবিধাঃ পাকাঃ সূপান্তাঃ পায়সাদয়ঃ।
সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ সর্ব্বদোহশ্চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—পায়সাদয়ঃ (পায়সং কেবলে পয়সি পক্বং তৎপ্রধানাঃ) সূপান্তাঃ (সূপং মৌদ্গং তদন্তাঃ) বিবিধাঃ পাকাঃ সংযাবাপূপশষ্কুল্যঃ (গোধূমবিকারাঃ চ) পচ্যতাং (প্রস্তূয়তাং) সর্ব্বদোহঃ চ গৃহ্যতাম্ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূম জাত পিষ্টক, শষ্কুলী প্রভৃতি পাক করা হউক এবং ব্রজবাসি সমস্তের দোহনজাত দুগ্ধ দধি প্রভৃতি এখানে আনয়ন করা হউক ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—পাকা অন্নব্যঞ্জনাদয়ঃ। সূপান্তা ইতি সূপস্য ঔষ্ণ্যম্, পায়সাদয় ইতি পায়সস্য শৈত্যম-পেক্ষিতং ভবতীতি ভাবঃ। সংযাবাদয়ো গোধূমাদি-বিক্রিয়াঃ। সর্ব্বেষামেব ব্রজবাসিনাং দোহঃ দোহো-ত্থদুগ্ধদধ্যাদিসঞ্চয়ঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাকাঃ'—নানাবিধ অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাক করা হউক। 'সূপান্তাঃ'—ব্যঞ্জন-সমূহ উষ্ণ ও পায়স শীতল হইলে সুখাদ্য হইয়া থাকে, সুতরাং পায়স অগ্রেই রন্ধন করিতে হইবে। সংযাব—গোধূম চূর্ণের সারাংশ। 'সর্ব্বদোহঃ'—সমস্ত ব্রজবাসীদিগের গাভী প্রভৃতির দুগ্ধ, দধিসমূহ গ্রহণ করা হউক ॥ ২৬ ॥

হূয়ন্তামগ্নয়ঃ সম্যগ্ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নং বহুগুণং তেভ্যো দেয়ং বো ধেনুদক্ষিণাঃ ॥২৭

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবাদিভিঃ (বেদাভ্যাসপরৈঃ) ব্রাহ্মণৈঃ অগ্নয়ঃ সম্যক্ হূয়ন্তাম্। তেভ্যঃ (ব্রাহ্মণেভ্যঃ) বহুগুণং (বিবিধগুণযুক্তং) অন্নং (ভোজ্যং) ধেনু-দক্ষিণাঃ (ধেনুসহিতাদক্ষিণাঃ তা এব বা দক্ষিণাঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) দেয়ম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে যথাযথ ভাবে হোম করুন। সেই ব্রাহ্মণগণকে বহু গুণ যুক্ত অন্ন এবং ধেনু সহিত দক্ষিণা দান করুন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—যাগশোভার্থং শ্রদ্ধোৎপাদনার্থঞ্চাহ,—হূয়ন্তামিতি। ধেনুসহিতা দক্ষিণাঃ বো যুষ্মাভিঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যজ্ঞের শোভার্থ এবং শ্রদ্ধা উৎপাদনের নিমিত্ত বলিতেছেন—'হূয়ন্তাম্', ব্রহ্মবাদী (বেদাভ্যাসরত) ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে সম্যক্প্রকারে হোম করুন। আপনারা তাঁহাদিগকে বহুগুণযুক্ত অন্ন এবং ধেনু-সহিত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥

অন্যেভ্যশ্চাশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যো যথার্হতঃ।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যেভ্যঃ আশ্বচাণ্ডালপতিতেভ্যঃ (শুনঃ আরভ্য চাণ্ডালপতিতান্ যাবৎ) চ যথার্হতঃ (যথা-যোগ্যং দানং কর্ত্তব্যম্) গবাং (গোভ্যঃ) যবসং (ঘাসং) দত্ত্বা গিরয়ে (পর্ব্বতায় গোবর্দ্ধনায়) বলিঃ (পূজা) দীয়তাম্ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—কুক্কুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণকেও যথাযোগ্য দান করা উচিত এবং গো-সমূহকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক গোবর্দ্ধন গিরির পূজা উপ-হার প্রদান করুন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বমতে অন্ত্যজপর্য্যন্তান্ সর্ব্বানেব ব্রজবাসিনোঽনুকূলয়ন্নাহ,—অন্যেভ্য ইতি। বলির্গন্ধপুষ্পাদ্যুপচারঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্ত্যজ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে স্বমতে আনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—'অন্যেভ্যঃ', কুক্কুর, চণ্ডাল ও পতিত প্রভৃতি প্রাণিসকলকে যথাযোগ্য অন্নাদি প্রদান করা হউক। 'বলিঃ'—গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচার শ্রীগোবর্দ্ধনকে সমর্পণ করুন ॥ ২৮ ॥

স্বলঙ্কৃতা ভুক্তবন্তঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ।
প্রদক্ষিণাঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততশ্চ) স্বলঙ্কৃতাঃ স্বনুলিপ্তাঃ সুবাসসঃ ভুক্তবন্তঃ (সর্ব্বে যূয়ং) গোবিপ্রানলপর্ব্বতান্ প্রদক্ষিণং চ কুরুত ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মনোরম অলঙ্কার ধারণ, অনুলেপন, উত্তম বসন পরিধান এবং ভোজনপূর্ব্বক আপনারা সকলে গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করুন ॥ ২৯ ॥

এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।
অয়ং গোব্রাহ্মণাদ্রীণাং মহ্যঞ্চ দয়িতো মখঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, মম এতৎ মতং যদি (ভবদ্ভ্যঃ) রোচতে (ঈপ্সিতং ভবতি তদা) ক্রিয়তাং (অনুষ্ঠীয়তাং) অয়ং মখঃ (যজ্ঞঃ) গোব্রাহ্মণাদীণাং মহ্যং (মম) চ দয়িত (প্রিয়ঃ ভবতি) ॥ ৩০॥

অনুবাদ—হে পিতঃ, আমার এই মত যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে তাহার অনুষ্ঠান করুন। এই যজ্ঞ গোব্রাহ্মণাদির এবং আমারও প্রীতিজনক ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং'—আমার এই অভিমত যদি আপনাদের রুচিপ্রদ হয়, তাহা হইলে এই প্রকার সমাধান করুন ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

কালাত্মনা ভগবতা শক্রদর্পংজিঘাংসয়া।
প্রোক্তং নিশম্য নন্দাদ্যাঃ সাধ্বগৃহ্ণন্ত তদ্বচঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—কালাত্মনা (কালরূপিণা) ভগবতা (কৃষ্ণেন) শক্রদর্পজিঘাংসয়া (ইন্দ্রগর্ব্বনাশায়) প্রোক্তং নিশম্য (শ্রুত্বা) নন্দাদ্যাঃ (গোপাঃ) তৎ বচঃ সাধু অগৃহ্ণন্ত (সম্যক্ গৃহীতবন্তঃ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—কালরূপী ভগবান্, ইন্দ্রের গর্ব্বনাশের জন্য এরূপ বলিলে তাহা শুনিয়া নন্দাদি গোপগণ সম্যক্ ভাবে উহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কালাত্মনা ইন্দ্রমখসংহারকেণ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালাত্মনা' — ইন্দ্রযজ্ঞের সংহারক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নন্দাদি গোপগণ তাহা উত্তম বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ॥ ৩১ ॥

তথা চ ব্যদধুঃ সর্ব্বং যথাহ মধুসূদনঃ।
বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং তদ্দ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ ॥ ৩২ ॥
উপহৃত্য বলীন্ সম্যগাদৃতা যবসং গবাম্।
গোধনানি পুরস্কৃত্য গিরিং চক্রুঃ প্রদক্ষিণম্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—মধুসূদনঃ যৎ আহ তথা চ সর্ব্বং (অনুষ্ঠানং) ব্যদধুঃ (চক্রুঃ) স্বস্ত্যয়নং বাচয়িত্বা (পাঠয়িত্বা) তদ্দ্রব্যেণ (ইন্দ্রপূজার্থ-সংগৃহীতোপকরণেন) গিরিদ্বিজান্ (ব্রাহ্মণান্ গোবর্দ্ধনঞ্চ) সম্যক্ বলীন্ (পূজাঃ) উপহৃত্য আদৃতাঃ (সাদরাঃ সন্তঃ) গবাং যবসং (চ উপহৃত্য) গোধনানি (পুরস্কৃত্য) গিরিং (গোবর্দ্ধনং) প্রদক্ষিণং চক্রুঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথানুসারে সমস্ত অনুষ্ঠান করিলেন। স্বস্ত্যয়নপাঠ করাইয়া ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণদ্বারা গোবর্দ্ধন গিরি এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া সাদরে গো সকলকে তৃণ প্রদানপূর্ব্বক গোধন অগ্রবর্ত্তী করিয়া গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্দ্রব্যেণ ইন্দ্রমখদ্রব্যেণ গিরিদ্বিজান্ গিরয়ে দ্বিজেভ্যশ্চ উপহৃত্য দত্ত্বা আদৃতাঃ কৃষ্ণেন

গবাং গোভ্যঃ। অনডুদ্ভিরনোবাহকৈর্বৃষৈর্যুক্তানি। তে গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ প্রদক্ষিণং চক্রুঃ ॥ ৩২-৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্‌দ্রব্যেণ'—ইন্দ্রযাগের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা গোবর্দ্ধন ও ব্রাহ্মণদিগকে নৈবেদ্যাদি প্রদান-পূর্ব্বক, 'আদৃতাঃ'—কৃষ্ণ কর্তৃক সমাদৃত হইয়া গোপগণ গাভীসকলকে কোমল তৃণ প্রদান করিলেন। তারপর বৃষ-বাহিত শকটে আরোহণ করিয়া গোপ ও গোপীগণ শ্রীগোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিলেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

অনাংস্যনডুদ্‌যুক্তানি তে চারুহ্য স্বলঙ্কৃতাঃ।
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণবীর্য্যাণি গায়ন্ত্যঃ সদ্বিজাশিষঃ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—তে (গোপাঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সাধু-ভূষণযুক্তাঃ) গোপ্যঃ চ অনডুদ্‌যুক্তানি (বৃষভবাহি-তানি) অনাংসি (শকটান্) আরুহ্য সদ্বিজাশিষঃ (দ্বিজাশীভিঃ সহিতাঃ) কৃষ্ণবীর্য্যাণি (কৃষ্ণমাহাত্ম্যানি গায়ন্তঃ (বভূবুঃ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—গোপগণ উত্তম অলঙ্কারযুক্ত এবং গোপীগণ বৃষভবাহিত শকটে আরূঢ় হইয়া ব্রাহ্মণ-গণের আশীর্বাদের সহিত কৃষ্ণ-মাহাত্ম্য গান করিয়া-ছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—সদ্বিজাশিষং গীয়মানাভির্দ্বিজাশীভিঃ সহিতাঃ। দ্বিজকর্ত্তৃকাশিষোঽপি গায়ন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥৩৪

টীকার বঙ্গানুবাদ—সদ্বিজাশিষঃ'—দ্বিজগণের আশীর্ব্বাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে, কিম্বা কৃষ্ণলীলা এবং দ্বিজগণ কর্তৃক আশীর্ব্বাদও গান করিতে করিতে তাঁহারা গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং গোপবিশ্রম্ভণং গতঃ।
শৈলোঽস্মীতি ব্রুবন্ ভূরিবলিমাদদ্‌বৃহদ্বপুঃ ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—(তদা) কৃষ্ণঃ গোপবিশ্রম্ভণং (গোপা-নাং বিশ্বাসজনকং) অন্যতমং রূপং গতঃ (প্রাপ্তঃ) বৃহদ্বপুঃ (মহাশরীরঃ সন্) অহং শৈলঃ অস্মি ইতি ব্রুবন্ (কথয়ন্) ভূরি (প্রচুরং) বলিং (পূজাং) আদৎ (গৃহীতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের বিশ্বাস-জনক বৃহৎ শরীরবিশিষ্ট অন্যপ্রকার রূপ ধারণ করিয়া "আমিই পর্ব্বত" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রচুর পূজা গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্বপ্রবর্ত্তিতযাগস্যাসাধারণমুৎকর্ষং দর্শ-য়ংস্তত্র সর্ব্বেষাং বিশ্বাসং জনয়ন্ স্বয়মেব দেবতা-রূপেণ প্রত্যক্ষীবভূবেত্যাহ,—কৃষ্ণস্ত্বিতি। অন্যতমং গোবর্দ্ধনপর্ব্বতোপরি দ্বিতীয়ং পর্ব্বতমিব সর্ব্বেন্দ্রিয়বৎ স্বরূপং গতঃ প্রাপ্তঃ, গোপানাং বিশ্রম্ভণং পর্ব্বত এবায়মিতি বিশ্বাসো যত্র তৎ। শৈলোঽস্মীতি এত-দ্দেশাধিপতিরহমেব যুষ্মদ্ভক্ত্যা প্রসন্নঃ প্রাদুরভূবং স্বস্বাভিমতং বরং বৃণুতেতি ব্রুবন্ বলিং নৈবেদ্যং দূরস্থৈর্নিকটস্থৈর্নন্দগ্রামাদিবর্ত্তিভির্বা ব্রজবাসিজনৈর-পরোক্ষতঃ পরোক্ষতো বা ধ্যানেন সমর্প্যমাণং সহস্র-কোটিহস্তৈস্ততস্ততঃ স্থানাদতিদীর্ঘানতিদীর্ঘীকৃতপাণিভি-রাদায় তাংস্তানানন্দয়ন্নাদৎ ভুঙ্‌ক্তে স্ম ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ব-প্রবর্ত্তিত যজ্ঞের অসাধারণ উৎকর্ষ দেখাইবার নিমিত্ত এবং তথায় সকলের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ স্বয়ংই দেবতারূপে প্রত্যক্ষ হই-লেন, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণস্ত্বন্যতমং রূপং', শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের বিশ্বাসজনক অন্যতম রূপ, অর্থাৎ গোব-র্দ্ধন পর্ব্বতোপরি দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় বৃহদ্‌বপু ধারণপূর্ব্বক, 'শৈলোঽস্মি'—আমি পর্ব্বত, আমিই এই দেশের অধিপতি, তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া অদ্য প্রাদুর্ভূত হইলাম, অতএব তোমরা স্ব স্ব অভিমত বর গ্রহণ কর—এই বলিতে বলিতে 'ভূরি-বলিম্ আদৎ', দূরস্থ নিকটস্থ কিম্বা নন্দগ্রামাদিবর্ত্তি ব্রজবাসিজন কর্তৃক পরোক্ষে, অপরোক্ষে কিম্বা ধ্যান-দ্বারা অর্প্যমাণ নৈবেদ্যগুলি সহস্র কোটি হস্তে তত্তৎ স্থল হইতে অতি দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র হস্তসমূহ দ্বারা গ্রহণ-পূর্ব্বক আনন্দ-সহকারে ভোজন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তস্মৈ নমো ব্রজজনৈঃ সহ চক্রে আত্মনাত্মনে।
অহো পশ্যত শৈলোঽসৌ রূপী নোঽনুগ্রহং ব্যধাৎ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—(অপিচ) তস্মৈ আত্মনে আত্মনা (স্বয়মেব) ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। অহো রূপী

(মূর্ত্তিমান্) অসৌ শৈলঃ (গোবর্দ্ধনঃ) নঃ (অস্মাকং) অনুগ্রহং ব্যধাৎ (আচরিতবান্ তৎ) পশ্যত (ইদং গোপান্ প্রতি উবাচ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজকে প্রণাম করিলেন এবং গোপগণকে বলিতে লাগিলেন ঐ দেখ মূর্ত্তিমান্ গোবর্দ্ধন গিরি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তস্মৈ আত্মনে আত্মনা দেহেন স্বয়ং ব্রজজনৈঃ সহ নমশ্চক্রে। আত্মনে ইত্যাকারলোপ আর্ষঃ। অহো ইতি সার্দ্ধশ্লোকং পঠন্ ॥৩৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মৈ'—তারপর 'অহো'! ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই দেহদ্বারা সেই অন্যতম নিজ রূপকেই প্রণাম করিলেন ॥৩৬।

এষোঽবজানতো মর্ত্ত্যান্ কামরূপী বনৌকসঃ।
হন্তি হ্যস্মৈ নমস্যামঃ শর্ম্মণে আত্মনো গবাম্ ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (গোবর্দ্ধনঃ) কামরূপী (সর্পাদিরূপঃ সন্) অবজানতঃ (অবজ্ঞাকারিণঃ) বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) মর্ত্ত্যান্ (জীবান্) হন্তি (নাশয়তি) আত্মনঃ গবাং চ শর্ম্মণে (মঙ্গলায়) হি অস্মৈ নমস্যামঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—এই গোবর্দ্ধনই ইচ্ছানুসারে সর্পাদি রূপ গ্রহণ করিয়া অবজ্ঞাকারী বনবাসী জীবগণকে বিনাশ করেন। আমরা নিজের এবং গোসমূহের মঙ্গলের জন্য ইহাকে প্রণাম করিব ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—কামরূপী সর্পাদিরূপঃ। হি তস্মাৎ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামরূপী'—এই গোবর্দ্ধন স্বেচ্ছানুসারে সর্পাদিরূপ গ্রহণ করিয়া অবজ্ঞাকারী বনবাসী মনুষ্যসকলকে বিনাশ করিয়া থাকেন। 'হি'—অতএব আমরা, আমাদিগের ও গাভিগণের মঙ্গলার্থ এই গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে প্রণাম করি ॥৩৭

ইত্যদ্রিগোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপা সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ইন্দ্রমখভঙ্গো নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ (শ্রীকৃষ্ণেন আদিষ্টাঃ) তে গোপাঃ ইতি (এবং রূপং) অদ্রিগোদ্বিজমখং (পর্ব্বতাদীনাং পূজনযজ্ঞং) যথা বিধায় (সম্যক্ আচরিত্বা) সহ কৃষ্ণাঃ (কৃষ্ণেন সহিতাঃ) ব্রজং যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গোপগণ এইরূপে পর্ব্বত, গো এবং ব্রাহ্মণগণের পূজা-যজ্ঞ সম্যক্‌ভাবে আচরণপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত ব্রজে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—যন্নিরীশ্বরমীমাংসাসাঙ্খ্যয়োরুরীকৃতিস্তদিন্দ্রমখভঙ্গার্থং, নতু তে সম্মতে সতাম্। যথাহুঃ, —শ্রীস্বামিচরণাঃ "কর্ম্মৈবালং প্রাক্ স্বভাবো গুণো বা কর্ম্মাঙ্গং বা তদ্বশো বা মহেশঃ। বার্ত্তা কর্ত্রী দেবতেতীয়মুক্তা দেবক্ষোভেষণমতী নত্বভীষ্টা" ॥ ৩৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
চতুর্ব্বিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানে যে নিরীশ্বর সাঙ্খ্য ও মীমাংসার মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ইন্দ্রযজ্ঞের ভঙ্গের নিমিত্তই, কিন্তু তাহা সাধুজনের সম্মত নহে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও ঐরূপ বলিয়াছেন—"কর্ম্মৈব" ইত্যাদি, অর্থাৎ এখানে কর্ম্মের প্রাধান্য দৃঢ়ীকৃত হইল ইন্দ্রের ক্ষোভ-জননের নিমিত্ত, বস্তুতঃ তাহা সজ্জনের অভীষ্ট নহে ॥ ৩৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইন্দ্রস্তদাত্মনঃ পূজাং বিজ্ঞায় বিহতাং নৃপ।
গোপেভ্যঃ কৃষ্ণনাথেভ্যো নন্দাদিভ্যশ্চুকোপ হ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে যজ্ঞভঙ্গহেতু ক্রোধপরবশ ইন্দ্রের ব্রজনাশার্থ বারিবর্ষণ ও তন্নিবারণার্থ গিরি উত্তোলন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের গোকুলরক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

যজ্ঞভঙ্গে ক্রুদ্ধ ইন্দ্র নিজকে ঈশ্বর অভিমান করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, আত্মানুসন্ধানরূপা আন্বিক্ষিকীবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া লোকে যেমন কর্ম্মপ্রচুর যজ্ঞদ্বারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করে, তদ্রূপ যজ্ঞ প্রাকৃত শিশু কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া মদগর্ব্বিত গোপগণ তাঁহার (ইন্দ্রের) অবমাননা করিয়াছেন। ইন্দ্র ব্রজবাসিগণের সেই গর্ব্ব অপনয়নার্থ প্রলয়কারী সাম্বর্ত্তক-মেঘগণকে প্রেরণ করিয়া বারিবর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ব্রজবাসিগণকে উৎপীড়ন করিতে থাকেন। গোপগণ অত্যন্ত কাতর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে তিনি উহা ইন্দ্রের কৃত উপদ্রব জানিয়া তদ্‌গর্ব্ব চূর্ণ করিবার মানসে মাত্র-একহস্তে গোবর্দ্ধনকে উত্তোলন করিলেন এবং সেই গিরিগর্ত্তে গোপগণকে আশ্রয় দিলেন। অবিচ্ছেদে সপ্তাহকাল গিরি ধারণ করিয়া থাকিলে ইন্দ্র উহা শ্রীকৃষ্ণের যোগপ্রভাব বুঝিয়া মেঘগণকে নিরস্ত করিলেন। গোপগণ গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। গোপগণ প্রেমাশ্রুপুলকিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন-আশীর্ব্বাদাদি দ্বারা যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। (হে) নৃপ, তদা (তৎকালে) ইন্দ্রঃ আত্মনঃ পূজাং বিহতাং (উচ্ছিন্নাং) বিজ্ঞায় কৃষ্ণনাথেভ্যঃ (কৃষ্ণপরায়ণেভ্যঃ) নন্দাদিভ্যঃ গোপেভ্যঃ চুকোপ হ (ক্রুদ্ধঃ বভূব) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তৎকালে ইন্দ্র নিজের পূজা নষ্ট হইল জানিয়া কৃষ্ণ-পরায়ণনন্দাদি গোপগণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চবিংশে সকোপোক্তাবিন্দ্রে নাশায় বর্ষতি।
ব্রজস্য রক্ষামকরোদুদ্ধৃত্যাচলমচ্যুতঃ ॥ ০ ॥

কৃষ্ণনাথেভ্যোঽপি চুকোপেতি ইন্দ্রস্য মৌঢ্যং তৎ-কোপস্য চ বৈফল্যং প্রথমত এব দর্শিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে ক্রোধোক্তির সহিত ইন্দ্র ব্রজনাশার্থ বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক ব্রজের রক্ষা করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

কৃষ্ণনাথেভ্যঃ চুকোপ'—শ্রীকৃষ্ণই যাঁহাদিগের রক্ষক, সেই নন্দাদি গোপগণের প্রতিও ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহাতে ইন্দ্রের দুর্ম্মদমত্ততা, দুর্বুদ্ধিতা এবং নিজ কোপের বৈফল্য প্রথমতঃই দর্শিত হইয়াছে ॥১॥

গণং সাম্বর্ত্তকং নাম মেঘানাং চান্তকারিণাম্।
ইন্দ্রঃ প্রাচোদয়ৎ ক্রুদ্ধো বাক্যঞ্চাহেশমান্যুত ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশমানী (স্বয়মেব ঈশ্বরঃ ইত্যভিমান-শালী) ইন্দ্রঃ ক্রুদ্ধঃ (সন্) সম্বর্ত্তকং নাম অন্তকারিণাং (প্রলয়ঙ্করাণাং) মেঘানাং গণং (সমূহং) প্রাচোদয়ৎ (প্রেরয়ামাস) উত (অপি চ) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাক্যং চ আহ (উবাচ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরাভিমানী ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া সম্বর্ত্তক নামক প্রলয়ঙ্কর মেঘরাশিকে প্রেরণ করিলেন এবং এই প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—কোপং বিবৃণোতি,—গণমিতি সংবর্ত্তঃ প্রলয়স্তৎকর্ত্তারং মেঘানাং গণং চকারাদাবহপ্রবহাদি-সাংবর্ত্তকবাতগণঞ্চ প্রাচোদয়ৎ প্রেষয়ামাস। ঈশমানী অহমেবেশ্বর ইতি গর্ব্ববান্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্রের কোপ বিবৃত করিতেছেন—'গণম্' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রলয়কারি মেঘগণের মধ্যে আবহ, প্রবহাদি সাম্বর্ত্তক নামক মেঘগণকে প্রেরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন। যেহেতু

'ঈশমানী'—'আমিই ঈশ্বর', এইরূপ অভিমানগ্রস্ত ইন্দ্র ॥ ২ ॥

**অহো শ্রীমদমাহাত্ম্যং গোপানাং কাননৌকসাম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য যে চক্রুর্দেবহেলনম্ ॥ ৩ ॥**

অন্বয়ঃ—অহো (আশ্চর্য্যং) কাননৌকসাঃ (বনবাসিনাং) গোপানাং শ্রীমদমাহাত্মাঃ (ধনগর্ব্বমহিমা কীদৃগ্ ভবতি) যে (গোপাঃ) মর্ত্ত্যং (মানুষং) কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য দেবহেলনং (মদীয় যজ্ঞবর্জ্জনাৎ দেবেষু অবহেলাং) চক্রুঃ (অকুর্ব্বন্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অহো! বনবাসী গোপগণের কীদৃশ ধনগর্ব্বমাহাত্ম্য জন্মিয়াছে। তাহারা মর্ত্ত্য শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় যজ্ঞবর্জ্জন করিয়া দেবাপরাধ করিয়াছে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রীশ্চ মদো হর্ষশ্চ মাহাত্ম্যঞ্চ তেষাং দ্বন্দ্বৈক্যম্। মর্ত্ত্যং মর্ত্ত্যেভ্যো হিতং দেবস্য মম দুষ্টস্য হেলনমিতি সরস্বত্যর্থো বাস্তবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রী-মদ-মাহাত্ম্যং'—শ্রী শোভা, মদ হর্ষ এবং মাহাত্ম্য, দ্বন্দ্ব-সমাসে একবচন হইয়াছে, অর্থাৎ বনবাসী গোপগণ পরম সত্ত্ব-গুণাদিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্য, হর্ষ ও মাহাত্ম্য কি আশ্চর্য্য? 'মর্ত্ত্যং'—মনুষ্যদিগের হিতকারী পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, 'দেব-হেলনং'—দুষ্ট দেবতা আমার যে অবহেলা করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে—ইহা সরস্বতীপক্ষে বাস্তবার্থ ॥ ৩ ॥

**যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নামনৌনিভৈঃ।
বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্ ॥৪॥**

অন্বয়ঃ—(অজ্ঞাঃ) যথা আন্বীক্ষিকীং (আত্মানুস্মৃতিরূপাং) বিদ্যাং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) অদৃঢ়ৈঃ (অসমর্থৈঃ) কর্ম্মময়ৈঃ (ক্রিয়ানির্ব্বর্ত্ত্যৈঃ অতএব) নামনৌনিভৈঃ (নামমাত্রেণ যা নাবঃ ইতি ব্যবহ্রিয়ন্তে তৎসদৃশৈঃ অর্থ ক্রিয়া শূন্যৈঃ) ক্রতুভিঃ (যাগৈঃ) ভবার্ণবং (সংসার সমুদ্রং) তিতীর্ষন্তি (তর্ত্তুমিচ্ছন্তি তথা এতে গোপাশ্চ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভিঃ সহ আন্বীক্ষিকীং হিত্বা কৃষ্ণাশ্রয়েনৈব ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি) ॥৪॥

অনুবাদ—অজ্ঞগণ যেরূপ আত্মানুসন্ধানবিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক অদৃঢ়, কর্ম্মজাত, নামমাত্র-নৌকাসদৃশ যাগদ্বারা ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ এই গোপগণও কর্ম্মময় যজ্ঞের সহিত আত্মানুসন্ধান বিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের আশ্রয়েই ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অদৃঢ়ৈঃ অসমর্থৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ কেবলকর্ম্মপ্রচুরৈরতএব নাম্নৈব নৌতুল্যৈর্নতু বস্তুতঃ, আন্বীক্ষিকীমাত্মানুসন্ধানরূপাম্। বস্তুতশ্চ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভিঃ সহ আন্বীক্ষিকীং হিত্বা অবজ্ঞয়া ত্যক্ত্বা কৃষ্ণমাশ্রিত্যৈব বৈষ্ণবা যথা ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তীতি কৃষ্ণাশ্রয়ণমাত্রেণৈব ভবার্ণবস্য গোবৎসপদত্বে জাতে তত্তরণার্থপ্রযত্নানৌচিত্যাৎ। তেষাং তিতীর্ষামাত্রমিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা অদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ'—যেমন অবিবেকী পুরুষেরা আত্মানুস্মৃতিরূপা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক নামমাত্রে তরণ-সাধন নৌকাসদৃশ ও ক্ষয়শীল ফলপ্রদ কর্ম্মময় যজ্ঞদ্বারা ভবসাগর পার হইতে বাসনা করিয়া থাকে, তেমন মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিতেছে।

(সরস্বতী পক্ষে)—নামমাত্রে নৌকাতুল্য কর্ম্মময় যজ্ঞের সহিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অবজ্ঞাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়েই বৈষ্ণবগণ যেমন ভবার্ণব পার হইয়া থাকে, বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়মাত্রেই ভবসমুদ্র গোবৎসপদতুল্য হওয়ায় তাহার উত্তরণের প্রযত্নের অনৌচিত্যহেতু তাঁহাদিগের উত্তরণের ইচ্ছামাত্র, তেমন আমার অবহেলা গোপগণের সমুচিতই হইয়াছে ॥ ৪ ॥

**বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ৫ ॥**

অন্বয়ঃ—গোপাঃ বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (শিশুং) পণ্ডিতমানিনং (বিদ্বদভিমানযুক্তং) স্তব্ধং (অবিনীতং) অজ্ঞং (মূর্খং) মর্ত্ত্যং (মানুষং) কৃষ্ণং উপাশ্রিত্য মে (মম) অপ্রিয়ং (অবহেলনং) চক্রুঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—ইহারা বাচাল, শিশুস্বভাব, পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত, অজ্ঞ, মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া আমাকে অবহেলা করিয়াছে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—বাচালং মীমাংসাসাংখ্যানভিমতবিরুদ্ধবহুভাষিণম্। বালিশং মূর্খং অনধীত-তত্তচ্ছাস্ত্রত্বাদিতি ভাবঃ। স্তব্ধং স্বপিতুরগ্রেঽপ্যতিধার্ষ্ট্যাদ্দুর্ব্বিনীতম্। অজ্ঞং নিত্যগোচারণাৎ কিমপ্যজানন্তং অথচ পণ্ডিতম্মন্যং মর্ত্ত্যং মনুষ্যমাশ্রিত্য মে দেবস্যাপ্রিয়ং চক্রুঃ, বস্তুর্থশ্চ বাচয়া সরস্বত্যা অলঙ্কৃতো বালিশো মূর্খোঽপি যস্মাত্তম্। বাচা শব্দাৎটাবন্তোঽয়ম্। স্তব্ধং বন্দ্যস্যান্যস্যাভাবাদনম্রম্। নাস্তি জ্ঞো যস্মাত্তং পণ্ডিতকর্ত্তৃকো মান আদরো বর্ত্ততে যস্য তম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বাচালং'—মীমাংসা ও সাংখ্যের অনভিমত বিরুদ্ধ বহুভাষী, 'বালিশং'—কোন শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করায় মূর্খ, 'স্তব্ধং'—নিজ পিতার অগ্রেও অতিশয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করায় দুর্ব্বিনীত, 'অজ্ঞং'—নিত্য গোচারণশীল সুতরাং কিছুই জানে না, অথচ পণ্ডিতাভিমানী মনুষ্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিল।

(সরস্বতী পক্ষে)—বাচাল (শাস্ত্রসমূহের কারণ হইলেও) বালিশ (শিশুবৎ নিরভিমানী), অথবা—বাচাল 'বাচয়া সরস্বত্যা অলঙ্কৃত'—এখানে বাচা-শব্দ টাবন্ত-প্রত্যয়, অর্থাৎ যাহা হইতে সরস্বতী দ্বারা অলঙ্কৃত পণ্ডিতও মূর্খ হইয়া থাকে (অথবা মূর্খও যাঁহার কৃপায় সরস্বতীর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়, যেমন ধ্রুবাদি)। 'অজ্ঞ'—যাহা হইতে অধিক জ্ঞানী নাই, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, 'পণ্ডিতমানী'—পণ্ডিত কর্ত্তৃক যাঁহার সমাদর হইয়া থাকে, সেই সদানন্দ পরব্রহ্ম, ভক্তবাৎসল্যবশতঃ মনুষ্যত্বরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার প্রিয় কার্য্যই করিয়াছে ॥ ৫ ॥

এষাং শ্রিয়াবলিপ্তানাং কৃষ্ণেনাধ্মাপিতাত্মনাম্।
ধুনুত শ্রীমদস্তম্ভং পশূন্ নয়ত সংক্ষয়ম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রিয়া (ধনগর্ব্বেণ) অবলিপ্তানাং (মত্তানাং) কৃষ্ণেন ধ্মাপিতাত্মনাং (বৃংহিতদেহানাং) এষাং (গোপানাং) শ্রীমদস্তম্ভং (ধনমদজন্যগর্ব্বং) ধুনুত (অপনয়ত) পশূন্ (গবাদীন্) সংক্ষয়ং (বিনাশয়ং) নয়ত (প্রাপয়ত) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ইহারা ধনগর্ব্বে মত্ত এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব ইহাদের ধনমদজনিত গর্ব্ব দূর কর,—ইহাদের পশুগণকে বিনাশ কর ॥৬॥

বিশ্বনাথ—অবলিপ্তানাং মত্তানাং যতঃ কৃষ্ণেন ধ্মাপিতঃ সতেজস্কীকৃত আত্মা মনো যেষাং, বস্তুর্থশ্চ শ্রিয়া চন্দনচর্চ্চয়ৈব অবলিপ্তানাং লিপ্তাঙ্গনাং শ্রীমান্ যঃ খল্বস্তম্ভঃ জাড্যাভাবস্তং ধুনুত দূরীকুরুত। তেন তথা বর্ষথ যথা তেষাং শীতজনিতস্তম্ভঔষ্ণ্যনিবর্ত্তকো ভবেদিত্যর্থঃ। তথা পশূন্ ধুনুত শীতেন কম্পয়ত। ততশ্চ কৃষ্ণেন গোবর্দ্ধনে উদ্ধৃতে সতি সংক্ষয়ং সম্যক্ নিবাসং তত্তলং নয়ত। অতিসুখদগোবর্দ্ধনতলনিবাসং প্রতিনয়নে যূয়মেব কারণীভবতেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শ্রিয়া অবলিপ্তানাং'—এই গোপগণ, কৃষ্ণপ্রভাবে পশুসমূহরূপ সম্পত্তিদ্বারা মত্ত এবং বর্দ্ধিতদেহ হইয়াছে, কিম্বা ইহারা স্বভাবতঃ মত্ত বিশেষতঃ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৃংহিত দেহ হইয়াছে, সুতরাং তোমরা ইহাদের ধনমদজনিত গর্ব্ব অপনয়ন কর এবং ইহাদিগের পশুসকলকে বিনাশ কর।

(সরস্বতী পক্ষে) চন্দনচর্চ্চায় লিপ্তাঙ্গ (কিম্বা ভক্তিলক্ষ্মী দ্বারা সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বলিত চিত্ত) এই গোপগণের 'শ্রীমদস্তম্ভঃ'—'শ্রীমান্ যঃ অস্তম্ভঃ জাড্যাভাবঃ', শ্রীযুক্ত যে জাড্যাভাব তাহা দূর কর। সুতরাং এমনভাবে বর্ষণ করিবে যে শীতজনিত স্তম্ভ যেন ইঁহাদিগের উষ্ণতা-নিবর্ত্তক হয় এবং ইঁহাদিগের পশুগণকে শীত দ্বারা কম্পিত কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোবর্দ্ধন উদ্ধৃত হইলে তত্তলে সম্যক্ নিবাস হইবে, অর্থাৎ অতি সুখপ্রদ গোবর্দ্ধনতল নিবাস বিষয়ে তোমরাই কারণ হও ॥ ৬ ॥

অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদ্গণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অহং চ নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া (নন্দব্রজনাশার্থং) ঐরাবতং নাগং (হস্তিনং) আরুহ্য মহাবেগৈঃ মরুদ্গণৈঃ (বায়ুগণৈঃ সহ) ব্রজং (গোকুলং)

অনুব্রজে (যুষ্মাকং পশ্চাদেব আগচ্ছামি অতঃ যুষ্মাকং কাপি চিন্তা নাস্তি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—আমিও নন্দগোপের গোষ্ঠবিনাশের জন্য ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক মহাবেগবান্ মরুদ্গণের সহিত তোমাদের পশ্চাতেই ব্রজে আসিতেছি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিভ্যতস্তান্ প্রত্যাহ,—অহঞ্চ অনুব্রজামি জিঘাংসয়া জিগমিষয়েতি বস্তুর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভীত হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—আমিও আসিতেছি। 'নন্দগোষ্ঠ-জিঘাংসয়া'—নন্দের গোষ্ঠে গমন করিবার বাসনায় আমিও ঐরাবত গজেন্দ্রে আরোহণ পূর্ব্বক মহাবেগশালি মরুদ্গণের সহিত তোমাদিগের পশ্চাৎ আগমন করিতেছি—ইহা সরস্বতী-পক্ষে বাস্তবার্থ ॥ ৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং মঘবতাজ্ঞপ্তা মেঘা নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ।
নন্দগোকুলমাসারৈঃ পীড়য়ামাসুরোজসা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ, মঘবতা (ইন্দ্রেণ) ইত্থং আজ্ঞপ্তাঃ (আদিষ্টাঃ) মেঘাঃ (প্রলয়াভিপ্রায়েণ বদ্ধাঃ জলদাঃ) নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ (বন্ধনচ্যুতাঃ সন্তঃ) ওজসা (বলেন) আসারৈঃ (ধারাসম্পাতৈঃ) নন্দগোকুলং পীড়য়ামাসুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ইন্দ্রকর্ত্তৃক এই রূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া মেঘসকল বন্ধনচ্যুত হইয়া সবলে ধারাসম্পাত দ্বারা নন্দগোপের গোকুলে উৎপীড়ন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নির্ম্মুক্তবন্ধনা ইতি যে খল্বেকার্ণবীকরণপটবঃ প্রলয়কাল এব নির্ম্মুচ্যন্তে। তেঽপি মেঘা কোপেন লুপ্তবিবেকত্বাদপরিণামদর্শিনেন্দ্রেণ মোচিতাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্ম্মুক্তবন্ধনাঃ'—প্রলয়কালেই যাহাদিগকে মুক্ত করা হয়, কোপবশতঃ বিবেক লুপ্ত হওয়ায় ইন্দ্র সেই সকল প্রলয়কারি মেঘগুলির বন্ধন খুলিয়া দিল ॥ ৮ ॥

———

বিদ্যোতমানা বিদ্যুদ্ভিঃ স্তনন্তঃ স্তনয়িত্নুভিঃ।
তীব্রৈর্মরুদ্গণৈর্নুন্না ববৃষুর্জ্জলশর্করাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(তে মেঘাঃ) বিদ্যুদ্ভিঃ বিদ্যোতমানাঃ (প্রকাশমানাঃ) স্তনয়িত্নুভিঃ (অশনিভিঃ) স্তনন্তঃ (গর্জ্জন্তঃ) তীব্রৈ (মহাবেগৈঃ) মরুদ্গণৈঃ (বাতসমূহৈঃ) নুন্নাঃ (প্রেরিতাঃ সন্তঃ) জলশর্করাঃ (জলোপলান্) ববৃষুঃ (ব্রজে পাতয়ামাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—সেই মেঘসমূহ বিদ্যুৎদ্বারা প্রকাশিত এবং বজ্রদ্বারা গর্জ্জনশীল হইয়া মহাবেগশালী বায়ুসমূহের প্রেরণায় ব্রজে শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥৯

বিশ্বনাথ—স্তনয়িত্নুভিরশনিভিস্তনন্তঃ গর্জন্তঃ মরুদ্গণৈঃ সহ আবহপ্রবহাদ্যৈঃ নুন্নাশ্চালিতা জলশর্করা জলোপলান্ ববৃষুঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদ্যুৎ দ্বারা প্রকাশমান এবং 'স্তনয়িত্নুভিঃ'—বজ্রপাত ধ্বনিতে শব্দায়মান মেঘসকল প্রবল আবহ প্রবহাদি বায়ু-সমূহ দ্বারা 'নুন্নাঃ' —চালিত হইয়া শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

———

স্থূণাস্থূলা বর্ষধারা মুঞ্চৎস্বভ্রেষ্বভীক্ষ্ণশঃ।
জলৌঘৈঃ প্লাব্যমানা ভূর্নাদৃশ্যত নতোন্নতম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ – অভ্রেষু (মেঘেষু) অভীক্ষ্ণশঃ (নিরন্তরং) স্থূণাস্থূলাঃ (স্তম্ভবৎ স্থূলাঃ) বর্ষধারাঃ মুঞ্চৎসু (সৎসু) ভূঃ (ভূমিঃ) জলৌঘৈঃ (জলসমূহৈঃ) প্লাব্যমানা (সতী) নতোন্নতং (নিম্নং উচ্চং যথা স্যাৎ তথা) ন অদৃশ্যত (ন লক্ষিতা বভূব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—মেঘবৃন্দ এইরূপে নিরন্তর স্তম্ভের ন্যায় স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিলে পৃথিবী জলরাশিতে প্লাবিত হইয়া গেল। তখন আর ভূমির উচ্চ-নীচ-ভাব পরিলক্ষিত হইল না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—"স্থূণাস্তম্ভেঽপি বেশমন" ইত্যমরঃ। স্থূণাবৎ স্থূলা অভ্রেষু বর্ষৎসু প্লাব্যমানা ভূরভূৎ। ততশ্চ নতোন্নতং স্থলং নাদৃশ্যত ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্থূণাস্থূলাঃ'—অমরকোষে উক্ত আছে, 'গৃহের স্তম্ভ বুঝাইতে স্থূণ-শব্দের ব্যবহার হয়'। অর্থাৎ মেঘসকল মুহুর্ম্মুহুঃ গৃহস্তম্ভের ন্যায় স্থূল জলধারা বর্ষণ করিতে থাকিলে ধরাতল

জলসমূহে আপ্লাবিত হইল। তাহাতে কোন্ স্থান নিম্ন ও কোন্ স্থান উন্নত, তাহা দৃষ্ট হইল না ॥১০॥

অত্যাসারাতিবাতেন পশবো জাতবেপনাঃ।
গোপা গোপ্যশ্চ শীতার্ত্তা গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—পশবঃ (গবাদয়ঃ) অত্যাসারাতিবাতেন (অতীববারিধারয়া অতিবেগবায়ুনা চ) জাতবেপনাঃ (কম্পমানাঃ সন্তঃ) গোপাঃ গোপ্যঃ চ শীতার্ত্তাঃ (সন্তঃ) গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণং) শরণং (আশ্রয়ং) যযুঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন পশুগণ অতিশয় বারিধারায় এবং বায়ুবেগে কম্পিত এবং গোপগোপীগণ শীতার্ত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইল ॥ ১১ ॥

শিরঃ সুতাংশ্চ কায়েন প্রচ্ছাদ্যাসারপীড়িতাঃ।
বেপমানা ভগবতঃ পাদমূলমুপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(পশূনাং যানং বিশিনষ্টি) (পশবঃ) আসার পীড়িতাঃ (ধারাপাতেন ক্লিষ্টাঃ অতএব) বেপমানাঃ (কম্পমানাশ্চ) কায়েন (স্বদেহেনৈব) শিরঃ (মস্তকং) সুতান্ (বৎসান্) চ প্রচ্ছাদ্য ভগবতঃ (কৃষ্ণস্য) পাদমূলং উপাযযুঃ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—পশুগণ জলধারাপাতে পীড়িত এবং কম্পমান হইয়া নিজদেহদ্বারা মস্তক এবং বৎসগণকে আচ্ছাদিত করিয়া কৃষ্ণপদমূলে উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—শিরাংসি চ সুতা বৎসাশ্চ তান্ কায়েনৈবাচ্ছাদ্য ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শিরঃ সুতাংশ্চ'—পশুগণ বারিধারাপাতে পীড়িত হইয়া আপন আপন শরীর দ্বারা মস্তক ও বৎসসকলকে অতি যত্নে আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদমূলে উপস্থিত হইল ॥১২

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ ত্বন্নাথং গোকুলং প্রভো।
ত্রাতুমর্হসি দেবান্নঃ কুপিতাদ্ভক্তবৎসল ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভক্তবৎসল, মহাভাগ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, প্রভো, কুপিতাৎ (ক্রুদ্ধাৎ) দেবাৎ (ইন্দ্রাৎ) ত্বন্নাথং (ত্বদধীনং) গোকুলং নঃ (অস্মান্ চ) ত্রাতুং অর্হসি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিলেন —হে ভক্তবৎসল, মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ, হে প্রভো, ক্রুদ্ধ ইন্দ্র হইতে আপনার অধীন গোকুলধাম এবং আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আপনিই সমর্থ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—"অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে-" তি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্য এতাদৃশমহাবিপত্তৌ শ্রীনারায়ণ এব কৃষ্ণমাবিশ্যাস্মান্ রক্ষতীতি বিশ্বস্তা গোপাঃ প্রার্থয়ন্তে,—কৃষ্ণেতি। দেব দিন্দ্রাৎ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনেন সর্ব্বদুর্গাণি', অর্থাৎ "এই বালক কৃষ্ণ হইতে তোমরা সর্ব্ববিধ বিপৎ হইতে অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইবে"—গর্গ মহাশয়ের এই বাক্য স্মরণ করিয়া, 'এতাদৃশ মহাবিপদে আমাদিগের ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণই এই কৃষ্ণে আবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন'—এই প্রকার বিশ্বস্তহৃদয় গোপ ও গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ' ইত্যাদি। 'দেবাৎ'—দেবরাজ ইন্দ্র হইতে আপনার পালিত এই গোকুল ও আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

শিলাবর্ষাতিবাতেন হন্যমানমচেতনম্।
নিরীক্ষ্য ভগবান্ মেনে কুপিতেন্দ্রকৃতং হরিঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ হরিঃ (গোপানাং বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব) শিলাবর্ষাতিবাতেন (শিলাপাতেন অতিবেগবায়ুনা চ) হন্যমানং (অতএব) অচেতনং (মূর্চ্ছিতং গোকুলং) নিরীক্ষ্য (তৎ) কুপিতেন্দ্রকৃতং (ক্রুদ্ধেন ইন্দ্রেণ আচরিতং ইতি) মেনে (নির্দ্ধারিতবান্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের নিবেদনের পূর্ব্বেই শিলাপাত এবং প্রবলবায়ুকর্ত্তৃক তাড়িত অচেতন গোকুলবাসিগণকে দর্শন করিয়া কুপিত ইন্দ্রেরই কাজ এই নির্দ্ধারণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কুপিতেনেন্দ্রেণ কৃতং তদ্বর্ষং বিজ্ঞাপনাৎ পূর্ব্বমেব মেনে। ভগবন্নিত্যপার্ষদানামপি

তত্তৎ কষ্টং লীলাশক্ত্যৈব প্রেমানন্দরসস্যোৎকর্ষেণাস্বাদনার্থমুপস্থাপিতং লোভবতাং বুভুক্ষূণাং ক্ষুৎ কষ্টমিব সুখোদর্কত্বাৎ সুখাত্মকমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপ ও গোপীগণের নিবেদনের পূর্ব্বেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কুপিত ইন্দ্রকৃত এই শিলাবর্ষণ, ইহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ গোকুলবাসিগণেরও যে ঐরূপ কষ্ট হইয়াছিল, তাহা লীলাশক্তি কর্ত্তৃকই প্রেমানন্দ রসের উৎকর্ষ আস্বাদনার্থ উপস্থাপিত হইয়াছে। যেমন লোভী বুভুক্ষিত জনের ক্ষুধাকষ্ট পরবর্ত্তীকালে সুখপ্রদ হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসিগণের উহা সুখাত্মকই হইয়াছিল—ইহা জানিতে হইবে ।। ১৪ ।।

অপর্ত্ত্ব্যুল্বণং বর্ষমতিবাতং শিলাময়ম্ ।
স্বযাগে বিহতেঽস্মাভিরিন্দ্রো নাশায় বর্ষতি ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—কথং মেনে তদাহ) ইন্দ্রঃ (এব) অস্মাভিঃ স্বযাগে (ইন্দ্রস্য যজ্ঞে) বিহতে (বিনাশিতে সতি) নাশায় (ক্রুদ্ধঃ সন্ অস্মাকং বিনাশায়) অপর্ত্তু (অপগতা অতিক্রান্তা ঋতুঃ বর্ষাকালঃ যস্য তৎ) অত্যুল্বনং (অত্যুগ্রং) অতিবাতং (মহাবেগবায়ুযুক্তং) শিলাময়ং বর্ষং (জলবর্ষণং) বর্ষতি (আচরতি) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—আমরা ইন্দ্রযজ্ঞ নষ্ট করিলে তিনিই আমাদের বিনাশের জন্য অকালে এই অত্যুগ্র প্রবল বায়ুযুক্ত শিলাময় জলবর্ষণ করিতেছেন ।। ১৫ ।।

বিশ্বনাথ—কুপিতেন্দ্রকৃতং মত্বা স্বগতমুবাচ,—অপর্ত্ত্বিতি পঞ্চকম্। ভগবানেবেত্যাহ—অপগত ঋতুর্যস্য তদ্বর্ষং শিলাময়ং শিলাপ্রচুরম্ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—কুপিত ইন্দ্রকৃত ঐ কার্য্য মনে করিয়া শ্রীভগবান্ স্বগত বলিতে লাগিলেন—'অপর্ত্তু' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে; অর্থাৎ আমরা ইন্দ্রের যজ্ঞ নষ্ট করায় ইন্দ্র আমাদিগের বিনাশের জন্য বর্ষাঋতু অপগত হইলেও অতি ভয়াবহ বায়ু-সমন্বিত প্রচুর শীলা বর্ষণ করিতেছে ।। ১৫ ।।

তত্র প্রতিবিধিং সম্যগাত্মযোগেন সাধয়ে ।
লোকেশমানিনাং মৌঢ্যাদ্ধনিষ্যে শ্রীমদং তমঃ ।।১৬।।

অন্বয়ঃ—তত্র (বিষয়ে) আত্মযোগেন (স্বসামর্থ্যেন) সম্যক্ (যথোচিতং) প্রতিবিধিং (প্রতিকারং) সাধয়ে (আচরামি) মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ) লোকেশমানিনাং (ঈশ্বরত্বাভিমানিনাং) শ্রীমদং তমঃ (ঐশ্বর্য্যলক্ষণং তমঃ) হনিষ্যে (নাশয়ামি) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—আমি এ বিষয়ে নিজ সামর্থ্যানুসারে যথোচিত প্রতিবিধান এবং মূঢ়তাবশতঃ ঈশ্বরাভিমানিগণের ঐশ্বর্য্যরূপ তমোগুণ বিনষ্ট করিব।। ১৬।।

বিশ্বনাথ—প্রতিবিধিং প্রতিকারং আত্মনো যোগেন যোগমায়য়া লোকেশমানিনাং শ্রীমদলক্ষণং তমো হরিষ্যামি বহুবচনং বরুণাদীনপ্যভিপ্রেতি ।। ১৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রতিবিধিং'—প্রতিকার, অর্থাৎ আমি নিজ যোগমায়া নাম্নী স্বাভাবিক শক্তিদ্বারা সম্যক্ প্রকারে এই বিষয়ের প্রতীকার করিব। আর 'লোকেশ-মানিনাং'—লোকপালাভিমানীদিগের মূর্খতা-প্রযুক্ত শ্রীমদ-জনিত যে গর্ব্ব, তাহাও খর্ব্ব করিব। এখানে বরুণাদির অপেক্ষায় 'লোকেশমানিনাং'—এই প্রকার বহুবচন বলা হইয়াছে ।।১৬।।

নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরাণামীশবিস্ময়ঃ ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে ।। ১৭ ।।

অন্বয়ঃ—সদ্ভাবযুক্তানাং (সত্ত্বগুণশালিনাং) সুরাণাং (ইন্দ্রাদিদেবানাং) ঈশবিস্ময়ঃ (ঈশ্বরত্বাভিমানং ন হি (ন যুক্তম্) অসতাং (তাদৃশ দুর্বুদ্ধিশালিনাং) মত্তঃ (মৎসকাশাৎ) মানভঙ্গঃ (অহঙ্কার নাশঃ) প্রশমায় (তেষামেব শান্তৌ) কল্পতে (ভবতি) ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণশালী দেবগণের পক্ষে এরূপ ঈশ্বরত্বাভিমান সঙ্গত নহে। আমার দ্বারা তাদৃশ দুর্বুদ্ধিগণের অহঙ্কার নষ্ট হইলে ইহা হইতে তাহাদেরই শান্তি হইবে ।। ১৭ ।।

বিশ্বনাথ—ন চৈবমিন্দ্রায়াতিক্ষোদীয়সেঽহং স্পর্দ্ধে, কিন্তু তস্য মদ্ভক্তস্যোদ্ভূতং দোষমেব কৃপয়ৈব চিকিৎসন্নস্মীত্যাহ—নহীতি। সদ্ভাবঃ সত্ত্বং মদ্ভক্তির্বা তদ্যুক্তানাং সুরাণামীশা বয়মিতি বিশিষ্টস্ময়ো গর্ব্বো হি যস্মান্ন ঘটতে তস্মাৎ সংপ্রত্যসন্মার্গে স্থিত-

ত্বাদসতাং তেষাং মানস্যাদরস্য ভঙ্গ এব প্রশমায় গর্ব্বরোগস্যোপশান্ত্যৈ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতি ক্ষুদ্র ইন্দ্রের প্রতি আমি স্পর্দ্ধা করি না, কিন্তু আমার ভক্ত তাহার উদ্ভূত দোষই কৃপাপূর্ব্বক আমি চিকিৎসা করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'ন হি সদ্ভাবযুক্তানাং', সত্ত্বগুণান্বিত কিম্বা মদ্ভক্তিযুক্ত দেবগণের পক্ষে 'আমরা ঈশ্বর' এই প্রকার বিশিষ্ট গর্ব্ব যাহাতে উৎপন্ন না হয়, সেই-জন্য সম্প্রতি অসন্মার্গে অবস্থিত সেই দেবগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করাই তাহাদিগের গর্ব্বরোগের উপশান্তির নিমিত্ত হইবে ॥ ১৭ ॥

তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠং মন্নাথং মৎপরিগ্রহম্ ।
গোপায়ে স্বাত্মযোগেন সোঽয়ং মে ব্রত আহিতঃ ॥১৮

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (ততঃ কারণাৎ) মচ্ছরণং (মদধীনং) মন্নাথং (মদ্‌রক্ষিতং) মৎপরিগ্রহং (মম গৃহং) গোষ্ঠং স্বাত্মযোগেন (স্বশক্ত্যা) গোপায়ে (রক্ষয়িষ্যামি) সঃ অয়ং (গোষ্ঠ রক্ষণরূপঃ) ব্রতঃ (নিয়মঃ) মে আহিতঃ [ময়া (ধৃতঃ)] ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতএব আমার অধীনস্থ রক্ষিত, গৃহ-স্বরূপ ব্রজকে স্বশক্তিযোগে রক্ষা করিব। আমি গোষ্ঠরক্ষণরূপ ব্রতই গ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যতস্তৎকৃতমিদমত্র সঙ্কটমুপ-স্থিতং তস্মাদ্গোষ্ঠমেতদ্‌গোপায়ে মম শরণং গৃহরূপম্। "শরণং গৃহরক্ষিত্রো"রিত্যনেকার্থবর্গঃ। গৃহস্যাস্যাহ-মেব নাথ ইত্যাহ—মন্নাথং মম পরিগ্রহাঃ পিতৃ-ভ্রাতৃ-প্রেয়স্যাদয়ো যত্র তৎ। ন কেবলমস্মাদেব সঙ্কটাদ্গো-পায়ে অপি তু সর্ব্বস্মাদপি সঙ্কটান্মহাপ্রলয়কালাদ-পীত্যাহ,— স প্রসিদ্ধোঽয়ং ব্রতো নিয়মো মে ময়া আহিতো গৃহীতঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, যেহেতু ইন্দ্রকৃত এই সঙ্কট এখানে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব 'মচ্ছরণং' —আমার গৃহস্বরূপ এই গোষ্ঠকে 'স্বাত্মযোগেন'— আমি নিজের অসাধারণ প্রভাব দ্বারা রক্ষা করিব। অমরকোষে অনেকার্থ বর্গে উক্ত হইয়াছে—'শরণ শব্দে গৃহ এবং রক্ষক বুঝায়'। এই ব্রজরূপ গৃহের আমিই রক্ষক, ইহা বলিতেছেন—'মন্নাথং মৎপরি-গ্রহং'—আমিই এই গোকুলের রক্ষক এবং আমার পরিজন পিতা, ভ্রাতা এবং প্রিয়বর্গও সেখানেই রহি-য়াছে। কেবল এই সঙ্কট হইতেই রক্ষা করিব তাহা নহে, কিন্তু সমস্ত সঙ্কট হইতে এমন কি মহা-কাল হইতেও রক্ষা করিব, ইহা বলিতেছেন— 'সোঽয়ং মে ব্রতঃ আহিতঃ', সেই প্রসিদ্ধ ব্রতই (নিয়মই) আমি অবলম্বন করিয়াছি ॥ ১৮ ॥

ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্দ্ধনাচলম্ ।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিষ্ণুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতি উক্ত্বা একেন হস্তেন গোবর্দ্ধনাচলং (গোবর্দ্ধন পর্ব্বতং) কৃত্বা (উৎকৃত্য) বালকঃ ছত্রাকং (উচ্ছিলীন্ধ্রং) ইব লীলয়া (অনায়াসেনৈব) দধার (ধারয়ামাস) ॥১৯॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিয়া একহস্তে গো-বর্দ্ধন পর্ব্বত উর্দ্ধে করিয়া, বালক যেরূপ অনায়াসে ছত্রাক (ছত্রাকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ) ধারণ করে, সেইরূপ ধারণ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি স্বগতমুক্ত্বা একেন হস্তেনেতি বামেনৈব। যদুক্তং হরিবংশে "স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈর্গিরিঃ সব্যেন পাণিনা। গৃহভাবং গতস্তত্র গৃহা-কারেণ বর্চ্চসে"তি। ছত্রাকং শিলীন্ধ্রমিব দধারেতি দিধীর্ষাসময়ে যোগমায়াংশভূতয়া সংহারিকয়া শক্ত্যা তাবত্যপি বৃষ্টিরাকাশ এব তথা সংজহ্রে যথা স্বগৃহা-লিন্দাদতিবেগেন গোবর্দ্ধনমুদ্ধর্ত্তুমভিদ্রুতবতো ভগবত উষ্ণীষাদি-বাসাংস্যপি নাতি-স্তিমিতানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার বলিয়া একমাত্র বামহস্তেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন করি-লেন। যেমন শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—"স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈঃ", অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই মেঘ-সমন্বিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত হইয়া বামহস্তে ধৃত হওয়াতে গৃহাকারে পরিণত হইল। বালক যেরূপ অনায়াসে 'ছত্রাক' (ছত্রাকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ) ধারণ করে, তদ্রূপ অবলীলাক্রমে তাহাকে ধারণ করিলেন। আর উত্থাপন সময়ে যোগমায়ার অংশভূত সংহারিকা শক্তি তাবৎপরিমাণ বৃষ্টিকে আকাশেই এমনভাবে শোষণ

করিয়াছিলেন, যাহাতে নিজ গৃহপ্রাঙ্গন হইতে অতি-বেগে গোবর্দ্ধন উত্তোলনের নিমিত্ত ধাবমান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উষ্ণীষাদি বস্ত্রসকলও অতিশয় সিক্ত হয় নাই—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

অথাহ ভগবান্ গোপান্ হেঽম্ব তাত ব্রজৌকসঃ ।
যথোপজোষং বিশত গিরিগর্ত্তং সগোধনাঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ ভগবান্ গোপান্ আহ—হে অম্ব ! (অয়ি মাতঃ ! হে) তাত, (পিতঃ ! হে) ব্রজৌ-কসঃ (ব্রজবাসিনঃ !) সগোধনাঃ (গোধনৈঃ সহিতাঃ যূয়ং) যথোপযোষং (যথাসুখং) গিরিগর্ত্তং (গিরি-গহ্বরং) বিশত (প্রবিশত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ গোপগণকে বলিলেন হে মাতঃ, হে পিতঃ, হে ব্রজজন, তোমরা গোধনের সহিত যথাসুখে গিরিগহ্বরে প্রবেশ কর ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যথোপজোষং যথাসুখম্ । ননু, ক্রোশ-ত্রয়মাত্রস্য গোবর্দ্ধনস্য তলে সর্ব্বব্রজস্থাঃ কথং মান্তু ? উচ্যতে, ভগবৎপাণিস্পর্শানন্দাদেব লব্ধাচিন্ত্যোজসা শ্রীগোবর্দ্ধনেন কুপিতেন্দ্রপ্রক্ষিপ্ত-কুলিশশতঘাতমপি স্বপৃষ্ঠে কুসুমহারপ্রহারমিবানুভবতা তথা সম্যগবর্দ্ধ্যত, যথা যোজনচতুষ্টয়-প্রমাণব্রজনগরস্থা জনাঃ সর্ব্বে এব গবাদি-পশবশ্চ স্বতলে যথাবকাশমেব নিবাসয়া-মাসিরে । অতএব হরিবংশে ভগবতোক্তং "শৈলোৎ-পাটনভূরেষা মহতী নির্ম্মিতা ময়া । ত্রৈলোক্যমপ্যুৎ-সহতে রক্ষিতুং কিং পুনর্ব্রজ"মিতি । কিঞ্চ, গোবর্দ্ধনো-পরিস্থানাং হরিণবরাহাদীনাং পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ "স ধৃতঃ সঙ্গতো মেঘৈ"রিতি হরিবংশোক্তে-স্তন্নিতম্বা-রূঢ়ান্ বর্ষতো মেঘানালক্ষ্য তদূর্দ্ধ্ব-শৃঙ্গাণ্যারোহতাং ন তিলমাত্রমপি কষ্টমভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভগবান্ গোপদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হে মাতঃ ! হে পিতঃ ! হে ব্রজবাসিগণ ! আপনারা গোধনের সহিত 'যথোপ-জোষং'—যথাসুখে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করুন। যদি বলেন—ক্রোশত্রয় পরিমিত গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নীচে সমস্ত ব্রজবাসিগণের সমাবেশ কি প্রকারে হইয়াছিল ? তদুত্তর এই—শ্রীভগবানের করস্পর্শানন্দে লব্ধ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীগোবর্দ্ধন, কুপিত ইন্দ্র-প্রক্ষিপ্ত শত শত বজ্রাঘাতকেও স্বপৃষ্ঠে কুসুম-হারের প্রহার-তুল্য অনুভব করিয়া এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেন যে, যোজন চতুষ্টয়প্রমাণ ব্রজনগরস্থ সর্ব্বপ্রাণীই নিজ-তলে যথোচিত সমাবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব শ্রীহরিবংশে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন যথা—"শৈলোৎ-পাটনভূরেষা" ইত্যাদি, অর্থাৎ আমি গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটন দ্বারা এই প্রভূত স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছি। ইহাতে ব্রজের রক্ষার কথা কি বলিব, ত্রৈলোক্য পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারা যায়। আরও, গোবর্দ্ধনের উপরিস্থিত হরিণ বরাহাদি পশু-পক্ষীগণের তিলমাত্রও কষ্ট হয় নাই, কারণ "মেঘ-সমন্বিত গোবর্দ্ধনকে বামহস্তে ধারণ করিয়াছিলেন"—এই শ্রীহরিবংশের বচনানুসারে গোবর্দ্ধনের নিতম্ব দেশারূঢ় বর্ষণকারী মেঘসমূহকে দেখিয়া গোবর্দ্ধনের উর্দ্ধ্বশৃঙ্গে তাহারা আরোহণ করিয়াছিল, ইহা জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

ন ত্রাস ইহ বঃ কার্য্যো মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ ।
বাতবর্ষভয়েনালং তত্ত্রাণং বিহিতং হি বঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (অস্মিন্ বিষয়ে) বঃ (যুষ্মাকং) মদ্ধস্তাদ্রিনিপাতনাৎ (মম হস্তাৎ পর্ব্বতস্য পতনং ভবিষ্যতি ইত্যেবরূপঃ) ত্রাসঃ (ভয়ং) ন কার্য্যঃ (ন বিধেয়ঃ) বাতবর্ষভয়েন অলং (অস্য গর্ত্তপ্রবেশে যুষ্মাকং বাতবর্ষণজন্যং ভয়ং ন তিষ্ঠতি) বঃ (যুষ্মা-কং) তত্ত্রাণং (বাতবর্ষাদিভ্যঃ রক্ষণং এতৎ) বিহি-তং হি (ময়া কৃতমেব) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—আমার হস্ত হইতে পর্ব্বত পড়িয়া যাইবে এরূপ আশঙ্কা করিও না। এই পর্ব্বতের গহ্বরে প্রবেশ করিলে তোমাদের বায়ু কিম্বা বর্ষা-জনিত ভয় থাকিবে না। তোমাদের পরিত্রাণের জন্য আমি এই উপায় বিধান করিয়াছি ॥ ২১ ॥

তথা নিৰিবিশুর্গর্ত্তং কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ ।
যথাবকাশং সধনাঃ সব্রজাঃ সোপজীবিনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণাশ্বাসিতমানসাঃ (কৃষ্ণস্য বচনেন আশ্বস্তচিত্তাঃ গোপাঃ) সব্রজাঃ (শকটমণ্ডলীসহিতাঃ) সধনাঃ (গোধনযুক্তাঃ) সোপজীবিনঃ (ভৃত্য পুরো-

হিতাদিসহিতাশ্চ) তথা (কৃষ্ণাদেশানুরূপং) যথাবকাশং (স্বচ্ছন্দং) গর্ত্তং (গিরিগুহাং) নির্ব্বিবিশুঃ (প্রবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—তখন গোপগণ কৃষ্ণের বাক্যে আশ্বস্তচিত্ত হইয়া গোধন, শকটসমূহ এবং ভৃত্য পুরোহিতাদির সহিত কৃষ্ণের আদেশানুসারে স্বচ্ছন্দভাবে গিরিগুহায় প্রবেশ করিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—সব্রজাঃ শকটমণ্ডলীসহিতাঃ । সোপজীবিনঃ ভৃত্যপুরোহিতাদি-সহিতাঃ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সব্রজাঃ'—গোপগণ কৃষ্ণের বাক্যে আশ্বস্তচিত্ত হইয়া গাভীসকল, শকটমণ্ডলী ও ভৃত্য পুরোহিতাদির সহিত স্বচ্ছন্দভাবে গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করিলেন ।। ২২ ।।

ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ ।।২৩।।

অন্বয়ঃ—তৈ ব্রজবাসিভিঃ বীক্ষ্যমাণঃ (সবিস্ময়ং নিরীক্ষ্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং (ক্ষুধাতৃষ্ণাযন্ত্রণাং) সুখাপেক্ষাং (স্বাচ্ছন্দ্যঞ্চ) হিত্বা সপ্তাহং (যাবৎ) অদ্রিং (গোবর্দ্ধনং) দধার (পরন্তু) পদাৎ ন অচলৎ (স্বস্থানাৎ কিঞ্চিদপি ন ভ্রষ্টঃ বভূব) ।।২৩

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধাতৃষ্ণা-যন্ত্রণা এবং নিজের সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া রহিলেন পরন্তু নিজের স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসিগণ সবিস্ময়ে তাহা দর্শন করিতেছিলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং হিত্বেতি তন্নিরন্তরদর্শনানন্দাদেব। যদুক্তং বৈষ্ণবে "ব্রজৈকবাসিভির্হর্ষবিস্মিতাক্ষৈর্নিরীক্ষিতঃ । গোপগোপীজনৈর্হৃষ্টৈঃ প্রীতিবিস্ফারিতেক্ষণৈঃ । সংস্তূয়মানচরিতঃ কৃষ্ণঃ শৈলমধারয়ৎ" ।। কৃষ্ণোহত্র সর্ব্বাভিমুখো বভূবেতি বোধ্যম্ । অত্র শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্যলাবণ্যপীযূষপানেন ব্রজৌকসাং প্রেয়সী-সৌন্দর্য্যাদি-তৎপানেন কৃষ্ণস্য চ ক্ষুধাদিবিগমোহভবদিতি। অত্র সপ্তাহ-ব্যাপিন্যা সাম্বর্ত্তকমেঘবৃষ্ট্যাপি যন্মাথুরং মণ্ডলং ন মমজ্জ, তৎ খলু ভগবচ্ছক্ত্যৈব সদ্যঃ পয়ঃ শোষণাদিতি জ্ঞেয়ম্, তথা ষষ্টিঘটিকস্যৈব কালস্য দিবসত্বাৎ ঘটিতি প্রসিদ্ধা ঘটিকাগণনেনৈব ব্রজজনানাং সপ্তদিবসং জ্ঞানমভূদিত্যপি জ্ঞেয়ম্ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং হিত্বা'—উভয়তঃ নিরন্তর দর্শনানন্দেই শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণ ক্ষুধা তৃষ্ণাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—"হর্ষ ও বিস্মিত নয়নে ব্রজবাসিগণ কর্ত্তৃক পরিদৃশ্যমান হইয়া শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত নিশ্চলভাবে গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিলেন এবং পরমোল্লাসিত গোপ ও গোপীজন কর্ত্তৃক প্রীতি-বিস্ফারিত নেত্রে স্তূয়মান-চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন।" শ্রীকৃষ্ণ এখানে সর্ব্বাভিমুখী হইয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-লাবণ্যামৃত পানে ব্রজবাসিগণের এবং প্রেয়সীগণের সৌন্দর্য্যাদি পানে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধাদির অপগম হইয়াছিল—এই অর্থ। আর, সপ্তাহ পর্য্যন্ত সাম্বর্ত্তক মেঘবৃষ্টি দ্বারাও যে মথুরামণ্ডল নিমজ্জিত হয় নাই, তাহার কারণ—শ্রীভগবানের শক্তি-প্রভাবেই সদ্য বৃষ্টিজল শোষণ হইয়াছিল জানিতে হইবে। সেইরূপ ষষ্টিঘটিকা কালের দিবসত্ব বলিয়া ঘটিকাগণনের দ্বারাই ব্রজবাসিগণের সপ্ত দিবসের বোধ হইয়াছিল, ইহাও বুঝিতে হইবে ।। ২৩ ।।

কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ ।।২৪

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ তং কৃষ্ণযোগানুভাবং (কৃষ্ণস্য যোগঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষঃ তস্য অনুভাবং প্রভাবং) নিশম্য (দৃষ্ট্বা) অতিবিস্মিতঃ ভ্রষ্টসঙ্কল্পঃ (ব্রজনাশরূপসঙ্কল্পাৎ চ্যুতঃ অতএব) নিস্তম্ভঃ (নষ্টগর্ব্বঃ সন্) স্বান্ (স্বকীয়ান্) মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ (বর্ষণাৎ নিবারয়ামাস) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—অনন্তর ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক শক্তির প্রভাব-দর্শনে অতিশয় বিস্মিত, সঙ্কল্পভ্রষ্ট এবং গর্ব্বচ্যুত হইয়া স্বকীয় মেঘগণকে নিবারিত করিলেন ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—নিস্তম্ভো নষ্টমদঃ ন্যবারয়দিতি ন জানেঽদ্য কৃষ্ণোমহ্যং কং দণ্ডং দাস্যতীত্যতিভয়াৎ ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিস্তম্ভঃ'—গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় ইন্দ্র স্বকীয় মেঘসকলকে নিবারণ করিলেন, 'না জানি অদ্য শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি কি দণ্ডবিধান করিবেন'—এরূপ অতিশয় ভয়েই যেন নিবারণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

খং ব্যভ্রমুদিতাদিত্যং বাতবর্ষঞ্চ দারুণম্ ।
নিশম্যোপরতং গোপান্ গোবর্দ্ধনধরোঽব্রবীৎ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(অথ) গোবর্দ্ধনধরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) খং (আকাশং) ব্যভ্রং (বিগতমেঘং) উদিতাদিত্যং (সূর্য্যোদয়সমন্বিতং চ) নিশম্য (দৃষ্ট্বা অপি চ) দারুণং বাতবর্ষং উপরতং (নিবৃত্তং দৃষ্ট্বা) গোপান্ অব্রবীৎ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অতঃপর গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে আকাশ মেঘশূন্য এবং তাহাতে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, দারুণ বায়ু ও বৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন তিনি গোপগণকে বলিলেন ।' ২৫ ॥

নির্য্যাত ত্যজত ত্রাসং গোপাঃ সস্ত্রীধনার্ভকাঃ ।
উপারতং বাতবর্ষং ব্যুদপ্রায়াশ্চ নিম্নগাঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গোপাঃ ! (ইদানীং সস্ত্রীধনার্ভকাঃ (স্ত্রীধনপুত্রাদিসহিতাঃ যূয়ং) নির্য্যাত (গিরিগর্ত্তাৎ বহিরাগচ্ছত) ত্রাসং (ভয়ং) ত্যজত বাতবর্ষং উপারতং (নিবৃত্তং) নিম্নগাঃ (নদ্যঃ) চ ব্যুদপ্রায়াঃ (স্বল্পসলিলাঃ জাতাঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে গোপগণ ! সম্প্রতি স্ত্রী, পুত্র, ধন প্রভৃতি লইয়া তোমরা গিরিগুহা হইতে বহির্গত হও। এখন আর কোন ভয় করিও না। বায়ু ও বৃষ্টি নিবৃত্ত হইয়াছে এবং জলপূর্ণ নদীসকলও অল্পজলযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যুদপ্রায়াঃ বিগতোদকপ্রায়া অল্পজলা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্যুদপ্রায়াঃ'—নদীসকল অল্পসলিলা হইয়াছে, এই অর্থ ॥ ২৬ ॥

ততস্তে নির্যযুর্গোপাঃ স্বং স্বমাদায় গোধনম্ ।
শকটোঢ়োপকরণং স্ত্রীবালস্থবিরাঃ শনৈঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তে গোপাঃ শকটোঢ়োপকরণং (শকটৈঃ উঢ়ং উপকরণং যথা ভবতি তথা) স্বং স্বং গোধনং (চ) আদায় নির্যযুঃ (বহির্গতাঃ) স্ত্রীবালস্থবিরাঃ চ শনৈঃ (ক্রমশঃ নির্যযুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই গোপগণ উপকরণসকল শকটে আরোহণপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। পরে স্ত্রী বালক এবং বৃদ্ধগণও ধীরে ধীরে নির্গত হইয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—শকটৈরবারূঢ়ান্যুপকরণানি যত্র তদ্-যথাস্যাত্তথা নির্জ্জগ্মুঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শকটোঢ়োপকরণং'—শকটোপরি নানাবিধ গৃহোপকরণসমূহ গ্রহণ করিয়া গোপগণ গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৭ ॥

ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ব্ববৎ প্রভুঃ ।
পশ্যতাং সর্ব্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ ভগবান্ অপি সর্ব্বভূতানাং পশ্যতাং (সর্ব্বভূতেষু সবিস্ময়ং পশ্যৎসু ইত্যর্থঃ) লীলয়া (অনায়াসেন) তং শৈলং (গোবর্দ্ধনং) পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে স্থাপয়ামাস ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—প্রভু শ্রীকৃষ্ণও সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে অনায়াসে গোবর্দ্ধনপর্ব্বতকে পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে স্থাপন করিলেন ॥ ২৮ ॥

তং প্রেমবেগান্নিভৃতা ব্রজৌকসো
যথা সমীয়ুঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ ।
গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রেমবেগাৎ নিভৃতাঃ (পূর্ণাঃ) ব্রজৌকসঃ (গোপাঃ) তৎ (শ্রীকৃষ্ণং) যথা (যথোচিতং) পরিরম্ভণাদিভিঃ (আলিঙ্গনাদিকার্য্যৈঃ) সমীয়ুঃ (উপজগ্মুঃ) গোপ্যঃ চ সস্নেহং মুদা (হর্ষেণ) অপূজয়ৎ (তথা) দধ্যক্ষতাদ্ভিঃ (দ্রব্যৈঃ) সদাশিষঃ (শ্রেষ্ঠান্ আশীর্ব্বাদান্) যুযুজুঃ (চক্রুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তখন প্রেমবেগে-পরিপূর্ণ-গোপগণ ভগবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া যথোচিত আলিঙ্গন করিলেন। এবং গোপীগণও সস্নেহে হর্ষসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া দধি, অক্ষত, জল প্রভৃতি দ্বারা উত্তম আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিভৃতাঃ পূর্ণাঃ। যথা যথোচিতং গুরু-সম-লঘুবর্গভেদৈঃ পরিরম্ভণাদিভিঃ সমীয়ুর্মিলিতবন্তঃ। আদিশব্দাৎ শুভাশীর্ব্বাদ-মস্তকাঘ্রাণ-চুম্বন-বামবাহু-সংমর্দ্দন-তদঙ্গুলিস্ফোটন - স্তবন-শ্রমদুঃখাভাব-প্রশ্নাদয়ো গুরুবর্গস্য। হাস্যপরিহাসাদয়ঃ সমবর্গস্য। পাদপতন-পাদসংমর্দ্দনাদয়ো লঘুবর্গস্য জ্ঞেয়াঃ। গোপ্যো বৎসলাঃ চকারাৎ পুরোহিতপত্ন্যঃ। দধ্যাদিভির্মঙ্গলদ্রব্যৈঃ অপূজয়ন্ সংমানয়ামাসুঃ। শুভাশিষঃ—দুষ্টান্ দময়, শিষ্টান্ পালয়, পিতরাবানন্দয়, ধনৈশ্বর্য্য-সম্পন্নো ভবেত্যাশিষো যুযুজুর্যোজয়ামাসুঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিভৃতাঃ'—পরিপূর্ণাভীষ্ট গোপগণ যথোচিত গুরু, সম ও লঘুবর্গভেদে আলিঙ্গনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। আদিশব্দে শুভাশীর্ব্বাদ, মস্তকাঘ্রাণ, চুম্বন, বামবাহু-সম্মর্দ্দন, তদঙ্গুলি স্ফোটন এবং শ্রমলাঘবহেতু কুশল প্রশ্নাদি গুরুবর্গের, পরিহাসাদি সমবয়স্ক গোপবালকদের এবং পাদপতন ও পাদসম্মানাদি ভৃত্যাদি লঘুবর্গের জানিতে হইবে। 'গোপ্যশ্চ'—বাৎসল্যবতী গোপীগণ ও পুরোহিত পত্নীগণ দধি, অক্ষত ও পবিত্র সলিল সিঞ্চনাদি দ্বারা তাঁহার সম্মানজনক মঙ্গলময় কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং "সর্ব্বদা দুষ্ট দমন কর, শিষ্ট পালন কর, জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন কর ও ধন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন হও" ইত্যাদি আশীর্ব্বাদ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দো রামশ্চ বলিনাং বরঃ।
কৃষ্ণমালিঙ্গ্য যুযুজুরাশিষঃ স্নেহকাতরাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যশোদা রোহিণী নন্দঃ বলিনাং বরঃ (মহাবলঃ) রামঃ চ স্নেহকাতরাঃ (স্নেহেন অধীরাঃ সন্তঃ) কৃষ্ণম্ আলিঙ্গ্য আশিষঃ (আশীর্ব্বাদান্) যুযুজুঃ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যশোদা, রোহিণী, নন্দ এবং মহাবল রামও তখন স্নেহবিহ্বল হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—নিজমাত্রাদীনাং স্তুতিবিশেষমাহ—যশোদেতি। রামশ্চেতি তস্যাপি বাৎসল্যবদ্বর্গে নির্দ্দেশো জ্যেষ্ঠত্বাদেব নানুপপন্নঃ। ননু, পরমস্নেহবতা তেন শেষাখ্যস্বাংশেন পৃথ্বীমপি দধতা স্বানুজস্য গোবর্দ্ধনধারণে কথং মাহাত্ম্যং নাচরিতম্? উচ্যতে, ইন্দ্রমখভঙ্গ-গোবর্দ্ধনমখ-প্রবর্ত্তনয়োর্ময়ৈব কৃতত্বাদহমেব গোবর্দ্ধনং ধৃত্বা ব্রজং রক্ষিষ্যামি "সোঽয়ং মে ব্রত আহিত" ইতি তদীয়-সংকল্পস্য তদংশেন রামেণান্যথা কর্ত্তুমনৌচিত্যাদশক্যত্বাচ্চ তস্যৈব সর্ব্বশক্তিমত্ত্বাৎ। তদিচ্ছয়ৈব তদংশেষু যথোপযোগিতদীয়শক্ত্যুদয়াচ্চেত্যগ্রিমগ্রন্থেঽপি যথাস্থানং সিদ্ধান্তয়িষ্যতে ইতি। অত্র প্রাচীনশ্রীগোবর্দ্ধনধরপ্রতিকৃতৌ কৃচিদ্দৃশ্যতে,—মাতৃভ্যাং নবনীতাদিসমর্পণং পিত্রা ভ্রাতাচ শিরসা গোবর্দ্ধনাবষ্টম্ভনাদিকমিতি। তৎস্নেহকাতরা ইত্যনেন সূচিতমবগম্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥৩০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বীয় জননী প্রভৃতির অতিবিশেষ বলিতেছেন—যশোদা, রোহিণী, নন্দমহারাজ ও মহাবলী শ্রীবলরাম স্নেহব্যাকুলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন। এখানে শ্রীবলরামেরও বাৎসল্যবর্গে নির্দ্দেশ জ্যেষ্ঠত্ব বলিয়া অসঙ্গত হয় নাই। যদি বলেন—পরম স্নেহবান্ শ্রীবলরাম, যিনি শেষরূপে স্বীয় অংশ দ্বারা মস্তকের একদেশে অবলীলাক্রমে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, তথাপি কনিষ্ঠ ভ্রাতার গোবর্দ্ধনধারণকালে কিজন্য নিজ প্রভাব বিস্তার করিলেন না? ইহার উত্তর এই—ইন্দ্রযজ্ঞভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধন যজ্ঞ প্রবর্ত্তন আমার দ্বারাই কৃত হইয়াছে, অতএব আমিই গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া ব্রজকে রক্ষা করিব এবং তাহাই আমার ব্রত—এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্পের অন্যথা করা তদংশ শ্রীবলরামের পক্ষে অনুচিত এবং অশক্যও বটে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার ইচ্ছাবশতঃই তদংশসমূহে যথোপযোগি তদীয় শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, ইহা পরেও যথাস্থানে সিদ্ধান্ত করা হইবে। এইস্থলে কোন কোন প্রাচীন গোবর্দ্ধন ধারণের প্রতিমাতে কখনও দেখা যায় যে, যশোদা ও রোহিণী—শ্রীকৃষ্ণকে নব-

নীতাদি সমর্পণ করিতেছেন এবং পিতা ও ভ্রাতা স্বমস্তকে শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণাদি করিতেছেন—ইত্যাদি কার্য্য যদিও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয় নাই, কিন্তু এই শ্লোকের 'স্নেহকাতরা' এই পদেই সূচিত হইয়াছে জানিতে হইবে—ইহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত আছে ॥ ৩০ ॥

দিবি দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা গন্ধর্ব্বচারণাঃ।
তুষ্টুবুর্মুমুচুস্তুষ্টাঃ পুষ্পবর্ষাণি পার্থিব ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) পার্থিব ! (রাজন্ !) দিবি (স্বর্গস্থিতাঃ) দেবগণাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাঃ গন্ধর্ব্বচারণাঃ (এতে) তুষ্টাঃ (সন্তঃ) তুষ্টুবুঃ (কৃষ্ণস্য স্তবং চক্রুঃ) পুষ্পবর্ষাণি (পুষ্পবৃষ্টিঃ চ) মুমুচুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তখন স্বর্গস্থিত দেব, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, এবং চারণগণ তুষ্ট হইয়া স্তুতি এবং পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজৌকসো যথা জহৃষুস্তথা দেবা অপীত্যাহ—দিবীতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল যে ব্রজবাসিগণেরই আনন্দ হইয়াছিল, তাহা নহে পরন্তু যাবতীয় দেবগণেরও অপার আনন্দ হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন —'দিবি ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥'

শঙ্খদুন্দুভয়ো নেদুর্দিবি দেবপ্রচোদিতাঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়স্তুম্বুরুপ্রমুখা নৃপ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! দিবি (স্বর্গে) দেবপ্রচোদিতাঃ (দেবৈঃ প্রকর্ষতয়া বাদিতাঃ) শঙ্খদুন্দুভয়ঃ (বাদ্যানি) নেদুঃ (শব্দিতাঃ বভূবুঃ) তুম্বুরুপ্রমুখা (তুম্বুরুপ্রধানাঃ) গন্ধর্ব্বপতয়ঃ জগুঃ (গীতং চক্রুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে স্বর্গে দেবগণকর্ত্তৃক বাদিত শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি হইয়াছিল এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বপতিগণ গান করিয়াছিলেন ।৩২

ততোঽনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ পরিশ্রিতো
রাজন্ স্বগোষ্ঠং সবলোঽব্রজদ্ধরিঃ।
তথাবিধান্যস্য কৃতানি গোপিকা
গায়ন্ত্য ঈয়ুর্মুদিতা হৃদিস্পৃশঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোবর্দ্ধনধারণং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্ ! ততঃ (পরং সবলঃ (বলদেবেন সহিতঃ) হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অনুরক্তৈঃ পশুপৈঃ (অনুচরৈঃ গোপৈঃ) পরিশ্রিতঃ (পরিবৃতঃ সন্) স্বগোষ্ঠং (নিজ গোচারণস্থানং) অব্রজৎ (জগাম) গোপিকাঃ (চ) হৃদিস্পৃশঃ (প্রেম্না হৃদিস্পৃশতি যঃ তস্য) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) তথাবিধানি (তাদৃশবিস্ময়করাণি) কৃতানি (আচরিতানি) মুদিতাঃ (হৃষ্টচিত্তাঃ সত্য) গায়ন্ত্যঃ ঈয়ুঃ (ব্রজং জগ্মুঃ) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ অনুরক্ত গোপালগণে পরিবৃত হইয়া নিজ গোষ্ঠে গমন করিলেন। গোপিকাগণ হৃদয়স্পর্শী শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ বিস্ময়জনক কার্য্যের বিষয় হৃষ্টচিত্তে গান করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তৎপ্রেয়সীনাং তু সর্ব্বজনালক্ষিতং দূরতঃ কটাক্ষৈরেব মিলনং বৃত্তং গৃহগমনসময়ে সপ্রেমগানঞ্চাহ, ততো গোবর্দ্ধনস্থানাৎ কৃতানি চরিত্রাণি গায়ন্ত্য ইতি তৎক্ষণ এব গীতকরণে সামর্থ্যম্। হৃদি প্রেম্না স্পৃশন্তীতি তা ইতি যাঃ কৃষ্ণং সদা ধ্যায়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, হৃদি বক্ষসি মনসি চ স্পৃশতীতি হৃদিস্পৃক্ প্রেষ্ঠস্তস্যেতি কৃষ্ণস্য বিশেষণম্ ॥ ৩৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চবিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার প্রেয়সীগণের কিন্তু সর্ব্বজনের অলক্ষিতভাবে দূর হইতে কটাক্ষের দ্বারাই মিলন হইয়াছিল এবং গৃহগমনসময়ে প্রেমপূর্ণ গানও

তাঁহারা করিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ', সেই গোবর্দ্ধন স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঐ গোবর্দ্ধন ধারণাদি বিবিধ লীলাচরিত্র গান করিতে করিতে গোপীসকল ব্রজে গমন করিলেন। ইহাতে তৎ-ক্ষণেই গীত-রচনার সামর্থ্য দেখান হইল। তাঁহারা কেমন ? ইহাতে বলিতেছেন—'হৃদিস্পৃশঃ', প্রেমার্দ্র-হৃদয়া, হৃদয়ে প্রেমের দ্বারাই যাঁহারা স্পর্শ করেন, অর্থাৎ নিরন্তর তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতেছেন—এই অর্থ। অথবা—ইহা কৃষ্ণের বিশেষণ, বক্ষঃস্থলে এবং মনে যিনি স্পর্শ করেন, হৃদিস্পৃক্ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের লীলাচরিত্র তাঁহারা গান করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

এবংবিধানি কর্ম্মাণি গোপাঃ কৃষ্ণস্য বীক্ষ্য তে।
অতদ্বীর্য্যবিদঃ প্রোচুঃ সমভ্যেত্যসুবিস্মিতাঃ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত-কর্ম্ম-দর্শনে বিস্মিত গোপগণকে গর্গ-কথিত শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব-অনভিজ্ঞ গোপগণ তাঁহার বিবিধ অদ্ভুত কর্ম্ম-দর্শনে বিস্মিত হইয়া নন্দকে বলিতে লাগিলেন যে সাত বৎসর বয়স্ক বালক কৃষ্ণের গিরিধারণ, পূতনা বধাদি লীলাসমূহ এবং গোপ-গোপীগণের সকলেরই তাঁহাতে আত্যন্তিক অনুরাগ-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের অযোগ্য গোপকুলে উৎপত্তি বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ও শঙ্কা জন্মিয়াছে। তখন গোপ-রাজ তাঁহাদিগকে গর্গ কথিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সেই বালক অপর তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন এবং সেই দ্বাপরে কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন সময়ে তিনি বসুদেবের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হওয়ায় তাঁহার একটী নাম বাসুদেব। গুণকর্ম্মানুযায়ী তাঁহার আরও বহুসংখ্যক নাম আছে, যাহা তিনি (নন্দ) এমন কি গর্গও জানেন না। সেই বালক গোকুলের বিবিধ উৎপাত-নিবারণাদি অশেষ মঙ্গল সাধন এবং গোপগোপীগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। পূর্ব্বকালে অরাজকতা হইলে তিনি দস্যু-পীড়িত সাধু-গণকে রক্ষা ও পালন করায় তাঁহারা দস্যুগণকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। অসুরগণ যেমন বিষ্ণুপক্ষীয় কাহাকেও পরাভব করিতে পারে না তদ্রূপ কেহ সেই বালককে প্রীতি করিলে শত্রুগণ তাহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। ঐ বালক ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ, ঐশ্বর্য্য ও প্রভাবে সাক্ষাৎ নারায়ণ সম। গর্গ-মুনির সেই কথা-শ্রবণে আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের শক্ত্যাবিষ্ট মনে করিয়া নন্দসহ তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ। অতদ্‌বীর্য্যবিদঃ (কৃষ্ণপ্রভাবানভিজ্ঞঃ অতএব) কৃষ্ণস্য এবং বিধানি (গোবর্দ্ধনধারণাদীনি) কর্ম্মাণি বীক্ষ্য সুবিস্মিতাঃ তে গোপাঃ সমভ্যেত্য (নন্দমভিগম্য) প্রোচুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ঐ গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের বীর্য্য অবগত না থাকায় তাঁহার গোবর্দ্ধনধারণাদি কর্ম্ম-দর্শনে অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া নন্দগোপসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিতে লাগি-লেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ষড়্বিংশে তু তদৈশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্যেক্ষণশঙ্কিনঃ।
গোপান্ প্রবোধয়ামাস নন্দো গর্গোক্তিগৌরবৈঃ ॥০॥

ইহ কিল শ্রীগোবর্দ্ধনধারণসময়ে শ্রীকৃষ্ণলাবণ্যামৃত-রসাস্বাদনিমগ্নানাং গোপানাং মনসি কোঽপি বিচার উদ্ভবিতুমবসরং ন প্রাপ। তদনন্তরং স্ব স্ব গৃহং গতানাং তেষাং সর্ব্বেষামেব হৃদি সন্দেহ এক উদপদ্যত ; অহো সংপ্রতি সাক্ষাদ্দৃষ্টেন গিরিধারণেন পূতনাবধাদয়োঽপি দাবানলোপশমনাদয়োঽপ্যস্যৈব কর্ম্মাণি প্রতীমস্তদা তদা তু ব্রাহ্মণাশীর্ব্বাদাৎ নন্দ-ভাগ্যাতিরেকাৎ নারায়ণপ্রসাদপ্রাপ্তেঽস্মিন্ বালকে নারায়ণাবেশাদ্বা তে তেঽভূবন্নিতি বিতর্কা বৃথৈব কৃতাঃ, বস্তুতস্তু সাপ্তবর্ষিক-বালকস্যাস্য সপ্তদিনাবধি শৈলেন্দ্র-ধারণং খলু নরত্বং নিষিদ্ধ্য পরমেশ্বরত্বমেব কথয়তি, কিঞ্চাস্মাকং সাংসারিকাণাং গ্রাম্যগোপানামেতৎ পিতৃ-পিতৃব্যমাতুলাদীনাং লালনৈঃ প্রফুল্লত্বম্, অলালনৈর্বৈ-ক্লব্যং তথা ক্ষুৎপিপাসা-দধিপয়শ্চৌর্য্য-দম্ভানৃতপ্রলপন-বৎসগোচারণাদিকং পরমেশ্বরত্বে সতি কথং সম্ভবে-দেতত্তু পরমেশ্বরত্বং নিষিদ্ধ্য নরত্বমেব প্রতিপাদয়ত্য-তোঽস্য তত্ত্বং নিশ্চেতুমসমর্থা মহাবুদ্ধিমন্তং ব্রজরাজ-মেব পৃষ্ট্বা নিঃসংশয়া ভবাম ইতি মনসি কৃত্বা তস্যৈব মহাস্থানীং প্রবিশ্য তং পপ্রচ্ছুরিত্যাহ—এবমিতি ॥১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষড়্বিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশক কর্ম্মসমূহ দর্শনে অভিশঙ্কিত গোপগণকে শ্রীনন্দমহারাজ গর্গোক্তির দ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণসময়ে শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যামৃত রসাস্বাদে নিমগ্ন গোপগণের চিত্তে কোনও বিচার উপস্থিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। কিন্তু তৎপর শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলার অবসানে স্বস্ব গৃহাগত সমস্ত গোপদিগেরই হৃদয়ে মহান্ এক সন্দেহ উপস্থিত হইল। কি আশ্চর্য্য! সম্প্রতি কৃষ্ণ যে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, সুতরাং পূতনাবধাদি এবং দাবানল উপশমনাদিও শ্রীকৃষ্ণেরই কার্য্য, ইহা প্রত্যয় হইতেছে। কিন্তু তত্তৎসময়ে পূতনাবধাদি কার্য্যগুলি ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদে, নন্দের ভাগ্যবশে ও শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহ-প্রাপ্ত এই বালকে শ্রীনারায়ণের আবেশবশতঃ সম্পন্ন হইয়াছে—এই প্রকার আমরা যে বিতর্ক করিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

বস্তুতঃ এই সপ্তম বৎসরের বালকের সপ্তদিন পর্য্যন্ত গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ করায় নিশ্চয়ই অনুমান হইতেছে যে, এই বালক মনুষ্য নহে, পরন্তু পরমেশ্বরই হইবে। তাহা বলিতেও আবার আশঙ্কা হয়, কারণ আমরা ইহার পিতা, পিতৃব্য ও মাতুলাদি সাংসারিক গ্রাম্য গোপ, আমাদিগের লালন দ্বারা এই বালক পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে, আবার লালন না করিলে ব্যাকুল হয়। আর পরমেশ্বর হইলে ক্ষুধা, পিপাসা, দধি-দুগ্ধ-চৌর্য্য, দম্ভ, মিথ্যাবাক্য কথন, বৎস ও গোচারণাদি কার্য্য, ইনি করিবেন কেন? কি প্রকারেই বা তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারে? এই কার্য্যদ্বারা ইহাকে পরমেশ্বর কিছুতেই বলা যাইতে পারে না, নিশ্চয়ই মানুষ বলিতে হইবে। অতএব ইহার তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে আমরা অসমর্থ, সুতরাং মহাবুদ্ধিমান্ শ্রীব্রজরাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইব—এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীব্রজরাজের মহতী সভাসদনে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি ॥ ১ ॥

বালকস্য যদেতানি কর্ম্মাণ্যত্যদ্ভুতানি বৈ।
কথমর্হত্যসৌ জন্ম গ্রাম্যেষ্বাত্মজুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বালকস্য (তব পুত্রস্য) যৎ (যস্মাৎ) এতানি অত্যদ্ভুতানি চ কর্ম্মাণি (দৃশ্যন্তে তস্মাৎ) অসৌ (বালকঃ) কথং গ্রাম্যেষু (হীনেষু গোপ-বংশেষু) আত্মজুগুপ্সিতং (আত্মনঃ অযোগ্যং) জন্ম অর্হতি (ধারয়তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে ব্রজরাজ, তোমার বালকের এই সকল অত্যদ্ভুত কর্ম্ম যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে তিনি হীন গোপবংশে স্বীয় নিন্দাস্পদ গোপজন্মগ্রহণে কিরূপে যোগ্য হইলেন? ২ ॥

বিশ্বনাথ—অত্যদ্ভুতানীত্যতো নায়ং প্রাকৃতো বালকঃ কিন্ত্বীশ্বর এব ইতি চেদত আহ—কথমিতি। অসাবিতি পরোক্ষনির্দ্দেশেন তদাসৌ বনং গত ইতি লভ্যতে। পরোক্ষত্ব এব রসাপত্তেঃ। আত্মজুগুপ্সিত-

মিত্যাত্মনো জুগুপ্সায়াং নিকৃষ্টোঽপি ন প্রবর্ত্ততে কিমুত সর্ব্বপ্রকৃষ্ট ঈশ্বর ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'অত্যদ্ভুতানি' — বালক শ্রীকৃষ্ণের পূতনাবধাদি কার্য্যসকল অতিশয় আশ্চর্য্য-কর। যদি বলেন—এই কৃষ্ণ প্রাকৃত বালক নহে, কিন্তু ঈশ্বর। তদুত্তরে বলিতেছেন—'কথম্', তাহা হইলেও সেই বালক গোপকুলে স্বীয় নিন্দাস্পদ গোপ-জন্ম ধারণ করিতে কিপ্রকারে যোগ্য হইল? এই স্থলে 'অসৌ'—সেই বালক, এইরূপ পরোক্ষ নির্দ্দেশ দ্বারা জানাইলেন যে জিজ্ঞাসার সময় শ্রীকৃষ্ণ বনে গোচারণে গিয়াছিলেন। পরোক্ষ নির্দ্দেশেই রসাপত্তি হয়। 'অজুগুপ্সিতং'—নিজের নিন্দনীয় কার্য্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিও প্রবৃত্ত হয় না, তাহাতে আবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঈশ্বরের নিন্দাস্পদ গোপজন্মগ্রহণে কি-প্রকারে প্রবৃত্তি হইতে পারে?—এই ভাবার্থ ॥ ২ ॥

যঃ সপ্তহায়নো বালঃ করেণৈকেন লীলয়া।
কথং বিভ্রদ্‌গিরিবরং পুষ্করং গজরাড়িব ॥ ৩॥

অন্বয়ঃ—সপ্তাহায়নঃ (সপ্তবর্ষীয়ঃ) যঃ বালঃ (অয়ং বালকঃ) কথং (কেন প্রভাবেন) একেন করেণ লীলয়া গজরাট্ (মহাগজঃ) পুষ্করং (পদ্মং) ইব গিরিবরং (গোবর্দ্ধনং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্ স্থিতঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—এই সপ্তবর্ষীয় বালক কোন্ শক্তিবলে, মহাগজ যেরূপ পদ্ম ধারণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অনায়াসে একহস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিলেন? ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যদি চ নেশ্বরস্তর্হি কথমেতানি কর্ম্মাণি সম্ভবেয়ুরিত্যাহুঃ দ্বাদশভিঃ—য ইতি, বিভ্রৎ স্থিত ইতি শেষঃ। পুষ্করং পদ্মং কথমিত্যস্য বিভক্তিবিপরি-ণামেন যচ্ছব্দস্য চাগ্রিমশ্লোকেষ্বনুবৃত্তির্জ্ঞেয়া ॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর যদি ঈশ্বরই না হন, তাহা হইলে কি প্রকারে এই কর্ম্মগুলি সম্ভবপর হইল? তাহা দ্বাদশটি শ্লোকে বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি অর্থাৎ যে বালক কেবল সপ্ত বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই বালক একহস্তে অনায়াসে গজেন্দ্রের কমল ধারণের ন্যায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধনকে ধারণ করিয়া কি প্রকারে অবস্থিত হইয়াছিল? এখানে 'কথম্' এই শব্দের এবং বিভক্তি-বিপরিণামের দ্বারা 'যৎ'—শব্দের অনুবৃত্তি পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহেও জানিতে হইবে ॥ ৩ ॥

তোকেনামীলিতাক্ষেণ পূতনায়া মহৌজসঃ।
পীতঃ স্তনঃ সহ প্রাণৈঃ কালেনেব বয়স্তনোঃ ॥৪॥

অন্বয়ঃ—আমীলিতাক্ষেণ (আ ঈষৎ মীলিতা-ক্ষেণ মুদ্রিত নয়নেন) তোকেন (বালকেন কৃষ্ণেন) কালেন তনোঃ বয়ঃ ইব (যমেন যথা শরীরাৎ প্রাণঃ আকৃষ্যতে তথা) মহৌজসঃ (মহাবলায়াঃ) পূত-নায়াঃ প্রাণৈঃ সহ স্তনঃ পীতঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কাল যেরূপ প্রাণি শরীর হইতে জীবন আকর্ষণ করে, সেইরূপ এই বালকও ঈষৎ-মুদ্রিত-নয়ন অবস্থায় থাকিয়া মহাবল পূতনা রাক্ষসীর প্রাণের সহিত স্তন পান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তোকেন যেন বালেন ঈষন্মুদ্রিতাক্ষেণ অলক্ষ্যমাণত্বে দৃষ্টান্তঃ তনোর্বয়োযৌবনং কালেন যথা পীয়তে তদ্বৎ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তোকেন'—এই বালক ঈষন্মুদ্রিতনেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক মহাবলাক্রান্তা পূতনার 'প্রাণৈঃ'—পঞ্চপ্রাণের সহিত কি প্রকারে তাহার স্তন পান করিয়াছিল? অলক্ষ্যমানত্বে দৃষ্টান্ত—'কালেন', কাল যেরূপ দেহের আয়ু কিম্বা যৌবন পান করিয়া থাকে, তদ্রূপ ॥ ৪ ॥

হিন্বতোঽধঃ শয়ানস্য মাস্যস্য চরণাবুদক্।
অনোঽপতদ্বিপর্য্যস্তং রুদতঃ প্রপদাহতম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অধঃশয়ানস্য (শকটনিম্নদেশে শায়ি-তস্য) রুদতঃ (ক্রন্দতঃ) মাস্যস্য (ত্রিমাসবয়সঃ) উদক্ (ঊর্দ্ধদিশি) চরণৌ হিন্বতঃ (ক্ষিপতঃ) প্রপদাহতং (পাদাগ্রেণ আহতং) অনঃ (শকটং) বিপর্য্যস্তং (বিপরীতভাবেন) অপতৎ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—এই বালক তিনমাস বয়সে শকটের নিম্নদেশে শায়িত-অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধ-দিকে চরণদ্বয় নিক্ষেপ করায় তদীয় পাদাগ্রভাগ

দ্বারা আহত হইয়া শকট বিপর্য্যস্তভাবে পতিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনসোঽধঃশয়ানস্য মাস্যস্য মাসত্রয়বয়সঃ মাসাদ্বয়সি যৎ খঞাবিতি যৎ, চরণৌ উদক্ উর্দ্ধং হিন্বতঃ চালয়তঃ যস্য প্রপদেন পাদাগ্রেণাহতং অতঃ শকটং বিপর্য্যস্তং সৎ কথমপতৎ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধঃশয়ানস্য' —শকটের নিম্নভাগে শায়িত, 'মাস্যস্য'—যখন এই বালকের তিনমাস বয়ঃক্রম ছিল, এখানে 'মাসাদ্ বয়সি' এই সূত্রে যৎ ও খঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। তদবস্থায় বালক স্তনপ্রার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে 'চরণৌ উদক্ হিন্বতঃ' —চরণযুগল উর্দ্ধদেশে নিক্ষেপ করায়, বালকের চরণাগ্রের আঘাতে অতিবৃহৎ শকটটি বিপর্য্যস্ত হইয়া কি প্রকারে পতিত হইয়াছিল ? ৫ ॥

একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা।
দৈত্যেন যস্তৃণাবর্ত্তমহন্ কণ্ঠগ্রহাতুরম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (কৃষ্ণঃ) একহায়নে (একবর্ষে) আসীনঃ (স্থিতঃ) বিহায়সা (আকাশচরেণ) দৈত্যেন (তৃণাবর্ত্তেন) হ্রিয়মাণঃ (অপহৃত্য নীয়মানঃ সন্) কণ্ঠগ্রহাতুরং (কণ্ঠগ্রহণে গলদেশে পীড়নেন আতুরং দুর্ব্বলং) তৃণাবর্ত্তং অহন্ (অবধীৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—এই বালককে এক বৎসর বয়ঃক্রমকালে আকাশচারী তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য অপহরণ করিলে তিনি তাহার গলদেশে উৎপীড়নপূর্ব্বক দুর্ব্বল করিয়া বধ করিয়াছিলেন ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ—যো দৈত্যেন হ্রিয়মাণঃ সন্ তং তৃণাবর্ত্তং দৈত্যং কথমহন্ ॥ ৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যঃ'—একবৎসর বয়স্ক বালক (কৃষ্ণ) দৈত্য কর্ত্তৃক আকাশপথে নীত হইয়া সেই তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্যকে কি প্রকারে বিনাশ করিয়াছিল ? ৬ ॥

কৃচিদ্ধৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে মাত্রা বদ্ধ উদূখলে।
গচ্ছন্নর্জ্জুনয়োর্মধ্যে বাহুভ্যাং তাবপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৃচিৎ (কদাচিৎ) হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে (নবনীতহরণহেতোঃ) মাত্রা (যশোদয়া) উদূখলে বদ্ধঃ অর্জ্জুনয়োঃ (যমলার্জ্জুনবৃক্ষয়োঃ) মধ্যে গচ্ছন্ বাহুভ্যাং তৌ (অর্জ্জুনৌ) অপাতয়ৎ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—কোন সময়ে নবনীত অপহরণহেতু মাতা যশোদা ইহাকে উলূখলে বন্ধন করিলে ইনি যমলার্জ্জুন বৃক্ষের মধ্যদেশে গমনপূর্ব্বক বাহুদ্বয়ের আঘাতে সেই বৃক্ষদ্বয়কে ভূপাতিত করিয়াছিলেন ॥৭॥

বিশ্বনাথ—হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে নবনীতচৌর্য্যে বাহুভ্যাং গচ্ছন্ রিঙ্গন্নিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৈয়ঙ্গবস্তৈন্যে'—কোন দিবস নবনীত অপহরণ করিলে জননী যশোমতী ইহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন এই বালক 'বাহুভ্যাং গচ্ছন্'—করযুগলের সহায়ে (হামাগুড়ি দিয়া) যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যদেশে গমনপূর্ব্বক সেই বৃক্ষদ্বয়কে কি প্রকারে পাতিত করিয়াছিল ? ৭॥

বনে সঞ্চারয়ন্ বৎসান্ সরামো বালকৈর্বৃতঃ।
হন্তুকামং বকং দোর্ভ্যাং মুখতোঽরিমপাটয়ৎ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—সরামঃ (রামেণ সহ) বালকৈঃ বৃতঃ বনে বৎসান্ সঞ্চারয়ন্ হন্তুকামং (জিঘাংসুং) অরিং (শত্রুং) বকং (তন্নামকাসুরং) মুখতঃ (মুখমারভ্য) অপাটয়ৎ (বিদারয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তিনি বলদেবের সহিত বালকগণে পরিবৃত হইয়া বনে গোবৎস-সঞ্চারণকালে জিঘাংসু বকাসুর নামক শত্রুর মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বশরীর বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—দোর্ভ্যাং ধৃত্বা মুখতঃ মুখমারভ্য কথমপাটয়ৎ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দোর্ভ্যাং'—বকাসুরকে করযুগলের দ্বারা ধারণপূর্ব্বক মুখ অবধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত কি প্রকারে বিদীর্ণ করিয়াছিল ? ৮ ॥

বৎসেষু বৎসরূপেণ প্রবিশন্তং জিঘাংসয়া।
হত্বা ন্যপাতয়ৎ তেন কপিত্থানি চ লীলয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—জিঘাংসয়া (সবৎসগোপবালককৃষ্ণহননেচ্ছয়া) বৎসরূপেণ (গোবৎসরূপধারণেন)

বৎসেষু (গোসমূহেষু) প্রবিশন্তং (বৎসাসুরং) হত্বা তেন (মৃতাসুর দেহেন নিক্ষিপ্তেন) লীলয়া কপিত্থানি (কপিত্থবৃক্ষান্) ন্যপাতয়ৎ (ভূমৌ পাতয়ামাস) ।।৯

অনুবাদ—বৎস নামক অসুর গোবৎস এবং গোপবালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার ইচ্ছায় গোবৎসরূপে তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি তাহাকে বধ করিয়া তদীয় দেহ নিক্ষেপপূর্ব্বক অনায়াসে কপিত্থ বৃক্ষসকলকে ভূপাতিত করিয়াছিলেন ।। ৯ ।।

———

হত্বা রাসভদৈতেয়ং তদ্বন্ধূংশ্চ বলান্বিতঃ ।
চক্রে তালবনং ক্ষেমং পরিপক্বফলান্বিতম্ ।।১০।।

অন্বয়ঃ—বলান্বিতঃ (বলদেবেন যুক্তঃ কৃষ্ণঃ) রাসভদৈতেয়ং (ধেনুকং) তদ্বন্ধূন্ চ হত্বা পরিপক্বফলান্বিতং তালবনং ক্ষেমং (নির্ভয়ং) চক্রে ।। ১০।।

অনুবাদ—বলদেবের সহিত এই শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকদৈত্য এবং তদীয় বন্ধুগণকে বধ করিয়া পরিপক্ব তালফলসমন্বিত তালবনকে নির্ভয় করিয়াছিলেন ।। ১০ ।।

বিশ্বনাথ—রাসভদৈতেয়ং ধেনুকম্ । বলান্বিত ইতি তত্রাপি কৃষ্ণস্য প্রাধান্যং বিবক্ষিতম্ ।। ১০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাসভদৈতেয়ং'—ধেনুকাসুরকে বধ করিয়া। 'বলান্বিতঃ'—শ্রীবলদেব সমন্বিত বলার তাৎপর্য্য—ধেনুকাসুরবধেও শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য বলিতে হইবে, কারণ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবেই শ্রীবলরামের বলোদয় হইয়া থাকে, সুতরাং কৃষ্ণেরই এককর্ত্তৃত্ব ।। ১০ ।।

———

প্রলম্বং ঘাতয়িত্বোগ্রং বলেন বলশালিনা ।
অমোচয়দ্ব্রজপশূন্ গোপাংশ্চারণ্যবহ্নিতঃ ।। ১১ ।।

অন্বয়ঃ—বনশালিনা বলেন (রামদেবেন) প্রলম্বং (তন্নামকাসুরং) ঘাতয়িত্বা (নাশয়িত্বা) আরণ্যবহ্নিতঃ (দাবানলাৎ) গোপান্ ব্রজপশূন্ চ অমোচয়ৎ (রক্ষিতবান্) ।। ১১ ।।

অনুবাদ—ইনিই বলশালী বলদেব দ্বারা প্রলম্ব নামক অসুরের বিনাশ করাইয়া দাবানল হইতে গোপ এবং ব্রজপশুগণের রক্ষা করিয়াছিলেন ।। ১১ ।।

———

আশীবিষতমাহীন্দ্রং দমিত্বা বিমদং হ্রদাৎ ।
প্রসহ্যোদ্বাস্য যমুনাং চক্রেঽসৌ নির্ব্বিষোদকাম্ ।।১২।।

অন্বয়ঃ—অসৌ (কৃষ্ণঃ) আশীবিষতমাহীন্দ্রং (আশীবিষতমঃ অতিক্রূরবিষঃ যঃ অহীন্দ্রঃ কালিয়নাগঃ তং) বিমদং (বিগতগর্ব্বং যথাস্যাত্তথা) দমিত্বা প্রসহ্য (বলেন) হ্রদাৎ উদ্বাস্য (নির্ব্বাস্য) যমুনাং নির্বিষোদকাং (বিষদোষরহিতজলাং বিশুদ্ধাং) চক্রে ।। ১২ ।।

অনুবাদ—এই কৃষ্ণই অতিক্রূর বিষধর কালিয়নাগের গর্ব্বনাশসহকারে তাহাকে দমনপূর্ব্বক নিজবলে তাহাকে হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া যমুনার জল বিষশূন্য করিয়াছিলেন ।। ১২ ।।

বিশ্বনাথ—আশীবিষতমোঽতিক্রূরবিষশ্চাসাবহীন্দ্রশ্চেতি তং বিমদং যথা স্যাত্তথা দমিত্বা ।। ১২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আশীবিষতমাহীন্দ্রং'—অতিক্রূর বিষধারী নাগরাজ কালিয়ের গর্ব্ব খর্ব্ব যেরূপে হয়, সেই প্রকারে তাহাকে দমন করিয়া, বলপূর্ব্বক তদীয় হ্রদ হইতে তাহাকে বহির্গত করতঃ শ্রীযমুনাকে বিষশূন্যসলিলা করিয়াছিল ।। ১২ ।।

———

দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাম্ ।
নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথম্ ।।১৩

অন্বয়ঃ—(হে) নন্দ ! অস্মিন্ তে (তব) তনয়ে (কৃষ্ণে) নঃ (অস্মাকং) সর্ব্বেষাং ব্রজৌকসাং (ব্রজবাসিনাং) দুস্ত্যজঃ (দুষ্পরিহার্য্যঃ যঃ) অনুরাগঃ (বর্ত্ততে) অস্মাসু অপি তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) ঔৎপত্তিকঃ (স্বাভাবিকঃ স্নেহ বর্ত্ততে তৎ) কথং (কেন হেতুনা, কিময়ং সর্ব্বেষামাত্মা স্যাৎ ।। ১৩ ।।

অনুবাদ—হে নন্দ, তোমার এই সন্তানের প্রতি আমাদের সমস্ত ব্রজজনের দুষ্পরিহার্য্য অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমাদের প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ বর্ত্তমান দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ কি ? এই বালক কি সমস্তের আত্মস্বরূপ ? ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—এবমস্যেশ্বরত্বে গিরিধারণাদয় এতন্নিষ্ঠা-ধর্ম্মা এব হেতবো দর্শিতাঃ। অস্মদাদিসর্ব্বব্রজবাসি-নিষ্ঠশ্চৈকো ধর্ম্মো দৃশ্যতামিত্যাহ,—দুস্ত্যজশ্চেতি। তে তনয়ে তবৈব তনয়ো নাস্মাকমিতি সম্যগ্‌বিচারিতে সত্যপীতি ভাবঃ। ন কেবলমস্মাকং বাৎসল্যভাববতামেব গোপানাং অপি তু সর্ব্বেষাং বালাদীনামপি সখ্যাদিভাববতাং স্ত্রীপুংসামপি জাত্যন্তরাণামপি বনৌকসাং মৃগপক্ষ্যাদীনামপি অনুরাগঃ প্রতিক্ষণং নবনবায়মানা বর্দ্ধমানা প্রীতিরনুরাগশব্দস্য তথাভূতার্থকত্বাৎ নতু প্রীতিমাত্রম্। কিঞ্চ, দুস্ত্যজ ঔৎপত্তিকত্বাৎ সম্প্রতীশ্বরত্ব-লক্ষণে দৃষ্টেঽপি ত্যক্তুমশক্যঃ। তেন পুত্রবিত্তাদিদেহজীবাত্মভ্যো যথোত্তরাধিকপ্রেমাস্পদেভ্যোঽপ্যাত্যন্তিকপ্রেমাস্পদং পরমাত্মৈবায়মিতি বুদ্ধ্যতে। ন হি কেবলনরত্বে সত্যেবং সম্ভবতীতি ভাবঃ। সত্যং তর্হি পরমাত্মৈবায়ং নিশ্চীয়তামিতি চেত্তত্রাহুঃ—অস্মাসু সর্ব্বেষু ব্রজবাসিষু বনৌকঃসু চ তস্যাপি অনুরাগ উক্তলক্ষণঃ কথং সম্ভবেৎ তস্যাত্মারামত্বেন সর্ব্বত্রৌদাসীন্যাদস্মাসু সংসারিকেষ্বেবৌৎপত্তিক্যাসক্তির্ন ঘটত ইতি ভাবঃ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গিরিধারণাদি এতন্নিষ্ঠ কার্য্যসকলই ইহার ঈশ্বরত্বে হেতু দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু অস্মদাদি সমস্ত ব্রজবাসি-নিষ্ঠ এক কার্য্য অবলোকন কর, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'দুস্ত্যজশ্চ' ইত্যাদি। 'তে তনয়ে'—তোমার এই তনয়ে, অর্থাৎ তোমারই তনয় আমাদিগের নহে, ইহা সম্যক্‌প্রকারে বিচারিত হইলেও তৎপ্রতি আমাদিগের অনুরাগ দুস্ত্যাজ্য হইয়াছে। কেবল বাৎসল্য ভাবশালী আমাদিগেরই নহে, পরন্তু সখ্যাদি ভাবময় বালকাদির এবং অন্য-জাতীয় স্ত্রী, পুরুষ ও বনবাসী মৃগ পক্ষীদিগের পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণে নব নব অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সামান্য প্রীতি নহে। আরও, সম্প্রতি ঐশ্বরিকভাবে দেখিলেও সেই অনুরাগ পরিত্যাগ করিতে আমরা অসমর্থ হইয়াছি, সুতরাং বোধ হইতেছে যে, উত্তরোত্তরে অধিক প্রেমাস্পদীভূত পুত্র, বিত্তাদি, দেহ ও জীবাত্মা হইতেও এই বালক অত্যন্ত প্রেমাস্পদ পরমাত্মাই হইবেন, যেহেতু কেবল মনুষ্য হইলে এই প্রকার সম্ভবপর হয় না—এই ভাবার্থ।

যদি বলেন—তাহা হইলে ইহাকে পরমাত্মারূপেই নিশ্চয় কর। তদুত্তরে বলিতেছেন—পরমাত্মা হইলে অস্মদাদি সমস্ত ব্রজবাসী ও বনবাসীর প্রতি ইহারও তাদৃশ অনুরাগ কিপ্রকারে সম্ভব হয়? যেহেতু আত্মারামত্ব-প্রযুক্ত তিনি সর্ব্বত্র ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, সুতরাং অস্মদাদি সাংসারিক জনে ঐরূপ স্বাভাবিক আসক্তি জন্মিতে পারে না—এই ভাব॥ ১৩॥

ক্ব সপ্তহায়নো বালঃ ক্ব মহাদ্রিবিধারণম্।
ততো নো জায়তে শঙ্কা ব্রজনাথ তবাত্মজে॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রজনাথ! সপ্তহায়নঃ (সপ্তবর্ষীয়ঃ) বালঃ (বালকঃ অয়ং কৃষ্ণঃ) ক্ব (কুত্র বর্ত্ততে) মহাদ্রিবিধারণং (গোবর্দ্ধন-সদৃশমহাগিরিধারণঞ্চ) ক্ব (বর্ত্ততে, অস্য তাদৃশগিরিধারণং অতীবাসম্ভবম্ ইতি) ততঃ (তস্মাৎ) তব আত্মজে (পুত্রে) নঃ (অস্মাকং) শঙ্কা (সংশয়ঃ) জায়তে

অনুবাদ—হে ব্রজেশ্বর, সপ্তমবর্ষীয় এই বালকই বা কোথায় এবং গোবর্দ্ধনসদৃশ মহাগিরির ধারণই বা কোথায়? অতএব তোমার এই পুত্রসম্বন্ধে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে॥ ১৪॥

বিশ্বনাথ—উক্তমপ্যদ্রিধারণং প্রস্তুতত্বাদতিবিস্ময়েন পুনরাহুঃ ক্বেতি॥ ১৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গিরিরাজ ধারণের কথা উক্ত হইলেও প্রকরণপ্রাপ্তহেতু অতিশয় বিস্ময়ে পুনরায় বলিতেছেন—'ক্ব' ইত্যাদি, কোথায় সপ্তম বর্ষের বালক, আর কোথায় গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ধারণ! অতএব তোমার এই পুত্রের প্রতি আমাদের আশঙ্কা হইতেছে॥ ১৪॥

শ্রীনন্দ উবাচ—

শ্রূয়তাং মে বচো গোপা ব্যেতু শঙ্কা চ বোঽর্ভকে।
এনং কুমারমুদ্দিশ্য গর্গো মে যদুবাচ হ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—শ্রীনন্দঃ উবাচঃ। (হে) গোপাঃ গর্গঃ (মুনিঃ) এনং কুমারম্ উদ্দিশ্য মে (মহ্যং পুরা) যৎ উবাচ হ মে (মম) বচঃ (তদ্‌বাক্যং) শ্রূয়-

তাম্। বঃ (যুষ্মাকং) অর্ভকে (অস্মিন্ বালকে) চ শঙ্কা (যঃ সন্দেহঃ সঃ) ব্যেতু (দূরীভবতু) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীনন্দ মহারাজ বলিলেন—হে গোপগণ, এই বালক সম্বন্ধে তোমাদের আশঙ্কা দূর হউক, গর্গমুনি ইঁহার বিষয় আমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অহো মদ্বালকেঽস্মিন্ প্রাক্ সিদ্ধমহাপ্রভাবে মদিষ্টদেবস্য শ্রীনারায়ণস্য ময্যতিকৃপয়া মদ্বিপদোঽভিহন্তুমাবেশমালক্ষ্য তে সংশেরতে তদেতান্ শ্রীগর্গোক্ত্যৈব প্রবোধয়ামীত্যাশয়েনাহ শ্রূয়তামিতি ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! প্রাক্‌সিদ্ধ মহাপ্রভাববিশিষ্ট আমার এই বালকের প্রতি, মদীয় ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণের আমাতে অতিশয় কৃপাবশতঃ আমার বিপৎসমূহ পরাভব করিবার আবেশ লক্ষ্য করিয়া এই গোপগণ সংশয় করিতেছে, অতএব ইঁহাদিগকে শ্রীগর্গমুনি কথিত বাক্যের দ্বারাই প্রবোধিত করিব, এই অভিপ্রায়ে শ্রীনন্দ মহারাজ বলিতেছেন—'শ্রূয়তাম্', গর্গমুনি ইঁহার বিষয়ে আমাকে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্ গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—অনুযুগং (প্রতিযুগং) তনুঃ (বিবিধবিগ্রহান্) গৃহ্ণতঃ (স্বীকুর্ব্বতঃ) অস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ কিল (পুরা বভূবুঃ) ইদানীং (দ্বাপরে) কৃষ্ণতাং গতঃ (কৃষ্ণবর্ণঃ জাতঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—ইনি প্রতি যুগে বিবিধ বিগ্রহ ধারণ করিতেছেন, এ পর্য্যন্ত ইঁহার শুক্ল, রক্ত, এবং পীতবর্ণ হইয়াগিয়াছে। সম্প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৬ ॥

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কৃচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সম্প্রচক্ষতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তব অয়ং আত্মজঃ প্রাক্ (পুরা) কৃচিৎ (একস্মিন্ কালে) বসুদেবস্য (গৃহে) জাতঃ (তস্মাৎ) অভিজ্ঞাঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ জনাঃ) শ্রীমান্ বাসুদেব ইতি (চ এনং) সম্প্রচক্ষতে (কথয়ন্তি) ॥১৭॥

অনুবাদ—তোমার এই পুত্র পূর্ব্বে একসময়ে বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইঁহাকে বাসুদেব বলিয়া থাকেন ॥১৭

বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) সুতস্য গুণকর্ম্মানুরূপাণি (গুণকর্ম্মসদৃশানি) বহূনি নামানি রূপাণি চ সন্তি তানি (রূপাণি নামানি চ) অহং বেদ (জানামি) জনাঃ (জানন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—এতদ্‌ব্যতীত তোমার এই পুত্রের গুণ এবং কর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম ও রূপ বর্ত্তমান আছে, সে সকল আমি জানি, অন্য লোক জানে না ॥ ১৮ ॥

এষ বঃ শ্রেয় আধাস্যদ্‌গোপগোকুলনন্দনঃ।
অনেন সর্ব্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—গোপগোকুলনন্দনঃ (গোগোপানাং প্রীতিজনকঃ) এষঃ (বালঃ) বঃ (যুষ্মাকং) শ্রেয়ঃ (শুভং) আধাস্যৎ (করিষ্যতি) যূয়ং অনেন অঞ্জঃ (সাক্ষাৎ) সর্ব্বদুর্গানি (সর্ব্ববিঘ্নান্) তরিষ্যথ (অতিক্রান্তাঃ ভবিষ্যথ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—গো এবং গোপগণের আনন্দজনক এই বালক তোমাদের শুভ বিধান করিবেন। তোমরা ইঁহার সাহায্যে সাক্ষাৎ সর্ব্ববিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবে ॥ ১৯॥

পুরানেন ব্রজপতে সাধবো দস্যুপীড়িতাঃ।
অরাজকে রক্ষ্যমাণা জিগ্যুর্দস্যূন্ সমেধিতাঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রজপতে, (নন্দ!) পুরা অরাজকে দস্যুপীড়িতাঃ (দুর্জ্জন-পীড়িতাঃ) সাধবঃ অনেন রক্ষ্যমাণাঃ (পাল্যমানাঃ) সমেধিতাঃ (বলোদ্দীপিতাশ্চ সন্তঃ) দস্যূন্ (দুষ্টান্) জিগ্যুঃ (পরাজিতবন্তঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে ব্রজপতে, পূর্ব্বকালে অরাজক অব-

স্থায় দস্যুপীড়িত সাধুগণ ইঁহার দ্বারা রক্ষিত এবং ইঁহার বলে উদ্দীপিত হইয়া দস্যুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

য এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ।
নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যে মানবাঃ এতস্মিন্ মহাভাগে প্রীতিং (অনুরাগং) কুর্ব্বন্তি অসুরাঃ বিষ্ণুপক্ষান্ (বিষ্ণুভক্তান্ ইব অসুরাঃ যথা বিষ্ণুভক্তান্ অভিভবিতুং ন সমর্থাঃ তথা) অরয়ঃ (শত্রবঃ) এতান্ (জনান্) ন অভিভবন্তি (ন পরাভবিতুং শক্নুবন্তি) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—যে সকল মানব এই মহাভাগ্যশীল বালকের প্রতি অনুরাগযুক্ত হইবেন—অসুরগণ যেরূপ বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তিগণের পরাভব করিতে পারে না সেইরূপ শত্রুগণও তাঁহাদের পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২১ ॥

তস্মান্নন্দ কুমারোঽয়ং নারায়ণসমো গুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ অয়ং নন্দ কুমারঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রিয়া কীর্ত্ত্যা অনুভাবেন (প্রভাবেন) গুণৈঃ (ইত্যাদ্যৈঃ অন্যৈশ্চ) নারায়ণসমঃ (ভবতি) তৎ (তস্মাৎ) কর্ম্মসু (অস্য আচরিতেষু) বিস্ময়ঃ ন (নাস্তি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অতএব এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রী, কীর্ত্তি, প্রভাব এবং অন্যান্য গুণে নারায়ণ তুল্য, সেইজন্য ইঁহার আচরণে কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ নাই ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হে নন্দ, তস্মাদয়ং কুমার ইতি গর্গোক্তের্ন কেবলময়ং মমৈব কুমারোঽপি তু যুষ্মাকমপীত্যতোঽস্মিন্ ঐশ্বর্য্যে দৃষ্টেঽপি বাৎসল্যং প্রতিদিনমাশীঃশতঞ্চ ন ত্যাজ্যমিতি বিবক্ষয়ৈব "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে" ইতি গর্গোক্তেরনুক্তিঃ। "নারায়ণসমঃ" ইতি নারায়ণাবেশাদেব নত্বয়ং নারায়ণঃ, যথা সূর্য্যকান্তশিলাপি সূর্য্যসমেত্যুচ্যতে তস্মাদয়ং নেশ্বরঃ নাপি নিকৃষ্টো জীবঃ কিন্তু লোকোত্তরকর্ম্মা কোঽপ্যয়মস্মৎকুলভূষণ এব অতএব তেন গর্গেনৈব সর্ব্বান্তে প্রোক্তং "তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ" ইতি। তস্য লোকাতীতকর্ম্মসু অত্যদ্ভুতদৃষ্ট্যা অয়মীশ্বর ইতি বুদ্ধির্ন কর্ত্তব্যেতি তেনৈব নিষিদ্ধত্বাদস্মিন্ যুষ্মদনুকম্পে চিরং জীবেত্যাশীরেব কার্য্যা ন ত্বৌদাসীন্যমিতি ফলতো "গোপায়স্ব সমাহিত" ইতি গর্গোক্তিরেবোক্তা। গোপানাং বিস্ময়নিরসনেন সংশয়াপনোদনঞ্চ কৃতমিতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মান্নন্দ। কুমারোঽয়ং'—হে গোপগণ গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, "অতএব হে নন্দ! এই কুমার" এই গর্গবাক্যে এই কুমার কেবল আমার নহে তোমাদেরও পুত্র, সুতরাং 'ইহাতে কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য দৃষ্ট হইলেও ইহাকে বাৎসল্য ও প্রতিদিন শত শত আশীর্ব্বাদ করিতে বিরত হইও না'—এই প্রকার বলিবার নিমিত্ত শ্রীনন্দ মহারাজ, "তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ন্তে', এই গর্গবাক্যের কিঞ্চিৎ অন্যথা করিয়া বলিলেন। 'নারায়ণসমঃ'—ঔদার্য্যাদিগুণ, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ও অনুভব দ্বারা নারায়ণসম, অর্থাৎ শ্রীমন্নারায়ণের আবেশহেতু নারায়ণতুল্য, পরন্তু এই বালক নারায়ণ নহে, যেমন সূর্য্যকান্তশিলাকেও সূর্য্যসম বলা যায় তদ্রূপ জানিবে। সুতরাং এই বালক—ঈশ্বর নহে, কিম্বা নিকৃষ্ট জীবও নহে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতিকর্ম্মশালী কোনও ভাগ্যবান্ পুরুষ আমাদিগের কুলভূষণ হইয়া জন্মিয়াছে। অতএব গর্গমহাশয় সর্ব্বান্তে বলিয়াছেন—"তৎকর্ম্মসু ন বিস্ময়ঃ", ইহার কার্য্যে বিস্ময়ান্বিত হইও না, অর্থাৎ ইহার অলৌকিক কর্ম্মসমূহ অতি অদ্ভুত দেখিয়া 'এই বালক ঈশ্বর'—এই প্রকার বুদ্ধি করিও না, তিনিই এই বিষয়ে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তোমাদের অনুকম্পার পাত্র এই বালককে 'চিরং জীব' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে, পরন্তু ঔদাসীন্য অবলম্বন করিও না। ইহার দ্বারা "গোপায়স্ব সমাহিতঃ', অর্থাৎ সাবধানে ইহাকে রক্ষা করিও—এই গর্গবাক্যই বলা হইল এবং গোপগণের বিস্ময় নিরাকরণ দ্বারা সংশয় অপনোদনও করা হইল ॥২২

ইত্যদ্ধা মাং সমাদিশ্য গর্গে চ স্বগৃহং গতে।
মন্যে নারায়ণস্যাংশং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—গর্গে (মুনিবরে) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) অদ্ধা (সাক্ষাৎ) মাং সমাদিশ্য (বিজ্ঞাপ্য) স্বগৃহং গতে চ ইদানীং (অক্লিষ্টকারিণং (অস্মাকং সুখকারিণং এনং) কৃষ্ণং নারায়ণস্য অংশং মন্যে (নির্দ্ধারয়ামি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—গর্গমুনি সাক্ষাদ্ভাবে আমাকে এরূপ জানাইয়া নিজগৃহে গমন করিলে সম্প্রতি আমাদের এই সুখকারী বালককে নারায়ণের শক্ত্যাবেশ (অর্থাৎ মাধুর্য্যপর ভক্তগণের কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়াও প্রেমাধিক্য বশতঃ তাঁহাতে ঈশ্বরবুদ্ধি হয় না। তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে হয়ত ইহা আমার পুত্রেরই কোন ঐশ্বর্য্য হইবে) বলিয়াই নিশ্চয় করিতেছি ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অংশং তচ্ছক্ত্যাবেশিনং মন্যে বিতর্কয়ামি। অস্মান্ অক্লিষ্টান্ কর্ত্তুং শীলং যস্য তম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অংশং'—আমাদিগের কষ্ট দূরীকরণে যত্নশীল কৃষ্ণকে অধুনা আমি 'শ্রীনারায়ণের অংশ' অর্থাৎ নারায়ণের শক্ত্যাবেশ বলিয়া মনে করিতেছি ॥ ২৩ ॥

ইতি নন্দবচঃ শ্রুত্বা গর্গগীতং ব্রজৌকসঃ।
মুদিতা নন্দমানর্চ্চুঃ কৃষ্ণঞ্চ গতবিস্ময়াঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজৌকসঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তং) গর্গগীতং (গর্গমুনিনা কীর্ত্তিতং) নন্দ বচঃ শ্রুত্বা মুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) গতবিস্ময়াঃ (বিস্ময়রহিতাঃ সন্তঃ) নন্দং কৃষ্ণং চ আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ব্রজবাসিগণ নন্দ মহারাজের মুখে গর্গমুনির এইরূপ বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট এবং বিস্ময়হীন হইয়া নন্দ মহারাজের ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—আনর্চ্চুঃ বস্ত্ররত্নস্বর্ণমুদ্রোপহারেণ সম্মানয়ামাসুঃ। কৃষ্ণে বনাদাগতে সতি সায়ঞ্চ তং পীতাম্বরহারকটককুণ্ডলকিরীটৈরলঙ্কৃত্য জয় জয় ব্রজভূমিভূষণ, চিরং জীবেত্যুপলালয়ামাসুঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আনর্চ্চুঃ'—ব্রজবাসিগণ বিগতসংশয় হইয়া পরমানন্দে শ্রীনন্দ মহারাজকে বস্ত্র, রত্ন, স্বর্ণমুদ্রা উপহারের দ্বারা সম্মাননা করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে বন হইতে আগমন করিলে তাঁহাকে পীতবসন, হার, কটক (বালা) কুণ্ডল ও কিরীট দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া "জয় জয় ব্রজভূমিভূষণ! চিরকাল জীবিত থাক" ইত্যাদি বাক্যে লালন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণম্ দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দগোপসম্বাদো নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) যজ্ঞবিপ্লবরুষা (যজ্ঞরাহিত্যজন্য ক্রোধেন) দেবে (ইন্দ্রে) বজ্রাশ্মবর্ষনিলৈঃ (অশনি করকাপ্রবলবাতৈঃ) বর্ষতি (সতি) আত্মশরণং (নিজাশ্রিতং) সীদৎপালপশুস্ত্রি (সীদন্তঃ অবসন্নাঃ পালাঃ পশবঃ স্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তৎ গোষ্ঠং) দৃষ্ট্বা অনুকম্পী (সদয়ঃ) উৎস্ময়ন্ (ঈষৎ হসন্) অবলঃ (বালকঃ) লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা (ক্রীড়ার্থং ছত্রাকারং উদ্ভিদ্বিশেষং ইব) এক করেণ (এক হস্তেনৈব) শৈলং (গোবর্দ্ধনং) উৎপাট্য বিভ্রৎ (ধারয়ন্) গোষ্ঠং অপাৎ (ররক্ষ সঃ মহেন্দ্রমদভিৎ ইন্দ্রগর্ব্ববিনাশনঃ) গবাং ইন্দ্রঃ (প্রভুঃ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রীয়াৎ (প্রীতো ভবতু) ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—তখন তাঁহারা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"যজ্ঞভঙ্গ জন্য ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র, করকা এবং প্রবল বায়ু বর্ষণ করিতে লাগিলে যিনি নিজ আশ্রিত গোষ্ঠস্থ পশু, পশুপালক ও অবলাগণকে অবসন্ন দেখিয়া সদয়ভাবে ঈষদ্হাস্যসহকারে বালকের উচ্ছিলীন্ধ্র (ছত্রাকার উদ্ভিদ্ বিশেষ) ধারণের ন্যায় অনায়াসে একহস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটনপূর্ব্বক উর্দ্ধে ধারণ করিয়া ব্রজ রক্ষা করিয়াছিলেন,

সেই ইন্দ্রগর্ব্ববিনাশক, গোসমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রীত হউন" ।। ২৫ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ভো রাজন্নিন্দ্রকোপোত্থিতাদ্বজ্রাশ্মবর্ষাদিকান্মহাসঙ্কটাদ্গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য তদাশ্রিতং গোষ্ঠং রক্ষন্ তন্মখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ কৃষ্ণো যথা সুরলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাতি, তথৈব ব্রহ্মকোপোত্থিতাদ্বাগ্বজ্রাদিদং শ্রীভাগবতং বেদোদধিভ্য উদ্ধৃত্য ত্বাং রক্ষন্ তৎপরায়ণমখপ্রবর্ত্তনপণ্ডিতঃ কৃষ্ণো ভক্তিরহিতদার্শনিকভূসুরলোকগর্ব্বহন্তা প্রীণাত্বিত্যাশয়েন পরীক্ষিতং স্বান্তঃপাতং মানয়ন্ কৃষ্ণপ্রীতিং প্রার্থয়তে,—দেবে ইতি। যজ্ঞবিপ্লবেন যা রুট্ তয়া দেবে ইন্দ্রে বর্ষতি সতি বজ্রৈরশ্মভিশ্চ পরুষানিলৈশ্চ সীদৎপালপশুস্ত্রি সীদন্তঃ পালাঃ পশবস্ত্রিয়শ্চ যস্মিন্ তত্তথা। আত্মা স্বয়মেব শরণং যস্য তদ্গোষ্ঠং দৃষ্ট্বা অনুকম্পী কৃপালুরুৎস্ময়ন্ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্ অবলো বালো লীলয়া যথা উচ্ছিলীন্ধ্রমেকেনৈব করেণোৎপাটয়তি তথৈবোৎপাট্য যো গোষ্ঠমপাৎ স গবামিন্দ্রেতি ইন্দ্র এবেন্দ্রস্য মদং ভিনত্তীতি ন্যায়ঃ। কৃষ্ণো নো মাং পরীক্ষিতং এতান্ শ্রোতৃংশ্চ প্রতি প্রীয়াৎ প্রীণাতু ।।২৫।।

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষড়্‌বিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ।।

ইতি শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্! ইন্দ্রকোপোত্থিত বজ্র, প্রস্তরখণ্ড ও বর্ষাদি মহাসঙ্কট হইতে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক তদাশ্রিত গোষ্ঠ রক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধন-যজ্ঞ প্রবর্ত্তনে পণ্ডিত ও সুরলোক-গর্ব্বহন্তা শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রীতিলাভ করিতেছেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ-কোপোত্থিত বাক্যরূপ বজ্র হইতে বেদোদধি-নিষ্কাষিত এই শ্রীমদ্ভাগবতকে উদ্ধার করতঃ তোমাকে রক্ষা করিয়া শ্রীভাগবত-পরায়ণদিগের যজ্ঞ প্রবর্ত্তনে পণ্ডিত ও ভক্তিহীন দার্শনিক ভূসুরলোক-গর্ব্বহন্তা শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিলাভ করুন, এই অভিপ্রায়ে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের মনোগত ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন—'দেবে' ইত্যাদি। 'যজ্ঞবিপ্লবরুষা'—যজ্ঞনাশজন্য ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ আরম্ভ করিলে, বজ্র, প্রস্তরখণ্ড ও তীব্রবায়ু দ্বারা অবসন্ন গোপগণ, পশুগণ ও স্ত্রীসকলকে এবং 'আত্মশরণং দৃষ্ট্বা'—নিজেই যাহার রক্ষক, সেই গোষ্ঠকে নিজের শরণাপন্ন দর্শনপূর্ব্বক অনুকম্পান্বিত হৃদয়ে 'উৎস্ময়ন্'—ঈষৎ হাস্য করতঃ, অর্থাৎ স্বপ্রৌঢ়ি আবিষ্কার করতঃ, 'অবলঃ'—বালক যেমন অনায়াসে এক হস্তের দ্বারাই ছত্রাক (ছত্রাকার ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ) উৎপাটিত করে, তদ্রূপ যিনি অবলীলাক্রমে এক হস্তে সেই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে ধারণ করিয়া গোষ্ঠকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 'মহেন্দ্রমদভিৎ স গবাম্ ইন্দ্রঃ'—ইন্দ্রই ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব করে এই ন্যায়ানুসারে, সেই ইন্দ্রগর্ব্বহারী গোবিন্দ আমাদিগের অর্থাৎ আমার প্রতি, পরীক্ষিৎ তোমার প্রতি এবং এই শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রতি প্রসন্ন হউন ।। ২৫ ।।

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।। ২৬ ।।

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।। ১০।২৬ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

গোবর্দ্ধনে ধৃতে শৈলে আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে।
গোলোকাদাব্রজৎ কৃষ্ণং সুরভিঃ শক্র এব চ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত প্রভাবদর্শনে সুরভি ও ইন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ-অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে।

গোবর্দ্ধনধারণে শ্রীকৃষ্ণের পরিশ্রম আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্র নিভৃতে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে সমাগত হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার ও স্তব করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কখনও অজ্ঞানজনিত মায়াময় গুণ-প্রবাহ থাকিতে পারে না, তথাপি তিনি ধর্ম্মসংস্থাপন ও খলনিগ্রহার্থ দেহধারণ করিয়া বিবিধ লীলা করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরাভিমানিগণের অভিমান চূর্ণ করেন। তিনিই প্রাণিগণের পিতা, গুরু, নিয়ন্তা ও দণ্ডদাতা কাল। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিতে মদান্বিত ইন্দ্রের কৃষ্ণ-স্মৃতি উদয়ার্থ তিনি ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-মত্ত ব্যক্তি দণ্ডপাণি তাঁহাকে দেখিতে পায় না। অতএব তিনি যাহার মঙ্গল বাঞ্ছা করেন, তাহাকে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে অভি-মান-রহিত হইয়া স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে আদেশ করিলেন। ইন্দ্র সুরভি সহ আকাশ-গঙ্গার জল ও সুরভির দুগ্ধ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করি-লেন ও তাঁহার 'গোবিন্দ' নাম রাখিলেন। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ও বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ। গোবর্দ্ধনে শৈলে ধৃতে (সতি) ব্রজে আসারাৎ রক্ষিতে (চ সতি) গোলো-কাৎ শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) সুরভিঃ এব চ কৃষ্ণং আব্রজৎ (আজগাম) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন, ভগবান্ গোবর্দ্ধন ধারণ করিলে বৃষ্টিপাত হইতে ব্রজমণ্ডল সংরক্ষিত হইল; অনন্তর গোলোক হইতে ইন্দ্র ও সুরভি শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন ॥১

বিশ্বনাথ—

সপ্তবিংশে ভয়াদিন্দ্রস্তুতিস্তত্র কৃপা হরেঃ।
সুরভ্যা চাভিষেকো যদ্গোবিন্দেত্যভিধাভবৎ ॥০॥

আসারাদ্রক্ষিতে ব্রজে ইতি শক্রস্য ভয়েনাগমনে হেতুঃ। সুরভেস্তু ব্রহ্মাজ্ঞয়া ভগবদভিষেকঃ শক্র-সাহায্যঞ্চ। ব্রহ্মণা চোদিতা বয়মিতি তদুক্তেঃ। গোলোকাৎ প্রাকৃতাদেব নত্বপ্রাকৃতাদ্বৈকুণ্ঠবিশেষাৎ তদীয় সুরভেরিন্দ্রসাহিত্যানুপপত্তেঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তবিংশ অধ্যায়ে ভয়-হেতু ইন্দ্রের স্তুতি, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা, সুরভির সহিত ইন্দ্রের কৃষ্ণাভিষেক এবং 'গোবিন্দ'—এই নামের প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'আসারাৎ রক্ষিতে ব্রজে'—শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণপূর্ব্বক বর্ষণ হইতে ব্রজভূমি রক্ষিত হইলে গোলোক হইতে সুরভি ও ইন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। এখানে অপরাধজনিত ভয়ই ইন্দ্রের আগমনের কারণ, কিন্তু সুরভি ব্রহ্মার আজ্ঞায় ভগবানের অভিষেক ও ইন্দ্রের সাহায্য করেন। "ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্" (২১ শ্লোক)—অর্থাৎ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা তোমাকে আমাদিগের ইন্দ্রত্বরূপে অভিষিক্ত করিব, এই বক্ষ্যমাণ সুরভি-বাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্র আপন অপরাধ-জন্য ভয়ে শ্রীব্রহ্মার পার্শ্বে গমন করিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মার আদেশানুসারে গোলোক হইতে সুরভিকে আনয়নপূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্রহ্মার আজ্ঞায় সুরভি ও ইন্দ্র (একত্র) শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। 'গোলোকাৎ'—এই স্থলে গোলোক-শব্দে প্রাকৃত গোলোক জানিতে হইবে, পরন্তু অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীগোকুলের প্রকাশবিশেষ যে গোলোক, তাহা নহে, কারণ অপ্রাকৃত গোলোকগত সুরভির সঙ্গলাভ প্রাকৃত ইন্দ্রের পক্ষে অসম্ভব ॥ ১ ॥

বিবিক্ত উপসঙ্গম্য ব্রীড়িতঃ কৃতহেলনঃ।
পস্পর্শ পাদয়োরেনং কিরীটেনার্কবর্চ্চসা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—কৃতহেলনঃ (কৃষ্ণং প্রতি অবজ্ঞাকারী

অতএব) ব্রীড়িতঃ (লজ্জিতঃ ইন্দ্রঃ) বিবিক্তে (নির্জ্জনে) উপসঙ্গম্য (কৃষ্ণসমীপমাগত্য) অর্ক-বর্চ্চসা (সূর্য্যবদৌজ্জ্বল্যশালিনা) কিরীটেন (শিরোভূষণেন) এনং (কৃষ্ণং) পাদয়োঃ পস্পর্শ (প্রণনাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র অবজ্ঞাজনিত লজ্জায় লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণসমীপে আগমনপূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য-প্রদীপ্ত স্বকীয় কিরীট দ্বারা তদীয় পাদযুগল স্পর্শ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বিবিক্ত ইতি হন্ত হন্ত শক্রহতকস্য বজ্রপ্রহারৈর্মম গোবর্দ্ধনপৃষ্ঠং কীদৃশং জর্জ্জরমভূদিতি দিদৃক্ষয়া কদাচিৎ প্রাতরেকাকিনৈব কৃষ্ণেন তত্র গমনাত্তদৈবেন্দ্রেণাপ্যাগমনাদিতি বুধ্যতে। দর্শনস্থানঞ্চ হরিবংশে ব্যক্তম্—"স দদর্শোপবিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধন-শিলাতলে" ইতি। শৃণু ভোঃ শক্র! ত্বং প্রথমমেক এব বাহনাদিস্বপরিচ্ছদং পরিত্যাজ্য দীনো ভূত্বা স্বাপরাধং ক্ষমাপয়িতুং প্রভোশ্চরণাম্বুজয়োর্দণ্ডবন্নিপতেতি সুরভ্যা প্রেরণাদুপসঙ্গম্য। হন্ত ভো দেবেন্দ্র! কিমিদং তে ময্যপারং বাৎসল্যং দৃশ্যতে যদ্বাল্যাদজ্ঞত্বাৎ তন্মখহন্তারং সাগসমপি মামনুকম্পিতুমায়াসীতি দৃগিঙ্গিতেনোক্তে সতি ব্রীড়িতঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবিক্তে'—ইন্দ্র নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে আগমনপূর্ব্বক স্বকীয় কিরীটদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণযুগলে নমস্কার করিলেন। ইন্দ্র নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন কি প্রকারে প্রাপ্ত হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়া তৎপর অন্য কোন দিন প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ, "হায়! হায়! পরমঘাতক ইন্দ্রের বজ্রপ্রহারে না জানি আমার গোবর্দ্ধনগিরি কি প্রকার জর্জ্জরিত হইয়াছে"—ইহা ভাবিয়া তদ্দর্শনাভিলাষে তিনি একাকী তথায় গমন করিলেন, ঠিক্ সে সময়ে ইন্দ্রও তথায় গমন করিয়াছিলেন ইহা বুঝিতে হইবে। দর্শনস্থানও শ্রীহরিবংশে উক্ত হইয়াছে—"স দদর্শোপ-বিষ্টং বৈ গোবর্দ্ধন-শিলাতলে" ইত্যাদি, অর্থাৎ ইন্দ্র, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের একদেশে শিলাতলে উপবিষ্ট গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছিলেন। 'উপ-সঙ্গম্য'—"ভো ইন্দ্র! শ্রবণ কর, তুমি বাহনাদি স্বীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগপূর্ব্বক অতিদীনভাবে প্রথমতঃ একাকীই গমন করিয়া নিজ অপরাধ ক্ষমাপণ করিবার নিমিত্ত প্রভুর চরণকমলে দণ্ডবৎ পতিত হও", ইত্যাদি বাক্যে সুরভি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ইন্দ্র একাকীই শ্রীকৃষ্ণসমীপে আগমন করিলেন। 'ব্রীড়িতঃ'—শ্রীকৃষ্ণের মনোগত ভাব অবগত হইয়াই ইন্দ্র লজ্জিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোভাব এই—"হে দেবেন্দ্র! (আপনি দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ), আমি সামান্য গোপনন্দন, আমাতে আপনার অপার বাৎসল্যভাব দেখিতেছি, ইহা কি প্রকার? অজ্ঞত্ব-প্রযুক্ত আপনার যজ্ঞহন্তা অপরাধী আমাকে যে বাৎসল্যভাবে অনুকম্পা করিতে আগমন করিয়াছেন"—এইরূপ বাক্য নয়নেঙ্গিত দ্বারা ব্যক্ত হইলে ইন্দ্র লজ্জাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

দৃষ্টশ্রুতানুভাবোঽস্য কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
নষ্টত্রিলোকেশমদ ইদমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অমিততেজসঃ (অসীমবীর্য্যস্য) অস্য কৃষ্ণস্য দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ (শ্রুতশ্চাসাবনুভাবশ্চ শ্রুতানুভাবো যেন স ইন্দ্রঃ) নষ্টত্রিলোকেশমদঃ (নষ্ট লুপ্তঃ ত্রিলোকেশমদঃ অহমেব ত্রিলোকাধিপতিরিতি গর্ব্বঃ যস্য সঃ ইন্দ্রঃ) কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) ইদম্ আহ ॥৩॥

অনুবাদ—ইন্দ্র অসীম বীর্য্য শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এখন গোবর্দ্ধন-ধারণকালে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া "আমিই ত্রিলোকের অধিপতি"—এইরূপ গর্ব্ব খর্ব্ব হওয়ায় কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—আদৌ দৃষ্টঃ স্বনেত্রাভ্যামেব পশ্চাদ-পরাধিত্বং স্বস্য নিশ্চিত্য পরিত্রাণোপায় জিজ্ঞাসয়া মেরুপৃষ্ঠং গত্বা শ্রুতো ব্রহ্মমুখাদনুভাবঃ প্রভাবো যেন সঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃষ্টশ্রুতানুভাবঃ'—ইন্দ্র প্রথমে স্বনেত্রদ্বারাই শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধারণ দেখিয়াছেন, পরে 'শ্রীভগবানের নিকট আমি অপরাধী হইলাম' ইহা নিশ্চয় করিয়া সেই অপরাধের পরিত্রাণোপায় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মেরুপৃষ্ঠে গমনপূর্ব্বক শ্রীব্রহ্মার মুখে শ্রীকৃষ্ণ-প্রভাব শ্রুত হইয়াছিলেন ॥৩॥

ইন্দ্র উবাচ—
বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং
তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রঃ উবাচ । (তত্র মমাপরাধং ক্ষমস্বেতি বক্তুঃ তব তাবদপরাধো নাস্ত্যেব ত্বয়া অনুগ্রহ এব কৃত ইত্যাহ) (হে দেব !) তব ধাম (স্বরূপং) শান্তং (একরূপং) তপোময়ং (প্রচুরজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ) ধ্বস্তরজস্তমস্কং (রজস্তমোগুণসম্পর্কশূন্যং) বিশুদ্ধসত্ত্বং (শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ং ভবতি) অনুগ্রহণানুবন্ধঃ (অজ্ঞান-সম্বন্ধঃ) মায়াময়ঃ (মায়াকার্য্যরূপঃ) অয়ং (অস্মদাদিষু দৃশ্যমানঃ) গুণসম্প্রবাহঃ (সংসারঃ) তে (তব) ন বিদ্যতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র বলিলেন,—"হে দেব, তোমার স্বরূপ অপরিবর্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময়, রজঃ ও তমোগুণসম্পর্কশূন্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বময় । অজ্ঞানানুবন্ধজনিত, মায়াময় এই গুণপ্রবাহ অর্থাৎ সংসার তোমার নাই ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—গর্ব্বাদেব ত্বন্মখং বিখণ্ড্য লোভাদেব ত্বৎসম্প্রদানীয়ং নৈবেদ্যং ভোক্তুং গোবর্দ্ধনমখমিষমেবাকরবমহমিতি মত্তত্ত্বং ত্বং জানাস্যেবেতি স্বস্মিন্ বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য ভো নাথ ! ত্বন্মায়ামোহিতোঽপ্যহং ত্বৎকৃপালেশেনাধুনা ত্বত্তত্ত্বমেতন্মাত্রং ত্বহং জানামীত্যাহ—বিশুদ্ধমিতি দ্বাভ্যাম্ । তব ধাম স্বরূপং শান্তমনুগ্রং তপোময়ং জ্ঞানস্বরূপং তর্হি কিং সত্ত্বগুণোত্থং ? ন, বিশুদ্ধসত্ত্বং অপ্রাকৃতং চিদানন্দময়মিত্যর্থঃ । অতোরজস্তমসোস্ত্বয়ি সম্ভাবনৈব নাস্তি প্রত্যুতান্যগতয়োরপি তয়োস্ত্বত্তো ধ্বংস এবেত্যাহ ধ্বস্তং রজস্তমশ্চ যস্মাৎ যৎস্মরণাদি-কর্ত্তুরপি রজস্তমসী নশ্যত ইত্যর্থঃ । অতোঽস্মিন্ জগত্যস্মদাদিষু যো গুণানাং সম্যক্ প্রবাহঃ সংসাররূপঃ মায়াময়ঃ অয়ং তে তব নৈব বিদ্যতে । ননু, জীববন্মাস্তু কিন্তু মায়ামধিনীকৃত্য কদাচিৎ কৌতুকবশাদস্তু নাত্র কোঽপি দোষস্তত্রাহ অগ্রহণানুবন্ধঃ ন বিদ্যতে গ্রহণস্যানুবন্ধ আকাঙ্ক্ষাপি যত্র সঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—হে ইন্দ্র ! আমি গর্ব্ববশতঃ তোমার যজ্ঞ নিরাকরণপূর্ব্বক লোভ-পরতন্ত্র হইয়াই তোমার উদ্দেশ্যে সম্প্রদানীয় নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবার মানসে গোবর্দ্ধন যজ্ঞ ছলনামাত্র করিয়াছি । এই প্রকার কার্য্যকারী আমার তত্ত্ব তুমি যথার্থই অবগত হইয়াছ । তাহাতে ইন্দ্র নিজের প্রতি এতাদৃশ বক্রোক্তি আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—হে নাথ ! আমি ভবদীয় মায়ায় বিমোহিত হইলেও আপনার কৃপালেশে অধুনা আপনার তত্ত্ব এই মাত্র জানিয়াছি যে—'তব ধাম শান্তং তপোমাত্রং', অর্থাৎ আপনার স্বরূপ শান্ত (অনুগ্র) ও জ্ঞানস্বরূপ ।

যদি বলেন—তবে কি আমি সত্ত্বগুণজন্য হইয়াছি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিশুদ্ধসত্ত্বং', না, আপনি সত্ত্বগুণজন্য নহেন, পরন্তু আপনি বিশুদ্ধসত্ত্ব, অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিদানন্দময়, এই অর্থ । অতএব রজোগুণ ও তমোগুণের সম্ভাবনা আপনাতে কখনও সম্ভব হয় না, বরঞ্চ অন্য জীবগত রজোগুণ ও তমোগুণ আপনা হইতে ধ্বংসই হইয়া থাকে, এইজন্য আপনি 'ধ্বস্তরজস্তমস্ক' হইয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা আপনার স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই স্মরণকারী ভক্তসকলের রজোগুণ ও তমোগুণ নাশ করিয়া থাকেন । অতএব এই জগতে অস্মদাদি জীবে সত্ত্বাদিগুণের প্রবাহরূপ যে সংসার, মায়াময় বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে তাহা নিশ্চয়ই আপনার নাই ।

যদি বলেন—জীববৎ সংসার নাই থাকুক, কিন্তু মায়াকে স্বীয় অধীন করিয়া কোনও সময় কৌতুকবশে মায়াময় সংসার আমার হইয়া থাকে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে প্রভো ! তজ্জন্য কোন দোষ হইতে পারে না, কারণ আপনি 'অগ্রহণানুবন্ধঃ', অর্থাৎ সংসার গ্রহণের কোনরূপ আকাঙ্ক্ষাও আপনার নাই ॥ ৪ ॥

মধ্ব—বিশুদ্ধসত্ত্বং বিগতশুদ্ধসত্ত্বম্ । যস্মাত্রিগুণসম্বন্ধস্ত্বয়ি ন বিদ্যতে ॥ যত্রাগ্রহণমনুবন্ধঃ । তপোময়ং জ্ঞানাত্মকম্ ॥ ৪ ॥

কুতো নু তদ্ধেতব ঈশ তৎকৃতা
লোভাদয়ো যেঽবুধলিঙ্গভাবাঃ ।
তথাপি দণ্ডং ভগবান্ বিভর্তি
ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ খলনিগ্রহায় ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, (যদা অজ্ঞানতৎকৃতদেহ-সম্বন্ধৌ ন স্তঃ তদা) তৎকৃতাঃ (দেহসম্বন্ধ-কৃতাঃ) তদ্ধেতবঃ (পুনরন্যস্য দেহস্য হেতবঃ) অবুধলিঙ্গ-ভাবাঃ (অজ্ঞানিনাং গমকাঃ) যে লোভাদয়ঃ (দোষাঃ তে) কুতঃ নু (কথং ত্বয়ি তেষাং সম্ভবঃ কথমপি ন ইত্যর্থঃ) তথাপি ভগবান্ (ভবান্) ধর্ম্মস্য গুপ্ত্যৈ (রক্ষণায়) খলনিগ্রহায় (দুর্জ্জনানাং শাসনায় চ) দণ্ডং বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, তোমার যখন অজ্ঞান এবং তৎকৃত দেহ-সম্বন্ধ নাই, তখন তোমাতে দেহ-সম্বন্ধ-ভূত এবং অন্য দেহোৎপত্তির মূল-কারণস্বরূপ অজ্ঞানীর চিহ্ন লোভাদি দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায় ? তথাপি আপনি ধর্ম্মরক্ষা এবং দুষ্ট-দমনের জন্য দণ্ড-ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অতঃ কৈমুতিকন্যায়েনাহ,—কুত ইতি। নু ভো ঈশ যদি তব গুণপ্রবাহে জিঘৃক্ষাপি নাস্তি তর্হি কুতস্তস্য গুণপ্রবাহস্য হেতবো গুণাঃ স্যুঃ। তৎকৃতা গুণপ্রবাহকার্য্যভূতা লোভাদয়শ্চ যেঽবুধস্য লিঙ্গং চিহ্নং ভাবয়ন্ত্যুৎপাদয়ন্তীতি তে। নন্, তর্হি কথং ত্বন্মখ-ভঙ্গমকরবং তত্রাহ,—অথাপীতি। লোভকোপাদ্য-ভাবেঽপি ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কৈমুত্যিক নায়ে বলিতেছেন—'কুতঃ' ইত্যাদি। হে ঈশ ! যদি আপনার গুণপ্রবাহের গ্রহণেচ্ছাপর্য্যন্ত না থাকিল, তাহা হইলে সেই গুণপ্রবাহের হেতুভূত গুণগুলি কি প্রকারে আপনাতে থাকিবে ? 'তৎকৃতা লোভাদয়ঃ'—কারণ সেই গুণপ্রবাহকার্য্যভূত লোভাদি অজ্ঞানীর চিহ্ন-সমূহ উৎপাদন করিয়া থাকে। যদি বলেন—তাহা হইলে আমি তোমার যজ্ঞভঙ্গ করিলাম কেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তথাপি', অর্থাৎ আপনার লোভ-কোপাদি না থাকিলেও ধর্ম্ম পরিপালনার্থ খলগণের প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি খলের কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমার প্রতি দণ্ড করিলেন সত্য, পরন্তু তাহা আমার প্রতি কৃপাই করা হইল ॥ ৫ ॥

মধ্ব—পুনর্গুণসংপ্রবাহস্য কারণত্বাত্তদ্ধেতবঃ ॥৫

———

পিতা গুরুস্ত্বং জগতামধীশো।
দুরত্যয়ঃ কাল উপাত্তদণ্ডঃ।
হিতায় স্বেচ্ছাতনুভিঃ সমীহসে
মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—জগতাং পিতা (জনকঃ) গুরুঃ (উপদেষ্টা) অধীশঃ (নিয়ন্তা) দুরত্যয়ঃ কালঃ (কাল-রূপঃ) উপাত্তদণ্ডঃ (গৃহীতশাসনভারঃ) ত্বং জগদীশ-মানিনাং (ঈশ্বরত্বাভিমানশালিনাং) মানং (গর্ব্বং) বিধুন্বন্ (নাশয়ন্) হিতায় চ (তেষাং কল্যাণায় চ) ইচ্ছাতনুভিঃ (লীলাবিগ্রহস্বীকারেণ) সমীহসে (চেষ্টসে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসনভার গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ববিনাশ এবং তাহাদের মঙ্গ-লের জন্য লীলাবতারসমূহের প্রকট করেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মগোপন-খলনিগ্রহাভ্যাং পূর্ণস্য পর-মেশ্বরস্য মম কিং ফলমিতি চেৎ, জগতাং মঙ্গলমেবে-ত্যাহ,—পিতেতি। তব সাহজিককারুণ্যাৎ জগতাং মধ্যে যে ধার্ম্মিকাস্তেষু ত্বং পিতা যথা পুত্রস্য দেহদ্বয়ে বৎসলঃ গুরুর্যথা শিষ্যস্য জীবাত্মনি বৎসলঃ। অধী-শস্তত্তদ্দুঃখত্রাণসুখপ্রদানসমর্থঃ। যে তু খলাস্তেষু ত্বং দুরত্যয়ো দুর্ব্বারঃ কালঃ স ইব উপাত্তদণ্ডঃ দণ্ডপ্রদা-নেনৈব তচ্ছোধক ইত্যর্থঃ। অত উভয়েষাং হিতা-য়ৈব ইচ্ছাতনুভিঃ স্বেচ্ছাময়াবতারৈঃ সমীহসে চেষ্টসে তব সমীহা লীলৈব পূতনাবধাদিকা দুষ্টসংহারিকা শিষ্টপালিকা চেত্যর্থঃ। যে ত্বধিকৃতভক্তা ব্রহ্মাদ্যা-স্তদ্দত্ত যৎ কিঞ্চিদৈশ্বর্য্যেণৈব মত্তা ভবন্তি তেষামপি মদনিরসিনী ত্বল্লীলৈবেত্যাহ মানমিতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি পূর্ণ পরমেশ্বর, সুতরাং ধর্ম্ম সংরক্ষণ ও খলনিগ্রহে আমার প্রয়োজন কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জগতের মঙ্গল, অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন না থাকিলেও জগতের মঙ্গলার্থ উক্ত কার্য্যদ্বয় আপনি করিয়া থাকেন। যেহেতু আপনার স্বাভাবিক কারুণ্যবশতঃ জগতের মধ্যে যে সকল ধার্ম্মিক আছেন তাহাদিগের পক্ষে, পিতা যেমন পুত্রের দেহদ্বয়ে বৎসলবান্ ও গুরু যেমন শিষ্যের জীবাত্মাতে বৎসলবান্ হয়েন, 'পিতা গুরুস্ত্বং জগতাম্ অধীশঃ', তদ্রূপ আপনি পিতা, গুরু

এবং 'অধীশ' অর্থাৎ দুঃখত্রাণ ও সুখপ্রদানে সমর্থ হইয়াছেন। আর যাহারা খল, তাহাদিগের পক্ষে 'দুরত্যয়ঃ কালঃ উপাত্তদণ্ডঃ', দুর্ব্বার কাল অর্থাৎ কালের ন্যায় দণ্ডপ্রদান দ্বারাই খলত্বের শোধক হইয়াছেন। অতএব উভয় প্রকার জনসকলের হিতের নিমিত্ত আপনি স্বেচ্ছাময় অবতার দ্বারা লীলা করিয়া থাকেন। আপনার লীলা দুই প্রকার—পূতনাদি দুষ্ট-বধাত্মিকা ও শিষ্টজন—প্রতিপালিকা। আর, আপনার অধিকৃত যে ব্রহ্মাদি ভক্তগণ, যাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া মত্ত থাকেন আপনার লীলাই তাঁহাদিগের মত্ততা নিরাসকারিণী হইয়াছে। তাহাই বলিতেছেন—'মানং বিধুন্বন্ জগদীশমানিনাম্', অর্থাৎ হে প্রভো! আপনি জগদীশ্বরাভিমানীদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

যে মদ্বিধাজ্ঞা জগদীশমানিন-
স্ত্বাং বীক্ষ্য কালেঽভয়মাশু তন্মদম্।
হিত্বার্য্যমার্গং প্রভজন্ত্যপস্ময়া
ঈহা খলনামপি তেঽনুশাসনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—মদ্বিধাজ্ঞাঃ (মাদৃশ মূঢ়াঃ অতএব) জগদীশমানিনঃ (ঈশ্বরাভিমানিনঃ) যে (জনাঃ বর্ত্তন্তে তে অপি) কালে (ভয়কালে) অভয়ং (ভীতি-শূন্যং ত্বাং) বীক্ষ্য তন্মদং ঈশ্বরত্বাভিমানং) হিত্বা অপস্ময়াঃ (নষ্ট গর্ব্বাঃ সন্তঃ) আর্য্যমার্গং (ভক্ত-ভাবং) প্রভজন্তিঃ (অতঃ) তে (তব) ঈহা অপি (চেষ্টৈব) খলানাং অনুশাসনং (শিক্ষাকরণম্) ॥৭॥

অনুবাদ—আমার ন্যায় যে সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান ত্যাগ-পূর্ব্বক নিরহঙ্কারভাবে ভক্তভাব অবলম্বন করে। অতএব আপনার এই গোবর্দ্ধনধারণলীলা খলব্যক্তি-দিগের শিক্ষাস্বরূপ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তেষু জগদীশমানিষ্বপি মধ্যেঽহমত্যধম ইত্যাহ। মদ্বিধাশ্চ তে অজ্ঞাশ্চেতি তেন অজ্ঞানাদ-প্যপমানত্বাদহমত্যজ্ঞ ইতি ভাবঃ। কালে ভয়কালেঽপি যথা অধুনৈবাতিবৃষ্টৌ অভয়ং ভয়মগণয়ন্তং বীক্ষ্য। যদ্বা, ন জানে প্রভুরয়ং মাং কীদৃশং দণ্ডয়িষ্যতীতি স্বস্য ভয়ং ভয়হেতুং বীক্ষ্য তন্মদং জগদীশ্বরত্বমদং ত্যক্ত্বা আর্য্যাণাং ত্বদ্ভক্তানাং মার্গং ভজন্তি গতস্ময়া নষ্টগর্ব্বা অতস্তবেয়ং গোবর্দ্ধনধারণলীলৈব খলানামা-স্মাকমনুশাসনং দণ্ডঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই সকল জগদীশ্বরাভিমানি-গণের মধ্যে আমি অতিশয় অধম, ইহা বলিতেছেন—'মদ্বিধাজ্ঞাঃ', মাদৃশ যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি, ইহা বলায় জ্ঞানশূন্য হইতেও দৃষ্টান্তে আমি অত্যন্ত অজ্ঞ, এই ভাবার্থ। 'কালে অভয়ং ত্বাং বীক্ষ্য'—কালে বলিতে ভয়কালেও যেমন অধুনা মৎকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রবল-বর্ষণে ভয়রহিত (ভয়কে গণ্য না করিতে) আপনাকে দর্শন করিয়া, কিম্বা—না জানি এই প্রভু আমার প্রতি কি প্রকার দণ্ড বিধান করিবেন, এইরূপ নিজের ভয়-কারণ বিবেচনা করিয়া, 'তন্মদং'—জগদীশ্বরাভিমান প্রযুক্ত যে গর্ব্ব, তাহা অবিলম্বে পরিত্যাগপূর্ব্বক গর্ব্ব-শূন্য হইয়া মাদৃশ অজ্ঞজন 'আর্য্যমার্গং'—আপনার ভক্তগণের পথ অনুসরণ করিয়া থাকে। সুতরাং আপনার এই গোবর্দ্ধনধারণ লীলা মাদৃশ খলগণের শিক্ষাস্বরূপ ॥ ৭ ॥

মধ্ব—

অসতাং চ সতাংচৈব হরিরেবানুশাসকঃ।
সতাং তু শ্রেয়সে সৈব হ্যনুশাস্তির্ভবিষ্যতি ॥
অসতাং বিপরীতায় লংঘয়িত্বানুশাসনম্ ॥
ইতি আগ্নেয়ে ॥ ৭ ॥

স ত্বং মমৈশ্বর্য্যমদপ্লুতস্য
কৃতাগসস্তেঽবিদুষঃ প্রভাবম্।
ক্ষন্তুং প্রভোঽথার্হসি মূঢ়চেতসো
মৈবং পুনর্ভূন্মতিরীশ মেঽসতী ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, সঃ ত্বং তে (তব) প্রভাবং (মাহাত্ম্যং) অবিদুষঃ (অজানতঃ) ঐশ্বর্য্য-মদপ্লুতস্য (ঐশ্বর্য্যগর্ব্বনিমগ্নস্য) কৃতাগসঃ (অপরা-ধিনঃ) মূঢ়চেতসঃ (অজ্ঞানিনঃ) মম (দোষং) ক্ষন্তুং অর্হসি (সমর্থো ভবসি) (হে) ঈশ, অথ (অনন্তরং) পুনঃ মে (মম) এবং অসতী মতিঃ (ঈদৃশী দুর্ব্বুদ্ধিঃ) মা ভূৎ (মা ভবতু) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি, সেই জন্যই ঐশ্বর্য্যগর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি এই অজ্ঞানের দোষ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ, আমার যেন পুনরায় এরূপ দুর্ম্মতি না হয় ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, গোবর্দ্ধনধারণেন ব্রজস্য রক্ষামেবাকরবং ন তু তব দণ্ডম্। তব দণ্ডন্তু সাম্প্রতং বৈবস্বতমাহূয় সমীচীনতয়ৈব কারয়িষ্যামীত্যাশঙ্ক্য মহাভয়বিহ্বল আহ,—স প্রসিদ্ধঃ পিতা চ গুরুশ্চাতঃ কৃপালুত্বাৎ ক্ষমাসিন্ধুত্বাচ্চ ঐশ্বর্য্যমদসিন্ধৌ প্লুতস্য নিমগ্নস্য অতএব তব প্রভাবং অবিদুষোঽজানতঃ মমাপরাধং ক্ষন্তুমর্হসি। যতো মূঢ়চেতসঃ পশুস্বভাবস্য পশুর্হি স্বামিনা দত্তদণ্ডপ্রহারোঽপি ক্ষণান্তরে তমেবাপরাধং করোত্যতোঽহং দণ্ডপ্রদানেন ন শোধনমর্হামি। কিন্তু কৃপয়া তথা মাং শোধয় যথা মে মূঢ়চেতস্ত্বং নশ্যতীত্যাহ,—মৈবমিতি। এতচ্চ নাতিশুদ্ধেন চেতসা প্রার্থিতমিতি জ্ঞেয়ম্। ত্বাং বীক্ষ্য কালে ভয়মিত্যুক্তেরক্ষমতয়ৈব তদনুগতেঃ। অতঃ পুনঃ পারিজাতহরণাদাবপি বিস্মরিষ্যত ইতি বৈষ্ণবতোষণী ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া আমি ব্রজের রক্ষা বিধান করিয়াছি, পরন্তু এযাবৎ তোমার দণ্ডবিধান কিছুই করি নাই, অধুনা ব্রহ্মাকে এখানে আহ্বান করিয়া আমাদের উভয়ের বিবেচনা মতে তোমার পক্ষে যে দণ্ড নির্দ্ধারিত হয় তাহাই করাইব, এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া ইন্দ্র মহাবিহ্বলান্তঃকরণে বলিলেন—হে প্রভো! (আপনি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ), 'স ত্বং'—আপনি সেই প্রসিদ্ধ জগৎপিতা ও জগদ্‌গুরু। অতএব কৃপালুত্ব ও ক্ষমাসিন্ধুত্বহেতু ঐশ্বর্য্যমদ-সিন্ধুতে নিমগ্ন, সুতরাং ভবদীয় প্রভাববিষয়ে অনভিজ্ঞ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, যেহেতু আমি মূঢ়চেতা পশুর স্বভাব-সম্পন্ন হইয়াছি। পশু যেমন যে কোন অপরাধে স্ব-স্বামি কর্তৃক প্রহার প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষণান্তরে সেই অপরাধই করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি দণ্ডিত হইলেও আমার মূঢ়চিত্তের সংশোধন হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হে ঈশ! কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক আমার চিত্তের এমত সংশোধন করুন, যাহাতে এতাদৃশী অসতী মতি পুনরায় আমার উপস্থিত না হয়। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—ইন্দ্রের এই প্রার্থনা অতিবিশুদ্ধ চিত্তে করা হয় নাই জানিতে হইবে, কারণ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে—মাদৃশ অজ্ঞ ঈশ্বরাভিমানিগণ আপনাকে ভয়কালেও নির্ভয় নিরীক্ষণ করিয়া নিরভিমানী ও বিগতগর্ব্ব হইয়া সাধুগণের পথানুসরণ করে, এই উক্তিতে বোধ হইতেছে যে অসমর্থতাপ্রযুক্তই ভগবানের অনুগত হইয়া থাকে। সুতরাং পারিজাত হরণাদি সময়েও ইন্দ্র, শ্রীভগবানের প্রভাব বিস্মৃত হইবেন ॥ ৮ ॥

তবাবতারোঽয়মধোক্ষজেহ
ভুবো ভরাণামুরুভারজন্মনাম্।
চমূপতীনামভবায় দেব
ভবায় যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেব, অধোক্ষজ ইহ (মর্ত্ত্যধাম্নি) উরুভারজন্মনাং (বহুভারজনকানাং) ভুবঃ ভরাণাং (পৃথিব্যাঃ ভারভূতানাং) চমূপতীনাং (দৈত্যসৈন্যাধীপানাং) অভবায় (নাশায়) যুষ্মচ্চরণানুবর্ত্তিনাং (তব দাসানাং) ভবায় (মঙ্গলায় চ) তব অয়ং (কৃষ্ণরূপঃ) অবতারঃ (জাতঃ অতঃ সেবকস্য মমাপরাধং ক্ষমস্ব) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, অধোক্ষজ, গুরুভারজনক এবং পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যসৈন্যাধিপতিগণের বিনাশ এবং দাসজনের মঙ্গল-বিধানের জন্যই এই মর্ত্ত্যধামে আপনার কৃষ্ণরূপে অবতার হইয়াছে। অতএব এই সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অহো মে মূঢ়চেতস্ত্বং যদস্মাকং প্রার্থনয়াঽস্মাকমেব হিতার্থায় ত্বমবতীর্ণোঽসীতি পশ্যন্নপ্যন্ধোঽহমভবন্। সম্প্রতি লব্ধদণ্ডঃ প্রাপ্তচক্ষুরেবং তত্ত্বং তে জানামীত্যাহ তবেতি। স্বয়মেব ভরাণাং ভাররূপাণাং পুনশ্চ উরুভারজন্মনাং বহূনাং ভারাণাং জন্ম যেভ্যাস্তেষাং চমূপতীনাং অভবায় নাশায় যুষ্মচ্চরণসেবিনান্তু ভবায় মঙ্গলায়। অহন্তু উভয়েষাং মধ্যে ন কোঽপীতি মম নাভবো নাপি ভব ইতি ময্যুদাসীন এব ত্বং বর্ত্তসে ইতি ধিঙমামিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো আমার কি মূঢ়চিত্ততা ! যেহেতু আমাদিগের প্রার্থনায় আমাদিগেরই হিত সাধনের নিমিত্ত আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা দেখিয়াও আমি অন্ধ হইয়া রহিলাম। সম্প্রতি উপযুক্ত দণ্ড লাভ করিয়া চক্ষুঃপ্রাপ্ত হইলাম, সুতরাং আপনার তত্ত্ব অধুনা আমি অবগত হইয়াছি. ইহা বলিতেছেন —'তব' ইত্যাদি। "ভুবো ভরাণাং"—যাহারা নিজেই পৃথিবীর ভারস্বরূপ এবং অপর বহুতর ভারের উৎপত্তির হেতুস্বরূপ হইয়াছে, সেই দৈত্যসৈন্যাধিপতি দুষ্ট রাজন্যবর্গের সংহারের নিমিত্ত এবং আপনার শ্রীচরণসেবী ভক্তবৃন্দের মঙ্গলসাধনের জন্য এই অবনীতলে আপনার আবির্ভাব হইয়াছে। রাজন্যবর্গ ও ভক্ত এই উভয়ের মধ্যে আমি কেহই নই, সুতরাং আমার বিনাশও নাই এবং মঙ্গলও নাই, যেহেতু আপনি আমার প্রতি উদাসীনভাবেই রহিয়াছেন, অতএব আমাকে ধিক্—এই ভাবার্থ ॥ ৯ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
বাসুদেবায় কৃষ্ণায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায় নমঃ পুরুষায় (সর্ব্বান্তর্য্যামিনে) মহাত্মনে (অপরিচ্ছিন্নায়) বাসুদেবায় (সর্ব্বনিবাসায়) সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥১০॥

অনুবাদ—আপনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বাসুদেব, সাত্বতদিগের অধিপতি, আপনাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ যুষ্মচ্চরণানুবর্তিত্বং মমাপ্যস্ত্বিতি প্রণমন্নাশাস্তে নমস্তুভ্যমিতি দ্বাভ্যাম্। "পরাবরেশো মহদংশযুক্ত" ইত্যুদ্ধবোক্তেঃ সর্ব্বাংশসাহিত্যেনৈবাবতীর্ণস্য তস্য প্রথমমংশান্ প্রণমতি ভগবতে মহাবৈকুণ্ঠনাথায় পুরুষায় মহৎস্রষ্ট্রে মহাত্মনে সমষ্ট্যন্তর্য্যামিণে। অংশান্ প্রণম্য সাক্ষাত্তমংশিনং প্রণমতি বাসুদেবায়েতি পিতৃনামোল্লেখেন, কৃষ্ণায়েতি তন্নামোল্লেখেন, সাত্বতাং পতয়ে ইতি পার্ষদনামোল্লেখেন ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আপনার শ্রীচরণানুবর্ত্তিত্ব আমারও হউক, এই অভিপ্রায়ে প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন—'নমস্তুভ্যং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। "পরাবরেশো মহদংশযুক্তঃ" (৩।২।১৫) অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমের অধীশ্বর আপনি অজ হইয়াও মহত্তত্ত্বের অংশে যুক্ত হইয়া কাষ্ঠে যেমন নিত্যসিদ্ধ অগ্নি আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবান্ আপনি মহাভূতরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন —শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের এই উক্তি অনুসারে প্রথমতঃ সমস্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের প্রথম অংশ সকলকে প্রণাম করিতেছেন—'ভগবতে', আপনি শ্রীভগবান্ (মহাবৈকুণ্ঠনাথ), 'পুরুষ' (মহৎস্রষ্টা) ও মহাত্মা (সমষ্টি অন্তর্য্যামী স্বরূপ) আপনাকে নমস্কার। অংশদিগকে প্রণাম করিয়া সাক্ষাৎ অংশিস্বরূপকে পিতৃনাম উল্লেখদ্বারা এবং স্বনাম ও পার্ষদ নামোল্লেখ দ্বারা যথাক্রমে প্রণাম করিতেছেন—আপনি বাসুদেব, আপনি শ্রীকৃষ্ণ, আপনি সাত্বত-পতি, আপনাকে নমস্কার করি ॥১০॥

স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় (স্বেষাং ভক্তানাং ছন্দেন ইচ্ছয়া স্বীকৃতদেহায়) বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে (বিশুদ্ধজ্ঞানস্বরূপায়) সর্ব্বস্মৈ (মায়য়া জগদ্রূপায়) সর্ব্ববীজায় (সর্ব্বেষাং কারণভূতায়) সর্ব্বভূতাত্মনে (সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ আত্মস্বরূপায়) নমঃ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—আপনি আপনার ভক্তদিগের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ-জ্ঞানময়। অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া আপনি সর্ব্বরূপ, সকলের মূল-কারণ এবং সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—অনেকবিধপ্রেমবিষয়ত্বাৎ স্বৈর্ভক্তৈশ্ছন্দেন প্রতিস্বেচ্ছয়া দাস্যেন সখ্যেন বাৎসল্যেন রমণেন চ সুখপ্রদানার্থং উপাত্তো গৃহীতো দেহো যস্যেতি তস্মৈ। দেহস্যাপ্রাকৃতত্বাৎ বিশুদ্ধং মায়াতীতং জ্ঞানমেব মূর্ত্তির্য্যস্য তস্মৈ। মায়াদিশক্তিমত্ত্বাৎ সর্ব্বস্মৈ। অতএব সর্ব্বস্য বীজায় কারণায়। অতএব সর্ব্বভূতাত্মনে ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায়'—যাবতীয় প্রেমের বিষয়ত্বহেতু আপনি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য

ও মধুর ভাবে ভক্তগণের সুখবিধানার্থ তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ তত্তৎ বিগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন। 'বিশুদ্ধজ্ঞানমূর্ত্তয়ে'—আপনার শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত বলিয়া বিশুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত ও জ্ঞানময়। আপনি মায়াদিশক্তিযুক্ত বলিয়া সর্ব্বস্বরূপ, আপনি সকলের কারণ, অতএব সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী আপনাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

মধ্ব —

আবেশো বসুদেবাদৌ দেহাদানং হরেঃ স্মৃতম্।
দেহাদানং তদন্যেষাং জন্মেতি কবয়োঃ বিদুঃ ॥
তথাপ্যসুরমোহায় গ্রন্থেষু বহুধৈবতু। ইতি পাদ্মে ॥১১
ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে
শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ময়েদং ভগবন্ গোষ্ঠনাশায়াসারবায়ুভিঃ।
চেষ্টিতং বিহতে যজ্ঞে মানিনা তীব্রমন্যুনা ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভগবন্, যজ্ঞে (মদীয়যাগে) বিহতে (নিবারিতে সতি) তীব্রমন্যুনা (অতিকোপিতেন) মানিনা (গর্ব্বিতেন) ময়া গোষ্ঠনাশায় আসারবায়ুভিঃ (তীব্রবাতবৃষ্টিধারাভিঃ) ইদং চেষ্টিতং (আচরিতম্) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠবিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ভোঃ শক্র, ত্বং মদ্ভক্ত ইত্যনয়া স্তুত্যৈব জ্ঞায়সে কিন্তু বিনৈব ত্বদাজ্ঞাং দুষ্টা মেঘা মদ্‌ব্রজমধিকং যৎ কদর্থয়ন্তি স্ম তদিমে ত্বয়া দণ্ডনীয়া ইতি পবিত্রভৎর্সনমাশঙ্ক্য হন্ত হন্তাস্মিন্নন্তর্য্যামিণি কপটং ন ঘটত ইতি বিমৃশ্য স্বচেষ্টিতং যথার্থমেবাহ ময়েতি। ননু, এতন্মদ্ভক্তে ত্বয়ি কথং সম্ভবেৎ তত্রাহ,—বিহতে যজ্ঞে ইতি। ননু, ত্বৎপ্রভুনা ময়ৈব বিহতেঽপি দাসস্য তবৈতাবদকৃত্যং ন প্রত্যেমি তত্রাহ,—মানিনা। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বস্য কিমশক্যমিতি ভাবঃ। ননু, দৈবাদুত্থিতা অপি গর্ব্বাদয়ো ভাবা মদ্ভক্তৈর্বিবেকেনৈব তিরোধাপ্যন্তে ইতি তত্রাহ,—তীব্রমন্যুনা। তীব্রঃ ক্রোধো হি বিবেকমপি বলাদ্‌গ্রসতীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ইন্দ্র! তুমি আমার ভক্ত, ইহা তোমার স্তুতিবাক্যেই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তোমার আজ্ঞা ব্যতিরেকেই দুষ্ট মেঘসকল আমার ব্রজ অর্থাৎ ব্রজস্থ প্রাণিমাত্রের অশেষ পীড়া প্রদান করিয়াছে, সুতরাং তাহাদিগকে তুমি দণ্ড প্রদান করিও। কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কথিত এই পবিত্র ভৎর্সনা আশঙ্কা করিয়া "হায় হায়! এই অন্তর্য্যামী ভগবানে মদীয় কপটতা সম্ভবপর হয় না।" এইরূপ বিচারপূর্ব্বক ইন্দ্র স্বচেষ্টিত বিষয় যথার্থরূপে বলিতে লাগিলেন—'ময়েদং ভগবন্' ইত্যাদি, হে ভগবন্! আমি প্রবল বর্ষণ ও বায়ুবেগে গোষ্ঠ নাশার্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম।

যদি বলেন—আমার এতাদৃশ ভক্ত তোমাতে তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিহতে যজ্ঞে', মদীয় যজ্ঞ আপনা কর্ত্তৃক বিহত হওয়ায় আমি ঐরূপ করিয়াছি। ইহাতে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমি তোমার প্রভু, সুতরাং মৎকর্ত্তৃক যজ্ঞ নষ্ট হইলেও মদীয় দাসের (তোমার) এতাদৃশ কার্য্য, ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'মানিনা', আমি অভিমানী, সুতরাং ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত জনের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই। যদি বলেন—দৈবাৎ অভিমানাদি উত্থিত হইলেও, আমার ভক্তগণ বিবেক দ্বারাই তাহা দূর করিয়া থাকে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'তীব্রমন্যুনা', আমি অতি ক্রোধী, প্রবল ক্রোধ বিবেক পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক গ্রাস করিয়া থাকে—এই ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ, বৃথোদ্যমঃ (ব্যর্থপ্রয়াসঃ) ধ্বস্তস্তম্ভঃ (নষ্টগর্ব্বঃ অহং) ত্বয়া অনুগৃহীতঃ (উপকৃতঃ) অস্মি। (ইদানীং) অহং ঈশ্বরং গুরুং আত্মানং ত্বাং শরণং (আশ্রয়ং) গতঃ (প্রাপ্তঃ অস্মি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, আমার প্রয়াস ব্যর্থ এবং গর্ব্ব নষ্ট করিয়া আপনি অনুগ্রহই করিয়াছেন। সম্প্রতি

আমি ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মরূপী আপনার শরণাগত হইলাম ।।” ১৩ ।।

বিশ্বনাথ—তদপি তিরস্কৃতেনাপি ভিষজা কৃপালুনা চিকিৎসিতো রোগীব ত্বয়াহং অনুগৃহীতঃ অতএব সম্প্রতি ধ্বস্তস্তম্ভরোগঃ। যতো হতা উদ্যমা বজ্রনিক্ষেপাদয়ো যস্য সঃ। অতো নিয়ন্তৃত্বাদীশ্বরং হিতকারিত্বাদ্গুরুং প্রেমাস্পদত্বাদাত্মানম্ ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্বয়া অনুগৃহীতোঽস্মি'—হে ঈশ! তিরস্কৃত বৈদ্য কর্ত্তৃক কৃপাপূর্ব্বক চিকিৎসিত রোগীর ন্যায়, অর্থাৎ রোগী চিকিৎসককে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেও চিকিৎসক যেমন রোগীর তিরস্কার বাক্য গণ্য না করিয়া রোগ প্রতীকার করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমি বহুবিধ কটূক্তি ও গোষ্ঠনাশার্থ অত্যন্ত নৃশংসের মত আচরণ করিলেও, ভবরোগ চিকিৎসক আপনা কর্ত্তৃক অনুগৃহীতই হইয়াছি। 'ধ্বস্তস্তম্ভঃ'—অতএব সম্প্রতি আমার গর্ব্বস্বরূপ রোগ দূর হইয়াছে, যেহেতু বজ্রনিক্ষেপাদি *উদ্যম হত হইয়াছে। সুতরাং আপনি নিয়ন্তৃত্বহেতু* ঈশ্বর, হিতকারিত্বপ্রযুক্ত গুরু এবং প্রেমাস্পদত্ব বিধায় আত্মরূপী গুরু হইয়াছেন, আমি আপনার শরণাগত হইলাম ।। ১৩ ।।

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ কৃষ্ণো মঘোনা ভগবানমুম্ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মঘোনা (ইন্দ্রেণ) এবং সঙ্কীর্ত্তিতঃ (স্তুতঃ সন্) ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রহসন্ (হাসং কুর্ব্বন্) মেঘগম্ভীরয়া বাচা অমুং (ইন্দ্রং) ইদং (বক্ষ্যমাণং) অব্রবীৎ (উবাচ) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—ইন্দ্র এরূপ স্তব করিলে ভগবান্ হাস্যসহকারে মেঘগম্ভীরস্বরে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন ।। ১৪ ।।

———

শ্রীভগবানুবাচ—

ময়া তেঽকারি মঘবন্ মখভঙ্গোঽনুগৃহ্ণতা ।
মদনুস্মৃতয়ে নিত্যং মত্তস্যেন্দ্রশ্রিয়া ভৃশম্ ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) মঘবন্, ইন্দ্রশ্রিয়া (স্বর্গাধিপত্যেন) ভৃশং (অত্যর্থং) মত্তস্য তে (তব) নিত্যং মদনুস্মৃতয়ে (মদ্‌বিষয়কং স্মরণং উৎপাদয়িতুং) অনুগৃহ্ণতা (ত্বদনুগ্রহপরেণ) ময়া তে (তব) মখভঙ্গঃ (যজ্ঞনিবারণং) অকারি (কৃতঃ) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন—"হে মঘবন্, স্বর্গের আধিপত্যলাভে তুমি অত্যন্ত মত্ত হওয়ায় আমার বিষয়ে স্মৃতি উৎপাদনের জন্য অনুগ্রহপর হইয়াই আমি তোমার যজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিলাম ।।১৫

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রেণ নিষ্কপটমুক্তে ভগবানপি তথৈবাহ ময়া তে ইতি ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইন্দ্র নিষ্কপটভাবে বলিলে শ্রীভগবান্‌ও সেইরূপ বলিলেন—'ময়া তেঽকারি মঘবন্।' অর্থাৎ হে ইন্দ্র! তুমি দেবরাজ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিলে, সুতরাং যাহাতে তুমি নিরন্তর আমার স্মরণ করিতে পার, সেইজন্য অনু-*গ্রহবশতঃই তোমার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছি ।। ১৫ ।।*

———

মামৈশ্বর্য্যশ্রীমদান্ধো দণ্ডপাণিং ন পশ্যতি ।
তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্ভ্যো যস্য চেচ্ছাম্যনুগ্রহম্ ।।১৬।।

অন্বয়ঃ—ঐশ্বর্য্যমদান্ধঃ (ঐশ্বর্য্যমদেন অন্ধঃ, বিবেকশূন্যঃ জনঃ) দণ্ডপাণিং মাং (দণ্ডধরং মাং) ন পশ্যতি (অতঃ অহং) যস্য অনুগ্রহং ইচ্ছামি (বাঞ্ছামি) তং সম্পদ্ভ্যঃ (ঐশ্বর্য্যেভ্যঃ) ভ্রংশয়ামি ।।১৬।।

অনুবাদ—ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না অতএব আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি ।। ১৬ ।।

———

গম্যতাং শক্র ভদ্রং বঃ ক্রিয়তাং মেঽনুশাসনম্ ।
স্থীয়তাং স্বাধিকারেষু যুক্তৈর্বঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ ।।১৭।।

অন্বয়ঃ—(হে) শক্র, গম্যতাং (স্বস্থানং যাহি) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (মঙ্গলমস্তু) মে (মম) অনুশাসনং (আজ্ঞা) ক্রিয়তাং (পাল্যতাং) স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ (গর্ব্বহীনৈঃ) স্বাধিকারেষু যুক্তৈঃ বঃ (যুষ্মাভিঃ) স্থীয়তাম্ ।। ১৭ ।।

অনুবাদ—হে শক্র, সম্প্রতি স্বস্থানে গমন কর। তোমাদের মঙ্গল হউক। আমার আদেশ পালন-পূর্ব্বক গর্ব্বরহিত হইয়া তোমরা নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান কর ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ব ইতি বরুণাদ্যভিপ্রায়েণ। যুক্তৈর-প্রমত্তৈঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈর্নিরহঙ্কারৈঃ স্বীয়তামন্যথা পুনরপি দণ্ডং প্রাপ্স্যতীতি ভাবঃ। অত্র পুনস্তে স্তম্ভো ন ভবিষ্যতীতি ভগবতা নোক্তমত এব পারিজাতহরণেন পুন স্তম্ভোঽস্য ভবিষ্যতীতি তাদৃশ-লীলাসিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভদ্রং বঃ'—তোমাদিগের মঙ্গল হউক, এখানে বরুণাদি দেবগণের অপেক্ষায় 'তোমাদিগের' বলিলেন। 'যুক্তৈঃ স্তম্ভবর্জ্জিতৈঃ'—সাবধানে গর্ব্বরহিত হইয়া নিজ নিজ অধিকারে অবস্থান কর, অন্যথা পুনরায়ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে, এই ভাব। 'এখানে তোমার আর গর্ব্ব হইবে না', এই-রূপ শ্রীভগবান্ বলেন নাই; অতএব পারিজাত হরণপ্রসঙ্গে পুনরায় ইঁহার গর্ব্ব হইবে তাদৃশ লীলা-সিদ্ধির নিমিত্তই—ইহা জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

অথাহ সুরভিঃ কৃষ্ণমভিবন্দ্য মনস্বিনী।
স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্য গোপরূপিণমীশ্বরম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অথ মনস্বিনী সুরভিঃ স্বসন্তানৈঃ (গোভিঃ সহ) গোপরূপিণং ঈশ্বরং কৃষ্ণং উপামন্ত্র্য অভিবন্দ্য (সম্বোধ্য প্রণম্য চ) আহ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর প্রশান্তচিত্তা সুরভি নিজ সন্তান গো-সমূহের সহিত গোপরূপী ঈশ্বর কৃষ্ণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—স্বসন্তানৈর্ব্রজস্থৈর্গোভিঃ সহেতি প্রকৃত্যা অপি তস্যা অপ্রাকৃতাসু তাসু কৃষ্ণপরিকরভূতাসু স্বসন্তানাভিমানস্তাসাং সুরভিবংশোদ্ভূতত্বাৎ। যথা চন্দ্রবংশোদ্ভূতে কৃষ্ণে প্রাকৃতস্যাপি চন্দ্রস্য স্বসন্তানাভি-মানঃ। উপামন্ত্র্য সম্বোধ্য ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বসন্তানৈঃ'—স্বীয় সন্তান-গণের সহিত, অর্থাৎ ব্রজস্থ গাভিগণের সহিত, এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই—যেমন চন্দ্রবংশে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলে প্রাকৃত চন্দ্রেরও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বসন্তান এই অভিমান হইয়াছিল, তদ্রূপ সুরভি প্রাকৃতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভূত অপ্রাকৃত ব্রজস্থ গাভিগণের প্রতি তাহার স্বসন্তানাভিমান হইয়া-ছিল, যেহেতু তাহারাও সুরভিবংশোদ্ভূত। 'উপামন্ত্র্য'—শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥১৮॥

সুরভিরুবাচ—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বসম্ভব।
ভবতা লোকনাথেন সনাথা বয়মচ্যুত ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্, (অচিন্ত্যানন্তশক্তি-যুক্তঃ) বিশ্বাত্মন্! বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, লোকনাথেন (জগৎপতিনা) ভবতা বয়ং (গাবঃ) সনাথাঃ (কৃতরক্ষিতাঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে অচিন্ত্য-অনন্তশক্তিযুক্ত, হে বিশ্বান্ত-র্য্যামি, বিশ্বসম্ভব, অচ্যুত, শ্রীকৃষ্ণ, জগৎপতি, তোমার দ্বারা আমরা গোসকল রক্ষিত হইতেছি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণকৃষ্ণেতি হর্ষেণ দ্বিত্বম্। মহাযোগি-ন্নিতি যোগবলেনৈব গোবর্দ্ধনমুদ্ধৃত্য মৎসন্তানানি ত্বমরক্ষ ইতি ভাবঃ। ভবতা সনাথা ইতি মৎসন্তানান্ জিঘাংসুনা ইন্দ্রেণ নাথেনালমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ!'—অতিশয় হর্ষ-বশতঃ এখানে বীপ্সা। 'হে মহাযোগিন্!' স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে আপনি গিরিরাজ উত্তোলনপূর্ব্বক আমার সন্তানদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আপনা কর্ত্তৃক আমরা সনাথা হইলাম। আর আমার সন্তানদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছুক ইন্দ্রের প্রভুত্বের প্রয়োজন নাই—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

ত্বং নঃ পরমকং দৈবং ত্বং ন ইন্দ্রো জগৎপতে।
ভবায় ভব গোবিপ্রদেবানাং যে চ সাধবঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগৎপতে, ত্বং নঃ (অস্মাকং) পরমকং দৈবং (পরমদেবতা) ত্বং নঃ (অস্মাকং) যে চ সাধবঃ (তেষাং) গোবিপ্রদেবানাং ভবায় (মঙ্গ-লায়) ইন্দ্রঃ (স্বামী) ভব ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে জগৎপতে, তুমি আমাদের পরম

দেবতা, তুমি সাধুগণের এবং গো, বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র হও ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পরমং কং সুখং যস্মাত্তৎ। অতস্ত্বমেবাস্মাকমিন্দ্রো ভব। জগৎপতে! ইতি তব জগৎপতিত্বেঽপি সম্প্রতি গোপজাতিত্বাৎ গোপত্বেঽপি ইন্দ্রমখবিমর্দ্দিত্বাদিন্দ্রপরাভাবকত্বাচ্চ তবেন্দ্রত্বমুপযুক্তমেবেতি ভাবঃ। যে চান্যে সাধবস্তেষাঞ্চ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরমকং'—পরম শ্রেষ্ঠ, ক সুখ যাহা হইতে হয়, তাহা পরমক, অর্থাৎ আপনি আমাদের সুখস্বরূপ দেবতা, অতএব আপনিই আমাদিগের ইন্দ্র হউন। 'জগৎপতে!'—আপনি অনন্ত জগতের পতি হইলেও, সম্প্রতি গোপজাতিত্বহেতু গোপালক হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করতঃ ইন্দ্রের পরাভব করিয়াছেন, অতএব আপনারই ইন্দ্রত্ব উপযুক্ত, এই ভাবার্থ। 'যে চ'—আপনি গো, বিপ্র, দেবগণের এবং অন্য যে সকল সাধুগণ, তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য ইন্দ্র হউন ॥ ২০ ॥

———

ইন্দ্রং নস্ত্বাভিষেক্ষ্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্।
অবতীর্ণোঽসি বিশ্বাত্মন্ ভূমের্ভারাপনুত্তয়ে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিশ্বাত্মন্, (ত্বং) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাপনুত্তয়ে (ভারনাশায়) অবতীর্ণঃ অসি। ব্রহ্মণা চোদিতাঃ (প্রেরিতাঃ) বয়ং নঃ (অস্মাকং) ইন্দ্রং (প্রভুং) ত্বা (ত্বাং) অভিষেক্ষ্যামঃ (অভিষিক্তং করিষ্যামঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে বিশ্বাত্মন্, তুমি পৃথিবীর ভারবিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা নিজেদের প্রভুরূপী তোমার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—নোঽস্মাকং ত্বা ত্বাং ইন্দ্রম্। ননু, কস্যাপ্যাদেশেন স্বাতন্ত্র্যেণৈব বা তত্রাহ—ব্রহ্মণেতি। যদা—মহাভয়বিহ্বলেনেন্দ্রেণ স্বসাহায্যার্থং গত্বা ব্রহ্মা নিবেদিতস্তদা তেনাপি ভূতপূর্ব্বস্বাপরাধস্মৃত্যা ভীতেন বিমৃশ্য অহমাদিষ্টা সুরভে! ত্বৎসন্তানপালকস্য প্রভোস্ত্বমতিপ্রীতিপাত্রী ভবসি তৎ ত্বমেব গত্বা কৃপাসিন্ধৌ তত্রেন্দ্রাপরাধং ক্ষময় গবেন্দ্রত্বেন তমভিষিঞ্চ চেতি। কিঞ্চ, ব্রহ্মাণ্ডকোটীন্দ্রস্য ব্রহ্মরুদ্রাদিদুর্ল্লভচরণপরিচরণস্য তব গবেন্দ্রত্বেনাভিষেকো নাম কঃ খলূৎকর্ষঃ? কিন্ত্বভিষিঞ্চতামস্মাকমেবোৎকর্ষার্থমস্মাকময়ং প্রযত্ন ইত্যাহ—অবতীর্ণোঽসীতি। বিশ্বাত্মন্নিতি বিশ্বাত্মত্বেন সর্ব্বথৈবাদৃশ্য এব ত্বং যদি নাবতরিষ্যস্তদাস্মাকমেতাবদ্ভাগ্যং কথমভবিষ্যদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইন্দ্রং নঃ ত্বা'—আমাদিগের ইন্দ্র আপনাকে আমরা অভিষিক্ত করিব। যদি বলেন—কাহার আদেশে, অথবা স্বতন্ত্রভাবেই তোমরা অভিষেক করিতে চাহিতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ব্রহ্মণা' ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, অর্থাৎ মহাভয়ে বিহ্বলিত ইন্দ্র যখন স্বসাহায্যের নিমিত্ত ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, তখন ব্রহ্মাও নিজ পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করতঃ ভীত হইয়া বিবেচনাপূর্ব্বক আমাকে আদেশ করিলেন—হে সুরভি! তোমার সন্তানপালক (গো-পালক) প্রভুর তুমি অতিশয় প্রিয়পাত্রী, অতএব তুমিই কৃপাসিন্ধু তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রের অপরাধ ক্ষমাপন কর এবং তাঁহাকে গবেন্দ্রত্ব-রূপে অভিষিক্ত কর। আর, ব্রহ্মাণ্ডকোটির অধীশ্বর ব্রহ্মরুদ্রাদি-পরিসেবিত দুর্ল্লভচরণ আপনার পক্ষে গবেন্দ্রত্ব-রূপে অভিষেকে কতটুকুই বা উৎকর্ষ, কিন্তু অভিষেককারী আমাদিগেরই উৎকর্ষের নিমিত্ত আমাদের এই প্রযত্ন, ইহা বলিতেছেন—'অবতীর্ণঃ অসি', ভূভার হরণার্থ আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'হে বিশ্বাত্মন্'!—বিশ্বাত্মত্ব-রূপে সর্ব্বপ্রকারে অদৃশ্য আপনি যদি অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে আমাদিগের এইরূপ ভাগ্য কিরূপে হইত?—এই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

এবং কৃষ্ণমুপামন্ত্র্য সুরভিঃ পয়সাত্মনঃ।
জলৈরাকাশগঙ্গায়া ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং চোদিতো দেবমাতৃভিঃ।
অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—সুরভিঃ এবং উপামন্ত্র্য আত্মনঃ পয়সা (দুগ্ধেন) দেবমাতৃভিঃ (অদিত্যাদিভিঃ) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) ইন্দ্রঃ (চ) সুরর্ষিভিঃ (সুরৈঋষিভিশ্চ) সাকং (সহ) ঐরাবতকরোদ্ধৃতৈঃ (ঐরাবতস্য ইন্দ্র-

গজস্য করেণ শুণ্ডেন উদ্ধৃতৈঃ) আকাশগঙ্গায়াঃ (মন্দাকিন্যাঃ) জলৈঃ দাশার্হং (শ্রীকৃষ্ণং) অভ্যসিঞ্চত (অভিষিক্তং চকার) গোবিন্দ ইতি চ অভ্যধাৎ (গোবিন্দ ইতি নাম চ কৃতবান্) ।। ২২-২৩ ।।

অনুবাদ—সুরভি এইরূপ বলিয়া নিজদুগ্ধ দ্বারা এবং দেবমাতৃগণের প্রেরণায় ইন্দ্র, দেবতা ও ঋষিগণের সঙ্গে ঐরাবতের শুণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত মন্দাকিনীর জল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিয়া গোবিন্দ এই নামকরণ করিলেন ।। ২২-২৩ ।।

বিশ্বনাথ—পয়সা দুগ্ধেন দেবমাতৃভিরদিত্যাদিভিঃ প্রেরিত ইন্দ্রশ্চাভ্যষিঞ্চৎ, আত্মনো ভগবন্নিকৃষ্টদাসত্বমননেনাভিষেককর্ম্মণ্যভ্যর্হিতে স্বয়মপ্রবৃত্তঃ প্রথমং স্থগিত এবেন্দ্র আসীৎ পশ্চাদদিত্যাদিভিঃ প্রেরিতস্তদাজ্ঞাবশাল্লব্ধতদধিকারসম্ভাবন এব অভ্যষিঞ্চৎ ইত্যর্থঃ। দাশার্হমিতি দশার্হবংশত্বেন জাতস্যাপি তস্য গোপত্বস্যৈব স্পৃহণীয়ত্বাধিক্যাৎ গাঃ পশূন্ বিন্দতি গাং স্বর্গং বা ইন্দ্রত্বেন বিন্দতি গাঃ সর্ব্বভক্তেন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষকত্বেন বিন্দতীতি বা গোবিন্দ ইত্যভ্যধাৎ নাম কৃতবানিত্যর্থঃ ।। ২২-২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পয়সা'—সুরভি নিজ দুগ্ধ দ্বারা এবং অদিতি প্রভৃতি দেবমাতৃগণের প্রেরণায় ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করিলেন। ইন্দ্র প্রথমতঃ নিজেকে ভগবানের নিকৃষ্ট দাস মনে করিয়া অভিষেকরূপ অভ্যর্হিত কর্ম্মে নিজে প্রবৃত্ত হন নাই, পরে অদিতি প্রভৃতি দেবমাতা-সকল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, অর্থাৎ তাঁহাদিগের আজ্ঞাবশতঃ অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অভিষেক করিলেন—এই অর্থ। 'দাশার্হং গোবিন্দ ইতি চাভ্যধাৎ'—দাশার্হ বংশ-জাত হইলেও গোপত্বই শ্রীকৃষ্ণের সমধিক স্পৃহণীয় বলিয়া, গো-শব্দে পশুগণকে যিনি লাভ করেন, কিম্বা স্বর্গকে ইন্দ্রত্বরূপে যিনি প্রাপ্ত হন, অথবা—সকল ভক্তের ইন্দ্রিয়সকল আকর্ষণপূর্ব্বক যিনি প্রাপ্ত হন ইত্যাদি অর্থে 'গোবিন্দ' —এই নামকরণ করিলেন (অর্থাৎ ভগবানের 'গোবিন্দ' এই নিত্য নাম তখন হইতে ব্রজে প্রকাশ লাভ করিলেন) ।। ২২-২৩ ।।

———

তত্রাগতাস্তুম্বুরুনারদাদয়ো
গান্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ।
জগুর্যশো লোকমলাপহং হরেঃ
সুরাঙ্গনাঃ সংননৃতুর্মুদান্বিতাঃ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(তদা) তত্র আগতাঃ তুম্বুরুনারদাদয়ঃ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধচারণাঃ (সর্ব্বে) হরেঃ (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) লোকমলাপহং (জগতাং পাপনাশনং) যশঃ জগুঃ (গীতবন্তঃ) মুদান্বিতাঃ (হর্ষযুক্তাঃ) সুরাঙ্গনাঃ (দেবপত্ন্যশ্চ) সংননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ) ।। ২৪

অনুবাদ—তৎকালে তথায় তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলে সমাগত হইয়া শ্রীহরির পাপনাশন যশোগান ও অপ্সরাগণ হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।।২৪।।

———

তং তুষ্টুবুর্দেবনিকায়কেতবো
হ্যবাকিরংশ্চাদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ।
লোকাঃ পরাং নির্বৃতিমাপ্নুবংস্ত্রয়ো
গাবস্তদা গামনয়ন্ পয়োদ্রুতাম্ ।। ২৫ ।।

অন্বয়ঃ—দেবনিকায়কেতবঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ) অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভিঃ (সুরতরুকুসুমবর্ষণৈঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) অবাকিরন্ (ব্যাপয়ামাসুঃ) তুষ্টুবুঃ (স্তবং চ চক্রুঃ) ত্রয়ঃ লোকাঃ পরাং নির্ব্বৃতিং (শান্তিং) আপ্নুবন্ (প্রাপ্তাঃ) তদা গাবঃ (চ) গাং (পৃথ্বীং) পয়োদ্রুতাং (পয়োভিঃ ক্ষীরৈঃ দ্রুতাং সিক্তাং) অনয়ন্ (অকুর্ব্বন্) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে পারিজাতপুষ্প বর্ষণ এবং স্তুতি করিয়াছিলেন। তৎকালে ত্রিলোক শান্তিলাভ করিয়াছিল এবং ধেনুগণ পৃথিবীকে দুগ্ধধারায় সিক্ত করিয়াছিল ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—দেবনিকায়েষু কেতব ইব মুখ্যা বরুণাদয়ঃ। অদ্ভুতপুষ্পবৃষ্টিভির্বিশেষেণ অবাকিরন্ আবব্রুরিত্যর্থঃ। গাং পৃথ্বীং পয়োভির্দ্রুতাং আর্দ্রাং অনয়ন্ অকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবনিকায়কেতবঃ'—দেবতাগণের মধ্যে মুখ্য বরুণাদি দেবতাসকল শ্রীগোবিন্দকে স্তব ও অদ্ভুত পুষ্পবর্ষণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। 'গাবস্তদা'—সেই সময়ে গাভিগণ নিজ নিজ পয়োধারায় পৃথিবীকে আর্দ্র করিতে লাগিল ।।২৫

———

নানারসৌঘাঃ সরিতো বৃক্ষা আসন্ মধুস্রবাঃ।
অকৃষ্টপচ্যৌষধয়ো গিরয়োঽবিভ্রনুন্মণীন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সরিতঃ (নদ্যঃ) নানারসৌঘাঃ (ক্ষীরাদিবাহিন্যঃ) আসন্ (অভবন্) বৃক্ষাঃ মধুস্রবাঃ (মধুবর্ষিণঃ) আসন্। অকৃষ্টপচৌষধরঃ (অকৃষ্ট-পচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্বাঃ ওষধয়ঃ যেষু তে) গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) উন্মণীন্ (গর্ভগতান্ মণীন্ উৎ উদ্-গতান্ বহিঃ প্রকটান্) অবিভ্রন্ (ধারয়ামাসুঃ) ॥২৬॥

অনুবাদ—নদীগণ ক্ষীরবাহিনী, বৃক্ষসকল মধু-বর্ষী হইয়াছিল এবং কর্ষণ-বিনা-পরিপক্ব ওষধি-পরিপূর্ণ-পর্ব্বতসমূহ গর্ভগত মনিগণকে বাহিরে প্রকা-শিত করিয়া ধারণ করিয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নানারসৌঘাঃ ক্ষীরাদিবাহিন্য, অকৃষ্ট-পচ্যাঃ কর্ষণং বিনৈব পক্বা ওষধয়ো যত্র তে গিরয়ঃ। উন্মণীন্ উৎকৃষ্টান্মণীন্ অবিভ্রন্ অবিভরুঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানারসৌঘাঃ'—নদীসকল নানাবিধ রসবাহিনী (ক্ষীরাদিবাহিনী) হইল, বৃক্ষ-সমূহ,—মধুক্ষরণ করিতে লাগিল, ব্রীহি প্রভৃতি শস্য-নিচয়—কর্ষণ ব্যতিরেকেই পরিপক্ব হইয়া উঠিল, পর্ব্বতসকল—স্বগর্ভস্থিত উৎকৃষ্ট মনিসমূহ বাহিরে প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণেঽভিষিক্ত এতানি সর্ব্বাণি কুরুনন্দন।
নির্ব্বৈরাণ্যভবংস্তাত ক্রূরাণ্যপি নিসর্গতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) তাত, কুরুনন্দন, কৃষ্ণে অভি-ষিক্তে (সতি) নিসর্গতঃ (স্বভাবতঃ) ক্রূরাণি (হিংস্র-স্বভাবানি) এতানি সর্ব্বাণি (ভূতানি) নির্ব্বৈরাণি (শত্রুভাবরহিতানি) অভবন্ (বভূবুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে বৎস, পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণ অভিসিক্ত হইলে স্বভাবতঃ হিংস্রস্বভাব সমস্ত ভূতগণ শত্রুভাব রহিত হইয়াছিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—এতানি ভূতানীতি শেষঃ ॥ ২৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে সপ্তবিংশোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতানি'—প্রাণিসকল, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অভিষিক্ত হইলে, যে সকল প্রাণী স্বভাবতঃ পরস্পর হিংসায় রত, সেই অহি নকুলাদি সমস্ত প্রাণিগণ পরস্পর বৈরভাব পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৭ ॥

ইতি গোগোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণাভিষেকো নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—সঃ শক্রঃ (ইন্দ্রঃ) ইতি (এবং রূপেণ) গোগোকুলপতিং গোবিন্দং অভিষিচ্য অনুজ্ঞাতঃ (শ্রী-কৃষ্ণেন আদিষ্টঃ) দেবাদিভিঃ বৃতঃ (সন্) দিবং (স্বর্গং) যযৌ (জগাম) ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ইন্দ্র এইরূপে গো এবং গোকুলের পতি গোবিন্দকে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি অনু-সারে দেব প্রভৃতি দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ—

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন ও গোপগণের বৈকুণ্ঠ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

গোপরাজ নন্দ একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণ করিবার মানসে রাত্রিশেষে আসুরীবেলায় স্নানার্থ যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। শাস্ত্র-নিষিদ্ধ-সময়ে জলমধ্যে-প্রবিষ্ট নন্দকে বরুণের ভৃত্য বরুণালয়ে লইয়া গেল। প্রভাতে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া গেল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া বরুণের নিকটে গমন করিলেন। বরুণ বিবিধ মহোৎসবসহকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন এবং ভৃত্যের অজ্ঞানবশে গোপরাজের অপহরণ জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বরুণালয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবদর্শনে বিস্মিত হইয়া গোপরাজ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জ্ঞাতিগণের নিকট সম্যক্ বর্ণন করিলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ং-ভগবান্ জ্ঞান করিয়া তাঁহার পরমপদ-দর্শন অভিলাষ করিলে অখিলদর্শী ভগবান্ যে ব্রহ্মহ্রদে উদ্ধবকে ব্রহ্ম দর্শন করাইয়াছিলেন তথায় তাঁহাদিগকে স্নান করাইয়া তাঁহাদিগকে মুনিগণের সমাধিলভ্য ব্রহ্ম-লোক দর্শন করাইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়নিঃ উবাচ,—(কদাচিৎ) নন্দঃ তু একাদশ্যাং নিরাহারঃ (উপবাসী সন্) জনার্দ্দনং সমভ্যর্চ্চ্য (পূজয়িত্বা) দ্বাদশ্যাং স্নাতুং কালিন্দ্যাং জলম্ আবিশৎ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, একদিন নন্দ মহারাজ একাদশীর উপবাস করিয়া জনার্দ্দনের পূজা পূর্ব্বক দ্বাদশী তিথিতে স্নান করিবার জন্য যমুনা জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টাবিংশেঽভবন্নন্দাহরণং বরুণস্তুতিঃ।
গোপানাং বিস্ময়ৌৎসুক্যাদ্ব্রহ্মবৈকুণ্ঠদর্শনম্ ॥
ইন্দ্রস্যাগশ্চ তৎক্ষান্তিমুক্ত্বা স্বস্মৃতিমাগতে।
বরুণস্যাপি তে বক্তুমাহ লীলান্তরং মুনিঃ ॥০॥

জলমাবিশদিত্যরুণোদয়াদপি পূর্ব্বকলামাত্রা-বশিষ্টায়াং দ্বাদশ্যাং পারণাপ্রাপ্ত্যর্থং শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈ-বেতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ শাস্ত্রং—"কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধ্বমেব হি। আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভুশাসনা"দিতি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে বরুণালয় হইতে শ্রীনন্দ মহারাজের আনয়ন, বরুণ-দেবের স্তুতি এবং গোপগণের বিস্ময় ও ঔৎসুক্য-হেতু ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ দর্শন বর্ণিত হইয়াছে॥

ইন্দ্রের অপরাধ ও তাহার ভঞ্জন বর্ণনা করিয়া স্বীয় স্মৃতিপটে উদিত বরুণেরও অপরাধ বর্ণনা করিতে মহামুনি শ্রীল শুকদেব অপর একটি লীলা বলিতেছেন ॥ ০ ॥

'জলম্ আবিশৎ'—শ্রীনন্দ মহারাজ একাদশীতে উপবাস করিয়া শ্রীজনার্দ্দনের সম্যক্ প্রকারে অর্চ্চনা বিধানপূর্ব্বক কলামাত্র অবশিষ্ট দ্বাদশীতে পারণা-সিদ্ধির নিমিত্ত অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই শাস্ত্রের আজ্ঞা-বলে স্নানার্থ যমুনার জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রের আজ্ঞা এইরূপ—"কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা", অর্থাৎ পারণা দিনে যদি দ্বাদশী অর্দ্ধকলা থাকে, তাহা হইলে নিশীথকালের পরেই প্রাতঃকৃত্য ও মধ্যাহ্নকৃত্য সমস্ত সমাধান করিবে—ইহা শ্রীমহা-দেবের আদেশ বাক্য নিশ্চয় জানিবে ॥ ১ ॥

তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—বরুণস্য ভৃত্যঃ অসুরঃ (কশ্চিৎ) আসুরীং বেলাং অবজ্ঞায় নিশি উদকং প্রবিষ্টং তং

(নন্দং) গৃহীত্বা (বরুণস্য) অন্তিকং (সমীপং) অনয়ৎ (নীতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—তৎকালে আসুরী বেলা গণনা না করিয়া রাত্রিতে জলে প্রবেশ করায় বরুণের ভৃত্য কোন এক অসুর তাহাকে ধরিয়া বরুণের নিকটে লইয়া গেল ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—বরুণস্য ভৃত্যোঽসুরঃ। বরুস্যান্তিকমনয়ৎ তত্র হেতুঃ,—আসুরীং বেলামবজ্ঞায় উদকং প্রবিষ্টমিত্যজ্ঞানেনৈব তস্মিন্ দোষকল্পনম্। শ্রীনন্দেন তু শাস্ত্রাজ্ঞাবলেনৈবোদকে প্রবিষ্টত্বাৎ। অতএবাগ্রে বক্ষ্যতি "অজানতা মামকেন মূঢ়েনে"তি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বরুণের ভৃত্য কোন অসুর 'অবজ্ঞায় আসুরীং বেলাং'—আসুরী বেলা অনাদর করিয়া নিশীথে জলমধ্যে প্রবিষ্ট শ্রীনন্দ মহারাজকে লইয়া জলাধিপ বরুণের সমীপে গমন করিল। এখানে শ্রীনন্দ মহারাজ শাস্ত্রের আজ্ঞাবলেই রাত্রিতে জলাবগাহন করিয়াছিলেন, কিন্তু মূঢ় অসুর তাহা না জানিয়াই শ্রীনন্দে দোষ কল্পনা করিয়াছিল। সুতরাং পরবর্ত্তী সপ্তম শ্লোকে স্বয়ং বরুণদেব বলিবেন—"আমার মূঢ় ভৃত্য না জানিয়াই আপনার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে" ইত্যাদি ॥ ২ ॥

চুক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণরামেতি গোপকাঃ।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—গোপকাঃ (নন্দস্যানুচরাঃ গোপাঃ) তং (নন্দং) অপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রাম ইতি চুক্রুশুঃ (হে কৃষ্ণ, হে রাম, এবং উচ্চৈরাহ্বানং চক্রুঃ)। (হে) রাজন্, স্বানাং (ভক্তানাং) অভয়দঃ (অভয়ং দদানঃ) বিভুঃ ভগবান্ তৎ (ক্রোশনং দূরস্থোঽপি) উপশ্রুত্য (সমীপে শ্রুত্বা) পিতরং বরুণাহৃতং (জ্ঞাত্বা) তদন্তিকং (বরুণসমীপং) গতঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—নন্দের অনুচর গোপগণ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া "হে কৃষ্ণ, হে রাম" এইরূপে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্, ভক্তগণের অভয়দাতা বিভু শ্রীহরি দূরে থাকিয়াও সেই আহ্বান শব্দ নিকটে শুনিতে পাইয়া পিতাকে বরুণ অপহরণ করিয়াছে জানিতে পারিলেন এবং বরুণের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গোপকাঃ স্নানার্থং রাত্রৌ গতস্য তস্য রক্ষকাঃ। তৎক্রোশনং উপশ্রুত্য তদানীং দূরতঃ পুষ্পশয্যায়াং শয়ানোঽপি উপ নিকট এব শ্রুত্বেতি তস্য সর্ব্বদেশবর্ত্তিত্বাৎ পিতরং বরুণাহৃতং জ্ঞাত্বেতি শেষঃ। তদানীমেব রক্ষকগোপানাং নিকটমেত্য ক্ব মে তাতো নিমমজ্জেতি দৃষ্ট্বা তত্রৈব তটাৎ সঝম্পং নিমজ্য তদন্তিকং বরুণান্তিকং গতঃ। স্বানামভয়দঃ। ততঃ সকাশান্নন্দমানীয় জ্ঞাতীনামভয়ং দাস্যন্নিত্যর্থঃ ॥৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপকাঃ'—রাত্রিতে স্নানার্থ গমনকারী শ্রীনন্দ মহারাজের রক্ষকগণ, জলপ্রবিষ্ট শ্রীনন্দকে দেখিতে না পাইয়া 'হে কৃষ্ণ! হে রাম!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান (চীৎকার) করিতে লাগিলেন। 'তৎ উপশ্রুত্য'—তৎকালে সর্ব্বব্যাপক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূরবর্ত্তী কুসুমশয্যায় শয়ান থাকিলেও সর্ব্বদেশবর্ত্তিত্বহেতু সমীপেই ঐ চীৎকার শব্দ শ্রবণপূর্ব্বক পিতা বরুণ কর্ত্তৃক হৃত হইয়াছেন অবগত হইয়া রক্ষক গোপগণের সমীপে আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোথায় আমার পিতা অবগাহন করিতেছিলেন'? তখন গোপগণ, শ্রীকৃষ্ণকে সেই অবগাহন স্থান প্রদর্শন করাইলে, তট হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক সেই স্থলেই জলমগ্ন হইয়া বরুণসমীপে গমন করিলেন। 'স্বানাম্ অভয়দঃ'—গোপজাতিমাত্রের অভয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং বরুণের নিকট হইতে পিতা নন্দকে আনয়নপূর্ব্বক জ্ঞাতিগণকে অভয়দান করিবেন—এই অর্থ ॥ ৩ ॥

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দর্শনমহোৎসবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—লোকপালঃ (বরুণঃ) প্রাপ্তং (আগতং) হৃষীকেশং বীক্ষ্য তদ্দর্শনমহোৎসবঃ (তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনেন মহান্ উৎসবঃ আনন্দঃ যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) মহত্যা সপর্য্যয়া (পূজয়া) পূজয়িত্বা আহ (উবাচ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—লোকপাল বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে সমাগত

দেখিয়া তদীয় দর্শনে অতীব আনন্দিত হইয়া সবিশেষ পূজাসম্ভারে তাঁহার অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিলেন ॥৪॥

শ্রীবরুণ উবাচ—

অদ্য মে নিভৃতো দেহোঽদ্যৈবার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
ত্বৎপাদভাজো ভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবরুণঃ উবাচ,—(হে) প্রভো, ভগবন্, অদ্য মে (ময়া) দেহঃ নিভৃতঃ (সার্থকং ধৃতঃ দেহ সাফল্যং জাতম্ ইত্যর্থঃ) অদ্য অর্থঃ (পরমধনং) অধিগতং (প্রাপ্তং সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ময়া ইতঃপূর্ব্বং এবম্বিধোঽর্থঃ ন প্রাপ্তঃ) (সংসারোঽপি মম নিবৃত্তঃ ইত্যাহ) ত্বৎপাদভাজঃ (ভবৎপাদপদ্মসেবকাঃ) অধ্বনঃ পারং (মোক্ষং) অবাপুঃ (প্রাপ্তাঃ অহমপি সেবকঃ মমাপি সুতরাং তাদৃশী গতিঃ) ॥৫॥

অনুবাদ—শ্রীবরুণ বলিলেন,—হে প্রভো, ভগবন্, অদ্য আমার দেহধারণ সার্থক হইল। অদ্য আমি পরম ধন লাভ করিলাম। সমস্ত রত্নাকরের অধীশ্বর হইয়াও ইতিপূর্ব্বে এরূপ ধন লাভ করি নাই। আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবকগণ মোক্ষলাভ করিয়াছেন, অতএব আমিও সেবক বলিয়া তাদৃশী গতি আকাঙ্ক্ষা করি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অদ্য নিতরাং ভৃতো ধৃতঃ এতাবদ্দিনপর্য্যন্তং সহস্রশো দেহা বৃথৈব ধৃতাস্ত্বদ্দর্শনলাভাভাবাদিতি ভাবঃ। অর্থোঽপ্যদ্যৈবাধিগতঃ। সর্ব্বরত্নাকরপতিনাপি ইতঃপূর্ব্বং নৈবম্বিধোঽর্থঃ প্রাপ্ত ইতি ভাবঃ। ত্বৎপাদৌ ভজন্ত এবাধ্বনঃ সংসারস্য পারমবাপুঃ। অহন্ত্বেতাদৃশং দর্শনমপি প্রাপ্ত ইত্যহো মদ্ভাগ্যস্য পরাকাষ্ঠেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অদ্য মে নিভৃতঃ দেহঃ'—বরুণদেব বলিলেন, হে প্রভো! অদ্য আমার দেহধারণ সফল হইল, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত বৃথাই সহস্র সহস্র দেহ ধারণ করিয়াছি, যখন আপনার দর্শন লাভ হইয়া থাকে তখনই দেহ ধারণের সাফল্য—এই ভাবার্থ। 'অদ্যৈব অর্থঃ অধিগতঃ'—আমি সর্ব্বরত্নাকরের অধিপতি হইয়াও ইহার পূর্ব্বে এবম্বিধ অর্থ প্রাপ্ত হই নাই (পক্ষান্তরে, বস্তুতঃ পরিণাম বিচার দ্বারা যাহাকে অর্থ বলা যায়, সেই অর্থই আমি অদ্য প্রাপ্ত হইলাম)। 'ত্বৎপাদভাজঃ'—হে ভগবন্! যাঁহারা ভবদীয় চরণ ভজনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সংসারের পার অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আহা! আমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই, যেহেতু আমি এতাদৃশ চরণ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৫ ॥

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র লোকসৃষ্টিবিকল্পনা (লোকসৃষ্টিবিধাত্রী) মায়া (অপি) ন শ্রূয়তে (অবিদ্যমানেব তিষ্ঠতি তস্মৈ) ব্রহ্মণে (পূর্ণায়) পরমাত্মনে (জীবনিয়ন্ত্রে) ভগবতে (নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যায়) তুভ্যং নমঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী, জীব-নিয়ন্তা, পরিপূর্ণস্বরূপ। লোকসৃষ্টিকারিণী মায়া আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে না। আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—ভক্ত্যা জ্ঞানেন যোগেন চ ত্বমেবোপাস্য ইত্যাহ,—নম ইতি। মায়াশাবল্যাদেব তব ভগবত্ত্বাদীত্যাচক্ষাণা ভ্রান্তা এবেত্যাহ,—ন যত্রেতি। লোকসৃষ্টের্বিবিধকল্পনং যতঃ সা ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা একমাত্র আপনিই উপাস্য, ইহা বলিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে এব যোগের দ্বারা প্রাপ্য পরমাত্ম-স্বরূপ আপনাকে নমস্কার)। মায়া-শাবল্যহেতুই আপনার ভগবত্ত্বা (অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর)—এরূপ যাহারা বলেন, তাহারা ভ্রান্তই, ইহা বলিতেছেন—'ন যত্র' ইত্যাদি, যাঁহাতে লোকসৃষ্টিকারিণী অর্থাৎ দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতির সৃষ্টিবিষয়ে নানাবিধ কল্পনাকারিণী মায়া অবস্থান করিতে পারে না, সেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ আপনাকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনীতোঽয়ং তব পিতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—(হে প্রভো) অকার্য্যবেদিনা (কার্য্যেষু অনভিজ্ঞেন) মূঢ়েন অজানতা মামকেন (মদ্‌ভৃত্যেন) অয়ং তব পিতা আনীতঃ তৎ (অন্যায়কার্য্যং) ভবান্ ক্ষন্তুং (সোঢ়ুং) অর্হতি (যোগ্যো ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(হে প্রভো) কর্ত্তব্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং মূঢ় মদীয় ভৃত্য না জানিয়া আপনার পিতাকে এখানে আনিয়াছে। আপনি এই অন্যায় কার্য্য ক্ষমা করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিং ভো মামেবং স্তুবন্ লজ্জসে? সত্যং মহাপরাধো মে জাত এবেত্যাহ,—অজানতা দ্বাদশ্যা অল্পত্বে অরুণোদয়াৎ পূর্ব্বমপি জলে প্রবেষ্টব্যমিতি ভক্তিশাস্ত্রানভিজ্ঞেন। মামকেনেতি ভৃত্যাপরাধেন মমৈবাপরাধ ইতি ভাবঃ। অতএব মূঢ়েন অকার্য্য-বেদিনা মম ভৃত্যোঽপি মৎকার্য্যং ন জানাতীত্যর্থঃ। তব পিতা আনীতঃ অয়মিতি রত্নচতুষ্কিকামধ্যাসীনং স্বেন পূজিতং স্বেষ্টদেবস্মরণরতং শ্রীনন্দং স্বাঞ্জলিনা দর্শয়তি, ক্ষন্তুমর্হসীতি। তব ক্ষমাসিন্ধুত্বাৎ মম ত্বপরাধসিন্ধুত্বাৎ দণ্ডয়িষ্যসি চেৎ যথেষ্টং দণ্ডয়েতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—আমাকে এই প্রকারে স্তুতি করিয়া কিজন্য লজ্জিত করিতে-ছেন? তদুত্তরে—সত্যই আমার মহান্ অপরাধ হইয়াছে, ইহা বলিতেছেন, 'অজানতা'—দ্বাদশীর অল্পত্বে অরুণোদয়ের পূর্ব্বেই জলে প্রবেশ করিবে, এই ভক্তিশাস্ত্র না জানিয়া, 'মামকেন'—আমার ভৃত্য, ভৃত্যের অপরাধে আমারই অপরাধ—এই ভাব। অতএব 'মূঢ়েন'—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকশূন্য মূর্খ, আমার ভৃত্য হইলেও আমার কার্য্য (অভিপ্রায়) জানে না, এই অর্থ। 'তব পিতা আনীতঃ'—আপ-নার পিতাকে আনয়ন করিয়াছে। 'অয়ং'—এই, অর্থাৎ বরুণ করপুটাঞ্জলি দ্বারা দেখাইতেছেন, ঐ দেখুন, এই রত্নময় পালঙ্কোপরি উপবিষ্ট, মৎকর্ত্তৃক পূজিত ও স্বীয় ইষ্টদেবের স্মরণে রত আপনার পিতা। 'ক্ষন্তুম্ অর্হসি'—আপনি কৃপাসিন্ধু, অতএব মহদপ-রাধও ক্ষমা করিতে পারেন, আর যদি দণ্ডদানে ইচ্ছা থাকে, তবে যথেষ্ট দণ্ডপ্রদান করুন—এই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

মমাপ্যনুগ্রহং কৃষ্ণ কর্ত্তুমর্হস্যশেষদৃক্।
গোবিন্দ নীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অশেষদৃক্, (সর্ব্বদর্শিন্) কৃষ্ণ, পিতৃবৎসল, গোবিন্দ, (ত্বং) মম অপি অনুগ্রহং (কৃপাং) কর্ত্তুম্ অর্হসি। এষঃ তে (তব) পিতা (নন্দরাজঃ) নীয়তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে সর্ব্বদর্শিন্, পিতৃ-বৎসল, গোবিন্দ, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি আমার প্রতিও কৃপা করিবেন। এই আপনার পিতা নন্দ মহারাজকে লইয়া যান ॥৮॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরেশ্বরঃ।
আদায়াগাৎ স্বপিতরং বন্ধূনাঞ্চাবহন্ মুদম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ঈশ্বরেশ্বরঃ (ঈশ্ব-রাণাং ব্রহ্মাদীনাং অপি ঈশ্বরঃ অধিপতিঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ এবং প্রসাদিতঃ (প্রসন্নীকৃতঃ সন্) বন্ধূনাম্ (আত্মীয়ানাং গোপানাং) মুদম্ (আনন্দং) আবহন্ (জনয়ন্) স্বপিতরং (নন্দং) আদায় (গৃহীত্বা) অগাৎ (গৃহং গতঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ব্রহ্মাদি ঈশ্বর-গণেরও ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে প্রসন্ন হইয়া আত্মীয় গোপগণের আনন্দ উৎপাদন-সহকারে পিতাকে লইয়া নিজ গৃহে আগমন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অগাদিতি সূর্য্যোদয়াৎ পূর্ব্বমেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগাৎ'—শ্রীকৃষ্ণ স্বপিতা শ্রীনন্দকে লইয়া ব্রজবাসীদিগের সন্তোষ উৎপাদন-পূর্ব্বক সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ব্রজে উপস্থিত হইলেন, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ তু অতীন্দ্রিয়ং (অদৃষ্টপূর্ব্বং) লোকপালমহোদয়ং (বরুণস্য ঐশ্বর্য্যং) কৃষ্ণে (কৃষ্ণ-বিষয়ে) তেষাং (বরুণাদীনাং) সন্নতিং (নমস্ক্রিয়াং)

দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ (সন্) জ্ঞাতিভ্যঃ (তৎসর্ব্বং গোপেভ্যঃ) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—নন্দমহারাজ বরুণের তাদৃশ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের সম্যক্ প্রণতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া জ্ঞাতিগণের নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অতীন্দ্রিয়ম্ অতিচমৎকারবন্তি ইন্দ্রিয়াণি যতস্তং মহোদয়ং মহৈশ্বর্য্যং তেষাং লোকপালানাং অব্রবীদিতি দ্বাদশীমধ্য এব পারণং কৃত্বা আস্থান্যাম্ উপবেশ্যৈব ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীনন্দ মহারাজ দ্বাদশীমধ্যেই পারণা সমাধানপূর্ব্বক সভামধ্যে উপবেশন করিয়া, 'অতীন্দ্রিয়'—ইন্দ্রিয়-নিচয়ের চমৎকারকারী কিম্বা অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রীবরুণদেবের ঐশ্বর্য্য এবং বরুণাদি লোকপালদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নম্রতা অবলোকনপূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া তাহা জ্ঞাতিগণের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

তে চৌৎসুক্যধিয়ো রাজন্ মত্বা গোপাস্তমীশ্বরম্ ।
অপি নঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপাধাস্যদধীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তে গোপাঃ চ তং (কৃষ্ণং) ঈশ্বরং মত্বা (জ্ঞাত্বা) ঔৎসুক্যধিয়ঃ (ঔৎসুক্যযুক্তা ধীঃ বুদ্ধিঃ যেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ) অধীশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অপি (নিশ্চিতমেব) নঃ (অস্মান্) সূক্ষ্মাং (দুর্জ্ঞেয়াং) স্বগতিং (স্বস্থানং) উপাধ্যাস্যৎ (প্রাপয়িষ্যতীতি চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, গোপগণও শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া ঔৎসুক্যগ্রস্তচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে —আমাদের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমাদিগকে দুর্জ্ঞেয় ব্রহ্মসংজ্ঞক নিজস্থান লাভ করাইবেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ঔৎসুক্যযুক্তা ধীর্যেষাং তে স্বগতিং স্বোপাসকানাং গতিং সূক্ষ্মাং মায়াতীতাং ব্রহ্মানন্দরূপাং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরূপাঞ্চ। উপাধাস্যৎ উপধাস্যতি নোপধাস্যতি নোঽস্মান্ প্রাপয়িষ্যতে। ভো ব্রজরাজ, ত্বয়ৈব পূর্ব্বং গর্গোক্ত্যা অস্য নারায়ণসাম্যমুক্তং ন তু নারায়ণত্বম্। সম্প্রতি তু বরুণস্তুত্যা সাক্ষাদ্দৃষ্টয়া যদি নারায়ণত্বমেব নির্দ্ধারয়সি তদা বন্ধূনামস্মাকং সাংসারিকানামপ্যবশ্যমেব মনোরথময়ং পুরয়িষ্যত্যেব যতস্তব পুত্র এব মম ভ্রাতুষ্পুত্রঃ। অস্য ভগিনীপুত্রোঽস্য দৌহিত্রঃ পরমেশ্বরোঽয়মস্মিন্নেতে বয়ং স্নিহ্যাম এবায়মপ্যস্মাস্বাসজ্জতি তত্তো গোপাঃ পরমেশ্বরাদস্মাৎ স্বস্ববাঞ্ছনীয়ং যথেষ্টং গৃহ্ণীতেত্যুক্তে কেচিদাহুর্বয়ং মুক্তা এব বুভূষাম ইত্যন্যে বয়ং বৈকুণ্ঠবাসিন এব বুভূষামেতি পৃথক্ পৃথক্ বিবিধমতয়ো বিবিধসঙ্কল্পবন্তো বভূবুর্নতু "যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ"ইতি "তত্তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ"মিতি "সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্ত"-মিত্যাদ্যুক্তিমন্তো বসুদেবার্জ্জুনাদয় ইব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানোপরাগাৎ স্বসম্বন্ধশৈথিল্যবন্তো বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে ঔৎসুক্যধিয়ঃ'—সেই গোপগণ এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর মনে করিয়া ঔৎসুক্যচিত্তে, এই অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে 'সূক্ষ্মাং স্বগতিং'—স্বোপাসকগণের গতি, অর্থাৎ মায়াতীত ব্রহ্মানন্দস্বরূপ কিম্বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিরূপ স্বস্থান 'উপাধাস্যৎ'—দেখাইবে কি ? অথবা প্রাপ্ত করাইবে কি ? এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বলিতেছেন—হে ব্রজরাজ ! তুমিই পূর্ব্বে গর্গবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীনারায়ণের সমান বলিয়াছ, পরন্তু স্বয়ং নারায়ণ বল নাই। কিন্তু সম্প্রতি সাক্ষাৎ দৃষ্ট বরুণকৃত স্তুতি দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণ-স্বরূপেই নির্দ্ধারণ করিয়া থাক, হইলে এই শ্রীকৃষ্ণ, সাংসারিক বন্ধুবর্গ আমাদিগেরও মনোরথ অবশ্যই পূরণ করিবে, যেহেতু এই শ্রীকৃষ্ণ তোমার পুত্র হইলেও আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, এই ব্যক্তির ভগিনীপুত্র, ইহার দৌহিত্র, একারণে আমরা সকলেই ইহাকে স্নেহ করিয়া থাকি, ইনিও আমাদিগের প্রতি আসক্তচিত্ত। অতএব 'হে গোপগণ ! এই পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইতে স্ব স্ব বাঞ্ছনীয় যথেষ্ট বস্তু গ্রহণ কর', এই বলিলে অন্যান্য কোন কোন গোপগণ বলিলেন—'আমরা মুক্ত হইতে বাসনা করি', অপর কেহ বলিলেন—'আমরা বৈকুণ্ঠবাসী হইতে ইচ্ছা করি', এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানারূপ অভিলাষী হইয়া গোপগণ বিবিধ সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন।

কিন্তু শ্রীবসুদেব মহাশয় ৮৫ অধ্যায়ের ১৮ শ্লোকে যে বলিয়াছিলেন—"যুবা ন নঃ সুতৌ" অর্থাৎ

তোমরা উভয়ে আমার পুত্র নও, সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর। সত্য বল—তোমরা ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দিগের নাশের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছ কি না? তৎপর বলিলেন—"তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য", অর্থাৎ হে আর্ত্তবন্ধো! এক্ষণে আমি, শরণাগত জনের সংসারভয়াপহারক তোমাদিগের পদারবিন্দে শরণাপন্ন হইলাম ইত্যাদি। এবং শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার ১১ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে অর্জ্জুন বলিয়াছেন—"সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং", অর্থাৎ তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানিয়া আমি প্রমাদবশতঃ সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি হঠাৎ তিরস্কারভাবে যাহা বলিয়াছি—ইত্যাদি বর্ণনকারী শ্রীবসুদেব ও অর্জ্জুনের ন্যায় গোপগণের আপাততঃ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের আবির্ভাব হইলেও স্বসম্বন্ধের শৈথিল্য হয় নাই। কিন্তু শ্রীবসুদেব ও অর্জ্জুনের স্বসম্বন্ধের শৈথিল্য হইয়াছিল—এই অর্থ ॥ ১১ ॥

ইতি স্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিলদৃক্ স্বয়ম্।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়ৈতদচিন্তয়ৎ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অখিলদৃক্ (সর্ব্বদর্শী) ভগবান্ স্বয়ং স্বানাং (গোপানাং) ইতি (পূর্ব্বোক্ত মনোভাবং) বিজ্ঞায় তেষাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে (অভীষ্ট-পূরণায়) কৃপয়া এতৎ অচিন্তয়ৎ (নির্ধারয়ামাস) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বদর্শী ভগবান্ স্বয়ংও গোপগণের এরূপ মনোভাব অবগত হইয়া তাহাদের অভীষ্টপূরণের জন্য কৃপাবশতঃ এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥১২

বিশ্বনাথ—ইত্যেবম্ভূতং স্বানাং জ্ঞাতীনাং সঙ্কল্পং বিজ্ঞায় স্বয়ন্তু অখিলং ব্রহ্মানুভবসুখং বৈকুণ্ঠবাসসুখং ব্রজভূমিপ্রেমসুখঞ্চ পশ্যতি জানাতীত্যখিলদৃক্। স্বপরিকরপ্রেমতারতম্যেন তৎসান্নিধ্য ঐশ্বর্য্যাবরণতারতম্যবত্ত্বেঽপি তদানীং লীলাশক্তিপ্রেরণবশাদেব সম্পূর্ণসর্ব্বজ্ঞত্বোদয়াৎ। গোপানাং তেষান্তু তৎপ্রেমমাধুর্য্যকণিকয়াপি ব্রহ্মসুখবৈকুণ্ঠসুখয়োর্নিচীনীকৃতত্বেঽপি তেষাং নরলীলত্বেন মুগ্ধানাং সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তৎসঙ্কল্পিতং ব্রহ্মসুখং বৈকুণ্ঠসুখঞ্চ তাননুভাবয়িষ্যন্নিদমচিন্তয়ৎ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞাতিগণের এবম্ভূত সঙ্কল্প জানিয়া, 'স্বয়ন্তু অখিলদৃক্'—নিজে কিন্তু অখিলদর্শী, অখিল অর্থাৎ ব্রহ্মানুভবসুখ, বৈকুণ্ঠবাস সুখ ও ব্রজভূমির প্রেমসুখকে যিনি দেখেন বা জানেন অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। স্বীয় পরিকরগণের প্রেম-তারতম্য হেতু তাঁহাদের নিকটে ঐশ্বর্য্যাবরণের তারতম্যবত্ত্ব থাকিলেও সেই সময় লীলাশক্তির প্রেরণাবশতঃই সম্পূর্ণ সর্ব্বজ্ঞত্বের আবির্ভাব হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রেমমাধুর্য্যের কণিকাদ্বারাই ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ নিকৃষ্ট হইলেও নরলীলত্বহেতু মুগ্ধ সেই গোপগণের সঙ্কল্পসিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগের সঙ্কল্পিত ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ তাঁহাদিগকে অনুভব করাইতে এইরূপ চিন্তা করিলেন ॥ ১২ ॥

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এতস্মিন্ লোকে (সম্প্রতি প্রাপঞ্চিকে স্বাবতারাঙ্গীকৃতে) জনঃ (ব্রজবাসি লক্ষণো মদীয় স্বজনসমূহঃ) বৈ (নূনং) অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ (অবিদ্যাদিভির্হেতুভিঃ) উচ্চাবচাসু গতিষু (যা উচ্চাবচা গতয়ো দেবতির্য্যকাদয়ঃ তাসু) স্বাং গতিং ভ্রমন্ (তন্নির্ব্বিশেষতয়া জানন্) ন বেদ (স্বাং গতিং ন জানাতি মন্মাধুর্য্যাবেশেন জ্ঞানাংশবরণাদিতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই সকল ব্রজবাসী আমার নিজজন। ইহারা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া মদীয় মাধুর্য্যলীলায় আবিষ্ট হওয়ায় অবিদ্যাজনিত কাম্য-কর্ম্মফলে যে সকল দেবতির্য্যগাদি উচ্চ-নীচ যোনিতে জন্ম হয়, সেই সকল লব্ধ-জন্ম জীবের সহিত নিজদিগকে সমান মনে করিয়া আপনাদের গতি জানিতেছে না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—জনঃ প্রস্তুতত্বান্মৎপিত্রাদি ব্রজবাসী এতস্মিন্ ভূর্লোকে অবিদ্যা আত্মস্বরূপজ্ঞানং ততঃ কামস্ততঃ কর্ম্ম তত উচ্চাবচাসু গতিষু বরুণাদিদেবলোকগতসুখৈশ্বর্য্যময়ীষু ভূর্লোকগতমনুষ্যতির্য্যগাদিদুঃখানৈশ্বর্য্যময়ীষু চ দৃষ্টাসু ভ্রমন্ নরলীলত্বাদেব স্বেষাং সাংসারিকত্ববুদ্ধ্যা ভ্রমং প্রাপ্নুবন্ স্বাং গতিং

সর্ব্বৈরপি দুর্ল্লভাং বর্ত্তমানাং স্বপদবীং ন বেদ। যদয়ং মৎপিতা বরুণলোকং গতস্তত্রত্যাং মায়িকীমেব সম্পদং দৃষ্ট্বা নিখিলবৈকুণ্ঠসারমপি বৃন্দাবনং তস্মাদপি ন্যূনং মন্যতে। যথা মুগ্ধঃ কশ্চিৎ কৃত্রিমমুক্তায়া আকারতেজঃসৌষ্ঠবদৃষ্ট্যা লব্ধচমৎকারো বাস্তবানর্ঘ্যমুক্তাং ততো ন্যূনং বেত্তি। তথৈব ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভচরণরেণুমপ্যাত্মনো বরাকাদ্বরুণাদপি নিকৃষ্টামেব মন্যতে তথৈব নিত্যমাস্বাদ্যমান-মহামাধুর্য্যান্মদ্বিষয়কপুত্রাদিভাবময়-প্রেমবতোঽপি মুক্তিবৈকুণ্ঠলোকাবধিকৌ মন্যতে, তৌ খলু মদধীনাদেব ন তু তয়োরহমধীনঃ। কেনচিৎ কুচিদ্দৃষ্টঃ প্রেম্ণস্ত্বহমধীন এব সর্ব্বৈর্দৃশ্যমান এবাস্মীত্যপি বিবেকং ন ভজতে। কিঞ্চ, মুক্তৌ খলু ব্রহ্মৈবাস্বাদ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম "যস্য প্রভাপ্রভবত" ইত্যত্র "তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্ত"মিতি ব্রহ্মসংহিতোক্তেঃ "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহ"মিতি মদুক্তেঃ "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিত"মিতি মদংশমৎস্যদেবোক্তেশ্চ মদীয়ং নির্ব্বিশেষং ব্যাপকমতীন্দ্রিয়ং জ্যোতিরেব সোঽহমেব যস্য প্রেমকরণকাস্বাদবিষয়ীভূতমাধুর্য্যঃ পুত্রাদিরূপতয়া সদা বর্ত্তে এব, তথা "অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী"তি পদ্মোক্তের্মথুরা-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তীদং বৃন্দাবনং বৈকুণ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠং যস্য নিবাসতয়া সদা বর্ত্তত এব, ন চ মহাপ্রলয়েঽপ্যস্য কাচিৎ ক্ষতিঃ। "ভূগোলচক্রে সপ্তপুর্য্যো ভবন্তি তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হী"তি "যথা সরসি পদ্মং তিষ্ঠতি তথা ভূম্যামি"তি গোপালতাপনীশ্রুতেঃ। "প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে ব্যক্তেঽব্যক্তং গতো পুরা। শিষ্টে ব্রহ্মণি চিন্মাত্রে কালমায়াতিগেঽক্ষরে॥ ব্রহ্মানন্দময়ো লোকো ব্যাপী বৈকুণ্ঠসংজ্ঞিতঃ। নির্গুণোঽনাদ্যনন্তশ্চ বর্ত্ততে কেবলেঽক্ষরে" ইতি বৃহদ্বামনবাক্যাচ্চ। তদপি মুক্তিবৈকুণ্ঠলোকাবদৃষ্টচরত্বাদেব যল্লব্ধুং স্পৃহয়তি তদেনং তৌ সম্প্রতি সাক্ষাদুপলম্ভয়ামীতি ভাবঃ। অত্র জনোঽয়ং ব্রজবাসী অবিদ্যাকামকর্ম্মভিরুচ্চাবচাসু দেবতির্য্যগাদিষু ভ্রমন্ পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন্ স্বাং গতিং ময়া দাস্যমানাং মুক্তিং বৈকুণ্ঠস্থিতিঞ্চ ন বেদ ইতি কুব্যাখ্যানং ন ঘটতে, ব্রজবাসিনো নন্দাদেঃ কৃষ্ণে পুত্রাদিভাববতো নিত্যসিদ্ধত্বাদেবাবিদ্যাকামকর্ম্মঘটিতঃ সংসারো ন সম্ভবেৎ। যদুক্তং—"তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্। ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ" ইতি। ন চ মুক্তিবৈকুণ্ঠস্থিত্যোরপি দাস্যমানত্বং, "এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি" ব্রহ্মোক্তেরেবেত্যখিলং পূতনাবধান্তে সযুক্তিকং ব্যাখ্যাতং দ্রষ্টব্যম্॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জনো বৈ'—এখানে প্রকরণগত মৎপিত্রাদি ব্রজবাসিগণ, সম্প্রতি এই ভূর্লোকে 'অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মভিঃ'—অবিদ্যা অর্থাৎ আত্ম-স্বরূপের অজ্ঞান, কাম ও কর্ম্ম দ্বারা, 'উচ্চাবচাসু গতিষু'—বরুণাদি দেবলোকগত সুখৈশ্বর্য্য এবং অনৈশ্বর্য্যময় ভূর্লোকগত মনুষ্য-তির্য্যগাদি দুঃখ দেখিয়া নরলীলত্ব-হেতু আপনাদের সাংসারিকত্ব বুদ্ধি দ্বারা ভ্রম প্রাপ্ত হইয়া 'স্বাং গতিং'—স্বগতি অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক দুর্ল্লভ এই স্বপদবী অবগত নহে, যেহেতু এই আমার পিতা বরুণলোকে গমন করিয়া তত্রত্য মায়িকী সম্পদ্ দর্শনপূর্ব্বক নিখিল বৈকুণ্ঠের সার শ্রীবৃন্দাবনকে তাহা হইতেও ন্যূন মনে করিতেছেন। যেমন কোন মুগ্ধ ব্যক্তি কৃত্রিম মুক্তার আকার ও তেজঃসৌষ্ঠব দর্শনে চমৎকৃত হইয়া যথার্থ মহার্ঘ মুক্তাকে তাহা হইতে ন্যূন জানিয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মাদি দেবগণের আরাধ্য হইয়াও আপনাদিগকে অতি ক্ষুদ্র বরুণদেব হইতেও নিকৃষ্ট মনে করিতেছেন, এবং নিত্য আস্বাদ্যমান মহামাধুর্য্য-বিশিষ্ট মদ্বিষয়ক পুত্রাদি ভাবময় প্রেম হইতেও মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোককে অধিক মনে করিতেছেন। সেই মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোক আমারই অধীন, কিন্তু আমি তাহাদের অধীন—ইহা কেহ কোন দিন দেখে নাই, পরন্তু আমি প্রেমাধীন ইহা সকলেই দেখিতেছে, এই তত্ত্ব জানিতেছে না।

বিশেষতঃ মুক্তিতে ব্রহ্মসুখই আস্বাদিত হয়। সেই ব্রহ্মও "যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতার বচনে আমারই প্রভা অর্থাৎ অঙ্গকান্তি। এবং মদুক্ত বাক্যও রহিয়াছে—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" (শ্রীগীতা), অর্থাৎ আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। আরও, মদংশ শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছেন—"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং" (৮।২৪।৩৮), অর্থাৎ আমার মহিমা পরব্রহ্ম নামে কথিত হইয়াছেন। মদীয় নির্ব্বিশেষ ব্যাপক অতীন্দ্রিয় জ্যোতিই আমি,

যাঁহাদিগের প্রেম দ্বারা আস্বাদবিষয়ীভূত মাধুর্য্যবান্ হইয়া পুত্রাদিরূপে সর্ব্বদা বর্তমান রহিয়াছি।

তথা "অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী" —ইত্যাদি পদ্মপুরাণ কথিত বচনে জানা যা, বৈকুণ্ঠ হইতে মথুরা ধন্যা ও শ্রেষ্ঠা। সেই মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত এই বৃন্দাবন, বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, বিশেষতঃ ব্রজবাসীদিগের নিবাসস্বরূপ হইয়া সর্ব্বদা অবস্থিত। মহাপ্রলয়েও এই বৃন্দাবনের কোনরূপ ক্ষতি নাই। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিতে উক্ত আছে —"ভূগোলচক্রে সপ্তপূর্য্যঃ ভবন্তি" ইত্যাদি অর্থাৎ ভূগোলচক্রে সপ্তপুরী রহিয়াছেন, তন্মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপালপুরী বৃন্দাবন। যেমন সরোবরে পদ্ম থাকে তদ্রূপ ভূমিতে বৃন্দাবন অবস্থিত। বৃহদ্ বামন পুরাণেও বলিয়াছেন—"প্রাকৃতে প্রলয়ে প্রাপ্তে" ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যখন প্রাকৃত প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতি, পুরুষে লীন হইলে একমাত্র কাল ও মায়ার অতীত অক্ষর শিষ্ট ব্রহ্ম বিরাজ করেন, তাহাতে ব্রহ্মানন্দময় ব্যাপক নির্গুণ অনাদি অনন্ত বৈকুণ্ঠ নামে লোক থাকে। অতএব মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ হইতে আমি ও আমার বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। মুক্তি ও বৈকুণ্ঠলোক অগোচর হইলেও ইঁহারা তাহার প্রাপ্তি বিষয়ে বাসনা করিতেছেন, সুতরাং আমি অধুনা ইঁহাদিগকে তাহা সাক্ষাৎ দেখাইব—এই ভাবার্থ।

এই স্থলে এই ব্রজবাসিজন অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্মদ্বারা দেব তির্য্যগাদি দেহে পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন করিয়া স্বীয়গতি অর্থাৎ মুক্তি ও বৈকুণ্ঠস্থিতি জানেন না—এই প্রকার কুব্যাখ্যা সম্ভবপর হইতে পারে না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণে পুত্রাদি ভাবময় নন্দাদি ব্রজবাসিগণ, নিত্যসিদ্ধত্বহেতু অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম ঘাটিত সংসার তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। যেমন উক্ত হইয়াছে—"তাসামবিরতং কৃষ্ণে" (১০।৬।৩৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নিরন্তর পুত্রস্নেহকারিণি গাভী ও গোপীদিগের পুনর্ব্বার অজ্ঞানাখ্য সংসার কখনই যোগ্য হয় না। আরও মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠস্থিতিও এই ব্রজবাসিজনের পক্ষে দাতব্য নহে। যেমন ব্রহ্মস্তুতিতে ব্রহ্মা বলিলেন—"এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতা" (১০।১৪।৩৫), অর্থাৎ হে দেব! আপনি এই ব্রজবাসীদিগকে কি প্রদান করিবেন? এই সমস্ত সিদ্ধান্ত পূতনাবধের পর সযুক্তিক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তৎস্থলে দ্রষ্টব্য ॥ ১৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো হরিঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—মহাকারুণিকঃ বিভুঃ ভগবান্ হরিঃ ইতি সঞ্চিন্ত্য গোপানাং (গোপান্) তমসঃ পরং (প্রকৃতেঃ পরং) স্বং (ব্রহ্মস্বরূপং) লোকং (বৈকুণ্ঠাখ্যং) দর্শয়ামাস ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—পরম করুণাময় বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়া গোপগণকে প্রকৃতির অতীত ব্রহ্মস্বরূপ বৈকুণ্ঠ-লোক দর্শন করাইলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—ইতি সঞ্চিন্ত্য স নিত্যাস্পদস্য শ্রীবৃন্দাবনস্য সর্ব্বোৎকর্ষং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠসুখানুভাবনয়ৈব সাম্প্রতং জ্ঞাপয়ামীতি বিচার্য্য স্বং ব্রহ্মস্বরূপং লোকঞ্চ বৈকুণ্ঠাখ্যং দর্শয়ামাস। বৃন্দাবনাদ্বিযোজ্য পঞ্চষাক্ষণাৎ তে এব প্রাপয়ামাসেতি ভাবঃ। যতো মহাকারুণিকঃ ব্যতিরেকেণৈব বৃন্দাবনস্য মাধুর্য্যং তাভ্যামপ্যুৎকৃষ্টং জ্ঞাপয়িতুমিতি ভাবঃ। ননু ব্রহ্মদর্শনৈব ব্রহ্মপ্রাপণা সৈব সাযুজ্যমুক্তিস্তেষাং ততো নিষ্ক্রমণাসম্ভবাৎ। কথং তেষাং পুনর্বৃন্দাবনীয়মাধুর্য্যেঽনুভাবনা ইত্যত আহ,—বিভুঃ সাযুজ্যমোক্ষাৎ বৈকুণ্ঠাচ্চ নিষ্ক্রাময়িতুমপি সমর্থ ইত্যর্থঃ। স্বং লোকঞ্চ বিশিনষ্টি তমসঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি সঞ্চিন্ত্য'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া, অর্থাৎ ব্রজবাসীদিগকে ব্রহ্মসুখ ও বৈকুণ্ঠসুখ অনুভব করাইয়া নিত্যাস্পদ শ্রীবৃন্দাবনের যে সর্ব্বোৎকর্ষ, সম্প্রতি তাহা জানাইব —এইরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রকৃতির পর যে ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠলোক তাহা দর্শন করাইলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে পৃথক্ করিয়া (লইয়া গিয়া) পাঁচ ছয় ক্ষণের মধ্যেই তাহা প্রাপ্ত করাইলেন। যেহেতু তিনি 'মহাকারুণিক', ব্যতিরেকভাবেই শ্রীবৃন্দাবনের মাধুর্য্য সেই ব্রহ্ম ও বৈকুণ্ঠলোক হইতেও উৎকৃষ্ট তাহা জানাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে তাহা দর্শন করাই-

লেন—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনকেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলা যায়, সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিই সাযুজ্য-মুক্তি, সুতরাং সেই সাযুজ্য মুক্তি হইতে ব্রজবাসিগণের নিষ্ক্রমণ অসম্ভব, অতএব তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার বৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যানুভব করান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বিভু', অর্থাৎ যিনি সাযুজ্য মুক্তি ও বৈকুণ্ঠ হইতে নিষ্ক্রমণ করিতে সমর্থ। 'স্বং লোকং চ', ব্রহ্মস্বরূপ ও বৈকুণ্ঠলোক বিশেষিত করিতেছেন—'তমসঃ পরম্'—তাহা প্রকৃতির পর ॥ ১৪ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মুনয়ঃ গুণাপায়ে (গুণাপোহে সতি) সমাহিতাঃ (সমাধিস্থিতাঃ সন্তঃ) যৎ হি (ব্রহ্মবস্তু) পশ্যন্তি (তৎ) যচ্চ সত্যং (অবাধ্যং) জ্ঞানং (অজড়ং) অনন্তং (অপরিচ্ছিন্নং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম (তদ্দর্শয়ামাস ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—সেই স্থান চিন্ময়, অপরিচ্ছিন্ন, সত্য, স্বপ্রকাশ নিত্য ও ব্রহ্ম স্বরূপ। মুনিগণ নির্গুণ প্রাপ্ত হইলে সমাধিদশায় সেই স্থান দর্শন করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যমবাধ্যং জ্ঞানমজড়মনন্তমপরিচ্ছিন্নং সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধম্। যৎ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ গুণাপায়ে গুণাতীতত্বে সতি পশ্যন্তি। বৃন্দাবনস্যাপি ব্রহ্মানন্দস্বরূপত্বেনৈতাদৃশত্বেঽপি মায়াবিভূতিমধ্যবর্ত্তিত্বেনৈব মাধুর্য্যাধিক্যম্। যথা দীপজ্যোতিষস্তমোমধ্যবর্ত্তিত্বেন। অতএব তমসঃ পরং নতু তমোমধ্যবর্ত্তিসত্যজ্ঞানাদিরূপং জ্যোতির্দর্শয়ামাস। কিঞ্চ, ব্রহ্মস্বরূপতোঽপি বিচিত্রলীলাময়ং ভগবৎস্বরূপমতিমধুরং শুকদেবাদিভক্তাত্মারামানুভবাদবসীয়তে। তচ্চ ভগবদ্বপুঃ সর্ব্বব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নং ষড়্‌বিকাররহিতমপ্যপ্রাকৃতজন্মাস্তিত্ববৃদ্ধ্যাদিসহিতং তরঙ্গাদিদোষশূন্যমপি ক্ষুৎপিপাসাপ্রস্বেদভয়মোহসাংগ্রামিকশস্ত্রঘাতাদিসহিতমতর্ক্যানন্তশক্তিত্বাদেব যথা তথৈব "পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপক"মিতি ভগবদুক্তে"র্বৃন্দাবনমপি ব্রহ্মদৃষ্টানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপকমপি পরিচ্ছিন্নম্। "স্মরেৎ পুনরতন্ত্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাম্বুধ" ইত্যাগমাদিবাক্যাৎ তরঙ্গাদিদোষরহিতমপি ক্ষুৎপিপাসা-জন্মজরাচ্ছেদভেদাদিমন্মনুষ্যপশুখগনগাদিকমপি নিত্যমেবেত্যনন্তচমৎকারাশ্রয়মিতি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সত্যম্'—অবাধ্য অর্থাৎ ত্রৈকালিক সত্য, 'জ্ঞান'—অজড়, 'অনন্ত'—অপরিচ্ছিন্ন, 'সনাতন'-সর্ব্বদা একরসে স্থিত যে ব্রহ্ম, যাহা সমাধিনিষ্ঠ মুনিগণ ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির সম্বন্ধ নিবৃত্তির পরে দর্শন করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক গোপদিগকে সেই প্রকৃতির অতীত ব্রহ্ম দেখাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনেরও ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপত্বহেতু এতাদৃশত্ব হইলেও মায়াবিভূতি-মধ্যবর্ত্তিত্ব বলিয়া তাহার মাধুর্য্যাধিক্য, যেমন অন্ধকারে দীপালোক শোভিত হয়, তদ্রূপ। অতএব পূর্ব্বশ্লোকে 'তমসঃ পরং'—প্রকৃতির পর, ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু তমোমধ্যবর্ত্তি সত্যজ্ঞানাদিরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করান নাই। আরও, ব্রহ্মস্বরূপ হইতেও বিচিত্রলীলাময় ভগবৎস্বরূপ অতি মধুর—ইহা শ্রীশুকদেবাদি আত্মারাম ভক্তগণের অনুভব হইতেই সিদ্ধান্তিত হয়। যেমন সেই শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বীয় অনন্ত শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বব্যাপক হইলেও পরিচ্ছিন্ন, ষড়্‌-বিকার-রহিত হইলেও অপ্রাকৃত জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি প্রভৃতি সমন্বিত, তরঙ্গাদি দোষশূন্য হইলেও ক্ষুধা, পিপাসা, ঘর্ম্ম, ভয়, মোহ, যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্রঘাতাদি যুক্ত, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবন ধামও। যেমন স্কন্দপুরাণে মথুরা-মাহাত্ম্যে শ্রীভগবানের উক্তি—"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্", অর্থাৎ এই বৃন্দাবন পঞ্চ-যোজন (বিংশতি ক্রোশ বিস্তীর্ণ) এবং আমার দেহ-স্বরূপ। সুষুম্না নামধারিণী এই যমুনা, পরমামৃত প্রবাহিনী হইয়াছেন, ইত্যাদি। শ্রীবৃন্দাবনও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপক হইলেও পরিচ্ছন্ন। আগমশাস্ত্রে উক্ত আছে—"স্মরেৎ পুনরতন্ত্রিতো বিগতষট্‌তরঙ্গাম্বুধঃ", অর্থাৎ অতি সাবধানে ষট্‌তরঙ্গ—বিরহিত শ্রীবৃন্দাবনের স্মরণ করিবে, ইত্যাদি বাক্যে তরঙ্গাদি দোষরহিত হইলেও ক্ষুধা, পিপাসা, জন্ম, জরা, বিচ্ছেদাদিযুক্ত মনুষ্য, পশু,

পক্ষী, সর্পাদি সেখানকার সমস্তই নিত্য—ইহা এক অনন্ত চমৎকারের স্থান ॥ ১৫ ॥

তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতা মগ্নাঃ কৃষ্ণেন চোদ্ধৃতাঃ।
দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরা ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যস্মিন্) অক্রূরঃ (ব্রহ্মরূপং) অধ্যগাৎ (দদর্শ) তে তু (নন্দাদয়ঃ) কৃষ্ণেন (তৎ) ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ মগ্নাঃ (সন্তঃ) ব্রহ্মণঃ রূপং (স্বরূপং) দদৃশুঃ (পুনঃ কৃষ্ণেন) উদ্ধৃতাঃ চ (বভূবুঃ) ॥১৬॥

অনুবাদ—পূর্ব্বে অক্রূর যে স্থানে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নন্দাদি গোপগণ সেই ব্রহ্মহ্রদে নীত এবং মগ্ন হইয়া ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করিলেন। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় তাহাদিগকে তথা হইতে উদ্ধৃত করিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং ব্রহ্মহ্রদং ব্রহ্মৈব হ্রদ ইব হ্রদস্তত্র নিমগ্নস্য বিশেষজ্ঞানাভাবাৎ তং ব্রহ্মহ্রদং তে ব্রজবাসিনো নীতাঃ প্রাপিতাঃ তদা তে তস্মিন্ মগ্নাঃ কৃষ্ণেন তু উদ্ধৃতাঃ স্বাতর্ক্যশক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যাদপি উদ্ধৃতাস্তস্মাদুত্থাপিতাঃ সন্তস্তস্যৈব ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠঞ্চ দদৃশুঃ। "লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্মে"তি দ্বিতীয়োক্তেঃ। উদ্ধৃতা ইতি যথান্যে সংসারহ্রদাদুদ্ধৃতাঃ সন্তো ব্রহ্মানুভবন্তি তথৈবামী প্রেমবন্তো গোপাঃ ব্রহ্মহ্রদাদুদ্ধৃতা বৈকুণ্ঠলোকং দদৃশুরিতি সর্ব্বস্বনাশবত্যাঃ সাযুজ্য-বিপদঃ সকাশাৎ বৈকুণ্ঠো নির্ব্বৃতিকর ইতি ভাবঃ। প্রেমরহিতাদ্ব্রহ্মসুখানুভবাৎ প্রেমসহিতো বৈকুণ্ঠসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠস্ততোঽপি প্রেমময়ো গোকুলসুখানুভবঃ শ্রেষ্ঠ ইতি সিদ্ধান্তো জ্ঞাপিতঃ। যত্র বৈকুণ্ঠে পুরা অক্রূরোঽধ্যগাৎ গতবান্ স্বাভীষ্টদেবং দৃষ্টবানিতি বা। শুক-পরীক্ষিৎসম্বাদাৎ প্রাক্তনত্বাদ্ভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তে তু ব্রহ্মহ্রদং নীতাঃ'—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সেই ব্রজবাসিগণ ব্রহ্মরূপ হ্রদে (বিশেষ জ্ঞানের অভাবহেতু) নীত হইয়া তাহাতে মগ্ন হইলেন এবং পুনর্ব্বার তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তদীয় অতর্ক্য-শক্তি-প্রভাবে সেই ব্রহ্মসাযুজ্য হইতেও উত্থাপিত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণেরই ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন। যেমন দ্বিতীয় স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—"লোকং বিকুণ্ঠমপনেষ্যতি গোকুলং স্ম" (২৷৭৷৩১), অর্থাৎ যে গোকুলবাসি জনেরা দিবসে স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত এবং রাত্রিতে শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রিত হইয়া সময় যাপন করিতেন, তাহাদিগকে যিনি বিনা সাধনে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করেন ইত্যাদি। 'উদ্ধৃতাঃ'—যেমন অন্য কোন ব্যক্তি, সংসার-হ্রদ হইতে উদ্ধৃত হইয়া ব্রহ্মানুভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই প্রেমশালি গোপগণ ব্রহ্মহ্রদ হইতে উদ্ধৃত হইয়া বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করিলেন। সর্ব্বনাশকারিণী সাযুজ্য-বিপদ্ হইতে বৈকুণ্ঠ নির্বৃতিকর—এই ভাবার্থ। প্রেমরহিত ব্রহ্মসুখানুভব অপেক্ষা প্রেমসহিত বৈকুণ্ঠ সুখানুভব শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা প্রেমময় গোকুলসুখানুভব শ্রেষ্ঠ—এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপিত হইল। 'যত্র অক্রূরঃ অধ্যগাৎ পুরা'—যে বৈকুণ্ঠে পূর্ব্বে অক্রূর মহাশয় গিয়াছিলেন কিম্বা স্বাভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ সংবাদের প্রাক্তনত্বহেতু 'অক্রূর দর্শন করিয়াছিলেন'—এইরূপ অতীতকাল নির্দ্দেশ হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র চ্ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ ॥১৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে নন্দমোক্ষণং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—নন্দাদয়ঃ তু তত্র ছন্দোভিঃ (বেদবাক্যৈঃ) স্তূয়মানং তং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ পরানন্দনির্বৃতাঃ (চ জাতাঃ) ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নন্দাদি গোপগণ সেখানে দেখিতে পাইলেন যে মূর্ত্তিমান বেদসকল শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতেছে। তদ্দর্শনে তাহারা অতিশয় বিস্মিত এবং পরমানন্দে নির্বৃতচিত্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—তং বৈকুণ্ঠলোকং দৃষ্ট্বা তু পরমানন্দনির্ব্বৃতাঃ। বৈকুণ্ঠীয়গোলোকস্থ-বৃন্দাবনস্য বৃন্দাবন-

সাধর্ম্ম্যদর্শনাদিতি ভাবঃ। যথাহি কোটীশ্বরাঃ কদাচিন্নষ্টসর্ব্বধনাঃ সন্তো দৈবাৎ কুচিদ্ দৃষ্টস্বধনচিহ্নাঃ পরমানন্দনির্ব্বৃতাঃ ভবন্তি তথেত্যর্থঃ। ততশ্চাস্মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়মুখারবিন্দপ্রস্বেদবিন্দুঃ কৃষ্ণঃ ক্বেতি তদন্বেষণানুসন্ধানবত্ত্বে সতি তঞ্চ দদৃশুরিত্যাহ,—কৃষ্ণং তত্রত্যৈশ্ছন্দোভির্মূর্ত্তিমদ্ভিস্তূয়মানং দৃষ্ট্বা সুবিস্মিতাঃ। হং হো ক্বাগচ্ছামস্তাবদেতে জ্যোতির্ম্ময়াঃ স্তাবকা অত্র বৃন্দাবনে খল্বপরিচীয়মানাঃ প্রষ্টুমস্মাভিরশক্যাঃ কে, তন্মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণশ্চায়মস্মানেনকান্ পিত্রাদীন্ দৃষ্ট্বাপি বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়ন্ন সন্নিধত্তে নাপি ভুজাভ্যাং ন কণ্ঠং ধত্তে বয়মপি সন্নিধাতুমেনমুৎসঙ্গমারোহয়িতুঞ্চ সঙ্কুচামঃ কিমনেনাদ্য ক্ষুৎপিপাসাবৈক্লব্যং বিস্মৃতম্। মাতাস্য কথমেনমভোজয়ন্তী জীবিষ্যতীত্যেবম্বিবিধান্ বিস্ময়ান্ দধানাস্তে লীলাশক্তিপ্রেরিতয়া যোগমায়য়ৈব পুনর্বৃন্দাবনমানিন্যিরে ইতি শেষঃ। এতৎপ্রকরণস্যায়মেবার্থঃ—শ্রীমৎপ্রভুবরৈরূপগোস্বামিচরণৈঃ স্তবমালায়ামুপশ্লোকিতঃ। স চ শ্লোকো যথা,—"লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো নাস্তি ক্বাপীত্যঞ্জসা বন্ধুবর্গম্। বৈকুণ্ঠং যঃ সুষ্ঠু সন্দর্শ্য ভূয়ো গোষ্ঠং নিন্যে পাতু স ত্বাং মুকুন্দঃ ইতি ॥ ১৭ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টাবিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নন্দাদয়স্তু'—শ্রীনন্দাদি গোপগণ সেই বৈকুণ্ঠলোক দেখিয়া অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধীয় গোলোকস্থ বৃন্দাবনে, ভূলোকগত শ্রীবৃন্দাবনের সাধর্ম্ম্য দর্শনপূর্ব্বক পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ যেমন কোটিধনের অধিপতিগণ কোন সময়ে সমস্ত ধন হারাইয়া দৈবাৎ কালক্রমে পূর্ব্ব স্বধনের কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়া পরম আনন্দিত হয়, তদ্রূপ পরমানন্দিত হইলেন। অনন্তর 'যাহার মুখারবিন্দের ঘর্ম্মবিন্দু আমরা কোটিপ্রাণে অপসারিত করিয়া থাকি, অর্থাৎ যাহার ঘর্ম্মবিন্দু দর্শনে আমরা অসমর্থ, সেই কৃষ্ণ কোথায়?' —এই বলিয়া তাহার অনুসন্ধানে রত হইয়া তাহাকে দেখিলেন, ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং', তত্রত্য মূর্ত্তিমান্ বেদসকল তাহাকে স্তব করিতেছেন, তাহা দেখিয়া তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং স্বগত ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়! আমরা কোথায় আসিলাম? এই বৃন্দাবনে আমাদিগের অপরিচিত এই জ্যোতির্ম্ময় স্তবকারী ইহারা কে? তাহা জিজ্ঞাসা করিতেও আমরা সমর্থ হইতেছি না। ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তী এই কৃষ্ণ, পিতা প্রভৃতি আত্মীয় সকলকে দেখিয়াও বাল্যবিলাস বিস্তারপূর্ব্বক সমীপেও আগমন করিতেছে না! বাহুযুগলে আমাদিগের কণ্ঠধারণও করিতেছে না। আমরাও ইহার নিকটে গমন করিতে অথবা ইহাকে ক্রোড়ে লইতে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতেছি। কৃষ্ণ কি অদ্য ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া আমাদিগকে ভুলিয়া গেল? ইহার জননী ইহাকে ভোজন না করাইয়াই বা কি প্রকারে জীবিতা থাকিবেন—এই প্রকারে বিবিধ বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা লীলাশক্তি-প্রেরিতা যোগমায়া কর্ত্তৃক পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে আনীত হইলেন।

এই প্রকরণের এই অর্থই শ্রীমৎপ্রভুবর রূপ গোস্বামিপাদ স্তবমালা গ্রন্থে গ্রথিত করিয়াছেন, সেই শ্লোক যথা—"লোকো রম্যঃ কোঽপি বৃন্দাটবীতো" ইত্যাদি, অর্থাৎ বৃন্দাবন অপেক্ষা কোনও রমণীয় লোক কোথাও নাই, ইহা দেখাইবার নিমিত্ত যিনি বন্ধুবর্গকে অনায়াসে বৈকুণ্ঠলোক দেখাইয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে গোকুলে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই মুকুন্দ (শ্রীকৃষ্ণ) তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের 'সারার্দদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৮ ॥

তথ্য—শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে এই শ্লোক কয়টীর এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

জন বলিতে ব্রজবাসী, আমার নিজজন, এতস্মিন্—প্রাপঞ্চিক লোকে।

অবিদ্যাকামকর্ম্মভিঃ উচ্চাবচাসু গতিষু—অবিদ্যা

—(অজ্ঞান) কাম্যকর্ম্ম-দ্বারা রচিত যে দেব-তির্য্য-গাদি উচ্চ-নীচ-গতি, তন্মধ্যে।

স্বাং গতিং ভ্রমন্—নিজ গতিকে তাহাদের সহিত অভিন্নরূপে জানিয়া।

এখন সমগ্র শ্লোকের অর্থ এই প্রকার,—আমার নিজজন এই গোপগণ ইহলোকে অবিদ্যাজনিত কাম্য কর্ম্মদ্বারা রচিত দেব-তির্য্যগাদি উচ্চ-নীচ যোনিতে লব্ধজন্ম ব্যক্তিদিগের সহিত নিজগতিকে অভিন্ন মনে করিয়া স্বীয় গতি (অবস্থা) জানিতে পারিতেছে না। যদ্যপি এই ভ্রম বৃন্দাবনীয় মাধুর্য্য-লীলা পোষ-ণের নিমিত্ত মদীয় লীলাশক্তি দ্বারা রচিত হইয়াছে, তথাপি তাহাদের (ব্রজবাসীদিগের) ইচ্ছানুসারে কিছুক্ষণের জন্য তাহাদের সর্ব্ব-বিলক্ষণা নিজগতি দর্শন করাইয়া ঐ ভ্রম বিদুরিত করিব ইহাই তাৎপর্য্য।

গোপগণের নিজ-লোক গোলোক। ব্রহ্মসংহি-তায় যে "চিন্তামণি-প্রকরসদ্মসু"—শ্লোকে ধামের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেই বর্ণিত বৈভবের দ্বারা বরুণের প্রপঞ্চলোকগত-বৈভব তিরস্কৃত হইয়াছে। তাহা তমঃ অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত—প্রপঞ্চের অভি-ব্যক্ত হয় না বলিয়া তৎসম্বন্ধে অসংসৃষ্ট। অতএব ঐ লোক সচ্চিদানন্দময়; এই জন্য "সত্যং, জ্ঞানং" ইত্যাদি বলা হইয়াছে। সত্যাদিরূপ যে ব্রহ্ম, গুণা-তীতাবস্থায় ঋষিগণ যাহা অনুভব করেন, তাহাই (সেই ব্রহ্মই) স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের প্রাকট্যের দ্বারা সত্যাদিরূপ ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া গোপদিগকে দর্শন করাইয়াছিলেন।

অনন্তর বৃন্দাবনের কোন্ স্থানে গোপদিগের তাদৃশ দর্শন হইয়াছিল তাহা বলিতেছেন। ব্রহ্ম-হ্রদ বা অক্রূরতীর্থ—তথায় কৃষ্ণকর্ত্তৃক নীত, আবার সেই স্থানে তাঁহার আজ্ঞায় নিমগ্ন, পুনরায় তথা হইতে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া নরাকৃতি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের গোলোক-নামক ধাম দর্শন করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্ম-হ্রদে পূর্ব্বে শ্রীঅক্রূর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়াছিলেন বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্ম-হ্রদেই গোপগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে যে লোক দর্শন করাইয়া-ছিলেন, তাহা বৈকুণ্ঠান্তর নহে, ইহা "স্বাং গতিং" "গোপানাং স্বং লোকং" এবং "কৃষ্ণঞ্চ"—এই প্রয়োগ তিনটী হইতেই জানিতে হইবে। "স্বাং গতিং" বলায় তদীয়তা নির্দ্দেশ অর্থাৎ ঐ স্থান গোপগণের নিজ-ধাম, 'গোপানাং'—এই ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত পদের দ্বারা ঐ লোকের সহিত গোপদিগের সম্বন্ধ আর 'স্বং' শব্দে তথায় গোপদিগের অধিকার এবং কৃষ্ণ-শব্দে তথায় শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অবস্থিতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং উহা যে বৈকুণ্ঠ-বিশেষ নহে, তাহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে।

গোলোক-দর্শনে তাঁহাদের পরমানন্দে পূর্ণতা এবং বিস্ময়াবিষ্টতা উপযুক্তই হইতেছে, কারণ সেই ধামও পরিপূর্ণ-স্বরূপ। আবার সেই ধামে আমরা ও আমাদের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করি-বেন, ইহা পরমানন্দের বিষয়॥

(কৃষ্ণসন্দর্ভ)॥ ১৩-১৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ—

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রাসবিহারার্থ শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং রাসারম্ভে তাঁহার অন্তর্দ্ধানরূপ কৌতুক বর্ণিত হইয়াছে।

গোপীগণের বস্ত্রহরণ-লীলাকালের প্রতিশ্রুতি মত শ্রীকৃষ্ণ শারদীয়া রজনীতে স্বীয় যোগমায়া আশ্রয়পূর্ব্বক বিহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া বংশীগীত আরম্ভ করিলেন। কামোদ্দীপক-বেণুগীত-শ্রবণে গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহকর্ম্ম (অসমাপ্ত অথবা অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই) পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রতিহত গতিতে শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিলেন। অপ্রাকৃত দেহবিশিষ্টা কোন কোন গোপাঙ্গনা পত্যাদি কর্ত্তৃক গমনে বাধাপ্রাপ্ত হইলে শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহারা তাৎকালিক কল্পিত যে গুণময় দেহে প্রবিষ্ট হইয়া পতিগণের পার্শ্বে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই গুণময় দেহ পতিগণের নিকট রাখিয়া পতিগণকে বঞ্চনা পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া রহস্য সহকারে বলিতে লাগিলেন যে, হিংস্রজন্তু-পরিপূর্ণ ভীষণ রাত্রিতে স্ত্রীলোকের তথায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য নয়; তাঁহাদের পতি-পুত্রগণ গৃহকর্ম্মার্থ তাঁহাদের অন্বেষণ করিতেছেন, পতি-পুত্রাদির সেবাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। উপপতির সেবা কুলনারীর পক্ষে নিন্দনীয় ও অস্বর্গ্য; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ, মূর্ত্তিদর্শন, ধ্যান এবং অনুকীর্ত্তনে যেরূপ তাঁহাতে প্রেম জন্মে, নিকটে অবস্থান দ্বারা তদ্রূপ হয় না, অতএব গোপাঙ্গনাগণের গৃহ-প্রত্যাগমনই বিধেয়। গোপঙ্গনাগণ তচ্ছ্রবণে ভগ্নমনোরথ হইয়া কিছুক্ষণ রোদনের পর ঈষৎ কোপের সহিত বলিতে লাগিলেন যে, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সঙ্কল্পকারিণী রমণীগণকে পরিত্যাগ করা শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্য নয়। পতি-পুত্রাদির সেবায় দুঃখ-মাত্রই লাভ হয়; কিন্তু প্রাণীগণের প্রিয়তম আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই স্বধর্ম্মসিদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীগীত শ্রবণে এবং ত্রিলোকের মানসাকর্ষী তদীয় রূপদর্শনে কোন্ স্ত্রীলোক না স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয়? বিষ্ণু যেরূপ সুরগণের রক্ষক, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ ব্রজজনের দুঃখবিনাশক; সুতরাং আর্ত্তগোপীগণের বিরহ-সন্তাপ দূর করা শ্রীকৃষ্ণের একান্ত কর্ত্তব্য। নিত্য-তৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের বিলাপবাক্য শ্রবণে বিবিধ ক্রীড়া সহকারে গোপীগণকে আনন্দ প্রদান করিলে গোপীগণের গর্ব্ব উৎপাদিত হইয়াছিল। তদ্‌গর্ব্ব-অপনোদন-জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাসস্থলী হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—ভগবান্ অপি শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ (শারদাঃ শরৎকালজাতাঃ উৎফুল্লাঃ প্রস্ফুটিতাঃ মল্লিকাঃ কুসুমবিশেষাঃ যাসু তাঃ) তাঃ রাত্রীঃ (বস্ত্রহরণকালে যাতাঽবলা ইত্যাদিবাক্যেন প্রতিশ্রুতাঃ রজনীঃ সমাগতাঃ) বীক্ষ্য যোগমায়াং (আত্মনঃ দুর্ঘটঘটনাশক্তিং) উপাশ্রিতঃ (উপসমীপে আশ্রিতঃ সন্) রন্তুং (বিহর্ত্তুং) মনঃ চক্রে (অভিলাষ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—(হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ বস্ত্রহরণকালে ব্রজকুমারীগণের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে,—"হে অবলাগণ, তোমরা সিদ্ধিলাভ করিয়াছ, সম্প্রতি স্ব স্ব গৃহে গমন কর, আগামিনী রজনীসমূহে আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে)। সম্প্রতি শরৎকালীন প্রস্ফুটিত মল্লিকাকুসুমরাশি-বিভূষিত সেই রজনী উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং ভগবান্ যোগমায়া নাম্নী স্বীয় অঘটন-ঘটনপটীয়সী শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

শ্রীরামকৃষ্ণগঙ্গাচরণান্নত্বা গুরূননুরুপ্রেম্ণঃ।
শ্রীলনরোত্তমনাথ-শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি ॥
প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥

গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেঽতিপ্রভুষ্ণবে।
তদীয়প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে॥
অথ পঞ্চভিরধ্যায়ৈঃ পঞ্চপ্রাণসমৈর্মুনিঃ।
রাসং প্রাহ হরেঃ সর্ব্বলীলাসম্পচ্ছিরোমণিম্॥
রাসো জয়তি যদ্দত্তসৌভাগ্যা গোপযোষিতঃ।
ধরাস্থা অধরীচক্রুঃ সর্ব্বোর্দ্ধস্থাং রমামপি॥
ঊনত্রিংশে বেণুনাদপারুষ্যবিষবর্ষণম্।
গোপিকাচাতকীস্বাভিঃ ক্রীড়ান্তর্দ্ধিশ্চ বর্ণ্যতে॥০

ইহ খলু সপ্তবর্ষবয়সি বর্ত্তমানেন ভগবতা কার্ত্তিকস্যামাবস্যায়াং কর্ম্মবাদোত্থাপনেন ইন্দ্রমখভঙ্গঃ কৃতঃ। তচ্ছুক্লপ্রতিপদি গোবর্দ্ধনমখোৎসবঃ, দ্বিতীয়ায়াং যমুনাতীরে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়াভোজনোৎসবঃ, শ্রীমুনীন্দ্রেণাবর্ণিতোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তত্রৈব বর্ণিতা ইন্দ্র-কোপোক্তয়শ্চ, তৃতীয়ামারভ্য নবমীপর্য্যন্তং গোবর্দ্ধন-ধারণম্। দশম্যাং গোপানাং বিস্ময়কথাবাহুল্যং, একাদশ্যাং গোবিন্দাভিষেকঃ, দ্বাদশ্যাং বরুণলোক-গমনং, পৌর্ণমাস্যাং ব্রহ্মলোকগমনম্। ততশ্চ শরদঃ সমাপ্তত্বাৎ তদুত্তরে বর্ষে অষ্টবর্ষবয়স্কে সত্যাশ্বিন-পূর্ণিমায়াং রাসোৎসবঃ সর্ব্বলীলোৎসবমুকুটমণিস্তং বক্তুমারভতে,—ভগবানপি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে রমণস্যোদ্দীপনালম্বনানাং কালদেশপাত্রাণাং শরদযামিনী বৃন্দাবনব্রজবনিতানাং সর্ব্বোৎকৃষ্ট-মাধুর্য্যেণাকৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। শতকোটিবিলাসিনী-নামুজ্জ্বলরসচিন্তামণীনাং সৌস্বর্য্যসৌন্দর্য্যসৌকুমার্য্য-সৌরভ্যমাধুর্য্যবৈদগ্ধ্যতৌর্য্যত্রিকাণি বহুবিধানি পরম-রুচিরাণি স্বীয়শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ৈর্জিঘৃক্ষুঃ স্বীয়সৌস্বর্য্যা-দীনি তদীয়শ্রোত্রাদিভিস্তা জিগ্রাহয়িষুশ্চ বভূব, প্রেম-বশ্যত্বাদেকস্যামেব রজন্যামব্যবধানেন যদা তদা সত্যসঙ্কল্পতাশক্ত্যা প্রেরিতয়া যোগমায়য়া দুর্ঘটঘটনা-পটীয়স্যা শক্ত্যা প্রহরচতুষ্টয়বত্যাস্তস্যা এব রাত্রের্মধ্যে তাবদ্বিলাসসমাপয়িত্র্যঃ পরঃ শতকোটিরাত্র্য আনীয় দর্শিতাঃ, অতএব তা রাত্রীর্বীক্ষ্যেতি বহুবচনম্। "ব্রহ্ম-রাত্র্য উপাবৃত্ত" ইত্যগ্রেঽপি বক্ষ্যতে, প্রসিদ্ধার্থতৎ-পদোপন্যাসান্নানাগুণবতীরিতি রাত্রীণামুৎকর্ষঃ। শরদা টাবন্তঃ শরদায়ামপি উৎফুল্লা মল্লিকা যাসু তা। শরদ্যপি মল্লিকাঃ "কুন্দস্রজ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধ" ইতি কুন্দান্যপি। "রেমে তত্তরলানন্দিকমলামোদ-বায়ুনা"তি রাত্রাবপি কমলানি পুষ্পন্তীতি বৃন্দাবন-স্যোৎকর্ষঃ। "শারদোৎফুল্লমল্লিকা" ইতি পাঠে শারদ্যশ্চ তা উৎফুল্লমল্লিকাশ্চেতি, তা রন্তুমারেভে রেমে ইত্যুক্তে আত্মারামস্য স্বতএব পূর্ণকামস্য ভগ-বতস্তস্য ব্রজবনিতাসু রমণং বাহ্যং নরবিড়নমেবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যতো "রন্তুং মনশ্চক্র" ইত্যুক্ত্যা রমণমিদমান্তরমেব নতু বাহ্যমিতি জ্ঞাপিতম্। সত্য-মান্তরমেবেদং রমণং, কিন্তু ব্রজসুন্দরীণাং ভক্তত্বাৎ-তদনুরোধেনৈবেতি কশ্চিদ্ব্যাচক্ষীতেত্যশ্চক্র ইত্যাত্মনে-পদং প্রযুক্তম্। রমণস্য স্বসুখার্থকত্বং বোধয়তি, ততশ্চ ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো ব্রজসুন্দর্য্যো যত্তাসু ভগবান্ স্বতঃ সর্ব্বসুখপূর্ণোঽপি রন্তুং মনশ্চক্রে "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইত্যত্র "ইত্থম্ভূতগুণো হরি"রিতিবৎ অতো ব্রজসুন্দরীণামপি পরমোৎকর্ষঃ। তথা "সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ। রেমে তাভি-রমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ" ইতি। "যুবতীর্গোপ-কন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ। কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভির্মুমোদ হ" ইতি বিষ্ণুপুরাণহরি-বংশয়োঃ মানয়ন্ আদৃতং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। তাভিঃ সহ বিহারাভাবে স্বীয়কৈশোরবয়োঽপ্যবমানিতং স্যাদত এবোক্তমভিযুক্তমহানুভাবৈঃ—"কৈশোরং সফলী-করোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরি"রিতি সর্ব্বথৈব ব্রজবনিতানামপ্যুৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। তত্র চোক্তানুক্ত-সর্ব্বেতি কৃত্যসমাধানার্থমাহ,—যোগমায়াং স্বীয়া-চিন্ত্যচিচ্ছক্তিবৃত্তিং উপ আধিক্যেন আশ্রিত ইতি স্বাশ্রিতমপি তামাশ্রিত ইতি প্রয়োগাত্তস্যা অপ্যত্র সৌভাগ্যাধিক্যম্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরম প্রেমবান্ শ্রীরাম (শ্রীরাধারমণ—স্বীয় দীক্ষাগুরু), শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণচরণ-পরমগুরু) এবং (তদ্গুরু) শ্রীগঙ্গাচরণের প্রণাম করতঃ শ্রীল নরোত্তম-গুরু শ্রীলোকনাথ গোস্বামী ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে নমস্কার করিতেছি॥

শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণা-সিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণের এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই প্রসিদ্ধ শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি॥

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এবং তদীয় প্রিয়-

জনের দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ॥

মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পঞ্চেন্দ্রিয়ের তুল্য পঞ্চ অধ্যায় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বলীলা-সম্পদের শিরোমণি শ্রীরাসলীলা বর্ণনা করিতেছেন ॥

সেই রাসলীলা জয়যুক্ত হউন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রদত্ত সৌভাগ্য লাভে ধরাস্থা গোপরামাগণ সর্ব্বোর্দ্ধ-স্থিতা রমাকেও (বৈকুণ্ঠস্থা লক্ষ্মীদেবীকেও) তিরস্কৃত করিয়াছেন ॥

এই ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে গোপিকারূপ চাতকীগণের প্রতি বেণুনাদ হইতে তীব্র বিষবর্ষণ, তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়া এবং তাঁহার অন্তর্দ্ধান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সপ্তম বর্ষ বয়ঃ প্রকটকালে তদ্বর্ষীয় কার্ত্তিক অমাবস্যাতে শ্রীনন্দাদি গোপগণের নিকট কর্ম্মবাদ উত্থাপন দ্বারা ইন্দ্র-যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তৎপর সেই শুক্ল প্রতিপদেই শ্রীগোবর্দ্ধন মহোৎসব ও দ্বিতীয়াতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভোজনোৎসব হইয়াছিল, ইহা শ্রীশুকদেব গোস্বামী বর্ণন না করিলেও জানিতে হইবে। সেই শুক্ল দ্বিতীয়াতেই ইন্দ্রের কোপোক্তি বর্ণন হইয়াছিল এবং তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত সপ্তদিন ব্যাপিয়া গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। দশমীতে গোপগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক বহুবিধ কথোপকথন করিয়াছিলেন। শ্রীএকাদশীতে শ্রীগোবিন্দের অভিষেক। ঐদিন রাত্রিতে বা দ্বাদশীতে বরুণের ভৃত্য কর্ত্তৃক অপহৃত শ্রীনন্দমহারাজকে আনিবার নিমিত্ত বরুণলোকে গমন এবং পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপগণকে ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। অনন্তর শরৎকাল সমাপ্ত হইলে, তদুত্তর বর্ষে অর্থাৎ অষ্টম বর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমাতে রাসোৎসব আরম্ভ হইয়াছেন জানিতে হইবে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বলীলোৎসবমুকুটমণি রাসবিহার বর্ণনা করিতেছেন —'ভগবান্ অপি' ইত্যাদি। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ হইয়াও 'রন্তুং মনশ্চক্রে'—রমণোপযোগি উদ্দীপন ও আলম্বনরূপ কাল, দেশ, পাত্রসমূহের মধ্যে শরদযামিনী, বৃন্দাবন ও ব্রজবনিতাগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াই রমণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, এই ভাবার্থ। শ্রীকৃষ্ণ, স্বীয় শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়নিচয় দ্বারা উজ্জ্বলরসের চিন্তামণিস্বরূপা শতকোটি বিলাসিনীদিগের সৌস্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, সৌরভ্য, মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ্য, তৌর্য্যত্রিক অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি পরম প্রীতিকর বহুবিধ কার্য্যসমূহের আস্বাদন গ্রহণে অভিলাষী হইয়া এবং স্বয়ং প্রেমাধীন বলিয়া স্বীয় সৌস্বর্য্যাদি, গোপীদিগের শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁহাদিগকে আস্বাদন করাইবার অভিলাষী হইয়াছিলেন। সুতরাং সত্যসঙ্কল্পতারূপ শক্তিকর্ত্তৃক প্রেরিতা দুর্ঘট-ঘটনা-পটীয়সী যোগমায়া, সেই প্রহরচতুষ্টয়বতী রাত্রির মধ্যেই উক্ত বিলাস সমাপনযোগ্যা শতকোটি রাত্রি আনয়ন করিয়াছিলেন। অতএব 'তাঃ রাত্রীঃ'—সেই রাত্রিসকল এইরূপ বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে। পরেও ৩৩ অধ্যায়ের ৩৮ শ্লোকে "ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে"—ব্রহ্মরাত্র উপস্থিত হইলে, এইরূপ বলিবেন। এখানে তৎ-পদের উপন্যাসের দ্বারা নানা গুণবতী রাত্রিসকল, ইহাতে রাত্রিসমূহের উৎকর্ষ উক্ত হইল। 'শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ'—শরদা, ইহা টাবন্ত প্রয়োগ, শরৎহেতু বিকসিত মল্লিকা পুষ্পসমূহ যেখানে, সেই রাত্রিসকল দেখিয়া। শরৎকালের রাত্রিতেও মল্লিকা পুষ্প বিকসিত হইয়াছে। "কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ" (৩০।১১)—শ্রীকৃষ্ণের গলদেশস্থিত কুন্দপুষ্প-গ্রথিত মাল্যের গন্ধ প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে কুন্দপুষ্পসকলও বিকসিত। "রেমে তত্তরলানন্দি-কমলামোদবায়ুনা" (২৯।৪৫), অর্থাৎ যমুনার তরঙ্গস্পর্শে আনন্দপ্রদ ও কমলসমূহের স্পর্শে আমোদিত বায়ুসেবিত যমুনাপুলিনে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিয়াছিলেন, এইস্থলে রাত্রিকালেও কমলসমূহের বিকাশ, ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনের উৎকর্ষ বর্ণিত হইল। এখানে 'শারদোৎফুল্লমল্লিকা' —এই পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ সেই রাত্রিগত শরৎঋতুর ও মল্লিকার অপূর্ব্বত্ব ব্যক্ত হইয়াছে।

'রন্তুমারেভে রেমে'—রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বা রমণ করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্ত হইলে আত্মারাম স্বাভাবিক পূর্ণকাম শ্রীভগবানের ব্রজবনিতাগণের সহিত রমণ, ইহা বাহ্য নরলোকের বিড়ম্বনা (অনুকরণ) মাত্র—এরূপ কেহ বলিতে

পারেন, এইজন্য 'রন্তুং মনশ্চক্রে'—রমণ করিতে মনন করিয়াছিলেন, ইহা বলায় এই রমণ আন্তরই, কিন্তু বাহিরের অনুকরণমাত্র নহে, ইহা জানাইলেন। যদি কেহ বলেন—শ্রীকৃষ্ণের আন্তর এই রমণ হইলেও ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার ভক্ত বলিয়া তাঁহাদিগের অনুরোধেই তাঁহার চিত্তে বাসনা হইয়াছিল, এইহেতু এখানে 'চক্রে'—এই আত্মনেপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রমণের 'স্বসুখার্থকত্ব' (শ্রীকৃষ্ণের নিজ সুখের নিমিত্তই) জানান হইল। অতএব ইত্থম্ভূত প্রেমবতী ব্রজসুন্দরীগণ যে তাঁহাদিগের প্রতি ভগবান্ স্বতঃ সর্ব্বসুখপূর্ণ হইয়াও রমণ করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। যেমন "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" (১।৭।১০), অর্থাৎ আত্মারাম মুনিসকলের কোনপ্রকার হৃদয়গ্রন্থি না থাকিলেও তাঁহারাও উরুক্রম শ্রীকৃষ্ণে ফলাভিসন্ধিরহিতা ভক্তি করিয়া থাকেন, এই স্থলে "ইত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'—শ্রীহরিরই তাদৃশ অসাধারণ গুণ" ইহা বলা হইয়াছে, এখানেও তদ্রূপ ব্রজসুন্দরীগণের পরম উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে।

যেমন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—"সোঽপি কৈশোরকবয়ো", অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখহারী অমেয়াত্মা ভগবান্ শ্রীমধুসূদন কৈশোর বয়সের সমাদর করিয়া (মানয়ন্) শ্রীব্রজাঙ্গনাগণের সহিত বহুরাত্রি ব্যাপিয়া বিহার করিয়াছিলেন। তথা শ্রীহরিবংশেও বর্ণিত হইয়াছে—"যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ", অর্থাৎ কালবিৎ (সময়বিশেষাভিজ্ঞ) শ্রীকৃষ্ণ, কৈশোর বয়সের সমাদর বা অনুসরণপূর্ব্বক রাত্রিতে যুবতী ও গোপকন্যাদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত বিহার না হইলে স্বীয় কৈশোর বয়সই অবমানিত হইত, অতএব অভিযুক্ত মহানুভাবগণের দ্বারা উক্ত হইয়াছে—"কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ" (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ২।১।২৩১), অর্থাৎ শ্রীহরি কুঞ্জমধ্যে বিহারাবলি রচনা করতঃ কৈশোর বয়সকে সফল করিতেছেন। ইহাতে সর্ব্ব প্রকারেই ব্রজবনিতাগণেরও উৎকর্ষ ধ্বনিত হইল। সেই বিষয়ে উক্ত অনুক্ত সর্ব্ববিধ করণীয় কার্য্য সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—'যোগমায়াম্ উপাশ্রিতঃ', যোগমায়া অর্থাৎ স্বীয় অচিন্ত্য চিৎশক্তি-বৃত্তিকে আধিক্যরূপে আশ্রয় করিয়া (ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বাসনা করিলেন)। এখানে স্বীয় আশ্রিতা যে মায়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিলেন—এই প্রকার প্রয়োগে তাঁহারও (যোগমায়ারও) সৌভাগ্যাধিক্য দেখান হইল ॥ ১ ॥

তদোড়ুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং
প্রাচ্যা বিলিম্পন্নরুণেন শন্তমৈঃ।
স চর্ষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়া ইব দীর্ঘদর্শনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তস্মিন্ কালে তৎপ্রীতয়ে) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) উড়ুরাজঃ (চন্দ্রঃ) দীর্ঘদর্শনঃ (দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য তাদৃশঃ) প্রিয়ঃ (ভর্ত্তৃজনঃ) করৈঃ (হস্তৈঃ) অরুণেন (কুঙ্কুমেন) প্রিয়ায়াঃ মুখম্ ইব (যথা প্রিয়ায়াঃ মুখং রঞ্জয়তি তথা) শন্তমৈঃ (সুখকরৈঃ) করৈঃ (কিরণৈঃ) অরুণেন (উদয়রাগেণ) প্রাচ্যাঃ ককুভঃ (পূর্ব্বস্যাঃ দিশঃ) মুখং বিলিম্পন্ (রঞ্জয়ন্ তথা) চর্ষণীনাং (দর্শকপ্রাণিমাত্রানাং) শুচঃ (তাপগ্লানিঃ) মৃজন্ (অপনয়ন্) উদগাৎ (উদিতো বভূব) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—বহুকাল পরে সমাগত পতি যেরূপ স্বহস্তে কুঙ্কুমরাগ দ্বারা প্রিয়ার বদন রঞ্জিত করিয়া থাকে, সেইরূপ চন্দ্রদেবও তৎকালে সুখদায়ক স্বকীয় কিরণ দ্বারা অরুণরাগে পূর্ব্বদিক স্বরূপিণী প্রিয়ার মুখমণ্ডল লেপন এবং দর্শক প্রাণী মাত্রের সন্তাপগ্লানি হরণ করিতে করিতে উদিত হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবোদ্দীপনান্তরঞ্চ প্রাদুর্বভূবেত্যাহ,—তদা উড়ুরাজশ্চন্দ্র উদগাৎ। কিঞ্চ, ন কেবলময়মুদ্দীপন এব অপি তু গোপস্ত্রীরমণস্য তস্য প্রমাণীভূত ইত্যাহ,—ককুভ ইতি। দীর্ঘকালেন দর্শনং যস্য স প্রিয়ো রমণঃ প্রিয়ায়া স্বরমণ্যা মুখং অরুণেন কুঙ্কুমেন স্বকরধৃতেন যথা বিলিম্পতি তথা প্রাচ্যাঃ ককুভো দিশঃ মুখং শন্তমৈঃ সুখতমৈঃ করৈঃ কিরণৈর্ধৃতেন অরুণেন উদয়রাগেণ লিম্পন্নরুণীকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। স চ প্রসিদ্ধ এব চর্ষণীনাং—"অর্য্যম্ণো মাতৃকা পত্নী তয়োশ্চর্ষণয়ঃ সুতাঃ। যত্র বৈ মানুষী জাতির্ব্রহ্মণা পরিকল্পিতে"তি ষষ্ঠোক্তের্মানুষজাতীনাং শুচঃ সন্তা-

পান্ মৃজন্ অপনয়ন্। অয়মর্থঃ,—কৃষ্ণস্য স্বকুলাদি-পুরুষঃ স পুরাতনোঽপি দ্বিজরাজোঽপি রমণার্হ-বহুতরস্বস্ত্রীমানপি প্রাচ্যা দিশঃ ইন্দ্রভার্য্যাত্বাৎ পরস্ত্রিয়ো মুখং স্বকরৈঃ স্পৃশতি, স্পৃশন্নেব স্বয়ং তস্যামনুরক্তস্তামপ্যনুরাগবতীং করোতি যদি, তদা কৃষ্ণস্য তদ্বংশ্যস্য নবীনবয়সো গোপজাতেরলব্ধবিবাহত্বাৎ স্বীয়-স্ত্রীরহিতস্যাথ চ স্বসৌন্দর্য্যেণ মানুষী-র্জাতীরানন্দয়তো গোপস্ত্রীরমণে কঃ খলু দোষ ইতি ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তৎকালেই অপর একটি উদ্দীপন প্রকাশ পাইল, ইহা বলিতেছেন—'তদা উড়ুরাজঃ উদগাৎ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যখন ক্রীড়া করিতে বাসনা করিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই উড়ুরাজ (পূর্ণচন্দ্র) উদিত হইলেন। আরও, ইহা কেবল উদ্দীপনই নহে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গোপস্ত্রীগণের সহিত রমণ-বিষয়ে প্রমাণ-স্বরূপও বটে, ইহা বলিতেছেন—'ককুভঃ' ইত্যাদি। 'দীর্ঘদর্শনঃ প্রিয়ঃ ইব'—দীর্ঘকাল পরে দর্শন যাহার, সেই প্রিয়, অর্থাৎ বহুকাল গতে প্রবাসাগত প্রিয়ব্যক্তি যেমন স্বকরধৃত অরুণবর্ণ কঙ্কুমদ্বারা স্ব-প্রিয়ার মুখমণ্ডল বিলিপ্ত করিয়া থাকে, তদ্রূপ চন্দ্র স্বীয় সুখতম করধৃত (কিরণ-ধৃত) অরুণোদয়রাগে, 'প্রাচ্যাঃ ককুভঃ'—পূর্ব্বদিকের মুখমণ্ডল বিলিপ্ত বা অরুণিত করিয়া, 'চর্ষণীনাং'—মনুষ্যজাতির মনোদুঃখ নিবারণপূর্ব্বক উদিত হইলেন। 'চর্ষণী' শব্দের অর্থ মনুষ্য, ইহা ষষ্ঠ স্কন্ধের উক্তি অনুসারে বলিতেছেন—'অর্য্যম্নো মাতৃকা পত্নী' (৬।৬।৪২) ইত্যাদি, অর্থাৎ অর্য্যমার পত্নী মাতৃকা, ঐ দম্পতী হইতে 'চর্ষণয়ঃ সুতাঃ'—কৃতাকৃত জ্ঞানবান্ বহু পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই সকল তনয়গণের মধ্যে আত্মানুসন্ধান বিশেষদ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্যজাতি কল্পনা করিয়াছিলেন। এখানে ভাবার্থ এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণের স্বকুলের আদিপুরুষ চন্দ্র পুরাতন ও দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) হইয়াও, তাহাতে আবার রমণযোগ্য পরমসুন্দরী বহুতর রমণীর পতি হইয়াও পরস্ত্রী ইন্দ্রপত্নী পূর্ব্বদিকের মুখস্পর্শ করিয়াই যেন স্বয়ং তাহাতে অনুরক্ত হইয়া তাহাকেও অনুরাগবতী যদি করেন, তাহা হইলে তদ্বংশ-সম্ভূত নবীনবয়স্ক সম্প্রতি গোপজাতিতে নিবিষ্ট, অবিবাহিত-নিবন্ধন স্বভার্য্যারহিত, অথচ স্বসৌন্দর্য্যে মানুষী জাতির আনন্দ-বিধায়ক শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে গোপস্ত্রী-রমণে কি দোষ থাকিতে পারে? ২ ॥

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎ কোমলগোভিরঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(ভগবান্) অখণ্ডমণ্ডলং (পূর্ণমণ্ডলং) নবকুঙ্কুমারুণং (নবং কুঙ্কুমমিব অরুণং রক্তবর্ণং) রমাননাভং (লক্ষ্মীবদনতুল্যং) কুমুদ্বন্তং (কুমুৎ কুমুদং বিকসনীয়ং বিদ্যতে যস্য তং চন্দ্রং) তৎ কোমলগোভিঃ (তস্য চন্দ্রস্য স্নিগ্ধকিরণৈঃ) রঞ্জিতং বনং চ দৃষ্ট্বা (বীক্ষ্য) বামদৃশাং (সুলোচনানাং গোপীনাং) মনোহরং কলং (মধুরং) জগৌ (অগায়ৎ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নবীন কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ বর্ণ, লক্ষ্মীদেবীর বদনকমল সদৃশ, এবং কুমুদশ্রেণীর বিকাশনিপুণ পরিপূর্ণ মণ্ডলযুক্ত চন্দ্র ও তদীয় স্নিগ্ধ কিরণরঞ্জিত বনভূমি নিরীক্ষণ করিয়া সুলোচনা গোপাঙ্গনাগণের মনোহারী মধুর বেণু-সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তদ্দর্শনেনোদ্ভূত-কন্দর্পবিকারো "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন" ইতি স্মৃত্বা স্বকুলাদিপুরুষস্য তস্য ধর্ম্মং স্বস্মিন্নপি পশ্যন্ নিঃশঙ্কমেব পরস্ত্রীরানেতুং কমপ্যমোঘং যত্নমকরোদিত্যাহ,—দৃষ্ট্বেতি। কুমুৎ কুমুদম্। "কুমুদেঽপি কুমুৎ-প্রোক্ত"মিতি বিশ্বঃ। তদ্বিকাসনীয়ত্বেন বর্ত্ততে যস্য তম্। কোঃ পৃথিব্যা অপি মুৎ কর্ত্তব্যত্বেন বর্ত্ততে যস্য তমাত্মানঞ্চ দৃষ্ট্বেত্যপি ব্যাখ্যেয়ং বিশেষ্যবিশেষণানুক্তেঃ, ন খণ্ডং মণ্ডলং বিম্বং স্বরূপং যস্য তং পূর্ণমিত্যর্থঃ। রমা লক্ষ্মীস্তদ্ভ্রাতৃত্বাত্তদাননাভম্। যদ্বা, "সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরে"তি স্মৃতেঃ রমা শ্রীরাধা। রমন্তে রময়ন্তীতি বা রমা গোপ্যশ্চ তাসামাননস্যেবাভা যস্য তমিতি তদ্দর্শনেন তাঃ স্মৃতিপথমারূঢ়া ইতি ভাবঃ। পক্ষে রমাণাং তাসাং আননে আভা অন্তঃকন্দর্পবিকারদ্যোতনী সম্যক্ কান্তির্যতস্তমাত্মানং উদয়রাগব্যাপ্তত্বাৎ নব-

কুঙ্কুমপিণ্ডবদরুণং, পক্ষে নবকুঙ্কুমচর্চ্চয়া অরুণম্, তথা বনঞ্চ তস্য কোমলৈর্গোভিঃ কিরণৈ রঞ্জিতং ম্রক্ষিতং অভিরঞ্জিতমিতি সমাসো বা। পক্ষে তৈঃ প্রসিদ্ধৈর্গোভিঃ স্বাঙ্গকান্তিভিঃ স্বপাল্যমানগবীভির্বা অভিরঞ্জিতং অভিরঞ্জিতচরমিত্যর্থঃ। টজভাবার্ষঃ। ইত্যুদ্দীপনালম্বনবিভাবৌ দৃষ্ট্বা কলং মধুরমগায়ত বেণুনেতি শেষঃ। "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতে"-ত্যগ্রিমোক্তেঃ। কথং বামা মনোহরা দৃশো যাসাং তাসাং যুবতীনামেব মনোহরং যথা স্যাত্তথা "গায়ন্তং স্ত্রিয়ঃ কাময়ন্ত" ইতি শ্রুতেঃ। শ্লেষেণ কলং ককার-লকারং বামদৃশামিতি লুপ্তবিভক্তিকং পদং বামদৃক্ চতুর্থঃ স্বরঃ। তয়া সহ পঞ্চদশস্বরং কামবীজং জগাবিতি রহস্যং মনোহরং মনস আকর্ষকত্বাৎ স্বস্বরূপভূতমহামন্মথমন্ত্রমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর তাহা দর্শনে স্বচিত্তে কন্দর্পবিকার উদ্ভূত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ, 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেব ইতরঃ জনঃ' (শ্রীগীতা—৩৷২১)—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, অপর ব্যক্তি সেই সেই কর্ম্মই অনুষ্ঠান করেন, ইহা স্মরণ করতঃ স্বকুলের আদিপুরুষ চন্দ্রের সেই ধর্ম্ম নিজেতেও অবলোকনপূর্ব্বক অসঙ্কোচে পররমণীগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত কোনও অব্যর্থ যত্ন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'দৃষ্ট্বা' ইত্যাদি। 'কুমুদ্বন্তং'—বিশ্ব-কোষে উক্ত আছে, 'কুমুদ পুষ্প বুঝাইতেও কুমুদ-শব্দ ব্যবহৃত হয়'– অর্থাৎ কুমুদসমূহের বিকাশ-কারী চন্দ্র এবং পৃথিবীর হর্ষোৎপাদনকারী আপ-নাকে দেখিয়া, এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যেহেতু এখানে বিশেষ্য ও বিশেষণের কোন উল্লেখ নাই। 'অখণ্ডমণ্ডলং'—ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ চন্দ্রকে, পক্ষে পরিপূর্ণস্বরূপ নিজেকে। 'রমাননাভং'—'রমা' শব্দে লক্ষ্মী, তাঁহার ভ্রাতৃত্বহেতু লক্ষ্মীদেবীর বদনসদৃশ চন্দ্রকে, পক্ষে—"সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মো-হিনী পরা"—এই বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রের বচনানুসারে 'রমা'-শব্দে শ্রীরাধা, অর্থাৎ শ্রীরাধার যে আনন, তদাভাযুক্ত চন্দ্রকে, অথবা—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে রমণ করাইয়া থাকেন তাহারা রমা, অর্থাৎ পরমরমা-রূপিণী কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজাঙ্গনাগণ, তাঁহাদিগের আননের ন্যায় আভা যাঁহার, সেই চন্দ্রদর্শনে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিলেন—এই ভাবার্থ।

শ্রীকৃষ্ণ-পক্ষে—'রমাননাভ', অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রীরাধার কিম্বা সমস্ত ব্রজসুন্দরীদিগের মুখমণ্ডল আভ্যন্তরিক কন্দর্পবিকারের ভাব প্রকাশ পায়, এবং 'নবকুঙ্কুমারুণং' — নবকুঙ্কুমপিণ্ডসদৃশ অরুণবর্ণ চন্দ্রকে, পক্ষে নবকুঙ্কুম-চর্চ্চা দ্বারা অরুণাক্ত আপ-নাকে ও 'তৎকোমল-গোভি-রঞ্জিতং'—তদীয় কোমল কিরণে অর্থাৎ প্রথমোদয়বশতঃ অল্পমাত্র প্রকাশকারি কিরণদ্বারা সমস্ত বন রঞ্জিত (রঞ্জীকৃত কিম্বা অনু-রাগবিষয়ীকৃত) অবলোকন করিয়া, পক্ষে—প্রসিদ্ধ স্বীয় অঙ্গচ্ছটায় অভিরঞ্জিত, কিম্বা স্বপাল্যমান গাভি-গণদ্বারা রঞ্জিতচর বনকে সন্দর্শন করিয়া। 'রঞ্জিতং' এই স্থলে টচ্' প্রত্যয়ের অভাব আর্ষ। এইরূপ উদ্দীপন ও আলম্বন বিভাব অবলোকন করিয়া 'কলং জগৌ'—বেণুর দ্বারা সুমধুর অস্ফুট সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। যেহেতু পরবর্ত্তী "কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদা-মৃতবেণুগীত' (২৯৷৪০ শ্লোকে), অর্থাৎ তোমার সুম-ধুর পদ ও অমৃতময় বেণুগীতে মোহিত হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ রমণী আছে যে, নিজ ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হয়?—ইত্যাদি বাক্যে বেণু-দ্বারাই গান করিয়াছিলেন, ইহা জানা যায়। সেই বেণুগীত কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'বামদৃশাং মনোহরং', বামদৃশ বলিতে মনোহরা দৃষ্টি যাঁহাদিগের, সেই যুবতীগণেরই মন যে প্রকারে হরণ হয়, তাদৃশ মনোহর বেণুগীত। শ্রুতিতেও উক্ত আছে—'গানরত কান্তকে কামিনীগণ কামনা করেন'। শ্লেষার্থে এই রহস্য বুঝিতে হইবে—শ্রীকৃষ্ণ 'ক্লীঁ', এই কামবীজ গান করিয়াছিলেন, যেহেতু 'বামদৃক্'—এই শব্দে 'ঈ' দীর্ঘ ঈকার, ঈকারের সহিত 'কলং' পদের 'ক' ও 'ল' সংযোগ করিলে 'ক্লী' হইল, মনোহর অর্থাৎ 'মনঃ' শব্দে তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র, সেই চন্দ্রকে হরণ অর্থাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক চন্দ্র-সম্বলিত (ঁ) করিয়া স্বভাবতঃ বেণুনাদের সংযোগে 'ক্লীঁ'—এই কামবীজ উদ্ধার হইল। ইহা মনের আকর্ষক বলিয়া স্বস্বরূপভূত মহামন্মথ-মন্ত্র জানিতে হইবে॥ ৩॥

———

নিশম্য গীতং তদনঙ্গবৰ্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ং কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ (পূর্ব্বতঃ এব কৃষ্ণে আসক্তচিত্তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (গোপাঙ্গনাঃ) অনঙ্গবর্দ্ধনং (কামোদ্দীপনং) তৎ গীতং (কৃষ্ণগানং) নিশম্য (শ্রুত্বা) অন্যোন্যং (পরস্পরং) অলক্ষিতোদ্যমাঃ (অপ্রকাশিতপ্রযত্নাঃ) জবলোলকুণ্ডলাঃ (জবেন গমনবেগেন লোলানি চঞ্চলানি কুণ্ডলানি যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) সঃ কান্তঃ (প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) যত্র (বর্ত্ততে তত্র) আজগ্মুঃ (আগতাঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—সেই গোপনারীগণের চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত ছিল সম্প্রতি কৃষ্ণের কামোদ্দীপক বংশী-সঙ্গীতশ্রবণে পরস্পর পরস্পরের অগোচরে প্রযত্নপূর্ব্বক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে আছেন তথায় গমন করিলেন। গমনকালে বেগে তাঁহাদের কর্ণভূষণ কুণ্ডল দুলিতেছিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—কলগীতসূত্রগুম্ফিতাঃ পঞ্চালিকা ইব তাঃ কৃষ্ণান্তিকমায়াতা ইত্যাহ,—তৎ গীতং মনোহরমপি মনোজবর্দ্ধনম্। কিঞ্চ, কৃষ্ণো হি বেণুগীতাখ্যং মহাচৌরং ব্রজে প্রেষিতবাংস্তেন চ ব্রজস্ত্রীণাং নিষ্কপাটেন কর্ণদ্বারেণান্তঃকরণকোষাগারং প্রবিশ্য মনসা সহ ধৈর্য্যলজ্জাভয়বিবেকাদীনি মহাধনান্যপহৃত্য ঝটিত্যেবানীয় কৃষ্ণায় দত্তানীত্যাহ,—কৃষ্ণেন গৃহীতানি মানসানি মনাংসি চ মানসানি মনঃসম্বন্ধীনি ধৃতিস্মৃতিবিবেকলজ্জাভীতিমত্যাদীনি যাসাং তাঃ আজগ্মুঃ মহাচৌরচক্রবর্ত্তিনঃ কৃষ্ণাৎ তানি স্বস্বধনানি প্রার্থয়িতুমিবেতি ভাবঃ। তদেবং মন্যে তং মহাচৌরং ধর্ত্তুং ব্যগ্রাণামন্যোন্যং ন লক্ষিত উদ্যমো যাসাং তাঃ, চৌরস্য পশ্চাৎ পশ্চাদেবাজগ্মুঃ। ক্ব? স কান্তো যত্র, জবেন বেগেন লোলানি কুণ্ডলানি কুণ্ডলোপলক্ষিতানি কঙ্কণকিঙ্কিণ্যাদীন্যপি যাসাং তাস্তেন সহ তাসাং বহিষ্করণগৃহস্থিতানি ধনান্যল্পমূল্যত্ববুদ্ধ্যা চৌরেণ তেন নাপহৃতানীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কলগীতের সূত্রের দ্বারা গুম্ফিত পঞ্চালিকার ন্যায় তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিকটে আসিয়াছিলেন, ইহা বলিতেছেন—'নিশম্য গীতং', সেই গীত মনোহর হইলেও অনঙ্গবর্দ্ধন, তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ আসিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ, বেণুগীত নামক স্বভৃত্য মহাচোরকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই বেণুগীত নামক মহাচোর, ব্রজাঙ্গনাদিগের কপাটশূন্য কর্ণদ্বার দ্বারা অন্তঃকরণরূপ কোষাগারে প্রবেশ করিয়া মনের সহিত ধৈর্য্য, লজ্জা, ভয়, বিবেকাদি মহাধনসমূহ অপহরণপূর্ব্বক অবিলম্বে আনিয়া মহাচোরের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিল। ইহা বলিতেছেন—'কৃষ্ণগৃহীত-মানসাঃ', অর্থাৎ সেই মহাচোর চক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের মনঃসম্বন্ধি ধৃতি, স্মৃতি, বিবেক, লজ্জা, ভীতি ও মতি প্রভৃতি গৃহীত হওয়ায়, বোধ হয় যেন সেই বেণুগীত নামক মহাচোরকে ধরিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া, 'অলক্ষিতোদ্যমাঃ'—পরস্পরের গমনোদ্যম লক্ষ্য না করিয়া, অর্থাৎ যেমন পরস্পর চোর ধরিতে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া চোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎই ধাবিত হয়, তদ্রূপ, বেণুচোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। বোধ হইল যেন সেই বেণুগীত নামক মহাচোরের অধিপতি মহাচোরচক্রবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে স্ব স্ব ধন (ধৃতি, স্মৃতি, বিবেক, ভয় ও লজ্জাদি ধন) প্রার্থনা করিতে যাইতেছেন। কোথায় আসিলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'স যত্র কান্তঃ', সেই মহাচোর চক্রবর্ত্তী (নিজেদের প্রাণকোটি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ) যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎসমীপে। 'জবলোলকুণ্ডলাঃ'—গমনবেগে তাঁহাদিগের কুণ্ডল, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী প্রভৃতি আন্দোলিত হইতে লাগিল। বহিষ্করণ দেহগেহস্থিত ঐ কুণ্ডলাদি ধনসমূহ অল্পমূল্যত্ব বুঝিয়া সেই চোর তাহা অপহরণ করে নাই—এই ভাবার্থ ॥ ৪ ॥

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কাশ্চিৎ দুহন্ত্যঃ (গোদহনং কুর্ব্বত্যঃ) দোহং হিত্বা (পরিত্যজ্য) সমুৎসুকাঃ (সত্যঃ) অভিযযুঃ (কৃষ্ণাভিমুখং অগমন্) অপরাঃ (অন্যাঃ কাশ্চিৎ গোপ্যঃ) পয়ঃ (দুগ্ধং) অধিশ্রিত্য চুল্ল্যামারোপ্য তৎ

ক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ) যযুঃ (গতাঃ কাশ্চন) সংযাবং (গোধূমকণান্নং) অনুদ্বাস্য (অনবতার্য্য গতাঃ) ॥৫

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে কেহ দুগ্ধ দোহন করিতেছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ-গীতশ্রবণে নিজ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুৎসুক হইয়া যাত্রা করিলেন। কেহ চুল্লীর উপর দুগ্ধ, কেহ বা গোধূম-কণ-অন্ন না নামাইয়াই গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং তৎপার্শ্বগমনকালে পরমোৎকণ্ঠয়া বিলম্বস্যাসহ্যত্বাৎ মমতাহন্তাস্পদকর্ম্মাপেক্ষাভাবং শ্লোকত্রয্যা বদন্ কাসাঞ্চিৎ স্বজাতিধর্ম্মপরিত্যাগমাহ,—দুহন্ত্যঃ গা দোহয়ন্ত্যস্তং দোহং দোহনকর্ম্ম হিত্বা অভিযযুঃ অভিসসুঃ। পয়ো দুগ্ধং পাত্রস্থং চুল্ল্যামধিশ্রিত্য অধ্যারোহ্য এতৎ ক্বাথমপ্রতীক্ষমাণাঃ কাশ্চিৎ সংযাবং গোধূমকণান্নং পক্বমপ্যনুদ্বাস্য অনবতার্য্য ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে গমনকালে পরম উৎকণ্ঠাবশতঃ বিলম্ব অসহ্য হওয়ায় মমতাস্পদ ও অহন্তাস্পদ কর্ম্মের অপেক্ষাশূন্যতা তিনটি শ্লোকে বর্ণনা করিতে তন্মধ্যে কোন কোন গোপীর স্বজাতি উচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ বলিতেছেন——'দুহন্ত্যঃ' কেহ কেহ গাভী দোহন করাইতেছিলেন, সেই দোহনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। 'পয়োঽধিশ্রিত্য'—কোন কোন কৃষ্ণপ্রিয়াগণ, চুল্লীর উপরিভাগে দুগ্ধ অধ্যারোহণ করিয়া তাহা পক্ব হইলেও অবতরণ না করিয়া, কেহ বা গোধূম-কণান্ন চুল্লীর উপরে রাখিয়া পক্ব হইলেও তাহা না নামাইয়াই বেণুগীতাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

পরিবেষয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোঽপাস্য ভোজনম্ ॥৬।
লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) পরিবেশয়ন্ত্যঃ তৎ (পরিবেশনকর্ম্ম) হিত্বা (কাশ্চিৎ) শিশূন্ পয়ঃ (স্তন্যং) পায়য়ন্ত্যঃ (তৎহিত্বা) কাশ্চিৎ পতীন্ শুশ্রূষন্ত্যঃ (তৎশুশ্রূষাকর্ম্ম হিত্বা) অশ্নন্ত্যঃ (ভোজনং কুর্ব্বত্যঃ কাশ্চিৎ) ভোজনং অপাস্য (ত্যক্ত্বা) অন্যাঃ (কাশ্চিৎ) লিম্পন্ত্যঃ (অঙ্গরাগাদিকং প্রযুঞ্জানাঃ অন্যাঃ) প্রমৃজন্ত্যঃ (উদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ) কাশ্চ লোচনে (নেত্রে) অঞ্জন্ত্যঃ (অঞ্জনং কুর্ব্বত্যঃ) ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ (ব্যস্ততয়া বিপর্য্যস্তবসনালঙ্কারাঃ) কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—কোন কোন গোপাঙ্গনা পরিবেশন, কেহ বা শিশুকে স্তন্য প্রদান, কেহ পতি-শুশ্রূষা, কেহ ভোজন, কেহ অঙ্গরাগ, অপর কেহ শরীর মার্জ্জন এবং কেহ বা লোচনযুগলে অঞ্জন প্রদান করিতেছিলেন। তাঁহারা তখন নিজ নিজ কর্ম্মের অসমাপ্ত দশায়ই বিপরীতভাবে বসন ভূষণাদি ধারণ করিয়া কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥ ৬-৭ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীমাত্রধর্ম্মত্যাগমাহ, পরিবেষয়ন্ত্যস্তৎপরিবেষণং পতীনুষ্ণোদকপ্রদানাদিনা শুশ্রূষন্ত্যঃ কাসাঞ্চিদাবশ্যকদৈহিকবেশত্যাগমাহ,—লিম্পন্ত্যঃ দেহে অনুলেপং চন্দনাদিনা কুর্ব্বত্যঃ প্রমৃজন্ত্যঃ উদ্বর্ত্তনাদিকং কুর্ব্বত্যঃ। কাসাঞ্চিদাবেগবশাদ্দেহাবয়ববিশেষপরিচয়স্যাপ্যভাবমাহ,—ব্যত্যস্তেতি। বিভ্রমাখ্যোঽনুভাবোঽয়ম্। যদুক্তং,—'বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়" ইতি ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্ত্রীজাতিমাত্রের ধর্ম্মত্যাগ বলিতেছেন—'পরিবেষয়ন্ত্যঃ', কোন কোন গোপী পিতা প্রভৃতি গুরুবর্গকে পরিবেষণ করিতেছিলেন, কেহ বা 'শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্'—পতিগণকে স্নানাদির নিমিত্ত উষ্ণজল প্রদানাদি দ্বারা সেবা করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বেণুগীতাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কোন কোন গোপীর (শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ) নিজাঙ্গ বেশেরও পরিত্যাগ বলিতেছেন—'লিম্পন্ত্যঃ', কোন কোন ব্রজসুন্দরী চন্দনাদি দ্বারা স্বস্বদেহ অনুলেপন করিতেছিলেন, 'প্রমৃজন্ত্যঃ'—কেহ কেহ বা গাত্রমার্জ্জন করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেন। কোন কোন গোপীর ব্যগ্রতাবশতঃ দেহের অবয়ববিশেষেরও পরিচয় ছিল না, তাহা বলিতেছেন — 'ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ' — কোন কোন গোপী বসন ও ভূষণ বিপর্য্যস্তভাবে ধারণপূর্ব্বক (অর্থাৎ পরিধেয় বসন উত্তরীয় করিয়াছেন, উত্তরীয়

বসন হয়ত পরিধান করিয়াছেন, কর্ণের অলঙ্কার নাসিকায় ও নাসিকার অলঙ্কার কর্ণে, এবং যে অলঙ্কারের মুখ উদ্ধ্বর্দিকে থাকিবে, তাহার মুখ নিম্নদিকে ধারণ করিয়া) কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ইহা 'বিভ্রমাখ্য' অনুভাব জানিতে হইবে। যেমন শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—"বল্লভ-প্রাপ্তিবেলায়াং" (উ ১১।৩৯, ৪২), অর্থাৎ বল্লভের নিকট অভিসারকালে মদনাবেশের সম্ভ্রমবশতঃ হার, মাল্য প্রভৃতির অলঙ্করণ স্থানের যে বিপর্য্যয়, তাহাকে 'বিভ্রম' বলে ॥ ৬-৭ ॥

———

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ (কৃষ্ণে সমর্পিত-মানসাঃ) মোহিতাঃ তাঃ (গোপ্যঃ) পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ (চ) বার্য্যমাণাঃ (অপি) ন ন্যবর্ত্তন্ত (ন নিবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের পতি, পিতা, ভ্রাতা এবং বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে নিষেধ করিতে লাগিলেও তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন না। কারণ তাঁহাদের চিত্ত গোবিন্দে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন ॥ ৮॥

বিশ্বনাথ—ননু, তাঃ প্রেমপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বাপেক্ষাং তত্যজুরিত্যুচিতমেব তাসামপেক্ষাং তৎপত্যাদয়ঃ কথং তত্যজুস্তত্রাহ,—তাঃ কুলবধ্বঃ পতিভিঃ কুলকন্যাশ্চ তাঃ পিত্রাদিভির্বার্য্যমাণা অপি ন ন্যবর্ত্তন্ত। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি ভয়লজ্জাদীনাং কা বার্ত্তা তাসামাত্মনা-মপি গোবিন্দেনাপহৃতত্বাৎ। মোহিতা মূর্চ্ছিতো ইতি সূত্রসঞ্চারিতপঞ্চালিকা ইবেত্যর্থঃ। পত্যাদিভির্গত-প্রাণানামপি ভার্য্যাদিদেহানামপ্রতিষ্ঠাভয়াদেবান্যত্র সঞ্চারো ন সহ্যত ইতি চেৎ? সত্যং বিপ্রতিপত্তি-রিয়ং যোগমায়ৈব সমাহিতা জ্ঞেয়া, তচ্চ সমাধানং তয়ৈব কল্পিতানাং তত্তৎক্ষণ এব তাদৃশগোপীনাং স্বস্বভার্য্যাদিকত্বেন প্রত্যায়িতানাং স্ব-স্ব গৃহান্ প্রতি পত্যাদিভিঃ পরাবর্ত্তনমেব ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, প্রেম-প্রাবল্যবশতঃ সেই গোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহা সমুচিতই, কিন্তু তাঁহাদের পতি প্রভৃতি তাঁহাদিগের অপেক্ষা কিজন্য ত্যাগ করিয়া-ছিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তাঃ বার্য্যমাণাঃ', অর্থাৎ পতিগণ কর্ত্তৃক কুলবধূগণ ও পিতা প্রভৃতি কর্ত্তৃক কুলকন্যাগণ নিবারিতা হইলেও গমনে নিবৃত্তা হইলেন না। তাহার কারণ—'গোবিন্দাপহৃতাত্মানঃ', তাঁহারা গোবিন্দাপহৃতাত্মা, অর্থাৎ ভয় লজ্জাদির কথা কি বলিব, তাঁহাদিগের আত্মাকে পর্য্যন্ত গোবিন্দ অপহরণ করিয়াছিলেন, সুতরাং মূর্চ্ছিত হইয়া অর্থাৎ সূত্র-সঞ্চালিত পঞ্চালিকার ন্যায় গমন করিলেন। যদি বলেন—পতি প্রভৃতি অপ্রতিষ্ঠাভয়ে ভার্য্যাদির প্রাণহীন দেহেরও অন্যত্র সঞ্চার সহ্য করিতে পারেন না, তবে এইরূপ বিপরীত হইল কিরূপে? তদুত্তরে যোগমায়াই সমাধান করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। সমাধান এইরূপ—যোগমায়া তত্তৎক্ষণেই তাদৃশ গোপী কল্পিত করিয়াছিলেন, সুতরাং পতিগণ স্ব স্ব ভার্য্যা এবং পিতা প্রভৃতি স্ব স্ব কন্যাদি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে বিশ্বাস করিয়া আপন আপন গৃহের প্রতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥

———

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্গৃহগতাঃ (গৃহমধ্যস্থিতাঃ অতঃ) অলব্ধবিনির্গমাঃ (বহির্গন্তুমসমর্থাঃ) তদ্‌ভাবনাযুক্তাঃ (প্রাগপি তচ্চিন্তাপরায়ণাঃ) কাশ্চিৎ গোপ্যঃ (তদানীং) মীলিতলোচনাঃ (সত্যঃ) কৃষ্ণং দধ্যুঃ (অত্যর্থং চিন্তয়া-মাসুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কোন কোন গোপাঙ্গনা গৃহমধ্যে অব-স্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা বহির্গত হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত পূর্ব্ব হইতে কৃষ্ণ-চিন্তায় আসক্ত ছিল, সম্প্রতি নয়ন মুদ্রিত করিয়া তদীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রোজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তরীত্যা বিবিচ্যতে, গোপ্যস্তাবদ্দ্বিবিধাঃ—নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চ। সাধনসিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ—যৌথিক্যোঽযৌথিক্যশ্চ। যৌথিক্যশ্চ দ্বিবিধাঃ, শ্রুতিযূথভূতত্বাৎ শ্রুতিচর্য্যঃ ঋষিযূথভূতত্বাদৃষিচর্য্যশ্চ। ততশ্চাসাং চতুর্ব্বিধত্ব-মুক্তং পাদ্মে। "গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া ঋষিজা

গোপকন্যকাঃ। দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্চনে"তি গোপীত্বেনৈব মানুষত্বে লব্ধেঽপি ন মানুষ্য ইতি নিষেধস্তাসাং প্রাকৃতমানুষত্বাভাবং জ্ঞাপয়তি। অত্র গোপকন্যকা এব নিত্যসিদ্ধাস্তাসাং সাধনাশ্রবণাৎ গোপীত্বে সত্যপি কাত্যায়ন্যর্চ্চনস্য তু সাধনত্বং নরলীলত্বমেব জ্ঞাপয়তি গোপীত্বস্য সিদ্ধত্বাদেবেতি তৎপ্রসঙ্গ এব প্রপঞ্চিতম্। তাসাং নিত্যসিদ্ধত্বন্ত "আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি"রিতি ব্রহ্মসংহিতোক্ত্যা, তাসাং হ্লাদিনীশক্তিত্বপ্রতিপাদনাৎ। "হ্লাদিনী যা মহাশক্তি"রিতি বৃহদ্‌গৌতমীয়াচ্চ। তাভিঃ সহ কৃষ্ণস্য রমণস্যানাদিত্বাচ্চ দশাষ্টাদশাক্ষরাদিমন্ত্রেষু তাসাং নির্দ্দেশাৎ তন্মন্ত্রোপাসনানাং তদ্বিধায়কশ্রুতীনাঞ্চানাদ্যনন্তকালভাবিতত্বাচ্চ। "সন্তবন্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ" ইতি প্রমাণাবগতানাং দেবকন্যানাং নিত্যসিদ্ধগোপিকাংশভূতত্বং ব্যাখ্যাতমুজ্জ্বলনীলমণৌ, শ্রুতিচরীণাং সাধনসিদ্ধত্বং "কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ। কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ ॥ যথা ত্বল্লোকবাসিনঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ। ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথে"ত্যাদি বৃহদ্বামনবচনেভ্যোঽবগতং, ঋষিচরীণাঞ্চ "গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়" ইত্যুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তানাং তথাভূতত্বং, "পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্। তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সম্প্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবা"দিতি পাদ্মোত্তরখণ্ডাৎ। অত্র রামং দৃষ্ট্বা হরিং ভোক্তুমৈচ্ছন্নিতি রামসৌন্দর্য্যদর্শনেন স্বোপাস্যস্য হরের্গোপালস্য স্মরণাত্তমেব ভোক্তুমৈচ্ছন্নিত্যর্থঃ। লজ্জয়া তু সাক্ষাত্তং ন বৃতবন্তঃ, ততশ্চ কল্পবৃক্ষস্যেবাবদতোঽপি শ্রীরামস্য প্রসাদাত্তেষামভীষ্টসিদ্ধির্জাতেত্যাহ,—তে সর্ব্বে ইতি। হরিং কামেন সম্প্রাপ্যেত্যনুসংহিতং ফলং ততঃ কামাদেব হেতোর্ভবার্ণবাৎ সংসারান্মুক্তা ইত্যননুসংহিতং ফলম্। অত্র "মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা" ইতি "যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ" ইতি "পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্" ইত্যাদ্যগ্রিমগ্রন্থদৃষ্টেরপত্যবত্যো গোপ্য এবান্তর্গৃহনিরুদ্ধা বভূবুরিতি শ্রীকবিকর্ণপুরগোস্বামিকৃতদশমস্কন্ধটীকায়াং দৃষ্ট, অতস্তদনুসারেণ সার্ব্বত্রিকং মূলার্থমবাপ্যেব ব্যাখ্যায়তে—গোপালোপাসকা ঋষয়স্তে শ্রীরামমূর্ত্তিমাধুরীদর্শনাদ্রাগময়ভক্তৌ নিষ্ঠারুচ্যাসক্তির-ত্যঙ্কুরভূমিকা আরূঢ়াঃ সম্যগপরিপক্বকষায়া অপি শ্রীযোগমায়য়া দেব্যা গোকুলমানীয় গোপীগর্ভে জনিতাঃ কন্যকা বভূবুঃ। তাসামেব মধ্যে কাশ্চিন্নিত্যসিদ্ধগোপীসঙ্গভূম্না বয়ঃসন্ধিদশামারভ্যৈব লব্ধপূর্ব্বানুরাগাঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাঃ দগ্ধসম্যক্কষায়াঃ প্রেমস্নেহাদিভূমিকা আরূঢ়াঃ গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি যোগমায়য়ৈব তদঙ্গস্পর্শদোষাদ্রহিতাশ্চিন্ময়দেহীভূতাঃ কৃষ্ণোপভুক্তাস্তস্যাং রাত্রৌ বেণুবাদনসময়ে পতিভির্বার্য্যমাণা অপি যোগমায়াসাহায্যপ্রসাদান্নিত্যসিদ্ধগোপীভিঃ সহিতা এব প্রেষ্ঠমভিসসৃঃ। কাশ্চিত্তু নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভাগ্যাভাবাদলব্ধপ্রেমত্বাদদগ্ধকষায়া গোপৈর্ব্যূঢ়া গোগোপভুক্তা অপত্যবত্যো বভূবুঃ। তাঃ খলু তদনন্তরমেব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীসঙ্গভূম্না কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গস্পৃহোদ্রেকাৎ পূর্ব্বরাগবত্যস্তাসাং কৃপাপাত্রীভবন্ত্যোঽপি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাযোগ্যদেহত্বেন যোগমায়াসাহায্যাকরণাৎ পতিভির্বারিতাঃ কৃষ্ণমভিসর্ত্তুমক্ষমা মহাবিপদ্‌গ্রস্তাঃ পতিভ্রাতৃপিত্রাদীন্ স্বপ্রাণবৈরিত্বেন পশ্যন্ত্যো মরণদশায়ামুপস্থিতায়াং সত্যাং যথান্যা মাত্রাদিস্ববন্ধুজনং স্মরন্তি তথৈব স্বপ্রাণৈকবন্ধুং কৃষ্ণং সস্মরুরিত্যাহ,—অন্তরিতি। ন লব্ধো বিনির্গমো যাভিস্তা ইতি পতিভির্দ্বার্য্যেব সতর্জনং সযষ্টিকমুপবিষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। সদৈব তদ্ভাবনয়া যুক্তা অপি তদানীং দধ্যুঃ। হা হা প্রাণৈকবন্ধো, বৃন্দাবনকলানিধে, জন্মান্তরেঽপি ত্বৎপ্রেয়সীভূয়াসমস্মিন্নন্তকালে ত্বন্মুখচন্দ্রং চক্ষুষা নাপশ্যং ভবতু মনসাপি পশ্যানীতি প্রত্যেকং স্বগতমনুলপন্ত্যো মুদ্রিতলোচনাঃ সত্যো নিতরাং দধ্যুঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই স্থলে শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির বাক্যানুসারে নির্দ্ধারিত হইতেছে—গোপীগণ দুই প্রকার, প্রথম—নিত্যসিদ্ধা, দ্বিতীয়—সাধনসিদ্ধা। এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—যৌথিকী এবং অযৌথিকী। যৌথিকী গোপীগণ আবার দুই প্রকার—শ্রুতিযূথভূতত্বহেতু শ্রুতিচরী ও ঋষিযূথভূতত্বহেতু ঋষিচরী। অতএব পদ্মপুরাণে গোপীদিগের চতুর্ব্বিধত্ব উক্ত হইয়াছে—"গোপ্যস্তু শ্রুতয়ো জ্ঞেয়া" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র। গোপী-

সকল—'শ্রুতিচরী, ঋষিচরী, গোপকন্যা ও দেব-কন্যা' এই চারিপ্রকার, ইঁহারা কখনও মানুষী নহেন। এই শ্লোকে 'গোপীগণ' এই বলিলেই মানুষী বুঝা যায়, তথাপি 'মানুষী নহে', এই প্রকার নিষেধ বাক্য বলিবার কারণ—গোপীরা যে প্রাকৃত মানুষী নহেন, ইহা জ্ঞাপন করা হইল। ঐ শ্লোকে যে গোপকন্যা-দিগের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা, কারণ 'তাঁহারা সাধন করিয়া কৃষ্ণ পাইয়াছেন'—ঈদৃশ বাক্য কোন শাস্ত্রেই শ্রুত হওয়া যায় না।

যদি বলেন—তাঁহারা গোপীত্ব প্রযুক্ত নিত্যসিদ্ধ হইলে কাত্যায়নী দেবীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন কেন? উত্তর—কন্যাগণ কাত্যায়নী দেবীর যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে নরলীলত্বই জ্ঞাপিত হইয়াছে, বাস্তবিক সাধন নহে, যেহেতু গোপীত্ব-প্রযুক্তই তাঁহারা নিত্যসিদ্ধা, ইহা বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গেই বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও, "আনন্দ-চিন্ময়রস-প্রতিভাবিতাভিঃ" — এই ব্রহ্মসংহিতার বাক্যানুসারে তাঁহাদিগের হলাদিনী শক্তিস্বরূপে প্রতি-পাদনত্বহেতু নিত্যসিদ্ধত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। বৃহদ্ গৌতমীয় তন্ত্রেও বলিয়াছেন—"হলাদিনী যাঃ মহা-শক্তিঃ" (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ আনন্দস্বরূপ হইলেও যে শক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দানুভব করেন ও ভক্তগণকে আনন্দানুভব করাইয়া থাকেন, তাঁহার নাম হলাদিনী। এই হলাদিনী শক্তির পরাকাষ্ঠা মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধিকা)। এই শ্রীরাধার কায়ব্যূহরূপা যে গোপীসকল, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধা, যেহেতু তাঁহাদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রমণ, অনাদি কাল হইতেই চলি-তেছে এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রাদিতে 'গোপীজনবল্লভ' —এই পদে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ রহিয়াছে বিধায় তন্মন্ত্রোপাসনায় তদ্বিধায়ক শ্রুতিগণেরও অনাদি অনন্তকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। "সম্ভবন্ত্বমর-স্ত্রিয়ঃ" (১০।১।২৩)—অর্থাৎ দেবকন্যাগণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যুৎপাদনার্থ জন্মগ্রহণ করুক, এই প্রথমাধ্যায়োক্ত প্রমাণে নির্দ্দিষ্ট যে দেবকন্যাগণ, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ গোপীজনের অংশভূতা ইহা শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

শ্রুতিচরীগণ সাধনসিদ্ধ, ইহার প্রমাণ বৃহদ্বামন পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায়, যেমন—"কন্দর্প-কোটিলাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রুতিগণ বলিয়াছিলেন—কোটি কোটি কন্দর্পের লাবণ্যযুক্ত তুমি আমাদিগের নয়ন পথের গোচরীভূত হইলে, আমাদিগের মন কামিনীভাব প্রাপ্ত হইয়া কন্দর্প পীড়ায় ক্ষুব্ধ হইয়াছে ইহাতে কোন সংশয় নাই। যেমন ত্বদীয় লোকবাসি গোপীগণ কামতত্ত্ব দ্বারা রমণ মনে করিয়া তোমাকে ভজন করিতেছে, তদ্রূপ আমাদিগের মনেও তোমার ভজনে চিকীর্ষা হইয়াছে। আর ঋষিচরীগণেরও সাধনসিদ্ধত্ব—"গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ", অর্থাৎ গোপালদেবের উপাসক মহর্ষিগণ পূর্ব্বে অভীষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হন নাই, এই উজ্জ্বলনীলমণি কথিত বাক্যানুসারে জানা যায়। যেমন পাদ্মোত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন—"পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্য-বাসিনঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যবাসি মহর্ষিসকল তথায় সমাগত শ্রীরামচন্দ্রকে সন্দর্শন করিয়া, অর্থাৎ শ্রীরামের সৌন্দর্য্যদর্শনে স্বীয় উপাস্য গোপালদেবের স্মরণবশতঃ তাঁহাকেই ভোগ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরন্তু লজ্জাবশতঃ সাক্ষাৎ তাঁহাকে বরণ করেন নাই। কল্পবৃক্ষের নিকট অভীষ্ট প্রার্থনা করিলে সে যেমন কিছু না বলিয়াই অভীষ্ট পূরণ করে, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অভীষ্টপূরণ বিষয়ে কোন কথা বলিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহারই প্রসাদে তাঁহা-দিগের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে গোকুলে গোপীগর্ভে স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত ও গোকুলেই সমুদ্ভূত হইয়া অনুসংহিত ফলস্বরূপ কামদ্বারা শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া সেই কামহেতুই সংসার হইতে অননু-সংহিত (অবান্তর) ফলস্বরূপ মুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামিকৃত দশমস্কন্ধের টীকাতে দেখা যায়—এই অধ্যায়ের বিংশতি (২০) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিবেন—"মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ", অর্থাৎ তোমাদিগের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতি সকল তোমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে-ছেন ইত্যাদি। আবার দ্বাত্রিংশ (৩২) শ্লোকে গোপী-গণ বলিবেন—"যৎপত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ! স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তং", অর্থাৎ হে অঙ্গ! তুমি স্ত্রীদিগের 'পতি, পুত্র, বন্ধু ও বান্ধবের অনুবৃত্তি

করা' এই যে স্বধর্ম্ম বলিলে ইত্যাদি, এবং 'পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃবান্ধবান্ অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ' (৩১।১৬)—অর্থাৎ হে অচ্যুত ! পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা তোমার সমীপে আসিয়াছি, ইত্যাদি অগ্রবর্ত্তি গ্রন্থ দৃষ্টানুসারে ইঁহারা পুত্রবতী গোপী ছিলেন, এই পুত্রবতী গোপী-গণই গৃহাভ্যন্তরে নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন।

অতএব তদনুসারে সর্ব্ব স্থলে মূলার্থ অব্যক্ত হইলেও ব্যাখ্যা হইতেছে—শ্রীগোপালের উপাসক মহর্ষিগণ, শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি-মাধুরী দর্শনহেতু রাগ-ময় ভক্তির নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, রতি ও অঙ্কুর ভূমিকায় আরূঢ় হইয়া সম্যক্ অপরিপক্ কষায় হইলেও, শ্রীযোগমায়াদেবী তাঁহাদিগকে গোকুলে আনয়নপূর্ব্বক গোপীগর্ভে জন্মগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা গোপকন্যা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গ-ভাগ্যে বয়সের সন্ধি-দশা হইতেই পূর্ব্বানুরাগলাভ ও কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় অপরিপক্ অবস্থা সম্যক্ নষ্ট হইলে প্রেম স্নেহাদি ভূমিকায় আরূঢ়া হইয়া-ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা গোপগণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেও শ্রীযোগমায়া কর্ত্তৃক মায়া-কল্পিত রূপান্তর নির্ম্মাণ দ্বারা পতিগণের অঙ্গস্পর্শ দোষরহিত হইয়া-ছিলেন। অতএব তাঁহারা চিন্ময় দেহে কৃষ্ণোপভুক্তা হইয়া সেই রাত্রিতে বেণুবাদন সময়ে পতিগণ কর্ত্তৃক নিবার্য্যমাণা হইয়াও যোগমায়ার অনুগ্রহ-লাভে নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিতই কৃষ্ণাভিসারে গমন করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ নিত্যসিদ্ধাদি গোপীগণের সঙ্গরূপ ভাগ্যের অভাবে অলব্ধ-প্রেমত্বহেতু অপরিপক্ অবস্থা-পন্না ছিলেন, তাঁহারা গোপগণ কর্ত্তৃক বিবাহিতা হইয়া তৎকর্ত্তৃক ভুক্ত ও পুত্রবতী ছিলেন। তাঁহারাও তৎ-ক্ষণাৎ নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের সঙ্গভাগ্যে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের বাসনা উদ্রেক-বশতঃ পূর্ব্বরাগবতী ও নিত্য-সিদ্ধাদিগের কৃপাপাত্রী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গের অযোগ্য দেহত্ব-নিবন্ধন যোগমায়া তাঁহাদিগকে কোন-রূপ সাহায্য না করায় তাঁহারা পতিগণ কর্ত্তৃক নিবা-রিতা হইয়া কৃষ্ণাভিসারে অক্ষমা হইলেন। আর মহাবিপদ্গ্রস্তা হইয়া পতি, ভ্রাতা ও পিতা প্রভৃতিকে নিজের শত্রুরূপে দর্শনপূর্ব্বক যেমন মরণদশা উপ-স্থিত হইলে কেহ মাতা প্রভৃতি আত্মীয় বন্ধুজনকে স্মরণ করে, তদ্রূপ স্বপ্রাণের একমাত্র বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই অভিপ্রায়ে বলিতে-ছেন—'অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যঃ অলব্ধ-বিনি-র্গমাঃ', অর্থাৎ পতিগণ দ্বারদেশে যষ্টিহস্তে তর্জ্জন-পূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছে, সুতরাং সেই গোপীগণ বহির্গমন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বদাই তাঁহারা তদ্ভাবনাযুক্তা হইয়া তাঁহার ধ্যান করিতে লাগি-লেন—'হা প্রাণৈকবন্ধো ! বৃন্দাবনচন্দ্র ! জন্মান্তরেই যেন তোমার প্রেয়সী হইতে পারি, এই অন্তকালে তোমার মুখচন্দ্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম না, না হউক, এখন মন দ্বারাই দর্শন করি', এই প্রকারে সকলে স্বগত বিলাপ করতঃ 'দধ্যু-র্মীলিতলোচনাঃ'—মুদ্রিতনেত্রা হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ-নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ ॥ ১০ ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ— দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ-তীব্রতাপধুতাশুভাঃ (দুঃসহঃ যঃ প্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য বিরহঃ তেন যঃ তীব্রঃ তাপঃ তেন ধুতানি ক্ষয়ং গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ) ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা (ধ্যানেন প্রাপ্তা অচ্যুতস্য আশ্লেষেণ আলিঙ্গনেন যা নির্বৃত্তিঃ পরম-সুখভোগঃ তয়া) ক্ষীণমঙ্গলাঃ (ক্ষীণং নষ্টং মঙ্গলং পুণ্যবন্ধনং যাসাং তাঃ) (অতএব) প্রক্ষীণবন্ধনাঃ (প্রক্ষীণং বিনষ্টং বন্ধনং প্রাক্তনশুভাশুভাশেষকর্ম্ম-বন্ধনং যাস্যাং তাঃ গৃহবদ্ধাঃ গোপ্যঃ) জারবুদ্ধ্যা (উপপতিমত্যা) অপি তং পরমাত্মানং (শ্রীকৃষ্ণং) এব সঙ্গতাঃ (প্রাপ্তাঃ সত্যঃ) সদ্যঃ (তৎক্ষণমেব) গুণময়ং (গুণারব্ধং) দেহং জহুঃ (গুণময়ং দেহং ত্যক্ত্বা চিন্ময়দেহেন কৃষ্ণং প্রাপ্তাঃ বভূবুঃ। ননু, প্রাক্তনপাপপুণ্যফলভোগং বিনা কথং পরমাত্মলাভঃ ইত্যতএব কৃষ্ণবিরহজন্যদুঃখভোগেনৈব সদ্যঃ প্রাক্তন-পাপক্ষয়ঃ ধ্যানপ্রাপ্ততদালিঙ্গনসুখভোগেন চ পুণ্যক্ষয়ঃ প্রদর্শিতঃ। ননু, গোপ্যঃ ন পরমাত্মস্বরূপেণ কৃষ্ণং

চিন্তয়ামাসুস্তৎকথং তাসাং তৎপদপ্রাপ্তিরিত্যাহ,—জারবুদ্ধ্যাপি যদ্যপি তাসাং কৃষ্ণে জারবুদ্ধিস্তথাপি নহি বস্তুশক্তির্বুদ্ধিমপেক্ষতে অন্যথা বুদ্ধ্যাপি অমৃতে পীতে তৎপানফলং ভবত্যেব অতঃ ন তাসাং পরমাত্মস্বরূপাধিগমে কাচিদ্‌ বিপ্রতিপত্তিরিতিভাবঃ) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্‌, তৎকালে সেই গৃহবদ্ধা গোপাঙ্গনাগণের দুঃসহ প্রিয়-বিরহ-তীব্র-তাপ দ্বারা সমুদয় অশুভ বিনষ্ট এবং ধ্যান-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সুখ ভোগ হওয়ায় মঙ্গল-বন্ধন ক্ষীণ হইল। অতএব প্রাক্তন-শুভাশুভ-বন্ধন নাশ হওয়ায় তাঁহারা উপপতি-বুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়াও তৎক্ষণাৎ ত্রিগুণময় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্ময় শরীরে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র গোপীনাং প্রাপ্যমিতিরহস্যং বস্তু বহিরঙ্গলোকেভ্যো গোপয়ংস্তান্‌ প্রতি বাহ্যমর্থমন্তরঙ্গান্‌ ভক্তিসিদ্ধান্তবিজ্ঞান্‌ প্রতি তু স্বাভীপ্সিতমাভ্যন্তরমেবার্থং জ্ঞাপয়ংস্তন্ত্রেণাহ,—দুঃসহেতি। তত্র বহির্ম্মুখান্‌ প্রতি তাভ্যঃ কৃষ্ণো মোক্ষং দদাবিত্যাহ,—দুঃসহো যঃ প্রেষ্ঠবিরহস্তেন তীব্রতাপস্তেন ধূতানি গতানি অশুভানি যাসাং তাঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তস্যাচ্যুতস্যাশ্লেষেণ যা নির্ব্বৃতিরানন্দস্তয়া ক্ষীণং মঙ্গলং পুণ্যং যাসাং তাঃ। অতঃ প্রক্ষীণ-প্রারব্ধবন্ধনাঃ জারবুদ্ধ্যাপি তমেব পরমাত্মানং প্রাপ্তা দেহং জহুরিতি। অন্তর্ম্মুখান্‌ প্রতি তু তদানীং স্বপ্রেষ্ঠবিরহসংযোগোত্থানি দুঃখসুখান্যপরিমিতানি প্রাপ্য লব্ধমনোরথা এব তাঃ ক্রমেণ বভূবুরিত্যাহ—দুঃসহেন প্রেষ্ঠবিহরেণ যস্তীব্রতাপস্তেন ধূতানি কম্পিতীকৃতান্যশুভানি যাভিস্তাঃ যাসাং প্রেষ্ঠবিরহতাপস্য তীব্রতাং বীক্ষ্য কোটীব্রহ্মাণ্ডস্থ-বাড়বানল-মহাকালকূটাদিরূপাণি পরঃ সহস্রাণ্যপি অশুভানি স্বতীব্রতাহঙ্কারং পরিত্যজ্য স্বপরাজয়বুদ্ধ্যা চকম্পিরে ইত্যর্থঃ। ধ্যানেন প্রাপ্তঃ স্ফূর্ত্ত্যা আগতো যোঽচ্যুতস্তেন তদৈবাদ্ভুতস্য প্রেমপূর্ণচিন্ময়স্য তাদৃশস্বভাবাভিমানাদিমতো দেহস্য যঃ আশ্লেষস্তেনাশ্লেষেণ যা নির্ব্বৃতিস্তয়া ক্ষীণানি কৃশীভূতানি মঙ্গলানি প্রাকৃতাপ্রাকৃতানি যাসাং তাঃ, যাসাং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তপ্রেষ্ঠাশ্লেষোত্থসুখং বীক্ষ্য কোটীব্রহ্মাণ্ডগতবিষয়সুখনির্বিষয়ব্রহ্মানুভবসুখসহস্রাণি মঙ্গলশব্দবাচ্যানি ক্ষীণানি যদপেক্ষয়া নিকৃষ্টান্যেব বভূবুরিত্যর্থঃ। ভগবদ্বিরহসংযোগোত্থদুঃখসুখাভ্যাং প্রারব্ধপাপপুণ্যানি নষ্টানি তেষাং স্বফলভোগৈকনাশ্যত্বাদিতি ব্যাখ্যা তু বৈষ্ণবানাং মতে ন যুজ্যতে। ভগবদ্বিরহসংযোগয়োঃ পাপপুণ্যফলত্বাভাবাৎ। তাদৃশানাং প্রারব্ধনাশস্তু ভজনদশায়ামেবানর্থনিবৃত্তিভূমিকারূঢ়ানামিত্যাহুঃ। ততশ্চ তমেব পরমাত্মানং পরমপ্রেমাস্পদং জারবুদ্ধ্যা অতিনিকৃষ্টয়াপি সঙ্গতাঃ অত্যুৎকৃষ্টপতিবুদ্ধিমতীভ্যো রুক্মিণ্যাদিভ্যঃ সকাশাদপি সম্যক্‌প্রকারেণ প্রাপ্তাঃ। পতিবুদ্ধেঃ সকাশাদপি জারবুদ্ধৌ "যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বে"-ত্যাদ্যুদ্ধববাক্যনির্দ্ধারিতাৎ নিরঙ্কুশপ্রেমোৎকর্ষাৎ। তথাস্মিন্নবতারে নিকৃষ্টবস্তূন্যপ্যুৎকৃষ্টীকুর্ব্বত্যেব লীলা দৃশ্যতে। যথা মহারাজরাজেশ্বরত্ব-লীলাতঃ সকাশাদপি "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে ধৃতহয়রশ্মিনি তৎশ্রিয়েক্ষণীয়ে" ইতি ভীষ্মোক্তেঃ। পার্থসারথিত্বলীলায়া উৎকর্ষঃ। তথা উৎকৃষ্টাৎ শান্তরসাদপি নিকৃষ্টস্য শৃঙ্গাররসস্য তত্রাপি দাম্পত্যভাবাদপি ঔপপত্যভাবস্য, তথা উৎকৃষ্টাদ্রত্নালঙ্কারাদপি নিকৃষ্টস্য গুঞ্জাগৈরিকশিখিপুচ্ছাদেরুৎকর্ষো দৃষ্ট এবেতি। সঙ্গতাঃ কাশ্চিদ্‌যোগমায়াকৃতানুকূল্যান্নিরোধমুক্তা অভিসৃত্য তস্যামেব রাত্রৌ রাসবিহারিণং তং প্রাপ্তাঃ কাশ্চিদন্যস্যামপি। ননু, পুরুষান্তরোপভুক্তদেহাভিস্তাভিঃ সহ ভগবদ্বিলাসো ন যুজ্যতে ইতি তত্রাহ,—জহুরিতি। দেহমিতি জাত্যপেক্ষয়া একত্বম্‌। তস্য দেহস্য যোগমায়য়ৈবালক্ষিতমন্তর্দ্ধাপনমিত্যেকে, অন্যে ত্বেবমাহুঃ,—অত্র হেয়ো দেহো গুণময় এব ভবত্যতো গুণময়মিতি বিশেষণস্যাধিক্যাৎ তাসাং দেহা বেণুবাদনাৎ পূর্ব্বং দ্বিধাভূতা গুণময়াশ্চিন্ময়াশ্চাসন্নিতি বুধ্যতে। তত্র যে গুণময়াঃ স্বপত্যুপভুক্তা দেহাস্তানেব জহুঃ। অয়মত্র বিবেকঃ, গুরূপদিষ্টভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণকীর্ত্তনস্মরণদণ্ডবৎপ্রণতিপরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষু প্রবিষ্টায়াং সত্যাং "নির্গুণো মদপাশ্রয়" ইতি ভগবদুক্তের্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভির্ভগবদ্‌গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্নির্গুণো ভবতি ব্যবহারিকশব্দাদিকমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্‌ গুণময়োঽপি ভবতীতি ভক্তদেহস্যাংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বঞ্চ স্যাৎ। ততশ্চ "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি"রিতি। "তুষ্টিঃ

পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাস”মিতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধি-তারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ, তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ, সম্পূর্ণপ্রেমণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এব দেহঃ স্যাৎ, তদপি স্থূলদেহপাতস্তু বহির্ম্মুখমতোৎখাতা-ভাবার্থং ভক্তিযোগস্য রহস্যত্ব-রক্ষার্থঞ্চ ভগবতৈব মায়য়া প্রদর্শ্যতে যথা মৌষল-লীলায়াং যাদবানাম্। কুচিত্তু ভক্তিযোগোৎকর্ষ-জ্ঞাপনার্থং ন দর্শ্যতে চ যথা ধ্রুবাদীনাম্। অত্র প্রমাণমেকাদশে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে শ্রদ্ধাদয়ো নির্গুণা গুণময়াশ্চেতি প্রদর্শয়তা—“যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে” ইত্যনেন ভক্ত্যৈব গুণময়বস্তূনাং নির্জ্জয়ো নাশ এবোক্তো ভগবতা। অতএব ধুতানি বিধুতানি তানি রন্ধিতানি অশুভানি গুণময়শরীরাণি যাসাং তা ইতি আশ্লেষ-নির্ব্বৃত্যা অক্ষীণানি বিবর্দ্ধিতানি মঙ্গলানি চিন্ময়শরীরাণি যাসাং তা ইত্যপ্যর্থশ্চি-কীর্ষিতো ভবতি। অতঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ অবিদ্যা-বন্ধাৎ পত্যাদিবারণাচ্চ যোগমায়ানুকূল্যং প্রাপ্য বিচ্যুতা ইত্যর্থঃ। মরণবশাদ্দেহপাত এব তাসামিতি তু ন ব্যাখ্যেয়ম্—“যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়ে”তি ভগবদ্বাক্যে কল্যাণ্য ইতিপদো-পাদানাৎ পতিকৃতবারণান্মদ্বিরহসন্তাপাচ্চ স্বদেহাংস্তদা জিহাসূনামপি তাসাং পরমমঙ্গলরাসোৎসবারম্ভে মরণস্যামঙ্গলস্য মদনভিমতত্বাত্তাঃ কল্যাণবত্য এবাভবন্নিতি ভগবদভিপ্রায়াৎ “তথা তা উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগতস্মৃতী”রিতি শুকবাক্যাচ্চ তা উচুর্য্যাঃ পূর্ব্বমলব্ধরাসাঃ অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা আসন্নিতি। তেন মরণং বিনৈব তা গুণময়ান্ দেহান্ জহুরিতি। বিরহতীব্রতাপরন্ধিতাস্তাসাং গুণময়দেহা গুণময়ত্বং পরিত্যজ্য চিন্ময়ত্বং ধ্রুবাদীনামিব প্রাপুরেষ এব দেহত্যাগ ইত্যর্থোঽবগম্যতে। তথা অত্র অলব্ধবিনির্গমা ইতি তত্র ব্রজ আস্থিতা ইতি। তথা অত্র ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষেতি তত্র মাপুর্ম্মদ্বীর্য্যচিন্তয়েতি তুল্যার্থতৈব। কিন্ত্বত্র সঙ্গতা ইতি তত্রালব্ধরাসা ইত্যর্থভেদদর্শনা-দেবান্তর্গৃহনিরুদ্ধগোপীনাং দ্বৈবিধ্যং ব্যাখ্যাতম্। যথা সপ্তাষ্টানাং ফলানাং সম্যক্ পাকেঽবগতে সত্যাম্র-বৃক্ষোঽয়ং পকৃফল ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বাণ্যেব ফলানি বৃক্ষাদবচিত্য গৃহমানীয়ন্তে আনীয় চ যানি যানি সমুচিতকালেন সৌরকিরণাদিনা চ সৌরূপ্যসৌরভ্য-সৌরস্যসৌকুমার্য্যবন্তি রাজ্ঞো ভোগার্হাণি রোচকানি জাতানি তানি ফলানি বিচক্ষণপরিজনেন পরিষ্কৃত্য সময়ে রাজ্ঞো ভোগায় পরিকল্প্যন্তে যানিতু অন্তঃপক্বানি বহিরপক্বানি সৌরূপ্যাদিগুণরহিতত্বাদরসনীয়ানি রাজ্ঞোঽনর্হাণি জ্ঞায়ন্তে, তান্যুষ্মবিশেষযোগেন পরিপক্বীকৃত্যৈব দ্বিতীয়তৃতীয়দিনাদিষু রাজ্ঞে সমর্প্যন্তে। তথৈব গোকুলে জনিতানাং মুনিচরীণাং গোপীনাং মধ্যে যাঃ প্রাকৃতগুণময়শরীরতাং পরিত্যজ্য প্রথমমেব শুদ্ধচিন্ময়ীভূতশরীরা অজনিষত তাঃ পুরুষান্তরাস্পৃষ্টাঃ শ্রীযোগমায়য়া নিত্যসিদ্ধাদি-গোপীভিঃ সহৈবাভিসারিতাঃ, যাস্তু বহির্গুণময়শরীরবত্যস্তা অপি শ্রীকৃষ্ণবিরহৌষ্ম্যপ্রাপণয়া গুণময়শরীরভাবত্যাজনয়ৈব বিনষ্টপুরুষান্তরস্পর্শদোষাশ্চিন্ময়ীভূতশরীরাঃ, কাশ্চিত্তস্যাং রাত্রাবেব সর্ব্বাসাং পশ্চাদভিসারিতাঃ, কাশ্চিদীষন্মাত্রস্থিতকষায়াঃ প্রেক্ষ্য বিরহৌষ্ম্যৈনৈব তন্নিবর্ত্তনার্থং রাত্র্যন্তরেষ্বেবাভিসারিতাঃ। ততশ্চ তাঃ প্রাপ্তরাসাদিবিলাসাঃ রাত্র্যন্তে নিত্যসিদ্ধাদিগোপীভিঃ সহ পতিগৃহমাগতাস্তদারভ্য পতিসঙ্গতো যোগমায়য়ৈব রক্ষ্যমাণাঃ পত্যপত্যাদিষু মমতাশূন্যাঃ কৃষ্ণপ্রেমাতিভরপরিপ্লুতাঃ শুষ্কপয়স্তন্য স্বাপত্যান্যপুষ্ণত্যো গ্রহগ্রস্তত্বেনৈব তদ্বন্ধুভিঃ প্রতীয়ন্তে স্মেতি সর্ব্বমনবদ্যম্। অন্যে তু অন্তর্গৃহনিরুদ্ধা অপি নাপত্যবত্যঃ। অগ্রিম-গ্রন্থেষু অপত্যাদিশব্দৈঃ সপত্নীপুত্রঃ পোষ্যপুত্রো ভ্রাতৃ-পুত্রো বা লক্ষণীয় ইত্যাহুঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বহিরঙ্গ লোকের নিকট গোপীদিগের প্রাপ্য অতিরহস্য যে বস্তু, তাহা গোপন-পূর্ব্বক বাহ্যার্থের প্রকাশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিজ্ঞ জনের প্রতি স্বাভীপ্সিত আভ্যন্তরিক অর্থ জ্ঞাপন করিবার অভিলাষে সংক্ষেপে বলিতেছেন—'দুঃসহ-প্রেষ্ঠবিরহ' ইত্যাদি। 'শ্রীকৃষ্ণ, গোপীদিগকে মোক্ষ প্রদান করিয়াছিলেন', ইহাই বহির্ম্মুখদিগের প্রতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন—দুঃসহ প্রিয়-বিরহ জনিত তীব্রতাপে তাঁহাদিগের অশুভ বিগত হইল এবং ধ্যান-লব্ধ অচ্যুতের আলিঙ্গনানন্দে তাঁহাদিগের পুণ্যক্ষয় হইল। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রারব্ধ বন্ধন ক্ষীণ

হওয়ায় জারবুদ্ধি দ্বারাও সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানকালে গোপীগণ প্রিয়তমের বিরহ ও সংযোগ জন্য অপরিমিত দুঃখ ও সুখ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে লব্ধমনোরথ হইয়াছিলেন'—ইহাই অন্তর্মুখি ভক্তজনের প্রতি বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিতেছেন—যাঁহাদিগের প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহ-জন্য তীব্রতাপে অশুভসমূহ কম্পিত হইয়াছিল, অর্থাৎ যাঁহাদিগের প্রিয়বিরহ তাপের তীব্রতা দেখিয়া কোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ বাড়বানল ও মহাকালকূটরূপ সহস্র সহস্র অশুভসমূহ, নিজ তীব্র অহঙ্কার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব পরাজয় মনে করিয়া কম্পিত হইয়াছিল। 'ধ্যানপ্রাপ্ত' অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিবশে সমাগত অচ্যুত কর্ত্তৃক তৎকালেই সমুদ্ভূত প্রেমপূর্ণ চিন্ময় ও তাদৃশ স্বভাবোচিত অভিমানবিশিষ্ট দেহের আলিঙ্গনসুখে যাঁহাদিগের প্রাকৃতাপ্রাকৃত মঙ্গলসমূহ কৃশীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত প্রিয়তমের আলিঙ্গন-জন্য সুখ দেখিয়া মঙ্গলশব্দবাচ্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডগত বিষয়-সুখ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভব-জাত সহস্র সহস্র সুখসমূহ যদপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

'ভগবদ্বিরহ ও সংযোগজন্য দুঃখ ও সুখ দ্বারা প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্যের নষ্ট হয়, যেহেতু তাহারা একমাত্র স্ব-ফল ভোগের অবসানেই বিধ্বস্ত হয়'—এইরূপ ব্যাখ্যা বৈষ্ণবদিগের মতে সঙ্গত হয় না। কারণ শ্রীভগবদ্বিরহের ও শ্রীভগবৎ সংযোগের পাপ ও পুণ্যের ফলপ্রদত্ব নাই, অর্থাৎ পাপের ফলে শ্রীভগবদ্বিরহ এবং পুণ্যের ফলে ভগবৎ-সংযোগ হয় না; পরন্তু ভজনাবস্থাতেই অনর্থনিবৃত্তি ভূমিকারূঢ় বৈষ্ণবগণের প্রারব্ধ নাশ হইয়া থাকে, ইহাই পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।

'তমেব পরমাত্মানং'—অনন্তর সেই পরমাত্মা বলিতে পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে 'জারবুদ্ধি' অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট বুদ্ধি দ্বারাও সঙ্গত অর্থাৎ অতি উৎকৃষ্ট পতিবুদ্ধিমতী শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি অপেক্ষা সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্তা হইলেন। যেহেতু পতিবুদ্ধি অপেক্ষাও জারবুদ্ধিতে নিরঙ্কুশ প্রেমোৎকর্ষ রহিয়াছে, কারণ "যা দুস্ত্যজমার্য্যপথং চ হিত্বা" (১০।৪৭।৬১)—অর্থাৎ যে গোপীগণ দুস্ত্যজ আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়াও শ্রুতিমৃগ্য কৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছেন ইত্যাদি শ্রীউদ্ধব মহাশয়ের বাক্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই অবতারে নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্টকারিণী লীলা দেখা যায়—যেমন "বিজয়রথকুটুম্ব আত্ততোত্রে" (১।৯।৩৬), ইত্যাদি ভীষ্মদেবের উক্তিতে মহারাজ-রাজেশ্বরত্ব লীলা হইতেও পার্থসারথিত্ব লীলার উৎকর্ষ, তথা উৎকৃষ্ট শান্তরস হইতে নিকৃষ্ট শৃঙ্গার-রসের উৎকর্ষ, সেই শৃঙ্গাররসেও দাম্পত্যভাব অপেক্ষা উপপতিত্ব ভাবের উৎকর্ষ, তথা উৎকৃষ্ট রত্নালঙ্কার অপেক্ষাও নিকৃষ্ট গুঞ্জা, গৈরিক ও শিখি-পুচ্ছাদি ভূষণের উৎকর্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'সঙ্গতা'—অর্থাৎ কোন কোন গোপী, যোগমায়া-কৃত আনুকূল্য-বশতঃ নিরোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিসার করিয়া সেই রাত্রিতেই রাসবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, কেহ কেহ অন্য রাত্রিতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদি বলেন—পুরুষান্তর কর্ত্তৃক উপভুক্তদেহা গোপীগণের সহিত শ্রীভগবানের বিলাস সঙ্গত হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—"জহুর্গুণময়ং দেহং", অর্থাৎ তাঁহারা গুণময় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 'দেহং'—ইহা জাতি অপেক্ষায় একবচন হইয়াছে, ইহাতে অনেক গোপী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সুতরাং অনেক দেহত্যাগই বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন—ঐ ত্যক্ত দেহগুলি যোগমায়া কর্ত্তৃক অলক্ষিতভাবে অন্তর্দ্ধাপিত হইয়াছিল। অপরে বলেন—ত্যক্তদেহ গুণময় অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মকই হইয়া থাকে, অতএব 'গুণময় দেহ' এই স্থলে দেহের বিশেষণ 'গুণময়' ইহা না বলিলেও হইত, কারণ দেহ বলিলেই নশ্বর ত্রিগুণময় পাঞ্চভৌতিক দেহই বুঝা যায়, তবে যে এই স্থলে অধিকন্তু 'গুণময়' এই বিশেষণ পদ আধিক্যরূপে প্রয়োগ হইল, তাহার কারণ—গোপীদিগের দেহ বেণুবাদনের পূর্ব্বেই গুণময় ও চিন্ময়রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল জানিতে হইবে। তন্মধ্যে গুণময় যে সকল দেহ, পতিগণ কর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়াছিল, তাহাই ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এই স্থলে বিবেচ্য এইরূপ—গুরূপদিষ্ট ভক্তির আরম্ভ দশা হইতে ভক্তগণের শ্রোত্র প্রভৃতিতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, দণ্ডবৎ প্রণতি ও পরিচর্য্যাদিময়ী শুদ্ধভক্তি প্রবিষ্ট হইলে "নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ",

অর্থাৎ আমার শরণাগত ব্যক্তি নির্গুণ, এই শ্রীভগবদ্ বাক্যানুসারে ভক্তজন স্বীয় শ্রোত্রাদি দ্বারা শ্রীভগবদ্ গুণাদি গ্রহণ করিয়া নির্গুণ হন ও ব্যবহারিক শব্দাদি গ্রহণ করিয়া গুণময়ও হন, এই প্রকারে ভক্তদেহের এক অংশে নির্গুণ ও এক অংশে গুণময় হইয়া থাকে। তারপর 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ' ও 'তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্'' (১১।২।৪২), ইত্যাদি প্রমাণে ভক্তিবৃদ্ধির তারতম্যে নির্গুণ দেহাংশের আধিক্য তারতম্য হয়। সুতরাং গুণময় দেহাংশের ক্ষীণত্ব তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রেম উৎপন্ন হইলে গুণময় দেহাংশ নষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে নির্গুণ দেহই হয়। যেমন শ্রীভগবান্ মৌষল লীলাতে যাদবগণের দেহপাত দেখাইয়াছেন, তদ্রূপ এখানেও মায়া দ্বারা বহির্মুখের মতান্তর নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ও ভক্তিযোগের রহস্যত্ব রক্ষার্থ ইঁহাদিগের স্থূলদেহপাত দেখাইলেন। আবার কোথায়ও ভক্তিযোগের উৎকর্ষ জ্ঞাপনার্থ স্থূলদেহপাত দেখান না, যেমন শ্রীধ্রুব প্রভৃতির (স্থূলদেহপাত দেখান হয় নাই)। ইহার প্রমাণ একাদশে পঞ্চবিংশতিতম (২৫) অধ্যায়ে গুণসমূহ, নির্গুণ ও গুণময় ইহা প্রদর্শনকারী শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য" (১১।২৫।৩২), অর্থাৎ হে সৌম্য! যে জীব মনোজন্য এই সমস্ত গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি পরে ভক্তিযোগ দ্বারা মৎপরায়ণ হইয়া 'মদ্ভাবায়'—আমার ভাবাপত্তিরূপ মুক্তি (পার্ষদদেহ) লাভের যোগ্য হইয়া থাকেন। অতএব প্রিয়ের দুঃসহ বিরহজন্য তীব্রতাপে তাঁহাদিগের গুণশরীর, ধুত—বিধুত অর্থাৎ রহ্মিত হইয়াছিল এবং ধ্যানলব্ধ অচ্যুতের আলিঙ্গনে তাঁহাদিগের চিন্ময় শরীর 'অক্ষীণ' অর্থাৎ বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল—এই অর্থও অভিপ্রেত হয়। সুতরাং 'প্রক্ষীণ-বন্ধন', অর্থাৎ যোগমায়ার আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাবন্ধ ও পত্যাদির নিবারণ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন—এই অর্থ।

কিন্তু তাঁহাদিগের মরণবশে দেহপাতই হইয়াছিল—এইরূপ ব্যাখ্যা করা সঙ্গত হয় না, যেহেতু—"যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ। অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মামাপুর্বীর্য্যচিন্তয়া॥" (১০। ৪৭।৩৭), অর্থাৎ হে কল্যাণীগণ! যে সকল ব্রজরামা নিজ নিজ পতি কর্ত্তৃক গৃহে আবদ্ধ থাকায় শারদীয়া রজনীতে বনবিহার-রত আমার সহিত রাসক্রীড়া উপভোগ করিতে পারে নাই, তাহারা ব্রজে থাকিয়াও মদীয় প্রভাব চিন্তা দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই ভগবদ্বাক্যে 'কল্যাণ্যঃ' এই পদগ্রহণবশতঃ শ্রীভগবানের অভিপ্রায় এই—পতিকৃত নিবারণ ও মদ্বিরহ-সন্তাপহেতু তখন স্ব স্ব দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইলেও, পরম মঙ্গলময় রাসোৎসবের আরম্ভে মরণরূপ অমঙ্গলকার্য্য মদীয় অনভিমতত্বহেতু তাঁহারা কল্যাণবতীই হইয়াছিলেন। সেইরূপ "তাঃ উচুরুদ্ধবং প্রীতাস্তৎসন্দেশাগত-স্মৃতীঃ" (১০। ৪৭।৩৮)—এই শ্রীশুকবাক্যে যাঁহারা পূর্ব্বে রাস লাভ করিতে না পারিয়া অন্তর্গৃহেই রুদ্ধা ছিলেন, তদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ-জন্য পূর্ব্ব স্মৃতি জাগ্রত হওয়ায় তাঁহারা শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছিলেন। সুতরাং মরণ ব্যতিরেকেই তাঁহারা গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদিগের কৃষ্ণ-বিরহরূপ তীব্রতাপে রহ্মিত গুণময় দেহগুলি, গুণময়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধ্রুব প্রভৃতির ন্যায় চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে তাঁহাদিগের গুণময় দেহত্যাগ পূর্ব্বক চিন্ময় দেহপ্রাপ্তিই 'দেহত্যাগ'—এই অর্থ অবগত হওয়া যায়। আর, এই স্থলে 'অলব্ধ-বিনির্গমা' এই পদ, উক্ত কৃষ্ণবাক্যে 'ব্রজ আস্থিতাঃ' এই পদ, তথা এই স্থলে 'ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ' ইত্যাদি পদ, আর উক্ত কৃষ্ণবাক্যে 'মামাপুর্বীর্য্যচিন্তয়া'—ইহার অর্থ তুল্যই। কিন্তু এ স্থলে 'সঙ্গতা' অর্থাৎ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া, আর তথায় 'অলব্ধরাসা', অর্থাৎ রাস লাভ করিতে না পারিয়া—এইরূপ অর্থভেদ দেখা যায়। সুতরাং অন্তর্গৃহরুদ্ধ গোপীদিগের দ্বৈবিধ্য ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যেমন কোন আরাম-রক্ষক মালী আম্রবৃক্ষের সাতটি কিম্বা আটটি ফল সম্যক্‌রূপে পরিপক্ক হইলে ঐ আম্রবৃক্ষের ফল পাকিয়াছে অবগত হইয়া, সমস্ত ফল বৃক্ষ হইতে সমাহরণপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করে। তারপর যে যে ফল সমুচিত কালে কিম্বা রবি-কিরণাদি দ্বারা সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ, সুরস, সুকোমল ও রাজভোগযোগ্য রুচিকর হইয়াছে জানিয়া সময়ে

সময়ে রাজার ভোগের নিমিত্ত প্রদান করে। কিন্তু যে ফলগুলি ভিতরে পক্ব অথচ বাহিরে অপক্ব, সুতরাং সুন্দরবর্ণ, সুগন্ধ ইত্যাদি গুণ-রহিতত্বহেতু অনাস্বাদ্য ও রাজভোগের অযোগ্য জানিতে পারে, সে ফলগুলি কোনরূপ উষ্ণ-বিশেষ যোগে পরিপক্ব করিয়াই দ্বিতীয় দিনে বা তৃতীয় দিনে রাজাকে সমর্পণ করে। তদ্রূপ গোকুলে জাত মুনিচরী গোপীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাকৃত গুণময় শরীরত্ব পরিত্যাগ করিয়া প্রথমেই শুদ্ধ চিন্ময়ীভূত শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা শ্রীযোগমায়া কর্তৃক পুরুষান্তরের অস্পৃষ্টা হইয়া নিত্যসিদ্ধা গোপীগণের সহিত কৃষ্ণাভিসারে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা বাহিরে গুণময় শরীরধারিণী, তাঁহারাও যোগমায়া কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বিরহরূপ উষ্ণতাপে গুণময় শরীরের ভাব ত্যাগ দ্বারাই পুরুষান্তরের সংস্পর্শ দোষশূন্যা হইয়া চিন্ময়ীভূত বিগ্রহ হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই রাত্রিতেই নিত্যসিদ্ধাগণের পশ্চাৎ অভিসারে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযোগমায়া কোন কোন গোপীকে ঈষৎ মাত্রস্থিত কষায় দেখিয়া বিরহরূপ উষ্ণতা দ্বারাই তন্নিবর্ত্তনার্থ অন্য রাত্রিতেই শ্রীকৃষ্ণাভিসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

তারপর তাঁহারা রাসবিলাস প্রাপ্ত হইয়া রাত্রিশেষে নিত্যসিদ্ধা গোপীদিগের সহিত পতিগৃহে সমাগতা হইয়াছিলেন এবং সেই অবধি যোগমায়া কর্তৃক পতিসঙ্গ হইতে রক্ষ্যমাণা হইয়া পতি ও অপত্যাদিতে মমতাশূন্যা, কৃষ্ণপ্রেমভরে পরিপ্লুতা, দুগ্ধশূন্য-স্তনী ও স্ব স্ব অপত্যপোষণে বিরতা হইয়া গ্রহগ্রস্তত্ব-রূপেই যেন আপন আপন বন্ধুগণ কর্তৃক প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন, ইহাতে সর্ব্বদিকে সামঞ্জস্য হইল। অপরে বলেন—কোন কোন গোপী গৃহাভ্যন্তরে নিরুদ্ধা হইলেও পুত্রবতী ছিলেন না, ইহাই পরে পরে অপত্যাদি শব্দে সপত্নীপুত্র কিম্বা ভ্রাতৃপুত্র লক্ষণ করিয়াছেন ॥ ১০-১১ ॥

তথ্য—শ্রীগোপগোপীগণ ভগবানের নিত্য পরিকর, সুতরাং তাঁহাদের মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় ত্রিগুণাত্মক দেহ-সম্বন্ধ নাই ; তথাপি তাঁহাদের যে গুণময় দেহত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কারণ,—শ্রীব্রজসুন্দরীগণ নিত্যসিদ্ধা ও সাধকচরী ভেদে দ্বিবিধা। সাধকচরীগণ অসিদ্ধ-দেহা। এই অসিদ্ধ-দেহা সাধকচরীদিগের সম্বন্ধেই গুণময় দেহত্যাগের কথা বলা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অশুভ,—শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির অন্তরায় গুরু-ভয়াদি।

মঙ্গল—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি ও তৎপ্রাপ্তির সাধনরূপ সখীসাহায্য প্রাপ্তির চিন্তন।

সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ—শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিরোধি গুরুজনবাস। (কৃষ্ণসন্দর্ভ) ॥ ১০-১১ ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্মতয়া মুনে।
গুণপ্রবাহোপরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ,—(হে) মুনে, (গোপ্যঃ) কৃষ্ণং পরং কান্তং বিদুঃ (পরমপ্রিয়বুদ্ধ্যা জানন্তি স্ম) তু (কিন্তু) ব্রহ্মতয়া ন (ব্রহ্মভাবেন ন বিদুঃ) গুণধিয়াং (গুণবিষয়কবুদ্ধীনাং) তাসাং (গোপীনাং) কথং গুণপ্রবাহোপরমঃ (মোক্ষঃ জাতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে মুনিবর, সেই গোপীগণ কৃষ্ণকে পরম প্রিয়রূপে অবগত ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মরূপে অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের চিত্তও গুণময় বিষয়েই আসক্ত ছিল, তাহা হইলে কিরূপে মুক্তিলাভ হইল ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তত্রত্যানাং বহিরঙ্গাণাং কেষাঞ্চিন্মুখদর্শনেনৈব হৃদয়গতং সন্দেহমালক্ষ্য রাজা স্বয়ং শুকবাক্যস্যাভিপ্রেতমর্থং তৎপ্রসাদাজ্জানন্নপি তেষাং সন্দেহনিবর্ত্তনার্থমেব সন্দিহান ইবাহ—কৃষ্ণমিতি। হে মুনে, সর্ব্বজ্ঞ, কৃষ্ণং পরমাত্মানমপি পরং পরপুরুষং কান্তং স্বরমণং বিদুঃ, ব্রহ্মতয়া তু ন বিদুঃ। অতো গুণধিয়াং কৃষ্ণেন সহ বিহরামেতি গুণবিষয়কবুদ্ধীনাং তাসাং গুণপ্রবাহস্যোপরমঃ কথং "তমেব-বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতী"তি "আত্মানমাত্মতয়া বিচক্ষতে" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাক্যৈঃ পরমাত্মজ্ঞানস্যৈব মোক্ষপ্রাপকত্বোক্তেঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্রত্য সভাগত কোন কোন বহিরঙ্গ শ্রোতৃবর্গের মুখ-দর্শনেই তাহাদিগের হৃদয়গত সন্দেহ অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎ স্বয়ং

শ্রীশুকদেবোক্ত বাক্যের অভিপ্রেত অর্থ তৎপ্রসাদে অবগত হইয়াও তাহাদিগের সন্দেহ নিবর্তনার্থই যেন সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং', হে মুনে। (সর্ব্বজ্ঞ।) গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা হইলেও তাঁহাকে 'পরং কান্তং'—পরপুরুষ স্বরমণ বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু ব্রহ্মরূপে নহে। অতএব 'গুণধিয়াং'—কৃষ্ণের সহিত বিহার করিব, এইরূপ গুণবিষয়ক বুদ্ধিবিশিষ্ট সেই গোপীগণের গুণপ্রবাহের উপরম (মোক্ষ) কিরূপে হইল ? যেহেতু "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি", অর্থাৎ জ্ঞানকে জানিয়া মোক্ষ লাভ করে, মোক্ষলাভের অন্য কোন পন্থা নাই, এবং "আত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে" অর্থাৎ নিজেকে পরমাত্মা হইতে অভিন্নরূপে জানিবে, ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্যে পরমাত্মার জ্ঞানকেই মোক্ষের প্রাপক বলা হইয়াছে ॥ ১২ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

উক্তং পুরস্তাদেতং তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথা গতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—চৈদ্যঃ (শিশুপালঃ) হৃষীকেশং দ্বিষন্ (শত্রুভাবেন পশ্যন্) অপি যথা সিদ্ধিং (পরমপদং) গতঃ (তৎ) এতৎ পুরস্তাৎ (পূর্ব্বমেব) তে (তব) উক্তং (কথিতং) অধোক্ষজপ্রিয়াঃ (কৃষ্ণে প্রীতিভাবযুক্তাঃ গোপ্যঃ) কিমুত (কথং ন সিদ্ধিং লভন্তে অয়ং ভাবঃ, জীবেষু ব্রহ্মত্বমাবৃতং শ্রীকৃষ্ণস্য তু হৃষীকেশত্বাৎ অনাবৃতং অতো ন তত্র বুদ্ধিমপেক্ষতে) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে শত্রুরূপে দর্শন করিয়াও যেরূপে পরমপদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহা তোমার নিকট পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিভাবযুক্তা গোপীগণ যে সিদ্ধিলাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ কি ? ১৩॥

বিশ্বনাথ—শ্রীমন্মুনীন্দ্রোঽপি নায়ং বস্তুতো রাজ্ঞঃ প্রশ্ন ইতি মনসা জানন্নেব ত্বমেবং পৃচ্ছন্মেধাশূন্য এবাসীতি তদ্ব্যাজেনানভিজ্ঞানেব তান্ ভর্ৎসয়ন্নাহ—উক্তমিতি। পুরস্তাৎ সপ্তমস্কন্ধে এব দ্বিষন্নপীতি দ্বেষলক্ষণপ্রতিকূলভাবেনাপি যদি সাযুজ্যং লভ্যতে তর্হি কামলক্ষণানুকূলভাবস্য কা বার্তা ইতি ভাবঃ। হৃষীকেশমিতি, নিরুপাধি কৃপয়া স্বয়মবতীর্য্য ব্রহ্মাদীনামপি হৃষীকৈরগ্রাহ্যোঽপি মর্ত্ত্যলোকে পরমনীচানামপি হৃষীকেষু দৃষ্টেঃ স্বাচিন্ত্যশক্ত্যা বিষয়ীভূতো ভবতি তানুদ্ধর্ত্তুমিতীদমপ্যেকং তস্য কৃপৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। ইমাস্তু অধোক্ষজস্য অতীন্দ্রিয়স্য তস্য প্রিয়াঃ প্রীতিবিষয়াশ্রয়ভূতা এব। অত্র অঘঃ সিদ্ধিং যথা গত ইতি প্রত্যাসন্নমঘাসুরং হিত্বা বিপ্রকৃষ্টশ্চৈদ্যো যদ্দৃষ্টান্তিতস্তেন রাজানং প্রত্যেতৎ সরহস্যমাহ। চৈদ্যস্যাপি দ্বেষাভিনিবেশোদ্রেকাৎ মুনিশাপনিবন্ধনগুণময়দেহস্যৈবোপরমঃ। অন্তশ্চিন্ময়পার্ষদদেহস্তু তস্যানশ্বরো নিত্যোঽবর্ত্তত এব। যদুক্তং—"বিষ্ণুচক্রহতাংহসৌ" ইতি বিষ্ণুচক্রেণ হতমংহ এব যয়োর্ন তু তাবিতি সিদ্ধিং গতঃ অভীষ্টাং গতিং পার্ষদতাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং—"বৈরানুবন্ধতীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত-সাত্মতাম্। নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুর্বিষ্ণুপার্ষদৌ"ইতি ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইহা বাস্তবিক মহারাজের প্রশ্ন নহে', ইহা মহামুনি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অবগত থাকিলেও 'হে রাজন্। এই প্রকার প্রশ্ন করায় বোধ হয় তুমি ধারণাশূন্য হইয়াছ', এইরূপে পরীক্ষিৎকে ভর্ৎসনার ছল করিয়া অনভিজ্ঞ বহির্ম্মুখদিগকেই বলিতেছেন—'উক্তং পুরস্তাৎ', পূর্ব্বে সপ্তম স্কন্ধেই তোমাকে ইহা বলা হইয়াছে যে, শিশুপাল হৃষীকেশকে দ্বেষ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করিল, অর্থাৎ দ্বেষস্বরূপ প্রতিকূল ভাবেও যদি সাযুজ্য লাভ করিল, তাহা হইলে শ্রীগোপীগণ, কামরূপ অনুকূলভাবে শ্রীকৃষ্ণকে যে লাভ করিবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে ? 'হৃষীকেশ', অর্থাৎ যিনি অহৈতুকী কৃপাদ্বারা স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য হইয়াও মর্ত্ত্যলোকে পরম নীচ ব্যক্তিদিগের ইন্দ্রিয়সমূহে দৃষ্টিহেতু স্বকীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে বিষয়ীভূত হন তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্তই, ইহাও তাঁহার একপ্রকার কৃপাময় ঐশ্বর্য্য। পরন্তু ইঁহারা অধোক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত শ্রীভগবানের প্রিয়া, অর্থাৎ প্রীতিবিষয়াশ্রয়ভূতাই হইয়াছেন।

এই স্থলে 'অঘাসুর যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছে', এই প্রত্যাসন্ন (নিকটবর্ত্তী) দৃষ্টান্তস্বরূপ অঘাসুরকে

ত্যাগ করিয়া বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ বিদূরগত দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শিশুপালকে বলা হইল কেন? ইহার তাৎপর্য্য —'শিশুপাল' এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মহারাজের প্রতি রহস্যসহকারে বলিতেছেন যে — শিশুপালেরও দ্বেষাভিনিবেশের উদ্রেকবশতঃ মুনিশাপ নিবন্ধন গুণ-ময় দেহেরই উপরম হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অভ্য-ন্তরস্থ অনশ্বর চিন্ময় পার্ষদদেহ নিত্যই বর্ত্তমান ছিল। যেহেতু তথায় বলা হইয়াছে—"বিষ্ণুচক্র-হতাংহসৌ" অর্থাৎ বিষ্ণুর চক্রদ্বারা 'দন্তবক্র ও শিশুপাল' এই উভয়ের পাপই হত হইয়াছে, পরন্তু তাহারা নহে (অর্থাৎ তাহাদিগের নিত্যপার্ষদ দেহ নিত্যই ছিল, কেবল গুণময় দেহটি ত্যাগ হইয়াছিল)। 'সিদ্ধিং গতঃ'—শিশুপাল অভীষ্ট গতি অর্থাৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল—এই অর্থ। যেমন উক্ত হইয়াছে— "বৈরানুবন্ধতীব্রেণ" (৭।১।৪৬), অর্থাৎ বৈরানুবন্ধ জন্য তীব্র ধ্যান দ্বারা ঐ দুই ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হইয়া পার্ষদ হওত পুনরায় ভগবানের পার্শ্বে গমন করিল ॥ ১৩ ॥

মধ্ব—

কৃষ্ণকামাস্তদা গোপ্যস্ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতাঃ।
সম্যক্ কৃষ্ণং পরব্রহ্ম জ্ঞাত্বা কালাৎ পরং যযুঃ ॥
পূর্ব্বং চ জ্ঞানসংযুক্তাস্তত্রাপি প্রায়শস্তথা।
অতস্তাসাং পরং ব্রহ্ম গতিরাসীন্ন কামতঃ।
ন তু জ্ঞানমৃতে মোক্ষো নান্যঃ পন্থেতি হি শ্রুতিঃ ॥
কামযুক্তা তদা ভক্তির্জ্ঞানং চাতো বিমুক্তিগাঃ।
অতো মোক্ষেঽপি তাসাং চ কামো ভক্ত্যানুবর্ত্ততে ॥
অতোদকত্বেন সদা দ্বেষিণামধরং তমঃ।
মুক্তিশব্দোদিতা চৈদ্যপ্রভৃতৌ দ্বেষভাগিনঃ ॥
ভক্তিমার্গী পৃথঙ্‌মুক্তিমগাদ্বিষ্ণুপ্রসাদতঃ।
কামস্তুশুভকৃচ্চাপি ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদকৃৎ ॥
দ্বেষিজীব যুতং চাপি ভক্তং বিষ্ণুর্বিমোচয়েৎ।
অহোঽতিকরুণা বিষ্ণোঃ শিশুপালস্য মোক্ষণাৎ ॥
ইতি স্কান্দে ॥

জগৎপ্রপিতামহে জারবুদ্ধির্নযুক্তা তথাপি ব্রহ্মতয়া ন সম্যক্ ॥ ১১-১৩ ॥

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, দেহী সন্ কৃষ্ণঃ কথমনাবৃতঃ ইত্যাহ হে) নৃপ, গুণাত্মনঃ নির্গুণস্য অপ্রমেয়স্য অব্যয়স্য ভগবতঃ নৃণাং (মনুষ্যাণাং) নিঃশ্রেয়সার্থায় (মঙ্গলায় এব) ব্যক্তিঃ (মনুষ্যাদিরূপেণাবতারঃ অতঃ ন দেহিসাদৃশ্যমত্র যুজ্যতে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত গুণ-রহিত, তাঁহাতে যে ষড়ৈশ্বর্য্যগুণ আছে সে সমুদায় তাঁহার স্বরূপভূত। তিনি অব্যয়, অপ্রমেয় ভগবৎ-স্বরূপ। মনুষ্যদিগের মঙ্গলের জন্যই তাঁহার আবির্ভাব ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—যতঃ শ্রেয়ঃসাধনহীনানপি ময়ি যৎ-কিঞ্চিৎসম্বন্ধমাত্রবতো জনানহমুদ্ধরামীতি মনসি কৃত্বৈব ভগবতাবতীর্ণমিত্যাহ,—নৃণামিতি দ্বাভ্যাম্। নিঃশ্রেয়সং কেষুচিৎ সাযুজ্যং কেষুচিৎ সালোক্যা-দিকং কেষুচিৎ প্রেমা চার্থস্তস্মৈ ভ্রূবিজৃম্ভমাত্রেণ ব্রহ্মাণ্ডকোটিসংহারসমর্থস্য ভূভারভূতকংসাদিবধার্থ-মেব ব্যক্তিরন্যথা নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ। অব্যয়স্য প্রতি ভক্তজনং স্বাত্মদানেনাপি ন ব্যতীত্যব্যয়স্তস্য। কেন প্রকারেণেতি চেদত আহ,— অপ্রমেয়স্য প্রমাতু-মশক্যস্য কস্তত্র তত্ত্বং জানাতীতি ভাবঃ। যতো নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য অথ চ গুণাত্মনঃ স্বরূপ-ভূতকল্যাণগুণময়স্য ন হি অপ্রাকৃতচিদানন্দময়গুণ-সাগরঃ প্রমাতুং শক্যো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রেয়ঃসাধনহীন হইলেও আমাতে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্রযুক্ত জনগণকে আমি উদ্ধার করিব, এইরূপ মনে করিয়াই শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিতেছেন—'নৃণাং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'নিঃশ্রেয়সার্থায়'—নিঃশ্রেয়ঃ, পরম-মঙ্গল অর্থাৎ কাহাকেও সাযুজ্য, কাহাকেও সালো-ক্যাদি, কাহাকেও প্রেম প্রদানের নিমিত্ত শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি (প্রকট) হইয়া থাকে। তাহা না হইলে ভ্রূবিজৃম্ভণ-মাত্রে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সংহারে সমর্থ শ্রীভগবানের কেবল পৃথিবীর ভারস্বরূপ কংসাদির বধের নিমিত্ত আবির্ভাব সঙ্গত হয় না—এই ভাবার্থ। 'অব্যয়স্য'—তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য নানাপ্রকার নানা ভক্তদিগকে আত্মদানাদি দ্বারাও তাঁহার কিছুই ব্যয় হয় না। কি প্রকারে তাহা সম্ভব? তাহাতে বলিতেছেন—'অপ্রমেয়স্য', যিনি অপরিচ্ছিন্ন, যাঁহার পরিমাণ কেহ করিতে পারে না, তাঁহার তত্ত্ব কে

জানে ? এই ভাবার্থ। যেহেতু তিনি 'নির্গুণ'—প্রাকৃত গুণরহিত, অথচ তিনি 'গুণাত্মা' অর্থাৎ স্বরূপভূত অখিলকল্যাণগুণময়। অপ্রাকৃত চিদানন্দময় গুণসমুদ্রকে কেহ পরিমিত করিতে সমর্থ হয় না—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(অতো যথা কথঞ্চিদাসক্তির্মুক্তিকারণমিত্যাহ) হরৌ (ভগবতি) নিত্যং (নিরন্তরং) কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহং ঐক্যং (সম্বন্ধং) সৌহৃদং ভক্তিং বিদধতঃ (তং তং ভাবং কুর্ব্বন্তঃ) তে (কামভাবাঃ গোপ্যাদয়ঃ, ক্রুদ্ধাঃ শিশুপালাদয়ঃ, ভীতাঃ কংসাদয়ঃ, স্নিগ্ধাঃ নন্দাদয়ঃ, ঐক্যবুদ্ধয়ঃ আত্মারামাঃ সুহৃদঃ পাণ্ডবাদয়ঃ) হি (নিশ্চিতং) তন্ময়তাং যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি অত্র যান্তীতি বর্ত্তমানবিভক্তিনির্দ্দেশাৎ তাসাং তাসাং লীলানাং নিত্যত্বং জ্ঞাপিতম্) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অতএব যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিরন্তর কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য, সৌহৃদ্য এবং ভক্তি ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী ভাব অবলম্বন করেন তাঁহারা নিশ্চয়ই তন্ময়ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৫।

বিশ্বনাথ—তস্মাৎ ত্বয়া সামান্যতস্তাবদেষ সিদ্ধান্তোঽবধার্য্যতামিত্যাহ—কামং গোপীজনাদয়ঃ, ক্রোধং দ্বেষং চৈদ্যাদয়ঃ, ভয়ং কংসাদয়ঃ, স্নেহং বাৎসল্যং নন্দাদয়ঃ, ঐক্যং আত্মারামাঃ, সৌহৃদং বৃষ্ণিপাণ্ডবাদয়ঃ নিত্যং বিদধত ইত্যধুনাপি তে তে তং তং ভাবং কুর্ব্বন্তস্তন্ময়তাং যান্তীতি তাসাং তাসাং লীলানাং নিত্যত্বং জ্ঞাপয়তি। তন্ময়তাং গোপ্যাদয়স্তদাসক্ততাং যথা স্ত্রীময়ঃ কামুক ইতি অন্যে সাযুজ্যম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব তুমি সামান্যতঃ এই সিদ্ধান্ত অবধারণ কর, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'কামং ক্রোধং' ইত্যাদি। গোপীজন প্রভৃতি কাম, শিশুপালাদি ক্রোধ (দ্বেষ), কংসাদি নৃপতিগণ ভয়, বাৎসল্য প্রেমময় শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ স্নেহ অর্থাৎ বাৎসল্য, আত্মারামগণ ঐক্য, বৃষ্ণি ও পাণ্ডবসকল সৌহৃদ্যভাব নিত্য বিধানপূর্ব্বক অর্থাৎ অধুনাও তাঁহারা তত্তদ্ভাব বিধান করিয়া তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতেছেন—এইরূপ অর্থে তত্তৎলীলার নিত্যত্ব জ্ঞাপন করিলেন। 'তন্ময়তাং'—তন্ময়ভাব, অর্থাৎ যেমন কামুক, সংসার স্ত্রীময় দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ গোপীগণ তদাসক্ততা পাইতেছেন, কিন্তু অন্যান্য সকলে সাযুজ্য পাইতেছেন ॥ ১৫ ॥

মধ্ব—কামিনঃ কামিত্বং ক্রোধিনঃ ক্রোধিত্বমেব সর্ব্বদা ভবতীতি তন্ময়তা।

বিমুক্তাবপিকামিন্যো বিষ্ণুকামা ব্রজস্ত্রিয়ঃ।
দ্বেষিণশ্চ হরৌ নিত্যং দ্বেষেণ তমসি স্থিতাঃ ॥
ইতি চ।

ভক্ত্যা হি নিত্যকামিত্বং নতু মুক্তিং বিনা ভবেৎ।
অতঃ কামিতয়া বাপি মুক্তির্ভক্তিমতাং হরৌ ॥
স্নেহভক্তাঃ সদাদেবাং কামিত্বেনাপ্সরস্ত্রিয়ঃ।
কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নকামেন ভক্ত্যা কেবলয়ৈব তু ॥
মোক্ষমায়ান্তি নান্যেন ভক্তিং যোগ্যাং বিনা কৃচিৎ।
ইতি পাদ্মে।

ভক্ত্যা বা কামভক্ত্যা বা মোক্ষো নান্যেন কেনচিৎ।
কামভক্ত্যাপ্সরস্ত্রীণামন্যেষাং নৈব কামতঃ ॥
উপাস্যঃ শ্বশুরত্বেন দেবস্ত্রীণাং জনার্দ্দনঃ।
জারত্বেনাপ্সরস্ত্রীণাং কাসাঞ্চিদিতি যোগ্যতা ॥
যোগ্যোপাসাং বিনা নৈব মোক্ষঃ কস্যাপি স্যেৎস্যতি।
অযোগ্যোপাসনা কর্ত্তুর্নিরয়শ্চ ভবিষ্যতি ॥
তস্মাত্তু যোগ্যতাং জ্ঞাত্বা হরেঃ কার্য্যমুপাসনম্।
ইতি ভদ্রিকায়াম্।

পতিত্বেন শ্রিয়োপাস্যো ব্রহ্মণা মে পিতেতি চ।
পিতামহতয়ান্যেষাং ত্রিদশানাং জনার্দ্দনঃ ॥
প্রপিতামহো মে ভগবানিতি সর্ব্বজনস্য তু।
গুরুঃ শ্রীব্রহ্মণো বিষ্ণুঃ সুরাণাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
মূলভূতো গুরুঃ সর্ব্বজনানাং পুরুষোত্তমঃ।
গুরুর্ব্রহ্মাস্য জগতো দৈবং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
ইত্যেবোপাসনং কার্য্যং নান্যথাতু কথঞ্চন ॥
ইতি বারাহে ॥ ১৫ ॥

নচৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(ন চ ভগবতঃ অয়ং মতিভারঃ ইত্যাহ)

ভবতা যোগেশ্বরেশ্বরে (মহাযোগিনি) ভগবতি (অশেষৈশ্বর্য্যপূর্ণে) অজে (স্বেচ্ছয়া এব ভক্তবাৎসল্যাদিনা প্রকটিতে নতু জীববৎ জাতে) কৃষ্ণে এবং বিস্ময়ঃ ন চ কার্য্যঃ (যস্মাৎ) যতঃ (শ্রীকৃষ্ণাৎ) এতৎ (স্থাবরাদিকমপি) বিমুচ্যতে (কা পুনর্মনুষ্যাণাং ইতি ভাবঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তুমি মহাযোগিবর ষড়ৈশ্বর্য্যশালী অজ শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে এরূপ কর্ম্ম আশ্চর্য্যজনক মনে করিও না। যেহেতু, মনুষ্য ত' দূরের কথা, তিনি স্থাবরাদি পদার্থকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ন চেতি অন্যেন বিস্ময়ঃ ক্রিয়তাং নাম অত্রার্থে ভবতা তু গর্ভাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন ন কার্য্যঃ। গোচারকত্বেঽপি ভগবতি দেবকীপুত্রত্বেঽপ্যজে গোপস্ত্রীলাম্পট্যেঽপি যোগেশ্বরাণামপীশ্বরে কৃষ্ণে সর্ব্বাবতারিণি। যতঃ এতৎ স্থাবরাদিকমপি বিমুচ্যতে ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ, যদ্বা, তল্লীলাপরিকরাদ্ভিন্নমপি জগদধুনাপি তত্তৎকামস্নেহাদিভাবমনুস্মৃত্য বিমুচ্যতে গুণপ্রবাহান্মুক্তং ভবতি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা'—অন্য ব্যক্তি বিস্মিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হয় হউক, আপনি কখনও বিস্ময়ান্বিত বা আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন না, যেহেতু আপনি যখন জননীর (উত্তরার) গর্ভে অবস্থিত ছিলেন, তখন হইতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞানে অভিজ্ঞ, সুতরাং কদাচ কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহ করিতে পারেন না। (এখানে মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণমহিমাভিজ্ঞ বলিয়াই শ্রীশুকদেব গোস্বামী অতি সমাদরের সহিত গৌরব করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজকে 'আপনি' বলিলেন, তুমি বলিলেন না)। 'ভগবতি'—তিনি গোচারক হইলেও ভগবান্, দেবকী-পুত্র হইলেও অজ, গোপস্ত্রী-লম্পট হইলেও যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর ও কৃষ্ণ-সর্ব্বাবতারী, তাঁহার প্রতি আপনি সন্দেহ করিবেন না। 'যতঃ এতদ্ বিমুচ্যতে'—শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন, যে কৃষ্ণ হইতে এই স্থাবরাদিও বিমুক্ত হইতেছে। অথবা—এই জগৎ তদীয় লীলাপরিকর হইতে ভিন্ন হইলেও অধুনা তত্তৎ কাম ও স্নেহাদি ভাব অনুস্মরণ করিয়া গুণপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠো বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ ॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ—বদতাং শ্রেষ্ঠঃ (বাগ্মিপ্রবরঃ) ভগবান্ তাঃ ব্রজযোষিতঃ (গোপীঃ) অন্তিকং (সমীপং) আয়াতাঃ দৃষ্ট্বা পেশৈঃ (বাগ্‌বিলাসৈঃ) বিমোহয়ন্ বাচঃ (বাক্যানি) অবদৎ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—বাগ্মি-প্রবর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া বাক্যবিলাসে মুগ্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাসঙ্গিকং বিরোধং সমাধায় প্রস্তুতমাহ,—তা বেণুনাদাকৃষ্টা বদতাং কালদেশপাত্রৌচিত্যেন বচনচাতুর্য্যবতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। পেশৈরবয়বৈঃ 'পিশ অবয়বে" ঘঞন্তঃ প্রয়োগঃ। বাচোঽবয়বাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ-বোধকা যে রূক্ষাঃ স্নিগ্ধাশ্চ অংশাস্তৈর্বিমোহয়ন্ বেণুনাদেন মোহিতা অপি তা বিশেষেণ মোহয়িতুং অত্র তাঃ প্রতি রূক্ষোক্ত্যৈব ভগবতস্তয়ো মনোরথাঃ সেৎস্যন্তি প্রীতিবিষয়স্য কান্তস্য মমৌদাসীন্যে দৃষ্টেঽপ্যাসাং প্রীতিলেশোঽপি ন হ্রসতীতি প্রীতিঃ শুদ্ধতাং লোকে দর্শয়িষ্যামীতি তথা সম্প্রয়োগে বৈপরীত্যমিবাদ্য নায়িকাধর্ম্মমবহিত্থাময়ং বাম্যমহং গ্রহীষ্যামি নায়ক-ধর্ম্মমৌৎসুক্যপ্রকটনময়ং দাক্ষিণ্যমেতা গ্রাহয়িষ্যামীতি মিলনেঽপি বৈপরীত্যং রচয়িষ্যামীতি তথা পরমলজ্জাবতীনাং যুবতীনাং স্বাভাবিক্যা অবহিত্থয়া সঙ্গোপিতান্যপ্যান্তরণানি বচনানি প্রকৃতিবিপর্য্যাসপ্রাপণয়া শ্রোষ্যামীতি। যদ্যপি কামিনীনাং কুচাদ্যবয়বৃন্দং বস্ত্রাবৃতত্বেন গূঢ়মেব চমৎকারকারকমিব তাসামন্তরীণমৌৎসুক্যমপি বহির্বাম্যেনাবৃতমেব চমৎকারকারকং রসজ্ঞা মন্যন্তে নতূদ্‌ঘাটিতং, তদপি কদাচিৎ কশ্চিন্নায়কঃ সম্ভোগ্যায়া নায়িকায়া অনাবৃতান্যেবাঙ্গানি যথা দিদৃক্ষতে তথৈব বাম্যানাবৃতমান্তরীণমৌৎসুক্যবচনঞ্চ শুশ্রূষতে কিন্তু পুরুষান্তরস্য স্ববয়স্যাদেরপি সন্নিধৌ ন দিদৃক্ষতে নাপি শুশ্রূষতে, তথৈব কৃষ্ণো দৃষ্টচরানাবৃতগোপীসর্ব্বাঙ্গঃ সম্প্রতি তাসাং বাম্যানাবৃতমান্তরীণং বচন-

বৃন্দং শুশ্রূষতে ইত্যত এব প্রিয়নর্ম্মসখমপি স্বসঙ্গিনং তদানীং ন চকারেতি জ্ঞেয়ম্ ।। ১৭ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রাসঙ্গিক বিরোধ সমাধান করিয়া প্রস্তুত বিষয় বলিতেছেন—'তাঃ দৃষ্ট্বা', সেই বেণুনাদাকৃষ্ট গোপীগণকে দেখিয়া, 'বদতাং শ্রেষ্ঠঃ' —দেশ, কাল, পাত্র উচিত বচনচাতুর্য্যশীল ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। 'বাচঃ পেশৈঃ' —পিশ-ধাতু অবয়ব অর্থে ঘঞন্ত প্রয়োগ, 'বাচঃপেশ' বলিতে বাক্যের অবয়ব—অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গবোধক যে রূক্ষ ও স্নিগ্ধ অংশ, তাহার বিস্তারদ্বারা বিশেষরূপে মোহিত করিয়া, অর্থাৎ তাঁহারা বেণুনাদে মোহিতা হইলেও তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে মোহিত করিবার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন।

এই স্থলে তাঁহাদিগের প্রতি রক্ষকথন দ্বারাই শ্রীভগবানের তিনটি মনোরথ সিদ্ধ হইবে। প্রথম— আমি কান্ত, সুতরাং ইহাদিগের প্রতি মদীয় ঔদাসীন্য দৃষ্ট হইলেও ইহাদিগের প্রীতির লেশমাত্রও হ্রাস হয় না, এই প্রীতির বিশুদ্ধতাকে সংসারে দেখাইব। দ্বিতীয়—সংপ্রয়োগে বিপরীতভাবের ন্যায় অদ্য আমি নায়িকাধর্ম্মকে অভিপ্রায় সঙ্গোপনরূপ বাম্যভাবে গ্রহণ করিব, আর নায়কধর্ম্মকে ঔৎসুক্যপ্রকটনরূপ দাক্ষিণ্যভাব ইহাদিগকে গ্রহণ করাইব, এইরূপে মিলনেও বৈপরীত্য প্রকাশ করিব। তৃতীয়—পরম লজ্জাবতী যুবতীগণের স্বভাবসিদ্ধ অভিপ্রায়-গোপনদ্বারা (অবহিত্থা দ্বারা) সঙ্গোপিত আভ্যন্তরিক বাক্যকে প্রকৃতির বিপর্য্যাস প্রাপণদ্বারা শ্রবণ করিব।

যদিও কামিনীগণের কুচাদি অবয়বসমূহ, বস্ত্রাবৃতত্বহেতু গূঢ়ভাবে থাকিয়াই যেরূপ চমৎকারকারক হয়, তদ্রূপ তাহাদিগের আভ্যন্তরিক ঔৎসুক্যও বহির্গত বাম্যভাবদ্বারা আবৃত থাকিয়াই চমৎকারকারক হয়, ইহা রসজ্ঞগণ জানিয়া থাকেন, পরন্তু তাহা উদ্‌ঘাটিত অবস্থায় চমৎকার হয় না। তাহা হইলেও কখন কোন নায়ক, সম্ভোগ্যা নায়িকার অনাবৃত অঙ্গসমূহ যেমন দর্শন করিতে ইচ্ছা করে, তেমন বাম্যবশতঃ আবৃত আভ্যন্তরিক ঔৎসুক্য বচনও শ্রবণ করিতে বাসনা করে, কিন্তু পুরুষান্তর স্ববয়স্যাদির সমীপে তাহা দেখিতে কিম্বা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বে গোপীদিগের সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত দর্শন করিলেও সম্প্রতি তাহাদিগের বাম্যবশতঃ অনাবৃত আন্তরিক বচনসমূহ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। সুতরাং তখন প্রিয়নর্ম্ম সখাকেও স্বসঙ্গী করেন নাই, ইহা জানিতে হইবে ।। ১৭ ।।

শ্রীভগবানুবাচ—

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ।
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্‌ব্রূতাগমনকারণম্ ।। ১৮ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ। —(অয়ি) মহাভাগাঃ, বঃ (যুষ্মাকং) স্বাগতং (শুভাগমনং কিম্ ?) বঃ (যুষ্মাকং) কিং প্রিয়ং (প্রীতিজনকং কার্য্যং) করবাণি ? ব্রজস্য অনাময়ং (কুশলং) কচ্চিৎ (কিম্ ?) আগমনকারণং ব্রূত (কথয়ত) ।। ১৮ ।।

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভাগ্যবতীগণ, তোমাদের কুশলে আগমন হইয়াছে ত ? আমি তোমাদের প্রীতিজনক কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব ? ব্রজের কুশল ত ? তোমাদের আগমনের কারণ কি বল ।। ১৮ ।।

বিশ্বনাথ—অথ স্ত্রীপুংসাং রসজ্ঞানাং মিলনে তাবদিয়ং রসরীতির্যৎ পুমাংসো রতৌৎসুক্যমাবিষ্কুর্ব্বতে স্ত্রিয়স্তু তত্রাসহিষ্ণবঃ কুপ্যন্তীত্যতস্তামেব রসরীতিং প্রথমমাশ্রিত্য কৃষ্ণ আহ,—স্বাগতং বো যুষ্মাকং কচ্চিৎ সুখময়মাগমনং বৃত্তং ? যতো যূয়ং মহাভাগাঃ জন্মারভ্য দুঃখস্য মুখং ভবতীভিঃ কদাপি ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ। যদ্বা, নায়ং প্রশ্নঃ কিন্তু প্রত্যুক্তিরতো যুষ্মাকং শোভনমাগমনমদ্য বৃত্তম্। যদত্রাগতং তৎসম্যক্ কৃতং যতো মহাভাগা ভাগ্যবতীনাং হি সর্ব্বাঃ ক্রিয়া এব সফলীভবন্ত্যঃ স্বস্য পরস্য চ সুখদা ভবন্তীতি ভাবঃ। অতো বঃ প্রিয়ং কিং করবাণি ? অধুনা রাত্রাবত্র নির্জ্জনে বনে একাকিনা যূনা ময়া যুবতীনাং বো যৎ প্রিয়মাতিথ্যং কর্ত্তুং শক্যং স্যাৎ তদ্‌ব্রূত। যুষ্মৎপ্রিয়চিকীর্ষৌ ময়ি সারল্যেন স্বপ্রিয়ং কৃপয়া স্পষ্টং বক্তব্যং যথা নিঃসন্দেহং তত্রাহং প্রবর্ত্তেয়েতি ভাবঃ। ততশ্চ ভো মহাসাহসিক, লম্পট, অস্মানপি পতিব্রতাঃ যদেবং বক্তুমুৎসহসে তৎ কিং ধর্ম্মতো রাজতশ্চ ন বিভেষীতি সমুচিতং

প্রত্যুত্তরমপ্রাপ্তবতা প্রিয়ং কিং করবাণীত্যস্য ব্যঞ্জিতেঽঙ্গসঙ্গরূপেঽর্থে সম্মতিলক্ষণং লজ্জাহেতুকং মৌনমেব দৃষ্টবতা ভগবতা বিচারিতং যদ্যেতাভিঃ স্ব-সমুচিতং বাম্যমদ্য নাঙ্গীক্রিয়তে তর্হি ময়াপি স্ব-সমুচিত-মৌৎসুক্যং ন বহিষ্করণীয়ং, কিন্তু বাম্যমিশ্রমেব। ততশ্চ সম্ভোগভেদে সম্প্রয়োগে যথা বৈপরীত্যমপি চারু ভবতি, তথৈব সম্ভোগভেদে সম্মিলনেঽপি বৈপরীত্যং চারু ভবতু। কিন্ত্বাসাং মহামোহনবেণুনাদমাধ্বীকপানোত্থাতিবৈবশ্যাদেব প্রকৃতিবিপর্য্যয়স্তত এব দাক্ষিণ্যং মম তু বৈবশ্যাভাবাত্তদনুরোধাদেব কৃত্রিমং বাম্যং বহিরেব কার্য্যমন্তস্তু স্বাভাবিকমৌৎসুক্যমস্ত্বেবেত্যাদিকং বিচার্য্য চ বাম্যপদবীমারোঢ়ুং সভয়সম্ভ্রমং পৃচ্ছতি ব্রজস্যেতি। কচ্চিদ্ব্রজস্যানাময়ং মঙ্গলং ? ন জানে সাম্প্রতং ব্রজে কশ্চিদিন্দ্রাদিকৃত উপদ্রবো বর্ত্ততে যতঃ সর্ব্বা এব ভবত্যো ভীতাঃ পলায্য স্বত্রাণার্থং মদন্তিকামায়াতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ কেয়মদ্যাতন্যাঽস্য ধূর্ত্ততা-লহরীতি মিথঃসস্মিতসবিস্ময়াবলোকং বিতর্কয়ন্তীষু তাস্বহো যুষ্মাকং মৌনেনৈবাবগম্যতে নোপদ্রবস্তর্হি ব্রূত কিমর্থমায়াতা অহন্তু নাভ্যূহিতুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসিকা নারীগণ ও রসজ্ঞ পুরুষসকল', এই উভয়ের মিলনের রীতি এই যে, পুরুষগণ যদি রতি বিষয়ে ঔসুক্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে নারীগণ তাহা অসহমানা হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ এই রসরীতি অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'স্বাগতং বো মহাভাগাঃ', তোমাদিগের সুখময় আগমন হইয়াছে ত ? যেহেতু তোমরা মহাভাগা, জন্মাবধি কখন দুঃখের মুখও দর্শন কর নাই। কিম্বা উক্ত বাক্যটি প্রশ্ন নহে, কিন্তু প্রত্যুক্তি, সুতরাং ব্যাখ্যা এই—অদ্য তোমাদিগের ভালই আগমন হইল, যেহেতু তোমাদের যে এই স্থলে আগমন, তাহা সম্যক্ কৃত হইয়াছে, কারণ তোমরা মহাভাগা। ভাগ্যবতীগণের রীতি এই—তাঁহাদিগের সমস্ত ক্রিয়াই সফল হইয়া নিজের ও অপরের সুখপ্রদ হয়। 'প্রিয়ং কিং করবাণি বঃ'—অতএব তোমাদের কি প্রিয় করিব ? অধুনা রাত্রিতে এই নির্জ্জন বনে আমি একাকী যুবক, তোমরাও যুবতী, সুতরাং আমি তোমাদের যে প্রিয় আতিথ্য সম্পাদন করিতে সমর্থ, তাহা বল অর্থাৎ আমি তোমাদিগের প্রিয়কার্য্যাভিলাষী, অতএব কৃপাপূর্ব্বক সরল অন্তঃকরণে স্ব স্ব প্রিয় বিষয় স্পষ্ট করিয়া বলিবে যাহাতে আমি নিঃসন্দেহে সেই প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে পারি।

যদি গোপীগণ বলেন—হে মহাসাহসিক লম্পট! আমরা পতিব্রতা, তুমি আমাদিগকে যাহা বলিতে উৎসাহ প্রকাশ করিতেছ, তাহাতে তোমার কি ধর্ম্ম হইতে কিম্বা রাজদণ্ড হইতেও ভয় হইতেছে না ? তাঁহাদিগের এই প্রকার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 'তোমাদিগের কি প্রিয় করিব' এই বাক্যের ব্যঞ্জিত অঙ্গসঙ্গ-রূপ যে অর্থ, তাহাতে গোপীগণের সম্মতি থাকিলেও লজ্জাবশতঃ মৌনভাবাপন্না দেখিয়া বিচার করিলেন—যদি শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অদ্য স্বসমুচিত বাম্য অঙ্গীকার না করে, তাহা হইলে আমিও স্বসমুচিত উৎসুক্য প্রকাশ করিব না; কিন্তু বাম্যমিশ্র বাক্যই প্রকাশ করিব। সুতরাং বিবিধ সম্ভোগের সম্প্রয়োগে যেমন বৈপরীত্যও শোভা পায়, তেমন সম্ভোগভেদে সম্মিলনেও বিপরীত ভাব মনোহর হউক। কিন্তু মহামোহন বেণুনাদস্বরূপ মাধ্বীক-পান-জন্য অতি অধীনতা-বশতঃ ইহাদিগের প্রকৃতির বিপর্যয় হওয়ায় দাক্ষিণ্য, এবং আমার বৈবশ্যাভাব সত্ত্বেও তদনুরোধেই বাহিরে কৃত্রিম বাম্য প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, পরন্তু অন্তরে স্বাভাবিক ঔৎসুক্য বিদ্যমানই রহিয়াছে, ইত্যাদি বিচার করিয়া বাম্যপদবীতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত সভয় সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'ব্রজস্য অনাময়ং কচ্চিৎ', ব্রজের মঙ্গল ত ? না জানি অধুনা ব্রজে ইন্দ্রাদিকৃত কোন উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে, যেহেতু তোমরা সকলেই ভীতান্তঃকরণে পলায়নপূর্ব্বক স্ব স্ব পরিত্রাণার্থ আমার সমীপে সমাগত হইয়াছে।

গোপীগণ পরস্পর সহাস্যবদনে বিস্ময়সহকারে 'অদ্য ইহার এই আবার কি ধূর্ত্ততা-লহরী'—এই প্রকার বিতর্ক করিতে থাকিলে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—ভাল ভাল! তোমাদিগের মৌনভাব দেখিয়াই আমি অবগত হইয়াছি যে ব্রজে কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হয় নাই। ভাল, তাহা না হইলে, 'ব্রূত

আগমনকারণম্'—বল, কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ ? আমি তাহা বুঝিতে বা বিতর্ক করিতে অসমর্থ হইয়াছি—এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(লজ্জয়া মন্দস্মিতমবলোক্যাহ) (হে) সুমধ্যমাঃ, (ক্ষীণকট্যঃ) এষা রজনী (রাত্রিঃ) ঘোররূপা (ভয়ঙ্করী) ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা (ভীষণপ্রাণিগণসঙ্কুলা চ বর্ত্ততে অতঃ) স্ত্রীভিঃ (যুষ্মাভিঃ) ইহ (বনে) ন স্থেয়ং (ন স্থাতব্যং) ব্রজং প্রতিযাত (প্রতিগচ্ছত) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমা সুন্দরীগণ, এই রজনী অতিশয় ভয়ঙ্করী এবং ভীষণ হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, অতএব তোমাদের ন্যায় স্ত্রীলোকের এখানে অবস্থান উচিত নহে, ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তন কর ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত কুলধর্ম্মধৈর্য্যলজ্জাদিকং ধ্বংসয়িত্বা প্রতিদিনমস্মানুপভুঞ্জানোঽয়মদ্য বেণুনাদেনাকৃষ্যানীয় কারণং পৃচ্ছতীত্যপাঙ্গচালনৈরেব পরস্পরমাচক্ষাণাসু তাসু সত্যং দেবপূজোপযোগিরজনীবিকাশিপুষ্পাহরণার্থমাগচ্ছাম ইতি কিং লতাস্বপাঙ্গনিক্ষেপেণ ব্রূধ্বে অযুক্তমিদং কালদেশপাত্রানৌচিত্যাদিত্যাহ,—রজনীতি। এষা চন্দ্রিকা-বহুলাপি ঘোররূপা রাত্রিত্বাদেবেতি বল্লিমূলপল্লবাদিষু সূক্ষ্মসর্পবৃশ্চিকাদের্দুর্ল্লক্ষ্যত্বাৎ পুষ্পাহরণস্য কালোঽয়মনুচিত ইতি ভাবঃ। ঘোরসত্ত্বা ব্যাঘ্রাদয়স্তৈর্নিষেবিতেতি কালসম্বন্ধেন বৃন্দাবনদেশোঽপ্যয়মনুচিত ইতি ভাবঃ। তস্মাৎ ব্রজং প্রতিযাত। ননু, ক্ষণং বিশ্রম্য যাস্যামস্তত্রাহ,—নেহ স্ত্রীভিঃ স্থেয়মিতি। কালদেশসম্বন্ধেন যুষ্মল্লক্ষণানি পাত্রাণ্যপ্যনুচিতানীতি ভাবঃ। তত্রাপি হে সুমধ্যমা, ইতি যূয়ং সুন্দর্য্যো যুবতয়ঃ স্থঃ, অহঞ্চ সুন্দরো যুবৈবাত্রাস্মি, যদ্যপি যূয়ং পরমসাধ্ব্য এব অহঞ্চ "কৃষ্ণো ব্রহ্মচারী"তি গোপালতাপনীশ্রুতিপ্রামাণ্যেন ব্রহ্মচার্য্যেবেতি সহাবস্থানেঽপি ন কশ্চিদ্দোষস্তদপি মনঃ খল্ববিশ্বাস্যং যুষ্মাকং মম চেতি ভাবঃ। এবং ব্যঞ্জিতমন্তরৌৎসুক্যং শ্লিষ্টার্থেনাপি স্পষ্টীভবতি তদ্‌যথা—আগমনকারণং লজ্জয়া ন ব্রূধ্বে চেন্মা ব্রূত তদহং জানাম্যেব তস্মাত্ত্বং শৃণুতেত্যাহ,—রজন্যেতীতি। রজন্যেষা চন্দ্রিকাময়ত্বাদঘোররূপা তস্মাদেবাঘোরসত্ত্বৈর্মৃগাদিভিরেব বৃন্দাবনস্বভাবেনাহিংস্রত্বাদ্ব্যাঘ্রাদিভিরপি বা নিষেবিতেতি তেনাত্র ন ভেতব্যমিত ভাবঃ। যদ্বা,—নাত্র স্বস্বপত্যাদিভ্যো ভেতব্যং যতো ঘোরসত্ত্ব-নিষেবিতেতি তেঽত্র নাগমিষ্যন্তীতি ভাবঃ। অতো ব্রজং প্রতি ন যাত ইহ মদন্তিকে স্থেয়ম্। কুতঃ ? স্ত্রীভিঃ, কিং স্ত্রীমাত্রমেব স্বান্তিকে স্থাপয়সীত্যত আহ,—হে সুমধ্যমা, ইতি। সৌন্দর্য্যে তারুণ্যে চ সতি যাঃ স্ত্রিয়ঃ শোভনমধ্যদেশা ভবন্তি তাভির্ভবতীভিরেব নান্যাভিঃ স্থেয়মিতি ভাবঃ। এবং উপেক্ষাময়া অপেক্ষাময়াশ্চার্থাঃ কৃষ্ণোক্তীনাং জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! কুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও লজ্জা প্রভৃতি সমস্ত বিধ্বংস করতঃ প্রতিদিন আমাদিগকে উপভোগ করিতেছেন, অদ্য ইনি বেণুনাদে (বংশীরবে) আমাদিগকে আকর্ষণপূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিয়া আবার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এইরূপ বলিয়া গোপীগণ অপাঙ্গ সঞ্চালন দ্বারাই পরস্পর অবলোকন করিতে করিতে বলিতে লাগিল—'সত্যই আমরা দেবপূজোপযোগি রজনি-বিকাশী কুসুম আহরণার্থ আগমন করিয়াছি'—ইহাই কি তোমরা লতাসমূহের প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিতেছ ? ইহা বলা অযুক্ত, যেহেতু তাহা কাল, দেশ ও পাত্র-সাপেক্ষ্য, তাহাই বলিতেছি—'রজন্যেষা ঘোররূপা', এই রজনী—পূর্ণচন্দ্রশোভিতা হইলেও ঘোররূপা, যেহেতু ইহা রাত্রিকাল, সুতরাং লতা, মূল ও পল্লব প্রভৃতিতে সূক্ষ্ম সর্প ও বৃশ্চিকাদির দুর্ল্লক্ষ্যত্ব-হেতু এখন পুষ্প আহরণের উপযুক্ত সময় নহে। বিশেষতঃ ঘোরসত্ত্ব—ব্যাঘ্র প্রভৃতি নিরন্তর এখানে বিচরণ করিতেছে, এ সময় রাত্রিকাল বিধায় বৃন্দাবন দেশ হইলেও, এই সময়ে এখানে থাকা অনুচিত, 'প্রতিযাত ব্রজং'—অতএব ব্রজেই ফিরিয়া যাও।

যদি বল ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া যাইতেছি, তদুত্তরে বলিতেছি—'নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ', এই বনে স্ত্রীগণের থাকা উচিত নহে, কাল ও দেশের সম্বন্ধহেতু অর্থাৎ কাল ও দেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া

তোমাদের ন্যায় সুপাত্রীর এখানে অবস্থান অনুচিত। একে ত ঈদৃশ কাল, দেশ ও পাত্র ; তাহাতে আবার তোমরা 'সুমধ্যমা'—সুন্দরী যুবতী, আর আমিও সুন্দর যুবক এই স্থলেই বিদ্যমান রহিয়াছি, যদিও তোমরাও পরমসাধ্বী, আমিও "কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী"—এই গোপালতাপনী শ্রুতি প্রামাণ্যবলে ব্রহ্মচারীই হইয়াছি, সুতরাং আমার সহিত অবস্থানে কোনরূপ দোষ নাই বটে, কিন্তু 'মনঃ খল্ববিশ্বাস্যং যুষ্মাকং মম চ"—তাহা হইলেও তোমাদের এবং আমার যে মনঃ, তাহা নিশ্চয়ই বিশ্বাসের অযোগ্য—এই ভাবার্থ।

এই প্রকার শ্লেষার্থ দ্বারাও ব্যঞ্জিত অন্তরৌৎসুক্য স্পষ্ট হইয়াছে, যথা—তোমাদের আগমনের কারণ, লজ্জাবশতঃ নাই বা বলিলে, আমি তাহা অবগত হইয়াছি, অতএব বাস্তবিক বিষয় শ্রবণ কর—'রজন্যেষা', সর্ব্বমনোরঞ্জনকারিণী এই রজনী চন্দ্রিকাময়ত্বহেতু 'অঘোররূপা', অতএব 'অঘোরসত্ত্ব'—মৃগাদি কর্তৃক, কিম্বা শ্রীবৃন্দাবনের স্বভাবসিদ্ধ হিংসাশূন্য, অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থ জন্তুগণের স্বভাব এই যে তাহারা বিরুদ্ধ জাতি হইলেও পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন অবস্থাতে বিচরণ করিয়া থাকে, সুতরাং বৈরীভাবশূন্যত্বহেতু ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক নিষেবিত হইলেও এখানে কোনরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই।

অথবা—এখানে স্ব স্ব পতি প্রভৃতি হইতে ভয় নাই, যেহেতু এই রজনী ঘোরসত্ত্ব-নিষেবিতা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহারা এখানে আগমন করিবে না, অতএব ব্রজে ফিরিয়া যাইও না। এখানে আমার সমীপে অবস্থান কর (মদন্তিকে স্থেয়ম্), কেননা তোমরা স্ত্রী। যদি বল—স্ত্রীমাত্রই কি স্ব-সমীপে রাখিয়া থাক? তদুত্তরে বলিতেছি—'সুমধ্যমাঃ', হে সুমধ্যমাসকল! সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যবিশিষ্টা যে সকল স্ত্রী শোভনমধ্যদেশা, তাদৃশী তোমাদেরই মদন্তিকে অবস্থানের যোগ্যতা, কিন্তু অন্য কাহারও নহে। এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ-কথিত বাক্যের উপেক্ষাময় ও অপেক্ষাময় অর্থ জানিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

———

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ভ্রাতরঃ পতয়শ্চ বঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তো মা কৃঢ্বং বন্ধুসাধ্বসম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—বঃ (যুষ্মাকং) মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ পতয়ঃ চ অপশ্যন্তঃ (যুষ্মান্ অদৃষ্টবন্তঃ) বিচিন্বন্তি হি (অন্বিষ্যন্তি) বন্ধুসাধ্বসম্ (অত্র স্থিত্যা নিজবন্ধুভ্যঃ মম আত্মনশ্চ ভয়ং) মা কৃঢ্বং (ন উপাদয়ত) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র এবং পতিগণ তোমাদিগকে না দেখিয়া নিশ্চয়ই অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব এখানে থাকিয়া বন্ধুগণের, নিজের এবং আমার ভয় উৎপাদন করিও না ॥২০॥

বিশ্বনাথ—ননু, রাত্রাবপি বনেঽপি যুবতীনামপি সংঘশোগমনে দোষো ন জনৈরুদ্ঘুষ্যতে। সত্যং, তদপি বন্ধবো ভবতীরনিষ্টাশঙ্কয়া সাম্প্রতমবশ্যমন্বিষ্যন্ত্যতস্তান্ মা ব্যাকুলয়তেত্যাহ,—মাতর ইতি। বো যুষ্মান্ বিচিন্বন্তি মৃগয়ন্তে অত্র পুত্রাঃ দ্বিত্রমাস্যা এব নান্বেষণ-চতুরাঃ "পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়" ইতি "ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ" ইতি পূর্ব্বাপরোক্তেস্তদপি ভগবতা স্বস্মিংস্তত্তদ্বিশেষ-জ্ঞানাভাবমভিনীতবতৈবোক্তমিত্যদোষঃ, অতো বন্ধূনাং সাধ্বসং যুষ্মদ্দর্শনোত্থং ভয়ং মাকৃঢ্বং নোৎপাদয়ত। পক্ষেঽপশ্যন্তো বিচিন্বন্ত্যেব নত্বতিদূরে নিবিড়ে বনেঽস্মিন্ বো ন দ্রক্ষ্যন্ত্যতো বন্ধুভ্যঃ তেভ্য সকাশাদ্ভয়ং মাকৃঢ্বং স্বচ্ছন্দেন ময়া সহ রাত্রাবত্র বিলসতেতি ভাবঃ ॥২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—রাত্রিকালেও বনেও যুবতীগণেরও সংঘশঃ (একত্র মিলিত হইয়া) আগমনে কেহ দোষ বলিয়া নিন্দা করে না। তদুত্তরে—হ্যাঁ, তাহা ঠিক বটে, তাহা হইলেও তোমাদের আত্মীয়-স্বজনগণ তোমাদের অনিষ্ট আশঙ্কা করতঃ সম্প্রতি অবশ্যই অন্বেষণ করিতেছেন, তাহাদিগকে ব্যাকুলিত করিও না, ইহা বলিতেছেন—'মাতরঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ তোমাদের মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও পতিগণ ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন। এখানে দুই তিন মাসের পুত্রগণ অন্বেষণে অসমর্থ, 'শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাও' এবং 'বৎস ও বালকগণ ক্রন্দন করিতেছে"—ইত্যাদি পূর্ব্ব ও পর বাক্যের উল্লেখ দ্বারা ভগবান্ নিজের তদ্বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানাভাবের অভিনয়পূর্ব্বক বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষের হয় না। 'মাকৃঢ্বং বন্ধুসাধসম্'—অতএব বান্ধবগণের তোমাদের অদর্শনজনিত ভয় উৎপাদন

করিও না। পক্ষে—তোমাদিগের বন্ধুজন অন্বেষণ করে, করুক, কিন্তু অতিদূরে এই নিবিড় বনমধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না, অতএব বন্ধুজন হইতে কোন ভয় করিও না, স্বচ্ছন্দে তোমরা আমার সহিত রাত্রিতে এখানে বিলাস কর—এই ভাবার্থ ॥২০

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকররঞ্জিতম্।
যমুনানিল-লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতম্ ॥ ২১ ॥
তদ্যাত মাচিরং গোষ্ঠং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ।
ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যত ॥২২॥

অন্বয়ঃ—(ঈষৎপ্রণয়কোপেন অন্যতো বিলোকয়ন্তীঃ প্রত্যাহ) যমুনানিল-লীলৈজত্তরুপল্লবশোভিতং (যমুনাস্পর্শিনঃ অনিলস্য বায়োঃ লীলা মন্দগতিঃ তয়া এজন্তঃ কম্পমানাঃ তরূণাং পল্লবাঃ তৈ শোভিতং) রাকেশকররঞ্জিতং (পূর্ণচন্দ্রস্য কিরণৈঃ রঞ্জিতং) কুসুমিতং (ইদং) বনং দৃষ্টং (যুষ্মাভিঃ অবলোকিতম্) সতীঃ (হে সত্যঃ,) তৎ (তস্মাৎ) মা চিরং (সত্বরং) গোষ্ঠং (ব্রজং) যাত (গচ্ছত) পতীন্ শুশ্রূষধ্বং (সেবধ্বং) বৎসাঃ (গোশাবকাঃ) বালাঃ (যুষ্মৎপুত্রাঃ) চ ক্রন্দন্তি তান্ পায়য়ত (স্বপুত্রান্ দুগ্ধানি পায়য়ত) দুহ্যত (বৎসানাং মাতৃংশ্চ দুহ্যত) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—হে রমণীগণ, তোমরা যমুনার তরঙ্গস্পর্শী শীতল বায়ুর লীলা-কম্পিত তরুপল্লব সুশোভিত এবং পূর্ণচন্দ্রের কিরণ-মালায় সুরঞ্জিত এই কুসুমিত বন দর্শন করিয়াছ, অতএব হে সতীগণ, সম্প্রতি সত্বর ব্রজে গমন কর। তথায় যাইয়া নিজ নিজ পতির শুশ্রূষা কর। গোবৎস এবং তোমাদের পুত্রগণ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও, গোসকলকে দোহন কর ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তা লজ্জয়া পরিতো বিলোকয়ন্তীরাহ,—দৃষ্টমিতি। আং জ্ঞাতং বনদর্শনার্থমাগতা ইতি ততশ্চ তাসামূর্দ্ধাবলোকনে সত্যাহ,—রাকেশেতি। যমুনাদিগবলোকনে সত্যাহ যমুনাস্পর্শিনোঽনিলস্য লীলা মন্দগতিস্তয়া এজন্তঃ কম্পমানাস্তরূণাং পল্লবাঃ পুষ্পিতাস্তৈঃ শোভিতমিত্যভীপ্সিতং বনাদিদর্শনমপি নির্ব্বৃঢ়মতো মাবিলম্বধ্বমিতি ভাবঃ। পক্ষে বৃন্দাবনমিদং সর্ব্বোৎকৃষ্টং তত্রাপি পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তত্রাপি চতুর্দ্দিক্ষু যমুনা। তত্রাপি শৈত্যমান্দ্যসৌগন্ধবন্তোঽনিলা ইত্যুদ্দীপনবিভবা এতে আলম্বনবিভাবশ্চাহং বর্ত্তে এবেত্যদ্য যুষ্মাকং রসিকতা পরীক্ষিতা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ঐ কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীব্রজাঙ্গনাগণ লজ্জাভরে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—'দৃষ্টং বনং', হ্যাঁ জানিয়াছি, তোমরা বন-শোভা সন্দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছ। বেশ বেশ! কুসুমিত এই বন ত দেখা হইল। এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিলেন—'রাকেশকর-রঞ্জিতং', ঐ দেখ, এই বন পূর্ণচন্দ্রের কিরণে রঞ্জিত হইয়াছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহারা যমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিলেন—ঐ বন যমুনাস্পর্শী পবনের মন্দগতিতে কম্পমান তরুর পল্লবগুলি দ্বারা কি আশ্চর্য্য শোভা পাইতেছে, অতএব তোমাদের অভীপ্সিত বনাদি দর্শনও সম্পন্ন হইল, সুতরাং ব্রজে যাইতে আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও—এই ভাবার্থ।

প্রার্থনাপক্ষে—এই বৃন্দাবন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে আবার পূর্ণচন্দ্রা রজনী, তাহাতেও আবার চতুর্দ্দিকে যমুনা, তাহাতে আবার শৈত্য, মান্দ্য ও সৌগন্ধ্যবিশিষ্ট পবন বহিতেছে, এই সমস্ত উদ্দীপন বিভাব বর্ত্তমান, আমিও আলম্বন বিভাবস্বরূপ রহিয়াছি, অতএব অদ্য তোমাদিগের রসিকতা পরীক্ষিত হইবে —এই ভাবার্থ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তত্তস্মান্মা চিরং যাত অপি তু শীঘ্রমেব যাতেত্যর্থঃ। সতীঃ পতিব্রতা অপি শুশ্রূষধ্বং তদ্ধর্ম্মগ্রহণার্থং তা অপি ভজনীয়া এবেতি ভাবঃ। ইতি পরোঢ়া উক্ত্বা কুমারীঃ প্রাহ—বৎসা গবাং ক্রন্দন্তি, তান্ দুহ্যত দোহয়ত। মুনিচরীঃ প্রাহ—বালাঃ ক্রন্দন্তি, তান্ পায়য়ত। পক্ষে তত্তস্মাচ্চিরং সমস্তামপি রাত্রিং ব্যাপ্য মা যাত ময়া সহ রমধ্বমিতি ভাবঃ। পতীন্ সাধ্বীশ্চ মা শুশ্রূষধ্বং, বিধাত্রা দত্তস্যৈতাদৃশসৌন্দর্য্যস্য যৌবনস্য চ বৈয়র্থ্যপ্রাপণানৌচিত্যাদিতি ভাবঃ। এবং মা দোহয়ত মা পায়য়ত মদনুরাগিণীনাং ভবতীনাং কিং তৈরিতি ভাবঃ ॥২২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্‌যাত মাচিরং গোষ্ঠং'—অতএব শীঘ্রই ব্রজে চলিয়া যাও। পতিগণের শুশ্রূষা কর এবং পতিব্রতাদিগের সেবা কর, অর্থাৎ সতীত্ব-ধর্ম্ম গ্রহণার্থ তাহাদিগকেও ভজনা কর। বিবাহিতা গোপীদিগের প্রতি ঐরূপ বলিয়া, কুমারীগণের প্রতি বলিতেছেন—'ক্রন্দন্তি বৎসা বালাশ্চ', হে কুমারী-গণ! তোমাদের গাভিসকলের বৎসগুলি ক্রন্দন করিতেছে, অতএব গাভিদিগকে দোহন করাও। মুনিচরী গোপীদিগের প্রতি বলিতেছেন—হে গোপী-গণ! তোমাদের বালকগণ ক্রন্দন করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও (ইহা উপেক্ষাপক্ষে)। প্রার্থনাপক্ষে—অতএব তোমরা ব্রজে যাইও না, সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া আমার সহিত রমণ কর। পতি ও সাধ্বীগণের শুশ্রূষা করিও না, বিধাতা কর্তৃক প্রদত্ত এতাদৃশ সৌন্দর্য্য ও যৌবনের বৈয়র্থ্য প্রাপণ উচিত নহে। বৎসগণ ও বালকগণ ক্রন্দন করিতেছে না, তাহাদিগকে দোহন করাইও না এবং পান করাইও না, মদনুরাগিণী তোমাদের তদ্‌দ্বারা কি হইবে?—এই ভাব ॥ ২২ ॥

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং বঃ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(সংরম্ভক্ষুভিতঃ দৃষ্টীঃ প্রত্যাহ) অথবা মদভিস্নেহাৎ (মদনুরাগাৎ) যন্ত্রিতাশয়াঃ (বশী-কৃতচিত্তাঃ) ভবত্যঃ আগতাঃ হি [তৎ (আগমনং)] উপপন্নং (যুক্তমেব যতঃ) জন্তবঃ (সর্ব্বে প্রাণিনঃ) ময়ি প্রীয়ন্তে (প্রীতাঃ ভবন্তি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—অথবা যদি মদীয় অনুরাগে বশীভূত-চিত্ত হইয়া আসিয়া থাক তাহা হইলে তাহা যুক্তই হইয়াছে, কারণ সমস্ত প্রাণীই আমার প্রতি প্রীতি-ভাবযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথবেতি। হন্ত ময়া বৃথৈবৈতান্যা-গমনকারণানি কল্পিতান্যধুনৈব কারণমবগতমিত্যাহ,—ময়ি। যোঽভি সর্ব্বতোভাবেন স্নেহস্তস্মাৎ যন্ত্রিতাশয়াঃ বশীকৃতচিত্তাঃ অতএবাগতাস্তদুপপন্নং মদ্দর্শনলাভাৎ সিদ্ধং যতো ময়ি জন্তবঃ প্রাণিমাত্রাণি প্রীয়ন্তে ইত্যোৎপত্তিকং মে সৌভাগ্যং নত্বৌপাধিকমিতি ভাবঃ। তেন ভবত্যো ময়ি প্রীতিসামান্যবত্য এব নতু কামোপাধিকপ্রীতিবিশেষবত্য ইতি ধ্বনিতম্। পক্ষে—মদভিস্নেহঃ কান্তভাবময়ঃ প্রেমা তস্মাদ্ধে-তোর্যন্ত্রীকৃত আশয়ো যাভিস্তাঃ ভবতীনাং মনসা যন্ত্রেণৈবাহমাকৃষ্টো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। তৎ আগমনং উপপন্নং উচিতমেব। নতুপপত্তিরহিতমিত্যর্থঃ। ময়ি জন্তবোঽপি প্রীয়ন্তে কিমুত ভাববত্যো ভবত্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায় হায়! আমি এতাবৎ-কাল পর্য্যন্ত তোমাদের আগমন-কারণ বৃথাই কল্পনা করিয়াছি, বাস্তবিক আগমনের কারণ এক্ষণে অব-গত হইয়াছি, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অথবা মদভিস্নেহাৎ' ইত্যাদি, অথবা আমাতে আপনাদের সর্ব্বতোভাবে যে স্নেহ, সেই স্নেহহেতু বশীকৃতচিত্তা হইয়াছেন, সেইজন্য আপনারা আগমন করিয়াছেন, ভাল, মদ্দর্শনলাভে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, যেহেতু আমার প্রতি প্রাণিমাত্রই প্রীতি করিয়া থাকে (প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ)। ইহা আমার স্বাভাবিক সৌভাগ্য, পরন্তু ঔপাধিক নহে, সুতরাং আপনারা আমাতে সাধারণ প্রীতিশালিনীই হইয়াছেন, কিন্তু কামোপাধিক প্রীতি-বিশেষবতী নহেন।

প্রার্থনাপক্ষে—অথবা আমার প্রতি আপনাদের কান্তভাবময় প্রেম রহিয়াছে, সেই কারণে বশীকৃত-চিত্তা হইয়া আগমন করিয়াছেন, আমিও আপনাদের মনোযন্ত্র দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই বিরাজ করিতেছি, সে যাহাই হউক, আপনাদের আগমন সমুচিতই হইয়াছে, কোনরূপ উপপত্তি-রহিত (অসঙ্গত) হয় নাই। বিশেষতঃ আমাতে প্রাণিমাত্রই প্রীতি করিয়া থাকে, তাহাতে ভাববতী আপনাদের কথা আর কি বলিব—এই ভাব ॥ ২৩ ॥

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(দৃষ্টাদৃষ্টাভয়প্রদর্শনেন বারয়তি) (হে) কল্যাণ্যঃ, অমায়য়া (কপট রাহিত্যেন) ভর্ত্তুঃ (স্বামিনঃ) শুশ্রূষণং (সেবা) তদ্‌বন্ধূনাং চ (ভর্ত্তৃবান্ধ-বানাঞ্চ শুশ্রূষণং) প্রজানাং (সন্ততীনাং) অনুপোষণং

(পালনং) চ হি (নিশ্চিতং) স্ত্রীণাং পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ (ভবতি) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—হে কল্যাণীগণ, নিষ্কপটভাবে পতি এবং তদীয় বান্ধবগণের শুশ্রূষা ও সন্তানপালনই স্ত্রী-লোকের পরমধর্ম্ম ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—ননু, ভবদভিস্নেহবত্যো বয়ং ভবাম ইতি চেজ্জানাসি তর্হি "তদ্‌যাত গোষ্ঠ"মিতি মুহুঃ কিং ব্রবীষি ? ন হি স্নেহাশ্রয়ো জনঃ স্নেহবিষয়ং জনং ত্যক্তুং শক্নুয়াৎ । সত্যং, যেন ধর্ম্মঃ সিধ্যেৎ তদেব স্নেহবতাপি ব্রজজনেন কর্ত্তব্যমিতি শাস্ত্রমত এতদ্ব্রবীমি ইত্যাহ,—ভর্ত্তুরিতি । পরঃ উৎকৃষ্টঃ । অমায়য়েতি নতু পুংশ্চলীত্বে সতীত্যর্থঃ । তদ্বন্ধূনাং শ্বশ্র্বাদীনাং পক্ষে স্ত্রীণাং প্রস্তুতত্বাৎ স্ত্রীবিশেষাণাং ব্রজ-সুন্দরীণাং ভবতীনামিত্যর্থঃ । ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং পরো ধর্ম্মঃ নত্বাত্মীয়ঃ । অতঃ স নানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ । যদুক্তং "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস-উপমা ছলঃ । অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ" ইতি মম বিষ্ণুত্বাদ্ভবতীনাঞ্চ বৈষ্ণবীত্বান্মদ্ভজনমেব ভব-তীনাং স্বধর্ম্মোঽন্যস্তু পরধর্ম্ম এব । "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তম" ইতি ধর্ম্মান্তর-ত্যাগপূর্ব্বকস্য মদ্ভজনস্য বিধিরিতি ভাবঃ ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপীগণ যদি বলেন—আমাদিগের আপনার প্রতি অভিস্নেহ (অনুরাগ) আছে, ইহা যদি অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'গোষ্ঠে ফিরিয়া যাও'—এরূপ বারম্বার বলিতেছেন কেন ? স্নেহবান্ জন কখনও স্নেহবিষয় (প্রিয়) জনকে পরিত্যাগ করিতে পারে না । তদুত্তরে—হ্যাঁ ঠিকই বলিয়াছ, কিন্তু ধর্ম্ম যাহাতে সিদ্ধ হয়, ইহা লক্ষ্য করা স্নেহবান্ জনেরও কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্র, অতএব বলিতেছি—'ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাম্', পতির শুশ্রূষা করাই স্ত্রীগণের পরম ধর্ম্ম, তাহাতে আবার 'অমায়য়া'—নিষ্কপটে, কিন্তু পুংশ্চলীত্ব-ভাবে নহে, এই অর্থ । 'তদ্বন্ধূনাঞ্চ'—এবং স্বামীর বন্ধু শ্বশ্রু, শ্বশুরাদির শুশ্রূষা করা—ইহা স্ত্রীলোকের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ।

পক্ষে—তোমরা ব্রজসুন্দরী, সুতরাং অকপটে ভর্ত্তার ও তদীয় বন্ধুবর্গের শুশ্রূষা ও প্রজাগণের পোষণ করা, ইহা তোমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম, কিন্তু আত্মীয় ধর্ম্ম নহে, অতএব তাহা তোমাদের অনুষ্ঠেয় নহে—এই ভাবার্থ । যেমন উক্ত হইয়াছে—"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমা ছলঃ । অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ" (৭।১৫।১২), অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম এবং ছল-ধর্ম্ম—এই পাঁচটি অধর্ম্ম-শাখাকে অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ নিষিদ্ধবৎ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করিবেন । আমার বিষ্ণুত্বহেতু এবং তোমাদের বৈষ্ণবীত্বহেতু আমার ভজনই তোমাদের স্বকীয় ধর্ম্ম, অন্যধর্ম্ম তোমাদের পক্ষে পরধর্ম্ম । যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত আছে—"ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ" (১৮।৬৬), অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যে আমাকে ভজনা করে সেই সত্তম, ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মান্তর ত্যাগপূর্ব্বক মদ্ভজনের বিধি রহিয়াছে—এই ভাবার্থ ।। ২৪ ।।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা ।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী ।। ২৫।।

অন্বয়ঃ—দুঃশীলং (চৌর্য্যাদিরতঃ) দুর্ভগঃ (ভাগ্যাদিবিহীনঃ) বৃদ্ধঃ (জরাগ্রস্তঃ) জড় (কর্ম্মাদিষু সামর্থ্যহীনঃ) রোগী (মহারোগগ্রস্তঃ) অধনঃ (অতি-দরিদ্রঃ নিজভরণেঽপ্যসমর্থঃ) অপাতকী (অপতিতঃ) পতিঃ লোকেপ্সুভিঃ (লোকদ্বয়াপেক্ষাবতীভিঃ) স্ত্রীভিঃ ন হাতব্যঃ (ন পরিত্যাজ্যঃ ভবতি) ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, কর্ম্মশক্তি-হীন, মহারোগগ্রস্ত কিম্বা নির্দ্ধন যাহাই হউক না কেন, তিনি পতিত না হইলে ইহলোক এবং পর-লোকাকাঙ্ক্ষ নারীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না ।। ২৫ ।।

বিশ্বনাথ—ননু, ভবদভিস্নেহবতীনামস্মাকমননু-রূপাঃ প্রতিকূলশীলা অরোচকাস্তে পতয়ঃ কথং সেব্যা ভবন্তিত্যত আহ,—দুঃশীল ইতি । আপাতকীতি "পতিস্ত্বপতিতং ভজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ । পতনহেতু-পাতকবানেব পতিস্ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ । লোকেপ্সুভিঃ পতিলোকসুখবাঞ্ছাবতীভিঃ । পক্ষে, লোকেপ্সুভিঃ ইহলোকে পরলোকে চাতিক্ষুদ্রকীর্ত্তিসুখাদ্যপেক্ষাবতী-ভিরেব ন হাতব্যঃ, যুষ্মাভিস্তু লোকদ্বয়ায় জলাঞ্জলী-র্দত্ত্বা মন্মাধুর্য্যসুখবারিধৌ খেলন্তীভিঃ প্রথমত এব পতিস্ত্যক্ত এব ।। ২৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—আপনাতে অভি-স্নেহবতী আমাদের সেই পতিগণ—আমাদের অননুরূপ, প্রতিকূলশীল, সুতরাং অরোচক, তাহারা কি প্রকারে সেব্য হইবে? তদুত্তরে বলিতেছি—'দুঃশীলঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ স্বামী দুঃশীল, দুর্ভাগা, বৃদ্ধ, কর্ম্ম-শক্তিহীন, রোগগ্রস্ত অথবা ধনহীন হইলেও যদি পাতকী না হন, তবে ইহলোক ও পরলোকাকাঙ্ক্ষী নারীগণের তিনি পরিত্যাজ্য নহেন। এখানে 'অপাতকী' বলিতে 'পতিং ত্বপতিতং ভজেৎ'—অর্থাৎ অপতিত পতিকে ভজনা করিবে, এই স্মৃতিশাস্ত্রের বচন অনুসারে পতনহেতু পাতকবান্ পতিই পরিত্যাজ্য, এই অর্থ। 'লোকেপ্সুভিঃ'—পতিলোকের সুখ যাহারা বাঞ্ছা করে, তাদৃশ রমণীগণের পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। পক্ষে—যে স্ত্রীগণ ইহলোকে ও পরলোকে অতি ক্ষুদ্র কীর্ত্তি-সুখাদির অপেক্ষা করে, তাহারাই দুঃশীল, দুর্ভগ, বৃদ্ধ, জড়, রোগী ও অধন পতিকে ত্যাগ করে না, কিন্তু লোকদ্বয়ে জলাঞ্জলী দিয়া মদীয় মাধুর্য্য-সিন্ধুতে ক্রীড়াপরায়ণা হইয়া প্রথম হইতেই তোমরা পতি ত্যাগ করিয়াছ ॥ ২৫ ॥

———

অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কুলস্ত্রিয়াঃ (কুলরমণ্যাঃ) ঔপপত্যং হি (জারসৌখ্যং) অস্বর্গ্যং (স্বর্গবিরোধি) অযশস্যং (যশোনাশনং) চ ফল্গু (তুচ্ছং) কৃচ্ছ্রং (দুঃখ সম্পাদকং) ভয়াবহং (ভয়-জননং) সর্ব্বত্র জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং) চ (ভবতি) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—উপপতির সেবাসুখ কুলনারীগণের পক্ষে স্বর্গবিরোধী, যশ-নাশক, তুচ্ছ, দুঃখহেতু, ভয়-জনক এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—ময়ি স্নেহসামান্যবত্যো ভবত্যঃ স্বভাবাত্তবন্ত্যেব, কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিকূলস্নেহবিশেষস্তু সর্ব্বথৈব ত্যাজ্য ইত্যাহ,—অস্বর্গ্যমিতি। মাস্তু স্বর্গ ইতি চেদ-যশস্যং যশোঽপি মাস্তিতি চেৎ ফল্গু মিথ্যৈব ব্রূষে নেদং ফল্গু সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বেনানুভূতত্বাদিতি চেৎ কৃচ্ছ্রং পত্যাদিবারণকষ্টময়ং। ননু, "বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ স্ত্রীণাং যা চ নিবারণা। তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরমমায়ুধ"মিতি "দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে" ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ প্রত্যুত তৎ কৃচ্ছ্রং রাগবতীনামস্মাকং সুখাতিশয়হেতুরেবেতি চেৎ ভয়াবহং লোকশাস্ত্রনিষিদ্ধত্বাদৈহিকপারত্রিকভয়প্রদম্। ননু, "যত্র নিষেধবিশেষঃ সুদর্ল্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাং তত্রৈব নাগরাণাং নির্ভরমাসজ্যতে হৃদয়"মিতি রস-শাস্ত্রোক্তেঃ। প্রত্যুত রসাধায়কমেবৈতদিতি তত্রাহ,—জুগুপ্সিতমিতি। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঔপপত্যং উপপতিকর্ত্তৃকং কর্ম্ম কুলস্ত্রিয়াঃ জুগুপ্সিতমিতি সর্ব্বত্র তদ্বতী কুলস্ত্রী নিন্দ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র যদ্যপি যুষ্মাভিঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধ্যা স্বনিন্দাপি সুসহৈব, তথাপি মৎপ্রণয়াস্পদানাং যুষ্মাকং নিন্দা ময়া কথমুৎপাদনীয়েতি অতো গোষ্ঠমেব যাতেতি ভাবঃ। পক্ষে, সর্ব্বত্রেতি জুগুপ্সিতমিদং সার্ব্বত্রিকমেব প্রস্তুতে তু মম নারায়ণসমত্বং গর্গমুখপরম্পরয়া যুষ্মাভিঃ শ্রুতমেবেত্যতো মমৌপপত্যেঽপি নৈব নিন্দা পরমেশ্বরত্বেন শুভাশুভ-কর্ম্মাতীতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্বভাববশতঃ তোমরা আমাতে স্নেহসামান্যবতী রহিয়াছই, কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিকূল স্নেহ-বিশেষ সর্ব্বপ্রকারেই পরিত্যাজ্য, ইহা বলিতেছেন—'অস্বর্গ্যম্', কুলরমণীগণের ঔপপত্য (উপপতি-সংক্রান্ত সুখ) অস্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিকূল। যদি বল স্বর্গ না হউক, তাহাতে বলিতেছি—'অযশস্যং', পূর্ব্বসঞ্চিত যশোনাশক। যশের কোন অপেক্ষা নাই, ইহা যদি বল, তাহাতে বলিতেছি—ফল্গু, অতিতুচ্ছ। যদি বল—মিথ্যাই বলিতেছ, উহা তুচ্ছ নহে, কারণ (তোমাতে) সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে অনুভূত হয়। তাহাতে বলিতেছেন—'কৃচ্ছ্রং', পত্যাদি বারণহেতু কষ্টময়। দেখুন—"বামতা দুর্ল্লভত্বঞ্চ" (উজ্জ্বলনীলমণি ৩।২০, রুদ্রধৃত শ্লোক), অর্থাৎ স্ত্রীগণের বাম্যতা, দুর্ল্লভত্ব, এবং নিবারণা—এই তিনটি পঞ্চবাণের (কন্দর্পের) পরম অস্ত্রস্বরূপ। 'তাদৃশ দুঃখও রমণীগণের চিত্তে সুখত্বরূপে প্রকাশ পায়' ইত্যাদি রসশাস্ত্রের উক্তি-বশতঃ প্রত্যুত সেই কৃচ্ছ্রতাও রাগবতী আমাদিগের সুখাতিশয়ের হেতু। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভয়াবহং', লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ নিষিদ্ধহেতু ইহলোক ও পরলোকের ভয়প্রদ। দেখুন—"যত্র নিষেধবিশেষঃ" (উজ্জ্বল ৩।২১, বিষ্ণুগুপ্তসংহিতা ধৃত শ্লোক), অর্থাৎ

যেখানে বিশেষ নিষেধ ও যাহা মৃগনয়নীগণের দুর্ল্লভতা, সেখানেই নাগরগণের চিত্ত অতিশয়রূপে আসক্ত হয়—এই রসশাস্ত্রের উক্তিহেতু ভয়ও প্রত্যুত রসাবহ। তাহাতে বলিতেছেন—'জগুপ্সিতম্'—সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে 'ঔপপত্য' অর্থাৎ উপপতি-সংক্রান্ত কর্ম্ম অতিশয় নিন্দনীয়, ইহাতে সর্ব্বত্র কুলরমণীগণ নিন্দিত হইয়া থাকে—এই অর্থ। তাহাতে যদিও তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি হওয়ায় স্বনিন্দাও সহনীয়, তথাপি আমার প্রণয়াস্পদ তোমাদিগের নিন্দা আমি কি প্রকারে উৎপাদন করিতে পারি? অতএব তোমরা গোষ্ঠে গমন কর।

পক্ষে—কুলস্ত্রীগণের ঔপপত্য সর্ব্ববিষয়ে নিন্দিত, ইহা প্রসিদ্ধই রহিয়াছে সত্য, কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে "আমি নারায়ণ-সম" ইহা তোমরা গর্গাচার্য্য মুখ-পরম্পরায় অবশ্য শ্রুত আছ। অতএব যদি আমি নারায়ণসম হইলাম, তাহা হইলে আমি তোমাদের উপপতি হইলেও কোনরূপ নিন্দার বিষয় নহে, যেহেতু আমি পরমেশ্বর, সুতরাং শুভাশুভ কর্ম্মের অতীত—এই ভাবার্থ ॥ ২৬ ॥

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাৎ ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) শ্রবণাৎ (মৎকথাশ্রবণাৎ) দর্শনাৎ (মন্মূর্ত্তিদর্শনাৎ) ধ্যানাৎ (মচ্চিন্তনাৎ) অনুকীর্ত্তনাৎ (অনুক্ষণং মন্নামগানাচ্চ) ময়ি (যথা) ভাবঃ (প্রেম ভবতি) সন্নিকর্ষেণ (মৎসান্নিধ্যেন) তথা (তাদৃশং) ন (ভবতি) ততঃ গৃহান্ প্রতিযাত ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ মদীয় কথা শ্রবণ, মূর্ত্তি দর্শন, ধ্যান এবং অনুক্ষণ নামকীর্ত্তন হইতে আমার প্রতি যাদৃশ প্রেম উৎপন্ন হয় নিকটে অবস্থান দ্বারা সেরূপ হয় না, অতএব তোমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, কথমন্যথা সম্ভাবয়সি? ন বয়ং ত্বদঙ্গসঙ্গার্থমাগতাঃ, কিন্তু গর্গোক্তিপ্রামাণ্যান্নারায়ণস্য সমো নান্য ইত্যতস্ত্বামেব নারায়ণং জ্ঞাত্বা ত্বদ্ভক্তিকামা বয়মাগতাস্তদদ্যতনীং রাত্রিং স্বসমীপ এবাস্মান্ স্থাপয়িত্বা কৃপয়া স্বচরণসরোজং পরিচারয়েতি চেত্তত্রাহ,—শ্রবণাদিতি। শুদ্ধভক্তাঃ খলু সামীপ্য-সালোক্যাদিকমপি ন কাময়ন্তে যথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকমিতি প্রসিদ্ধির্ভবতীভি-র্বৈষ্ণবীভিঃ শ্রুতৈবেতি ভাবঃ। পক্ষে, শ্রবণাদিভ্যো ভাবঃ কন্দর্পস্তথা ন ভবতি যথা সন্নিকর্ষেণেত্যতো গৃহান্ প্রতি ন যাতেতি নঞ্ আবৃত্ত্যান্বয়ঃ। যদ্বা, নঞ্ পর্য্যায়স্যাকারস্য প্রশ্লেষেণ অগৃহান্ ন গৃহান্ প্রতিযাতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—হে কৃষ্ণ! তুমি অন্যপ্রকার সম্ভাবনা করিতেছ কেন? আমরা তোমার অঙ্গসঙ্গ লাভের নিমিত্ত আগমন করি নাই, কিন্তু "তুমি শ্রীনারায়ণের সমান"—এই গর্গাচার্য্যের উক্তি-প্রামাণ্যবলে তোমাকেই নারায়ণ জ্ঞান করিয়া ত্বদীয় ভক্তি কামনায় আমরা এখানে আসিয়াছি, অতএব অদ্য রাত্রিতে আপন সমীপেই আমাদিগকে রাখিয়া স্বীয় চরণকমল পরিচর্য্যা করাও। তদুত্তরে বলিতেছি—'শ্রবণাৎ দর্শনাৎ', অর্থাৎ শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান এবং কীর্ত্তনে যেমন সহজে আমাতে ভাবোদয় হইতে পারে, আমার সন্নিধানে তেমন ভাবোদয় হয় না, অতএব বলি, গৃহে চলিয়া যাও। আমার শুদ্ধ ভক্তগণ যেমন শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তেমন সামীপ্য সালোক্যাদি মুক্তিও কামনা করেন না, ইহা সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। তোমরা বৈষ্ণবী, সুতরাং নিশ্চয় ইহা শ্রুত হইয়া থাকিবে।

প্রার্থনাময় পক্ষে—শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা আমাতে ভাব অর্থাৎ কন্দর্পোদ্দীপনা সেইরূপ হয় না, যেমন সন্নিকর্ষ দ্বারা হয়, অতএব গৃহের প্রতি গমন করিও না। এখানে নঞ্ প্রয়োগের আবৃত্তির দ্বারা অন্বয় করিতে হইবে। অথবা—নঞ্ পর্য্যায় অ-কারের প্রশ্লেষের দ্বারা 'অগৃহান্'—ন গৃহান্', এইরূপে গৃহের প্রতি গমন করিও না, এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচঃ,—গোপ্যঃ ইতি (পূর্ব্বোক্তং) বিপ্রিয়ং গোবিন্দভাষিতং (কৃষ্ণবচনং)

আকর্ণ্য বিষণ্ণাঃ (বিষাদগ্রস্তাঃ) ভগ্নসঙ্কল্পাঃ (বিফলমনোরথাশ্চ সত্যঃ) দুরত্যয়াং (অপারাং) চিন্তাং আপুঃ (প্রাপ্তাঃ)॥ ২৮॥

অনুবাদ—গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের এবম্বিধ অপ্রিয় বাক্যশ্রবণে বিষাদগ্রস্ত এবং ভগ্নমনোরথ হইয়া দুষ্পার চিন্তায় মগ্ন হইলেন ॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ—গাঃ নানাবিধান্ বাগ্‌বিলাসান্ প্রয়োক্তুং বিন্দতে লভতে ইতি গোবিন্দস্তস্য ভাষিতং "ভাষ ব্যক্তায়াং বাচী"ত্যতো ব্যক্তবাক্যং বিপ্রিয়মাকর্ণ্য, তদেব ধ্বনিশ্লেষযুক্তম্ অব্যক্তবাক্যং তস্য প্রিয়ত্বে বুদ্ধ্যা সম্যগবগতেঽপীত্যর্থঃ। ব্যক্তবাক্যস্য বিপ্রিয়ত্বে কারণমদৃষ্ট্বা অব্যক্তবাক্যস্যাপি প্রিয়ত্বে সন্দিহানাস্তা অনুরাগস্থায়িভাবোত্থদৈন্যোদয়াৎ সত্যমযোগ্যা অস্মানয়মুপেক্ষতে স্মৈবেতি নিশ্চিত্য বিষণ্ণা, যদর্থমহো পতিকুল-পিতৃকুল-ধর্ম্ম-ধৈর্য্য-ভয়-লজ্জাদিকমুপেক্ষ্যায়াতাঃ স খল্বস্মানুপেক্ষত ইতি ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুঃ কিং সকাকু-পাদগ্রহণমিমমনুনয়েম, কিম্বা প্রযত্নতো ধৈর্য্যমবলম্ব্য কৃত্রিমশাঠ্যেন ব্রজং প্রতি নিবৃত্ত্যা দুরবগাহগাম্ভীর্য্যস্যাস্যাশয়ং নির্দ্ধারয়েম, কিম্বা প্রাণান্ পরিত্যজেম। তত্র চাস্য সাক্ষাদেব পরোক্ষং বা যমুনাপ্রবেশাদিনা বা। হন্ত প্রাণাংস্ত্যক্ত্বাস্য শ্রীমুখং কথং পশ্যেম। অত্যক্ত্বা বা কথমত্র স্থাতুং প্রাপ্স্যাম এতদাদিষ্টং পত্যাদিভজনরূপং বান্তভক্ষণং কর্ত্তুং বা কথং প্রভবাম ক্ব যাম কিং করবামেত্যাদীতিকর্ত্তব্যমূঢ়া বুভূবুরিত্যর্থঃ। "আহূয় গোপীততিচাতকাবলীঃ স্ববেণুনাদেন ববর্ষ যদ্বিষম্। কৃষ্ণস্তদেবাশু পপুঃ সুবিস্মিতাঃ বিশ্বস্য তাঃ কা জহতি ব্রতং নিজম্" ॥ ২৮॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোবিন্দ-ভাষিতং'—গা অর্থাৎ নানাবিধ বাগ্‌বিলাস প্রয়োগ করিতে যিনি জানেন, তিনিই গোবিন্দ নামে কথিত হন, তাঁহারই ভাষিত (ব্যক্ত বাক্যকে), 'বিপ্রিয়ম্ আকর্ণ্য'—বিপ্রিয় শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের বাক্য যদিও ব্রজাঙ্গনাদিগের অনুকূল ভাবের পরিচায়ক হইয়াছিল, তাহা হইলেও স্পষ্টতঃ তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া সন্দিহানা হইলেন, অর্থাৎ ধ্বনি ও শ্লেষযুক্ত অব্যক্ত বাক্য, তাঁহার প্রিয় বলিয়া সম্যক্ অবগত হইলেও ব্যক্তবাক্যের বিপ্রিয়তায় কোনরূপ কারণ দেখিতে না পাইয়া অব্যক্ত বাক্যেরই প্রিয়ত্বে সন্দিহানা হইলেন। তখন তাঁহাদিগের অনুরাগের স্থায়িভাব-জনিত দৈন্যের উদয় হওয়ায় তাঁহারা নিশ্চয় করিলেন যে—সত্য সত্যই আমরা তাঁহার অযোগ্যা, সুতরাং তিনি আমাদিগকে উপেক্ষাই করিলেন, একারণে তাঁহারা বিষণ্ণা হইয়া পড়িলেন।

হায় হায়! যাঁহার জন্য পতিকুল, পিতৃকুল, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ভয় ও লজ্জাদি উপেক্ষা করিয়া আগমন করিয়াছি, তিনিই কিনা আজ আমাদিগকে উপেক্ষা করিলেন—ইত্যাদি চিন্তায় 'ভগ্নসঙ্কল্পা' হইয়া 'দুরত্যয়াং চিন্তাং'—দুরত্যয় চিন্তা, অর্থাৎ এক্ষণে আমরা কি করি? এখন ইঁহার চরণধারণ করিয়া অনুনয় বিনয়াদি দ্বারা ইঁহাকে পরিতুষ্ট করিব? কিম্বা যত্নসহকারে ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৃত্রিম শঠতা প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রজাভিমুখে গমনের ছলে দুরবগাহ গাম্ভীর্য্যশালী ইঁহার মনোগত অভিপ্রায় পরীক্ষা করিব? কিম্বা এখন ইঁহারই সাক্ষাতে যমুনায় প্রবেশপূর্ব্বক কিম্বা অন্য কোন উপায়ে জীবন পরিত্যাগ করিব? হায় হায়! প্রাণত্যাগ করিলে ইঁহার শ্রীমুখ কি প্রকারে দেখিব? আর যদি প্রাণত্যাগ নাও করি তাহা হইলেও বা কি প্রকারে ইঁহার সাক্ষাতে অবস্থিতি করিতে পারি? আর, ইঁহার আদেশানুসারে পত্যাদি ভজনরূপ বান্ত-ভক্ষণ করিতেও বা কি প্রকারে সমর্থা হই? কোথায় যাইব? কি করিব? ইত্যাদি ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

'আহূয় গোপীততি-চাতকাবলীঃ' ইত্যাদি কারিকার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ গোপীসমূহরূপ চাতকাবলীকে স্বীয় বংশীনাদে আহ্বান করিয়া যে বিষবর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা সুবিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাহাই পান করিয়াছেন। জগতের মধ্যে কোন স্ত্রী আপন ব্রত পরিত্যাগ করে? ২৮॥

কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্যদ্-
বিম্বাধরাণি চরণেন ভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরুদুঃখভরাঃ স্ম তূষ্ণীম্ ॥ ২৯॥

অন্বয়ঃ—(চিন্তাপ্রাপ্তানাং স্থিতিমাহ) শুচঃ (শোকাৎ উদ্গতেন) শ্বসনেন (দীর্ঘশ্বাসেন) শুষ্যদ্‌বিম্বাধরাণি (শুষ্যন্তঃ বিম্বফলসদৃশাঃ অধরা যেষু মুখেষু তানি) মুখানি অবকৃত্বা অবনময্য তথা) চরণেন (পাদাঙ্গুষ্ঠেন) ভুবং (মহীং) লিখন্ত্যঃ (তথা) উপাত্তমসীভিঃ (গৃহীতকজ্জলৈঃ) অস্রৈঃ (অশ্রুভিঃ) কুচকুঙ্কুমানি (স্তনয়োর্লিপ্তকুঙ্কুমচিহ্নানি) মৃজন্ত্যঃ (ক্ষালয়ন্ত্যঃ) উরুদুঃখভরাঃ (উরুঃ মহান্ দুঃখভরঃ দুঃখবেগঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ) তূষ্ণীং তস্থুঃ স্ম (মৌনমবলম্ব্য স্থিতাঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—দুঃখে তাঁহাদের বিম্বাধর শুষ্ক হইলে, তাঁহারা অবনতমুখে পদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি বিলিখন এবং কজ্জল-সংশ্লিষ্ট অশ্রুধারায় স্তন-লিপ্ত কুঙ্কুম-চিহ্ন ধৌত করিতে করিতে অতীব দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া মৌনভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—চিন্তায়া অনুভাবানাহ,—কৃত্বেতি। মুখানি অব অধঃ কৃত্বেতি লজ্জা ধ্বনিতা। প্রেম্নোঽনুরোধাদস্মাকং স্বাভাবিকলজ্জাত্যাগ এব সম্প্রতি লজ্জাং প্রাপ, যতঃ কুলবতীনাং পুঞ্জীভূতলজ্জানামপ্যস্মাকং লজ্জাত্যাগঃ খলু প্রেমহেতুক এব। সচ প্রেমরসবিদাং মতে সঙ্গীত এব নতু বিগীতঃ। প্রেম্নস্তু লক্ষণমেতদেব যৎ স্ববিষয়ং পরমেশ্বরমপ্যতিশয়েন বশীকরোতি তৎ প্রেমেতি। ততশ্চ যদ্যস্মাকং প্রেমবিষয়োঽয়ং কৃষ্ণো ন বশোঽভূত্তদাস্মাকং প্রেমৈব নাস্তীত্যবগতং লজ্জাত্যাগোঽয়ং কিং হেতুকোঽভূদিত্যনুতাপো লজ্জাচিন্তা চ তত্রানুতাপং বিবৃণ্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি। মুখানি কীদৃশানি? শুচঃ শোকাদুদ্ভূতেন শ্বসনেনোষ্ণশ্বাসেন শুষ্যন্তো বিম্বাধরা যেষু তানি, সূর্য্যাতপেন পক্কবিম্বফলানাং শোষে সতি স্থৌল্যস্যাপগমঃ স্পষ্টমলিনত্বঞ্চ যথা ভবেত্তথা অধরাণামপ্যভূদিতি ভাবঃ। লজ্জাচিন্তে বিবৃণোতি,—চরণেন বামপদাঙ্গুষ্ঠেন ভুবং লিখন্ত্য ইতি। হে ধরিত্রি, বিদীর্ণা ভব ত্বয়ি বয়ং প্রবিশাম ইতি ভাবঃ। শোকসন্তাপৌ বিবৃণোতি,—উপাত্তমসিভিঃ কজ্জলাক্তৈরস্রৈঃ কুচয়োঃ কুঙ্কুমানি মৃজন্ত্যঃ তেন বিচ্ছেদবর্দ্ধকেন মহানুতাপক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা। অস্রৈরিতি বহুবচনেন মৃজন্ত্য ইতি বর্ত্তমানকালেন চাস্রাণাং প্রবাহবতী ধারা সূচিতা। তাবদ্ভিরপ্যস্রৈরন্তরীয়বস্ত্রাণ্যপ্যার্দ্রয়ন্তি ইত্যনুক্ত্যা এবং সম্ভাব্যতে। নয়নোত্থযমুনাদ্বয়হৃদয়োত্থসন্তাপানলয়োর্নির্ব্বাপণশোষণকাময়োর্বিবাদেন কস্যাপি জয়ঃ পরাজয়ো বাদৃষ্ট ইতি। উরুদুঃখস্য ভরো ভারো যাসাং তাঃ। তূষ্ণীমিতি ভারাসহিষ্ণুতয়ৈব চেতনায়া অপগমাদিতি ভাবঃ। ততশ্চ তস্থুরিতি তাসাং গতচেতনানাং পাঞ্চালিকানামিবোর্দ্ধাবস্থিতিরবগম্যতে ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগোপীগণের চিন্তার অনুভাব বলিতেছেন—'কৃত্বা মুখান্যবশুচঃ' ইত্যাদি। গোপীসকল বদন অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ইহাতে লজ্জাই ধ্বনিতা হইল। কি আশ্চর্য্য! প্রেমের অনুরোধে আমাদের স্বাভাবিক লজ্জাত্যাগও সম্প্রতি লজ্জার কারণ হইয়া উঠিয়াছে? যেহেতু আমরা কুলবতী, পুঞ্জীভূত লজ্জাশীলা হইলেও প্রেমানুরোধে আমাদের লজ্জা পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'স চ প্রেমরসবিদাং মতে সঙ্গীত এব, ন তু বিগীতঃ'—সেই প্রেম, প্রেমরসজ্ঞদিগের মতে সম্যক্ গীতই হইয়া থাকে, পরন্তু নিন্দিত নহে। 'প্রেম্নস্তু লক্ষণমেতদেব'—প্রেমের লক্ষণ এই যে, প্রেমের উদয় হইলে, প্রেমের বিষয় যে পরমেশ্বর, তাঁহাকে পর্য্যন্ত বশীভূত করা যায়। সুতরাং আমাদের প্রেমের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে যখন আমরা প্রেমে বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয়ই জানিলাম আমাদিগের প্রেমই নাই, অতএব লজ্জাত্যাগ আমাদের নির্হেতুক হইল সন্দেহ নাই, ইত্যাদি কারণে ব্রজসুন্দরীদিগের অনুতাপ, লজ্জা ও চিন্তা উপস্থিত হইল।

'তত্রানুতাপং বিবৃণ্বন্ মুখানি বিশিনষ্টি'—তন্মধ্যে অনুতাপের বিবরণ বলিতেছেন, অনুতাপে গোপীগণের বদন মলিন হইয়া গেল। যেমন দিনকরের সন্তাপে সুপক্ক বিম্বফল-সমূহ শুষ্ক হইলে তাহাদের স্থূলত্বের অপগম ও মলিনত্ব হইয়া থাকে, তদ্রূপ গোপীগণের শোকের আবেগে প্রখর রবিতুল্য উষ্ণশ্বাসে সুকোমল বিম্বাধর শুষ্ক ও বিশীর্ণ হইয়া গেল। 'লজ্জা-চিন্তে বিবৃণোতি'—লজ্জা ও চিন্তার বিবরণ বলিতেছেন, তাঁহারা লজ্জা ও চিন্তায় অধোবদনা হইয়া বাম চরণের অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ভূমি খনন

করিতে লাগিলেন। ভূমি খননের ভাবার্থ এই— হে ধরিত্রি! তুমি সংসারস্থ যাবতীয় বস্তু ধারণ করিয়া থাক, সুতরাং তুমি দুইভাগে বিভক্তা হইয়া আজ আমাদিগকে ধারণ কর, আমরা তাহাতে প্রবেশ করি, আর লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেছি না।

'শোক-সন্তাপৌ বিবৃণোতি-উপাত্তমসিভিঃ', শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের শোক ও সন্তাপের বিবরণ বলিতেছেন—গোপীগণ কজ্জ্বলাক্ত নেত্রদ্বয়ের প্রবাহবতী ধারা দ্বারা অন্তরীয় বসননিচয় আর্দ্র করিয়া কুচগত কুঙ্কুম প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন। 'তেন বিচ্ছেদবর্দ্ধকেন মহানুতাপ-ক্রকচেন দ্বিধা বিদারয়িতুং শ্যামসূত্ররেখে দত্তে ইতি সম্ভাবনা ধ্বনিতা'—তখন বোধ হইতে লাগিল যেন বিচ্ছেদবর্দ্ধক মহানুতাপরূপ ক্রকচ (করাত) দ্বারা স্বস্ব-কলেবরকে দ্বিধা বিদারণ করিবার নিমিত্ত শ্যামবর্ণ সূত্রে রেখাদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। আরও বোধ হইতে লাগিল যেন— 'নয়নোত্থ যমুনাদ্বয় ও হৃদয়োত্থ সন্তাপানল', এই উভয়ে পরস্পর নির্ব্বাপণ ও শোষণ কামনায় বিবাদ করিতেছে, অর্থাৎ যমুনা আত্মস্বরূপকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গোপীদিগের নয়নযুগলের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ধারাদ্বয়ে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়োত্থ সন্তাপানলকে নির্ব্বাপণ করিবার কামনা করিতে লাগিল এবং তাঁহাদের হৃদয়োত্থ সন্তাপানলও নয়নোত্থ যমুনাদ্বয়কে শোষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাদৃশ বিবাদে 'যমুনাদ্বয় ও সন্তাপানল' এই উভয়ের মধ্যে কাহারই জয় বা পরাজয় দৃষ্ট হইল না। 'উরুদুঃখভরাঃ তূষ্ণীং তস্থুঃ'—তখন গোপীগণ গুরুতর দুঃখভারাক্রান্তা হইয়া পড়িলেন এবং ভার সহনে অসমর্থা-হেতু হতচৈতন্যা হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥২৯॥

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমাণম্
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে বিমৃজ্য রুদিতোপহতে স্ম কিঞ্চিৎ-
সংরম্ভগদ্‌গদগিরোঽব্রুবতানুরক্তাঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) অনুরক্তাঃ (কৃষ্ণসক্তাঃ তদর্থবিনিবর্ত্তিতসর্ব্বকামাঃ (কৃষ্ণলাভার্থে পরিত্যক্তসর্ব্ববাসনাঃ) কিঞ্চিৎ সংরম্ভগদ্‌গদগিরঃ (কিঞ্চিৎ সংরম্ভেন কোপাবেশেন গদ্‌গদা গিরঃ বাক্যানি যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) রুদিতোপহতে (রোদনেনান্ধীভূতে) নেত্রে বিমৃজ্য (হস্তাভ্যাং পরিমৃজন্ত্যঃ) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) প্রিয়েতরং ইব (অপ্রিয়বৎ) প্রতিভাষমাণং (পূর্ব্বোক্ত কঠোরবাক্যানি বদন্তং) কৃষ্ণং অব্রুবত (উচুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কৃষ্ণে আসক্ত-চিত্তা এবং কৃষ্ণলাভের জন্য সর্ব্ব কামনা হইতে নিবৃত্তা কামিনীগণ রোদনে অন্ধীভূত নয়নদ্বয় মার্জ্জনপূর্ব্বক ঈষৎ কোপের আবেশ বশতঃ গদ্‌গদস্বরে অপ্রিয়ের ন্যায় বাক্য প্রয়োগকারি প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন ॥৩০

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কিমরণ্যরোদনং কুরুধ্বে, প্রসন্নমুখ্যঃ সত্যঃ স্বস্বগৃহং কিং তূর্ণং ন গচ্ছতেত্যুচ্চৈরুচ্চরিতেন ভগবদ্বাক্যেন কর্ণাধ্বনান্তঃপ্রবিষ্টবতা মূর্চ্ছাতস্তাঃ প্রবোধিতাঃ কিঞ্চিদ্বিজ্ঞাপয়ামাসুরিত্যাহ,—প্রেষ্ঠং পূর্ব্বং বহুশঃ কৃতাঙ্গসঙ্গত্বাৎ প্রিয়তমং অথচ কারণং বিনৈব প্রিয়েতরমিব প্রতিকূলং স্বস্বপতিং ভজধ্বমিত্যতিকঠোরং ভাষমাণম্। এতচ্চ নৈব সম্ভবেৎ যতস্তদর্থং বিশেষেণ পুনর্যথা সম্বন্ধগন্ধোঽপি তেষাং ন স্যাত্তথা নিবর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কামা যাভিস্তাঃ। অত্রান্যশব্দস্যাপ্রয়োগাৎ সর্ব্বশব্দপ্রয়োগাচ্চ ভগবৎসুখার্থকঃ কামঃ কামশব্দেন নোচ্যতে ইতি শ্রীশুকাভিপ্রায়ঃ। রুদিতেনোপহতে অন্ধীভূতে নেত্রে বিমৃজ্যেতি অয়মন্তকালোঽস্মাকমাগতস্তৎ সকৃদপ্যেতস্য মুখকমলং দৃষ্ট্বা ম্রিয়ামহে ইত্যাকাঙ্ক্ষয়েতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত প্রেয়সাপি ভূত্বা বিনৈবাপরাধং কথমেতাবান্ প্রাণান্তো দণ্ডঃ ক্রিয়তে ইতি সংরম্ভস্তথা বয়মেতদনুরূপ-রূপগুণাদ্যভাবাদঙ্গসঙ্গাযোগ্যা এব ভবামঃ অতস্ত্যজ্যামহে ইতি মননাৎ সংরম্ভাভাবশ্চেত্যতঃ কিঞ্চিৎ সংরম্ভেণ গদ্‌গদা গিরো যাসাং তাঃ। ননু, উভয়থাপি প্রেমশূন্যাস্তস্মান্নিবৃত্তিরেবোচিতেত্যত আহ,—অনুরক্তা ইতি। অনুরাগান্ধা হি বিচারং ন সহন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর 'কেন তোমরা বৃথা অরণ্যে রোদন করিতেছ? এক্ষণে প্রসন্নবদনে আপন আপন গৃহাভিমুখে সত্বর গমন করিবে না কি?'—এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত ভগবদ্বাক্য কর্ণবিবর দিয়া অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হওয়ায় গোপীগণ মূর্চ্ছা

হইতে প্রবোধিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তদ্বিষয়ে তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিতেছেন—'প্রেষ্ঠং', পূর্ব্বে যিনি বহুবার অঙ্গসঙ্গ করায় প্রিয়তম হইয়াছেন, অথচ অদ্য কোনও কারণ ব্যতিরেকেই 'প্রিয়েতরমিব'—অপ্রিয়ের ন্যায় প্রতিকূল "স্বস্বপতি ভজন কর", এই অতি কঠোর বাক্য বলিতেছেন। ইহা বলা কখনও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না, যেহেতু 'তদর্থবিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামাঃ'—যাঁহার প্রাপ্তির আশায় তাঁহারা পুনর্ব্বার যেরূপে বিষয়ের সম্বন্ধগন্ধ পর্য্যন্তও না থাকে, সেই প্রকারে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে অন্য-শব্দের অপ্রয়োগ এবং সর্ব্ব-শব্দের প্রয়োগ হেতু, এই কাম—শ্রীভগবৎসুখার্থ যে কাম, তাহা কামশব্দে অভিহিত হয় না। (কারণ 'অকামঃ বিষ্ণুকামো বা' অর্থাৎ বিষ্ণুকামনা করিয়া যে কার্য্য করা হয়, তাহা কাম বলিয়া পরিগণিত হয় না, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম)। ইহাই শ্রীশুকদেবের অভিপ্রায়।

'রুদিতোপহতে নেত্রে বিমৃজ্য'—তখন গোপীসকল রোদনহেতু বাষ্পভরে অন্ধপ্রায় লোচনযুগল হস্তদ্বয়ে মার্জ্জনা করিলেন, তাৎপর্য্য এই—আমাদের এই অন্তকাল সমাগত হইল, সুতরাং একবার শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল দর্শন করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করি। 'হায় হায়! প্রিয়তম হইয়াও বিনা অপরাধে কেন এতাবৎ প্রাণান্ত দণ্ডবিধান করিতেছেন' —এইজন্য গোপীদিগের কিঞ্চিৎ ক্রোধাবেশ (সংরম্ভ) হইল। আবার 'আমরা ইঁহার অনুরূপ গুণাদিহীনা বলিয়া অঙ্গসঙ্গের অযোগ্যাই হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে ইনি পরিত্যাগ করিতেছেন'—এই ভাবিয়া ক্রোধাভাবও উপস্থিত হইল। অতএব কিঞ্চিৎ সংরম্ভ গদ্‌গদ বাক্যে তাঁহারা বলিতে লাগিলেন। যদি বলেন—গোপীগণ উভয় পক্ষেই প্রেমশূন্য হইয়াছেন, সুতরাং তাহা হইতে নিবৃত্তিই যুক্তিযুক্ত। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অনুরক্তাঃ', তাঁহারা কৃষ্ণানুরক্তা, সুতরাং নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ 'অনুরাগান্ধা হি বিচারং ন সহন্তে'—অনুরাগে অন্ধ ব্যক্তিবর্গ বিচার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে সমর্থ হয় না—এই ভাবার্থ ৷৷ ৩০ ৷৷

———

শ্রীগোপ্য ঊচুঃ—

মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃসংশং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
ভক্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো মুমুক্ষূন্ ৷৷ ৩১ ৷৷

অন্বয়ঃ—শ্রীগোপ্যঃ ঊচুঃ। (হে) বিভো, ভবান্ এবং নৃশংসং (ক্রূরং) গদিতুং (বক্তুং) মা অর্হতি (ন শক্নোতি) সর্ব্ববিষয়ান্ (সংসারপতিপুত্রাদিবিষয়ান্) সন্ত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাঃ (সেবিতবতীঃ) অস্মান্ ভজস্ব (হে) দুরবগ্রহ, কৃপাবর্ষণপরাঙ্মুখ) মা ত্যজ। আদিপুরুষঃ যথা মুমুক্ষূন্ ভজতে (গৃহ্ণাতি নতু ত্যজতি তথা অস্মানপি গৃহাণ) ৷৷ ৩১ ৷৷

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন,—হে বিভো, আপনার এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলা উচিত হয় না। আমরা সমস্ত বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার পাদমূল সেবা করিতেছি, অতএব আমাদিগকে গ্রহণ করুন। হে কৃপা-পরাঙ্মুখ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আদিপুরুষ যেরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন ৷৷ ৩১ ৷৷

বিশ্বনাথ—অস্মান্ ধর্ম্মমুপদিশস্যথচ স্বয়ং পাপরাশিং চিকীর্ষসীত্যনুচিতমিত্যাহুঃ,—মৈবমিতি। নৃশংসং ঘাতুকং সাক্ষান্মারকং যথা স্যাত্তথা গদিতুং ভবান্ প্রতিপুরুষং ধার্ম্মিকত্বখ্যাতিমতো নন্দস্য পুত্রঃ সন্নার্হতি অন্যস্তু প্রতিপুরুষং মানুষমারণবৃত্তিকো বরমর্হতু নামেতি ভাবঃ। "নৃশংসো ঘাতুকঃ ক্রূর" ইত্যমরঃ। ত্বয়া কোটিসংখ্যা অপ্যস্মান্ প্রতি বাক্‌শরাস্তথা একদৈব নিক্ষিপ্তা যথাধুনৈব শরীরাণি পরিত্যজ্য যমপুরং সর্ব্বা এব বয়ং যামো নতু ত্বদুপদিষ্টং গোষ্ঠপুরম্। ত্বন্তু শতকোটিস্ত্রীবধপাতকানি গৃহীত্বা স্বয়মেব গোষ্ঠং যাহি, স্ত্রীবধান্নো চেজ্জিঘৃক্ষসি তর্হি সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্তা তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীরস্মান্ ভজস্ব। অত্রান্যবিষয়ানিত্যনুক্তা সর্ব্ববিষয়ানিত্যুক্ত্যা ভগবদঙ্গসঙ্গো হি বিষয়ো ন ভবতীতি ধ্বনিতম্। ননু, ভোঃ কামিন্যঃ, কিং স্বস্বপতিভ্যো ভবতীনাং কামো নোপশাম্যতি? যতস্তান্ পরিত্যজ্য মামেব ভজধ্বে? তত্রাহুঃ,—হে দুরবগ্রহ, "অবগ্রহো

বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ'' ইতি পাণিনিস্মরণাৎ দুষ্টো দোষযুক্তোঽবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধোঽনাবৃষ্টির্যস্যেত্যত্রান্যপদার্থস্য মেঘস্যৈবোপযুক্তত্বাৎ, দুঃশব্দপ্রয়োগাচ্চ, হে বিষমাত্রবর্ষুক, মেঘেত্যর্থঃ। তেন চাতকীনামস্মাকং দূরস্থোঽপি ত্বমেব কৃষ্ণমেঘো বন্ধুস্ত্বং দৈবদোষাদদ্য বিষং বর্ষসি অবগ্রহবত্ত্বাৎ সলিলং ন চেদ্বর্ষসি তর্হি মা বর্ষ তদ্বৃষ্টং বিষমেব পীত্বা বয়ং ম্রিয়ামহে নতু নিকটস্থানানাং হ্রদাদীনামপি জলং পিবামেত্যস্মাকং স্বভাবং জানীহীতি ভাবঃ। অতোঽস্মান্মা ত্যজ যদ্যাত্মনঃ কৃতজ্ঞত্বং দধাসীতি ভাবঃ। ননু, চ সত্যং চাতক্যো মেঘমপেক্ষন্তাং নাম মেঘস্তু চাতকীর্নাপেক্ষতে চাতক্যো ম্রিয়ন্তাং জীবন্তু বা মেঘস্য ন কোঽপি হানিরিতি চেৎ, সত্যং ন ত্বং জড়াত্মকো মেঘ এব কিন্তু বিদগ্ধচূড়ামণিনারায়ণসমো নারায়ণবদেব বর্ত্তস্বেত্যাহ,—দেব ইতি। মুমুক্ষূন্ তদুপাসনার্থং সর্ব্ববিষয়াংস্ত্যক্তুমিচ্ছূনপি তদভীষ্টোপপাদনয়া ভক্তবশ্যত্বাৎ ভজতে। অস্মাংস্তু ত্বদর্থং সংত্যক্তসর্ব্ববিষয়শ্রেণীকা অপি ত্বং কথং ন ভজসীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমাদিগকে ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছ অথচ স্বয়ং অসংখ্য পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহা তোমার পক্ষে অনুচিত কার্য্য, এই অভিপ্রায়ে শ্রীগোপাঙ্গনাগণ বলিতেছেন — 'মৈবং বিভো!' হে বিভো! এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য তোমার পক্ষে বলা উচিত হয় না। অমরকোষে উক্ত আছে —'নৃশংস অর্থ ঘাতুক ক্রূর'। সর্ব্বসাধারণের নিকট সুবিখ্যাত পরমধার্ম্মিক শ্রীনন্দ মহারাজের পুত্র হইয়া 'নৃশংস' অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রাণনাশক বাক্য বলা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না। অন্যে নরহত্যা করে করুক, কিন্তু তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে এই কার্য্য যুক্তিযুক্ত নহে—এই ভাবার্থ। হায় হায়! তুমি এক কালেই কোটি কোটি নারীর প্রতি এমন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলে! যে বাক্যবাণে আমরা সকলে এখনই দেহত্যাগ করিয়া যমপুরে গমন করিতে প্রবৃত্তা হইয়াছি, পরন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, আমরা তোমার উপদেশানুসারে ব্রজপুরে আর গমন করিব না, তুমি শত কোটি স্ত্রীবধের পাপ লইয়া স্বয়ংই ব্রজে যাও। আর যদি তোমার স্ত্রীবধের পাপ গ্রহণে ইচ্ছা না থাকে, 'তর্হি সর্ব্ববিষয়ান্ সন্ত্যজ্য তব পাদমূলং ভক্তাঃ সেবিতবতীঃ অস্মান্ ভজস্ব'—তাহা হইলে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলের ভজনকারিণী আমাদিগকে ভজন কর। এইস্থলে 'অন্য বিষয়' এইরূপ না বলিয়া 'সর্ব্ববিষয়'—এই উক্তি দ্বারা ধ্বনিত হইল যে—শ্রীভগবানের অঙ্গসঙ্গ বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হয় না।

যদি বলেন—হে কামিনীগণ! স্ব স্ব পতিগণের দ্বারা তোমাদের কি কাম নিবৃত্তি হয় না? যে কারণে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাতেই আসক্ত হইতেছ? তদুত্তরে বলিতেছেন—হে দুরবগ্রহ! এখানে 'অবগ্রহো বৃষ্টিপ্রতিবন্ধঃ'—এই পাণিনিস্মরণে দুর্—দুষ্ট অর্থাৎ দোষযুক্ত অবগ্রহ, বৃষ্টিপ্রতিবন্ধ—অনাবৃষ্টি আছে যাহার, অর্থাৎ হে বিষমাত্র-বর্ষুক মেঘ! মেঘ যেমন চাতকীদিগের দূরস্থ হইলেও সেই মেঘই তাহাদের পিপাসার জল ও বন্ধু, সুতরাং চাতকীগণ মেঘনির্ম্মুক্ত জল ব্যতীত অমৃত জলপূর্ণ সমুদ্র পাইলেও তাহার জল পান করে না, তদ্রূপ আমরা কৃষ্ণ-মেঘের চাতকী, তুমি আমাদের দূরস্থ হইলেও তুমিই আমাদের বন্ধু, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে অদ্য বিষ বর্ষণ করিতেছ। ভাল! তাহাই কর, বৃষ্টি প্রতিবন্ধকত্ব-হেতু যদি জল বর্ষণ করিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে জল বর্ষণ করিও না। ত্বৎকর্ত্তৃক বর্ষিত বিষকেই পান করিয়া বরং জীবন বিসর্জ্জন করিব, তথাপি নিকটস্থ পতিরূপ হ্রদাদির জল পান করিব না—এই আমাদের নৈসর্গিক স্বভাব জানিও। অতএব যদি কিছুমাত্র কৃতজ্ঞতা রক্ষা করিতে কামনা থাকে, তাহা হইলে আমাদিগকে ত্যাগ করিও না—এই ভাবার্থ।

যদি বলেন—চাতকীগণ মেঘের প্রত্যাশা করিয়া থাকে ইহা সত্য বটে, কিন্তু মেঘ কখনও চাতকীদিগের অপেক্ষা রাখে না। চাতকীগণ জীবিত থাকুক, অথবা মৃত হউক, তাহাতে মেঘের কোনরূপ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তদুত্তরে বলিতেছেন—ইহা সত্য, কিন্তু তুমি প্রাকৃতিক চেতনাহীন মেঘতুল্য মেঘ নও, তুমি বিদগ্ধচূড়ামণি নারায়ণ-সম, অতএব নারায়ণের ন্যায়ই কার্য্য কর। ইহা বলিতেছেন—'দেবো যথাদিপুরুষো ভজতে মুমুক্ষূন্', আদিপুরুষ দেব নারায়ণ

যেমন ভক্তবশ্যত্বহেতু নিজের উপাসনার্থ সর্ব্ববিষয় ত্যাগেচ্ছু জনসকলের অভীষ্ট উপপাদন দ্বারা মনোরথ পরিপূরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও তোমার নিমিত্ত সর্ব্ব-বিষয়ত্যাগিনী আমাদিগের মনোরথ পরিপূরণ করিতেছ না কেন ? ৩১ ॥

———

যৎ পত্যপত্যসুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্ ।
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥ ৩২॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে প্রভো) পত্যপত্যসুহৃদাং (পতিপুত্রবন্ধুজনানাং) অনুবৃত্তিঃ (অনুবর্ত্তনমেব) স্ত্রীণাং স্বধর্ম্মঃ ইতি ধর্ম্মবিদা (ধর্ম্মজ্ঞেন) ত্বয়া যৎ উক্তং (কথিতং) উপদেশপদে (উপদেশানাং বিষয়ে) ঈশে ত্বয়ি (এব) মে (মম) এতৎ (পত্যাদিশুশ্রূষণং) অস্তু (ভবতু ভবৎসেবয়া এব মম পত্যাদিসকলসেবা সিধ্যতীতি ভাবঃ) ভবান্ (এব) তনুভৃতাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) প্রেষ্ঠঃ (প্রিয়তমঃ) আত্মা বন্ধুঃ (চ) কিল (ভবতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, ধর্ম্মজ্ঞ আপনি যে বলিয়াছেন —পতি, পুত্র ও বন্ধুগণের অনুবর্ত্তনই স্ত্রীলোকের স্বধর্ম্ম, তাহা উপদেষ্টা এবং ঈশ্বররূপী আপনার সেবাতেই সিদ্ধ হউক। যেহেতু আপনি প্রাণিগণের প্রিয়তম আত্মা এবং বন্ধুস্বরূপ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—অথ কাশ্চিৎ প্রখরাস্তদ্বচনেনৈব তং পরাজেতুকামা আহুঃ,—যদিতি। পত্যাদীনাং অনুবৃত্তিঃ স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি যত্ত্বয়োক্তং এতদেবমস্তু অনেন প্রকারেণ ভবতু। নাত্র বিবদামহে এতদেবাস্মাভিঃ প্রতিক্ষণং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। ননু, কেন প্রকারেণ ? তত্রাহুঃ—উপদেশস্য পদে আস্পদে ধর্ম্মোপদেশকর্ত্তরি ত্বয়ি অনুবর্ত্তিতে সত্যেব পত্যাদীনামনুবৃত্তি-রুচিতেত্যর্থঃ। প্রথমং ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যঃ উপসেব্যতে, পশ্চাত্তদুপদিষ্ট আচরণীয়ো ধর্ম্ম ইতি ন্যায়াৎ। আচার্য্যানুবৃত্ত্যৈব নিষ্কপটয়া ধর্ম্মঃ সিধ্যেদিতি চ শাস্ত্রং, তত্রাপি ঈশে পরমেশ্বরে যদ্যাচার্য্য এব পরমেশ্বরঃ স্যাত্তর্হি কিমুতেতি। কিঞ্চ, ঈশ্বরত্বাদেব তনুভৃতাং ত্বমাত্মা আত্মত্বাদেব প্রেষ্ঠঃ প্রেষ্ঠত্বাদেব বন্ধুরিতি। অয়মর্থঃ,—পত্যাদীনাং পরমাত্মসহিতানামেবানুবৃত্তিঃ শাস্ত্রোক্তা। আত্মরাহিত্যে তু সতি সদ্য এব গৃহান্নিঃসারিতানাং তেষাং নদ্যাদেস্তটে মুখানি দহ্যন্তে ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রম্। অতো মূর্ত্তস্যাত্মনস্তবৈবানুবৃত্ত্যা পত্যাদ্যনুবৃত্তি-সিদ্ধিঃ, কিমন্যৈস্তৎ-প্রতিকূলত্বাদেব নিরাত্মকৈর্দগ্ধমুখৈঃ পত্যাদিভিরিতি। ননু, পূর্ণপ্রেম্ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাবরকত্বাদাসাঞ্চ সম্পূর্ণপ্রেমবত্ত্বাৎ কথমেতাদৃশমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং সম্ভবেৎ ? উচ্যতে, নারদপঞ্চরাত্রাদ্যুক্তলক্ষণো ভক্তিরসামৃতাদিষু ব্যাখ্যাতঃ প্রেম হ্যনিশনৈসর্গিকৌষ্ণ্যশৈত্যবান্ বিরহসংযোগরসানুভাবকোঽপি। "ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুল্যমপী"তি রসামৃতোক্তের্ব্রহ্মানন্দানুভব পর পরার্দ্ধাধিকোঽপি বিরহে তীব্রাংশুকোটেরপ্যধিকং সন্তাপয়ন্নৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়ত্যেব নতু কাংশ্চিদাবৃণোতি, বিরহস্য সূর্য্যতুল্যত্বেন সর্ব্বপ্রদ্যোতকত্বাৎ, সংযোগে তু শুধাংশুকোটেরপ্যধিকমাহলাদয়ন্মাধুর্য্যময়ানেব ভগবতো গুণান্ প্রদ্যোতয়তি। সংযোগস্য সুধাংশুতুল্যত্বেন সুধয়া মাদনাদৈরৈশ্বর্য্যাবরণাৎ। যত্র সংযোগেঽপ্যৈশ্বর্য্যং প্রদ্যোততে তত্র প্রেম্ণ এবাপূর্ণত্বমবগন্তব্যং, অত্র ত্বাসাং ভাবিবিরহভাবনাবতীনাং বিরহ এব ইয়ং মাহাত্ম্যস্ফূর্ত্তিরপি প্রেমকৃতৈব। প্রেমা হ্যসদপি মাহাত্ম্যং স্ফোরয়তি। কিমুত সৎ; অতস্তদতিশয়স্তু তদতিশয়মেব। যথাদিভরতচরিতে—"কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা, যদিয়মবনিরিত্যাদী"তি শ্রীজীবগোস্বামিচরণাঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কোন কোন প্রখরা গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের দ্বারাই তাঁহাকে পরাজিত করিবার অভিলাষিণী হইয়া বলিতে লাগিলেন —'যৎ পত্যপত্যসুহৃদাম্ অনুবৃত্তিঃ' অর্থাৎ 'পতি পুত্রাদির অনুবৃত্তি নারীগণের স্বধর্ম্ম'— এই যাহা তুমি বলিয়াছ, তাহা এই প্রকারেই হউক, এই বিষয়ে আমরা কোনরূপ বিতর্ক করিতে চাহি না, পরন্তু প্রতিক্ষণে আমরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। যদি বলেন—কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন— 'উপদেশপদে ত্বয়ি ঈশে', যিনি পতিভক্তির উপদেশ প্রদান করিতে শিক্ষা দিতেছেন, সেই পরমপতি

তোমাকে যখন সেবা করিতে আসিয়াছি, তখন আর কি অন্য পতি সেবার অপেক্ষা থাকে ? শাস্ত্রে উল্লিখিত রহিয়াছে যে—প্রথমতঃ ধর্ম্মোপদেষ্টা আচার্য্যকে সেবা করিবে। পরে তদুপদিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম আচরণ করিবে। আচার্য্যের নিষ্কপট অনুবৃত্তি দ্বারাই ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব যদি উপদেষ্টা আচার্য্যই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর হন, তাহা হইলে অধিক আর কাহার ভজনা হইতে পারে ? অর্থাৎ যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, তাহাতে আবার স্বয়ংই উপদেষ্টাগুরু, তখন তাঁহাকে ভজনা করিলে কি আর অন্য পতি শুশ্রূষার অপেক্ষা থাকে ? আরও, তুমি ঈশ্বর, সুতরাং প্রাণিমাত্রের আত্মা এবং আত্মা বলিয়াই সকলের প্রিয়, আবার সকলের প্রিয় বিধায় বন্ধুও হইয়াছ।

এখানে তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ—পরমাত্মযুক্ত পত্যাদির অনুবৃত্তি করাই ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, পরন্তু আত্মরহিত পত্যাদির শুশ্রূষা কখনও শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না, কারণ পত্যাদি যদি বিগতাত্মা অর্থাৎ মৃত হয়, তাহা হইলে পত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণ তখনই তাহাদিগকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া নদীর তীরে বা শ্মশানে লইয়া গিয়া মুখে আগুন প্রদান করিয়া থাকে—ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম। অতএব মূর্ত্তিমান্ পরমাত্ম-স্বরূপ তোমার অনুবৃত্তি দ্বারাই যদি পত্যাদির অনুবৃত্তি হয়, তাহা হইলে ত্বৎপ্রতিকূল অন্য আত্মহীন মুখপোড়া (দগ্ধমুখ) পতি প্রভৃতির সেবার প্রয়োজন কি ?

যদি বলেন—পূর্ণ প্রেমের স্বভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আবরণ করিয়া রাখা। গোপীদিগের হৃদয়ে সম্পূর্ণ প্রেম ছিল, সুতরাং প্রেমময়ী গোপীদিগের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—শ্রীনারদপঞ্চরাত্রাদিতে কথিত যে লক্ষণ, তাহা ভক্তিরসামৃতাদি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রেম সর্ব্বদাই নৈসর্গিক উষ্ণ ও শৈত্যযুক্ত এবং বিরহ ও সংযোগ রসের অনুভাবক হইলেও, 'ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎপরার্দ্ধগুণীকৃতঃ। নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণু-তুলামপি" (১।১।৩৮), অর্থাৎ পরার্দ্ধ কাল ব্যাপিয়া ক্রিয়মাণ সমাধিবলে সিদ্ধ ব্রহ্মসুখ-প্রাপ্তিও ভক্তিরূপ সুখসমুদ্রের পরমাণুর তুল্যই হইতে পারে না। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর এই বচনানুসারে—ভক্তিসুখ ব্রহ্মানন্দানুভব হইতে পরার্দ্ধাধিক হইলেও, সে সুখ গোপীদিগের বিরহ-সময়ে শতকোটি রবি-কিরণ হইতে অধিকতর সন্তাপ সমুৎপাদন করাইয়া ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য সম্বন্ধীয় যাবতীয় শ্রীভগবানের গুণগ্রামকেই প্রদ্যোতিত করাইয়া থাকে, পরন্তু কোন গুণের আবরণ করিয়া রাখিতে পারে না, যেহেতু বিরহ সূর্য্যতুল্যত্বহেতু সর্ব্বপ্রকাশক।

কিন্তু গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের সহিত সংযোগ সময়ে কোটি শুধাংশু হইতেও আহলাদ উৎপাদন করাইয়া শ্রীভগবানের মাধুর্য্যময় গুণসমূহ প্রকাশিত করিয়া থাকে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ-সংযোগ শুধাংশু তুল্যত্বহেতু সংযোগ সুধা দ্বারা মাদকাদিবশতঃ ঐশ্বর্য্যের আবরক হইয়া থাকে। যদি সংযোগ-সময়েও ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেইস্থলে প্রেমেরই অপূর্ণত্ব জানিতে হইবে। কিন্তু এই স্থলে ভাবি বিরহবতী গোপীদিগের বিরহেও এই যে মাহাত্ম্য স্ফূর্ত্তি হইল, তাহা প্রেমকৃতাই বলিতে হইবে, কারণ প্রেমের এতাদৃশ মহিমা যে, অবিদ্যমান মাহাত্ম্যকেও স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে, সুতরাং বিদ্যমান মাহাত্ম্যকে প্রকাশিত করিবে, তাহাতে অধিক আর কি বক্তব্য আছে ? যেমন আদি ভরতচরিতে দৃষ্ট হয়—"কিম্বা অরে আচরিতং তপস্তপস্বিন্যা, যদিয়মবনিঃ" (৫।৮। ২৪), ইত্যাদি, অর্থাৎ আহা ! এই ভূমি অতিশয় ভাগ্যবতী, এ কি তপস্যা করিয়াছিল যে স্থানে স্থানে অঙ্কিত সেই বিনয়ান্বিত কৃষ্ণসার-তনয়ের পদপঙ্‌ক্তি দ্বারা আমার নিকটে তাহার বর্ত্ম প্রকাশ করিয়া দিতেছে ॥ ৩২ ॥

কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(এতৎ সদাচারেণ দ্রঢ়য়ন্তঃ প্রার্থয়ন্তে) (হে) আত্মন্, কুশলাঃ হি স্বে (আত্মরূপে) নিত্যপ্রিয়ে (সচ্চিদানন্দরূপে) ত্বয়ি রতিং (ভক্তিং) কুর্ব্বন্তি আর্ত্তিদৈঃ (নিত্যবিবিধপীড়াদায়কৈঃ) পতিসুতাদিভিঃ কিং (ফলং ভবতি) (হে) অরবিন্দনেত্র,

(কমললোচন) (হে) বরদ, (হে) ঈশ্বর, তৎ (তস্মাৎ) নঃ (অস্মাকং) ত্বয়ি চিরাৎ ধৃতাং (বদ্ধাং) আশাং মাস্ম ছিন্দ্যাঃ (আশাং ন বিফলয়) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে আত্মরূপিন্, আত্মহিতৈষী ব্যক্তিগণ আত্মরূপী সচ্চিদানন্দময় আপনাতে ভক্তি করিয়া থাকেন। পতি পুত্র প্রভৃতি দ্বারা ফল কি ? যেহেতু নিরন্তর বিবিধ পীড়া প্রদানই করিয়া থাকে। হে কমললোচন, হে বরদ, হে ঈশ্বর, অতএব আপনার প্রতি আমাদের চিরদিনের বদ্ধ আশা ছিন্ন করিবেন না ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—কাশ্চিত্তদনুবাদিন্যস্তমেবোক্তমর্থং সদাচারেণাপি দ্রঢ়য়ন্তি কুর্ব্বন্তীতি কুশলাঃ—"য এতস্মিন্মহাভাগে প্রীতিং কুর্ব্বন্তি মানবাঃ। নারয়োঽভিভবন্ত্যেতান্ বিষ্ণুপক্ষানিবাসুরা" ইতি গার্গোক্তিবিশ্বাসাচ্চতুরাঃ। ন চ রতিং কুর্ব্বন্তীত্যপি বস্তুতো বাচ্যম্। যতস্ত্বয়ি রতিঃ স্বাভাবিক্যেব কুশলানামিত্যাহুঃ—স্বে স্বীয়ে ইতি ত্বমেব তেষাং মমতাস্পদং, আত্মনীতি ত্বমেবাহন্তাস্পদং চাতএব নিত্যপ্রিয়ে ইতি প্রীতিরপি ত্বয়ি নিত্যৈব। পতিসুতাদিষু তু ঔপাধিকী, অতএবানিত্যা অস্মাকন্তু তেষু সাপি নাস্তীত্যাহুঃ, আর্ত্তিদৈস্ত্বদভিসার-বারকত্বাদ্দুঃখদৈঃ। তত্তস্মান্নোঽস্মভ্যং অস্মান্ জীবয়িতুং প্রসীদ। যদি বা অস্মান্ অন্যোঢ়া মা জীবয় এতাঃ অনূঢ়াস্তু কিং রোদয়সীত্যাহুঃ,—হে বরদ, "সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্য" ইত্যাদিনা এতাভ্যস্ত্বং বরমদা এবেত্যর্থঃ। ননু, এতাসু প্রসাদে কাত্যায়ন্যর্চ্চনমেব কারণং ভবতীষু মৎপ্রসাদে কিং কারণং ? তত্র নিষ্কারণমেব প্রসীদেতি সকাকুপ্রার্থনমাহুঃ,—হে ঈশ্বর, স্বচিকীর্ষিতে স্বপরতন্ত্র, চিরাৎ বাল্যমারভ্য ত্বয়ি ধৃতাং আশাং আশাকল্পলতাং সম্প্রতি ফলবতীং মাচ্ছিন্দ্যাঃ, ফলবতী লতা হি সৎপুরুষেণ ছেদং নার্হতীতি, চিরাদিতি ছিন্দ্যাঃ ইতি পদাভ্যাং দ্যোতিতম্। এষা হ্যাশালতাপ্যস্মন্মনঃকেদারিকায়াং ত্বয়ৈবারোপিতেত্যাহুঃ—হে অরবিন্দনেত্র, অস্মদ্বয়ঃসন্ধ্যারম্ভে প্রথমদর্শনসময়ে অরবিন্দতুল্যাভ্যাং নেত্রাভ্যাং ত্বৎ-প্রেষিতাভ্যামস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ক্ষেত্রে ভাবাভিধানমাশালতা-বীজমাহিতমিতি ধ্বনিতম্। "চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প" ইতি রসশস্ত্রোক্তরীত্যা সৈবাশালতা গুণরূপশ্রবণদর্শনাদিনা বৰ্দ্ধিতা ফলবতী ভুক্তভুজ্যমানফলাপি কঠোরোক্তিকুঠারিকয়া কথমদ্য ছিদ্যতে, "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রত"মিতি ন্যায়ং জানাস্যেবেত্যনুধ্বনিতম্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন গোপী তাহাই অনুবাদপূর্ব্বক উক্ত বাক্যের অর্থকেই সদাচার দ্বারা দার্ঢ্য সম্পাদন করিতেছেন—'কুশলাঃ', কুশলগণ অর্থাৎ "যে মানবগণ এই মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করেন, তাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক অভিভূত হন না (১০।৮।১৮), ইত্যাদি গর্গ কথিত বাক্যে বিশ্বাস-চতুরগণ তোমাতে রতি বিধান করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তোমাতে রতি করিতেছে ইহা বলা যায় না, কারণ তোমাতে তাঁহাদের রতি (প্রীতি) স্বাভাবিকী অর্থাৎ সর্ব্বদাই নিত্য বিদ্যমানা রহিয়াছে। ইহা বলিতেছেন —'স্বে আত্মনি', তুমিই তাঁহাদিগের স্ব অর্থাৎ মমতাস্পদ, এবং তুমিই তাঁহাদিগের আত্মা অর্থাৎ অহন্তাস্পদ। সুতরাং সেই কুশলদিগের তুমি নিত্যপ্রিয়, একারণে তোমাতে তাঁহাদের যে প্রীতি, তাহাও নিত্যই বলিতে হইবে। কিন্তু পতি পুত্রাদিতে যে প্রীতি, তাহা ঔপাধিকী, অতএব তাহা অনিত্যা। আমাদের কিন্তু পতিপুত্রাদির প্রতি তাহাও (ঔপাধিকী প্রীতিও) নাই, কারণ 'আর্ত্তিদৈঃ'—তাহারা আর্ত্তিপ্রদ, অর্থাৎ তোমার নিকট অভিসার সময়ে আমাদিগের নিষেধ করিয়া থাকে বলিয়া দুঃখপ্রদ। 'তন্নঃ প্রসীদ' —অতএব আমাদিগের জীবন দান করিবার জন্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। যদি অন্য কর্ত্তৃক বিবাহিত বলিয়া আমাদিগকে জীবনদান না কর, কিন্তু অনূঢ়া এই বালাদিগকে কেন রোদন করাইতেছ ? হে বরদ ! 'সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যঃ' (১০।২২।২৫), অর্থাৎ হে সাধ্বীগণ ! তোমাদের সঙ্কল্প বিদিত হইয়াছি, ইত্যাদি বস্ত্রহরণকালে যে বর প্রদান করিয়াছ, তাহা কি বিস্মৃত হইলে ? যদি বলেন— অনূঢ়া কুমারীগণের প্রতি প্রসন্ন হইবার কারণ— কাত্যায়নীর অর্চ্চনা, কিন্তু তোমাদের প্রতি প্রসাদের কারণ কি ? তদুত্তরে—কোন কারণ না থাকিলেও, 'প্রসীদ'—প্রসন্ন হও, এই কথা বলিয়া দৈন্যসহকারে প্রার্থনা করিতেছেন—হে ঈশ্বর ! তুমি স্বচিকীর্ষিত

বিষয়ে স্বপরতন্ত্র, সুতরাং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে সমর্থ। 'আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাৎ'—বাল্যকালাবধি আমরা তোমাতে আশা ধারণ করিয়াছি, 'মাস্ম ছিন্দ্যাঃ'—সম্প্রতি সেই ফলবতী আশালতার ছেদন করিও না, যাহারা সৎপুরুষ, তাঁহারা কখনও ফলবতী লতা ছেদন করেন না, যেহেতু তাহা তাঁহাদিগের অযোগ্য। বিশেষতঃ এই আশালতাও তুমিই আমাদিগের মনোরূপ ক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছ। এইজন্য *বলিতেছেন—হে অরবিন্দনেত্র! আমাদের বয়সের* সন্ধি আরম্ভে অর্থাৎ কৈশোরী অবস্থাতে যখন প্রথম তোমাকে দর্শন করি, তখন তোমাকর্তৃক সঞ্চালিত অরবিন্দতুল্য নেত্রযুগল, আমাদের নেত্ররন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া হৃদয়ক্ষেত্রে 'ভাব' নামক আশালতার বীজ রোপণ করিয়াছিল। আরও "চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ", অর্থাৎ নয়ন-সম্মিলনে প্রথমতঃ চিত্ত আসক্ত হয়, তারপর সম্মিলনবিষয়ে বিবিধ সঙ্কল্প হয়—এই রসশাস্ত্রোক্ত রীতি অনুসারে সেই আশালতা, গুণ, রূপ, শ্রবণ ও দর্শনাদির দ্বারা বর্দ্ধিতা হইয়া ফলবতী ও ভুক্তভুজ্যমানফলা হইলেও, 'কঠোরোক্তি-কুঠারিকয়া কথমদ্য ছিদ্যতে'—অদ্য কঠোর বাক্যরূপ কুঠার দ্বারা কিজন্য তাহা ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছ? তুমি কি জান না যে—"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্", অর্থাৎ বিষবৃক্ষকেও জলাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিয়া নিজেই ছেদন করা সঙ্গত নহে? —ইহা অনুধ্বনিত হইল ॥ ৩৩ ॥

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলাদ্-
যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ—(অপিচ প্রতিযাতেতি যদুক্তং তদশক্যং ত্বয়া চিত্তাদীনাং হৃতত্বাদিত্যাহ) (অস্মাকং) যৎ চিত্তং (মনঃ এতাবন্তং কালং) সুখেন গৃহেষু (গৃহধর্ম্মেষু) নির্বিশতি (মগ্নং আসীৎ তৎ ইদানীং) ভবতা অপহৃতং উত (অপিচ) গৃহ্যকৃত্যে (গৃহকর্ম্মণি নিরতৌ) করৌ অপি (ভবতা অপহৃতৌ অপিচ) পাদৌ (চরণৌ) তব পাদমূলাৎ (তব সমীপাৎ) পদং (একপদমপি) ন চলতঃ (ন গচ্ছতঃ) কথং ব্রজং যামঃ (গচ্ছামঃ) কিং করবামঃ বা (তত্র গত্বা গৃহকর্ম্ম সাধয়ামঃ বা ত্বয়া চিত্তাদীনাং হৃতত্বাদন্যস্মিন্ কর্ম্মণি শক্তির্ন বর্ত্ততে) ॥৩৪॥

অনুবাদ—আমাদের যে চিত্ত এতদিন সুখে গৃহধর্ম্মে মগ্ন ছিল তাহা এবং গৃহকর্ম্মনিরত হস্তযুগল আপনি হরণ করিয়াছেন। পদদ্বয় আপনার পাদ*মূল হইতে পদমাত্রও চালিত হইতেছে না। আমরা* কিরূপে ব্রজে যাইব এবং তথায় যাইয়াই বা কি করিব? ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যাস্তু স্বীয়ং প্রেমাণং সরসং দ্যোতয়ন্ত্যো ভোশ্চৌরচক্রবর্ত্তিন্, ন বয়মন্যার্থমাগতাঃ কিন্তু ত্বয়া চোরিতং প্রতি স্বং ধনমেব জিঘৃক্ষব ইত্যাহুঃ,—চিত্তং ভবতা অপহৃতং, ন চ তত্রান্যচোরস্যেব তব কোঽপ্যধিকঃ প্রযত্নোঽভূদিত্যাহুঃ—সুখেনেতি। বেণুরন্ধ্রেষু ফুৎকারমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ। ন চ তচ্চিত্তধনমস্মাকমল্পতরমিত্যাহুঃ,— যচ্চিত্তং গৃহেষু সর্ব্বেষ্বেব নিঃ নিঃশেষেণ বিশতি, অতস্তদপহারেণ ত্বয়াস্মাকং সর্ব্বাণ্যেব গৃহাণি লুণ্ঠিতানীতি ধ্বনিতম্। বস্তুতো গৃহেষ্বস্মাকং চিত্তাভাবাত্তানি জ্বলন্তু সমৃদ্ধ্যন্তু বা কিমস্মাকং তৈরিত্যনুধ্বনিতং, অতিশয়োক্ত্যা গৃহেষু শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়েষু ততৎসাফল্যার্থং যৎ নির্বিশতি যদ্বিনা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি বিফলীভবন্তীতি ভাবঃ। অতশ্চিত্তাপহারাদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণ্যপি ত্বয়াপহৃতানীত্যাহুঃ—করাবপি যো গৃহকৃত্যেষু নির্ব্বিশতঃ। উতেতি নেত্রে শ্রোত্রে অপি (যে) এতানি সর্ব্বাণ্যপ্যপহৃতানীত্যর্থঃ। ননু, ভো অদ্য তাবদ্গচ্ছত শ্বঃ পরশ্বো বা বিবিচ্য বশ্চিত্তং দাস্যামীতি তত্রাহুঃ,—পাদাবস্মাকং পদমেকমপি ন চলতঃ যদ্বিনেত্যর্থঃ। অতশ্চিত্তং দেহি তত এব যাম ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর গোপীগণ, রসযুক্ত স্বীয় প্রেম প্রকাটিত করতঃ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—হে চৌরচক্রবর্ত্তিন্! আমরা অন্য কিছু প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট আগমন করি নাই, কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদের যে ধন আনয়ন করিয়াছ, তাহাই পাইবার নিমিত্ত

আসিয়াছি, এই অভিপ্রায়েই গোপীগণ বলিলেন—'চিত্তং ভবতা অপহৃতং', অর্থাৎ তুমি আমাদের চিত্ত-রূপ বিত্ত অপহরণ করিয়াছ। কিন্তু তাহাতে অন্য চোরের ন্যায় তোমার কোনরূপ অধিক প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই, ইহা বলিতেছেন—'সুখেন', কেবল বেণুরন্ধ্রে ফুৎকার করিয়াই কার্য্য সমাধা করিয়াছ—এই অর্থ। আমাদের সেই চিত্তবিত্ত সামান্য বলিয়া মনে করিও না, ইহা বলিতেছেন—'গৃহেষু যৎ নির্ব্বিশতি', যে চিত্ত সমস্ত গৃহেতেই নিঃশেষরূপে নিবিষ্ট আছে, তাহা অপহরণ করিয়াছ। সেই একটিমাত্র বিত্ত অপহরণেই আমাদের যাবতীয় গৃহ লুণ্ঠিত হইয়াছে—ইহা ধ্বনিত হইল। বাস্তবিক পক্ষে সেই চিত্ত-বিত্তের অভাবে আমাদের গৃহে চিত্ত নাই, সুতরাং গৃহ ভস্মীভূত হউক, কিম্বা সমৃদ্ধিযুক্ত হউক, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—ইহা অনুধ্বনিত হইল। অধিক কি বলিব, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামও আর আমাদের নাই, এক চিত্ত ব্যতি-রেকে আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় বিফল হইতেছে—এই ভাব। অতএব এক চিত্তাপহরণ দ্বারা তুমি আমা-দের সমস্ত ইন্দ্রিয়ও হরণ করিয়াছ, তাহাই বলিতে-ছেন—'করাবপি গৃহ্যকৃত্যে', আমাদের যে করযুগল গৃহকৃত্যে নিবিষ্ট ছিল এবং যে নেত্র ও শ্রোত্র গৃহে ব্যাপৃত ছিল, তৎসমস্তই তুমি অপহরণ করিয়াছ, এই অর্থ।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে গোপীগণ! অদ্য তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও, কল্য কিম্বা পরশ্ব দিবসে আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাদের চিত্ত প্রদান করিব। তদুত্তরে বলিতেছেন—'পাদৌ পদং ন চলতঃ', যে চিত্ত বিনা আমাদিগের পদযুগল একপদও চলিতেছে না, অতএব চিত্ত দাও, তাহা পাইলেই আমরা চলিয়া যাইতে পারি—এই ভাবার্থ। ৩৪ ॥

সিঞ্চাঙ্গ নস্ত্বদধরামৃতপূরকেণ
হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিম্।
নো চেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে শ্রীকৃষ্ণ) ত্বদধরামৃতপূরকেণ —(তব অধরসুধাপূরকেণ) নঃ (অস্মাকং) হাসাবলোক-কল-গীতজ-হৃচ্ছয়াগ্নিং (তবৈব হাস-সহিতাবলোকনেন কলগীতেন চ জাতো যো হৃচ্ছ-য়াগ্নিঃ কামাগ্নিঃ তং) সিঞ্চ (নির্ব্বাপয় হে) সখে, নো চেৎ (অন্যথা সতি) বিরহজাগ্ন্যুপযুক্তদেহাঃ (বির-হাজ্জনিষ্যমাণেন অপরেণ অগ্নিনা উপযুক্তদেহাঃ দগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ যোগিনঃ ইব) পদয়োঃ (ভবচ্চর-ণয়োঃ) ধ্যানেন (চিন্তয়া) তে (তব) পদবীং (অন্তিকং) যাম (প্রাপ্নুয়ামঃ) । ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ, তোমার সহাসদৃষ্টি এবং সুমধুর সঙ্গীতে আমাদের যে কামাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হই-য়াছে তাহা তদীয় অধরামৃত-পূরক দ্বারা নির্ব্বাপিত করুন। হে সখে, অন্যথা বিরহানলে দগ্ধ-শরীর হইয়া যোগিগণের ন্যায় ভবদীয় চরণযুগলের ধ্যান দ্বারা আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হইব ॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ—অহো সংপ্রয়োগসময়ান্যসময়েঽপি সুন্দরীণাং নির্ব্বস্ত্রাঃ কায়া দিদৃক্ষিতা যে আসংস্তে চীরহরণদিনে দৃষ্টাস্তথৈব মধুপানান্যসময়েঽপি ভাব-বতীনামাসাং নির্ল্লজ্জং বচনং শুশ্রূষিতমাস্তে তদধুনাপি ন শ্রূয়তে। হন্ত হন্ত বেণুনাদেন কামময়েনোন্মা-দিতাঃ পুনশ্চ বাচঃ পেশৈর্বিহ্বলীকৃতাঃ, যচ্চালম্ব্য লজ্জাবিবেকধর্ম্মধৈর্য্যাদীনি তিষ্ঠন্তি তচ্চিত্তমপ্যপহৃতং, তদপ্যেতাঃ প্রায়ঃ সলজ্জমেব ভাষন্তে নত্বাভ্যন্তরভাব-মধুনাপি বাচা সম্যগুদ্‌ঘাটয়ন্তীতি মনসি পরামৃশতি সতি শ্রীকৃষ্ণে কাশ্চিন্মুখ্যতমা উন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন বিপর্য্যস্তীকৃতপ্রকৃতয় আহুঃ,—সিঞ্চেতি। অত্র হাসেত্যস্য সম্বন্ধিপদমর্থাত্তবেত্যেব লভ্যতে। ততশ্চ অঙ্গ হে কৃষ্ণ! তব হাসসহিতেনাবলোকেন কলগীতেন চ জাতঃ প্রোদ্বুদ্ধঃ প্রোদ্দীপ্তো যো হৃচ্ছয়ঃ কাম এবাগ্নিস্তং তবৈবাধরামৃতপূরেণ সিঞ্চ নির্ব্বাপয়। স্বার্থে কঃ। যেনৈবাগ্নিঃ প্রোদ্দীপ্যতে তেনৈব প্রাপ্ত-বিবেকেন যদি নির্ব্বাপ্যতে তদৈব তদপরাধোপশমঃ, অন্যথা অগ্নিদাতা গৃহাদিদাহোত্থং পাপং প্রাপ্নোত্যে-বেতি ভাবঃ। অত্র কামমিত্যপ্রযুজ্য হৃচ্ছয়পদ-প্রয়োগেনৈবং ধ্বন্যতে,—অস্মাকং কামো হি হৃদি শেতে এব। তঞ্চ ত্বয়া বিনা কোঽপি প্রবোধয়িতুং ন শক্নোতি। ত্বঞ্চ বংশীনাদেন সহাস্মৎকর্ণরন্ধ্রদ্বারা হৃদয়ং প্রবিশ্য তত্র শয়ানং কামাগ্নিং প্রবোধ্য হাসা-

বলোকঘৃতমধুভ্যাং কলগীতবাতেন চ প্রোদ্দীপ্য তত্র-ত্যানরমৎ প্রাণান্ দগ্ধুমুপক্রমসে, অতস্তদ্দাহপাপাদ্বি-ভেষি চেৎ তং নির্ব্বাপয়, নচ তৎপ্রোদ্দীপনে তন্নির্ব্বাপনে বা তবায়াসলেশোঽপি, যতস্তে হাসাব-লোকস্তস্যাগ্নেরুদ্দীপকঃ অধরামৃতঞ্চ তস্য নির্ব্বাপক-মিতি। তদ্দ্বয়ং তব মুখচন্দ্র এব বর্ত্ততে, অতো দুর্লীলরাজপুত্রস্য তবাগ্নিজ্বালননির্ব্বাপনাভ্যিকৈব খেলা ভূয়সী ভূরিশো দৃষ্টা নত্বগ্নিজ্বালনমপ্যেব এষা ত্বদ্যৈব দৃশ্যত ইতি। ননু, এতানি মে সাহজিকান্যেব হাসাবলোককলগীতানি এতৈর্যদি যুবতয়ো জ্বলেয়ু-স্তদা কুত্র কুত্র কতিশো বা ময়া স্বাধরামৃতৈশ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যেতি চেৎ সত্যং পরঃসহস্রস্ত্রীবধে প্রাপ্ত এব তব তদ্দুভূতাদনুতাপাদয়ং হঠো যাস্যতীত্যাহুঃ,—নোচে-দিতি। বিরহাগ্নিনা উপযুক্তদেহা দগ্ধশরীরা যোগিন্য ইব ধ্যানেন তব পাদয়োঃ পদবীং যাম অধুনৈব প্রাপ্নুয়াম। অয়মর্থঃ,—বয়ং পূর্ব্বজন্মস্বকৃততপস্কা-নেবাত্মনো জানীমঃ যদেতজ্জন্মনি ত্বং নাঙ্গীকুরুষে তস্মাদধুনা তপশ্চরণার্থং ন বাহ্যং লৌকিকং বহ্নিং গৃহ্নীমঃ। হৃচ্ছয়াগ্নিত্বদ্বিরহাগ্ন্যোঃ স্বত এব সত্ত্বাৎ। তত্রাপি তদ্বিরহাগ্নিনাতিপ্রবলীভবিষ্ণুনা হৃচ্ছয়াগ্নিরপি মন্দীকরিষ্যতে এবাতো বিরহাগ্নাবেব প্রাণেষু হূয়মা-নেষ্বস্মাকম্ সঙ্কল্পশ্চায়ং—ভোঃ কৃষ্ণবিরহাগ্নে, কৃষ্ণপাদস্পর্শমাশাসানা বয়ং ত্বয়ি স্ব-প্রাণান্ জুহু-মস্তস্মাৎ কৃষ্ণস্য পাদয়োঃ পদব্যামন্যজনৈরলক্ষিতা অস্মাংস্তথা স্থাপয় যথা অস্মৎকুচয়োরুপর্য্যেব তস্য পাদৌ পতেতাং নতু ভূমাবিতি। ততশ্চ ত্বৎপাদ-ভারেণৈবোপশান্তহৃচ্ছয়াগ্নয়ো বয়ং সিদ্ধমনোরথা এব ভবিষ্যাম-স্তুঞ্চানিচ্ছন্নপ্যস্মৎকুচস্পর্শসুখং প্রাপ্নুবন্নপি স্ত্রীবধানুতাপমেব ভূয়াংসম্প্রাপ্স্যসীতি সখে ইতি সখ্যাদেবৈবং চিকীর্ষামঃ। সখীরপ্যস্মাংস্ত্বমেব সন্তাপয়সি চেদ্বয়মপি ত্বাং সখায়মেবং কথং নানুতা-পয়াম ইতি ধ্বনিঃ। কিন্তু প্রেমহতকঃ খলু তদপি ত্বদনুতাপদুঃখং কোটিগুণীকৃত্যাস্মভ্যমেব দাস্যতে ইতি জানীমঃ। কিং কুর্ম্মোঽস্মাকং দগ্ধললাটমেবম্বিধ-মেব বিধাত্রা সৃষ্টং তস্মাদপরিণামদর্শিন্, কৃপাসিন্ধো, স্বানুতাপবল্লিবীজং কিমর্থং বপসি ? কথং বা ত্বৎ-ফলভোগিনীরস্মাংশ্চ করোষি মুঞ্চ হঠমস্মানঙ্গী-কুর্ব্বিতি ভূয়াংস এবানুধ্বনয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিহার ভিন্ন অন্য সময়েও সুন্দরী গোপীগণের অনাবৃত দেহ দেখিবার যে ইচ্ছা ছিল তাহা বস্ত্রহরণ দিবসে দেখিয়াছেন, কিন্তু মদ্য-পান ভিন্ন অন্য সময়ে যে সকল রমণীগণের ভাবা-বেশ মিশ্রিত নির্লজ্জ মধুর বচন শ্রবণ করিবার যে ইচ্ছা ছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত শোনা হয় নাই। অদ্য তাহা শুনিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কামরসোদ্দীপক বংশীরবে উন্মাদিত করিয়া গোপীগণকে বনে আনয়ন করতঃ পুনরায় বাক্যের কুশলতায় তাহাদিগকে বিহ্বলিত করিয়াছেন। যাহা অবলম্বন করিয়া গোপী-গণের লজ্জা, বিবেক, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য প্রভৃতি অবস্থান করিত—গোপীদিগের সেই কোমল চিত্ত পর্য্যন্ত অপ-হরণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহারা সলজ্জভাবে কথা বলিতেছেন। এখন পর্য্যন্তও আভ্যন্তরীণ ভাব বাক্যের দ্বারা সম্যক্ প্রকাশ করিতেছে না—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মনে করিতেছেন, এমন সময় কোন কোন প্রধানা গোপী উন্মাদসঞ্চারি ভাবের প্রাবল্যবশতঃ প্রকৃতির বিপর্য্যয় হওয়ায় বলিতে লাগিলেন—'সিঞ্চ' ইত্যাদি। এখানে হাসাবলোকাদির সম্বন্ধ পদ অর্থবশতঃ তোমার (শ্রীকৃষ্ণের) বুঝিতে হইবে। 'অঙ্গ'—হে কৃষ্ণ! তোমার সহাস্য অবলোকন ও কলগীতের দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে যে কামরূপ অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অতএব তুমিই তোমার অধরামৃত সিঞ্চন করিয়া তাহাকে নির্ব্বাপিত কর। যিনি অগ্নি প্রজ্জ্বা-লিত করেন, তিনিই যদি বিবেকপ্রাপ্ত হইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করেন, তাহা হইলে অপরাধের উপশান্তি হয়। অন্যথা অগ্নিদাতার গৃহাদি দগ্ধ করার পাপ তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—এই ভাব।

এখানে 'কাম'-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া 'হৃচ্ছয়'-শব্দ প্রয়োগ করায় এই ধ্বনিত হইতেছে যে—আমা-দের কাম হৃদয়েই শয়ন করিয়া থাকে এবং তুমি ভিন্ন অন্য কেহই তাহা প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। তুমি বংশীরবের সহিত আমাদের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয়-শায়িত কামাগ্নিকে প্রবুদ্ধ করতঃ হাস্য ও অবলোকনস্বরূপ ঘৃত এবং মধু দ্বারা, এবং মনোহর গীত-স্বরূপ বায়ু দ্বারা তাহাকে উদ্দী-পিত করিয়া সেই স্থানে স্থিত আমাদের পঞ্চপ্রাণ দগ্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছ। অতএব যদি সেই

দাহ-পাপ হইতে ভীত হইয়া থাক, তবে সেই কামাগ্নিকে নির্ব্বাপিত কর। পক্ষান্তরে সেই অগ্নি উদ্দীপিত অথবা নির্ব্বাপিত করিতে তোমার কোনরূপ পরিশ্রমই হয় না, যেহেতু তোমার শ্রীমুখের হাস্য এবং অবলোকনই তাহার উদ্দীপক, আর অধরামৃতই তাহার নির্ব্বাপক, এই পদার্থদ্বয় তোমার শ্রীমুখচন্দ্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব দুর্লীল-রাজপুত্র তোমার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নির্ব্বাপনাত্মিকা খেলা বহুবার আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু এইরূপ অগ্নি-জ্বালনময়ী খেলা অদ্যই আমরা দেখিতেছি।

যদি বল—এই হাস্য, কটাক্ষ, মনোহর গীত প্রভৃতি আমার স্বাভাবিক, ইহা দ্বারা যদি যুবতিগণ কামাগ্নি পরিতপ্ত হয়, তবে আমার কত স্থানে যে কত স্ত্রীলোককে নিজ অধরামৃত দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা থাকে না। একথা সত্য, তাহা হইলেও শত সহস্র স্ত্রীবধে উৎপন্ন অনুতাপ হইতে তোমার ঐ চাতুরী বিদূরিত হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'নো চেদ্ বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত-দেহাঃ', না হইলে বিরহাগ্নি দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া যোগিনীর ন্যায় ধ্যান করতঃ এখনই তোমার চরণ সমীপে যাইবার পথে আরোহণ করিব।

এইরূপ অর্থ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে আমরা কোন সুকৃত অর্জ্জন করি নাই, ইহা আমরা জানি, যেহেতু এই জন্মে তুমি আমাদিগকে অঙ্গীকার করিতেছ না। অতএব এইক্ষণে তপস্যাচরণের জন্য বাহ্য লৌকিক অগ্নি আর গ্রহণ করিব না। কারণ কামাগ্নি এবং তোমার বিরহাগ্নি এই উভয়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও কামাগ্নি হইতে বিরহাগ্নির উদ্দীপনা অধিক, অতএব বিরহাগ্নিতে প্রাণের আহুতি দিবার সময় আমাদের সঙ্কল্প এই যে—হে কৃষ্ণ-বিরহাগ্নি! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ-স্পর্শসুখ লাভ করিবার আশয়ে আমরা আজ তোমাতে নিজের প্রাণ অর্পণ করিলাম, অতএব শ্রীকৃষ্ণের গমন করিবার পথে আমাদিগকে অন্যজনের অলক্ষিতভাবে এইরূপে স্থাপন করিবে, যেন আমাদের স্তনের উপরে তাঁহার পাদদ্বয়ের বিক্ষেপ হয়, তাহা হইলে তাঁহার পদভরে আমাদের কামাগ্নি শান্ত হইবে এবং তাহাতে আমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে।

আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তুমি আমাদের কুচস্পর্শ সুখ অনুভব করিলেও স্ত্রীবধ-জনিত প্রভূত অনুতাপ ভোগ করিবে, সেইজন্য বলিতেছি—হে সখে! অর্থাৎ তোমার সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছে বলিয়াই আমরা উক্ত প্রকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু তুমি যদি সেই বন্ধুত্ব সত্ত্বেও আমাদিগকে সন্তাপিত করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমরাও তোমাকে সন্তাপিত করিব না কেন?—ইহা ধ্বনিত হইল। 'কিন্তু প্রেমহতকঃ খলু তদপি ত্বদনুতাপদুঃখং কোটিগুণীকৃত্য অস্মভ্যমেব দাস্যতে'—কিন্তু হতভাগ্য প্রেম তোমার অনুতাপজনিত দুঃখ আমাদিগকে কোটিগুণ অধিক করিয়া ভোগ করাইবে, ইহা জানি। কি করিব, বিধাতা আমাদের পোড়া কপাল (দগ্ধললাটং) ঐরূপই সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব হে অপরিণামদর্শিন্! দয়ার সাগর! কেন তুমি নিজের অনুতাপ লতার বীজ রোপণ করিতেছ, আর কেনই বা আমাদিগকে তাহার ফলভোগী করিতেছ? এখন অনুগ্রহ করিয়া হঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রহণ কর—ইহা অনুধ্বনিত হইতেছে॥ ৩৫॥

———

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্যজনপ্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎপ্রভৃতি নান্যসমক্ষমঞ্জঃ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতা বত পারয়ামঃ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—(ননু স্বপতীন্ এবোপগচ্ছত তে এনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুরিতি তত্রাহ) (হে) অম্বুজাক্ষ, (কমললোচন,) যর্হি (যদারভ্য বয়ং) ক্বচিৎ (কস্মিন্ এব কালে নতু সর্ব্বদা) রমায়াঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) দত্তক্ষণং (দত্তোৎসবং) আরণ্যজনপ্রিয়স্য (অরণ্যজনাঃ প্রিয়াঃ যস্য তাদৃশস্য) তব পাদতলং অঞ্জঃ (সাক্ষাৎ) অস্প্রাক্ষ্ম (স্পৃষ্টবত্যঃ) তৎপ্রভৃতি (তদারভ্য) ত্বয়া অভিরমিতাঃ (আনন্দিতাঃ সত্যঃ) বত (নিশ্চিতং) অন্যসমক্ষং (পত্যাদিসমীপং) স্থাতুং (অপি) ন পারয়ামঃ (তুচ্ছাস্তে ন রোচন্তে ইত্যর্থঃ)॥ ৩৬॥

অনুবাদ—হে কমললোচন, আপনার পদতল লক্ষ্মীদেবীরও উৎসব প্রদান করিয়া থাকে। আমরা যে সময় হইতে ক্ষণকালের জন্যও গোপজনের প্রতি

প্রীতিপরায়ণ আপনার ঐ পদতল সাক্ষাৎ স্পর্শ করিয়াছি, সেই সময় হইতে তোমার দ্বারা আনন্দিত হইয়া পতি প্রভৃতির নিকটে অবস্থান করিতে পারিতেছি না ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হি স্ব-স্ব-পতীনেবোপগচ্ছত ত এবৈনমগ্নিং সিঞ্চেয়ুস্তত্রাহুঃ—যর্হীতি। হে অম্বুজাক্ষেতি ত্বন্নয়নদর্শনক্ষণমারভ্যৈব বয়ং ভ্রমরীভূয় স্থিতাঃ স্ম ইতি "চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্প"ইতি রসশাস্ত্রোক্তেঃ। প্রথমং লোচনা-লোচনি দর্শনমেবাস্মাকং পূর্ব্বরাগপ্রবর্ত্তকমিতি ভাবঃ। তত্রাপি যর্হি যস্মিন্নেব ক্ষণে তব পাদতলং ক্বচিদ্‌গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে অস্প্রাক্ষ্ম কুচাভ্যাং স্পৃষ্টবত্যো বয়ং, কীদৃশম্? রমায়া দত্তক্ষণং বৈকুণ্ঠবাসিন্যাঃ লক্ষ্ম্যা নারায়ণপ্রিয়ায়া অপি রমণাভিলাষময়োৎসবদায়কং "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" ইতি নাগপত্নীবচনাদ্‌ গর্গাদিমুখতঃ শ্রুতাৎ। অতো বনবাসিনীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং অভিলাষোৎসবদায়কম্; তত্রাভিলাষে কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ। ননু, লক্ষ্ম্যা অপ্যভিলষণীয়ে বস্তুনি কুতো বঃ প্রাপ্তিযোগ্যতেত্যত আহুঃ,—অরণ্যজনা গোপজাতয় এব প্রিয়া যস্য তস্য তব তৎপ্রভৃতি তৎ ক্ষণমারভ্য অন্যেষাং স্বস্বপতীনাং গোপস্ত্রীণামস্মাকং সমক্ষং স্থাতুমপি ন পারয়ামস্তান্ দৃষ্ট্বা মনসি ঘৃণোৎপদ্যতে ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, ন কেবলং বয়মস্প্রাক্ষ্ম এব অপি তু ত্বয়া অভি সর্ব্বতোভাবেন রমিতা যথেষ্টং সংভুজ্য পুরুষায়তীকৃতা অপীত্যর্থঃ। তেন সম্ভুক্তপূর্ব্বাঃ অস্মানন্যত্র ন প্রস্থাপয় পাদয়োস্তে পতাম ইতি কাকুর্ধ্বনিতঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—তাহা হইলে নিজ নিজ পতিগণের নিকটেই গমন কর, তাহারাই এই অগ্নিকে সিঞ্চন করিবে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'যর্হি অম্বুজাক্ষ।' অর্থাৎ হে অম্বুজাক্ষ। যে দিন তোমার নয়নকমল দর্শন করিয়াছি, তৎক্ষণ হইতেই আমরা মধু পানার্থ ভ্রমরী হইয়া অবস্থিতা আছি। "প্রথমতঃ চক্ষুরাগেই চিত্ত আসক্ত হয়, তৎপর সঙ্কল্প"—এই রসশাস্ত্রের উক্তিবশতঃ প্রথমতঃ নয়নে নয়নে দর্শনই আমাদের পূর্ব্বরাগের প্রবর্ত্তক, এই ভাবার্থ। তাহাতে আবার যে সময়ে গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জপ্রদেশে স্তনযুগল দ্বারা তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছিলাম। কেমন 'পাদতল'? তাহাতে বলিতেছেন—'রমায়াঃ দত্তক্ষণং', যাহা বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষ্মী, নারায়ণের প্রিয়া হইলেও তাঁহার রমণাভিলাষময় উৎসবদায়ক। "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" (১০।১৬।৩৬)—যে পদরেণু লাভের আশায় ললনা শ্রীলক্ষ্মীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিরকাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, নাগপত্নীগণের এই বচন আমরা গর্গাদির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বনবাসিনী গোপনারী আমাদের তদভিলাষে আশ্চর্য্য কিছুই নাই—এই ভাবার্থ। যদি বলেন—লক্ষ্মীর অভিলষণীয় বস্তুতে তোমাদের প্রাপ্তির যোগ্যতা কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'অরণ্য-জন-প্রিয়স্য', গোপজাতিই তোমার প্রিয়, আমরা গোপী, সুতরাং অবশ্য আমাদের তৎপ্রাপ্তির যোগ্যতা রহিয়াছে। সে যাহা হউক, যে দিন হইতে ঐ চরণতল স্পর্শ করিয়াছি, সেইক্ষণ অবধি স্বস্ব পতিগণের নিকটে থাকিতেও আমরা পারি না, এমন কি তাহাদিগকে দেখিলেও মনে ঘৃণা বোধ হয়। আর কেবল যে আমরাই তোমার পদতল স্পর্শ করিয়াছি এমনও নহে, পরন্তু 'ত্বয়া অভিরমিতাঃ'—তুমিও স্বয়ং আমাদিগকে যথেষ্ট উপভোগ করিয়াছ। সুতরাং পূর্ব্বেও আমরা তোমাকর্ত্তৃক ভুক্তা হইয়াছি, অতএব বিনয়সহকারে নিবেদন করিতেছি যে, অধুনা আমাদিগকে অন্যত্র প্রেরণ করিও না, তোমার চরণযুগলে আমরা পতিত হইয়া থাকিব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম্।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণউতান্যসুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বৎপাদসৌভাগ্যং তু অতিচিত্রমিত্যাহুঃ) যস্যাঃ (শ্রিয়ঃ) স্ববীক্ষণে (শ্রীঃ আত্মানং বিলোকয়তু ইত্যেতদর্থং) অন্যসুরপ্রয়াসঃ উত (অন্যেষাং সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তপোভিঃ প্রয়াসঃ ভবতি সা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) বক্ষসি (ভবতঃ উরসি) পদং (অসাপত্ন্যং স্থানং) লব্ধ্বা অপি তুলস্যা (সপত্ন্যা সহ)

ভৃত্যজুষ্টং (ভগবদ্ভক্তজন সেবিতং) যৎ পদাম্বুজ-রজঃ (পাদপদ্মরেণুং) চকমে (প্রার্থিতবতী) তদ্বৎ (শ্রীরিব) বয়ং চ তব (তৎ) পাদরজঃ প্রপন্নাঃ (আশ্রিতাঃ ভবামঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রয়াসী, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার বক্ষোদেশে স্থানলাভ করিয়াও তুলসীদেবীর সহিত ভক্তজন-সেবিত ভবদীয় যে পদযুগলের রেণুলাভের প্রার্থনা করেন, হে দেব, আমরাও লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় আপনার সেই চরণ-রেণু আশ্রয় করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ত্বয়ৈব বয়ং স্বপ্রেয়সীকৃতাঃ, কিন্তু ত্বচ্চরণসেবামেব বয়মাশাস্মহে ইতি সদৃষ্টান্তমাহুঃ,—শ্রীর্লক্ষ্মীর্যস্য নারায়ণস্য পদাম্বুজরজশ্চকমে তদ্বত্তত্তুল্যস্য তবাপি বয়ং পদাব্জরজঃ প্রপন্নাঃ ততশ্চ গর্গোক্তিগম্যেন তব নারায়ণতুল্যত্বেনাস্মাকমপি শ্রীতুল্যত্বং স্বতএবায়াতমিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বক্ষসি সর্ব্বোত্তমে স্থলে পদং আস্পদং লব্ধাপি তুলস্যাঃ সপত্ন্যাঃ পদমপি ভৃত্যৈর্জুষ্টং সেবিতমিতি পুরুষজন-সঙ্ঘট্টবদপি তস্য পাদরজশ্চকমে স্বাভাবিকীং প্রেয়সীভাবসমুচিতাং লজ্জামপি পরিত্যজ্য স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য কাময়তে স্মেতি। তস্যাঃ প্রেয়সীভাবাদপি দাসীভাবো যথাভীপ্সিতস্তথৈবাস্মাকমপীত্যত-স্তব রক্তক-পত্রকাদিদাসৈঃ সহাপি লজ্জাং পরিত্যজ্য পাদৌ সম্বাহয়িতুমিচ্ছামঃ। তথা বৃন্দাবনীয়পুলিন্দীনাং কর্ম্ম তৃণলগ্নত্বচ্চরণকুঙ্কুমেন স্বীয়ভালপ্রলেপনমপি স্বন্যূনতামপ্যঙ্গীকৃত্য চিকীর্ষামঃ। কিঞ্চ, শ্রীমন্নারায়ণদেবেন প্রতুষ্যতা নিত্যনিবাসার্থং তস্যৈ স্ববক্ষ এব দত্তং ত্বয়া তু রসিকশেখরেণাস্মভ্যং স্বপদতল-নিকটপ্রদেশেঽপি ক্ষণমপি স্থাতুমপি ন দীয়তে ইত্যস্মাকমেব দগ্ধললাটমিতি ধ্বনিঃ। স্বযশঃ-প্রেপ্সুর্গর্গোক্তিপ্রামাণ্যেন যদি নারায়ণতুল্যো বুভূষসি তদাস্মান্ বক্ষসা বহেত্যপি ভাবগাম্ভীর্য্যস্পর্শী ধ্বনিঃ। ননু, সা লক্ষ্মীর্যথা চঞ্চলা তথৈব যূয়মপি পুণ্যবতাং জনানাং গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্মমপ্যঙ্গীকুরুতেতি নর্ম্মাশঙ্ক্য কেন মূর্খেণোচ্যতে শ্রীশ্চঞ্চলেতি? সা তু পরমধীরৈবেত্যাহুঃ—যস্যাঃ শ্রিয়ঃ স্বেষু বীক্ষণকৃতে বাৎসল্যরসময়কৃপাবলোকনপ্রাপ্তিকৃতে অন্য-সুরাণাং ব্রহ্মাদীনাং তৎপুত্রতুল্যানাং প্রয়াস এব, স তু তদপি তানপি প্রায়ো নাবলোকতে, কিন্তু তচ্ছক্তিরেব কাচিত্তেভ্যোঽভীপ্সিতাং সম্পদং দত্তা ইতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমিই আমাদিগকে স্বপ্রেয়সীত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমরা তোমার চরণ-সেবাকেই কামনা করিয়া থাকি, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—"শ্রীর্যৎ পদাম্বুজরজশ্চকমে", লক্ষ্মীদেবী যেমন শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মের রজঃ কামনা করেন, তদ্রূপ আমরাও নারায়ণ-তুল্য তোমার পদাব্জরজের শরণাপন্ন হইয়াছি। অতএব 'নারায়ণসমো গুণৈঃ'—এই গর্গোক্তি অনুসারে তোমার নারায়ণতুল্যত্ব হইলে আমাদিগেরও লক্ষ্মী-তুল্যত্ব স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ হয়। আরও, লক্ষ্মী সর্ব্বোত্তম স্থল বক্ষে আস্পদ লাভ করিয়াও সপত্নী তুলসীর সহিত, 'ভৃত্যজুষ্টং'—ভৃত্যগণ-সেবিত সুতরাং পুরুষজন সঙ্ঘট্টযুক্ত হইলেও তদীয় পাদ-রজঃ কামনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ স্বাভাবিকী প্রেয়সীভাবসমুচিতা লজ্জা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজের ন্যূনতা অঙ্গীকার করিয়াও পাদরজঃ কামনা করিতেছেন। লক্ষ্মীর যেমন প্রেয়সীভাবাপেক্ষাও দাসীভাব অভীপ্সিত, তেমন আমাদেরও জানিবে। অতএব তোমার দাস রক্তক ও পত্রক প্রভৃতির সহিতও আমরা নির্লজ্জ হইয়া চরণযুগল সম্বাহন করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। তথা বৃন্দাবনের পুলিন্দ-রমণীগণ যেমন তৃণলগ্ন তদীয় চরণতলগত কুঙ্কুমকে স্বস্ব ললাটে লেপন করে, আমরা তদ্রূপ স্বস্বন্যূনতা অঙ্গীকার করিয়া তাহা লেপন করিতে বাসনা করিতেছি। আরও, শ্রীমন্ নারায়ণদেব পরম সন্তোষ হইয়া নিত্যনিবাসার্থ লক্ষ্মীকে স্বকীয় বক্ষঃস্থলেই স্থান প্রদান করিয়াছেন, আর তুমি পরম রসিকশেখর হইয়াও আমাদিগকে স্বীয় পদতলের সমীপবর্ত্তি প্রদেশেও ক্ষণকালও অবস্থান করিতে দিতেছ না—ইহা আমাদেরই পোড়া কপাল, ইহা ধ্বনিত হইল। যদি নিজের যশোঽভিলাষী হইয়া গর্গোক্তি প্রামাণ্যবলে নারায়ণ-তুল্য হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাদিগকে বক্ষে ধারণ কর—ইহা ভাব-গাম্ভীর্য্যস্পর্শী ধ্বনি।

যদি বলেন—সেই লক্ষ্মী যেমন চঞ্চলা, তদ্রূপ তোমরাও পুণ্যবান্ জনগণের গৃহে গৃহে চাঞ্চল্যধর্ম্ম

অঙ্গীকার কর। এইরূপ নর্ম্ম (পরিহাস) আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'কেন মূর্খেণোচ্যতে শ্রীশ্চঞ্চলা'? অর্থাৎ কোন্ মূর্খ ব্যক্তি লক্ষ্মীকে চঞ্চলা বলে? তিনি চঞ্চলা নহেন, কিন্তু পরম ধীরা, ইহা বলিতেছেন—'যস্যাঃ স্ববীক্ষণে অন্যসুর-প্রয়াসঃ', যে লক্ষ্মীর বাৎসল্য রসময় কৃপাবলোকন প্রাপ্তির নিমিত্ত তৎপুত্র-তুল্য ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রয়াসমাত্রই দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও লক্ষ্মীদেবী তাঁহাদিগকে প্রায়ই কৃপাবলোকন করেন না, কিন্তু লক্ষ্মীর কোন শক্তিই তাঁহাদিগকে অভীপ্সিত সম্পদ্ প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তা বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বৃজিনার্দ্দন, (দুঃখহারিন্) তৎ (তস্মাৎ) বসতীঃ (গৃহান্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) তে (তব) অঙ্ঘ্রিমূলং (পদতলং) প্রাপ্তাঃ ত্বদুপাসনাশাঃ (তব ভজনানুরাগিণীঃ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব)। (হে) পুরুষভূষণ, (পুরুষরত্ন) ত্বৎসুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকামতপ্তাত্মনাং (তব সুন্দরহাসসহকৃতনিরীক্ষণ জন্য তীব্রকামতপ্তচিত্তানাং অস্মাকং) দাস্যং বিধেহি (ভবৎসেবানুমতিং দেহি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে দুঃখহারিন্, অতএব যাহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদমূলে আগমনপূর্ব্বক তোমারই ভজনের আশা করিতেছে সেই আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন, তোমার রমণীয় হাস্যবিমিশ্রিত কটাক্ষপাতে কামসন্তপ্ত-চিত্তা আমাদিগকে দাস্য প্রদান কর ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদ্গৃহকুটুম্বাদিকং পরিত্যজ্য নারায়ণস্য ভক্তা ইব বয়ং তব দাস্যমেব কাময়ামহ ইত্যাহুঃ,—তন্ন ইতি। যতস্ত্বং নারায়ণতুল্যস্তস্মাদস্মান্ প্রতি প্রসীদ। ননু, মৎপ্রসাদপ্রতিকূলং দুঃখাদৃষ্টং ভবতীনামস্তীত্যতঃ কথং প্রসাদঃ? নারায়ণোঽপি কিং সর্ব্বত্রৈব প্রসীদতীত্যত আহুঃ—হে বৃজিনার্দ্দন, তদপি দুঃখং ত্বমেবার্দ্দয় নারায়ণো হ্যবশ্যমেব প্রপদ্যমানানাং দুঃখমর্দ্দয়তি বয়ঞ্চ তেঽঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ তত্রাপি কামনান্তররাহিত্যৈনৈবেত্যাহুঃ,—বিসৃজ্য বসতীরিতি। ননু, গার্হস্থ্যসুখং পরিত্যজ্যাপি মত্তঃ সুখং কিঞ্চনাবশ্যমর্থয়ধ্বে ইতি জানীমস্তত্রাহুঃ,—ত্বদুপাসনায়ামেবাশা ন তূপাসনায়াঃ ফলে কস্মিংশ্চন সুখে ত্বয়া দাস্যমানে আশা যাসাং তাঃ। অয়মর্থঃ—উপাসনায়া ত্বাং সুখয়াম ইত্যেবাভিপ্রায়েঽপি ত্বন্মুখদর্শনোত্থং যদি নঃ সুখমাকস্মিকং ভবেত্তর্হি কো দোষ ইতি। ননু, তর্হি কথমুক্তমস্মাকং হৃচ্ছয়াগ্নিং সিঞ্চেতি? সত্যং তদগ্নিজ্বালায়া অপি ত্বমেব কারণমিত্যাহুঃ,—তব সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণেন যস্তীব্রকামস্তেন তপ্ত আত্মা যাসাং তাসামপ্যস্মাকং দাস্যং দাসীত্বমেব দেহি নতু পত্নীত্বম্। অত্র শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যচরণানামপি ব্যাখ্যা—"অতো দাস্যার্থিন্য এব বয়ং নতু বিবাহার্থিন্যঃ অত উপনয়নাদ্যপেক্ষাপি ন লোকব্যবহারেণে"ত্যেষা। ততশ্চাস্মাকং কন্যাত্বে পরোঢ়াত্বে বা ন কাপি ক্ষতিঃ। উভয়ীভাবেঽপি ত্বদ্দাস্যসম্ভবাদিতি ভাবঃ। প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণ্যাং শ্রীসনাতনগোস্বামিচরণানামপি "বিবাহে সতি পত্নীত্বেন ভজনাদপ্যৌপপত্যেন ভজনং পরমমহাসখং তচ্চ শ্রীভাগবতামৃতকাব্যাদৌ চ প্রসিদ্ধমেব। অতএবাত্র দাস্যবিশেষ এব প্রার্থিতঃ অধুনা চ প্রার্থ্যতে দাস্যো ভবাম" ইত্যেষা। কথম্ভাবঃ? কামমহোদধিত্বাদেব স্ত্রীলম্পটস্য তবাস্মাভির্যুবতিভিরুপাসনা স্বাঙ্গৈরেব ত্বৎসুখোৎপাদনলক্ষণা খল্বেষৈবেত্যতো হৃচ্ছয়াগ্নিসেকপ্রার্থনাপি ত্বদুপাসনাপ্রার্থনৈব, কামাগ্নিরপ্যস্মাকং ত্বদুপাসনোপকরণমেব মুখ্যমিত্যত এব সমুচিতমেব সম্বোধনপদং—হে পুরুষরূপভূষণ, গৌরাঙ্গীণামস্মাকমিন্দ্রনীলমণিময়সর্ব্বাঙ্গালঙ্কারেতি ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব গৃহ ও কুটুম্ব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনারায়ণের ভক্তের ন্যায় আমরা তোমার দাস্যই কামনা করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'তন্নঃ প্রসীদ', যেহেতু তুমি শ্রীনারায়ণতুল্য, সুতরাং আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। যদি বলেন—আমার প্রসন্নের প্রতিকূল দুরদৃষ্ট তোমাদের রহিয়াছে, অতএব কি প্রকারে তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইব? আর নারায়ণও কি সকলের প্রতিই প্রসন্ন হন?

তদুত্তরে বলিতেছেন—হে বৃজিনার্দ্দন ! তাহা হইলেও তুমিই দুঃখনাশ কর, যেহেতু শ্রীনারায়ণ অবশ্যই শরণাপন্ন জনের দুঃখনাশ করিয়া থাকেন। 'বয়ঞ্চ তে অঙ্ঘ্রিমূলং প্রাপ্তাঃ'—আমরা তোমার চরণতলের শরণ লইয়াছি। তাহাতে আবার 'বিসৃজ্য বসতীঃ'—অন্যান্য যাবতীয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি, যেহেতু আমরা পতি-পুত্রাদি সহ গৃহ ত্যাগ করিয়াছি। যদি বলেন—তোমরা গার্হস্থ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়াও আমা হইতে অবশ্য অন্য কোনও সুখ প্রার্থনা করিতেছ, ইহাই অবগত হইলাম। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্বদুপাসনাশাঃ', তোমার উপাসনাতেই আমাদের আশা রহিয়াছে, পরন্তু উপাসনার ফল যে কোনরূপ সুখ, তাহা তুমি দিলেও তাহাতে আমাদের আশা নাই। এখানে ভাবার্থ এইরূপ—'আমরা উপাসনাদ্বারা তোমাকে সুখী করিব', এই অভিপ্রায় আমাদিগের থাকিলেও তোমার বদন সন্দর্শনজন্য যদি আমাদের আকস্মিক কোনরূপ সুখ হয়, তাহাতে আমাদের দোষ কি ? পরন্তু তাহা তোমার বদনেরই দোষ বলিতে হইবে।

যদি বলেন—তোমাদের যদি দোষই না থাকিবে, তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছ—"আমাদের কন্দর্পানল, অধরামৃত দ্বারা সেচন কর", এই কথা কিরূপে সঙ্গত হয় ? তদুত্তরে—'সত্যং', হ্যাঁ বলিয়াছি বটে, কিন্তু সেই অনল প্রজ্জ্বলিতের কারণও তুমিই, ইহা বলিতেছেন—'তৎসুন্দরস্মিত-নিরীক্ষণ-তীব্র-কাম-তপ্তাত্মনাং', অর্থাৎ তোমার সুন্দর হাস্যযুক্ত অবলোকন দ্বারা সমুদ্ভূত তীব্র-কামে আমাদের চিত্ত দগ্ধ হইয়াছে, অতএব আমাদিগকে দাসীত্বই প্রদান কর, কিন্তু তোমার পত্নী হইতে বাসনা করি না।

এই স্থলে শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্য স্বকৃত 'সুবোধনী' টীকাতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অতএব আমরা দাসীত্ব প্রার্থীই হইয়াছি, পরন্তু বিবাহার্থিনী হইয়া আসি নাই, সুতরাং উপনয়নাদি অপেক্ষাও লোকব্যবহারে কর্ত্তব্য নহে, অর্থাৎ উপনয়নাদি না হইলেও দাসী করিতে আপত্তি হইবে না, অতএব আমরা কন্যাকা বা পরোঢ়াই হই, তাহাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই, কারণ উভয় মতেই তোমার দাসী হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।

প্রকৃত বৈষ্ণবতোষণীতে শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—গোপীদের বিবাহ হইলেও পত্নীত্বরূপে ভজন অপেক্ষাও ঔপপত্যরূপে ভজন পরমমহাসুখপ্রদ। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীভাগবতামৃত কাব্যাদিতেও প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ; অতএব দাস্যবিশেষই প্রার্থনা করিয়াছেন এবং দাসী হইব বলিয়া অধুনাও প্রার্থনা করিতেছেন।

ভাবার্থ এইরূপ—তুমি কাম-মহোদধি, সুতরাং স্ত্রীলম্পট। আমরা যুবতী হইয়াও স্বীয় অঙ্গসমূহের দ্বারা তোমার যে উপাসনা করিতে চাই, তাহাও তোমারই সুখোৎপাদনস্বরূপা। অতএব আমরা যে কন্দর্পানলে অধরামৃত সিঞ্চনের প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাও তোমারই উপাসনা, কারণ আমাদিগের কামাগ্নিও তোমার উপাসনার উপকরণস্বরূপ ও তাহাতেই মুখ্য তাৎপর্য্য। সুতরাং 'হে পুরুষভূষণ'—এই সম্বোধন পদটিও সমুচিত হইয়াছে, অর্থাৎ হে পুরুষরূপ ভূষণ ! আমরা গৌরাঙ্গিণী, তুমি আমাদের ইন্দ্রনীল মণিময় সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছ ॥ ৩৮ ॥

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকম্।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হি ননু, গৃহস্বাম্যং বিহায় কথং মদ্দাস্যং প্রার্থ্যতে অত আহুঃ) কুণ্ডলশ্রি-গণ্ডস্থলাধর-সুধং (কুণ্ডলয়োঃ কর্ণভূষণয়োঃ শ্রীঃ শোভা যয়োঃ তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা অমৃতং যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ) হসিতাবলোকং (সহাসনিরীক্ষণ যুক্তং) তব অলকাবৃতমুখং (চূর্ণকুন্তলাচ্ছাদিতং বদনং তথা) দত্তাভয়ং (ভক্তাভয়দায়কং) ভুজদণ্ডযুগং (বিশাল-বাহুযুগলং) শ্রিয়া একরমণং (একমাত্রং রতিজনকং) বক্ষঃ চ বিলোক্য এব (বয়ং) দাস্যঃ (সেবিকাঃ) ভবামঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—(হে প্রভো), কুণ্ডলযুগলের শ্রী-বিভূষিত, অধরামৃতযুক্ত, সহাস নিরীক্ষণশালী ভবদীয় অলকাবৃত বদনমণ্ডল, ভক্তজনের অভয়প্রদ বিশাল বাহু-

যুগল এবং লক্ষ্মীদেবীর একমাত্র রতিজনক বক্ষো-দর্শনেই আমরা আপনার দাস্য অবলম্বন করিয়াছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—যূয়ং যন্মম দাস্যো ভবথ তৎ কিং ময়া মূল্যেন ক্রীতাঃ স্থঃ স্বীয়-দত্তভূতয়ো বা ? তত্র ভবতা অস্মৎসমুচিতমূল্যাৎ কোটিকোটিগুণিতেন অস্মদ-দৃষ্টাশ্রুতচরেণ মহানর্ঘ্যেণ হসিতাবলোকচিন্তারত্নে-নাস্মান্ বয়ঃসন্ধ্যারম্ভ এব ক্রীত্বা স্বীয়কুঞ্জমন্দির-মানীয় নীলনিধি-পদ্মনিধিজাম্বুনদ-মকরযুগলচিন্তা-মণিময়স্থলী - মণিস্তম্ভ-লক্ষ্মীবিলাসাস্পদ - নীলমণি-মন্দিরাণ্যলকাদিব্যাজেন স্বসম্পত্তীর্দর্শয়িত্বা দেবৈরপি দুর্ল্লভমমৃতং প্রতিদিনং ভোজয়সীত্যাহঃ—বীক্ষ্যেতি। যদা শোণবক্রোষ্ণীষং শিরসি বধ্নাসি তদা দাসীজনেন কঙ্কতিকয়োৎকৃষ্যোৎকৃষ্যোর্দ্ধ্বনয়নাৎ ত্বয়া চ স্বাঙ্গুল্যা যত্নান্নিরুদ্ধ্যোন্নীয়োষ্ণীষান্তঃপ্রবেশনাৎ ভালবামদক্ষিণ-প্রান্তয়োরেব দৃশ্যমানমূলভাগৈরলকৈরাবৃতমনাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্যেতি, যদা চ চূড়াং বধ্নাসি তদা ভালাগ্রবাম-দক্ষিণভাগেম্বপি কুঞ্চিতৈরনতিদীর্ঘৈরলকৈরা ঈষদা-বৃতং মুখং বীক্ষ্য অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিসময়ে সম্প্রয়োগভর-সময়ে চ অলকৈরা সম্যক্প্রকারেণৈব আবৃতমাচ্ছন্নং মুখং বীক্ষ্য ঈক্ষণাভ্যামাস্বাদ্যমানমাধুর্য্যভরীকৃত্য বয়ং দাস্যো ভবামঃ। মুখং কীদৃশম্ ? কুণ্ডলাভ্যাং সময়ভেদেম্বলকৈরনাবৃতাভ্যামীষদাবৃতাভ্যাং সম্পূর্ণা-বৃতাভ্যাঞ্চ অচপলাভ্যামীষচ্চপলাভ্যামতিচপলাভ্যাঞ্চ শ্রীঃ পৃথক্ পৃথক্ যত্র তৎ। হসিতপ্রহসিতসময়ে গণ্ডয়োরপি সৃক্ণ্যোর্বিততত্বাৎ গণ্ডস্থলেহপি অধরসুধা অধরমাধুর্য্যচ্ছলনং যস্য তৎ। গণ্ডস্থলাৎ গণ্ডস্থল-মধিরুহ্য গোপীনয়নচকোরৈঃ পীয়মানা অধরসুধা যস্য তৎ, রহস্যসময়ভেদে তু গোপীনাং গণ্ডস্থলে অধর-সুধা যস্য তৎ, গণ্ডস্থলয়োর্গোপীনামধরসুধা যস্য তৎ। যদ্বা, কুণ্ডলয়োঃ শ্রীঃ প্রতিবিম্বরূপা শোভা যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্ অধরে সুধা যস্মিন্ তচ্চ তচ্চ তদি-ত্যেকপদম্। হসিতযুক্তোহবলোকো যত্র তৎ হসিতং প্রফুল্লতা গোপীনাং কুমুদানাঞ্চ অবলোকাদ্ যস্মা-দিতি বা। ননু, যুষ্মৎপতয় এতদসহিষ্ণুবঃ ফুৎ-কারেণ কংসরাজতো মম ভবতীনাঞ্চ ভয়মুৎপাদয়ি-ষ্যন্তি তত্রাহুঃ। দত্তমভয়ং মহেন্দ্রদর্পকাদিভ্যোহপি পর্ব্বতধারণাদিনা যেন তথাভূতং ভুজদণ্ডযুগমিতি তথা চেত্ত্বদ্ভুজদণ্ড এব কংসপশোঃ প্রাণহারকো ভবিষ্য-তীতি ভাবঃ। এবঞ্চ ব্যঞ্জিতেন বীররসেন শৃঙ্গার-রসঃ পুষ্টো ভবতি স্ম। ননু, পরনারীরহং ধর্ম্মাত্মা স্বদাসী র্ন করোমীতি তর্জ্জন্যা কোঽয়মিতি পৃচ্ছন্ত্যঃ সত্যং ভো ধার্ম্মিকচূড়ামণে, গোপানাং নারী র্ন দাসীঃ করোষি, কিন্তু নারায়ণস্য নারীং লক্ষ্মীমপি বৈকুণ্ঠা-দ্বলাদানীয় স্ববক্ষসা বহসীত্যাহুঃ,—বক্ষ ইতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা লজ্জাবশাৎ সুবর্ণরেখারূপয়া একং মুখ্যং রমণং যত্র তৎ। তস্মাদধুনা তে কিয়দ্বয়ো বভূব চতুর্দ্দশভুবনেষু মধ্যে তদূর্দ্ধ্বলোকেম্বপি ব্রহ্মাণ্ডাদ্ব-হির্মহাবৈকুণ্ঠলোকস্থেম্বপি মধ্যে কস্যাপি কামপি সুন্দরীং নারীং ত্বং ন ত্যক্ষ্যসীতি জানীম ইতি ব্যঞ্জিতং ভবতি ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—তোমরা যে আমার দাসী হইতে চাহিতেছ, কিন্তু আমি ত তোমাদিগকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করি নাই। তদুত্তরে গোপীগণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে আমাদের সমুচিত মূল্য অপেক্ষা কোটি কোটিগুণ অধিক মূল্য —হাস্য এবং অবলোকন দ্বারা, আমাদের বাল্য ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিতেই কিনিয়া নিজের কুঞ্জমন্দিরে আনয়ন করতঃ নীলনিধি, পদ্মনিধি, স্বর্ণ মকরযুগল, চিন্তামণিময় স্থান, মণিস্তম্ভ, লক্ষ্মীর বিলাসভূমি নীল-মণি মন্দির প্রভৃতি অলকাব্যাজে নিজ সম্পত্তি দেখাইয়া দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ অমৃত প্রতিদিন ভোজন করাইয়াছ। ইহাই বলিতেছেন—'বীক্ষ্য অলকাবৃতমুখং' ইত্যাদি। যখন তুমি রক্তবর্ণ বক্র উষ্ণীষ মস্তকে বন্ধন কর, তখন দাসীগণ কঙ্কতিকা (চিরুণী) দ্বারা কেশজালের বিন্যাস-পূর্ব্বক উর্দ্ধে তুলিয়া ধরে, আর তুমি যত্নসহকারে নিজের অঙ্গুলী দ্বারা কেশজাল নিবদ্ধ করিয়া উষ্ণীষের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দাও, তাহাতে কপালের বাম ও দক্ষিণ ভাগে পতিত পরিদৃশ্যমান মূলভাগ অলকা-সমূহ তোমার বদন অলঙ্কৃত করিয়া তোলে। আবার যখন—তুমি চূড়া বন্ধন কর, তখন কপালের বামে, দক্ষিণে ও উপরে কুঞ্চিত হইয়া পতিত অলকা দ্বারা তোমার মুখ আবৃত হয়। অথবা—অভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন ও সম্প্রয়োগ সময়ে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত অলকা-সমূহ তোমার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন করে, উক্ত প্রকার

বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তাহার মাধুর্য্য আস্বাদনের লোভে আমরা তোমার দাসী হইতে আসিয়াছি।

কেমন সেই বদনমণ্ডল ? তাহাতে বলিতেছেন 'কুন্তলশ্রী-গণ্ডস্থলাধরসুধং হাসিতাবলোকম্', অর্থাৎ যে বদনমণ্ডলের, অলকাদ্বারা কখনও অনাবৃত, কখনও ঈষদাবৃত, কখনও সম্পূর্ণ আবৃত, কখন স্থির, কখন ঈষৎ চঞ্চল, কখনও অতিশয় চঞ্চল কুন্তল দ্বারা শোভা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। হাস্য পরিহাসের সময়ও বিকশিত অধর প্রান্তভাগ অবলম্বনে গণ্ডস্থলে অধরসুধা প্রসৃত হয়, তাই গোপীগণের নয়নচকোর শ্রীকৃষ্ণের গণ্ডস্থলে অধিরোহণ করিয়া অধরসুধা পান করিতে থাকে। অথবা—রহস্যের সময়ভেদে যাঁহার অধরসুধা গোপীদিগের গণ্ডস্থলে সংযোগ-হেতু উপস্থিত হয়, কিম্বা—গোপীদিগের অধরসুধা যাঁহার গণ্ডস্থলে নিপতিত হয়। অথবা—কুণ্ডলশ্রী প্রতিবিম্বরূপে যাঁহার গণ্ডস্থলে নিপতিত হয়, অর্থাৎ কুণ্ডলদ্বয়ে সুশোভিত গণ্ডস্থল এবং অধরসুধা ও সহাস-দৃষ্টি সমন্বিত তোমার অলকাবৃত বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি।

যদি বলেন—তোমাদের পতিগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া কংসরাজের নিকট বলিয়া তোমাদের এবং আমার ভয় উৎপাদন করিতে পারে। তাহাতে বলিতেছেন—'দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য', দেবরাজ ইন্দ্রের কোপ হইতে গোবৰ্দ্ধন পৰ্ব্বত উত্তোলন পূর্ব্বক যে বাহুযুগল আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে, তাহার পক্ষে সামান্য পশুস্বরূপ কংসের আর ভয় কি ? অর্থাৎ সেইরূপ হইলে সেই ভুজদণ্ডই কংসরূপ পশুর প্রাণহারক হইবে—এই ভাবার্থ। এইরূপ বীররসের প্রকাশ দ্বারা শৃঙ্গার রসের পরিপুষ্টি সংসাধিত হইল।

যদি বলেন— তোমরা পরনারী, আমি ধাৰ্ম্মিক, সুতরাং তোমাদিগকে দাসী করিতে ইচ্ছা করি না। তাহাতে গোপীগণ তৰ্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃ নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিতেছেন—'বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ', সত্য, ধাৰ্ম্মিক-চূড়ামণে। গোপরমণীদিগকে দাসী করিবে না বটে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণের নারী লক্ষ্মীকেও বলের সহিত আনিয়া বক্ষে ধারণ করিয়াছ। অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া লক্ষ্মীদেবী সুবর্ণরেখারূপে তোমার বক্ষে অবস্থিতা রহিয়া তোমার সহিত নিরন্তর রমণ করিতেছেন। অতএব তোমার এখন কি পরিমাণ বয়স হইয়াছে, ইহাতে চতুর্দ্দশ ভুবনের মধ্যে, তাহারও উর্দ্ধলোকে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে বর্ত্তমান মহাবৈকুণ্ঠলোকের কাহারও কোন সুন্দরী স্ত্রীকে যে তুমি পরিত্যাগ করিবে না, ইহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৯ ॥

কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, জুগুপ্সিতং ঔপপত্যং উক্তং ইত্যাহুঃ) অঙ্গ, (হে কৃষ্ণ) ত্রিলোক্যাং (ত্রিজগতি) কা স্ত্রী তে (তব) কলপদায়তবেণুগীতসম্মোহিতা (কলানি মধুরাণি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূৰ্চ্ছিতং স্বরালাপভেদঃ তেন যৎ অমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী) গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ (গো-পক্ষি বৃক্ষ পশবঃ অপি) যৎ (দৃষ্ট্বা) পুলকানি অবিভ্রন্ (ধারয়ামাসুঃ তৎ) ত্রৈলোক্যসৌভগং (ত্রিজগন্মনোহরং) ইদং রূপং চ নিরীক্ষ্য আৰ্য্যচরিতাৎ (নিজধৰ্ম্মাৎ) ন চলেৎ (ন ভ্রষ্টা ভবতি অপি তু সৰ্ব্বা এব চলেয়ুঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তোমার সুমধুর পদ ও দীর্ঘ মূৰ্চ্ছনাযুক্ত অমৃতময় সঙ্গীতে মোহিতা হইয়া ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ কামিনী আছে যে, নিজ ধৰ্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় ? তোমার ত্রিজগতের মানসাকর্ষী রূপদর্শনে গো, পশু, পক্ষী এবং বৃক্ষগণ পৰ্য্যন্ত পুলকিত হয় ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, যুষ্মাভির্ধৰ্ম্মমার্গায় জলাঞ্জলির্দত্ত এব তৎ কিমন্যা অপি পতিব্রতা "বিদূষয়তি নিৰ্ল্লজ্জঃ স্বয়ং দুষ্টঃ পরানপী"তি ন্যায়েন দূষয়থ। মদ্বক্ষস্যোৎপত্তিক্যেব যেয়ং লক্ষণবিশেষরূপা সুবর্ণরেখা ভ্রাজতে তাঞ্চ দৃষ্ট্বা পতিব্রতাশিরোমণিং লক্ষ্মীমপি দূষয়ন্ত্যস্তস্যামপ্যপরাধিন্যঃ কথং ভবথেতি। তত্র ন কামপি দূষয়ামঃ, কিন্তু ত্রিজগতামপি ধৰ্ম্মধ্বংসনায় বিধাত্রা ত্বং সৃষ্টোঽসীতি সরোষচাপলমাহুঃ,— কা স্ত্রী।

অঙ্গ হে শ্রীকৃষ্ণ, কলানি পদানি যত্র তদমৃতরূপং যদ্বেণুগীতং তেন, "কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন" ইতি পাঠে আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন সম্মোহিতেতি, ন স্ত্রী দূষ্যতে কিন্তু ত্বৎকর্ত্তৃকং গীতমেবেতি ভাবঃ। আর্য্যচরিতাৎ পাতিব্রত্যলক্ষণনিজধর্ম্মান্ন চলেৎ অপি তু সর্ব্বৈব চলেদিতি। ধর্ম্মত্যাজনলক্ষণ-প্রত্যবায়ং ত্বং প্রাপ্স্যস্যেবেতি ভাবঃ।

ন কেবলং ত্বদ্‌গুণস্যৈব ধর্ম্মধ্বংসকতা অপি তু তদ্রূপস্যাপীত্যাহুঃ,—ত্রৈলোক্যেতি। ঊর্দ্ধাধোমধ্যদেশবর্ত্তিষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষ্বপি সৌভগমেব যস্য তৎ ন তু ধর্ম্মধ্বংসকত্বহেতুকঃ কস্যাপ্যত্র দ্বেষ ইতি ভাবঃ। নচ স্ত্রীণাং স্বাভাবিকঃ কামোঽপি মোহে হেতুরস্তীতি বাচ্যম্। যতো জঙ্গমস্থাবরাণাং সর্ব্বেষামপি বৈবশ্য-প্রাপকৌ তব রূপগুণাবিত্যাহুঃ,—যৎ যতো গীত-রূপাভ্যাং অবিভ্রন্ অবিভরুঃ। তস্মাৎ হে রাজন্, কিং বহুনা "শক্র শর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ কশ্মলং যযু"-রিতি বেণুগীতাধ্যায়াৎ পরমতত্ত্ববিদামপি মোহং "বিস্মাপনং স্বস্যে"তি চ তব তস্যাপি চমৎকারো দৃষ্ট ইতি শ্রীশুকোক্তিরপ্যাসীদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তোমরা নিজে ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়াছ, "স্বয়ং দুষ্ট ব্যক্তি যেমন নির্লজ্জ হইয়া অপর নির্দ্দোষীকে দোষী বলিয়া থাকে"—এই রীতি অনুসারে অন্যান্য পতিব্রতা-দিগের প্রতি কিজন্য দোষারোপ করিতেছ ? আমার বক্ষে জন্মাবধি স্বাভাবিক যে লক্ষণ-বিশেষরূপ সুবর্ণ-রেখা শোভা পাইতেছে, তাহা দেখিয়া পতিব্রতা-শিরোমণি লক্ষ্মীর প্রতিও দোষারোপ করতঃ তাঁহার নিকটে কেন অপরাধিনী হইতেছ ?

তদুত্তরে—আমরা কাহাকেও দোষী করিতেছি না, কিন্তু ত্রিলোকের ধর্ম্মধ্বংসের নিমিত্ত বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এই বিষয় অবলম্বন-পূর্ব্বক গোপীগণ সরোষচাপল্যে বলিতেছেন—"কা স্ত্র্যঙ্গ" ইত্যাদি, অর্থাৎ হে অঙ্গ ! (শ্রীকৃষ্ণ !) ত্রিলোক-মধ্যে কোন্ স্ত্রী তোমার কলপদামৃত বেণুগীতে সম্মোহিতা হইয়া পাতিব্রত্য-রূপ নিজধর্ম্ম হইতে বিচলিতা না হয় ? এখানে 'কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন'—এইরূপ পাঠান্তরে সুমধুর পদসম্বলিত দীর্ঘমূর্চ্ছনা (স্বরালাপ) যুক্ত বেণুগানে মোহিত হইয়া, এই অর্থ। ইহাতে কোন রমণীকে দোষী করা হইতেছে না, কিন্তু তোমা কর্ত্তৃক গীতই দোষী—এই ভাব। তাহাদিগের নিজ-ধর্ম্ম হইতে বিচলন বিষয়ে তাহাদিগের কোন দোষ নাই, কিন্তু তোমার বেণুগীতই তাহাদের ধর্ম্মনাশের প্রধান হেতু, অতএব ধর্ম্মত্যাগের প্রত্যবায় তোমারই হইবে।

আর কেবল যে তোমার গুণই স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম ধ্বংস করে তাহাও নহে, পরন্তু তোমার রূপও ধর্ম্ম-নাশ করিয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—"ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ রূপম্", অর্থাৎ তোমার যে রূপ—ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্যদেশবর্ত্তি প্রাকৃত অপ্রাকৃত লোক-সমুদায়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, পরন্তু সেইরূপে ধর্ম্মধ্বংস জন্য কাহারও দ্বেষ হয় না। আর স্ত্রী-দিগের স্বাভাবিক কামও মোহের কারণ নহে, যেহেতু তোমার রূপ ও গুণ স্থাবর জঙ্গমাদি সকলের পক্ষেই বৈবশ্য প্রাপক, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ গো-দ্বিজ-দ্রুম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্", অর্থাৎ তোমার গীত ও রূপ দ্বারা গো, পক্ষী, মৃগ ও বৃক্ষ পর্য্যন্ত পুলকিত হয়। অতএব হে রাজন্ ! অধিক আর কি বলিব—"ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সেই সমস্ত গীতালাপ শ্রবণ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হন" ইহা ৩৫ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকে বলিবেন। পরম তত্ত্ববিদ্-গণেরও তচ্ছ্রবণে মোহ হয়। "বিস্মাপনং স্বস্য চ" (৩।২।১২), সেই ভগবান্ স্বয়ংই আপন রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হন। অতএব তোমার ও তাঁহারও চমৎকারত্ব দৃষ্ট হয়—এই প্রকার শ্রীশুক-দেবও বলিয়াছেন জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

ব্যক্তং ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরোঽভিজাতো
দেবো যথাদিপুরুষঃ সুরলোকগোপ্তা।
তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—আদিপুরুষঃ দেবঃ (বিষ্ণুঃ) যথা সুরলোকগোপ্তা (দেবলোকানাং রক্ষকঃ ভবতি তথা) ভবান্ (অপি) ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ (ব্রজস্য ভয়দুঃখ-হারকঃ) অভিজাতঃ (আবির্ভূতঃ ইতি) ব্যক্তং (নিশ্চিতং) তৎ (তস্মাৎ) (হে) আর্ত্তবন্ধো,

(বিপন্নজনশরণং) কিঙ্করীণাং (ভবদ্দাসীনাং) নঃ (অস্মাকং) তপ্তস্তনেষু (কামতপ্তকুচেষু তথা) শিরঃসু চ করপঙ্কজং (হস্তপদ্মং) নিধেহি (স্থাপয়) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—আদিপুরুষ বিষ্ণু যেরূপ সুরলোকের রক্ষক সেইরূপ আপনিও নিশ্চয়ই ব্রজের ভয় ও দুঃখ বিনাশনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব হে আর্ত্তজনশরণ, এই দাসীগণের কামসন্তপ্ত কুচমণ্ডলে এবং মস্তকে করকমল স্থাপন করুন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মাদলং চাতুরীপ্রপঞ্চেন মুঞ্চাবহিত্থামিত্যাহুঃ,—ব্যক্তং ন তু কুত্রাপ্যেতদাখ্যানং গুপ্তমিত্যর্থঃ। কিন্তৎ ভবান্ ব্রজস্য যদ্ভয়ং দাবানলাদিভ্যঃ আর্ত্তিঃ পীড়া চ বর্ষবাতাদিভ্যস্তে হরতীতি সঃ। "ব্রজজনার্ত্তিহর"ইত্যপি পাঠঃ। অভি সর্ব্বতোভাবেন নন্দগৃহে জাতো যথা নারায়ণ ইতি সর্ব্বলোকৈরুদ্‌ঘুষ্যতে অদ্য যদি শতকোটিসংখ্যা এতা গোপ্যো মরিষ্যন্তি তদা ব্রজজনানামেতৎ পিত্রাদীনামার্ত্তিঃ কথমেকদৈবৈতা বনমধ্যে মৃতা ইতি ভয়ঞ্চ ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। তর্হি কিমভীপ্সিতং বস্তত্রাহুঃ——তত্তস্মাৎ হে আর্ত্তবন্ধো, অস্মাকং তপ্তেষু স্তনেষু করপঙ্কজং অর্পয়। ননু, তর্হি মৃদুলমেতন্মে জ্বলিষ্যতীতি? তত্রাহুঃ—কিঙ্করীণামিতি। ত্বৎপরিচারিকানামস্মাকং তপ্তাবপ্যেতৌ ত্বৎপরিচর্য্যাসাধনাবেব পঙ্কজস্যাপি সূর্য্যোদয়তাপো ন তাপকঃ, প্রত্যুত সুখদ এবেতি ভাবঃ। শিরঃসু চেত্যতঃ পরং বে মত্ত্যাগভয়ং মাস্তিতি জ্ঞাপয়িতুম্ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব চাতুর্য্য বিস্তারের প্রয়োজন নাই, অবহিত্থা (স্বাভিপ্রায় গোপন) পরিত্যাগ কর এই আশয়ে গোপীগণ বলিতেছেন—'ব্যক্তং', ইহা সর্ব্বত্র প্রকাশিত, এই আখ্যান কোথাও গুপ্ত নাই, এই অর্থ। তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবান্ ব্রজভয়ার্ত্তিহরঃ অভিজাতঃ', অর্থাৎ তুমি দাবানলাদি হইতে ব্রজের ভয় ও ইন্দ্রকৃত বর্ষ বাতাদি হইতে ব্রজের পীড়াহারী হইয়া সর্ব্বতোভাবে নন্দগৃহে আবির্ভূত হইয়াছ। 'ব্রজজনার্ত্তিহরঃ'—এইরূপ পাঠান্তরে, তুমি ব্রজজনের আর্ত্তিহরণকারী। যেমন শ্রীনারায়ণ সুরলোকের রক্ষিতা, তদ্রূপ তুমি ব্রজের রক্ষক—ইহা সকলেই বলিয়া থাকে। অতএব অদ্য যদি শতকোটি সংখ্যক এই গোপীগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে 'এক সময়ে কি প্রকারে ইহারা বনমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল'? —এই আশঙ্কায় ইহাদের পিতা প্রভৃতি ব্রজবাসিগণের মনে ভয়োৎপত্তি হইবে।

যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—তোমাদের অভিপ্রায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অতএব হে আর্ত্তবন্ধো! আমাদের তপ্তস্তনে করপঙ্কজ অর্পণ কর। যদি বলেন—তোমাদের উত্তপ্ত স্তনে আমার মৃদুল হস্ত দগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহাতে বলিতেছেন—'কিঙ্করীণাম্', আমরা তোমার কিঙ্করী (পরিচারিকা), অতএব আমাদের তপ্ত স্তনযুগলও তোমার পরিচর্য্যার সাধনই জানিও। প্রখর রবি-সন্তাপ, পঙ্কজের পক্ষে সন্তাপ বলিয়া বোধ হয় না, প্রত্যুত সুখপ্রদই হইয়া থাকে, সুতরাং আমাদের স্তন সন্তপ্ত হইলেও তোমার করপঙ্কজের সুখদই হইবে সন্দেহ নাই। 'শিরঃসু চ' —আর আমাদের মস্তকে এই বলিয়া হস্তার্পণ করিবে যে—ইহার পর আমি তোমাদিগকে আর কখনও পরিত্যাগ করিব না ॥ ৪১ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—যোগেশ্বরেশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (গোপীনাং) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) বিক্লবিতং (বিলাপিতং বচঃ) শ্রুত্বা প্রহস্য সদয়ং (যথা স্যাৎ তথা) আত্মারামঃ অপি (স্বয়ং নিত্যতৃপ্ত অপি তাঃ) গোপীঃ অরীরমৎ (রময়ামাস) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, মহাযোগিগণেরও অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের এরূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়া স্বয়ং নিত্য-তৃপ্ত হইয়াও সদয়ভাবে গোপীগণের রমণ উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—বিক্লবিতং বৈক্লব্যব্যঞ্জকং বাক্যং শ্রুত্বা তচ্ছ্রবণেন স্বাভিলাষং পুরয়িত্বেত্যর্থঃ। প্রহস্য অহো ভাববত্যো যূয়ং প্রতিদিনমেব মিলনসময়ে বাম্যমপারং কুরুধ্বে এব। অহন্ত্বেকস্মিন্নেব দিনে অদ্যৈবা-

বহিত্থয়া যৎ কিঞ্চিদ্বাম্যমকরবং তদপি দাক্ষিণ্য-গর্ভমেব। তেনাপ্যেতদ্বৈক্লব্যবত্যো লজ্জায়াঃ শ্রাদ্ধং কৃতবত্যো মাং হাসয়ধ্বে। তস্মাৎ যুষ্মৎপ্রাত্যহিকাবহিত্থা-সিন্ধুচুলুকীকরণচুঞ্চুনা ময়ৈব জিতাঃ স্থ। ভোঃ সুবুদ্ধিশেখরম্মন্যাঃ, জিতাঃ স্থ তৎ স্বয়মেবাগত্য প্রতিবন্ধকলজ্জাধৃত্যাদ্যভাবান্মৎকণ্ঠে কনকমণিমালায়িতা ভূত্বা স্বাধরসুধাঃ পায়য়ত, চিরাদুদ্ভূতমহাতৃষ্ণোঽস্মীতি পরিহস্য সন্ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যত্র তৎ সস্নেহং বা যথাস্যাত্তথা আত্মারামোঽপি তা গোপস্ত্রীঃ রময়ামাস ইত্থম্ভূতপ্রেমাণো গোপস্ত্রিয় ইতি। "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" ইতি পদ্যে "ইত্থম্ভূতগুণো হরি"রিতিবৎ গোপীনাং তদীয়স্বরূপভূতহলাদিনীশক্তিবৃত্তিত্বাৎ তা অপ্যাত্মান ইত্যাত্মভূতাভিস্তাভিঃ রমণং সম্ভবত্যেব। যদ্যপি "নচ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" ইতি "নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনে"ত্যাদি ভগবদুক্তেস্তস্য স্বাত্মতোঽপি ভক্তানামানন্দপ্রদত্বাধিক্যাবগমাদাসাঞ্চ গোপীনাং সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বাদাত্মারামস্যাপি তস্যানন্দাধিক্যার্থমেবৈতাভী রমণমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু, প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিত ইতি ক্রমদীপিকাদ্যাগমদৃষ্ট্যা শতকোটিসঙ্খ্যাভিস্তাভিরেকত্রৈব একদৈব একস্য তস্য রমণং নোপপদ্যতে তত্রাহ,—যোগিনঃ সৌভর্য্যাদয়ঃ যোগেশ্বরা রুদ্রাদয়স্তেষামপীশ্বর ইতি। সৌভর্য্যাদয়ঃ কায়ব্যূহং কৃত্বৈব রমন্তে কৃষ্ণস্তু তর্ক্যাচারতস্তং বিনা। যদ্বক্ষ্যতে "চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষে"ত্যাদীতি ॥৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইতি বিক্লবিতং তাসাং'—গোপাঙ্গনাগণের বিক্লবিত অর্থাৎ কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তচ্ছ্রবণে স্বকীয় অভিলাষ পূর্ণ করিয়া শ্রীভগবান্ হাস্য করতঃ বলিলেন—হে ভাববতীগণ! তোমরা প্রতিদিন মিলনসময়ে অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাক, আমিও একদিন অর্থাৎ অদ্যই মনোগত ভাব সঙ্গোপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ বিরুদ্ধাচরণ করিলাম, কিন্তু তাহাও দাক্ষিণ্যগর্ভই (অর্থাৎ নির্দ্দয়ভাবে নহে)। ইহাতেই তোমরা কাতর হইয়া লজ্জার শ্রাদ্ধ করিয়া আমাকে হাসাইতেছ, তোমাদিগের প্রতিদিনের আকার গুপ্তিরূপ জলধিজল গণ্ডূষে শোষণ করিতে সমর্থ আমিই জয় করিয়াছি। হে বুদ্ধিশালিনীগণ! তোমাদিগকে জয় করিয়াছি, অতএব তোমরা স্বয়ংই আসিয়া রমণের প্রতিবন্ধকীভূত লজ্জাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার কণ্ঠে স্বর্ণমাল্যস্বরূপা হইয়া অধরামৃত পান করাও, কারণ আমি বহুকাল যাবৎ তৃষিত আছি। এইরূপ পরিহাসপূর্ব্বক 'সদয়ং'—'সন্ শুভাবহ বিধি', অথবা সস্নেহে, আত্মারাম হইলেও গোপপত্নীদিগকে রমণ করাইয়াছিলেন। 'আত্মারামোঽপি'—আত্মারাম হইয়াও, অহো! গোপস্ত্রীগণের কি প্রেমপ্রবলতা, যেহেতু "আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ" এই স্থানে হরিগুণ যেমন আত্মারামগণকে বশীভূত করিয়া থাকে, সেরূপ ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমগুণ—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করিয়া থাকে। ব্রজাঙ্গনাগণের মধ্যে শ্রীভগবানের হলাদিনীশক্তি বৃত্তি থাকায় ইঁহারাও আত্মস্বরূপা, অতএব আত্মভূতা গোপপত্নী রমণে কোনই দোষ হইতে পারে না এবং এই রমণে শ্রীভগবানের অধিকতর আনন্দও হইয়াছিল। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্" (১১।১৪।১৫), অর্থাৎ হে উদ্ধব! তুমি যেরূপ আমার প্রিয়, সেইরূপ বলদেব, লক্ষ্মীদেবী, এমন কি আমার আত্মাও তাদৃশ প্রিয় নহে। আরও বলিয়াছেন—"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা" (৯।৪।৬৪), অর্থাৎ আমি আমার ভক্তগণ ব্যতীত আত্মাকেও প্রশংসা করি না। অতএব দেখা যাইতেছে স্বীয় আত্মা হইতেও ভক্তবৃন্দ, শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। গোপীগণ ভক্ত-শিরোমণি, কাজে কাজেই ইঁহাদের সহিত বিহারে বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

যদি বলেন — "প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতঃ", অর্থাৎ তিনশত কোটি প্রমদাগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রমণ করিয়াছিলেন, এই ক্রমদীপিকাদি আগমবাক্য অনুসারে এক হইয়া অগণিত গোপপত্নীর সহিত রমণ করিলেন কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'যোগেশ্বরেশ্বরঃ', সৌভরি প্রভৃতি যোগিগণ, তাঁহাদের ঈশ্বর রুদ্র প্রভৃতি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদেরও ঈশ্বর। তাৎপর্য্য এই—যোগেশ্বরগণ যদি যোগবলে নানাবিধ শরীর রচনা করিয়া একদা নানা কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ ইহাদের ঈশ্বর এবং অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন, সুতরাং তিনি

অচিন্ত্য শক্তিবলে শরীর রচনা ব্যতিরেকেও নানাবিধ কার্য্য সাধন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? যেমন পরে বলিবেন—"চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্" (১০।৬৯।২), অর্থাৎ এক ভগবান্ এক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোল হাজার বরাঙ্গনা-গণের পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। (ইহা যোগিগণের ন্যায় কায়ব্যূহ হইলে দেবর্ষি শ্রীনারদের বিস্ময় হইত না, বুঝিতে হইবে।) ॥৪২

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতি-
র্ব্যরোচতৈণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—উদারচেষ্টিতঃ (প্রশস্তচেষ্টাশীলঃ) উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দ-দীধিতিঃ (উদারহাসশ্চদ্বিজাশ্চ তেষু কুন্দবৎ দীধিতির্যস্য সঃ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিঃ (প্রিয়স্য ঈক্ষণেন সরাগ-দৃষ্টিপাতেন উৎফুল্লানি মুখানি যাসাং তাভিঃ) সমেতাভিঃ (মিলিতাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) (বৃতঃ সন্) উড়ুভিঃ (তারকাভিঃ) বৃতঃ এণাঙ্কঃ (চন্দ্রঃ) ইব ব্যরোচত (শুশুভে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে উদার চেষ্টাশীল এবং উদার হাস্য ও কুন্দ-কুসুমবৎ শুভ্র দন্ত সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় সরাগদৃষ্টিপাতবশতঃ উৎফুল্ল-বদনা, সম্মিলিতা গোপীগণে পরিবৃত হইয়া তারকা-বেষ্টিত শশধরের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—উদারং তাসাং রতিসুখপ্রদং ভাব-ভক্তানাং তচ্ছ্রবণাদ্যৈঃ প্রেমপ্রদঞ্চ চেষ্টিতং লীলা যস্য সঃ। অচ্যুতঃ যুগপদেব তৎপ্রত্যেকং রমণ-নিষ্ঠাচ্যুতিরহিতঃ উদারৈ-স্তাসাং সুখপ্রদৈর্ম্মহদ্ভির্বা হাসৈর্দ্বিজানাং দন্তানাং কুন্দানামিব প্রকাশিতা দীধি-তির্যস্য সঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদারচেষ্টিতঃ'—উদার বলিতে সেই গোপরামাগণের রতিসুখপ্রদ এবং ভাব-ভক্তগণের তাহা শ্রবণাদিতে প্রেমপ্রদ চেষ্টিত অর্থাৎ লীলা যাঁহার। 'অচ্যুতঃ'—যুগপৎ গোপাঙ্গনাগণের প্রত্যেকের সহিত বিহার করিয়াও যিনি চ্যুতিরহিত। 'উদারহাস-দ্বিজ-কুন্দদীধিতিঃ'— উদার অর্থাৎ তাঁহা-দিগের সুখপ্রদ বা মহৎ হাস্যের দ্বারা যাঁহার শুভ্র দন্তপঙ্ক্তি কুন্দ কুসুমের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছে (সেই শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সম-ধিক শোভিত হইতে লাগিলেন।) ॥ ৪৩ ॥

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতাশতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনম্ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—বনিতাশতযূথপঃ (নারীবৃন্দেষু অধি-পতিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) উদ্গায়ন্ (গানং কুর্ব্বন্) উপগীয়-মানঃ (তাভিঃ গীতমাহাত্ম্যশ্চ) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণ-পুষ্পগ্রথিতাং) মালাং বিভ্রৎ (ধারয়ন্) বনং মণ্ডয়ন্ (ভূষয়ন্) ব্যচরৎ (বিচচার) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তিনি বৈজয়ন্তী মালা পরিধানপূর্ব্বক নারীবৃন্দের অধিপতিরূপে সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। কামিনীগণও তদীয় মাহাত্ম্য গান করিতেছিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণবনভূমি বিভূষিত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—তাভিরুপ আধিক্যেন গীয়মানঃ রাগ-স্বরতালাদ্যৈঃ। তত্র তালত্রয়েণ গীতং যথা—"বদনং মধুরিমসদনং চলনং দলনং করীন্দ্রকীর্ত্তী-নাম্। হসিতং সুদৃগভিলষিতং তব সবয়ঃ পাতু মামনিশ"মিতি। স্বয়ঞ্চ বনিতানাং শতযূথানি পান্তি যাস্তা মুখ্যতমাঃ শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদ্যাস্তদনুগানরীত্যা তেনৈব গীতেন প্রত্যেকমুদ্গায়ন্। কৃচিদেকস্বর-পরিবর্ত্তেন পরস্পরগানং উদ্গীতং যথা "ত্বদ্বদনং সদনং মধুরিম্ণাং তত্র হন্ত দৃগন্তবিলাসাঃ। তেষ্ব-সমাং সুষমামুপজগ্মুঃ সুন্দরী, "কামকলাঃ সকলাস্তা" ইতি। "কান্তে ত্বদাস্যোদয়দত্তমিন্দুর্মৃগচ্ছলাদ্দুর্যশএব ধত্তে। জনোপহাসা সহ নোহথবা কিং দ্বিজোহপি মূঢ়ো গরলং জঘাসে"তি। অত্র সুন্দরীত্যত্র সুন্দরেতি কান্তে ইত্যত্র কান্ত ইতি প্রযুঞ্জানঃ প্রেয়সীজনোহনু-গায়তি স্মেতি রীতিঃ। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্প-গ্রথিতাং পঞ্চবর্ণা বৈজয়ন্তীতি বচনাৎ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উপগীয়মানং'—তাঁহাদিগের দ্বারা আধিক্যরূপে স্বর-তালাদির দ্বারা উপগীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে বন-ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে তালত্রয়ের দ্বারা (গোপীগণের) গীত যেমন

"বদনং মধুরিম-সদনং", অর্থাৎ যাঁহার বদন সর্ব্ব-মাধুর্য্যের আস্পদ, গজেন্দ্রের গমনকে বিদলিত করিয়া যাঁহার গমন, যাঁহার হাস্য সুলোচনাদিগের অভিলষিত, তোমার সেই কৈশোর বয়স আমাকে নিরন্তর রক্ষা করুক ইত্যাদি। 'বনিতাশত-যূথপঃ উদ্গায়ন্'—শত বনিতামধ্যে যূথপতিতুল্য শ্রীকৃষ্ণ, বনিতাগণের শত শত যূথকে যাঁহারা পালন করেন, সেই মুখ্যতমা শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির অনুগানের রীতি অনুসারে সেই গীত দ্বারাই নিজেও উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। কোথাও একস্বর পরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পরের যে গান, তাহা 'উদ্গীত', যেমন—'ত্বদ্বদনং সদনং মধুরিম্নাং', অর্থাৎ হে সুন্দরি! তোমার বদন মাধুর্য্যের সদন, যাহাতে সমস্ত দিক্ বিলসিত এবং সকল কামকলা অতুলনীয় সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি। অথবা—'কান্তে ত্বদাস্যোদয়',—অর্থাৎ হে কান্তে! তোমার মুখচন্দ্রের উদয়ে গগনের চন্দ্র মৃগলাঞ্ছনের দুর্যশ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের সহিত জনগণের উপহাসাস্পদ হইয়াছে, অথবা মূঢ় চন্দ্রও কি গরল পান করিয়াছিল ইত্যাদি। এখানে 'সুন্দরি' স্থলে 'সুন্দর', 'কান্তে' স্থলে 'কান্ত'—ইত্যাদি প্রয়োগ করতঃ প্রেয়সীগণের সহিত গান করিতেছিলেন—এই রীতি। 'বৈজয়ন্তীং বিভ্রদ্'—পঞ্চবর্ণ পুষ্পদ্বারা রচিত বৈজয়ন্তী মালাধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪ ॥

নদ্যাঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকম্ ।
জুষ্টং তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা ॥ ৪৫ ॥
বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-
নীবী-স্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ ।
ক্ষ্বেল্যাবলোক-হসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণা-
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) গোপীভিঃ (সহ) তত্তরলানন্দিকুমুদামোদবায়ুনা (তস্যাঃ নদ্যাঃ তরলৈঃ তরঙ্গৈঃ আনন্দী শৈত্যমান্দ্যাভ্যাং আনন্দদায়কঃ তথা প্রফুল্লানাং কুমুদানাং আমোদঃ সুগন্ধঃ যত্র তাদৃশো যো বায়ুঃ তেন জুষ্টং সেবিতং) হিমবালুকং (শীতলবালুকাময়ং) নদ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনং (সৈকতং) আবিশ্য বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ-করালকোরু-নীবী-স্তনালভন-নর্ম্ম-নখাগ্রপাতৈঃ (বাহুপ্রসারশ্চ পরিরম্ভঃ আলিঙ্গনঞ্চ করালকাদীনাং আলভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্ম পরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ তথা) ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈ (ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়য়া অবলোকৈঃ হসিতৈশ্চ) ব্রজসুন্দরীণাং (গোপীনাং) রতিপতিং (কামং) উত্তম্ভয়ন্ (উদ্দীপয়ন্) রময়াঞ্চকার (তাঃ গোপীঃ রময়ামাস) ॥ ৪৫-৪৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপীগণের সহিত যমুনার তরঙ্গস্পর্শে শৈত্য ও মান্দ্যগুণযুক্ত বলিয়া আনন্দপ্রদ এবং বিকসিত কুমুদ পুষ্পের সুগন্ধময় সমীরণ সেবিত, শীতল বালুকাপূর্ণ যমুনা-পুলিনে প্রবেশ করিয়া ভুজ প্রসারণ, আলিঙ্গন, হস্ত, অলকা, উরু, নীবী ও স্তনদেশ স্পর্শ, ক্রীড়াসহকারে দৃষ্টিপাত এবং হাস্য দ্বারা গোপীগণের কামভাব উদ্দীপিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৫-৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যা নদ্যাস্তরলৈস্তরঙ্গৈরানন্দীতি শৈত্যমান্দ্যাভ্যামানন্দদায়কশ্চ রাত্রাবপি প্রফুল্লানাং কমলানামামোদো যতঃ সচ তেন বায়ুনা রেমে। "জুষ্ট"মিতি পাঠে রময়াঞ্চকারেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। "কুমুদামোদেতি তরলানন্দেতি" চ কৃচিৎ পাঠঃ। বাহুপ্রসারস্তাসাং স্ব-স্ব-বক্ষসি স্বস্তিকীভূতানাং ভুজানাং প্রসারণং সচ পরিরম্ভশ্চ করাদীনামালভনং স্পর্শশ্চ নর্ম্মপরিহাসশ্চ নখাগ্রপাতশ্চ তৈঃ ক্ষ্বেল্যা ক্রীড়োক্ত্যা অবলোকৈশ্চ হসিতশ্চ রতিপতিং প্রেমাত্মকং কামং তাসাং স্বস্য চ উত্তম্ভয়ন্ উদ্দীপয়ন্ তাবদ্ভিরেব স্বপ্রকাশৈঃ প্রত্যেকং রময়াঞ্চকার। ননু, চ তাবত্যেব পুলিনে বহুগোপীজনসংঘট্টে নিরাবরণত্বাৎ সৌরততত্ত্বাদ্যভাবাচ্চ প্রত্যেকং তাভিঃ শতকোটিপ্রমদাভিঃ সহ সম্প্রয়োগলীলা ন সংগচ্ছতে? সত্যং, ভগবন্মূর্ত্তেরিব বৃন্দাবনভূমেরপি বিভুত্বাৎ তিলমাত্রপ্রদেশস্যাপ্যতিস্ফারত্বং সাবরণবিবিধকুঞ্জবত্ত্বং গন্ধমাল্যতাম্বূলাদিসহিতবিচিত্রসৌরভপুষ্পতল্পবত্ত্বঞ্চ দুর্ঘটঘটনাপটীয়স্যা যোগমায়য়ৈব প্রকাশিতং লীলান্তে পুনরাবৃতঞ্চেতি সুসঙ্গতিকমেবৈতৎ ॥ ৪৫-৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্তরলানন্দি'—যমুনার তরঙ্গস্পর্শে শৈত্য ও মান্দ্যগুণযুক্ত বলিয়া আনন্দপ্রদ এবং রাত্রিকালেও বিকসিত কমলের পরিমলবাহী সমীরণে পরিষেবিত শীতল বালুকাময় রতিযোগ্য

যমুনাপুলিনে গোপাঙ্গনাদিগকে লইয়া গিয়া বৈদগ্ধী-বিশেষ দ্বারা বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখানে 'জুষ্টং'—এই পাঠে 'রময়াঞ্চকার' এই পদের সহিত অন্বয়। 'কুমুদামোদ' এবং 'তরলানন্দ'—এইরূপ পাঠান্তর আছে। 'বাহুপ্রসার-পরিরম্ভ'—ইত্যাদি, তাঁহাদিগের নিজ নিজ বক্ষে স্বস্তিকীভূত ভুজসমূহের প্রসারণ, আলিঙ্গন, কর প্রভৃতির স্পর্শ, পরিহাস এবং নানাবিধ ক্রীড়ার সহিত অবলোকন ও হাস্য দ্বারা তাঁহাদিগের এবং নিজের 'রতিপতিং উত্তম্ভয়ন্'—প্রেমাত্মক কাম উদ্দীপ্ত করতঃ, তত সংখ্যক নিজ প্রকাশের দ্বারা প্রত্যেকের সহিত বিহার করিয়াছিলেন। যদি বলেন—অল্প পরিমিত নিরাবরণ সুরতোচিত শয্যাশূন্য যমুনা-পুলিনে বহু গোপীগণের মধ্যে শত কোটি প্রমদার প্রত্যেকের সহিত সম্প্রয়োগ-লীলা কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে? তদুত্তরে—যেরূপ ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, সেরূপ শ্রীবৃন্দাবন ধামও সর্ব্বব্যাপী। অতএব বৃন্দাবনের সর্ব্বব্যাপীত্ব-হেতু তিলমাত্র পরিমিত স্থানেরও বিস্তৃতত্ব সম্ভব হয় এবং অঘটন ঘটনপরা যোগমায়ার বলে আবরণযুক্ত বিবিধ কুঞ্জ এবং প্রত্যেক কুঞ্জমধ্যে গন্ধ, মাল্য, তাম্বূল সহিত বিচিত্র পুষ্পশয্যা রচিত হইয়াছিল এবং লীলান্তে পুনরায় সঙ্কোচিত হইয়া যাইত ॥ ৪৫-৪৬ ॥

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোঽধিকং ভুবি ॥৪৭

অন্বয়ঃ—এবং (প্রকারেণ) মহাত্মনঃ ভগবত কৃষ্ণাৎ লব্ধমানাঃ (লব্ধকামাঃ গোপ্যঃ) মানিন্যঃ (অভিমানবত্যঃ সত্যঃ) হি আত্মানং (স্বং) ভুবি (পৃথিব্যাং) স্ত্রীণাং (সকল-কামিনীনাং মধ্যে) অধিকং (শ্রেষ্ঠং) মেনিরে (নির্দ্ধারয়ামাসুঃ) ॥৪৭॥

অনুবাদ—এইরূপে মহাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে লব্ধকামা গোপীগণ অভিমানযুক্ত হইয়া নিজকে পৃথিবীর সকল কামিনীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—অধুনা "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোঽভিবর্দ্ধতে" ইতি ভরতন্যায়াদ্রসপুষ্ট্যর্থং লীলাশক্ত্যোবাবির্ভাবিতম্। বিপ্রলম্ভব্যাজমাহ—এবমিতি। মহাত্মন দিব্যাতিদিব্যনায়কবৃন্দেভ্যঃ শ্রেষ্ঠাৎ ভগবতস্তত্রাপি কৃষ্ণাৎ স্বয়ং রূপাৎ লব্ধমানাঃ প্রাপ্তাদরাঃ। শ্রীকৃষ্ণ-রমণপ্রাপ্ত্যা ভুবি ভূতলস্থানামেব স্ত্রীণাং মধ্যে আত্মানং প্রত্যেকমেব স্বং অত্যধিকং মেনিরে। মানিন্যঃ প্রত্যেকং অহমেবাতিসুভগেতি মাননাম্নীন্যঃ গর্ব্ববত্যঃ ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন", অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ব্যতিরেকে সম্ভোগের পুষ্টি হয় না, কিন্তু বিপ্রলম্ভ রসের আবির্ভাব হইলে সম্ভোগরসের পুষ্টি হইয়া থাকে, যেমন বস্ত্রাদি কষায়িত (গৈরিকাদি বর্ণে রঞ্জিত) হইলে অত্যন্ত রাগ (উজ্জ্বলতা) বৃদ্ধি হয়—ভরত মুনির এই ন্যায় অনুসারে রসপুষ্টির নিমিত্ত লীলাশক্তির দ্বারা আবির্ভাবিত বিপ্রলম্ভরূপ রসবিশেষ বলিবার উপক্রম করিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ এই প্রকারে 'মহাত্মনঃ'—দিব্যাতিদিব্য সর্ব্বনায়ক অপেক্ষা পরম শ্রেষ্ঠ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট সম্মান লাভে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় প্রাপ্তিতে অভিমানিনী হইয়া এই ভূমণ্ডলে বর্ত্তমান যাবতীয় স্ত্রীগণের মধ্যে আপনাকে অধিক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। 'মানিন্যঃ'—প্রত্যেকে আমিই অতিশয় সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া গর্ব্বিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়াবর্ণনং নামৈকোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—কেশবঃ তাসাং (মানিনীনাং গোপীনাং) তৎসৌভগমদং (সৌভাগ্যজনিতং গর্ব্বং তথা) মানং চ (অভিমানঞ্চ) বীক্ষ্য প্রশমায় (গর্ব্বনিবারণায়) প্রসাদায় (প্রসাদনায় চ) তত্র এব (পুলিনে) অন্তরধীয়ত (অন্তর্হিতোঽভূৎ) ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সৌভাগ্য-জনিত গর্ব্ব এবং অভিমান দর্শন করিয়া তাহা নিবারণের

জন্য এবং অনুগ্রহার্থ সেই যমুনা পুলিনেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সর্ব্বাসু তাসু ভগবতঃ সাধারণ্যেনৈব রমণাৎ যা সর্ব্বমুখ্যতমা বৃষভানুকুমারী সা সহসোদ্ভবদীর্ষ্যাকষায়িতাক্ষী মানিনা বভুব। ততো নুন্যা অন্যাঃ সৌভাগ্যগর্ব্ববত্যো বভূবুরিত্যত্তুতে বৈমত্যে সতি ভগবতৈব যত্তত্র সমাহিতং তদাহ,—তাসামিতি। তাশ্চ সা চেত্যেকশেষেণ তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং তস্যা বৃষভানু-কুমার্য্যাশ্চেত্যর্থঃ। ক্রমেণ তৎ তং সৌভগমদং মানঞ্চ বীক্ষ্য, স চাসৌ সৌভগমদশ্চ তমিতি সমাসো বা। "তং সৌভগমদ"মিতি বা পাঠঃ। প্রশমায়, তাসাং সৌভগমদং প্রশময়িতুং প্রসাদায় তাং মানবতীং প্রসাদয়িতুঞ্চ, কেশবঃ কো ব্রহ্মা ঈশশ্চ তাবপি বয়তে প্রশাস্তীতি তস্য সৌভগমদপ্রশমনে কঃ প্রয়াস ইতি ভাবঃ। কেশান্ বয়তে সংস্করোতীতি কেশপ্রসাধনাদিনা তস্যাঃ প্রসাদনায়াং রসিকশেখরস্য চাতুর্য্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অন্তরধীয়তেত্যার্ষং অন্তরদধাদিত্যর্থঃ। "ধীঞ অনাদরে" ইতি দৈবাদিকস্য বা রূপম্। অত্রাগ্রিমগ্রন্থদৃষ্ট্যা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং বলাদ্‌গৃহীত্বৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্রৈব নত্বন্যত্র গচ্ছংস্তাভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ঊনত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীভগবান্ সমস্ত গোপীদিগকে সাধারণভাবে রমণ করিলেন, এই কারণে সকলের মুখ্যতমা যে বৃষভানুকুমারী, তিনি সহসা মনে ঈর্ষাকষায়িতাক্ষী মানিনী হইলেন এবং তদতিরিক্তা অন্য যাবতীয় গোপীগণ সৌভাগ্যগর্ব্ববতী হইলেন। এই প্রকারে বৈমত্য হইলে শ্রীভগবান্ তখন যাহা সমাধান করিলেন, তাহা বলিতেছেন—'তাসাং', সেই ব্রজসুন্দরীদিগের সৌভাগ্য জন্য মদ ও শ্রীবৃষভানুকুমারীর মান দেখিয়া, সেই সৌভাগ্যমদের প্রশমন ও মানবতীকে প্রসাদন করাইবার নিমিত্ত, 'কেশব'—অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও শাসন করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে ব্রজাঙ্গনাদিগের সৌভাগ্য-মদ প্রশমনে কিছুই প্রয়াস নাই। পক্ষান্তরে—'কেশব' বলিতে কেশ সংস্কারের অর্থাৎ কেশ প্রসাধনাদি দ্বারা শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রসাদনে অবশ্য চাতুর্য্য আছে—এই ভাবার্থ। সেই শ্রীবৃষভানুনন্দিনীকে বলপূর্ব্বক লইয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। পরন্ত অন্যত্র কোথাও যাইয়া তাঁহাদিগের অদৃষ্ট হইলেন না। তাহাও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়াই সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অন্তর্হিতে ভগবতি সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যংস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্য ইব যূথপম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিরহসন্তপ্ত গোপীগণের অতিদীর্ঘ নিশায় উন্মত্তবৎ বনে বনে ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ বর্ণিত হইয়াছে।

রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে ব্রজাঙ্গনাগণ তদ্‌গতচিত্তে গান করিতে করিতে বনে বনে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ এবং স্থাবর জঙ্গম সকলের নিকটেই শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে অন্বেষণে কাতরা হইয়া তন্মনস্কভাবে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন। বনপ্রদেশে ভ্রমণকালে ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নসহ শ্রীরাধার পদাঙ্কদর্শন করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন যে, শ্রীরাধা নিশ্চয়ই শ্রীহরিকে বিশেষভাবে আরাধনা করিয়াছেন, যার ফলে তিনি একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিয়াছেন। কোন স্থানে শ্রীরাধার পদচিহ্ন-দর্শনাভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে তদীয় আরোহণ, কোথাও শ্রীকৃষ্ণের অসমগ্রপদচিহ্ন দর্শনে প্রিয়ার বিভূষণ জন্য তাঁহার পুষ্পচয়ন, কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার কেশবন্ধনাদির সম্ভাবনা করিয়া দুঃখিতচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরাধা নিজকে অধিক সৌভাগ্যবতী অভিমান করিয়া নিজের গমনাসামর্থ্য জানাইয়া শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। শ্রীমতী তখন ব্যাকুলচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে করিতে সখীগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া স্বীয় গর্ব্বপ্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া চন্দ্রালোকে যতদূর দৃষ্ট হয় ততদূর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া যমুনা পুলিনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সকলে কৃষ্ণগুণগান করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) সহসা এব অন্তর্হিতে (সতি) তং অচক্ষাণাঃ (অপশ্যন্ত্যঃ) ব্রজাঙ্গনাঃ (গোপ্যঃ) যূথপং (করিবরং অপশ্যন্ত্যঃ) করিণ্যঃ (হস্তিন্যঃ) ইব অতপ্যন্ (তাপগ্রস্তা বভূবুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সহসা এইরূপে অন্তর্হিত হইলে করিবরের অদর্শনে হস্তিনীগণের ন্যায় ব্রজনারীগণও তাঁহাকে না দেখিয়া সন্তাপগ্রস্তা হইলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিংশে তু বিরহোন্মত্তাঃ কৃষ্ণং পৃষ্ট্বা নগান্ স্ত্রিয়ঃ।
তল্লীলামনুচক্রুস্তাঃ সন্ত্যজ্য স চ তাং জহৌ ॥ ০ ॥

অচক্ষাণাঃ অপশ্যন্ত্যঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রিংশ অধ্যায়ে বিরহোন্মত্ত গোপীগণ বৃক্ষগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার লীলার অনুকরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে লইয়া যান তাঁহাকেও পরিত্যাগ করেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'অচক্ষাণাঃ' —তাঁহাকে না দেখিয়া (ব্রজাঙ্গনাগণ সন্তাপ করিতে লাগিলেন।) ॥ ১ ॥

গত্যানুরাগ-স্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈ-
র্মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদা রমাপতে-
স্তাস্তা বিচেষ্টা জগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—প্রমদাঃ রমাপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গত্যা (গমনভঙ্গ্যা তথা) অনুরাগ-স্মিত-বিভ্রমেক্ষিতৈঃ (অনুরাগস্মিতাভ্যাং বিভ্রমেক্ষিতানি সবিলাসনিরীক্ষণানি তৈশ্চ তথা) মনোরমালাপ-বিহার-বিভ্রমৈঃ (মনোরমা আলাপাশ্চ বিহারাশ্চ ক্রীড়াশ্চ বিভ্রমা অন্যে চ বিলাসাঃ তৈশ্চ) আক্ষিপ্তচিত্তাঃ (আকৃষ্টহৃদয়াঃ অতঃ) তদাত্মিকাঃ (তস্মিন্ এব আত্মা যাসাং তাঃ তথা সত্যঃ) তাঃ তাঃ (শ্রীকৃষ্ণেনাচরিতাঃ) চেষ্টাঃ (লীলাঃ) জগৃহুঃ (অনুকৃতবত্যঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রমদাগণ শ্রীকৃষ্ণের গমনভঙ্গী, অনু-

রাগ ও মন্দহাস্যযুক্ত সবিলাস দৃষ্টিপাত, মনোরম আলাপ-বিহার এবং অন্যান্য বিলাসবশতঃ আকৃষ্টচিত্তা হইয়াছিলেন, অতএব সকলে তদ্‌গতচিত্তা হইয়া তদীয় আচরিত লীলাসমূহের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—ততস্তমিতস্ততঃ কুঞ্জেষ্বন্বিষ্যন্তীনাং তমপ্রাপ্তবতীনাং প্রতিক্ষণবিবর্দ্ধমানবিরহপীড়য়া যঃ খলূন্মাদঃ সঞ্চারী প্রাদুর্ভূতস্তস্য প্রাকট্যপ্রকারং বর্ণয়তি,—গত্যেতি দ্বাভ্যাম্‌। রমাপতেঃ সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পত্তিস্বামিনঃ কৃষ্ণস্য গত্যা স্বাভাবিকেন পাদবিন্যাসেন প্রথমং স্বান্তিকাগমনং আগত্য যানি অনুরাগযুক্তানি স্মিতানি চ বিশিষ্টো ভ্রমো ভ্রমণং তারকায়াং যত্র তত্র ভূতানীক্ষিতানি চ তৈঃ। ততশ্চ মনোরম আলাপঃ,—অয়ি স্থলকমলিনি, অতিতৃষ্ণার্ত্তায় মধুপায় স্বমকরন্দং দাস্যসি ন বা ? ভো ভ্রমর, পদ্মিন্যাঃ পতিঃ সূর্য্য এব নতু ভ্রমরস্তৎ কথং ত্বাং স্বং স্বীয়ং মধু পায়য়িষ্যতি ? ভোঃ পদ্মিনি, পদ্মিনীনাং ভবতীনাং স্বভাব এবায়ং যত্তাঃ স্বপতিং সূর্য্যং স্বীয় মধু নৈব পায়য়ন্তি কিন্তুপপতিং ভ্রমরমেবেতি। ততস্তদালাপেনৈব পরাজিতয়া বিহসন্ত্যা তয়া সহ অধরমধুপানাদিবিহারঃ। এবম্বা আং জানামি মৎসমীপস্থ-নীপতরুতলং গচ্ছন্তীং ত্বাং মহাদর্পকঃ সর্পোঽদশৎ। তদ্বিষং তে বক্ষস্থলপর্য্যন্তমুদসর্পৎ। তদপি ত্বং কুলবধূত্বাদেব মাং তদুপশমং ন পৃচ্ছসি তদহং দয়ালুত্বাৎ স্বয়মেব ত্বদন্তিকমেত্য তদ্বিষোপশমকং মন্ত্রং পঠন্‌ করতলাভ্যাং ত্বদঙ্গং সংঘট্টয়ামি। ভো ভো জাঙ্গলিক, ন মাং সর্পোঽদশৎ। যাং সর্পো দশতিস্ম তদগাত্রমেব করতলাভ্যাং সংঘট্টয়। ভো কুলাঙ্গনে, ত্বদীয়-গদ্‌গদ্‌স্বরাদেব বিষজ্বালাকুলত্বং তব জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞাত্বাপি যদ্যপ্যহং ত্বামুপেক্ষে তদা মাং স্ত্রীবধো লগিষ্যতীত্যন্তদ্বিষমুপশময়িষ্যাম্যেবেত্যুক্ত্বা তস্যা বক্ষঃস্থলে নখরার্পণাদিকং চকার। ততো বিহারঃ সম্প্রয়োগঃ ততো বিভ্রমঃ কামোন্মত্ততা। যদুক্তং,—"চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মত" ইতি। তৈর্বিরহাবস্থায়ামতিশয়েন স্মৃত্যারূঢ়ৈরাক্ষিপ্তানি,—অরে কিমিহ কুরুধ্বে বহির্ভূয় প্রাণপ্রেষ্ঠমন্বেষ্টুং গচ্ছতেতি তিরস্কৃত্য দেহতো নিঃসারিতানীব স্বচিত্তানি যাভিস্তাঃ যতঃ প্রমদাঃ প্রকর্ষেণ মাদ্যন্তীতি তাঃ। ততশ্চোন্মাদং প্রাপ্য তদাত্মিকাস্তস্যৈবাত্মনো মনোবুদ্ধ্যাদয়ো যাসাং তাঃ অতস্তাস্তাঃ তদীয়া বিবিধাশ্চেষ্টা জগৃহুঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকগ্রহণাদীনুচক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জসমূহের মধ্যে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করতঃ কোথাও তাঁহাকে না পাওয়ায় প্রতিক্ষণে বিবর্দ্ধমান বিরহ পীড়া দ্বারা তাঁহাদিগের যে উন্মাদ সঞ্চারী ভাব প্রকটিত হইতেছিল, তাহার প্রকটের প্রকার দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'গত্যানুরাগ' ইত্যাদি। 'রমাপতেঃ'—রমাপতির অর্থাৎ সর্ব্বসৌন্দর্য্য সম্পত্তির স্বামী শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক পদবিন্যাস দ্বারা স্বসমীপে আগমন এবং আগমনান্তে তাঁহার অনুরাগযুক্ত হাস্য ও চঞ্চল নয়ন, অপি চ 'মনোরমালাপ'—তাঁহার মনোহর আলাপ, যেমন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রতি বলিতেন—'অয়ি স্থলকমলিনি ! অতিতৃষ্ণার্ত্ত ভ্রমরকে স্বীয় মকরন্দ প্রদান করিবে কি না ? তদুত্তরে ব্রজাঙ্গনাগণ বলিতেন—'ওহে ভ্রমর ! পদ্মিনীর পতি সূর্য্যই বটে, পরন্তু ভ্রমর নহে, অতএব পদ্মিনী তোমাকে কেনই বা স্বীয় মধু পান করাইবে, কখনও করাইবে না।' শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন—'ভো পদ্মিনি ! তোমরা পদ্মিনী, পদ্মিনী জাতির স্বভাবই এই যে—তাহারা স্বপতি সূর্য্যকে মধু পান করায় না, কিন্তু উপপতি ভ্রমরকেই মধু পান করাইয়া থাকে'—ইত্যাদি আলাপেই পরাজিতা হইয়া কোন ব্রজদেবী হাসিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধর মধুপানাদি (মুখ চুম্বনাদি) বিহার করিতেন।

এই প্রকার কখনও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন—হ্যাঁ জানিয়াছি, তুমি যখন মৎসমীপস্থ কদম্ব তরুর মূলদেশ দিয়া গমন করিতেছিলে, তখন তোমাকে এক মহাদর্পক সর্প দংশন করিয়াছিল, সেই বিষ তোমার বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, তথাপি তুমি কুলবধূ বলিয়াই লজ্জাভরে সেই বিষের উপশমনকারী আমাকে বল নাই, পরন্তু আমি দয়ালুত্ব-হেতু স্বয়ং তোমার সমীপে গমন করিয়া সেই বিষোপশমক মন্ত্র পাঠ করতঃ দুই হস্তে তোমার অঙ্গ সম্মর্দ্দন করিয়া দিব। তখন সেই ব্রজদেবী বলিতেন—হে জাঙ্গলিক (বিষবৈদ্য) ! আমাকে সর্প দংশন করে নাই, যাহাকে সর্প দংশন করিয়াছে, তুমি তাহার

নিকট গিয়া করযুগল দ্বারা তাহার গাত্র সম্মর্দ্দন কর।

তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেন—হে কুলাঙ্গনে! তোমার গদ্‌গদ স্বরেই আমি বুঝিয়াছি যে তুমি বিষের জ্বালায় আকুল হইয়া পড়িয়াছ, ইহা জানিয়াও যদি আমি তোমাকে উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই স্ত্রীবধের পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে, অতএব আমি সেই বিষোপশমন করিবই করিব, এই বলিয়া সেই ব্রজ-দেবীর বক্ষঃস্থলে নখার্পণাদি করিতে লাগিলেন। 'বিহার-বিভ্রমৈঃ আক্ষিপ্তচিত্তাঃ'—তৎপর বিহার, সম্প্রয়োগ, তদনন্তর বিভ্রম, কামোন্মত্ততা অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তির অনবস্থান। যেমন উক্ত হইয়াছে—"চিত্তবৃত্ত্য-নবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো মতঃ", অর্থাৎ শৃঙ্গারহেতু চিত্তবৃত্তির অনবস্থানকে বিভ্রম বলে। তাঁহার বিহা-রাদির ভাবনায় বিরহাবস্থায় তত্তৎ বিষয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহারা উন্মত্তচিত্তা হইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ "ওরে চিত্ত! এখানে আর কি করিতেছ? একবার বহির্গত হইয়া প্রাণপ্রিয়ের অন্বেষণে গমন কর" ইত্যাদি তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন—দেহ হইতে চিত্ত নিঃসারিত হইয়াছে। তদনন্তর উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তদাত্মিকাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণে-রই মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতি যেন তাঁহাদের হইল। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণের বিবিধ চেষ্টার অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

গতি-স্মিত প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ।
অসাবহন্ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—প্রিয়াঃ অবলাঃ (গোপ্যঃ) গতি-স্মিত-প্রেক্ষণ-ভাষণাদিষু (গত্যাদিক্রিয়াসু) প্রিয়স্য (শ্রী-কৃষ্ণস্য) প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ (প্রতিরূঢ়াঃ সদৃশীভূতাঃ মূর্ত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়াদিসংঘতাত্মকাঃ দেহা যাসাং তাঃ) কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ (কৃষ্ণস্য বিহারং বিভ্রমঞ্চ প্রাপ্তাঃ অতঃ) তদাত্মিকাঃ (কৃষ্ণাত্মিকাঃ সত্যঃ) অহং তু অসৌ (কৃষ্ণঃ) ইতি ন্যবেদিষুঃ (নিবেদিতবত্যঃ, অন্যোন্যং জ্ঞাপয়ামাসুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ গমন, হাস্য, অবলোকন এবং আলাপাদি বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের তুল্যমূর্ত্তি ধারণ এবং তদীয় বিহার ও বিভ্রমলাভ করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা হইয়া পরস্পর "আমিই সেই কৃষ্ণ" এইরূপ জ্ঞাপন করিতেছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যৈবোন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে সতি তাসাম-বস্থামাহ, গতীতি। প্রিয়স্য গত্যাদিষু পূর্ব্বোক্তেষু প্রতিরূঢ়া মূর্ত্তয়ো দেহা যাসাং তাঃ। আদৌ প্রিয়স্য গতিস্মিতাদয় আসাং প্রত্যেকং মূর্ত্তৌ চিত্তেন্দ্রিয়াদি-ষষ্যামারূঢ়াঃ ততস্তেষু গতিস্মিতাদিষু আসাং মূর্ত্তিশ্চ প্রত্যারূঢ়া ইত্যর্থঃ। ততশ্চোন্মাদাদেকীভাবে সতি অসৌ কৃষ্ণ এবাহং কিম্বা অহমেব কৃষ্ণ ইত্যাদি সাব-ধারণাং ভাবনাং বিহায় অসাবহং কৃষ্ণোঽহমিতি রসাস্বাদপ্রৌঢ়িময়ীমবস্থাং প্রাপ্য তদাত্মিকাঃ প্রাপ্তকৃষ্ণ-তাদাত্ম্যাঃ নতু অহংগ্রহোপাসনাবশাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। প্রিয়াঃ প্রিয়স্যেত্যুক্তেঃ। ন্যবেদিষুঃ পরস্পরং নিবে-দিতবত্যঃ নতু বয়ং ব্রজস্ত্রিয়ঃ মনাগপি কা অপি জানন্তি স্মেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ কৃষ্ণবিহারৈঃ স্মর্য্য-মাণৈর্বিভ্রম উন্মাদো যাসাং তাঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সেই উন্মাদের প্রৌঢ়ত্ব দশায় তাঁহাদিগের অবস্থা বলিতেছেন—'গতি-স্মিত' ইত্যাদি। প্রিয়তমের পূর্ব্বোক্ত গতি, স্মিত প্রভৃতিতে 'প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ'—প্রতিরূঢ় হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহাদের, মূর্ত্তি বলিতে ইন্দ্রিয়াদি সমষ্টিস্বরূপ দেহ প্রতিরূঢ় অর্থাৎ সদৃশীভূত হইয়াছে যাঁহাদের অর্থাৎ যে গোপী-দিগের কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের যাবতীয় কার্য্যাদি, শ্রীকৃষ্ণের গমনাদির তুল্য হইয়াছে। প্রথমতঃ প্রিয়-তমঃ শ্রীকৃষ্ণের গতি, মধুর হাস্য প্রভৃতি ইঁহাদিগের প্রত্যেকের চিত্তেন্দ্রিয়াদিতে আরূঢ় হইল, তারপর সেই গতি-স্মিত প্রভৃতিতে ইঁহাদিগের মূর্ত্তি প্রতিরূঢ় অর্থাৎ সদৃশীভূত হইল—এই অর্থ। তারপর উন্মাদবশতঃ একীভাব প্রাপ্ত হইলে 'সেই কৃষ্ণই আমি, কিম্বা আমিই কৃষ্ণ'—এই প্রকার রসাস্বাদ প্রৌঢ়িময়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া, 'তদাত্মিকাঃ'—কৃষ্ণতাদাত্ম্য ভাব লাভ করিলেন। কিন্তু এই অবস্থাটি 'অহংগ্রহ উপাসনা' (বা অদ্বৈতবাদীর 'অহং ব্রহ্মাস্মি') অনুভূতি নহে। ইহা প্রেম-তন্ময়তা-বশতঃ রসের লীলা-সাগরে একটি অনুভাব-বিশেষ। যেহেতু 'প্রিয়াঃ প্রিয়স্য'—কৃষ্ণের

প্রিয়াগণ শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক প্রেমবতী ছিলেন। 'ন্যবেদিষুঃ'—এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পর নিবেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমরা ব্রজরমণী'—ইহা কেহ জানিতে পারিলেন না। তাহার কারণ 'কৃষ্ণ-বিহার-বিভ্রমাঃ'—কৃষ্ণের বিহার স্মর্য্যমাণ হওয়ায় তাঁহাদের বিভ্রম অর্থাৎ উন্মাদ দশা উপনীত হইয়াছিল। (অথবা কৃষ্ণবিহারের ভ্রান্তিযুক্তা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিহার করেন, তদ্রূপ আপনাদের বিহারের সাদৃশ্য সম্পাদন জন্য ভ্রান্তিযুক্তা হইয়া পরস্পর নিবেদন করিতে লাগিলেন।) ॥ ৩ ॥

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ (অপি চ) সংহতাঃ (সর্ব্বাঃ মিলিতাঃ সত্যঃ) উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ) অমুং (কৃষ্ণং) এব গায়ন্ত্যঃ উন্মত্তকবৎ (ক্ষিপ্তবৎ) বনাৎ বনং (বনান্তরং) বিচিক্যুঃ (অমৃগয়ন্ অপি চ) আকাশবৎ (আকাশমিব) ভূতেষু (সর্ব্বত্র চরাচরেষু) অন্তরং বহিঃ (চ) সন্তং (অন্তর্য্যামিত্বেনানুপ্রবিষ্টং (পুরুষং (শ্রীকৃষ্ণং শ্রীকৃষ্ণবার্ত্তাং) বনস্পতীন্ (বৃক্ষাণাং সমীপে) পপ্রচ্ছুঃ (জিজ্ঞাসয়ামাসুঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ সকলে মিলিত হইয়া উচ্চরবে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে উন্মত্তবৎ বন হইতে বনান্তরে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং আকাশের ন্যায় চরাচরে অন্তরে ও বাহ্যদেশে সর্ব্বত্র অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের বার্ত্তা বৃক্ষগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যদা চ স তাসামুন্মাদঃ স্বপ্রৌঢ়িমানং বিহায় মন্দীবভূব তদা তা অর্দ্ধবাহ্যানুসন্ধানবত্যো যথা চেষ্টন্তে স্ম তদ্বর্ণয়তি,—গায়ন্ত্য ইতি। কান্ত-বিচ্ছেদেন দুঃখিন্যো বয়ং ব্রজস্ত্রিয়স্তমন্বেষয়ামঃ ইতি বাহ্যানুসন্ধানম্। সংহতা মিলিতা বনাদ্বনং গচ্ছন্ত্য উন্মত্তকবদীষদুন্মত্তা ইব। অল্পার্থে কঃ প্রত্যয়ঃ। পুরুষং শ্রীকৃষ্ণং বনস্পতীন্ পপ্রচ্ছুরিত্যুন্মাদলক্ষণম্। ননু, সর্ব্বমুখ্যয়া বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহ কৃষ্ণস্তদা সুখেন রমত এবেতি জানীমঃ, কিন্তু তদ্বিরহদুঃখোন্মত্তানামাসাং গোপীনামুন্মাদপ্রশ্নাদিকং স জানাতি ন বেত্যতো বিশিনষ্টি। ভূতেষু সর্ব্বেষ্বেব অন্তরং বহিশ্চ আকাশবদ্ব্যাপ্য সন্তমপি তেন কৃষ্ণস্বরূপস্যাপরিচ্ছিন্নত্বেঽপি সর্ব্বগতত্বাত্তাসাং প্রশ্নাদিকং স তত্র তত্রৈবালক্ষ্যমাণ শৃণোত্যেবেতি দ্যোতিতম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যখন ব্রজাঙ্গনাদিগের সেই উন্মাদভাব স্বপ্রৌঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ শৈথিল্য হইল, তখন তাঁহারা অর্দ্ধবাহ্যানুসন্ধান লাভ করিয়া যাহা আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'গায়ন্ত্য উচ্চৈঃ' ইত্যাদি আমরা ব্রজস্ত্রীগণ কান্তবিচ্ছেদে দুঃখিতা সুতরাং তাঁহাকে অন্বেষণ করিব—এইরূপ বাহ্যানুসন্ধানযুক্তা হইলেন। তারপর 'সংহতাঃ'—দলে দলে মিলিত হইয়া এক বন হইতে অন্য বনে, 'উন্মত্তকবৎ'—ঈষৎ উন্মত্তের ভাবে, এখানে অল্পার্থে ক-প্রত্যয় হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের কথা বৃক্ষসকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—ইহাই উন্মাদের লক্ষণ। যদি বলেন—সর্ব্বমুখ্যতমা বৃন্দাবনেশ্বরীর সহিত শ্রীকৃষ্ণ তখন সুখে রমণ করিতেছেন—ইহা আমরা জানি, কিন্তু কৃষ্ণবিরহ-দুঃখে উন্মত্ত এই গোপীগণের উন্মাদ-প্রশ্নাদি শ্রীকৃষ্ণ জানিতেছেন কি না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভূতেষু সন্তং', যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে আকাশের ন্যায় ব্যাপিয়া নিত্য বিদ্যমান, বিশেষতঃ কৃষ্ণ-স্বরূপের অপরিচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সর্ব্বগতত্বহেতু তিনি তত্তৎস্থলে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত হইয়া গোপীদিগের প্রশ্নাদি শ্রবণ করিতেছিলেন—ইহা ব্যক্ত হইল ॥ ৪ ॥

দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অশ্বত্থ, (হে) প্লক্ষ (হে) ন্যগ্রোধ, প্রেমহাসাবলোকনৈঃ (প্রেমহাসবিলসিতৈঃ দৃষ্টিপাতৈঃ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ (চিত্তং) হৃত্বা গতঃ (পলায়িতঃ) নন্দসূনুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (দৃষ্টঃ কিম্?) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, (পীলু বৃক্ষ) হে ন্যগ্রোধ, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমহাস্যবিলসিত দৃষ্টিপাতে আমা-

দের চিত্ত হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তোমরা তাহাকে যাইতে দেখিয়াছ কি ? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্নং প্রপঞ্চয়তি নবভিঃ। অত্রাত্যুচ্চতরত্বাদেতে দূরবর্ত্তিনমপি তমবশ্যং পশ্যেয়ুরিতি সম্ভাব্য পৃচ্ছন্তি,—দৃষ্ট ইতি। প্লক্ষঃ পীলু খলিবতি খ্যাতঃ ন্যগ্রোধো বটঃ। কিমর্থং পৃচ্ছথেতি তেষামপি প্রশ্নমাশঙ্ক্যাহুঃ,—নন্দস্য সাধোঃ সূনুরপি নোঽস্মাকং স্ত্রীজনানাং মনো হৃত্বা গতঃ। প্রেম্ণঃ সর্ব্বলোকোন্মাদকমহামোহনৌষধবিশেষেণ সহিতৈঃ হাসাবলোকনৈঃ প্রেষিতৈশ্চৌরৈরস্মাকং নেত্রদ্বারতোঽন্তঃকরণমন্তঃপুরং প্রবেশিতৈর্মনোরত্নং চোরয়িত্বা পলায়িত ইত্যর্থঃ। ক্ষণং স্থিত্বা অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিরিত্যস্মানবজানন্তঃ স্তব্ধা অমী প্রত্যুত্তরং ন দদতে তদলমেতৈঃ ক্ষুদ্রফলৈঃ পরোপকারধর্ম্মানভিজ্ঞৈরপ্রফুল্লৈরশুদ্ধান্তঃকরণৈরিতি তান্ বিহায় অন্যত্র গতাঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদিগের জিজ্ঞাসার বিষয় নয়টি শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন। গোপীগণ ভাবিলেন—'এই অতি উচ্চতর বৃক্ষসকল অবশ্য দূরবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া থাকিবে', এই সম্ভাবনা করতঃ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'দৃষ্টো বঃ কচ্চিদশ্বত্থ', হে অশ্বত্থ! হে প্লক্ষ! (পীলু, পাকুর বৃক্ষ), হে ন্যগ্রোধ! (হে বট) তোমরা কি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ? যদি বলেন—কিজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ?—এইরূপ তাহাদের প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'নন্দসূনুর্গতঃ', সজ্জন নন্দ মহারাজের পুত্র হইয়াও স্ত্রীজন আমাদের মন হরণ করিয়া গমন করিয়াছেন। প্রেমহাসাবলোকনৈঃ'—সপ্রেম হাস্যাবলোকন দ্বারা, অর্থাৎ সর্ব্বলোকের উন্মাদক মহামোহন ঔষধবিশেষ সহিত হাস্যযুক্ত অবলোকনরূপ চোর প্রেরণ করিয়া, তদ্দ্বারা আমাদের নেত্ররূপ দ্বার দিয়া অন্তঃকরণরূপ অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক মনোরত্ন চুরি করিয়া পলায়ন করিয়াছেন, এই অর্থ।

প্রত্যুত্তর প্রাপ্তির প্রত্যাশায় গোপীগণ তথায় ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া প্রত্যুত্তর না পাইয়া বলিলেন—'অহো কিমেতাভিঃ ক্ষুদ্রাভিঃ', কি আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র বৃক্ষসকলের দ্বারা কি হইবে? আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া ইহারা গর্ব্বিত হইয়াই আমাদের বাক্যের কোনরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না, অতএব এই ক্ষুদ্র ফলধারী বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজন নাই, ইহারা পরোপকারক ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ, অপ্রফুল্ল—পুষ্পবিহীন, অশুদ্ধান্তঃকরণ ইত্যাদি বলিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিলেন ॥ ৫ ॥

কচ্চিৎ কুরবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) কুরুবকাশোক-নাগ-পুন্নাগ-চম্পকাঃ, মানিনীনাং (স্ত্রীণাং) দর্পহর স্মিতঃ (দর্পহরং স্মিতং ঈষদ্‌হাস্যং যস্য সঃ) রামানুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইতঃ কচ্চিৎ (গতঃ কিম্? ৬ ॥

অনুবাদ—হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, মানিনীগণের দর্পহর হাস্যনিপুণ শ্রীকৃষ্ণ এদিকে গমন করিয়াছেন কি? ৬ ॥

বিশ্বনাথ—পুষ্পোদ্যানং প্রবিশ্যাহো সত্যমিমে এব শুদ্ধান্তঃকরণাঃ প্রষ্টব্যাঃ যদহো স্বমকরন্দৈর্মধুব্রতানতিথীন্ সেবন্তে ইতি। বৃক্ষানাসাদ্যাহুঃ—কচ্চিদিতি। কুরুবকঃ শোনোঽম্লানঃ। নাগো নাগকেশরঃ। কচ্চিদ্‌গতঃ কিম্বা কচ্চিদিহৈব নিহ্নুত্য স্থিতো বেতি ভাবঃ। ননু, কিমর্থং পৃচ্ছথেত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—মানিনীনাং মানধনানামস্মাকং দর্পং মানং হরতি স্মিতং যস্যেতি বয়ং নির্দ্ধনীকৃতা এবাভূমেতি ভাবঃ। তৈদৈবাকস্মিকেন পবনেন চালিতাগ্রশাখাংস্তানালক্ষ্যাহো শিরধুননেন বয়ং ন জানীম ইতি ব্রুবতে তদলমমীভিঃ কঠোরৈঃ পুরুষজাতিভিরিত্যন্যতো জগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া প্রস্ফুটিত বৃক্ষগুলি দর্শন করিয়া কি আশ্চর্য্য! নিশ্চয়ই ইহারা শুদ্ধান্তঃকরণবিশিষ্ট হইবে, অতএব ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যেহেতু ইহারা স্বীয় মকরন্দ দ্বারা মধুব্রতদিগের আতিথ্য বিধান করিতেছে—এইরূপ জল্পনা করিয়া বৃক্ষদিগের নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—'কচ্চিৎ কুরবরাশোক', হে কুরবক! (শোন ও অম্লান বৃক্ষ), হে অশোক! হে নাগ! (নাগকেশর),

হে পুন্নাগ, হে চম্পক ! তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ? কিম্বা এখানেই কি কোন স্থানে তিনি লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছেন ? —এই ভাব। যদি বলেন—কিজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছ ? ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—'মানিনীনাং দর্পহরস্মিতঃ', যাঁহার সুমধুর হাস্যে মানিনী অর্থাৎ মানধনবতী আমাদিগের দর্প চূর্ণ হয়, অতএব আমরা নির্দ্ধনীকৃতই হইয়াছি। তখন অকস্মাৎ পবন সঞ্চালনে শাখাগ্রভাগ কম্পিত হইল দেখিয়া গোপীগণ বলিলেন—হায় হায় ! বৃক্ষগণ মস্তক কম্পন দ্বারা 'আমরা জানি না' ইহা বলিতেছে, অতএব এই কঠোর পুরুষজাতি বৃক্ষের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কোনও ফলের সম্ভাবনা নাই, এই বলিয়া তাহারা অন্যত্র গমন করিলেন ॥ ৬ ॥

কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণ-প্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রৎ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, কল্যাণি, তুলসি অলিকুলৈঃ (ভ্রমরসমূহৈঃ) সহ ত্বা (ত্বাং) বিভ্রৎ (ধারয়ন্) তে (তব) অতিপ্রিয়ঃ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দৃষ্টঃ কচ্চিৎ (দৃষ্ট কিম্ ?) ৭ ॥

অনুবাদ—হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে, কল্যাণি তুলসি, যিনি ভ্রমরকুলের সঙ্গে তোমাকে ধারণ করেন, তোমার অতিপ্রিয়তম সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছ কি ?॥৭

বিশ্বনাথ—এতা অস্মৎপক্ষগ্রাহিণ্যঃ স্ত্রীজাতয়ঃ স্ত্রীজনহৃচ্ছয়পীড়াং বিদুষ্যঃ কৃপাবত্যো ভবিষ্যন্তি তদিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যাসাদ্য তন্মধ্যে পরমমুখ্যতমাং তুলসীং পপ্রচ্ছুঃ—কচ্চিদিতি। হে কল্যাণীতি বয়মকল্যাণাঃ কৃষ্ণবিচ্ছেদাৎ, ত্বমেব কুশলিনী। তত্র হেতুর্গোবিন্দেতি। যদ্বা, চরণশব্দোঽত্রাদরমাত্রব্যঞ্জকঃ "আচার্য্যচরণা বদন্তী"তিবৎ। ননু, যূয়মপি তচ্চরণপ্রিয়া ভবথৈব সত্যং তদপি সাদৃগুণ্যাধিক্যাত্ত্বমেব সৌভাগ্যবতী বিচ্ছেদাভাবাদিত্যাহুঃ,—ত্বা তাং বিভ্রদেব গতঃ। তত্র তব সৌরভ্যাধিক্যমেব কারণমিতি ব্যঞ্জয়ামাসুঃ। অলিকুলৈঃ সহেতি পরঃসহস্রভ্রমরকৃতোদ্বেগমপ্যগণয়িত্বা তাং বিভ্রদিতি সুগন্ধপ্রিয়েণ তেনাস্মাকমগ্রহণমেতাদৃশ সৌরভ্যবত্ত্বাভাবাদেবেতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই আমাদের পক্ষপাতিনী স্ত্রীজাতি বৃক্ষগণ স্ত্রীজাতির হৃদয়-পীড়া নিশ্চয়ই অবগত আছে, সুতরাং ইহারা আমাদের প্রতি অবশ্যই কৃপাবতী হইবে, অতএব ইহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করি, এই মনে করিয়া গোপীগণ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ঐ স্ত্রীজাতি বৃক্ষসমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কচ্চিৎ তুলসি কল্যাণি !", 'কল্যাণি' এই সম্বোধনের অভিপ্রায়—আমরা কৃষ্ণের বিরহবিচ্ছেদহেতু অকল্যাণী, তুমিই বস্তুতঃ কল্যাণী। তাহার কারণ—'গোবিন্দচরণপ্রিয়ে', তুমি গোবিন্দের চরণপ্রিয়া হইয়াছ। অথবা-চরণ-শব্দ এখানে আদরার্থে, 'আচার্য্যচরণাঃ' ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায়, অর্থাৎ তুমি গোবিন্দপাদের প্রিয়া। যদি বলেন—তোমরাও তাঁহার চরণ প্রিয়া হইয়াছ। সত্য, তথাপি সাদৃগুণ্য আধিক্যহেতু তুমিই সৌভাগ্যবতী, যেহেতু তোমার সহিত কখনও বিচ্ছেদ হয় না, ইহা বলিতেছেন—'ত্বা বিভ্রৎ', তোমাকে সর্ব্বদা ধারণ করিয়াই তিনি গমন করিয়া থাকেন। ইহাতে তোমার সৌরভ্যাধিক্যই কারণ, যেহেতু শত সহস্র ভ্রমর-জনিত উদ্বেগও গণনা না করিয়া তোমাকে ধারণ করিতেছেন। সুগন্ধপ্রিয় কৃষ্ণ, আমাদিগকে ত্যাগ করিবার কারণ এই যে—তোমার ন্যায় আমাদের এতাদৃশ সৌরভ্য নাই, ইহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে ॥ ৭ ॥

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মালতি, (হে) মল্লিকে, (হে) জাতি, (হে) যূথিকে, করস্পর্শেন বঃ (যুষ্মাকং) প্রীতিং (পুলকং) জনয়ন্ (উৎপাদয়ন্) যাতঃ (গতঃ) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বঃ (যুষ্মাভিঃ) অদর্শি কচ্চিৎ (দৃষ্টঃ কিম্) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে মালতি, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে, করস্পর্শে তোমাদের পুলক উৎপাদনসহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়াছ কি ? ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অহো সৌভাগ্যগর্ব্বেণোন্মত্তেয়মস্মান্ন পশ্যতি তদেতাদৃশসৌভাগ্যরহিতা এতৎসপত্নীর্মাদৃশীরিমাঃ পৃচ্ছাম ইত্যন্যতো গত্বা আহুঃ,—মালতীতি।

যুষ্মৎপুষ্পাবচয়নার্থং যৎকরেণ স্পর্শস্তেন, বর্ষা-শরদতিপ্রফুল্লত্বলিঙ্গেন মালতীজাত্যোরবান্তরভেদো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি আশ্চর্য্য! এই তুলসী সৌভাগ্যমদে উন্মত্তা হইয়া আমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না, অতএব এতাদৃশ সৌভাগ্যরহিতা ইহার সপত্নী মাদৃশী এই মালতী প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করি—এই বলিয়া গোপীগণ অন্যত্র গমন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিৎ', হে মালতি! হে মল্লিকে! হে জাতি! হে যূথিকে! 'করস্পর্শেন'—তোমাদের পুষ্পচয়নের নিমিত্ত যে করের দ্বারা স্পর্শ, তাহার দ্বারা, অর্থাৎ শ্রীমাধব করস্পর্শ দ্বারা তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদন করিয়া এই দিক্ দিয়া গমন করিয়াছেন কি? তোমরা তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? এখানে বর্ষা ও শরৎকালে অতিপ্রফুল্লত্ব চিহ্নে মালতী ও জাতির অবান্তর ভেদ জানিতে হইবে ॥৮॥

চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার-
জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ
যেহন্যে পরার্থভবকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) চূত-পিয়াল-পনসাসন-কোবিদার জম্বর্ক-বিল্ব-বকুলাম্র-কদম্ব-নীপাঃ (হে চূতাদয়ঃ বৃক্ষা, অত্র চূতাম্রয়োঃ নীপ-কদম্বয়োশ্চ অবান্তরজাতিভেদোজ্ঞেয়ঃ) অন্যে (চ) যে পরার্থভবকাঃ (পরার্থং এব ভবঃ জন্ম যেষাং তে) যমুনোপকূলাঃ (যমুনাতটবৃক্ষাঃ। ভবন্তঃ) রহিতাত্মনাং আত্মশূন্যানাং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) কৃষ্ণপদবীং (কৃষ্ণস্য গমনমার্গং) শংসন্তু (কথয়ন্তু) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে চূত, পিয়াল, পনস, আসন, কোবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, আম্র, কদম্ব, নীপ, এবং অন্যান্য পরহিতকর যমুনাতটবৃক্ষগণ, আপনারা আমাদের নিকটে কৃষ্ণের গমনমার্গ বর্ণন করুন। কৃষ্ণবিরহে আমাদের চিত্ত শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—অহো এতাঃ স্বসপত্ন্যাস্তুলস্যাস্তস্মাৎ কৃষ্ণাচ্চ ভীত্যা জানন্তোহপি ন ব্রুবতে তদলমেতাভিঃ পরতন্ত্রাভিরিত্যন্যতো গত্বা সত্যমিমে এব যমুনাতীর্থবর্ত্তিনো নিস্পন্দত্বেনৈবানুমীয়মানবিষ্ণুস্মরণবন্তো ভবন্ত্যতো ন মৃষা বদিষ্যন্তীতি বিশ্বস্যাহুঃ.—চূতেতি। চূতাম্রয়োর্লতাবৃক্ষজাতিত্বেন ভেদঃ। নীপো ধূলিকদম্বো বৃহৎপুষ্পঃ। কদম্বঃ ক্ষুদ্রপুষ্পোঽতিসুগন্ধঃ। প্রিয়ালঃ শালভেদঃ আসনঃ পীতশালঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনারভেদঃ। অর্কো নিকৃষ্টোঽপি গোপীশ্বরপ্রিয়ত্বাৎ তৎসমীপে সদা বর্ত্তমানঃ। অন্যে নারিকেলগুবাকাদয়ঃ তে ভবন্তঃ আত্মশূন্যানাং নঃ কৃষ্ণমার্গং কথয়ন্তু। ননু, কস্মৈ প্রয়োজনায় কথয়ামস্তত্রাহুঃ পরার্থমেব ভবিকমভ্যুদয়ো যেষাং তে। যমুনা উপকূলে যেষাং তে ইতি গড়্বাদি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি আশ্চর্য্য! ইহারা স্বীয় সপত্নী তুলসী এবং শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা করিয়া জানিয়াও বলিতেছে না, অতএব এই পরতন্ত্রা মালতী প্রভৃতির নিকট জিজ্ঞাসার কোনও প্রয়োজন নাই, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া, ভাল! এই অগ্রবর্ত্তি যে বৃক্ষাদি দেখিতেছি—ইহারা যমুনাতীরবর্ত্তী হইয়া নিস্পন্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বোধ হয় শ্রীবিষ্ণুস্মরণে নিমগ্নচিত্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব ইহারা কখনও মিথ্যা বলিবে না—এইরূপ বিশ্বাস করিয়া বলিতে লাগিলেন—'চূত-পিয়াল' ইত্যাদি। চূত ও আম্র শব্দে লতা ও বৃক্ষজাতিত্বরূপ ভেদ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আম্র শব্দে বৃক্ষজাতি এবং চূত শব্দে (আম্র) লতাজাতি। নীপ—ধূলিকদম্ব, ইহার পুষ্পসমূহে অত্যন্ত পরাগ ও বৃহৎ আকার। কদম্ব—ক্ষুদ্রপুষ্প কিন্তু অতিশয় সুগন্ধ। পিয়াল—শাল বৃক্ষের ভেদ। আসন—পীতশাল (পিয়াসাল, সর্জ্জবৃক্ষ)। কোবিদার—কাঞ্চনার বৃক্ষের ভেদ (যুগপত্রক, কোয়িলাব, ইহা বিন্ধ্যাচলাদি স্থানে প্রসিদ্ধ)। অর্ক—আকন্দ, ইহা শ্রীগোপীশ্বরের প্রিয়ত্বহেতু শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর তাহার সমীপে অবস্থিত থাকেন, এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্যে—নারিকেল, গুবাক (সুপারী) প্রভৃতি বৃক্ষ। তোমরা সকলে 'রহিতাত্মনাং'—আমরা কৃষ্ণবিরহে আত্মহারা হইয়াছি, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের নিকট বর্ণন কর। যদি বলেন—কি প্রয়োজনে বলিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'পরার্থভবকাঃ

যমুনোপকুলাঃ', অর্থাৎ তোমরা পরের উপকার সাধন করিবার নিমিত্ত বৃক্ষজন্ম গ্রহণ করিয়া যমুনার উপকূলে (কুলসমীপে) আশ্রয় লইয়া তীর্থবাসী হইয়াছ (অতএব কোন প্রয়োজন অপেক্ষা না করিয়া পরের উপকার করাই তোমাদিগের ধর্ম্ম) ॥ ৯ ॥

কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো বত কেশবাঙ্ঘ্রি-
স্পর্শোৎসবোৎপুলকিতাঙ্গরুহৈর্বিভাসি ।
অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রমবিক্রমাদ্বা
আহো বরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ক্ষিতি, (ক্ষিতে) তে (ত্বয়া) কিং (কিং নাম) তপঃ (তপস্যা) কৃতং বত (আচরিতং যতঃ তপোবলাৎ) কেশবাঙ্ঘ্রিস্পর্শোৎসবোৎ পুলকিতাঙ্গরুহৈঃ (কেশবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিস্পর্শেন চরণস্পর্শেন উৎসবো যেষাং তৈঃ অঙ্গরুহৈঃ) উৎপুলকিতা (রোমাঞ্চিতা) বিভাসি (শোভসে, তত্র বিশেষং পৃচ্ছন্তি) অপি (অপি কিং অয়মুৎসবঃ) অঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ (অধুনা তস্য একদেশাঙ্ঘ্রিসংস্পর্শসম্ভূতঃ) বা (অথবা) উরুক্রমবিক্রমাৎ (পূর্ব্বমেব ত্রিবিক্রমস্য পদা সর্ব্বাক্রমাৎ জাতঃ) আহো (কিম্বা) বরাহবপুষঃ (বরাহরূপিণঃ ভগবতঃ) পরিরম্ভণেন (আলিঙ্গনেন জাতঃ অতঃ ত্বয়া নূনং স দৃষ্ট স্তং দর্শয় ইতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ— হে ক্ষিতি, তুমি কোন্ তপস্যার আচরণ করিয়াছিলে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শজনিত আনন্দে তোমার রোমরাজি পুলকিত হইয়া শোভা পাইতেছে। এই উৎসব কি অধুনা পাদস্পর্শে, অথবা পূর্ব্বে ত্রিবিক্রমরূপে তদীয় পদের আক্রমণে কিম্বা বরাহ অবতারে তদীয় আলিঙ্গনে উৎপন্ন হইয়াছে ? যেরূপেই হউক নিশ্চয়ই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ, অতএব আমাদিগকে প্রদর্শন কর ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অহো কিমেতে বিষ্ণুসমাধিমত্ত্বাদস্মৎপ্রশ্নং ন শৃণ্বন্তি কিম্বা তীর্থবাসিনোঽপ্যমী কঠোরা এব যতঃ কিমপি ন প্রতিবদন্তি। হংহো কে জানন্তি কে বা তং ন জানন্তীত্যনিশ্চিততত্ত্বাস্তীর্থবাসিনোঽমী কথং বৃথা নিন্দ্যন্তে। যো জনস্তমপশ্যৎ জানাত্যেবেতি নিশ্চিততত্ত্বো ভবতি, স পৃচ্ছ্যতামিতি কয়াচিদুক্তে প্রিয়সখি স এব জনঃ খলু কস্তং কিং ত্বং জানাসীতি সর্ব্বাভিঃ পৃষ্টা সা তর্জ্জন্যা পৃথিবীং দর্শয়ামাস। ততশ্চ সত্যমেব ত্বং ব্রূষে যত্র তত্র স বর্ত্ততে সা পৃথিব্যেবেতি পৃথিব্যা অস্যাস্তদ্বিচ্ছেদো নাস্তীতি কৃষ্ণস্য পিতৃবর্গ-সখিবর্গ-প্রেয়সী বর্গ-দাস বর্গেভ্যোঽপি বিরহদুঃখানভিজ্ঞত্বাৎ পৃথিব্যেব ধন্যেত্যতোঽস্যাং পূর্ব্বপূর্ব্বৈরিবৈব প্রশ্নো ন ঘটতে। কিন্ত্বস্যাঃ প্রাচীনং তপ এব জিজ্ঞাস্যং ? যৎ কৃত্বা কৃষ্ণবিরহাত্যন্তাভাববত্যো বয়মপি ভবাম ইতি বিমৃশ্য পৃচ্ছন্তি কিমিতি। হে ক্ষিতি ক্ষিতে, ত্বয়া কিং তপঃ কৃতং যতস্ত্বং কেশবস্যাঙ্ঘ্রিস্পর্শেন উৎসবো যস্যাঃ সা ত্বং বিভাসি যতোঽঙ্গরুহৈস্তৃণাঙ্কুরৈরুদ্গচ্ছদ্ভিরুৎপুলকিতা উৎকৃষ্টপুলকযুক্তা যত্র তত্র স বর্ত্ততে তত্রৈব ত্বামঙ্ঘ্রিভ্যাং স্পৃশৈন্নেব তিষ্ঠতীতি কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসুখং তব রাত্রিন্দিবং ব্যাপ্যৈব যতোঽভূত্তপো বক্তুমর্হসি বয়ং বিরহিণ্যো দুর্ভগাস্তচ্ছ্রুত্বাপি কৃতার্থীভবাম ইতি ভাবঃ। তদশ্রুবাণাং তামভিলক্ষ্য পুরাবৃত্তস্মরণাৎ স্বয়মেবাভ্যূহন্তি —অপীতি। উরুক্রমস্য ত্রিবিক্রমদেবস্য বিক্রমাৎ যোঽঙ্ঘ্রিসম্ভবঃ অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তিঃ। ভূপ্রাপ্তৌ সংপূর্ব্বঃ তত্র যদি তদীয়মহাভারসহনলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। বৈ ইতি নিশ্চয়ে পাদপূরণে বা। অহোস্বিৎ মহাবরাহবপুষঃ পরিরম্ভণেন তদীয়দৃঢ়পরিরম্ভণোত্থপীড়াপ্রাপ্তিলক্ষণং যত্তপস্তদেব কিমিত্যর্থঃ। অন্যাভির্দুর্ল্লভং তবৈতদুৎসবপ্রাপ্তিসাধনং যত্তপস্তদপি স্ত্রিয়াস্তব পুরুষসঙ্গলক্ষণত্বাৎ সুখময়মেবেতি নাস্তি ত্বত্তোঽন্যা ধন্যেতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো ! ইহারা কি বিষ্ণুসমাধিমত্ত্ব হেতু আমাদিগের প্রশ্ন শুনিতে পাইতেছে না ? অথবা—তীর্থবাসী ইহারা অতিশয় কঠোর প্রকৃতি, যেহেতু কিছুই বলিতেছে না। "ওহে তীর্থবাসীদিগের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে জানে, কেহ বা তাঁহাকে জানে না, ইহা অনিশ্চিত, অতএব বৃথা ইহাদিগের নিন্দা করিতেছ কেন ? যে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়াছে, সেই তাঁহাকে জানে ইহা নিশ্চিত, সুতরাং তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত" এইরূপ কোন সখী বলিলে, সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'প্রিয়সখি ! শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছে এখানে এমন কে আছে, তাহাকে কি তুমি জান ?' সকলে এই প্রকার বলিলে সেই সখী তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা পৃথিবীকে দেখাইয়া

দিল। তৎপর সকলে বলিল—"সখি! সত্যই তুমি বলিয়াছ, শ্রীকৃষ্ণ যে স্থানেই থাকুন না কেন পৃথিবীর মধ্যেই আছেন, যেহেতু পৃথিবী সর্ব্বব্যাপিনী, অতএব এই পৃথিবীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ নাই, কাজেই শ্রীকৃষ্ণের পিতৃবর্গ, সখিবর্গ, প্রেয়সীবর্গ এবং দাসবর্গ অপেক্ষায় বিরহদুঃখের অনভিজ্ঞত্বহেতু পৃথিবীই ধন্যা। অতএব বৃক্ষলতাদিকে যেরূপভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সেরূপ ইহার নিকট জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে! তবে কি ইহার প্রাচীন তপস্যার কথা জিজ্ঞাসা করিব? যে তপস্যার বলে আমাদেরও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বিরহ দুঃখ সহ্য করিতে হইবে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'কিং তে কৃতং ক্ষিতি তপো', হে ক্ষিতে! তুমি কি তপস্যা করিয়াছ যে, স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুরচ্ছলে পুলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শসঞ্জাত আনন্দে আনন্দিতা হইয়া শোভিতা হইতেছ? যেখানে যেখানে তিনি অবস্থান করেন, সেখানেই তোমাকে পাদযুগলের দ্বারা স্পর্শ করিয়াই বিরাজিত হন, ইহাতে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গজনিত সুখ তোমার দিবারাত্র ব্যপিয়াই হইতেছে, অতএব সেই তপস্যার কথা বল। আমরা বিরহিণী দুর্ভাগা, তাহা শ্রবণ করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারি। পৃথিবী তপস্যার কথা কিছু বলিতেছে না দেখিয়া পুরাবৃত্ত-স্মরণে নিজেরাই বিতর্ক করিতেছেন—'অপ্যঙ্ঘ্রিসম্ভব উরুক্রম-বিক্রমাদ্বা?', ত্রিবিক্রমদেবের চরণ বিক্ষেপ দ্বারা যে অঙ্ঘ্রিপ্রাপ্তি, এখানে সংপূর্ব্বক ভূ-ধাতু প্রাপ্তি অর্থে, তাহাতে তদীয় মহাভার সহনরূপ যে তপস্যা তাহাই কি?—এই অর্থ। বৈ-শব্দ নিশ্চয় অর্থে, অথবা—পাদপূরণে। 'আহো বরাহবপুষা পরিরম্ভনেন?' কিম্বা মহাবরাহবপুর আলিঙ্গন দ্বারা, অর্থাৎ তদীয় দৃঢ় আলিঙ্গন-জনিত পীড়া-প্রাপ্তিরূপ যে তপস্যা, তাহাই কি?—এই অর্থ। অন্যের অতিশয় দুর্লভ তোমার এই আনন্দ প্রাপ্তি-সাধন যে তপস্যা, তাহা হইলেও স্ত্রীলোক তোমার পক্ষে পুরুষসঙ্গরূপ তাহা সুখময়ই, অতএব তোমা অপেক্ষা ধন্যা অপর কেহ নাই—এই ভাবার্থ ॥১০॥

———

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হরিণ্যা দৃষ্টিপ্রসত্ত্যা কৃষ্ণদর্শনং সম্ভাব্যাহুঃ—হে) সখি, এণপত্নি, (হরিণি) প্রিয়য়া (সহ) গাত্রৈঃ (সুন্দরৈঃ মুখবাহ্বাদিভিঃ) বঃ (যুষ্মাকং) দৃশাং (চক্ষুষাং) সুনির্বৃতিং (তৃপ্তিং) তন্বন্ (বিস্তারয়ন্) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ উপগতঃ অপি (যুষ্মাকং সমীপং গতঃ কিম্? যতঃ) ইহ কুলপতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) কান্তাঙ্গসঙ্গ-কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ (কান্তায়াঃ অঙ্গসঙ্গতঃ তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ) কুন্দস্রজঃ (কুন্দকুসুমমালায়াঃ) গন্ধ বাতি (আগচ্ছতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হরিণীগণের দৃষ্টি প্রসন্ন দেখিয়া "ইহারা কৃষ্ণ দর্শন করিয়াছে" এইরূপ সম্ভাবনায় বলিতে লাগিলেন,—হে সখি, হরিণি, শ্রীকৃষ্ণ স্বকীয় সুন্দর মুখ বাহু প্রভৃতি অঙ্গদ্বারা তোমাদের নয়নসমূহের তৃপ্তি বিস্তার করিতে করিতে প্রিয়ার সহিত এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন কি? যেহেতু এখানে কান্তার অঙ্গসঙ্গমকালে তদীয় কুচ-কুঙ্কুম-দ্বারা রঞ্জিত শ্রীকৃষ্ণের গলস্থিত কুন্দপুষ্পগ্রথিত মাল্যের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চাহো হন্ত তেন স্বকান্তেন ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদিভিশ্চিহ্নৈর্বিচিত্রিতাঙ্গী বিরহন্তী স্বাধীনভর্তৃকা মহাগর্ব্বান্ধা কথমস্মাংস্তমেবাচক্ষীতেত্যগ্রতো গত্বা কামপি হরিণীমালক্ষ্যাহুঃ,—অপীতি। হে সখি, এণপত্নি, প্রিয়য়া ত্বয়া কিং উপগতঃ। স্বসমীপে সংপ্রাপ্তঃ। সম্বোধনপদসাহচর্য্যাদেবাত্র ত্বয়েতি লভ্যতে। এণস্য পত্নী ভবন্ত্যপি ত্বমস্মত্তুল্যা তস্যৈব প্রিয়া তমেব প্রিয়ং মন্যসে ইতি ভাবঃ। যতো গাত্রৈর্মুখবাহ্বাদিভির্বা দৃশাং সুনির্বৃতিমত্যানন্দং তন্বন্ সন্ ব ইতি দৃশামিত্যাদরে বহুত্বম্। অচ্যুত ইতি স্বদৃগানন্দলোভাত্ত্বয়া তদনুগমনাদেব হেতোস্তত্তঃ স ন বিচ্যুত ইতি ভাবঃ। ততশ্চাগ্রতঃ স্বভাবাদেব গচ্ছন্তীং তামালক্ষ্য হংহো স দৃষ্ট ইতি কিং ব্রবীমি তং বো দর্শয়াম্যেব মদনুপদমাগচ্ছতেতি ব্রুবাণেবাগ্রত ইয়ং গচ্ছন্তী গ্রীবাং পরাবৃত্য মুহুরস্মান্ পশ্যতি। তদিয়মেবাত্র নির্দ্দয়ে বৃন্দাবনে দয়াবতীতি তদনুগচ্ছন্ত্যো দৈবাৎ কাপি গতাং তামদৃষ্ট্বা হংহো কৃষ্ণং দর্শয়িষ্যন্তী হরিণী কিং

ন দৃশ্যতে ইতি পৃষ্টাঃ কাশ্চিদাহুঃ, তর্হি কৃষ্ণোঽত্রৈব ক্বাপি বর্ত্ততে। হরিণী তু কৃষ্ণাদ্বিভ্যতীতি স্বীয়-সূচকত্বদোষাপলাপার্থং ক্বাপি নিহ্নুত্বাভূদিতি বিতর্কয়ন্ত্যো দৈবাদায়াতং সৌরভ্যমনুভূয়াহো সত্যং সত্যমেতদেব তত্ত্বমিতি সহর্ষং মুহুরাহুঃ, কান্তায়া অঙ্গসঙ্গ-তস্তৎকুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ কুন্দপুষ্পস্রজো গন্ধো বাতি আগচ্ছতি। অত্র কান্তয়োর্গাত্রদ্বয়স্য চ কুচয়োশ্চ কুঙ্কুমস্য চ কুন্দস্য চ গন্ধস্তাসাং নাসাভ্যামেব নিশ্চীয়তে স্মেতি ভাবঃ। কুলপতের্গোপীকুলরমণস্যেতি কুলপতিত্বনিষ্ঠাং পরিত্যজ্য সম্প্রত্যেকয়ৈব কয়াচিৎ কান্তয়া রমমাণস্য তস্যান্যায়ং পশ্যতেতি ভাবঃ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হায়! পৃথিবীও আমাদিগকে কৃষ্ণের সংবাদ বলিয়া দিবে না, যেহেতু সে আজ স্বকান্ত ভগবানের ধ্বজ বজ্র অঙ্কুশাদি চরণতল-চিহ্নে বিচিত্রিতাঙ্গী হইয়া স্বাধীনভর্ত্তৃকারূপে বিহার করতঃ মহাগর্ব্বান্ধা হইয়াছে', এই বলিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গোপীগণ কোনও হরিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'অপ্যেনপত্নি!', হে সখি হরিণপত্নি! প্রিয়া তোমার সহিত শ্রীকৃষ্ণ কি মিলিত হইয়াছেন? তুমি হরিণের পত্নী হইয়াও আমাদের মত ভগবানের প্রিয়া, আর তাঁহাকেই প্রিয় মনে কর, অতএব মনোহর অঙ্গ-দ্বারা (মুখ বাহু প্রভৃতি দ্বারা) তোমাদের নয়নের আনন্দবর্দ্ধন করতঃ তিনি তোমার সহিত এই স্থানে মিলিত হইয়াছেন কি? 'বঃ' এবং 'দৃশাং'—ইহা আদরার্থে বহুবচন। 'অচ্যুতঃ'—নিজ নয়নের আনন্দলোভে তুমি তাঁহার অনুগমন করিয়া থাক, এইজন্য তোমা হইতে তিনি বিচ্যুত হন না—এই ভাবার্থ। তারপর অগ্রে স্বভাববশতঃই গমনকারিণী হরিণীকে দেখিয়া, "ওহে! তিনি দৃষ্ট হইয়াছেন, ইহা আর কি বলিব, তোমাদিগকেও তাঁহাকে দর্শন করাইব, আমাকে অনুসরণ করিয়া আগমন কর"—এইরূপ বলিয়াই যেন সেই হরিণী যাইতে যাইতে গ্রীবা ঘুরাইয়া বারম্বার আমাদিগকে দেখিতেছে। অতএব এই নির্দ্দয় বৃন্দাবনে এই হরিণীই একমাত্র দয়াবতী"—এই বলিয়া গোপীগণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তারপর সেই হরিণী দৈবাৎ কোথাও চলিয়া গেল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া, "হায়! কৃষ্ণকে দর্শন করাইবে যে হরিণী, তাহাকে তো দেখা যাইতেছে না" —এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন কোন গোপী বলিলেন—"তাহা হইলে কৃষ্ণ এখানেই কোথাও অবস্থান করিতেছে। হরিণী কৃষ্ণ হইতে ভীত হইয়া স্বীয় সূচকত্ব দোষ গোপনের জন্য কোথাও লুক্কায়িত হইয়াছে।" এইরূপ যখন তাঁহারা বিতর্ক করিতেছিলেন, তখন অকস্মাৎ আগত সৌরভ্য অনুভব করিয়া সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন—"অহো! সত্য সত্য, ইহাই তত্ত্ব, যেহেতু এখানে কান্তাঙ্গ-সঙ্গ'—কান্তার অঙ্গসঙ্গহেতু তদীয় স্তনমণ্ডলের কুঙ্কুমে রঞ্জিত কুন্দপুষ্প-গ্রথিত মালার গন্ধ আসিতেছে।" এখানে 'কান্তয়োঃ'—কান্তা ও কান্তের (অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের), উভয়ের গাত্রের, কুচযুগলের, কুঙ্কুমের এবং কুন্দপুষ্পের গন্ধ গোপীগণের নাসিকাদ্বয়ের দ্বারাই নিশ্চিত হইল—এই ভাবার্থ। 'কুলপতেঃ'—গোপীকুল-রমণ শ্রীকৃষ্ণের, ইহা বলায় কুলপতিত্ব নিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক সম্প্রতি একজন কোন কান্তার সহিত রমমাণ শ্রীকৃষ্ণের অন্যায় তোমরা দেখ—এই ভাব দ্যোতিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মান ইহ বস্তরবঃ প্রণামং
কিং বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥ ১২॥

অন্বয়ঃ—(ফলভরনতান্ তরূন্ শ্রীকৃষ্ণদর্শনেন প্রণতান্ মত্বা প্রিয়য়া সহ গতস্য গতিবিলাসং সম্ভাবয়ন্ত্যঃ পৃচ্ছন্তি)। (হে) তরবঃ, (হে বৃক্ষাঃ) প্রিয়াংসে (প্রিয়ায়াঃ স্কন্ধদেশে) বাহুং উপধায় (ভুজং সমর্প্য) গৃহীতপদ্মঃ (ধৃতলীলাকমলঃ) মদান্ধৈঃ তুলসিকালিকুলৈঃ (তুলসীস্থিত ভ্রমরবৃন্দৈঃ) অন্বীয়মানঃ (অনুগম্যমানঃ) প্রণয়বলোকৈঃ (সস্নেহদৃষ্টিপাতৈঃ) চরন্ (ভ্রমন্) রামানুজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ বঃ (যুষ্মাকং) প্রণামং অভিনন্দিত (স্বীকরোতি) কিংবা? ১২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ফলভরে অবনত বৃক্ষগণকে দেখিয়া কৃষ্ণদর্শনে প্রণত মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—হে তরুগণ, প্রিয়ার স্কন্ধদেশে

বাহুসমর্পণ এবং লীলাকমল ধারণ করিয়া তুলসী-স্থিত মদমত্ত অনুগত ভ্রমরগণের সহিত সরাগ দৃষ্টি-পাতে ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ এখানে তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিলেন কি ? ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্য তত্রৈব বর্ত্তমানত্বেঽন্যদপি লক্ষণং মিথো জ্ঞাপয়ন্ত্যন্তরূন্ ফলপুষ্পভারনম্রান্ প্রণতান্ মত্বা সবিতর্কমাহুঃ, বাহুমিতি। হে তরবঃ, ইহ চরন্ কৃষ্ণঃ ফলপুষ্পাদিকরপ্রদায়িনাং বঃ প্রজারূপাণাং প্রণামং কিং প্রণয়পূর্ব্বকাবলোকৈরভিনন্দতি ন বা ? হন্ত হন্ত যুষ্মদ্বিধেষু সাত্ত্বিকসাধুলোকেষু কৃতস্তস্য প্রীত্যাবলোকনাবকাশ ইতি সাসূয়মাহুঃ—রামানুজো মত্তঃ তত্রাপি প্রিয়ায়া অংসে বাহুং বামভুজং উপ-ধায়েতি সম্প্রয়োগশ্রমবশাৎ শ্লথদুর্ব্বলঃ প্রিয়াস্কন্ধাপিতং বাহুমেব কোমলমুপধানং কৃত্বা তস্যা মুখগন্ধেনোৎ-পতিষ্ণূনাং ভ্রমরাণাং বিদ্রাবণার্থমেব দক্ষিণপাণি-গৃহীতনীলকমলঃ। অতস্তৎসৈবৈকতানমানসস্য তস্য নান্যত্র দৃষ্টিপাতসম্ভব ইতি ভাবঃ। তুলসিকানাং কোমলতুলসীকাননস্য অলিকুলৈঃ অন্বীয়মানঃ তুল-সিকাঃ পরিত্যজ্য ইহ অত্রৈব স অন্বিষ্যত ইত্যতঃ স কুচিদত্রৈব নিহ্নুতো বিহরতীতি ভাবঃ। ননু, তর্হি অলিকুলানামেবানুপদং গচ্ছামস্তত্রাহ, মদান্ধৈরিতি। ন হি মদান্ধানামনুগতির্ভব্যজনৈঃ কর্ত্তুমুচিতেতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সেখানে অবস্থানের অন্য চিহ্ন পরস্পর জ্ঞাপন করতঃ ফল-পুষ্পভারে অবনত তরুগণকে প্রণত মনে করিয়া গোপীগণ সবিতর্কে বলিতেছেন—'বাহুং প্রিয়াংস উপধায়' ইত্যাদি। হে তরুগণ! শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বিচরণ করতঃ ফল ও পুষ্প প্রভৃতি যাহাদের কর (রাজস্ব), সেই প্রজা-স্বরূপ তোমাদের প্রণাম, সপ্রণয় অব-লোকনে অভিনন্দিত করিয়াছেন কি ? হায়! হায়! তোমাদিগের ন্যায় সাধুর প্রতি তাঁহার কিপ্রকারে সপ্রণয় দর্শনের অবকাশ হইবে ?—এই অভিপ্রায়ে অসূয়ার সহিত বলিলেন—'রামানুজঃ' অর্থাৎ মত্ত, তাহাতে আবার রমণ-শ্রমে ক্লান্তি হইয়া প্রিয়ার স্কন্ধদেশে বামবাহু সমর্পণ করিয়া, অর্থাৎ প্রিয়ার স্কন্ধাপিত বাহুকেই কোমল উপাধানরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রিয়ার মুখগন্ধে পতনোন্মুখ মত্ত ভ্রমরকুলের তাড়নের জন্য দক্ষিণ হস্তে লীলাকমল পরিভ্রামিত করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, অতএব সেবৈক-তান-মানস তাঁহার অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করি-বার অবসর ছিল না। 'তুলসিকালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ অন্বীয়মানঃ'—কোমল তুলসীকাননের ভ্রমরকুলের দ্বারা অনুগম্যমান হইয়া, অর্থাৎ ভ্রমরগণ তুলসীবন পরিত্যাগ করিয়া এখানেই তাঁহাকে অন্বেষণ করি-তেছে, অতএব এখানেই কোন স্থানে গোপনে তিনি বিহার করিতেছেন। যদি বল— তাহা হইলে অলি-কুলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমরা গমন করি, তদুত্তরে বলিতেছেন—'মদান্ধৈঃ', মদান্ধ ব্যক্তির অনুগমন করা সভ্যজনের উচিত হয় না—এই ভাবার্থ ॥ ১২॥

পৃচ্ছতেমা লতা বাহূনপ্যাশ্লিষ্টা বনস্পতেঃ।
নূনং তৎকরজস্পৃষ্টা বিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(কাশ্চিদাহুঃ হে সখ্যঃ) ইমাঃ লতাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সঙ্গতাঃ নূনং অতঃ ইমাঃ) পৃচ্ছত (শ্রী-কৃষ্ণবার্ত্তাং জিজ্ঞাসত) অহো (এতাসাং ভাগ্যং যতঃ) বনস্পতেঃ (স্বপতীনাং তরূণাং বাহূন্ (ভুজান্) আশ্লিষ্টাঃ (আলিঙ্গিতাঃ) অপি নূনং (নিশ্চিতং) তৎকরজস্পৃষ্টাঃ (তস্য কৃষ্ণস্য করজৈঃ নখৈঃ স্পৃষ্টাঃ এব) উৎপুলকানি (রোমোদ্গমান্) বিভ্রতি (ধারয়ন্তি স্বপতিসঙ্গমমাত্রেণ ঈদৃক্পুলকাসম্ভবাৎ নূনং কৃষ্ণনখৈরেব স্পৃষ্টাঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কোন কোন ব্রজাঙ্গনা বলিতে লাগি-লেন,—হে সখীগণ, এই লতাসকল নিশ্চয়ই কৃষ্ণ-সঙ্গম লাভ করিয়াছে, অতএব ইঁহাদের নিকট তদীয় বার্ত্তা জিজ্ঞাসা কর। অহো ইঁহাদের কিরূপ সৌভাগ্য, যেহেতু নিজপতি বৃক্ষগণের বাহু আলিঙ্গন করিয়া থাকিলেও ইহারা নিশ্চয়ই কৃষ্ণনখস্পর্শবশতঃই এই রোমাঞ্চভাব ধারণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্যদপি লক্ষণং অন্যা দর্শয়ন্ত্য আহুঃ, —পৃচ্ছতেতি। হে সখ্যঃ, ইমা লতা এব কৃষ্ণসঙ্গম-লক্ষ্মধারিণীঃ পৃচ্ছতঃ, ন চ স্বপতিসঙ্গতৌ তৎসঙ্গতি-দুর্ঘটেতি বাচ্যং যতো বনস্পতেঃ পত্যুর্বাহূন্ সম্য-গাশ্লিষ্টা অপি অহো কামোদ্রেকঃ, নূনং তন্নখৈঃ স্পৃষ্টা এব উৎপুলকানি বিভ্রতি। নহি স্বপতিসঙ্গতা-

বীদৃক্ পুলকঃ স্যাৎ। অতএব তল্লক্ষণস্যাস্মদ্দৃশ্যমানত্বাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা ইব ন বয়ং তমদ্রাক্ষ্মেতি মিথ্যা বক্তুং প্রভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কোন কোন গোপী অপর চিহ্ন দেখিয়া বলিতেছেন—'পৃচ্ছতেমাঃ লতাঃ', হে সখিগণ! কৃষ্ণ-সঙ্গমের চিহ্নধারিণী এই লতা সকলকে জিজ্ঞাসা কর। যদি বল—ইহারা স্ব স্ব পতিসঙ্গতা হইয়া বিরাজ করিতেছে, সুতরাং ইহাদের পক্ষে কৃষ্ণ-সঙ্গতি অসম্ভব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'বনস্পতেঃ বাহূনপি আশ্লিষ্টাঃ'—যেহেতু ইহারা স্বপতি বনস্পতির স্কন্ধরূপ বাহু আলিঙ্গন করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের নখদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া নিশ্চয়ই উৎপুলক ধারণ করিতেছে। অহো কামোদ্রেক! স্বপতির সহিত সঙ্গতিতে এতাদৃশ পুলকোদ্গম হয় না। অতএব সেই লক্ষণ আমরা দেখিতেছি বলিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব তরুগণের মত 'আমরা তাঁহাকে দেখি নাই'—এইরূপ মিথ্যা বলিতে পারিবে না, এই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ উন্মত্তবচো গোপ্যঃ (উন্মত্তবচসস্তা গোপ্যঃ) ইতি (এবং প্রকারং) তদাত্মিকাঃ (কৃষ্ণাত্মিকাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ তাঃ তাঃ (প্রসিদ্ধাঃ) লীলাঃ (আচরিতানি) অনুচক্রুঃ (অনুসৃতবত্যঃ বভুবুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণান্বেষণ-কাতরা উন্মত্তবচনা গোপীগণ এইরূপে কৃষ্ণাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের প্রসিদ্ধ লীলাসমূহের অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥১৪

বিশ্বনাথ—ইমা আনন্দজাড্যান্ন কিমপি ব্রুবতে ইত্যেবমচেতনেষ্বপি প্রশ্নকামাদিদর্শনাভ্যামুন্মত্তানাং বচাংসীব বচাংসি যাসাং তাঃ। ততশ্চ তস্যান্বেষণেঽপি কাতরাস্তন্মধ্যে কাশ্চিদেবং প্রত্যেকং পরামমৃশুঃ সংপ্রত্যহমেব স্বরূপচেষ্টাদ্যনুকরণেনাত্মানং কৃষ্ণাকারং দর্শয়িত্বা অতিকাতরাণামাসাং স্বস্য চ মৌহূর্ত্তিকীমপি নির্ব্বৃতিং নিষ্পাদয়ামেতি মনসি কৃত্বা তস্য সর্ব্বা এব লীলাঃ ক্রমেণ স্মৃত্যারূঢ়ীকৃত্য পূতনাবধলীলামনুচক্রুস্তস্মিন্নেবাত্মা মনো যাসাং তাঃ। তত্র চ প্রতিকূলানামনুকরণং যোগমায়ৈব তন্মধ্য এব গোপীস্বরূপা ভূত্বা তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থং চকার, অনুকূলানুকরণন্তু গোপ্যশ্চক্রুরিতি জ্ঞেয়ম্। নো নঃ কথা বদ সদঃস্বিতি তন্নিষিদ্ধোঽপ্যানন্দনিঘ্ন ইহ তা যদবোচমেব। নামানি তু প্রথয়িতাস্মি তদত্র নাসামিত্থং মুনির্মনসি সম্প্রতি নিশ্চিকায় ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ'—'ওহে আনন্দে স্তব্ধতাহেতু এই লতাসকল কিছুই বলিতেছে না', এই প্রকার অচেতনেও প্রশ্ন ও কামাদি দর্শনের দ্বারা উন্মত্তজনের বাক্যের ন্যায় বাক্য যাঁহাদের, সেই গোপীগণ তখন শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণেও কাতর হইয়া পড়িলেন। তন্মধ্যে কোন কোন গোপী প্রত্যেকে এরূপ পরামর্শ করিলেন—সম্প্রতি আমিই স্বরূপচেষ্টাদির অনুকরণের দ্বারা নিজেকে কৃষ্ণাকার প্রদর্শন করতঃ অতি কাতর এই গোপীগণের এবং নিজেরও সাময়িক হইলেও আনন্দ বিধান করিব, এইরূপ মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা যথাক্রমে স্মৃতিপথে উদয় হওয়ায় পূতনাবধাদি লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। যেহেতু তাঁহারা 'তদাত্মিকাঃ'—শ্রীকৃষ্ণেই আত্মা বলিতে মন (আসক্তি) যাঁহাদের। (এই আসক্তি বশতঃই শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্ব স্ব ভাব পরিত্যাগ করেন নাই, অতএব গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণের সহিত অত্যন্ত অভেদ স্ফূর্ত্তি হয় নাই)। তন্মধ্যে শ্রীযোগমায়াই গোপীমণ্ডলীর মধ্যে গোপী-স্বরূপা হইয়া প্রতিকূল লীলা সম্পাদন করিতেন, পরন্তু গোপীগণ অনুকূল লীলার অনুকরণ করিতেন—ইহা জানিতে হইবে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী গোপীগণের নাম উল্লেখ করেন নাই, তদ্বিষয়ে পদ্য যথা—"নো নঃ কথা বদ" ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের কথা সভামধ্যে বলিও না, এই প্রকারে গোপীগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াও আমি আনন্দ-মগ্ন হইয়া এখানে তাহাদের কথা বলিয়াছি, কিন্তু এখানে ইহাদের নাম বিস্তার করিব না, শ্রীশুকদেব মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥১৪॥

কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যাঽপিবৎ স্তনম্।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যা পদাহন্ শকটায়তীম্ ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—(অনুকরণমেবাহ) (কাচিৎ গোপী) কৃষ্ণায়ন্তী (কৃষ্ণবদাচরন্তী সতী) পূতনায়ন্ত্যাঃ (পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ (অন্যস্যাঃ গোপ্যাঃ) স্তনং অপিবৎ। অন্যা (কাচিদ্ গোপী আত্মানং) তোকয়িত্বা (বালককৃষ্ণবৎ কৃত্বা) রুদন্তী (সতী) শকটায়তীং (শকটাসুরবদাচরন্তীং অন্যাং গোপীং) পদা (চরণেন) অহন্ (আহতবতী) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী কৃষ্ণের ন্যায় আচরণ-সহকারে পূতনাতুল্য আচরণকারিণী অন্য গোপীর স্তন পান করিতে লাগিলেন। অন্য কোন সুন্দরী কৃষ্ণের বালকভাব ধারণ করিয়া শকটাসুরের ন্যায় অবস্থিত অন্য গোপীকে চরণাঘাত করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনুকরণঋতুভিরাহ,—পূতনায়ন্ত্যাঃ পূতনাবদাচরন্ত্যাঃ কৃষ্ণবদাচরন্তী স্তনমপিবৎ, পানমনুচক্রে। তোকায়িত্বা তোকবদাত্মানং কৃত্বা ॥১৫॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—চারিটি শ্লোকে তাঁহাদিগের অনুকরণ বলিতেছেন—'কস্যাচিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ' ইত্যাদি। 'কৃষ্ণায়ন্তী' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণ কারিণী কোন গোপাঙ্গনা, পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী অপর কোন গোপাঙ্গনার স্তন পান করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ স্তন্যপানের অনুকরণমাত্র করিতে লাগিলেন। 'তোকায়িত্বা'—কেহ বা আপনাকে বালকের ন্যায় করিয়া, শকটাসুরের ন্যায় অবস্থিত অন্য গোপীকে পদ দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন ॥১৫

দৈত্যায়িত্বা জহারন্যামেকা কৃষ্ণার্ভভাবনাম্।
রিঙ্গয়ামাস কাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষন্তী ঘোষনিঃস্বনৈঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—একা (কাচন গোপী) দৈত্যায়িত্বা (আত্মানং তৃণাবর্ত্তদৈত্যবৎ কৃত্বা) কৃষ্ণার্ভভাবনাং (কৃষ্ণস্য বালভাবমাচরন্তীং) অন্যাং (গোপীং) জহার (হৃতবতী) কা অপি (গোপী) অঙ্ঘ্রীকর্ষন্তী (জানুদ্বয়ং ভূমৌ ঘর্ষতী সতী) ঘোষনিস্বনৈঃ (কিঙ্কিনীরবৈঃ) রিঙ্গয়ামাস (চিক্রীড়) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী স্বয়ং তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ভাব গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণের বাল্যভাব আচরণকারিণী অন্য এক গোপীকে হরণ করিলেন। কোন গোপী ভূমিতে জানুদ্বয় ঘর্ষণসহকারে কিঙ্কিনীধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—দৈত্যায়িত্বা তৃণাবর্ত্তদৈত্যবদাচরন্তী একা কৃষ্ণস্য আর্ভং বাল্যং ভাবয়তি যা তাম্ ॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৈত্যায়িত্বা'—কোন এক গোপী আপনাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় আচরণ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যভাবনাবতী কোন গোপীকে হরণ করিলেন, অর্থাৎ তদ্ভাবাবেশে তাঁহাকে হরণের অনুকরণ মাত্র করিয়া দেখাইলেন ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণরামায়িতে দ্বে তু গোপায়ন্ত্যশ্চ কাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যা তত্রৈকা তু বকায়তীম্ ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—দ্বে তু (গোপ্যৌ) কৃষ্ণরামায়িতে (কৃষ্ণরামবৎ আচারন্তৌ বভুবতুঃ) কাশ্চন (গোপ্যঃ) গোপায়ন্ত্যঃ (গোপবদাচরন্ত্যঃ) চ (বভুবুঃ) তত্র অন্যাচ (কাপি কৃষ্ণায়মানা গোপী) বৎসায়তীং (বৎসাসুরবদাচরন্তীং গোপীং) হন্তি (হননং অনুকরোতীত্যর্থঃ) একা তু (কাচিৎ কৃষ্ণায়মানা গোপী) বকায়তীং (বকাসুরবদাচরন্তীং গোপীং) হন্তি (বকাসুরবধমনুকরোতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—দুইজন গোপী রামকৃষ্ণের ভাব, অন্য কতিপয় ব্রজাঙ্গনা গোপগণের ভাব ধারণ করিলেন। সেখানে অন্য এক গোপী কৃষ্ণভাবে বকাসুরের আচরণকারিণী অন্য গোপীর বধানুকরণ করিতে লাগিলেন। অপর এক সুন্দরী কৃষ্ণের ন্যায় আচরণ সহকারে বকাসুরের ন্যায় অবস্থিতা অন্য গোপীর বধলীলা অনুকরণ করিলেন ॥ ১৭ ॥

আহূয় দূরগা যদ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুবর্ত্ততীম্।
বেণুং কণন্তীং ক্রীড়ন্তীমন্যাঃ শংসন্তি সাধ্বিতি ॥ ১৮

অন্বয়ঃ—অন্যাঃ (গোপ্যঃ) দূরগাঃ (দূরস্থিতাঃ গাঃ) যদ্বৎ (যথা কৃষ্ণঃ তথা) আহূয় তং (কৃষ্ণং) অনুকুর্ব্বতীং (অনুবর্ত্তমানাং) বেণুং কণন্তীং (বংশীং বাদয়ন্তীং) ক্রীড়ন্তীং (বিহারং কুর্ব্বতীং কাঞ্চন গোপীং) সাধু (অহো সুষ্ঠু আচরিতং) ইতি শংসন্তি (প্রশংসন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অন্য গোপীগণ কৃষ্ণের ন্যায় দূরস্থিত ধেনুগণকে আহ্বান করিয়া কৃষ্ণের অনুকরণে বংশী-

বাদন এবং বিহারনিরতা অন্য এক গোপীকে "সাধু" শব্দে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—দূরগাঃ দূরবর্ত্তিনীর্গাঃ যদ্বৎ কৃষ্ণ আহ্বয়তি তদ্বদেবাহ স্ম তং কৃষ্ণমনুবর্ত্ততীম্। অনুকুর্ব্বতীমিতি চ পাঠঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দূরগাঃ'—শ্রীকৃষ্ণ যেমন দূরস্থিত গাভীদিগকে বংশীরবে আহ্বান করেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণকারিণী কোন গোপাঙ্গনা, বেণুরব দ্বারা গো-সকলকে আহ্বান করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। এখানে 'অনুবর্ত্ততীং' এই স্থলে 'অনুকুর্ব্বতীং'—পাঠান্তর রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

———

কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরা ননু।
কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—অপরা (কাচিদ্ গোপী) কস্যাঞ্চিৎ (কস্যাঃ অপি গোপ্যাঃ স্কন্ধদেশে) স্বভুজং (নিজবাহুং) ন্যস্য (সংস্থাপ্য) চলন্তী (গচ্ছন্তী) তন্মনাঃ (কৃষ্ণগতচিত্তা সতী হে গোপ্যঃ) অহং কৃষ্ণঃ (মম) ললিতাং (মনোজ্ঞাং) গতিং (গমন ভঙ্গীং) পশ্যত (অবলোকয়তঃ) ইতি আহ (অন্যাঃ প্রতি উবাচ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অন্য এক ব্রজসুন্দরী অপরার স্কন্ধে নিজবাহু স্থাপন পূর্ব্বক চলিতে চলিতে কৃষ্ণগতচিত্তা হইয়া—"হে গোপীগণ, আমি কৃষ্ণ, আমার মনোরম গমনভঙ্গী দর্শন কর" এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চান্যা অপি লীলা অনুচিকীর্ষন্তীনামপি তাসাং তদ্ধ্যানাধিক্যবশেনোন্মাদসঞ্চারিপ্রাবল্যেন চাত্মানুসন্ধানাপগমাৎ কৃষ্ণতাদাত্ম্যমাহ,—চতুর্ভিঃ কস্যাঞ্চিদিতি। অহং সুবলস্কন্ধার্পিতভুজঃ কৃষ্ণঃ প্রসিদ্ধস্তস্মান্মম ললিতামতিরমণীয়াম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর অন্যান্য লীলার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করিলেও তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণধ্যানের আধিক্যবশতঃ উন্মাদ সঞ্চারিভাবের প্রাবল্যহেতু আত্মানুসন্ধান অপগত হওয়ায় কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—'কস্যাঞ্চিৎ', কোন গোপিকা অপর কোন গোপিকার স্কন্ধদেশে স্বকীয় ভুজলতা সমর্পণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে সখীগণ! আমি সুবলের স্কন্ধে অর্পিতভুজ শ্রীকৃষ্ণ, আমার 'ললিতাং গতিং পশ্যত'—মনোরম গমনভঙ্গী তোমরা দর্শন কর ॥ ১৯ ॥

———

মা ভৈষ্ট বাতবর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং ময়া।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেঽম্বরম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(গোবর্দ্ধনধারণলীলামাচরন্তী আহ হে ব্রজজনঃ) বাতবর্ষাভ্যাং (ইন্দ্রকৃতঝঞ্ঝাবাতাৎ) মা ভৈষ্ট (ভীতাঃ ন ভবত) বঃ (যুষ্মাকং) তত্রাণং (ততঃ রক্ষাবিধিঃ ময়া) হি বিহিতং (কৃতং) ইতি উক্ত্বা যতন্তী (যত্নং কুর্ব্বতী সতী) একেন হস্তেন অম্বরং (পরিধেয়বসনং) উন্নিদধে (উর্দ্ধ্বং ধৃতবতী) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর "হে ব্রজজন, ইন্দ্রকৃত বায়ু এবং বৃষ্টিপাত হইতে তোমরা ভয় করিও না। আমি তাহা হইতে তোমাদের রক্ষার উপায় করিয়াছি"—এই বলিয়া যত্নসহকারে পরিধেয় বসন উর্ধ্বে ধারণ করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—যতন্তী প্রযত্নং কুর্ব্বতী অম্বরং উত্তরীয়বস্ত্রং উন্নিদধে উর্ধ্বং ধৃতবতী ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতন্তী'—অতিযত্নে এক হস্ত দ্বারা স্বকীয় উত্তরীয় বস্ত্র উর্দ্ধে বিস্তার করিয়া ধরিলেন ॥ ২০ ॥

———

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং ননু দণ্ডধৃক্ ॥২১

অন্বয়ঃ—(কালীয়দমনমাচরন্তী আহ) অপরাং (কাচিদ্ গোপীং) একাং (কস্যাশ্চিৎ উপরি) আরুহ্য পদা (চরণেন) শিরসি আক্রম্য (আহত্য হে) দুষ্টাহে, (দুষ্টসর্প, কালিয়) গচ্ছ (ইতঃ হ্রদাদন্যত্র ব্রজ) ননু (নিশ্চিতং) অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) খলানাং (দুষ্টানাং) দণ্ডধৃক্ (দমনকারী) জাতঃ (প্রাদুর্ভূতঃ ইতি) প্রাহ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অন্য এক গোপী অন্য ব্রজাঙ্গনার উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় মস্তকে পদাঘাত করিয়া—"হে দুষ্টনাগ, কালিয়, এই হ্রদ হইতে প্রস্থান

কর। আমি দুষ্টগণের দণ্ডধারিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছি" এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্টাহে হে কালিয় ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুষ্টাহে'—হে দুষ্টনাগ কালিয়! এই হ্রদ হইতে প্রস্থান কর ॥ ২১ ॥

তত্ৰৈকোবাচ হে গোপা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণম্।
চক্ষুংষ্যাশ্বপিদধ্বং বো বিধাস্যে ক্ষেমমঞ্জসা ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(দাবানলপানলীলামাচরন্তী আহ) তত্র চ (গোপীষু মধ্যে) একা (গোপী) (আহ) হে গোপাঃ, উল্বণং (প্রবৃদ্ধং) দাবাগ্নিং (দাবানলং) পশ্যত। আশু (শীঘ্রং) চক্ষুংষি (স্বস্বনেত্রাণি) অপিদধ্বং (আচ্ছাদয়ত অহং) অঞ্জসা (সত্যমেব) বঃ (যুষ্মাকং) ক্ষেমং (কল্যাণং, দাবানলাৎ পরিত্রাণরূপং) বিধাস্যে (করিষ্যামি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—তন্মধ্যে একজন গোপী বলিলেন,—"হে গোপগণ, এই অত্যুগ্রদাবানল দর্শন কর। সত্বর নিজ নিজ চক্ষু আচ্ছাদন কর। আমি সত্যই তোমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছি ॥" ২২ ॥

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
বধ্নামি ভাণ্ডভেত্তারং হৈয়ঙ্গবমুষস্ত্বিতি।
ভীতা সুদৃক্‌পিধায়াস্যং ভেজে ভীতি-বিড়ম্বনম্ ॥২৩

অন্বয়ঃ—(উদূখলবন্ধনলীলাচরণমাহ) অন্যয়া (কয়াচিৎ গোপ্যা) ভাণ্ডভেত্তারং (ভাণ্ডস্য ভেদকর্ত্তারং) হৈয়ঙ্গবমুষং (নবনীতচৌরং) বধ্নামি ইতি (উক্ত্বা) তত্র উদূখলে (উদূখলবদাচরন্ত্যাং কস্যাঞ্চিদ্ গোপ্যাং) স্রজা (মাল্যেন) বদ্ধা কাচিৎ সুদৃক্ (সুলোচনা) তন্বী (কৃশাঙ্গী গোপী) ভীতা (সতী) আস্যং (মুখং) পিধায় (আচ্ছাদ্য) ভীতিবিড়ম্বনং (ভয়ানুকরণং) ভেজে (আচচার) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—কোন এক গোপী—"এই ভাণ্ডভেদী নবনীত-চোরকে বন্ধন করিব" এই বলিয়া অন্য এক গোপীকে উলুখলের ন্যায় অবস্থিতা অপরা গোপীর সঙ্গে মাল্যদ্বারা বন্ধন করিলে আবদ্ধা কৃশাঙ্গী সুলোচনা ভয়ে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভীত জনের অনুকরণ করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতশ্চাকস্মাদুন্মাদস্য প্রাবল্যে শান্তে সতি কৃষ্ণতাদাত্ম্যস্যাপি শৈথিল্যমভূত্ততশ্চ অহং গোপীত্যাত্মানমনুসন্ধধানাং কাঞ্চিদ্ভাণ্ডস্ফোটন-হৈয়ঙ্গবমোষণ-লীলানুকরণোদ্যতামালক্ষ্য যোগমায়ৈব শ্রীযশোদায়মানা তদুচিতঞ্চকারেত্যাহ,—বদ্ধেতি। হৈয়ঙ্গবমুষস্ত বধ্নামীত্যুক্ত্বা অন্যয়া কাচিৎ স্রজা বদ্ধা সুদৃক্ আস্যমাচ্ছাদ্য ভীতিবিড়ম্বনং ভয়ানুকরণং ভেজে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর হঠাৎ গোপাঙ্গনাগণের উন্মত্ততার প্রবলতা উপশম হইলে, কৃষ্ণ-তাদাত্ম্য অর্থাৎ 'আমরাই কৃষ্ণ' এইরূপ ভাবও শিথিল হইল। তারপর কৃষ্ণৈকাত্মতা শিথিল হইলে, 'আমি গোপী, কৃষ্ণ নয়'—এইরূপ ভাবাপন্না কোন গোপিকাকে দধিমন্থন পাত্র ভগ্ন ও নবনীত চোরিকরণ লীলার অনুকরণে উদ্যতা দেখিয়া যোগমায়া স্বয়ংই শ্রীযশোদাদেবীর অনুকরণ করিয়া লীলা সম্পাদন করিলেন, ইহা বলিতেছেন—'বদ্ধা' ইত্যাদি, কোন গোপিকা "আমি দধিমন্থন ভাণ্ড ভগ্নকারী এই নবনীত চৌরকে বন্ধন করি" এই কথা বলিয়া, উদূখলানুকারিণী কোন গোপীতে, স্বকীয় মাল্য দ্বারা বন্ধন করিতে লাগিলে, কৃষ্ণের ন্যায় অনুকরণকারিণী সেই গোপিকা, ভাবনায় ভীতা হইয়া করযুগলে সুলোচন বদন আচ্ছাদন করিয়া, 'ভীতি-বিড়ম্বনং ভেজে'—ভয়ানুকরণ অর্থাৎ দেহ কম্পনাদি, ঈষৎ রোদন ও কাকু বাক্যাদির অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(গোপ্যঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) বৃন্দাবনলতাস্তরূন্ (বৃন্দাবনে লতাঃ তরূংশ্চ) কৃষ্ণং পৃচ্ছমানাঃ (কৃষ্ণবার্ত্তাং পৃচ্ছন্ত্যঃ সত্যঃ) বনোদ্দেশে (বনপ্রদেশে) পরমাত্মনঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) পদানি (পদচিহ্নানি) ব্যচক্ষত (অপশ্যন্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ এইরূপে বৃন্দাবনে তরুলতাগণের নিকট কৃষ্ণের বার্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনপ্রদেশে তদীয় পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমনেন প্রকারেণ কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা

ইত্যয়মত্র প্রকারঃ। বৈপ্রলম্ভিকস্যোন্মাদস্য প্রৌঢ়ি-মনি আত্মবিস্মৃতৌ সত্যাং স্বপ্রেষ্ঠতাদাত্ম্যমেব স্যাৎ। যদুক্তং "প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্ত্তয়ঃ অসাবহমিতি" "কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি"মিত্যাদি, তস্যৈব মধ্যত্বে যৎকিঞ্চিদাত্মানুসন্ধানবত্ত্বে সত্যনুকরণম্। যদুক্তং শ্রীপ্রহলাদচরিতে—"কৃচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হে"তি। অত্রাপ্যুক্তং "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তন"মিত্যাদি। তস্যৈব মান্দ্যে আত্মানুসন্ধানস্য প্রায়িকত্বে অচেতনেষ্বপি তরুগুল্মাদিষু প্রশ্নঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা'—এই প্রকার গোপীগণ বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ ও লতাদিকে শ্রীকৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের এক-দেশে তদীয় পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। এখানে প্রকার এইরূপ—বিপ্রলম্ভ-জনিত উন্মাদের প্রৌঢ়তা দশায় আত্ম-বিস্মৃতি হইলে স্বপ্রিয়তমের তাদাত্ম্য ভাব হয়। যেমন বলা হইয়াছে—প্রিয়াগণ প্রিয়তমের প্রতিরূঢ় মূর্ত্তি হইয়া 'সেই কৃষ্ণ আমি' এইরূপ ভাবনাবশতঃ 'কৃষ্ণ আমি, আমার রমণীয় গমনভঙ্গী দর্শন কর' ইত্যাদি বলিলেন। তারপর মধ্য দশায় যৎ কিঞ্চিৎ আত্মানুসন্ধানের অনুকরণ। যেমন প্রহলাদচরিত্রে উক্ত হইয়াছে—'কখনও তদ্ভাবনাযুক্ত হওয়ায় তন্ময়-বশতঃ ভগবানের অনুকরণ করিয়াছিলেন।' এখানেও উক্ত হইয়াছে—কৃষ্ণের ন্যায় অনুকরণকারিণী কোন গোপিকা (পূতনার ন্যায় অনুকরণকারিণী কোন গোপীর) স্তন পান করিলেন ইত্যাদি। সেই তদাত্মিকা দশা মন্দীভূত হইলে আত্মানুসন্ধান আসিলে, অর্থাৎ আমি গোপী কৃষ্ণকে অন্বেষণ করিতেছি—এই ভাব আসিলে অচেতন তরু-গুল্মাদিতেও তদ্বিষয়ক প্রশ্ন দেখা যায় ॥ ২৪ ॥

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তে হি ধ্বজাম্ভোজ-বজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তানি দৃষ্ট্বা উচুঃ) মহাত্মনঃ নন্দসূনোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্যৈব) এতানি (পরিদৃশ্যমানানি) পদানি (পদচিহ্নানি ইতি) ব্যক্তং (নিশ্চিতং যতঃ এতানি) ধ্বজাম্ভোজবজ্রাঙ্কুশযবাদিভিঃ (লক্ষণভূতৈঃ) লক্ষ্যন্তে (জ্ঞায়ন্তে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—এই পদচিহ্নসকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দসুতের হইবে। যেহেতু—ইহারা ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ যবাদি-দ্বারা চিহ্নিত দেখা যাইতেছে ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ত্রিবিধমুন্মাদং নির্বর্ণ্য তদনন্তরৈবাকস্মাৎ কৃষ্ণস্য পদচিহ্নান্যালক্ষ্য সানন্দবিতর্কমাহুঃ,—পদানীতি। ধ্বজাদীনাং ধারণস্থানং প্রয়োজনং চোক্তং স্কান্দে,—"দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্রং বিভর্ত্ত্যজঃ। তত্র ভক্তজনস্যারিষড়্ বর্গচ্ছেদনায় সঃ। ১। মধ্যমাঙ্গুলিমূলে চ ধত্তে কমলমচ্যুতঃ। ধ্যাতৃচিত্তদ্বিরেফাণাং লোভনায়াতিশোভনম্। ২। পদ্মস্যাধো ধ্বজং ধত্তে সর্ব্বানর্থজয়ধ্বজম্। ৩। কনিষ্ঠামূলতো বজ্রং ভক্তপাপাদ্রিভেদনম্। ৪। পার্ষ্ণিমধ্যেঽঙ্কুশং ভক্তচিত্তেভবশকারিণম্। ৫। ভোগসম্পন্ময়ং ধত্তে যবমঙ্গুষ্ঠপর্ব্বণীতি। ৬। বজ্রং বৈ দক্ষিণে পার্শ্বে অঙ্কুশো বৈ তদগ্রত ইতি। তত্রৈব স্কান্দে,—কৃষ্ণমধিকৃত্যোক্তত্বাৎ কনিষ্ঠামূলেঽঙ্কুশস্তত্তলে বজ্রমিত্যাহু,—সাম্প্রদায়িকাঃ। পার্ষ্ণাবঙ্কুশস্তু নারায়ণাদের্জ্ঞেয়ঃ। তদেবং চক্র-ধ্বজ-কমল-বজ্রাঙ্কুশ-যবা ইতি ষট্‌চিহ্নানি কৃষ্ণস্য দক্ষিণে চরণেঽন্যান্যপি চিহ্নানি বৈষ্ণবতোষণীদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদর্দ্ধচরণমূর্দ্ধরেখা। ৭। চক্রস্য তলে ছত্রম্। ৮। অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিগবস্থিতং স্বস্তিকচতুষ্টয়ম্। ৯। স্বস্তিকচতুঃসন্ধিষু জম্বুফলচতুষ্টয়ম্। ১০। স্বস্তিকমধ্যেঽষ্টকোণমিত্যেকাদশচিহ্নানি। ১১। তথা বামপদাঙ্গুষ্ঠমূলতস্তন্মুখং দরং "সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশায় দধাতি ভগবানসা"বিতি। ১। মধ্যমামূলেঽম্বরমন্তর্বাহ্যমণ্ডলদ্বয়াত্মকম্। ২। তদধঃ কার্ম্মুকং বিগতজ্যম্। ৩। তদধো গোষ্পদম্। ৪। তত্তলে ত্রিকোণম্। ৫। তদভিতঃ কলসানাং চতুষ্টয়ং কৃচিৎ ত্রিতয়ঞ্চ দৃষ্টম্। ত্রিকোণতলেঽর্দ্ধচন্দ্রোঽগ্রদ্বয়স্পৃষ্টত্রিকোণকোণদ্বয়ঃ। তদধো মৎস্যঃ। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা ঊনবিংশতিঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে ত্রিবিধ উন্মাদ দশা বর্ণনা করিয়া, অনন্তর অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নসমূহ দর্শনে ব্রজসুন্দরীগণের সানন্দ বিতর্ক বলিতেছেন—'পদানি ব্যক্তমেতানি', এই পদচিহ্নসকল নিশ্চয়ই মহাত্মা নন্দ-নন্দনের, যেহেতু ধ্বজ,

বজ্র, অঙ্কুশ, পদ্ম ও যবাদি চিহ্নের দ্বারা লক্ষিত হইতেছে।

ধ্বজাদির ধারণস্থান ও প্রয়োজন স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে, যেমন—'দক্ষিণস্য পদাঙ্গুষ্ঠ মূলে' ইত্যাদি, (১) অর্থাৎ ভক্তজনের কামাদি ছয় রিপুর ছেদনার্থ শ্রীভগবান্ দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠমূলে 'চক্র' ধারণ করিয়া থাকেন। (২) ভগবচ্চরণ ধ্যানরত ব্যক্তির মনোরূপ ভ্রমরের লোভের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ মধ্যমাঙ্গুলির মূলে অতিশোভন 'পদ্মচিহ্ন' ধারণ করেন। (৩) ভক্তজনের নিখিল অনর্থ জয়ের নিমিত্ত কিম্বা তাঁহাদের অভয়ের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ঐ কমলের অধোদেশে 'ধ্বজা' ধারণ করেন। (৪) শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির তলে যে 'বজ্র' ধারণ করেন, তাহা ভক্তগণের পাপরূপ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিবার নিমিত্ত জানিতে হইবে। (৫) শ্রীভগবান্ পার্ষ্ণিমধ্যে ভক্তের চিত্তরূপ হস্তীর বশকরী 'অঙ্কুশ' ধারণ করিয়া থাকেন। (৬) অঙ্গুষ্ঠের পর্ব্বদেশে ভোগসম্পন্ময় 'যব'-চিহ্ন ধারণ করেন। ঐ স্কন্দপুরাণেই বলা হইয়াছে—দক্ষিণ পার্শ্বে বজ্র এবং তাঁহার অগ্রে অঙ্কুশ। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—কনিষ্ঠামূলে অঙ্কুশ এবং তাহার নিম্নে বজ্র। পার্ষ্ণিদেশে (গোড়ালিদেশে) অঙ্কুশ চিহ্ন শ্রীনারায়ণাদি বিগ্রহেও জানিতে হইবে। এই প্রকারে চক্র, ধ্বজ, কমল, বজ্র, অঙ্কুশ ও যব এই ছয়টি চিহ্নের কথা বলা হইল।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ চরণে অন্যান্য চিহ্নগুলি লিখিত হইতেছে—(৭) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিদেশ হইতে অর্দ্ধচরণ পর্য্যন্ত 'ঊর্দ্ধ্বরেখা'। ৮। চক্রের তলে 'ছত্র'। ৯। অর্দ্ধচরণতলে চতুর্দ্দিকে অবস্থিত 'স্বস্তিক'-চিহ্ন চতুষ্টয়। ১০। স্বস্তিকের চতুঃসন্ধিতে চারিটি 'জম্বুফল'। ১১। স্বস্তিকের মধ্যে 'অষ্টকোণ'—এই একাদশ চিহ্ন। ১। তদ্রূপ বামচরণে বামপদের অঙ্গুষ্ঠমূলে 'চক্র', সর্ব্ববিদ্যা প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ ধারণ করিয়া থাকেন। ২। মধ্যমার মূলে 'অম্বর'—চিহ্ন, ইহা ব্যাপকত্ব হইলেও অসঙ্গত্বের দ্যোতক। ৩। তাহার নিম্নে 'জ্যা-রহিত কার্ম্মুক'। ৪। তাহার তলে 'গোষ্পদ' চিহ্ন। ৫। তাহার তলে 'ত্রিকোণ' ৬। তাহার চারিদিকে 'কলসচতুষ্টয়', কোথাও তিনটি কলসও দৃষ্ট হয়। ৭। ত্রিকোণের তলে 'অর্দ্ধচন্দ্র', উহার অগ্রদ্বয়ে ত্রিকোণের কোণদ্বয় স্পৃষ্ট রহিয়াছে। ৮। তাহার নিম্নে 'মৎস্য' চিহ্ন—পূর্ব্বোক্ত একাদশ চিহ্নের সহিত এই আটটি মিলিত হইয়া উনবিংশতি চরণ-চিহ্ন জানিতে হইবে ॥২৫॥

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥২৬

অন্বয়ঃ—অবলাঃ (গোপ্যঃ) তৈঃ তৈঃ পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) তৎপদবীং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পদবীং গমনমার্গম্) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (সত্যঃ) অগ্রতঃ (অগ্রভাগে) বধ্বাঃ (শ্রীরাধায়াঃ) পদৈঃ (পদচিহ্নৈঃ) সুপৃক্তানি (সংমিশ্রিতানি তস্য পদানি) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) আর্ত্তাঃ (পীড়িতাঃ সত্যঃ) সমব্রুবন্ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর গোপীগণ সেই সকল পদচিহ্ন অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের গমনমার্গ অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখে বধূর (রাধার) পদচিহ্নযুক্ত তদীয় পদচিহ্ন দর্শন করিয়া আর্ত্তভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—সুপৃক্তানি মিশ্রিতানি ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুপৃক্তানি'—সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত, অর্থাৎ প্রিয়তমার পদচিহ্নের সহিত সংলগ্ন তাঁহার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া আর্ত্তভাবে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥ ২৭

অন্বয়ঃ—করিণা (সহযাতায়াঃ) করেণোঃ (হস্তিন্যাঃ) যথা (ইব) নন্দসূনুনা (শ্রীকৃষ্ণেন সহ) যাতায়াঃ (গতায়াঃ) অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ (তেন শ্রীকৃষ্ণেন অংসে বাহুমূলে ন্যস্তঃ স্থাপিতঃ প্রকোষ্ঠা বাহুঃ যস্যাঃ তস্যা) কস্যাঃ (মহাভাগায়াঃ) এতানি পদানি চ (পদচিহ্নানি দৃশ্যন্তে) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—করিবরের সঙ্গে হস্তিনী যেরূপ গমন করে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন্ ভাগ্যবতী

গমন করিয়াছে যাহার এই পদচিহ্নসকল দেখা যাইতেছে। গমনকালে শ্রীকৃষ্ণ তাহার স্কন্ধদেশে স্বীয় বাহু সংস্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অংসন্যস্তেতি। যস্যাঃ স্কন্ধে নন্দসূনুনা বামপ্রকোষ্ঠো ন্যস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অংস-ন্যস্ত-প্রকোষ্ঠায়াঃ'—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহার বাহু স্বকীয় স্কন্ধে সংস্থাপিত করিয়াছেন—এই অর্থ ॥ ২৭ ॥

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) নূনং (নিশ্চিতম্) অনয়া (সুভগয়া) আরাধিতঃ (পূজিতঃ অভবৎ) যৎ (যতঃ) নঃ (অস্মান্) বিহায় গোবিন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রীতঃ (আরাধনয়া তুষ্টঃ সন্) যাং (ভাগ্যবতীং) রহঃ (নির্জ্জনং) অনয়ৎ (প্রাপয়ামাস) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই ঐ ভাগ্যবতীকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছেন—যেহেতু আমাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি তুষ্ট হইয়া তাহাকে নির্জ্জনস্থানে লইয়া গিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পদচিহ্নৈরেব তাং শ্রীবৃষভানুনন্দিনীং পরিচিত্যান্তরাশ্বস্তা বহুবিধগোপীজনসঙ্ঘট্টে তত্র বহিরপরিচয়মিবাভিনয়ন্ত্য স্তস্যাঃ সুহৃদস্তন্নামনিরুক্তিদ্বারা তস্যাং সৌভাগ্যং সহর্ষমাহুরনয়ৈব। নূনমিতি নিশ্চয়ে। হরির্ভক্তজনদুঃখহর্ত্তা, ভগবান্ নারায়ণ, ঈশ্বরো ভক্তাভীষ্টদানসমর্থ আরাধিতঃ। নত্বস্মাভিঃ যতো ন বিহায়েত্যাদি। ততশ্চ রাধয়ত্যারাধয়তীতি রাধা ইতি নামব্যক্তির্বভূবেতি। মুনিঃ প্রযত্নেন তদীয়নামাপ্যধাৎ পরং কিন্তু তদাস্যচন্দ্রাৎ স্বয়ং নিরেতি স্ম। কৃপা নু তস্যাঃ সৌভাগ্যভের্য্যা ইব বাদনার্থম্। যদ্বা, হে অনয়াঃ, অতিমহীয়স্যা তয়া সহ বৃথৈব সাম্যাহঙ্কারাদনীতিমত্যঃ নূনং হরিরয়ং রাধিতঃ। রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ, শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। ভগবান্ সুন্দরঃ কামাতুরঃ স্বকীর্তিপ্রখ্যাপকো বা। "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষ্বি"ত্যমরঃ। ঈশ্বরঃ যুষ্মান্ বঞ্চয়িতুং সমর্থঃ। যদ্যস্মান্নো সুন্দরীবিহায় গোবিন্দঃ গান্তস্যা ইন্দ্রিয়াণি রমণার্থং বিন্দতি বিন্দয়তীতি বা সঃ। তস্যাশ্চ পদচিহ্নানি উজ্জ্বলনীলমণিতট্টীকাদৃষ্ট্যা লিখ্যন্তে। বামচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ। ১। তত্তলে চক্রম্। ২। তত্তলে ছত্রম্। ৩। তত্তলে বলয়ম্। ৪। অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীসন্ধিমারভ্য যাবদৰ্দ্ধচরণমূর্ধ্বরেখা। ৫। মধ্যমাতলে কমলম্। ৬। তত্তলে ধ্বজঃ সপাতকঃ। ৭। তত্তলে বল্লী। ৮। পুষ্পঞ্চ। ৯। কনিষ্ঠাতলেঽঙ্কুশঃ। ১০। পার্ষ্ণাবর্দ্ধচন্দ্রঃ। ইত্যেকাদশঃ। ১১। দক্ষিণচরণেঽঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খঃ। ১। তত্তলে গদা। ২। কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ। ৩। তত্তলে কুণ্ডলম্। ৪। তত্তলে শক্তিঃ। ৫। তর্জ্জন্যাদ্যঙ্গুলিতলে পর্ব্বতঃ। ৬। পর্ব্বততলে রথঃ। ৭। পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ। ৮। ইত্যষ্টৌ মিলিত্বা একোনবিংশতিঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপীগণ পদচিহ্ন-সমূহ দ্বারাই তাহাকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী অবগত হইয়া আশ্বস্ত-হৃদয়ে বহুবিধ গোপীজন-সঙ্ঘট্টে বাহিরে অপরিচিতের ন্যায় অভিনয় করিয়া সেই সুহৃদ্ রমণীর নাম কথন দ্বারা হর্ষসহকারে তাঁহার সৌভাগ্য মহিমা বলিতে লাগিলেন—'অনয়ারাধিতো নূনং'। নূনং—ইহা নিশ্চয়ে, 'হরি'—ভক্তজনের দুঃখহর্ত্তা, 'ভগবান্'—নারায়ণ, 'ঈশ্বর'—ভক্তজনের অভীষ্টদানে সমর্থ আরাধিত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের দ্বারা নহে, যেহেতু 'নঃ বিহায়'—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিভৃত স্থানে তাহাকে লইয়া গিয়াছেন। এখানে 'রাধয়তি আরাধয়তি'—অর্থাৎ 'আরাধিত' এই শব্দে আরাধনা করেন যিনি, এই অর্থে 'রাধা' এই নামকরণও দেখালেন। মহামুনি শ্রীল শুকদেব অতিযত্নে শ্রীরাধার নাম গূঢ়ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীরাধার কৃপায় সৌভাগ্য ভেরী বাদনার্থ ঐ নাম তাঁহার মুখচন্দ্র হইতে স্বয়ং নির্গত হইল। অথবা—'হে অনয়াঃ', অতিমহীয়সী তাঁহার সহিত বৃথাই সাম্য অহঙ্কারহেতু হে অনীতিমতীগণ! নিশ্চয়ই এই হরি 'রাধিত' অর্থাৎ রাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন (রাধাং ইতঃ প্রাপ্তঃ)। তিনি 'ভগবান্'—সুন্দর, কামাতুর অথবা স্বকীর্ত্তি-প্রখ্যাপক। অমরকোষে উক্ত আছে—'ভগ শব্দে শ্রী (ঐশ্বর্য্য), কাম, মাহাত্ম্য, বীর্য্য, যত্ন, অর্ক ও কীর্ত্তি বুঝায়'। 'ঈশ্বর'

—তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ। যেহেতু সুন্দরী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 'গোবিন্দঃ'—গো-শব্দে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ রমণের নিমিত্ত যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন বা প্রাপ্ত করাইয়াছেন তিনি গোবিন্দ।

শ্রীউজ্জ্বল নীলমণির টীকার লিখিতানুসারে শ্রীরাধার পদচিহ্নসমূহ লিখিত হইতেছে—

(১) বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে 'যব'। (২) তাহার তলে 'চক্র'। (৩) চক্রের নিম্নে 'ছত্র'। (৪) ছত্রের নীচে 'বলয়'। (৫) অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সন্ধিস্থল আরম্ভ করিয়া চরণার্দ্ধ পর্য্যন্ত 'উর্দ্ধ-রেখা'। (৬) মধ্যমা অঙ্গুলির নীচে 'পদ্ম'। (৭) তত্তলে 'সপতাক ধ্বজা'। (৮) ধ্বজার নিম্নে 'বল্লী' (লতা)। (৮) এবং 'পুষ্প'। (১০) কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে 'অঙ্কুশ'। (১১) পাষ্ণিতে (গুল্‌ফার অধোদেশে) 'অর্দ্ধচন্দ্র'—এই একাদশটি চিহ্ন। (১) দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ। (২) শঙ্খের নিম্নে 'গদা'। (৩) কণিষ্ঠাঙ্গুলির তলে 'বেদি'। (৪) বেদির তলে 'কুণ্ডল'। (৫) তত্তলে 'শক্তি'। (৬) তর্জ্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলির নিম্নে 'পর্ব্বত'। (৭) পর্ব্বতের তলে 'রথ'। (৮) পাষ্ণিতে 'মৎস্য'—এই আটটি। উভয় পদের চিহ্নগুলির সমষ্টিতে ১৯ (একোনবিংশতি) চিহ্ন ॥২৮

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশো রমা দেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) আল্যঃ (হে সখ্যঃ) অমী (দৃশ্যমানাঃ) গোবিন্দাঙ্‌ঘ্র্যব্জরেণবঃ (কৃষ্ণপাদপদ্ম-রজাংসি) অহো ধন্যাঃ (অতিপুণ্যাঃ ভবন্তি যতঃ) ব্রহ্মেশৌ (চতুর্ম্মুখমহেশ্বরৌ) রমাদেবী (লক্ষ্মীশ্চ) অঘনুত্তয়ে (পাপাপনোদনায়) মূর্ধ্নি (শিরসা) যান্ (পদরেণূন্) দধুঃ (ধারয়ামাসুঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণের এই পাদপদ্ম-রেণু অতিশয় পবিত্র, যেহেতু ব্রহ্মা, মহাদেব এবং লক্ষ্মীদেবীও পাপনাশের জন্য মস্তকদ্বারা ঐ সকল রেণু ধারণ করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—তটস্থপক্ষাস্তু তত্রানবদধানাঃ কৃষ্ণপদান্যেবালক্ষ্যাহুঃ,—ধন্যা ইতি, ব্রহ্মাদ্যা অঘনুত্তয়ে বিচ্ছেদদুঃখাপনোদনায় যান্ মূর্ধ্নি দধুরিত্যপরাহ্নে গোষ্ঠাগমনসময়ে কৃষ্ণসহচরবালকৈঃ প্রত্যহং তে স্বর্গাদবরুহ্য কৃষ্ণপাদধূলিগ্রাহিণো দৃশ্যন্তে এব। যদ্বক্ষ্যতে—"বন্দ্যমানমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈ"রিতি। বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে ইতি চ। বয়ন্তু লজ্জয়ৈব যদ্ধর্ত্তুং ন শক্নুমস্তেনৈবৈতাবদঘং প্রাপ্নুম ইতি ভাবঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তটস্থ গোপীগণ তাহাতে মনোনিবেশ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন করিয়াই বলিতে লাগিলেন—'ধন্যা অহো অমী আল্যো', অর্থাৎ হে সখিগণ। অহো! শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সংস্পর্শে রজঃসমূহই ধন্য। যেহেতু ব্রহ্মা, মহেশ্বর এবং রমাদেবী বিচ্ছেদ-দুঃখ অপনোদনের জন্য যে পাদপদ্মরেণু মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। অপরাহ্নকালে গোষ্ঠ হইতে আগমন করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের সহচর বালকের সহিত প্রত্যহ দেবগণ স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের চরণধূলি গ্রহণ করেন, ইহা দেখা যায়। পরে বলিবেন—"বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ" (৩৫।২২), অর্থাৎ পথমধ্যে বৃদ্ধ দেবগণ কর্ত্তৃক বন্দিত-চরণ, ইত্যাদি। অতএব কেবল আমরাই তাহা ধারণে অসমর্থ, সেই জন্যই এতাদৃশ দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি—এই ভাবার্থ ॥ ২৯ ॥

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং রহো ভুঙ্‌ক্তেঽচ্যুতাধরম্ ॥
ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।
খিদ্যৎসুজাতাঙ্‌ঘ্রিতলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—তস্যাঃ (সুভগায়াঃ) অমূনি পদানি (পদচিহ্নানি) নঃ (অস্মাকম্) উচ্চৈঃ ক্ষোভম্ (অতিশয়ং দুঃখং) কুর্ব্বন্তি। যা (সুভগা) একা (স্বয়মেব) গোপীনাং (সর্ব্বাসাং গোপাঙ্গনানাং) ধনং (বিত্তস্বরূপম্) অচ্যুতাধরং (শ্রীকৃষ্ণস্য অধরা-মৃতম্) অপহৃত্য ভুঙ্‌ক্তে (আস্বাদয়তি) অত্র (অস্মিন্ স্থানে) তস্যাঃ (প্রেয়স্যাঃ) পদাদি (পদচিহ্নানি) ন লক্ষ্যন্তে (ন দৃশ্যন্তে) নূনং (নিশ্চিতং) প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৃণাঙ্কুরৈঃ খিদ্যৎসুজাতাঙ্‌ঘ্রিতলাং (খিদন্তী সুজাতে সুকুমারে অঙ্‌ঘ্রিতলে পদতলে যস্যাঃ তাং) প্রেয়সীম্ উন্নিন্যে (স্কন্ধমারোপিতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ ভাগ্যবতীর এই পদচিহ্নসকল আমাদের অতিশয় দুঃখ উৎপাদন করিতেছে, ঐ সুভগা একাকীই সমস্ত গোপীজনের ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা অপহরণপূর্ব্বক পান করিতেছে। অনন্তর কিয়দ্দূর গমনের পর বধূর পদচিহ্ন না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে সখীগণ, এখানে আর বধূর পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। নিশ্চয়ই তৃণাঙ্কুরে তদীয় সুকোমল পদতল ব্যথিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছেন ॥৩০॥

ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্ ।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ ।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(অত্র সন্দেহো নেতি আহুঃ হে) গোপ্যঃ, (ইতঃ আরভ্য) বধূং (প্রিয়াং) বহতঃ (স্কন্ধে ধারয়তঃ অতঃ) ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ কৃষ্ণস্য অধিকমগ্নানি (ভূমৌ অতি নিবিষ্টানি) ইমানি পদানি (পদচিহ্নানি) পশ্যত (অবলোকয়ত, ততঃ কিয়দ্দূরং গত্বা আহুঃ) অত্র পুষ্পহেতোঃ (পুষ্পসংগ্রহার্থং) মহাত্মনা (কৃষ্ণেন) কান্তা (প্রিয়া) অবরোপিতা (ভূমৌ অবতারিতা অভবৎ) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে গোপীগণ, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই দেখ, এখানে বধূকে স্কন্ধদেশে ধারণ করায় ভারাক্রান্ত কামী শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নসকল ভূমিতে অধিক মগ্ন হইয়াছে। আর কিছুদূর যাইয়া বলিলেন,—এখানে পুষ্পচয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে ভূমিতে অবতারিত করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতিপক্ষসখ্য আহুস্তস্যা ইতি। উচ্চৈঃ কর্ত্তুং জনয়ন্তি। গোপীনাং সর্ব্বাসামেবাস্মাকং ভোগ্যমচ্যুতাধরমেকৈব রহশ্চোরয়িত্বা ভুঙ্ক্তে তয়ৈব কামিন্যা কেনাপি কর্ম্মণৈনং বশীকৃত্যাস্মান্ প্রেমবতীস্ত্যাজয়িত্বা কৃষ্ণ এতাবদ্দূরমানীত ইতি ভাবঃ। ভো মৎসরমহারোগগ্রস্তাঃ, মা খিদ্যত নাত্র তস্যাঃ পদানি সন্তীতি তস্যাঃ প্রিয়সখ্য আহুঃ—নেতি। তাঃ প্রত্যেব সহর্ষাপাঙ্গমন্যাঃ সখ্যো নীচৈঃ সবিতর্কমাহুঃ,—নূনমিতি। উন্নিন্যে ভুজাভ্যামুদ্গৃহ্য স্ববক্ষ আরোহয়ামাসেত্যর্থঃ। যতঃ প্রেয়সীং অতিপ্রীতিবিষয়ত্বাত্তচ্চরণতলখেদস্যাসহ্যত্বাৎ, ইহ খলু তৎসখীনামুভয়বিধং সুখং তস্যাস্তাদৃশসৌভাগ্যদর্শনোত্থং বিপক্ষাণাং তাদৃশদুঃখদর্শনোত্থং চেতি জ্ঞেয়ম্। ভো অসমীক্ষ্যভাষিণ্যঃ, মাখিদ্যতেতি কিং ব্রূধ্বে তৎপদানাং দর্শনাদপ্যদর্শনমতিদুঃখাকরমস্মৎপ্রাণানামদর্শনং সম্ভাবয়তীতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ প্রতিপক্ষা আহুঃ,—ইমানীতি। বধূমিত্যনুপনীতেনাপি কৃষ্ণেন বনেঽত্র সা স্ববধূরেব কৃতেতি ভাবঃ। অতএব ভারাক্রান্তস্য গৃহস্থাঃ খলু কলত্রভারাক্রান্তাঃ ইতস্ততো ভ্রমন্ত্যেবেতি ভাবঃ। কামিনঃ নতু প্রেমিণঃ প্রেমবতীনামপ্যস্মাকং ত্যাগাদিত্যুক্ত এব কাম এব তং তাং বাহয়েদন্যথা ব্রজেন্দ্রকুমারো হ্যতিসুকুমারঃ কিং গোপালিকায়া বাহনো ভবেদিতি ভাবঃ। পুনঃ সখ্য আহুঃ,—অত্রেতি। মহাত্মনা বিদগ্ধশিরোমণিনেত্যর্থঃ। যদ্বা, মহে তৎপ্রসাধনোৎসবে আত্মা মনো যস্য তেন। পুষ্পহেতোঃ পুষ্পার্থং অবরোপিতেত্যশোকবৃক্ষোঽয়মস্যাঃ পাদস্পর্শং প্রাপ্য সদ্যঃ পুষ্প্যতি। যথাহমেতৎপুষ্পৈরিমাং প্রসাধয়েয়মিতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতএব মহাত্মনা মহাবুদ্ধিমতা ॥ ৩০-৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রতিপক্ষ সখীগণ বলিলেন—'তস্যাঃ অমূনি', অর্থাৎ সেই কামিনীর পদচিহ্নসকল আমাদের মহাদুঃখ জন্মাইতেছে। কারণ সকল গোপিকার ভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত অপহরণপূর্ব্বক নির্জ্জনে একাকিনীই ভোগ করিতেছে। সেই মায়াবিনী রমণী কোনও কার্য্য দ্বারা অর্থাৎ ছলে ভুলাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করতঃ প্রেমবতী আমাদিগের নিকট হইতে পরিত্যাগ করাইয়া এতদূর লইয়া আসিয়াছে—এই ভাবার্থ। হে ঈর্ষাপরায়ণ গোপীগণ! তোমরা খেদ করিও না, এস্থলে আর তাঁহার পদচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখীর এইরূপ কথা শুনিয়া প্রতিপক্ষা রমণীগণ অসূয়ার সহিত বলিতে লাগিলেন—'নূনং', পদচিহ্ন লক্ষিত না হইবার কারণ প্রিয়তমার কোমল ও সুন্দর চরণতল তৃণাঙ্কুরে বিদ্ধ হইতে লাগিলে, তদীয় প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে বাহুদ্বারা উন্নয়ন পূর্ব্বক স্ববক্ষে আরোহণ করাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এখানে তাঁহার সখীগণের উভয়বিধ সুখ—তাঁহার তাদৃশ সৌভাগ্য দর্শনজনিত এবং বিপক্ষাগণের তাদৃশ দুঃখ দর্শনোত্থ জানিতে হইবে। হে বিবেচনাহীন গোপী-

গণ! 'খেদ করিও না' একি বলিতেছ? শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দর্শন অপেক্ষা অদর্শন আমাদিগের প্রাণের একান্ত ক্লেশপ্রদ।

ইহাতে প্রতিপক্ষ গোপীগণ বলিলেন—'ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্', অর্থাৎ এখানে বধূকে স্কন্ধদেশে ধারণ করায় ভারাক্রান্ত কামী কৃষ্ণের পদচিহ্নসকল ভূমিতে অধিক মগ্ন হইয়াছে। 'বধূম্'—অনুপনীত হইলেও কৃষ্ণ বনে আসিয়া তাহাকে নিজ বধূরূপে গ্রহণ করিয়াছে—এইরূপ কটাক্ষ। অতএব 'ভারাক্রান্তস্য'—গৃহস্থগণ কলত্রভারাক্রান্ত হইয়া যেমন ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। 'কামিনঃ'—শ্রীকৃষ্ণ কামপরতন্ত্র, কিন্তু প্রেমী নহেন, যেহেতু প্রেমবতী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন, অতএব কামই শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সেই গোপনারীকে বহন করাইতেছে, অন্যথা অতিসুকুমার ব্রজেন্দ্রকুমার কিরূপে সেই গোপ বালিকার বহনে সমর্থ হইবে? পুনরায় সখীগণ বলিলেন—'অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতো র্মহাত্মনা', এখানে পুষ্পচয়নের জন্য শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে ভূমিতে অবতারিত করিয়াছিলেন। 'মহাত্মনা'—বিদগ্ধ শিরোমণি কৃষ্ণ কর্তৃক। অথবা—মহে বলিতে প্রিয়তমার প্রসাধনোৎসবে আত্মা অর্থাৎ মনঃ যাঁহার, সেই কৃষ্ণ কর্তৃক। 'পুষ্পহেতোঃ'—পুষ্পের নিমিত্ত অবতারিত করিয়াছেন, ইহাতে নিশ্চয় ইহা অশোক বৃক্ষ, প্রিয়তমার পাদস্পর্শে সদ্যঃ কুসুমিত হইবে। যাহাতে আমি ইহার পুষ্পের দ্বারা প্রিয়তমার প্রসাধন করাইতে পারি এইরূপ বিবেচনা করতঃ—এই অর্থ। অতএব 'মহাত্মনা'—মহাবুদ্ধি-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ ।।৩০-৩১

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাঽসকলে পদে ।। ৩২ ।।

অন্বয়ঃ—অত্র প্রেয়সা (প্রিয়েন কৃষ্ণেন) প্রিয়ার্থে (প্রিয়ায়াঃ সন্তোষং জনয়িতুং) প্রসূনাবচয়ঃ (পুষ্পচয়নং) কৃতঃ (যতঃ) প্রপদাক্রমণে (প্রপদাভ্যামাক্রমণং ভূমিসম্মর্দ্দনং যয়োঃ অতএব) অসকলে (অসম্পূর্ণে) এতে পদে (পদচিহ্নে) পশ্যত (বিলোকয়ত) ।। ৩২ ।।

অনুবাদ—এখানে প্রিয়ার জন্য প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পচয়ন করিয়াছেন, যেহেতু ঐ দেখ তৎকালে কেবলমাত্র পদাগ্রভাগদ্বারা ভূমি আক্রমণ করায় অসম্পূর্ণ পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে ।। ৩২ ।।

বিশ্বনাথ—অত্রাশোকশাখায়াং প্রসূনানামবচয় ইত্যতঃ এবাত্র প্রসূনানি ন সন্তীতি ভাবঃ। কিঞ্চিদ্দূরশাখায়া হস্তাপ্রাপ্যায়াঃ পুষ্পাবচয়নার্থং প্রপদাভ্যামাক্রমণং ক্ষৌণিসম্মর্দ্দনং যতস্তে পদে অতএব অসকলে সম্পূর্ণয়োস্তয়োর্ভূবি চিহ্নাদর্শনাৎ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অত্র প্রসূনাবচয়ঃ'—এই অশোক বৃক্ষের শাখা হইতে পুষ্পনিচয় চয়ন করিয়াছেন, এইজন্যই এখানে কুসুমসমূহ দৃষ্ট হইতেছে না—এই ভাবার্থ। আর দেখ হস্তের অপ্রাপ্য কিঞ্চিৎ দূরশাখা হইতে পুষ্প অবচয়নের নিমিত্ত, 'প্রপদাক্রমণে'—চরণের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতল আক্রমণ করিয়া দণ্ডায়মান হওয়ায়, 'অসকলে পদে'—সম্পূর্ণ পদদ্বয়ের চিহ্ন ভূমিতে দেখা যাইতেছে না ।। ৩২ ।।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—(তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণজান্বন্তরুপবিষ্টায়াশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বাহুঃ) অত্র হি (নিশ্চিতং) কামিনা (কৃষ্ণেন) কামিন্যাঃ কেশপ্রসাধনং (কেশসংস্কারঃ) কৃতম্। ইহ (অস্মিন্ স্থানে) কান্তাম্ (অধিকৃত্য) চূড়য়তা (চূড়াকরণেন তানি প্রসূনানি বধ্নতা তেন) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) উপবিষ্টম্ ।। ৩৩ ।।

অনুবাদ—অতঃপর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের জানুর উপর প্রিয়ার উপবেশন-চিহ্ন দর্শন করিয়া বলিলেন,—এখানে নিশ্চয়ই কামী শ্রীকৃষ্ণ কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। এখানে কান্তার জন্য চূড়ার অনুকরণে কুসুমসকল গ্রথিত করিবার জন্য নিশ্চয়ই উপবেশন করিয়াছিলেন ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণজান্বন্তরুপবিষ্টায়াস্তস্যাশ্চিহ্নং দৃষ্ট্বা পুনর্বিপক্ষা আহুঃ,—কেশানাং প্রসাধনং অত্রত্য বনদেবতা দত্তকঙ্কতিকয়েতি বুদ্ধ্যতে। কামিন্যাঃ নতু প্রেমবত্যাঃ স্বসখীরপি বঞ্চয়িত্বা কামুকং নীত্বা রহো গতত্বাৎ। কামিনা নতু প্রেমবতা প্রেমবতীনাম-

প্যস্মাকং বিরহপীড়ানমুসন্ধানাৎ। ততশ্চ তানি তৈঃ প্রসূনৈঃ কেশৈর্বা কান্তাং কামিনীং চূড়য়তা নর্ম্মণা পৌরুষং ব্যঞ্জয়িতুং চূড়াবতীং কুর্ব্বতা ইহ ধ্রুবমুপবিষ্টমিতি রহঃ কেলিবার্ত্তাপ্যভূদিতি ভাবঃ। বিন্মতোর্লুগিতি মতুপো লুক্ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের জানুর উপর প্রিয়ার উপবেশন চিহ্ন দর্শন করিয়া বিপক্ষা গোপীগণ বলিতেছেন—'কেশপ্রসাধনং', কামুক শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে সেই কামিনীর কেশসমূহের অত্রত্য বনদেবতা-প্রদত্ত কঙ্কতিকার (চিরুণীর) দ্বারা প্রসাধন করিয়া দিয়াছিলেন (চুল বান্ধিয়া দিয়াছিলেন)। 'কামিন্যাঃ'—কামিনীর কেশ প্রসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রেমবতীর নহে, যেহেতু সেই কামিনী স্বসখীগণকেও বঞ্চনা করতঃ কৃষ্ণকে লইয়া নির্জ্জনে গমন করিয়াছে। 'কামিনা'—শ্রীকৃষ্ণ কামী, কিন্তু প্রেমবান্ নহেন, যেহেতু প্রেমবতী আমাদিগের বিরহ পীড়ার কোন অনুসন্ধান রাখে না। তারপর পূর্ব্বচয়িত কুসুমরাজি দ্বারা কিম্বা কেশরাশি দ্বারা 'কান্তাং'—সেই কামিনীর 'চূড়য়তা'—পরিহাস পূর্ব্বক পুরুষের মত চূড়া বন্ধন করিয়া দিবার জন্য নিশ্চয় এখানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতে কেলিবার্ত্তাও হইয়া থাকিবে—এই ভাবার্থ ॥ ৩৩ ॥

রেমে তয়া চাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥৩৪॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্) স্বাত্মরতঃ (স্বসন্তুষ্টঃ) আত্মারামঃ (স্বক্রীড়ঃ) অখণ্ডিতঃ (স্ত্রীবিভ্রমৈঃ অনাকৃষ্টোঽপি শ্রীকৃষ্ণঃ) কামিনাং দৈন্যং স্ত্রীণাং চ এব দুরাত্মতাং দর্শয়ন্ (দর্শয়িতুং) তয়া (সহ) রেমে (বিহারং চকার) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সন্তুষ্ট, স্বয়ংই ক্রীড়াশীল এবং স্ত্রী-বিভ্রমে অনাকৃষ্ট হইলেও কামিগণের দৈন্য এবং স্ত্রীলোকের দৌরাত্ম্য প্রদর্শনের জন্য সেই কামিনীর সহিত নির্জ্জনে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং গোপীনামুক্তিভিরেব তস্যাঃ সৌভাগ্যাতিশয়ং দর্শয়িত্বা স্বয়মপি তমুপপাদয়তি,—রেমে ইতি। আত্মারামোঽপি তয়া সহ রেমে, তত্র হেতুঃ স্বাত্মরতঃ তয়া সহ শোভমানমাত্মনো রমণং যস্য সঃ। আত্মারামতায়াং তথা সুখং ন তস্য ভবেৎ যথা তয়া সহ রমণ ইত্যর্থঃ। "চাত্মরত" ইতি পাঠে আত্মারামশব্দেন পৌনরুক্ত্যাপাতাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। চ এবার্থে। তয়ৈব সহ আত্মনা যত্নেন রতং রমণং যস্য সঃ। "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধি"রিত্যমরঃ। আত্মারামতায়াং তাদৃশসুখলাভাভাবাদেব তাবান্ যত্ন ইতি ভাবঃ। ননু, তর্হি তস্যাপূর্ণত্বং প্রসক্তমত আহ,—অখণ্ডিতঃ, তদপি পূর্ণ এব নতু খণ্ডিতঃ তস্যাহলাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাদিতি ভাবঃ। হ্লাদিনীশক্তিত্বেঽপি সর্ব্বাহলাদসারো যঃ প্রেমা তস্যাপি পরমাবধির্য্যো মহাভাবস্তদ্রূপত্বাদেব হেতোর্ভগবত আত্মারামত্বেন হ্লাদমাত্ররমণাদপি হ্লাদমহাসারভূতয়া তয়া সহ রমণস্যাধিক্যমস্ত্যেব। যদুক্তং তন্ত্রে,—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্ব্বশক্তির্বরীয়সী। তৎসারভূতা রাধেয়মিতি। মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী"তি। ততশ্চ আত্মারামোঽপি তয়া সহ স্বাত্মরতঃ, স্বাত্মরতোঽপ্যখণ্ডিতঃ পূর্ণ এব রেমে ইত্যন্বয়ঃ। তেন চ ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞানাং প্রাকৃতবিবেকিনাং হিতঞ্চ তেভ্যঃ স্ববিলাসতত্ত্বস্য গোপনঞ্চ চকারেত্যাহ,—কামিনামিতি। কামবশৈঃ স্ত্রীবশৈশ্চ ন ভাব্যমিতি লোকান্ শিক্ষয়ামাসেত্যর্থঃ। কামবশত্বে সতি পুমাংসো দীনাঃ স্যুর্দৈন্যে চ সতি স্ত্রিয়ো দুরাত্মানঃ স্যুরিত্যর্থে ভগবান্ ভগবৎপ্রেয়সী চ প্রমাণয়তি যতস্তে ইতস্ততো জল্পন্ত উজ্জলপ্রেমরসতত্ত্বগোপনস্য হেতবো বভূবুরিতি ভাবঃ। তথা দর্শয়ন্নেব প্রেমরসতত্ত্বঞ্চ গোপয়ন্নিতি চৈব শব্দাভ্যামেব ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা, কামিনাং সম্বন্ধে দৈন্যং দর্শয়ন্ "আত্মবন্মন্যতে জগ"দিতি ন্যায়েন যে কামিনস্তং দীনমেবাপশ্যন্ যাশ্চ স্ত্রিয়ঃ কামিন্যস্তাং দুরাত্মানমেবাপশ্যংস্তৎ প্রয়োজকীভবন্নিত্যর্থঃ। যদ্বা, কামিনাং দৈন্যং দর্শয়ন্নিতি কামিভিঃ সুরতপ্রার্থনাদিনা দীনৈর্ভবিতব্যম্। স্ত্রীভিস্তত্রাসম্মত্যা দুরাত্মভির্ভবিতব্যমিতি দর্শয়ন্ রসিকজনান্ জ্ঞাপয়ন্। এবমেব রসপোষো নান্যথেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে গোপীগণের উক্তির দ্বারা শ্রীরাধার সৌভাগ্যাতিশয় দেখাইয়া

(শ্রীল শুকদেব গোস্বামী) স্বয়ংও তাহা উপপাদন করিতেছেন—'রেমে তয়া', শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার সহিত রমণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি 'স্বাত্মরত' অর্থাৎ শ্রীরাধার সহিত শোভমান আত্মার রমণকারী হইয়াছেন। তাৎপর্য্যার্থ এই শ্রীরাধার সহিত রমণে যেমন শ্রীকৃষ্ণের সুখ হয় তেমন আত্মারামতাতে সুখ হয় না। এখানে 'চাত্মরতঃ'—এইরূপ পাঠে আত্মারাম শব্দের পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। চ-শব্দ এব অর্থে। শ্রীরাধিকার সহিত 'আত্মনা' বলিতে যত্নের দ্বারা রত অর্থাৎ রমণ যাঁহার, সেই শ্রীকৃষ্ণ। অমরকোষে উক্ত আছে—'আত্মা শব্দে যত্ন, ধৃতি ও বুদ্ধি বুঝায়'। অতএব আত্মারামতাতে তাদৃশ সুখ লাভের অভাবহেতুই সেই প্রকার যত্ন, এই ভাবার্থ।

যদি বলেন—তাহা হইলে তাঁহার অপূর্ণত্বের প্রসক্তি হইতে পারে। তদুত্তরে বলিতেছেন—'অখণ্ডিত', অর্থাৎ তাহা হইলেও তিনি পূর্ণই পরন্তু খণ্ডিত নহেন, যেহেতু শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপভূতা হইয়াছেন। হ্লাদিনী শক্তিত্ব হইলেও সর্ব্ব আহ্লাদের সার যে প্রেম, তাহারও পরমাবধি যে মহাভাব, তদ্রূপত্ব-হেতু ভগবানের আত্মারামত্ব প্রযুক্ত হ্লাদমাত্রের সহিত রমণ হইলেও হ্লাদমহাসারভূতা শ্রীরাধার সহিত রমণের আধিক্য রহিয়াছে। যেমন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ" ইত্যাদি, সর্ব্বশক্তির শ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী নাম্নী যে শক্তি, তাহার সারভূতা এই শ্রীরাধা। আরও "মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী" অর্থাৎ এই রাধা মহাভাবস্বরূপা এবং নিখিল গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। অতএব শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও শ্রীরাধার সহিত স্বাত্মরত এবং স্বাত্মরত হইয়াও তিনি অখণ্ডিত অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন।

ভগবত্তত্ত্বানভিজ্ঞ প্রাকৃত বিবেকশালীদিগের হিত এবং তাহাদের নিকট স্বীয় বিলাসতত্ত্বের গোপন করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'কামিনাং', কামিদিগের দৈন্য এবং স্ত্রীদিগের দুরাত্মতা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত রমণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ 'কামপরবশ ও স্ত্রীবশীভূত জন কর্ত্তৃক তাহা ভাব্য নহে'—ইহা লোকসকলকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কামপরবশ পুরুষগণ দীন হয়, তাহারা দীন হইলে স্ত্রীগণও দুরাত্মা হয়, এই বিষয়ে ভগবান্ ও ভগবৎপ্রেয়সীই স্বয়ং প্রমাণ করিতেছেন, যেহেতু তাহারা ইতস্ততঃ জল্পনাকারী হইয়া উজ্জ্বল প্রেমরসতত্ত্ব গোপনের হেতুভূত হইয়াছে—এই ভাবার্থ। এখানে দুইটি 'চ'-শব্দের উল্লেখে এরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—এইভাবে কামিগণের দৈন্য ও স্ত্রীগণের দুরাত্মতা দেখাইয়াই প্রেমরসতত্ত্ব গোপন করিয়াছিলেন।

কিম্বা—কামিজনের সম্বন্ধে দৈন্য দেখাইয়া 'আত্মবৎ মন্যতে জগৎ'—সকলে নিজের মত করিয়া জগৎ দেখে, এই ন্যায়ানুসারে যে কামিগণ তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দীন বলিয়া দেখে এবং যে কামিনীগণ তাঁহাকে (শ্রীরাধাকে) দুরাত্মা বলিয়াই দেখে, তাহাদের প্রয়োজক হইয়াছেন। অথবা—কামিগণের দৈন্য দেখাইয়া, অর্থাৎ 'কামিগণ সুরতপ্রার্থনায় দীন হইবে এবং স্ত্রীগণ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশে দুরাত্মা হইবে,—ইহা দর্শন করাইবার নিমিত্ত অর্থাৎ রসিকজনদিগকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত, এই প্রকারেই রসপোষক হয় অন্য প্রকারে হয় না—এই ভাবার্থ ॥ ৩৪ ॥

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে ॥৩৫
সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্ব্বযোষিতাম্।
হিত্বা গোপীঃ কামযানা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—তাঃ গোপ্যঃ বিচেতসঃ ইত্যেবং (এবম্প্রকারং) দর্শয়ন্ত্যঃ চেরুঃ। কৃষ্ণঃ অন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ বিহায় (ত্যক্ত্বা) বনে যাং গোপীং অনয়ৎ সা চ (প্রিয়া) তদা (রমণকালে) অসৌ প্রিয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কামযানাঃ (কামো যানম্ আগমনসাধনং যাসাং তাঃ) গোপীঃ হিত্বা (সন্ত্যজ্য) মাম্ (এব) ভজতে (ইতি হেতোঃ) আত্মানং (নিজং) সর্ব্বযোষিতাং (সর্ব্বাসাং নারীণাং মধ্যে) বরিষ্ঠং (শ্রেষ্ঠং) মেনে (নির্দ্ধারিতবতী) ॥ ৩৫-৩৬ ॥

অনুবাদ—এই প্রকারে গোপীগণ বিবেকশূন্যা

হইয়া পদচিহ্নসকল দেখাইতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাকে নির্জ্জন বনে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি মনে করিলেন—"শ্রীকৃষ্ণ কামবেগে সমাগতা গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আমারই ভজনা করিতেছেন।" সুতরাং তিনি নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ।। ৩৫-৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—বৃষভানুনন্দিন্যাঃ সর্ব্বাধিকমুজ্জ্বলরসস্য সম্ভোগমংশং নির্ব্বর্ণ্য বিপ্রলম্ভমংশমপি বর্ণয়িতুং তদ্বীজমুত্থাপয়তি যামিতি। সা চেতি পূর্ব্বে সর্ব্বাঃ সৌভগমদযুক্তা আসন্নধুনা সা চ। তত্র হেতুঃ হিত্বেতি। কামযানাঃ কামায়মানাঃ। যদ্বা, কামো যানমাগমনসাধনং যাসাং তাঃ। অতএবান্যগোপীসৌভাগ্যহেতুকো যঃ পূর্ব্বমান উদ্ভূতঃ সোঽপি নিঃশেষেণৈব শান্তঃ ।। ৩৫-৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সর্ব্বাধিক উজ্জ্বলরসের সম্ভোগ অংশ বর্ণনা করিয়া, বিপ্রলম্ভ অংশও বর্ণনা করিবার নিমিত্ত তাহার বীজ উত্থাপন করিতেছেন—'যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণঃ', শ্রীকৃষ্ণ অন্য গোপীদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যাঁহাকে নির্জ্জনে বনে লইয়া গিয়াছিলেন, 'সা চ'—(পূর্ব্বে অন্যান্য গোপীগণ সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন) এক্ষণে তিনিও নিজেকে শ্রেষ্ঠা মনে করিতে লাগিলেন। তাহার কারণ—'কামযানাঃ গোপীঃ হিত্বা'—কামাতুর অথবা কামই যাহাদিগের 'যান' অর্থাৎ আগমনসাধন, সেই গোপীগণকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমারই ভজনা করিতেছেন—এইরূপ ভাবিয়া সকল রমণীর মধ্যে তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠা মনে করিলেন। অতএব অন্য গোপীগণের সৌভাগ্যহেতুক যে পূর্ব্ব মান উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাও নিঃশেষে শান্ত হইল ।। ৩৫-৩৬ ।।

———

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ।। ৩৭।।

অন্বয়ঃ—ততঃ (অভিমানাৎ সা) বনোদ্দেশং (বনপ্রদেশং গত্বা) দৃপ্তা (গর্ব্বিতা সতী) কেশবং (কৃষ্ণম্) অব্রবীৎ (উবাচ) অহং চলিতুং ন পারয়ে (শক্নোমি অতঃ) যত্র তে (তব) মনঃ (স্পৃহা ভবতি তত্র) মাং নয় ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর সেই কামিনী বনপ্রদেশে গমন করিয়া গর্ব্বিতভাবে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—হে প্রিয়, আমি আর চলিতে পারি না, অতএব তুমি আমাকে ইচ্ছানুরূপ স্থানে লইয়া যাও ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—বনস্যোৎকৃষ্টপ্রদেশং গত্বা কেশবং কেশান্ বয়মানং প্রাকৃতনর্ম্মদ্যোতকচূড়ামুন্মোচয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ বিচিত্রবেণীত্বেন গ্রথ্নন্তং অতএব দৃপ্তা স্বাধীনকান্তায়া দর্প এব রসমাবহতীতি ভাবঃ। চলিতুং ন পারয়ে ইতি বহুবনভ্রমণোত্থো মে শ্রমোঽভূদিতি ভাবঃ। ননু, মুগ্ধে তাভ্যো দূরমগ্রে হৃদ্যং স্থানান্তরং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ,—নয়েতি পূর্ব্ববন্মাং বহন্নিত্যর্থঃ। ননু, কিমগ্রিমপ্রদেশে অন্যজনদুষ্প্রবেশং কুঞ্জান্তর্গতং পুষ্পতল্পং ত্বাং নয়ামি, কিম্বা পৌষ্পাভরণার্থং পুষ্পোদ্যানং তত্রাহ,—যত্র তে মন ইতি ।।৩৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততো গত্বা বনোদ্দেশং'—তারপর সেই কামিনী (শ্রীরাধা) বনের উৎকৃষ্ট প্রদেশে গমন করিয়া, 'কেশবং'—যিনি তদীয় (শ্রীরাধার) কেশসমূহ বিচিত্র বেণীর ন্যায় বিন্যাস করিয়া দিয়া থাকেন, তিনি 'কেশব' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে 'দৃপ্তা'—দৃপ্ত হইয়া, স্বাধীনকান্তার দর্পই রসাবহ, এই ভাব, বলিলেন—আমি আর চলিতে পারিতেছি না, বহু বনভ্রমণে আমার পরিশ্রম হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—মুগ্ধে! অপর গোপীগণ হইতে দূরে মনোরম বনান্তরে যাইবে? তাহাতে শ্রীরাধা বলিলেন—'নয় মাং', পূর্ব্বের ন্যায় বহন করিয়া আমাকে লইয়া চল (কারণ আমি শ্রান্তা হইয়াছি বিধায় চলিতে পারিতেছি না)। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—সম্মুখস্থিত অন্যের প্রবেশের অযোগ্য কুঞ্জান্তর্গত পুষ্পশয্যায় তোমাকে লইয়া যাইব কি? অথবা—পুষ্পের আভরণের জন্য পুষ্পোদ্যানে লইয়া যাইব? তাহাতে শ্রীরাধা বলিলেন—'যত্র তে মনঃ', তোমার মন যেই স্থানে যাইতে ইচ্ছা করে, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল ।। ৩৭ ।।

———

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—ততঃ কৃষ্ণঃ (প্রিয়য়া) এবম্ উক্তঃ (সন্ মম) স্কন্ধে আরুহ্যতাং (ত্বয়া) ইতি প্রিয়াম্ আহ (উবাচ) ততঃ (তস্যাং স্কন্ধারোহণোদ্যতায়াং সত্যাং সঃ) অন্তর্দধে (তিরোবভূব ততশ্চ) সা বধূঃ অন্বতপ্যত (অনুতপ্তবতী) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়াকে বলিলেন যে, —তুমি আমার স্কন্ধে আরোহণ কর। তখন প্রিয়া তদীয় স্কন্ধে আরোহণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন এবং সেজন্য বধূ অনুতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কৃষ্ণেন মনস্যেবং বিচারিতম্। অহো অনয়া স্বাভাবিকঃ স্বধর্ম্মঃ পরিত্যক্ত এব। নহি সন্নায়িকা পুষ্পতল্পং প্রতি স্বনয়নে বচসা নায়কায় সম্মতিং দত্তে। যদি চানয়া বাম্যরূপস্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তদা ময়াপি সন্নায়কেন সংভুক্তকান্তানুবর্ত্তিত্বলক্ষণো দাক্ষিণ্যময়ঃ স্বধর্ম্মস্ত্যক্তব্য এব। নহি দ্বয়োরেব দাক্ষিণ্যে বাম্যে বা রসঃ সুরসঃ স্যাৎ নচাত্র রসিকলোকৈরহং দূষণীয়ঃ। রসো হি নায়িকাপ্রক্রান্তপরিপাটীক এব সাধুর্ভবেৎ। কিঞ্চ, মহাপ্রেমবত্যা অস্যা মদ্বিপ্রলম্ভজনিতদশাবিশেষ-দিদৃক্ষা সাক্ষাদেব যা চিরং মে বর্ত্ততে সাপ্যেতদবসরে পূর্ণা ভবিষ্যতি। মৎসংশ্লেষজনিতমস্যাঃ সৌভাগ্যাধিক্যং তাভিরনুভূতমেব, মদ্বিশ্লেষজনিতামপি প্রেমোদ্রেক-পরমাবধিব্যঞ্জিকাং দশামসাধারণীং দৃষ্ট্বা তাঃ পরমচমৎকারসিন্ধুনিমগ্না ভবন্তু অস্যা মদ্বিরহবাড়বানলজ্বালায়া অগ্রে তাসাং মদ্বিরহো দীপদহনায়িতো ভবতু। ততশ্চাস্যাঃ পূর্ণতমাভ্যাং সম্ভোগবিপ্রলম্ভাভ্যাং শৃঙ্গাররসোঽপ্যদ্য পূর্ণতমত্বমাপদ্যতাম্। অস্যাপি বিরহে মৎসম্পাদিতে সর্ব্ববিরহোপশান্ত্যনন্তরং সর্ব্বাসামৈকমত্যে সতি বিধিৎসিতোঽদ্য রাসোঽপি সেৎস্যত্যন্যথাত্বে তৎসঙ্গরঙ্গিণা ময়া তাসাং মানোঽদ্য সর্ব্বথৈব দুরুপশম ইত্যাদীনি বহূনি প্রয়োজনানি পর্য্যালোচয়ন্ সহসৈবান্তর্দ্ধিৎসুরাহ,—স্কন্ধ ইতি। অন্তর্দ্দধে তত্রৈব স্থিত্বা তাং পশ্যন্নপি তন্নয়নগোচরতাং জহাবিত্যর্থঃ। অত্র নয় মাং যত্র তে মন ইতি বদন্ত্যা বৃষভানুনন্দিন্যা মনস্যেবং বিচারিতম্। বিলাসশ্রমবনবিহারশ্রমখিন্নায়া মম ক্ষণং সুষুপ্সা বর্ত্ততে অস্যাপি স্বাপাভাবেনৈব সর্ব্বরজনীযাপনমকল্যাণমসুখোদর্কমেব অতঃ পুষ্পতল্পং নয়তি চেন্নয়তু আবাং তত্র স্বপ্স্যাব ইত্যতস্তত্রাসম্মতির্ন কৃতা। তত্র ভগবতস্তদন্তঃ-করণবিজ্ঞতা প্রেমরসময়লীলাশক্ত্যেব তিরোধাপিতা তত্তলীলা—সিদ্ধ্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্। অন্বতপ্যত মুহুর্বিললাপ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন এই যে, কি আশ্চর্য্য! শ্রীরাধা তাহার স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নায়িকাজনোচিত স্বাভাবিক লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, যেহেতু সৎনায়িকা কখনও বাক্যদ্বারা কুসুমশয্যায় আপনাকে লইয়া যাইতে স্বীয় নায়ককে সম্মতি প্রদান করে না। অতএব যদি এই রাধা, বাম্যরূপ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল, তাহা হইলে সৎনায়ক আমিও সংভুক্তকান্তার অনুবর্ত্তিত্বরূপ দাক্ষিণ্যময় স্বধর্ম্ম (নায়কধর্ম্ম) পরিত্যাগ করিব। যেহেতু উভয়েরই যদি দাক্ষিণ্য ও বাম্য হয়, তাহা হইলে রস, সুরস হয় না, সুতরাং আমি নায়কধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও রসিক জনগণের নিকট দোষাস্পদ হইব না, কারণ নায়িকাগত পরিপাটি থাকিলেই রসের সুন্দররূপে পুষ্টি সাধন হয়।

আরও, মহাপ্রেমবতী এই রাধার মদীয় বিপ্রলম্ভজনিত দশাবিশেষ, সাক্ষাৎসম্বন্ধে দেখিবার নিমিত্ত আমার যে চির বাসনা রহিয়াছে, তাহাও এই অবসরে পূর্ণা হইবে। অন্য গোপীগণ আমার আলিঙ্গনজন্য শ্রীরাধার সৌভাগ্যাধিক্যই অনুভব করিয়াছে, কিন্তু মদীয় বিরহ-জনিত প্রেমোদ্রেক ও পরমাবধিব্যঞ্জিকা অসাধারণী দশা দর্শন করিয়া তাহারা পরম চমৎকার সিন্ধুতে নিমগ্না হউক। শ্রীরাধার মদ্বিরহ বাড়বানলের জ্বালা দেখিয়া তাহার অগ্রে সেই গোপীসকলের মদ্বিরহ, দীপ-দহনবৎ হউক। অনন্তর শ্রীরাধার পূর্ণতম সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ দ্বারা শৃঙ্গাররসও অদ্য পূর্ণতমরূপে নিষ্পন্ন হউক। ইহারও মৎসম্পাদিত বিরহ হইলে, আর তাহা দেখিয়া অন্যান্য সকলের বিরহ উপশমানন্তর সকলে একভাবে আক্রান্তা হইলে, অভিলষিত রাসলীলারও সার্থকতা সাধিত হইবে। তাহা না করিয়া যদি আমি শ্রীরাধার সহিত একত্র হইয়া অন্যান্য গোপীদিগের নিকট উপস্থিত হই, তাহা হইলে তাহাদের অভিমান

অদ্য কোন প্রকারেই উপশম হইবে না—ইত্যাদি বহু প্রয়োজন পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সহসা অন্তর্দ্ধান হইবার ইচ্ছা করিয়া বলিলেন—'স্কন্ধে আরুহ্যতাম্', স্কন্ধে আরোহণ কর। 'ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ'—তারপর শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন, অর্থাৎ সেই স্থানে থাকিয়া শ্রীরাধাকে দৃষ্টিপথে রাখিয়াই শ্রীরাধার দৃষ্টিপথের অগোচর হইলেন।

পূর্ব্ব শ্লোকে 'নয় মাং যত্র তে মনঃ'—হে কৃষ্ণ! তোমার যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চল, এইরূপ কথনে বৃষভানুনন্দিনীর মনোগত অভিপ্রায় ছিল এই যে—বিলাসশ্রম ও বনবিহার শ্রমে আমি অত্যন্ত খিন্না হইয়াছি, আর ইঁহারও নিদ্রাভাবে সর্ব্বরজনী যাপনে নিশ্চয়ই কোনরূপ ক্লেশ বা পীড়া বোধ হইবে, এই আশঙ্কায় ঐরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যদি আমাকে পুষ্পশয্যায় লইয়া যাইতে অভিপ্রায় করেন করুন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, আমরা উভয়ে তথায় নিদ্রা যাইব। তখন প্রেমরসময়ী লীলাশক্তিই লীলাসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের যে শ্রীরাধার অন্তঃকরণ জানিবার বিজ্ঞতা ছিল, তাহা তিরোহিত করিয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে। 'অন্বতপ্যত'—শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাধা বারম্বার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ, ক্ব অসি, ক্ব অসি (কুত্রগতো ভবসি হে) সখে, তে (তব) দাস্যাঃ কৃপণায়া (দীনায়াঃ) মে (মম) সন্নিধিং দর্শয় (ভবৎসামীপ্যং প্রদর্শয়) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—হা নাথ, রমণ, প্রেষ্ঠ, মহাভুজ, তুমি কোথায় আছ, হে সখে, এই কৃপণা দাসীকে তোমার সান্নিধ্য প্রদর্শন কর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিলাপমেবাহ,—হা নাথেতি। ত্বদ্বিয়োগমহাগ্নিনা দহ্যমানাদস্মাদ্দেহান্মে প্রাণাঃ সম্প্রতি নিঃসৃতপ্রায়াঃ যত্নেনাপি ময়া রক্ষিতুং ন শক্যন্তে এষান্তু ত্বমেব নাথোঽতো দর্শনং দত্ত্বা শীঘ্রমেতান্ রক্ষেতি ভাবঃ। ন চৈষাং রক্ষাং অহং স্বার্থমেব প্রার্থয়ে, কিন্তু ত্বদর্থমেবেত্যাহ—হে রমণেতি। সর্ব্বা অপ্যন্যা গোপীস্ত্যক্ত্বা রমণসুখবিশেষার্থং যামেতাবদ্দূরং রহঃ সমানৈষীস্তস্যাং ময়ি মৃতায়ামেবং রতিসুখমন্যত্রালভমানো মাং স্মরংস্ত্বমপি দুঃখেন বিলপিষ্যসীতি ভাবঃ। নন্বস্তু মদ্দুঃখং তেন তব কিং? তত্রাহ,—হে প্রেষ্ঠেতি। তব মৎপ্রেষ্ঠত্বাত্ত্বদীয়ং তদ্দুঃখং কোটীগুণীভূয় মষ্যেব ভবিষ্যতি। মৎপ্রাণকোটিনির্ম্মঞ্ছনীয়পাদাব্জনখরৈকদেশস্য তব তদ্দুঃখমহং মৃত্বাপি সোঢ়ুং ন পারয়িষ্যামি অতঃ কৃপয়া সন্নিধায় তদেব দুঃখং দূরীকুর্ব্বিতি ভাবঃ। ননু, যদি নিঃসৃতপ্রায়া এব প্রাণাস্তদা তানহমপি কথং নিবর্ত্তয়িতুং প্রভবিষ্যামি তত্রাহ,—হে মহাভুজেতি। ত্বদ্ভুজস্য মৃতসঞ্জীবনৌষধস্য স্পর্শমাত্রেণৈব সুস্থসুশীতলীভূতে দেহেঽস্মিন্ প্রাণাঃ স্বয়মেবাগত্য স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ। ননু মাং বিনা স্বস্য গতিমেবং জানাসি চেন্মহারাজকুমারং পরমসুকুমারমাদরণীয়ং মাং "নয় মাং যত্র তে মনঃ" ইত্যাদিষ্টবতী কিমকোপয়স্তত্র সকাকুবৈয়গ্র্যমাহ-'দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে' ইতি। তদানীং বিলাসশ্রমনিদ্রালস্যাভিভূতয়ৈব দীনয়া ময়া তথোক্তং ক্ষমস্ব মা কুপ্যেতি ভাবঃ। কিঞ্চাযোগ্যয়াপি ময়া সহ ত্বমেব দৃঢ়ং যৎ সখ্যমকরোস্তেনৈব তথাহমবোচমিত্যাহ,—হে সখে ইতি। হে প্রিয়ে, তর্হি প্রসন্নোঽভুবং মৎসমীপমেহীতি চেৎ সম্প্রত্যনুতাপদুঃখেনান্ধাস্মি, ত্বং ক্ব বর্ত্তসে ইতি ন পশ্যামীত্যাহ,—দর্শয় সন্নিধিমিতি। এতাবদেব বিলপ্য বিরহোদ্ঘূর্ণাবশাৎ সংমুহ্য ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ম্। অগ্রে মোহিতামিত্যুক্তেঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীরাধার বিলাপই বলিতেছেন—'হা নাথ!' এখানে নাথ বলিয়া সম্বোধন করিবার অভিপ্রায় এই—তোমার বিয়োগরূপ মহাগ্নি দ্বারা দহ্যমান এই শরীর হইতে প্রাণসমূহ প্রায় বহির্গমনে উদ্যত হইলেও বহুযত্নে তাহাদিগকে আমি রক্ষা করিতে পারিতেছি না। তুমি এই প্রাণসকলের নাথ, অতএব শীঘ্র আসিয়া সেই প্রাণ রক্ষা কর। কেবলমাত্র আমার এই তুচ্ছ প্রাণ রক্ষা স্বার্থে আমি প্রার্থনা করি না, কিন্তু তোমার জন্যই প্রার্থনা করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'হে রমণ!' অন্যান্য সকল গোপী পরিত্যাগ করিয়া রতিসুখ-বিশেষ লাভ মানসে যাহাকে এতদূরে নির্জ্জনস্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই

আমি মরিয়া গেলে এই প্রকার রতিসুখ অন্যত্র লাভ করিতে না পাইয়া আমাকে স্মরণ করিয়া তুমিও বিলাপ করিবে।

যদি বলেন—আমার দুঃখ হউক, তাহাতে তোমার কি? তাহাতে বলিতেছেন—'হে প্রেষ্ঠ'! তুমি আমার একান্ত প্রিয়তম, সুতরাং তোমার কোন দুঃখ হইলে তাহা কোটিগুণ হইয়া আমাতে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার প্রাণের মত শত সহস্র প্রাণ একত্রিত করিয়া তোমার চরণ-কমলের নখরৈকদেশ মার্জ্জনার যোগ্য হয়, অতএব মরিয়াও আমি তোমার দুঃখ সহ্য করিতে পারিব না; তাই বলি দয়া করিয়া তোমার নিকটে লইয়া তুমি আমার সেই দুঃখ দূর কর। যদি বলেন—বহির্গমনোন্মুখ প্রাণ কি করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হইব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'হে মহাভুজ!' তুমি মহাভুজ অর্থাৎ মৃতসঞ্জীবনৌষধ-স্বরূপ তোমার ভুজস্পর্শমাত্রেই এই দেহ সুস্থ এবং শীতল হইবে, সুতরাং প্রাণ স্থির রহিবে—এই ভাবার্থ।

যদি বলেন—আমা ভিন্ন তোমার এই প্রকার অবস্থা হইবে ইহা যদি জান, তবে কেন পরম আদরণীয় রাজকুমার আমার প্রতি, "তোমার যেখানে মন হয়, সেখানে আমাকে লইয়া যাও"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলে? তাহার উত্তরে সকরুণ ব্যগ্রতার সহিত বলিতেছেন—"দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে", আমি তোমার দাসী, তাৎকালিক বিলাসশ্রম-জনিত নিদ্রালস্যে অভিভূত হইয়াই আমি ঐরূপ বলিয়াছিলাম, অতএব আমায় ক্ষমা কর, আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। অথবা আমি তোমার অযোগ্যা হইলেও তুমিই যে আমার সহিত দৃঢ় সখিত্ব স্থাপন করিয়াছ, তাহার বলেই আমি উক্ত প্রকার বলিয়াছি, এই আশয়ে বলিতেছেন—'হে সখে!' যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে প্রিয়ে! তাহা হইলে আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তুমি আমার নিকট এস। তদুত্তরে বলিতেছেন—'দর্শয় সন্নিধিম্', সম্প্রতি আমি অনুতাপ-দুঃখে অন্ধ, তুমি কোথায় আছ তাহা আমি দেখিতে পারিতেছি না, অতএব আমাকে তোমার সান্নিধ্য দেখাও।

গোপী এতাবন্মাত্র বিলাপ করিয়া বিরহের প্রবলতায় মোহভরে ভূমিতে পতিতা হইলেন, ইহা জানিতে হইবে, যেহেতু অগ্রে 'মোহিতা'—এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরিতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) মার্গং (পদবীম্) অন্বিচ্ছন্ত্যঃ (অনুসৃতবত্যঃ) গোপ্যঃ অবিদূরতঃ (অদূরে) প্রিয়বিশ্লেষাৎ (কৃষ্ণবিরহাৎ) মোহিতাং দুঃখিতাং সখীং দদৃশুঃ (দৃষ্টবত্যঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, তৎকালে গোপীগণ ভগবানের গমনমার্গ অনুসরণ করিতে করিতে অদূরে প্রিয়-বিরহ-মোহিতা দুঃখিতা সখীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—অন্বিচ্ছন্ত্যঃ অন্বেষয়ন্ত্যঃ বিদূরতোঽপি দদৃশুরিতি তস্যা বিদ্যুত্তুল্যকান্তিমত্ত্বাৎ সখীমিতি তস্যাস্তাদৃশ-দশাদর্শনেন বিপক্ষাণামপি তত্র স্নেহোদয়াৎ। কিঞ্চ, উজ্জ্বলরসস্য স্বভাব এবায়ং যৎ কান্তস্য কান্তামাত্র-বিযুক্তত্বে জাতে সতি কান্তানামীর্ষ্যাদ্বেষাদ্যভাবঃ। পরস্পরস্নেহবত্ত্বঞ্চ যদুক্তং—"অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশতে" ইতি ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্বিচ্ছন্ত্যঃ'—ভগবানের অন্বেষণ করিতে করিতে গোপীগণ 'অবিদূরতঃ'—নিকটেই, অথবা 'বিদূরতঃ'—দূর হইতেই প্রিয়-বিরহে দুঃখিত সুতরাং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত সেই সখীকে দেখিতে পাইলেন, যেহেতু বিদ্যুত্তুল্য তাঁহার কান্তি। 'সখীম্'—সখীকে, ইহার তাৎপর্য্য তাঁহার তাদৃশ দশা দর্শনে বিপক্ষগণেরও স্নেহের উদয় হইয়াছিল। অথবা—উজ্জ্বল রসের স্বভাব এই যে, কান্ত যে কোন প্রিয়ার সহিত বিযুক্ত হইলেই অন্যান্য প্রিয়াগণের ঈর্ষ্যা প্রভৃতি দোষ আপনা আপনিই চলিয়া যায়, পক্ষান্তরে পরস্পর স্নেহভাব প্রকটিত হয়। যেমন উক্ত হইয়াছে—"অতএব হি বিশ্লেষে স্নেহস্তাসাং প্রকাশতে", (উজ্জ্বল-৯।৪৩)

অর্থাৎ বিচ্ছেদেই তাঁহাদের প্রেমের উৎকর্ষ প্রকাশ হয় ॥ ৪০ ॥

তয়া কথিতমাকর্ণ্য মানপ্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ তাঃ) তয়া (সখ্যা) কথিতং মাধবাৎ (কৃষ্ণাৎ আত্মনঃ) মানপ্রাপ্তিং চ দৌরাত্ম্যাৎ (স্বীয়গর্ব্ব হেতোঃ) অবমানং চ আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) পরমং বিস্ময়ং যযুঃ (প্রাপ্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা সখীর নিকট কৃষ্ণ হইতে সখীর মানপ্রাপ্তি এবং গর্ব্ববশতঃ অবমাননার কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়গ্রস্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সখীভিরত্যুচ্চরোদনেন ব্যজনাদিপরিচর্য্যয়া যত্নতস্তৎপ্রবোধে সম্পাদিতে সতি অয়ি প্রিয়সখি, স্ববৃত্তান্তঃ কথ্যতামিতি তাভিঃ পৃষ্টয়া তয়া কথিতং অয়ি প্রিয়সখ্যঃ কথং ভবতীভ্যোঽহং বিচ্ছিন্নাহমভূবমিতি মুগ্ধাহং পরতন্ত্রা নাজ্ঞাসিষং, কিন্তু মানপ্রাপ্তিরবমানশ্চ দৌরাত্ম্যাদেবেতি নিশ্চিনোমি। যুষ্মান্ পরসহস্রাঃ প্রেমবতীরবমত্য স্ববিরহানলেন জ্বালয়িত্বা মহ্যমেকস্যৈ যৎ সৌভাগ্যং দত্তং ইদং তস্য দৌরাত্ম্যং, তং দুর্ল্লীলমহারাজপুত্রং প্রতি বরাক্যপি মুগ্ধা "ন পারয়েঽহং চলিতুং নয় মাম্" ইতি যদবোচং এতত্তু মমৈব দৌরাত্ম্যং যত এতাবান্ অবমানঃ প্রাপ্ত ইত্যুভয়থাপি মে মহামনোদুঃখমেবেতি। স্বকান্তে তাসু স্বস্মিংশ্চ ক্রমেণাসূয়া-বিনয়দৈন্যানি ব্যঞ্জিতানি। অত্র শ্রীমন্মুনীন্দ্রেণ দৌরাত্ম্যশব্দপ্রয়োগস্তু তস্যা বচনানুবাদাদেব। বস্তুতস্তু শ্রীকৃষ্ণাৎ দূরে আত্মা যস্যাঃ দূরে আত্মা শ্রীকৃষ্ণো বা যস্যাঃ সা দূরাত্মা তস্যা ভাবো দৌরাত্ম্যং তস্মাদ্বিশ্লেষাদিত্যর্থঃ। বিস্ময়ং পরমং যযুরিতি প্রিয়সখি, ভবত্যাঃ সৌভাগ্যমুচিতমেব নাত্র তস্য দৌরাত্ম্যং রতিশ্রান্তায়াঃ স্বাধীনভর্তৃকায়াস্তব কান্তং প্রত্যাজ্ঞাপনমপি ন দৌরাত্ম্যং প্রত্যুত রসাবহমেব। কিন্ত্বনুকূল-নায়কেন সংভুক্তকান্তায়া যদাজ্ঞোল্লঙ্ঘনমেতাদৃশ-দুরবস্থা-প্রাপণঞ্চ এতদেব রসপ্রতিকূলং দৌরাত্ম্যব্যঞ্জকং হন্ত হন্ত মহারসিকশেখরস্য মহাপ্রেমবতো দয়ানিধেস্তস্য কথমেবং চিকীর্ষিতমভূদিতি পরমং বিস্ময়ং প্রাপুঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সখীগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে যত্ন-সহকারে ব্যজন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"অয়ি সখি! নিজের বৃত্তান্ত বল।" এইরূপে রমণীগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্রীরাধিকা বলিলেন—"হে সখিগণ! আমি যে কিরূপে তোমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্না হইলাম, তাহা আমি জানিতে পারি নাই, কারণ আমি মুগ্ধা ও পরতন্ত্রা। 'মানপ্রাপ্তিং অবমানঞ্চ'—আমার যে এই আদর এবং অপমান হইয়াছে, তাহার কারণ দৌরাত্ম্য।

শ্রীকৃষ্ণে নিরতিশয় প্রেমবতী তোমাদিগকে অবজ্ঞা বা অপমানিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, নিজ বিরহানলে দগ্ধ করতঃ একমাত্র আমাকে যে সৌভাগ্য দান করিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার দৌরাত্ম্য। আর আমি অতিক্ষুদ্র ও নির্ব্বোধ, তাই আমি মুগ্ধা হইয়া সেই দুর্জ্জেয়লীল মহারাজ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলাম,—"আমি আর চলিতে পারি না, আমাকে লইয়া যাও"—এই আমার দৌরাত্ম্য, যাহাতে এই অপমান আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই উভয় প্রকারেই আমার অত্যন্ত মনোদুঃখ, আর এই দুঃখ, সেই প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি, তোমাদের প্রতি এবং আমার নিজের প্রতি ইহা ক্রমিক, অসূয়া, বিনয় এবং দৈন্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে শ্রীমন্ মুনীন্দ্র যে 'দৌরাত্ম্য'-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বচনের অনুবাদ-হেতুই। বস্তুতঃ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হইতে দূরে আত্মা (দেহ) যাঁহার, কিম্বা দূরে আত্মা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার, তাহা দূরাত্মা, তাহার ভাব দৌরাত্ম্য, তাহা হইতে বিশ্লেষ-হেতু—এই অর্থ।

'বিস্ময়ং পরমং যযুঃ', ইহাতে বিস্মিত হইয়া গোপীগণ বলিলেন—প্রিয়সখি! তোমার এই প্রকার সৌভাগ্য সমুচিতই বটে, ইহাতে তাঁহার কোন দৌরাত্ম্য নাই। আর রতির অবসানে নিতান্ত পরিশ্রান্তা ও ক্লান্তা হইয়া তুমি যে তাঁহার প্রতি আদেশ করিয়াছ, তাহাও দৌরাত্ম্য নহে, যেহেতু তুমি স্বাধীনভর্তৃকা, প্রত্যুত ইহা অতিসুন্দর রসাবহ হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অনুকূল নায়ক, তাহাদের পক্ষে সম্ভুক্তা রমণীর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন এবং এতাদৃশ দুরবস্থা প্রাপণ

নিতান্ত রসপ্রতিকূল বা দৌরাত্ম্য-ব্যঞ্জক। হায়! হায়! রসিক-শিরোমণি মহাপ্রেমিক, দয়ানিধি সেই প্রিয়তমের এতাদৃশ আচরণ! —এইরূপ পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪১ ॥

ততোঽবিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে।
তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং)। স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যাবৎ চন্দ্রজ্যোৎস্না বিভাব্যতে (প্রকাশতে তাবৎ) বনম্ অবিশন্ (কৃষ্ণান্বেষণায় প্রবিষ্টাঃ) ততঃ (পরং) তমঃ প্রবিষ্টং (তিমিরগ্রস্তং বনম্) আলক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপীগণ বনে যে পর্য্যন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না বিস্তৃত ছিল ততদূর পর্য্যন্ত কৃষ্ণান্বেষণের জন্য প্রবেশ করিলেন, অতঃপর বন অন্ধকারগ্রস্ত দেখিয়া নিবৃত্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ বৈয়গ্র্যেণ সখীদত্তহস্তাবলম্বনয়া তয়া সহৈব তান্তমন্বেষয়ামাসুরিত্যাহ,—তত ইতি। চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্বিভাব্যতে লক্ষ্যতে ইতি পূর্ণিমারজন্যামপি নিবিড়বৃক্ষচ্ছায়াবশাদেব তমঃ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে। নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতি-গোচর" ইতি। বস্তুতস্তু হংহো খেদসিন্ধুনিমগ্নাঃ সখ্যোঃ ঘনঃ শ্যামতমেঽস্মিংস্তমসি ঘনশ্যামবপুষং তমস্তদবলোকনশঙ্কয়ৈব প্রলীনীভূয় স্থিতং মা সঙ্কোচয়ত যত্র যত্র যূয়ং যাস্যথ ততস্ততোঽন্যত্রৈব স পলায়িষ্যত ইত্যলমতিসুকুমারশরীরস্য তস্য শ্রমোৎপাদনব্যবসায়েনেতি বিমৃশ্যৈব নির্ব্ববৃতুরিতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর নিরতিশয় ব্যগ্রতা-সহকারে গোপীগণ সখীদত্ত-হস্তাবলম্বনা তাঁহার সহিত পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে প্রবৃত্তা হইলেন, ইহা বলিতেছেন—'ততঃ' ইত্যাদি। 'চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবৎ বিভাব্যতে'—যতদূর পর্য্যন্ত চন্দ্রের জ্যোৎস্না নিপতিত হইয়াছিল। পূর্ণিমা রজনীতেও নিবিড় বনের অভেদ্য ছায়ার অভ্যন্তরে চন্দ্রালোক নিপতিত হয় নাই বলিয়া তাহা অন্ধকারাচ্ছন্নই (তমঃ) ছিল। তাহার প্রমাণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ গহন বনে প্রবেশ করিয়াছেন, আর এস্থানে চন্দ্রালোক পতিত হয় না, সুতরাং তাঁহার পদচিহ্নও লক্ষিত হইতেছে না, অতএব তোমরা এই স্থান হইতে নিবৃত্তা হও।

বাস্তবিক পক্ষে—অহো সখীগণ! তোমরা দুঃখসাগরে নিমগ্না হইয়াছ, কিন্তু এরূপ মনে করিও না যে, তোমরা দেখিতে পাইবে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এই গাঢ়তম অন্ধকারের অন্তরালে স্বকীয় শ্যামতনু লুক্কায়িত করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তোমরা পশ্চাদনুসরণপূর্ব্বক যে যে স্থানে তাঁহার অন্বেষণ করিবে, সেই সেই স্থান হইতে তিনি পলায়িত হইবেন। অতএব অতি সুকুমার শরীর সেই কৃষ্ণের শ্রমোৎপাদন করা উচিত হইতেছে না—এই বিবেচনা করিয়া স্ত্রীগণ নিবৃত্তা হইলেন ॥ ৪২ ॥

তন্মনস্কাস্তদালাপাস্তদ্বিচেষ্টাস্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যো নাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তাশ্চ তন্মনস্কাঃ (শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তাঃ) তদালাপাঃ (শ্রীকৃষ্ণচরিতালাপরতাঃ) তদ্বিচেষ্টাঃ (শ্রীকৃষ্ণবদাচরণরতাঃ) তদাত্মিকাঃ (কৃষ্ণাত্মিকাঃ) তদ্গুণান্ (কৃষ্ণগুণান্) এব গায়ন্ত্যঃ (সত্যঃ) ন আত্মাগারাণি (ন নিজগৃহানি সস্মরুঃ (চিন্তয়ামাসুঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণগতচিত্তা তদালাপরতা তদাত্মিকা গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে নিজ নিজ গৃহের বিষয় বিস্মৃত হইয়া গেলেন ॥৪৩॥

বিশ্বনাথ—তন্মনস্কত্বেনৈব পূর্ব্ববদুন্মাদস্য মান্দ্যে তদালাপাঃ, "দৃষ্টো ব কচ্চিদশ্বত্থে"তিবত্তমালপন্ত্যঃ। উন্মাদস্য মধ্যত্বে তদ্বিচেষ্টা "কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তন"-মিতিবৎ তচ্চেষ্টামনুকৃতবত্যঃ। উন্মাদস্য প্রৌঢ়ত্বে "তদাত্মিকাঃ কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতি"মিতিবদাত্মবিস্মৃতৌ তন্ময়ীভূতাঃ। পূর্ব্বসংস্কারবশাদেব গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবেতিবৎ তদ্গুণানেবেতি ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্মনস্কাঃ'—তন্মনস্ক অর্থাৎ কৃষ্ণগতচিত্ত বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উন্মাদের মন্দীভূত অবস্থা হইলে গোপীগণ 'হে অশ্বত্থ! তোমরা কি

কৃষ্ণকে দেখিয়াছ'—এইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় আলাপ করিয়াছিলেন। এইরূপ উন্মাদের মধ্যাবস্থা উপস্থিত হইলে 'তদ্বিচেষ্টা', অর্থাৎ নিজেকে কৃষ্ণের ন্যায় মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্তনপানাদি লীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। তারপর যখন উন্মাদের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত হইল, তখন 'আমিই কৃষ্ণ আমার মনোহর গতি দর্শন কর' ইত্যাদি পূর্ব্ব বাক্যের ন্যায় তদাত্মিকা অর্থাৎ তন্ময়ীভূতা হইলেন। কিন্তু পূর্ব্ব-সংস্কার বশেই শ্রীকৃষ্ণ গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

———

পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দশমস্কন্ধে রাসক্রীড়ায়াং কৃষ্ণান্বেষণং
নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) পুনঃ কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) পুলিনম্ আগত্য কৃষ্ণভাবনাঃ (কৃষ্ণধ্যানরতাঃ) তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ (তস্য কৃষ্ণস্য আগমনে কাঙ্ক্ষিতং যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) সমবেতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) কৃষ্ণং (কৃষ্ণবিষয়মেব) জগুঃ (গীতবত্যঃ) ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অতঃপর পুনরায় যমুনাপুলিনে আসিয়া কৃষ্ণচিন্তানিরতা কামিনীগণ তদীয় আগমনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া সমবেতভাবে কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত যত্র তদন্বেষণার্থং যামস্ততস্ততঃ স পলায়িষ্যতে, তস্মাদ্বন পর্য্যটনকষ্টং কিং তস্যোৎপাদয়িষ্যামস্তদিচ্ছাং বিনা স ন লভ্যো "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য" ইতি শ্রুতিং প্রমাণীকুর্ব্বত্য ইব তদ্দর্শনে তৎকারুণ্যমেব হেতুস্তৎকারুণ্যে চ তৎসঙ্কীর্ত্তনমেব হেতুরিতি সিদ্ধান্তং প্রকাশয়ন্ত্য ইব পূর্ব্বং যত্র তেন সঙ্গতিরাসীত্তদেব স্থানমাজগ্মুস্তমেব জগুরিত্যাহ,—পুনরিতি ॥ ৪৪ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ত্রিংশোঽধ্যায়োঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়। হায়! আমরা যে যে স্থানে অন্বেষণে গমন করিব, সেই স্থান হইতেই তিনি পলায়ন করিবেন, অতএব কেন আমরা তাঁহার বনপর্য্যটন কষ্ট উৎপাদন করিতেছি? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে লাভ করা অসম্ভব। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" (কঠোপনিষৎ, ১ম অধ্যায় ২য় বল্লী)—অর্থাৎ ভগবান্ যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে, এই শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিবার জন্যই যেন, 'তাঁহার দর্শনে তাঁহার করুণাই হেতু এবং তাঁহার কারুণ্য লাভে তন্নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হেতু'—এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াই যেন পূর্ব্বে যে স্থানে তাঁহার সহিত মিলন হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহারা আসিলেন এবং তাঁহার গুণগান করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশ অধ্যায়ের
গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একোত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

গোপ্য ঊচুঃ—
জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরা গোপীবৃন্দের কৃষ্ণ-অন্বেষণ করিতে করিতে যমুনা পুলিনে আগমনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-গীতি-সহকারে কৃষ্ণ-দর্শন-প্রার্থনা বর্ণিত হইয়াছে।

কৃষ্ণগতচিত্তা ও তদ্‌গতপ্রাণা গোপীগণ বিপ্রলম্ভ-রসে বিভোর হইয়া "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ।" — এই বাক্যানুসারে অতীব দুঃখিতার ন্যায় রোদন করিতে করিতে স্বকীয় ভাবানুযায়ী সম্ভোগরসময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রকারে সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গোপী-দিগের কৃষ্ণগতচিত্তে কৃষ্ণলীলা স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হওয়ায় —"হে নাথ, হে কান্ত, হে কপট, তোমার হাস্য, প্রেমনয়নে দৃষ্টি, সখীগণ-সহ ক্রীড়া স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত অতিশয় ক্ষুব্ধ হইতেছে। তোমার গোধূলি-ধূসরিত নীল কুন্তলাবৃত বদনকমল স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত সর্ব্বদা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। আবার তোমার কোমল-চরণে বনে বনে গো-সকলের পশ্চাৎ ভ্রমণ-লীলা স্মরণ করিয়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইতেছে"—প্রভৃতি বাক্যে কৃষ্ণের পরমমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণ-বিরহ-সন্তপ্ত জনগণের আর্ত্তিনাশিনী গীতি-সমূহ গান করিতে লাগিলেন।

গোপীদিগের কৃষ্ণ-বিরহের ক্ষণমাত্র-কালও এক-যুগ বলিয়া মনে হয়। এমন কি কৃষ্ণ-দরশনকালেই নিমেষ জন্য যে কৃষ্ণ-দর্শনের বাধা হয়, তাহাও তাঁহাদের অসহনীয় হইয়া উঠে।

সুতরাং তাঁহারা কৃষ্ণের প্রতি যে ভাব জ্ঞাপন করেন, তাহা প্রাকৃত কামসদৃশ হইলেও উহাতে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতীচ্ছারূপ কামের লেশমাত্রও নাই। অনন্তর গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি শৃঙ্গার ভাবোচিত কাতরোক্তি-বর্ণনের দ্বারা এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ ঊচু—দয়িত, (হে প্রিয়) তে (তব) জন্মনা (প্রাদুর্ভাব-হেতুনা) ব্রজঃ অধিকং (বৈকুণ্ঠাদপি অতিশয়ং যথা ভবতি তথা) জয়তি (উৎকর্ষেণ বর্ত্ততে) হি (যস্মাৎ ত্বমত্র জাতঃ তস্মাৎ) ইন্দিরা (তবানুযায়িনী লক্ষ্মীঃ) শশ্বৎ (নিত্যং) অত্র (ব্রজে) শ্রয়তে (অলঙ্কৃত্য বর্ত্ততে এবং ব্রজে সর্ব্বত্র মোদমানে) অত্র ত্বয়ি (তদর্থমেব) ধৃতাসবঃ (কথঞ্চিৎ ত্বৎপ্রাপ্ত্যাশয়ৈব ধৃতপ্রাণাঃ) তাবকাঃ (ত্বদীয়া গোপীজনাঃ) দিক্ষু (অভিতঃ) ত্বাং বিচিন্বতে (মৃগয়ন্তে) দৃশ্যতাং (অতস্ত্বয়া প্রত্যক্ষীভূয়তাং) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন,—হে দয়িত, তোমার আবির্ভাবে এই ব্রজ-মণ্ডল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষাও অধিক জয়যুক্ত হইয়াছে। যেহেতু মহালক্ষ্মী এই স্থানে নিরন্তর অলঙ্কৃত করিয়া অবস্থান করিতেছেন। মহা আনন্দে পরিপূর্ণ এই ব্রজধামে তোমার প্রেয়সী গোপীবৃন্দ তোমার নিমিত্তই প্রাণধারণ করিয়া আছে ও তোমাকে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছে, অতএব এবার দর্শন দাও ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—একত্রিংশে প্রেমমধু-স্বরতালাদিসৌরভা। গোপীগীতাম্বুজশ্রেণী কৃষ্ণাল্যাকর্ষিণী বভৌ ॥ সনাতনেভ্যঃ স্বামিভ্যঃ শ্রীগুরুভ্যো নমো নমঃ। যদুচ্ছিষ্টৈকজীবাতুশ্চেষ্টে সম্প্রতি শং প্রতি ॥ পূর্ব্বং জগুরিত্যুক্তং তদেব কিমিত্যত আহ,—গোপ্য ঊচুরিতি। হে দয়িত, তে জন্মনা ব্রজো জয়তি সম্বন্ধিবিশেষানুক্ত্যা সর্ব্বেভ্য এব লোকেভ্য উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠলোকেঽপীদৃশ ইতি তদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ,—অধিকং যথা স্যাত্তথেতি বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব। ব্রজস্তু সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ইত্যর্থঃ। তল্লিঙ্গান্তরমপ্যাহুঃ,—ইন্দিরা মহালক্ষ্মীঃ শশ্বৎ শ্রয়তে সেবতে "শ্রিঞ্ সেবায়াং" বৈকুণ্ঠে তু সা এব সেব্যত ইত্যতো বৈকুণ্ঠাদপি ব্রজঃ

সৰ্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ ইতি ভাবঃ। এবং তদ্ধেতুকমহাসুখ-পরিপূর্ণে ব্রজে ত্বৎপ্রেয়স্যো বয়মেব সর্ব্বলোকাদৃষ্ট-শ্রুতচরপরমাসহ্যদুঃখং যদনুভবামস্তস্মাৎ ত্রাণং ত্বাং ন প্রার্থয়ামহে কিন্ত্বেকবারং দৃষ্ট্বা স্বনয়নে সফলয়েত্যাহুঃ,—অত্র বৃন্দাবনে। হি নিশ্চিতমেব। দৃশ্যতাং কিং দ্রষ্টব্যং তাবকা জনাস্ত্বাং বিচিন্বতে ইতি কথমেতাবৎ সন্তাপবত্যোঽপ্যেতা ন বিপদ্যন্ত ইতি মা সংশয়িষ্ঠা ইত্যাহুঃ,—ত্বয়ি ধৃতা অর্পিতাঃ অসবো যৈস্ত্বয়ৈবোন্মাদিতৈস্তে যদ্যস্মাকমসব অস্মাস্বেবাস্থাস্যংস্তদা তেষু বিরহানলদগ্ধেষু সৎসু বরমেতাবৎ ক্ষণে মৃত্বা সুখিন্য এবাভবিষ্যামেতি। ত্বয়ি তু স্বনাথে মহাসুখিনি তে সুখমেবানুবর্ত্তন্তে ইতি কথমসূনাং সুখে সতি দেহা বিপদ্যন্তামিত্যতস্তবাস্মদ্দুঃখদর্শনাত্মকং সুখং শাশ্বতিকমেবেতি ভাবঃ। অত্র শ্লোকে প্রতিপাদং দ্বিতীয়াক্ষরস্যৈক্যং তথা প্রথমাক্ষরসপ্তমাক্ষরয়োশ্চ। এবমন্যেষ্বপি শ্লোকেষু প্রায়ঃ কৃচিৎ-কৃচিদস্তি তচ্চ মুক্তাফলটীকাকারৈর্বিবৃতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই একত্রিংশ অধ্যায়ে কৃষ্ণরূপ ভ্রমরের আকর্ষিণী প্রেমমাধ্বীকপূর্ণ স্বরতালাদি সৌরভযুক্ত 'গোপীগীত'-রূপ পদ্মশ্রেণী সুশোভিত হইয়াছে ॥

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ, শ্রীধর স্বামিচরণ ও শ্রীগুরুবর্গকে বারম্বার নমস্কারপূর্ব্বক তাঁহাদের উচ্ছিষ্টলাভে জীবন ধারণে ইচ্ছুক আমি সম্প্রতি নিজ মঙ্গল কামনায় সচেষ্ট হইতেছি ॥ ০ ॥

পূর্ব্ব অধ্যায়ে 'জগুঃ'—কৃষ্ণকথা গান করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছেন, তাহা কিরূপ ? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'গোপ্য উচুঃ', শ্রীগোপীগণ বলিতেছেন—হে দয়িত ! তোমার জন্মহেতু এই ব্রজভূমি সর্ব্বলোক অপেক্ষা উৎকর্ষরূপে বিরাজমান রহিয়াছে। যদি বলেন—বৈকুণ্ঠলোকেও এইপ্রকার উৎকর্ষ রহিয়াছে, তাহার ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত বলিলেন—'অধিকং' অধিকরূপে জয়যুক্ত হইতেছে। বৈকুণ্ঠ সর্ব্বোৎকৃষ্টই, কিন্তু ব্রজধাম সর্ব্বোৎকৃষ্টতম—এই অর্থ। অন্য চিহ্ন বলিতেছেন—'ইন্দিরা', মহালক্ষ্মী নিরন্তর এই ব্রজকে সেবা করিতেছেন। বৈকুণ্ঠে যিনি সর্ব্বজনসেব্যা, সেই লক্ষ্মীদেবী এই ব্রজকে স্বয়ং সেবা করিতেছেন, সুতরাং বৈকুণ্ঠাপেক্ষাও এই ব্রজ সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ। সেই লক্ষ্মীহেতু মহাসুখ পরিপূর্ণ ব্রজে কেবল তোমার প্রেয়সী আমরাই সর্ব্বলোকে অদৃষ্ট ও অশ্রুতচর অসহ্য দুঃখ অনুভব করিতেছি, অতএব আমরা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি না, কিন্তু একবার আমাদিগকে দেখিয়া স্বনয়নের সাফল্য সম্পাদন কর —দেখ গোপীগণ কি সুখে অবস্থান করিতেছে, ইহা বলিতেছেন—'অত্র' এই বৃন্দাবনে, হি নিশ্চিত, 'দৃশ্যতাং'—দেখ, কি দ্রষ্টব্য ? তাহাতে বলিতেছেন—'তাবকাঃ জনাঃ ত্বাং বিচিন্বতে'—তোমার জন তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা প্রিয়দৃশ্য তোমার পক্ষে কি হইতে পারে ? এতাদৃশী সন্তাপবতী ইহারা কিজন্য বিপন্ন হইতেছে না—এইরূপ সংশয় করিও না, ইহা বলিতেছেন—'ত্বয়ি ধৃতাসবঃ' কারণ তোমাতে আমাদের প্রাণসকল অর্পিত হইয়াছে। তোমা কর্ত্তৃক উন্মাদিত প্রাণসকল যদি আমাদিগের হইত, তাহা হইলে আমাদিগেতেই তাহারা থাকিত, তবে তাহারা বিরহানলে দগ্ধ হইলে আমরা এতক্ষণ মরিয়া সুখিনী হইতে পারিতাম, পরন্তু স্বনাথ মহাসুখী তোমাতে থাকিয়া তাহারা সুখেই আছে। অতএব যদি প্রাণসকল সুখে থাকিল, তাহা হইলে দেহসকল বিপন্ন হইবে কেন ? সুতরাং তোমার পক্ষে আমাদের দুঃখ-দর্শনাত্মক সুখ সর্ব্বদাই আছে—এই ভাবার্থ।

এই অধ্যায়ের শ্লোকসমূহে পদ ও বর্ণের সাম্যাপেক্ষায় প্রতিপাদে দ্বিতীয় অক্ষরের ঐক্য রহিয়াছে। সেইরূপ কোন স্থলে প্রথমাক্ষর ও সপ্তমাক্ষরের সাম্য রহিয়াছে। এইরূপ অন্য শ্লোকেও প্রায় কোথাও কোথাও সাম্য রহিয়াছে, তাহা 'মুক্তাফল' টীকাতে বিবৃত আছে ॥ ১ ॥

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দৃশা।
সুরতনাথ তেঽশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সুরতনাথ, বরদ, (অভীষ্টপ্রদ) শরদুদাশয়ে (শরৎকালীনে সরসি) সাধুজাতসৎসরসি-

জোদরশ্রীমুষা (সাধু সম্যক্ জাতং যৎ সৎ সরসিজং বিকসিতং পদ্মং তস্য উদরে গর্ভে যা শ্রীঃ সৌন্দর্য্যং তাং মুষ্ণাতি হরতীতি তথাভূতয়া জিত-পুণ্ডরীকয়া ইত্যর্থঃ) দৃশা (নেত্রেণ) অশুল্কদাসিকাঃ (অমূল্য-দাসীঃ অস্মান্) নিঘ্নতঃ (প্রাণাপহরণেন মারয়তঃ) তে (তব ত্বয়া ক্রিয়মাণ ইত্যর্থঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে অয়ং) বধঃ কিং ন ? (কিন্তু বধ এব ভবতি। অতস্তব দৃশা অপহৃত প্রাণপ্রত্যর্পণায় ত্বয়া দৃশ্যতামিতি ভাবঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে সম্ভোগ-রসাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, হে অভীষ্টপ্রদ, আমরা তোমার বিনা মূল্যের দাসী। তুমি যে শরৎকালীন-সরোবর-সুজাত বিকশিত-কমলগর্ভের সৌন্দর্য্য-গর্ব্বহারী নেত্রদ্বারা বধ করিতেছ, ইহা কি ইহলোকে বধ বলিয়া গণ্য নহে ? ২॥

বিশ্বনাথ—ননু, কিমহং যুষ্মভ্যং দুঃখং দিৎসামি যদেবং সূচয়থেতি। তত্র ত্বমস্মান্ খলু হংস্যেবেত্যাহুঃ,—শরদিতি। দৃশৈব সুরতং নাথসি যাচসে অথচ দৃশৈব বরদ অভীষ্টসুখং দদাসি, অথচ তয়ৈব দৃশা প্রেমানলপুঞ্জপ্রক্ষেপিণ্যা নিঘ্নতোঽশুল্কাদাসিকা অস্মান্ মারয়তস্তব ইহ কিং ন বধঃ ? কিং শস্ত্রৈণৈব বধো বধঃ ? দৃশা বধো ন ভবতি, অপি তু ভবত্যেব। তস্মাৎ হে বরদ, অভীষ্টং দদদেব অভীষ্টমৈহিকং পারত্রিকঞ্চ সুখং দ্যসি খণ্ডয়সীত্যর্থঃ। কিঞ্চাস্মাসু তে সত্ত্বঞ্চেদ্ভবতি তর্হি স্বধনং পালয় জ্বালয় বা ন দোষঃ। বয়ন্তু ত্বয়া ন শুল্কেন ক্রীতা নাপি পরিণয়েন গৃহীতাঃ কিন্ত্বশুল্কদাসিকা বয়ং স্বয়মেব মৌগ্ধ্যেনাভূমেত্যর্থঃ। তত্র তস্য মোহনোন্মাদন-মহাচৌরচক্রবর্ত্তিত্বমেব হেতুং বদন্ত্যো দৃশং বিশিংষন্তি শরৎকালসম্বন্ধী য উদাশয়ঃ গম্ভীরস্বচ্ছজল-পূর্ণস্তড়াগ ইত্যর্থঃ। তত্র সাধুজাতং সাধুসময়প্রদেশ-প্রকারতো জাতং সৎ জাত্যাপ্যুত্তমং যৎ সরসিজং বিকসিতপদ্মং তস্যোদরস্থাং শ্রিয়ং শোভাং সম্পত্তিং মুষ্ণাতি চোরয়তীতি তথেতি দৃশসৌন্দর্য্যসৌরভ্যশৈত্যসৌকুমার্য্যাণ্যসাধারণ্যান্যুক্তানি, যা খলু তাদৃশং জনদুর্গমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তাদৃশাভিজাতস্য সজ্জনস্যান্তঃপুরং প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি সা তব দৃক্-চোরিকা কেনাপি মোহনোন্মাদন-ধূলিপ্রক্ষেপণোন্মাদিতাভিরস্মাভিঃ স্বয়মেব দত্তং সুরতধনং প্রাণাংশ্চ নীত্বা তুভ্যং দদাবত এব পূর্ব্বমুক্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইত্যতো বয়ং ত্বয়া নির্দ্ধনীকৃত্য হতা এবেতি পরঃসহস্রস্ত্রীবধপাতকং ত্বয়া গৃহীতমেবেতি ধ্বনিঃ। অতঃ পাপাদ্ভীত্যাপি দর্শনং দেহিত্যনুধ্বনিঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি কি তোমাদিগকে দুঃখ দিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তোমরা ঐ প্রকার সূচনা করিতেছ ? তাহার উত্তরে—তুমি কেবল আমাদিগকে দুঃখ দান করিতেছ না, পরন্তু আমাদিগকে বধ করিতেছ—ইহা বলিতেছেন—'শরদুদাশয়ে' ইত্যাদি। 'দৃশা সুরতনাথ'—তুমি নয়ন দ্বারা আমাদিগের নিকট সুরত প্রার্থনা করিতেছ, অথচ তাহা দ্বারাই তুমি 'বরদ'—অর্থাৎ অভীষ্ট সুখ দান করিতেছ। অপি চ প্রেমানলপুঞ্জ নিঃক্ষেপক সেই নয়ন দ্বারা বিনামূল্যে কেনা দাসী আমাদিগকে বধ করিতেছ, অতএব ইহা কি বধ নহে ? শস্ত্রদ্বারা বধ করিলেই কি বধ হয় ? নয়ন দ্বারা বধ করিলে কি বধ হয় না ? অতএব হে 'বরদ' (বরং দ্যসি খণ্ডয়সি—এই অর্থে)—তুমি অভীষ্ট প্রদান করিয়াও ঐহিক ও পারত্রিক সুখ বিনাশ করিতেছ। আর যদি আমাদের প্রতি তোমার সত্ত্ব থাকে, তবে আমরা তোমার স্বধন, অতএব তুমি স্বীয় ধন পালন করিতে, অথবা নষ্ট করিতে পার, তাহাতে কোন দোষ হয় না। আমরা কিন্তু মূল্য দ্বারা তোমার নিকটে বিক্রীত হই নাই, অথবা তুমি আমাদিগকে বিবাহ করিয়াও গ্রহণ কর নাই। আমরা স্বয়ংই তোমার মোহনভাবে মুগ্ধ হইয়া, তোমার নিকটে বিনা মূল্যে দাসী হইয়া রহিয়াছি—এই অর্থ।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের মোহনশক্তি, উন্মাদনশক্তি ও মহাচৌর-চক্রবর্ত্তি প্রভৃতি গুণের কারণ দর্শাইবার জন্য নয়নের বিশ্লেষণ করিতেছেন—তোমার নয়ন, শরৎকালীন গভীর স্বচ্ছজলপূর্ণ জলাশয়ে উৎপন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিকসিতপদ্মের আভ্যন্তরীণ সুন্দর শোভাকে অপহরণ করিয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নয়নের সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য, শৈত্য, সৌকুমার্য্য এই অসাধারণ গুণ প্রভৃতি কথিত হইল।

'যা খলু তাদৃশং জনদুর্গমপ্যুল্লঙ্ঘ্য তাদৃশাভিজাতস্য সজ্জনস্যান্তঃপুরং প্রবিশ্য সম্পত্তিং চোরয়তি, সা তব দৃক্-চোরিকা',—যে নয়ন তাদৃশ জনদুর্গম

স্থানও উল্লঙ্ঘন করিয়া তাদৃশ অভিজাত সজ্জনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সম্পত্তি চুরি করিতে পারে, সেই তোমার নয়ন-চোর—কোনও মোহন উন্মাদন ও মন্ত্রপূত ধূলি নিঃক্ষেপে আমাদিগকে উন্মাদিত করিয়া স্বয়ংই দত্ত সুরত ধন এবং আমাদিগের প্রাণ গ্রহণ করতঃ তোমাকে অর্পণ করিয়াছে। অতএব পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'ত্বয়ি ধৃতাসবঃ'—তোমাতে আমাদের প্রাণ অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং তুমি পূর্ব্বে আমাদিগের ধন কাড়িয়া লইয়া নির্দ্ধন করিয়াছ, এখন বিনাশ করিলে। সেইজন্য বলিতেছি—হে কৃষ্ণ! তুমি এই অসংখ্য স্ত্রীবধের পাপ নিশ্চয়ই গ্রহণ করিলে, ইহা ধ্বনিত হইল। অতএব পাপভয়েও তুমি আমাদিগকে দর্শন দান কর—ইহা অনুধ্বনিত হইল ॥ ২ ॥

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্-
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ঋষভ, (পুরুষশ্রেষ্ঠ) বিষজলাপ্যয়াৎ (বিষজলং কালিয়হ্রদজলং তস্মাৎ যঃ অপ্যয়ঃ নাশঃ তস্মাৎ) ব্যালরাক্ষসাৎ (অঘাসুরাৎ) বর্ষাৎ মারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ (অশনি পাতাৎ) বৃষময়াত্মজাৎ (বৃষঃ অরিষ্টস্তস্মাৎ ময়াত্মজঃ ব্যোম-নামক অসুরঃ তস্মাৎ) বিশ্বতঃ (অন্যস্মাদপি সর্ব্বতঃ) ভয়াচ্চ বয়ং তে (ত্বয়েত্যর্থঃ) মুহুঃ (বারম্বারং কালিয়দমনাদিনা) রক্ষিতাঃ (অভবাম, কিমিদানীমুপেক্ষসে; আত্মানং দর্শয়িত্বা অধুনাপি রক্ষ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, কালিয় হ্রদের বিষময় জল পান করিয়া প্রাণীসকল বিনষ্ট হইতেছিল; তুমি ব্রজবাসিনী আমাদিগকে তাহা হইতে এবং অঘাসুর, ইন্দ্রের কোপ, তৃণাবর্ত্ত, ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্র, অরিষ্ট ব্যোমাসুর ও বিশ্বগত অন্যান্য ভীতি হইতে পুনঃ পুনঃ ত্রাণ করিয়াছ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, জিঘাংসৈব চেৎ তব বর্ত্ততে তদা পূর্ব্বপূর্ব্ববিপদ্ভ্যঃ কিমিতি রক্ষিতাঃ রক্ষিত্বা বধঃ খল্বনুচিত এবেত্যাহুঃ,—বিষময়াজ্জলাৎ যোঽপ্যয়স্তস্মাৎ। ব্যালরাক্ষসাদঘাসুরাৎ, বর্ষাদিন্দ্রকৃতবৃষ্টেঃ। মারুতাৎ তৃণাবর্ত্তাৎ। বৈদ্যুতানলাদিন্দ্রকর্ত্তৃকবজ্রক্ষেপাৎ। বৃষাদরিষ্টাৎ ময়াত্মজাদ্ব্যোমাৎ বিশ্বতঃ অন্যস্মাদপি সর্ব্বতো ভয়াৎ কালিয়দমনাদিনা হে ঋষভ, পুরুষশ্রেষ্ঠ স্বরক্ষণাদেব ত্বদেকপ্রাণা বয়ং রক্ষিতাঃ। বর্ষাদিভ্যস্তু সর্ব্বব্রজরক্ষণাদেব তদন্তঃপাতিন্যো বয়মপি রক্ষিতাঃ। অতএব রক্ষকে ত্বয়ি বিশ্বস্য পঞ্চশরজ্বালোপশমার্থং বয়মাগতাঃ ত্বয়া তু ততোঽপি কোটিগুণিতয়া স্ববিরহানলজ্বালয়া দংদহ্যামহে ইতি বিশ্বস্তঘাতাদপি ত্বং ন বিভেষীতি ভাবঃ। অতঃ অরিষ্টব্যোমবধস্য ভাবিত্বেঽপি গর্গভাগুর্য্যাদিমুখতঃ কৃষ্ণজন্মপত্র্যাং শ্রবণস্য ভূতত্বেনৈব ভূতনির্দ্দেশঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি তোমার আমাদিগকে হননের ইচ্ছাই ছিল, তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদ্সকল হইতে রক্ষা করিলে কেন? যদি রক্ষাই করিলে, তাহা হইলে বধ করা উচিত নয়, ইহাতে বলিতেছেন—'বিষজলাপ্যয়াৎ' ইত্যাদি বিষময় জল হইতে (অর্থাৎ কালিয়দহের জলপানে মৃত্যুমুখে নিপতিত গো ও গোপসকলকে বিষজল-পানজনিত মৃত্যু হইতে), 'মারুতাৎ'—তৃণাবর্ত্ত হইতে, 'বৈদ্যুতানলাৎ'—ইন্দ্রকৃত বজ্রনিক্ষেপ হইতে, 'বৃষাৎ'—অরিষ্টাসুর ও 'ময়াত্মজাৎ' ব্যোমাসুর হইতে এবং 'বিশ্বতঃ ভয়াৎ'—অন্যান্য কালিয়দমনাদি সর্ব্ববিধ ভয় হইতে, 'হে ঋষভ'। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! তুমি বারম্বার রক্ষা করিয়াছ। স্বরক্ষণের দ্বারাই তদেকপ্রাণ আমরাও রক্ষিত হইয়াছি। বর্ষাদি হইতে সর্ব্বব্রজজনের রক্ষা করায় তদন্তঃপাতিনী আমরাও রক্ষিত হইয়াছি। অতএব নিখিল জগতের রক্ষক তোমার নিকট আমরা আসিয়াছি কামদেবের শরসমূহের জ্বালা উপশমের নিমিত্ত, কিন্তু তুমি কামাগ্নির উপশম করা দূরে থাকুক, উক্ত শর হইতেও কোটিগুণিত স্ববিরহাগ্নি-জ্বালা দ্বারা আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছ, ইহাতে বিশ্বাস-ঘাতকতারূপ পাপ হইতেও তুমি কি ভয় করিতেছ না? এখানে অরিষ্ট ও ব্যোমাসুর বধের ভাবিত্ব হইলেও শ্রীগোপাঙ্গনাগণ শ্রীগর্গ, ভাগুরি প্রভৃতি মুনিগণের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকায় (কোষ্ঠীতে) "শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমাসুর বধ করিবেন"—এইরূপ শ্রবণ করিয়াছেন,

সুতরাং শ্রবণের অতীতত্ব হইলে, অরিষ্ট ও ব্যোমাসুর বধের অতীতত্ব নির্দ্দেশ করা হইল ॥ ৩ ॥

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্ ।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—সখে, ভগবান্ খলু (নিশ্চিতং) গোপিকানন্দনঃ (গোপিকায়াঃ যশোদায়াঃ নন্দনঃ সুতঃ) ন (ভবতি) (কিন্তু) অখিলদেহিনাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং) অন্তরাত্মদৃক্ (যঃ অন্তরাত্মা অন্তঃকরণং তং পশ্যতীতি তথা বুদ্ধিসাক্ষ্যেব। অতঃ অস্মদ্দুঃখমপি জানাতীতি ভাবঃ) বিখনসা (ব্রহ্মণা) বিশ্বগুপ্তয়ে (বিশ্বপালনায়) অর্থিতঃ (প্রার্থিতঃ সন্) সাত্বতাং কুলে (যাদবানাং কুলে) উদেয়িবান্ (স্বেচ্ছয়া ত্বং অবতীর্ণোঽসি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে সখে, তুমি কেবল গোপীকা-নন্দন নহ পরন্তু নিখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী, ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিশ্বপালনার্থ সাত্বত কুলে অবতীর্ণ হইয়াছ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ি শশ্বদসমীক্ষ্যভাষিণ্যো গোপাল্যস্তিষ্ঠত সর্ব্বানন্দকন্দো নন্দনন্দনোঽহং স্ত্রীবধপাতকী বিশ্বস্তঘাতী চ যুষ্মাভির্নির্দ্ধারিতঃ, তদিতো নিঃসৃত্য রহসি কুচিদেবং স্থাস্যামি যথা জন্মমধ্যে সকৃদপি মদ্দর্শনং ন প্রাপ্স্যথেতি, তদীয়ভীষণোক্তিমাশঙ্ক্যানুতপ্তা স্তং প্রসাদয়িতুং স্তুবন্তি—নেতি। ভবান্ গোপিকানন্দনঃ খলু ন ভবতি, কিন্ত্বখিলদেহিনামন্তরাত্মা অন্তঃকরণপ্রেরকঃ দৃগ্‌দ্রষ্টা চেত্যন্তর্য্যামী ভবতীতি। ভাগুরি-গার্গি-পৌর্ণমাস্যাদি-মুখাদশ্রৌস্ম, ইত্যতো যথাস্মান্ প্রেরয়তি তথা ব্রূমহে ইত্যতো মা কুপ্য প্রসীদ। ত্বদাবির্ভাবকারণং চ শ্রুতমিত্যাহুঃ,—বিখনসা ব্রহ্মণা বিশ্বপালনায় প্রার্থিতঃ সন্ সাত্বতাং যদূনাং কুলে উদেয়িবান্ শ্রীযশোদাগর্ভোদয়শৈলাদাবির্ভূতঃ। নন্বেবঞ্চেজ্জানীধ্বে তৎ কিমিতি রূক্ষং ব্রূধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখ ইতি। ত্বয়ৈব সখ্যরসসিন্ধৌ বয়ং নিমজ্জিতা ইতি পরামৃশ্য বিশ্বং পালয়ন্ বিশ্বমধ্যবর্ত্তিনীরস্মানপি পালয় কৃপয়ৈবেতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বপ্রেয়সীনামেবং দুঃখং দ্রষ্টুং নৃ-দেব-তির্য্যগাদিষু মধ্যে কোঽপি ন সমর্থঃ। যথা ত্বং দুঃখং পশ্যন্নপি সুখমাস্তে তস্মাদেবং বিতর্কয়াম ইত্যাহুঃ,—নেতি। গোপিকায়াঃ শ্রীযশোদায়াঃ পরদুঃখলবেঽপি দ্রুতচিত্তায়াস্তস্যাঃ কুক্ষৌ ত্বং ন জাতোঽসি। তৎকুক্ষেরেকস্যাপি লক্ষণস্য ত্বয্যনুপলম্ভাদিতি ভাবঃ। তর্হি কোঽহং? ত্বং সর্ব্বপ্রাণিনামন্তর্য্যামীতি বিতর্কস্তে। স এব জীবানাং দুঃখং পশ্যন্নপি তদন্তঃ সুখং বসতি। উদাসীনশিরোমণেস্তবাত্রাবির্ভাবেঽপি কারণং ন জানীম ইত্যাহুঃ,—বিখনসা ব্রহ্মণা স্বসৃষ্টিবৃদ্ধিমভীপ্সুনা বিশ্বগুপ্তয়ে বিশ্বস্মিন্ জগত্যত্র গুপ্তয়ে ত্বং প্রার্থিতঃ ত্বদ্ভক্ত্যা জীবা মুচ্যন্ত ইত্যতস্তথা ত্বমবতীর্য্য গুপ্তস্তিষ্ঠ যথা কেঽপি ত্বামীশ্বরং ন মন্যন্তে। তদা চ তবেশ্বরত্বমমন্যমানানামীশ্বরানুবর্ত্তিনামপি জরাসন্ধাদিবদসুরত্বমেব ভবিষ্যতি অতএব মে সৃষ্টিবৃদ্ধির্ভবিত্রীতি ব্রহ্মবাঞ্ছিত-সিদ্ধ্যর্থং পরদার-পরদ্রব্যচৌর্য্য-মাৎসর্য্যহিংসা-দম্ভাদিকং স্বপ্রতিকুলং ধর্ম্মং স্বগোপনার্থমঙ্গীকরিষ্যন্ দুস্ত্যজং স্বধর্ম্মমৌদাসীন্যঞ্চাজহদেব সাত্বতাং কুলে উদেয়িবান্। সখে, ইতি পরদারগ্রহণাদেবাস্মাকং সখাপ্যভূরিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ যদি বলেন—'অয়ি! অসমীক্ষ্যভাষিণী গোপাঙ্গনাগণ! আমি সর্ব্বানন্দকন্দ নন্দনন্দন, আমাকে তোমরা স্ত্রীবধপাতকী ও বিশ্বাসঘাতী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছ, সুতরাং এস্থান হইতে নিঃসৃত হইয়া এমন নিভৃতে অবস্থান করিব যে এজন্মে একবারও আমার দর্শন প্রাপ্ত হইবে না' —শ্রীকৃষ্ণের এই ভীষণ উক্তি আশঙ্কা করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ অনুতপ্তান্তঃকরণে তাঁহাকে সুপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত স্তব করিতে লাগিলেন—'ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্', তুমি কখনও গোপিকা যশোদার নন্দন নও, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা—অন্তঃকরণ-প্রেরক ও দৃক্‌দ্রষ্টা। তুমি যে অন্তর্য্যামী, তাহা অমারা ভাগুরি, গার্গী ও পৌর্ণমাসী প্রভৃতির মুখে শ্রবণ করিয়াছি, অতএব অর্থাৎ তুমি অন্তর্য্যামী বলিয়া আমাদিগকে যেভাবে প্রেরণ করিতেছ, আমরা সেভাবেই বলিতেছি, সুতরাং আমাদিগের প্রতি কুপিত হইও না, প্রসন্ন হও। তোমার আবির্ভাবের কারণও আমরা শুনিয়াছি—'বিখনসার্থিতঃ বিশ্বগুপ্তয়ে', অর্থাৎ বিশ্বপালনার্থ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রার্থিত

হইয়া যদুকুলে শ্রীযশোদার গর্ভরূপ উদয়াচল হইতে আবির্ভূত হইয়াছ।

যদি বলেন—হে গোপীগণ! তোমরা যদি আমার এতাদৃশ তত্ত্ব অবগত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার প্রতি রূক্ষ বাক্য প্রয়োগ করিতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'হে সখে!' তুমিই আমাদিগকে সখ্যরসসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছ, তাহাতেই তাদৃশ বাক্য বলিতে সাহসিনী হইয়াছি, অতএব ইহা বিচারপূর্ব্বক বিশ্বপালন সময়ে বিশ্বমধ্যবর্ত্তিনী আমাদিগকেও কৃপাপূর্ব্বক পালন কর—এই ভাবার্থ।

অথবা—তুমি যেমন প্রেয়সীগণের দুঃখ দেখিয়াও পরম সুখে অবস্থান করিতেছ, সেইরূপ দেবতা, মনুষ্য কিম্বা তির্য্যগাদির মধ্যে কেহই আপন প্রেয়সীবর্গের এই প্রকার নিদারুণ দুঃখ দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং আমরা বিতর্ক করিতেছি—'ন খলু গোপিকা-নন্দনঃ ভবান্' অর্থাৎ অপরের দুঃখমাত্রেও যাঁহার চিত্ত বিগলিত হয়, সেই যশোমতীর গর্ভে তুমি কখনও জন্মগ্রহণ কর নাই, যেহেতু তাঁহার গর্ভের একটিমাত্রও চিহ্ন তোমাতে দেখা যায় না। যদি বলেন—তাহা হইলে আমি কে? তদুত্তরে বলিতেছেন—তুমি অন্তর্য্যামী, সেই অন্তর্য্যামীই জীবগণের দুঃখ দেখিয়াও তাহাদের অন্তঃকরণে সুখে বাস করেন।

তুমি উদাসীন শিরোমণি, এই ব্রজে তোমার আবির্ভাবের কোনও কারণ আমরা অবগত নহি। অথবা—'বিশ্বগুপ্তয়ে বিখনসা অর্থিতঃ', অর্থাৎ ব্রহ্মা স্বীয় সৃষ্টির বৃদ্ধি অভিলাষ করিয়া এই জগতে গুপ্তভাবে থাকিবার নিমিত্ত তোমাকে প্রার্থনা করেন, কেননা তুমি প্রকাশ্যে থাকিলে তোমার ভক্তি-দ্বারা জীবগণ সংসার হইতে মুক্তি পাইবে। সুতরাং ব্রহ্মা প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে—হে ভগবন্! তুমি আবির্ভূত হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান কর, যেন কেহও তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে না পারে। তাহা হইলে তুমি যে ঈশ্বর, ইহা অমান্য করতঃ ঈশ্বরানুবর্ত্তী জনগণও জরাসন্ধাদির ন্যায় অসুরভাব প্রাপ্ত হইবে—ব্রহ্মার এই অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত এবং নিজের গোপনার্থ পরদার, পরদ্রব্যচুরি, মাৎসর্য্য, হিংসা ও দম্ভ প্রভৃতি স্বপ্রতিকূল ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়া, দুস্ত্যজ স্বধর্ম্ম ও ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়াই যদুকুলে সমুদিত হইয়াছ। 'সখে'! —পরদার গ্রহণ হেতুকই আমাদের সখ্যও হইয়াছে—এই ভাবার্থ ॥ ৪ ॥

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বৃষ্ণিধূর্য্য! (যাদব শ্রেষ্ঠ, হে কান্ত) সংসৃতেঃ (সংসারস্য স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধশরীরপরিগ্রহরূপস্য ইত্যর্থঃ) ভয়াৎ (হেতোঃ) তে (তব) চরণং ঈয়ুষাং (শরণং প্রাপ্তানাং প্রাণিনাং) বিরচিতাভয়ং (বিরচিতং দত্তমভয়ং যেন তৎ যথা) কামদং (বরদং) শ্রীকরগ্রহং (শ্রিয়াঃ লক্ষ্ম্যাঃ করং হস্তং গৃহ্ণাতি যৎ তৎ) করসরোরুহং (করকমলং) নঃ (অস্মাকং) শিরসি (মস্তকে) ধেহি (স্থাপয়) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে যদুকুল শিরোমণি, হে প্রিয়, সংসার-ভয়ে ভীত হইয়া প্রাণীসকল তোমার চরণকমলে শরণাগত হইলে তুমি যে হস্তদ্বারা তাঁহাদিগকে অভয় প্রদান কর, যদ্দ্বারা তুমি লক্ষ্মীর করদ্বয় গ্রহণ করিয়াছ, হে অভীষ্টপ্রদ, সেই করদ্বয় আমাদিগের মস্তকে অর্পণ কর ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভোঃ প্রিয়ভাষিণ্যঃ! যুষ্মাকং প্রণয়কোপোক্তিপীযূষপানার্থমেবান্তর্হিতং তদধুনা লব্ধাভীষ্টোঽহম্মি যথেষ্টং বরং বৃণুতেতি তৎপ্রসাদোক্তিং সম্ভাব্য সাশ্বাসং পৃথক্ পৃথগভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—বিরচিতেত্যাদি চতুর্ভিঃ। হে বৃষ্ণিধূর্য্য, নিজকুলকমলপ্রভাকর, নঃ শিরসি করসরোরুহং ধেহি অর্পয়। কিমর্থং? তত্রাহুঃ,—কামদং যস্য শরপ্রহারভয়াৎ ত্বাং প্রপন্নাস্তং কামং দ্যতি খণ্ডয়তীতি তচ্ছেষভঙ্গ্যা কামং দদদপি। ন চাত্র তস্যাশক্তিরিতি বাচ্যম্। যতঃ সংসৃতের্ভয়াৎ চরণমীয়ুষাং প্রপন্নানাং জনানাং বিরচিতমভয়ং যেন তৎ। যেন সংসারভয়াদপি রক্ষিতুং শক্যতে তস্য কামভয়াদ্রক্ষণে কঃ খল্বায়াস ইতি ভাবঃ। ননু তর্হি বো বক্ষঃসু দধামি তত্রৈব মমাপি

ধিৎসা বর্ত্ততে তত্র নেত্যাহুঃ,—শ্রীকরগ্রহমিতি। শ্রিয়া লক্ষ্ম্যা করাভ্যাং গ্রহণং তদ্ধারণার্থং যস্য তদ্বক্ষসি করধিৎসায়াং যথা লক্ষ্ম্যা বার্য্যতে তথৈবাস্মাভিরপি তদ্বারণীয়মেবেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন—হে প্রিয়ভাষিণীগণ! তোমাদিগের প্রণয়কোপোক্তিরূপ পীযূষপানের নিমিত্তই আমি অন্তর্হিত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব তোমরা যথেষ্ট বর প্রার্থনা কর—এইরূপ তাঁহার প্রাসাদোক্তি সম্ভাবনা করিয়া গোপীগণ আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছেন—'বিরচিতাভয়ং' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে। 'হে বৃষ্ণিধূর্য্য!' নিজকুল-কমলপ্রভাকর! (যদুকুলতিলক!) আমাদিগের মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ কর। যদি বলেন—কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'কামদং', যাহার শরপ্রহারের ভয়ে আমরা তোমার প্রপন্ন হইয়াছি, সেই কামকে যে হস্ত বিনাশ করে, শ্লেষার্থে—কাম-প্রদ হইয়াও তোমার হস্ত কামবিনাশক। যেহেতু 'সংসৃতের্ভয়াৎ চরণমীয়ুষাং'—সংসারভয়ে তোমার চরণ আশ্রয়কারী জনগণের যে হস্তদ্বারা অভয় প্রদান কর। যে হস্ত সংসার-ভয় হইতেও রক্ষা করিতে সক্ষম, সেই হস্তের দ্বারা কামভয় হইতে রক্ষা করিতে তোমার কি প্রয়াস হইতে পারে? —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—তাহা হইলে তোমাদিগের বক্ষে আমি হস্ত অর্পণ করি, সেখানে অর্পণেই আমার অভিলাষ রহিয়াছে। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, 'শ্রীকরগ্রহং', লক্ষ্মীদেবী স্বীয় করযুগলের দ্বারা তোমার হস্তদ্বয় ধারণ করেন, তাঁহার বক্ষে হস্তার্পণের ইচ্ছা থাকিলেও তিনি যেমন নিবারণ করেন, তদ্রূপ আমাদিগের দ্বারাও তাহা বারণীয়ই—এই ভাবার্থ ॥ ৫ ॥

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রজজনার্ত্তিহন্, (হে ব্রজবাসিনাং জনানাং আর্ত্তিং দুঃখং হন্তীতি হে ব্রজবাসিদুঃখহারক) বীর! নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত (নিজজনানাং যঃ স্ময়ঃ গর্ব্বঃ তস্য ধ্বংসনং নাশকং স্মিত যস্য তথাভূত) হে সখে, ভবৎ কিঙ্করীঃ (ভবতঃ দাসী) নঃ (অস্মান্) ভজ (আশ্রয়) স্ম (ইতি নিশ্চিতম্)। চারু (মনোরমং) জলরুহাননং (পঙ্কজবদনং যোষিতাং) (অস্মাকং) দর্শয় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে বীর, তুমি ব্রজজনের বিরহ-জনিত আর্ত্তির বিনাশকারী। তদীয় নিজ জনে সৌভাগ্যোত্থ গর্ব্ব এবং তজ্জনিত বাম্য লক্ষণযুক্ত মান তোমার হাস্য মাত্রেই বিনষ্ট হয়, সখে, আমরা তোমার কিঙ্করী তোমার সুখ-বাস একবার আমাদিগকে দর্শন করাও ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অপরা আহু,—যোষিতাং মধ্যে যে ব্রজজনাস্তেষামার্ত্তিং কন্দর্পশরপ্রহারজনিতাং হন্তীতি তথা তেন দেব্যাদীনামপ্যন্যযোষিতাং তাং ন হরসি। যদ্বক্ষ্যতে "ব্যোমযানবনিতাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃত-নীব্যঃ" ইতি। হে বীর, দুর্ব্বারমারসংপ্রহারমহাজিষ্ণো, কিঞ্চাস্মাকং সৌভাগ্যোত্থং গর্ব্বং তদুত্থং বাম্যলক্ষণং মানমপি ন সহসে ইত্যাহুঃ,—নিজজনানাং স্ময়-ধ্বংসনং মাননাশকং স্মিতমপি যস্য। ননু বরং শীঘ্রং বৃণুত তত্রাহুঃ,—ভবৎকিঙ্করীরস্মান্ ভজ পরিচর। ননু যদি মৎকিঙ্কর্য্য এব যূয়ং তদা মাং স্ব-পরিচরণে কিমিত্যাজ্ঞাপয়ধ্বে তত্রাহুঃ,—হে সখে, ইতি। তর্হি ব্রূত কিং বঃ পরিচরণং তত্রাহুঃ,—জলরুহেত্যাদি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপরাপর গোপীগণ বলিলেন—'যোষিতাং', রমণীগণের মধ্যে যাহারা ব্রজবাসিনী, তাহাদিগেরই কন্দর্প শর প্রহারজনিত ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক, কিন্তু অন্যান্য দেবীগণের তাদৃশ ক্লেশ বিনাশ কর না। যেমন বলিবেন—"ব্যোমযান-বনিতাঃ" ইত্যাদি (৩৫ অধ্যায়ের ৩ শ্লোকে), অর্থাৎ সেই বংশীরব শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের নিকট অবস্থিত সিদ্ধাঙ্গনাদিগের প্রথমতঃ বিস্ময় জন্মে, পরে কামচেষ্টায় চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া মোহিত হইয়া পড়েন, কারণ তাঁহাদিগের কটিবসন খসিয়া গেলেও তাঁহারা তখন তাহা বন্ধন করিতে ভুলিয়া যান। 'হে বীর!' —দুর্ব্বার মদন-সম্প্রহার-

জয়শালিন্! আমাদিগের সৌভাগ্য গর্ব্ব ও তজ্জনিত বাম্যলক্ষণ অভিমানও তুমি সহ্য করিতে পার না, তাহা বলিতেছেন —'নিজজন-স্ময়ধ্বংসনস্মিত', অর্থাৎ তোমার স্মিতও নিজ জনের গর্ব্বনাশক।

যদি বলেন—শীঘ্র বর গ্রহণ কর, তাহাতে বলিতেছেন—'ভজ ভবৎকিঙ্করীঃ নঃ', তোমার কিঙ্করী আমাদিগকে ভজনা কর। যদি বলেন—তোমরা যদি আমারই কিঙ্করী হও, তবে স্বীয় পরিচর্য্যার জন্য আমাকে কিরূপে আজ্ঞা করিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'হে সখে!' তুমি আমাদিগের সখা, একারণেই আমাদিগকে ভজনা করিতে বলিতেছি। ভাল! তাহা হইলে বল—তোমাদের কিরূপ পরিচর্য্যা করিব? তদুত্তরে বলিতেছেন—'জলরুহাননং চারু দর্শয়' অর্থাৎ তোমার মনোহর মুখকমল দর্শন করাও॥ ৬॥

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষু নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—প্রণতদেহিনাং (অবিশেষেণ প্রণতানাং দেহিনাং) পাপকর্ষনং (পাপহন্তৃ) তৃণচরানুগং (তৃণচরান্ গবাদি পশূন্ অপি অনুকম্পয়া অনুগচ্ছতীতি যৎ তথাভূতং) শ্রীনিকেতনং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ নিকেতনং আশ্রয়ভূতং) ফণিফণার্পিতং (ফণিনঃ ফণাসু অর্পিতং বীর্য্যাতিরেকেণ স্থাপিতং) তে (তব) পদাম্বুজং (পাদপদ্মং) নঃ (অস্মাকং) কুচেষু (স্তনেষু) কৃণু (কুরু) (তেন চ) হৃচ্ছয়ং (কামং) কৃন্ধি (ছিন্দি)॥ ৭॥

অনুবাদ—প্রণত-জন-গণের পাপনাশন, তৃণচর পশুগণের অনুগমনশীল, শ্রীদেবীর নিকেতন, কালীয় সর্পের ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনদেশে অর্পণ কর, আমাদের কামপীড়া প্রশমিত হউক॥ ৭॥

বিশ্বনাথ—অপরা আহুঃ,—কুচেষু পদাম্বুজং কৃণু অর্পয় কিমর্থম্? হৃচ্ছয়ং কামং কৃন্ধি ছিন্ধি। অত্রাভিঃ সমর্থরতিমত্ত্বেন মহাপ্রেমবতীভিঃ স্বীয়দুঃখাপায়সুখপ্রাপ্তিজ্ঞানরহিতাভিঃ শ্রীকৃষ্ণসুখৈকপ্রয়োজনককায়িক-বাচিক-মানস-ব্যাপারাভিস্তস্যৈব সৌরতসুখোদ্দীপনার্থমেব স্বীয়রূপযৌবনকামপীড়াং বিবৃণ্বতীভিঃ পরমবিদগ্ধাভিঃ প্রায়ঃ প্রেম্ণো বাঙ্নিষ্ঠতালাঘবং ন ক্রিয়তে, কিন্তু কামস্যৈব, যথা ভোজনলম্পটং কঞ্চিৎ স্বমিত্রং বুভুক্ষুমভিলক্ষ্য স্নেহেন তং ভোজয়িতুকামঃ চতুর্ব্বিধমিষ্টান্নসাধনে প্রযতমানো জনস্তেন পৃষ্টোঽপি স্বার্থমেবাহং প্রযাস্যামি ন ত্বদর্থমিতি ব্রূতে, তদেব প্রেমা গুরুর্ভবতি, যদি ত্বেতাবান্ মমায়াসস্তৎসুখার্থমেব মম তু স্বার্থং নিষ্কামত্বাদিতি ব্রূতে তদা প্রেমা লঘু ভবতি। যদুক্তং প্রেমসম্পুটে,—"প্রেমা দ্বয়োরসিকয়োরপি দীপ এব হৃদ্বেশ্ম ভাসয়তি নিশ্চলমেব ভাতি। দ্বারাদয়ং বদনতস্তু বহিষ্কৃতশ্চেন্নির্ব্বাতি শীঘ্রমথ বা লঘুতামুপৈতি" ইতি। তত্রাসাং স্বসুখতাৎপর্য্যাভাবো "ন পারয়েঽহ"মিতি ভগবদ্বাক্যাদেব স্ববশীকার-ব্যঞ্জকাদরসীয়তে। তস্য প্রেমৈকবশ্যত্বমেব সর্ব্বশাস্ত্রদৃষ্টং নতু কামবশ্যত্বমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু, পাপাদ্বিভেমি? তত্রাহুঃ,—প্রণতানাং দেহিনাং পাপনাশকং তব কুতঃ পাপশঙ্কেতি ভাবঃ। ননু চ কঠোরেষু যুষ্মৎকুচেষু সুকুমারং মৎপদাম্বুজং ব্যথিষ্যতে তত্রাহুঃ,—তৃণচরানুগং তৃণচরা গাবস্তাসামপ্যনুগচ্ছতি গাবো হি কঠোরস্থলেঽপি ঘাসং চরন্তি। যদি তত্রাপি ত্বচ্চরণস্য সহিষ্ণুতা তর্হি কিমুতাস্মৎকুচেষু কুচকাঠিন্যং প্রত্যুত তস্য সুখদমিতি ভাবঃ। ননু, নানারত্নালঙ্কারমণ্ডিতানাং যুষ্মৎ-কুচানামুপরি পাদার্পণমনুচিতং তত্রাহুঃ,—শ্রিয়ঃ শোভায়া নিকেতনমিতি কুচানামলঙ্কারবর্য্যমেবৈতদ্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ননু, যুষ্মৎপতিভ্যো বিভেমি তত্রাহুঃ,—ফণিনঃ ফণেষু অর্পিতং ত্বং কালিয়নাগাদপি ন বিভেষি কিমুত তেভ্য ইতি ভাবঃ॥ ৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অপর গোপীগণ বলিলেন—'তে পদাম্বুজং নঃ কুচেষু কৃণু', অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমি তোমার পাদপদ্মযুগল আমাদিগের স্তনদেশে অর্পণ কর। যদি বলেন—কিজন্য? তাহাতে বলিতেছেন—'কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্', আমাদের হৃদয়স্থিত কামানল নাশ কর।

এখানে সমর্থ রতিমত্ত্বহেতু মহাপ্রেমবতী, স্বীয় দুঃখনাশ ও সুখপ্রাপ্তির জ্ঞানরহিত, শ্রীকৃষ্ণ-সুখমাত্র

মুখ্য প্রয়োজনক কায়িক, বাচনিক, মানসিক ব্যাপার-শালিনী, শ্রীকৃষ্ণের সুরতসুখ উদ্দীপনের নিমিত্তই স্বীয় রূপ, যৌবন ও মদনব্যথা বিস্তারকারিণী পরম-বিদগ্ধা এই ব্রজাঙ্গনাগণ, প্রায়ই প্রেমের বাক্‌চতুর-তার লাঘব করেন না, পরন্তু কামের লাঘব করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি ভোজন-লম্পট স্বীয় বন্ধুকে ভোজনেচ্ছুক দেখিয়া স্নেহবশতঃ ভোজন করাইতে অভিলাষ করিয়া চতুর্ব্বিধ মিষ্টান্ন সংগ্রহে তৎপর হইলে, তখন ঐ ভোজনেচ্ছুক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলে পর যেরূপ বলে—"আমার নিজের জন্যই সংগ্রহ করিতে যাইতেছি, তোমার জন্য নহে"—এই-রূপ ব্যবহারেই প্রেম উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি বলেন— আমার এরূপ কষ্ট তোমার সুখের জন্যই, আমি তো নিষ্কামী,—ইহাতে প্রেম লঘু হয়। প্রেম-সম্পুটেও উক্ত আছে—"প্রেমা দ্বয়ো রসিকয়োরপি" ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রেমরূপ দীপ যে পর্য্যন্ত মুখদ্বারে বহিষ্কৃত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উভয় রসিকের হৃদয়-রূপ গৃহকে নিশ্চলভাবে আলোকিত করে, কিন্তু বাহির হইলেই সত্বর নির্ব্বাণ কিম্বা লঘুতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই গোপাঙ্গনাদিগের স্বসুখতাৎপর্য্যের অভাব, শ্রীভগবানও "ন পারয়েহহং নিরবদ্য-সংযুজাং" (৩২ অধ্যায়ে ২২ শ্লোকে), অর্থাৎ আমি তোমাদের নির্ম্মল মিলনের প্রতিদান করিতে পারি না ইত্যাদি বাক্যে নিজবশীকার দ্বারা স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ প্রেমেরই একমাত্র বশীভূত—ইহা সর্ব্বশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু কামের বশ্যত্ব নহে, জানিতে হইবে। যদি বলেন —দেখ, আমি পাপ হইতে ভয় করিতেছি। তদুত্তরে বলিতেছেন—'প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং', প্রণত প্রাণিমাত্রের পাপনাশন তোমার পাদপদ্ম, তাহাতে তোমার পাপের আশঙ্কা কোথায়? —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—তোমাদের কঠোর স্তনদেশে আমার সুকুমার চরণকমল ব্যথিত হইবে। তদুত্তরে বলি-তেছেন—'তৃণচরানুগং', তৃণচর গাভীগণের অনু-গমনকারী তোমার চরণকমল, যেহেতু গাভীগণ কঠোর স্থলেও ঘাস ভক্ষণ করে। ইহাতে যদি তোমার চরণের সহিষ্ণুতা হয়, তাহাতে স্তনপ্রদেশের কাঠিন্য কতটুকু, প্রকারান্তরে তাহা তোমার সুখদই। যদি বলেন—দেখ, নানাবিধ অলঙ্কারে মণ্ডিত তোমাদের স্তনোপরি পাদার্পণ অনুচিত। ইহাতে বলিতেছেন—'শ্রীনিকেতনং', তোমার পাদপদ্ম সমস্ত শোভার আস্পদ, ইহাতে আমাদের স্তনপ্রদেশ অতি-শয় অলঙ্কৃতই হইবে—এই ভাবার্থ। যদি বলেন— তোমাদের স্বামিগণের নিকট হইতে ভয় পাইতেছি। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ফণিফণার্পিতং', কালিয়নাগের ফণাতে স্থাপিত তোমার পাদপদ্ম, তুমি কালিয়নাগ হইতেও ভয় পাও না, তাহাতে আমাদের স্বামিগণ হইতে ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? —এই ভাবার্থ ॥৭

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতি-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পুষ্করেক্ষণ, (হে কমলনয়ন) বীর, মধুরয়া বল্গুবাক্যয়া (বল্গূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্যাং তথাভূতয়া) বুধমনোজ্ঞয়া (বুধনামপি মনো-জ্ঞয়া হৃদয়া) গিরা (তব বাণ্যা) মুহ্যতীঃ ইমাঃ বিধিকরীঃ (কিঙ্করীঃ দাসীঃ) নঃ (অস্মান্) অধরসীধুনা (অধরামৃতেন) আপ্যায়য়স্ব (সংজীবয়) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—হে পদ্মলোচন, তোমার মনোহর-পদা-বলী দ্বারা বিদগ্ধ (রসিক) পণ্ডিতগণের চিত্তাকর্ষক সুমধুর বাণী দ্বারা আমাদের মোহ জন্মিতেছে। হে বীর, আমরা তোমার কিঙ্করী, আমাদিগকে তোমার অধরামৃত দিয়া সংজীবিত কর ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ভো ভো মৎপ্রাণৈকবল্লভাঃ রত্নবল্লভাঃ জীবাতুভূতাসু ভবতীষু নাহমুদাসে দাসে ময়ি সন্তত-হেমপ্রেমহেমশৃঙ্খলানিবদ্ধে কথমবিশ্বস্তা বিশ্বস্তা ভবত ভাবৎকং কঙ্কণমিব শস্তাং হস্তাঙ্কগতমেব মাং জানী-তেতি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তং তদ্বাক্যমাকর্ণ্যাপরা আহুঃ,—মধু-রয়া মাধুর্য্যব্যঞ্জকবর্ণঘটিতত্বাৎ সুশ্রবয়া বল্গূনি মঞ্জুল-পদার্থবৈচিত্রীকাণি বাক্যানি যস্যাং তয়া বুধানাং বিদগ্ধানাং মনোজ্ঞয়া মনো জানত্যা গিরা বিধিকরীঃ কিঙ্করী র্ন ইমা মুহ্যতীস্তন্মাধুর্য্যাস্বাদভরাদানন্দমোহং প্রাপ্নুবতীং পুনরধরসীধুনা আপ্যায়য়স্ব। যদ্বা,

মোহং প্রাপ্নুবতীর্নঃ অধরসীধুনাপি পায়য়স্ব পুনর্মোহং প্রাপয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"হে মৎপ্রাণৈক-বল্লভ রত্ন-বল্লভাগণ ! তোমরা আমার জীবনস্বরূপ, সুতরাং আমি তোমাদিগের প্রতি উদাসীন রহি নাই। আর তোমাদের প্রেমের হেমশৃঙ্খলদ্বারা নিবদ্ধ এই দাসের প্রতি অবিশ্বাস করিও না, আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তোমরা আমাকে তোমাদের হস্তগত কঙ্কণের ন্যায় জানিও"—অন্তরে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অপর গোপীগণ বলিলেন—'মধুরয়া গিরা', মাধুর্য্য-ব্যঞ্জক বর্ণগ্রথিতহেতু সুশ্রাব্য, 'বল্গু'—মনোজ্ঞ পদার্থের বৈচিত্র্য প্রকাশক, 'বুধমনোজ্ঞয়া'—বিদগ্ধগণের মনোজ্ঞ বাক্য দ্বারা মোহপ্রাপ্ত, 'বিধিকরীঃ'—কিঙ্করী আমাদিগকে পুনর্ব্বার অধর সীধু দ্বারা আপ্যায়িত কর। অথবা—মুগ্ধ আমাদিগকে অধর সীধু দ্বারা পুনরায় মোহপ্রাপ্ত করাও—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যে জনাঃ তপ্তজীবনং (তদ্বিরহতপ্তান্ জীবয়তি তৎ) কবিভিঃ (ধ্রুবপ্রহলাদাদিভিঃ) ঈড়িতং (স্তুতং দেবভোগ্যং তু অমৃতং তৈঃ তুচ্ছীকৃতং) কল্মষাপহং (কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি তত্তু অমৃতং নৈবম্ভূতমিত্যর্থঃ) শ্রবণমঙ্গলং (শ্রবণমাত্রেণ মঙ্গলকরং তত্তু অনুষ্ঠানাপেক্ষম্) শ্রীমৎ (প্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং) আততং (বক্তৃভিঃ বিস্তৃতং) তব কথামৃতং ভুবি গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) তে ভূরিদাঃ (সর্ব্বেভ্যোঽপি সর্ব্বার্থপ্রদাতারঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তোমার কথামৃত ত্বদীয় বিরহকাতর জনগণের জীবন স্বরূপ, প্রহলাদ, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণও তাহার স্তব করিয়া থাকেন। উহা প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপ-বিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ, প্রেম-সম্পত্তিদায়ক এবং কীর্ত্তনকারিগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত। সুতরাং যে ব্যক্তি উহা কীর্ত্তন করেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—তৎকর্ত্তৃককথায়াঃ মাধুর্য্যমহিমা কৈর্বাচ্যঃ। ত্বৎসম্বন্ধিকথা অন্যবক্তৃকাপ্যমৃতদ্বয়াৎ স্বাদ্বী শ্রেষ্ঠা চেত্যাহুঃ—তব কথৈব অমৃতং,—কেন সাধর্ম্মোণ ? তপ্তান্ মহারোগাদিসন্তপ্তান্ সংসারতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি তত্ত্বদ্বিরহতপ্তাংশ্চ জীবয়তীতি স্বর্গীয়ামোক্ষরূপাচ্চামৃতাদাধিক্যঞ্চ কবিভির্ধ্রুবপ্রহলাদাদিভিঃ 'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতামিত্যাদি'পদ্যৈরীড়িতম্। অন্যদমৃতদ্বয়ং,—"সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্যপি নাথ ! মাভূৎ। কিন্ত্বন্তকাসি-লুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ" ইত্যাদ্যুক্তিভির্ন রোচিতম্। কল্মষাণি প্রারব্ধপর্য্যন্তানি পাপানি অপহন্তি, স্বর্গীয়ামৃতন্ত তানি ন হন্তি কামাদিবর্দ্ধকত্বাৎ, প্রত্যুত তান্যুৎপাদয়ত্যেব। মোক্ষামৃতমপি প্রারব্ধপাপং ন হন্তি শ্রবণেনৈব স্বাদ্যমানত্বাদভীষ্টসাধকত্বাচ্চ মঙ্গলং তদ্বয়ন্ত নৈবম্ভূতম্। শ্রীমৎ প্রেমপর্য্যন্তসম্পত্তিপ্রদং, আততং প্রতিক্ষণমেব বক্তৃভির্বিস্তৃতং তদুভয়ন্ত ন তথা, যে গৃণন্তি কীর্ত্তয়ন্তি তে এব ভূরি বহুতরং দদতি তেভ্যঃ সর্ব্বস্বং দদানা অপি তৎ পরিশোধয়িতুং ন ক্ষমন্ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তব গীস্তদৈব মধুরা যদি ত্বদ্দর্শনসহিতা স্যাৎ অন্যথা তু মহানর্থকরীত্যাহুঃ,—তব কথৈব মৃতং মরণকারণমিত্যর্থঃ। কুতঃ তপ্তং জীবনং যতঃ। তপ্ততৈলাদৌ জলমিবেতি শ্লেষঃ। ননু তর্হি কথং পুরাণাদিষু শ্লাঘ্যতে ? তত্রাহুঃ,—কবিভির্ব্যাসাদিভিরীড়িতং কবীনাং বর্ণনমাত্রস্বভাবেন তস্যাপি বর্ণনাদিতি ভাবঃ। কল্মষাপহমিতি দুঃখভোগেন প্রাচীনং কল্মষং নশ্যত্যেবেতি ভাবঃ। লোককর্ত্তৃকশ্রবণেনৈব মঙ্গলং স্বস্ত্যয়নম-বিনাশো যস্য তৎ, যদি জনাঃ সুধিয়স্তৎশ্রবণপরিণামং দুঃখং বিচার্য্য ন তৎ শ্রোষ্যন্তি তদা তদপি নঙ্ক্ষ্যত্যেবেতি ভাবঃ। শ্রীমদৈর্দ্ধনমদান্ধৈর্দুর্জ্জনৈরেব লোকা ম্রিয়ন্তামিত্যভিলষ্য ধনব্যয়েনাপি আততং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকান্ সংস্থাপ্য বিস্তারিতং, অতএব ভুবি যে গৃণন্তি তে ভূরিদাঃ ভূরীন্ শ্রোতৃলোকান্ দ্যন্তি খণ্ডয়ন্তি মারয়ন্তি তস্মাত্তে কথাজালং বিতত্য সৌম্যা ইবোপবিষ্টা মনুষ্য-মারকাৎ ব্যাধাদপ্যধিকা দূরত এব সুধীভিরুপেক্ষ্যা এবেতি ভাবঃ।

যদ্বক্ষ্যতে যদনুচরিতলীলেত্যাদি। বস্তুতঃ কথায়াঃ কথকস্য চ সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকেয়ং ব্যাজস্তুতিঃ ॥৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার শ্রীমুখনির্গত বাণীর মাধুর্য্য-মহিমা, কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়? আর অন্যান্য সজ্জন-মুখনিঃসৃত তদীয় কথাও স্বর্গামৃত এবং মোক্ষামৃত অপেক্ষা অধিকতর স্বাদু ও শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—'তব কথামৃতং', তোমার কথাই অমৃত। যদি বলেন—কি স্বাধর্ম্ম্যে আমার কথা অমৃত হইল? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তপ্তজীবনং', অর্থাৎ তোমার যে কথামৃত—মহারোগাদি-সন্তপ্ত কিংবা সংসার-সন্তপ্ত জীবগণের জীবনপ্রদ এবং তোমার বিরহতপ্ত জনকেও জীবন দান করে, সুতরাং স্বর্গীয় অমৃত কিম্বা মোক্ষামৃত অপেক্ষা তাহার অধিক মাধুর্য্য। আর তোমার কথামৃত 'কবিভিরীড়িতং'—ধ্রুব প্রহলাদাদি কবিগণ কর্ত্তৃক 'যা নির্বৃতি স্তনুভৃতাং' (৪।৯।১০) ইত্যাদি পদ্যে 'জীবগণের অশুভ সমূলে বিনষ্ট করিয়া পরম নির্বৃতিপ্রদ' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য অমৃতদ্বয় অর্থাৎ স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত তদ্রূপ কীর্ত্তিত হয় না। কারণ তোমার কথামৃত 'কল্মষাপহম্'—প্রারব্ধ পর্য্যন্ত পাপের নাশক, পরন্তু স্বর্গীয়ামৃত কামাদির বর্দ্ধকত্বহেতু সেই প্রারব্ধ পাপ পর্য্যন্ত নাশ করিতে পারে না, প্রত্যুত সেই পাপসমূহ উৎপাদনই করিয়া থাকে। আর মোক্ষামৃতও প্রারব্ধ পাপসমূহকে নাশ করিতে পারে না। 'শ্রবণ-মঙ্গলং'—তোমার কথামৃত শ্রবণদ্বারাই আস্বাদ্য ও অভীষ্ট সাধক বলিয়া মঙ্গলস্বরূপ, কিন্তু উক্ত অমৃতদ্বয় এবম্ভূত নহে। 'শ্রীমদ্ আততং'—আর ইহা প্রেমপর্য্যন্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে এবং প্রতিক্ষণেই বক্তৃগণ কর্ত্তৃক বিস্তৃত হয়, কিন্তু স্বর্গামৃত ও মোক্ষামৃত তদ্রূপ নহে। 'ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ'—যাহারা তোমার কথামৃত গ্রহণ বা কীর্ত্তন করে, তাহারাই জগতে ভূরিদ—অর্থাৎ বহুতর দান করে, তাহাদিগকে সর্ব্বস্ব দান করিলেও তাহা পরিশোধ করিতে সক্ষম হয় না—এই ভাবার্থ।

অথবা—তোমার বাণী যদি তোমার দর্শন সহকারে হয়, অর্থাৎ তোমার সমক্ষে তোমার বাণী শ্রুত হয়, তাহা হইলেই মধুর হয়, অন্যথা তাহা মহা অনর্থকরী হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন—'তব কথৈব মৃতং', তোমার কথাই মরণকারণ, যেহেতু তাহা হইতে জীবন সন্তপ্ত হইয়া থাকে, যেন তপ্ত তৈলাদিতে জলের ন্যায়—ইহা শ্লেষার্থ। যদি বলেন—তাহা হইলে পুরাণাদি শাস্ত্রে তাহার প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—ব্যাসাদি কবিগণ কর্ত্তৃক তোমার কথামৃত সংস্তুত বটে, কিন্তু কবিগণের বর্ণমাত্রই নৈসর্গিক স্বভাব, সুতরাং কথামৃতেরও তাদৃশ বর্ণনমাত্রই হইয়াছে। আর তাহা 'কল্মষাপহ' অর্থাৎ দুঃখভোগ দ্বারা প্রাচীন পাপই বিনষ্ট হয়, এবং লোককর্ত্তৃক শ্রবণদ্বারাই মঙ্গল—স্বস্ত্যয়ন, অর্থাৎ অবিনাশ। যদি বিজ্ঞ জন তৎশ্রবণের পরিণাম দুঃখ বিচার করিয়া শ্রবণ না করে, তবে তাহা নষ্টই হইয়া থাকে—এই ভাবার্থ।

'শ্রীমদৈঃ আততং'—ধনমদান্ধ দুর্জ্জনগণই 'লোকসকল মরুক', এই অভিলাষ করিয়া প্রভূত ধনব্যয়েও দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে পুরাণবাচকদিগকে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহা বিস্তারিত করাইয়া থাকে। অতএব এই পৃথিবীতে যাহারা তাহা গ্রহণ করে, তাহারা 'ভূরিদ', অর্থাৎ শ্রোতৃজন সকলকে বিনাশ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহারা তোমার কথাজাল বিস্তার করিয়া সৌম্যের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া থাকে, মনুষ্যমারক ব্যাধ অপেক্ষা অধিক দূরেই সুধীগণের দ্বারা তাহারা উপেক্ষণীয়ই—এই ভাবার্থ। যেমন বলিবেন—'যদনুচরিতলীলা' (৪৭।১৮), অর্থাৎ যাঁহার চরিত্র লীলাকথামৃতের কণিকামাত্র কর্ণপুটে আস্বাদন করিয়া, রাগাদি দ্বন্দ্ব রহিত হইয়া বহুজন এখানে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা কথার ও কথকের সর্ব্বোৎকর্ষব্যঞ্জিকা ব্যাজস্তুতি জানিতে হইবে ॥ ৯ ॥

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদি স্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কুহক, (হে বঞ্চক) হে প্রিয়, ধ্যানমঙ্গলং (ধ্যানমাত্রেণ মঙ্গলপ্রদং) তে (তব) প্রহসি-

তৎ প্রেমবীক্ষণং (প্রেম্ণা বীক্ষণং অবলোকনং) বিহরণং চ (বিহারঃ চ) যা হৃদিস্পৃশঃ (হৃদয়ঙ্গমাঃ) রহসি (একান্তে) সংবিদঃ (সঙ্কেত নর্ম্মাণি তাশ্চ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ ক্ষোভয়ন্তি (অতঃ কথামাত্রেণ নাস্মাকং শান্তির্ভবেদিতি ভাবঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে কপট, তোমার হাস্য প্রীতির সহিত দৃষ্টি, সখীগণসহ ক্রীড়া, এবং যে সকল হৃদয়স্পর্শি নির্জ্জন আলাপ তাহা পরম সুখপ্রদ। হে প্রিয়, ঐ সকল আমাদের চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাকন্তু ত্বদ্দর্শনং বিনা ত্বৎসম্বন্ধি বস্তুমাত্রমতিদুঃখদমিত্যাহুঃ,—প্রহসিতমিতি। বিহরণং সম্প্রয়োগঃ যাশ্চ সংবিদঃ সংলাপনর্ম্মাণি হৃদিস্পৃশ ইতি দুঃখদত্বাদ্বিস্মর্ত্তুমিষ্টা অপি ন বিস্মর্ত্তুং শক্যন্ত ইতি ভাবঃ। ধ্যানেনাপি মঙ্গলং পরমসুখদমিতি চতুর্ণামপি বিশেষণং, মনঃ ক্ষোভয়ন্তি ব্যাকুলয়ন্তি। এতানি মনসি প্রবিশ্য সদ্যঃ সুখং দত্ত্বা তদ্দ্বিতীয়ক্ষণ এব মহাদুঃখং দদত্যতএব হে কুহক, কুহকদত্তবটকান্যপি সদ্যঃ পরমস্বাদূন্যপ্যায়ত্যাং পরমদাহকানি প্রাণঘাতকানীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তোমার অদর্শন সময়ে তোমার সম্বন্ধীয় যে কোন পদার্থই আমাদের নিতান্ত দুঃখপ্রদ হয়, তাহা বলিতেছেন—'প্রহসিতং প্রিয়' ইত্যাদি, অর্থাৎ হে প্রিয়। তোমার সুন্দর হাস্য, প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, ধ্যানমাত্রেই মঙ্গলাবহ লীলাবিহার এবং নির্জ্জনে যে সকল হৃদয়স্পর্শী পরিহাস করিতে, তাহা আমাদিগের চিত্তকে ক্ষুব্ধ করিতেছে। অর্থাৎ তোমার যাবতীয় মর্ম্মস্পর্শী নর্ম্মবচন দুঃখপ্রদ বিধায় আমরা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াও ভুলিতে সমর্থ হই না—এই ভাবার্থ। 'ধ্যানমঙ্গলং'—ধ্যানের দ্বারাও পরম সুখপ্রদ, এই কথাটি প্রতি বিশেষ্যের সহিত অন্বিত হইবে। ঐ সমস্ত বিষয় আমাদের মনে প্রবেশ করিয়া সদ্যঃ সুখদান করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আমাদিগকে মহাদুঃখে নিমগ্না করিয়া দেয়। অতএব 'হে কুহক!' —কুহক-দত্ত পদার্থও আপাত সুখপ্রদ হইয়া পরিণামে শরীর দাহক ও প্রাণঘাতক হয়— এই অর্থ ॥ ১০ ॥

———

চলসি যদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—নাথ, (কান্ত) যৎ (যদা) পশূন্ (গাঃ) চারয়ন্ ব্রজাৎ চলসি (গচ্ছসি) তদা নলিনসুন্দরং (নলিনং পদ্মমিব সুন্দরং কোমলং) তে (তব) পদং শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ (শিলৈঃ শূকধান্যকণিশৈঃ তৃণৈঃ অঙ্কুরৈশ্চ) সীদতি (ক্লিশ্যেদিতি হেতোঃ) নঃ (অস্মাকং) মনঃ কলিলতাং (অস্বাস্থ্যং) গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—হে নাথ, হে কান্ত, তুমি যখন পশুচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে গমন কর, তখন তোমার কমলের ন্যায় সুকোমল চরণ পাছে ধান্য কণিশ (শস্যের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ) তৃণ ও অঙ্কুরে ক্লেশ পায় এই ভাবিয়া আমাদের চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হয় ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ— কিঞ্চ, ত্বং ন কেবলমধুনৈব দুঃখয়স্যপি তু অন্যদপি তু স্বমপি দুঃখয়িত্বা অস্মভ্যং দুঃখং দাতুং যতসে ইত্যাহুঃ—চলসীতি। যৎ যদা তদা নলিনাদপি সুন্দরং সুকুমারং শিলৈঃ কণিশৈঃ তৃণৈরঙ্কুরৈশ্চ সীদতি ক্লিশ্যেদিতি সম্ভাব্য মনঃ কলিলতাং অস্বাস্থ্যং প্রাপ্নোতি। যদ্বা, কলিং কলহং লাতি গৃহ্ণাতীতি কলিলং তদ্ভাবঃ কলিলতা, তাং অস্মাভিরেব সহাস্মন্মনঃ কলহং করোতীত্যর্থঃ। সচ কলির্যথা,—অরে মনঃ, স যদি বনে ভ্রমণাৎ খিদ্যাতি তদা ব্রজান্নিঃসৃত্য নিত্যমেব তত্রৈব কিং যাত্যতস্ত্বং কিমিতি বৃথা খিদ্যসি। অয়ি নির্বুদ্ধয়ো গোপালিকাঃ, তস্য চরণতলদ্বয়ং স্থলকমলাদপি সুকুমারং ভবত্যেবং বনে চ শিলতৃণাঙ্কুরশর্করাঃ সন্ত্যেব কথং পীড়া ন স্যাৎ? অরে মুগ্ধ, স সুকোমলবালুকে পথি পথ্যেব ভ্রমতি। অয়ি নির্ব্বিবেকাঃ, গাবঃ কিং পথি পথ্যেব ঘাসং চরন্তি। অরে প্রেমান্ধ, স চক্ষুষ্মান্ শিলতৃণাদ্যুপরি কথং পাদাবর্পয়েৎ। অয়ি প্রেমগন্ধেনাপি রহিতা, যদ্যাবেগবশাত্ত্বমাদ্বা তদুপরি পাদঃ পতেৎ তদা কিং স্যাৎ। ভো ভ্রাতশ্চেতঃ, সত্যং শৃণুমে। এতাবদ্দুঃখমনুভবিতুমেব জীবন্ত্যো বিধাত্রা বয়ং সৃষ্টাঃ। ভো দুঃখিন্যঃ, খলু জীবত যূয়ং,

অহন্ত যুষ্মৎপ্রাণৈঃ সার্দ্ধং যুষ্মদ্দেহেভ্যো নিঃসৃত্যাধুনৈব যামীতি ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তুমি যে কেবল সম্প্রতিই আমাদিগকে দুঃখদান করিতেছ তাহা নহে, কিন্তু অন্য সময়েও তুমি নিজকেও দুঃখ দিয়া আমাদিগের দুঃখ উৎপাদনে যত্ন করিতেছ, এই আশঙ্কায় গোপীগণ বলিতেছেন—'চলসি' ইত্যাদি। যখন তুমি ব্রজ হইতে চলিতে আরম্ভ কর, তখন কমল হইতেও সুকোমল তোমার পদযুগল, 'শিল' অর্থাৎ শস্যের মঞ্জরী এবং তৃণাঙ্কুর দ্বারা ক্লেশ পায়—ইহা মনে করিয়া আমাদের মন 'অস্বাস্থ্য' প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

অথবা—'কলিং কলহং লাতি গৃহ্ণাতীতি কলিলং, তদ্ভাবঃ কলিলতা, তাং', এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে অর্থ এইরূপ—আমাদিগের সহিত আমাদিগের মন এইরূপ কলহ করিয়া থাকে, অরে মন! সে যদি বনে বিচরণ করিয়া ক্লেশ পায়, তাহা হইলে ব্রজ হইতে নির্গত হইয়া প্রতিদিনই কি সেই স্থানে যাইবে, অতএব তুমি বৃথা কেন খিন্ন হইতেছ? হে বুদ্ধিহীনা গোপরমণীগণ! শ্রীকৃষ্ণের চরণতলদ্বয় সুকোমল স্থলকমল হইতেও কোমল, এবং বনে শিলা, তৃণাঙ্কুর, শর্করা প্রভৃতি অবশ্যই থাকিবে, সুতরাং কেনই বা ব্যথা হইবে না? হে মুগ্ধ মন! তাহা হইবে না, কারণ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কোমল বালুকাময় পথে পথে বিচরণ করিয়া থাকেন। অয়ি বিবেকশূন্যা! গাভীগণ কি আর পথে পথে ঘাস খাইবে? (অর্থাৎ যথেচ্ছ খাইবে)। অরে প্রেমান্ধ! গোসকল বুদ্ধিশূন্য বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ত চক্ষুষ্মান্, তিনি কেন শিলাতৃণাদির উপরে পাদবিক্ষেপ করিবেন? অয়ি প্রেমগন্ধশূন্যা! যদি আবেগ কিম্বা ভ্রমবশতঃ শিলাদির উপর চরণ পতিত হয়, তবে কি হইবে? ভাই মন! তুমি ভালই বলিয়াছ। এই সকল দুঃখ ভোগ করিবার জন্যই বিধাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়াছেন এবং আমরা জীবিতও আছি। হে দুঃখিনীগণ! তোমরা দুঃখিনী হইয়াই বাঁচিয়া থাক, কিন্তু আমি তোমাদিগের প্রাণের সহিত তোমাদের শরীর হইতে নির্গত হইয়া এখনই চলিয়া যাইতেছি ॥১১॥

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্ব্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহ-
র্ম্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বীর, দিনপরীক্ষয়ে (সায়ংকালে) নীলকুন্তলৈঃ আবৃতম্ (নীলকেশপাশৈঃ আচ্ছাদিতং) ধনরজস্বলং (গোরজশ্ছুরিতং) বনরুহাননং (অলিমালাকুলপরাগচ্ছুরিতপদ্মতুল্যমাননং) বিভ্রৎ (ধারয়ৎ তচ্চ) মুহুঃ (বারম্বারং) দর্শয়ন্ নঃ (অস্মাকং) মনসি (কেবলং) স্মরং (কামং) যচ্ছসি (অর্পয়সি, ন তু সঙ্গং দদাসীতি কপটস্ত্বমিতি ভাবঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে বীর, তুমি সন্ধ্যাকালে গোধূলিধূসরিত নীলকুন্তলাবৃত বদন কমল ধারণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে প্রদর্শন করিয়া আমাদের মনে মদন পীড়া জাগরিত করিয়া থাক ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বং সংযোগেঽপি নৈব সুখং দিৎসসীত্যাহুঃ,—দিনপরিক্ষয়ে সায়ংকালে, নীলকুন্তলৈঃ কুটিলালকৈর্মন্দমারুতলোলৈরাবৃতম্। ধনরজস্বলং "ধনং গোধনবিত্তয়ো"রিতি বিশ্বপ্রকাশাদ্‌গোরজশ্ছুরিতম্। বনরুহাননং লোলালি মালালিলিতপরাগভর-চ্ছুরিত-সরসিজ-সদৃশমাননং বিভ্রৎ তচ্চ মুহুর্দর্শয়ন্ গোসম্ভালনপ্রিয়সখান্বেষণচ্ছলেনেতস্ততঃ পরিবৃত্যাস্মন্নয়ন-গোচরীভবন্ স্বদর্শনস্য সর্ব্বজনানন্দকং স্বভাবং জ্ঞাত্বা এতাঃ কন্টসিন্ধাবেব নিমজ্জয়ামীতি বিমৃশ্য নোঽস্মভ্যঃ স্মরং যচ্ছসি। য এব কুলধর্ম্মপদবীং বিষজ্বালামিবানুভাব্যাস্মানুন্মাদ্য বনেঽবানীয়ৈবং রোদয়তীতি ভাবঃ। হে বীর, ব্রজস্ত্রীণাং ধর্ম্মধ্বংসনার্থমেব প্রবর্ত্তিত-স্মারশরপ্রহার ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মিলনেও তুমি আমাদিগকে সুখ দান কর না, ইহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন 'দিনপরিক্ষয়ে', একেবারে দিনের অবসানে সায়ংকালে মৃদুমন্দ বায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত কুটিল অলকের দ্বারা আবৃত, তাহাতে আবার 'ধনরজস্বলং'—বিশ্বপ্রকাশে উক্ত আছে—'ধন শব্দে গোধন ও বিত্ত বুঝায়', অর্থাৎ গোরজশ্ছুরিত, (ঘনরজস্বলং—পাঠান্তর আছে) 'বনরুহাননং'—চঞ্চল অলিকুলের দ্বারা আন্দোলিত পরাগচ্ছুরিত পদ্মতুল্য আনন ধারণ

করতঃ, তোমার সেই মুখমণ্ডল বারম্বার দেখাইয়া, তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং প্রিয়সখাগণের অন্বেষণচ্ছলে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতঃ আমাদিগের নয়ন-পথের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে দুঃখসিন্ধুতে নিমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে 'স্মরং যচ্ছসি'—স্মর অর্পণ করিয়া থাক, যেহেতু তুমি জান যে 'তোমার মুখ দর্শন সর্ব্বজনের আনন্দদায়ক'। এখানে ভাবার্থ এই যে—শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কুলধর্ম্ম পদ্ধতি বিষ-জ্বালাময়ীর ন্যায় অনুভূত করাইয়া উন্মাদিত করতঃ বনে আনয়নপূর্ব্বক এইরূপে কান্দাইতেছেন। 'হে বীর'—অর্থাৎ তুমি ব্রজস্ত্রীগণের কুলধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এইরূপে কামশর প্রহারে জর্জ্জরিত করণে অতিনিপুণ ॥ ১২ ॥

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণিমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—আধিহন্, (মনোদুঃখ-প্রশমক) রমণ, পদ্মজার্চ্চিতং (পদ্মজেন ব্রহ্মণা অর্চ্চিতং) প্রণতকামদং (সেবকানাং বাঞ্ছাপ্রদম্) আপদি (বিপৎ-সময়ে) ধ্যেয়ং (ধ্যানমাত্রেণ বিপন্নিবর্ত্তকং) শন্তমং চ (সেবাসময়েঽপি সুখতমং) ধরণিমণ্ডনং (ভূমি-ভূষণং) তে চরণপঙ্কজং (কাম-তাপ শান্তয়ে) নঃ (অস্মাকং) স্তনেষু অর্পয় ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে মনোদুঃখবিনাশন, হে রমণ, পদ্ম-যোনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, ধ্যানমাত্রে আপদনিবারক, সেবনকালে পরম সুখদায়ক ও সেবকদিগের বাঞ্ছা-প্রদ, পৃথিবীর ভূষণস্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আমা-দের স্তন প্রদেশে অর্পণ করুন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, যদ্যহং সদা দুঃখয়াম্যেবেতি নিশ্চিনুধ্বে তর্হ্যলং ময়া যুষ্মাকমিতি তৎকোপমাশঙ্ক্য হন্ত হন্ত স্বকর্ম্মফলদুঃখান্ধাভিস্ত্বয্যপি দোষ আরোপিত ইত্যনুতপ্য তং প্রসাদয়িতুং সর্ব্বসুখদত্বেন স্তুবত্যস্ত্বয়ৈবাস্মাকং প্রয়োজনমিতি দ্যোতয়ন্ত্যঃ স্বদুঃখোপশ-মনং প্রার্থয়ন্তে। প্রণতেতি দ্বাভ্যাম্। প্রণতানাম-পরাধীভূয়াপি নম্রাণাং কালিয়-তৎপত্ন্যাদীনাং কামদং, পদ্মজেন ব্রহ্মণা স্বাপরাধোপশনার্থমর্চ্চিতমতোঽস্মা-কমপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। ধরণিমণ্ডন মিত্যস্মৎ-কুচানপি তেষু চরণার্পণেন মণ্ডয়েতি ভাবঃ। ধ্যেয়মা-পদীতি "অনেন সর্ব্বদুর্গানি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথে"তি গর্গোক্তে"রিতি, আপদোঽস্মাংস্ত্রায়স্বেতি ভাবঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ। শন্তমং সর্ব্বকল্যাণরূপং সর্ব্বসুখরূপঞ্চ। আধিহন্, আধিং হন্তুমিত্যর্থঃ। নচ স্তনেষু চরণার্পণে তব কোঽপি শ্রমঃ প্রত্যুত সুখমেবেত্যাহুঃ,—হে রমণ, রিরংসোস্তব তেনৈবাভীষ্টসিদ্ধির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥১৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—আমি যদি সর্ব্বদা তোমাদিগকে দুঃখদানই করি ইহা নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমাদের প্রয়োজন কি? এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের কোপ আশঙ্কা করতঃ, 'হায়! হায়! স্বকর্ম্মফল দুঃখে অন্ধ হইয়া আমরা তোমাতেও দোষারোপণ করিলাম', এইপ্রকার অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্ব-সুখদত্বরূপে স্তুতিপূর্ব্বক তোমাকেই আমাদিগের প্রয়োজন ইহা জানাইয়া স্বদুঃখের উপশম প্রার্থনা করিতেছেন—'প্রণতকামদং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। অপরাধী হইয়াও তোমার চরণে অবনত কালিয় নাগ ও তাহার পত্নী প্রভৃতির কামদ অর্থাৎ অভীষ্ট-প্রদ, 'পদ্মজার্চিতং'—নিজ অপরাধ উপশমের নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত, অতএব আমাদিগের অপরাধও ক্ষমা কর—এই ভাবার্থ। ধরণি-মণ্ডনং—ভূতলের অলঙ্কার-স্বরূপ, ইহাতে আমাদের স্তনপ্রদেশে তোমার চরণার্পণের দ্বারা তাহাও অলঙ্কৃত কর। 'ধ্যেয়মা-পদি'—বিপদে ধ্যেয়, 'ইহার দ্বারা তোমরা সমস্ত বিপদ্ উত্তীর্ণ হইবে'—এই গর্গাচার্য্যের উক্তিবশতঃ বিপদ্‌কালে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, এই ভাবার্থ। সর্ব্বত্র কারণ—'শন্তমং' সর্ব্বকল্যাণরূপ এবং সর্ব্ব-সুখরূপ। 'আধিহন্'—আমাদিগের মনোব্যথা বিদূ-রিত করিবার জন্য তোমার পাদপঙ্কজ আমাদের কুচমণ্ডলে অর্পণ কর। আমাদের স্তনোপরি চরণা-র্পণে তোমার কোনও ক্লেশ হইবে না, প্রত্যুত উহা সুখদই, ইহা বলিতেছেন—'হে রমণ', রমণ করিতে ইচ্ছুক তোমার তাহাতেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—এই ভাবার্থ ॥ ১৩ ॥

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্ ।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—বীর, সুরতবর্দ্ধনং (সুরতসুখস্য বর্দ্ধনং) শোকনাশনং (শোকস্য নাশনং) স্বরিতবেণুনা (স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা) সুষ্ঠু চুম্বিতং (নাদামৃতবাসিতং) নৃণাং (মনুষ্যজাতীনাং অস্মাকং) ইতররাগবিস্মারণং (ইতরেষু সার্ব্বভৌমাদি সুখেষু রাগং ইচ্ছাং বিস্মারয়তি বিলাপয়তি তথা তৎ) তে (তব) অধরামৃতং নঃ (অস্মান্) বিতর (দেহি) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—হে বীর, তোমার সম্ভোগরসবর্দ্ধন, বিরহ-দুঃখনাশন, নাদিত বেণু কর্ত্তৃক সুষ্ঠুভাবে চুম্বিত, মনুষ্যমাত্রেরই ইতরাসক্তি বিস্মারণ অধরামৃত আমাদিগকে বিতরণ কর ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ভো ধন্বন্তরিপ্রতীম, ভিষক্শিরোমণে কামরোগমূর্চ্ছিতাভ্যোঽস্মভ্যং কিমপ্যৌষধং দেহীত্যাহুঃ,—সুরতবর্দ্ধনমিতি । পুষ্টিকরত্বং শোকনাশনমিতি পীড়াহরত্বং তস্যোক্তম্ । নচ তদপি মহার্ঘ্যং মূল্যং বিনৈব কথং দেয়মিতি বাচ্যং দানবীরেণ ত্বয়া তদতি নিকৃষ্টায় নিষ্প্রাণায়াপি সপ্রাণীকর্ত্তুং বিনৈব মূল্যং দীয়ত এবেত্যাহুঃ,—স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা কীচকেনাপি সুষ্ঠু সম্যক্তয়া চুম্বিতং স্বাদিতম্ । ননু, ধনজনকুটুম্বাদ্যাসক্তিরেবাত্র কুপথ্যং তদ্বতে জনায়ৈতন্ন দীয়তে তত্রাহুঃ,—ইতররাগবিস্মারণম্ । ইতরবস্তুষ্বেতদেব রাগমাসক্তিং বিস্মারয়তীত্যস্তুতমৌষধমিদং যৎ কুপথ্যান্নিবর্ত্তয়তীত্যস্মাভিরনুভূয়ৈব দৃষ্টমিতি ভাবঃ । নৃণাং মনুষ্যজাতি-স্ত্রীণাং বিতর দেহি হে বীর, দানবীর দয়াবীরেতি বা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে ধন্বন্তরিতুল্য ভিষক্শিরোমণে ! কামরোগে মূর্চ্ছিত আমাদিগকে কোনও অনির্ব্বচনীয় ঔষধ প্রদান কর এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'সুরতবর্দ্ধনং', তোমার অধরামৃত সুরতবর্দ্ধন—পুষ্টিকারী এবং শোকনাশন পীড়া হরণ করিয়া থাকে । সুতরাং 'মহামূল্য সেই অধরামৃত মূল্য ব্যতিরেকে কি প্রকারে প্রদান করিব'—ইহা বলা তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় না, কারণ তুমি দানবীর, অতি নিকৃষ্ট বিগতপ্রাণ ব্যক্তিকে সপ্রাণ করিতে বিনামূল্যেই ঔষধ দিতেছ, তাহার প্রমাণ—'স্বরিতবেণুনা', নাদিত বেণু অর্থাৎ বংশখণ্ড দ্বারাই তাহা সম্যক্রূপে আস্বাদিত করিয়াছ ।

যদি বলেন—ধন, জন, কুটুম্ব প্রভৃতিতে আসক্তিই এই রোগের কুপথ্য, অতএব ধনাদিতে আসক্তিবিশিষ্ট জনকে এই ঔষধ দিতে পারিব না । তদুত্তরে বলিতেছেন—'ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং', তোমার যে অধরামৃত ঔষধ ইহা সামান্য ঔষধ নহে, ইহা পানে মনুষ্যজাতীয় স্ত্রীসকলের ইতর বস্তুতে যে রাগ অর্থাৎ আসক্তি, তাহা ভুলাইয়া দেয় । সুতরাং ইহা অতি অদ্ভুত ঔষধ, যেহেতু কুপথ্য হইতে পর্য্যন্ত সকলকে নিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, ইহা আমরা অনুভব করিয়া দেখিয়াছি । 'বিতর'—অতএব সেই অধরামৃতরূপ ঔষধ আমাদিগকে প্রদান কর । 'হে বীর !' —তুমি দানবীর, কিম্বা দয়াবীর, তোমার অদেয় কিছুই নাই ॥ ১৪ ॥

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্ ।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যদা) অহ্নি (দিনে) ভবান্ কাননং (বৃন্দাবনং প্রতি) অটতি (গচ্ছতি) তদা ত্বাং অপশ্যতাং (তব দর্শনং অকুর্ব্বতাং অস্মাকং) ত্রুটিঃ (ক্ষণার্দ্ধমপি) যুগায়তে (যুগবদ্ ভবতি, পুনশ্চ দিনান্তে) তে (তব) কুটিলকুন্তলং (কুটিলাঃ কুঞ্চিতাঃ কুন্তলাঃ কেশাঃ যস্মিন্ তৎ) শ্রীমুখং (শ্রীমৎ শোভাতিশয়যুক্তমুখং বদনং) উদীক্ষতাং (উচ্চৈরীক্ষমাণানাং অস্মাকং) দৃশাং (চক্ষুষাং) পক্ষ্মকৃৎ (পক্ষ্মং চক্ষুরোমং নিমেষং করোতি সৃজয়তীতি ব্রহ্মা) জড় এব (মন্দ এব, নিমেষমাত্রমপি অন্তরং অসহ্যমিতি ভাবঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়, দিবাভাগে যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ কর তখন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষণকালও আমাদের নিকট একযুগ বলিয়া মনে হয়, আবার দিনান্তে যখন তোমার কুটীল কুন্তলযুক্ত শ্রীবদনমণ্ডল

দর্শন করি তখন (নিমেষমাত্র ব্যবধান সহ্য না হওয়ায়) আমাদিগের নিকট পক্ষ্মনির্ম্মাতা, বিধাতা বিবেকহীন বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাস্মাকং দুরদৃষ্টমেব দুঃখপ্রদং তত্র ত্বং কিং কুর্য্যা ইত্যাহুঃ—যৎ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনমটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতামস্মাকং গোপীজনানাং ত্রুটিঃ ক্ষণস্য সপ্তবিংশতিশততমো ভাগঃ সোঽপি যুগতুল্যো ভবতি। ক্লীবত্বমার্ষম্। দিবসে ত্রৈমাসিকমেব ত্বদ্বিরহদুঃখং সর্ব্বেষাং ব্রজজনানাং অস্মাকন্তু তত্রব ত্রয়ো যামাঃ শতকোটি-যুগপ্রমাণা যত্তবন্ত্যত্র দুরদৃষ্টং বিনা কিমন্যৎ কারণং ভবেদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ কথঞ্চিদ্দিনান্তে শ্রীমন্মুখং তব উদীক্ষতামুৎকণ্ঠয়া ঈক্ষমাণানাং তেষামেব গোপীজনানাং দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়ো নির্ব্বিবেকো দুঃখং করোতীতি শেষঃ। এবঞ্চ ত্বদদর্শনে দুষ্পার এব দুঃখসিন্ধুঃ, দর্শনে তু পক্ষ্মোদ্ভবো নিমেষ এব যো দর্শনবিরোধী সোঽপি নবশতত্রুটিপ্রমাণো ভবন্নবশত-যুগায়তে ইত্যুভয়থাপি দুঃখং দুরদৃষ্টবশাদেবেতি ভাবঃ। "ত্রসরেণুত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ সঃ ত্রুটিঃ স্মৃতঃ। শতভাগস্তু বেধঃ স্যাত্তৈস্ত্রিভিস্তু লবঃ স্মৃতঃ। নিমেষস্ত্রিলবো জ্ঞেয় আম্নাতাস্তে ত্রয়ঃ ক্ষণঃ" ইতি মৈত্রেয়ঃ। যদ্বা, কৃতী ছেদনে। দৃশাং স্বচক্ষুষাং পক্ষ্মকৃৎ পক্ষ্মচ্ছেত্তা অজড়শ্চতুরো জনস্তে শ্রীমুখমুদীক্ষতামুৎকর্ষেণ পশ্যতু নতু বয়মচতুরা ইতি ভাবঃ ॥১৫

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, আমাদের দুরদৃষ্টই দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহাতে তুমি কি করিবে? এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'অটতি যদ্ ভবান্', অর্থাৎ যখন তুমি বৃন্দাবনে গমন কর, তখন তোমাকে দেখিতে না পাইয়া অস্মদাদি গোপীগণের ত্রুটিকালও যুগতুল্য বোধ হয়। ক্ষণের সপ্তবিংশতি-তম ভাগ 'ত্রুটি', এখানে ক্লীবত্ব আর্ষপ্রয়োগ। ভাবার্থ এই—দিবসে সমস্ত ব্রজবাসিগণের তদীয় বিরহজন্য যে দুঃখ, তাহা প্রহরত্রয় পরিমিত হইলেও তিন মাসের মত বোধ হয়। পরন্তু সেই প্রহরত্রয়-পরিমিত সময় আমাদের পক্ষে শতকোটি যুগ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাতে দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি কারণ বলা যাইতে পারে?

পক্ষান্তরে কথঞ্চিৎ দিবাবসানে তোমার শ্রীমুখ পরমোৎকণ্ঠা-সহকারে অবলোকনকারিণী সেই গোপীদিগের 'দৃশাং পক্ষ্মকৃদ্ জড়ঃ'—নেত্রসমূহের পক্ষ্মস্রষ্টা বিধাতা জড়—নির্ব্বিবেক দুঃখকারী। এইরূপে তোমার অদর্শনে দুষ্পার দুঃখসিন্ধু, এবং দর্শনেও আবার পক্ষ্ম-জনিত নিমেষই দর্শনবিরোধী, তাহা নবশত-ত্রুটিপ্রমাণ হইয়া নবশত যুগের ন্যায় আচরণ করে, এইরূপে অদর্শনে কিম্বা দর্শনে উভয়-ত্রই দুরদৃষ্ট-বশে দুঃখ হইয়া থাকে।

পরিমাণ-বিষয়ে মৈত্রেয় বলিয়াছেন—"ত্রসরেণু-ত্রিকং ভুঙ্‌ক্তে যঃ কালঃ স ত্রুটিঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ত্রসরেণু বলিতে জালান্তরগত সূর্য্যকিরণে যাহা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ছয় পরমাণু কিম্বা তিন দ্ব্যণুক। যে কাল তিন ত্রসরেণুকে ভোগ করে, তাহাকে 'ত্রুটি' বা পঞ্চক্ষণ পরিমিত কাল বলে। তাহার শতভাগ 'বেধ', তিন বেধে এক 'লব', তিন লবে এক 'নিমেষ'। তিন নিমেষে এক 'ক্ষণ'।

অথবা—'কৃতী ছেদনে', ছেদন অর্থে কৃতী ধাতুর প্রয়োগে, যিনি স্বীয় চক্ষুর পক্ষ্মছেদন করেন, তিনিই 'অজড়' অর্থাৎ চতুর (বুদ্ধিমান্)। তিনি তোমার শ্রীবদনমণ্ডল ভালরূপে দর্শন করুন, কিন্তু আমরা অচতুর (জড়), আমাদের নেত্র পক্ষ্মদ্বারা আচ্ছন্ন, সুতরাং সাক্ষাৎ হইলেও কি দেখিতে পাইব? —এই ভাবার্থ ॥ ১৫ ॥

———

পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবান্
অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্‌গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুত, গতিবিদঃ (গতিং অস্মদাগমনং গীতগতীর্ব্বা জানতঃ) তে (তব) উদ্‌গীত-মোহিতাঃ (উদ্‌গীতেন উচ্চৈঃ গীতেন মোহিতাঃ ত্বয়ৈব গীতেন বলাৎ আকৃষ্টা বয়ং) পতি-সুতান্বয়-ভ্রাতৃ-বান্ধবান্ (পতীন্ সুতান্ অন্বয়ান্ বংশ্যান্ তৎ-সম্বন্ধিনঃ ভ্রাতৃন্ বান্ধবাংশ্চ) অতিবিলঙ্ঘ্য (অনাদৃত্য) তে অন্তি (ত্বৎসমীপং) আগতা (অতোঽস্মান্ গৃহা-ণেত্যর্থঃ) হে কিতব, (শঠ) নিশি (এবম্ভূতনিশা-য়াম্) আগতাঃ (স্বয়ং আগতাঃ) যোষিতঃ (তাং

ঋতে) কঃ (জনঃ) ত্যজেৎ (ন কোঽপি ইতি ভাবঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, আমরা পতি আত্মীয়-স্বজন, পুত্র, ভ্রাতা ও বন্ধুজন সমুদয় অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, হে কপট, তুমি আমাদের আসিবার কারণ জান, আমরা তোমার উচ্চ গীতে মোহিত হইয়াই আসিয়াছি। (এই সকল বিষয় জানিয়াও) এই রাত্রিকালে স্ত্রীদিগকে কেইবা পরিত্যাগ করে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—যাশ্চ বেণুবাদনসময়ে পতিভিরন্ত-র্গৃহনিরুদ্ধা আসংস্তাঃ সের্ষমাহুঃ—পতীতি। গতি-মন্তিমাং স্বস্য দশমীং দশাং বিদন্তীতি তা বয়মন্তি ত্বদন্তিকমায়াতাঃ। হে অচ্যুত, অত্রাপি চ্যুতোঽভূস্তৎ কিং বিপরীতলক্ষণয়ৈব ত্বমচ্যুত নামেতি ভাবঃ। তর্হি কিমাগতা ইতি চেদুদ্গীতেন মোহিতাঃ হত-বিবেকীকৃতাঃ। এবঞ্চেত্তর্হি রে মূঢ়াঃ, সহধ্বং বেদনামিতি ? তত্রাহুঃ,—হে কিতব, শঠ, এবম্ভূতা যোষিতো নিশি স্বয়মাগতা ভীরূস্ত্বাং নির্দ্দয়মৃতে কস্ত্য-জেৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ' যদ্বা, হে কিতব, হে মত্ত, নিশি আয়াতা যুবতীঃ কঃ খলু যুবা ত্যজেৎ অতস্তুং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভূরিতি ভাবঃ। "কিতবস্তু পুমান্ মত্তে বঞ্চকে কনকাহ্বয়ে" ইতি মেদিনী॥১৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যাঁহারা বেণুবাদন সময়ে পতিগণকর্ত্তৃক গৃহমধ্যে নিরুদ্ধা হইয়াছিলেন, তাঁহা-রাই ঈর্ষাসহকারে বলিতেছেন—'পতি-সুতান্বয়' ইত্যাদি। 'গতিবিদঃ বয়ং'—আমরা নিজের নিকট-বর্ত্তিনী আপন আপন দশমী দশা অবগত হইয়া তোমার সমীপে সমাগতা হইয়াছি। 'হে অচ্যুত !' —আমাদের দর্শনবিষয়ে চ্যুত অর্থাৎ আমাদিগের দর্শনে বিমুখ হইয়াছ, অতএব বিপরীত লক্ষণদ্বারাই কি তুমি 'অচ্যুত' নামধারী হইলে ? 'যদি আমি তোমাদের কথিতানুরূপ হইলাম, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিলে ?' —এই-রূপ বলিলে, তদুত্তরে বলিতেছেন—'তব উদ্গীত-মোহিতাঃ', আমরা তোমার বেণুগীতে মোহিতা বা হতবিবেকীকৃতা হইয়া আসিয়াছি। যদি বলেন—যদি এইরূপ হয়, তবে হে মূঢ়াগণ ! এক্ষণে যাতনা সহ্য কর। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'কিতব ! যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ?" —হে কিতব ! (শঠ) নিশিতে স্বয়ং সমাগতা এবম্ভূতা নারীগণকে ভীরু অথচ নির্দ্দয় তোমা ব্যতিরেকে কে ত্যাগ করিয়া থাকে ? কেহই ত্যাগ করে না। অথবা—হে কিতব ! হে মত্ত ! নিশিতে আগতা যুবতীগণকে কোন্ যুবক ত্যাগ করে ? কেহই করে না। অতএব তুমি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিতেছ, তখন বুঝি-লাম—'ত্বং বঞ্চকোঽপি বঞ্চিত এবাভূঃ', তুমি স্বয়ং বঞ্চক হইয়াও আজ বঞ্চিতই হইলে। মেদিনীকোষে উক্ত আছে—'কিতব শব্দ পুংলিঙ্গ, মত্ত, বঞ্চক ও কনক বুঝায়' ॥ ১৬ ॥

রহসি সংবিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।
বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) রহসি (একান্তে) সং-বিদং (রতিপ্রার্থনব্যঞ্জক সম্ভাষণং) হৃচ্ছয়োদয়ং (হৃচ্ছয়স্য কামস্য উদয়ঃ যস্মাৎ তথাভূতং) প্রহ-সিতাননং (হাস্যযুক্তমুখং) প্রেমবীক্ষণং (প্রেম্না বীক্ষণং দর্শনং) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ধাম (স্থানভূতং) বৃহৎ (বিশালং) উরঃ (বক্ষশ্চ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) অতিস্পৃহা (ভবতি তথাচ) মনঃ মুহুঃ (বারম্বারং) মুহ্যতে (মোহং প্রাপ্নোতি চ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—(হে নাথ) তোমার নির্জ্জন আলাপ, কামভাবোদ্দীপক হাস্যবদন, সপ্রেম-দৃষ্টি ও লক্ষ্মীর নিকেতন বিশাল বক্ষঃস্থল বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া উহাতে আমাদের অতিশয় স্পৃহা জন্মিতেছে এবং তদ্দ্বারা আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিং কর্ত্তব্যং তব মোহনপঞ্চকং কাম-শরপঞ্চকমিবাস্মন্নেত্ররন্ধ্রেষু প্রবিশ্য হৃদয়ং জ্বলয়তী-ত্যাহুঃ—রহসি। সম্বিদং রতিপ্রার্থনব্যঞ্জকসম্ভাষণং প্রথমম্। হৃচ্ছয়োদয়ং অস্মদবলোকন-হেতুকং কন্দর্পভাবোদয়ং দ্বিতীয়ম্। প্রকৃষ্টং হসিতং যত্র তথা-ভূতমাননং তৃতীয়ম্। প্রেমযুক্তমীক্ষণঞ্চ চতুর্থম্। শ্রিয়ো ধাম শোভাস্পদং বৃহদ্বিস্তীর্ণমুত্তুঙ্গমুরো বক্ষঃ পঞ্চমম্। বীক্ষ্য মুহুঃ পুনঃ পুনর্বিশেষতো দৃষ্ট্বা

অতিস্পৃহনং অতিস্পৃহা ভাবকিরবন্তঃ। স্পৃহিতয়া মনো মুহ্যতে মুহ্যতি। ঔৎকণ্ঠ্যজ্বালয়া মূর্চ্ছতীত্যর্থঃ ॥১৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আমরা কি করিব! কামদেবের পঞ্চশরের ন্যায় তোমার পাঁচটী মোহন অঙ্গ আমাদের নেত্ররন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতেছে, ইহা বলিতেছেন—'রহসি সংবিদং' ইত্যাদি। প্রথম—নির্জ্জনে তোমার সহিত রতি-প্রার্থনা ব্যঞ্জক আলাপ। দ্বিতীয়—'হৃচ্ছয়োদয়ং', আমাদিগকে দর্শনজনিত কন্দর্পভাবের উদয় অর্থাৎ রতির অভিলাষ। তৃতীয়—'প্রহসিতাননং' তোমার সহাস্য বদন। চতুর্থ—'প্রেমবীক্ষণং', সপ্রেম দৃষ্টি। পঞ্চম—'বৃহদুরঃ শ্রিয়ো ধাম', লক্ষ্মীর আবাসভূমি তোমার বিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল 'বীক্ষ্য'—বিশেষরূপে দর্শন করিয়া, 'অতিস্পৃহা'—নিরতিশয় আগ্রহ আমাদিগের মনকে বারম্বার মুগ্ধ করিতেছে, অর্থাৎ ঔৎকণ্ঠ্য জ্বালায় আমাদের মন মূর্চ্ছিত হইতেছে—এই অর্থ ॥ ১৭ ॥

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্‌।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্‌ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে কৃষ্ণ) তে (তব) ব্যক্তিঃ (অভিব্যক্তিঃ অবতারঃ) ব্রজবনৌকসাং (ব্রজস্য বনৌকসাং মুনীনাঞ্চ) বৃজিনহন্ত্রী (দুঃখবিনাশিনী) অলং (অতিশয়েন) বিশ্বমঙ্গলং (সর্ব্বমঙ্গলরূপাচ)। অতঃ ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং (ত্বৎসম্বন্ধ স্পৃহারূঢ়মনসাং) নঃ (অস্মাকং স্বজনানাং) হৃদ্‌রুজাং (হৃদয়রোগাণাং কামাদিরূপাণাং) যৎ নিষূদনং (নিবর্ত্তকং বিনাশকং ঔষধং তৎ ত্বমেব বেৎসীতি অতস্তৎ) মনাক্ (ঈষদপি) ত্যজ (অস্মভ্যং দেহীত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, তোমার প্রাকট্য ব্রজবাসিগণের দুঃখনাশক, বিশ্বের মঙ্গল-বিধায়ক; (হে বন্ধো) আমরা তোমাতে অত্যন্ত স্পৃহাযুক্ত হইয়াছি, তোমার নিজ-জন আমাদিগের হৃদ্‌রোগ (কাম) বিনাশক ঔষধ কিঞ্চিৎ পরিত্যাগ কর ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ কুলবধূনাং নিরপরাধানামস্মাকং ত্বয়ৈব সংমোহ্য রাত্রৌ বনমানীতানামৌৎকণ্ঠ্যাগ্নিনা কেবলং প্রাণদাহনমেব ন তবাভিপ্রেতং, কিন্তু স্বাঙ্গ-সঙ্গদানেন প্রাণ-পালনমপীত্যত্র হেতুমাহুঃ,—তব ব্যক্তিরভিব্যক্তির্ব্রজবনৌকসাং সর্ব্বেষামেবাবিশেষেণ বিশ্বমঙ্গলং সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা বৃজিনহন্ত্রী দুঃখনিরসিনী অতস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং ত্বৎ-কর্ত্তৃকা যা স্পৃহা অস্মদ্দর্শনোত্থা তস্যামেবাত্মা তৎ সম্পূরয়িতুং কামং মনো যাসাং তাসাং নঃ মনাক্ ঈষৎ কিমপি ত্যজ মুঞ্চ কার্পণ্যমকুর্ব্বন্ দেহীত্যর্থঃ। তদেব কিং তত্রাহুঃ,—স্বজনহৃদ্রুজাং যুষ্মজ্জনকুচরোগাণাং যন্নিষূদনং উপশমকমৌষধং করকমলমিত্যর্থঃ। তদেব যদি অস্মাভিঃ কুচেষ্বর্পয়িতুং প্রাপ্যতে তদা তেনৈব ত্বৎস্পৃহাং পূরয়িত্বা স্বপ্রাণাঃ পাল্যন্ত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিরপরাধিনী কুলবধূ আমাদিগকে তুমিই সম্মোহিত করিয়া রজনীতে অরণ্য-মধ্যে আনয়ন করতঃ কেবল যে, উৎকণ্ঠারূপ বহ্নি-দ্বারা প্রাণদগ্ধ করা, তাহা তোমার অভিপ্রেত নহে, কিন্তু নিজের অঙ্গসঙ্গদানে প্রাণ রক্ষা করাও তোমার অভিপ্রেত, ইহার কারণ বলিতেছেন—'ব্রজবনৌকসাং', তোমার অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবতার, ব্রজবাসিমাত্রেরই অবিশেষে দুঃখনাশক এবং বিশ্বের পরম মঙ্গল-বিধায়ক। 'অতঃ ত্বৎস্পৃহাত্মনাং'—সুতরাং আমাদিগকে দেখিবার নিমিত্ত তোমার যে মহতী ইচ্ছা রহিয়াছে, তাহার পূরণকারিণী আমাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থাৎ অল্পপরিমাণে কিছু প্রদান কর, অর্থাৎ কৃপণতা পরিত্যাগ করিয়া দান কর। যদি বলেন—তোমাদিগকে দান করিব, কিন্তু কি দান করিব? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিষূদনম্', তোমার স্বজনরূপ আমাদিগের কুচ-রোগের নিবারক যে ঔষধ, অর্থাৎ তোমার কর-কমল। তাহা যদি আমরা কুচসমূহে দিতে পারি, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই 'ত্বৎস্পৃহাং'—তোমার অভিলাষ পূরণপূর্ব্বক নিজেদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি—এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোপীকাগীতকথনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—প্রিয়, তে (তব) যৎ সুজাতচরণাম্বুরুহং (সুজাতং সুকুমারং চরণপদ্মং) কর্কশেষু (কঠিনেষু) স্তনেষু (কুচেষু) ভীতাঃ (সম্মর্দ্দনশঙ্কিতাঃ সত্যঃ) শনৈঃ দধীমহি (ধারয়েম বয়ং)। তেন (চরণেন) অটবীং (বনং) অটসি (বিচরসি ত্বমিতি শেষঃ) তৎ (পাদাম্বুজং) কূর্পাদিভিঃ (সূক্ষ্ম পাষাণাদিভিঃ) কিং স্বিৎ ন ব্যথতে (কথং নু নাম ন ব্যথতে ইতি) ভবদায়ুষাং (ভবান্ এব আয়ুঃ জীবনং যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং) ধীঃ (বুদ্ধিঃ) ভ্রমতি (মুহ্যতি) ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে প্রিয়, আমরা তোমার সুকুমার পাদপদ্ম ভীতা হইয়া ধীরে ধীরে আমাদের কর্কশ-গুণ-প্রদেশে ধারণ করিয়া থাকি, সেই চরণে তুমি বনে ভ্রমণ করিতেছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ণ ও সূচ্যগ্র শিলাদি দ্বারা ব্যথিত হয় না কি? তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তোমার সম্বন্ধে আমাদের চিত্ত ব্যথিত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—ননু, ভো রসিকাঃ, যৎ প্রার্থয়ধ্বে তন্মে চরণকমলং সম্প্রতি বনভ্রমণসুখে নিমজ্জত্যতো যুষ্মৎকুচেষু স্থাতুং নাবকাশং লভতে, তত্র সরোদনমাহুর্যত্তে ইতি। তব সুজাতমতিসুকুমারং যচ্চরণাম্বুরুহং স্তনেষু দধীমহি, তেনাপি ভীতা এব বয়ং, তেন চরণাম্বুরুহেণ অটবীং অটসীতি কাকুক্ত্যা, হন্ত হন্ত কীদৃশমনর্থমসমসাহসং করোষীতি ভাবঃ। ননু, কথং ভীতাস্থ তত্র বিশিংষন্তি,—কর্কশেষ্বিতি। স্তনানাং কঠোরত্বমেব ভয়হেতুরিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি ধদ্ধে? তত্রাহুঃ—হে প্রিয়েতি। ত্বং তেষ্বেব স্বচরণার্পণে প্রীণাসীতি ত্বৎসুখমালক্ষ্যৈবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, তদানীং চরণেন স্তনপীড়নে ত্বৎসুখে সাক্ষাদ্দৃষ্টেঽপি চরণসৌকুমার্য্যদৃষ্ট্যৈব ব্যথাবশ্যং সম্ভবেদেবেতি শঙ্কয়া অস্মাকং খেদো জায়ত এবেত্যত আহুঃ—শনৈর্দধীমহীতি। ত্বৎসখ্যেপ্যাত্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বমিতি মহাভাবলক্ষণমিদং তেন ত্বৎসংযোগেঽপ্যস্মাকং দুঃখং বিধাত্রা ললাটে লিখিতমেবেতি ধ্বনিঃ। কিং কর্ত্তব্যং তপোভির্বিধিং প্রতি স্তনানাং কোমলত্বে প্রার্থ্যমানে তব সুখং ন স্যাৎ, কর্কশত্বে চ ত্বচ্চরণানাং ব্যথেত্যুভয়থৈব সঙ্কটমস্মাকমিত্যধনুধ্বনিঃ। ভবত্বস্মাকমেবং সংযোগবিয়োগয়োঃ কষ্টম্। ত্বন্তু স্বৈরিত্বেঽপি কিং কষ্টং সহসে যত্তেনাটবীমটসি কিং চরণাম্বুরুহমেতদটব্যাটনযোগ্যমিত্যুপালম্ভো ব্যঞ্জিতঃ। ননু, যদা যন্মে মনস্যায়াতি তদা তদহং করোম্যত্র ভবতীনাং কিমিত্যত আহুঃ— তচ্চরণং ন ব্যথতে কিং স্বিদপি তু ব্যথতৈব। কিন্তু ত্বমেবাস্মাস্বিব স্বাঙ্গেষ্বপি নির্দ্দয় এব। কিম্বা এতা মদ্দুঃখেনাতিদুঃখিন্যো ভবন্তি তস্মাদেতা দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তেন ময়া স্বদুঃখমপি কর্ত্তব্যং সোঢ়ব্যঞ্চেত্যাশয়েন তাং ব্যথামপি সহসে? কিম্বা অস্মদ্দুঃখদর্শন এব তব মহাসুখমতস্তাং ব্যথামপি ত্বং সুখমেব মন্যসে? কিম্বা "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তী"তি ন্যায়েন যৎ পূর্ব্বং তে হৃদয়ং কুসুমসুকুমারমাসীত্তদেবাস্মৎ-কঠোরস্তনসঙ্গেন সম্প্রতি কঠোরমভূৎ যথা তথৈব ত্বচ্চরণমপি স্তনসঙ্গেনৈব কঠোরমভূদতঃ কূর্পাদিভিরপি ন ব্যথতে। কিম্বা ত্বচ্চরণস্পর্শমাহাত্ম্যাৎ কূর্পাদয়োঽপি কোমলা এব ভবন্তি। কিম্বা ধরণ্যেবাতিকারুণ্যাৎ ত্বন্মাধুর্য্যাস্বাদলোভাদ্বা ত্বচ্চরণবিন্যাসস্থলে স্বজিহ্বা উত্থাপ্যতে। কিম্বা ত্বমস্মত্তোঽপি প্রেমসিন্ধুর্দৈববশাদস্মদ্বিরহসন্তপ্তো ভ্রমন্নুন্মাদদশাং প্রাপ্তঃ স্বচরণব্যথামপি নানুসন্ধৎসে, ইত্যেবং নানা কারণানি পরামৃশন্তীনামস্মাকং ধীর্ভ্রমতি। নতু ক্বাপি নিশ্চয়ং লভতে ইতি ভাবঃ। নন্বেতৎ কিয়ৎ স্বদুঃখং ব্যঞ্জয়থ, অহন্তু তৎদুঃখং দুঃখং ন মন্যে যেন প্রাণাস্তিষ্ঠন্তীতি চেদত আহুর্ভবদায়ুষামিতি, ভবতি ত্বয্যেবায়ুংষি ভবানেব বা আয়ুংষি যাসাং তাসাম্। কল্যাণবতি ত্বয়ি স্থিতে ত্বেতাবদ্ভিরপি কষ্টৈরস্মদায়ুষাং ন নাশ ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—ভবানিবাস্মান্ দুঃখয়িতুং প্রবৃত্তো

বিধিরেতদ্বিচারয়তি স্ম। যদ্যাসামায়ুংষি সম্প্রত্যাস্বেব স্থাপয়িষ্যামি তদা মদ্দত্তে রতিসন্তাপের্দগ্ধায়ুষ ইমাঃ সদ্যো মরিষ্যন্তি। ততোঽহং পুনঃ কান্ত্যো দুঃখং দাস্যামি তস্মাদাসামায়ুংষি মৎসধর্ম্মণি মদ্বন্ধৌ কৃষ্ণে নিধায় যথেষ্টমিমা অম্রিয়মাণা অপারমেব দুঃখং ভোজয়ামীতি অতএব বয়ং ন ম্রিয়ামহে। যদ্বা—এবং ধীরেব তদনিশ্চয়াদ্ভ্রমতি। প্রাণাস্ত্বস্মাকং নিশ্চয়েন দেহান্নির্গচ্ছন্ত্যেবেতি ত্বং সম্প্রতি পশ্যেতি ভাবঃ। নন্বায়ুষি স্থিতে কথং নাশস্তত্রাহঃ—ভবদায়ুষাং ত্বৎসমর্পিতায়ুষাং স্বায়ুংষি তুভ্যমস্মাভিঃ সম্প্রতি দত্তানি, তৈশ্চিরং ত্বং ব্রজে খেলেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—হে রসিকাগণ! তোমরা যাহা প্রার্থনা করিতেছ, সেই আমার চরণ-কমল সম্প্রতি বনভ্রমণ সুখে নিমগ্ন আছে, অতএব তোমাদের কুচতটে থাকিবার অবকাশ পাইতেছে না। তাহাতে গোপীগণ রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'যৎ তে সুজাতচরণাম্বুরুহং' ইত্যাদি। তোমার অতি সুকুমার যে চরণ-কমল, স্তনে ধারণ করিতেও আমরা সদা শঙ্কিত হইয়া থাকি, তুমি সেই চরণ-কমল দ্বারা বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, হায় হায়! তোমার একি অনর্থক অসম সাহস! —এই ভাবার্থ। যদি বলেন—আমার বনভ্রমণে তোমরা ভীতা হইতেছ কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'কর্কশেষু', যে চরণ আমরা স্তনমণ্ডলের কাঠিন্য আশঙ্কায় তাহাতে ধারণ করিতেও ভীতা হইয়া থাকি, সেই চরণে ভ্রমণ করিতেছ। স্তনের কাঠিন্যই আমাদিগের ভয়ের হেতু—এই অর্থ।

যদি বলেন—'কিমিতি তর্হি ধত্তে?' তাহা হইলে আমার চরণ ধারণ কর কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'হে প্রিয়!' তুমি আমাদের স্তনমণ্ডলেই স্বচরণ অর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ কর, অতএব তোমার সুখ সম্ভাবনায় আমরা তাহা স্তনমণ্ডলে ধারণ করিয়া থাকি। আরও, তখন চরণদ্বারা স্তনপীড়নে তোমার সুখ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিলক্ষিত হইলেও চরণের সৌকুমার্য্য দেখিয়া ব্যথার অবশ্যই সম্ভাবনা হয়, এই আশঙ্কায় আমাদের দুঃখ হইয়া থাকে। অতএব বলিতেছি—'শনৈঃ দধীমহি', আমরা তোমার চরণ-কমল স্তনমণ্ডলে অতি ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ তোমার সহিত সখ্যভাব থাকিলেও তোমার দুঃখ হইবে এই আশঙ্কায় ধীরে ধীরে ধারণ করিয়া থাকি। —ইহা মহাভাবের লক্ষণ। সুতরাং তোমার সংযোগেও আমাদের দুঃখ, বিধাতা ললাটে লিখিয়াছেন, ইহাই ধ্বনিত হইল। কি করিব! আমাদের স্তন, কোমল করিবার কামনায় নানারূপ তপস্যা দ্বারা বিধাতার নিকট প্রার্থনা করিলে তোমার সুখ হইবে না, আর কর্কশ হইলেও তোমার চরণের ক্লেশ হইবে, আমাদিগের এই উভয় সঙ্কট উপস্থিত—ইহা অনুধ্বনিত হইল। সংযোগ অথবা বিয়োগ-জনিত কষ্ট আমাদিগের হউক, কিন্তু তুমি তো স্বাধীন, তুমি কি হেতু বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া কষ্ট সহ্য করিতেছ? তোমার এই চরণ-কমল কি বনভ্রমণের যোগ্য? —এইরূপ তিরস্কার ব্যঞ্জিত হইল।

যদি বলেন—আমার মনে যখন যাহা ইচ্ছা হইবে তখন আমি তাহা করিব, এ বিষয়ে তোমাদের বলিবার কি আছে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ব্যথতে ন কিং স্বিৎ', অর্থাৎ তোমার চরণ কি ব্যথিত হয় না? নিশ্চয় ব্যথিত হয়, কিন্তু তুমি আমাদিগের প্রতি যেরূপ নির্দ্দয়, তোমার নিজ অঙ্গের প্রতিও সেইরূপ নির্দ্দয়। কিম্বা—এই গোপীগণ আমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হয়, সুতরাং ইহা-দিগকে দুঃখিত করিতে হইলে আমাকেও কষ্ট পাইতে হইবে, আর তাহা সহ্য করিতেও হইবে, এই অভিপ্রায়ে সেই ব্যথা সহ্য করিতেছ? কিম্বা—আমাদিগের দুঃখ দর্শন করিলেও তোমার মহাসুখ হয়, অতএব সেই ব্যথাকে সুখ বলিয়া মনে কর?

কিম্বা—'সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি' অর্থাৎ দোষ ও গুণ সংসর্গজাত—এই চিরন্তন নিয়ম অনুসারে পূর্ব্বে তোমার যে হৃদয় কুসুমের ন্যায় সুকোমল ছিল, বর্ত্তমানে সেই হৃদয় আমাদিগের কঠোর স্তনের

সংসর্গদোষে অতিশয় কঠোর হইয়াছে ? আর সেইরূপ তোমার চরণও সেই সংসর্গে কঠোর হইয়াছে, অতএব কূর্পাদির দ্বারা ব্যথিত হইতেছে না। অথবা —তোমার চরণ-মাহাত্ম্যে কূর্পাদিও কি কোমল হইয়াছে ? কিম্বা—ধরিত্রী করুণপরবশা হইয়া তোমার মাধুর্য্য রসের আস্বাদ লোভে তোমার চরণ-বিন্যাস স্থলে স্বীয় জিহ্বা উত্থাপিত করিয়া থাকেন ? অথবা —তুমি আমাদিগের হইতেও প্রেমসিন্ধু (প্রেম-সাগর), দৈব বিড়ম্বনায় আমাদিগের বিরহ-সন্তাপে উন্মাদিত হইয়া ভ্রমণ করতঃ স্বীয় চরণ ব্যথাও অনুভব করিতে পারিতেছ না—ইত্যাদি নানা কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের বুদ্ধি বিচলিত হইতেছে, কোন বিষয়ে স্থিরতা প্রাপ্ত হইতেছে না—এই ভাবার্থ।

যদি বলেন—এ কি সামান্য নিজ দুঃখ প্রকাশ করিতেছ ? আমি কিন্তু যাহাতে প্রাণ বহির্গত না হয়, সে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া মনে করি না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ভবদায়ুষাং নঃ', তোমাতে অথবা তুমিই আমাদিগের আয়ুঃ। তুমি নিরাপদে জীবিত থাকিলে, এইরূপ বহু কষ্টেও আমাদিগের আয়ুর নাশ নাই।

ভাবার্থ এইরূপ—তোমার ন্যায় বিধাতা আমাদিগকে দুঃখ দান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিচারপূর্ব্বক এইরূপ স্থির করিয়াছেন—যদি আমি ইহাদিগের আয়ু সম্প্রতি ইহাদের প্রতিই সংস্থাপিত করি, তবে আমার দত্ত রতি-সন্তাপে ইহারা দগ্ধায়ু হইয়া সদ্যই মরিয়া যাইবে। তারপর আমি আবার কাহাদিগকে দুঃখ দান করিব ? সুতরাং আমার সমধর্ম্মী আমার বন্ধু শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের আয়ু ন্যস্ত রাখিয়া সহস্র কষ্টেও অম্রিয়মাণ ইহাদিগকে যথেষ্ট দুঃখ ভোগ করাইব। অতএব বহু কষ্টেও আমরা মরিয়া যাই না।

কিম্বা—'ভ্রমতি ধীঃ', এইরূপ আমাদিগের বুদ্ধি একতর নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ভ্রান্ত হইতেছে। আমাদিগের প্রাণ কিন্তু দেহ হইতে নিশ্চয় বহির্গত হইবে, এক্ষণে তুমি তাহা দাঁড়াইয়া দর্শন কর। যদি বলেন—আয়ু থাকিতে কি প্রকারে মরিবে ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভবদায়ুষাং', বর্ত্তমানে আমাদিগের আয়ু সমস্তই তোমাকে অর্পণ করা হইয়াছে, সেই আয়ুদ্বারা চিরকাল তুমি ব্রজে ক্রীড়া কর ॥ ১৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের একত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
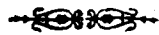
দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতরা হইয়া পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, গোপীগণকে সান্ত্বনা প্রদান ও কৃষ্ণপ্রেমে গোপীগণের আনন্দোচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে।

গোপীগণ কৃষ্ণ-দর্শন-লালসায় নানাপ্রকার বিলাপ করিতে থাকিলে পীতবসন বনমালী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের নিকট স্বয়ং আবির্ভূত হইলেন। কৃষ্ণদর্শনে আনন্দ-বিহ্বলা গোপীগণ কেহ শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয়ধারণ, কেহ বা তাঁহার চন্দনালঙ্কৃত বাহু নিজ স্কন্ধদেশে স্থাপন, কেহ বা কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। কোন গোপী কৃষ্ণের প্রতি প্রণয়-কোপে বিহ্বলা হইয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক কটাক্ষ-সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদর্শনানুরাগিণী গোপীগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিতে করিতে যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আনন্দে নিমগ্না হইয়া রহিলেন। তাঁহাদের বিরহজনিত তাপ প্রশমিত হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তি গোপীগণে পরিবৃত হইয়া কালিন্দীতীরে প্রবেশপূর্ব্বক এক হইয়াও সকল গোপীর হস্ত ধারণ করিয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অতঃপর গোপীগণ স্বীয় উত্তরীয় বসন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আসন রচনা করিলে তিনি সেই আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গোপীগণের সহিত নানাপ্রকার শৃঙ্গারসূচক হাব-ভাব প্রকাশ করিয়া বিহার করিতে লাগিলেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্ অন্তর্দ্ধানজন্য দোষারোপ করিলে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নিকট নিজ অন্তর্দ্ধানের কারণ বলিলেন এবং তাঁহাদের ভক্তিতে একান্ত বশীভূত হইয়া তাঁহাদের নিকট চিরঋণী আছেন—ইহাও জ্ঞাপন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—হে রাজন্, কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ (কৃষ্ণদর্শনে লালসা অতিস্পৃহা যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ ইতি (এবং উক্তপ্রকারেণ) চিত্রধা (অনেকধা) প্রগায়ন্ত্যঃ (স্তুবত্যঃ) প্রলপন্ত্যঃ (বদন্ত্যশ্চ) সুস্বরং (যথা স্যাত্তথা) রুরুদুঃ (উচ্চৈঃ রোদনং চক্রুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, কৃষ্ণদর্শনে লালসান্বিতা হইয়া গোপিকাকুল এইরূপ নানাপ্রকার গান ও বিলাপ করিতে করিতে সুমধুরস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বাত্রিংশে হরিরায়াতঃ স্বাঙ্গভাবাঃ শুকোক্তিভিঃ।
পূজিতঃ প্রতিপূজ্যৈতাঃ প্রেমোক্ত্যা ঋণিতামধাৎ ॥

চিত্রধা আশ্চর্য্যতানতালাদিপ্রকারেণ প্রগায়ন্ত্য অতিবৈবশ্যোদ্রেকাৎ প্রলপন্ত্যশ্চ, সুস্বরং রুরুদুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া প্রেম সম্ভাষণে গোপীগণের নিকট স্বীয় ঋণিত্ব প্রতিপাদিত করিতে লাগিলেন—ইহা শ্রীশুকদেবোক্তি দ্বারা কথিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'চিত্রধা'—গোপীগণ আশ্চর্য্য তাললয়াদিপ্রকারে গান করিয়া এবং প্রেমের নিরতিশয় বিবশতায় প্রলাপপূর্ব্বক সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তাসাং (রুদতীনাং গোপীনাং মধ্যে) স্ময়মানমুখাম্বুজঃ (স্ময়মানং প্রহসৎ মুখাম্বুজং যস্য সঃ) পীতাম্বরঃ, (পীতবসনঃ) স্রগ্বী (মালাধারী) সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথঃ (জগন্মোহনস্য কামস্যাপি মনসি উদ্ভূতঃ কামঃ, সাক্ষাৎ তস্যাপি মোহক ইত্যর্থঃ) শৌরিঃ (কৃষ্ণঃ) আবিরভূৎ (উপস্থিতঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই রোদনকারিণী গোপীদিগের মধ্যে হাস্যবদন, পীতবসন বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—শৌরিরিতি। শ্রীগোপীজনপক্ষস্য শ্রীশুকদেবস্য কৃষ্ণং প্রত্যসূয়োক্তিঃ। কুটিলান্তঃকরণ-ক্ষত্রিয়জাত্যুদ্ভবত্বাদেব কৃষ্ণঃ প্রেমবতীভ্য আভ্য এতাবদ্দুঃখং দত্ত্বা স্বশৌর্য্যং প্রকটীচকার। যদি সরলান্তঃ-করণগোপজাতিজাতোঽভবিষ্যত্তদা নৈবমভবিষ্যদিত্যর্থব্যঞ্জিকা অতএব তাসাং দুঃখেঽপি প্রফুল্লমুখঃ। বস্তুতস্তু স্ময়মানং তাসামানন্দার্থমেব প্রফুল্লীকৃতং মুখাম্বুজমেব, হৃদম্বুজন্তু সন্তপ্তমেব যস্য সঃ। পীতাম্বরং স্কন্ধাভ্যাং পুরো লম্বিতীকৃত্য হস্তাভ্যাং ধরতীতি সঃ। অপরাধং ক্ষময়িতুমিতি ভাবঃ। স্রগ্বীতি প্রেয়স্যৈব পরিধাপিতাং স্রজং তাং দর্শয়িতুমিতি ভাবঃ। সাক্ষান্মন্মথো যঃ সমষ্টিঃ কামস্তস্যাপি মনোমথ্নাতীতি সঃ। জগন্মোহনমপি কন্দর্পং মোহয়িতুমায়ান্তং স্ত্রীভাবং প্রাপয্য তথা মোহয়ামাস যথা সোঽপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং দৃষ্ট্বা কন্দর্পশরপীড়িতো মুমুহেত্যর্থঃ। তেন কৃষ্ণস্তৎপ্রেয়স্যশ্চ স্বরূপভূতকন্দর্পস্যৈব শরপীড়িতা রমন্তে, নতু প্রাকৃতস্য জগন্মোহনকন্দর্পস্য তস্য তত্রানধিকারাদেবেতি জ্ঞেয়ম্। তদানীং সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বেন মনোমোহন স্বীয় মাধুর্য্যাবিষ্করণং তাসাং তাদৃশস্যাপি বিরহদুঃখস্য বিস্মরণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শৌরিঃ'—শ্রীগোপীগণের পক্ষাবলম্বী শ্রীশুকদেব, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 'শৌরি' এই পদটি অসূয়ার সহিত বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কুটিলান্তঃকরণ ক্ষত্রিয়কুলে আবির্ভূত বলিয়া, প্রেমবতী গোপীরমণীদিগকে এতাদৃশ দুঃখ প্রদান করিয়া নিজের শূরত্ব প্রকাশ করিলেন। যদি সরলান্তঃকরণ গোপজাতি হইতে আবির্ভূত হইতেন, তাহা হইলে কোন মতেই এরূপ হইতেন না, অতএব গোপাঙ্গনাগণের দুঃখেও তাঁহার প্রফুল্ল মুখ। 'স্ময়মান-মুখাম্বুজঃ'—বস্তুতঃ ইহাদিগকে আনন্দ দান করিবার জন্যই মুখকমল প্রফুল্ল করিয়াছেন, কিন্তু হৃদয়াম্বুজ সন্তপ্তই ছিল। 'পীতাম্বর-ধরঃ'—পীতবসনধারী, অর্থাৎ গোপীগণের নিকট স্বীয় অপরাধ ক্ষমাপনের নিমিত্ত স্কন্ধের পুরোভাগে পীতাম্বর লম্বিত করিয়া হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। 'স্রগ্বী'—বনমালাধারী, অর্থাৎ প্রেয়সী কর্ত্তৃক পরিধাপিত মালা, তাঁহাকে দর্শন করাইবার জন্য ধারণ করিয়াছিলেন—এই ভাবার্থ।

'সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথঃ'—মদনমোহন, অর্থাৎ যিনি শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিবার জন্য আগত, সেই জগতের মোহন কন্দর্পকেও স্ত্রীত্ব (স্ত্রীভাব) প্রাপ্ত করাইয়া সেই প্রকারে মোহিত করিয়াছিলেন, যাহাতে কন্দর্পও শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সীগণ স্বরূপভূত কন্দর্পের শরে পীড়িত হইয়াই রমণ করিয়াছিলেন। কারণ সেই স্থলে তাহাদের প্রতি জগতের মোহন প্রাকৃত কন্দর্পের শরপীড়নে অধিকারই নাই। তৎকালে সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথত্বহেতু মনোমোহন স্বকীয় মাধুর্য্যের আবিষ্কার, গোপাঙ্গনাদিগের তাদৃশ বিরহ দুঃখের বিস্মৃতি করাইবার নিমিত্ত বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—অবলাঃ (গোপ্যঃ) প্রেষ্ঠং (প্রিয়তমং) তং (কৃষ্ণং) আগতং (তাসাং সাক্ষাদেব উপস্থিতং) বিলোক্য (দৃষ্ট্বা) প্রীত্যুৎফুল্লদৃশঃ (প্রীত্যা উৎফুল্লা বিকসিতাঃ দৃশঃ নেত্রাণি যাসাং তাস্তথাভূতাঃ সত্যঃ) তন্বঃ (করচরণাদয়ঃ) আগতং প্রাণং (প্রাপ্য) ইব সর্ব্বাঃ (গোপ্যঃ) যুগপৎ (একদা) উত্তস্থুঃ (উত্থিতবত্যঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—প্রিয়তম কৃষ্ণকে আগত দেখিয়া গোপীগণের চক্ষু আনন্দে উৎফুল্ল হইল। মূর্চ্ছিত-প্রাণ আসিলে করচরণাদি যেরূপ সহসা উত্থিত হয়, গোপীগণও সেইরূপ সকলে একই কালে সমুত্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তন্বঃ করচরণাদয়ঃ। আগতমিতি পুনরুক্তিঃ তাসাং মূর্চ্ছিতানামুত্থানং তদাগমনৈকহেতুকমিতি স্পষ্টীকর্ত্তুম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তন্বঃ'—করচরণাদি শরীর অবয়ব সকল যে প্রকার বিগতপ্রাণ ফিরিয়া আসিলে

সহসা উত্থিত হয়, তদ্রূপ গোপীগণ একইকালে উত্থিত হইলেন। এখানে 'আগত'—শব্দটি দুইবার নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই—গোপীগণের উত্থান বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের আগমনই একমাত্র হেতু, ইহা জানাইবার নিমিত্ত ॥ ৩ ॥

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনভূষিতম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—কাচিৎ (গোপী) মুদা (হর্ষেণ) অঞ্জলিনা (সংহতহস্তদ্বয়েন) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) করাম্বুজং (হস্তপদ্মং) জগৃহে (ধৃতবতী) কাচিৎ চন্দনভূষিতং (চন্দনেন অলঙ্কৃতং) তদ্‌বাহুং। (তস্য কৃষ্ণস্য বাহুং) অংসে (আত্মনঃ স্কন্ধে) দধার (স্থাপিতবতী) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী আনন্দে অঞ্জলিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ধারণ করিলেন, কেহ বা চন্দনালঙ্কৃত বাহু নিজ স্কন্ধদেশে ধারণ করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বগোপীষু মুখ্যানাং কাসাঞ্চিৎ স্বস্বভাবোচিতপ্রেমচেষ্টিতান্যাহ,—কাচিদিতি পঞ্চভিঃ। করাম্বুজং দক্ষিণমেবেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যায়াং ব্যক্তীভাবিত্বাৎ। জগৃহে বিনয়ময়মৈত্র্যাৎ স্পর্শৌৎসুক্যাচ্চেতি ভাবঃ। ইয়মাদরময়সংস্পর্শাত্তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবতী কান্তপরাধীনা দক্ষিণা চ প্রাথম্যাৎ সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। চন্দনেন রূষিতং ভক্তিচ্ছেদেন লিপ্তং বাহুং বামমেব স্বকান্তবামভাগ এব স্থিতৌচিত্যাৎ। ইয়মাদরগন্ধিনা স্বকর্তৃকালিঙ্গনেন কিঞ্চিদ্‌ঘৃতস্নেহমিশ্রমধুস্নেহবতী ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎ স্বাধীনকান্তা দক্ষিণা চ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্ব গোপীগণের মুখ্য কোন কোন গোপীর স্ব স্ব ভাবোচিত প্রেমচেষ্টিত বলিতেছেন—'কাচিৎ' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে। কোন গোপী আনন্দে দুই হস্তে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন। এখানে দক্ষিণ করকমলই পরবর্ত্তী অর্দ্ধ শ্লোকের ব্যাখ্যা অনুসারে বুঝিতে হইবে। 'জগৃহে' —বিনয়ময় মিত্রতাবশতঃ ও স্পর্শোৎসুক্যহেতুই ধারণ করিলেন। ইনি আদরময় সংস্পর্শহেতু তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহবতী কান্ত-পরাধীনা দক্ষিণা নায়িকা এবং সর্ব্ব প্রথমে ধারণ করিলেন বিধায় সকলের জ্যেষ্ঠা (চন্দ্রাবলী)। 'চন্দন-রূষিতং'—কোন গোপী তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত বাহু নিজ স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। চন্দনের দ্বারা রূষিত বলিতে ভক্তিচ্ছেদ-লিপ্ত অর্থাৎ চন্দনের বিবিধ অঙ্গরাগে বিশেষরূপে শোভিত বাম বাহুই নিজের স্কন্ধদেশে ধারণ করিলেন, যেহেতু স্বকান্তের বামভাগে অবস্থানই যুক্তিযুক্ত। ইনি আদরগন্ধযুক্ত স্বকর্ত্তৃক আলিঙ্গন দ্বারা কিঞ্চিৎ ঘৃত-স্নেহমিশ্র মধুস্নেহবতী ব্যক্তসখ্যা কিঞ্চিৎ-স্বাধীনকান্তা ও দক্ষিণা (অতএব ইনি শ্যামলা) ॥ ৪ ॥

কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্ণাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্‌ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োরধাৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কাচিৎ তন্বী (যোষিৎ) অঞ্জলিনা (সংহতহস্তদ্বয়েন) তাম্বূল চর্ব্বিতং (কৃষ্ণস্য ইতি-শেষঃ) অগৃহ্ণাৎ। একা (কামিনী) সন্তপ্তা (তদ্ বিরহতাপেন সন্তপ্তা সতী) তদঙ্‌ঘ্রিকমলং (তস্য কৃষ্ণস্য চরণকমলং) স্তনয়োঃ অধাৎ (স্থাপিতবতী) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কোন রমণী অঞ্জলিদ্বারা কৃষ্ণ-চর্চ্চিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। কোন রমণী বিরহানলে দগ্ধা হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম নিজ স্তনযুগলে ধারণ করিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—অঞ্জলিনাগৃহ্ণাদিতীয়ং দাস্যপ্রায়মৈত্র্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চ। অঙ্‌ঘ্রিকমলং দক্ষিণমেব স্বহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা ভূমাবুপবিশ্য স্তনয়োর্ন্যধাৎ। ততশ্চ বামভুজেন কান্তায়াঃ স্কন্ধমালম্ব্য বামচরণেন ভুবমবষ্টভ্য কৃষ্ণস্তস্থাবিতি জ্ঞেয়ম্। ইদং মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা কান্তাধীনা দক্ষিণা চেত্যেত ইমে তদীয়তাময়ঘৃতস্নেহবত্যাঃ প্রথমায়াঃ সখ্যৌ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঞ্জলিনা'—কোন গোপী অঞ্জলি পাতিয়া তাঁহার চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণ করিলেন। ইনি দাস্যপ্রায়মৈত্র্যা কান্তপরাধীনা এবং দক্ষিণা (অতএব চন্দ্রাবলীর প্রিয়তমা সখী 'শ্রীশৈব্যা')। 'অঙ্‌ঘ্রিকমলং'—বিরহসন্তপা কোন গোপী তাঁহার দক্ষিণ পাদপদ্ম নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া ভূমিতে উপবেশন করতঃ স্তনদ্বয়ের উপরি-

ভাগে ধারণ করিলেন। তাহার পর অর্থাৎ উপবেশন করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বামভুজদ্বারা প্রিয়তমার স্কন্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক বাম চরণের দ্বারা পৃথিবীকে অবলম্বন করতঃ বিরাজমান ছিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণও উপবেশন করিয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে। ইনি মৈত্র্যপ্রায়দাস্যা, কান্তাধীনা ও দক্ষিণা, তদীয়তাময় ঘৃতস্নেহবতী প্রথমার অর্থাৎ শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রিয়তমা সখী ('পদ্মা') বুঝিতে হইবে ॥ ৫ ॥

একা ভ্রূকুটিমাবধ্য প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা।
ঘ্নন্তীবৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈঃ সন্দষ্টদশনচ্ছদা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—একা (তু) ভ্রূকুটিং (ভ্রুবঃ কুটিং কুটিলতাং) আবধ্য (কৃত্বা) প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা (প্রেমসংরম্ভেন প্রণয়কোপেন বিহ্বলা) সন্দষ্টদশনচ্ছদা (সন্দষ্টৌ দশনচ্ছদৌ অধরোষ্ঠৌ যয়া সা তথা ভূতা সতী) কটাক্ষেপৈঃ (কটাঃ কটাক্ষাঃ তেষাং আক্ষেপৈঃ) ঘ্নন্তী ইব (তাড়য়ন্তী ইব) ঐক্ষৎ (দদর্শ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—একজন গোপী (শ্রীমতী রাধা) ভ্রূকুটী করিয়া, প্রণয় কোপে বিহ্বলা হইয়া দন্তদ্বারা ওষ্ঠ দংশন পূর্ব্বক কটাক্ষ সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে যেন তাড়না করিতে করিতে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥৬॥

বিশ্বনাথ—ভ্রূকুটিমাবধ্য ভ্রূবং কুটিলীকৃত্য সজ্যং ধনুঃ শরসংসক্তং প্রতান্যেবেত্যর্থঃ। প্রেমসংরম্ভেণ প্রণয়কোপাবেশেন বিহ্বলা বিবশা কটাঃ কটাক্ষাঃ শরাস্তেষাং ক্ষেপৈর্নিক্ষেপৈঃ কৃষ্ণং লক্ষ্যভূতং ঘ্নন্তীব ভোঃ কুহকশিরোমণে, স্বপ্রেমহালাহলং ত্বয়া ময়ি প্রযুজ্য সম্যক্ত্বয়া সফলীকৃতং দেহান্নিঃসৃতপ্রায়ন্ প্রাণান্ দগ্ধুং কিং পুনরপি প্রত্যাসীদসি ? ত্বং সাধ্বেব পরিচিতোঽভূরিতি ব্যঞ্জয়ন্তী ঐক্ষ্যত। নির্দ্দষ্টদশনচ্ছদেত্যঞ্জলিনা ধৃতস্য স্বাধরস্য দংশঃ কোপানুভাবঃ। ইয়ং মদীয়তাময়মধুস্নেহোত্থমান কৌটিল্যবতী ॥৬॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'একা ভ্রূকুটিমাবধ্য'—ভ্রূযুগল কুটিল করিয়া, অর্থাৎ সজ্য ধনু শরসংযুক্ত করিবার জন্যই যেন, 'প্রেমসংরম্ভবিহ্বলা'—প্রণয়কোপের আবেশে বিবশ হইয়া, 'কটাক্ষেপৈঃ'—কটাক্ষরূপ শরসমূহ নিক্ষেপের দ্বারা লক্ষ্যভূত শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে করিতেই যেন দৃষ্টিপাত করিলেন, অর্থাৎ হে কুহক—শিরোমণে! (প্রতারক-শ্রেষ্ঠ!) তোমার প্রেমরূপ হালাহল (বিষ) আমাতে প্রয়োগ করিয়া সম্যক্ কৃতকার্য্য হইয়াছ, পুনরায় কেন শরীর হইতে নির্গতপ্রায় প্রাণ দগ্ধ করিবার জন্য আমার সমীপে আসিতেছ ? তোমাকে আমি ভাল করিয়াই চিনিয়াছি—ইহা ব্যঞ্জিত করতঃ দর্শন করিয়াছিলেন। 'সন্দষ্ট-দশনচ্ছদা'—অধর ও ওষ্ঠ দংশন-পরায়ণা। 'নির্দ্দষ্ট-দশনচ্ছদা' —এই পাঠে, অঞ্জলির দ্বারা (অথবা অঞ্চলের দ্বারা) ধৃত অধরের দংশন, ইহা কোপের অনুভাব। ইনি মদীয়তা-ময় মধুস্নেহোত্থ মান কৌটিল্যবতী (শ্রীমতী রাধিকা) ॥ ৬ ॥

অপরানিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং জুষাণা তন্মুখাম্বুজম্।
আপীতমপি নাতৃপ্যৎ সন্তস্তচ্চরণং যথা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অপরা (গোপী) অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাং (অনিমিষন্তীভ্যাং অনিমীলন্তীভ্যাং পলকরহিতাভ্যাং দৃগ্ভ্যাং চক্ষুর্ভ্যাং) তন্মুখাম্বুজং (তস্য কৃষ্ণস্য মুখাম্বুজং মুখপদ্মং) আপীতমপি (আ সম্যক্ পীতমপি দৃষ্টমপি) সন্তঃ (সাধবঃ) তচ্চরণং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণং) জুষাণা (পুনঃ পুনঃ সেবমানাঃ সন্তঃ) যথা (তৃপ্তেঃ পরিসমাপ্তিং ন গচ্ছন্তি, তথা) ন অতৃপ্যৎ (তৃপ্তেঃ পরিসমাপ্তিং ন গতাঃ ইত্যর্থঃ) ॥৭

অনুবাদ—একমাত্র প্রীতিভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণ বারংবার সেবা করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, সেইরূপ অন্য এক গোপী অনিমেষ লোচনে কৃষ্ণবদনকমল (মধু) সম্যক্রূপে পান করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—অনিমিষন্তীভ্যামানন্দজাড্যবশাদনিমীলয়ন্তীভ্যাং দৃগ্ভ্যাং ভ্রমরীভ্যামিব তস্য মুখাম্বুজম্। যদ্বা, তৎ প্রসিদ্ধং পূর্ব্বাস্যাঃ কটাক্ষশরজর্জ্জরিতত্বাৎ সভয়চকিতব্যাকুলমনুতপ্তম্। আপীতং সম্যগাস্বাদিতমাধুর্য্যমপি পুনঃ পুনর্জুষাণা আস্বাদয়ন্তীতি মুখাম্বুজস্য স্বভাবেনৈব মাধুর্য্যমপারং, তত্রাপি স্বাভীষ্টেন স্বযূথেশ্বরী-কটাক্ষশরপ্রহারেণ সঙ্কোচত্রপাবিষাদদৈন্যাদিসঞ্চারিমিশ্রণাদ্বহুবিধমতিবর্দ্ধমানং তদানীমভূদত-

স্তত্র তৃষ্ণাধিক্যান্নাতৃপ্যৎ। সম্পূর্ণাংশেন দৃষ্টান্তাদর্শনাদেকাংশেন দৃষ্টান্তমাহ,—সন্ত ইতি। অত্র কটাক্ষশরপ্রহারিণ্যামেব কৃষ্ণস্য তদানীং সম্পূর্ণা দৃষ্টিঃ সম্পূর্ণং মনশ্চ ন ত্বন্যস্যাং কস্যামপ্যেকাংশেনাপি। যত এব স্বস্মিংস্তস্যানবধানমালক্ষ্য লজ্জানুদ্গমাৎ দৃগ্ভ্যামিতি সম্পূর্ণাভ্যামেব নেত্রাভ্যাং স্বচ্ছন্দেনৈব মুখমপশ্যদতঃ সর্ব্বতঃ সৌভাগ্যবতী কটাক্ষশরবর্ষিণ্যেব জ্ঞেয়া ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপরা অনিমিষদ্দৃগ্ভ্যাম্' —অপর এক গোপী আনন্দ জাড্যবশে অনিমীলিত লোচনযুগলে ভ্রমরীদ্বয়ের ন্যায় 'তন্মুখাম্বুজং'—শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের মাধুর্য্য পান করিতে লাগিলেন। অথবা—'তন্মুখাম্বুজং' বলিতে সেই প্রসিদ্ধ মুখপদ্ম, অর্থাৎ পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শ্রীরাধার কটাক্ষশরে জর্জ্জরিতত্ব-হেতু সভয় চকিত ব্যাকুল অনুতপ্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মের তাৎকালীন মাধুর্য্য সম্যক্ আস্বাদন করিলেও পুনঃ পুনঃ তাহা আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না, ইহাতে মুখপদ্মের স্বাভাবিক অপার মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হইল। আবার তন্মধ্যে স্বীয় অভীষ্ট স্বযূথেশ্বরী শ্রীরাধার যে কটাক্ষশরপ্রহার, তদ্দ্বারা, সঙ্কোচ, লজ্জা, বিষাদ ও দৈন্যাদি সঞ্চারিভাব মিশ্রণহেতু, যে মুখপদ্ম তখন বহুবিধ অত্যন্ত মাধুর্য্যযুক্ত হইয়াছিল, অতএব তৃষ্ণাধিক্যপ্রযুক্ত তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

এইস্থলে সম্পূর্ণাংশে দৃষ্টান্তের অদর্শনহেতু একাংশ দ্বারা দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—'সন্তঃ তচ্চরণং যথা', অর্থাৎ সাধুগণ যেমন শ্রীভগবানের চরণ আস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, তদ্রূপ। এখানে কটাক্ষশর প্রহারিণী শ্রীরাধাতেই শ্রীকৃষ্ণের তখন সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও সম্পূর্ণ মন ছিল, অন্য কাহাতে একাংশেও ছিল না। অতএব নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনবধান দেখিয়া, লজ্জার অনুদ্গমহেতু সম্পূর্ণ নেত্রযুগল দ্বারা সচ্ছন্দেই শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখিয়াছিলেন। (ইনি শ্রীরাধার প্রধান সখী শ্রীললিতা)। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবতী কটাক্ষশরবর্ষিণীই (পূর্ব্বোক্তা শ্রীরাধাই) জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

———

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ্যুপগুহ্যাস্তে যোগীবানন্দসম্প্লুতা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কাচিৎ (গোপী) নেত্ররন্ধ্রেণ (চক্ষুশ্ছিদ্রেণ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) হৃদিকৃত্য (হৃদয়ে নিধায়) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্যচ পশ্চাৎ) যোগীব নিমীল্য (নেত্রে মুদ্রিতে কৃত্বা) পুলকাঙ্গী (পুলকানি রোমাঞ্চিতানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা তথাভূতা) আনন্দসংপ্লুতা (আনন্দেন সংপ্লুতা ব্যাপ্তা চ সতী) আস্তে (বর্ত্ততে) ॥৮॥

অনুবাদ—কোন গোপী নেত্ররন্ধ্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে স্থাপন পরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক যোগীর ন্যায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পুলকিত শরীরে আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—হৃদিকৃত্য হৃদয়ং নীত্বেতি ভাগ্যান্মিলিতোহয়ং চঞ্চলঃ কান্তঃ পুনর্মাপসরত্বিতি চ বুদ্ধ্যেতি ভাবঃ। নিমীল্য চেতি পুনর্নেত্ররন্ধ্রেণৈব নিঃসরেদিতি শঙ্কয়েতি ভাবঃ। পুলকাঙ্গীতি নির্ব্বিঘ্নসম্ভোগপ্রাপ্তিবুদ্ধ্যা। উপগুহ্যাস্তে ইতি স্বকর্ত্তৃকোপগূহনং মহাবিরহোত্তরকালপ্রাপ্ত্যা তৃষ্ণাধিক্যেন ধৈর্য্যাপগমাৎ, তত্র দৃষ্টলোকাভাবাল্লজ্জানুৎপত্তেশ্চ। তিস্র এবৈতাঃ কান্তপার্শ্বং প্রত্যাগমনাদ্বামা অস্মানেবায়মাগম্য মিলতু নতু বয়মিমং গত্বা কদাচিদপি মিলাম ইতি মদীয়তাময়মধুরস্নেহবত্ত্বাৎ সুসখ্যাঃ স্ববশীকৃতকান্তাঃ জ্ঞেয়াঃ। তত্র তিসৃষু মধ্যে প্রথমা সর্ব্বগোপীজনাধিকা যূথেশ্বরী, দ্বিতীয়া-তৃতীয়ে তস্যাঃ সখ্যৌ। এবং সপ্তানামাসাং শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-দৃষ্ট্যৈব চন্দ্রাবলী শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা শ্রীরাধা ললিতা বিশাখা ইতি ক্রমেণ নামান্যবগতানি, অষ্টমী তু,—"কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ" ইতি। বিষ্ণুপুরাণদৃষ্ট্যা ভদ্রানাম্নী জ্ঞেয়া। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীধৃতস্কান্দপ্রহলাদসংহিতাদ্বারকামাহাত্ম্যবিখ্যাতাভিখ্যা এতা অষ্টাবেব ত্রিশতকোটিগোপীষু মুখ্যা জ্ঞেয়াঃ। আসু তারতম্য-জিজ্ঞাসা চেদুজ্জ্বলনীলমণির্দ্রষ্টব্যঃ। সর্ব্বমুখ্যা তু শ্রীরাধৈব, —"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা" ইতি পাদ্মোক্তেঃ। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা" ইতি বৃহদ্গৌতমীয়োক্তেঃ। "রাধয়া মাধবো

দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইতি ঋক্ পরিশিষ্টোক্তেশ্চ জ্ঞেয়া ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ'—আমাদের পরম সৌভাগ্যবশতঃ কান্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, চঞ্চলতাবশতঃ পুনরায় চলিয়া যাইতে পারেন—এই নিমিত্ত কোন গোপী তাঁহাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাখিয়াছিলেন। আর নেত্ররন্ধ্রদ্বারা চলিয়া যাইবার আশঙ্কায় নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া রাখিলেন—এই ভাব। 'পুলকাঙ্গী'—নির্ব্বিঘ্নে সম্ভোগ লাভের ইচ্ছায় অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। 'উপগুহ্য আস্তে'—আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, দীর্ঘকাল বিরহের পর নিরতিশয় তৃষ্ণার প্রবল প্রেরণায় ধৈর্য্য চলিয়া গিয়াছে, আর সে স্থানে অন্য লোকও উপস্থিত ছিল না, সুতরাং লজ্জা করিবার কোন কারণ নাই, তাই সেই গোপরমণী স্বয়ংই আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।

'তিস্র এবৈতাঃ কান্তপার্শ্বং প্রত্যগমনাদ্ বামা'—এই তিনজন রমণী, কান্তের পার্শ্বে গমন করেন নাই, অতএব ইহাঁরা বামা। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া আমাদের সহিত মিলিত হউন, কিন্তু আমরা গমন করিয়া কখনও ইহার সহিত মিলিত হইব না—ইত্যাদিরূপে মদীয়তাময় মধুস্নেহবতীত্ব প্রকটিত হইয়াছে, অতএব ইহাঁরা সুসখ্যা, স্ববশীকৃতকান্তা জানিতে হইবে। এই তিনের মধ্যে সকল গোপীজনের শ্রেষ্ঠা যূথেশ্বরী (শ্রীরাধিকা), দ্বিতীয়া এবং তৃতীয়া তাঁহার সখীদ্বয়। এইরূপে শ্রীবৈষ্ণবতোষণী অনুসারে যথাক্রমে চন্দ্রাবলী, শ্যামলা, শৈব্যা, পদ্মা, শ্রীরাধা, ললিতা ও বিশাখা—এই সাতজনের নাম অবগত হওয়া যায়। অষ্টমী সখী বিষ্ণুপুরাণোক্ত—"কাচিদায়ান্তমালোক্য গোবিন্দমতিহর্ষিতা। কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ", অর্থাৎ কোন রমণী গোবিন্দকে আগমন করিতে দেখিয়া কেবল কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! —এই ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারিলেন না। এই বাক্য অনুসারে ইহাকেই 'ভদ্রা' বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ধৃত স্কান্দ পুরাণের প্রহলাদ সংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যে বিখ্যাতা এই আটজনই তিনশত কোটি গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। ইহাঁদিগের মধ্যে তারতম্য জানিতে ইচ্ছা হইলে উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সকলের প্রধানা 'শ্রীরাধা'—ইহা পাদ্ম, বৃহদ্‌গৌতমীয় এবং ঋক্ পরিশিষ্ট ধৃত বচনে জানা যায়। যেমন পাদ্মে—"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীরাধা যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধাকুণ্ডও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। যাবতীয় গোপীর মধ্যে একমাত্র শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। বৃহদ্ গৌতমীয়তন্ত্রে বর্ণিত আছে—"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা" ইত্যাদি, অর্থাৎ কৃষ্ণময়ী দেবী রাধিকা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী পরদেবতা। ঋক্ পরিশিষ্টেও কথিত আছে—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা" ইত্যাদি, অর্থাৎ এই ভুবনে মাধবের সহিত রাধিকা এবং রাধিকার সহিত মাধব বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোকপরমোৎসবনির্ব্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—তাঃ সর্ব্বাঃ (গোপ্যঃ) কেশবালোকপরমোৎসবনির্বৃতাঃ (কেশবস্য আলোকং দর্শনমেব পরম উৎসবঃ আনন্দঃ তেন নির্বৃতাঃ সুখিন্যঃ সত্যঃ) যথা জনাঃ (মুমুক্ষবঃ) প্রাজ্ঞং (ঈশ্বরং) প্রাপ্য বিরহজং (তদ্বিশ্লেষজং) তাপং জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—পরমাত্মা ঈশ্বর কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া জীব যেরূপ সাংসারিক ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পায় তদ্রূপ সেই সকল গোপীগণ কেশবকে ঈষৎ দর্শন করিবামাত্র পরমানন্দে মত্ত হইয়া কৃষ্ণ-বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাজ্ঞং পরমভাগবতং জনাঃ সংসারতপ্তাঃ। "গৃহেষু তপ্তা নির্বিণ্না যথাচ্যুতজনাগমে" ইতি প্রাবৃড়্ বর্ণনোক্তেঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ'—সংসার জ্বালায় সন্তপ্ত জনগণ যেমন পরমভাগবতকে প্রাপ্ত হইয়া সংসার তাপ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন, (তদ্রূপ সেই সকল গোপীগণ কেশবকে দর্শন

করিয়াই পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন ও বিরহজনিত সন্তাপ ত্যাগ করিলেন)। এখানে 'প্রাজ্ঞ' বলিতে পরম ভাগবত এবং 'জনাঃ' বলিতে সংসারতপ্ত জনগণ বুঝিতে হইবে। যেমন বর্ষাকাল বর্ণনে উক্ত হইয়াছে—"গৃহেষু তপ্তা নির্ব্বিণ্ণা যথাচ্যুত-জনাগমে" (১০।২০।২০), অর্থাৎ সংসারানল—সন্তপ্ত জীব যেরূপ ভাগবত জন-সমাগমে স্বস্থচিত্ত হয়, ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (পরমাত্মা উপাসকঃ বা) শক্তিভিঃ (ঐশ্বর্য্যাদিময়স্বরূপশক্তিভিঃ) যথা হে তাত, (পরীক্ষিৎ) ভগবান্ অচ্যুতঃ (কৃষ্ণঃ) বিধূত-শোকাভিঃ (বিধূতঃ কৃষ্ণদর্শনেন ত্যক্তঃ শোকঃ যাভিঃ) তাভিঃ (গোপীভিঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) অধিকং (যথা ভবতি তথা) ব্যরোচত (বিশেষেণ প্রদীপ্তবান্) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে পরীক্ষিত, পরমাত্মা ঐশ্বর্য্যাদিময়ী স্বরূপ শক্তিদ্বারা পরিবৃত হইয়া যেরূপ শোভমান হ'ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ বিগত-শোক গোপীগণে পরিবৃত হইয়া ততোধিক শোভাযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—শক্তিভিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তিভিঃ। পুরুষো যথাঽধিকং বিরোচতে। তাসাং বৈকল্যে সতি তু নাত্যন্তং রোচতে এবমেব কৃষ্ণোঽপ্যাসাং খিন্নত্বে খিন্নো নাধিকং রোচতে। আসাং বিধূতশোকত্বেনাধিকরুচিমত্ত্বে সোঽপ্যধিকং রোচতে ইতি। পুরুষস্য যথা স্বেন্দ্রিয়সুখ এব সুখং স্বেন্দ্রিয়দুঃখে দুঃখং এবমেব কৃষ্ণস্যাপি তাসাং সুখদুঃখাভ্যামেব সুখদুঃখে ইতি গোপীবিষয়কপ্রেমবত্ত্বং তাসাং স্বস্বরূপভূতত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্। স্কান্দে প্রভাসখণ্ডে যথা,—"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ। হংস এব মতঃ কৃষ্ণঃ পরমাত্মা জনার্দ্দনঃ ॥ তস্যৈতাঃ শক্তয়ো দেবি ষোড়শৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ। চন্দ্ররূপী মতঃ কৃষ্ণঃ কলারূপাস্তু তা স্মৃতাঃ। সম্পূর্ণমণ্ডলা তাসাং মালিনী ষোড়শী কলা। ষোড়শৈব কলায়াস্তু গোপীরূপা বরাননাঃ। একৈকশস্তাঃ সংভিন্নাঃ সহস্রেণ পৃথক্ পৃথক্" ইতি। "প্রমদা শতকোটীভিরাকুলিতে" ইত্যাগমোক্তেস্ত্রিংশৎ-কোট্যো গোপ্যস্তাসাং মধ্যে ষোড়শসহস্রাণি গোপ্যো মুখ্যাস্তাসামপি মধ্যে সহস্রাণি মুখ্যতরাস্তাসামেব মধ্যে অষ্টাবেতা মুখ্যতমাঃ অষ্টানামপি মধ্যে দ্বে রাধা-চন্দ্রাবল্যৌ অতি মুখ্যতমে তয়োরপি মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমেতি ভক্তিশাস্ত্রনির্ণয়ঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পুরুষঃ শক্তিভির্যথা'—পুরুষ যেমন সর্ব্বেন্দ্রিয়-শক্তিসকল দ্বারা সমধিক শোভা পান, পরন্তু শক্তিসমূহের বৈকল্য হইলে সমধিক শোভা পান না, তদ্রূপ কৃষ্ণও গোপীহীন হইলে খিন্ন হইয়া সমধিক শোভা পান না। গোপীগণ বিধূতশোকা হইলে অধিক শোভাশালিনী হন, তখন শ্রীকৃষ্ণও অধিক শোভমান হন। আর পুরুষের যেমন স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখেই সুখ ও স্বীয় ইন্দ্রিয় দুঃখেই দুঃখ হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণেরও গোপীগণের সুখেই সুখ এবং গোপীগণের দুঃখেই দুঃখ হইয়া থাকে—'ইতি গোপী-বিষয়ক-প্রেমবত্ত্বং তাসাং স্বস্বরূপভূতত্বঞ্চ জ্ঞাপিতম্', ইহা দ্বারা গোপীবিষয়ক প্রেমত্ব ও গোপীদিগের স্বস্বরূপভূতত্ব বিজ্ঞাপিত হইল।

যেমন স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—"ষোড়শৈব সহস্রাণি গোপ্যস্তত্র সমাগতাঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীরাসমণ্ডলে ষোল হাজার গোপী সমাগতা হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে পরমাত্মা জনার্দ্দন শ্রীকৃষ্ণকে হংসরূপীই (শ্রেষ্ঠরূপীই) জানিবে। হে দেবি! ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে চন্দ্ররূপী জানিবে, আর তাঁহারা কলারূপা বলিয়া কথিতা হইয়াছেন। ইঁহাদিগের সম্পূর্ণ মণ্ডলা ষোড়শী কলা মালিনী, এই ষোড়শ কলার ষোড়শ ভাগ ষোড়শ গোপীরূপা। ইঁহারা এক একজনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সহস্র কলেবর ধারণপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছেন।

আগমে কথিত হইয়াছে—"প্রমদা-শত-কোটীভিরাকুলিতে", অর্থাৎ শতকোটি প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলে শোভা পাইতে লাগিলেন, ইত্যাদি উক্তি অনুসারে তিনশত কোটী গোপী তথায় ছিলেন, তন্মধ্যে ষোল হাজার গোপী মুখ্যা ছিলেন। সেই ষোড়শ সহস্রের মধ্যে কয়েক সহস্র মুখ্যতরা

ছিলেন, আবার তাঁহাদের মধ্যেও আটটি মুখ্যতমা, এবং সেই আটটির মধ্যে 'রাধা ও চন্দ্রাবলী' এই দুই জন অতি মুখ্যতমা। আবার এতদুভয়ের মধ্যেও শ্রীরাধা সর্ব্বমুখ্যতমা ছিলেন—ইহা ভক্তিশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

———

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্‌পদম্ ॥ ১১ ॥
শরচ্চন্দ্রাংশু সন্দোহধ্বস্তদোষা-তমঃ শিবম্।
কৃষ্ণায়া হস্ততরলাচিতকোমলবালুকম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (কৃষ্ণঃ) তাঃ (গোপীঃ সমাদায়, বিকসৎকুন্দমন্দার-সুরভ্যনিল-ষট্‌পদম্ (বিকসদ্ভিঃ প্রস্ফুটিতৈঃ কুন্দৈঃ মন্দারৈশ্চ পুষ্পবিশেষৈঃ সুরভিঃ সুগন্ধঃ যঃ অনিলঃ বায়ু তস্মাৎ ষট্‌পদাঃ ভ্রমরা যস্মিন্ তৎ) শরচ্চন্দ্রাংশুসন্দোহধ্বস্তদোষা-তমঃ (শরচ্চন্দ্রস্য শরৎকালোদিত চন্দ্রস্য অংশু সন্দোহৈঃ কিরণসমূহৈঃ ধ্বস্তং নষ্টং অপগতং দোষা-তমঃ রাত্রেঃ অন্ধকারং যস্মিন্ তৎ) শিবং (অতএব সুখকরং) কৃষ্ণায়াঃ (যমুনায়াঃ) হস্ততরলাচিত-কোমলবালুকং (হস্ততরলৈঃ হস্তরূপৈঃ তরঙ্গৈঃ আচিতা আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিন্ তৎ) কালিন্দ্যাঃ পুলিনং (তীরং) নির্ব্বিশ্য (প্রবিশ্য তাভিঃ গোপীভিঃ ব্যরোচত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ১১-১২ ॥

অনুবাদ—বিভু ভগবান্ এক হইয়াও সকলের হস্ত ধারণ করিয়া কালিন্দীর তীরে প্রবিষ্ট হইয়া শোভমান হইতে লাগিলেন। তথায় বিকসিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমের সৌরভে সুবাসিত পবন প্রবাহিত হওয়ায় ভ্রমর সকল সমাগত হইতে লাগিল। শরৎ-কালীন চন্দ্র স্বীয় অংশুসমূহ বিস্তার করিলে অন্ধকার অপসারিত হইল। এই স্থান যমুনার হস্তরূপ তরঙ্গের দ্বারা বিস্তৃত, কোমল ও শীতলত্ব-গুণে সুখজনক বালুকাময় হইয়াছিল ॥ ১১-১২ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাঃ সম্যক্ হাস্যহস্তগ্রহাদিনা আদায় নির্ব্বিশ্য পুলিনং প্রবিশ্য চ ব্যরোচতেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। পুলিনং বিশিনষ্টি সার্দ্ধেন। বিকসদ্ভিঃ কুন্দৈর্মন্দারৈঃ সুরভির্যোঽনিলস্তস্মাৎ ষট্‌পদা যস্মিংস্তৎ। বায়োঃ শৈত্যং পুলিনসম্বন্ধাৎ মান্দ্যং ষট্‌পদাস্পদত্বাৎ শরচ্চন্দ্রাংশূনাং সন্দোহৈর্ধ্বস্তং দোষায়া রাত্রেস্তমো যত্র তৎ। শিবমত এব সুখদং যমুনায়া হস্তরূপৈস্তরলৈস্তরঙ্গৈরাচিতা আস্তৃতা কোমলা বালুকা যস্মিংস্তৎ। ১১-১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাঃ সমাদায়'—তারপর শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজসুন্দরীদিগকে সম্যক্‌রূপে, অর্থাৎ হাস্যপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্ত ধারণাদি দ্বারা গ্রহণ করিয়া, 'পুলিনং নির্ব্বিশ্য'—যমুনার পুলিনে প্রবেশ করতঃ 'ব্যরোচত', বিশেষরূপে শোভমান হইতে লাগিলেন ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। কেমন পুলিন? তাহাতে বলিতেছেন—'বিকসৎ-কুন্দ-মন্দার' ইত্যাদি সার্দ্ধ শ্লোকে, অর্থাৎ যে পুলিনে বিকসিত কুন্দ ও মন্দার কুসুমের সৌরভে সুবাসিত পবন প্রবাহিত হওয়ায় ভ্রমর সকল সমাগত হইয়াছে। এখানে পুলিনের সম্পর্কে বায়ুর শৈত্য এবং ভ্রমর সকল সমাগত হওয়ায় পবনের মান্দ্যগুণ নিরূপিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে ভ্রমরগণের আগমন অসম্ভব হইত। 'শরচ্চন্দ্রাংশু-সন্দোহ'—শরচ্চন্দ্রের কিরণ-সমূহে তথায় রাত্রিকালীন তিমির বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 'শিবম্'—সুখদ, অর্থাৎ সেই পুলিন শীতলত্বাদিগুণে সুখকর এবং যমুনার হস্তরূপ তরঙ্গ-নিচয় দ্বারা কোমল বালুকাময় হইয়াছিল ॥ ১১-১২ ॥

———

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজো
মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ-
রচীক্লৃপন্নাসনমাত্মবন্ধবে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনাহ্লাদবিধূতহৃদ্রুজঃ (তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনেন যঃ আহ্লাদঃ তেন বিধূতাঃ নিরস্তাঃ হৃদ্রুজঃ তদ্বিশ্লেষজা মনঃ পীড়াঃ যাসাং তাঃ গোপ্যঃ) যথা শ্রুতয়ঃ মনোরথান্তং (মনোরথস্য বাসনায়া অন্তং সমাপ্তিং) যযুঃ (পূর্ণমনোরথা জাতাঃ ইত্যর্থঃ) কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈঃ (কুচেষু যে কুঙ্কুমাঃ তৈ অঙ্কিতৈঃ চিত্রিতৈঃ) স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) উত্তরীয়ৈঃ (বস্ত্রৈঃ) আত্মবন্ধবে (অন্তর্য্যামিণে কৃষ্ণায়) আসনং অচীক্লৃপন্ (রচয়ামাসুঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রুতিগণ যেরূপ তীব্র তপস্যা করিয়া গোপীভাব প্রাপ্তে পূর্ণ মনোরথ হইয়াছিলেন, কৃষ্ণ-দর্শনজনিত আনন্দে যাহাদের মনঃপীড়া দূরীভূত হইয়াছিল সেই সকল গোপীগণও তদ্রূপ সফল-কাম হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুচ-কুঙ্কুমচিহ্নিত, নিজ নিজ উত্তরীয় বসনদ্বারা আত্মাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করিবার আসন রচনা করিয়া দিতেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র তাসাং সখ্যসমুচিতাং প্রেমসেবামাহ,—তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনানন্দেন খণ্ডিতসর্ব্বমনোদুঃখা ব্রজসুন্দর্য্যঃ স্বীয়ৈরুত্তরীয়ৈঃ কুচকঞ্চুকোপরিস্থৈরতিসূক্ষ্মবস্ত্রৈরাত্মবন্ধবে তস্মৈ আসনং তথা অচীকপন্ন্ পজহ্রুর্যথা শ্রুতয়ো মহোপনিষদোঽপি মনোরথানামন্তং পরমকাষ্ঠাং যযুঃ। যতোঽধিকোঽন্যো মনোরথো ন সম্ভবতি তং প্রাপুঃ। যদ্দৃষ্ট্বা বয়মপি ব্রজে গোপ্যো ভূত্বা শ্রীকৃষ্ণেন সহৈবং স্বকুচকুঙ্কুমস্তিমিত-বস্ত্রার্পণাদিনা কদা বিলসাম ইত্যুৎকণ্ঠিতা বভূবুরিত্যর্থঃ। অতএব শ্রুতয়ো গোপীত্বপ্রাপ্ত্যর্থং তদনুগতিব্যঞ্জকং তীব্রং তপশ্চক্রুরিতি বৃহদ্বামনীয়া কথা। "স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা" ইতি তাসামুক্তিশ্চ। তত্র পূর্ব্বকল্পগতকৃষ্ণাবতারদর্শিন্যঃ শ্রুতয়ো লব্ধচরমনোরথা এতস্মিন্ কল্পে গোপ্যো বভূবুরেব। এতস্মিন্ কল্পে তু লব্ধমনোরথা এতাঃ শ্রুতয়োঽগ্রিমকল্পে গোপ্যো ভবিষ্যন্তি শ্রুতীনামানন্ত্যাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে ব্রজসুন্দরীদিগের সখ্যোচিত প্রেমসেবা বলিতেছেন—'তদ্দর্শনাহলাদ-বিধূত-হৃদ্রুজঃ', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আনন্দে শ্রীব্রজদেবীগণের সমস্ত দুঃখ বিধ্বস্ত হইলে তাঁহারা আপন আপন কুচগত কুঞ্চকোপরিস্থ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রদ্বারা আত্মবন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে আসন প্রদান করিলেন। 'মনোরথান্তং শ্রুতয়ো যথা যযুঃ'—যেমন শ্রুতিগণ, মহোপনিষদ্গণও মনোরথের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা অধিক অন্য মনোরথ নাই, তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাহা দেখিয়া আমরাও ব্রজে গোপী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই প্রকার স্বকুচ-কুঙ্কুমব্যাপ্ত বস্ত্রার্পণাদি দ্বারা কবে বিলাস করিব, এইরূপে উৎকণ্ঠাযুক্তা হইয়াছিলেন। অতএব শ্রুতিগণ গোপীত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাদের অনুগতি-ব্যঞ্জক তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন—ইহা বৃহদ্বামনপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

এখানেও শ্রুতিগণের উক্তি—"স্ত্রিয় উরগেন্দ্র-ভোগ-ভুজদণ্ড-বিষক্তধিয়ো, বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ-সুধাঃ" (১০।৮৭।২৩), অর্থাৎ মুনিগণ প্রাণ, মনঃ ও ইন্দ্রিয়-সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়যোগ সহকারে হৃদয়ে যে তত্ত্ব ধ্যান করেন, আপনার স্মরণ-প্রভাবে শত্রুগণও সেই তত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর সর্পরাজের দেহসদৃশ ভবদীয় বাহুযুগলে মদনাবেশে নিবিষ্টচিত্ত পরিচ্ছিন্নদৃষ্টি রমণীগণ এবং আপনার শ্রীচরণকমল সুধারস-পরায়ণ সমদর্শী আমরা সকলেই আপনার নিকট তুল্য কৃপাপাত্রী। এস্থলে বিশেষ জ্ঞাতব্য এই যে—পূর্ব্বকল্পগত শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শিনী শ্রুতিগণ লব্ধমনোরথা হইয়া এই কল্পে গোপী হইয়াছেন। কিন্তু এই কল্পে লব্ধমনোরথা এই শ্রুতিগণ আগামিকল্পে গোপী হইবেন, যেহেতু শ্রুতিগণ অনন্ত ॥ ১৩ ॥

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ।
চকাস গোপীপরিষদ্গতোঽর্চ্চিত-
স্ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দধৎ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ (যোগেশ্বরাণাং সিদ্ধযোগিনাং অন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তরে হৃদয়-পুণ্ডরীক মধ্যে কল্পিতং বিরচিতং আসনং যস্য সঃ) সঃ ভগবান্ ঈশ্বরঃ (কৃষ্ণঃ) ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং (ত্রৈলোক্যে ত্রিভুবনে যা লক্ষ্মীঃ শোভা তস্যা একমেব পদং আশ্রয়ভূতং) বপুঃ দধৎ (বিভ্রাণঃ দর্শয়ন্ বা) তত্রোপবিষ্টঃ (তত্র গোপীকুচকুঙ্কুমাঙ্কিতোত্তরীয়রচিতাসনে উপবিষ্টঃ সন্) গোপীপরিষদ্গতঃ (গোপীনাং সভাগতঃ তাভিঃ) অর্চ্চিতশ্চ (সম্মানিতশ্চ সন্) চকাস (শুশুভে) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সিদ্ধযোগিগণ হৃদয়পুণ্ডরীক মধ্যে যাঁহার আসন কল্পনা করিয়া থাকেন সেই ভগবান্

শ্রীকৃষ্ণ ত্রৈলোক্য লক্ষ্মীর (শোভা) আশ্রয়াস্পদ কলেবর প্রকটিত করিয়া গোপীপ্রদত্ত আসনে উপবেশন পূর্ব্বক গোপীগণের সভায় তাঁহাদের কর্ত্তৃক পূজিত এবং শোভিত হইয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ প্রতি স্বযূথমেব পৃথক্ পৃথক্ উপর্য্যুপরিনিহিতবহুবস্ত্রাসনেষু তাভিঃ কল্পিতেষূপবিষ্টঃ। ননু, তাবৎসংখ্যেষ্বাসনেষু কথমেক উপবিষ্টস্তত্রাহ,—ঈশ্বরঃ। তত্তদলক্ষিতয়াত্ম-প্রকাশবান্, তত্র হেতুঃ—ভগবান্ কামবান্ "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যে"-ত্যমরঃ। তস্য তাবৎসু সর্ব্বেষ্বেব আসনেষু উপবেষ্টুং কামনামালক্ষ্য ঐশ্বর্য্যৈব শক্ত্যা যোগমায়াদ্বারা তাবন্তঃ প্রকাশাস্তথা প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, স হি যোগেশ্বরৈঃ শেষশঙ্করাদ্যৈরন্তর্হৃদি হৃদয়াভ্যন্তরে এব কল্পিতং মনসৈবানীতত্বাৎ ত্রিজগদ্দুর্ল্লভমনুপহতমনর্ঘ্যমাসনং যস্য সঃ। এতাভিস্তু হৃদয়াদ্বহিরেব স্বগাত্রনির্ম্মাল্যবস্ত্রৈঃ স্বোপভুক্ত-সুগন্ধৈরাসনং কল্পিতম্। যত্তত্রৈবোপবিষ্টশ্চকাশ দিদীপে। যঃ খলু স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মরুদ্রাদি-পরিষদা ক্ষীরোদাদিতীরে স্তুত্যাদিভির্গম্য এব মনসি প্রাদুর্ভবন্ পরোক্ষ এব ক্ষণমাত্রমেব ভবেৎ স এব গোপীপরিষদং স্বয়ং গতঃ, অচ্যুতশ্চিরকালমপি ব্যাপ্য চ্যুতিরহিতঃ। "অর্চ্চিত" ইতি পাঠে তাম্বূলনর্ম্ম-স্মিতাপাঙ্গাদিনা সম্মানিতঃ, কিং কর্ত্তুং গতঃ? ত্রৈলোক্যে প্রাকৃতাপ্রাকৃতাধো মধ্যোর্দ্ধলোকে যা লক্ষ্মীস্তত্তদনন্ত-স্বাংশপর্য্যন্তবস্তূনাং নানাশোভাদিসম্পত্তিস্তস্যা একমনন্যৎ পদমাশ্রয়ভূতং যদ্বপুস্তদপি দধৎ তাসাং গোপীনামঙ্গকান্তিস্মিত-কটাক্ষাদিমাধুর্য্যৈঃ পুষ্ণন্। যদ্বা, তত্রোপবিষ্ট এব তত্র তাদৃশোপবেশাদি-বিশিষ্ট এব যোগেশ্বরান্তর্হৃদি কল্পিতাসনঃ। তৎক্ষণমারভ্য মহারুদ্রাদিভির্যোগেশ্বরৈর্গোপীপরিষন্মধ্যগত-তাদৃশোপবেশতাদৃশশোভাতত্তন্নর্ম্ম-সংলাপাদি-বিশিষ্ট এব কৃষ্ণো ধ্যানেন স্বহৃদয়মানিন্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপরমণীগণ কর্ত্তৃক রচিত বহু বস্ত্রাসনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপবেশন করিয়াছিলেন। যদি বলেন—তত সংখ্যক আসনে একাকী শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে উপবেশন করিলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ঈশ্বরঃ', শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। সুতরাং তিনি গোপাঙ্গনাগণের অলক্ষিতভাবে প্রত্যেক আসনেই উপবেশন করিয়াছিলেন। (কিন্তু প্রত্যেকেই মনে করিয়াছিলেন, আমার নিকট উপবেশন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রত্যেক আসনেই বসিয়াছিলেন)। তাহার কারণ—তিনি 'ভগবান্', 'ভগ' অর্থ কাম, অমরকোষে উক্ত আছে—'ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যে', অর্থাৎ তিনি কামবান্ অর্থাৎ ইচ্ছারূপধারী। অতএব তাঁহার সকল আসনে উপবেশন করিবার নিমিত্ত কামনা দেখিয়া ঐশ্বর্য্য-শক্তিই যোগমায়া দ্বারা তথাবিধ শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকাশ (শরীর) করাইয়াছিলেন—এই অর্থ।

'যোগেশ্বরান্তর্হৃদিকল্পিতাসনঃ'—অর্থাৎ ভগবান্ যখন শেষ, শঙ্কর প্রভৃতি যোগেশ্বরগণের প্রত্যেকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে কল্পিত ত্রিজগতে দুর্ল্লভ অনুপহত (অবিনাশিত) অমূল্য আসনে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপবেশন করেন, তখন এই ব্রজাঙ্গনাগণের হৃদয়ের বহিঃস্থিত, উপভুক্ত স্বগাত্র-নির্ম্মাল্য বস্ত্রদ্বারা কল্পিত আসনে উপবেশন করিয়া শোভিত হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সেই গোপীগণের সভাতেই উপবিষ্ট হইয়া তিনি সুশোভিত হইয়াছিলেন। যে ভগবান্ ব্রহ্ম-রুদ্রাদির সভায় ক্ষীরোদধির তীরে তাঁহাদিগের স্তুতির দ্বারা মনে ক্ষণকাল পরোক্ষভাবে অবস্থান করেন, তিনিই এই গোপীগণের সভায় স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। 'অচ্যুতঃ'—চিরকাল চ্যুতি-রহিত। 'অর্চ্চিতঃ'—এই পাঠে, তাম্বূল, নর্ম্ম, স্মিত (ঈষৎ হাস্য) ও অপাঙ্গাদি দ্বারা সম্মানিত।

কিরূপে উপস্থিত হইলেন? তাহাতে বলিতেছেন—'বপুর্দধৎ'—বপুধারণ করিয়া। কেমন সেই বপু? তাহাতে বলিতেছেন—'ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যেকপদং', অর্থাৎ প্রাকৃত, অপ্রাকৃত, অধঃ, মধ্য, উর্দ্ধ লোকে যে শোভা-সম্পত্তি, অর্থাৎ তত্তৎ অনন্ত স্বাংশ পর্য্যন্ত বস্তুর যে নানাবিধ শোভাসম্পত্তি, তাহার আশ্রয়ভূত যে বপু, তাহা ধারণ করিয়া অর্থাৎ গোপাঙ্গনাগণের কান্তি, স্মিত, কটাক্ষাদি মাধুর্য্যের দ্বারা পোষণ করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ গোপীজনের সভায় উপস্থিত হইলেন)।

অথবা—'তত্রোপবিষ্টঃ', সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়াই অর্থাৎ সেই স্থানে তাদৃশ উপবেশন বিশিষ্ট

শ্রীকৃষ্ণ যোগেশ্বরগণের অন্তর্হৃদয়ে কল্পিতাসন। সেই ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া মহারুদ্রাদি যোগেশ্বরগণ, গোপাঙ্গনাগণের পরিষৎ মধ্যগত তাদৃশ উপবেশন, তাদৃশ শোভা, তাদৃশ নর্ম্মসংলাপাদি বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়াছিলেন—এই অর্থ ॥ ১৪ ॥

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—সহাস-লীলেক্ষণ-বিভ্রম-ভ্রুবা (সহাসং যথা স্যাৎ তথা যৎ লীলেক্ষণং লীলা দৃষ্টিঃ তেন বিভ্রমঃ বিলাসঃ যস্যাং তয়া ভ্রুবা উপলক্ষিতাঃ গোপ্যঃ) অনঙ্গদীপনং (অনঙ্গস্য কামস্য দীপনং বর্দ্ধনং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) সভাজয়িত্বা (সংবর্দ্ধ্য) অঙ্ককৃতাঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ (স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ) সংস্পর্শনেন (সংমর্দ্দনেন হেতুনা) সংস্তুত্য (অহো শৈত্যং অহো সৌকুমার্য্যং যেন বয়ং এতাবতং কালং বঞ্চিতাঃ সন্তাপং প্রাপ্তবত্যঃ, ত্বং সন্তাপং প্রাপ্তবত্যঃ ত্বং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞ এব এবং ব্যাজস্তুতিং কৃত্বা) ঈষৎকুপিতা (তদন্তর্দ্ধানেন ঈষৎ কুপিতা ঈষৎ অত্যল্পং যথা স্যাৎ তথা কুপিতা ক্রুদ্ধা সত্যঃ) বভাষিরে (কথয়ামাসু) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ সহাস্য-লীলা কটাক্ষ বিভ্রম শোভিত ভ্রূযুগলদ্বারা অনঙ্গবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া স্বীয় উরুদ্বয়ে তাঁহার হস্ত ও পাদযুগল সংস্থাপন পূর্ব্বক তৎস্পর্শে স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান জন্য তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ রিরংসবে তস্মৈ রতমদিৎসূনাং তাসাং চেষ্টিতমাহ,—সভাজয়িত্বেতি। সহাসলীলেক্ষণেন বিভ্রমো বিলাসো যস্যাং তয়া ভ্রুবা অনঙ্গদীপনং স্বীয়ং কামং দ্যোতয়ন্তং তাসাং বা কামোদ্দীপকং তং সভাজয়িত্বা তদুচিতৈরেব ভাবৈঃ সম্মান্য পূর্ব্বং নঃ সংত্যজ্য গতঃ সম্প্রত্যেবং চেষ্টত ইতি প্রণয়কোপগোপনার্থম্। অঙ্ককৃতয়োস্তেনৈব তাসামঙ্কে ন্যস্তয়োস্তাভিরেব বা স্বাঙ্কে ধৃতয়োঃ অঙ্‌ঘ্রিহস্তয়োঃ সংস্পর্শনেন সংস্তুত্য অহো তে করচরণানাং শৈত্যমপূর্ব্বং যৎসংস্পর্শেনৈবাস্মৎসন্তাপো নির্ব্বাপণস্তস্মাৎ ত্বং সত্যং সন্তাপদুঃখানভিজ্ঞঃ সদা সুখী বিধুরেবাসীতি ব্যাজস্তুত্যা স্তুত্বা ঈষৎকুপিতাস্তদ্দর্শনানন্দস্বভাবত এব বিনষ্টীভূতকোপস্য শেষভাগবত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর সঙ্গমেচ্ছু শ্রীকৃষ্ণকে রতিদানে অনিচ্ছুক গোপীগণের চেষ্টিত বর্ণনা করিতেছেন—'সভাজয়িত্বা' ইত্যাদি। সহাস্য লীলাবলোকনের বিলাস-সম্পন্ন ভ্রূদ্বারা 'অনঙ্গ-দীপনং'—কামবর্দ্ধক (স্বীয় কামবর্দ্ধক অথবা গোপীদিগের কামবর্দ্ধক্য) শ্রীকৃষ্ণকে 'সভাজয়িত্বা'—যথাযোগ্য ভাবের দ্বারা সম্মানিত করিয়া অর্থাৎ পূর্ব্বে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে সম্প্রতি তুমি এইরূপ আচরণ করিতেছ—এই প্রণয় কোপ গোপনার্থ শ্রীকৃষ্ণের কর এবং চরণ অঙ্গে স্থাপন করিয়া, অথবা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদিগের অঙ্গে কর ও চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার সংস্পর্শ-সুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অহো! তোমার কর-চরণের কি অপূর্ব্ব শীতলতা, যাহার সংস্পর্শে আমাদের এই সন্তাপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তুমি সত্যই সন্তাপ-দুঃখ অনভিজ্ঞ সদাসুখী চন্দ্ররূপই হইয়াছ—এইরূপ ব্যাজস্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া ঈষৎ কুপিতা হইলেও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনানন্দে স্বভাবতঃ ঐ বিনষ্টীভূত কোপের শেষভাগে উপনীতা হইলেন—এই অর্থ ॥ ১৫ ॥

শ্রীগোপ্য উচুঃ—
ভজতোঽনুভজন্ত্যেক এক এতদ্বিপর্য্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যেক এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ ॥১৬

অন্বয়ঃ—শ্রীগোপ্য উচুঃ,—ভোঃ (কৃষ্ণ) একে (জনাঃ) ভজতঃ (প্রাণিনঃ) অনু (পশ্চাৎ তদ্‌ভজনানুসারেণ ইত্যর্থঃ) ভজন্তি (ভজনাং কুর্ব্বন্তি, উপকারিণঃ প্রত্যুপকুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ) একে (জনাঃ) (এতদ্বিপর্য্যয়ং (এতস্য পূর্ব্বোক্তস্য বিপর্য্যয়ং বিপরীতং অভজতোঽপিজনান্ ভজন্তীত্যর্থঃ), একে

(জনাঃ) উভয়ান্ (ভজন্তঃ অভজতশ্চ) ন ভজন্তি (সেবন্তে), এতৎ (উভয়বিধানাং গুণদোষাদিকং সর্ব্বং) সাধু (সম্যক্ যথা স্যাৎ তথা) নঃ (অস্মান্) ব্রূহি (কথয়, ত্বং কস্মিন্ অন্তর্ভবসীতিভাবঃ ॥ ১৬॥

অনুবাদ—শ্রীগোপীগণ বলিতে লাগিলেন,—হে কৃষ্ণ, এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা ভজনকারীর অনুবর্ত্তন করেন অর্থাৎ ভজন করিলে সেই ভজনানুসারে ভজন করেন। অন্য এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা ইহার বিপরীত অর্থাৎ তাঁহারা ভজনার অপেক্ষা রাখেন না; অভজনকারীকেও ভজন করিয়া থাকেন, আবার এক প্রকার লোক আছেন তাঁহারা ভজনকারী বা অভজনকারী এই উভয়ের মধ্যে কাহাকেও ভজন করেন না। ইহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে অশ্রেষ্ঠ আমাদের নিকট বর্ণন কর ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—অত্র তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতং—অদ্য যদয়ং প্রেমিমুকুটমণিরপ্যস্মানেবং দুরবস্থামলম্ভয়ত্তত্রায়মেবং প্রষ্টব্যঃ। ভোঃ কৃষ্ণ, তবাস্মাসু প্রীতিরৌদাসীন্যং দ্রোহো বেতি ত্রয়ঃ পক্ষাঃ সম্ভাব্যমানা অপি বিচারতো ন ঘটন্তে। তত্র প্রীতিঃ সোপাধির্নিরুপাধি র্বা? নাদ্যা, সোপাধিপ্রীতিমান্ কিল স্বকামসম্পাদকজনাননুরঞ্জয়ত্যেব নতু বিরঞ্জয়তি। ত্বন্ত্বস্মান্ স্ববিরহাগ্নাবধাক্ষীরেব বধার্থম্। নাপি পরা, নিশি ঘোরবনমধ্য এবাস্মত্ত্যাগাদস্মৎকষ্টদ্রষ্টুরপি তব ক্লমানুৎপত্তেশ্চ। নাপ্যৌদাসীন্যমস্মৎসুখদুঃখসাধকত্বদর্শনাৎ। নাপি দ্রোহঃ, স কিং শাশ্বতিকঃ প্রাতিকূল্যনিবন্ধনো বা। নাদ্যঃ, তথা দর্শনাভাবাদেব। নাপি দ্বিতীয়ঃ, অস্মাসু তৎপ্রাতিকূল্যাভাবাৎ। কিন্ত্বাশ্বস্তপরিচারকজিঘাংসালক্ষণোবিলক্ষণো যঃ কশ্চন দ্রোহস্তস্যৈবোদাহরণীভবতা ভবতা ভূয়ত ইত্যাদিকং স্বমুখেনাস্মাভিঃ স্ফুটং ন বাচ্যং, কিন্তু প্রহেলিকাভঙ্গ্যা তথা কিঞ্চন প্রষ্টব্যং যথায়মেব যথার্থতয়া তৎপ্রত্যুত্তরং দদান এতদাদিকমর্থং ব্যাচক্ষীতেতি সহৃদয়ত্বাত্তুল্যমনোগতবিমর্শাস্তা। ভো মহাপ্রাজ্ঞ, কৃষ্ণ, একামস্মাকমর্থপ্রহেলিকাং ব্যাচক্ষ্বেত্যাহুঃ,—ভজতো জনান্ অনু লক্ষীকৃত্যৈব ভজন্তি। একে জনাঃ সাপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র সাপেক্ষ্যবস্তুলাভে সতি নাপি ভজন্তীতি সোপাধিপ্রীতিরায়াতা। এতদ্বিপর্য্যয়ং যথা স্যাত্তথা ভজন্তি একেঽভজতোঽপি ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। অত্র সাপেক্ষ্যফলান্তরানুদ্দেশাৎ ভজনত্যাগতো বা ইতি নিরুপাধিপ্রীতিরায়াতা, অন্যে নোভয়ান্ ভজন্তীতি সাপেক্ষমপি নিরপেক্ষমপি নৈব ভজন্তীত্যৌদাসীন্যমায়াতম্। দ্বেষো দ্রোহশ্চাপ্যভজনং ভবেদিতি তাবপ্যায়তাবিত্যত এতদ্বিবরণে এবমেব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদধিকমপি ব্যক্তীকরিষ্যতে ভগবতা। এতন্নো ব্রূহীত্যেতে খলু কে এতদ্ভজনমভজনং বা কিং তদ্ব্রূহীত্যর্থঃ। এতে চ এতচ্চ এতদিতি "নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চস্যান্যতরস্যা"মিত্যেকশেষৈকত্বে। সাধু যথার্থমেব ব্রূহি বৈয়ধিকরণ্যং মুঞ্চন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অধুনা গোপীগণ নিজ নিজ মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—আজ যখন এই শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমিগণের মুকুট-শিরোমণি হইয়াও আমাদিগকে এতাদৃশী দুরবস্থা প্রাপণ করাইয়াছিলেন, তখন ইহাকে এইরূপ প্রশ্ন করিব যে—ভো কৃষ্ণ! আমাদিগের প্রতি তোমার কি প্রীতি, ঔদাসীন্য অথবা দ্রোহভাব আছে—এই পক্ষত্রয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও বস্তুতঃ নাই।

যদি বল—তোমাদিগের প্রতি আমার প্রীতি আছে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—সেই প্রীতি সোপাধিক? না নিরুপাধিক? সোপাধিক প্রীতি বলিতে পার না, কারণ সোপাধিক প্রীতিমান্ ব্যক্তি নিশ্চয়ই স্বকাম-সম্পাদক জনের মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। পরন্তু মনের বিরাগ প্রাপন করে না, কিন্তু তুমি আমাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত স্বীয় বিরহাগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলে, অতএব সোপাধিক প্রীতি আমাদের প্রতি নাই। আর আমাদের প্রতি নিরুপাধিক প্রীতিও নাই, তাহা যদি থাকিত, তবে রজনীতে ঘোরতর বনমধ্যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের কষ্ট দেখিয়াও যখন তোমার দুঃখোদয় হয় নাই, তখন কি প্রকারে বলিবে যে আমাদিগের প্রতি তোমার নিরুপাধিক প্রীতি আছে? আর আমাদিগের প্রতি ঔদাসীন্যও নাই, কারণ—তোমাতে আমাদিগের সুখ ও দুঃখের সাধকত্ব দেখা যায়।

যদি বল—দ্রোহ আছে, তাহাতে বলিতেছি—সেই দ্রোহ কি শাশ্বতিক (নিত্য) কিম্বা প্রাতিকূল্য

নিবন্ধন ? আমাদিগের প্রতি শাশ্বতিক নিত্য দ্রোহ আছে, ইহা বলিতে পার না, কারণ—আমাদের প্রতি সর্ব্বদা দ্রোহভাব দেখা যায় না। আর প্রাতিকূল্য নিবন্ধন দ্রোহ আছে, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু আমাদিগের প্রতি তৎপ্রাতিকূল্যের অভাব নিশ্চয়ই রহিয়াছে। কিন্তু আশ্বস্ত-পরিচারক জিঘাংসারূপ বিলক্ষণ যে কোন দ্রোহ, তাহারই উদাহরণ তুমি হইয়াছ—ইত্যাদি আমরা নিজমুখে স্পষ্টতঃ বলিব না, পরন্তু জটিল প্রশ্নভঙ্গী ক্রমে এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব যে, এই কৃষ্ণই যথার্থরূপে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের প্রশ্নের উত্তর বলিবেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সমান হৃদয়হেতু তাঁহাদের মনোগত পরামর্শও তুল্য বলিয়া গোপীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ ! আমাদিগের এক প্রহেলিকা (কূটপ্রশ্ন) বর্ণন কর, ইহাই বলিতেছেন—"ভজতোঽনু ভজন্ত্যেকে" ইত্যাদি।

এক প্রকার ব্যক্তি আছে, যাহারা ভজনকারী জনসকলকে লক্ষ্য করিয়া ভজনা করে, অর্থাৎ সাপেক্ষ বস্তু না পাইলে ভজনা করে না। এই হেতু ইহা সোপাধিক প্রীতি হইল। কেহ কেহ উহার বিপর্য্যয় ভজনা করে, অর্থাৎ ভজনা না করিলেও ভজনা করে, অর্থাৎ কোন প্রত্যুপকারাদির অপেক্ষা না করিয়া ভজনা করে—ইহা নিরুপাধিক প্রীতি। আবার কোন কোন ব্যক্তিগণ সাপেক্ষ হইলেও কিম্বা নিরপেক্ষ হইলেও ভজনা করে না অর্থাৎ ভজন করিলেও ভজন করে না, ভজনা না করিলেও ভজন করে না—ইহা ঔদাসীন্য। (দ্বেষ এবং দ্রোহ উভয়ও অভজনেই হয়, এ কারণে এই উভয়ও গৃহীত হইল, অতএব ইহার উত্তর দান প্রসঙ্গে এই প্রকারই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ এবং অধিকও শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিবেন)। 'এতৎ নো ব্রূহি'—ইহারা কে আমাদিগকে বল ; অর্থাৎ বস্তুতঃ ইহারা কে ? ইহাদিগের ভজন বা অভজন কি ? 'সাধু ব্রূহি'—বৈয়ধিকরণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যথার্থই বর্ণন কর, এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ স্বার্থার্থং তদ্ধি নান্যথা ॥১৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচঃ—হে সখ্যঃ, যে (জনাঃ,) মিথঃ (পরস্পরং উপকার প্রত্যুপকারাপেক্ষয়া) ভজন্তি (তে আত্মানমেব ভজন্তীত্যর্থঃ) হি (যস্মাৎ) তে স্বার্থৈকান্তোদ্যমা (স্বার্থে স্বপ্রয়োজনে এব একান্তঃ নিয়তঃ উদ্যমঃ যেষাং তথাভূতাঃ), অতো হি তৎ (তেষাং ভজনং) স্বার্থার্থমেব (স্বপ্রয়োজনার্থমেব) ন অন্যথা (ন পরার্থং), তত্র (ভজনে) সৌহৃদং (প্রেম) ধর্ম্মঃ ন (অস্তি ইতিশেষঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে সখীগণ, যাহারা প্রত্যুপকার আশায় পরস্পর ভজন করিয়া থাকে তাহাদের উদ্যম একমাত্র স্বার্থে আবদ্ধ, তাহারা নিজ আত্মাকেই ভজন করিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু করেন না, তাদৃশ ভজনে সৌহার্দ্দও নাই ধর্ম্মও নাই ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—বিদিতাভিপ্রায় উত্তরমাহ,—মিথ ইতি। উপকারপ্রত্যুপকারাপেক্ষয়া যে মিথো ভজন্তি তে স্বার্থে দৃষ্টাদৃষ্ট-স্বীয়ফলার্থ এব একান্ত উদ্যমো যেষাং তে হি নিশ্চিতং স্বাত্মানমেব ভজন্তি নান্যং তন্মিথোভজনং নান্যথা অন্যথা ন স্যাৎ। অতস্তে স্বার্থপরাঃ সোপাধিপ্রীতিমন্তঃ কামিন এবেত্যর্থঃ। তত্র তেষু সৌহৃদং প্রেম নাস্তি। ধর্ম্ম ইত্যুত্তরশ্লোকার্থদৃষ্ট্যা নিরপবাদো ধর্ম্মশ্চ ন। "স্বাত্মার্থ"মিতি পাঠে তদিত্যস্য বিশেষণমেতৎ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বিদিত হইয়া উত্তর প্রদান করিতেছেন—'মিথো ভজন্তি' ইত্যাদি। হে সখীগণ ! যাহারা কেবলমাত্র উপকার ও প্রত্যুপকারের আশায় পরস্পর ভজনা করিয়া থাকে, তাহাদিগের উদ্যম একমাত্র স্বার্থ-সিদ্ধিতে, অর্থাৎ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট স্বীয় ফল লাভের নিমিত্তই নিবদ্ধ এবং তাহারা নিজ আত্মাকেই ভজনা করিয়া থাকে, 'নান্যথা', সেইরূপ ভজন অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং ইহারা স্বার্থপর এবং সোপাধিক প্রীতিশালী কামী। 'ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মঃ'—সেইরূপ ভজনে সৌহার্দ্দ্যও নাই, ধর্ম্মও নাই। এখানে ধর্ম্ম বলিতে পরবর্ত্তী শ্লোকার্থ অনুসারে নিরপবাদ ধর্ম্মও নাই—ইহা বুঝিতে হইবে। 'স্বার্থার্থং'—এই স্থলে 'স্বাত্মার্থং', এইরূপ পাঠে 'তৎ' এই পদের বিশেষণ, অর্থাৎ তখন অর্থ হইবে—সেই

ভজন অন্যের নিমিত্ত প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ নিজের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই ॥ ১৭ ॥

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—হে সুমধ্যমাঃ, যে বৈ (জনাঃ) অভজতঃ অপি (জনান্) ভজন্তি (কিং পুনর্ভজতঃ)। তে যথা পিতরৌ [মাতাপিতরৌ (জনকজননীব) করুণাঃ (কৃপালবঃ সুস্নিগ্ধাশ্চ ভবন্তি)। অত্র (নিরপেক্ষ ভজনে) নিরপবাদঃ (নির্ব্বাধঃ) ধর্ম্মঃ (ভবতি) সৌহৃদঞ্চ (স্নেহশ্চ উৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে সুমধ্যমাগণ, মাতা পিতা যেমন অভজনকারী পুত্রদিগকে ভজন করিয়া থাকে তদ্রূপ যে সকল ব্যক্তি অভজনকারীকে ভজন করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয়ই কারুণিক। এই প্রকার ভজনে নিঃসংশয়ভাবে ধর্ম্ম ও সৌহার্দ্দ আছে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ, — অভজতো যে ভজন্তি নিরপেক্ষং ভজন্তীত্যর্থঃ। তে নিঃসম্বন্ধ-সসম্বন্ধভেদাদ্দ্বিবিধাঃ। করুণা যথা পিতরৌ যথেতি। তত্র করুণাঃ শুদ্ধভক্তাস্তেষ্বেব প্রহলাদাদিষু নিরুপাধিকরুণস্যোদয়দর্শনাদিতি। দৃষ্টান্তদ্বৈবিধ্যাৎ উভয়েঽপি প্রত্যুপকারানপেক্ষিণস্তদ্দুঃখসুখাভ্যাং দুঃখসুখবন্তো ভজনং প্রাণান্তেঽপি ন ত্যজন্তি পূর্ব্বে শ্রেষ্ঠাঃ। উত্তরে অবরাঃ। অত্র এষূভয়েষ্বেব ধর্ম্মো নিরপবাদঃ ফলাকাঙ্ক্ষারাহিত্যাদনশ্বরঃ সৌহৃদং প্রেম চ নিরপবাদম্। হে সুমধ্যমা ইতি। শ্লেষেণ শোভনঃ মধ্যম এব প্রশ্নো যাসাং তাঃ। বিগীতোদাহরণত্বাদাদ্যন্তৌ প্রশ্নৌ বিগীতাবিত্যর্থঃ। যদ্বা, শোভনং মধ্যমমুত্তরং যাস্বেব, মধ্যমস্য প্রত্যুত্তরস্যাস্য ভবত্য এবোদাহরণানীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন — 'ভজন্ত্য-ভজতো যে বৈ', অর্থাৎ যাহারা অভজনকারীদিগকে ভজন করে, তাহারা নিরপেক্ষভাবে ভজন করে। তাহারা সম্বন্ধশূন্য ও সম্বন্ধবিশিষ্ট ভেদে দুই প্রকার। এক—করুণাশীলগণ, অপর— মাতাপিতা। তন্মধ্যে করুণগণ—শুদ্ধভক্ত, তন্মধ্যেও আবার শ্রীপ্রহলাদাদিতে নিরুপাধিক করুণার উদয় দেখা যায়। এখানে দৃষ্টান্ত দুই প্রকার বলিয়া উভয় দৃষ্টান্তেই প্রত্যুপকারের অপেক্ষাশূন্যতা রহিয়াছে, সুতরাং তাহাদের দুঃখে ও সুখে তাঁহারা দুঃখী ও সুখী হইয়া অভজনকারীদিগকে ভজনা করেন, প্রাণান্ত হইলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। এখানে পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ, পরেরটি কনিষ্ঠ। এই উভয়েতেই নিরপবাদ অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যহেতু অনশ্বর ধর্ম্ম বিদ্যমান এবং সৌহৃদ্ অর্থাৎ প্রেমও নিরপবাদ। 'হে সুমধ্যমাঃ'—সুমধ্যমা শব্দের শ্লেষার্থে জানাইলেন যে—তোমাদের মধ্যম প্রশ্নটিই অতিসুন্দর। বিগীত উদাহরণত্ব-হেতু আদ্য ও অন্তের প্রশ্নদ্বয় বিগীত হইয়াছে। অথবা—মধ্যম উত্তরটি যাহাতে শোভন, এই মধ্যম প্রত্যুত্তরের তোমরাই উদাহরণ, এই ভাবার্থ ॥ ১৮ ॥

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিত্তু ভজতঃ অপি (জনান্) ন ভজন্তি (সেবন্তে, তে চ) কুতঃ অভজতঃ (জনান্ ভজেয়ুরিতিশেষঃ, তে তু চতুর্ব্বিধাঃ অভিধীয়ন্তে, একে) আত্মারামাঃ (অপরাদৃশঃ বহির্দ্দর্শনরহিতাঃ অপরে) হি আপ্তকামাঃ (পূর্ণকামত্বেন পরভজনে প্রবৃত্তিরহিতাঃ অন্যেচ) অকৃতজ্ঞাঃ (পরোপকার-কৃতানুসন্ধানে প্রবৃত্তি-রহিতাঃ মূঢ়াঃ কেচিত্তু) গুরুদ্রুহঃ (কঠিনাঃ পরোপকারং জানন্তোঽপি দুষ্টচিত্তত্বাৎ গুরুতুল্যং উপকারকং দ্রুহ্যন্তীতি কঠিনা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ অজনকারীর কথা কি ভজনকারীকেও ভজন করেন না, তাঁহারা স্বভাবতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত—আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ, — ভজতোঽপীতি। তে যথোত্তরন্যূনাশ্চতুর্ব্বিধাঃ। আত্মারামাঃ অবহির্দৃশ একে। অন্যে আপ্তকামাঃ বহির্দ্দর্শিত্বেঽপি স্বত এব পূর্ণকামত্বেন ন পরতো ভোগেচ্ছবঃ। অপরে অকৃতজ্ঞাঃ পরতো ভোগেচ্ছুত্বেঽপি পরৈঃ

কৃতমুপকারাদিকং ন জানন্তি। অন্যে গুরুদ্রুহঃ পরৈঃ কৃতমুপকারাদিকং ন মন্যন্তাং প্রত্যুত তেভ্যো গুরু অধিকং দ্রুহ্যন্তি তে নির্হেতুক-দ্রোহিণঃ। সহেতুকদ্রোহিণস্ত্বল্পদ্রুহঃ কৈমুত্যপ্রাপ্তত্বেন তদন্তর্ভূতা এব। তথা পালকত্বাৎ গুরবশ্চ তে দ্রুহশ্চেতি গুরু-দ্রুহো, বিশ্বস্তঘাতিনশ্চেতি ত্রিবিধদ্রোহোঽপ্যভজন-মেব। ততশ্চ প্রথমপ্রশ্নোত্তরস্যোদাহরণমেকমেব। দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরস্য দ্বে, তৃতীয়প্রশ্নোস্যোত্তরস্য ষড়িত্যেবং নব ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভজনকারী ও অভজনকারী এই উভয়কেই ভজনা করে না', এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'ভজতোঽপি ন বৈ কেচিৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ কেহ কেহ অভজনকারীর কি কথা, ভজন-কারীকেও ভজন করে না। তাহারা আত্মারাম, আপ্তকাম অথবা অকৃতজ্ঞ বা গুরুদ্রোহী। এই চারি-শ্রেণীর মধ্যে যথোত্তর পর পর ন্যূনতা। 'আত্মারাম' —যিনি পরমাত্মাতেই ক্রীড়নশীল, সুতরাং 'অবহি-র্দৃশঃ', অর্থাৎ বাহ্যপ্রবৃত্তিশূন্য অন্তর্মুখী। 'আপ্তকাম' —বিষয় দর্শন হইলেও পূর্ণকামত্বহেতু অপরের নিকট হইতে ভোগেচ্ছা বর্জ্জিত। 'অকৃতজ্ঞ'—ইহারা পরের নিকট হইতে উপকার-প্রার্থী, কিন্তু অপরের কৃত উপকারাদি মনে করে না। চতুর্থ—'গুরুদ্রোহী', যাহারা অপরের কৃত উপকারাদি মানে না, অধিকন্তু উপকারীর প্রতি দ্রোহ করিয়া থাকে, তাহারা নির্হে-তুক দ্রোহকারী। সহেতুক দ্রোহকারীদিগের অল্প দ্রোহ বলিতে হইবে, কিন্তু তাহারাও কৈমুত্য-প্রাপ্তত্বহেতু তদন্তর্ভূতই হইয়াছে। আর, পালকত্বহেতু গুরু যে দ্রোহ—এই অর্থে 'গুরুদ্রোহ' অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতী। এই প্রকার ত্রিবিধ দ্রোহও অভজনই। এখানে প্রথম প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ একটি, দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরের উদা-হরণ দুইটি এবং তৃতীয় প্রশ্নোত্তরের উদাহরণ ছয়টি —এই সর্ব্ব সমষ্টিতে নয়টি উদাহরণ বলা হইল ॥১৯

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হে সখ্যঃ, অহং (কোঽপি) অমীষাং (মাং ভজতাং জন্তূনাং) অনুবৃত্তি বৃত্তয়ে (অনুবৃত্তেঃ অনুবর্ত্তনস্য ধ্যানরূপস্য বৃত্তয়ে অবিচ্ছেদায় নিরন্তর ধ্যানপ্রবৃত্ত্যর্থং) ভজন্তঃ অপি (মম সেবাং কুর্ব্বতঃ অপি) জন্তূন্ ন ভজামি (প্রত্যক্ষতঃ নিরন্তরং নানু-বর্ত্তে) অধনঃ (নির্দ্ধনঃ পুমান্) যথা লব্ধধনে) (লব্ধং প্রাপ্তং যৎ ধনং তস্মিন্) বিনষ্টে (সতি) তচ্চিন্তয়া (তস্য ধনস্য চিন্তয়া ভাবনয়া) নিভৃতঃ (ব্যাপ্তঃ সন্) অন্যৎ (ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি) ন বেদ (ন জানাতি জ্ঞাতুমর্হতি) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—আমি কিন্তু ধ্যানের নৈরন্তর্য্য সাধনের নিমিত্ত ভজনকারীদিগকে ভজনা করি না, যেমন নির্দ্ধন পুরুষ লব্ধ অর্থ বিনষ্ট হইলে তাহার চিন্তা-তেই সর্ব্বদা ব্যাপৃত হইয়া অন্য ক্ষুৎ-পিপাসাদি কিছুই জানিতে পারে না তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্র প্রথমদ্বিতীয়-প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু ত্বং ন বর্ত্তসে। তৃতীয়-প্রশ্নোত্তরোদাহরণেষু মধ্যে কতম ইতি চেৎ শৃণুত ভো? মন্মুখেনৈব মৎপরাজয়ং শুশ্রূষবো? মিথঃ স্মিতবিলসিতকটাক্ষনটনচাতুরী-ধুরীণাঃ সখ্যঃ, শৃণুত নারায়ণত্বেনাত্মারামঃ পূর্ণ-কামশ্চ ভবন্নপি নন্দপুত্রত্বাদনাত্মারামোঽপূর্ণকামশ্চ। গোপবালকত্বেনানাধীতনীতিশাস্ত্রত্বাদকৃতজ্ঞো ভবন্নপি নারায়ণত্বেনৈব সার্ব্বজ্ঞ্যাৎ কৃতজ্ঞশ্চ, সবিলাসাদিভি-র্মুহুঃ প্রণীতানামপি যুষ্মাকং সক্ন্মাত্রত্যাগেন দ্রোহাদ্-গুরুধ্রুগপি ভবন্ পুনঃ স্বদর্শনানন্দদানান্ন গুরুধ্রুক্ চ। তর্হি নিশ্চয়েন কো ভবতি ভবানিতি চেত্তত্রাহ, —নাহন্ত্বিতি। তুভিন্নোপক্রমে। জন্তূন্ জীবমাত্রাণি ভজতোঽপ্যহং ন ভজামি, তর্হি পূর্ব্বতঃ কো ভেদস্ত-ত্রাহ,—অমীষাং ভজতাং অনুবৃত্তির্মদ্ভজনং তস্যা বৃত্তয়ে জীবিকায়ৈ। হে অবলাঃ মদভিপ্রায়ং জ্ঞাতুম-সমর্থাঃ। হন্ত হন্ত যমেবোদ্যমং করোমি স এব বিফলীভবতি, তস্মান্ময্যপরাধিন্যনুগ্রহলেশোঽপি কৃষ্ণস্য নাস্তি ধিঙ্মামিতি প্রতিক্ষণং নির্ব্বেদদৈন্যাদি-বৃদ্ধ্যা কামক্রোধাদ্যনুপগমৈর্ভক্তিঃ প্রদীপ্তীভবত্যজাত-প্রেম্ণাং জাতপ্রেম্নাস্তু অনুবৃত্তির্মদাসক্তিস্তস্যা জীবিকার্থং ন ভজামি দর্শনং দত্ত্বাপ্যন্তর্দধামি তত এবানুবৃত্তি-রাসক্তিঃ প্রবৃদ্ধীভবতি। তত্র জাতপ্রেমস্বেব দৃষ্টান্তঃ যথেতি। তস্য ধনস্যৈব চিন্তয়া নিভৃতঃ পূর্ণো ব্যাপ্ত

ইতি যাবৎ। অন্যৎ ক্ষুৎপিপাসাদ্যপি ন বেদ। অতো মাং ভজতাং মদনুবৃত্তিরেব বাঞ্ছিতা, তস্যা আধিক্যেন সম্পাদনাদহন্তান্ প্রকটমভজন্নপ্যপ্রকটমধিকমেব ভজামীত্যহমপি বস্তুতঃ করুণ এব। দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোদাহরণীভূতো যথা ভবত্য ইত্যতো মম স্বদর্শনদানাদানে এব ভজনাভজনে ন ব্যাখ্যেয়ে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ"মিতি বস্তু প্রতিজ্ঞায়া অন্যথাভাবানর্হাদিতি ভাবঃ ॥ ২০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্বোক্ত প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদাহরণের অন্তঃপাতী না হইলেও, তুমি তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরের উদাহরণের মধ্যে কোন্ লক্ষণে পর্য্যবসিত হইয়াছ ? —এইরূপ যদি জিজ্ঞাসা কর, তদুত্তরে বলিতেছি—ওহে! তোমরা আমার মুখেই আমার পরাজয় শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ? আর তোমরা হাস্য বিলাসযুক্ত কটাক্ষচাতুরী বিষয়ে অগ্রণী, অতএব হে সখীগণ! তোমরা শ্রবণ কর—আমি নারায়ণত্বে আত্মারাম এবং পূর্ণকাম হইলেও নন্দপুত্রত্বে অনাত্মারাম ও অপূর্ণকাম। গোপালকত্বে নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির অধ্যয়ন হয় নাই বলিয়া অকৃতজ্ঞ হইলেও নারায়ণত্ব-হেতু সর্ব্বজ্ঞ বিধায় কৃতজ্ঞ, আর বিলাসাদি সহকারে মুহুঃ প্রণীতা তোমাদিগকে একবার পরিত্যাগে গুরুদ্রোহী হইলেও পুনরায় নিজকে দেখাইয়া আনন্দ দান করিয়াছি বিধায় গুরুদ্রোহী নহি।

"তাহা হইলে নিশ্চয় করিয়া বল তুমি কে"? —তোমাদের এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছি—'নাহং তু' ইত্যাদি। 'তু' শব্দ ভিন্ন উপক্রমে, আমি কিন্তু আমার ভজনপরায়ণ জীবমাত্রকেই ভজনা করি না। যদি বল—তাহা হইলে পূর্ব্ব হইতে তোমার বিশেষ কি প্রভেদ হইল ? তাহার উত্তরে বলিতেছি —'অমীষাম্' অনুবৃত্তি-বৃত্তয়ে', এই সমস্ত ভজনাকারিগণের অনুবৃত্তি অর্থাৎ মদ্ভজন, তাহার বৃত্তি বলিতে জীবিকার নিমিত্ত আমি ভজন করি না। 'অবলাঃ'—হে অবলাগণ! অর্থাৎ আমার অভিপ্রায় পরিজ্ঞানে অসমর্থাগণ! (তোমরা আমার আশয় বুঝিতে পারিবে না, আমি অজাত-প্রেমী ও জাতপ্রেমী উভয়েরই ধ্যানের নৈরন্তর্য্যের নিমিত্ত কখন কখন ভজনা করি না। অনুবৃত্তি শব্দের অর্থ নিরন্তর ধ্যানে বৃত্তি বা লাগিয়া থাকা। প্রেমপ্রকর্ষবশতঃ অবিচ্ছেদে আমার ভাবনায় নিরত রাখিবার জন্যই আমি ক্ষেত্রবিশেষে ভজনাকারীকে ভজন করি না)। "হায়! হায়! আমি যে উদ্যম অবলম্বন করি, সেইটাই বিফল হইয়া যায়, অতএব অপরাধী আমার প্রতি কৃষ্ণের অনুগ্রহ-লেশও নাই, সুতরাং আমাকে ধিক্"—এইরূপ প্রতিক্ষণ নির্ব্বেদ দৈন্যাদি বৃদ্ধি দ্বারা কাম ক্রোধাদির অনুপগম হেতু আমার প্রতি ভক্তি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিবে—এই নিমিত্ত অজাত-প্রেমিগণের ভজন করি না। কিন্তু জাত-প্রেমিগণের পক্ষে—অনুবৃত্তি অর্থাৎ মদাসক্তির জীবিকার নিমিত্ত আমি ভজনা করি না, দর্শন দান করিয়াও অন্তর্হিত হই, সুতরাং তাহাতে আমাতে আসক্তি বর্দ্ধিত হয়। জাত-প্রেমিগণের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন—'যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে", যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তি লব্ধ অর্থ বিনষ্ট হইলে, সেই ধনের চিন্তায় পরিপূর্ণ (ব্যাপ্ত) হইয়া অন্য ক্ষুৎপিপাসাদিও জানে না। অতএব মদ্ভজনাকারীদিগের আমার অনুবৃত্তিই বাঞ্ছিত।

তাহার আধিক্য সম্পাদন হইলেও, আমি প্রকাশ্যভাবে ভজনা না করিলেও নিগূঢ়ভাবে তাহাদিগকে অধিকরূপে ভজনা করিয়া থাকি; সুতরাং বাস্তবিক পক্ষে আমিও করুণাশীল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উদাহরণভূত যেরূপ তোমরা। অতএব আমার দর্শন দান এবং অদানে ভজন ও অভজন হইল—এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—যাহারা আমাকে যেরূপে ভজনা করে, আমিও তাহাদিগকে সেইরূপ ভজনা করি, আমার এই প্রতিজ্ঞার অন্যথা হওয়া অসম্ভব—এই ভাবার্থ ॥ ২০॥

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—হে প্রিয়াঃ, হে অবলাঃ, মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদস্বানাং (মদর্থে মম প্রাপ্ত্যর্থং উজ্ঝিতঃ ত্যক্তঃ লোকঃ যুক্তাযুক্তপ্রতীক্ষণাৎ বেদঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম-

প্রতীক্ষণাৎ স্বানি জ্ঞাতয়শ্চ স্নেহপরিত্যাগাৎ যাভিঃ তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) ময়ি অনুবৃত্তয়ে (নিরন্তর-ধ্যানায়) অপরোক্ষং (অদর্শনং যথা স্যাৎ তথা) ভজতা (যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা) ময়া তিরোহিতং (অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং) তৎ (তস্মাৎ) প্রিয়ং মা (মাং) অসূয়িতুং (দোষারোপেণ দ্রষ্টুং) মার্হথ (যূয়ং ন যোগ্যাঃ স্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ, তোমরা আমার নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্ম তথা আত্মীয়গণের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমি কিন্তু আমাতে তোমাদের ধ্যানের নৈরন্তর্য্য সাধনের নিমিত্ত তিরোহিত হইয়াছিলাম এবং অসাক্ষাতে তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিতেছিলাম আমি তোমাদের প্রিয়, অতএব আমার প্রতি তোমাদের অসূয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য নহে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, জন্তূন্ স্বভক্তান্ অজাতপ্রেম্ণো জাতপ্রেম্ণশ্চ যদেবং ভজসি তৎ সম্যক্ করোষি। কিন্ত্বস্মাস্বপি তথৈব ত্বদ্ব্যবহরণাদ্বয়মপি জন্তুমধ্য এব গণ্যা অভূমেতি তাসাং সানুশয়ং বাক্যমাশঙ্ক্য ভো মৎপ্রাণপরার্দ্ধপ্রিয়পদপয়োজ-পাংশুপরমাণবঃ সখ্যো যুষ্মাসু যদন্যসাধারণ্যেনাদ্য ব্যবহৃতং তদেতন্মে দৌরাত্ম্যং ক্ষমধ্বমিত্যাহ,—এবমিতি। যদ্বা, যথা তথৈবৈবমিত্যমরোক্তেস্তদ্বদিত্যর্থঃ। ততশ্চ মদর্থে উজ্ঝিতো লোকঃ যুক্তাযুক্তা-প্রতীক্ষণাৎ, বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মাপ্রতীক্ষণাৎ। স্বান্যাত্মাত্মীয়ধনজ্ঞাতয়শ্চ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসামপি বস্তদ্বদনুবৃত্তয়ে উক্তলক্ষণামন্যেষাং ভক্তানামিবানুবৃত্তিবৃদ্ধ্যৈ পরোক্ষমদর্শনং যথা স্যাত্তথা ভজতাং যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতা তিরোহিতমিতি কাকুস্তস্মাদতীবানৌচিত্যং কৃতমিত্যর্থঃ। ন হি প্রাচীনা অর্ব্বাচীনা ভাবিনো বা ভক্তা এবং সন্তবেয়ুর্ন হ্যেতাবতা অপ্যনুবৃত্তেরপরাবৃদ্ধিরস্তি, নহি পরমাণু-পরমমহতোর্হ্রাসবৃদ্ধী কেনাপ্যাশাস্যেতে তস্মাদন্যপ্রেমিভক্তান্ প্রতি যুষ্মৎপ্রেমবৈপ্রলম্ভিকপ্রতাপমহোৎকর্ষ-জিজ্ঞাপয়িষাময়ী মমেয়মসমীক্ষ্যকারিতা ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মান্মা মাং প্রতি অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং নার্হথ। তত্র প্রিয়মিতি প্রিয়া ইতি চ হেতুঃ। প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপাঙ্গনাগণ যদি বলেন—"জাতপ্রেম ও অজাতপ্রেম যে কোন স্বভক্ত প্রাণীকেই যদি তুমি এইরূপে ভজনা কর, তবে তাহা ন্যায্য হইতে পারে, কিন্তু যদি তুমি আমাদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার কর, তবে আমরাও জন্তুমধ্যে পরিগণিত হইলাম",—গোপীগণের এইরূপ অনুতাপ-ব্যঞ্জক বাক্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—হে অসংখ্যাত মৎপ্রাণপ্রিয় পদপঙ্কজের ধূলি পরমাণু-স্বরূপ সখীগণ! তোমাদিগের প্রতি আমি যে অন্য সাধারণ জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা অন্যায় হইয়াছে, তোমরা আমার সেই দৌরাত্ম্য ক্ষমা কর, ইহা বলিতেছেন—'এবং' ইত্যাদি। অমর কোষে উক্ত আছে—'যদ্বা, যথা, তথা, এবম্ পর্য্যায়-বাচী শব্দ', ইহাতে এখানে 'এবং' শব্দের সেই প্রকার অর্থ।

তোমরা আমার নিমিত্ত যুক্তাযুক্তের অপ্রতীক্ষায় লোক-সকল, ধর্ম্মাধর্ম্মের অপ্রতীক্ষায় বেদমর্য্যাদা এবং স্নেহত্যাগে আত্মা, আত্মীয়, ধন, জন, প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আর আমি উক্ত লক্ষণ অন্যান্য ভক্তগণের ন্যায় যাহাতে পরোক্ষ দর্শন হয়, সেইরূপে ভজমান তোমাদের সেই অনুবৃত্তির বৃদ্ধির নিমিত্ত অর্থাৎ তোমাদের প্রেমালাপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অন্তর্হিত হইয়াছিলাম কি? —এইরূপ কাকু, অতএব তাহা নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। পরমাণু এবং পরম-মহান্ পদার্থদ্বয়ের কেহ হ্রাস এবং বৃদ্ধির আশা করে কি? অতএব অন্য প্রেমিক ভক্তের প্রতি তোমাদের প্রেমের বিরহ-কালীন প্রতাপের মহোৎকর্ষ জানাইবার নিমিত্ত আমার এই অসমীক্ষ্য-কারিতা ক্ষমা কর—এই ভাবার্থ। যেহেতু এই প্রকার, অতএব 'মাসূয়িতুং মার্হথ', আমার প্রতি দোষারোপ সহকারে দৃষ্টিপাত করা উচিত নহে। কারণ 'প্রিয়ং প্রিয়াঃ', তোমরা আমার প্রিয়া এবং আমিও তোমাদিগের প্রিয়। 'প্রিয়স্য দোষং প্রিয়াঃ খলু ন মনস্যানয়ন্তি'—প্রিয়তমের দোষ প্রিয়াগণ কখনও মনে ধারণা করে না—এই অর্থ ॥ ২১ ॥

———

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে গোপীসান্ত্বনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—অহং নিরবদ্যসংযুজাং (নিরবদ্যা নিষ্কপটা অনিন্দনীয়া সংযুক্ সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ভজনং যাসাং তাসাং) বঃ (যুষ্মাকং) বিবুধায়ুষাপি (বিবুধানাং দেবানাং আয়ুষাপি, মৎপ্রাণেভ্যঃ অপি মম ভক্তানাং অতিপ্রিয়তয়া তেষাং প্রাণৈরপি ইত্যর্থঃ) স্বসাধুকৃত্যং (স্বীয়ং সাধুকৃত্যং প্রত্যুপকারং কর্ত্তুং) ন পারয়ে (ন শক্নোমি) যাঃ (ভবত্যঃ) দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ (দুর্জ্জরা অজরা যাঃ গেহরূপা শৃঙ্খলাঃ তাঃ) সংবৃশ্চ্য (নিঃশেষং ছিত্ত্বা) মা (মাং) অভজন্, (তাসাং মচ্চিত্তন্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈক্যনিষ্ঠং তস্মাৎ) বঃ (যুষ্মাকমেব) সাধুনা (সাধুকৃত্যেন) তৎ (যুষ্মৎসাধুকৃত্যং) প্রতিযাতু (প্রতিকৃতং ভবতু) ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ তাহা বিশুদ্ধ প্রেমময়। তোমরা দুর্জ্জয় গৃহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ তজ্জন্য আমি দেবতাদিগের ন্যায় দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইলেও উহার প্রত্যুপকার সাধন করিতে সমর্থ হইব না অতএব তোমরা নিজ নিজ সাধুকৃত্যদ্বারা প্রত্যুপকৃত হও ॥২২

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—মন্মনসি সন্ততং যদুদ্ভবতি তৎ শৃণুতেত্যাহ,—নেতি। নিরবদ্যা কাম-কর্ম্ম-লোক-ধর্ম্ম-শাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্যেন নিরুপাধিসংযুক্ সংযোগো যাসাং তাসাং বঃ স্বেনৈব সাধু যৎ কৃত্যং নতু সাধুত্বাপাদকেন কেনচিদ্বস্তুসম্পর্কেণ সাধিবত্যর্থঃ। তৎ ন পারয়ে প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নোমি বিবুধায়ুষাপি দেবানামায়ুঃ প্রাপ্যাপীত্যর্থঃ। কৃত্যমিত্যেকবচনেন যুষ্মাকং ক্ষণিকমপি কৃত্যমিত্যর্থঃ। যা মা মামভজন্ সংবৃশ্চ্য দুর্জ্জরা অপি পতিশ্বশ্রূ-পিতৃ-ভ্রাত্রাদিস্নেহবন্ধশৃঙ্খলাঃ নিঃশেষং ছিত্ত্বেব। শ্লেষেণ অপকৃযোগিন ইব সংবৃশ্চ্যাপি তাঃ শৃঙ্খলামাপূর্নৈবাভজন্নিত্যর্থঃ। অহন্তু পিত্রোর্ভ্রাতরি স্বেষু বন্ধুষ্বপি স্নিহ্যামি চ যুষ্মান্ ভজামি চেতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি। স্বপ্রতিজ্ঞাতোঽপি চ্যুত ইতি মম প্রতিক্রিয়ায়া অসম্ভবঃ। ব্যজ্যমানোঽয়মর্থঃ শ্লেষেণাপি লভ্যতে। স যথা সংবৃশ্চ্য যা যুষ্মান্ অহং মা অভজং পরসবর্ণেন নকারদুকারয়োঃ সংযোগঃ। তত্তস্মাদ্ব সাধুত্বেনৈব তৎ যুষ্মৎসাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু। যুষ্মৎসৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং বস্তুতস্তু ঋণ্যেব ভবামি যুষ্মাকমিতি ভাবঃ। ততশ্চ তাভিঃ প্রতি স্বমনস্যেবং বিচারিতম্। পরমেশ্বরত্বাদেব সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণত্বেঽপি দোষগন্ধমাত্ররাহিত্যেঽপ্যস্মৎপ্রেমরসবিজ্ঞত্বেঽপ্যস্মান্ প্রেমবত্ত্বেনোৎকর্ষয়িতুং স্বঞ্চাপকর্ষয়িতু মস্মদৃণীভবিতুমেবাস্মৎকর্ম্মকোঽয়মস্য ত্যাগস্তদিমং পরাবুভূষুং বিজিগীষবো বয়মেবাধন্যা এবং ভবিতুমপারয়ন্ত্যোঽনেন ফলতঃ প্রেম্ণা জিতা এবাভূমেতি ॥২২

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমে দ্ব্যধিকত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—হে প্রিয়াগণ! আমার মনে নিরন্তর যাহা উদয় হইতেছে, তাহা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন —'ন পারয়েঽহং' ইত্যাদি। আমার সহিত তোমাদিগের যে সংযোগ, তাহা কাম, কর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাপেক্ষারাহিত্য বিধায় নিরুপাধিক। 'বঃ স্বসাধুকৃত্যং'—তোমাদিগের নিজের দ্বারাই যে সাধুকৃত্য, তাহা সাধুত্বাপাদক কোন বস্তুর সম্পর্কে নহে, সুতরাং আমি দেবগণের আয়ুঃপ্রাপ্ত হইলেও সেই সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার সাধন করিতে পারিব না। এখানে 'কৃত্যং'—এই একবচনের উল্লেখে তোমাদিগের ক্ষণিক কৃত্যেরও প্রত্যুপকার সম্পাদনে অসমর্থ—এই অর্থ। 'যাঃ মা (মাং) অভজন্'—যে তোমরা পতি, শ্বশ্রূ, পিতা ও ভ্রাতাদির স্নেহবন্ধন-শৃঙ্খল দুর্জ্জর হইলেও তাহা অনায়াসে ছেদন করিয়া একমাত্র আমাকেই ভজন করিয়াছ; শ্লেষার্থে—

অপক্বযোগিগণের ন্যায় তাহা ছেদন করিয়াও তাহাতেই শৃঙ্খলিত হইয়া ভজন কর নাই—এই অর্থ। আমি কিন্তু পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণে স্নেহাক্রান্ত হইয়াই তোমাদিগকে ভজনা করিয়াছি। একারণে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" অর্থাৎ যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই ভজনা করিয়া থাকি, এই স্বীয় প্রতিজ্ঞা হইতেও আমি বিচ্যুত হইয়াছি, সুতরাং আমার প্রতিক্রিয়ার অসম্ভব।

ব্যজ্যমান এই অর্থ শ্লেষার্থেও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা এরূপ—সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া একমাত্র তোমাদিগকে আমি ভজন করি নাই, অতএব তোমাদিগের সাধুত্বের দ্বারাই তোমাদের সে সাধুকৃত্য পরিশোধ হউক। ভাবার্থ এই—তোমাদিগের সৌশীল্য গুণেই আমার অনৃণ্য, বস্তুতঃ আমি তোমাদিগের নিকট ঋণীই রহিলাম।

তদনন্তর শ্রীব্রজসুন্দরীগণ প্রত্যেকেই আপন আপন মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—এই শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বরহেতু সর্ব্বগুণ-পরিপূর্ণ, দোষ গন্ধমাত্ররাহিত্য এবং অস্মৎ প্রেমরস-বিজ্ঞ হইলেও আমাদিগকে প্রেমবত্ত্বরূপে উৎকর্ষ ও নিজের অপকর্ষ করিবার জন্য এবং আমাদিগের নিকট ঋণী হইবার নিমিত্তই অস্মৎকর্ম্মকারী হইয়াছেন, পরন্তু আমাদিগকে যে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ ত্যাগ নহে। অতএব পরাভবেচ্ছু ইহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আমরাই অধন্যা হইলাম। আমরা এই প্রকার হইতে পারিব না, ফলতঃ ইহার প্রেমে আমরা পরাজিতাই হইয়াছি ॥ ২২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
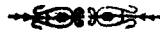
ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্থং ভগবতো গোপ্যঃ শ্রুত্বা বাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার।

এই অধ্যায়ে গোপীমণ্ডলমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের যমুনা-বন-সম্বন্ধিনী ক্রীড়া দ্বারা প্রেয়সীগণের সহিত বিহার বর্ণিত হইয়াছে।

যমুনাতীরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রসনিপুণা, পরস্পর-প্রীতিসূত্রে আবদ্ধা কৃষ্ণসেবাপরায়ণা গোপীগণের সহিত বহু মূর্ত্তি প্রকট করিয়া রাসোৎসবে প্রমত্ত হইলে গোপীগণ নৃত্যগীত ও শৃঙ্গার সূচক হাবভাব প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীগণের মধুর স্বরে দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি প্রকট করায় প্রত্যেক গোপী মনে করিতেছিলেন, কৃষ্ণ যেন তাঁহারই নিকট অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং নৃত্য ও গান করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাঁহারা স্ব-নিকটস্থ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশে বাহুদ্বারা আলিঙ্গন, কেহ বা পদ্মগন্ধযুক্ত চন্দনাদিলিপ্ত কৃষ্ণ-বাহুর আঘ্রাণ ও চুম্বন, কেহ বা স্বীয় অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কর-কমল স্থাপন, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সন্তোষ উৎপাদন করিতেছিলেন। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণই একমাত্র আস্বাদক ও আস্বাদ্য। লীলার পুষ্টির নিমিত্ত এক হইয়াও বহুরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। এই জন্য পণ্ডিতগণ এই রাসলীলাকে বালকের স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়ার ন্যায় বলিয়াছেন। অচিন্ত্য পরমৈশ্বর্য্য

সম্পন্ন আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার ক্রীড়া দর্শন করিয়া আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

রাসক্রীড়ান্তে জলক্রীড়া। গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের এবম্বিধ লম্পট-জনোচিত কামক্রীড়া শ্রবণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ সন্দিহান হইলে পরম-ভাগবত শ্রীল শুকদেব—"সর্ব্বভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশী ক্রীড়া কখনই দোষের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু রুদ্রব্যতীত অন্যে বিষপান করিলে যেরূপ দশাপ্রাপ্ত হ'ন, সেইরূপ ভগবান্ ব্যতীত অন্যে কেহ এইরূপ ক্রীড়ার অনুকরণ করার কথা দূরে থাকুক মনে মনে চিন্তা করিলেও বিশেষ অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী" —প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা তাঁহার সংশয় ছেদন করিলেন। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজীবের অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভক্তগণকে কৃপা করিবার নিমিত্ত যে লীলা প্রকট করেন, তাহাতে প্রাকৃত দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। গোপীদিগের কৃষ্ণানুরক্তি শ্রবণ করিলে জীবমাত্রেরই ভোগমূলাবাসনা বিনষ্ট হইয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা-প্রবৃত্তির উদয় করায়।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—গোপ্যঃ ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) ইত্থং (পূর্ব্বোক্তরূপং) সুপেশলাঃ (মনোহরাঃ) বাচঃ (বাক্যানি) শ্রুত্বা, তদঙ্গোপচিতাশিষঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্গৈঃ আলিঙ্গন-করগ্রহণাদিনা উপচিতাঃ সম্পন্নাঃ আশিষঃ মনোরথাঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) বিরহজং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিরহজনিতং) তাপং (দুঃখং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ॥১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই প্রকার মনোহর বাক্য-শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় করচরণাদি গ্রহণ ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত তাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

ত্রয়স্ত্রিংশে রাসলাস্য-বিহার-জলকেলয়ঃ।
প্রশ্নোত্তরাণ্যপ্যুক্তানি পরীক্ষিচ্ছুকদেবয়োঃ ॥০॥

সুপেশলা অতিমনোহরাঃ, তস্যাঙ্গস্পর্শাদিনা উপচিতা আশিষঃ কামা যাসাং তাঃ। ভগবত এব বা বিশেষণম্। গোপীগাত্রস্পর্শজনিত-সুখস্যেত্যর্থঃ। তেন চ প্রশ্নোত্তরসমাপ্তৌ মানশান্ত্যা তদা আলিঙ্গনচুম্বনাদিবিলাসা আসন্নিতি দ্যোতিতম্ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসলাস্য, বিহার ও জলকেলি এবং শ্রীপরীক্ষিতের প্রশ্ন ও শ্রীশুকদেবের প্রত্যুত্তর বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'সুপেশলাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের অতিমনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া। 'তদঙ্গোপচিতাশিষঃ'—তাঁহার করচরণাদি গ্রহণ ও আলিঙ্গনাদির দ্বারা পূর্ণমনোরথ হইয়া গোপীগণ বিরহজনিত সন্তাপ দূর করিলেন। অথবা —ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষণ। গোপীগণের আলিঙ্গন ও করগ্রহণ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ দ্বারা সুখপ্রাপ্ত শ্রীভগবানের ঈদৃশ পরম মনোহর বাক্যসমূহ শ্রবণপূর্ব্বক গোপীগণ বিরহজনিত তাপ পরিত্যাগ করিলেন। 'তেন চ প্রশ্নোত্তর-সমাপ্তৌ'—অতঃপর প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত হইলে গোপীদিগের মানের উপশম হইল, তখন আলিঙ্গন চুম্বনাদি বিলাস হইয়াছিল—ইহা অভিব্যক্ত হইল ॥ ১ ॥

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দঃ তত্র (যমুনাতীরে) অনুব্রতৈঃ প্রীতৈঃ অন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ (অন্যোন্যং পরস্পরং আবদ্ধাঃ গৃহীতাঃ বাহবঃ যেষাং তৈঃ) স্ত্রীরত্নৈঃ অন্বিতঃ (যুক্তঃ সন্) রাসক্রীড়াং (রাসানাং নৃত্যগীতালিঙ্গনাদীনাং সমূহঃ, বহুনর্ত্তকী-যুক্ত নৃত্যবিশেষো বা রাসঃ তাং ক্রীড়াঃ) আরভত। ২ ॥

অনুবাদ—(অনন্তর) গোবিন্দ যমুনাতীরে তাঁহারই ন্যায় রসজ্ঞা, অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ পরস্পর বাহুপাশে আবদ্ধা স্ত্রীগণের মধ্যে রত্নসদৃশী গোপীদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া তাং, অনুব্রতৈস্তদানীং পরস্পরৈকমত্যেন স্বানুকূলৈঃ। অন্যোন্যমাবদ্ধাঃ সংগ্রথিতা বাহবো যৈস্তৈঃ সহ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাস-ক্রীড়াং'—যমুনাপুলিনে গোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। নৃত্য, গীত, চুম্বন, আলিঙ্গনাদি রসসমূহ রাস, তন্ময়ী যে ক্রীড়া

তাহার নাম রাসক্রীড়া। 'অনুব্রতৈঃ'—তৎকালে পরস্পর ঐকমত্যহেতু স্বানুকূল এবং পরস্পর বাহু-পাশে আবদ্ধ গোপীগণের সহিত মিলিত শ্রীগোবিন্দ রাসক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

———

রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্ব-নিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ – (তৎসাহিত্যমভিনয়েন দর্শয়তি) সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) যং (শ্রীকৃষ্ণং) স্ব-নিকটং (স্ব-স্ব-নিকটস্থং, মামেবাশ্লিষ্টবানিতি) মন্যেরন্ (তেন) কৃষ্ণেন কণ্ঠে গৃহীতানাং (আলিঙ্গিতানাং) তাসাং (গোপীনাং) দ্বয়ো-র্দ্বয়োঃ মধ্যে প্রবিষ্টেন (একৈক-রূপেণাবস্থিতেন) যোগেশ্বরেণ (অচিন্ত্যশক্ত্যা বহুরূপেণ কৃষ্ণেন) গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ (গোপীনাং মণ্ডলেন সমূহেন মণ্ডিতঃ শোভিতঃ যঃ সঃ) রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তঃ (সমারব্ধঃ) তাবৎ (যদা রাসোৎসবপ্রবৃত্তিঃ তৎক্ষণমেব) ঔৎসুক্যাপহৃতাত্মনাং (ঔৎসুক্যেন তদ্দর্শনৌৎসুক্যেন অপহৃতঃ আত্মা মনো যেষাং ব্যাকুলিতমনসাং) সদারাণাং (সস্ত্রীকানাং) দিবৌ-কসাং (দেবানাং) বিমানশতসঙ্কুলং (বিমানানাং আকাশযানানাং শতৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং সঙ্কীর্ণং) নভঃ (বভূব) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অচিন্তশক্তি দ্বারা গোপীদিগের দুই দুই জনের মধ্যে নিজ এক এক মূর্ত্তি প্রকট পূর্ব্বক প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের কণ্ঠ ধারণ করিলে গোপী-গণ সকলেই মনে করিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণ যেন তাঁহাদের নিকটেই অবস্থান করিতেছেন, যে সময় গোপীমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণ রাসোৎসবে প্রবৃত্ত, হইলেন, তখন তদ্দর্শনে উৎকণ্ঠিত চিত্ত সস্ত্রীক দেব-দিগের অসংখ্য বিমানে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তৎসাহিত্যপ্রকারং দর্শয়তি—রাসোৎ-সব ইতি। ষড়ক্ষরন্যূনসার্দ্ধেন। রাস এব উৎসবঃ ভক্তজনদৃঙ্মনশ্চাতকেভ্য আনন্দামৃতপ্রদায়কঃ সম্য-গেব প্রবৃত্তঃ। কেন ? তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্ম্মধ্যেন প্রবিষ্টেন কৃষ্ণেন। অত্র সংপ্রবর্ত্তিত ইত্যনুক্তেঃ ; স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বং তস্মৈ রাসায়ৈব দদতা স্বয়ঞ্চ করণত্বং ভজতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বস্মাৎ সর্ব্ব-শক্তিভ্যশ্চ সর্ব্বলীলাভ্যশ্চ রাসস্যৈব মহোৎকর্ষঃ স্বদন্তো ব্যঞ্জয়ামাসে। অতএব লক্ষ্মীপ্রভৃতয়োঽপি তং লব্ধুমুৎকণ্ঠন্ত এব নতু লভন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। কথম্ভূতানাং ? তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং উভয়ত আলি-ঙ্গিতানাম্। অত্রাগ্রিমশ্লোকে "মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথে"ত্যত্র মধ্যে ইতি পদেন মরকত ইত্যেকবচনেন চাত্র চ শ্লোকে সতা মিথো ইত্যনুক্ত্বা প্রবিষ্টেনেতি পদেন চ প্রযুক্তেন গোপীমণ্ডলমধ্যকর্ণিকা-ভূত এব কৃষ্ণো মধ্যে স্থিতঃ সন্নেব তথাগতিলাঘবং প্রকটয়ামাস, যথা মণ্ডলাস্থানাং গোপীনামপি দ্বয়ো-র্দ্বয়োর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টো নৃত্যতি স্মেত্যেকপরমাণুমাত্র-কালেনৈব মধ্যপ্রদেশাদাগত্য মণ্ডলস্থাস্ত্রিশতকোটি-গোপীঃ সনৃত্যং পরিরভ্য পুনর্মধ্যপ্রদেশ গত বভূ-বেত্যলাতচক্রাদপি তস্য গতিলাঘবমধিকমভূদিতি জ্ঞেয়ম্। যতো মণ্ডলকর্ণিকাগতত্বং মণ্ডলস্থপ্রত্যেক-গোপীমধ্যগতত্বং তস্য তদানীং সর্ব্বৈর্দৃষ্টম্। এব-মেব "অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো মাধবং মাধবঞ্চান্ত-রেণাঙ্গনাঃ। ইত্থমাকল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ সংজগৌ বেণুনা দেবকীনন্দন ॥" ইতি শ্রীবিল্বমঙ্গলমহানুভাব-চরণৈরুক্তম্। তত্র হেতুগর্ভং বিশিনষ্টি,—যোগে-শ্বরেণ নিখিলকলানিধিত্বাৎ তদুপায়মহাবিজ্ঞেন। "যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষ্বি"ত্যমরঃ। যদ্বা, যোগা যোগমায়া দুর্ঘটনাপটীয়সী মহাশক্তিস্তস্যা ঈশ্বরেণ। যুগপৎ সর্ব্বগোপীনামাশ্লেষৌৎসুক্যং তস্যা-ভিজ্ঞায় সৈব তাবতঃ প্রকাশাংস্তস্য প্রকটয্য সমাদধৌ। অত্র দ্বয়োর্দ্বয়োর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টেনেতি বীপ্সয়া একৈক-গোপীমধ্যে দ্বিদ্বিগোপীমধ্যে প্রবেশঃ সঙ্গচ্ছতে ইতি ব্যাচক্ষতে। তত্রৈকৈকগোপীমধ্যপ্রবেশে ব্যাখ্যায়মানে যোগমায়াপক্ষে একস্যাঃ স্ত্রিয়ঃ স্কন্ধয়োঃ কৃষ্ণপ্রকাশ-দ্বয়স্য ভুজস্পর্শানৌচিত্যং নাশঙ্কনীয়ম্। যোগমায়ৈব তাং তাং প্রত্যেকস্যৈব প্রকাশস্পর্শভানসমর্পণাৎ। দ্বিদ্বিগোপীব্যাখ্যানে তু নৈবাসমঞ্জসম্। যং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ত্রিয়ঃ স্ব-নিকটং মন্যেরন্ অসৌ ময়্যাশ্লিষ্যন্নেবাত্রাস্তি তদপি যৎ সর্ব্বত্রায়ং দৃশ্যতে তদিয়ং কাচিদস্য

নাট্যবিদ্যেত্যমংসতেত্যর্থঃ। অত্র মধ্যগো দেবকীনন্দনঃ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বর্য্যা সহিত এবেত্যাহুঃ,—তস্যা এব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ্যাৎ রাসক্রীড়াদিকারণমিতি তদীয় শতনামস্তোত্রদৃষ্টেঃ। তাবৎ তৎক্ষণ এব বিমানশতৈর্ব্যাপ্তং নভো বভূব। কেষাং দিবৌকসাং ব্রহ্মাদীনাং অত্রৌৎসুক্যাদিতি কৃষ্ণনৃত্যাংশ এব নতু রসস্য বিলাসে। দাসত্বেনাযোগ্যত্বাৎ তদ্দারাণান্ত অনৌচিত্যাভাবাৎ সর্ব্বত্রৈব অতএব। রাসে দিবি পুংসাং কৃষ্ণদর্শনমেব ন গোপীদর্শনম্। যোগমায়য়া আবরণাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন প্রকার বর্ণন করিতেছেন—'রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তঃ'। রাসোৎসব বলিতে রাস-রূপ উৎসব, অর্থাৎ ভক্তজনের নয়ন ও মনোরূপ চাতকের আনন্দামৃতপ্রদ রাস সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত হইল। মণ্ডল-রূপে অবস্থিত গোপীগণের দুই দুয়েরই মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাসোৎসব আরম্ভ করিলেন। এই স্থলে কৃষ্ণ রাসোৎসব প্রবৃত্ত করাইলেন—একথা না বলায়, শ্রীকৃষ্ণ রাসকেই রাস প্রবর্ত্তনার স্বাতন্ত্র্য কর্তৃত্ব দান করিয়া এবং নিজে করণত্ব ভজনা করতঃ নিজ হইতে, সকল শক্তি হইতে এবং সকল লীলা হইতে রাসোৎসবের মহান্ উৎকর্ষ প্রকটিত করিলেন। অতএব লক্ষ্মী প্রভৃতিও সেই রাসলাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হন, কিন্তু লাভ করিতে পারেন নাই।

কেমন তাহাদিগের মধ্যে? তাহাতে বলিতেছেন—'তৈনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং'—শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে গোপীদিগের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট রহিলেন। ইহা দ্বারা এইরূপ অর্থ হইল—প্রতি গোপীর দুই পার্শ্বেই শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান রহিলেন। অগ্রিম শ্লোকে "হৈমমণির মধ্যবর্ত্তী মহামরকত মণির ন্যায়"—এই স্থলে 'মধ্য' এই পদদ্বারা, এবং 'মরকত'—এই পদে একবচন নির্দ্দেশ দ্বারা, আর এই শ্লোকেও 'সতা মিথঃ' অর্থাৎ পরস্পর দুই দুয়ের মধ্যে বর্ত্তমান—এইরূপ বা বলিয়া, 'প্রবিষ্টেন' অর্থাৎ প্রবেশ করিয়া এই পদ নির্দ্দেশ দ্বারা এই প্রতীত হইতেছে যে—গোপীমণ্ডলের মধ্য কর্ণিকাভূত শ্রীকৃষ্ণ, মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত রহিয়াই এমন গতিলাঘব প্রকটিত করিয়াছিলেন যে, যদ্দ্বারা মণ্ডলের এবং দুই দুই গোপীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াও নৃত্য করিয়াছিলেন।

বিশেষ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এক পরমাণু মাত্র সময়ে মণ্ডলের মধ্য হইতে আসিয়া মণ্ডলস্থ ত্রিশতকোটি গোপীকে নৃত্যসহকারে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ইহা দ্বারা অলাতচক্র হইতেও শ্রীকৃষ্ণের গতিলাঘব অধিক সূচিত হইয়াছে, যেহেতু সেই সময়ে সকল গোপীই শ্রীকৃষ্ণকে মণ্ডলকর্ণিকাগত এবং মণ্ডলস্থ প্রত্যেক গোপীমধ্যগত দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাই বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন—"অঙ্গনামঙ্গনামন্তরে মাধবঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ রমণীগণের মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে রমণী, এইরূপে রাসমণ্ডল প্রবর্ত্তিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন। এই বিষয়ে হেতুগর্ভ বিশেষণ "যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন"—'যোগেশ্বর' অর্থাৎ নিখিলকলা-নিধিত্ব হেতু তদুপায়-মহাবিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক। অমরকোষে উক্ত আছে—"যোগ শব্দে সন্নহনোপায়, ধ্যান, সঙ্গতি ও যুক্তি বুঝায়।" অথবা 'যোগা'—যোগমায়া, দুর্ঘটনঘটাপটীয়সী মহাশক্তি, তাহার ঈশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ যাবতীয় গোপীর আলিঙ্গন ঔৎসুক্য জানিতে পারিয়া যোগমায়া তত পরিমাণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ প্রকটিত করিয়া সমাধান করিলেন।

এখানে 'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ'—এই কথা দ্বারা এক এক গোপীর মধ্যে এবং দুই দুই গোপীর মধ্যে প্রবেশ সঙ্গত হয়, এইরূপে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করেন। তন্মধ্যে এক এক গোপী মধ্যে প্রবেশ ব্যাখ্যা করা হইলে, এক গোপীর দুইপার্শ্বে কৃষ্ণদ্বয়ের প্রকাশ হইলেও ভুজস্পর্শানৌচিত্য আশঙ্কা করা যায় না, কারণ এ স্থলে যোগমায়াই সেই সেই গোপীর প্রতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শভানের সমর্পণ করিয়াছিলেন। দুই গোপী পক্ষে ব্যাখ্যার কোন অসামঞ্জস্য নাই। 'যং মন্যেরন্ স্ত্রিয়ঃ'—স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজের নিকটে বর্ত্তমান মনে করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমাকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া এই স্থানেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে প্রত্যেক গোপীর নিকট পরিলক্ষিত হইতেছেন, সে তাঁহার কোন নাট্য-বিদ্যা—এরূপ মনে করিতে

লাগিলেন। এই স্থলে মধ্যস্থ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর সহিতই মিলিত রহিয়াছেন, যেহেতু তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা এবং রাসক্রীড়াদির কারণ—ইহা তাঁহার শতনাম স্তোত্রে দৃষ্ট হয়।

'তাবৎ নভঃ বিমানশত-সঙ্কুলম্'—তৎক্ষণে শত শত বিমানে নভোমণ্ডল সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। কাহাদিগের বিমানে? তাহাতে বলিতেছেন—'দিবৌকসাং'—ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণের। এখানে দেবগণের যে ঔৎসুক্য হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাংশেই হইয়াছিল, পরন্তু বিলাসাংশে নহে, কারণ দেবতারা দাসভক্ত, সুতরাং বিলাস-দর্শনের অযোগ্য বিধায় কেবল নৃত্যই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দেবস্ত্রী-গণের বিলাস-দর্শনে যোগ্যতা আছে বলিয়া তাঁহারা বিলাস ও নৃত্য সমস্তই দেখিয়াছিলেন। অতএব রাসস্থলীতে পুরুষমাত্রেরই শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন হইয়াছিল, গোপীদর্শন হয় নাই, কারণ যোগমায়া স্বীয় মায়া বিস্তারপূর্ব্বক পুরুষগণের চক্ষুঃ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকাস্তদ্‌যশোঽমলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) দুন্দুভয়ঃ (দৈবৈঃ কৃতাঃ বাদ্যবিশেষাঃ) নেদুঃ (বাদিতাঃ) পুষ্পবৃষ্টয়ঃ নিপেতুঃ (পতিতাঃ) সস্ত্রীকাঃ (স্ত্রীভিঃ সহিতাঃ) গন্ধর্ব্বপতয়ঃ অমলং তদ্‌যশঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশঃ) জগুঃ (গীতবন্তঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর দুন্দুভি-নিনাদ ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্বপতিগণ সস্ত্রীক শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মলকীর্ত্তি গান করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—রাসমণ্ডলে সপ্রিয়াণাং (শ্রীকৃষ্ণসহিতানাং) যোষিতাং (গোপীনাং) বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিণীনাঞ্চ তুমুলঃ (সঙ্কীর্ণঃ) শব্দঃ অভূৎ ॥৫॥

অনুবাদ—রাসমণ্ডলে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত গোপীদিগের বলয়, নূপুর এবং কিঙ্কিণীর তুমুল শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্রিয়াণাং সকৃষ্ণানাম্। অত্র চকারেণ তত্রানদ্ধশুষিরতুমুলান্যপি সংগৃহীতানি। এষাং চকারেণোক্তত্বাদপ্রাধান্যাদ্বলয়াদিবাদ্যানাচ্ছাদকত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সপ্রিয়ানাং'—শ্রীকৃষ্ণ-সমন্বিত বলার অভিপ্রায়—ব্রজসুন্দরীগণের প্রীতির নিমিত্ত তাবৎসংখ্যকত্বরূপে প্রকাশমান শ্রীভগবানেরও তথাবিধ বলয়াদির শব্দ হইয়াছিল। শ্লোকস্থ 'চ'—পদ দ্বারা আনদ্ধ, শুষির এবং তুমুলও বাজিয়াছিল। চ-কার দ্বারা এই সকলের অধ্যাহার করা হইল বলিয়া এই বাদ্যগুলি অপ্রধান, সুতরাং তদ্দ্বারা বলয়াদি বাদ্যধ্বনির আচ্ছাদক হয় নাই ॥ ৫ ॥

তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (রাসমণ্ডলে) হৈমানাং (স্বর্ণনির্ম্মিতানাং) মণীনাং (দ্বয়োঃ দ্বয়োঃ) মধ্যে মহামারকতঃ (নীলমণিঃ) যথা (ইব) তাভিঃ (গোপীভিঃ আশ্লিষ্টাভিঃ) ভগবান্ দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অতি শুশুভে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—সুবর্ণমণির মধ্যগত মহামরকত নীলমণি যেরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাসমণ্ডলে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—দেবকীসুতঃ ক্ষত্রিয়জাতিরপি ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণোঽপি তত্র গোপজাতিস্ত্রীণাং মধ্যে অতিশুশুভে, ইন্দ্রনীলমণিবর্ণোঽপি কৃষ্ণস্তাসাং গৌরকান্তিমিশ্রণান্মরকতবর্ণস্তত্রাপি শোভাবৈলক্ষণ্যমালক্ষ্য মহচ্ছব্দঃ প্রযুক্ত ইত্যেকে। মরকত-শব্দোঽয়মিন্দ্রনীলমণি-বাচীত্যপরে। "মহামারকত" ইত্যপি পাঠঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দেবকীসুতঃ'—ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও, 'ভগবান্'—ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইলেও সেই রাসমণ্ডলে গোপজাতীয়া রমণীগণের মধ্যে অত্যন্ত শোভমান হইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রনীলমণিবর্ণ

হইলেও সেই গোপীগণের গৌরকান্তি-মিশ্রণের ফলে মরকত-বর্ণরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন। এখানে শোভার বৈলক্ষণ্য দর্শন করিয়া মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—'মরকত' শব্দ ইন্দ্রনীলমণি-বাচী। 'মহামারকতঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে, তাহাতে যেমন মহামারকত মণিরও হেমমণির মধ্যবর্তী হইলে অধিক শোভা হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়াগণের আলিঙ্গনেই অধিক শোভা হইল—এই অর্থ ॥ ৬ ॥

তথ্য—দেবকীসুতঃ—যশোদানন্দন।

দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ—(আদিপুরাণে) অর্থাৎ নন্দ-ভার্য্যার দুইটী নাম ছিল, একটী নাম যশোদা ও অপর নাম দেবকী ॥ ৬ ॥

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূ-বিলাসৈ-
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচ-পটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররসনাগ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥৭॥

অন্বয়ঃ—(স যথা তাভিঃ শুশুভে তথা তা অপি তেন বিরেজুরিত্যাহ) পাদন্যাসৈঃ (পাদবিক্ষেপৈঃ) ভুজবিধুতিভিঃ (করচালনৈঃ) সস্মিতৈঃ (ঈষদ্ধাস্যসহিতৈঃ) ভ্রূবিলাসৈঃ চ ভজ্যন্মধ্যৈঃ (ভজ্যমানৈঃ মধ্যৈঃ কটিভাগৈঃ) চলকুচ-পটৈঃ (চলৈঃ চঞ্চলৈঃ কুচৈঃ পটৈশ্চ) গণ্ডলোলৈঃ (গণ্ডেষু লোলৈঃ চঞ্চলৈঃ) কুণ্ডলৈঃ (চ উপলক্ষিতাঃ) স্বিদ্যন্মুখ্যঃ (স্বিদ্যন্তি স্বেদমুদ্গিরন্তি মুখানি যাসাং তাঃ) কবররসনাগ্রন্থয়ঃ (কবরেষু কুচেষু রসনাসু চ দৃঢ়াঃ গ্রন্থয়ঃ যাসাং তাঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্ত্যঃ তাঃ কৃষ্ণবধ্বঃ মেঘচক্রে (মেঘসমূহে) তড়িতঃ ইব বিরেজুঃ (বিরাজিতবত্যঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—পাদবিক্ষেপ, কর সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সহিত ভ্রূবিলাস, স্বাভাবিক কৃশতা হেতু নৃত্যকালীন পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা ঈষৎ ভগ্নভাবাপন্ন মধ্যদেশ, চঞ্চল স্তন-বসন, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল—এই সকলের দ্বারা উপলক্ষিতা কৃষ্ণ-কামিনীদিগের বদনকমল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইল। তাঁহাদের কবরী ও কাঞ্চী শিথিল হইয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে তাঁহারা মেঘচক্রে তড়িন্মালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—যথা তাভিঃ স শুশুভে তথা তেন তা অপি শুশুভিরে ইত্যাহ,—পাদন্যাসৈরিতি। পাদানাং ন্যাসাঃ গীতরসতালানুসারিণ্যঃ পুনঃ পুনর্ব্যক্তীকৃত-বিচিত্রনৃত্যগীতয়স্তৈঃ। ভুজবিধুতিভিরন্যোন্যবদ্ধানামপি ভুজানাং বিচিত্রৈঃ কম্পনৈঃ। কিঞ্চ, অন্যোন্যাবদ্ধভুজতাং ত্যক্ত্বা কদাচিদতিলাঘবতো হস্তকভেদেন করচালনৈর্গীতপদার্থাভিনয়ৈঃ স্মিতহসিতৈর্ভ্রূবাং বিবিধৈর্ভেদৈর্ভঙ্গিভিঃ। রসাভিনয়ার্থং স্ব-স্বকৌশলাবধাপনার্থঞ্চ, ভজ্যন্মধ্যৈঃ ভজ্যমানৈঃ স্বভাবতঃ কার্শ্যেন নৃত্যবিবর্ত্তনাদিনা চ ভঙ্গমিব গচ্ছদ্ভির্মধ্যভাগৈশ্চলৈঃ কুচপটৈঃ কঞ্চুকোপরিতন-বস্ত্রৈর্ভগবদুত্থানানন্তরং পুনঃ প্রতিসংগৃহীতৈঃ, কৃষ্ণস্য বধ্বঃ ভোগ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ। "বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রীচে"তি নানার্থবর্গঃ। অত্র বধূশব্দস্য ভার্য্যাবাচকত্বে ব্যাখ্যায়মানে "প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ" ইতি ভীষ্মোক্ত্যা বিরুদ্ধ্যেত তেন ন তথা ব্যাখ্যেয়ম্। কৃষ্ণস্য শ্যামলসুন্দরস্য তদেকাশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গ্যস্তদেকাশ্রয়তয়া তদেকভোগ্যতয়া চ বধ্ব ইব বধ্ব ইতি প্রকৃতবৈষ্ণবতোষণী ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেবল যে গোপাঙ্গনাগণের সাহচর্য্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শোভিত হইয়াছিলেন এরূপ নহে, শ্রীকৃষ্ণের সাহচর্য্যেও গোপাঙ্গনাগণ অতিশয় শোভিতা হইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'পাদন্যাসৈঃ' ইত্যাদি। গীত, রস, তাল অনুযায়ী পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত বিচিত্র নৃত্য গীতের সহিত পাদসমূহের বিক্ষেপ। 'ভুজ-বিধূতিভিঃ'—যদিও গোপাঙ্গনাগণের করপল্লব পরস্পর আবদ্ধ ছিল, তথাপি ইহারা করসঞ্চালনার্থ কখনও কখনও অতিশয় ক্ষিপ্রতায় করবন্ধন পরিত্যাগ করিয়া সুমধুর হাস্যের সহিত ভ্রূ-ভঙ্গীর দ্বারা গীত পদার্থের অভিনয় করিতেন। 'ভজ্যন্মধ্যৈঃ'—স্বাভাবিক কৃশতাহেতু নৃত্য বিশেষের নিমিত্ত পরিবর্ত্তনাদি দ্বারা কটিদেশ আভুগ্ন, অর্থাৎ ঈষৎ ভঙ্গভাবাপন্ন হইয়াছিল, ইহাতে তাঁহাদিগের কুচকঞ্চুকের উপরিস্থিত বস্ত্র, যাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আসন হইতে উত্থানের পর পুনরায় সংগৃহীত, সঞ্চালিত হইতেছিল। 'কৃষ্ণবধ্বঃ'—শ্রীকৃষ্ণের বধূগণ বলিতে ভোগ্যা স্ত্রীগণ। অমরকোষে উক্ত আছে—

"বধূ শব্দে জায়া, স্নুষা ও স্ত্রী বুঝায়"। এখানে বধূ-শব্দের ভার্য্যা-বাচকত্ব ব্যাখ্যা করা হইলে, 'প্রকৃতিমগন্ কিল যস্য গোপবধ্বঃ' (১।৯।৪০), অর্থাৎ গোপবধূগণের ইঁহার কৃপায় স্বরূপপ্রাপ্তি হইয়াছিল, ইত্যাদি ভীষ্মদেবের উক্তির বিরুদ্ধ হয়। অতএব শ্রীল সনাতন গোস্বামি কৃত বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণস্য শ্যামলসুন্দরস্য" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র আশ্লিষ্টা গৌরাঙ্গীগণ তাঁহারই একমাত্র আশ্রয়তারূপে তাঁহার একমাত্র ভোগ্যা বধূর ন্যায় বধূ—এই অর্থ ॥ ৭ ॥

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্গীতেন (যাসাং গীতেন) ইদং (বিশ্বম্) আবৃতং নৃত্যমানাঃ (নৃত্যন্ত্যঃ) রক্তকণ্ঠ্যঃ (নানারাগৈঃ অনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ) রতিপ্রিয়াঃ (রমণপ্রিয়াঃ) কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতাঃ কৃষ্ণস্য অভিমর্শেন সংস্পর্শেন মুদিতাঃ হৃষ্টাঃ তাঃ গোপ্যঃ) উচ্চৈঃ জগুঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নানারাগে অনুরঞ্জিত-কণ্ঠা, কৃষ্ণানুরক্তা গোপীগণ কৃষ্ণ-অঙ্গ সংস্পর্শে অতীব আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। সেই গানে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—নৃত্যমানা নৃত্যন্তঃ। যদ্বা, নৃত্যেন মানঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃক আদরো যাসাং তাঃ রক্তকণ্ঠ্যঃ নানারাগৈরনুরঞ্জিতকণ্ঠ্যঃ। রাগাশ্চোক্তাঃ সঙ্গীতসারে —"তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুর্যাবত্যো জীবজাতয়ঃ। তেষু ষোড়শসাহস্রী পুরা গোপীকৃতা বরে"তি। রতিঃ কৃষ্ণকর্ত্তৃকা প্রীতিরেব প্রিয়া যাসাং তাঃ। কৃষ্ণস্যাভিমর্শেন স্পর্শাদিনা মুদিতা ইতি নৃত্যাদিশ্রমানুদ্গমঃ। যদ্গীতেন যৎকর্ত্তৃকেন গীতেন। তদানীং ইদং জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং আবৃতং ব্যাপ্তমাসীদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যদ্গীতেন যৎকর্ম্মকেন গীতেনেতি। অদ্যাপি জগদ্বর্ত্তিভির্লোকৈর্যা গীয়ন্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃত্যমানাঃ'—নৃত্যন্তঃ, নৃত্য করিতে করিতে, অথবা—নৃত্যহেতু কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সমাদর (প্রশংসা) প্রাপ্তা, 'রক্তকণ্ঠ্যঃ'—নানারাগে অনুরঞ্জিতকণ্ঠী গোপীগণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের রাগ-সম্পর্কে সঙ্গীতসারে অভিহিত হইয়াছে—"তাবন্ত এব রাগাঃ স্যুঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ সংসারে যত পরিমাণ জীব আছে, রাগও তত পরিমাণই আছে। তন্মধ্যে পূর্ব্বে গোপীকৃত ষোড়শ সহস্র রাগই শ্রেষ্ঠ। 'রতিপ্রিয়াঃ'—শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে প্রীতি, তাহাই হইয়াছে যাঁহাদিগের একমাত্র প্রিয়। 'কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতাঃ—শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শাদির দ্বারা যাঁহারা অতীব আনন্দিতা, ইহাতে তাঁহাদিগের নৃত্যাদি জনিত পরিশ্রমের উপলব্ধি হয় নাই। 'যদ্ গীতেন ইদম্ আবৃতম্'—যাঁহাদিগের গীতে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে (অর্থাৎ যাঁহাদিগের স্বয়ং উৎপ্রেক্ষিত রাগসমূহে এই জগৎ পরিব্যাপ্ত অর্থাৎ তদনুসারে গানপর হইয়াছে)। কিম্বা যাঁহাদিগের গীতে অর্থাৎ যৎকর্ম্মক গীতে এই জগৎ ব্যাপ্ত অর্থাৎ অদ্যাপি জগদ্বাসি জনসকল যাঁহাদিগের গান করিয়া থাকে—এই অর্থ ॥ ৮ ॥

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কাচিৎ (গোপী) মুকুন্দেন (শ্রীকৃষ্ণেন) সমং (সহ) অমিশ্রিতাঃ (কৃষ্ণোন্নীতাভিঃ অসঙ্কীর্ণাঃ) স্বরজাতীঃ (ষড়্জাদি স্বরালাপগতীঃ) উন্নিন্যে (উন্নীতবতী)। তদা প্রীয়তা (প্রীয়মানেন) তেন (কৃষ্ণেন) সাধু সাধু ইতি (বচনেন সা) পূজিতা (সম্মানিতা জাতা)। তদা (অন্যা কাচিৎ গোপী) তৎ (স্বরজাত্যুন্নয়নম্) এব ধ্রুবং (ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা) উন্নিন্যে। তস্যৈ (গোপ্যৈ পূর্ব্বগোপীতঃ অপি শ্রীকৃষ্ণঃ) মানং (আদরম্) বহু অদাৎ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী মুকুন্দের সহিত স্বর না মিশাইয়াই ষড়জাদি স্বরের আলাপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ অতীব প্রীত হইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অন্য এক

গোপী ঐ স্বরালাপকেই ধ্রুবতালে পরিণত করিয়া গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—স্বরজাতীরিতি স্বরাঃ খলু 'ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা। ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বে স্যুঃ শ্রুতিসম্ভবাঃ ॥ ময়ূর-চাতকচ্ছাগ-ক্রৌঞ্চ-কোকিল-দর্দুরাঃ। মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্গমান্ ॥" তেষাং জাতীরষ্টাদশ। যদুক্তং—"রাগস্তু জায়তে যস্যাঃ সা জাতিরভিধীয়তে। শুদ্ধা চ বিকৃতা চেতি সা দ্বিধা পরিকীর্ত্তিতা। শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্ত তাঃ ষড়্জাদিস্বরাভিধাঃ। তা এব বিকৃতাঃ সত্যো জাতা বিকৃতসংজ্ঞয়া। ষাড়্জার্ষভী চ গান্ধারী মধ্যমা পঞ্চমী তথা। ধৈবতী চাথ নৈষাদী শুদ্ধা এতাস্তু জাতয়" ইতি। অমিশ্রিতাঃ কৃষ্ণোন্নীতাভিরসঙ্কীর্ণাঃ। যদ্বা, শুদ্ধা অপি জাত্যন্তরাস্পৃষ্টাঃ। পরমপ্রাবীণ্যেন কেবলতত্তদ্‌গানাৎ। তত্রাপি উৎকৃষ্টং নিন্যে। অতঃ পরমদুর্গেয়ানামপি তাসাং তথা গানমালক্ষ্য তেন কৃষ্ণেন সা পূজিতা স্বীয়পীতোত্তরীয়াদিভিঃ সম্মানিতেতি বিশাখেয়মিতি প্রাঞ্চঃ। তত্তজ্জাত্যুন্নয়নমেব ধ্রুবং ধ্রুবাখ্যং তালবিশেষং কৃত্বা উন্নিন্যে উন্নীতবতী, তস্যৈ কৃষ্ণো মানমাদরং বহুরত্নমালাপদকোর্ম্মিকাদ্যলঙ্কারমদাদিয়ং পূর্ব্বতোঽপ্যধিক-সাদ্গুণ্যাবিষ্কারবতী ললিতা; ততশ্চ যথোত্তরোৎকৃষ্টতাদৃশগানে গোপীনামপ্রবৃত্তিমালক্ষ্য শ্রীরাধা স্বয়মগায়ন্তী স্বসখ্যাস্তস্যা এব সর্ব্বসাদ্গুণ্যোৎকর্ষং জ্ঞাপয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বরজাতীঃ অমিশ্রিতাঃ'—কোন সখী শ্রীমুকুন্দের সহিত অমিশ্রিত ষড়্জাদি স্বরের আলাপ উন্নয়ন করিলেন। "ষড়্জর্ষভৌ চ গান্ধারো" ইত্যাদি, ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তবিধ স্বর শ্রুতি-সম্ভব। এই সকল ক্রমশঃ ময়ূর, চাতক, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ভেক ও মাতঙ্গ, এই সকলের সুদুর্গম স্বরের অনুরূপ হয়। তন্মধ্যে রাগোৎপত্তির হেতু জাতিসকল অষ্টাদশ, যদুক্তং "রাগস্তু জায়তে যস্যা সা জাতিরভিধীয়তে" ইত্যাদি, অর্থাৎ যাহা হইতে রাগ উৎপন্ন হয় তাহাকেই জাতি বলে। সেই জাতি শুদ্ধা ও বিকৃতা ভেদে দুই প্রকার। সেই শুদ্ধা জাতিকে ষড়্জাদি স্বরভেদে সপ্তপ্রকার জানিবে। আর তাহারাই বিকৃত হইয়া বিকৃত-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে ষড়্জা, ঋষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী—ইহারা শুদ্ধ জাতি। 'অবিমিশ্রতাঃ'—শ্রীকৃষ্ণোন্নীতা রাগিণীর সহিত অসঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ উভয়ে একত্র গান করিলেও বিলক্ষণত্বরূপে পৃথক্ অবগত। কিম্বা—শুদ্ধা হইলেও অন্য জাতির সহিত অস্পৃষ্ট। পরম নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কেবল সেই সেই গান করিতেছিলেন, কিন্তু এই সখী তদপেক্ষা উৎকর্ষ আনয়ন করিলেন। অতএব পরম দুর্গেয় হইলেও সেই গান লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় পীতোত্তরীয় প্রভৃতির দ্বারা সম্মানিত করিলেন, প্রাঞ্জজন বলেন—ইনি 'বিশাখা'। 'তদেব ধ্রুবম্ উন্নিন্যে'—কোন সখী পূর্ব্ব গোপীর সেই ষড়্-জাদি স্বরের উন্নয়নকেই 'ধ্রুব' নামক তাল বিশেষ উচ্চারণ করিয়া অত্যুৎকৃষ্টরূপে গান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বহু রত্নমালা, পদক ও উর্ম্মিকাদি অলঙ্কার প্রদান করিলেন। ইনি পূর্ব্ব গোপী অপেক্ষা অধিক সাদ্গুণ্য আবিষ্কারবতী 'শ্রী-ললিতা'। অনন্তর যথোত্তর উৎকৃষ্ট তাদৃশ গানে গোপীদিগের অপ্রবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া শ্রীরাধা নিজে গান না করিয়া, সেই স্বসখীরই সর্ব্ব সাদ্গুণ্যের উৎকর্ষতা জ্ঞাপন করিলেন ॥ ৯ ॥

কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং নৃত্যগীতাদিনা শ্রীকৃষ্ণসম্মানিতানাং তাসামতি প্রীতিবিলসিতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি) শ্লথদ্বলয়মল্লিকা (শ্লথন্তি হস্তাভ্যাং বলয়ানি শিরসঃ মল্লিকাঃ কুসুমানি চ যস্যাঃ সা) রাসপরিশ্রান্তা (রাসক্রীড়য়া পরিশ্রান্তা) কাচিৎ (গোপী) পার্শ্বস্থস্য (পার্শ্বে স্থিতস্য) গদাভৃতঃ (কৃষ্ণস্য) স্কন্ধং বাহুনা (স্ববাহুনা) জগ্রাহ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী রাসে নৃত্য-গীতাদিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার কবরীস্থ মল্লিকা নিচয় ও হস্তস্থিত বলয় শ্লথ হইয়া পড়িয়া-

ছিল। তিনি পার্শ্বস্থিত গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—সাদৃগুণ্যপ্রাধান্যেন সখ্যৌ বর্ণয়িত্বা সৌভাগ্যপ্রাধান্যেন সর্ব্বমুখ্যতমাং বর্ণয়তি,—কাচিদিতি। গদাভৃতঃ কৃষ্ণস্য, পক্ষে গদনং গদা, গদা গীতবত্যোঃ সখ্যোর্গুণতারতম্যজ্ঞানকথা, তাং বিভর্ত্তি ধত্তে। পুষ্যতি বা তস্য স্কন্ধং বাহুনা দক্ষিণেন জগ্রাহ আললম্বে। শ্লথন্তো বলয়াঃ মল্লিকাশ্চ কবরস্থা যস্যাঃ সা। স্বাধীনকান্তত্বাদিয়ং শ্রীবৃষভানুকুমারী ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সদৃগুণ-প্রাধান্যে সখীদ্বয়ের বর্ণন করিয়া সৌভাগ্য-প্রাধান্যে সর্ব্বমুখ্যতমা শ্রীরাধিকার বর্ণনা করিতেছেন—'কাচিৎ' অর্থাৎ রাসশ্রমে ক্লান্তা কোন গোপরমণী পার্শ্বস্থ গদাধর শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধদেশ বাহুদ্বারা গ্রহণ করিলেন। 'গদাভৃতঃ'—শ্রীকৃষ্ণের। অর্থান্তরে—গীতজ্ঞা সখীদ্বয়ের গুণতারতম্য জ্ঞান কথাকে যিনি ধারণ বা পোষণ করেন, তাদৃশ কৃষ্ণের স্কন্ধ, দক্ষিণ বাহুর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। 'শ্লথদ্বলয়মল্লিকা'—এই রমণীর বলয় ও মল্লিকানিচয় শ্লথ হইয়া পড়িতেছিল। স্বাধীন-কান্তা বিধায় ইনি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকা ॥ ১০ ॥

তত্রৈকাংসগতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপলসৌরভম্।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্ব হ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তাসাং মধ্যে) একা (গোপী) অংসগতং (স্কন্ধনিহিতং) চন্দনালিপ্তং (চন্দনেন আলিপ্তং) উৎপলসৌরভং (উৎপলস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তং) কৃষ্ণস্য বাহুমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা (হৃষ্টানি পুলকিতানি রোমাণি যস্যাঃ সা তথাবিধা সতী) চুচুম্ব হ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তাঁহাদের মধ্যে কোন এক গোপী নিজ স্কন্ধগত পদ্মগন্ধযুক্ত চন্দনলিপ্ত কৃষ্ণ-বাহু আঘ্রাণে পুলকাঙ্গী হইয়া উহা চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥১১॥

বিশ্বনাথ—অংসগতং স্বস্কন্ধে স্থিতং চন্দনালিপ্তমপি উৎপলস্যেব সৌরভং যস্যেতি স্বাভাবিকেন গাত্রস্যোৎপলগন্ধেনাত্যধিকেন চন্দনগন্ধস্যাবরণাৎ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত-ক্রিয়াতুল্যত্বাদিয়ং নূনং শ্যামলা ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অংসগতং'—স্ব-স্কন্ধস্থিত, চন্দনের দ্বারা লিপ্ত হইলেও উৎপলের ন্যায় সৌরভ যাহার, অর্থাৎ স্বভাবতঃই উৎপল পুষ্পাপেক্ষাও অধিক সৌরভযুক্ত ও চন্দনলিপ্ত শ্রীকৃষ্ণ-বাহু আঘ্রাণ করিয়া প্রেমবৈবশ্যে পুলকাঞ্চিত কলেবরে স্পষ্টতঃ তাহা চুম্বন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়োক্ত ক্রিয়ার সাদৃশ্যবশতঃ ইনি নিশ্চয় (শ্রীরাধার সখী) শ্রীশ্যামলা ॥ ১১ ॥

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সন্দধত্যা প্রাদাৎ তাম্বূলচর্ব্বিতম্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—নাট্যবিক্ষিপ্ত-কুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতং (নাট্যেন নৃত্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ত্বিষেণ ত্বিষা মণ্ডিতং শোভমানং) গণ্ডং (কপোলং) গণ্ডে (শ্রীকৃষ্ণগণ্ডে) সংদধত্যাঃ (সংযোজয়ন্ত্যাঃ) কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী নৃত্যবশতঃ দোদুল্যমান কুণ্ডল-যুগলের কান্তিতে দীপ্যমান নিজ গণ্ডস্থল শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ গণ্ডে সংযোজিত করিলে কৃষ্ণ তাঁহার মুখে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—নাট্যেন বিক্ষিপ্তয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কুণ্ডলয়োস্ত্বিষা কান্তির্যত্র স চাসাবত এব মণ্ডিতশ্চ তস্মিন্ গণ্ডে কৃষ্ণকপোলে শ্রমব্যাজেন গণ্ডং সন্দধত্যৈ কস্যৈচিৎ তাম্বূলচর্ব্বিতং প্রাদাৎ, তস্যা মুখং স্বমুখসম্মুখং কুর্ব্বন্ প্রকর্ষেণাদাদিত্যর্থঃ। ইয়ং পূর্ব্বোক্তসাম্যাচ্ছৈব্যা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নাট্য-বিক্ষিপ্ত'—কোন গোপী নৃত্যবশতঃ দোদুল্যমান কুণ্ডলদ্বয়ের কান্তিদ্বারা বিদ্যোতিত স্বকীয় গণ্ডস্থল, শ্রমব্যাজে শ্রীকৃষ্ণের তথাবিধ গণ্ডে সংযোজিত করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মুখ, নিজমুখের সম্মুখ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে চর্ব্বিত তাম্বূল প্রদান করিলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত চর্ব্বিত তাম্বূল গ্রহণের সাদৃশ্যহেতু (শ্রীচন্দ্রাবলীর সখী) 'শ্রীশৈব্যা' ॥ ১২ ॥

নৃত্যতী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুর-মেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্ ॥১৩

অন্বয়ঃ—নৃত্যতী গায়তী কুজন্নূপুর-মেখলা (কুজতী নূপুরে মেখলা চ যস্যাঃ সা) কাচিৎ (গোপী) শ্রান্তা (সতী) শিবং (সুখকরং) পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং স্তনয়োঃ অধাৎ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—কোন গোপী নৃত্য গান করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার নূপুর ও মেখলা শব্দ করিতেছিল। (অবশেষে) যখন তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, তখন পার্শ্বস্থিত শ্রীকৃষ্ণের করকমল নিজ স্তনযুগলোপরি ধারণ করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—নৃত্যন্তী গায়ন্তী হস্তাব্জমধাদিত্যেকা চন্দ্রাবলী, হস্তগ্রহণসাম্যাৎ দ্বিতীয়া পদ্মা, তদানীং চরণাব্জং স্তনয়োরধাৎ ; ইদানীং হস্তাব্জং স্তনয়োর্দ্ধত্তে স্মেতি স্তনতাপনিবৃত্তেরুভয়থাপি সিদ্ধেঃ। অষ্টমী ভদ্রা তু অত্রানুক্তাপি পূর্ব্ববদেব জ্ঞেয়া ॥১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নৃত্যতী গায়তী'—নৃত্যন্তী গায়ন্তী, কোন গোপী নৃত্য ও গান করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের করকমল ধারণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রীহস্ত-গ্রহণানুসারে অর্থাৎ পূর্ব্বে যিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীহস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে নিশ্চয়ই ইনি 'শ্রীচন্দ্রাবলী'। আর দ্বিতীয়া 'পদ্মা', পূর্ব্বে ইনি চরণকমল স্তনদেশে ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে করকমল স্তনদ্বয়ে ধারণ করিলেন, উভয়ত্রই স্তনতাপ-নিবৃত্তির নিমিত্তই। এখানে উক্ত না হইলেও পূর্ব্ববৎ (বিষ্ণু-পুরাণোক্তা) 'ভদ্রা' সখী স্পষ্টতঃই অষ্টমী হইবেন ॥ ১৩ ॥

গোপ্যো লব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্তবল্লভম্।
গৃহীতকণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(এবমন্যা অপি গোপ্যো যথাযথং নানাবিভ্রমৈর্বিজহ্রুরিত্যাহ গোপ্য ইতি) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) একান্তবল্লভং (অতিপ্রিয়ং) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) কান্তং লব্ধা তদ্দোর্ভ্যাং (তস্য দোর্ভ্যাং হস্তাভ্যাং) গৃহীতকণ্ঠ্যঃ (গোপ্যঃ) তং (এব) গায়ন্ত্যঃ (যথেষ্টং) বিজহ্রিরে (বিহারয়ামাসুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অপরাপর গোপীবৃন্দ লক্ষ্মীর অতীব প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত এবং তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবমন্যা অপি গোপ্যঃ স্বস্বভাবানুসারিণ্যো বিজহ্রুরিত্যাহ—গোপ্য ইতি। অত্র "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপঃ" ইতি। নাগপত্নীস্তুত্যা, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ" ইত্যুদ্ধবোক্ত্যা চ "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপ" ইতি ভাগবতামৃতোত্থাপিতপৌরাণিককথয়া চ নারায়ণকান্তায়াঃ শ্রিয়ঃ কৃষ্ণসঙ্গাসম্ভবাদেবং ব্যাখ্যেয়ম্। কান্তং কমনীয়মচ্যুতং কৃষ্ণং একান্তবল্লভং লব্ধা বিজহ্রিরে। তদ্দোর্ভ্যাং কৃষ্ণভুজাভ্যাং গৃহীতাঃ কণ্ঠা যাসাং তাঃ। শ্রিয়ঃ শ্রিয় ইবেত্যর্থঃ। সা যথা নারায়ণবক্ষোগৃহীতগাত্রী এতা গোপ্যোঽপি তথা কৃষ্ণ-ভুজগৃহীতকণ্ঠ্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, নারায়ণেনৈক্যাৎ কৃষ্ণস্যাপি শ্রীবল্লভতা ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকারে অন্যান্য গোপীগণও আপন আপন স্বভাবানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন, ইহা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ' ইত্যাদি। এই স্থলে "যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপঃ" (১০।১৬। ৩৬), অর্থাৎ যাঁহার পদরেণু-লাভের আশায় ললনা (উত্তমা স্ত্রী) শ্রীলক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি নাগপত্নীগণের স্তুতি, "নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ" (৪৭।৬০), অর্থাৎ রাসোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ডদ্বারা কণ্ঠে গৃহীতা হইয়া মঙ্গললাভ করতঃ ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করিয়াছেন, লক্ষ্মীদেবীও সে প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই—ইত্যাদি শ্রীমদ্ উদ্ধবের উক্তি, এবং "শ্রীঃ প্রেক্ষ্য কৃষ্ণসৌন্দর্য্যং তত্র লুব্ধাচরত্তপঃ", অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়া বৃন্দাবনে গোপীদেহ লাভের নিমিত্ত লক্ষ্মীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন, ইত্যাদি লঘুভাগবতামৃতে উত্থাপিত পৌরাণিক কথা অনুসারে শ্রীনারায়ণের কান্তা লক্ষ্মীদেবীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব বিধায় এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—'কান্তম্ অচ্যুতং', কমনীয় শ্রীকৃষ্ণকে একান্তবল্লভরূপে লাভ করিয়া গোপীগণ বিহার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বাহুযুগল দ্বারা কণ্ঠদেশে পরিগৃহীত হইয়া তাঁহারই যশোগান করিতে লাগিলেন। 'শ্রিয়ঃ'—বলিতে লক্ষ্মীর ন্যায়, এই অর্থ, অর্থাৎ সেই লক্ষ্মীদেবী যেমন শ্রীনারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী, তদ্রূপ এই গোপীগণও শ্রীকৃষ্ণের ভুজ-

যুগলের দ্বারা গৃহীতকণ্ঠী, এই অর্থ। কিম্বা—শ্রীনারায়ণের সহিত ঐক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীবল্লভতা ॥ ১৪ ॥

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক-কপোল-ঘর্ম্ম-
বক্ত্র-শ্রিয়ো বলয়-নূপুর-ঘোষ-বাদ্যৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজো ভ্রমর-গায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তত্র বাদকেষু গায়কেষু গন্ধর্ব্বকিন্নরাদিষু রসাবেশেন মুহ্যৎসু নৃত্যৎসু চান্যামেব বাদ্যাদিসম্পত্তিং দর্শয়ন্ রাসসম্ভ্রমমাহ কর্ণোৎপলেতি) কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক-কপোলঘর্ম্মবক্ত্র-শ্রিয়ঃ) কর্ণোৎপলৈশ্চ অলকবিটঙ্কৈঃ অলকালঙ্কৃতৈঃ কপোলৈশ্চ ঘর্ম্মৈশ্চ বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ) [ঘোষাঃ (কিঙ্কিণ্যঃ)] বলয়নূপুরঘোষবাদ্যৈঃ (বলয়নূপুরঘোষৈঃ বাদ্যৈর্বাদিত্রৈঃ) স্বকেশস্রস্তস্রজঃ (স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পাদেষু পুষ্পবৃষ্টিমিব অকুর্ব্বন্ ইত্যুৎপ্রেক্ষিতম্) গোপ্যঃ ভ্রমর-গায়করাসগোষ্ঠ্যাং (ভ্রমরা এব গায়কা যস্যাঃ রাসসভায়াং) ভগবতা সমং (সহ) ননৃতুঃ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—যথায় ভ্রমরসকল গায়কের কার্য্য করিতেছিল, সেই রাসস্থলীতে গোপীগণ বলয়, কিঙ্কিণী ও নূপুরের ধ্বনির সহিত ভগবানের সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ণোৎপল, অলকালঙ্কৃত গণ্ডস্থল ও ঘর্ম্মবিন্দু দ্বারা তাঁহাদিগের বদন-মণ্ডল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—পৃথক্ পৃথগ্ গাননৃত্যাদিসাদ্গুণ্যশোভামুক্ত্বা সমুদিতনৃত্যজনিতবক্ত্রাদিশোভাং বিবৃণোতি,—কর্ণোৎপলেষু। কর্ণধৃতোৎপলোপলক্ষিতচক্রিকাকুণ্ডলেষু অলকানামতিলৌল্যাদ্বিবিধাষ্টঙ্কা-বেষ্টনানি চ কপোলেষু ঘর্ম্মবিন্দবশ্চ তৈর্ব্বক্ত্রেষু শ্রীঃ শোভা যাসাং তাঃ "টকি বন্ধে", বলয়নূপুরাদ্যলঙ্কারাণাং ঘোষস্তুল্য-স্বরতয়া নাদো যেষু তৈর্বাদ্যৈঃ তত্রানদ্ধশুষিরৈস্তত্তদধিষ্ঠাতৃদেবতাভিরেব স্বসফলীকরণার্থমাগত্য বাদিতৈঃ, স্বকেশেভ্যঃ স্রস্তাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। এতেন তালগতিসন্তুষ্টাঃ কেশাঃ সশিরঃকম্পং পুষ্পবৃষ্টিমিবাকুর্ব্বন্নিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। ভ্রমরা অপি গায়কা যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসসভায়াম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পৃথক্ পৃথক্ গান, নৃত্যাদি সাদ্গুণ্য শোভা বর্ণন করিয়া সমুদিত নৃত্যজনিত তাঁহাদিগের বদনাদির শোভা বিবৃত করিতেছেন—'কর্ণোৎপলালক-বিটঙ্ক' ইত্যাদি। কর্ণযুগলে উৎপলাকার চক্রিকা কুণ্ডল, তাহাতে চঞ্চল অলকাবলীর বেষ্টন এবং গণ্ডস্থলে ঘর্ম্মবিন্দু, তাহাদের দ্বারা বদনমণ্ডলে যাঁহারা শোভা ধারণ করিয়াছেন। 'বলয়-নূপুর-ঘোষ-বাদ্যৈঃ'—বলয়, নূপুরাদি অলঙ্কারসমূহের শব্দতুল্য ধ্বনি যাহাদের, তাদৃশ বাদ্যের সহিত, অর্থাৎ আনদ্ধ, শুষিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ নিজদিগকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত আসিয়া বাদ্য করিতেছিলেন। 'স্রস্তস্রজঃ'—তাঁহাদিগের আপন আপন কেশকলাপ হইতে পুষ্পমালাসমূহ বিস্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—ইহার দ্বারা বোধ হইতে লাগিল যেন তাল-গতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াই কেশরাশি স্ব স্ব মস্তক কম্পনপূর্ব্বক পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল। 'ভ্রমর-গায়ক-রাসগোষ্ঠ্যাম্'—ভ্রমরগণ যাহাতে গায়ক, সেই রাসমণ্ডলে (গোপীগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃত্য করিতেছিলেন) ॥ ১৫ ॥

এবং পরিষ্বঙ্গ-করাভিমর্শ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাস-হাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(যথা গোপ্যা নানাবিভ্রমৈর্ভগবতা সহ বিজহ্রুঃ এবং ভগবানপি স্ববিলাসৈস্তাভিঃ সহ রেমে ইত্যাহ এবমিতি) এবং রমেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বপ্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ (স্বপ্রতিবিম্বৈঃ বিভ্রমং ক্রীড়া যস্য সঃ) অর্ভকঃ (বালকঃ) যথা (তথা, তদ্বিলাসানভিভূতস্যৈব রতৌ দৃষ্টান্তঃ যথার্ভক ইতি) পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্শস্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ (পরিষ্বঙ্গঃ আলিঙ্গনং করাভিমর্শঃ করস্পর্শঃ স্নিগ্ধেক্ষণং সানু-

রাগাবলোকনম্ উদ্দামবিলাসচুম্বনাদয়ঃ হাসশ্চ তৈঃ) ব্রজসুন্দরীভিঃ (সহ) রেমে। (অনেনৈতদ্দর্শিতম্—স্বীয়মেব সর্ব্বকলাকৌশলং সৌগন্ধ্য লাবণ্যমাধুর্য্যাদি চ তাসু সঞ্চার্য্য তাভিঃ সহ রেমে যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্বৈরিতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—বালক যেরূপ স্বীয় প্রতিবিম্বের সহিত ক্রীড়া করে, সেই লক্ষ্মীর অধিপতি (প্রভু) শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত আলিঙ্গন, করমর্দ্দন, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, উদ্দামবিলাস ও হাস্য সহকারে ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। (তাৎপর্য্য—কৃষ্ণ একমাত্র অদ্বয়জ্ঞানবস্তু, তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরাশক্তির বিভূতি সকলকে অনন্ত শক্তি করা হইল, এক কৃষ্ণ যত সংখ্যা গোপীশক্তি তত সংখ্যা হইয়া প্রকটিত হইল। সবই কৃষ্ণ ; কিন্তু চিচ্ছক্তি যোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে গোপীদিগকে প্রকটিত করিলেন। রসপুষ্টির জন্য এস্থলে যে লীলা স্বরূপশক্তি যোগমায়া প্রকটিত করিলেন, তাহা অর্ভক প্রতিবিম্বের ন্যায়ই বটে। কিন্তু এই লীলা চিচ্ছক্তি-প্রকটিত বলিয়া নিত্য ও স্বতঃ প্রকাশ)॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং রাসনৃত্যাঙ্গৈরেব কৃষ্ণস্য সম্ভোগাঙ্গান্যপি নির্বৃত্তানীত্যাহ,—পরিষ্বঙ্গঃ আলিঙ্গনং, একৈকয়া সহ যুগ্মনৃত্যে। করেণাভিমর্শঃ স্পর্শঃ সচ নৃত্যগতিসমাপ্তৌ স্বদক্ষিণকরেণ প্রিয়াবামবক্ষোজে তালন্যাসরূপঃ। স্নিগ্ধেক্ষণং রহস্যাঙ্গেষু সপ্রেমাবলোকনং, উদ্দামবিলাসঃ পারিতোষিকপ্রদানমিষাচ্চুম্বনাদিঃ। হাসস্তত্তৎপ্রাপ্ত্যনন্তরং মুখোল্লাসঃ পরিহাসো বা তৈঃ। রমেশঃ রমায়াং লক্ষ্ম্যাং ঐশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্ ব্রজসুন্দরীভিঃ সহ রেমে নতু রময়েত্যর্থঃ। যথার্ভকো মুগ্ধস্তথৈব তাসু প্রেমাধীনত্বান্মৌগ্ধ্যমেব দধন্নতু রমায়ামিবৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ। ননু, পরঃসহস্রাভিস্তাভিঃ কথমেকঃ স রেমে তত্রাহ,—স্বস্য প্রতিবিম্বং প্রতিস্বরূপমেব বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ। "প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্। আদায়ান্তরধাদ্‌যস্তু স্ববিম্বং লোকলোচন"মিত্যত্র বিম্ব-শব্দেন যথা স্বরূপমুচ্যতে তথৈবাত্রাপি একৈকয়া প্রিয়য়া সহ একৈকস্বরূপো রেমে ইত্যর্থঃ। তাসাং হলাদিনীশক্তিত্বেন স্বরূপভূতত্বাৎ। স্ব-প্রতিচ্ছবিত্বানৌচিত্যাৎ ব্যাখ্যান্তরং নেষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে রাসনৃত্যাঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগসকল নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন — 'পরিষ্বঙ্গ — করাভিমর্শ' ইত্যাদি। 'পরিষ্বঙ্গ'—আলিঙ্গন, অন্যতমার সহিত যুগ্মনৃত্যে তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন। 'করাভিমর্শ'—স্পর্শ, নৃত্যগতি সমাপ্ত হইলে স্বীয় দক্ষিণ কর দ্বারা প্রিয়ার বামস্তনে তালন্যাস-রূপ। 'স্নিগ্ধেক্ষণ'—রহস্যাঙ্গে সপ্রেম অবলোকন। 'উদ্দাম-বিলাস'—পারিতোষিক প্রদানচ্ছলে ঈষৎ চুম্বনাদি। 'হাস'—তাদৃশ পারিতোষিক প্রাপ্ত্যনন্তর মুখোল্লাস অথবা পরিহাস। 'রমেশ'—লক্ষ্মীর প্রতি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করতঃ ব্রজসুন্দরীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু রমার সহিত করেন নাই—এই অর্থ। 'যথার্ভকঃ'—বালক যে প্রকার মুগ্ধ হয়, সেইরূপ প্রেমাধীনতায় গোপীগণের নিকট মুগ্ধতা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রমার নিকট ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ন্যায় নহে।

যদি বলেন—অসংখ্যাত গোপরমণীর সহিত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্ব-প্রতিবিম্ব-বিভ্রমঃ', যাঁহার বিলাস স্বীয় প্রতিবিম্বেই (স্ব-স্বরূপেই) মাত্র বর্ত্তমান। যেমন উক্ত হইয়াছে—"প্রদর্শ্যাতপ্ততপসাং" (৩।২।১১), অর্থাৎ যিনি তপোনিরত অতৃপ্ত নয়ন মানবকে স্ববিম্ব দর্শন করাইয়া পুনরায় লোক-লোচন বিম্ব সহিত অন্তর্হিত হন"—এই স্থলে যে প্রকার বিম্বশব্দে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, সেইরূপ এই স্থলে এক এক প্রিয়ার সহিত এক এক স্বরূপ প্রকটিত করিয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন—এই অর্থ। কারণ তাঁহারা হলাদিনী শক্তিত্বে তাঁহার স্বরূপভূত। এখানে স্ব-প্রতিচ্ছবিত্বের অনৌচিত্য-হেতু অন্যরূপ ব্যাখ্যা অভিপ্রেত নহে ॥১৬

তদঙ্গ-সঙ্গ-প্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ
কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজ-স্ত্রিয়ো
বিস্রস্ত-মালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তাস্তু ভগবদ্বিলাসৈরাকুলা বভূবুরিত্যাহ

তদঙ্গেতি) (হে) কুরূদ্বহ, (কুরুশ্রেষ্ঠ) তদঙ্গ-সঙ্গ-প্রমুদা-কুলেন্দ্রিয়াঃ (তস্যাঙ্গসঙ্গেন প্রকৃষ্টা মুৎ প্রীতিস্তয়া আকুলানি অবশানি ইন্দ্রিয়ানি যাসাং তাঃ) বিস্রস্তমাল্যাভরণাঃ (বিস্রস্তা মালা আভরণানি চ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (বিশ্লথবন্ধান্) কেশান্ দুকুলং কুচপট্টিকাং বা অঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুং (অঞ্জসা প্রতিব্যোঢ়ুং যথাপূর্ব্বং ধর্ত্তুং) ন অলং (সমর্থা ন বভূবুঃ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—(শ্রীশুকদেব কহিলেন—) হে কুরু-বংশাবতংস মহারাজ পরীক্ষিৎ, কৃষ্ণ-অঙ্গ-সঙ্গ-জনিত পরমানন্দে ইন্দ্রিয়-সকল বিবশ হওয়ায় ব্রজস্ত্রীগণের কবরীস্থিতা মালা স্খলিতা হইয়া পড়িল, তাঁহারা কেশদাম, পরিধানের বস্ত্র, কঞ্চুকস্থানীয় উত্তরীয় বসন পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে ধারণ করিতে অসমর্থা হইলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তা ভগবদ্বিলাসৈরানন্দবিহ্বলা বভূবুরিত্যাহ,—তদঙ্গেতি। প্রকৃষ্টা মুৎ আনন্দস্তয়া আকুলেন্দ্রিয়াঃ। কুচপট্টিকাং কঞ্চুলিকাম্। প্রতিব্যোঢ়ুং ব্যোঢ়ুং নালং ন সমর্থাঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর তাঁহারা ভগবদ্বিলাস-হেতু আনন্দে বিহ্বল হইয়াছিলেন—ইহা বলিতেছেন, 'তদঙ্গ-সঙ্গ' ইত্যাদি। ব্রজস্ত্রীগণ, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ-জনিত অতুল আনন্দে বিবশেন্দ্রিয়া হইয়া পড়িলেন। 'কুচ-পট্টিকাং'—কঞ্চুকস্থানীয় উত্তরীয় বসন। 'প্রতি-বোঢ়ুং ন অলম্'—অনায়াসে ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য মুমুহুঃ খেচরস্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতাঃ শশাঙ্কশ্চ সগণো বিস্মিতোঽভবৎ ॥১৮

অন্বয়ঃ—(ন কেবলং তাঃ এবাকুলেন্দ্রিয়াঃ কিন্তু দেব্যোঽপীত্যাহ—কৃষ্ণবিক্রীড়িতামিতি) কৃষ্ণ-বিক্রীড়িতং বীক্ষ্য কামার্দ্দিতাঃ (কামেনঃ অর্দ্দিতাঃ পীড়িতাঃ) খেচরস্ত্রিয়ঃ (খেচরাণাং দেবানাং স্ত্রিয়ঃ অপি) মুমুহুঃ (তথা) সগণঃ শশাঙ্কঃ চ বিস্মিতঃ অভবৎ (অনেনৈতৎ সূচিতম্ শশাঙ্কেন বিস্মিতেন গতৌ বিস্মৃতায়াং ততঃ প্রাক্তনাঃ সর্ব্বে গ্রহাস্তত্র তত্রৈব তস্থুঃ ততশ্চাতিদীর্ঘাসু রাত্রিষু যথাসুখং বিজহ্রুরিতি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের এই প্রকার ক্রীড়া দর্শনে দেববধূগণও কামবানে পীড়িতা হইয়া মোহিতা এবং নক্ষত্রগণের সহিত উড়ুপতি চন্দ্র বিস্মিত হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কামার্দ্দিতাঃ কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতাঃ। "কামার্দ্দিত" ইতি পাঠে শশাঙ্কোঽপি কৃষ্ণমালোক্য স্ত্রীভাবং প্রাপ্তঃ। কৃষ্ণবিষয়কেণ কামেন পীড়িতশ্চ। ব্রজসুন্দরীগাত্রাণাং তদ্বিলাসানাঞ্চ যোগমায়য়ৈব পুরুষদৃষ্টিঃ প্রত্যাবরণং পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতমেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামার্দ্দিতাঃ'—দেবস্ত্রীগণও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কামে পীড়িত হইয়া বিমুগ্ধা হইলেন। 'কামার্দ্দিতঃ'—এই পাঠে, শশাঙ্কও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইল এবং কৃষ্ণবিষয়ক কামে পীড়িত হইল। ব্রজসুন্দরীগণের গাত্র এবং তাঁহাদিগের বিলাস দর্শনে যোগমায়ার দ্বারাই পুরুষের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল, ইহা পূর্ব্বেই (৩য় শ্লোকে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যাবতীঃ (যাবত্যঃ) গোপযোষিতঃ লীলয়া আত্মানং তাবন্তং কৃত্বা ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মারামঃ অপি তাভিঃ (সহ) রেমে (ররাম)। অয়ং ভাবঃ,—"কাত্যায়নি মহামায়ে" ইতি শ্লোকেন প্রত্যেকং তাভিঃ প্রার্থনাৎ ভগবতাপি "যাতাবলা ব্রজ" মিত্যাদিনা তথৈব প্রতিশ্রুতত্বাৎ তাবন্তমাত্মানং কৃত্বা রেমে ইতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অচিন্ত্য পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম হইয়াও গোপীগণের সংখ্যা যত অবলীলা-ক্রমে আপনাকেও তত সংখ্যক করিয়া গোপীদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাভিঃ সহ প্রত্যেকং কুঞ্জেষু রহস্যক্রীড়াপ্যভূদিত্যাহ কৃত্বেতি। যাবতীর্য্যাবৎ-সংখ্যকা গোপযোষিতো গোপবধ্বো গোপকন্যাশ্চ তাবন্তমাত্মানং তাবৎসংখ্যমাত্মপ্রকাশং কৃত্বা আত্মা-রামোঽপীতি ব্যাখ্যাতার্থম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্রজগোপীদিগের প্রত্যেকের সহিত কুঞ্জে রহস্য ক্রীড়াও হইয়াছিল, ইহা বলিতেছেন—'কৃত্বা তাবন্তম্ আত্মানং', অর্থাৎ যত সংখ্যক 'গোপ-যোষিতঃ'—গোপবধূ ও গোপ-কন্যা, শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে তত সংখ্যক প্রকটন করিয়া বিহার করিতে আরম্ভ করিলেন। 'আত্মারামোঽপি'—আত্মারাম হইয়াও, ইহার অর্থ পূর্ব্বে (২৯।৪২ শ্লোকে) ব্যাখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

———

তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শন্তমেনাঙ্গ পাণিনা ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(কৃপয়াতিশয়মাহ—তাসামিতি) অঙ্গ, (হে রাজন্) করুণঃ সঃ (ভগবান্) রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং তাসাং (গোপীনাং প্রস্বিন্নানি) বদনানি শন্তমেন (নিরতিশয় সুখকরেণ) পাণিনা প্রেম্ণা প্রামৃজৎ (পরিমৃষ্টবান্) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ রতিক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত গোপীদিগের বদন-মণ্ডল পরম সুখকর হস্তের দ্বারা প্রীতির সহিত মার্জ্জনা করিয়া দিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—তাসাং রতিবিহারেণ, তাসামতিবিহারেণেতি চ পাঠঃ। শ্রান্তানামিতি। তাসাং রতিশ্রান্তিমালক্ষ্য করুণঃ রমণাদ্বিরতোঽভূদিত্যর্থঃ। শন্তমেন সুখময়েন প্রামৃজদিত্যুপলক্ষণং, বীজনানুলেপনপ্রত্যঙ্গ-প্রসাধন-বীটিকাপ্রদানান্যপি চক্রে ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তাসাং রতিবিহারেণ' এবং 'তাসামতিবিহারেণ'—এই পাঠদ্বয় রহিয়াছে। 'শ্রান্তানাম্'—শ্রীকৃষ্ণ গোপাঙ্গনাদিগকে রতিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্তা দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে রমণ হইতে বিরত হইয়াছিলেন। 'শন্তমেন'—সুখময় হস্তদ্বারা তাঁহাদিগের বদন-মণ্ডল মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, ইহা উপলক্ষণ, বীজন, অনুলেপন, প্রত্যঙ্গ প্রসাধন, বীটিকা-প্রদান প্রভৃতিও করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

———

গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল-কুন্তল-ত্বিড়্-
গণ্ডশ্রিয়া সুধিতহাসনিরীক্ষণেন।
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎকররুহ-স্পর্শপ্রমোদাঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(ততোঽতি হৃষ্টানাং গোপীনাং চরিতমাহ) তৎকররুহ-স্পর্শপ্রমোদাঃ (তস্য ভগবতঃ কররুহৈঃ নখৈঃ স্পর্শেন প্রমোদঃ যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ স্ফুরৎপুরট-কুণ্ডল-কুন্তল-ত্বিড়্গণ্ডশ্রিয়া (স্ফুরতাং পুরটস্য সুবর্ণস্য কুণ্ডলানাং কুন্তলানাং চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া) সুধিতহাসনিরীক্ষণেন (সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতেন নিরীক্ষণেন চ) ঋষভস্য (পত্যুঃ কৃষ্ণস্য) মানং দধত্যঃ (পূজাং কুর্ব্বত্যঃ) পুণ্যানি কৃতানি (তৎ কর্ম্মাণি) জগুঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শে পরমানন্দপ্রাপ্ত গোপীবৃন্দ দোদুল্যমান সুবর্ণকুণ্ডলের ও কুন্তল সমূহের কান্তিতে দীপ্তিমান গণ্ডস্থলের শোভা এবং সুধাসন্নিভ সহাস্য-অবলোকন দ্বারা পতি শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে করিতে তাঁহার পরম পবিত্র কর্ম্মসকল গান করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ তাঃ স্বধীনকান্তাঃ কান্তপরিধাপিতরত্নালঙ্কারাঃ কুঞ্জেভ্যো নিষ্ক্রম্য মিলিতা রাসোৎসবসমাপ্তিসূচকং মঙ্গলং জগুরিত্যাহ,—গোপ্য ইতি। স্ফুরতাং স্বর্ণকুণ্ডলানাং কুন্তলানাঞ্চ ত্বিষা গণ্ডেষু যা শ্রীস্তয়া সুধিতেন অমৃতায়িতেন হাসসহিতনিরীক্ষণেন ঋষভস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণস্য মানমাদরং দধত্যঃ কৃতানি তৎকর্ম্মাণি জগুঃ। পুণ্যানি চারূণি তস্য কররুহাণাং নখানাং স্পর্শেন প্রকৃষ্টো মোদো যাসাং তাঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কান্তকর্ত্তৃক পরিধাপিত রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা স্বাধীনকান্তা গোপীগণ, কুঞ্জসমূহ হইতে বহির্গমন-পূর্ব্বক একত্র মিলিতা হইয়া রাসোৎসবের সমাপ্তিসূচক মাঙ্গলিক গান করিতে লাগিলেন, ইহা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ' ইত্যাদি। স্ফুরৎপুরটকুণ্ডল-', শ্রীব্রজসুন্দরীগণ উজ্জ্বল স্বর্ণকুণ্ডলের ও কুন্তলসমূহের কান্তিতে শোভাময় গণ্ডস্থল এবং অমৃতময় সহাস্য অবলোকনের দ্বারা পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের সম্মান বিধানপূর্ব্বক অতীব পুণ্যকর মনোহর কর্ম্মসমূহ গান করিতে লাগিলেন।

'তৎকররুহ-স্পর্শপ্রমোদাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের নখস্পর্শে পরমানন্দপ্রাপ্তা গোপীগণ ॥ ২১ ॥

———

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গ-সঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচ-কুঙ্কুম-রঞ্জিতায়াঃ ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ জলকেলিমাহ) অঙ্গ-সঙ্গঘৃষ্টস্রজঃ (তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টা সম্মর্দিতা যা স্রক্ তস্যাঃ) কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ (কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ সম্বন্ধিভিঃ) গন্ধর্ব্বপালিভিঃ (গন্ধর্ব্বপা গন্ধর্ব্বপতয়ঃ ইব গায়ন্তো যে অলয়ঃ তৈঃ) অনুদ্রুতো (অনুগতঃ) শ্রান্তঃ তাভিঃ (গোপীভিঃ) যুতঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমমপোহিতুম্ (অপাকর্ত্তুং) ভিন্নসেতুঃ (বিদারিতবপ্রঃ, স্বয়ঞ্চাতিক্রান্তলোকবেদমর্য্যাদঃ) গজীভিঃ (যুতঃ) ইভরাট্ (গজরাট্) ইব বাঃ (জলম্) আবিশৎ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ ভগ্নসেতু শ্রান্ত হস্তিনীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত গজরাজের ন্যায় শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত গোপীদিগের সহিত জলে প্রবিষ্ট হইলেন। গোপীদিগের কুচকুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত এবং তাঁহাদের অঙ্গ-সঙ্গে সংমর্দ্দিত মালার ভ্রমরগণ গন্ধর্ব্বসদৃশ গমন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ২২ ।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ রাসোৎসবস্যাবভৃথ-স্নানমিব জলবিহারমাহ,—তাভির্যুতঃ। আপোহিতুং দূরীকর্ত্তুম্। তাভিঃ কাভিঃ যাঃ স্বকুচকুঙ্কুমৈরেব রমণব্যাপারবশেন রঞ্জিতাঃ। অঙ্গসঙ্গৈনেব ঘৃষ্টাঃ সংমর্দিতাঃ স্রজো যাসাং তাঃ। "স কুচে"তি পাঠে স শ্রীকৃষ্ণঃ। "গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্গায়নে খেচরে-চে"তি বিশ্বপ্রকাশাদ্গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠা যে অলয়স্তৈরনুদ্রুতঃ সন্ বাঃ যামুনং জলং আবিশৎ। ভিন্নসেতুবিদীর্ণাবরণঃ। কৃষ্ণপক্ষে অতিক্রান্তলোকমর্য্যাদঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তারপর রাসোৎসবের অবভৃথ স্নানের ন্যায় জলবিহার বর্ণনা করিতেছেন—'তাভির্যুতঃ', তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া। কাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ? তাহাতে বলিতেছেন—'স্বকুচ-কুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ'—রমণব্যাপারাবেশে যাঁহারা নিজ স্তনদেশে কুঙ্কুম লিপ্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গে যাঁহাদিগের পুষ্পমালা সম্মর্দ্দিত হইয়াছিল। এই স্থলে 'স কুচকুঙ্কুম' ইত্যাদি পাঠে, 'সঃ'—শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বপ্রকাশে উক্ত আছে—"গন্ধর্ব শব্দে মৃগভেদ, গায়ন ও খেচর বুঝায়।" গন্ধর্ব্বপা বলিতে গায়নশ্রেষ্ঠ যে ভ্রমরগণ, তাহাদের দ্বারা অনুদ্রুত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত যমুনার জলে প্রবেশ করিলেন। 'ভিন্নসেতুঃ' সেতু ভগ্ন করিয়া শ্রান্ত গজরাজ যেমন হস্তিনীগণসহ জলে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অতিক্রান্ত লোক-মর্য্যাদ শ্রীকৃষ্ণ, (গোপপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া শ্রান্তি দূর করিবার জন্য জল-বিহার করিতে লাগিলেন) ॥২২॥

———

সোঽম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোঽঙ্গ ।
বিমানিকৈঃ কুসুমবর্ষিভিরীড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্র গজেন্দ্রলীলঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্), প্রহসতীভিঃ যুবতীভিঃ ইতস্ততঃ (সর্ব্বতঃ) অলম্ (অতিশয়েন) পরিষিচ্যমানঃ প্রেম্ণা ঈক্ষিতঃ কুসুমবর্ষিভিঃ বৈমানিকৈঃ ঈড্যমানঃ (স্তূয়মানঃ) স্বয়ং স্বরতি (আত্মারামঃ অপি) গজেন্দ্রলীলঃ (গজেন্দ্রস্য লীলা ইব লীলা যস্য সঃ) সঃ (ভগবান্) অত্র (গোপীমণ্ডলে, অম্ভসি বা) রেমে ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, হাস্যপরিহাসপরায়ণা গোপীবৃন্দ চারিদিক হইতে কৃষ্ণকে জল-প্রক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার প্রতি প্রেম-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। (তদ্দৃষ্টে) পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে বিমানাবস্থিত দেবতাগণ কৃষ্ণের স্তুতি করিতে লাগিলেন। আত্মারাম গজেন্দ্রলীল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জল মধ্যে এইরূপে বিহার করিতেছিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রেম্ণোক্ষিতং ইতি চ পাঠঃ। স্বং ধনং রতিঃ ক্রীড়ৈব যস্য সঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রেম্ণেক্ষিতঃ' এবং 'প্রেম্ণোক্ষিতঃ'—পাঠদ্বয় রহিয়াছে, কেবল বাহিরেই সিক্ত হন নাই, পরন্ত প্রেমের দ্বারা অন্তরও সিক্ত

হইয়াছিল—এই ভাবার্থ। 'স্বরতিঃ'—ক্রীড়াই যাঁহার ধনতুল্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জল-স্থল-
প্রসূনগন্ধানিলজুষ্টদিক্‌তটে।
চচার ভৃঙ্গ-প্রমদা-গণাবৃতো
যথা মদচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(স্থলজলক্রীড়ে দর্শিতে বনক্রীড়াং দর্শয়তি) ততঃ (জলক্রীড়ানন্তরং) চ জলস্থলপ্রসূন-গন্ধানিল-জুষ্টদিক্‌তটে (জলস্থল-প্রসূনানাং গন্ধো যস্মিন্ তেন অনিলেন জুষ্টানি দিশাং তটানি অন্তা যস্মিন্, যদ্বা দিশশ্চ তটং স্থলং চ যস্মিন্ উপবনে) কৃষ্ণোপবনে (কৃষ্ণায়াঃ যমুনায়াঃ উপবনে) ভৃঙ্গ-প্রমদাগণাবৃতঃ (ভৃঙ্গানাং প্রমাদানাং চ গণৈরাবৃতঃ কৃষ্ণঃ) মদচ্যুৎ (মদানাং চ্যুৎ ক্ষরণং যস্য সঃ) দ্বিরদঃ (মতঙ্গঃ) যথা করেণুভিঃ (গজীভিঃ বৃতঃ বনে বিচরেৎ তথা) চচার ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—মদস্রাবী গজ যেরূপ হস্তিনীগণ সহ বনে বিচরণ করে, শ্রীকৃষ্ণ সেইরূপ জল ও স্থলজাত কুসুমের গন্ধবাহী পবন সেবিত যমুনার তটে কৃষ্ণোপবনে ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ততো জলবিহারানন্তরং চকারেণাঙ্গ-মার্জ্জনবনদেবতানীত-তাদাত্বিকবস্ত্রালঙ্কারপরিধাপ-নানন্তরঞ্চ কৃষ্ণায়া যমুনায়া উপবনে পরঃসহস্রকুঞ্জ-যুক্তে তত্র স্বাপলীলার্থং চচার জগাম। কীদৃশঃ? জল-স্থলবর্ত্তিপ্রসূনানাং গন্ধো যত্র তথাভূতৈরনিলৈর্জ্জুষ্টানি দিক্‌তটানি যস্য তস্মিন্। ভৃঙ্গাণাং প্রমদানাঞ্চ গণৈরাবৃতঃ। মদানাং চ্যুৎ চ্যোতনং ক্ষরণং যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ততঃ'—জলবিহারের অনন্তর। 'চ'-কার দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন এবং বনদেবতা কর্ত্তৃক আনীত তৎকালোচিত বস্ত্রালঙ্কার পরিধাপনের পরে, অনেকানেক কুঞ্জযুক্ত যমুনার উপবনে নিদ্রা-লীলা-বিশেষের জন্য বিচরণ করিয়াছিলেন। যে সকল কুঞ্জের জলজ ও স্থলজ কুসুমের গন্ধবাহী সমীরণে দিগন্তসমূহ আমোদিত। 'ভৃঙ্গ-প্রমদাগণাবৃতঃ'—করিণীগণ পরিবৃত মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ ভৃঙ্গ ও প্রমদাগণে পরিবৃত হইয়া যমুনার উপবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(রাসক্রীড়াং নিগময়তি) এবম্ (উক্তপ্রকারেণ) অনুরতাবলাগণাঃ (অনুরক্তঃ প্রীতি-যুক্তঃ অবলাগণঃ যস্মিন্ সঃ) (তথাপি) আত্মনি অবরুদ্ধসৌরতঃ (অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ নতু স্খলিতো যস্য ইতি কামজয়োক্তিঃ) (যতঃ) সত্য-কামঃ (সত্যসঙ্কল্পঃ) সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ (শরদি ভবা কাব্যেষু কথ্যমানা যে রসা-স্তেষামাশ্রয়ভূতা, শৃঙ্গাররসাশ্রয়াং শরদি প্রসিদ্ধাঃ কাব্যেষু তাঃ কথা) শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ (চন্দ্র-কিরণৈঃ উজ্জ্বলীকৃতাং) (তাঃ) সর্ব্বাঃ নিশাঃ সিষেবে (সেবিতবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অবলাগণ যাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনু-রক্ত, সেই সত্যকাম শ্রীকৃষ্ণ হৃদয়ে সুরত সম্বন্ধীয় হাবভাব (বিব্বোক কিলকিঞ্চিত) স্থাপন পূর্ব্বক কাব্যে বর্ণিত শরৎকালীন রসের আশ্রয়ভূতা, চন্দ্র-কিরণে সুশোভিতা রজনী সেবা অর্থাৎ উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—শরৎপৌর্ণমাসী-নক্তন্তনীং রাসক্রীড়া-মুপসংহরন্নন্যাস্বপি রাত্রিষু বিবিধবিচিত্রা পরিগণ্য তাদৃশক্রীড়া তাভিঃ সহ বভূবেত্যাহ। এবং সর্ব্বা এব যোগমায়ায়াঃ প্রভাবাৎ, শশাঙ্কাংশুবিরাজিতাঃ নিশাঃ সিষেবে স্ববিলাসৈর্বৃন্দাবনীয়নিশাসুখমাস্বাদয়া-মাসেত্যর্থঃ। সিবুধাতোঃ কর্ত্তৃত্বেন ক্রীড়োপযোগি-ন্যস্তা নিশাঃ পরমাদরণীয়ত্বেন ভোগ্যাঃ কিমুত তত্রত্যাঃ কামবিলাসা ইতি দ্যোতিতং, মহাপ্রসাদান্নং সেবতে ভক্ত ইতিবৎ। যতস্তে কামবিলাসা ন প্রাকৃতা জ্ঞেয়া ইত্যাহ,—সত্যা বাস্তববস্তুস্বরূপাঃ কাম্যবিলাসা যস্য সঃ। কিঞ্চ, রমণস্য কর্ত্তৃত্বং স্বং তা গোপীশ্চ প্রাপয়ামাসেত্যাহ—অনু তদ্রমণান্তরং রতা রমণ-

কর্ত্তারঃ অবলাগণা অপি যত্র সঃ। অবলাপদেন তত্র তাসাং প্রভবিষ্ণুত্বাভাবো ব্যঞ্জিতঃ। তদা চ ভগবতো রাত্রিন্দিবং তৎকেলিবিলাসৈকতানমনস্ত্বমভূদিত্যাহ—আত্মনি মনসি অবরুদ্ধাঃ অবরুদ্ধ্য স্থাপিতাঃ সৌরতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাব-হাব-বিব্বোক্-কিল-কিঞ্চিতাদয়ঃ, বাম্যোৎসুক্যহর্ষাদয়ঃ, স্তম্ভস্বেদবৈবর্ণ্যাদয়ঃ, দর্শন-স্পর্শন-শ্লেষাদয়শ্চ যেন সঃ "এবং সৌরতসংলাপৈর্ভগবান্ দেবকীসুতঃ। স্বরতো রময়ামাস নরলোকং বিড়ম্বয়"ন্নিত্যত্র বিশেষ বিবক্ষয়ৈব সংলাপপদোপন্যাসঃ। অত্রত্ববিশেষণ সর্ব্ব এব তে সংগচ্ছন্তে ইতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বা দ্বাদশমাসিকীরেব নিশাঃ সিষেবে—কীদৃশীঃ। শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ। "হায়নোঽস্ত্রী শরৎ সমা" ইত্যভিধানাৎ। শরদি সম্বৎসরমধ্যএব ঋত্বাদিকমধিকৃত্য যে কাব্যকথা-রসাঃ সংভবন্তি তেষামাশ্রয়াঃ। যা এব সাংবৎসরিকনিশাঃ শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণক্রীড়াধিকরণীভূতা আশ্রিত্য সৎকবয়ঃ প্রাচীনার্ব্বাচীনা ব্যাস-পরাশর-জয়দেব-লীলাশুক-গোবর্দ্ধনাচার্য্য-শ্রীরূপাদয়ঃ স্বস্বকৃতেষু কাব্যেষু কথাঃ রসাংশ্চ শৃঙ্গারপ্রধানান্ বর্ণয়িত্বাপি ন পারং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। অতএব ময়াপি সামস্ত্যেন বর্ণয়িতুমশক্যত্বাদ্দিগেবৈষা দর্শিতেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শরৎকালীয় পূর্ণিমার রাত্রিতে যে রাসক্রীড়া হইয়াছিল তাহার উপসংহার এবং অন্যান্য রজনীতে জাত যে বিবিধ বিচিত্রলীলা, তাহার পরিগণনা করিয়া গোপাঙ্গনাগণের সহিত যে তাদৃশ ক্রীড়া হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছেন—'এবং শশাঙ্কাংশু-বিরাজিতাঃ নিশাঃ', সেই রাত্রিসকল, যোগমায়ার প্রভাবেই চন্দ্রকিরণে বিরাজিতা হইয়াছিল, 'সিষেবে'—ভগবান্ ঐ চন্দ্রকিরণ-শোভিতা রজনীকে সেবা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ স্বকীয় বিলাসদ্বারা বৃন্দাবনীয় নিশাসুখ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এখানে সিব-ধাতুর কর্ত্তৃত্বহেতু অর্থাৎ সেবা করিয়াছিলেন বা উপভোগ করিয়াছিলেন—এই ক্রিয়ার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তা-হেতু লীলার উপযোগিনী সেই সকল নিশা, তৎকর্ত্তৃক পরমাদরত্বরূপে ভোগ্যা, সুতরাং তত্রত্য কামবিলাসের কথা কি বলিব ইহাই দ্যোতিত হইল। যেমন ভক্তগণ মহাপ্রসাদান্ন সেবা করে তদ্রূপ। যেহেতু সেই কামবিলাস-সকল প্রাকৃত নহে, ইহাই বলিতেছেন—'সত্যকামঃ', সত্য অর্থাৎ বাস্তব বস্তুরূপ কামবিলাস যাঁহার। আরও, ভগবান্ আপনাকে রমণের কর্ত্তৃত্বরূপে গোপাঙ্গনাদিগকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন, তাহাতে বলিতেছেন—'অনুরতাবলাগণঃ', অর্থাৎ রমণের অনন্তর রমণকর্ত্রী অবলাগণও আছে যাহাতে। 'অবলা' এই পদদ্বারা রমণে ব্রজাঙ্গনাগণের যে প্রভুত্ব নাই তাহাই ব্যঞ্জিত হইল।

সেই সময়ে ভগবানের রাত্রিদিন সেই কেলিবিলাসে একতান মন হইয়াছিল, অর্থাৎ কেবলমাত্র দিনরাত্র কেলি-বিলাসেই আবিষ্ট থাকিতেন, ইহাই বলিতেছেন—'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত', অর্থাৎ যিনি চিত্তে সুরত-সম্বন্ধীয় ভাব হাব বিব্বোক কিলকিঞ্চিতাদি, বাম্য উৎসুক্য হর্ষাদি, স্তম্ভ স্বেদ বৈবর্ণাদি ও দর্শন স্পর্শন আশ্লেষণ অবরুদ্ধ করিয়া স্থাপন করিয়াছেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"এবং সৌরতসংলাপৈঃ" (১০।৬০।৫৮), অর্থাৎ ভগবান্ দেবকীনন্দন, নরলোক বিড়ম্বনা করিয়া সৌরত সংলাপের দ্বারা রমণ করিয়াছিলেন—সেই স্থলে বিশেষ বিবক্ষাবশতঃ সংলাপ শব্দের উপন্যাস হইয়াছে, কিন্তু এই স্থলে কোন বিশেষ বিবক্ষা না থাকায় সকল ভাবেরই গ্রহণ সুসঙ্গত হইল জানিতে হইবে।

'সর্ব্বাঃ—দ্বাদশ মাসের রাত্রিসকল উপভোগ করিয়াছিলেন। কেমন রাত্রিসকল ? তাহাতে বলিতেছেন—'শরৎকাব্যকথা-রসাশ্রয়াঃ', অর্থাৎ 'হায়নোঽস্ত্রী শরৎসমা"—এই অভিধান-সামর্থ্যে শরৎশব্দে সম্বৎসরের মধ্যস্থিত ঋতু প্রভৃতি অধিকার করিয়া যে কাব্য কথারস সম্ভব হয়, তাহার আশ্রয়। অর্থাৎ প্রাচীন বা অর্ব্বাচীন ব্যাসদেব, পরাশর, জয়দেব, লীলাশুক, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও শ্রীরূপ প্রভৃতি সৎকবিগণ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলার আশ্রয়ীভূত সাম্বৎসরিক নিশা-সকল আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব কাব্যে কথা এবং শৃঙ্গারপ্রধান রস-সকল বর্ণনা করিয়াও পার পান নাই, সুতরাং আমিও সমস্ত বর্ণনা করিতে অসমর্থহেতু যথাসম্ভব বর্ণন করিলাম—এই ভাবার্থ ॥ ২৫ ॥

———

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥ ২৬॥
স কথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্‌ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ,—ধর্ম্মস্য সংস্থাপনায় (সংপ্রচারায়) ইতরস্য (অধর্ম্মস্য) প্রশমায় (নিরাসায়) চ অংশেন (বলরামেণ সহ) জগদীশ্বর ভগবান্ অবতীর্ণঃ হি॥ ২৬॥

(হে) ব্রহ্মন্, ধর্ম্মসেতুনাং (ধর্ম্মমর্য্যাদানাং) বক্তা (উপদেশেন প্রবর্ত্তকঃ) কর্ত্তা (স্বয়ং অনুষ্ঠাতা) অভিরক্ষিতা চ সঃ (ভগবান্) পরদারাভিমর্ষণং (পরস্ত্রী-সম্ভোগাত্মকং নচ ইদমধর্ম্মমাত্রং কলঞ্জভক্ষণাদিবৎ, কিন্তু মহাসাহসম্ প্রতীপং (প্রতিকূলমধর্ম্মং) কথং আচরৎ (কৃতবান্)॥ ২৭॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—(হে ব্রহ্মন্, জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন এবং অধর্ম্ম বিনাশকল্পে স্বীয় অংশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্, ধর্ম্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রতিকুল আচরণ করিলেন? ২৬-২৭॥

বিশ্বনাথ—অথ পরীক্ষিৎসভোপবিষ্টানাং বিবিধবাসনাবতাং কর্ম্মিজ্ঞানিপ্রভৃতীনাং হৃদয়ে সন্দেহসমুদ্ভূতমালক্ষ্য তদুচ্ছেদার্থং পৃচ্ছতি সংস্থাপনায়েতি। ইতরস্যাধর্ম্মস্য যঃ খল্বংশেন জগদীশ্বরো বিষ্ণুর্ভবতি স স্বয়ং ভগবানবতীর্ণঃ। যদ্বা, অংশেন বলদেবেন সহ প্রতীপং প্রতিকূলমধর্ম্মং যদি চ স্বৈরলীলয়ৈবাচরদিত্যুচ্যতে তদা ব্রহ্মশাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলঞ্চ কদাচিদীশ্বরত্বেপ্যঙ্গীকরোতি যথা তথৈব পাপমঙ্গীকৃত্য তৎফলমপ্যবশ্যমঙ্গীকুর্য্যাদিত্যাক্ষেপ ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ॥ ২৬-২৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর পরীক্ষিৎ মহারাজের সভাস্থিত বিবিধ বাসনাবিশিষ্ট কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতির হৃদয়ে সন্দেহ হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ তদুচ্ছেদনার্থ জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি। 'ইতরস্য'—বলিতে অধর্ম্মের, অর্থাৎ যিনি ধর্ম্ম সংস্থাপনের ও অধর্ম্মের বিনাশের নিমিত্ত অংশের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে শ্লোকস্থ 'অংশেন'—এই পদের অর্থ এই, যিনি অংশ দ্বারাই জগদীশ্বর বিষ্ণু হইয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিম্বা 'অংশ' বলিতে শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। 'প্রতীপং'—প্রতিকূল, অধর্ম্ম, অর্থাৎ সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ পরস্ত্রী-সংসর্গ করিবেন? যদি বলেন—তিনি স্বৈরলীল অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ-লীলাবিহারী বলিয়াই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। তদুত্তরে—যেমন ব্রহ্মশাপ অঙ্গীকার করতঃ কখনও ঈশ্বর হইয়াও তাহার ফল গ্রহণ করেন, তদ্রূপ পাপ অঙ্গীকারপূর্ব্বক তাহার ফলও অবশ্যই স্বীকার করা উচিত—এই আক্ষেপরূপ একটি প্রশ্ন॥ ২৬-২৭॥

———

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্।
কিমভিপ্রায় এতৎ নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥২৮॥

অন্বয়ঃ—(আপ্তকামস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ তর্হি কামভাবান্নিন্দিতং কেনাভিপ্রায়েণ কৃতবানিতি পৃচ্ছতি) (হে) সুব্রত (সদাচারপরায়ণ) আপ্তকামঃ (পূর্ণকামঃ) অপি (সঃ) যদুপতিঃ কৃষ্ণঃ কিমভিপ্রায় (কেন অভিপ্রায়েণ) বৈ এতৎ জুগুপ্সিতং (নিন্দিতং) (কর্ম্ম) কৃতবান্, তৎ নঃ (অস্মাকং) সংশয়ং ছিন্ধি (নিরাকুরু)॥ ২৮॥

অনুবাদ—হে সুব্রত, পরিপূর্ণ কাম যদুপতি কৃষ্ণ কি অভিপ্রায়ে এইরূপ লোক-নিন্দিত কর্ম্ম করিলেন? এতদ্বিষয়ে আমাদের যে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনি ছেদন করুন॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ—পরমেশ্বরস্য নায়মধর্ম্ম ইতি চেৎ নিন্দিতমিদং কেনাভিপ্রায়েণ চকারেতি পৃচ্ছতি আপ্তকাম ইতি। তেন স্বকাম-পূরণার্থমিদং কৃতবানিতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিতি ভাবঃ। অবতারেঽস্মিন্নেতাদৃশং জুগুপ্সিতমেব কর্ত্তব্যমবশ্যমিতি চেদত আহ,—যদুপতিরিতি। পরমধার্ম্মিকাণাং যদূনাং পতিস্তর্হি কথমভূদিতি ভাবঃ। ন ইতি। নতু কেবলস্য মমাত্র সংশয়োঽস্তীত্যর্থঃ। তস্যাপ্তকামত্বেঽপ্যাত্মারামত্বেঽপি প্রেমানন্দস্বরূপাভিস্তাভিঃ সোৎকণ্ঠং রমণং যুজ্যত এবেতি জ্ঞাতপ্রায়-রহস্যসিদ্ধান্তত্বাদিতি ভাবঃ।

সুব্রতেতি। সদাচারপরায়ণস্য তবাপ্যস্যামেব লীলায়া-মত্যাবেশদর্শনাদেতে সংশেরতে ইতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—পরমেশ্বরের ইহা অধর্ম্ম নহে, তাহা হইলেও এই নিন্দিত কর্ম্ম কি অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন ? তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'আপ্তকামঃ', তিনি পূর্ণকাম, অতএব স্ব-কামনা পূরণের নিমিত্ত এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন—এই প্রত্যুত্তর প্রদান সঙ্গত নহে। যদি বলেন—এই অবতারে এতাদৃশ জুগুপ্সিতই অবশ্য কর্ত্তব্য, তদুত্তরে বলিতেছেন—'যদুপতিঃ' তাহা হইলে পরম ধার্ম্মিক যদুগণের পতি কি প্রকারে হইয়াছিলেন ?—এই ভাবার্থ। 'নঃ'—আমাদিগের, অর্থাৎ কেবল আমার এই বিষয়ে সংশয় নহে, কিন্তু সভাস্থিত অন্যান্য সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিসকলের অপেক্ষায় ঐরূপ বলিলেন। তাঁহার আপ্তকামত্ব ও আত্মারামত্ব হইলেও প্রেমানন্দস্বরূপা সেই গোপীগণের সহিত সোৎকণ্ঠ রমণ যুক্তিযুক্তই—এইরূপ রহস্য-সিদ্ধান্ত বিদিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন। 'হে সুব্রত !'—সদাচারপরায়ণ আপনারও এই লীলাতেই অতিশয় আবেশ দর্শনে এই সভ্যগণ সংশয় করিতেছেন—এই ভাবার্থ ॥ ২৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(পরমেশ্বরং) কৈমুতিকন্যায়েন পরিহর্ত্তুং সামান্যতো মহতাং বৃত্তমাহ) (হে নৃপ) ঈশ্বরাণাং (কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতানাং সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্ম্মমর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং) সাহসং দৃষ্টং (যৎ দৃষ্টং) তৎ তেজীয়সাং (প্রজাপতীন্দ্র-সোমবিশ্বামিত্রাদিনাং তচ্চ তেষাং তেজস্বিনাং) সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা (তথা) দোষায় ন (ভবতি) ॥২৯

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, অগ্নি সর্ব্বভুক্ হইয়াও যেরূপ দোষভাক্ হ'ন না, সমর্থবান্ তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা লঙ্ঘন ও স্ত্রীসন্দর্শনাদি দৃষ্ট হইলে উহা দূষণীয় নহে ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃতস্যাপ্যধর্ম্মস্য ফলমীশ্বরাণামপি ন ভবেৎ কিমুত পরমেশ্বরস্য তস্যেতি প্রথমপ্রশ্নোত্তর-মাহ,—ধর্ম্মেতি ষড়্ভিঃ। ঈশ্বরাণাং রুদ্রাদীনামপি ধর্ম্মব্যতিক্রমোঽধর্ম্মো দৃষ্টঃ। সাহসং সাহসহেতুক ইত্যর্থঃ। ন দোষায় ন প্রত্যবায়ায়। বহ্নের্যথা সর্ব্বভুক্তং ন দোষায় নাপাবিত্র্যায় তদ্বদিত্যর্থঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কর্ম্মাদি পারতন্ত্র্যরহিত ব্রহ্মাদি ঈশ্বরগণের অধর্ম্ম আচরণে যদি ফলভোগ করিতে না হয়, তাহাতে যিনি পরমেশ্বর, তিনি কিরূপে ফলভাগী হইবেন—এইরূপ প্রথম প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'ধর্ম্মব্যতিক্রম' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে। 'ঈশ্বরাণাং'—পরমেশ্বরের অনুগ্রহে লব্ধৈশ্বর্য্য রুদ্রাদিরও ধর্ম্মব্যতিক্রম অর্থাৎ অধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। 'সাহসং'—সাহস-হেতুক কর্ম্মও দৃষ্ট হয় ; এই অর্থ। 'ন দোষায়'—তাঁহাদিগের তাহা প্রত্যবায়ের নিমিত্ত হয় না। 'যথা বহ্নেঃ'—বহ্নি সর্ব্বভোক্তা হইলেও তাঁহার যেমন কোনরূপ দোষ বা অপবিত্রতা হয় না, তদ্রূপ সেই তেজস্বি ব্রহ্মাদিরও তত্তৎকর্ম্ম দোষের নিমিত্ত হয় না—এই ভাবার্থ ॥ ২৯ ॥

———

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥৩০

অন্বয়ঃ—(তর্হি 'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠ' ইতি ন্যায়েন অন্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ) অনীশ্বরঃ (দেহাদিপরতন্ত্রঃ) জাতু (কদাচিদপি) এতৎ (শাস্ত্র-বিরুদ্ধং) মনসাপি ন সমাচরেৎ (আচরেৎ) হি যতঃ মৌঢ্যাৎ (অজ্ঞত্বাৎ ঈশ্বরাভিমানাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধম্) আচরন্ বিনশ্যতি যথা অরুদ্রঃ (রুদ্রব্যতিরিক্তং অনীশ্বরঃ) অব্ধিজং বিষং (ভক্ষয়ন্ বিনশ্যতি) ॥৩০

অনুবাদ—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ কখন মনের দ্বারাও করিবেন না। রুদ্রভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ-বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন, মূঢ়তা প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর লীলার অনুকরণ করে, সেও তদ্রূপ বিনষ্ট হইবে ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—তর্হি "যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" ইতি ন্যায়েনান্যোঽপি কুর্য্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতদিতি। অনী-শ্বরো নিকৃষ্টো জীবঃ যথা রুদ্রব্যতিরিক্তো বিষমা-

চরন্ ভুঞ্জানঃ সদ্যো বিনশ্যতি, রুদ্রস্তু ভুক্ত্বা প্রত্যুত নীলকণ্ঠত্বেন শোভতে স্মেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তাহা হইলে, "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠঃ" (শ্রীগীতা-৩।২১), অর্থাৎ মহদ্‌ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, ইতর জনও তাহাই আচরণ করিয়া থাকে, আর সেই মহদ্‌ব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন, লোকসকলও তাহারই অনুগামী হয়—এই ন্যায়ানুসারে অপরেও তাদৃশ কার্য্যে রত হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'নৈতৎ' ইত্যাদি। 'অনীশ্বরঃ'—নিকৃষ্ট জীব। যেমন রুদ্র ব্যতিরিক্ত অপরে বিষ ভক্ষণ করিয়া সদ্য বিনষ্ট হয়, পরন্তু শ্রীরুদ্র বিষ ভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ-রূপে শোভিত হন—এই ভাবার্থ ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥৩১

অন্বয়ঃ—(কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যম্) ঈশ্বরাণাং (জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিস্তেজীয়সাং) বচঃ সত্যম্ (অতস্তদুক্তমাচরেদেব) তথৈব আচরিতং (তু ক্বচিদেব সত্যং অতঃ) স্ববচোযুক্তং (তেষাং বচসা যদ্ যদ্ যুক্তং অবিরুদ্ধং) বুদ্ধিমান্ (জনঃ) তৎ (তদেব) আচরেৎ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—সমর্থবান্ পুরুষগণের বাক্য সত্য, তাঁহাদের আচরণও তদ্রূপ। অতএব যাহা তাঁহাদের বাক্যের অবিরুদ্ধ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাই আচরণ করিবেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—কথং তর্হি সদাচারস্য প্রামাণ্যমত আহ,—ঈশ্বরাণামিতি। সত্যং সদ্ভ্যো হিতং ক্বচিৎ দশরথপুত্রত্বে সতীত্যর্থঃ। তস্মাদিয়ং ব্যবস্থেত্যাহ—স্ববচোযুক্তং অবিরুদ্ধং তদেবাচরেৎ। বুদ্ধিমানিতি তত্রাপি বিচার্য্যৈব। 'তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহে"তি ভগবতো বচোহপ্যর্জ্জুনেনাশ্বত্থামবধবিধায়কং ন পালিতমিতি ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাহা হইলে সদাচারের প্রামাণ্য কি প্রকারে বিদ্যমান থাকিতে পারে? তাহাতে বলিতেছেন—"ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং", অর্থাৎ ঈশ্বরসকলের বাক্য (আজ্ঞা) সত্য (প্রামাণ্যরূপে গ্রাহ্য), কিন্তু তাঁহাদিগের আচরণ কখনও সত্য, অর্থাৎ সাধুগণের হিতকর, যেমন দশরথনন্দনরূপে শ্রীরামচন্দ্রের আচরণ—এই ভাবার্থ। অতএব এইরূপ ব্যবস্থা—যাহা তাঁহাদিগের বাক্যের অবিরুদ্ধ (স্ববচোযুক্তং), তাহাই আচরণ করিবে। 'বুদ্ধিমান্'—তাহাতেও বিচার করিয়াই। যেমন "তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্মবন্ধুহা" (১।৭।৩৯), অর্থাৎ এই পাপী তোমার বন্ধুগণের নিধনকারী এবং আততায়ী, এখনি ইহার প্রাণ বধ কর"—অর্জ্জুনের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অশ্বত্থামা-বধবিষয়ক বাক্য অর্জ্জুন ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়া পালন করেন নাই ॥ ৩১ ॥

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, তর্হি তেঽপি কিমেবং সাহসমাচরন্তি? তত্রাহ—) এষাং (ঈশ্বরাণাং) কুশলাচরিতৈঃ (জনসংগ্রহার্থং ধর্ম্মানুষ্ঠানেন) ইহ (লোকে চ কায়াৎ পরলোকে চ) অর্থঃ (ফলং) ন বিদ্যতে (ভবতি প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষপণমাত্রমেব তেষাং কৃত্যং নান্যৎ ইত্যর্থঃ) (তথা) বিপর্য্যয়েণ (ঈশ্বরেচ্ছাতঃ প্রারব্ধবশাৎ বা অধর্ম্মানুষ্ঠানেন) অনর্থঃ (দুঃখম্ অপি) বা (ন ভবতি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—প্রভো, অহঙ্কার রহিত সমর্থবান্ পুরুষদিগের লোক-সংগ্রহার্থ যে ধর্ম্মানুষ্ঠান, তদ্দ্বারা ইহলোকে কোন স্বার্থ নাই এবং ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় অর্থাৎ ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনজন্যও কোনও প্রকার অনর্থ উৎপন্ন হয় না ॥ ৩২ ॥

কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(প্রস্তুতমাহ) অতঃ ঈশিতব্যানাং (নিয়ম্যানাং) কুশলাকুশলান্বয়ঃ (পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ) ন (ভবতি, তদা) তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাং অখিলসত্ত্বানাং (সকল প্রাণিনাং) ঈশিতুঃ (নিয়ন্তুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য) চ কিমুত (কিং পুনর্বক্তব্যমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—ঈশ্বরাধীন নিরহঙ্কারী জীবগণেরও পুণ্যপাপ সম্বন্ধ নাই। পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ পুণ্যাদি সম্বন্ধ নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—প্রস্তুতমাহ,—কিমুতেতি ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রস্তুত বলিতেছেন—'কিমুত' ইত্যাদি (অর্থাৎ যিনি অধীনস্থ পক্ষী, মনুষ্য, দেবতা ও নিখিল প্রাণীর নিয়ন্তা, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যে পাপ-পুণ্যাদি নাই, তাহাতে আর বক্তব্য কি ?) ॥৩৩

যৎপাদপঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা
যোগপ্রভাব-বিধুতাখিল-কর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥ ৩৪॥

অন্বয়ঃ—(এতদেব স্ফুটীকরোতি) যৎপাদপঙ্কজ-পরাগনিষেবতৃপ্তাঃ (যস্য ভগবতঃ পাদপঙ্কজপরাগানাং নিষেবেন তৃপ্তাঃ, যদ্বা, যস্য পাদপঙ্কজপরাগানাং নিষেবা যেষাং তে চ তে তৃপ্তাশ্চেতি ভক্তা ইত্যর্থঃ) যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ (যোগস্য প্রভাবেন বিধুতাঃ নিবৃত্তাঃ অখিলাঃ কর্ম্মবন্ধাঃ যেষাং তে) মুনয়ঃ অপি ন নহ্যমানাঃ (বন্ধনপ্রাপ্তবন্তঃ) স্বৈরং (যথেচ্ছং) চরন্তি, ইচ্ছয়া আত্তবপুষঃ (স্বীকৃত-দেহস্য) তস্য (কৃষ্ণস্য) কুতঃ (কস্মাদ্ধেতোঃ) এব বন্ধঃ (স্যাৎ) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—যাঁহার পাদপদ্ম রেণুর সেবা দ্বারা পরিতৃপ্ত ভক্তবৃন্দ, যোগপ্রভাবে নিখিল কর্ম্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত যোগী এবং জ্ঞানিগণও বন্ধন প্রাপ্ত হ'ন না, যিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অপ্রাকৃত বপু প্রকট করিয়াছেন, সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের বন্ধন কিরূপে হইতে পারে ? ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদ্ভক্তা অপি ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ন বধ্যন্ত ইত্যাহ,—যদিতি। নিষেবো নিতরাং সেবনম্। যোগো ভক্তিযোগস্তৎ-প্রভাবেন বিধুতোঽখিলানাং স্বদ্রষ্টৄণামপি কর্ম্মবন্ধঃ কিমুত স্বস্য যৈস্তে মুনয়ো মননশীলা ভক্তা অপি ন নহ্যমানাঃ বন্ধনমপ্রাপ্নুবন্তঃ। তস্য তু নিরঙ্কুশয়া স্বেচ্ছয়ৈব আত্তানি স্বীকৃতানি বপূংষি পরস্ত্রীশরীরাণি যেন তস্য ॥ ৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহার ভক্তগণও ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না, ইহাই বলিতেছেন —'যৎপাদপঙ্কজ' ইত্যাদি। 'নিষেব'—নিরন্তর সেবন। 'যোগ-প্রভাব'—এখানে 'যোগ' বলিতে ভক্তি-যোগ, তাহার প্রভাবে অর্থাৎ ভক্তিযোগাখ্য সাধন তেজের দ্বারা, ভক্তজন স্বদৃষ্ট জনেরও কর্ম্মবন্ধন বিনাশ করেন, তাহাতে নিজের যে নিখিল কর্ম্মাত্মক বন্ধন নিরাকরণ করিয়া বন্ধনদশা হইতে বিমুক্ত হইবেন, ইহাতে বক্তব্য কি ? 'মুনয়োঽপি'—মনন-শীল ভক্তগণও যখন বন্ধনপ্রাপ্ত হন না, তাহাতে 'ইচ্ছয়াত্তবপুষঃ'—যিনি নিজের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই পরস্ত্রী-শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, 'তস্য' সেই শ্রীভগ-বানের আবার বন্ধন কোথায় ? ৩৪ ॥

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নে নেহ দেহভাক্ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—(পরদারত্বং গোপীনামঙ্গীকৃত্য পরিহৃতং ইদানীং ভগবতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ পরদারসেবানাম ন কাচিৎ ইত্যাহ—) গোপীনাং তৎপতিনাঞ্চ (তথা) সর্ব্বেষাম্ (এব) দেহিনাং চ যঃ অন্তঃ চরতি (নিয়ন্তৃতয়া বর্ত্ততে) অধ্যক্ষঃ (সর্ব্বসাক্ষী সঃ) ইহ (লীলায়াং (ক্রীড়নদেহভাক্ (ক্রীড়নার্থং দেহং স্বীকৃতবান্, ন ত্বস্মদাদিতুল্যো যেন দোষঃ স্যাদিতি) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—গোপীদিগের, তৎপতিদিগের এবং সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে যিনি বর্ত্তমান, সেই সর্ব্ব বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী শ্রীকৃষ্ণ (ব্রজবধূসহ) ক্রীড়ায় নিজ অপ্রাকৃত কলেবর প্রকটিত করিয়াছেন ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু সর্ব্বান্তর্য্যামিনো ভগবতো ন কেঽপি পরে ইত্যাহ,—গোপীনামিতি। যোঽন্ত-শ্চরতি তস্য বহিরালিঙ্গনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। অধ্যক্ষো বুদ্ধ্যাদি-দ্রষ্টা তস্য রহস্য-বহির্গাত্র-দর্শনে কো দোষ ইতি ভাবঃ। ইহ ব্রজমণ্ডলে ক্রীড়নেন হেতুনা দেহান্ গোপীশরীরাণি ভজতে রতিশ্রম-প্রস্বে-দাম্বুমার্জ্জনাদিনা সেবতে ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তত্ত্বদৃষ্টিতে কিন্তু সর্ব্বান্ত-র্য্যামী ভগবানের পর বলিয়া কেহ নাই, ইহা বলি-

তেছেন—'গোপীনাম্', অর্থাৎ যিনি গোপ-রমণীগণের ও তৎপতিদিগের এবং নিখিল জগতের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি অন্তরে বিচরণ করেন, তাঁহার বাহিরে আলিঙ্গনে কি দোষ? 'অধ্যক্ষঃ'—যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, তাঁহার পক্ষে রহস্য বহির্গাত্র দর্শনে কি দোষ থাকিতে পারে—এই ভাবার্থ। 'ইহ'—এই ব্রজমণ্ডলে ক্রীড়ার নিমিত্তই যিনি 'দেহ-ভাক্'—গোপীগণের দেহ ভজনা করেন, অর্থাৎ রতিশ্রমজনিত ঘর্ম্মাম্বু মার্জ্জনাদির দ্বারা তাঁহাদিগের সেবা করেন—এই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥৩৬

অন্বয়ঃ—(ননু, এবং চেৎ আপ্তকামস্য নিন্দিতে কুতঃ প্রবৃত্তিরিত্যত আহ) ভক্তানাং অনুগ্রহায় মানুষং দেহং আশ্রিতঃ (ভগবান্) তাদৃশীঃ (এব) ক্রীড়া ভজতে (করোতি) যাঃ শ্রুত্বা (জনঃ) তৎপরঃ (ভগবৎপরঃ) ভবেৎ (শৃঙ্গাররসাকৃষ্টচেতসোহতি বহির্ম্মুখানপি স্বপরান্ কর্ত্তুমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে গোলকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য দেহধারী প্রাণীমাত্রেই ভগবৎসেবাপর হইবে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—জুগুপ্সিতং কিমভিপ্রায়ং কৃতবানিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ,—অন্বিতি। ভক্তানামনুগ্রহায় তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ ভজতে যাঃ শ্রুত্বা মানুষং দেহমাশ্রিতো জীবঃ তৎপরস্তদ্বিষয়কঃ শ্রদ্ধাবান্ ভবেদিতি ক্রীড়ান্তরতো বৈলক্ষণ্যেন মধুররসময্যাঃ অস্যাঃ ক্রীড়ায়াস্তাদৃশী মণিমন্ত্রমহৌষধানামিব কাচিদতর্ক্যা শক্তিরস্তীত্যবগম্যতে। তথৈব মানুষদেহবত এব তদ্ভক্তাবধিকারিত্বং মুখ্যমিত্যভিপ্রেতম্ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—নিন্দিত কর্ম্ম কি অভিপ্রায়ে করিয়াছিলেন? —এই দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর বলিতেছেন—'অনুগ্রহায়', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত তাদৃশী ক্রীড়া ভজনা করিয়া থাকেন, যে ক্রীড়া শ্রবণ করিয়া 'মানুষং দেহমাশ্রিতঃ', মানুষ দেহ আশ্রয়কারী সমস্ত জীবগণই, 'তৎপরঃ'—ভগবৎ-পর হইয়া থাকে (কিন্তু লীলাপর নহে), অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ হয়। অন্যান্য ক্রীড়া হইতে বৈলক্ষণ্যবশতঃ এই মধুররসময়ী ক্রীড়ার মণি, মন্ত্র, মহৌষধির ন্যায় কোনও অতর্ক্য শক্তি রহিয়াছে, ইহা অবগত হওয়া যায়। সেইরূপ মনুষ্য দেহধারী জীবেরই তাঁহার ভক্তিতে মুখ্য অধিকারিত্ব অভিপ্রেত। (অর্থাৎ যেহেতু মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবানের অবতার হইয়া থাকে, এবং মর্ত্ত্যলোকেই তদ্ভজনের মুখ্যত্ব পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং মনুষ্যগণেরই অনায়াসে সেই লীলার শ্রবণাদি সিদ্ধ হইয়া থাকে।) ॥ ৩৬ ॥

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ
॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, অন্যেঽপি ভিন্নাচারাঃ স্বচেষ্টিতমেবেতি বদন্তি তত্রাহ) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মায়য়া মোহিতাঃ স্বান্ স্বান্ দারান্ স্ব-পার্শ্বস্থান্ মন্যমানাঃ ব্রজৌকসঃ কৃষ্ণায় ন খলু (এব) অসূয়ন্ (দোষদৃষ্ট্যা ন অপশ্যন্, এবম্ভূতৈশ্বর্য্যাভাবে তৎ কুর্ব্বন্তঃ পাপা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া ব্রজগোপীগণের পতি, পিতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ নিজ নিজ পত্নী কন্যাদিগকে নিজ নিজ পার্শ্বস্থিত মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোন হিংসা প্রকাশ করে নাই ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং সর্ব্বাস্বেব নিশাসু গোপস্ত্রীভিঃ সহ বিহরতি ভগবতি তাসাং পতিশ্চ শ্বশ্রাদয়ঃ স্ব-স্ব গৃহেষু তাঃ স্ব-বধূরদৃষ্ট্বা ভগবতে তস্মৈ কথং নাকুপ্যংস্তত্রাহ—নেতি। মায়য়া যোগমায়য়ৈব নতু বহিরঙ্গমায়য়া। ভগবৎপরিবারেষু তস্যা অধিকারাভাবাৎ তন্মোহিতানাঞ্চ ভগবদ্বৈমুখ্যস্যাবশ্যম্ভাবাৎ। তেষাং গোপানান্তু ভগবদ্বৈমুখ্যমাত্রাদর্শনাৎ। তয়া মোহনঞ্চ গোপীষু কৃষ্ণমভিসৃতবতীষু তাদৃশীস্তাবতীরেব গোপীঃ সৃষ্ট্বা তান্ দর্শয়িত্বৈব। অতঃ স্বান্, স্বান্ দারান্ স্বপার্শ্বস্থানেব মন্যমানাঃ। যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ। "মায়াকল্পিততাদৃক্-স্ত্রী-শীলনেনানু-

সূয়ুভিঃ। ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম” ইতি। ততশ্চ যোগমায়ায়াশ্চিচ্ছক্তিবৃত্তিত্বাৎ তৎকার্য্যাণামপি নিত্যসত্যৌচিত্যাৎ সর্ব্বমায়িকপ্রপঞ্চনাশেঽপি তেষাং পার্শ্বস্থদারাণাং তেষু স্ব-স্ব-ভার্য্যাভিমানস্য চ নিত্যসত্যত্বমেব মন্যমানা ইত্যভিমানমাত্রং, নতু যোগমায়া কল্পিতানামপি তাসাং পতিভিঃ সম্ভোগ ইতি তাসাং তদাকারতুল্যাকারাণামন্যসংভুক্তত্বস্যানৌচিত্যাৎ, অতএব স্বপার্শ্বস্থানিতি তু স্বতল্পস্থানিত্যুক্তম্ তচ্চ সমাধানং যোগমায়য়ৈব। তৎপতীনাং তাসু কামভাবানুৎপাদনাৎ কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীভগবৎপার্শ্বাৎ স্বস্বগৃহং প্রতি গোপীনামাগমনসময়ে মায়িকগোপীনাং মায়য়ৈবান্তর্দ্ধাপনমপি জ্ঞেয়ম্ ॥৩৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ, গোপরমণীগণের সহিত নির্ব্বাধে সমস্ত রজনী বিহার করিলেন, কিন্তু গোপীগণের পতি এবং শ্বশ্রু প্রভৃতি স্ব-স্ব-পত্নী অথবা বধূগণকে স্ব স্ব-পার্শ্বে অথবা গৃহে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেন ক্রুদ্ধ হইলেন না, তাহাই বলিতেছেন—'নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায়', অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়াই ব্রজগোপীদিগের পতি নিজ নিজ পত্নীকে আপনার পার্শ্বে অবস্থিত মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোন বিদ্বেষ করেন নাই। 'মায়য়া'—শ্লোকোক্ত 'মায়া' শব্দে যোগমায়াকেই বুঝিতে হইবে, কিন্তু বহিরঙ্গ মায়া নহে, কারণ ভগবৎপরিবারের প্রতি বহিরঙ্গ-মায়ার প্রবেশাধিকার নাই। পক্ষান্তরে উক্ত বহিরঙ্গ মায়া-মোহিত ব্যক্তিবর্গের ভগবদ্বৈমুখ্য অবশ্যম্ভাবী, আর গোপগণের তাদৃশ ভগবদ্বৈমুখ্য অনুমাত্রও পরিলক্ষিত হয় না।

যোগমায়া কর্ত্তৃক মোহনের প্রকার এইরূপ—গোপীগণ যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি অভিসার করিতেন, তখন যোগমায়া সেই সেই গোপীর অনুরূপ তত্তৎসংখ্যক গোপী সৃষ্ট করিয়া তত্তদ্ গোপীস্থানে নিযুক্ত করতঃ পতি প্রভৃতিকে মুগ্ধ রাখিতেন। অতএব ব্রজবাসিগণ স্ব-স্ব পত্নীগণকে স্ব-পার্শ্বস্থা মনে করিতেন। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে কথিত আছে—"মায়া-কল্পিত-তাদৃক্ স্ত্রী-শীলনেনানুসূয়ুভিঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ ব্রজবাসিগণ মায়াকল্পিত তাদৃশ স্ত্রীগণ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন নাই, আর ঐ মায়াবলেই ব্রজদেবীগণের সহিত তত্তৎপতিগণের কদাপি মিলন সম্ভব হয় নাই।

ইহা দ্বারা ইহাও প্রতিভাত হইল যে, যোগমায়া চিৎশক্তিবৃত্তি, সুতরাং তাঁহার কার্য্যকলাপও নিত্য সত্য, অতএব সকল মায়িক প্রপঞ্চের বিনাশ হইলেও ব্রজবাসিগণের পার্শ্বস্থ পত্নীগণের প্রতি স্ব-স্ব-ভার্য্যাজ্ঞান নিত্য সত্য, সুতরাং তাঁহারা স্ব-স্ব পত্নী মনে করিয়াছিল, ইহা অভিমানমাত্র। কিন্তু যোগমায়া-কল্পিত সেই রমণীগণেরও তত্তৎপতিগণের সহিত সম্ভোগ হয় নাই, কারণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীগণের সর্ব্বাংশে প্রতিকৃতি-স্বরূপ সেই রমণীগণের অন্য-সম্ভোগ অন্যায্য। অতএব 'স্বপার্শ্বস্থান্'—নিজ নিজ পার্শ্বে, ইহা বলিলেন, কিন্তু 'স্বতল্পস্থান্'—এক শয্যায় এরূপ বলেন নাই। আর যোগমায়া কর্ত্তৃকই এবম্বিধ বিহিত হইয়াছে, কারণ তিনি ব্রজবাসিগণের তত্তৎ-পত্নীগণের প্রতি কামভাব বিলুপ্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর গোপীগণ যখন বিহারান্তে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে স্বালয়ে ফিরিয়া আসিতেন, তখন যোগমায়াই মায়িক গোপীগণকে লুক্কায়িত করিয়া রাখিতেন বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মরাত্রে (ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে) উপাবৃত্তে (প্রাপ্তে সতি) বাসুদেবানুমোদিতাঃ (বাসুদেবেন অনুমোদিতাঃ আজ্ঞাপিতাঃ) ভগবৎপ্রিয়াঃ গোপ্যঃ অনিচ্ছন্ত্যঃ (অপি) স্বগৃহান্ যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে ভগবৎ-প্রিয়া গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রহ্মরাত্র ইতি সমাসান্ত আর্ষঃ। ব্রহ্মণো রাত্রৌ যুগসহস্রপ্রমাণায়াং উপাবৃত্তে উপ আধিক্যেন আবৃত্তে একামাবৃত্তিং গতে সতি গোপ্যঃ স্বগৃহান্ যযুঃ। একস্যামেব রজন্যামেতাবত্যো লীলাঃ কর্ত্তব্যা ইতি ভগবতঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ, নৃত্যগীতাদয়ো বিলাসা যাবন্তো মনস্যভীপ্সিতা আসন্ তাবতাং সংপূর্ত্তৌ যাবন্তঃ সময়াঃ সম্ভবন্তি তাবদ্ভিঃ সময়ৈর্যুগ-

সহস্রং পূর্ণং বভূব, তচ্চ যুগসহস্রং প্রহরচতুষ্টয়াত্মক-রজনীমধ্যএব রাসস্থল্যাং প্রবিবেশ। যথা পঞ্চ-যোজনাত্মকবৃন্দাবন-প্রদেশৈকদেশ এব পঞ্চাশৎকোটি-যোজনপ্রমাণানি ব্রহ্মাণ্ডানি প্রবিষ্টানি ব্রহ্মণা দৃষ্টানি, যথা চাতিস্তোকএব ভগবত উদরস্যোপরি অপরি-মিতানি দামানি অন্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমেব দৃষ্টমভূদিত্যত্র নাসম্ভাবনা কার্য্যা। যদুক্তং শ্রীভাগবতামৃতে—"এবং প্রভোঃ প্রিয়াণাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্য চ। অবিচিন্ত্য-প্রভাবত্বাদত্র কিঞ্চিন্নদুর্ঘট" মিতি। বাসুদেবানু-মোদিতাঃ মম চ ভবতীনাঞ্চ প্রতি তাদৃশক্রীড়া-সিদ্ধ্যর্থং প্রচ্ছন্নকামতৈবাভীষ্টেতি কৃষ্ণেন কৃতানু-মোদনা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, চিত্তাধিষ্ঠাত্রা বাসুদেবেনৈব গুরুলজ্জাভয়াদিকমুদ্ভাব্য প্রেরিতাঃ। অতএব প্রিয়-বিরহস্য দুঃসহত্বাদনিচ্ছন্ত্যোঽপি যযুঃ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ব্রহ্মরাত্র'—এখানে সমাসান্ত প্রয়োগ আর্ষ। দিব্যযুগ সহস্র প্রমাণ ব্রহ্মার রাত্র অতীত হইলে গোপীগণ নিজ নিজ গৃহে গমন করি-লেন। এক রজনীতে ইয়ৎপরিমাণ লীলা করিতে হইবে শ্রীভগবানের এই সঙ্কল্প সত্য হেতু, যে পরি-মাণ নৃত্য গীত বিলাসাদি তাঁহার মনে অভিলাষ হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ করিতে যে পরিমাণ সময় আবশ্যক হয়, সে পরিমাণ সময়ে ব্রহ্মার একরাত্র বা দিব্য সহস্র যুগ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবং উক্ত সহস্র যুগই প্রহরচতুষ্টয়াত্মক রজনী মধ্যে রাসস্থলীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। যেমন পঞ্চযোজনাত্মক বৃন্দাবন-প্রদেশের একদেশেই পঞ্চাশৎকোটি যোজন পরিমিত ব্রহ্মাণ্ড প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মা কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল, আর অতিবাল্যেই ভগবানের উদরের উপরি অপরিমিত রজ্জু এবং অন্তরে বিশাল ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্ট হইয়াছিল, তাঁহার পক্ষে কোন বিষয়েই অসম্ভা-বনা নাই।

যেমন শ্রীলঘুভাগবতামৃতে (২৮১ সংখ্যক কারি-কায়) কথিত আছে—"এবং প্রভোঃ প্রিয়ণাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্য চ" ইত্যাদি, অর্থাৎ বৃন্দাবনে নিত্যলীলানু-রক্ত শ্রীকৃষ্ণের, তাঁহার প্রিয়জনবর্গের, ধাম ও সময়ের অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাব-বশতঃ কিছুই দুর্ঘট হয় না। 'বাসুদেবানুমোদিতাঃ'—বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অনু-মোদিতা হইয়া, অর্থাৎ আমার এবং তোমাদিগের প্রতি তাদৃশ ক্রীড়াসিদ্ধির নিমিত্ত প্রচ্ছন্নকামতাই অভীষ্টা, এইরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক অনুমোদিতা হইয়া। অথবা—চিত্তের অধিষ্ঠাতা বাসুদেব কর্তৃকই গুরু-জনের লজ্জা, ভয়াদি উদ্ভাবিত করিয়া প্রেরিত হইয়া-ছিলেন। অতএব প্রিয় বিরহ দুঃসহ হইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভগবৎপ্রিয়া গোপীগণ স্ব-স্ব গৃহে গমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্‌যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে রাস-ক্রীড়াবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

অন্বয়ঃ—(ভাগবতঃ কামবিজয়রূপ রাসক্রীড়া-শ্রবণাদেঃ কামবিজয়মেব ফলমাহ) ব্রজবধূভিঃ (সাকং) ইদং (অন্যৎ) চ বিষ্ণোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) বিক্রীড়িতং শ্রদ্ধান্বিতঃ যঃ (পুমান্) অনুশৃণুয়াৎ (অনু অনুক্ষণমেব শৃণুয়াৎ শ্রবণং কুর্য্যাৎ) অথবা বর্ণয়েৎ (শ্রাবয়েৎ সঃ তস্মিন্) ভগবতি পরাম্ (উৎকৃষ্টাং) ভক্তিং প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) অচিরেণ (জীবদ্দশায়ামেব) ধীরঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ সন্) হৃদ্রোগং (কামং) আশু অপহিনোতি (পরিত্যজতি) ॥৩৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগ-বানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগকাম অনতি-বিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হ'ন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সর্ব্বলীলাচূড়ামণে রাসস্য শ্রবণ-কীর্ত্তনফলমপি সর্ব্বফলচূড়ামণিভূতমেবেত্যাহ,—বিক্রীড়িতমিতি। চকারাদীদৃশমন্যদপ্যন্যকবির্বর্ণিতং তাভিঃ সহ বিক্রীড়িতম্। বিষ্ণোরিতি "তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো"রিত্যাদ্যুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ নু

নিশ্চিতং অনুদিনং বা শৃণুয়াৎ। অথ বর্ণয়েৎ কীর্ত্তয়েৎ স্বকবিতয়া কাব্যরূপত্বেন নিবধ্নীতেতি বা। পরাং প্রেমলক্ষণাং প্রাপ্যেতি ক্ত্বা-প্রত্যয়েন হৃদ্রোগবত্যপ্যধিকারিণি প্রথমতএব প্রেম্ণঃ প্রবেশস্ততস্তৎপ্রভাবেনৈবাচিরতো হৃদ্রোগনাশ ইতি প্রেমায়ং জ্ঞানযোগ ইব ন দুর্ব্বলঃ পরতন্ত্রশ্চেতি ভাবঃ। হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়কঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ তস্য প্রেমামৃতরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। ধীরঃ পণ্ডিত ইতি হৃদ্রোগ সত্যপি কথং প্রেমা ভবেদিত্যনাস্তিক্য-লক্ষণেন মূর্খত্বেন রহিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রদ্ধান্বিত ইতি শাস্ত্রাবিশ্বাসিনং নামাপরাধিনং প্রেমাপি নাঙ্গীকরোতীতি ভাবঃ। "শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকারচুঞ্চোর্জিষ্ণুশিরোমণেঃ। প্রেম্ণা হাস ইবায়ং শ্রীরাসঃ শ্রীরপি নাপ যম্॥ শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকাদ্যৈরপি দুর্গমমীক্ষ্যতে। গোপীনাং রসবর্ত্মেদং তাসামনুগতীর্বিনা। পদবাক্যপ্রকরণধ্বনয়োঽত্র সহস্রশঃ। সন্ত্যগম্যাশ্চ গম্যাশ্চ নোক্তা বিস্তরভীতিতঃ॥ ৩৯॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়স্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বলীলাচূড়ামণি শ্রীরাসলীলার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির ফলও সর্ব্ববিধ ফল হইতে শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—'বিক্রীড়িতম্' ইত্যাদি। এখানে 'চ'-কার নির্দ্দেশে এইরূপ রাসক্রীড়া-সদৃশ অন্য কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত ব্রজদেবীগণের সহিত ক্রীড়াও সূচিত হইয়াছে। 'বিষ্ণোঃ'—'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ', অর্থাৎ তাঁহাদিগের দুই দুই জনের মধ্যে ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ব্যাপকত্ব অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে। 'নু'—নিশ্চিত, অথবা—'অনু' প্রতিদিন যিনি শ্রবণ, বর্ণন ও কীর্ত্তন করেন, অথবা নিজে কবি হইলে কাব্যরূপে নিবদ্ধ করেন। 'পরাং ভক্তিং প্রতিলভ্য'—সর্ব্বোত্তম জাতীয় প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ করিয়া, এখানে 'ক্ত্বা'-প্রত্যয় নির্দ্দেশের দ্বারা হৃদ্‌রোগ অর্থাৎ কাম থাকিলেও তাহা শ্রবণাদির দ্বারা প্রথমতঃ প্রেমের প্রবেশ এবং তাহার প্রভাবেই অবিলম্বে হৃদরোগের বিনাশ সূচিত হইল, যেহেতু এই প্রেম জ্ঞানযোগের ন্যায় দুর্ব্বল ও পরতন্ত্র নহে। হৃদরোগ কাম, ইহা দ্বারা ভগবদ্বিষয়ক যে কাম, তাহার ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ হৃদয়রোগ কাম এবং ভগবদ্বিষয়ক কাম—এই দুই যে পৃথক্ বস্তু, তাহাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, কারণ ভগবদ্বিষয়ক কাম প্রেমামৃত-রূপে প্রাকৃত কামের বিপরীতই। 'ধীরঃ'—পণ্ডিত, অর্থাৎ হৃদ্‌রোগ থাকিলেও কিরূপে প্রেম হইতে পারে—এইরূপ নাস্তিক মূর্খগণের মতবাদ হইতে যিনি পৃথক্ (আস্তিক্য বুদ্ধি-সম্পন্ন)। অতএব 'শ্রদ্ধান্বিত' ইহা বলিলেন, কারণ শাস্ত্রে অবিশ্বাসী নামাপরাধীকে প্রেমও অঙ্গীকার করেন না—এই ভাবার্থ।

"শ্রীকৃষ্ণাতিবশীকার চুঞ্চোঃ", ইত্যাদি কারিকার অর্থ—শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয়রূপে বশীকার করিতে প্রধান, জয়শীলগণের শিরোমণি, যাহা শ্রীলক্ষ্মীদেবীরও অপ্রাপ্য, প্রেমের হাস্যের ন্যায় সেই শ্রীরাস বিরাজিত হইতেছেন॥

শ্রীব্রজগোপীগণের অনুগতি ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের উদ্ভাবিত এই রস-বর্ত্ম, শাস্ত্রবুদ্ধি-বিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পক্ষেও দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য॥

ইহাতে পদ-বাক্য-প্রকরণগত অনেকানেক বোধ্য ও অবোধ্য ধ্বনিসমূহ আছে, তাহা গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে কথিত হইল না॥ ৩৯॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত॥ ১০।৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োস্ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
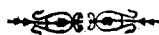
চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেহম্বিকাবনম্‌ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সর্পগ্রস্ত নন্দের এবং অঙ্গিরার শাপ হইতে সুদর্শন নামক বিদ্যাধরের মোচন বর্ণিত হইয়াছে।

এক দিবস শিবপূজা উপলক্ষে নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ আত্মীয়গণসহ বৃষভ শকটে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাবনে গমন করিয়া স্বরস্বতী-নদীতে স্নানানন্তর বিষ্ণুবিগ্রহ সদাশিবের পূজান্তে সেই রাত্রি ঐ বনে যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় এক ক্ষুধাতুর সর্প আসিয়া মহারাজ নন্দকে গ্রাস করিলে নন্দমহারাজ ভীত হইয়া "হে কৃষ্ণ, হে তাত, শরণাগত জনকে রক্ষা কর"—প্রভৃতি বাক্যে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহাতে নিদ্রিত গোপগণ সকলে জাগ্রত হইয়া জ্বলন্তকাষ্ঠ লইয়া ঐ সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন, যখন তাহাতেও সর্প নন্দমহারাজকে পরিত্যাগ করিল না, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক স্বীয় পাদপদ্ম দ্বারা ঐ সর্পকে স্পর্শ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্পযোনি হইতে মুক্ত হইয়া স্বীয় পূর্ব্ব পরিচয় ও তাঁহার প্রতি মুনিগণের শাপ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা পূর্ব্বক তাঁহার আদেশে নিজ স্থানে গমন করিলেন।

অনন্ত দোল-পূর্ণিমায় অদ্ভুত বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ব্রজনারীগণের মধ্যগত হইয়া বনবিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। বলদেব প্রেয়সী ও কৃষ্ণ প্রেয়সীগণ একত্র সম্মিলিত হইয়া রামকৃষ্ণের গুণগান করিতেছিলেন। রামকৃষ্ণ উভয়ে গানে প্রমত্ত আছেন, এমন সময় কুবেরানুচর শঙ্খচূড় নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় আগমন পূর্ব্বক গোপীদিগকে উত্তরদিকে অপসারিত করিলে এবং গোপীগণ "হা কৃষ্ণ, রক্ষা কর" বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ ও রাম "তোমরা ভীত হইও না"—এই অভয় বাণী বলিতে বলিতে ঐ গুহ্যকের পশ্চাদ্‌ ধাবমান হইলেন। সে ভয়ে গোপীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল; তখন শ্রীকৃষ্ণ শিরোরত্ন গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া উহার পশ্চাদ্‌ ধাবমান হইলেন এবং অতি শীঘ্র তাহার নিকটস্থ হইয়া মুষ্টি প্রহারের দ্বারা মণির সহিত তদীয় মস্তক হরণ করিয়া বলদেবাগ্রে আনয়ন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ—(তদেবং কামানুগ্রহমুখেন কামজয়প্রতিপাদ্য তথৈব বিদ্যাধরজয়ং প্রতিপাদয়িতুং তৎপ্রসঙ্গং দর্শয়তি) একদা দেবযাত্রায়াং (দেবস্য মহাদেবস্য পূজার্থং যাত্রা গমনং তস্যাং) জাতকৌতুকাঃ (জাতং কৌতুকং উৎসাহো যেষাং তে) তে গোপালাঃ (নন্দাদয়ঃ) অনডুদ্‌যুক্তৈঃ (অনডুদ্ভিঃ বৃষৈঃ যুক্তৈঃ) অনোভিঃ (শকটৈঃ) এব অম্বিকাবনং (মথুরায়াং পশ্চিম্যাং স্থিতং তীর্থবিশেষং) প্রযযুঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন, এক সময় দেবযাত্রা অর্থাৎ শিবপূজা উপলক্ষে নন্দাদি গোপগণ কৌতুহলযুক্ত হইয়া বৃষভপরিচালিত শকট-সমূহে আরোহণ পূর্ব্বক অম্বিকাবনে গমন করিয়াছিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

চতুস্ত্রিংশে নন্দ-পাদ-গ্রাসি-সর্পং স্পৃশন্‌ হরিঃ।
উদ্দধার মণিং শঙ্খচূড়াজ্জগ্রাহ তদ্বধাৎ ॥ ০ ॥

শারদীং রাসলীলাং বর্ণয়িত্বা বাসন্তীং হোলিকাগানলীলাং বর্ণয়িষ্যন্‌ প্রথমং শিবরাত্রিযাত্রামাহ,—একদা ফাল্গুনকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং অম্বিকাবনং মথুরাবায়ব্যদিগ্বিভাগে সরস্বতী-তীরস্থং শ্রীশিবোমামূর্ত্তিভূষিতমিত্যেকে। গুর্জ্জরদেশস্থ সিদ্ধপুরনিকটস্থতীর্থমিত্যেন্যে প্রাহুঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নন্দমহারাজকে গ্রাসকারী সর্পের উদ্ধার এবং শঙ্খচূড়কে বধপূর্ব্বক তাহার মণিগ্রহণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

শরৎকালীন রাসলীলা বর্ণনাপূর্ব্বক বসন্তকালীন হোলিলীলা বর্ণনের অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ শিবরাত্রিযাত্রা বর্ণনা করিতেছেন—'একদা', অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রির দিনে শ্রীনন্দাদি গোপগণ অম্বিকাবনে গমন করিলেন। এই 'অম্বিকাবন'—শ্রীমথুরা পুরীর বায়ুকোণে সরস্বতী-তীরস্থ শ্রীশিব ও উমামূর্ত্তি বিভূষিত স্থান। অপরে বলেন—গুর্জ্জর-দেশে সিদ্ধপুরের নিকটবর্ত্তী তীর্থবিশেষের নাম অম্বিকাবন ॥ ১ ॥

তত্র স্নাত্বা সরস্বত্যাং দেবং পশুপতিং বিভুম্।
আনর্চ্চুরর্হণৈর্ভক্ত্যা দেবঞ্চ নৃপতেঽম্বিকাম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (বনে) সরস্বত্যাং (নদ্যাং) স্নাত্বা অর্হণৈঃ (গন্ধপুষ্পাদিভিঃ পূজোপকরণৈঃ) বিভুং (ফলদানে সমর্থং) দেবং পশুপতিং (শিবং) দেবীং অম্বিকাং (দুর্গাং চ) ভক্ত্যা আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তাঁহারা তথায় স্বরস্বতী-নদীতে স্নান করিয়া পূজার উপকরণ দ্রব্যসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে বিভু সদাশিব (বিষ্ণুতত্ত্ব গোপেশ্বর শিব) এবং অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিলেন ॥২॥

গাবো হিরণ্যং বাসাংসি মধু মধ্বন্নমাদৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো দদুঃ সর্ব্বে দেবো নঃ প্রীয়তামিতি ॥৩॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ চ) দেবঃ (মহাদেবঃ) নঃ (অস্মাকং) প্রীয়তাং (প্রীতঃ ভবতু) ইতি (অভি-প্রায়েণ) আদৃতাঃ (আদরযুক্তাঃ) সর্ব্বে (গোপাঃ) ব্রাহ্মণেভ্যঃ গাবঃ (গাঃ) হিরণ্যং (সুবর্ণং) বাসাংসি মধু (মধুরং) মধ্বন্নং (মধুসহিতং অন্নং) দদুঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর গোপগণ—"মহাদেব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন"—এইরূপ কামনায় সাদরে ব্রাহ্মণগণকে ধেনু, সুবর্ণ, বস্ত্র, মধু এবং মধুযুক্ত অন্ন প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—গাবো গাঃ মধু শিবাভিষেকাবশিষ্টং মধ্বন্নং মধুসহিতান্নম্ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গাবঃ'—পূজানন্তর তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, সুবর্ণ, বসন এবং শিবাভিষেকের অবশিষ্ট মধুসহিত অন্ন প্রদান করিলেন ॥ ৩ ॥

ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দ-সনন্দকাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ চ তে) মহাভাগাঃ নন্দ-সুনন্দ-কাদয়ঃ (গোপাঃ) জলং প্রাশ্য (জলমাত্রং পীত্বা-উপোষিত্বা) যতব্রতাঃ (গৃহীতনিয়মাঃ) তাং রজনীং (নিশাং) সরস্বতীতীরে ঊষুঃ (তত্র ন্যবসন্) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—মহাভাগ্যবান্ নন্দ সনন্দক প্রভৃতি ব্রতধারী গোপগণ জলমাত্র পান করিয়া সেই উপবাস রজনীতে সরস্বতী-তীরেই অবস্থান করিলেন ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—সুনন্দো নন্দানুজঃ সংজ্ঞায়াং কন্ ॥৪॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুনন্দক'—নন্দমহারাজের অনুজ ভ্রাতা সুনন্দ, এখানে সংজ্ঞার্থে কন্ প্রত্যয় হইয়াছে। (নন্দ, সুনন্দ প্রভৃতি গোপগণ সেই শিব-রাত্রির রজনীতে সরস্বতী নদীর তীরে বাস করিয়া-ছিলেন) ॥ ৪ ॥

কশ্চিন্মহানহিস্তস্মিন্ বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়াগতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (তস্মিন্) বিপিনে যদৃচ্ছয়া (অকস্মাৎ এব) আগতঃ উরগঃ (উরসা গচ্ছন্নিত্য-লক্ষিতত্বং উক্তং) অতিবুর্ভুক্ষিতঃ (ক্ষুধার্ত্তঃ) কশ্চিৎ মহান্ অহিঃ (অজগরঃ) শয়ানং নন্দং অগ্রসীৎ (জগ্রাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—সেই রাত্রিতে অতিশয় ক্ষুধাতুর এক মহাসর্প সকলের অলক্ষিতভাবে অকস্মাৎ ঐ বনে সমাগত হইয়া নিদ্রামগ্ন নন্দমহারাজকে গ্রাস করিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মহানজগরঃ। উরসা গচ্ছতীত্যুরগ ইত্যলক্ষিতত্বজ্ঞাপনার্থং বিশেষণম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহান্ অহিঃ'—অজগর সর্প, 'উরগঃ'—যে বক্ষের দ্বারা গমন করে, ইহা অলক্ষিতত্ব জ্ঞাপনের নিমিত্ত বিশেষণ ॥ ৫ ॥

স চুক্রোশাহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহানয়ম্।
সর্পো মাং গ্রসতে তাত প্রপন্নং পরিমোচয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (নন্দঃ) অহিনা গ্রস্তঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,

তাত, অয়ং মহান্ অহিঃ (অজগরঃ) মাং গ্রসতে (অতঃ) প্রপন্নং (মাং সর্পাৎ ত্বং) পরিমোচয় ইতি চুক্রোশ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তখন নন্দমহারাজ সর্পগ্রস্ত হইয়া "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে তাত, আমাকে এই মহাসর্প গ্রাস করিতেছে অতএব এই শরণাগত জনকে উদ্ধার কর" এইরূপে চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—চুক্রোশেতি। "অনেন সর্ব্বদুর্গাণী"তি গর্গোক্তিমনুস্মৃত্যেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চুক্রোশ'—'শ্রীকৃষ্ণ তোমাদিগের সকল বিপদ উদ্ধার করিবেন'—এই গর্গোক্তি স্মরণ করিয়া শ্রীনন্দ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

তস্য চাক্রন্দিতং শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসোত্থিতাঃ।
গ্রস্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ সর্পং বিব্যধুরুল্মুকৈঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) তস্য (নন্দস্য) আক্রন্দিতং (রোদনং) চ শ্রুত্বা গোপালাঃ সহসা (আশু) উত্থিতাঃ (নন্দং চ) গ্রস্তং (সর্পগ্রস্তং) দৃষ্ট্বা বিভ্রান্তাঃ (ব্যাকুলিতাঃ) উল্মুকৈঃ (জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ তং) সর্পং বিব্যধুঃ (তাড়য়ামাসুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—গোপগণ তাঁহার ঐ চীৎকারধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক সত্বর উত্থিত হইয়া তাঁহাকে সর্পগ্রস্ত দেখিতে পাইলেন এবং ব্যাকুলিতচিত্তে জ্বলন্ত কাষ্ঠসকল দ্বারা সর্পকে তাড়না করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—উল্মুকৈর্জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উল্মুকৈঃ'—গোপগণ জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা সর্পের পুচ্ছের দিকে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥

অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চৎ তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—(এবং) অলাতৈঃ (জ্বলৎকাষ্ঠৈঃ) দহ্যমানঃ (হন্যমানঃ) অপি উরঙ্গমঃ (সর্পঃ) তং (নন্দং যদা) ন অমুঞ্চৎ (তত্যাজ তদা) সাত্বতাং পতিঃ (ভক্তানাং পালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অভ্যেত্য (আগত্য) তং (সর্পং) পদা অস্পৃশৎ ॥৮॥

অনুবাদ—এইরূপে জ্বলন্ত কাষ্ঠ সকল দ্বারা দাহগ্রস্ত হইয়াও ঐ সর্প যখন নন্দমহারাজকে পরিত্যাগ করিল না তখন যদুপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিকটে গমনপূর্ব্বক পদদ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—অলাতৈস্তৈরেব ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অলাতৈঃ' সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠের দ্বারা তাড্যমান হইয়াও সর্প শ্রীনন্দকে পরিত্যাগ করিল না ॥ ৮ ॥

স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ বৈ (চ সর্পঃ) ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ (শ্রীমতঃ কৃষ্ণস্য পাদস্য স্পর্শেন হতং অশুভং সর্পত্বাপাদকং শাপরূপং যস্য তথাভূতঃ সন্) সর্পবপুঃ হিত্বা (পরিত্যজ্য) বিদ্যাধরার্চ্চিতং (বিদ্যাধরৈঃ অর্চ্চিতং পূজিতং) রূপং (বিদ্যাধররূপং) ভেজে (প্রাপ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শে অশুভ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ সর্প সর্পশরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদ্যাধরপূজ্য—নিজরূপ প্রাপ্ত হইল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিদ্যাধরৈরর্চ্চিতমিতি তস্য বিদ্যাধরশ্রেষ্ঠত্বাৎ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিদ্যাধরার্চ্চিতং'—বিদ্যাধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত, যেহেতু সে বিদ্যাধরগণের শ্রেষ্ঠ ছিল ॥ ৯ ॥

তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ প্রণতং সমবস্থিতম্।
দীপ্যমানেন বপুষা পুরুষং হেমমালিনম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(গোপেষুরাত্মন ঐশ্বর্য্যং প্রকাশয়িতুং অবিদ্বানিব তং অপৃচ্ছৎ) হৃষিকেশঃ প্রণতং (কৃতপ্রণামং) দীপ্যমানেন বপুষা (শরীরেণ) সমবস্থিতং হেমমালিনং (সুবর্ণমালাধরন্তং) তং পুরুষং অপৃচ্ছৎ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণমাল্য-ধারী সমুজ্জ্বল বিগ্রহ ধারণ পূর্ব্বক সম্মুখে প্রণত সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—তমপৃচ্ছদিতি বহুগ্রামনগরেভ্য আগতান্ যাত্রিকানপি লোকান্ ব্রাহ্মণানাদরতো ভীষয়িতুমিতি ভাবঃ। অতএব হৃষীকেশস্তত্রত্য জনান্ সর্ব্বানেব সুদর্শনোক্তাবেকাগ্রীকারয়ন্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তমপৃচ্ছৎ'—শ্রীকৃষ্ণ সেই পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিবার কারণ এই—বহু গ্রাম নগর হইতে আগত যাত্রিক লোকদিগকে ব্রাহ্মণের অনাদরে যে ভয় হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, অতএব তত্রত্য লোকদিগকে সেই সুদর্শনের উক্তিতে একাগ্রমনা করিবার জন্য 'হৃষীকেশ'—এই পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে ॥ ১০ ॥

কো ভবান্ পরয়া লক্ষ্ম্যা রোচতেঽদ্ভুতদর্শনঃ।
কথং জুগুপ্সিতামেতাং গতিং বা প্রাপিতোঽবশঃ ॥১১

অন্বয়ঃ—(যঃ ইদানীং) অদ্ভুতদর্শনঃ (শুভদর্শনঃ) পরয়া লক্ষ্ম্যা (শোভয়া) রোচতে (প্রকাশতে সঃ) ভবান্ কঃ? কথং অবশঃ (সন্) এতাং জুগুপ্সিতাং (নিন্দিতাং) গতিং (কেন) বা প্রাপিতঃ (অসিঃ)? ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পরম সৌন্দর্য্য-শোভমান অপূর্ব্বদর্শন আপনি কে? কি কারণেই বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই নিন্দিত সর্পগতি লাভ করিয়াছিলেন? ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রাপিত ইতি কেনেতি শেষ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রাপিতঃ'—কি কারণেই বা এই সর্পগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন? ১১ ॥

সর্প উবাচ—

অহং বিদ্যাধরঃ কশ্চিৎ সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ।
শ্রিয়া স্বরূপসম্পত্ত্যা বিমানেনাচরন্ দিশঃ ॥ ১২ ॥
ঋষীন্ বিরূপাঙ্গিরসঃ প্রাহসং রূপদর্পিতঃ।
তৈরিমাং প্রাপিতো যোনিং প্রলব্ধৈঃ স্বেন পাপ্মনা ॥১৩

অন্বয়ঃ—সর্প উবাচ,—অহং সুদর্শনঃ (তন্নামকঃ) ইতি শ্রুতঃ (প্রসিদ্ধঃ) কশ্চিৎ বিদ্যাধরঃ শ্রিয়া (কান্ত্যা) স্বরূপসম্পত্ত্যা (নিজসৌন্দর্য্যসমৃদ্ধ্যা কদাচিৎ) বিমানেন (সর্ব্বাঃ) দিশঃ আচরন্ (আ সমন্তাৎ চরন্ ভ্রমন্নাসম্) ॥ ১২ ॥

রূপদর্পিতঃ (স্বীয় রূপেণ গর্ব্বিতঃ অহং) বিরূপাঙ্গিরসঃ (বিরূপান্ বিকৃতরূপান্ অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্নান্) ঋষীন্ প্রাহসং (উপহসিতৈঃ) তৈঃ (ঋষিভিঃ) ইমাং যোনিং স্বেন পাপ্মনা (মদীয়েনৈব পাপেন নিমিত্তেন) প্রাপিতঃ (অস্মি) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—সর্প বলিলেন,—আমি সুদর্শন নামে প্রসিদ্ধ একজন বিদ্যাধর। একদা আমি স্বকীয় রূপসম্পন্ন শ্রীর সহিত বিমানে দিক্‌সমূহে বিচরণ করিতেছিলাম, তৎকালে অঙ্গিরা গোত্রজাত কুরূপগ্রস্ত ঋষিগণকে দেখিয়া স্বীয়রূপদর্প-বশতঃ হাস্য করিয়াছিলাম। তখন এইরূপে উপহাসগ্রস্ত হইয়া ঋষিগণ আমার নিজ পাপের ফলই এই সর্পযোনি লাভ করাইয়াছিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

বিশ্বনাথ—শ্রুতঃ বিখ্যাতত্বাৎ সর্ব্বলোকৈরেব। দিশোঽচরমিতস্ততঃ ক্রীড়য়া ভ্রমন্নাসম্ ॥ প্রলব্ধৈরুপহসিতৈর্মদীয়েনৈব পাপেন নিমিত্তেন ॥ ১২-১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুদর্শন ইতি শ্রুতঃ'—আমি সুদর্শন নামে বিখ্যাত কোনও বিদ্যাধর। 'দিশঃ অচরম্'—কোন সময় বিমানারোহণপূর্ব্বক ক্রীড়া দ্বারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলাম। 'প্রলব্ধৈঃ'—আমা কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া সেই ঋষিগণ আমার নিজ পাপের ফলেই সর্পযোনি প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন ॥ ১২-১৩ ॥

শাপো মেঽনুগ্রহায়ৈব কৃতস্তৈঃ করুণাত্মভিঃ।
যদহং লোকগুরুণা পদা স্পৃষ্টো হতাশুভঃ ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—করুণাত্মভিঃ তৈঃ (ঋষিভিঃ) মে (মম) অনুগ্রহায় এব শাপঃ কৃতঃ যৎ (যস্মাৎ শাপাৎ) অহং লোকগুরুণা ত্বয়া পদা স্পৃষ্টঃ (তেন) হতাশুভঃ (চ জাতঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—সম্প্রতি দেখিতেছি—পরম কারুণিক ঋষিগণ আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই এইরূপ শাপপ্রদান করিয়াছিলেন—যেহেতু অদ্য ত্রিলোকগুরু আপনার পাদস্পর্শে আমি পাপমুক্ত হইলাম ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—যৎ যতঃ শাপাৎ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যে শাপহেতু আজ আমি আপনার শ্রীচরণস্পর্শে নিষ্পাপ হইয়াছি ॥১৪॥

তং ত্বাহং ভবভীতানাং প্রপন্নানাং ভয়াপহম্ ।
আপৃচ্ছে শাপনির্ম্মুক্তঃ পাদস্পর্শাদমীবহন্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অমীবহন্ (দুঃখনাশন,) পাদস্পর্শাৎ শাপনির্ম্মুক্তঃ অহং ভবভীতানাং (ভবেন সংসারেণ ভীতানাং অতএব) প্রপন্নানাং (শরণাগতানাং) ভয়াপহং (ভয়ং অপহন্তীতি তং) ত্বাং আপৃচ্ছে (স্বং লোকং গন্তুমনুজ্ঞাং যাচে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে দুঃখবিনাশন, আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মস্পর্শে বিমুক্ত হইয়া নিজলোকে গমনের জন্য ভবভীতিগ্রস্ত শরণাগত জনের ভয়হারী আপনার নিকট আদেশ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—আপৃচ্ছে স্বলোকং গন্তুমনুজ্ঞাং যাচে। অমীবহন্, হে দুঃখহন্তঃ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আপৃচ্ছে'—স্বলোকে গমনের নিমিত্ত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছি। 'অমীবহন্'—হে দুঃখহারিন্ ! ১৫ ॥

প্রপন্নোঽস্মি মহাযোগিন্ মহাপুরুষ সৎপতে ।
অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহাযোগিন্, মহাপুরুষ, সৎপতে, (সতাং ভক্তানাং পতে পালক) সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর, কৃষ্ণ, (অহং) প্রপন্নঃ (শরণাগতঃ অস্মি), মাং অনুজানীহি (স্বলোকগমনায় অনুজ্ঞাং দেহি)॥১৬

অনুবাদ—হে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন-মহাপুরুষ, হে সৎপতে, আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি। হে সর্ব্বলোকাধিপতিগণের ঈশ্বর, হে দেব, আমাকে অনুমতি প্রদান করুন্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে মহাযোগিন্, ক্বাহমধুনৈব মহাখলসর্পভুৎ পিতরমগ্রসম্। ক্বাহমকস্মাদধুনৈব লব্ধসদ্বিবেকস্ত্বাং স্তৌমীত্যচিন্ত্যম্ তব যোগৈশ্বর্য্যমিতি ভাবঃ। মহাপুরুষাণাং শ্রীমন্নন্দাদীনাং সতাং সাধূনাং পতে ইতি সর্পদেহান্মামমোচয়ঃ স্বীয়ানেতাংশ্চাপালয় ইত্যপারং তব কৃপাবৈভবমিতি ভাবঃ। অনু অনুচরমেব মাং জানীহি ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হে মহাযোগিন্'—কোথায় আমি এক্ষণে মহাখল সর্পরূপে আপনার পিতাকে গ্রাস করিতেছিলাম, আর কোথায় অকস্মাৎ এখনই সদ্‌বিবেক প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে স্তুতি করিতেছি—ইহা অচিন্ত্য আপনার যোগৈশ্বর্য্য—এই ভাবার্থ। 'হে মহাপুরুষ-সৎপতে'—সাধু শ্রীমন্নন্দাদির পালক ! সর্পদেহ হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া এই স্বজনদিগকে পালন করিলেন—ইহা আপনার অপার কৃপাবৈভব। 'অনু জানীহি'—আমাকে আপনার অনুচর (ভৃত্য) বলিয়া জানুন ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মদণ্ডাদ্বিমুক্তোঽহং সদ্যস্তেঽচ্যুতদর্শনাৎ ।
যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥১৭

অন্বয়ঃ—(হে) অচ্যুত, তে (তব) দর্শনাৎ অহং সদ্য ব্রহ্মদণ্ডাৎ (ব্রহ্মশাপাৎ) বিমুক্তঃ (জাতঃ তৎ এতৎ ন আশ্চর্য্যম্)। যন্নাম (যস্য তব নাম) গৃহ্ণন্ (উচ্চরন্ পুমান্) অখিলান্ শ্রোতৄন্ আত্মানং এব চ সদ্যঃ পুনাতি তস্য তে (তব) পদা স্পৃষ্টঃ (অহং পূতঃ ইতি) কিং ভূয়ঃ (পুনঃ বক্তব্যং হি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে অচ্যুত, আমি আপনাকে দর্শন করিয়াই সদ্য ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি। লোকে যাঁহার নামমাত্র উচ্চারণ করিয়াই নিখিল শ্রোতৃজনকে এবং নিজকে পবিত্র করে সেই আপনার পাদস্পর্শে আমি যে পবিত্র হইয়াছি এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—দর্শনাদেব বিমুক্তঃ কিমুত পদাস্পৃষ্টঃ। নামৈকমপি গৃহ্ণন্ যঃ কোঽপি কিমুতাহং দর্শনস্পর্শবানপি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অচ্যুত-দর্শনাৎ'—আপনার দর্শনেই জীব বিমুক্ত হয়, তাহাতে আমি শ্রীচরণের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছি। 'যন্নাম'—যাঁহার একটি নাম উচ্চারণ করিয়াই যে কেহ পবিত্র হয়, তাহাতে আমি আপনার দর্শন ও স্পর্শন লাভ করিয়াছি—ইহাতে আমি যে পবিত্র হইব এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি ?১৭॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ।
সুদর্শনো দিবং যাতং কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চ মোচিতঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—শুক উবাচ,— ইতি (এবম্) সুদর্শনঃ (বিদ্যাধরঃ) দাশার্হং (কৃষ্ণং) অনুজ্ঞাপ্য (পৃষ্ট্বা) পরিক্রম্য অভিবাদ্য চ দিবং (স্বর্গং) যাতঃ (গতঃ) নন্দঃ (চ) কৃচ্ছ্রাৎ (কষ্টাৎ) মোচিতঃ (বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—পরমসুন্দর বিদ্যাধর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, মহারাজ নন্দও (কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক) কষ্ট হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

নিশাম্য কৃষ্ণস্য তদাত্মবৈভবং
ব্রজৌকসো বিস্মিতচেতসস্ততঃ।
সমাপ্য তস্মিন্নিয়মং পুনর্ব্রজং
নৃপাযযুস্তৎ কথয়ন্ত আদৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তদাত্মবৈভবং (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আত্মবৈভবং স্বকীয়ং অসাধারণং প্রভাবং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) বিস্মিতচেতসঃ (বিস্মিতং চেতো যেষাং তে) ব্রজৌকসঃ (গোপাঃ) তস্মিন্ (অম্বিকা-বনে) নিয়মং (ব্রতস্য পূজাদিকং) সমাপ্য আদৃতাঃ (আদরযুক্তাঃ) তৎ (বৈভবং) কথয়ন্তঃ ততঃ (স্থানাৎ) পুনঃ ব্রজযাযযুঃ (প্রত্যাগতাঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ব্রজবাসী গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রভাব দর্শন করিয়া সেই অম্বিকাবনে ত্রিরাত্র-বাস প্রভৃতি নিয়ম সমাপন পূর্ব্বক সাদরে তদীয় প্রভাব বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে পুনরায় ব্রজে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—বিস্মিতচেতস ইতি। অহো যোঽয়মস্মাকং লাল্য এবাস্মান্ বিনা ক্ষণমাত্রমপি ন নির্বৃণোতি স এব কৃষ্ণঃ কিং পরমেশ্বর? এবঞ্চেদেতৎ পিত্রাদয়ো বয়মপি মহাপুরুষা এব ভবামেতি ধন্যো গর্গমুনির্যেন প্রথমত এবাস্য নারায়ণসাম্যমুক্তম্। তথৈব বরুণস্যাস্য চ বিদ্যাধরস্য মুখাদশ্রৌষমিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিস্মিতচেতসঃ'—শ্রীকৃষ্ণের এই আশ্চর্য্যজনক কার্য্যদর্শনে ব্রজবাসী গোপগণ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন—অহো! আমাদের লাল্য যে কৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে আমা-দিগের ভিন্ন ক্ষণমাত্রও থাকিতে অসমর্থ, সেই কৃষ্ণ কি পরমেশ্বর? যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে ইহার পিতামাতা প্রভৃতি আমরাও মহাপুরুষই। ধন্য সেই গর্গমুনি, যিনি প্রথমতঃই ইহার সহিত নারায়ণের সাম্য বলিয়াছেন। সেইরূপ বরুণ এবং এই বিদ্যা-ধরের মুখ হইতেও শুনিলাম—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অহিদেহং নিহত্যৈবং প্রাগুন্মত্তং সুদর্শনম্। তদ্বদুন্মাদিনং কৃষ্ণঃ শঙ্খচূড়মতাড়য়ৎ। তৎপ্রসঙ্গমাহ) অথ কদাচিৎ অদ্ভুতবিক্রমঃ গোবিন্দঃ রামঃ চ বনে রাত্র্যাং ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ (সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ (বিহারং চক্রতুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কোন একসময়ে অর্থাৎ হোলি-পূর্ণিমায় অদ্ভুত বিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব ব্রজনারীগণের মধ্যগত হইয়া রাত্রিকালে বনবিহার করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—কদাচিচ্ছিবরাত্রিব্রতানন্তরং রাত্র্যাং চন্দ্রিকা-বহুলায়াম্। ব্রজযোষিতাং মধ্যগাবিতি হোলিকা-ক্রীড়ায়াং তথৈব ব্যবহার ইতি বৈষ্ণব-তোষণী ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কদাচিৎ'—কোন এক সময়ে অর্থাৎ শিবরাত্রি ব্রতের পরে চন্দ্রিকাবহুল হোলিকা পূর্ণিমার রাত্রিতে। 'ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ'—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ব্রজরমণীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া রাত্রিকালে বনের মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত আছে—হোলিকা ক্রীড়ায় তাদৃশ ব্যবহার ॥ ২০ ॥

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীজনৈর্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বদ্ধসৌহৃদৈঃ (বদ্ধং নিশ্চলং সৌহৃদং

যৈঃ তৈঃ) স্ত্রীজনৈঃ ললিতং (যথা স্যাৎ তথা) উপ-গীয়মানৌ স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ (স্বলঙ্কৃতৌ চ তৌ অনু-লিপ্তানি অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিনৌ (বনমালিনৌ) বিরজোঽম্বরৌ (বিরজসী নির্ম্মলে অম্বরে বস্ত্রে যয়োঃ তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতু ইতি) ।। ২১ ।।

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহারা দুইজন সুন্দররূপে অলঙ্কৃত এবং চন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত হইয়া মাল্য ও নির্ম্মল বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়াছিলেন। বলরামের যে পৃথক্ প্রেয়সীবর্গ আছেন, তাঁহাদের সহিত সৌহার্দ্দভাববদ্ধ হইয়া কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ সুমধুরস্বরে রামকৃষ্ণের গুণগান করিতে লাগিলেন ।। ২১ ।।

নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকম্ ।
মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং কুমুদবায়ুনা ।। ২২ ।।

অন্বয়ঃ – উদিতোড়ুপতারকং (উদিতঃ উড়ুপঃ চন্দ্রঃ তারকাঃ চ যস্মিন্ তৎ) মল্লিকাগন্ধমত্তালি-জুষ্টং (মল্লিকাগন্ধেন মত্তা অলিভিঃ জুষ্টং সেবিতং) কুমুদবায়ুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন বায়ুনা চ জুষ্টং) নিশামুখং (নিশাপ্রবেশং) মানয়ন্তৌ (সৎকুর্ব্বন্তৌ রামকৃষ্ণৌ বিজহ্রতুঃ) ।। ২২ ।।

অনুবাদ—উক্ত রজনীর প্রারম্ভে চন্দ্র এবং তারকা-রাশি সমুদিত হইয়াছিল, মল্লিকা-কুসুমের সুগন্ধে অলিকুল মত্ত হইয়াছিল এবং কুমুদগন্ধময় সমীরণ প্রবাহিত হইতেছিল, অতএব তাঁহারা দুইজনে উহার সমাদর করিয়াছিলেন ।। ২২ ।।

বিশ্বনাথ—নিশামুখং নিশারম্ভং সৎকুর্ব্বন্তৌ। উদিত উড়ুপস্তারকা চ যত্র তৎ। কুমুদবায়ুনা যুক্তম্ ।। ২২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিশামুখং'—সন্ধ্যাকালের সৎকার (সম্মাননা) করতঃ রাম ও শ্রীকৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন। তখন চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি উদিত হইয়াছিল এবং কুমুদগন্ধবাহী পবন মন্দ মন্দ বহিতেছিল ।। ২২ ।।

জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ।। ২৩ ।।

অন্বয়ঃ—স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং (স্বরমণ্ডলস্য স্বর-সমূহস্য মূর্চ্ছিতং আরোহণাবরোহণপ্রকারণং) যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ তৌ (রামকৃষ্ণৌ) সর্ব্বভূতানাং মনঃশ্রবণ-মঙ্গলং (মনঃশ্রবণয়োঃ মঙ্গলং যথা ভবতি তথা) জগতুঃ (অগায়তাম্) ।। ২৩ ।।

অনুবাদ—অনন্তর তাঁহারা দুইজনে—যাহা অন্যে এককালে কল্পনা করিতে পারে না সেইরূপ স্বরসমূহের মূর্চ্ছনা অর্থাৎ অবরোহ ও আরোহণ এককালেই রচনা করিয়া নিখিল প্রাণিগণের মন ও শ্রবণ মঙ্গল বিধান পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—যুগপদেকনৈব স্বরমণ্ডলানাং মূর্চ্ছিতং মূর্চ্ছনামনিবদ্ধত্বাৎ কল্পয়িতুমশক্যমপি শক্যমিব কল্প-য়ন্তৌ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্' স্বরসমূহের যে মূর্চ্ছনা অর্থাৎ আরোহণ ও অব-রোহণ, যাহা অন্যে এককালে কল্পনা করিতে পারে না, তাহা যুগপৎ (এককালে) কল্পনা (সৃষ্টি) করতঃ তাঁহারা দুই জন সকল প্রাণীর চিত্ত ও কর্ণের সুখ-কর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন ।। ২৩ ।।

গোপ্যস্তদ্গীতমাকর্ণ্য মূর্চ্ছিতা নাবিদন্ নৃপ ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ ।। ২৪ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (তয়োঃ) তৎগীতমাকর্ণ্য (শ্রুত্বা) মূর্চ্ছিতাঃ (তদ্গীতলীনচিত্তাঃ) গোপ্যঃ ততঃ (তস্মাৎ) স্রংসদ্দুকূলং (স্রংসৎ ভ্রস্যৎ দুকূলং যস্মাৎ তম্) স্রস্তকেশস্রজঃ (স্রস্তাঃ কেশেভ্যঃ স্রজো যস্য তথাভূতং) আত্মানং (দেহং) ন অবিদন্ ।।২৪।।

অনুবাদ—হে রাজন্, গোপীগণ উক্ত সঙ্গীত শ্রবণে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন অতএব তাঁহাদের অঙ্গ হইতে পরিহিত বস্ত্র স্খলিত এবং কেশ হইতে মাল্য-চ্যুত হইয়া পড়িলেও তাহা তাঁহারা জানিতে পারেন নাই ।। ২৪ ।।

বিশ্বনাথ—গোপ্যঃ যথাস্বং তয়োঃ প্রেয়স্যঃ। আত্মানং দেহং স্রংসদ্দুকূলং স্রস্তাঃ কেশেভ্যঃ স্রজো যস্য তং নাবিদন্ নানুসন্দধুঃ ।। ২৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপ্যঃ'—শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের পৃথক্ পৃথক্ প্রেয়সীবৃন্দ উক্ত সঙ্গীত শ্রবণ

করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। সুতরাং ইঁহাদের দেহ হইতে যে বসন বিগলিত হইয়া গিয়াছিল এবং কেশপাশ হইতে যে মাল্যসকল পতিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না ॥ ২৪ ॥

এবং বিক্রীড়তোঃ স্বৈরং গায়তোঃ সম্প্রমত্তবৎ।
শঙ্খচূড় ইতিখ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং স্বৈরং (যথেষ্টং) সংপ্রমত্তবৎ (রামকৃষ্ণয়োঃ) বিক্রীড়তোঃ গায়তোঃ (চ সতোঃ) শঙ্খচূড় ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ (কথিতঃ) ধনদানুচরঃ (কুবেরস্য অনুচরঃ) অভ্যগাৎ (সমীপমাগচ্ছৎ)॥২৫॥

অনুবাদ—এইরূপে তাঁহারা দুইজন স্বাধীনভাবে প্রমত্তের ন্যায় ক্রীড়া এবং গান করিতেছিলেন এই অবসরে শঙ্খচূড় নামে প্রসিদ্ধ কুবেরের একজন অনুচর তথায় উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

তয়োর্নিরীক্ষতো রাজংস্তন্নাথং প্রমদাজনম্।
ক্রোশন্তং কালয়ামাস দিশ্যুদীচ্যামশঙ্কিতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিরীক্ষতোঃ (নিরীক্ষমানয়োঃ এব সতোঃ তৌ অনাদৃত্য) অশঙ্কিতঃ (নির্ভয়ঃ স শঙ্খচূড়ঃ) তন্নাথং (তৌ নাথৌ স্বামিনৌ যস্য তৎ) ক্রোশন্তং (রোদনপূর্ব্বকমাহ্বয়ন্তং) প্রমদাগণং উদীচ্যাং দিশি কালয়ামাস (হঠাৎ প্রেরয়ামাস) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, রামকৃষ্ণ উভয়েই তাহাকে দর্শন করিতেছিলেন এই অবস্থায় তাঁহাদের সম্মুখেই শঙ্খচূড় নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদের রক্ষিত গোপাঙ্গনাগণকে উত্তর দিকে পরিচালিত করায় সেই অবলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—নিরীক্ষমাণয়োস্তয়োরিত্যনাদরে ষষ্ঠী, ক্রোশন্তং হে রামকৃষ্ণ, অস্মাংস্ত্রায়স্বেতি সক্রন্দনং ফুৎকুর্ব্বন্তম্। কালয়ামাস মহাযষ্টিঘূর্ণনেন ভীষয়িত্বা উদীচীং দিশং প্রতি বিদ্রাবয়ামাসেতি। তেন স্পর্শস্তাসাং নাভূদিতি জ্ঞেয়ম্। "যথা গা" ইত্যগ্রিমশ্লোকোক্তেঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ — 'নিরীক্ষতোঃ'— নিরীক্ষমাণয়োঃ, ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, অর্থাৎ রাম-কৃষ্ণের সমক্ষেই তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, 'হে রাম! হে কৃষ্ণ! আমাদিগকে রক্ষা কর'—এই বলিয়া ক্রন্দন সহকারে ফুৎকারকারিণী প্রমদাগণকে, শঙ্খচূড় মহাযষ্টিঘূর্ণনে ভয় প্রদর্শন করাইয়া উত্তরদিকে লইয়া চলিল। সুতরাং শঙ্খচূড়ের সহিত গোপীগণের স্পর্শও হয় নাই, ইহা জানিতে হইবে, যেহেতু পরবর্ত্তী শ্লোকে 'যথা গাঃ'—ইহা বলা হইবে ॥ ২৬ ॥

ক্রোশন্তং কৃষ্ণ রামেতি বিলোক্য স্বপরিগ্রহম্।
যথা গা দস্যুনা গ্রস্তা ভ্রাতরাবন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—দস্যুনা (ব্যাঘ্রেণ) গ্রস্তাঃ গাঃ যথা (তথা) স্বপরিগ্রহং (স্বকীয়ত্বেন পরিগৃহীতং) স্ত্রীজনং কৃষ্ণ রাম ইতি (এবং) ক্রোশন্তং বিলোক্য ভ্রাতরৌ (রামকৃষ্ণৌ) অন্বধাবতাম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তখন দুইভ্রাতা নিজের আত্মীয় গোপীগণকে—'হে কৃষ্ণ, হে রাম", এইরূপে বিলাপ করিতে দেখিয়া—গোরক্ষক যেরূপ ব্যাঘ্রকর্তৃক গৃহীত ধেনুগণের মোচনের জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হয় সেইরূপ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দস্যুনা চৌরেণ গ্রস্তা আত্মসাৎ কর্ত্তুং বিদ্রাব্য স্বদেশং প্রতিচালিতাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যথা গা দস্যুনা গ্রস্তাঃ'—চৌর কর্ত্তৃক আত্মসাৎ করিবার জন্য স্বদেশে পরিচালিত গাভীগণকে দেখিয়া যেমন গো-পালকগণ তদ্‌রক্ষার্থ ধাবিত হয়, তদ্রূপ নিজের আশ্রিত প্রমদাগণকে শঙ্খচূড় কর্তৃক উত্তর দিকে পরিচালিত দেখিয়া তাহাদিগের রক্ষার্থ দুই ভ্রাতা ধাবিত হইলেন ॥ ২৭ ॥

মা ভৈষ্টেত্যভয়ারাবৌ শালহস্তৌ তরস্বিনৌ।
আসেদতুস্তং তরসা ত্বরিতং গুহ্যকাধমম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মাভৈষ্ট (ভয়ং ন প্রাপ্নুত) ইতি (এবং) অভয়ারাবৌ (অভয়বাচৌ) শালহস্তৌ তরস্বিনৌ (বেগবন্তৌ) [বলিনৌ (রামকৃষ্ণৌ)] ত্বরিতং (শীঘ্রং) তং গুহ্যকাধমং আসেদতুঃ (প্রাপ্তবন্তৌ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অতঃপর—"তোমরা ভয় পাইও না" —এইরূপ অভয়বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে দুই-জনে শালবৃক্ষ হস্তে লইয়া মহাবেগে সত্বর ঐ অধম গুহ্যকের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

স বীক্ষ্য তাবনুপ্রাপ্তৌ কালমৃত্যু ইবোদ্বিজন্।
বিসৃজ্য স্ত্রীজনং মূঢ়ঃ প্রাদ্রবজ্জীবিতেচ্ছয়া ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়ঃ সঃ (শঙ্খচূড়ঃ) কালমৃত্যুঃ ইব তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অনুপ্রাপ্তৌ (পশ্চাদাগতৌ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) উদ্বিজন (বিভ্যৎ) জীবিতেচ্ছয়া (প্রাণ-ধারণেচ্ছয়া) স্ত্রীজনং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) প্রাদ্রবৎ (পলায়িতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ মূঢ় কালপ্রেরিত মৃত্যুর ন্যায় তাঁহাদের দুইজনকে পশ্চাৎ সমাগত দেখিয়া ভয়ে স্ত্রীগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনরক্ষণ কামনায় পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—কালমৃত্যুঃ কালঃ প্রেরকঃ মৃত্যুঃ প্রের্য্যস্তাবিব শীঘ্রং জহীতী রামঃ প্রেরকঃ অয়মহমিমং হন্মীতি কৃষ্ণঃ প্রের্য্যস্তৌ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাল-মৃত্যু ইব'—কাল ও মৃত্যুর ন্যায়, এখানে প্রেরক ও প্রের্য্যভাবে যথাক্রমে দৃষ্টান্ত। 'শীঘ্র ইহাকে বিনাশ কর'—এই বলিয়া শ্রীবলরাম প্রেরক, এবং 'এই আমি এখনই ইহাকে বধ করিতেছি'—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুতুল্য। (মূঢ় শঙ্খচূড়—কাল এবং তৎপ্রেরিত যমের ন্যায় শালহস্তে উপস্থিত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার আশয়ে স্ত্রীগণ পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিল।) ॥ ২৯ ॥

তমন্বধাবদ্‌গোবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শঙ্খচূড়ঃ) যত্র যত্র ধাবতি (তত্র তত্র) গোবিন্দঃ তচ্ছিরোরত্নং জিহীর্ষুঃ (হর্তুমিচ্ছুঃ সন্) তমন্বধাবৎ (অন্বগচ্ছৎ)। বলঃ (বলরামঃ তু) স্ত্রিয়ঃ রক্ষন্ (তত্র এব) তস্থৌ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—ঐ শঙ্খচূড় তৎকালে যে যে দিকে ধাবমান হইতেছিল শ্রীকৃষ্ণও তাহার শিরোরত্ন গ্রহণের জন্য সেই দিকে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বলদেব স্ত্রীগণের রক্ষকরূপে তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রিয়ো বিদ্রাবণ-শ্রান্তাস্তত্রৈব স্থিরীকৃত্য আশ্বাস্য তস্থৌ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রিয়ঃ রক্ষন্'—বিদ্রাবণ-শ্রান্তা স্ত্রীগণকে স্থির করতঃ আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক শ্রীবলরাম তথায়ই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহারমুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে রাজন্,) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অবিদূর ইব (সমীপএব) অভ্যেত্য (অভিমুখমাগত্য) সহচূড়ামণিং (শিরসা সহ চূড়ামণিং) তস্য দুরাত্মনঃ (শঙ্খচূড়স্য) শিবঃ মুষ্টিনা এব জহার ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ অল্পদূর গমন করিয়াই তাহার নিকটস্থ হইলেন এবং মুষ্টিদ্বারাই চূড়াস্থিত মণির সহিত তদীয় মস্তক হরণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—অতিদূরেঽপি তত্র অবিদূর ইবাভ্যেত্যে-ত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অবিদূরে ইব'—অধিক দূর হইলেও অল্প দূর থাকিলে যেরূপ গমন করে, সেই-রূপে অভিগমন করিয়া—এই অর্থ ॥ ৩১ ॥

শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্বরম্।
অগ্রজায়াদদৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—এবং শঙ্খচূড়ং নিহত্য ভাস্করং (তেজোযুক্তং) মণিং (তচ্ছিরোমণিং) আদায় (গৃহীত্বা) যোষিতাং চ পশ্যন্তীনাং (সতীনাং) প্রীত্যা অগ্রজায় (রামায়) অদদাৎ (দদৌ) ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে শঙ্খচূড়কে বধ করিয়া দীপ্তিময় মণি গ্রহণপূর্ব্বক দর্শনকারি স্ত্রীজনের সমক্ষেই অগ্রজ বলদেবের নিকট তাহা অর্পণ করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—পশ্যন্তীনামিতি। মহ্যমেবাতি-সুভগায়ৈ দাস্যতি মহ্যমেবাত্যাদরনীয়ায়ৈ দাস্যতীত্যেবং প্রত্যেকমুৎসুকানাং তাসাং মদমৎসরানুদ্গমার্থং কস্যৈচিদপ্যদত্ত্বা রামায়াদাৎ স চ মহাবিজ্ঞঃ কৃষ্ণাভীপ্সিতস্থল এব তং মণিং ন্যধাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥৩২॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য চতুস্ত্রিংশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পশ্যন্তীনাম্'—'সৌভাগ্যবতী আমাকেই প্রদান করিবে, অতি আদরণীয়া আমাকেই প্রদান করিবে'—এইরূপ ঐ মণি-প্রাপ্তি-বিষয়ে ঔৎসুক্যবতী গোপীদিগের মধ্যে অন্যতমা কোন গোপীকে প্রদান করিলে সকলের মদ বা মাৎসর্য্যের উদ্গম হইতে পারে, এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগের মধ্যে কাহাকেও না দিয়া, অগ্রজ শ্রীরামকেই ঐ মণি প্রদান করিলেন। কিন্তু মহাবিজ্ঞ সেই শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণের অভীপ্সিত স্থলে (বিশাখার হস্তদ্বারা শ্রীরাধাকেই) প্রদান করিয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী সারার্থদর্শিনী টীকার দশমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলাঃ প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণ বনগমন করিলে গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ-সূচক গীতি অবলম্বন পূর্ব্বক দিবস যাপন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

বিপ্রলম্ভভাবের প্রাবল্যে গোপীদিগের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা স্বতঃ স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর মিলিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণের রূপ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তিনি যখন ত্রিভঙ্গিমঠামে দণ্ডায়মান হইয়া বেণুবাদন করেন, তৎকালে গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণ নিজ নিজ পতিসহ বর্ত্তমান থাকিয়াও কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া বাহ্য বিস্মৃত হ'ন। ব্রজস্থিত বৃষ, ধেনু ও অন্যান্য পশুগণ দন্তদ্বারা তৃণ ধারণপূর্ব্বক চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করে, অচেতন নদী পর্য্যন্ত নিবৃত্তগতি হয়। অহো! কৃষ্ণ যখন স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও বন্যবেশ রচনাপূর্ব্বক শ্যামলী ধবলী প্রভৃতি নাম উচ্চারণ করিয়া বেণুবাদ্য সহকারে ধেনুদিগকে আহ্বান করেন, তখন বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত প্রেম-পুলকিত গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে, সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষিগণ লোচন নিমীলিত করিয়া মুগ্ধ হইয়া অবস্থান করে, আকাশে মেঘমালা কৃষ্ণের বংশীধ্বনির অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে, ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সঙ্গীতাভিজ্ঞ দেবশ্রেষ্ঠগণও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ হ'ন এবং অস্মাদৃশ গোপীবৃন্দ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণে

অর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুলিত হয়, কৃষ্ণসার হরিণী-গণ গোপীদিগের আনুগত্যে কৃষ্ণের অনুগমন করিতে থাকে। কৃষ্ণ যখন বংশীধ্বনি করিতে করিতে ব্রজে প্রত্যাগমন করেন, তখন ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার চরণ পূজা এবং অনুচরগণ গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" গোপীগণ কৃষ্ণ-বিরহে এই প্রকার কৃষ্ণ-লীলা গান করিয়াছিলেন।

অন্বয়ঃ—(এবং রাত্রিষু কৃষ্ণেন স্মৈরমভিরমিতানাং দিবা তদ্বিরহিতানাং অনুগীতেন দিন-নিস্তারপ্রকারমাহ—) কৃষ্ণে বনং যাতে (সতি) তং (কৃষ্ণং) অনুদ্রুতচেতসঃ (অনুদ্রুতং আসক্তং চেতো যাসাং তাঃ) গোপ্যঃ কৃষ্ণলীলাঃ (এব) প্রগায়ন্ত্যঃ দুঃখেন (কষ্টেন) বাসরান্ (দিনানি) নিন্যুঃ (যাপয়ামাসুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, শ্রীকৃষ্ণ দিবসে গোচারণের জন্য বনগমন করিলে কৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া কষ্টের সহিত দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

পঞ্চত্রিংশে বেণুগীতং দ্বাদশশ্লোকযুগ্মতঃ।
বর্ণ্যতে যৎ প্রিয়াঃ পীত্বা বিরহিণ্যোহনয়ন্ দিনম্॥
সম্ভোগশৈত্যং জ্যোৎস্নীষু বিচ্ছেদৌষ্ণ্যং দিনেষ্বদাৎ।
প্রেমা তাভ্যঃ স্বপুষ্ট্যর্থং স্বয়ং তদ্দ্বিতয়াত্মকঃ ॥০॥

এবং রাত্রিষু গোপ্যঃ স্বকান্তেন সহ লব্ধাঙ্গসঙ্গা নৃত্যগীতনর্ম্মাধরামৃতাদিকং পিবন্ত্যঃ সম্ভোগরসনিমগ্না বভূবুরিত্যুক্তম্। ইদানীং দিনেষু তেন সহ লব্ধ-মনোমাত্রসঙ্গাস্তদ্বেণুগানামৃতমাত্রং পিবন্ত্যো বিপ্রলম্ভ-রসনিমগ্না বভূবুরিত্যাহ,—গোপ্য ইতি। তং বনং গচ্ছন্তমনুলক্ষ্যীকৃত্য দ্রুতানি বেগেন তেন সহ চলিতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ে দ্বাদশটি যুগ্মকে (চব্বিশটি শ্লোকে) বেণুগীত বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণবিরহিণী গোপিকাগণ এই গান গাহিয়া দিবাভাগ অতিবাহিত করিতেন ॥

সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেম তাঁহাদিগকে রাত্রিতে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সম্ভোগের শীতলতা এবং দিবাভাগে বিচ্ছেদের উষ্ণতা প্রদান করিয়া থাকে ॥ ০ ॥

রাত্রিকালে গোপাঙ্গনাগণ নিজ কান্তের সহিত অঙ্গসঙ্গ লাভে নৃত্য, গীত, নর্ম্মালাপ ও অধরামৃতাদি পান করতঃ সম্ভোগ-রসে নিমগ্ন থাকিতেন—ইহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দিবাভাগে তাঁহার সহিত কেবলমাত্র মনঃ-সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার বেণুগানামৃত পান করতঃ বিপ্রলম্ভ-রসে নিমগ্ন থাকিতেন, ইহা বলিতেছেন—'গোপ্যঃ' ইত্যাদি। 'তম্ অনুদ্রুতচেতসঃ' —শ্রীকৃষ্ণকে বনে গমন করিতে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত বেগে যাঁহাদিগের চিত্ত গমন করিয়াছে, তাদৃশ গোপিকাগণ ॥ ১ ॥

গোপ্য ঊচুঃ—

বামবাহু-কৃত-বামকপোলো
বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং
গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ২ ॥
ব্যোমযান-বনিতাঃ সহ সিদ্ধৈ-
র্বিস্মিতাস্তদুপধার্য্য সলজ্জাঃ।
কাম-মার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ ঊচুঃ,—(হে) গোপ্যঃ, বাম-বাহু-কৃতবামকপোলঃ (বামবাহৌ তন্মূলে কৃতঃ অর্পিতঃ বামকপোলো যেন সঃ) বল্গিতভ্রূঃ (বল্গিতে নর্ত্তিতে ভ্রুবৌ যেন সঃ মুকুন্দঃ) কোমলাঙ্গুলীভিঃ আশ্রিতমার্গং (কোমলাভিঃ অঙ্গুলীভিঃ আশ্রিতাঃ মার্গাঃ সপ্তস্বরছিদ্রাণি যস্য তং) অধরার্পিতবেণুং (অধরে অর্পিতং বেণুং) যত্র (যদা) ঈরয়তি (বাদ-য়তি) তদা ব্যোমযান-বনিতাঃ (ব্যোম্নি যানং গমনং যেষাং তেষাং বনিতাঃ স্ত্রিয়ঃ) সিদ্ধৈঃ (স্বপতিভিঃ সহ) (বর্ত্তমানা অপি) তৎ (বেণু গীতং) উপধার্য্য (শ্রুত্বা) প্রথমং বিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যং প্রাপ্তাঃ), ততঃ (তদনন্তরং) কাম-মার্গণ-সমর্পিতচিত্তা (কাম-মার্গণেভ্যঃ সমর্পিতানি চিত্তানি যাভিস্তাঃ তৎপরবশাঃ কাম-বাণপীড়িতাঃ ইত্যর্থঃ) অতএব অপস্মৃতনীব্যঃ (অপস্মৃতা বিস্মৃতা নীব্যো যাভিঃ তাঃ, ভ্রংশ্যদ্বস্ত্রানু-সন্ধানরহিতাঃ) সলজ্জাঃ চ সত্যঃ কশ্মলং (মোহং) যযুঃ। (এবম্বিধস্য কৃষ্ণস্য বিরহং কথং সহাম ইত্যর্থঃ) ॥ ২-৩ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ অপর গোপীগণকে বলিতে লাগিলেন,—হে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণ যে কালে বামবাহু-মূলে বামকপোল বিন্যস্ত করিয়া ভ্রূযুগলের সঞ্চালন সহকারে কোমল অঙ্গুলিসকল দ্বারা ছিদ্রসকল ধারণ-পূর্ব্বক অধরস্পৃষ্ট বেণুবাদন করিতে থাকেন ; তৎ-কালে গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণ নিজ-নিজ পতি সহ বর্ত্তমান থাকিয়াও সেই বংশীধ্বনি শ্রবণে প্রথ-মতঃ বিস্মিত ও পশ্চাৎ তদ্‌বশীভূতচিত্ত হইয়া স্ব-স্ব বস্ত্রগ্রন্থি স্খলিত হইলেও তাহা অবগত হইতে পারেন নাই। এইরূপে পতিসমীপে লজ্জিত হইয়া তাঁহারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমরা সেই কৃষ্ণের বিরহ কিরূপে সহ্য করিব ॥ ২-৩ ॥

বিশ্বনাথ—বৃন্দাবনে গাঃ সঞ্চার্য্য তত্রত্যতরুবল্লিখগ-মৃগাদীন্ নক্তন্তনস্ববিরহখিন্নান্ আশ্বাসয়ন্ স্বাগমন-মাবেদয়িতুং যদা বেণুনা কৃষ্ণঃ সঞ্জগৌ তদা তদাকর্ণনেনোদ্দীপ্তভাবা গোপ্যঃ স্ব-স্ব যূথস্থাঃ সখীঃ প্রত্যাহুর্বামেত্যাদি দ্বাদশযুগলানি। হে গোপ্যঃ, বামবাহৌ বামবাহুমূলে কৃতঃ অর্পিতঃ বামকপোলো যেন সঃ। গীতস্যারোহাবরোহয়োর্গমকময়ীকরণং তেনৈব প্রকারেণ সম্ভবেৎ। তথৈব বামজঙ্ঘোপরি দক্ষিণজঙ্ঘাধস্তটন্যাসোঽপি জ্ঞেয়ঃ। তেন ত্রিভঙ্গ-ললিতস্তির্য্যগ্‌গ্রীবস্ত্রৈলোক্যমোহন ইতি নামত্রয়ং প্রকটী-বভূবেতি ভাবঃ। বল্গিতে নর্ত্তিতে ভ্রুবৌ যেনেতি সুবলাদীন্ পুরস্থিতান্ গানসৌষ্ঠবে অবধাপয়িতুমিতি ভাবঃ। হ্রস্বত্বমার্ষম্। অধরেঽর্পিতো ন্যস্তোঽধরায় দত্তো বা যো বেণুস্তং, যত্র যদা ঈরয়তি, কীদৃশম্? কোমলাভিরন্যজনাঙ্গাপেক্ষয়া সুকুমারাভিঃ। "অকর্ম্ম-কঠিনৌ হস্তা"বিতি সামুদ্রিকাৎ স্বাঙ্গাপেক্ষয়া ত্বীষৎ কঠিনাভিরঙ্গুলীভিরাশ্রিতাঃ মার্গাঃ সপ্তস্বরচ্ছিদ্রাণি যস্য তম্। তদা ব্যোমযানানাং সিদ্ধানাং বনিতাঃ সিদ্ধৈঃ স্বপতিভিঃ সহিতা অপি প্রথমং তদ্বংশী-রণমুপধার্য্য আকর্ণ্য বিস্মিতা অহো! বেণুনাদস্যৈ-তাবন্মোহনত্বমননুভূতচরং যতোঽস্মান্ সাধ্বীরপি মোহয়তি, অস্মান্ পুরুষানপি স্ত্রীভাবযুক্তীকৃত্য মোহয়তীতি প্রথমং বিস্ময়যুক্তাঃ। ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব সলজ্জা অস্মদ্ব্যভিচারমস্মৎপতয়ো বিতর্ক-য়েয়ুরিতি তথৈবাস্মৎ পুংস্ত্ববিপর্য্যয়মস্মৎপত্ন্যো বিতর্কয়েয়ুরিতি স্বস্বপতিভ্যঃ সকাশাৎ স্বস্বপত্নীভ্যশ্চ সকাশাৎ লজ্জাযুক্তা অভূবন্, ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কামস্য মার্গণেভ্যঃ সমর্পিতানি দত্তানি চিত্তানি যাভিস্তাঃ। আয়াতান্ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ককামশরানালক্ষ্য ভোঃ শ্রীকৃষ্ণঃ-কামশরাঃ! যুষ্মভ্যমেতান্যস্মচ্চিত্তানি দত্তানি, এতানি শীঘ্রং বিদ্ধীকুরুত। অস্মাভিঃ পাতিব্রত্যায় জলাঞ্জলির্দত্তঃ। কৃষ্ণোঽস্মাভিঃ সহ কৃপয়া রমতামিতি তথাস্মাভিরপি স্বপুংস্ত্বং দেবত্বঞ্চ ত্যক্তম্, কৃষ্ণোঽস্মান্ সদ্য এব স্বযোগবলেন গোপস্ত্রী-কৃত্যাস্মাভিঃ সহ রমতামিতি সমর্পিতপদব্যঙ্গং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ সিদ্ধৈঃ সহৈব কশ্মলং কামশর-পীড়য়া মোহং মূর্চ্ছাং যযুঃ প্রাপুঃ। কশ্মলস্যানুভাবং সহৈবমাহুঃ। অপস্মৃতা ন স্মৃতা স্খলিতা অপি নীব্যো যাভিস্তাঃ। সিদ্ধৈস্তৈঃ সহৈব শিথিলিত-বস্ত্র-বন্ধ-কেশবন্ধাদিকা বভূবুরিত্যর্থঃ। সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। অকস্মাদ্দেবীনাং দেবানাঞ্চাপি যদ্যেতা-দৃশ্যবস্থা, তর্হি বয়ং মানুষ্যস্তত্রাপি গোপ্যস্তত্রাপ্যেকন-গরস্থাস্তত্রাপি লব্ধাঙ্গসঙ্গাঃ কথং তং বিনা স্থাস্যামস্ত-দুত্তিষ্ঠত সখ্যঃ, এতান্ দগ্ধমুখান্ পশ্যতোঽপি পতি-শ্বশুরাদীংস্তিরস্কৃত্য কেনচিন্মিষেণ বৃন্দাবনং প্রবিশ্য প্রাণপ্রেষ্ঠেন সার্দ্ধং বিলসাম ইতি ধ্বনিঃ। প্রতিযুগ-লান্ত এবানুবর্ত্তনীয়ঃ ॥ ২-৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বৃন্দাবনে গোচারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিগত বিরহখিন্ন তত্রত্য তরু, লতা, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতিকে আশ্বস্ত করিয়া যখন নিজের আগমন জানাইবার জন্য বেণুদ্বারা গান করিতে লাগিলেন, তখন গীত-শ্রবণে উদ্দীপ্তভাবা গোপরমণীগণ নিজ নিজ দলস্থ (যূথস্থ) সখীদিগের প্রতি বলিতে লাগি-লেন—'বামবাহুকৃত' ইত্যাদি দ্বাদশযুগল শ্লোক। হে গোপীগণ! বাম বাহুমূলে বাম কপোল যিনি স্থাপন করিয়াছেন, গীতের আরোহণ ও অবরোহণের গমকময়ীকরণ এই প্রকারেই সম্ভব হয়। সেইরূপ বাম জঙ্ঘার উপরে দক্ষিণ জঙ্ঘার তটন্যাসও জানিতে হইবে। ইহার দ্বারা 'ত্রিভঙ্গ-ললিত', 'তির্য্যগ্-গ্রীব' এবং 'ত্রৈলোক্য-মোহন'—এই তিনটি নামও প্রকটিত হইল। 'বল্গিতভ্রূঃ'—যিনি ভ্রূ-যুগল নৃত্য করাইতেছেন, সম্মুখে অবস্থিত সুবলাদিকে গান-সৌষ্ঠববিষয়ে অবধাপন করাইবার জন্যই যেন—এই ভাবার্থ। 'অধরার্পিত-বেণুঃ'—অধরে ন্যস্ত,

অথবা অধরকে প্রদত্ত যে বেণু, তাহা যখন বাজাইতে থাকেন। কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'কোমলাঙ্গুভিঃ আশ্রিতমার্গং', অন্য জনের অপেক্ষায় সুকোমল অঙ্গুলী দ্বারা, সামুদ্রিক লক্ষণে উক্ত আছে—'কোন কর্ম্ম না করিলেও মহাপুরুষদিগের হস্তদ্বয় কঠিন হয়', ইহাতে নিজের অঙ্গ অপেক্ষায় ঈষৎ কঠিন অঙ্গুলীসকল দ্বারা সপ্তস্বরছিদ্র বংশী যখন বাজাইতে থাকেন।

'ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈঃ'—তখন গগনবিহারিণী সিদ্ধ বনিতাগণ, নিজ নিজ পতি সঙ্গে থাকিলেও বংশীগীত শ্রবণ করিয়া এইরূপভাবে বিস্মিতা হইয়া থাকেন—অহো! বেণুর কি মোহিনী শক্তি, যেহেতু সাধ্বী আমাদিগকেও মোহিত করিতেছে, আর পুরুষদিগকেও স্ত্রীভাব-যুক্ত করিয়া মোহিত করিতেছে। প্রথমতঃ বিস্ময়, তারপর সিদ্ধগণের সাহচর্য্যে লজ্জা, হায়! আমাদিগের ব্যভিচার আমাদিগের পতিগণ সন্দেহ করিবেন। সেইরূপ সিদ্ধগণও—আমাদিগের পুংস্ত্ব-বিপর্য্যয় আমাদের পত্নীগণ জানিতে পারিবে, এইরূপ নিজ নিজ পতিগণ হইতে রমণীগণ এবং নিজ নিজ পত্নীদিগ হইতে সিদ্ধগণ (পতিগণ) লজ্জাযুক্ত হইয়াছিলেন। তারপর সিদ্ধগণের সহিতই সেই রমণীগণ 'কাম-মার্গণ-সমর্পিতচিত্তাঃ'—কামবাণে চিত্ত সমর্পণ করিলেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক কামশর আগত দেখিয়া, হে শ্রীকৃষ্ণের কামশরসকল! তোমাদের সমীপে আমাদিগের চিত্ত অর্পণ করিয়াছি, শীঘ্র তাহা বিদ্ধ কর, আমরা পাতিব্রত্যে জলাঞ্জলি দিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদিগের সহিত রমণ করুন। সেইরূপ আমরাও স্বপুংস্ত্ব ও দেবত্ব ত্যাগ করিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ সদ্যই নিজের যোগবলে আমাদিগকে গোপস্ত্রী করিয়া আমাদিগের সহিত রমণ করুন—ইত্যাদি সমর্পিত-পদের ব্যঙ্গার্থ জানিতে হইবে। তারপর সিদ্ধগণের সহিতই তাঁহারা 'কশ্মলং যযুঃ'—কামশরের পীড়া দ্বারা মোহপ্রাপ্ত হইলেন। কশ্মলের অনুভাব বলিতেছেন—'অপস্মৃত-নীব্যঃ', তাঁহাদিগের কটির বসন যে স্খলিত হইয়াছে, তাহাও জানিতে পারিলেন না, অর্থাৎ সিদ্ধগণের নিকটে থাকিয়াও তাঁহাদের বস্ত্রবন্ধ ও কেশবন্ধাদি শিথিল হইয়াছিল—এই অর্থ।

অকস্মাৎ দেবীগণের ও দেবগণের যদি এতাদৃশী অবস্থা হয়, তাহা হইলে আমরা মানুষী, তাহাতে আবার গোপী, তাহাতেও একনগরে অবস্থান করি, তাহাতে আবার তাঁহার সঙ্গপ্রাপ্ত হইয়াছি, এঅবস্থায় তাঁহাকে ভিন্ন কি প্রকারে থাকিব? অতএব হে সখীগণ! চল, এই দগ্ধমুখ পতি শ্বশুরাদির সম্মুখেই তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া কোনও ছলে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণপ্রেষ্ঠের সহিত বিলসিত হই—এইরূপ ধ্বনি প্রতিযুগলান্তে অনুবর্ত্তনীয়॥২-৩॥

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং
হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরয়মার্ত্তজনানাং
নর্ম্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ ॥ ৪ ॥
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো
বেণুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা
নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—হন্ত হে অবলাঃ ইদং (অস্মাভিঃ কথ্যমানং) চিত্রং (অতিবিচিত্রং) শৃণুত, হারহাসঃ (হারবৎ বিশদো হাসো যস্য সঃ, যদ্বা, বেণুবাদনেন অধোবদনেন হসতো হারেষু স্ফুরন্ হাসো যস্য সঃ, যদ্বা, হারবৎ বক্ষসি শোভমানো হাসো যস্য সঃ, যদ্বা, হারাণাং হাস ইব বিশদা স্ফূর্ত্তির্যস্মিন্ উরসীতি) উরসি স্থিরবিদ্যুৎ (উরসি স্থিরাঃ বিদ্যুদিব লক্ষ্মীর্যস্য সঃ) অয়ং নন্দসূনুঃ (কৃষ্ণঃ) যর্হি আর্ত্তজনানাং (তদ্বিরহপীড়িতানাং অস্মদাদীনাং) নর্ম্মদঃ (নর্ম্ম উপহাসং দদাতি যঃ সঃ তথাবিধঃ) সন্ সুখয়িতুং কূজিতবেণুঃ (নাদিতবেণুঃ) ভবতি (তদা) ব্রজবৃষাঃ মৃগগাবঃ (চ) আরাৎ (দূরাৎ) বেণুবাদ্যহৃতচেতসঃ (বেণুবাদ্যেন হৃতানি চেতাংসি যেষাং তে) বৃন্দশঃ (যূথশঃ) দন্তদষ্টকবলাঃ (দন্তৈঃ দষ্টাঃ এব নতু চর্ব্বিতাঃ কবলাঃ তৃণগ্রাসাঃ যৈঃ তে) যতঃ ধৃতকর্ণাঃ (ধৃতাঃ উত্তেজিতাঃ কর্ণাঃ যৈঃ তে) অতঃ নিদ্রিতাঃ ইব লিখিতচিত্রং ইব (চিত্রার্পিতমিব) (চ) আসন্ (তস্থুঃ)॥ ৪-৫॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ, তোমরা অপর এক

আশ্চর্য্য বিষয় শ্রবণ কর। মুক্তাহারতুল্য শুভ্রহাস্যশীল এবং বক্ষঃদেশে স্থির বিদ্যুৎ তুল্য শ্রীবিশিষ্ট এই নন্দসুত যৎকালে বিরহিগণের সুখ প্রদানের জন্য বংশীবাদন করিতে থাকেন তৎকালে ব্রজস্থিত বৃষ, ধেনু এবং অন্যান্য পশুগণ দূর হইতেই বংশীরবে হৃতচিত্ত হইয়া দন্তদ্বারা কেবলমাত্র তৃণগ্রাস ধারণপূর্ব্বক সকলে ঐদিকে কর্ণ উত্তোলিত করিয়া নিদ্রিত এবং চিত্রাঙ্কিতের ন্যায় অবস্থান করিতে থাকে ॥৪-৫॥

বিশ্বনাথ—দেববনিতানাং বিদগ্ধপ্রবরাণাং কা বার্ত্তা, মূঢ়জন্তূনামপি মোহং শৃণুতেত্যন্যা আহুঃ। হন্ত চিত্রমিত্যদ্ভুতাদপ্যদ্ভুতমিদমিত্যর্থঃ। হে অবলাঃ, ইতি স্ত্রীণাং যুষ্মাকং পাতিব্রত্যবলং কৃষ্ণেন প্রথমত এবাপহৃতমিতি ভাবঃ। হারাণাং বলাকানামিব হাসঃ প্রকাশো যত্র তথাভূতে উরসি মেঘোপমে স্থিরা বিদ্যুত্তত্রত্য লক্ষ্মীরেখৈব যস্য সঃ। তেন বলাকাবিদ্যুদ্ভূষিতকৃষ্ণবক্ষো-মেঘেনৈব ভবতীনাং পাতিব্রত্যনিদাঘো ধ্বংসিত ইতি ভাবঃ। অতএবায়ং আর্ত্তজনানাং যুষ্মাকং নর্ম্ম সর্ব্বলোককর্ত্তৃকমুপহাসং দদাতীতি সঃ। কদা যর্হি কূজিতবেণুর্ভবতি তদেত্যর্থঃ। বেণুনাদশ্রবণমাত্রেণ শিথিল-নীবীকবরীকাঃ প্রাপ্তোন্মাদাঃ সর্ব্বলোকহাস্যাস্পদীভূতা ভবত্যো ভবন্তীতি ভাবঃ। যুষ্মাকং মানুষীণাং কা বার্ত্তা, তির্য্যগ্‌জাতয়োঽপি বেণুনাদেন মূর্চ্ছিতাঃ ক্রিয়ন্তে ইত্যাহুঃ,—বৃন্দশঃ প্রতিযূথমিত্যর্থঃ। ব্রজস্থাঃ বৃষাঃ বনস্থাঃ মৃগা গাবশ্চ দন্তৈর্দষ্টাঃ কবলাস্তৃণগ্রাসা যৈস্তে ইতি তৃণেষু দন্তৈর্দষ্টেষু সৎসু তন্নিগিলনাৎ পূর্ব্বমেব আরব্ধেন বেণুবাদ্যেনৈব বলাৎ কর্ণমার্গেণৈব দেহান্তঃ প্রবিষ্টং, নতু মুখমার্গেণ তৃণগ্রাসা দেহান্তঃ প্রবিষ্টাঃ; অতএব ধৃতা উত্তম্ভিতাঃ কর্ণা যৈস্তে। ততশ্চ তেন হৃতানি চিত্তানি যেষাং তে ইত্যত এব সর্ব্বেন্দ্রিয়-ব্যাপারাভাবান্নিদ্রিতা ইব তত এব তৃণগ্রাসাস্তে দন্তদষ্টত্বস্যানপগমাদ্ভূমাবপি ন পতিতা ইতি ভাবঃ। ততশ্চ প্রবলীভূতেন জাড্যসঞ্চারিণা জনিতে স্তম্ভাতিশয়ে সতি মূর্চ্ছায়াঞ্চ সত্যাং শ্বাসস্যাপি প্রায়-স্তব্ধীভাবাল্লিখিতচিত্রমিবেত্যুপমান্তরং দত্তং তত্রাপি লিখিতেত্যুৎকীর্ণচিত্রাদপি লিখিতচিত্রস্য চমৎকারিত্বাতিশয়বিবক্ষয়োক্তম্। কেনাপ্যদ্ভুতচিত্রকরেণাকাশপটে লিখিতানি চিত্রাণীতি বিস্ময়রসো ধ্বনিতঃ ॥ ৪-৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বিদগ্ধপ্রবরা দেববনিতাগণের কথা কি, মূঢ় জন্তুদিগেরও মোহ শ্রবণ কর, ইহা কোন গোপী বলিলেন—'হন্ত চিত্রম্', হায়! ইহা অদ্ভুত হইতেও অতি অদ্ভুত। 'হে অবলাঃ'—শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই তোমাদের পাতিব্রত্য বল অপহরণ করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা অবলা। 'হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ'—মনোহর হাস্যযুক্ত বক্ষে স্থির বিদ্যুতের ন্যায় লক্ষ্মীযুক্ত এই নন্দনন্দন। এখানে বিদ্যুৎ এবং মেঘের সহযোগে হার ও হাসের বলাকত্ব এবং স্থির বিদ্যুৎ ইহা দ্বারা বক্ষঃস্থা রেখারূপা লক্ষ্মী উৎপ্রেক্ষিতা হইয়াছে। অর্থাৎ বলাকা বিদ্যুদ্‌ভূষিত কৃষ্ণবক্ষোরূপ মেঘই তোমাদের পাতিব্রত্য নিদাঘ ধ্বংস করিয়াছে—এই ভাবার্থ। অতএব আর্ত্তজন তোমাদিগের 'নর্ম্মদঃ'—নর্ম্ম অর্থাৎ সর্ব্বলোক কর্ত্তৃক উপহাস প্রদান করিতেছেন। কখন? যখন তিনি বেণু বাদন করেন। বেণুধ্বনি শ্রবণমাত্রে নীবী ও কবরী শিথিল হওয়ায় উন্মাদ-দশাপ্রাপ্ত তোমরা সর্ব্বলোকের হাস্যাস্পদ হইয়া থাক—এই ভাব। মানুষী তোমাদিগের কি কথা, তির্য্যগ্ জাতিও বেণুনাদে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—'বৃন্দশঃ', যূথে যূথে ব্রজস্থ বৃষগণ এবং বনস্থ মৃগ ও গাভীগণ দন্তদ্বারামাত্র কবল (তৃণগ্রাস) দংশন (গ্রহণ) করিয়াছে, কিন্তু অধঃকরণ, কিম্বা চর্ব্বণ, অথবা পরিত্যাগ কিছুই করে নাই। দন্তের দ্বারা তৃণ গ্রহণের কালেই তাহা অধঃকরণের পূর্ব্বেই আরব্ধ বেণুবাদ্য বলপূর্ব্বক তাহাদের কর্ণরন্ধ্র দ্বারা দেহান্তে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মুখমার্গ দ্বারা তৃণগ্রাস দেহান্তে প্রবিষ্ট হয় নাই, অতএব তাহারা 'ধৃতকর্ণাঃ'—কর্ণ উত্তোলিত করিয়া রহিয়াছে। তাহাতে তাহাদের চিত্ত হৃত হওয়ায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের অভাবে নিদ্রিতের ন্যায় অবস্থান করিত, তাহাতে দন্তের দ্বারা গৃহীত তৃণগ্রাস ভূমিতেও পতিত হয় নাই। তারপর প্রবলীভূত জাড্য সঞ্চারি ভাবের দ্বারা স্তম্ভাতিশয় উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হওয়ায় শ্বাসও প্রায় স্তব্ধ হওয়ায় লিখিত চিত্রের ন্যায় যেন অবস্থান করিতে লাগিল। এখানে উৎকীর্ণ চিত্র হইতেও লিখিত চিত্রের অতিশয় চমৎকারিত্বহেতু এরূপ বলা হইল। যেন কোনও অদ্ভুত চিত্রকর আকাশপটে এইরূপ

চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—এইরূপ বিস্ময়রস ধ্বনিত হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥

বর্হিণস্তবক-ধাতু-পলাশৈ-
র্বদ্ধমল্ল পরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ ॥ ৬ ॥
তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্ ।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ অচেতনাসু সরিৎসু তদতীব চিত্রমিত্যাহুঃ) হে আলি, (সখি), বর্হিণস্তবক-ধাতু-পলাশৈঃ (বর্হিণঃ ময়ূরঃ তস্য স্তবকাঃ পুচ্ছানি ধাতবো গৈরিকাদয়শ্চ পলাশানি বল্লবাশ্চ তৈঃ) বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ (বদ্ধশ্চাসৌ মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরঃ তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতীতি তথা স) মুকুন্দঃ সবলঃ (বলরামেণ সহিতঃ) সগোপৈঃ (গোপৈঃ সহ) কর্হিচিৎ (যদা কদাচিৎ দেশে বেণুনা) গাঃ সমাহ্বয়তি তর্হি (তদা তদ্ধ্বনি শ্রবণাৎ) অনিলনীতং (অনিলেন বায়ুনা নীতং) তৎপদাম্বুজরজঃ (তস্য পদাম্বুজরজঃ) স্পৃহয়ন্তী (স্পৃহয়ন্ত্য ইব) সরিতঃ বৈ নিশ্চিতং বয়ম্ ইব অবহুপুণ্যাঃ (পুণ্যপ্রচয়শূন্যাঃ) প্রেমবেপিতভুজাঃ (প্রেম্ণা বেপিতাঃ কম্পিতাঃ ভুজান্তরঙ্গাঃ যাসাং তাঃ) স্তিমিতাপঃ (স্তিমিতাঃ নিশ্চলাঃ আপঃ যাসাং তাঃ চ ভবন্তি) ॥ ৬-৭ ॥

অনুবাদ—হে সখীগণ, শ্রীকৃষ্ণ কোন সময় ময়ূর-পুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতুরাগ এবং পল্লব দ্বারা মল্লবেশের অনুকরণ করিয়া বলদেব এবং গোপালগণের সহিত যে স্থানে বংশীরবে ধেনুগণকে আহ্বান করিতে থাকেন তখন ঐ বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া অচেতন নদী সকলও যেন পবনোদ্ধূত তদীয় শ্রীচরণকমল-রজঃ লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিবৃত্তগতি হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু বোধ হইতেছে যে, তাহারাও আমা-দেরই ন্যায় অল্পপুণ্য বিশিষ্টা, যেহেতু তাহারা আকাঙ্ক্ষিত তদীয় পদপরাগ লাভ করিতে পারে নাই। কেবলমাত্র প্রেমভরে তাহাদের তরঙ্গরূপ বাহু কম্পিত হয় এবং জলরাশি নিশ্চল হইয়া থাকে ॥৬-৭

বিশ্বনাথ—বৃষমৃগাদীনাং চেতনানাং কা বার্ত্তা, অচেতনানামপি বেণুশ্রবণহেতুকং স্তম্ভং শৃণুতেত্যন্যা আহুঃ,—বর্হিণস্য ময়ূরস্য স্তবকাঃ পিচ্ছানি। যদ্বা, বর্হিণশব্দেনৈব বর্হিণঃ পিচ্ছানি লক্ষিতানি চ, স্তবকাঃ পুষ্পগুচ্ছাশ্চ ধাতবো গৈরিকাদয়শ্চ পলাশানি পল্লবাশ্চ, তৈর্বদ্ধো যো মল্লানাং পরিবর্হঃ পরিকরস্তং বিড়ম্বয়তি অনুকরোতি, স্বশোভয়া উপহসতীতি বা সঃ। বল-দেবসহিতঃ স মুকুন্দঃ গোপৈর্যুক্তঃ। গাঃ হিহী কালিন্দি, গঙ্গে, সরস্বতীতি তাসাং নামভির্যত্র যদা আহ্বয়তি, তর্হি সরিতো যমুনা মানসগঙ্গা সরস্বত্যাদ্যাঃ সরিতো অন্যাশ্চ ব্রজস্থা অচেতনা অপি চেতনাং প্রাপ্য হন্ত হন্তাহো অস্মাকং ভাগ্যং যতঃ স্নানাবগাহনাদ্যর্থ-মস্মান্ আহ্বয়তি তদিতঃ স্বতীক্ষ্ণ-প্রবাহেণ তটং ভিত্ত্বা যাম ইতি কৃষ্ণপার্শ্বং যিযাসবোঽপি ভগ্নগতয়ঃ অত্যানন্দজাড্যেন স্বাভাবিকগতেরপি স্তম্ভাৎ বিগত-প্রবাহ এব ভবন্তীতি শেষঃ। শ্লেষেণ কৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-সুখপ্রাপ্ত্যভাবাদন্যনদীকৃতোপহাসাচ্চ ঐহিকী গতি-র্ভগ্না পাতিব্রত্যলোপাৎ পারলৌকিকী চ গতির্নষ্টা। অহো তাসামভাগ্যমিতি ভাবঃ। কিঞ্চিদ্ভাগ্যঞ্চাহুঃ, তস্য পদাম্বুজরজঃ অনিলনীতং অনুকূলপবেনেনা-নীতং স্পৃহয়ন্ত্যঃ প্রাপ্যাপি তৃপ্ত্যভাবাদেব পুনঃ পুন-রিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অতো বয়মিব কৃষ্ণসঙ্গাদ্যপ্রাপ্তি-প্রাপ্তিভ্যাং অবহুপুণ্যাঃ নাপ্যপুণ্যাঃ অল্পপুণ্যা ইত্যর্থঃ। প্রেম্ণা বেপিতা ভুজাস্তরঙ্গা যাসাং তাঃ অস্মাকমপি ভুজাঃ প্রেম্ণা কম্পন্তে। স্তিমিতা জাড্যেন কঠিনী-ভূয়াপি পুনরার্দ্রীভূতা আপো যাসাং তাঃ। বয়মপি নেত্রয়োস্তিমিতজলা জলৈঃ স্তিমিতা ভবামঃ। আহি-তাগ্ন্যাদিঃ, সমাসান্তাভাব আর্ষঃ। এবং বয়মপি পতিভ্রাত্রাদিভিঃ কৃষ্ণাভিসারবারণাৎ ভগ্নগতয়ঃ লোকোপহাসাৎ পাতিব্রত্যলোপাচ্চ ঐহিকপার-লৌকিকগতিরহিতাশ্চ তদঙ্গসৌরভ্যস্পৃহাবত্যশ্চ ॥ ৬-৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সচেতন বৃষ মৃগাদির কি কথা, অচেতন পদার্থেরও বেণুধ্বনি শ্রবণহেতু স্তম্ভ শ্রবণ কর, ইহা কোন গোপী বলিতেছেন—'বর্হিণঃ' অর্থাৎ ময়ূরের যে স্তবক পিচ্ছসমূহ, অথবা—'বর্হিণঃ' শব্দেই ময়ূরের পিচ্ছ এবং স্তবক বলিতে পুষ্পগুচ্ছ, গৈরিকাদি ধাতু ও পল্লব প্রভৃতি দ্বারা মল্ল-

বেশের অনুকরণ করিয়া থাকেন, অথবা স্বশোভার দ্বারা মল্লবেশের উপহাস করিয়া থাকেন। 'সহবলঃ'—বলদেবের সহিত সেই মুকুন্দ গোপবালকগণে যুক্ত হইয়া যখন গাভীগণকে—হিহী কালিন্দি, গঙ্গে, সরস্বতী প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া আহ্বান করেন, তখন যমুনা, মানসগঙ্গা, সরস্বতী প্রভৃতি অন্যান্য ব্রজস্থ অচেতন পদার্থও চেতনা লাভ করিয়া, হায়! হায়! আমাদিগের কি ভাগ্য, স্নান অবগাহন প্রভৃতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, অতএব আমরা এক্ষণে তীক্ষ্ণ প্রবাহে কুল ভেদ করিয়া চলিব। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণপার্শ্বে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া ভগ্নগতি, নিরতিশয় আনন্দজড়তায় স্বাভাবিক গতির স্তম্ভ, সুতরাং বিগত-প্রবাহ হইয়া পড়িত। শ্লিষ্টার্থে—যে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গসুখ পায় নাই এবং অন্য নদীগণ উপহাস করিয়াছে বলিয়া ঐহিক গতি ভগ্না, আর পাতিব্রত্য লোপে পারলৌকিক গতি নষ্টা। অহো! তাহাদের কি অভাগ্য—এই ভাব। কিছু ভাগ্য বলিতেছেন—অনুকূল পবনের দ্বারা আনীত তাঁহার চরণকমলরেণু 'স্পৃহয়ন্ত্যঃ'—প্রাপ্ত হইয়াও তৃপ্তির অভাবেই পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা করিতেছেন। অতএব আমাদিগের ন্যায় কৃষ্ণসঙ্গাদি প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিহেতু 'অবহুপুণ্যাঃ'—একেবারে অপুণ্যা নহে, অর্থাৎ অল্পপুণ্যবিশিষ্টা—এই অর্থ। 'প্রেমবেপিত-ভুজাঃ'—প্রেমভরে তাহাদের তরঙ্গরূপ বাহু কম্পিত হয়, আমাদিগেরও বাহুসকল প্রেমে কম্পিত হইতেছে। 'স্তিমিতাপঃ'—জাড্যবশতঃ কঠিন হইয়াও পুনরায় আর্দ্রীভূত জলরাশি যাহার, অর্থাৎ তাহাদের জলরাশি নিশ্চলভাব ধারণ করে (কিন্তু তাহারা চরণরেণু পায় না, অতএব তাহারা আমাদেরই ন্যায় স্বল্পপুণ্য-বিশিষ্টা)। আমরাও নেত্রযুগলে নিশ্চলজলা হইয়া থাকি। এইরূপ আমরাও পতি, ভ্রাতা প্রভৃতির দ্বারা কৃষ্ণাভিসারে নিবারিত হইয়া ভগ্নগতি এবং লোকের উপহাস ও পাতিব্রত্য লোপহেতু ঐহিক ও পারলৌকিক গতিরহিত হইয়া তাঁহার অঙ্গসৌরভ্য স্পৃহা করিয়া থাকি ॥ ৬-৭ ॥

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিত-বীর্য্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি ॥ ৮ ॥
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভার-বিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৯ ॥
দর্শনীয়-তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘু গীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণুঃ ॥ ১০ ॥
সরসি সারস-হংস-বিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃত চেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(স্থাবরেষু অপি অতিচিত্রং দৃশ্যতে ইত্যাহুঃ) অনুচরৈঃ (গোপৈঃ দেবাদিভির্বা) আদি-পুরুষঃ ইব সমনুবর্ণিতবীর্য্যঃ (সম্যক্ অনুবর্ণিতং বীর্য্যং যস্য সঃ) অচলভূতিঃ (অচলা নিশ্চলা ভূতিঃ শ্রীঃ যস্য সঃ) বনচরঃ (সন্) সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গিরিতটেষু চরন্তীঃ গাঃ যদা হি বেণুনা (তত্তন্নামা-গানেন) আহ্বয়তি তদা প্রণতভার-বিটপাঃ (প্রণতাঃ ভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসাং তাঃ) প্রেমহৃষ্টতনবঃ (প্রেম্ণা হৃষ্টাঃ রোমাঞ্চিতাঃ তনবঃ যাসাং তাঃ) বনলতাঃ তরবঃ চ আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ (প্রকাশ-মানং সূচয়ন্ত্যঃ) ইব মধুধারাঃ ববৃষুঃ স্ম (স্মেতি বিস্ময়ে। তরবশ্চ তথা তৎপত্নীনামপি তথৈবানন্দ ইতি ভাবঃ। এতানি বিষ্ণু ব্যক্তিলক্ষণানি) (তদা) সরসি (সরোবরে যে) সারস-হংস-বিহঙ্গাঃ (সারসাঃ হংসাঃ অন্যে চ বিহঙ্গাস্তিষ্ঠন্তি) তে চারুগীতহৃত-চেতসঃ (চারুণা গীতেন হৃতচেতসঃ আকৃষ্টচিত্তাঃ সন্তঃ) এত্য (আগত্য) যতচিত্তাঃ (সংযতমনসঃ) মীলিতদৃশঃ (মুদ্রিতনয়নাঃ) ধৃতমৌনাঃ (মৌনভাবা-বলম্বিনঃ সন্তঃ) হরিং উপাসতে (অভজন্ত তৎসমীপে উপবিবিশুঃ বা) হন্ত (খেদসূচকমব্যয়পদম্) ॥৮-১১

অনুবাদ—হে সখীগণ, অনুচরগণ (আদি পুরুষ-পক্ষে দেবগণ, কৃষ্ণপক্ষে অনুচর অর্থ গোপগণ) নিরন্তর যাঁহার বীর্য্য বর্ণন করেন সেই-আদিপুরুষ নারায়ণের ন্যায় অচল শ্রীসম্পন্ন হইয়াও বনচরবেশে

এই শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরিতটে ভ্রমণশীল ধেনুগণকে বংশীস্বর যোগে পৃথক্ পৃথক্ নাম উচ্চারণ পরিপূর্ণ অবনতশাখাবিশিষ্ট বনলতা এবং তরুগণ যেন আত্ম-স্থিত অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে বিরাজমান বিষ্ণুতত্ত্বের সূচনা করিয়াই প্রেম পুলকিত গাত্রে অশ্রুধারার ন্যায় মধুধারা বর্ষণ করিতে থাকে ॥ ৮-৯ ॥

হে সখীগণ, সুরম্য পুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই শ্রীকৃষ্ণ যখন বনমালাস্থিত দিব্যগন্ধ তুলসীর মধুপানে মত্ত ভ্রমর সমূহের অনুকূল উচ্চসঙ্গীত সাদরে গ্রহণ করিয়া স্বীয় অধরে বংশী সংযোগ করেন তখন সরোবরস্থিত সারস, হংস প্রভৃতি পক্ষি-গণ ঐ সুমধুর বংশীসঙ্গীতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া আগ-মন পূর্ব্বক চিত্ত সংযত, লোচন যুগল নিমীলিত ও মৌনভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকটে উপবেশন করে ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—নদীনামনাদিসিদ্ধানামচেতনত্বেঽপি দেবতারূপাণাং কা বার্ত্তা। শ্বঃ পরশ্বোঽদৃষ্টজন্মনা-মতিনিকৃষ্টানামপি জড়ানাং রসিকতাং বেণুশ্রবণ-হেতুকাং পশ্যতেত্যন্যা আহুঃ,—অনুচরৈর্গোপৈঃ। আদিপুরুষো নারায়ণ ইব নিশ্চল-শ্রীঃ। যদপি বন-চরঃ বন্যজীবেষ্বনুরাগাদিতি ভাবঃ। তদা গৃহস্থ-বৈষ্ণবাঃ সস্ত্রীকা যথা সঙ্কীর্ত্তনশ্রবণেন ভাববন্তো ভূত্বা প্রণমন্তি, তথৈব বনলতাঃ স্ত্রিয়ঃ তরবস্তৎপতয়ঃ। আত্মনি মনসি বিষ্ণুং স্ফুরন্তং ব্যঞ্জয়ন্ত্যঃ জ্ঞাপয়ন্ত্য ইব অশ্রুতুল্যা মধুনো মকরন্দস্য ধারাঃ সসৃজুর্মু-মুচুঃ। "ববৃষু"রিতি পাঠে অশ্রূণামাধিক্যম্। পুষ্প-ফলাঢ্যাঃ পুষ্পেণ হর্ষসঞ্চারিণা ফলেন রতিস্থায়িনা চ বিরাজমানাঃ। প্রণতা ভারেণ বিটপাঃ শাখা যাসা-মিত্যনুভাবঃ। প্রণামঃ প্রেম্ণা হৃষ্টা রোমহর্ষযুক্তা-স্তনবো যেষাং তে ইতি রোমাঞ্চঃ ॥ ৮-৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অচেতন হইলেও অনাদিসিদ্ধ দেবতারূপ নদীগণের কথা কি বলিতেছ? যাহারা আগামীকল্য বা পরশ্ব জীবিত থাকিবে না, তাদৃশ অতিনিকৃষ্ট জড়গণেরও বেণুনাদ শ্রবণহেতু রসিকতা দর্শন কর, ইহা অপর কোন গোপী বলিতেছেন—'অনুচরৈঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ অনুগামী গোপগণ যাঁহার পরাক্রমগাথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ও আদিপুরুষ নারায়ণের ন্যায় যাঁহার শ্রী নিশ্চলা, সেই শ্রীকৃষ্ণ বনেচর জীবের প্রতি অতিশয় অনুরাগবশতঃ বনচরী হইয়া পর্ব্বতের সানুদেশে বিচরণশীল গাভীগণকে যখন বেণুগীতের দ্বারা আহ্বান করেন, তখন যেমন গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সস্ত্রীক সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে ভাবপ্রবণ হইয়া প্রণাম করে, সেরূপ লতা (স্ত্রী) ও তরু (পুরুষ) প্রণাম করিতেছে। 'আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্তঃ ইব' —আপনাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রকাশিত হইয়াছেন, ইহা ব্যক্ত করিয়াই যেন অশ্রুতুল্য মধুধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। 'ববৃষুঃ'—এই পাঠে অশ্রুসকলের আধিক্য জানিতে হইবে। 'প্রণতভার-বিটপাঃ'—পুষ্পফলপূর্ণ ভারাবনত শাখাযুক্ত বৃক্ষ ও বনলতাসমূহ প্রণাম করে—ইহা অনুভাব। 'প্রেমহৃষ্টতনবঃ'—তৎকালে তাহারা প্রেমে পুলকিত-দেহ হইয়া থাকে—ইহা রোমাঞ্চ ॥ ৮-৯ ॥

বিশ্বনাথ—গৃহারামাণামিব তরুলতানাং বৈষ্ণবতা-মুক্ত্বা আত্মারামাণামিব হংসসারসাদীনাং বেণুশ্রবণ-হেতুকাং বিষ্ণুপাসনামাহুঃ,—দর্শনীয়ং দ্রষ্টুমর্হং তিলকং গৈরিকাদিময়ং যস্য সঃ। দর্শনীয়েষ্বতি-সুন্দরেষু মধ্যে তিলকতুল্য ইতি বা। বনমালাসু পঞ্চবর্ণপত্রপুষ্পময়ীষু দিব্যগন্ধা যা তুলসী তস্যা মধুনা মত্তৈঃ অলিকুলৈর্মত্তত্বাদেবাসঙ্কুচদ্ভিরলঘুগীতং উচ্চৈর্গীতম্। ননু চ কমল-মালতী-নাগকেশরাদি পুষ্পাণ্যেব লোকাঃ সুসৌরভত্বেন খ্যাপয়ন্তি। নতু সর্ব্বতো মাহাত্ম্যেনাধিকামপি তুলসীম্। উচ্যতে তুলস্যা গন্ধঃ কশ্চিৎ প্রাকৃতৈর্লোকৈর্গ্রাহ্যোঽত্যল্পতর এব অপ্রাকৃতলোকৈস্তু ততোঽধিকঃ। ভগবদ্বন-মালাধিকারিভৃঙ্গৈস্তু ততোঽপ্যধিকঃ। অত্যসাধারণঃ সর্ব্বাধিকতমস্তু ভগবন্নাসিকৈকমাত্রবেদ্য এব। অন্যত্র যোগমায়য়া আবরণাৎ। যদুক্তং বৈকুণ্ঠবর্ণনে "গন্ধেঽ-র্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা, যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহুমানয়ন্তীতি"। অভীষ্টমিতি। বেণুগানারম্ভে কেন স্বরেণ গেয়মিতি বিচারে সতি তদৈব মিলিতানাং ভ্রম-রাণাং ঝঙ্কারে বৃত্তে সাধু সাধু ভ্রমর এষ এব স্বরো গৃহ্যতে ইতি আদ্রিয়ন্ সম্মানয়ন্ যর্হি অধরে সন্ধিত-বেণুঃ সম্যগ্ধৃত বেণুর্ভবতি। সন্ধানং সন্ধা সা সঞ্জাতা যস্যেতি সন্ধিতঃ ইতচ্ প্রত্যয়ান্তঃ। তদা হরিং এত্য সরসঃ সকাশাৎ হরিসমীপমাগত্য তং

উপাসত দর্শন-শ্রবণ-মননৈরভজন্। মীলিত-দৃশ ইতি। দৃঙ্মীলনং রসাস্বাদানুভাবঃ ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গৃহারামের ন্যায় তরুলতাদিগের বৈষ্ণবতা বলিয়া আত্মারামদিগের ন্যায় হংস-সারসাদির বংশী-শ্রবণহেতু বিষ্ণুর উপাসনার প্রকার বলিতেছেন—'দর্শনীয়-তিলকঃ', দর্শনযোগ্য গৈরিকাদিময় তিলক যাঁহার, অথবা—অতিসুন্দর পুরুষগণের মধ্যে যিনি তিলকতুল্য, অর্থাৎ সুন্দরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, 'বনমালা-দিব্যগন্ধ-তুলসীমধুমত্তৈঃ'—পঞ্চবর্ণ পত্রপুষ্প-রচিত বমমালার মধ্যে সর্ব্বোত্তম গন্ধশালিনী তুলসীর মধুতে মত্ত ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক উচ্চ যে গীত, তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া যখন অধরে বংশী সম্যক্ভাবে ধারণ করেন।

যদি বলেন—মনুষ্যগণ পদ্ম, মালতী, নাগকেশর প্রভৃতি পুষ্পসকলকেই সুগন্ধি বলিয়া থাকে, কিন্তু মাহাত্ম্যাধিক তুলসীকে সুগন্ধি বলে না, অর্থাৎ তুলসীর গন্ধ নাই কিন্তু মাহাত্ম্য আছে, অধিক মাহাত্ম্য থাকিলেও তুলসীকে সুগন্ধযুক্তা বলিবে কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—প্রাকৃত লোক তুলসীর গন্ধ অল্পই গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু অপ্রাকৃত লোকসকল প্রাকৃত লোক অপেক্ষায় অধিক গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং ভগবানের মালার মধ্যে বর্ত্তমান ভৃঙ্গসকল অপ্রাকৃত লোক অপেক্ষাও অধিক গ্রহণ করিয়া থাকে, অতি অসাধারণ ও সর্ব্বাধিকতম গন্ধ কেবলমাত্র ভগবানের নাসিকাই পাইয়া থাকে, যোগমায়া আবরণ করেন বিধায় অন্যত্র গন্ধের উপলব্ধি হয় না। যেমন বৈকুণ্ঠবর্ণনে উক্ত আছে—"গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যাঃ" (৩।১৫।১৯), অর্থাৎ যে বৈকুণ্ঠস্থ বনে মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি পুষ্পজাতিসকল স্বয়ং সৌরভ্যযুক্ত হইয়াও তুলসীভূষণ ভগবান্-কর্ত্তৃক তুলসীর গন্ধ অর্চ্চিত দেখিয়া তাঁহার তপস্যাকেই বহু করিয়া মানিয়া থাকে, অর্থাৎ তত্রত্য বৃক্ষগণের গুণগ্রাহিতা গুণপ্রভাবে অন্যের সৌভাগ্য দেখিয়াও তাহাদের মাৎসর্য্য উৎপন্ন হয় না।

'অভীষ্টম্ আদ্রিয়ন্'—বেণুগানারম্ভে কোন্ স্বরে গান করিব এইরূপ বিচার হইলে তখন মিলিত ভ্রমরকুলের ঝঙ্কার আরম্ভ হইল, ভাল ভাল এই ভ্রমরও স্বর গ্রহণ করিতেছে—এই ভাবিয়া সম্মানপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া যখন অধরে বেণু সম্যক্ভাবে ধারণ করিলেন, তখন সরোবরস্থিত সারস, হংস, বিহঙ্গমসকল সরোবর হইতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট আসিয়া মৌনভাব ধারণ করিয়া অর্দ্ধ নিমীলিতনেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতে লাগিল, অর্থাৎ দর্শন শ্রবণ মনন প্রভৃতি দ্বারা ভজনা করিতে লাগিল। 'মীলিত-দৃশঃ'—এখানে নেত্রের নিমীলন রসাস্বাদের অনুভাব ॥ ১০-১১ ॥

সহবলঃ স্রগবতংস-বিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্ ॥ ১২ ॥
মহদতিক্রমণ-শঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জ্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রজদেব্যঃ, (হে গোপ্যঃ,) স্রগবতংসবিলাসঃ (স্রগ্‌ভিঃ নির্ম্মিতাভ্যাং অবতংসাভ্যাং কর্ণভূষণাভ্যাং বিলাসো যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সহবলঃ (বলদেবেন সহ বর্ত্তমানঃ সন্) যর্হি (যদা) ক্ষিতিভৃতঃ (পর্ব্বতস্য) সানুষু (তটভাগেষু বর্ত্তমানঃ) জাতহর্ষঃ (প্রহৃষ্টঃ সন্) বিশ্বং হর্ষয়ন্ (আনন্দয়ন্) বেণুরবেণ (বংশীশব্দেন) উপরম্ভতি (নাদেন পূরয়তি তদা) মেঘঃ মহদতিক্রমণ-শঙ্কিতচেতাঃ (মহতঃ কৃষ্ণস্য অতিক্রমণে লঙ্ঘনে শঙ্কিতং চেতঃ যস্য তাদৃশঃ সন্, ন পুরতো যাতি নচ উচ্চৈঃ গর্জ্জতি, কিন্তু তত্রৈব স্থিতঃ সন্ বেণুরবং) অনু মন্দমন্দং গর্জতি (কিঞ্চ) ছায়য়া প্রতপত্রং (ছত্রং) বিদধৎ (কল্পয়ন্) সুহৃদং (বিশ্বার্ত্তিহরণরূপসাম্যাৎ স্ব-সুহৃদং শ্রীকৃষ্ণং) সুমনোভিঃ (পুষ্পৈঃ) অভ্যবর্ষৎ (ববর্ষ দেবকৃতং পুষ্পবর্ষণং মেঘে কল্পিতমিত্যর্থঃ) ॥ ১২-১৩ ॥

অনুবাদ—হে ব্রজললনাগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন মাল্য বিনির্ম্মিত কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া বলদেবের সহিত পর্ব্বতের তটভাগে অবস্থান পূর্ব্বক স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে জগতের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে বেণুরবে বিশ্ব পরিপূরিত করেন তখন মেঘমালা শ্রীকৃষ্ণকে অতিক্রম

করিতে শঙ্কিতচিত্ত হইয়া আর অগ্রসর হয় না। কিম্বা উচ্চ গর্জ্জনও করে না, পরন্তু তথায় অবস্থিত হইয়াই বেণুরবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে থাকে এবং এই জগতের তাপহরণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুহৃদজ্ঞানে ছায়াদ্বারা তাঁহার উপর ছত্র-রচনা ও পুষ্পবর্ষণ করিতে থাকে। (এ স্থলে দেবতাগণকৃত পুষ্পবর্ষণকেই গোপী মেঘকৃত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন)॥ ১২-১৩॥

বিশ্বনাথ—ভূমিষ্ঠানামানন্দমনুবর্ণ্য আকাশস্থানাং জড়ানামপি বেণুনাদহেতুকং তং বর্ণয়ন্তি। সহবলঃ সহচরসৈন্যসহিতঃ। স্রগ্‌ভিশ্চূড়াবক্ষস্থলবর্ত্তিনীভিঃ অবতংসাভ্যাং কর্ণবর্ত্তিনীভ্যাঞ্চ বিলাসঃ যস্য সঃ। সানুষু গিরেনিতম্বেষু স্থিতঃ স্বয়ং বেণুরবেণ জাতহর্ষঃ বিশ্বং হর্ষয়ন্ হর্ষয়িতুং যদা উপরম্ভতি রলয়োরৈক্যা-দন্তর্ভাবিতণ্যর্থত্বাচ্চ বেণুরবং উপলম্ভয়ত্যাস্বাদয়তী-ত্যর্থঃ। অত্র কৃষ্ণস্য গিরিনিতম্ববর্ত্তিমেঘত্বে স্রগব-তংসানাং বলাকাত্বং পীতাম্বরস্য বিদ্যুত্ত্বং বেণুরবস্য বৃষ্যমাণসুধারসসারত্বং গম্যম্। তদা মেঘ আকা-শস্থঃ মহদতিক্রমেণ মহতঃ সতঃ সকাশাদতিশ্রেষ্ঠস্য কৃষ্ণমেঘস্যাতিক্রমণশঙ্কিতচিত্তঃ। মন্দমন্দং অনু-গর্জ্জতি, বেণুরবস্যানুকূল্যেনৈব ন প্রাতিকূল্যেনেত্যর্থঃ। সুহৃদং বিশ্বার্ত্তিহরণকর্ম্মবর্ণাদি-সাম্যাৎ সখায়ং সুম-নোভিঃ সূক্ষ্মপুষ্পতুল্যৈর্হিমকণৈঃ। অভি পরিতঃ সূর্য্যাতপতাপনিবৃত্ত্যর্থং অভ্যবর্ষৎ। প্রতপাদাতপাৎ ত্রায়ত ইতি প্রতপত্রং স্বচ্ছায়য়া কুর্ব্বন্॥ ১২-১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ভূমিস্থিত বস্তুর আনন্দ বর্ণন করিয়া, আকাশস্থ জড়ের সম্বন্ধেও বংশীনাদহেতু আনন্দ বর্ণন করিতেছেন—'সহবলঃ', সহচর-সৈন্যের সহিত বর্ত্তমান, 'স্রগবতংস-বিলাসঃ'—চূড়া ও বক্ষঃ-স্থলস্থিত মালায় এবং কর্ণভূষণে বিভূষিত হইয়া পর্ব্বতের তটভাগে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া যখন জগতের হর্ষবিধানের জন্য বংশীধ্বনি দ্বারা জগৎ পূরিত করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত পর্ব্বত তটদেশস্থ মেঘের, স্রগবতংসের সহিত বলাকাসমূহের, পীতাম্বরের সহিত বিদ্যুতের এবং বেণুরবের সহিত বৃষ্যমাণ সুধারস-সারত্বের তুলনা করা হইয়াছে। তখন আকাশস্থ মেঘ শ্রীকৃষ্ণ-মেঘের অতিক্রমণে শঙ্কিতচিত্ত হইয়া, 'মন্দমন্দম্ অনুগর্জ্জতি' —ধীরে ধীরে গর্জ্জন করিতে থাকে, অর্থাৎ বেণু-রবের আনুকূল্যেই, কিন্তু প্রাতিকূল্যে নহে, এই অর্থ। 'সুহৃদং'—জগতের আর্ত্তিনাশরূপ কর্ম্ম ও বর্ণাদি সাদৃশ্য হেতু সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণকে 'সুমনোভিঃ অভ্যবর্ষৎ' —সূক্ষ্মপুষ্প তুল্য হিমকণের দ্বারা বর্ষণ করিতে থাকে এবং নিজ ছায়া দ্বারা তাহার উপর ছত্র রচনা করে॥ ১২-১৩॥

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥ ১৪॥
সবনশস্তদুপধার্য্য সুরেশাঃ
শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—সতি, (হে যশোদে,) বিবিধগোপ-চরণেষু (নানাগোপক্রীড়াসু) বিদগ্ধঃ (নিপুণঃ) তব সুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) যদা অধরবিম্বে দত্তবেণু (সন্) বেণুবাদ্যে (বেণুবাদ্যবিষয়ে) উরুধাঃ (বহুপ্রকারাঃ) নিজশিক্ষাঃ (নিজাৎ স্বস্মাৎ এব নতু পরস্মাৎ শিক্ষা যাসু তাঃ) স্বরজাতীঃ (স্বরাণাং ষড়্‌জ-প্রভৃতীনাং জাতীঃ) অনয়ৎ (উন্নীতবান্ তদা) শক্রসর্ব্ব-পর-মেষ্ঠিপুরোগাঃ (ইন্দ্র-মহেশ্বর-ব্রহ্ম-প্রধানাঃ) সুরেশাঃ (দেবশ্রেষ্ঠাঃ) সবনশঃ (মন্দ্র-মধ্যম-তারভেদেন) তৎ (তাঃ স্বরজাতীঃ) অবধার্য্য (শ্রুত্বা) কবয়ঃ (স্বয়ং পণ্ডিতাঃ অপি তে) আনতকন্দরচিত্তাঃ (আনতাঃ কন্ধরা গ্রীবা চিত্তঞ্চ যেষাং তে) অনিশ্চিততত্ত্বাঃ (ন নিশ্চিতং তত্ত্বং তদ্ভেদো যৈঃ তে তাদৃশাঃ সন্তঃ) কশ্মলং (মোহং) যযুঃ (প্রাপ্তাঃ)॥ ১৪-১৫॥

অনুবাদ—হে যশোদে, নানাবিধ গোপজনোচিত ক্রীড়ানিপুণ তোমার তনয় যখন অধরবিম্বে বংশী-সংযোগ করিয়া বেণুবাদ্য বিষয়ে নিজ হইতেই অভ্যস্ত বিবিধ স্বরালাপ উন্নয়ন করিতে থাকেন তখন ইন্দ্র, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্র-মধ্যমতার-সমন্বিত ঐ স্বরালাপ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং পণ্ডিত হই-য়াও তাহার তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন।

পরন্তু তাহাদের গ্রীবা এবং চিত্ত অবনত হইয়া থাকে এবং আপনারা মোহপ্রাপ্ত হ'ন ॥ ১৪-১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথাপরাহ্নে কাশ্চন গোপ্য আগমিষ্যতঃ স্বপ্রেয়সশ্চিরদর্শনসিদ্ধ্যর্থং বিচারিতযুক্তয়ঃ কেনচিন্মিষেণ ব্রজেশ্বরীসদনং গতাস্তত্র চ বিবিধবৃদ্ধা-যুবতিবালিকাভিঃ সম্ভূয় বিস্তার্য্যমাণাঃ স্ব-সুতগুণ-কর্ম্মপ্রভাবকথাঃ শৃণ্বতীং স্বয়ঞ্চ কথয়ন্তীং সুতবিরহ-বিহ্বলাং তাং স্ব-স্ব-মনশ্চ সমাশ্বাসয়িতুং তাং সম্বোধ্য বেণুগানগুণপ্রভাবং বর্ণয়ন্তি,—বিবিধেতি। হে সতি, শ্রীযশোদে, বিবিধং গোপানাং চরণান্যাচরণানি গবাং কালেন দোহনবশীকরণাদীনি তেষু বিদগ্ধঃ তব সুতঃ অধরবিম্বে দত্তবেণুঃ সন্ যদা স্বরাণাং ষড়্জাদীনাং জাতীরষ্টাদশমুখ্যাঃ অন্যাঃ সহস্রশো বা অনয়ৎ উন্নীতবান্, কীদৃশীঃ বেণুবাদ্যবিষয়ে উরুধা বহুপ্রকারা নিজাৎ স্বস্মাদেব, নতু পরস্মাৎ কস্মাচ্চিদপি শিক্ষা যাসু তাঃ। সবনশঃ সময়ে তৎ স্বরজাত্যুন্নয়নং উপধার্য্য শক্র-শর্ব্ব-পরমেষ্ঠিনঃ পুরোগা মুখ্যা যেষাং তে। শক্রোপেন্দ্রাগ্নিযমাদয়ঃ শর্ব্বকাত্যায়নী-স্কন্দ-গণেশাদয়ঃ। ব্রহ্ম-চতুঃসন-নারদাদয়শ্চ। কবয়ঃ গানতালাদিসৃষ্টিকর্ত্তারোঽপি। আনতাঃ কন্ধরাশ্চিত্তানি চ যেষামিতি গান-মাধুর্য্যাস্বাদানুভাবঃ। ন নিশ্চিতং রাগস্য তালস্য তানস্য স্বরাদীনাঞ্চ তত্ত্বং স্বরূপং যৈস্তে, ততশ্চাজ্ঞানাদ্বেণুমাধুর্য্যাচ্চ মোহং প্রাপুরহো জগদীশ্বরা যত্র মুমুহুস্তত্র জগদীশিতব্যানামন্যেষাং মোহে কো বিচার ইতি আর্য্যে! জগন্মোহনোঽয়ং তব সুতোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ১৪-১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর অপরাহ্নে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিয়া আসিবেন, সে সময়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিলাষে কোন কোন গোপী তদ্দর্শনোপায় বিচার-পূর্ব্বক কোন ছলক্রমে শ্রীব্রজেশ্বরীর (যশোদার) গৃহে গমন করিলেন। তথায় শ্রীযশোমতী—বিবিধ বৃদ্ধা, যুবতি ও বালিকাগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় পুত্রের গুণ, কর্ম্ম ও প্রভাব-কথা বিস্তারপূর্ব্বক শ্রবণ করিতে লাগিলেন, কখন বা স্বয়ং বর্ণন করিতে লাগিলেন, সুতরাং সুত-বিরহ-বিহ্বলা শ্রীযশোদাকে এবং স্ব স্ব চিত্তকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীযশোদাকে সম্বোধন করিয়া বেণুগানের গুণপ্রভাব বর্ণন করিতেছেন—'বিবিধ-গোপচরণেষু' ইত্যাদি। হে সতি! শ্রীযশোদে! নানাবিধ গোপ-জনোচিত আচরণে অর্থাৎ যথাকালে গাভীগণের দোহন, বশীকরণাদি ব্যাপারে বিদগ্ধ তোমার পুত্র যখন অধরে বেণু রাখিয়া নিষদ, ঋষভাদি স্বরভেদ আবিষ্কার করতঃ গান করেন। তাহা কি প্রকার? অন্যের নিকট বেণুবাদন না শিখিয়াই, নিজ হইতেই বেণুবাদ্যবিষয়ে বহুপ্রকার শিক্ষা। 'সবনশঃ'—সময়ে (মন্দ্র, মধ্যম, ও তার ভেদে) সেই স্বরভেদ শ্রবণ করিয়া 'শক্রশর্ব্ব-পরমেষ্ঠি-পুরোগাঃ'—ইন্দ্র, রুদ্র ও ব্রহ্মা মুখ্য যাঁহাদের, অর্থাৎ ইন্দ্রসহিত উপেন্দ্র, অগ্নি, যমাদি লোকপালগণ, রুদ্রসহিত কাত্যায়নী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতি, আর ব্রহ্মার সহিত চতুঃসন, নারদ, সপ্তর্ষি ও প্রজাপতি প্রভৃতি 'কবয়ঃ'—গান, তালাদির সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও, 'আনত-কন্ধর-চিত্তাঃ'—গান-মাধুর্য্যের আস্বাদ অনুভব করতঃ তাঁহাদের গ্রীবা ও চিত্ত অবনত হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই রাগ, তাল ও স্বরাদির স্বরূপ নিশ্চয় করিতে না পারিয়া এবং বেণুমাধুর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। অহো! জগদীশ্বরগণ যে গানে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের অধীন জনেরা যে মুগ্ধ হইবে, এই বিষয়ে কি বক্তব্য? অতএব হে আর্য্যে! তোমার এই পুত্র জগন্মোহন হইয়াছেন—এই ভাবার্থ ॥১৪-১৫

নিজ-পদাব্জদলৈর্ধ্বজ-বজ্র-
নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজ-ভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্য্য-গতিরীড়িতবেণুঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষণার্পিত-মনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ
কশ্মলেন কবরং বসনং বা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ) ধ্বজ-বজ্র-নীরজাঙ্কুশ-বিচিত্রললামৈঃ (ধ্বজাদিচিহ্নৈঃ মনোরমৈঃ) নিজ-পদাব্জদলৈঃ (স্বকীয়পদরূপ-পদ্মদলৈঃ) ব্রজ-ভুবঃ (ব্রজভূমেঃ) খুরতোদং (গবাং খুরাক্রমণজন্যাং ব্যথাং) শময়ন্ (শান্তিং প্রাপয়ন্) বর্ষ্মধুর্য্যগতিঃ (বর্ষ্মণা দেহেন ধুর্য্যঃ গজ, তদ্বদ্ গতির্যস্য স)

ঈড়িতবেণুঃ (নিনাদিতবেণুঃ ইত্যর্থঃ যৎ) ব্রজতি (গচ্ছতি) তেন (তন্নিমিত্তেন) সবিলাসবীক্ষণাপিত-মনোভববেগাঃ (সবিলাসবীক্ষণেন অর্পিতো মনোভব-বেগঃ কামবেগঃ যাসু তাঃ) বয়ং (গোপাঙ্গনাঃ) কুজ-গতিং (বৃক্ষভাবং) গমিতাঃ (সত্যঃ) কশ্মলেন (মোহেন) কবরং (কেশবন্ধনং) বসনং (বস্ত্রং) বা (স্খলিতমিতি) ন বিদামঃ (ন অনুভবামঃ)॥১৬-১৭

অনুবাদ—হে সখি, শ্রীকৃষ্ণ ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নযুক্ত স্বকীয় রমণীয় পদকমল দ্বারা ব্রজভূমির খুরাক্রমণ জনিত বেদনার শান্তি করিয়া বেণুধ্বনি সহকারে গজেন্দ্র মন্থরগতিতে যে চলিতে থাকেন, তজ্জন্য তাঁহার স-বিলাস দৃষ্টিপাতে আমাদের চিত্তে কামবেগ অর্পিত হওয়ায় আমরা বৃক্ষের ন্যায় জড়দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, পরন্তু তৎকালে কেশবন্ধন বা পরি-ধেয়বসন স্খলিত হইয়া পড়িলেও মোহ বশতঃ অব-গত হইতে পারি না ॥ ১৬-১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথান্য-যূথস্থাঃ স্বসখীঃ প্রতি বেণু-হেতুকং স্বমোহমেবাহুঃ,—নিজপদাব্জেব অব্জদলানি তৈঃ। কীদৃশৈঃ? ধ্বজাদীনি বিচিত্রাণি ললামানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ। গোষ্ঠগমনসময়ে অগ্রতো গতানাং গবাং খুরতোদং খুরাক্রমণব্যথাং ব্রজভুবঃ শময়ন্ তদুপরি স্বচরণাব্জন্যাসেন শময়িতুং যদা বর্ষ্মণা দেহেন ধুর্য্যো গজস্তদ্বদ্গতির্যস্য স কৃষ্ণো ব্রজতি, তদা তেন কৃষ্ণেন সবিলাসবীক্ষণেনৈবার্পিতো মনোভব-বেগো যাসু তা বয়ং কুজা বৃক্ষাস্তেষামিব গতিং গমি-তাঃ প্রাপিতাঃ সত্যো মোহেন কবরং বসনং বা ন বিদামঃ। তয়োঃ স্খলনং ন জানীম ইত্যর্থঃ। তেন ব্রজভুবঃ খুরতোদং চরণাম্বুজন্যাসেন শময়ামাস, ব্রজসুভ্রূণান্ত মনসিজতোদং নয়নাম্বুজন্যাসেনোৎ-পাদয়ামাসেত্যেবমেবাস্মাকং ললাটমিতি দ্যোতিতম্ ॥ ১৬-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর কোন কোন গোপী স্বসখীর প্রতি বেণুনাদহেতুক নিজেদের মোহ বলিতে-ছেন—'নিজপদাব্জদলৈঃ', নিজ চরণই কমলদল, তাহা কিরূপ? ধ্বজ, বজ্র, পদ্ম ও অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্নে চিহ্নিত, তাহার দ্বারা, গোষ্ঠ-গমন সময়ে অগ্রগামী গাভীগণের খুরাক্রমণ-জনিত ব্রজভূমির ব্যথা অপনোদন করিতে করিতে, 'বর্ষ্মধূর্য্যগতিঃ'—গজেন্দ্রের ন্যায় গমনশীল দেহে বেণুবাদনকারী শ্রীকৃষ্ণ যখন ভ্রমণ করেন, 'তদা তেন'—তজ্জন্য তখন তাঁহার সবিলাস দৃষ্টিপাতে আমাদের কামবেগ বর্দ্ধিত হওয়ায় আমরা 'কুজগতিং গমিতাঃ'—বৃক্ষের ন্যায় জড়গতি প্রাপ্ত হই এবং মোহবশে বসন ও কবরীবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়িলেও তাহা জানিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমির গো-খুরাক্রমণব্যথা চরণাম্বুজন্যাস দ্বারা নিবারণ করিয়াছেন, কিন্তু ব্রজ-রমণী আমাদিগের মনসিজ-ব্যথা নয়নাম্বুজ-ন্যাসে পুনঃ পুনঃ উদ্দীপিত করিতেছেন, সুতরাং ইহা আমাদের ললাটফল—ইহা দ্যোতিত হইল॥১৬-১৭॥

মনিধরঃ ক্বচিদাগণয়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ।
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র ॥ ১৮ ॥
ক্বণিত-বেণুরব-বঞ্চিত-চিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—মণিধরঃ (মণীন্ গ্রথিতান্ গোগণনার্থং ধরতীতি মণিধরঃ) ক্বচিৎ (কস্মিংশ্চিৎ দেশে) গাঃ আ (সমন্তাৎ) গণয়ন্ (তথা) দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ (প্রিয়গন্ধযুক্তায়াঃ তুলস্যাঃ) মালয়া (সহ বর্ত্তমানঃ) প্রণয়িনঃ অনুচরস্য অংসে (স্কন্ধে) ভুজং (বাহুং) প্রক্ষিপন্ (স্থাপয়ন্) যত্র কদা (কদাচিৎ) অগায়ত (গানং করোতি স্ম তদা) ক্বণিত-বেণুরব-বঞ্চিতচিত্তাঃ (ক্বণিতবেণুরবেণ বঞ্চিতানি অপহৃতানি চিত্তানি মনাংসি যাসাং তাঃ) কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ (কৃষ্ণসারাঙ্গনাঃ) হরিণ্যঃ গুণগণার্ণং (গুণসমুদ্রং কৃষ্ণং) অনুগত্য (প্রাপ্য) বিমুক্তগৃহাশাঃ (বিমুক্তা গৃহাশা যাভিস্তাঃ) গোপিকাঃ ইব কৃষ্ণম্ (এব) অন্বসত (অন্বাসত ন ন্যবর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮-১৯ ॥

অনুবাদ—হে সখি, গোসকলের গণনার্থ গ্রথিত মণিমালাধারী শ্রীকৃষ্ণ যখন কোন স্থানে সেই মণি-সমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ গোসকল গণনা করিতে করিতে অতিশয় প্রিয় গন্ধযুক্ত তুলসীর মালায় বিভূষিত হইয়া

প্রণয়ী সহচরের স্কন্ধদেশে ভুজভার অর্পণ পূর্ব্বক কোন সময়ে গান করেন তখন ঐ নিনাদিত বেণুরবে অপহৃতচিত্তা কৃষ্ণসাররমণী হরিণী গুণসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের সমীপগত হইয়া গোপীগণের ন্যায় নিজ নিজ গৃহের আশা পরিত্যাগ করত তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না ॥ ১৮-১৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোষ্ঠস্থানাং স্বেষাং মোহমিব বনস্থানাং মৃগীনাং বেণুহেতুকং মোহমাহুঃ,—মণিধরঃ গোগণ-সংখ্যানমণিমালাধরঃ। শুক্লরক্তশ্যামপীতানাং চতুর্ণাং বর্ণানাং প্রত্যেকং পঞ্চবিংশতিপ্রভেদৈঃ শতং বর্ণা ভবন্তি। তথৈব চিত্রিতত্ব-চন্দনতিলকত্বাদিবর্ণৈর্মৃ-দঙ্গমুখতাদ্যাকারৈশ্চান্যোঽপ্যষ্টপ্রভেদা ভবন্তি। ততশ্চ তত্তদ্বর্ণাকারৈরষ্টোত্তরশতমণিগোলকৈর্গোগণ-নার্থং কৃষ্ণেন গোজপমালৈকা কৃতাস্তি। তাং মালাং গৃহীত্বৈবাসংখ্যানামপি গবামষ্টোত্তরশতং যূথান্ পৃথক্ পৃথক্ বর্ণান্ গণয়তি। তথাহি—হিহী ধবলীতি আহ্বানেন ধবলীযূথো যথা আয়াতি, তথৈব হংসী চন্দনী গঙ্গে মুক্তে ইত্যাহ্বানেন তৎপ্রভেদাশ্চতুর্বিংশ-তিরন্যোঽপি যূথা আয়ান্তি। এবমরুণী, কুঙ্কুমী, সর-স্বতীত্যাদি সংজ্ঞাঃ, শ্যামলা, ধূমলা, যমুনেত্যাদি-সংজ্ঞাঃ, পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকেত্যাদিসংজ্ঞাঃ, চিত্রিতা, চিত্রতিলকা, দীর্ঘতিলকা, তির্য্যক্তিলকেত্যা-দিসংজ্ঞাঃ, মৃদঙ্গমুখী, সিংহমুখীত্যাদি সংজ্ঞাশ্চ স্বস্ব-নামভিরাহূতা আয়ান্ত্যতো বনাদ্গোষ্ঠগমনসময়ে কাশ্চনাপি গাবো বিস্মৃতা মা ভবেয়ুরিত্যৈকৈকমণি-গোলকাবর্ত্তনেন গা গণয়ন্, দয়িতগন্ধা তুলসী তস্যা-মালয়া সহ বর্ত্তমানঃ। প্রণয়িনঃ প্রিয়স্যানুচরস্য স্কন্ধে ভুজং প্রক্ষিপন্ যদা অগায়ত, তদা কণিতস্য বেণো রবেণ বঞ্চিতান্যপহৃতানি চিত্তানি যাসাং তাঃ, কৃষ্ণস্য কৃষ্ণসারস্য গৃহিণ্যো হরিণ্যঃ কৃষ্ণং অন্বসত অন্বাসত অন্ববর্ত্তন্তেত্যর্থঃ। যতো গুণগণার্ণং গুণসমুদ্রং কৃষ্ণং অনুগম্য প্রাপ্য তদ্গুণানাস্বাদ্যেত্যর্থঃ। বিমুক্তা গৃহাশা যাভিস্তা গোপিকা ইব বয়মপ্যেবং বৃত্তা ভবামঃ ॥ ১৮-১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—গোষ্ঠস্থ নিজেদের মোহের ন্যায় বনস্থ মৃগীগণের বংশী-ধ্বনি-জনিত মোহ বলিতেছেন—'মণিধরঃ' অর্থাৎ গোসমূহের গণনার নিমিত্ত মণিমালাধারী। শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও পীত —এই চারিপ্রকার বর্ণের প্রত্যেকের পঁচিশটি করিয়া ভেদ থাকায় সমষ্টিতে এক শত বর্ণ, এবং বিচিত্রত্ব, চন্দন-তিলকত্বাদি বর্ণের দ্বারা, মৃদঙ্গ-মুখত্বাদি আকার দ্বারা আরও আটটি ভেদ, সুতরাং সমষ্টিতে একশত আটটী বর্ণের ভেদ। অতএব তত্তৎ বর্ণাকার অষ্টো-ত্তরশত (১০৮) মণিগোলকের দ্বারা গোসকলের গণনার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একটি গো-জপমালা করিয়াছেন। গোগণ অসংখ্য হইলেও সেই মালা গ্রহণ করিয়াই অষ্টোত্তরশত যূথস্থ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট গোসমূহকে গণনা করিতেন।

গণনার প্রকার এইরূপ—'হি হি ধবলি'। এই-রূপ ভাবে ধবলী-যূথকে আহ্বান করিলে ধবলীযূথ যেরূপভাবে আগমন করে, সেরূপভাবে হংসী, চন্দনী, গঙ্গে, মুক্তে। এরূপ আহ্বান করিলে তৎপ্রভেদ অন্য চব্বিশটী দলও আগমন করিয়া থাকে। এই-প্রকার অরুণী, কুঙ্কুমী, সরস্বতী ইত্যাদি সংজ্ঞা-বিশিষ্টা এবং শ্যামলা, ধূমলা, যমুনা সংজ্ঞাবিশিষ্টা, আরও পীতা, পিঙ্গলা, হরিতালিকা ইত্যাদি সংজ্ঞা-বিশিষ্টা এবং চিত্রিতা, চিত্রতিলকা, দীর্ঘতিলকা, তির্য্যক্তিলকা ইত্যাদি সংজ্ঞাবিশিষ্টা, এবং মৃদঙ্গ-মুখী, সিংহমুখী ইত্যাদি নাম্নী গোসকল স্ব-স্বনামে আহূত হইয়া আগমন করে। সুতরাং বন হইতে গোষ্ঠে যাইবার সময়ে কোনও একটি গো বিস্মৃতা না হয়, এই প্রকারে গণনা করিয়া থাকেন।

'দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ মালয়া'—অতিশয় প্রিয় গন্ধ-যুক্ত তুলসীর মালায় বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়সখার স্কন্ধে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া যখন বেণুগান করিতে থাকেন, তখন বংশীধ্বনিতে অপহৃতচিত্তা 'কৃষ্ণ-গৃহিণ্যঃ'—কৃষ্ণসার মৃগের গৃহিণী হরিণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকটেই অবস্থান করে। যেহেতু 'গুণগণার্ণং'—গুণসমূহের সমুদ্রতুল্য কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার গুণসমূহ আস্বাদন করিয়া 'বিমুক্ত-গৃহাশাঃ' —গোপিকাগণের ন্যায় গৃহের আশা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাতে সূচিত হইল যে—গোপিকাগণ যেরূপ গৃহের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে, আমরাও (মৃগীরাও) সেরূপ হইব ॥১৮-১৯

———

কুন্দ-দাম-কৃতকৌতুক-বেষো
গোপ-গোধন-বৃতো যমুনায়াম্ ।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্ম্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার ॥ ২০॥
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জ-স্পর্শেন ।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ ॥ ২১॥

অন্বয়ঃ—অনঘে (শুদ্ধশীলে, হে যশোদে,) তব বৎসঃ (পুত্রঃ) নন্দসূনুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুন্দ দাম-কৃতকৌতুকবেষঃ (কুন্দদামভিঃ কৃতঃ কৌতুকেন উৎসবেন বেষঃ অলঙ্কারঃ যেন সঃ) গোপ-গোধনবৃতঃ (গোপৈঃ গোধনৈশ্চ বৃতঃ) প্রণয়িনাং (প্রিয়ানাং) নর্ম্মদঃ (হর্ষদঃ সন্) যমুনায়াং (যদা) বিজহার (ক্রীড়তি স্ম তদা) মন্দবায়ুঃ মলয়জস্পর্শেন (মলয়জস্য চন্দনস্যেব সুরভিঃ শীতলশ্চ যঃ স্পর্শঃ তেন) মানয়ন্ (তং কৃষ্ণং পূজয়ন্) অনুকূলং (যথা তথা) উপবাতি (বীজয়তি অপিচ) উপদেবগণাঃ (গন্ধর্ব্বাদিগণাঃ) বন্দিনঃ (স্তাবকাঃ সন্তঃ) বাদ্যগীতবলিভিঃ (বাদ্যাদিভিঃ সম্মানৈঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পরিবব্রুঃ (পরিতঃ উপাসতঃ) ॥ ২০-২১ ॥

অনুবাদ—হে শুদ্ধশীলে, যশোদে, তোমার বৎস নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যখন কৌতুক সহকারে কুন্দকুসুম-মাল্যে বিভূষিত এবং গোপ ও গোধনসমূহ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া প্রণয়িগণের হর্ষ উৎপাদন করিতে করিতে যমুনায় বিহার করেন তখন মন্দসমীরণ স্বকীয় চন্দনতুল্য সুরভি ও শীতল স্পর্শদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সম্মান করিয়া অনুকূলভাবে বীজন করিতে থাকে এবং গন্ধর্ব্বাদি উপদেবগণ স্তুতিসহকারে বাদ্যগীত প্রভৃতি উপচার দ্বারা তাঁহার আরাধনা করেন ॥২০-২১

বিশ্বনাথ—অথ ব্রজেশ্বরীসদনং গতা গোপ্যস্তমপরাহ্নে স্বপুত্রাগমনবিলম্বেন বিক্ষুভ্যন্তীং তদ্বিলম্বকারণোক্ত্যা সান্ত্বয়ন্তি কুন্দদামেতি যুগলত্রয়েণেতি বৈষ্ণবতোষণী। যমুনায়াং পর্য্যটন্ শ্রমোপশান্ত্যর্থং তত্র স্নাত্বা তত্তটে উপবিশ্য কৌতুকব্যঞ্জকং বেশং পরমোৎকণ্ঠয়া মিলিষ্যতঃ স্ববন্ধূন্ সুখয়িতুং কৃত্বা যদা বিজহার, পাদবিহরণং চকার, তদা মন্দবায়ুরূপবাতীত্যন্বয়ঃ। প্রণয়িনাং বয়স্যানাং নর্ম্মদঃ পরস্পরং হাসোপহাসং দ্যতি খণ্ডয়তি দদাতি চেত্যর্থঃ। অনঘ ইতি তব প্রাক্তনমর্ব্বাচীনং বা কিমপ্যঘং নাস্তি, যতঃ পুত্রানিষ্টং স্যাত্তৎ কিমিতি কিঞ্চিদ্বিলম্বমাত্রেণৈবাসুরাদিহেতুকং তদনিষ্টং শঙ্কসে ইতি ভাবঃ। যতো নন্দস্য পুণ্যবচ্ছিরোমণিত্বেন প্রসিদ্ধস্য সূনুঃ। তব চ মহাপুণ্যযশস্বিত্বেনৈব যশোদাম্না বৎসঃ মহাবাৎসল্যপাত্রীভূতঃ পুত্রঃ। লোকে হি মাতাপিত্রোর্ভাগ্যেনৈব বালকস্যানিষ্টং তবেদতো ন কৃষ্ণস্য কিমপ্যনিষ্টমিতি ভাবঃ। তদ্বিলম্বস্য কারণং বয়ং বালকানাং মুখেভ্য এব শ্রুত্বা জানীমস্তৎ শৃণ্বিত্যাহু,—মন্দেতি। মলয়জস্য মলয়পর্ব্বতোৎপন্নচন্দনবৃক্ষস্য স্পর্শেন সৌগন্ধ্যং শৈত্যঞ্চ গৃহীত্বা তয়োর্ভারেন দ্রুতং চলিতুমসমর্থো বায়ুঃ কৃষ্ণং মানয়ন্ননুকূলং যথাস্যাত্তথা উপবাতি। বন্দিনস্তাবকা যে উপদেবগণা গন্ধর্ব্বাদয়স্তেঽপি স্ব-স্ব-গুণান্ দর্শয়ন্তো বাদ্যাদিভিঃ পরিবব্রুরাবৃণ্বন্। অতএব তত্তদনুমোদনহেতুকো বিলম্বো জায়তে এব গুণিনি গুণজ্ঞো রমত ইতি ন্যায়াৎ। ন চাত্র খেদঃ সমুচিতঃ। ত্বৎপুত্রং তে যদেবং সম্মানয়ন্ত্যেতত্তবৈব ভাগ্যমিতি ভাবঃ ॥২০-২১

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর ব্রজেশ্বরীর সমীপগতা গোপীগণ তদীয় পুত্র শ্রীকৃষ্ণের আগমন-বিলম্বে বিচলিতা ব্রজেশ্বরীকে শ্রীকৃষ্ণের বিলম্বের কারণ বলিয়া সান্ত্বনা করিতেছেন—'কুন্দদাম-কৃত' ইত্যাদি যুগলত্রয়ের দ্বারা, ইহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত হইয়াছে। যমুনায় ভ্রমণ করিয়া শ্রম অপনোদন করিবার জন্য যমুনায় স্নান করিয়া তাহার তীরে উপবেশন করতঃ পরম উৎকণ্ঠায় মিলিত নিজের বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য কৌতুক-ব্যঞ্জিত বেশ ধারণ করিয়া যখন বিহার করিতেন অর্থাৎ পাদবিহরণ করিতেন, তখন মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইত—এই অন্বয়। 'প্রণয়িনাং নর্ম্মদঃ'—বয়স্যগণের অর্থাৎ সখ্যময় স্নেহশালীদিগের পরিহাসকেলি দ্বারা সুখপ্রদ, পরস্পর হাস্য, উপহাস খণ্ডন ও প্রদান করিতেন—এই অর্থ। 'অনঘে'—হে নিষ্পাপে যশোদে! তোমার পূর্ব্বজন্মের অথবা ইহ জন্মের এইরূপ কিছু অঘ (পাপ) নাই, যেই পাপে তোমার পুত্রের অনিষ্ট হইতে পারে, সুতরাং অত্যল্প বিলম্বের জন্য অসুরাদিহেতু অনিষ্ট আশঙ্কা করিতেছ কেন?

'নন্দসূনুঃ'—তোমার বৎস নন্দনন্দন, অর্থাৎ পুণ্যবান্‌দিগের শিরোমণি প্রসিদ্ধ নন্দ মহারাজের পুত্র এবং মহাপুণ্য-যশস্বিত্বরূপে যশোদা তোমারও বৎস, মহাবাৎসল্য-পাত্রীভূত এই পুত্র কৃষ্ণ। তাৎপর্য্য এই —লোকে মাতাপিতার দোষেই বালকের অনিষ্ট হয়, তুমি অতীব ভাগ্যশালিনী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্টের সম্ভবনা কোথায় ?

তাঁহার বিলম্বের কারণ, আমরা বালকগণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া যাহা জানিয়াছি. তাহা শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'মন্দবায়ুঃ' ইত্যাদি। মলয়-পর্ব্বতোৎপন্ন চন্দনবৃক্ষের স্পর্শে সৌগন্ধ্য এবং শৈত্য গ্রহণ করিয়া, উভয়ের ভারে চলিতে অসমর্থ বায়ু, 'মানয়ন্'—শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিয়া, অর্থাৎ অনুকূলভাবে বীজন করিতে লাগিল। 'বন্দিনঃ যে উপদেবগণাঃ'—আর স্তুতিকার যে গন্ধর্ব্বগণ, তাঁহারাও স্ব-স্ব গুণ প্রদর্শন করতঃ বাদ্যাদির দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়াছিলেন। অতএব তত্তৎ অনুমোদন হেতু বিলম্ব হইয়াছিল। যেহেতু 'গুণিনি গুণজ্ঞো রমতে'—অর্থাৎ গুণীতেই গুণজ্ঞ ব্যক্তি রমণ করিয়া থাকে, অতএব বিলম্বের জন্য দুঃখ করা উচিত নয়। তোমার পুত্রকে যে এইরূপ সম্মানিত করিতেছে, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য—এই ভাবার্থ ॥ ২০-২১ ॥

———

বৎসলো ব্রজ-গবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।
কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ ॥ ২২ ॥
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুররজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুড়ুরাজঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অগধ্রঃ (অগং গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতং ধরতীতি অগধ্রঃ অতঃ) ব্রজগবাং (ব্রজনিবদ্ধানাং গবাং অনুকম্প্যানামস্মাকং ইত্যর্থঃ) বৎসলঃ (হিতকারী) পথি বৃদ্ধৈঃ (ব্রহ্মাদিভিঃ) বন্দ্যমানচরণঃ (আরাধ্যমানপাদপদ্মঃ সঃ) দিনান্তে (সায়ং) কৃৎস্নগোধনং (সর্ব্বং গোগণম্) উপোহ্য (একীকৃত্য) গীতবেণুঃ (গীতযুক্তঃ বেণুঃ যস্য সঃ তথা) অনুগেড়িতকীর্ত্তিঃ (অনুগৈঃ অনুচরৈঃ ঈড়িতা স্তুতা কীর্ত্তিঃ যস্য সঃ) দেবকীজঠরভূঃ (যশোদা গর্ভজাতঃ) এষঃ উড়ুরাজঃ (চন্দ্রস্বরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রমরুচা (শ্রমযুক্তয়া কান্ত্যা) অপি দৃশীনাং (নেত্রাণাম্) উৎসবং (হর্ষম্) উন্নয়ন্ (উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্) খুররজশ্ছুরিতস্রক্ (খুররজোভিঃ খুরোত্থিতৈঃ ধূলিপটলৈঃ ছুরিতা রঞ্জিতা স্রক্ যস্য সঃ) সুহৃদাম্ (অস্মাকম্) আশিষঃ (মনোরথস্য) দিৎসয়া (দাতুমিচ্ছয়া) এতি (ব্রজং প্রতি আগচ্ছতি) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের আগমন দেখিয়া আনন্দে বলিতে লাগিলেন,—যেহেতু তিনি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন সেই জন্য এই ব্রজস্থিত গোগণের (অর্থাৎ অনুকম্পাযোগ্য আমাদের) হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালে সমস্ত গোধন একত্রিত করিয়া বংশী-সঙ্গীত করিতে করিতে ঐ দেখ সুহৃদ্‌গণের মনোরথ প্রদানের জন্য ব্রজে আগমন করিতেছেন। পথে ব্রহ্মাদি বৃদ্ধগণ তাঁহার পাদবন্দন এবং অনুচরগণ গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। গোসকলের খুরসমুত্থিত ধূলিপটলে তাঁহার গলদেশস্থিত মাল্য রঞ্জিত হইয়াছে। যশোদা-জঠরজাত গোকুলচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ যদিও সম্প্রতি পরিশ্রান্ত তথাপি এই শ্রমযুক্ত কান্তিদ্বারাই সকলের নয়নানন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন ॥ ২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হি কৌতুকলোলুপো মৎপুত্রো বিলম্বমানঃ সন্ধ্যাসমাপ্তাবপি নৈবেষ্যতি, ততশ্চাহং মরিষ্যাম্যেবেতি তত্র তদীয়শীঘ্রগমনে হেতুমুপন্যস্য তামাশ্বাসয়ন্ত্য আহুর্বৎসল ইতি। ব্রজগবাং ব্রজে নিবদ্ধানাং বৃষাণাং বৎসলস্তেষাং স্ববিরহদুঃখমনুস্মৃত্য গন্ধর্ব্বাদীনপ্যবমত্য শীঘ্রমায়াস্যত্যেবেত্যর্থঃ। টজভাব আর্ষঃ। নচ গোচারকস্য তস্য গবাং দর্শন-স্পর্শনগাত্রকণ্ডুয়নঘাসপ্রদানাদিকৌতুকাৎ স্বতোঽতিনিকৃষ্টগায়ক-গন্ধর্ব্বাদিগানকৌতুকং চিত্তাকর্ষকং বাচ্যমিত্যাহুঃ। যদ্‌যস্মাদগধ্রঃ যেষাং গবাং রক্ষণার্থং অগং গোবর্দ্ধনমপি ধৃতবান্ অতস্তেষু মহান্ স্বাভাবিক এব স্নেহঃ। গন্ধর্ব্বাদিষু তু গুণোপাধিকোঽপি প্রীতিলেশো ন তস্যাস্তীতি ভাবঃ। ননু, যদ্যেবমভবিষ্যত্তদা এতাবৎ ক্ষণপর্য্যন্তং গৃহমাগমিষ্যদেবেতি ? তত্র বিলম্বে পুনরপি হেতুমুপন্যস্যন্তি।

বৃদ্ধৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদিভিঃ পথি পথি বন্দ্যমানৌ চরণৌ যস্য সঃ। বেণুগানাকৃষ্টৈঃ স্বস্বভবনাদাগত্য নিকটনভসি স্থিতৈঃ সর্ব্বমেব দিনং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা লব্ধানন্দৈঃ সম্প্রতি গোষ্ঠাগমনসময়ে স্ব-স্বভবনগমনোন্মুখৈর্নভসো ভুবমবতীর্য্য ব্রহ্মরুদ্রেন্দ্রাদিভিঃ প্রত্যেকমেব ত্বৎপুত্রস্যানুগ্রহমর্থয়িতুং চরণৌ বন্দ্যেতে, তেনাত্র কিং কর্ত্তব্যমিতি তেষামনুরোধ এব বিলম্বাধিক্যে হেতুরিতি ধ্বনিঃ। ত্বৎপুত্রস্য চরণৌ ব্রহ্মাদয়োঽপি বন্দন্তে ইতি স্বভাগ্যং কিং ন পশ্যসি, কিমিতি খিদ্যসীত্যনুধ্বনিঃ। তর্হি ভো ব্রজবালিকাঃ, শীঘ্রমট্টালিকাপৃষ্ঠমারুহ্য পশ্যত কিয়দ্দূরে বৎস আয়াতীতি তয়া সাশ্রুগদ্‌গদমুক্তাঃ সর্ব্বোর্দ্ধ বলভীং শীঘ্রমারুহ্যোচ্চৈরাহুঃ। কৃৎস্নেতি। এষ কৃষ্ণঃ সুহৃদাং স্ববন্ধূনামাশিষো মনোরথস্য দিৎসয়া এতীত্যন্বয়ঃ। উপোহ্য একীকৃত্য গীতযুক্তো বেণুর্যস্য সঃ। শ্রমেণ যা রুক্ শোভা তয়াপি দৃশীনাং লোকনেত্রাণাং উৎসবমানন্দং উন্নয়ন্ উচ্চৈঃ প্রাপয়ন্ খুররজশ্ছুরিতা ব্যাপ্তা স্রক্ যস্যেতি। স্বসঙ্গিনীঃ সখীঃ প্রত্যপাঙ্গভঙ্গ্যা শ্রীযশোদাদ্যলক্ষিতং কিমপ্যুক্তম্। অত্র স্রজ্যেব খুররজোনির্দ্দেশাদন্যত্র রজো নাস্তীতি লভ্যতে। তচ্চ সখিভির্মুহুর্নিজোত্তরীয়েণ রজসোঽপসারিতত্বাৎ স্রজি তু রজস্তস্য প্রবিশ্য স্থিতত্বাৎ অপসারণযত্নে দলভঙ্গঃ স্যাৎ। মণিনাপীয়ং মালা যন্ন দূরীক্রিয়তে দাসধৃতবস্ত্রসম্পুটস্থা নবীনাপি অন্যা যন্ন পরিধীয়তে তস্মাদিয়ং মালা যয়া প্রিয়য়া স্বহস্তেন সংগ্রথ্য সখীদ্বারা দত্তা, তাং প্রিয়ামেব স্বকণ্ঠধৃতামেনাং দর্শয়িতুং কৃষ্ণস্য যত্ন ইতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা জঠরমেব ক্ষীরসমুদ্রস্তস্মিন্ ভবতীতি সঃ। "দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চে'তি গণোদ্দেশদীপিকাধৃতাদিপুরাণবাক্যাৎ। উড়ুরাজশ্চন্দ্রঃ ॥২২-২৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—"কৌতুকপ্রিয় আমার পুত্র (শ্রীকৃষ্ণ) বিলম্ব করিয়া সন্ধ্যাকালেও যদি আগমন না করে, তাহা হইলে অবশ্যই আমি মরিব"—যশোদা এইরূপ বলিলে, শ্রীকৃষ্ণ সত্বরই যে আসিবেন তাহার কারণ বলিয়া শ্রীযশোদাকে আশ্বস্ত করতঃ গোপীগণ বলিতেছেন—'বৎসলো ব্রজগবাং', ব্রজে নিবদ্ধ গো-সমূহের বৎসল, অর্থাৎ ইহাদের স্ববিরহজনিত দুঃখ মনে করিয়া গন্ধর্ব্বদিগকেও অনাদর করিয়া সত্বর আগমন করিবেন, কেন না গো-চারক শ্রীকৃষ্ণের গো-গণের দর্শন, স্পর্শন, গাত্র-কণ্ডূয়ন, ঘাস-প্রদানাদি কৌতুক হইতে গন্ধর্ব্বাদির গানকৌতুক চিত্তাকর্ষক নহে। 'যদ্ অগধৃঃ'—যেহেতু গো-সমূহের রক্ষা করিবার নিমিত্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা গো-সমূহের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ছিল, ইহাই ব্যঞ্জিত হইল, কিন্তু গন্ধর্ব্বাদির প্রতি গুণোপাধিক প্রীতির লেশমাত্রও ছিল না।

"দেখ, যদি এরূপ হইত, তাহা হইলে এতক্ষণে গৃহে ফিরিয়া আসিত"—শ্রীযশোদা এরূপ বলিলে, গোপীগণ পুনরায় বিলম্বের কারণ বলিতেছেন—'বৃদ্ধৈঃ পথি বন্দ্যমানচরণঃ', ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ যাঁহার চরণযুগল বন্দনা করেন। তাঁহারা বেণুধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া স্ব-স্ব ভবন হইতে আগমন করতঃ সমীপস্থ আকাশে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত দিন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতঃ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, এখন গোষ্ঠাগমন সময়ে স্ব স্ব ভবনে গমনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া আকাশ হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়া প্রত্যেকেই তোমার পুত্রের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত চরণযুগল বন্দনা করিয়া থাকেন, সুতরাং এবিষয়ে ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুরোধই বিলম্বের কারণ—ইহাই ধ্বনিত হইল। তোমার পুত্রের চরণযুগল ব্রহ্মাদিও বন্দনা করেন, এবিষয়ে তোমার নিজের মহদ্‌ভাগ্য দেখিতেছ না কি? অতএব কেন খেদ করিতেছ?—ইহা অনুধ্বনিত হইল।

"তবে হে ব্রজবালিকাগণ। তোমরা শীঘ্র অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিয়া দেখ কতদূরে আসিতেছে"—যশোমতী অশ্রুপূর্ণ নয়নে এইরূপ বলিলে, গোপবালিকাগণ সত্বর সর্ব্বোচ্চ বলভীতে আরোহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'কৃৎস্নগোধনম্ উপোহ্য দিনান্তে', সায়ং সময়ে সকল গোধন একত্রিত করিয়া এই কৃষ্ণ স্ব-বন্ধুগণের মনোরথ দান করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন। 'গীতবেণুঃ'—গীতিযুক্ত বেণু যাঁহার, সেই কৃষ্ণ। 'শ্রমরুচাপি'—শ্রমযুক্ত কান্তি দ্বারা, অর্থাৎ শ্রমজনিত যে ঘর্ম্মাদি তাহার আশ্রয়ীভূতা শোভা দ্বারা আমাদিগের নেত্রের হর্ষ উৎপাদন করতঃ আসিতেছেন। 'খুররজশ্ছুরিতস্রক্'—গো-সকলের খুরোত্থিত ধূলিসমূহে পরিব্যাপ্ত মালা যিনি ধারণ করিয়াছেন। এখানে স্বসঙ্গিনী

সখীগণের প্রতি অপাঙ্গভঙ্গীতে শ্রীযশোদাদির অলক্ষিতে কিছু যেন বলিলেন। এই মালাতেই খুরোত্থিত ধূলির উল্লেখ-হেতু অন্যত্র গাত্রাদিতে ধূলি নাই বোধ হইতেছে, তাহা সখাগণ বারম্বার নিজ উত্তরীয় বসনের দ্বারা অপসারিত করিতেন, কিন্তু এই মালার মধ্যে ধূলি প্রবিষ্ট হইয়া থাকায়, তাহা অপসারণ করিতে গেলে দলভঙ্গ হয়। আর মণির দ্বারাও এই মালা সরান হয় নাই, কিম্বা ভৃত্যগণের দ্বারা বস্ত্র-সম্পুটে আনীত নূতন মালাও পরিধান করান হয়, তাহাতে বুঝা যাইতেছে—এই মালা যে প্রিয়া স্বহস্তে গ্রন্থন করিয়া সখীহস্তে শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রিয়তমাকেই (শ্রীরাধিকাকেই) স্বকণ্ঠ-ধৃত এই মালা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের এই প্রযত্ন। 'দেবকী-জঠরভূঃ'—দেবকী অর্থাৎ শ্রীযশোদার জঠরই ক্ষীরসমুদ্র, তাহাতে সমুদ্ভূত এই শ্রীকৃষ্ণাপরনামা চন্দ্র আমাদিগের কাম দান করিতে ইচ্ছা করিয়া আসিতেছেন। 'নন্দপত্নী যশোদার দুইটি নাম ছিল, দেবকী ও যশোদা'—ইহা গণোদ্দেশদীপিকাধৃত আদিপুরাণের বচন হইতে জানা যায়। 'উড়ুরাজ'—বলিতে চন্দ্র ॥ ২২-২৩ ॥

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈষৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা ॥ ২৪ ॥
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ শ্রীকৃষ্ণং সমীপাগতমালোক্য কাশ্চিৎ সসম্ভ্রমমাহুঃ,—হে সখ্য,) ঈষন্মদবিঘূর্ণিতলোচনঃ (ঈষন্মদেন বিঘূর্ণিতে লোচনে যস্য সঃ) স্বসুহৃদাং মানদঃ (আলিঙ্গনাদি যথাযথং সম্মানং দদৎ) বনমালী (বনমালাধারী) বদর-পাণ্ডু-বদনঃ (ঈষৎপক্বদরবৎ পাণ্ডুরং বদনং যস্য সঃ) কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা (সুবর্ণকুণ্ডলকান্ত্যা) মৃদুগণ্ডং (সুকোমলং গণ্ডদেশং) মণ্ডয়ন্ (ভূষয়ন্) দ্বিরদরাজ-বিহারঃ (গজেন্দ্রগতিঃ) মুদিতবক্ত্রঃ (প্রসন্নমুখঃ) যামিনীপতিঃ (চন্দ্রঃ) ইব এষঃ যদুপতিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) দিনান্তে (সায়ংকালে) ব্রজগবাং (ব্রজনিবদ্ধানাং গবাং অনুকম্প্যানামস্মাকমিত্যর্থঃ) (তীব্রং) দুরন্তং দিনতাপং (দিবসজনিতং সন্তাপং) মোচয়ন্ (দূরীকুর্ব্বন্) উপযাতি (সমীপমায়াতি) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণকে সমীপাগত দেখিয়া কোন কোন গোপী সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন,—হে সখীগণ, ঈষৎ মদবিঘূর্ণিত লোচন, বদরফলতুল্য পাণ্ডুবর্ণ বদন শোভাবিশিষ্ট, গজেন্দ্রমন্থরগামী বনমালী প্রসন্নবদন এই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ সুবর্ণকুণ্ডল শোভায় সুকোমল গণ্ডদেশ বিভূষিত করিয়া সুহৃদ্গণের সম্মান প্রদানপূর্ব্বক সায়ংকালে চন্দ্রদেবের ন্যায় ব্রজনিবদ্ধ ধেনুতুল্য আমাদের দিবসজনিত দুরন্ত সন্তাপ হরণ করিতে করিতে উপাগত হইয়াছেন ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ইদানীন্তু নগরপ্রান্তপর্য্যন্তমাগতস্তত্রাপি কিঞ্চিদ্বিলম্বস্য কারণং শৃন্বিত্যাহুঃ। মদেন পিত্রাদিদর্শনোত্থানন্দেন প্রেয়সীজনদর্শনোত্থকামমত্ততয়া চ বিঘূর্ণিতে বিহ্বলে লোচনে যস্য সঃ। প্রথমোঽর্থো বাৎসল্যরসপরিকরৈর্দ্বিতীয়োঽর্থো মধুররসপরিকরৈস্তত্রত্যৈর্বুধ্যতে ইত্যেবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। স্বসুহৃদাং পুরোহিতাদিমাতুলাদি-ভ্রাতাদি-দাসাদি-তাম্বূলিকাদীনাং যথোচিতমাশীর্ব্বাদাদিকৃতাং ঈষন্মানদঃ রাজপুত্রত্বাদল্পবয়স্ত্বেনানধিগত-নীতিশাস্ত্রত্বাচ্চ ঈষন্মাত্রং যথোচিতং শিরোনমনাদিকং মানং দদাতীতি সঃ। ইত্যয়মপি বিলম্বহেতুরিতি ভাবঃ। পক্ষে স্বসুহৃদাং প্রেয়সীনাং চন্দ্রশালিকাদ্যারুহ্য হসিতাপাঙ্গনীলোৎপলৈঃ পূজয়ন্তীনাং ঈষদন্যজনালক্ষিতং মানমভীষ্টদানব্যঞ্জকৈঃ কটাক্ষৈর্দদাতীতি সঃ। বনপথপর্য্যটনশ্রমেণ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাঞ্চ ঈষৎপক্বদরবৎ পাণ্ডুবদনং যস্য সঃ। পক্ষে স্বাভীষ্টপ্রেয়সীবিরহানুভাবোঽয়ম্। বদনে পাণ্ডিমা মৃদুগণ্ডং মৃদুগণ্ডো কনককুণ্ডলয়োশ্চঞ্চলয়োঃ কান্ত্যা মণ্ডয়ন্। যদুপতিরিতি গোপানাং যাদবত্বস্য প্রতিপাদিতপূর্ব্বত্বাৎ দ্বিরদরাজবিহারো গজেন্দ্রতুল্য-মন্দগমনঃ। মুদিতবক্ত্রঃ প্রফুল্লিতমুখম্। উপযাতি নিকটমায়াতি। ব্রজগবাং ব্রজস্থজননেত্রাণাম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এক্ষণে নগরপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত আগত শ্রীকৃষ্ণের গৃহাগমনে কিঞ্চিৎ বিলম্বের কারণ শ্রবণ কর, ইহা বলিতেছেন—'মদ-বিঘূর্ণিত-লোচনঃ', মদ বলিতে হর্ষকৃত চিত্ত-বিকার, পিত্রাদির দর্শনোত্থ আনন্দে এবং প্রেয়সীজনের দর্শনজনিত কাম-মত্ততা-বশতঃ বিঘূর্ণিত অর্থাৎ বিহ্বল (চঞ্চল) লোচনযুগল যাঁহার। প্রথম অর্থ বাৎসল্যরস পরিকরগণের এবং দ্বিতীয় অর্থ তত্রত্য মধুররস পরিকরগণের বোদ্ধব্য, এই প্রকারে পরেও জানিতে হইবে। 'স্বসুহৃদাং'—যথোচিত আশীর্ব্বাদাদিকারি পুরোহিতাদি, মাতুলাদি, ভ্রাতাদি, দাসাদি ও তাম্বুলিক প্রভৃতির ঈষৎ মানপ্রদ। রাজপুত্র এবং অল্পবয়স্কহেতু নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই বলিয়া ঈষন্মাত্র অর্থাৎ যথোচিত মস্তক অবনতাদি সম্মান যিনি প্রদান করিতেছেন, সেই কৃষ্ণ। ইহাও তাঁহার বিলম্বে আগমনের কারণ—এই ভাবার্থ। পক্ষান্তরে—চন্দ্র-শালিকাদির উপরে আরোহণ করিয়া হাস্য এবং নীলোৎপল-সদৃশ অপাঙ্গ নিরীক্ষণ দ্বারা সম্মানকারিণী প্রেয়সীগণের মানদ, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে অভীষ্ট দান-ব্যঞ্জক কটাক্ষ দ্বারা অন্যজনের অলক্ষ্যে সম্মান দান করিয়া থাকেন।

'বদর-পাণ্ডুবদনঃ'—বনপথ পর্য্যটনে শ্রান্তিবশতঃ ক্ষুধা, পিপাসার দ্বারা ঈষৎ পক্ব বদরের ন্যায় পাণ্ডু বদন যাঁহার। পক্ষে—গোপীগণ নিজভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের স্ব-বিরহ দুঃখ নিশ্চয় করিয়া তাদৃশ দর্শন করিয়াছেন। 'মৃদুগণ্ডং'—যাঁহার সুকোমল গণ্ডদেশ সুবর্ণ-কুণ্ডলের কান্তিতে বিভূষিত। 'যদুপতিঃ'—গোপগণের যাদবত্ব পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (যদুপুর হইতে ব্রজে আগত বলরামের গোপগণের প্রতি "যাদবগণের মধ্যেও আপনারা আমার প্রিয়তম" —এই হরিবংশ প্রসিদ্ধ বচনানুসারে যদুপতি বলিতে গোপপতি বুঝিতে হইবে)। 'দ্বিরদরাজ-বিহারঃ' —গজরাজের ন্যায় মন্থরগামী, প্রসন্নবদন শ্রীকৃষ্ণ সন্ধ্যাকালে নিশাপতি চন্দ্রের ন্যায়, ব্রজগবাং'—ব্রজে নিবদ্ধ গো-সমূহের ন্যায় আমাদের দিবসের দীর্ঘ বিরহ সন্তাপ দূর করিতে নিকটে আগমন করিতেছেন ॥ ২৪-২৫ ॥

মধ্ব—

মানবো বদরঃ সিন্ধুঃ শশিনস্তু ত্রিনামকম্।
যো বেদ মুচ্যতে রাগৈর্বিষ্ণুনাম্নৈব সংস্মৃতেঃ ॥
ইতি স্কান্দে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীশ্রীমদানন্দতীর্থ-ভগবৎপাদাচার্য্য-বিরচিতে শ্রীমদ্ভাগবত-দশমস্কন্ধ-তাৎপর্য্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে বৃন্দাবন-ক্রীড়ায়াং যুগলগীতবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, এবং (বিরহদুঃখেনাপি) কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ (কৃষ্ণলীলা এব গায়ন্ত্যঃ) তচ্চিত্তাঃ (তস্মিন্ চিত্তং চেতনা জীবিতং যাসাং তাঃ) তন্মনস্কাঃ (তস্মিন্নেব মনঃ সঙ্কল্পরূপং যাসাং তাঃ অতঃ) মহোদয়াঃ (মহান্ উদয়ঃ উৎসবঃ যাসাং তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (গোপ্যঃ) অহঃসু (দিবসেষ্বপি) রেমিরে (ক্রীড়ন্তি স্ম) ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, এইরূপে বিরহ দুঃখেও কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তদ্গতচিত্তা এবং তন্মনস্কা হইয়া মহাভাগা ব্রজরমণীগণ দিবসেও ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—নু ভো রাজন্, গায়তীঃ গায়ন্ত্যঃ। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব চিত্তং চেতো যাসাং তাঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মনো যাসু তা ইত্যতঃ কৃষ্ণতৎপ্রিয়াণাং পরস্পরবিষয়াশ্রয়ত্বাৎ পরস্পর-মনোগ্রহণমতঃ প্রতিক্ষণমনিশরমণাৎ রেমিরে ইতি বিপ্রলম্ভ-প্রেম্ণো দুঃখময়ত্বেন তদাবিষ্টজনপ্রতীতত্বেঽপি পরমসুখময়ত্বং প্রেক্ষাবৎ প্রতীতমস্ত্যতঃ প্রেম্ণঃ পুরুষার্থচূড়ামণিত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ২৬ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
পঞ্চত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রাজন্'—হে রাজন্! (এই সম্বোধনের দ্বারা গোপীগণের বিরহগীতে মুহ্যমান্ মহারাজকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছেন—শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী)। 'তচ্চিত্তাঃ তন্মনস্কাঃ'—কৃষ্ণগতজীবন ও কৃষ্ণগতমন ব্রজাঙ্গনাগণ, অর্থাৎ কৃষ্ণে যাঁহাদের মন রহিয়াছে, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণেরও মন যাঁহাদিগের প্রতি রহিয়াছে, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়াবর্গের পরস্পর বিষয়াশ্রয়ত্বহেতু তাঁহারা সকলে পরস্পরের মনো-গ্রহণ করিয়া থাকেন। অতএব ব্রজরমণীগণ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের বিরহময় দিবসে নিরন্তর কৃষ্ণলীলা গান করিয়া 'রেমিরে'—সুখলাভ করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা বিপ্রলম্ভ প্রেমের দুঃখময়ত্বরূপে তদাবিষ্ট জনের প্রতীতত্ব হইলেও তদনুভূত জনের পরম সুখ-ময়ত্বই প্রতীত হইয়া থাকে, সুতরাং প্রেমের পুরুষার্থ-চূড়ামণিত্ব ব্যঞ্জিত হইল ॥ ২৬ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশমস্কন্ধের সজ্জন-সম্মত পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ—

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অরিষ্টাসুর বধ, নারদবাক্যে রাম-কৃষ্ণকে বসুদেব-তনয় জানিয়া কংসের তদুভয়ের বিনাশ-চিন্তা এবং তাহাদিগকে আনয়নের নিমিত্ত অক্রূরের প্রতি আদেশ বর্ণিত হইয়াছে।

অরিষ্টাসুর রামকৃষ্ণকে বধ করিবার নিমিত্ত তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ সুবৃহৎ বৃষভরূপ ধারণ-পূর্ব্বক গোষ্ঠে আগমন করিলে তদ্দর্শনে সকলে ভীত হইল; তখন কৃষ্ণ সকলকে অভয় প্রদান করিয়া সেই বৃষভাকার অসুরের নিকটস্থ হইলেন এবং উহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক উহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও পুনরায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটস্থ হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ উহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষিপ্ত করিয়া আর্দ্র-বস্ত্রের ন্যায় ঐ অসুরকে নিষ্পীড়ন করিলে সে রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। রামকৃষ্ণ এবং দেবতা ও গোপগণ বন্দিত হইতে হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করি-লেন। এদিকে দেবর্ষি নারদ কংস সন্নিধানে গমন করিয়া রামকৃষ্ণ নন্দের পুত্র নহে, বসুদেবের পুত্র; কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাদিগকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তেই কংসের মৃত্যু হইবে—এই সকল কথা বর্ণন করিলে কংস রামকৃষ্ণের বিনাশ-চিন্তায় অস্থির হইয়া চানুর ও মুষ্টিক নামক দানবদ্বয়কে আহ্বান পূর্ব্বক মল্লযুদ্ধে রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিল। অনন্তর কর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ অক্রূরকে ব্রজ হইতে রামকৃষ্ণকে আন-য়নের নিমিত্ত হস্তধারণ পূর্ব্বক অনুরোধ করিল। "দৈববলই পরম বল, নিজ ইচ্ছায় কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না"—এই কথা বলিয়া অক্রূর নিজ গৃহে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ। অথ (অনন্তরং) তর্হি (তদা) মহাককুৎকায়ঃ (মহান্তৌ ককুৎকায়ৌ

যস্য সঃ) বৃষভাসুরঃ (বৃষভাকৃতিঃ অসুরঃ) অরিষ্টঃ (অরিষ্টনামা) খুরবিক্ষতাং (খুরৈঃ বিদীর্ণাং) মহীং কম্পয়ন্ গোষ্ঠং (গোচারণক্ষেত্রম্) আগতঃ (প্রাপ্তো বভূব)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, অনন্তর বিশাল ককুদ্ (ঝুঁট) এবং শরীরবিশিষ্ট বৃষাকৃতি অরিষ্ট নামক অসুর খুরদ্বারা ভূমিভাগ বিদীর্ণ ও কম্পিত করিতে করিতে ব্রজে উপস্থিত হইল॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

ষট্‌ত্রিংশে নিহতেঽরিষ্টে পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
জ্ঞাত্বা কংসো নারদাত্তৌ বদ্ধাক্রূরং সমাদিশৎ॥

তহীত্যস্য যৎপদসাপেক্ষত্বাৎ প্রদোষে যদা কৃষ্ণো রাসার্থমুদ্যতোঽভূদিতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যদৃষ্ট্যা শেষো জ্ঞেয়ঃ। তচ্চ বাক্যং যথা। "প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে। ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগত" ইতি। অতএব রাসবিরুদ্ধার্থান্তরাধিকারার্থমথশব্দঃ। মহদত্যুচ্চং ককুৎ পৃষ্ঠাগ্রশিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ো যস্য সঃ। খুরৈর্বিদারিতাং মহীং কম্পয়ন্॥ ১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে অরিষ্টাসুর বধের পর কংস নারদের বাক্যে রামকৃষ্ণের পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকী, ইহা জানিয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া অক্রূরকে (রামকৃষ্ণের আনয়নের জন্য) আদেশ করেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে॥ ০॥

'তর্হি'—এই পদের সহিত 'যৎ' পদের সাপেক্ষত্ব বলিয়া প্রদোষে যখন কৃষ্ণ রাসার্থ উদ্যত হইলেন তখন—এইরূপ অর্থ শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বচনানুসারে জানিতে হইবে। তাহার বচন এইরূপ—"প্রদোষার্দ্ধে কদাচিৎ তু" ইত্যাদি, অর্থাৎ ভোজনাদি সমাপনপূর্ব্বক রাসের নিমিত্ত শয্যাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রদোষার্দ্ধে যখন গোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন, তখন মদমত্ত অরিষ্টাসুর গোষ্ঠকে ত্রাসিত করিয়া উপস্থিত হইল। অতএব রাসবিরুদ্ধের অর্থান্তর বুঝাইবার জন্য 'অথ' শব্দ, অর্থাৎ অনন্তর সেই সময় বিশাল ককুদ্ (ঝুঁটী)-যুক্ত শরীরধারী অরিষ্ট নামক অসুর খুর দ্বারা পৃথিবীকে বিদীর্ণ ও কম্পিত করিতে করিতে গোষ্ঠে আগমন করিল॥ ১॥

রম্ভমাণঃ খরতরঃ পদা চ বিলিখন্ মহীম্।
উদ্যম্য পুচ্ছং বপ্রাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ংস্তব্ধলোচনঃ॥২॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) খরতরং (কর্কশং) রম্ভমাণঃ (বৃষজাতিশব্দং কুর্ব্বন্) পদা মহীং (ভূমিং) বিলিখন্ (বিদারয়ন্) চ পুচ্ছং (লাঙ্গুলম্) উদ্যম্য (উর্দ্ধং কৃত্বা) বিষাণাগ্রেণ (শৃঙ্গাগ্রভাগেন) বপ্রাণি (তটভাগান্) উদ্ধরন্ (উৎক্ষিপন্) চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ (অল্পং অল্পং) শকৃৎ (পুরীষং) মুঞ্চন্ (ত্যজন্) মূত্রয়ন্ (প্রস্রবন্) স্তব্ধলোচনঃ (অনিমিলিত লোচনশ্চ আসীৎ)॥ ২॥

অনুবাদ—সেই অসুর বৃষজাতীয় কর্ক্কশ-শব্দ করিতে করিতে পদাঘাতে ভূমিতল বিদীর্ণ করিয়া উর্দ্ধদিকে লাঙ্গুল উত্তোলনপূর্ব্বক শৃঙ্গাগ্রভাগদ্বারা পর্ব্বতের তটভাগ সকল উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল এবং অনিমীলিত লোচনে অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতেছিল॥ ২॥

বিশ্বনাথ—খরতরং যথাস্যাত্তথা বিলিখংশ্চ। রম্ভমাণঃ বৃষভজাতিশব্দং কুর্ব্বন্ বপ্রাণি প্রাচীরতটানি শকৃৎ পুরীষম্॥ ২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খরতরং রম্ভমাণঃ'—বৃষজাতীয় কর্কশ শব্দ করিতে করিতে ও 'পদা মহীং বিলিখন্'—পদের দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিতে করিতে পুচ্ছ উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া 'বপ্রাণি'—প্রাচীর ও তট প্রভৃতি উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল। 'শকৃৎ'—বিষ্ঠা, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতেছিল॥ ২॥

যস্য নির্হ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ॥ ৩॥
নির্ব্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ॥ ৪॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (হে বৎস) যস্য (অসুরস্য)

নিষ্ঠুরেণ (পরুষেণ) নির্হ্রাদিতেন (গর্জ্জিতেন) ভয়েন (হেতুনা) গবাং নৃণাং (চ) গর্ভাঃ অকালতঃ (অকালে এব) স্রবন্তি স্ম বৈ (ক্ষরন্তি স্ম অপি চ) ঘনাঃ (মেঘাঃ) অচলশঙ্কয়া (পর্ব্বতভ্রান্ত্যা) যস্য (অসুরস্য) ককুদি (ককুৎ প্রদেশে) নির্ব্বিশন্তি (প্রবিশন্তি তিষ্ঠন্তীতি শেষঃ) গোপ্যঃ (গোপনার্য্যঃ) গোপাঃ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গং তম্ (অসুরম্) উদ্‌বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) তত্রসুঃ (ভীতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩-৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ঐ অসুরের নিষ্ঠুর গর্জ্জনে ভীতা হইয়া অকালেই ধেনু এবং নারীগণের গর্ভপাত হইতেছিল এবং মেঘমালা পর্ব্বত ভ্রমে তাহার ককুৎ-প্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিল। গোপী এবং গোপগণ ঐ তীক্ষ্ণশৃঙ্গ অসুরকে দর্শন করিয়া মহাভীত হইয়াছিল ॥ ৩-৪ ॥

বিশ্বনাথ—নির্হ্রাদিতেন শব্দেন। স্রবন্তি পতন্তীতি "আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়োঃ"রিতি স্মৃতিঃ ॥ ৩-৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নির্হ্রাদিতেন'—যে অরিষ্টের ভয়ঙ্কর বজ্র-নিষ্পেষতুল্য ধ্বনি শ্রবণজন্য ভয়ে অকালে গাভী ও নারীগণের গর্ভস্রাব ও গর্ভপাত হইত। এই বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আছে—"আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম-ষষ্ঠয়োঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ চতুর্থ মাসের মধ্যে গর্ভ পতন হইলে তাহাকে 'গর্ভস্রাব' বলে। আর পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসে গর্ভপাত হইলে তাহাকে 'গর্ভপাত' বলে, ইহার অধিক মাসে গর্ভপতন হইলে তাহাকে 'প্রসব' বলা যায় ॥ ৩-৪ ॥

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্ব্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥৫॥

অন্বয়ঃ—হে রাজন্, পশবঃ ভীতাঃ (সন্তঃ) গোকুলং (গোষ্ঠং) সন্ত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ অথ) তে সর্ব্বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি (হে কৃষ্ণ অস্মান্ রক্ষ রক্ষ ইতি কৃত্বা গোবিন্দং (শ্রীকৃষ্ণং) শরণং (আশ্রয়ং) যযুঃ (গতাঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পশুগণ, ভীত হইয়া গোষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল, অনন্তর তাহারা সকলে—"হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, আমাদিগকে রক্ষা কর" এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্।
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ অপি তৎ গোকুলং ভয়বিদ্রুতং (ভয়েন বিদ্রুতং চঞ্চলং) বীক্ষ্য মা ভৈষ্ট (ভয়ং মা গচ্ছ) ইতি গিরা (বাক্যেন গোকুলম্) আশ্বাস্য (শান্ত্বয়িত্বা) বৃষাসুরং (পূর্ব্বোক্তম্ অসুরম্) উপাহ্বয়ৎ (আহূতবান্) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোকুলকে এইরূপ ভয়বিহ্বল দেখিয়া "তোমরা ভয় পাইও না" এইরূপ অভয়বাক্যে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বৃষভাসুরকে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥

গোপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৭॥

অন্বয়ঃ—(হে) অসত্তম, (দুষ্টাগ্রগণ্য) মন্দ, (অল্পবুদ্ধে) ত্বদ্‌বিধানাং (ত্বৎসদৃশানাং) দুরাত্মনাং (দুষ্টচিত্তানাং) দুষ্টানাম্ (অসতাং) শাস্তরি (নিগ্রহকারিণি) ময়ি (বর্ত্তমানে সতি) গোপালৈঃ (গোপালকৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) পশুভিঃ ত্রাসিতৈঃ (ভীতৈঃ তান্ ভীষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) কিং (তব কিং ফলং ভবতি) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রে দুষ্টাগ্রগণ্য, রে মূঢ়, তোর তুল্য দুরাত্মা অসৎগণের নিগ্রহকর্ত্তা আমি বর্ত্তমান থাকিতে গোপালক এবং পশুগণকে ভীত করিয়া ফল কি ? ৭ ॥

বিশ্বনাথ—পশুভির্গোভিশ্চ। অসত্তমেতি বৃষরূপস্য তব বধে গোবধপাপং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥৭॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসত্তম'—রে মূঢ় দুর্ব্বৃত্ত-শ্রেষ্ঠ ! তোর মত দুরাত্মা অসুরগণের শাসনকর্ত্তা আমি বর্ত্তমান থাকিতে গোপগণ ও গাভীগণকে ত্রাসিত (ভীতিগ্রস্ত) করিয়া ফল কি ? এখানে 'অসত্তম' বলার ভাবার্থ—বৃষরূপ হইলেও দুর্ব্বৃত্ত তোমার বধে গো-বধ জনিত পাপ হইবে না ॥ ৭ ॥

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্ ।
সখ্যুরংশে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥৮॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (স্বয়মক্ষরঃ) হরিঃ (অন্যান্ হরতীতি হরিঃ) ইতি (এবং ক্রমেণ) অরিষ্টম্ (অসুরম্) আস্ফোট্য (করতলেন বাহুম্ আহত্য) তলশব্দেন (তেন হস্ততলশব্দেন) কোপয়ন্ (ক্রোধং প্রাপয়ন্) সখ্যুঃ (প্রিয়স্যঃ) অংসে (স্কন্দপ্রদেশে) ভুজাভোগং (ভুজা ভুজ এব ভোগঃ সর্পদেহঃ তং সর্পদেহাকারং ভুজং) প্রসার্য্য অবস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং অক্ষর এবং অন্যের সংহারকারী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে নিজ বাহু আস্ফোটন পূর্ব্বক করতলশব্দে অসুরকে কুপিত করিলেন এবং প্রিয় সহচরের স্কন্ধদেশে সর্পদেহতুল্য স্বীয় ভুজবিন্যাস করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—আস্ফোট্য করতলেন বামবাহুমাহত্য তেন তলশব্দেন স্ব-শৌর্য্যদ্যোতকেনেত্যর্থঃ। সখ্যুঃ সুবলস্য স্কন্ধে ভুজা ভুজ এব ভোগঃ সর্পদেহস্তং প্রসার্য্যেতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতম্ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আস্ফোট্য'—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে করতলের দ্বারা বাম বাহু আস্ফোটন এবং স্বশৌর্য্য-দ্যোতক সেই করতল শব্দে অরিষ্টকে কোপিত করিয়া 'সখ্যুঃ অংসে'—সখা সুবলের স্কন্ধদেশে 'ভুজাভোগং'—বাহুই যেন সর্পদেহ, অর্থাৎ সর্পাকার স্বীয় বাহু সংস্থাপিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইহাতে অসুরের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইল ॥ ৮ ॥

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অরিষ্টঃ অপি এবং কোপিতঃ (কৃষ্ণকৃতেন পূর্ব্বোক্তেন আচরিতেন কোপং প্রাপিতঃ) খুরেণ অবনিং (ভূমিম্) উল্লিখন্ (উৎক্ষিপন্) উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ (উদ্যতা উর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তঃ মেঘাঃ যস্মাৎ সঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) কৃষ্ণম্ উপাদ্রবৎ (তং প্রতি বেগেনাগমৎ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তখন সেই অসুর কৃষ্ণের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া খুরদ্বারা ভূমি উল্লিখন এবং উর্দ্ধগত পুচ্ছ সঞ্চালনে মেঘ সকলকে বিঘূর্ণিত করিয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—উদ্যতা উর্দ্ধং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তো মেঘা যস্মাৎ সঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ'—উর্দ্ধে উত্তোলিত পুচ্ছদ্বারা মেঘসকল বিঘূর্ণিত করিয়া সেই অরিষ্টও মহাক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল হইল ॥ ৯ ॥

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতম্ ।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ (অগ্রে ন্যস্তে বিষাণাগ্রে শৃঙ্গাগ্রে যস্য সঃ) স্তব্ধাসৃক্‌লোচনঃ (স্তব্ধে অসৃক্ তুল্যে লোচনে যস্য সঃ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) কটাক্ষিপ্য (কটাক্ষেণ তির্য্যঙ্ নিরীক্ষ্য) ইন্দ্রমুক্তঃ (ইন্দ্রেণ নিক্ষিপ্তঃ) অশনিঃ যথা (বজ্র ইব) তূর্ণং (সত্বরম্) অদ্রবৎ (তং প্রতি অগচ্ছৎ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—সে তখন শৃঙ্গদ্বয়ের অগ্রভাগ সম্মুখদেশে বিন্যস্ত করিয়াছিল, তাহার চক্ষুদ্বয় স্তব্ধ ও রক্তবর্ণ হইয়াছিল। এইরূপে সে কটাক্ষদ্বারা বক্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় সবেগে তদভিমুখে পতিত হইল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—স্তব্ধে অসৃগ্লোচনে রক্তনেত্রে যস্য সঃ। কটা কটাক্ষস্তয়া আক্ষিপ্য তির্য্যগ্‌দৃষ্ট্যা সন্তর্জ্জ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্তব্ধাসৃগ্লোচনঃ'—সেই অসুর রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করতঃ 'কটাক্ষিপ্য'—তির্য্যগ্‌দৃষ্টি দ্বারা তর্জ্জন সহকারে ইন্দ্র-নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় অচ্যুতের প্রতি ধাবিত হইল ॥ ১০ ॥

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ ।
প্রত্যপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ ভগবান্ শৃঙ্গয়োঃ (শৃঙ্গাবচ্ছেদে) তং গৃহীত্বা (ধৃত্বা) গজঃ (মাতঙ্গঃ) প্রতিগজং (বিপক্ষগজং) যথা (ইব) অষ্টাদশপদানি (অষ্টাদশপদপরিমিতানি স্থানানি) প্রত্যপোবাহ (প্রতিলোমং ব্যনুদৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণ-পূর্ব্বক হস্তী যেরূপ বিপক্ষ হস্তীকে পশ্চাৎদিকে দূর করিয়া দেয় সেইরূপ তাহাকে অষ্টাদশ পদ পরিমিত বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যনুদৎ ॥১১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যপোবাহ'— বিপরীত দিকে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১১ ॥

———

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্ ।
আপতৎ স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১২

অন্বয়ঃ—ভগবতা (কৃষ্ণেন) অপবিদ্ধঃ (তাড়িতঃ) সঃ (অসুরঃ) পুনঃ উত্থায় স্বিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ (ঘর্ম্মাক্তসর্ব্বশরীরঃ) নিঃশ্বসন্ (নিঃশ্বাসং ত্যজন্) ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ (ক্রোধেন বিস্মৃতাত্মা সন্) সত্বরম্ আপতৎ (আজগাম) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপে আহত অসুর পুনরায় উত্থিত হইয়া ঘর্ম্মাক্তদেহে নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া সত্বর তাঁহার দিকে ধাবমান হইল ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—অপবিদ্ধঃ অপক্ষিপ্তঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপবিদ্ধঃ'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আহত সেই অসুর (সত্বর উত্থিত হইয়া পুনরায় তাঁহার দিকে ধাবমান হইল।) ॥ ১২ ॥

———

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে ।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্র ম্বম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) আপতন্তম্ (আগচ্ছন্তং) তং শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্য (পীড়য়িত্বা) পদা (পাদেন) সমাক্রম্য ভূতলে নিপাত্য আর্দ্রং (সিক্তম্) অম্বরং যথা (বস্ত্রমিব) নিষ্পীড়য়ামাস (তথা) কৃত্বা (বিষাণমুৎপাট্য তেন) বিষাণেন জঘান (তং হতবান্ ততঃ) সঃ (অসুরঃ) অপতৎ (ভূমৌ পতিতঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—ঐ অসুর যখন আসিতেছিল তখনই শ্রীকৃষ্ণ তাহার শৃঙ্গদ্বয় ধারণপূর্ব্বক পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া সিক্ত-বস্ত্রের ন্যায় নিষ্পীড়ন করিয়াছিলেন। অনন্তর তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা আহত করিলেন। তাহাতে ঐ অসুর ভূপতিত হইল ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—শৃঙ্গয়োর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা। আর্দ্রমম্বরং কৃত্বা যথা কশ্চিন্নিষ্পীড়য়ামাস। ততশ্চ বিষাণেন উৎপাটিতেন তং জঘান ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্যঃ'—সেই অরিষ্টকে শৃঙ্গদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া পদদ্বারা আক্রমণপূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত করতঃ সিক্ত বস্ত্রের ন্যায় অর্থাৎ লোকে যেমন ভিজা কাপড় নিঙ্ড়ায়, সেইরূপভাবে তাহাকে নিষ্পীড়ন করিতে লাগিলেন। তারপর তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ১৩ ॥

———

অসৃগ্‌বমন্ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্
ক্ষিপংশ্চ পাদাননবস্থিতেক্ষণঃ ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নির্ঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ অসুরঃ) অসৃক্ (রক্তং) বমন্ (উদ্গিরন্) মূত্রশকৃৎ (মূত্রং শকৃৎ বিষ্ঠাঞ্চ) সমুৎসৃজন্ (ত্যজন্) পাদান্ ক্ষিপন্ (ইতস্ততঃ সঞ্চারয়ন্) অনবস্থিতেক্ষণঃ (চঞ্চললোচনঃ সন্) অথ কৃচ্ছ্রং (কষ্টং যথা ভবতি তথা) নির্ঋতেঃ (মৃত্যোঃ) ক্ষয়ং (নিবাসং) জগাম। সুরাঃ (দেবাঃ) পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ (পুষ্পবর্ষণং কুর্ব্বন্তঃ সন্তঃ) হরিং (শ্রীকৃষ্ণম্) ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তখন সে রক্তবমন, বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ এবং পদ সকল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে বিক্ষিপ্তলোচনে অতি কষ্টে যমালয়ে গমন করিল। দেবগণও তৎকালে পুষ্পবৃষ্টি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচ্ছ্রং কষ্টং জগাম প্রাপ। অথ নির্ঋতের্মৃত্যোঃ সকাশাৎ ক্ষয়ং বধং জগাম। নির্ঋতিরেবাগত্য তং জঘান নতু কৃষ্ণ ইত্যুৎপ্রেক্ষা সত্তু সদ্যোমুক্তিং প্রাপ পুষ্পৈঃ পুষ্পাণি কিরন্তঃ বর্ষন্তঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচ্ছ্রং জগাম'—কষ্ট প্রাপ্ত

হইল। অনন্তর 'নির্ঋতেঃ'—মৃত্যুর নিকট হইতে বিনষ্ট হইল। এখানে মৃত্যু আসিয়াই তাহাকে বধ করিল, কিন্তু কৃষ্ণ নহে—এইরূপ উৎপ্রেক্ষা। বস্তুতঃ অরিষ্টাসুর সদ্যোমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন দেবগণ 'পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ'—পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥১৫

অন্বয়ঃ—(হরিঃ) এবং (প্রকারেণ) ককুদ্মিনং (বৃষভাসুরং) হত্বা স্বজাতিভিঃ (গোপজনৈঃ) স্তূয়মানঃ (স্তুতঃ সন্) সবলঃ (বলদেবেন সহ) গোপীনাং নয়নোৎসবঃ (নয়নানন্দপ্রদো ভূত্বা) গোষ্ঠং বিবেশ (প্রবিষ্টঃ) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে বৃষভাসুরকে বধ করিয়া বলদেবের সহিত গোপীগণের নয়নানন্দ-দাতৃরূপে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। গোপবৃন্দ তৎকালে তাঁহার স্তব কীর্ত্তন করিতেছিলেন ॥ ১৫ ॥

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্ভুতকর্ম্মণা (বিচিত্র চরিতেন) কৃষ্ণেন অরিষ্টে দৈত্যে নিহতে (সতি) অথ দেবদর্শনঃ (দেববৎ দর্শনং যস্য সঃ) ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) নারদঃ কংসায় (কংসং প্রতি) আহ (উবাচ) ॥১৬॥

অনুবাদ—অদ্ভুত-চরিত শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অরিষ্টাসুর নিহত হইলে দিব্যদর্শন ভগবান্ নারদ ঋষি একদিন কংসের নিকট বলিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥১৭

অন্বয়ঃ—(দেবক্যাঃ অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং) কন্যাং যশোদায়াঃ সুতাম্ (আহ যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং) কৃষ্ণং এব চ দেবক্যাঃ (সুতং আহ) রোহিণীপুত্রং রামং চ (দেবক্যাঃ সপ্তমং সুতমাহ) বিভ্যতা (ভবত্তয়গ্রস্তেন) বসুদেবেন (তৌ) স্বমিত্রে নন্দে (মিত্রস্য নন্দস্য সমীপে) ন্যস্তৌ (রক্ষিতৌ) যাভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) তে (তব) পুরুষাঃ (অনুচরাঃ) হতাঃ (বিনষ্টাঃ) বৈ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা বলিয়া যে কন্যা প্রসিদ্ধা, সে বস্তুতঃ যশোদার গর্ভজাতা, যশোদার পুত্ররূপে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনি বস্তুতঃ দেবকীর নন্দন এবং যিনি রোহিণীর পুত্র রামনামে প্রসিদ্ধ, তিনি দেবকীর সপ্তম সন্তান, বসুদেব তোমার ভয়ে ঐ দুইজনকে স্বীয় মিত্র নন্দের নিকট সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা দুইজনেই সম্প্রতি তোমার অনুচর পুরুষগণকে বিনষ্ট করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অরিষ্টবধান্তে রাধাকৃষ্ণয়োর্নর্ম্মসংলাপময়ী তৎকুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা পৌরাণিকী বিংশত্যা শ্লোকৈর্নিবধ্যতে। যথা—মাস্মান্ স্পৃশাদ্য বৃষভার্দ্দন হন্ত মুগ্ধা ঘোরোঽসুরোঽয়মপি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গৌঃ। বৃত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং শুদ্ধ্যেত্তবাং-স্ত্রিভুবনস্থিততীর্থকৃচ্ছ্রাৎ ॥ ১ ॥ কিং পর্য্যটামি ভুবনান্যধুনৈব সর্ব্বা আনীয় তীর্থবিততীঃ করবাণি তাসু। স্নানং বিলোকয়ত তাবদিদং মুকুন্দঃ প্রোচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বত পার্ষ্ণিঘাতম্ ॥ ২ ॥ পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থসঙ্ঘাঃ। আগচ্ছেতি ভগবদ্বচসা ত এত্য তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপীঃ ॥ ৩ ॥ তীর্থানি পশ্যত হরের্বচসা তবৈবং নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্য্যাঃ। প্রোচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটা লবণাব্ধিরস্মি ক্ষীরাব্ধিরস্মি শৃণুতামরদীর্ঘিকাস্মি ॥ ৪ ॥ শোণোঽপি সিন্ধুরহমস্মি ভবামি তাম্রপর্ণী চ পুষ্করমহঞ্চ সরস্বতী চ। গোদাবরী রবিসুতা সরযূঃ প্রয়াগো রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিম্ ॥ ৫ ॥ স্নাত্বা ততো হরিরতিপ্রজগল্ভ এব শুদ্ধঃ সরোঽপ্যহংকরবং স্থিতসর্ব্বতীর্থম্। যুষ্মাভিরাঅজনুষীহ কৃতো ন ধর্ম্মঃ, কোঽপি ক্ষিতাবথ সখীর্নিজগাদ রাধা ॥ ৬ ॥ কার্য্যং ময়াপ্যতিমনোহরকুণ্ডমেকং তস্মাদ্‌যতধ্বমিতি তদ্বচনেন তাভিঃ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিমদিশ্যমন্দো গর্ত্তঃ কৃতো বৃষভদৈত্যখুরৈর্ব্যলোকি ॥ ৭ ॥ তত্রার্দ্র মৃণ্মৃদুলগোলততীঃ প্রতি স্বহস্তোদ্ধৃতা অনতিদূরগতা বিধায়। দিব্যাং

সরঃ প্রকটিতং ঘটিকাদ্বয়েন তাভির্বিলোক্য সরসং স্মরতে স্ম কৃষ্ণঃ ॥ ৮ ॥ প্রোচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতন্ মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাক্ষি! সহালিভিস্তম্। রাধা তদা নননেতি জগাদ যস্মাত্ত্বৎকুণ্ডনীরমুরুগোবধপাতকাক্তম্ ॥ ৯ ॥ আহৃত্য পুণ্যসলিলং শতকোটিকুম্ভৈঃ সখ্যর্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ। এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপূরয়ামি তেনৈব কীর্ত্তিমতুলাং তনবানি লোকে ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থসখ্যস্তদীয় সরসো ধৃতদিব্যমূর্ত্তিঃ। তুষ্টাব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্রবদস্রধারঃ ॥ ১১ ॥ দেবি ত্বদীয়মহিমানমবৈতি সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধি র্ন হরো ন লক্ষ্মীঃ। কিন্ত্বেক এব পুরুষার্থশিরোমণিস্ত্বৎ প্রস্বেদমার্জ্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ ॥ ১২ ॥ যশ্চারুযাবক-রসেন ভবৎপদাব্জমারজ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যম্। প্রাপ্য ত্বদীয়নয়নাব্জতটপ্রসাদং স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্ ॥ ১৩ ॥ তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসা বয়মাজগাম তৎপাষ্ণিঘাতকৃত-কুণ্ডবরে বসামঃ। ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং তর্হ্যেব তর্ষবিটবী ফলিতো ভবেন্নঃ ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্য তুষ্টা প্রাহ স্ম তর্ষময়ি বেদয়তেতি রাধা। যাম ত্বদীয় সরসীং সফলা ভবাম ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং তদোচুঃ ॥ ১৫ ॥ আগচ্ছতেতি বৃষভানুসুতা স্মিতাস্যা প্রোবাচ কান্তবদনাব্জধৃতাক্ষিকোণা। সখ্যোঽপি তত্র কৃতসম্মতয়ঃ সুখাব্ধৌ মগ্না বিরেজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ ॥ ১৬ ॥ প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ্য। ভিত্ত্বৈব ভিত্তিমতিবেগত এব রাধাকুণ্ডং ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব ॥ ১৭ ॥ প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে! তব কুণ্ডমেতন্ মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে। অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে ॥ ১৮ ॥ রাধাব্রবীদহমপি স্ব-সখীভিরেত্য স্নাস্যাম্যরিষ্টশতমর্দ্দনমস্ত তস্য। যোঽরিষ্টমর্দ্দনসরস্যুরুভক্তিরত্র স্নায়াদ্বসেন্মম স এব মহাপ্রিয়োঽস্ত ॥ ১৯ ॥ রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ কৃষ্ণাম্বুদঃ কৃতমহারসহর্ষবর্ষঃ। শ্রীরাধিকাপ্রবরবিদ্যুদলংকৃতশ্রী-স্ত্রৈলোক্যমধ্য-বিততী কৃতদিব্যকীর্ত্তি"রিতি ॥ ২০ ॥ ককুদ্মিনং বৃষাসুরম্। দেবঃ পরমেশ্বর ইব পশ্যতি কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং জানাতীতি সঃ। ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধার্য্য মাথুরীলীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণ ইত্যর্থঃ। কিমাহেত্যত আহ,—দেবক্যা অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং কন্যাং যশোদায়াঃ সুতামাহ—যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যাঃ সুতমাহ। নন্দসুতত্বেন প্রসিদ্ধং রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ। ননু, তৌ বসুদেবসুতৌ চেৎ কেন ব্রজং প্রাপিতৌ তত্রাহ,—বসুদেবেনেত্যাদি ॥ ১৫-১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরিষ্টাসুর বধের পর শ্রীরাধাকৃষ্ণের নর্ম্ম-সংলাপময়ী শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড দুইটির উৎপত্তি বিষয়ে পৌরাণিকী কথা বিংশতি শ্লোকে নিবদ্ধ হইতেছে। যথা—শ্রীরাধা বলিলেন, হে বৃষভার্দ্দন। তুমি আমাদিগকে স্পর্শ করিও না। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হায় মুগ্ধাগণ! ইহা একটি ভয়ঙ্কর অসুর। তদুত্তরে শ্রীরাধিকা বলিলেন—হে কৃষ্ণ! তথাপি ইহা বৃষরূপী, অতএব বৃত্রাসুর বধে ইন্দ্রের যেমন ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইয়াছিল, এখানেও তোমাকে গোবধের পাতক স্পর্শ করিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন কি করিলে পুনরায় পবিত্র হইতে পারি? শ্রীরাধা বলিলেন—পৃথিবীর সকল তীর্থ-বারিতে স্নান করিতে হইবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—কিজন্য পৃথিবী পর্য্যটন করিব? এখনই সকল তীর্থ আনয়ন করতঃ তাহাতে স্নান করিতেছি, তোমরা দেখ—এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে একটি আঘাত করিলেন এবং সকল তীর্থকে আহ্বান করিলেন। তাহাতে পাতাল হইতে ভোগবতী এবং সকল তীর্থ আসিয়া সেখানে বিরাজ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলিলেন—তীর্থসমূহ দর্শন কর। তাঁহারা বলিলেন—তোমার কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। তখন তীর্থসমূহ মূর্ত্তিধারণ করতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন—আমি লবণাব্ধি, আমি ক্ষীরাব্ধি, শ্রবণ করুণ আমি অমরদীর্ঘিকা, আমি শোণ, আমি সিন্ধু, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কর, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, যমুনা, সরযূ, প্রয়াগ, আমি রেবা—তোমরা জল দর্শন করিয়া বিশ্বাস কর ॥ ১-৫ ॥

এইভাবে সর্ব্বতীর্থ আহ্বান করতঃ শ্রীশ্যামকুণ্ড

প্রকট করিয়া স্নানান্তে শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী হইয়া গোপী-দিগকে "তোমরা তো জন্মমধ্যে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম কর নাই"—এই বলিয়া পরিহাস করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমতী রাধারাণী এক মনোহর কুণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং শ্যামকুণ্ডের পশ্চিমে সংলগ্ন ভূমিতে অরিষ্টাসুরের খুরাঘাত স্থানে সমস্ত সখীগণের হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা উত্তোলন করিয়া দুই দণ্ডের মধ্যে এক দিব্য মনোহর সরোবর খনন করিলেন। এইরূপে শ্রীরাধাকুণ্ড প্রকট হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্যামকুণ্ডের তীর্থজল আনিয়া রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করিতে বলিলে, শ্রীমতী রাধিকা বলিলেন—"না না না, শ্যামকুণ্ডের গোবধ-পাতকযুক্ত জল রাধাকুণ্ডে আনিলে, সব নিষ্ফল হইবে, বরং অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সখীগণের সহিত শতকোটি কুম্ভের দ্বারা মানস গঙ্গা হইতে জল আনয়ন করতঃ এখনই পূর্ণ করিব, তাহাতেই লোকে অতুলা কীর্ত্তি বিস্তৃত হইবে॥" ৬-১০॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে শ্যামকুণ্ড হইতে তীর্থগণ উঠিয়া দিব্যমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক শ্রীবৃষভানু-নন্দিনীকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সাশ্রুপূর্ণ-নয়নে স্তুতি করিতে লাগিলেন—হে দেবি! তোমার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ব্রহ্মা, হর বা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও জানেন না, কিন্তু একমাত্র পুরুষার্থ-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ তোমার ঘর্ম্মমার্জ্জনপরায়ণ হইয়া জানেন। যিনি মনোজ্ঞ যাবক-রসে তোমার পদকমল রঞ্জিত করিয়া নিত্য নূপুর পরাইয়া দেন এবং তোমার নয়নকমল-প্রান্তের প্রসাদ লাভ করিয়া নিজেকে পরম ধন্য মনে করতঃ প্রহৃষ্ট হন, সেই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাতেই আমরা আসিয়াছি তোমার পার্ষ্ণিঘাতে নির্ম্মিত কুণ্ডে বাস করিবার নিমিত্ত। তুমি যদি প্রসন্ন হইয়া কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমাদের আশালতা ফল-বতী হইতে পারে। নিখিল তীর্থগণের স্তুতি শ্রবণ করতঃ শ্রীরাধারাণী সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"ওহে! তোমাদের কি বাসনা, বল।" তখন তাহারা বলিল—"তোমার সরোবরে গমন করিলে আমরা সফল-কাম হইব, এই বর প্রার্থনা করি॥" ১১-১৫॥

তখন শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কান্তের বদনকমলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ স্মিতবদনে তীর্থগণকে আসিতে আদেশ করিলেন এবং সখীগণও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তাহাতে সুখসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া সমস্ত তীর্থগণ শ্যামকুণ্ডের ভিত্তি ভেদ করিয়া অতি বেগের সহিত নিজতীর্থজলে রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া কুণ্ড পরিপূর্ণ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—প্রিয়তমে! তোমার এই কুণ্ড আমার কুণ্ড হইতে মহিমায় অধিক হউক, (অর্থাৎ শ্যামকুণ্ড অপেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ডের মহিমা অধিক)। ইহাতেই আমার জলকেলি ও নিত্য স্নান হইবে। "যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে"—তোমার কুণ্ড আমার কাছে তোমার তুল্য প্রিয়॥ ১৬-১৮॥

শ্রীমতী রাধারাণী বলিলেন—আমিও নিজ সখী-গণের সহিত আসিয়া শত অরিষ্টমর্দ্দন হইলেও এই কুণ্ডে স্নান করিব এবং যে ব্যক্তি ভক্তিভরে অরিষ্ট-মর্দ্দন তোমার এই কুণ্ডে (শ্যামকুণ্ডে) স্নান ও তাহার তটে বাস করিবে, সে আমার অতিশয় প্রিয় হইবে। তারপর শ্রীকৃষ্ণ রাত্রিতে সেখানে রাসোৎসব বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণরূপ মেঘ মহারস-হর্ষ বর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীরাধিকা প্রভৃতি বিদ্যুতের দ্বারা সুশোভিত হইয়া ত্রিলোকমধ্যে দিব্যকীর্ত্তি স্থাপন করিলেন॥ ১৯-২০॥

'কুকদ্মিনং'—(১৫ নং শ্লোকের অংশ) ককুদ্-বিশিষ্ট বৃষাসুরকে নিহত করিয়া (শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন)। 'দেবদর্শনঃ নারদঃ'—দেব অর্থাৎ পরমেশ্বরের ন্যায় যিনি দর্শন করেন, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণলীলাতত্ত্ব যিনি জানেন, সেই দেবর্ষি নারদ। ইহার তাৎপর্য্যার্থ—ব্রজলীলার সমাপ্তি অবধারণ করিয়া মাথুরী-লীলার আবির্ভাব করা-ইবার জন্য কংস-দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় আনাইতে হইবে, এই বিষয়ে যুক্তিবিচারপূর্ণ কথা উত্থাপনে অতি বিচক্ষণ দেবদর্শন নারদ কংসের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন, তাহা বলিতেছেন—"যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং" (১৭ নং শ্লোকের অংশ), অর্থাৎ দেবকীর অষ্টমগর্ভে যিনি প্রসিদ্ধা কন্যা, তিনি যশোদার কন্যা এবং যশোদার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, দেবকীর পুত্র। আর নন্দপুত্ররূপে প্রসিদ্ধ বল-রাম, তিনি রোহিণীর পুত্র। যদি বল—তাহারা বসুদেবের পুত্র হইলে কে তাহাদিগকে ব্রজে পাঠাইল?

তাহাতে বলিতেছেন—তোমার ভয়ে বসুদেব কর্ত্তৃক তাহারা তাঁহার নিজ মিত্র নন্দের নিকটে রক্ষিত হইয়াছেন ॥ ১৫-১৭ ॥

নিশম্য তদ্ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভোজপতিঃ (কংসঃ) তৎ (নারদবচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) কোপাৎ (ক্রোধাৎ) প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (চঞ্চলেন্দ্রিয়ঃ সন্) বসুদেবজিঘাংসয়া (বসুদেবং হন্তুমিচ্ছয়া) নিশাতং (তীক্ষ্ণম্) অসিং (খড়্গম্) আদত্ত (জগ্রাহ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—কংস নারদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, তাহার ইন্দ্রিয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বসুদেবের হননেচ্ছায় তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করিল ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—অসিমাদত্তেতি বসুদেবস্য পরোক্ষমেব ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অসিম্ আদত্ত'—ভোজরাজ কংস তাহা শ্রবণ করিয়া বসুদেবকে বধ করিবার ইচ্ছায় শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিল, তাঁহার অসাক্ষাতেই ॥ ১৮ ॥

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্ববন্ধ সহ ভার্য্যয়া ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) নারদেন নিবারিতঃ (বসুদেবে হতে তৌ পলায়েতাং অতো ন বধ্যতামিতি বদতা নারদেন নিবারিতঃ) (সঃ কংসঃ) তৎ সুতৌ (তয়োঃ দেবকীবসুদেবয়োঃ সুতৌ রামকৃষ্ণৌ) আত্মনঃ (স্বস্য) মৃত্যুং (মরণহেতুং) জ্ঞাত্বা ভার্য্যয়া (দেবক্যা) সহ (তং বসুদেবং) লোহময়ৈঃ পাশৈঃ (শৃঙ্খলৈঃ) ববন্ধ (আবদ্ধবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তখন নারদ বলিলেন,—"হে রাজন্, সম্প্রতি বসুদেবকে হত্যা করিলে রামকৃষ্ণ পলায়ন করিবে, অতএব ইহার বধ যুক্তিযুক্ত নহে" এইরূপে নারদকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া দেবকী-বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে নিজের মৃত্যুর কারণ জানিয়া ভার্য্যাসহ বসুদেবকে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিবারিত ইতি হতে বসুদেবে তৌ পলায়েতাম্, কিঞ্চাধুনা তজ্জিঘাংসামপি বসুদেবো ন জ্ঞাপনীয়ঃ। তথা সতি স্বমিত্রং নন্দং প্রতি তেনোক্তে তদ্বৃত্তান্তে নন্দঃ সপুত্র এব পলায়িষ্যত ইত্যতো বসুদেবদেবক্যোর্বন্ধনমেবাধুনা কৃত্বা কেনাপি মিষেণ রামকৃষ্ণৌ মথুরামানীয়েতামিতি মন্ত্রং দদতেতি জ্ঞেয়ম্। নচ বসুদেবদেবক্যৌ বন্ধয়তা নারদেন তয়োর্বিপ্রিয়ং কৃতমিতি বাচ্যং, প্রত্যুত প্রিয়মেব কৃতং, পরমসোৎকণ্ঠাভ্যাং তাভ্যামায়ত্যাং স্বপুত্রমুখদর্শনানন্দলাভেন স মুনিরাশীঃশতসম্প্রদানপাত্রী করিষ্যত এবেতি মুনেস্তদ্বিষয়কোঽপরাধো নাভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবারিতঃ নারদেন'—নারদ বাধা দিয়া বুঝাইলেন, বসুদেবকে হত্যা করিলে তাহার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না, রামকৃষ্ণ পলায়ন করিবে। আর এখন তাঁহার বধের ইচ্ছাও যেন বসুদেব জানিতে না পারে। সেরূপ হইলে নিজমিত্র নন্দের প্রতি এই বৃত্তান্ত বলিলে, নন্দ পুত্রদ্বয়ের সহিত পলায়ন করিবে। অতএব এক্ষণে বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করিয়া কোন ছলে রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন কর—দেবর্ষি এরূপ মন্ত্রণা দান করিলেন। এই স্থলে বসুদেব ও দেবকীকে বন্ধন করিতে বলিয়া দেবর্ষি তাঁহাদিগের বিপ্রিয়কার্য্য করিয়াছেন, এরূপ বলা চলে না, পক্ষান্তরে তাঁহাদিগের প্রিয়কার্য্যই তিনি করিলেন, কারণ পরম উৎকণ্ঠিত তাঁহাদিগের পরবর্ত্তীকালে স্বপুত্রমুখ দর্শনজনিত আনন্দলাভে মুনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে শত শত আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। অতএব মুনির তদ্বিষয়ক কোন অপরাধ হয় নাই—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৯ ॥

প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্ ।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দেবর্ষৌ (নারদে) প্রতিযাতে (গতে) তু কংসঃ কেশিনং (তন্নামকং দৈত্যম্) আভাষ্য (আহূয়) ভবতা রামকেশবৌ হন্যেতাং (তয়োঃ হননং ক্রিয়তামিতি) প্রেষয়ামাস (ব্রজং প্রেরিতবান্) ॥২০॥

অনুবাদ—দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে কংস কেশিনামক দৈত্যকে আহ্বানপূর্ব্বক "তুমি ব্রজে যাইয়া রামকৃষ্ণকে বধ কর" এই বলিয়া ব্রজে প্রেরণ করিলেন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—বাগ্দেবীমতে হন্যেতাং প্রাপ্যেতাং তত্র লীয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হন্যেতাং'—কংস কেশিনামক দৈত্যকে বলিলেন, তুমি রাম-কৃষ্ণকে হনন কর, এখানে সরস্বতী-মতে অর্থ—প্রাপ্ত কর অর্থাৎ তাহাতে লীন হও। (যেহেতু হন্ ধাতুর অর্থ—বধ ও গতি, সুতরাং গত্যর্থক ধাতুর প্রাপ্তি অর্থ হয়) ॥ ২০ ॥

ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোষলকাদিকান্ ।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্ ॥২১

অন্বয়ঃ—ততঃ (কেশিপ্রেরণানন্তরং) ভোজরাট্ (কংসঃ) মুষ্টিকচাণূর-শল-তোষলকাদিকান্ (মুষ্টিক-প্রভৃতীন্) অমাত্যান্ (মন্ত্রিণঃ) হস্তিপান্ (হস্তিপালকান্) চ এব সমাহূয় আহ (উবাচ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কংস মুষ্টিক, চাণূর, শল, তোষলক প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে এবং হস্তিপালকগণকে আহ্বানপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ২১ ॥

ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীরচাণূরমুষ্টিকৌ ।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ২২ ॥
রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ ।
ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ভোঃ বীরচাণূর-মুষ্টিকৌ, এতৎ (মম বচঃ) নিশম্যতাম্ (আকর্ণ্যতাং) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) সুতৌ (পুত্রৌ রামকৃষ্ণৌ) নন্দব্রজে (নন্দস্য পুরে) কিল (নিশ্চিতম্) আসাতে (নিবসতঃ) ততঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং) মহ্যং (মম) মৃত্যুঃ (মরণং) নিদর্শিতঃ (বিধাত্রা নারদেন বা জ্ঞাপিতঃ) ইহ (মম পুরে) সম্প্রাপ্তৌ (আগতৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) ভবদ্ভ্যাং মল্ললীলয়া (মল্লক্রীড়য়া) হন্যেতাং (বধ্যেতাম্) ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—হে মহাবীর চাণূর, হে মহাবীর মুষ্টিক, তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। বসুদেবের নন্দন রামকৃষ্ণ নন্দপুরে বাস করিতেছে। তাহাদের হইতে আমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব তাহারা এখানে সমাগত হইলে তোমরা মল্লযুদ্ধে তাহাদের বিনাশ সাধন করিবে ॥২২-২৩ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মম নিদর্শিতো নারদেন ॥২২-২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং মৃত্যুঃ নিদর্শিতঃ'—তাহাদের অন্যতর দ্বারা আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত, ইহা নারদ বলিয়াছেন ॥ ২২-২৩ ॥

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ ।
পৌরা জানপদাঃ সর্ব্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্ ॥২৪॥

অন্বয়ঃ—মল্লরঙ্গ পরিশ্রিতাঃ (মল্লানাং রঙ্গঃ ক্রীড়াস্থানং তস্য পরিতঃ শ্রিতাঃ চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টনরূপেণ স্থিতাঃ) বিবিধাঃ (নানারূপাঃ) মঞ্চাঃ (উত্তুঙ্গস্তম্ভাদিরচিতস্থানানি) ক্রিয়ন্তাং পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ) জানপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) সর্ব্বে (জনাঃ) স্বৈরসংযুগং (স্বৈরেণ স্বচ্ছন্দতয়া নতু বলাৎ প্রবর্ত্তিততয়া সংযুগং মল্লযুদ্ধং) পশ্যন্তু ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ঐ মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বিবিধ মঞ্চ নির্ম্মাণ কর এবং পুরবাসী ও গ্রামবাসী সকলে আসিয়া এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত মল্লযুদ্ধ দর্শন করুক ॥২৪॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তয়োর্বঞ্চনার্থমুৎসাহবর্দ্ধনার্থঞ্চ মহোৎসবপ্রসিদ্ধিঃ ক্রিয়তামন্যথা তৌ পলায়িষ্যেতে ইত্যাহ,—মঞ্চা ইতি ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং'—তাহাদিগের বঞ্চনা ও উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত মহোৎসব আরম্ভ কর, অন্যথা তাহারা পলায়ন করিবে, এইজন্য বলিতেছেন—মল্লযুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে বিবিধ মঞ্চ নির্ম্মাণ কর ইত্যাদি ॥ ২৪ ॥

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাম্ ।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২৫॥

অন্বয়ঃ—(হে) ভদ্র, (হে) মহামাত্র, (হে হস্তিপালক) ত্বয়া রঙ্গদ্বারি (রঙ্গভূমের্দ্বারদেশে)

কুবলয়াপীড়ঃ (তন্নামা) দ্বিপঃ (মত্তহস্তী) উপনীয়তাং (সংস্থাপ্যতাং) তেন (হস্তিনা) মম অহিতৌ (শত্রূ) জহি (নাশয়) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর হস্তিপালককে বলিলেন,—হে ভদ্র, হে মহামাত্র, তুমি ঐ রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড়নামক মত্তহস্তীকে সংস্থাপন করিবে এবং তাহার দ্বারা আমার শত্রুদ্বয়কে বিনষ্ট করিবে ॥২৫॥

বিশ্বনাথ—মহামাত্র, হে হস্তিনিয়ন্তঃ, অহিতৌ শত্রূ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহামাত্র'—হে হস্তিপালক! তুমি রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে সংস্থাপন কর এবং 'মম অহিতৌ'—তাহার দ্বারা আমার শত্রুদ্বয়কে বধ কর ॥ ২৫ ॥

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—চতুর্দ্দশ্যাং যথাবিধি (যথাশাস্ত্রং) ধনুর্যাগঃ (তদাখ্যঃ যজ্ঞঃ) আরভ্যতাম্ (অনুষ্ঠীয়তাং) মীঢ়ুষে (বরদায়) ভূতরাজায় (ভূতরাজস্য প্রীতয়ে) মেধ্যান্ (পবিত্রান্) পশূন্ (ছাগাদীন্) বিশসন্তু (ছিন্দন্তু) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাশাস্ত্র ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করা হউক এবং বরদ মহেশ্বরের প্রীতির জন্য তাহাতে পবিত্র পশু সকল ছেদন করা হউক ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—মমাভ্যুদয়ার্থং বিশসন্তু ছিত্ত্বা যচ্ছন্তু। ভূতরাজায় ভূতেশ্বরায় মীঢ়ুষে বরদায় ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিশসন্তু'—আমার অভ্যুদয়ের জন্য বরদাতা ভূতেশ্বরের উদ্দেশ্যে পবিত্র যজ্ঞীয় পশুসকল বলিদান করা হউক ॥ ২৬ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতন্ত্রজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোঽক্রূরমুবাচ হ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ—অর্থতন্ত্রজ্ঞঃ (অর্থসিদ্ধান্তবিৎ রাজা কংসঃ) ইতি আজ্ঞাপ্য (অনুচরান্ আদিশ্য) যদুপুঙ্গবং (যাদবশ্রেষ্ঠম্ অক্রূরম্) আহূয় (আভাষ্য) পাণিনা পাণিং (তস্য হস্তং) গৃহীত্বা ততঃ উবাচ হ (কথয়তি স্ম) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—রাজনীতি-বিশারদ কংস অনুচরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে আহ্বানপূর্ব্বক স্বহস্তে তাহারা হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অর্থতন্ত্রং দ্বিতীয়পুরুষার্থস্যৈব সিদ্ধান্তং নতু ধর্ম্মমোক্ষয়োর্জানাতীতি সঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অর্থতন্ত্রজ্ঞঃ'—কংস দ্বিতীয় পুরুষার্থের (অর্থের) যে সিদ্ধান্ত, তদ্‌বেত্তা, কিন্তু ধর্ম্ম ও মোক্ষের নহে, অর্থাৎ কেবলমাত্র অর্থশাস্ত্রেই অভিজ্ঞ ॥ ২৭ ॥

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজ-বৃষ্ণিষু ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—ভোঃ ভোঃ দানপতে, (অক্রূর) মহ্যং (মম) মৈত্রং (মিত্রকার্য্যং) ক্রিয়তাম্। ভোজ-বৃষ্ণিষু (ভোজবংশে বৃষ্ণিবংশে চ) ত্বত্তঃ অন্যঃ (ত্বাং বিনা অপরঃ) আদৃতঃ (সাদরঃ) হিততমঃ (মঙ্গলকারী চ) ন বিদ্যতে ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে অক্রূর, আমার জন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ মিত্রোচিত কার্য্য করিতে হইবে, যেহেতু ভোজবংশে ও বৃষ্ণিবংশে তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার প্রতি অনুরাগযুক্ত এবং হিতকারী নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুং মৈত্রং মিত্রকৃত্যম্ ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মহ্যং মৈত্রং ক্রিয়তাম্'—হে দানপতে (বদান্যপ্রবর) অক্রূর! তুমি আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য একটি মিত্রোচিত কার্য্য কর ॥২৮

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনম্।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য, অতঃ (অস্মাৎ হেতো) বিভুঃ ইন্দ্রঃ যথা বিষ্ণুম্ আশ্রিত্য স্বার্থং (স্বপ্রয়োজনম্ অসুরনাশরাজ্যলাভাদিরূপম্) অধ্যগমৎ (প্রাপ্তঃ তথা অহমপি) কার্য্য গৌরবসাধনং (কার্য্যস্য গৌরবং

গুরুত্বং তস্য সাধনং গুরুপ্রয়োজনং সাধয়িতুমিত্যর্থঃ) ত্বাম্ আশ্রিতঃ (তবাশ্রয়ং গতঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—অতএব হে সৌম্য, প্রভু ইন্দ্র যেরূপ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া অসুরবিনাশ ও রাজ্যলাভ প্রভৃতি স্বার্থপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ আমিও গুরুতর প্রয়োজন সাধনের জন্য তোমাকে আশ্রয় করিয়াছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—কার্য্যং গৌরবেণ গুরুতয়া সাধয়তীতি তম্। মমাত্র বন্ধুষু মধ্যে ত্বত্তোঽন্যো নৈপুণ্যেন কার্য্যসাধকঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কার্য্যগৌরবসাধনং'—গুরুতর কার্য্য সাধনের নিমিত্ত, অর্থাৎ আমার এই বন্ধুদিগের মধ্যে তোমা অপেক্ষায় নৈপুণ্যে কার্য্য-সাধক অন্য কেহই নাই, সুতরাং আমার গুরুতর কার্য্য-সাধনে তুমিই সমর্থ, কাজে কাজেই তোমার আশ্রয় লইতেছি ॥ ২৯ ॥

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) নন্দব্রজং (নন্দপুরং) গচ্ছ, তত্র (নন্দব্রজে) আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) সুতৌ (পুত্রৌ রামকৃষ্ণৌ) আসাতে (বর্ত্তেতে) অনেন রথেন তৌ ইহ (মম স্থানে) আনয় মা চিরং (বিলম্বং মা কুরু) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তুমি সম্প্রতি নন্দপুরে গমন কর। সেখানে বসুদেবের পুত্রদ্বয় বাস করিতেছে। এই রথে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর। এ বিষয়ে বিলম্ব করিও না ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—অনেনেতি তর্জ্জন্যা কমপি নবীনং বিচিত্রং রথং দর্শয়তি বালকত্বান্নবীনং চিত্রমালোক্য তাভ্যামত্রায়াতুং শীঘ্রময়ং রথ আরোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। কংসভুক্তো রথো ভগবদারোহণানর্হ ইত্যনেন তত্র গত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অনেন'—এই রথেই তাহাদিগকে এখানে অবিলম্বে আনয়ন কর। এখানে 'এই'—পদের নির্দ্দেশে বুঝাইতেছে যে, কংস অঙ্গুলী দ্বারা নূতন কোনও একটি বিচিত্র রথ দেখাইয়া দিল। তাহারা বালক বলিয়া নবীন চিত্র দেখিয়া এখানে আসিবার জন্য শীঘ্র এই রথে আরোহণ করিবে। আর কংসভোগ্য রথ শ্রীভগবানের আরোহণের অযোগ্যহেতু অক্রূর সেই নূতন রথেই সেখানে গিয়াছিল, ইহা জানিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

নিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাভ্যুপায়নৈঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ (বিষ্ণোরাশ্রিতৈঃ) দেবৈঃ (তদ্‌বালদ্বয়রূপঃ) মে (মম) মৃত্যুঃ নিসৃষ্টঃ (রচিতঃ) কিল (ততঃ) সাভ্যুপায়নৈঃ (উপায়নৈঃ উপহারৈঃ সহ বর্ত্তমানৈঃ) নন্দাদ্যৈঃ গোপৈঃ সমং (সহ) তৌ (বালৌ) আনয় ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—বিষ্ণুর আশ্রিত দেবগণ ঐ বালকদ্বয়কে আমার মৃত্যুরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব উপহারধারী নন্দাদি গোপগণের সহিত তাহাদের দুইজনকে এখানে আনয়ন কর ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তৌ মে মৃত্যুনিতরাং সৃষ্টঃ। বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুস্তদাশ্রিতৈঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈকুণ্ঠ-সংশ্রয়ৈঃ দেবৈঃ'—বৈকুণ্ঠ বিষ্ণু, তাঁহার সম্যক্ আশ্রিত দেবগণের দ্বারা, এই বালকদ্বয়ের মধ্যে একটি আমার মৃত্যুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। (অর্থাৎ দেবগণ মৃত্যুরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহাতে আমার কি হইবে ?—এই ভাব।) ॥ ৩১ ॥

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা ।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ইহ আনীতৌ (তৌ কালকল্পেন (যমতুল্যেন) হস্তিনা ঘাতয়িষ্যে (মারয়িষ্যে) যদি ততঃ (হস্তিনঃ সকাশাৎ) মুক্তৌ (পরিত্রাতৌ ভবিষ্যতঃ তদা) বৈদ্যুতোপমৈঃ (অশনিতুল্যৈঃ) মল্লৈঃ ঘাতয়ে (মারয়ামি) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—এখানে আনয়ন করিলে যমতুল্য হস্তিদ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিব। যদি দৈবাৎ হস্তীর নিকট হইতে পরিত্রাণ লাভ করে তাহা হইলে বজ্রতুল্য মল্লগণদ্বারা তাহাদের বিনাশ-সাধন করিব॥৩২

বিশ্বনাথ—বৈদ্যুতোপমৈরশনিতুল্যৈঃ ।। ৩২ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈদ্যুতোপমৈঃ'—বজ্রতুল্য মল্লগণ দ্বারা তাহাদের বিনাশ-সাধন করিব ।। ৩২ ।।

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্ ।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ ।। ৩৩ ।।

অন্বয়ঃ—তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিহতয়োঃ (সতোঃ) বসুদেবপুরোগমান্ (বসুদেব-প্রমুখান্) বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ (তত্তদ্‌বংশীয়ান্) তপ্তান্ (শোক-সন্তপান্) তদ্‌বন্ধূন্ (তৎসুহৃদং) নিহনিষ্যামি ।।৩৩

অনুবাদ—তাহারা দুইজন নিহত হইলে পশ্চাৎ বসুদেবপ্রমুখ বৃষ্ণি, ভোজ ও দাশার্হ-বংশজাত শোক-সন্তপ্ত তদীয় বন্ধুগণকে নিহত করিব ।। ৩৩ ।।

বিশ্বনাথ—তয়োর্নিহতয়োঃ সতোঃ ।। ৩৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তয়োঃ নিহতয়োঃ'—রাম-কৃষ্ণ নিহত হইলে, শোক-সন্তপ্ত তদীয় বন্ধুগণকে বিনষ্ট করিব ।। ৩৩ ।।

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্ ।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ।।৩৪।।

অন্বয়ঃ—রাজ্যকামুকং (রাজ্যাভিলাষিনং) স্থবিরং (বৃদ্ধং) পিতরং (মজ্জনকম্) উগ্রসেনং চ তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ যে চ অন্যে মম বিদ্বিষঃ (শত্রবঃ তিষ্ঠন্তি তান্ সর্ব্বান্ নিহনিষ্যামি) ।। ৩৪ ।।

অনুবাদ—রাজ্যাভিলাষী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তদীয় ভ্রাতা দেবক এবং অন্য যে সকল আমার শত্রু আছে তাহাদিগকেও অতঃপর বিনষ্ট করিব ।।৩৪।।

বিশ্বনাথ—যে চান্যে তাংশ্চ ।। ৩৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যে চ অন্যে'—আর অন্যান্য যাহারা আমার বিদ্বেষী, তাহাদিগকেও বিনাশ করিব ।। ৩৪ ।।

ততশ্চৈষা মহী মিত্র ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা ।
জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ।। ৩৫ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) মিত্র, ততঃ চ (তস্মাদনন্তরমেব) এষা মহী (পৃথিবী) নষ্টকণ্টকা (শত্রুহীনা) ভবিত্রী (ভবিষ্যতি) ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—হে মিত্র, তাহা হইলে অতঃপর এই পৃথিবী আমার শত্রুশূন্যা হইবে ।। ৩৫ ।।

শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্ ।।৩৬

অন্বয়ঃ—জরাসন্ধঃ (তন্নামকো রাজা) মম গুরুঃ (ভবতি) দ্বিবিদঃ (তন্নামকো রাজা) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সখা (ভবতি) শম্বরঃ নরকঃ বাণঃ (এতে চ) ময়ি এব কৃতসৌহৃদাঃ (মিত্রভাবাপন্নাঃ বর্ত্তন্তে) অহং তৈঃ (জরাসন্ধ-প্রভৃতিভিঃ সহায়ভূতৈঃ) সুর-পক্ষীয়ান্ (দেবপক্ষ গতান্) নৃপান্ (নরপতীন্) হত্বা মহীং (সর্ব্বাং পৃথ্বীং) ভোক্ষ্যে ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—জরাসন্ধ আমার গুরু, দ্বিবিদ আমার প্রিয় সখা এবং শম্বর, নরক, বাণ প্রভৃতি রাজগণ আমার মিত্রভাবাপন্নরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সাহায্যে দেবপক্ষপাতী রাজগণকে বধ করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিব ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—ননু, কথং নষ্টকণ্টকা স্যাজ্জরা-সন্ধাদীনাং বিদ্যমানত্বাদেব ? তত্রাহ,—জরেতি। গুরুঃ শ্বশুরঃ ।। ৩৫-৩৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—জরাসন্ধ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিতে কি করিয়া এই পৃথিবী নিষ্কণ্টক হইবে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'জরাসন্ধঃ মম গুরুঃ' জরাসন্ধ আমার পিতৃতুল্য (শ্বশুর) ।। ৩৫-৩৬ ।।

এতজ্‌জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়—এতৎ (মৎপ্রয়োজনং) জ্ঞাত্বা (অবগম্য) ক্ষিপ্রং (সত্বরং) ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং (তদ্‌যজ্ঞ-দর্শনার্থং তথা) যদুপুরশ্রিয়ং (যদুপুরস্য সৌন্দর্য্যং) দ্রষ্টুম্ অর্ভকৌ (বালৌ) রামকৃষ্ণৌ (ইহ) আনয় ।।৩৭

অনুবাদ—তুমি আমার এই প্রয়োজন অবগত হইয়া সত্বর ধনুর্যজ্ঞ এবং যদুপুরের শোভা দর্শনের ছলে তাহাদের দুইজনকে এখানে আনয়ন কর ।।৩৭।।

বিশ্বনাথ—ইদং রহস্যতত্ত্বং ন বাচ্যং বাচ্যস্ত্বেতদিত্যাহ—ধনুরিতি ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই রহস্যতত্ত্ব বাহিরে প্রকাশ করিবে না, তুমি ধনুর্যজ্ঞ-নিরীক্ষণ ও যদুপুরীর শোভা-দর্শনের ছলে বালক বলরাম ও কৃষ্ণকে শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ৩৭ ॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ—

রাজন্ মনীষিতং সধ্র্যক্ তব স্বাবদ্যমার্জ্জনম্ ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্য্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ,—(হে) রাজন্, তব স্বাবদ্যমার্জ্জনং (স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জ্জনং) মনীষিতং (বিচারিতং) সধ্র্যক্ (সম্যক্ ভবতি), সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (মনীষিতস্য সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ) সমং কুর্য্যাৎ (সমজ্ঞানং কুর্য্যাৎ) হি (যস্মাৎ) দৈবং (ভাগ্যমেব) ফলসাধনং (ফলস্য নিষ্পাদকং ভবতি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅক্রূর বলিলেন,—হে রাজন, আপনি স্বীয় মৃত্যু নিবারণের সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করিয়াছেন। তবে ঈপ্সিত বিষয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে তুল্যজ্ঞান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু—দৈবই কার্য্যের ফল নিষ্পাদক হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মনীষিতং সধ্র্যক্ সম্যক্ স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জ্জনম্। তদপ্যত্র নীতিশাস্ত্রবিধিং শৃণ্বিত্যাহ,—সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি। মনীষিতস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ পুমান্ সমং ভাবমিতি শেষঃ। হি যতো দৈবমদৃষ্টমেব ভদ্রমভদ্রং বা ভাবয়তি করোতীতি তৎ ॥৩৮

টীকার বঙ্গানুবাদ—অক্রূর বলিলেন—রাজন্! আপনি নিজমৃত্যু নিবারণের উপায় সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করিয়াছেন বটে, তথাপি এই বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের বিধি শ্রবণ করুণ, ইহা বলিতেছেন—'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ', অর্থাৎ বিচার্য্য বিষয়ের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে তুল্যজ্ঞান করা কর্ত্তব্য। কারণ 'দৈবং হি ফলভাবনং', দৈব অর্থাৎ অদৃষ্টই ভদ্র বা অভদ্র ফল প্রদান করে। এখানে—'ফলসাধনং', এই পাঠান্তর আছে, তাহাতে দৈবই ফল-সাধক, এই অর্থ ॥ ৩৮ ॥

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি ।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাংতথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥৩৯

অন্বয়ঃ—জনঃ দৈবহতান্ (প্রতিকূলদৈবেন নাশিতান্) অপি মনোরথান্ উচ্চৈঃ করোতি (মহতা প্রযত্নেন সাধয়িতুং চেষ্টতে ইত্যর্থঃ ততঃ) হর্ষশোকাভ্যাং (কদাচিৎ হর্ষেণ কদা বা শোকেন) যুজ্যতে (যুক্তো ভবতি) তথাপি (অহং) তে (তব) আজ্ঞাং (নির্দ্দেশং) করোমি (পালয়ামি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—মনুষ্য দৈবকর্ত্তৃক বিনষ্ট ঈপ্সিত বিষয়ের সাধনের জন্যও মহাযত্ন করিয়া থাকে, অতএব কখনও হর্ষযুক্ত কখনও বা বিষাদযুক্ত হইয়া থাকে। যাহা হউক আমি আপনার এই আদেশ পালন করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—জন্তুনিকৃষ্টলোকো নতু ভবানিতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তুতস্তু ত্বং জন্তুরেব পশুনির্ব্বিশেষ ইত্যর্থঃ। দৈবহতান্ অপিকারাদ্দৈবপালিতান্ মনোরথান্ করোতি তত্র দৈবপালিতেষু মনোরথেষু হর্ষঃ। দৈবহতেষু শোকঃ তাভ্যাং জন্তুর্যুজ্যতে যুক্তো ভবতি। তথাপি এবমপি তবাজ্ঞাং করোমি যতো ভবাংস্তু ভাগ্যবান্ হর্ষমেব প্রাপ্স্যতীতি প্রকটো ভাবঃ। বস্তুতস্তু তথাপি যদ্যপি জন্তোর্মুমূর্ষোস্তবাজ্ঞাং কর্ত্তুং ন যুজ্যতে তদপি করোমি, তব রাজত্বান্মম তু ত্বৎপ্রজাত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অথাপি তব মনোরথাসিদ্ধাবপি মম তু মনোরথঃ সেৎস্যত্যেবেত্যাজ্ঞাং করোমীতি ॥ ৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষট্‌ত্রিংশো দশমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জন্তু'—নিকৃষ্ট লোক, কিন্তু আপনি নহেন, ইহা প্রকটার্থ। বাস্তবিক অর্থ—আপনি পশুনির্ব্বিশেষ জন্তুই। 'দৈবহতান্ অপি'—দৈবকর্ত্তৃক বিনষ্ট, এখানে 'অপি'-শব্দ প্রয়োগে, প্রাণিগণ দৈববিনষ্ট কিম্বা দৈবপালিত মনোরথ সম্পাদনে বিশেষরূপে যত্নবান্ হয়, অর্থাৎ দৈবপালিত মনোরথে হর্ষ এবং দৈববিনষ্ট মনোরথে শোক, তাহাদের দ্বারা

প্রাণিগণ আক্রান্ত হয়। 'তথাপি'—এইরূপ হইলেও আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, যেহেতু আপনি ভাগ্যবান্ হর্ষ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা প্রকটার্থ। বস্তুতঃ যদিও মুমূর্ষু আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা উচিত নহে, তথাপি আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, কারণ আপনি রাজা, আর আমি প্রজা—এই ভাবার্থ। অথবা—আপনার মনোরথ সিদ্ধিতে আমারও মনোরথ সিদ্ধি হইবে (অর্থাৎ পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের দর্শন লাভ ঘটিবে, এবং ভগবানের কংসবধের আনুকূল্যও হইবে), এইজন্য আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব ॥ ৩৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে-ঽক্রূরসম্প্রেষণং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ কংসঃ অক্রূরম্ এবম্ আদিশ্য মন্ত্রিণঃ চ বিসৃজ্য (সন্ত্যজ্য) গৃহং প্রবিবেশ, তথা (এবম্) অক্রূরঃ স্বং আলয়ং (স্বকীয়ং নিবাসং প্রবিবেশ) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—কংস অক্রূরকে এইরূপ আদেশ প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে বিদায় দিয়া নিজ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে অক্রূরও নিজগৃহে গমন করিলেন ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্ম্মহীং
মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্ব্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ ॥ ১ ॥

তং ত্রাসয়ন্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্ধেষিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদম্।
আত্মানমাজৌ মৃগয়ন্তমগ্রণী-
রুপাহ্বয়ৎ স ব্যনদন্ মৃগেন্দ্রবৎ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অশ্বরূপধারী কেশীদানব বধ, শ্রীকৃষ্ণের ভাবিকর্ম্মসমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা নারদের শ্রীকৃষ্ণ-স্তব এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্যোমাসুর বিনাশ বর্ণিত হইয়াছে।

কংসপ্রেরিত কেশীদানব বৃহৎকায় অশ্বরূপ ধারণ করিয়া ব্রজে গমনপূর্ব্বক হ্রেষারবে গোকুলকে সন্ত্রস্ত করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া উহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন। কেশী শ্রীকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইয়া পাদ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়না করিতে চেষ্টা করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে উহাকে চারিশত হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় কেশী প্রথমে মূর্চ্ছিত ও পরে লব্ধচেতন হইয়া সক্রোধমুখব্যাদন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আগমন করিল। শ্রীকৃষ্ণ

উহার মুখবিবরে স্বীয় বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কেশী উহা চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইলে উত্তপ্ত লৌহের তাপ অনুভব করিল। হস্ত ক্রমে ক্রমে স্থূলাকার হইয়া উহার মুখমধ্যে বায়ুর গমনাগমন বন্ধ করিলে ঐ দুরন্ত দানব সাতিশয় যন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিল। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হস্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া তদ্‌বিনাশনিমিত্ত কোনপ্রকার গর্ব্ব প্রদর্শন না করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণ সমীপে আগমন করিয়া তাঁহার ভাবি লীলাসমূহ কীর্ত্তনের দ্বারা তাঁহার বিবিধ স্তব ও প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন। একদিন গোচারণ করিতে করিতে রাম-কৃষ্ণ ও গোপবালকগণ নিলায়ননামক ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ মেষ, কেহ কেহ চোর এবং কেহ বা মেষপালক সাজিলেন। চোরগণ মেষ অপহরণ করিতে থাকিলে মেষপালকগণ তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে কংসপ্রেরিত ব্যোমনামক অসুর গোপালবেশ ধারণপূর্ব্বক চোরগণের দলে মিশিয়া মেষের সাজে সজ্জিত গোপালগণকে অপ-হরণপূর্ব্বক গিরিগুহা মধ্যে রক্ষা করিয়া শিলাদ্বারা দ্বার আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকল গোপালগণকে অপহরণ করিয়া চারি পাঁচ জন মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ উহার কর্ম্ম অবগত হইয়া উহাকে আক্রমণ ও হস্তদ্বারা নিগ্রহ করিয়া পশুমারণবৎ তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন।

অন্বয়ঃ—কংসপ্রহিতঃ (কংসেন প্রেরিতঃ যঃ) তু কেশী (কেশিনামকো দৈত্যঃ) মহাহয়ঃ (বিশাল-ঘোটকমূর্ত্তিঃ সন্) খুরৈঃ মহীং নির্জ্জরয়ন্ (বিদারয়ন্) হেষিত ভীষিতাখিলঃ (হেষিতেন হ্রেষাশব্দেন ভীষিতং ভয়ং প্রাপিতম্ অখিলং সর্ব্বং প্রাণিজাতং যেন সঃ) সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং (সটাভিঃ কেশরৈঃ অব-ধূতানি ইতস্ততঃ ক্ষিপ্তানি অভ্রাণি বিমানানিচ তৈঃ সঙ্কুলং সঙ্কীর্ণং) নভঃ (আকাশং) কুর্ব্বন্ (আগতঃ) তদ্ধেষিতৈঃ (তৈঃ হ্রেষাশব্দৈঃ) স্বগোকুলং ত্রাসয়ন্তং (ভীষয়ন্তং) বালবিঘূর্ণিতাম্বুদং (বালৈঃ পুচ্ছৈঃ বিঘূর্ণিতাঃ সঞ্চালিতাঃ অম্বুদাঃ মেঘাঃ যেন তং) আজৌ (যুদ্ধে) আত্মানং (স্বং শ্রীকৃষ্ণং) মৃগয়ন্তম্ (অন্বিষ্যন্তং) তং (কেশিনং) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অগ্রণীঃ (পুরতো নির্গতঃ সন্) উপাহ্বয়ৎ (স্ব-সমীপম্ আজুহাব) সঃ (কেশী চ) মৃগেন্দ্রবৎ (সিংহ ইব) ব্যনদৎ (নাদমকরোৎ) ॥ ১-২ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—কংসপ্রেরিত কেশি নামক দৈত্য বিশাল ঘোটক মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক খুরদ্বারা ভূমিতল বিদীর্ণ করিয়া হ্রেষারবে সমস্ত প্রাণিগণকে ভীত এবং কেশর সঞ্চালনে আকাশস্থ মেঘমালা ও বিমান-সকলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমাগত হইল। ভগবান্ ঐ ঘোটকের হ্রেষাধ্বনিতে নিজ গোকুলকে ভীত, পুচ্ছ ঘূর্ণনে মেঘরাশিকে সঞ্চালিত এবং যুদ্ধার্থ নিজকে অন্বেষণ করিতে দেখিয়া স্বয়ংই অগ্রসর হইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। তখন সেও সিংহনাদ করিয়া উঠিল ॥ ১-২ ॥

বিশ্বনাথ—

সপ্তত্রিংশে কেশি-বধো ভাবি-লীলোক্তিভিঃ স্তুতিঃ।
নারদেন হরেশ্চৌর্য্যক্রীড়া ব্যোমবধোঽপ্যভূৎ ॥

কেশী তু যঃ কংস-প্রহিতস্তং ভগবানুপাহ্বয়দিতি দ্বিতীয়েনান্বয়ঃ। যদ্বা নন্দব্রজং জগামেতি শেষো দেয়ঃ। নির্জ্জরয়ন্ খুরাঘাতৈর্মহীং নিঃশেষেণ জীর্ণাং কুর্ব্বন্ সটাভিঃ কেশরৈরবধূতানি কম্পিতানি অভ্রাণি বিমানানি চ তৈঃ সঙ্কুলং ব্যাপ্তং নভঃ কুর্ব্বন্। হ্রেষিতমশ্বজাতিশব্দঃ বালাঃ পুচ্ছলোমানি। স কেশী চ ব্যনদৎ ॥ ১-২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ে কেশি-দৈত্য বধ, ভাবি লীলাকীর্ত্তন দ্বারা নারদের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের নিলায়নক্রীড়ায় ব্যোমাসুর বধ বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'কেশী তু'—যে কেশী নামক দৈত্য কংস প্রেরিত, তাহাকে ভগবান্ কৃষ্ণ আহ্বান করিলেন, দ্বিতীয় শ্লোকের 'উপাহ্বয়ৎ' এই ক্রিয়া পদের সহিত অন্বয়। অথবা—কংস-প্রেরিত কেশী নন্দব্রজে গমন করিল, এই অর্থ। 'নির্জ্জরয়ন্'—খুরাঘাতে ধরাতল বিদীর্ণ করিতে করিতে। 'নভঃ সটাব-ধূতাভ্রবিমান-সঙ্কুলং কুর্ব্বন্'—কেশরের আঘাতে আকাশের মেঘসমূহ ও বিমানসমূহকে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সমাগত হইল। 'হ্রেষিতং'—

অশ্বজাতির শব্দ। 'বালাঃ'—অর্থাৎ পুচ্ছলোমসমূহের দ্বারা মেঘরাশিকে সঞ্চালিত করিয়া, যুদ্ধার্থ নিজেকে (কৃষ্ণকে) অন্বেষণরত সেই কেশীদৈত্যকে শ্রীকৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া আহ্বান করিলে, 'স চ ব্যনদৎ'—সেই কেশীও সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল ।।১-২।।

স তং নিশাম্যাভিমুখো মুখেন খং
পিবন্নিবাভ্যদ্রবদত্যমর্ষণঃ।
জঘান পদ্ভ্যামরবিন্দলোচনং
দুরাসদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ ।। ৩ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ (কেশী) তং (শ্রীকৃষ্ণং) নিশাম্য (দৃষ্ট্বা) মুখেন খম্ (আকাশং) পিবন্ ইব (গ্রসন্ ইব তাদৃক্ মুখং ব্যাদায় ইত্যর্থঃ) অভিমুখঃ (সন্) অভ্যদ্রবৎ (অভিজগাম কিঞ্চ) অত্যমর্ষিতঃ (অতি-কুপিতঃ সন্) দুরাসদঃ (অন্যৈঃ অভিভবিতুমশক্যঃ) চণ্ডজবঃ (বেগবান্) দুরত্যয়ঃ (দুরতিক্রমঃ সঃ) পদ্ভ্যাং (প্রত্যক্-চরণাভ্যাম্) অরবিন্দলোচনং (শ্রীকৃষ্ণং) জঘান (প্রহারয়ামাস) ।। ৩ ।।

অনুবাদ—সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র আকাশ গ্রাস করিবার মত মুখবিস্তার করিয়া তাঁহার অভি-মুখে ধাবিত হইল এবং দুরাসদ অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক পরাজয়ের অযোগ্য প্রচণ্ডবেগশালী দুরতিক্রম ঐ অসুর অতি কুপিত হইয়া তাঁহাকে পশ্চাৎ পদদ্বয়দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ।। ৩ ।।

বিশ্বনাথ—স কেশী তং শ্রীকৃষ্ণং নিশাম্য দৃষ্ট্বা দুরাসদঃ অন্যৈর্নিকটমপি গন্তুমশক্যঃ। দুরত্যয়ঃ কুতঃ পুনরতিক্রমিতুং শক্য ইত্যর্থঃ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স তং নিশাম্য'—সেই কেশী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াই (পশ্চাতের পদদ্বয় দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিল)। কেশী কেমন? তাহাতে বলি-তেছেন—'দুরাসদঃ দুরত্যয়ঃ', অপর ব্যক্তি সমীপে যাইতেও অসমর্থ, তাহাতে আবার অতিক্রম করিবে কিরূপে?—এই ভাবার্থ ।। ৩ ।।

তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা
প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ।। ৪ ।।

অন্বয়ঃ—অধোক্ষজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তৎ (কেশি-কৃতং হননং) বঞ্চয়িত্বা (পরিহৃত্য) রুষা (ক্রোধেন) দোর্ভ্যাং (হস্তাভ্যাং) পাদয়োঃ (প্রহারার্থং) প্রসা-রিতয়োঃ চরণয়োঃ) প্রগৃহ্য (গৃহীত্বা) পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) উরগং যথা (সর্পং ইব, যথা গরুড় সর্পং হেলয়া দূরে নিক্ষিপতি তথা) সাবজ্ঞম্ (অবজ্ঞয়া সহ) ধনুঃশতান্তরে (চতুঃশত-হস্তান্তরে) উৎসৃজ্য (নিক্ষিপ্য) ব্যবস্থিতঃ (স্বয়ং নিশ্চলং যথাস্থানং স্থিতঃ) ।। ৪ ।।

অনুবাদ—তখন অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) শ্রীকৃষ্ণ তৎকৃত পাদপ্রহার পরিহার পূর্ব্বক ক্রোধে নিজ হস্ত-দ্বয় দ্বারা তাহার প্রসারিত পদদ্বয় ধারণ করিলেন এবং আকাশে ঘূর্ণন করিয়া গরুড় যেরূপ সর্পকে হেলায় দূরে নিক্ষেপ করে সেইরূপ অবজ্ঞার সহিত উহাকে চারিশতহস্ত দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বয়ং নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন ।। ৪ ।।

বিশ্বনাথ—তৎ হননং বঞ্চয়িত্বা তং দোর্ভ্যাং স্ব-হস্তাভ্যাং হন্তুং প্রসারিতয়োঃ পদয়োঃ প্রগৃহ্য পরিবিধ্য ভ্রাময়িত্বা বিশেষেণ স্বস্থান এবাবস্থিতঃ ।। ৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদ্ বঞ্চয়িত্বা'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার সেই পদাঘাত বঞ্চনা করিয়া (এড়া-ইয়া) দুই হস্ত দ্বারা তাহার প্রসারিত পদদ্বয় ধরিয়া, ক্রোধভরে ঘুরাইতে ঘুরাইতে চারিশতহস্ত দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক 'ব্যবস্থিতঃ'—নিজে স্বস্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।। ৪ ।।

সঃ লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা
ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্।
সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্
প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ।। ৫ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ কেশী লব্ধসংজ্ঞঃ (প্রাপ্তচেতনঃ) পুনঃ উত্থিতঃ (সন্) ব্যাদায় (মুখং প্রসার্য্য) রুষা (ক্রোধেন) তরসা (বেগেন) হরিম্ অপতৎ (তং প্রতি আজগাম) সঃ (হরিঃ) অপি স্ময়ন্ (হসন্) বিলে (গর্ত্তে) উরগং (সর্পং) যথা (ইব) অস্য

(কেশিনঃ) বক্ত্রে (মুখগহ্বরে) উত্তরং ভুজং (বামবাহুং) প্রবেশয়ামাস ।। ৫ ।।

অনুবাদ—অনন্তর কেশী চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মুখ প্রসারিত করিয়া ক্রোধে অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। শ্রীকৃষ্ণও হাসিতে হাসিতে গর্ত্তমধ্যে সর্প প্রবেশের ন্যায় তাহার মুখগহ্বরে স্বীয় বামবাহু প্রবেশ করাইলেন ।। ৫ ।।

বিশ্বনাথ—সংজ্ঞা চেতনা, ব্যাদায় মুখং প্রসার্য্য। হরিং প্রত্যাপতদাদ্রবৎ। স হরিরপি স্ময়মান ইতি 'কিমরে গ্রসিতুমায়াসি গ্রসে'তি বামাঙ্গুষ্ঠং দর্শয়িত্বা উত্তরং বামং ভুজং যথেতি মূষকং ঘাতয়িতুং মূষকবিলে যথা কশ্চিদুরগং প্রবেশয়তি তথৈব কেশিপ্রাণঘাতার্থং তস্য বক্ত্রে ইতি। উরগশ্চ সস্পৃহমকষ্টমেব যথা তত্র প্রবিশতি তথৈব ভুজোঽপি প্রবিবেশ ।। ৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সঃ লব্ধসংজ্ঞঃ'—সেই দৈত্য চেতনা লাভ করিয়া ক্রোধভরে মুখ প্রসারণপূর্ব্বক বেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইল। তখন শ্রীহরিও ঈষৎ হাস্য করিয়া, "অরে দুষ্ট! গ্রাস করিতে আসিয়াছ, ভাল, গ্রাস কর"—এই বলিয়া তাহাকে বামাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক, যেরূপ কোনও ব্যক্তি মূষিককে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মূষিকের গর্ত্তে সর্প প্রবেশ করায়, সর্পও স্পৃহার সহিত অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ করে, সেরূপ কেশীর প্রাণঘাতনার্থ তাহার মুখে স্বীয় বাম বাহু প্রবেশ করাইলেন ।। ৫ ।।

———

দন্তা নিপেতুর্ভগবদ্ভুজস্পৃশ-
স্তে কেশিনস্তপ্তময়স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চ তদ্দেহগতো মহাত্মনো
যথাময়ঃ সংববৃধে উপেক্ষিতঃ ।। ৬ ।।

অন্বয়ঃ—কেশিনঃ (কেশিদৈত্যস্য) ভগবদ্ভুজস্পৃশঃ (চর্ব্বণায় ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তাদৃশঃ) তে (ব্যাদানেন বিবৃতাঃ) দন্তাঃ তপ্তময়স্পৃশঃ (তপ্তময়ং অতিতপ্তং লৌহাদিস্পৃশন্তঃ) যথা (ইব) নিপেতুঃ (পতিতাঃ) তদ্দেহগতঃ (তস্য কেশিনঃ দেহগতঃ মুখমধ্যং প্রবিষ্টঃ) মহাত্মনঃ (শ্রীহরেঃ) বাহুঃ চ উপেক্ষিতঃ (অচিকিৎসিতঃ) আময়ঃ (জলোদরাখ্যঃ রোগঃ) যথা (ইব) সংববৃধে হি (বর্দ্ধিতো বভূব) ।।৬।।

অনুবাদ—তখন কেশি দৈত্যের দন্তসকল চর্ব্বণের জন্য যেমন ভগবানের ভুজস্পর্শ করিল তৎক্ষণাৎ অতি তপ্ত লৌহাদিস্পর্শে যেন স্খলিত হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার মুখমধ্যগত শ্রীকৃষ্ণের বাহু অচিকিৎসিত জলোদর রোগের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত দংষ্ট্রাকরালে তস্য বক্ত্রবিবরে নীলোৎপলমৃণালসুকুমারস্তস্য ভুজঃ কথং প্রবিবেশেতি শঙ্কাকুলং রাজানং তত্ত্বমাহ,—দন্তা ইতি। চর্ব্বণায় ভগবদ্ভুজং স্পৃশন্তীতি তথা তে দন্তা নিপেতুঃ নির্ম্মূলতয়া পেতুঃ। তপ্তময়ঃ লৌহং স্পৃশন্তীতি স্পৃশঃ পদার্থা যথা অয় ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যভাবো ধারৈরামোদমুত্তমমিতি নির্দ্দেশাৎ। নীলোৎপলসুকুমারশীতলমপি তদ্ভুজমতিসন্তপ্তবজ্রনির্ম্মিতমিব কেশী স্বদন্তৈঃ স্পৃষ্ট্বা অমন্যতেতি ভাবঃ। "পিত্তেন দূনে রসনে সিতাপি তিক্তায়তে" ইতি ন্যায়াৎ ববৃধে ইতি বৃদ্ধিরঘাসুরবধ ইব ব্যাখ্যেয়া। আময়ো জলোদরম্ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হন্ত হন্ত'—হায় হায়! দন্তদ্বারা ভীষণ সেই কেশী নামক দানবের মুখবিবরে ভগবান্ কিরূপে নীলপদ্মের মৃণালের ন্যায় সুকোমল বাহু প্রবেশ করাইলেন, এইরূপ শঙ্কায় আকুল রাজাকে 'তত্ত্বং' যথার্থ বলিতেছেন—'দন্তাঃ' ইত্যাদি। কেশীর সেই দন্তসমূহ, চর্ব্বণের জন্য যখন শ্রীভগবানের হস্ত স্পর্শ করিল, তখন লৌহস্পর্শী পদার্থের ন্যায় সমূলে নিপতিত হইতে লাগিল, অর্থাৎ যেমন তপ্ত লৌহাদির স্পর্শমাত্রে দন্তাদি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়, সেরূপ ভগবানের হস্ত স্পর্শমাত্রে কেশীর দন্তসমূহ পতিত হইল। শ্রীভগবানের বাহু নীলোৎপলের ন্যায় সুকুমার শীতল হইলেও কেশী দন্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া অতিসন্তপ্ত বজ্রনির্ম্মিতের ন্যায় বোধ করিয়াছিল, যেহেতু পিত্তাদি রোগে জিহ্বা তিক্ত হইলে সুমিষ্ট মিশ্রীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়। 'মহাত্মনঃ' মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাহুও কেশী দানবের দেহগত হইয়া উপেক্ষিত জলোদর রোগের ন্যায় 'সংববৃধে'—সম্যক্ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৃদ্ধি অঘাসুর বধের ন্যায় (১০।১২।৩০ শ্লোকে) জানিতে হইবে ।। ৬ ।।

———

সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ
পপাতলেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কেশী চ) সমেধমানেন (সংবর্দ্ধমানেন) কৃষ্ণবাহুনা (ভগবতঃ ভুজেন) নিরুদ্ধবায়ুঃ (সংবৃতপ্রাণাদি-বায়ুসঞ্চারঃ) চরণান্ (পাদান্) নিক্ষিপন্ চ প্রস্বিন্নগাত্রঃ (ঘর্ম্মাক্তদেহঃ) পরিবৃত্তলোচনঃ (বিকৃতনেত্রঃ) লেণ্ডং (পুরীষং) বিসৃজন্ (ত্যজন্) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণঃ সন্) ক্ষিতৌ পপাত ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের ক্রম-বর্দ্ধমান বাহুদ্বারা তাহার প্রাণাদিবায়ুসঞ্চার রুদ্ধ হইয়া উঠিলে সে ইতস্ততঃ পদনিক্ষেপ এবং ঘর্ম্মাক্ত-দেহে ও বিস্তৃত নয়নে পুরীষ পরিত্যাগ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া ভূপতিত হইল ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—লেণ্ডং পুরীষম্ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লেণ্ডং'—বিষ্ঠা (শ্রীকৃষ্ণের ক্রমবর্দ্ধনশীল বাহুদ্বারা শ্বাসবায়ু রুদ্ধ হইলে কেশী বিষ্ঠা ত্যাগ করিতে করিতে প্রাণহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইল।) ॥ ৭ ॥

তদ্দেহতঃ কর্কটিকাফলোপমাদ্
ব্যসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্নহতারিকঃ সুরৈঃ
প্রসূনবর্ষৈর্বিবর্ষদ্ভিরীড়িতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভুজঃ (মহাবাহুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) কর্কটিকাফলোপমাৎ (পক্বকর্কটিকাফলবদ্বিদীর্ণাৎ) ব্যসোঃ (বিগতপ্রাণাৎ) তদ্দেহতঃ (তস্য কেশিনঃ শরীরাৎ) ভুজম্ অপাকৃষ্য (বহিঃ আকৃষ্য) অযত্নহতারিকঃ (অযত্নেন হতঃ অরিঃ যেন সঃ তথা অপি) অবিস্মিতঃ (গর্ব্বহীনঃ) প্রসূনবর্ষৈঃ (পুষ্পবর্ষণৈঃ) বিবর্ষদ্ভিঃ (বর্ষণং কুর্ব্বদ্ভিঃ) সুরৈঃ (দেবৈঃ) ঈড়িতঃ (স্তুতঃ বভূব) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ তখন পক্বকর্কটিকা ফলের ন্যায় বিদীর্ণ কেশিদেহ হইতে নিজ বাহু আকর্ষণ করিলেন এবং যদিও অনায়াসেই শত্রুবধ করিয়াছেন তথাপি তজ্জন্য কোনরূপ গর্ব্বযুক্ত হইলেন না। দেবগণ তখন পুষ্পবর্ষণ সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—কর্কটিকাফলং হি পক্বমতিবিদীর্ণং স্যাত্তত্তুল্যাৎ। অবিস্মিতঃ তাদৃশ-মহাসুরহননেনাপি বিশিষ্টগর্ব্বরহিতঃ। যতোঽযত্নেন প্রয়াসাভাবেনৈব হতোঽরির্যেন সঃ। প্রসূনানি বর্ষদ্ভিঃ শ্রমাপনোদনার্থং জলকণাপি বর্ষদ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কর্কটিকাফলোপমাদ্'—পক্ব অতিবিদীর্ণ কর্কটিকা (কাঁকুড়) ফলের ন্যায় প্রাণহীন কেশীর দেহ হইতে মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ নিজবাহু আকর্ষণ করিয়া লইলেন। 'অবিস্মিতঃ'—বিনা প্রয়াসে তাদৃশ মহাসুর বিনাশ করিয়াও তিনি গর্ব্বিত হইলেন না। 'প্রসূনবর্ষৈঃ'—তখন দেবগণ তাঁহার শ্রমাপনোদনার্থ কুসুমের সহিত জলকণাও বর্ষণ করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

দেবর্ষিরুপসঙ্গম্য ভাগবত প্রবরো নৃপ।
কৃষ্ণমক্লিষ্টকর্ম্মাণং রহস্যেতদভাষত ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, (ততঃ) ভাগবতপ্রবরঃ দেবর্ষিঃ (নারদঃ) উপসংগম্য (সমীপমাগত্য) অক্লিষ্টকর্ম্মাণং (ক্লেশরাহিত্যেন কর্ম্মকুর্ব্বাণং) কৃষ্ণং (প্রতি) রহসি (নির্জ্জনে) এতৎ (বক্ষ্যমাণং বচনম্) অভাষত উবাচ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, অনন্তর ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া অক্লিষ্ট-কর্ম্মী ভগবানের প্রতি নির্জ্জনে এইরূপ বলিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজলীলাং সমাপ্য স্বাং লীলাং দর্শয় মাথুরীম্। ইত্যাবেদয়িতুং তত্র দেবর্ষিস্তুষ্টুবে প্রভুম্॥ ভাগবতপ্রবর ইতি। মথুরাস্থানামপি ভাগবতানাং প্রকৃষ্টো বরো মনোরথসিদ্ধির্যস্মাৎ সঃ। অক্লিষ্টেন অক্লেশেনৈব কর্ম্ম কেশিবধাদিকং যস্য তম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ব্রজলীলা সমাপনপূর্ব্বক স্বীয় মাথুরী লীলা প্রদর্শন করাও—ইহা স্মরণ করাইবার জন্য দেবর্ষি প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন।।

'ভাগবতপ্রবরঃ'—মথুরাস্থিত ভাগবতগণের 'প্রবর'—প্রকৃষ্ট বর অর্থাৎ মনোরথ-সিদ্ধি যাঁহা

হইতে, সেই দেবর্ষি, 'অক্লিষ্ট-কর্ম্মাণং'—কেশিবধাদি বৃহৎকার্য্যেও তাঁহাকে অপরিশ্রান্ত দেখিয়া নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥৯॥

———

কৃষ্ণ কৃষ্ণাপ্রমেয়াত্মন্ যোগেশ জগদীশ্বর ।
বাসুদেবাখিলাবাস সাত্বতাং প্রবর প্রভো ॥ ১০ ॥
ত্বমাত্মা সর্ব্বভূতানামেকো জ্যোতিরিবৈধসাম্ ।
গূঢ়ো গুহাশয়ঃ সাক্ষী মহাপুরুষ ঈশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অপ্রমেয়াত্মন্, (সর্ব্বাতীতত্বে-নানন্ত্যেন সর্ব্বাপরিচ্ছেদ্যঃ) যোগেশ, (অচিন্ত্যপ্রভাব) জগদীশ্বর, (বিশ্বনিয়ন্তঃ) বাসুদেব, অখিলাবাস, (নিখিলাধার) সাত্বতাং প্রবর, (যাদবশ্রেষ্ঠ) প্রভো, (সর্ব্বশক্তে) কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এধসাং (কাষ্ঠানাং মধ্যস্থঃ) একজ্যোতিঃ ইব (একঃ অনলঃ ইব) ত্বং সর্ব্ব-ভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণিনাং মধ্যস্থঃ) আত্মা গূঢ়ঃ (অদৃশ্যঃ) গুহাশয়ঃ (বুদ্ধেরপ্যান্তরঃ) সাক্ষী (সর্ব্বদর্শকঃ নতু স্বয়ং দৃশ্যঃ) মহাপুরুষঃ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা ভবসি) ॥ ১০-১১ ॥

অনুবাদ—হে অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ, অচিন্ত্যপ্রভাব, হে জগদীশ্বর, হে বাসুদেব, হে নিখিলাধার, হে যাদব-শ্রেষ্ঠ, হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, হে প্রভো, কাষ্ঠসমূহের মধ্যস্থিত অগ্নির ন্যায় আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্ম-স্বরূপ। পরন্তু আপনি অতিশয় গূঢ়, যেহেতু গুহাশয় অর্থাৎ বুদ্ধিতত্ত্বেরও পরবর্ত্তী সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্ব-নিয়ন্তা মহাপুরুষস্বরূপ ॥ ১০-১১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রথমং কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যানন্দেন ভগবৎ-স্তবনামসঙ্কীর্ত্তনকৃদ্ভক্তাভাসো নারদোঽস্মীত্যাত্মানং স্মারয়তি। অপ্রমেয়ঃ প্রমাতুমশক্য আত্মা মনো যস্যেত্যতঃ পরং ব্রজে এব বিরাজমানো ব্রজস্থান্ পিত্রাদীনানন্দয়িষ্যসি মথুরাং যাস্যংস্তত্রত্যান্ বেতি কস্তন্মনো বেদয়িতুং ক্ষমত ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ, যোগেশ যোগমায়াধীশ্বরত্বাদুভয়ত্রাপি বিরাজস্যেবেতি ভাবঃ। জগদীশ্বর ইতি জগৎকার্য্যং ভারাবতরণমপি কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ। বাসুদেবেতি নন্দস্য পুত্রত্বেন স্বস্য প্রসিদ্ধিমকার্ষীরেব। ইদানীং বসুদেবস্যাপি তদ্ভাগ্যং প্রকটয়েতি ভাবঃ। অত এবাখিলাবাসঃ অখিলাংস্ত্বদ্ভক্তান্ কংসভয়াদ্বিচ্যুতানানীয় মথুরায়াং বাসয়েত্যর্থঃ। যস্ত্বং সাত্বতাং যাদবানাং প্রবরঃ। যদ্বা, প্রকৃষ্টো বরো মনোরথো যস্য সিদ্ধিস্বরূপোঽসি। প্রভো! ত্বং সর্ব্বং কর্ত্তুং শক্নোষি। ননু, মে যথেচ্ছা তথা করোমি করিষ্যামি চ। তত্র ত্বং কিমেবং বিশেষং নিবেদয়সি ? তত্রাহ,—ত্বমাত্মা মমান্তর্য্যামী ত্বমেব মাং নিবেদয়িতুং প্রেরয়সি তত্রাহং কিং করো-মীতি ভাবঃ। ন কেবলং মমৈব অপি তু সর্ব্ব-ভূতানাং অন্তশ্চিত্তে তিষ্ঠসি। এধসাং কাষ্ঠানামন্ত-র্জ্জ্যোতিরিব গূঢ়ঃ। কিঞ্চ, গুহাশয়ঃ যথা ত্বং নন্দপুত্র-রূপেণ গোবর্দ্ধনগুহায়াং শেষে তথৈবান্তঃকরণগুহায়া-মন্তর্য্যামিরূপেণ শেষে, সাক্ষী তত্র শয়ানোঽপি সর্ব্বং সাক্ষাৎ পশ্যসি। অত্র হেতুঃ—মহাপুরুষঃ, অপ্রতি-হতযোগবল ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ, মহাপুরুষা ঈশিতব্যা অপি ভবন্তি, ত্বন্তীশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ন্তা ॥ ১০-১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'—প্রথমতঃ আনন্দে শ্রীভগবানের স্তব নাম সঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্তাভাস নারদ আমি, ইহা স্মরণ করাইলেন। 'অপ্রমেয়াত্মন্'—যাঁহার মন কেহ ধারণা করিতে পারে না, ইহার পর ব্রজেই বিরাজমান হইয়া ব্রজস্থ পিত্রাদিকে আনন্দিত করিবেন, কিম্বা মথুরায় গমনপূর্ব্বক তত্রত্য পিত্রাদির আনন্দবর্দ্ধন করিবেন, এইরূপ তোমার মন কেহই জানিতে সমর্থ নহে—এই ভাবার্থ। আরও 'যোগেশ'—অথবা তুমি যোগমায়ার অধীশ্বর বলিয়া উভয় স্থানেই বিরাজ করিবে। 'জগদীশ্বর'—জগতের ভারাবতরণ কার্য্যও তোমার কর্ত্তব্য। 'বাসুদেব'—নন্দের পুত্ররূপে নিজেকে প্রখ্যাত করিয়াছ, সম্প্রতি বসুদেবেরও তাদৃশ ভাগ্য প্রকটন কর—এই ভাব। 'অখিলাবাস'—ইহার পর কংসভয়ে বিচ্যুত তোমার সমস্ত ভক্তগণকে মথুরায় আনয়নপূর্ব্বক অবস্থান করাও, এই অর্থ। 'সাত্বতাং প্রবর'—যে তুমি সাত্বত অর্থাৎ যাদবগণের শ্রেষ্ঠ, অথবা—যাদবগণের প্রকৃষ্ট বর বলিতে মনোরথ যাহার, অর্থাৎ তুমি তাঁহাদের সিদ্ধিস্বরূপ। 'প্রভো!—তুমি সমস্ত কিছু করিতে সমর্থ (অর্থাৎ করিতে, না করিতে বা অন্যথা করিতে সমর্থ) ॥

যদি বলেন—আমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহা করি এবং করিব, সেই বিষয়ে তুমি কিজন্য এরূপ বিশেষ নিবেদন করিতেছ ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'ত্বম্

আত্মা', আমার অন্তর্য্যামী তুমিই আমাকে নিবেদন করিতে প্রেরণ করিতেছ, তাহাতে আমি কি করিব—এই ভাব। কেবল আমারই অন্তরে অবস্থিত নহ, কিন্তু সমস্ত প্রাণির চিত্তে তুমি অবস্থান করিতেছ। 'এধসাং জ্যোতিরিব গূঢ়ঃ'—কাষ্ঠের অন্তর্গত তেজের ন্যায় তুমি গূঢ়। 'গুহাশয়ঃ'—যে প্রকার তুমি নন্দ-পুত্ররূপে গোবর্দ্ধন গুহায় শয়ন করিয়া থাক, সেইরূপ তুমি অন্তর্য্যামিরূপে আমাদের অন্তঃকরণে বর্ত্তমান। 'সাক্ষী'—সেখানে শয়ন করিয়াও সমস্ত কিছু সাক্ষাৎ দর্শন করিতেছ। তদ্বিষয়ে কারণ—তুমি 'মহা-পুরুষ', অর্থাৎ তোমার যোগবল কখন প্রতিহত হয় না। মহাপুরুষগণও শাসিত হন, কিন্তু তুমি 'ঈশ্বর', অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা ॥ ১০-১১ ॥

———

আত্মনাত্মাশ্রয়ঃ পূর্ব্বং মায়য়া সসৃজে গুণান্।
তৈরিদং সত্যসঙ্কল্পঃ সৃজস্যৎস্যবসীশ্বরঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মাশ্রয়ঃ (স্বতন্ত্রঃ ভবান্) পূর্ব্বং (সৃষ্টেঃ প্রথমং) আত্মনা (সাধনান্তর-নিরপেক্ষ এব) মায়য়া (শক্ত্যা) গুণান্ সসৃজে (সৃষ্টবান্ ততঃ) তৈঃ (স্বসৃষ্টৈঃ গুণৈঃ) ইদং (বিশ্বং) সৃজসি অৎসি (সংহরসি) অবসি (পালয়সি চ ত্বং) সত্যসঙ্কল্পঃ (অপ্রতিহতসঙ্কল্পঃ) ঈশ্বরঃ (ভবসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আপনি স্বতন্ত্র পুরুষরূপে (সাধনান্তর নিরপেক্ষ হইয়া) সৃষ্টির আদিতে স্বীয় মায়া-শক্তি-দ্বারা গুণসকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পরে ঐ গুণ-সকল দ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি-সংহার এবং পালন করিতেছেন। আপনার সঙ্কল্প অপ্রতিহত অতএব আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বং যদ্যস্মানস্মদ্বুদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বমিদং জগচ্চ নাস্রক্ষ্যস্তদা অহমপ্যেবং ন ন্যবে-দয়িষ্যমিত্যাহ,—আত্মনেতি। আত্মাশ্রয়ঃ স্বতন্ত্রঃ আত্মনা আত্মরূপয়া শক্ত্যা ভবান্ গুণান্ মহদাদীন্ সসৃজে। তেনেদং ত্বং যদি সৃষ্টবানেব, তদান্যে জগজ্জনাস্ত্বৎপ্রেরিতাঃ স্ব-স্ব-কৃত্যার্থং চেষ্টন্তে তথৈ-বাহমপ্যদ্য ত্বামেতন্নিবেদয়িতুমেবং চেষ্টে ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, তুমি যদি আমা-দিগকে, আমাদের বুদ্ধি প্রভৃতি এবং এই জগৎ সৃজন না করিতে, তবে আমরাও তোমার নিকট এইরূপ নিবেদন করিতে পারিতাম না, ইহা বলিতেছেন—'আত্মাশ্রয়ঃ', তুমি আত্মার আশ্রয়, অর্থাৎ স্বতন্ত্র। তুমি আত্মরূপ মায়াশক্তি দ্বারা মহদাদি গুণসমূহ সৃজন করিয়াছ। সৃষ্ট সেই গুণসমূহ দ্বারা তুমি পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্ট করিয়াছ বলিয়া অন্য জগজ্জন তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্ব-স্ব কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও অদ্য তোমাকে ইহা নিবেদন করিবার নিমিত্ত প্রযত হইয়াছি—এই ভাবার্থ ॥ ১২ ॥

———

স ত্বং ভূধরভূতানাং দৈত্য-প্রমথ-রক্ষসাম্।
অবতীর্ণো বিনাশায় সাধুনাং রক্ষণায় চ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পূর্ব্বোক্তস্বরূপঃ) ত্বং ভূধর-ভূতানাং (রাজরূপেণ বর্ত্তমানানাং) দৈত্যপ্রমথরক্ষসাং নাশায় (তথা) সাধূনাং রক্ষণায় চ অবতীর্ণং অসি ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এবম্বিধ আপনি পৃথিবীতে নরপতিরূপে বর্ত্তমান, দৈত্য প্রমথ ও রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের রক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অতএব নিবেদনরূপং স্বকৃত্যং করোম্যেবেত্যাহ,—স জগৎস্রষ্টা ত্বং ভূধরা রাজা-নস্তদ্রূপাণাম্ ॥ ১৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অতএব নিবেদনরূপ স্বকৃত্য আমি করিতেছি, ইহা বলিতেছেন—'স ত্বং', সেই জগৎস্রষ্টা তুমি 'ভূধর-ভূতানাং'—পৃথিবীতে নর-পতিরূপে বর্ত্তমান (দৈত্য, প্রমথ ও রাক্ষসগণের বিনাশ এবং সাধুগণের রক্ষার নিমিত্ত অবতীর্ণ হই-য়াছ) ॥ ১৩ ॥

———

দিষ্ট্যা তে নিহতো দৈত্যো লীলয়াহয়ং হয়াকৃতিঃ।
যস্য হেষিতসন্ত্রস্তাস্ত্যজন্ত্যনিমিষা দিবম্ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (কেশিদৈত্যস্য) হেষিতসন্ত্রস্তাঃ (হ্রেষাধ্বনিনা ভীতাঃ সন্তঃ) অনিমিষাঃ (দেবাঃ)

দিবং (স্বর্গং) ত্যজন্তি দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) হয়াকৃতিঃ (অশ্বরূপী সঃ) অয়ং দৈত্যঃ তে (ত্বয়া) লীলয়া (অনায়াসেন) নিহতঃ (অভবৎ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—যে কেশি দৈত্যের হ্রেষাধ্বনিতে ভীত হইয়া দেবগণও স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ভাগ্য-ক্রমে অশ্বরূপী সেই অসুর আপনা কর্ত্তৃক অনায়াসে নিহত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দিষ্ট্যা লোকানাং ভাগ্যেন ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দিষ্ট্যা'—লোকসাধারণের সৌভাগ্যবশতঃ (তুমি অবলীলাক্রমে অশ্বাকৃতি দৈত্য কেশীকে বিনাশ করিয়াছ।) ॥ ১৪ ॥

চাণূরং মুষ্টিকঞ্চৈব মল্লানন্যাংশ্চ হস্তিনম্ ॥
কংসঞ্চ নিহতং দ্রক্ষ্যে পরশ্বোঽহনি তে বিভো ॥১৫
তস্যানু শঙ্খ-যবন-মুরাণাং নরকস্য চ।
পারিজাতাপহরণমিন্দ্রস্য চ পরাজয়ম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্বাহং বীর কন্যানাং বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণম্।
নৃগস্য মোক্ষণং শাপাদ্দ্বারকায়াং জগৎপতে ॥ ১৭ ॥
স্যমন্তকস্য চ মণেরাদানং সহ ভার্য্যয়া।
মৃতপুত্রপ্রদানঞ্চ ব্রাহ্মণস্য স্বধামতঃ ॥ ১৮ ॥
পৌণ্ড্রকস্য বধং পশ্চাৎ কাশিপুর্য্যাশ্চ দীপনম্।
দন্তবক্রস্য নিধনং চৈদ্যস্য চ মহাক্রতৌ॥ ১৯ ॥
যানি চান্যানি বীর্য্যাণি দ্বারকামাবসন্ ভবান্।
কর্ত্তা দ্রক্ষ্যাম্যহং তানি গেয়ানি কবিভির্ভুবি ॥২০॥

অন্বয়ঃ—(হে) জগৎপতে, তস্য অনু (অনন্তরং) শঙ্খ-যবন-মুরাণাং (শঙ্খস্য যবনস্য মুরস্য চ অসুরস্য তথা) নরকস্য চ (নরকাসুরস্য চ বধং) পারিজাতাপহরণং (বলেন স্বর্গাৎ পারিজাতবৃক্ষানয়নং তথা) ইন্দ্রস্য পরাজয়ং চ বীরকন্যানাং (বীরাঃ ক্ষত্রিয়েষু শূরাঃ তৎকন্যানাং) বীর্য্যশুল্কাদিলক্ষণং (বীর্য্যং পরাক্রমঃ তদেব শুল্কং আদি-শব্দেন কন্যাভক্ত্যাদি তদেব লক্ষণং প্রকারো যস্য তম্) উদ্বাহং (বিবাহং) দ্বারকায়াং শাপাৎ (বিপ্রগো-হরণজাতাৎ শাপাৎ) নৃগস্য (নৃপরাজস্য) মোক্ষণং ভার্য্যয়া (জাম্ববত্যা) সহ স্যমন্তকস্য মণেঃ আদানং (গ্রহণং) চ স্বধামতঃ (মহাকালপুরাৎ) ব্রাহ্মণস্য মৃতপুত্রপ্রদানং চ পৌণ্ড্রকস্য (তন্নামকাসুরস্য) বধং পশ্চাৎ কাশীপুর্য্যাঃ দীপনং (দাহং) চ দন্তবক্রস্য (তদাখ্যরাজ্ঞঃ তথা) মহাক্রতৌ (রাজসূয়ে) চৈদ্যস্য (শিশুপালস্য) চ নিধনং দ্বারকাম্ আবসন্ ভবান্ যানি অন্যানি বীর্য্যাণি (অদ্ভুতকর্ম্মাণি) চ কর্ত্তা (করিষ্যতি) ভুবি (পৃথিব্যাং) কবিভিঃ গেয়ানি (কীর্ত্তনীয়ানি) তানি (বীর্য্যাণি) অহং দ্রক্ষ্যামি ॥ ১৫-২০ ॥

অনুবাদ—হে জগন্নাথ, অনন্তর শঙ্খ যবন মুর এবং নরকাসুরের বধ, স্বর্গ হইতে সবলে পারিজাত বৃক্ষ হরণ, ইন্দ্র পরাজয়, বীর রাজগণের কন্যাগণকে বীরত্বরূপ শুল্কাদির বিনিময়ে বিবাহ, দ্বারকায় বিপ্রগোহরণজনিত শাপ হইতে নৃগরাজের উদ্ধার, জাম্ববতীসহ স্যমন্তক মণি গ্রহণ, যমপুর হইতে ব্রাহ্মণের মৃতপুত্র আনয়ন, পৌণ্ড্রকাসুর বধ, কাশী-পুরীর দাহ, দন্তবক্র বধ, রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালবধ এবং দ্বারকায় অবস্থিত থাকিয়া আপনি অন্যান্য যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তাহা আমি দর্শন করিব এবং কবিগণও ভূতলে ঐ সমস্ত আখ্যান কীর্ত্তন করিবেন ॥ ১৫-২০ ॥

বিশ্বনাথ—পূর্ব্বপূর্ব্বদৃষ্টতত্ত্বদবতারলীলাক্রমমহমেবং জানামীত্যাহ,—চাণূরমিতি। শঙ্খঃ পঞ্চজনঃ। ভাবি নির্দ্দেশমাত্রমেতৎ ন ত্বানন্তর্য্যমাত্রং বিবক্ষিতম্। ভার্য্যয়া জাম্ববত্যা সহ। স্বধামতো মহাকালপুরাৎ ॥ ১৫-২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্ট তদীয় অবতার-লীলাক্রম আমি এই প্রকার অবগত আছি, ইহা বলিতেছেন—চাণূর ইত্যাদি। 'শঙ্খ'—পঞ্চজন (মৃত গুরুপুত্র আনয়নকালে সমুদ্রমধ্যস্থিত পঞ্চজন শঙ্খ বিনাশ করিবেন)। এখানে ভাবি লীলাসমূহের নির্দ্দেশমাত্র করা হইয়াছে, কিন্তু আনন্তর্য্য লীলাক্রম বিবক্ষিত হয় নাই। 'ভার্য্যয়া'—ভার্য্যা জাম্ববতীর সহিত স্যমন্তক মণির গ্রহণ। 'স্বধামতঃ'—স্বীয় ধাম মহাকালপুর হইতে আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণের নিকটে (অর্জ্জুন দ্বারা) মৃত পুত্রের দান ॥১৫-২০॥

অথ তে কালরূপস্য ক্ষপয়িষ্ণোরমুষ্য বৈ।
অক্ষৌহিণীনাং নিধনং দ্রক্ষ্যাম্যর্জ্জুনসারথেঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) অমুষ্য (বিশ্বস্য) ক্ষপয়িষ্ণোঃ (বিনাশকস্য) কালরূপস্য অর্জ্জুনসারথেঃ তে (তব) অক্ষৌহিণীনাং (সেনানাং) নিধনং দ্রক্ষ্যামি বৈ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিশ্ববিনাশক কালরূপী আপনি অর্জ্জুনের সারথিরূপে কুরুক্ষেত্রে অক্ষৌহিণী সমূহের নিধন করিবেন। ঐ লীলাও আমি দর্শন করিব ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অমুষ্য বিশ্বস্য। ষষ্ঠী আর্ষী। নিধনং নিধনরূপং তে চরিতমিতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অমুষ্য'—কর্ম্মণি ষষ্ঠী আর্ষপ্রয়োগ, এই বিশ্বের নিধনরূপ আপনার চরিত আমি দর্শন করিব ॥ ২১ ॥

বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া
সমাপ্তসর্ব্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্।
স্বতেজসা নিত্যনিবৃত্তমায়া-
গুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং (কেবলজ্ঞানৈকমূর্ত্তিং) স্বসংস্থয়া (স্বরূপসম্যক্স্থিত্যৈব পরমানন্দরূপয়া) সমাপ্তসর্ব্বার্থং (সম্যক্ আপ্তঃ প্রাপ্তাঃ সর্ব্বে অর্থাঃ যেন তম্) অমোঘবাঞ্ছিতম্ (অপ্রতিহতকামং) স্বতেজসা (চিচ্ছক্ত্যা) নিত্যনিবৃত্তমায়াকার্য্যরূপঃ গুণপ্রবাহঃ যস্মাৎ ত্বং) ভগবন্তং (নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যং ভবন্তম্) ঈমহি (শরণং ব্রজেম) ॥২২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, কেবল জ্ঞানমূর্ত্তিস্বরূপ আপনি স্বীয় স্বরূপ-পরমানন্দরূপে অবস্থান করিয়াই সমস্ত অভীষ্টবিষয় প্রাপ্ত হইতেছেন, অতএব আপনার বাঞ্ছিত অব্যর্থ আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক-গুণ-প্রবাহ সর্ব্বদা প্রতিহত রহিয়াছে। আপনি নিরতিশয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—এবং কার্য্যং নিবেদ্য ভগবন্তং প্রণমতি,—দ্বাভ্যাম্। বিশুদ্ধং বিজ্ঞানমনুভবস্বরূপং যদ্ব্রহ্ম তদেব ঘনং সান্দ্রীভূতং ত্বামীশ্বরং ঈমহি শরণং ব্রজেম প্রণমামেতি বা। স্বীয়য়া সংস্থয়া সম্যক্প্রকারেণ লীলাপরিকরাদি-বিশিষ্টয়া স্থিত্যা সার্ব্বকালিক্যা সম্যগাপ্তা ভবন্তি সর্ব্বার্থাঃ সর্ব্ববিধভক্তমনোরথা যস্মাত্তম্। অতএবামোঘং অব্যর্থং বাঞ্ছিতং স্বভক্তমনোরথনিষ্পাদনলক্ষণং যস্য তম্। স্বস্য স্বীয়ানাং বা তেজসা নিত্যং প্রতিদিনমেব নিবৃত্তো গুণপ্রবাহো যস্মাত্তম্ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে কার্য্য নিবেদন করিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রণাম করিতেছেন দুইটি শ্লোকে —'বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং', বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান অর্থাৎ অনুভব-স্বরূপ যে ব্রহ্ম, সেই বিশুদ্ধ-জ্ঞানের ঘনীভূত-মূর্ত্তি ঈশ্বর তোমার আমি শরণাপন্ন হইলাম, অথবা-তোমাকে আমি প্রণাম করিতেছি। 'স্বসংস্থয়া'—আপনি স্বকীয় লীলাপরিকরাদি-বিশিষ্ট সার্ব্বকালিক সম্যক্ স্থিতি দ্বারা 'সমাপ্ত-সর্ব্বার্থং'—সকল অর্থই প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্ববিধ ভক্তের সকল মনোরথ পরিপূর্ণ করেন। অতএব 'অমোঘ-বাঞ্ছিতং'—নিজ ভক্তদিগের বাঞ্ছিত বিষয় কখন ব্যর্থ হয় না। 'স্বতেজসা'—আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা মায়িক গুণসমূহকে নিয়তই নিরস্ত করিতেছেন (অর্থাৎ আপনার চিচ্ছক্তিদ্বারা মায়িক গুণপ্রবাহ সর্ব্বদা প্রতিহত হইতেছে। এবম্বিধ ভগবান্ আপনাকে আমি প্রণাম করি।) ॥ ২২ ॥

ত্বামীশ্বরং স্বাশ্রয়মাত্মমায়য়া
বিনির্ম্মিতাশেষবিশেষকল্পনম্।
ক্রীড়ার্থমদ্যাত্তমনুষ্যবিগ্রহং
নতোঽস্মি ধুর্য্যং যদুবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ঈশ্বরম্ (অন্যস্য বশয়িতারং) স্বাশ্রয়ং (স্বয়ম্ অন্যস্যাবশম্) আত্মমায়য়া (স্বশক্ত্যা) বিনির্ম্মিতাশেষ-বিশেষকল্পনং (বিনির্ম্মিতা অশেষবিশেষা মহদাদ্যা যাদবাদিরূপা বা কল্পনা যেন তম্) অদ্য (অধুনা) ক্রীড়ার্থং (লীলার্থম্) আত্তমনুষ্যবিগ্রহং (অঙ্গীকৃতম্ মনুষ্যজাতীয় মূর্ত্তং) যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং ধুর্য্যং (শ্রেষ্ঠং ত্বাং) নতঃ অস্মি ॥ ২৩॥

অনুবাদ—আপনি সকলেরই প্রভু সুতরাং স্বতন্ত্র অর্থাৎ জীব, কাল, কর্ম্ম কিছুরই বশীভূত নহেন, এই প্রপঞ্চগত অসংখ্য বৈচিত্র্য বা চিচ্ছক্তিগত বৈকুণ্ঠ-বৈচিত্র্য আপনার নিজ শক্তি-প্রভাবেই রচিত। সম্প্রতি

লীলার জন্য কংসাদি মনুষ্যের সহিত তজ্জাতীয় যুদ্ধ-ক্রীড়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আপনি যদু, বৃষ্ণি ও সাত্বত কুলের (নিত্য) পতি ; আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ।। ২৩ ।।

বিশ্বনাথ—এবম্বিধোঽন্যঃ কোঽপি নাস্তীত্যাহ,—ত্বামিতি। ঈশ্বরং অন্যস্য বশয়িতারং স্বাশ্রয়ং ন কস্যাপ্যাশ্রিতমতোঽন্যস্যাবশ্যং এতদেবান্যানধীন-মৈশ্বর্য্যমাহ,—আত্মাধীনয়া মায়য়া বিনির্ম্মিতম্ অশেষ-বিশেষকল্পনং বিশ্বং যেন তম্। কিঞ্চ, ক্রীড়ৈব অর্থঃ স্বপ্রয়োজনং যস্য তম্। অদ্য তু আত্তো গৃহীতো মনুষ্যৈঃ কংসাদিভিঃ সহ বিগ্রহঃ কংস-প্রাণতুল্যকেশি-বধহেতুকম্ শাত্রবং যেন তং, "অভ্যাত্তে"তি চ পাঠঃ। এষাপি তবৈকা ক্রীড়েতি ভাবঃ। যতো যদুবৃষ্ণিসাত্বতাং সবন্ধূনাং ধুরং রক্ষণপোষণাদিভারং বহসীতি তম্ ।। ২৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—অন্য কেহই এবম্বিধ নহে, তাহা বলিতেছেন—আপনি ঈশ্বর, অন্যের বশয়িতা। 'স্বাশ্রয়ং'—আপনি স্বয়ংই আপনার আশ্রয়, কাহারও আশ্রিত নহেন। অতএব অন্যের অনধীন ঐশ্বর্য্য বলিতেছেন—'আত্মমায়য়া', আপনি আত্মাধীন মায়া দ্বারা অশেষ-বিশেষে এই নামরূপাত্মিকা সৃষ্টি করিয়াছেন। 'ক্রীড়ার্থং'—ক্রীড়াই আপনার নিজ প্রয়োজন, সম্প্রতি লীলার জন্য কংসাদি মনুষ্যের সহিত যুদ্ধ-ক্রীড়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। কংসের প্রাণ-তুল্য কেশিবধহেতুক শত্রুতা—ইহাও আপনার একটি ক্রীড়া (লীলা)—এই ভাবার্থ। পাঠান্তর—'অভ্যাত্ত'। 'যদুবৃষ্ণি-সাত্বতাং ধূর্য্যং'—স্বাত্মীয় যাদব, বৃষ্ণি ও সাত্বতকুলের রক্ষণ-পোষণাদি ভার যিনি বহন করেন, সেই আপনাকে প্রণাম করিতেছি ।। ২৩ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

এবং যদুপতিং কৃষ্ণং ভাগবতপ্রবরো মুনিঃ।
প্রণিপত্যাভ্যনুজ্ঞাতো যযৌ তদ্দর্শনোৎসবঃ ।।২৪।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুক উবাচ,—ভাগবতপ্রবরঃ (ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠঃ) তদ্দর্শনোৎসবঃ (তস্য ভগবতঃ দর্শনেন উৎসবঃ আনন্দঃ যস্য সঃ) মুনিঃ (নারদঃ) এবং (পূর্ব্বোক্ত ক্রমেণ) যদুপতিং কৃষ্ণং প্রণিপত্য অভ্যনুজ্ঞাতঃ (তেন গমনার্থং অনুজ্ঞাতঃ সন্) যযৌ (স্বস্থানং জগাম) ।। ২৪ ।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবানের দর্শনে আনন্দিত ভাগবত প্রবর নারদমুনি এইরূপে যদুপতি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি অনুসারে স্বস্থানে গমন করিলেন ।। ২৪ ।।

ভগবানপি গোবিন্দো হত্বা কেশিনমাহবে।
পশূনপালয়ৎ পালৈঃ প্রীতৈর্ব্রজসুখাবহঃ ।। ২৫ ।।

অন্বয়ঃ—ভগবান্ গোবিন্দঃ অপি আহবে (যুদ্ধে) কেশিনং হত্বা ব্রজসুখাবহঃ (ব্রজস্য সুখপ্রদঃ সন্) প্রীতৈঃ (সন্তুষ্টৈঃ) পালৈঃ (গোপালৈঃ সহ) পশূন্ অপালয়ৎ ।। ২৫ ।।

অনুবাদ—ভগবান্ গোবিন্দও যুদ্ধে কেশি-দৈত্যের বধ করিয়া ব্রজের সুখপ্রদরূপে সন্তুষ্টচিত্ত গোপালক-গণের সঙ্গে পশু পালন করিতে লাগিলেন ।। ২৫ ।।

একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়াশ্চোরপালাপদেশতঃ ।। ২৬ ।।

অন্বয়ঃ—একদা (একস্মিন্ সময়ে) তে পালাঃ (গোপালাঃ) অদ্রিসানুষু (পর্ব্বততটভাগেষু) পশূন্ (গাঃ) চারয়ন্তঃ চৌরপালাপদেশতঃ (চৌরাঃ পালাঃ রক্ষকাশ্চ তেষাং অপদেশতঃ অভিনয়াৎ) নীলায়ন-ক্রীড়াং (চোরিতবস্তু-তিরোধাপনরূপাং ক্রীড়াং) চক্রুঃ (কৃতবন্তঃ) ।। ২৬ ।।

অনুবাদ—এক সময়ে গোপালকগণ পর্ব্বতের তটভাগে গোচারণ করিতে করিতে চৌর ও রক্ষকের অভিনয় সহকারে নিলায়ন অর্থাৎ চৌর্য্য বস্তুর সং-গোপনরূপ লীলার অভিনয় করিয়াছিলেন ।। ২৬ ।।

বিশ্বনাথ—নিলায়নং চোরিতবস্তুতিরোধাপনম্। অপদেশোঽভিনয়ঃ ।। ২৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিলায়নং'—চোরিত বস্তুর সংগোপন। 'অপদেশ'—অভিনয়। একসময় গোবিন্দ সখাগণের সহিত চোর ও পালকের অভিনয় করিয়া নিলায়ন ক্রীড়া (চোর-চোর-খেলা) করিয়াছিলেন ।। ২৬ ।।

তত্রাসন্ কতিচিচ্চোরা পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুরকুতোভয়াঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, তত্র কতিচিৎ (গোপালাঃ) চোরাঃ কতিচিৎ পালাঃ (রক্ষকাঃ) চ তত্র একে (কতিপয়ে) মেষায়িতাঃ (মেষবৎ আচরন্তঃ) আসন্ (তে) অকুতোভয়াঃ (নির্ভয়াঃ সন্তঃ) বিজহ্রুঃ (ক্রীড়াং চক্রুঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, ঐ ক্রীড়ায় কতিপয় গোপাল চৌররূপে এবং কতিপয় রক্ষকরূপে ও অন্যান্য কতিপয় মেষরূপে নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—অকুতোভয়া ইতি চোরয়িতব্যাশ্চোরয়িতারশ্চ পালকাশ্চৈতে ত্রয়ো বয়ং সখায় এবেতি বিশ্বাসাৎ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকুতোভয়াঃ'—যাহাদিগকে চুরি করিবে, যাহারা চুরি করিবে এবং যাহারা রক্ষক এই ত্রিবিধ সখাই আমরা, এই বিশ্বাসে তাঁহারা নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

———

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেষধৃক্ ।
মেষায়িতানপোবাহ প্রায়শ্চোরায়িতো বহূন্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(তদা) মহামায়ঃ (অতিশয়মায়ানিপুণঃ) গোপালবেশধৃক্ (গোপালবেশধারী) ময়পুত্রঃ (ময়নামকস্য দৈত্যস্য পুত্রঃ) ব্যোমং (ব্যোমনামা দৈত্যঃ) চোরায়িতঃ (স্বয়ং চোরবৎ আচরন্) (প্রায়ঃ বহূন্ (অনেকান্) মেষায়িতান্ (মেষবৎ আচরতঃ গোপালকান্) অপোবাহ (অপকৃষ্যানিনায়) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—তৎকালে ময়নামক দৈত্যের পুত্র অতিশয় মায়া-নিপুণ গোপাল বেশধারী ব্যোম নামক অসুর স্বয়ং চৌরলীলার অভিনয় সহকারে মেষলীলার আচরণকারী অনেক গোপালকে দূরে লইয়া যাইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অপোবাহ চোরয়ামাস ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপোবাহ'—অপহরণ করিয়া লইয়া গেল ॥ ২৮ ॥

———

গিরি-দর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতং নীতং মহাসুরঃ ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—মহাসুরঃ (ব্যোমঃ) নীতং নীতম্ (অপহৃতং গোপজনং) গিরিদর্য্যাং (পর্ব্বতকন্দরে) বিনিক্ষিপ্য (ক্ষিপ্ত্বা) শিলয়া (প্রস্তরখণ্ডেন) দ্বারং (গিরিদরীদ্বারং) পিদধে (আচ্ছাদিতবান্ এবং ক্রমেণ ক্রীড়াস্থলে) চতুঃপঞ্চ (চত্বারো বা পঞ্চ বা বালাঃ) অবশেষিতাঃ (অবশিষ্টাঃ আসন্) ॥২৯ ॥

অনুবাদ—ঐ মহাদৈত্য অপহৃত গোপগণকে পর্ব্বত গহ্বরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শিলাখণ্ডে তাহার মুখ আচ্ছাদিত করিয়াছিল। এইরূপে ক্রীড়াস্থলে কেবলমাত্র চারি পাঁচটী গোপালমাত্র অবশিষ্ট রহিল ॥২৯॥

বিশ্বনাথ—চতুঃপঞ্চ মেষায়িতাঃ সখায়ঃ ॥২৯॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'চতুঃপঞ্চ'—চারিটি কি পাঁচটি মাত্র মেষের অভিনয়কারী বালক অবশিষ্ট ছিল ॥২৯

———

তস্য তৎ কর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণ শরণদঃ সতাম্ ।
গোপান্ নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—সতাং শরণদঃ (আশ্রয়প্রদঃ) কৃষ্ণঃ তস্য (ব্যোমাসুরস্য) তৎকর্ম্ম বিজ্ঞায় হরিঃ (সিংহঃ) বৃকং (ব্যাঘ্রবিশেষম্) ইব গোপান্ নয়ন্তং (হরন্তং তং ব্যোমং ওজসা (বলেন) জগ্রাহ (গৃহীতবান্) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তাহার এবম্বিধ কর্ম্ম অবগত হইয়া, সিংহ যেরূপ বৃককে (ব্যাঘ্রবিশেষকে) সবলে গ্রহণ করে, সেইরূপ সাধুগণের আশ্রয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণও গোপহরণকারী অসুরকে সবলে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হরিঃ সিংহঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিঃ'—সিংহ (সিংহ যেমন ব্যাঘ্রকে ধরে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যোমাসুরকে সবলে ধরিয়া ফেলিলেন ।) ॥ ৩০ ॥

———

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্রসদৃশং বলী ।
ইচ্ছন্ বিমোক্তুমাত্মানং নাশক্নোদ্‌গ্রহণাতুরঃ ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—বলী (বলবান্) সঃ (দৈত্যঃ) গিরীন্দ্রসদৃশং (পর্ব্বতরাজতুল্যং মহৎ) নিজং রূপম্ আস্থায় (গৃহীত্বা) আত্মানং বিমোক্তুং (কৃষ্ণাৎ মোচয়িতুম্) ইচ্ছন্ গ্রহণাতুরঃ (গ্রহণেন কৃষ্ণকৃত-

ধারণেন আতুরঃ দুর্ব্বলঃ অতঃ) ন (অশক্নোৎ ন মোচয়িতুং শশাক) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তখন মহাবল দৈত্য পর্ব্বততুল্য স্বীয় বিশাল মূর্ত্তি-গ্রহণ করিয়া নিজকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের ধারণেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আত্মমোচনে সমর্থ হইল না ॥৩১

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তং (দৈত্যং) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) নিগৃহ্য (পীড়য়িত্বা) মহীতলে (ভূমৌ) পাতয়িত্বা দিবি (স্বর্গে) পশ্যতাং (তচ্চরিতম্ অবলোকয়তাং) দেবানাং (সমীপে) পশুমারং (পশুমারো যথা ভবতি তথা অনিশ্বাসমিত্যর্থঃ) অমারয়ৎ (অহনৎ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজ বাহুযুগল দ্বারা দৈত্যকে পীড়িত এবং ভূতলে নিপতিত করিয়া স্বর্গস্থ দর্শক দেবগণের সমক্ষে তাহাকে পশুর ন্যায় নিঃশ্বাস রোধ সহকারে বধ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পশুমারং যজ্ঞিয়ং পশুমিব শ্বাসরোধেনামারয়ৎ। তেনাপি গুহাদ্বারনিরোধাদিতি ভাবঃ। 'উপমানে কর্ম্মণি চে'তি ণমুল্ ণ্যন্তস্য ম্রিয়তেরনুপ্রয়োগঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
সপ্তত্রিংশোঽত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশাধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাশুমারং'—যজ্ঞীয় পশুমারণের ন্যায় শ্বাস অবরোধ করিয়া বিনষ্ট করিলেন। যেহেতু ঐ অসুর গুহার দ্বারদেশ অবরুদ্ধ করিয়াছিল, সেইজন্য তাহাকেও শ্বাস রোধ করিয়া বধ করিলেন। এখানে 'উপমানে কর্ম্মণি চ'—অর্থাৎ উপমান কর্ম্মকারক বা কর্ত্তৃকারক পূর্ব্বে থাকিলে ধাতুর উত্তর ণমুল্ হয়, এই সূত্রে মৃ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩৭ ॥

গুহাপিধানং নির্ভিদ্য গোপান্ নিঃসার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানঃ সুরৈর্গোপৈঃ প্রবিবেশ স্ব-গোকুলম্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে ব্যোমাসুরবধো নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(ততঃ কৃষ্ণঃ) গুহাপিধানং (পর্ব্বতদরীমুখস্থং শিলাচ্ছাদনং) নির্ভিদ্য কৃচ্ছ্রতঃ (তস্মাৎ কষ্টপ্রদ স্থানাৎ) গোপান্ নিঃসার্য্য (বহিষ্কৃত্য) অনুগৈঃ (ভূতলে অনুচরৈঃ গোপালৈঃ তথা স্বর্গে) দেবৈঃ স্তূয়মানঃ (সন্) স্ব-গোকুলং প্রবিবেশ (প্রবিষ্টঃ বভূব) ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অতঃপর পর্ব্বতগহ্বরের মুখস্থিত শিলাচ্ছাদন অপসারিত করিয়া ঐ কষ্ট-প্রদ স্থান হইতে গোপালগণকে নিঃসারণ পূর্ব্বক গোকুলে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ভূতলে অনুচর গোপালগণ এবং স্বর্গস্থ অনুচর দেবগণ তাঁহার স্তুতি করিতেছিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অক্রূরোঽপি চ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অক্রূরের গোকুলে গমন এবং রামকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার সৎকার বর্ণিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণকে আনয়নার্থ কংসের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অক্রূর পরদিন প্রাতঃকালে রথযোগে গোকুলে যাত্রা করিলেন। গমনকালে, ব্রহ্ম-রুদ্রাদিপূজ্য শ্রীকৃষ্ণ-চরণ দর্শন তদীয় ভাগ্যে ঘটিবে কিনা, কংস ভগবদ্-দ্রোহী ও ভক্তদ্রোহী হইলেও তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-সৌভাগ্য ঘটিবে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার সমস্ত অমঙ্গল নাশ হইবে, রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক কিরূপে রামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে নিপতিত হইবেন, তিনি কংসপ্রেরিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহাকে শত্রুভাবে দেখিবেন না—এই প্রকার বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে গোকুলে উপনীত হইলেন এবং গোষ্ঠে অবতরণপূর্ব্বক তথাকার রেণুতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পরে ব্রজে গমনপূর্ব্বক রামকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইলে তাঁহারা উভয়েই অক্রূরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে আনয়ন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসার পর পাদ্য, অর্ঘ্য, আসনাদি প্রদান দ্বারা বিবিধ সৎকার ও পাদসম্বাহনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রম অপনোদন করিয়া ষড়্‌রসযুক্ত অন্ন ভোজন করাইলেন। মহারাজ নন্দও বিবিধ মধুর বাক্যে অক্রূরের সৎকার করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মহামতিঃ (প্রশস্তমনাঃ) অক্রূরঃ অপি চ মধুপুর্য্যাং তাং রাত্রিম্ উষিত্বা (স্থিত্বা) রথম্ আস্থায় (অধিরুহ্য) নন্দগোকুলং প্রযযৌ (জগাম) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্, মহামতি অক্রূরও ঐ রাত্রি মধুপুরীতে অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রভাতে রথে আরোহণ পূর্ব্বক নন্দগোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

অষ্টত্রিংশে ব্যধাৎ কৃষ্ণো যথাক্রূরো মনোরথান্।
তথা তান্ পূরয়ামাস তদাতিথ্যঞ্চ সোঽকরোৎ ॥
কংসঃ ফাল্গুনকৃষ্ণৈকাদশ্যাং কৃত্বৈব মন্ত্রণাম্।
প্রেষ্য কেশিনমক্রূরমাদিশ্য প্রাহিণোদ্‌ব্রজম্ ॥
প্রাতঃ কেশিবধোঽক্রূরপ্রস্থানং নারদস্তুতিঃ।
অপরাহ্ণে ব্যোমবধোঽক্রূরঃ সায়ং ব্রজেঽবিশৎ ॥০॥

তামেকাদশ্যা রাত্রিং মহামতিরিতি ভগবৎকথা-র্চ্চনাদিভির্জাগরণেনৈবোষিত্বা পারণমকৃত্বৈব যযৌ ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ে অক্রূর ব্রজগমনকালে যে যে মনোরথ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা পূরণপূর্ব্বক তাঁহার আতিথ্যবিধান করিয়াছিলেন—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥

কংস ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতে মন্ত্রণাপূর্ব্বক কেশী নামক দৈত্যকে প্রেরণ করিয়া অক্রূরকে সমাদর করতঃ ব্রজে প্রেরণ করেন ॥

প্রাতঃকালে কেশিবধ, অক্রূরের ব্রজাভিমুখে যাত্রা, নারদের স্তুতি, অপরাহ্ণকালে ব্যোমাসুর বধ এবং সায়ংকালে অক্রূরের গোকুলে প্রবেশ ॥ ০ ॥

'তাং রাত্রিং'—সেই একাদশীর রাত্রিতে মহামতি অক্রূর ভগবৎকথা অর্চ্চনাদির দ্বারা জাগরণপূর্ব্বক মধুপুরীতে বাস করিয়া, পরদিন প্রভাতসময়ে পারণ না করিয়াই রথে আরোহণ করতঃ নন্দগোকুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ১ ॥

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—মহাভাগঃ (মহাভাগ্যবান্ অক্রূরঃ) পথি গচ্ছন্ (সন্) অম্বুজেক্ষণে (পদ্মলোচনে) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) পরাম্ (উত্তমাং) ভক্তিম্ উপগতঃ (প্রাপ্তঃ সন্) এবম্ এতৎ (বক্ষ্যমাণম্) অচিন্তয়ৎ (চিন্তিতবান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—সেই মহাভাগ্যবান্ পথে গমন করিতে করিতে পদ্মপলাশনয়ন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম ভক্তি-লাভ করিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

কিং ময়াচরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তপঃ ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্‌দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবম্ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—ময়া কিং (কিং নাম) ভদ্রং (সৎকর্ম্ম) আচরিতম্ (অনুষ্ঠিতং) কিং (কিং নাম) পরমম্ (উত্তমং) তপঃ তপ্তং (কৃতম্) অথ অপি (সম্ভাবনায়াম্) অর্হতে (যোগ্যায় জনায়) কিং বা দত্তং (দানং কৃতং) যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) অদ্য কেশবং (শ্রীকৃষ্ণং) দ্রক্ষ্যামি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—আমি এমন কি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, এমন কি তপস্যা করিয়াছি, অথবা সৎ-পাত্রে এমন কি দান করিয়াছি যাহা হইতে আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিব ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—সহর্ষবিতর্কমাহ,—কিমিতি । অপিঃ সম্ভাবনায়াম্ । অর্হতে যোগ্যায় ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অক্রূরের সহর্ষ বিতর্ক—বলিতেছেন—'কিং ময়া আচরিতং ভদ্রং', আমি এমন কি সৎকর্ম্ম করিয়াছি । 'কিং বাপি অর্হতে দত্তম্'—'অপি' শব্দ সম্ভাবনা অর্থে, অথবা যোগ্যপাত্রে এমন কি দান করিয়াছি, যে ভদ্রাদি কর্ম্মের ফলে আজ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইব ? ৩ ॥

মমৈতদ্‌দুর্ল্লভং মন্য উত্তমঃশ্লোক-দর্শনম্ ।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্ম-কীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বিষয়াত্মনঃ (বিষয়ে এব আত্মা মনঃ যস্য তস্য) শূদ্রজন্মনঃ (শূদ্রজনস্য) ব্রহ্মকীর্ত্তনং (বেদোচ্চারণং) যথা (যদ্বৎ অসম্ভবং তথা) মম এতৎ উত্তমঃ শ্লোকদর্শনং (শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারম্ অপি) দুর্ল্লভং (দুষ্প্রাপং) মন্যে (অবধারয়ামি) ॥৪॥

অনুবাদ—বিষয়মগ্নচিত্ত শূদ্রজনের পক্ষে যেরূপ বেদ উচ্চারণ অসম্ভব সেইরূপ আমার পক্ষেও এই শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার দুর্ল্লভ মনে করিতেছি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—দৈন্যাম্বুধৌ নিপতন্নাহ,—মম কীদৃশস্য বিষয়াত্মনঃ বিষয়াবিষ্টস্য শূদ্রজাতের্বেদকীর্ত্তনমিব । উভয়ত্রৈবানর্হত্বং ধ্বনিতম্ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দৈন্যসমুদ্রে নিপতিত হইয়া অক্রূর বলিতেছেন—'মম', কিরূপ আমার ? বিষয়াসক্ত চিত্ত আমার পক্ষে উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-লাভ শূদ্রজাতির বেদোচ্চারণ করার ন্যায় দুর্ল্লভ বলিয়াই মনে করি । উভয়ত্র অযোগ্যত্ব ধ্বনিত হইল ॥ ৪ ॥

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনম্ ।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিৎ তরতি কশ্চন্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মা এবম্ (অথবা মম পূর্ব্বোক্তা চিন্তা মা অস্তু যতঃ) অধমস্য (নীচজনস্য) অপি মম অচ্যুতদর্শনং (শ্রীকৃষ্ণসাক্ষাৎকারঃ) স্যাৎ এব (ভবেদেব কুত ইত্যত দৃষ্টান্তমাহ) কালনদ্যা হ্রিয়মাণঃ ক্বচিৎ (কদাচিৎ) কশ্চন তরতি (যথা নদ্যা হ্রিয়মাণঃ তৃণাদিঃ কশ্চিৎ কদাচিৎ তরতি তথা কর্ম্মবশেন কালেন হ্রিয়মাণঃ জীবোঽপি কশ্চিৎ তরেৎ এব) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অথবা এরূপ চিন্তার আবশ্যক নাই, আমি অধম হইলেও কৃষ্ণ-দর্শনলাভ আমার পক্ষে অসম্ভব নহে, কারণ নদীবেগে পরিচালিত তৃণসকলের মধ্যে কদাচিৎ কোনও একটী যেমন উত্তীর্ণ হয় সেইরূপ কর্ম্মবশতঃ কালকর্ত্তৃক পরিচালিত জীব-গণের মধ্যেও কদাচিৎ কোন ব্যক্তি সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—মৈবমিতি । মতিধৃতিভ্যাং দৈন্যং সম্মর্দ্দ্যাহ—মমেতি । স্যাদেব স্যাদপীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মতি এবং ধৃতিদ্বারা বলিতেছেন—'মৈবং', এরূপ নহে, কিন্তু আমি অধম হইলেও আমার অচ্যুতদর্শন হইবেই, কারণ কাল-নদীর প্রবাহে বহমান জীবগণের মধ্যে কেহ কদাচিৎ উত্তীর্ণ হইয়া থাকে (অর্থাৎ নদীতে পরিচালিত তৃণাদি যেরূপ অনুকূল বায়ু প্রভৃতি দ্বারা কখন তীর প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ কর্ম্মবশে পরিচালিত জীব কদাচিৎ মুক্ত হয় ।) ॥ ৫ ॥

মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য মম অমঙ্গলং নষ্টং (দূরীভূতং) মে (মম) ভবঃ (সংসারঃ) চ ফলবান্ (সার্থকঃ) এব যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজং (যোগিভিঃ ধ্যেয়ম্ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং পাদপদ্মং) নমস্যে (অভিবাদয়িষ্যামি) ॥৬॥

অনুবাদ—আজ আমার সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট হইল, জন্মগ্রহণ সার্থক হইল, যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যোগিজন চিন্তনীয় চরণকমলে প্রণত হইতে পারিব ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—এবং নিশ্চিত্য সগর্ব্বমাহ,—মমাদ্যেতি ॥ ৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া গর্ব্বসহকারে বলিতেছেন—'মম', আজ আমার এই প্রবৃত্তি দ্বারাই যাবতীয় অমঙ্গল (অন্তরায়) নষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি ॥ ৬ ॥

কংসো বতাদ্যাকৃত মেঽত্যনুগ্রহং
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রি পদ্মং প্রহিতোঽমুনা হরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরত্যয়ং তমঃ
পূর্ব্বেঽতরন্ যন্নখমণ্ডল-ত্বিষা ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বত (আশ্চর্য্যে) কংসঃ (অতিখলঃ অপি) অদ্য মে (মম) অত্যনুগ্রহম্ অকৃত (কৃতবান্ যতঃ) অমুনা (কংসেন) প্রহিতঃ (প্রেরিত এব অহং) কৃতাবতারস্য (যুগাবতীর্ণস্য) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিপদ্মং (চরণকমলং) দ্রক্ষ্যে (অবলোকয়িষ্যামি) পূর্ব্বে (অম্বরীষাদয়ঃ) যন্নখমণ্ডলত্বিষা (যস্য অঙ্ঘ্রিপদ্মস্য নখমণ্ডলং তদ্‌বিম্বং তস্য ত্বিষা একয়া অপি কান্ত্যা তৎস্ফূর্ত্তিমাত্রেণাপি) দুরত্যয়ং (দুস্তরং) তমঃ (সংসারম্) অতরন্ (উত্তীর্ণাঃ অভবন্) ॥৭॥

অনুবাদ—কি আশ্চর্য্য, কংস অতিশয় খল হইলেও আজ আমার পরম উপকার সাধন করিয়াছে, যেহেতু তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি ভূতলে অবতীর্ণ শ্রীহরির চরণকমল দর্শন করিতে পারিব। অম্বরীষ প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ ঐ পাদপদ্মের একটী মাত্র নখকিরণের স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াই দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, কংসেন ভগবৎপ্রাতিকূল্যনির্দ্দিষ্টস্যাপি মমাত্যন্তমানুকূল্যং ফলতোঽভূদিত্যাহ,—কংস ইতি। বতেত্যাশ্চর্য্যে। খলোঽপি কংসঃ অদ্যাত্যনুগ্রহং অকৃত। যতোঽমুনা প্রহিতঃ প্রেষিতঃ। পূর্ব্বেঽম্বরীষাদয়ঃ তমঃ সংসারং অবতরন্ তীর্ণাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, কংস আমাকে শ্রীভগবানের প্রতিকূলে নির্দ্দিষ্ট করিলেও ফলতঃ আমার অনুকূল কার্য্যই করিয়াছে, ইহা বলিতেছেন—'কংসঃ' ইত্যাদি। 'বত'—অত্যাশ্চর্য্যে, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কংস খল হইলেও আজ আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছে। 'পূর্ব্বে অতরন্'—অম্বরীষ প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ যাঁহার নখকান্তিচ্ছটায় দুস্তর সংসার হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আজ আমি শ্রীহরির সেই চরণকমল দর্শন করিব ॥ ৭ ॥

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে
যদ্‌গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(অপি চ) ব্রহ্মভবাদিভিঃ (পিতামহ মহেশ্বরাদিভিঃ) সুরৈঃ (এতেন পরমৈশ্বর্য্যযুক্তং) দেব্যা শ্রিয়াচ (লক্ষ্ম্যা চ এতেন সৌভাগ্যাতিশয়ত্বযুক্তং) সসাত্বতৈঃ (ভক্তসহিতৈঃ) মুনিভিঃ (এতেন পরমপুরুষার্থত্বযুক্তং তথা) গোচারণায় বনেচরৎ (বনমধ্যে পর্য্যটৎ) অনুচরৈঃ (গোপালৈঃ) যৎ (অঙ্ঘ্রিপদ্মম্) অর্চ্চিতং (সেবিতং এতেন কৃপালুত্বযুক্তং অপি চ) যৎ (অঙ্ঘ্রিপঙ্কজং) গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং (কুচগতৈঃ কুঙ্কুমৈঃ অঙ্কিতং চিহ্নিতং বর্ত্ততে এতেন প্রেমমাত্র সুলভত্বমুক্তম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—ঐ শ্রীপাদপদ্ম পরম ঐশ্বর্য্যযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ, পরম সৌভাগ্যযুক্ত বলিয়া লক্ষ্মীদেবী, পরম পুরুষার্থস্বরূপ বলিয়া ভক্ত সহিত মুনিগণ এবং পরম কৃপাশীল বলিয়া গোচারণে

বনে বিচরণকালে অনুচর গোপালগণ সেবা করিয়া থাকেন। অথচ উহা প্রেমমাত্রে সুলভ বলিয়া গোপীগণের কুচগত কুঙ্কুমদ্বারা রঞ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৮॥

বিশ্বনাথ—যদঙ্ঘ্রিপদ্মঃ ব্রহ্মাদিভিরনুপহতৈর্গন্ধমাল্যাদিভিরর্চ্চিতং পূজ্যত ইত্যর্থঃ। "মতিবুদ্ধিপূজার্থেভ্য"শ্চেতি বর্ত্তমানে ক্তঃ ষষ্ঠ্যভাব আর্ষঃ। গোচারণায় অনুচরৈঃ সহ চরৎ গবাং পশ্চাচ্চরদিত্যর্থঃ। যস্যানুচরা ব্রহ্মাদয়স্তদঙ্ঘ্রি-পদ্মং গবামনুচরং যস্যার্চ্চকা ব্রহ্মাভবাদয়স্তদ্গোপিকানাস্তু কুচোচ্ছিষ্টকুঙ্কুমাস্বাদকমিত্যুৎকর্ষপরমাবধিঃ। "কুঙ্কুমাচিতং" "কুঙ্কুমার্চ্চিত"মিতি পাঠদ্বয়ম্। ন চ অত্রাক্রূরেণ দাসেন স্বপ্রভোরুজ্জ্বলরসাস্বাদনং রসাভাসত্বাদনুচিতমিতি বাচ্যম্? বাক্যস্যাস্য স্বগতত্বাৎ। স্বগতোক্ত্যা হি পিত্রাদয়োঽপি হর্ষাৎ পুত্রাদীনাং শৃঙ্গাররসমনুমোদয়ন্তো দৃষ্টাঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যদর্চ্চিতং'—যে পাদপদ্ম ব্রহ্মাদি দেবগণের অনুপহত (অবিনাশিত) গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অর্চ্চিত, অর্থাৎ পূজিত হয়। এখানে 'মতি-বুদ্ধি-পূজার্থেভ্যশ্চ', অর্থাৎ মতি বলিতে ইচ্ছা, ইচ্ছার্থক ধাতু, বোধার্থক ধাতু এবং পূজার্থক ধাতুর পর বর্ত্তমান কালে ক্ত-প্রত্যয় হয়, এই সূত্রে বর্ত্তমানে ক্ত-প্রত্যয় হইয়াছে। 'কিন্তু 'ক্তস্য চ বর্ত্তমানে' এই সূত্রে এখানে ষষ্ঠীর অভাব আর্ষ-প্রয়োগ। 'গোচারণায়'—যে চরণকমল গোচারণের নিমিত্ত অনুচরগণের সহিত গো-গণের পশ্চাৎ বনে বনে বিচরণ করে। এখানে যাঁহার অনুচর ব্রহ্মাদি দেবগণ, সেই চরণকমল গোসমূহের অনুচর, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার অর্চ্চক, তাহা গোপিকাগণের কুচোচ্ছিষ্ট কুঙ্কুমের আস্বাদক, ইহাই উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। এস্থলে দাস অক্রূরের স্বীয় প্রভুর উজ্জ্বল রসের আস্বাদন করা, রসাভাসত্ব-হেতু অন্যায্য, ইহা বলা যায় না, কারণ ইহা তাঁহার স্বগতোক্তি, অর্থাৎ এবাক্য তিনি নিজে মাত্র বলিয়াছেন, পরন্তু অন্যের সমক্ষে নহে। এই সংসারে স্বগতোক্তি দ্বারা পিতা প্রভৃতি গুরুজনও আনন্দ সহকারে পুত্রাদির শৃঙ্গার রস অনুমোদন করিয়া থাকেন—ইহা দেখা যায় ॥ ৮ ॥

দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোলনাসিকং
স্মিতাবলোকারুণ-কঞ্জলোচনম্।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—(অহং) নূনং (নিশ্চিতং) সুকপোলনাসিকং (শোভনৌ কপোলৌ গণ্ডদেশৌ নাসিকে চ যত্র তৎ) স্মিতাবলোকারুণকঞ্জলোচনং (স্মিতেন মন্দহাসেন সহ অবলোকঃ দর্শনং যস্মিন্ অরুণকঞ্জবৎ লোচনে যস্মিন্ তচ্চ) গুড়ালকাবৃতং (বক্রকেশাবৃতং) মুকুন্দস্য মুখং দ্রক্ষ্যামি (অবলোকয়িষ্যামি, তদানীমেব শুভসূচকং দৃষ্ট্বা অতি হৃষ্যন্নাহ যতঃ) মৃগাঃ (হরিণাঃ) মে (মম) প্রদক্ষিণং প্রচরন্তি বৈ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—আমি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল দর্শন করিতে পারিব। ঐ বদনকমল সুরম্য কপোল এবং নাসিকাযুক্ত মন্দহাস্যসহ দৃষ্টিপাত, রক্তকমলতুল্য নয়নদ্বয়ে বিভূষিত এবং কুটিল কেশজালে সমাচ্ছন্ন। অনন্তর শুভসূচক লক্ষণ দর্শনে অতিশয় হৃষ্ট হইয়া বলিলেন—আমার মনোরথ নিশ্চয়ই সফল হইবে; কারণ মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—শুভশকুনং পশ্যন্মনোরথসিদ্ধিং নিশ্চিনোতি দ্রক্ষ্যামীতি। নূনং নিশ্চিতমেব গুড়ালকাবৃতং কুটিলকুন্তলাবৃতং যতঃ প্রদক্ষিণমিতি ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শুভসূচক দেখিয়া মনোরথসিদ্ধি নিশ্চয় করিতেছেন—'নূনং', নিশ্চিতই আমি কুটিল কুন্তলাবৃত মুকুন্দের শ্রীমুখ দর্শন করিব, যেহেতু মৃগগণ আমাকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিচরণ করিতেছে ॥ ৯ ॥

অপ্যদ্য বিষ্ণোর্মনুজত্বমীয়ুষো
ভারাবতারায় ভুবো নিজেচ্ছয়া।
লাবণ্যধাম্নো ভবিতোপলম্ভনং
মহ্যং ন ন স্যাৎ ফলমঞ্জসা দৃশঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (অপি চ) অদ্য ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) ভারাবতারায় (দুর্জ্জনকৃতভারহরণায়) নিজেচ্ছয়া (স্বেচ্ছাক্রমেণ) মনুজত্বং (মনুবংশে প্রাদুর্ভূতত্বং)

ঈয়ুষঃ (প্রাপ্তস্য) লাবণ্যধাম্নঃ (লাবণ্যৈকসমাশ্রয়স্য) বিষ্ণোঃ অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) উপলম্ভনং (দর্শনং) ভবিতা (অতঃ) মহ্যং (মম) দৃশঃ (নেত্রস্য) ফলং (দর্শনম্) অঞ্জসা (যথার্থতঃ) ন স্যাৎ (ইতি) ন (অপি তু যথার্থতঃ ফলং ভবেদেব) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ অদ্য পৃথিবীর ভার অপনয়নের জন্য স্বেচ্ছাক্রমে বৈবস্বত মনুর বংশে আবির্ভূত লাবণ্যৈকনিধি শ্রীহরির সাক্ষাৎ দর্শনলাভ হইবে। অতএব আমার নয়নের যথার্থ ফললাভ হইবে না কি ? নিশ্চয়ই হইবে ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তদ্দর্শনমসুরা অপি লভন্ত এব তত্র তবৈব কা ভাগ্যশ্লাঘ্যেত্যত আহ—অপ্যদ্যেতি। অদ্য নিজেচ্ছয়ৈব মনুজত্বং অস্মদ্বৈবস্বতমনুবংশপ্রাদুর্ভূতত্বং গতবতো বিষ্ণোর্লাবণ্যধাম্নঃ কিমুপলম্ভনং যথার্থানুভবো ভবিতেত্যসুরাণাং দর্শনমাত্রং নতু লাবণ্যোপলম্ভ ইতি ভাবঃ। ততশ্চ মম দৃশঃ ফলং ম ন স্যাদপি তু স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—অসুরগণও শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া থাকে, তাহাতে তোমার ভাগ্যের শ্লাঘা-বিশেষ কি ? তাহাতে বলিতেছেন—'অপাদ্য', অদ্য পৃথিবীর ভার অপনোদিত করিবার নিমিত্ত স্বেচ্ছাক্রমে আমাদের বৈবস্বত মনুবংশে প্রাদুর্ভূত লাবণ্যধাম বিষ্ণুর 'উপলম্ভনং ভবিতা' —যথার্থানুভব হইবে। ইহাতে অসুরগণের দর্শনমাত্রই হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্যের যথার্থ উপলব্ধি হয় না—এই ভাবার্থ। এই সাক্ষাৎ দর্শনেও কি আমার এই লোচনযুগলের যথার্থ ফললাভ হইবে না ? অর্থাৎ নিশ্চয় হইবে—এই অর্থ ॥১০॥

য ঈক্ষিতাহংরহিতোঽপ্যসৎসতোঃ
স্বতেজসাঽপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ।
স্বমায়য়াত্মন্ রচিতৈস্তদীক্ষয়া
প্রাণাক্ষধীভিঃ সদনেষ্বভীয়তে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসৎসতোঃ (কার্য্যকারণয়োঃ) ঈক্ষিতা অপি (দ্রষ্টা অপি) অহংরহিতঃ (অহঙ্কারহীনঃ তথা) স্বতেজসা (চিচ্ছক্ত্যা) অপাস্ততমোভিদাভ্রমঃ (তমস্বাজ্ঞানং ততঃ ভিদাভেদঃ ততঃ ভ্রমঃ অপাস্তা অপাকৃতাঃ তম আদয়ো যস্মিন্ সঃ) স্বমায়য়া (স্বাধীনয়া মায়য়া) তদীক্ষয়া (তস্যেবেক্ষয়া) প্রাণাক্ষধীভিঃ (সহিতৈঃ) আত্মন্ (আত্মাংশে) রচিতৈঃ (সৃষ্টৈঃ জীবৈঃ সহ) সদনেষু (বৃন্দাবনতরুষু গোপীগৃহেষু চ লীলয়া কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সত্ত্ববৎ) অভীয়তে (আভিমুখ্যেন প্রতীয়তে) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—যিনি কার্য্য বা কারণের দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়াও অহঙ্কার রহিত ; যিনি চিচ্ছক্তি প্রভাবে অজ্ঞান ও তৎকৃত ভেদ এবং ভ্রম দূরীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মায়াশক্তিপ্রভাবে তৎপ্রতি ঈক্ষণক্রমে জীবদেহে রচিত প্রাণ-ইন্দ্রিয়-বুদ্ধি দ্বারা সর্ব্বভূতে অনুমিত হ'ন। তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্যবস্তুদ্বারা দ্রষ্টার অনুমান করা যায় মাত্র, সাক্ষাৎ করা যায় না ; এই জড়জগৎ, জীব-দেহ ও ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা ঐ সকলের পরিচালকরূপে একমাত্র চেতন বস্তুরই অনুমান করা যায়, আবার ক্ষুদ্র চেতনের অনুভূতিতে বৃহচ্চৈতন্যের অনুমিতি অবশ্যম্ভাবী। এই প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা পরতত্ত্ব অনুমিত হন, (সাক্ষাৎকার হন না)। —এই বিষয়টী ২।২।৩৫ শ্লোকের তথ্যে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যস্যাখিলামীবহভিঃ সুমঙ্গলৈঃ-
বাঁচো বিমিশ্রা গুণকর্ম্মজন্মভিঃ।
প্রাণন্তি শুম্ভন্তি পুনন্তি বৈ জগৎ
যাস্তদ্বিরক্তাঃ শবশোভনা মতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য অখিলামীবহভিঃ (অখিলানি অমীবানি পাপানিঘ্নন্তীতি অমীবহানি তৈঃ) গুণকর্ম্মজন্মভিঃ (গুণাঃ করুণাদয়ঃ কর্ম্মাণি জন্মানি চ তৈঃ) বিমিশ্রাঃ (যুক্তাঃ) বাচঃ জগৎ প্রাণন্তি (জীবয়ন্তি) শুম্ভন্তি (শোভয়ন্তি) পুনন্তি (পবিত্রয়ন্তি) বৈ (নিশ্চিতং) তদ্‌বিরক্তাঃ (তৈঃ গুণাদিভিঃ রহিতাঃ) যাঃ (বাচঃ স্বলঙ্কৃতা অপি) শবশোভনাঃ (বস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতশববৎ শোভনাঃ) মতাঃ (সতাং সম্মতাঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—যিনি কার্য্য ও কারণের দ্রষ্টৃস্বরূপ হইয়াও অহঙ্কার রহিত, চিচ্ছক্তিবলে যাহা হইতে অজ্ঞান, তৎকৃতভেদ এবং ভ্রম দূরে অবস্থিত এবং

যিনি ঈক্ষণপ্রভাবে নিজ অধীন মায়াশক্তি দ্বারা প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সহিত নিজ অংশে রচিত জীবগণের সঙ্গে বৃন্দাবনস্থিত তরুসমূহেও গোপীগণের গৃহে প্রতীয়মান হইতেছেন ॥ (অন্যার্থ) যাঁহার নিখিল পাপবিনাশন সুমঙ্গলদায়ক গুণ, জন্মকর্ম্মাদিযুক্ত বাক্যসমূহ জগতকে জীবিত, শোভিত এবং পবিত্র করিতেছে, যাঁহার ঐ গুণাদিবর্ণনরহিত কথাসমূহ বস্ত্রাদিদ্বারা অলঙ্কৃত শবতুল্য বলিয়া সজ্জনগণ মনে করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—মনুষ্যাকৃতেস্তস্য লাবণ্যোপলম্ভো নয়নাভ্যামেব স চ সাম্প্রতং নন্দগ্রাম এব, অন্তর্য্যামিনঃ পরমেশ্বরস্য তস্য ত্বনুমানেনৈবোপলম্ভোঽস্মদাদীনাং সদা সর্ব্বত্র বর্ত্তত এবেত্যাহ,—য ইতি। অসৎ-সতোঃ জীবস্যাশুভশুভকর্ম্মণোরীক্ষিতা অহংরহি-তোঽপ্যহং পশ্যামীত্যহঙ্কারহীনোঽপীত্যপিকারেণ জীবো দেহাহঙ্কারসহিত এব ঈক্ষিতা পরমাত্মা তু তদ্দেহাহঙ্কাররহিত এব ঈক্ষিতা দ্রষ্টা তদাসীনঃ সন্ সাক্ষীত্যর্থঃ। নন্বহঙ্কাররাহিত্যসাহিত্যাভ্যাং কো বিচারঃ ? দেহস্থিতশ্চেত্তদ্বর্ত্তিশোকমোহাদিভির্যুজ্যত এব, নহি গৃহে স্থিত আসক্তোঽনাসক্তো বা গৃহবর্ত্তি-ধ্বান্তমৌষ্ণ্যং শৈত্যং বা নানুভবেত্তত্রাহ,—স্বতেজসা চিচ্ছক্ত্যা অপাস্তং তমোঽজ্ঞানং তৎকৃতা ভিদা ভ্রমশ্চ যেন সঃ। যো হ্যন্তর্য্যামী স্বীয়য়া মায়য়া আত্মনি জীবেঽধিকরণে রচিতাঃ সৃষ্টা যাঃ প্রাণেন্দ্রিয়ধিয়স্তা-ভিস্তাসাং স্রষ্টা স ঈয়তে অনুমীয়তে। তথা তদী-ক্ষয়া তাসাং প্রাণাদীনাং ঈক্ষয়া প্রকাশেন চ তাসাং প্রকাশকঃ স সদনেষু সমষ্টিদেহেষু অনুমীয়তে যদুক্তং "গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্"ইতি। তদ্রূপ-লাবণ্যানুভবো হি পরমভাগ্যফলমেব যস্য সঙ্কীর্ত্তনা-ন্যপি জগদুদ্ধারকাণীত্যাহ,—যস্যেতি। অখিলানি অখিলস্য বা অমীবানি পাপানি ঘ্নন্তীত্যখিলামীবহানি তৈঃ। শোভনানি মঙ্গলানি যেভ্যস্তৈর্য্যস্য গুণকর্ম্ম-জন্মভিবিমিশ্রা যুক্তা বাচো বাক্যানি জগত্তদ্বক্তৃশ্রোত্রা-ত্মকং প্রাণন্তি জীবয়ন্তি জীবয়িত্বা শুম্ভন্তি কৃপালুত্ব-নির্ম্মৎসরত্বাদিভিরলঙ্কারৈঃ শোভয়ন্তি শোভয়িত্বা চ পুনন্তি আবিদ্যকদোষাৎ পবিত্রয়ন্তি। ব্যতিরেকমাহ,—যা ইতি তৈর্গুণকর্ম্মজন্মভির্বিরক্তা রহিতা বাচঃ গুণালঙ্কারাদিমত্যোঽপি শবশোভনাঃ শবান্ শোভ-য়ন্তীতি তাঃ। প্রথমং জীবতোঽপি তদ্বক্তৃশ্রোত্রাত্মকান্ জনান্ শবান্ কুর্ব্বন্তি। তত উপমাদ্যলঙ্কারৈরিব শোভয়ন্তীতি শবশোভনাঃ সতাং সম্মতাঃ যদ্‌যশঃ।।১২।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—নয়ন দ্বারাই মনুষ্যাকৃতি সেই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্য দর্শন হইবে, বর্ত্তমান সময়ে তিনি নন্দগ্রামেই রহিয়াছেন, তথাপি অন্তর্য্যামী সেই পর-মেশ্বরের দর্শন আমাদের পক্ষে অনুমান দ্বারাও সংঘ-টিত হইতে পারে, যেহেতু তিনি সর্ব্বদা সমস্ত স্থলেই অবস্থান করিতেছেন, তাহাই বলিতেছেন—'য ঈক্ষিতা' ইত্যাদি। 'অসৎসতোঃ'—জীবের অশুভ ও শুভ কর্ম্মের দ্রষ্টা হইয়া 'আমি দেখিতেছি'—এইরূপ অহঙ্কাররহিত হইলেও, এখানে 'অপি'-কারের দ্বারা জানা যায় যে, জীব—দেহ ও অহঙ্কার যুক্ত হইয়াই দ্রষ্টা হয়, আর পরমাত্মা—দেহ ও অহঙ্কার রহিত হইয়াই দ্রষ্টা হন, অর্থাৎ জীবে অবস্থিত হইয়া তিনি সাক্ষী স্বরূপে বিদ্যমান থাকেন—এই অর্থ।

যদি বলেন—দেখুন, অহঙ্কার-রহিত ও অহঙ্কার-সহিত এরূপ বিচারে কি প্রয়োজন ? দেহস্থিত যদি হয় তবে দেহবর্ত্তি শোক ও মোহাদির দ্বারা যুক্ত হই-বেই, কারণ গৃহে অবস্থান করিয়া তাহাতে আসক্ত বা অনাসক্ত হউক, গৃহবর্ত্তি অন্ধকার, ঔষ্ণ্য বা শৈত্য অনুভব করিবে না, এরূপ হইতে পারে না। তদুত্তরে বলিতেছেন—'স্বতেজসা', যিনি স্বীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকৃত ভ্রম দূরীভূত করেন। আর যিনি অন্তর্য্যামী 'স্বমায়য়া'—নিজ মায়াশক্তি প্রভাবে, 'আত্মনি'—জীব অধিকরণে রচিত যে প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি—তাহাদের স্রষ্টা বলিয়া অনুমিত হন। সেইরূপ 'তদীক্ষয়া'—সেই প্রাণাদির ঈক্ষণ অর্থাৎ প্রকাশের দ্বারা তাহাদের প্রকাশক তিনি 'সদনেষু'—সমষ্টি দেহসমূহে অনুমিত হইয়া থাকেন। যেমন উক্ত হইয়াছে—"গুণপ্রকাশৈ-রনুমীয়তে ভবান্" (১০।২।৩৫), অর্থাৎ গুণপ্রকাশের দ্বারা আপনি বুদ্ধ্যাদি-গুণের সাক্ষী ও অধিষ্ঠাতা, ইহা কেবল অনুমিত হয় (কিন্তু এইরূপ অনুমানের দ্বারা আপনার সাক্ষাৎ করা হয় না)।

সেই রূপ-লাবণ্যের অনুভব নিশ্চয়ই পরম ভাগ্যের ফলই, কারণ যাঁহার সঙ্কীর্ত্তনও জগদুদ্ধারক, তাহাই বলিতেছেন—'যস্য অখিলামীবহভিঃ', অখিল

বা অখিলের পাপসমূহ যাহা বিনাশ করে, অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বপাপ বিনাশক ও পরম মঙ্গলদায়ক গুণ, কর্ম্ম ও জন্মবিষয়ক বাক্যসমূহ জগৎকে সঞ্জীবিত, শোভিত ও পবিত্র করে, পক্ষান্তরে—যে সকল বাক্য গুণ ও অলঙ্কারাদি বিশিষ্ট হইলেও, ভগবানের গুণ, কর্ম্ম এবং জন্মাদির সম্পর্কশূন্য, তাহা বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মৃতদেহের ন্যায় বলিয়া সজ্জনগণ মনে করিয়া থাকেন ॥ ১১-১২ ॥

মধ্ব—শুন্তন্তি শোভয়ন্তি ।

শুম্ভনং শোভনং শুম্ভং শুভপর্য্যায় বাচকাঃ।
ইত্যবিধানম্ ॥ ১২ ॥

স চাবতীর্ণঃ কিল সাত্বতান্বয়ে
স্বসেতুপালামরবর্য্য-শর্ম্মকৃৎ ।
যশো বিতন্বন্ ব্রজ আস্ত ঈশ্বরো
গায়ন্তি দেবা যদশেষমঙ্গলম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—স্ব-সেতুপালামরবর্য্যশর্ম্মকৃৎ (স্বসেতু-পালানাং স্বয়ংরচিতবর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালকানাং অমর-বর্য্যানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং শর্ম্মকৃৎ সুখকর্ত্তা সন্) সঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) চ সাত্বতান্বয়ে (সাত্বতবংশে) অবতীর্ণঃ কিল (স চ) ঈশ্বরঃ যশঃ বিতন্বন্ (বিস্তারয়ন্) ব্রজে আস্তে (বর্ত্ততে) দেবাঃ অশেষমঙ্গলং (নিখিল-মঙ্গলকারণং) যৎ (যশঃ) গায়ন্তি কীর্ত্তয়ন্তি) ॥১৩॥

অনুবাদ—স্বরচিত বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মমর্য্যাদাপালন-কারী দেবশ্রেষ্ঠগণের সুখজনকরূপে সেই শ্রীহরি সাত্বতবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সেই ঈশ্বর যশোবিস্তারসহকারে ব্রজে অবস্থান করিতেছেন। দেবগণ নিখিলমঙ্গলজনক তদীয় যশোগান করিয়া থাকেন । ১৩ ॥

তং ত্বদ্য নূনং মহতাং গতিং গুরুং
ত্রৈলোক্যকান্তং দৃশিমন্মহোৎসবম্ ।
রূপং দধানং শ্রিয় ঈপ্সিতাস্পদং
দ্রক্ষ্যে মমাসন্নুষসঃ সুদর্শনাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য নূনং (নিশ্চিতং) তু মহতাং গতিম্ (আশ্রয়ং) গুরুং ত্রৈলোক্যকান্তং (ত্রিভুবনৈক-সুন্দরং) দৃশিমন্মহোৎসবং (দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহোৎসবং মহানন্দদায়কং) শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ঈপ্সিতাস্পদং (ঈপ্সিতং অভিলষিতং আস্পদং স্থানং) রূপং দধানং (ধারয়ন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) দ্রক্ষ্যে (দ্রক্ষ্যামি) মম উষসঃ (প্রভাতসময়াঃ) সুদর্শনাঃ (শুভদর্শনাঃ) আসন্ (অভবন্) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অদ্য নিশ্চয়ই সাধুজনের আশ্রয়দাতা ও গুরুস্বরূপ ত্রিলোকরমনীয় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের মহানন্দদায়ক বিষ্ণুবক্ষঃবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর অভি-লষিত নিবাসস্থানস্বরূপ মূর্ত্তিমান্ সেই শ্রীহরিকে দেখিতে পাইব । আমার প্রভাতকালে অদ্য শুভদর্শন হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—দৃশিমতাং চক্ষুষ্মতাং মহোৎসবস্বরূপং শ্রিয়ো বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থিতায়া অপি লক্ষ্ম্যা ঈপ্সিতানাং রতিরাসবিলাসাদীনাং আস্পদং রূপং দধানং তমী-শ্বরং দ্রক্ষ্যামি, অত্র লিঙ্গম্। উষসঃ প্রভাতসময়া সুদর্শনাঃ শুভসূচকা বভূবুরিত্যর্থঃ। বহুবচনেন তে বহ্বীনাং রাত্রীণাং জ্ঞেয়াঃ। অন্যথেদৃশং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দৃশিমন্মহোৎসবং'—চক্ষুষ্মান্-দিগের পরম উৎসব এবং বিষ্ণু-বক্ষঃস্থল স্থিত লক্ষ্মী-রও বাঞ্ছনীয় রতি-রাস বিলাসাদির আস্পদ-রূপ-ধারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয়ই দর্শন করিব, যেহেতু আজ আমার প্রভাতসময় শুভদর্শন হইয়াছে। 'উষসঃ'—এখানে বহুবচনের দ্বারা বহু রাত্রির প্রভাত সময় শুভদর্শন হইয়াছে, জানিতে হইবে, অন্যথা এইরূপ ফললাভ হয় না—এই ভাবার্থ ॥ ১৪ ॥

অথাবরূঢ়ঃ সপদীশয়ো রথাৎ
প্রধানপুংসোশ্চরণং স্ব-লব্ধয়ে ।
ধিয়া ধৃতং যোগিভিরপ্যহং ধ্রুবং
নমস্য আভ্যাঞ্চ সখীন্ বনৌকসঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অথ সপদি (দর্শনমাত্রমেব) রথাৎ অবরূঢ়ঃ (অবতীর্ণঃ সন্) অহং প্রধান-পুংসোঃ (প্রধানয়োঃ পুরুষয়োঃ) ঈশয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যোগিভিঃ অপি স্বলব্ধয়ে (আত্মজ্ঞানলাভায়) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) ধৃতং (চিন্তিতং) চরণং (পাদপদ্মং) ধ্রুবং

(নিশ্চিতং) নমস্যে, আভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং সহ) বনৌকসঃ (বনবাসিনঃ) সখীন্ চ (গোপাংশ্চ নমস্যে) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দর্শনমাত্রেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া আমি মহাপুরুষ রামকৃষ্ণের, যোগিগণ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য যাহা চিত্তে ধারণ করেন, সেই পদকমলে নিশ্চয় প্রণত হইব এবং তাঁহাদের সহিত বনচর গোপালগণকেও প্রণাম করিব ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অথ দর্শনানন্তরমেব রথাৎ অবরূঢ়ঃ। সপদি অবরোহণসময় এব প্রধানয়োঃ শ্রেষ্ঠয়োঃ পুংসো রামকৃষ্ণয়োশ্চরণং যোগিভিরপি আত্মলাভায় কেবলং ধিয়ৈব ধৃতং সাক্ষাদহং নমস্যামি আভ্যাং সহিতান্ সখীংশ্চ নমস্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ততো বনৌকসঃ সর্ব্বান্ ব্রজবাসিনোঽপি ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথাবরূঢ়ঃ'— অনন্তর তাঁহার দর্শনানন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, 'সপদি' অবরোহণ সময়েই পুরুষশ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ, যাহা যোগিগণ আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কেবল চিত্তেই ধারণ করেন, আজ আমি সাক্ষাৎ সেই চরণে প্রণাম করিব। আর ইহাঁদের সহিত রামকৃষ্ণের সখা গোপদিগকে এবং সমস্ত ব্রজবাসীদিগকে নমস্কার করিতেছি। 'নমস্যামি'—ইহা বর্ত্তমান সামীপ্যে লট্ ॥ ১৫ ॥

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যাধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কালভুজঙ্গরংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (অপি চ) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অঙ্ঘ্রিমূলে (পদতলে) পতিতস্য (প্রণতস্য) মে (মম) শিরসি কালভুজঙ্গরংহসা (কাল এব ভুজঙ্গঃ তস্য রংহসা বেগেন) প্রোদ্বেজিতানাং (ত্রাসিতানাং) শরণৈষিণাম্ (আশ্রয়াভিলাষিণাং) নৃণাং (মানবানাং) দত্তাভয়ং (দত্তং অভয়ং ভয়রাহিত্যং যেন তৎ) নিজহস্তপঙ্কজং (স্বকীয়করপদ্মম্) অধাস্যৎ (ধাস্যতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণও শ্রীপদমূলে প্রণত আমার মস্তকে কালভুজঙ্গবেগে উদ্বিগ্ন শরণপ্রার্থী মানবগণের অভয়প্রদ স্বকীয় করকমল অর্পণ করিবেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ অপীতি। অধাস্যৎ ধাস্যতি। হস্তপঙ্কজং বিশিনষ্টি দত্তাভয়ম্। নৃণামিতি চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি অঙ্ঘ্রিমূলে'—আমি পদতলে পতিত হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার মস্তকে স্বীয় করকমল অবশ্যই স্থাপন করিবেন। কেমন করকমল? তাহাতে বলিতেছেন—'দত্তাভয়ং'— যাহা কালরূপ সর্পের ভয়ে উদ্বিগ্ন শরণাগত জনগণের পক্ষে অভয়প্রদ। 'নৃণাম্'—ইহা চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে (অর্থাৎ শরণাগত জনকে যে হস্ত প্রদান করেন) ॥ ১৬ ॥

সমর্হণং যত্র নিধায় কৌশিক-
স্তথা বলিশ্চাপ জগত্রয়েন্দ্রতাম্।
যদ্বা বিহারে ব্রজযোষিতাং শ্রমং
স্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধ্যপানুদৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (হস্তে) কৌশিকঃ (ইন্দ্রঃ) সমর্হণং (পূজোপকরণং) তথা বলিঃ চ (সমর্হণং) নিধায় (সংস্থাপ্য সমর্প্য ইত্যর্থঃ) জগত্রয়েন্দ্রতাং (ত্রিলোকাধিপত্যম্) আপ (প্রাপ) বা (অপি চ) সৌগন্ধিকগন্ধি (সৌগন্ধিকস্য গন্ধ ইব গন্ধো যস্য তৎ) যৎ (নিজহস্তপঙ্কজং) বিহারে (ক্রীড়াকালে) স্পর্শেন ব্রজযোষিতাং (গোপিকানাং) শ্রমং (ক্লান্তিং) অপানুদৎ (দূরীচকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ইন্দ্র এবং বলিরাজ তাঁহার ঐ করকমলেই পূজোপকরণ অর্পণ করিয়া ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং সৌগন্ধিক পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধময় ঐ করকমলই বিহারকালে স্পর্শদ্বারা ব্রজকামিনীগণের শ্রম দূর করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যত্র হস্তপঙ্কজে সম্যক্ অর্হ্যতে পূজ্যতে যেন তৎ সমর্হণং দানসঙ্কল্পোদকং নিধায় কৌশিকঃ পুরন্দরঃ বলিশ্চ জগত্রয়েন্দ্রত্বং অবাপ। তচ্চ সার্ব্বভৌমাবতারে পুরন্দরেণ বামনাবতারে বলিনা তস্য হস্তে উদকং দত্তম্। তত্র পুরন্দর ইন্দ্রত্বমাপ। বলি-

রাপ্স্যতীতি বোদ্ধব্যম্। যৎ হস্তপঙ্কজম্। বাশব্দো বিতর্কে। বিহারে রাসক্রীড়ানন্তরসংপ্রয়োগে। শ্রমং বিহারশ্রমোত্থপ্রস্বেদাম্বু অপানুদৎ মার্জ্জয়ামাস। যদুক্তম্—"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ। প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা সন্তমেনাঙ্গ পানিনে"তি তেন তস্য পাদপঙ্কজং ব্রহ্মাদ্যর্চ্চিতমপি যথা তাসাং কুচোচ্ছিষ্টকুঙ্কুমধারকমুক্তং তথা হস্তপঙ্কজমপীন্দ্রাদ্যর্হিতং তাসাং শ্রমাম্বুমার্জ্জকমিত্যহো তাসাং পরমোৎকর্ষমাধুরীতি ধ্বনিঃ। হস্তপঙ্কজমপি কীদৃশম্? স্পর্শেন তাসাং মুখস্পর্শেন সৌগন্ধিকগন্ধি। মানসসরোবরকমলং সৌগন্ধিকমিতি পুরাণপ্রসিদ্ধম্। স্বগতোক্তত্বাৎ পূর্ব্ববদত্রাপি ন রসাভাসঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যত্র সমর্হণং'—যে হস্তপঙ্কজে 'সমর্হণ' বলিতে যাহার দ্বারা পূজা করা হয়, অর্থাৎ দান-সঙ্কল্প বারি প্রদান করিয়া, ইন্দ্র ও বলি, ত্রিজগতের ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌমাবতারে ইন্দ্র এবং বামনাবতারে মহারাজ বলি তাঁহার হস্তে জলদান করিয়াছিলেন। ইহাতে ইন্দ্র ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং বলি পরে লাভ করিবেন—ইহা জানিতে হইবে। 'যদ্ বা'—বা শব্দ বিতর্কে, যে হস্তপঙ্কজ, রাসক্রীড়ানন্তর সম্প্রয়োগ-সময়ে ব্রজরমণীগণের বিহারজনিত ঘর্ম্মজল স্পর্শ দ্বারা মার্জ্জনা করিয়াছিল। যেমন রাসবিহারে উক্ত হইয়াছে—"তাসাং রতিবিহারেণ শ্রান্তানাং" (১০।৩৩।২১), অর্থাৎ গোপীগণ রতিক্রীড়ায় শ্রান্ত হইলে, করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপূর্ব্বক স্বীয় মঙ্গলপ্রদ হস্তের দ্বারা তাঁহাদের বদন মার্জ্জনা করিয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার পাদপঙ্কজ ব্রহ্মাদির দ্বারা অর্চ্চিত হইলেও যেমন গোপরামাগণের কুচোচ্ছিষ্ট কুঙ্কুমের ধারক (ইহা ৮ম শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ এখানে তাঁহার করকমলও ইন্দ্রাদির দ্বারা পূজিত হইলেও গোপাঙ্গনাগণের বিহারজনিত ঘর্ম্মজলের মার্জ্জক—অহো! তাঁহাদিগের কি পরম উৎকর্ষমাধুরী—ইহা ধ্বনিত হইল। সেই করকমলও কেমন? তাহাতে বলিতেছেন—'সৌগন্ধিক-গন্ধি', তাঁহাদিগের মুখস্পর্শে সৌগন্ধিক পুষ্পের ন্যায় সুগন্ধময়। মানস-সরোবরস্থ কমল 'সৌগন্ধিক' বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এখানে অক্রূরের স্বগতোক্তি বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় (৮ নং শ্লোকের সিদ্ধান্ত অনুসারে) রসাভাস হয় নাই ॥ ১৭ ॥

ন ময্যুপৈষ্যত্যরিবুদ্ধিমচ্যুতঃ
কংসস্য দূতঃ প্রহিতোঽপি বিশ্বদৃক্।
যোঽন্তর্বহিশ্চেতস এতদীহিতং
ক্ষেত্রজ্ঞ ঈক্ষত্যমলেন চক্ষুষা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (যদ্যপ্যহং কংসেন) প্রহিতঃ (প্রেরিতঃ অতঃ) কংসস্য দূতঃ (তথাপি) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) ময়ি অরিবুদ্ধিং (শত্রুজ্ঞানং) ন উপৈষ্যতি (প্রাপ্স্যতি যত অসৌ) বিশ্বদৃক্ (সর্ব্বদর্শী ভবতি) যঃ চেতসঃ (চিত্তস্য) অন্তর্বহিঃ (অন্তঃ অভ্যন্তরে বহিঃ বাহ্যদেশেচ বর্ত্ততে সঃ) ক্ষেত্রজ্ঞঃ (অন্তর্যামী) অমলেন চক্ষুষা (নিত্যজ্ঞানেন) এতৎ ঈহিতং (সর্ব্বমাচরণম্) ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥১৮॥

অনুবাদ—যদিও আমি কংসপ্রেরিত এবং তাহারই দূত তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে শত্রুজ্ঞান করিবেন না, যেহেতু তিনি সর্ব্বদর্শী, চিত্তের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া অন্তর্যামিরূপে নির্ম্মল দৃষ্টিতে মদীয় সমস্ত আচরণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদপি স্বস্মিন্ননুগ্রহাসম্ভবমাশঙ্ক্য পরিহরতি—নেতি। যদ্যপ্যহং কংসস্য দূতঃ প্রহিতস্তেন প্রেষিতোঽপি ভবামি অরিবুদ্ধিং অরেরয়মিতি ভাবনাং ন ন উপৈষ্যতি ন করিষ্যতীত্যর্থঃ। যতো বিশ্বদৃক্ চেতসোঽন্তর্বহির্বর্ত্তমান এতদীহিতং এতস্য সর্ব্বজগতোঽপীহিতং ঈক্ষতে ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে পরম অনুগ্রহ সম্ভাবনা করিয়া পুনরায় তাহা অসম্ভব মনে করিয়া বলিতেছেন—যদিও আমি কংসপ্রেরিত এবং তাহারই দূত, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি শত্রুভাবনা করিবেন না। যেহেতু তিনি 'বিশ্বদৃক্'—সর্ব্বদর্শী, চিত্তের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান থাকিয়া, 'এতদীহিতং'—এই সকল জগতের কার্য্যকলাপ দর্শন করেন। (ভাবার্থ এই—বাহিরে আমি কংসের অনুবর্ত্তন করিলেও, অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি, সুতরাং হৃদিস্থ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মদীয় এই সমস্ত কার্য্যকলাপ অবগত আছেন।) ॥ ১৮ ॥

অপ্যঙ্ঘ্রিমূলেঽবহিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিতমার্দ্রয়া দৃশা ।
সপদ্যপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষো
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক ঊর্জ্জিতাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অপি (অপি চ) অঙ্ঘ্রিমূলে (পদতলে) অবহিতং (সংযতং) কৃতাঞ্জলিং (বদ্ধপ্রণামাঞ্জলিং) মাং আর্দ্রয়া (কৃপামৃতেন সিক্তয়া) দৃশা (নেত্রেন) সস্মিতং (মন্দহাসেন সহ) ঈক্ষিতা (দ্রক্ষ্যতি তর্হি অহমপি) সপদি (তৎক্ষণাদেব) অপধ্বস্তসমস্তকিল্বিষঃ (বিনষ্টাখিলপাপঃ) বীতবিশঙ্কঃ (ভয়রহিতঃ সন্) ঊর্জ্জিতাং (প্রবৃদ্ধাং) মুদং (প্রীতিং) বোঢ়া (প্রাপ্স্যামি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তিনি পদতলে সংযত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত আমাকে কৃপামৃতসিক্ত নয়নে মন্দহাস্যের সহিত দর্শন করিবেন এবং আমিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও ভয়রহিত হইয়া প্রবৃদ্ধ আনন্দরাশি লাভ করিব ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অপি কিং অঙ্ঘ্রিমূলে অবহিতং প্রণম্য সংযতন্তং মাং কৃপামৃতেনার্দ্রয়া দৃশা ঈক্ষিতা ঈক্ষিষ্যতে সপদি তৎক্ষণাদেব ঊর্জ্জিতাং মুদং বোঢ়া প্রাপ্স্যামি তদৈব বীতবিশঙ্কশ্চ মদন্তঃকরণং প্রভুর্জানাতি স্মেমতি নিশ্চেষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অপি অঙ্ঘ্রিমূলে'—আমি কৃতাঞ্জলিপুটে চরণোপান্তে পতিত হইলে যদি শ্রীকৃষ্ণ দয়ার্দ্রদৃষ্টিতে আমার প্রতি সহাস্য অবলোকন করেন, তাহা হইলে 'সপদি'—তৎক্ষণাৎ সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও ভয়রহিত হইয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিব। 'বীতবিশঙ্কঃ'—ভয়শূন্য, অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণ প্রভু জানেন, এইরূপ নিশ্চয় করিব—এই অর্থ ॥ ১৯ ॥

সুহৃত্তমং জ্ঞাতিমনন্যদৈবতং
দোর্ভ্যাং বৃহদ্ভ্যাং পরিরপ্স্যতেঽথ মাম্ ।
আত্মা হি তীর্থীক্রিয়তে তদৈব মে
বন্ধশ্চ কর্ম্মাত্মক উচ্ছ্বসিত্যতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সুহৃত্তমং (বান্ধববর্য্যং) জ্ঞাতিং অনন্যদৈবতং (তস্যৈব সেবকং) মাং বৃহদ্ভ্যাং (বিশালাভ্যাং) দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) পরিরপ্স্যতে (আলিঙ্গিষ্যতি যদা) তদা এব মে (মম) আত্মা (দেহঃ) তীর্থীক্রিয়তে (অতিপবিত্রীকরিষ্যতে) হি অতঃ (অস্মাদেব) কর্ম্মাত্মকঃ (কর্ম্মজনিত ইত্যর্থঃ) বন্ধঃ চ উচ্ছ্বসিতি (শ্লথো ভবিষ্যতি) ॥২০

অনুবাদ—অনন্তর যখন বিশাল ভুজযুগলদ্বারা বান্ধবশ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ও একমাত্র তদীয় সেবক আমাকে আলিঙ্গন করিবেন, তখনই আমার দেহ অতিশয় পবিত্রীকৃত হইবে এবং তাহা হইতেই কর্ম্মজনিত বন্ধনও শিথিল হইয়া যাইবে ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—পরিরপ্স্যতে আলিঙ্গিষ্যতি। তত্র হেতুঃ —সুহৃত্তমম্ ন কেবলং সৌহার্দাতিশয় এব, কিন্তু জ্ঞাতিং জ্ঞাতিত্বেঽপি সত্যনন্যদৈবতং ঐকান্তিকদাস্যবন্তম্। ততশ্চ তেন মে আত্মা অয়ং দেহঃ তীর্থীক্রিয়তে তীর্থং করিষ্যতে দেহঃ পূতো ভূত্বাঽন্যেষামপি পাবনো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অতস্তৎপরিরম্ভাদেব হেতোর্বন্ধশ্চ উচ্ছ্বসিতি উদ্গ্রথিতো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পরিরপ্স্যতে'—যদি তিনি বিশাল বাহুযুগল দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করেন, তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—'সুহৃত্তমং', পরমবান্ধব, কেবল সৌহার্দাতিশয়ই নহে, জ্ঞাতি, আবার জ্ঞাতি হইলেও ঐকান্তিক দাস্য-বিশিষ্ট আমাকে। তাহা হইলে তখনই 'মে আত্মা'—আমার এই দেহ তীর্থময় অতিশয় পবিত্রীকৃত হইবে, দেহ পবিত্র হইয়া অন্যেরও পবিত্রকারক হইবে—এই ভাবার্থ। অতএব সেই আলিঙ্গন হেতু আমার (কর্ম্মাত্মক) বন্ধনও শিথিল হইবে ॥ ২০ ॥

লব্ধাঙ্গসঙ্গং প্রণতং কৃতাঞ্জলিং
মাং বক্ষ্যতেঽক্রূর ততেত্যুরুশ্রবাঃ ।
তদা বয়ং জন্মভৃতো মহীয়সা
নৈবাদৃতো যো ধিগমুষ্য জন্ম তৎ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—উরুশ্রবাঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লব্ধাঙ্গসঙ্গং (লব্ধঃ প্রাপ্তঃ অঙ্গসঙ্গঃ যেন তং) প্রণতং কৃতাঞ্জলিং মাং (প্রতি হে) অক্রূর, (হে) তত, (তাত,) ইতি বক্ষ্যতে (কথয়িষ্যতি) তদা (তৎকালে) বয়ং

জন্মভৃতঃ (সফলজন্মানঃ ভবিষ্যামঃ) মহীয়সা (অনেন শ্রীকৃষ্ণেন) যঃ (জনঃ এবম্) আদৃতঃ ন (ভবতি) অমুষ্য (অনাদৃতস্য জনস্য) তৎজন্ম ধিক্ (নিষ্ফলমিত্যর্থঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—বিপুলকীর্তি শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় অঙ্গসঙ্গম প্রাপ্ত, প্রণত ও কৃতাঞ্জলিবদ্ধ আমাকে "হে অক্রূর, হে তাত", এইরূপে সম্বোধন করিবেন, তখনই আমি সার্থকজন্মা হইব। মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি এরূপ আদৃত না হয় তাহার জন্ম নিষ্ফল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—তদেতি। হে তাত, ইতি তদা জন্মভৃতঃ সফলজন্মানঃ। অন্যথা জন্মনো বৈয়র্থ্যমিত্যাহ—মহীয়সা মহত্তরলোকেন ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তদা'—শ্রীকৃষ্ণ যখন "হে অক্রূর! হে তাত!' এই বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখন আমার জন্ম সফল হইবে। অন্যথা জন্মের বৈয়র্থ্য, ইহা বলিতেছেন—'মহীয়সা'—পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি এরূপ সম্ভাষণাদি দ্বারা আদৃত না হয়, তাহার সেই জন্ম ধিক্ ॥ ২১ ॥

ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সুহৃত্তমঃ (হিততমঃ) কশ্চিৎ ন (ভবতি তথা) অপ্রিয়ঃ দ্বেষ্যঃ (দ্বেষযোগ্যঃ) উপেক্ষ্যঃ (উপেক্ষাযোগ্যঃ) এব বা (কশ্চিৎ) ন চ (ভবতি) তথাপি সুরদ্রুমঃ (কল্পবৃক্ষঃ) যদ্বৎ (যথা) উপাশ্রিতঃ (প্রার্থিতঃ ভবতি তথা) অর্থদঃ (যাচকানামর্থপ্রদঃ ভবতি তথা অয়মপি) যথা (যে যাদৃশাঃ ভক্তাঃ তান্) ভক্তান্ তথা ভজতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—যদিও এই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সুহৃৎ কিম্বা অপ্রিয় দ্বেষযোগ্য অথবা উপেক্ষণীয় কেহ নাই, তথাপি যেমন কল্পবৃক্ষের নিকট যে যেরূপ প্রার্থনা করে সে সেইরূপ ফলই লাভ করে, সেইরূপ ইনিও যে যেরূপে তাঁহাকে ভজনা করে তাঁহাকে সেইরূপেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তস্য পরমেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বত্র সাম্যমেব সম্ভবেৎ। এবঞ্চ ত্বং স্বস্মিন্ তৎ সুহৃত্তমত্বাদিকং কিং সম্ভাবয়সীতি তত্রাহ,—ন তস্যেতি। তথাপি ভক্তান্ ভজত ইতি। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ"মিতি তদুক্তেঃ। তত্রাপি যথা তথেতি। যে যথা ভক্তাস্তাংস্তথা ভজতে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহ"মিতি তদ্বচনাৎ। যদ্বৎ সুরদ্রুম ইতি আশ্রয়ণতারতম্যেন ফলদানতারতম্যম্। অনাশ্রিতেভ্যঃ ফলাপ্রদানঞ্চ তদপি সুরদ্রুমস্য যথা ন বৈষম্যং তথা তস্য ভগবতোঽপি। কিঞ্চ, সুরদ্রুমস্যাশ্রিতাধীনত্বং তথা নাস্তি যথা ভগবতো ভক্তাধীনত্বং অতো ভক্তিসম্বন্ধেন তস্য সৌহার্দ্দ দ্বেষোপেক্ষা অপি দৃষ্টা এব যথাম্বরীষাদৌ সৌহার্দ্দং-তদ্দেষ্টৃদুর্ব্বাসঃপ্রভৃতৌ দ্বেষোপেক্ষে চ দৃষ্টে এবেতি ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—তিনি পরমেশ্বর বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার সমদর্শনই সম্ভব, এরূপ হইলে তুমি নিজেকে তাঁহার সুহৃত্তম প্রভৃতি কি প্রকারে সম্ভাবনা করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'ন তস্য', যদিও সকলের প্রতি সমদর্শী সেই শ্রীকৃষ্ণের কেহ প্রিয় বা সুহৃত্তম নাই এবং কোন অপ্রিয়, দ্বেষ্য বা উপেক্ষ্য নাই, 'তথাপি ভক্তান্ ভজতে'—তথাপি তিনি ভক্তগণকে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহার শ্রীমুখ উক্তি যেমন—"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু" (শ্রীগীতা—৯।২৯), অর্থাৎ আমি সর্ব্বভূতে তুল্য, আমার অপ্রিয় বা প্রিয় নাই। কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে যেমন আসক্ত, আমিও তাঁহাদিগের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকি। 'তথাপি যথা তথা'—তথাপি ভক্তগণ তাঁহাকে যেমন ভজন করেন, তিনিও ভক্তদিগকে সেইরূপ ভজনা করিয়া থাকেন। যেমন শ্রীমুখবচন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" (৪।১১), অর্থাৎ যাহারা যেপ্রকারে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই ভজন ফল দান করি। 'যথা সুরদ্রুমঃ'—যেরূপ কল্পবৃক্ষ আরাধিত হইলে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকে।

এখানে আশ্রয়ণের তারতম্যে ফলদানের তারতম্য। কল্পবৃক্ষ যেরূপ অনাশ্রিতের প্রতি ফলদানের বৈষম্য করে না, সেইরূপ ভগবানেরও জানিতে হইবে। কিন্তু ভগবান্ যেমন ভক্তাধীন, তেমন কল্পবৃক্ষের আশ্রিতাধীনত্ব নাই। অতএব ভক্তিসম্বন্ধে ভগবানের সৌহার্দ্দ, দ্বেষ ও উপেক্ষা দৃষ্ট হয়, যেমন অম্বরীষাদিতে সৌহার্দ্দ এবং তাহার দ্বেষ্টা দুর্ব্বাসা প্রভৃতিতে দ্বেষ ও উপেক্ষা দৃষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

কিঞ্চাগ্রজো মাবনতং যদুত্তমঃ
স্ময়ন্ পরিষ্বজ্য গৃহীতমঞ্জলৌ
গৃহং প্রবেশ্যাপ্তসমস্তসৎকৃতং
সম্প্রক্ষ্যতে কংসকৃতং স্ববন্ধুষু ॥ ২৩ ॥

অন্বয়—কিঞ্চ (অপি চ) যদুত্তমঃ (যাদবশ্রেষ্ঠঃ) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠঃ বলদেবঃ) স্ময়ন্ (মন্দহাসং কুর্ব্বন্) অবনতং (প্রণতং) মাং পরিষ্বজ্য (আলিঙ্গ্য ততঃ) অঞ্জলৌ গৃহীতং (ধৃতং ততঃ) আপ্তসমস্তসৎকৃতম্ (আপ্তানি প্রাপ্তানি সমস্তানি অর্ঘ্যাদিসৎকৃতানি যেন তং মাং) গৃহং প্রবেশ্য স্ববন্ধুষু (বসুদেবাদিষু) কংসকৃতং (কংসস্য আচরিতং) সংপ্রক্ষ্যতে (স কিং করিষ্যতি জিজ্ঞাস্যতি) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণাগ্রজ বলদেব প্রণত ও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত আমাকে মন্দহাস্যসহকারে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইয়া সমস্ত সৎকার-লাভের পর নিজ আত্মীয় বসুদেব প্রভৃতির প্রতি কংসকৃত আচরণের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাগ্রজো বলদেবঃ। মা মাং অঞ্জলৌ মৎকৃতাঞ্জলৌ স্বদক্ষিণ-হস্তেন গৃহীতং মামাকৃষ্য গৃহমেকান্তসংলাপার্থং প্রবেশ্য। সৎকৃতং সৎকারঃ ॥২৩

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অগ্রজঃ'—তাঁহার অগ্রজ শ্রীবলদেব, 'গৃহীতাঞ্জলৌ'—আপন দক্ষিণহস্তে মৎকৃত অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া একান্ত সংলাপের নিমিত্ত আমাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া, আসনাদির দ্বারা আমার যথোপযুক্ত সৎকার বিধান করাইবেন ॥২৩॥

শ্রীশুক উবাচ—
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্ কৃষ্ণং শ্বফল্কতনয়োঽধ্বনি।
রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ সূর্য্যশ্চাস্তগিরিং নৃপ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—(হে) নৃপ! শ্বফল্কতনয়ঃ (অক্রূরঃ) অধ্বনি (পথি) ইতি (এবং রূপেণ) কৃষ্ণং সঞ্চিন্তয়ন্ (ধ্যায়ন্) রথেন গোকুলং প্রাপ্তঃ (গতঃ) সূর্য্যঃ চ অস্তগিরিম্ (অস্তাচলং প্রাপ্তঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, অক্রূর পথমধ্যে এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে রথারোহণে গোকুলে উপস্থিত হইলেন। তখন সূর্য্যদেবও অস্তাচলে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥

পদানি তস্যাখিললোকপাল-
কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শ গোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি
বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) গোষ্ঠে অখিললোকপাল-কিরীটজুষ্টামলপাদরেণোঃ (অখিলৈঃ লোকপালৈঃ কিরীটেষু জুষ্টাঃ সেবিতাঃ অমলাঃ পাদরেণবঃ যস্য তস্য) তস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অব্জযবাঙ্কুশাদ্যৈঃ (অব্জাদিভিঃ) বিলক্ষিতানি (অঙ্কিতানি) ক্ষিতিকৌতুকানি (ক্ষিতেরলঙ্কাররূপাণি) পদানি (চরণান্) দদর্শ (দৃষ্টবান্) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, নিখিললোকপালগণ নিজ নিজ কিরীটদ্বারা যাঁহার বিমল পদরেণুর সেবা করিয়া থাকেন, অক্রূর গোষ্ঠমধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণের পদ্ম-যব-অঙ্কুশাদিচিহ্নিত এবং পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ শ্রীচরণ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—পদানি পদচিহ্নানি। ক্ষিতেঃ কৌতুকং সবিস্ময়সৌভাগ্যং যতঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পদানি'—পদ্ম, যব, অঙ্কুশাদি চিহ্নে চিহ্নিত, 'ক্ষিতি-কৌতুকানি'—পৃথিবীর কৌতুক বলিতে সবিস্ময় সৌভাগ্য যাহা হইতে, ঈদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন সমূহ দেখিতে পাইলেন ॥ ২৫ ॥

তদ্দর্শনাহলাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ
প্রেম্ণোর্দ্ধরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষণঃ ।
রথাদবস্কন্দ্য স তেষ্বচেষ্টত
প্রভোরমূন্যঙ্ঘ্রিরজাংস্যহো ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অক্রূরঃ) তদ্দর্শনাহলাদবিবৃদ্ধসম্ভ্রমঃ (তস্য দর্শনেন যঃ আহলাদঃ তেন বিবৃদ্ধঃ সম্ভ্রম যস্য সঃ) প্রেম্না (প্রীত্যা) উর্দ্ধরোমাশ্রু-কলাকুলেক্ষণঃ (উর্দ্ধানি রোমানি যস্য সঃ অশ্রূণাং কলাভিঃ লেশৈঃ আকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ তাদৃশঃ সন্) রথাৎ অবস্কন্দ্য (উল্লম্ফনেন অবতীর্য্য) অহো অমূনি প্রভোঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অঙ্ঘ্রিরজাংসি (চরণস্পৃষ্টধূলিকণাঃ) ইতি তেষু অচেষ্টত (ব্যলুঠৎ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—তখন ঐ শ্রীপাদপদ্মসন্দর্শনে আনন্দ অতিশয় বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার সম্ভ্রম অর্থাৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। প্রেমে রোমাঞ্চ এবং অশ্রুকলায় নয়নযুগল আকুল হইয়া আসিল। তখন তিনি রথ হইতে উল্লম্ফনে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া—"অহো, এই সেই প্রভুর শ্রীপাদপদ্মস্পৃষ্ট ধূলিরেণুসকল"—এই বলিয়া তাহাতে লুণ্ঠিত হইলেন ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অশ্রূণাং কলা কলনং অতিক্ষরণম্। কলিহলী কামধেনু। অবস্কন্দ্য সহসৈবাবপ্লুত্য স অক্রূরঃ তেষু পদেষু অচেষ্টত সরোদনমলুঠৎ। অহো ভাগ্যং দুর্ল্লভলাভো মমায়মিতি সগদ্গদং ব্রুবন্ ॥২৬

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অশ্রুকলা'-বলিতে অশ্রুসমূহের অতিক্ষরণ, অর্থাৎ নয়নসলিলে আকুল-নেত্র অক্রুর, 'রথাৎ অবস্কন্দ্য'—শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নসমূহ দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতরণ করিয়া "আহা আমার কি ভাগ্য! যেহেতু অদ্য আমার দুর্ল্লভ বস্তুর লাভ হইয়াছে"—ইহা গদ্গদস্বরে বলিতে বলিতে উক্ত পাদরেণুতে রোদন সহকারে পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

দেহং ভৃতামিয়ানর্থো হিত্বা দম্ভং ভিয়ং শুচম্ ।
সন্দেশাদ্যো হরেলিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—দম্ভং ভিয়ং (ভয়ং) শুচং (শোকং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) সন্দেশাৎ (কংসসন্দেশাদারভ্য) হরেঃ লিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ যঃ (অয়ম্) (অক্রূরস্য বর্ণিতঃ) দেহং ভৃতাং (দেহধারিণাম্) ইয়ান্ অর্থঃ (এতাবানেব পুরুষার্থঃ ভবতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, কংস-সংবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দম্ভ, ভয় ও শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্দর্শন-শ্রবণাদি পর্য্যন্ত যে অক্রুরসম্বন্ধীয় কথা কীর্ত্তিত হইল, তাহাই দেহী-জীবমাত্রের পুরুষার্থ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—মথুরাতো যাত্রামারভ্য নন্দব্রজপ্রবেশ-পর্য্যন্তমক্রূরস্য মনো-বাক্-কায়চেষ্টিতং বর্ণয়িত্বা তদেব দৃষ্টান্তীকৃত্য সিদ্ধান্তসারমাহ—দেহং ভৃতামিতি। দ্বিতীয়া আর্ষী। দেহধারিণাং ইয়ান্ এতবানেব পুরুষার্থঃ। কংসস্য সন্দেশাদারভ্য হরেলিঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভি র্যোঽয়মক্রূরস্য বর্ণিতঃ। যথা হরেলিঙ্গং পদচিহ্নং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তত্রৈব ধূলৌ লুলোঠ। তত্রাহং অক্রূরো রাজমন্ত্রী রাজ্ঞোঽত্যাদরণীয়ঃ কথং গোচারকস্য পদধূলৌ লুঠামীতি দম্ভং হিত্বৈব মদ্দূতোঽপি ভূত্বা মচ্ছত্রোঃ কৃষ্ণস্য পদধূলৌ লুঠতীত্যপজাপকুপিতাৎ কংসাৎ ভয়ং হিত্বা কুপিতকংসবিনাশ্যেষু শুচং গৃহকলত্রাদিষু শোকং হিত্বৈব লুলোঠ। যথা তথৈব বয়ং পণ্ডিতত্বাদভিজাতত্বাদৈশ্বর্য্যবত্বাচ্চ শ্রেষ্ঠাঃ কথং সর্ব্বলোকানাদৃতকুচেলাকিঞ্চননিকৃষ্টবৈষ্ণবচরণধূলৌ পতাম ইতি দম্ভং স্বজননিন্দনাদ্ভয়ং তত্তত্ত্যাগাচ্ছোকঞ্চ হিত্বা হরেলিঙ্গং বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা তচ্চরণধূলৌ পতেয়ুঃ, যদ্বা, হিত্বেত্যাদিকং দেহভৃৎস্বেব যোগ্যং নত্বক্রূরে প্রেমবিহ্বলে ইতি। যথা হরের্নারদাদিমুখাদ্যশঃ শ্রবণেন স্মরণেন চাক্রূরো যথা দাস্যরসানুকুলান্মনোরথাংশ্চকার তথৈব কদা হরিং পরিচরিষ্যামঃ, অপি কিং তং দ্রক্ষ্যাম ইত্যাদি মনোরথান্ কুর্য্যুরিতি ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—মথুরা হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া নন্দব্রজে প্রবেশ পর্য্যন্ত অক্রুরের মানসিক, বাচনিক ও কায়িক চেষ্টা বর্ণন করিয়া তাহাই দৃষ্টান্ত করতঃ (শ্রীল শুকদেব) সিদ্ধান্তসার বলিতেছেন—'দেহং ভৃতাম্' ইত্যাদি, এখানে দ্বিতীয়া আর্ষপ্রয়োগ, দেহধারিগণের এই পর্য্যন্তই পুরুষার্থ। তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'সন্দেশাৎ'—কংসের আদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নের দর্শন ও শ্রবণ প্রভৃতির দ্বারা অক্রুরের যে অবস্থা-বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ

দম্ভ, ভয়, শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীহরির পদচিহ্ন দর্শন করিয়া অক্রূর যেমন শ্রীচরণ-চিহ্নিত ব্রজের রজে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, দেহিগণেরও এই পর্য্যন্তই পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে 'দম্ভ'—অর্থাৎ আমি অক্রূর, রাজা কংসের মন্ত্রী, তাহাতে আবার রাজার অত্যন্ত আদরের পাত্র, সুতরাং গো-চারকের পদধূলীতে লুণ্ঠন করিব কিরূপে ?—এইরূপ যে দম্ভ (অহঙ্কার), তাহা পরিত্যাগ করিয়া। 'ভয়'—অর্থাৎ আমার (কংসের) দূত হইয়া আমার শত্রুর পদ-ধূলীতে লুণ্ঠন করিতেছে—এইরূপ উপজাত কোপ কংস হইতে ভয় পরিত্যাগ করিয়া, এবং 'শোক'—অর্থাৎ কংস কুপিত হইলে গৃহকলত্রাদি সমূলে বিনষ্ট করিবে, সুতরাং বিনাশ জন্য যে শোক, তাহা পরিত্যাগ করিয়া চরণধূলীতে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আমরা পণ্ডিত সদ্বংশজাত ঐশ্বর্য্যশালী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ, অতএব কিরূপে নিখিল লোকের অনাদৃত, অতিনিকৃষ্ট জীর্ণ-বস্ত্রধারী অকিঞ্চন বৈষ্ণবের পদধূলীতে নিপতিত হইব—এইরূপ দম্ভ, আত্মীয় লোকের নিন্দা হইতে ভয় এবং তত্তৎ ত্যাগজন্য শোক পরিত্যাগ করিয়া 'হরে লিঙ্গং'—অর্থাৎ বৈষ্ণব দর্শন করিয়া তাঁহার চরণধূলিতে পতিত হইতে হইবে—ইহাই দেহধারিগণের পুরুষার্থ।

অথবা—'হিত্বেত্যাদিকং', অহঙ্কার, ভয়, শোক পরিত্যাগ করিয়া ইত্যাদি বাক্য দেহধারিগণেরই যোগ্য, কিন্তু প্রেম-বিহ্বল অক্রূরের প্রতি নহে। যেমন হরিভক্ত নারদাদির মুখ হইতে শ্রীহরির যশ শ্রবণ ও স্মরণের দ্বারা অক্রূর দাস্যরসের অনুকূল মনোরথ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 'কবে আমি শ্রীহরির পরিচর্য্যা করিব, তাঁহাকে কি কখনও দেখিতে পাইব' —এইরূপ মনোরথ দেহধারিগণের করিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

———

দদর্শ কৃষ্ণং রামঞ্চ ব্রজে গোদোহনং গতৌ।
পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ ॥ ২৮ ॥
কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ।
সুমুখৌ সুন্দরবরৌ বালদ্বিরদবিক্রমৌ ॥ ২৯ ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈশ্চিহ্নিতৈরঙ্ঘ্রিভির্ব্রজম্।
শোভয়ন্তৌ মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ ॥ ৩০ ॥
উদাররুচিরক্রীড়ৌ স্রগ্বিণৌ বনমালিনৌ।
পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ স্নাতৌ বিরজবাসসৌ ॥ ৩১ ॥
প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতূ জগৎপতী।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥ ৩২ ॥
দিশো বিতিমিরা রাজন্ কুর্ব্বাণৌ প্রভয়া স্বয়া।
যথা মারকতঃ শৈলো রৌপ্যশ্চ কনকাচিতৌ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ সঃ) ব্রজে গোদোহনং (তৎস্থানং) গতৌ পীতনীলাম্বরধরৌ শরদম্বুরুহেক্ষণৌ (শারদকমলতুল্যনয়নৌ) কিশোরৌ (কৈশোরদশাং প্রাপ্তৌ) শ্যামলশ্বেতৌ (কৃষ্ণশ্বেতবর্ণৌ) শ্রীনিকেতৌ (সৌন্দর্য্যাধারৌ) বৃহদ্ভুজৌ (মহাবাহু) সুমুখৌ (প্রসন্নৌ) সুন্দরবরৌ (সুন্দরশ্রেষ্ঠৌ) বালদ্বিরদবিক্রমৌ (বালহস্তিতুল্য বলশালিনৌ) ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজৈঃ (ধ্বজাদিভিঃ) চিহ্নিতৈঃ (অঙ্কিতৈঃ) অঙ্ঘ্রিভিঃ (চরণৈঃ ব্রজং শোভয়ন্তৌ ভূষয়ন্তৌ) মহাত্মানৌ সানুক্রোশস্মিতেক্ষণৌ (অণুক্রোশঃ অনুকম্পা তদ্বিলসিতস্মিতযুক্তং ঈক্ষণং দৃষ্টিপাতঃ যয়োঃ তৌ) উদাররুচিরক্রীড়ৌ (উদারা রুচিরা ক্রীড়া যয়োঃ তৌ) স্রগ্বিণৌ (রত্নস্রগ্‌ভিঃ অলঙ্কৃতৌ তথা) বনমালিনৌ (বনমালাধরৌ) পুণ্যগন্ধানুলিপ্তাঙ্গৌ (পুণ্যগন্ধৈঃ চন্দনাদিভিঃ অনুলিপ্তানি অঙ্গানি যয়োঃ তৌ) স্নাতৌ বিরজবাসসৌ (নির্ম্মলবসনৌ) প্রধানপুরুষৌ প্রধানভূতৌ পুরুষৌ) আদ্যৌ (জগতামাদিভূতৌ) জগদ্ধেতু (জগৎকারণভূতৌ) জগৎপতী জগত্যর্থে (পৃথিব্যাঃ ভারাপনয়নায়) স্বাংশেন (মূর্তিভেদেন) বলকেশবৌ (সন্তৌ) অবতীর্ণৌ (হে) রাজন্! স্বয়া প্রভয়া (শ্রিয়া) দিশঃ বিতিমিরাঃ (বিগতান্ধকারাঃ) কুর্ব্বাণৌ কনকাচিতৌ (সুবর্ণব্যাপ্তৌ) মারকতঃ (মরকতময়ঃ) রৌপ্যঃ (রৌপ্যময়ঃ) চ শৈলঃ যথা (পর্ব্বত ইব অবস্থিতৌ) কৃষ্ণং রামং চ দদর্শ ॥ ২৮-৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি ব্রজমধ্যে গোদোহনস্থানে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের পরিধানে পীত ও নীলবর্ণ বসন, নয়নযুগল শরৎ-কালীন প্রস্ফুটিত কমলতুল্য, দুইজনেই কৈশোর দশায় উপনীত, বর্ণ শ্যাম ও শ্বেত, উভয়েই পরম সৌন্দর্য্যের আধার, ভুজদ্বয় আজানুলম্বিত, বদন প্রসন্ন

অতএব দুইজনেই পরমসুন্দর এবং করি-শিশুর ন্যায় বলশালী, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ ও পদ্মচিহ্নিত চরণ দ্বারা ব্রজের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। উভয়েই মহাত্মা এবং তাঁহাদের দৃষ্টিপাত সদয় ও মন্দহাস্যবিভূষিত, উভয়েই উদার ও মনোরম বিলাসশীল, রত্নমালায় ও বনমালায় বিভূষিত, পবিত্র চন্দনাদি-অনুলেপন-দ্রব্যে লিপ্তদেহ, স্নাত, নির্ম্মল-বসনধারী, জগতের প্রধান পুরুষ, আদিভূত, কারণস্বরূপ এবং অধিপতি, কেবলমাত্র পৃথিবীর ভারহরণের জন্য মূর্তিভেদে শ্রীবলদেব ও শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে রাজন্, তখন তাঁহারা দুইজনে নিজ কান্তিদ্বারা দিঙ্মণ্ডলের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া সুবর্ণ পরিব্যাপ্ত মরকত পর্ব্বত ও রৌপ্য-পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিলেন ॥ ২৮-৩৩ ॥

রথাৎ তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ (সন্) রথাৎ তূর্ণম্ অবপ্লুত্য (লম্ফনেন পতিত্বা) রামকৃষ্ণয়োঃ চরণোপান্তে (পদপ্রান্তে) দণ্ডবৎ পপাত ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—তখন অক্রূর স্নেহবিহ্বল হইয়া রথ হইতে সত্বর উল্লম্ফনে অবতরণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—গাবো দুহ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গোদোহনং তৎ স্থানং গতৌ প্রাপ্তৌ। যদ্বা, গবাং দোহনং কর্ম্ম-প্রাপ্তৌ গা দুহন্তাবিত্যর্থঃ, সানুক্রোশে সানুকম্পে সস্মিতে চ ঈক্ষণে যয়োস্তৌ প্রধানভূতৌ পুরুষৌ জগতি অবতীর্ণৌ। অর্থেষু ভারাবতাররূপেষু প্রয়োজনেষু মধ্যে স্বাংশঃ স্বঃ স্বো যো ভাগস্তেন হেতুনা। যথা অঘবকাদীন্ কৃষ্ণো জঘান। ধেনুক-প্রলম্বাদীন্ রামো জঘান। যথা চ চাণূরকংসাদীন্ কৃষ্ণঃ। মুষ্টিকদ্বিবিদাদীন্ রামো হনিষ্যতীতি।। ২৮-৩৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গো-দোহনং গতৌ'—যে স্থানে গো-দোহন করা হয়, তাহার নাম গো-দোহন স্থান অর্থাৎ গোশালায় অবস্থিত, অথবা গো-দোহন কারী কৃষ্ণ ও বলরামকে অক্রূর দর্শন করিলেন। 'সানুক্রোশ-স্মিতেক্ষণৌ'—তাঁহারা দুইজন দয়াব্যঞ্জক হাস্যসম্পন্ন লোচনবিশিষ্ট, 'প্রধানপুরুষৌ'—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 'অর্থেষু স্বাংশেন'—পৃথিবীর ভার অবতারণরূপ প্রয়োজনের মধ্যে 'স্বাংশ' বলিতে নিজ নিজ যে ভাগ, তাহার নিমিত্ত। যেমন অঘাসুর ও বকাসুর প্রভৃতিকে শ্রীকৃষ্ণ বিনাশ করিলেন। ধেনুক, প্রলম্বাদিকে শ্রীবলরাম বধ করিলেন। যেমন পরবর্ত্তীকালে চাণূর, কংসাদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং মুষ্টিক, দ্বিবিদ প্রভৃতিকে শ্রীবলরাম বধ করিবেন ॥ ২৮-৩৪ ॥

মধ্ব—

বৈন্যপার্থবলেশাদাবাবিষ্টং পুরুষোত্তমম্ ।
অপেক্ষ্য তদ্‌গুণাঃ সর্ব্বে তজ্জীবানামভাবিনঃ ॥
অপ্যুচ্যন্তে পুরাণেষু বিশেষাৎ সন্নিধির্যতঃ ।
ইতি মাহাত্ম্যে ॥ ৩২ ॥

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ-বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানে নাশকন্নৃপঃ ॥৩৫

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ ! (স চ) ভগবদ্দর্শনাহ্লাদ-বাষ্পপর্য্যাকুলেক্ষণঃ (ভগবদ্দর্শনাহ্লাদেন যদ্ বাষ্পং তেন পর্য্যাকুলে ঈক্ষণে যস্য সঃ) পুলকাচিতাঙ্গঃ (রোমাঞ্চিতশরীরঃ সন্) ঔৎকণ্ঠ্যাৎ (ঔৎসুক্যবশাৎ) স্বাখ্যানে (অক্রূরোঽহম্ নমস্করোমীতি বিজ্ঞাপনে) ন অশকৎ (ন সমর্থঃ অভবৎ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে ভগবানের দর্শনজনিত আহ্লাদে নয়নদ্বয় বাষ্পপুলকিত এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলে তিনি উৎকণ্ঠাবশতঃ নিজের নামোল্লেখ করিতে—অর্থাৎ "আমি অক্রূর প্রণাম করিতেছি" এরূপ বলিতে সমর্থ হইলেন না ॥৩৫॥

বিশ্বনাথ—স্বাখ্যানে অক্রূরোঽহং নমস্করোমীতি স্বকথনেঽপি ন শশাক ॥ ৩৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাখ্যানে'—নিজ পরিচয় প্রদানে, অর্থাৎ "আমি অক্রূর, আপনাকে নমস্কার করিতেছি"—এইরূপ বলিতেও সমর্থ হইলেন না ॥ ৩৫ ॥

ভগবাংস্তমভিপ্রেত্য রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা ।
পরিরেভেঽভ্যুপাকৃষ্য প্রীতঃ প্রণতবৎসলঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) প্রণতবৎসলঃ (প্রণতে স্নেহশীলঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তম্ (অক্রূরম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) রথাঙ্গাঙ্কিতপাণিনা (চক্রচিহ্নিতহস্তেন) অভ্যুপাকৃষ্য (আকৃষ্য) পরিরেভে (আলিঙ্গিতবান্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—প্রীত ও প্রণতজনবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অক্রূর বলিয়া জানিতে পারিয়া তখন চক্রচিহ্নিত স্বীয় হস্তদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—অভিপ্রেত্য অক্রূরোঽয়মেতদর্থমাগত ইতি জ্ঞাত্বা রথাঙ্গাঙ্কিতেন চক্রচিহ্নাঙ্কিতেন পাণিনা তং অভ্যুপাকৃষ্য স্বনিকটমাকৃষ্য আকর্ষণেন কংসহননসামর্থ্যং জ্ঞাপয়ন্নিবেতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অভিপ্রেত্য'—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "ইনি অক্রূর, এইজন্য আসিয়াছেন"—ইহা বুঝিতে পারিয়া, 'রথাঙ্গাঙ্কিত-পাণিনা'—চক্রচিহ্নিত স্বীয় হস্ত দ্বারা, 'অভ্যুপাকৃষ্য'—তাঁহাকে নিজের নিকটে আকর্ষণ করতঃ আলিঙ্গন করিলেন, আকর্ষণের দ্বারা যেন নিজের কংস-বধের সামর্থ্য জানাইলেন—এই ভাবার্থ ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কর্ষণশ্চ প্রণতমুপগুহ্য মহামনাঃ ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণী অনয়ৎ সানুজো গৃহম্ ॥ ৩৭ ॥
পৃষ্ট্বাথ স্বাগতং তস্মৈ নিবেদ্য চ বরাসনম্ ।
প্রক্ষাল্য বিধিবৎ পাদৌ মধুপর্কার্হণমাহরৎ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহামনাঃ (মহামতিঃ) সঙ্কর্ষণঃ (বলদেবঃ) চ প্রণতং (তং অক্রূরম্) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) পাণিনা (স্বহস্তেন) পাণী (অঞ্জলিবদ্ধম্ অক্রূরহস্তদ্বয়ং) গৃহীত্বা (ধৃত্বা) সানুজঃ (অনুজেন কৃষ্ণেন সহ বর্ত্তমানঃ) গৃহম্ অনয়ৎ (নীতবান্) তস্মৈ (অক্রূরায়) স্বাগতং (শুভাগতিং) পৃষ্ট্বা বরাসনম্ (উত্তমং আসনং) নিবেদ্য (উৎসৃজ্য) বিধিবৎ (যথাবিধি) পাদৌ প্রক্ষাল্য মধুপর্কার্হণং (মধুপর্কসংজ্ঞকং সৎকারদ্রব্যম্) আহরৎ (উপানয়ৎ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

অনুবাদ—মহামতি বলদেবও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক নিজহস্তদ্বারা তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ, উত্তম আসন প্রদান ও যথাবিধি পাদপ্রক্ষালন করিয়া মধুপর্ক প্রদান করিলেন ॥ ৩৭-৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—পাণিনা স্বদক্ষিণেন পাণী অঞ্জলিভূতৌ গৃহীত্বেতি গৃহীতমঙ্গলাবিতি তথৈব তন্মনোরথাৎ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পাণিনা পাণী গৃহীত্বা'—শ্রীবলদেবও প্রণত অক্রূরকে আলিঙ্গন করতঃ নিজ দক্ষিণ হস্তের দ্বারা অক্রূরের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিলেন। "গৃহীতমঙ্গলৌ"—যেহেতু (২৩ শ্লোকে) অক্রূরের সেইরূপই মনোরথ ছিল ॥ ৩৭-৩৮ ॥

নিবেদ্য গাঞ্চাতিথয়ে সংবাহ্য শ্রান্তমাদৃতঃ ।
অন্নং বহুগুণং মেধ্যং শ্রদ্ধয়োপাহরদ্বিভুঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) আদৃতঃ (সাদরঃ) বিভুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অতিথয়ে (অক্রূরায়) গাং চ নিবেদ্য (দত্ত্বা) শ্রান্তং সংবাহ্য (তস্য পাদসম্বাহনং কৃত্বা) শ্রদ্ধয়া (সহ) বহুগুণং (স্বাদুত্বাদিবহুগুণযুক্তম্) মেধ্যং (পবিত্রম্) অন্নং উপাহরৎ (দত্তবান্) ॥৩৯॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ অতিথি অক্রূরকে সাদরে ধেনুদানপূর্ব্বক তদীয় পাদসম্বাহনাদি ক্রিয়াদ্বারা শ্রান্তিদূর করিয়া বহুগুণযুক্ত পবিত্র অন্নপ্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—নিবেদ্য গামিতি পাদ্যাদ্যুপচারেষু গৌরিয়ং দৃশ্যতাং তবেতি নয়নেন্দ্রিয়সুখদানার্থং সুন্দরগবোপস্থানমপ্যেকো মঙ্গলোপচারঃ। মেধ্যমিতি দ্বাদশীপারণবিহিতমিত্যর্থঃ। অস্য দিনস্য দ্বাদশীত্বং পরশ্বশ্চতুর্দ্দশ্যাং ভূতরাজপূজায়াং কংসমারণাৎ। ন রাত্রৌ পারণং কুর্য্যাদিতি নিয়মাতিক্রমঃ কৃষ্ণগৃহান্নপ্রাপ্তিলোভাৎ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নিবেদ্য গাম্'—অতিথি অক্রূরকে গো দান করিয়া, অর্থাৎ পাদ্যাদি উপচারের মধ্যে 'এই আপনার গাভী দর্শন করুন'—এইরূপ নয়নেন্দ্রিয়ের সুখ দানের নিমিত্ত সুন্দর গাভী আনয়ন করাও একপ্রকার মঙ্গলোপচার। 'মেধ্যম্'—দ্বাদশী-

পারণবিহিত পবিত্র অন্ন সমর্পণ করিলেন। সেইদিন দ্বাদশী, পরশ্ব চতুর্দ্দশীতে ভূতরাজপূজায় কংসরাজ নিহত হইবে। আর অক্রূর ভগবদ্দর্শন অভিলাষে প্রাতঃকালে পারণ করেন নাই সাক্ষাৎ ভগবদ্‌গৃহান্ন প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া। ইহাতে "রাত্রিতে পারণ করিবে না"—এই নিষেধাতিক্রমেও দোষ হইল না ॥ ৩৯ ॥

তস্মৈ ভুক্তবতে প্রীত্যা রামঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
মুখবাসৈর্গন্ধমাল্যৈঃ পরাং প্রীতিং ব্যধাৎ পুনঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—(অথ) পরমধর্ম্মবিৎ রামঃ ভুক্তবতে (কৃতভোজনায়) তস্মৈ (অক্রূরায়) প্রীত্যা (সহ) পুনঃ মুখবাসৈঃ (তথা) গন্ধমাল্যৈঃ পরাং (উত্তমাং) প্রীতিং ব্যধাৎ (কৃতবান্) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তৎপরে পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলদেব ভোজনের পর অক্রূরকে প্রীতির সহিত মুখবাস এবং গন্ধমাল্যাদি প্রদান করিয়া পরম সন্তোষ উৎপাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥

পপ্রচ্ছ সৎকৃতং নন্দঃ কথং স্থ নিরনুগ্রহে।
কংসে জীবতি দাশার্হ শৌনপালা ইবাবয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দঃ সৎকৃতম্ (আতিথ্যবিধিনা পূজিতং তং) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) (হে) দাশার্হ! (যাদব অক্রূর!) নিরনুগ্রহে (ক্রূরে) কংসে জীবতি (সতি) শৌনপালাঃ (শৌনঃ পশুঘাতী স এব পালঃ পালকঃ যেষাং তে) অবয়ঃ (মেষাঃ) ইব কথং (কেন প্রকারেণ যূয়ং) স্থ (জীবথ) ॥৪১॥

অনুবাদ—আতিথ্য-সৎকার ক্রিয়ার পর নন্দমহারাজ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে দাশার্হ, ক্রূর কংস জীবিত থাকিতে পশুঘাতক পালিত মেষগণের ন্যায় তোমরা কিরূপে অবস্থান করিতেছ? ৪১॥

বিশ্বনাথ—কথং স্থ জীবথেত্যর্থঃ। শৌনঃ পশুঘাতী স এব পালকো যেষাং তে অবয়ঃ মেষা ইবেতি ন জানে কস্মিংশ্চন দিনে যুষ্মান্ হনিষ্যতীত্যেবেতি ভয়মিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কথং স্থঃ'—নন্দ মহারাজ অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিতেছ? কারণ 'শৌনপালাঃ'—পশুঘাতী যাহাদিগের পালক সেই মেষের ন্যায় কংসের সমীপে তোমরা কিরূপে জীবিত থাকিবে? জানি না কোন দিন তোমাদিগকে হত্যা করিবে, এই ভয় ॥ ৪১ ॥

যোহবধীৎস্বস্বসুস্তোকান্ ক্রোশন্ত্যা অসুতৃপ্খলঃ।
কিন্নু স্বিৎ তৎপ্রজানাং বঃ কুশলং বিমৃশামহে ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—যঃ অসুতৃপ্ (আত্মতৃপ্তিসাধকঃ) খলঃ (ক্রূরঃ) ক্রোশন্ত্যাঃ (রোদনশীলায়াঃ)। স্ব-স্বসুঃ (স্বভগিন্যাঃ দেবক্যাঃ) স্তোকান্ (শিশূন্) অবধীৎ তৎপ্রজানাং (তস্য প্রজানাং) বঃ (যুষ্মাকং) কুশলং (মঙ্গলং) কিং নু স্বিৎ (কথং সম্ভবেৎ ইত্যর্থঃ) বিমৃশামহে (বিচারয়ামঃ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—আত্মতৃপ্তিপরায়ণ যে খলব্যক্তি রোদনপরায়ণা নিজ ভগিনীর শিশুগণকে হত্যা করিয়াছে, তাহার প্রজারূপে বর্ত্তমান আমাদের মঙ্গল কিরূপে সম্ভবপর, ইহাই আমি চিন্তা করিতেছি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তোকান্ তোকান্যপত্যানি। কিং কুশলমিতি কুশলাভাবে নিশ্চিতেহপি কথং কুশলং পৃচ্ছাম ইতি ভাবঃ। হে ইতি সম্বোধনে ॥ ৪২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তোকান্'—যে খল কংস স্বীয় ভগিনী দেবকীর অপত্যগণকে বিনাশ করিয়াছে, সেই কংসের প্রজা তোমাদিগের কুশল কি বিচার করিব? 'কি কুশলং'—এখানে কুশলের অভাব নিশ্চিত জানিয়াও কি প্রকারে তোমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করি—এই ভাবার্থ। 'হে'—ইহা সম্বোধনে ॥ ৪২ ॥

ইত্থং সূনৃতয়া বাচা নন্দেন সুসভাজিতঃ।
অক্রূরঃ পরিপৃষ্টেন জহাবধ্বপরিশ্রমম্ ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরাগমনং নাম অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—নন্দেন সূনৃতয়া (মধুরয়া) বাচা ইত্থম্ (অনেন প্রকারেণ) সুসভাজিতঃ (সৎকৃতঃ) অক্রূরঃ

পরিপৃষ্টেন (প্রশ্নেন) অধ্বপরিশ্রমং (পথপর্য্যটন ক্লমং) জহৌ (তত্যাজ) ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ

অনুবাদ—মহারাজ নন্দ কর্ত্তৃক এইরূপে মধুর বচনে সৎকৃত হইয়া অক্রূর ঐরূপ প্রশ্নালাপাদি দ্বারাই পথশ্রম দূর করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সুনৃতয়া বাচা যৎ পরিপৃষ্টং প্রশ্নস্তেন সভাজিতঃ সৎকৃতঃ। জহৌ তত্যাজ ॥ ৪৩ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
অষ্টত্রিংশোঽপি দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সুনৃতয়া বাচা'—মহারাজ নন্দ এইরূপে মধুর বাক্যে প্রশ্নসকল জিজ্ঞাসা করিয়া সম্মানিত করিলে শ্রীঅক্রূর মহাশয় পথশ্রম দূর করিলেন ॥ ৪৩ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার দশম স্কন্দের সজ্জন-সম্মত অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের 'সারার্থদর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১০।৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।
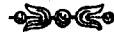
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

সুখোপবিষ্টঃ পর্য্যঙ্কে রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ।
লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান স চকার হ ॥১॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রাকালে গোপীগণের খেদোক্তি এবং কালিন্দীজলমধ্যে অক্রূরের বিষ্ণুলোকদর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

অক্রূর পথে আসিবার সময় যে সকল অভিলাষ করিয়াছিলেন, রামকৃষ্ণের দ্বারা সম্মানিত এবং পর্য্যঙ্কে সুখাসীন হইয়া সে সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন। লক্ষ্মীপতি ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না; কিন্তু ভগবৎপরায়ণ জনগণ কোন বস্তুরই অভিলাষ করেন না। সান্ধ্যভোজন সমাপনের পর শ্রীকৃষ্ণ অক্রূরের নির্ব্বিঘ্নে আগমন ও কুশল প্রশ্ন করিয়া আত্মীয়গণের প্রতি কংসের আচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহাদের (রামকৃষ্ণের) নিমিত্তই নিরপরাধ জনক-জননীর বন্ধন ও ভ্রাতৃগণের মৃত্যু ঘটিয়াছে—এই কথা বলিয়া অক্রূরের আগমন-কারণ অবগত হইবার অভিলাষ জানাইলেন। অক্রূর যাদবগণের প্রতি কংসের শত্রুতাচরণ, কংস-নারদ-সংবাদ, বসুদেবের নিগ্রহ, ধনুর্যাগচ্ছলে রামকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গিয়া চাণূরাদি দ্বারা তাঁহাদের সংহারের অভিলাষ এবং তৎকার্য্যে অক্রূরকে দূতরূপে প্রেরণ প্রভৃতি বর্ণন করিলেন। রামকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে পিতৃসমীপে কংসের আদেশ জানাইলেন। গোপরাজ বিবিধ উপায়নসহ কংসরাজের সভায় গমন করিবার নিমিত্ত গোকুলবাসিগণকে নিজ আদেশ ঘোষণা করিয়া দিলেন। গোপীগণ রামকৃষ্ণের মথুরাগমন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং বাহ্যস্মৃতি হারাইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রসমূহ স্মরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গবিচ্যুতির নিমিত্ত বিধাতার নিন্দাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, বিধাতার দয়া নাই, তিনি পরস্পর সঙ্গ ঘটাইয়া মনোরথ পূর্ণ হইতে না হইতেই সঙ্গচ্যুতি ঘটাইয়া

থাকেন। তিনি অত্যন্ত ক্রূর, অক্রূররূপে আগমন করিয়া নিজপ্রদত্ত চক্ষুই অপহরণ করিতেছেন; কেননা যে চক্ষুদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের কোন এক অঙ্গেই নিখিল সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তাঁহাদের সেই দর্শন লোপ হওয়ায় তাঁহারা অন্ধসদৃশ হইবেন। নবপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, তিনি মধুপুরস্ত্রীগণের মধুর আলাপে বশীকৃতচিত্ত হইয়া আর ব্রজে আগমন করিবেন না। অদ্য মথুরাপুরীর স্ত্রীগণের রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে, তাহাদের নিশ্চয়ই সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে। যে ক্রূর তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার অক্রূর নাম সঙ্গত হয় নাই। দৈব নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিকূল, নতুবা বৃদ্ধ ব্রজবাসিগণও শ্রীকৃষ্ণের গমনে নিষেধ করিতেছেন না কেন? অতএব তাঁহারা লজ্জা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজেরাই মাধবের গমন নিবারণ করিবেন—এই বলিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অক্রূর তাঁহাদের রোদন সত্ত্বেও রথ পরিচালনা করিলেন। গোকুলবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটারোহণে আসিতে লাগিলেন। গোপবধূগণ কিয়দ্দূর অনুগমন করিলে পর শ্রীকৃষ্ণ নিরীক্ষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ জন্মাইয়া এবং দূত দ্বারা সত্বর প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ প্রেরিতচিত্তা গোপীগণ রথের ধ্বজা ও ধূলি দৃষ্ট হওয়া পর্য্যন্ত তথায় চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া হতাশভাবে শ্রীকৃষ্ণচরিত গান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কালিন্দী-কূলে রথ থামাইয়া রামকৃষ্ণ যমুনার নির্ম্মল জল পান ও আচমনাদি সমাপনের পর পুনর্বার রথারূঢ় হইলে অক্রূর তাঁহাদের অনুজ্ঞা লইয়া কালিন্দী-হ্রদে অবগাহনপূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে করিতে জলমধ্যে রামকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। জলমধ্যে তাঁহাদের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে—এই ভাবিয়া বিস্ময়সহকারে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে রথারূঢ় দেখিলেন। তখন জলমধ্যে দৃষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় সত্য কি মিথ্যা, ইহা জানিবার নিমিত্ত পুনরায় জলমগ্ন হইয়া অক্রূর দেখিলেন যে, অসুর, সিদ্ধ, ভুজগরাজগণস্তুত সহস্র ফণাধর অনন্তদেবের ক্রোড়ে নবনীরদবর্ণ পীতাম্বর চতুর্ভুজ বাসুদেব পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত, শ্রী, পুষ্টি, ইলা প্রভৃতি শক্তি-বর্গ-পরিসেবিত ও ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং সনকাদি মুনিগণের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া অক্রূর গদ্‌গদবাক্যে বদ্ধাঞ্জলিপূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—সঃ (অক্রূরঃ) পর্য্যঙ্কে (খট্টায়াং) সুখোপবিষ্টঃ (সুখেন উপবিষ্টঃ ততঃ) রামকৃষ্ণোরুমানিতঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাম উরু অধিকং মানিতঃ পূজিতঃ সন্) পথি (আগমনমার্গে) যান মনোরথান্ (কামান্) চকার হ (তান্) সর্ব্বান্ (মনোরথান্) লেভে (প্রাপ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! অনন্তর অক্রূর পর্য্যঙ্কে সুখে উপবিষ্ট হইলে রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট সম্মানিত হইয়া আগমনকালে পথে যে সকল মনোরথ করিয়াছিলেন সে সমস্তই প্রাপ্ত হইলেন॥ ১॥

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্ নহি বাঞ্ছন্তি কিঞ্চন॥ ২॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্! শ্রীনিকেতনে (সর্ব্বসম্পদাশ্রয়ে) ভগবতি প্রসন্নে (সতি জনস্য) কিং (বস্তু) অলভ্যম্ (অপ্রাপ্যং ভবতি কিমপি নালভ্যম্ অপি তু সর্ব্বমেব সুলভমিত্যর্থঃ) তথাপি (এবং সর্ব্ববস্তুনাং সুলভত্বেঽপি) তৎপরাঃ (তদেকান্তভক্তাঃ) কিঞ্চন (বস্তু) ন বাঞ্ছন্তি (প্রার্থয়ন্তি) হি॥ ২॥

অনুবাদ—হে মহারাজ! সর্ব্বসম্পদের আকর-স্বরূপ ভগবান্ স্বয়ং প্রসন্ন হইলে লোকের কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে? তথাপি তদীয় একান্ত ভক্তগণ কিছুই প্রার্থনা করেন না॥ ২॥

বিশ্বনাথ—

নবত্রিংশে পুরীং যাতি প্রিয়ে গোপ্যোঽতিবিহ্বলাঃ।
বিলেপুর্যমুনামগ্নোঽক্রূরো বৈকুণ্ঠমৈক্ষত॥ ০॥

ননু কথমক্রূরেণ কেবলং কৃষ্ণদর্শনস্পর্শনাদাবেব মনোরথাঃ কৃতাঃ ন পারমেষ্ঠ্যসাযুজ্যাদৌ তত্রাহ—কিমলভ্যমিতি॥ ১-২॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নবত্রিংশ অধ্যায়ে প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে ভাবী বিরহাকুল গোপিকাগণের বিলাপ উক্তি এবং যমুনাজল-মগ্ন অক্রূরের বৈকুণ্ঠদর্শন বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

যদি বলেন—দেখুন, অক্রূর কেবল কৃষ্ণদর্শন ও স্পর্শনাদিতেই মনোরথ করিলেন, কিন্তু ব্রহ্ম-সাযুজ্যাদিতে কিজন্য অভিলাষ করিলেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—'কিমলভ্যং' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীনিকেতন (লক্ষ্মীর আশ্রয়স্থল স্বরূপ) ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভগবৎপরায়ণ ব্যক্তিগণ কিছুই কামনা করেন না ॥ ১-২ ॥

সায়ন্তনাশনং কৃত্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
সুহৃৎসু বৃত্তং কংসস্য পপ্রচ্ছান্যচ্চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) দেবকীসুতঃ ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সায়ন্তনাশনং (সন্ধ্যাকালীনং ভোজনং) কৃত্বা সুহৃৎসু (বসুদেবাদিষু) কংসস্য বৃত্তম্ (আচরণং তথা) অন্যৎ চিকীর্ষিতং (সঙ্কল্পিতং কর্ম্ম) পপ্রচ্ছ (জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর দেবকীসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সায়ংকালীন ভোজন সমাপন পূর্ব্বক সুহৃদ্‌গণের প্রতি কংসের আচরণ এবং তাহার সঙ্কল্প কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

তাত সৌম্যাগতঃ কচ্চিৎ স্বাগতং ভদ্রমস্তু বঃ।
অপি স্বজ্ঞাতিবন্ধূনামনমীবমনাময়ম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(হে) তাত! (হে) সৌম্য! স্বাগতং (শুভাগমনং যথা তথা) আগতঃ কচ্চিৎ (সমাগতঃ কিং ভবান্) বঃ (যুষ্মাকং) ভদ্রং (কুশলম্) অস্তু। স্বজ্ঞাতিবন্ধূনাং (স্বে সুহৃদঃ, জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ, বান্ধবঃ অসপিণ্ডাঃ তেষাম্) অপি অনমীবম্ (অপাপম্ অদুঃখং সুখমিতি যাবৎ) অনাময়ম্ (আরোগ্যং কিম্)? ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে তাত! হে সৌম্য! আপনি কুশলে আসিয়াছেন ত? আপনাদের মঙ্গল হউক্। সুহৃদ্, জ্ঞাতি এবং বন্ধুগণও সুখে নিরাময়রূপে আছেন ত? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বে সুহৃদঃ জ্ঞাতয়ঃ সপিণ্ডাঃ বন্ধবোঽসপিণ্ডাস্তেষাং কিমনমীবং পাপাভাবঃ। অনাময়মারোগ্যঞ্চ ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ব-জ্ঞাতি-বন্ধূনাং'—সুহৃৎ, জ্ঞাতি (স্বপিণ্ড), বন্ধু (অসপিণ্ডগণ) সুখে ও নিরাময়ে আছেন ত? ৪ ॥

কিন্নু নঃ কুশলং পৃচ্ছে এধমানে কুলাময়ে।
কংসে মাতুলনাম্ন্যঙ্গ স্বানাং নস্তৎপ্রজাসু চ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং প্রশ্নোঽপি মম নাতিসঙ্গত ইত্যাহ) অঙ্গ! (অক্রূর!) নঃ (অস্মাকং) কুলাময়ে (কুলস্য রোগরূপে) মাতুলনাম্নি (মাতুলাখ্যে) কংসে এধমানে (বর্দ্ধমানে সতি) নঃ স্বানাম্ (অস্মজ্‌জ্ঞাতীনাং) বঃ (যুষ্মাকং) তৎপ্রজাসু চ (তৎপ্রজানাঞ্চ) কিং নু কুশলং (মঙ্গলং) পৃচ্ছে (পৃচ্ছামি) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—আর এরূপ প্রশ্নও আমার বিশেষ সঙ্গত নহে; যেহেতু, হে অক্রূর! আমাদের বংশের ব্যাধিস্বরূপ মাতুলনামধারী কংস বৃদ্ধিশীল থাকিতে আমাদের জ্ঞাতি তোমাদের এবং তদীয় প্রজাগণের মঙ্গলের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কুশলপ্রশ্নোঽপি নাতিসঙ্গচ্ছত ইত্যাহ—কিন্বিতি। অঙ্গ! হে অক্রূর! পৃচ্ছে পৃচ্ছামি। নঃ কুলাময়ে অস্মৎকুলস্য রোগরূপে কংসে নঃ স্বানাং অস্মজ্‌জ্ঞাতীনাম্ ॥ ৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ কুশল প্রশ্ন করাও আমার সঙ্গত হয় না, ইহা বলিতেছেন—'কিং নু' ইত্যাদি। 'অঙ্গ'—হে তাত অক্রূর! আমাদের কুলের রোগতুল্য কংস জীবিত থাকিতে, 'নঃ স্বানাং'—আমাদিগের জ্ঞাতিগণের ও তাহার প্রজাগণের মঙ্গলের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিব? ৫ ॥

অহো অস্মদভূদ্ভূরি পিত্রোর্বৃজিনমার্য্যয়োঃ।
যদ্ধেতোঃ পুত্রমরণং যদ্ধেতোর্বন্ধনং তয়োঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো (খেদে) অস্মৎ (যদ্ধেতোঃ)

আর্য্যয়োঃ (মান্যয়োঃ) পিত্রোঃ (পিতুর্মাতুশ্চ) ভূরি (প্রভূতম্) বৃজিনং (দুঃখম্) অভূৎ। যদ্ধেতোঃ (যস্য মম হেতোঃ) তয়োঃ (পিত্রোঃ) পুত্রমরণং (কংসেন পুত্রহননং) যদ্ধেতোঃ (তয়োঃ) বন্ধনং (অভূৎ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অহো! আমার জন্য পূজনীয় পিতা মাতারও প্রচুর দুঃখভোগ হইল। আমার জন্যই তাঁহাদের পুত্রগণের অকালমৃত্যু এবং নিজেদের কারা-বন্ধন ঘটিল ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মৎ অস্মত্তঃ মত্তঃ পুত্রাৎ বৃজিনং দুঃখং তদেব কিং তত্রাহ—যোঽহমেব হেতুস্তস্মাৎ ॥৭

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্মৎ'—অস্মত্তঃ, আমাদের জন্যই, অর্থাৎ মাদৃশ পুত্রের জন্যই পূজ্য মাতাপিতার বহু ক্লেশ হইতেছে, তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'যদ্ধেতোঃ'—আমিই যাহার হেতু, অর্থাৎ আমার নিমিত্তই তাঁহাদের পুত্রগুলির মরণ ও নিজেদের কারাবন্ধন ঘটিল ॥ ৬ ॥

———

দিষ্ট্যাদ্য দর্শনং স্বানাং মহ্যং বঃ সৌম্য কাঙ্ক্ষিতম্।
সঞ্জাতং বর্ণ্যতাং তাত তবাগমনকারণম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সৌম্য! (হে) তাত! অদ্য দিষ্ট্যা (ভাগ্যেন) মহ্যং (মম) স্বানাং (জ্ঞাতীনাং) বঃ (যুষ্মাকং) কাঙ্ক্ষিতং (প্রার্থিতং) দর্শনং (সাক্ষাৎকারঃ) সঞ্জাতং তব আগমনকারণং বর্ণ্যতাং (কথ্যতাম্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে সৌম্য! হে তাত! আজ আমার ভাগ্যবশতঃ জ্ঞাতি আপনার সহিত অভীষ্ট সাক্ষাৎকার ঘটিল। সম্প্রতি আপনার আগমনের কারণ কি তাহা বর্ণন করুন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—কাঙ্ক্ষিতমিতি যদেব কারণীকৃত্য তত্র গত্বা কংসং হনিষ্যামীতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কাঙ্ক্ষিতং'—জ্ঞাতি আপনাদের দর্শন আমার বহুকাল বাঞ্ছিত, সম্প্রতি তাহাই নিমিত্ত করিয়া সেখানে গমনপূর্ব্বক কংসকে বধ করিব—এই ভাবার্থ ॥ ৭ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

পৃষ্টো ভগবতা সর্ব্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—মাধবঃ (মধোঃ বংশজঃ অক্রূরঃ) পৃষ্টঃ (কৃষ্ণেন জিজ্ঞাসিতঃ সন্) যদুষু (যদুকুলজাতেষু কংসস্য) বৈরানুবন্ধং (বৈরস্য শত্রুতায়াঃ অনুবন্ধং আচরণং তথা) বসুদেববধোদ্যমং (বসুদেববধচেষ্টাম্ এতৎ) সর্ব্বং (বৃত্তং) ভগবতে (শ্রীকৃষ্ণায়) বর্ণয়ামাস (নিবেদয়ামাস) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মধুবংশজাত অক্রুর যদুকুলের প্রতি কংসের নিরন্তরভাবে শত্রুতাচরণ এবং বসুদেবকে বধ করিবার চেষ্টা প্রভৃতি সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানের নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—মাধবঃ মধুবংশভবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মাধবঃ'—মধুবংশজাত অক্রূর ॥ ৮ ॥

———

যৎসন্দেশো যদর্থং বা দূতঃ সংপ্রেষিতঃ স্বয়ম্।
যদুক্তং নারদেনাস্য স্বজন্মানকদুন্দুভেঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ সন্দেশঃ (যো ধনুর্মখঃ সন্দেশোচ্ছদ্মসন্দেশো যস্য সঃ) যদর্থং (চাণূরমুষ্টিকাদিভিঘাতনার্থং) বা স্বয়ং দূতঃ সংপ্রেষিতঃ (কৃষ্ণনয়নার্থং কৃষ্ণ সমীপং প্রেরিতঃ তথা) নারদেন আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবাৎ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) স্বজন্ম যৎ উক্তং (বণিতং তৎ সর্ব্বং বর্ণয়ামাস ইতি পূর্ব্বেনান্বয়ঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—তিনি যে ধনুর্যজ্ঞের নিমন্ত্রণরূপ কপট-সংবাদ নিয়া দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছেন ও সেখানে কৃষ্ণকে লইয়া গেলে চাণূর, মুষ্টিক প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার বধ করাই যে কংসের অভিপ্রায় এবং বসুদেব হইতেই যে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, নারদ এই কথা কংসের নিকট বলিয়াছেন,—অক্রূর তাহার সমস্তই যথাযথ বর্ণন করিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—যঃ ধনুর্মখছদ্মা সন্দেশো যস্য যদর্থং চাণূরাদিভির্ঘাতনার্থম্ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎসন্দেশঃ'—ধনুর্যজ্ঞ ছলে

মথুরায় আনয়নের আদেশ, 'যদর্থং'—চাণূর ও মুষ্টিক-কাদি দ্বারা রামকৃষ্ণকে নিধন করিবার নিমিত্ত (কংস কর্ত্তৃক যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়াছেন তাহা এবং নারদের উক্তি সমস্তই অক্রূর তৎসমীপে বর্ণনা করিলেন।) ॥ ৯ ॥

শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো বলশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞা দিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ। ১০॥

অন্বয়ঃ—পরবীরহা (মহাবল শত্রুহননকারী) কৃষ্ণঃ বলঃ (বলদেবঃ) চ অক্রূরবচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য (হসিত্বা) পিতরং নন্দং রাজ্ঞা (কংসেন) আদিষ্টং (বিজ্ঞাপিতং) বিজজ্ঞতুঃ (জ্ঞাপয়ামাসতুঃ) ॥১০॥

অনুবাদ—মহাবল শত্রুবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব অক্রূরের এইরূপ বচন শ্রবণে হাস্য পূর্ব্বক পিতা নন্দের নিকট মহারাজ কংসের আদেশ নিবেদন করিলেন ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেতি স্বমৃত্যুমপি নিমন্ত্য স্বান্তিক-মানেতুমুপক্রমতে যুষ্মাকং রাজেত্যর্থস্য দ্যোতকোঽয়ং প্রহাসঃ। রাজ্ঞাদিষ্টং ধনুর্মখোৎসবনিমন্ত্রণং বিজ্ঞা-পয়ামাসতুর্ন তু রহস্যম্ ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—হাস্য করিয়া, অর্থাৎ নিজের মৃত্যুকেও স্বান্তিকে আনয়নের নিমিত্ত তোমাদের রাজা (কংস) উপক্রম করিতেছে—এই-রূপ অর্থদ্যোতক এই প্রহাস্য। 'রাজ্ঞাদিষ্টং'—কংসের আদেশ, অর্থাৎ ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসবের নিমন্ত্রণই পিতা নন্দের নিকট নিবেদন করিলেন, কিন্তু রহস্য (যথার্থ তত্ত্ব) নহে ॥ ১০ ॥

গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্ব্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (নন্দঃ) অপি গোপান্ সমাদিশৎ (আজ্ঞাপয়ামাস যৎ) সর্ব্বগোরসঃ (সর্ব্বঃ ক্ষীরাদিঃ) গৃহ্যতাম্ উপায়নানি (উত্তমবস্তূনি) গৃহ্ণীধ্বং, শক-টানি চ যুজ্যন্তাং (সজ্জীক্রিয়ন্তাম্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—তখন নন্দ মহারাজ গোপগণকে আদেশ করিলেন,—তোমরা সমস্ত ক্ষীরাদি গ্রহণ কর, উত্তম বস্তুসকল সংগ্রহ কর এবং শকট যোজনা কর ॥১১॥

বিশ্বনাথ—সোঽপি নন্দঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'সোঽপি—শ্রীনন্দ মহারাজও গোপগণের প্রতি এরূপ আদেশ করিলেন ॥ ১১ ॥

যাস্যামঃ শ্বো মধুপুরীং দাস্যামো নৃপতে রসান্।
দ্রক্ষ্যামঃ সুমহৎ পর্ব্ব যান্তি জানপদাঃ কিল।
এবমাঘোষয়ৎ ক্ষত্রা নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্বঃ (আগামিনি দিবসে) মধুপুরীং যাস্যামঃ রসান্ (ঘৃতাদীন্) নৃপতেঃ (রাজ্ঞঃ করান্) দাস্যামঃ, সুমহৎ পর্ব্ব (যজ্ঞকর্ম্ম) দ্রক্ষ্যামঃ, জান-পদাঃ (জনপদবাসিনঃ তৎ দ্রষ্টুং) যান্তি কিল (তত্র গচ্ছন্তি) নন্দগোপঃ স্বগোকুলে ক্ষত্রা (রক্ষকেন) এবম্ আঘোষয়ৎ (প্রচারয়ামাস) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আমরা আগামীকল্য মথুরায় যাইব, রাজাকে ঘৃতাদি দ্রব্য কর-প্রদান করিব এবং সেখানে মহাযজ্ঞ দর্শন করিব। গ্রামবাসিগণ সকলে তাহা দেখিতে যাইতেছে, মহারাজ নন্দ রক্ষিপুরুষ দ্বারা নিজের গোকুলে সর্ব্বত্র এই বার্ত্তা প্রচার করাইলেন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—রসান্ ঘৃতাদীন্ নৃপতেঃ করান্। জানপদা ইতি সর্ব্বজনপদবাসিনশ্চ যান্তীত্যতোঽস্মা-কমত্র কা বিপ্রতিপত্তিরিতি ভাবঃ। ক্ষত্রা ব্রজনগর-রক্ষাধিকারিণা ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'রসান্'—রাজার কর-স্বরূপ দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি কংসকে দান করিব। 'জানপদাঃ'—দেশবাসী সকলেই সেই স্থানে যাইতেছে, সুতরাং আমা-দের এই বিষয়ে সংশয় কি ?—এই ভাবার্থ। 'ক্ষত্রা' —রক্ষিপুরুষ দ্বারা নন্দ মহারাজ স্বীয় গোকুলে এই-রূপ ঘোষণা করিলেন ॥ ১২ ॥

গোপ্যস্তাস্তদুপশ্রুত্য বভূবুর্ব্যথিতা ভৃশম্।
রামকৃষ্ণৌ পুরীং নেতুমক্রূরং ব্রজমাগতম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (তদা) তাঃ (শ্রীকৃষ্ণৈকজীবনাঃ) গোপ্যঃ (গোপিকাঃ) রামকৃষ্ণৌ পুরীং (মধুপুরীং) নেতুং ব্রজং আগতং অক্রূরং উপশ্রুত্য (আকর্ণ্য) ভৃশম্ (অত্যর্থং) ব্যথিতাঃ (দুঃখিতাঃ) বভূবুঃ (জাতাঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণা গোপীগণ রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর ব্রজে আসিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইলেন ।।১৩।।

বিশ্বনাথ—তত্তদা তাঃ প্রসিদ্ধাঃ কৃষ্ণৈকজীবনা গোপ্যঃ অক্রূরমাগতমুপশ্রুত্য ।। ১৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গোপ্যঃ'—তখন শ্রীকৃষ্ণৈক-প্রাণা গোপীগণ, রাম ও কৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য অক্রূর ব্রজে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইলেন ।। ১৩ ।।

কাশ্চিৎ তৎকৃতহৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ ।
স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন ।। ১৪ ।।

অন্বয়ঃ—(তত্র) কাশ্চিৎ (গোপ্যঃ) তৎকৃত-হৃত্তাপশ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ (তেন শ্রবণেন কৃতো যো হৃত্তাপঃ তেন যঃ শ্বাসঃ তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাঃ বভূবুঃ) কাশ্চন (গোপ্যঃ) স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশ-গ্রন্থ্যঃ চ (স্রংসন্তো দুকূলানি চ বলয়ানি চ কেশগ্রন্থয়শ্চ যাসাং তথাভূতাঃ বভূবুঃ) ।। ১৪ ।।

অনুবাদ—উক্তবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কোন কোন গোপীর হৃদয় তাপোদ্ভূত নিশ্বাসে মুখশ্রী মলিন হইল, কোন কোন গোপীর বসন, বলয় ও কেশগ্রন্থি স্খলিত হইয়া পড়িল ।। ১৪ ।।

বিশ্বনাথ—ব্যথালিঙ্গানি পঞ্চভির্বর্ণয়ংস্তাসু ভদ্রা-দীনাং শ্বাসবৈবর্ণ্যে আহ—কাশ্চিদিতি । তেন শ্রব-ণেন কৃতো যঃ সন্তাপস্তস্মাচ্চ যঃ শ্বাসস্তেন ম্লানা মুখশ্রীর্যাসাং তাঃ শ্যামলাদীনাং সহসা কার্শ্যমপ্যাহ —স্রংসদিতি ।। ১৪ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—তাঁহাদিগের ব্যথার চিহ্ন পাঁচটি শ্লোকে বর্ণনা করিতে তন্মধ্যে শ্রীভদ্রা প্রভৃতি গোপ-রমণীগণের শ্বাস ও বৈবর্ণ্য বলিতেছেন—'কাশ্চিৎ' ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন শ্রবণ করিয়া তজ্জনিত হৃত্তাপে উদ্ভূত দীর্ঘশ্বাসে তাঁহা-দিগের মুখশ্রী পরিম্লান হইয়া গেল । শ্রীশ্যামলা প্রভৃতির সহসা কৃশতা বলিতেছেন—'স্রংসদ্দূকূল', অর্থাৎ তাঁহাদের বসন, বলয় এবং কবরীবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল ।। ১৪ ।।

অন্যাশ্চ তদনুধ্যাননিবৃত্তাশেষবৃত্তয়ঃ ।
নাভ্যজানন্নিমং লোকমাত্মলোকং গতা ইব ।। ১৫ ।।

অন্বয়ঃ—অন্যাঃ চ (গোপ্যঃ) তদনুধ্যাননিবৃত্তা-শেষবৃত্তয়ঃ (তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অনুধ্যানেন নিরন্তর চিন্তয়া নিবৃত্তাঃ অশেষাঃ চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) আত্মলোকং গতাঃ ইব (মুক্তা ইব) ইমং লোকং (তথা দেহমপি) ন অভ্যজানন্ (ন জ্ঞাতবত্যঃ) ।। ১৫ ।।

অনুবাদ—কোন কোন গোপীর নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানবশতঃ চক্ষুঃ প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার নিবৃত্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা মুক্তজনের ন্যায় ইহ-লোক বা দেহসম্বন্ধে কিছুই অবগত রহিলেন না ।।১৫

বিশ্বনাথ—চন্দ্রাবল্যাদীনাং প্রণয়মপ্যাহ—তস্যানু-ধ্যানেন ধ্যানধারয়া নিবৃত্তা অশেষাশ্চক্ষুরাদিবৃত্তয়ো যাসাং তাঃ । ইমং লোকং দেহদৈহিকপদার্থং সর্ব্ব-মেব আত্মলোকং পরমাত্মস্বরূপং প্রাপ্তা ইবেতি দেহা-দ্যজ্ঞানমাত্রেণ দৃষ্টান্তঃ । ন ত্বাস্বাদাংশেঽপি । কাচ-কাঞ্চনয়োরিব ব্রহ্মাস্বাদপ্রেমাস্বাদয়োস্তুল্যত্বানৌচিত্যাৎ ।। ১৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কোন কোন গোপ-রমণীগণের বিচ্ছেদভয়ে তাহার আবেশানন্তর প্রণয় বলিতেছেন—'তদনুধ্যান'—শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ধ্যানবশতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার রহিত হওয়ায় অন্য কোন গোপ-রমণী—আত্মলোক প্রাপ্তের অর্থাৎ জীবন্মুক্তের ন্যায় দেহদৈহিক সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারিলেন না । এখানে দেহাদির অজ্ঞানমাত্রে দৃষ্টান্ত, কিন্তু আস্বাদ অংশে নহে, কারণ কাচ ও কাঞ্চনের ন্যায় ব্রহ্মাস্বাদ এবং প্রেমাস্বাদের তুল্যতা অনুচিত ।।১৫

স্মরন্ত্যশ্চাপরাঃ শৌরেরনুরাগস্মিতেরিতাঃ ।
হৃদিস্পৃশশ্চিত্রপদা গিরঃ সংমুমুহুঃ স্ত্রিয়ঃ ।। ১৬ ।।

অন্বয়ঃ—অপরাঃ স্ত্রিয়ঃ চ (গোপ্যঃ) অনুরাগ-স্মিতেরিতাঃ (অনুরাগেন যৎ স্মিতং মন্দহাসঃ তেন ঈরিতাঃ প্রস্তুতাঃ) হৃদিস্পৃশঃ (হৃদয়স্পর্শিনীঃ) চিত্রপদাঃ (বিচিত্রপদযুক্তাঃ) শৌরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গিরঃ (বাচঃ) স্মরন্ত্যঃ (চিন্তয়ন্ত্যঃ সত্যঃ) সংমুমুহুঃ (মোহং গতাঃ) ।। ১৬ ।।

অনুবাদ—অপর কতিপয় গোপী শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ ও মন্দহাসপ্রযুক্ত, বিচিত্র পদময়, হৃদয়স্পর্শী-বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে মোহ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—রাধাদীনান্তু প্রণয়াতিশয়মাহ—স্মরন্ত্য ইতি শৌরেরিতি। সম্প্রতি শূরাপত্যত্বমভিমত্য যো গন্তুকামস্তস্যেতি তাসাং পক্ষপাতিনঃ শ্রীশুকস্য প্রণয়ের্ষ্যোক্তিঃ। অনুরাগব্যঞ্জকং যৎ স্মিতং তেন ঈরিতাঃ চিত্রাণি বিস্ময়জনকানি পদানি যাসু তা গিরঃ। "ন পারয়েঽহং নিরবদ্য-সংযুজা"মিত্যাদি বাক্যানি স্মরন্ত্যঃ সম্যগেব মুমুহঃ। পূর্ব্বাস্তদ্রূপস্যৈব ধ্যানধারয়ৈব মুমুহঃ। এতাস্তু তদ্বাচোঽপি স্মরণেনাপি সম্যগেব মুমুহুরিতি পূর্ব্বতঃ প্রেমবৈশিষ্ট্যবত্যো জ্ঞেয়াঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্রীরাধাদির প্রণয়াতিশয় বলিতেছেন—'স্মরন্ত্যঃ' ইত্যাদি। 'শৌরেঃ'—শৌরি, অর্থাৎ সম্প্রতি নিজেকে শূরবংশজাত বসুদেব-নন্দন মনে করিয়া যিনি মথুরায় গমন করিতে ইচ্ছুক, সেই কৃষ্ণের—ইহা গোপীজন-পক্ষপাতী শ্রীল শুকদেবের প্রণয়জনিত ঈর্ষাপূর্ণ উক্তি। 'অনুরাগ-স্মিতেরিতাঃ'—শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগযুক্ত হাস্যের সহিত উচ্চারিত মনোজ্ঞ বিস্ময়জনক "আমি তোমাদের নির্ম্মল মিলনের প্রতিদানে অসমর্থ" ইত্যাদি বাক্য-সমূহ স্মরণ করিয়া সম্যক্রূপে মোহপ্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্ব গোপ-রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ধ্যানে মোহিত হইয়াছিলেন, আর ইহাঁরা (শ্রীরাধা প্রভৃতি গোপীগণ) তাঁহার বাক্য স্মরণেই সম্যক্রূপে মোহপ্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা ইহাঁদের প্রেমবৈশিষ্ট্য জানিতে হইবে ॥ ১৬ ॥

———

গতিং সুললিতাং চেষ্টাং স্নিগ্ধহাসাবলোকনম্।
শোকাপহানি নর্ম্মাণি প্রোদ্দামচরিতানি চ ॥ ১৭ ॥
চিন্তয়ন্ত্যো মুকুন্দস্য ভীতা বিরহকাতরাঃ।
সমেতাঃ সঙ্ঘশঃ প্রোচুরশ্রুমুখ্যোঽচ্যুতাশয়াঃ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—(অপারশ্চ গোপ্যঃ) সুললিতাং গতিং (শ্রীকৃষ্ণস্য সুরম্যং গমনং তথা সুললিতাং) চেষ্টাং (চরিতং তথা) স্নিগ্ধহাসাবলোকনং (স্নিগ্ধহাসেন সহ যৎ অবলোকনং দৃষ্টিপাতং তথা) শোকাপহানি (শোকান্ অপহন্তীতি তানি) নর্ম্মাণি (পরিহাস-বাক্যানি) প্রোদ্দামচরিতানি (উদারচেষ্টিতানি) চ চিন্তয়ন্ত্যঃ (সত্যঃ) মুকুন্দস্য বিরহকাতরাঃ (বিরহেণ কাতরাঃ) ভীতাঃ অচ্যুতাশয়াঃ (শ্রীকৃষ্ণগত-হৃদয়াঃ) অশ্রুমুখ্যঃ (বিগলিত-নয়নজলাঃ সত্যঃ) সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ (মিলিতাঃ সত্যঃ) প্রোচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণগতহৃদয়া অপর গোপীগণ তদীয় সুললিত গতি, চেষ্টা, স্নিগ্ধহাস্যসহকারে দৃষ্টি-পাত, শোকবিনাশক পরিহাসবচন এবং উদার আচ-রণের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতর ও ভীতা হইয়া অশ্রুজল মোচনসহকারে দলবদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—এবং মূর্চ্ছাদিসঞ্চারিগ্রস্তা এব রাত্রিং গময়িত্বা পুনশ্চ কিং জানামীতি শঙ্কাসঞ্চারিসংস্কার-প্রাবল্যেন লব্ধবাহ্যানুসন্ধানাঃ পরমোৎকণ্ঠয়া প্রাত-র্ব্রজরাজপুরদ্বার এব আগতাঃ ভাবিবিরহবত্ত্বেন সাম্যাৎ সর্ব্বাঃ সংহত্য বিলেপুরিত্যাহ—গতিমিতি। নিমেষবিরহতোঽপি ভীতাঃ সম্প্রতি তু ভাবিনা মহা-বিরহেণ বিহ্বলাঃ সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ যূথৈর্যূথৈঃ সংগত্য মিলিতাঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রকার মূর্চ্ছাদি সঞ্চারি ভাবে আচ্ছন্ন হইয়াই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পুনরায় 'কি জানি, কি দেখিতে পাইব'—এইরূপ শঙ্কা সঞ্চারি সংস্কারের প্রাবল্যবশতঃ বাহ্য অনুসন্ধান লাভ করিয়া পরমোৎকণ্ঠায় প্রাতঃকালে নন্দমহা-রাজের গৃহদ্বারে আগমনপূর্ব্বক ভাবি বিরহবশতঃ সাম্যহেতু সকলে একত্রিত হইয়া বিলাপ করিয়া-ছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'গতিং' ইত্যাদি। নিমেষ-কাল বিরহেও যাঁহারা ভীতা হন, এক্ষণে ভাবি মহা-বিরহে ব্যাকুল হইয়া 'সঙ্ঘশঃ সমেতাঃ'—দলে দলে মিলিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

———

গোপ্য উচুঃ—

অহো বিধাতস্তব ন কৃচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।

তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিক্রীড়িতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ ঊচুঃ। অহো বিধাতঃ! (বিধে!) তব কুচিৎ দয়া ন (ন ভবতি যতঃ) দেহিনঃ (প্রাণিনঃ) মৈত্র্যা (হিতাচরণেন তথা) প্রণয়েন (স্নেহেন চ) সংযোজ্য (মেলয়িত্বা পশ্চাৎ) অকৃতার্থান্ (অপ্রাপ্তভোগানপি) তান্ বিযুনঙ্ক্ষি (বিযোজয়সি অতঃ) তে (তব) বিক্রীড়িতং (চেষ্টিতম্) অর্ভকচেষ্টিতং (বালাচরিতম্) তথা (ইব) অপার্থকং (নিরর্থকং ভবতি) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ বলিলেন—হায় বিধাতঃ! তোমার কদাচিৎও দয়া হয় না, যেহেতু প্রাণিগণকে মিত্রতা ও স্নেহের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার উপভোগ না হইতেই বিয়োগান্বিত করিয়া থাক—অতএব তোমার এই চেষ্টা বালকের চেষ্টার ন্যায় অর্থশূন্য ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্য সঙ্গস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেঽপি কমপ্যন্যং হেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব দূষয়ন্তি—অহো ইতি। হে বিধাতরহো আশ্চর্য্যং তবাপ্যেবমন্যায় ইতি ভাবঃ। কোঽসৌ তব কুচিদপি ন দয়েত্যেষ এব। ননু, কথমেবং নিশ্চিনুধ্বে তত্রাহুঃ। মৈত্র্যা সখ্যেন যঃ প্রকৃষ্টো নয়ঃ মনঃপ্রাণবুদ্ধ্যাদীনাং পরস্পরপ্রাপণং তেন দেহিনঃ সংযোজ্য তাংশ্চ অকৃতার্থান্ অপ্রাপ্ততদ্ভোগানেব বিযুনঙ্ক্ষি বিযোজয়সি। এবার্থে চকারঃ। নচ তদ্বিযোজনাত্তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তীত্যাহুঃ—অপগতোঽর্থঃ ফলং যতস্তৎ অতস্তব চেষ্টিতমর্ভকচেষ্টিতং যথেতি। ত্বমতিবালিশ এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের ন্যায় বিচ্ছেদেও অন্য কোনও হেতু আলোচনা না করিয়া একমাত্র বিধাতাকেই তাহাতে হেতু মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আক্রোশ করতঃ ব্রজ-রমণীগণ বলিলেন—হে বিধাতঃ! 'অহো'—আশ্চর্য্য! সৃষ্টিকর্ত্তা তোমারও এই প্রকার অন্যায়—এই ভাবার্থ। তাহা কি? তাহাতে বলিতেছেন—'তব ন কুচিদ্দয়া', তোমার কোনও অংশে দয়া নাই। যদি বলেন—কি প্রকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছ? তাহাতে বলিতেছেন—'মৈত্র্যা প্রণয়েণ'—সখ্যের সহিত যে প্রকৃষ্ট নয় অর্থাৎ মন প্রাণ বুদ্ধি প্রভৃতির পরস্পর যে মিলন, তাহার দ্বারা দেহিগণকে সংযুক্ত করিয়া, ভোগপ্রাপ্তি না হইতেই আবার তাহাদিগকে বিযুক্ত করিয়া থাক। 'তাংশ্চ'—এখানে 'এব' নিশ্চয় অর্থে 'চ'-কার প্রয়োগ হইয়াছে। অথচ সেই বিযোজনে তোমার কোনরূপ প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতেছেন—'অপার্থকং', অপগত হইয়াছে অর্থ বলিতে ফল যাহা হইতে, নিরর্থক। অতএব তোমার এই চেষ্টা বালকের আচরণের ন্যায় নিষ্ফল। তুমি অতিশয় অজ্ঞ—এই ভাবার্থ ॥ ১৯ ॥

———

যস্ত্বং প্রদর্শ্যাসিতকুন্তলাবৃতং
মুকুন্দবক্ত্রং সুকপোলমুন্নসম্।
শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং
করোষি পারোক্ষ্যমসাধু তে কৃতম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ ত্বং সুকপোলং (শোভনকপোলযুক্তম্) অসিতকুন্তলাবৃতং (কৃষ্ণকেশাবৃতম্) উন্নসম্ (উন্নতনাসিকং) শোকাপনোদস্মিতলেশসুন্দরং (শোকমপনুদতীতি শোকাপনোদঃ স চাসৌ স্মিতলেশশ্চ গূঢ়হাসঃ তেন সুন্দরং) মুকুন্দবক্ত্রং (শ্রীকৃষ্ণমুখং) [সকৃৎ (বারমেকং)] প্রদর্শ্য পরোক্ষ্যম্ (অদৃশ্যং) করোষি (তস্য) তে (তব এতৎ) কৃতং (কার্য্যম্) অসাধু (বিগর্হিতমিত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—তুমি সুরম্য কপোল, কৃষ্ণকেশরাশি ও উন্নত নাসিকাযুক্ত, সর্ব্বসন্তাপহারী হাস্যলেশবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণবদনকমল আমাদিগকে একবারমাত্র দেখাইয়াই অদৃশ্য করিতেছ, অতএব তোমার এই কার্য্য অতিশয় বিগর্হিত ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বপিতামহস্য মম নার্ভকতুল্যত্বমিতি চেত্তর্হি ত্বং লোকানামভদ্রকারীত্যাহুঃ—যো বিধাতাপি ভূত্বা ত্বং মুকুন্দবক্ত্রং শোকস্যাপনোদো যস্মাত্তেন স্মিতলেশেন সুন্দরং প্রদর্শ্য তস্য পারোক্ষ্যং অদৃশ্যত্বং করোষ্যতস্তব কৃতং কর্ম্ম অসাধু অভদ্রং নিন্দ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সর্ব্বপিতামহ আমার আচরণ বালকের তুল্য হইতে পারে না, তদুত্তরে—তাহা হইলে তুমি জনগণের অভদ্রকারী,

ইহা বলিতেছেন, 'যস্তং', যে তুমি সৃষ্টিকর্তা হইয়াও শোকাপনোদক হাস্যলেশ দ্বারা নিরতিশয় সুন্দর মুকুন্দের বদন দর্শন করাইয়া 'পারোক্ষ্যং করোষি' —আবার তাহাকে অদৃশ্য করিতেছ, 'অসাধু তে কৃতম্'—অতএব তোমার এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়, এই অর্থ ॥ ২০ ॥

— ——

ক্রূরস্ত্বমক্রূরসমাখ্যয়া স্ম ন-
শ্চক্ষুর্হি দত্তং হরসে বতাজ্ঞবৎ ।
যেনৈকদেশেঽখিলসর্গসৌষ্ঠবং
ত্বদীয়মদ্রাক্ষ্ম বয়ং মধুদ্বিষঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে বিধাতঃ !) ক্রূরঃ (খলঃ) ত্বং অক্রূরসমাখ্যয়া (অক্রূরনাম্না সমাগতঃ সন্) নঃ (অস্মাকং) দত্তং (ত্বয়ৈব পুরা প্রদত্তং) চক্ষুঃ অজ্ঞবৎ (মূর্খবৎ) হরসে (হরসি) হি (নিশ্চিতং) বত (খেদে) যেন (চক্ষুষা) বয়ং (গোপ্যঃ) মধুদ্বিষঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) একদেশে (নেত্রবক্ত্রাদৌ) ত্বদীয়ং অখিলসর্গসৌষ্ঠবং (সমগ্রং সৃষ্টিনৈপুণ্যম্) অদ্রাক্ষ্ম (দৃষ্টবত্যঃ, অয়মত্র ভাবঃ—মম সর্ব্বং রহস্যং আভির্জ্ঞাতমিত্যমর্ষেণৈব কৃষ্ণং বিযোজয়ন অস্মানন্ধীকরোষী) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে বিধাতঃ ! আমরা যে চক্ষুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একদেশে নেত্র বা মুখাদিতে তোমার নিখিল সৃষ্টিনৈপুণ্য দর্শন করিতেছিলাম—আজ অতিশয় ক্রূর তুমি 'অক্রূর' নামে উপস্থিত হইয়া তোমারই দত্ত আমাদের সেই চক্ষু হরণ করিতেছ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বক্রূরঃ কৃষ্ণং পুরীং নয়তি নাহমিতি চেত্তত্রাহুঃ—ক্রূরস্ত্বং বিপরীতলক্ষণয়া অক্রূরস্য সমাখ্যয়া নাম্না নহ্যেবং কর্ত্তুমন্যঃ শক্নোতীতি ভাবঃ। তথা দত্তাপহারিত্বেনাপি ক্রূরোঽসীত্যাহুঃ—ত্বয়ৈব দত্তং চক্ষুস্ত্বমেব হরসে। যথাঽজ্ঞঃ পুণ্যপাপে অজানন্ দত্তমপি হরতি তদ্বৎ। কৃষ্ণং হরামি ন যুষ্মচ্চক্ষুরিতি চেত্তত্র কৃষ্ণহরণাদেবাস্মাকমান্ধ্যাচ্চক্ষুর্হরণমিত্যাহুঃ—যেন চক্ষুষা মধুদ্বিষঃ কৃষ্ণস্যৈকদেশে বক্ত্রনেত্রাদৌ ত্বদীয়মখিলসৃষ্টেঃ সৌষ্ঠবমদ্রাক্ষ্ম তেন কিমন্যৎ পশ্যামঃ অতোঽন্ধা এব ভবিষ্যামঃ ॥২১॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—অক্রূর মহাশয় শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু আমি নহি। তদুত্তরে বলিতেছেন—'ক্রূরস্ত্বং'—তুমিই ক্রূর, বিপরীতলক্ষণায় অক্রূর নাম ধারণ করিয়া হরণ করিতেছ, অর্থাৎ অপরে এই প্রকার করিতে সমর্থ নহে। তুমিই দত্তাপহারিত্ব বিধায় ক্রূর, যেহেতু আমাদিগকে যে চক্ষুঃ প্রদান করিয়াছ, তাহা আবার তুমিই হরণ করিতেছ। 'অজ্ঞবৎ'—যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি পাপ-পুণ্য না জানিয়া দত্তবস্তু হরণ করে, তদ্রূপ তুমিও আমাদিগের চক্ষুঃ হরণ করিতেছ। যদি বলেন—তোমাদিগের চক্ষুঃ আমি হরণ করিতেছি না, পরন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণকেই হরণ করিতেছি। তাহাতে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের হরণেই আমরা অন্ধা হইব, সুতরাং তুমি আমাদিগের চক্ষুঃই হরণ করিতেছ—কারণ যে চক্ষুর্দ্বারা আমরা শ্রীকৃষ্ণের শরীরের একদেশে অর্থাৎ বদন, নেত্রাদিতে ত্বদীয় নিখিল সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম। তাহা ব্যতীত অপর কি আমরা দেখিব ? অতএব আমরা অন্ধাই হইব ॥ ২১ ॥

———

ন নন্দসূনুঃ ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ
সমীক্ষতে নঃ স্বকৃতাতুরা বত ।
বিহায় গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীং-
স্তদাস্যমদ্ধোপগতা নবপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(বিধাতারং বিহায় অন্যোন্যমূচুঃ যাঃ বয়ং) গেহান্ স্বজনান্ সুতান্ পতীন্ বিহায় অদ্ধা (সাক্ষাৎ) তদ্দাস্যং (তস্য দাস্যভাবম্) উপগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) বত (খেদে) ক্ষণভঙ্গসৌহৃদঃ (ক্ষণেন ভঙ্গঃ বিনাশঃ যস্য তৎ তাদৃশং সৌহৃদং যস্য সঃ) নন্দসূনুঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বকৃতাতুরাঃ (স্বকৃতেনৈব স্মিতাদিনা পরবশাঃ অপি তাঃ) নঃ (অস্মান্) ন সমীক্ষতে (ন পশ্যতি যতঃ অসৌ) নবপ্রিয়ঃ (নবং নবং প্রিয়ং যস্য সঃ অতঃ এনং নিবারয়াম ইতি ভাবঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর বিধাতার কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর বলিতে লাগিলেন—হে সখিগণ ! আমরা গৃহ-স্বজন-পুত্র-পতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া

তাঁহারই দাস্যভাব অবলম্বন করিয়াছি। হায়! সেই নন্দনন্দন অদ্য স্বীয় হাস্যাদি দ্বারা বশীভূতচিত্তা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না। তাঁহার সৌহার্দ্দ্য এতই ক্ষণ-ভঙ্গুর! অথবা এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে ; যেহেতু, নিত্য নূতন বস্তুই তাঁহার প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্তাস্মৎপ্রেমাস্পদত্বাদস্মজ্জীব-নৈকহেতুঃ কৃষ্ণ এবাস্মানুপেক্ষতে বিধাতারং কিমিতি দূষয়াম ইত্যাহুর্নেতি। অতিপ্রবলঃ প্রেমা কথমনেন ছিন্ন ইত্যত আহুঃ—ক্ষণমাত্রেণৈব ভঙ্গো যস্য তথা-ভূতং সৌহৃদং যস্য সঃ, সৌহৃদং নৈবমন্যঃ কর্ত্তুং শক্নোতীতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত স্বস্য কৃতে আতুরাঃ প্রাণান্তিমদশাপন্না অপ্যস্মান্ ন সম্যগীক্ষতেহপি এতা রুদিত্বা ম্রিয়ন্তাং নাম, অহন্তু মথুরাং গত্বা সুখং লভে ইত্যস্য নিশ্চয় ইতি ভাবঃ। বয়ন্তু বিহায়েত্যাদি যদ্দাস্যার্থং পত্যাদীনপ্যত্যজাম সোঽস্মাংস্ত্যজতি তত্র হেতুঃ—নবা এব প্রিয়া যস্য সঃ। বয়মধুনা পুরাত-ন্যোঽভূম যতস্তস্মাদিতি ভাবঃ। তস্মাদ্বয়মনেনো-ভয়লোকত এব ভ্রংশিতা ইতি ধ্বনিঃ ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! আমাদের প্রেমাস্পদ বলিয়া আমাদের জীবনের একমাত্র কারণ কৃষ্ণই আমাদিগকে উপেক্ষা করিতেছে, তাহাতে বিধাতাকেই বা নিন্দা করিয়া ফল কি? ইহা বলি-তেছেন—'ন নন্দসূনুঃ'। অতিপ্রবল প্রেম কিপ্রকারে ইনি ছিন্ন করিলেন? ইহাতে বলিতেছেন—'ক্ষণ-ভঙ্গ-সৌহৃদঃ', ক্ষণমাত্রেই ভঙ্গ হয় যাহা, তাদৃশ তাঁহার সৌহার্দ্দ, এরূপ সৌহার্দ্দ অন্যে করিতে সমর্থ নহে। 'স্বকৃতাতুরাঃ'—হায়! হায়! অদ্য স্বীয় হাস্যাদি দ্বারা বশীভূতচিত্তা অন্তিমদশাপ্রাপ্তা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতেছেন না, তাৎপর্য্য এই যে—ইহারা কান্দিয়া মরুক, আমি মথুরায় গমন করিয়া সুখলাভ করিব, ইহা ইহাঁর নিশ্চয় মনোগত ভাব। আর আমরা যাঁহার দাস্য লাভের জন্য পত্যাদিও পরিত্যাগ করিলাম, তিনিই আমাদিগকে ত্যাগ করি-তেছেন, তাহার হেতু 'নবপ্রিয়ঃ'—নিত্য নূতনই যাঁহার প্রিয়, কারণ এখন আমরা পুরাতনী হইয়াছি —এই ভাব। সুতরাং আমরা ইহাঁর দ্বারা উভয় লোক হইতেই ভ্রংশিত হইলাম—ইহা ধ্বনিত হই-তেছে ॥ ২২ ॥

—— —

সুখং প্রভাতা রজনীয়মাশিষঃ
সত্যা বভূবুঃ পুরযোষিতাং ধ্রুবম্।
যাঃ সংপ্রবিষ্টস্য মুখং ব্রজস্পতেঃ
পাস্যন্ত্যপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃপরং সের্ষ্যমূচুঃ হে সখি!) ইয়ং রজনী (রাত্রিঃ) পুরযোষিতাং ধ্রুবং (নিশ্চিত-মেব) সুখং (নির্ব্বিঘ্নং যথা স্যাৎ তথা) প্রভাতা (তাসাম্) আশিষঃ (বিপ্রাদ্যাশীর্ব্বাদাঃ দীর্ঘমনোরথা বা) সত্যাঃ (সকলাঃ) বভূবুঃ (জাতাঃ যতঃ) যাঃ (পুরযোষিতঃ) প্রবিষ্টস্য (পুরীং প্রাপ্তস্য) ব্রজ-স্পতেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) অপাঙ্গোৎকলিতস্মিতাসবম্ (অপাঙ্গেন নেত্রপ্রান্তেন উৎকলিতম্ উজ্জৃম্ভিতং স্মিত-মেব আসবো রসো যস্মিন্ তৎ) মুখং পাস্যন্তি ॥২৩॥

অনুবাদ—অনন্তর ঈর্ষার সহিত বলিতে লাগিলেন —মথুরাবাসিনী কামিনীগণের পক্ষে অদ্যকার রজনী নিশ্চয়ই সুপ্রভাত হইয়াছে ; তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণাদির আশীর্ব্বাদ সফল হইল। যেহেতু তাহারা আজ পুরীপ্রবেশকালে শ্রীকৃষ্ণের বদনে নেত্রপ্রান্তভাগ দ্বারা মধুর হাস্যরূপ যে আসব (মদ্যবিশেষ) উজ্জৃম্ভিত হইতেছে, তাহা পান করিতে পাইবে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত কিমদ্ভুতমিদং অস্মাকং দুর-দৃষ্টং মথুরাঙ্গনানাং শুভাদৃষ্টং যুগপদেব ফলতি স্মেত্যাহুঃ—সুখমিতি। ইয়ং রজনী পুরযোষিতাং সুপ্রভাতা ব্রজযোষিতান্তু দুষ্প্রভাতা। তাসামাশিষো বিপ্রাদিদত্তা দীর্ঘতরমনোরথা বা সত্যাঃ সফলা অস্মাকন্তু নষ্টা বভূবুঃ। ব্রজস্পতেঃ কৃষ্ণস্য। সুড়ার্ষঃ। অপাঙ্গে নেত্রান্তে উৎকলিতস্মিতং উৎকৃষ্টা রসব্যঞ্জিকাঃ কলাঃ সঞ্জাতা যস্য তদুৎকলিতং স্মিত-মেব রহস্যেঙ্গিতং আসবো মাদকো রসো যত্র তন্মুখং পাস্যন্তি স্বাপাঙ্গরসনাভিরাস্বাদয়িষ্যন্তি, কুলধর্ম্মলজ্জা-ভয়াদিকং সহসৈব ত্যক্ত্বা অস্যেঙ্গিতমঙ্গীকরিষ্যন্তী-ত্যর্থঃ। ততশ্চ সমুচিতসময়ে সম্যক্প্রকারেণান্য-জনালক্ষিততয়া প্রবিষ্টস্য মুখমপি সাক্ষাৎ পাস্যন্তি ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—হায়! হায়! ইহা কি আশ্চর্য্য! আমাদের দুরদৃষ্ট আর মথুরাঙ্গনাদিগের শুভাদৃষ্ট একসঙ্গেই ফলিতেছে, ইহা বলিতেছেন—'সুখং প্রভাতা 'ইত্যাদি। পুরনারীগণের পক্ষে এই প্রভাতা রজনী—সুখময়ী, কিন্তু ব্রজস্ত্রীগণের দুষ্প্রভাতা। 'আশিষঃ'—তাহাদিগের পক্ষে বিপ্রাদির আশীর্ব্বচন-সকল কিম্বা দীর্ঘমনোরথ-সমূহ সত্য বা সফল হইয়াছে, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে তাহা নষ্ট হইয়াছে। 'ব্রজস্পতেঃ'—এখানে সুট্ আগম আর্ষ প্রয়োগ, আজ পুরসুন্দরীগণ পুরপ্রবিষ্ট ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণের নয়নপ্রান্তে বিলসিত মধুর হাস্যরূপ মাদকরস-সম্পন্ন শ্রীমুখ পান করিবে, কিম্বা—স্বীয় অপাঙ্গরূপ রসনাদ্বারা আস্বাদন করিবে, অর্থাৎ কুল ধর্ম্ম লজ্জা ও ভয়াদি অকস্মাৎ ত্যাগ করিয়া ইঁহার ইঙ্গিত অঙ্গীকার করিবে—এই অর্থ। তারপর যথাসময়ে অন্যজনের অলক্ষিতে প্রবিষ্ট ইহাঁর শ্রীমুখও সাক্ষাৎ পান করিবে ॥ ২৩ ॥

তাসাং মুকুন্দো মধুমঞ্জুভাষিতৈ-
র্গৃহীতচিত্তঃ পরবান্ মনস্ব্যপি।
কথং পুনর্নঃ প্রতিযাস্যতেঽবলা
গ্রাম্যাঃ সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈর্ভ্রমন্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু দ্বিত্রাণি দিনানি তথা ভবতু নাম তথাপ্যস্মৎস্নেহাকৃষ্টঃ পিত্রাদিভিঃ পরাবর্ত্তিতঃ প্রত্যাগমিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ হে) অবলাঃ! পরবান্ (পিত্রাদিপরতন্ত্রঃ তথা) মনস্বী (ধীরঃ) অপি মুকুন্দঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তাসাং (পুরযোষিতাং) মৃদুমঞ্জুভাষিতৈঃ (সুকোমলমধুরবচনৈঃ) গৃহীতচিত্তঃ (বশীকৃতহৃদয়ঃ তথা তাসাং) সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈঃ (সলজ্জৈঃ লজ্জাসহিতৈঃ স্মিতৈঃ মন্দহাসৈঃ বিভ্রমৈঃ বিলাসৈশ্চ) ভ্রমন্ (মুগ্ধঃ সন্) পুনঃ কথং (কেন প্রকারেণ) গ্রাম্যাঃ (অবিদগ্ধাঃ) অবলাঃ (নারীঃ) নঃ (অস্মান্) প্রতিযাস্যতে (প্রত্যাগমিষ্যতি কথমপি ন পুনরাগমিষ্যতি ইত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে অবলাগণ! শ্রীকৃষ্ণ যদিও পিতা প্রভৃতি গুরুব্যক্তিগণের অনুগত এবং ধীরস্বভাবসম্পন্ন, তথাপি ঐ পুরনারীগণের সুকোমল মধুর বচনে বশীভূতচিত্ত ও সলজ্জ হাস্য বিলাসে মুগ্ধ হইয়া পড়িলে পুনরায় কিরূপে আমাদের ন্যায় গ্রাম্যনারীগণের নিকটে প্রত্যাগমন করিবেন ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, দ্বিত্রাণি দিনানি তথা ভবতু নাম তথাপ্যস্মৎস্নেহাকৃষ্টঃ পিত্রাদিভিশ্চ পরাবর্ত্তিত আগমিষ্যতীতি চেত্তো মুগ্ধা, ন জানীথ তত্ত্বং শৃণুতেত্যাহুঃ—তাসাং মধুতোঽপি মঞ্জুভিরতিমধুরৈর্ভাষিতৈর্গৃহীতচিত্ত আকৃষ্টমনাঃ, অতএব পরবাংস্তদধীনঃ সন্ মনস্ব্যপি ধীরোঽপি হে অবলাঃ, তাদৃশকলালাবণ্যবলহীনাঃ কথং গ্রাম্যা অস্মান্ প্রত্যায়াস্যতি? ননু তদপি পিত্রাদীন্ লোকধর্ম্ময়োরপি বর্ত্মানুস্মৃত্য বিবেকবলাদায়াস্যত্যেবেত্যতো বিশিংষন্তি—তাসাং সলজ্জস্মিতৈর্বিভ্রমৈর্মদনাবেশসূচকচেষ্টিতৈশ্চ ভ্রমন্ ভ্রান্তিং প্রাপ্নুবন্ অয়মহো সর্ব্বং বিস্মরিষ্যত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বল—দুই তিন দিন তাহা হয় হউক, তথাপি আমাদিগের স্নেহে আকৃষ্ট হইয়া এবং পিতা প্রভৃতি গুরুজনের অনুরোধে সম্ভবতঃ আবার আগমন করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় অন্যের প্রতি বলিতেছেন—ওহে মুগ্ধা রমণীগণ! প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পার নাই, শ্রবণ কর—'তাসাং মধু-মঞ্জুভাষিতৈঃ', সেইসকল মথুরাস্থ পুরনারীগণের মধু হইতেও মধুরতর মনোহর বাক্যাবলিতে আকৃষ্ট হৃদয়, অতএব তাহাদের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ, 'মনস্বী অপি'—মনস্বী (ধীর) হইলেও, 'হে অবলাঃ'—হে অবলাগণ। অর্থাৎ তোমরা তাদৃশ মথুরাস্থ পুরনারীগণের ন্যায় কলালাবণ্যাদি বলরহিত, অতএব গ্রাম্য আমাদিগের নিকট কিরূপে তিনি আগমন করিবেন? যদি বল—তাহা হইলেও পিতা প্রভৃতি গুরুজন এবং লোক ধর্ম্মেরও পন্থা অনুসরণ করতঃ বিবেকবলে হয়ত আসিতেও পারেন। তাহাতে বলিতেছেন—"সলজ্জস্মিতবিভ্রমৈঃ ভ্রমন্", তাহাদিগের লজ্জামিশ্র হাস্যবিলাসরূপ মদনাবেশসূচক চেষ্টার দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমাদের নিকট কিপ্রকারে আসিবেন, অহো! এই শ্রীকৃষ্ণ সমস্তই বিস্মৃত হইবেন—এই ভাবার্থ ॥ ২৪ ॥

অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যতে
দাশার্হভোজান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাম্ ।
মহোৎসবঃ শ্রীরমণং গুণাস্পদং
দ্রক্ষ্যন্তি যে চাধ্বনি দেবকীসুতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অদ্য তত্র (পুরে যে) শ্রীরমণং (শ্রিয়ঃ লক্ষ্ম্যাঃ রমণং আনন্দপ্রদং) গুণাস্পদং (নিখিল-কল্যাণ-গুণালয়ং) দেবকীসুতং (শ্রীকৃষ্ণং) দ্রক্ষ্যন্তি (তেষাং) দাশার্হভোজান্ধকসাত্বতাং দৃশঃ (নয়নস্য) ধ্রুবং (নিশ্চিতম্) মহোৎসবঃ (মহান্ আনন্দঃ ভবিষ্যতি) যে চ (জনাঃ) অধ্বনি (পথিগচ্ছন্তং তং দ্রক্ষ্যন্তি তেষামপি ধ্রুবং দৃশঃ উৎসবঃ ভবিষ্যতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—অদ্য ঐ মথুরায় যে সকল দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক ও সাত্বতগণ এবং পথিমধ্যে গমনকালে অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি লক্ষ্মীদেবীর আনন্দপ্রদায়ক ও নিখিল কল্যাণগুণের আধার শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবেন তাঁহাদের নয়নের নিশ্চয়ই মহোৎসব হইবে ॥২৫

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ব্রজস্থানামানন্দং পুরস্থাঃ প্রাপ্স্যন্তীত্যাহুঃ—অদ্যেতি। দৃশ ইতি জাত্যেকত্বম্। দাশার্হাদীনাং দৃশাং মহোৎসবো ভবিষ্যতি যে চাধ্বনি দ্রক্ষ্যন্তি তেষামপি দৃশাম্। আত্মনেপদমার্ষম্। যদ্বা দৃশ ইতি দ্বিতীয়া। তেষাং দৃশো দৃষ্টীর্মহোৎসবো ভবিষ্যতে প্রাপ্স্যতি প্রাপ্ত্যর্থকোঽয়ং ভবতিরাত্মনেপদী ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, এতদিন ব্রজবাসিনীগণ যেরূপ আনন্দলাভ করিত, মথুরাপুর-বাসিনীগণও এখন সেইরূপ আনন্দলাভ করিবে, তাই বলিতেছেন—'অদ্য' ইত্যাদি, আজ সেই মধুপুরীতে দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি ও সাত্বতগণের নয়নের মহান্ উৎসব হইবে। 'দৃশঃ'—ইহা সামান্যে একবচন ; দাশার্হ প্রভৃতির নয়নের মহোৎসব হইবে এবং পথিমধ্যে যাহারা তাঁহাকে দেখিবে, তাহাদেরও নয়নের মহোৎসব হইবে। 'ভবিষ্যতে'—এখানে আত্মনেপদ আর্ষপ্রয়োগ। অথবা—'দৃশঃ', ইহা দ্বিতীয়া বিভক্তি, তাঁহাদিগের নেত্রসমূহ মহোৎসব প্রাপ্ত হইবে, এখানে প্রাপ্ত্যর্থক ভূ-ধাতু আত্মনেপদী হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

নৈতদ্বিধস্যাকরুণস্য নাম ভূ-
দক্রূর ইত্যেতদতীবদারুণঃ ।
যোঽসাবনাশ্বাস্য সুদুঃখিতং জনং
প্রিয়াৎ প্রিয়ং নেষ্যতি পারমধ্বনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অক্রূরং শপন্ত্য আহুঃ) এতদ্বিধস্য অকরুণস্য (নির্দ্দয়স্য) অক্রূরঃ ইতি এতৎ (শোভনং) নাম (আখ্যা) মাভূৎ। অতীব দারুণঃ (অতিক্রূরঃ) যঃ অসৌ (অক্রূরঃ) সুদুঃখিতম্ (অতিশয় দুঃখগ্রস্তং) জনম্ (অস্মদ্বিধম্) অনাশ্বাস্য প্রিয়াৎ (প্রাণাদপি) প্রিয়ং (শ্রীকৃষ্ণম্) অধ্বনঃ পারম্ (অস্মদগোচরত্বাদতিদূরদেশং) নেষ্যতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অক্রূরের প্রতি আক্রোশ সহকারে বলিতে লাগিলেন—যে ব্যক্তি এরূপ নির্দ্দয়, তাহার অক্রূর নাম শোভা পায় না। যেহেতু, অতি ক্রূর এই ব্যক্তি আমাদের ন্যায় অতি দুঃখিত জনকে কোনরূপ আশ্বাস প্রদান না করিয়াই প্রাণাধিক প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের অগম্য দূরদেশে লইয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—অক্রূরং শপন্ত্যা আহুঃ—এতদ্বিধস্য এতাদৃশস্য। যদ্বা, এষা বিধা বিধানং কর্ম্ম যস্য, অতএব নিষ্করুণস্য অক্রূর ইত্যেতন্নাম মাভূৎ ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুরতীবেতি তস্মাদতঃ পরময়ং ক্রূর ইতি নাম্না অভিধেয় ইতি ভাবঃ। পুনরেষ ময়া সমানীয় যুষ্মাসু সমর্পণীয় ইতি বচসাপি জনং ব্রজস্থমেকমপি জনমনাশ্বাস্য সুদুঃখিতমিতি সুশব্দেন মরিষ্যতাং ব্রজজনানাং বধপাতকময়মেব প্রাপ্স্যতীতি দ্যোতিতম্। প্রিয়াৎ প্রাণাদপি প্রিয়ং কৃষ্ণং অধ্বনোঽস্মদগম্যস্য পারং দূরদেশমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অক্রূরের প্রতি অভিশাপ প্রদান করতঃ বলিতেছেন—'এতদ্বিধস্য', এতাদৃশ জনের, অথবা—এইরূপ কর্ম্ম যাহার, অতএব নিষ্করুণ ব্যক্তির 'অক্রূর', এই নাম শোভা পায় না। তাহার কারণ—'অতীব-দারুণঃ', যেহেতু অত্যন্ত নির্দ্দয়, অতএব ইহার পর এই ব্যক্তি 'ক্রূর'—এই নামে অভিহিত হওয়া উচিত। 'অনাশ্বাস্য'—'পুনরায় আনিয়া আবার শ্রীকৃষ্ণকে তোমাদিগের নিকট সমর্পণ করিব'—এইরূপে বাক্যের দ্বারাও ব্রজস্থ

কোনও জনকে আশ্বাসিত না করিয়া, 'সুদুঃখিতং'—এখানে সু-শব্দের দ্বারা ম্রিয়মাণ ব্রজজনের বধ-পাতক এই ব্যক্তিই প্রাপ্ত হইবে—ইহা দ্যোতিত হইল। 'প্রিয়াৎ প্রিয়ং'—প্রাণ হইতেও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে আমাদিগের চক্ষুর অগোচর অতি দূরদেশে লইয়া যাইতেছে ॥ ২৬ ॥

———

অনার্দ্রধীরেষ সমাস্থিতো রথং
তমন্বমী চ ত্বরয়ন্তি দুর্ম্মদাঃ।
গোপা অনোভিঃ স্থবিরৈরুপেক্ষিতং
দৈবঞ্চ নোঽদ্য প্রতিকূলমীহতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো ধিগস্মজ্জীবিতমিত্যাহুঃ) অনার্দ্রধীঃ (কঠিনচিত্তঃ) এষঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ অপি) রথং সমাস্থিতঃ (সমারূঢ় সন্) অমী দুর্ম্মদাঃ (দুষ্টাঃ) গোপাঃ চ অনোভিঃ (শকটৈঃ) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অনু (পশ্চাৎ) ত্বরয়ন্তি (গমনে ত্বরাং কুর্ব্বন্তি) স্থবিরৈঃ (বৃদ্ধৈরপি এতৎ কৃষ্ণগমনম্) উপেক্ষিতং (তে অপি এতৎ ন নিবারয়ন্তীত্যর্থঃ) অদ্য দৈবং চ (দৈবমপি) নঃ (অস্মাকং) প্রতিকূলং (বিরুদ্ধং) ঈহতে (চেষ্টতে) (আচরতি, অয়ং ভাবঃ—যদি দৈবমস্মাকমনুকূলমভবিষ্যত্তদাবিঘ্নৈরেষাং কশ্চিদুপদ্রব উদপাদয়িষ্যতেতি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অতঃপর নিজের জীবনকে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হায়! কঠোরচিত্ত শ্রীকৃষ্ণও ঐ রথে আরোহণ করিতেছেন, দুষ্ট গোপগণও শকটারোহণে তাঁহার অনুগমনে সত্বর হইয়াছেন, বৃদ্ধগণও এ বিষয় উপেক্ষা করিতেছেন, কোনরূপ বাধা প্রদান করিতেছেন না। আজ দৈবও আমাদের প্রতিকূল আচরণ করিতেছে ॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ—অহো অত্রাগত্যাক্রূরেণ স্বক্রূরতা সর্ব্বত্রৈব সঞ্চারিতেত্যাহুঃ—অনার্দ্রধীরস্মান্ রুদতীর্দৃষ্ট্বাপি এব কৃষ্ণঃ অনোভিঃ সহিতা গোপা দুর্ম্মদা ইত্যেষামহো দুষ্টা মত্ততৈবাজনিষ্ট অত্রানাগমিষ্যতঃ কৃষ্ণস্য বিরহেণ স্বয়ং যন্মরিষ্যন্তি তদপি নানুসন্দধতে ইতি ভাবঃ। স্থবিরৈর্বৃদ্ধৈরপি নিষেধমকুর্ব্বদ্ভিরুপেক্ষিতং স্বজীবিতমিতি শেষঃ। কিঞ্চ দৈবতঞ্চেতি। অয়ং ভাবঃ—যদি দৈবমস্মাকমনুকূলমভবিষ্যত্তদা বিঘ্নৈঃ কিঞ্চিদেষামুপদ্রবমুদপাদয়িষ্যতেতি তস্মাদায়ুরেব ব্রজস্থানামতঃ পরং নাস্তীতি নিশ্চিনুম ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অহো! অক্রূর এইস্থানে আগমন করিয়া সর্ব্বত্রই স্ব-ক্রূরতা বিস্তার করিতেছে, তাহা বলিতেছেন—'অনার্দ্রধীঃ'—ক্রন্দনরতা আমাদিগকে দেখিয়াও এই কঠোরচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিতেছেন। আর ঐ রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুর্ম্মদ (উৎসাহান্বিত) শ্রীদামাদি গোপগণও 'অনোভিঃ সহিতাঃ'—শকট লইয়া গমন করিবার জন্য ত্বরা করিতেছে, অহো! ইহাদিগের কি দুষ্ট মত্ততা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে না আসিলে, তাঁহার বিরহে নিজেরা যে মরিয়া যাইবে, ইহাও অনুসন্ধান করিতেছে না—এই ভাবার্থ। 'স্থবিরৈঃ'—বৃদ্ধসকলও গমনে বাধাদান না করিয়া নিজের জীবনকেও উপেক্ষিত করিতেছেন। আর 'দৈবঞ্চ'—দৈবও আমাদিগের প্রতিকূল (বিরুদ্ধ) আচরণ করিতেছে। ভাবার্থ এই যে—দৈব যদি আমাদিগের অনুকূল হইত, তাহা হইলে কোন বিঘ্নের দ্বারা ইঁহাদিগের উপদ্রব ঘটাইতে পারিত, অতএব ইহার পর (অর্থাৎ ব্রজজীবন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ হইতে চলিয়া গেলে) ব্রজবাসিগণের জীবনই থাকিবে না—এরূপ নিশ্চয় হইতেছে ॥ ২৭ ॥

———

নিবারয়ামঃ সমুপেত্য মাধবং
কিং নোঽকরিষ্যন্ কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ।
মুকুন্দসঙ্গান্নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাদ্-
দৈবেন বিধ্বংসিতদীনচেতসাম্ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(পরস্পরং সংমন্ত্র্যসাহসমধিরুহ্যাহুঃ বয়মেব) মাধবং (শ্রীকৃষ্ণং) সমুপেত্য (সমীপং গত্বা) নিবারয়ামঃ। কুলবৃদ্ধবান্ধবাঃ (কুলস্য বৃদ্ধাঃ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ বান্ধবাঃ স্নেহাদিবদ্ধাঃ পত্যাদয়শ্চ) নিমিষার্দ্ধদুস্ত্যজাৎ (নিমিষার্দ্ধং অর্দ্ধনিমিষকাল মাত্রমপি দুস্ত্যজাৎ ত্যক্তুমশক্যাৎ ইত্যর্থঃ) মুকুন্দসঙ্গাৎ (শ্রীকৃষ্ণসমাগমাৎ) দৈবেন (বিধিনা) বিধ্বংসিতদীনচেতসাং (বিধ্বংসিতানি বিযোজিতানি অতএব দীনানি চেতাংসি যাসাং তাসাং) নঃ (অস্মাকং)

কিম্ অকরিষ্যন্ (কিং করিষ্যন্তি এবম্ভূতানাম্ অস্মাকং মৃত্যোরপি ন ভয়ং বর্ত্ততে) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—অনন্তর পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সাহস অবলম্বন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—আমরা স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে নিবারিত করিব। কুলবৃদ্ধ এবং বান্ধবগণ আমাদের কি করিবেন ? শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ আমাদের ক্ষণার্দ্ধকালও দুস্ত্যজ্য, দৈব আমাদের চিত্তকে উহা হইতে বিযোজিত করিয়া নিতান্তই দীনভাবাপন্ন করিয়াছেন, অতএব আমাদের মৃত্যু হইতেও ভয় নাই ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—পরস্পরং সংমন্ত্র্য সাহসমধিরুহ্যাহুঃ—নিবারয়ামঃ। সম্যগুপেত্য বস্ত্রহস্তাকর্ষণাদিনা ভোঃ প্রাণৈকবল্লভ, রথাদবতরাবতর তং স্ত্রীবধ-কোটীর্মাগৃহাণেতি বাগ্‌ভিরপি নিবর্ত্তয়ামঃ। ননু, কুলবধূনামস্মাকমেতাবদতিধার্ষ্ট্যং দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্যন্তি রহস্যমুদ্‌ঘাটিতমালক্ষ্য বন্ধবোঽপি ত্যক্ষ্যন্তি ? তত্রাহুঃ—কিং নো করিষ্যন্ করিষ্যন্তি। কীদৃশানাং নিমিষার্দ্ধমপি ব্যাপ্য ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ মুকুন্দস্য সঙ্গাদ্দৈবেন বিধ্বংসিতা বিযোজিতা অতএব দীন-চেতসশ্চ যাস্তাসামস্মাকম্। অয়ং ভাবঃ—যদ্যসৌ নিবৃত্তঃ স্যাত্তদা যদি বন্ধুভিস্ত্যজ্যেমহি তদা বনদেব্য ইব বৃন্দাবনে স্থাস্যাম ইত্যভীষ্টসিদ্ধিরেব ; যদি বা দণ্ড্যেমহি রুদ্ধ্যেমহি বা তদাপ্যেকগ্রামস্থিতিজ্ঞানেন সখীজনচাতুর্য্য-প্রাপিতৈতন্নির্ম্মাল্যচর্ব্বিতাদিনা চ সুখ-মেব জীবামঃ, যদি চাসৌ নৈব নিবৃত্তঃ স্যাত্তদোৎ-সর্গসিদ্ধং মরণমস্মাকমস্ত্যেবেতি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সাহস অবলম্বনপূর্ব্বক বলিতেছেন—'নিবারয়ামঃ', শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র ও হস্তাকর্ষণাদিদ্বারা "হে প্রাণৈকবল্লভ। আপনি রথ হইতে অবতরণ করুন, আপনি স্ত্রীবধের পাপ গ্রহণ করিবেন না"—ইত্যাদি বাক্য দ্বারা নিবর্ত্তন করিব। যদি বল—কুলবধূ আমাদিগের এইরূপ অতিশয় ধৃষ্টতা দর্শন করিয়া লোকসকল হাসিবেন এবং রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইলে বন্ধুগণও পরিত্যাগ করিবেন, তাহাতে বলিতে-ছেন—'কিং নোঽকরিষ্যন্'—কুলের বৃদ্ধগণ ও অন্যান্য বান্ধবগণ আমাদিগের আর কি করিতে পারিবেন ? কেমন আমাদের ? তাহাতে বলিতেছেন—'নিমিষার্দ্ধ-দুস্ত্যজাদ্', নিমিষার্দ্ধ-(ক্ষণার্দ্ধ-) কালও যাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না, সেই মুকুন্দ-সঙ্গ হইতে দৈবকর্ত্তৃক বিযোজিত সুতরাং দীনচিত্ত আমাদের। তাৎপর্য্য এই—যদি শ্রীকৃষ্ণ গমন হইতে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে যদি বান্ধবগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমরা বনদেবীর ন্যায় বৃন্দাবনে থাকিব, ইহাতে আমাদের ইষ্টসিদ্ধিই হইবে, অথবা যদি দণ্ডদান করেন কিম্বা অবরোধ করেন, তাহা হইলে একগ্রামে স্থিতি-জ্ঞান করিয়া সখীজনের চাতুর্য্য-প্রাপিত শ্রীকৃষ্ণের নির্ম্মাল্যমাল্য ও চর্ব্বিত তাম্বূল প্রভৃতি দ্বারা সুখেই বাঁচিয়া থাকিব, আর যদি শ্রীকৃষ্ণ নিবৃত্ত না হন, তাহা হইলে আমা-দের উৎসর্গ-সিদ্ধ মরণ ত রহিয়াছেই ॥ ২৮ ॥

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—(হে) গোপ্যঃ। যস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অনুরাগললিতস্মিত-বল্গুমন্ত্র-লীলাবলোক-পরিরম্ভণ-রাসগোষ্ঠ্যাম্ (অনুরাগেণ ললিতং স্মিতঞ্চ বল্গুমন্ত্রশ্চ রহস্যসঙ্কেতবার্ত্তা লীলাবলোকশ্চ পরিরম্ভণং আলি-ঙ্গনঞ্চ যস্যাং তস্যাং রাসগোষ্ঠ্যাং রাসক্রীড়াসভায়াং) নঃ (অস্মাভিঃ) ক্ষণদাঃ (রাত্রয়ঃ) ক্ষণং ইব নীতাঃ (অতিবাহিতাঃ) স্ম তং (শ্রীকৃষ্ণং) বিনা দুরন্তং (দুষ্পারং) তমঃ (বিরহদুঃখং) কথং নু অতিতরেম (অতিক্রান্তাঃ ভবেম, ন কথঞ্চিদিত্যর্থঃ) ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে গোপীগণ। যে শ্রীকৃষ্ণের সানুরাগ মধুর হাস্য, সঙ্কেতবার্ত্তা, লীলাসহ দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনযুক্ত রাসসভায় আমরা রাত্রিসকলকে ক্ষণ-কালের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছি সম্প্রতি তাঁহার অভাবে এই দুষ্পার বিরহদুঃখ কিরূপে উত্তীর্ণ হইব ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ইতোঽপি কারণান্নিবারয়াম এবেত্যাহু—যস্যানুরাগেণৈব ললিতস্মিতাদীনি যস্যাং তত্রৈব বল্গুমন্ত্রঃ রহস্যসঙ্কেতবার্ত্তা। রাস-গোষ্ঠ্যাং রাসোপ-লক্ষিতক্রীড়ামাত্রসভায়াং নোঽস্মাভিঃ ক্ষণদা রাত্রয়ঃ

ক্ষণমিব নীতাঃ তং কৃষ্ণং বিনা দুরন্তং অদৃষ্টপারং তমঃ বিরহান্ধকার-দুঃখসমুদ্রং নু নিশ্চিতং কথং অতিতরেম। যথাস্য সঙ্গসুখেন বহ্ব্যোঽপি রাত্র্যঃ ক্ষণ ইবাভুবংস্তথৈব বিরহদুঃখেন ক্ষণোঽপ্যস্মাকং যুগসহস্রং সদা ভবত্যেব কিন্তু বহ্বী রাত্রীরাগামিনীর্গময়িতুং কথং প্রভবিষ্যাম ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আর এই কারণেও নিবারণ করিতে হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যস্যানুরাগ'- ইত্যাদি, যাঁহার অনুরাগ সহকারে মনোহর হাস্যাদি এবং 'বল্গুমন্ত্রঃ' অর্থাৎ রহস্য সঙ্কেত বার্ত্তা—সম্বলিত রাসক্রীড়ায়, উপলক্ষণত্বহেতু অন্যান্য ক্রীড়াতেও আমরা রাত্রিসকল মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, 'তং বিনা'—সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে 'দুরন্তং তমঃ'—অদৃষ্টপার বিরহান্ধকার-রূপ দুঃখ-সমুদ্র কিরূপে অতিক্রম করিব? যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখে বহুরাত্রিও আমাদের পক্ষে ক্ষণকালের ন্যায় হইয়াছিল, তেমন ইহাঁর বিরহ-দুঃখে ক্ষণকালও আমাদের পক্ষে সর্ব্বদা সহস্র যুগ বোধ হয়, কিন্তু আগামিনী বহুরাত্রি অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত কিরূপে সক্ষম হইব? ২৯ ॥

যোঽহ্নঃক্ষয়ে ব্রজমনন্তসখঃ পরিতো
গোপৈর্বিশন্ খুররজশ্ছুরিতালকস্রক্।
বেণুং ক্বণন্ স্মিতকটাক্ষ-নিরীক্ষণেন
চিত্তং ক্ষিণোত্যমুমৃতে নু কথং ভবেম ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অনন্তসখঃ (অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্য সখা) অহ্নঃক্ষয়ে (দিবাবসানে) খুররজশ্ছুরিতালক-স্রক্ (খুররজোভিঃ ছুরিতাঃ ধূসরিতাঃ অলকাঃ স্রজশ্চ যস্য সঃ) গোপৈঃ পরিতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) বেণুং ক্বণন্ (বাদয়ন্) ব্রজং বিশন্ (প্রবিশন্) স্মিতকটাক্ষ-নিরীক্ষণেন (স্মিতেন মন্দহাসেন যৎ কটাক্ষনিরীক্ষণং তেন অস্মাকং) চিত্তং (হৃদয়ং ক্ষিণোতি (হরতি) অমুং (শ্রীকৃষ্ণম্) ঋতে (বিনা) কথং নু (কেন প্রকারেণ ভবেম (জীবেম)) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—যিনি বলদেবের সহিত সন্ধ্যাকালে গোধনসমূহের খুরোত্থিত ধূলিরঞ্জিত অলক ও মাল্যে বিভূষিত এবং গোপগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বেণুধ্বনিসহকারে ব্রজে প্রবেশ করিতে করিতে মন্দ-হাস বিমিশ্রিত কটাক্ষপাতে আমাদের চিত্ত হরণ করেন, তাঁহার অভাবে আমরা কিরূপে জীবন ধারণ করিব ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চাদ্যৈব সায়ং মরিষ্যাম ইত্যাহুঃ—য ইতি। অহ্নঃ ক্ষয়ে দিনাবসানে অনন্তস্য রামস্য সখা ব্রজং বিশন্ ক্বণয়ন্ নিরীক্ষণং বক্ষোজাদিনি-ভালনং তেন চিত্তং ক্ষিণোতি সম্মোহয়তি। অমুং কৃষ্ণমৃতে কথং ভবেম জীবেমেতি। অদ্য সায়ং তত্তদ্‌যদি ন ভবিষ্যতি তদা কা খলু জীবিতং ধার-য়িতুং পারয়িষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অদ্যই সায়ংকালে মরিয়া যাইব, ইহা বলিতেছেন—'যঃ অনন্তসখঃ', বলরাম-সখা শ্রীকৃষ্ণ যখন দিবাবসানে ব্রজমধ্যে প্রবেশ করতঃ বেণু বাজাইতে বাজাইতে সহাস্য কটাক্ষে আমাদের বক্ষোজাদি নিরীক্ষণপূর্ব্বক আমা-দিগের চিত্ত সম্মোহিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের অভাবে আমরা কিরূপে জীবিত থাকিব? অদ্য সায়ং সময়ে যদি তাহা না হয়, তবে কে জীবিত থাকিতে সমর্থ হইবে?—এই ভাবার্থ ॥ ৩০ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরা ভৃশং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণবিষক্তমানসাঃ।
বিসৃজ্য লজ্জাং রুরুদুঃ স্ম সুস্বরং
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—এবং ব্রুবাণাঃ (কথ-য়ন্ত্যঃ) ভৃশম্ (অত্যর্থং) বিরহাতুরাঃ কৃষ্ণবিষক্ত-মানসাঃ (কৃষ্ণগতহৃদয়াঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ লজ্জাং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা হে) গোবিন্দ, (হে) দামোদর, (হে) মাধব, ইতি সুস্বরং (সুললিতং) রুরুদুঃ স্ম (রুদিতবত্যঃ কিল) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! এইরূপ বলিতে বলিতে অতিশয় বিরহাতুরা শ্রীকৃষ্ণ-গতচিত্তা ব্রজনারীগণ লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক—"হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!" এইরূপে সুললিতস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—এবং বিলপ্য কৃষ্ণং রথাদবতারয়িতুং সংহতা এব যদা গন্তুং প্রবৃত্তাস্তদোরুস্তম্ভাদিবিঘ্নবশাদসামর্থ্যে সতি কেবলং রুরুদুরেবেত্যাহ—এবমিতি। বিরহপীড়য়া আতুরাঃ একমপি পদং গন্তুং স্পষ্টাক্ষরতয়া বক্তুঞ্চাসমর্থাঃ, হে গোবিন্দ, ইত্যনেনাস্মাকং গা মনশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়বৃত্তিগবীঃ পরঃসহস্রা বিন্দ লভস্ব, ত্বৎসঙ্গ এব গচ্ছন্তীরেতাঃ কৃপয়া গৃহাণ স্বীয়মনোবৃষভেন্দ্রেণ সহ সঙ্গময্য রক্ষ, ন তূপেক্ষস্ব, দেহাস্ত্বস্মাকং ত্বৎসঙ্গাযোগ্যত্বাদ্দুর্ভগা অত্রৈব পঞ্চত্বং প্রাপ্স্যন্তি, যদি ত্বং নাগমিষ্যসীতি বিজ্ঞাপনা। কিঞ্চ, স্ত্রীবধান্ জিঘৃক্ষসি চেদ্‌গৃহাণ যস্যা প্রেম্না দামবন্ধনমপি স্বীকৃতবানভূস্তাং মাতরং শ্রীব্রজেশ্বরীং মা জহি, যদি পরশ্বস্ত্বং নায়াস্যসি তদা সা সর্ব্বথা মরীষ্যতীতি মাতৃহত্যাস্ত মা গৃহাণেতি হে দামোদরেতি পদেন বিজ্ঞাপনা। হে মাধবেতি ত্বমস্মাকং মা খলু ধবঃ, কিন্তু সখা ভবসি। যদি ধবোঽভবিষ্যস্তদা অস্মাসু তব সত্ত্বসম্ভবাৎ স্ববস্তূনাং পালনে জ্বালনে বা নৈবাতিদোষং প্রাপ্স্যঃ; কিন্তু বয়ং পরদ্রব্যাণি ভবামোঽতোঽস্মন্নাশনিবন্ধনং দোষং মাঙ্গীকুথা ইতি বিজ্ঞাপনা দ্যোতিতা ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ বিলাপ করিয়া শ্রীব্রজদেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে রথ হইতে অবতারণ করাইবার জন্য মিলিতা হইয়া যখন যাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন উরুস্তম্ভাদি বিঘ্নবশতঃ গমনে অসামর্থ্য হওয়ায় কেবলমাত্র রোদন করিতেই লাগিলেন, তাহাই বলিতেছেন—'এবং ব্রুবাণা বিরহাতুরাঃ', এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার বিরহ-পীড়ায় এরূপ কাতর হইলেন যে, একপদ গমন করিতেও অসক্তা এবং স্পষ্টাক্ষরে কিছু বলিতেও তাঁহারা অসমর্থা হইলেন। পরে লজ্জা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে "হে গোবিন্দ! হে দামোদর! হে মাধব!"—এইরূপ বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এখানে 'হে গোবিন্দ' এই সম্বোধন দ্বারা এইরূপ জানাইলেন যে, আমাদিগের শতসহস্র 'গো'—অর্থাৎ মনঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহকে 'বিন্দ' লাভ কর, অর্থাৎ তোমার সহিতই গমনশীলা এই গোপীসকলকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ কর। স্বীয় মনোবৃষভেন্দ্রের সহিত মিলিত করিয়া রক্ষা কর, কিন্তু উপেক্ষা করিও না। আমাদিগের শরীর তোমার সঙ্গের অযোগ্য বিধায় দুর্ভগ, সুতরাং যদি তুমি আগমন না কর, তাহা হইলে এই স্থানেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

আর যদি তুমি স্ত্রী-বধের পাপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গ্রহণ কর। বিশেষতঃ যাঁহার বাৎসল্য স্নেহে উদরে রজ্জুর বন্ধনও স্বীকার করিয়াছ, সেই মাতা ব্রজেশ্বরীকে বধ করিও না, যদি তুমি পরশ্ব আগমন না কর, তাহা হইলে তোমার জননী অবশ্যই মরিবেন, সুতরাং মাতৃহত্যার পাপ গ্রহণ করিও না—ইহা 'হে দামোদর' পদের বিজ্ঞাপনা।

'হে মাধব' পদের তাৎপর্য্যার্থ—মা অর্থাৎ না, ধব—পতি, অর্থাৎ তুমি আমাদের পতি নও, কিন্তু সখা। যদি ধব (পতি) হইতে, তবে আমাদের প্রতি তোমার সত্ত্বের সম্ভব থাকায় নিজবস্তুর পালনে বা জ্বালনে অধিক দোষভাগী হইবে না, কিন্তু আমরা পরের দ্রব্য, সুতরাং আমাদের নাশ-নিবন্ধন দোষ স্বীকার করিও না ॥ ৩১ ॥

স্ত্রীণামেবং রুদন্তীনামুদিতে সবিতর্য্যথ।
অক্রূরশ্চোদয়ামাস কৃতমৈত্রাদিকো রথম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তরং) সবিতরি (সূর্য্যে) উদিতে (সতি) কৃতমৈত্রাদিকঃ (কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবতং সন্ধ্যোপাসনং তদাদি কর্ম্ম যেন সঃ) অক্রূরঃ এবং (পূর্ব্বোক্তং) রুদন্তীনাং স্ত্রীণাং (রুদন্তীঃ তাঃ স্ত্রীঃ অনাদৃত্য ইত্যর্থঃ) রথং চোদয়ামাস (চালয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সূর্য্যোদয় হইলে অক্রূর সন্ধ্যাবন্দনাদিকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তা রোদনশীলা নারীগণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান না করিয়াই রথ পরিচালনা করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—স্ত্রীণামিত্যনাদরে ষষ্ঠী। ভো মাতরঃ, ক্ষমধ্বং পরাধীনস্য রাজসেবকস্য মমাপরাধমেষোঽহমেব কৃষ্ণমানীয় সমর্পয়িষ্যামীত্যাশ্বাসনাকরণমেবানাদরঃ। অত এতদনাদরলক্ষণাপরাধফলমক্রূরস্য স্যমন্তকপ্রসঙ্গে কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখং দ্বারকাত্যাগং দুর্যশো বারাণসীবাসঞ্চ ভাবুকভক্তবিশেষাঃ কেচিন্মন্যন্তে; কৃতং মৈত্রং মিত্রদৈবতং দৈহিকং তদাদিকং

স্নানসন্ধ্যোপাসনাদিকং কর্ম্ম যেন সঃ। অত্র গোপীবিলাপাদ্বিনিমগ্নসম্পূর্ণচেতস্ত্বাদেব মুনিনা তৎকালিকব্রজেশ্বরীবিলাপবর্ণনমিতি কেচিৎ। ধনুর্মহোৎসবদর্শনসোৎকণ্ঠমনা বালকোঽয়ং স্বপিত্রা সহৈব যাতি যথাসময়ঃ পিত্রৈব ভোজয়িষ্যমাণঃ পিতুরঙ্ক এব সুখং শয়িষ্যমাণ একদিনং তত্র স্থিত্বা পরশ্বঃ পুনঃ স্বপিত্রা সহৈবায়াস্যতি কাত্র চিন্তেতি পুরন্ধ্রীভির্গোপৈশ্চ নন্দাদিভিশ্চ মুহুরাশ্বাসিতায়াস্তস্যাস্তদা নাতিশোক ইত্যন্যে প্রাহুঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্ত্রীণাম্'—ইহা অনাদরে ষষ্ঠী, উক্তরূপ রোদন-পরায়ণা রমণীদিগকে অনাদর করিয়া, অর্থাৎ হে জননীগণ! পরাধীন রাজসেবক আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, এই আমিই শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নপূর্ব্বক আপনাদিগকে সমর্পণ করিব—এইরূপ আশ্বাস-প্রদান না করাই অক্রূরের অনাদর। অতএব কেহ কেহ মনে করেন—এই অনাদররূপ অপরাধের ফল অক্রূরের স্যমন্তক-প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ হইতে বিচ্ছেদ-দুঃখ, দ্বারকাত্যাগ, দুর্যশঃ, বারাণসীবাস প্রভৃতি। 'কৃতমৈত্রাদিকঃ'—সূর্য্য উদিত হইলে অক্রূর মহাশয় স্নান, সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক রথ চালাইয়া দিলেন।

এখানে ব্রজবধূগণের সুতীব্র বিরহ-বিলাপ বর্ণনায় বিনিমগ্ন সম্পূর্ণচিত্ত মহামুনি শ্রীল শুকদেব তাৎকালিক শ্রীব্রজেশ্বরীর বিলাপ বর্ণনা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন—ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—ব্রজেশ্বরী মাতা যশোদার তাদৃশ বিরহব্যথাই জাগে নাই। তিনি ভাবিয়া থাকিবেন, গোপাল আমার ধনুর্যজ্ঞ মহোৎসব দর্শনের জন্য খুব লালায়িত। যাওয়া না হইলে অত্যন্ত বেদনা পাইবে সে। আর যাইবে তো পিতার সঙ্গেই। যথাসময়ে আদর করিয়া তিনিই খাওয়াইবেন ও নিজ ক্রোড়ে শয়ন করাইবেন। মাত্র একদিন, আবার পরশ্বই পিতার সঙ্গে চলিয়া আসিবে। এজন্য চিন্তার কি আছে?—এইভাবে নন্দরাণীকে বুঝাইয়াছেন পুরনারীগণ, গোপগণ ও নন্দরাজ নিজেও। এই হেতু, গোপালকে ছাড়িতে মাতা ব্রজেশ্বরীর অন্তরে তৎকালে অতিশয় শোকের উদয় হইতে পারে নাই ॥ ৩২ ॥

———

গোপাস্তমন্বসজ্জন্ত নন্দাদ্যাঃ শকটৈস্ততঃ।
আদায়োপায়নং ভূরি কুম্ভান্ গোরসসম্ভৃতান্ ॥৩৩॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) নন্দাদ্যাঃ (নন্দপ্রমুখাঃ) (গোপাঃ) ভূরি (বহূন্) গোরসসম্ভৃতান্ (গোরসৈঃ ঘৃতাদিভিঃ সম্ভৃতান্ পূর্ণান্) কুম্ভান্ উপায়নম্ (রাজ্ঞঃ উপহারম্) আদায় (গৃহীত্বা) শকটৈঃ তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অন্বসজ্জন্ত (অন্বগচ্ছন্) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—অনন্তর নন্দাদি গোপগণ ঘৃতাদি পরিপূর্ণ প্রচুর কুম্ভ রাজার উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া শকটযোগে শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥

———

গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমনুব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভগবতঃ কাঙ্ক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ চ দয়িতং (প্রিয়ং) কৃষ্ণম্ অনুব্রজ্য (অনুগম্য) অনুরঞ্জিতাঃ (তৎকৃতনিরীক্ষণাদিনা কথঞ্চিৎ আনন্দিতাঃ সত্যঃ) ভগবতঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) প্রত্যাদেশং (প্রত্যাখ্যানং) কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ (প্রার্থয়ন্ত্যঃ) অবতস্থিরে (স্থিতাঃ) চ ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—গোপীগণও প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন পূর্ব্বক তদীয় দৃষ্টিপাত প্রভৃতি দ্বারা কথঞ্চিৎ আনন্দিত হইয়া ভগবানের প্রত্যাদেশ প্রার্থনায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনুরঞ্জিতাঃ কৃষ্ণেন রথস্থেনৈব পশ্চিমাভিমুখীভূয় স্বপ্রেয়সীনাং নির্গচ্ছতঃ প্রাণানালক্ষ্য ভোঃ প্রাণৈকবল্লভা, মা খিদ্যত, এষোঽহমেতান্ বঞ্চয়িত্বা যুষ্মৎসন্নিধিমেষ্যামীত্যর্থদ্যোতকেন নিরীক্ষণেন কিঞ্চিদানন্দিতাঃ। ততশ্চোর্বাদি-জাড্যে কিঞ্চিন্নিবৃত্তে সতি গোপশ্চেতি যথা গোপা আনন্দেন রথমনুব্রজন্তি স্ম, তথা গোপ্যশ্চ দয়িতং অনুব্রজ্য প্রত্যাদেশঞ্চ কাঙ্ক্ষন্ত্যঃ অবতস্থিরে নয়নকৃতমাশ্বাসং যথা প্রাপুস্তথা বচনকৃতমপি তমভিলষন্ত্য ইত্যর্থঃ ॥৩৪

———

তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্য স্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদুত্তমঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) স্ব-প্রস্থানে (স্বস্য

প্রয়াণবিষয়ে) তাঃ (গোপাঙ্গনাঃ) তথা (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) তপ্যতীঃ (সন্তপ্যমানাঃ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) আয়াস্যে (অহং সত্বরমেব প্রত্যাগমিষ্যামি) ইতি সপ্রেমৈঃ (প্রেমপূর্ণৈঃ) দৌত্যকৈঃ (দূতবাক্যৈঃ) সান্ত্বয়ামাস ।। ৩৫ ।।

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণও স্বীয় প্রস্থানে সেই গোপীগণকে অতিশয় সন্তপ্তা দেখিয়া—"আমি শীঘ্র প্রত্যাগমন করিব" এইরূপ প্রেমপূর্ণ বচন দূত দ্বারা প্রেরণ করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন ।। ৩৫ ।।

বিশ্বনাথ—তপ্যতীঃ সন্তপ্যমানাঃ । যদূনাং পালনে প্রবৃত্তমতিত্বাৎ যদূত্তমঃ ; দৌত্যকৈর্দূতবাক্যৈঃ । কর্ম্মণি ষ্যঞ্ । বহুবচনেন যথা তাসাং প্রবোধো ভবতি তথা বহুপ্রকারৈস্তদ্বিশ্বাসোৎপাদকশপথশত-সহিতৈরিত্যর্থঃ । ক-প্রত্যয়েনানুকম্পাব্যঞ্জকৈঃ । সপ্রেমৈঃ সপ্রেমভিরিতি । যথা যূয়ং মাং বিনা বিভিন্নধৈর্য্যাস্তথৈবাহমপি বিদীর্ণহৃদয় এব পরাধীন এব ভবতীনাং স্মিতমধুরকটাক্ষমাধ্বীকং ত্রিজগতি-দুর্ল্লভং স্বধীরসনয়া লিহন্নেব জীবন্ পুরীং যামি, যদ্যহং পরশ্বো নাগমিষ্যামি তদা যূয়মহঞ্চ যুগপদেব প্রাণান্ ধর্ত্তুং ন প্রভবিষ্যামিঃ । যদি বা পরমায়ুঃ প্রাবল্যাদাশাবন্ধাচ্চ জীবিষ্যামস্তদপি তজ্জীবনং মরণ-কোটিতোহপ্যতিকষ্টমিত্যাদি প্রেমামৃতম্রক্ষিতৈরি-ত্যর্থঃ । আয়াস্যে আয়াস্যামি পরশ্ব আগমনপ্রকার-স্তু পরিষ্টাদ্ব্যাখ্যাস্যতে ।। ৩৫ ।।

যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণু রথস্য চ ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যাবন্তং কালং ব্যাপ্য) রথস্য কেতুঃ (ধ্বজঃ) আলক্ষ্যতে (দৃশ্যতে) যাবৎ (যাবন্তং কালং) রেণুঃ চ (রথচক্রোত্থিতধূলিকণশ্চ আলক্ষ্যতে তাবৎ) অনুপ্রস্থাপিতাত্মানঃ (কৃষ্ণম্ অনুপশ্চাৎ প্রস্থাপিতাঃ প্রেরিতাঃ আত্মানঃ চিত্তানি যাভিঃ তাঃ গোপ্যঃ) লেখ্যানি ইব (লেখ্যময়পুত্রিকা ইব নিশ্চলাঃ) উপলক্ষিতাঃ (স্থিতাঃ ইত্যর্থঃ) ।। ৩৬ ।।

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত রথের ধ্বজা দেখা যাইতেছিল, এবং রথচক্রোত্থিত ধূলি লক্ষ্যীভূত হইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণানুগতচিত্তা গোপীগণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রাপিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন ।। ৩৬ ।।

বিশ্বনাথ—আলক্ষ্যতে কিঞ্চিল্লক্ষণেনেষদ্দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ । গচ্ছন্তং কান্তমনুপ্রস্থাপিতা আত্মনো মনাংসি যাভিস্তাঃ । অতএব লেখ্যানি চিত্রাণীব উপ সমীপেঽপি লক্ষিতা লোকৈর্দৃষ্টাঃ ।। ৩৬ ।।

তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে ।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ।।৩৭।।

অন্বয়ঃ—(অথ) গোবিন্দবিনিবর্ত্তনে (গোবিন্দস্য বিশেষেণ মথুরাগমনোন্মুখ্যং বিনৈব নিবর্ত্তনে) নিরাশাঃ আশারহিতাঃ) তাঃ (গোপ্যঃ) নিববৃতুঃ (নিবৃত্তাঃ ততঃ) প্রিয়চেষ্টিতং (প্রিয়স্য কৃষ্ণস্য চেষ্টিতম্ আচরিতং) গায়ন্ত্যঃ (কীর্ত্তয়ন্ত্যঃ) অহনী (রাত্র্যহনী) নিন্যুঃ (বর্ত্তয়ামাসুঃ) ।। ৩৭ ।।

অনুবাদ—অনন্তর গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিবর্ত্তন-বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণচরিত গান করিতে করিতে দিনরাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ।। ৩৭ ।।

বিশ্বনাথ—গোবিন্দস্য বিনিবর্ত্তনে নিরাশাস্তাস্ততঃ স্থানান্নিববৃতুঃ স্বয়মেবাসৌ সর্ব্বান্ বঞ্চয়িত্বা নিবর্ত্তিষ্যত ইতি যা আশা আসীৎ সা নষ্টেত্যর্থঃ । বিশিষ্ট-শোকবত্য এব অহনি দ্বে নিন্যুঃ । অহনী ইত্যার্ষম্ । অহানীত্যর্থঃ ইত্যেক ।। ৩৭ ।।

ভগবানপি সম্প্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, রামাক্রূরযুতঃ (রামেন বলদেবেন অক্রূরেন চ যুক্তঃ) ভগবান্ অপি বায়ুবেগেন (বায়ুবৎশীঘ্রগতিনা) রথেন অঘনাশিনীং (পাপবিনাশিনীং) কালিন্দীং (যমুনাং) সম্প্রাপ্তঃ (সঙ্গতঃ অভবৎ) ।। ৩৮ ।।

অনুবাদ—হে রাজন্ ! রাম ও অক্রূরের সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও বায়ুগামী রথে সত্বর পাপনাশিনী যমুনা সমীপে উপস্থিত হইলেন ।। ৩৮ ।।

তত্রোপস্পৃশ্য পানীয়ং পীত্বা মৃষ্টং মণিপ্রভম্।
বৃক্ষষণ্ডমুপব্রজ্য সরামো রথমাবিশৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র (কালিন্দ্যাম্) উপস্পৃশ্য (আচম্য) মণিপ্রভং (মণিতুল্যং) মৃষ্টং (বিমলং) পানীয়ং (জলং) পীত্বা বৃক্ষষণ্ডম্ (বৃক্ষসমূহম্) উপব্রজ্য (সমীপমাগত্য) সরামঃ (রামেন সহ) রথম্ আবিশৎ (আরুরোহ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি যমুনায় আচমনান্তে স্ফটিকতুল্য স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া বৃক্ষরাজির সমীপে গমন করিলেন; পরে বলদেবের সঙ্গে পুনরায় রথে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

অক্রূরস্তাবুপামন্ত্র্য নিবেশ্য চ রথোপরি।
কালিন্দ্যা হ্রদমাগত্য স্নানং বিধিবদাচরৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অক্রূরঃ (শত্রুভ্যঃ শঙ্কিতঃ সন্) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উপামন্ত্র্য (আহূয়) রথোপরি নিবেশ্য (আরোপ্য) চ কালিন্দ্যাঃ (যমুনায়াঃ) হ্রদম্ আগত্য বিধিবৎ স্নানম্ আচরৎ ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অক্রূরও শত্রুভয়ে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক রথে স্থাপিত করিয়া পশ্চাৎ যমুনা হ্রদে আসিয়া যথাবিধি স্নান করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—রথোপরি নিবেশ্যেতি সুখোপবেশার্থং শত্রুভ্যঃ শঙ্কয়া বা ॥ ৪০ ॥

নিমজ্জ্য তস্মিন্ সলিলে জপন্ ব্রহ্ম সনাতনম্।
তাবেব দদৃশেঽক্রূরো রামকৃষ্ণৌ সমন্বিতৌ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—অক্রূরঃ তস্মিন্ (কালিন্দীহ্রদে) সলিলে নিমজ্জ্য (মগ্নোভূত্বা) সনাতনং ব্রহ্ম (বেদং) জপন্ (তত্র সলিলাভ্যন্তরে) সমন্বিতৌ (মিলিতবিগ্রহৌ) তৌ এব রামকৃষ্ণৌ দদৃশে (দৃষ্টবান্) ॥৪১

অনুবাদ—তিনি যমুনাহ্রদমধ্যে জলে মগ্ন হইয়া সনাতন বেদমন্ত্র জপ করিতে করিতে তথায় মিলিতবিগ্রহ সেই রামকৃষ্ণকেই দেখিতে পাইলেন ॥৪১॥

বিশ্বনাথ—স্বমন্ত্রধ্যেয়রূপাদপ্যদ্ভুতং রূপমীক্ষিতম্। ব্রজেঽক্রূরেণ তত্রৈব নির্ষ্ঠামপ্যাপ চেতসঃ। তাং চ্যাবয়ন্ ব্রজবধূমন্ত্রহেতোঃ পুরাতনীম্। নিষ্ঠামেবাপয়ন্ কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং তমদর্শয়ৎ ॥ ৪১ ॥

তৌ রথস্থৌ কথমিহ সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
তর্হিস্বিৎ স্যন্দনে নস্ত ইত্যুন্মজ্জ্য ব্যচষ্ট সঃ ॥ ৪২ ॥
তত্রাপি চ যথাপূর্ব্বমাসীনৌ পুনরেব সঃ।
ন্যমজ্জদ্দর্শনং যন্মে মৃষা কিং সলিলে তয়োঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) রথস্থৌ তৌ সুতৌ (রামকৃষ্ণৌ) কথম্ ইহ (জলমধ্যে) আগতৌ তর্হিস্বিৎ (তদা কিং তৌ) স্যন্দনে (রথে) ন স্তঃ (ন বর্ত্তেতে) ইতি (বিচিন্ত্য) উন্মজ্জ্য (জলাদুত্থায়) তত্র অপি চ (রথে) সঃ (অক্রূরঃ) যথাপূর্ব্বং (পূর্ব্ববৎ) আসীনৌ (উপবিষ্টৌ তৌ) ব্যচষ্ট (অপশ্যৎ অথ) সলিলে (জলমধ্যে) মে (মম কর্ত্তুঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) যৎ দর্শনং (জাতং তৎ) কিং মৃষা (মিথ্যাভূতমিতি নিরূপয়িতুং) সঃ (অক্রূরঃ) পুনঃ এব (পুনরপি) ন্যমজ্জৎ (জলমগ্নঃ অভবৎ) ॥ ৪২-৪৩ ॥

অনুবাদ—"বসুদেবের পুত্রদ্বয় ত' রথোপরি বর্ত্তমান ছিলেন; তবে এখানে কিরূপে আসিলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা রথে নাই ?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া অক্রূর জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ব্ববৎ রথে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। অনন্তর—"জলমধ্যে আমি যে তাঁহাদিগকে দেখিলাম উহা কি তবে মিথ্যা" ? এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার নির্দ্ধারণের জন্য পুনরায় তিনি জলমগ্ন হইলেন ॥ ৪২-৪৩ ॥

ভূয়স্তত্রাপি সোঽদ্রাক্ষীৎ স্তূয়মানমহীশ্বরম্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈরসুরৈর্নতকন্ধরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রফণমৌলিনম্।
নীলাম্বরং বিসশ্বেতং শৃঙ্গৈঃ শ্বেতমিব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অক্রূরঃ) তত্র (জলমধ্যে) ভূয়ঃ অপি (পুনরপি) নতকন্ধরৈঃ (অবনতগ্রীবৈঃ) সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বৈঃ (সিদ্ধাদিভিঃ তথা) অসুরৈঃ স্তূয়মানং সহস্রশিরসং (সহস্রমস্তকং) সহস্রফণমৌলিনং

(সহস্রফণেষু মৌলয়ঃ কিরীটানি যস্য সন্তীতি তথা তং) নীলাম্বরং (নীলবসনং) বিসশ্বেতং (মৃণাল শুভ্রবর্ণং) শৃঙ্গৈঃ (শিখরৈঃ) শ্বেতম্ ইব (কৈলাস-পর্ব্বতম্ ইব) স্থিতং দেবম্ অহীশ্বরম্ (অনন্তম্) অদ্রাক্ষীৎ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

অনুবাদ—তখন তিনি জলমধ্যে পুনরায় অবনত-স্কন্ধ সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব ও অসুরগণ কর্তৃক স্তূয়-মান, সহস্র মস্তক, ফণা এবং কিরীটযুক্ত, নীলবসন, মৃণালতুল্য শ্বেতবর্ণ, শৃঙ্গসহ বর্ত্তমান কৈলাস পর্ব্বত-সদৃশ অনন্তদেবকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বিতীয়ে নিমজ্জনে তু তং স্বাংশং শ্রীবিষ্ণুং তন্মন্ত্রোপাস্যদৈবতং দর্শয়ংস্তত্রৈব তন্মনো-নিষ্ঠাং ধারয়িতুং তৎপরিকরানানন্তশিখং তদ্রূপমপি সাক্ষাদনুভাবয়ামাস। মদীষ্টদেবো বৈকুণ্ঠনাথ এব বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণ ইতি জ্ঞাপয়ামাস চ। ভূয় ইতি ত্রয়োদশভি তত্র দ্বাভ্যাং বলদেবাংশং শেষং বর্ণয়তি—সহস্রং ফণা মৌলয়ঃ কিরীটানি চ বিদ্যন্তে যস্য তম্। ব্রীহ্যাদিত্বাদিনিঃ শৃঙ্গৈঃ শিখরৈঃ শ্বেতং কৈলাসমিব। "দদৃশুর্ব্রহ্মণো লোকং যত্রাক্রূরোঽধ্যগাৎ পুরে"তাত্র "ব্রহ্মণো লোকং বৈকুণ্ঠ"মিতি স্বামিব্যাখ্যানাৎ। "বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষঃ" ইতি ভাগবতামৃতবাক্যাচ্চ জলেঽক্রূরো বৈকুণ্ঠমেবাপশ্য-দিতি প্রাহুঃ ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তস্যোৎসঙ্গে ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
পুরুষং চতুর্ভুজং শান্তং পদ্মপত্রারুণেক্ষণম্ ॥ ৪৬ ॥
চারুপ্রসন্নবদনং চারুহাসনিরীক্ষণম্।
সুভ্রূন্নসং চারুকর্ণং সুকপোলারুণাধরম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রলম্বপীবরভুজং তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ম্।
কম্বুকণ্ঠং নিম্ননাভিং বলিমৎপল্লবোদরম্ ॥ ৪৮ ॥
বৃহৎকটিতটশ্রোণি-করভোরুদ্বয়ান্বিতম্।
চারুজানুযুগং চারুজঙ্ঘাযুগলসংযুতম্ ॥ ৪৯ ॥
তুঙ্গগুল্ফারুণনখ-ব্রাতদীধিতিভির্বৃতম্।
নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈর্বিলসৎপাদপঙ্কজম্ ॥ ৫০ ॥
সুমহার্হমণিব্রাত-কিরীটকটকাঙ্গদৈঃ।
কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ॥ ৫১ ॥
ভ্রাজমানং পদ্মকরং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনম্ ॥ ৫২ ॥
সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ সনকাদিভিঃ।
সুরেশৈর্ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈর্নবভিশ্চ দ্বিজোত্তমৈঃ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদনারদবসুপ্রমুখৈর্ভাগবতোত্তমৈঃ।
স্তূয়মানং পৃথগ্‌ভাবৈর্বচোভিরমলাত্মভিঃ ॥ ৫৪ ॥
শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জ্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ ॥৫৫॥
বিলোক্য সুভৃশং প্রীতো ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ।
হৃষ্যত্তনূরুহো ভাব-পরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ ॥ ৫৬ ॥
গিরা গদ্গদয়াস্তৌষীৎ সত্ত্বমালম্ব্য সাত্বতঃ।
প্রণম্য মূর্দ্ধ্নাঽবহিতঃ কৃতাঞ্জলিপুটঃ শনৈঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারম-হংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূর-সংবাদো নাম ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্য (অহীশ্বরস্য) উৎসঙ্গে (ক্রোড়-দেশে) ঘনশ্যামং (নবজলধরকান্তিং) পীতকৌশে-য়বাসসং (পীতবর্ণকৌশেয়বসনধারিণং) শান্তং (সৌম্যং) পদ্মপত্রারুণেক্ষণং (পদ্মপত্রবৎপ্রান্তে অরুণে ঈক্ষণে নয়নে যস্য তং) চারুপ্রসন্নবদনং (চারু প্রসন্নং চ বদনং যস্য তং) চারুহাসনিরীক্ষণং (চারুহাসেন নিরীক্ষণং নয়নপাতং যস্য তং) সুভ্রূন্নসং (শোভনে ভ্রুবৌ যস্য উন্নতা নাসিকা যস্য তঞ্চ তঞ্চ) চারুকর্ণং (সুরম্যকর্ণযুগলং) সুকপো-লারুণাধরং (শোভনৌ কপোলৌ যস্য অরুণঃ অধরং যস্য তঞ্চ তঞ্চ) প্রলম্বপীবরভুজং (লম্বমানস্থূলবাহুং) (তুঙ্গাংসোরঃস্থলশ্রিয়ং (তুঙ্গৌ অংসৌ যস্য উরঃস্থলে শ্রীর্যস্য তঞ্চ তঞ্চ) কম্বুকণ্ঠং (কম্বুবৎশঙ্খবৎত্রিবলি-ভূষিতঃ কণ্ঠঃ যস্য তং) নিম্ননাভিং (গভীরনাভিং) বলিমৎপল্লবোদরং (বলয়ঃ তির্য্যগ্‌ নিম্নরেখাঃ যস্য তৎ বলিমৎ তচ্চ তৎপল্লববদশ্বত্থদলসদৃশং উদরং যস্য তং) বৃহৎকটিতটশ্রোণিকরভোরুদ্বয়ান্বিতং) (কটিতটঞ্চ শ্রোণিশ্চ করভবৎ করিশুণ্ডবৎ উরুদ্বয়ঞ্চ বৃহচ্চ তৎ কটিতট-শ্রোণিকরভোরুদ্বয়ঞ্চতেন অন্বিতং যুক্তং) চারুজানুযুগং (রমণীয়জানুদ্বয়ং) চারুজঙ্ঘা-যুগলসংযুতং (সুরম্যজঙ্ঘাদ্বয়শালিনং) তুঙ্গগুল্-ফারুণনখ-ব্রাতদীধিতিভিঃ (তুঙ্গৌ ঈষদুন্নতৌ গুল্ফৌ অরুণনখব্রাতাশ্চ তেষাং দীধিতিভিঃ কিরণৈঃ) বৃতং

(তথা) নবাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠদলৈঃ (নবাঃ কোমলাঃ অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তান্যেব দলানি তৈশ্চ) বিলসৎ পাদপঙ্কজং (বিলসৎ শোভমানং পাদপঙ্কজং যস্য তং) সুমহার্হমণিব্রাতকিরীটকটকাঙ্গদৈঃ (সুমহার্হাঃ মহামূল্যা মণিব্রাতাঃ মণিসমূহা যেষু সন্তি তৈঃ কিরীটাদিভিঃ তথা) (কটিসূত্রব্রহ্মসূত্রহারনূপুরকুণ্ডলৈঃ ভ্রাজমানং (শোভমানং) পদ্মকরং (কমলহস্তং) শঙ্খচক্রগদাধরং শ্রীবৎস বক্ষসং (শ্রীবৎসঃ মণিবিশেষঃ সঃ বক্ষসি যস্য তং) ভ্রাজৎ-কৌস্তুভং (ভ্রাজন্ বিলসন্ কৌস্তুভঃ তদাখ্যঃ মণিঃ যস্য তং) বনমালিনং (বনমালাধারিণং) সুনন্দনন্দপ্রমুখৈঃ পার্ষদৈঃ (অনুচরৈঃ তথা) সনকাদিভিঃ (ব্রহ্মর্ষিভিঃ) ব্রহ্মরুদ্রাদ্যৈঃ সুরেশৈঃ নবভিঃ (মরীচ্যাদিনবসংখ্যকৈঃ) দ্বিজোত্তমৈঃ (ব্রাহ্মণবরৈঃ তথা) প্রহলাদ-নারদ-বসুপ্রমুখৈঃ ভাগবতোত্তমৈঃ (ভগবদ্ভক্তপ্রবরৈঃ মহাত্মভিঃ) অমলাত্মভিঃ (উত্তমস্বরূপৈঃ) পৃথক্-ভাবৈঃ বচোভিঃ (ভিন্নাভিপ্রায়ৈঃ বচনৈঃ—তদ্ যথা —পার্ষদৈঃ স্বামীতি, সনকাদিভিঃ ব্রহ্মেতি, ব্রহ্মাদ্যৈঃ মহেশ্বর ইতি, মরীচ্যাদিভিঃ পরঃ প্রজাপতিরিতি, প্রহলাদাদিভিঃ পরদৈবতমিতি) স্তূয়মানং শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা তুষ্ট্যা ইলয়া উর্জ্জয়া বিদ্যয়া অবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্ (আরাধিতং) চতুর্ভুজং পুরুষং বিলোক্য সুভৃশম্ (অত্যর্থং প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ) পরময়া ভক্ত্যা যুতঃ হৃষ্যত্তনূরুহঃ (রোমাঞ্চিতকায়ঃ) ভাব-পরিক্লিন্নাত্মলোচনঃ (ভাবেন পরিক্লিন্নঃ আর্দ্রঃ আত্মা শরীরং লোচনে চ যস্য সঃ) সাত্বতঃ (অক্রূরঃ) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণম্) আলম্ব্য (গৃহীত্বা) কৃতাঞ্জলিপুটঃ (বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্) অবহিতঃ (সাবধানঃ) মূর্দ্ধ্না (মস্তকেন) প্রণম্য শনৈঃ (মন্দং মন্দং) গদ্গদয়া গিরা (বাক্যেন) অস্তৌষীৎ (তুষ্টাব) ।। ৪৬-৫৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনচত্বারিংশোধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অতঃপর ঐ সর্পরাজের ক্রোড়দেশে অবস্থিত এক চতুর্ভুজ পুরুষ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার কান্তি নবজলধরসদৃশ, পরিধানে পীতবর্ণ কৌশেয় বস্ত্র, নয়নযুগল কমলপত্রবৎ অরুণবর্ণ, প্রকৃতি অতিশয় সৌম্যভাবযুক্ত, বদনমণ্ডল মনোরম ও প্রসন্ন, দৃষ্টিপাত মধুরহাস্যসমন্বিত, ভ্রূযুগল সুরম্য, নাসিকা সমুন্নত, কর্ণদ্বয় সুচারু গঠিত, গণ্ডদ্বয় সুশোভন, অধর অরুণবর্ণ, ভুজযুগল আজানুলম্বিত ও স্থূল, অংসভাগদ্বয় সমুন্নত, বক্ষঃস্থল শ্রীসমন্বিত, কণ্ঠদেশ শঙ্খতুল্য ত্রিবলীভূষিত, নাভিদেশ সুগভীর, উদর নিম্নরেখাযুক্ত ও অশ্বত্থদল সদৃশ, কটীতট এবং শ্রোণিদেশ বিশাল, উরুদ্বয় করিশুণ্ডতুল্য বৃহৎ, জানুদ্বয় রমণীয়, জঙ্ঘাদ্বয় সুগঠিত, পদপঙ্কজযুগল সমুন্নতগুল্‌ফ ও অরুণবর্ণ নখকিরণে সমাবৃত এবং কোমল অঙ্গুলি ও অঙ্গুষ্ঠরূপ দলবিভূষিত, তিনি মহামূল্য মণিরাজিসমন্বিত কিরীট, অঙ্গদ, বলয়, কটিসূত্র, যজ্ঞসূত্র, হার, নূপুর ও কুণ্ডলদ্বারা সুশোভিত, পদ্মহস্ত, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, বক্ষোদেশে শ্রীবৎসমণি ও কৌস্তুভ-বিভূষিত, বনমাল্যধারী, সুনন্দনন্দপ্রমুখ পার্ষদগণ, সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, মরীচিপ্রমুখ নবসংখ্যক দ্বিজবর এবং প্রহলাদ, নারদ, বসু প্রভৃতি উত্তম ভাগবতগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুক্ত উত্তমবচনে তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ; শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্ত্তি, তুষ্টি, ইলা, উর্জ্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, শক্তি এবং মায়া ইঁহারা সকলে তাঁহার সেবা করিতেছেন,—তখন অক্রূর অতিশয় প্রীত, পরম ভক্তিযুক্ত, ও রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ভাবার্দ্র নয়নে সত্ত্বগুণ অবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাবধানে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন, অতঃপর ধীরে ধীরে গদ্গদ্ বাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ।। ৪৬-৫৭ ।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনচল্লিশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণস্যাংশং নারায়ণং বর্ণয়তি—তস্য উৎসঙ্গে কুণ্ডলীকৃতদেহার্দ্ধে বিলোক্যেত্যেকাদশেন শ্লোকেনান্বয়ঃ। তুঙ্গাংসং উরুস্থলশ্রিয়ঞ্চেতি দ্বয়োঃ কর্ম্মধারয়েণৈকপদং বলয়স্তির্য্যগ্ভিম্না রেখাঃ সন্তি যস্য তৎ বলিমৎ তচ্চ পল্লববৎ অশ্বত্থদলসদৃশমুদরং যস্য তৎ ।। বৃহত্ত্বাৎ কটিতটশ্রোণিভ্যাং করভসদৃশোরুদ্বয়েন চ অন্বিতম্। কটিতটং নিতম্বঃ। শ্রোণিঃ "কটিঃ শ্রোণিঃ ককুদ্মতী।" "মণিবন্ধাদাকনিষ্ঠং করস্য করোভো বহি"রিত্যমরঃ। তুঙ্গগুল্‌ফেতি গুল্‌ফস্য তুঙ্গতা ঈষন্মাত্রৈব ব্যাখ্যেয়া অতিসৌকুমার্য্যাৎ নবা অঙ্গুল্যঃ অঙ্গুষ্ঠৌ চ তে এব দলানি তৈঃ শোভ-

মানে পাদপঙ্কজে যস্য তম্। পৃথগ্ভাবৈরিতি পার্ষদৈঃ স্বামিত্বেন সনকাদ্যৈর্ব্রহ্মত্বেন ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরমেশ্বরত্বেন মরীচাদ্যৈঃ প্রজাপতিপতিত্বেন প্রহলাদাদ্যৈরিষ্টদেবত্বেন তত্র বসুরুপরিচরঃ অত্র পার্ষদাঃ পূর্ব্বাদ্যষ্টস্বপি দিক্ষু সনকাদ্যাঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাদ্যা দক্ষিণে ভাগে মরীচ্যাদ্যা বামে প্রহলাদাদ্যাঃ সম্মুখে, নারদঃ, সম্মুখার্দ্ধে এতে চ সর্ব্ব এব নিত্যাঃ। প্রাপঞ্চিক ব্রহ্মাদ্যা-এতদ্ব্রহ্মাদি বিভূতয়ো জ্ঞেয়া। যদুক্তং পাদ্মোত্তরখণ্ডে নিত্যাঃ সর্ব্বে পরে ধাম্নি যে চান্যে চ দিবৌকসঃ। তে বৈ প্রাকৃতনাকেঽস্মিন্ননিত্যাস্ত্রিদিবেশ্বরা" ইতি। শ্রিয়েতি-শ্র্যাদয়ঃ স্বরূপভূতাঃ, তত্র শ্রীরৈশ্বর্য্যং, পুষ্টির্বলং, গীর্জ্ঞানং, কান্তিঃ শ্রীঃ, কীর্ত্তির্যশঃ তুষ্টির্বৈরাগ্যং, ইতি ষড় ভগশব্দবাচ্যাঃ শক্তয়ঃ। ইলা ভূশক্তিঃ সন্ধিন্যাখ্যা। অন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতিং পৃথ্বী উর্জ্জা লীলাশক্তিরন্তরঙ্গা যস্যা বিভূতির্ভূর্লোকস্থা তুলসী বিদ্যাবিদ্যে জীবান্ মুক্তিসংসৃতিহেতু বহিরঙ্গে শক্তির্মহালক্ষ্মী হলাদিন্যন্তরঙ্গা মায়া বিদ্যাবিদ্যয়োর্ম্মূলভূতাবহিরঙ্গা চকারাত্তদধীনা জীবশক্তিতটস্থা এতাভিনিতরাং সেবিতম্ ॥৪৬-৫৭॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একোনচত্বারিংশোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনচল্লিশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনচল্লিশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীঅক্রূর উবাচ—

নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিলহেতুহেতুং
নারায়ণং পুরুষমাদ্যমব্যয়ম্।
যন্নাভিজাতাদরবিন্দকোষাদ্-
ব্রহ্মাবিরাসীদ্ যত এষ লোকঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে অক্রূরের ভগবৎ-স্তব বর্ণিত হইয়াছে। "যে ব্রহ্মা এই পরিদৃশ্যমান লোক সৃষ্টি করেন, তিনি ভগবানের নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত। পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, অহঙ্কারতত্ত্ব, প্রকৃতি, আদিপুরুষ এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবগণ তাঁহারই অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত। তিনি অক্ষজ জ্ঞানের জ্ঞেয় নহেন, এমন কি ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রকৃতির গুণে অনুবদ্ধ বলিয়া তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। কর্ম্মিগণ যজ্ঞদ্বারা, জ্ঞানিগণ কর্ম্ম-সন্ন্যাসপূর্ব্বক সমাধি-লক্ষণ জ্ঞান-যজ্ঞ দ্বারা, যোগিগণ ধ্যানের দ্বারা, শৈবগণ শিবমূর্ত্তিতে, কেহ কেহ পঞ্চরাত্রাদি বিধানে এবং সাধুগণ স্বাধ্যাত্ম, সাধিভূত ও সাধিদেব-স্বরূপে তাঁহারই আরাধনা করিয়া থাকেন। বিভিন্ন দিক হইতে আগত নদীসকল যেরূপ সমুদ্রেই গমন করে, সেইরূপ বিভিন্ন বুদ্ধিযুক্ত অন্যোপাসকগণের অর্চ্চনাগতিও বিষ্ণুতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। বিরাটরূপ বিষ্ণুরই বলিয়া কল্পিত হয়। জলচরগণের জলে এবং ক্ষুদ্র কীটগণের উডুম্বর ফলে বিচরণের ন্যায় সমগ্র প্রাণিগণ বিষ্ণুতেই বিচরণ করে। জীবগণ তাঁহারই মায়ায় মুগ্ধ হইয়া দেহগেহাদিতে অভিমান বশতঃ কর্ম্মমার্গে পরিভ্রমণ করে। অজ্ঞ ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ তৃণাচ্ছাদিত সলিল পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকায় ধাবিত হয়, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীবগণও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ দেহগেহাদিতে আসক্ত হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণ ভগবচ্চরণে আশ্রয় লাভ করিতে পারে না; কিন্তু ভগবৎকৃপায় সাধুসঙ্গফলে কাহারও সংসার ক্ষয় হইলে কেবলমাত্র, সাধুসেবার দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণে মতি জন্মে।"

অন্বয়ঃ—শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ। (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি কথয়ামাস হে শ্রীকৃষ্ণ!) অখিললোকহেতুং (চরা-

চরাত্মকনিখিলব্রহ্মাণ্ডস্য কারণম্ অতএব) আদ্যং (সর্ব্বেষাম্ আদিভূতম্) অব্যয়ম্ (অনাদিনিধনঞ্চ) নারায়ণং (নারায়ণস্বরূপং) ত্বা (ত্বাং) অহং নতঃ অস্মি (প্রণমামি) যন্নাভিজাতাৎ (যস্য নারায়ণাত্মকস্য তব নাভিজাতাৎ) অরবিন্দকোষাৎ (পদ্মকোষমধ্যাৎ) ব্রহ্মা (চতুর্ম্মুখঃ) আবিরাসীৎ (সৃষ্ট্যাদৌ আবির্বভূব) যতঃ (ব্রহ্মণঃ) এষঃ (দৃশ্যমানঃ) লোকঃ (বিশ্বং সৃষ্টঃ বভূব) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅক্রূর বলিতে লাগিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! আপনি চরাচর সমস্ত জগতের একমাত্র কারণ, অতএব সকলের আদিভূত অব্যয় নারায়ণ স্বরূপ, আমি আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনার নাভিদেশজাত পদ্মকোষ হইতে সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মা হইতে এই দৃশ্যমান জগৎ বিরচিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চত্বারিংশে স্নেষ্টদেবং তুষ্টাব বিবিধাব্রুবন্ ।
উপাসনা উপাস্যাংশ্চ গান্ধিনীনন্দনো নমন্ ॥ ০ ॥

অখিলানাং হেতুর্ব্রহ্মা তস্যাপি হেতুম্ । পুরুষমিতি পুরুষাকারত্বমেব সর্ব্বহেতুহেতুত্বং আদ্যমব্যয়মিত্যানাদিনিধনত্বম্ । সর্ব্বহেতুহেতুত্বং বিবৃণোতি —যন্নাভীতি ॥ ১ ॥

ভূস্তোয়মগ্নিঃ পবনং খমাদি—
র্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে
যে হেতবস্তে জগতোহঙ্গভূতাঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(অখিলহেতুত্বং প্রপঞ্চয়তি) ভূঃ (ভূমিঃ) তোয়ম্ (জলম্) অগ্নিঃ পবনঃ খং (আকাশম্) আদিঃ (খস্য আদিঃ অহঙ্কারঃ) মহান্ (মহত্তত্ত্বম্) অজা (মায়া) আদিঃ (তস্যাঃ আদিঃ পুরুষঃ) মনঃ ইন্দ্রিয়াণি (দশ) সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থাঃ (সর্ব্বেষাম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ পদার্থাঃ) সর্ব্বে বিবুধাঃ (দেবাঃ) চ (এতে) যে জগতঃ হেতবঃ (কারণভূতাঃ তে সর্ব্বে) তে (তব) অঙ্গভূতাঃ (অঙ্গাৎ শ্রীমূর্ত্তেঃ ভূতাঃ জাতাঃ উপসর্জ্জনভূতা বা ভবন্তি) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে দেব ! তুমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, প্রকৃতি, পুরুষ, মন, দশ, ইন্দ্রিয়, যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ এবং সমস্ত দেবগণ যাঁহারা এই জগতের কারণস্বরূপ, সেই সমস্ত পদার্থই তোমার শ্রীঅঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥২॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, পৃথিব্যাদয় পদার্থাস্তব পুরুষাকারস্যাস্য চিদানন্দময়স্যৈবাঙ্গানাং বিভূতয় ইত্যাহ—ভূরিতি । আদিরহঙ্কারঃ । অজাদিঃ প্রধানজীবকালকর্ম্মাদিবস্তুমাত্রম্ । এতে যে জগতো হেতবস্তে সর্ব্বে তব অঙ্গভূতাঃ । অঙ্গাৎ শ্রীমূর্ত্তের্ভূতা জাতাঃ । যদুক্তং "বাচাং বহ্নের্ম্মুখং ক্ষেত্র"মিত্যাদি ॥ ২ ॥

মধ্ব—তবাঙ্গেভ্যোভূতাঃ ॥ ২ ॥

নৈতে স্বরূপং বিদুরাত্মনস্তে
হ্যজাদয়োহনাত্মতয়া গৃহীতাঃ ।
অজোহনুবদ্ধঃ সগুণৈরজায়া
গুণাৎ পরং বেদ ন তে স্বরূপম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—ননু, অতিস্তুতিঃ কথং ক্রিয়তে, অহমেবান্যতঃ উৎপন্নঃ পরতন্ত্রশ্চ ইত্যাশঙ্ক্যাহ) অনাত্মতয়া (জড়ত্বেন হেতুনা) গৃহীতাঃ (প্রত্যক্ষাদিভিঃ দৃষ্টাঃ) অজাদয়ঃ (অজা মায়া আদিঃ যেষাং তে) এতে (পদার্থাঃ) আত্মনঃ (পরমাত্মনঃ) তে (তব) স্বরূপং ন বিদুঃ (ন জানন্তি, ননু জড়া মায়া মাং ন জানন্ত জীবস্ত জ্ঞাস্যতীত্যাহ) স অজঃ (ব্রহ্মাপি) অজায়াঃ (মায়ায়াঃ) গুণৈঃ অনুবদ্ধঃ (আবৃতঃ অতঃ) গুণাৎ পরং (গুণাতীতং) তে (তব) স্বরূপং ন বেদ (ন জানাতি, অন্যঃ কুতো জ্ঞাস্যতীতি ভাবঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—(হে ভগবন্,) প্রধান কালকর্ম্ম প্রভৃতি মায়িক বস্তু জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অনাত্মবস্তু বলিয়া আত্মস্বরূপ আপনাকে জানিতে পারে না। ব্রহ্মাও (জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনাত্ম বস্তু না হইলেও) মায়ার গুণে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই, অন্য ক্ষুদ্র জীবের কথা কি ? ৩ ॥

বিশ্বনাথ—এতে তত্ত্বো জাতাএব কেবলং নতু ত্বাং জানন্তীত্যাহ—নৈতে ইতি । এতে অজা আদির্যেষাং তে আত্মনঃ পরমাত্মনস্তে স্বরূপং ন বিদুঃ । কুতঃ

জড়ত্বেন জাড্যেন গৃহীতাঃ গ্রস্তা ইত্যর্থঃ। ননু জড়া মাং ন জানন্তু চেতনো জীবস্তু জানাত্যতীত্যত আহ। অজো ব্রহ্মাপি ভবন্ জীবো ন বেদ। কুতঃ? অজায়া গুণৈরনুবদ্ধং আবৃতঃ গুণাতীতং তে স্বরূপং ন বেদ ॥ ৩ ॥

মধ্ব—

অনাত্মতয়া গৃহীতাঃ।
মত্তোঽন্যো জীবাত্মান এত ইতি ভাগবতা গৃহীতাঃ।
অহং পরোহি মত্তিন্না জীবাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
মদ্বশাঃ সর্ব্ব এবৈতি ব্রহ্মাদীন্ মন্যতে হরিঃ ॥
ইতি স্কান্দে।

যথাহরিঃ স্বমাত্মানং বেদ তদ্বদ্রমাপি ন।
ব্রহ্মা চ কুত এবান্যো বিদন্ত্যেব তথাপি তু ॥
ইতি মাহাত্ম্যে ॥ ৩ ॥

ত্বাং যোগিনো যজন্ত্যদ্ধা মহাপুরুষমীশ্বরম্।
সাধ্যাত্মং সাধিভূতঞ্চ সাধিদৈবঞ্চ সাধবঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু যদি কোঽপি ন জানন্তি তদা কথং জীবানাং সংসারনিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য সাক্ষাদগোচরত্বে অপি যেন কেনাপি মার্গেন ভজতাং ত্বং গম্যঃ ইত্যাহ) সাধবঃ যোগিনঃ (হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ) সাধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্মপদার্থ সাক্ষিণং তথা) সাধিভূতম্ (অধিভূতপদার্থসাক্ষিণং) চ (তথা) সাধিদৈবম্ (অধিদৈব পদার্থ সাক্ষিণং) চ মহাপুরুষং (তদন্তর্য্যামিস্বরূপম্) ঈশ্বরং (নিয়ন্তারং) ত্বাং অদ্ধা (নিশ্চিতং) যজন্তি (উপাসতে) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো! হৈরণ্যগর্ভ প্রভৃতি সাধু যোগিগণ অধ্যাত্ম, অধিভূত এবং অধিদৈব পদার্থসমূহের সাক্ষী এবং অন্তর্য্যামিস্বরূপ আপনার ঈশ্বর স্বরূপেরই নিশ্চিতভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৪

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, যদ্যপি ত্বাং কোঽপি ন বেদ তথাপি সর্ব্বফলপ্রদস্তত্ত্বএব ফলপ্রাপ্তিমত্তোঽপি নানোপাস্যানুপাসীনা অপি লোকা বস্তুতস্ত্বামেবোপাসতে ইতি ধ্রুবন্ সাঙ্খ্যমার্গযোগমার্গঞ্চ প্রথমমাহ—ত্বাং যোগিন ইতি। অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবসাক্ষিণং মহাপুরুষমন্তর্য্যামি স্বরূপমীশ্বরঞ্চ যজন্তি ॥ ৪ ॥

মধ্ব—

স্থিতো ব্রহ্মাদিদেবেষু সাধিভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মশব্দোদিতনরেষ্বপি যস্মাজ্জনার্দ্দনঃ ॥
সাধ্যাত্মঃ সাধিভূতশ্চ সাধিদৈবেতি চোচ্যতে ॥
ইতি অধ্যাত্মে ॥ ৪ ॥

ত্রয্যা চ বিদ্যয়া কেচিৎ ত্বাং বৈ বৈতানিকা দ্বিজাঃ।
যজন্তে বিততৈর্যজ্ঞৈর্নানারূপামরাখ্যয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—কেচিৎ (কতিপয়ে) বৈতানিকাঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দ্বিজাঃ চ ত্রয্যা (কর্ম্মকাণ্ডময্যা) বিদ্যয়া বিততৈঃ (বহুধা বিস্তারিতৈঃ) যজ্ঞৈঃ (সাধনৈঃ) নানারূপামরাখ্যয়া (নানাবজ্রহস্তাদিনী রূপানি যেষাং তে যে অমরাস্তেষাম্ আখ্যয়া নাম্না) ত্বাং বৈ (ত্বামেব) যজন্তে (উপাসতে) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—কতিপয় কর্ম্মযোগী দ্বিজগণ কর্ম্মকাণ্ডময়ী বেদবিদ্যাকর্ত্তৃক বিবিধরূপে বিস্তারিত যজ্ঞসমূহ দ্বারা বজ্রহস্তাদি বিবিধরূপধারী দেবতার নামে যে যজ্ঞারাধনা করেন, উহাও আপনারই উপাসনা হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কর্ম্মমার্গমাহ—ত্রয্যা চেতি দ্বাভ্যাম্। বৈতানিকাঃ কর্ম্মযোগিনঃ ত্বাং বৈ ত্বামেব যজন্তে। ননু, তে ইন্দ্র-বরুণাদীন্ যজন্তে নতু মামিত্যত আহ। নানাবজ্রহস্তাদীনি রূপাণি যেষাং তে যে অমরাস্তেষামাখ্যয়া নাম্না ত্বামেব যজন্তে। অয়ং ভাবঃ—ঐন্দ্রবারুণাদিসূক্তৈরিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ প্রকাশ্যন্তে ন চ সর্ব্বেশ্বরা বহবঃ সম্ভবন্তি। তস্মান্নামভেদেন ত্বামেব যজন্ত ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ "স প্রথমঃ স প্রকৃতিঃ বিশ্বকর্ম্মা প্রথমো মিত্রাবরুণোঽগ্নিঃ স প্রথমঃ বৃহস্পতিশ্চিকিত্বাংস্তস্মা ইন্দ্রায় হবিরাজুহোতী"তি।

মধ্ব—

সর্ব্বদেবেষ্বপি হরিঃ সর্ব্বদেবনিয়ামকঃ।
নামবান্ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বপূজাং তথাপ্ত্যসৌ ॥
ইতি চ ॥ ৫ ॥

একে ত্বাঽখিলকর্ম্মাণি সন্ন্যাস্যোপশমং গতাঃ।
জ্ঞানিনো জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তি জ্ঞানবিগ্রহম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অখিলকর্ম্মাণি (সর্ব্বকর্ম্মাণি) সংন্যস্য (বিধিনা সন্ত্যজ্য) উপশমং (নিবৃত্তিং) গতাঃ (প্রাপ্তাঃ) একে (কেচিৎ) জ্ঞানিনঃ জ্ঞানযজ্ঞেন (সমাধিনা) জ্ঞানবিগ্রহং (চিন্মাত্রং ব্রহ্মাখ্যং) ত্বা (ত্বামেব) যজন্তি (উপাসতে) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—যাঁহারা বিধি অনুসারে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্ব্বেদ (বিরক্তি) লাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানি সম্প্রদায়ও সমাধিযোগে যে চিন্মাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাহাও আপনারই আরাধনা ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—জ্ঞানমার্গমাহ—একে ইতি। জ্ঞানযজ্ঞেন সমাধিনা জ্ঞানবিগ্রহং জ্ঞানস্বরূপম্। যদ্বা, জ্ঞানস্যৈব বিশেষতো গ্রহো গ্রহণমাস্বাদনং যতস্তৎ ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (অপরে জনাঃ) চ সংস্কৃতাত্মানঃ (পাশুপতাদি দীক্ষামতিক্রম্য গুণবিশেষযুক্তচিত্তাঃ সন্তঃ) তে (ত্বয়া) অভিহিতেন (কথিতেন) বিধিনা (পঞ্চরাত্রাদিবিধানেন) তন্ময়াঃ (ত্বন্ময়ত্বেনাত্মানং চিন্তয়ন্তঃ, ত্বদেকপ্রধানা বা) বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং (বহ্ব্যঃ বাসুদেবাদয়ঃ মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ঃ যস্য একা পরমব্যোমাধিপমহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্য্যস্য তঞ্চ তঞ্চ) ত্বাং বৈ (ত্বামেব) যজন্তি (উপাসতে) ॥৭॥

অনুবাদ—অপর কেহ কেহ পাশুপত দীক্ষাদি অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে আপনার কথিত পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে আপনাতে চিত্ত সন্নিবেশ পূর্ব্বক বহুমূর্ত্তি হইয়াও একমূর্ত্তি আপনার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—বৈষ্ণবমার্গমাহ,—অন্যে ইতি। সংস্কৃতাত্মন ইত্যেতদন্যোপাসকা অসংস্কৃতমনস ইতি লভ্যতে। বিধিনা পাঞ্চরাত্রদৃষ্টেন ত্বয়াভিহিতেনেতি "পঞ্চরাত্রস্য সর্ব্বস্য বক্তা তু ভগবান্ স্বয়"মিতি স্মৃতেস্তস্য পরমপ্রামাণ্যাৎ সর্ব্বতো মান্যত্বং দ্যোতিতম্। অন্তর্বহিস্ত্বদীয়স্ফূর্ত্তিমত্ত্বাৎ তন্ময়াঃ বহুমূর্ত্তিকমপ্যেকমূর্ত্তিকমিতি ত্বন্মূর্ত্তীনাং চিন্ময়ীনাং নানাত্বেপ্যৈক্যমভিপ্রেতম্। "একো বশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতী"তি শ্রুতেঃ ॥ ৭ ॥

ত্বামেবান্যে শিবোক্তেন মার্গেণ শিবরূপিণম্।
বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ সমুপাসতে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (অপরে চ) বহ্বাচার্য্যবিভেদেন (শৈবপাশুপতাদি-নানারূপেণ) শিবোক্তেন (মহাদেবকথিতেন) মার্গেণ (বিধিনা) শিবরূপিণং ভগবন্তং ত্বাম্ এব উপাসতে (অর্চ্চয়ন্তি) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অপর কেহ মহাদেব কথিত শৈব পাশুপতাদি নানাবিধ বিধি অনুসারে শিবরূপী ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, উহাও আপনারই আরাধনা ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—শৈবমার্গমাহ, — ত্বামেবেত্যেবকারঃ পূর্ব্বতো ন্যূনত্বং বোধয়তি রাজৈবায়ং যুবরাজ ইতিবৎ। বহ্বাচার্য্যবিভেদেন শৈবপাশুপতাদিনানারূপেণ ভগবন্তমুপাসতে। ভগবান্ সমুপাসতে ইতি পাঠদ্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

সর্ব্ব এব যজন্তি ত্বাং সর্ব্বদেবময়েশ্বরম্।
যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যদ্যপ্যন্যধিয়ঃ প্রভো ॥ ৯ ॥

অন্বয়—(যে অপি ক্ষুদ্রদেবতাভক্তাঃ তে অপি ত্বামেব যজন্তীত্যাহ—হে) সর্ব্বদেবময়, প্রভো, যে অন্যদেবতাভক্তাঃ (অন্যাসাং দেবতানাং ভক্তাঃ উপাসকাঃ তে) যদ্যপি অন্যধিয়ঃ (অন্যেষ্বেব দেবেষু নতু ত্বয়ি ধীর্যেষাং তে তাদৃশাঃ ভবন্তি তথাপি তে) সর্ব্বে ঈশ্বরং (সর্ব্বনিয়ন্তারং) ত্বাম্ এব যজন্তি (উপাসতে) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—(হে সর্ব্বদেবময়,) প্রভো, যাহারা দেবতান্তরের ভক্ত তাহাদের বুদ্ধি যদিও অন্যত্রই আসক্ত তথাপি তাঁহারা সকলে সর্ব্ব দেবতার অন্তর্য্যামী আপনারই উপাসনা করেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—এবমুক্তলক্ষণা যোগিকর্ম্মিপ্রভৃতয় উপাসকাঃ সর্ব্ব এব ত্বাং যজন্তি। কুত ইত্যত আহ —সর্ব্ব ইতি। তবৈব সর্ব্বদেবময়ত্বাদীশ্বরত্বাচ্চেত্যর্থঃ। ননু কেচিৎ পৃষ্টাঃ বয়ং শিবমর্চ্চয়ামো

বয়ন্ত সূর্য্যং গণেশমিত্যাচক্ষতে তত্রাহ,—যেঽপীতি। ননু, তে কাদাচিৎকীমপি স্মৃতিং ময়ি ন দধতে তত্রাহ,—যদ্যপীতি। অন্যেষ্বেব দেবেষু নতু ত্বয়ি ধীর্য্যেষাং তে ॥ ৯ ॥

———

যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্ব্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োঽন্ততঃ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(হে) প্রভো, অদ্রিপ্রভবাঃ (পর্ব্বতজাতাঃ) নদ্যঃ (পুনঃ) পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ (পর্জ্জন্যেন মেঘবিসৃষ্টজলেন আপূরিতাঃ সম্যক্ পূর্ণা বহুস্রোতসঃ সত্যঃ) যথা সর্ব্বতঃ (সর্ব্বাভ্যঃ দিগ্‌ভ্যঃ) সিন্ধুং (সমুদ্রমেব) বিশন্তি (প্রবিশন্তি) তদ্বৎ (তথা) এতাঃ গতয়ঃ (মার্গাঃ) অন্ততঃ (অবসানে) ত্বাং (ত্বামেব বিশন্তি) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন নদীসকল বৃষ্টিজলপরিপূর্ণ ও বহু স্রোত বিশিষ্ট হইয়া নানা দিক হইতে যেরূপ এক সমুদ্রেই প্রবিষ্ট হয় সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন মার্গসকল চরমে আপনাতেই পর্য্যবসিত হয়। তাৎপর্য্য—বেদসকল পর্ব্বত সদৃশ, তাহা হইতেই বিভিন্ন মার্গ উদ্ভূত হইয়াছে। বৃষ্টিরূপ মুনিগণ কর্ত্তৃক নানাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। বেদের একদেশ দর্শন জন্য নানা মুনির নানা মত, সমগ্র বেদশাস্ত্র বিচার করিলে "বেদৈরহমেব বেদ্যঃ" "নারায়ণপরা বেদাঃ" প্রভৃতি বচনানুসারে যাবতীয় খণ্ড বিচার একমাত্র নারায়ণেই পর্য্যবসিত হয়, নারায়ণই একমাত্র মূল লক্ষ্যবস্তু বলিয়া বিচারিত হয় ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, যদি মামেবার্চ্চয়ন্তি তর্হি তে মামেব প্রাপ্নুয়ুঃ। মৈবং তেষামর্চ্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি নতু তে অর্চ্চকাঃ। যদুক্তং ত্বয়ৈব—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। নতু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ। ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপিমা"মিত্যতোঽহমপি দৃষ্টান্তেন তথৈব বচ্মীত্যাহ, যথেতি। অদ্রিভ্যঃ সকাশাৎ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তাঃ। অদ্রিভির্জনিতা ইত্যর্থঃ। পর্জ্জন্যেন মেঘেনাপূরিতা ইতি। অদ্রিষু পর্জ্জন্যবৃষ্টানি জলান্যেবেতস্তত একীভূয় নদ্যো ভবন্তি। তাশ্চ নদ্যঃ সর্ব্বতঃ প্রসৃত্য অন্ততঃ সিন্ধুং বিশন্তীতি অদ্রিজনিতা নদ্য এব যথা সিন্ধুং প্রাপ্নুবন্তি নতু নদীজনকা অদ্রয়স্তথৈব গতয়ো গম্যন্তে আভিরিতি মার্গভূতা অর্চ্চনা এব ত্বাং প্রাপ্নুবন্তি নত্বর্চ্চকাস্তে তবৈব সর্ব্বদেবাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ অধিষ্ঠানপূজা অধিষ্ঠাতর্য্যেব পর্য্যবস্যতীতি ন্যায়াৎ সর্ব্বদেবপূজাপি ত্বৎপূজৈবেতি ভাবঃ। অত্র পর্জ্জন্যস্থানীয়ো বেদঃ পর্জ্জন্যো হি সিন্ধুজলময়ত্বাৎ সিন্ধোরুদ্ভূতঃ বেদোঽপি ত্বত্ত উদ্ভূতস্তদুক্তা নানাপূজনবিধয় এব জলানি তত্রাধিকারিণ এবাদ্রয়স্তৎকৃতা নানাদেবেশপূজা এব নামাদেশনদ্যস্তা নদ্যো যথা নানাদেশেভ্যঃ নিঃসৃত্য সিন্ধুমেব গচ্ছন্তি তথৈব পূজা অপি দেবেভ্যো নিঃসৃত্য বিষ্ণুম্ ॥ ১০ ॥

———

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ভবতঃ প্রকৃতের্গুণাঃ।
তেষু হি প্রাকৃতাঃ প্রোতা আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ ॥১১॥

অন্বয়ঃ—(অত্র হেতুমাহ) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি ভবতঃ প্রকৃতেঃ (ভবতঃ শক্তিরূপায়াঃ প্রকৃতেঃ) গুণাঃ (ভবন্তি অতঃ) প্রাকৃতাঃ (প্রকৃতিকার্য্যোপাধয়ঃ আব্রহ্মস্থাবরাদয়ঃ (ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ স্থাবরাদয়ঃ জীবাঃ স্বোপাধিদ্বারা) তেষু (গুণেষু) প্রোতাঃ হি (প্রবিষ্টা এব, তে চ প্রকৃতৌ সা চ ত্বয়ীতি অতঃ ক্রমেণ উপাধিলয়াৎ সর্ব্বেঽপি ত্বামেব প্রবিশ্যন্তি) ॥১১

অনুবাদ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি প্রকৃতির গুণ। ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত জীবসমূহ তাহাতে আবদ্ধ। (সুতরাং তাঁহারা মায়ামোহিত হইয়া নির্গুণস্বরূপ আপনাকে সাক্ষাদ্‌ভাবে ভজন করিতে পারে না) ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হ্যেবং বিবিচ্য সর্ব্বেঽপি কিং মামেব নোপাসতে তত্রাহ, সত্ত্বমিতি। তেষু গুণেষু হি নিশ্চিতং প্রাকৃতা জীবাঃ প্রোতাঃ গ্রথিতাঃ। আব্রহ্মেতি ব্রহ্মপর্য্যন্তা অপি জীবা যদি মায়য়া মোহ্যন্তে তর্হি সর্ব্বে মনুজাস্ত্বাং কথং ভজন্তামিতি ভাবঃ ॥১১॥

———

তুভ্যং নমস্তে ত্ববিষক্তদৃষ্টয়ে
সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বধিয়াঞ্চ সাক্ষিণে।
গুণপ্রবাহোঽয়মবিদ্যয়া কৃতঃ
প্রবর্ত্ততে দেব-নৃ-তির্য্যগাত্মসু ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(ননু, ভবতঃ প্রকৃতেরিতি বদন্ মমাপি প্রকৃতি সম্বন্ধং ব্রবীষি ততশ্চ তেষাঞ্চ মম চ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ) সর্ব্বাত্মনে (সর্ব্ব-স্বরূপভূতায় অতএব স্বব্যতিরিক্তাভাবাৎ) অবিষক্ত-দৃষ্টয়ে (অলিপ্তবুদ্ধয়ে) সর্ব্বধিয়াং (সর্ব্বাসাং ধিয়াং বুদ্ধীনাং) সাক্ষিণে (সর্ব্ববুদ্ধিসাক্ষিত্বাৎ ন কুত্রাপি বুদ্ধিলোপ ইত্যর্থঃ) তুভ্যং নমঃ। (ইতরেতু সংসরন্তীত্যাহ) তে (তব) অবিদ্যয়া কৃতঃ অয়ং গুণ-প্রবাহঃ দেব্-নৃ-তির্য্যগাত্মসু (দেব-নৃ-তির্য্যঞ্চ আত্মানঃ যেষাং তেষু দেবাদিশরীরাভিমানিষু ইত্যর্থঃ) প্রবর্ত্ততে (অতঃ মহান্ বিশেষ ইত্যর্থঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—আপনি নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ অতএব স্বব্যতীত অপর বস্তুর সত্তা না থাকায় আপনার বুদ্ধি কুত্রাপি লিপ্ত হয় না, পরন্তু আপনি সকলের বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। আপনার অবিদ্যাকৃত এই গুণপ্রবাহ দেব, মনুষ্য এবং তির্য্যগ্ দেহাভিমানী যাবতীয় জীবের প্রতি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—তে ত্বাং প্রাপ্তুং তুভ্যং মম নমোঽস্তু। তব তু স্বভক্তেভ্যোঽন্যেষূপাসকেষু দৃষ্টির্ন রজ্যতীত্যাহ,—তুভ্যমিতি। অবিষক্তদৃষ্টয়ে। কথং তর্হি সর্ব্ব-দেবপূজাং ত্বং প্রাপ্নোষীতি ব্রূষে যোহি যেভ্যঃ পূজাং প্রাপ্নোতি স তেষ্বনুরজ্যত্যেবেত্যত আহ,—সর্ব্বাত্মনে সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বাদেব তত্তৎপূজাং প্রাপ্নোষি নতু তস্যাং তব কাচিদপেক্ষাস্তি তেঽপি ত্বাং ন পূজয়ন্তি কুতস্তব তেষ্বাসক্তিরিতি ভাবঃ। অতঃ সাক্ষিণে ইতি সাক্ষী ত্বং সর্ব্বত্রোদাসীন এবেতি ভাবঃ। ননু, তর্হি তে দেবা এব স্বস্বোপাসকাস্তানুদ্ধরন্তু তত্রাহ,—গুণেতি। অসকৃৎ নিরন্তরং দেব-নৃ-তির্য্যঞ্চ আত্মানো যেষাং তেষু দেবাদিশরীরাভিমানিষ্বিবত্যর্থঃ। তত্তদুপাস্যা দেবা অপি স্বয়ং গুণপ্রবাহপতিতাঃ কথং স্বোপাসকাং স্তানুদ্ধরন্ত্বিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

মধ্ব—অবিদ্যয়া। ভগবদিচ্ছয়া ॥ ১২ ॥

———

অগ্নির্মুখং তেঽবনিরঙ্ঘ্রিরীক্ষণং
সূর্য্যো নভো নাভিরথো দিশঃ শ্রুতিঃ।
দ্যৌঃ কং সুরেন্দ্রাস্তব বাহবোঽর্ণবাঃ
কুক্ষির্মরুৎ প্রাণবলং প্রকল্পিতম্ ॥ ১৩ ॥
রোমাণি বৃক্ষৌষধয়ঃ শিরোরুহা
মেঘাঃ পরস্যাস্থিনখানি তেঽদ্রয়ঃ।
নিমেষণং রাত্র্যহনী প্রজাপতি-
র্মেঢ্রস্তু বৃষ্টিস্তব বীর্য্যমিষ্যতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্,) অগ্নিঃ তে (তব) মুখং অবনিঃ (পৃথিবী) অঙ্ঘ্রিঃ (চরণঃ) সূর্য্যঃ ঈক্ষণং (চক্ষুঃ) নভঃ (আকাশং) নাভিঃ অথো দিশঃ শ্রুতিঃ (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) দ্যৌঃ (স্বর্গঃ) কং (শিরঃ) সুরেন্দ্রাঃ (দেবেশাঃ) তব বাহবঃ অর্ণবাঃ (সমুদ্রাঃ) কুক্ষিঃ মরুৎ (বায়ুঃ) প্রাণবলং চ (প্রাণাশ্চ বলঞ্চ) কল্পিতং (নির্ণীতং) বৃক্ষৌষধয়ঃ (বৃক্ষাশ্চ ওষধয়শ্চ) রোমাণি মেঘাঃ শিরোরুহাঃ (কেশাঃ) অদ্রয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) পরস্য (পরমপুরুষস্য) তে (তব) অস্থিনখানি রাত্র্যহনী (রাত্রিশ্চ অহশ্চ) নিমেষণং (তব নেত্র নিমীলনং নেত্রোন্মীলনঞ্চ) প্রজাপতিঃ তু মেঢ্রঃ (আনন্দনেন্দ্রিয়স্বরূপঃ) বৃষ্টিঃ তব বীর্য্যং (ইতি) ইষ্যতে (কল্প্যতে) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, অগ্নি আপনার মুখ, পৃথিবী চরণ, সূর্য্য চক্ষু, আকাশ নাভি, দিক্‌সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, স্বর্গ মস্তক, শ্রেষ্ঠ দেবগণ বাহু, সমুদ্র কুক্ষি, বায়ু প্রাণ ও বল, বৃক্ষ ও ওষধিসমূহ রোমরাশি, মেঘমালা কেশরাশি, পর্ব্বতসকল অস্থি ও নখ, দিন-রাত্রি নেত্র উন্মীলন ও নেত্র নিমীলন, প্রজাপতি মেঢ্র এবং বৃষ্টি বীর্য্যরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ১৩-১৪

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, বৈরাজরূপস্য তব তে তে দেবা অঙ্গান্যেবাতোঽপি তত্তদ্দেবপূজা তবৈব পূজেত্যাহ,—অগ্নিরিতি। কং শিরঃ ॥ ১৩-১৪ ॥

মধ্ব—

ত্বয়ৈব প্রকল্পিতাঃ ॥
বিষ্ণোরঙ্গসমুদ্ভূতা বিষ্ণোরঙ্গানি দেবতাঃ।
উচ্যতে সর্ব্ববেদেষু স্বরূপাভেদিনোঽপিতু ॥
ইতি চ ॥ ১৩ ॥

———

ত্বয্যব্যয়াত্মন্ পুরুষে প্রকল্পিতা
লোকাঃ সপালা বহুজীবসঙ্কুলাঃ।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকসো-
ঽপ্যুদুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অব্যয়াত্মন্, (অনাদিনিধনস্বরূপ) যথা জলে জলৌকসঃ (সূক্ষ্মপ্রাণ্যণ্ডরাশয়ঃ) অপি (অপি চ যথা) উদুম্বরে (উড়ুম্বরান্তঃ কেশরেষু) মশকাঃ বা (পরস্পরাবার্ত্তানভিজ্ঞাঃ সন্তঃ প্রচরন্তি তথা) মনোময়ে (মনঃ প্রধানে মনোবৃত্তিব্যঙ্গ্যে) পুরুষে (পূর্ণস্বরূপে) ত্বয়ি বহুজীবসঙ্কুলাঃ (নানা-জীবযুক্তা) সপালাঃ (লোকপালৈঃ সহিতাঃ ইমে) লোকাঃ (ভুবনানি) প্রকল্পিতাঃ (সন্তঃ) সঞ্জিহতে (প্রচরন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—হে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ভগবন্, সূক্ষ্ম প্রাণিঅণ্ড সকল যেরূপ জলমধ্যে এবং মশক সকল উড়ুম্বর ফল মধ্যবর্ত্তী কেশর মধ্যে পরস্পরের বার্ত্তা বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া বিচরণ করে সেইরূপ মনঃ প্রভৃতি নিখিল তত্ত্বের আধার স্বরূপ আপনার বিরাট বিগ্রহে, অথবা মনঃ প্রভৃতি ষোড়শ কলার সূক্ষ্মকারণ-স্বরূপ আপনার কারণ বিগ্রহে বহুজীবসঙ্কুল এই ভুবন সকল নিজ নিজ পালকগণের সহিত কল্পিত হইয়া বিচরণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—নন্বেবং চেৎ তর্হি দেবযাজিনোঽপি মদ্‌যাজিন এব "যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মা"মিতি মদুক্তেঃ কথং তে মাং ন প্রাপ্নুবন্তি তত্রাহ,—ত্বয়ি পুরুষে বৈরাজরূপে লোকা ভূরাদয়ঃ প্রকল্পিতাঃ পালা ইন্দ্রাদিদেবাস্তৎসহিতাঃ সংজিহতে প্রচলন্তি, বা ইবার্থে। যথা চ উড়ুম্বরফলে মশকাঃ সূক্ষ্মকীটাঃ অসংখ্যাঃ। ত্বয়ি কীদৃশে মনোময়ে মন আদ্যখিল-তত্ত্বময়ে মায়িকত্বান্নশ্বরে ইত্যর্থঃ। হে অব্যয়াত্মন্, নব্যেতি ন নশ্যতি আত্মা দেহো যস্য হে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ইত্যর্থঃ। তেনানশ্বরাণি সচ্চিদানন্দময়ানি রূপাণ্যেব তব স্বরূপাণি তানি যজন্ত এব তদ্‌যাজিন উচ্যন্তে। বৈরাজরূপন্তু তব মায়িকং রূপং নশ্বরঃ নতু ত্বৎস্বরূপমতস্তদঙ্গভূত-দেবযাজিনো ন তদ্‌যাজিনঃ অতঃ সাধুক্তং 'যান্তি দেবব্রতা দেবা'নিত্যাদীতি দ্যোতিতম্ ॥ ১৫ ॥

যানি যানীহ রূপাণি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্টশুচো লোকা মুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—(ত্বং) ক্রীড়নার্থং (লীলায়ৈ) ইহ যানি যানি রূপাণি (বিগ্রহান্) বিভর্ষি (ধারয়সি) হি তৈঃ (রূপৈঃ) আমৃষ্টশুচঃ (আমৃষ্টা পরিমার্জ্জিতা শুক্ যেষাং তে) লোকাঃ (সাধবো জনাঃ) মুদা (হর্ষেণ) তে (তব) যশঃ গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) ॥১৬॥

অনুবাদ—হে প্রভো, মধু-কৈটভ বধ প্রভৃতি প্রাপঞ্চিক লীলা সাধনার্থ আপনি যে সকল নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকেন, সেই সকল রূপের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা লোকের সর্ব্বপ্রকার শোক মোহাদি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয় সুতরাং তাঁহারা পরমানন্দে আপনার যশোকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥১৬

বিশ্বনাথ—ননু, তর্হি কানি মম স্বরূপভূতানি রূপাণীত্যত আহ,—যানীতি। ক্রীড়নানি অব্ধি-সন্তরণমধুকৈটভ-হননাদীনি তদর্থং বিভর্ষি নিত্য-সিদ্ধান্যেব গৃহ্ণাসি গৃহীত্বা লোকান্ কৃপয়া দর্শয়-সীত্যর্থঃ। অতস্তৈরারাধিতৈরামৃষ্টাঃ পরিমার্জ্জিতাঃ শুচঃ আবিদ্যকশোকমোহাদয়ো মলা যৈস্তে ॥ ১৬ ॥

মধ্ব—

ভূতামেব বিভর্ত্তীশোহ্যবতারতনুং সদা।
বিভর্ত্তীত্যুচ্যতেঽথাপি মোহায় ব্যক্ত্যপেক্ষয়া ॥
ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে ॥ ১৬ ॥

নমঃ কারণমৎস্যায় প্রলয়াব্ধিচরায় চ।
হয়শীর্ষ্ণে নমস্তুভ্যং মধুকৈটভমৃত্যবে ॥ ১৭ ॥
অকূপারায় বৃহতে নমো মন্দরধারিণে।
ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় নমঃ শূকরমূর্ত্তয়ে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—প্রলয়াব্ধিচরায় (প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ-শীলায়) কারণমৎস্যায় (সর্ব্বকারণরূপায় মৎস্যায় তুভ্যং) চ নমঃ। মধু-কৈটভমৃত্যবে (মধুকৈট-ভয়োঃ মৃত্যবে হন্ত্রে) হয়শীর্ষ্ণে (হয়গ্রীবায়) তুভ্যং নমঃ মন্দরধারিণে (স্বপৃষ্ঠে মন্দরপর্ব্বতধারকায়) বৃহতে (বৃহদ্রূপায়) অকূপারায় (কূর্ম্মায় তুভ্যং) নমঃ। ক্ষিত্যুদ্ধারবিহারায় (ক্ষিত্যুদ্ধারঃ প্রলয়সলিলাৎ পৃথিব্যাঃ উদ্ধরণং বিহারঃ যস্য তস্মৈ) শূকরমূর্ত্তয়ে (বরাহরূপায় তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

অনুবাদ—আমি প্রলয়সমুদ্রে বিচরণশীল সর্ব্ব-কারণ মৎস্যরূপী এবং মধু-কৈটভ-বিনাশন হয়শীর্ষ-রূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে ভগবন্, আমি মন্দরধারী বৃহদাকৃতি কূর্ম্মরূপী এবং প্রলয়-সলিল-মধ্য হইতে পৃথিবীর উদ্ধারশীল বরাহরূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ১৭-১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তান্যেব কানীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ,—নম ইতি ষড়্ভিঃ। সর্ব্বকারণরূপায়েতি তদ্রূপস্য নিত্যত্বাদিকমভিপ্রেতং এবং কারণত্বমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। প্রলয়াব্ধিচরায়েতি তত্রৈতস্ততশ্চলনমেব ক্রীড়নম্। এবমগ্রে মধু-কৈটভহননাদীন্যেব ক্রীড়নানি জ্ঞেয়ানি। অকূপারায় কূর্ম্মায়। "অকূপারঃ সমুদ্রে স্যাৎ কূর্ম্ম-রাজেঽপি কীর্ত্তিত" ইতি বিশ্বঃ ॥ ১৭-১৮ ॥

নমস্তেঽদ্ভুতসিংহায় সাধুলোক-ভয়াপহ।
বামনায় নমস্তুভ্যং ক্রান্তত্রিভুবনায় চ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) সাধুলোকভয়াপহ, (হে সাধু-জনভয়হর) অদ্ভুতসিংহায় (অদ্ভুতনৃসিংহমূর্ত্তয়ে) তে (তুভ্যং) নমঃ। ক্রান্তত্রিভুবনায় চ (পদবিন্যাসেন আক্রান্ত ত্রিলোকায়) বামনায় তুভ্যং নমঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—হে সজ্জনভয়বিনাশন, অদ্ভুত নৃসিংহ-রূপী এবং পদবিন্যাসে ত্রিলোক আক্রমণশীল বামন-রূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৯ ॥

নমো ভৃগুণাং পতয়ে দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে।
নমস্তে রঘুবর্য্যায় রাবণান্তকরায় চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—দৃপ্তক্ষত্রবন-চ্ছিদে (গর্ব্বিতক্ষত্রিয়রূপ-বনচ্ছেদকায়) ভৃগুণাং পতয়ে (পরশুরামায় তুভ্যং) নমঃ। রাবণান্তকরায় রঘুবর্য্যায় (রামচন্দ্রায়) তে (তুভ্যং) চ নমঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে দেব, গর্ব্বিতক্ষত্রিয়রূপবনসংহার-কারী পরশুরামরূপী এবং রাবণসংহারক রামচন্দ্র-রূপী আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২০ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় সাত্বতাং পতয়ে নমঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহরূপং প্রণমতি) বাসুদেবায় তে (তুভ্যং) নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ (রামায় তুভ্যং) নমঃ। প্রদ্যুম্নায় (তুভ্যং নমঃ) অনিরুদ্ধায় (তুভ্যং নমঃ) সাত্বতাং পতয়ে (অধিপতয়ে তুভ্যং) নমঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপী যাদবাধিপতি আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২১ ॥

মধ্ব—

প্রদ্যুম্নে চানিরুদ্ধে চ বলদেবে চ কেশবঃ।
সন্নিধানং বিশেষেণ করোতি জগতাং পতিঃ ॥
তত্র কৃষ্ণঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ পরমানন্দলক্ষণঃ।
পারাশর্য্যশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব জনার্দ্দনঃ ॥
ইতি চ ॥

তত্তদ্গতস্যৈবহরেস্তত্তন্নামানি চাঞ্জসা।
ঔপচারিকনামানি তদন্যেষামিতিস্থিতিঃ ॥
ইতি শব্দনির্ণয়ে ॥ ২১ ॥

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিণে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—দৈত্য-দানব-মোহিতে (বেদবিরুদ্ধশাস্ত্র-প্রবর্ত্তনেন দৈত্যদানবানাং মোহজনকায় তথাপি) শুদ্ধায় (নির্দ্দোষায় এব) বুদ্ধায় (তুভ্যং) নমঃ, ম্লেচ্ছপ্রায়ক্ষত্রহন্ত্রে (ম্লেচ্ছা এব প্রায়েণ সাদৃশ্যেন ক্ষত্রাণি ক্ষত্রিয়াঃ রাজ্যকারিত্বাত্তত্তুল্যা ইত্যর্থঃ তেষাং হন্ত্রে বিনাশকায়) কল্কিরূপিণে তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রপ্রণয়নে দৈত্যদানবগণের মোহনশীল নির্দ্দোষস্বভাব বুদ্ধরূপী এবং ম্লেচ্ছতুল্য ক্ষত্রিয়বিনাশন কল্কিরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—শুদ্ধায় বেদবিরুদ্ধশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্বেঽপি নির্দ্দোষায় ॥ ২২ ॥

ভগবন্ জীবলোকোঽয়ং মোহিতস্তব মায়য়া।
অহংমমেত্যসদ্গ্রাহো ভ্রাম্যতে কর্ম্মবর্ত্মসু ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্,) তব মায়য়া মোহিতঃ অহং মমেত্যসদ্গ্রাহঃ (অহং মম ইত্যাকারেণ অসতি দেহাদৌ গ্রাহ আগ্রহো যস্যঃ সঃ) অয়ং জীবলোকঃ কর্ম্মবর্ত্মসু (কর্ম্মমার্গেষু) ভ্রাম্যতে (মুহুরাবৃত্ত্যা প্রবর্ত্ত্যতে, নতু ত্বদ্ভক্তৌ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার মায়ায় মোহিত এই নিখিল জীবলোক অনিত্য দেহাদিতে 'অহং' 'মম' এইরূপ অভিমানযুক্ত হইয়া কর্ম্মমার্গেই ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—এবং স্তুত্বা দুঃখং বিজ্ঞাপয়তি,—ভগবন্নিতি । ভ্রাম্যতে মায়য়ৈব ॥ ২৩ ॥

অহঞ্চাত্মাত্মজাগার-দারার্থ-স্বজনাদিষু ।
ভ্রমামি স্বপ্নকল্পেষু মূঢ়ঃ সত্যধিয়া বিভো ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বিভো, মূঢ়ঃ (আত্মানভিজ্ঞঃ) অহং চ (অহমপি) স্বপ্নকল্পেষু (অস্থিরত্বাৎ স্বপ্নতুল্যেষু) আত্মাত্মজাগারদারার্থস্বজনাদিষু (দেহ-পুত্র-গৃহ-কলত্র-ধন-নিজ-জনাদিষু বিষয়েষু) সত্যধিয়া (এতে সত্যা নিত্যা ইতি বুদ্ধ্যা) ভ্রমামি (আসক্তঃ ভবামীত্যর্থঃ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে প্রভো, আত্মতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ আমিও স্বপ্নতুল্য অস্থির দেহ, পুত্র ও কলত্র, ধন এবং স্বজনাদিবিষয়ে সত্যবুদ্ধিতে আসক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছি ॥ ২৪ ॥

অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতির্হ্যহম্ ।
দ্বন্দ্বারামস্তমোবিষ্টো ন জানে ত্বাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—(মূঢ়ত্বং প্রকটয়তি) অনিত্যানাত্মদুঃখেষু বিপর্য্যয়মতিঃ (অনিত্যে কর্ম্মফলে নিত্যমিতি অনাত্মনি দেহে আত্মেতি দুঃখরূপে গৃহাদৌ সুখমিতি বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্নঃ) দ্বন্দ্বারামঃ (দ্বন্দ্বেষু সুখদুঃখাদিষু আরমতি ক্রীড়তীতি সঃ) তমোবিষ্টঃ (তমসা ব্যাপ্তঃ) অহং হি (নিশ্চিতম্) আত্মনঃ প্রিয়ং (প্রেমাস্পদং) ত্বা (ত্বাং) তু ন জানে (ন বেদ্মি) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—আমি অনিত্য কর্ম্মফলকে নিত্য, অনাত্মস্বরূপ দেহকে আত্মা এবং দুঃখস্বরূপ গৃহাদিকে সুখ মনে করিয়া সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবে ক্রীড়াশীল ও তমোগুণে আবৃত রহিয়াছি, পরন্তু আত্মার পরম প্রেমাস্পদস্বরূপ আপনাকে অবগত হই নাই ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অনিত্যে কর্ম্মফলে নিত্যমিতি । অনাত্মনি দেহে আত্মেতি দুঃখরূপে গৃহাদৌ সুখমিতি বিপরীতমতিরিত্যর্থঃ । দ্বন্দ্বেষু সুখদুঃখাদিষু আরমতীতি সঃ । যতস্তমসাবিষ্টঃ ব্যাপ্তঃ আত্মনঃ প্রিয়ং প্রেমাস্পদং ত্বাং ন জানে ॥ ২৫ ॥

যথাবুধো জলং হিত্বা প্রতিচ্ছন্নং তদুদ্ভবৈঃ ।
অভ্যেতি মৃগতৃষ্ণাং বৈ তদ্বৎত্বাহং পরাঙ্মুখঃ ॥২৬॥

অন্বয়ঃ—অবুধঃ (অজ্ঞঃ) যথা তদুদ্ভবৈঃ (তস্মাৎ জলাৎ উদ্ভবৈঃ জাতৈঃ তৃণাদিভিঃ) প্রতিচ্ছন্নম্ (আবৃতং) জলং হিত্বা (পরিত্যজ্য) মৃগতৃষ্ণাং (মরীচিকাম্) অভ্যেতি (জলপানার্থং তদভিমুখং ধাবতি) তদ্বৎ (তথা) অহং (মায়াচ্ছন্নং) ত্বা (ত্বাং হিত্বা) পরাঙ্মুখঃ বৈ (দেহাভিমুখো বর্ত্তে) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ জলজাত তৃণাদি-দ্বারা আবৃত জলকে না দেখিয়া জলপানের জন্য মরীচিকার অভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আপনার স্বরূপ আমার নিকট মায়াচ্ছন্নরূপে প্রতীত হওয়ায় আপনাকে ত্যাগ করিয়া দেহাভিমুখী হইয়াছি ॥২৬॥

বিশ্বনাথ—সদৃষ্টান্তমাহ,—যথেতি । তস্মাজ্জলাদুদ্ভবন্তীতি তদুদ্ভবানি তৃণাদীনি তৈঃ । তথা স্বাজ্ঞানেন মায়াচ্ছন্নত্বেন প্রতীতং ত্বা ত্বাং হিত্বা পরাঙ্মুখঃ দেহাদ্যভিমুখো বর্ত্তে ॥ ২৬ ॥

নোৎসহেঽহং কৃপণধীঃ কামকর্ম্মহতং মনঃ ।
রোদ্ধুং প্রমাথিভিশ্চাক্ষৈর্হ্রিয়মাণমিতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—(নন্বেবং জানতঃ কুতো বিষয়াভিমুখতা তত্রাহ) কৃপণধীঃ (কৃপণা বিষয়বাসনাযুক্তা ধীঃ বুদ্ধিঃ যস্য সঃ) অহং কামকর্ম্মহতং (কামকর্ম্মভ্যাং হতং ক্ষুভিতং তথা) প্রমাথিভিঃ (বলিভিঃ) অক্ষৈঃ (ইন্দ্রিয়ৈঃ) চ ইতস্ততঃ হ্রিয়মাণং (বিষয়ান্ প্রতি আকৃষ্যমাণং) মনঃ রোদ্ধুং (নিবারয়িতুং) ন উৎসহে (ন শক্নোমি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—আমার বুদ্ধি বিষয়বাসনায় যুক্ত থাকায় কাম ও কর্ম্মদ্বারা ক্ষোভিত, বলবান্ ইন্দ্রিয়-গণকর্তৃক বিষয়াভিমুখে আকৃষ্যমাণ মনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রমাথিভিঃ প্রকর্ষেণ মথ্নদ্ভির্বলিষ্ঠৈ-রক্ষৈরিন্দ্রিয়ৈরাকৃষ্যমাণং মনঃ রোদ্ধুং নোৎসহে ইতি তথা মে ধিয়ঃ কার্পণ্যং যথা তাদৃশং মনো রোদ্ধু-মুৎসাহোঽপি ন জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সোঽহং তবাঙ্ঘ্র্যুপগতোঽস্ম্যসতাং দুরাপং
তচ্চাপ্যহং ভবদনুগ্রহ ঈশ মন্যে।
পুংসো ভবেদ্যর্হি সংসরণাপবর্গ-
স্ত্বয্যব্জনাভ সদুপাসনয়া মতিঃ স্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) ঈশ (অন্তর্য্যামিন্) অব্জনাভ, (পদ্মনাভ) সঃ (তদেবং অস্বতন্ত্রো যঃ সোঽহং) অসতাং (ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রাণাং) দুরাপং (দুর্ল্লভং) তব অঙ্ঘ্রিং (পাদপদ্মম্) উপগতঃ (শরণং প্রাপ্তঃ) তৎ অপি চ (অসতাং দুরাপত্বেঽপি যৎ মম তদঙ্ঘ্র্যুপ-গমনং জাতং তচ্চ কার্য্যম্) অহং ভবদনুগ্রহঃ (ভবতঃ অনুগ্রহ এব ইতি) মন্যে। (ননু সতাং সেবয়া ইদং ভবতি ইতি কিং মদনুগ্রহেণেত্যাহ) পুংসঃ (জীবস্য) যর্হি (যদা) সংসরণাপবর্গঃ (সংসারসমাপ্তিঃ ত্বৎকৃপয়া (ভবেৎ (ভবতি তদা সঞ্জাতয়া) সদুপাসনয়া (সৎসেবয়া) ত্বয়ি মতিঃ (বুদ্ধিঃ) স্যাৎ (ভবেৎ, ত্বৎকৃপাং বিনা ন সৎসেবা, নতরাং ত্বন্মতিঃ, নতমাং মুক্তিরিত্যর্থঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—হে ঈশ, হে পদ্মনাভ, তাদৃশ আমি যে অদ্য অসাধুজনের দুষ্প্রাপ্য ভবদীয় পাদপদ্ম আশ্রয়-রূপে লাভ করিয়াছি, তাহাও আপনার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। হে দেব, যৎকালে জীবের সংসার-দশার অবসান হয় তৎকালেই সৎসেবাদ্বারা আপনার প্রতি মতি জন্মিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—সোঽহং তথাভূতোঽপ্যহং তবাঙ্ঘ্রি-মুপগতঃ শরণং প্রাপ্তোঽস্মি। তচ্চ তদঙ্ঘ্র্যুপগমন-মসদ্ভির্জনৈর্দুরাপং ভবদনুগ্রহ এব ভবদনুগ্রহে সত্যপি সম্ভবেদিত্যহং মন্যে জানামি। মদনুগ্রহ এব কদা স্যাত্তত্রাহ,—হে অব্জনাভ, সদুপাসনয়া হেতুনা যর্হি ত্বয়ি মতিঃ স্যাৎ। সদুপাসনৈব কদা স্যাত্তত্রাহ,—পুংসো যর্হি সংসরণস্য সংসারস্য অপবর্গঃ অন্তকালঃ স্যাৎ। সংসারান্তকাল এব কদা স্যাদিতি চেৎ যদা যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। তেনাদৌ যাদৃচ্ছিকী সৎকৃপা ততঃ সংসারনাশারম্ভঃ ততঃ সদুপাসনা, ততঃ কৃষ্ণে মতিরিতি ক্রমঃ শাস্ত্রারম্ভঃ এব সত্যামিত্যাদিনা প্রাক্ প্রদর্শিত উক্তো ভবতি।২৮

নমো বিজ্ঞানমাত্রায় সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে।
পুরুষেশপ্রধানায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(পাদয়োঃ পতন্ প্রার্থয়তে) বিজ্ঞান-মাত্রায় (বিজ্ঞানমেব মাত্রা মূর্ত্তিঃ যস্য তস্মৈ অতএব) সর্ব্বপ্রত্যয়হেতবে (সমস্তজ্ঞানকারণায়) পুরুষেশ-প্রধানায় (পুরুষস্য যে ঈশাঃ সুখদুঃখাদি প্রাপকাঃ কালকর্ম্মস্বভাবাদয়স্তেষাং প্রধানায় নিয়ন্ত্রে) ব্রহ্মণে (পরিপূর্ণায়) অনন্তশক্তয়ে (অনন্তাঃ শক্তয়ঃ যস্য, অথবা অনন্তা মায়াখ্যাশক্তির্যস্য তস্মৈ তুভ্যং) নমঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—হে দেব, সমস্ত জ্ঞানের কারণস্বরূপ বিজ্ঞানময় বিগ্রহ, জীবের সুখদুঃখাদি প্রাপক কাল-কর্ম্মাদিরও অধীশ্বর, পরিপূর্ণস্বরূপ, অনন্ত-শক্তিময় আপনাকে প্রণাম করিতেছি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—পাদয়োঃ পতন্ আত্মানং নিবেদয়তি, দ্বাভ্যাং,—নম ইতি। বিজ্ঞানস্য মদনুভবস্য মাত্রা পরিমাণং যতস্তস্মৈ। যাবন্তং স্ববিষয়কমনুভবং দদাসি তাবদেব ত্বামনুভবামীত্যর্থঃ। অন্যবিষয়ক-জ্ঞানানামপি ত্বমেব হেতুরিত্যাহ, সর্ব্বেতি। যতঃ পুরুষেতি পুরুষোঽন্তর্য্যামী তদ্রূপেণ কর্ম্মাদিষু প্রের-য়সি ঈশ ঈশ্বরস্তদ্রূপেণ কর্ম্মাদিফলং দদাতি প্রধানং মায়া তদ্রূপেণ বিষয়েষু ত্বমেব বধ্নাসি। ব্রহ্ম জ্ঞানৈক-স্বরূপং তদ্রূপেণ স্ফুরিতং সৎ তস্মাদ্বন্ধান্মোচয়সি চ। অনন্তশক্তির্ভগবান্ তদ্রূপেণ স্বস্মিন্ ভক্তিং প্রদায় কৃতার্থয়সি চ ॥ ২৯ ॥

নমস্তে বাসুদেবায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
হৃষীকেশ নমস্তুভ্যং প্রপন্নং পাহি মাং প্রভো ॥৩০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে অক্রূরস্তুতির্নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—বাসুদেবায় (চিত্তাধিষ্ঠাত্রে) সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ (সর্ব্বভূতানাং ক্ষয়ঃ আশ্রয়ঃ, ততশ্চ অহঙ্কারাধিষ্ঠাত্রে সঙ্কর্ষণায় ইত্যর্থঃ) তে (তুভ্যং) নমঃ। (হে) হৃষীকেশ, তুভ্যং নমঃ (হৃষীকেশ ইতি বুদ্ধিমনসোঃ অধিষ্ঠাত্রোঃ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ একীকৃত্য গ্রহণং হে) প্রভো, প্রপন্নং (শরণাগতং) মাং পাহি (রক্ষ) ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—হে নাথ, বাসুদেব এবং সর্ব্বভূতাশ্রয়, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে হৃষীকেশ, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো, এই শরণাগতকে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বাসুদেবায়েতি। হে বসুদেবনন্দনঃ, ভবানেব মম সেব্যো ভবতু নতু দুষ্টভূপতিরিতি ভাবঃ। সর্ব্বভূতানাং ক্ষমায় নিবাসায়েতি স্বস্মিন্নেব মাং বাসয় নতু গৃহান্ধকূপে ইতি ভাবঃ। হৃষীকেশেতি মম মন আদীন্দ্রিয়াণি ভবানেব গৃহ্ণাতু নতু কলত্রপুত্রাদিরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাঃ ভক্তচেতসাম্।
চত্বারিংশোহত্র দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতেদশমস্কন্ধে চত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
স্তুবতস্তস্য ভগবান্ দর্শয়িত্বা জলে বপুঃ।
ভূয়ঃ সমাহরৎ কৃষ্ণো নটো নাট্যমিবাত্মনঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

একচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মথুরাপুরী প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের রজকবধ এবং সুদামা মালাকার ও বায়ককে বরদান বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ জলমধ্যে স্তবকারী অক্রূরকে স্বীয়মূর্ত্তি দেখাইয়া নটবৎ তল্লীলা উপসংহার করিলে অক্রূর জল হইতে উত্থিত হইয়া সবিস্ময়ে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন করিলেন। অক্রূর স্নানকালে কিছু আশ্চর্য্য দর্শন করিয়াছেন কিনা—শ্রীকৃষ্ণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অক্রূর বলিলেন যে, জলে, স্থলে বা আকাশে যাহা কিছু আশ্চর্য্য আছে সমস্তই শ্রীকৃষ্ণে বর্ত্তমান এবং তাঁহাকে দর্শন করিলে আর অদৃষ্ট কিছুই থাকে না—এই বলিয়া অক্রূর রথ পরিচালনাপূর্ব্বক অপরাহ্নে রামকৃষ্ণসহ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ নন্দাদি গোপগণ তৎপূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়া রামকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অক্রূরকে নিজ গৃহে গমনের নিমিত্ত আদেশ করিলে অক্রূর ভগবচ্চরণ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নিজগৃহে সেই দেবদুর্ল্লভ চরণরেণুর প্রার্থনা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধের পর তদ্‌গৃহে গমনের অভিলাষ প্রকাশ করিলে অক্রূর দুঃখিতান্তঃকরণে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কংস সমীপে রামকৃষ্ণের আগমন সংবাদ প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবৃন্দসহ সমভিব্যাহারে বিচিত্র শোভাযুক্ত পুরী দর্শন করিতে করিতে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে পুরস্ত্রীগণ ত্বরান্বিত হইয়া স্ব স্ব

কর্ম্ম বেশবিন্যাসাদি অসমাপ্ত অথবা অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায়ই পরিত্যাগপূর্ব্বক কেহ বা বহির্দ্বারে কেহ বা প্রাসাদোপরি শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ গমন করিতে লাগিল। ঐ কামিনীগণ বারম্বার শ্রীকৃষ্ণের বিষয় শ্রুত হইয়া বহু পূর্ব্বেই তদ্‌গতচিত্ত ছিল, অধুনা তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তদ্‌প্রাপ্তিনিবন্ধন মনোব্যথা দূর করিল। প্রাসাদারূঢ়া স্ত্রীগণ রামকৃষ্ণোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। দ্বিজগণ দধি, অক্ষত-গন্ধাদিসহ মাল্যদ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। পুরস্ত্রীগণ নরলোকের মহোৎসব-স্বরূপ রামকৃষ্ণের নিরন্তর দর্শন-সৌভাগ্য লাভের জন্য গোপীগণের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ কংসের রজককে সমীপাগত দেখিয়া তাহার নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিধেয় ও উত্ত-রীয় বসন প্রার্থনা করিলে সেই দুর্বৃত্ত রজক বিবিধ অসম্বন্ধ বাক্যে রামকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নখদ্বারা তদীয় মস্তক ছিন্ন করিলেন। রজকের অনুচরগণ তাহার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া বস্ত্রপেটিকাসমূহ তৎস্থানে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। রামকৃষ্ণ নিজেদের উপযোগী কতিপয় বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে কোন বায়ক আসিয়া তাঁহা-দের অনুরূপ বেশ রচনা করিয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ উহাকে ঐহিক ঐশ্বর্য্য ও দেহাবসানে সারূপ্য বর প্রদান করিলেন। তাঁহারা সুদামা মালাকারের গৃহে গমন করিলে সুদামা সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক পাদ্য, অর্ঘ্য ও অনুলেপনাদি দ্বারা তাঁহাদের পূজা ও স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় অনুসারে তাহাদিগকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্যে মণ্ডিত করিল। রামকৃষ্ণ তাহার অর্চ্চ-নায় সন্তুষ্ট হইয়া তদভিপ্রায়মত শ্রী, বল, আয়ু প্রভৃতি বিবিধ বর প্রদানপূর্ব্বক তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্তুবতঃ (পূর্ব্বোক্তক্রমেণ স্তবকারিণঃ) তস্য (অক্রূরস্য বিষয়ে) জলে (জলমধ্যে) বপুঃ (স্বকীয়ং রূপং) দর্শয়িত্বা ভূয়ঃ (পুনঃ) নটঃ (নাট্যকারঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) নাট্যম্ (অভিনেয়ং রূপাদি) ইব (তদ্‌বপুঃ) সমাহরৎ (সংহৃতবান্)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত স্তুতিকারক অক্রূরের দৃষ্টিমার্গে জলমধ্যে স্বীয় রূপ প্রদর্শনপূর্ব্বক পুনরায় নাট্যকার যেরূপ অভিনয়ান্তে অভিনেয়রূপ পরিবর্ত্তন করে সেইরূপ উক্তরূপ পরিবর্ত্তন করিলেন॥ ১॥

বিশ্বনাথ—

একচত্বারিংশকেহগাৎ পুরীং স্ত্রীর্মোহয়ন্নহন্।
রজকং বায়কায়াদাৎ সুদাম্নে চ বরান্ হরিঃ॥০॥

তস্যেত্যনাদরে ষষ্ঠী। সমহরদন্তর্ধাপয়ামাস নাট্যমিবেত্যুপসংহার এব দৃষ্টান্তঃ। নটো নাট্যং যথোপসংহরতি তথৈব কৃষ্ণো বৈকুণ্ঠং বৈকুণ্ঠীয়ঞ্চ সনাতনং বস্তু তৎসর্ব্বমুপসংজহারেত্যর্থঃ॥ ১॥

**সোঽপি চান্তর্হিতং বীক্ষ্য জলাদুন্মজ্য সত্বরঃ।
কৃত্বা চাবশ্যকং সর্ব্বং বিস্মিতো রথমাগমৎ॥২॥**

অন্বয়ঃ—সঃ (অক্রূরঃ) অপি চ (তৎভাগবতং বপুঃ) অন্তর্হিতং (তিরোভূতং) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) জলাৎ উন্মজ্য (উত্তীর্য্য) সত্বরঃ (সবেগঃ) আবশ্যকং (অবশ্যকর্ত্তব্যং) সর্ব্বং (কর্ম্ম) কৃত্বা চ বিস্মিতঃ (আশ্চর্য্যান্বিতঃ সন্) রথম্ আগমৎ॥ ২॥

অনুবাদ—তখন অক্রূরও ভগবানের তাদৃশ রূপ অন্তর্হিত দেখিয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল শীঘ্র সমাপনপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রথে আগমন করিলেন॥ ২॥

**তমপৃচ্ছদ্ধৃষীকেশঃ কিং তে দৃষ্টমিবাদ্ভুতম্।
ভূমৌ বিয়তি তোয়ে বা তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে॥৩॥**

অন্বয়ঃ—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তম্ (অক্রূরম্) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞাসিতবান্) ভূমৌ (পৃথিব্যাং) বিয়তি (আকাশে) তোয়ে (জলে) বা তে (ত্বয়া) কিং (কিমপি) অদ্ভুতং (বিচিত্রং বস্তু) দৃষ্টং ইব (প্রত্যক্ষীকৃতং ইব) তথা (অদ্ভুতদর্শিনং ইব) লক্ষয়া-মহে (পশ্যামঃ, তব নেত্রে সাস্রে প্রোৎফুল্লে এব অত্র প্রমাণমিতিভাবঃ)॥ ৩॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে অক্রূরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অক্রূর আপনাকে দেখিয়া মনে হই-

তেছে যে,—আপনি যেন ভূমি, আকাশ বা জলমধ্যে কোন বিচিত্র বস্তু দর্শন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—তথা ত্বাং লক্ষয়ামহে ইতি তব নেত্রে সাস্রে প্রোৎফুল্লে এবাত্র প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীঅক্রূর উবাচ—

অদ্ভুতানীহ যাবন্তী ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
ত্বয়ি বিশ্বাত্মকে তানি কিং মেঽদৃষ্টং বিপশ্যতঃ ॥৪

অন্বয়ঃ—শ্রীঅক্রূর উবাচ—ইহ ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) জলে বা যাবন্তি (যাবৎ সংখ্যকানি) অদ্ভুতানি (সন্তি) তানি (সর্ব্বান্যেব) বিশ্বাত্মকে (বিশ্বস্বরূপভূতে) ত্বয়ি (শ্রীবিষ্ণৌ বর্ত্তন্তে অতঃ ত্বাং) বিপশ্যতঃ (অবলোকয়তঃ) মে (মম) কিম্ (অদ্ভুতম্) অদৃষ্টম্ (অনবলোকিতং বর্ত্ততে, কিমপি ন ইত্যর্থঃ। বিশ্বাত্মকস্য তব দর্শনাৎ পারিশেষ্যাৎ সর্ব্বান্যেব বস্তুনি ময়া দৃষ্টানীতিভাবঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রীঅক্রূর বলিলেন,—এই পৃথিবী আকাশ বা জলমধ্যে যত বিচিত্র বস্তু আছে সে সকলই বিশ্বরূপী আপনার মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে দেখিতেছি বলিয়া আর কোন্ বস্তু দেখিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে? ৪ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন কৃষ্ণেনৈব তত্তৎসর্ব্বং স্ববৈভবমেবাহং দর্শিত ইতি। তাদৃশ তৎপ্রশ্নাদেব নিশ্চিত্য সহর্ষবিবেকমাহ,—অদ্ভুতানি ভূম্যাদৌ যাবন্তি সন্তি তানি ত্বয্যেব সন্তি অতস্তং ত্বাং বিপশ্যতো মে কিমদ্ভুতমদৃষ্টমপি তু সর্ব্বমেব দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যত্রাদ্ভুতানি সর্ব্বাণি ভূমৌ বিয়তি বা জলে।
তং ত্বামপশ্যতো ব্রহ্মন্ কিং মে দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্ ॥৫

অন্বয়ঃ—(হে) ব্রহ্মন্, যত্র (ত্বয়ি) সর্ব্বাণি অদ্ভুতানি (সন্তি) তং ত্বাং (ভগবন্তম্) ইহ অপশ্যতঃ (অনবলোকয়তঃ) মে (মম) ভূমৌ বিয়তি (আকাশে) জলে বা কিম্ অদ্ভুতং দৃষ্টং (ত্বাং বিনা ন তত্র কিঞ্চিদদ্ভুতমস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হে ব্রহ্মন্, আপনার মধ্যেই সমস্ত অদ্ভুত পদার্থ বর্ত্তমান, অতএব আপনাকে এ স্থলে না দেখিলে ভূমি আকাশ বা জলমধ্যে কোন্ অদ্ভুত বস্তু দেখিব? ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, ত্বদ্রূপেঽস্মিন্ দৃশ্যমানে সম্প্রতি তু তানি সর্ব্বাণ্যদ্ভুতত্বায় ন কল্প্যন্তে, কিন্তু ত্বদ্রূপমেবেদমিত্যাহ,—যত্র ত্বয়ি সর্ব্বাণ্যদ্ভুতানি তং ত্বা ত্বাং অনুপশ্যতো নিরন্তরমীক্ষমাণস্য মমান্যত্র ভূম্যাদৌ কিমদ্ভুতং তদ্দৃষ্টমপি তু ন কিমপি কিন্তিদমেব ত্বদ্রূপং সর্ব্বতোঽপ্যদ্ভুতং দৃশ্যতে ইতি জলে সঙ্কর্ষণনারায়ণপার্ষদান্বিতং যদ্বৈকুণ্ঠস্থলমদ্ভুতং দৃষ্টং ততোঽপি পরঃ সহস্রাণ্যদ্ভুতানি ত্বদ্রূপেঽস্মিন্ বর্ত্তন্ত ইতি প্রত্যেমীত্যর্থঃ। হে ব্রহ্মন্, ব্রহ্ম চেতি পাঠদ্বয়ম্। ত্বং মহামহেশ্বরঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মৈবাসি, ত্বয়ি ভ্রাতুষ্পুত্রত্বজ্ঞানরূপং মন্মৌঢ্যং সম্প্রতি ত্বৎকৃপয়া নিঃশেষেণৈবাপক্ষীণমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা চোদয়ামাস স্যন্দনং গান্দিনীসুতঃ।
মথুরামনয়দ্রামং কৃষ্ণঞ্চৈব দিনাত্যয়ে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—গান্দিনীসুতঃ (অক্রূরঃ) ইতি উক্ত্বা স্যন্দনং (রথং) চোদয়ামাস (চালয়ামাস অথ) দিনাত্যয়ে (দিবাবসানকালে) রামং (বলদেবং) কৃষ্ণং চ এব মথুরাং অনয়ৎ (প্রাপয়ামাস) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—অক্রূর এইরূপ বলিয়া রথ চালনা করিলেন এবং দিবাবসানে রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—গান্দিনীসুতোঽক্রূরঃ ॥ ৬ ॥

মার্গে গ্রামজনা রাজংস্তত্র তত্রোপসঙ্গতাঃ।
বসুদেবসুতৌ বীক্ষ্য প্রীতা দৃষ্টিং ন চাদদুঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তত্র তত্র মার্গে (গমনপথে) উপসঙ্গতাঃ (সমীপমাগতাঃ) গ্রামজনাঃ (গ্রামবাসিনঃ) বসুদেবসুতৌ (রামকৃষ্ণৌ) বীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রীতাঃ (হৃষ্টাঃ সন্তঃ) দৃষ্টিং ন আদদুঃ চ (তয়োঃ দর্শনাৎ নেত্রং প্রত্যাহর্ত্তুং ন সমর্থাঃ বভূবুঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পথিমধ্যে গ্রামবাসিগণ নিকটস্থ হইয়া রামকৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক এতদূর প্রীতি-

লাভ করিতেছিলেন যে, তাঁহারা নিজ নিজ দৃষ্টি প্রত্যাহরন করিতে সমর্থ হইতেছিলেন না, নিস্পন্দ হইয়া দর্শন করিতেছিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—নাদদুঃ পশ্যন্ত এব নিষ্পন্দা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তাবদ্‌ব্রজৌকসস্তত্র নন্দগোপাদয়োঽগ্রতঃ।
পুরোপবনমাসাদ্য প্রতীক্ষন্তোঽবতস্থিরে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তাবৎ (তৎক্ষণং) নন্দগোপাদয়ঃ (নন্দপ্রমুখাঃ) ব্রজৌকসঃ (ব্রজবাসিনঃ) অগ্রতঃ (অগ্রে এব) পুরোপবনং (পুরসন্নিহিতং উদ্যানম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) প্রতীক্ষন্তঃ (শ্রীকৃষ্ণাগমনং প্রতীক্ষমাণাঃ সন্তঃ) অবতস্থিরে (স্থিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—নন্দগোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ ইতিমধ্যে অগ্রেই নগর সমীপস্থ উদ্যানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—প্রতীক্ষন্তঃ রামকৃষ্ণৌ প্রতীক্ষমাণাঃ স্থিতা ইতি পূর্ব্বং রথশৈঘ্র্যেণানুগন্তুমসমর্থৈ রথ বর্ত্ম পরিত্যজ্য ঋজুমার্গেণৈব তৈরগ্রে গমনাদক্রূরনিমজ্জননিবন্ধনবিলম্বাচ্চেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

তান্ সমেত্যাহ ভগবানক্রূরং জগদীশ্বরঃ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রশ্রিতং প্রহসন্নিব ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ জগদীশ্বরঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) তান্ (ব্রজৌকসঃ) সমেত্য (প্রাপ্য) পাণিনা (স্বহস্তেন) পাণিম্ (অক্রূরস্য হস্তং) গৃহীত্বা প্রহসন্ (হাসং কুর্ব্বন্) প্রশ্রিতং (সবিনয়ং যথা স্যাৎ তথা) ইব অক্রূরং (প্রতি) আহ (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজহস্তে অক্রূরের হস্তধারণপূর্ব্বক হাস্য ও বিনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—প্রশ্রিতং বিনীতম্। প্রহসন্নিবেতি তদানন্দনার্থমেব নতু বস্তুতঃ। প্রহসন্ মথুরানগরদর্শনেন ব্রজনগরত্যাগস্মৃত্যান্তর্বিষাদোদয়াৎ ॥ ৯ ॥

ভবান্ প্রবিশতামগ্রে সহযানঃ পুরীং গৃহম্।
বয়ং ত্বিহাবমুচ্যাথ ততো দ্রক্ষ্যামহে পুরীম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ সহযানঃ (যানেন সহ) অগ্রে পুরীং (মথুরাং তথা) গৃহং (নিজগৃহমপি) প্রবিশতাং (প্রবিশতু) অথ (অনন্তরং) বয়ং তু ইহ অবমুচ্য (উত্তার্য্য বিশ্রাম্য) ততঃ (পশ্চাৎ) পুরীং দ্রক্ষ্যামহে (অবলোকয়িষ্যামঃ) ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—হে অক্রূর, আপনি রথসহ অগ্রে পুরীমধ্যে এবং নিজ গৃহে প্রবেশ করুন, আমরা এই স্থলে অবতরণপূর্ব্বক বিশ্রামান্তে পুরী দর্শন করিব ॥১০॥

বিশ্বনাথ—গৃহং স্ব-বাসঞ্চ অবমুচ্য বিশ্রাম্য ॥১০

শ্রীঅক্রূর উবাচ—

নাহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ প্রবেক্ষ্যে মথুরাং প্রভো।
ত্যক্তুং নার্হসি মাং নাথ ভক্তং তে ভক্তবৎসল ॥১১

অন্বয়ঃ—শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ—(হে) প্রভো, অহং ভবদ্ভ্যাং রহিতঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং বিনা) মথুরাং ন প্রবেক্ষ্যে (প্রবিষ্টো ভবিষ্যামি) (হে) ভক্তবৎসল, (ভক্তেষু স্নেহশীল) নাথ, (স্বামিন্ ত্বং) তে (তব) ভক্তং মাং ত্যক্তুং ন অর্হসি (ন সমর্থো ভবসি) ॥১১॥

অনুবাদ—শ্রীঅক্রূর বলিলেন,—হে প্রভো, আমি আপনাদের দুইজনকে পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় প্রবেশ করিব না। হে ভক্তবৎসল, হে নাথ, আপনি আপনার এই ভক্তকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥১১॥

আগচ্ছ যাম গেহান্ নঃ সনাথান্ কুর্ব্বধোক্ষজ।
সহাগ্রজঃ সগোপালৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চ সুহৃত্তম ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অধোক্ষজ, (প্রাকৃতেন্দ্রিয়জজ্ঞানাগোচর, ত্বম্) আগচ্ছ গেহান্ যাম (অহং যূয়ঞ্চ সর্ব্বে এব প্রথমতো গৃহান্যেব গমিষ্যামঃ হে) সুহৃত্তম, সগোপালৈঃ (গোপজনসহিতৈঃ) সুহৃদ্ভিঃ (বান্ধবৈঃ সহ) চ নঃ (অস্মান্) সনাথান্ (কৃতার্থান্) কুরু ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে অধোক্ষজ, আপনি আসুন, প্রথমে আমরা গৃহেই গমন করিব। হে সুহৃদ্‌বর, অগ্রজ

বলদেব এবং গোপগণের সহিত আপনি আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—যাম এতে ত্বঞ্চাহঞ্চাস্মাকং গেহান্ যাম ইতি কংসং সমাবেদয়িতুং তৎসমীপং প্রথমং ন যাস্যামি শ্বো মরিষ্যন্ স মে কিং কর্তুং শক্নুয়াৎ। নাহং তস্মাৎ কিঞ্চিদপি বিভেমি ত্বদৈশ্বর্য্যস্য দৃষ্টত্বাদিতি ভাবঃ। নচ মদ্‌গৃহে কস্যাপি বস্তুনঃ সঙ্কোচস্তস্মাৎ সর্ব্বেঽপি যূয়ং গচ্ছতেত্যাহ,—সহাগ্রজ ইতি ॥ ১২ ॥

পুনীহি পাদরজসা গৃহান্ নো গৃহমেধিনাম্।
যচ্ছৌচেনানুতৃপ্যন্তি পিতরঃ সাগ্নয়ঃ সুরাঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে ভগবন্,) যচ্ছৌচেন (যস্য পাদরজসঃ ক্ষালনোদকেন গৃহাঙ্গনস্থিতেন) পিতরঃ (পিতৃলোকাঃ তথা) সাগ্নয়ঃ (অগ্নিসহিতাঃ) সুরাঃ (দেবাঃ) তৃপ্যন্তি (তেন) পাদরজসা গৃহমেধিনাং (নিত্যং গৃহেষু পঞ্চসূনাপরাণাং) নঃ (অস্মাকং) গৃহান্ পুনীহি (পবিত্রীকুরু) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—হে ভগবন্, আপনার যে পাদরজ প্রক্ষালনবারি গৃহাঙ্গনে পতিত হইলে গৃহস্থগণের পিতৃলোক এবং অগ্নিসহিত দেবগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন, সেই পাদরজদ্বারা গৃহধর্ম্মপরায়ণ আমাদিগের গৃহ পবিত্র করুন্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—যচ্ছৌচেন যৎপাদরজঃক্ষালনোদকেন ॥ ১৩ ॥

অবনিজ্যাঙ্‌ঘ্রিযুগলমাসীৎ শ্লোক্যো বলির্মহান্।
ঐশ্বর্য্যমতুলং লেভে গতিঞ্চৈকান্তিনান্তু যা ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—মহান্ (মহামতিঃ) বলিঃ (বলিনামা অসুররাজঃ) অঙ্‌ঘ্রিযুগলং (ভবতঃ পাদপদ্মদ্বয়ম্) অবনিজ্য (প্রক্ষাল্য) শ্লোক্যঃ (পুণ্যকীর্ত্ত্যর্হঃ) আসীৎ (অভূৎ তথা) অতুলম্ ঐশ্বর্য্যম্ (অপি চ) ঐকান্তিনাং তু (ভবদেকান্তভক্তানাং) যা গতিঃ চ (বর্ত্ততে তাঞ্চ) লেভে (প্রাপ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—মহাত্মা বলিরাজ আপনার পাদপদ্মযুগল প্রক্ষালন করিয়া পুণ্যকীর্ত্তিভাজন হইয়াছিলেন এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও ঐকান্তিক ভক্তোচিত গতিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—শ্লোক্যা মহাযশোঽর্হঃ গতিঞ্চ লেভে। যা একান্তিনামেব গতিশ্চেত্যপি পাঠঃ ॥ ১৪ ॥

আপস্তেঽঙ্‌ঘ্র্যবনেজন্যস্ত্রীল্লোঁকান্ শুচয়োঽপুনন্।
শিরসাধত্ত যাঃ শর্ব্বঃ স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—তে (তব) অঙ্‌ঘ্র্যবনেজন্যঃ (পাদপদ্মশৌচভূতাঃ) শুচয়ঃ (অপ্রাকৃত্যঃ) আপঃ (গঙ্গাভিধানাঃ) ত্রীন্ লোকান্ (ত্রীণ্যপি ভুবনানি) অপুনন্ (পবিত্রিতবত্যঃ) শর্ব্বঃ (মহেশ্বরঃ) যাঃ (অপঃ) শিরসা (মস্তকেন) অধত্ত (ধৃতবান্) সগরাত্মজাঃ (সগররাজস্য পুত্রাঃ মহদবহেলনাপরাধেন ভস্মীভূতাঃ যাভিঃ অদ্ভিঃ স্পৃষ্টাভিঃ) স্বঃ (স্বর্গং) যাতাঃ ॥১৫॥

অনুবাদ—হে দেব, আপনার পাদপদ্মশৌচভূত অপ্রাকৃত সলিল ত্রিভুবন পবিত্র করিয়াছে, স্বয়ং মহাদেব উহা মস্তকে ধারণ করিয়াছেন এবং সগর-সন্তানগণ উহার স্পর্শে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

বিশ্বনাথ—আপো গঙ্গাভিধানাঃ। শুচয়োঽপ্রাকৃত্যঃ। স্বর্যাতা ইতি। যত ইতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥

দেবদেব জগন্নাথ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন।
যদূত্তমোত্তমঃশ্লোক নারায়ণ নমোঽস্তু তে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবদেব, (হে) জগন্নাথ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, (পুণ্যে পুণ্যপ্রদে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য সঃ তৎসম্বোধনং হে) যদূত্তম, (হে) উত্তমঃশ্লোক, (হে) নারায়ণ, তে (তুভ্যং) নমঃ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবদেব, হে জগন্নাথ, হে পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তন, হে যদুবর, হে উত্তমশ্লোক, হে নারায়ণ, আপনাকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—হে দেবদেব ত্বং দেবেষু দীব্যসি মদ্‌গৃহেঽপি অদ্য দিব্য, ত্বং জগতাং নাথঃ অদ্য মদ্‌গৃহস্য নাথো ভব। হে পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, অদ্য মদ্‌গৃহমপি পুণ্যং কুরু। হে যদূত্তম! যদোর্মম গৃহমাগচ্ছ। হে উত্তমশ্লোক, পতিতপাবনত্বযশঃ প্রকাশয়ন্ পতিতং মদ্‌গৃহং পুনীহি ॥ ১৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

আয়াস্যে ভবতো গেহমহমার্য্যসমন্বিতঃ।
যদুচক্রদ্রুহং হত্বা বিতরিষ্যে সুহৃৎপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ,—আর্য্যসমন্বিতঃ (আর্য্যেণ বলদেবেন সমন্বিতঃ) অহং ভবতঃ গেহং (গৃহম্) আয়াস্যে (পশ্চাদাগমিষ্যামি আদৌ) যদু-চক্রদ্রুহং (যদুচক্রায় দ্রুহ্যতীতি যদুচক্রধ্রুক্ তং কংসং) হত্বা সুহৃৎপ্রিয়ং (সুহৃদাং প্রিয়ং) বিতরিষ্যে (দাস্যামি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে অক্রূর, আর্য্য বলদেবের সহিত আমি পশ্চাৎ তোমার গৃহে উপস্থিত হইব, প্রথমতঃ যাদবমণ্ডলদ্রোহী কংসকে বধ করিয়া সুহৃদ্‌গণের আনন্দ প্রদানই আমার কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—সত্যং ভো! মাং যদূত্তমং ব্রূষে তর্হি যদুচক্রদ্রুহং হত্বৈব ভবতো গেহমায়াস্যে ॥ ১৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

এবমুক্তো ভগবতা সোঽক্রূরো বিমনা ইব।
পুরীং প্রবিষ্টঃ কংসায় কর্ম্মাবেদ্য গৃহং যযৌ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—ভগবতা (শ্রীকৃষ্ণেন) এবং উক্তঃ সঃ অক্রূরঃ বিমনাঃ ইব (দুঃখিত ইব) পুরীং প্রবিষ্টঃ (সন্) কংসায় কর্ম্ম (রামকৃষ্ণা-নয়নরূপং স্বকৃতম্) আবেদ্য (পশ্চাৎ) গৃহং (স্বালয়ং) যযৌ (গতবান্) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ এইরূপ বলিলে অক্রূর দুঃখিতের ন্যায় পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কংসের নিকট রামকৃষ্ণের আনয়নবার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

অথাপরাহ্নে ভগবান্ কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ।
মথুরাং প্রাবিশদ্‌গোপৈর্দিদৃক্ষুঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ—অথ অপরাহ্নে (দিবসস্য শেষভাগে) সঙ্কর্ষণান্বিতঃ (বলদেবেন যুক্তঃ) গোপৈঃ পরি-বারিতঃ (বেষ্টিতঃ) ভগবান্ কৃষ্ণঃ দিদৃক্ষুঃ (পুরীং দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ সন্) মথুরাং প্রাবিশৎ (প্রবিষ্টবান্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর অপরাহ্নে বলদেব সহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপজন-বেষ্টিত হইয়া পুরদর্শনেচ্ছায় মথুরা-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—গোপৈঃ পরিবারিতো যুক্তঃ ॥ ১৯ ॥

দদর্শ তাং স্ফটিকতুঙ্গ-গোপুর-
দ্বারাং বৃহদ্ধেমকপাট-তোরণাম্।
তাম্রার-কোষ্ঠাং পরিখাদুরাসদা-
মুদ্যানরম্যোপবনোপশোভিতাম্ ॥ ২০ ॥
সৌবর্ণশৃঙ্গাটক-হর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ
শ্রেণীসভাভির্ভবনৈরুপস্কৃতাম্।
বৈদূর্য্যবজ্রামল-নীলবিদ্রুমৈ-
র্মুক্তাহরিদ্ভির্বলভীষু বেদিষু ॥ ২১ ॥
জুষ্টেষু জালামুখরন্ধ্রকুট্টিমে-
ষ্বাবিষ্টপারাবতবর্হিনাদিতাম্।
সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং
প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুরলাজতণ্ডুলাম্ ॥ ২২ ॥
আপূর্ণকুম্ভৈর্দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ
প্রসূন-দীপাবলিভিঃ সপল্লবৈঃ।
সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ সকেতুভিঃ
সলঙ্কৃতদ্বারগৃহাং সপট্টিকৈঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(পুরীপ্রবেশানন্তরং ভগবান্) স্ফটিক-তুঙ্গগোপুরদ্বারাং (স্ফটিকানি স্ফটিকময়ানি তুঙ্গানি উন্নতানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি দ্বারাণি গৃহদ্বারাণি চ যস্যাং তাং) বৃহদ্ধেমকপাটতোরণাং (বৃহন্তি হেম-ময়ানি কপাটানি তোরণানি চ যত্র তাং) তাম্রার কোষ্ঠাং (তাম্রং চ আরঃ পিত্তলং চ তন্ময়াঃ কোষ্ঠাঃ ধান্যাদ্যাগারা যস্যাং তাং) পরিখাদুরাসদাং (পরিখা-পরিতঃ খাতগর্ত্তাঃ তাভিঃ দুরাসদাং দুর্গমাম্) উদ্যান-রম্যোপবনোপশোভিতাম্ (উদ্যানানি দূরস্থানি বনানি রম্যানি উপবনানি নিকটানি তৈঃ উপশোভি-তাং) তাং (মথুরাপুরীং) দদর্শ (দৃষ্টবান্) সৌবর্ণ-শৃঙ্গাটকহর্ম্ম্যনিষ্কুটৈঃ (সৌবর্ণাঃ সুবর্ণময়াঃ শৃঙ্গাটকা-শ্চতুষ্পথাঃ হর্ম্ম্যাণি ধনিনাং গৃহাণি নিষ্কুটা গৃহো-চিতা আরামাশ্চ তৈঃ) শ্রেণীসভাভিঃ (শ্রেণীনাং একরূপশিল্পোপজীবিনাং সভাভিঃ উপবেশনস্থানৈঃ অন্যৈশ্চ) ভবনৈঃ (গৃহৈঃ) উপস্কৃতাম্ (অলঙ্কৃতাং)

বৈদূর্য্যবজ্রামলনীলবিদ্রুমৈঃ (বৈদূর্য্যৈঃ বজ্রৈঃ অমলৈঃ স্ফটিকৈঃ নীলৈঃ নীলকান্তৈঃ বিদ্রুমৈঃ তন্নামকৈশ্চ রত্নৈঃ তথা) মুক্তাহরিভিঃ (মুক্তাভিঃ হরিভিঃ মরকতৈশ্চ) জুষ্টেষু (রচিতেষু) বলভীষু (বলভ্যঃ গৃহপুরোভাগেষু বক্রদারুচ্ছাদনানি তাসু তথা) বেদিষু (বলভী নিম্নদেশে বিরচিতাসু অবষ্টম্ভবেদিকাসু) জালা-মুখ-রন্ধ্র-কুট্টিমেষু (জালামুখরন্ধ্রাণি গবাক্ষচ্ছিদ্রাণি কুট্টিমানি মণিবদ্ধা ভূময়স্তেষু) আবিষ্টপারাবত-বর্হিনাদিতাম্ (আবিষ্টৈঃ উপবিষ্টৈঃ পারাবতৈঃ গৃহকপোতৈঃ বর্হিভিঃ ময়ূরৈশ্চ নাদিতাং শব্দিতাং) সংসিক্তরথ্যাপণমার্গচত্বরাং (রথ্যা রাজমার্গাঃ আপণাঃ পণ্যবীথয়ঃ মার্গাঃ অন্যে চ পন্থানঃ চত্বরাণি অঙ্গনানি। সংসিক্তানি রথ্যাদীনি যস্যাং তাং) প্রকীর্ণমাল্যাঙ্কুর লাজতণ্ডুলাং (প্রকীর্ণাঃ বিক্ষিপ্তাঃ মাল্যাদয়ঃ যস্যাং তাং) দধিচন্দনোক্ষিতৈঃ (দধিচন্দনসিক্তৈঃ) প্রসূন-দীপাবলিভিঃ (প্রসূনানাং পুষ্পানাং দীপানাঞ্চ আবলয়ঃ পংক্তয়ঃ যেষু তৈঃ) সপল্লবৈঃ (পল্লবালঙ্কৃতৈঃ) সবৃন্দরম্ভাক্রমুকৈঃ (বৃন্দৈঃ ফলগুচ্ছৈঃ উপলক্ষিতাঃ রম্ভাঃ ক্রমুকাঃ পুগাশ্চ তৎসহিতৈঃ) সকেতুভিঃ (কেতবঃ ধ্বজাঃ তৎসহিতৈঃ) সপট্টিকৈঃ (পট্টিকা বিতস্তিবিস্তারপট্টবস্ত্রাণি তৎসহিতৈঃ) আপূর্ণকুম্ভৈঃ (সম্যগ্‌রূপেণ জলেন পরিপূরিতৈঃ কলসৈঃ) স্বলঙ্কৃতগৃহদ্বারাং (স্বলঙ্কৃতানি সম্যগলঙ্কৃতানি গৃহদ্বারাণি যস্যাং তাং পুরীং দদর্শ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) ॥ ২০-২৩ ॥

অনুবাদ—প্রবেশান্তর শ্রীকৃষ্ণ দেখিতে পাইলেন যে—পুরীমধ্যে স্ফটিকময় উন্নত গোপুর (পুরদ্বার) এবং গৃহদ্বার সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে, পুরীর কপাট এবং তোরণ সকল সুবর্ণময়, পরিখা দুর্গম, সর্ব্বত্র উদ্যান ও উপবন সকল তাহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ পুরীমধ্যে সুবর্ণময় চতুষ্পথ, হর্ম্ম্য, আরামগৃহ, সদৃশ শিল্পোপজীবিগণের উপবেশন-স্থান ও অন্যান্য গৃহ সৌন্দর্য্যবিধান করিতেছিল, বৈদূর্য্য, বজ্র, স্ফটিক, নীলকান্ত, বিদ্রুম, মুক্তা ও মকরত-রচিত বলভি, (গৃহাগ্রভাগস্থিত বক্রকাষ্ঠময় আচ্ছাদন) বেদিকা, গবাক্ষমুখরন্ধ্র ও কুট্টিম (মণিবদ্ধ ভূভাগ) সকলে উপবিষ্ট পারাবত এবং ময়ূরগণ শব্দ করিতেছিল, রাজপথ, পণ্যবীথিকা, সাধারণ পথ ও অঙ্গন সকল জলসিক্ত হইয়াছিল, সর্ব্বত্রমাল্য, অঙ্কুর, লাজ ও তণ্ডুল বিক্ষিপ্ত ছিল, দধি-চন্দনসিক্ত, পুষ্প ও দীপাবলিযুক্ত, পল্লব ফলগুচ্ছ সমন্বিত কদলীবৃক্ষ ও গুবাক শোভিত, ধ্বজা, পট্টিকাভূষিত পূর্ণকুম্ভ সকলে গৃহদ্বারসমূহ সুসজ্জিত ছিল ॥২০-২৩॥

বিশ্বনাথ—পুরীং বর্ণয়তি—চতুর্ভিঃ। স্ফাটিকানি তুঙ্গানি গোপুরাণি পুরদ্বারাণি দ্বারাণি অন্যানি চ যস্যাং তাম্ বৃহন্তি হেমময়ানি কবাটানি তোরণানি বহির্দ্বারাণি চ যস্যাং তাম্। তাম্রঞ্চ আরঃ পিতলঞ্চ তন্ময়াঃ কোষ্ঠাং ধান্যাদ্যাগারা যস্যাং তাম্ পরিখাঃ পরিতঃ খাতাঃ গর্ত্তাস্তাভির্দুরাসাম্। সৌবর্ণাঃ শৃঙ্গাটকাশ্চতুষ্পথাঃ হর্ম্ম্যাণি ধনিগৃহাণি। নিষ্কুটা গৃহারামাস্তৈঃ শ্রেণীনাং একরূপশিল্পোপজীবিনাং সভাভিরুপবেশস্থানৈরন্যৈশ্চ ভবনৈরলঙ্কৃতাম্। বৈদূর্য্যাদিরত্নৈর্জুষ্টেষু বলভ্যাদিষু আবিষ্টৈরুপবিষ্টৈরাসক্তৈর্বা পারাবতৈর্ব্বর্হিভিশ্চ নাদিতাম্। তত্তৎপ্রতিধ্বনিমত্ত্বেন তৈরেব কারিতনাদামিত্যর্থঃ। তত্র বলভী "গৃহচূড়ে"তি ক্ষীরস্বামী। "আচ্ছাদনং স্যাদ্বলভী গৃহাণা"মিতি হলায়ুধঃ। "বলভী চন্দ্রশালি"কেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। সা চ সর্ব্বগৃহোপরিবর্ত্তিনী জ্ঞেয়া। বেদির্গৃহাগ্রে ইষ্টকাদিবদ্ধা বিশ্রান্তিভূঃ। জালামুখরন্ধ্রাণি গবাক্ষচ্ছিদ্রাণি। কুট্টিমানি মণিবদ্ধভূময়ঃ। রথ্যা রাজমার্গাঃ। আপণাঃ পণ্যবীথয়ঃ। মার্গা অবান্তরবর্ত্মানি। চত্বারাণ্যঙ্গনানি। আপূর্ণৈঃ কুম্ভৈঃ। দধিচন্দনেত্যাদিষড়্‌বিশেষণবিশিষ্টৈঃ স্বলঙ্কৃতানি দ্বারাণি যেষাং তে গৃহা যস্যাং তাং বৃন্দং ফলসংহতিঃ। রম্ভাঃ কদল্যঃ। ক্রমুকাঃ কেতবো। ধ্বজাঃ সপতাকাঃ পট্টিকাঃ বিতস্তিবিস্তারপট্টবস্ত্রখণ্ডানি। অত্রেয়ং রীতিঃ। দ্বারেষূভয়তস্তণ্ডুলানামুপরি কুম্ভাঃ তৎপরিতঃ প্রসূনাবলয়ঃ। কুম্ভানাং কণ্ঠেষুপট্টিকাঃ। মুখেষু চূতাদিপল্লবাঃ। তদুপরি স্বর্ণপাত্রে দীপাবলয়ঃ। কুম্ভানাং পার্শ্বদ্বয়ে রম্ভাবৃক্ষদ্বয়ম্। অগ্রে পশ্চাচ্চ ক্রমুকবৃক্ষদ্বয়ম্। কেতবঃ কুম্ভালগ্নাঃ ॥ ২০-২৩ ॥

———

তাং সম্প্রবিষ্টৌ বসুদেবনন্দনৌ
বৃতৌ বয়স্যৈর্নরদেববর্ত্মনা।

দ্রষ্টুং সমীয়ুস্ত্বরিতাঃ পুরস্ত্রিয়ো
হর্ম্ম্যাণি চৈবারুরুহুর্নৃপোৎসুকাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, নরদেববর্ত্মনা (রাজমার্গেণ) তাং (মথুরাপুরীং) সম্প্রবিষ্টৌ বয়স্যৈঃ বৃতৌ (বেষ্টিতৌ) বসুদেবনন্দনৌ (রামকৃষ্ণৌ) দ্রষ্টুং পুরস্ত্রিয়ঃ (মথুরাপুরীস্থিতাঃ কামিন্যঃ) ত্বরিতাঃ (সবেগাঃ সত্যঃ) সমীয়ুঃ (আজগ্মুঃ তথা) উৎসুকাঃ (সত্যঃ) হর্ম্ম্যাণি (প্রাসাদাগ্রভাগান্ ইত্যর্থঃ) চ এব আরুরুহুঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, বয়স্যগণবেষ্টিত বাসুদেবনন্দন রামকৃষ্ণ রাজপথদ্বারা পুরী প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য পুরনারীগণ ত্বরা-সহকারে আগমন এবং উৎসুকচিত্তে প্রাসাদাগ্রে আরোহণ করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—নরদেববর্ত্মনা রাজমার্গেণ পুরীং প্রবিষ্টৌ রামকৃষ্ণৌ দ্রষ্টুং সমুৎসুকাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ সমীয়ুঃ সংহত্যাজ জগ্মুঃ। হর্ম্ম্যাণি চ কাশ্চিদারুরুহুঃ ॥ ২৪ ॥

কাশ্চিদ্বিপর্য্যগ্ধৃতবস্ত্রভূষণা
বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেষ্বথাপরাঃ।
কৃতৈকপত্রশ্রবণৈকনূপুরা
নাঙ্‌ক্ত্বা দ্বিতীয়ন্ত্বপরাশ্চ লোচনম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—কাশ্চিৎ (পুরস্ত্রিয়ঃ ঔৎসুক্যাৎ) বিপর্য্যগ্ধৃত-বস্ত্র-ভূষণাঃ (বিপর্য্যক্ বিপরীতং ধৃতানি বস্ত্রাণি চ বিভূষণানি চ যাভিঃ তাঃ তথা সত্যঃ) যুগলেষু (ধার্য্যেষু কুণ্ডলকঙ্কণাদিষু) একং বিস্মৃত্য চ (সমীয়ুঃ ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ) অথ অপরাঃ (পুরস্ত্রিয়ঃ) কৃতৈক-পত্র-শ্রবণৈকনূপুরাঃ (কৃতমেকমেব পত্রং যয়োস্তে শ্রবণে যাসাং একমেব নূপুরং চরণাভরণং যাসাং তাশ্চ তথা সত্যঃ সমীয়ুঃ) অপরাঃ চ (পুরস্ত্রিয়ঃ) দ্বিতীয়ং লোচনং তু নাঙ্‌ক্ত্বা (অনঙ্‌ক্ত্বা একস্মিন্নেব লোচনে অঞ্জনং নিধায়ৈব সমীয়ুরিতি শেষঃ) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—ঔৎসুক্যবশতঃ কোন কোন স্ত্রী বস্ত্র ও ভূষণ বিপর্য্যয়ভাবে ধারণ এবং কঙ্কণ-কুণ্ডলাদির একটী মাত্র ধারণ ও অপরটী বিস্মৃত হইয়াই আগমন করিয়াছিল। কোন কোন স্ত্রী কর্ণমধ্যে একটীমাত্র পত্র রচনা ও একটীমাত্র নূপুর ধারণ করিয়াই আসিয়াছিল। কোন কোন স্ত্রীলোক একটীমাত্র নয়নে অঞ্জন-ধারণ করিয়াই উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—ঔৎসুক্যং বিবৃণোতি—দ্বাভ্যাম্। কাশ্চিদিতি বিপর্য্যক্ বিপরীতং যথা স্যাত্তথা ধৃতানি বস্ত্রাণি বিভূষণানি চ যাভিস্তাঃ। যুগলেষু ধার্য্যেষু কুণ্ডলকঙ্কণাদিষু মধ্যে একমেকং বিস্মৃত্য সমীয়ুঃ। কৃতমেকৈকমেব পত্রং শ্রবণেষু যাভিঃ। একৈকমেব নূপুরং যাসাং তাশ্চ তাশ্চ তাঃ। দ্বিতীয়ং স্বলোচনং ন অঙ্‌ক্ত্বা কিন্ত্বেকং বামমেব কজ্জলেনাঙ্‌ক্তেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

অশ্নন্ত্য একাস্তদপাস্য সোৎসবা
অভ্যজ্যমানা অকৃতোপমজ্জনাঃ।
স্বপন্ত্য উত্থায় নিশম্য নিঃস্বনং
প্রপায়য়ন্ত্যোঽর্ভমপোহ্য মাতরঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—একাঃ (পুরস্ত্রিয়ঃ) অশ্নন্ত্যঃ (ভুঞ্জানাঃ সত্যঃ) তৎ (ভোজনম্) অপাস্য (ত্যক্ত্বা) সোৎসবাঃ (হর্ষভরাক্রান্তচিত্তাঃ সমীয়ুঃ ইতি শেষঃ) অভ্যজ্যমানাঃ (সখীভিঃ ক্রিয়মাণতৈলাভ্যঙ্গাঃ একাঃ) অকৃতোপমজ্জনাঃ (অকৃতস্নানা এব সমীয়ুঃ) স্বপন্ত্যঃ (নিদ্রিতাঃ একাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ) নিঃস্বনং (জনকোলাহলং) নিশম্য (শ্রুত্বা) উত্থায় (সমীয়ুঃ) প্রপায়য়ন্ত্যঃ (শিশুং স্তনং পায়য়ন্ত্যঃ) মাতরঃ অর্ভং (শিশুম্) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা সমীয়ুঃ ইতি শেষঃ) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—কেহ কেহ আরব্ধ-ভোজন ত্যাগ করিয়াই হর্ষবশতঃ চলিয়া আসিল, কেহ কেহ সখীগণকর্ত্তৃক শরীরে তৈলমর্দ্দন অবস্থায় স্নান না করিয়াই আগমন করিল, কেহ বা জনকোলাহল শ্রবণে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া কেহ বা স্তন্যপান হইতে শিশুকে পরিত্যাগ করিয়াই চলিয়া আসিল ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ অশনম্। সোৎসবা ইতি বিবাহাদিকর্ম্মপরাস্তত্তৎ কর্ম্ম ত্যক্ত্বা পরিণীয়মানাঃ কন্যাশ্চ পতিপরিক্রমণমসমাপ্যৈবেত্যর্থঃ। সখীভিরভ্যজ্যমানাঃ এব তাঃ সখীস্তিরস্কৃত্য অভ্যঙ্গমপ্যসমাপ্যেত্যর্থঃ। ন কৃতমুপ আধিক্যেন মজ্জনং যাভিস্তাঃ স্নানমপ্যসমাপ্য

ক্লিন্নগাত্র এবেত্যর্থঃ। নিতরামতিযত্নেন পায়য়ন্ত্য ইতি স্বয়ং পাতুমজানন্তং সদ্যঃ প্রসূতমর্ভকমপ্যপোহ্যেত্যর্থঃ।। ২৬ ।।

———

মনাংসি তাসামরবিন্দলোচনঃ
প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ।
জহার মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমো
দৃশাং দদচ্ছ্রীরমণাত্মনোৎসবম্ ।। ২৭ ।।

অন্বয়ঃ—মত্তদ্বিরদেন্দ্রবিক্রমঃ (মত্তগজেন্দ্রবীর্য্যঃ) অরবিন্দলোচনঃ (পদ্মপলাশায়তনয়নঃ কৃষ্ণঃ) প্রগল্‌ভলীলাহসিতাবলোকৈঃ (প্রগল্‌ভা যা লীলাঃ তাভিঃ হসিতানি নিরীক্ষণানি চ তৈঃ তথা) শ্রীরমণাত্মনা (শ্রিয়ং রময়তীতি শ্রীরমণঃ তেন আত্মনা বপুষা) তাসাং (পুরস্ত্রিয়াং) দৃশাং (নয়নানাম্) উৎসবম্ (আনন্দং) দদৎ (বিতরন্) মনাংসি জহার (হৃতবান্) ।। ২৭ ।।

অনুবাদ—মত্তগজতুল্য বিক্রমশালী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ প্রগল্‌ভ লীলাসহকৃত হাস্য ও দৃষ্টিপাতদ্বারা এবং শ্রীবিমোহনরূপদ্বারা কামিনীগণের নয়নানন্দবিতরণ সহকারে চিত্তহরণ করিয়াছিলেন ।। ২৭ ।।

বিশ্বনাথ—শ্রিয়া স্বশোভয়ৈব রময়তি মথুরাঙ্গনাঃ ক্রীড়য়তীতি শ্রীরমণস্তেনাত্মনা দেহেন দৃশামুৎসবং দদৎ মনাংসি তাসাং জহারেতি চাক্ষুষসম্ভোগদানেন তা বিহ্বলীকৃত্যালক্ষিতমেব মনোরত্নানি চোরয়ামাসেত্যর্থঃ ।। ২৭ ।।

———

দৃষ্ট্বা মুহুঃ শ্রুতমনুদ্রুতচেতসস্তং
তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ।
আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্য দৃশাত্মলব্ধং
হৃষ্যত্ত্বচো জহুরনন্তমরিন্দমাধিম্ ।। ২৮ ।।

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, (শত্রুদমন, তাঃ পুরস্ত্রিয়ঃ) মুহুঃ শ্রুতং (বারম্বারম্ আকর্ণিতং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) দৃষ্ট্বা অনুদ্রুতচেতসঃ (অনুদ্রুতানি দর্শনং লক্ষ্যীকৃত্যৈব দ্রবীভূতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ) তৎপ্রেক্ষণোৎস্মিতসুধোক্ষণলব্ধমানাঃ (তস্য প্রেক্ষণঞ্চ উৎস্মিতঞ্চ উদ্‌গতহাস্যঞ্চ তদেব সুধা তয়া উক্ষণং সেচনং তেন লব্ধো মানঃ যাভিস্তাঃ তথা সত্যঃ) দৃশা (উদ্‌ঘাটিতেন নেত্রদ্বারেণ) আত্মলব্ধং (আত্মনি মনসি লব্ধং প্রাপ্তম্) আনন্দমূর্ত্তিম্ (আনন্দময়বিগ্রহং শ্রীকৃষ্ণম্) উপগুহ্য (আলিঙ্গ্য) হৃষ্যত্ত্বচঃ (রোমাঞ্চিতবিগ্রহাঃ সত্যঃ) অনন্তম্ আধিং (তদপ্রাপ্তিজনিতাম্ অশেষাং মনোব্যথাং) জহুঃ (তত্যজুঃ) ।। ২৮ ।।

অনুবাদ—হে শত্রুদমন, সেই পুরস্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণের কথা বহুবার শ্রবণ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল এবং তদীয় দৃষ্টিপাত ও উদ্‌গতহাস্যরূপ অমৃত-সেচনে মান লাভ করিলেন। তখন তাঁহারা নেত্রপথে মনোমধ্যে প্রাপ্ত আনন্দময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে তাঁহার অপ্রাপ্তিজনিত অনন্ত মনোব্যথা ত্যাগ করিলেন ।। ২৮ ।।

বিশ্বনাথ—অনুদ্রুতানি দর্শনং লক্ষ্যীকৃত্যৈব দ্রবীভূতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ। তৎকর্ত্তৃকং প্রেক্ষণং উৎকৃষ্টং স্মিতঞ্চ সুধা তয়া যদুক্ষণং সেচনং তেন লব্ধো মান আদরো যাভিস্তাঃ। দৃশা একস্যৈব নেত্রস্যাপাঙ্গদ্বারেণ উঘাটিতেন আত্মনি মনসি লব্ধং প্রাপ্তং স্বচ্ছন্দেনেবোপগুহ্য তদপ্রাপ্তিজনিতমনন্তমাধিং জহুঃ। হে অরিন্দমেতি এতাদৃশ ভগবচ্চরিত্রশ্রবণমননাদিনৈব ত্বয়া কামাদয়ঃ শত্রবো জিতা ইতি ভাবঃ ।। ২৮ ।।

———

প্রাসাদশিখরারূঢ়াঃ প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্বুজাঃ।
অভ্যবর্ষন্ সৌমনস্যৈঃ প্রমদা বল-কেশবৌ ।।২৯।।

অন্বয়ঃ—(অথ) প্রাসাদ-শিখরারূঢ়াঃ (প্রাসাদস্য অগ্রভাগে অবস্থিতাঃ) প্রীত্যুৎফুল্লমুখাম্ভোজাঃ (প্রীত্যা তদ্দর্শনজনিতহর্ষেণ উৎফুল্লানি মুখাম্ভোজানি যাসাং তাঃ) প্রমদাঃ (কামিন্যঃ) সৌমনস্যৈঃ (কুসুমসমূহৈঃ) বলকেশবৌ (রামকৃষ্ণৌ) অভ্যবর্ষন্ (তয়োরুপরি পুষ্পবর্ষণং চক্রুঃ ইত্যর্থঃ) ।। ২৯ ।।

অনুবাদ—অনন্তর প্রাসাদশিখরস্থিত প্রীতিপ্রফুল্লবদন কামিনীগণ রামকৃষ্ণের উপরে পুষ্পবর্ষণ করিয়াছিলেন ।। ২৯ ।।

বিশ্বনাথ—সুমনসাং তাসাং কর্ম্মাণি ভাবেঙ্গিতানি

সৌমনস্যানি তৈর্হেতুভিরভ্যবর্ষন্ কুসুমানি স্মিতানি বেতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ স্রগ্গন্ধৈরভ্যুপায়নৈঃ।
তাবানর্চ্চুঃ প্রমুদিতাস্তত্র তত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—তত্র তত্র (রাজমার্গে) দ্বিজাতয়ঃ (দ্বিজাতিজনাঃ) প্রমুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ সন্তঃ) দধ্যক্ষতৈঃ সোদপাত্রৈঃ (উদকপাত্রসহিতৈঃ) স্রগ্গন্ধৈঃ (মাল্য-চন্দনৈঃ তথা) উপায়নৈঃ (উপহারৈঃ চ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) আনর্চ্চুঃ (পূজয়ামাসুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—রাজপথের সর্ব্বত্র দ্বিজগণ দধি, অক্ষত, উদকপাত্র, মাল্যচন্দন এবং অন্যান্য বিবিধ উপহার-দ্বারা হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥৩০

উচুঃ পৌরা অহো গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ মহৎ।
যা হ্যেতাবনুপশ্যন্তি নরলোকমহোৎসবৌ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—পৌরাঃ (পুরস্ত্রিয়ঃ) উচুঃ—অহো! গোপ্যঃ কিং মহৎ তপঃ অচরন্ (অনুষ্ঠিতবত্যঃ যতঃ) যাঃ হি (গোপ্যঃ) নরলোকমহোৎসবৌ (নরলোকস্য আনন্দদায়কৌ) এতৌ (রামকৃষ্ণৌ) অনুপশ্যন্তি (নিরন্তরম্ অবলোকয়ন্তি) ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—তৎকালে পুরস্ত্রীগণ বলিয়াছিলেন,—অহো! গোপীগণ না জানি কোন্ মহাতপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা নরলোকের মহোৎসবস্বরূপ এই রামকৃষ্ণকে নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—পৌরাঃ পুরবাসিস্ত্রীজনাঃ ॥ ৩১ ॥

রজকং কঞ্চিদায়ান্তং রঙ্গকারং গদাগ্রজঃ।
দৃষ্ট্বাযাচত বাসাংসি ধৌতান্যত্যুত্তমানি চ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রঙ্গকারং (বস্ত্রাণাং রঙ্গং কুর্ব্বন্তং) কঞ্চিৎ রজকং (বস্ত্রনির্ণেজকম্) আয়ান্তং দৃষ্ট্বা ধৌতানি অত্যুত্তমানি চ বাসাংসি (বসনানি) অযাচত (প্রার্থয়ামাস) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে পথিমধ্যে কোন বস্ত্র-রঞ্জক রজককে আসিতে দেখিয়া তাহার নিকট ধৌত অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্রসকল প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—রজকো বস্ত্রনির্ণেজকঃ স এব বস্ত্রাণাং রঙ্গমপি কুর্ব্বন্ রঙ্গকারস্তম্ ॥ ৩২ ॥

দেহ্যাবয়োঃ সমুচিতান্যঙ্গ বাসাংসি চার্হতোঃ।
ভবিষ্যতি পরং শ্রেয়ো দাতুস্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অঙ্গ, (সম্বোধনে) অর্হতোঃ (যোগ্যয়োঃ) আবয়োঃ সমুচিতানি (যোগ্যানি) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) দেহি। দাতুঃ তে (তব অস্মাৎ দানাৎ) পরং শ্রেয়ঃ (উত্তমং কল্যাণং) ভবিষ্যতি অত্র সংশয়ঃ (কিয়ানপি সন্দেহঃ) ন (নাস্তি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—হে রজক, আমরা দুইজন দানের যোগ্যপাত্র অতএব আমাদের পরিধানের উপযোগী বস্ত্র দান কর। এই বস্ত্রদান হইতে তোমার পরম-মঙ্গল লাভ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

স যাচিতো ভগবতা পরিপূর্ণেন সর্ব্বতঃ।
সাক্ষেপং রুষিতঃ প্রাহ ভৃত্যো রাজ্ঞঃ সুদুর্ম্মদঃ ॥৩৪

অন্বয়ঃ—রাজ্ঞঃ (কংসস্য) সুদুর্ম্মদঃ (দুরভিমানঃ) সঃ ভৃত্যঃ সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণেন (পূর্ণব্রহ্মরূপেণ) ভগবতা যাচিতঃ (প্রার্থিতঃ) রুষিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) সাক্ষেপং (সভর্ৎসনম্ ইদং) প্রাহ (উবাচ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—রাজা কংসের দুরভিমানী ভৃত্য পূর্ণ-ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্রোধে ভর্ৎসনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ঈদৃশান্যেব বাসাংসি নিত্যং গিরিবনেচরাঃ।
পরিধত্ত কিমুদ্বৃত্তা রাজদ্রব্যাণ্যভীপ্সথ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—(হে দুঃশীলাঃ) গিরিবনেচরাঃ (পর্ব্বত-কাননচারিণঃ যূয়ং) নিত্যং (সর্ব্বদা) ঈদৃশানি এব বাসাংসি পরিধত্ত (পরহিতবন্তঃ অপি তু নৈব ইত্যর্থঃ) কিং (তৎকথং) রাজদ্রব্যাণি (রাজ্ঞঃ কংসস্য এতানি বস্ত্রাণি) অভীপ্সথ (প্রার্থয়ধ্বম্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে দুঃশীল, তোমরা পর্ব্বতে ও বনেই

বিচরণ করিয়া থাক, পরন্ত সর্ব্বদা এরূপ বস্ত্রই পরিধান কর কি? তাহা হইলে এই সকল রাজদ্রব্য প্রার্থনা করিতেছ কেন? ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বৃত্তাৎ সৌশীল্যাৎ উদ্ধতাঃ হে দুঃশীলা ইত্যর্থঃ। পরিধত্তেতি সম্ভাবনায়াং লোট্। সরস্বতী ত্বাহ হে উৎকৃষ্টচরিত্রা, গোবর্দ্ধনগিরিচরা যূয়ং কিম্ ঈদৃশানি প্রাকৃতানি পরিধত্ত অপিতু নৈবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ লীলয়াপি কিং রাজদ্রব্যাণ্যপবিত্রাণ্যভীপ্সথ। "বৃত্তং পদ্যে চরিত্রে চ ত্রিষ্বি"ত্যমরঃ ॥ ৩৫ ॥

যাতাশু বালিশা মৈবং প্রার্থ্যং যদি জিজীবিষা।
বধ্নন্তি ঘ্নন্তি লুম্পন্তি দৃপ্তং রাজকুলানি বৈ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বালিশাঃ, (মূঢ়াঃ) আশু যাত (শীঘ্রম্ অপগচ্ছত) যদি জিজীবিষা (জীবনেচ্ছা বর্ত্ততে তদা ইতঃ পরম্) এবং মা প্রার্থ্যং (ন প্রার্থনীয়ং যুষ্মাকমিতি শেষঃ) রাজকুলানি (রাজপুরুষাঃ) দৃপ্তম (অহঙ্কৃতং জনং) বধ্নন্তি (আবদ্ধং কুর্ব্বন্তি) ঘ্নন্তি (বিনাশয়ন্তি) লুম্পন্তি (নিঃস্বং কুর্ব্বন্তি) বৈ (ইতি নিশ্চিতম্) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—হে মূর্খগণ, শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর, যদি জীবনের ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে পুনরায় কখনও অন্যায় প্রার্থনা করিও না। যেহেতু রাজপুরুষগণ অহঙ্কারী ব্যক্তিকে বন্ধন, বধ এবং নিঃস্ব করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—যতেতি স্পষ্টং পক্ষে হে বালিশাঃ, বলিং শ্যন্তি ত্রিপাদভূমিং প্রার্থ্য তনূ কুর্ব্বন্তীতি বালিশাঃ স্বার্থেঽণ্। বালিশা হে পরমেশ্বরাঃ যদি মে জিজীবিষাস্তি তর্হি মৈবং প্রার্থ্যম্। বলিরিব তুভ্যং যদি বাসাংসি দদামি। তর্হ্যদ্য মে জীবনং ন স্থাস্যতীত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ—বধ্নন্তীতি। রাজকুলানি অভ্রত্যাঃ রাজকীয়াঃ পুরুষাঃ দৃপ্তং কংসরাজান্নিঃশঙ্কং জনং প্রথমং বধ্নন্তি, ততো রাজানং বিজ্ঞাপ্য ঘ্নন্তি ততো লুম্পন্তি তদ্গৃহং লুণ্ঠন্তি ॥ ৩৬ ॥

এবং বিকত্থমানস্য কুপিতো দেবকীসুতঃ।
রজকস্য করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাতয়ৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—দেবকীসুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) এবং বিকত্থমানস্য (বিরুদ্ধং আত্মশ্লাঘাপূর্ব্বকমুচ্চৈঃ জল্পতঃ) রজকস্য শিরঃ (মস্তকং) করাগ্রেণ (হস্তাগ্রভাগেনৈব) কায়াৎ (শরীরাৎ) অপাতয়ৎ (ভূমৌ পাতয়ামাস) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয়হস্তাগ্রভাগের আঘাতে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ রজকের দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিলেন ॥ ৩৭ ॥

তস্যানুজীবিনঃ সর্ব্বে বাসঃকোশান্ বিসৃজ্য বৈ।
দুদ্রুবুঃ সর্ব্বতো মার্গং বাসাংসি জগৃহেঽচ্যুতঃ ॥৩৮

অন্বয়ঃ—তস্য সর্ব্বে অনুজীবিনঃ (অনুচরাঃ বাসঃকোশান্ (বস্ত্রপেটকান্) বিসৃজ্য বৈ (তক্ত্বে) সর্ব্বতঃ মার্গং (চতুর্দ্দিক্ষু) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভূবুঃ অথ) অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) বাসাংসি জগৃহে (জগ্রাহ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—তাহার অনুচরগণ এই ব্যাপার দর্শনে বস্ত্রপেটকসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলে তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল বস্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—বাসঃকোশান্ বস্ত্রসম্পুটান্ ॥ ৩৮ ॥

বসিত্বাত্মপ্রিয়ে বস্ত্রে কৃষ্ণঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
শেষাণ্যাদত্ত গোপেভ্যো বিসৃজ্য ভুবি কানিচিৎ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তথা সঙ্কর্ষণঃ (রামশ্চ) আত্মপ্রিয়ে (স্বস্যমনোরমে) বস্ত্রে (উত্তরীয়ং পরিধেয়ঞ্চ) বসিত্বা (পরিধায়) কানিচিৎ (বস্ত্রাণি) ভুবি (ভূমৌ) বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) শেষাণি (অবশিষ্টানি) গোপেভ্যঃ আদত্ত (গোপানাং পরিধানার্থং গৃহীতবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব মনোরম বস্ত্র ও উত্তরীয় পরিধানপূর্ব্বক কতিপয় ভূতলেই নিক্ষেপ করিলেন এবং অবশিষ্ট গোপগণের জন্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ততস্তু বায়কঃ প্রীতস্তয়োর্বেষমকল্পয়ৎ।
বিচিত্রবর্ণৈশ্চৈলেয়ৈরাকল্পৈরনুরূপতঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ তু বায়কঃ (কশ্চিৎ তন্তুবায়ঃ) প্রীতঃ (সন্তুষ্টঃ সন্) বিচিত্রবর্ণৈঃ চৈলেয়ৈঃ (চলবসনময়ৈঃ) আকল্পৈঃ (ভূষণৈঃ) অনুরূপতঃ (যথাযোগ্যং) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) বেশং (সজ্জাম্) অকল্পয়ৎ (রচয়ামাস) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কোনও এক তন্তুবায় সন্তুষ্টচিত্তে বিচিত্রবর্ণ চেলবস্ত্রনির্ম্মিত ভূষণসমূহদ্বারা যথাযোগ্যভাবে তাঁহাদের দুইজনের বেশবিন্যাস করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—বায়কঃ বৈণবসৌচিকঃ। আকল্পৈঃ কটককুণ্ডলকেয়ূরাদিভিশ্চৈলেয়ৈঃ কোমলচেলখণ্ডনির্ম্মিতৈঃ। বিচিত্রবর্ণৈর্মণিজটিতস্বর্ণতুল্যবর্ণৈঃ। অনুরূপতঃ মল্ললীলায়াং গাত্রতোদকত্বেন চৈলেয়ালঙ্কারাণামিবৌচিত্যেনানুরূপ্যাৎ। তয়োর্বর্ণানুরূপ্যাচ্চ ॥৪০॥

নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—নানালক্ষণবেশাভ্যাং (নানাবিধং লক্ষণং যয়োঃ তাভ্যাং বেশাভ্যাং) স্বলঙ্কৃতৌ (সম্যক্ শোভিতৌ) কৃষ্ণরামৌ পর্ব্বণি (উৎসবে) সিতেতরৌ (শুক্লকৃষ্ণৌ বালগজৌ (হস্তিশাবকৌ) ইব বিরেজতুঃ (শুশুভাতে) ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—নানারূপ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া রামকৃষ্ণ উৎসবক্ষেত্রে শুক্ল-কৃষ্ণ হস্তিশাবকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—নানাবিধং লক্ষণং যয়োস্তাভ্যাং বেশাভ্যাং দ্বিত্বং তত্তদনুরূপত্বেন দ্বিধা ভেদাৎ। পর্ব্বণি উৎসবে সিতেতরৌ সিতশ্যামৌ ॥ ৪১ ॥

তস্য প্রসন্নো ভগবান্ প্রাদাৎ সারূপ্যমাত্মনঃ।
শ্রিয়ঞ্চ পরমাং লোকে বলৈশ্বর্য্যস্মৃতীন্দ্রিয়ম্ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ) ভগবান্ প্রসন্নঃ (তুষ্টঃ সন্) তস্য (তস্মৈ তন্তুবায়ায়) লোকে (ইহৈব লোকে) আত্মনঃ সারূপ্যং পরমাং শ্রিয়ং (সম্পদং) চ বলৈশ্বর্য্যস্মৃতীন্দ্রিয়ং (বলঞ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ স্মৃতিঞ্চ ইন্দ্রিয়ম্) ইন্দ্রিয়পাটবঞ্চ) প্রাদাৎ (দদৌ) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—অতঃপর ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া ইহলোকেই উক্ত তন্তুবায়কে স্বকীয় সারূপ্য পরমসম্পদ এবং বল, ঐশ্বর্য্য, স্মৃতি ও ইন্দ্রিয়ের পটুত্ব প্রদান করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়পাটবম্ ॥ ৪২ ।

ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ।
তৌ দৃষ্ট্বা স সমুত্থায় ননাম শিরসা ভুবি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তৎপশ্চাৎ রামকৃষ্ণৌ) সুদাম্নঃ (সুদামনামকস্য) মালাকারস্য ভবনং জগ্মতুঃ (গতবন্তৌ) সঃ (সুদামা) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) দৃষ্ট্বা সমুত্থায় (উত্থিতঃ ভূত্বা) শিরসা ভুবি (ভূতলে) ননাম (নতঃ বভূব) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—তথা হইতে অনন্তর তাঁহারা সুদামানামক মালাকারের গৃহে গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রই উত্থিত হইয়া মস্তকদ্বারা ভূতলে প্রণত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ—বস্ত্রালঙ্কারপরিধানানন্তরং মালা অপেক্ষ্যন্ত ইত্যত আহ,—তত ইতি ॥ ৪৩ ॥

তয়োরাসনমানীয় পাদ্যঞ্চার্ঘ্যার্হণাদিভিঃ।
পূজাং সানুগয়োশ্চক্রে স্রক্তাম্বুলানুলেপনৈঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) আসনং পাদ্যং (পাদপ্রক্ষালনজলং) চ আনীয় অর্ঘ্যার্হণাদিভিঃ (অর্ঘ্যং গন্ধাদিদ্রব্যাষ্টকম্ অর্হণঞ্চ অন্যৎ পূজোপকরণং ধূপদীপ-নৈবেদ্যাদি। আদিশব্দাচ্চামর বীজন-নীরাজনাদীনি তৈঃ তথা) তাম্বুলানুলেপনৈঃ (তাম্বুলৈঃ অনুলেপন দ্রব্যৈশ্চ) সানুগয়োঃ (সানুগৈঃ অনুচরৈঃ সহিতয়োঃ তয়োঃ) পূজাং চক্রে (কৃতবান্) ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর তিনি রামকৃষ্ণের আসন ও পাদ্য আনয়নপূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রভৃতি উপচারে এবং তাম্বুল ও অনুলেপনদ্বারা অনুচরগণের সহিত উভয়ের পূজা করিলেন ॥ ৪৪ ॥

প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতঞ্চ কুলং প্রভো।
পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্ ॥৪৫॥

অন্বয়ঃ—(সঃ সুদামা) প্রাহ (উবাচ—হে) প্রভো, বাং (যুবয়োঃ) আগমনেন নঃ (অস্মাকং) জন্ম সার্থকং (সফলং) কুলং চ (বংশশ্চ) পাবিতং (পবিত্রীকৃতং) পিতৃদেবর্ষয়ঃ (পিতরঃ দেবাঃ ঋষয়শ্চ) মহ্যং (মাং প্রতি) তুষ্টাঃ হি (সন্তুষ্টাঃ জাতাঃ) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—তৎকালে সুদামা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বলিতে লাগিলেন—হে প্রভো, আপনাদের দুইজনের আগমনে আমাদের জন্ম সার্থক এবং কুল পবিত্র হইয়াছে, দেব, ঋষি ও পিতৃলোক আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

———

ভবন্তৌ কিল বিশ্বস্য জগতঃ কারণং পরম্।
অবতীর্ণাবিহাংশেন ক্ষেমায় চ ভবায় চ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—ভবন্তৌ বিশ্বস্য পরং (প্রধানং) কারণং কিল (নিশ্চিতং) জগতঃ ক্ষেমায় চ (মঙ্গলায় তথা) ভবায় চ (উদ্ভবায় চ) ইহ (অত্র জগতি) অংশেন (অংশেন সহিতৌ) অবতীর্ণৌ (আবির্বভূবতুঃ) ॥৪৬

অনুবাদ—আপনারা বিশ্বের পরমকারণ হইয়াও জগতের মঙ্গল এবং উদ্ভবের জন্য ইহলোকে অংশসহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

———

নহি বাং বিষমা দৃষ্টিঃ সুহৃদোর্জগদাত্মনোঃ।
সময়োঃ সর্ব্বভূতেষু ভজন্তং ভজতোরপি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়—জগদাত্মনোঃ (জগতামাত্মস্বরূপয়োঃ) সুহৃদোঃ (বন্ধুভূতয়োঃ অতঃ) সর্ব্বভূতেষু সময়োঃ (তুল্যভাবাপন্নয়োঃ) ভজন্তং (সেবমানং জনং) ভজতোঃ (কৃপয়তোঃ) অপি বাং (যুবয়োঃ) বিষমা দৃষ্টিঃ ন (কুত্রাপি বৈষম্যদর্শনং ন বর্ত্ততে) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—আপনারা জগতের আত্মস্বরূপ সুহৃৎ ও সর্ব্বভূতে সমভাবাপন্ন তথাপি সেবকজনের প্রতি বিশেষতঃ কৃপাশীল ইহাতে আপনাদের বৈষম্যভাব বলা যায় না ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—ভজন্তং ভজতোরপীতি। "সমোহহং সর্ব্বভূতে"ষ্বিত্যত্র "যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ"মিতি তদুক্তেঃ, বস্তুতস্তু বিপ্র-শ্বপচাদিষু সৎকর্ম্ম কুকর্ম্মবৎস্বপি মধ্যে যঃ কোহপি ত্বাং ভজতি তমেব ত্বং ভজসীতি ন তব জাত্যাদিবৈষম্যং যতোহত্রতেষ্বপি মধ্যে ভজন্তং বায়কং মালাকারঞ্চ মাং কৃতার্থয়সীতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

———

তাবাজ্ঞাপয়তং ভৃত্যং কিমহং করবাণি বাম্।
পুংসোহত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (সুদামা) বাং (যুবয়োঃ) কিং (কর্ম্ম) করবাণি তৌ (যুবাং) ভৃত্যং (মাং তৎ) আজ্ঞাপয়তম্। ভবদ্ভিঃ (পুমান্ কার্য্যে) যৎ নিযুজ্যতে এষঃ (নিয়োগঃ) হি পুংসঃ (নিযুক্তস্য জনস্য) অনুগ্রহঃ তু (প্রসাদঃ ভবতি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—আপনারা দুইজনে এই ভৃত্যকে আদেশ করুন, আমি আপনাদের কোন্ কর্ম্ম সম্পাদন করিব। আপনাদের কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই পুরুষগণের পক্ষে মহানুগ্রহস্বরূপ ॥ ৪৮ ॥

———

ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র সুদামা প্রীতমানসঃ।
শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালা বিরচিতা দদৌ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, প্রীতমানসঃ (সন্তুষ্টচিত্তঃ) সুদামা ইতি অভিপ্রেত্য (নিবেদ্য) শস্তৈঃ (প্রশস্তৈঃ) সুগন্ধৈঃ কুসুমৈঃ বিরচিতাঃ মালাঃ (তাভ্যাং) দদৌ (দত্তবান্) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, সুদামা সন্তুষ্টচিত্তে এইরূপ নিবেদনপূর্ব্বক দুইজনকে প্রশস্ত সুগন্ধি কুসুমমাল্য প্রদান করিলেন।

বিশ্বনাথ—ভো সুদামন্, যত্তবাভিপ্রায়স্তমেব কুর্ব্বিত্যেবৈবাবয়োরাজ্ঞেতি চেৎ ভদ্রং ভদ্রমিত্যাহ,—ইত্যভিপ্রেত্যেতি। এবং স্বাভিপ্রেতং কৃত্যং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। তর্হি মালা দীয়ন্তামিত্যভিপ্রায়েণৈবাজ্ঞাং জ্ঞাত্বেতি ভাবঃ। শস্তৈঃ সৌরভ্যসৌরূপ্যসৌকুমার্য্যশৈত্যাতিশয়বদ্ভিঃ মালামিত্যেকবচনেন ভ্রাতৃভ্যাং তুল্যতয়ৈব দীয়মানাস্বপি মালাসু মধ্যে এবালক্ষিতং কৃষ্ণায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠামেকাং মালাং দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৯॥

———

তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণরামৌ সহানুগৌ।
প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্বরদৌ বরান্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—তাভিঃ (মালাভিঃ) সহানুগৌ (সানুচরৌ) স্বলঙ্কৃতৌ (সুশোভিতৌ) প্রীতৌ বরদৌ (বাঞ্ছিতপ্রদৌ) কৃষ্ণরামৌ প্রণতায় (তথা) প্রপন্নায় (শরণাগতায় সুদাম্নে) বরান্ দদতুঃ (বরদানাভিলাষং চক্রতুঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা দুইজনে অনুচরগণের সহিত উক্ত মাল্যসমূহে ভূষিত হইয়া প্রণত ও শরণাগত সুদামাকে বরপ্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৫০ ॥

———

সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥৫১॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সুদামা) অখিলাত্মনি (নিখিলবিশ্বস্বরূপে) তস্মিন্ (শ্রীকৃষ্ণে) এব অচলাং (ধ্রুবাং) ভক্তিং তদ্ভক্তেষু (কৃষ্ণজনেষু) সৌহার্দ্দং (প্রীতিং তথা) ভূতেষু (সর্ব্বেষু প্রাণিষু) চ পরাং (প্রকৃষ্টাং) দয়াং (কারুণ্যম্) অভিবব্রে (প্রার্থয়ামাস) ॥৫১॥

অনুবাদ—তখন সুদামা সর্ব্বাত্মভূত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে অচলাভক্তি, তদীয় ভক্তজনের প্রতি সৌহার্দ্দ এবং সর্ব্বভূতে পরম কারুণ্যলাভ প্রার্থনা করিলেন ॥ ৫১ ॥

———

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্দ্ধিনীম্।
বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জগাম সহাগ্রজঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে পুরপ্রবেশো নাম একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—সহাগ্রজঃ (অগ্রজেন রামেণ সহ শ্রীকৃষ্ণঃ) তস্মৈ (সুদাম্নে) ইতি (প্রার্থনানুরূপান্) বরং (তথা) অন্বয়বর্দ্ধিনীং (বংশে বৃদ্ধিমতীং) শ্রিয়ং (সম্পদং) চ (তথা) বলং আয়ুঃ যশঃ কান্তিং (চ) দত্ত্বা নির্জগাম (তস্য গৃহাৎ বহির্জগাম) ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অগ্রজসহ শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে অভীষ্টবর সকল বংশপরম্পরাক্রমে বৃদ্ধিশীল ঐশ্বর্য্য, যশঃ, আয়ুঃ ও কান্তি প্রদান করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—শ্রিয়ঞ্চেতি শ্রীবলদেবাদীনাং তস্য গ্রহীতুমনপেক্ষ্যত্বেঽপি স্বস্য দাতুমপেক্ষত্বাদ্দদাবিতি। তস্য ভক্তবাৎসল্যমেবং সর্ব্বমৈব প্রায় ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
একচত্বারিংশকোঽয়ং দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ
স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্ ।
বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং
পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ।। ১ ।।

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে কুব্জার উন্নমন, ধনুর্ভঙ্গ, কংসরক্ষিগণের বিনাশ, কংসের অরিষ্টদর্শন ও রঙ্গোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে।

সুদামার গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পর পথিমধ্যে কোন কুব্জাকৃতি সৈরিন্ধ্রী যুবতীকে অঙ্গবিলেপন-পাত্রহস্তে গমন করিতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক তাহার নিকট অঙ্গবিলেপন প্রার্থনা করিলেন। কুব্জা তাঁহাদের রূপদর্শনে ও হাস্যালাপে বিমুগ্ধা হইয়া উভয়কেই ঘন অনুলেপন প্রদান করিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোক সকলকে ভগবদ্দর্শনের সাক্ষাৎ ফল প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ঐ ত্রিবক্রা যুবতীকে অবক্রা করিতে মানস করিলেন এবং নিজ শ্রীপাদপদ্মের দ্বারা উঁহার পদাগ্রদ্বয় চাপিয়া চিবুকধারণপূর্ব্বক দেহযষ্টি উন্নমন করিলেন। কুব্জা মুকুন্দস্পর্শে তৎক্ষণাৎ রূপযৌবনসম্পন্না উত্তমা প্রমদা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়প্রান্ত আকর্ষণপূর্ব্বক স্বীয়গৃহে লইয়া যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিল। বলদেবের সম্মুখে এই প্রকারে রমণীর দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সাধিত হইলে তাঁহারা উঁহার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক মনঃপীড়ার প্রশমন করিবেন। তাঁহারা গৃহশূন্য, অতএব তাহার গৃহেই আশ্রয়গ্রহণ করিবেন,—এই কথা বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। পথিমধ্যে বণিকগণ বিবিধ উপহারে তাঁহাদের পূজা করিল। তাঁহারা পুরবাসিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ধনুর্যজ্ঞের স্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় ইন্দ্রধনুসদৃশ এক অদ্ভুত ধনু দেখিতে পাইয়া রক্ষিগণের দ্বারা নিবারিত হইয়াও বলপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যা যোজনাপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে নিমিষমধ্যে উহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই ধনুর্ভঙ্গশব্দে আকাশ, স্বর্গ ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল এবং কংসের হৃদয়ে ত্রাস উপস্থিত হইল। সেই ধনু বহুলোকদ্বারা রক্ষিত ছিল, রক্ষিগণ 'মার' 'মার' শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে রামকৃষ্ণ ধনুর ভগ্নখণ্ডদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রক্ষিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। পরে কংসপ্রেরিত সৈন্যগণকেও সংহার করিয়া তৎস্থান হইতে নির্গত হইলেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ রামকৃষ্ণের অদ্ভুত তেজঃ, বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহাদিগকে দুইটী প্রধান দেবতা মনে করিল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিত্যাগকালে গোপীগণ মথুরার জনগণের প্রতি যে-সকল আশীর্ব্বাদ আশা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ হইল। মথুরাবাসিগণ কমলার আকাঙ্ক্ষিত পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রলক্ষ্মী দর্শন করিল। সূর্য্যাস্ত হইলে রামকৃষ্ণ শকটমোচনস্থানে গমনপূর্ব্বক সান্ধ্যভোজন সমাপন করিয়া সুখে রাত্রিযাপন করিলেন। ধনুর্ভঙ্গ ও সৈন্যগণের বিনাশ রামকৃষ্ণের ক্রীড়ামাত্র,—ইহা শ্রবণ করিয়া কংস সশঙ্কে রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিল ও মৃত্যুর আগমনসূচক বিবিধ অরিষ্ট দর্শন করিতে লাগিল। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় সর্ব্বক্ষণই এইপ্রকার বিবিধ অমঙ্গল দর্শন করিয়া মৃত্যুভয়ে তাহার নিদ্রাদি বন্ধ হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে মল্লক্রীড়া-মহোৎসব আরম্ভ হইল। ক্রীড়াস্থান ও রঙ্গমঞ্চ সুসজ্জিত হইলে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ তথায় উপস্থিত হইল। কংস কম্পিতহৃদয়ে রাজমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া নন্দাদিগোপগণকে আহ্বান করিল। বাদ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মল্লগণের ভুজতাড়ন-শব্দে দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মহারাজ নন্দ গোপগণসহ ভোজরাজকে উপায়ন প্রদানপূর্ব্বক মঞ্চে উপবেশন করিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—অথ (সুদামগৃহাৎ নির্গত্য) রাজপথেন ব্রজন্ (গচ্ছন্) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাং (গৃহীতম্ অঙ্গবিলেপানাং

চন্দনাদ্যালেপদ্রব্যানাং ভাজনং পাত্রং যয়া তাং) কুব্জাং (বক্রকায়াং) বরাননাং (সুমুখীং) যুবতীং স্ত্রিয়ং যান্তীং (পথি গচ্ছন্তীং) বিলোক্য রসপ্রদঃ (সুখপ্রদঃ সঃ) প্রহসন্ (হাস্যং কুর্ব্বন্) পপ্রচ্ছ (তাং জিজ্ঞাসিতবান্) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণ সুদামগৃহ হইতে নির্গত হইয়া রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ পথে চন্দনাদি অঙ্গবিলেপনদ্রব্যের ভাণ্ড লইয়া এক কুব্জদেহা সুমুখী যুবতী রমণী গমন করিতেছিল। সুখপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া হাস্যসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ১

বিশ্বনাথ—

দ্বিচত্বারিংশকে কুব্জাহাস্যোন্নমনচাপভিৎ।
কংসসেনাবধারিষ্টক্ষণরঙ্গোৎসবাদ্যভূৎ ॥০॥

অঙ্গবিলেপাশ্চন্দনাদয়ঃ, রসং কুব্জায়াঃ শৃঙ্গারং, স্বসহচরেষু হাস্যং সর্ব্বত্র ত্বদ্ভূতং প্রদদাতীতি সঃ। ইয়ং স্বরূপভূতায়াঃ সাক্ষাদ্ভূশক্তেঃ সত্যভামায়া অংশমায়া অংশভূতা অস্যা এব বিভূতিঃ পৃথিবী প্রসিদ্ধা। অতস্তয়া সহৈক্যেনেয়ং পরঃসহস্র-দুষ্টাসুর-ভার-ভুগ্নত্বং স্বকুব্জেন দর্শয়ন্তী স্বীয়ং গন্ধগুণং চন্দনাদিমিষেণোপহরন্তী পৃথিব্যেব পরমভক্ত্যা প্রীত্যা পথি সঙ্গতাভূৎ ভগবাংশ্চ সানন্দমেব গন্ধং গৃহীত্বা স্বীয়ং মাধুর্য্যমেব রসং দদানো ভো মদ্ভক্তে পৃথ্বি, সংপ্রত্যেব কংসাদিস্বভাবান্ ময়াপহৃতানেব বিদ্ধি ; তদধুনৈব ত্বং সুস্থা ভবেতি তামাশ্বাসয়ন্নানন্দমগ্নাং ঋজ্বীং চক্রে ইত্যেবৈতৎ প্রকরণতত্ত্বমিতি কেচিদাহুঃ ॥ ১ ॥

কা ত্বং বরোর্বেতদুহানুলেপনং
কস্যাঙ্গনে বা কথয়স্ব সাধু নঃ।
দেহ্যাবয়োরঙ্গবিলেপমুত্তমং
শ্রেয়স্ততস্তে ন চিরাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অঙ্গনে, (হে) বরোরু, (ইতি সোপহাসং সম্বোধ্য পৃচ্ছতি) ত্বং কা কস্য বা (জনস্য) এতৎ অনুলেপনম্ (অঙ্গবিলেপনদ্রব্যম্) উহ (ইতি বিতর্কসূচকমব্যয়পদম্, এতম্) উত্তমম্ (উৎকৃষ্টম্) অঙ্গবিলেপং আবয়োঃ (আবাভ্যাং) দেহি। ততঃ (দানাৎ) ন চিরাৎ (সত্বরমেব) তে (তব) শ্রেয়ঃ (কল্যাণং) ভবিষ্যতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ—হে সুন্দরি, হে বরোরু, তুমি কে ? এবং কাহার জন্যই বা এই অঙ্গ বিলেপন লইয়া যাইতেছ ? আমাদিগকে এই উত্তম দ্রব্য দান কর, তাহা হইলে সত্বরই তোমার মঙ্গল হইবে ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—হে অঙ্গনে, হে বরোর্ব্বিতি সোপহাসং সান্তঃস্পৃহঞ্চ সম্বোধ্য পৃচ্ছতি—কা ত্বং ? কস্য বা এতদনুলেপনম্ ॥ ২॥

সৈরন্ধ্র্যুবাচ—

দাস্যস্ম্যহং সুন্দর কংসসম্মতা
ত্রিবক্রনামা হ্যনুলেপকর্ম্মণি।
মদ্ভাবিতং ভোজপতেরতিপ্রিয়ং
বিনা যুবাং কোঽন্যতমস্তদর্হতি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—সৈরন্ধ্রী (সাধ্বী সা) উবাচ (হে) সুন্দর, ত্রিবক্রনামা (তিস্রঃ গ্রীবোরঃ-কট্যঃ বক্রাঃ ইতি ত্রিবক্রেতি নাম যস্যাঃ সা) অহং হি অনুলেপকর্ম্মণি (অঙ্গবিলেপনকার্য্যে) কংসসম্মতা (কংসস্য বহুমতা) দাসী অস্মি। ভোজপতেঃ (কংসস্য) অতিপ্রিয়ম্ (অতি প্রীতিজনকং) মদ্ভাবিতং (ময়া কল্পিতং) তৎ (অঙ্গলেপনং) যুবাং বিনা অন্যতমঃ (অন্যঃ কো নাম জনঃ) অর্হতি (লব্ধং যোগ্যঃ ভবতি) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তখন সাধ্বী কুব্জা বলিতে লাগিল, —হে সুন্দর, আমার নাম ত্রিবক্রা, আমি কংসের দাসী এবং অনুলেপনকর্ম্মে বিশেষ নিপুণা, তজ্জন্য সে আমাকে অতিশয় আদর করে। আমার এই অনুলেপন কংসের অতিপ্রিয়, তোমরা দুইজন ব্যতীত ইহা ধারণ করিবার যোগ্য পাত্র আর কে আছে ? ৩॥

বিশ্বনাথ—দাস্যস্মীত্যন্যস্য সম্বন্ধিপদস্যানুপাদানাৎ প্রত্যাসত্ত্যা তবেতি দ্যোতনম্। তবেত্যুক্তে অনৃতং ভাবব্যক্তিশ্চ স্যাদিতি তন্ন প্রযুক্তং, সুন্দরেত্যেকবচনেনৈকস্মিন্ কৃষ্ণ এব স্পৃহা যুবামিতি দ্বিবচনেন স্বীয়ভাবস্যাবহিত্থা চ দ্যোতিতা। তিস্রো গ্রীবোরঃ কট্যয়ো বক্রা যস্যাঃ সা নাম যস্যাঃ সা। পুংবদ্ভাব আর্ষঃ। হি এবার্থে, অনুলেপনকর্ম্মণ্যেবাহং কংসসম্মতা ন ত্বন্যত্র কুব্জদোষাদিতি স্ব-শুদ্ধির্জ্ঞাপিতা ॥ ৩ ॥

রূপ-পেশল-মাধুর্য্য-হসিতালাপ-বীক্ষিতৈঃ।
ধর্ষিতাত্মা দদৌ সান্দ্রমুভয়োরনুলেপনম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(সা কুব্জা) রূপপেশল-মাধুর্য্য-হসিতালাপবীক্ষিতৈঃ (শ্রীকৃষ্ণবলদেবয়োঃ রূপম্ অঙ্গসৌষ্ঠবং পেশলং সৌকুমার্য্যং মাধুর্য্যং রসিকতা হসিতঞ্চ আলাপশ্চ বীক্ষিতং দৃষ্টিশ্চ তৈঃ) ধর্ষিতাত্মা (মোহিতচিত্তা সতী) উভয়োঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং) সান্দ্রং (গাঢ়ম্) অনুলেপনম্ (অঙ্গলেপনদ্রব্যং) দদৌ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—অনন্তর সেই কুব্জা রামকৃষ্ণের রূপ, সৌকুমার্য্য, রসিকতা, হাস্য, আলাপ ও দৃষ্টিপাতে মোহিতচিত্তা হইয়া উভয়কে গাঢ় অনুলেপন দান করিল ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—রূপেণ সৌন্দর্য্যেণ পেশলৈঃ সংমোহনকর্ম্মনিদক্ষৈর্মাধুর্য্যাদ্যৈর্ধর্ষিতচিত্তা। "দক্ষে তু চতুর-পেশলপটব" ইত্যমরঃ ॥ ৪ ॥

—·—

ততস্তাবঙ্গরাগেণ স্ববর্ণেতরশোভিতা।
সম্প্রাপ্তপরভাগেন শুশুভাতেহনুরঞ্জিতৌ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) স্ববর্ণেতরশোভিনা (স্ববর্ণেতরঃ রামকৃষ্ণাভ্যাম্ ইতরঃ পীতাদিবর্ণস্তেন শোভিতুং শীলং যস্য তেন) সম্প্রাপ্তপরভাগেন (সম্প্রাপ্তঃ পরো নাভেরুপরিতনো ভাগো যেন তেন অথবা সম্প্রাপ্তঃ পরভাগঃ শোভাতিশয়ো যেন তেন) অঙ্গরাগেণ (অনুলেপনদ্রব্যেন) অনুরঞ্জিতৌ (লিপ্তদেহৌ সন্তৌ) শুশুভাতে (রেজতুঃ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামকৃষ্ণ দুইজনে পীত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে বিভিন্ন অতি সুশোভন অনুলেপনে অনুলিপ্ত হইয়া শোভা পাইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—স্ববর্ণেতরেণ কৃষ্ণরাময়োর্বর্ণাভ্যামিতরেণ পীতবর্ণেন শ্যামবর্ণেন চ শোভিতুং শীলং যস্য তেন। সংপ্রাপ্তঃ পরভাগঃ ভূষণভূষণাঙ্গ"মিতি ন্যায়েন পরমোৎকর্ষো যেন তেন ॥ ৫ ॥

—·—

প্রসন্নো ভগবান্ কুব্জাং ত্রিবক্রাং রুচিরাননাম্।
ঋজ্বীং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে দর্শয়ন্ দর্শনে ফলম্ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ভগবান্ প্রসন্নঃ (সন্) দর্শনে (স্বস্য দর্শনে) ফলং দর্শয়ন্ (স্বদর্শনস্যামোঘফলদর্শনকামঃ ইত্যর্থঃ) রুচিরাননাং (সুমুখীং) ত্রিবক্রাং কুব্জাম্ ঋজ্বীং (সরলাকৃতিং) কর্ত্তুং মনঃ চক্রে (অভিললাষ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া স্বীয় সাক্ষাৎকারের অব্যর্থ ফল প্রদর্শনের জন্য সুমুখী ত্রিবক্রা কুব্জার দেহ সরল করিতে অভিলাষ করিলেন ॥ ৬ ॥

—·—

পদ্ভ্যামাক্রম্য প্রপদে দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা।
প্রগৃহ্য চিবুকেহধ্যাত্মমুদনীনমদচ্যুতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) পদ্ভ্যাং (স্বীয়চরণদ্বয়েন) প্রপদে (তস্যাঃ পাদাগ্রদ্বয়ম্) আক্রম্য (আপীড্য) দ্ব্যঙ্গুল্যুত্তানপাণিনা (দ্বে অঙ্গুল্যৌ উত্তানে উন্নতে যস্মিন্ পাণৌ তেন) চিবুকে (মুখস্য অধোভাগে) প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) অধ্যাত্মং (দেহম্) উদনীনমৎ (উন্নময়ামাস) ॥৭

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পদযুগলদ্বারা তদীয় পদদ্বয়ের অগ্রভাগে আক্রমণ করিলেন এবং উন্নত অঙ্গুলীযুগলবিশিষ্ট হস্তদ্বারা চিবুকদেশ ধারণ করিয়া তাহার দেহকে উর্দ্ধদিকে আকর্ষণ করিলেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যাঃ প্রপদে পদাগ্রদ্বয়ং পদ্ভ্যামাপীড্য দ্বে অঙ্গুল্যাবুত্তানে উন্নতে যস্মিন্ তেন পাণিনা চিবুকে মুখস্যাধোভাগে ধৃত্বা অধ্যাত্মং দেহং উন্নময়ামাস ॥ ৭

—·—

সা তদর্জ্জুসমানাঙ্গী বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা।
মুকুন্দ-স্পর্শনাৎ সদ্যো বভূব প্রমদোত্তমা ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—তদা (তৎক্ষণমেব) সা (কুব্জা) মুকুন্দস্পর্শনাৎ (শ্রীকৃষ্ণস্পর্শেন) সদ্যঃ ঋজুসমানাঙ্গী (ঋজুসমানমঙ্গং যস্যাঃ সা) বৃহচ্ছ্রোণিপয়োধরা (বৃহত্যৌ শ্রোণিপয়োধরৌ যস্যাঃ সা) প্রমদোত্তমা (কামিনীশ্রেষ্ঠা) বভূব (জাতা) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—মুকুন্দের স্পর্শলাভে উক্ত কুব্জা তৎক্ষণাৎ সরলাকৃতি হইয়া সুবৃহৎ নিতম্ব ও স্তনশালিনী উত্তম রমণীরূপে পরিণত হইল ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—তদৈব ঋজু সমানমঙ্গং যস্যাঃ সা ॥৮

—·—

ততো রূপ-গুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য স্ময়ন্তী জাতহৃচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (পশ্চাৎ) রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না (রূপাদিযুক্তা সা প্রমদোত্তমা) জাতহৃচ্ছয়া (জাতকামা) স্ময়ন্তী (ঈষৎ হসন্তী সতী) উত্তরীয়ান্তং (শ্রীকৃষ্ণস্য উত্তরীয়বসনপ্রান্তভাগম্) আকৃষ্য কেশবং (কৃষ্ণং) প্রাহ (উবাচ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—অনন্তর ঐ কুব্জা রূপ, গুণ ও ঔদার্য্য-সম্পন্না হওয়ায় কামবেগগ্রস্তা হইয়া পড়িল এবং মৃদু হাস্যসহকারে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়প্রান্ত ধারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৯ ॥

এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) বীর, এহি (ময়া সহ আগচ্ছ) গৃহং যামঃ (মম গৃহং গচ্ছামঃ) ইহ ত্বাং ত্যক্তুং ন উৎসহে (ন অভিলষামি হে) পুরুষর্ষভ, (পুরুষবর) ত্বয়া উন্মথিতচিত্তায়াঃ (উন্মাদিতচিত্তায়াঃ মম মাং প্রতীত্যর্থঃ) প্রসীদ (প্রসন্নো ভব) ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীর, আমার সহিত গৃহে আগমন কর, এস্থানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। হে পুরুষবর, তোমার জন্য আমার চিত্ত উন্মত্ত হইয়াছে, অতএব প্রসন্ন হও ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—হে বীরেতি। অন্যে ধর্ম্মবীরাদ্যা ভবন্তি ত্বন্তু স্ত্রীজনধর্ম্মধ্বংসবীরো ভবসীতি ভাবঃ। ননু, ত্বমেহীত্যাদিনা ভোজনার্থমেব মাং নিমন্ত্রয়সি কিং তত্রাহ,—ন ত্বাং ত্যক্তুমিত্যাদি। ত্বদুক্ত্যা তু লোকা ইহ রাজমার্গে হসন্তঃ অন্যথা সম্ভাবয়ন্তি তস্মাদেবং মাবাদীস্তত্রাহ,—ত্বয়োন্মথিতেতি। তর্হি ত্বয়া মচ্চিত্তং কথমুৎকর্ষেণ মথিতমিতি তবৈবায়ং স্পর্শদোষো ন মমেতি ভাবঃ। সপ্তম্যর্থে ষষ্ঠী ॥১০॥

এবং স্ত্রিয়া যাচ্যমানঃ কৃষ্ণো রামস্য পশ্যতঃ।
মুখং বীক্ষ্যানুগোপানাং প্রহসংস্তামুবাচ হ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—স্ত্রিয়া এবং যাচ্যমানঃ (প্রার্থিতঃ) কৃষ্ণঃ পশ্যতঃ (তদ্ব্যাপারমবলোকয়তঃ) রামস্য মুখং বীক্ষ্য অনু (পশ্চাৎ) গোপানাং (মুখং বীক্ষ্য) প্রহসন্ (হাসং কুর্ব্বন্) তাং (প্রমদাম্) উবাচ হ (উক্তবান্) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—স্ত্রী-কর্ত্তৃক এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উক্ত ব্যাপার সাক্ষাৎকারী বলদেবের এবং পরে গোপগণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্যসহকারে উক্ত রমণীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—মুখং বীক্ষ্যেতি ভো আর্য্য, ভোঃ সখায়শ্চ কিমধুনাপি যুষ্মাকং মুখানি হাস্যার্ণবে ন বিপ্লুতানি পশ্যত নেয়ং স্ত্রীমূর্ত্তিঃ কিন্তু হাস্যরস এব যুষ্মান্ কৌতুকিনো জ্ঞাত্বা মিলিতুমুপক্রমতে, মথুরাপুর্য্যা হাস্যবৈদগ্ধীয়ং বা স্বংপরিচায়য়তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

এষ্যামি তে গৃহং সুভ্রু পুংসামাধিবিকর্শনম্।
সাধিতার্থোহগৃহাণাং নঃ পান্থানাং ত্বং পরায়ণম্ ॥১২

অন্বয়ঃ—(হে) সুভ্রু, সাধিতার্থঃ (সম্পাদিতস্বকার্য্যঃ সন্ অহং) পুংসাং আধিবিকর্শনং (পুরুষাণাং মনোব্যথাদূরীকারকং) তে গৃহং (তব ভবনম্) এষ্যামি (আগমিষ্যামি) ত্বং অগৃহাণাং (গৃহশূন্যানাং) পান্থানাং (পথিকানাং) নঃ (অস্মাকং) পরায়ণং (পরমঃ আশ্রয়ঃ অসি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে সুভ্রু, তোমার গৃহ পুরুষগণের চিত্তব্যথা দূর করিয়া থাকে এবং তুমি আমাদের ন্যায় পথিকগণের পরম আশ্রয় অতএব স্বকার্য্য সাধনের পরে তোমার গৃহে অবশ্য গমন করিব ॥১২

বিশ্বনাথ—কুব্জাং প্রতি প্রিয়োহয়ং মাং স্বীকরোতীতি রামাদীন্ প্রতি তু গ্রাম্যাং স্ত্রিয়মিমাময়ং কৃষ্ণো বঞ্চয়তীতি দ্যোতয়ন্নাহ,—এষ্যামীতি পুংসামিতি। বহুবচনেন তাং প্রতি পরিহাসঃ। সাধিতার্থ ইতি। কংসবধাদ্যাবশ্যককৃত্যং কৃত্বা নিশ্চিন্তো ভূত্বা ইতি সময়সঙ্কেতশ্চ ব্যঞ্জিতঃ। অগৃহাণাং "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" ইতি ন্যায়েনাকৃতদারাণাং নোহস্মাকমিতি রাজপুত্রত্বাদাত্মন আদরেণ খল্বেকত্বেহপি বহুবচনং সা মন্যতে স্ম। পান্থানামিতি গোকুলে স্বনগরে মম গোপ্যোহনুরাগিণ্যো বর্ত্তন্তে তথা অত্র পুর্য্যামপরিচিতায়াং ন কাশ্চন কেবলং

ত্বমেবৈকানুরাগিণী প্রাপ্তেতি তাং প্রত্যনুরাগশ্চ ব্যঞ্জিতঃ। রামাদীংস্তু বহুবচনেন আধিপদেন পান্থ-পদেন চ প্রযুক্তেন কৃষ্ণ এতামস্বীকুর্ব্বন্ সামান্য-বনিতাত্বলক্ষণগালিপ্রদানেনৈনামনভিজ্ঞাং তিরস্করোতীতি প্রত্যায়য়ামাস ॥ ১২ ॥

———

বিসৃজ্য মাধ্ব্যা বাণ্যা তাং ব্রজন্ মার্গে বণিক্‌পথৈঃ।
নানোপায়ন-তাম্বূল স্রগ্-গন্ধৈঃ সাগ্রজোঽৰ্চ্চিতঃ ॥১৩

অন্বয়ঃ—মাধ্ব্যা (মধুরয়া) বাণ্যা (বাক্যেন) তাং বিসৃজ্য (প্রস্থাপ্য) বণিক্‌পথৈঃ (হট্টমার্গৈঃ) ব্রজন্ (গচ্ছন্) সাগ্রজঃ (সবলদেবঃ সঃ কৃষ্ণঃ) মার্গে (পথি) নানোপায়নতাম্বুল-স্রগ্‌গন্ধৈঃ (জন-প্রদত্তৈঃ বিবিধোপহার-তাম্বুলঃ-মাল্যচন্দনাদিদ্রব্যৈঃ) অৰ্চ্চিতঃ (পূজিতো বভূব) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ মধুর বাক্যে তাহাকে বিদায় প্রদান করিয়া অগ্রজের সহিত হট্টপথে গমন করিতে করিতে পথে জনসমূহ-কর্ত্তৃক বিবিধ উপহার তাম্বুল ও মাল্য চন্দনাদিদ্বারা পূজিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—মাধ্ব্যা মধুরয়া বণিক্‌পথৈ-র্বৈশ্যৈ-র্বাণিজ্যবর্ত্মবর্ত্তিভির্নানাজাতিভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

———

তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাদাত্মানং নাবিদন্ স্ত্রিয়ঃ।
বিস্রস্তবাসঃকবর-বলয়া লেখ্যমূর্ত্তয়ঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তদ্দর্শনস্মরক্ষোভাৎ (তদবলোকন-জনিতকামবেগাৎ) স্ত্রিয়ঃ (পুরনার্য্যঃ) বিস্রস্তবাসঃ-কবরবলয়াঃ (বিস্রস্তানি স্খলিতানি বাসঃ কবর-বলয়ানি বসন-কেশবন্ধন-কঙ্কণানি যাসাং তাঃ তথা) লেখ্যমূর্ত্তয়ঃ (লেখ্যাঃ চিত্রন্যস্তা ইব মূর্ত্তয়োঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) আত্মানং ন অবিদন্ (ন জ্ঞাতবত্যঃ বিস্মৃতাত্মানো জাতা ইত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—তাঁহাকে দর্শন করিয়া কামবেগে পুর-নারীগণের বসন, কবরীকন্ধন ও বলয়াদি স্খলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া চিত্র-লিখিত মূর্ত্তিসকলের ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—তেষাং স্ত্রিয়স্তু পরমভক্তাঃ,—"চক্ষু-রাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ। নিদ্রাচ্ছে-দস্তনুতাবিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ॥ উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ"ইতি কালক্রমো-ম্ভবিষ্ণুরপি স্মরদশাঃ সদ্য এব প্রাপুরিত্যাহ,—তদ্দর্শনেতি। আত্মানং নাবিদন্নিতি কা বয়ং ক্ বর্ত্তামহে কিং কুর্ম্ম্হ ইত্যনুসন্ধাতুমক্ষমা ইতি ত্রপা-নাশপর্য্যন্তা দশা উক্তাঃ। বিস্রস্তেতি বাসসাং বল-য়ানাঞ্চ বিস্রংসঃ স্মরবেগজনিতকার্শ্যাতিশয়াৎ। কবরবিস্রংসস্তু মহাকম্পগাত্রমোটনভূতললোঠনাদ্যা-মর্দ্দাৎ এষ এব উন্মাদোঽষ্টমঃ। ততশ্চ লেখ্যা-শ্চিত্রন্যস্তা মূর্ত্তয়ো যাসাং তা ইতি মূর্চ্ছা নবমী দশমীত্বমঙ্গলত্বাৎ প্রেমবতীনাং প্রায়ো ন ভবতীতি প্রাঞ্চঃ ॥ ১৪ ॥

———

ততঃ পৌরান্ পৃচ্ছমানো ধনুষঃ স্থানমচ্যুতঃ।
তস্মিন্ প্রবিষ্টো দদৃশে ধনুরৈন্দ্রমিবাদ্ভুতম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—ততঃ অচ্যুতঃ পৌরান্ (পুরজনান্) ধনুষঃ স্থানং (ধনুর্ম্মখশালাং) পৃচ্ছমানঃ (পৃচ্ছন্) তস্মিন্ প্রবিষ্টঃ (সন্) ঐন্দ্রম্ (ইন্দ্রসম্বন্ধীয়ং ধনুঃ) ইব অদ্ভুতং (বিচিত্রং) ধনুঃ দদৃশে (দদর্শ) ॥১৫

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ পৌরজনের নিকট ধনুর্যজ্ঞের স্থান জিজ্ঞাসা করিতে করিতে তথায় প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রধনুতুল্য বিচিত্র ধনুক দেখিতে পাইলেন ॥ ১৫ ॥

———

পুরুষৈর্ব্বহুভির্গুপ্তমৰ্চ্চিতং পরমর্দ্ধিমৎ।
বার্য্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণঃ প্রসহ্য ধনুরাদদে ॥১৬॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ নৃভিঃ (তত্রত্য জনৈঃ) বার্য্য-মাণঃ (ধনুর্গ্রহণে প্রতিষিধ্যমাণোঽপি) প্রসহ্য (বলাৎকারেণ) বহুভিঃ পুরুষৈঃ গুপ্তং (রক্ষিতম্) অৰ্চ্চিতং (পূজিতং) পরমর্দ্ধিমৎ (পরমসমৃদ্ধিযুক্তং তৎ) ধনুঃ আদদে (জগ্রাহ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—পরম সমৃদ্ধিযুক্ত উক্ত সুপূজিত ধনুক বহুপুরুষকর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের নিবারণসত্ত্বেও বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন ॥১৬

বিশ্বনাথ—প্রসহ্য বলাৎ ॥ ১৬ ॥

করেণ বামেন সলীলমুদ্ধৃতং
সজ্যঞ্চ কৃত্বা নিমিষেণ পশ্যতাম্ ।
নৃণাং বিকৃষ্য প্রবভঞ্জ মধ্যতো
যথেক্ষুদণ্ডং মদকর্য্যুরুক্রমঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) উরুক্রমঃ (মহাবলঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বামেন করেণ সলীলং (লীলয়াসহ অনায়াসেন ইত্যর্থঃ) উদ্ধৃতম্ (উত্তোলিতং তৎ ধনুঃ) নিমিষেণ সজ্যম্ (আরোপিতগুণং) চ কৃত্বা বিকৃষ্য (আকৃষ্য) পশ্যতাম্ (অবলোকয়তাং) নৃণাং (জনানাং সমীপে) মদকরী (মদমত্তহস্তী) ইক্ষুদণ্ডম্ (ইব) মধ্যতঃ (মধ্যভাগে) বভঞ্জ (দ্বিধা চকার) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—মহাবল শ্রীকৃষ্ণ বামহস্তে অনায়াসে উহাকে উত্তোলনপূর্ব্বক নিমেষমধ্যে গুণসংযোগ ও আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে মত্তহস্তী যেরূপ ইক্ষুদণ্ডকে ভগ্ন করে সেইরূপ মধ্যভাগে ভগ্ন করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—নৃণাং পশ্যতাং প্রবভঞ্জেতি হংহো লোকাঃ শ্রুতচরমহিমদ্রঢ়িমকমেতদেব ধনুঃ পূজ্যতে যুষ্মাকং রাজ্ঞা ইদন্তু মৎপাণিস্পর্শমাত্রেণৈব বিদীর্ণং ঘুণজীর্ণমেবোপলব্ধমিতি প্রোবাচেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ধনুষো ভজ্যমানস্য শব্দঃ খং রোদসী দিশঃ ।
পূরয়ামাস যং শ্রুত্বা কংসস্ত্রাসমুপাগমৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভজ্যমানস্য (দ্বিধাভবতঃ তস্য) ধনুষং শব্দঃ (মহান্ ধ্বনিঃ) খম্ (আকাশং) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) দিশঃ (দিঙ্মণ্ডলঞ্চ) পূরয়ামাস। যং (শব্দং) শ্রুত্বা কংসঃ ত্রাসং (ভীতিম্) উপাগমৎ (প্রাপ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—ভঙ্গকালে উক্ত ধনুকের মহাশব্দে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইয়াছিল, কংস উক্ত শব্দশ্রবণে ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥১৮

তদ্রক্ষিণঃ সানুচরং কুপিতা আততায়িনঃ ।
গ্রহীতুকামা আবব্রুর্গৃহ্যতাং বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—আততায়িনঃ (হিংসকাঃ) তদ্রক্ষিণঃ (তস্য কংসস্য রক্ষকাঃ জনাঃ) কুপিতাঃ (ক্রুদ্ধাঃ) সানুচরং (তং কৃষ্ণং) গ্রহীতুকামাঃ (জিঘৃক্ষবশ্চ সন্তঃ) গৃহ্যতাং বধ্যতাম্ ইতি (ব্রুবাণাঃ) আবব্রুঃ (শ্রীকৃষ্ণং আবৃতবন্তঃ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—তৎকালে হিংস্রস্বভাব রক্ষক ক্রুদ্ধ হইয়া অনুচরবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে ধারণ করিবার ইচ্ছায়—"ইহাকে ধর এবং বধ কর" এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—সানুচরং কৃষ্ণং গ্রহীতুকামাঃ বধ্যতামিতি ব্রুবাণাঃ আবব্রুঃ। বাগ্‌দেবীমতে তু অস্মদ্বিধো জনো বধ্যতামিতি ॥ ১৯ ॥

অথ তান্ দুরভিপ্রায়ান্ বিলোক্য বলকেশবৌ ।
ক্রুদ্ধৌ ধন্বন আদায় শকলে তাংশ্চ জঘ্নতুঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—অথ বলকেশবৌ (রামকৃষ্ণৌ) তান্ দুরভিপ্রায়ান্ (দুঃসঙ্কল্পান্ দানবান্) বিলোক্য ক্রুদ্ধৌ (সন্তৌ) ধন্বনঃ (ধনুষঃ) শকলে (খণ্ডদ্বয়ম্) আদায় (গৃহীত্বা) তান্ (দানবান্) জঘ্নতুঃ চ (হতবন্তৌ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর রামকৃষ্ণ তাঁহাদের দুরভিপ্রায়দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগ্ন ধনুকের খণ্ডদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা দানবগণকে সংহার করিলেন ॥২০॥

বিশ্বনাথ—ধন্বনো ধনুষঃ শকলে দ্বে খণ্ডে গৃহীত্বা ॥ ২০ ॥

বলঞ্চ কংসপ্রহিতং হত্বা শালামুখাৎ ততঃ ।
নিষ্ক্রম্য চেরতুর্হৃষ্টৌ নিরীক্ষ্য পুরসম্পদঃ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—(তৌ) কংসপ্রহিতং (কংসেন প্রেরিতং) বলং চ (সৈন্যঞ্চ) হত্বা ততঃ শালামুখাৎ (যজ্ঞগৃহদ্বারাৎ) নিষ্ক্রম্য (বহিরাগত্য) পুরঃসম্পদঃ (মধুপুর্য্যা ঐশ্বর্য্যানি) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) হৃষ্টৌ (প্রফুল্লৌ সন্তৌ) চেরতুঃ (পর্য্যটিতবন্তৌ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—এইরূপে দুইজনে কংসপ্রেরিত সৈন্যগণকে বধ করিয়া যজ্ঞগৃহের দ্বার হইতে বহির্গমন-

পূর্ব্বক মধুপুরীর ঐশ্বর্য্য দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বিচরণ করিতেছিলেন ॥ ২১ ॥

———

তয়োস্তদদ্ভুতং বীর্য্যং নিশাম্য পুরবাসিনঃ।
তেজঃ প্রাগল্ভ্যং রূপঞ্চ মেনিরে বিবুধোত্তমৌ ॥২২

অন্বয়ঃ—পুরবাসিনঃ (নগরজনাঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) অদ্ভুতং বীর্য্যং তেজঃ প্রাগল্ভ্যং (প্রাগল্ভ্যং ধৃষ্টতাং) রূপং (সৌন্দর্য্যং) চ নিশাম্য (দৃষ্ট্বা তৌ) বিবুধোত্তমৌ (দেবশ্রেষ্ঠৌ) মেনিরে (নির্দ্ধরয়ামাসুঃ) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—পুরবাসিগণ রামকৃষ্ণের অদ্ভুত বীর্য্য, তেজঃ, প্রগল্ভতা ও সৌন্দর্য্য-দর্শনে তাহাদিগকে দেবশ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিল ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বীর্য্যং বলম্। তেজঃ প্রভাবঃ। বিবুধোত্তমৌ বিষ্ণুরুদ্রৌ বাসুদেবসঙ্কর্ষণৌ বা ॥ ২২ ॥

———

তয়োর্বিচরতোঃ স্বৈরমাদিত্যোঽস্তমুপেয়িবান্।
কৃষ্ণরামৌ বৃতৌ গোপৈঃ পুরাচ্ছকটমীয়তুঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) স্বৈরং (স্বাধীনং) বিচরতোঃ (ভ্রমতোঃ) তয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) আদিত্যঃ (সূর্য্যঃ) অস্তম্ উপেয়িবান্ (অস্তং গতঃ ততঃ) গোপৈঃ বৃতৌ (বেষ্টিতৌ) কৃষ্ণরামৌ পুরাৎ (পুরমধ্যাৎ) শকটং (শকটাবমোচনস্থানম্) ঈয়তুঃ (জগ্মতুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাহারা স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্য অবগত হইলে গোপগণের সহিত মিলিত হইয়া শকট-সমাবেশ স্থানে আগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—শকটং শকটাবমোচনাভিধং মথুরাপ্রান্তস্থং নন্দাবাসম্ ॥ ২৩ ॥

———

গোপ্যো মুকুন্দবিগমে বিরহাতুরা যা
আশাসতাশিষ ঋতা মধুপুর্য্যভূবন্।
সম্পশ্যতাং পুরুষভূষণ-গাত্রলক্ষ্মীং
হিত্বেতরান্ নু ভজতশ্চকমেঽয়নং শ্রীঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—মুকুন্দবিগমে (মুকুন্দস্য ব্রজাৎ নির্গমনকালে) বিরহাতুরাঃ (তদ্বিয়োগকাতরাঃ) গোপ্যঃ যা আশিষঃ আশাসত (সুখং প্রভাতা রজনীয়ম্ অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশোর্ভবিষ্যতীত্যাদি যদুক্তবত্যঃ) মধুপুরি-পুরুষভূষণ-গাত্রলক্ষ্মীং (পুরুষভূষণস্য কৃষ্ণস্য গাত্রলক্ষ্মীং দেহশোভাং) সং পশ্যতাম্ (অবলোকয়তাং জনানাং বিষয়ে তাঃ আশিষঃ) ঋতাঃ (সত্যাঃ) অভূবন্ (বভূবুঃ) শ্রীঃ (স্বয়ং লক্ষ্মীরপি) ভজতঃ (স্বস্য সেবকান্) ইতরান্ (ব্রহ্মাদীন্) হিত্বা (যাং পুরুষভূষণ-গাত্রলক্ষ্মীম্) অয়নং (স্বাশ্রয়ং) চকমে নু (কাময়ামাস ইতি নিশ্চিতম্) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাহার অঙ্গকান্তির আশ্রয় কামনা করেন, মধুপুরস্থ জনগণ সেই পুরুষভূষণ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শন করায়—গোপীগণ কৃষ্ণের আগমনকালে—"অদ্য মধুপুরস্থ লোকসকলের সুপ্রভাত হইল" এইরূপ যে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তাহা সত্য হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—ব্রজসুন্দরীভাবভাবিত্বাদকস্মাত্তদ্বিরহস্মৃতিজনিতবিষাদো মুনীন্দ্রঃ পরীক্ষিতং পূর্ব্বকথাং স্মারয়তি,—গোপ্য ইতি। মুকুন্দস্য বিগমে ব্রজান্নির্গমনসময়ে যা আশিষঃ ভবিষ্যন্তীঃ সুখসম্পত্তীঃ আশাসত অস্মাকমাশিষোঽদ্যপুরস্থাঃ প্রাপ্স্যন্তীত্যভাষন্ত। "সুখং প্রভাতা রজনীয়"মিতি অদ্য ধ্রুবং তত্র দৃশো ভবিষ্যত" ইত্যাদিকাস্তাং মধুপুর্য্যাং কৃষ্ণগাত্রশোভাং পশ্যতাং ঋতাঃ সত্যা যথার্থা এবাভূবন্ কথং তাদৃশীনাং বিলাপোক্তিরপ্যন্যথা ভবেদিতি ভাবঃ। শ্রীস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তিন্যপি শোভা সর্ব্বশোভাধিষ্ঠাত্রীদেবতা ইতরান্ ভজতঃ স্বং কাময়মানানপি পুংসস্ত্যক্ত্বায়াং গাত্রশোভাং চকমে "ভূষণভূষণাঙ্গ"মিতিবৎ স্বং শোভয়িতুমিতি ভাবঃ। গাত্রলক্ষ্মীং বিশিনষ্টি। অয়নং প্রাকৃতাপ্রাকৃতসর্ব্বশোভানামাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

———

অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ ভুক্ত্বা ক্ষীরোপসেচনম্।
ঊষতুস্তাং সুখং রাত্রিং জ্ঞাত্বা কংসচিকীর্ষিতম্ ॥২৫

অন্বয়ঃ—(অথ) অবনিক্তাঙ্ঘ্রিযুগলৌ (প্রক্ষালিত পাদপদ্মৌ তৌ) ক্ষীরোপসেচনং (ক্ষীরমিশ্রান্নং)

ভুক্ত্বা কংসচিকীর্ষিতং (কংসস্য অভিপ্রায়ং) জ্ঞাত্বা তাং রাত্রিং সুখং (সুখেন) উষতুঃ (যাপয়ামাসুঃ) ॥২৫

অনুবাদ—অনন্তর পাদপদ্ম প্রক্ষালনপূর্ব্বক ক্ষীর-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া কংসের অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই রজনী সুখে অতিবাহিত করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—অবনিক্তং দাসৈঃ ক্ষালিতমঙ্ঘ্রিযুগলং যয়োস্তৌ। ক্ষীরোপসেচনং ক্ষীরেণ ব্রজস্থকৃষ্ণপ্রিয়-বস্কয়নীদুগ্ধেন শকটোপরিস্থাগ্নিধান্যাং ব্রজেশ্বর্য্যো-বাপিতভাণ্ডস্থেন উপসিচ্যামানমোদনং ভুক্ত্বা কংসস্য চিকীর্ষিতং পরেদ্যবিস্বহিংসন-ব্যবসায়ং জ্ঞাত্বাপি নির্ভয়ত্বাৎ সুখস্বাপ্যাধিক্যেন উষতুঃ। ভোঃ পুত্রৌ, অদ্য কিং কৃতং মুগ্ধাভ্যাং যুবাভ্যাম্? হন্ত হন্ত কথমর্চ্চিতং ধনুর্ভগ্নং, কথং বা তদ্রক্ষিণো হতাঃ ন জানে ক্রুধ্যন্ কংসঃ শ্বঃ কিং করিষ্যতি। হা হা কথং ময়া গোষ্ঠাৎ যুবামানীতাবিত্যাদিভীতস্য সর্ব্বাং রাত্রিমনিদ্রাণস্য পিতুর্নন্দস্য বাক্যং স্বাপাধিক্যাদেব তৌ ন শ্রুতবন্তাবিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৫ ॥

কংসস্তু ধনুষো ভঙ্গং রক্ষিণাং স্ববলস্য চ।
বধং নিশম্য গোবিন্দ-রাম-বিক্রীড়িতং পরম্ ॥২৬॥
দীর্ঘপ্রজাগরো ভীতো দুর্নিমিত্তানি দুর্ম্মতিঃ।
বহূন্যচষ্টোভয়থা মৃত্যোর্দৌত্যকরাণি চ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কংসঃ তু তদ্ধনুর্ভঙ্গং (তস্য ধনুষঃ ভঙ্গং) রক্ষিণাং (রক্ষকানাং) স্ববলস্য (স্বসৈন্যস্য) চ বধং পরং (কেবলং) গোবিন্দরামবিক্রীড়িতং (রামকৃষ্ণয়োঃ ক্রীড়ামাত্রং নতু যুদ্ধরূপং ইতি) নিশম্য (শ্রুত্বা) দুর্ম্মতিঃ (সঃ) ভীতাঃ দীর্ঘপ্রজাগরঃ (চিন্তয়া ভয়েন চ দীর্ঘকালং বিনিদ্রঃ) উভয়থা (স্বপ্নজাগরিতভেদেন) মৃত্যোঃ দৌত্যকরাণি (মৃত্যোঃ দৌত্যমিব কুর্ব্বন্তি ইতি তৎকরাণি তৎ-সূচকানি) বহূনি (অনেকানি) দুর্নিমিত্তানি (দুর্লক্ষণানি) অচষ্ট (দদর্শঃ) ॥ ২৬-২৭ ॥

অনুবাদ—রামকৃষ্ণ ক্রীড়াতুল্য অনায়াসে ধনুর্ভঙ্গ এবং স্বকীয় সৈন্য বধ করিয়াছেন শুনিতে পাইয়া দুর্ম্মতি কংস চিন্তা ও ভয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিনিদ্র থাকিয়া স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই মৃত্যুসূচক বিবিধ অশুভলক্ষণ দর্শন করিতেছিল ॥ ২৬-২৭ ॥

বিশ্বনাথ—তঞ্চ বধং পরং কেবলঃ রামকৃষ্ণয়ো-র্বিক্রীড়িতং নতু পরাক্রমং নিশম্য। উভয়থা স্বপ্ন জাগরপ্রকারেণ মৃত্যোর্দৌত্যমিব কুর্ব্বন্তীতি তানি ॥ ২৬-২৭ ॥

অদর্শনং স্বশিরসঃ প্রতিরূপে চ সত্যপি।
অসত্যপি দ্বিতীয়ে চ দ্বৈরূপ্যং জ্যোতিষাং তথা ॥২৮
ছিদ্রপ্রতীতিশ্ছায়ায়াং প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ।
স্বর্ণপ্রতীতির্বৃক্ষেষু স্বপদানামদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥
স্বপ্নে প্রেত-পরিষ্বঙ্গঃ খরযানং বিষাদনম্।
যায়ান্নলদমাল্যেকস্তৈলাভ্যক্তো দিগম্বরঃ ॥ ৩০ ॥
অন্যানি চেত্থম্ভূতানি স্বপ্নজাগরিতানি চ।
পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তো নিদ্রাং লেভে ন চিন্তয়া ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(তানি দুর্নিমিত্তানি আহ)। প্রতিরূপে (জলাদৌ প্রতিবিম্বে) সতি চ অপি সশিরসঃ অদর্শনং তথা দ্বিতীয়ে (চক্ষুষোরন্তর্দ্ধানে অঙ্গুল্যাদৌ বস্ত্বন্তরে) অসতি (অবিদ্যমানে) অপি চ জ্যোতিষাং (সূর্য্যা-দীনাং) দ্বৈরূপ্যং (দ্বিত্বং) ছায়ায়াং (প্রতিবিম্বে) ছিদ্রপ্রতীতিঃ (ছিদ্রদর্শনং তথা) প্রাণঘোষানুপশ্রুতিঃ (পিহিতকর্ণপুটস্য যোঽন্তঃ শ্রূয়মাণো ধ্বনিঃ স প্রাণ-ঘোষঃ তস্য অশ্রবণং) বৃক্ষেষু স্বর্ণপ্রতীতিঃ (সুবর্ণ-বর্ণপ্রতীতিঃ) স্বপাদানাং (ধূলিকর্দ্দমাদৌ পদচিহ্না-নাম্) অদর্শনম্ (এতানি জাগরিতদুর্নিমিত্তানি তথা) স্বপ্নে (নিদ্রায়াং) প্রেতপরিষ্বঙ্গঃ (মৃতালিঙ্গনং খর-যানং (গর্দ্দভেন গমনং) বিষাদনং (বিষভক্ষণং) নলদমালী (জবাকুসুমমাল্যধারী) তৈলাভ্যক্তঃ দিগম্বরঃ (নগ্নঃ) একঃ (কশ্চিদ্‌জনঃ) যায়াৎ (গচ্ছতি ইত্যেবং রূপম্) ইত্থং ভূতানি (এবং প্রকারাণি) স্বপ্নজাগরিতানি অন্যানি চ (দুর্নিমিত্তানি) পশ্যন্ মরণসন্ত্রস্তঃ (মৃত্যুভীতঃ সঃ) চিন্তয়া চিন্তাং ন লেভে ॥ ২৮-৩১ ॥

অনুবাদ—তিনি জলাদিগত স্বীয় প্রতিবিম্বে মস্তক-অদর্শন, নেত্রব্যবধান জনক অন্যবস্তুর অবিদ্যমানে ও সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণের দ্বিত্বপ্রতীতি, ছায়ামধ্যে ছিদ্র দর্শন, কর্ণযুগলের ছিদ্র আবৃত করিলে অন্তঃস্থিত প্রাণবায়ুর যে ধ্বনি শ্রুত হয় তাহার অশ্রবণ এবং বৃক্ষসমূহের সুবর্ণতুল্য বর্ণ উপলব্ধি, বালুকা কর্দ্দমা-

দিতে নিজ পদচিহ্নের অদর্শন প্রভৃতি জাগরণকালীন অশুভলক্ষণ দর্শন করিতেছিল। এইরূপ নিদ্রায়ও মৃত-ব্যক্তির আলিঙ্গন, গর্দ্দভারোহণ, বিষভক্ষণ, জবাকুসুম মাল্যধারী তৈলাক্তদেহ কোনও নগ্ন পুরুষের গমন প্রভৃতি অশুভলক্ষণ এবং অন্যান্য বিবিধ দুর্ল্লক্ষণদর্শনে মৃত্যুভয়ে ও চিন্তায় নিদ্রালাভ করিতে পারিল না ॥ ২৮-৩১ ॥

বিশ্বনাথ—তানি দর্শয়তি—ত্রিভিঃ। দর্পণাদৌ প্রতিরূপে দৃশ্যমানেঽপি স্বশিরসস্তত্রাদর্শনম্। দ্বিতীয়ে দ্বৈরূপ্যহেতুভূতে চক্ষুরন্তর্বর্ত্তনকারিণ্যাঙ্গুল্যাদৌ অসত্যাপি জ্যোতিষাং চন্দ্রাদীনাং দ্বিত্বং, ছায়ায়াং স্বপ্রতিবিম্বে ছিদ্রপ্রতীতিঃ। পিহিতকর্ণপুটস্য যোঽন্তঃ শ্রূয়মাণো ধ্বনিঃ স প্রাণঘোষস্তস্যাশ্রবণম্। বৃক্ষেষু স্বর্ণবর্ণপ্রতীতিঃ রজঃ কর্দ্দমাদিষু স্বপদানামদর্শনম্। এতানি জাগরণদুর্নিমিত্তানি। প্রেতৈঃ মৃতৈঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ সহ পরিষ্বঙ্গঃ। খরযানং গর্দ্দভারোহণং, বিষাদনং বিষভক্ষণম্। নলদমালী জবাকুসুমমালাবান্ যায়াদ্গচ্ছেদিতি যত্তদপ্যেকং দুর্নিমিত্তং স্বপ্নজাগরিতানি তৎসম্বন্ধীনি ॥ ২৮-৩১ ॥

———

ব্যুষ্টায়াং নিশি কৌরব্য সূর্য্যে চাদ্ভ্যঃ সমুত্থিতে।
কারয়ামাস বৈ কংসো মল্লক্রীড়ামহোৎসবম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(হে) কৌরব্য, (কুরুবংশধর) নিশি ব্যুষ্টায়াং (প্রভাতায়াং সত্যাং) সূর্য্যে চ অদ্ভ্যঃ (সলিলমধ্যাৎ) সমুত্থিতে (সতি) কংসঃ মল্লক্রীড়া-মহোৎসবং (মল্লক্রীড়ারূপং মহোৎসবং) কারয়ামাস বৈ ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে কুরুনন্দন, এইরূপে রাত্রি প্রভাত হইল, সূর্য্যদেব সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। তখন কংস মল্লক্রীড়া মহোৎসব আরম্ভ করিতে আদেশ দিল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—ব্যুষ্টায়াং প্রভাতায়াং সূর্য্যে চাদ্ভ্য ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ—" উদ্গান্মহতোঽর্ণবাৎ বিভ্রাজমানঃ সলিলস্য মধ্যাৎ সমা বৃষভো লোহিতাক্ষঃ সূর্য্যো বিপশ্চিন্মনসা পুনাত্বি"তি ॥ ৩২ ॥

———

আনর্চ্চুঃ পুরুষা রঙ্গং তূর্য্য-ভের্য্যশ্চ জঘ্নিরে।
মঞ্চাশ্চালঙ্কৃতাঃ স্রগ্ভিঃ পতাকা-চৈল-তোরণৈঃ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—পুরুষাঃ (কংসস্য কর্ম্মচারিণঃ) রঙ্গং (রঙ্গস্থানম্) আনর্চ্চুঃ (মঙ্গলকলসস্থাপনাদিনা অলঞ্চক্রুঃ) তূর্য্যঃ (বাদ্যবিশেষাঃ) ভের্য্যঃ (বৃহদ্ঢক্কা যন্ত্রাঃ) চ জঘ্নিরে (বাদনার্থং কাষ্ঠিকাভিরতাড্যন্ত) মঞ্চাঃ চ স্রগ্ভিঃ (মাল্যৈঃ তথা) পতাকা-চৈল-তোরণৈঃ (ধ্বজ-পট্টবসন-তোরণৈঃ) অলঙ্কৃতাঃ (শোভিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তখন কংসের কর্ম্মচারিগণ মঙ্গলঘটস্থাপনাদিদ্বারা রঙ্গভূমির অর্চ্চনা করিতেছিল, ভেরী-তূরী প্রভৃতি বাদ্যসকল নিনাদিত হইতেছিল এবং মঞ্চসকল মালা, পতাকা, পট্টবস্ত্র ও তোরণসমূহে সুসজ্জিত হইতেছিল ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—পুরুষাঃ কংসস্য কর্ম্মচারিণঃ। আনর্চ্চুঃ মঙ্গলকলসস্থাপনাদিনা অলং চক্রুঃ। জঘ্নিরে বাদনার্থং কাষ্ঠিকাভিরতাড্যন্ত ॥ ৩৩ ॥

———

তেষু পৌরা জানপদা ব্রহ্ম-ক্ষত্র-পুরোগমাঃ।
যথোপজোষং বিবিশু রাজানশ্চ কৃতাসনাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) ব্রহ্মক্ষত্রপুরোগমাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদয়ঃ) পৌরাঃ (পুরজনাঃ) জানপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) কৃতাসনাঃ (কৃতানি স্থাপিতানি আসনানি যেষাং তে) রাজানঃ চ তেষু (রঙ্গেষু) যথোপজোষং (যথাসুখং) বিবিশুঃ (উপবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥৩৪॥

অনুবাদ—অনন্তর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি পুরবাসী ও জনপদবাসিগণ এবং রাজগণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট-আসনে রঙ্গমধ্যে যথাসুখে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—যথোপজোষং যথাসুখম্ ॥ ৩৪ ॥

———

কংসঃ পরিবৃতোঽমাত্যৈ রাজমঞ্চ উপাবিশৎ।
মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থো হৃদয়েন বিদূয়তা ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—কংস অমাত্যৈঃ পরিবৃতঃ (বেষ্টিতঃ তথা) মণ্ডলেশ্বরমধ্যস্থঃ (খণ্ডমণ্ডলপতীনাং মধ্যবর্ত্তী অপি) বিদূয়তা (উপতপ্তেন) হৃদয়েন (উপলক্ষিতঃ সন্) রাজমঞ্চে উপাবিশৎ (উপবিষ্টঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—রাজা কংসও তখন রাজমঞ্চে উপবেশন করিলেন। যদিও তিনি অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত এবং রাজ মণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন, তথাপি তাহার হৃদয়ে অতিশয় চিন্তা সন্তাপ বর্ত্তমান ছিল ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ—বিদূয়তা দূয়মানেন হৃদা উপলক্ষিতঃ ॥৩৫

———

বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু মল্লতালোত্তরেষু চ।
মল্লাঃ স্বলঙ্কৃতা দৃপ্তাঃ সোপাধ্যায়াঃ সমাসত ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—মল্লতালোত্তরেষু (মল্লতাল উত্তরে উপরি উচ্চৈঃ শ্রূয়তে যেষু তেষু) তূর্য্যেষু বাদ্যমানেষু (সৎসু) সোপাধ্যায়াঃ (মল্লাচার্য্যৈঃ সহিতাঃ) স্বলঙ্কৃতাঃ (সুশোভিতাঃ) দৃপ্তাঃ (গর্ব্বিতাঃ) মল্লাঃ সমাসত (রঙ্গভূমিং প্রবিবিশুঃ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—তৎকালে নিনাদিত তূর্য্যধ্বনিকে অভিভূত করিয়া মল্লগণের উচ্চ তালধ্বনি শ্রুত হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মল্লাচার্য্যগণের সহিত সুশোভিত গর্ব্বিত মল্লগণ রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিল ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—মল্লতালোত্তরেষু মল্লোচিততালপ্রধানেষু ॥ ৩৬ ॥

———

চাণূরো মুষ্টিকঃ কূটঃ শলস্তোশল এব চ।
ত আসেদুরুপস্থানং বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—চাণূরঃ মুষ্টিকঃ কূটঃ শলঃ তোশলঃ এব চ তে (এতে মল্লাঃ) বল্গুবাদ্যপ্রহর্ষিতাঃ (মনোহরতূর্য্যনিনাদহৃষ্টাঃ সন্তঃ) উপস্থানং (মল্লরঙ্গম্) আসেদুঃ (উপস্থিতাঃ) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল, তোশল এই সকল মল্ল মনোহর তূর্য্যধ্বনি শ্রবণে হর্ষান্বিত হইয়া মল্লরঙ্গে উপস্থিত হইল ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—উপস্থানং মল্লরঙ্গভূমিম্ ॥ ৩৭ ॥

———

নন্দগোপাদয়ো গোপা ভোজরাজসমাহুতাঃ।
নিবেদিতোপায়নাস্তে একস্মিন্ মঞ্চ আবিশন্ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে মল্লরঙ্গোপবর্ণনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—নন্দগোপাদয়ঃ গোপাঃ ভোজরাজসমাহুতাঃ (ভোজরাজেন আমন্ত্রিতাঃ তথা) নিবেদিতোপায়নাঃ (কংসায় নিবেদিতানি উপায়নানি যৈঃ তে তথা ভুতাঃ আসন্) তে (অপি) একস্মিন্ মঞ্চে আবিশন্ (উপাবিষ্টাঃ বভূবুঃ) ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—নন্দ প্রভৃতি গোপগণ ভোজরাজ-কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া পূর্ব্বেই উপঢৌকনসমূহ নিবেদন করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহারাও একটী মঞ্চে উপবেশন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—সমাহূতাঃ সম্যক্ সাদরং সাশ্বাসঞ্চাহূতা ইত্যর্থঃ। তত্রাশ্বাসশ্চ ভো ব্রজরাজ, ত্বং মে মণ্ডলেশ্বরমুখ্যোঽসি গোষ্ঠাদাগতোঽপি কিং ভীত্যেব মাং ন সঙ্গতোঽভূঃ। ধনুর্ভঙ্গং খলু পুত্রয়োর্দৌরাত্ম্যং মামংস্থাঃ। তাভ্যাং হ্যঃ স্ববলপরীক্ষৈব মহ্যং দত্তা তৌ বলিষ্ঠৌ শ্রুত্বৈব দ্রষ্টুমাহূতৌ তৎ যূয়ং শীঘ্রমাগচ্ছত মাভৈষ্টেত্যাদিকঃ। অতএব রাজাজ্ঞাগৌরবাদেব ক্বাপি প্রাতরেব গতৌ স্বপুত্রৌ তত্রাপশ্যন্নপি তদাগমনমনপেক্ষ্যৈব পরমাপ্তবুদ্ধিমতো গোপানেব তয়োরক্ষার্থং শীলশিক্ষণার্থং চ নিযুজ্য হিতোপদেশবাক্যং সন্দিশ্য চ দ্রুতং নন্দ আজগাম, উপানন্দাদয়শ্চ দ্রুতমায়াতাঃ কংসায় নিবেদিত-দধি-ঘৃত-বস্ত্র-স্বর্ণ-মুদ্রাদ্যুপায়নাঃ রাজমঞ্চে উপবেশস্থানাদর্শনাদ্রাজ্ঞ আজ্ঞয়ৈবান্যস্মিন্ একস্মিন্ মঞ্চে উপবিবিশুঃ ॥৩৮॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দ্বিচত্বারিংশকঃ সাধু দশমেঽজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথ-চক্রবর্তিঠক্কুরকৃতা সারার্থ-দর্শিনী-টীকা-সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—

অথ কৃষ্ণশ্চ রামশ্চ কৃতশৌচৌ পরন্তপ।
মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং শ্রুত্বা দ্রষ্টুমুপেয়তুঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রামকৃষ্ণের গজেন্দ্র-বিনাশপূর্ব্বক রঙ্গপ্রবেশ ও চাণূর সহ আলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

রামকৃষ্ণ প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক মল্ল-দুন্দুভি-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উৎসব-দর্শনার্থ গমন করিলেন। রঙ্গদ্বারে কুবলয়াপীড়-নামক হস্তীকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ হস্তীপালককে তাঁহাদের পথ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, অন্যথা হস্তীসহ তাহার প্রাণবিনাশের ভয় দেখাইলেন। হস্তীপালক কুপিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে হস্তীকে পরিচালিত করিল। গজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে শুণ্ডদ্বারা ধারণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ উহাকে আঘাত করিয়া তাহার পদ-চতুষ্টয়ের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণকে না পাইয়া ঘ্রাণযোগে তাঁহার অনুসন্ধানপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্ব্বক উহার কবল হইতে নির্গত হইয়া তাহার পুচ্ছ আকর্ষণ করিলেন এবং তাহার সহিত বামে দক্ষিণে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে তাহার পুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া কৌশলসহকারে দৌড়াইতে দৌড়াইতে উহাকে ভূপাতিত করিলেন এবং স্বয়ং ভূপতিত ও তৎক্ষণাৎ উত্থিত হইয়া অন্যত্র অবস্থান করিতে লাগিলেন। হস্তী তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ ভূপতিত-জ্ঞানে দন্তদ্বারা ভূমিতে আঘাত করিতে লাগিল এবং এইরূপে ব্যর্থ-বিক্রম হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইল। ভগবান্ মধুসূদন তাহার শুণ্ড-ধারণপূর্ব্বক পুনর্বার ভূপাতিত করিলেন ও তাহার দন্ত উৎপাটনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা হস্তীপালকসহ হস্তীকে সংহার করিলেন। গজরক্ত সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ এবং গজদন্তরূপ আয়ুধ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত হইয়া বলদেবসহ রণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকসকল তাঁহাকে বিভিন্নভাবে দর্শন করিতে লাগিল। মল্লগণ বজ্রসদৃশ, সাধারণ পুরবাসিগণ নরোত্তমস্বরূপ, কামিনীগণ মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পস্বরূপ, গোপগণ স্বজন, দুষ্টরাজগণ শাসক, জনক-জননী শিশুরূপে, কংস সাক্ষাৎ মৃত্যু, অজ্ঞগণ বিরাটপুরুষ, যোগিগণ পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণি-গণ পরম দেবতারূপে দর্শন করিতে লাগিলেন। কুবলয়াপীড়ের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ও রাম-কৃষ্ণকে দুর্জ্জয় দেখিয়া কংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। রঙ্গস্থ দর্শকবৃন্দ রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরম উৎফুল্ল হইল এবং গোবর্ধন-ধারণ, বকাসুর-বিনাশ প্রভৃতি অদ্ভুতলীলা-সমূহ সর্ব্বসমক্ষে কীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল যে, রামকৃষ্ণ শ্রীহরি-নারায়ণের অংশে বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চাণূর রামকৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাঁহারা গোপ-গণসহ গোচারণকালে মল্লক্রীড়া করিয়া থাকেন, অতএব তৎকার্য্যে সুনিপুণ; রাজার অভিপ্রায়ানু-সারে তাহাদের সহিত মল্লক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া রাজার প্রীতি-সাধন করা তাঁহাদের (রাম-কৃষ্ণের) একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ উহা শ্রবণে পরম প্রীতিসহ-কারে বলিলেন যে, তাঁহারা বনচারী হইলেও ভোজ-রাজেরই প্রজা, অতএব ন্যায়সঙ্গত বাহুযুদ্ধদ্বারা রাজার প্রিয়কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইহা শুনিয়া চাণূর শ্রীকৃষ্ণকে এবং মুষ্টিক বলরামকে মল্ল-ক্রীড়ায় আহ্বান করিল।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ (শ্রীবাদরায়ণিঃ) উবাচ—(হে) পরন্তপ অথ (অনন্তরং) কৃতশৌচৌ (সম্পাদিত-শৌচকৃত্যৌ) রামঃ চ কৃষ্ণঃ চ মল্লদুন্দুভিনির্ঘোষং (মল্লতালময়ং দুন্দুভিধ্বনিং) শ্রুত্বা দ্রষ্টুং (রঙ্গক্রীড়াম-বলোকয়িতুম্) উপেয়তুঃ (তৎস্থানং জগ্মতুঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে পরন্তপ, অনন্তর বলদেব এবং কৃষ্ণ শৌচকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক মল্লগণের তালধ্বনিযুক্ত দুন্দুভিনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া রঙ্গক্রীড়া দর্শনের জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন ॥১॥

বিশ্বনাথ—

ত্রিচত্বারিংশকে হত্বা হস্তীন্দ্রং রঙ্গভূগতঃ।
মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যবর্ষী চ চাণূরং প্রত্যভাষত ॥ ০ ॥

অথেতি। উষসি পিত্রাদীনপৃষ্টৈব সর্ব্বৈরলক্ষিতৌ

সবয়স্যৌ যমুনাতীরং রামকৃষ্ণৌ গতৌ তত্রৈব কৃত-দন্তধাবনাদিকৌ ভো ভো বয়স্যাঃ, মল্লতালময়ো দুন্দুভিঘোষোঽয়ং শ্রূয়তে তদিত এব প্রবিশাব ইতি দ্রষ্টুং দ্রুতমীয়তুঃ ॥ ১ ॥

———

রঙ্গদ্বারং সমাসাদ্য তস্মিন্নাগমবস্থিতম্।
অপশ্যৎ কুবলয়াপীড়ং কৃষ্ণোঽম্বষ্ঠপ্রচোদিতম্ ॥২॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ রঙ্গদ্বারং (রঙ্গভূমেঃ দ্বারদেশং) সমাসাদ্য (প্রাপ্য) তস্মিন্ (দ্বারে) অবস্থিতম্ অম্বষ্ঠ-প্রচোদিতং (হস্তিপালকেন পরিচালিতং) কুবলয়া-পীড়ং (তন্নামকং) নাগং (গজম্) অপশ্যৎ (দৃষ্ট-বান্) ॥ ২ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ রঙ্গভূমির দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াই হস্তিপালক-কর্ত্তৃক পরিচালিত কুবলয়াপীড়-নামক গজরাজকে দর্শন করিলেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অম্বষ্ঠো হস্তিপস্তেন সংপ্রতি হিংসার্থং প্রেরিতম্ ॥ ২ ॥

———

বদ্ধ্বা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান্।
উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শৌরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ তদ্দর্শনাৎ) পরিকরং বদ্ধ্বা (যুদ্ধোচিতপরিধানং কৃত্বা) কুটিলালকান্ (কুঞ্চিতচূর্ণকুন্তলান্) সমুহ্য (নিবধ্য) মেঘনাদগভীরয়া বাচা (জলদগম্ভীর-ধ্বনিনা) হস্তিপং (হস্তিপালকম্) উবাচ (উক্তবান্) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—তিনি তদ্দর্শনেই যুদ্ধোচিত কটিদেশ-বন্ধনপূর্ব্বক বস্ত্র পরিধান এবং কুটিল অলকারাশিকে একত্র বিন্যস্ত করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে হস্তিপালককে বলিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—পরিকরং বদ্ধ্বা কঞ্চুকং বিসৃজ্য পরি-ধানীয়বস্ত্রং মধ্যবন্ধনধটীপটেন বেষ্টয়িত্বা প্রালম্ব্য-মালাদিকং বৈকক্ষকাদিত্বেন নিধায়েত্যর্থঃ। কুটিলাল-কান্ উষ্ণীষবন্ধনকালে অঙ্গুল্যা কেশান্তঃ প্রবেশিতানপি যুদ্ধকালে বিক্ষেপশঙ্কয়া সমুহ্য উত্তরীয়েণাপি গাঢ়ং বদ্ধ্বেত্যর্থঃ। সমূহ্যেতি পাঠে দীর্ঘত্বমার্ষম্ ॥ ৩ ॥

———

অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মা চিরম্।
নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অম্বষ্ঠ, (হে) অম্বষ্ঠ, (হে হস্তি-পালক) নৌ (আবয়োঃ) মার্গং (পন্থানং) দেহি অপক্রম (দ্বারাৎ অবসর) মা চিরং (বিলম্বং মা কুরু) নো চেৎ (যদি মার্গং ন দাস্যসি তদা) অদ্য সকুঞ্জরং (হস্তিনা সহ) ত্বা (ত্বাং) যমসাদনং (যমালয়ং) নয়ামি (প্রেরয়ামি) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—হে অম্বষ্ঠ, হে অম্বষ্ঠ, আমাদের উভ-য়ের প্রবেশের জন্য পথ প্রদান কর, দ্বার হইতে সরিয়া যাও, বিলম্ব করিও না, অন্যথা হস্তীর সহিত তোমাকে অদ্যই যমালয়ে প্রেরণ করিব ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—যমস্য সাদনং সদনম্। বস্তুতস্তু যমেন মনোনিরোধেনাসাদ্যতে প্রাপ্যতে ইতি যমসাদনং মোক্ষম্ ॥ ৪ ॥

———

এবং নির্ভর্ৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্।
চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং নির্ভর্ৎসিতঃ (তিরস্কৃতঃ) অম্বষ্ঠঃ (হস্তিপালকঃ) কুপিতঃ (ক্রুদ্ধঃ সন্) কালান্তক-যমোপমং (কালেন অন্ত আয়ুঃশেষো যেষাং তেষাং মনুষ্যাদীনাং যো যমঃ প্রসিদ্ধস্তেন উপমা যস্য তং) কোপিতং গজং কৃষ্ণায় (কৃষ্ণং প্রতি) চোদয়ামাস (প্রেরয়ামাস) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—হস্তিপালক এবম্বিধ তিরস্কার-বচনে ক্রুদ্ধ হইয়া কালান্তক যমসদৃশ ক্রুদ্ধ হস্তীকে কৃষ্ণের অভিমুখে পরিচালিত করিল ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—কৃষ্ণায় কৃষ্ণং গ্রহীতুং কালেন অন্তঃ আয়ুঃশেষো যেষাং তেষাং মনুষ্যাদীনাং যো যমঃ প্রসিদ্ধস্তেনোপমা যস্য তং, তেন কৃষ্ণস্যাসৌ কিমপি কর্ত্তুং ন প্রভবিষ্যতীতি ভীতং রাজানং প্রত্যাশ্বাসো ধ্বনিতঃ ॥ ৫ ॥

———

করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ।
করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্‌ঘ্রিষ্বলীয়ত ॥৬॥

অন্বয়ঃ—(সঃ) করীন্দ্রঃ (মত্তহস্তিরাজঃ)

তরসা (বেগেন) তং (কৃষ্ণং প্রতি) অভিদ্রুত্য (আগত্য) করেণ (শুণ্ডেন) অগ্রহীৎ (ধৃতবান্) সঃ (কৃষ্ণঃ) করাৎ (শুণ্ডাৎ) বিগলিতঃ (স্খলিতঃ সন্) অঙ্ঘ্রিষু (পদচতুষ্টয়ে) অমুং (গজং) নিহত্য (প্রহৃত্য) অলীয়ত (অদৃশ্যো বভূব) ।।৬।।

অনুবাদ—উক্ত মত্তহস্তিরাজ সবেগে কৃষ্ণের অভিমুখে আগমনপূর্ব্বক শুণ্ডদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলে তিনি তথা হইতে স্খলিত হইয়া তাহার পদ চতুষ্টয়ে প্রহারপূর্ব্বক অদৃশ্য হইলেন ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—তং নির্ভয়ত্বেনৈব স্থিতং কৃষ্ণং করেণ শুণ্ডেন মধ্যদেশেহগ্রহীৎ। ততশ্চ স কৃষ্ণঃ অমুং কুঞ্জরং নিহত্য বামমুষ্ট্যা শুণ্ডে প্রহৃত্য তৎপ্রহার-বিবশাৎ শুণ্ডাদ্বিগলিতঃ সন্ অঙ্ঘ্রিষু তস্য মহাস্থূল-পাদেষু অলীয়ত অদৃশ্যো বভূব। অত্র অঙ্ঘ্রিষ্বিতি বহুবচনেনৈবং ব্যাখ্যেয়ম্,—প্রথমমেকস্মিন্ পাদপৃষ্ঠে অলীয়ত তদাঘ্রাণদৃষ্টৌ কুঞ্জরে তথৈব ধর্ত্তুমুদ্যতে সতি অন্যস্মিন্ পাদে অলীয়ত তত্রাপি ধর্ত্তুমুদ্যতেহ-পরস্মিন্নিত্যেবং সহাসমুখাম্বুজো মহাকৌতুকী স কুঞ্জরং বহুশো বঞ্চয়ন্ স্বখেলামেবাদ্ভুতাং লোকান্ দর্শয়ামাসেতি ভাবঃ ।। ৬ ।।

সংক্রুদ্ধস্তমচক্ষাণো ঘ্রাণদৃষ্টিঃ স কেশবম্।
পরামৃশৎ পুষ্করেণ স প্রসহ্য বিনির্গতঃ ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—তং (শ্রীকৃষ্ণম্) অচক্ষাণঃ (অপশ্যন্ অতঃ) সংক্রুদ্ধঃ (কুপিতঃ) ঘ্রাণদৃষ্টিঃ (ঘ্রাণেন অবঘ্রাণেন দৃষ্টিঃ দর্শনং যস্য সঃ) সঃ (গজঃ) পুষ্করেণ (শুণ্ডাগ্রেণ) কেশবং পরামৃশৎ (ধৃতবান্) সঃ (শ্রীকৃষ্ণশ্চ) প্রসহ্য (বলেন) বিনির্গতঃ (শুণ্ডা-গ্রাৎ বহির্গতঃ বভূব) ।। ৭ ।।

অনুবাদ—তাঁহার অদর্শনে কুপিত হইয়া উক্ত গজরাজ ঘ্রাণদ্বারা গতি নিরূপণপূর্ব্বক পুনরায় শুণ্ড-দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলে তিনিও সবলে তন্মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন ।। ৭ ।।

বিশ্বনাথ—অচক্ষাণোহপশ্যন্ পশুত্বাদ্ঘ্রাণদৃষ্টিঃ গন্ধেনৈব জানন্ পুষ্করেণ শুণ্ডাগ্রেণ পরামৃশৎ তং জগ্রাহেতি স্বীয়খেলান্তরং লোকান্ দর্শয়িষ্যন্ কৃষ্ণঃ স্বমেকবারং তদুৎসাহবর্দ্ধনার্থং গ্রাহয়ামাসেতি ভাবঃ। ততশ্চ কুঞ্জরে তস্মিন্ কৃতার্থম্মন্যে সতি স কৃষ্ণঃ প্রসহ্য বলাৎকারেণৈব 'কিমরে বলং দর্শয়সী'ত্যুক্ত্বা স্বং মোচয়িত্বা বহির্নির্গতোঽভূৎ ।। ৭ ।।

পুচ্ছে প্রগৃহ্যাতিবলং ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিম্।
বিচকর্ষ যথা নাগং সুপর্ণ ইব লীলয়া ।। ৮ ।।

অন্বয়ঃ—(ততঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) অতিবলং (মহাবলং তং তং গজং) পুচ্ছে (লাঙ্গুলদেশে) প্রগৃহ্য (ধৃত্বা) সুপর্ণঃ (গরুড়ঃ) নাগম্ ইব (সর্পমিব) লীলয়া (অনায়াসেন) ধনুষঃ পঞ্চবিংশতিং (শতহস্তপ্রমাণং দেশং ব্যাপ্য) যথা (যথাবৎ) বিচকর্ষ (আকৃষ্টবান্) ।। ৮ ।।

অনুবাদ—অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ মহাবলশালী হস্তীকে পুচ্ছদেশে ধারণপূর্ব্বক গরুড় যেরূপ সর্পকে আকর্ষণ করে তদ্রূপ অনায়াসে শত হস্ত পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিলেন ।। ৮ ।।

বিশ্বনাথ—ধনুষঃ ধনুষাং পঞ্চবিংশতিং শতহস্ত-প্রমাণ দেশং বাপ্য যথেতি যথাবদেব বিচকর্ষ। কুঞ্জরঃ স তদা যৎ কিঞ্চিদপি স্থৈর্য্যং ধর্ত্তুং ন শশাকেতি ভাবঃ ।। ৮ ।।

স পর্য্যাবর্ত্তমানেন সব্যদক্ষিণতোঽচ্যুতঃ।
বভ্রাম ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেনেব বালকঃ ।। ৯ ।।

অন্বয়ঃ—সঃ অচ্যুতঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) সব্যদক্ষিণতঃ (বামে দক্ষিণে চ) পর্য্যাবর্ত্তমানেন (কৃষ্ণং গ্রহীতুং পরিবর্ত্তনশীলেন গজেন সহ) ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন (সহ) বালকঃ ইব বভ্রাম (যদা হস্তী বামতঃ পরা-বর্ত্ততে তদা কৃষ্ণঃ দক্ষিণতো যদা চ হস্তী দক্ষিণতঃ পরাবর্ত্ততে তদা স বামতঃ তং ভ্রাময়ন্ স্বয়ং ভ্রমতি স্ম) ।। ৯ ।।

অনুবাদ—তিনি উক্ত হস্তীকে দক্ষিণে ও বামে আকর্ষণ করিয়াছিলেন এবং বালক যেরূপ গোবৎ-সকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে ভ্রমণ করে সেইরূপ হস্তী যৎকালে দক্ষিণ-ভাগে ঘুরিতেছিলেন তখন নিজ বাম-দিকে হস্তী যখন বামভাগে ঘুরিতেছিল, তখন নিজে দক্ষিণ-দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।। ৯ ।।

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কুঞ্জরস্য কিঞ্চিদুৎসাহ-প্রাপণার্থমাকর্ষণবেগং ভগবান্ কিঞ্চিৎ শিথিলীচক্রে ইত্যাহ—স অচ্যুতঃ। পর্য্যাবর্ত্তমানেন কুঞ্জরেণ সহ সব্য-দক্ষিণতো বভ্রামেতি কিঞ্চিদুৎসাহং প্রাপ্য পুচ্ছা-গ্রাহিণং কৃষ্ণং গ্রহীতুং যদি দক্ষিণতঃ পরিবর্ত্ততে কুঞ্জরস্তদা তং সব্যতো ভ্রাময়ন্ স্বয়ং ভ্রমতি যদি চ সব্যতস্তদা দক্ষিণত ইত্যেবং স বভ্রাম। ভ্রাম্যমাণেন গোবৎসেন সহ বলবান্ বালক ইবেতি ॥ ৯ ॥

ততোঽভিমুখমভ্যেত্য পাণিনাহত্য বারণম্।
প্রাদ্রবন্ পাতয়ামাস স্পৃশ্যমানঃ পদে পদে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তরং শ্রীকৃষ্ণঃ) অভিমুখং (সম্মুখভাগম্) অভ্যেত্য (প্রাপ্য) পাণিনা (হস্তেন) বারণং (গজম্) আহত্য (প্রহৃত্য) প্রাদ্রবন্ (প্রকর্ষেণ সমন্ততো ধাবন্) স্পৃশ্যমানঃ (হস্তিনা স্পৃষ্টঃ) পদে পদে (প্রতিপদক্ষেপং তং গজং) পাতয়ামাস (স যথা পততি তথা তং বঞ্চয়ন্নেব প্রাদ্রবন্ ইত্যর্থঃ) ॥১০

অনুবাদ—অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক হস্তদ্বারা গজরাজকে প্রহার করিয়া দ্রুত ধাবমান হইলেন এবং তিনি যেন দৌড়াইতে অসমর্থ হইতে-ছেন—এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য হস্তীকর্ত্তৃক প্রতিপদে স্পৃষ্ট হইয়া এরূপভাবে গমন করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে সে (শেষে) ভূমিতে পড়িয়া গেল ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অথান্যাং খেলাং দর্শয়ন্ পুচ্ছং তত্যাজে-ত্যাহ—তত ইতি। পাণিনা আহত্য ঈষদেব প্রহৃত্য যথাবৎ প্রহারে সদ্যোমরণাৎ প্রারভ্যমানখেলা ন নিষ্পদ্যেত ইতি ভাবঃ। প্রাদ্রবন্ সন্নিতি প্রকর্ষেণ দ্রবন্নপি আ ঈষদেব দ্রবন্ তদুৎসাহবর্দ্ধনার্থং স্বস্য প্রদ্রবণং দর্শয়ামাস তম্। বস্তুতস্তু স্বস্য তদীয়দেব দ্রবণমিত্যর্থঃ। অতএব পদে পদে তেন স্পৃশ্যমানঃ সন্ তং পাতয়ামাসেতি তং পাতয়িতুমেব স্বয়ং মুহু-মুহুর্দ্রবণাসমর্থঃ ইব স্খলতিস্মেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

স ধাবন্ ক্রীড়য়া ভূমৌ পতিত্বা সহসোত্থিতঃ।
তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (গজঃ) ক্রীড়য়া ধাবন্ ভূমৌ পতিত্বা (অপি) সহসা উত্থিতঃ (সন্) তং (শ্রীকৃষ্ণং) পতিতং (ভূপতিতং) মত্বা (অবধার্য্য) ক্রুদ্ধঃ (সন্) সঃ (গজঃ) দন্তাভ্যাং ক্ষিতিম্ অহনৎ (ভূমৌ দন্তা-ঘাতং চকার ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—কুবলয়াপীড় ক্রীড়া সহকারে ধাবিত এবং ভূপতিত হইয়া ও সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকেও ভূপতিত মনে করিয়া ক্রোধে দন্তযুগল-দ্বারা ভূতল খনন করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ কঠোরতরশিলাময্যাং ভূমৌ তমত্যাঘাতং প্রাপয়িতুং স্বস্য পতনমেব তং দর্শয়া-মাস নতু লাঘবাদুত্থানমিত্যাহ,—স ইতি। তং পতি-তং মত্বা তমেব হন্তুমুদ্যতোঽপি ক্ষিতিমেবাহন্ জানুভ্যাং পতিত্বা চখানেত্যর্থঃ। তস্য দন্তক্ষেপকালে এবাতিসূক্ষ্মে কৃষ্ণস্যোত্থায়ান্যত্র গমনাৎ। অতএব "অতর্কিতেতি সহসে"ত্যাভিধানাৎ সহসোত্থিত ইতি প্রযুক্তম্ ॥ ১১ ॥

স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ।
চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্রুষা ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(এবং) স্ববিক্রমে (নিজবীর্য্যে) প্রতিহতে (বিফলে সতি) অত্যমর্ষিতঃ (অত্যন্তম-সহিষ্ণুঃ) কুঞ্জরেন্দ্রঃ (স হস্তিরাজঃ) মহামাত্রৈঃ (প্রধান-হস্তিপালকৈঃ) চোদ্যমানঃ (প্রের্য্যমানঃ সন্) রুষা (ক্রোধেন) কৃষ্ণম্ অভ্যদ্রবৎ (তং প্রতি ধাবিতঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—এইরূপে স্বকীয় বিক্রম বিফল হইলে অতিশয় অসহিষ্ণু হস্তিরাজ প্রধান হস্তিপালককর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া রোষভরে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রধাবিত হইল ॥ ১২ ॥

তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ।
নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ মধুসূদনঃ আপতন্তং (স্বাভি-মুখম্ আগচ্ছন্তং) তং (গজম্) আসাদ্য (প্রাপ্য) পাণিনা (স্বহস্তেন) হস্তং (শুণ্ডং) নিগৃহ্য (প্রপীড্য) ভূতলে পাতয়ামাস (নিপাতিতবান্) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অভিমুখে সমাগত উক্ত হস্তীর নিকটে উপস্থিত হইয়া হস্তদ্বারা শুণ্ড ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত করিলেন ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ সময়াধিক্যমালক্ষ্য তেন সহ খেলাং সমাপয়ামাসেত্যাহ,—তমিতি। পাণিনা একেনৈবাবহেলয়া বামেনৈবেত্যর্থঃ। হস্তং শুণ্ডং নিতরাং গৃহীত্বা ॥ ১৩ ॥

পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া।
দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ মৃগেন্দ্রঃ (সিংহঃ) ইব লীলয়া (অনায়াসেন) পতিতং তং (গজং) পদা (স্বকীয়-চরণেন) আক্রম্য দন্তম্ উৎপাট্য তেন (উৎপাটিত-দন্তেন) ইভং (গজং) হস্তিপান্ (গজপালকান্) চ অহনৎ (জঘান) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সিংহের ন্যায় তিনিও পদ-দ্বারা ভূপতিত গজবরকে অনায়াসে আক্রমণপূর্ব্বক দন্ত উৎপাটিত করিয়া তদ্দ্বারাই তাহাকে এবং হস্তি-পালকে নিহত করিলেন ॥ ১৪ ॥

মৃতকং দ্বিপমুৎসৃজ্য দন্তপাণিঃ সমাবিশৎ।
অংসন্যস্তবিষাণোঽসৃঙ্ মদবিন্দুভিরঙ্কিতঃ।
বিরূঢ়স্বেদকণিকাবদনাম্বুরুহো বভৌ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) মৃতকং (গতপ্রাণং) দ্বিপং (গজম্) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) দন্তপাণিং (দন্তহস্ত ইব) সমাবিশৎ (রঙ্গস্থানং প্রবিষ্টঃ বভূব) অংসন্যস্ত-বিষাণঃ (স্কন্ধার্পিতগজদন্তঃ) অসৃঙ্মদবিন্দুভিঃ (অসৃজঃ রক্তস্য মদস্য হস্তিগণ্ডক্ষরিত মদস্য চ বিন্দুভিঃ) অঙ্কিতঃ (চিহ্নিতঃ) বিরূঢ়-স্বেদকণিকা-বদনাম্বুরুহঃ (বিরূঢ়া উদ্গতা যাঃ স্বেদকণিকাঃ তাভিঃ উপলক্ষিতং বদনাম্বুরুহং মুখকমলং যস্য সঃ তাদৃশঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) বভৌ (তদা ভাতি স্ম) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—অনন্তর মৃতহস্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দন্তহস্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি স্কন্ধদেশে সংস্থাপিত হস্তিদন্তে ও সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হস্তিরক্ত, মদবিন্দু এবং উদ্গত ঘর্ম্মকণায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—অংসন্যস্তবিষাণঃ স্কন্ধার্পিতগজদন্তঃ। অসৃজো রক্তস্য মদস্য চ বিন্দুভিঃ পরিতোঽঙ্কিতঃ। বিরূঢ়াঃ উদ্গতাঃ প্রস্বেদকণিকাস্তাভির্নীহারকণিকা-ভিরিবোপলক্ষিতং বদনাম্বুরুহং যস্য স মূর্ত্তয়ো বীর-রসশ্রিয়েব বভৌ ॥ ১৫ ॥

বৃতৌ গোপৈঃ কতিপয়ৈর্বলদেবজনার্দ্দনৌ।
রঙ্গং বিবিশতু রাজন্ গজদন্তবরায়ুধৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, কতিপয়ৈঃ গোপৈঃ বৃতৌ (বেষ্টিতৌ) গজদন্তবরায়ুধৌ (গজদন্তরূপাস্ত্রধরৌ) বলদেব-জনার্দ্দনৌ (রামকৃষ্ণৌ) রঙ্গং (রঙ্গভূমিং) বিবিশতুঃ (প্রবিষ্টৌ বভূবতুঃ) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্ রামকৃষ্ণ কতিপয় গোপজন পরিবেষ্টিত হইয়া গজদন্তরূপ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৬ ॥

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরং স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং
শাস্তা স্বপিত্রো শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতেবিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্।
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্) মল্লানাং (সমীপে) অশনিঃ (বজ্রতুল্যঃ) নৃণাং (নরাণাং সমীপে) নর-বরঃ স্ত্রীণাং (কামিনীনাং সমীপে) মূর্ত্তিমান্ স্মরঃ (কন্দর্প) গোপানাং (সমীপে) স্বজনঃ (বান্ধবঃ) অসতাং (দুষ্টানাং) ক্ষিতিভুজাং (রাজ্ঞাং সমীপে) শাস্তা (শাসকঃ) স্বপিত্রোঃ (জনক-জনন্যোঃ সমীপে) শিশুঃ (বালকঃ) ভোজপতেঃ (কংসস্য সমীপে) মৃত্যুঃ (মরণস্বরূপঃ) অবিদুষাং (অজ্ঞানানাং সমীপে) বিরাট্ (বিরাট্ স্বরূপঃ) যোগিনাং (সমীপে) পরং তত্ত্বং (পরমতত্ত্বস্বরূপং) বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিবংশীয়-জনানাং সমীপে) পরদেবতা (পরমদেবতাস্বরূপঃ ইতি) বিদিতঃ (জ্ঞাতঃ) সাগ্রজঃ (অগ্রজেন বল-

দেবেন সহ শ্রীকৃষ্ণঃ) রঙ্গং (রঙ্গভূমিং) গতঃ (প্রবিষ্টঃ বভূব) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ মল্লগণের নিকট বজ্রতুল্য, নরসমূহের নিকট নরোত্তমস্বরূপ, কামিনীগণের নিকট মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পরূপী, গোপগণের নিকট বান্ধব, দুষ্ট রাজগণের নিকট শাসনকর্ত্তা, জনক-জননীর নিকট শিশু, কংসের নিকট মৃত্যু, অজ্ঞগণের নিকট বিরাট পুরুষ, যোগিগণের নিকটে পরমতত্ত্ব এবং বৃষ্ণিগণের নিকট পরম দেবতারূপে প্রতীত হইয়া বলদেবের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—অথ তত্র রঙ্গভূমৌ স্থিতেষু নানাবিধজনসমুদায়েষু শ্রুতিপ্রথিতমহারসস্বরূপঃ স্বয়ং ভগবানমন্তঃকরণানুরূপমেব স্ফুরতি স্মেতি বদন্নয়মেব সর্ব্বোপনিষৎসারার্থো মূর্ত্ত ইতি সাক্ষাদিব দর্শয়তি —মল্লানাং পর্ব্বতোপশরীরাণাং চাণূরাদীনামশনিরিব বিদিতোঽভূদিত্যেবসমেবর্ব্বত্রান্বয়ঃ। কুচিৎ তৃতীয়ার্থে কুচিৎ সম্বন্ধে চ ষষ্ঠ্যঃ। অতিসুকুমারসুশীতলসুমধুরাঙ্গোঽপি স পর্ব্বতৈর্মহাকঠোরসুসন্তাপককটুতরাঙ্গো বজ্র ইব মল্লৈর্দ্বেষ-দুষ্টান্তকরণৈরনুভূতঃ পিত্তদূষিতরসনৈর্মৎস্যণ্ডিকাপিণ্ড ইবাতিরিক্ত ইতি তৈস্তৎসবাসনৈস্তত্রত্যৈঃ সর্ব্বৈরপি দৃষ্টাপি ভগবতঃ স্বরূপং নাস্বাদিতমিতি তেষু রসাভাস এব নতু রসঃ। নৃণাং মাথুরাণাং দ্বেষাদিরাহিত্যাদুৎপন্ত্যেব প্রেমসামান্যবতাং নরবরঃ নরেষ্বসাধারণৈরতিচমৎকারকরূপগুণলীলাদিভিঃ শ্রেষ্ঠ ইতি তৈঃ, শুদ্ধসত্ত্বময়ান্তঃকরণৈস্তস্য নরবরত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তেষু বিস্ময়রসঃ। স্ত্রীণাং জনন্যাদিব্যতিরিক্তানাং যুবতীনাং স্মর ইতি কৃষ্ণবিষয়ককামস্য প্রাকৃতত্বাভাবাৎ তাসাং মাথুরত্বেন প্রেমবত্ত্বাত্তাভিস্তস্য সাক্ষান্মন্মথমন্মথত্বং স্বরূপমেবাস্বাদিতমিতি তাসূজ্জ্বলোরসঃ। অত্রৈব মূর্ত্তিমানিতি বিশেষণোপন্যাসেনাস্যৈব স্বরূপস্যাঙ্গিত্বং ধ্বনিতং, গোপানাং স্বজন ইতি তৈরপি স্বরূপমাস্বাদিতং যতো গোপমিত্রত্বং খলু তস্য স্বরূপমেবেতি তেষু সখ্যরসো হাস্যরসশ্চ। অসতামসাধূনাং ক্ষিতিভুজাং শ্লেষেণ সজ্জনবতীং পৃথিবীং গ্রসতামিব ভক্তাপরাধিনাং তেষাং শাস্তা অন্তকঃ ইত্যন্তকত্বং সর্ব্বসুহৃদঃ সর্ব্বানন্দকন্দস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তৈর্মল্লৈরিব তন্নাসাদিতমিতি তেষু রৌদ্ররসাভাস এব। স্বপিত্রোর্নন্দবসুদেবয়োর্বসুদেবদেবক্যোর্বা শিশুরিতি তাভ্যাঞ্চ স্বরূপমাস্বাদিতং যতো নন্দাত্মজত্বং বসুদেবাত্মজত্বঞ্চ তস্য স্বরূপমেবেতি। তত্র বাৎসল্যরসো বিজিঘাংসুলোকদর্শনাৎ করুণরসশ্চ। ভোজপতেঃ কংসস্য মৃত্যুরিতি মৃত্যুত্বং মাধুর্য্যসুধাবর্ষুকস্য কৃষ্ণস্য ন স্বরূপমতস্তেন তস্য তন্নাস্বাদিতমিতি তস্মিন্ ভয়ানকরসাভাসঃ। অবিদুষাং কংসপুরোহিতাদীনামপরাধিনাং বিরাড়্ব্যষ্টিঃ প্রাকৃতো মনুষ্যঃ। হংহো অয়মেব কিং পরমেশ্বর ইত্যুচ্যতে ভ্রান্তৈরয়ন্তু পারদারিকত্বেন গবাদিঘাতিত্বেন চ শ্রুতচরঃ, সংপ্রতি প্রাণ্যস্থিরক্তকলিলগাত্রো মনুষ্যোঽপ্যনাচারো ঘৃণাস্পদী ভবত্যস্মন্নেত্রাণামিতি ব্যাহরৎসু মহাপাপিষ্ঠেষ্বাবেশাভাবাৎ কংসাদিভ্যোঽপ্যধমেষু মন্দভাগ্যেষু তেষু বীভৎসরসাভাসঃ ; যোগিনাং সনকাদীনাং পরং তত্ত্বং মূর্ত্তং পরং ব্রহ্মেতি তস্য স্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু শান্তরসঃ। বৃষ্ণীনাং পরদেবতোপাস্যপরমেশ্বর ইতি তৎস্বরূপং তৈরাস্বাদিতমিতি তেষু দাস্যরস ইত্যেবং তত্র দশবিধেষু জনসমুদায়েষু চতুর্ণাং বিমুখত্বেন তদ্রসাস্বাদনাসামর্থ্যাৎ ষড়্‌ভিরষ্টৌ রসাঃ স্বাদিতা ইত্যেতো "রসো বৈ স রসঃ হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতী"তি বৈ নিশ্চিতমেব সঃ শ্রীভাগবতীয়দশমস্কন্দদর্শিতায়াং মাথুররঙ্গভূমৌ প্রসিদ্ধঃ কৃষ্ণ এব রসঃ। তং রসং কৃষ্ণমেবায়মানন্দময়োঽপি লব্ধ্বানন্দী আনন্দভূমবান্ ভবতীতি রসশ্রুতিরেবং ব্যাখ্যেয়া ॥১৭

তথ্য—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" প্রভৃতি বেদবাক্যের বাচ্য শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তি একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, তাহাই এই শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। রস শব্দের অর্থ—

"ব্যতীত্যভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে সরসৌ মতঃ ॥"

—ভাবনার পথ অতিক্রম করিয়া চমৎকারাতিশয়ের আধার-স্বরূপ যে স্থায়ীভাব শুদ্ধসত্ত্ব পরিমার্জ্জিত উজ্জ্বলহৃদয়ে আস্বাদিত হয়, তাহাই রস বলিয়া বিবেচিত হয়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচটী মুখ্য এবং হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটী গৌণ—একত্রে দ্বাদশটী রস।

এই দ্বাদশ-রসের বিষয় একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। যাহারা পূর্ব্বে বীরাভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য বালক-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিয়াছিল সেই সকল চাণূর, মুষ্টিক প্রমুখ মল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে বজ্র-সদৃশ দর্শন করিতে লাগিল। ইহারা রৌদ্ররসের আশ্রয়। সভামধ্যে উপস্থিত নরগণ তাঁহাকে নরোত্তমরূপে দর্শন করিতে-ছিলেন। ইহারা অদ্ভুত অর্থাৎ বিস্ময় রসের আশ্রয়-বিগ্রহ। যশোদা, দেবকী প্রমুখ মাতৃবর্গ-ব্যতীত যুবতীস্ত্রীগণ তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প-স্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন,—ইহারা শৃঙ্গাররসের আশ্রয়বিগ্রহ। শ্রীদামাদি গোপগণ তাঁহাকে স্বজন বা বয়স্য অর্থাৎ সখারূপে দর্শন করিতেছিলেন,—ইহারা সখ্য ও হাস্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ। অসৎ রাজগণ তাঁহাকে শাসনকর্ত্তৃরূপে দর্শন করিয়াছিলেন,—ইহারা বীর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ। দেবকী, বসুদেব, নন্দ প্রভৃতি গুরুবর্গ তাঁহাকে শিশুরূপে দর্শন করিতেছিলেন,—ইহারা বাৎসল্য ও করুণরসের আশ্রয়বিগ্রহ। কংস-প্রমুখ বিরোধিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুরূপে দর্শন করিতেছিলেন,—ইহারা ভয়ানক বা ভয়রসের আশ্রয়। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ভৌতিক বিরাটরূপে দর্শন করিয়াছিলেন,—তাঁহারা বীভৎসরসের, যোগি-গণ পরব্রহ্মরূপে দর্শন করায়—শান্তরসের এবং যদুগণ পরদেবতারূপে দর্শন করিয়া দাস্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ হইয়াছেন ॥ ১৭ ॥

———

হতং কুবলয়াপীড়ং দৃষ্ট্বা তাবপি দুর্জ্জয়ৌ।
কংসো মনস্যপি তদা ভৃশমুদ্বিবিজে নৃপ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, কংসঃ অপি কুবলয়াপীড়ং (তন্নামকং গজং) হতং (শ্রীকৃষ্ণেন বিনাশিতং তথা) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) অপি দুর্জ্জয়ৌ (দৃষ্ট্বা) তদা (তৎকালে) মনসি ভৃশম্ (অত্যর্থম্) উদ্বিবিজে (উদ্বিগ্নো বভূব) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে নরপতি কংসও কুবলয়াপীড়কে হত এবং রামকৃষ্ণকে দুর্জ্জয় দেখিয়া অন্তরে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—মনস্বী মহীশূরোঽপি। যদ্বা, পূর্ব্বত এব চিন্তাকুলোঽপি তদানীমতিচিন্তাকাতরো বভূব ॥ ১৮ ॥

———

তৌ রেজতু রঙ্গগতৌ মহাভুজৌ
বিচিত্রবেষাভরণস্রগম্বরৌ।
যথা নটাবুত্তমবেষধারিণৌ
মনঃ ক্ষিপন্তৌ প্রভয়া নিরীক্ষতাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বিচিত্রবেশাভরণস্রগম্বরৌ (বিচিত্র-পরিচ্ছদালঙ্কার-মাল্যবসনধারিণৌ) রঙ্গগতৌ (রঙ্গভূমি-প্রাপ্তৌ) মহাভুজৌ (মহাবাহু) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) উত্তমবেশধারিণৌ নটৌ (অভিনেতারৌ) যথা (ইব) প্রভয়া (স্বকান্ত্যা) নিরীক্ষতাম্ (অবলোকয়তাং রঙ্গগতজনানাং) মনঃ ক্ষিপন্তৌ (চিত্তমুন্মাদয়ন্তৌ সন্তৌ) রেজতুঃ (শোভিতবন্তৌ) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—বিচিত্র বেশ, আভরণ, মাল্য ও বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবাহু রামকৃষ্ণ উপবেশধারী নটের ন্যায় স্বীয় কান্তিদ্বারা, দর্শকজন সকলের চিত্ত-বিক্ষেপ উৎপাদনপূর্ব্বক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—মনঃ স্পৃশন্তৌ আশ্লিষ্য মনসি লগ্নী-ভূয়ঃ তিষ্ঠন্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

———

নিরীক্ষ্য তাবুত্তমপূরুষৌ জনা
মঞ্চস্থিতা নাগর-রাষ্ট্রকা নৃপ।
প্রহর্ষবেগোৎকলিতেক্ষণাননাঃ
পপুর্ন তৃপ্তা নয়নৈস্তদাননম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নৃপ, মঞ্চস্থিতাঃ (মঞ্চে উপ-বিষ্টাঃ) নাগর-রাষ্ট্রকাঃ (নাগরাঃ পৌরাঃ রাষ্ট্রকাঃ জানপদাশ্চ সর্ব্বে) জনাঃ উত্তমপূরুষৌ (পুরুষোত্তমৌ) তৌ (রামকৃষ্ণৌ) নিরীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা) প্রহর্ষবেগোৎ-কলিতেক্ষণাননাঃ (প্রহর্ষবেগেন উৎকলিতানি উজ্জৃম্ভি-তানি ঈক্ষণানি আননানি চ যেষাং তে তথা সন্তঃ) নয়নৈঃ (স্ব-স্ব নেত্রৈঃ) তদাননং (তয়োঃ রামকৃষ্ণয়োঃ মুখং) পপুঃ (দদৃশুরিত্যর্থঃ পরন্তু) তৃপ্তাঃ ন (পুনঃ-পুনর্দর্শনেঽপি নিরাকাঙ্ক্ষা ন বভূবুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পুরুষোত্তম রামকৃষ্ণকে

দর্শন করিয়া মঞ্চস্থিত নাগরিক এবং জনপদবাসিগণের বদন ও নয়ন হর্ষভরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। তৎকালে তাঁহারা নিজ নিজ নেত্রদ্বারা তাঁহাদের দুইজনের বদন পান (দর্শন) করিতেছিলেন, পরন্তু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে ছিল না ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহর্ষবেগেন সূর্য্যোদয়শৈঘ্রেণেব উৎকলিতানি বিকসিতানি ঈক্ষণানি আননানি চ কমলানি যেষাং তে। তদাননমাধুর্য্যং পপুঃ ॥ ২০ ॥

পিবন্ত ইব চক্ষুর্ভ্যাং লিহন্ত ইব জিহ্বয়া।
জিঘ্রন্ত ইব নাসাভ্যাং শ্লিষ্যন্ত ইব বাহুভিঃ ॥ ২১ ॥
ঊচুঃ পরস্পরং তে বৈ যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতম্।
তদ্রূপ-গুণ-মাধুর্য্য-প্রাগল্‌ভ্য-স্মারিতা ইব ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—তে বৈ (নাগর-রাষ্ট্রিকাঃ জনাঃ) চক্ষুর্ভ্যাং পিবন্তঃ (তয়োঃ সৌন্দর্য্যপানং কুর্ব্বন্তঃ) ইব জিহ্বয়া লিহন্তঃ ইব নাসাভ্যাং জিঘ্রন্তঃ ইব বাহুভিঃ শ্লিষ্যন্তঃ (আলিঙ্গনং কুর্ব্বন্তঃ) ইব তদ্‌রূপগুণমাধুর্য্য-প্রাগল্‌ভ্যস্মারিতাঃ ইব (প্রত্যক্ষং তয়োঃ রূপং গজদন্তাদিযুক্তং গুণাঃ শৌর্য্যাদয়ঃ মাধুর্য্যং হসিতালাপাদি প্রাগল্‌ভ্যং ধার্ষ্ট্যং তৈঃ স্মারিতাঃ স্মরণং প্রাপিতাঃ ইব) পরস্পরম্ (অন্যোহন্যং) যথাদৃষ্টং যথাশ্রুতং (দৃষ্টং ধনুর্ভঙ্গাদি, শ্রুতং গোবর্দ্ধনধারণাদি তত্তদনতিক্রম্য তদনুরূপমিত্যর্থঃ) ঊচুঃ (বর্ণয়ামাসুঃ) ॥ ২১-২২ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা চক্ষুযুগলদ্বারা যেন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যপান, জিহ্বাদ্বারা লেহন, নাসাযোগে আঘ্রাণ এবং বাহুদ্বারা যেন আলিঙ্গন করিতেছিলেন ; এইরূপে তাঁহাদের রূপ, গুণ, মাধুর্য্য এবং প্রগল্‌ভতা দ্বারা স্মৃতিযুক্ত হইয়া জনসমূহ পরস্পর তাঁহাদের ধনুর্ভঙ্গ এবং গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি অপ্রত্যক্ষ শ্রুত-ব্যাপার সকল বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ২১-২২ ॥

বিশ্বনাথ—পিবন্ত ইবেত্যাদীনি নয়নবিস্তাররসনাচালনপ্রফুল্লনাসাশ্বাসগ্রহণবাহুপ্রসারণলিঙ্গজ্ঞাপিতানীত্যর্থং। দৃষ্টং ধনুর্ভঙ্গাদি, শ্রুতং গোবর্দ্ধনোদ্ধরণাদি তত্তদনতিক্রম্য ঊচুঃ। রূপাণি শ্যামত্বরক্তদন্তপাণিত্বাদীনি গুণাঃ শৌর্য্যাদয়ঃ মাধুর্য্যাণি হসিতাপাঙ্গার্পণাদীনি প্রাগল্‌ভ্যানি ধনুর্ভঙ্গাদিষ্বকুণ্ঠত্বানি তৈস্তৎপ্রভাবাদীন্ শ্রুতান্ স্মারিতা ইবেত্যনধিকারার্থম্ ॥২১-২২

এতৌ ভগবতঃ সাক্ষাদ্ধরের্নারায়ণস্য হি।
অবতীর্ণাবিহাংশেন বসুদেবস্য বেশ্মনি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং বাক্যানি আহ) এতৌ (রামকৃষ্ণৌ) সাক্ষাৎ ভগবতঃ হরেঃ নারায়ণস্য অংশেন (ভাগেন) ইহ (ভূতলে) বসুদেবস্য বেশ্মনি (গৃহে) অবতীর্ণৌ হি ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—তৎকালে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতীতি অনুসারে বলিতে লাগিলেন। এই রামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শ্রীহরিনারায়ণের অংশে ভূতলে বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অংশেনেতি তেষাং তত্রৈব প্রতীতেঃ ॥ ২৩ ॥

এষ বৈ কিল দেবক্যাং জাতো নীতশ্চ গোকুলম্।
কালমেতং বসন্ গূঢ়ো ববৃধে নন্দবেশ্মনি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ (কৃষ্ণঃ) বৈ (নিশ্চিতং) দেবক্যাং (দেবকীগর্ভে) জাতঃ (পশ্চাৎ) গোকুলং নীতঃ (প্রাপিতঃ) চ এতম্ (এতাবন্তং) কালং (ব্যাপ্য) গূঢ়ঃ (ছদ্মরূপঃ সন্) নন্দবেশ্মনি (নন্দগৃহে) বসন্ ববৃধে (বর্দ্ধিতো বভূব) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—ইনি দেবকী-গর্ভে জাত হইয়া পশ্চাৎ গোকুলে নীত হইয়াছিলেন এবং এ পর্য্যন্ত নন্দগোপ-গৃহে ছদ্মরূপে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন ॥ ২৪ ॥

পূতনানেন নীতান্তং চক্রবাতশ্চ দানবঃ।
অর্জ্জুনৌ গুহ্যকঃ কেশী ধেনুকোঽন্যে চ তদ্বিধাঃ ॥২৫

অন্বয়ঃ—অনেন (কৃষ্ণেন) পূতনা (তন্নাম্নী রাক্ষসী) অন্তং নীতা (বিনাশিতা তথা) দানবঃ চক্রবাতঃ চ (তৃণাবর্ত্তশ্চ অন্তং নীতঃ তথা) অর্জ্জুনৌ (যমলার্জ্জুনৌ) গুহ্যকঃ (শঙ্খচূড়ঃ) কেশী (তন্নামা দৈত্যঃ) ধেনুকঃ (দৈত্যবিশেষঃ) তদ্বিধাঃ (এবম্প্রকারাঃ) অন্যে চ (অঘাসুরাদয়ঃ অন্তং নীতাঃ) ॥২৫

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণ পূতনা, তৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুন, শঙ্খচূড়, কেশী, ধেনুক এবং অন্যান্য অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—গুহ্যকঃ শঙ্খচূড়ঃ ॥ ২৫ ॥

গাবঃ সপালা এতেন দাবাগ্নেঃ পরিমোচিতাঃ।
কালিয়ো দমিতঃ সর্প ইন্দ্রশ্চ বিমদঃ কৃতঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—এতেন (কৃষ্ণেন) সপালাঃ (পালকৈঃ সহ বর্ত্তমানাঃ) গাবঃ (ধেনবঃ) দাবাগ্নেঃ (দাবানলাৎ) পরিমোচিতাঃ (পরিরক্ষিতাঃ) কালিয়ঃ (তন্নামা) সর্পঃ দমিতঃ (নির্জ্জিতঃ) ইন্দ্রঃ (দেবরাজঃ) চ বিমদঃ (গোবর্দ্ধনধারণেন তৎ কৃতবর্ষণবারণাৎ গর্ব্বরহিতঃ) কৃতঃ ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—ইনি দাবানল হইতে বালকগণের সহিত ধেনুগণের রক্ষা, কালিয়নাগ দমন এবং ইন্দ্রের গর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

সপ্তাহমেকহস্তেন ধৃতেহদ্রিপ্রবরোহমুনা।
বর্ষবাতাশনিভ্যশ্চ পরিত্রাতঞ্চ গোকুলম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অমুনা (কৃষ্ণেন) সপ্তাহ (সপ্তদিনানি ব্যাপ্য) একহস্তেন (বামহস্তেন) অদ্রিপ্রবরঃ (পর্ব্বতশ্রেষ্ঠঃ গোবর্দ্ধনঃ) ধৃতঃ। বর্ষবাতাশনিভ্যঃ (ইন্দ্রকৃতবর্ষণঝঞ্জাবাত-বজ্রপাতেভ্যঃ) চ গোকুলং (ব্রজমণ্ডলং) পরিত্রাতং (রক্ষিতং) চ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—ইনি সপ্তাহকাল একহস্তে গোবর্দ্ধন ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রকৃত বৃষ্টি ঝঞ্জাবাত এবং বজ্রপাত হইতে গোকুলের পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥

গোপ্যোহস্য নিত্যমুদিত-হসিতপ্রেক্ষণং মুখম্।
পশ্যন্ত্যো বিবিধাংস্তাপাংস্তরন্তি স্মাশ্রমং মুদা ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—গোপ্যঃ (গোপস্ত্রিয়ঃ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) নিত্য-মুদিত-হসিত-প্রেক্ষণং (নিত্যং মুদিতং হৃষ্টং তথা হসিতং হাস্যময়ং প্রেক্ষণং দৃষ্টিপাতঃ যস্মিন্ তৎ) মুখং পশ্যন্ত্যঃ (অবলোকয়ন্ত্যঃ) মুদা (হর্ষেণ) অশ্রমং (অক্লেশং যথা স্যাত্তথা) বিবিধান্ তাপান্ (পতি শ্বশ্র্‌াদিতর্জ্জননিরোধাদীন্) তরন্তি স্ম (অতিক্রান্তাঃ বভূবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—গোপীগণ ইহার চির প্রফুল্ল হাস্য ও কটাক্ষযুক্ত বদন অবলোকন করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ও অক্লেশে পতি শ্বশ্রূ প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণের তাড়ন ভর্ৎসনাদি অতিক্রম করিয়াছেন অর্থাৎ সহ্য করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য কৃষ্ণস্য বিবিধান্ পতিশ্বশ্র্‌াদিতর্জ্জননিরোধাদীন্। অশ্রমং যথা স্যাত্তথেতি তত্র তাসাং দুঃখগন্ধোহপি ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বদন্ত্যনেন বংশোহয়ং যদোঃ সুবহুবিশ্রুতঃ।
শ্রিয়ং যশো মহত্ত্বঞ্চ লপ্স্যতে পরিরক্ষিতঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—অনেন (শ্রীকৃষ্ণেন) পরিরক্ষিতঃ (সর্ব্বদা পরিপালিতঃ) যদোঃ (তন্নামকস্য রাজ্ঞঃ) অয়ং বংশঃ সুবহুবিশ্রুতঃ (প্রখ্যাতঃ সন্) শ্রিয়ং (সম্পদং) যশঃ (কীর্ত্তিং) মহত্ত্বং (শ্রেষ্ঠত্বং) চ লপ্স্যতে (প্রাপ্স্যতীতি) বদন্তি (বুধাঃ কথয়ন্তি) ॥২৯॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া যদুবংশ বিস্তৃত খ্যাতি, শ্রী, যশ ও মহত্ত্ব লাভ করিবেন, বুধগণ এরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন রক্ষিতো যদোর্বংশঃ শ্র্যাদিকং লপ্স্যতে ইতি বদন্তি ॥ ২৯ ॥

অয়ঞ্চাস্যাগ্রজঃ শ্রীমান্ রামঃ কমললোচনঃ।
প্রলম্বো নিহতো যেন বৎসকো যে বকাদয়ঃ ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—অয়ং কমললোচনঃ (পদ্মপলাশনেত্রঃ) শ্রীমান্ রামঃ চ অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) অগ্রজঃ (জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভবতি) যেন (রামেণ) প্রলম্বঃ (তন্নামাসুরঃ) নিহতঃ (তথা) বকাদয়ঃ (বকপ্রভৃতয়ঃ) যে (অসুরাঃ আসন্ তে চ নিহতাঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—এই পদ্মপলাশলোচন শ্রীমান বলদেব এই শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি প্রলম্ব, বৎস, বক প্রভৃতি অসুরগণকে বিনাশ করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—ধেনুকবৎসকাদিষু বিপর্য্যয়োক্তির্জনবাদেণ্বনিশ্চয়াৎ ॥ ৩০ ॥

জনেষ্বেবং ব্রুবাণেষু তূর্য্যেষু নিনদৎসু চ।
কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য চাণূরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—জনেষু (পৌরজানপদেষু সর্ব্বেষু) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) ব্রুবাণেষু (কথয়ৎসু তথা) তূর্য্যেষু (বাদ্যবিশেষেষু) নিনদৎসু (ধ্বনিতেষু সৎসু) চ চাণূরঃ (তন্নামা দৈত্যমল্লঃ) কৃষ্ণরামৌ সমাভাষ্য বাক্যম্ অব্রবীৎ (অবদৎ)॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—জনসমূহের এবম্বিধ বাক্যালাপ-কালে তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ হইলে চাণূর নামক মল্ল রাম-কৃষ্ণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

হে নন্দসূনো হে রাম ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ।
নিযুদ্ধকুশলৌ শ্রুত্বা রাজ্ঞাহূতৌ দিদৃক্ষুণা ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—হে নন্দসূনো, (শ্রীকৃষ্ণঃ), হে রাম, ভবন্তৌ বীরসম্মতৌ (বীরাণাং বহুমতৌ তথা) নিযুদ্ধ-কুশলৌ (বাহুযুদ্ধ-নিপুণৌ ইতি) শ্রুত্বা দিদৃক্ষুণা (দ্রষ্টুমিচ্ছুনা) রাজ্ঞা (কংসেন) আহূতৌ (অত্র আমন্ত্রিতৌ)॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—হে শ্রীকৃষ্ণ, হে রাম, তোমরা দুইজন বাহুযুদ্ধে সুনিপুণ বলিয়া বীরগণেরও স্বীকৃত, ইহা শুনিতে পাইয়া রাজা তোমাদের বাহুযুদ্ধ দর্শনের জন্য এখানে আহ্বান করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—নিযুদ্ধং বাহুযুদ্ধম্ ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ং রাজ্ঞঃ প্রকুর্ব্বত্যঃ শ্রেয়ো বিন্দতি বৈ প্রজাঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা বিপরীতমতোহন্যথা ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মণা মনসা বাচা রাজ্ঞঃ প্রিয়ম্ (ইষ্টং) প্রকুর্ব্বত্যঃ (সম্পাদয়ন্ত্যঃ) প্রজাঃ (অধীনস্থাঃ জনাঃ) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) বিন্দন্তি বৈ (লভন্তে ইতি নিশ্চিতম্) অন্যথা (রাজ্ঞঃ প্রিয়াকরণে) অতঃ (শ্রেয়সঃ) বিপরীতম্ (অশ্রেয়ঃ অমঙ্গলম্ এব বিন্দন্তি)॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—প্রজাগণ কর্ম্ম, বাক্য এবং মনের দ্বারা রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করিলেই মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন, অন্যথা অমঙ্গলই ঘটিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

নিত্যং প্রমুদিতা গোপা বৎসপালা যথা স্ফুটম্।
বনেষু মল্লযুদ্ধেন ক্রীড়ন্তশ্চারয়ন্তি গাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যং প্রমুদিতাঃ (হৃষ্টাঃ) বৎস-পালাঃ (গোবৎস-চারকাঃ) গোপাঃ বনেষু মল্লযুদ্ধেন যথাস্ফুটং ক্রীড়ন্তঃ (সন্তঃ) গাঃ চারয়ন্তি (ধেনূঃ পরিপালয়ন্তি)॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—নিরন্তর প্রফুল্লচিত্ত গোবৎসপালক গোপগণ বনমধ্যে মল্লযুদ্ধ সহকারে ক্রীড়া করিয়া ধেনু বিচারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—নিযুদ্ধকুশলত্বং কথমাবয়োরিত্যত আহ,—নিত্যমিতি ॥ ৩৪ ॥

তস্মাদ্রাজ্ঞঃ প্রিয়ং যূয়ং বয়ঞ্চ করবাম হে।
ভূতানি নঃ প্রসীদন্তি সর্ব্বভূতময়ো নৃপঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—হে (হে কৃষ্ণ,) তস্মাৎ যূয়ং বয়ং চ রাজ্ঞঃ (কংসস্য) প্রিয়ং (প্রীতিজনকং কর্ম্ম) করবাম (সম্পাদয়ামঃ) অতঃ ভূতানি (নিখিল-ভূতগণাঃ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) প্রসীদন্তি (প্রসন্নানি ভবন্তি যতঃ) নৃপঃ (রাজা এব) সর্ব্বভূতময়ঃ (সর্ব্বভূতাত্মকো ভবতি)॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—হে কৃষ্ণ, এই জন্য তোমরা ও আমরা সকলে রাজার প্রীতিজনক কর্ম্মসম্পাদন করিব তাহা হইলে নিখিল ভূতগণও আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবে, যেহেতু রাজাই সর্ব্বভূতময় বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

তন্নিশম্যাব্রবীৎ কৃষ্ণো দেশকালোচিতং বচঃ।
নিযুদ্ধমাত্মনোহভীষ্টং মন্যমানোঽভিনন্দ্য চ ॥৩৬॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণঃ তৎ (চাণূরবাক্যং) নিশম্য (শ্রুত্বা) নিযুদ্ধং (বাহুযুদ্ধম্) আত্মনঃ (স্বস্য) অভীষ্টম্ (অভিলাষপ্রদম্) মন্যমানঃ (নির্দ্ধারয়ন্) অভিনন্দ্য চ (মানয়ন্ চ) দেশকালোচিতং (দেশ-কালানুরূপম্) বচঃ অব্রবীৎ (উবাচ)॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—কৃষ্ণ তাহার বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক বাহু-যুদ্ধ নিজের অভীষ্টমনে করিয়া অভিনন্দন সহকারে দেশকালানুরূপ বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

প্রজা ভোজপতেরস্য বয়ঞ্চাপি বনেচরাঃ।
করবাম প্রিয়ং নিত্যং তন্নঃ পরমনুগ্রহঃ ॥ ৩৭॥

অন্বয়ঃ—বয়ং চ বনেচরাঃ অপি অস্য ভোজপতেঃ (কংসস্য) প্রজাঃ (ভবামঃ অতঃ) নিত্যম্ (অস্য) প্রিয়ং করবাম (সাধয়ামঃ) তৎ (রাজ্ঞঃ প্রিয়করণং হি) নঃ অস্মাকং পরম্ অনুগ্রহঃ (পরমানুগ্রহস্বরূপং ভবতি) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—আমরা বনচর হইলেও এই ভোজরাজেরই প্রজা বলিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, যেহেতু তাদৃশ অনুষ্ঠানই আমাদের পক্ষে পরম রাজানুগ্রহ স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

বালা বয়ং তুল্যবলৈঃ ক্রীড়িষ্যামো যথোচিতম্।
ভবেন্নিযুদ্ধং মাঽধর্ম্মঃ স্পৃশেন্মল্লসভাসদঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (বালকাঃ) বয়ং তুল্যবলৈঃ (সমানবলৈঃ মল্লৈঃ সহ) ক্রীড়িষ্যামঃ (ক্রীড়াং করিষ্যামঃ ততঃ) যথোচিতং (যথান্যায়ং) নিযুদ্ধং (বাহুযুদ্ধং) ভবেৎ। অধর্ম্মঃ মল্লসভাসদঃ (মল্লসভাস্থিতান্ জনান্) মা স্পৃশেৎ (ন স্পৃশেৎ) ॥ ৩৮॥

অনুবাদ—আমরা বালক অতএব সমবল মল্লের সহিতই ক্রীড়া করিব, তাহা হইলে ন্যায়সঙ্গত বাহুযুদ্ধ হইবে। অধর্ম্ম যেন মল্লসভাস্থ জনসমূহকে স্পর্শ না করে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—মল্লসভাসদো মল্লসভাধিকৃতান্ অধর্ম্মো মা স্পৃশেদিত্যতো বালৈরেব সহ ক্রীড়িষ্যামোঽন্যথা-ত্বধর্ম্মঃ স্পৃশেদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

চাণূর উবাচ—

ন বালো ন কিশোরস্ত্বং বলশ্চ বলিনাং বরঃ।
লীলয়েভো হতো যেন সহস্রদ্বিপ-সত্ত্বভৃৎ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—চাণূরঃ উবাচ। বলিনাং বরঃ (বলিশ্রেষ্ঠঃ) ত্বং (কৃষ্ণঃ) বলঃ (রামঃ) চ ন বালঃ (ন বালকঃ) ন কিশোরঃ (ন বা কিশোরঃ ভবসি) যেন (ত্বয়া) সহস্রদ্বিপসত্ত্বভৃৎ (সহস্রহস্তিবলধারী) ইভঃ (হস্তী কুবলয়াপীড়ঃ) লীলয়া (অনায়াসেন) হতঃ (বিনাশিতঃ অভূৎ) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—চাণূর বলিল—মহাবলবান্ তুমি এবং বলদেব বালক বা কিশোর নহ। যেহেতু তুমি সহস্র হস্তীর বলধারী কুবলয়াপীড় নামক হস্তিরাজকে লীলায় নিহত করিয়াছ ॥ ৩৯ ॥

তস্মাদ্ভবদ্ভ্যাং বলিভির্যোদ্ধব্যং নানয়োঽত্র বৈ।
ময়ি বিক্রম বার্ষ্ণেয় বলেন সহ মুষ্টিকঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কুবলয়াপীড়বধো নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ ভবদ্ভ্যাং (রামকৃষ্ণাভ্যাং) বলিভিঃ (মহাবলৈঃ মল্লৈঃ সহ) যোদ্ধব্যং (যুদ্ধং কর্ত্তব্যম্) অত্র (স্থানে ক্রীড়ায়াং বা) অনয়ঃ (অধর্ম্মঃ) ন বৈ (ন ভবিষ্যতি ইতি নিশ্চিতং) বার্ষ্ণেয়, (হে কৃষ্ণ ত্বং) ময়ি (মাং চাণূরং প্রতি) বিক্রম (বিক্রমং কুরু অপি চ) মুষ্টিকঃ (তন্নামা মল্লঃ) বলেন (রামেণ) সহ (বিক্রমতু) ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বা-
রিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অতএব তোমাদের দুইজনের মহাবল মল্লগণের সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, এখানে অধর্ম্ম হইতে পারিবে না। হে কৃষ্ণ, তুমি আমার প্রতি এবং মুষ্টিক বলদেবের প্রতি বিক্রম প্রকাশ করুক্ ॥৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বলিভির্মদ্বিধৈরেব সহ নচাত্র তৈর্বালৈস্তেষাং তত্তুল্যবলত্বাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য ত্রয়শ্চত্বারিংশোঽপ্যজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশাধ্যায়স্য
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীশুক উবাচ—
এবং চর্চ্চিতসঙ্কল্পো ভগবান্ মধুসূদনঃ।
আসসাদাথ চাণূরং মুষ্টিকং রোহিণীসুতঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রামকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মল্লগণ ও কংসের সংহার, কংস-পত্নীগণকে আশ্বাস-প্রদান এবং নিজ জনক-জননীর সন্দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

চাণূর ও মুষ্টিকের সহিত মল্লযুদ্ধের সঙ্কল্প করিয়া ভগবান্ মধুসূদন চাণূরকে এবং বলদেব মুষ্টিককে ধারণ করিলেন। পরে বাহু, মস্তক, জানু ও বক্ষের দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে তাড়না করিয়া আপনাপন দেহের অপকার করিতে লাগিলেন। সমবেত মহিলাগণ তদ্দর্শনে রাজা ও সভাসদ্‌গণের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, শৈলরাজসদৃশ মল্লদ্বয়ের বজ্রকঠোর অঙ্গের সহিত কিশোর-বয়স্ক সুকুমার কলেবর বালকগণের যুদ্ধানুমোদন তাদৃশ সমাজের বিধেয় নহে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সভ্যগণের অনুচিত অথবা বিপরীত কার্য্য দর্শন করিলে সে সভায় প্রবেশ করিবেন না। ব্রজভূমি নিশ্চয়ই পুণ্যময়ী, কারণ লক্ষ্মী ও শিবাদি দেবগণ যাঁহার শ্রীচরণ অর্চ্চনা করেন, সেই নরাকৃতি পরম-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ ঐ ব্রজভূমিতে বিচরণ করেন। ব্রজাঙ্গনাগণই ধন্য, তাঁহারা না জানি কোন্ তপস্যা ফলে অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ রূপ-লাবণ্য দর্শন করেন এবং সর্ব্বক্ষণ সকল কার্য্যের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সায়ং প্রাতে বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে গমন ও প্রত্যাবর্তনকালে তাঁহাদের সদয়-দৃষ্টিযুক্ত মুখ-দর্শন সাতিশয় সৌভাগ্যের কার্য্য। বসুদেব ও দেবকী রাম-কৃষ্ণের শক্তি অবগত ছিলেন না বলিয়া স্ত্রীলোকগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রস্নেহহেতু শোকার্ত্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ চাণূরের বাহুদ্বয় ধারণপূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতেই উহার মৃত্যু ঘটিল। মুষ্টিকও বলদেবের ভীষণ মুষ্টি প্রহারের রক্ত বমন করিতে করিতে প্রাণশূন্য হইয়া ভূপতিত হইল। তৎপরে কূট, শল ও তোষলক নামক মল্লগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে রাম-কৃষ্ণ মুষ্টিপ্রহার ও পাদ-তাড়নাদ্বারা উহাদিগকে অবলীলাক্রমে সংহার করিলেন। অবশিষ্ট মল্লগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কংস ব্যতীত সকলেই সাধুবাদ দ্বারা রাম-কৃষ্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কংস রণবাদ্য নিরস্ত করিয়া বসুদেব, নন্দ, উগ্রসেন এবং গোপগণকে নির্য্যাতন করিতে এবং রামকৃষ্ণকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ করিলে ক্রুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ উল্লম্ফনে কংস সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া স্বয়ং তদুপরি পতিত হইলেন, তাহাতেই কংসের প্রাণবিয়োগ ঘটিল। কৃষ্ণভয়ে ভীত হইয়া কংস সর্ব্বকার্য্যে ও সকল সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দর্শন করিত বলিয়া সারূপ্য লাভ করিল। অতঃপর কংসের অষ্টভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করিলে বলদেব সিংহের পশু বিনাশের ন্যায় পরিঘ দ্বারা অনায়াসে উহাদিগকে সংহার করিলেন। আকাশে দুন্দুভি ধ্বনি হইতে লাগিল এবং দেবগণ প্রীতমনে পুষ্পবৃষ্টি ও রামকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। কংসপত্নীগণ স্বামী-শোকে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, নিরপরাধী প্রাণিগণের হিংসা এবং সৃষ্টি পালন ও সংহার-কর্ত্তা সর্ব্বাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অবজ্ঞা-হেতুই কংসের বিনাশ ঘটিল। শ্রীকৃষ্ণ উহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কংসের পারলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিতে আদেশ করিলেন এবং জনক-জননীর বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন; কিন্তু পিতা-মাতা তাঁহাদিগকে জগদীশ্বর বলিয়া উপলব্ধি করায় শঙ্কা-প্রযুক্ত আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—এবং (পূর্ব্বোক্ত প্রকারেণ) চর্চ্চিতসঙ্কল্পঃ (চর্চ্চিতঃ নিশ্চিতঃ সঙ্কল্পো যস্য সঃ) ভগবান্ মধুসূদনঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) অথ (অনন্তরং) চাণূরং (তন্নামকং অসুরমল্লং) রোহিণীসুতঃ (বল-

দেবশ্চ) মুষ্টিকং (তন্নামকমপরং মল্লম্) আসসাদ (যুদ্ধার্থং জগ্রাহ) ॥ ১ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং চাণূরকে এবং বলদেব মুষ্টিককে ধারণ করিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

চতুশ্চত্বারিংশকেঽত্র মল্লকংসা হতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
আশ্বাসিতাশ্চ ভ্রাতৃভ্যামভূৎ পিত্রোশ্চ দর্শনম্ ॥০॥

চক্তিতশ্চাণূরমহং হন্যামিতি বিচারিতঃ সংকল্পো যেন সঃ ॥ ১ ॥

হস্তাভ্যাং হস্তয়োর্বদ্ধা পদ্ভ্যামেব চ পাদয়োঃ।
বিচকর্ষতুরন্যোঽন্যং প্রসহ্য বিজিগীষয়া ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ (কৃষ্ণচাণূরৌ বলদেব মুষ্টিকৌ চ) হস্তাভ্যাং (স্বীয়হস্তদ্বয়েন) হস্তয়োঃ (পরস্য হস্তদ্বয়ে তথা) পদ্ভ্যাম্ এব (স্বীয় পদযুগলেনৈব) পাদয়োঃ (পরস্য পদদ্বয়ে) বদ্ধা (আবদ্ধীকৃত্য) বিজিগীষয়া (বিজয়েচ্ছয়া) প্রসহ্য (বলেন) অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) বিচকর্ষতুঃ (আকর্ষণং চক্রতুঃ) ॥২॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃষ্ণ এবং চাণূর, বলদেব এবং মুষ্টিক পরস্পর নিজ হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় দ্বারা অপরের হস্ত ও পদদ্বয় আবদ্ধ করিয়া বিজয়াভিলাষে সবলে পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

অরত্নী দ্বে অরত্নিভ্যাং জানুভ্যাঞ্চৈব জানুনী।
শিরঃ শীর্ষ্ণোরসোরস্তাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—তৌ অন্যোঽন্যং (পরস্পরম্) অরত্নীভ্যাং (নিষ্কনিষ্ঠমুষ্টিভ্যাং) দ্বে অরত্নী (পরস্য নিষ্কনিষ্ঠ-মুষ্টিদ্বয়ং) জানুভ্যাং (স্বীয় জানুযুগলেন) চ এব জানুনী (পরস্য জানুদ্বয়ং) শীর্ষ্ণা (স্বমস্তকেন) শিরঃ (পরস্য মস্তকম্) উরসা (স্বীয় বক্ষসা) উরঃ (পরস্য বক্ষশ্চ) অভিজঘ্নতুঃ (তাড়য়ামাসতুঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—তাঁহারা পরস্পর স্বীয় অরত্নিদ্বয় (কনিষ্ঠাঙ্গুল ব্যতীত হস্তমুষ্টি) জানুদ্বয়, মস্তক এবং বক্ষঃস্থলদ্বারা অপরের অরত্নিদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক এবং বক্ষোদেশে আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—কনিষ্ঠাঙ্গুলিব্যতিরেকেণ কৃতমুষ্টির্হস্তোঽরত্নিঃ যদ্যপি তাভ্যাং মল্লযুদ্ধং দুষ্করত্বাদপ্রসিদ্ধং প্রসিদ্ধন্তু সমুষ্টিহস্তাভ্যামেব তদপি "বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষা।" ইতিমত্তগবতা নিষ্কনিষ্ঠমুষ্টিহস্তেনৈবারবেধ নিযুদ্ধে চাণূরেণাপি কষ্টং প্রাপ্তেনাপি বীরাভিমানিনা তথা কৃতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩ ॥

পরিভ্রামণ-বিক্ষেপ-পরিরম্ভাবপাতনৈঃ।
উৎসর্পণাপসর্পণৈশ্চান্যোঽন্যং প্রত্যরুন্ধতাম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—(তৌ) পরিভ্রামণ-বিক্ষেপ-পরিরম্ভাব-পাতনৈঃ (পরিভ্রামণং হস্তাদিষু গৃহীত্বা পরিতঃ চালনং বিক্ষেপো নোদনং, পরিরম্ভো বাহুভ্যাং নিষ্পীড়নম্ অবপাতনম্ অধঃক্ষেপঃ তৈঃ তথা) উৎসর্পণাসর্পণৈঃ (উৎসর্পণং উৎসৃজ্য পুরতো গমনং অপসর্পণং পৃষ্ঠতো গমনং এতৈঃ) অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) প্রত্যরুন্ধতাং (প্রত্যাবৃতবন্তৌ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—এইরূপে তাঁহারা পরিভ্রামণ, বিক্ষেপ, পরিরম্ভণ, অধঃক্ষেপ, উৎসর্পণ এবং অপসর্পণ ক্রিয়া-দ্বারা পরস্পর পরস্পরের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন ॥৪

বিশ্বনাথ—পরিভ্রামণং হস্তাদিষু গৃহীত্বা পরিতশ্চালনং, বিক্ষেপো নোদনং, পরিরম্ভো বাহুভ্যাং নিষ্পীড়নম্। অবপাতনমধঃক্ষেপঃ। উৎসর্পণমুৎসৃজ্য পুরতো গমনং, অপসর্পণং পৃষ্ঠতো গমনম্। এতৈঃ প্রত্যরুন্ধতাং প্রত্যাবৃতবন্তৌ। লুঙি শ্নম্ প্রত্যয় আর্ষঃ ॥ ৪ ॥

উত্থাপনৈরুন্নয়নৈশ্চালনৈঃ স্থাপনৈরপি।
পরস্পরং জিগীষন্তাবপচক্রতুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—(তৌ) পরস্পরং জিগীষন্তৌ (জেতুমিচ্ছন্তৌ) উত্থাপনৈঃ (জানুনী পাদৌ চ পিণ্ডীকৃত্য পতিতস্যোচ্চাটনৈঃ) উন্নয়নৈঃ (হস্তাভ্যামুদ্ধৃত্য নয়নৈঃ) চালনৈঃ (কণ্ঠাদিলগ্নস্য নিঃসারণৈঃ) স্থাপনৈঃ (পাদাদিপিণ্ডীকরণৈঃ) অপি আত্মনঃ (স্ব-স্ব-দেহস্য) অপচক্রতুঃ (অপকারং কৃতবন্তৌ) ॥ ৫ ॥

অনুবাদ—তাঁহারা পরস্পরকে পরাজিত করিবার অভিলাষে উত্থাপন, উন্নয়ন, চালন এবং স্থাপনাদি

ক্রিয়াদ্বারা নিজ নিজ দেহেরও অপকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ—উত্থাপনং পাদৌ জানুনী চ পিণ্ডীকৃত্য পতিতস্যোচ্চাটনম্। উন্নয়নং হস্তাভ্যামুদ্ধৃত্য নয়নম্। চালনং কণ্ঠাদিলগ্নস্য নিঃসারণং স্থাপনং পাণিপাদাদি-পিণ্ডীকরণম্ এবং পরস্পরমাত্মনো দেহস্যাপচক্রতুঃ। ভগবতস্তদভাবেঽপি দ্রষ্টৃলোকাভিপ্রায়মনুসৃত্য তথোক্তম্ ॥ ৫ ॥

———

তদ্বলাবলবদ্‌যুদ্ধং সমেতাঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
উচুঃ পরস্পরং রাজন্ সানুকম্পা বরূথশঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—রাজন্, (হে মহারাজ) সমেতাঃ (রঙ্গ-দর্শনায় মিলিতাঃ) সানুকম্পাঃ (সদয়াঃ) সর্ব্বযোষিতঃ (সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ) বরূথশঃ (স্ব-স্ববর্গভেদেন) পরস্পরম্ (অন্যোঽন্যং) তৎ যুদ্ধং বলাবলবৎ (একতোবলম্ অন্যতঃ অবলং তদ্‌যুক্তং বিষমং ইতি) উচুঃ (কথয়ামাসুঃ) ॥ ৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, তৎকালে রঙ্গদর্শনার্থ সমাগত দয়ার্দ্রচিত্ত নারীগণ নিজ নিজ পংক্তিভেদে পরস্পরের নিকট ঐ যুদ্ধ সবল এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি-সংঘটিত বলিয়া বৈষম্যভাবাপন্ন—ইহা বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ—তৎ যুদ্ধং বলাবলবৎ উচুরিত্যন্বয়ঃ। একতো বলং অন্যতশ্চাবলং, তদ্বৎ তদ্‌যুক্তমতো বিষমমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ সানুকম্পা ইতি। স্নেহস্য স্বভাব এবায়ং যৎ স্ববিষয়স্য বলাধিক্যং ন প্রত্যায়য়েদিতি ॥ ৬ ॥

———

মহানয়ং বতাধর্ম্ম এষাং রাজসভাসদাম্।
যে বলাবলবদ্‌যুদ্ধং রাজ্ঞোঽন্বিচ্ছন্তি পশ্যতঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—বত (খেদসূচকমব্যয়পদং অহো) এষাং রাজসভাসদাং (রাজসভাস্থিতানাং জনানাম্) অয়ং মহান্ অধর্ম্মঃ (অন্যায়ো ভবতি) যে (এতে সভাসদঃ) বলাবলবৎ (একতঃ বলম্ অন্যতঃ অবলং তদ্‌যুক্তং) যুদ্ধং পশ্যতঃ (কৌতুকেন নিরীক্ষমাণস্য) রাজ্ঞঃ (নৃপতেঃ) অন্বিচ্ছন্তি (অনুমন্যন্তে, বালয়োর্বলবতোশ্চ যুদ্ধং রাজা চেৎ পশ্যেৎ তদা স স্বয়ং বারণীয়ঃ। এতে তু রাজ্ঞঃ পশ্যতঃ স্বয়মপ্যনুমন্যন্তে ইতি মহানধর্ম্ম ইত্যর্থঃ) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—(তাহারা বলিতে লাগিলেন)—অহো! এই রাজসভাসদ্‌গণের মহা অন্যায় যে ইঁহারা সবল এবং দুর্ব্বল প্রবর্ত্তিত এই যুদ্ধ দর্শন করিয়াও রাজাকে নিষেধ না করিয়া বরং ইহার অনুমোদনই করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তাসামুক্তিমাহ—মহানিতি দশভিঃ। বালাভ্যাং সহ বলবতো যুদ্ধং রাজা চেৎ পশ্যেৎ সোঽপি বারণীয়ঃ। এতে তু রাজ্ঞঃ পশ্যতোঽনু পশ্চাৎ স্বয়মপি পশ্যন্তি ইচ্ছতস্তস্যানুস্বয়মপীচ্ছন্তীতি। শত্রুস্তস্য দৃশেরাক্ষেপাৎ তিঙন্তোঽপি দৃশির্লভ্যতে, তথৈব তিঙন্তস্যেচ্ছতেরাক্ষেপাৎ সোঽপি শত্রন্তো লভ্যতে ॥ ৭ ॥

———

ক্ব বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ মল্লৌ শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ।
ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—(বলাবলবদ্ যুদ্ধং প্রপঞ্চয়তি) বজ্রসারসর্ব্বাঙ্গৌ (বজ্রস্য সারবৎ স্থিরাং শবৎ কঠিনানি সর্ব্বাঙ্গানি যয়োঃ তৌ) শৈলেন্দ্রসন্নিভৌ (পর্ব্বতরাজতুল্যৌ মল্লৌ (এতৌ চাণূর মুষ্টিকৌ) ক্ব (কুত্র বর্ত্তেতে) অতিসুকুমারাঙ্গৌ (অতিমৃদুকায়ৌ) নাপ্তযৌবনৌ (অপ্রাপ্তযৌবনকালৌ) কিশোরৌ (কৈশোরবয়স্কৌ এতৌ রামকৃষ্ণৌ) ক্ব চ (কুত্র বর্ত্তেতে, মহান্ প্রভেদ ইত্যর্থঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—বজ্রসার-তুল্য কঠোরকায়, পর্ব্বতসদৃশ এই মল্লদ্বয়ই বা কোথায় ? এবং অতিসুকুমারকায়, অপ্রাপ্তযৌবন কিশোরভাবাপন্ন রামকৃষ্ণই বা কোথায় ? ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—বলবত্ত্বাবলবত্ত্বে তর্জ্জনীভির্দর্শয়ন্তি ক্বেতি ॥ ৮ ॥

———

ধর্ম্মব্যতিক্রমো হ্যস্য সমাজস্য ধ্রুবং ভবেৎ।
যত্রাধর্ম্ম সমুত্তিষ্ঠেন্ন স্থেয়ং তত্র কর্হিচিৎ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধ্রুবং হি (নিশ্চিতং এব) অস্য সমা-

জস্য (সভায়াঃ) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (অধর্ম্মঃ) ভবেৎ। যত্র (যস্মিন্ সমাজে) অধর্ম্মঃ সমুত্তিষ্ঠেৎ (সম্ভবেৎ) কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) তত্র ন স্থেয়ং (ন স্থাতব্যং অস্মাভিরিত উত্থায় গম্যতামিতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—এইরূপ বিষমযুদ্ধের অনুমোদনহেতু নিশ্চয়ই এই সভার অধর্ম্ম হইবে, অতএব যে সভায় অধর্ম্মের সম্ভাবনা তথায় আমাদের অবস্থানও সঙ্গত নহে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—ধর্ম্মব্যতিক্রমোঽধর্ম্মঃ সমাজস্য সভায়াঃ। ন স্থেয়মিত্যতোঽস্মাভিরিত উত্থায় গম্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ন সভাং প্রবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ সভ্যদোষাননুস্মরন্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্নজ্ঞো নরঃ কিল্বিষমশ্নুতে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(অপরা ঊচুঃ) অব্রুবন্ (সভায়ামধর্ম্মে উৎপদ্যমানে সতি ধর্ম্মং জ্ঞাত্বাপি তৎ অবদন্ তূষ্ণীং তিষ্ঠন্) বিব্রুবন্ (বিপরীতং বদন্) অজ্ঞঃ (ন জানামীতি ব্রুবন্) নরঃ (সভ্যো জনঃ) কিল্বিষং (পাপম্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ অতঃ) প্রাজ্ঞঃ (বুদ্ধিমান্ জনঃ) সভ্যদোষান্ (সভ্য জনানাং এতান্ দোষান্) অনুস্মরন্ (চিন্তয়ন্) সভাং ন প্রবিশেৎ (অতঃ অস্মাভিরত্র আগত্যৈবাপরাদ্ধমিতি ভাবঃ)॥১০

অনুবাদ—অন্য স্ত্রীগণ বলিতে লাগিলেন,—যে ব্যক্তি সভায় অধর্ম্ম সংঘটন হইলে ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও তথায় মৌনভাবে অবস্থান করেন কিম্বা বিপরীতবাক্য বলেন অথবা তৎসম্বন্ধে নিজের অজ্ঞত্ব প্রকাশ করেন তিনি পাপভাগী হ'ন, অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ এই সমস্ত সভ্য দোষ স্মরণ করিয়া সভাতেই প্রবেশ করেন না ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—অস্মাভিরত্রাগত্যৈবাপরাদ্ধমিত্যপরাঃ—শাস্ত্রশাসনমাহুঃ ন সভামিতি। সভায়ামধর্ম্মে উৎপদ্যমানে সতি ধর্ম্মং জ্ঞাত্বাপি তৎ অব্রুবন্ তূষ্ণীং তিষ্ঠন্নিত্যর্থঃ। বিব্রুবন্ বিধর্ম্মমেব ব্রুবন্ বা অজ্ঞঃ জ্ঞাত্বাপি ন জানামীতি ব্রুবন্ বা কিল্বিষং প্রাপ্নোত্যতঃ সভাং ন প্রবিশেদিতি সভা প্রবেশনিষেধো ব্যবহারসাপেক্ষস্যৈব প্রাজ্ঞস্য। নতু ব্যবহারনিরপেক্ষস্য প্রাজ্ঞস্য। যথা সভাপর্ব্বণি দ্যূতে দ্রৌপদীবিপদি ব্যবহারসাপেক্ষাঃ প্রাজ্ঞাঃ ভীষ্মাদয়োঽব্রুবাণা এব তস্থুঃ, ব্যবহারনিরপেক্ষঃ প্রাজ্ঞো বিদুরস্তু ধর্ম্মং ব্রূতে স্মৈবেতি রঙ্গভূমৌ তু সর্ব্ব এব প্রাজ্ঞাঃ কংসাদ্ভীতা ব্যবহারসাপেক্ষা এবেতি ॥ ১০ ॥

বল্গতঃ শত্রুমভিতঃ কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজম্।
বীক্ষতাং শ্রমবার্য্যুপ্তং পদ্মকোশমিবাম্বুভিঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শত্রুং অভিতঃ (শত্রোঃ সর্ব্বতঃ) বল্গতঃ (ধাবতো ধাবতঃ) কৃষ্ণস্য বদনাম্বুজং (মুখকমলম্) অম্বুভিঃ (জলৈঃ) পদ্মকোশং ইব শ্রমবার্য্যুপ্তং (শ্রমজাতেন ঘর্ম্মবারিণা উপ্তং ব্যাপ্তং ইতি) বীক্ষ্যতাং (দৃশ্যতাং যুষ্মাভিরিতি শেষঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—ঐ দেখ—শত্রুর চতুর্দ্দিকে ধাবন-হেতু জলপ্লুত পদ্মকোষের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের বদন কমল ঘর্ম্মসলিলে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—ননু, তয়োঃ শ্রমাদৃষ্ট্যা বলবত্ত্বানুমানান্নকোঽপি দোষপ্রসঙ্গ ইত্যাশঙ্ক্য কৃষ্ণস্য তাবৎ শ্রমং দর্শয়ন্তি,—বল্গতঃ শত্রুমভিত ইতি। শত্রোঃ সর্ব্বতো যাবতঃ কৃষ্ণস্য শ্রমবারিণা উপ্তং ব্যাপ্তং বদনাম্বুজং মুখচন্দ্রো দৃশ্যতাম্ "অব্জৌ শঙ্খশশাঙ্কৌ চে"ত্যমরঃ। ক্লীবত্বমার্ষম্ ॥ ১১ ॥

কিং ন পশ্যত রামস্য মুখমাতাম্রলোচনম্।
মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং হাসসংরম্ভশোভিতম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—(অন্যা ঊচুঃ) মুষ্টিকং প্রতি সামর্ষং (সক্রোধং অতঃ) আতাম্রলোচনম্ (আতাম্রে ঈষৎ তাম্রবর্ণে লোচনে যত্র তৎ) হাসসংরম্ভশোভিতং (হাসেন সংরম্ভ আবেশঃ) তেন (শোভিতং) রামস্য মুখং কিং ন পশ্যত (যূয়মিতি শেষঃ) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—অপর স্ত্রী-সকল বলিলেন,—তোমরা মুষ্টিকের প্রতি ক্রোধবশতঃ ঈষৎতাম্রভাবাপন্ন নয়নযুগল সুশোভিত এবং হাস্যসংরম্ভবিরাজিত বলদেবের মুখকমল দর্শন করিতেছ না কি ? ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—সামর্ষং সক্রোধমিতি ক্রোধস্য কারণং মুষ্টিকপ্রহারজনিতঃ শ্রম এব বুধ্যতামিতি ভাবঃ।

কোপোত্থেন হাসেন সহ সংরম্ভো যুদ্ধাবেশস্তেন শোভিতম্ ॥ ১২ ॥

———

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—(অন্যা ঊচুঃ) বত (অহো) যৎ (যাসু) নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ (নৃলিঙ্গেন মনুষ্যদেহেন গূঢ়ঃ) বনচিত্রমাল্যঃ (বনজানি চিত্রানি মাল্যানি যস্য সঃ) গিরিত্র-রমার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ (গিরিত্রঃ শিবঃ রমা চ লক্ষ্মীঃ তাভ্যামর্চ্চিতৌ অঙ্ঘ্রী যস্য সঃ) অয়ং পুরাণপুরুষঃ (সনাতনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সহবলঃ (বলদেবেন সহ বর্ত্তমানঃ) গাঃ পালয়ন্ (চারয়ন্) বেণুং ক্বনয়ন্ (বাদয়ন্) চ বিক্রীড়য়া (বিবিধয়া ক্রীড়য়া) অঞ্চতি (গচ্ছতি তাঃ) ব্রজভুবঃ (ব্রজ-ভূময়ঃ) পুণ্যাঃ (ধন্যাঃ ভবন্তীতি শেষঃ) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—অন্য নারীগণ বলিতে লাগিলেন,—অহো, যে স্থানে শঙ্কর এবং লক্ষ্মীদেবকর্ত্তৃক অর্চ্চিত-পদ সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" নিরাকার নির্ব্বিশেষ অব্যক্ত ব্রহ্ম মায়াশক্তির বিদ্যাবৃত্তির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া নন্দগৃহে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট অজ্ঞব্যক্তিগণের অজ্ঞাত, সুতরাং গূঢ় স্বীয় স্বরূপবিগ্রহে বিচিত্র বনমাল্যে বিভূষিত হইয়া বলদেবের সহিত গোচারণ এবং বেণুবাদন করিতে করিতে বিবিধ ক্রীড়ার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বিহার করেন, সেই ব্রজভূমি ধন্যা ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ কাশ্চিৎ যজ্ঞপত্নীসবাসনা স্তা এব বা তদবাপ্তিসন্তাপস্ফুরিততদৈশ্বর্য্যজ্ঞানাঃ মহাপ্রেমবত্যো দৃশ্যমানাং তামনীতিমসহমানা ব্রজভুবস্তত্রত্যজনাশ্চ স্তুবানা মথুরায়াস্তদ্বাসিনাঞ্চ নিন্দামভিব্যঞ্জয়ন্তি, পুণ্যা ইতি। বত বিস্ময়ে। যৎ যাসু নৃলিঙ্গেন স্বস্ব রূপলক্ষণেনাপি বহিরঙ্গজনৈর্জ্ঞাতুমশক্যত্বাদ্‌গূঢ়ঃ বিবিধয়া স্বমনোরথোত্থয়া ক্রীড়য়া অঞ্চতি ভ্রমতি। তেন ধিগিমাং মথুরাপুরীং যতোঽস্যামস্যৈ তাদৃশো দুঃখাতিশয়স্তঞ্চাত্রত্যা জনাঃ পশ্যন্তি। তাস্তু বনভূময়োঽপি ধন্যা এব যাস্বস্য বেণুবাদনাদিবিধক্রীড়ানন্দঃ। তঞ্চ তত্রত্যা সানন্দং পশ্যন্তীতি দ্যোতিতম্। অত্রাঞ্চতীতি বর্ত্তমানপ্রয়োগস্তাসাং তত্রৈব পুনঃ কৃষ্ণগমনাভিপ্রায়াৎ। বস্তুতস্তু যথার্থৈব ভারতীয়ং তন্মুখেভ্যো নিঃসৃতা লীলানাং নিত্যত্বস্য স্থাপিতত্বাৎ স্থাপয়িষ্যমাণত্বাচ্চ ॥ ১৩ ॥

———

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্ ।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসং শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—(অহো কষ্টং অল্পপুণ্যা বয়ং যতোঽস্মাভিরনবসরে দৃষ্টোঽয়ম্। গোপ্যস্তু বহু পুণ্যা ইত্যাহুঃ) গোপ্যঃ (ব্রজাঙ্গনাঃ) কিং (কিমপ্যনির্ব্বচনীয়ং) তপঃ অচরন্ (অনুষ্ঠিতবত্যঃ) যৎ (যস্মাৎ তাঃ) অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) লাবণ্যসারং (লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠং) অসমোর্দ্ধ্বং (ন বিদ্যতে সমং ঊর্দ্ধ্বং অধিকঞ্চ যস্য তৎ) অনন্যসিদ্ধম্ (অন্যেন আভরণাদিনা ন সিদ্ধং কিন্তু স্বত এব স্থিতম্) যশসঃ শ্রিয়ঃ (লক্ষ্ম্যাঃ) ঐশ্বরস্য (ঐশ্বর্য্যস্য চ) একান্তধাম (অব্যভিচারিস্থানং) দুরাপং (দুর্ল্লভম্) অনুসবাভিনবং (প্রতিক্ষণ-নূতনং) রূপং (সৌন্দর্য্যং) (দৃগ্‌ভিঃ) (নেত্রৈঃ) পিবন্তি (পশ্যন্তীত্যর্থঃ) ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—(অহো, আমরা নিতান্ত অল্পপুণ্যবতী, যেহেতু অসময়ে কৃষ্ণকে দেখিলাম, পরন্তু গোপীগণই অতিশয় পুণ্যবতী—এইরূপ মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন) গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যারই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহারা স্বীয় নয়ন দ্বারা এই শ্রীকৃষ্ণের লাবণ্যসার, অসমোর্দ্ধ্ব, স্বভাবসিদ্ধ, যশ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আধারস্বরূপ, দুর্ল্লভ নিত্যনূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া থাকেন ॥১৪॥

বিশ্বনাথ—হন্ত হন্ত মহাসুকৃতিন এব ব্রজভূমিষুৎপদ্যান্তে তেষ্বপি গোপীজনাঃ অতিশ্রেষ্ঠা ইত্যাহুঃ। গোপ্য ইতি কিমচরন্নিতি ভোঃ সখ্যস্তত্তপঃ যদি যূয়ং সর্ব্বজ্ঞস্য কস্যচিন্মুখাৎ জানীথ তদা ব্রূত যথা তদেবাস্মিন্ জন্মনি কৃত্বা ব্রজভূমৌ গোপ্যো ভবেম যৎ যতস্তা অমুষ্যরূপং সৌন্দর্য্যামৃতং পিবন্তি বয়ন্তু

মথুরাস্থা অস্য পরাভববিষং পীত্বা আনখশিখং জ্বলাম্ ইতি ভাবঃ। তাসাং দৃগ্ভিঃ পানস্যেব তাদৃশঃ তপঃফলমুক্ত্বা স্বাঙ্গৈরালিঙ্গনাদেস্তুনির্ব্বাচ্যহেতুকত্বং জ্ঞাপিতম্। কিঞ্চাস্য রূপে লাবণ্যমধিকং বর্ত্তত ইত্যত উপাদীয়তে ইতি ন বাচ্যং, কিন্তু লাবণ্যসারং লাবণ্যস্যাপি যঃ সারস্তৎ স্বরূপমেবৈতৎ, ননু স্বর্লোকাদিভ্যোঽপি ন্যূনে ভূর্লোকেঽস্মিংশ্চেদেবং রূপং দৃশ্যতে তর্হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠে মহাবৈকুণ্ঠলোকে ইতোঽপ্যধিকমধুরং শ্রীনারায়ণস্য রূপং ভবেদিতি তত্রাহুঃ। অসমোর্দ্ধ্বং এতদ্রূপস্য সমমেব রূপং ক্বাপি নাস্তি কিমুতাধিকমিতি ভাবঃ। ননু তর্হি কৃষ্ণেনৈতদ্রূপং কুতঃ সকাশাৎ প্রাপ্তং তত্রাহুঃ,—অনন্যসিদ্ধং অস্মিন্নেতৎ স্বাভাবিকমিত্যর্থঃ। নন্বেবমপ্যেতদ্রূপং তাঃ সদৈকরূপত্বেন পশ্যন্তি চেত্তদাপি তাসাং নাসকৃচ্চমৎকারঃ স্যাত্তত্রাহুঃ। অনসবাভিনবং প্রতিক্ষণ নূতনম্। এবঞ্চেত্তর্হি তত্রৈব গত্বা অন্যদেশীয়াভিরপি স্ত্রীভিঃ সুখেনায়ং দৃশ্যতামিত্যত আহুঃ দুরাপং লক্ষ্ম্যাপি দুর্ল্লভম্। ননু, ভবতু নামাস্য সৌন্দর্য্যোপাধিক এব সর্ব্বোৎকর্ষঃ। শ্রীনারায়ণাদৌ তু ভগশব্দবাচ্যং ষড়ৈশ্বর্য্যমধিকং বর্ত্ততে তত্রাহুঃ,—একান্তেতি। যশ আদ্যুপলক্ষিতানাং ষণ্ণামেব ভগানাং একান্তধাম অতিশয়িতমাস্পদম্। ঐশ্বরস্য ঐশ্বর্য্যস্য। ঈশ্বরস্যেত্যপি পাঠঃ॥ ১৪॥

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণ-মার্জ্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—(কিঞ্চ) যাঃ দোহনে (গোদোহনকালে) অবহননে (ধান্যাদীনামবঘাত সময়ে) মথনোপলেপ-প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণ-মার্জ্জনাদৌ (মথনম্ উপলেপঃ প্রেঙ্খেঙ্খনং দোলান্দোলনং অর্ভরুদিতং শিশুরোদনং উক্ষণং জলসেচনং মার্জ্জনং গৃহাদীনাং পরিষ্করণং ইত্যাদৌ কর্ম্মণি) অশ্রুকণ্ঠ্যঃ (রোদনপরাঃ) অনুরক্তধিয়ঃ (আসক্তচিত্তাঃ) উরুক্রমচিত্তযানাঃ (উরুক্রমে চিত্তং উরুক্রমচিত্তং তেনৈব যানং সর্ব্ববিষয়প্রাপ্তিঃ যাসাং তাঃ তথাভূতাঃ সত্যঃ) এনং (শ্রীকৃষ্ণং) গায়ন্তি (তাঃ) ব্রজস্ত্রিয়ঃ (গোপাঙ্গনাঃ) ধন্যাঃ (প্রশংসনীয়াঃ ভবন্তি)॥ ১৫॥

অনুবাদ—বিশেষতঃ যাহারা গোদোহন, অবঘাত (ধান্যাদিকুট্টন) মন্থন, উপলেপ, দোলা আন্দোলন, শিশুরোদন, জলসেচন এবং গৃহাদিমার্জ্জনকালে অশ্রুকণ্ঠা, অনুরক্তচিত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ হেতু সর্ব্ববিষয়প্রাপ্তা হইয়া তাঁহার বিষয় গান করেন সেই ব্রজরমণীগণ ধন্যা॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ, তাসাং গৃহকর্ম্মাণ্যপি নৈতন্মাধুর্য্যপান প্রতিবন্ধকানীত্যাহুঃ। যা দোহনাদিষু এনং গায়ন্তি চকারাৎ ক্বাপি পশ্যন্তি চেত্যেতন্মাধুর্য্যং রসনাভিরপি দৃগ্ভিরপি পিবন্তীতি পানাবিচ্ছেদ উক্তঃ। প্রেঙ্খেঙ্খনং দোলান্দোলনং উক্ষণং সেচনম্। উরুক্রমস্য চিত্তং যানং বাহনং যাসাং তা ইত্যয়মুরুক্রমোঽপি ব্রহ্মাদিভিঃ স্বচিত্তেষূহ্যমানোঽপি যা স্বয়ং স্বচিত্তে বহতীতি তাস্বপি কৃষ্ণোঽয়মনুরক্তধীরিতি তাসাং সৌভাগ্যভরো দর্শিতঃ। "চিন্তয়ানা" ইতি পাঠে উরুক্রমং চিন্তয়ন্ত্যত্যর্থঃ॥ ১৫॥

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ—প্রাতঃ (প্রাতঃকালে) গোভিঃ সমং (গোগণৈঃ সহ) ব্রজাৎ ব্রজতঃ (গোচারণে গচ্ছতঃ) সায়ং (সন্ধ্যাকালে ব্রজে) আবিশতঃ চ ক্বণয়তঃ (বেণুং বাদয়তঃ) অস্য বেণুং নিশম্য (শ্রুত্বা যাঃ) অবলাঃ তূর্ণং (সত্বরং) পথি নির্গম্য (বহির্গত্য) সদয়াবলোকং (সকরুণদর্শনং) সস্মিতমুখং (সহাসবদনং) পশ্যন্তি (তাঃ অবলাঃ) ভূরিপুণ্যাঃ (বহুপুণ্যশীলা ভবন্তি)॥ ১৬॥

অনুবাদ—প্রাতঃকালে ধেনুগণের সহিত ব্রজ হইতে বহির্গমন এবং সায়ংকালে ব্রজে প্রবেশকালে যাহারা বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণে সত্বর পথে বহির্গত হইয়া তাঁহার সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ সস্মিত বদনকমল দর্শন করেন সেই সকল অবলা অতিশয় পুণ্যশালিনী॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ—প্রাতর্ব্রজাদ্বনং ব্রজতঃ সায়ং বনাদ্ব্রজং আবিশতঃ প্রবিশতোঽস্য কৃষ্ণস্য বেণুং নিশম্য গৃহেভ্যো নির্গম্যাপথি গবানয়নমার্গসমীপো পবনাদৌ পশ্যন্তি সদয়ঃ। স্ববিরহখিন্নাঙ্গীস্তা দৃষ্ট্বা তদভীষ্ট-বিতরণব্যঞ্জকানুকম্পাসহিতোঽবলোকো যস্য তম্ ॥ ১৬ ॥

এবং প্রভাষমাণাসু স্ত্রীষু যোগেশ্বরো হরিঃ।
শত্রুং হন্তুং মনশ্চক্রে ভগবান্ ভরতর্ষভ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ, (হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ, পরীক্ষিৎ,) স্ত্রীষু এবং প্রভাষমাণাসু (পরস্পরং কথনরতাসু) যোগেশ্বরঃ ভগবান্ হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শত্রুং (চাণূরং) হন্তুং মনঃ চক্রে (বিনাশয়িতুং সঙ্কল্পয়ামাস) ॥১৭॥

অনুবাদ—হে ভরতকুলোত্তম, নারীগণ পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলে অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে বধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—যোগেশ্বর ইতি, তত্রত্যানুকূল-প্রতিকূল-লোকানাং স্বগতা অপি বাচঃ শৃণ্বন্নিত্যর্থঃ। হন্তুং মনশ্চক্র ইত্যলমেতা অনুরাগিণী দুঃখয়িত্বেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ শ্রুত্বা পুত্রস্নেহশুচাতুরৌ।
পিতরাবন্বতপ্যেতাং পুত্রয়োরবুধৌ বলম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—পুত্রয়োঃ (রামকৃষ্ণয়োঃ) বলং (সামর্থ্যম্) অবুধৌ (অজানন্তৌ অতএব) পুত্রস্নেহশুচা (পুত্রস্নেহেন যা শুক্ তয়া) আতুরৌ (অভিভূতৌ) পিতরৌ (দেবকী-বসুদেবৌ) সভয়াঃ স্ত্রীগিরঃ (স্ত্রীবচনানি) শ্রুত্বা অন্বতপ্যেতাং (অনুতাপং প্রাপ্তৌ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—দেবকী এবং বসুদেব পুত্রদ্বয়ের সামর্থ্য অবগত না থাকায় পুত্রস্নেহে শোকাতুর হইয়া স্ত্রীগণের তাদৃশ সভয়বচন শ্রবণে অনুতাপগ্রস্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—পিতরৌ দেবকীবসুদেবৌ বসুদেব-নন্দৌ বা অন্বতপ্যেতাম্। হন্ত হন্ত ব্রজে গমিষ্যন্ন-ক্রূরএব কথং তথা ন শিক্ষিতো যথা নৈতাবানেষ্যৎ স ইতি। হন্ত হন্ত কথমনার্য্য পুরে ময়কা সুতঃ কথমসৌ ন নিগৃহ্য গৃহে ধৃত ইত্যাদিকং পশ্চাত্তাপমকুর্ব্বতাম্। বলমবুধৌ অজানন্তৌ। ষষ্ঠ্যা অভাবস্ত-দর্হমিতি নির্দ্দেশেন তস্যা অনিত্যত্বজ্ঞাপনাৎ ॥ ১৮ ॥

তৈস্তৈর্নিযুদ্ধবিধিভির্বিবিধৈরচ্যুতেতরৌ।
যুযুধাতে যথান্যোঽন্যং তথৈব বল-মুষ্টিকৌ ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুতেতরৌ (অচ্যুতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ইতরঃ চাণূরঃ তৌ) তৈঃ তৈঃ (পূর্ব্বোক্তৈঃ) বিবিধৈঃ (অনেকৈঃ) নিযুদ্ধবিধিভিঃ (মল্লযুদ্ধবিধানৈঃ) অন্যোঽন্যং (পরস্পরং) যথা (যেন প্রকারেণ) যুযুধাতে (যুদ্ধং কৃতবন্তৌ) বলমুষ্টিকৌ (বলদেব-মুষ্টিকাসুরৌ চ) তথা এব (যুযুধাতে) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ এবং চাণূর পূর্ব্বোক্ত বিবিধ মল্লযুদ্ধ বিধান অনুসারে পরস্পর যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলদেব এবং মুষ্টিকও তাদৃশ যুদ্ধ করিয়া ছিলেন ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—অচ্যুতশ্চ ইতরশ্চাণূরশ্চ তৌ ॥ ১৯ ॥

ভগবদ্গাত্রনিষ্পাতৈর্বজ্রনিষ্পেষনিষ্ঠুরৈঃ।
চাণূরো ভজ্যমানাঙ্গো মুহুর্গ্লানিমবাপ হ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—(অথ) চাণূরঃ বজ্রনিষ্পেষ-নিষ্ঠুরৈঃ (বজ্রনিষ্পেষণবৎ কঠোরৈঃ) ভগবদ্-গাত্রনিষ্পাতৈঃ (ভগবতো গাত্রাণাং অরত্নি-জান্বাদীনাং প্রহারৈঃ) ভজ্যমানাঙ্গঃ (শ্লথগাত্রঃ সন্) মুহুঃ (বারম্বারং) গ্লানিং (সন্তাপম্) অবাপ হ (প্রাপ্তবান্ কিল) ॥২০॥

অনুবাদ—অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বজ্র-নিষ্পেষণতুল্য কঠোর গাত্রপ্রহারে ক্রমশঃ শিথিলদেহ হইয়া চাণূর বারম্বার কষ্ট পাইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—নিষ্পাতৈঃ প্রহারৈর্বজ্রেণ নিষ্পেষঃ সংচূর্ণনং তদ্বন্নিষ্ঠুরৈঃ ॥ ২০ ॥

স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টিকৃত্য করাবুভৌ।
ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রুদ্ধঃ শ্যেনবেগঃ (শ্যেনস্যেব বেগো

যস্য সঃ) সঃ (চাণূরঃ) উৎপত্য (সহসা সমাগত্য) উভৌ করৌ মুষ্টিকৃত্য ভগবন্তং বাসুদেবং (শ্রীকৃষ্ণং) বক্ষসি (বক্ষোদেশে) অবাধত (অতাড়য়ৎ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—অতঃপর সে ক্রুদ্ধভাবে শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সবেগে সমাগত হইয়া হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশে আঘাত করিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—অবাধত অতাড়য়ৎ ॥ ২১ ॥

নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ ।
বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ ॥ ২২ ॥
ভূপৃষ্ঠে প্রোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্ ।
বিস্রস্তাকল্পকেশস্রগিন্দ্রধ্বজ ইবাপতৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—হরিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মালাহতঃ (মাল্যেন তাড়িতঃ) দ্বিপঃ (হস্তী) ইব তৎপ্রহারেণ (চাণূর-কৃতেন তেন মুষ্ট্যাঘাতেন) ন অচলৎ (ন বিচলিতঃ অভবৎ অতঃপরং) চাণূরং বাহ্বোঃ (বাহুদ্বয়ে) নিগৃহ্য (পীড়য়িত্বা) বহুশঃ ভ্রাময়ন্ (ঘূর্ণয়ন্) ক্ষীণজীবিতং (গতকল্পপ্রাণং তং) তরসা (বেগেন) ভূপৃষ্ঠে প্রোথয়া-মাস (আস্ফালয়ৎ তেন স চাণূরশ্চ) বিস্রস্তাকল্প-কেশস্রক্ (স্খলিত কেশপাশমাল্যবন্ধনঃ সন্) ইন্দ্র-ধ্বজঃ (বজ্রম্, অথবা কস্মিংশ্চিদুৎসবে উত্থাপিতঃ ধ্বজপতাকাদ্যলঙ্কৃতঃ পুরুষাকৃতিঃ মহান্ স্তম্ভ বিশেষঃ) ইব অপতৎ ॥ ২২-২৩ ॥

অনুবাদ—ভগবান্ উক্ত প্রহারেও মাল্যদ্বারা আহত হস্তীর ন্যায় অবিচলিত ভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন, পরে স্বয়ং তাহার বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক উৎপীড়ন এবং বহুক্ষণ ঘূর্ণন করিয়া মৃতপ্রায় অব-স্থায় বেগে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন, তখন চাণূরের কেশপাশ এবং মাল্যবন্ধন স্খলিত হইয়া পড়িল এবং সে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূপতিত হইল ॥ ২২-২৩॥

বিশ্বনাথ—ইন্দ্রধ্বজঃ প্রাচ্যেষু প্রসিদ্ধঃ ॥২২-২৩॥

তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ ।
বলভদ্রেণ বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্ ॥ ২৪ ॥
প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দ্দিতঃ ।
ব্যসুঃ পপাতোর্ব্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—মুষ্টিকঃ (তন্নামকাসুরশ্চ) তথা এব পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যা (নিজমুষ্টিদেশেন) অভিহতেন (পীড়িতেন) বলিনা (বলবতা) বলভদ্রেন তলেন ভৃশম্ (অত্যর্থম্) অভিহতঃ (প্রহৃতঃ) প্রবেপিতঃ (কম্পমানঃ) মুখতঃ রুধিরম্ উদ্বমন্ অর্দ্দিতঃ (পীড়িতঃ) ব্যসুঃ (বিগতপ্রাণশ্চ সন্) সঃ বাতাহতঃ (বায়ুনা আহতঃ) অঙ্ঘ্রিপঃ (বৃক্ষঃ) ইব উর্ব্ব্যুপস্থে (ভূতলে) পপাত (পাতিতবান্) ॥ ২৪-২৫ ॥

অনুবাদ—এইরূপ মুষ্টিকও প্রথমে নিজমুষ্টি দ্বারা বলভদ্রকে প্রহার করিলে অতঃপর তিনি পানি-তলদ্বারা তাহাকে অতিশয় প্রহার করিলেন, তাহাতে সে কম্পমান কলেবরে মুখ হইতে রুধির বমন করিতে করিতে ক্রমশঃ পীড়িত হইয়া অবশেষে প্রাণত্যাগপূর্ব্বক বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—তলেন পানিতলেন উর্ব্ব্যুপস্থে ভূতলে । শ্লেষদ্যোতিতং গালিপ্রদানঞ্চ ॥ ২৪-২৫ ॥

ততঃ কূটমনুপ্রাপ্তং রামঃ প্রহরতাং বরঃ ।
অবধীল্লীলয়া রাজন্ সাবজ্ঞং বামমুষ্টিনা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, ততঃ (মুষ্টিক-বধানন্তরং) প্রহরতাং বরঃ (নিযোদ্ধৃণাং শ্রেষ্ঠঃ) রামঃ (বলদেবঃ) অনুপ্রাপ্তং (যুদ্ধার্থং সমুপস্থিতং) কূটং (তন্নামকং দানবং) সাবজ্ঞং (সহেলং যথা স্যাৎ তথা) লীলয়া (অনায়াসেন) বামমুষ্টিনা (বামমুষ্টিপ্রহারেণ) অবধীৎ (জঘান) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপে মুষ্টিকবধের পর যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ বলদেব যুদ্ধার্থ সমাগত কূট নামক দৈত্য-মল্লকে অবলীলাক্রমে অবজ্ঞার সহিত বামমুষ্টির দ্বারা প্রহার করিয়া বধ করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

তর্হ্যেব হি শলঃ কৃষ্ণ-প্রপদাহতশীর্ষকঃ ।
দ্বিধা বিদীর্ণস্তোশলক উভাবপি নিপেততুঃ ॥ ২৭॥

অন্বয়ঃ—তর্হি এব হি (তদৈব) কৃষ্ণ-প্রপদাহত-শীর্ষকঃ (কৃষ্ণস্য প্রপদেন পদাগ্রেণ আহতং শীর্ষ যস্য সঃ) শলঃ (তন্নামা দানবঃ তথা) দ্বিধা বিদীর্ণঃ

(দ্বিখণ্ডিতঃ) তোশলকঃ (তন্নামা দানবশ্চ এতৌ) উভৌ অপি নিপেততুঃ (নিহতৌ বভূবতুঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে শ্রীকৃষ্ণও পদের অগ্রভাগ দ্বারা শল এবং তোশলকের মস্তকে প্রহার করায় তাহারা দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ॥ ২৭ ॥

———

চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে ।
শেষাঃ প্রদুদ্রুবুর্মল্লাঃ সর্ব্বে প্রাণ-পরীপ্সবঃ ॥২৮॥

অন্বয়ঃ—চাণূরে মুষ্টিকে কূটে শলে তোশলকে হতে (এতেষু দৈত্যমল্লেষু হতেষু সৎসু) শেষাঃ (অবশিষ্টাঃ) সর্ব্বে মল্লাঃ প্রাণ-পরীপ্সবঃ (প্রাণরক্ষণেচ্ছবঃ সন্তঃ) প্রদুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ বভূবুঃ) ॥২৮॥

অনুবাদ—এইরূপ চাণূর, মুষ্টিক, কূট, শল এবং তোশলক নিহত হইলে অবশিষ্ট মল্লগণ নিজ নিজ প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিল ॥ ২৮ ॥

———

গোপান্ বয়স্যানাকৃষ্য তৈঃ সংসৃজ্য বিজহ্রতুঃ ।
বাদ্যমানেষু তূর্য্যেষু বল্গন্তৌ রুতনূপুরৌ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ রাম-কৃষ্ণৌ) বয়স্যান্ (বান্ধবান্) গোপান্ আকৃষ্য তৈঃ (গোপৈঃ সহ) সংসৃজ্য (মিলিত্বা) তূর্য্যেষু (বাদ্যবিশেষেষু) বাদ্যমানেষু (নিনাদিতেষু সৎসু) রুতনূপুরৌ (রুতং শব্দিতং নূপুরং যয়োঃ তৌ তথাবিধৌ) বল্গন্তৌ (নৃত্যাদিকুর্ব্বন্তৌ সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ (বিহারং চক্রতুঃ) ॥২৯॥

অনুবাদ—অনন্তর রামকৃষ্ণ বয়স্য গোপগণকে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্যাদি সহকারে বিহার করিতেছিলেন, তৎকালে তূর্য্যধ্বনি হইতেছিল এবং তাঁহাদের পদস্থিত নূপুর নিনাদিত হইয়াছিল ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ—বল্গন্তৌ নৃত্যাদিকুর্ব্বন্তৌ ॥ ২৯ ॥

———

জনাঃ প্রজহৃষুঃ সর্ব্বে কর্ম্মণা রাম-কৃষ্ণয়োঃ ।
ঋতে কংসং বিপ্রমুখ্যাঃ সাধবঃ সাধু সাধ্বিতি ॥৩০॥

অন্বয়ঃ—(তদা) রাম-কৃষ্ণয়োঃ কর্ম্মণা কংসং ঋতে (কংসং বিনা) সর্ব্বে জনাঃ প্রজহৃষুঃ (প্রহৃষ্টাঃ বভূবুঃ) বিপ্রমুখ্যাঃ (ব্রাহ্মণপ্রমুখাঃ) সাধবঃ (সজ্জনাঃ) সাধু সাধু ইতি (উচুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—তৎকালে রামকৃষ্ণের কর্ম্মদর্শনে কংস ব্যতীত সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ-প্রমুখ সজ্জনগণ 'সাধু সাধু' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—বিপ্রেষু যে মুখ্যাঃ সাধবো যে তে সাধু সাধ্বিত্যূচুঃ। বিপ্রাধমাঃ কংসপুরোহিতাস্তু হা হেত্যূচুরিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

———

হতেষু মল্লবর্য্যেষু বিদ্রুতেষু চ ভোজরাট্ ।
ন্যবারয়ৎ স্বতূর্য্যাণি বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—মল্লবর্য্যেষু (চাণূরাদিষু কেষুচিৎ) হতেষু (বিনষ্টেষু কেষুচিৎ অবশিষ্টেষু) বিদ্রুতেষু (পলায়িতেষু সৎসু) চ ভোজরাট্ (কংসঃ) স্বতূর্য্যাণি (তদাখ্যবাদ্যানি) ন্যবারয়ৎ (নিবারয়ামাস) ইদং (বক্ষ্যমাণং) বাক্যং চ উবাচ হ (কথিতবান্) ॥৩১॥

অনুবাদ—কতিপয় মল্লবর নিহত এবং অবশিষ্ট পলায়িত হইলে মহারাজ কংস নিজপ্রবর্তিত তূর্য্য-নিনাদ নিবারিত করিয়া এইরূপ আদেশ বাক্য প্রচার করিলেন ॥ ৩১ ॥

———

নিঃসারয়ত দুর্ব্বৃত্তৌ বসুদেবাত্মজৌ পুরাৎ ।
ধনং হরত গোপানাং নন্দং বধ্নীত দুর্ম্মতিম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বৃত্তৌ (দুষ্কর্ম্মাণৌ) বসুদেবাত্মজৌ (বসুদেবস্য পুত্রৌ রাম-কৃষ্ণৌ) পুরাৎ (মধুপুরমধ্যাৎ) নিঃসারয়ত (বহিষ্কুরুত) গোপানাং (গোপজনানাং) ধনং হরত দুর্ম্মতিং (দুষ্টবুদ্ধিং) নন্দং (নন্দরাজং) বধ্নীত (আবদ্ধীকুরুত) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—বসুদেবের দুর্ব্বৃত্ত পুত্রদ্বয়কে পুরী হইতে বহির্গত এবং গোপগণের ধন অপহরণ কর এবং দুর্ম্মতি নন্দকে আবদ্ধ কর ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—নিঃসারয়তেত্যাদৌ সরস্বতীমতে তু দুর্গমং বৃত্তং চরিত্রং যয়োস্তৌ। পুরাৎ পুরমধ্যাস্য নিঃশেষেণ সারং শ্রেষ্ঠং কুরুত, গোপানাং ধনং

শ্রীকৃষ্ণং হরত অত্রৈব রক্ষত। নন্দং বধ্নীত প্রেমরসনয়েতি শেষঃ। তেন সহাতিপ্রীতং কুরুতেত্যর্থঃ। দুর্গমা মতির্যস্য তম্ ॥ ৩২ ॥

—————

বসুদেবস্তুদুর্ম্মেধা হন্যতামাশ্বসত্তমঃ।
উগ্রসেনঃ পিতা চাপি সানুগঃ পরপক্ষগঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—দুর্ম্মেধাঃ (দুর্ম্মতিঃ) অসত্তমঃ (দুর্জ্জনবরঃ) বসুদেবঃ তু আশু (শীঘ্রং) হন্যতাং (বিনাশ্যতাং) পরপক্ষগঃ (শত্রুপক্ষং গতঃ) সানুগঃ (সানুচরঃ) পিতা উগ্রসেনঃ চ অপি (হন্যতাং ইতি শেষঃ) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—দুর্ব্বুদ্ধি এবং দুর্জ্জনপ্রবর বসুদেব ও শত্রুপক্ষানুরাগী সানুচর পিতা উগ্রসেনকে সত্বর নিহত কর ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্গমবুদ্ধির্বসুদেবো হন্যতাং গম্যতাং সর্ব্বৈরাশ্রিয়তামিত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে সত্তমো যস্মাৎ সঃ। পরস্য পরমেশ্বরস্য পক্ষং গচ্ছতীতি সঃ ॥৩৩॥

—————

এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ।
লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কংসে এবং (পূর্ব্বোক্তমেণ) বিকত্থমানে বৈ (শ্লাঘমানে সতি) প্রকুপিতঃ (সংক্রুদ্ধঃ) অব্যয়ঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) লঘিম্না (লঘুতয়া) তরসা (বেগেন) উৎপত্য (উত্থায়) উত্তুঙ্গম্ (উন্নতং) মঞ্চং আরুহৎ (আরোহিতবান্) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ—রাজা কংস এইরূপ শ্লাঘা প্রকাশ করিতে থাকিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রকুপিত হইয়া সামান্য বেগেই উল্লম্ফনপূর্ব্বক উন্নত মঞ্চে আরোহণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ—স্বভক্তদ্রোহশ্রবণাৎ প্রকুপিতঃ প্রকৃষ্টকোপেনাপি জীবানামিব নাস্তি ব্যয়ো যস্য সঃ, লঘিম্না সর্ব্বদৃষ্ট্যালক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

—————

তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ।
মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসি-চর্ম্মণী ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মনস্বী (বুদ্ধিমান্) সঃ (কংসঃ) আবিশন্তং (মঞ্চমধ্যে প্রবিষ্টম্) আত্মনঃ মৃত্যুং (স্বস্য মৃত্যুস্বরূপং) তং (শ্রীকৃষ্ণম্) আলোক্য সহসা আসনাৎ উত্থায় অসিচর্ম্মণী (তদ্বধার্থং খড়্গং চর্ম্ম চ) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ কংস মঞ্চমধ্যে প্রবিষ্ট স্বীয় মৃত্যুরূপী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনপূর্ব্বক সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার বধের জন্য খড়্গ-চর্ম্ম গ্রহণ করিল ॥ ৩৫ ॥

—————

তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু
শ্যেনং যথা দক্ষিণ-সব্যমম্বরে।
সমগ্রহীদ্দুর্ব্বিষহোগ্রতেজা
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য ॥ ৩৬॥

অন্বয়ঃ—দুর্ব্বিষহোগ্রতেজাঃ (দুর্ব্বিষহং দুঃসহং উগ্রং ভয়ঙ্করং তেজঃ যস্য সঃ ভগবান্ ইতি শেষঃ) অম্বরে (আকাশে) শ্যেনং যথা (শ্যেনমিব) দক্ষিণসব্যং (দক্ষিণে কদাচিৎ সব্যে চ কদাচিৎ) বিচরন্তং (ভ্রমন্তং) খড়্গপাণিং তং (কংসং) তার্ক্ষ্যসুতঃ (গরুড়ঃ) উরগং যথা (সর্পমিব) প্রসহ্য (বলেন) আশু (সত্বরং) সমগ্রহীৎ (জগ্রাহ) ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ—অতঃপর কংস খড়্গহস্তে আকাশগত শ্যেনপক্ষীর ন্যায় ভগবানের দক্ষিণে ও বামভাগে পর্য্যায়ক্রমে ভ্রমণ করিতে থাকিলে গরুড় যেরূপ সবলে সর্পকে ধারণ করে সেইরূপ দুঃসহ প্রচণ্ডবিক্রমশালী শ্রীকৃষ্ণও সত্বর তাহাকে ধারণ করিলেন ॥ ৩৬॥

—————

প্রগৃহ্য কেশেষু চলৎকিরীটং
নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ।
তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ
পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—চলৎকিরীটং (চলৎ বিগলৎ কিরীটং মুকুটং যস্য তং কংসং) কেশেষু প্রগৃহ্য (প্রকর্ষেণ গৃহীত্বা) তুঙ্গমঞ্চাৎ (উন্নতমঞ্চদেশাৎ) রঙ্গোপরি (রঙ্গভূমিভাগে) নিপাত্য (পাতয়িত্বা) অব্জনাভঃ

(পদ্মনাভঃ) বিশ্বাশ্রয়ঃ (নিখিলাধারঃ এতেন গরিষ্ঠত্ব-মুক্তম্) আত্মতন্ত্রঃ (স্বতন্ত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) স্বয়ং তস্য (কংসস্য) উপরিষ্টাৎ (উপরিভাগে) পপাত (পতিতঃ বভূব) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—তৎকালে কংসের মস্তকস্থিত মুকুট স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, এরূপ অবস্থায় কেশে আকর্ষণপূর্ব্বক উন্নত মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমি মধ্যে নিপাতিত করিয়া পদ্মনাভ, নিখিলাধার, স্বতন্ত্রপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাহার উপরে পতিত হইলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—তস্যোপরিষ্টাদিতি। স্বস্য ভূতলাঘাতাভাবার্থম্। বিশ্বাশ্রয় ইতি স্বভাবেনৈব তং মারয়িতুমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

তং সম্পরেতং বিচকর্ষ ভূমৌ
হরির্যথেভং জগতো বিপশ্যতঃ।
হা হেতিশব্দঃ সুমহাংস্তদাভূ-
দুদীরিতঃ সর্ব্বজনৈর্নরেন্দ্র ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) নরেন্দ্র, (হে রাজন্), বিপশ্যতঃ (বিশেষেণ পশ্যতঃ অবলোকয়তঃ) জগতঃ (জগৎ-সমীপে ইত্যর্থঃ) হরিঃ (সিংহঃ) ইভং যথা (হস্তিন-মিব) সম্পরেতং (মৃতং) তং (কংসং) ভূমৌ বিচকর্ষ (আকৃষ্টবান্) তদা (তৎকালে) জনৈঃ (তত্রত্যৈঃ লোকৈঃ) উদীরিতঃ (উচ্চারিতঃ) হা হা ইতি (খেদসূচকঃ) সুমহান্ (উচ্চৈঃ) শব্দঃ অভূৎ (জাতঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, সমস্ত জগৎ তৎকালে বিশেষভাবে এই ঘটনা দর্শন করিতে থাকিলে সিংহ যেরূপ মৃত হস্তিকে আকর্ষণ করে সেইরূপ ভগবানও মৃতকংসকে ভূতলে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, উপস্থিত জনমণ্ডল হইতে তখন উচ্চ হাহাকারধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—কংস মৃত ইতি যদা কোঽপি ন প্রতীয়ায়। কিন্তু মূর্চ্ছিতোঽয়মিতি মন্যতে স্ম তদা তং বিচকর্ষ; তন্মৃত্যুং সর্ব্বান্ প্রত্যায়য়িতুমিতি ভাবঃ। হাহেতি শব্দোঽত্র বিস্ময়ে মহাশূরস্যাপ্যবজ্ঞয়া বধাৎ। যদুক্তং বৈষ্ণবে—"ততো হাহা কৃতং সর্ব্বমাসীত্তদ্রঙ্গ-মণ্ডলম্। অবজ্ঞয়া হতং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণেন মথুরেশ্বর"-মিতি ॥ ৩৮ ॥

স নিত্যদোদ্বিগ্নধিয়া তমীশ্বরং
পিবন্নদন্ বা বিচরন্ স্বপন্ শ্বসন্।
দদর্শ চক্রায়ুধমগ্রতো যত-
স্তদেব রূপং দুরবাপমাপ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (কংসঃ) পিবন্ (পানরতঃ) অদন্ বা (ভোজনরতঃ বা) বিচরন্ (ভ্রমন্) স্বপন্ (নিদ্রা-রতঃ) শ্বসন্ (প্রাণনক্রিয়ারতো বা) নিত্যদা (সর্ব্বদা) উদ্বিগ্নধিয়া (উৎকণ্ঠিতচিত্তেন) যতঃ (যস্মাৎ) অগ্রতঃ (অগ্রভাগে) চকায়ুধং (চক্রধারিণং) তং ঈশ্বরম্ (কৃষ্ণং) দদর্শ (দৃষ্টবান্ ততঃ) দুরবাপং (দুষ্প্রাপং) তৎ এব রূপং (চক্রধরং রূপমেব) আপ (লব্ধবান্) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—যেহেতু রাজা কংস পান, ভোজন, ভ্রমণ, স্বপ্ন এমন কি প্রতি নিশ্বাসকালে উৎকণ্ঠিত-চিত্তে সর্ব্বদা চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণকেই সম্মুখে দর্শন করিতেন সেই জন্য মরণান্তে তদীয় দুর্ল্লভ চক্রধর-রূপই প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কংসস্য ভয়হেতুকো ভগবদাবেশ এব সর্ব্বাপরাধক্ষয়পূর্ব্বকমোক্ষহেতুরাসীদিত্যাহ,—স ইতি ॥ ৩৯ ॥

তস্যানুজা ভ্রাতরোঽষ্টৌ কঙ্ক-ন্যগ্রোধকাদয়ঃ।
অভ্যধাবন্নতিক্রুদ্ধা ভ্রাতুর্নির্ব্বেশকারিণঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—অতিক্রুদ্ধাঃ কঙ্ক-ন্যগ্রোধকাদয়ঃ (কঙ্ক-ন্যগ্রোধপ্রভৃতয়ঃ) তস্য (কংসস্য) অষ্টৌ অনুজাঃ (কনীয়াংসঃ) ভ্রাতরঃ (সহোদরাঃ) ভ্রাতুঃ (জ্যেষ্ঠস্য) নির্ব্বেশকারিণঃ (নির্ব্বেশো নিষ্কৃতিঃ আনৃণ্যমিত্যর্থঃ, তৎকারিণঃ সন্তঃ) অভ্যধাবন্ (শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধাবিতাঃ বভূবুঃ) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তখন কঙ্ক, ন্যগ্রোধ প্রভৃতি কংসের অষ্ট অনুজভ্রাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া জ্যেষ্ঠের ঋণ পরিশোধ কামনায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইল ॥৪০

বিশ্বনাথ—নির্ব্বেশো নিষ্কৃতিরানৃণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০

**তথাতিরভসাংস্তাংস্তু সংযত্তান্ রোহিণীসুতঃ ।
অহন্ পরিঘমুদ্যম্য পশূনিব মৃগাধিপঃ ।। ৪১ ।।**

অন্বয়ঃ—রোহিণীসুতঃ (বলদেবঃ) পরিঘম্ (অস্ত্রবিশেষম্) উদ্যম্য (উত্তোল্য) মৃগাধিপঃ (সিংহঃ) পশূন্ ইব (ইতরান্ প্রাণিনঃ ইব) তথাতিরভসান্ (তথা তাদৃক্ অতিরভসো বেগো যেষাং তান্) সংযত্তান্ (উদ্যতান্) তান্ তান্ তু (কঙ্কাদীন্ কংস-ভ্রাতৃন্) অহন্ (জঘান) ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—তদ্দর্শনে বলদেব পরিঘ অস্ত্র উদ্যত করিয়া সিংহ যেরূপ পশুগণকে হত্যা করে সেইরূপে অতিবেগে সমাগত যুদ্ধোদ্যত কংস-ভ্রাতৃগণকে বিনাশ করিলেন ।। ৪১ ।।

**নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ব্রহ্মেশাদ্যা বিভূতয়ঃ ।
পুষ্পৈঃ কিরন্তস্তং প্রীতাঃ শশংসুর্ননৃতুঃ স্ত্রিয়ঃ ।।৪২।।**

অন্বয়ঃ—(তদা) ব্যোম্নি (আকাশে) দুন্দুভয়ঃ (বাদ্য-বিশেষাঃ) নেদুঃ (নিনাদিতাঃ বভূবুঃ) ব্রহ্মেশাদ্যাঃ (ব্রহ্ম-শিবাদ্যাঃ) বিভূতয়ঃ (তদ্দত্তৈশ্বর্য্যাঃ তৎ সেবকাঃ) পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ (তদুপরি পুষ্পানি বর্ষয়ন্তঃ) প্রীতাঃ (সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ) তং শশংসুঃ (তুষ্টুবুঃ) স্ত্রিয়ঃ (অপ্সরসশ্চ) ননৃতুঃ (নৃত্যং চক্রুঃ) ।। ৪২ ।।

অনুবাদ—তৎকালে আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, ব্রহ্মা শঙ্কর প্রভৃতি তদীয় সেবকগণ পুষ্প-বর্ষণ সহকারে আনন্দে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ।। ৪২ ।।

**তেষাং স্ত্রিয়ো মহারাজ সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ ।
তত্রাভীয়ুর্বিনিঘ্নন্ত্যঃ শীর্ষাণ্যশ্রুবিলোচনাঃ ।। ৪৩ ।।**

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, সুহৃন্মরণদুঃখিতাঃ (স্বামিবিয়োগকাতরাঃ) তেষাং (কংসাদীনাং) স্ত্রিয়ঃ (পত্ন্যঃ) অশ্রুবিলোচনাঃ (অশ্রুপ্লাবিতনয়নাঃ) শীর্ষাণি (স্বশিরাংসি) বিনিঘ্নন্ত্যঃ (তাড়য়ন্ত্যঃ সত্যঃ) তত্র (পতি-মরণস্থানে) অভীয়ুঃ (সমাগতাঃ বভূবুঃ) ।। ৪৩ ।।

অনুবাদ—হে মহারাজ, তখন কংস প্রভৃতির পত্নীগণ স্বামিবিয়োগদুঃখে অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মস্তকে আঘাত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল ।।৪৩।।

**শয়ানান্ বীরশয্যায়াং পতীনালিঙ্গ্য শোচতীঃ ।
বিলেপুঃ সুস্বরং নার্য্যো বিসৃজন্ত্যো মুহুঃ শুচঃ ।।৪৪।।**

অন্বয়ঃ—(তাঃ) নার্য্যঃ (কংসাদীনাং কামিন্যঃ) বীরশয্যায়াং শয়ানান্ (যুদ্ধে মৃতান্) পতীন্ আলিঙ্গ্য (আশ্লিষ্য) শোচতীঃ (শোচন্ত্যঃ) মুহুঃ (বারম্বারং) শুচঃ (অশ্রূণি) বিসৃজন্ত্যঃ (ত্যজন্ত্যঃ) সুস্বরং (যথা স্যাৎ তথা) বিলেপুঃ (বিলাপং চক্রুঃ) ।। ৪৪ ।।

অনুবাদ—উক্ত নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ান নিজ নিজ পতিকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ অশ্রুবিসর্জ্জন-সহকারে শোকভরে সুস্বরে বিলাপ করিতে লাগিল ।।৪৪

বিশ্বনাথ—শোচতী শোচন্ত্যঃ ।। ৪৪ ।।

**হা নাথ প্রিয় ধর্ম্মজ্ঞ করুণানাথবৎসল ।
ত্বয়া হতেন নিহতা বয়ং তে সগৃহপ্রজাঃ ।। ৪৫ ।।**

অন্বয়ঃ—হা নাথ, প্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ, করুণানাথ, বৎসল, হতেন ত্বয়া তে (তব) সগৃহপ্রজাঃ (গৃহ প্রজাসহিতাঃ) বয়ং নিহতাঃ (বয়মপি মারিতা ইত্যর্থঃ) ।। ৪৫ ।।

অনুবাদ—হে ধর্ম্মজ্ঞ, করুণাময়, স্নেহশীল, প্রিয়তম, প্রভো, অদ্য তোমার মরণহেতু গৃহ এবং প্রজাগণের সহিত আমরাও নিহত হইলাম ।। ৪৫ ।।

বিশ্বনাথ—তত্র সুভগা জরাসন্ধকন্যাদ্যা আহুর্হা নাথেতি দ্বাভ্যাম্ ; সগৃহপ্রজাঃ গৃহৈঃ প্রজাভিশ্চ সহ বর্ত্তমানাঃ ।। ৪৫ ।।

**ত্বয়া বিরহিতা পত্যা পুরীয়ং পুরুষর্ষভ ।
ন শোভতে বয়মিব নিবৃত্তোৎসব-মঙ্গলা ।। ৪৬ ।।**

অন্বয়ঃ—(হে) পুরুষর্ষভ, (পুরুষশ্রেষ্ঠ), ত্বয়া পত্যা (স্বামিনা) বিরহিতা (বিযুক্তা) নিবৃত্তোৎসব-মঙ্গলা (উৎসব-মঙ্গলাদিব্যাপার-রহিতা) ইয়ং পুরী (মধুপুরী) বয়ং ইব ন শোভতে (ন রাজতে) ।। ৪৬ ।।

অনুবাদ—হে পুরুষপ্রবর, অদ্য স্বামীর বিরহে

আমাদের ন্যায় উৎসব-মঙ্গলশূন্যা এই মধুপুরীও শোভা পাইতেছে না ॥ ৪৬ ॥

———

অনাগসাং ত্বং ভূতানাং কৃতবান্ দ্রোহমুল্বণম্ ।
তেনেমাং ভো দশাং নীতো ভূতধ্রুক্ কো লভেত শম্ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং অনাগসাং (নিরপরাধানাং) ভূতানাং (প্রাণিনাম্) উল্বণম্ (অত্যুগ্রং) দ্রোহং (হিংসনং) কৃতবান্, ভো, (হে প্রিয়,) তেন (ভূত-দ্রোহ-হেতুনা) ইমাং দশাং (বিনাশরূপাং অবস্থাং) নীতঃ (প্রাপিতঃ অসি) কঃ ভূতধ্রুক্ (কো নাম প্রাণিদ্রোহী জনঃ) শং (মঙ্গলং) লভেত (ভূতহিংসকঃ কোঽপি ন মঙ্গলং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ) ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—হে প্রিয়, তুমি নিরপরাধ প্রাণিগণের উপর অতিশয় উৎপীড়ন করিয়াছ সেই জন্যই অদ্য এই দশা উপস্থিত হইয়াছে, জগতে প্রাণিহিংসাশীল কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে? ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—দুর্ভগাঃ শুদ্ধান্তঃকরণা আহুরনাগসামিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

———

সর্ব্বেষামিহ ভূতানামেষ হি প্রভবাপ্যয়ঃ ।
গোপ্তা চ তদবধ্যায়ী ন কৃচিৎ সুখমেধতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—এষঃ হি (শ্রীকৃষ্ণঃ) ইহ (জগতি) সর্ব্বেষাং ভূতানাং (নিখিলপ্রাণিনাং) প্রভবাপ্যয়ঃ (উৎপত্তিবিনাশস্থানং তথা) গোপ্তা (রক্ষকঃ) চ (ভবতি) তদবধ্যায়ী (তদবজ্ঞাকারী জনঃ) কৃচিৎ (কদাচিদপি) ন সুখং এধতে (মঙ্গলং লভতে) ॥৪৮॥

অনুবাদ—এই শ্রীকৃষ্ণ জগতের সর্ব্বপ্রাণির উৎপত্তি, বিনাশ এবং রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি কখনও মঙ্গললাভ করিতে পারে না ॥৪৮॥

বিশ্বনাথ—এষঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। প্রভবন্ত্যস্মাদিতি প্রভবঃ। অপিতন্ত্যস্মিন্নিত্যপ্যয়ঃ। সচ সচ অবধ্যানমবজ্ঞা তৎ কর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৪৮ ॥

———

শ্রীশুক উবাচ—

রাজ-যোষিত আশ্বাস্য ভগবাঁল্লোকভাবনঃ ।
যামাহুর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ ॥৪৯॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ—লোকভাবনঃ (সর্ব্ব-লোকপালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) রাজযোষিতঃ (কংসপত্নীঃ) আশ্বাস্য (সান্ত্বয়িত্বা) যাং (ক্রিয়াং) লৌকিকীং সংস্থাং (অন্ত্যক্রিয়াং) আহুঃ (শাস্ত্রজ্ঞাঃ ইতি শেষঃ) হতানাং (কংসাদীনাং তাং ক্রিয়াং) সমকারয়ৎ (সম্পাদয়ামাস) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—নিখিল লোক-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন রাজপত্নীগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মৃত ব্যক্তিগণের শাস্ত্রোক্ত অন্ত্য ক্রিয়া সম্পাদন করাইয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—রাজযোষিতো দুর্ভগা এবং ময়ি পালয়িতরি কা যুষ্মাকং চিন্তেত্যাশ্বাস্য ॥ ৪৯ ॥

———

মাতরং পিতরঞ্চৈব মোচয়িত্বাথ বন্ধনাৎ ।
কৃষ্ণ-রামৌ ববন্দাতে শিরসা স্পৃশ্য পাদয়োঃ ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—অথ কৃষ্ণ-রামৌ মাতরং (দৈবকীং) পিতরং (বসুদেবং) চ এব বন্ধনাৎ মোচয়িত্বা শিরসা (স্বমস্তকেন) পাদয়োঃ (তয়োঃ চরণযুগলে) স্পৃশ্য (স্পৃষ্ট্বা) ববন্দাতে (বন্দনং চক্রতুঃ) ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ—অনন্তর কৃষ্ণ এবং বলদেব মাতা-পিতাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া মস্তকদ্বারা তাঁহাদের পাদস্পর্শপূর্ব্বক বন্দনা করিলেন ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—আস্পৃশ্য সম্যক্ স্পৃষ্ট্বা ॥ ৫০ ॥

———

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ।
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে কংসবধো নাম চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—দেবকী বসুদেবঃ চ পুত্রৌ (কৃষ্ণ-বলদেবৌ) জগদীশ্বরৌ বিজ্ঞায় (জ্ঞাত্বা) শঙ্কিতৌ (সন্তৌ) কৃতসংবন্দনৌ (কৃত-প্রণামৌ তৌ পুত্রৌ) ন সস্বজাতে (নালিঙ্গিতবন্তৌ কিন্তু বদ্ধাঞ্জলি তস্থতুঃ ইত্যর্থাঃ) ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়স্যান্বয়ঃ ।

অনুবাদ—দেবকী এবং বসুদেব তৎকালে প্রণত পুত্রদ্বয়কে জগদীশ্বর জানিতে পারিয়া শঙ্কিত হওয়ায় তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, পরন্তু কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—বিজ্ঞায়েতি জন্মসময়স্মৃত্যা কংসবধাদ্যৈশ্বর্য্যদৃষ্ট্যা চ পরমার্থদৃষ্টিমগ্নৌ ন সস্বজাতে। লোকব্যাহারদৃষ্টিমগ্নৌ চ নাপি নমশ্চক্রাতে। কিন্তু শঙ্কিতৌ স্তব্ধাবেব স্থিতৌ ॥ ৫১ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
দশমস্য চতুশ্চত্বারিংশোঽপ্যজনি সঙ্গতঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়স্য শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তি-ঠক্কুরকৃতা সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের গৌড়ীয়-ভাষ্য সমাপ্ত।